বাংলা বিশ্বকোষ

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বিশ্বকোষ

ENCYCLOPÆDIA INDICA

ইহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব এবং ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন
দিল্লী ১১০০০৭

প্রথম প্রকাশন ১৮৮৬-১৯১০

সাংকেতিক সংখ্যা *B00392 (Set)*
B00394 (Vol.2)

অঃ মাঃ পুঃ সঃ *81-7018-501-7 (Set)*
81-7018-503-3 (Vol.2)

পুনর্মুদ্রণ দ্বারা : বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন
বিভাগ ডি. কে. পাবলিশার্স ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ২৯/৯, শক্তি নগর, নাগিয়া পার্ক, দিল্লী-১১০০০৭
প্রিন্টেড দ্বারা ডি. কে. ফাইন আর্ট প্রেস, দিল্লী
প্রিন্টেড: ভারত

দ্বিতীয় খণ্ডের বিশেষ বিশেষ শব্দ ও তাহার লেখকগণের নাম

শব্দ	লেখক
অধমর্ণ	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ
অধরলাল সেন	শ্রীশিবরতন মিত্র
অধর্ম	মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম এ, ডি লিট, ও রাজরত্ন ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ, পি এচ্ ডি
অধিকরণ	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ
অধিকার	৺দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ও শ্রীনলিনীকান্ত বসু এম এ, বি এল
অধিজিহ্বক	কবিরাজ [illegible] দাস কাব্যতীর্থ
অধিমন্থ	"
অধিমাংস	
অধিমাস	অধ্যাপক [illegible] জ্যোতিস্তীর্থ
অধিবাস	পণ্ডিত শরৎকমল [illegible]তীর্থ
অধিবেশন	অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন এম-এ
অধোক্ষজ	শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ ও রাজরত্ন, ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ, পি, এচ্ ডি
অধ্যক্ষ	ডাঃ নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
অধ্যাত্মবিদ্যা	শ্রী[illegible]গোপাল বসু এম এ, বেদান্তরত্ন
অধ্যাস	মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ
অনঙ্গভীম	অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকান্তি মজুমদার এম এ ও সম্পাদক
অন[illegible]	অধ্যাপক [illegible] ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল
অনধিকারপ্রবেশ	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি সি-এস্
অনন্ত	শ্রীযামিনীকান্ত সেন এম এ, বি এল, ও রাজরত্ন ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ও সম্পাদক
অনন্ত আচার্য্য	পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন
অনন্তকন্দলী	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অনন্তদাস	শ্রীগোপালচন্দ্র প্রহরাজ এম-এ, বি-এল (সম্পাদক ওড়িয়াভাষা-কোষ)
অনন্তনাথ	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি-এ
অনন্তপুর	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন
অনন্তবড়ু চণ্ডীদাস	"
অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ	অধ্যাপক নির্ম্মলকান্তি মজুমদার এম এ
অনন্তব্রত	পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অনন্তশায়ীনারায়ণ	রাজরত্ন ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি-এচ-ডি
অনল	রাজরত্ন ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য
অনবস্থা	মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ
অনশন	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি-এ
অনশনব্রত	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অনাথকৃষ্ণ দেব	শ্রীশিবরতন মিত্র
অনাথনাথ দেব	সম্পাদক
অনাথনাথ বসু	শ্রীশিবরতন মিত্র
অনাথনিবাস (অনাথাশ্রম)	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অনাদায়	অধ্যাপক নির্ম্মলকান্তি মজুমদার এম-এ ও শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল
অনার্য্য	ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি, এচ্ ডি
অনাবৃষ্টি	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সেন এম-এস সি পি, এচ্-ডি (Goveroment Meteorologist) শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্ সি
অনিদ্রা	৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও কবিরাজ ব[illegible] দাস সেন কাব্যতীর্থ
অনিরুদ্ধ	রাজরত্ন ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ
অনিরুদ্ধদেব	শ্রী[illegible] অধিকারী
অনিল	রাজরত্ন ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ
অনিলকুমার বসু	শ্রীশিবরতন মিত্র
অনুগ্রহমূর্ত্তি	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ
অনুপম	পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন
অনুপলব্ধি	মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ
অনুপান	কবিরাজ কৃষ্ণপদ শাস্ত্রী কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অনুপ্রাস	পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অনুভব, অনুভূতি	শ্রীনিত্যগোপাল রুদ্র এম্ এ বেদান্তরত্ন
অনুমরণ	সম্পাদক ও শ্রীবিমলকান্তি মজুমদার এম এ
অনুমান	মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ
অনুমিতি	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ
অনুমৃতা	৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
অনুরাধপুর	অধ্যাপক শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন এম-এ

শব্দ	লেখক
অনুলোম	ডাঃ নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ পি-এচ্-ডি
অনুবাদ	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অনুবাসন	কবিরাজ কৃষ্ণপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অনুশাসন	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অনুষ্টুভ্	৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
অনেকান্তবাদ	ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এচ ডি
অন্তঃসত্ত্বা	৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
অন্তর্বিপ্লব	অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন এম, এ
অন্তিঅল্‌কিদাস্	ঐ
অন্তিওক	ঐ
অন্ত্রজ্বর	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, বি ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব (হোমিও)
অন্ত্রপ্রদাহ	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-বি ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব (হোমিও)
অন্ত্রবৃদ্ধি	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব (হোমিও) ও কবিরাজ রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ
অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব (হোমিও)
অন্ত্রাবরোধ	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব (হোমিও)
অন্দালুসিয়া	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অন্ধি	„ বিভূতিভূষণ বসু বি-এ
অন্ধ	কবিরাজ রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ
অন্ধ (জাতি)	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি-এ
অন্ধকূপহত্যা	সম্পাদক
অন্ধত্ব	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-বি
অন্ধ্র	ডাঃ বিনয়চন্দ্র সেন এম-এ, পি-এচ্-ডি (লণ্ডন)
অন্ন	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি
অন্নদান	পণ্ডিত গোপালপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অন্নপূর্ণা	রাজবৈদ্য ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি, এচ ডি
অন্যথাখ্যাতি	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বেদান্তভূষণ
অন্যোন্যাশ্রয়	ঐ
অপচয়	শ্রীসুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম্, এস-সি
অপথ্য	কবিরাজ রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ ও কবিরাজ প্রিয়ব্রত সেন
অপদ্রব্য	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্-এ, বি-এল
অপভ্রংশ	ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম্-এ, ডি লিট
অপরাজিতা	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-বি ও কবিরাজ প্রিয়ব্রত সেন
অপরাজিতা সিতাতপত্রী	রাজবৈদ্য ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, পি, এচ্ ডি
অপরাধ	শ্রীসুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন
অপরোক্ষ	শ্রীসুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম, এস্-সি
অপরোক্ষানুভূতি	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
অপব্যয়	শ্রীসুজনবান্ধব চটোপাধ্যায় এম্, এস-সি
অপস্মার	কবিরাজ রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ ও ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্, বি
অপাক	শ্রীসুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম, এস্-সি
অপাদান	পণ্ডিত গোপালপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
অপান	কবিরাজ প্রিয়ব্রত সেন
অপামার্গ	ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি
অপালা	পণ্ডিত গোপালপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
অপুলিয়া	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অপুষ্ট	শ্রীসুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম, এস্-সি
অপূর্ব্ব, অপেক্ষা	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
অপেয়	সম্পাদক
অপেরা	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অপ্পয়দীক্ষিত	পণ্ডিত গোপালপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অপ্রতিগ্রাহ্য	৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
অপ্রমেয়	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ ও পণ্ডিত গোপালপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অভাব	ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্, এ,পি, এচ্ ডি
অভিংহজাতক	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অভিচার	ডাঃ নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, পি, এচ্, ডি
অভিজিৎ	অধ্যাপক রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
অভিধর্ম্ম	ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত এম্-এ, পি এচ্ ডি
অভিধর্ম্মকোষব্যাখ্যা	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি-এ
অভিনন্দ	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অভিনয়	শ্রীকুমুদবন্ধু সেন
অভিন্যাস	কবিরাজ রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ
অভিরাম গোস্বামী	পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন
অভ্যাস	শ্রীনিত্যগোপাল রুদ্র এম্ এ বেদান্তরত্ন
অভ্র	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি, এস-সি
অমরকণ্টক	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি-এ

শব্দ	লেখক
অমরদাস	অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, পি আর এস্
অমরনাথ	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এস্ সি
অমরমাণিক্য	রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট
অমরসিংহ	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অমরাবতী	অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন, এম, এ ও শ্রীঅনাথনাথ বসু
অমাবস্যা	শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন
অমিতগতিসূরি	পণ্ডিত গোপালপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অমিতাভ	রাজরত্ন ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ, পি এচ ডি
অমৃতপ্রভ	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ
অমৃতবাজারপত্রিকা	" সুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম্ এস্ সি
অমৃতলাল বসু	" ক্ষেত্রভূষণ বসু বি, এস
অমৃতসর	" বিভূতিভূষণ বসু বি এ
অমৃতারিষ্ট	কবিরাজ প্রিয়ব্রত সেন
অমৃতাঙ্কুশলৌহ	কবিরাজ রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ
অমোঘপাশ লোকেশ্বর	রাজরত্ন ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ পি এচ ডি
অমোঘসিদ্ধি	ঐ
অম্বচোরজাতক	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অম্বজাতক	ঐ
অম্বট্ঠসুত্ত	সম্পাদক
অম্বর	৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
অম্বরীষ	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ ও পণ্ডিত গোপালপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
অম্বষ্ঠ	সম্পাদক
অম্বাজী ইঙ্গলে	শ্রীঅনাথনাথ বসু
অম্বাজী পুরন্দরে	

শব্দ	লেখক
অম্বাভবানী	শ্রীবিভূতিভূষণ বসু বি এ
অম্বালা	" অনাথনাথ বসু
অম্বা বাঈ	বিভূতিভূষণ বসু বি এ
অম্বিক	
অম্বিকাচরণ মজুমদার	অনাথনাথ বসু
অম্ল	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি এস, সি
অম্লপিত্ত	কবিরাজ পরেশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী দেব (হোমিও)
অম্লমিতি	শ্রীসুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম, এস-সি
অয়স্কেন	অধ্যাপক অমূল্যকুমার নন্দী এম এ,
অযত্নসাধ্য	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম, এ বি এল
অয়ন	পণ্ডিত বিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন
অয়নসংক্রান্তি	পণ্ডিত গোপালপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও অধ্যাপক রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
অয়স্ত্রিংশত	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম, এ বি এল
অয়োঘরজাতক	" অনাথনাথ বসু
অযোধ্যা	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম এ বি এল
অরক্ষিতদাস (ভীমভোই)	শ্রীসুজনবান্ধব চট্টোপাধ্যায় এম এস সি
অরকজাতক	শ্রী অনাথনাথ বসু
অরণি	পণ্ডিত গোপালপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
অরদ	শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম এ বি এল
অরনাথ	" বিভূতিভূষণ বসু বি এ
অরপচন	রাজরত্ন, ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য পি এচ-ডি
অরবিন্দ ঘোষ	অধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায় এম-এ

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের চিত্রসূচী

গ্রন্থ মধ্যে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক অক্ষরের পরিচয় সূচী

অথর্ব°—অথর্ববেদ

অনে°—অনেকার্থসংগ্রহ (হেমচন্দ্র)

অভিচি°—অভিধানচিন্তামণি (হেমচন্দ্র)

অভি°রা°—অভিধানরাজেন্দ্র

অমর অমরকোষ।

অ. টী অমরকোষ-টীকা।

অত্রি অত্রিসংহিতা, "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত

অ° প্রা°—অথর্বপ্রাতিশাখ্য।

আ° প্রা°—আথর্বণ প্রাতিশাখ্য।

উত্তরচ° উত্তর-চরিত।

উ. মে উত্তরমেঘ—মেঘদূত।

উশন উশনঃসংহিতা।

ঋক্—ঋগ্বেদসংহিতা।

ঋতু° ঋতুসংহার।

ঐত° ব্রা°—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

ঐ° প্রা°—ঐতরেয় প্রাতিশাখ্য।

কবিক° কবিকল্পদ্রুম।

কথাস°—কথাসরিৎসাগর।

কাদ° কাদম্বরী।

কাত্যায়ন কাত্যায়ন-সংহিতা।

কাব্যপ্র° কাব্যপ্রকাশ, ২য় সংস্করণ, "নির্ণয়সাগর"-যন্ত্র, ১৯০১।

কাশীখ°—কাশীখণ্ড, স্কন্দপু°।

কিরাত° কিরাতার্জ্জুনীয়।

কুমারস° কুমারসম্ভব।

গীতগো° গীতগোবিন্দ।

গো: গোবিন্দদাস-পদাবলি, অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত, ১২৮৫।

গৌ. রা রামায়ণ, Edited by Gaspare Gorresio.

চণ্ডীদা. চণ্ডীদাস।

চরক—চরকসংহিতা।

চৈতন্ত চৈতন্যচরিতামৃত।

চৈতন্যভা. চৈতন্যভাগবত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত।

চৈতনাথ ৪১৪

চৈতন্যম. চৈতন্যমঙ্গল, "বঙ্গবাসী"-প্রকাশিত, ১৩০৮।

বাচস্পত্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি-সঙ্কলিত, "বাচস্পত্য" অভিধান।

তৈত্তি° আ°—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

তৈত্তি° স°—তৈত্তিরীয় সংহিতা।

তৈ° প্রা°—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, কে, রঙ্গাচার্য্য-সম্পাদিত, ১৯০৬।

দক্ষ দক্ষসংহিতা।

দশকুমার—দশকুমারচরিত।

দুর্গাপ° দুর্গাপঞ্চরাত্র, কালীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত, ১৩০৮।

দেশীনাম—দেশীনামমালা, হেমচন্দ্রসূরিকৃত।

দো° দোহাকোষ।

নৈষধ নৈষধচরিত, পাণ্ডুরঙ্গ জাবজী-প্রকাশিত।

পঞ্চত—পঞ্চতন্ত্র তুকারাম জাবজী-প্রকাশিত, ১৯০৬

পরাশর পরাশর-সংহিতা,

পা পাণিনি।

পা. দ পাতঞ্জলদর্শন।

পূ. মে পূর্ব্বমেঘ—মেঘদূত।

পৈ প্রাকৃতপৈঙ্গল।

প্রা. প্র প্রাকৃতপ্রকাশ।

বশিষ্ঠ বশিষ্ঠসংহিতা।

বা° প্রা°—বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য।

বা. দ বাসবদত্তা।

বায়ুপু°—বায়ুপুরাণ।

বিক্র° বিক্রমোর্ব্বশীয়, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ-পাণ্ডিত-সম্পাদিত, ১৯০১।

বি.মা বিদগ্ধমাধব, তুকারাম জাবজী-প্রকাশিত, ১৯০৩।

বিষ্ণু বিষ্ণুসংহিতা।

বিদ্যাপতি—"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ"-প্রকাশিত, ১৩১৬।

বি° সু°—বিদ্যাসুন্দর, রামপ্রসাদ সেন-প্রণীত।

ব্যাস° ব্যাসসংহিতা।

ব্রহ্মপু°—ব্রহ্মপুরাণ।

ব্রহ্মাণ্ডপু°—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

ভট্টি—ভট্টিকাব্য।

ভৈষজ্য°—ভৈষজ্যরত্নাবলী।

মনু—মনুসংহিতা।

মহা° চ° মহাবীরচরিত।

মাঘ—মাঘের শিশুপালবধ কাব্য।

মালতীমা° মালতীমাধব, আর. জি. ভাণ্ডারকর-সংশোধিত, ১৯০৫।

মালবিকা°—মালবিকাগ্নিমিত্র।

মু° মুদ্রারাক্ষস, জীবানন্দ-প্রকাশিত।

মৃ° মৃচ্ছকটিক, জীবানন্দ-সম্পাদিত।

যাজ্ঞ° যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

রঘু° রঘুবংশ।

রসেন্দ্রসার—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

রামা° রামায়ণ।

রাসপ° রাসপঞ্চাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রকাশিত, ১৩১০।

লী লীলাবতী (ভাস্করাচার্য্য প্রণীত)।

বৈদ্যকনি—বৈদ্যক নিঘণ্টু।

শকু° অভিজ্ঞানশকুন্তল।

শব্দক° শব্দকল্পদ্রুম।

শঙ্খ শঙ্খসংহিতা

শুক্লযজুঃ—শুক্লযজুর্ব্বেদ।

শুক্র° শুক্রনীতিসার, (হোলকর প্রকাশিত)।

শূন্যপু° শূন্যপুরাণ, "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ"-প্রকাশিত, ১৩১৪।

সু° সুভাষিতার্ণব।

সুশ্রুত°—সুশ্রুত-সংহিতা,

সাংখ্য সাংখ্যকারিকা, পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু-সম্পাদিত, ১৯০১।

সা.দ সাহিত্যদর্পণ,

সাম° সামবেদ-সংহিতা,

সি° কৌ সিদ্ধান্তকৌমুদী।

হরি° হরিবংশ (সংস্কৃত)।

হারীত হারীতসংহিতা,

হিত° হিতোপদেশ, তারাকুমার কবিরত্ন-পরিশোধিত, সংবৎ ১৯৪৫

হেম° হেমচন্দ্রকৃত অভিধানচিন্তামণি।

ব্যাকরণ

অব্য—অব্যয়

উণ্ উণাদিসূত্র।

উপপদস° উপপদতৎপুরুষসমাস।

৫ তৎ—পঞ্চমীতৎপুরুষসমাস।

৬ তৎ—ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস।

৭ তৎ—সপ্তমীতৎপুরুষসমাস।

বিশ্বকোষ

—:০:—

দ্বিতীয় ভাগ

অধ,—(অব্য) অথ, অনন্তর। "অধা নিবদ্ধ উত্তরঃ" (ঋক্ ৪.১৮.৯) ঋগ্বেদের বহু স্থানেই অথ এবং অনন্তর অর্থেই অধ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

অধ,—(দেশজ) নিম্ন,নীচ। "উর্দ্ধ-অধ-তিতি"(চৈতন্যচরিতামৃত ১৪৭)

অধ,—(দেশজ) অর্দ্ধ, পূর্ণাংশের অর্দ্ধ অংশ।

অধঃ—(অব্য) [বৈদ্যক] যোনি। (বৈদ্যকনি°) [অধস্ দ্র°]

অধঃকর—(পুং) হাতের নীচের ভাগ, বাহুর নিম্নদেশ।

অধঃকরণ—(স্ত্রী) ন্যূন করা, বিপক্ষকে তর্কে পরাজয় করা।

অধঃকায়—(পুং) [অধঃ অধরং কায়স্য, একদেশিসমা°] নাভির নিম্ন দেহাবয়ব; কোমরের নীচের অংশই অধঃকায়।

অধঃকার—(পুং) তিরস্কার করা, গালাগালি দেওয়া।

অধঃকুন্তল—(পুং) অন্তর্লোম, উপস্থপার্শ্বস্থ রোমরাজি।

অধঃকৃত—(ত্রি) ন্যূনীকৃত, পরাভূত, অপমানিত। "অধঃকৃত-কুসুমায়ুধঃ" (কাদম্বরী) ২ অধরীকৃত, ভূমীকৃত। ৩ নিরস্ত, প্রত্যাদৃষ্ট। (মাঘ ১৬৮) ৪ অধোনিহিত, নিম্নদেশে স্থাপিত।

অধঃকৃষ্ণাজিন—(অব্য) কৃষ্ণচর্মের নিম্নদেশ।

অধঃক্ষিপ্ত—(ত্রি) [অধোমুখেন ক্ষিপ্তং, ক্ষিপ-ক্ত] নিম্নে পড়িয়া যাওয়া, নিম্নে ক্ষেপণ করা।

অধঃখনন—(স্ত্রী) সুরঙ্গ, নিম্নে খনন দ্বারা কৃত গর্ত।

অধঃপতন—(স্ত্রী) অধোগতি, নিম্নপ্রদেশে ফেলিয়া দেওয়া। ২ অবনতি। ৩ দুর্দশা।

অধঃপদ্ম—(স্ত্রী) গম্বুজের শিরোদেশস্থ পদ্মাকৃতি শিল্পবিশেষ। (বাস্তশাস্ত্র)

অধঃপাত—(স্ত্রী) অধোদেশে গমন; অধোগতি, অবতরণ। ২ চরিত্রের অবনতি বা অপকর্ষ, চরিত্রভ্রংশ, বদস্বভাব। ৩ সপ্রণয় গালি।

অধঃপাতন—(স্ত্রী) পারদকে যন্ত্রমার্গে অধঃক্ষেপণ (রসেন্দ্রসার) [পারদ দ্র°]

অধঃপুষ্ট—(পুং) চারোলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

অধঃপুষ্পী—(স্ত্রী) [অধোমুখং পুষ্পং যস্যাঃ, বহুব্রী] গোজিহ্বা চোরকাটা, ভাঁটুই। ২ অধরপুষ্পিকা।

অধঃপ্রবাহ—(পুং) নিম্নদেশের প্রবাহ, নীচের ধারা।

অধঃপ্রস্তর—(পুং) তৃণাসন (বৈদ্যকনি°)

অধঃপ্রাণশায়িন্—(ত্রি) যে ভূমিতে শয়ন করে, ভূমিশায়ী।

অধঃশয়—(ত্রি) ভূমিশায়ী, যে মৃত্তিকায় শয়ন করে।

অধঃশয়ন—(স্ত্রী) ভূমির উপর শয়ন, মৃত্তিকাশয়ন।

অধঃশয্যা—(স্ত্রী) ভূমিশয়ন। "পরিভূতামধঃশয্যাম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য°) ২ নিম্ন বিছানায় শয়ন। "অধঃশয্যাং ভবোর্হি তম্" (মনু)

অধঃশল্য—(পুং) [বৈদ্যক] অপামার্গ ক্ষুপ। (রাজনি°) শ্বেত অপামার্গ।

অধঃশাখ—(পুং) [বৈদ্যক] সংসারাশ্বত্থবৃক্ষ।

অধঃশিরা—(পুং) নরকভেদ। অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযাজ্যযাজী ও নক্ষত্রজীবী ব্যক্তিরা এই নরকে গমন করে। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০১ অঃ)

অধঃশিরা,—(ত্রি) যাহার মস্তক নিম্নাভিমুখ, অবাক্‌শিরা।

অধঃশেখর—(পুং) [বৈদ্যক] শ্বেত অপামার্গ।

অধঃস্থ—(ত্রি) নিম্নস্থিত, নীচে যাহা রাখা হইয়াছে।

অধঃস্থিত—(ত্রি) নিম্নপ্রদেশে দণ্ডায়মান্, নীচে জমিয়া উঠা।

অধঃস্বস্তিক—(স্ত্রী) নিম্নদেশের স্বস্তিক।

অধকুর্মী—পশ্চিমবঙ্গের কুরমীদের এক থাক। ইহাদিগকে মধ্যকুর্মীও বলা হয়।

অধগতি—(দেশজ) পাপবশতঃ নীচগতি, নরকগমন।

অধন,—(ত্রি) [নাস্তি ধনং যস্য, বহুব্রী] ধনহীন। ২ দরিদ্র।

অধন,—(পুং) বশিষ্ঠের কন্যা পুণ্ডরীকার গর্ভে ও পাণ্ডুর ঔরসে দ্যুতিমান্, রজ, অর্দ্ধবাহু, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্র নামে সাতটী তনয় জন্মে। ইহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৯.৩৬-৩৭) এই পুরাণেরই অন্যত্র আছে, বশিষ্ঠের স্ত্রী ঊর্জ্জা হইতে অধন প্রভৃতি সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। কেবল দ্যুতিমানের পরিবর্তে পুত্র ন্যায়

দৃষ্ট হয়। শিবপুরাণের মতেও বশিষ্ঠের ঔরসে উর্জ্জার গর্ভে পুণ্ডরিকা নাম্নী এক কন্যা ও সপ্তর্ষি জন্মগ্রহণ করেন।

অধনিবাসিনী—(দেশজ) পাতালবাসিনী।

অধন্য—(ত্রি) মন্দভাগ্য, দুর্ভাগ্য।

অধপাত—(দেশজ) অধঃপাত, অধোগতি, নাশ, ধ্বংস।

অধভূম—(দেশজ) অধোভূমি, পাতাল।

অধম—(ত্রি) কুৎসিত, নিন্দিত, অপকৃষ্ট, হেয়। "উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং" (ঋক্ ১২৪১৫) "দেহেষু উত্তমেষধমেষু" (মনু ৬.৬৫) নিন্দ্য। "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা" (মেঘদূত ৬) ৩ অপসদ। "বিপ্রাধমঃ" (মনু ৩.১৪০) ৪ ন্যূন, ন্যূনতম। "তদর্দ্ধমধমঃ" (যাজ্ঞ.স° ১৩৬৬) ৫ নীচ, হীন, ইতর (জাতি)। "চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্" (মনু ১০.১২) ৬ হীনবল। (মনু ৭.৮৭) ৭ গৌণ। "মুখ্যঃ স্যাৎ প্রথমঃ কল্পোঽনুকল্পস্ত ততোঽধমঃ" (অমর) ৮ দুরাত্মা। (পঞ্চতন্ত্র) ৯ ভারবাহী।

অধম২—(পুং) [বৈদ্যক] অম্লবেতস।

অধম৩—(পুং) দেবমূর্তির প্রকারভেদ। বিষ্ণুমূর্তির আনুষঙ্গিক গৌণ-দেবতার সংখ্যানুসারে উত্তম, মধ্যম বা অধম কথিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রপালমূর্তি পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী হইলে যথাক্রমে অধম, মধ্যম ও উত্তম কথিত হয়। হরপার্ব্বতীবিবাহ-মূর্তিতে বিষ্ণুমূর্তি শিবের নাসিকা বা বক্ষ পর্য্যন্ত উচ্চ হইলে, ঐ মূর্তিকে যথাক্রমে উত্তম বা অধম বলা হয়। এস্থলে শিবের নাসিকা ও বক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বকে সমাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার সহিত বিষ্ণু-মূর্তির উচ্চতা তুলনা করিয়া বিষ্ণুমূর্তিকে উত্তম, মধ্যম, অধম, উত্তমোত্তম, উত্তমমধ্যম, উত্তমাধম প্রভৃতি নয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।*

অধম৪—বেহারী কায়স্থের একটী শাখা।

অধম খাঁ—অকবরের ধাত্রী মাহম অনগের পুত্র। অকবরনামায় এই স্ত্রীলোকটী সতী-শিরোমণি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অকবরের উপর ইঁহার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল, সেইজন্য ইঁহার অন্যতম পুত্র অধম খাঁ দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিকন্দর শাহ যখন পঞ্জাবস্থিত মানকোট দুর্গে পলায়ন করেন, তখন সম্রাট্ তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে এই দুর্গ অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, সঙ্গে অপরাপর সেনানায়কের মধ্যে অধম খাঁ ছিলেন, তিনি অসমসাহসিকতার সহিত একাকী দুর্গের পাদদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আফগান সৈন্যগণ তরবারি হস্তে তাঁহাকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দুর্গের কটক খুলিয়া বাহিরে আসিলে, যদিও মোগলসৈন্য তাহার বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল, তথাপি অধম খাঁ একাকী বহু সংখ্যক আফগান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ ও তাহাদের অনেককেই যমালয়ে প্রেরণ করিয়া নিজের সৈন্যদলে আসিয়া যোগদান করিলেন, তাহাতে মানকোট দুর্গ অকবরের হস্তগত হইল।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে বৈরাম খাঁ অধম খাঁকে আগ্রার সন্নিকটবর্তী হটকান্ত-নিবাসী ভাদৌরিয়া নামক একটী প্রবল দুর্দান্ত বিদ্রোহী জমিদার-গোষ্ঠীকে দমন করিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন, অধম খাঁ তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন।

১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে অধমের সহিত অকবরের পিতৃব্য (?) হিন্দালের পরওয়ানিস বরতারের বন্দি খাঁর কন্যার বিবাহ অতিশয় ধুমধামের সহিত নিষ্পন্ন হয়, স্বয়ং সম্রাট্ এই বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন। যখন বৈরাম খাঁ হিজ্জলের পীর মুহম্মদ খাঁকে উচ্চপদ চ্যুত এবং হিন্দুস্থান হইতে বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন অধম খাঁই প্রধান মন্ত্রীর সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন। অকবর তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন এবং বৈরাম খাঁ সম্বন্ধে তাঁহার পরিবর্তিত মনোভাব তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে বৈরাম খাঁর পতন সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে অধম খাঁ ও তাঁহার মাতার চক্রান্তে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বৈরাম খাঁ সম্রাটের বিরাগভাজন হন। অকবরনামার মতে বৈরাম খাঁর হাতে অসীম ক্ষমতা থাকাতে তিনি তাহার অসদ্ ব্যবহার করেন বলিয়া সম্রাট্ তাঁহার উপরে বিরূপ হন। সুতরাং অধম খাঁ ও তাঁহার মাতার কোন অপরাধ ছিল না।

১৫৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মালব বিজয়ের সংকল্প করিলেন, মালবের রাজা বাজ বাহাদুর অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিলাসী ও সুরাপায়ী ছিলেন, তাঁহার হিন্দুপত্নী রূপমতীর সহিত তাঁহার প্রেমের কাহিনী মালবদেশের রূপকথা। তাঁহার অন্তঃপুরে হিন্দু-স্থানের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও নৃত্যগীতকুশলা রমণী বাহাদুরের মনোরঞ্জন করিত। রাজকোষে বহু শত বৎসরের সঞ্চিত অর্থ ও মণি-মাণিক্যাদি ছিল। সম্ভবতঃ এই সকল কারণেই অকবরের মালববিজয়ের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। তিনি ইঁহার জন্য অধম খাঁ, পীর মুহম্মদ খাঁ, সাদিক খাঁ, কিয়া খাঁ গজ, আবদুল্লা খাঁ উজবেক এবং শাহ মুহম্মদ কান্দাহারিকে মালবাভিমুখে সৈন্য সামন্ত দিয়া প্রেরণ করিলেন। মালবের রাজধানী সারঙ্গপুরের কিছু দূরে পৌছিয়া অধম খাঁ মালবের রাজা বাজ বাহাদুরের বিরুদ্ধে একটী অগ্রবর্তী সৈন্যদল পাঠাইলেন। বাজ বাহাদুরের আফগান সৈন্যদল তাঁহার আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অতি অনায়াসেই মালব বিজিত হইল। যুদ্ধে বাজ বাহাদুরের যুদ্ধ

* T. Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography, part 1, p. 60; part 11, pp 123, 342, 343, 495

সংবাদ শুনিয়া সতীশিরোমণি রূপমতী বিষপান করিয়া স্বামীর অনুগমন করিলেন। অধম খাঁ সারঙ্গপুরে প্রবেশ করিয়া বাজ বাহাদুরের রাজকোষস্থ সমস্ত অর্থরাশি মণি-মাণিক্যাদি এবং তাঁহার অন্তঃপুরের নৃত্যগীতকুশলা সুন্দরীরমণী প্রভৃতি হস্তগত করিয়া সম্রাট্‌কে কেবলমাত্র বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ কএকটী হস্তী সহ একটী দূত প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ ইহাতে অতিশয় রুষ্ট হইয়া অতি দ্রুত অভিযানে সারঙ্গপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। অধম খাঁও সৈন্য সামন্ত লইয়া একটী দুর্গে জয়যাত্রা করিতেছিলেন, পথে তাঁহার অধীনস্থ অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল সম্রাট্‌কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার বশ্যতা জ্ঞাপন করিলেন। অধম খাঁও যখন সম্রাট্‌কে দেখিতে পাইলেন, তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সম্রাটের নিকট নতি স্বীকার করিয়া পুনরায় সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইলেন। তিনি রাজধানীতে তাঁহার বাসস্থান সম্রাটের জন্য ছাড়িয়া দিলেন এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ও মালবের ভূতপূর্ব্ব রাজার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, ইহাতে সম্রাট্ অধম খাঁর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে আগ্রা হইতে মাহম অনগ রাজান্তঃপুরের মহিলাদিগকে লইয়া সারঙ্গপুরে উপস্থিত হইলেন; অধম খাঁ বাজ বাহাদুরের রক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুইটী অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীকে তাঁহার অনুগত রক্ষিদিগের সাহায্যে সরাইয়া ফেলিলেন। সম্রাট্ ইহাদিগকে আগেই দেখিয়াছিলেন, যখন তিনি তাহাদের খোঁজ করিলেন, তখন তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার আগ্রাযাত্রা স্থগিত করিয়া তাহাদের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে বিশ্বস্ত লোক পাঠাইলেন। যখন তাহাদের খোঁজ পাওয়া গেল এবং যখন তাহারা সম্রাটের সম্মুখে আনীত হইতেছিল, তখন পুত্রের হিতকামনায় মাহম অনগের প্ররোচনায় সাক্ষিগোপনের উদ্দেশ্যে এই দুইটী সুন্দরী ললনা নিহত হইলেন। সম্রাট্ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু মাতৃতুল্যা ধাত্রীর জন্য তিনি তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না।

ইহার পর সম্রাট্ আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু তিনি অধম খাঁকে শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আগ্রায় ফিরিয়া আসিবার জন্য আদেশ দিলেন। অধম খাঁর স্থানে পীর মুহম্মদ মালবের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। আগ্রায় আসিয়া সম্রাটের সমাদর লাভ করিয়াও অধম খাঁর চৈতন্য হইল না। তিনি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী সামসুদ্দীন মুহম্মদ অৎগ খাঁর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া সাম্রাজ্যের কতিপয় সম্ভ্রান্ত-বংশীয় লোকদিগকে লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। একদা যখন উজীর সামসুদ্দীন দরবারগৃহে অন্যান্য সম্রাট্-কর্ম্মচারীদিগের সহিত রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ অধম খাঁ কতকগুলি নীচজাতীয় গুণ্ডার সহিত সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উজীর অভ্যর্থনার জন্য স্বীয় আসন হইতে উঠিতে গিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে সশস্ত্র এবং আক্রমণোদ্যত দেখিয়া পলায়নপর হইলেন, কিন্তু এই সময়ে তিনি নিহত হইলেন। এই নিষ্ঠুর এবং অসঙ্গত কার্য্য অনুষ্ঠানের পর অধম খাঁ প্রাচীরের উপরে উঠিয়া রাজান্তঃপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার হস্তে রক্তাক্ত তরবারি দেখিয়া প্রহরী ভয় পাইয়া ভিতর হইতে সম্রাট্-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। সম্রাট্ এই সময় নিদ্রিত ছিলেন, গোলমালে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকদিগের নিকট কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি প্রহরীর নিকট হইতে সমস্ত অবগত হইয়া স্বীয় কক্ষের গবাক্ষ দিয়া প্রধান মন্ত্রীর রক্তাক্ত মৃত কলেবর দেখিতে পাইলেন। ইহার পর তিনি অপর একটী দরজা দিয়া অধম খাঁর অভিমুখে ধাবিত হইলেন, পথে একটী প্রহরী তাঁহার হস্তে একটী মুক্ত কৃপাণ দিল। সম্রাট্ নিকটে আসিলে অধম খাঁ খপ্ করিয়া তাঁহার একটী হাত ধরিয়া ফেলিলেন। সম্রাট্ জোর করিয়া তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাঁহার মুখে একটী প্রচণ্ড ঘুসী মারিলেন, একটী ঘুসীর আঘাতে অধম খাঁ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, সম্রাটের আদেশে প্রহরীগণ তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া রাজপ্রাসাদের উচ্চ ছাদ হইতে তাঁহাকে নিম্নে ফেলিয়া দিল; এই আঘাতে হতভাগ্য অধম খাঁর দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল; সম্রাটের আদেশে তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে প্রেরিত হইয়া তথায় তাঁহার সমাধি হইল, এই ঘটনার চল্লিশ দিন পরে তাঁহারই শোকে মাহম অনগের মৃত্যু হয়, তাঁহারও মৃতদেহ দিল্লীতে তাঁহার পুত্রের পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। সম্রাট তাঁহাদের কবরের উপরে যে অট্টালিকা রচনা করেন, অদ্যাবধি তাহা দিল্লীতে দৃষ্ট হয়, ইহার নাম ভুল-ভুলোয়ান।*

অধমভৃতক—(পুং) নীচ দাস। ২ অধম ভৃত্য। ৩ দৌবারিক, দারোয়ান। ৪ ভারবাহক ইত্যাদি।

অধমর্ণ—(ত্রি) [অধম ঋণং। ঋণমবক্তদেয়ং তৎ অধমং শোধ্যং যস্য; বহুব্রী] ঋণশোধক। ২ ঋণী। ৩ খাতক।

অধমর্ণিক—(ত্রি) [অধমর্ণ-ঠন অধমমৃণম্ অবক্তদেয়ম্ অস্যাস্ত] খাতক, ঋণী। "সংগৃহ্য দাপয়েদধমর্ণিকম্" (মনু ৮.৪৮)। [স্ত্রী-ঙীপ্ অধমর্ণিকী]।

অধমা—(স্ত্রী) স্বীয়াদির অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। অধমা নায়িকারা অযথা পতির উপর কোপ করে, তজ্জন্য তাহাদের

* Eliot's History of Hindusthan VI, Akbarnama Vol II.

যার একটী নাম চণ্ডী। ইহারা হিতকর প্রিয়তমের প্রতি অহিত করিয়া থাকে। ইহাদের সমস্ত কাজই অপকৃষ্ট।

"হিত কৈলে অহিত করয়ে সেই জন।

অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ॥" (ভারতচন্দ্র)

অধমাঙ্গ—(ক্লী) [বৈভক] [অধমং নিকৃষ্টম্ অঙ্গম্ কর্ম্মধা°] চরণ। পা শরীরের নিম্নভাগ বলিয়া ইহাকে অধম বলা যায়।

অধমাচার—(ত্রি) কুৎসিৎ আচরণকারী।

অধমাদূতী—(স্ত্রী) নীচ দূতী। যে দূতী নায়ক নায়িকার দৌত্যকার্য্য গ্রহণ করিয়াও স্বীয় কর্ত্তব্য করে না এবং অন্যায় সংবাদের আদান প্রদানে তৎপর হয়।

অধমাধম—(ত্রি) অপকৃষ্ট হইতেও অপকৃষ্ট। অধম হইতে অধম, অতি নিকৃষ্ট। "অপক্ষাতোঽধমাধমঃ" (পঞ্চতন্ত্র ১.৪২৭)

অধমার্দ্ধ—(ক্লী) [অধমম্ অর্দ্ধম্, কর্ম্মধা°] নাভির অধোভাগ। নাভি হইতে দেহের নিম্নভাগ।

অধমুখ—(দেশজ) অধোমুখ, অবনত মুখ, হেট্‌মুখ।

অধর্ম্ম—(দেশজ) পাপ, কুকর্ম্ম। [কথ্য ভাষায় অধম্মের ভোগ—পাপের ফলভোগ] ২ দুঃখভোগ।

অধর,—(পুং) [ন ধ্রিয়তে ধৃঙ্‌ ধারণে-অপ্‌ ; নঞ্‌-তৎ] ঠোঁট, ওষ্ঠ। [ওষ্ঠ দ্র°] কবিরা প্রবাল ও বিম্ব অর্থাৎ পাকা তেলাকুচা ফলের সঙ্গে অধরের তুলনা করেন।

"অধর বিদ্রুম, হাসিতে মধুর,

চঞ্চল খঞ্জন আঁখি॥" (ভারতচন্দ্র)

২ অধঃস্থিত, নিম্ন। "অধরাম্বরঃ" (মাঘ ১.৬) ৩ হীন, অপকৃষ্ট, অধম। "অভিধাসত্যধরং পরস্যাঃ তমঃ" (ঋক্‌ ১০.১৫২.৪) "অধরোত্তরঃ" (নৈষধ ২.২৪) ৪ পূর্ব্ব, গত। (পুং ক্লী) ৫ কন্দর্প-সদ্ম, রতিগৃহ, যোনি। ৬ হীনবাদী, অর্থাৎ যে বাদী পূর্ব্ববাদ ত্যাগ করিয়া অন্যবাদ অবলম্বন করে। (অভিধানচিন্তা°)

কাহারও মতে অধর শব্দে উপর ঠোঁটকে বুঝায়, কাহারও মতে নীচের ঠোঁটকে বুঝায়। বস্তুতঃ, অধর বলিলে, উপরের ও নিম্নের উভয় ঠোঁটকেই বুঝাইয়া থাকে। অমরের টীকায় মহেশ্বরও লিখিয়াছেন যে যাঁহারা বলেন অধর শব্দে নিম্ন ওষ্ঠকে বুঝায়, তাঁহাদের কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। যথা—"কেচিত্তূপরি-ষ্টোষ্ঠঃ অধোবর্ত্তাধর ইতি বদন্তে তদযুক্তম্।" কিন্তু কাব্যশাস্ত্রে ঐরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—

"স্তনয়োর্গণ্ডয়োশ্চৈব ওষ্ঠে চৈব তথাধরে।

দন্তাঘাতঃ প্রকর্ত্তব্যঃ কামিনীনাং সুখাবহঃ॥"

পুরুষের রক্তবর্ণ অধর সুলক্ষণ এবং স্ত্রীলোকের পাটলবর্ণ, পাতলা ও মধ্যরেখাযুক্ত অধর ভাল। স্থূল কৃষ্ণবর্ণ অধর ভাল নহে।

"পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তনখানি চ।

তালুকোঽধরজিহ্বা চ সপ্তরক্তং প্রশস্যতে।

পাটলাবর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধরেখাভূষিতমধ্যভূঃ।

সীমন্তিনীনামধরো রাজ্ঞাং চৈব প্রিয়ো ভবেৎ।

শ্যামঃ স্থূলোঽধরোষ্ঠঃ স্যাৎ বৈধব্যকলহপ্রদঃ।" (সামুদ্রিক)

পাণিনির সর্ব্বনাম-গণমধ্যে পঠিত হইয়াছে। "পূর্ব্বপরাবর-দক্ষিণোত্তরাপরাধরাণি ব্যবস্থায়ামসংজ্ঞায়াম্"। (পা ১.১ ৩৪)

পূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বদিক বা পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী। পর—পরদিক্‌ বা পরদিগ্বর্ত্তী। অবর—পশ্চাদ্‌দিক্‌ বা পশ্চাদ্দিগ্বর্ত্তী। দক্ষিণ—দক্ষিণদিক্‌ বা দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী। উত্তর—উত্তরদিক্‌ বা উত্তর-দিগ্বর্ত্তী। অপর—অন্যদিক্‌ বা অন্যদিগ্বর্ত্তী। অধর—নীচে বা নিম্ন।

অধর,—হিন্দুদিগের এক দেবতা এবং মরুদ্‌গণের অন্যতম। ইঁহার ধ্যান হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (১৩৫ প) যাহা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—

"ঘণ্টাক্ষধ্বজমুণ্ডানি ধারয়ন্নধরাভিধঃ।"

অধর দেবতা হস্তে ঘণ্টা, অক্ষসূত্র, ধ্বজা এবং মুণ্ড ধারণ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি একমুখ ও চতুর্হস্ত।

অধরকণ্টক—(পুং) [বৈভক] দুরালভা। (বৈদ্যকনি°)

অধরকণ্টিকা—(স্ত্রী) ক্ষুদ্র শতাবরী। শতমূলী। (বৈদ্যকনি°)

অধরকণ্ঠ—(পুং ক্লী) নিম্ন কণ্ঠ. কণ্ঠের নিম্নভাগ। "ভেদনীমধর-কণ্ঠেনাপঃ" (শুক্লযজু ২৫ ২)

অধরকায়—(পুং) শরীরের নিম্ন ভাগ।

অধরচাঁদ—একজন কীর্ত্তনের পদকর্ত্তা।

অধরতস্—(অব্য) [অধর-তসিল্‌ ; প্রথমাপঞ্চমীসপ্তম্যর্থবৃত্তৌ] অধোভাগ, অধস্তাৎ।

অধরস্তাৎ—(অব্য) [অধর-অস্তাতি পৃষোদরাদিত্বাৎ ছন্দসি সাধুঃ] [অধরস্তাৎ শব্দে সূত্র দ্র°]। অধরতঃ। ২ অধোভাগ।

অধরপান—(ক্লী) অধরচুম্বন।

অধরমদিরা—(স্ত্রী) অধরের সুরা তুল্য ; সুরাবৎ মত্ততাজনক অধররস ; মুখাসব। (নবীনচন্দ্র)

অধররস—(পুং) অধরমধু। মুখামৃত।

অধরলালসেন—অধরলাল সুবর্ণবণিক্‌ কুলে কলিকাতার আহীরী-টোলা পল্লীতে, ১২৬১ সালের ১৯ এ ফাল্গুন (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে, ২রা মার্চ্চ) শুক্রবার দোলপূর্ণিমার দিন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বতন ষষ্ঠপুরুষ ধনশ্যাম সেন মহাশয় হুগলী জেলা'র অন্তর্গত তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী সিঙ্গুর গ্রামের বাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র হাড়রাম, তৎপুত্র রামহরি, রামহরির পুত্র মথুরামোহন, তাঁহার পুত্র রামগোপাল, এই রামগোপাল সেনই অধরলাল সেনের জনক।

কলিকাতা বড়বাজারের আর্ম্মানিয়ান্ ষ্ট্রীটে রামগোপালের সূতার কারবার ছিল। তাঁহার ছয়পুত্র ও দুই কন্যা—ইঁহাদের মধ্যে অধরলাল পঞ্চম সন্তান। রামগোপাল বাবুই তাঁহার ৯৭নং জেলেটোলার বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই বাটী বহু ভক্তপরিকর সহ পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের চরণরেণুতে পবিত্র হইয়াছে। এই বাটীতেই বঙ্কিমচন্দ্র পরমহংসদেবের সহিত পরিচিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র অধরলালের বন্ধু ছিলেন। এই পরিচয় প্রসঙ্গ "শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" গ্রন্থের পরিশিষ্টমধ্যে বর্ণিত আছে। অধরলাল তাঁহার জীবনের শেষ দেড় বৎসর কাল মাত্র পরমহংসদেবের সাহচর্য্য-লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি পরমহংসদেবের পরম অন্তরঙ্গ বলিয়া গণ্য হইতে পারিয়াছিলেন। রামগোপাল বাবু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর পরলোক গমন করেন।

অধরলালের জ্যেষ্ঠ চারি সহোদর—(১) বলাইচাঁদ, (২) দয়ালচাঁদ, (৩) শ্যামলাল ও (৪) রামলাল। বলাইচাঁদ সাহিত্য-সেবী ছিলেন—তাঁহার রচিত কএকখানি গ্রন্থ আছে। দয়ালচাঁদ তাৎকালিক 'বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা" নামক সাময়িক পত্রে কবিতাদি প্রকাশিত করিতেন। তাঁহার বর্ত্তমান পুত্র রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন মহাশয় Custom House এর খাজাঞ্চীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, Gillanders Arbuthnot কোম্পানীর আফিসে কেসিয়ারের কার্য্য করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হীরালাল সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি সুবর্ণবণিক্ ছাত্রদের জন্য ইঁহার পিতার নামে—"রাম-গোপালসেন বৃত্তি" স্থাপন করেন। উপযুক্ত মেধাবী ছাত্র হইলে, এই বৃত্তি হইতে ইউরোপে বা আমেরিকায় শিক্ষা লাভের জন্য মাসিক ৬০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হয়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১২ বৎসর বয়সের সময়, সাত বৎসরের এক কন্যার সহিত অধরলালের বিবাহ হয়। ইহার দুই বৎসর পরে, তিনি মাইনর বা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৮ম স্থান অধিকার করিয়া তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪র্থ স্থান অধিকারপূর্ব্বক First Arts পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Duff বৃত্তি লাভ করেন এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে চব্বিশবৎসর বয়সের সময় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়া অধরলাল স্বেচ্ছায় তখনকার পক্ষে দুর্গম চট্টগ্রামে গমন করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যশোহর এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বদলী হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অধরলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পরে Faculty of Artsএর অন্যতম সভ্য হইয়াছিলেন, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে Asiatic Societyর অন্যতম সদস্য থাকা কালে তিনি এই সভার এক অধিবেশনে (১৮৮১ খৃঃ মার্চ) তাঁহার চট্টগ্রামে অবস্থানকালে সীতাকুণ্ড, বড়বানল ও চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটী পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন, The Shrines of Sitakundu নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অধরলাল যখন First Arts অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময়, (১৯ বৎসর বয়সে) তিনি "ললিতা সুন্দরী" ও "মেনকা" নামক দুইখানি কাব্য রচনা করেন (১৮৭৪ খৃঃ)। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্তির পর তিনি "লিটোনিয়ানা" নাম দিয়া লর্ড লিটনের কবিতার পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করেন (১৮৭৯ খৃঃ)।

অধরলালের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই—মাত্র চারি কন্যা। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুন মঙ্গলবার কলিকাতার মাণিকতলা ডিস্টি-লারি পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে, শোভাবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান। এই পতনের ফলে, তাঁহার বাম হাতের কব্জি ভাঙ্গিয়া যায় এবং অনতিবিলম্বে তিনি ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হন। মাত্র ৮ দিন কাল ভুগিয়া তিনি ১২৯১ সাল ২রা মাঘ বুধবার ত্রয়োদশীর দিন (১৮৮৫ খৃঃ ১৫ জানুয়ারী) প্রাতে ৬ টার সময় কলিকাতার বাটীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে বাঙ্গলা-গভর্ণমেণ্ট, বোর্ড অব রেভিনিউ এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

অধরবিম্ব—(ত্রি) যে অধর বিম্বতুল্য। ২ যে অধর হইতে বিম্বফল অপকৃষ্ট; জিতবিম্ব। (নৈষধ ২.২৪)

অধরবিম্বক—(ত্রি) বিম্বতুল্য লোহিত ওষ্ঠবিশিষ্ট।

অধরবিসর্পিকা—(স্ত্রী) চর্ম্মরোগবিশেষ, সচরাচর ঠোঁটের চর্ম্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সংযোগস্থানে ইহা জন্মে।

অধরসঙ্গম—(ক্লী) অধরের মেলনস্থান; ওষ্ঠসংযোগস্থল।

অধরসুধা—(স্ত্রী) অধরামৃত। (বিদ্যাপতি)

অধরস্তাৎ—(অব্য) [অধর সপ্তম্যাদ্যর্থে অস্তাতি] অধরতঃ।

অধরস্মাৎ—(অব্য) অধরাৎ। অধস্তাৎ।

অধরা—(স্ত্রী) দক্ষিণদিক্। ২ অধোদিক্। ৩ নীচস্ত্রী।

অধরাক্—(অব্য) নীচে; নিম্নপ্রদেশে। "অধরাক্ সর্ব্বতস্থাঃ" (শুক্লযজুঃ ৬.৩৬)

অধরাচ্—(ত্রি) [অধরাং দক্ষিণাং দিশমঞ্চতীতি অঞ্চ্-ক্বিপ্] দক্ষিণদিক্‌গামী। "প্রাচঃ অপাচঃ উদীচঃ অধরাচঃ" (ঋক্ ১০.১০১.১) (স্ত্রী) ২ অধরাচী। (শুক্লযজুঃ ১৬.৫)

অধরাচীন—(ত্রি) [অধরাচি ভবঃ ; অধরাচ্-খ] অধঃপ্রদেশে উৎপত্তিশীল, অর্থাৎ নিম্নস্থানে যাহা উৎপন্ন হয়। ২ নিম্নপ্রদেশে গমনকারী [অধঃ প্রদেশমঞ্চতি গচ্ছতীতি অধরাচীনং] "অধরাচীনমকৃণোদপামপঃ" (ঋক্ ২.১৭.৫)

অধরাচ্য—(ত্রি) [অধরাচ্যাং ভবঃ যৎ] দক্ষিণদিগ্ভব, অধোদিকে যাহা জন্মে। "অরসং প্রাচ্যং বিষমরসং যদুদীচ্যম্। অথেদমধরাচ্যং করম্ভেণ বিকল্পতে" (অথর্ব ৪.৭.২)

অধরাৎ—(অব্য) [অধর-অস্ত্যর্থে আতি] নিম্ন হইতে, নিম্নভাগ হইতে। "অসৌ যো অধরাদ্গৃহঃ" (অথর্ব ২.১৪.৩)

অধরাত্তাৎ—(অব্য) নীচে, নিম্নভাগে। "সবিতাধরাত্তাৎ" (ঋক্ ১০.৩৬.১৪)

অধরামৃত—(স্ত্রী) [অধরস্ত অমৃতমিব] অধরসুধা। "সিঞ্চাঙ্গনস্তদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীত-জহৃচ্ছয়াগ্নিং।" (ভাগবত ১০ ২৯.৩২)

হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্যদৃষ্টি এবং মধুর সঙ্গীতে আমাদের মন্মথাগ্নি জলিয়া উঠিয়াছে, তুমি অধরামৃত দিয়া তাহা নির্বাণ কর।

অধরারণ্য—(পুং) ইন্দ্রসাবর্ণি-বংশীয় পুণ্যারণ্যের তনয়। ইঁহার পুত্রের নাম মজলারণ্য। (ব্রহ্মবৈবর্তপু°)

অধরাবলেপ—(পুং) [অধর-অব-লুপ্-ঘঞ্] দন্তের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন।

অধরীকৃত—(ত্রি) [অধর-চ্বী-কৃত] অগ্রাহ্য, কথাকাটা। ২ পরাহত। "অধরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুত্তানলতাবনলতাভিঃ" (অমরুশতক) ৩ ন্যূনীকৃত, তিরস্কৃত। "ভবতাধীরতয়াধরীকৃতঃ" (কিরাত ২.২৪)

অধরীণ—(ত্রি) [অধরে ভবঃ অধর-খ] অধরে ভব। বিকৃত। (জটাধর)

অধরীভূত—(ত্রি) [অধর-চ্বী-ভূত] অধরীকৃত, অগ্রাহ্য, ন্যূনীকৃত, অরীভূত। "পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাম্" (রঘু ২.৩) ২ হীনীভূত, দুর্বল। (যাজ্ঞবল্ক্য° ২.১৭)

অধরু—(বৈষ্ণবসাহিত্যে) অধরে।

অধরেণ—(অব্য) [অধরস্মিন্ দেশে, দিশি বা অধর-এনপ্] নিকটে নিম্ন দেশাদি। ২ সন্নিকৃষ্ট দক্ষিণদিক্। [অধরস্তাৎ দ্র°]

অধরেদ্যুস্—(অব্য) [অধরস্মিন্নহনি] অধর দিবস, পরদিন।

অধরেয়—(ত্রি) গুণবিহীন। ২ মূল্যে ন্যূন।

অধরোত্তর—(স্ত্রী) [অধরশ্চ উত্তরশ্চ সমা° দ্বন্দ্ব] ন্যূনাধিক্যযুক্ত, নিম্নোন্নত। ২ পূর্বোত্তর, পূর্বাপর। "অধরোত্তরান্ অর্থান্" (মনু ৮.৫৩) ৩ নীচের প্রাবাল্য। "অধর্মেণ জিতোধর্মঃ প্রবৃত্তমধরোত্তরম্" (মহাভারত)

অধরোষ্ঠ (রৌষ্ঠ)—(পুং) নীচের ঠোঁট। "পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী" (মেঘদূত)

অধর্ম—(পুং) [ন-ধৃঞ্+মন্, অভিত্ত্বদূরদৃষ্টবিষয়ীভাবাপদি-সন্নিহিত্যো মন্। উণ ১.১৩৯] অন্যায় আচরণ।

"অধর্মেণ চ যঃ প্রাহ যশ্চাধর্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং বাধিগচ্ছতি॥" (মনু ২.১১১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক উত্তর করেন এবং অন্যায়রূপে জিজ্ঞাসা করেন, সেই উভয় ব্যক্তির মধ্যে একজন মৃত অথবা বিদ্বেষপ্রাপ্ত হন।

২ ধর্মবিরোধী ভাব, শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধাচার (ব্রহ্মবধাদিরূপ কার্য্য)।

"কর্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্মাধর্মৌ ব্যবেচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥" (মনু ১.২৬)
"অধর্মো ব্রহ্মবধাদিঃ" (কুল্লূকভট্ট)

৩ পাপ, অপরাধ, ব্রহ্মচারী হইয়া মাংসমৈথুনাদি সেবা।

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্মাধর্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥" (মনু ১.২৯)

৪ শাস্ত্রাদি অতিক্রম করিয়া বা অন্যায়রূপে ধনাদি উপার্জন।

"ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্মঃ পাদশস্ত্বব্যরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্মশ্চাপৈতি পাদশঃ॥" (মনু ১.৮২)

৫ (ন্যায়ে) নরকদুঃখাদিরূপ কষ্ট সকল।

অধর্ম২—(পুং) [ম্রিয়তেঽনেন—মৃ+মন্] যদ্দ্বারা জীবের শরীরাদি সমস্তই ধৃত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'ধর্ম' শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—ধারণের সাধন বা করণ। "ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুঃ"। যাহা ধর্মের বিরুদ্ধ বা বিপরীত তাহা অধর্ম। (বিরোধার্থে নঞ্-তৎ) "বেদ-প্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়ঃ" (স্মৃতি)। শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ আচার, পাপ। শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম করিলে তজ্জন্য যে দুরদৃষ্ট বা পাপ জন্মে, তাহাও 'অধর্ম' নামে কথিত হইয়াছে। [অদৃষ্ট দ্র°] নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদে সেই দুরদৃষ্টরূপ অধর্মের লক্ষণ বলিয়াছেন—"অধর্মো নরকাদীনাং হেতুর্নিন্দিতকর্মজঃ"। "অধর্মজন্যং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাম্"।

পূর্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি প্রথমে "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ" এই সূত্রের দ্বারা ধর্মের লক্ষণ বলিয়া তদ্দ্বারা উহার বিরুদ্ধ অধর্মের লক্ষণও সূচিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ঋষিগণের মতে ধর্মবিষয়ে যেমন বেদবাক্যই মুখ্য প্রমাণ, তদ্রূপ অধর্মবিষয়েও বেদবাক্যই মুখ্য প্রমাণ। সুতরাং—বেদবাক্য দ্বারা যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝা যায় তাহাই অধর্ম। মানবের কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রই প্রমাণ। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ"। (গীতা)

ফল কথা—পাপরূপ দুরদৃষ্ট যেমন 'অধর্ম্ম' নামে কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ—যাহা ঐ পাপের অসাধারণ কারণ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারও নাম অধর্ম্ম। মানবের পাপের কারণ বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যসং)

অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের বর্জ্জন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অনিগ্রহ, এই তিন কারণে মানবের পতন বা পাপ জন্মে। যে সমস্ত মানব জাতির কোন ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য। আর যাহাদিগের কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা কর্ত্তব্যবিষয়ে বাধ্যতামূলক বিধি-পদ্ধতি নাই, তাহারা "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"।

ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২৩শ খণ্ডে)—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ, তপএব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী, তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এবৈতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" এই শ্রুতিবাক্যে ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগপূর্ব্বক ধর্ম্মের যে তিনটী "স্কন্ধ" অর্থাৎ বিভাগ কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আমাদিগের বৈদিক ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সারতত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটী ধর্ম্মের প্রথম বিভাগ। বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে তপস্যা ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিভাগ। ব্রহ্মচারীর পক্ষে যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের তৃতীয় বিভাগ।

এইরূপ উপনিষদে অনেক অধর্ম্ম ও তাহার ফলও কথিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলেই জীবের স্বর্গাদি ও নরকাদি প্রাপ্তি এবং সময়ে মর্ত্ত্যলোকে পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। এই পুনর্জ্জন্মবাদ বেদমূলক সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। ঋগ্বেদসংহিতার "অহং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণঃ" (ঋক্ ৪.১.৮১) ইত্যাদি মন্ত্রসমূহে জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। ঐ সমস্ত মন্ত্রে গর্ভস্থ বামদেব ইন্দ্রের নিকটে নিজের জন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন। ছান্দোগ্য ও কঠ প্রভৃতি উপনিষদেও ধর্ম্মের ফলে উৎকৃষ্ট জন্ম ও অধর্ম্মের ফলে নীচযোনি প্রাপ্তি স্পষ্ট কথিত আছে। স্মৃতিকার মহর্ষিগণও নানাবিধ পাপকর্ম্মরূপ অধর্ম্ম ও তাহার ফলের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন এবং পাপক্ষয়ার্থ বহু প্রায়শ্চিত্তেরও উপদেশ দিয়াছেন। বঙ্গের প্রাচীন স্মার্ত্ত শূলপাণি এবং আরও বহু স্মৃতিনিবন্ধকার প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে বিচারপূর্ব্বক সেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিলেও শাস্ত্রোক্ত বহু পাপকর্ম্মরূপ অধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান জন্মে।

[প্রায়শ্চিত্ত দ্র°]

ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। অধর্ম্মের নিকৃষ্টত্বপ্রকাশই ঐরূপ উক্তির উদ্দেশ্য।

আদিপুরাণে অধর্ম্মের উৎপত্তির কথা এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রজানামন্নকামানাং অন্যোন্যপরিভক্ষণাৎ।
অধর্ম্মস্তত্র সঞ্জাতঃ সর্ব্বভূতবিনাশকঃ।
তস্যাপি নির্ঋতির্ভার্য্যা নৈর্ঋতা যেন রাক্ষসাঃ।
ঘোরাস্তস্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা।
ভয়ো মহাভয়শ্চৈব মৃত্যুর্ভূতান্তকস্তথা।
ন তস্য ভার্য্যা পুত্রো বা কশ্চিদস্ত্যন্তকো হি সঃ।"

(আদিপু° ২৬১৭ শ্লোক)

লোকে অন্নকামনায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে সর্ব্বভূতবিনাশক অধর্ম্মের উৎপত্তি হইল। তাহার ভার্য্যার নাম নির্ঋতি। তাই নির্ঋতির পুত্র বলিয়া রাক্ষসদিগকে নৈর্ঋত বলা হয়। তাহার তিনটী পুত্র অতিশয় ভয়ঙ্কর, তাহারা সর্ব্বদাই পাপকর্ম্মে রত। তাহারা ভয়, মহাভয় এবং প্রাণিগণের বিনাশকারী মৃত্যু। মৃত্যুর ভার্য্যা কিম্বা পুত্র নাই, যেহেতু সে সর্ব্বান্তকারী।

অধর্ম্মের ফলভোগের জন্যই জন্মান্তরে অধম যোনি প্রাপ্তি ঘটে, ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। "স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং"। (কঠোপনিষৎ)। অর্থাৎ নিজকর্ম্মানুসারে অনেক জীব স্থাণু বা স্থাবর-যোনি লাভ করে। কিরূপ অধর্ম্মের ফলে মানবের কিরূপ নীচ জন্মলাভ হয়, তাহাও মন্বাদি অনেক স্মৃতিকার সবিস্তার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মনুসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে—

"শ্বশূকর-খরোষ্ট্রাণাং গোঽজাবিমৃগপক্ষিণাং।
চণ্ডালপুক্কশানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি ।৫৫
কৃমিকীটপতঙ্গানাং বিড্ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাং।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ।৫৬
লূতাহিশরটানাঞ্চ তিরশ্চাং চাম্বুচারিণাং।
হিংস্রাণাঞ্চ পিশাচানাং স্তেনো বিপ্রঃ সহস্রশঃ ।৫৭
তৃণগুল্মলতানাঞ্চ ক্রব্যাদাং দংষ্ট্রিণামপি।
ক্রূরকর্ম্মকৃতাঞ্চৈব শতশো গুরুতল্পগঃ ।৫৮
হিংস্রা ভবন্তি ক্রব্যাদাঃ কৃমযোঽভক্ষ্যভক্ষিণঃ।
পরস্পরাদিনঃ স্তেনাঃ প্রেতাঽন্ত্যস্ত্রীনিষেবিণঃ ।৫৯
সংযোগং পতিতৈর্গত্বা পরস্যৈব চ যোষিতং।
অপহৃত্য চ বিপ্রস্বং ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।৬০
মণিমুক্তাপ্রবালানি হৃত্বা লোভেন মানবঃ।
বিবিধানি চ রত্নানি জায়তে হেমকর্ত্তৃষু ।৬১
ধান্যং হৃত্বা ভবত্যাখুঃ কাংস্যং হংসো জলং প্লবঃ।

মধু দংশঃ পয়ঃ কাকো রসং শ্বা নকুলো ঘৃতং ।৬২
মাংসং গৃধ্রো বপাং মদ্গুস্তৈলং তৈলপকঃ খগঃ ।
চীরীবাকস্তু লবণং বলাকা শকুনির্দধি ।৬৩
কৌষেয়ং তিত্তিরির্হৃত্বা ক্ষৌমং হৃত্বা তু দর্দুরঃ ।
কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চো গোধা গাং বাগ্গুদো গুড়ং ।৬৪
ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকন্তু বর্হিণঃ ।
শ্বাবিৎ কৃতান্নং বিবিধমকৃতান্নন্তু শল্যকঃ।৬৫
বকো ভবতি হৃত্বাগ্নিং গৃহকারী হ্যুপস্করং ।
রক্তানি হৃত্বা বাসাংসি জায়তে জীবজীবকঃ ।৬৬
বৃকো মৃগেভং ব্যাঘ্রোঽশ্বং ফলমূলন্তু মর্কটঃ ।
স্ত্রীমৃক্ষস্তোককো বারি যানান্যুষ্ট্রঃ পশূনজঃ ।" (১২অধ্যায়)

ব্রহ্মহত্যার জন্য মহাপাতকীরা প্রথমে শত শত বৎসর নরকভোগ করে। নরকভোগের পর ব্রহ্মহত্যাকারীরা কুকুর, শূকর, গাধা, উট, গোরু, ছাগল, ভেড়া, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল এবং নিষাদ হইতে পুক্কশ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। (পাপের কম বেশী অনুসারে ক্রমে সকল যোনিতেই জন্ম হইতে পারে)। ৫৫। ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভক্ষক পক্ষী এবং (ব্যাঘ্রাদি) হিংস্রক প্রাণীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৫৬। ব্রাহ্মণ চোর হইলে (কুল্লূকভট্টের মতে সুবর্ণ চুরি করিলে) মাকড়সা, সর্প, কৃকলাস, জলচরপক্ষী, কুম্ভীরাদি এবং পিশাচাদির যোনিতে সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে। ৫৭। গুরুপত্নীতে গমন করিলে তৃণ, গুল্ম, লতা, কাঁচা মাংসভোজী পশুপক্ষী, দন্তশালী সিংহাদি এবং ক্রূরকর্ম্মশীল ব্যাঘ্রাদির যোনিতে শতবার জন্ম হয়। ৫৮। যাহারা জীবহিংসা করে, তাহারা কাঁচা মাংসভোজী জন্তু হয়। যাহারা অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করে, তাহারা কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। চোরেরা (কুল্লূকভট্টের মতে মহাপাতকি-ব্যতিরিক্ত চোরেরা) পরস্পরের মাংসভক্ষক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির স্ত্রীগমন করিলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। (প্রেতাখ্য প্রাণিবিশেষ। কুল্লূকভট্ট)। ৫৯। পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে, পরস্ত্রী গমন করিলে এবং ব্রাহ্মণের ধন (সুবর্ণভিন্ন?) অপহরণ করিলে ব্রহ্মরাক্ষস হয়। ৬০। যে সকল মনুষ্য লোভবশতঃ মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং রত্ন অপহরণ করে, তাহারা স্বর্ণকার হয়। (কেহ কেহ বলেন হেমকার পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে) ৬১। ধান চুরি করিলে ইঁদুর হয়। কাঁসা চুরি করিলে হাঁস হয়। জল চুরি করিলে প্লব নামক পক্ষী হয়। মধু চুরি করিলে ডাঁশ হয়। দুগ্ধ চুরী করিলে কাক হয়। ইক্ষ্বাদি রস চুরি করিলে কুকুর হয়। ঘৃত চুরি করিলে বেজি হয়। ৬২। মাংস চুরি করিলে গৃধ্র হয়। চর্বি চুরি করিলে পানকৌড়ি হয়। তৈল চুরি করিলে আরশোলা হয়। লবণ চুরি করিলে চীরীবাক নামক কীট হয়। দধি চুরি করিলে ক্ষুদ্র বক পক্ষী হয়। ৬৩। কৌষেয় বস্ত্র চুরি করিলে তিত্তির পাখী হয়। ক্ষৌম বস্ত্র হরণ করিলে ভেক হয়। কার্পাস বস্ত্র চুরি করিলে কোঁচবক হয়। গোরু চুরি করিলে গোধা হয়। গুড় চুরি করিলে বাদুড় হয়। ৬৪। সুগন্ধি দ্রব্য চুরি করিলে ছুঁচো হয়। পত্রশাকাদি হরণ করিলে ময়ূর হয়। সিদ্ধান্ন হরণ করিলে সজারু হয়। অপক্কান্ন হরণ করিলে শল্যক হয়। ৬৫। আগুন চুরি করিলে বক হয়। গৃহের উপকরণ দ্রব্য যেমন কুলা উদূখল মুষল ইত্যাদি হরণ করিলে মৃত্তিকাদিদ্বারা গৃহনির্ম্মাণকারী পক্ষবান্ কীট হয়। রক্তবস্ত্র চুরি করিলে চকোর পাখী হয়। ৬৬। মৃগ হস্তী চুরি করিলে নেকড়ে বাঘ হয়। ঘোড়া হরণ করিলে ব্যাঘ্র হয়। ফলমূল চুরি করিলে মর্কট হয়। স্ত্রী চুরি করিলে ভল্লুক হয়। জল চুরি করিলে চাতক পাখী হয়। যান হরণ করিলে উট হয়। অন্যান্য পশু হরণ করিলে ছাগল হয়। ৬৭।

দেখা যাইতেছে যে, যে জন্তু যে যে দ্রব্য খাইয়া প্রাণধারণ করে, অনেকস্থলে তদ্রূপ দ্রব্য হরণ করিলে মানুষ সেই প্রকার কোন একটা জন্তুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ঋষিরা পাপের ফলভোগের নিমিত্ত এই নিয়ম ধরিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক স্থলে আবার এ নিয়ম নাই। শরীরের বর্ণ, বাসস্থান, স্বভাব, গায়েরগন্ধ প্রভৃতির প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেমন, ধান্য চুরি করিলে ইঁদুর হয়। ইঁদুরেরা ধান্য আহরণ করিয়া প্রাণধারণ করে। মাংস চুরিলে গৃধ্র হয়। তৈল চুরি করিলে তেলাপোকা হয়। অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে কৃমি হয়। ভাত চুরি করিলে সজারু হয়। কাঁসা হরণ করিলে হাঁস হয়। কার্পাস বস্ত্র হরণ করিলে বক হয়, ইত্যাদি।

এখন সভ্যদেশ মাত্রেই নীতিশাস্ত্রের অনুশীলন হইতেছে।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কি কাজ করিলে অধর্ম্ম হয়, এ কথা কাহাকে বলিয়া বুঝাইতে হয় না। রুষিয়ার নিরস্তিত্ববাদিরা (Nihilist) বলে, হিতাহিতজ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, আজন্ম সকলই শিক্ষার ফল। বাস্তবিক কিছুই নাই। বাল্যকাল হইতে যাহাকে যেমন শিখাইবে, যেমন বুঝাইবে, সে সেইরূপ বুঝিবে, সেইরূপ শিখিবে। তাহার মনে সেইরূপ একটা দৃঢ় সংস্কার হইয়া থাকিবে। সেই সংস্কার একদেশের লোকের চক্ষে হয় ত ভাল লাগিবে, অন্যদেশের লোক তাহা দেখিয়া হয় ত শিহরিয়া উঠিবে। কাজেই কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তাহা স্থির হয় না।

"Conscience is a mere matter of education. A Christian living in Europe, who has murdered anybody with cunning and premeditation usually experiences a certain kind of remorse. But a Red Indian, who is every bit as much a man of flesh and blood, rejoices when he is able to surprise and slay a defenceless enemy. His conscience in nowise suffers from the act, for he has been taught from earliest youth that the more scalps he possesses, the better he will be received in the happy hunting grounds of the great Manitou". (Nineteenth Century No, 35. January 1880)

হিতাহিত জ্ঞানশিক্ষার ফল বৈ আর কিছুই নয়। ইউরোপের কোন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ভাবিয়া চিন্তিয়া ছলে কাহারও প্রাণ নষ্ট করিলে, অনুতাপে তাঁহার মন পুড়িতে থাকে। কিন্তু আমেরিকার রক্তবর্ণ ইণ্ডিয়ানদের ঠিক এই রক্তমাংসের শরীর, তথাপি নিরাশ্রয় শত্রুকে মারিতে পারিলে তাহাদের আহ্লাদ ধরে না। তাদৃশ নিষ্ঠুর কার্য্যে তাহাদের কিছুই পরিতাপ হয় না। না হইবার কারণ এই, শৈশবাবস্থা হইতে তাহারা শিক্ষা পাইয়া আসে যে, যে ব্যক্তি মানুষ মারিয়া অধিক মুণ্ড জড় করিতে পারে. মণিটৌ উপদেবতার মৃগয়া ক্ষেত্রে সেই অধিক আদর পায়।

রুসিয়ায় নিরস্তিবাদী(Nihilist)দের এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য যে, এই মানুষ চিরকাল যেমন শিক্ষা পায়, মনের ভিতর সেইরূপ একটা ধারণা হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে প্রবল ব্যক্তিরা কেবল অন্যায় ও অত্যাচার করিতেছে, তাই লোকের দুঃখ বৈ কিছুই সুখ নাই। দুঃখ ঘটিলে প্রবল লোকের জ্বালায় তাহার প্রতিকার হয় না। তাই মানুষে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া একটা কাল্পনিক উপায় দ্বারা মনকে প্রবোধ দেয়। এইরূপ কূট তর্ক তুলিয়া নিরস্তিবাদীরা ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বীকার করে না।

কিন্তু এ দেশে সুচিরকাল হইতেই আর্য্যজাতির দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই যথাক্রমে মানবের উন্নতি ও অবনতির কারণ। "ধর্ম্মাদ্ সুখং অধর্ম্মাদ্ দুঃখং"। "ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ"। (সাংখ্যকারিকা—৪৪শ) বেদাদি শাস্ত্রানুসারে ঐ সিদ্ধান্তই এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। ধর্ম্মনষ্ট হইলে সমস্ত কুলই অধর্ম্ম কর্ত্তৃক অভিভূত হয়।

"ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত।
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ" ॥ (গীতা)

যে যে কালে ধর্ম্মের হ্রাস ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপন করেন।

"অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং" (গীতা)

অধর্ম্ম দ্বারা মানব ইহকালে প্রথমে সুখকর অনেক কিছু পায় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। অধার্ম্মিক ব্যক্তি পরে সমূলে বিনষ্ট হয়। তাই মনু বলিয়াছেন—

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি" ॥ (মনু ৪.১৭৪)

জৈনমতে অধর্ম্ম দ্রব্যবিশেষ। ইহা দুইপ্রকার, জীব ও অজীব, অজীবের পাঁচটী বিভাগ হইতেছে—পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কাল। এই পাঁচটীকে পঞ্চ অস্তিকায় বলা হয়।

"সংতি জদো তেণেদে অত্থীতি ভণংতি জিণবরা জম্হা।
কায়া ইব বহুদেসা তম্হা কায়া য অত্থিকায়া য ॥২৪
হোংতি অসংখা জীবে ধম্মাধম্মে অণংত আয়াসে।"
(দ্রব্যসংগ্রহ)

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নভঃ কালঃ পুদ্গলশ্চেতি পঞ্চধা।
অজীবঃ কথ্যতে সম্যগ্ জিনৈস্তত্ত্বার্থদর্শিভিঃ ॥"
(ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়ম্)

"ধর্ম্মাধর্ম্মাবথাকাশং কালঃ পুদ্গল ইত্যপি।
অজীবঃ পঞ্চধা জ্ঞেয়ো জিনাগমবিশারদৈঃ ॥" (চন্দ্রপ্রভচরিতম্)

বৌদ্ধসাহিত্যে ধর্ম্ম শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ভাবকেই অধর্ম্ম বলা হয়। পালি-সাহিত্যে অনেক স্থলে অধর্ম্ম অর্থে পাপাচরণ। পাপধম্ম, ধম্মাসুদ্ধো প্রভৃতি শব্দ 'অধর্ম্মের'ই পর্য্যায়। ['ধর্ম্ম' শব্দ দ্র°]

অধর্ম্ম২—পুরাণবর্ণিত অসদ্গুণাত্মক কল্পিত দেবমূর্ত্তি। অধর্ম্মের ঔরসে হিংসার গর্ভে নিকৃতি নাম্নী কন্যা ও অনৃত নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। (বিষ্ণুপুরাণ) নিকৃতি ও অনৃত মিথুন হইতে ভয় ও নরক নামে পুত্রদ্বয় এবং মায়া ও বেদনা নাম্নী যুগলকন্যা জন্মগ্রহণ করে। ভয় হইতে মায়ার গর্ভে মৃত্যু প্রাদুর্ভূত হয় এবং নরক হইতে বেদনার গর্ভে দুঃখ নামক পুত্র জন্মে। ইহারা সকলে অধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০.৩৫-৩৭)

কল্কিপুরাণমতে ব্রহ্মা নিজ পৃষ্ঠদেশ হইতে অতিভয়ঙ্কর পাতক সৃষ্টি করেন, সেই পাতক অধর্ম্ম নামে পরিচিত। পুরাণের অন্য কোথাও অধর্ম্ম ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া অভিহিত হয় নাই। শ্রীধর-স্বামী বিষ্ণুপুরাণটীকায় শুকের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মঃ স্তনাদ্দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ং।
অধর্ম্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মাৎ মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥"
(বিষ্ণুপু° ১.৭.২৯ টীকা)

ইনি ব্রহ্মার পুত্র। বস্তুতঃ পুরাণে উহা রূপকভাবে ব্যবহৃত

বলিয়া জানা যায়। উহা অনিষ্টকর কার্য্যোৎপাদক একটী মনোবৃত্তি মাত্র।

লিঙ্গপুরাণমতে—অধর্ম একজন প্রজাপতি। মহাভারতে বর্ণিত আছে,—লোক অন্নকামনায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে সর্ব্বভূত-নাশকারী অধর্মের উৎপত্তি হয়, অধর্মের ভার্য্যা নির্ঋতি, নির্ঋতির গর্ভে রাক্ষসবর্গের জন্ম। এই জন্য রাক্ষসকে নৈর্ঋত বলা হয়। অধর্মের পাপকারী তিন পুত্র—ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু। (ভারত আদি ৬৬ অধ্যায়)

ভাগবতমতে অধর্মের ভার্য্যা মিথ্যা। মিথ্যার মায়া নামে এক কন্যা ও দম্ভ নামে পুত্র জন্মে। নির্ঋতি অপুত্রক থাকায় মায়া দম্ভকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৪.৮.২)

২ পুরাণোক্ত পাপানুবন্ধ কল্পিত ব্রাহ্মণ। (বরাহপুরাণ)

৩ যমগণভেদ। পুরাণে যে যমমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে এবং স্থাপত্যশিল্পে যে যমমূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাতে যমের সম্মুখে ধর্ম ও অধর্মরূপী দুই ব্রাহ্মণ এবং প্রবেশপথে রক্তাম্বর পরিহিত কালীমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। দেবগণ, অসুরগণ, ধর্মী ও পাপী (অধর্মী) ইহারা যমের গণ এবং নিরন্তর যমের পূজাপরায়ণ।

অধর্ম্ম,—অধর্মাদি দেবতা চতুষ্টয়ের ধ্যান শ্রীতত্ত্বনিধি (২৫ প) নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। ইঁহারা ব্রহ্মাদিগণের অন্তর্ভুক্ত, এবং সেইজন্য হিন্দুদিগের দেবতা মধ্যে গণ্য। ধ্যান যথা—

"আশাসু তাবতীষেব পুরুষাকৃতয়ঃ স্থিতাঃ।
চতুর্ভুজাঃ সিংহবক্ত্রাঃ সিতপূর্ব্বারুণাঃ পরে॥
হস্তাভ্যামাভিমুখ্যাভ্যাং রচিতাঞ্জলিসম্পুটাঃ।
অপরাভ্যাং চ বিভ্রাণাঃ করাভ্যাং যোগপীঠকৌ॥"

অধর্মাদি চারিজন দেবতা চারিদিকে পুরুষাকৃতিতে অবস্থান করেন। তাঁহারা সকলেই চতুর্হস্তবিশিষ্ট এবং তাঁহাদের মুখ সিংহাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ এবং অঙ্গ অরুণবর্ণ। সম্মুখের দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ এবং অপর দুইহস্তে যোগপীঠ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

অধর্ম্মচারিন্—(ত্রি) [ধর্ম্মং চরতি অনুতিষ্ঠতি চর-ণিনি, ন ধর্মচারী ৬-তৎ] পাপাচারী। ২ যে ধর্মের অনুষ্ঠান করে না।

অধর্ম্মজুগুপ্স—(ত্রি) পাপ গোপন করিতে ইচ্ছুক।

অধর্ম্মতা—(স্ত্রী) অন্যায়তা।

অধর্ম্মদণ্ডন—(ক্লী) ধর্মহীন দণ্ডবিধান; অনুচিত দণ্ড। "অধর্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্" (মনু ৮.১২৭)

অধর্ম্মনিয়ম—(পুং) পাপের নিয়মণ; অধর্ম নিবারণ। "ধর্মস্যাব্যভিচারার্থমধর্মনিয়মায় চ" (মনু ৮.১২২)

অধর্ম্মভীরু—(ত্রি) পাপ হইতে ভয়শীল। (অভিজ্ঞান-শকু' ৬.৯১)

অধর্ম্মময়—(ত্রি) [অধর্ম্মঃ প্রকৃতঃ, প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্] পাপময়। ২ প্রচুর পাপযুক্ত। ৩ পাপপূর্ণ। ৪ (স্ত্রী) অধর্ম্মময়ী।

অধর্ম্মাত্মন্—(ত্রি) [অধর্ম্মপ্রধানঃ আত্মা যস্য] অত্যন্ত অধর্মচারী, মহাপাপিষ্ঠ।

অধর্ম্মাস্তিকায়—(পুং) অধর্মের বিভাগ। ২ জীবাদি পঞ্চ অস্তিকায়ের অন্তর্গত অবস্থাভেদ।

অধর্ম্মিন্—(ত্রি) [অধর্ম-অস্ত্যর্থে ইনি] অধার্ম্মিক। ২ অধর্ম্মাত্মা। ৩ পাপাচারী।

অধর্ম্মিষ্ঠ—(ত্রি) [অতিশায়নে অধর্ম্ম-ইষ্ঠন্ মত্বাং টিলোপঃ] অতিশয় পাপযুক্ত, অতিশয় অধর্ম্মশীল। "পিতুর্বাক্যমধর্ম্মিষ্ঠম্" (রামা' ২.২৩.১৩)

অধর্ম্ম্য—(ত্রি) [ন ধর্ম্মায় হিতম্ যৎ] পাপজনক। "পঞ্চানাং ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।" (মনু ৩.২৫)

অধর্ষণ—(ত্রি) প্রচণ্ড, প্রবল। ২ নির্ভয়, যাহার উপর কেহ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। (স্ত্রী অধর্ষণী) (ভার' ১৭.১৭.৫১)

অধবা—(স্ত্রী) [ন বিদ্যমানো ধবঃ পতির্যস্যাঃ, বহুব্রী] বিধবা স্ত্রী, মৃতভর্তৃকা।

অধশ্চর—(পুং) [অধঃ অধোভাগে খনিত্বা চরতি গৃহং প্রবিশতি চর্-অচ্] সিঁধেল চোর। ২ অধোগামী।

অধশ্চোর—(পুং) [অধঃ অধোভাগে খনিত্বা চোরয়তি চোর এব স্বার্থে অণ্] সিঁধেল চোর, যে ঘরের ভিত কাটিয়া চুরি করে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সকল বিদ্যারই বেশ উন্নতি হইয়াছিল। লোকে বলে—"চোর-বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।" তখন এ দেশে চোর-বিদ্যারও বেশ উন্নতি হইয়াছিল। চোরেরা অনেক হিসাব পত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা গৃহস্থের ঘরে সিঁধ কাটিতে বসিত। মৃচ্ছকটিক নাটকে সিঁধ কাটিবার আশ্চর্য্য কৌশল এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

'শর্ব্বিলক একজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তান। কিন্তু মদনিকা নামে বেশ্যার প্রতি তাহার মন পড়িয়াছিল, কাজেই ধন চাই। তজ্জন্য সে দরিদ্র চারুদত্তের ঘরে সিঁধ কাটিতে গেল। সেখানে গিয়া প্রথমে সিঁধ দিয়া বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিল। তাহার পর ভাবিতেছে—আমি বাগানে সিঁধ কাটিয়া মাঝের মহলে প্রবেশ করিয়াছি। এখন ঘরে সিঁধ কাটিতে হইবে। কিন্তু ঘরের কোন্ স্থানটায় সিঁধ কাটা যায়? দেওয়ালের যে স্থানে সর্ব্বদা জলের ঝাপ্টা লাগিয়া মাটী আল্‌গা হইয়া গিয়াছে, সেখানে সিঁধ কাটিলে শব্দ হইবে না। অন্ত ভিত সম্মুখে না পড়িলে গর্ত্তও বেশ বড় হইবে। দেউলের কোন্ স্থানটায় নোণা ধরাতে ভিত জীর্ণ ও ক্ষয় হইয়া গিয়াছে? আর কোন স্থানে সিঁধ কাটিলে

স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না, অথচ আমারও কার্য্য সিদ্ধি হইবে। দেয়ালে হাত বুলাইয়া বলিল,—এই যে এই জায়গাটায় প্রতিদিন রৌদ্রবৃষ্টি লাগে তাই এ স্থানটা নষ্ট হইয়াছে, এ স্থানটা লোণা লাগিয়া ক্ষরিয়া গিয়াছে। এ স্থানটায় ইঁদুরে গর্ত্ত করিয়াছে। যা হৌক, কাজ ফলিয়াছে তাহাতে ভুল নাই। চোরেদের কার্য্যসিদ্ধির এইটাই প্রথম লক্ষণ। এখন কাজ আরম্ভ করিয়া দিই, কিন্তু গর্ত্তটা কি প্রকার কাটা যায় ? ভগবান কনকশক্তি চারি প্রকার সিঁধগর্ত্তের উপায় বলিয়াছেন—(১)পাকা ইটের ঘর হইলে ইট খুলিয়া বাহির করিতে হয়, (২) কাঁচা ইটের গাঁথনী হইলে ইট কাটিয়া বাহির করা চাই; (৩) চাবড়া মাটীর দেয়াল হইলে তাহাতে জল সেঁচিয়া দিবে; (৪) কাঠের ঘর হইলে বিদারণ করিবে। এটা পাকা ইটের ঘর, অতএব ইট খুলিয়া বাহির করা চাই। কিন্তু সিঁধ গর্ত্তও ত অনেক রকম আছে। পদ্মের মত, ভাস্করের মত, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, দীর্ঘাকার, স্বস্তিকের মত ও পূর্ণকুম্ভের মত। এখন আমি কোন খানে আপনার গুণপণা দেখাইব যে, কালি সহরের লোকেরা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে? এই পাকা ইটের ঘরে পূর্ণকুম্ভাকার গর্ত্তই বেশ শোভা পাইবে। অতএব সেই রকম গর্ত্তই কাটি।

'বরদাতা কুমার কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার। কনকশক্তিকে নমস্কার। ব্রহ্মণ্যদেব দেবব্রতকে নমস্কার, ভাস্করনন্দিকে নমস্কার, যোগাচার্য্য ক নমস্কার। আমি তাঁহার প্রথম শিষ্য। তিনি তুষ্ট হইয়া আমাকে যোগরোচনা দিয়াছেন। ইহা গায়ে মাখিলে নগররক্ষকেরা আমাকে দেখিতে পাইবে না এবং গায়ে অস্ত্র মারিলে আঘাত লাগিবে না। এই কথা বলিয়া শর্ব্বিলক গায়ে যোগরোচনা মাখিল। মাখিয়া বলিল,—এই যা! সিঁধ গর্ত্ত মাপিবার দড়ীটা যে ভুলিয়া আসিয়াছি। তাহার পর কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল, তা হউক,—আমার এই যজ্ঞোপবীত দিয়া মাপ করিলেই হইবে। ব্রাহ্মণের পৈতাটা ভারী দরকারী জিনিষ। বিশেষতঃ আমার মত ব্রাহ্মণের ইহা অনেক কাজে লাগে। ইহা দ্বারা সিঁধ গর্ত্তের মাপ করা যায়; ইহাতে অলঙ্কার খুলিয়া লওয়া যায়, দ্বার দৃঢ়বদ্ধ থাকিলে ইহা দ্বারা কপাট খুলিতে পারা যায় এবং সাপে কি বিছায় কামড়াইলে ইহাতে তাগা বাঁধা যায়।

'তাহার পর সিঁধের স্থান মাপিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। গর্ত্ত পানে চাহিয়া বলিল আর একখানা ইট বাকি আছে, তাহা হইলেই সিঁধ ফুটিয়া গর্ত্ত হয়। উঃ একি হইল! সাপে কামড়াইল যে! পরে যজ্ঞোপবীত দ্বারা অঙ্গুলি বাঁধিল, কিন্তু জ্বালায় শরীর পুড়িতে লাগিল। তাহার পর চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হইয়া সিঁধ ফুটাইল। দেখে ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। শেষে গর্ত্ত প্রশস্ত করিয়া ভাবিল, এই বার তবে প্রবেশ করি। না, একেবারে প্রবেশ করিয়া কাজ নাই, প্রথমে একটা মূরৎ (প্রতিপুরুষ) প্রবেশ করাইয়া দেখি। কৈ কেহ নাই। কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দুইজন পুরুষ ঘুমাইতেছে। তা হোক, আগে আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত দ্বারটা খুলিয়া রাখি। দ্বার জীর্ণ হইয়াছে, কপাটে শব্দ হইতেছে. একটু জল কোথা পাই খুঁজিয়া দেখি। জল লইয়া সাবধানে কপাটে ছিটাইয়া দিল: পাছে মাটীতে পড়িলে শব্দ হয়, তাই পিঠের ঠেস দিয়া কপাট খুলিল। যাহা হউক এখন এ দুই জনে যথার্থ ঘুমাইতেছে কি না দেখা চাই। অসম্ভব ভয় দেখাইয়া বুঝিল তাহারা যথার্থই ঘুমাইতেছে। ইহাদের নিশ্বাস পড়া দেখিয়া বোধ হয় না যে, ইহারা ভয় পাইয়াছে। কেন না, বেশ স্পষ্ট ও বিলম্বে বিলম্বে নিশ্বাস পড়িতেছে। চক্ষু গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া আছে এবং তারাও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয় না। দেহের সন্ধিস্থান শিথিল হইয়া গিয়াছে; শয্যা ছাড়িয়া হাত পা মেলিয়া পড়িয়া আছে। সত্য সত্য না ঘুমাইলে চক্ষে কখন প্রদীপের আলো সহ্য হইত না।'*

---

* "মৃচ্ছকটিকা-পরিচ্ছদে সন্ধিং কৃত্বা প্রবিষ্টোঽস্মি মধ্যমকং তাবৎ; ইদানীং চতুঃশালকমপি দূষয়ামি। তৎ কস্মিন্ দেশে সন্ধিমুৎপাদয়ামি ?

দেশঃ কোনুজলাবসেক-শিথিলো যস্মিন্ শব্দো ভবে-
ভিত্তীনাঞ্চ ন দর্শনান্তরগতঃ সন্ধিঃ করালো ভবেৎ,
ক্ষারক্ষীণতয়া চ লোষ্টককৃশং জীর্ণং ক হর্ম্যং ভবেৎ,
কস্মিন্ স্ত্রীজনদর্শনঞ্চ ন ভবেৎ স্যাদর্থসিদ্ধিশ্চ মে।

ভিত্তিং পরামৃশ্য নিত্যাদিত্যদর্শনোদকসেচনেন দূষিতেয়ং ভূমিঃ, ক্ষারক্ষীণা, মূষিকোৎকরশ্চেহ, হন্ত সিদ্ধোঽয়মর্থঃ। প্রথমমেতৎ স্কন্দপুত্রাণাং সিদ্ধিলক্ষণম্। অত্র কর্মপ্রারম্ভে কীদৃশমিদানীং সন্ধিমুৎপাদয়ামি। ইহ খলু ভগবতা কনকশক্তিনা চতুর্বিধঃ সন্ধ্যুপায়ো দর্শিতঃ। তদ্যথা,—পক্কেষ্টকানামাকর্ষণম্, আমেষ্টকানাং ছেদনং, পিণ্ডময়ানাং সেচনং, কাষ্ঠময়ানাং পাটনমিতি; তদত্র পক্কেষ্টকে ইষ্টকাকর্ষণং তত্র—

পদ্মব্যাকোশং, ভাস্করং, বালচন্দ্রং, বাপীবিস্তীর্ণং, স্বস্তিকং, পূর্ণকুম্ভং,
তৎকস্মিন্ দেশে দর্শয়াম্যাত্মশিল্পং, দৃষ্ট্বা শ্বো যং বিস্ময়ং যান্তি পৌরাঃ।

তদত্র পক্কেষ্টকে পূর্ণকুম্ভ এব শোভতে। তমুৎপাদয়ামি। নমো বরদায় কুমারকার্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে, ব্রহ্মণ্যায় দেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্য্যায়, যস্যাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ। তেন চ যোগরোচনা মে দত্তা।

অনয়া হি সমালব্ধং ন মাং দ্রক্ষ্যন্তি রক্ষিণঃ।
শস্ত্রঞ্চ পতিতং গাত্রে রুজং নোৎপাদয়িষ্যতি।

তথা করোতি। ধিক্ কষ্টম্? প্রমাণসূত্রং মে বিস্মৃতম্। আঃ, ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণসূত্রং ভবিষ্যতি। যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যম্। বিশেষতোঽস্মদ্বিধস্য কুতঃ ?

মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন পুস্তক। শর্ব্বিলকের কথা শুনিয়া জানা যাইতেছে, পূর্ব্বকালে এদেশের চোরেরা আপনাদের ব্যবসায় ভালরূপ বুঝিত। একটা গ্রাম্য গল্প প্রচলিত আছে যে, আকাশ হইতে বাজ পড়ে। সেই বাজ কলা গাছে কিম্বা শাল গাছিতে পড়িলে আর উঠিয়া যাইতে পারে না, বিঁধিয়া থাকে। সিঁধেল-চোরেরা তাহারই লৌহে সিঁধকাটী প্রস্তুত করাইয়া থাকে। এই গল্পের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। কামারের দোকানের পাশে একটী কড়িয়া জানালা থাকে। কথিত আছে, সিঁধেল-চোরেরা নাকি সেই জানালার ভিতর দিয়া রাত্রিকালে লৌহ ও বাণির পয়সা ফেলিয়া রাখে। কামার সঙ্কেতে বুঝিতে পারে যে কোন চোরের সিঁধ-কাটীর প্রয়োজন হইয়াছে। সে গোপনে একটী সিঁধ-কাটী গড়িয়া সেই জানালায় রাখিয়া দেয়। সিঁধেল চোর রাত্রিতে আসিয়া আপনার অস্ত্রটী লইয়া যায়। তাই একটা চলিত কথা আছে,—'চোরে কামারে দেখা নাই কাজ হইল ফাঁকে ফাঁক'। [ইহার অন্যান্য বিবরণ সিঁধ শব্দে দেখ]

অধশ্‌শিরস্‌—(স্ত্রী) [অধঃ অধোবর্ত্তি শিরঃ মস্তকং যস্য] অবাঙ্‌মস্তক।

অধস্‌—(অব্য) পাতাল। "অধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ" (শতপথব্রা° ১৪ ৬.১ ১০) ২ তল। ৩ নীচ। ৪ অধোভাগ। "ধ্রুবাবধঃসমুপবিষ্টৌ" (পঞ্চতন্ত্র ১১৫.২৫) "রশ্মিরেষামধঃস্বিৎ" (ঋক ১০.১২৯.৫) ৫ যোনি।

এ:স্য যাপ্যতি ভিত্তিমু কর্ম্মমার্গ:চ্যেম যোচ্যতি ভূষণসম্পারোপ ন
চোদাটিতো ভবতি যন্ত্রযুতে কপাটে, দষ্ট কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ।

মাপয়িত্বা কর্ম্ম সমারেভে তথা কুর্য্যাবলোক চ। এক লোষ্ট্রাবশেষোহস্য সন্ধিঃ। থিক্‌ কষ্টম্‌' অহিনা দষ্টোঽস্মি। (যজ্ঞোপবীতেনাঙ্গুলিং বদ্ধা বিষবেগং নাটয়তি)। চিকিৎসাং কৃত্বা স্বস্থোঽস্মি। পুনঃ কর্ম কৃত্বা দৃষ্ট্বা চ। অয়ে জ্বলতি প্রদীপঃ। পুনঃ কর্ম কৃত্বা সমাপ্তোহয়ং সন্ধিঃ। ভবতু, প্রবিশামি অথবা ন তাবৎ প্রবিশামি, প্রতিপুরুষং প্রবেশয়ামি। তথা কৃত্বা,—অয়ে ন কশ্চিৎ। নমঃ কার্ত্তিকেয়ায়। প্রবিশ্য দৃষ্ট্বা চ। অয়ে পুরুষদ্বয়ং সুপ্তং। ভবতু, আত্মরক্ষার্থং দ্বারমুদ্ঘাটয়ামি। কথং জীর্ণত্বাৎ গৃহস্য বিরৌতি কপাটঃ। তৎ যাবৎ সলিলমন্বেষয়ামি। ক নু খলু। সলিলং গৃহীত্বা ক্ষিপন সশঙ্কং। মা তাবৎ ভূমৌ পতৎ শব্দমুৎপাদয়েৎ। ভবতু এবং তাবৎ। পৃষ্ঠেন প্রতীক্ষ্য কপাটমুদ্ঘাট্য,—ভবতু এবং তাবৎ। ইদানীং পরীক্ষে, কিং লক্ষ্যসুপ্তম্‌ পরমার্থসুপ্তমিদং দ্বয়ং। ত্রাসয়িত্বা পরীক্ষ্য চ। অয়ে পরমার্থসুপ্তেনানেন ভবিতব্যম্‌। তথাহি—

নিশ্বাসো হস্য ন শঙ্কিতঃ, সুবিশদঃ তুল্যান্তরং বর্ত্ততে
দৃষ্টির্গাঢ়-নিমীলিতা, ন বিকলা নাভ্যন্তরে চঞ্চলা।
গাত্রং স্রস্তশরীরসন্ধিশিথিলং, শয্যাপ্রমাণাধিকং,
দীপঞ্চাপি ন মর্ষয়েদভিমুখং স্যাল্লক্ষ্যসুপ্তং যদি।"

(মৃচ্ছকটিক)

অধস্তন—(ত্রি) [অধোভবঃ অধস্‌-ট্যু তুট্‌ চ] অধোভাগ, নিম্নগত।

অধস্তমাম্‌, অধস্তরাম্‌—(অব্য) [অতিশয়েন অধঃ তমপ্‌ তরপ্‌ আমু] অত্যন্ত অধোভাগ, অত্যন্ত নীচে। "অধস্তরামিব বয়াংসি পতন্তি" (শতপথব্রা° ১.৫ ৪ ৫)

অধস্তল—(ক্লী) কোন বস্তুর নিম্নস্থান। "শয্যাধস্তলে নিভৃতো ভূত্বা স্থিতঃ" (পঞ্চতন্ত্র ১৪৬ ৫) ২ নীচেকার ঘর।

অধস্তাৎ—(অব্য) [অধর অস্তাতি অস্‌ আদেশঃ] অধোভাগ। ২ পশ্চাদ্ভাগ। ৩ রতিগৃহ, যোনি।

অধস্পদ—(ক্লী) [অধোবৃত্তি পদম্‌ বা সত্ত্বম্‌] নিম্নপদ, নীচ সত্ত্ব।

অধস্পদম্‌—(অব্য) পায়ের অধোভাগে।

অধামার্গ—(পুং) অপামার্গ। ২ ধামার্গবক্ষ।

অধামার্গব—(পুং) [ন ধীয়তে অন্যঃ তাদৃশং মার্গং যাতীতি যা-ক] ধামার্গব বৃক্ষ। ২ অপামার্গ বৃক্ষ, আপাং গাছ।

অধার্ম্মিক—(ত্রি) [ধর্ম্মং চরতি আসেবতে ঠক্‌ ইতি ধার্ম্মিকস্ততো বিরোধার্থে নঞ্‌-তৎ] অধর্ম্মী, অধর্ম্মাত্মা। ২ পাপী, অধার্ম্মিক।

অধার্য্য—(ত্রি) ধারণের অযোগ্য। "অধার্য্যং চর্ম্মমে সদ্ভিঃ করিষ্যসি কিমস্থিতিঃ।" (রামা° ৪ ১৬ ৩১) ২ পালনের অযোগ্য, অনস্থৈর্য্য। "যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ" (মনু ৬.৭৯)

অধি—(অব্য) [ন ধা-কি] গণপাঠে অধিশব্দ শৌণ্ডাদিগণমধ্যে পঠিত। প্র-পরাদি বিংশতি উপসর্গের অন্যতম। ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহা পদ-গুণ বা পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অধিক বুঝায়। রূপক অর্থেও এই উপসর্গ ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ্যপদের উপসর্গরূপেও ইহার ব্যবহার দেখা যায় যথা—অধিরাত্রি অর্থাৎ রাত্রিকালে, অধিগৃহ অর্থাৎ গৃহের মধ্যে বা উপরে। বিশেষ্যপদের সহিত মিলিত হইয়া যৌগিকরূপেও ব্যবহৃত হয়। যথা—অধিদেবতা। বৈয়াকরণ এবং কোষকারেরা এই অব্যয়ের নিম্নলিখিত অর্থ করেন যথা—অধিকার। "যদত্র মামধিকরিষ্যতীতি" (পা ১ ৪ ৯৮) ২ ঐশ্বর্য্য। ৩ অধিকৃত্য। ৪ উপরি। "যে নাকস্যাধিরোচনে দিবি" (ঋক ১ ১৯.৬) ৫ অধিক। "ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি" (ঋক্‌ ১ ১৯ ৬) ৬ আধিক্য। "অধিগত্য জগত্যধীশ্বরাদিতি" (নৈষধ) ৭ অতিশয়। ৮ লক্ষ্যীকরণ। "রাধিকামধিবচনজাতম্‌" (গীতগোবিন্দ) ৯ আনর্থক্য। ১০ ঈশ্বর।

অধি—(পুং) [আধীয়তে দুঃখমনেন] আধি, মনঃপীড়া।

অধিক—(ত্রি) [অধ্যারূঢ় এব স্বার্থে কন্‌ উত্তরপদলোপশ্চ] অতিরিক্ত। "নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্‌" (মনু ৩৮) ২ প্রধান। "বিত্তানাম নরস্য রূপমধিকম্‌" (হিতোপ°)

৩ অসাধারণ। "প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১.১১৮) ৪ অনেক, প্রচুর। "পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে" (মনু ৩.৪৯) ৫ অত্যন্ত, অতিমাত্র। "নিচখানাধিকক্রোধঃ" (রঘু ১২.৯০) ৬ বয়োজ্যেষ্ঠ। "বিদ্যাহীনান্ বয়োঽধিকান্" (মনু ৪.১৪১) ৭ নির্ভরপূর্ণ। "রসাধিকে মনসি" (মাঘ ১৭.৭৮) ৮ বলবান্। "অধিকোববাধে তস্মিন্ বনং গোপ্তরি গাহমানে" (রঘু ২.১৪) ৯ উত্তম, শ্রেষ্ঠ। "অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ" (রামা° ১.৭৫.২০) ১০ বৃহত্তর। "প্রমাণাদধিকস্য" (পঞ্চতন্ত্র) ১১ সমৃদ্ধ। "ধনধান্যাধিকো বৈশ্যঃ" (হিতোপ°) ১২ অপেক্ষাকৃত বেশী। "নাধিকং দশমাদ্দদ্যাচ্ছূদ্রাপুত্রায় ধর্মতঃ।" (মনু ৯.১৫৪) ১৩ অপেক্ষাকৃত প্রিয়। "তাসাং সুতেভ্যোঽপ্যধিকো হি রাঘবঃ।" (রামা° ২.৪৮.২৮) ১৪ কাব্যশাস্ত্রের অর্থালঙ্কারবিশেষ।

"মহতোর্যন্মহীয়াংসাবাশ্রিতাশ্রয়য়োঃ ক্রমাৎ।
আশ্রয়াশ্রয়িণৌ স্যাতাং তনুত্বেঽপ্যধিকন্তু তৎ।"

'আশ্রিতমাধেয়ম্, আশ্রয়স্তদাধারঃ, তয়োর্মহতোরপি বিষয়ে তদপেক্ষয়া তনু অপ্যাশ্রয়াশ্রয়িণৌ প্রস্তুতবস্তুপ্রকর্ষবিবক্ষয়া যথাক্রমং যৎ অধিকতরতাং এরতঃ।' (কাব্যপ্রকাশ ১০.৪২)

আধার এবং আধেয়কে প্রথমে বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার পর ছোট আধেয় বা ছোট আধারকে তদপেক্ষা মহত্তর বলিয়া বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলেই অধিক অলঙ্কার হয়।

"যুগান্তকাল-প্রতিসংহৃতাত্মনো জগন্তি যস্যাং সবিকাশমাসত।
তনৌ মমুস্তত্র ন কৈটভদ্বিষস্তপোধনাভ্যাগমসম্ভবা মুদঃ।"

(মাঘ ১.২৩)

প্রলয়কালে যিনি আপনাতে জীব-সকলকে সংহৃত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই কৈটভারি শ্রীকৃষ্ণের যে শরীরে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়াও স্থান ছিল, তপোধন নারদের আগমন-জনিত আনন্দ সে শরীরে আর ধরিল না।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের শরীর আধার। প্রথমে সেই আধারকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎ তাহাতে লীন হইয়াছিল। পরে নারদের আগমনজনিত আনন্দ আধেয়। সেই আধেয়কে আবার এত বড় করিয়া বলা হইল যে, যে শরীরে জগতের স্থান হইয়াছিল সে শরীরে আনন্দ ধরিল না, তাহা একেবারে উথলিয়া উঠিল।

যুগান্ত ইত্যাদি মাঘের শ্লোকটী কাব্যপ্রকাশের অধিক অলঙ্কারের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু মাঘের টীকায় মল্লিনাথ উহাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। "কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধাতিশয়েন স্বতঃসিদ্ধাভেদে সাধ্যবসিতাতিশয়োক্তিঃ সা চ মুদামস্তঃ সম্বন্ধোক্ত্যা সম্বন্ধরূপা।" এই শ্লোকটী উভয় অলঙ্কারেই বেশ খাটিতেছে।

"অহো বিশালং ভূপাল! ভুবনত্রিতয়োদরম্।
মাতি মাতুমশক্যোঽপি যশোরাশির্যদত্র তে॥"

হে মহারাজ! আপনার যশোরাশি অপরিমিত হইলেও ত্রিভুবনের উদর এত বৃহৎ যে, উহাতে তাহার পরিমাণ করা যাইতেছে।

এখানে যশোরাশি আধেয়। প্রথমে ইহাকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহার পরিমাণ করা যায় না। পরে ত্রিভুবন আধার। ইহাকে আবার এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইল যে, সেই অসীম যশোরাশিকে ইহা ধারণ করিতে পারে।

১৫ ন্যায়মতে,—হেতু-উদাহরণ অধিক। অধিক হেতু আদি কথন। ১৬ অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।" (গীতা ৬.৪৬)

১৭ যুক্ত। "নমন্তিং মধাধিকাং মহাক্রতূনাম্।" (রঘু ৩.৬৯)

অধিকক্ষয়কারিন—(ত্রি) অত্যন্ত বিনাশক।

অধিকণ্টক—(পুং) [বৈদ্যক] যাসক্ষুপ, দুরালভাবিশেষ। (রাজনি°)

অধিকতর—(ত্রি) [অধিক-তরপ্] দুইয়ের একটী বেশী অধিক। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" (গীতা ১২.৫)। ২ উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

অধিকতম—(ত্রি) [অধিক-তমপ্] অনেকের মধ্যে একটী বেশী অধিক। ২ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

অধিকতিথি—(স্ত্রী) অতিরিক্ত তিথি, গৌরবর্ষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে তিথিবৃদ্ধি হয়।

অধিকদন্ত—(পুং) অধ্যারূঢ় দন্ত, অর্থাৎ দাঁতের উপরে জাত দন্তবিশেষ।

অধিকন্তু—(অব্য) [অধিকং তু] আরও।

অধিকপ্রিয়—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ত্বক্, দারুচিনি। (বৈদ্যকনি°)

অধিকম্—(অব্য) আধিক্য, বাহুল্য। "অধিকং বভৌ" (রঘু ৪.১)

অধিকমাস—(পুং) [মলমাস দ্র°]

অধিকমাসনির্ণয়—মলমাসনির্ণয়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অধিকমাসপ্রকরণ—একখানি স্মার্ত গ্রন্থ।

অধিকরণ—(ক্লী) [অধিক্রিয়তেঽস্মিন্নিতি অধি-কৃ অধিকরণ-বাচ্যে ল্যুট্] আধার, ব্যাকরণমতে—"আধারোঽধিকরণম্।" (পা ১.৪.৪৫) কর্তা এবং কর্মের ক্রিয়ার যে আধার তাহাকে অধিকরণ কারক কহে। যেমন, "কটে আস্তে" তিনি মাদুরে বসিয়া আছেন। এখানে তিনি কর্তা, এই কর্তার স্থিতিরূপ যে ক্রিয়া তাহার আধার 'কট'। তজ্জন্য কট অধিকরণ কারক হইয়াছে। পুনশ্চ, "স্থাল্যাং পচতি" স্থালীতে পাক করিতেছে এখানে অন্নাদির পাকক্রিয়ার আধার স্থালী। তজ্জন্য স্থালী

অধিকরণ কারক হইয়াছে। "ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকোঽভিব্যাপকশ্চেত্যাধারস্ত্রিধা" (ভট্টোজিদীক্ষিত।) আধার তিন প্রকার—১ ঔপশ্লেষিক, ২ বৈষয়িক ও ৩ অভিব্যাপক। কোন অবয়বে সংযোগ থাকিলে তাহাকে ঔপশ্লেষিক আধার কহে। যেমন, "কটে আস্তে"। তিনি মাদুরে বসিয়া আছেন। যাহাতে কোন বিষয়ের বোধ হয় তাহাকে বৈষয়িক আধার কহে। যেমন, "মোক্ষে ইচ্ছাস্তি" মোক্ষে তাহার ইচ্ছা আছে, অর্থাৎ মোক্ষ তাহার ইচ্ছার বিষয়। যেখানে আধারে আধেয় বস্তু সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয়, তাহাকে অভিব্যাপক কহে। যেমন, "দুগ্ধে মাধুর্য্যমস্তি" দুগ্ধে মাধুর্য্য আছে। এখানে মাধুর্য্য গুণ সমস্ত দুগ্ধেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বোপদেবের মতে আধার চতুর্বিধ। "সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্বিধঃ।" সামীপ্য, আশ্লেষ, বিষয় ও ব্যাপ্তি। সামীপ্য অর্থাৎ সমীপের ভাব। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" গঙ্গার সমীপে অর্থাৎ লক্ষণা দ্বারা তীরে যে ঘোষ বাস করে। আশ্লেষ অর্থাৎ একদেশ সম্বন্ধ। "কাননে বসতি" বনে বাস করে অর্থাৎ বনের একদেশে। "ধনে স্পৃহা" অর্থাৎ ধনবিষয়ে স্পৃহা। "সকলে স্থিতঃ" অর্থাৎ সকল জগৎ ব্যাপিয়া যিনি আছেন।

"সপ্তম্যধিকরণে।" (পা। ২।৩।৩৬) অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

অধিকার, আধিপত্য অর্থে অধিকরণ [অধি কৃ-ভাববাচ্যে ল্যুট্] প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়। অধিকরণ শব্দ যখন অন্ত-কারক বাচ্যে ল্যুট্ করিয়া বিশেষণ হয়, তখন ইহার অর্থ—অধিকৃত, অধিকার্য্য, অধিকরণীয় ও অধিকর্ত্তব্য হয়।

দার্শনিক গ্রন্থে যথা—ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্তদর্শনে ইহার অর্থ "ন্যায়" * অর্থাৎ এক বা একাধিক সূত্রে এক একটী বিচার্য্য বিষয় বলা হয়। যেমন বেদান্তদর্শনে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রে "জিজ্ঞাসা" নামক একটী অধিকরণ বা ন্যায় বা বিচার্য্য বিষয় হইয়াছে বলা হয়। তদ্রূপ "জন্মাদ্যস্য" এই দ্বিতীয় সূত্রে জন্মাদ্যধিকরণ নামক একটী অধিকরণ, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই তৃতীয় সূত্রে শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ নামে একটী অধিকরণ, "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই চতুর্থ সূত্রে সমন্বয়াধিকরণ নামক একটী অধিকরণ হইয়াছে। কিন্তু "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই পঞ্চম সূত্র হইতে ১১শ "শ্রুতত্বাচ্চ" পর্য্যন্ত এই ৭টী সূত্রে ঈক্ষত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ হইয়াছে।

এই সকল অধিকরণের পাঁচটী করিয়া অবয়ব থাকে, যথা—১। সঙ্গতি, ২। বিষয়, ৩। সন্দেহ, ৪। পূর্ব্বপক্ষ এবং ৫। সিদ্ধান্তপক্ষ। এই অবয়ব পাঁচটীর কথা ভারতীতীর্থ কৃত বৈয়াসিক ন্যায়মালা গ্রন্থ হইতে জানা যায়। ভারতীতীর্থ খৃষ্টীয় ১৪শ শতকে যে ন্যায়মালা গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে এক একটী অধিকরণ ২টী অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার পরিচয়মুখে যে অধিকরণাবয়বের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই—

"একো বিষয়সন্দেহপূর্ব্বপক্ষাবভাসকঃ।
শ্লোকোঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ স্ফুটাঃ॥"

অর্থাৎ দুইটী শ্লোকের মধ্যে একটী শ্লোকে বিষয়, সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ থাকিবে এবং অপর শ্লোকে সিদ্ধান্তপক্ষ থাকিবে। সঙ্গতি স্পষ্ট বলিয়া প্রদর্শিত হইবে না। ইহা হইতে উক্ত পাঁচটী অবয়বের কথাই জানিতে পারা যায়।

কিন্তু অন্যত্র বহু গ্রন্থে উক্তরূপে দেখা যায়, অধিকরণের অবয়ব পাঁচটী—১ বিষয়, ২ সংশয়, ৩ বিচার, ৪ নির্ণয় এবং ৫ প্রয়োজন, যথা—

"বিষয়ঃ সংশয়শ্চৈব বিচারো নির্ণয়স্তথা।
প্রয়োজনেন সহিতমেতৎ ন্যায়াঙ্গপঞ্চকম্॥"

এস্থলে 'বিচার' অর্থ পূর্ব্বপক্ষ, 'নির্ণয়' অর্থ সিদ্ধান্তপক্ষ এবং 'প্রয়োজন' অর্থ ফল। সুতরাং ভারতীতীর্থের উক্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ অনৈক্য হইল বলিতে হইবে।

কিন্তু মীমাংসাদর্শনের ভাট্টদীপিকা গ্রন্থে দেখা যায়—এই অবয়ব পাঁচটী কিঞ্চিৎ অন্যরূপ, যথা—

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
প্রয়োজনং সঙ্গতিশ্চ প্রাহুঃ২ধিকরণং বিদুঃ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায় ১ বিষয়, ২ বিশয় অর্থাৎ সংশয়, ৩ পূর্ব্বপক্ষ, ৪ প্রয়োজন এবং ৫ সঙ্গতি—এই পাঁচটীই অধিকরণের অবয়ব। ইহারও পাঠান্তর দৃষ্ট হয়;

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥"

১। বিষয়—অর্থাৎ বিচার্য্য পদার্থ।

২। বিশয়—অর্থাৎ এই বাক্যের এরূপ অর্থ অথবা অন্যরূপ, এই প্রকার সংশয়।

বি + শী ধাতু অপ্ করিয়া 'বিশয়' পদ হইয়াছে, ইহার অর্থ 'সংশয়' হইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, এজন্য উক্ত শ্লোকে "বিষয়োঽবিষয়শ্চৈব" এইরূপ পাঠ অনেক পণ্ডিতের অভিমত। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে—"অবিষয়" শব্দের অন্তর্গত বিষয় শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়'; ন বিষয়ঃ অবিষয়ঃ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে নিশ্চয় ভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই অবিষয় অর্থাৎ সংশয়।

৩। পূর্ব্বপক্ষ—প্রকৃত বিষয়ের বিরোধী তর্ককে পূর্ব্বপক্ষ বলে।

৪। উত্তর—প্রকৃত সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তি তর্ক প্রদর্শন করা উত্তর।

* "জৈমিনিপ্রোক্তানি ধর্ম্মনির্ণায়কান্যধিকরণানি ন্যায়াঃ।" ইতি মাধবাচার্য্য।

৫। নির্ণয়—যে কথার অর্থ লইয়া বিচার চলিতেছিল তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য নিশ্চয় করাই নির্ণয়।

অধিক্রিয়তে (বেদার্থবিচারঃ) অস্মিন্ননেন বা অর্থাৎ যে শাস্ত্রে অথবা যে শাস্ত্রদ্বারা বেদার্থবিচার অধিকৃত হইয়াছে এইরূপ ব্যুৎপত্তি বলে মীমাংসাশাস্ত্র অধিকরণ শব্দের অর্থ।

কিন্তু ব্রহ্মসূত্রভাষ্যরত্নপ্রভা টীকাদিতে দেখা যায়—এই অবয়ব ৬টী যথা—১ সঙ্গতি, ২ বিষয়, ৩ সংশয়, ৪ পূর্ব্বপক্ষ, ৫ সিদ্ধান্তপক্ষ এবং ৬ ফলভেদ। এতদ্দ্বারা বোধ হয় উপরি দুইটী মতের সমাবেশে এই ছয়টী অবয়বে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এস্থলে যে ১ সঙ্গতির কথা বলা হইল, তাহা বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শনে আবার নানাপ্রকার, যথা ১ শ্রুতিসঙ্গতি, ২ শাস্ত্রসঙ্গতি, ৩ অধ্যায়সঙ্গতি, ৪ পাদসঙ্গতি এবং ৫ অবান্তরসঙ্গতি।

১ শ্রুতিসঙ্গতি—এই শ্রুতিসঙ্গতি অন্য দর্শনে আবশ্যক হয় না। কারণ, একমাত্র মীমাংসাদর্শন দুইটীই শ্রুতির মীমাংসা করিয়া তত্ত্বোপদেশ করিয়া থাকে। অন্য দর্শনে এই জাতীয় শ্রুত্যানুগত্য নাই। তাহারা শ্রুতিনিরপেক্ষ হইয়া তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত, শ্রুতি কেবল তাহাদের অনুকূল প [illegible] বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব এই শ্রুতিসঙ্গতির অনুরোধ মীমাংসাদ্বয়ে যাবৎ সূত্রই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে শ্রুত্যর্থবিচারেই পর্য্যবসিত। কোন সূত্রেরই এরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারা যাইবে না, যাহাতে সেই ব্যাখ্যা শ্রুত্যর্থের বিরুদ্ধে যায়।

২। শাস্ত্রসঙ্গতির অর্থ—শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহার সহিত প্রত্যেক সূত্রের সুতরাং প্রত্যেক অধিকরণের ঐক্য থাকা; যেমন বেদান্তদর্শনখানি ব্রহ্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত, অতএব উহার সকল সূত্রই সুতরাং সকল অধিকরণই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ব্রহ্মমীমাংসায় পর্য্যবসিত হইবে। আর তাহা হইলে কোন সূত্রের বা কোন অধিকরণের এরূপভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে না। যাহাতে সেই ব্যাখ্যা কোনরূপে ব্রহ্মমীমাংসায় পর্য্যবসিত না হয়। তদ্রূপ—

৩। অধ্যায়সঙ্গতির জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয়, সূত্রার্থ বা অধিকরণার্থ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেইরূপ—

৪। পাদসঙ্গতির ফলে প্রত্যেক পাদের যে অর্থ, কোন সূত্রার্থ বা অধিকরণার্থ সেই পাদপ্রতিপাদ্য অর্থের বিরুদ্ধে যাইবে না। পরিশেষে—

৫। অবান্তরসঙ্গতির ফলে কোন সূত্রার্থ বা অধিকরণার্থ, পূর্ব্বসূত্রার্থ ও অধিকরণার্থের সহিত অসম্বন্ধ থাকিতে পারিবে না।

এখন এই অসম্বন্ধভাবের অর্থনির্ণয় করিবার জন্য এই অবান্তরসঙ্গতিকে ভারতীতীর্থ চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—১ আক্ষেপসঙ্গতি, ২ দৃষ্টান্তসঙ্গতি, ৩ প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি এবং ৪ প্রসঙ্গসঙ্গতি। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র ও মীমাংসাশাস্ত্রে এতদতিরিক্ত সঙ্গতিও দেখা যায়, যথা—৫ অতিদেশসঙ্গতি, অপবাদসঙ্গতি, উপোদ্ঘাতসঙ্গতি, অবসরসঙ্গতি, উপজীব্যোপজীবকভাবসঙ্গতি, এককার্য্যকারিত্বসঙ্গতি ইত্যাদি। ইহাদের পরিচয় এইরূপ—

"১। পূর্ব্বসিদ্ধান্তাক্ষেপণ উত্তরপ্রবৃত্তৌ আক্ষেপিকী সঙ্গতিঃ। ২। দৃষ্টান্তদ্বারা উপপাদনং দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। ৩। পূর্ব্বন্যায়-পরিত্যাগে প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। ৪। উপস্থিতস্য উপেক্ষানর্হত্বং প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। ৫। অতিদেশশঙ্কানিরাকরণার্থং পূর্ব্বন্যায়াতিদেশঃ আতিদেশিকী সঙ্গতিঃ। ৬ পূর্ব্বসিদ্ধান্তং পূর্ব্বপক্ষীকৃত্য যত্র উত্তরসিদ্ধান্ত প্রবৃত্তিঃ তত্র অপবাদিকী সঙ্গতিঃ। ৭ প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থ-চিন্তা উপোদ্ঘাতসঙ্গতিঃ। ৮। প্রতিবন্ধকীভূতজিজ্ঞাসা-নিবৃত্তৌ অবশ্যবক্তব্যত্বম্ অবসরঃ। ৯। পূর্ব্বসিদ্ধান্তমুপজীব্য উত্তরপ্রবৃত্তৌ উপজীব্যোপজীবকভাবসঙ্গতিঃ। ১০। হেতু-সাম্যপ্রদর্শনং এককার্য্যকারিত্বম্"—ইতি ভাট্টচিন্তামণিঃ।

এই সঙ্গতির ফলে নানা ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে কাহার ব্যাখ্যা সঙ্গত, তাহার সহজে নির্ণয় হয়। কারণ, যেখানে আক্ষেপসঙ্গতি সম্ভব সেখানে যদি প্রসঙ্গসঙ্গতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা দুর্ব্বল ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। যেহেতু আক্ষেপসঙ্গতি হইতে দৃষ্টান্তসঙ্গতি দুর্ব্বল, দৃষ্টান্তসঙ্গতি হইতে প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি দুর্ব্বল এবং প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি হইতে প্রসঙ্গসঙ্গতি দুর্ব্বল। এরূপ অন্যত্র বুঝিতে হইবে।

তাহার পর এই অধিকরণরচনার একটা নিয়মও আছে। সেই নিয়মের অনুসরণ করিলে সূত্রগ্রন্থের অন্যথা ব্যাখ্যা আরও অধিক নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন—১, প্রথমান্ত পদ সূত্রমধ্যে আসিলে বা উহ্য করিয়া লইবার যোগ্যতা বা প্রয়োজনীয়তা থাকিলে সেই সূত্র হইতে পৃথক্ অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ২, "ইতি চেৎ" এই জাতীয় পদ থাকিলে তাহা পূর্ব্বপক্ষের জ্ঞাপক হইবে। ৩, "ন" কিংবা "তু" শব্দ থাকিলে সিদ্ধান্তপক্ষের আরম্ভ বুঝিতে হইবে। ৪, পূর্ব্বসূত্র হইতে কোন পদের অনুবৃত্তি সম্ভব হইলে পর সূত্রে তাহার উল্লেখ করা হয় না। ৫, একটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্রদ্বারা অধিকরণ রচিত হওয়া উচিত নহে। ৬, পূর্ব্বপক্ষ স্পষ্ট হইলে উহ্য রাখা হয়—ইত্যাদি বহু নিয়ম এ সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়। এই নিয়ম জানা থাকিলে সূত্রগ্রন্থের অন্যথা ব্যাখ্যা নিবারণ হয়।

বস্তুতঃ এই অধিকরণরচনার নিয়মাবলী না জানার ফলে অথবা স্বমতস্থাপনের আগ্রহবশতঃ সূত্রার্থব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসার মধ্যে এই অধিকরণভেদে

ব্যাখ্যাভেদ এখন আর জানিবার উপায় নাই। কারণ, বিভিন্ন মতের গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। তবে বেদান্তদর্শনের নানা ব্যাখ্যা সুলভ বলিয়া এই ব্যাখ্যাভেদ বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। যেমন বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণ মধ্যে দেখা যায়—

১। শাঙ্করমতে ১৯১টী অধিকরণ সূত্র ৫৫৫।
২। ভাস্করমতে ১৮৭ " " ৫৫১।
৩। রামানুজমতে ১৭২ " " ৫৪৫।
৪। শ্রীকরমতে ১৭২ " " ৫৪৪;
৫। নিম্বার্কমতে ১৩১ " " ৫৫০।
৬। শ্রীকণ্ঠমতে ১৮২ " ৫৪৫।
৭। মধ্বমতে ২২৩ " " ৫৬৪।
৮। বল্লভমতে ১৬২ " " ৫৫৪।
৯। রামানন্দমতে ১৬১ " " ৫৫১।
১০। বৈখানসমতে ১৫৬ " " ৫৪৬।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সূত্র ৫৫৫ এবং বলদেবমতে ৫৫৮টী ইত্যাদি। কেবল ইহাই নহে, এই সব মতে সূত্রপাঠ ও সূত্র সংখ্যারও ভেদ দৃষ্ট হয়।

মীমাংসাদর্শনে এই অধিকরণ সংখ্যা সর্ব্বতঃ এক সহস্র। কি করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতির সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এই সহস্র অধিকরণে তাহার সহস্র প্রকার নিয়ম নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে এই সহস্র প্রকার নিয়মই মান্য করা হয়। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে এতদতিরিক্ত যে আরও ১৯১ প্রকার নিয়ম (শাঙ্কর মতে) আবশ্যক, তাহাই ব্যাসদেব বেদান্তদর্শনে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য এই অধিকরণকে ন্যায় নামেও অভিহিত করা হয়।

ন্যায়দর্শনেও এই অধিকরণানুসারে সূত্রবিভাগ আছে ইহাকে তথায় প্রকরণ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ১ম ও ২য় সূত্রে সপ্রয়োজনাভিধেয় প্রকরণ, ৩য় হইতে ৮ম সূত্র পর্য্যন্ত প্রমাণলক্ষণপ্রকরণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অবশ্য এই প্রকরণ অধিকরণের স্থানীয় হইলেও ইহার মধ্যে মীমাংসা দ্বয়ের ন্যায় অবয়ব ছয়টী প্রদর্শন করা হয় নাই। অধিকরণের পূর্ব্বোক্ত প্রকার সূক্ষ্ম বিচার, বস্তুতঃ, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা মধ্যেই আছে। অন্য দর্শনে এতদূর সূক্ষ্মতা দেখা যায় না। বেদান্তদর্শনের অধিকরণনির্ণায়ক গ্রন্থ শঙ্কর ও রামানুজ মতের ব্যাখ্যাতেই দেখা যাইতেছে, অন্য মতে ইহা দেখা যায় না। পূর্ব্বমীমাংসার জন্য মাধবাচার্য্যের জৈমিনীয় ন্যায়মালা প্রসিদ্ধ এবং শাঙ্কর বেদান্তের জন্য অমলানন্দের শাস্ত্রদর্পণ, চিৎসুখাচার্য্যের অধিকরণনির্ণয়, ভারতীতীর্থের বৈয়াসিক ন্যায়মালা প্রসিদ্ধ। রামানুজমতে বেঙ্কটনাথের, অধিকরণমালা এবং সুদর্শনাচার্য্যের অধিকরণমালা প্রসিদ্ধ। যাহা হউক, বেদান্তদর্শন বা মীমাংসাদর্শনের যদি তত্তৎ সূত্রকারের অভিপ্রায় নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে এই অধিকরণনির্ণয় ও তাহার নিয়মাবলীর সম্যক্ অনুসরণই একমাত্র উপায়।*

১। সঙ্গতি—ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ সঙ্গতির লক্ষণ বলা হইয়াছে—"একবাক্যতাপন্নত্বে সতি অনন্তরাভিধানপ্রযোজক-জিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়ো হি অর্থ, যথা প্রত্যক্ষনিরূপণকার্য্যত্বম্ অনুমাননিরূপণে সঙ্গতিঃ" (দীধিতি ২, পৃঃ ২) (ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরীপ্রকাশ, পৃঃ ১৫); (রামরুদ্রী ২, পৃঃ ১৩৪) "যথাবা সদ্ধেতুনিরূপণানন্তরম অসদ্ধেতুনিরূপণে ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্ববিরহরূপঃ প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ (গদাধর ২। হেত্বা° সমাঃ পৃঃ ১)। ইহার অপর লক্ষণ যথা—"অনন্তরাভিধানপ্রয়োজকজিজ্ঞাসাজনকং যৎ সঙ্গতি-নিরূপকজ্ঞানপ্রযোজ্যং জ্ঞানং তদ্বিষয়স্মরণানুকূলসম্বন্ধঃ।" যাহা হউক এই সঙ্গতি ভন্মতে ছয় প্রকার, যথা—

"সপ্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাঽবসরস্তথা।
নির্ব্বাহকৈক্যকার্য্যৈক্যে ষোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে॥"

অর্থাৎ ১ প্রসঙ্গসঙ্গতি, ২ উপোদ্ঘাতসঙ্গতি, ৩ হেতুতাসঙ্গতি, ৪ অবসরসঙ্গতি, ৫ নির্ব্বাহকৈক্যসঙ্গতি অথবা নির্ব্বাহকত্ব সঙ্গতি এবং ৬ কার্য্যৈক্যসঙ্গতি অথবা এককার্য্যত্বসঙ্গতি। যাহা হউক এই সঙ্গতির বলাবলদ্বারা ব্যাখ্যারও বলাবলনির্ণয় করা হয়। যাহার ব্যাখ্যায় দুর্ব্বল সঙ্গতি থাকে, তাহার ব্যাখ্যা ততো অসঙ্গত বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত দশটী সঙ্গতির যে ক্রম, তাহা প্রায় বলানুসারেই কথিত হইয়াছে।

২। বিষয়টী মীমাংসায় মধ্যে শ্রুতিবাক্যই হয়, যেমন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বেদান্তের এই দ্বিতীয় অধিকরণের বিষয় হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদের "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি বাক্য। এই বিষয়নির্ণয় অনেক সময় সূত্রান্তর্গত পদদ্বারা হয়, অনেক সময় তাদৃশ পদের অর্থদ্বারা করা হয়, এবং অতি অল্প সময়ই সাম্প্রদায়িক শিক্ষাধারার সাহায্যে করা হইয়া থাকে। বেদান্ত-দর্শনের বিভিন্ন মতের ব্যাখ্যাতৃগণ এই বিষয়নির্দ্দেশে প্রায়ই ভিন্নমত হইয়াছেন দেখা যায়। বস্তুতঃ সেই শ্রুতিবাক্যটীই বিষয় হইবে, যাহাতে সংশয়টী সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। নচেৎ অনভিজ্ঞের সংশয় এই বিষয় নির্দ্দেশের পরিমাপক হইতে পারে না। আর সাম্প্রদায়িক শিক্ষাধারার সাহায্যে যখন বিষয়-নির্ণয় করা হয়, তখন তাহারই নির্ণয় সমীচীন, যাহার পক্ষে সূত্রকারের শিষ্যসম্প্রদায়ের দাবী অধিক হয়। অবশ্য পরমত খণ্ডন পরিচ্ছেদে কোন স্থলেই শ্রুতিবাক্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়

* এই অধিকরণ বিচার দ্বারা সূত্রার্থনির্ণয়ের দৃষ্টান্ত, শ্রীযুক্ত কেদারলাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বেদান্তদর্শনের (ভাষতীর অনুবাদ সহ) সংস্করণে দ্রষ্টব্য।

জন্য অধ্যক্ষেরা নিযুক্ত হইতেন। কাঠকসংহিতায় উহার উল্লেখ আছে। (২৭৪)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সময় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যভার এক একজন অধ্যক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইত। রাজা বা সম্রাটের অধীনে অমাত্যাদি উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকিতেন। উঁহাদের অধীনে অধ্যক্ষদের স্থান ছিল। নিম্নলিখিত অধ্যক্ষদের নাম উল্লেখযোগ্য—

আকরাধ্যক্ষ—ধাতু ও খনিজ দ্রব্যের উৎপন্নের তত্ত্বাবধান করিতেন। সমস্ত দ্রব্যের আকর তখন রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত।

সুবর্ণাধ্যক্ষ—সুবর্ণের উৎপত্তি, সংগ্রহ ও রাজকোষে অর্পণের ভার লইতেন।

সৌবর্ণিক—পৌরজানপদদের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইতেন।

লোহাধ্যক্ষ—তাম্র লৌহাদি ধাতুর উত্তোলন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন।

লক্ষণাধ্যক্ষ ও রূপদর্শক—প্রচলিত মুদ্রার প্রণয়ন ও প্রচলনের ভার প্রাপ্ত

খন্যধ্যক্ষ—মুক্তা ও শঙ্খের সংগ্রহের ভার খনির অধ্যক্ষের হস্তে ছিল।

লবণাধ্যক্ষ—লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

পৌতবাধ্যক্ষ—বাজারে প্রচলিত তুলাদণ্ড, ওজন ও মাপের তত্ত্বাবধান করিতেন।

শুল্কাধ্যক্ষ—পণ্যদ্রব্যের উপর রাজশুল্ক আদায় করিতেন। পরবর্ত্তী কালে শৌল্কিকেরা এই কার্য্য করিতেন।

পণ্যাধ্যক্ষ—পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর পরিদর্শন করিয়া শুল্কাদির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেন। যাহাতে পণ্য বাহুল্য হইয়া মূল্য হ্রাস না হয় অথবা শুল্কদানে কেহ প্রবঞ্চনা না করে তাহাও ইহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল।

মুদ্রাধ্যক্ষ—এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে হইলে বা অসময়ে বা রাত্রিতে বাহির হইতে হইলে তখন ছাড়পত্র লইতে হইত। মুদ্রাধ্যক্ষ এই বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

অশ্বাধ্যক্ষ, গোহধ্যক্ষ ও হস্ত্যধ্যক্ষ—ইহারা যথাক্রমে রাজার অশ্ব, গোমহিষাদি ও হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় দেখিতেন।

সৈন্যবিভাগেও বহু অধ্যক্ষ থাকিতেন। পত্ত্যধ্যক্ষ ও রথাধ্যক্ষ—পদাতিসৈন্য ও রথীদের তত্ত্বাবধান করিতেন।

নাবধ্যক্ষ—ইহার হস্তে রাজার নৌকা ও রণতরী রক্ষণের ভার থাকিত। পারাপারের শুল্ক গ্রহণ ইহার কর্মচারীরা করিতেন। জলপথে পলায়মান দস্যু তস্কর ও জলদস্যুদের দমনও এই কর্মচারীর হস্তে থাকিত।

গণিকাধ্যক্ষ—এই কর্মচারী রাজধানী ও নগরগুলির গণিকাদের তত্ত্বাবধান করিতেন।

সুরাধ্যক্ষ—সেই যুগে মদ্য পানের বহুল প্রচার ছিল। মদ্য প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়ের উপর রাজকর ছিল। সুরাধ্যক্ষ এই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

সূত্রাধ্যক্ষ—ইহার হস্তে বয়নশালার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল।

সীতাধ্যক্ষ—রাজার নিজের জমির চাষের তত্ত্বাবধান করিতেন।

সূনাধ্যক্ষ—মাংস বিক্রয় ও ভক্ষ্য পশু-হত্যার তত্ত্বাবধান করিতেন। দূষিত বা পর্য্যুষিত মাংস বিক্রয় করিলে তখন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

সংস্থাধ্যক্ষ—পণ্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। নূতন বলিয়া পুরাতন দ্রব্য বেচিলে বা অন্য উপায়ে বঞ্চনা করিলে ইনি দণ্ড দিতেন। কোন নূতন দোকান খুলিতে হইলে ইহার অনুমতি লইতে হইত।

এইরূপ বহু অধ্যক্ষের নাম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী ও উঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির কথা লইয়াই অর্থশাস্ত্রের 'অধ্যক্ষ-প্রচার' নামক অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। অধ্যক্ষদের নামগুলি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ঐ প্রাচীন যুগেই ভারতের হিন্দুরা রাজশাসনের দায়িত্ব বুঝিতেন ও কিরূপে প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতেন। ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দে ইউরোপীয়গণ যে সমস্ত রাজকীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দিকে মন দিয়াছেন, তাঁহারা বহু পূর্ব্বে উহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলেও এই অধ্যক্ষদের কার্য্য বহু দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারদের গ্রন্থে এই অধ্যক্ষদের কথা বার বার উল্লিখিত আছে। এমন কি, বাৎস্যায়ন তাঁহার 'কামসূত্রে' এই অধ্যক্ষদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যে যে বিভাগের কার্য্যসমূহের তত্ত্বাবধানের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকিত, তাহার ভালমন্দের জন্য তাঁহারা দায়ী হইতেন। সুশৃঙ্খলায় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া রাজসরকারে আয়বৃদ্ধি করিতে পারিলে তাঁহারা তাঁহাদের বার্ষিক পারিশ্রমিক (ভরণীয়) ব্যতীত বিশিষ্ট পুরস্কার পাইতেন। ক্ষতি হইলে তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইত। বিনানুমতিতে অনুপস্থিত থাকিলে ও সেই জন্য ক্ষতি হইলে তাঁহার দণ্ড হইত।

অধ্যক্ষগণ রাজসরকার হইতে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে পাইতেন। কিন্তু তাঁহারা সেই ভূমি দান-বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। (অর্থশা° ২১৭৮)। কয়েকটী সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য অধ্যক্ষগণ সাধারণতঃ ১,০০০ পণ বার্ষিক ভরণীয় পাইতেন। পত্তি (পদাতিক), হস্তী, অশ্ব, রথ এই সকলের অধ্যক্ষগণ ২০০০ পণ বার্ষিক ভরণীয় পাইতেন। সাধারণ অধ্যক্ষগণ সপ্তম শ্রেণীর কর্মচারী ও সৈন্যাদির অধ্যক্ষগণ ষষ্ঠ শ্রেণীর কর্মচারী।

যে সমস্ত ব্যক্তি অমাত্যদিগের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের শক্তি অনুসারে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হইত। প্রতিদিন তাঁহাদিগের কার্য্য পরীক্ষা করা হইত। তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা পরামর্শ না করিয়া যথাদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করেন সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইত। এক যোগ হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা অর্থাদি আত্মসাৎ করিতে পারেন এবং পরস্পরে বিরোধিতা করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যের ক্ষতি হইতে পারে এই ভয়ে রাজা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। ভর্ত্তার আদেশ ব্যতীত স্ব ইচ্ছায় তাঁহাদের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। তবে নিতান্ত বিপত্তি উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল। ইহার অন্যথা হইলে দৈনিক বেতনের দ্বিগুণ দণ্ড হইত।

যে সমস্ত অধ্যক্ষ আদেশমত সমস্ত অর্থ বা তাহার অধিক আদায় করিতে পারিতেন, তাঁহাদের পুরস্কার ও কার্য্যোন্নতি হইত। যে সকল ব্যক্তির অল্প আয় ও অধিক ব্যয় তাহারা রাজার প্রাপ্য অর্থ নিজেই আত্মসাৎ করিতে পারে, পরন্তু যাহার ব্যয় আয়ের অনুসারে হয় সে সাধারণতঃ রাজপ্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করিবে না। কৌটিল্য বলেন, এই ধারণায় নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। উপযুক্ত চর নিযুক্ত করিয়া তহবিল তস্রুপের সংবাদ লওয়া রাজার কর্ত্তব্য। যদি কেহ অনবধানতাবশতঃ রাজস্বের ক্ষতি করেন তাহা হইলে সে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য। আবার যিনি রাজস্ব বর্দ্ধিত করিতেছেন তিনি প্রজাসাধারণের ক্ষতি করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিতেছেন কিনা তদ্বিষয়ে রাজার লক্ষ্য রাখা উচিত এবং উৎপীড়ক হইলে রাজার তাঁহাকে শাসন করা কর্ত্তব্য। অল্পাপরাধে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত; কিন্তু গুরুতর অপরাধ হইলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ড দেওয়া হইত। যে কর্মচারী আয় না করিয়া সমুদয় রাজস্ব ব্যয় করিতেছেন, তিনি শ্রমিকদিগের অর্থ আত্মসাৎ করিতেছেন বিবেচনা করা হইত এবং কর্ম্ম, দিবস, মূল্য (মূলধনের ব্যয়) এবং পুরুষদিগের বেতনের পরিমাণ অনুসারে তাঁহার দণ্ড হইত। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষকে কর্ম্মের পরিমাণ এবং প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করিতে হইত। তিনি কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অপব্যয়ী অমিতব্যয়ী ও কৃপণ ব্যক্তিদিগকে মিতব্যয়ী করিবার চেষ্টা করিতেন।

প্রত্যেক অধিকরণের অধ্যক্ষগণ সংখ্যায়ক, লেখক, রূপদর্শক, নীবীগ্রাহক এবং উত্তরাধ্যক্ষ প্রভৃতির সহযোগে কার্য্য করিতেন। প্রত্যেক বিভাগে বহু অনিত্য কালের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। রাজকর্ম্মচারিগণকে এক কার্য্য হইতে অন্য কার্য্যে নিয়োগ করা হইত।

কৌটিল্যরচিত অর্থশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদক সামশাস্ত্রী অধ্যক্ষগণের এইরূপ পদ পরিচয় দিয়াছেন—

১। অক্ষ পটলাধ্যক্ষ—হিসাবপরিদর্শক—Superintendent of accounts

২। কোষাধ্যক্ষ —রাজকোষের পরিদর্শক—Superintendent of Treasury

৩। আকরাধ্যক্ষ—খনির পরিদর্শক—Superintendent of Mines

৪। লোহাধ্যক্ষ —Superintendent of metals other tha gold and silver

৫। লক্ষণাধ্যক্ষ—টাকশালের অধ্যক্ষ—Superintendent of Mint

৬। খন্যধ্যক্ষ— Superintendent of ocean-mines

৭। লবণাধ্যক্ষ—Superintendent of salt.

৮। সুবর্ণাধ্যক্ষ—Superintendent of gold

৯। কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ—ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ—Superinten dent of store-houses

১০। পণ্যাধ্যক্ষ—Superintendent of Commerce

১১। কুপ্যাধ্যক্ষ—Superintendent of forest product

১২। আয়ুধাগারাধ্যক্ষ—Superintendent of armoury

১৩। পৌতবাধ্যক্ষ—Superintendent of weights and measures.

১৪। মানাধ্যক্ষ—দেশ ও কালের পরিমাণ-নির্দ্দেশ কার্য্যের অধ্যক্ষ—Superintendent of lineal measures.

১৫। শুল্কাধ্যক্ষ—Superintendent of tolls.

১৬। সূত্রাধ্যক্ষ—বয়নশিল্পপরিদর্শক—Superintendent of weaving

১৭। সীতাধ্যক্ষ—কৃষিকার্য্যের পরিদর্শক—Superintendent of Agriculture.

১৮। সুরাধ্যক্ষ—Superintendent of liquor.

১৯। সূনাধ্যক্ষ—Superintendent of slaughter houses

২০। গণিকাধ্যক্ষ—Superintendent of Prostitutes

২১। নাবধ্যক্ষ—Superintendent of ships

২২। গোহধ্যক্ষ—Superintendent of cattle

২৩। অশ্বাধ্যক্ষ—Superintendent of horses

২৪। হস্ত্যধ্যক্ষ—Superintendent of elephants

২৫। নাগবনাধ্যক্ষ—Superintenecent of Elephant-forests

২৬। রথাধ্যক্ষ—Superintendent of chariots

২৭। পত্ত্যধ্যক্ষ—Superintenden' of Infantry

২৮। মুদ্রাধ্যক্ষ—Superintendent of passports

২৯। বিবীতাধ্যক্ষ—Superintendent of pasture lands

৩০। সমাহর্ত্তা—Collector General.

৩১। নাগরিকপ্রণিধি—City Superintendent।

(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র প্রকরণ, ২০—৫১ Revised and edited by R Shamasastry Mysore 1929, 3rd Ed)

অধ্যক্ষ২—পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের সাত্বতসংহিতা (প° ১০৪) নামক পুস্তকে অধ্যক্ষ দেবতার ধ্যান পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের সকলেই ঘোর বৈষ্ণব। অধ্যক্ষ দেবতা বিষ্ণুরই একটী রূপান্তর। তাঁহার ধ্যান নিম্নে বিবৃত হইল:—

"নীলনীরদবর্ণাভং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম।
মধ্যাহ্নভাস্করাকারং দ্বাদশারকরোজ্জ্বলম্॥
শ্রোণিতট-নিবিষ্টেন বামহস্তেন লীলয়া।
ধ্রিয়মাণং গদাং গুর্ব্বীং নিষণ্ণাং ধরণীতলে।
অবিজ্ঞাখ্যা চ যা নেমিঃ কালচক্রস্য দুর্দ্ধরা॥"

উপরে উল্লিখিত ধ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অধ্যক্ষদেবতার বর্ণ নীল মেঘের ন্যায়, তাঁহার চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত, তাঁহার আকার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিশালী। তাঁহার একটী উন্নত হস্তে দ্বাদশার চক্র তাঁহার কোমর সুন্দরভাবে বিন্যস্ত, বামহস্তে গদা শোভিত। এই গদা বিশালকায় এবং ধরণীতলে নিবিষ্ট। তাঁহার হস্তস্থিত এই চক্রনেমি অবিজ্ঞাস্বরূপ এবং অজেয়।

অধ্যক্ষপ্রচার—কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের এক অংশ। ডাঃ সোরাবজী তারপুরবালা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইহার একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

রাজার রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য অধিকারী (Departmental Heads) বিনিয়োগের ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ গ্রামাধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গোষ্ঠাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, কনকাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, দ্বারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ, সূত্রাধ্যক্ষ, হট্টাধ্যক্ষ প্রভৃতির পদে নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

অধ্যক্ষরম্—(অব্য) অক্ষরে এইরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। অক্ষরকে অধিকার করিয়া। ২ (স্ত্রী) ওঁকার, ওঁ, প্রণব।

অধ্যগ্নি—(অব্য) [অগ্নৌ (অগ্নিতে বা অগ্নির সমীপে) এইরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব] অগ্নির সমীপে। (স্ত্রী) ২ বিবাহকালে অগ্নিসমীপে স্ত্রীকে যে দান করা হয়, স্ত্রীধন। "বিবাহকালে যৎ স্ত্রীভ্যো দীয়তে হ্যগ্নিসন্নিধৌ। তদধ্যগ্নিকৃতং সদ্ভিঃ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (দায়ভাগে কাত্যা° ১১৯ ৮—১০) [স্ত্রীধন দ্র°]

অধ্যচ—(ত্রি) [অধি অঞ্চ গতৌ-ক্বিপ] অধিগামী। ২ অধিগত।

অধ্যণ্ডা—(স্ত্রী) [অধিকম্ অণ্ডমিব ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী] ভূঁই আমলা। (রত্নমালা) ২ কপিকচ্ছু, আলকুশী।

অধ্যধিক্ষেপ—(পুং) [অধিকোঽধিক্ষেপঃ, প্রাদিস°] অত্যন্ত নিন্দা, অতিশয় তিরস্কার। "গুরূণামধ্যধিক্ষেপো বেদনিন্দা সুহৃদ্বধঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য° ৩.২২৮)

অধ্যধীন—(ত্রি) অত্যন্ত পরাধীন। ২ দাসীর গর্ভজাত সন্তান। "অধ্যধীনোঽত্যন্তপরতন্ত্রো গর্ভদাসঃ" (মনু ৮.৬৬ কুল্লুক)

অধ্যয়—(পুং) [অধি ইঙ্ ভাবে অচ্] অধ্যয়ন। [অধি ইণ অচ্] ২ স্মরণ।

অধ্যয়ন—(ক্লী) [অধি-ইঙ-ল্যুট্] পঠন। গুরু যেমন উপদেশ করেন তদনুসারে তাহার উচ্চারণ। [পঠন দ্র°]

অধ্যয়নতপসী—(স্ত্রী) অধ্যয়ন এবং তপশ্চর্য্যা।

অধ্যয়নপুণ্য—(ক্লী) অধ্যয়ন হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মবিষয়ক গুণ।

অধ্যয়নভাষ্য—হরদত্ত বিরচিত একখানি ভাষ্যগ্রন্থ।

অধ্যয়নীয়—(ত্রি) অধ্যয়নযোগ্য।

অধ্যর্দ্ধ—(ত্রি) [অধ্যারূঢ়ম্ অর্দ্ধং যস্মিন্] সার্দ্ধ, অর্দ্ধবিশিষ্ট, দেড়। "একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽধ্যর্দ্ধং ততোঽনুজঃ।" (মনু ৯.১১৭)

অধ্যর্দ্ধক—(ত্রি) [অধি অর্দ্ধ কন] সার্দ্ধপরিমিত, দেড়। (পা ১ ১.২৭ বার্ত্তিক)

অধ্যর্দ্ধকাকিনীক—(ত্রি) সার্দ্ধকাকিনী পরিমিত, ওজনে দেড় কাকিনী পরিমাণ। কাকিনী ক্ষুদ্র মুদ্রাবিশেষ। এক কাকিনী বিংশতি কপর্দ্দ বা কড়ির সমান। (পা ৫ ১ ৩৩ বার্ত্তিক)

অধ্যর্দ্ধকার্ষাপণ, অধ্যর্দ্ধকার্ষাপণিক—(ত্রি) সার্দ্ধকার্ষাপণপরিমিত। ২ যাহার মূল্য দেড় কার্ষাপণ। এক কার্ষাপণ পরিমাণের মূল্য আশী কপর্দ্দ বা কড়ির সমান। (পা ৫.১ ২৯)

অধ্যর্দ্ধকংস—(পুং) কংসের সার্দ্ধ। (পা ৫ ১.২৮ কাশিকা)

অধ্যর্দ্ধখারীক—(ত্রি) সার্দ্ধখারী-পরিমিত। ২ যাহার মূল্য দেড় খারী। এক খারী—দুই মণ ষোল সের। (পা ৫.১.৩৩)

অধ্যর্দ্ধপণ্য—(ত্রি) সার্দ্ধপণ পরিমিত। ২ যাহার দাম দেড় পণ। "অশীতিভির্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ এক পণ আশী কড়ির সমান। (পা ৫ ১ ৩৩)

অধ্যর্দ্ধপাদ্য—(ত্রি) সার্দ্ধপাদ-পরিমিত। (পা ৫.১ ৩৪)

অধ্যর্দ্ধপ্রতীক—(ত্রি) সার্দ্ধ কার্ষাপণ পরিমিত, দেড় কার্ষাপণ বা ১২০ কড়ির ওজন অথবা মূল্য। (পা ৫.১.২৯)

অধ্যর্দ্ধমাষ্য—(ত্রি) সার্দ্ধমাষা পরিমিত, দেড়মাসা পরিমাণ। (পা ৫ ১.৩৪)

অধ্যর্দ্ধবিংশতিকীন—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধবিংশতি অর্থাৎ ত্রিংশপরিমিত। (পা ৫.১.৩২)

অধ্যর্দ্ধশতমান—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধশত অর্থাৎ দেড়শতের তুল্য। (পা ৫.১.২৯)

অধ্যর্দ্ধশাণ, অধ্যর্দ্ধশাণ্য—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধশাণতুল্য। চার মাষায় এক শাণ। (পা ৫.১ ৩৫)

অধ্যর্দ্ধশূর্প—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধশূর্প সদৃশ। দুই মাষাতে এক শূর্প। (পা ৫.১.২৮ বার্ত্তিক)

অধ্যর্দ্ধসুবর্ণ, অধ্যর্দ্ধসুবর্ণিক—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধসুবর্ণের সমান। ষোল মাষায় এক সুবর্ণ। (পা ৫ ১ ২৯ বার্ত্তিক)

অধ্যর্ব্বুদ—(স্ত্রী) রোগবিশেষ। মর্ম্মস্থানে বা শরীরের কোন স্থানে অবিচলিত অর্ব্বুদ জন্মিলে কিম্বা পূর্ব্বজাত অর্ব্বুদের উপর অর্ব্বুদ জন্মিলে তাহাকে অধ্যর্ব্বুদ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। [অর্ব্বুদ দ্র°] 'যজ্জায়তেঽন্যৎ খলু পূর্ব্বজাতে জ্ঞেয়ং তদধ্যর্ব্বুদমর্ব্বুদজ্ঞৈঃ" (সুশ্রুত, নি° ১১ ১৭ ১৮)

অধ্যবস—[দেশজ] অর্দ্ধেক বয়স ; প্রৌঢ়ত্ব।

অধ্যবসান—(স্ত্রী) উদ্যম, চেষ্টা, অধ্যবসায়। ২ (অলঙ্কারে) অভেদ-প্রতিপত্তি, একাত্মভাব।

অধ্যবসায়—(পুং) [অধি-অব-সো ঘঞ্] উৎসাহ। ২ অবিশ্রান্ত উদ্যোগ। ৩ অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ। ৪ কর্ম্মে একান্ত উদ্যম। এইরূপ করিলে তাহার ফল নিশ্চিত এইরূপ হইবে, এই প্রকার নিশ্চয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন এটা আত্মধর্ম্ম। সাংখ্যবাদীদের মতে এটা বুদ্ধির ধর্ম্ম।

অধ্যবসায়িত—(ত্রি) [অধ্যবসায়ো জাতোঽস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্ প্রত্যয়ঃ) জাতাধ্যবসায়, যাহাতে অধ্যবসায় জন্মিয়াছে।

অধ্যবসায়িন্—(ত্রি) [অধি-অব-সো-ণিনি] উৎসাহান্বিত, উদ্যমশীল। ২ নিশ্চয়কারী।

অধ্যবহনন—(স্ত্রী) [অধি-উপরি—অবহননম] চাউল কাঁড়া, একবার ধান্যাদি কাঁড়িয়া তুষশূন্য করিয়া পুনর্ব্বার কাঁড়া।

অধ্যশন—(ক্লী) [অধিকম্ অশনম] অতিভোজন। ২ অজীর্ণে অধিক ভোজন। "অজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে।" (সুশ্রুত)

অধ্যস্ত—(ত্রি) [অধি-অস্-কর্ম্মণি ক্ত] কৃতাধ্যাস, আরোপিত, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান আরোপিত।

অধ্যস্থি—(ক্লী) অস্থির উপর অস্থি।

অধ্যাক্রান্ত—(ত্রি) [অধি-আ-ক্রম ক্ত] অবলম্বিত, আশ্রিত। "অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপি" (শকুন্তলা)

অধ্যাজ্য—(ক্লী) পাত্রে সংরক্ষিত আজ্য।

"কাংস্যেহ অধ্যাজ্যান কৃত্বা তেনৈব রুদ্রায় স্ব হেতি জুহোতি।" (মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্য ২.১০২)

অধ্যাত্ম—(অব্য) আত্মানং দেহমিন্দ্রিয়াদিকং শুদ্ধং ব্রহ্ম বা অধিকৃত্য। টজন্তাব্যয়ী। ০। অনচ। পা ৫ ৪ ১০৮। অনন্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর সমাসান্ত বিষয়ে টচ্ প্রত্যয় হয়। যাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা বা পরব্রহ্মকে অধিকার করিয়া বর্ত্তে। পরমাত্মবিষয়ক। আত্মসম্পর্কীয়। চিত্তবিষয়ক। অধ্যাত্ম শব্দ অনুশতিকাদিগণ মধ্যে পঠিত, তজ্জন্য ভবার্থে ঠঞ্ প্রত্যয় করিলে 'আধ্যাত্মিক' এই রূপ উভয় পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। [অধ্যাত্মবিদ্যা দ্র°]

অধ্যাত্মকল্পদ্রুম—বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অধ্যাত্মকবায়ু—(পুং) তন্ত্রমতে—প্রাণাখ্য বায়ু।

অধ্যাত্মচন্দ্রিকা—অদ্বৈতানন্দ-রচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অধ্যাত্মচিন্তামণি—সৌম্যজামাতৃ মুনি-রচিত একখানি বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ। তাঁহার শিষ্য সুন্দরজামাতৃ ইহার একখানি টীকা রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নারায়ণকৃত একখানি টীকাও পাওয়া যায়।

অধ্যাত্মচেতস্—(পুং) ঈশ্বরের ধ্যানকারী ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের ধ্যান করেন। "সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা" (গীতা ৩.৩০)

অধ্যাত্মজ্ঞান—(ক্লী) ঈশ্বর অথবা আত্মার জ্ঞান। "অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম" (গীতা ১৩ ১১)

অধ্যাত্মতত্ত্ব—অধ্যাত্মতত্ত্বের পরিকল্পিত দেবমূর্ত্তি। গুরুদেবপদ্ধতি (প ১০৮) নামক শৈবগ্রন্থে এই দেবতার তিন প্রকার ধ্যান পাওয়া যায়—

"পদ্মাসীনং চতুর্বক্ত্রং সুপীতং
ধ্যানৈকাগ্রং বিভুজাক্ষসূত্রম।
ঊর্দ্ধাক্ষব্রক্কলশং দিব্যরূপং
দিব্যাকল্পং কথিতাধ্যাত্মতত্ত্বম্ ॥"

সম্পন্ন ব্যক্তির উত্তম-স্বত্ব মানিয়া লওয়া হয় এবং উক্ত অধিকার মূলতঃ যে প্রকারেই স্থাপিত হউক না কেন, উহা শ্রেষ্ঠতর স্বত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষিত হয়। অন্যের শ্রেষ্ঠতর স্বত্ব প্রমাণিত না হইলে বিষয়াধিকারীর বিষয় সম্বন্ধে স্বত্ব থাকা সাব্যস্ত হয়। ইহার ফলে, নিঃস্বত্ববান্ ব্যক্তি কিম্বা অন্যায়পূর্ব্বক অধিকার-স্থাপনকারী ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্ব প্রমাণে নিজের অধিকার সমর্থন করিতে পারে না। কিন্তু এরূপক্ষেত্রে যদি উক্ত অধিকারীতে তৃতীয় ব্যক্তির প্রতিনিধিস্বত্ব থাকা প্রমাণ হয়, তবে তাহার অধিকার নষ্ট হইবে না। অন্যের বস্তুগত অধিকার সপ্রমাণিত না হইলে প্রকৃত স্বত্ববান্ ব্যক্তি সেই বিষয়ে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিতে পারে। যে স্থলে উভয় ব্যক্তি একই বিষয়ে বস্তুগত অধিকার দাবী করে, সেস্থলে প্রকৃত স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তির দাবী গ্রাহ্য হইবে।

বস্তুগত অধিকার নানা কারণে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা স্বত্বের ধ্বংস সর্ব্বস্থলে সূচিত হয় না।

বিষয়ে অন্যে অধিকার স্থাপন করে, এরূপ অভিপ্রায় ব্যতিরেকে স্বত্ববান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিষয়ের অধিকার-ত্যাগ অর্থে ইংরাজীতে abandonment শব্দ ব্যবহৃত হয়। ভূগর্ভে সমাহিত শবাধার অথবা মৃত পশুর দেহ সম্বন্ধে abandonment শব্দ প্রযোজ্য নহে।

অধিকারের বিষয়ীভূত সম্পত্তির ধ্বংস কিম্বা উহার লয়প্রাপ্তি দ্বারা অধিকার নষ্ট হয়। ধৃত বন্য পশুর বন্ধন-মুক্তি, আধার হইতে গ্যাসের নির্গম ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

প্রাচীন রোমক আইনের *Prescriptio* শব্দ হইতে কালাতি-ক্রমণজনিত স্বত্বের উদ্ভববাচক Prescription শব্দের উৎপত্তি। বিচারালয়ে প্রত্যর্থীর লিখিত বর্ণনার বিশেষ একটী আইনঘটিত আপত্তির ধারা যাহা সচরাচর বর্ণনাপত্রের প্রথমেই লিখিত হয়—(prescriptum—প্রথমে লিখিতে হয়) তাহা বুঝাইবার জন্য উক্ত প্রথম কথার ব্যবহার হইয়াছে। পরে উক্ত শব্দের অর্থের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে এবং প্রার্থীর দাবী কালাতিপাতবশতঃ আদালতের বিচার্য্য নহে, এইরূপ আপত্তি বুঝাইবার জন্যই ঐ শব্দটীর ব্যবহার হয়। ক্রমে রোমক আইনে সম্পত্তির অধিকার এবং দীর্ঘকাল সম্পত্তি অধিকারের ফলে স্বত্বের উদ্ভব অথবা তদ্বিপরীতে স্বত্বের ধ্বংস বুঝাইবার জন্য উক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে। ব্যাপক অর্থে prescription দ্বারা Corporeal hereditamant অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি (যেমন, ভূমিসম্পত্তিতে) এবং incorporeal hereditament অর্থাৎ অস্থাবর বিষয়ে (যথা—পথ-ব্যবহারের এবং গৃহাদিতে আলোক এবং বায়ু প্রবেশ ও নির্গম ইত্যাদি সম্বন্ধে) স্বত্বের উদ্ভব ও স্বত্ব-ধ্বংস বুঝাইতে থাকে; উহার ফলে প্রতিকারমূলক বিধানসমূহ অকর্ম্মণ্য হয়, অর্থাৎ আইন অনুসারে অর্থীর দাবী তামাদি দোষে বারিত হয়।

আধুনিক ইংরাজী আইনে prescription শব্দটী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং ইহা দ্বারা কেবলমাত্র incorporeal hereditament, যথা—পথে চলাচলের স্বত্ব, আলোক ও বাতাস ইত্যাদি ব্যবহারের স্বত্ব সুদীর্ঘকাল পরিচালনার ফলে উদ্ভূত হওয়া এবং তদ্বিপরীতে উক্ত স্বত্বাদির ধ্বংস উভয়ই বুঝাইয়া থাকে।

কোনও কোনও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞের মতে আইনের বিধান অনুসারে দীর্ঘকাল ব্যবহার দ্বারা স্বত্বের উৎপত্তি, অথবা দীর্ঘকাল স্বত্বের পরিচালনার অভাবে স্বত্বের ধ্বংস মাত্র বুঝাইবার জন্য উক্ত শব্দটী ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা প্রতিকারমূলক স্বত্বের হানি বুঝায় না—অর্থাৎ দীর্ঘকাল অতিক্রমের ফলে দাবী তামাদি বুঝাইবার জন্য এই শব্দের প্রয়োগ সমীচীন নহে। ইহা মাত্র Substantive স্বত্ব সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয় এবং ইহার ফলে Substantive right এর উদ্ভব অথবা বিনাশ সূচিত হইয়া থাকে।

দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে সম্পত্তির স্বত্বসম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী দ্বিবিধ ফলের উৎপত্তি হয়। দীর্ঘকাল ব্যবহারে স্বত্বের উদ্ভব এবং দীর্ঘকাল ব্যবহারের অভাবে স্বত্বের বিনাশ হয়। যদি কেহ কোনও স্বত্ব না থাকা সত্বেও বিংশতি বর্ষকাল কোনও Easement অধিকার পরিচালনা করে, তবে ঐ সময় অন্তে ঐ বিষয়ে তাহার স্বত্ব বর্ত্তিবে। আর যদি কোনও ভূসম্পত্তিতে স্বত্ব থাকিলেও বিংশতি বর্ষকাল প্রকৃত স্বত্ববান্ ব্যক্তি সেই সম্পত্তিতে অধিকার পরিচালনা না করে, তবে ঐ সময় অন্তে তাহার স্বত্ব ধ্বংস হইবে। এই দুই প্রকারেই prescription এর ফলে স্বত্ব ও অধিকার একই ব্যক্তিতে সম্মিলিত হয়।

Prescription সম্পর্কিত বিধানগুলি যদিও ন্যায়ের সূত্র অনুসারে সমর্থনযোগ্য নহে, তবুও ইহা মানবসমাজের বিষয়-কার্য্য সৌকর্য্যার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। উহা বিষয় সম্পর্কিত প্রকৃত স্বত্ব সৃষ্টি অথবা বিনাশ করে এবং সেই কারণ সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বসমাজেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দ্বারা উহা আদৃত হইয়া আসিতেছে।

একই বিষয়ের (Subject) স্বত্ব ও অধিকার অবিচ্ছিন্ন এবং উহা একটীকে অন্যটী হইতে পৃথক্ করিয়া ধারণ করা যায় না, এইরূপ চিন্তাসূত্রের উপর prescription এর ভিত্তি রচিত হইয়াছে। যাহার যে বিষয়ে স্বত্ব আছে, সে বিষয়ে তাহার প্রায়শঃ অধিকারও থাকে এবং যাহার কোনও বিষয়ে অধিকার আছে

প্রায়ই তাহার তাহাতে স্বত্বও থাকে। 'স্বত্ব' আইনদ্বারা পরিচালিত হয় এবং 'অধিকার' বিষয়সম্বন্ধে প্রথা বা ব্যবহার অনুসারে বর্ত্তে। কোনও বিষয়ে অধিকারের অভাব দৃষ্ট হইলে উহা দ্বারা স্বত্বের হীনতাও সূচিত হয়।

প্রাচীন আথেনীয় সম্প্রদায়, রোমক এবং হিন্দুসমাজে prescription আইন মতে দীর্ঘকাল ব্যবহারজনিত স্বত্বের উৎপত্তি এবং limitation অর্থাৎ উহার বিপরীত স্বত্বের বিনাশ সম্পর্কিত বিধান প্রকারান্তরে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইহুদী, মুসলমান ও প্রাচীন ডচ্‌দিগের মধ্যে উহার প্রচলন ছিল না। আধুনিক প্রায় সমুদায় সভ্য জাতি উক্ত বিধানসমূহ নিজেদের সমাজনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

এখানকার হিন্দু-সমাজে যেরূপ উত্তরাধিকার পুরুষানুক্রমে নির্ণীত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহা পর্য্যায়ক্রমে উদ্ধৃত হইল :—

মৃত পুরুষের স্বত্বাধিকারিগণ।

১। পুত্র। ২। পৌত্র।
৩। প্রপৌত্র। ৪। পত্নী।
৫। অবিবাহিতা কন্যা। ৬। বাগ্‌দত্তা কন্যা।
৭। পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা কন্যা একদা তুল্য অধিকারিণী।
৮। দৌহিত্র। ৯। পিতা।
১০। মাতা। ১১। সহোদর।
১২। বৈমাত্রেয়। ১৩। সংসৃষ্ট সহোদর।
১৪। অসংসৃষ্ট সহোদর। ১৫। সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়।
১৬। অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়। ১৭। সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় এবং অসংসৃষ্ট সহোদর একদা তুল্য অধিকারী।
১৮। সহোদর ভ্রাতার পুত্র। ১৯। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র।
২০। সংসৃষ্ট সহোদর-পুত্র। ২১। অসংসৃষ্ট সহোদরপুত্র।
২২। সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়পুত্র। ২৩। অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয়পুত্র।
২৪। সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় পুত্র এবং অসংসৃষ্ট সহোদরের পুত্র একদা তুল্য অধিকারী।
২৫। সহোদরের পৌত্র। ২৬। বৈমাত্রেয়ের পৌত্র।
২৭। সহোদর ভগিনীপুত্র। ২৮। বৈমাত্রেয় ভগিনীর পুত্র।
২৯। পিতামহ। ৩০। পিতামহী।
৩১। পিতার সহোদর। ৩২। পিতার বৈমাত্রেয়।
৩৩। পিতার সহোদরের পুত্র। ৩৪। পিতার বৈমাত্রেয়ের পুত্র।
৩৫। পিতার সহোদরের পৌত্র। ৩৬। পিতার বৈমাত্রেয় পৌত্র।
৩৭। পিতার সহোদর ভগিনীর পুত্র।
৩৮। পিতার বৈমাত্রেয় ভগিনীর পুত্র।
৩৯। প্রপিতামহ। ৪০। প্রপিতামহী।
৪১। পিতামহের সহোদর। ৪২। পিতামহের বৈমাত্রেয়।
৪৩। পিতামহ-সহোদরের পুত্র। ৪৪। পিতামহের বৈমাত্রেয় পুত্র।
৪৫। পিতামহের সহোদরের পৌত্র।
৪৬। পিতামহের বৈমাত্রেয়ের পৌত্র।
৪৭। পিতামহের সহোদর-ভগিনীর পুত্র।
৪৮। পিতামহের বৈমাত্রেয় ভগিনীর পুত্র।
৪৯। মাতামহ। ৫০। মাতুল।
৫১। মাতুলের পুত্র। ৫২। মাতুলের পৌত্র। প্রমাতামহ। প্রমাতামহের পুত্র। প্রমাতামহের পৌত্র। প্রমাতামহের প্রপৌত্র। প্রমাতামহের দৌহিত্র। বৃদ্ধ-প্রমাতামহ। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পুত্র। বৃদ্ধপ্রমাতামহের পৌত্র। বৃদ্ধপ্রমাতামহের প্রপৌত্র। বৃদ্ধপ্রমাতামহের দৌহিত্র।
৫৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ৫৪। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র।
৫৫। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র। ৫৬। বৃদ্ধপ্রপিতামহ।
৫৭। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। ৫৮। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ।
৫৯। বৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র। ৬০। বৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র।
৬১। বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র।
৬২। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র।
৬৩। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র।
৬৪। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র।
৬৫। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র।
৬৬। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র।
৬৭। অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র।
৬৮। সমানোদক। ৬৯। আচার্য্যগুরু।
৭০। শিষ্য। ৭১। সতীর্থ।
৭২। এক গ্রামস্থ সগোত্র। ৭৩। এক গ্রামস্থ সমানপ্রবর।
৭৪। শ্রোত্রিয়। ৭৫। রাজা।

অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের স্বত্বাধিকারিগণ।

১। সহোদর। ২। মাতা। ৩। পিতা।

যৌতুক স্ত্রীধনের অধিকারিগণ।

১। অবিবাহিতা কন্যা। ২। বাগ্‌দত্তা কন্যা।
৩। পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা কন্যা একদা সমান অধিকারিণী, ইহার একজন না থাকিলে অপরজন অধিকারিণী।
৪। বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যা একদা সমান অধিকারিণী, ইহারও একজন না থাকিলে অপরজন অধিকারিণী।
৫। পুত্র ৬। দৌহিত্র
৭। পৌত্র ৮। প্রপৌত্র
৯। সপত্নীর পুত্র ১০। সপত্নীর পৌত্র
১১। সপত্নীর প্রপৌত্র। ১২। পতি

১৩। ভ্রাতা ১৪। মাতা
১৫। পিতা ১৬। দেবর
১৭। দেবরের ও ভাসুরের পুত্র একদা সমান অধিকারী, ইহার একজন না থাকিলে অপরজন অধিকারী হইবে।
১৮। ভগিনীর পুত্র ১৯। ভর্ত্তার ভগিনীর পুত্র।
২০। ভ্রাতার পুত্র ২১। জামাতা।
২২। শ্বশুর ২৩। ভাসুরপ্রভৃতি সপিণ্ড
২৪। সকুল্য ২৫। সমানোদক। পুরুষের ধনের ন্যায় নৈকট্যক্রমে ইহারা অধিকারী হইবে।
২৬। একগ্রামস্থ সগোত্র ২৭। এক গ্রামস্থ সমান প্রবর
২৮। শ্রোত্রিয় ২৯। রাজা।

পিতৃদত্ত ভিন্ন অন্য অযৌতুক স্ত্রীধনের অধিকারিগণ।

১। কুমারী ও পুত্র একদা তুল্য অধিকারী, একের অভাবে অন্য।
২। পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্রা কন্যা, একদা সমান অধিকারিণী, একের অভাবে অন্য।
৩। পৌত্র ৪। দৌহিত্র
৫। প্রপৌত্র ৬। সপত্নীপুত্র
৭। সপত্নীর পৌত্র ৮। সপত্নীর প্রপৌত্র।
৯। বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যা একদা সমান অধিকারিণী, একের অভাবে অন্য। তাহার পর, যৌতুকধনের ন্যায় দেবরাদিও অধিকারী হইবে।

পিতৃদত্ত স্ত্রীধনের অধিকারিগণ।

১। কুমারী কন্যা। ২। পুত্র
৩। পুত্রবতী ও সম্ভাবিত-পুত্র-কন্যা, একদা সমান অধিকারিণী ইহার একজন না থাকিলে, অপর জন অধিকারী হইবে।
৪। পৌত্র ৫। দৌহিত্র
৬। প্রপৌত্র ৭। সপত্নীপুত্র
৮। সপত্নীপৌত্র ৯। সপত্নী-প্রপৌত্র
১০। বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যা একদা তুল্য অধিকারিণী, ইহারও একজন না থাকিলে, অপর জন অধিকারিণী হইবে। তাহার পর যৌতুক স্ত্রীধনের মত দেবরাদিও অধিকারী হইবে।

পৈতৃকধনের এবং স্ত্রীধনের অনধিকারিগণ।

১। স্বভাবতঃ নপুংসক ২। পতিত
৩। জন্মান্ধ ৪। জন্মবধির
৫। উন্মত্ত ৬। একেবারে নির্ব্বোধ
৭। বোবা ৮। ইন্দ্রিয়হীন
৯। দীর্ঘকালব্যাপক কোন রোগগ্রস্ত
১০। গলৎকুষ্ঠপ্রভৃতি উৎকটরোগগ্রস্ত

১১। পঙ্গু। (যে দুই পা দ্বারাই চলিতে পারে না)

এই ১১ জন ধনভাগী হইবে না বটে, কিন্তু ইহাদের ভরণ-পোষণ করিতে হইবে।

অধিকারনন্দী—শিবানুচর নন্দিকেশ্বর। শিবপুরাণে উল্লিখিত আছে, ঋষি সালঙ্কায়ন পুত্রকামনায় শালগ্রাম নামক স্থানে বিষ্ণুর তপস্যা করেন। তাঁহার কঠোরতপে পরিতুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে পুত্রবর দেন। পরে বিষ্ণুর দক্ষিণ অঙ্গ হইতে শিবের অনুরূপ নন্দিকেশ্বর মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হন। উক্ত পুরাণে ইহা নন্দিকেশ্বরের ৪৯শ জন্ম বলিয়া বিবৃত। [নন্দিকেশ্বর দ্র°]

অধিকারমালা—বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অধিকারবিধি—(পুং) মীমাংসকোক্ত বিধিবিশেষ। "অধিকারে ফলস্বাম্যে বিধিবিধানম্।" (বাচস্পতি) যে যেমন কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম হইতে কিরূপ ফল হয় তদ্‌জ্ঞাপক বিধি।

অধিকারসংগ্রহ—রামানুজ-সম্প্রদায়ের একখানি ভক্তিগ্রন্থ। বরদাচার্য্য ইহার একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীনিবাস দাস-কৃত অধিকারসংগ্রহভাবপ্রকাশিকা নামে ইহার অপর একখানি টীকা পাওয়া যায়।

অধিকারসম্প্রদায়ব্যাখ্যা—বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অধিকারস্থ—(ত্রি) অধিকারে যে থাকে, পদস্থিত। ২ অধিকৃত দেশবাসী।

অধিকারিতা—(স্ত্রী) [অধিকারিণঃ ভাবঃ তল্] অধিকারিত্ব, স্বামিত্ব।

অধিকারিন্—(ত্রি) [অধি-কৃ-ণিন] স্বামী। ২ স্বত্ববান্। ৩ যাহার অধিকার আছে। ৪ অধ্যক্ষ। ৫ পুরুষ। ৬ বেদান্ত-শাস্ত্রবেত্তা। ৭ মূর্ত্ত্যাদির বেশকর্ত্তা। ৮ বাঙ্গালাদেশে এক শ্রেণী ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের 'অধিকারী' এই উপাধি আছে। অধিকারী ব্রাহ্মণেরা সকলেই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁহারা অনেক নবশাখ ও নীচ জাতির গুরু। ইহাদের মাথায় বড় বড় শিখার গোছা, সর্ব্বাঙ্গে গোপীমৃত্তিকার অলকা তিলক ও রাধা-কৃষ্ণনামের ছাপ। কণ্ঠে মোটা মোটা তুলসীর মালা। হাতে হরিনামের ঝুলী। ইহারা নীচ জাতিদের গুরু বলিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের বাটীতে ভোজনাদি করেন না। কিন্তু এ নিয়ম বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। কোন কোন স্থানে বিশুদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা অধিকারীদের ঘরে বিবাহাদি করিয়া থাকেন।

অধিকারিনির্ণয়—শ্রাদ্ধতত্ত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ। ইহার অপর নাম শ্রাদ্ধাধিকারিনির্ণয়।

অধিকারী—(অধিকারিন্) মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যবিশেষ।

ইঁহারা রাজ্যশাসন কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগের (departments) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্মচারী হইতে রাজার মন্ত্রিরূপে মনোনীত হইতেন। আবশ্যক হইলে ইঁহারা মন্ত্রিসভায় স্ব স্ব বিভাগের দলিল দস্তাবেজ লইয়া আবশ্যকীয় বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতেন। ২ ব্রাহ্মণ পূজারী এবং মুনী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকর্ম্মে যাহারা পৌরাহিত্য করে তাহারা "অধিকারী" বলিয়া সম্মানিত। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যাহারা ঝাড় ফুকাদি করে, তাহাদের অধিকারী বলা হয়। ৩ সদ্গোপ, রাজবংশী ও দিনাজপুরের পলিয়াদিগের একটী উপাধি।

৪ অভিনয়াদি ব্যাপারে কর্ম্মকর্ত্তা (manager)। ৫ কাশ্যপ-গোত্রীয় নেপালী ব্রাহ্মণদিগের একটী থর বা থাক।

অধিকারী₂—মহারাষ্ট্র-শাসন কালে যে সকল রাজপুরুষ মহালের রাজস্ব শাসনাদির তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহারা অধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল। বৃটিশ অধিকারে ইঁহাদের পূর্ব্বপদ লোপ হইলেও মরাঠাদলে অনেক সময় ইঁহারা সরকার কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নিযুক্ত হইতেন। মহারাষ্ট্র আমলে অধিকারীরা আদায়ী রাজস্বের শতকরা তিন হইতে ৯ভাগ পর্য্যন্ত পাইতেন।

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য—(স্ত্রী) রূপকালঙ্কারভেদ। যে রূপকের অন্তর্গত আরূঢ় বিশেষণ অর্থাৎ যে রূপকে যাহা আরোপ করা হইয়াছে তাহার গুণদোষ, আরোপ্যমাণের গুণদোষ অপেক্ষা অধিক লিখিত হয়, তাহাকে অধিকারূঢ় রূপকালঙ্কার বলে।

অধিকার্থবচন—(স্ত্রী) [স্তুতিনিন্দাপ্রযুক্তম্ অধ্যারোপিতার্থ-বচনম্ অধিকার্থবচনম্] স্তুতি কিম্বা নিন্দা দ্বারা আরোপিত বাক্য, যাহা বস্তুধর্ম্মের অপেক্ষাও অতিরিক্ত গুণবাচক। প্রশংসা-রোপিত বাক্য। নিন্দারোপিত বাক্য। যেমন, নিন্দা অর্থে—বাতছিন্ন তৃণ। এখানে দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত নিন্দা বুঝাইতেছে। প্রশংসা অর্থে—কাকপেয়া নদী। এখানে নদী জলপূর্ণ আছে বলিয়া প্রশংসা বুঝাইতেছে।

অধিকৃচ্ছ্র—(পুং) [অধিকঃ কৃচ্ছ্রং কষ্টং সাধনতয়া অস্ত্যস্য] এক মাস সাধ্য কৃচ্ছ্র ব্রতবিশেষ। ২ অধিককষ্ট, (ত্রি) ৩ অধিককষ্টযুক্ত।

অধিকৃত—(পুং) অধি-কৃ-ক্ত] অধ্যক্ষ। "রাজ্ঞশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণস্তাং সভাং বিশুঃ" (মনু ৮.১১) ২ অধিকারী। ৩ আয়-ব্যয়াদির পর্য্যবেক্ষক (ত্রি) নিযুক্ত, ৪ উদ্দিষ্ট। ৫ যাহা অধিকার হইয়াছে।

অধিকৃতি—(স্ত্রী) [অধি-কৃ-ক্তিন্] অধিকার।

অধিক্রম—(পুং) [অধি-ক্রম-ঘঞ ভাবে মাস্তাৎ ন বৃদ্ধিঃ] আক্রমণ। ২ আরোহণ।

অধিক্রমণ—(স্ত্রী) আক্রমণ

অধিক্ষিৎ—(ত্রি) [অধি-ক্ষি-ক্বিপ্ কর্ত্তরি পিত্বাৎ তুক্] ক্ষয়কারী। "বিশামাসামভয়ানামধিক্ষিতম্" (ঋক্ ১০.৯২.২৪) [ভাবে ক্বিপ্] ২ ক্ষয়। ৩ রাজা।

অধিক্ষিপ্ত—(ত্রি) [অধি-ক্ষিপ-ক্ত] ১ তিরস্কৃত, নিন্দিত। "অয়ং ন মে পাদরজসাপি তুল্য ইত্যধিক্ষিপ্তঃ" (মালবিকা° ১.১২) ৩ স্থাপিত। ৪ প্রেরিত। ৫ কৃতাধিক্ষেপ।

অধিক্ষেপ—(পুং) [অধি-ক্ষিপ-ভাবে ঘঞ্] তিরস্কার, নিন্দা ২ স্থাপন। ৩ প্রেরণ।

অধিগত—(ত্রি) [অধি-গম কর্ম্মণি ক্ত] স্বীকৃত। ২ প্রাপ্ত। "প্রনষ্টাধিগতং দ্রব্যম্" (মনু ৮.৩৪) ২ বিদিত, অবগত। "অধিগতসকলকলা-কলাপকমিতি" (কাদম্বরী) ৩ অধীত, পঠিত।

অধিগন্তব্য—(ত্রি) প্রাপ্তব্য, লভ্য। ২ গমন করিবার যোগ্য। ৩ উৎপাদয়িতব্য। "প্রত্যেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে"। (মনু ৯.৫৯)

অধিগন্তৃ—(পুং) অগ্রগমনশীল পুরুষ।

অধিগম—(পুং) [অধি-গম-ঘঞ্, বৃদ্ধ্যভাবঃ] জ্ঞান। ২ প্রাপ্তি। ৩ স্বীকার। ৪ লাভ। ৫ উপার্জ্জন। ৬ ব্যাখ্যানাদিরূপ উপদেশ-জনিত জ্ঞান। "ব্যাখ্যাদিরূপোপদেশ-জনিতং জ্ঞানম্।" (সর্ব্বদ° স°)

অধিগমন—(স্ত্রী) আবিষ্কার। ২ প্রাপ্তি। ৩ অধ্যয়ন। "অসচ্ছা-স্ত্রাধিগমনম্" (মনু ১১.৬৬) ৪ সহবাস। "দারাধিগমনকৈব" (মনু ১.১১২)

অধিগম্য—(ত্রি) আশ্রয়ণীয়। "অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ" (রঘু ১ ১৬) ২ প্রাপ্য, জ্ঞেয়। ৩ শিক্ষণীয়।

অধিগর্ত্ত্য—(অব্য) রথের উপরিভাগে। ("গর্ত্তস্যাধি রথস্যোপরি অথবা গর্ত্তং রথং সনেম সংভজেম। কর্ম্মণি যৎ। অধীতি-পূরণঃ" ঋক্ ৫.৬২.৭ সায়ণ) ২ সারথির উপবেশনস্থান প্রাপ্ত হইয়া।

অধিগর্থ—(পুং) পাণিনির মতে স্মরণার্থ পদবিশেষ। (পা ২.৩.৫২)

অধিগব—(অব্য) [গবি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী° বেদে অচ্ সমাসঃ] গবি এই অর্থে। "অধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা" (অথর্ব্ব ৯.৮.৯) [অধিকাম দ্র°]

অধিগুণ—(পুং) [অধিকো গুণঃ, প্রাদিস°] অতিশয়িত বিনয়াদি গুণ। [অধিকো গুণো যস্য বহুব্রী] (ত্রি) অধিক গুণযুক্ত। "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা" (মেঘদূ°) গুণ অধিকার করিয়া (অব্য)। [অধিকৃতো গুণো যত্র]

জ্যাশিঞ্জ ধনুক, জ্যা চড়ান। ২ ধনুক।

অধিগুপ্ত—(ত্রি) অধিকরূপে গুপ্ত, সুরক্ষিত।

অধিচঙ্ক্রম—(ত্রি) কোন বস্তুর উপরিভাগে ভ্রমণশীল ; উপরিভাগে চঙ্ক্রমণশীল। "শত্রুরেহধিচঙ্ক্রমাৎ" (অথর্ব্ব ১১.১১.১৬)

অধিচরণ—(স্ত্রী) কোন কিছুর উপরে চলা, আন্দোলিত হওয়া অথবা অবস্থিত থাকা। "অধিচরণা" (শতপথব্রা° ১.৯.১.৮)

অধিচ্ছত্র, অহিচ্ছত্র, অহিচ্ছত্র, অহিক্ষেত্র; (আদিকোট)—এই নামগুলি একার্থবাচক। রোহিলখণ্ডের রামনগরের অন্তর্গত এবং বেরিলি হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। একণে অহিচ্ছত্র বুঝাইতে যে স্থানকে নির্দেশ করে, তাহা আলমপুরকোট ও নসরৎগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী। উহা এক সময় উত্তরপঞ্চাল বা রোহিলখণ্ডের রাজধানী ছিল। এখনও এইস্থানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ভারতীয় যুগে এই স্থান ছত্রবতী (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১৬৮ অ°) পরে অহিক্ষেত্র নামেও প্রসিদ্ধ হয়। (মহাভারত, বনপর্ব্ব ২৫২ অঃ)। ইহাই শিলালেখের 'অধিচ্ছত্র'। জৈনগ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে অহিচ্ছত্র জঙ্গল-দেশের প্রধান নগর ছিল। সুতরাং 'জঙ্গলদেশ' উত্তরপঞ্চালের নামান্তর বলিয়া মনে হয়।

অধিজ—(ত্রি) উচ্চকুলসম্ভূত।

অধিজনন—(স্ত্রী) উৎপত্তি, জন্ম। "মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে" (মনু ২.১৬৯)

অধিজিহ্ব—(পুং) [অধিকো জিহ্বো যস্য] দ্বিজিহ্ব সর্প। সাপের জিভ চেরা, তাই দ্বিজিহ্ব বা অধিজিহ্ব কহে। সর্পের দ্বিজিহ্ব হইবার বৃত্তান্ত মহাভারতে (আদিপর্ব্ব ৩৪ অঃ) এই রূপ লিখিত হইয়াছে—

সাগর মন্থন হইল। সাগর হইতে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, সোম, অমৃত প্রভৃতি কত সামগ্রী উঠিল। একদিন কদ্রু ও বিনতা দুই সপত্নী ভগিনী বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। পারিজাতের গল্প, মাণিকের গল্প, কথায় কথায় উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার গল্প উঠিল। বিনতা বলিলেন,—আমার বোধ হয় ঘোড়াটার পুচ্ছ শাদা। কদ্রু বলিলেন,—'না ভগিনি! আমার বোধ হইতেছে ঘোড়ার লেজ কাল। তা বেশ, এস এ বিষয়ে আমরা একটা পণ করি। যে হারিবে, তাহাকেই জন্মের মত দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।' উচ্চৈঃশ্রবা বাস্তবিক শ্বেতবর্ণ অশ্ব। কদ্রু দেখিলেন, হার হইলে সপত্নীর কাছে দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব একটা ছল করা চাই। এই স্থির করিয়া তিনি আপনার সন্তান সর্পদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—'বৎস! কালি তোমরা উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার লাঙ্গুলে জড়াইয়া কাল লোমের মত হইয়া থাকিবে। না থাকিলে আমি সপত্নীর কাছে হারিয়া যাইব, জন্মের মত আমাকে দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।' সর্পেরা তাহাই করিল। কাজেই বিনতা হারিলেন, কদ্রুর জয় হইল। একদিন বিনতার পুত্র গরুড় সর্পদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কি হইলে তোমরা আমার জননীকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি দিতে পার। সর্পেরা বলিল,—তুমি অমৃত আনিয়া দাও। অমৃত পাইলেই আমরা তুষ্ট হইব এবং তোমার জননী দাসীত্ব হইতে মুক্তি পাইবেন। গরুড় এই কথা শুনিয়া মহাকষ্টে অমৃতকুম্ভ আনিয়া কুশের উপর রাখিয়া দিল। রাখিয়া সর্পদিগকে বলিল—তবে আমার জননী দাসীত্ব হইতে মুক্তি পাইলেন। এই অমৃত থাকিল, তোমরা স্নানাহ্নিক করিয়া ইহা পান কর। সাপেরা স্নান করিতে গেল, সুযোগ বুঝিয়া দেবরাজ ইন্দ্র চুপে চুপে সেই অমৃতভাণ্ড চুরি করিলেন। সর্পেরা আসিয়া দেখে অমৃত নাই,—কে চুরি করিয়া লইয়াছে। কাজেই তাহারা মনের দুঃখে সেই কুশ চাটিতে লাগিল। কুশের তীক্ষ্ণ ধারে সর্পদের জিহ্বা চিরিয়া যায় তদবধি তাহাদের নাম—'দ্বিজিহ্ব' হইল।

অধিজিহ্বক—(পুং) জিহ্বাগত রোগবিশেষ। এই রোগ দূষিত কফ ও রক্ত হইতে উৎপন্ন। ইহাতে জিহ্বার উপরিভাগে জিহ্বাগ্রের ন্যায় কোণাকার শোথ উদ্গত হয়। পাকিলে ইহা অসাধ্য হইয়া পড়ে। অধিজিহ্বক ও উপজিহ্বার মধ্যে পার্থক্য এই যে, অধিজিহ্বক জিহ্বার উপরিভাগে হয় এবং উপজিহ্বা জিহ্বার নীচে হইয়া থাকে। সুশ্রুত বলেন—

"জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফাত্তু জিহ্বাপ্রবন্ধোপরিরক্তমিশ্রঃ।
জ্ঞেয়োঽধিজিহ্বঃ খলু রোগ এষ বিবর্জ্জয়েদাগতপাকমেনম্॥"

(সু° নি° ১৬শ অধ্যায়)

অর্থাৎ জিহ্বার অগ্রভাগের মত দেখিতে যে শোথ, কফের দোষে জিহ্বার শেষভাগে জন্মায়, উহাতে রক্তের দোষও থাকে। তাদৃশ (কণ্ঠগত) রোগের নাম অধিজিহ্ব। অধিজিহ্ব পাকিয়া গেলে আরোগ্য হয় না। তাদৃশ রোগীকে ত্যাগ করিবে।

সুশ্রুত বলেন—উপজিহ্বিকার মত অধিজিহ্বিকার চিকিৎসা করিবে।

লেখনীয় শস্ত্রের দ্বারা উপজিহ্বাকে লেখন (Scrape) করিয়া দিয়া তাহাতে প্রতিসারণীয় (যাহাতে সঞ্চিত কফ নিঃসারিত হয়, তাদৃশ) ক্ষার দিয়া সঞ্চিত কফকে নিঃসারিত করিবে এবং শিরোবিরেচন (শিরোগত কফনিঃসারক নস্য, গণ্ডূষ (কণ্ঠগত কফনিঃসারক কবল গ্রহণ) ও ধূমপান (শাস্ত্রীয় নাসাপেয় ধূম) প্রভৃতি দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে। (সু° চি° ২২ অ°)

অধিজিহ্বার চিকিৎসা সম্বন্ধে চক্রদত্ত বলেন—জিহ্বাকে

উন্নমিত করিয়া বড়িশ দ্বারা অধিজিহ্বাকে আকর্ষণ করিবে ও মণ্ডলাগ্র শস্ত্রের দ্বারা উহাকে ছেদন করিবে এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ ত্রিকটুচূর্ণ ও সৈন্ধব আদার রসের সহিত লবণ দিয়া কবল করিতে দিবে।

অধিজিহ্বিকা—(স্ত্রী) [অধিজিহ্বেব ইবার্থে কন] উপজিহ্বা, আলজিভ্‌।

অধিজ্য—(স্ত্রী) [জ্যা গুণমধিকৃতং, অধ্যারূঢ়া জ্যা যত্র বা] 'মৌর্ব্বী জ্যা শিঞ্জিনী গুণঃ' (অমর) আরোপিত গুণক ধনুঃ। যে ধনুকে গুণ চড়ান আছে, ছিলা-পরাণো ধনুক।

"কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্ত্বয়ি চাধিজ্যকার্ম্মুকে।

মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্।" (শকুন্তলা)

অধিজ্যকার্ম্মুক, অধিজ্য-চাপ, অধিজ্যধন্বা—(ত্রি) যাহার ধনু জ্যাযুক্ত বা গুণচড়ান। 'ধৃতসজ্যচাপ" (ভট্টি ২ ৩১) "অধিজ্যধন্বা" (রঘু ২ ৮)

অধিজ্যোতিষ—(অব্য) সূর্য্যতারকাদি জ্যোতিষ্ক অধিকার করিয়া।

অধিত্য—(অব্য) উপরে উঠিয়া, উপরে আরোহণ করিয়া।

অধিত্যকা—(স্ত্রী) [অধি-ত্যকন্] পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ সমতল-ভূমি। পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন ও সমতল ভূমির নাম উপত্যকা।

'অধিত্যকায়ামিব ধাতুময্যাম

লোধ্রদ্রুমং সানুমতঃ প্রফুল্লম্।' (রঘু ২.২৯)

অধিদণ্ডনেতৃ—(পুং) দণ্ড দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত কর্ম্মচারী। ২ যম।

অধিদন্ত, অধিদন্তক—(পুং) [অধিরূঢ়ো দন্তম্, অত্যাদয়°] দাঁতের উপর দাঁত, গজদাঁত। [অধিকো দন্তো যস্য বহুব্রী] (ত্রি) গজদন্তযুক্ত। [বেষ্টক] একপ্রকার দন্তরোগ। অশ্বের মুখে ছয়টীর অধিক দন্ত হইলেই তাহাকে এই রোগ বলে। এই রোগ হইলে অশ্বের গ্রাস গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

অধিদান্ত—সাত্বতবংশীয় হৃদিকের অন্যতম পুত্র শতধনু। শতধন্বা চ্যবন মুনির প্রসাদে ভিষক্, বৈতরণ, সুদান্ত ও অধিদান্ত নামে চারি তনয় এবং কামদা এবং কামদন্তিকা নাম্নী দুই কন্যা লাভ করেন। (হরিবংশ)

অধিদার্ব্ব—(ত্রি) কাষ্ঠময়।

অধিদিন—(স্ত্রী) সৌরমাস পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অতিরিক্ত দিন।

অধিদীধিতিভাবার্থ—রামকৃষ্ণ পণ্ডিত-রচিত একখানি ন্যায়-বিষয়ক গ্রন্থ।

অধিদেব—(পুং) [অধিকৃতো দেবো যেন, প্রাদি বহুব্রী] পরমেশ্বর, সকল দেবতার অধিপ। "যতো বা অধিদেবা যজেয়েষ্টং। স্বর্গং লোকমায়ন্" (ঐতরেয়ব্রা° ৭.৩০)

অধিদেবতা—(স্ত্রী) [দেব এব ইতি দেব-তল্ দেবতা] অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। "তমশক্যমপাক্রষ্টুং নিদেশাৎ স্বর্গিণঃ পিতুঃ। যযাচে পাদুকে পশ্চাৎ কর্ত্তুং রাজ্যাধিদেবতে॥" (রঘু ১২.১৭) আমাদের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এক একটী স্থানে কিম্বা এক একটী বস্তুতে এক একটী দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা তত্তৎ স্থানের কিম্বা বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেমন, 'জলদেবতা' বলিলে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়। 'বনদেবতা' বলিলে বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝায়। অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত আছেন, অথচ সকল বস্তু হইতে পৃথক্, তাঁহাকে কেহই জানে না।

আমাদের এক একটী ইন্দ্রিয়ের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। যেমন,—কর্ণের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাগিন্দ্রিয়ের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পায়ের উপেন্দ্র, পিত্তের মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র।

অধিদেবতা₂—গ্রহযাগে গ্রহযাগের অঙ্গীভূত গ্রহগণের অধিদেবতার পূজা ও হোম করিতে হয়। অযুত হোমাদিতে অধিদেবতার পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। গ্রহপ্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে সেই গ্রহের অধিদেবতার প্রতিমা স্থাপন করিবে। প্রতিমার অভাবে সেই সেই স্থানে আবাহনমন্ত্রে অধিদেবতার আবাহন করিবে। শিব, উমা, স্কন্দ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, কাল, চিত্রগুপ্ত ইহারা যথাক্রমে রব্যাদি গ্রহের অধিদেবতা। (রঘুনন্দন-কৃত গ্রহযাগ তত্ত্ব)

অধিদেবন—(ক্লী) [অধি উপরি দিব্যন্ত্যস্মিন কিতবা ইতি অধিদেবনং] দ্যূতস্থান, গৃহের যে অংশে দ্যূতক্রীড়া হয় সেই অংশকে অধিদেবন বলা হয়।

অধিদেবী—(স্ত্রী) অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

অধিদৈব—(ক্লী) পরমেশ্বর। "সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ" (গীতা ৭ ৩০) ২ ইষ্টদেব। ৩ অধিষ্ঠাতা দেব।

অধিদৈবগণ—দেবযোনিবিশেষ। ইঁহারা ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং ইহাদের মন্ত্র সপ্তাক্ষর ও অধ্যাত্মরূপ।

"অধিভূতগণশ্চায়মধিদৈবগণং শৃণু ॥৩১

মকারাদ্যানি বীজানি কারসানানি বৈ ক্রমাৎ।

ঈশ্বরাদিষু তত্ত্বেষু কথিতাঃ সাধিদেবতাঃ ॥৩২

মন্ত্রাশ্চাধ্যাত্মরূপা যে ক্রমশঃ শৃণু নারদ।

সপ্তাক্ষরঃ পরো মন্ত্রো হ্যধ্যাত্মং চৈশ্বরং স্মৃতম্ ॥"

(জয়াখ্যসংহিতা ১৬ পটল)

অধিদৈবত—(ক্লী) [অধিষ্ঠাতৃ দৈবতম্, প্রাদিস°] অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। "অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্" (গীতা ৮.৪) ভগবান বলিতেছেন, এই পঞ্চভূতময় জগতে যে নশ্বরভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাকে অধিভূত বলে, হিরণ্যগর্ভ নামধের

পুরুষকে অধিদেব এবং আমিই এই দেহে অধিযজ্ঞরূপে অধিষ্ঠিত আছি। ২ অন্তর্যামী পুরুষ। [দৈবতে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাবঃ] (অব্য) দৈবতকে অধিকার করিয়া এই অর্থে।

অধিদৈবিক—(ত্রি) অধিদেব সম্বন্ধীয়।

অধিধা—(ত্রি) অধিকরূপে প্রাপ্ত। "যা ওষধয়ঃ সমজ্ঞায়ন্ত পুনশ্চ যা পিতরোঽধেয়ে সপেষুষমধিধাঃ।"

(মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্য ১.৫.৫)

অধিনাথ—(পুং) [অধিকঃ নাথঃ, প্রাদিস°] অধীশ্বর।

অধিনাথদেব—মহাকালসংহিতা ও মহাকাল-সংহিতাকূট নামক দুইখানি তন্ত্রগ্রন্থ-প্রণেতা।

অধিনায়—(পুং) [অধি-নী-ঘঞ্ অধিনীয়তে বায়ুনাসৌ ইতি] গন্ধ, সৌরভ।

অধিনায়ক—(পুং) প্রভু।

অধিপ—(পুং) [অধি-পা-ক অধিপাতীতি] রাজা। ২ প্রভু। ৩ অধিকারী। ৪ ঈশ্বর।

অধিপ২—উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে একজন দেবতা ছিলেন। দিক্‌পতি, বাক্‌পতি, বিশ্ব, শম্ভু, অমৃড়ীক, অধিপ, বর্চোধা, মুহ্, বাসব, সদাশ্ব, ক্ষেম ও আনন্দ এই দ্বাদশ জন সত্যের অনুগ দেবতা ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অধিপতি—(পুং) [অধিক. পতিঃ, প্রাদিস°] প্রভু। "সর্বস্যাধিপতির্হি সঃ" (মনু ৮ ৩৭) ২ ঈশ্বর। ৩ স্বামী। ৪ মর্মস্থানবিশেষ, রোমাবর্ত স্থান, মস্তকাভ্যন্তরে সমস্ত শিরার সম্মিলন স্থান অর্থাৎ যে স্থানে আঘাত লাগিলে মস্তকের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হয়। "তচ্চ রোমাবর্তস্থানং মস্তকাভ্যন্তরে সর্বশিরাসম্মিলনস্থানঞ্চ।" (সুশ্রুত শা° ৬ অ°)

অধিপতি২—মূল দেবতা। তন্ত্র-সাধনায় মূলাধিষ্ঠিত দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন করিতে হয়।

"মহামণ্ডলচক্রেণ পঞ্চবজ্রবিভাবনা।
মধ্যে অধিপতিং ধ্যাত্বা অধিষং ত্রিকায়বজ্রিণম্ ॥"
(গুহ্যসমাজতন্ত্র ১৩ পটল)

২ ভূতগণের অধিপতি বা ঈশ্বর।
"যে ভূতানামধিপতয়ঃ" ইতি চ।" (গৃহ্যসূত্রভাষ্য ১.১৩.১২)
৩ অগ্নি। "বৈশ্বানরোঽধিপতিঃ প্রাণদো হনো অহোরাত্রে কৃণুতাং দীর্ঘমায়ুঃ ॥"
(মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্য ২.৮.৬)

অধিপতি৩—ভৃগুবংশীয় দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতার একতম। কাব্য হইতে ভৃগুপত্নী দেবীর গর্ভে ইঁহাদের উৎপত্তি। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৫.৮৭)

অধিপতিপ্রত্যয়—(পুং) বিষয় গ্রহণ করিবার সংযম, এই নিয়ম বৌদ্ধদর্শনের অন্তর্গত।

অধিপতিবতী—(স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

অধিপত্নী—(স্ত্রী) [অধিকং পাতীত্যধিপত্নী] যে নারী লোকসমূহের পালয়িত্রী। ২ মহারাণী, সাম্রাজ্ঞী। "দিগধিপত্ন্যসি বৃহতী দিক্" (শুক্লযজুঃ ১৪.১৩)

অধিপথম্—(অব্য) রাস্তার উপর। ২ পথিমধ্যে। "নাধিপথং কুর্য্যাৎ" (শতপথব্রা° ১৩ ৮ ১ ১০)

অধিপা—(ত্রি) [অধিপাতীতি অধি-পা-ক্বিপ] অধীশ্বর। "অস্মাকং যজ্ঞো অধিপা ভবেহ" (ঋক্ ১০.৮৪ ৫) ২ অধিপতি। ৩ অধিপালক।

অধিপাংশুল, অধিপাংসুল—(ত্রি) মলিন, ধূলিধূসরিত। "দেশেঽস্মিংস্ত্বধিপাংশুলে" (হরিবংশ)

অধিপুরুষ, অধিপুরুষ—(পুং) [অধিকঃ উত্তমঃ পুরুষঃ প্রাদিসঃ] পরমেশ্বর। ২ শ্রেষ্ঠপুরুষ। ৩ বিশ্বাত্মার ঔরসে এবং শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাকেই লোকে অধিপুরুষ বলিত।

"ততঃ কালেন মহতা তস্যাঃ পুত্রোঽভবন্ মনুঃ।
স্বায়ম্ভুব ইতি খ্যাতঃ স বিরাড়িতি নঃ শ্রুতম্।
তদ্রূপগুণসামান্যাদধিপুরুষ উচ্যতে ॥" (মৎস্যপু° ৩ ৪৪-৪৫)

অনন্তর বহুকাল পরে মনু নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি স্বায়ম্ভুব নামে খ্যাত। আমরা এইরূপ শুনিয়াছি, তিনিই বিরাট্। তাঁহাদের সঙ্গে রূপগুণের সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাকে অধিপুরুষ বলা হয়।

ঋগ্বেদের এবং অথর্ববেদের পুরুষসূক্তে অধিপুরুষ শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে একটু প্রভেদ দেখা যায়। ঐ দুইস্থলেই অধি এই অব্যয়ের সঙ্গে পুরুষ শব্দের সমাস করা হয় নাই। যথা—

"তস্মাদ্বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পূরুষঃ।" (ঋক্ ১০.৯০.৫)

তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিয়াছিলেন এবং বিরাজ হইতেছেন অধি পুরুষ।

"বিরাডগ্রে সমভবদ্বিরাজো অধিপুরুষঃ।" (অথর্ব ১৯.৬.৯)

প্রথমে বিরাট্ জন্মিয়াছিলেন, বিরাজ হইতেছেন অধিপুরুষ।

আমরা বৈদিক মতই গ্রহণ করি অথবা পৌরাণিক মতই গ্রহণ করি এই পুরুষ হইতে সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে।

অধিপূতভৃতম্—(অব্য) বিশুদ্ধ সোমরসে পূর্ণ পাত্রোপরি।

অধিপেষণ—(ত্রি) কুট্টিত অথবা পেষণ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত।

অধিপ্রজ—(ত্রি) [অধিকা প্রজা যস্য যদ্বিন্ বা অত্রী]

অধিক প্রজাযুক্ত। [অধিকা প্রজা প্রাদিস˚] (স্ত্রী) অনেক প্রজা।

অধিভূ—(পুং) [অধি ভূ-ক্বিপ অধিভবতীতি স্বাম্যর্থেহত্রাধিঃ] রাজা। ২ প্রভু, স্বামী।

অধিভূত—(অব্য) ভূতে এই রূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। ভূত অর্থাৎ প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া এই অর্থে (অব্য)। আধিভৌতিক। [অধিদৈবত দ্র˚]

অধিভূত,—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বা প্রকৃতিবিশেষ। [অধিদৈব দ্র˚]

অধিভূতগণ—[অধিদৈবগণ দ্র˚]

অধিভোজন-(ক্লী) [অধিকং অতিরিক্তং ভোজনম্, প্রাদিস˚] অত্যন্ত ভোজন। [অধিকং ভোজনং ধনং মূল্যং বা যস্ত] (ত্রি) অধিকমূল্য লভ্য বস্তু। ভোজন শব্দে ধন এই প্রয়োগ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়

"দশাশ্বান্ দশকোশান দশবস্ত্রাধিভোজনা
দশো হিরণ্যপিণ্ডান দিবোদাসাদসানিষং ॥" (ঋক্ ৬ ৪৭ ২৩)
'অধিভোজনা অধিকং ধনং মূল্যং যেষাং'মিত্যাদি' (সায়ণ)

অধিমণ্ডপাকার—(ক্লী) অধিমণ্ডপের আকার বাহিরের তাবু।

"ক্ষুদ্র-দেবালয়ং সর্ব্বং পূর্ব্ববজ্জন্মাদিযুদ্রিতম্।
মণ্ডপং নব-স্তম্ভং কুর্য্যাদ ভবনমস্ত রম্যং বাধিমণ্ডপাকারম্" ॥
(মানসার)

অধিমন্থ—(পুং) নেত্ররোগবিশেষ। সুশ্রুত বলেন—

"বৃদ্ধৈরেতৈরভিষ্যন্দৈ ন রাণামক্রিয়াবতাম্।
তাবন্তস্ত্বধিমন্থাঃ স্যুন নে তীব্রবেদনাঃ ॥
উৎপাট্যত ইবাত্যর্থং নেত্রং নির্ম্মথ্যতে তথ।
শিরসোহর্দ্ধঞ্চ তং বিদ্যাদধিমন্থং স্বলক্ষণৈঃ ॥"
(সুশ্রুত, উ˚ ৬ অ˚)

নেত্রের 'অভিষ্যন্দ' (চোকউঠা) নামক যে কয় প্রকার অভিষ্যন্দ রোগ আছে, তাহাদের যাহারা যথারীতি চিকিৎসা না করিয়া উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহাদের সেই অভিষ্যন্দ রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, যত প্রকার অভিষ্যন্দ আছে, তত প্রকার অধিমন্থ রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে নয়নের তীব্র যাতনা উৎপাদন করে। ইহাতে মনে হয় যেন চক্ষু উৎপাটিত করিতেছে এবং মস্তকের অর্দ্ধাংশ নির্মথিত হইতেছে। এই অধিমন্থ রোগে বাতাদির লক্ষণ সকল উহা কোন দোষ হইতে উৎপন্ন তাহা জানা আবশ্যক।

বাতজ অধিমন্থের লক্ষণ,—নেত্র যেন উৎপাটিত হইতেছে, অরণি মন্থের দ্বারা মথিত হইতেছে এবং সঙ্ঘর্ষ (চোকে বালি পড়িলে যেমন হয়), তোদ (সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা), নির্ভেদ (ছুরি দিয়া কাটার মত), মাংসস্ফীতি, দৃষ্টির আবিলতা, সংকোচ, আস্ফোটন, আধ্মান, কম্প ও ব্যথা দ্বারা চক্ষু ও মস্তকের অর্দ্ধাংশ পীড়িত হইতে থাকে, এই সকল লক্ষণ বায়ুজ অধিমন্থে প্রকাশ পায়।

পিত্তজ অধিমন্থের লক্ষণ,—পিত্তজাত অধিমন্থে সরু সরু লাল লাল ধমনী-রাজি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, চক্ষু দিয়া স্রাব নির্গত হয়, আগুন দিয়া পোড়ানর মত জালা হয়, চোকের রঙ্ যকৃৎখণ্ডের মত লাল দেখায় এবং মনে হয় ক্ষারদ্রব্যের দ্বারা চোকে ক্ষত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন চোক পাকিয়া উঠে, ফুলিয়া উঠে, স্বেদযুক্ত হয় ও যাহা কিছু দেখে সবই পীতবর্ণ বলিয়া মনে হয় এবং মূর্চ্ছা ও মাথা জালা প্রভৃতি সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শ্লেষ্মজ অধিমন্থের লক্ষণ—শ্লেষ্মজন্য অধিমন্থে চোক ফুলিয়া উঠে কিন্তু খুব বেশী লাল হয় না, চোক দিয়া স্রাব নির্গত হয়, কুট কুট করে, চোক ঠাণ্ডা ও ভারী বোধ হয়, চোক সর্ব্বদাই পিচ্ছিল মনে হয়, অনবরত পিচুটী কাটে, শির শির করে, আলো দেখিতে খুব কষ্ট হয়, চোকের মধ্যে ধূলা পড়িয়াছে মনে হয়, দৃষ্টি আবিল হয় নাক দিয়া জল ঝরিতে থাকে, ও মাথার যন্ত্রণা হয়

রক্তজ অধিমন্থের লক্ষণ,—রক্তজ অধিমন্থে নেত্রমণ্ডল বন্ধুজীব পুষ্পের মত দেখিতে হয়, সর্ব্বদা কট্ কট্ ঝন ঝন করে, চক্ষুতে হাত দিতে পারা যায় না, রক্তস্রাব হইতে থাকে, সূচী বেধবৎ যন্ত্রণা হয়, দিক সমূহ অগ্নিসদৃশ মনে হয় অর্থাৎ কোন দিকে তাকাইলে চক্ষুতে অত্যন্ত জালা উপস্থিত হয়, চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ তারকা রক্তাক্ত অরিষ্ট (রীঠা) ফলের (বীচির) মত দেখায় ও চক্ষুর চারি পার্শ্ব প্রদীপ্ত রক্তবর্ণ হয়।

অধিমন্থের পরিণামফল—কফজ অধিমন্থে সাত দিনের মধ্যে দৃষ্টি নষ্ট হয় এবং রক্তজ অধিমন্থে পাঁচ দিনের মধ্যে ও বাতজ অধিমন্থে ছয় দিনের মধ্যে আর না জানিয়া শুনিয়া অনভিজ্ঞ লোকের কথামত চক্ষুতে ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে পিত্তজ অধিমন্থে একদিনের মধ্যেই দৃষ্টি নষ্ট হয়।

অধিমন্থ চিকিৎসা—চক্ষুর পাতার উপরে ও চারি পার্শ্বে পুরাণঘৃত মাখাইয়া একখণ্ড পরিষ্কৃত ন্যাকড়া গরম করিয়া ধীরে ধীরে স্বেদ দিবে এবং যথাক্রমে নাসার সমীপস্থ শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। এরূপ অবস্থায় জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ করাই ভাল। রোগীকে বস্তিপ্রয়োগ (ডুস্) করিয়া দাস্ত পরিষ্কার করাইয়া দিবে। অথবা স্নেহবিরেচন (রেড়ীর তেলের জোলাপ) দিবে। চক্ষুর যন্ত্রণাদি নিবৃত্ত হয় এরূপ তর্পণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। তদ্ভিন্ন পুটপাক, ধূমপান ও আশ্চোতন অর্থাৎ ঔষধসিক্ত জলের দ্বারা চোক ধুইয়া দিবে।

নস্য, ঘৃতাদি পরীষেক (পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণ এরূপ ক্ষেত্রে Oil Parafin দিয়া থাকেন), শিরোবস্তি এবং তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা-সিক্ত অথবা দুগ্ধ ও বেশবার সিক্ত বস্ত্রখণ্ড গরম করিয়া চক্ষুর উপরে ধারণ কিম্বা মাংসের কিমা গরম করিয়া বা উষ্ণ পায়সের পুল্টিশ অথবা স্বেদ বিশেষ হিতকর। এতদ্ভিন্ন অন্নাদি ভোজনের পর ঘৃতপান প্রশস্ত। তদ্ভিন্ন—এরণ্ডের পত্র, মূল ও ত্বক কিংবা কণ্টকারীর মূল ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ চক্ষুতে সেচন করিবে।

বালা, তগরপাদুকা, নাটাঠা ও বজ্রডুমুরের ছাল—এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণ জল ও ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধের ধারা চক্ষুতে দিবে। ইহা চক্ষুর যন্ত্রণাদির নাশক

পিত্তজ অধিমন্থে,—পিত্তজ অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ রোগে শোণিত মোক্ষণ (চোকের পাশে জোঁক বসান) ও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন চক্ষুতে ঔষধসিদ্ধ দুগ্ধের পরিষেক, আলেপন ও অঞ্জন প্রভৃতি প্রযোজ্য এবং আবশ্যকমত বিসর্প-রোগের মত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

শুন্ঠা (শণ), শ ণ, শৈবাল, পাষাণভেদী, দারুহরিদ্রা, এলাচ, উৎপল, লোধ মুতা, পদ্মপত্র, চিনি, ইক্ষুমূল, তালমূল, বেতমূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা, মধু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, স্তনদুগ্ধ, হরিদ্রা ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য (অভাবে যাহা পাওয়া যায়) জলে পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পাক করিবে এবং এই ঘৃত চক্ষুতে দিবে ও ইহার নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা নেত্রের তর্পণ, অর্থাৎ ইহার দ্বারা পিত্তজন্য জ্বালা যন্ত্রণাদির নিবৃত্তি হয়। যদি ঘৃত প্রস্তুত করিতে না পারা যায় তো এই সকল দ্রব্য-সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ নেত্রে প্রদান করিবে। এ ক্ষেত্রে যে সকল দ্রব্যের নাম উল্লিখিত হইল, ইহাদের সমস্ত গুলির দ্বারা নস্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিবে।

তদ্ভিন্ন,—পিত্তজ অধিমন্থে সর্ব্বপ্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া প্রশস্ত এবং তিনদিন অন্তর দুগ্ধ ও ঘৃতের নস্যও প্রশস্ত।

শ্লেষ্মজ অধিমন্থের চিকিৎসা,—শ্লেষ্মজন্য অভিষ্যন্দ ও অধিমন্থ প্রবৃদ্ধ হইলে শিরামোক্ষণ দ্বারা প্রতীকার করিবে এবং স্বেদ, অবপীড়, অঞ্জন, ধূম, সেক, প্রলেপ, কবলগ্রহণ, রুক্ষ আশ্চ্যোতন-সমূহ ও রুক্ষ পুটপাক প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মজ অধিমন্থে শিরামোক্ষণের পূর্ব্বে, অর্থাৎ তিন তিন দিন করিয়া ছয় অপতর্পণ (লঘুপথ্য) পূর্ব্বক প্রাতঃকালে তিক্ত ঘৃতপান করিয়া স্নিগ্ধ হইতে হয় এবং এরূপ অন্নপানাদি গ্রহণ করিতে হয় যাহাতে কফবৃদ্ধি না হয়।

স্বেদনযোগ্য ভেষজ যথা,—তগরপাদুকা, হাপরমালি, তুলসী, বেলপাতা, শালিঞ্চ শাক, পীলুফল, আকন্দপাতা ও কয়েদবেলের পাতা, সমস্তগুলি বাটিয়া গরম করিয়া ন্যাকড়ার পুঁটুলীতে বাঁধিয়া ধীরে ধীরে চক্ষুর উপরে স্বেদ দিবে। স্বেদ দেওয়ার পর,—

প্রলেপ যথা,—বালা, শুঁঠ, দেবদারু, কুড়, সৈন্ধবলবণ, হিং, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক, রসাঞ্জন, তুঁতে ও তাম্রচূর্ণ উত্তমরূপে পেষণ ও গরম করিয়া চক্ষুর চারি পাশে প্রলেপ দিবে।

অঞ্জন যথা,—হরিতকী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জন জলে পেষণ করিয়া অঞ্জনবর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং উহা মধু দিয়া ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

রক্তজ অধিমন্থের চিকিৎসা,—রোগীকে পুরাতন ঘৃতপান করাইয়া অথবা প্রচুর ঘৃতযুক্ত মাংসরস পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া শিরামোক্ষণ করিবে। তারপর বিরেচক দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ঘৃতপান করাইয়া দেহকে বিশোধিত করিয়া লইবে। অনন্তর প্রলেপ, পরিষেক, নস্য ও ধূমসমূহ অবস্থা বিচার করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং আশ্চ্যোতন, অভ্যঞ্জন, তর্পণ ও স্নিগ্ধ পুটপাক ব্যবস্থা করিবে।

প্রলেপ যথা—নীলোৎপল, বেণারমূল, দারুহরিদ্রা, কালীয়ক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, মুতা, লোধ, পদ্মকাষ্ঠ—এই সকল জলে বাটিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশাইয়া চক্ষুর চারি পাশে প্রলেপ দিবে।

রক্তজ অধিমন্থে চক্ষুতে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকিলে,—মৃদু স্বেদ দিলে উপকার হয় অথবা চক্ষুর চারি পাশে জোঁক বসাইলে কিংবা প্রচুর পরিমাণে ঘৃত পান করিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়।

আশ্চ্যোতন যথা,—কেশুর ও যষ্টিমধু চূর্ণ একখণ্ড ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া বৃষ্টির জলে অভাবে পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তারপর সেইজল একটু একটু করিয়া চক্ষুর ভিতরে (গোলাপজল দেওয়ার মত) দিবে।

(এতদ্ব্যতীত অধিমন্থের বিস্তৃত চিকিৎসা বিবরণ সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রে ৬ অ দ্রষ্টব্য।)

অধিমন্থন—(ত্রি) অগ্নি উৎপন্ন করিতে মন্থনযোগ্য। (পুংক্লী) যজ্ঞস্থলে অরণি কাষ্ঠদ্বয় উপরি উপরি রাখিয়া ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদন। "ইদমথ্যংবং যুপশকলমস্ত্যাধিমন্থনং। অরণ্যা উপরি নিধেয়ং মন্থনসাধনভূতং দণ্ডরজ্জ্বাদিকমপি।" (ঋক্ ৩২৯।১ সায়ণ)

অধিমন্থিত—(ত্রি) [অধি-মন্থ ণিচ্-ক্ত] অধিমন্থ রোগে অভিভূত অর্থাৎ নেত্রশূল দ্বারা ব্যথিত।

অধিমাংস—(পুং) চক্ষুর শ্বেতভাগে মাংসবৃদ্ধি বিশেষ। ইহাকে বৈদ্যকশাস্ত্রে অধিমাংসজার্ম বলা হইয়াছে। ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে

সুশ্রুত বলেন,—চক্ষুর শ্বেত ভাগে বিস্তীর্ণ, কোমল, বহল (পুরু), যকৃদ্বর্ণ বা শ্যাবর্ণ মাংসসঞ্চয়কে অধিমাংসার্ম বলিয়া জানিবে। (সু.উ ৪ অ°) ইহা শস্ত্রসাধ্য ব্যাধি।

অধিমাংস[2]—(পুং) [অধিকং মাংসমত্র কপ্; বহুব্রী] দন্তরোগবিশেষ। [দন্ত শব্দে লক্ষণ ও ঔষধাদি দ্র°]

অধিমাংসক—(পুং) মুখরোগের অন্তর্গত দন্তরোগবিশেষ। চোয়ালের দিকে শেষের দাঁতের গোড়ায় অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, গভীর যন্ত্রণা হয়, অনবরত লালাস্রাব হয়, এতাদৃশ কফজাত ব্যাধির নাম অধিমাংসক।

অধিমাংসকের চিকিৎসা—অধিমাংসক ছেদন করিয়া বচ, চৈ, আকনাদি, সাচিক্ষার ও যবক্ষারচূর্ণ একত্র মধুসহ মিশাইয়া লেপন করিবে ও মধুর সহিত পিপ্পলচূর্ণ মিশাইয়া কবল ধারণ করিবে এবং পলতা, ত্রিফলা ও নিমছাল-সিদ্ধ জলে মুখ ধৌত করিবে। এতাদৃশ অবস্থায় শিরোবিরেচন ও বিরেচন ধূমপান হিতকর। (সু.উ ২২ অ°)

অধিমাংসার্ম্মন্—(পুং-ক্লী) [বৈদ্যক] চক্ষুর শুক্ল স্থানে উদ্ভূত মাংসপিণ্ডবৎ রোগবিশেষ। লক্ষণ—মৃদু, বিস্তীর্ণ, যকৃৎপ্রকাশক ও শিতবর্ণ। "বিস্তীর্ণং মৃদুবহলং যকৃৎপ্রকাশং শ্যাবং বা তদধিকমাংসজার্ম বিদ্যাৎ" (সুশ্রুত)

অধিমাত্র—(ত্রি) [অধিকা মাত্রা যত্র বহুব্রী] অধিক প্রমাণ।

অধিমাত্রকারুণিক—(পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রমতে মহাব্রাহ্মণ।

অধিমাস—(পুং) [অধিকো রবিসংক্রান্তিদ্বয়মধ্যবর্ত্তিচান্দ্রমাসঃ, রবিসংক্রান্তিশূন্যশুক্লপ্রতিপদাদিদর্শান্তচান্দ্রমাসঃ, প্রাদিস°]

সূর্য্য-সংক্রান্তিকাল হইতে পুনরায় সূর্য্য-সংক্রান্তিকাল পর্য্যন্ত সৌরমাস। অমাবস্যার অন্ত হইতে পুনরায় অমাবস্যার অন্ত পর্য্যন্ত একটি মুখ্য চান্দ্রমাস। সংক্রান্তি দ্বারা নির্ণীত বৈশাখাদি সৌরমাস দ্বারাই বৈশাখাদি চান্দ্রমাসের নামকরণ হয়। যখন চান্দ্রমাসের পরিমাণ অপেক্ষা সৌরমাসের পরিমাণ অধিক হয় তখন চান্দ্রমাসটী সৌরমাসের অন্তঃপাতী হইয়া পড়ে; সুতরাং সৌরমাসের মধ্যেই দুইটী অমাবস্যার অন্ত হয়, কিন্তু চান্দ্রমাসের মধ্যে সূর্য্যের সংক্রমণ হয় না। এই সৌরমাসের অন্তঃপাতী চান্দ্রমাসের নাম অধিমাস। (সিদ্ধান্তশিরোমণি মধ্যাধিকার) ইহার নামান্তর অধিকমাস, অসংক্রান্ত মাস, মলমাস, মলিম্লুচ, তিলমক, নপুংসক [মলমাস দ্র°]

সাধারণতঃ ৩২½ (সাড়ে বত্রিশ) সৌরমাস পরেই পুনরায় অধিমাস হইয়া থাকে। অধিমাসে অকাল জন্য ব্রতারম্ভ, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, বিবাহ ও উপনয়নাদি নিষিদ্ধ। (রঘুনন্দন-কৃত মলমাসতত্ত্ব)

অধিমিত্র—(ক্লী) [অধিকং মিত্রম্, প্রাদিস°] গ্রহগণের পরস্পর মিলনবিশেষ। জ্যোতিষের মতে, চন্দ্র, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি সূর্য্যের মিত্র। সূর্য্য ও বুধ চন্দ্রের, সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের, রবি ও শুক্র বুধের মিত্র। রবি চন্দ্র, ও মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র। বুধ ও শনি শুক্রের মিত্র। বুধ ও শুক্র শনির মিত্র।

শুক্র ও শনি সূর্য্যের শত্রু। চন্দ্রের কেহ শত্রু নাই। মঙ্গলের বুধ। বুধের চন্দ্র। বৃহস্পতির বুধ এবং শুক্র। শুক্রের রবি ও চন্দ্র। শনির রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল।

মিত্র এবং অরিভিন্ন অবশিষ্ট গ্রহগুলি সম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন রবির মিত্র চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি। রবির শত্রু শুক্র ও শনি। রবির সম বুধ।

গ্রহদিগের তাৎকালিক মিত্র নিরূপণ করিবার নিয়ম এই—যে গ্রহের চতুর্থ, দশম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, একাদশ এই সকল স্থানে যে সকল গ্রহ থাকিবে, তাহারা সেই সেই গ্রহের তাৎকালিক মিত্র বলিয়া কথিত হইবে। ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে গ্রহ থাকিলে তাহা তাৎকালিক শত্রু হইবে।

যে গ্রহ যে গ্রহের স্বাভাবিক মিত্র, সম ও শত্রু হইয়া থাকে, তাহা তাৎকালিক অধিমিত্র, মিত্র ও সম হয়। (বরাহমিহির-কৃত বৃহজ্জাতক)

অধিমিত্র—(ক্লী) ত্রিবর্ণাত্মক জ্ঞান অর্থাৎ অ, উ, ম, ওঁকার বিদ্যা।

অধিমুক্তক—(পুং) [বৈদ্যক] মাধবীলতা।

অধিমুক্তি—(স্ত্রী) [অধি-মুচ্-ক্তিন্] অনুকম্পা। ২ দৃঢ় বিশ্বাস। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে স্বভাব, আত্মবোধ।

অধিমুক্তিক—(পুং) [অধি-মুক্তি-সমাসান্ত ক] বৌদ্ধশাস্ত্রানুসারে মহাকালের নামান্তর, মকরের বিনাশকারী পরমেশ্বর।

অধিমুক্তিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] মুক্তা-গৃহ, শুক্তি, (চলিত) মুক্তাঝিনুক। (বৈদ্যকনি°)

অধিমুক্তিসার—(ত্রি) বৌদ্ধশাস্ত্রমতে বোধ, পূর্ণজ্ঞ।

অধিমুহ—(পুং) [অধি-মুহ্-অৎ] শাক্যমুনি। বুদ্ধদেবের চতুস্ত্রিংশ পূর্ব্ব জন্মের একটী নামান্তর।

অধিযজ্ঞ—(পুং) [অধিকৃতো যজ্ঞো যস্মাৎ, প্রাদিবহুব্রী।] পরমেশ্বর। ২ যজ্ঞকে অধিকার করিয়া এই অর্থে (অব্য)। [অধিকঃ অধিকারযাগঃ, প্রাদিস°] (পুং) ৩ অধিকার যাগ, যে যাগের অনেক অঙ্গ। ৪ শ্রেষ্ঠ বা মহাযজ্ঞ। ৫ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা। ৬ দেহযজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু। ৭ যজ্ঞাভিমানী দেবতা। "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর" (গীতা ৮.৪) অনেকে এই শব্দের অর্থ অনুরূপ করিয়া থাকেন। যথা—"আমিই (কৃষ্ণ) এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান

করিতেছি এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি।' (কালীপ্রসন্ন সিংহ)

অধিযজ্ঞ২—(ত্রি) যজ্ঞসম্বন্ধীয়, যজ্ঞসম্পর্কীয়, যজ্ঞবিষয়ক। 'অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেৎ (মনু ৬৮৩)

অধিয়া—বিহার প্রদেশস্থ কুর্মী জাতির একটি থাক। ২ মালদহবাসী নাপিতদিগের বংশোপাধি।

অধিযোগ—(পুং) [অধিকঃ যোগঃ, প্রাদিস০] জ্যোতিষমতে যাত্রিক শুভযোগ। যাত্রা সময় লগ্নে অথবা চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা দশম অংশের যে কোন স্থানে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এই তিন গ্রহের মধ্যে দুই গ্রহের অবস্থিতি ঘটিলে সেই কালকে অধিযোগ বলা হয়। এই কালে যাত্রা করিলে মঙ্গল ও শত্রুক্ষয় হয়।

অধিযোগ২—জন্মসময়ে চন্দ্র হইতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম স্থানে শুভ গ্রহগণ অবস্থিত থাকিলে অধিযোগ হয়। এই যোগে জাত ব্যক্তি সেনাপতি, রাজা বা রাজমন্ত্রী হইয়া থাকে এবং জাতক ধনবান, সুখী, শত্রুঘাতী, দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

অধিযোধ—(পুং) [অধি-যুধ-অচ্, আধিক্যেন যুধ্যতি] মহাযোদ্ধা। 'ভবন্তি অধিযোধানাং মুখানি নিহতে পতৌ' (রামা ৫ ২০২৮)

অধিরজ্জু—(ত্রি) বাহিত রজ্জু, অর্থাৎ বহন করিতেছে যে রজ্জু। ২ পাশহস্ত। "যমস্ত লোকে অধিরজ্জুরায়ৎ" (অথর্ব ৬ ১১৮ ২)

অধিরথ—(পুং) [অধ্যারূঢ়ঃ রথম্, অত্যাদয়স°] অতিরথ। ২ মহারথ। ৩ কর্ণের পিতা, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু সারথির কাজ করিতেন। যযাতিবংশোদ্ভব সত্যকর্ম্মার পুত্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম রাধা। অধিরথ ধৃতরাষ্ট্রের সখা এবং কর্ণের পালকপিতা ছিলেন। ইনি কোন সময়ে আপন পত্নী রাধার সহিত ভাগীরথীতীরে গমন করিয়াছিলেন। রাধা অকস্মাৎ গঙ্গাজলে ভাসমান স্রোতজলে চালিত একটী মঞ্জুষা দেখিতে পান এবং ঐ মঞ্জুষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, উহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়া স্বামীকে অনুরোধ করেন। পত্নীর অনুরোধে অধিরথ জল হইতে উক্ত মঞ্জুষা উত্তোলন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে একটী সদ্যঃপ্রসূত শিশু উহার অভ্যন্তরে রহিয়াছে। রাধা শিশুকে দেখিয়া স্বামীর হস্ত হইতে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। রাধার সন্তানাদি না থাকায় শিশুকে পাইয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল এবং গৃহে আনয়ন করিয়া উহাকে যথাবিধি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

এই বালকই পৃথা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কর্ণনামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সূত দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় সূতপুত্র নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (মহাভা°)

বিষ্ণুপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ। এই অধিরথই পৃথার পরিত্যক্ত কর্ণ নামক পুত্রকে কাষ্ঠপিঞ্জর মধ্যে প্রাপ্ত হন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। ইহারাই 'অঙ্গ' বলিয়া কীর্ত্তিত। (বিষ্ণুপু° ৪ ১৮ ৬-৮)

অধিরথ্যা—(পুং) সূর্য্য। ২ সমুদ্র।

অধিরাজ্—(পুং) [অধিরাজত ইতি অধি-রাজ-ক্বিপ] সম্রাট্। ২ নৃপ। (ত্রি) ৩ অধিক শোভান্বিত (রাজা)।

অধিরাজ—(পুং) [অধিকো রাজা-টচ্] অধীশ্বর। "অধীশাঃ পুত্রো অধিরাজ এষঃ" (নিরুক্ত ৮ ২) ২ সম্রাট্।

অধিরাজ২—নামান্তর করূষ। দন্তবক্র এই দেশে রাজত্ব করিতেন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হত্যা করেন। [পদ্মপু, পাতাল, ৩০ অধ্যায়] সর্ব্বকনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। (মহাভারত, সভাপ ৩০ অঃ)

অধিরাজ৩—এক নায়কবিশেষ। আবু পর্ব্বতের এক শিলালিপিতে (বিক্রম-সংবৎ ১৩৭৭) অধিরাজের উল্লেখ আছে।

অধিরাজেন্দ্র—সম্ভবতঃ গঙ্গবংশীয় নৃপতি ইন্দ্রবর্ম্মা। ইনি কলিঙ্গনগরে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত কয়েক জন সামন্ত নৃপতি পূর্ব্ব চালুক্যের অধিপতি ইন্দ্র ভট্টারক বা ইন্দ্ররাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ভট্টারক প্রথম জয়সিংহের অনুজ ভ্রাতা।

অধিরাজেন্দ্রদেব—কাঞ্চীপুরের একজন রাজা। ১ম বীর রাজেন্দ্রদেবের পুত্র। ইঁহার মৃত্যুর পর চোলরাজধানী কাঞ্চীপুরে অরাজকতা প্রবল হইয়া উঠে। রাজজামাতা বিক্রমাদিত্য সদলবলে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদিগকে দলিত করিয়া স্বীয় শ্যালক অধিরাজেন্দ্রদেবকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপিত করেন। ইঁহার অপর নাম পরকেশরীবর্ম্মন। বিদ্রোহীদিগের হস্তে ইনি অতঃপর নিহত হইলে কাঞ্চীপুর-সিংহাসন পূর্ব্ব-চালুক্যবংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোড়ের অধিকৃত হয়। [রাজেন্দ্র চোল দ্র]

অধিরাজ্য—(ক্লী) [অধিকং রাজ্যম্ প্রাদিস] সাম্রাজ্য। "অধিরাজ্যেঽভিষেক্তো যে ব্রাহ্মণৈঃ পতিনা সহ' (রামা° ৬ ২৩.১৭)

অধিরাজ্যভাক্—(পুং) [অধি-রাজ্য-ভজ-ণ্বি] অধিরাট্। "অভ্যাভান পৃথিব্যা পালান্ পৃথিব্যামধিরাজ্যভাক্।" (মহাভা°)

অধিরাষ্ট্র—(ক্লী) [অধিকৃতং রাষ্ট্রমত্র, প্রাদিবহুব্রী] রাজ্য। (অব্য) রাষ্ট্র এইরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। (রাষ্ট্রমধিকৃত্য) রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়া।

অধিরুক্ম—(ত্রি) [অধিগতং রুক্মম্ আভরণং যেন, প্রাদি বহুব্রী] আভরণপ্রাপ্ত। ২ যিনি আভরণ পাইয়াছেন। "অধ স্মা যোষণা মহী প্রতীচী বশমশ্ব্যং। অধিরুক্মা বি নীয়তে।" (ঋক্ ৮ ৪৬.৩৩) [অধিকং রুক্মং সুবর্ণাভরণম, প্রাদিস°] ৩ অধিক সুবর্ণাভরণ।

অধিরূঢ়—(ত্রি) [অধি-রুহ-কর্তরি ক্ত] যে উপরে আরোহণ করিয়াছে। ২ অত্যন্ত বৃদ্ধিযুক্ত। "পুরাধিরূঢ়ঃ শয়নং মহাধনং বিবোধ্যসে যঃ স্তুতিগীতিমঙ্গলৈঃ" (কিরাতার্জ্জুনীয়ম)

অধিরূঢ়সমাধিযোগ—(ত্রি) সমাধিযোগে অধিরূঢ় অর্থাৎ গভীর ধ্যানে নিযুক্ত।

অধিরূপঠাকুর—মিথিলার পঞ্জীমতে রাজা শিবসিংহের বংশের আদিপুরুষ।

অধিরোপিত—(ত্রি) [অধি রুহ-ণিচ্ কর্মণি ক্ত পুক্] অতিশয় আরোপিত।

অধিরোহ—(পুং) [অধি-রুহ-ঘঞ্] উপরে আরোহণ।

অধিরোহণ—(ক্লী) [অধি-রুহ-ভাবে ল্যুট্] উপরে আরোহণ। "পৃষ্ঠাধিরোহণে" (রামা° ৫ ৩৫ ২৯) ২ সোপান। ৩ পৈঠা। "আরোহণং স্যাৎ সোপানং" (অমর)

অধিরোহিণী—(স্ত্রী) [আরুহতে অনয়া অধি রুহ-করণে ল্যুট্] সিঁড়ি, মই। "নিশ্রেণিস্ত্বধিরোহিণী" (অমর)।

অধিরোহী—(ত্রি) যে উপরে উঠে, আরোহী।

অধিলোক—(পুং) জগৎ, বিশ্ব, পৃথিবী। (ত্রি) ২ সাংসারিক।

অধিলোক$_2$—(অব্য) লোকে এইরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°।

অধিলোকনাথ—(পুং) জগতের প্রভু।

অধিবাস—(পুং) [অধি-বস-ঞ্] ১ নিবাস।

"কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ ১১)

অধি-বাস্ (সুরভী করণে) ঘঞ্] ২ সৌরভ।

'কচুম্বিকস্তাবকস্তবর্ণসলব্ধাধিবাসয়া" (মাঘ)

[অধি-বস্-ণিচ করণে ঘঞ্] [অধিবাসয়তি দেবতা অনেন কর্ম্মণা"] ৩ যজ্ঞ-পূজাসংস্কারাদি কর্ম্মের পূর্ব্বদিনে দেবতাবাহনাদিরূপ কর্ম্ম।—"পূর্ব্বেদ্যুরধিবাসয়েৎ" (১), "মধ্যরাত্রেঽধিবাসয়েৎ" (২), আত্যয়িকেষু কার্য্যেষু সদ্য এবাধিবাসয়েৎ (৩), "অধিবাসঃ পরেঽহনি" (৪) ইত্যাদি স্মৃতিবচন দ্বারা এই অধিবাস কার্য্য বিহিত হইয়াছে, সুতরাং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানমাত্রই অধিবাসশব্দের ফলিতার্থ।

দেশভেদে এই অধিবাস কার্য্যের তারতম্য দৃষ্ট হয়। কোন দেশে (দক্ষিণবঙ্গে) বিবাহাদি সংস্কারকর্ম্মের পূর্ব্বদিনেই অধিবাস হয়, এইস্থলে "পূর্ব্বেদ্যুরধিবাসয়েৎ" এই স্মৃতি প্রমাণ। কোনও দেশে (উত্তরবঙ্গে) বিবাহাদির দিনেই অধিবাস হয়, এই স্থলে "আত্যয়িকেষু কার্য্যেষু সদ্য এবাধিবাসয়েৎ" এই স্মৃতি প্রমাণ। মধ্যরাত্রিতে অধিবাস যজ্ঞাদিস্থলে দৃষ্ট হয়। দুর্গোৎসবাদি পূজাকার্য্যে পূর্ব্বদিনেই অধিবাস সর্ব্বদেশেই হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের বিবাহের অধিবাস পূর্ব্বদিনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, উক্ত গ্রন্থে অধিবাসের সুন্দর ও বিস্তৃত বর্ণনা পাইবেন।

মহী (১) গন্ধ (২) শিলা (৩) ধান্য (৪) দূর্ব্বা (৫) পুষ্প (৬) ফল (৭) দধি (৮) ঘৃত (৯) স্বস্তিক (১০) সিন্দূর (১১) শঙ্খ (১২) কজ্জল (১৩) রোচনা (১৪) সিদ্ধার্থ (১৫) কাঞ্চন (১৬) রৌপ্য (১৭) তাম্র (১৮) চামর (১৮) দর্পণ (২০) দীপ (২১) ও প্রশস্তিপাত্র (২২) এই দ্রব্যগুলি অধিবাসকার্য্যে প্রয়োজনীয়।

"মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃত-স্বস্তিক-সিন্দূরং শঙ্খ-কজ্জল-রোচনাঃ ॥
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্র-চামর-দর্পণম্।
দীপঃ প্রশস্তিপাত্রঞ্চ বিজ্ঞেয়মধিবাসনে ॥"

"স্বস্তিক" তণ্ডুলচূর্ণ-নির্ম্মিত ত্রিকোণাকার দ্রব্যবিশেষ। "রোচনা" গোরোচনা। "সিদ্ধার্থ" শ্বেতসর্ষপ। যে পাত্রে উক্ত দ্রব্যগুলি সাজান হয় (চালনী, বা থালা) তাহাকে "প্রশস্তিপাত্র" বলে।

কোন কোন দেশে (উত্তরবঙ্গে) দুর্গোৎসবে পূজার পূর্ব্বদিনে কেবল গন্ধাধিবাস করা হয় এবং মহানবমী তিথিতে হোমকার্য্যের পরে পূর্ব্বোক্ত মহী গন্ধ প্রভৃতি দ্রব্য মন্ত্রপূত করিয়া মহাদেবীর চরণে স্পর্শ করাইয়া ভাণ্ডারগৃহে বিশুদ্ধ স্থানে স্থাপন করা হয়. এইরূপ অনুষ্ঠানকে উত্তরবঙ্গীয় ভাষায় "ভরা তোলা" (প্রশস্তিবন্ধনস্থাপন) বলে। ইহাও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানবিশেষ। সুতরাং ইহাকে একভাবে অধিবাস বলা যাইতে পারে।

কোন কোন দেশে (দক্ষিণবঙ্গে) দুর্গোৎসবাদি সকল কার্য্যেই মহী গন্ধ প্রভৃতি সকল দ্রব্য দ্বারাই অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ নানাদেশে নানাকার্য্যে নানাভাবে অধিবাসরূপ মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দর্শপৌর্ণমাস যাগাদি কার্য্যে পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করিয়া "অগ্নিচয়ন' কার্য্য করিতে হয়, পরদিনে অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথিতে (দর্শযাগে শুক্লপ্রতিপৎ এবং পৌর্ণমাসযাগে কৃষ্ণপ্রতিপৎ তিথিতে) উক্ত অগ্নিতে যাগকার্য্য বিহিত হইয়াছে। এইস্থলে পূর্ব্বদিনের 'অগ্নিচয়নাদি' কার্য্যকেও 'অধিবাস' বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত মহী, গন্ধ, শিলা প্রভৃতি প্রত্যেকটী দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত করিয়া "অনয়া মহ্যা অমুকস্য শুভাধিবাসোঽস্তু' "অনেন গন্ধেন শুভাধিবাসোঽস্তু" বলিয়া যথাবিহিত ভাবে মস্তক বা ললাটাদি দেশে সেই সেই দ্রব্য স্পর্শ করাইয়া "অধিবাস" কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

সামবেদীয় অধিবাসমন্ত্র ও গুণবিষ্ণু কৃত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার সারার্থ নিম্নে দেওয়া হইল।—

১। মহী :—(মন্ত্র)—"মহি ত্রীণামবোহস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যমঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য।" (ঋক্ ১০ ১৮৫ ১, সাম ১ ১৯২)

হে মহি। হে পৃথিবি। মিত্র, অর্য্যমা এবং বরুণ এই তিন দেবতার অগ্র কর্তৃক অনভিভবনীয় প্রদীপ্ত তেজ তোমার হউক, অর্থাৎ উক্ত দেবতাত্রয় তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

২। গন্ধ :—(মন্ত্র)—"অদর্ষি রাতিং বসুদামুপস্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। সো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি, মনো দানায় চোদয়ন॥" (সাম ২ ৬৭০) ঋক্ ৮,০৯৪ মন্ত্রে অনর্শরাতিং পাঠ আছে)

হে স্তোত্রপটু যজমান। তুমি অতি পবিত্র দ্রব্যের দাতা এবং ধনদাতা ইন্দ্রদেবকে স্তব দ্বারা নিজের সমীপে আকর্ষণ কর, যেহেতু ইন্দ্রদেবতার দান অতীব কল্যাণজনক এবং যিনি দানবিষয়ে মনোযোগী হইলে তোমার অভিলষিত বস্তু অবশ্যই পাইবে, কারণ তিনি ভক্তবৎসল।

৩। শিলা :—(মন্ত্র)—"বিভ্রদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরিন্দ্রানয়ন্ত যজ্ঞৈঃ। তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ব্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ।" (সাম ১ ৬৮ ঋক্ ৬ ২৪ ৬,) পাঠান্তর :—

সি দ্রদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরিন্দ্রানয়ন্ত যজ্ঞৈঃ।

তং ত্বাভিঃ সুষ্টুতিভির্বাজয়ন্ত আজিং ন জগ্মুর্গির্বাহো অশ্বাঃ॥"

হে অগ্নিদেব মানবগণ যেমন মেঘ হইতে জললাভ করে, স্তোত্রপটু ভক্তগণ সেইরূপ তোমার নিকট হইতে কাম্যবস্তু লাভ করেন। হে স্তবনীয়। স্তোতৃগণ তোমাকে বলশালীও করেন এবং সুন্দরস্তুতি দ্বারা তোমাকে বশীভূত করেন। অশ্বগণ যেমন সংগ্রাম জয় করে, স্তোতৃগণ তেমনি তোমাকে জয় করেন, অর্থাৎ তুমি তাঁহাদের স্তবে বশীভূত হইয়া বাঞ্ছিত ফল দান কর।

৪। ধান্য :—(মন্ত্র)—"ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ"। (ঋক্ ৩৫২ ১, সাম ১ ২১০, শুক্লযজুঃ ২০ ২৯)

হে ইন্দ্রদেব। তুমি প্রাতঃকালে আমাদের এই সোমরস পান কর, আমরা এই সোমরস ভর্জ্জিত যব দ্বারা, দধিমিশ্রিত শক্তু দ্বারা এবং সবনীয় পিষ্টকাদি দ্বারা যুক্ত করিয়াছি, এমন কি স্তোত্র দ্বারা সংস্কৃতও করিয়াছি, সুতরাং এই সোমরস সর্ব্বথা তোমার পানের উপযুক্ত।

৫। দূর্ব্বা :—(মন্ত্র)—"যজ্জায়থা অপূর্ব্য" মঘবন বৃত্রহত্যায়। তৎ পৃথিবীমপ্রথয়স্তদস্তভ্না উত দ্যাম।" (ঋক্ ৮ ৯০ ৫, সাম ২ ৭৬৯)

হে প্রথমাবির্ভূত ইন্দ্রদেব। তুমি যখনই জলদানের জন্য অথবা বৃত্রাসুর বধের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলে, তখনই পৃথিবীকে প্রখ্যাত করিয়াছিলে, এবং নিজ বীর্য্যদ্বারা স্বর্গাদি লোক অধিকার করিয়াছিলে, অর্থাৎ তোমার জলদানাদি কার্য্যদ্বারা পৃথিব্যাদি সৃষ্ট, বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইতেছে, এবং তুমিই স্বর্গাদিলোকের অধীশ্বর।

৬। পুষ্প :—(মন্ত্র)—"পবমানো ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম" (সাম ২ ৬৬২, ঋক্ ৯ ৬১ ২০ মন্ত্রে "পবমানো ব্যশ্নবৎ" পাঠান্তর)

হে সোমদেব। তুমি স্তোত্রকারী ভক্তকে প্রচুর অন্নদান কর, বীর্য্যবান পুত্রদান কর, এবং তুমিই স্বকীয় কিরণ দ্বারা সকল জগৎ ব্যাপ্ত কর।

৭। ফল :—(মন্ত্র)—"ইন্দ্রস্য নো নেমধিত চ[illegible] যৎ [illegible] বৃনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শবসশ্চকান [illegible] গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ"। (ঋক্ ৭ ২৭ ১, সাম° ১ ৩১৮, শুক্লযজুঃ ১ ৩১৮)

অগ্নিষ্টোমাদি যাগকার্য্যে সুদক্ষ যাজ্ঞিকগণ [illegible] যাগকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা ব্রীহ্যাদি দ্রব্য দ্বারা ইন্দ্র দেবতার হোমও করিতেছেন। অতএব হে ইন্দ্র। তুমি [illegible] যাজ্ঞিকগণ কর্তৃক আহুত হইয়াছ, অতএব রাক্ষস দিগের [illegible] আহ্বানকারিগণের ধনদাতারূপে এবং আমাদিগের বলদাতারূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে গোযুক্ত গোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত কর, শস্যাদির জনক, হবির আধার যজ্ঞসম্পৎ [illegible] ধনী কর ইহাই প্রার্থনা।

৮। দধি :—(মন্ত্র)—"দধিক্রাব্ণো অকারিষম জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥" (ঋক্ ৪ ৩৯ ৬, শুক্লযজু ২৩.৩২, সাম ১ ৩৫৮)

দধিপ্রিয় দধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমি স্তব করি, যে দেবতা জয়শীল জগদ্ব্যাপী এবং শীঘ্রগামী তাদৃশ দধিক্রা দেবতা আমাদের মুখাদি ইন্দ্রিয়গণকে সুগন্ধযুক্ত করুন এবং আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত করুন ইহাই প্রার্থনা।

৯। ঘৃত :—(মন্ত্র)—"ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিস্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥" (ঋক্ ৬.৭০ ১, সাম ১ ৩৭৮, শুক্লযজুঃ ৩৭ ৪৫)

এই বিয়ৎ (আকাশ) এবং বসুন্ধরা ঘৃতবতী অর্থাৎ প্রদীপ্ত হউন। ইহারা ভুবনাভ্যন্তরবর্ত্তী সমগ্র ভূতের আশ্রয়স্থান। বিশাল, বহুকার্য্যরূপে বিখ্যাত, মধুদোহনশীল এবং সুন্দররূপ বিশিষ্ট এই বিয়দ্বসুন্ধরা সর্ব্বান্তর্য্যামী দেবতার ধারণাশক্তির দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত আছেন, ইহারা চিরস্থির এবং প্রচুর তেজস্বী হউন।

"তেজোঽসি শুক্রমসি" (১ ৩১) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ঘৃত শোধন করা হইয়া থাকে। ঘৃত তেজস্কর ইহা প্রত্যক্ষ, সুতরাং

এতাদৃশ ঘৃত পদার্থে বিরদ্বেস্বন্ধরার তেজঃ প্রার্থনা করা হইয়েছে। তদ্দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হন বলিয়া "ঘৃত অগ্নির তন্তু" ইহাও বলা হইয়াছে, সুতরাং অগ্নিরূপ তেজের উদ্দীপক ঘৃতের নিকটে তেজের প্রার্থনা সঙ্গতই হইয়াছে।

১০। স্বস্তিক :—(মন্ত্র)—"স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥" (শুক্লযজুঃ ২৫.১৯)

প্রভূতযশা ইন্দ্রদেব আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। সর্বদ্রষ্টা পূষা অর্থাৎ সূর্য্যদেব আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। অপ্রতিহত-শক্তি তার্ক্ষ্য দেবতা (গরুড়) এবং দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি আমাদের কল্যাণ বিধান করুন।

কল্যাণের প্রতীক স্বস্তিক পদার্থে তত্তৎ দেবতাগণের নিকটে কল্যাণ প্রার্থনা বিহিত হইয়াছে। এই মন্ত্র যজুর্বেদীয় স্বস্তি-বাচন কার্য্যেও বিহিত হইয়াছে।*

১১। সিন্দূর :—(মন্ত্র)—"সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণম,
হিরণ্যপাবাঃ পশুমাসু গৃভ্নতে।"

যখন সিন্ধু, অর্থাৎ তাঁহার রস উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনি নিম্নে পতিত হন। তিনি রস সেচন করিয়া থাকেন। তৎক্ষণাৎ সুবর্ণাভরণধারী পুরোহিতগণ তাঁহাকে জলে লইয়া যায়। যেরূপ লোকে পশুকে (স্নানের জন্য) জলে লইয়া যায়। (ঋক্ ৯.৮৬.৪৩; সাম ১.৫৬৪, অথর্ব ১৮.৩.১৮)

১২। শঙ্খ :—(মন্ত্র)—"স স্বাদু গো বসুনাম যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম"।

(ঋক্ ৯.১০৮.১৩, সাম ১.১৮২)

যে সোম ধন, দুগ্ধবতী গাভী, অন্ন এবং সুন্দর স্থানযুক্ত গৃহের আনেতা (জনক, উৎপাদক) ঋত্বিগগণ তাহার দ্বারা যজ্ঞ করিতেছেন।

১৩। কজ্জল :—(মন্ত্র)—"অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধুনাভ্যঞ্জতে॥"

(ঋক্ ৯.৮৬.৪৩, সাম-১.৫৬, অথর্ব-১৮.৩.১৮)

ঋত্বিগগণ গব্য ও মধুপ্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের সহিত সোমরস সম্যগ্রূপে মিশ্রিত করিয়াছেন, দেবতাগণ তথাকথিত অভ্যক্তী-কৃত (বিবিধ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত) সোমরস আস্বাদন করিতেছেন।

১৪। রোচনা (গোরোচনা) :—(মন্ত্র) "অধ জ্মো অধবা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অয়া বর্ধস্ব তন্বা গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ"॥ (ঋক্ ৮.১.১৮, শুক্লযজুঃ ১.৫২)

হে ইন্দ্রদেব। ভূপৃষ্ঠ হইতে অথবা স্বর্গ হইতে অথবা দীপ্যমান অন্তরিক্ষলোক হইতে এখানে উপস্থিত হইয়া আপনি আমাদের বিস্তৃত স্তুতি দ্বারা সম্যক প্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন। হে শোভনকর্ম্মন ইন্দ্রদেব। আপনি উৎপন্ন মানবগণকে অভীষ্ট ফলদান দ্বারা পরিপূর্ণ করুন।

'দেবতাগণ স্বেচ্ছাবিহারী এবং সর্কব্যাপী' ইহা এই মন্ত্র দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল, ইহাই এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক। বেদনিরুক্ত-কার মহর্ষি যাস্ক প্রণীত নিরুক্ত গ্রন্থের দৈবতকাণ্ডে দেবতাগণের "বিস্থানব্যাপিতা" ব্যাখ্যা প্রকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১৫। সিদ্ধার্থ :—(মন্ত্র)—"এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ"। (ঋক্ ১.৪৬.১, শুক্লযজুঃ ... ১৭৮)

আমাদের এই প্রিয় উষা ইহার পূর্ব্বে কখন দেখা দেন নাই। ঐ তিনি স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া অন্ধকারসমূহ নাশ করিতেছেন। হে অশ্বিনীকুমার-দেবদ্বয়। আমি আপনাদিগকে প্রচুর স্তব করিতেছি।

১৬। কাঞ্চন :—(মন্ত্র)—"তং দুর্দয় স্বরং দেবা সো দেনমবন্তি দধন্বিরে। দেবদ্বা হব্যমূহিষে"

হে স্তোত্রপটু যজমান। আপনি যজ্ঞাদি কার্য্যে দীপ্যমান প্রসিদ্ধ অগ্নিকে স্তব করুন। স্তুতিকারক ঋত্বিগগণ স্তবাদি দ্বারা দানাদি গুণযুক্ত অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং আপনিও স্তবদ্বারা অগ্নিকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্যে পিষ্টকাদি হবনীয় দ্রব্যসমূহ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করুন। "অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ" এই যাজ্ঞিক সিদ্ধান্ত এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক। নিরুক্তকার মহর্ষি যাস্ক-শাকপূণি প্রভৃতির মতে একই অগ্নিদেবতা পৃথিবী-লোক, মধ্যমলোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষ লোক, এবং উত্তমলোক (দ্যুস্থান) এই স্থানত্রয়ে বিরাজিত। পৃথিবীলোকবিহারী অগ্নির নাম "পার্থিবাগ্নি। অন্তরিক্ষবিহারী অগ্নির নাম "বায়ু" বা "ইন্দ্র" এবং উত্তমলোক-বিহারী অগ্নির নাম "সূর্য্য"। অন্যান্য সমগ্র দেবতা এই অগ্নি-দেবতারই ব্যূহ। ইহাই বেদের অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যায় নিরুক্তবাদী মহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত, সুতরাং সর্বদেবতা অগ্নিমুখে ভোজন করেন বলিয়া "অগ্নির্বৈ সর্বদেবতা" পদে অগ্নি সমস্ত দেবতার বাহন বুঝাইতেছে।

নিরুক্তগ্রন্থে দৈবতকাণ্ডে "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ অগ্নির্বায়ুঃ সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি বাক্যসন্দর্ভে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। কাঞ্চন তেজোবিশেষ, সুতরাং তাদৃশ তেজঃ পদার্থে তেজঃস্বরূপ অগ্নির ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

* কোন পুস্তকে সামবেদীয় "স্বস্তিক" বিষয়ক অধিবাস মন্ত্র এইরূপ—
"স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ। ... " (ঋক্ ৫.৫১.১১, সাম ২.১৭৪)

১৭। রৌপ্য :—(মন্ত্র)—"যদ্ বর্চো হিরণ্যস্য যদ্ বা বর্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চসেন য সংসৃজামসি।"

(আরণ্যসংহিতা ৪ ১০)

স্বর্ণের তেজোদ্বারা, গবাদির তেজোদ্বারা এবং সত্যস্বরূপ বেদের তেজোদ্বারা স্বীয় আত্মাকে উদ্দীপিত করি।

১৮। তাম্র :—(মন্ত্র)—"বণ্মহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি।
মহস্তে সতো মহিমা পনস্য তহদ্ধাদেব মহাঁ অসি।"

(ঋক ৮ ১০১ ১১)

হে সূর্য্য। আপনি তেজোদ্বারা মহান ইহা সত্য। হে অদিতিসুত। আপনি স্বতঃই মহান্ ইহাও সত্য। মহদ্রূপ ও সদ্রূপ আপনার মহত্ব স্তোত্রকারী মহর্ষিগণ কর্তৃক অতিশয় গীত হইয়া থাকে, অতএব আপনি মহত্তের চেয়েও মহান্ "মহতো মহীয়ান"।

সূর্য্যদেবতা সমগ্র তেজের আধার—ইহা "হংসঃ শুচিসৎ" ইত্যাদি হংস ঋক এবং "চিত্রং দেবানামুদগাদনীকম" (ঋক ১ ১১৫ ১) ইত্যাদি ঋকদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। লোহিতবর্ণ তাম্রও ... তেজের প্রতীক ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক।

১৯। চামর :—(মন্ত্র)—"বাত আ বাতু ভেষজম শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ"। (ঋক্ ১০ ১৮৬ ১)

বায়ুদেবতা আমাদের হৃদয়ের উদ্দেশ্যে রোগপ্রশমনকারী এবং সুখকর ঔষধ আনয়ন করুন, আর আয়ু বর্দ্ধিত করুন। বায়ু যে রোগনাশক এবং সুখপ্রদ ইহা প্রত্যক্ষ। "প্রাণায়াম' বায়ুরই প্রক্রিয়া। উক্ত প্রাণায়াম দ্বারা আয়ু বর্দ্ধিত করিয়া সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায় ইহাও প্রত্যক্ষ। [প্রাণায়াম-ক্রিয়া দ্রঃ] চামর বায়ুযন্ত্র বলিয়া বায়ুদেবতার প্রতীক ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক।

২০। দর্পণ :—(মন্ত্র)—"আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতি-ষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবা॥" (ঋক ৮ ৬ ৩০)

যে সময় হইতে দ্যুলোকের উপরে সূর্য্যরূপে এই বৈশ্বানর (অগ্নি) দীপ্তি পাইতেছেন, তাহার পর হইতেই মানবগণ পুরাতন গমনশীল সূর্য্যস্বরূপ উদ্রের নিয়ামক জ্যোতিকে "বাসর"রূপে (দিনরূপে) দেখিতেছে। দিবস যে সূর্য্যরূপ অগ্নির জ্যোতীরূপ ইহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। দর্পণ স্বচ্ছ বলিয়া সূর্য্যপ্রতিনিধি। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই মন্ত্র এইভাবে পঠিত হইয়াছে—

"আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ
পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা
সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি"।

(ছান্দোগ্য ৩.১৭.৭)

২১। দীপ :—(মন্ত্র) –"অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিষি" (সামবেদ—১ম মন্ত্র)

হে অগ্নিদেব। আপনি স্তূয়মান হইয়া চরু পুরোডাশ প্রভৃতি ভক্ষণের জন্য আমাদের যাগে উপস্থিত হউন। সকল দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদানের জন্যও আপনার আগমন আমাদের প্রার্থনীয়। আপনি আগমন করিয়া দেবগণকে আহ্বান করুন এবং এই আস্তৃত কুশে উপবেশন করুন। এখানেও "অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ" এই সিদ্ধান্তে অগ্নি সর্ব্বদেবতার আহ্বান-কর্ত্তা বলা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে "দীপ" বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র দৃষ্ট হয়—

"মনো জূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু।
অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্প্রতিষ্ঠ"॥

(শুক্লযজুঃ ২ ১৩)

২২। প্রশস্তিপাত্র :—(মন্ত্র)—"উশন্নো লোকা ন রোচয়ঃ ইমা-ন্নো লোকা ন রোচয়ঃ। প্রজাভূতমরোচয়ঃ বিশ্বভূতমরোচয়ঃ"॥

হে সূর্য্যদেব। আপনি উদিত হইয়া দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত লোক প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং আপনিই প্রাণিসমূহ ও নিখিল জগতের একমাত্র প্রকাশক। ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যা ও উপাসনারূপ কর্ম্মে সূর্য্যোপস্থান ক্রিয়ায় এই মন্ত্রের অনুরূপ অনেক মন্ত্র শ্রুত হয়, তাহার মধ্যে দুইটী মন্ত্র এখানে উদ্ধৃত হইল—

১—"উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম"। (শুক্লযজুঃ ৭.৪১,)

২—"চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"॥

(শুক্লযজুঃ ৭.৪২)

ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় অধিবাস-মন্ত্র।

১-মহী—"ভূরসি ভূমিরসি অদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ"। (শুক্লযজুঃ ১৩ ১৮)

২-গন্ধ—"গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম"।

(কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় নারায়ণোপনিষৎ)।

৩ শিলা—"প্র পর্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠান্নাবশ্চরন্তি স্বসিচ ইয়ানাঃ।
তা আববৃত্রন্নধরাগুদক্তা অহিং বুধ্ন্যমনু রীয়মাণাঃ॥"

(শুক্লযজুঃ ১০.১৯)

৪-ধান্য—"ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞ-পতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥"

(শুক্লযজুঃ ১.২০ তৈত্তিরীয়সং ১.১৬.১)

৫-দূর্বা—"কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি।
এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥"
(শুক্লযজুঃ ১১.২০, নারায়ণোপনিষৎ)

৬-পুষ্প—"শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি
রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম। ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্ব-
লোকং ম ইষাণ॥" (শুক্লযজুঃ ৩২ ২২)

৭-ফল—"যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতিপ্রসূতা স্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥"
(ঋক্ ১০.৯৭ ১৫, শুক্লযজুঃ ১২ ৮৯)

৮-দধি—"দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥"
(শুক্লযজু ২৩ ৩২)

৯-ঘৃত—"ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥"
(শুক্লযজুঃ ৩৪ ৪৫)

১০-স্বস্তিক—"স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥"
(শুক্লযজুঃ ২৫ ১৯)

১১-সিন্দুর—"সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো
বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বা।
ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥"
(শুক্লযজুঃ ১৭ ৯৫)

১২-শঙ্খ—"প্রতিশ্রুৎকায়া অর্তনং ঘোষায় ভষমন্তায় বহুবাদিন-
মনন্তায় মূকং শব্দায়াড়ম্বরাঘাতং (আডম্বরাঘাতমিতি
বা পাঠঃ) মহসে বীণাবাদং ক্রোশায় তূণবধ্মমব-
রস্পরায় শঙ্খধ্মং বনায় বনপমন্যতোঽরণ্যায় দাবপম্॥"
(শুক্লযজুঃ ৩০ ১৯)

১৩-কজ্জল—"সমিদ্ধোঽঞ্জন্ কৃদরং মতীনাং ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ।
বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো দেবানাং বক্ষি প্রিয়মা সধস্থম্॥"
(শুক্লযজুঃ ২৯ ১)

১৪-রোচনা—"যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি॥" (শুক্লযজুঃ ২৩.৫)

১৫-সিদ্ধার্থ—"রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি (প্রোক্ষয়ামি
ইতি বা পাঠঃ) বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহনো-
ঽবনয়ামি (অবনয়ামি ইতি বা পাঠঃ) বৈষ্ণবান্।
রক্ষোহণৌ বাং বলগহনাবুপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষো-
হণৌ বাং বলগহনৌ পর্যূহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি
বৈষ্ণবাঃ স্থ।" (শুক্লযজু ৫ ২৫)*

১৬ কাঞ্চন—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক
আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"
(শুক্লযজুঃ ১৩৪)

১৭ রৌপ্য—"তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি
প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥" (শুক্লযজুঃ ১.৩১)

১৮ তাম্র—"অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং
হেল ঈমহে। ('হেড' ইতি বা পাঠঃ)
(শুক্লযজুঃ ১৬ ৬, রুদ্রাধ্যায় ২ অনুবাক ৭)

১৯ চামর—"বাতো বা মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিংশতিঃ।
তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জংস্তে অস্মিন জবমাদধুঃ।" (শুক্লযজুঃ ৯ ৭)

২০-দর্পণ—"আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন॥"
(ঋক্ ১ ৩৫ ২, শুক্লযজুঃ ৩৩ ৪৩; কৃষ্ণযজুঃ ৩ ৪ ১১ ২)

২১-দীপ—"অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ (সাম ১ম মন্ত্র)

২২ প্রশস্তিপাত্র"—প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা নুপদসি অনুপদে ত্বা,
তেজোঽসি তেজসে ত্বা।" (শুক্লযজুঃ ১৫ ৮)

অধিবাসন—(ক্লী) [অধিবাসয়তি স্থাপয়তি দেবতা অনেন, অধি-বস-ণিচ্ ল্যুট] অধিবাস, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কার করণ। "সংস্কারো গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ" (অমর ২ ৬ ১৩৬) ২ দেব পূজাদির পূর্বদিনের অনুষ্ঠানবিশেষ। [অন্নপ্রাশন ও দুর্গোৎসব দ্র°]

অধিবাসনা—জৈনদিগের এক দেবতা। ইঁহার ধ্যান নির্বাণ-কলিকা (২২ প) নামক জৈন পুস্তকে পাওয়া যায়। যথা—
"প্রোৎফুল্ল-কমলহস্তা জিনেন্দ্রবরভবন-সংস্থিতা দেবী।
কুন্দেন্দুশঙ্খবর্ণা দেবী অধিবাসনা জয়তি।"

দেবী অধিবাসনা জিনেন্দ্রের উত্তম মন্দিরে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার হস্তে পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমল ধারণ করেন। তাঁহার বর্ণ কুন্দপুষ্প, চন্দ্র এবং শঙ্খের ন্যায় শুভ্র। তিনি সর্বদা জয়যুক্ত হউন।

---

*কোনও পুস্তকে সিদ্ধার্থ বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র দৃষ্ট হয়:—
আপতন্তং সোমেহমরীবস্তং পণঃ।
প্র প্রাত্তারং তবিষ ঢঙ্কং নৌ যেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে"
(শুক্লযজুঃ ৮৩)

অধিবাসিত—(বি) [অধি-বাস সুরভীকরণে কর্ম্মণি ক্ত] সুরভীকৃত। ২ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা কৃত সংস্কার। [অধি-বস নিবাসে কর্ম্মণি ক্ত] ৩ যেখানে বাস করা হইয়াছে।

অধিবাসিনী—(স্ত্রী) এক স্থানে অবস্থিতি করে যে স্ত্রী।

অধিবাসী—(বি) এক স্থানে বাসকারী। (পুং) ২ নিবাসী।

অধিবাহন—(ক্লী) [অধি-বহ ণিচ লুট, বাহয়তি আরোহে...] উপরে চড়া। ২ বাহন। ৩ বাহনে চড় রূপ ক্রিয়ার অন্যথাভাব। ৪ ... অন্য ব্যক্তির অধিকার করে ... অর্থে অব্যয়ীভাব।

অধিবিকর্ত্তন—(ক্লী) [... কৃত ... লুট] ... ছেদন ... 'অধিবিকর্ত্তনম্' (ঋক্ ১০।৮৫।৩৫)

অধিবিদ্য—(অব্য) বিদ্যাকে ... বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। ২ বিদ্যাকে অধিকার করিয়া এই অর্থে অব্যয়ীভাব। ৩ বেদবিদ্যায় উপনিষদের বিদ্যাবিষয়ক বোধ তথা।

অধিবিদ্যা—(স্ত্রী) জ্ঞানোপদেশ। উপায়।

অধিবিন্না—(স্ত্রী) [অধি-বিদ ক্ত কর্ম্মণি] অনূঢ়া। ২ প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী ... তাহারও অধিক স্ত্রী থাকিলে যাহাকে পরে বিবাহ করা হইয়াছে সেই অধিবিন্না। 'অতএব ... পুনঃ ... পুরুষ প্রথম ... পরম স্ত্রী ... করিয়া ... পুনর্ব্বার বিবাহ করে তখন তাহার প্রথম স্ত্রীর ভরণপোষণার্থে ... দিতে হইবে। ... অধিবেদনিক। ... স্ত্রীর ... (মনু) অধিবিন্না স্ত্রী যদি ক্রুদ্ধা হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায় ... তাহা হইলে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিবে ... তাহার পিতামাতার সম্মুখে ... (মনু ৯।৮৩)

অধিবেত্তব্যা—(স্ত্রী) [অধি-বিদ তব্য স্ত্রী] অধিবেদনযোগ্যা।

অধিবেত্তা—(পুং) [অধি-বিদ তৃচ্] একবার বিবাহের পর যে পুনর্ব্বার বিবাহ করে।

অধিবেদ—(পুং) [অধি-বিদ ভাবে ঘঞ্] একবার বিবাহের পর পুনর্ব্বার বিবাহ করা। ২ বেদে এইরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব। ৩ বেদকে অধিকার করিয়া এইরূপ অর্থে অব্যয়ীভাব।

অধিবেদন—(ক্লী) [অধি-বিদ ভাবে লুট] একবার বিবাহের পর পুনর্ব্বার বিবাহ করা। আমাদের শাস্ত্রে অধিবেদন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহের এই কএকটী স্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রাঽর্থঘ্নী চ সর্ব্বদা॥ ৮০
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ৮১
যা রোগিণী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সাঽনুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥ ৮২
অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্রুষিতা গৃহাৎ।
সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসন্নিধৌ॥" ৮৩
(মনু ৯।৮০-৮৩)

স্ত্রী মদ্যপান করিলে, অসচ্চরিত্রা হইলে, স্বামীর প্রতিকূলাচরণ করিলে, রোগ, হিংসাপরায়ণ এবং অর্থ অপব্যয়িনী হইলে স্বামী সেই স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন। প্রথম ঋতুর পর ৮ বৎসরের মধ্যে সন্তান না জন্মিলে সে স্ত্রী বন্ধ্যা-স্বরূপ, এরূপ হলে স্বামী বিবাহ করিতে পারেন। ১০ বৎসরের মধ্যে মৃতপুত্র হইয়া বাঁচে না, সেই দশবৎসর পরে স্বামী বিবাহ করিবেন। কিম্বা যে স্ত্রী কেবল কন্যা প্রসব করে, একাদশ বৎসর পরে স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন। যে স্ত্রী রোগিণী কিন্তু পতির অনুকূল ও সুশীলা, তাহার অনুমতি লইয়া স্বামী বিবাহ করিবে, কিন্তু তাহার অবমাননা করিবেন না। অধিবিন্না স্ত্রী ক্রোধ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহাকে গৃহে বদ্ধ করিবে, পরে তাহার পিতামাতার কাছে পাঠাইয়া দিবে।

অধিবেদনীয়—(বি) [অধি-বিদ অনীয়] একবার বিবাহের পর পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার যোগ্য।

অধিবেত্তা—(পুং) [অধি-বিদ তৃচ্] একবার বিবাহের পর পুনর্ব্বার বিবাহ যে করে।

অধিবেশন—(ক্লী) বৈঠক (Meeting)

অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য জাতিদের সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র সভা, সমিতি ও সঙ্গীতাদির প্রতিষ্ঠানের সভ্যমণ্ডলীর অর্থনৈতিক, ধার্ম্মিক, রাষ্ট্র বা সাম্প্রদায়িক, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতাদি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে অধিষ্ঠান, তাহাকেই নাম অধিবেশন। বিধিনিষেধ, আচার, অনুষ্ঠান ও নিয়মাবলীর সংস্কার, (পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন) নূতন পন্থার প্রবর্ত্তন অথবা কোন প্রসঙ্গের আলোচনা, রসাস্বাদন এবং কৌতুক উপভোগ অধিবেশনের সাধারণ ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। বিপৎকালে, সমাজবিপ্লবে, ধর্ম্মনাশ বিষয়ে, রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ অন্তর্বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণে অধিবেশনের কোন নির্দিষ্ট ক্রম থাকে না। অন্যথায় পর্য্যায়ক্রমে কিংবা দীর্ঘকাল ব্যবধানে এই অধিবেশনের কাল নির্দ্দিষ্ট থাকে। বেদে, পুরাণে রামায়ণ মহাভারতে এইরূপ অধিবেশনের ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাইবে। হিন্দু এবং বৌদ্ধগণের বিবিধ ধর্ম্ম-মত, বড়দর্শনের মতবাদ এইরূপ অধিবেশনে প্রণীত বা অনুমোদিত হইয়াছে। প্রাচীন রোমক, গ্রীক ও মুসলমান জাতির

ইতিহাসে বহু সময়ে বহুবিধ উদ্দেশ্যে বহু অধিবেশন আহ্বানের সংবাদ পাওয়া যায়।

বৃটেনের রাষ্ট্রসভা (Parliament) বসিবার পর হইতে prorogation পর্য্যন্ত সময়কে অধিবেশন বলা হয়। সাধারণতঃ বৎসরে একটী করিয়া অধিবেশন হইয়া থাকে। রাজার ঘোষণার দ্বারা নূতন রাষ্ট্রসভা বসাইবার একটী নির্দ্দিষ্ট দিন বিজ্ঞাপিত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে হাউস্ অব লর্ডস্ এবং হাউস্ অব কমন্স পৃথক পৃথক কক্ষে সমবেত হইলে লর্ডস্ কমিশনারগণ ব্ল্যাক রড্ দ্বারা কমিশন শুনিবার জন্য হাউস্ অব লর্ডসের সম্মুখে কমন্স সভার সভ্যদিগকে ডাকিয়া পাঠান। লর্ড চ্যান্সেলার (Lord Chancellor) তখন সভ্যদিগকে জানান যে সভ্যগণ রাজভক্তির শপথ গ্রহণ করিলে রাজা রাষ্ট্রসভা আহ্বানের কারণ ব্যক্ত করিবেন। নব রাষ্ট্রসভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই কমন্স সভার বক্তা সভাপতি (speaker) নির্বাচিত হন। সভাপতি নির্বাচিত হইলে সভ্যগণ রাজ [illegible] তাঁহাকে রাজার নিকট উপস্থিত হইবার অনুজ্ঞা দেন। তাহার পর হাউস্ অব কমন্সের সভ্যগণ তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করেন। তাহার পর দিবস নির্বাচিত বক্তাকে পুরোভাগে লইয়া সাধারণ সভার সদস্যগণ হাউস্ অব লর্ডসের সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং রাজকীয় অনুমোদন পাইয়া প্রচলিত প্রথানুসারে সাধারণ সভার পক্ষ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের অবিসম্বাদিত অধিকার এবং বিশেষ অধিকার (Rights and privileges) দাবী করেন। এই দাবী স্বীকৃত হইলে বক্তা কমন্স সভা কক্ষে ফিরিয়া যান এবং সভ্যদিগকে কতকগুলি স্বীকারোক্তিসহ শপথ গ্রহণ করিতে বলেন। সেই বক্তাই প্রথমে শপথ গ্রহণ করেন, তৎপরে অপরাপর সভ্যেরা তাঁহার পন্থা অনুসরণ করেন। ইহার পর রাজা রাজকীয় সমারোহে সভায় আগমন করিয়া পার্লামেণ্ট আহ্বানের কারণ জানান। পরে উভয় সভার সদস্যগণ কর্তৃক রাজাকে একটী সম্ভাষণ দেওয়া হয়। এই সম্ভাষণ দুই সভার সদস্যগণ পৃথকভাবেও দিতে পারেন।

এই সম্ভাষণোক্ত বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হইবার পর অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। কারণ এই সম্ভাষণ মন্ত্রিসভার দপ্তর প্রস্তুত হয় এবং এই সম্ভাষণ মন্ত্রি-সভার একটী বিশেষ দলের প্রস্তাব—বিলাতের এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্ম্ম-পদ্ধতির ইঙ্গিত থাকে। অপর দল যাঁহারা সংখ্যান্যূনতার জন্য রাষ্ট্রের কর্ণধার হইতে পারিলেন না, তাঁহারা তাঁহাদের সমালোচনার দ্বারা অপর দলের কার্য্য-পদ্ধতিকে জনসাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। এই সমালোচনা শেষ হইবার পর 'supply' 'ways and means'এর কমিটি গঠিত হয়। ইহার পর আইনের খসড়া, প্রস্তাব এবং 'নকশা' সাধারণ সভায় আলোচিত, গৃহীত কিংবা পরিত্যক্ত হয়। হাউস্ অব লর্ডসে লর্ড চ্যান্সেলার এবং সাধারণ সভায় বক্তা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কোন বিষয় আলোচিত হইবার সময়, যে সভ্য তর্কে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি দাঁড়াইয়া বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একাধিক লোক তাঁহাদের [illegible] করিবার জন্য দাঁড়াইলে সাধারণ সভায় বক্তার নির্দ্দেশে তাঁহাদের কেহ কেহ বাগ্‌দান করিতে পারেন। যাহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। আবার এক নিয়মের বা [illegible] দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন বিষয় [illegible], কিংবা কোন নূতন [illegible] কিংবা কোন সংশোধিত প্রস্তাব হইলে [illegible] যায়। বক্তাদিগকে একএকটী বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিতে হয়। পার্লামেণ্টের কোন [illegible] বা পুনঃপুনঃ [illegible] সম্পর্কে কথা [illegible] অপর, রাজার সম্বন্ধে কিংবা সভার কোন সভ্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত [illegible] করিতে পারেন না। এক সভার সভ্য কর্তৃক অন্য সভা সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাসূচক কোন [illegible] নিষিদ্ধ। এত সত্ত্বেও [illegible] নিয়মভঙ্গকারী সভ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা প্রত্যেক বক্তার আছে।

তর্ক-বিতর্কের ফলে যদি কোন (motion) প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হয়, তাহা হইলে সভার সভ্যগণ পৃথক হইয়া প্রস্তাবের বিপক্ষে কিংবা স্বপক্ষে মত জ্ঞাপন করেন। এই বিভাগ করণের উদ্দেশ্য এই যে ইহার দ্বারা জানা যায় যে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সভ্য সংখ্যা কত এবং তাহারা কাহারা। সভাগৃহের দুই পার্শ্বে দুইটী কক্ষ আছে, যাঁহারা প্রস্তাবের পক্ষে তাঁহারা দক্ষিণ দিকের এবং যাঁহারা বিপক্ষে তাঁহারা বামদিকের কক্ষে গমন করেন। হাউস্ অব লর্ডসে যদি দুই দলই সমান হয় তাহা হইলে পুরাতন নিয়ম অনুসারে প্রস্তাবটী নাকচ হইয়া যায়। সাধারণ সভায় এরূপ হইলে (প্রধান সভাপতি) তাঁহার অতিরিক্ত ভোটের দ্বারা ইহার সমস্যার নিরাকরণ করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ের নিয়ম অনুসারে পার্লামেণ্টে যখন অধিবেশন থাকে তখন সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দিন রাত্রি ১১টার সময় এবং বুধবার বৈকাল ৪ঘটিকার সময় মহাসভার কার্য্যের আরম্ভ হয়। অবশ্য ঘোষণা দ্বারা কোন কোন দিন পার্লামেণ্টের কার্য্য স্থগিতও থাকিতে পারে।

অধিবেশ্মন্—(অব্য) আবাসে, গৃহে। (শিশুপালবধ ৯৭৮)

অধিশ্রপণ—(ক্লী) [অধি-শ্রা-পাকে-ণিচ্ অনট্] পাচন।

অধিশ্রয়—(পুং) [অধি-শ্রি-পাকে অচ্] পাক।

অধিশ্রয়ণ—(ক্লী) [অধি শ্রিঞ্ পাকে লুট্] উনানের উপরে স্থাপন, [illegible] চুল্লীর উপর স্থা[illegible] [illegible] অধিশ্রয়ণাব [illegible] (ঐতিহাসিক)। ২ [illegible] আপন। [illegible] সমাধান করা হয়

([illegible])

[[illegible]]

[illegible]

অধিশ্রয়ণী (স্ত্রী) [[illegible]] [illegible] চুমাল স্বরূপ [illegible]

[illegible]

অধিশ্রয়ণ—(ক্লী) [illegible] ২ পাপ্প [illegible]

অধিষ্ঠ [illegible] ২ [illegible] (বা) [illegible]

অধিষবণ—(ক্লী) [অধিষব [illegible] অধারে [illegible]] [illegible] ২ [illegible] (ফিরুক্ত ১১)। [illegible]

অধিষবণ্য (ত্র) [illegible] ২ [illegible]

'যত্র দ্বাবিব জঘন ধিষবণ্যা কৃতা" (ঋক্ ১।২৮।২)

যাহাতে [illegible] অভিষবণ করা হইয়া থাকে। 'অধিষবণ্য [illegible] অভিষবণফলকে' (সায়ণ)

অধিষ্ঠ—সাত্যাব অনুগ দ্বাদশ দেবতার একজন। ইঁহারা স্বয়ম্ভু মনুর সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬২ ৭২)

অধিষ্ঠাতৃ—(ত্রি) [অধি স্থা তৃচ্] ১ অধ্যক্ষ। ২ নিয়ন্তা। বহন্নেষামধিষ্ঠাতা অন্তিকাদিব পশ্যতি" (অথর্ব ৪।১৬।১) ৩ নিয়মিত কার্য্য হইতেছে কি না তাহার তত্ত্বাবধায়ক। ৪অধিদেবতা।

অধিষ্ঠাত্রী—(স্ত্রী) অধিদেবতা। ২ স্থিতিকারিণী। ৩ আশ্রয় [illegible]। 'সঙ্গ্রামস্যেহধিষ্ঠাত্রী দেবতাসি" (শকু° ৭।১০)

অধিষ্ঠান—(ক্লী) [অধি স্থা লুট্] ১ স্থিতি। "আসীদধিষ্ঠানবত্ [illegible] (ঋক্ ১০ ৮ [illegible]) ২ সমীপ বসান। 'অত্র ধিষ্ঠানং [illegible]' (মেদিনী)। ৩ নগর। "নগরং [illegible] (অমরঃ) ৪ আশ্রয়। ৫ নিয়ন্তৃত্ব ৬ চক্র ৭ প্রভাব। ৮ [illegible] "যদ্বক্ষ্যং [illegible] সমধিষ্ঠানং [illegible]" (অমর [illegible]) "পাঞ্চালাধিষ্ঠান" (ব [illegible]) [illegible] (মনু ২৪)

[illegible]

[illegible] 'বনস্পতে [illegible]"

[illegible] পারস্থানাসন [illegible] (১।১৫)

১৯ [illegible] প্রেতাবাস্থিত।

[illegible]

সগোত্র [illegible] সমন্বিতাঃ ॥" ৪০

([illegible])

১৫ [illegible] পদার্থ [illegible] গুলাভিষেক করিবে

[illegible]

[illegible]

১৬ [illegible] অধিষ্ঠান স্থান [illegible] জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য ভেদে দ্বিবিধ [illegible] নির্দিষ্ট হইয়াছে।

[illegible] জীবচৈতন্যমিত্যাকে, মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মচৈতন্যমিতি পরে।"

(সদাত্মা স্মুতত্ত্বমসি বাক্যার্থ নির্ণয়)

জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য দ্র]

অধিষ্ঠান [illegible] উপর [illegible] থাকে, অর্থাৎ হর্ম্ম্যের শেষ পাদ্ধস্থল—উপপাঠাধিষ্ঠান (Base of the column)। ইহা স্তম্ভরূপ (Shaft of a column) ও উপপীঠ (Pedestal) এর মধ্যবর্ত্তী অংশ।

অধিষ্ঠানের উচ্চতা উপপীঠের তুলনায় নিম্নলিখিত রূপ হইবে—

"অধিষ্ঠানোন্নতে দেশে চোপপীঠং হি সংযুতম্।
যতে তথমধিষ্ঠানং তুঙ্গং তচ্চতুরাংশকম্॥

(মানসার ১৩.২ ৩)

অধিষ্ঠান স্তম্ভবপু ও পাদ (piller) তুলনামূলক উচ্চতা এইরূপ দেখা যায়—

স্তম্ভবপু ও স্তম্ভ চারিভাগে বিভক্ত হইবে, ইহার এক অংশ অধিষ্ঠান থাকিবে। অধিষ্ঠান উপপীঠের সহিত সংলগ্ন থাকিতে পারে, পৃথক্ থাকিতেও পারে। যেখানে অধিষ্ঠান উপপীঠের সহিত থাকিবে সেখানে উপপীঠের উচ্চতা অধিষ্ঠানের উচ্চতার সমান হইবে কিংবা দ্বিগুণ বা তিনগুণ হইবে।

মানসারের মতে উপপীঠের উচ্চতা অধিষ্ঠানের উচ্চতার অংশ হইতে ছয়গুণ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

সুপ্রভেদাগমের সূত্র হইতে ও মানসারের (২১ ১৩) সূত্র হইতে পাওয়া যায় অধিষ্ঠান (Base) পাদের (piller) অর্দ্ধেক।

কখন কখন অধিষ্ঠানের উচ্চতা পাদের উচ্চতার ভিতরই থাকে। (মানসার ১৫ ৯)

গৃহনির্ম্মাণে বহু প্রকার অধিষ্ঠানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসারে ৬৪ প্রকার এবং এই ৬৪ প্রকার অধিষ্ঠান নয়টী ব্যবহারিক শ্রেণীর মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। (মানসার ১৫ অ°)

অধিষ্ঠানপদ—(স্ত্রী) দেবতার পাদপীঠ।

"তস্মাৎ সময়বিধানজ্ঞোহবতার্য্য মন্ত্রদেবতান্।
অধিষ্ঠানপদং ধ্যাত্বা মণ্ডলানাং বিকল্পনম্।"

(গুহ্যসমাজতন্ত্র বজ্রাভিসংবোধিপটল ১৬ অঃ)

এই পাদপীঠপূজা অতিগুহ্য এবং নিম্নোক্ত প্রকার ধ্যান দ্বারা সমাহৃত হয়।

"তাং তাং তচ্ছক্তিকাং প্রাপ্য যোষিতং রূপসুপ্রভাম্।
প্রচ্ছন্নেনায়তেৎ পূজামধিষ্ঠানপদস্মৃতিঃ॥"

(গুহ্যসমাজতন্ত্র ৭ম পটল)

অধিষ্ঠানশরীর—(পুং) সাংখ্যমতে লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীরের মধ্যবর্ত্তী শরীরবিশেষ। ২ মৃত্যুর পর পিতৃলোকে অবস্থিত আত্মার সূক্ষ্মশরীর।

অধিষ্ঠায়ক—(ত্রি) [অধি স্থা ণ্বুল্ যুক্ আগম] অধ্যক্ষ, শাসনকারী।

অধিষ্ঠিত—(ত্রি) [অধি স্থা কর্ম্মণি-ক্ত] অধ্যাসিত, স্থিত। "ত্রিলোক্য কুতোহস্মদধিষ্ঠিতং যয়া" (কুমার) ২ নির্ব্বাচিত। ৩ নিযুক্ত। ৪ পর্য্যবেক্ষিত। ৫ নিয়মপূর্ব্বক সঞ্চালিত।

অধিষ্ঠিত২—(ত্রি) অবস্থিত। পরিবর্দ্ধন কার্য্যে ব্রতী আচার্য্য যে কার্য্য করেন তাহাতে নিযুক্ত।

'অধিষ্ঠিতেহর্দ্ধরাত্র আচার্য্যো গ্রহানুপতিষ্ঠতে।'

(মৈত্রায়ণীয় গৃহ্যসূত্রভাষ্য ২ ১৪ ১০)

অধিসীমকৃষ্ণ—পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের বংশে জাত এক নৃপতি। ইহার পুত্রের নাম নিবক্ষু। ইনি অভিমন্যু হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন। ইহার পিতার নাম অশ্বমেধদত্ত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৯ অঃ)

অধিসোমকৃষ্ণ—পাণ্ডববংশীয় শতানীকের পুত্র। (মৎস্যপুরাণ)

অধিস্ত্রি—(অব্য) স্ত্রী অথবা পত্নীর বিষয়ে।

অধিস্ত্রী—(স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ বা উত্তম নারী।

"বজ্রবাদিস্ত্রধিস্ত্রী (হরিবংশ)

অধিস্নাত—(স্ত্রী) সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বৌষধি, পঞ্চপল্লব ও কুসুমসমৃদ্ধি কর্দ্দি গন্ধদ্রব্য দ্বারা কৃতস্নান। 'অধিস্নাতস্তু নিশায়াং সন্ধঃ পীড়িতসর্ষপতৈলমৌদ্ভবেন স্রুবেং মূর্দ্ধনি চন্দ্র আহুতীর্জুহোতি।' (মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্য ২ ১৪ ২১)

অধিস্পর্শ—(পুং) বেদোক্ত বর্ণের একত্রমিলন। যথা লেশবৃত্তিরধিস্পর্শং শাকটায়নস্য" (অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য ২ ২৪)

অধিহরি—(অব্য) [হরৌ (হরির এই বিভক্ত্যর্থে) অব্যয়ী°] হরিকে অধিকার করিয়া।

অধীকার—(অব) [অধি কৃ ঘঞ] [অধিকার দ্র°]

অধীত—(স্ত্রী) [অধি ইঙ ভাবে ক্ত] অধ্যয়ন। (কর্ম্মণি ক্ত) ২ অভ্যস্ত, কৃতাধ্যয়ন, পঠিত।

অধীতবেদ—(পুং) কৃতবেদাধ্যয়ন, যাহার সমস্ত শাস্ত্র অভ্যস্ত হইয়াছে।

অধীতি—(স্ত্রী) [অধি ইঙ্ ক্তিন] অধ্যয়ন। অধীতীরধ্যগাদয়মধিজীবপুরা অগন" (অথর্ব্ব ২ ৯ ৩) ২ স্মরণ। "অধীতো স্মরণে" (ঋক ২ ৪ ৮ সায়ণ)

অধীতি২—সকল মন্বন্তরে ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট দেবতাভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬১ অঃ)

অধীতিন্—(ত্রি) [অধীতমনেন অধীত ইনি] অধ্যয়নবিশিষ্ট। কৃতাধ্যয়ন, যাহার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে, ছাত্র, যে ছাত্রের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে।

অধীত্য—(ত্রি) অধ্যয়নযোগ্য। "অধীত্যচতুরোবেদান্ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ" (অত্রিস°)

অধীন—(ত্রি) [অধিগতমিনং প্রভুম্, অত্যাদয় স°] আয়ত্ত। "দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ" (মনু ৯ ২৮) ২ বশতাপন্ন। পরবশ। ৩ বাধ্য। ৪ আশ্রিত। "ত্বদধীনা চ নগরী" (রামা° ২ ৭২৫২)

অধীনজন—(পুং) প্রজা।

অধীনতা—(স্ত্রী) অধীনত্ব, বশ্যতা, পারতন্ত্র্য, দাসত্ব।

অধীনানদী—(স্ত্রী) যে নদী প্রধান নদীর গর্ভে আসিয়া পতিত হয়।

অধীমন্থ—[অধিমন্থ দ্র°]

অধীয়ান্—(পুং) [অধি-ই-শানচ্] বিদ্যার্থী। ২ কৃতবেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন, পণ্ডিত।

অধীর—(ত্রি) [ন ধীরম্ ধৈর্য্যান্বিতম্, নঞ্-তৎ] অস্থির, চঞ্চল। ২ কাতর, ব্যাকুল। "লোলং চপলং চটুলং প্রচলং তরলং পরিপ্লবমধীরম্" (হলায়ুধ ৪.১০) ৩ ভীরু। ৪ অস্থিরচিত্ত। ৫ অপণ্ডিত।

অধীর₂—(পুং) [বৈদ্যক] অযোগ্যবৈদ্য। (বৈদ্যকনি°,

অধীরতা, অধীরত্ব—(স্ত্রী-ক্লী) চাঞ্চল্য, চপলতা। ২ ভীরুতা, কাপুরুষতা।

অধীরা—(স্ত্রী) বিদ্যুৎ। ২ মানের অবস্থায় মধ্যা ও প্রগল্ভা নায়িকাবিশেষ। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে—

"তে ধীরা চাপ্যধীরা চ ধীরাধীরেতি ষড়্‌বিধে।
প্রিয়ং সোৎপ্রাসবক্রোক্ত্যা মধ্যাধীরা দহেদ্রুষা।
ধীরাধীরাতুরুদিতৈরধীরা পরুষোক্তিভিঃ।" (সাহিত্যদর্পণ)

অধীরা নায়িকা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভেদে দুই প্রকার। ইহারা মানের সময় নায়কের প্রতি অত্যন্ত কোপ প্রকাশ করে এবং পরুষবাক্য প্রয়োগ, তর্জ্জন গর্জ্জন ও তাড়না করিয়া থাকে।

"যদ্যপি অধীরা হয়্যা, গালি দিলা কটু কয়্যা,
তবু থাকিলাম সয়্যা, না সয়্যা কি করিব ?
তুমি প্রাণ তুমি ধন, তোমা বিনা অন্য জন,
যদি জানে মোর মন, পরীক্ষা আচরিব।
রুষ্ট হলে কটু কও, তুষ্ট হলে কোলে লও,
আমা বিনা কারো নও এই গুণে তরিব।
ছল ছুতা মিছা সাঁচা, না জানি বিস্তর প্যাঁচা,
প্রাণেশ্বরি প্রাণ বাঁচা নহে আজি মরিব।"
"বিনা দোষে দাও গালি, মাখে কলঙ্কের ডালি,
মুখে যেন চুণকালী কিসে মুখ চাহিব।
হয়েছি তোমার প্রভু, কত দোষ পাই তবু,
গালি নাহি দেহ কভু কত গালি খাইব।"

কবি ভারতচন্দ্র রায় উক্ত কবিতায় প্রথমটী জ্যেষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টী কনিষ্ঠা নায়িকার উদাহরণস্বরূপ লিখিয়াছেন।

অধীবাস—(পুং) [অধি-বস আচ্ছাদনে ঘঞ্] আবরক, মহাকঞ্চুক। "উপরি সর্ব্বতঃ সংছাদনেনেত্যধীবাসো মহাকঞ্চুকঃ।" (কাত্যায়ন)

অধীশ—(ত্রি) [অধিক ঈশঃ, প্রাদি স°] অধিপতি। ২ সার্ব্বভৌম। ৩ প্রভু। ৪ মহারাজ চক্রবর্ত্তী। ৫ কাম। "অধীশঃ স্যাৎ প্রভৌ কামে" (প্রাণতোষিণী)

অধীশমন্ত্র—(পুং ক্লী) মন্ত্রবিশেষ।

"তদূর্দ্ধ্বেহহরকবলে পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মেলয়েৎ।
নামগোত্রাবসানং চ পিতৃমন্ত্রং পুরোদিতম্॥
অধীশমন্ত্রং তদন্ত স্বধায়ি ব্রহ্ম বৈ পদম্।
নমস্কারান্বিতেনৈব মুক্তেবং ভাবয়েত্ততঃ॥"

(জয়াখ্যসংহিতা ২৩ পটল)

অধীশ্বর—(ত্রি) [অধিকঃ ঈশ্বরঃ, প্রাদি স°] রাজা। ২ প্রভু। ৩ অধিপতি। ৪ সার্ব্বভৌম।

অধীশ্বর₂—একজন প্রাচীন রাজা। বিশালনগরীর রাজা বিশাল গয়াতীর্থে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিয়া স্বীয় পিতামহ অধীশ্বর নরপতিকে অবীচি নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন। (বরাহপু)

অধীষ্ট—(ক্লী) [অধি-ইষ্ ভাবে-ক্ত] সৎকারপূর্ব্বক নিয়োগ, সৎকারপূর্ব্বক ব্যাপার। "বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণাধীষ্টসম্প্রশ্নপ্রার্থনেষু লিঙ্।" (পা ৩.৩.১৬১) পাণিনির এই সূত্রে ভট্টোজিদীক্ষিত অধীষ্ট শব্দের অর্থ সৎকারপূর্ব্বক ব্যাপার এইরূপ লিখিয়াছেন—আদরপূর্ব্বক প্রেরণা। যেমন, গুরুকে কেহ শিষ্টাচারপূর্ব্বক বলিতেছেন 'পুত্রমধ্যাপয়েৎ ভবান্।' মহাশয় আমার ছেলেটীকে পড়ান। (ত্রি) [কর্ম্মণি ক্ত] সৎকারপূর্ব্বক নিয়োজিত।

অধীষ্ট₂—প্রতি মন্বন্তরে প্রজাসিসৃক্ষু ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন মন্ত্রময় শরীরবিশিষ্ট যে দেবগণসমূহ আবির্ভূত হন, তাঁহাদের অন্যতম। [ব্রহ্মাণ্ডপু ৬৭ অ°]

অধুত, অধূত—(ত্রি) [ধূঞ্ কম্পনে কর্ম্মণি ক্ত, ন ধুতং নঞ্-তৎ] অকম্পিত।

অধুনা—(অব্য) [ইদম্ ধুনা ইদমোঽশ্ভাবো ধুনা চ প্রত্যয়ঃ] এই শব্দটী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। ইদানীং, আজি কালি, এ কালে। "শশ্বদ্বৈতদারা নাধুনোপজ্ঞাতম" (শতপথব্রা°৩ ৩.৪ ১৯)

অধুনাতন—(ত্রি) [অধুনা ট্যুল্ তুট্ চ] এখনকার। [ইদানীংভব] ইদানীন্তন, এতৎকালীন। "যদ্ব্রহ্ম-সনাতনা যে চাধুনাতনা ইতোতৎ" (শতপথব্রা° ৭.১ ১.২)

অধূমক—(পুং) [নাস্তি ধূমো যত্র কপ্ বহুব্রী] ধূমশূন্য।

অধুর—(ত্রি) [নাস্তি ধূঃ ভারো যস্য অচ্ বহুব্রী] ভারশূন্য।

অধৃত—(পুং) [ন ধৃতঃ] যিনি সকলকেই ধারণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ ধারণ করে না অর্থাৎ পরমেশ্বর। ২ বিষ্ণু। বিষ্ণুর সহস্রনাম-মধ্যে অধৃত শব্দ পঠিত হইয়াছে। [ন ধৃতম] (ত্রি)। ৩ অকৃতধারণ বস্তু, যাহা ধারণ করা হয় নাই।

অধৃতি—(স্ত্রী) [ন ধৃ-ক্তিন্, অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ধৈর্য্যাভাব, ধারণাভাব। "লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা" (মনু ১২.৩৩)

অধৃষ্ট—(ত্রি) [ধৃষ্ প্রাগল্ভ্যে-ক্ত] লজ্জাশীল। [ধৃষ্ অভিভবে ক্ত ধৃষ্ট, ততো নঞ্-তৎ] ২ অনভিভূত। 'যস্য নো 'মিত্রাবরুণাবধৃষ্টমিতি" (ঋক্ ৮।৬৭।২) ৩ অহিংসিত। "হতাস পসবোহধৃষ্টাঃ (ঋক্ ৬।৫০।৪)

অধৃষ্ট২—সাবর্ণিমনুর অন্যতম পুত্র। (ব্রহ্মপু)

অধৃষ্টতা—(স্ত্রী) লজ্জাশীলতা, অপ্রগল্ভতা।

অধৃষ্য—(ত্রি) [ন ধৃষ্যম, নঞ্ তৎ] অনভিভবনীয়, অধর্ষণীয়, যাহাকে পরাভব করা যায় না। 'অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈ রিবার্ণবঃ" (রঘু ১।১৬) ২ অপ্রগল্ভ, লজ্জাশীল।

অধৃষ্যা—(স্ত্রী) [ন-ধৃষ সংজ্ঞায়াং ক্যপ] যাহাতে স্নানে পাপ নষ্ট হয় না এতাদৃশ নদী বিশেষ। (মেদিনী)

অধে—(দেশজ) অর্দ্ধেক, পাতালে।

অধেক—(দেশজ) অর্দ্ধেক।

অধেনু—(স্ত্রী) [ন ধেনুঃ, নঞ্ তৎ] দোহনশূন্য গাভী, যে গাই দোহা হয় না। "অধেনুং দস্রা স্তর্য্যং (ঋক্ ১।১১৭।২০)

অধেয়—(ত্রি) [ন ধা যৎ] ধারণাযোগ্য।

অধেবাড়—গুজরাটের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সহর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ মালেশ্বরী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এখানকার জাজদিয়া-হনুমানের মন্দির এবং শুক চেল নী পাদুকা সোমনাথযাত্রীর অবশ্য দ্রষ্টব্য। এই স্থান পঞ্চতীর্থের অন্তর্গত। সোমনাথমন্দিরে গমন করিতে যথাক্রমে অধেবাড়, নিষ্কলঙ্ক মহাদেব (হাথপের নিকটস্থ), গোপনাথ, মহত গোপনাথ এবং পিপ বাস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ এই পঞ্চতীর্থ দর্শন করার বিধি আছে। জাজদিয় নামক এক প্রাচীন ও পরিত্যক্ত গ্রামের নিকটে অবস্থিত বলিয়া এখানকার হনুমানমন্দিরের ঐ নাম হইয়াছে।

অধোঅক্ষ—(ত্রি) [অক্ষস্য অধস্তাৎ] গাড়ীর ব্যাপক, যাহা ধুরী অথবা গাড়ীর নীচে সংলগ্ন হয়। (অব্য) ধুরীর নিম্নে।

"অধোঅক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ" (ঋক্ ৩।৩৩।৯)

অধোই—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভুকসা জাতির একটী বিভাগ [ভুকসা দ্র]

অধোই২—কচ্ছপ্রদেশস্থ একটী শহর। ইহা মোর্ব্বি তালুকে অবস্থিত ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। একটী ছোট পাহাড়ের উপর এই শহর অবস্থিত। এখানে তুলার কারবার হয়। শহরের এক ক্রোশ উত্তরে পাহাড়ের গায়ে খোদিত কএকটী ছোট ছোট গুহা বর্ত্তমান। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় এক সহস্র।

অধোংশুক—(ক্লী) [অধরম্ অংশুকম্ অধর-প্রথমার্থে অসি অধরস্য অধাদেশঃ] পরিধান-বস্ত্র।

অধোহক্ষ—(ক্লী) [অধম্ অক্ষম যত্র, অসি বহুব্রী] চবিধ।

অক্ষের অধোমার্গ, অর্থাৎ যে রথ যুক্ত থাকে তাহার নিম্নপথ "দক্ষিণস্তু (চবিধ নেস্তু) অধোক্ষং প্রাকা মিক্ষামন্তি। (কাত্যা শ্রৌত' ১২।৪।১৪)

অধোক্ষজ—(পুং) [অক্ষ ২ ইন্দ্রিয় ৎ জায়তে জন-ড, ৫ তৎ, অক্ষজং প্রত্যক্ষজ্ঞানং তদধঃ হীনং যস্য বহুব্রী অধর প্রথমার্থে অসি অধাদেশশ্চ] ইন্দ্রিয়ের অযোগ্য। ২ যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না অর্থাৎ বিষ্ণু। [অধঃকৃতং তিরস্কৃতম ইন্দ্রিয়জ্ঞানং যেন, বহুব্রী] শ্রিতে স্বয়

"তেনাহমজ্ঞং ত্রিক্রমণ ভাবিতমধোক্ষজম।
চর্ম্মণা কিম সচ্চ সর্ব্বদেবম হবিয়॥
(ভাগবত ৮।১৪।৮)

[সনিয়ন্য তং অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়সামর্থ্যং যেন সঃ] জীবগোস্বামিকৃত বৈষ্ণবতোষণীটীকায় (ভা ১০।১৪।২) আছে—যে সকলের স্রষ্টা ভগবান স্ব স্বতঃ কর্তৃত্ব ও নিয়ামকত্ব ধর্ম্ম পরিচালনা করিয়া সকল জীবের ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক নিয়ন্তা করিয়াছেন, তিনি অধোক্ষজ।

সনাতনগোস্বামী উক্ত শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীটীকায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নারদ মাহাত্ম্য হইতে এক শ্লোক উদ্ধার করিয়া 'অধোক্ষজ' শব্দের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন

"অধোহনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা।
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেশধারিণা॥
পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা।
বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে।
দদৃশুর্নিহতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ
পুনর্জাতোহয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ তট্টীকাকারৈঃ অধঃ শকটস্যাধঃ পুনর্জাত ইবেত্যধোক্ষজঃ।'

মহাকায়া, মহাবলা, ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি, শকুনীবেশধারিণী নীচপ্রকৃতি পূতনা রাক্ষসী জনার্দ্দনকে বিষলিপ্ত স্তন পান করাইবার সময় শকটে বিচরণকারী কৃষ্ণ শকটের অধোদেশে শয়ন করিয়া রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন। বনে গোচারকগণ তথায় রাক্ষসীকে নিহত দেখিয়া বলিয়াছিল—এই বালক পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। অতএব ইনি অধোক্ষজ বলিয়া কথিত হন।

টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অধঃ অর্থাৎ শকটের অধে যেন পুনঃ জাত হইয়াছেন, অতএব—অধোক্ষজ।

শকটের ভারবাহিতারূপ অসুরশক্তি অর্থাৎ শকটাসুর নিহত হইলে বালকৃষ্ণ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত হইয়া যিনি নিবাস করেন, তিনি অধোক্ষজ

প্রত্যক্ষের অতীত পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজ। অধোক্ষজ স্বতঃকর্তৃত্ব ও শক্তির প্রকাশক শব্দ আছে, কিন্তু অপরোক্ষে তাহা নাই।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ তত্ত্বের অধীন। কিন্তু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাসনার অতীত অহৈতুকী অকৈতবভক্তি এক অধোক্ষজ-তত্ত্বেই প্রযোজ্য। ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম্ম অধোক্ষজ-সেবাময়। অধোক্ষজ অর্থে নারায়ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণু। অধোক্ষজ শব্দ হইতেও অপ্রাকৃত শব্দের অধিকতর চমৎকারিতা ও উন্নততর তাৎপর্য্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে অধোক্ষজ শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। (ভা° ১।২।৬, ।৭, ৪।১২।২১, ৫।১৪।১২)

অধোক্ষজ,—অধোক্ষজ হিন্দুদিগের এক দেবতা। তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম থাকে বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে অধোক্ষজ বিষ্ণুরই রূপান্তর। ইঁহার ধ্যান মেরুতন্ত্র (৬০৫) এবং শ্রীতত্ত্বনিধি (প ৫২) নামক দুইখানি পুস্তকে পাওয়া যায়। মেরুতন্ত্রের ধ্যান যথা—

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম-পাণিং পীতাম্বরাবৃতম্।
মধ্যপ্রায়ং সুরুচিরং গরুড়াসং সংস্থিতম্।
বাসুকিপ্রমুখৈর্নাগৈঃ সেবিতং রময়া যুতম্॥

অধোক্ষজ চতুর্ভুজ এবং চারিটী হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন, তাঁহার বস্ত্র পীত এবং তাঁহার অঙ্গ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শরীর সুন্দর শোভাবিশিষ্ট। তিনি গরুড়ের উপর রমার সহিত একাসনে বসিয়া থাকেন, এবং বাসুকি প্রভৃতি নাগেরা তাঁহার সেবা করে।

শ্রীতত্ত্বনিধিতে দেখা যায়, যে তাঁহার হস্তের প্রহরণগুলি নীলবর্ণ এবং তাঁহার শরীরও নীলবর্ণ। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে অধোক্ষজের বাম ঊর্দ্ধ করে শঙ্খ, বাম অধঃকরে চক্র, দক্ষিণ অধঃকরে পদ্ম এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধ করে গদা।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে এক মূর্ত্তিপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, ইহার দক্ষিণের উপরের হাতে গদা ও নিম্নহাতে পদ্ম এবং বামদিকের উপরের হাতে শঙ্খ ও নিম্নের হাতে চক্র থাকে।

বিষ্ণুর মূর্ত্তিতে যদি ঠিক প্রহরণগুলি এইভাবে বিন্যস্ত হয় ও তিনি রমার সহিত থাকেন, এবং মূর্ত্তি যদি সর্পবেষ্টিত হয় তবে তাহাকে অধোক্ষজের মূর্ত্তি বলিয়া চিনিতে হইবে।

অধোগত—(ত্রি) [অধস্-গম-ক্ত] নিম্নস্থানপতিত। ২ নিমগ্ন। (পুং) ৩ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ।

অধোগতি—(স্ত্রী) [অধরস্মিন্ নরকাদৌ গতিঃ] মন্দগতি। ২ নরক গমন। "শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্" (মনু ৩।১৭) ৩ নিম্নদিকে গমন। [অধো হইতেছে গতির্যস্য] (ত্রি) ৪ অধোদিগ্‌গামী। ৫ নরকগামী। "নপং বিষ্ঠাদধো গতিম্" (মনু ৮।১০৯)

অধোগমন—(ক্লী) নিম্নগমন। ২ অবনতি। ৩ দুর্দ্দশা।

অধোগামিন্—(ত্রি) [অধরস্মিন্ গচ্ছতীতি গম ণিনি] নরকগামী (স্ত্রী) ২ অধোগামিনী

অধোঘণ্টা—(স্ত্রী) [অধস্তাৎ আরভ্য ঘণ্টেব] অপামার্গ, আপাঙ আপাঙের শীষের নীচে হইতে ঘণ্টার মত ফল ধরিয়া থাকে তজ্জন্য ইহাকে অধোঘণ্টা কহে।

অধোঽঙ্গ—(ক্লী) নিম্নাঙ্গ। ২ গুহ্যদেশ।

অধোজানু—(ক্লী) [জানুনো অধস্তাৎ] জানুর নিম্নভাগ। "অধো জানুভ্যাং কুর্য্যাৎ" (শতপথব্রা ৮।৩।২)

অধোজিহ্বিকা—(স্ত্রী) [অধস্ জিহ্বা অল্পার্থে কন্, কন্যা] তালুমূলের ক্ষুদ্র জিহ্বা। আলজিভ।

অধোদারু—(স্ত্রী) [অধরং দারু, অধর প্রথমার্থে অস।] কবাটের গোবরাট, চৌকাঠের নিম্নে যে কাঠ থাকে।

অধোদিশ—(স্ত্রী) [অধরা দিশ্] দক্ষিণ দিক।

অধোদৃষ্টি—(ত্রি) [অধঃ স্থিতা দৃষ্টির্যস্য] যোগাভ্যাসের সময় যিনি কেবল নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি সংযোজিত করিয়া রাখেন [যোগ শব্দ] ২ (স্ত্রী) নিম্নদৃষ্টি। (ত্রি) ৩ নিম্নদৃষ্টিযুক্ত। "অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ" (মনু ৪।১৯৬)

অধোদেশ—(ক্লী) নিম্নস্থান।

অধোদ্বার—(ক্লী) [বৈদ্যক] গুহ্য। ২ যোনি। (চর)

অধোঽধস—[অধস্ অধস্তাৎ সামীপ্যে দ্বিত্বং] সমীপে অধঃপ্রদেশে। "নবানধোঽধো বৃহতঃ পয়োধরান্" (মাঘ ১।৪) মল্লিনাথ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—'অধোঽধঃ সমীপাধঃপ্রদেশে। — দ্বিতীয়াম্রেড়িতান্তেষু ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে।" (সি° কৌ)। দ্বিরুক্ত অধস্ প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া হয়। এজন্য অধোঽধো যোগে মাঘের উক্ত শ্লোকেও তাই পয়োধরান পদটী দ্বিতীয়ান্ত হইয়াছে।

অধোনিবাসী—(ত্রি) পাতালবাসী।

অধোপাত—(দেশজ) অধোগতি। 'তুমি অধঃপাতে যাও' অর্থাৎ তোমার মন্দগতি হউক। চলিত কথায় এখানে বিসর্গ লোপ করা যায়। বস্তুতঃ অধঃপাত এই রূপ হইবে।

অধোপহাস—(পুং) [অধোভাগস্থ মদনালয়স্থ উপহাসঃ] এটী বৈদিক শব্দ বলিয়া সন্ধি হইয়াছে,নচেৎ লৌকিকে 'অধ উপহাস' বিসর্গের লোপের পর এই প্রকার রূপ হইয়া থাকিত। স্ত্রীলোকের অধোভাগের যোনির উপহাস।

অধোপুর—(দেশজ) পাতাল।

অধোভক্ত—(ক্লী) [অধরং ভক্তং যস্মাৎ অধরঃ পরং ভক্তমরং যেন বা বহুব্রী] অন্ন ভোজনের পর যে জল পান করা হয়। "অধোভক্তং নাম যদ্ভুক্তান্তে পীয়তে" (সুশ্রুত ২৫৫৪ ১৯) ২ অন্ন ভোজনের পর সেবনীয় ঔষধ।

অধোভব—(ত্রি) নিম্নস্থান-জাত, নীচ।

অধোভাগ—(পুং) [অধরো ভাগঃ, কর্ম্মধা°] নিম্নভাগ। "পূর্ব্বভাগো গুরুঃ পুংসামধোভাগস্তু যোষিতাম" (সুশ্রুত ১.২০৮.৭)

অধোভাগদোষহর—(ত্রি) [বৈদ্যক] শরীরের নিম্নভাগের রোগ নষ্টকারী।

অধোভাগহর—(ক্লী) [বৈদ্যক] বিরেচন কর্ম্মে হিতকর।

অধোভুবন—(ক্লী) [অধরং ভুবনম্ লোকঃ, কর্ম্মধা°] পাতাল। এই পৃথিবীর নীচের ভুবন। [ভূগোল দ্র°]

অধোভূমি—(স্ত্রী) নিম্নভূমি। ২ পর্ব্বতের নিম্নভূমি।

অধোমর্ম্ম—(ক্লী) [অধরং মর্ম্ম, কর্ম্মধা°] গুহ্যদ্বার।

অধোমার্গ—(পুং) নিম্নপথ। ২ গুহ্যদ্বার।

অধোমুখ—(ত্রি) [অধোঽবনতং মুখং যস্য, বহুব্রী] লজ্জাদিতে যাহার মাথা হেট হইয়াছে, যে অপ্রতিভ হইয়াছে, অধোবদন। "অধোমুখৈরূর্দ্ধমুখৈশ্চ পত্রিভিঃ" (রঘু ৩ ৫৭)
২ অনঙ্গমূললতা। ৩ জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত কতকগুলি নক্ষত্রের নাম অধোমুখ। যথা—মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা। ভূমি খনন এবং বিস্তারম্ভবিষয়ে এই কএকটী নক্ষত্র প্রশস্ত। (স্ত্রী) ১ অধোমুখী বা অধোমুখা—গোজিহ্বা লতা। ৫ অনন্তমূল।

অধোমুখজননশান্তি—শৌনক-রচিত একখানি দীধিতি।

অধোযন্ত্র—(ক্লী) [বৈদ্যক] বকযন্ত্র।

অধোরাম—(পুং) [অধোভাগে রমতে যেন স রামঃ শুক্লঃ] অধোভাগে শুক্লবর্ণ।

"অধোরামঃ সাবিত্রো বারুণঃ" (শুক্লযজুঃ ২৯ ৫৮)

অধোলম্ব—(পুং) লম্ব, এই সরল রেখা অপর সরল রেখার উপর দণ্ডায়মান হইলে সন্নিহিত কোণ দুইটী পরস্পর সমান হয়। (Perpendicular)। ২ পাতাল।

অধোলোক—(পুং) [কর্ম্মধা] পাতাল। অধোভুবন।

অধোবদন—(ত্রি) হেঁটমুখ।

অধোবদনা—(স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষ।

অধোবন্ধন—(স্ত্রী) চর্ম্মবন্ধনবিশেষ, চর্ম্মপেটী।

অধোবর্চ্চস্—(ত্রি) [অধোগামি বর্চ্চঃ জ্যোতির্যস্য, বহুব্রী] যাহার জ্যোতি নিম্নদেশগামী। "ব্রবীম্যধোবর্চ্চসঃ" (অথর্ব ৫.১১.৬)

অধোবর্ণ—(পুং) জল।

অধোধাতাবরোধোদাবর্ত্ত—(পুং) উদাবর্ত্ত-রোগবিশেষ। এই রোগ বায়ু অবরোধ হইলে উৎপন্ন হয়।

অধোবায়ু—(পুং) [অধোগামী বায়ুঃ] অপানবায়ু। যে বায়ু দেহের অধোভাগ দিয়া নির্গত হয়। বাতকর্ম্ম। "ক্ষুতং তথো ধ্বগমনে কৃত্বাপে জপমুৎসৃজেৎ।" (তন্ত্রসার)

অধোবিন্দী—(Herpestis Monnenia) ব্রাহ্মী। জলনিম্ব। ইহার হিন্দী নাম শ্বেতচামনী। খাল, বিল, নদী ও পুষ্করিণীর ধারে ভিজা মাটীতে এই ক্ষুদ্র শাক জন্মে। ইহার পাতা ছোট ছোট, গাছের অবয়ব অনেকটা বড় সুনীর মত, রস তিক্ত। কাস রোগে ও স্নায়ুরোগে এ দেশের বৈদ্যেরা এই শাকের বিশেষ আদর করেন। এন্সিলি বলেন, কোষ্ঠবদ্ধের পর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ব্রাহ্মীর রস খাওয়াইলে বিলক্ষণ উপকার করে। বরসর্গ বলেন যে, পেট্রোলিয়মের সঙ্গে ব্রাহ্মীর রস মিশ্রিত করিয়া অস্থিবাতের উপর মর্দ্দন করিলে ফুলা ও বেদনা থাকে না। কিন্তু ফার্মে কোপিয়ার সে মত নহে। অন্যান্য ডাক্তারদের বিশ্বাস এই যে, বাতরোগে বেদনাস্থলে পালিস করিলে যতটুকু উপকার হয়, সে কেবল পেট্রোলিয়মের গুণে, ব্রাহ্মীর রসে কিছুই ফল হয় না। [অন্যান্য বিবরণ ব্রাহ্মী শব্দে দ্র]

অধোবিন্দু—ভূপৃষ্ঠস্থ একটী দেশ হইতে লম্ব উত্তোলন করিলে ঐ লম্ব গোলে যে স্থানে সংলগ্ন হইবে তাহার নাম খস্বস্তিক বা খমধ্য zenith। ঐ লম্ব অধোদেশে বৰ্দ্ধিত করিলে খস্বস্তিক হইতে ১৮০ অংশ অন্তরে গোলে যে স্থলে সংলগ্ন হইবে তাহার নাম অধঃস্বস্তিক বা অধোবিন্দু (Nadir)।

অধোবেক্ষী—(ত্রি) হেঁটমুখী।

অধোঽশ্ব—(অব্য) অশ্বের নিম্নে।

অধোস্রপিত্ত—(ক্লী) [বৈদ্যক] রক্তপিত্তরোগবিশেষ। এই রোগে গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয়। [রক্তপিত্ত দ্র°]

অধ্যংস—(ত্রি) স্কন্ধোপরি স্থব স্থিত। "তস্যাধ্যংসৌ পাণাকৃত্য (আশ গৃহ্যসূ ১.২০)

অধ্যক্ত—(ত্রি) সুসজ্জিত।

অধ্যক্ষ—(ত্রি) [অধিগতোঽক্ষম্ অত্যা° তৎ। অধিগতং সর্ব্ববিষয়ে দত্তমক্ষি যেন, অত্যা° বহুব্রী] যিনি সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। ২ কর্ম্মের প্রধান সম্পাদক, প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। [অধি-অক্ষি-অচ্] ৩ ব্যাপক। [অধিগতম অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্, অত্যা তৎ] ৪ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়গোচর। (পুং) ৫ ক্ষীরিকা বৃক্ষ। ৬ ন্যায়মতে—প্রত্যক্ষ। প্রত্যয়বিষয়।

অধ্যক্ষ[২]—যাহারা নিজে (স্বচক্ষে) কোন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন বা করিতেন তাঁহাদের নাম অধ্যক্ষ। যাগযজ্ঞাদি কার্য্যেই বোধ হয় অধ্যক্ষদের প্রথম নিয়োগ হয়। বিচারের

জন্য অধ্যক্ষেরা নিযুক্ত হইতেন। কাঠকসংহিতায় উহার উল্লেখ আছে। (২১৪)

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সময় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যভার এক একজন অধ্যক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইত। রাজা বা সম্রাটের অধীনে অমাত্যাদি উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকিতেন। উঁহাদের অধীনে অধ্যক্ষদের স্থান ছিল। নিম্নলিখিত অধ্যক্ষদের নাম উল্লেখযোগ্য—

আকরাধ্যক্ষ—ধাতু ও খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনের তত্ত্বাবধান করিতেন। সমস্ত দ্রব্যের আকর তখন রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত।

সুবর্ণাধ্যক্ষ—সুবর্ণের উৎপত্তি, সংগ্রহ ও রাজকোষে অর্পণের ভার লইতেন।

সৌবর্ণিক—পৌরজানপদদের অলংকারাদি প্রস্তুত করাইতেন।

লোহাধ্যক্ষ—তাম্র-লৌহাদি ধাতুর উত্তোলন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন।

লক্ষণাধ্যক্ষ ও রূপদর্শক—প্রচলিত মুদ্রার প্রণয়ন ও পরীক্ষণের ভার প্রাপ্ত।

খন্যধ্যক্ষ—মুক্তা ও শঙ্খের সংগ্রহের ভার খনির অধ্যক্ষের হস্তে ছিল।

লবণাধ্যক্ষ লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

পৌতবাধ্যক্ষ—বাজারে প্রচলিত তুলাদণ্ড, ওজন ও মাপের তত্ত্বাবধান করিতেন।

শুল্কাধ্যক্ষ—পণ্যদ্রব্যের উপর রাজশুল্ক আদায় করিতেন। পরবর্ত্তী কালে শৌল্কিকেরা এই কার্য্য করিতেন।

পণ্যাধ্যক্ষ—পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর পরিদর্শন করিয়া শুল্কাদির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেন। যাহাতে পণ্য বাহুল্য হইয়া মূল্য হ্রাস না হয় অথবা ক্রেতাকে কেহ প্রবঞ্চনা না করে তাহাও ইহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল।

মুদ্রাধ্যক্ষ—এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে হইলে বা অসময়ে বা রাত্রিতে বাহির হইতে হইলে তখন ছাড়পত্র লইতে হইত। মুদ্রাধ্যক্ষ এই বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন

অশ্বাধ্যক্ষ, গোধ্যক্ষ ও হস্ত্যধ্যক্ষ—ইঁহারা যথাক্রমে রাজার অশ্ব, গোমহিষাদি ও হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় দেখিতেন।

সৈন্যবিভাগেও বহু অধ্যক্ষ থাকিতেন। পত্ত্যধ্যক্ষ ও রথাধ্যক্ষ—পদাতিসৈন্য ও রথীদের তত্ত্বাবধান করিতেন।

নাবধ্যক্ষ—ইঁহার হস্তে রাজার নৌকা ও বন্দরের ভার থাকিত। পারাপারের শুল্ক গ্রহণ ইহার কর্মচারীরা করিতেন। জলপথে পলায়মান দস্যু তস্কর ও জলদস্যুদের দমনও এই কর্মচারীর হস্তে থাকিত।

নাগরিকাধ্যক্ষ—এই কর্মচারী রাজধানী ও নগরগুলির নাগরিকদের তত্ত্বাবধান করিতেন।

সুরাধ্যক্ষ—সেই যুগে মদ্য পানের বহুল প্রচার ছিল। মদ্য প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়ের উপর রাজকর ছিল। সুরাধ্যক্ষ এই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

সূত্রাধ্যক্ষ—ইঁহার হস্তে বয়নশালার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল।

সীতাধ্যক্ষ—রাজার নিজের জমির চাষের তত্ত্বাবধান করিতেন।

সূনাধ্যক্ষ—মাংস বিক্রয় ও তজ্জন্য পশু-হত্যার তত্ত্বাবধান করিতেন। দূষিত বা পর্য্যুষিত মাংস বিক্রয় করিলে তখন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

সংস্থাধ্যক্ষ—দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। নূতন বলিয়া পুরাতন দ্রব্য বেচিলে বা অন্য উপায়ে বঞ্চনা করিলে ইনি দণ্ড দিতেন। কোন নূতন দোকান খুলিতে হইলে ইঁহার অনুমতি লইতে হইত।

এইরূপ বহু অধ্যক্ষের নাম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী ও উঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির কথা লইয়াই অর্থশাস্ত্রের 'অধ্যক্ষ-প্রচার' নামক অধ্যায় লিখিত হইয়াছে। অধ্যক্ষদের নামগুলি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ঐ প্রাচীন যুগেই ভারতের হিন্দুরা রাজ-শাসনের দায়িত্ব বুঝিতেন ও কিরূপে প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৰ্দ্ধিত করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতেন। উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়গণ যে সমস্ত রাজকীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের দিকে মন দিয়াছেন, তাঁহারা বহু পূর্ব্বে উহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলেও এই অধ্যক্ষদের কার্য্য বহু দিন যাবৎ অব্যাহত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিকারদের গ্রন্থেও অধ্যক্ষদের কথা বার বার উল্লিখিত আছে। এমন কি, বাৎস্যায়ন তাঁহার 'কামসূত্রে' এই অধ্যক্ষদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যে যে বিভাগের কার্য্যসমূহের তত্ত্বাবধানের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকিত, তাহার ভালমন্দের জন্য তাঁহারা দায়ী হইতেন। সুশৃঙ্খলায় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া রাজসরকারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারিলে তাঁহারা তাঁহাদের বার্ষিক পারিশ্রমিক (বেতন) ব্যতীত বিশিষ্ট পুরস্কার পাইতেন। ক্ষতি হইলে তাঁহাদের দণ্ড হইত। নিয়মগতিক অনুপস্থিত থাকিলেও [illegible] তাঁহার দণ্ড হইত।

অধ্যক্ষগণ রাজসরকার হইতে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতে পাইতেন। কিন্তু তাহারা সেই ভূমি দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। (অর্থশাস্ত্র ২।১৮)। প্রত্যেকটি সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য অধ্যক্ষগণ সাধারণতঃ ১,০০০ পণ বার্ষিক বেতন পাইতেন। পত্তি (পদাতিক), হস্তী, অশ্ব, রথ এই সকলের অধ্যক্ষগণ ২০০০ পণ বার্ষিক বেতন পাইতেন। সাধারণ অধ্যক্ষগণ সপ্তম শ্রেণীর কর্মচারী ও সৈন্যাদির অধ্যক্ষগণ ষষ্ঠ শ্রেণীর কর্মচারী।

যে সমস্ত ব্যক্তি অমাত্যদিগের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের শক্তি অনুসারে বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হইত। প্রতিদিন তাঁহাদিগের কার্য্য পরীক্ষা করা হইত। তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা পরামর্শ না করিয়া যথানির্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করেন সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইত। একযোগ হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা অর্থাদি আত্মসাৎ করিতে পারেন এবং পরস্পর বিরোধ করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যের ক্ষতি হইতে পারে এই ভয়ে রাজা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। ভর্ত্তার আদেশ ব্যতীত স্ব ইচ্ছায় তাঁহাদের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। তবে নিতান্ত বিপত্তি উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল। ইহার অন্যথা হইলে দৈনিক বেতনের দ্বিগুণ দণ্ড হইত।

যে সমস্ত অধ্যক্ষ আদেশমত সমস্ত অর্থ বা তাহার অধিক আদায় করিতে পারিতেন, তাঁহাদের পুরস্কার ও কার্য্যোন্নতি হইত। যে সকল ব্যক্তির অল্প আয় ও অধিক ব্যয় তাহারা রাজার প্রাপ্য অর্থ নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিতে পারে, পরন্তু যাহার ব্যয় আয়ের অনুসারে হয় সে সাধারণতঃ রাজপ্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করিবে না। কৌটিল্য বলেন, এই ধারণায় নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। উপযুক্ত চর নিযুক্ত করিয়া তদ্বিষয়ে তৎসকলের সংবাদ লওয়া রাজার কর্ত্তব্য। যদি কেহ অনবধানতাবশতঃ রাজস্বের ক্ষতি করেন, তাহা হইলে সে সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য। আবার যদি কেহ রাজস্ব বর্দ্ধিত করিতেছেন তিনি প্রজাসাধারণের ক্ষতি করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিতেছেন কিনা তদ্বিষয়ে রাজার লক্ষ্য রাখা উচিত এবং উৎপীড়ক হইলে রাজার তাঁহাকে শাসন করা কর্ত্তব্য। অল্পাপরাধে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত, কিন্তু গুরুতর অপরাধ হইলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ড দেওয়া হইত। যে কর্মচারী আয় না করিয়া সমুদয় রাজস্ব ব্যয় করিতেন, তিনি শ্রমিকদিগের অর্থ আত্মসাৎ করিতেছেন বিবেচনা করা হইত এবং কর্ম, দিবস, মূল্য (মূলধনের ব্যয়) এবং পুরুষদিগের বেতনের পরিমাণ অনুসারে তাঁহার দণ্ড হইত। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষকে কর্ম্মের পরিমাণ এবং প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিতে হইত। তিনি কর্মচারিগণের মধ্যে অপব্যয়ী অমিতব্যয়ী ও কৃপণ ব্যক্তিদিগকে মিতব্যয়ী করিবার চেষ্টা করিতেন।

প্রত্যেক অধিকরণের অধ্যক্ষগণ সংখ্যায়ক, লেখক, রূপদর্শক, নীবীগ্রাহক এবং উত্তরাধ্যক্ষ প্রভৃতির সহযোগে কার্য্য করিতেন। প্রত্যেক বিভাগে বহু অনিত্য কালের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত হইত। রাজকর্মচারিগণকে এক কার্য্য হইতে অন্য কার্য্যে নিয়োগ করা হইত।

কৌটিল্যরচিত অর্থশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদক শামশাস্ত্রী অধ্যক্ষগণের এইরূপ পদ পরিচয় দিয়াছেন—

১। অক্ষপটলাধ্যক্ষ—হিসাবপরিদর্শক—Superintendent of accounts

২। কোষাধ্যক্ষ—রাজকোষের পরিদর্শক—Superintendent of Treasury

৩। আকরাধ্যক্ষ—খনির পরিদর্শক—Superintendent of Mines

৪। লোহাধ্যক্ষ—Superintendent of metals other than gold and silver

৫। লক্ষণাধ্যক্ষ—টাকশালের অধ্যক্ষ—Superintendent of Mint

৬। খন্যধ্যক্ষ—Superintendent of ocean-mines

৭। লবণাধ্যক্ষ—Superintendent of salt

৮। সুবর্ণাধ্যক্ষ—Superintendent of gold

৯। কোষ্ঠাগারাধ্যক্ষ—ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ—Superintendent of store-houses

১০। পণ্যাধ্যক্ষ—Superintendent of Commerce

১১। কুপ্যাধ্যক্ষ—Superintendent of forest product

১২। আয়ুধাগারাধ্যক্ষ—Superintendent of armoury

১৩। পৌতবাধ্যক্ষ—Superintendent of weights and measures

১৪। মানাধ্যক্ষ—দেশ ও কালের পরিমাণ-নির্দ্দেশ কার্য্যের অধ্যক্ষ—Superintendent of lineal measures

১৫। শুল্কাধ্যক্ষ—Superintendent of tolls

১৬। সূত্রাধ্যক্ষ—বয়নশিল্পপরিদর্শক—Superintendent of weaving

১৭। সীতাধ্যক্ষ—কৃষিকার্য্যের পরিদর্শক—Superintendent of Agriculture

১৮। সুরাধ্যক্ষ—Superintendent of liquor

১৯। সূনাধ্যক্ষ—Superintendent of slaughter houses

২০। গণিকাধ্যক্ষ—Superintendent of Prostitutes

২১। নাবধ্যক্ষ—Superintendent of ships

২২। গোহধ্যক্ষ—Superintendent of cattle

২৩। অশ্বাধ্যক্ষ—Superintendent of horses

২৪। হস্ত্যধ্যক্ষ—Superintendent of elephants

২৫। নাগবনাধ্যক্ষ—Superintendent of Elephant forests

২৬। রথাধ্যক্ষ—Superintendent of chariots

২৭। পত্ত্যধ্যক্ষ—Superintendent of Infantry

২৮। মুদ্রাধ্যক্ষ—Superintendent of passports

২৯। বিবীতাধ্যক্ষ—Superintendent of pasture lands

৩০। সমাহর্ত্তা—Collector General

৩১। নাগরিকপ্রণিধি—City Superintendent।

(কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র প্রকরণ, ২০—৫৭ Revised and edited by R Shamasastry Mysore 1929, 3rd Ed)

অধ্যক্ষ, —পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের সাত্ত্বতসংহিতা (প° ১০৪) নামক পুস্তকে অধ্যক্ষ দেবতার ধ্যান পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের সকলেই ঘোর বৈষ্ণব। অধ্যক্ষ দেবতা বিষ্ণুরই একটী রূপান্তর। তাঁহার ধ্যান নিম্নে লিখিত হইল :—

'নীলনীরদসঙ্কাশং পদ্মপত্রনিভেক্ষণম্।
মধ্যাহ্ন-ভাস্করাকারং দ্বাদশারকরাম্বিতম্॥
প্রাগুক্তচক্র-নির্দিষ্টেন বামহস্তেন লীলয়া।
ধ্রিয়মাণং গদাং গুর্ব্বীং নিষণ্ণাং ধরণীতলে।
অবিদ্যাখ্যা চ যা নেমিঃ কালচক্রস্য দুর্দ্ধরা॥"

উপরে উল্লিখিত ধ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অধ্যক্ষ দেবতার বর্ণ নীল মেঘের ন্যায় তাঁহার চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত, তাঁহার আকার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিশালী। তাঁহার একটী উন্নত হস্তে দ্বাদশার চক্র তাঁহার বাম হস্ত সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত, বামহস্তে গদা শোভিত এই গদা বিশাল-কায় এবং ধরণীতলে নিবিষ্ট। তাঁহার চক্রস্থিত এই চক্রনেমি অবিদ্যাস্বরূপ এবং অজেয়।

অধ্যক্ষপ্রচার—কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের এক অংশ। ডাঃ সোরাবজী তারাপুরবালা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইহার একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

' রাজার রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য অধিকারী (Depart mental Heads) নিয়োগের ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ গ্রামাধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গোষ্ঠাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, কনকাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, বার্ত্তাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, সূত্রাধ্যক্ষ স্থানাধ্যক্ষ, চত্বাধ্যক্ষ প্রভৃতির পদে নিয়োগেরও ব্যবস্থা আছে।

অধ্যক্ষর—(অব্য) অক্ষরে এইরূপ বিগ্রহার্থে অব্যয়ীভাব, অক্ষরকে অধিকার করিয়া। ২ (ক্লী) ওঁকার, ও, প্রণব।

অধ্যগ্নি—(অব্য) [অগ্নৌ (অগ্নিতে বা অগ্নির সমীপে) এই রূপ বিগ্রহার্থে অব্যয়ীভাব] অগ্নির সমীপে। (ক্লী) ২ বিবাহ কালে অগ্নিসমীপে স্ত্রীকে যে দান করা হয়, স্ত্রীধন। "বিবাহকালে যৎ স্ত্রীভ্যো দীয়তে হ্যগ্নিসন্নিধৌ। তদধ্যগ্নিকৃতং সদ্ভিঃ স্ত্রীধনং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (দায়ভাগ কাত্যা° ১৯৮—১০) [স্ত্রীধন দ্র°]

অধ্যচ—(ত্রি) আধি অঙ্গাধিক্য-বিশিষ্ট অধিক শ্রী। ২ অধিক।

অধ্যণ্ডা—(স্ত্রী) [অধিকম্ অণ্ডমিব ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী] ভূঁই আমলা। (রত্নমালা) ২ কপিকচ্ছু, আলকুশী।

অধ্যাধিক্ষেপ—(পুং) [অধিকোঽধিক্ষেপঃ, প্রাদিস°] অত্যন্ত নিন্দা, অতিশয় তিরস্কার। "গুরূণামধ্যধিক্ষেপো বেদনিন্দা সুহৃদ্বধঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩২২৮)

অধ্যধীন—(ত্রি) অত্যন্ত পরাধীন। ২ দাসীর গর্ভজাত সন্তান। 'অধ্যধীনোঽত্যন্তপরতন্ত্রো গর্ভদাসঃ' (মনু ৮।৬৬ কুল্লুক)

অধ্যয়—(পুং) [অধি ইঙ্ ভাবে অচ্] অধ্যয়ন। [অধি ইণ অচ্] ২ স্মরণ।

অধ্যয়ন—(ক্লী) [অধি ইঙ ল্যুট] পঠন। গুরু যেমন উপদেশ প্রদান করেন তদনুসারে তাহার উচ্চারণ। [পঠন দ্র°]

অধ্যয়নতপসী—(স্ত্রী) অধ্যয়ন এবং তপশ্চর্য্যা।

অধ্যয়নপুণ্য—(স্ত্রী) অধ্যয়ন হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মবিষয়ক গুণ।

অধ্যয়নভাষ্য—চন্দ্রদত্ত বিরচিত একখানি ভাষ্যগ্রন্থ।

অধ্যয়নীয়—(ত্রি) অধ্যয়নযোগ্য।

অধ্যর্দ্ধ—(ত্রি) [অধ্যারূঢ়ম্ অর্দ্ধং যস্মিন্] সার্দ্ধ, অর্দ্ধ বিশিষ্ট দেড়। "কোটিকং জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽধ্যর্দ্ধং ততোঽনুজঃ।" (মনু ৯।১১৭)

অধ্যর্দ্ধক (ত্রি) [অধ্যর্দ্ধ কন] সার্দ্ধপরিমিত দেড়। (পা ১।২৩ বার্ত্তিক)

অধ্যর্দ্ধকাকিনীক—(ত্রি) সার্দ্ধকাকিনী পরিমিত, ওজনে দেড় কাকিনী পরিমাণ। কাকিনী ক্ষুদ্র মুদ্রাবিশেষ। এক কাকিনী বিংশতি কপর্দ্দ বা কড়ির সমান। (পা ৫।১।৩৩ বার্ত্তিক)

অধ্যর্দ্ধকার্ষাপণ, অধ্যর্দ্ধকার্ষাপণিক—(ত্রি) সার্দ্ধ কার্ষাপণ পরিমিত। ২ সার্দ্ধ মূল্য দেড় কার্ষাপণ। এক কার্ষাপণ পরিমাণের মূল্য অশীতি কপর্দ্দ বা কড়ির সমান। (পা ৫।১।২৯)

অধ্যর্দ্ধকংস—(পুং) কংসের সার্দ্ধ। (পা ৫ ১ ২৮ কাশিকা)

অধ্যৰ্দ্ধখারীক—(ত্রি) সার্দ্ধখারী-পরিমিত। ২ যাহার মূল্য দেড় খারী। এক খারী = ছুই মণ যোল সর। (পা ৫ ১ ৩৩)

অধ্যর্দ্ধপণ্য—(ত্রি) সার্দ্ধপণ পরিমিত। ২ যাহার দাম দেড় পণ। "অশীতিভির্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ এক পণ আশী কড়ির সমান। (পা ৫ ১ ৩৩)

অধ্যর্দ্ধপাদ্য—(ত্রি) সার্দ্ধপাদ-পরিমিত। (পা ৫ ১ ৩৪)

অধ্যৰ্দ্ধপ্রতীক—(ত্রি) সার্দ্ধ কার্ষাপণ পরিমিত, দেড় কার্ষাপণ বা ১২০ কড়ির ওজন অথবা মূল্য। (পা ৫ ১ ২৯)

অধ্যর্দ্ধমাষ্য—(ত্রি) সার্দ্ধমাষা পরিমিত, দেড়মাসা পরিমাণ। (পা ৫ ১ ৩৪)

অধ্যৰ্দ্ধবিংশতিকীন—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধবিংশতি অর্থাৎ ত্রিংশপরিমিত। (পা ৫ ১ ৩২)

অধ্যৰ্দ্ধশতমান—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধশত অর্থাৎ দেড়শতের তুল্য। (পা ৫ ১ ২৯)

অধ্যৰ্দ্ধশাণ, অধ্যৰ্দ্ধশাণ্য—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধশাণতুল্য। চার মাষায় এক শাণ। (পা ৫.১ ৩৫)

অধ্যৰ্দ্ধশূৰ্প—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধশূর্প সদৃশ। ছুই মাষাতে এক শূর্প। (পা ৫.১.২৮ বার্ত্তিক)

অধ্যৰ্দ্ধসুবৰ্ণ, অধ্যৰ্দ্ধসুবর্ণিক—(ত্রি) পরিমাণ অথবা মূল্যে সার্দ্ধসুবর্ণের সমান। যোল মাষায় এক সুবর্ণ। (পা ৫ ১ ২৯ বার্ত্তিক)

অধ্যর্ব্বুদ—(ক্লী) রোগবিশেষ। পূর্ব্বস্থানে বা শরীরের কোন স্থানে অবিচলিত অর্ব্বুদ জন্মিলে কিম্বা পূর্ব্বজাত অর্ব্বুদের উপর অর্ব্বুদ জন্মিলে তাহাকে অধ্যর্ব্বুদ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। [অর্ব্বুদ দ°] 'যজ্জায়তেহন্যৎ খলু পূর্ব্বজাতে জ্ঞেয়ং তদধ্যর্ব্বুদমর্ব্বুদজ্ঞৈঃ" (সুশ্রুত, নি ১১ ১৭ ১৮)

অধ্যবস—[দেশজ] অৰ্দ্ধেক বয়স ; প্রৌঢ়ত্ব।

অধ্যবসান—(ক্লী) উদ্যম, চেষ্টা, অধ্যবসায়। ২ (অলঙ্কারে) অভেদ-প্রতিপত্তি, একাত্মভাব।

অধ্যবসায়—(পুং) [অধি অব-সো ঘঞ্] উৎসাহ। ২ অবিশ্রান্ত উদ্যোগ। ৩ অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ। ৪ কর্ম্মে একান্ত উদ্যম। এইরূপ করিলে তাহার ফল নিশ্চিত এইরূপ হইবে, এই প্রকার নিশ্চয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন এটী আত্মধর্ম্ম। সাংখ্যবাদীদের মতে এটী বুদ্ধির ধর্ম্ম।

অধ্যবসায়িত—(ত্রি) [অধ্যবসায়ো জাতোঽস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্ প্রত্যয়ঃ) জাতাধ্যবসায়, যাহাতে অধ্যবসায় জন্মিয়াছে।

অধ্যবসায়িন্—(ত্রি) [অধি অব সো ণিন্] উৎসাহান্বিত, উদ্যমশীল। ২ নিশ্চয়কারী।

অধ্যবহনন—(ক্লী) [অধি-উপরি—অবহননম্] চাউল কাড়া, একবার ধান্যাদি কাঁড়িয়া তুষশূন্য করিয়া পুনর্ব্বার কাঁড়া।

অধ্যশন—(ক্লী) [অধিকম্ অশনম্] অতিভোজন। ২ অজীর্ণে অধিক ভোজন। "অজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে।" (সুশ্রুত)

অধ্যস্ত—(ত্রি) [অধি-অস্ কর্ম্মণি ক্ত] কৃতাধ্যাস, আরোপিত, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান আরোপিত।

অধ্যস্থি—(ক্লী) অস্থির উপর অস্থি।

অধ্যাক্রান্ত—(ত্রি) [অধি-আ-ক্রম ক্ত] অবলম্বিত, আশ্রিত। "অধ্যাক্রান্তা বসতিরমুনাপি" (শকুন্তলা)

অধ্যাজ্য—(ক্লী) পাত্রে সংরক্ষিত আজ্য।

"কাংস্যেহ অধ্যাজ্যান্ কৃত্বা তেনৈব কল্পেন যাবন্তি জুহোতি।' (মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্য ২ ১০২)

অধ্যাত্ম—(অব্য) আত্মানং দেহমিন্দ্রিয়াদিকং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্ম বা অধিকৃত্য। টজন্তাব্যয়ী। ০। অনশ্চ। পা ৫ ৪ ১০৮। অনন্ত অব্যয়ীভাবের উত্তর সমাসান্ত বিষয় টচ্ প্রত্যয় হয়। যাহা দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা বা পরব্রহ্মকে অধিকার করিয়া বর্ত্তে। পরমাত্মবিষয়ক। আত্মসম্পর্কীয়। চিত্তবিষয়ক। অধ্যাত্ম শব্দ অনুশতিকাদিগণ মধ্যে পঠিত, তজ্জন্য স্বার্থে ঠঞ প্রত্যয় করিলে 'আধ্যাত্মিক' এই রূপ উভয় পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। [অধ্যাত্মবিদ্যা দ°]

অধ্যাত্মকল্পদ্রুম—বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অধ্যাত্মকবায়ু—(পুং) স্নায়ুগত—প্রাণাখ্য বায়ু।

অধ্যাত্মচন্দ্রিকা—অদ্বৈতানন্দ-রচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অধ্যাত্মচিন্তামণি—সোমজামাতৃ মুনি-রচিত একখানি বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁহার শিষ্য সুন্দরজামাতৃ ইহার একখানি টীকা রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নারায়ণকৃত একখানি টীকাও পাওয়া যায়।

অধ্যাত্মচেতস্—(পুং) ঈশ্বরের ধ্যানকারী ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের ধ্যান করেন। "সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা" (গীতা ৩।৩০)

অধ্যাত্মজ্ঞান—(ক্লী) ঈশ্বর অথবা আত্মার জ্ঞান। 'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্" (গীতা ১৩ ১১)

অধ্যাত্মতত্ত্ব—অধ্যাত্মতত্ত্বের পরিকল্পিত দেবমূর্ত্তি। শুকদেবপদ্ধতি (প ১০৮) নামক শৈবগ্রন্থে এই দেবতার তিন প্রকার ধ্যান পাওয়া যায়—

"পদ্মাসীনং চতুরাস্যং সুপীতং
ধ্যানৈকাগ্রং ত্রিভুজাক্ষমুদ্রম্।
ঊর্দ্ধাক্ষস্রক্কলশং দ্বিরূপং
দিব্যাকল্পং কথিতাধ্যাত্মতত্ত্বম্॥"

এই দেবতা পদ্মাসনে সমাসীন, চতুর্বক্ত্র, (চতুর্হস্ত) পীতবর্ণ, ধ্যানে একাগ্র, এবং তাঁহার ক্রোড়ে দুই হস্ত ধ্যানমুদ্রায় বিন্যস্ত। ঊর্দ্ধ হস্তে অক্ষমালা ও কলশ থাকে। তাঁহার রূপ স্বর্গীয় এবং আভরণে তাঁহার দেহ শোভিত।

অধ্যাত্মদৃশ্ (ত্রি) [অধ্যাত্মং পশ্যতীতি দৃশ্ ক্বিন] আত্মজ্ঞ, বিষয়াদি ব্যাপারশূন্য হইয়া যিনি আত্মাকে দেখেন।

অধ্যাত্মনিত্য (ত্রি) আত্মজ্ঞান তৎপর, পরব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণে নিরত

'অধ্যাত্মনিত্যাবিনিবৃত্তকামাঃ (গীতা ১৫ ৫)

অধ্যাত্মপ্রকাশ শঙ্করাচার্য্যরচিত একখানি গ্রন্থ

অধ্যাত্মপ্রদীপিকা অধ্যাত্মবিষয়ক একখানি গ্রন্থ ইহা অষ্টাক্রম্যুক্তিদীপিকা নামেও প্রসিদ্ধ।

অধ্যাত্মভাগবত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ

অধ্যাত্মভাষ্য শঙ্করাচার্য্য কৃত একখানি গ্রন্থ। বাচস্পতিমিশ্র ইহার একখানি টীকা রচনা করেন।

অধ্যাত্মমীমাংসা একখানি বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ। সূর্য্যপণ্ডিত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অধ্যাত্মযোগ (পুং) [আত্মানমধিকৃত্য যোগঃ বিষয়ব্যাপার হইতে মনকে ফিরাইয়া কেবল আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন" (কঠশ্রুতি ২ ১২)

অধ্যাত্মযোগ যোগবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অধ্যাত্মোপনিষদ—একখানি উপনিষদ্‌বিষয়ক গ্রন্থ।

অধ্যাত্মরতি—(পুং) ঈশ্বর অথবা আত্মাসম্বন্ধীয় বিচারে আনন্দলাভকারী ব্যক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বর অথবা আত্মাসম্বন্ধীয় আলোচনায় যিনি অন্তরে তৃপ্তিলাভ করেন এই প্রকার ব্যক্তি।

অধ্যাত্মরামায়ণ (ক্লী) [আত্মানধিকৃত্য কৃতং রামস্য অয়নং শাস্ত্রম] মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ নামে সপ্তকাণ্ড গ্রন্থবিশেষ। পুরাণ প্রভৃতি সেকালের সকল পুস্তকের ভূমিকাতে একটা কথা বলার প্রথা আছে যে কলিকালে পৃথিবী পাপভরে ভারী হইয়া পড়িবে তখন জীবের পরিত্রাণের উপায় কি? অধ্যাত্মরামায়ণের প্রারম্ভে লেখক সেই প্রথা ধরিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছেন। নারদ ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন যে, কলিকালে লোকে নানা প্রকার পাপ কর্ম্ম করিবে, অতএব তাহাদের নিস্তারের উপায় কি? কমলযোনি ব্রহ্মা বলিলেন, সে কালে মহাদেব পার্ব্বতীকে অধ্যাত্মরামায়ণ শুনাইয়াছিলেন। কলির লোক সেই উপাখ্যান শ্রবণ করিলেই মুক্ত হইবে। লেখক এইরূপ ভূমিকা করিয়া বাল্মীকির রামায়ণ খানি সংক্ষেপে অল্প কথায় নকল করিয়াছেন।

অধ্যাত্মরামায়ণের প্রকৃত লেখক কে বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, পুস্তক খানি অধিক পুরাতন নয়। ইহার গ্রন্থকার তাদৃশ লেখা পড়া জানিতেন না, তবে গোঁড়া রামভক্ত ছিলেন। এই পুস্তকের আদিকাণ্ডের ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণেতিহাসাগমশতানি চ।
অর্হন্তি নাধ্যাত্মরামায়ণকলামপি। ৫৮"

হে নারদ! এ বিষয়ে অধিক বলায় আর ফল কি? আসল কথা বলি শুন, শত শত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস আগম প্রভৃতি অধ্যাত্মরামায়ণের অল্প এক কলার যোগ্যও হইতে পারে না।

শ্রুতি আর্য্যধর্ম্মের জীবন স্বরূপ। অধ্যাত্মরামায়ণের সেই শ্রুতির গৌরবের লাঘব করা হইয়াছে বলিয়া বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা এই পুস্তক খানাকে অপাঠ্য জ্ঞান করেন।

অধ্যাত্মরামায়ণরহস্য - রাধাকৃষ্ণ রচিত একখানি গ্রন্থ।

অধ্যাত্মবাসুদেব -রামমণি দাস-রচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অধ্যাত্মবিদ্যা—(স্ত্রী) [আত্মানং অধিকৃত্য বিদ্যা।] আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদিকা বিদ্যা। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে দেহ হইতে ভিন্ন এই প্রকার আত্মজ্ঞান, বেদান্ত মতে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এই প্রকার আত্মজ্ঞান, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই প্রকার আত্মজ্ঞান যে বিদ্যায় প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই বিদ্যা।

সমুদয় বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ, কারণ এই বিদ্যায় পরতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং —আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবিদ্যা অতীব সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত ও উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইউরোপের যে সমস্ত দার্শনিক ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা অতুলনীয়। সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পূর্ব্বতন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্স্‌এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, যখন আমরা বেদান্তশাস্ত্র বা বেদান্তপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করি, তখন আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না যে যে স্থল হইতে ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন, গ্রীস দেশীয় দার্শনিক পাইথোগোরাস এবং প্লেটো সেই সকল আকর হইতেই তাঁহাদের মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

জ্ঞানি-প্রবর মোক্ষমুলর ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থনিচয় পাঠ করিয়া আমরা অবগত হইয়া থাকি যে, তিনি সতত‌ই ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যাকে

অতীব প্রশংসার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসবেত্তাগণের মধ্যে ফরাসীদেশীয় ভিক্টর কজিন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। শ্রুত হওয়া যায় যে, ১৮২৮ ২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দুই সহস্র শ্রোতার সম্মুখে আধুনিক দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যখন আমরা প্রাচ্যদেশীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষতঃ যাবতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করি, তখন তাঁহাদিগের অধ্যাত্মশাস্ত্রে গভীর তত্ত্বসমূহের সমাবেশ দেখিয়া এতাদৃশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকি যে, মনে হয়, তাহার তুলনা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রতিভাবলে যাহা অর্জন করিয়াছেন তাহা কত তুচ্ছ এবং নতজানু হইয়া প্রাচ্যের অধ্যাত্মবিদ্যার সকাশে আমরা নমস্কার করিতে বাধ্য হই। বাস্তবিক, এই প্রাচ্যদেশই মানবের সভ্যতার আদিম ভূমি এবং এই প্রাচ্যই দর্শনশাস্ত্রের সুগভীর তত্ত্বসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে।'

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদেই অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে অধ্যাত্মবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে। এই উপনিষদ্ শাস্ত্র অতীব প্রাচীন। অতি প্রাচীনকালে মনস্বীগণও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন। কিন্তু উপনিষদ পাঠে আমরা বুঝিতে পারি, ভারতীয়গণ তাঁহাদের অদ্ভুত প্রতিভাবলে অতি প্রাচীনকালেই অধ্যাত্মবিদ্যার সূক্ষ্মতম তত্ত্বসমূহ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রাচীন জগতের অধ্যাত্মশাস্ত্র সমূহের সহিত একযোগে তুলনামূলকভাবে যদি আমরা এই উপনিষদ্ সমূহ অধ্যয়ন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে এই উপনিষৎ শাস্ত্রই সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য-দেশীয় ধীমান দার্শনিকগণও ভূয়োভূয়ঃ এই বাক্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। জর্ম্মন দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর শোপেনহয়ার বলেন 'In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the upanishads It has been the solace of my life it will be the solace of my death' অর্থাৎ সমগ্র জগতের মধ্যে উপনিষদসমূহের ন্যায় হিতজনক ও উচ্চশ্রেণীর শাস্ত্র আর নাই। এই উপনিষদ্ শাস্ত্রই আমার জীবনের সান্ত্বনা এবং ইহাই আমার মৃত্যুরও সান্ত্বনা হইবে।

উপনিষদের সর্ব্বত্রই আত্মতত্ত্বোপদেশ রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সুললিত ভাষায় আত্মতত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন। মহর্ষির দুই পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। কাত্যায়নী সংসার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন মৈত্রেয়ী আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে মহর্ষি তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে বলিলেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি" হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি আরুণি তৎপুত্র শ্বেতকেতুকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন। যখন আমরা উপনিষদ্ অধ্যয়ন করি, তখন প্রাচীন ভারতের মহিমময় চিত্র প্রোজ্জ্বলভাবে দর্শন করিয়া থাকি। পতি পত্নীকে অধ্যাত্মবিদ্যা উপদেশ দিতেছেন, পিতা পুত্রকে অধ্যাত্মবিদ্যা শিখাইতেছেন, কখনও বা নৃপতির সভায় ঋষিগণ আগমন করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা সমালোচনা করিতেছেন। তপোবন সতত্তই আত্মতত্ত্বচর্চ্চায় মুখরিত, তখন মনে হয় যেন অধ্যাত্মবিদ্যানিরত প্রাচীন ভারত বাস্তবিকই বিদ্যাভূষণে শীর্ষস্থানীয় ছিল, সত্য সত্যই সেই যুগে ভারতবর্ষে মানবের আদিম সভ্যতার সুবর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, আরুণি স্বীয় তনয়কে উপদেশ দিতেছেন, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—হে শ্বেতকেতু তুমিই ব্রহ্ম। অতি প্রাচীনকালেই ঋষিগণ জানিয়াছিলেন, আত্মাই ব্রহ্ম, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে এ বিষয়ে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। উপনিষদবাক্য ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে কি জীবাত্মপ্রকৃতি প্রভৃতির কোনটীকে লক্ষ্য করিতেছে, কালে ইহাই লইয়া সংশয় আসিয়াছিল। এই নিমিত্ত বেদব্যাস অধ্যাত্মবিদ্যার পরম উপাদেয় গ্রন্থ বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করেন। আবার মহাভারতের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যার সার গীতায় সন্নিবেশিত হইল।

শুধু বেদান্তদর্শন কেন, অন্যান্য দর্শনগুলিতেও আত্মতত্ত্ব বিভিন্ন প্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছে। দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ কি করিয়া ঘটিতে পারে, প্রাচীন ঋষিগণ সেই তত্ত্বের গবেষণা করিয়াছেন। উপনিষদের পরবর্ত্তী সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রেও নানা ভূমিকা হইতে নানাভাবে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যিনি অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেষ্টা তিনি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মাননীয়। মনু বলিয়াছেন, যিনি বেদ উপনিষদ্ অধ্যাপনা করান, তিনি অন্যান্য সকল শিক্ষাদাতা অপেক্ষা পূজ্যতম।

প্রাচীন আর্য্যগণের প্রণীত অধ্যাত্মবিদ্যার সিদ্ধান্ত হইতেছে, 'আত্মাই ব্রহ্ম'। তবে কি জীবাত্মা ব্রহ্ম? শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ বলেন জীবাত্মা ও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মেই জীবাত্মার আরোপ করা হইতেছে। কিন্তু রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের মত যে জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ। আর্য্য ঋষিগণ আত্মানুসন্ধানের নিমিত্ত বিবিধ মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সোঽহংবাদিগণ জ্ঞানমার্গের অনুশীলন-তৎপর। যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মে অংশাংশিসম্বন্ধ নির্দেশ করেন, তাঁহাদের মতে ভক্তি-মার্গই

প্রশস্ততর। আবার জৈমিনি কর্ম্মমার্গ এবং পতঞ্জলি যোগমার্গ জীবের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্যদেশে অধ্যাত্মবিদ্যাকে প্রাচীনকাল হইতেই মেটাফিজিক্স্ (Metaphysics) বলা হয়। এই মেটাফিজিক্সে দুইটী বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। এই স্থূলসূক্ষ্মাত্মক বিশ্বের সত্তাবিষয়ক শাস্ত্র ও মেটাফিজিক্স্ এবং জ্ঞানতত্ত্ব-ঘটিত শাস্ত্রও এই মেটাফিজিক্স্। বাস্তবিক পক্ষে, অধ্যাত্মবিদ্যায় এই দুইটী বিভাগ প্রাচীনকাল হইতেই আলোচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সমুদয় দার্শনিকই যে এই দুইটী বিভাগ সম্বন্ধে তুল্য আলোচনা করিয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না। প্লেটো, লক, ডেকার্টস্ প্রভৃতি দার্শনিক সত্তার চিন্তাতেই অধিক মনোনিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু দার্শনিকপ্রবর কাণ্টের সময় হইতে দার্শনিকগণ জ্ঞানতত্ত্বের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করেন।

যাহা হউক, যাঁহারা অবিশ্বাসবাদী (Sceptics) ও যাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী (Agnostics) তাঁহাদিগের পক্ষে সত্তাবিষয়ক তত্ত্বশাস্ত্র থাকিতেই পারে না; সুতরাং মেটাফিজিক্স্ শব্দ তাঁহারা কেবল জ্ঞানশাস্ত্র অর্থেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই মেটাফিজিক্স্ শব্দের উৎপত্তিবিষয়ক ইতিহাস এখানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। আরিষ্টোটলের লিখিত শাস্ত্রসমূহ সংগৃহীত করিয়া সম্ভবতঃ ৭০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এণ্ড্রোনিকাস বা তৎপূর্ব্বকালে অন্য কেহ সংগ্রহাকারে সাজাইয়াছিলেন। সেই সময়ে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থগুলির পরে অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক পুস্তিকাগুলি সাজান হইয়াছিল। Physics বা বিজ্ঞানশাস্ত্রের পর সাজান হইয়াছিল বলিয়া অধ্যাত্মবিদ্যাকে Metaphysics বলা হয়।

মেটাফিজিক্সের আলোচ্য বিষয় হইতেছে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের অন্তরালে কোন অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্ব আছে কি না? অতি প্রাচীনকালে গ্রীসীয় পণ্ডিত থেলিস্, অনাক্সিমণ্ডার প্রভৃতি দার্শনিক বলিয়াছেন, অপরিবর্ত্তনীয় নিশ্চিতই কিছু রহিয়াছে। প্লেটো, আরিষ্টোটল, স্পাইনোজা প্রভৃতি দার্শনিকও বিস্তৃতভাবে সেই পরতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। অপরপক্ষে প্রাচীনকালের হেরাক্লিটাস্ এবং অধুনাতন কালের বার্গসন জেম্‌স্ প্রভৃতি দার্শনিক কোন অপরিবর্ত্তনীয় সদ্‌বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের যে চির-চলৎস্রোত রহিয়াছে তাহা ব্যতীত আর কোন সদ্‌বস্তু নাই—ইহাই শেষোক্ত দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত।

যাঁহারা সদ্‌বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও মতবিভেদ আছে। 'সদ্'-বস্তু সংখ্যায় এক কি বহু ইহা তাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন। থেলিস, প্লেটো, স্পাইনোজা প্রভৃতি দার্শনিক বলেন, সদ্‌বস্তু এক এবং ডিমক্রিটাস, ডেকার্টস্, লাইব্‌নিজ্ প্রভৃতি দার্শনিক বলেন সদ্‌বস্তু সংখ্যায় বহু। শেষোক্ত দার্শনিকগণ পরমাত্মা, আত্মা ও জগৎ বিদ্যমান আছে বলিয়া বহুত্ব স্বীকার করেন, কেহ কেহ বা পরমাণুপুঞ্জের বহুত্ব স্বীকার করেন।

যাহা হউক, অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থে 'ফিলজফি' শব্দই বর্ত্তমানে সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ফিলজফি শব্দটী গ্রীক দার্শনিকগণের সময় হইতেই বেশী ব্যাপকভাবে চলিয়া আসিতেছে। অধুনাতন কালেও ন্যায়বিজ্ঞান, নৈতিকবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান—এই সমুদয় বিদ্যাই ফিলজফির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্ত্য অধ্যাত্মবিদ্যার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যায় কি পার্থক্য রহিয়াছে, বিশেষভাবে ইহার আলোচনা আবশ্যক।

এই বিশ্বের বিবিধ বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জড়-বিজ্ঞানে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর পৃথক্ পৃথক বিজ্ঞানের তথ্য একত্র সমাবেশ করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা যেন পরতত্ত্বের বিচার করিয়া থাকে। সুতরাং পাশ্চাত্ত্যদেশে জড়বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্মবিদ্যার কোন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ নাই, পরন্তু ঘনিষ্ট সম্বন্ধই রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। বিশ্বের পৃথক্ পৃথক্ অংশই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় এবং জাগতিক সমস্ত গূঢ়-রহস্য অনুধাবন করাই ফিলজফির কার্য্য। এই ফিলজফিই যেন বিশ্বাতীত বস্তুকেও ধরিবার প্রয়াস করিতেছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এককালে বলিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বকে সমগ্রভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

জড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পার্থক্য বুঝিতে হইলে আর একটী বিষয় ভাবিবার আছে। জড়-বিজ্ঞানে অবশ্যই জ্ঞেয় বিশ্বের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞাতা পৃথক্ থাকিল। আর অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিভেদ কিছুই রহিল না। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবিদ্যা সমগ্রভাবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিষয় আলোচনা করিয়া থাকে এবং পরতত্ত্বের সিদ্ধান্ত স্থাপনই অধ্যাত্ম-বিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য।

অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ—(অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধি) একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অধ্যাত্মবিদ্যোপনিষৎ—হেমচন্দ্র-বিরচিত অধ্যাত্মবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অধ্যাত্মবিন্দু—রামানন্দতীর্থ-রচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ। যথার্থমঞ্জরীতে ইহার উল্লেখ আছে।

অধ্যাত্মবোধ—শঙ্করাচার্য্য-রচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অধ্যাত্মশাস্ত্র—অষ্টাবক্র-বিরচিত একখানি গ্রন্থ। [অষ্টাবক্র-গীতা দ্র°]

অধ্যাত্মশাস্ত্র—(ক্লী) [অধ্যাত্ম-প্রতিপাদকম্ শাস্ত্রম্] যে গ্রন্থে অধ্যাত্ম-যোগাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

অধ্যাত্মসার—রামানন্দ তীর্থ-রচিত একখানি গ্রন্থ। [সংক্ষেপাধ্যাত্মসার দ্র°]

অধ্যাত্মসুধাতরঙ্গিণী—পুরুষোত্তমপ্রসাদ-রচিত কারিকাবলীর একখানি টীকা।

অধ্যাত্মা—(পুং) পরমেশ্বর, ভগবান্।

অধ্যাত্মিক—(ত্রি) পরমাত্মা অথবা জীবাত্মা সম্বন্ধীয়। (মনু ৬.৮৩)

অধ্যাপক—(পুং) [অধি-ইঙ্-ণিচ্-ণ্বুল্ অধ্যাপয়তীতি] উপাধ্যায়। ২ আচার্য্য। ৩ শিক্ষক। ৪ যিনি অধ্যয়ন করান। ৫ উপদেষ্টা। বিষ্ণু বলেন, যিনি বেতনাদি না লইয়া স্বয়ং উপনয়ন দিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করান তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়। আর যিনি বেতন লইয়া শিক্ষা দেন, তাঁহার নাম উপাধ্যায়। (মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্য ১.১৪.১৮) "ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।" (মনু ৩ ১৫৬)

অধ্যাপন—(ক্লী) [অধি-ইঙ্-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্] পাঠন, পড়ানো, শিক্ষা দান, অধ্যয়ন করানো। অধ্যাপন তিন প্রকার—ধর্মের কারণ, অর্থের কারণ এবং শুশ্রূষার কারণ। উক্ত অর্থে বুচ্ করিলে (স্ত্রী-টাপ্) অধ্যাপনা।

অধ্যাপয়িতৃ—(পুং) শিক্ষক, অধ্যাপক। (ঋক্প্রাতিশাখ্য ১৫.৪)

অধ্যাপিত—(ত্রি) [অধি-ইঙ্-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত] পাঠিত।

অধ্যাপ্য—(ত্রি) [অধি-ইঙ্-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ] পাঠনীয়। অধ্যাপনার যোগ্য।

অধ্যায়—(পুং) [অধি-ইঙ্-ঘঞ্ অধীয়তেঽস্মিন্নিতি ঘঞ্] অধ্যয়ন। ২ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ। "ইষ্টদেবতামন্ত্রাধ্যায়েনাত্মানং রাক্ষসাৎ রক্ষ।" (পঞ্চতন্ত্র) ৩ গ্রন্থের সন্ধি। বেদাদিশাস্ত্রের একার্থক বিষয়সমাপ্তিদ্যোতক বিরামস্থানের অংশবিশেষ সর্গ, বর্গ, পরিচ্ছেদ, উদ্ঘাত, অঙ্ক, সংগ্রহ, উচ্ছ্বাস, পরিবর্ত্ত, পটল, কাণ্ড, স্থান, প্রকরণ, পর্ব্ব, আহ্নিক, স্কন্ধ, স্তবক, উল্লাস, পাদ, উদ্দ্যোৎ, ও বিরচন এইগুলি অধ্যায় শব্দের পর্য্যায়।

অধ্যায়পঞ্চপাদিকা—বাচস্পতি-বিরচিত একখানি বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ।

অধ্যায়শতপাটী—বাজসনেয়সংহিতা-সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অধ্যায়শতপাঠ—(পুং) শত অধ্যায়ের সূচীপত্র। ২ গ্রন্থবিশেষ।

অধ্যায়িন্—(ত্রি) পঠনশীল।

অধ্যায়োৎসর্গোপাকর্ম্মন্—বাজসনেয়সংহিতার অন্তর্গত উৎসর্গকর্ম্মসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অধ্যায়োৎসর্গোপাকর্ম্মপদ্ধতি—কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রোক্ত উৎসর্গকর্ম্মবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অধ্যায়োৎসর্গোপাকর্ম্মহোম—একখানি বৈদিক গ্রন্থ।

অধ্যায়োপাকর্ম্মপ্রয়োগ—বৈদিককর্ম্মপ্রয়োগ সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অধ্যারূঢ—(ত্রি) [অধি-আ-রুহ-ক্ত কর্ম্মণি কর্ত্তরি বা।] সমারূঢ়। ২ আক্রান্ত। ৩ যে উপরে আরোহণ করিয়া আছে। ৪ অধিক। ৫ অতিশয়।

অধ্যারোপ—(পুং) [অধি-আ-রুহ-ণিচ্ পাদেশঃ ঘঞ্] আরোপ। ২ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা। ৩ মিথ্যাজ্ঞান। যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। ৪ বস্তুতে অবস্তুত্বের আরোপ। ৫ ব্রহ্ম, তিনি সচ্চিদানন্দ, অনন্ত, অদ্বয়, কিন্তু তাঁহাতে জড়ধর্ম্মের আরোপ। "অসর্পভূতরজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপোঽধ্যারোপঃ" (বেদান্তসার ৪.৯)

অধ্যারোপণ—(ক্লী) [অধি-আ-রুহ-ণিচ্ পাদেশঃ ল্যুট্] ধান্যাদির বপন। ২ অতিশয় আরোপণ।

অধ্যারোপপ্রকরণ—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ। গঙ্গাধর সরস্বতী কৈবল্যকল্পদ্রুম নামে ইহার একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন।

অধ্যারোপিত—(ত্রি) মিথ্যাকল্পিত।

অধ্যাবাপ—(পুং) [অধি-আ-বপ্-ঘঞ্।] শস্য বোনা, শস্য বপন। [আধারে ঘঞ্] ২ শস্য বুনিবার ক্ষেত্র।

অধ্যাবাহনিক—(ক্লী) [অধি-আ-বহ্-ণিচ্-ল্যুট্, অধ্যাবাহনং পিতৃগৃহাৎ ভর্ত্তৃগৃহাগমনং তৎকালে লব্ধম্ অস্মাৎ লব্ধার্থে ঠন্।] স্ত্রীধনবিশেষ।

"যৎ পুনর্লভতে নারী নীয়মানা হি পৈতৃকাৎ।
অধ্যাবাহনিকং নাম তৎ স্ত্রীধনমুদাহৃতম্।" (দায়ভাগ)

পিতৃগৃহ হইতে লইয়া আসিবার সময় স্ত্রীলোকে পুনর্ব্বার যে ধন পায় তাহাকেই অধ্যাবাহনিক কহে। কন্যা সম্প্রদান কালে একবার ধন দেওয়া হয় বলিয়া পুনর্ব্বার শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। [স্ত্রীধন দ্র°]

অধ্যাশয়—বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রে সঙ্কল্প অর্থে অধ্যাশয় শব্দের উল্লেখ আছে। বোধিসত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ১০টী 'ভূমি' বা ক্রম এবং ইহার দ্বিতীয় ক্রমে ২০টী অধ্যাশয় বা সঙ্কল্প বর্ণিত হইয়াছে যথা—

(১) কল্যাণাধ্যাশয় (হিতৈষী)। (২) স্নিগ্ধাধ্যাশয় (রোষ দ্বারা বিচলিত না হওয়া)। (৩) মধুরাধ্যাশয় (স্ত্রীজনের সেবা পরিচর্য্যা)। (৪) তীক্ষ্ণাধ্যাশয় (ইহ জগৎ ও পর জগতের

জ্ঞান)। (৫) বিপুলাধ্যাশয় (সর্ব্বভূতের হিতসাধন)। (৬) বিচিত্রাধ্যাশয় (নিরহঙ্কার দান)। (৭) অপর্য্যাদানাধ্যাশয় (মুক্তহস্ততা)। (৮) অনুপহতাধ্যাশয় (দুষ্টপ্রলোভনজয়)। (৯) অসাধারণাধ্যাশয় (সর্ব্বভূত-সুখার্থ অসাধারণ প্রযত্ন)। (১০) উন্নতাধ্যাশয় (তীর্থিক মতের প্রতি উপেক্ষা)। (১১) অকৃপনাধ্যাশয় (সুখান্বেষী না হইয়া ধর্ম্মাচরণ)। (১২) অনিবর্ত্ত্যাধ্যাশয় (বুদ্ধে অটল বিশ্বাস)। (১৩) অকৃত্রিমাধ্যাশয় (বণিক্ এবং প্রত্যেক বুদ্ধাবস্থায় অনাসক্তি)। (১৪) শুদ্ধাধ্যাশয় (পরম মঙ্গলেচ্ছা ও লাভাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ)। (১৫) দৃঢ়াধ্যাশয় (বাধাবিপর্য্যয়েও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা)। (১৬) স্বভাবাধ্যাশয় (সদিচ্ছাহীন দানে অস্পৃহা)। (১৭) তৃপ্ত্যাধ্যাশয় (পার্থিবসুখে অনিচ্ছা)। (১৮) পুষ্কলাধ্যাশয় (সর্ব্বজ্ঞতাকাঙ্ক্ষা)। (১৯) অনন্তাধ্যাশয় (স্বর্গসুখেরও প্রত্যাশা না করিয়া দান)। বিংশতিতম অধ্যাশয়টী নেপালের মহাবস্তু-অবদান গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই।

অধ্যাস—(পুং) [অধি-অস্-ক্ষেপে ঘঞ্ বা আস-ঘঞ্] ১ আধিপত্য। ২ অধিষ্ঠান অধ্যারোপ। ৩ মিথ্যাভূতজ্ঞান, ভ্রম, বস্তুতে অবস্তুর আরোপ। একবস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রমের নাম অধ্যাস।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"কোঽয়ম অধ্যাসো নাম, স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" (ব্রঃ সূঃ ভাঃ) অর্থাৎ এই অধ্যাস কি ? ইহা স্মৃতিরূপ, অর্থাৎ স্মৃতি নহে, কিন্তু পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টের অবভাস মাত্র। এস্থলে ভামতী মতে অধ্যাসে সংক্ষিপ্ত লক্ষণ অবভাস। এই অবভাস শব্দের অর্থ—অবমত, অথবা অবসন্ন যে ভাস অর্থাৎ জ্ঞান তাহাই অধ্যাস। জ্ঞানের অবমান বা অবসাদটী প্রত্যয়ান্তরের বাধ, অর্থাৎ প্রত্যয়ান্তরদ্বারা বাধিতার্থক যে জ্ঞান তাহাই অবভাস বা অধ্যাস। সমীচীন জ্ঞান প্রত্যয়ান্তর দ্বারা বাধিত হয় না। এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণকে বিস্তৃতভাবে বলিবার জন্য "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" বলা হইয়াছে। সুতরাং এই উক্তিমধ্যে দুটী লক্ষণ বলা হইয়াছে—একটী সংক্ষিপ্ত ও একটী বিস্তৃত লক্ষণ।

বিস্তৃত লক্ষণটীর ব্যাখ্যা এই—"স্মৃতিরূপ" শব্দের অর্থ—স্মৃতির রূপের মত রূপ যাহার তাহাকে স্মৃতিরূপ বলা হয়। তাহা স্মৃতি নহে। "স্মৃতির রূপ" অর্থ—অসন্নিহিতবিষয়কত্ব। কিন্তু দেশান্তরসত্ত্বাদি ধর্ম্ম নহে। অর্থাৎ দেশান্তর সদ্বিষয়কত্ব নহে। "পরত্র" শব্দের অর্থ পরমার্থ সম্বন্ধী যে অধিষ্ঠান তাহা। ইহা ফলতঃ ব্রহ্মবস্তু। কারণ, বেদান্তমতে পরমার্থ সৎ ব্রহ্মভিন্ন আর কেহই হয় না। দৃশ্য বস্তু মাত্রই ভ্রমে কল্পিত। রজ্জু-সর্পভ্রমে যখন রজ্জুকে অধিষ্ঠান বলা হয়, তখন রজ্জুগত ইদন্তাংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই বস্তুতঃ অধিষ্ঠান বলা হয়। "পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস" অর্থ—বিস্তৃত লক্ষণ অনুসারে উক্ত অবভাস অর্থ আর পূর্ব্ববৎ নহে, কিন্তু অবভাস অর্থ স্ফুটতর জ্ঞান। বস্তুতঃ অবভাস পদটী এই অর্থেও লোকমধ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন নিলের অবভাস, পীতের অবভাস ইত্যাদি। পূর্ব্বদৃষ্ট শব্দের অর্থ সুতরাং পূর্ব্বে দৃষ্ট মাত্র, কিন্তু তাহা বস্তুসৎ নহে। এই জন্যই ভাষ্যকার "দৃষ্ট" পদটী দিয়াছেন। অধ্যস্ত রজতাদি বস্তুর দৃষ্টত্বমাত্রই অধ্যাসে অপেক্ষিত কিন্তু রজতাদির পরমার্থ সত্তা নহে। আর এতদ্বারা আরোপ্য বস্তুর কোন কালেই সত্তা নাই—ইহাই বলা হইল। সাধারণতঃ মনে হয়—ভ্রমে ভাসমান রজতাদি বস্তু এতদ্দেশে বা ইদং বস্তুতে না থাকিলেও দেশান্তরে তাহা আছে। বস্তুতঃ ইহা বেদান্তসম্মত নহে।

যদি "পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এই মাত্র লক্ষণ বলা যাইত, তবে "সেই এই দেবদত্ত" এই প্রত্যভিজ্ঞাও ভ্রম হইত। যেহেতু তাহাও "পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসস্বরূপ" হয়। এজন্য ভাষ্যকার "স্মৃতিরূপ" এই বিশেষণটী দিয়াছেন। প্রত্যভিজ্ঞা সন্নিহিতবিষয়ক হয়, অধ্যাস অসন্নিহিতবিষয়ক হয়। ভ্রমে ভাসমান রজতাদি বস্তু ইদমাদি বস্তুতে সৎ হইলে তাহার জ্ঞান অসন্নিহিতবিষয়ক হইত না। আর অসৎ হইলে তাহার অবভাস হইত না। সুতরাং ভ্রমে ভাসমান রজতাদি সৎও নহে অসৎও নহে। আর বিরুদ্ধ হয় বলিয়া কোন বস্তু সদসদাত্মক হয় না। এজন্য ভ্রমে ভাসমান বস্তু—সৎ অসৎ ও সদসৎ হইতে পারে না। এজন্য তাহাকে অনির্ব্বাচ্য বলা হইয়া থাকে। এজন্য বেদান্তিগণ অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাহার পর অধ্যাসটী জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের হইয়া থাকে। যেমন রজত এবং রজতজ্ঞান এই দুইটীই অধ্যাস। কিন্তু যে লক্ষণ বলা হইল, তদ্দ্বারা জ্ঞানের অধ্যাসই বলা হইয়াছে। অবশ্য জ্ঞানের অধ্যাস হইলে বিষয়ের অধ্যাস অবশ্যম্ভাবী। এজন্য বিষয়াধ্যাসের লক্ষণ ভাষ্যকার আর পৃথগ্‌ভাবে বলেন নাই। ইহা ভামতীর মত। বিষয়াধ্যাস পক্ষে এই লক্ষণটী যোজনা করিতে হইলে "অধ্যস্যমানরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এইরূপ করিতে হইবে। ইহা কিন্তু বিবরণের মত।

এই অধ্যাস অপরোক্ষ ও পরোক্ষ দ্বিবিধই হইয়া থাকে কেহ কেহ কিন্তু পরোক্ষ অধ্যাস স্বীকার করেন না। ভাষ্যবার্ত্তিকার নারায়ণ সরস্বতী ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু অপরে পরোক্ষ ভ্রম স্বীকার করিয়াও অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করিয়াছেন। যেমন বেদান্ত-পরিভাষাকার প্রভৃতি।

তাহার পর ভাষ্যকার রজ্জুসর্পাদি অধ্যাসস্থলে অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন। ইহা স্বীকার না করিলে "ইদং রজতম্" "রজতম্ ইদং" এইরূপ দ্বিবিধ অনুভব হইতে পারিত না। এই

অনুভবদ্বয়ের বিশেষ এই যে, একটী অনুভবে রজত বিশেষ্য এবং ইদং বিশেষণ, এবং অপর অনুভবে রজত বিশেষণ আর ইদং বিশেষ্য হয়। এইরূপ বিশেষ্যবিশেষণভাবের বোধ অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকার ভিন্ন হয় না। কিন্তু নৈয়ায়িকের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে আর প্রত্যক্ষভ্রমে এই দ্বিবিধ অনুভব হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহা অনুভবসিদ্ধ, এই জন্য অন্যথাখ্যাতি সঙ্গত নহে, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিই সঙ্গত হয়। অধ্যাসের এই রূপ ব্যাখ্যা ভামতী মতাবলম্বনে বলা হইল।

বিবরণ মতে ব্যাখ্যা অন্যরূপ। অর্থাৎ এমতে অধ্যাস দ্বিবিধ। যথা—জ্ঞানবিশিষ্ট অর্থের অধ্যাস এবং অর্থবিশিষ্ট জ্ঞানের অধ্যাস। প্রথমপক্ষে "স্মর্য্যমানরূপ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টের অবভাসমান" বস্তুই অধ্যাস। অর্থাৎ স্মর্য্যমানসদৃশ অন্য বস্তু অন্যরূপে অবভাসমান হইলে অধ্যাস হয়। জ্ঞানাধ্যাস সম্বন্ধে ভামতীর সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই।

এই বিবরণমতে অধ্যাসের কারণ—সংস্কার, সম্প্রযোগ, এবং দোষ—এই তিনটী। এস্থলে "স্মৃতিরূপ" পদের দ্বারা সংস্কারজন্যত্ব দেখান হইল, "পরত্র" পদের দ্বারা সম্প্রয়োগ অর্থাৎ অধিষ্ঠানের প্রকাশ বলা হইল, আর "পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস" দ্বারা দোষজন্যত্ব দেখান হইল। অর্থাৎ এই তিনটীর দ্বারা অধ্যাসকে মিথ্যাজ্ঞান বা অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিই বলা হইল। এই দোষ আবার ত্রিবিধ, যথা—প্রমাণদোষ, প্রমেয়দোষ এবং প্রমাতৃদোষ। প্রমাণদোষ—কাচ কামলাদি. প্রমেয়দোষ—সাদৃশ্য দূরত্বাদি এবং প্রমাতৃদোষ—রাগাদি বুঝিতে হইবে।

বেদান্তমতে এই ভ্রম পাঁচ প্রকার, যথা—১। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান, ২। আত্মাকে শরীরসম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান, ৩। কর্ম্ম ও তৎফলের সহিত আত্মা যুক্ত—এই জ্ঞান, ৪। আত্মার কর্তৃত্ব বাস্তব—এই জ্ঞান, এবং ৫। পরব্রহ্ম বিকারি—এই জ্ঞান।

১। তন্মধ্যে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন—এই ভ্রমনিবৃত্তির জন্য বিম্বপ্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত. ২। জীবকর্তৃত্বাদির বাস্তবত্বভ্রান্তিনিবৃত্তির জন্য রক্তস্ফটিকের দৃষ্টান্ত ৩। কর্ম্ম ও তৎফলের সহিত আত্মার যোগভ্রমনিবৃত্তির জন্য আতস্ পাথর ও চকমকির দৃষ্টান্ত, ৪। আত্মার কর্তৃত্ব বাস্তব—এই ভ্রমনিবৃত্তির জন্য ঘটাকাশাদির দৃষ্টান্ত, এবং ৫। ব্রহ্মের বিকারিত্বভ্রমনিবৃত্তির জন্য স্বর্ণকুণ্ডলের দৃষ্টান্ত গৃহীত হয় বলা হয়।

এখন এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রমের নাম অধ্যাস বলায় যাহাতে ভ্রম হয়, তাহাকে অধিষ্ঠান বলা হয়, এবং যাহার ভ্রম হয়, তাহাকে আরোপ বা আরোপ্য বলা হয়। যেমন রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, তাহাতে রজ্জুর দ্বারা অবাচ্ছিন্ন চৈতন্যটী অধিষ্ঠান, এবং সর্পটীকে আরোপ বা আরোপ্য বলা হয়।

এই অধ্যাস সাদি ও অনাদি ভেদে আবার দুই প্রকার। 'রজ্জুতে যে সর্পভ্রম' সেই জাতীয় অধ্যাস সাদি। আর ব্রহ্মে যে অজ্ঞান বা তৎকার্য্য যে জগৎপ্রপঞ্চ ভ্রম তাহা অনাদি।

কিন্তু এই অনাদি আবার দ্বিবিধ যথা :—১ স্বরূপতঃ অনাদি ও ২ প্রবাহতঃ অনাদি। যাহা জন্য নহে তাহা স্বরূপতঃ অনাদি, যেমন ব্রহ্ম বা অবিদ্যা, আর জন্য বস্তুর যে অনাদিত্ব তাহা প্রবাহরূপে অনাদিত্ব বুঝিতে হইবে। যেমন সংসারপ্রপঞ্চ।

অবশ্য বেদান্তমতে এই অনাদিবস্তুও ছয় প্রকার। যথা—১ জীব, ২ ঈশ্বর, ৩ বিশুদ্ধচৈতন্য, ৪ জীবেশ্বরভেদ, ৫ অবিদ্যা এবং ৬ অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ।

প্রকারান্তরে অধ্যাস ত্রিবিধ। যথা—স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাস, সংসর্গাধ্যাস ও আহার্য্যাধ্যাস। অয়ং অহং, অহম্ ইদম্, অহং মনুষ্য :—ইত্যাদি তাদাত্ম্যাধ্যাস। 'আমার শরীর' ইত্যাদি সংসর্গাধ্যাস। আর অধ্যারোপ যখন শাস্ত্রীয় বিধিদ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া ইচ্ছাপ্রযুক্ত সাধিত হয়, তখন তাহাকে আহার্য্যাধ্যাস বলা হয়, যেমন শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি।

অন্যরূপেও অধ্যাসকে বিভাগ করা যায়। যেমন ১। ধর্ম্মের অধ্যাস ২। ধর্ম্মীর অধ্যাস, ৩। সম্বন্ধের অধ্যাস। ইহাদের মধ্যে, 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' জ্ঞান ধর্ম্মের অধ্যাস। এখানে স্থূলত্ব ও কৃশত্ব ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যস্ত। জবাসন্নিহিত স্ফটিকে রক্তবর্ণ জ্ঞান, এখানে জবার লৌহিত্য ধর্ম্ম স্ফটিকে অধ্যস্ত। ২। ধর্ম্মীর অধ্যাস, যথা শুক্তিকাকে রজত এবং রজ্জুকে সর্প বলিয়া জ্ঞান। অথবা অন্তঃকরণকে সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যাস করিয়া 'আমি' জ্ঞান। ৩। সম্বন্ধাধ্যাস ধর্ম্মাধ্যাসকালেই ঘটিয়া থাকে। "আমার শরীর" ইত্যাদি স্থলেও সম্বন্ধাধ্যাস বলা হয়।

অন্যরূপ অধ্যাসকে "(ক) অর্থাধ্যাস ও (খ) জ্ঞানাধ্যাস" নামক দুইটী বিভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে (ক) অর্থাধ্যাস—প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা—১। প্রাতীতিক ও ২। ব্যবহারিক। আগন্তুক দোষজন্য যে শুক্তিরজতাদি তাহা ১। প্রাতীতিক এবং আকাশাদি ঘটান্ত জগৎ ২। ব্যবহারিক। এই (ক) অর্থাধ্যাস আবার অন্য প্রকারে ছয় ভাগে বিভক্ত। ১। কেবল সম্বন্ধাধ্যাস, ২। সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাস, ৩। কেবল ধর্ম্মাধ্যাস, ৪। ধর্ম্মসহ ধর্ম্মীর অধ্যাস, ৫। অন্যোন্যাধ্যাস এবং ৬। অন্যতরাধ্যাস।

১। কেবল সম্বন্ধাধ্যাস—অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলে অনাত্মাতে আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধের অধ্যাস হয়। আত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না।

২। সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাস—যখন আত্মাতে দেহাদি অনাত্মার সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যস্ত হয়, তখন এই অধ্যাস ঘটিতেছে বুঝিতে হইবে।

৩। কেবল ধর্ম্মাধ্যাস—যখন আত্মাতে স্থূলদেহের ধর্ম্ম শ্যামত্ব গৌরত্বাদি এবং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম দর্শনশ্রবণাদির অধ্যাস হয়, কিন্তু স্বরূপাধ্যাস হয় না।

৪। ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মীর অধ্যাস—যেমন অন্তঃকরণের ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদি ও স্বরূপ উভয়ই আত্মাতে অধ্যস্ত হয়।

৫। অন্যোন্যাধ্যাস—উত্তপ্ত লৌহাদির ন্যায় আত্মাতে অনাত্মার এবং অনাত্মাতে আত্মার যে অধ্যাস হয় তাহাকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে।

৬। অন্যতরাধ্যাস যখন অনাত্মাতে আত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না, কিন্তু আত্মাতে অনাত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হয়, তখন এই দুইএর মধ্যে একটী অধ্যাস হইয়াছে বুঝা যায়, তাহা হইলে তাহাকে অন্যতরাধ্যাস বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(খ) জ্ঞানাধ্যাস—ইহা "অতস্মিন তদ্বুদ্ধিঃ"। অর্থাৎ শুক্তিতে রজত যেমন অধ্যস্ত বিষয় বলিয়া অর্থাধ্যাস বলা হয়, তদ্রূপ শুক্তিতে রজতের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানটী অধ্যস্তবিষয়ক জ্ঞান বলিয়া ইহাকে জ্ঞানাধ্যাস বলা হয়। তদ্রূপ আত্মাতে অনাত্ম বুদ্ধি জ্ঞানাধ্যাস

বেদান্ত-মতে ইহার উৎপত্তিহেতু অনির্ব্বচনীয়। এই ভ্রমের অপর নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা। ইহাকে মূলাজ্ঞান বা মূলাবিদ্যা এবং তূলাজ্ঞান ও তূলাবিদ্যা নামেও অভিহিত করা হয়। ইহার সাহায্যে সর্ব্ববিধ ব্যবহার নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। [ব্যবহার দ°]

এই অধ্যাস বা ভ্রান্তির আধারটী সত্য। কিন্তু তাহাতে যাহা আরোপ করা হইতেছে তাহা মিথ্যা। কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় ইহা অসৎ নহে। অসৎ হইলে সর্পপ্রতীতি বা রজতপ্রতীতি হইতে পারিত না। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য বলেন, ঐ আরোপ্য-তত্ত্বটী অনির্ব্বচনীয়। অসৎটী নাই এবং প্রতীতও হয় না—কিন্তু মিথ্যাটী নাই অথচ প্রতীত হয়—ইহাই বিশেষ।

শঙ্করাচার্য্য তৎকৃত শারীরকভাষ্যে শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য এবং ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তি হইতেছে মাত্র। যোগ-বাশিষ্ঠরামায়ণেও 'ব্রহ্মে জগৎ বিবর্ত্ত হইয়াছে' এই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। যোগবাশিষ্ঠের প্রারম্ভেই তৃতীয় সর্গে দেখা যায়, 'আকাশে বস্তুতঃ রূপ না থাকিলেও যেমন আকাশে নীলিমা ভ্রম হয়, তদ্রূপ জগতের বাস্তবিক সত্তা না থাকিলেও ব্রহ্মেই জগদ্ভ্রম হয়।' অন্যত্র কথিত হইয়াছে, 'রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ' এই জগৎ মনেরই মোহমাত্র। মহাভারতাদি গ্রন্থেও এই রজ্জুসর্প প্রভৃতির দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বতন আচার্য্য গৌড়পাদ ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি এই অধ্যাস-বাদের পরিপোষক বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। "একে বহুত্ব কি করিয়া আসিতে পারে? ব্রহ্ম কি প্রকারে জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতে পারে? কেমন করিয়া জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে?" এই তত্ত্বের মীমাংসা-কল্পে আচার্য্য গৌড়পাদ কহিয়াছেন, 'অলাত অর্থাৎ জ্বলৎ কাষ্ঠখণ্ড ইতস্ততঃ ঘুরাইলে যেমন সরল ও বক্রাদি নানা ভাবে প্রকাশিত হয়, অবিদ্যাকৃত বিজ্ঞানস্পন্দও বিষয়রূপে ও বিষয়িরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে

পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ তৎকৃত গ্রন্থসমূহে বীজাকারে যে অধ্যাসবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, দার্শনিকপ্রবর শঙ্করাচার্য্য তাঁহার দর্শনশাস্ত্রে সেই অধ্যাসবাদকে মহামহীরূহে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার মতাবলম্বী পরবর্ত্তী অদ্বৈতবাদিগণও অধ্যাসসম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য এবং শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আক্রমণের উত্তর দিতে গিয়া এই অধ্যাসবাদ অতি সূক্ষ্ম বিচারাত্মক হইয়া পরিণত হইয়াছে। এই অধ্যাসবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অখণ্ড চেতন অদ্বয়-ব্রহ্মে মনঃকল্প, সেই ব্রহ্মে জড়াত্মক জগতের অধ্যাস হইতেছে। ব্রহ্মের এক অনির্ব্বচনীয়া শক্তি যেন রহিয়াছে, তাহারই প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি হইতেছে, এবং সেই ব্রহ্মই অন্তঃকরণাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। আবার সেই ব্রহ্মই সেই শক্তিবশতঃ ঘটপটাদি রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। আর এই যে ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয়া শক্তি তাহাকেই শাস্ত্রে ঐশীশক্তি, অজ্ঞানশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, জগদ্যোনি, মায়া, মূলপ্রকৃতি ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এই অজ্ঞান অনাদি কিন্তু সান্ত। এই অজ্ঞানপ্রভাবেই ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস হইতেছে, কিন্তু অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা এই অজ্ঞান অপনোদিত হইলেই মোক্ষ, ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ।

এবম্প্রকার যুক্তিপারিপাট্য প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে জগতের কোন তাত্ত্বিক সত্তা নাই। কেবল ব্রহ্মই জগৎ-আকারে প্রতিভাত হইতেছেন মাত্র। যেমন, কোন ঐন্দ্রজালিক, ইন্দ্রজালপ্রভাবে নানাবস্তু দেখায়, কিন্তু সকল মিথ্যা, তেমনই সেই অদ্বয় ব্রহ্ম মায়া-প্রভাবে জীব জগৎ হইয়াছেন।

এই যে ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস বা আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস বলা হইল, ইহার বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক প্রকার যুক্তি আসিতে পারে। শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরকভাষ্যের প্রারম্ভে সেই সব যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি নিজেই অধ্যাসভাষ্যে যথাসম্ভব পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার সদুত্তর দিয়াছেন।

যেমন একটী পূর্ব্বপক্ষ এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর

অবভাস বা জ্ঞান হইলে তাহার নাম অধ্যাস হওয়ায় রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, এবং শুক্তিতেও রজতের অধ্যাস হয় বটে, কিন্তু এই সমুদয় স্থলে দেখা যায়, সর্পের সহিত রজ্জুর সাদৃশ্য আছে এবং রজতের সহিত শুক্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ সাদৃশ্য থাকা স্থলেই এই অধ্যাস বা ভ্রমের কথা আসিতে পারে। কিন্তু অনাত্মার সহিত আত্মার কোন সাদৃশ্য নাই—জগৎ বা অনাত্মা আত্মার বিরুদ্ধধর্ম্মাত্মক। সুতরাং এই বিরুদ্ধধর্ম্ম স্থলে অধ্যাস হইতে পারে কি ?

তাহার পর যাহা বিষয় তাহাতেই অন্য বিষয়ের অধ্যাস সম্ভব। রজ্জুও বিষয়, সর্পও বিষয়, আবার শুক্তিও বিষয় এবং রজতও বিষয়। বিষয় অর্থে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু। পরন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম হইতেছেন বিষয়ী, রজ্জুও আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, সর্পও প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হইতে পারে, কিন্তু যাহা অবিষয়, বিষয়ের পুরোবর্ত্তী এবং পরোক্ষ তাহাতে অন্যের অধ্যাস কি প্রকারে হইবে ? অর্থাৎ আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস বা ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস হইতে পারে না, ইহাই হইল অপর পূর্ব্বপক্ষ।

ইহার উত্তর এই যে, আত্মা যেমন ভাববস্তু অনাত্মও তদ্রূপ ভাববস্তু। অতএব ভাবস্বরূপ সাদৃশ্য থাকিল। বিশেষ এই যে, অনাত্মা মিথ্যা আর আত্মা সত্য বস্তু। আর অধ্যাসস্থলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মও কিছু থাকে। রজ্জু ও সর্পের মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকে বলিয়া বোধ হয়। অতএব প্রথম আপত্তি ব্যর্থ

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই যে, আত্মা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ বস্তু, পরোক্ষ নহেন। বিবেককালে অর্থাৎ অনধ্যাস অবস্থাতেই তিনি নিরুপাধিক ও নিরংশ, কিন্তু অনাদি অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশরূপে অহংবুদ্ধির বিষয় বলিয়াই তাঁহাতে দেহাদির অধ্যাস হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। অতএব দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষও ব্যর্থ। ইহাই হইল দ্বিতীয় পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর।

বস্তুতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত না বুঝিয়াই এই সব আপত্তি করা হয়। এইরূপ বহু আপত্তি ভাষ্য ভামতী ও বিবরণ প্রভৃতি মধ্যে আছে এবং তাহাদের সমুচিত উত্তরও তত্তৎস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই অধ্যাসবাদের উপরই সমগ্র অদ্বৈতবেদান্ত মত প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের প্রারম্ভে অধ্যাস সিদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অদ্বৈতবাদ শব্দে ব্যাপ্তিপরিচয়টি দ্রষ্টব্য।

অধ্যাসন—(ক্লী) [অধি-আস বাসে উপবেশনে বা-ল্যুট্] নিবাস। ২ অধিষ্ঠান। ৩ অধিরোহণ। ৪ উপবেশন।

অধ্যাসনযোগ—(পুং) বৌদ্ধমতে এক প্রকার ধ্যানবিশেষ।

অধ্যাসিত—(ক্লী) [অধি-আস ভাবে ক্ত] আক্রমণ, অধিষ্ঠিত।

"যেষা তদধ্যাসিতকান্তরাক্ষ্যা
নিরীক্ষ্যমাণঃ সুতরাং দয়ালুঃ।" (রঘু ২।৫২)

[আধারস্ত কর্ম্মসংজ্ঞায়াং কর্ম্মণি ক্ত] বাসস্থান, ভূমি।

অধ্যাসীন—(ত্রি) [অধি-আস-শানচ্] "ঈদাসঃ" (পা ৭।২।৮৩) আস ধাতুর উত্তর আন (শানচ্) প্রত্যয়ের আকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার আদেশ হইয়া থাকে। উপবিষ্ট, যে বসিয়া আছে "শক্রাসনাধ্যাসিনঃ" (পঞ্চতন্ত্র ৩।২৭০) (স্ত্রী) অধ্যাসীনা।

অধ্যাহরণ—(ক্লী) [অধি আ-হৃ ল্যুট্] অধ্যাহার। ২ তর্ক

অধ্যাহরণীয়—(ত্রি) উপস্থিত করিবার যোগ্য। ২ তর্ক্য।

অধ্যাহার—(পুং) [অধ্যাহ্রিয়তে বোধবিকাশায় অনুসন্ধীয়তে অধি-আ-হৃ ভাবে ঘঞ্] উহ করা। ২ তর্ক। ৩ অসম্পূর্ণ বাক্যের পূরণার্থ পদান্তর যোজনা। ৪ অন্য শব্দ দ্বারা অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট করা। ৫ কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ অনুসন্ধান। "অপ্রকৃতপদানামনুসন্ধানম্।" (দিন° ৪)। "যথা ঘটমানয়েত্যুক্তে ত্বমিতি পদস্যাধ্যাহারঃ অধ্যাহারো দ্বিবিধঃ। শব্দাধ্যাহারঃ। অর্থাধ্যাহারঃ।" অপ্রকৃত পদের অনুসন্ধান করা যেমন,—'ঘট আন' এমন কথা বলিলে এখানে 'তুমি' এই পদের অধ্যাহার হইতেছে। অধ্যাহার দুই প্রকার,—শব্দাধ্যাহার ও অর্থাধ্যাহার।

অধ্যাহার্য্য—(ত্রি) [অধি-আ-হৃ ণ্যৎ] উহ্য। ২ অনুসন্ধেয়।

অধ্যাহৃত—(ত্রি) বিতর্কিত। ২ উপস্থাপিত।

অধ্যুষিত—(ত্রি) [অধি-বস-আধারস্ত কর্ম্মসংজ্ঞায়াং কর্ম্মণি ক্ত, বকারস্ত সম্প্রসারণম] অধিষ্ঠিত। ২ উপবিষ্ট, যেখানে বাস বা উপবেশন করা যায়। ৩ সর্ব্বাক্ষিরোগ, অর্থাৎ সমস্ত চক্ষু ব্যাপিয়া যে রোগ হয়।

অধ্যুষিতাশ্ব—অধ্যুষিতাশ্ব—(পুং) দশরথবংশজ এক রাজকুমার।

অধ্যুষ্ট—(ত্রি) [অধি-বস-ক্ত] সার্দ্ধত্রিসংখ্যা।

"অবাপ্য ত্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ম্" (আনন্দলহরী)

২ সাড়ে তিনবার মণ্ডলীকৃত।

অধ্যুষ্টবলয়—(পুং) সর্প, যে সাপ সাড়ে তিন বল ভক্ষণ করিয়াছে।

অধ্যুষ্ট্র—(ত্রি) [অধ্যারূঢ়ম্ উষ্ট্রম্, অত্যাদয়ঃ।] উষ্ট্রযুক্ত রথ। ২ উষ্ট্রবাহ বোঝা, উটের গাড়ী।

অধ্যূঢ়—(ত্রি) [অধি-উপরি-বহ-ক্ত] অধিক ঋদ্ধিযুক্ত। "অধ্যূঢ়ং সামশীর্ষতে" (ছান্দোগ্য উপ° ১০।১) ২ সমৃদ্ধ। ৩ উপরে অবলম্বিত। (স্ত্রী) অধ্যূঢ়া—অধিবিন্না স্ত্রী। একবার বিবাহের উপর পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে সেই প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীকে অধ্যূঢ়া কহে।

অধ্যূঢা—(স্ত্রী) দ্বিতীয়বার দারপরিগৃহীত পতির প্রথমা স্ত্রী।

অধ্যূধ্নী—(স্ত্রী) [অধিকম্ ঊধঃ স্তনো যস্যাঃ, অধি-ঊধস্-অনঙ্।] দুগ্ধবতী গাভী। ২ যে গাভীর বড় বড় বাঁট। "উবধ্যবসাধ্যূধ্নী-বনিষ্টুষু সমুচ্চয়ঃ" (কাত্যা° শ্রৌত° ১ ৮ ২১)

অধ্যূষিত—(ত্রি) [অধি-বস্ ক্ত] অধিষ্ঠিত। ২ যে অধিবাস করিয়াছে।

অধ্যূহন্—(স্ত্রী) ভস্ম অথবা অঙ্গার বিলেপন।

অধ্যেতব্য—(ত্রি) [অধি-ইঙ্-কর্ম্মণি তব্য] পাঠ্য, পাঠ করিবার যোগ্য।

অধ্যেতৃ—(ত্রি) [অধি-ইঙ্ তৃচ্] অধ্যয়নকর্ত্তা, পাঠক। (মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্র-ভাষ্য ২ ১৪ ১৯)

অধ্যেয—(ত্রি) পাঠ্য, পঠনীয়, যাহা পাঠের উপযুক্ত।

অধ্যেষণ—(স্ত্রী) [অধি-ইষ্ প্রেরণে ণিচ্-ল্যুট্] বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা। ২ প্রার্থনা। ৩ সৎকারপূর্ব্বক প্রেরণা। [স্ত্রী-টাপ্] অধ্যেষণা।—অধিক প্রার্থনা।

অধ্যেষ্যমাণ—(ত্রি) অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক।

অধ্রি—(ত্রি) [অধৃতম] বেদে অধৃত শব্দের অধ্রি ভাব হয়। অথবা [ন ধৃ অধৃ কি] অধৃত, যাহাকে ধরা হয় নাই, যে হাতের বাহিরে। [ন ধৃ ক্রি] অধৃত।

অধ্রিগু (অধ্রিগূ)—(ত্রি) [অধিকৃতো গোর্যস্মিন মন্ত্রে, বহুব্রী] "অধিকৃতশব্দস্য অধ্রিভাবঃ, গোশব্দশ্চাত্র পশুমাত্রে পশুকঃ।" (নিরুক্ত) এখানে অধিকৃত শব্দের অধ্রি এই প্রকার রূপ হইয়াছে এবং গো শব্দে পশুমাত্রকেই বুঝাইতেছে। "অথবা—অধারণশব্দস্য অধ্রিভাবঃ গমনং গোঃ। (নিরুক্ত) কিম্বা অধৃত শব্দের অধ্রিভাব হইয়াছে এবং গো শব্দে গমন বুঝাইতেছে।

অধৃতগমন, অপ্রতিহতগতি। "অধৃতগমনঃ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত-গতিরিত্যর্থঃ।" (দেবরাজ) 'যদধ্রিগাবো অধ্রিগূ ইদা" (ঋক্ ৮ ২২.১১)

অগ্নি ও ইন্দ্রদেবতা। "অগ্নিরিন্দ্রশ্চ অধ্রিগুশব্দেন উচ্যতে।" "অধৃতগমনেঽসাগ্নিতি।' অগ্নি। "ন কশ্চিদ্ গমনধারয়িতাস্তি।" ইন্দ্র। (ঋক্ ১.৬১ ও ৩ ২১.৪)। ২ অধিকৃত পশুবিশিষ্ট যজ্ঞ।

অধ্রিগু২—অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন একজন ঋষি। ইন্দ্র ইঁহাকে অসুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋক্ ৮.১২ ২)

অধ্রিজ—(ত্রি) [অধৃতং জনয়তি জন-অন্তর্ভূত ণ্যর্থে ড।] অধৃত-জনক। 'ইতি চিন্মহ্যমধ্রিজখাদাস্তয়া পশুং দদে" (ঋক্ ৫ ৭.১০) ২ অধৃতজনক। যাহার গতিরোধ করা যায় না।

অধ্রিপুষ্পিকা—(স্ত্রী) তাম্বূল, নাগবল্লী, নাগবল্লেল, পান।

অধ্রিয়মাণ—(ত্রি) যাহা ধরা হয় নাই, নিখোঁজ। ২ যাহা ধরিতে অসমর্থ, ধারণাযোগ্য। ৩ মৃত।

অধ্রুব—(ত্রি) [ন ধ্রুবম্, নঞ্-তৎ] চঞ্চল। ২ অনিশ্চিত। "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।" (পঞ্চতন্ত্র ১১.১৪৪)

অধ্রুষ—(পুং) বিকৃত রক্তজনিত অর্ব্বুদক শোথরোগবিশেষ। [শোথ দ্র]

অধ্বগ—(পুং) [অধ্বানং গচ্ছতীতি গম-ড] পথিক। অধ্ব-গমন সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নিম্নোদ্ধৃতরূপ বিধি ও নিষেধ পরিদৃষ্ট হয়। যথা—পথে একাকী অথবা যবন, শত্রু এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত চলা অনুচিত। ইহা ব্যতীত অতিশীঘ্র অতি প্রত্যূষে, অতিসন্ধ্যায়, দিবারাত্রির সন্ধি সময়ে, মধ্যাহ্নে, গভীর জলের সন্নিধানস্থ বর্ত্মে, রাত্রিতে, ব্যাধিপীড়িত বাহন-চালিত রথে, হীনাঙ্গ ব্যক্তির সহিত, রোগী ও দীন ব্যক্তির সহিত এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া পথগমন কদাপি বিধেয় নহে। পথে গমন করিতে করিতে যে সকল স্থানে অবস্থান করা অসঙ্গত, নিম্নে তাহাও উল্লিখিত হইল; যথা—চতুষ্পথে, রাত্রিতে বৃক্ষমূলে, শূন্যালয়ে, তৃণোপরি, পশুদিগের বন্ধনাগারে, কণ, তুষ, কপাল, অস্থি, ভস্ম ও অঙ্গারোপরি অবস্থান করা অনুচিত।

পথে গমনকালে চতুষ্পথ ও দেব প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদক্ষিণ করিতে হয় এবং অধ্ব যাত্রাকালে শুভজনক বস্তু দর্শন ও স্পর্শ করিতে হয়। ইহাতে পথগমনশীল ব্যক্তি অশুভ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গণিকা, পূর্ণকুম্ভ, আদর্শ (দর্পণ), ছত্র, ধ্বজ, পতাকা, শ্রীবৃক্ষ (বিল্ববৃক্ষ), আনন্দকর দ্রব্যসমূহ এবং তালবৃন্ত, চামর, গজ, অশ্ব, গো, দধি, ক্ষীর, মধু, সিদ্ধার্থ, বীণা, চন্দন, আয়ুধ, আর্দ্র গোময়, পুষ্প, শাক, গোরোচনা, দূর্ব্বা, উষ্ণীষ, অলঙ্কার, মণি, স্বর্ণ, রজত, বস্ত্র, আসন, আমিষ দ্রব্য, অন্নাদি, সবৎস ধেনু, যুবতী নারী, তুরগ, কুমারী ও মীন প্রভৃতি দর্শন ও স্পর্শ করিয়া গমন করিলে পথগামী ব্যক্তি কুশলে গমন করিতে পারেন।

পথগমনকালে গমনকারী ব্যক্তি যদি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অশুভজনক, মত্ত, উন্মত্ত, খঞ্জ অথবা বমনশীল ব্যক্তিকে দর্শন করেন, তাহা হইলে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন এবং মুণ্ডিতমস্তক, মলিনবসনধারী, জটাযুক্ত মস্তক, বামন, কষায় বসন ও প্রব্রজ্যাব্রতধারী, তৈল, গুড়, শুষ্ক গোময়, ইন্ধন, তৃণ, তুষ, পলাশ, ভস্ম, অঙ্গার, লবণ, নপুংসক, কার্পাস, রজ্জু, নিগড়যুক্ত ব্যক্তি ও কেশ দর্শন করেন তাহা হইলে তিনি যাত্রায় গমন করিলে বিপদাপন্ন হইতে পারেন। বীণা, চন্দন, উষ্ণীষ ও অলঙ্কৃতা কুমারীকে পথে গমন সময়ে অভিবাদন করিতে হয়।

দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গুরু প্রভৃতির ছায়া আক্রমণ করা অবিধেয় এবং বমিত দ্রব্য রুধির, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নানোদক প্রভৃতিও পথযাত্রাকালে পদদলিত করা অনুচিত।

বৎসতরী লঙ্ঘন, বর্ষণকালে ধাবিত হওয়া, বৃথা নদী অতিক্রম, দেবতা ও পিতৃগণকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান না করিয়া গমন করা কর্ত্তব্য নহে এবং জলসন্নিধানে অবস্থান, কূপাবলোকন, কূপ-লঙ্ঘন প্রভৃতিও একান্ত অনুচিত। [য ত্রা দ্র]

২ উষ্ট্র। ৩ সূর্য্য। ৪ খচ্চর। ৫ খেচর। (স্ত্রী) অধ্বগা= গঙ্গা। (ত্রি) [অধ্বানং গচ্ছতীতি গম-ক্বিপ্] পথিক।

অধ্বগক্কর্মা—(পুং) [বৈদ্যক] খচর, পক্ষী। (বৈদ্যকনি°)

অধ্বগৎ—(ত্রি) [অধ্বানং গচ্ছতি গম ক্বিপ] পথিক।

অধ্বগভোগ্য—(পুং) [অধ্বগৈঃ আতসৌলভ্যাৎ ভোগ্যঃ ৩ তৎ] আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া। আমড়া অতি সুলভ, পথের লোকে ছিঁড়িয়া খাইলেও কেহ কিছু বলে না, তাই তাহার নাম অধ্বগভোগ্য হইয়াছে। আমড়া সুলভ বলিয়া বহুকাল হইতে এদেশে একটী গাথা প্রচলিত আছে—

"যেখানে সেখানে যাই, তোমারে দেখিতে পাই।
পাতা ভাতে মেখে খাই, খেজুরের বড় ভাই
আঁটী আর চামড়, আ মরে আমড়া।

অধ্বগমন—(ক্লী) রাস্তায় চলা, পথভ্রমণ, পর্য্যটন।

অধ্বগবৃক্ষ—(পুং) [বৈদ্যক] আম্রাতক বৃক্ষ, (চলিত) আমড়া গাছ।

অধ্বগামিন্—(ত্রি) মার্গগমনকারী, পথিক।

অধ্বজা—(স্ত্রী) [অধ্বনি জায়তে জন ড, ৭ তৎ] সোনাগাছ, স্বর্ণপুষ্পীবৃক্ষ। [সোনা দ্র°]

অধ্বন্—(পুং) [অদ-ক্বনিপ্ দকারস্য ধকারঃ] অদনং স্বাদ্য গচ্ছতাং পক্ষ্যাদীনাং বিষমস্থানাভাবাৎ। যদ্বা—অধিগত্যর্থঃ কশ্চিদ্ধাতুঃ। বাহুলকাৎ পূর্ব্বেণ বনিপ্। গচ্ছন্ত্যস্মিন দেবতাদয় ইত্যধ্বা।" (দেবরাজ।) আকাশে বিষম স্থান নাই, অতএব স্বচ্ছন্দগামী পক্ষী প্রভৃতির ভক্ষণ সুখে হয়। অথবা, অধিগমার্থ ধাতুর উত্তর বনিপ্ প্রত্যয় দ্বারা অধ্বন শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দেবতারা যাহাতে গমন করেন। (অতের্ধশ্চ ইতি ভাষ্যসূত্রম) অত সাতত্যগমনে। "সততং গচ্ছন্ত্যত্র সূর্য্যোদয় ইত্যধ্ব।" অত ধাতুর অর্থ সর্ব্বদা গমন। ইহার তকারের স্থানে ধকারের আদেশ হইয়াছে পরে বনিপ্ প্রত্যয় দ্বারা অধ্বন শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

পথ। ২ অন্তরিক্ষ, আকাশ। ৩ অশ্বিক দ্রুবাবোহণ। ৪ কাল। ৫ অবকাশ। ৬ দেহ। ৭ শাস্ত্র। ৮ স্কন্ধ। ৯ অবয়ব।

অধ্বানবেষণ—(ক্লী) [বৈদ্যক] অশ্বচলন, চঙ্ক্রমণ। [চঙ্ক্রমণ দ্র°]

অধ্বনীন—(ত্রি) [অধ্বানম্ অলংগামী অধ্বন খ] পথিক। ২ যে পথে বহু সংখ্যায় এবং কুশলে গমন করে।

অধ্বন্য—(ত্রি) [অধ্বানম অলংগামী, অধ্ব যৎ] পথিক। ২ যে পথে প্রচুর বা কুশলে গমন করে।

অধ্বপতি—(ত্রি) মার্গপালক। অহং অধ্বপতে' (শুক্লযজুঃ ৫ ৩৩) (পুং) ২ সূর্য্য।

অধ্বযৎ—(ত্রি) শীঘ্রগামী। অধ্বযতো হরয়ো বহন্তি" (অথর্ব ১৩ ১ ৪২)

অধ্বর—(পুং) [ধ্বর-হিংসাকর্ম্ম ধ্বরতি ধ্বরঃ। ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন, নঞ্ বহুব্রী]

নিরুক্তে অধ্বর শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে—'ধ্বরতি ধূর্ব্বতি হিংসার্থেষু পঠিতৌ। তৎপ্রতিষেধঃ অধ্বরঃ অহিংস্র ইত্যর্থঃ। অথবা নঞর্থে বহুব্রীহি। অবিদ্যমানোহ ধ্বরো যস্য সোহধ্বরঃ রক্ষাভিরহিংসিতঃ। অধ্বানং মার্গং রাতি দদাতি যস্মিন গচ্ছতাং পক্ষ্যাদীনাং। যদ্বা, অধ্বা মার্গো বিদ্যতেহস্মিন মেঘাদীনাম। বো স্বার্থীয়ঃ। (নিরুক্ত)

অর্থাৎ হিংসার্থে ধ্বর ধাতু হইতে প্রথমে ধ্বরশব্দ নিষ্পন্ন হইল। তাহার পর নঞ্ সমাস অহিংসার্থে অধ্বর শব্দের রূপসিদ্ধি হইল। কিম্বা নঞর্থে বহুব্রীহি। যাহার অধ্বর নাই। গমনশীল পক্ষীদিগকে যাহা পথ দেয়। অথবা, এই স্থানে মেঘদের পথ আছে 'এই অর্থ আছে' এইরূপ বুঝাইতে অধ্বন শব্দের উত্তর র প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইয়াছে।

যজ্ঞ, হিংসারহিত অর্থাৎ বিঘ্নরহিত যজ্ঞ। ২ অন্তরিক্ষ। ৩ অষ্টবসুর মধ্যে একটী বসুর নাম। ৪ কুটিলতাশূন্য।

ঋগ্বেদ ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য অধ্বর শব্দে হিংসা শূন্য নিম্নরহিত যজ্ঞ এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। (ঋক ১ ১ ৪)

হে অগ্নি! তুমি বিশ্বের চারিদিক হইতে যে হিংসাশূন্য যজ্ঞ পাইতেছ, তাহা অবশ্যই দেবতাদের কাছে যাইতেছে। কীদৃশং যজ্ঞং ?—অধ্বরং—হিংসারহিতম। নহি অগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি। + + ন বিদ্যতেহধ্বরো বাহস্যেতি বহুব্রীহৌ ইত্যাদি।" (সায়ণ)। কি প্রকার যজ্ঞ ?—অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞ। সকল দিকে অগ্নি দ্বারা পালিত যজ্ঞ নষ্ট করিবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা সমর্থ হইত না।

"রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বে দমে।" (ঋক্ ১.১ ৮)

তুমি হিংসারহিত যজ্ঞের দীপ্যমান রক্ষক, অবশ্যম্ভাবী কর্ম্ম-ফলের দ্যোতক এবং যজ্ঞীয় গৃহে বর্দ্ধিত হইতেছে। "অধ্বরাণাং

রাক্ষসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং।" (সায়ণ)। অধ্বর-সমূহের অর্থাৎ রাক্ষসকৃত হিংসারহিত যজ্ঞসমূহের।

"দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে।
যজ্ঞেষু দেবমীড়তে" (ঋক্ ১.১৫.৭)

(সোমরস বাহির করিবার জন্য পাথর দিয়া লতা ছেঁচিতে হইত) ধনদাতা দেবতাকে স্তব করিতেছেন। "অধ্বরে—ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্" (সায়ণ) যাহাতে ধ্বর অর্থাৎ হিংসা নাই, তাহাই অধ্বর।

অধ্বর—হিন্দুদিগের এক দেবতা। ইনি অষ্টবসুর অন্যতম। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (প ১০৭) তাঁহার যে ধ্যান পাওয়া যায় তাহা নিম্নে বিবৃত হইল—

'স্রুক্ স্রুবাঢ্যৎকরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং শুচিম্।
অগ্নিশুশ্রূষণরতং অধ্বরং প্রণমেঽহম্ ॥

অধ্বরদেবতার হস্তে স্রুক্ স্রুবাদি যজ্ঞীয় পাত্র থাকে। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেন। তাঁহার শরীর পবিত্র, এবং তিনি অগ্নির পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকেন।

অধ্বরকর্ম্মন্—(ক্লী) [অধ্বর এব কর্ম্ম] যজ্ঞরূপ কর্ম্ম। "উভয়ং হ্যেতৎ কর্ম্মাধ্বরকর্ম্ম চাগ্নিকর্ম্ম চ" (শতপথব্রাহ্মণ ৬.৬.১.৪)

অধ্বরকল্পা—(স্ত্রী) ইচ্ছানুরূপ যজ্ঞবিশেষের নাম। ইহাকে কাম্যেষ্টিযজ্ঞও বলা হইয়া থাকে।

অধ্বরকাণ্ড—(ক্লী) শতপথব্রাহ্মণের যে অংশে অধ্বর যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে, সেই অংশের নাম।

অধ্বরকৃৎ—(পুং) অধ্বর-যজ্ঞকারী পুরুষ। "অধ্বরকৃতং দেবেভ্যঃ" (শুক্লযজুঃ ১২৪)

অধ্বরক্রম—একখানি বৈদিক গ্রন্থ।

অধ্বরগ—(ত্রি) অধ্বরের নিমিত্ত ঈপ্সিত।

অধ্বরথ—(পুং) [অধ্বের রথো যস্য, বহুব্রী] পথের বিষয়ে অভিজ্ঞ দূত। [অধ্বনি গমনোপযুক্তো রথঃ] পথগমনোপযুক্ত রথ। পর্য্যায়—পরিঘাতিক। এখানে 'পথগমনোপযুক্ত রথ' এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই,—রথ অনেক প্রকার আছে। যেমন, ১—ছেলেদের খেলা করিবার রথ। ২—দেবতাদিগকে চড়াইয়া টানিবার রথ। ৩—দ্রব্যাদি বহন করিবার রথ। ৪—পথে গমনোপযুক্ত রথ। ৫—গন্ত্রীরথ। অধ্বরথ শব্দে পথে গমনোপযুক্ত রথকে বুঝায়।

অধ্বরদীক্ষণীয়া—(স্ত্রী) অধ্বরসম্বন্ধীয় দীক্ষা। ২ যজ্ঞের শুভ ক্রিয়াবিশেষ।

অধ্বরপদ্ধতি—দয়াশঙ্কর রচিত একখানি গ্রন্থ।

অধ্বরপ্রায়শ্চিত্তি—(স্ত্রী) অধ্বরবিষয়ক প্রায়শ্চিত্তের রীতি। "উভে প্রায়শ্চিত্তী করোত্যধ্বরপ্রায়শ্চিত্তিঞ্চ" (শতপথব্রা° ৬.৬.৪.১১)

অধ্বরমীমাংসা—(স্ত্রী) [অধ্বরস্য যজ্ঞস্য কর্ত্তব্যতাজ্ঞানায় মীমাংসা বিচারঃ] জৈমিনিপ্রোক্ত ধর্ম্মমীমাংসাখ্য শাস্ত্রবিশেষ।

অধ্বরমীমাংসাকুতূহলবৃত্তি—মীমাংসাসূত্রের একখানি টীকা। [মীমাংসাকুতূহলবৃত্তি দ্র°]

অধ্বরমীমাংসাভাষ্য—একখানি মীমাংসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

অধ্বরবৎ—(ত্রি) অধ্বর শব্দবিশিষ্ট, অর্থাৎ যাহাতে অধ্বর এই শব্দ আছে। "অধ্বরবত্যং ত্রিচম্" (শতপথব্রা ১.৪.১.৪০)

অধ্বরশ্রৌত—একখানি বৈদিক গ্রন্থ।

অধ্বরস্থ—(ত্রি) যজ্ঞে দণ্ডায়মান অথবা যজ্ঞস্থলে কার্য্যকারী।

অধ্বরা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] মেদা। (বৈদ্যকনি°)

অধ্বরেষ্ঠা—(ত্রি) যজ্ঞে অধিষ্ঠিত। (ঋক্ ১০.৭৭.৭)

অধ্বর্য্যু, অধ্বরয়ু—(পুং) [অধ্বরং যুনক্তীতি অধ্বর-যুজ্-ড়ু] এই শব্দ উণাদির মৃগয্বাদি শব্দের আকৃতিগণমধ্যেও পাঠ্য। "অতএব অধ্বরং যাতীতি অধ্বর-যা-কু" ঋগ্বিষয়ে ইহার রূপ-সিদ্ধি এই প্রকারে হয় (পা ৭.৪.৩৯) ক্যচ্ পরে থাকিলে ঋগ্বিষয়ে কবি, অধ্বর, পৃতন এই সকল অন্তের লোপ হয়। তাহার পর, ক্যাচ্ছন্দসি। (পা ৩.২.১৭০) ক্যচ্, ক্যঙ্ এবং ক্যষ এইসকল প্রত্যয়ান্ত ধাতুর পর বেদবিষয়ে তাচ্ছীল্যাদি অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় বিহিত হয়। যাস্ক, দুর্গাচার্য্য, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি সুধীগণ অধ্বর্য্যু শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। "অধ্বর্য্যুরধ্বরযুঃ অধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতাধ্বরং কাময়ত ইতি বাপি"। (ইতি যাস্ক)। "অধ্বর্য্যুঃ অধ্বরযুঃ এবমপি বাগুক্ত ইতি। পুনরপ্যাহ,—'অধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতা প্রাপয়িতেত্যর্থঃ। অথবা অধ্বরং কাময়তে কর্ত্তুম্ ইতি অধ্বর্য্যুঃ। অধ্বরমধীতে যঃ সোঽধ্বর্য্যুঃ।" (ইতি দুর্গাচার্য্য)। "অধ্বরং যুনক্তি অধ্বরস্য নেতেতি।" (সায়ণাচার্য্য)। যিনি যজ্ঞের যোজনা করেন অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের নেতা অথবা যিনি যজ্ঞের কামনা করেন, বা যজ্ঞকে পাওয়াইয়া দেন। তিনিই অধ্বর্য্যু। অধ্বর্য্যু অধ্বরযু এই দুই প্রকার শব্দই হয়। যাঁহার দ্বারা যজ্ঞ বহন করা হয়। অথবা যজ্ঞ করিতে যিনি কামনা করেন তাঁহাকে অধ্বর্য্যু কহে। যিনি অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞের বিষয় অধ্যয়ন করেন।

অধ্বর্য্যু শব্দের এই কএকটী অর্থ বুঝায়—যাজক, যজু-র্বেদবিৎ, ঋত্বিগ্‌বিশেষ, যিনি যজুর্বেদের মন্ত্রানুসারে যজ্ঞ করেন।

"অধ্বর্য্যূদ্গাতৃহোতারো যজুঃসামর্গ্বিদঃ ক্রমাৎ" (অমরঃ)

হরিবংশে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণং পরমং বক্ত্রাদুদ্গাতারঞ্চ সামগম্।
হোতারমথ চাধ্বর্য্যুং বাহুভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ"

প্রভু তাঁহার মুখ হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা উদ্গাতা, উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিতেন। তাঁহার বাহু হইতে হোতা এবং অধ্বর্য্যু সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এটী বড় গোলের কথা। প্রভু ব্রাহ্মণদিগকে মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সামবেদের গায়ক। আবার যাঁহারা অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্বেদের পুরোহিত, প্রভু তাঁহাদিগকে আপনার বাহু হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ এবং যজুর্বেদের পুরোহিত দুই পৃথক্ শ্রেণীর লোক হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই অধ্বর্য্যু বা যজুর্বেদের পুরোহিত নহে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি যজুর্বেদের পুরোহিত ছিলেন। ঋগ্বেদের এবং অথর্ববেদের পুরুষসূক্তে দেখা যায় যে, পুরুষের বাহু হইতে রাজন্যদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এখানে লিখিত হইতেছে যে, প্রভু আপনার বাহু হইতে অধ্বর্য্যুদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে এই সন্দেহ হয়, রাজন্য এবং অধ্বর্য্যু এক শ্রেণীর লোক। নিরুক্তে লিখিত আছে—"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বা ইন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ। সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্মপৃথক্ত্বাৎ যথা—হোতাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপি একস্য সতঃ। অপি বা পৃথগেব স্যুঃ। পৃথগ্ হি স্তুতয়ো ভবন্তি তথা ভিধানানি ইত্যাদি।" (৭.৫)

নৈরুক্তদের মতে দেবতা তিনটী। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র, দ্যুলোকে সূর্য্য। তাঁহাদের মাহাত্ম্যানুসারে এক এক দেবতার অনেক নাম হইয়া থাকে। অথবা যেমন পৃথক্ পৃথক্ কর্ম হইতে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা এইরূপ অনেক নাম হয়, তদ্রূপ এক দেবতার অনেক নাম হইয়া থাকে। কিম্বা তাঁহারা সকলেই পৃথক্। কারণ, তাঁহাদের সকলের স্বতন্ত্র নাম রহিয়াছে এবং সকলে পৃথক্ স্তবনীয় হন।

নিরুক্তের এই ব্যাখ্যা দেখিলে বোধ হয় যে, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামগুলি কেবল কার্য্যভেদে হইয়াছিল। ঋষিরা যে সকল বেদমন্ত্র রচনা করিতেন তাহার এক একটী নাম দেওয়া হইত। যেমন,—ঋচ্, উক্থ, স্তোম, অর্ক, বাচ্, বাচস্, ব্রহ্ম, গীর্, মন্ত্র, সূক্ত, ধী, মতি, নীথ, নিবিদ্ ইত্যাদি। তাই বোধ হয়, যাহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের গান বিশেষ প্রকাশ করিতেন কিম্বা সেই স্তোত্র গান করিতেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইত। সায়ণের বেদভাষ্যে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি 'অব্রাহ্মণ' শব্দের ব্যাখ্যায় 'স্তোত্রহীন' বলিয়া লিখিয়াছেন। আরও দেখা যায়, ঋগ্বেদের ভিতর অনুচ্ আর অব্রাহ্মণ এই দুটী শব্দ এক প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অধ্বর্য্যুক্রতু—(পুং) [অধ্বর্য্যুবেদে যস্য ক্রতোর্বিধানং সোঽধ্বর্য্যুক্রতুঃ] যজুর্বেদবিহিত যজ্ঞ।

অধ্বর্য্যুপ্রয়োগ—একখানি বৈদিক গ্রন্থ।

অধ্বর্য্যুবেদ—(পুং) যজুর্বেদ।

অধ্বশল্য—(পুং) [অধ্বনি পথি শল্যমিব আচরতীতি ততোঽচ] অপামার্গ, আপাঙ্ গাছ। [অপামার্গ দ্র°]

অধ্বশোষ—(পুং) [বৈদ্যক] পথশ্রমজনিত শোষরোগ।

"অধ্বপ্রশোষী স্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ।

প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগলাননঃ।" (নিদান)

অধ্বসিদ্ধক—(পুং) [বৈদ্যক] সিন্ধুবার বৃক্ষ। (রাজনি°)

অধ্বস্মন্—(ত্রি) [ধ্বন্স-মনিন্ কিচ্চ ততো নঞ্-বহুব্রী] ধ্বংসরহিত। 'পথিভির্ধ্বচোদিধ্বস্মভিঃ সূরো অধ্বং বি যাতি।" (ঋক্ ৯.৯১.৩)

অধ্বাগুশাত্রব, অধ্যাস্তশাত্রব—(পুং) [বৈদ্যক] শোণাক বৃক্ষ, শোণা গাছ।

অধ্বাতি—(পুং) [অধ্বানমততি অত-ই, ৬-তৎ] পথিক।

অধ্বায়ন—(ক্লী) [অধ্বনি অয়নং গতিঃ] যাত্রা। "অধ্বায়ন মধ্বাগমনং যাত্রেতি যাবৎ" (রঘু)

অন১—জীবনে, [অদা° প°, অক° সেট্] "বিশ্বে চ নেদনাস্তাদেবাস" (ঋক্ ৪.৩০ ৩) "অনা প্রাণরূপেণ বলেন" এইরূপ উল্লেখ সায়ণভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং অন শব্দের অর্থ প্রাণ জীবন বা বল। "অপ অপগতঃ অনঃ অপানঃ। উদ্ উদ্গতঃ অনঃ উদানঃ প্র প্রাগ্‌গতঃ-অনঃ প্রাণঃ।" অন ধাতুর অর্থ গতিও বুঝায়। যথা—'অত্র মাতরিশ্বানিতি' (ইতি নিগম)। 'অনিতির্গতিকর্ম্মা' (ইতি মাধব)।

অন২—(পুং) [অন্-অচ্ বাহু°] প্রাণন। "প্রাণোঽপানো-ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ ইতি। আ-নী-ভ বাহ পুং আভো মুখঃ।" (বাচস্পত্য) আনয়ন। [প্রাণ দ্র°]

অন৩—সুমেরীর বর্ণবিশেষ। [অনু দ্র°]

অন্৪—নামান্তর অএঙ্। বর্ম্মার আরাকান্ প্রদেশান্তর্গত ক্যোক-প্যু জেলার একটী নদী। ইহা আরাকান্ যোমা পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। জোয়ারের সময় ইহার মোহানা হইতে প্রায় ৪৫ মাইল ভিতরে বড় বড় পণ্য পৌঁছে যায়।

অন্৫—নামান্তর অয়েঙ। বর্ম্মার আরাকান্ বিভাগের ক্যোক্-প্যু জেলার অন্তর্গত একটী জনপদ। ভূমির পরিমাণ—২৮৩৩ বর্গ মাইল। ইহা একটী পার্ব্বত্য ভূভাগ। মাই·নদীর উত্তরে ক্যোক-প্যু জেলার পূর্ব্ব ভূভাগের প্রায় সমস্ত স্থান লইয়া অন দেশ গঠিত। এখানে দুইটী অন্ ও মাই নদী প্রবাহিত। উত্তর

নদীই আরাকান্ পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউল ও তামাক উল্লেখযোগ্য। চাউল ও তামাক উভয়ই রপ্তানী হয়। উত্তর-বর্ম্মা হইতে অন গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া প্রচুর চিনি ও চা আমদানী হয়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অন্ দেশ বর্ম্মার শাসনকর্ত্তার অধীনে শাসিত হইত। বৃটিশ অধিকারে আসিবার পর উহা সাম্বাবের শাসনাধীন হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অনবিভাগকে স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিণত করিয়া ইহার সহিত পার্শ্বস্থ ক্যোক-প্যু ও আকায়াব জেলার কিয়দংশ সংযুক্ত করা হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাম্রী ও অন বিভাগ একত্র করিয়া ক্যোক-প্যু জেলায় পরিণত হয়।

অন্৩—নামান্তর অয়েঙ্। বর্ম্মার ক্যোক-প্যু জেলার অন্তর্গত অন্ জনপদের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯°৪৯'৩০' উ°, দ্রা° ৯৪° ৪'৪৫'পূ°। অন নদীর তীরে উহার মোহনা হইতে ৪৫ মাইল ভিতরে এই নগর অবস্থিত। এই স্থান হইতে আরাকান্ উপকূল ও বর্ম্মার ভিতরে বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করা হয় ও অন গিরিবর্ত্মে যাতায়াত চলে। ব্যবসার পক্ষে এই পথ অতি সুগম। যোমা পর্ব্বত হইতে আভা পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উক্ত পথের উচ্চতা ৪৫১৭ ফুট।

অনংশ—(ত্রি) [নাস্তি অংশো দায়গ্রহণাধিকারোঽস্য] যে পৈতৃক বিষয়ের অংশ পাইতে পারে না। ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠাদিরূপ অচিকিৎস্য রোগাক্রান্ত ইহারা পৈতৃক ধনের অধিকারী হয় না। মনু অনংশের এই নিয়ম করিয়াছেন,—

"অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ।" (মনু ৯ ২০১)

ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, বোবা এবং বিকলেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তি পৈতৃক ধনের অধিকারী হয় না।

[নাস্তি অংশোঽবয়বো যস্য] পরমেশ্বর। ২ নিরাকার। ৩ আকাশাদি।

অনক—(পুং) অধম। ২ কুৎসিত। ৩ অসুখ।

অনকদুন্দুভ, অনকদুন্দুভি, আনকদুন্দুভি—(পুং) শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ বসুদেবের পিতা।

অনকপল্লী—নামান্তর অনকপিল্লি। মান্দ্রাজের বিজাগাপটম্ জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। প্রথমে উহা বিজাগাপটম্ নৃপতিগণের অধীনে করদ রাজ্য ছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নীলামসূত্রে উহা রাজবংশের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়। অতঃপর গোড়ে জগন্নাথকে ইহা বিক্রয় করা হয়। ১৬টী গ্রাম ও ১৭ মৌজা লইয়া এই জমিদারী গঠিত এবং বিজাগাপটম জেলার মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী।

অনকপল্লী২—মান্দ্রাজ প্রদেশের বিজাগাপটম্ জেলার একটী তালুক। সর্ব্বসমেত ২৯৯ খানি গ্রাম, নগর ও মৌজা লইয়া অনকপল্লী তালুক গঠিত। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু; উহারা শৈব ও বৈষ্ণব।

অনকপল্লী৩—নামান্তর অনকাপল্লী বা অকপল্লী। মান্দ্রাজের বিজাগাপটম জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৭°৪১'২০" উঃ, দ্রাঘি° ৮৩°১' পূ°। এই নগর সারদা নদীর তীরে অবস্থিত। বিজাগাপটম নগর হইতে ইহা ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। কৃষি-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে এই নগর উল্লেখযোগ্য। এ স্থান হইতে গুড়, চিনি ও তুলা রপ্তানী হয়।

অনকপল্লীর চতুষ্পার্শ্বস্থ অধিকাংশ স্থানই বিজিয়ানাগ্রামের রাজবংশের অধীন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একবার এইস্থানে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, অল্পকাল পরে তাহা দমিত হয়।

অনকস্মাৎ—(অব্য) বিনা কারণ অথবা বিনা প্রয়োজনে নহে। ২ অকস্মাৎ নয়।

অনকিরা (অঙ্কিরা—Ancyra) এসিয়া মাইনরের গালেসিয়া প্রদেশের একটী প্রাচীন নগর। সাঙ্গারিয়াস্ নদীর একটী শাখার উপর পারস্য যাইবার পথে অবস্থিত। গ্রিকীয়দিগের অধিকারে ইহা সমৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

২৩২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে টেক্টোসাগে নামে গলজাতির একটী দল এখানে আসিয়া বাস করে। বর্ব্বর জাতির আক্রমণে ইহার পূর্ব্বতন সভ্যতা বিলুপ্ত হয়। [গালেসিয়া দ্র°]

১৮৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মানলিয়াস ভালসো এইস্থান অধিকার করিয়া সেনানিবাস স্থাপন করেন। ৬৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই প্রদেশ শাসন করিবার জন্য পম্পি নামে একজন সর্দ্দার নিযুক্ত হয়। ২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রোমকাধিকারে এই নগর গালেসিয়া প্রদেশের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। রোমকশাসনের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে গ্রীক্ প্রভাব বিস্তৃত হয়। ১৫০ খৃষ্টাব্দে এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৯২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা পল এখানে আসিয়া গির্জ্জা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। উহা অনকিরার গির্জ্জা (Ancyra Church) নামে প্রসিদ্ধ। মধ্যযুগে যখন কনষ্টান্টিনোপল নগরে পূর্ব্ব-রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়, তখন ইহা সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা অঙ্গোরানামে প্রসিদ্ধ। [অঙ্গোরা দ্র°]

বর্ত্তমান নগরে এখনও রোমক ও বৈজান্তীয় যুগের বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ১০—১৪ খৃষ্টাব্দে শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী মন্দিরে সম্রাট্ অগাষ্টস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ স্মৃতি-

জনক উল্লেখযোগ্য। এখানে ৩১৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্টারের পর একটী ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয়। উহা খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে Synod of Ancyra নামে প্রসিদ্ধ, ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রজাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছিল।

অনকোনা, (অঙ্কোণা)—ইতালীর অনকোনা প্রদেশের একটী সহর। রোম হইতে ১৩২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সমুদ্রকূলে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত নগরাংশ এবং উত্তরদিকে মণ্ট গুয়াস্কো পর্ব্বতের উপর একটী ৩০০শত ফিট্ উচ্চ গির্জ্জা আছে। ঐ গির্জ্জার স্থাপত্যশিল্প মূলতঃ রোমক। গ্রীক ও গথিক স্থাপত্যের নিদর্শনও যথেষ্ট আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে ভিনাস্ দেবীর মন্দির ছিল। ঐ স্থান দেবস্থানে গির্জ্জা নির্ম্মাণ জন্য উহা ১১২৮ খৃঃ সিবিয়াকোকে দেওয়া হয়। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয় এবং ১২৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কএকবার শিল্প সৌষ্ঠব-বৃদ্ধিসহ উহার সংস্কার হয়। এই গির্জ্জার সন্নিহিত প্রাসাদে (Episcopal palace) পাপ ২য় পায়াস দেহরক্ষা করেন।

এই নগরের পূর্ব্বাংশে একটী সুন্দর বন্দর আছে। আড্রিয়াটিক সাগরোপকূলে এরূপ উৎকৃষ্ট বন্দর আর নাই। ৩১০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সাইরাকিউস্-বাসী কতকগুলি গ্রীক এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে তাহাদের চেষ্টায় অনকোনা নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীকবণিকগণ এখানে আসিয়া বাণিজ্য করিতেন। রোমক অধিকারে এখানে যে মুদ্রা চলিত, তাহাতে আফ্রাদিতের মূর্ত্তি ও গ্রীকভাষায় লিপি ছিল। কিন্তু কোন সময়ে এখানে রোমক-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তবে নগরপ্রাচীরে, জিমনাসিয়মে ও আম্ফিথিয়েটরে রোমক-শাসনের বহু নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

১৭৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইলিরীয় যুদ্ধের সময় এখানে নৌবাহিনী সংরক্ষিত হইয়াছিল। সিজর এই নগর দখল করেন। সম্রাট্ ট্রাজান ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। সম্রাটের স্থপতি দামাস্কাসবাসী এপোলোদোরাস ইহার পোত রক্ষাপীঠ ও মর্ম্মরদ্বার ১১৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করান। তারপর পোপ ২য় ক্লেমেন্ট ট্রাজানের অনুকরণে একটী প্রবেশদ্বার সহ পোতাশ্রয় বৃদ্ধি করিয়া যান। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণদিকে আর একটী পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হয় এবং উহা রক্ষার জন্য উহার পশ্চাদ্দেশে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রিন্দিসি ও রোম হইতে রেলপথ দ্বারা ইহা সংযুক্ত।

রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর গথ, লম্বার্ড ও সারাসেনগণ এই নগর আক্রমণ করে। প্রাচীন কাল হইতে এখানে প্রজাতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। রোমক অধিকারে ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৭৯৭ হইতে ১৮৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহা ফরাসী অধিকারে ছিল।

অনক্ষ—(ত্রি) [ন অক্ষোতি ব্যাপ্নোতি বিষয়ম ইন্দ্রিয়েণ অক্ষ-ক্বিপ্,, ০-ক্র-তৎ] অন্ধ, যাহার চক্ষু নাই। "প্রতি শ্রোণঃ স্থাদ্য-নগচষ্ট' (ঋক্ ২ ১৫ ৭)

অনক্ষ—(ত্রি) [নাস্তি অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ং চক্ষুং বা যস্য বহুব্রী] চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য। "অপানক্ষাস বধিরা অহাসত।" (ঋক ৯ ৭৩ ৬)। ২ চক্ষুশূন্য।

অনক্ষর—(ক্লী) [অপ্রশস্তানি অক্ষরাণি অত্র, বহুব্রী] কুৎসিত বাক্য। ২ নিন্দা। [নাস্তি অক্ষরং বর্ণজ্ঞানং যস্য] (ত্রি) ৩ মূর্খ, বর্ণজ্ঞানহীন।

অনক্ষস্তম্ভম্—(অব্য) [ন বিদ্যতে অক্ষস্য শকটাঙ্গস্য স্তম্ভো যস্মিন বন্ধনকর্ম্মণি তম্] অক্ষ অর্থাৎ শকটাঙ্গ, (ধুরী) যে কর্ম্মে শকটাঙ্গের স্তম্ভন হয় না, অথবা গমনশীল শকটের ধুরি নিশ্চল হয় না। "ত যাদস্তে তং বা অনক্ষস্তম্ভং বৃশ্চেৎ (শতপথব্রা' ৩ ৬ ৮ ১১ সায়ণ)

অনক্ষি—(ত্রি) [অপ্রশস্তম অক্ষি, নঞ ৩ৎ] মন্দ চক্ষু। [অপ্রশস্তং কুৎসিতম অক্ষি যস্য অচ সং] অ০ স—মন্দচক্ষুযুক্ত।

অনক্সগোরস্, (অনাক্সাগোরস্)—একজন গ্রীক দার্শনিক। এসিয়া-মাইনরের ক্লাজোমিনী নগরে তাঁহার জন্ম এবং এই খানেই হারমোটিমাসের নিকট তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা। ৪৬৪-৪৬২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তিনি জ্ঞানান্বেষণে আথেন্স নগরে আসিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি সূর্য্যগ্রহণ, উল্কা প্রভৃতির সঠিক পরিচয় দেশবাসীর নিকট জ্ঞাপন করিলে অন্ধসংস্কারসম্পন্ন দেশবাসী তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। দেশবাসীর প্ররোচনায় তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে, পেরিক্লিসের উত্তেজনাময়ী বক্তৃতায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর ৪৩৪-৪৩৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে তিনি আথেন্স পরিত্যাগ করিয়া লাম্পসাকাস নগরে আসিয়া বাস করেন। এখানে ৪২৮ খৃঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর সমগ্র দেশবাসী তাঁহার প্রতি সম্মানজ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

তিনি আইয়োনিয়া হইতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অনেক তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদকে প্রকৃত পরমাণুবাদ বলা যায়। তাঁহার এই মত আরিষ্টটল ও পরে এভেরো (Averroes) বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। পেরিক্লিস্ ও ইউরিপাইডিস তাঁহার শিষ্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন সক্রেটীসও তাঁহার শিষ্য। তমঃ (Chaos) হইতে কিভাবে জগতের বিকাশ হইয়াছিল তাহার একটী পর্য্যায় তিনি নিরূপণ

করিয়া গিয়াছেন। মন্বাদিবর্ণিত সৃষ্টি প্রসঙ্গ হইতে তাহার পার্থক্য অতি অল্প।

অনক্সার্কাস্—(Anaxarchus) একজন গ্রীকদার্শনিক। ইনি ডেমোক্রিটাসের মতাবলম্বী ছিলেন। অবদেরা নগরে তাঁহার জন্ম। ইনি মাকিদনবীর আলেক্সান্দারের বন্ধু এবং তাঁহার এসিয়া অভিযানের সঙ্গী ছিলেন। সম্ভবতঃ ৩৪০ হইতে ৩২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

অনক্সিমন্দর—(Anaximandar), আইওনিয়া-বাসী প্রাকৃত-তত্ত্বজ্ঞ অনৈক দার্শনিক। তিনি মিলেটাসবাসী এবং থেলিসের শিষ্য ছিলেন। জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা ও বিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আপলোদোরাস অনুমান করেন যে, ইনি ৬১১ হইতে ৫৪৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার মতে ক্রমবিকাশের ফলে জগতে জীবজন্ম হইতে নবজন্ম প্রকটিত হইয়াছে, এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

অনক্সিমিনিস—(Anaximenes), গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ও ঐতিহাসিক। খৃঃ পূঃ ৩৮০ হইতে ৩২০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। লাম্পসাকাস নগরে ইহার আদিবাস ছিল। মহাবীর আলেক্সান্দারের সহিত ইনি পারস্য দেশে আগমন করেন। তাঁহার রচিত গ্রীসের ও ফিলিপের ইতিহাস এবং Scriptoris Rerum Alexandri Magni নামক কাব্য পাওয়া যায়। আরিষ্টটল কৃত The Rhetorica ad Alexandrum গ্রন্থের অনেক অলঙ্কার অনাক্সিমিনিসের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

অনক্সিলোস্—(Anaxilaus), পিথাগোরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত একজন দার্শনিক। লরিসা নগরে ইঁহার বাস, এবং প্রাথমিক জীবনে ইনি চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। ২৮ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে সম্রাট্ অগাষ্টাস ইঁহাকে বিরুদ্ধমতপ্রবর্ত্তক জানিয়া রোম হইতে নির্ব্বাসিত করেন।

অনগার—(ত্রি) [নাস্তি অগারং যস্য, বহুব্রী] যাহার গৃহ নাই। ২ পরিব্রাজক।

অনগারিকা—(স্ত্রী) পরিব্রাজিকা। 'স চেদগ বাদনগারিকাং প্রব্রজিষ্যতি" (ললিতবিস্তর)

অনগ্ন—(ত্রি) [ন নগ্নম্] বিবস্ত্র নহে, বস্ত্র-পরিহিত। "অনগ্নাঃ সর্ব্বে পশবো যে অস্থে" (অথর্ব্ব ১২.৩.৫১)

অনগ্নতা—(স্ত্রী) নগ্ন না হইয়া স্থিতি। ২ নগ্নতাহীন। "অনগ্নতায়ৈ ত্বেব পুরিব্যয়তি" (শতপথব্রা° ৩ ৭.১ ১৯)

অনগ্না—(স্ত্রী) [বৈদিক] কার্পাস, চলিত কাপাস। (বৈদ্যকনি°)

অনগ্নি—(পুং) [নাস্তি অগ্নিঃ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তো বাযস্য] শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্মহীন। ২ আশ্রমশূন্য। "অনগ্নিরনিকেতঃ" (মনু ৬.২৫)।

৩ প্রব্রজিত [নঞ্-তৎ] ৪ অগ্নিভিন্ন। ৫ দাহকার্য্য-রহিত। ৬ পিতৃগণভেদ।

অনগ্নিকা—বয়ঃপ্রাপ্তা অর্থাৎ বিবাহযোগ্যা। স্মৃতিশাস্ত্রে নগ্নিকা, নগ্নিকা ও অনগ্নিকা—এই শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। জৈমিনিগৃহ্য সূত্রে আছে—"জায়াং বিন্দেতানগ্নিকাম।" গোভিল গৃহ্যসূত্রেও (২.২৭) ঠিক এই শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন—"প্রযচ্ছেৎ অনগ্নিকাম্। কিন্তু বৈখানসগৃহ্য সূত্রে ("নগ্নিকাং কন্যাম"—৩ ২ ১), হিরণ্যকেশীগৃহ্যসূত্রে ("স জাতাং নগ্নিকাম' * —১ ১৯ ২), গোভিলগৃহ্যসূত্রে ('নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা" —৩.৪ ৬), মানবগৃহ্যসূত্রে ("নগ্নিকাং শ্রেষ্ঠাম") প্রভৃতি গ্রন্থে 'নগ্নিকা' কন্যাকেই বিবাহের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কোন কোন টীকাকার 'নগ্নিকা' অর্থে নগ্না, অপরিহিতবস্ত্রা ধরিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশের মতেই 'নগ্নিকা' শব্দের অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্কা, এবং এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করিলেই 'অনগ্নিকা' অর্থ প্রাপ্তবয়স্কা হইতেছে।

অনগ্নিত্রা—(স্ত্রী) [ন অগ্নিং ত্রায়তে রক্ষতি] যে অগ্নি রক্ষা করে না। "অনগ্নিত্রা অভ্যমন্ত কৃষ্টীঃ" (ঋক্ ১.১৮৯.৩)। ২ পাপী।

অনগ্নিদগ্ধ—(ত্রি) [ন অগ্নিনা দগ্ধম] শ্মশানে অগ্নিসংস্কারশূন্য। 'যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা" (ঋক ১০.১৫ ১৪) ২ ব্রাহ্মণদের পিতৃবিশেষ। ৩ যাহা অগ্নিতে দগ্ধ নহে।

অনগ্নিয়া—(Anagnia), ইতালী দেশের একটী প্রাচীন নগর। চার্ণিস বিভাগে ট্রেকস উপত্যকা হইতে ১৫৫৮ ফুট উচ্চে পর্ব্বত-পৃষ্ঠে অবস্থিত। এই নগর ও তৎপার্শ্বে প্রবাহিত নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে আর্য্য উপনিবেশের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সমাধি ও তৎসহ প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ও ব্রোঞ্জের ছুরিকা পাওয়া গিয়াছে। ইতালীয় জাতির অভ্যুদয়ে এই নগরের সমৃদ্ধি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রাচীন নগরের ধ্বস্ত কীর্ত্তির কতকাংশ এখনও পূর্ব্ব গৌরবের সূচনা করিতেছে। খৃষ্টীয় ১১শ শতকে নির্ম্মিত Palazzo Civico নামক প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য। পোপ চতুর্থ এড্রিয়ান্ এখানে দেহত্যাগ করেন।

অনঘ১—(ত্রি) [নাস্তি অঘং যস্য] দুঃখহীন। ২ পাপশূন্য। ৩ নির্ম্মল। ৪ পবিত্র। ৫ মনোজ্ঞ। "প্রজানাথমনঘং রামং পরিত্যজ্য মিহেচ্ছতি" (রামা ২ ৪৯.৭)

অনঘ২—(পুং) [বৈদ্যক] গৌরসর্ষপ। (রাজনি°)

অনঘ৩—বশিষ্টপত্নী উর্জ্জার পুত্র। ইনি উত্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষি গণের মধ্যে একজন ছিলেন। (বিষ্ণুপু°)

২ পুরুবংশীয় রাজর্ষি সুবোধের স্ত্রী উপদানবীর পুত্র। (হরিবংশ)

* "স জাতাবধিকাম্"—এই পাঠান্তর কিন্তু বিপরীতার্থবোধক।

অনঘ$_{৬}$—একজন ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবাদী ইলিনের পুত্র। উপদানবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। মহারাজ দুষ্মন্ত ইঁহার সহোদর ভ্রাতা। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৯ ১৩৩)

অনঘ$_{৭}$—মৌনের নামে প্রসিদ্ধ ষোড়শ গন্ধর্বের অন্যতম। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৯.১)

অনম—(পুং) [বৈদিক] গৌরসর্ষপ। (বৈদ্যকনি)

অনঙ্কুশ—(ত্রি) অঙ্কুশশূন্য। ২ উদ্ধত। "কামবৃত্তমনঙ্কুশম" (রামা° ৩.৪১৮)

অনঙ্গ—(ক্লী) [নাস্তি অঙ্গম্ আকারঃ যস্য] আকাশ। ২ মন। (পুং) ৩ কন্দর্প, কামদেব।

মদনের অঙ্গহীন হইবার কারণ পুরাণে এই রূপ কথিত আছে,—তারকাসুরের ভয়ে স্বর্গ-মর্ত্য কম্পিত হইল। বজ্রপাণি ইন্দ্রও তাহার সম্মুখে যাইতে পারেন না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ পরামর্শ করিয়া দেখিলেন যে, মহাদেবের ঔরসে দেবসেনানী কার্তিকের জন্ম লইলে তিনিই তারকাসুরকে শাস্তি দিতে পারিবেন। কিন্তু সে সময়ে মহাদেব সতীকে হারাইয়া হিমালয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার যোগ ভাঙ্গিতে না পারিলে কার্তিকেয়ের জন্ম হয় না। তজ্জন্য ইন্দ্র কন্দর্পকে ডাকিয়া মহাদেবের যোগভঙ্গ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। মদন হিমালয়ে গিয়া দেখেন ত্রিলোচন দেবদারুবনের ভিতর বাঘছাল বিছাইয়া নিবিষ্ট তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কন্দর্প মাটিতে জানু পাতিয়া ফুলধনুতে আকর্ণ টঙ্কার দিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই ফুলবাণের আঘাতে শিব শিহরিয়া সক্রোধে চাহিয়া দেখেন। তাহাতেই কন্দর্প ভস্মীভূত হইয়া যান। তজ্জন্য মদনের নাম—অনঙ্গ, অতনু, অদেহ, অশরীর ইত্যাদি।

"কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাঝায়॥" (ভারতচন্দ্র)

কাম প্রাণীদিগের মনের একটী বৃত্তি। ইহা কাহারও দৃষ্টি-গোচর হয় না, অথচ ইহার ফল সকলেই অনুভব করিয়া থাকে, তজ্জন্যই কন্দর্পের অনঙ্গ নাম দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর মহাদেবের কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে তাঁহার নাম অনঙ্গ হইল। এই ঘটনায় কবিদের আরও একটু চমৎকার কৌশল আছে। পার্বতীর সঙ্গে শঙ্করের মিলন হইবে, কিন্তু সে মিলন পবিত্র, উভয়ের মনে মনে গাঢ় অনুরাগের জন্য। শিবের শক্তি পার্বতী, পার্বতীর পরমগতি শিব,—দুজনে দুজনের অর্দ্ধাঙ্গ। সে মিলনে কন্দর্পের প্রভাব নাই, মদন-তাড়নায় ব্যথিত হইয়া তাঁহারা পরস্পরে অনুরাগী হন নাই। তাই কবি কৌশল করিয়া আগে মদনকে পোড়াইয়া ভস্ম করিলেন। দুজনের মন হইতে কন্দর্পভাব দূর হইল, তখন পবিত্র প্রেমভাবে উভয়ে উভয়ের অনুরাগী হইলেন।

রুদ্রের ক্রোধাগ্নিতে মদন দগ্ধ ও বিনষ্ট হয়। পরে শরীরহীন কাম অনঙ্গ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। যে প্রদেশে উপস্থিত হইয়া কাম অঙ্গ পরিত্যাগ করেন সেই স্থান 'অঙ্গরাজ্য' বলিয়া বিখ্যাত হয়। (রামা° বাল°)

(ক্লী) [ন অঙ্গম, উপকরণং নঞ্-তৎ]। অঙ্গ ভিন্ন অপ্রধান উপকরণ। (ত্রি) ৪ অঙ্গশূন্য, যাহার দেহ নাই। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] অঙ্গশূন্য। (ক্লী) [অনঙ্গ-কন অনঙ্গক] চিত্ত, মন।

অনঙ্গ$_{২}$—কলিঙ্গকুমার।

অনঙ্গ—বানরযূথপতি। ইনি অঙ্গদের অধীনে দাক্ষিণাত্যে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। (রামা° কিষ্কিন্ধ্যা ৪১৯)

অনঙ্গক্রীড়া—(স্ত্রী) [অনঙ্গেন ক্রীড়া] কামহেতুক ক্রীড়া। ২ ষোল অক্ষরের ছন্দোবিশেষ। "অষ্টাবর্দ্ধে গা ঘাভ্যন্তা যস্যাঃ সানঙ্গক্রীড়োক্তা।" (বৃত্তরত্নাকর)। যে কবিতার অর্দ্ধে অর্থাৎ যে শ্লোকার্দ্ধে দ্বিগুণিত আটটী অক্ষর অর্থাৎ ষোলটা অক্ষর গুরু থাকে তাহাকে অনঙ্গক্রীড়া বৃত্ত কহে।

ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি ছন্দোগ্রন্থে ইহার নাম বিদ্যুন্মালা। [তাহার লক্ষণ বিদ্যুন্মালা শব্দে দ্র°]

অনঙ্গজয়া—একজন রাজকন্যা।

অনঙ্গতপ্ত—(ত্রি) স্মরপীড়িত, কামার্ত্ত। "অঙ্গৈরনঙ্গতপ্তৈ নির্দয়মালিঙ্গিতুং পবনঃ" (শকুন্তলা)

অনঙ্গতরঙ্গিণী—কৌতুকরহস্য-বর্ণিত একজন বারাঙ্গনা।

অনঙ্গতিলক—একখানি কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

অনঙ্গত্রয়োদশব্রত—ব্রতবিশেষ। ভবিষ্যোত্তর পুরাণের ৮৭ অধ্যায়ে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

অনঙ্গদান—(বেশ্যাব্রত), বেশ্যাদিগের করণীয় ব্রত। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে এই ব্রতের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক বেশ্যাকেই পরজন্মের মঙ্গল কামনায় এই ব্রতাচরণ করা উচিত।

পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধে বহু সংখ্যক দানব, দৈত্য, অসুর ও রাক্ষস নিহত হইলে তাহাদের শাপগ্রস্ত পত্নীগণ বলবানের বলে ও আর্থিকের প্রলোভনে বেশ্যাধর্মে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য ঋষিগণ বিষ্ণুরূপী অনঙ্গের পূজা ও তদ্ব্যপদেশে দান ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হস্তা, পুষ্যা বা পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত রবিবারে সর্বৌষধি জলে স্নান করিয়া নারী পঞ্চশরকে পুণ্ডরীকাক্ষরূপে সান্নিধ্যে কামনা করিয়া পূজা করিবে।

"কামায় পাদৌ সম্পূজ্য জঙ্ঘে বৈ মোহ-কারিণে।
মেঢ্রং কন্দর্পনিধয়ে কটিং প্রীতিমতে নমঃ॥

নাভিং সৌখ্য-সমুদ্রায় রামায় চ ভবোদরম।
হৃদয়ং হৃদয়েশায় স্তনাবাহ্লাদ কারিণে।
উৎকণ্ঠায়েতি বৈ কণ্ঠমাত্মমানন্দ কারিণে।
বামাঙ্গং পুষ্পচাপায় পুষ্পবাণায় দক্ষিণম॥"

মনে মনে তাঁহার দেহাঙ্গের নিম্ন বর্ণিত অংশগুলি কামের উন্মাদনাকর জানিয়া তাহা আত্মনিবদ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে থাকিবে। এই পূজায় গন্ধ পুষ্প, গন্ধমাল্য, ধূপ ও নৈবেদ্য দ্বারা অনঙ্গ অর্চনীয়। বেদজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিয়া এই দানব্রত পালন করিবে।

নিম্নোক্ত মন্ত্রে অনঙ্গের ধ্যান করিতে হয়—

নমোঽনঙ্গায় বৈ মৌলিং সুলোমায়েতি দেহকং।
সর্ব্বাত্মনে শিরস্তদ্ধেবদেবস্ত পূজয়েৎ।
নমঃ শ্রীপতয়ে তার্ক্ষ্য ধ্বজাঙ্কুশধরায় চ।
গদিনে পীতবস্ত্রায় শঙ্খচক্রধরায় চ।
নমো নারায়ণায়েতি কামদেবাত্মনে নমঃ।
নমঃ শান্ত্যৈ নমঃ প্রীত্যৈ নমো রত্যৈ নমঃ শ্রিয়ে।
নমঃ পুষ্ট্যৈ নমস্তুষ্ট্যৈ নমঃ সর্ব্বার্থসম্পদে।"

রমণী সর্ব্বভাবে অনঙ্গাত্মক গোবিন্দের চরণে প্রণত হইয়া আত্মসমর্পণ করিবে এবং ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন-জন্য ঘৃতযুক্ত তণ্ডুলপ্রস্থ ত্রয়োদশ মাস কাল বিপ্রকে দান করিবে। মাসের একটী রবিবারে এই ব্রতাচরণ করিতে হয়। উদযাপনের সময় ব্রাহ্মণকে শয্যাসন, দীপ, ছত্র, পাদুকা, স্বর্ণাঙ্গুরী, পয়স্বিনী গাভী প্রভৃতি দান দিয়া দেবমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। পূজা সমাপনান্তে ঐ সকল দান ব্রাহ্মণ দ্রুত গৃহে লইয়া যাইবেন।

এই ব্রত সর্ব্বপাপপ্রশমন, অনন্তফলদায়ক। কল্যাণীরা এই সুন্দর ব্রত করিলে বৈকুণ্ঠে স্থান পায় এবং দেবগণের আনন্দকর স্থান লাভ করে। (পদ্মপু° সৃষ্টি° ২৩ অ°)

অনঙ্গদীপিকা—কামশাস্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনঙ্গদ্বাদশী—ব্রতবিশেষ (ভবিষ্যোত্তরপু°)

অনঙ্গদ্বিষ্—শিবের নামান্তর।

অনঙ্গণ—মজ্ঝিম নিকায়ের একটী 'সুত্ত' (সূত্র)। ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে অকলুষিত মানব স্বাধীন হইতে পারে না। যতক্ষণ না সে আপনি বুঝিতে পারে যে সে প্রকৃতই নষ্টাচারী নয় ততক্ষণ সে স্বাধীন হইতে পারে না। তৎপরে সারিপুত্ত বলেন যে কএকজন ভিক্ষু আছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পদ-মর্য্যাদা-প্রার্থী ও যাহারা সুখান্বেষী, ইহারা মন্দলোক। ইহাতে মহামোগগল্লান-কর্ত্তৃক নাগা-সন্ন্যাসী পাণ্ডুপুত্তের বর্ণনা আছে। উহা হইতে জানা যায় তৎকালে উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল ছিল এবং তাহারা ব্যভিচার-দোষদুষ্ট।

এই 'সুত্ত' ভগবান বুদ্ধদেবের মুখ নিঃসৃত নয়। ইহা তাঁহার শিষ্যদিগের মুখের কথা। কিন্তু যে সময় এই 'সুত্ত' বর্ণিত হইয়াছিল, সে সময় ভগবান সশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন। নিকায়ের মধ্যে ইহার স্থান হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে ভগবান বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত 'সুত্ত' গুলিই যে সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা নয় তাঁহার শিষ্যদের উপদেশাবলী, যাহা তাঁহার দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল সে গুলিও স্থান পাইয়াছিল। (মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড।)

অনঙ্গপাল—পঞ্জাব প্রদেশের জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি 'তুয়ার' রাজপুতবংশীয় ছিলেন। লাহোরে ইঁহার রাজধানী ছিল। রাজা অনঙ্গপাল প্রজারঞ্জক ও যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, ইনি যুধিষ্ঠিরসংস্থাপিত ইন্দ্রপ্রস্থনগরীর কতক জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন।

ইনি ও রাজা জয়পালের পুত্র আনন্দপাল (অনঙ্গপাল) অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেকের ধারণা। ১০০৫ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গপাল বনাম আনন্দপাল গজনীপতি মাহ্মুদের ভারতাক্রমণ ব্যর্থ করিতে সদলে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে দেশীয় রাজন্যবৃন্দ সৈন্য সাহায্য করিয়া এবং রাজপুতরমণীগণ সেনাব্যয়নির্ব্বাহার্থ স্ব স্ব অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। [আনন্দপাল দ্র°

অনঙ্গভীম ১ম—নামান্তর অনিয়ঙ্কভীম। ইনি ৪র্থ বজ্রহস্ত নামে ইতিহাসে পরিচিত। অনন্তবর্ম্ম চোড়গঙ্গ-প্রতিষ্ঠিত উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গরাজ বংশে ইঁহার জন্ম। ইনি গঙ্গরাজ ৪র্থ কামার্ণবের পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ৫ম কামার্ণব। ইঁহার গুণ্ডম ও মধু কামার্ণব নামেও আর দুই পুত্র ছিল। ইনি গঙ্গবংশের একজন মহা প্রতাপশালী রাজা, পিতা অনন্তবর্ম্মের সমকক্ষ ছিলেন।

অনঙ্গভীম ২য়—[অনিয়ঙ্কভীম]—কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের চতুর্থ পুত্র, তাঁহার মাতার নাম লক্ষ্মী। তাঁহার চারি ভ্রাতার নাম জানিতে পারা যায়, তাঁহাদের মধ্যে ৬ষ্ঠ কামার্ণব, রাঘব ও ২য় রাজরাজ তাঁহার পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। একটী দানলিপি হইতে তাঁহার ভ্রাতা উমাবল্লভের নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১১৯০ বা ১১৯২ অব্দে বৃদ্ধবয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকালে উড়িষ্যা সমৃদ্ধিসম্ভারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রাজ্যসীমা উত্তরে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং রাজস্ব ২৮০ লক্ষ টাকা অবধারিত হইয়াছিল। তিনি সংগৃহীত রাজকরের অধিকাংশই রাস্তা, পুল, মন্দির, স্নানের ঘাট, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে

ব্যয় করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস তিনি পুরীধামের সুবিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।* ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহিষী বাধল্লদেবীর গর্ভজাত তৎপুত্র ৩য় রাজরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকালে ২য় রাজরাজের শ্যালক স্বপ্নেশ্বরদেব ভুবনেশ্বরে মেঘেশ্বরের সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মুসলমান শক্তি চরণাদ্রি বা চুণার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ৩য় রাজরাজ মুসলমানপ্রভাবে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অনঙ্গভীম ৩য়—[অনিয়ঙ্কভীম]—গঙ্গরাজ ৩য় রাজরাজের পুত্র। ১২১১ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতা ছিলেন চালুক্যরাজপুত্রী সুগুণ দেবী। ৩য় অনঙ্গভীমদেবের সিংহাসনাধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার হিন্দু নৃপতিগণ পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পান প্রথম মুসলমান আক্রমণের ভীতি অপসারিত হইলে আবার উড়িষ্যার হিন্দু-নৃপতিগণ এই বিদেশীয় বিধর্ম্মী আক্রমণকারীগণকে বাধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ৩য় অনঙ্গভীমদেব খৃঃ ১২১১ অব্দ হইতে ১২৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতীর স্বাধীন মুসলমান শাসনকর্ত্তা সুলতান গিয়াসুদ্দীন সম্রাট্ আলতামাসের বিদ্রোহিতাচরণ করিলে সেনাপতির হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। এই সুলতান্ গিয়াসুদ্দীন উড়িষ্যার জাজনগরের হিন্দুনরপতি অনঙ্গভীমদেবকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার অমাত্য বিষ্ণুর হস্তে পরাজিত হন। চাটেশ্বরের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, একজন যবনরাজ বিষ্ণুর হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন—

"কঠোস্তংসিতসায়কস্ত সুরুটানেকাকিনো নিঘ্নতঃ।
কিং ক্রমো যবনাবনীন্দ্রসমরে তস্তস্য বীরব্রতং ॥
যন্তালোকন কৌতুক ব্যসনিনাং ব্যোমাঙ্গনে নাকিনা-
মস্বৈপ্নেরনিমিষবৃত্তিভিরভূন্নেত্রৈর্মহানুৎসবঃ ॥"

যবন নৃপতির সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার বীরত্বের কথা কি আর বলিব? তিনি একাকী শরাসনে শরসন্ধান করিয়া বহু সুযোদ্ধাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রণকৌশল দেখিবার জন্ত আকাশমার্গে দেবগণ সমবেত হইয়া নিদ্রাহীন ও নিমেষহীন দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়াছিলেন।

ঐ চাটেশ্বরলিপি হইতে আরও জানা যায় যে অনঙ্গভীমদেবের মন্ত্রী বিষ্ণু তুম্মান বা রত্নপুরের কলচুরী (চেদী) নৃপতিকে ভীমানদীতটে পরাজিত করিয়াছিলেন—

"বিন্ধ্যাদ্রেরধিসীমভীমতটিনীকূলে তটৈহস্তোনিধে-
বিষ্ণুর্বিষ্ণুরসাবসাবিতি ভয়াচ্ছেতন্দিশঃ পশ্যতঃ ॥
সাম্রাজ্যং সপবিশ্রমেণ ন তথা বৈখানসানামিদং।
বিশ্বং বিষ্ণুময়ং যথা পরিণতং তুম্মাণপৃথ্বীপতেঃ ॥"

অর্থাৎ বৈখানস ঋষিগণ কঠোর তপস্যা করিয়াও বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপত্ব সেরূপভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যেমন সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটে ভীমা নদীতটে তুম্মান নৃপতি সভয় দৃষ্টিতে এখানে সেখানে সর্ব্বত্র বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়াছিলেন।

অনঙ্গমেজয়—(ত্রি) অকম্পিতদেহ, যে শরীর কম্পিত হয় না।

অনঙ্গমোহন—(ত্রি) কামমোহনকর, মদনমোহন, অতি সুন্দর।

অনঙ্গমোহিনী—(স্ত্রী) কামমোহন কারিণী, অলৌকিক রূপবতী।

অনঙ্গমোহিনী দেবী—ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথমা কন্যা। রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, 'কণিকা', 'শোক গাথা' এবং 'প্রীতি' প্রভৃতি কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

অনঙ্গরঙ্গ—কামশাস্ত্রের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহাতে অনূ্যন ৪৩০টী শ্লোক আছে এবং দশটী স্থল বা অধ্যায়ে ইহা বিভক্ত। কামসূত্র, রতিরহস্য, পঞ্চসায়ক প্রভৃতি কামশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার রচনা-ভঙ্গী মন্দ নহে। ইহা সম্ভবতঃ পঞ্চসায়কেরই বিভাগমতে রচিত এবং তাহার সহিত অনেক স্থলে ঐক্য আছে। এই কামশাস্ত্রের রচয়িতা কল্যাণ মল্ল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা লাডখাঁর সভাকবি ছিলেন। লাডখাঁর আদেশে এই কামশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় অনেক ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মন ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছে। [কল্যাণ মল্ল ও লাড খাঁ দ্র°]

অনঙ্গরূপা—হিন্দুদিগের এক দেবতা এবং শক্তিদেবতাদিগের অন্যতম। মেরুতন্ত্রে (প ৪২৩) চারিজন শক্তিদেবতার ধ্যান আছে। ইঁহাদের মধ্যে অনঙ্গরূপাকে শক্তিদেবতা বলা হইয়াছে। ইঁহার মূর্ত্তি এই প্রকার—

"রক্তাং বক্তোজ্জ্বলাকল্পাং রক্তাম্বায়ত-লোচনাম।
রক্তোৎপলকরাং বামে দক্ষিণে ক্রমশস্তিদম ॥
চষকং তালবৃন্তং চ তাম্বূলং ছত্রচামরে।
দর্পণং চাংশুকং পুষ্পং বিভ্রাণাং দক্ষিণৈঃ করৈঃ ॥"

অনঙ্গরূপা রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণের বিভূষণে ভূষিতা। তাঁহার

* ২য় ও ৪র্থ নৃসিংহদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, গঙ্গেশ্বর এ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু অনিয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীম জগন্নাথ মন্দিরের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া "মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা" নামের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে পাতালেশ্বরের মন্দির তাঁহার ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। জগন্নাথদেবের দৈনিক পূজার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান।

চক্র আবৃত এবং অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। তাঁহার হস্তে যথাক্রমে রক্তোৎপল, চষক, তালবৃন্ত, তাম্বুল, ছত্র, চামর, দর্পণ এবং অংশুক পুষ্প থাকে।

এই ধ্যানটীর ভাষায় একটু দোষ থাকায় প্রহরণগুলির কোনটী কোন হাতে তাহা বলা কঠিন। তবে মনে হয়, প্রথম চারিটী বামহস্তে এবং বাকী চারিটী দক্ষিণহস্তে। এই দেবীর মূর্ত্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব।

অনঙ্গলতা—শৃঙ্গারতিলকে বর্ণিত একজন বারাঙ্গনা। (শৃঙ্গারতিলক)

অনঙ্গলতিকা—এক অপ্সরা। (কাশীখণ্ড, ১৯)

অনঙ্গলেখ—(পুং) [লিখ্যতে যস্মিন স লেখঃ পত্রিকা। অনঙ্গস্য ব্যঞ্জকো লেখঃ] কামব্যঞ্জকপত্র। "অনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম (কুমার° ১৭) (স্ত্রী) ২ কাশ্মীররাজ দুর্লভবর্দ্ধনের স্ত্রী। (রাজতর° ৩৪৮৪)

অনঙ্গবজ্র—একজন বৌদ্ধ যতি। গোরক্ষনাথ ইঁহার নামান্তর। খৃষ্টীয় ১০ম শতকে আবির্ভূত হন এবং ইন্দ্রভূতি সেবিত কোন ধর্ম্মমতের পোষকতা করেন। [গোরক্ষনাথ দ্র]

অনঙ্গবতী—(স্ত্রী) কামিনী, সুন্দরী স্ত্রী। ২ বাসবদত্তায় বর্ণিত একজন নারী। (বাসবদত্তা)

অনঙ্গবিজয়ভাণ—জগন্নাথপণ্ডিত রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনঙ্গরেখা—অনঙ্গোদ্দীপক রেখাধারিণী। ২ নায়িকাভেদ।

অনঙ্গশেখর—(পুং) [অনঙ্গে কামবিষয়ে শেখরঃ শিরো মালেব তদ্বর্দ্ধকত্বাৎ] ছন্দোবিশেষ। ক্রমে লঘুগুরুবিশিষ্ট দণ্ডকচ্ছন্দোবিশেষ। "লঘুগুরু ক্রমেণ যদা নিবেশ্যতে তদেব দণ্ডকম্বতানঙ্গশেখরঃ।" (ছন্দোমঞ্জরী)। নিজ ইচ্ছায় ক্রমান্বয়ে লঘু ও গুরুবর্ণ অর্থাৎ প্রথমে একটী লঘু তাহার পর একটী গুরু সন্নিবেশ করিলে দণ্ডকমধ্যে তাহাই অনঙ্গশেখর। ইহার প্রতিচরণে ২৮ অক্ষর থাকে। ২ একখানি কামশাস্ত্রের গ্রন্থ।

অনঙ্গসমঙ্গা—(স্ত্রী) নদীবিশেষ। (মহাভা° ভী° প)।

অনঙ্গসম্বর—(পুং) কামসম্বন্ধীয় সম্বন্ধ, রতিযুদ্ধ।

অনঙ্গসর্ব্বস্বভাণ—লক্ষ্মীনৃসিংহকবি রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনঙ্গসিদ্ধান্ত—একখানি কামশাস্ত্র।

অনঙ্গসুন্দররস—(পুং) [বৈদ্যক] বাজীকরণ অধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধব্যক্তিও রতিক্রীড়ায় তরুণত্ব প্রাপ্ত হন। এই ঔষধ একরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়—

পারদ একপল এবং গন্ধক একপল একত্র রক্তকুমুদের রসে তিন দিবস ভাবনা দিয়া তৎপরে বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর পাক করিবে। পাকান্তে পুনরায় রক্তবকপুষ্প ও শ্বেতপদ্মরসে একদিন ভাবনা দিতে হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

অনঙ্গসেনা—নায়িকাবিশেষ।

অনঙ্গস্তোত্র—কামদেবের স্তোত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনঙ্গহর্ষমাত্ররাজ—তাপসবৎসরাজ নামক নাটকপ্রণেতা।

অনঙ্গাপীড়—কাশ্মীরের কর্কোট বা নাগবংশীয় দ্বাদশ নৃপতি। ইনি ৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ইঁহার পূর্ব্বতন নৃপতি অজিতাপীড় সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু ৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গাপীড়ও সিংহাসনচ্যুত হ'ন ও তাঁহার স্থানে উৎপলাপীড় সিংহাসন অধিকার করেন। (রাজতরঙ্গিণী)

অনঙ্গারি—(পুং) কামদেবের শত্রু, শিব।

অনঙ্গাশ্রম—গঙ্গাসরযূ সঙ্গম পার্শ্বে এই আশ্রম অবস্থিত। এই স্থান অঙ্গদেশ নামে খ্যাত। মহাদেবের রোষাগ্নিতে কামদেব দগ্ধ হইলে অঙ্গ ত্যাগ করেন। এই জন্য কামের নাম অনঙ্গ ও দেশের নাম অঙ্গ। অনঙ্গ আশ্রমস্থ ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ পুরুষ পরম্পরায় অনঙ্গের (মতান্তরে হরের) শিষ্য। ইঁহারা সকলেই নিষ্পাপ। (রামা° বাল° ২৩)

অনঙ্গাসুহৃৎ—(পুং) [অনঙ্গস্য অসুহৃৎ ৬ তৎ] মহাদেব।

অনঙ্গুরি—(ত্রি) অঙ্গুলিরহিত। "অনঙ্গুরেঃ অঙ্গুলিরহিতাৎ বৃত্রাৎ" (ঋগ্বে° ৮ ৬ ২২ সায়ণ)

অনচির—[দেশজ] অচির, শীঘ্র, কতিপয়।

অনচ্ছ—(ত্রি) [ন অচ্ছম নির্ম্মলম, নঞ্ তৎ] কলুষ, আবিল, অনির্ম্মল।

অনঞ্জন—(ক্লী) [ন অজ্যতে লিপ্যতে অনজ কর্ম্মণি ল্যুট, নঞ্ তৎ] আকাশ। ২ নিঃসম্বন্ধ। ৩ পরব্রহ্ম। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ৪ কজ্জলশূন্য। নেত্রে দূরমনঞ্জনে" (সাহিত্যদর্পণ) ৫ দোষরহিত।

অনটন, অনাটন—(দেশজ) সচরাচর চলিত কথায় এইরূপ বলা যায় যে 'তাঁহাকে ইহা আঁটিবে না' অর্থাৎ কুলাইবে না। অনটন অর্থাৎ যাহাতে আঁটে না, কুলায় না, অকুলান। অভাব। অপ্রতুল।

অনটন—অর্থাৎ অভাব। [বার্ত্তাশাস্ত্র]—বার্ত্তাশাস্ত্রের মতে যে কোন জিনিষেরই মূল্য নির্ভর করে চাহিদা (demand) এবং যোগানের (Supply) পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর। কোন সামগ্রী বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইলে অর্থনীতির ভাষায় বলিতে হইবে উহার যোগান খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। যদি সামগ্রীটীর চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া না চলে তবে আমরা বলিব লোক যে পরিমাণ বস্তু কিনিতে চায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী মাল বাজারে বিক্রয় হইতে আসিয়াছে। এ অবস্থায় বিক্রেতারা দাম কিছু না কমাইলে সম্পূর্ণ মাল বাজারে বিকাইবে না, ঘরে অনেক মাল মজুত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং এই ধরণের ব্যাপার ঘটিলে বস্তুটীর মূল্য হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য।

ধনোপভোক্তা হিসাবে তখন আমরা অনেক সুবিধার অধিকারী হইব। আবার ঠিক যদি ইহার বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হয়, অর্থাৎ যে পরিমাণ মাল আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম মাল বাজারে বিক্রয় হইতে আসে, তবে চাহিদা যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবে, জিনিষের দামও চড়িয়া যাইবে। বস্তুটীর জন্য প্রকৃত অভাব অনুভব করা সত্বেও অনেকেই হয়তো সে অভাব মিটাইতে পারিবে না। সে বস্তুটী যদি আবার আমাদের নিত্য ব্যবহারের অপরিহার্য্য সামগ্রী হয় তবে এই অভাব জনিত অসুবিধা চরমে গিয়া পৌঁছাইবে। দেশে অনাটন উপস্থিত হইলে এই শেষোক্ত অবস্থারই উৎপত্তি হয়। দেশের উৎপন্ন সম্পদ্‌কে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—কৃষিজ সম্পদ্ এবং শিল্পজ সম্পদ্।

কৃষিজাত সম্পদের অনাটন ঘটিবার দুইটি প্রধান কারণ অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি। ভারতবর্ষের মাটী স্বভাবতঃই একটু শুষ্ক, পর্জ্জন্যদেব বিরূপ হইলেই জমির উৎপাদিকা শক্তি বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। ভারতবর্ষে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার ইহাই প্রধান কারণ। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় জমিতে জল যোগাইবার ব্যবস্থা করা (irrigation)। পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা ও মাদ্রাজের কোন কোন স্থলে—নৈসর্গিক উপায়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাত না হওয়ায় ঐ সকল অঞ্চলে সেচ কার্য্যের আবশ্যকতা হয়।

অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি ব্যতীত কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রবেও প্রতি বৎসর কম পরিমাণে শস্যহানি হয় না। অরণ্য সংরক্ষণনীতির ত্রুটি হইলেও কৃষি সম্পদের অনাটন ঘটিতে পারে। বড় বড় জঙ্গলগুলি পরোক্ষভাবে কৃষিশিল্পকে বিশেষরূপে সাহায্য করে। এগুলির উচ্ছেদ যেমন কৃষি ব্যবসায়ের পক্ষে হানিকর, সংরক্ষণও আবার তেমনিই সহায়ক। গাছের পাতার ভিতর দিয়া ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকারস আর্দ্রতারূপে (moisture) শূন্যে ছাড়িয়া দেয় এবং তাহার ফলে জঙ্গলের উপরিভাগে বেশ একটা শৈত্যভাবের উদ্ভব হয়। এই পথে মেঘ উড়িবার সময় মেঘান্তরস্থ বাষ্প শৈত্যের সংস্পর্শে আসিয়া জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে, ফলে মাটীর উপর প্রচুর বারিপাত হইয়া কৃষিকার্য্যের সহায়তা করে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিজ সম্পদের অনাটন ঘটিলে শতকরা নব্বই জন লোকই এখানে দারিদ্র্যে নিপতিত হয়। আমরা বিদেশে যে সব জিনিষ রপ্তানী করি তাহার অধিকাংশই কৃষিজাত সামগ্রী। অনাটনের বৎসর এ সকল সামগ্রী এদেশ হইতে রপ্তানী হইবার অবসর পায় না, ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বাধা জন্মে। রপ্তানী কমিয়া যাওয়ায় ভারত সরকার অনেক সময় বাট্টার হার ঠিক রাখিতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, লোকের তহবিল শূন্য হইয়া পড়ায় সরকার পরিচালিত ব্যবসাগুলিও মন্দা যায়, ডাকঘরের আয় কমিয়া যায়। শুল্ক বিভাগ রাজকোষে যথোপযুক্ত অর্থ জমা দিতে পারে না এবং রেলওয়ের লাভের অঙ্ক লোকসানে পর্য্যবসিত হয়। অনাটন কেবল কৃষিজ সম্পদেই আবদ্ধ থাকে না, শিল্পজ সম্পদের উপরও তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। কৃষিজাত কাঁচা মাল (raw materials) ব্যতিরেকে শিল্পজ ধনোৎপাদন কখনই সম্ভব নহে, ফলে কলকারখানাগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

এইবার বিশেষ করিয়া শিল্পজ সম্পদের অনাটন কি কি কারণে ঘটিতে পারে দেখা যাক্।

ধনোৎপাদনের সহায়ক চারিটী—ভূমি, মজুর, পুঁজি বা মূলধন এবং কার্য্যনিয়ন্তা (entrepreneur)। যদি কোন কারণে এই চারিটীর কোন একটীর যোগান কমিয়া যায় অথবা কোন একটীর কার্য্যকরী শক্তির লাঘব ঘটে, তাহা হইলেই শিল্পজ সম্পদের অনাটন অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্র যদি মূলধনের উপর অযথা শুল্ক বসাইতে আরম্ভ করে, দেশে সম্পত্তির নিরাপত্তা যদি কমিয়া যায় সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় লোক যদি সঞ্চয় অপেক্ষা ব্যয়ের দিকেই বেশীমাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তবে অদূর ভবিষ্যতে মূলধনের যোগান কমিয়া যাইবে এবং ফলে তাহা অনাটনের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। সাধারণের মধ্যে ভবিষ্যদ্দর্শিতার অভাব থাকিলেও মূলধনের যোগান কমিয়া যাইবার ঘোরতর সম্ভাবনা।

নানা কারণে (যেমন কোথাও সুদের হার বেশী হইলে, রাষ্ট্রনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিকূল কারণ ঘটিলে, মূলধনের উপর অতিমাত্রায় শুল্ক ধার্য্য হইলে) একদেশ হইতে অপর দেশে মূলধন চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। সমস্ত পৃথিবীর দিক হইতে দেখিতে গেলে এরূপ ক্ষেত্রে সম্পদের অনাটন হয়তো নাও হইতে পারে, কিন্তু যে দেশ হইতে মূলধন চলিয়া যাইতেছে সে দেশে অনাটন ঘটিবেই।

ধনোৎপাদনের যন্ত্রপাতি ক্রমেই উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া উঠিতেছে। কোন দেশ যদি পুরাতন পন্থাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, উন্নততর নূতন প্রণালীর সুবিধা গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সেখানকার মূলধনের কার্য্যকরী শক্তি অবশ্যই কমিয়া যায় এবং তাহা অনাটনেরই কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

মজুরদের দিক্ হইতে বিষয়টী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, জনসংখ্যার অভাব ধনোৎপাদনের কার্য্যে ততখানি অন্তরায় নহে যতখানি অন্তরায় মজুরদের কর্ম্মকুশলতার অভাব। এই কর্ম্মতৎপরতা ব্যাহত হইবার বহুবিধ কারণ

উল্লেখ করা যাইতে পারে। শোচনীয় দারিদ্র্য, রুগ্ন স্বাস্থ্য, দৈনন্দিন জীবনে স্ফূর্তির অভাব, সাধারণ ও ব্যবহারিক জ্ঞানের স্বল্পতা প্রভৃতি কারণেই সচরাচর মজুরেরা কর্মে অপটু হইয়া পড়ে। এই সকল কারণেই আমাদের দেশের মজুরেরা পাশ্চাত্ত্য মজুর অপেক্ষা ধনোৎপাদনে অনেকটা পশ্চাৎপদ। আজকাল পৃথিবীতে মালিক এবং শ্রমিকের বিরোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। শ্রমিক মনে করে মালিক তাহাকে লাভের যথোপযুক্ত অংশ দিতে কার্পণ্য করিতেছে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহারা তাই মালিকের কাছে দাবী আদায় হইবার উদ্দেশ্যে ধর্মঘটের সৃষ্টি করিতেছে। ফলে ইহাতে বৎসরের মধ্যে অনেক দিনই ধনোৎপাদনের কাজ বন্ধ থাকে এবং তাহাতে অনাটনের উদ্ভব হয় অধিকতর আয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রমিকদের কিন্তু দলবদ্ধ ভাবে দেশত্যাগ করিতে খুব বেশী দেখা যায় না, কেন না দেশের প্রতি মানুষ মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে।

উপযুক্ত কার্য্যনিয়ন্তার অভাবেও অনেকস্থলে ধনোৎপাদনে বাধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে এটা একটা প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভূমি মূলধন ও শ্রমিককে সম্বদ্ধ করিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিতে যে উদ্যম, দূরদর্শিতা এবং ব্যবসায়বুদ্ধির প্রয়োজন, অনিশ্চয়তাকে বরণ করিবার যে সাহসের আবশ্যক, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশে তাহার নিতান্তই অভাব। দেশে শ্রমিকের সংখ্যা অগণ্য, সমবেত মূলধনও নিতান্ত কম নয়, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহাকে চালিত করিবার সে উৎসাহ, সে প্রেরণা কাহারও নাই।

অনড়—(দেশজ) যাহা নড়ে না, অচল, স্থির, স্তব্ধ।

অনডুজ্জিহ্বা—(স্ত্রী) [অনডুহো জিহ্বেব] গোজিহ্বা, অনন্ত মূল, ইহার পাতা গোরুর জিহ্বার মত।

অনডুৎক—(ত্রি) ষাঁড় বা বলদের রক্ষক।

অনডুদ্দ—(পুং) বৃষভদাতা।

অনডুদ্যজ্ঞ—ক্ষেত্রকর্ষণ ব্যাপারে অনুষ্ঠিত বৃষপূজাবিশেষ। মৈত্রায়ণীয় মানব গৃহ্যসূত্রভাষ্যে এই বৃষপূজার বিধান আছে। গৃহস্থকে ক্ষেত্রে হলচালনার পূর্ব্বাহ্নে যথাক্রমে আয়োজন অর্থাৎ কর্ষণসামগ্রী সংগ্রহ, তৎপরে পর্য্যয়ন বা ক্ষেত্রে গমন, প্রবপন বা বীজবপন, প্রবলন বা আবশ্যকমতে হেমন্তে জলসেচন, তারপর সীতাযজ্ঞ অর্থাৎ হালপূজা (মোদকাদি দ্বারা) তদনন্তর খলযজ্ঞ ধান্য তুলিয়া ভরীযজ্ঞ ও ধান্য ঘরে আনিয়া অনডুদ্যজ্ঞ করিতে হয়। প্রথমতঃ বৃষদ্বয়ের শৃঙ্গদেশে মালা ও মুকুট পরাইয়া মুখে কুশ তৃণ খাইতে দিবে। তদনন্তর 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা', 'ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা" মন্ত্র পাঠ করিয়া দ্বাদশ বার প্রধান আহুতি দিবে। তৎপরে জয়হোম করিতে হইবে। (মানব গৃহ্যসূত্রভাষ্য ২.১০.৭)

অনডুহ—(পুং) গোত্রবিশেষের প্রধান ব্যক্তির নাম।

অনড্বাহ—(পুং) [অনঃ শকটঃ বহতীতি নিপাতনাৎ] এঁড়ে, বৃষ। "সমিন্দ্রেরয় গামনড্বাহং য আবহৎ" (ঋক্ ১০.৫৯.১০) [স্ত্রী ঙীপ্] অনডুহী, অনড্বাহী, গাই।

অনণু—(পুং) [ন অণুঃ] স্থূল ধান্য, মোটা ধান। (ত্রি) স্থূল, অণুভিন্ন। (স্ত্রী) অনণ্বী।

অনত—(ত্রি) নত নহে। ২ সোজা। ৩ কঠিন। ৪ অভিমানী।

অনতি—(ত্রি) অধিক নহে। (স্ত্রী) ২ সুশীলতার অভাব। ৩ অহঙ্কার।

অনতিক্রম—(পুং) [ন অতিক্রমঃ, নঞ্-তৎ] অনতিক্রম না করা।

অনতিক্রমণীয—(ত্রি) [নঞ্-তৎ] যাহা লঙ্ঘন করা যায় না। "অনতিক্রমণীয়ং মে সুহৃদ্বাক্যম" (শকুন্তলা)

অনতিদৃশ্য—(ত্রি) অনুজ্জ্বল, মলিন। "তে তম এবানতিদৃশ্যম-পশ্যম (শতপথব্রা° ৭ ২.১১) ২ অতিশয় প্রকট।

অনতিদ্ভুত—(ত্রি) [সর্ব্বানতিক্রম্য ন ভবতি অতি-ভূ-ভূতচ্ প্ সাধু.] যথার্থভূত। "ব্রহ্মা ত ইন্দ্র গির্বণঃ ক্রিয়ন্তে অন-তিদ্ভুতা' (ঋক্ ৮.৭৯ ৩)

অনতিরিক্ত—(ত্রি) [ন অতিরিক্তম, নঞ্ তৎ] অনধিক। ন্যায়মতে,—২ আপনার অন্যূনবৃত্তি। ৩ প্রমেয়।

অনতিপ্রশ্ন্য—(ত্রি) [ন অতিপ্রশ্নমর্হতি যৎ] অতিপ্রশ্নের অযোগ্য বস্তু। (শতপথব্রা° ১৪ ৬.৬ ১)

অনতিবিলম্বিতা—(স্ত্রী) [অভাবার্থে নঞ-তৎ] অতিবিলম্বাভাব, বাগ্গুণবিশেষ। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে এই কএকটী বাগ্গুণ লিখিত হইয়াছে—

'সংস্কারবত্ত্বমৌদার্য্যমুপচারপরীততা ॥
মেঘনির্ঘোষগাম্ভীর্য্যং প্রতিনাদবিধায়িতা ॥
দাক্ষিণত্বমুপনীতরাগত্বঞ্চ মহার্থতা।
অব্যাহতত্ব, শিষ্টত্বং সংশয়ানামসম্ভবঃ ॥
নিরাকৃতান্যোত্তরত্বং হৃদয়ঙ্গমতাপি চ।
মিথঃ সাকাঙ্ক্ষতা প্রস্তাবৌচিত্যং তত্ত্বনিষ্ঠতা ॥
অপ্রকীর্ণপ্রসৃতত্বমসংশ্লাঘ্যান্যনিন্দিতা।
আভিজাত্যমতিস্নিগ্ধমধুরত্বং প্রশস্ততা ॥
অমর্মবেধিতৌদার্য্যং ধর্ম্মার্থপ্রতিবদ্ধতা।
কারকাদ্যবিপর্য্যাসো বিভ্রমাদিবিযুক্ততা ॥
চিত্রকৃত্ত্বমদ্ভুতত্বং তথানতিবিলম্বিতা।
অনেকজাতিবৈচিত্র্যমারোপিতবিশেষতা ॥
সত্ত্বপ্রধানতা-বর্ণপদবাক্যবিবিক্ততাঃ
অব্যুচ্ছিত্তিরখেদিত্বং পঞ্চত্রিংশচ্চ বাগ্গুণাঃ

বাগ্‌গুণ সর্ব্বসমেত ৩৫ পঞ্চত্রিংশটী—১ 'সংস্কারবত্বম্'—বাক্যের ব্যাকরণসিদ্ধ কৃৎতদ্ধিত-সমাসাদি সংস্কার গুণ অর্থাৎ ব্যাকরণশুদ্ধি। ২ 'ঔদার্য্যম্'—বাক্যের উদারতা, মহত্ব বা উৎকর্ষগুণ। ৩ 'উপচারপরীততা'—যথাযোগ্য শব্দের বা অর্থের সমাবেশ-গুণ বা লাক্ষণিক অর্থ-শূন্যতা। ৪ 'মেঘনির্ঘোষ-গাম্ভীর্য্যং'—মেঘনিনাদের ন্যায় শব্দগুলির গাম্ভীর্য্যগুণ অর্থাৎ গাঢ় শব্দের প্রয়োগ। ৫ 'প্রতিনাদবিধায়িতা'—উচ্চারণকালে শব্দের প্রতিধ্বনিজনকগুণ। ৬ 'দক্ষিণত্বম্'—সরলতা বা প্রসাদ-গুণ। ৭ 'উপনীতরাগত্বম্'—যাহা শুনিতে বা পড়িতে অনুরাগ জন্মে এমন গুণ। ৮ 'মহার্থতা'—অর্থগৌরবরূপ গুণ। ৯ 'অব্যাহতত্বম্'—যাহা খণ্ডন করা যায় না এমন গুণ। ১০ 'শিষ্টত্বম্'—শিষ্টপ্রয়োগ গুণ (গ্রাম্যাদিদোষ-পরিশূন্যতা)। ১১ 'সংশয়ানামসম্ভবঃ'—যাহাতে সংশয় জন্মিতে না পারে এ প্রকার গুণ। ১২ 'নিরাকৃতান্যোত্তরত্বম্'—যদ্দ্বারা অন্যের প্রতিকূল উত্তর খণ্ডিত হইতে পারে এমন গুণ। ১৩ 'হৃদয়ঙ্গমিতা'—যদ্দ্বারা ভাব সহজে হৃদ্গত হয়, তদ্রূপ গুণ। ১৪ 'মিথঃ সাকাঙ্ক্ষতা'—যাহাতে বাক্যের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা বা সম্বন্ধ থাকে এমন গুণ। ১৫ 'প্রস্তাবৌচিত্যম্'—যাহাতে প্রস্তাবানুরূপ বাক্য প্রযুক্ত হয়, এ প্রকার গুণ। ১৬ 'তত্ত্বনিষ্ঠতা'—বাক্যের সারগর্ভতা বা গূঢ়ার্থ গুণ। ১৭ 'প্রকীর্ণপ্রসৃতত্বম্'—শৃঙ্খল রূপে অর্থাৎ অমিশ্রিত রূপে বিবৃতি। ১৮ 'অসংশ্লাঘা'—শ্লাঘাশূন্যতা। ১৯ 'অনিন্দিততা'—নিন্দাশূন্যতা। ২০ 'আভিজাত্যম্'—পাণ্ডিত্যগুণপ্রকাশকতা। ২১ 'অতিস্নিগ্ধমধুরত্বং'—অতিশয় কোমলত্ব ও মাধুর্য্যগুণ। ২২ 'প্রশস্যতা'—প্রশংসনীয় ও উৎকৃষ্ট ভাবাদির প্রয়োগগুণ। ২৩ 'অমর্ম্মবেধিতৌদার্য্যম্'—অর্থের ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাব অথচ সরলতা গুণ। ২৪ 'ধর্ম্মার্থপ্রতিবদ্ধতা'—ধর্ম্মার্থযুক্তগুণ। ২৫ 'কারকাদ্যবিপর্য্যাসঃ'—কারকাদির পরস্পর ঠিক অন্বয় থাকে এরূপ গুণ। ২৬ 'বিভ্রমাদি-বিযুক্ততা'—ভ্রমশূন্যতা। ২৭ 'চিত্রকৃত্বম্'—পদ্মাদি চিত্ররচনাযুক্ত গুণ বা চমৎকারকারিত্ব। ২৮ 'অদ্ভুতত্বম্'---কৌতুকোৎপাদক গুণ। ২৯ 'অনতিবিলম্বিতা'---অধিক বিলম্বে অর্থবোধ না হওয়া গুণ। ৩০ 'অনেকজাতিবৈচিত্র্যম্'—নানা প্রকার অর্থে বা অলঙ্কারের বা ছন্দের বিচিত্রতা। ৩১ 'আরোপিতবিশেষতা'—এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম্মের আরোপ গুণ। ৩২ 'সত্ত্বপ্রধানতা —সত্ত্বগুণের প্রাধান্য প্রকাশিতা। ৩৩ 'বর্ণপদবাক্যাবিবিক্ততা' বর্ণে বর্ণে, পদে পদে এবং বাক্যে বাক্যে পরস্পর ভেদের জন্য বিচ্ছেদরক্ষা। ৩৪ 'অব্যুচ্ছিত্তিঃ'—বিবোধ-রাহিত্য। ৩৫ 'অখেদত্বম্—খেদশূন্যতা' অর্থাৎ কষ্টে অর্থ না হওয়া।

অনতিবেগ—(পুং) ঈষৎ বেগ, নাতিক্রতগতি।

অনতীতবাল্য—(ত্রি) যাহার বাল্য অতীত নহে। অনতিক্রান্ত শৈশব।

অনতু—এক ব্যাবিলোনীয় দেবী। [অন্তু দ্র°]

অনত্যয়—(ত্রি) বিনাশশূন্য, খণ্ডরহিত।

অনত্যুদ্য—(ত্রি) বর্ণনা করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। "হিরণ্যগর্ভং পরমমনত্যুদ্যং জনাবিদুঃ" (অথর্ব্ব° ১০.৭.২৮)

অনদন্ত্—(ত্রি) অভক্ষণশীল, যে আহার করে না। "যত্রাজা সীমনদতীরদব্ধাঃ" (ঋক্ ৩.১.৬)

অনদ্ধা—(অব্য) [ন অদ্ধা] অনিশ্চিত। "অনদ্ধা বৈ তত্‌দিমাঁল্লোকানতি" (শতপথব্রা° ১২.১.১২) ২ অযথার্থ। (ত্রি) [নহ-ক্ত নঞ্-তৎ] ৩ অপরিবদ্ধ।

অনদ্ধাপুরুষ—(পুং) [ন অদ্ধা স্বকার্য্যে নিশ্চয়ো যস্য তাদৃশঃ পুরুষঃ] যে ব্যক্তি দেবপিতৃকার্য্যে বিমুখ। "অনদ্ধাপুরুষং পুরুষাদের হ বা অনদ্ধাপুরুষো যো ন দেবানবতি" (শতপথব্রা° ৬.৩.১.২৪)।

অনদ্ধামিশ্রিতবচন—(স্ত্রী) জৈন মতে সময় বিষয়ে অসত্য কথন, অর্থাৎ সময় নির্দ্ধারণ করিবার কালে মিথ্যাবাক্য বলা।

অনদ্য—(পুং) [ন অদ্যঃ ভক্ষ্যঃ অপ্রাশস্ত্যে নঞ্‌ তৎ] গৌরসর্ষপ। (ত্রি) ২ অভক্ষ্য।

অনদ্যতন—(পুং) [নঞ্‌ তৎ] অদ্যতন ভিন্ন, ভূত ও ভবিষ্যৎ কাল। গত রাত্রির অন্তিম দুই প্রহর এবং আগামী রাত্রির প্রথম দুই প্রহর, এই দুই সময়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত দিবস পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট বিগত অথবা ভবিষ্যৎ সময়কে অনদ্যতন কাল বলা হয়। গত অর্দ্ধ রাত্রির প্রথম সময়কে ভূত অনদ্যতন এবং আগামী অর্দ্ধ রাত্রির পরের সময়কে ভবিষ্যৎ অনদ্যতন বলা হয়। [অদ্যতন দ্র°]

অনদ্যতনভবিষ্য—(পুং) আগামী অর্দ্ধ রাত্রির পরবর্ত্তী কাল। ২ ভবিষ্যৎ কালবিশেষ।

অনদ্যতনভূত—(পুং) গত অর্দ্ধ রাত্রির প্রথম কাল। ২ ভূতকাল অর্থাৎ অতীতকালবিশেষ।

অনধিক—(ত্রি) অধিক নহে। ২ অসীম। ৩ পূর্ণ।

অনধিকার—(পুং) [নঞ্‌ তৎ] অধিকারের অভাব, সত্বাভাব। [বহুব্রী] যাহার অধিকার নাই, অধিকারশূন্য।

অনধিকারচর্চ্চা—(স্ত্রী) [৬-তৎ] যাহার যে বিষয়ে অধিকার নাই তাহার সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা তর্ক করা।

অনধিকারপ্রবেশ—বিনা অধিকারে অপরের সম্পত্তিতে প্রবেশ (trespass)। ইহা অবস্থাভেদে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনানুসারে (Indian Penal Code) দণ্ডনীয় হইতে পারে (criminal trespass)। কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইন অনুসারে

দণ্ডনীয় হইতে পারে, অথবা কেবল দেওয়ানী আদালতে প্রতিকারের যোগ্য হইতে পারে।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে (Act 42 of 1860 known as Indian Penal Code)—প্রবেশকারীর উদ্দেশ্য অপরাধযুক্তভাবে অনধিকার প্রবেশের একটী নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ। যদি এই আইনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ, কিংবা সম্পত্তির অধিকারীকে ভীতি প্রদর্শন অথবা তাহাকে অপমানিত কি বিরক্ত করা প্রবেশকারীর উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা অপরাধযুক্তভাবে অনধিকারপ্রবেশ। যে অপরাধ করার উদ্দেশ্যে অনধিকারপ্রবেশ তাহা যদি এই আইনানুসারে দণ্ডনীয় না হইয়া কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইন অনুসারে অন্ততঃ ৬ মাস কারাদণ্ড হইতে পারে এবং অপরাধ হয় তাহা হইলেও ইহাকে অপরাধযুক্তভাবে অনধিকারপ্রবেশ বলিয়া গণ্য করা হয়।

আবার ন্যায়সঙ্গতভাবে কোন স্থানে প্রবেশের পর উপরি লিখিতরূপ কোন অসদুদ্দেশ্যে বে-আইনীভাবে অবস্থান করিলেও তাহা অপরাধযুক্ত অনধিকারপ্রবেশ। (ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪১ ধারা)।

সাধারণ অবস্থায় এই অপরাধের জন্য উর্দ্ধকল্পে তিন মাস কারাবাস বা পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড ব্যবস্থা। কিন্তু অপরাধ গুরুতর শ্রেণীর হইলে দণ্ডের পরিমাণও অবস্থাভেদে গুরুতর করিবার ব্যবস্থা আছে। এই সকল অবস্থায় অপরাধকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়—যথা গৃহে অনধিকারপ্রবেশ, লুক্কায়িতভাবে গৃহে অনধিকারপ্রবেশ, রাত্রিযোগে লুক্কায়িতভাবে গৃহে অনধিকারপ্রবেশ, গৃহভেদ, রাত্রিযোগে গৃহভেদ, মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধের উদ্দেশ্যে গৃহে অনধিকারপ্রবেশ, চির জীবনের জন্য দেশান্তর প্রেরণের (transportation for life) উপযুক্ত অপরাধ করার উদ্দেশ্যে গৃহে অনধিকারপ্রবেশ ইত্যাদি। বিভিন্ন অবস্থায় লুক্কায়িতভাবে গৃহে অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহভেদের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

কোন স্থানীয় বা বিশেষ আইনানুসারে দণ্ডনীয় যে কোন অপরাধ করা প্রবেশকারীর উদ্দেশ্য থাকিলেই স্থলবিশেষে 'গৃহভেদ' রূপ গুরুতর রকমের অপরাধ হইয়া দাঁড়ায়। (দণ্ডবিধি আইনের ৪০ ও ৪৪৫ ধারা)।

অপরাধের অন্যান্য অঙ্গ উপস্থিত থাকিতে গৃহবাসের উপযুক্ত কোন তাম্বু বা নৌকা প্রভৃতিতে প্রবেশও গৃহে অনধিকারপ্রবেশরূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

কোন সম্পত্তির মধ্যে বিশেষ কোন নিয়ম প্রচলিত থাকিলে কোন ব্যক্তি যদি তাহা লঙ্ঘন করিয়া সেই সম্পত্তির ভিতর প্রবেশ করে, তাহা হইলে এমন স্থলে দুরভিসন্ধি না থাকিলেও অনধিকারপ্রবেশের অপরাধ হইবে। যেমন রেলের গাড়ীর রাস্তা বেড়া দিয়া ঘেরা আছে। পাছে ইট পাথর, লোহা কাঠ চুরি যায়, সে জন্য পথে বেড় দেওয়া হয়। লোক যাতায়াত করিলে গাড়ী ছুটাছুটি করিবার সময় অনেকের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, তাই রেলওয়ের পথ ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। পাছে কেহ বেড়া ডিঙ্গিয়া যাতায়াত করে, তজ্জন্য রেল ওয়ে কোম্পানির নিষেধ বিধি আছে। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রেলরাস্তার উপর দিয়া গতিবিধি করেন, তবে তিনি অনধিকারপ্রবেশ দোষে অপরাধী হইবেন।

রেলওয়ে সংক্রান্ত আইনে, ও মৎস্যসংক্রান্ত আইন দ্রষ্টব্য। অনধিকারপ্রবেশ বা তত্তুল্য অপরাধের শাস্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অপরাধের বিচার এ সকল স্থলেও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ব্যবস্থা অনুসারে নির্ব্বাহিত হয়।

অনধিকারিতা—(স্ত্রী) অধিকার রাহিত্য। ২ ক্ষমতাভাব।

অনধিকারিন্—(ত্রি) [নঞ্-তৎ] অধিকারী ভিন্ন। ২ উত্তরাধিকার করিবার অযোগ্য।

অনধিকৃত—(ত্রি) [নঞ্-তৎ] যাহার অধিকার করা হয় নাই।

অনধিগত—(ত্রি) [নঞ্-তৎ] অজ্ঞাত। ২ অপ্রাপ্ত।

অনধিগতমনোরথ—(ত্রি) হতাশ। ২ অজ্ঞাতমনোবাসনা।

অনধিগতশাস্ত্র—(ত্রি) যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করে নাই, যাহার নিকট শাস্ত্র অজ্ঞাত।

অনধিগম্য—(ত্রি) প্রাপ্তির অযোগ্য, অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য।

অনধিষ্ঠান—(ত্রি) পর্য্যবেক্ষণের অভাব।

অনধিষ্ঠিত—(ত্রি) অনবস্থিত। ২ অনাধিষ্ঠিত।

অনধীন—(ত্রি) স্বাধীন, পরবশ নহে।

অনধ্যক্ষ—(ত্রি) অপ্রত্যক্ষ। ২ অধ্যক্ষভিন্ন। [বহুব্রী] ৩ অধ্যক্ষশূন্য।

অনধ্যয়ন—(ক্লী) অধ্যয়নরাহিত্য। ২ পাঠের অনধ্যায়।

অনধ্যবসায—(পুং) অধ্যবসায়শূন্যতা। ২ কাব্যালঙ্কারবিশেষ। এই অলঙ্কার সন্দেহ অলঙ্কারের অন্তর্গত, কারণ ইহাতে কোন নূতনত্ব দেখা যায় না। [সন্দেহ দ্র°]

অনধ্যায—(পুং) [ন অধ্যায়োঽধ্যয়নমত্রাবার্থে নঞ্-তৎ] অধ্যয়নাভাব। [ন অধীয়তেঽস্মিন কালে অধিকরণে ঘঞ্।] অধ্যয়নের নিষিদ্ধ কাল। যে সময়ে অধ্যয়ন করিতে নাই। মনুসংহিতায় এই কএকটী অনধ্যায়ের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ১০২

বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে ।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ ।১০৩
এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাৎ যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু ।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে ।১০৪
নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জ্জনে ।
এতানাকালিকান বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি ।১০৫
প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে ।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়ঃ শেষে রাত্রৌ যথা দিবা ।১০৬
নিত্যানধ্যায়ঃ এব স্যাদ গ্রামেষু নগরেষু চ ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্ব্বদা ।১০৭
অন্তর্গতশবে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ।১০৮
উদকে মধ্যরাত্রে চ বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনে ।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ।১০৯
প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনম্ ;
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্ ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে ।১১০
যাবদেকানুদিষ্টস্য গন্ধো লেপশ্চ তিষ্ঠতি ।
বিপ্রস্য বিদুষো দেহে তাবদ্ ব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ ।১১১
শয়ানঃ প্রৌঢপাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্থিকাম ।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেব চ ।১১২
নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরেব চোভয়োঃ ।
অমাবাস্যাচতুর্দ্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ ।১১৩
অমাবাস্যা গুরুং হন্তি শিষ্যং হন্তি চতুর্দ্দশী ।
ব্রহ্মাষ্টকাপৌর্ণমাস্যৌ তস্মাত্তাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ।১১৪
পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে গোমায়ুবিরুতে তথা ।
শ্বখরোষ্ট্রে চ রুবতি পঙ্‌ক্তৌ চ ন পঠেদ্দ্বিজঃ ।১১৫
নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেঽপি বা ।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ।১১৬
প্রাণি বা যদি বা প্রাণি যৎকিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেৎ ।
তদালভ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ ।১১৭
চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সংভ্রমে চাগ্নিকারিতে ।
আকালিকমনধ্যায়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বাদ্ভুতেষু চ ।১১৮
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতম্ ।
অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু ।১১৯
নাধীয়ীতাশ্বমারূঢ়ো ন বৃক্ষং ন চ হস্তিনম্ ।
ন নাবং ন খরং নোষ্ট্রং নেরিণস্থো ন যানগঃ ।১২০
ন বিবাদে ন কলহে ন সেনায়াং ন সঙ্গরে ।
ন ভুক্তমাত্রে নাজীর্ণে ন বমিত্বা ন শুক্তকে" ।১২১
(মনুসংহিতা ৪র্থ অধ্যায়) ।

অর্থাৎ বর্ষাকালের রাত্রিতে প্রবল বায়ু বহিলে যদি তাহা শুনিতে পাওয়া যায় এবং দিবসে ধুলা উড়াইয়া বাতাস বহিলে তৎকালে অনধ্যায় হয়। বিদ্যুৎ এবং মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে বর্ষা হইলে বা উল্কাপাত হইলে (যে সময়ে এই সকল উৎপাত আরম্ভ হয় পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত) অধ্যয়ন করিতে নাই, ইহা মনু কহিয়াছেন। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময়ে (প্রাতে সন্ধ্যাতে) বিদ্যুতাদি (একক্কালে ?) হইলে, অকালে মেঘদর্শনে অনধ্যায় হয়। অন্তরিক্ষে উৎপাত-ধ্বনি ঘটিলে, ভূমিকম্পে ও চন্দ্রসূর্য্যাদির উপসর্গে আকালিক অনধ্যায় হয়। হোমাদি প্রজ্বলিত করার পর বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইলে সজ্যোতি অনধ্যায় হয়, অর্থাৎ দিনে হইলে দিবাভাগে অনধ্যায় এবং রাত্রিকালে হইলে রাত্রিতে অনধ্যায় হয়। যাঁহারা অতিশয় ধর্ম্মের প্রার্থী, তাঁহারা গ্রামে, নগরে ও পূতিগন্ধি স্থানে নিত্য অনধ্যায় জানিবেন। যে গ্রাম হইতে মৃতদেহ বাহির করা হয় নাই সেখানে, অধার্ম্মিকের সন্নিধানে, রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলে এবং বহু লোকের জনতা হইলে অনধ্যায় হয়। জলের মধ্যে, মধ্যরাত্রে, মলমূত্র ত্যাগের সময়ে, উচ্ছিষ্টমুখে, শ্রাদ্ধ ভোজনের পর অহোরাত্রের মধ্যে মনেও বেদচিন্তা করিবে না। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে এবং রাজার সন্তান জন্মিলে কিম্বা চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ হইলে তিন দিন অনধ্যায় হয়। একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে ভোজনের পর যে পর্য্যন্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের গায়ে কুঙ্কুমাদির গন্ধ ও প্রলেপ থাকিবে সে পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিবে না। শয়ন করিয়া, আসনে পা রাখিয়া এক উরুর উপর অন্য উরু রাখিয়া, আমিষ খাইয়া, জন্ম-মরণাশৌচের অন্ন ভোজন করিয়া বেদপাঠ করিবে না। প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যার সময়ে কুজ্ঝটিকা বা মেঘগর্জ্জন হইলে এবং অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। অমাবস্যা গুরুকে নষ্ট করে, চতুর্দ্দশী শিষ্যকে নষ্ট করে, অষ্টমী ও পূর্ণিমা বেদকে ভুলাইয়া দেয়, তজ্জন্য এই সকল তিথিতে অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিবে। ধূলা বর্ষণ হইলে, দিগ্‌দাহ হইলে, শৃগাল কুকুর গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ডাকিলে কিম্বা ইহারা দল বাঁধিলে দ্বিজাতিরা বেদ-পাঠ করিবেন না। শ্মশানে, গ্রামান্তে, গোষ্ঠে, স্ত্রীসংসর্গের সময় যে কাপড় পরা থাকে সেই কাপড় পরিয়া এবং শ্রাদ্ধের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া (শ্রাদ্ধের পক্কান্ন ভোজন করিয়া ?) বেদ-পাঠ করিবে না। শ্রাদ্ধের দ্রব্য কোন প্রাণীই হউক কি অপ্রাণীই হউক, তাহা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে অনধ্যায় হয়; কারণ হস্তই ব্রাহ্মণের মুখস্বরূপ। চোরকর্ত্তৃক গ্রামে

উৎপাত ঘটিলে, গৃহদাহাদিতে ভয় পাইলে, এবং কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটিলে আকালিক অনধ্যায় হয়। উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ কর্ম্মে ত্রিরাত্র অনধ্যায়, অষ্টকাতে (কৃষ্ণাষ্টমীতে) এবং ঋতুর অন্তদিনে অহোরাত্র অনধ্যায়। ঘোড়া, বৃক্ষ, হাতী, নৌকা, গাধা, উট, গাড়ী প্রভৃতি চড়িয়া এবং উষর দেশে থাকিয়া বেদপাঠ করিবে না। বকাবকি কিম্বা মারামারি হইলে সৈন্যদের কাছে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ভোজনের পরেই কিম্বা অজীর্ণে অথবা বমন করিলে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ।

উপরের লিখিত অনেকগুলি স্থলে আর্য্যেরা কেন যে, অধ্যয়ন নিষেধ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কিছুই কারণ বুঝিতে পারি না।

অ নন্—কাম্বোজের অন্তর্গত চম্পারাজ্যের চীনরাজ-প্রতিনিধি (১৩১৮ খৃঃ)। তাঁহার পূর্ব্বে চম্পারাজ্য কিছুকাল রাজশূন্য থাকে এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারী না পাওয়ায় সৈনিক সর্দ্দার অ-ননকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু অন্নমরাজ নিনহ চোয়াঙের শাসনাধীনে থাকা অপমানজনক বিবেচনা করিয়া অ নন্ গোপনে মোঙ্গোল সর্দ্দারের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনসম্রাট্ জেন-ৎসোঙকে পালিত হস্তী ও উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়া নিজ মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে চীনসম্রাট্ অন্নমরাজকে জানান যে তিনি যেন চম্পার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া অন্নমপতি ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে চম্পার বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহারা অ ননের হস্তে পরাজিত হয়।

১৩২৭ হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি চীনদরবারে দূত পাঠাইয়া সামন্তরাজরূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এই সময়ে মোঙ্গোলদিগের সাহায্য ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তিনি আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর অ-নন্ একাদশবর্ষকাল শান্তির সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

অ-ননের ত্রা হোঙ্গ বোদে নামে এক জামাতা ছিলেন। তিনি রাজনীতি বিষয়ে কুশলী থাকায় স্বীয় শ্বশুরের প্রিয়পাত্র হন। বাহ্যতঃ তিনি নিজ শ্যালক চে-মোকে ভালবাসা দেখাইলেও গোপনে তাঁহার শত্রুতা করিতে ছাড়িতেন না। তিনি অধীনস্থ সর্দ্দারদিগকে প্রিয়বাক্যে তুষ্ট করিয়া আপনার পক্ষে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে তাহারা সরলচিত্ত চে-মোকে বুদ্ধিহীন বলিয়া উপেক্ষা করিত। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে অ-ননের মৃত্যু ঘটিলে বো-দে সর্দ্দারগণের সাহায্য চে-মোকে সরাইয়া চম্পার রাজপদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অনম্-ব্—বৃটিশ বর্মার থ্যাই ,গোঙ্ জেলার এক রাজস্ব-কেন্দ্র। আয়তন—২৭০ বর্গ-মাইল। এই স্থান রেঙ্গুন জেলার উত্তরে সিৎ-তুঙ নদী ও যোমা পর্ব্বতমালার মধ্যভাগে অবস্থিত। উৎপন্ন দ্রব্য রেশম এই রেশম। এই স্থান হইতে প্রোম জেলার রপ্তানী করা হয়। অধিবাসীর অধিকাংশই কারেঙ্ জাতীয়।

অনন—(স্ত্রী) [অন-ভাবে ল্যুট্] জীবন। ২ গতি। ৩ শ্বাস।

অননঙ্গমেজয— ত্রি) শরীর কম্পিত না করিয়া যে ছাড়েনা।

অনন্মুক্ত—(ত্রি) অপঠিত। ২ গানরহিত। ৩ অপ্রস্তত-প্রত্যুত্তর।

অনন্মুগত—(ত্রি) [ন অনুগতম, নঞ্ তৎ] অধীন নহে। ২ অনুগত ভিন্ন। ৩ তুল্যাকার প্রতীতি-যোজক ধর্ম্মের নাম অনুগত।

অনন্মুগম—(পুং) [ন অনুগমঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] অনুগমের অভাব। ২ ন্যায়মতে তুল্যাকার প্রতীতিযোজক ধর্ম্মের সমালোচনকে অনুগম কহে।

অনন্মুজ্ঞাত—(ত্রি) অনাজ্ঞপ্ত, অনাদিষ্ট, অসম্মত, আজ্ঞাবিহীন, নিষিদ্ধ। "যঃ স্বামিনানমুজ্ঞাতমাধিং" (মনু ৮ ১৫০)

অনন্মুভাবক—(ত্রি) মূর্খ।

অনন্মুভাবকতা—(স্ত্রী) মূর্খতা।

অনন্মুভাষণ—(স্ত্রী) পুনরাবৃত্তির অভাব। ২ ন্যায়মতে টহাকে নিগ্রহের স্থান বলা হয়। বাদীপক্ষ কোন বিষয় তিনবার প্রমাণিত করিলে পর প্রতিবাদী উহার উত্তর না দিলে অননু-ভাষণ বুঝায়। এই সকল স্থলে বাদী জয়ী এবং প্রতিবাদী পরাজিত হয়। ৩ মৌন স্বীকৃতি।

অনন্মুভূত—(ত্রি) অনুভবরহিত, অজ্ঞাত।

অনন্মুমত—(ত্রি) মানবিহীন, অপ্রিয়, অসহ্য, অযোগ্য।

অনন্মুরূপ—(ত্রি) অযোগ্য। 'অনমুরূপমস্যা বয়সো বল্কলম" (শকুন্তলা)

অনন্মুষঙ্গিন্—(ত্রি) পৃথক্।

অনন্মুষ্ঠান—(স্ত্রী) অনুষ্ঠানের অভাব। ২ বিস্মরণ। ৩ অসভ্যতা।

অনন্মুসোচিযজাতক—চুল্লবোধি জাতকে এই প্রাচীন আখ্যান বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—

ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, বোধিসত্ত্ব তখন এক ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বিদ্যাধ্যয়নার্থ তক্ষশীলায় গমন করেন এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সম্যক পারদর্শী হইয়া পিতৃসকাশে সমুপস্থিত হন। শুদ্ধ চিত্ত এই যুবকের দিব্য-দেহ ও জ্ঞানপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়া লোকে তাঁহাকে পরম পুরুষের অংশে অবতীর্ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছিল।

পিতামাতা পুত্রকে সংসারী করিবার ইচ্ছায় বিবাহের

উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই বোধিসত্ত্ব সম্মত হইলেন না। তিনি পিতামাতার মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী হইবেন জানাইলেন। পিতামাতা তখন পুনঃ পুনঃ পুত্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধিসত্ত্ব একটী স্বর্ণ প্রতিমা গড়াইয়া বলিলেন যে, যদি এইরূপ সুন্দরী বালিকা পাওয়া যায় তাহা হইলে আমি বিবাহ করিতে রাজী আছি।

বোধিসত্ত্বের পিতা সেইরূপ কন্যা অনুসন্ধানার্থ ভারতের চারিদিকে ঘটক পাঠাইলেন। ঐ সময় বারাণসী রাজ্যের অন্তর্গত এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে সম্মিল্লভাসিনী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার রূপ ঐ স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায়। ঘটকেরা ঐ বালিকার সংবাদ পাইয়া ঐ গ্রামে ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং স্বর্ণপ্রতিমার বিনিময়ে সম্মিল্লভাসিনীকে লইতে চাহিল।

স্বর্ণের লোভে কন্যার অমত সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ সম্মিল্লভাসিনীকে ঘটকদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। সঙ্গে বহুলোক আসিল। বর ও কন্যার উভয়ের অসম্মতি সত্ত্বেও বিবাহ হইয়া গেল। তাহারা দুই জনে দুই সাধু পুরুষের ন্যায় এক ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। পতি-পত্নীর প্রেমভাব তাহাদের কাহারও হৃদয়ে উদয় হইল না।

বোধিসত্ত্ব পিতামাতার দেহান্তে সৎকার কার্য্যাদি সমাপন করিয়া সম্মিল্লভাসিনীকে আপনার নিকটে ডাকিয়া বলিলেন দেখ আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে চাই। তুমি আমার পৈতৃক ও তোমার পিতৃদত্ত ধন লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ কর। ইহা শুনিয়া সম্মিল্লভাসিনী বলিল, আমার অর্থে প্রয়োজন কি? আপনি যদি সন্ন্যাসী হন, আমিও সন্ন্যাসিনী হইব। আমি আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।

অনন্তর তাঁহারা ধনরত্ন দরিদ্রকে দান করিয়া হিমালয় প্রদেশে গমন করিলেন। সেখানে যোগধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহারা উভয়ে সন্ন্যাসীর আচার পালন করিতে লাগিলেন। পরে দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া ক্রমে বারাণসীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষালব্ধ কদর্য্য অন্ন ভক্ষণে ও পর্য্যটন ক্লেশে সম্মিল্লভাসিনী পীড়িতা হইয়া পড়িলেন।

বোধিসত্ত্ব ভিক্ষার্থে বাহির হইয়াছেন। সম্মিল্লভাসিনী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছেন। পথে এক স্থানে সম্মিল্লভাসিনীকে বসাইয়া বোধিসত্ত্ব ভিক্ষায় গমন করিলেন। ইত্যবসরে রোগক্লিষ্টা ঐ নারীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। লোকে ঐরূপ অনুপমা সুন্দরী সন্ন্যাসিনীকে নিরাশ্রয় অবস্থায় মৃতা দেখিয়া দুঃখ করিতে লাগিল।

অনতিকাল মধ্যেই ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি লইয়া বোধিসত্ত্ব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পত্নীকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, জীবন অস্থায়ী জীব মাত্রই এইরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব পত্নীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে উদর পূর্ণ করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন। এতদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া দর্শকমণ্ডলী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! এই সন্ন্যাসিনী আপনার কে? এবং কেনই বা আপনি এরূপ নিস্পৃহ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন?

তদুত্তরে বোধিসত্ত্ব জানাইলেন যে, গার্হস্থ্য জীবনে এই রমণী আমার পত্নী ছিল। যতদিন সে জীবিত ছিল ততদিন তাহার সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আমি সম্বদ্ধ ছিলাম। এখন ইহ জগতে তাহার কোন সংস্রব নাই - সে অন্য জগতে গমন করিয়াছে। তাহার জন্য আমি কাঁদিব কেন?

এইরূপে উপস্থিত জনতাকে জীবনের অস্থায়িত্ব, জগতের অনিত্যতা এবং সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া বোধিসত্ত্ব পুনরায় হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তিনি অবশেষে ধ্যানজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী যোগিনীর সৎকার করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল।

এই জাতকের উপসংহার করিয়া আচার্য্য বলিলেন "রাহুলের মাতাই পূর্ব্ব জন্মে সম্মিল্লভাসিনী এবং আমিই যোগী ছিলাম।"

অনন্ত,—(পুং) [নাস্তি অন্তো গুণ নাম যস্য] বিষ্ণু। "অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস।" (গীতা ১১।৩৭)

"অনন্ত বাখানি নাম অন্ত না পাইয়া" (শ্রীকৃষ্ণের শতনাম)

২ অশেষ, অসীম। অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্ (পঞ্চতন্ত্র) ৩ অপরিমিত। "অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং" (গীতা ১১।১৯) ৪ সর্ব্বকালস্থায়ী, কল্পান্তস্থায়ী। তাভিঃ পরত্রানন্ত্যমশ্নুতে (মনু ৩।২৭৫) ৫ নাশহীন, অবিনাশী। তচ্চাক্ষয়মনন্তং সুখমশ্নুতে ([illegible] ৮।১৬৯) ৬ স্থির, চির, নিত্য। "অনন্তযৌবনা (মেঘদূত) ৭ বহুবিধ, নানাপ্রকার, নানা জাতি। অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফমালা (কুমার ৩।২৭) ৮ অপরিচ্ছিন্ন, ইয়ত্তাশূন্য। (গীতা ১১।১ শ্রীধর) ৯ শেষনাগ। ১০ মেঘ। ১১ বলরাম। [অন্ত+দ] [নাস্তি অন্তঃ পরিচ্ছেদো যস্য] (স্ত্রী) ১২ পরব্রহ্ম। ১৩ আকাশ। (পুং) ১৪ বহুবিস্তারযুক্ত সিন্ধুবার বৃক্ষ। (ত্রি) ১৫ অবধিশূন্য। (পুং) ১৬ জিনবিশেষ। [অনন্তনাথ দ্র] ১৭ দুরালভা। ১৮ অনন্তাদিচূর্ণ (সর্ব্বজ্বরে)। ১৯ অভ্রক। ২০ বাসুকী, শেষ নাগের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ২১ শিব। ২২ রুদ্র। ২৩ বিশ্বদেবা। ২৪ অনন্তচতুর্দ্দশী তিথিতে বাহুতে ধারণ

হরিবংশ চতুর্দশ গাত্রিযুক্ত পুত্রাবশেষ। ২৫ অক্ষয়। যজ্ঞীয়তে ন বকৈর্ভেদনন্ত য় কল্পতে (পঞ্চতন্ত্র)। ২৬ পক্ষিবিশেষ। ২৭ চৈতন্য বংশীয় রাজা বীজি হাত্রের পুত্র। (বঙ্গ গুপ্° ৯৪ ৫৩) ২৮ অষ্ট প্রকার নূপার একতম। (মানসার ৫৮.৭৬) [নুপা দ্র]

অনন্ত₂ —ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক আখ্যানে অনন্ত নানা প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। স এবেদং সর্বং' —(৭ ২৫ ১২)

পুরুষসূক্তে অনন্ত বিভূতির ব্যাপারকে রূপকাকারে বিস্তারিত করা হইয়াছে—

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

অর্থাৎ সমস্ত ভূত তাহার একপাদ মাত্র—তাহার আর তিন পাদ অমৃত বিশ্বাতীত।

গীতায়ও অনন্তর সম্বন্ধে অপূর্ব ধারণা দেখা যায়:

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ইত্যাদি।

ইহা হইতে অনুমান হয় ভারতের অনন্তত্ব কল্পনা ও তত্ত্বাত্মক ধারণা প্রাচীন ভারতের অতি প্রিয় বস্তু ছিল।



(১) নেপালের নাগরাজবেষ্টিত বুদ্ধমূর্তি।

ভবভূতি 'কালোহ্যয়ং নিরবধি' বাক্যে সময়ের অনন্তত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় ধর্মের প্রতীক চক্র, পদ্ম ও কুণ্ডলিনীযন্ত্র তিনটিই অসীমের দ্যোতক—তিনটির কোথাও আদ্যন্ত নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এই সমস্ত প্রতীক কল্পনা করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন [চক্র, পদ্ম ও কুণ্ডলিনী দ্র]

অনন্তের প্রতীক স্বরূপই ভারতবর্ষে নাগকল্পনা। প্রাচ্যভূমির সর্বত্রই এইজন্য নাগকল্পনার প্রভাব দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর স্থিতি নাগেরই উপর, পৃথিবীতে অমৃতোৎপত্তি নাগের সাহায্যেই, আবার প্রলয়কালে নাগের উপরেই অনন্তসলিলে বিষ্ণুর শয্যা। এইজন্য নাগরাজ 'অনন্ত' তিব্বত, জাপান, নেপাল, চীন, ভারত, ইন্দোচীন সিংহল প্রভৃতি দেশে হিন্দু সভ্যতার প্রতীকরূপে গৃহীত [নাগ ও বস্তুত বিবরণ দ্র]

হিন্দু সভ্যতার প্রভাব যেসব দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, এমন কি মহাদেবের কণ্ঠলগ্ন ও শিরোভূষণ হইয়াছে। মহাদেবীরও তিনি প্রলয়ঙ্কর আয়ুধরূপে গণ্য। তান্ত্রিক যুগে অনেক দেবতার শিরোভাগেই সহস্রফণাযুক্ত অনন্তনাগের আতপত্র দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন ভারতে ও ভারতীয় নাগরাজ ও নাগরাজমহিষীর মূর্তি দেখা যায়। অজন্তার নাগরাজ ও নাগরাজমহিষীর মূর্তি অতি মনোহর। নেপালে ও দাক্ষিণাত্যে নাগপঞ্চমীতে এখনও অসংখ্য চিত্রাদি অঙ্কিত হয়।

অনন্ত নাগরাজ অনন্ত নামে পরিচিত। অনেকেই বাসুকির সহিত ইহার ঐক্য কল্পনা করেন। বস্তুতঃ বাসুকি ও অনন্ত এক নহে। [সমুদ্রমন্থন দ্র]

ব্রহ্মা হইতে কশ্যপের সৃষ্টি হয়। কশ্যপের কদ্রু নামে পত্নী ছিলেন। কদ্রুর গর্ভে অনন্ত, বাসুকি, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কোটক ও শঙ্খের জন্ম হয়। নাগদের ভিতর অনন্তই সর্বপ্রধান এবং অনন্তই নাগরাজ নামে অভিহিত। অমরকোষে অনন্ত ও বাসুকি উভয়েই সর্পরাজ নামে কথিত। ভগবদ্গীতায় একমাত্র উক্ত বর্ণনা আছে। হরিবংশে এ বিষয় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। হরিবংশে বাসুকি নাগরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও অনন্ত 'সহস্রাস্য নাগ' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। [বাসুকী দ্র]

ভবিষ্যপুরাণে নাগরাজ অনন্তকে সহস্রফণাবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ, নয়ন ও শ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, পীতবসনপরিহিত, অম্রপল্লব করে ও শঙ্খচক্রগদাযুক্ত বর্ণনা করা হইয়াছে।

ফণাসহস্রসংযুক্তং চতুর্বাহুকিরীটিনম্।
নবাম্রপল্লবাকারং পিঙ্গলশ্মশ্রুলোচনম্।
পীতাম্বরধরং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।

কালিকাপুরাণে অনন্তের প্রসঙ্গ আছে, এই প্রসঙ্গে পূর্ব দক্ষিণ, উত্তর ঈশান ও আগ্নেয়াদি দিক্ অনন্তের ফণারূপে উল্লিখিত।

রামায়ণের মতে পূর্ব্ব দিকেই অনন্তের আসন। সীতান্বেষণ কালে সুগ্রীব বানরদিগকে এইরূপ নির্দেশ করিতেছেন—চন্দ্র-সদৃশ, পদ্মপত্রের মত বিস্তৃত চক্ষুযুক্ত, পর্ব্বতের শীর্ষে সমাসীন সমগ্র দেবমণ্ডলিকর্ত্তৃক পূজিত অনন্ত সহস্রশীর্ষ এবং সুনীল পরিচ্ছদে ভূষিত।

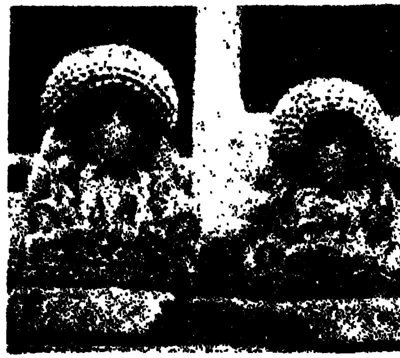
তাই অনন্ত বলিতে শেষনাগ ও বিষ্ণু উভয় বুঝায়। তাঁহার ধ্যান বহু তান্ত্রিক ও পৌরাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। অনন্তনাগ মহাবিক্রান্ত অষ্টনাগের অন্যতম। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (প ৯৩) এই অষ্টনাগের নাম দেওয়া আছে। যথা, অনন্ত ও কুলিক ব্রাহ্মণ জাতীয়, বাসুকি ও শঙ্খপাল ক্ষত্রিয়জাতীয়, তক্ষক ও মহাপদ্ম বৈশ্যজাতীয় এবং পদ্ম ও কর্কোটক শূদ্রজাতীয়।

শিবপুরাণে (প: ৩৭২) অনন্তের ধ্যান পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায় অনন্তনাগ সহস্রমণিবিশিষ্ট সহস্রফণাযুক্ত এবং স্বস্তিক দ্বারা শোভিত। তাঁহার চক্ষু সদাই ঘূর্ণিত, তাঁহার বপু অগ্নিময় এবং শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল। তাঁহার গলায় মালা, মাথায় কিরীট এবং কর্ণে কুণ্ডল। তাঁহার পরিধানে নীলবস্ত্র, এবং দুই হস্তে লাঙ্গল ও মুষল।

মেরুতন্ত্রোক্ত (প ১১২) ধ্যানে অনন্ত গৌরবর্ণ এবং তাঁহার হস্তে চক্র বিন্যস্ত। প্রাণতোষিণীতে (প ৩১৫) তাঁহাকে সর্প রূপ হরি বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে তিনি একদণ্ডধর, তাঁহার কুক্ষিতে লাঙ্গল এবং বামভাগে মুদ্গর। এই গ্রন্থের অপর এক স্থলে অনন্তকে চক্রধর বলা হইয়াছে এবং তাঁহার মস্তকে বসুন্ধরার মূর্ত্তি স্থাপিত। ঈশ্বরসংহিতায় (প ১৭৫) অনন্তকে নাগগণের রাজা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার অবস্থান পাতালে। তিনি কূর্ম্মারূঢ় ও হলায়ুধ। এই গ্রন্থের আর এক স্থানে (প৩৮) তিনি সহস্রভুজ এবং তাঁহার হস্তে শ্বেতপদ্ম, শঙ্খ, অক্ষসূত্র, চক্র ও অভয় বিরাজিত। হরিবংশে তিনি নীলবসনধৃক্ বলিয়া বর্ণিত। শিবপুরাণে অনন্তকে কুণ্ডলাকৃতি এবং পঞ্চফণাবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতায় অনন্ত চতুর্ব্বাহু এবং পঞ্চমূর্দ্ধাবিশিষ্ট। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে (প ৩৪৩) তিনি চতুর্ব্বাহু এবং নীলবস্ত্রবিশিষ্ট। চারিটি হস্তের দক্ষিণে পদ্ম ও মুষল থাকে এবং বামহস্তদ্বয়ে লাঙ্গল ও শঙ্খ বিন্যস্ত।

শিবপুরাণোক্ত ধ্যানটী প্রয়োজনীয় বোধে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ফণামণিসহস্রেণ স্বস্তিকামলভূষণঃ।
সদা ঘূর্ণিতনেত্রোঽসৌ সাগ্নিঃ শ্বেত ইবাচলঃ॥
স্রগ্বী কিরীটী ভ্রাজতি যঃ সদৈবৈককুণ্ডলঃ।
সাম্বং গঙ্গাপ্রবাহেণ শ্বেতশৈলোপশোভিতঃ॥
নীলবাসা মদোদ্রিক্তঃ কৈলাসাদ্রিরিবাপরঃ
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মুসলমুত্তমম্॥"



(২) নেপালে ভগবান বিষ্ণু

'রূপমণ্ডন' নামক শিল্প শাস্ত্রে দ্বাদশভুজ অনন্তের ধ্যান পাওয়া যায়—

"অনন্তোঽনন্তরূপস্তু হস্তৈর্দ্বাদশভির্যুতঃ।
অনন্তশক্তিসংবীতো গরুড়স্থচতুর্ভুজঃ॥
গদাকৃপাণচক্রাঢ্যো বজ্রাঙ্কুশবরাঙ্কিতঃ।
শঙ্খখেটঃ ধনুঃ পদ্মং দণ্ডপাশৌ চ বামতঃ॥"

অর্থাৎ অনন্ত, অনন্তরূপ ও অনন্তশক্তি সম্পন্ন হইয়াও দ্বাদশ ভুজ গরুড়বাহন, ইঁহার দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা, গদা, খড়্গ, চক্র, বজ্র ও অঙ্কুশ এবং বামহস্তসমূহে শঙ্খ, খেটক, ধনু, পদ্ম, দণ্ড ও পাশ।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও প্রসঙ্গক্রমে নাগবাজের বা নাগরাজস্থানীয় মুচুলিন্দের উপাখ্যান আছে এবং এ প্রসঙ্গে ভগবান্ বুদ্ধ বিষ্ণুর ন্যায় নাগাসনে উপবিষ্ট। অমরাবতীর ভাস্কর্য্যে বুদ্ধ নাগের উপর আসীন। নাগের বিস্তৃত বহুশীর্ষ ফণা চারিদিগের প্রান্তভাগগুলের ভিতর দেখা যায়। কথিত আছে, বুদ্ধ সত্যলাভের পর কিছুকাল ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল; সর্পরাজ মুচুলিন্দ এ ব্যাপার দেখিয়া ভগবান্ বুদ্ধকে শরীর দ্বারা সাতবার বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার রক্ষার জন্য শীর্ষভাগে ফণা বিস্তার করেন। (১)

'মহাবস্তু'তেও নাগরাজ সুবর্ণপ্রভাস ও নাগরাজ এলাপত্রের এক বিস্ময়কর বিবরণ দেওয়া আছে। এ প্রসঙ্গ তিব্বত ও চীনে পাওয়া যায়। নাগরাজ চক্রবর্ত্তী রাজার বেশ ধারণ করিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। ভগবান্ বুদ্ধ ধ্যানযোগে জানিতে পারিয়া নাগরাজকে তিরস্কার করেন এবং নিজের স্বরূপ পরিগ্রহ করিতে আদেশ দেন। তখন নাগরাজ তাঁহার বিরাট মূর্ত্তিতে

নকট হইলেন। কালীতে তাহার শাখাগণ এর হ কল্পনায় পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। ইহ হইতে বুঝা য বৌদ্ধগণও অনন্তনাগের বিশালত্ব কল্পনা করিতে পারিয়াছেন।

বিশাল বৌদ্ধগণ সম্বন্ধে গুলীকত নান প্রভৃতি দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত। এ গল্পে আছে বুদ্ধ একসময় পৃথকট পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। দেবগণ চারিদিক বেষ্টন করিয়া



( ) নওগাঁর অনন্তশয়ন বিষ্ণুমূর্তি।

আসীন ছিলেন, দেবগণের মধ্যে আদ্যতম নাগরাজও ছিলেন। এ সমস্ত নাগরাজের নাম ধ নন্দ উপনন্দ, সাগর, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি দিগের কুবকুল বিধানে নীরব অনন্তনাগের উল্লেখ [কবকুল]

ক বি পপরাম্ভ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত অনন্তের দেহোপরি শয়ন করে অনন্তের পুচ্ছ দিক বিস্তৃত হইয়া বিষ্ণুর শিরোপরি আচ্ছাদনে রক্ষা করে। দক্ষিণ বিষ্ণুর উপাধান ও দক্ষিণ ফণা পাদপীঠ হয়। ঐ সময় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উত্থিত হন।

অনন্তশয়নে শায়িত বিষ্ণুর প্রতিমা ভারতীয় ভাস্কর্য নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা। [অনন্তশয়ন দ]

মহাপুরের অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি, বুন্দেলখণ্ডের দেওঘর মন্দিরে ( ) প্রম্বনমের শিবমন্দিরে, বাদামী গুহায় ও নেপালে বিষ্ণুর শায়িত ও উপবিষ্ট মূর্তি সকলের চিত্রহরণ করে। নেপালে বিষ্ণুর উপবিষ্ট মূর্তি সৌন্দর্যে অনুপম। (২)

অনন্ত আর একটী ভারতীয় কল্পনার সহিত একান্তভাবে জড়িত। বরাহাবতারের পাদমূলে অনন্তের অবস্থান কল্পিত হইয়াছে। বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া যখন জল হইতে উত্থিত হন, তখন অনন্ত তাঁহার অন্যতম পদের অবলম্বন হইয়াছিল। গোয়ালিয়র রাজ্যে উদয়গিরির বরাহমূর্তি গুপ্তযুগের সৃষ্টি। এই ভাস্কর্যে বরাহ অবতারের বামপাদ অনন্তের কুণ্ডলায়িত দেহের উপর ন্যস্ত, নাগরাজের ঊর্দ্ধভাগ মনুষ্য মূর্তির ন্যায় কল্পিত এবং যুক্তকরভাবেই নাগরাজ বন্দনা করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে অনন্তের ত্রয়োদশশীর্ষ কল্পিত হইয়াছে।

বাদামী গুহায় অনন্তের মূর্তির সহিত নাগরাজ্ঞীকেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় মূর্তির সংযোগে রূপকল্পনা যেন পরিস্ফুট হইয়াছে। মামল্লপুরের অনন্ত পাঁচটী ফণাযুক্ত এবং তিনি যেন সমুদ্র হইতে উত্থিত এইরূপ ভাবেই মূর্তিটী খোদিত হইয়াছে। সাগর কল্পনায় নাগরাজের মানবিকতা ও দিব্যভাব যুগপৎ দীপ্যমান হইয়াছে। কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত নওগাঁওয়ের বরাহ এ কল্পনার অন্যতম মূর্তি। এই মূর্তিটীও অতি মনোহর এবং শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ। (৪)

পাঞ্চরাত্রে বলরামকে অনন্তের অবতার কল্পনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে অনন্তের মূর্তিকল্পনায় চারিটী বাহু দেখিতে পাই। দুইটী বাহু অঞ্জলিযুক্ত এবং অন্য দুইটীতে হল ও মুসল। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের সঙ্গে ইহার ঐক্য রহিয়াছে। মহাভারতের মৌসল পর্বে বলরামের অন্তর্ধান উপলক্ষে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। বলরাম একাকী যোগযুক্ত হইয়া নির্জনে অবস্থিতি করিতেছেন। আর সমুদ্র দ্বারা আপনাকে মহানুভব মনে করেন,—তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে সেই শ্বেতবর্ণ সহস্রফণাযুক্ত পর্বতপ্রমাণ বিরাট মহানাগ নির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিতেছে।'

পাহাড়পুরে বলরামের এক বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ত অনন্ত ও বলরামের ঐক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (৫)

ইন্দোচীনে খৃষ্টীয় নবম শতকে এক বিরাট হিন্দুরাজ্যের পত্তন হয়—রাজা যশোবর্মার সে রাজ্যের নাম ছিল যশোধরপুর (৮২০ খৃঃ অঃ)। এখানকার সুবৃহৎ মন্দির এক সময়ে প্রধান পীঠস্থান ছিল। ঐ পুরীপ্রবেশের বিজয়তোরণের সম্মুখে এক বিশাল নাগরাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় একশত আটটী সুরাসুর উভয়দিকে নাগরাজকে ধারণ করিয়া আছে।

তান্ত্রিক যুগেও অনন্তকল্পনা ক্ষান্ত হয় নাই। নেপালে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের আচ্ছাদনে স্বর্ণনাগ রহিয়াছে। নেপালে আবিষ্কৃত ব্রহ্মাদি মূর্তি নাগরাজের কুণ্ডলায়িত কলেবরে উপবিষ্ট। পশ্চাতে সহস্রফণাযুক্ত নাগদেবতা শিরে ছত্রাতপরূপে

77-II

ছায়াদান করিতেছে। নেপালের দক্ষিণকালিকা মূর্তি অনন্তের সহস্র ফণার প্রভান্বিত। (৬) [illegible] দক্ষিণকালীমূর্তিতে নাই বিস্ময়ের বিষয় এই যে। তথায় কৃষ্ণমূর্তির পশ্চাতেও এরূপ অনন্তের সহস্রফণাযুক্ত প্রভাতোরণ পাওয়া গিয়াছে।

এই পৃথিবীকে প্রলয়ের কবল হইতে উদ্ধারের কল্পনা। পরিব্যক্ত হইয়াছে [illegible] কল্পনা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] পরিণাম। অনন্ত কালের মধ্যে আমাদের [illegible] স্থির [illegible], ইহাই মূল ধারণা। অনন্ত কালের [illegible] অনন্ত কর্মস্রোতে [illegible] পাওয়া [illegible] সংযোগ [illegible] হইতেছে—[illegible] ভাবে অনন্তের বিকাশ। তাই [illegible] অনন্ত ধর্মের প্রশ্নচিহ্ন [illegible]। অনন্ত নিত্যবহ [illegible], পৃথিবী [illegible] প্রসঙ্গ [illegible] অনন্তের নাই অনন্তই [illegible] কাজ [illegible] অনন্ত [illegible], সর্বদা কর্ম [illegible] কালের [illegible]।

অতি প্রাচীন কালেই [illegible] বিশ্বের পরতত্ত্ব [illegible]—[illegible] এক [illegible] নাই। তিনি সর্বদেশ [illegible], [illegible] কর্মকারে সেই [illegible] অনন্ত। [illegible] উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, এবং অনন্ত [illegible] ত্রিকালজ্ঞ ঋষি [illegible] আনন্দং ব্রহ্ম—'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ', কিন্তু তিনি কি প্রকার আনন্দ? তিনি অনন্ত আনন্দ,—অপরিমিত সুখস্বরূপ, আবার তিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ সত্তার দিক দিয়া দেখিলেও অনুভূত হইবে, তিনি অনন্ত সত্তাস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম সর্বতোভাবে অনন্ত (Infinite) ইহাই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে অনন্ত বা Infinite কিরূপ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে তাহা আলোচনার বিষয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই জিজ্ঞাসুগণ বুঝিবার চেষ্টা করিতেন এই জগতের মূলতত্ত্ব কি? অতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক থেলিস্ বলিলেন জলই মূলতত্ত্ব, তদ্রূপ অপর কেহ বলিলেন বায়ু, কেহ বলিলেন অগ্নি মূলতত্ত্ব। কিন্তু থেলিসের শিষ্য অনক্সিমন্দার বলিলেন অনন্তই এই সৃষ্টিধারার আদিতত্ত্ব। জল বা বায়ু বা অগ্নি ইহারা বিভিন্ন গুণসম্পন্ন, একে অন্যটির গুণ থাকিতে পারে না। এই হেতু অনক্সিমন্দার সিদ্ধান্ত করিলেন যে—এমন কোন অনন্তগুণসম্পন্ন তত্ত্ব রহিয়াছে যাহা হইতে জগৎ সঞ্জাত হইয়াছে। গ্রীক দর্শনে অনন্তের ধারণা প্রথমে আমরা এই দার্শনিকের মতবাদেই দেখিতে পাই।

অতঃপর সক্রেটিস্, প্লেটো ও আরিষ্টোটল্ এই পরবর্তী দার্শনিকত্রয় অনন্তের ধারণা তাঁহাদের মতবাদে গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্লেটো ও আরিষ্টোটল্ অনন্ত সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করি[illegible] ফরাসী দার্শনিক দেকার্টস্ ও দার্শনিক স্পাইনোজা [illegible] আলোচনা অনন্তের সৃষ্টি [illegible]। [illegible] ভাবে [illegible], [illegible] সহ এক অনন্তের উপর [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] অনন্ত ও [illegible] [illegible] এমন [illegible] বিশ্বের মূলতত্ত্ব [illegible] সিদ্ধান্ত করি[illegible], [illegible] প্রসঙ্গ [illegible] অনন্ত



(৩) বড়গাঁওর বরাহ অবতার

ধর্মশাস্ত্রেও ভগবানের আনন্ত্যেরই পরিকল্পনা করা হয়। খৃষ্টানদিগের বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, ভগবানের অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান অনন্ত করুণা। আর্য্য জ্ঞানিগণও চিরকাল উপদেশ দিতেছেন—অনন্তের সিন্ধু মধ্যে এই সান্ত আমরা যখন ডুবিয়া যাইব তখনই মুক্তি। মুসলমানগণের কোরাণেও উক্ত হইয়াছে, ভগবানের শক্তি অনন্ত, দয়া অনন্ত—তিনি কাদের ও রহিম। কোরাণের পরবর্ত্তী কালে যে সুফী মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা বেদান্তের অনেকটা অনুরূপ, পরন্তু যে অনন্ত, তাহা সুফী মতবাদে সুন্দর ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এই স্থলে আর একটী দার্শনিক চিন্তার উল্লেখ সমীচীন। ভগবান অনন্ত, কিন্তু আমরা সান্ত। আমাদের মন, আমাদের

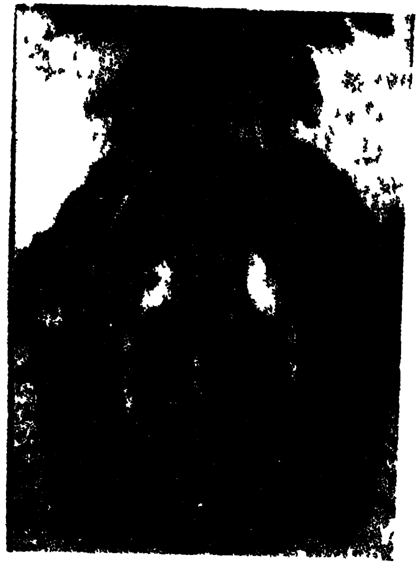
জ্ঞান যে সান্ত ইহা ত সুনিশ্চিত। তাহা হইলে আমাদের এই সান্ত জ্ঞানের মধ্যে সেই অনন্তের ধারণা কি করিয়া করিতে পারি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া কতিপয় দার্শনিক বলিয়াছেন, অনন্তকে অনন্ত বলিয়া ধারণা করিতে পারি না; পরন্তু মূলতত্ত্ব যে অজ্ঞেয় ইহা প্রকৃত ধারণা সমীচীন। Sir William Hamilton ও Herbert Spencer-এর দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।



(২) পাহাড়পুরের বলরাম মূর্ত্তি।

অনন্ত বলিলে ভাবাত্মক বস্তু বুঝিব কি অভাবাত্মক বস্তু বুঝিব ইহা চিন্তার বিষয়। পারমার্থিক ব্রহ্ম বা ভগবান অনন্ত, এইরূপ বলিলে পরব্রহ্মকে অভাবাত্মক বলা হইতেছে না। পরন্তু সেই পরতত্ত্ব অসীম, অব্যয় অক্ষয় ও নিরঙ্কুশ এই প্রকার বুঝিতে হইবে।

দেশকালকেও আমরা অনন্তভাবে পরিকল্পনা করিয়া থাকি। কারণ অমুক স্থানের পর আর স্থান নাই, এতজ্জাতীয় কল্পনা হইতে পারে না। আবার কালের দিক্ দিয়া দেখুন, অমুক সময়ের পর আর সময় নাই, এতাদৃক কল্পনা অসম্ভব। অঙ্কশাস্ত্রে সংখ্যাদির সম্বন্ধেও অনন্তের ধারণা রহিয়াছে, যেমন ১, ½, ¼ এভাবে এই সংখ্যার শ্রেণী অনন্ত হইবে। কিন্তু এই দেশকালাদির আনন্ত্য ও পরতত্ত্বের আনন্ত্য একজাতীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে না। কারণ এগুলির কোনটাই অনন্তগুণসম্পন্ন নহে, সবই এক গুণসম্পন্ন ও গুণসাপেক্ষ। পরন্তু ব্রহ্ম, ভগবান বা পরতত্ত্ব অনন্তগুণসম্পন্ন।



(১) নেপালে দক্ষিণ কালী।

অনন্ত,—এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কএকজন বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১। উদয়ভানুকাব্য রচয়িতা।

২। কারকচক্রপ্রণেতা।

৩। যোগসূত্রার্থচন্দ্রিকা নামক পাতঞ্জলযোগসূত্রের ভাষ্যকার।

৪। শাক্যমঞ্জরীরচয়িতা।

৫। বধ্যপরাধ প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োগকার।

৬। চিদম্বরশিবাষ্টককার।

৭। বাজসনেয় সংহিতার 'শুক্লদলভাষ্য'কার।

৮। সাহিত্যকল্পবল্লী নাম্নী অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা।

৯। চিন্তামণির পুত্র বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ,—জনিপদ্ধতি, সুধারস এবং কামধেনু নামক গণিতাধ্যায় টীকাকার।

১০। ভীমের পুত্র—নৈগেয়র্চ্চিকানুক্রমকার।

১১। মন্ত্রিমণ্ডনের পুত্র—ইনি ১৪৫৮ খৃঃ 'কামসমূহ নামক' কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১২। হেমাদ্রিধৃত বিশ্বেশ্বর নামক জনৈক ব্যক্তির নামান্তর। (হেমাদ্রি ৫১৮)

১৩। আশ্বলায়ন-সম্মত 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রণেতা।

১৪। শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি রচয়িতা।

১৫। এক প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার।

১৬। প্রতিজ্ঞাপরিশিষ্টভাষ্য-প্রণেতা। ইনি 'কাত্যায়নশ্রৌত-সূত্র'র একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। দেবভদ্র ও যাজ্ঞিকদেব, বসুদেব, কর্ক, পিতৃভূতি, যশোগোপী ও ভর্তৃযজ্ঞ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭। নৃসিংহস্তবার্ত্তিক প্রণেতা। নৃসিংহাচার্য্যের পুত্র।

১৮। একজন বাঙ্গালী কবি। ইনি গানের জন্য সংক্ষেপে অধ্যাত্ম ও বাল্মীকির রামায়ণের মূল অবলম্বন করিয়া সরল পদ্যে রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার ভাষায় সংস্কৃতের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

অনন্ত আচার্য্য—প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার, লক্ষ্মীধরের পুত্র। ইনি 'বেদার্থদীপিকা' নামক যজুর্ব্বেদের ভাষ্য এবং 'বেদার্থচন্দ্র' নামক মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

২ একজন প্রসিদ্ধ ভিন্ন দার্শনিক। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার রচিত অভিন্ননিমিত্ত-বাদ, শরীরবাদ, শাস্ত্রীয় মত সমর্থন, সমাসবাদ, আকাশাধিকরণ-বাদ, ওঁকারবাদ, জ্ঞানার্ণববাদ প্রভৃতি ছোট ছোট পুস্তক এবং ন্যায় ভাস্করবিধিসুধাকর এবং সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৩ বৈদিক নিঘণ্টুর টীকা, জটাপটল, শতকোটিখণ্ডন এবং স্বরূপসম্বন্ধরূপ নামক ন্যায়-গ্রন্থকার।

অনন্ত আচার্য্য—একজন বৈষ্ণব আচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত গোসাইর শিষ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অষ্টম-পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য এই পণ্ডিত হরিদাস॥
× × × × ×
তিঁহ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥"

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের উপশাখা গণনায়ও এই অনন্ত আচার্য্যের নাম আছে।

এই অনন্ত আচার্য্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সেবাধিকারী হন। ভক্তিরত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গে—

গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি-শিষ্যবর্য।
গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনন্ত আচার্য্য॥
তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি।
গোবিন্দাধিকারী গুণ কহি অন্ত নাই॥"

এই হরিদাসের নিকট হইতেই কবিরাজ কৃষ্ণদাস চরিতামৃত রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন। সে সময় অনন্ত আচার্য্য জীবিত ছিলেন কিনা বলা যায় না। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি।

অনন্ত আচার্য্য—ইনি আচার্য্য অদ্বৈতের শাখাভুক্ত। চৈতন্যচরিতামৃত দ্বাদশ পরিচ্ছেদে—"চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য"। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত আচার্য্য পৃথক ব্যক্তি।

অনন্তক—(পুং) [বৈদ্যক] মূলক, মূল। ২ নলতৃণ।

অনন্তক₂—(ত্রি) অপরিমিত। "পুত্রপৌত্রমনন্তকম্" (মনু ৩।২০০)

অনন্তকন্দলী—আসামবাসী একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। তিনি শঙ্করদেবের সমসাময়িক এবং খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের শেষার্দ্ধ হইতে ১৬শ শতকের প্রথমার্দ্ধ মধ্যে জীবিত ছিলেন।

তাঁহার জন্মস্থান আলীপুখুরী। এখান হইতে তিনি হাজো, পরে কোচবিহারে স্থানপরিবর্ত্তন করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, হাজো বা রাউতা গ্রামই তাঁহার জন্মভূমি। গ্রন্থকার স্বরচিত বৃত্রাসুরবধ কাব্যে যে বংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম ধ্বজ এবং তিনি দিসিঙ্গ ধনুকা গ্রামবাসী ছিলেন। তিনি রাউতা গ্রামবাসিনী বনমালা নাম্নী এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে তাঁহার ১০টী বিভিন্ন ভণিতা পাওয়া যায়। যথা ১ অনন্তকন্দলী, ২ রামসরস্বতী, ৩ শ্রীধরকন্দলী, ৪ মাধবকন্দলী, ৫ মহেন্দ্রকন্দলী, ৬ রুদ্রকবিশেখর, ৭ শ্রীচন্দ্র ভারতী বা জয়চন্দ্র ভারতী, ৮ ভারতভূষণ, ৯ ভারতচন্দ্র ও ১০ কবিচন্দ্র ভাগবত ভট্টাচার্য্য বা রত্নাকরকন্দলী।

তিনি কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রচিত বৃত্রাসুর বধ, রামায়ণ ২য় হইতে ৬ষ্ঠ কাণ্ড, কুমারহরণ, শেষদশম বা ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অনুবাদ, ঘুনুচাযাত্রা, ও সহস্রনাম বৃত্তান্ত, ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব এবং সীতার পাতালপ্রবেশ নাটক পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত রামায়ণখানি অনন্ত-রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ।

তিনি সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তবে যে তিনি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা কেবল স্ত্রী ও শূদ্রদিগের পাঠের সুবিধার জন্য—

"শ্লোক সংস্কৃতে আমি, লিখিবাক ভাল জানি
তথাপি করিলো পদ বন্ধ।
স্ত্রীশূদ্র আদি যত, জানোক পুরমতত্ত্ব,
শ্রবণত মিলক আনন্দ।"

অনন্তকবি—মুদ্রারাক্ষস-পূর্ব্বপীঠিকা-রচয়িতা। ২ ভারতচম্পূ-কাব্য-রচয়িতা, ইনি অনন্ত ভট্টকবি নামেও পরিচিত ছিলেন। ৩ 'বালমনোরমা' নামক সংস্কৃত ব্যাকরণকার। ৪ একজন হিন্দুস্থানী কবি, ইঁহার জন্ম ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে। ইনি প্রেমবিষয়ক হিন্দী ভাষায় 'অনন্তানন্দ' নামক কবিতাগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে নায়কনায়িকার ভেদ কথিত হইয়াছে।

অনন্তকাণ্ডী—উড়িষ্যার বাউরি জাতির কল্পিত আদিপুরুষ। বলরাম দাস কৃত সিদ্ধান্তডম্বরে বাউরি জাতির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে—অনন্তকাণ্ডী বিশ্বামিত্রসুত এবং ধুলি বাউরি-গণের আদিপুরুষ। উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায়, নিরাকারের দক্ষিণদেশ হইতে বিপ্রগণের উৎপত্তি এবং তাঁহার বদন হইতে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে নিরাকারের দক্ষিণ দেশ হইতে দেবী পদ্মালয়া আবির্ভূতা হন, বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই পদ্মালয়ার পুত্র অনন্তকাণ্ডী। অনন্ত কাণ্ডী পরে ধুলি বাউরি নামে পরিচিত হন। ধুলি বাউরি ও তাঁহার সন্তানগণ ব্রাহ্মণদের সহিত বেদপাঠ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্বরূপ ছিলেন।

"নিরাকার দক্ষিণরু বিপ্র হোএ জাত।
উদর অঙ্গরু জাত গোপাল সম্ভূত ॥১৪
বদন অঙ্গরে বিশ্ব মিত্র মুনি কহি।
তাঁহাকু অঙ্গরে বাউরি জাত হোই ॥১৮
বিশ্বামিত্র জ্যেষ্ঠসুত পুত্র হোইল জাত।
সেহটি বাউরি অনন্তকাণ্ডী নাম" ॥২১

(বলরামদাস-প্রণীত সিদ্ধান্তডম্বর)

অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী—(মহামহোপাধ্যায়)—একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক, ইনি মলবার দেশীয় ব্রাহ্মণ। সুবর্ণী পালঘাট তালুকে ১৮ ৯ শকে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম সুব্রহ্মণ্য উপাধ্যায়। ইঁহার গুরু মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রী এবং রামসুব্বা শাস্ত্রীর শিষ্য বেঙ্কট সুব্বাশাস্ত্রী। ইনি অদ্বৈত দীপিকা গ্রন্থে মধ্ব সত্যধ্যানতীর্থ এবং গৌড়গিরি বেঙ্কটরমণাচার্য্য কৃত বাসুদেব শাস্ত্রীর ও রাজুশাস্ত্রীর ন্যায়চন্দ্রিকা খণ্ডন মণ্ডনের খণ্ডন করেন। তিনি রামানুজী প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য কৃত একশাস্ত্রসমর্থনেরও সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন। অতঃপর তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি, বেদান্ত-ভাষ্যদীপিকা, শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের ভূমিকায়ও রামানুজাদি মতের খণ্ডন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় বেদান্তপরিভাষার টীকা করিয়া তাহার ভূমিকামধ্যে রামানুজ ও মধ্বমতের খণ্ডন করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরাপর গ্রন্থ—বিবাহসময়মীমাংসা, অভিধাননির্ণয়, কর্ম্মপ্রদীপ ব্যাখ্যা, মীমাংসাশাস্ত্রসার ও ধর্ম্মপ্রদীপ।

অনন্তকীর্ত্তিগণি—জনৈক জৈন গ্রন্থকার ও সাধুপুরুষ। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'ভদ্রবাহুচরিত্র'। ইনি বন্ধ-স্বামীর গুরু।

অনন্তকুলি—উপাসকসম্প্রদায়ভেদ। [অনন্তপন্থী দ্র]

অনন্তগ—(ত্রি) অসীমস্থানে গমনকারী।

অনন্তগাত—পৌরাণিক এক ঋষি।

অনন্তগিরি—মাল্রাজের ভিজাগাপটম জেলাস্থ একটী গ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩১১১ ফুট উচ্চে গলিকোণ্ড পাহাড়ের উপর এই গ্রাম এবং তন্মধ্যে বিজিয়ানাগ্রাম রাজবংশের শৈলাবাস অবস্থিত। গলিকোণ্ড পাহাড়শ্রেণী বিজিয়ানাগ্রাম ও পক্কোণ্ড রাজ্যের সীমানা স্বরূপ। এখানকার কাফি চাষ উত্তম হয়।

অনন্তগুণ—(ত্রি) অসংখ্যগুণযুক্ত, অসীমগুণশালী।

অনন্তগুণপাণ্ড্য—পাণ্ড্যবংশীয় একজন পৌরাণিক নৃপতি। স্থলপুরাণমতে ইঁহার পিতার নাম কুলোত্তুঙ্গপাণ্ড্য ও পুত্রের নাম কুলভূষণ পাণ্ড্য। কথিত আছে, ইঁহার রাজত্বকালে জৈনগণ দিগম্বর ও মদুরা আক্রমণ করেন এবং ইঁহার সময়ে শ্রীরামচন্দ্র মদুরায় নিকট দিয়া লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করেন। মদুরার 'স্থলপুরাণ' গ্রন্থে এই বংশীয় রাজগণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। [পাণ্ড্য দ্র]

অনন্তগুম্ফা—উড়িষ্যার কটক জিলায় অবস্থিত একটী গিরিগুহা। ভুবনেশ্বরের সন্নিকটে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি নামে যে দুইটী পাহাড় আছে, তাহাতে বহু গুহা মন্দির বিদ্যমান। খণ্ড গিরির উপরে উত্তরদিকের দিকে অনন্তগুম্ফা অবস্থিত। গুহাটী এক তলা। এই গুহার বারান্দায় কারকার্য্য আছে তাহা নাগার্জুনী পর্ব্বতের মৌর্য্য যুগের গুহামন্দিরের অনুরূপের অনুরূপ এবং ইহা বহু প্রাচীনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বারান্দার পশ্চাতের দেয়ালে চারিটী প্রবেশদ্বার দিয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রবেশদ্বারগুলির উভয় পার্শ্বে দুইটী স্তম্ভাকৃতি গুম্ভ আছে। দুইটী স্তম্ভের উপরে দ্বারের অশ্বখুরাকার খিলানটী অবস্থিত। সেই খিলানে মনুষ্য ও পশুমূর্ত্তিসকল অঙ্কিত আছে। খিলানের দুই পার্শ্ব হইতে দুইটী তিন-ফণা বিশিষ্ট সর্প বাহির হইয়াছে। দ্বারের উপরে ও খিলানের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার অংশটীতে এক একটি সুন্দর প্রস্তরচিত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার একটীতে শ্রীমূর্ত্তি বা গজলক্ষ্মী ও কামিনী মূর্ত্তি খোদিত আছে। ভগবতী লক্ষ্মী কমলাসনের উপর দাঁড়াইয়া আছেন এবং কতকগুলি হস্তী শুণ্ডদ্বারা কলসে করিয়া তাঁহার মস্তকে জলসিঞ্চন করিতেছে। দ্বিতীয়টীতে চারিটী অশ্বযুক্ত রথে সূর্য্য মূর্ত্তি উপবিষ্ট। তৃতীয়টীতে একটী হস্তীর দলের মধ্যে একটী হস্তী দম্পতী। চতুর্থ খিলানটীর নীচে গোড়া বাঁধান একটী গাছ

রেলিং দিয়া ঘেরা। এই খিলানগুলির উপরে একটী বন্ধনী তাহার উপর স্বর্গপুরী ও মঞ্চপুরী গুহার অনুরূপ একসারি রেলিং।

বারান্দাটী আয়তনে ২৬ ফিট দীর্ঘ এবং ৭ ফিট প্রস্থ। বারান্দার পর একটী ঐরূপ লম্বা আকারের কক্ষ আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ২৭ ফিট এবং প্রস্থ ৭ ফিট। কক্ষটীর ছাদ পশ্চাতের দেয়ালের সহিত খিলান করা। বারান্দা হইতে কক্ষে যাইবার যে চারিটী প্রবেশদ্বার আছে, তাহার মধ্যে একটী এক্ষণে বন্ধ, অপর একটী জানালারূপে ব্যবহৃত। প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী স্তম্ভে জীবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক মার্শাল সাহেব বলেন ঐগুলি পার্সিপোলিসের স্তম্ভের অনুরূপ। কার্ভসন, বার্জেস প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন ঐ স্তম্ভগুলি কাষ্ঠস্তম্ভের অনুকরণে ক্ষোদিত হইয়াছে। এই গুহার কারুকার্য্যে যেরূপ মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, নিকটবর্ত্তী অন্য কোন গুহায় ঐরূপ নাই। ভারহুতের ভাস্কর্য্যের সহিত এই গুহার ভাস্কর্য্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। কক্ষের ভিতর পশ্চাতের দেয়ালে বুদ্ধের একটী প্রস্তরচিত্র ও বৌদ্ধ স্বস্তিক চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে। এতদ্দ্বারা এবং বারান্দার রেলিং ও বোধিদ্রুম চিত্র হইতে মনে হয় গুহাটী বৌদ্ধযুগে নির্ম্মিত। কক্ষের ভিতর দেয়ালে যে লিপি আছে তাহার অক্ষর দেখিয়া শিলাফলকটী খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয়-শতকে উৎকীর্ণ বলিয়া ধারণা হয়।

অনন্তগূর্জর—ভুবনকোষ নামক সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা।

অনন্তগোপালকৃষ্ণ শর্ম্মন্—'বেদশব্দবিভূষণ' নামক ব্যাকরণ-রচয়িতা। ইনি অনন্ত বেঙ্কটেশ্বরের শিষ্য।

অনন্তচতুর্দ্দশী—(স্ত্রী) [অনন্ত বিষ্ণোরারাধনার্থং চতুর্দ্দশী] ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশী। [অনন্তব্রত দেখ।]

অনন্তজিৎ—(পুং) [অনন্তানি ভূতানি জিতবান্ জি-ক্বিপ্ তুগন্ত প্রতিকৃতি ভূত] সর্ব্বভূতের জয়কারী বাসুদেব। [অনন্তান্ চিত্তদোষান্ জয়তি। (পুং) ২৪ চব্বিশ জন জিনের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ জিন। [অনন্তনাথ দ্র°]

অনন্ততা—(স্ত্রী) অসীমতা।

অনন্ততান—(ত্রি) প্রশস্ত।

অনন্ততীর্থকৃৎ—(পুং) [অনন্তানি অনেকানি তীর্থানি শাস্ত্রাণি করোতীতি কৃ-ক্বিপ্] যিনি অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, জিনবিশেষ। [অনন্তনাথ দ্র°]। (ত্রি) ২ অনেক তীর্থে গমনকারী।

অনন্ততৃতীয়া—(স্ত্রী) [অনন্তা তৃতীয়া] ভাদ্র, অগ্রহায়ণ এবং বৈশাখ মাসের শুক্ল তৃতীয়া। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে ২৪ অ° অনন্ত-তৃতীয়াব্রতের উল্লেখ আছে। [অক্ষয়তৃতীয়া দ্র°]

অনন্তদাস—অদ্বৈতশাখাভুক্ত একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

"অনন্তদাস, কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ"

অনন্তদাস ভণিতার পদগুলির মধ্যে ইহার রচিত পদও আছে। পদকল্পতরুতে অনন্ত ভণিতার পদ-সংখ্যা ৭টী, অনন্ত আচার্য্য ভণিতার পদ-সংখ্যা ১টী, অনন্তদাস ভণিতার পদ সংখ্যা ৩২টী। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে অনন্ত আচার্য্য ভণিতার পদ ১টী এবং অনন্ত ও অনন্তদাস ভণিতার পদ ৭টী।

অনন্ত ও অনন্তদাস ভণিতার অনেকগুলি পদ কবিত্বপূর্ণ। অনন্তের "বিকচ সরোজ ভাণ মুখমণ্ডল দিঠি বঙ্কিম নট খঞ্জন জোর" প্রভৃতি পদ প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে এই সমস্ত পদ অত্যন্ত আদরণীয়।

২—জগদীশ পণ্ডিতের শাখাভুক্ত। জগদীশচরিত্রবিজয় প্রণেতা।

অনন্তদাস,—উৎকলের একজন প্রাচীন ভক্ত কবি। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে বিশ্বপ্রেমিক চৈতন্যদেব নীলাচলে অবস্থান করিয়া উৎকলে হরিপ্রেম বিতরণ ও হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রদেব তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎকলীয় অনেক পণ্ডিত ও ভক্ত মহাপ্রভুর ভক্তিরসাপ্লুত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মতের অনুগামী হইয়াছিলেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেব উৎকলে শুভাগমন করেন। যে পাঁচ জন ভক্তের নিষ্ঠাতে তিনি মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীদের আপত্তি ও অভিমান সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে সখারূপে সাদরে গ্রহণ করিয়া "পঞ্চসখা" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, অনন্তদাস সেই পাঁচজনের একতম। পঞ্চসখাদিগকে লইয়া তিনি প্রত্যহ হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন ও জগন্নাথ-মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। এ কথা অচ্যুতানন্দ দাস-রচিত শূন্যসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। অচ্যুতানন্দ লিখিয়াছেন—

"অচ্যুত অনন্ত যেণি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ।
এ পঞ্চ সখাএ নৃত্য করি গলে গৌরাঙ্গচন্দ্র সঙ্গত॥"

এই পঞ্চসখাদের মধ্যে উড়িয়া ভাগবত-কার অতিবড়ী জগন্নাথ দাস, উড়িয়া রামায়ণ ও ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল-লেখক মত্ত-বলরাম, "শূন্য-সংহিতা" ও "মালিকা"কার অচ্যুতানন্দ উৎকলে সুপরিচিত। "প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতা" ও "চৌরা-বর্ণী আজ্ঞা" প্রণেতা যশোবন্ত এবং "রাস" ও "চোল" গ্রন্থকার অনন্ত এই দুই জন খুব প্রসিদ্ধ নহেন। তাঁহাদের সকলেরই ভণিতা ছিল 'দাস'। জগন্নাথ দাস ব্রাহ্মণ, বলরাম দাস শূদ্র (তাম্বুলী-সুত), অচ্যুতানন্দ করণ মতান্তরে খণ্ডায়েৎ, যশোবন্ত ক্ষত্রিয় মতান্তরে মহানায়ক খণ্ডায়েৎ ও অনন্তদাস করণ ছিলেন। অনন্তের জন্মস্থান পুরী জিলায় "কোঠদেশ" পরগণার অন্তর্গত বালি-পাটনায়। মত্তবলরাম দাস ভিন্ন পঞ্চসখার সকলেই গৃহস্থ ছিলেন। বালি-

পাটনা গ্রামে অনন্তদাসের গাদী (সমাধি) "শিশু"মঠে আছে। তাঁর বংশধরেরাও গৃহস্থ এবং ঐ মঠের অধ্যক্ষ। তাঁহাদের বংশ উপাধি "শিশু" ও তাঁহারা করণ-বৈষ্ণব বলিয়া সমাজে পরিচিত। অনন্তদাস নিজে "শিশু" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন বলিয়াই তাঁর বংশধরগণের ও মঠের ঐ নাম হইয়াছে। অচ্যুতানন্দের "বর্ণ-টীকা নামক অদ্যাবধি অপ্রকাশিত পুঁথিতে পঞ্চসখাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরদাস রচিত ও আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত "চৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থেও পঞ্চসখাদের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যশোবন্ত দাসের "চৌরা অশী আজ্ঞা" গ্রন্থও অপ্রকাশিত। এই পুস্তকেও অনন্তদাসের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। অনন্ত "রাস" "ডাল" ও "খোল" এই তিন খানি বহি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এগুলি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। এই পাঁচজন সখা বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহারা যুগে যুগে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন অবতারের সঙ্গে পৃথিবীতে ভগবানের সেবক ও ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। কলিযুগে বিষ্ণুর "বুদ্ধ অবতারে তাঁহারা নীলাচলে বিষ্ণুর ভক্ত ও চৈতন্যদেবের সেবকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "বর্ণটীকা"য় লিখিত আছে যে, অনন্ত সত্যযুগে বলভদ্র, ত্রেতায় সুষেণ, দ্বাপরে শ্রীবৎস ও কলিতে অনন্ত নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বর্ণটীকায় দেখিতে পাই :—

"সূর্য্যবংশে জাত শিশু অনন্ত রামানন্দ সম্প্রদায় মহন্ত" তাঁর বংশধরেরা যে করণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উড়িষ্যার করণ জাতি চিত্রগুপ্তের বংশধর। নানা পুরাণ ও শাস্ত্র আলোচনা করিয়া উড়িষ্যার করণেরা চিত্রগুপ্তের সন্তান করণের বংশধর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'চিত্রগুপ্ত চতুর্দ্দশ যমের একতম ও যম সূর্য্যের পুত্র, একথা সকল পুরাণেই কথিত হইয়াছে। এই কারণে বোধ হয় করণ বংশীয় অনন্তকে বর্ণটীকায় সূর্য্যবংশজাত বলা হইয়াছে অনন্তদাস রচিত অপ্রকাশিত "রাস" পুঁথিতে দেখি, চৈতন্যদেব পঞ্চসখাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

> "অতি গহন কথা কহিলে বর্ষ। (গহন—গূঢ়)
> অতিবড়ী নাম দেলিয়ুঁ তহঁ। (অতিবড়ী—জগন্নাথদাস)
> অগম্য কথা জাণে যশোবন্ত। (অগম্য—যোগসাধন)
> সারকাট কথা জাণে অনন্ত। (সারকাট—সাঙ্কেতিক)
> আগত অনাগত অচ্যুত কহি। (আগত অনাগত—ভবিষ্যৎ)
> বলরাম যে তত্ত্ব বখাণই।" (বখাণই—ব্যাখ্যা করেন)

আমরা দেখিতে পাই যে, অভ্র সখাদের সম্বন্ধে চৈতন্যদেব যে যে উক্তি করিয়াছেন—তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলিতে সেই বিষয়গুলির বর্ণনা পাওয়া যায়। "সারকাট কথা জাণে অনন্ত"—অর্থাৎ শরীর-ভেদ বিষয়ে যে সকল সাঙ্কেতিক যন্ত্র বা রেখাপাত উড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল, অনন্ত তাহা জানিতেন। ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবতের ৪৬শ অধ্যায়ে পাই, অনন্ত মধুপুরের কপিল মহান্তির পুত্র ছিলেন ও তাঁহার বংশগত উপাধি ছিল "মহাপাত্র। তিনি "কোঠ-করণ" (দেবালয়ের হিসাবপত্রলেখক) ছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল নিত্যানন্দ অনন্তকে মন্ত্রদীক্ষা দান করিয়াছিলেন।

কিম্বদন্তী আছে অনন্ত একদা স্বর্গে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পুত্র চির শিশু 'মদনের' রূপ ধারণ করায় নারায়ণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে "শিশু" অনন্ত বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য একদিন এই কিম্বদন্তী শুনিয়া অনন্তকে কোলে লইয়া তাঁহাকে "শিশু" উপাধি দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবতের ২৯ অধ্যায়ে এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পঞ্চসখারা "জ্ঞানমিশ্রা" ভক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহারা তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র (সারকাট), যোগ সমাধি, "শূন্য" সাধন, শরীর-ভেদ), শূন্যভজন ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা বিষ্ণুকে ভজনা করিতেন। চৈতন্যদেবের প্রচারিত "শুদ্ধভক্তি পন্থা—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব আমরা দেখি, মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মসাধনার মার্গ ও তাঁহাদের সাধনার মার্গ পৃথক। তথাপি তাঁহাদের ভক্তি ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হইলেও তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী শাখা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে উড়িষ্যায় পরিচিত হইয়াছেন।

অনন্তদীক্ষিত—একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত। বিশ্বনাথের পুত্র। ইঁহার অপর নাম যজ্ঞোপবীত। ইনি ১৭৫০ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'প্রয়োগরত্ন' বা 'স্মার্ত্তানুষ্ঠানপদ্ধতি', 'মহারুদ্র-পদ্ধতি' ও 'সপ্তসংস্থাপ্রয়োগ' পাওয়া যায়।

অনন্তদৃষ্টি—(পুং) [অনন্তা অনেকা দৃষ্টিঃ যস্য] ইন্দ্র।

অনন্তদেব—(পুং) [অনন্তো দেব ইব] শেষনাগ। [অনন্তে শেষনাগে শায়িতি দিব্-অচ্] শেষশায়ী নারায়ণ।

অনন্তদেব,—একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি যাদববংশীয় নৃপতি সিঙ্ঘণের সভায় জ্যোতিষী ছিলেন। ইনি জ্যোতিবিদ্‌শ্রেষ্ঠ ভাস্করাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীপতির পৌত্র। অনন্তদেব খান্দেশে সংবৎ ১১৪৪ অব্দে একটী ভবানীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

অনন্তদেব,—কাশ্মীরের উৎপল-বংশীয় একজন নরপতি। পিতা সংগ্রামরাজের মৃত্যুর পর ১০২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে

আরোহণ করেন। ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে অনন্তদেব পুত্র কলশদেবকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। কিন্তু ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে পিতাপুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় অনন্তদেব পুত্রের হস্তে রাজ্যপরিচালনভার সমর্পণপূর্ব্বক বিজয়েশ্বর নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। এখানে ১০৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। (রাজতরঙ্গিণী)

অনন্তদেব$_{৪}$—উত্তর কোঙ্কণের শিলাহারবংশীয় চতুর্দ্দশ নৃপতি। ইনি শিলাহার বংশীয় দ্বাদশ নৃপতি নাগার্জ্জুনের পুত্র, ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার অপর নাম অনন্তপাল। ইনি গোয়ার কাদম্বগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং কোলহাপুর ও উত্তর কোঙ্কণ রাজ্যের সহিত সৌখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর শিলাহার-বংশের শক্তি হ্রাস হইতে থাকে।

অনন্তদেব$_{৫}$—জনৈক টীকাকার। ইনি কাত্যায়ন-রচিত শ্রাদ্ধসূত্রের "শ্রাদ্ধসূত্রপদ্ধতি" নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

অনন্তদেব$_{৬}$—গায়ত্রীপুরশ্চরণবিধি ও উৎসর্গপদ্ধতিপ্রণেতা জনৈক গ্রন্থকার।

অনন্তদেব$_{৭}$—কুণ্ডোদ্দ্যোতদর্শন-রচয়িতা।

অনন্তদেব$_{৮}$—'চলাচলপদ্ধতি'-রচয়িতা।

অনন্তদেব$_{১০}$—জনৈক গ্রন্থকার। ইনি বাজ্যাভিষেকপদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন।

অনন্তদেব$_{১১}$—'ব্রতপ্রকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা।

অনন্তদেব$_{১২}$—একজন গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থ বস্ত্রকর্ম্ম, ভোজনসূত্র, যজুঃসন্ধ্যা, ও সর্ব্বব্রতোদ্যাপন। ইনি দ্বিবেদী উদ্ধবের পুত্র ও দ্বিবেদী দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার পূর্ণ নাম দ্বিবেদী অনন্তদেব। অপর নাম 'ত্রৈবেদ্যমধ'। বারাণসীতে ইঁহার বাস ছিল।

অনন্তদেব$_{১৩}$—জনৈক বেদান্তিক, আপদেবের পুত্র ইনি ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৯৫ অব্দে মধ্যে জীবিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মরাঠী কবি ও সাধু একনাথের ইনি প্রপৌত্র, জীবদেব ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি রাজা বাজবাহাদুরচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন—

কৃষ্ণভক্তি চন্দ্রিকা নাটক, চাতুর্ম্মাস্য প্রয়োগ, দেবতা বিচার, নক্ষত্রসত্রপ্রয়োগ, প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়, প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপিকা, ভগবদ্ভক্তিনির্ণয়, লক্ষ্মীধর রচিত ভগবন্নাম-কৌমুদীর ভগবন্নাম-কৌমুদীপ্রকাশ নাম্নী টীকা, মীমাংসা-ন্যায়প্রকাশটীকা, বাক্য-ভেদবাদ, সম্প্রদায়নিরূপণ নামে তন্ত্রপ্রক্রিয়াটীকা, ও স্মৃতিকৌস্তুভ। শেষোক্ত পুস্তকখানি কএকভাগে বিভক্ত যথা উৎসর্গ-কৌস্তুভ, তিথি-কৌস্তুভ, দান-কৌস্তুভ, রাজধর্ম্ম-কৌস্তুভ ও সংস্কারকৌস্তুভ। ইঁহারই রচিত সংস্কারকৌস্তুভেরও একখানি টীকা পাওয়া যায়।

অনন্তদেবাযনি—শিশুপালবধের টীকাকার।

অনন্তদেবী—গুপ্তসম্রাট্ ১ম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের প্রধানা মহিষী। পুরগুপ্ত ইঁহার পুত্র। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সম্রাট স্কন্দগুপ্ত শত্রুহস্ত হইতে সাম্রাজ্য উদ্ধার করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। [স্কন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত দ্র°]

অনন্তদৈবজ্ঞ—'কালনির্ণয়াববোধ' নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি কেশব দৈবজ্ঞের পুত্র। নন্দিগ্রাম ইঁহাদের বাসভূমি। গ্রন্থখানি অনুমান ১৫৬৬ ৬৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

অনন্তনাগ$_{১}$—নাগরাজ। [অনন্ত শব্দে ৭৬ পৃষ্ঠায় পরিচয় দ্র]

অনন্তনাগ$_{২}$—বর্ত্তমান ইসলামাবাদের প্রাচীন নাম। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী। ঝিলাম নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

অনন্তনাথ—চতুর্দ্দশ জৈন তীর্থঙ্কর পিতার নাম সিংহসেন মাতা সুযশা বা জয়শ্যামা। ইঁহার জন্মস্থান অযোধ্যা। চিহ্ন—শ্যেন, শাসনদেবী—অঙ্কুশ। শরীরপরিমাণ শতহস্ত। ত্রয়োদশ তীর্থঙ্করের নয় সাগর পরে ইঁহার নির্ব্বাণ।

চামুণ্ডরায়পুরাণে আছে—ধাতকীখণ্ড দ্বীপস্থ পূর্ব্ব মেরুর পশ্চিমে অরিষ্টপুরে পদ্মরথ বাস করিতেন স্বয়ংপ্রভ জিনের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি পুত্র ঘনরথকে রাজ্যার্পণ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে থাকেন। অতঃপর তিনি একাদশ অঙ্গ অধ্যয়ন এবং ষোড়শ ভাবনা দ্বারা তীর্থঙ্করের যোগ্যতা লাভ করেন। এইরূপে দেহত্যাগ করিয়া তিনি পুষ্পোত্তর বিমানে অচ্যুতকল্পে অচ্যুতেন্দ্র হইয়া নব জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। এই জন্মে তাঁহার আয়ু ছিল দ্বাবিংশ সাগর উচ্চতা ত্রিংশ হস্ত। তিনি অচ্যুতেন্দ্র-জন্মে ক্ষুৎপিপাসাবিজয়ী, সন্তুষ্ট ও নিরন্তর সপ্ত জগতের সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতক্ষেত্রের ইক্ষ্বাকুবংশীয় কাশ্যপ-গোত্রীয় অযোধ্যাপুরাধিপতি মহারাজ সিংহসেনের মহিষী জয়শ্যামা একদা কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে রেবতী নক্ষত্রে ঊষাকালে ষোড়শ স্বপ্ন দর্শন করিলেন এবং দেখিলেন যেন এক শ্বেতহস্তী তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছে। তৎপরে পুষ্যযোগে বৈশাখ কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে রেবতীনক্ষত্রে জয়শ্যামা গর্ভে অচ্যুতেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনন্তজ্ঞানসহ জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল অনন্ত। তাঁহার পরমায়ু ত্রিশ লক্ষ বৎসর। উচ্চতা শতহস্ত, বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। তাঁহার বাল্যের পরিমাণ ৭৫০০০০ বর্ষ। ১৫০০০০০ বর্ষ রাজত্বের পর, একদা উল্কাপাত দর্শনে তাঁহার মনে এই ভাব উপস্থিত হইল যে, তাঁহার জীবন উল্কার ন্যায়ই নির্ব্বাপিত হইবে।

তখন তিনি লোকান্তিক দেবের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় পুত্র অরিজয়কে রাজ্য সমর্পণ করিয়া সাগরদত্ত নামক যানে আরোহণ করিয়া সহেতুক বনে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা দ্বাদশীতে রেবতী নক্ষত্রে সন্ধ্যাকালে তিনি তপশ্চর্য্যা গ্রহণ করিয়া চতুর্থ স্তরের জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন। পর দিবস অযোধ্যাপুরী গমন করিয়া বিশোক নৃপের নিকট ভিক্ষাগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তিনি পঞ্চরহস্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর দ্বাদশবর্ষ মৌন-ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত উদ্যানে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বৈশাখ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে রেবতীনক্ষত্রে কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। সৌধর্ম্ম ইন্দ্র তাঁহার কেবল-জ্ঞানলাভ উৎসব সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে ১০০৮ নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার জয়ধাম প্রভৃতি ৫২ গণধর ছিল। এ ছাড়া ১০০০ পূর্ব্বধর, ৩৯০০০ শিক্ষাকর, ৪০৩২ অবধিজ্ঞানী, ৫০০০ কেবলী, ৮০০০ বিক্রিয়র্দ্ধি, ৫০০০ মনঃপর্য্যয়জ্ঞানী, ২০০০০০ বাদী, সুর্ব্বশ্রী প্রভৃতি ১০৮০০০ আর্য্যিকা, ২০০০০০ শ্রাবক, ৪১০০০০ শ্রাবিকা।

চৈত্র শুক্ল পঞ্চমী তিথি রেবতী নক্ষত্রে সমেত শিখরে অনন্তভট্টারক মোক্ষ লাভ করেন।

অনন্তনারায়ণ—'কারিকাবলীটীকা' ও 'তর্কসংগ্রহটীকা' নামক গ্রন্থদ্বয় রচয়িতা।

অনন্তনারায়ণ শাস্ত্রী—ইনি শাব্দিক-চিন্তামণির কতকাংশ রচনা করেন। প্রথমাংশ তাঁহার গুরু গোপালকৃষ্ণ শাস্ত্রী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি অনন্ত বেঙ্কটেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ২ কথাত্রপাব্যাখ্যান-প্রণেতা।

অনন্তনেমি—(পুং) উজ্জয়িনীর এক রাজা। ইনি শাক্যমুনির সমসাময়িক ছিলেন।

অনন্তপণ্ডিত—গোদাবরী-তীরস্থ পুণ্যস্তম্ভের অধিবাসী ত্র্যম্বক পণ্ডিতের পুত্র। ইনি বাঙ্গার্থ-কৌমুদী নাম্নী কাব্য, গোবর্দ্ধন-সপ্তশতীটীকা এবং রসমঞ্জরীটীকা রচনা করেন।

অনন্তপণ্ডিত—একজন বৈষ্ণব সাধু। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ব্বক শান্তিপুর হইতে নীলাচল যাইবার পথে আটিসারা গ্রামে অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। (চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ২য় অধ্যায়)

"সেই আটিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্ত নাম॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সাজ করিতে লাগিলা॥
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভ দৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥"

ইঁহার রচিত পদ আছে কি না, জানা যায় না। থাকিলে সে পদ অনন্ত অথবা অনন্তদাস ভণিতাযুক্ত পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

অনন্তপদ—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত এক মনোহর পুণ্য স্থান। পশ্চিম-দিগ্বিভাগে শীতোদ সরোবরের পশ্চিমে অবস্থিত। কুমুদ ও পাণ্ডব শৈলদ্বয়ের মধ্যভাগে ত্রিংশদ্-যোজন বিস্তীর্ণ নবতি-যোজন আয়ত শিলাময় এক সুকোমল দেশ বিরাজমান। এই স্থানে মনোহর পদ্মরাজিশোভিত এক সরোবর আছে। কিন্নরগণের গান ও মধুকর-ঝঙ্কারে ইহা সতত ঝঙ্কৃত। সরোবরে যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধগণ সেবিত অতীব বিস্তীর্ণ এক স্থল-পদ্মিনী আছে; ঐ পদ্মিনীর মধ্যভাগে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত বহুশাখাযুক্ত এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বিদ্যমান। তথায় ভগবান নীলাম্বর দেব বিরাজমান। তাঁহার বর্ণ চন্দ্রবৎ শুভ্র, তিনি শ্রীমান, পূর্ণচন্দ্রনিভানন, সহস্রবদন ও শক্রনাশন। এই স্থান অনন্তপদ নামে লোকত্রয়ে খ্যাত।

(ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৮ ৪৯-৫৯)

অনন্তপদ্মনাভ—অপর নাম অনন্তপুর। ত্রিবাঙ্কুরের প্রাচীন রাজধানী। এই স্থানে পদ্মনাভের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দদেব ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন (চৈতন্য-ভাগবত) ইহাকে পদ্মনাভপুর বা অনন্ত-শয়ন বলা হয় [অনন্ত-শয়ন দ্র]।

অনন্তপদ্মনাভ নারায়ণদেব—দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম জেলার পার্লাকিমেডী রাজ্যের জনৈক রাজা (১৬৭৪ ১৬৮৬ খৃঃ)।

অনন্তপন্থী—এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়। বায় বেরেলী ও সীতাপুর জেলায় ইহাদের বাস। ইহারা সংখ্যায় অত্যল্প এবং বিষ্ণুর অনন্ত মূর্ত্তিকে ইহারা উপাসনা করে।

অনন্তপার—(ত্রি) অসীম বিস্তৃতিসম্পন্ন।

অনন্তপালয্য—কল্যাণের পশ্চিম চালুক্য-বংশীয়-নৃপতি ত্রিভুবন মল্ল-পরমর্দ্দি ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের একজন অমাত্য ও করদরাজ। ৬ষ্ঠ-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ১০৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে অনুমান ১১২৬ খৃষ্টাব্দ। বড়গাঁওর শিলালিপিতে (১১০৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ) লিখিত আছে, অনন্তপালয্য সপ্তাৰ্দ্ধলক্ষ নগরগ্রামাদি সংবলিত রাজ্যের 'পন্নায়' কর গ্রহণ করিতেন। ইঁহার কতিপয় উপাধি যথা—মহাপ্রধান, বাণসবেগ্গডে, দণ্ডনায়ক ও মহাসামন্তাধি-

পতি। শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, ইনি বেলাবাল পুলিগিরি এবং বনবাসী প্রদেশ শাসন করিতেন।

অনন্তপুর—মান্দ্রাজ প্রদেশের একটী জেলা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট যে চারিটী জেলা নিজামের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনন্তপুর উহাদের অন্যতম। অক্ষা° ১৩°১৪´ হইতে ৪৬°৪৯´ হইতে উ°, দ্রা° ৭৬ ৪৯ হইতে ৭৮°৯´ পূ° মধ্য। আয়তন ৫,৫৫৭ বর্গমাইল। উত্তরে বল্লরি ও কর্ণুল জেলা, পশ্চিমে বেল্লরি ও মহিসুর রাজ্য দক্ষিণে মহিসুর ও পূর্ব্বে কড়াপা জেলা। মহিসুরের মালভূমির উত্তর সীমান্তে এই জেলা অবস্থিত, দক্ষিণ দিকে ইহা ঢালু হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা—দক্ষিণে ২২০০ ফুট। এই উচ্চতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া উত্তরদিকে গুটি নামক স্থানে ১০০০ ফুট ও উত্তর পূর্ব্বে ৯০০ ফুট হইয়াছে। এই জেলার পূর্ব্বভাগ পর্ব্বতময়, কিন্তু উত্তরপূর্ব্ব দিক সমতল। এই সমতল ভূমির মাটির বর্ণ কাল। উহা তুলা চাষের পক্ষে উপযোগী এবং এখানে প্রচুর তুলার চাষ হয়। এতদ্ব্যতীত জেলার অন্যান্য স্থান একরূপ অনুর্ব্বর। অনন্তপুরের অন্তর্গত গুটি তালুক সমতল ভূমি। অনন্তপুরের উত্তর পূর্ব্বের সমতল ভূমি ও গুটি তালুকের সমতল ক্ষেত্র চাষের উপযোগী। এতদ্ভিন্ন সমস্ত স্থানই অনুর্ব্বর ও বৃক্ষাদিশূন্য মরুভূমি। এই সমস্ত স্থানের মাটি লালবর্ণ। এখানে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের তলদেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উপরাংশে জঙ্গলাদি নাই।

তাডপত্রি তালুকের মধ্য দিয়া মুচুকোটা গিরিশ্রেণী প্রসারিত। অনন্তপুর জেলার অন্যান্য স্থান গ্রানাইট জাতীয় পাথরের পাহাড়ে পূর্ণ, পাহাড়গুলি গোম্বুজাকৃতি। ইহাদের মধ্যে উচ্চতম পাহাড়ের উচ্চতা ৩০৯১ ফুট। সমগ্র জেলাটীই পেন্নার নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই নদীটী দক্ষিণ হইতে অনন্তপুরের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া প্রায় ৮০ মাইল উত্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। অতঃপর উহা পেন্নাহোবিলামের নিকট পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া ৫০ মাইল গিয়া কড়াপা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে।

পেন্নার নদী ব্যতীত এই জেলার চিত্রাবতী ও হগরী নামে আরও দুইটী নদী আছে। তন্মধ্যে চিত্রাবতী কড়াপা জেলায় পেন্নার নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। হগরী নদী বেল্লরি জেলার পশ্চিম সীমায় তুঙ্গভদ্রা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে হীরক প্রধান। হগরী ও পেন্নার নদীর মধ্যবর্ত্তী বজ্রকরুর নামক গ্রামে মাটীর উপরেই কখনও কখনও হীরক পাওয়া যায়। কোয়ার্ৎজ্ এবং ষ্টিয়াটাইট জাতীয় পাথরও দেখিতে পাওয়া যায়। বাব্লা, নিম ও তেঁতুল অনুর্ব্বর শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন হয়। এই জেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। এখানে ফাল্গুনমাসে গ্রীষ্মকাল ও জ্যৈষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে বর্ষার আরম্ভ হইয়া থাকে। অতঃপর গ্রীষ্মের উত্তাপ অন্তর্হিত হয়। মান্দ্রাজের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলা বিশেষ আরামপ্রদ বলিয়াই অভিহিত। বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রকোপ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বারিপাত হইয়া থাকে। আশ্বিনমাসেও অনেক সময় বৃষ্টি পড়িতে দেখা যায়। মান্দ্রাজের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এই জেলাতেই বৃষ্টি কম হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানে বর্ষার প্রাদুর্ভাব বেশী।

অনন্তপুরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ-শতকের মধ্যভাগে ইহা বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পেনুকোণ্ডা ও গুটি বিজয়নগর নৃপতিগণের অধিকারে দুইটী পার্ব্বত্য দুর্গে শোভিত হইয়াছিল। এগুলি ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগররাজ রামরাজ সম্মিলিত মুসলমান সুলতানগণের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হ'ন। হীনবীর্য্য রাজা সদাশিব এই সময় মূল্যবান ধনরত্ন ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া পেনুকোণ্ডায় পলায়ন করেন।

অনন্তপুরের পার্ব্বত্য দুর্গ দুইটী মুসলমানদের হস্তগত হইবার কিছু পূর্ব্বে বিজয়নগরের রাজ-পরিবার উত্তর-আর্কটের চন্দ্রগিরিতে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। গুটীও ঐ সময়ে মুসলমানদের হাতে আইসে, কিন্তু প্রসিদ্ধ মরাঠী-নেতা মুরারি রাও শীঘ্রই উহা করায়ত্ত করিয়া লন। এই সময় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং কএকজন পোলিগার সর্দ্দার সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পরে বিবাদে ব্যাপৃত থাকাতে ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়েন। হাইদারআলি এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি এই সুযোগে জেলাটী করায়ত্ত করেন। হাইদার গুটী আক্রমণ করিলে মুরারি রাও তাঁহাকে বাধা দেন। কিন্তু ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মুরারি রাও হাইদার কর্ত্তৃক অনন্তপুর-দুর্গে অবরুদ্ধ হন। অবশেষে খাদ্য ও পানীয় অভাবে তিনি আত্মসমর্পণ করেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ, নিজাম ও মরাঠা শক্তির নিকট হাইদার-পুত্র টিপু সুলতান পরাজিত হ'ন। বাধ্য হইয়া তখন তিনি তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ মিত্র শক্তিগণের হস্তে অর্পণ করেন। অনন্তপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশ ইহার ফলে নিজাম-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু ইংরেজদিগের নিকট পরাজিত ও নিহত হ'ন। তাঁহার মৃত্যুর পর, অনন্তপুরের অবশিষ্টাংশও নিজাম-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে নিজামরাজ কয়েকটী জেলা ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। এই জেলা-কয়টী প্রথমে জেলা মনরোর

শাসনাধীনে থাকে। মনরোই এই জেলার সর্বপ্রথম কলেক্টর। এই সুবৃহৎ ভূখণ্ড একজন কলেক্টর দ্বারা পরিচালিত হওয়া কঠিন দেখিয়া উহাকে দুইটী স্বতন্ত্র-জেলায় ভাগ করা হয়। উহার ফলে অনন্তপুর জেলার কএকটী তালুক বেল্লারি জেলার শাসনভুক্ত হয়। ইহাতেও শাসনকার্য্যে সুবিধা না হওয়ায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বেল্লারি ও অনন্তপুর দুইটী স্বতন্ত্র জেলায় বিভক্ত করেন।

অনন্তপুর$_{৫}$—অনন্তপুর জেলার একটী মহকুমা। ইহার অন্তর্গত তালুক—অনন্তপুর ও কল্যাণদুর্গ।

অনন্তপুর$_{৬}$—একটী তালুক ইহা অনন্তপুর জেলার অনন্তপুর মহকুমার অন্তর্গত। আয়তন—৮৬৭ বর্গমাইল। এখানকার ভূমি ক্রমোচ্চ-নিম্ন ও কঙ্করে পূর্ণ, এই কারণ এখানে বৃক্ষাদি জন্মিতে দেখা যায় না। পেন্নার ও চিত্রাবতী নদী ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত। কৃষিকার্য্য প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। বিজয়নগরের দেওয়ান চিক্কপ্প উদৈয়ার ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী সুবৃহৎ সরোবর নির্ম্মাণ করান। উহা পেন্নারের নদীর সহিত সংযোজিত।

অনন্তপুর$_{৭}$—অনন্তপুর জেলার একটী নগর। ইহা অনন্তপুর জেলার শাসনকেন্দ্র। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান চিক্কপ্প উদৈয়ার এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার পত্নী অনন্তার নামে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মরাঠা-নেতা মুরারি রাও এই নগর অবরোধ করেন। অনন্তপুর তখন হাণ্ডে বংশীয় ভূম্যধিকারীদিগের অধিকারে ছিল। পঞ্চাশ সহস্র টাকা উৎকোচ দিয়া তাঁহারা মুরারিকে নিবৃত্ত করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে হাইদার আলি বেল্লারি ও গুটি অধিকার করিয়া সেই দেশের উপর ৬৯০০০৲ টাকা বাৎসরিক কর ধার্য্য করিয়াছিলেন। এই করপ্রদানে অসমর্থ হইলে হাইদার ঐ স্থানের ভূম্যধিকারীকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

হাইদারের পুত্র টিপু যখন যুদ্ধ করিতে বাহির হন, তখন হাণ্ডে পরিবারের রাজভক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নগরের বহির্দ্দেশে ফাঁসী দিয়া নিহত করিতে আদেশ দেন। উক্ত রাজবংশের একজন বংশধর তখন শ্রীরঙ্গপত্তনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি গোপনে পলাইয়া গিয়া কালহস্তীর রাজার নিকট আশ্রয় লয়েন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিজামের অধীনতা স্বীকার করিলেন। নিজাম-রাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সিদ্ধরামপুর গ্রাম প্রদান করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর কোন বংশধর না থাকায় এই রাজবংশের বিলোপ ঘটে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম কর্তৃক চারিটী জেলা ইংরেজদিগের হস্তে অর্পিত হইলে অনন্তপুর শাসনের ভারপ্রাপ্ত মেজর মনরো অনন্তপুরে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অনন্তপুর জেলা স্বতন্ত্র হইলে অনন্তপুর সহর শাসনকেন্দ্রে পরিণত হয়।

অনন্তপুর$_{৮}$—মহিসুর রাজ্যের শিমোগা জেলার অন্তর্গত সাগর তালুকের একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৪°৪'৫০" উ°; দ্রাঘি° ৭৫°১৫'১০" পূ°। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল অঙ্কাসুর। অঙ্কাসুর একজন রাষ্ট্রনায়ক, তাঁহারই নামে এই গ্রামের নামকরণ হয়। তখন এই গ্রামের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম-শতকে হমচা বংশীয় রাজা জিনদত্ত অঙ্কাসুরকে পরাজিত করেন। অঙ্কাসুর জিনদত্তের অধীন হয়।

খৃষ্টীয় ১১শ শতকে অঙ্কাসুর রাজ্য চালুক্যরাজদিগের অধিকার ভুক্ত হয়। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রাম ১২০০ জন ব্রাহ্মণকে 'অগ্রহার' স্বরূপ প্রদত্ত হয়। [অগ্রহার দ্র°]। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে কেলাডিরাজ বেঙ্কটপ্প নায়ক এইস্থানে শিবাচার মঠের একটী প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মঠের সংলগ্ন একটী সুন্দর পুষ্করিণীও প্রতিষ্ঠিত হয়। বেঙ্কটপ্প এই গ্রামের নাম আনন্দপুর রাখেন। অতঃপর আনন্দপুর অনন্তপুরে পরিবর্তিত হয়। হাইদার আলি ও টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধের সময় কয়েকবার এই গ্রাম আক্রান্ত হইয়াছিল। এ স্থানের ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য।

অনন্তপুর$_{৯}$—মাদ্রাজের বেল্লারি জেলাস্থ একটী তালুক। আয়তন ৭৮৯ বর্গমাইল। এই তালুকের অধিকাংশ স্থানই চাষের উপযোগী। এখান দিয়া প্রায় ৮০ মাইল সুদীর্ঘ একটী পথ গিয়াছে। ঐ পথ দিয়া নিকটবর্ত্তী নগরসমূহের বাণিজ্য চালিত হয়। অনন্তপুর নগর ও সিংহমালের দীর্ঘিকা দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের সাহায্যে প্রায় ২০০০ একর জমি চাষ করা যায়। প্রধান নগর—অনন্তপুর।

অনন্তপুর$_{১০}$—মাদ্রাজের কড়াপা জেলাস্থিত রায়কোট তালুকের এক হিন্দু-তীর্থ। স্থানীয় গঙ্গা-যাত্রা উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনন্তপুরের চারিদিক হইতে বহুসংখ্যক শূদ্র এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। মহিষ ও মেষ বলি দেওয়া হয়। এখন মেলার আদর অনেক কমিয়াছে।

অনন্তপুরী—অভিরাম দাসের "পাটপর্য্যটনে" ইহার নাম পাওয়া যায়। "বেজুনে অনন্তপুরী মহিমা প্রচুর"।—বেজুন—বর্দ্ধমান জেলার বড়বেজুন গ্রাম।

অনন্তকলাদর্পণ—একখানি জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ

অনন্তভট্ট—জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি কমলাকর ভট্টের পুত্র রামকৃষ্ণ ভট্টের পৌত্র এবং নারায়ণ ভট্টের প্রপৌত্র। ১৬৪০—১৬৭০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত 'রামকল্পদ্রুম' ও ত্রিংশৎ-শ্লোকীর 'সুবোধিনী' নাম্নী টীকা এবং শাস্ত্রার্থমালাবৃত্তি নামক গ্রন্থ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তাঁহার পিতার রচিত জৈমিনিসূত্রভাষ্যের টীকা। মহারাণা রাজসিংহের মন্ত্রী গরিবদাসের অনুরোধে ইনি 'রামকল্পদ্রুম' রচনা করিয়াছিলেন।

অনন্তভট্ট—জনৈক গ্রন্থকার। দাইভট্টের পুত্র। ইনি ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মহারাজ সংগ্রাম সিংহের অভিলাষানুসারে 'সদাচাররহস্য' প্রণয়ন করেন।

অনন্তভট্ট—একজন প্রসিদ্ধ স্মৃতি-নিবন্ধকার। কাথকুলের নাগেশ ভট্ট বা নাগনন্দ ভট্ট ইঁহার পিতা এবং জহ্নু পিতামহ। ইনি 'আহ্নিকপারিজাত', 'দানপারিজাত' ও 'বিধানপারিজাত' 'কথামৃতাবলি' বা 'পঞ্চোপাখ্যানসংগ্রহ' 'কুণ্ড মণ্ডপবিধান', 'গ্রহযজ্ঞবিধান' 'বৃষোৎসর্গ প্রয়োগ' 'দানসাগর' ও 'শান্তিপারিজাত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন ও ইঁহার রচিত 'বিধানপারিজাত' ও 'শান্তিপারিজাত' ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়।

অনন্তভট্ট—'প্রতিষ্ঠাপদ্ধতি' রচয়িতা। বাপুভট্টের পুত্র।

অনন্তভট্ট—একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। মহাদেবের পুত্র। ইঁহার রচিত 'তিথিনির্ণয়' ব 'নির্ণয়বিন্দু' নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি ১৫২০—২১ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। 'নির্ণয়সিন্ধু' ও 'নৃসিংহপ্রসাদ' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

অনন্তভট্ট—'সময়নির্ণয়' গ্রন্থের রচয়িতা।

অনন্তভট্ট—'সদাচারনির্ণয়' প্রণেতা।

অনন্তভট্ট—জনৈক স্মার্ত পণ্ডিত। 'গৃহ্যপরিশিষ্ট' রচয়িতা। রঘুনন্দন-কৃত 'তিথিতত্ত্বে' ইঁহার উল্লেখ আছে।

অনন্তভট্ট—'তীর্থরত্নাকর'-রচয়িতা। যদু ভট্টের পুত্র। ইনি খৃষ্টীয় ১৭ শতাব্দের দ্বিতীয়-ভাগে জীবিত ছিলেন। রাজা অনুপ সিংহের অনুরোধে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অনন্তভট্ট—কুণ্ড-মণ্ডপ বিধান প্রণেতা। পিতার নাম সিদ্ধেশ্বর ইনি গোবিন্দ রচিত [illegible] ['সুপভা'] নাম্নী টীকাও রচনা করেন। এই টীকা গ্রন্থ (১৬৯২—৯৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে) পল্লীপত্তন নামক স্থানে রচিত হইয়াছিল।

অনন্তভট্ট—'শ্রাদ্ধোপযোগিবচন' প্রণেতা।

অনন্তভট্ট—'সুবোধিনী' নাম্নী হোমপদ্ধতি রচয়িতা।

অনন্তভট্ট—চম্পূভারতপ্রণেতা।

অনন্তভট্ট—কণ্ঠাভরণ রচয়িতা। ইনি দেবনাগের পুত্র।

অনন্তভট্ট মহামহোপাধ্যায়—দত্তকদীধিতি প্রণেতা। 'দত্তকপুত্রবিধান' রচয়িতা অনন্তদেব ও অনন্তভট্ট একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়।

অনন্তভট্টী—[অনন্তদীক্ষিত দ্র]

অনন্তভাষ্য—একখানি গ্রন্থ। 'সমরসারে' ইহার উল্লেখ আছে।

অনন্তমতি—(পুং) কোনও বোধিসত্ত্বের নাম।

অনন্তমায়া—[অতিমায়া দ্রঃ]

অনন্তমায়িন্—(ত্রি) অসীমরূপে ছলনাকারী।

অনন্তমিশ্র—'ন্যায়দীপ' রচয়িতা

অনন্তমিশ্র—'পাকযজ্ঞপদ্ধতি' রচয়িতা।

অনন্তমিশ্র—"জৈমিনীভারত" (অশ্বমেধ পর্ব) রচয়িতা।

অনন্তমূল—(পুং) অনন্তং সুদীর্ঘং মূলমস্য। লতাবিশেষ। সারিবা। (Hemidesmus indicus)। আসক্লেপিয়াডেসী জাতীয় হেমিডেস্মস্ ইণ্ডিকস্ নামক লতা। ইহার পাতা সরু সরু, মধ্যস্থলে শাদা রেখা আছে। শ্যামালতার সঙ্গে অনন্তমূলের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। ব্যবসায়ীরা প্রায় অনন্তমূল বলিয়া শ্যামালতা বিক্রয় করিয়া থাকে। অনন্তমূলের শিকড় অরক্তবর্ণ। উপরের পাতলা ছাল তুলিয়া ফেলিলে পীত বর্ণ দেখায়। ভাঙ্গিলে দুধের মত শ্বেতবর্ণ আঠা বাহির হয়। ইহার গন্ধ প্রায় মৃগ ও ছারপোকার মত, একটু তিক্তাস্বাদ। ঔষধের নিমিত্ত ইহার মূলই ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার সরস মৃত্তিকায় নদীতীরে এবং বনে জঙ্গলে এই লতা প্রচুর জন্মে।

অনন্তমূল—ধাতুপরিবর্ত্তক। ইহা সেবন করিলে বল, ক্ষুধা, ঘর্ম ও মূত্রবৃদ্ধি হয়। বৈদ্যেরা মহাব্দেদের পরিবর্ত্তে অনন্তমূল ব্যবহার করেন। বিলাতী সালসার পরিবর্ত্তে অনেক চিকিৎসক অনন্তমূল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাক্তার ওসানসী বলেন যে ইহার গুণ সালসা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। পুরাতন উপদংশ, কুষ্ঠ, প্রদর এবং রক্তবিকার মাত্রেই অনন্তমূল মহোপকারী। যাহারা বহুকাল হইতে পুরাতন উপদংশ রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে অনন্তমূলের পাচন বা সারিবাদিকষায় বিশেষ হিতকর। উক্ত মহৌষধ এই রূপে প্রস্তুত করিতে হয়। অনন্তমূল—৵০, সালসামূল—।৵০, চোপচিনি—॥০, জাঙ্গীহরিতকী—।০, জ্যেষ্ঠমধু—৵০, সেসাফ্রাস—৵০, মেজারিঅন—৵০, কাবাবচিনি—২ রতি, কালশিমফুল—২ রতি, ইসবগুল—৩ রতি, চোকমারী—২ রতি, তোকবলাবু—২ রতি, আশগন্দ—২ রতি, বিহিদানা—৩ রতি, রেউচিনি—/০, গোরাকম্—/০, সালপমিছরী—৩ রতি, জোয়ান—৩ রতি, মৌরী—৩ রতি জাফরান—১ রতি, বংশলোচন—২ রতি, পদ্মকাষ্ঠ—৩ রতি, শ্বেত চন্দন—৩ রতি, লবঙ্গ—/০, ছোট এলাচ—২ রতি, দারুচিনি—৩ রতি, তেজপত্র—৩ রতি, সৈন্ধমুলী—৩ রতি, জেলাকা—২ রতি,

গোলাপফুল—/০, জৈত্রিত্রী—৩ রতি, বড় এলাচ—/০, ধনে—/০, তেজবল—/০, হরীতকী—/০. গোক্ষুরবীজ—/০, ত্রিবৃৎ—৶০, এই সমস্ত দ্রব্য প্রথমে উত্তমরূপে কুটিয়া লইবে, পরে অর্দ্ধ সের জলের সঙ্গে আবৃত মাটীর পাত্রে মৃদুসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহার অর্দ্ধেক প্রাতে ও বাকি অর্দ্ধেক সন্ধ্যাতে সেবন করিবে। শিশুদের মাত্রা এক ছিলুক পরিমিত। এই ঔষধ একেবারে অধিক দিনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইলে সমস্ত মসলাগুলি উপযুক্ত মাত্রায় ওজন করিয়া লইয়া প্রথমে কাথ প্রস্তুত করিবে। পরে প্রত্যেক এক পোয়া কাথে অর্দ্ধ ছটাক কোতরাগুড় ও অর্দ্ধ ছটাক স্পিরিট মিশাইয়া রাখিবে।

এই ঔষধ সেবন করিবার সময়ে রোগী ৩।৪ দিন অন্তর উষ্ণজলে স্নান করিবেন। মাংস, লুচি, রুটী, ঘৃতপক্কদ্রব্য, ছোলার ও মুগের দাউল প্রভৃতি সুপথ্য খাইবেন। অম্ল নিষিদ্ধ, কিন্তু আম্র খাইতে বাধা নাই। রৌদ্র, রাত্রি জাগরণ ও স্ত্রী-সংসর্গ অতিশয় নিষিদ্ধ। ইহাতে রক্ত উত্তম রূপ পরিষ্কৃত হয় এবং কন্দর্পের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। যাঁহারা অনর্থক বিলাতী সালসা সেবন করিয়া রাশি রাশি অর্থ নষ্ট করিয়াছেন, কোন ফল পান নাই, তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইবেন। অনেক দুঃসাধ্য রোগীতে এই ঔষধের পরীক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা যথোচিত নিয়ম পালন করিবেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

অনন্তমূলী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] দুরালভা। ২ রক্ত-দুরালভা।

অনন্ত যজ্বন্ কবীয়সাতাভট্ট—একজন টীকাকার, কৃষ্ণভট্টের পুত্র। ইনি গৌতমরচিত "পিতৃমেধসূত্রের" টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

অনন্তযাজ্ঞিক—'প্রতিজ্ঞাসূত্রভাষ্য' নামক 'কাত্যায়নশ্রৌত-সূত্রের' ভাষ্যকার।

অনন্তযাজ্ঞিক—'ব্যবহারদর্পণ' ও 'শুদ্ধিদর্পণ' নামক দুইখানি গ্রন্থ-রচয়িতা।

অনন্তর—(ত্রি) [নাস্তি অন্তরং ব্যবধানং যত্র] ব্যবধানরহিত, অনবকাশ। ২ পশ্চাৎ। ৩ অবিলম্ব। [নঞ্-তৎ] ব্যবধান-ভিন্ন। অব্যবধান দুই রূপ, দেশে ও কালে। দেশে যথা,—

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥" (মনু ২.১৯)

ব্রহ্মাবর্ত্তের পরে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং শূরসেনক এই সকল ব্রহ্মর্ষিদেশ। [এই মনুবচনে "মৎস্যাঃ" ইত্যাদি যে বহুবচন আছে তাহার কারণ অবন্তি শব্দে দ্র°]।

"অনুজনন্তরজাদপি রাজা ভবিষ্যতি।" (মহাভা° ১.১১৪.৩১)
এ তাহার পরবর্ত্তী জায়া হইবে।

কালে ব্যবধান যথা,—

"সর্গশেষপ্রণয়নাদ্বিদ্বাংসোনেরনন্তরং।
পুরাতনাঃ পুরাবিদ্ভির্ধাতার ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥" (কূর্ম° ৬.৯)

ব্রহ্মার পরে শেষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাবিদ্ ব্যাসাদি তাঁহাদিগকে পুরাতন ধাতা কহিয়াছেন।

"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বেদাধ্যায়াদনন্তরম্।" (স্মৃতি)

বেদাধ্যায়নের পরে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। এই সকল স্থলে উত্তর কালে অব্যবধান দর্শিত হইল। কোথাও পূর্ব্ব কালেও অব্যবধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

"অনন্তরোদীরিতলক্ষ্মভাজৌ পাদৌ যদীয়াবুপজাতয়স্তাঃ।"

ছন্দোমঞ্জরীতে প্রথমে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার লক্ষণ করিয়া কবি পরে লিখিয়াছেন, যাহার পাদদ্বয় পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বয়ের লক্ষণাক্রান্ত হইবে তাহার নাম উপজাতিবৃত্ত। ইহা হইতে স্পষ্টই পূর্ব্বকালের অব্যবধান জানা যাইতেছে। অনন্তর শব্দকে কেহ কেহ ক্লীবলিঙ্গ করেন। কিন্তু তাহা ভুল।

অনন্তরজ—(পুং) [অনন্তরজা অনন্তরবর্ণায়াঃ স্ত্রিয়াঃ জায়তে জন-ড] পরবর্ত্তী বর্ণে জাত।

"স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।" (মনু ১০।৪১)

ক্রমোৎপন্ন স্ত্রীজাতপুত্র। (স্ত্রী) ক্রমোৎপন্নস্ত্রীজাত কন্যা। জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা কনিষ্ঠভ্রাতা। (বাচস্পতি)। "যথা বৌধায়নঃ, সবর্ণাপুত্রানন্তরাপুত্রয়োরনন্তরাপুত্রশ্চেদ্গুণবান জ্যেষ্ঠভাগং গৃহ্নীয়াৎ গুণবান্ হি সর্ব্বেষাং ভর্ত্তা ভবতি।" (দায়ভাগধৃত বৌধায়ন)

সবর্ণাস্ত্রীজাত পুত্র ও অনন্তরবর্ণাস্ত্রীজাত পুত্রের মধ্যে অনন্তরবর্ণাস্ত্রীজাত পুত্র যদি গুণবান হয়, তবে সে জ্যেষ্ঠের তুল্য ভাগ পাইবে। কারণ গুণবানই সকলকে ভরণ (প্রতি-পালন) করিয়া থাকেন।

(ত্রি) [অনন্তরং জায়তে জন-ড, উপপদস°] অনন্তরজাত, পশ্চাৎজাত।

"তমব্রবীন্নির্জ্জলতোয়দাভোহলায়ুধোহনন্তরজং প্রতীতঃ।
প্রীতোঽস্মি দিষ্ট্যা হি পিতৃষ্বসা নঃ পৃথাবিমুক্তা সহকৌরবাগ্র্যৈঃ।"

জলহীন মেঘ-বর্ণ (শুক্লবর্ণ) বলরাম যুধিষ্ঠিরাদিকে চিনিতে পারিয়া কনিষ্ঠ কৃষ্ণকে কহিলেন, ভাগ্যক্রমে পিসী কুন্তীদেবী কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পুত্রগণের সহিত জতুগৃহ দাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

পূর্ব্বকালে চারিবর্ণের কন্যাবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতির কন্যাই বিবাহ করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণ যদি প্রথমে ব্রাহ্মণ-কন্যা, তৎপরে ক্ষত্রিয়-কন্যা, তৎপরে বৈশ্য-কন্যা, তৎপরে শূদ্র-কন্যা বিবাহ করিতেন, অর্থাৎ বর্ণক্রমের অন্যথা না করিতেন,

তবে সেই সকল স্ত্রীকে জন্মোঢ়া বলা যাইত। ক্ষত্রিয়াদিও ঐরূপ ক্রমান্বয়ে স্ব স্ব নীচের বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন।

অনন্তরন্ধ্রুকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] খর্পরপোলিকা। (চলিত) খাকে পিটে। (বৈদ্যকনি°)

অনন্তরয়—(পুং) [অন্তর্মধ্যে অয়: গমনম্ ইণ্ অচ্] অন্তরয় অর্থাৎ ব্যবধান। [ন অন্তরয়: অভাবার্থে নঞ্-তৎ। অথবা, অন্তরয়তি দূরীকরোতীতি অন্তর-ক্যার্থে ণি ভাবে অচ্। অন্তরয়: দূরীকরণম তত্তোঽভাবার্থে নঞ্-তৎ] আড়াল নাই অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারা অপবিভাগ। অদূরীকরণ ইত্যাদি অর্থ বুঝাইতেছে।

অনন্তরাজ—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার সিদ্ধবটম্ জনপদের (তালুকের) একজন রাজা। ইঁহারা মট্লিবংশীয় এবং চিট্টবেল রাজবংশের অধীন সামন্ত। ইনি ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত সিদ্ধবটম্ নগরে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মহিশূর-রাজ হায়দর আলী এই দুর্গ ধ্বংস করিয়া দেন। [সিদ্ধবটম্ দ্র]

অনন্তরাম—বৈষ্ণবধর্ম-মীমাংসাকার। ২ 'বিবাদচন্দ্রিকা' এবং 'স্বরহস্য' নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ৩ 'শান্তভূক্তি' নামক সংস্কৃত নাটকরচয়িতা। ৪ 'কর্পূরস্তব' টীকাকার। ৫ 'দত্তকদীধিতি' নামক ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধকার।

অনন্তরাম দত্ত—ক্রিয়াযোগসার-রচয়িতা। ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদের পশ্চিমপারস্থ সাহাপুর গ্রামে বাস। ইঁহার পিতার নাম রঘুনাথ ও পিতামহের নাম কবিচন্দ্র। "ক্রিয়াযোগসার" পদ্মপুরাণের একাংশের অনুবাদ। বিশারদ উপাধিধারী কোন লোকের সাহায্যে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ—রামচরণ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র; 'সহমরণবিবেক'-রচয়িতা।

অনন্তরামশাস্ত্রী—'বিবাহকন্যাবরণনির্ণয়'-রচয়িতা।

অনন্তরায়—(ত্রি) [নাস্তি অন্তরায়: প্রতিবন্ধকো যস্য নঞ্বহু] নিঃপ্রতিবন্ধক। "তা এতা নবানন্তরায়মবাহ" (ঐতরেয়ব্রা° ২.২০) ২ নির্বিঘ্ন।

অনন্তরায়—একজন বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা। ইনি শ্যামানন্দপ্রভুর শাখাভুক্ত। শ্যামানন্দশিষ্য রসিকানন্দ, রসিকানন্দের শিষ্য অনন্তরায়। পদকল্পতরুতে ইঁহার রচিত পদ আছে। গৌরপদতরঙ্গিণীতেও অনন্তরায় ভণিতার তিনটী পদ আছে।

অনন্তরাশি—(পুং) [অনন্ত আকাশরূপমূর্ত্ত রাশি:, ৬-তৎ] বীজগণিতের মূল ভাগহরণাদির নিমিত্ত কোন কল্পিত রাশি। অনন্তোরাশি:। (কর্ম্মধা) যে রাশির শেষ নাই। অনির্দিষ্ট রাশি। অনিশ্চিত রাশি। (indeterminate quantity)

$$
\begin{array}{l}
৬.\,)\ .০১০\ (\ .০১৬ \\
\qquad\ \ ৬ \\
\qquad \overline{\ ৪০\ } \\
\qquad\ ৩৬ \\
\qquad \overline{\ \ ৪\ }
\end{array}
$$

এখানে ভাগফলে ৬ অনন্ত রাশি। কিছুতেই ইহার শেষ হইবে না।

$$
\begin{array}{l}
খ+১\,)\ ক\ \left(\dfrac{ক}{খ}-\dfrac{ক}{খ^২}+\dfrac{ক}{খ^৩}\right. \\
\qquad ক+\dfrac{ক}{খ} \\
\qquad -\dfrac{ক}{খ} \\
\qquad -\dfrac{ক}{খ}-\dfrac{ক}{খ^২} \\
\qquad +\dfrac{ক}{খ^২} \\
\qquad +\dfrac{ক}{খ^২}+\dfrac{ক}{খ^৩} \\
\qquad -\dfrac{ক}{খ^৩}\ \text{ইত্যাদি}
\end{array}
$$

এখানে ভাগফল অনন্তরাশি।

অনন্তরিত—(ত্রি) অভঙ্গ; অপরিচ্ছিন্ন, সতত, অবিরাম।

অনন্তরীয়—(ত্রি) নিকটস্থ আত্মীয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষাকারী।

অনন্তরুদ্র দেব—গঞ্জাম জেলার পার্লাকিমেডী রাজ্যের জনৈক রাজা। ১৩১৭ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজতক্তে উপবিষ্ট ছিলেন।

অনন্তরূপ—(পুং) [অনন্তানি অসংখ্যানি রূপাণি যস্য, বহুব্রী] ১ পরমেশ্বর। ২ বিষ্ণু। [অনন্তব্রত দ্র°]

অনন্তর্গর্ভিন্—(পুং) [অন্তর্গর্ভো মধ্যস্থ, অস্ত্যার্থে ইনি, ন অন্তর্গর্ভী নঞ্-তৎ] অন্তর্গর্ভরহিত। ২ পবিত্রের কুশ। ৩ শীষ ফেলা পবিত্র করিবার কুশ। "অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেবচ" (ছন্দোগপরিশিষ্ট)। ৪ শীষ ফেলা আগাগোড়া দুই গাছি কুশময় পবিত্র করিবে।

অনন্তর্হিত—(ত্রি) গুপ্ত নহে; প্রকট। ২ ব্যবধান হইতে অভিন্ন।

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার অন্যতম গৌরব-কেন্দ্র বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া জেলা) এক সময় সঙ্গীত-সাধনার পীঠস্থানরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। লোকে বিষ্ণুপুরের নাম দিয়াছিল "ছোট দিল্লী"। বিষ্ণুপুর বহু বিখ্যাত গায়কের জন্মভূমি

এবং অনন্তলাল তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। বাঙ্গালা সন ১২৩১ সালে অনন্তলালের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম নারায়ণী দেবী। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণের সঙ্গীতেও বিরাগ ছিল না। তাই যদিও তাঁহার ইচ্ছা ছিল,—পুত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া খ্যাতি অর্জন করুক, তথাপি অনন্তলালের সঙ্গীতশিক্ষায় তিনি কোনরূপ বাধাপ্রদান করেন নাই। বিষ্ণুপুরের তদানীন্তন সঙ্গীতাচার্য্য রাজসভাসদ সুপ্রসিদ্ধ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষালাভে অনন্তলাল অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং গুরুর পরলোক প্রাপ্তির পর বিষ্ণুপুরের রাজসভায় সঙ্গীতাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হন। মহারাজ গোপাল সিংহ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই হস্তে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের সঙ্গীতশিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। সে কালে সঙ্গীতশিক্ষার্থী যে কেহ বিষ্ণুপুরে আসিতেন, অনন্তলাল অকৃপণভাবে তাঁহাকেই শিক্ষাদান করিতেন। ইঁহার ছাত্রগণের মধ্যে ৺উদয়চন্দ্র গোস্বামী, ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ৺বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত রাধাধন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র সরকার প্রভৃতি গুণীগণের নাম উল্লেখযোগ্য। অনন্তলাল মাঝে মাঝে মেদিনীপুরের জমিদার বাবু যামিনীনাথ মল্লিক ও গড়বেতার জমিদার বাবু গণেশ সিংহ মহাশয়দের বাড়ীতে গিয়া সঙ্গীতশিক্ষা দিয়া আসিতেন। ঐ দুই স্থানেও বহু ছাত্র তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষালাভ করিয়াছেন। গড়বেতার জমিদার-বাড়ীর মজলিশে তাঁর 'বাহার' রাগিণী আলাপের কাহিনী আজিও লোকের মুখে প্রবাদের মত শুনিতে পাওয়া যায়। একবার দেশবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্স খিসে খাঁ এবং গয়ার সঙ্গীতাচার্য্য হনুমান দাসজী নিমন্ত্রিত হইয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন। সেই সময় অনন্তলালও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অনন্তলালের ধ্রুপদ-গান শুনিয়া সমাগত গুণীগণ এবং খাঁ সাহেব ও দাসজী মহোদয় উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'সঘন সোহাবন', 'মধু ঋতু আই', 'অচল সিরাজ', 'একত্তো যৌবন', 'চঁবল যাউ', 'রঙ্গ রাখি' রাগিণি, প্রভৃতি গান অনন্তলালের বিশেষ প্রিয় ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতে অনন্তলালের গানের ধারা (ঢং) একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অনন্তলাল স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু গান স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনন্তলালের 'কেন হরি যোগীর বেশ,' 'তারা তারা তারা বলে, দীনতারিণী বলে মা,' প্রভৃতি গানগুলি সুরের সৌন্দর্য্যে এবং কবিত্বের মাধুর্য্যে রসিক-সমাজের ন্যায় সাধক-সমাজেরও সমাদর লাভ করিয়াছে। অনন্তলাল মুখে মুখে গান রচনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সুর দিয়া গাইতে পারিতেন। গড়বেতা ও বিষ্ণুপুরে আট ক্রোশ ব্যবধান। তখন রেলপথ ছিল না, গোযানে আসিতে হইত। একবার অনন্তলাল গড়বেতা হইতে বিষ্ণুপুরে ফিরিতেছিলেন, মধ্যম পুত্র গোপেশ্বর সঙ্গে ছিলেন। জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ, পথের দুই পার্শ্বে কুসুমিত লতা গুল্ম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমুগ্ধ অনন্তলাল আপনার মনে গুন গুন স্বরে তানালাপ করিতেছিলেন। পুত্র গোপেশ্বর পিতাকে একটী গান রচনা করিয়া গাইতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তলাল বিনা বাক্যব্যয়ে—"কিবা সুন্দর উপবন শোভা, সৌরভে মুনি মনলোভা' গানটী রচনা করিলেন এবং ভাব ও সুরে সামঞ্জস্য রাখিয়া খাম্বাজ রাগিণীতে গাইয়া শুনাইলেন। স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনন্তলালের রচিত কএকটী গান গ্রামোফোন রেকর্ডে দিয়াছেন। অনন্তলালের একটী গান উদ্ধৃত করিলাম—

শঙ্করা, ঝাঁপতাল

মন না ধীর ধরত মোরা হরিকো দরশন বিনা
যাকো মোহন মূরতি ত্রিভুবনমে ভাবে,
জৈসে চাতক জল বিনা না রহে চৈন
তৈসে মোহি হরি বিনে কল নাহি আবে।
বৃথা কাল যাত, কৈসে কটত বীত
দুর্লভ মানুষ জনম পাবে।
যাক সুরাসুর অন্ত অজহুঁ নহি জানত
তাকো অনন্ত গুণ কৈসে গাবে॥

অনন্তলালের পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ। পুত্র গোপেশ্বর সমগ্র ভারতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। নিম্নে বংশ তালিকা দিলাম--

অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৺রামপ্রসন্ন
  - পরেশ
  - ভূপেশ
  - যোগেশ
  - অশেষ
- গোপেশ্বর
  - রমেশ
  - নরেশ
  - গণেশ
  - মহেশ
- সুরেন্দ্রনাথ
  - বিন্দুবাসিনী
- ৺রামকৃষ্ণ

অনন্তবড়ু (চণ্ডীদাস)—একজন প্রসিদ্ধ পদ-রচয়িতা। ইনি চণ্ডীদাস নামেই সমধিক পরিচিত। কবি কোন জাতি, এবং কোন সালে তাঁহার জন্ম, কবির পিতামাতার নাম কি, নিশ্চিতরূপে তাহা জানিবার উপায় নাই। চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালার প্রেমাবতার শ্রীমন মহাপ্রভু আস্বাদ করিয়াছিলেন, তাই বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চণ্ডীদাসকে 'মহাজন' বলিয়া

পূজা করিয়া থাকেন। গত সন ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম দিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রায় চারিশত পদসম্বলিত একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। [কৃষ্ণকীর্তন দ্র°] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতেই আমরা জানিতে পারি চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম ছিল অনন্তবড়ু। এই অনন্তবড়ু চণ্ডীদাসই আদি চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহারই পদাবলী আস্বাদন করিয়াছিলেন।

'অনন্তবড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী বাসলী চরণে'
(কৃ.কী, দানখণ্ড ৬১)

'গাইল অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস দেবী বাসলী গণে' (ঐ ঐ ৬২)

'অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী বাসলীগণে'
(কৃ.কী, বৃন্দাবন খণ্ড ২১৩)

"বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে
(কৃ কী, বংশীখণ্ড ৩২৪)

'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে'
(কৃ কী, রাধাবিরহ ৩৩৭)

বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে
(কৃ কী, রাধাবিরহ ৩৪৮)

কৃষ্ণকীর্তনে অবশ্য "বাসলী" ও "বড়ু"হীন- "গাইল চণ্ডীদাসে" এইরূপ ভণিতাও আছে। কিন্তু বহু পদে 'বাসলীগণ' "বাসলী গতি" ও "বাসলীর বরে' ভণিতা থাকায় বুঝা যায় বাসলী কবির উপাস্যা ছিলেন। "গণ" ও 'গতি' বা গতী শব্দ পারিভাষিক। "গণ" বলিতে মণ্ডলী বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বুঝায়। "গতি" বা "বাসলী গতী" অর্থে বাসলী যাঁহার উপাস্যা বা আশ্রয় বুঝাইতেছে। [গণ ও গতি দ্র°]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতায় কবি যেভাবে নিজ নামের সঙ্গে "বড়ু" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় তিনি পাণ্ডাজাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'বড়ু' শূদ্র জাতীয় পাণ্ডারও উপাধি হইতে পারে। পুরীর নিকটবর্তী ভুবনেশ্বরে এই উপাধিধারী পাণ্ডাগণ আজিও বর্তমান আছেন। [বড়ু দ্র°]

কৃষ্ণকীর্তনের নবাবিষ্কৃত পুঁথির (কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়) অনেক পদে "বটু চণ্ডীদাস" ভণিতা পাওয়া যায়। নান্নুরে (বীরভূম) চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে— "নান্নুরের নিকটবর্তী কীর্ণাহারে কিঞ্চিন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম ছিল দুর্গাবতী। চণ্ডীদাস এই রাজার সভাপণ্ডিত বা সভাকবি ছিলেন। কিলগীর খাঁ নামক একজন পাঠান কিঞ্চিনকে বধ করিয়া কীর্ণাহার অধিকার করেন। অনেকের মতে কীর্ণাহারে কীর্তন গাইতে গিয়া নাটমন্দির পতনে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়"। [নান্নুর ও কীর্ণাহার দ্র°]

নান্নুরের অতি নিকটেই সেকালে অজয় নদ প্রবাহিত ছিল। চণ্ডীদাস অজয়ে স্নান করিতে গিয়া দেখিতে পান,—একটী বিকশিত পদ্ম স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। পদ্মটী আনিয়া তিনি দেবী বাসলীর পদে দিতে গেলে দেবী বলেন 'ও ফুল আমার মাথায় দাও, পায়ে দিও না।' কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেন "উহা আমার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের নির্মাল্য। অতঃপর বাসলী চণ্ডীদাসকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দেন।

প্রবাদ আছে,—রজকিনী রামতারা বা তারা খুবনী বা রামী রজকিনী চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। চণ্ডীদাস বাসলীর পূজা করিতেন, রামী মন্দির মার্জনা করিতেন। দুজনে প্রেম হয়, বাসলীর আদেশে উভয়ে উভয়কে বরণ করেন। রামীর নাকি কাটোয়ার নিকট তেহাই বা ঐ রকম কি একটা গ্রামে শ্বশুর বাড়ী ছিল। বাল্যকালে বিধবা হইয়া নান্নুরে বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। কেহ কেহ বলেন রামী একটা পুকুরে কাপড় কাচিত, চণ্ডীদাস ঐ পুকুরে নিত্য মাছ ধরিতে যাইতেন। শীতে বসন্তে, গ্রীষ্মে বর্ষায় উভয়ের একটা দিনও বাদ পড়িত না। দুজনে দুজনকে দেখিত, কেহ কথা কহিত না। এমনই করিয়া দীর্ঘ বার বৎসরে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মে।

বাঁকুড়া জেলায় গঙ্গাজলঘাটী থানার শালতোড়া গ্রামে নিত্যা নামে এক মনসা দেবী আছেন। প্রবাদ আছে, তিনি মনসামঙ্গলের ঝুমুর গান শুনিয়া তৃপ্তি না পাইয়া সহচরী ডাকিনী বাসুলীকে বলেন,—"নান্নুর গ্রামের চণ্ডীদাসকে কৃষ্ণ লীলার ঝুমুর রচনা করিতে বল আদেশ পাইয়া—

নিত্যার আদেশে বাসুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাসুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যজন
তাহা বিনু কিছু নয়॥
* * *
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাসুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারই চাপড়ে নিদ ভাঙ্গিল
পীরিতি হইল সুরু॥

(রাগাত্মিকা পদ)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঝুমুর গানেরই পুঁথি, ঝুমুরের ধারায় রচিত। ইহাতে "দানখণ্ড", "নৌকাখণ্ড", প্রভৃতি কয়েকটী

পালাগানে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি অভিনব কৃষ্ণমঙ্গল। চণ্ডীদাস পুঁথি লিখিয়া শালতোড়ুয়া গিয়া নিত্যাদেবীকে গান শুনাইয়া আসেন। ইহা হইতেই ছাতনা গ্রামের চণ্ডীদাস প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

নান্নুরে প্রবাদ, "ধোপানী সংসর্গে চণ্ডীদাস সমাজে পতিত হন। চণ্ডীদাসের এক জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন—নাম নকুল। কীর্ণাহারের রাজা কিঙ্কিনের আদেশে নকুল সমাজপতিদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া চণ্ডীদাসকে সমাজে তুলিয়া লন। একখানি সহজ-ভজনের পুঁথিতে চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিত আছে গোড়ের কোন বাদশাহের বেগম চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া অন্তঃপুরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন। তাই বাদশাহ চণ্ডীদাসকে ধরিয়া আনাইয়া চিত্রবধের আদেশ দেন। (একটা হাতীর পিঠে চণ্ডীদাসকে বাঁধিয়া হাতীটা চালাইয়া সেই সঙ্গে একটা শিক্ষিত বাজপক্ষী ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাজবহরীর আঁচড়ে কামড়ে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়)। কবিতায় বাদশার বেগমের ও রামীর খেদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন, "বাদশার সেপাইরা কামান লাগিয়া নান্নুরের বাশুলী মন্দির ধ্বংস করে। চণ্ডীদাস চাপা পড়িয়া মারা যান"।

নানারূপ অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে চণ্ডীদাস অন্ততঃ তিনজন ছিলেন। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। ইহা যে শুধু তাঁর নামভেদ বা গোলযোগ মাত্র নহে, ইহাদের রচিত কবিতার ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, এবং কবিতার বিষয়বস্তু প্রভৃতির আভ্যন্তর বিচারেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চণ্ডীদাসগণের মধ্যে অনন্তবড়ুই প্রাচীন বা আদি চণ্ডীদাস। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। অনন্তবড়ু বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন। [নান্নুর দ্র°] অনন্তবড়ু বাশুলী বা বিশালাক্ষী বা বাসলীর উপাসক ছিলেন। [বাসলী দ্র°]

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিত নিশা" শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 'বৃহদ্বৈষ্ণব তোষণী' টীকায় কবি চণ্ডীদাসের ও তৎপ্রণীত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—'কাব্যশব্দেন পরম বৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত-দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।' আমাদের জ্ঞাতসারে প্রাচীন গ্রন্থে ইহাই বোধ হয় চণ্ডীদাস নামের এবং তাঁহার দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের প্রামাণ্য ও প্রথম উল্লেখ। এতদ্ভিন্ন—

নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে—(নরোত্তম প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সম্মুখে)—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে॥"

কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

(মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ)

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

(মধ্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদ)

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥

(অন্ত্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)

কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে—

"জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিলা প্রকাশ॥"

এইরূপ চণ্ডীদাসের উল্লেখ পাই। অপরাপর বৈষ্ণব-গ্রন্থে ও রায়শেখর, করুণাময়, প্রসাদদাস, কানুদাস, নরহরি চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের পদে চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যা।

চণ্ডীদাসের পদ শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসের দানখণ্ড, ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কোন পদ নাই। পদাবলীর দানখণ্ড নৌকাখণ্ড পর্য্যায়ে এমন কোন পদ পাওয়া যায় না যাহা কাব্য, ভাব বা ভাষার দিক দিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গ্রহণ করা চলে।

চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পদ আলোচনা করিয়া মনে হয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার জটিলতার জন্য বড়ু চণ্ডীদাসের পদ ক্রমে বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক পদের ভণিতা হারাইয়া গিয়াছিল। তবে কতকগুলি পদ পরবর্ত্তী পদাবলী সংগ্রহের মধ্যেও স্থান পাইয়াছিল। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড অপ্রচলিত হইবার আরো একটী কারণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার দধিদুগ্ধবিক্রয়ের উপাখ্যান। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর দানকেলী কৌমুদীর উপাখ্যান অন্যরূপ। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রে দধিদুগ্ধাদি বিক্রয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। (দানখণ্ড দ্র°)

রসকল্প-বল্লী, অষ্টরস-ব্যাখ্যা, রসমঞ্জরী, ও গীতচন্দ্রোদয়ে যে

পদের ভণিতা নাই, এমনই দুই একটী পদ পুরাণো ও পামাণ্য অজ্ঞাত বড়ু পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং অনন্ত বড়ুর পদ যে পদাবলী-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা চলেনা।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম যেদিন শান্তিপুরে আসেন, সেদিন অদ্বৈত-আচার্য্যের ভবনে সান্ধ্য সংকীর্ত্তনের সময় সুগায়ক মুকুন্দ একটী পদ গাইয়াছিলেন। গানের চারিটী ছত্র চৈতন্য চরিতামৃতে আছে (মধ্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ)—

"হা হা প্রাণ প্রিয়সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনুমন জরে॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।
যথা গেলে কানু পাঙ তথা উড়ি যাঙ॥"

অতিরিক্ত চারিটী ছত্র সহ চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত সমগ্র পদটী ১১১১ সালের লিখিত একটী পাতড়ায় পাওয়া গিয়াছে, আমরা পাতড়াটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছি। (সং ২৬০০)

অতিরিক্ত ছত্র—

"হেদেরে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বইরি (=বৈরী) হৈল কালা॥
অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে যদি এমতি না বল॥"

অনন্তবড়ুর যে পদটী কৃষ্ণকীর্ত্তনে, নীলরতন বাবুর সম্পাদিত চণ্ডীদাসের মূল পুঁথিতে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮ নং পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে সে পদটী উদ্ধৃত হইল—

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়াঁ কদমতলে সে কানু করিল কোলে
চুম দিয়া বদন উপরে॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়িল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥
অঙ্গে দেই চন্দন বোলে মধুর বচন
আড়বাঁশী বাএ সুমধুরে।
চাহিল মোরে সুরতি না দিলোঁ মো আগুমতী
দেখিলোঁ মো দুখজ পহরে॥
তিসজ পহর নিশী মোঞ কৃষ্ণকোলে বসী
নেহালিলোঁ তাহার বদনে।
ঈষৎ হাসন করি মন মোর নিল হরি
বেআকুলী ভৈলোঁ মদনে॥
চৌঠ পহরে কাহ্ন করিল অধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
রস গাহিল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"

অনন্তবস্তু—(ত্রি) অনন্তের সদৃশ। ২ ব্রহ্মার পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও সমুদ্র এই চারি চরণের এক চরণ। (ছান্দোগ্য উপ° ৪.৬.৩.৭)

অনন্তবর্ম্মদেব—কলিঙ্গের পূর্ব্ব গঙ্গবংশীয় একজন নরপতি। ইনি রাজেন্দ্রবর্ম্মদেবের পুত্র। অনন্তবর্ম্মদেবের অলমঞ্চের তাম্রশাসনে গঙ্গবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। উহা গাঙ্গেয় বংশের ৩০৪ সাম্ব্যাব্দে উৎকীর্ণ।

গঙ্গসংবৎ ২৫৪ অব্দে অনন্তবর্ম্মদেবের পুত্র দেবেন্দ্রবর্ম্মদেব বিজাগাপটমে (কলিঙ্গনগরে) এক দানপত্র প্রদান করেন। [দেবেন্দ্রবর্ম্মদেব দ্র°]

অনন্তবর্ম্মন্ মহারাজ—মান্দ্রাজ গঞ্জাম-কলিঙ্গপটমের এক নৃপতির নাম। ২ উৎকলাধিপ চোড়গঙ্গের মূল নাম। [অনন্তবর্ম্মা চাড়গঙ্গ দ্র]

অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ—কলিঙ্গের (উড়িষ্যার) সুপ্রসিদ্ধ একজন রাজা। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ব্ব-ভারতে তিনি এক শক্তিসম্পন্ন রাজ্য স্থাপন করেন। ঐ রাজ্য গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙ্লার কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের সময় (খৃষ্টীয় ১০৮০) তিনি উড়িষ্যার উত্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গঙ্গবংশের প্রাচ্য-শাখার অভ্যুদয় তাঁহার সময়েই হইয়াছিল। গৌড়ের সেন-বংশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ ধর্ম্মপ্রাণ ও দানশীল ছিলেন। তিনি পুরীর সুবিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীমের সময় ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হয়।

অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ ৭১ বৎসর (খৃষ্টীয় ১০৭৬-১১০৭) রাজত্ব করেন। এরূপ সুদীর্ঘ রাজ্যভোগ জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে খৃষ্টীয় ১১৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তবর্ম্মের বংশধরগণকে গৌড়ের সেনরাজগণের এবং পরবর্ত্তীকালে মসলমান রাজাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। ৪র্থ ভানুদেব সম্ভবতঃ ঐ বংশের শেষ রাজা ছিলেন।

অনন্তবর্ম্মা—জনৈক মৌখরি-রাজ। বারাবর্জুনী পাহাড়ের গুহায় অনন্তবর্ম্মার উৎকীর্ণ শিলালিপিতে লিখিত আছে—রাজা শার্দ্দূল যজ্ঞবর্ম্মার পুত্র, তাঁহার পুত্র অনন্তবর্ম্মা।

অনন্তবর্ম্মা মধুকামার্ণব—অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের পুত্র কামার্ণবের নামান্তর। [কামার্ণব দ্র°]

অনন্তবর্ম্মা রাঘব—অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের পুত্র ও কামার্ণবের ভ্রাতা। [রাঘব দ্র°]

অনন্তবাত—(পুং) [বৈদ্যক] শিরোরোগবিশেষ। যে রোগে বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় দুষ্ট হইয়া শিরে প্রবল বেদনা উৎপন্ন হয় এবং নেত্র অক্ষি ও ভ্রূযুগলে ভয়ানক জ্বালা হয় এবং গলদেশ পুনঃপুনঃ কম্পিত হইতে থাকে। (মাধবনি°)

অনন্তবাসুদেব—উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে সুপ্রসিদ্ধ দেব ও তাঁহার মন্দির। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরটী প্রাচীন। কপিলসংহিতায় ১১শ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

'সেইখানে জগদ্গুরু রমানাথ অনন্তের সহিত একাকী বিজন বনে বাস করিতেছেন তাহা প্রজাপতিরও অজ্ঞাত।'

শিবপুরাণেও অনন্তবাসুদেব মন্দিরের উল্লেখ আছে।

বিন্দুসরোবর নামক সুবৃহৎ দীর্ঘিকার পূর্ব্ব-উপকূলে এই মন্দিরটী অবস্থিত। বিন্দুসরোবরের মধ্যের ঘাটের সম্মুখেই মন্দিরের প্রবেশদ্বার। মন্দিরটী পশ্চিমমুখ এবং প্রাচীর বেষ্টিত চত্বরের উপর অবস্থিত। লিঙ্গরাজের মন্দিরের ন্যায় ইহাও চারি অংশে বিভক্ত। যথা—(১) বিমান; (২) জগমোহন; (৩) নাটমন্দির ও (৪) ভোগমণ্ডপ। বিমানটী ত্রুশাকৃতি, দুই সোপানবিশিষ্ট বেদীর উপর স্থাপিত। বেদীটী এক প্রকার বালুময় প্রস্তরে নির্ম্মিত। বিমান ও জগমোহন পঞ্চরেখ দেউল।

বিমানটী জগমোহন অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র। ইহার তিন দিকে তিনটী ক্ষুদ্র ত্রিতল দেউল ছিল। উভয় পার্শ্বের দেউল দুইটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পশ্চাতের দেউলটী এখনও বর্ত্তমান আছে। বিমানের গাত্রে যে সকল ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে তাহা সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন, কিন্তু স্থানীয় আবহাওয়ার প্রকোপে তাহার অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিমানের বহির্ভাগে তিন দিকে তিনটী কুলুঙ্গী আছে, তাহার মধ্যে এক একটী বিষ্ণু অবতারের মূর্ত্তি ছিল। উত্তর কুলুঙ্গীর ভিতর একটী ভগ্ন ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির দুই দিকে বীণা ও পদ্ম লইয়া দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি বিদ্যমান। উঁহারা সম্ভবতঃ সরস্বতী ও লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি। উপরে মাল্যহস্তে অপ্সরোগণ রহিয়াছে। কুলুঙ্গীর দুইদিকে সুন্দর ভাস্করশিল্পের নিদর্শন আছে। দক্ষিণদিকের কুলুঙ্গীতে বরাহ-মূর্ত্তি; সম্মুখে অনন্ত যোড়হস্তে বসিয়া আছেন। তাহার উপর বরাহের একপদ স্থাপিত। পূর্ব্বদিকের কুলুঙ্গীতে কোন মূর্ত্তি নাই। উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা স্থানান্তরিত হইয়াছে। বরাহের কুঞ্চিত কেশের উপর এক অদ্ভুত প্রকারের শিরোভূষণ দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত বিমানের গাত্রে স্ব স্ব বাহনের উপর দিক্পালগণ ও দিকপাল-পত্নীগণ বিরাজ করিতেছেন।

জগমোহনটীও বিমানের ন্যায় দুই ধাপ বেদীর উপর স্থাপিত। জগমোহন হইতে বিমানের ভিতর ও নাটমন্দিরে যাইবার দুইটী 'প্রবেশদ্বার' আছে। উহার দুই পার্শ্বে দুইটী জানালা। নাট-মন্দিরটীর দক্ষিণদিক সম্পূর্ণ খোলা, কিন্তু ভোগমণ্ডপটী ঘেরা। মন্দির-চত্বরটী প্রস্তরাচ্ছাদিত; কিন্তু প্রস্তরগুলি সব একরূপ আকৃতির নহে। চত্বরের এক দিকে রন্ধনশালা আছে। স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ দুইটী বিমান ও জগমোহনের অনেক পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাটমন্দিরের মধ্যে একটী স্তম্ভের উপর একটী ক্ষুদ্র গরুড়মূর্ত্তি আছে। বাহিরের প্রাচীরের পশ্চিম প্রবেশদ্বারের দুইপার্শ্বে দুইটী প্রস্তরফলকে শিলালিপি খোদিত দৃষ্ট হয়। একটীতে বাচস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার বন্ধু দক্ষিণবঙ্গের নৃপতি হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ভট্টভবদেব বা 'বালবলভীভুজঙ্গে'র গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। এই ভট্টভবদেব অনন্তবাসুদেবের মন্দির এবং মন্দিরের সম্মুখে এক দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বিন্দুসরোবরই সম্ভবতঃ সেই দীর্ঘিকা। [ভবদেব ভট্ট ও হরিবর্ম্মদেব দ্র]

কথিত আছে, হরিবর্ম্মদেব একাম্রকাননে ১০৮টী মন্দির নির্ম্মাণ করান। "ন্যায়নিবন্ধসূচী" নামক ন্যায়শাস্ত্র-গ্রন্থের রচয়িতা বাচস্পতি ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি এই লিপির রচয়িতা হইলেও হইতে পারেন। এই সকল প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, এই মন্দিরটী খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষ বা একাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

লিঙ্গরাজের মন্দিরের সহিত এই মন্দিরের অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে ইহার শিখরটী লিঙ্গরাজমন্দিরের শিখরের ন্যায় তত সুন্দর নহে। শিখরের আমলকটীর ব্যাসের তুলনায় মন্দিরের অধিষ্ঠানটীর আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় শিখরের অবয়বের লালিত্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। [লিঙ্গরাজ দ্র°]

অনন্তবিক্রমিন্—(পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

অনন্তবিজয়—(পুং) [অনন্তান্ অশেষজনান্ বিজয়তে উপপদ স°; অনন্তানাং বিজয়ো যেন ব°] যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ। ২ যুদ্ধ সময়ে যে শঙ্খের ধ্বনি করিলে প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ পরাজিত হইত। "অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ" (গীতা ১ ১৬)

অনন্তবীর্য্য—(পুং) [অনন্তং অসীমং বীর্য্যং যস্য, বহুব্রী] জৈন অর্হৎবিশেষ। ২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ অসীম শক্তিশালী।

অনন্তবীর্য্য—একজন গ্রন্থকার। ইনি মাণিক্যনন্দীর 'পরীক্ষা-মুখ' সম্বন্ধে একখানি পঞ্জিকা রচনা করেন। শান্তি

সেনের আগ্রহাতিশয্যে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

অনন্তব্রত—(স্ত্রী) [অনন্ত বিষ্ণোর্ব্রতং উপাসনার্থং নিয়মঃ] ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে কর্ত্তব্য স্বনামখ্যাত ব্রত। ভবিষ্য-পুরাণে লিখিত আছে—

'অনন্তব্রতমেতদ্ধি সর্ব্বপাপ-হরং শুভং।
সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব যুধিষ্ঠির॥
তথা শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে তথা।
তস্যানুষ্ঠান-মাত্রেণ সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি॥
কৃত্বা দর্ভময়ানন্তং বারিধান্যাং নিবেশ্য চ।
পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি॥
চতুর্দ্দশফলৈর্মূলৈর্জলজৈরপি ভক্তিতঃ।
যবগোধূমশালীনাং চূর্ণেনৈকতমস্য চ॥
কৃত্বাপূপদ্বয়ন্তস্মৈ দত্ত্বাদেকং ঘৃতান্বিতম্।
স্বয়মেকন্তু ভুঞ্জীত করে বদ্ধ্বা সুডোরকম্॥
চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং কুঙ্কুমেন বিলেপিতম্।
সুবিস্তৃতং বিষ্ণুনাম প্রতিগ্রন্থিসমন্বিতম্।
চতুর্দ্দশগ্রন্থিময়ং সূত্রং কার্পাসমেব চ॥"

সকল পাপের হরণকারী শুভ এই অনন্তব্রত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এই ব্রত করিতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালে এদেশে প্রায় স্ত্রীলোকেরাই এই ব্রতানুষ্ঠান করেন। ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সকল পাপ নষ্ট হয়। কুশনির্ম্মিত অনন্ত প্রস্তুত করিয়া ঘটের উপরে রাখিবে। পরে ভক্তিভাবে গন্ধ ও পুষ্পাদি এবং নানাবিধ নৈবেদ্য, চতুর্দ্দশ ফল এবং জলজাত কেশুরাদি মূল দ্বারা সেই অনন্তের পূজা করিবে। পরে যব কিম্বা গম অথবা চাউলের গুঁড়ার দ্বারা ঘৃতপক্ব দুইখানি বড়া প্রস্তুত করিয়া তাহার একখানি অনন্তদেবকে নিবেদন করিয়া দিবে, আর একখানি নিজে খাইবে। খাইবার পূর্ব্বে কার্পাসের সূতার এক গাছি ডোর কুঙ্কুম বা হরিদ্রা দ্বারা ছোবাইয়া লইবে। পরে বিষ্ণু নাম স্মরণপূর্ব্বক চৌদ্দটী গাইট দিয়া পুরুষ দক্ষিণ বাহুতে তাগার মত ধারণ করিবে এবং স্ত্রীলোকেরা সেই রূপে বাম বাহুতে ধারণ করিবে।

বিষ্ণু-পূজার ও ডোর বাঁধিবার মন্ত্র রত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে—

"অনন্তসংসারমহাসমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যুদ্ধর বাসুদেব।
অনন্তরূপে বিনিয়োজয়স্ব অনন্তরূপায় নমো নমস্তে॥"

হে বাসুদেব! অকূল সংসাররূপ মহাসমুদ্রে আমরা মগ্ন হইয়াছি। আমাদিগকে উদ্ধার কর। এবং তোমার অনন্ত রূপের সঙ্গে সংযুক্ত কর। অনন্তরূপ তোমাকে নমস্কার করি।

"পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
যত্তবাঙ্ঘ্রিসরোজাগ্রে মস্তকং ভ্রমরায়তে॥"

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি পাপবুদ্ধি সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম করিয়া থাকি, এবং পাপের নিমিত্তই আমার জন্ম হইয়াছে। তজ্জন্য আমি নিতান্ত পাপী। আমাকে রক্ষা কর এবং আমার সকল পাপ হরণ কর। আজ আমার জন্ম সফল, জীবনও ধন্য। যে হেতু তোমার পাদপদ্মে আমার মস্তক ভ্রমরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" এই মন্ত্র দুইটী বলিয়া অনন্তকে নমস্কার করিবে। পরে অনন্তব্রতের কথা শুনিবে।

একদা বনবাস কালে যুধিষ্ঠির প্রণাম পুরঃসর শ্রীগোবিন্দকে বলিলেন—'প্রভো কোন ব্রত করিলে মানব সফলকাম ও নিষ্পাপ হইতে পারে আপনি আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহা সবিস্তার বলুন'।

তাহা শুনিয়া গোবিন্দ বলিলেন যে 'অনন্তব্রত' করিলে এ সংসারে মানব সফলকাম ও বিগতপাপ হইতে পারে।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন অনন্ত কে ও এই ব্রতের মাহাত্ম্য কি?

শ্রীগোবিন্দ বলিলেন—অনন্ত চন্দ্র-সূর্য্য, কলা, কাষ্ঠা, রাত্রি, দিন প্রভৃতি দ্বারা যে কালের পরিমাণ নির্ণীত হয়, সেই কালই পূর্ব্বে ভূভার হরণের নিমিত্ত আমিই কালরূপে বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। অতএব কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, শিব, ব্রহ্মা, ভাস্কর, শেষ ও সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর প্রভৃতি সকলই 'অনন্ত' বলিয়া জানিবে। আর এই ব্রতের মাহাত্ম্য তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

"পুরাকালে সত্যযুগে বশিষ্ঠগোত্র সম্ভূত সুমন্ত্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ভৃগুবংশজা রূপগুণসম্পন্না দীক্ষা নাম্নী এক পত্নী ছিল। কালক্রমে সেই পত্নীর গর্ভে শীলা নাম্নী একটী সুশীলা ও সুরূপা কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ বিপত্নীক হইলেন ও পত্নীর অভাবে সংসারই মিথ্যা মনে করিয়া পুনরায় দেবল ঋষির কর্কশানাম্নী নিষ্ঠুরা ও দুঃশীলা কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

তারপর কন্যা শীলাকে সযৌবনা দেখিয়া কৌণ্ডিন্য নামক ঋষির সহিত বিবাহ দেন। কন্যা স্বামীর গৃহে গমন করিয়া একদিন দেখিল কোন সরোবর তীরে কএকজন সংযতা স্ত্রীলোক যেন কি ব্রত করিতেছে। শীলা উহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কোন ব্রত করিতেছেন?

রমণীগণ বলিল, সর্ব্বকামপ্রদ ও সর্ব্বপাপনাশক 'অনন্তব্রত' করিতেছি।

শীলা বলিল, আমিও এই ব্রত করিব। ইহার বিধান কি? তাহার পর শীলা রমণীগণ কথিত বিধানানুসারে ব্রত করিয়া ও দুই হস্তে ডোর বাঁধিয়া স্বামীর সমীপে উপস্থিত হইল। স্বামী স্ত্রীর হস্তে ডোর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উহা কোন্ দেবতার ডোর বাঁধিয়াছ? সত্য করিয়া বল।

শীলা বলিল, অনন্তব্রতের ডোর হস্তে বাঁধিয়াছি। কৌণ্ডিন্য তখন ক্রোধে অধীর হইয়া পত্নীর হস্ত হইতে ডোর ছিঁড়িয়া অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। শীলা হাহাকার করিয়া উঠিল এবং মনে মনে অনন্তদেবকে প্রণামপূর্ব্বক অগ্নি হইতে অর্দ্ধদগ্ধ ডোর তুলিয়া ক্ষীরমধ্যে ডুবাইয়া পুনরায় বাম হাতে ধারণ করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কৌণ্ডিন্যের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সংসার অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল ও তাঁহার চরম দারিদ্র্য দেখা দিল।

তখন কৌণ্ডিন্য স্বকীয় অপরাধের ইহাই ফল জানিতে পারিয়া 'কোথায় অনন্তদেব' বলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে পাগলের ন্যায় ভীষণ অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রথমে একটী ফলপুষ্পান্বিত বৃক্ষ ও পরে ক্রমান্বয়ে সবৎসা গাভী, বৃষভ, গদ্দভ ও কুঞ্জরকে দেখিয়া অনন্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সকলেই 'জানি না' বলিল।

তাহার পর ব্রাহ্মণ আরও কিছু দূরে গমন করিয়া রম্য দুইটী পুষ্করিণী দেখিয়া তাহাদের নিকটেও অনন্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এখন আমি কি রিব, কোথায় যাইব?

তখন ভগবান বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বিপ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"হে ব্রাহ্মণ! তুমি উঠ আর দুঃখ রিও না, আমি তোমাকে অনন্তের নিকট লইয়া যাইব।" হা বলিয়া পাতালের পথে ব্রাহ্মণকে এক দিব্য পুরীতে ইয়া গেলেন।

তথায় যাইয়া কৌণ্ডিন্য কিরীটশোভিত, চতুর্ব্বাহু, শঙ্খ, চক্র, দা ও পদ্মধারী, গরুড়ধ্বজ, দক্ষিণে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী শাভিত, সপ্ত ফণাযুক্ত দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট অনন্তকে দেখিয়া ণত হইলেন ও গদগদস্বরে স্তব করিয়া বলিলেন, "হে প্রভু! মি যে অন্যায় করিয়াছি তাহা মার্জ্জনা করুন।"

অনন্তদেব ব্রাহ্মণের স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রার্থনানুসারে তিনটী দিলেন—

(১) নিজের কর্মফলে যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করি, ত্যেক বারই যেন তোমার সেবায় রত থাকি।

(২) আমি মোহবশতঃ আপনার ডোর অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

(৩) আপনার প্রসাদে যেন আমার পূর্ব্ব দুষ্কৃত হইতে উদ্ধার পাই।

তৎপরে পূর্ব্বে বনগমনকালে যে বৃক্ষ, জন্তু, পুষ্করিণী প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকের কর্মফল জানিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া পত্নীর সহিত 'অনন্তব্রত' করিলেন ও মহানন্দে সংসার সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এ দেশে জনপ্রবাদ আছে যে, অনন্তব্রতের ডোর ধরিয়া শীত নামিতে থাকে অর্থাৎ এই দিন হইতে শীতের আরম্ভ হয়। সাপেরাও এই দিন হইতে নাকি মুদ (অনাহারে গর্ত্তের আশ্রয়) লইতে আরম্ভ করে।

অনন্তব্রতকথা—অনন্তদেবের (বিষ্ণু) উদ্দেশে আচরণীয় অনন্তব্রতোপলক্ষে শ্রোতব্য উপাখ্যান। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে ১০২ অধ্যায়ে ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। [অনন্তব্রত দ্র°]

অনন্তব্রতকল্প—ব্রতবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনন্তব্রতপূজাপদ্ধতি—একখানি ব্রতবিষয়ক গ্রন্থ। শঙ্কর লিখিত 'ব্রতার্ক' হইতে সঙ্কলিত।

অনন্তব্রতবিধি—অনন্তব্রতসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অনন্তশক্তি—(পুং) [অনন্তা অপরিচ্ছিন্না শক্তির্যস্য, বহুব্রী] বিষ্ণু। (স্ত্রী) [কর্মধা°] অপরিমিত বল।

অনন্তশয়ন—দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভপুরের নামান্তর। [অনন্তপদ্মনাভ ও পদ্মনাভপুর দ্র°] এখানে পদ্মনাভের মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে ভগবান্ বিষ্ণু সর্পের উপর নিদ্রিত। (পদ্মপু° উত্তর° ৭৪ অ°)

অনন্তশায়ী নারায়ণ—বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ। এই মূর্ত্তিতে নারায়ণ অনন্ত বা শেষনাগের উপর শায়িত। তাঁহার মস্তকোপরি নাগরাজের সপ্ত ফণা ছত্রাকারে বিস্তৃত। ইহার লক্ষণ যথা—

"দেবদেবস্তু কর্ত্তব্যঃ শেষসুপ্তো দ্বিবাহুকঃ।
একপাদোঽস্য কর্ত্তব্যো লক্ষ্ম্যুৎসঙ্গগতঃ প্রভোঃ॥
তথাপরশ্চ কর্ত্তব্যঃ শেষনাগাঙ্কসংস্থিতঃ।
একঃ করোঽস্য কর্ত্তব্যঃ সব্যজানৌ প্রসারিতঃ॥
কর্ত্তব্যো মূর্দ্ধদেশস্থস্তথা তস্যাপরঃ করঃ।
নাভিসংভূতকমলে সুখাসীনঃ পিতামহঃ॥
নালে লগ্নৌ তু কর্ত্তব্যৌ পঙ্কজে মধুকৈটভৌ।
শঙ্খচক্রগদাদীনি মূর্ত্তানি পরিতো ন্যসেৎ॥"

(শ্রীতত্ত্বনিধিতে উদ্ধৃত পদ্মপু°)

অর্থাৎ দ্বিবাহু দেবদেব নারায়ণ শেষনাগের উপর সুপ্ত। তাঁহার একপদ লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে স্থাপিত, অপর পদ নাগক্রোড়ে

বিভক্ত। এক হস্ত বাম জানুতে, অপর হস্ত মূর্দ্ধায় সংলগ্ন। নারায়ণের নাভিসম্ভূত কমলে পিতামহ ব্রহ্মা সুখাসনে উপবিষ্ট। পদ্মনালে মধু এবং কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিরাজিত। নারায়ণের পার্শ্বে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। [অনন্ত শব্দে ৭৭ পৃষ্ঠার চিত্র দ্র°]

অনেকের মতে অনন্তশায়ী নারায়ণ চতুর্ভুজ। তাঁহার এক বাহু নাভি পর্য্যন্ত প্রসৃত, এক বাহু মূর্দ্ধার সংলগ্ন, অপর বাহুদ্বয় সন্তান-মঞ্জরীকে ধারণ করিয়া আছে। অনন্তশায়ীর মূর্ত্তিতে অনেক স্থলে দশাবতার মূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হয়।

অন্যান্য দেবমূর্ত্তির ন্যায় এই মূর্ত্তি তিনভাবে ব্যাখ্যাত হয়। যথা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অনন্ত শয্যা সৃষ্টির প্রতীক। অনন্ত বা শেষনাগ ইহাতে মূল প্রকৃতি, বিষ্ণু বুদ্ধি এবং ব্রহ্মা পুরুষ বা জীব। সাংখ্যে ইঁহাদিগকে যথাক্রমে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে তমোময় অনন্ত শূন্য,* পরে তাহা হইতে বুদ্ধি বা আলোক (চিন্ময়), সর্ব্বশেষে জগৎ—ইহাই সৃষ্টিক্রম। এস্থলে দ্রষ্টব্য যে অনন্ত, ব্যোম ও বিষ্ণুপদ আকাশের প্রতিশব্দ। (অমরকোষ—স্বর্গবর্গ দ্র°)। আধিভৌতিক ব্যাখ্যায়—অনন্ত হইতেছেন মূল পদার্থ, বিষ্ণু সূর্য্য, সপদ্ম ব্রহ্মা জগৎ। আদিতে জড়ের পরমাণু, পরে সূর্য্যের উৎপত্তি, তাহা হইতে ক্রমে সৌর জগতের বিকাশ—ইহাই সৃষ্টির ব্যাখ্যা। আধিদৈবিক বা পৌরাণিক মত বরাহপুরাণে 'পদ্মাপরনির্ণয়' অধ্যায়ে, বামনপুরাণ ও মৎস্যপুরাণের ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। প্রলয়ে সৃষ্টির নাশ হইলে নারায়ণ চরাচরব্যাপী মহাসমুদ্রে অনন্তনাগের উপরে শয়ন করেন। তাঁহার নাভিদেশ হইতে পদ্ম উদ্ভূত হয়। পদ্মদলের মধ্যস্থলে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তিনি নিদ্রিত নারায়ণকে সৃষ্ট্যর্থে জাগাইবার জন্য চতুর্ম্মুখে স্তব করিতে থাকেন। এই স্তবে নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে বিশ্বসংসার সৃষ্ট হয়। সমুদ্রশায়ী ভগবান যে সকল সৃষ্টির নিদান, তাহা মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—

"যেন লোকাস্ত্রয়ঃ সৃষ্টা দৈত্যাঃ সর্ব্বাশ্চ দেবতাঃ।
স এষো ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমুদ্রে তপ্যতে তপঃ॥"
(মহাভা° ১৩ প°)

অনন্তশীর্ষা—(স্ত্রী) [অনন্তানি বহূনি শীর্ষাণি যস্যাঃ, বহুব্রী] বাসুকির পত্নী। (পুং) ২ বাসুকি। ঋগ্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদের কথিত পুরুষ। "সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষ" ইত্যাদি। হলায়ুধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"সহস্রশীর্ষাঃ সহস্রশব্দোঽসংখ্যাত-বচনঃ তেন অসংখ্যাতশিরাঃ।" এ স্থলে সহস্র শব্দে অসংখ্য বুঝাইতেছে। অতএব "সহস্রশীর্ষাঃ" দ্বারা অসংখ্যমস্তকবিশিষ্ট বুঝাইয়া থাকে।

অনন্তশুষ্ম—(ত্রি) অনন্তশক্তিশালী। (ঋক ১.৬৪.১০) ২ অসীমরূপে প্রবাহিত। (স্ত্রী) অনন্তশুষ্মা।

অনন্তশ্রী—(পুং) [অনন্তা অপরিমিতা শ্রীঃ পরাশক্তির্যস্য, বহুব্রী] পরমেশ্বর। [অনন্তা শ্রীঃ শোভা, ত্রিবর্গসম্পৎ, বেশ রচনা বা যস্য] বিষ্ণু। "লক্ষ্মী-সরস্বতী-ধাত্রী ত্রিবর্গ-সম্পদ্বিভূতি-শোভাসু উপকরণবেশরচনাবিধাসু শ্রীরিতি প্রথিতা।" (ব্যাড়ি)। এখানে শ্রীশব্দে লক্ষ্মী, সরস্বতী, ধাত্রী, ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম) সম্পৎ, (ধন) বিভূতি, শোভা উপকরণ, ও বেশরচনাবিধান, এই হেতু অনন্তশ্রী শব্দে বিষ্ণু বুঝাইতেছে। (স্ত্রী) [কর্ম্মধা] ৩ অপরিমিত শোভা। ৪ অপরিমিত সম্পত্তি।

অনন্তসাগরম্—মাদ্রাজের বেল্লারি জেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা° ১৪°৪০´ উ°, দ্রা° ৭৭°৪০´ পূ°। বিজয়নগর-রাজবংশের দেওয়ান ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানে পাণ্ড নদীর জল রোধ করিয়া রাজার দেওয়ান একটী বিরাট্ বাঁধ ও পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। [অনন্তপুর দ্র°] নদীর উভয় পার্শ্বে ইনি দুইটী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যস্থ পশ্চিমতীরের গ্রামের নাম অনন্তসাগরম। কিংবদন্তী এই, নদীর বাঁধ নির্ম্মাণ করিবার সময় নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন নদী দেবতাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ঐ গ্রামের সর্দ্দারের কন্যাকে বাঁধের মধ্যে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়।

অনন্তসাগরম্—মাদ্রাজের নেল্লুর জেলান্তর্গত আত্মাকুর তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ১৪°৩৪´১০´´ উ°, দ্রা° ৭৯°২৬´৩০´´ পূ°। এখানে একটী সুন্দর মসজেদ আছে। এতদ্ব্যতীত ১৫২২ খৃষ্টাব্দে খনন করা একটী বৃহদাকার দীর্ঘিকাও উল্লেখযোগ্য। উহার চতুর্দ্দিক্ সান্-বাধান।

অনন্তা—(স্ত্রী) [নাস্তি অন্তঃ সীমা যস্যাঃ, বহুব্রী] [বৈদ্যক] বিশল্যা ওষধি। ২ অনন্তমূল। ৩ পার্ব্বতী। ৪ পৃথিবী। ৫ দুরালভা, যবাসী। ৬ দূর্ব্বা। ৭ হরিতকী। ৮ আমলকী। ৯ গুড়ূচী। ১০ অগ্নিমন্থবৃক্ষ (গনিয়ারী)। ১১ অগ্নিশিখাবৃক্ষ। ১২ শ্যামালতা। ১৩ পিপ্পলী। ১৪ নীল ও শ্বেত দূর্ব্বা। ১৫ যবাসা। পর্য্যায়—গোপবল্লী, কয়ালা, সুগন্ধা, অন্নবল্লিকা, ভদ্রা, নাগজিহ্বা, গোপী, শ্যামা, শারিবা, উৎপলশারিবা। ইহার গুণ—দাহনাশকারী, রক্তপিত্তনাশক ও শীতল।

অনন্তাচার্য্য—নামান্তর অনন্তার্য্য। ইনি যাদবগিরির (মেলকোট) অধিবাসী। মেলকোটে ইঁহার পূর্ব্ব-নিবাস ছিল। প্রভ-প্রকাশিকাকার সুদর্শন সূরির ইনি পরবর্ত্তী। ইনি বহু গ্রন্থ

*শেষনাগের সহস্র ফণা যেরূপ অনন্তকালের প্রতীক, সেইরূপ বিষ্ণুর যোগাসন মূর্ত্তিও অনন্তকালের প্রতীক। যোগনিদ্রা পদ্মধারী মূর্ত্তি এবং তাহার অনন্তশয্যা যোগ করিয়া এক মহার্ণব বিরাজমান।

রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি রামানুজের মতানুসারী অদ্বৈতমতকে ভিত্তিহীন করিবার জন্ম বহু প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের শেষে একই শ্লোক পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে ইনি নিজের এইরূপ পরিচয়ও দিয়াছেন—

"শেষার্য্যবংশরত্নেন যাদবাদ্রিনিবাসিনা।
অনন্তার্য্যেন রচিতো বাদার্থোঽয়ং বিজৃম্ভতাম্॥

যাদবগিরির রাজবংশের বাল্যকালে অদ্বৈতবাদী আচার্য্য অমলানন্দ যাদবগিরির নিকট বাস করিতেন। অমলানন্দ বিশেষ প্রতিভায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অপর দিকে তখন অনন্তাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্বীয় প্রতিভা প্রকাশ করিতেছিলেন।

অনন্তাচার্য্যের রচিত গ্রন্থ—১ জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, ২ প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, ৩ ব্রহ্মশব্দশক্তিবাদ, ৪ ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণম, ৫ বিষয়তাবাদ, ৬ মোক্ষকারণতাবাদ, ৭ শরীরবাদ, ৮ শাস্ত্রারম্ভসমর্থন, ৯ শাস্ত্রৈক্যবাদ, ১০ সংচিদেকত্বানুমাননিরাসবাদার্থ, ১১ সমাসবাদ (‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’র গ্রন্থ) ১২ সামানাধিকরণ্যবাদ ও ১৩ সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন।—বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিবার জন্ম ইহা বিরচিত।

অনন্তাচার্য্য—রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত মহিসুরবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত। খৃঃ ১৯শ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি "ন্যায়ভাস্কর" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মধুসূদন সরস্বতীর "অদ্বৈতসিদ্ধি' ও লঘুচন্দ্রিকাদির' মত খণ্ডন করেন। শৃঙ্গেরির স্বামী সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নৃসিংহভারতীর পিতা শতকোটী রামশাস্ত্রীর সহিত ইঁহার বিচার পণ্ডিত-সমাজে তৎকালে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

অনন্তাচার্য্য—একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। আদিনিবাস কাঞ্চী। ইনি ‘প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর’ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া ইনি কাশীর পণ্ডিত রাজেশ্বরশাস্ত্রী ও ... শ্বর শাস্ত্রীর সহিত লিখিত বিচার করেন। মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর শাস্ত্রদীপিকার ভূমিকা-লিখিত বেদান্ত ও মীমাংসার এক শাস্ত্রত্ব খণ্ডনপূর্ব্বক স্বয়ং বেদান্ত ও মীমাংসার ভিন্ন শাস্ত্রত্ব সমর্থন করিয়া "এক-শাস্ত্রত্ব মীমাংসা" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি খৃষ্টীয় ১৯শ শতকের শেষে ও ২০শ শতকের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন।

অনন্তান্—(পুং) পরমেশ্বর, যাহার অন্ত নাই।

অনন্তাদ্যঘৃত—ইহা উপদংশ ও রক্তদুষ্টির মহৌষধ। প্রস্তুত প্রণালী চারি সের গব্য ঘৃত ও অনন্তমূলের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ অনন্তমূল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বড় এলাচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌলফল, যষ্টিমধু, মুষামাংসী, ত্রিফলা, তালমূলী, তেউড়ীমূল, বাখালশশা, নীলিমূল, আলকুশী বীজ প্রত্যেকে দুই তোলা। যথারীতি ঘৃতপাক করিতে হয়।

এই ঘৃত পূর্ব্বোক্ত রোগ ব্যতীত পুষ্টিকর এবং রসায়ন।

অনন্তানন্দ—(পুং) [অনন্তে বিষ্ণৌ আনন্দো যস্য] রামানন্দের বারজন শিষ্যের মধ্যে এক জন শিষ্য। ভক্তমালে এই বার জন শিষ্যের নাম লিখিত আছে—১ রঘুনাথ। ২ অনন্তানন্দ। ৩ কুবের। ৪ সুখানুর। ৫ জীব। ৬ পদ্মাবৎ। ৭ পীপা। ৮ ভবানন্দ। ৯ রুইদাস। ১০ ধন্ন। ১১ সেন। ১২ সুরসুর।

অনন্তানন্দগিরি—শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থের রচয়িতা। উক্ত গ্রন্থে উজ্জয়িনীস্থ মল্লদেশ এবং মল্লারি শিবের পূজা বর্ণিত আছে। [শঙ্করবিজয় ও মল্লারি দ্র°]

অনন্তানন্দ রঘুনাথ স্বামী—"ভগবন্নাম-কৌমুদী"-রচয়িতা লক্ষ্মীধরের পিতৃগুরু। ইঁহার পূর্ণ নাম শ্রীমদ্ অনন্তানন্দ রঘুনাথ যতি পরমহংস পরিব্রাজকার্য্য।

অনন্তার্য্য—১ সামানাধিকরণ্যবাদ ও শরীরবাদপ্রণেতা।

২ তর্কভাষাভাবপ্রকাশিকাব্যাখ্যা ও ন্যায়বিবেকরচয়িতা। ইনি অপ্পয়ার্য্যের পুত্র।

অনন্তাদ্যার—জনৈক গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থ ‘জাতিসাঙ্কর্য্যবাদ’।

অনন্তাসন—প্রধান পীঠ বা আসনভেদ। "চন্দ্রজ্ঞান" গ্রন্থে এই আসন ত্রিকোণাকার কথিত হইয়াছে। সুপ্রভেদাগম গ্রন্থের মতে এই আসন বা পীঠ দেবতার আনন্দোৎসব দর্শন বিষয়ে ব্যবহৃত হয়।

অনন্তাহ্নিক—ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থবিশেষ।

অনন্তী—স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী। (মৎস্যপু° ৪ ৩৩)

অনন্তেশ—অষ্ট বিদ্যেশ্বর মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি। অংশুমদ্ভেদাগমে এই মূর্ত্তির বর্ণনা এইরূপ—

"অনন্তশ্চতুর্ভুজঃ সৌম্যসর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
জবাপুষ্পনিভাকারঃ করণ্ডমকুটান্বিতঃ॥
সিতবস্ত্রধরঃ শান্তস্ত্রিনেত্রঃ পদ্মসংস্থিতঃ।
অভয়বরদোপেতো গঙ্গা (টঙ্ক ?) শূলধরস্তথা॥"

অর্থাৎ, ইনি সৌম্য-মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ, সর্ব্বাভরণভূষিত, জবাপুষ্পতুল্য রক্তবর্ণ, করণ্ড ও মকুটধারী, শ্বেতবস্ত্রপরিহিত, শান্ত ও ত্রিনেত্র। ইঁহার দুইখানি হস্ত অভয় ও বরদমুদ্রায় অবস্থিত, অপর দুই হস্তে টঙ্ক (?) ও শূল। [বিদ্যেশ্বর দ্র°]

অনন্তোপনিষৎ—একখানি উপনিষৎ।

অনন্ত্য—(স্ত্রী) [অনন্তভেদং যৎ] হিরণ্যগর্ভপদ। ২ ব্রহ্মপদ। ৩ অসীম।

অনন্দ—(ত্রি) [ন নন্দয়তি নন্দ-ণিচ্ অচ্ নঞ্-তৎ] আনন্দ জনক নহে। (বৃ° আর° উপ° ৪ ৪.১১) যাহারা আহ্লাদ করে না। (পুং) ২ কোনও নরকের নাম।

অনন্ন—(স্ত্রী) [ন অন্ন নঞ্ তৎ] অভোজনীয়, যাহা ভোজন করা যায় না। (শতপথব্রা° ১৪ ৯ ২ ১৪) (পুং) [নাস্তি অন্নং যস্য, বহুব্রী] ২ নিরন্ন, অন্নহীন।

অনন্য—(ত্রি) [ন অন্যঃ নঞ্-তৎ] অন্যভিন্ন। "অনন্যনারী কমনীয়মঙ্কং" (কুমার) যে ক্রোড় অন্য নারীরা কামনাও করিতে পারে না। [নাস্তি অন্যো যস্য]। ২ যাহার অন্য কেহ নাই। ৩ উদাসীন, অনধীন। "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" (গীতা° ৮ ২২)

অনন্য২—যুক্তপ্রদেশের এক হিন্দী কবির নাম। ইনি সম্ভবতঃ ১৭০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত বেদান্তধর্ম ও নীতিবিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অনন্যগতি—(স্ত্রী) পূর্ণস্রোত। ২ কেবল এক স্রোত রক্ষাকারী। ৩ যাহার অন্যগতি বা উপায় নাই।

অনন্যগতিক—(ত্রি) [নাস্তি অন্যা গতির্যস্য কপ্] অন্য-উপায় রহিত। "অনন্যগতিকে জনে বিগতপাতকে চাতকে" (উদ্ভটশ্লোক) ২ ইহাই একমাত্র আশ্রয়।

অনন্যগামিন্—(ত্রি) যে অন্যগামী নহে, অর্থাৎ এক ব্যক্তিভিন্ন দ্বিতীয় জনের নিকট যে গমন করে না।

অনন্যচিত্ত, অনন্যচেতস্—(ত্রি) অনন্যমনা, চিত্তকে যিনি এক বিষয়ে ন্যস্ত করিয়া রাখেন। "অনন্যচিত্তা সা রামে". (রামা ৫.৫৭.৮)

অনন্যচোদিত—(ত্রি) যিনি একমনে কোন কার্য্যে যোগদান করেন।

অনন্যজ—(পুং) [নাস্তি অন্যদ্ যস্মাৎ সর্ব্ববস্তূনাং তদাত্মকত্বাৎ অনন্যো বিষ্ণুঃ তস্মাৎ জায়তে, জন-ড, ৫-তৎ, অথবা, ন অন্যস্মাৎ স্বস্মাদেব যয়োধর্ম্মেণ মনসি জায়তে] কামদেব। "কুসুমেষুরনন্যজঃ" (অমর)।

অনন্যতা—(স্ত্রী) একনিষ্ঠা, একাগ্রতা, নিরালাপন

অনন্যদাস—যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোংড়া জিলার একজন হিন্দি কবি। শিবসিংহসরোজ নামক গ্রন্থে ইঁহাকে পৃথীরাজের সভা-কবি বলা হইয়াছে। ইঁহার রচিত 'অনন্যযোগ' নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অনন্যদৃষ্টি—(ত্রি) অন্যবিষয়ে যিনি দৃষ্টি প্রদান করেন না, অর্থাৎ এক বিষয়ে দৃষ্টি প্রদানকারী। একনিষ্ঠভাবে নিরীক্ষণকারী।

অনন্যদেব—(পুং) [নাস্তি অন্যদ্ যস্মাৎ সর্ব্ববস্তূনাং তদাত্মকত্বাৎ তাদৃশো দেবঃ] পরমেশ্বর। ২ বিষ্ণু।

অনন্যনিষ্পাদ্য—(ত্রি) অন্য দ্বারা পূর্ণ করিবার আবশ্যকতা যিনি বোধ করেন না। অথবা অন্য দ্বারা নিষ্পন্ন নহে।

অনন্যপর—(ত্রি) যাহা অন্যপর নহে, অনন্যনিষ্ঠ, একাগ্র, তন্ময়।

অনন্যপরায়ণ—(ত্রি) যাহা অন্যপরায়ণ বা অন্যাশ্রিত নহে। অনন্যাসক্ত, একপর। "ইদমনন্যপরায়ণমন্যথা হৃদয়সন্নিহিতে হৃদয়ং মম।" (শকু ৩ ১০৪)

অনন্যপ্রীবিতি- (দেশজ) অন্যপ্রীতিহীন, একান্ত অনুরাগ বা ভক্তি।

অনন্যপূর্ব্বা, অনন্যপূর্ব্বিকা—(স্ত্রী) [ন অন্যঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ, বহুব্রী] অন্যের অভুক্ত স্ত্রী। যে স্ত্রীকে পূর্ব্বে আর কেহ ভোগ করে নাই। ২ যে কন্যাকে পূর্ব্বে অন্য কেহ বিবাহ করে নাই।

'অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম।"

(যাজ্ঞবল্ক্য° ১৫২)

ব্রহ্মচর্য্যের পর সুলক্ষণা, অবিবাহিতা, মনোজ্ঞা, অসপিণ্ডা, ও বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে।

অনন্যভব—(ত্রি) যিনি অন্য হইতে উৎপন্ন নহেন, অর্থাৎ নিজে নিজেই উৎপন্ন।

অনন্যভাজ—(ত্রি) [ন অন্যং অন্যাং বা ভজতে, ভজ-ণ্বি উপপদস°] অন্য পুরুষকে বা অন্য স্ত্রীকে যে সেবা না করে।

"অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি সাতথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।
নহীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্॥"

(কুমার ৩.৬৩)

অনন্যভাব—(ত্রি) অন্যভাববিহীন। ২ কেবলমাত্র পরমেশ্বরের ধ্যানকারী।

অনন্যভূ—কামের নামান্তরবিশেষ।

অনন্যমনস্, অনন্যমনস্ক, অনন্যমানস—(ত্রি) যিনি মনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্যানবিষয়ে অর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি স্বীয় মনকে সম্পূর্ণরূপে এক বিষয়ে ন্যস্ত করিয়াছেন।

অনন্যযোগ্য—(ত্রি) অন্যের উপযুক্ত নহে।

অনন্যবিষয়—(ত্রি) যাহার অন্য বিষয় নাই, অনন্যবোধক, অনন্যগামী, অদ্বিতীয়গামী। (বিক্রমোর্ব্বশী ১.১)

অনন্যবিষয়াত্মন্—(ত্রি) অন্য বিষয়ে যিনি আত্মাকে প্রদান করেন না, অর্থাৎ একই বিষয়ে চিন্তাকারী।

অনন্যবৃত্তি—(ত্রি) [ন অন্যা বিভিন্না বৃত্তিঃ মনোবৃত্তির্যস্য, বহুব্রী] একরূপ মনোযুক্ত, যাহার মন অন্যদিকে যায় না।

নাস্তি অন্যা বৃত্তিঃ জীবনোপায়ো যস্য] ২ একমাত্র জীবনোপায়বিশিষ্ট, যাহার আর কোন জীবিকার উপায় নাই।

নন্যশরণ—(ত্রি) অনন্যাশ্রয়, একাবলম্বন।

নন্যশরণ্য—(ত্রি) যাহার অন্য শরণাগত রক্ষক নাই, অনন্যরক্ষক।

ন্যসাধারণ—(ত্রি) [অন্যস্য অন্যধর্মস্য সাধারণঃ সদৃশঃ, ৬-তৎ] অন্যধর্মের অসদৃশ, যে ধর্মের সমান ধর্ম নাই। অন্যের পক্ষে যে গুণাদি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—'অনন্যসাধারণরূপ' অর্থাৎ যে রূপ সচরাচর লোকের হয় না। "অনন্যসাধারণমেব কর্ম্ম" (কুমার°)

নন্যহৃত—(ত্রি) অপর কর্ত্তৃক হৃত নহে, সুরক্ষিত।

নন্যাদৃশ—(ত্রি) যিনি অপরের সমান নহেন, অসদৃশ।

নন্যানুভব—(পুং) প্রকাশাত্মন্ যতির গুরু।

নন্যার্থ—(ত্রি) অন্য অর্থহীন, প্রধান।

নন্যাশ্রিত—(ত্রি) যিনি অন্যের আশ্রিত নহেন, স্বাধীন, অথবা যিনি অপরের সাহায্য গ্রহণ করেন না।

নন্বয়—(ত্রি) [নাস্তি অন্বয়ঃ পরস্পরসম্বন্ধো যত্র, বহুব্রী] অন্বয়শূন্য, শব্দের পরস্পর অর্থ বুঝাইবার সম্বন্ধশূন্য।

২ (পুং) অর্থালঙ্কারবিশেষ। তাহার লক্ষণ, "উপমানোপমেয়ত্বমেকস্যৈব ত্বনন্বয়ঃ।" (সাহিত্যদর্পণ ১০ ৬৬৬) যেখানে একটী বস্তুকেই একবাক্যে উপমান ও উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাকেই অনন্বয় অলঙ্কার কহে। তাহার উদাহরণ—

"রাজীবমিব রাজীবং জলং জলমিবাজনি।
চন্দ্রশ্চন্দ্র ইবাতন্দ্রঃ শরৎসমুদয়োদ্যমে॥" (সা দ°)

শরৎ ঋতু আসিবার পূর্ব্বে পদ্ম পদ্মের ন্যায়, জল জলের ন্যায় এবং চন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় হইয়াছিল।

এখানে পদ্ম, জল ও চন্দ্রকে যথাক্রমে পদ্মাদির ন্যায় বলা হইয়াছে, তজ্জন্য ইহা 'অনন্বয়' অলঙ্কার। অনন্বয় অলঙ্কারে এক অর্থের বিভিন্ন শব্দ থাকিলে অলঙ্কারের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন, পদ্ম কমলের মত ; চন্দ্র সুধাংশুর মত ইত্যাদি, কিন্তু এক প্রকার শব্দ থাকিলে লাটানুপ্রাস হয়, তাহাই শুনিতে বেশ মিষ্ট।

"অনন্বয়ে চ শব্দৈক্যমৌচিত্যাদানুষঙ্গিকম্।
অস্মিংস্তু লাটানুপ্রাসে সাক্ষাদেব প্রয়োজকম্॥" (সা°দ°)

উচিত বলিয়া অনন্বয় অলঙ্কারেও এক শব্দ প্রয়োগ করিলে গান হয়, ফলতঃ তাহা আনুষঙ্গিক (অপ্রধান)। কিন্তু এই লাটানুপ্রাসে এক শব্দ সাক্ষাৎ প্রয়োজক অর্থাৎ লাটানুপ্রাসে এক শব্দ না থাকিলেই নয়।

নন্বিত—(ত্রি) অন্বয়রহিত, অসম্বদ্ধ। ২ শূন্য।

নপ—(ত্রি) [ন সন্তি আধিক্যেন আপো যত্র, অল্পত্ব বহুব্রী] যথানে অল্প জল থাকে। ২ পঙ্কাদি।

অনপকর্ম্মন্—(স্ত্রী) [ন অপকর্ম্ম অপাকরণং (নিরাকরণং) অভাবার্থে নঞ্-তৎ] অপাত্রে সৎপাত্র বুদ্ধিতে দ্রব্য দান করিয়া, কিম্বা ক্রোধাদি দ্বারা নিজ বস্তু দান করিয়া পুনর্ব্বার সেই বস্তুর গ্রহণ। ২ ঋণের অপকর্ম্ম—ঋণের অপরিশোধ। "দত্তস্যানপকর্ম্ম চ" (মনু ৮ ৪)। ৩ অনিরাকরণ। ৪ অপ্রত্যাখ্যান করণ। ৫ অনিন্দিত কর্ম্ম।

অনপকর্ষ—(পুং) উচ্চতা, শ্রেষ্ঠতা।

অনপকারিন্—(ত্রি) যিনি অপকার করেন না।

অনপকৃত—(ত্রি) অপকাররহিত।

অনপক্রিয়া—(স্ত্রী) ১ ত্যাগ না করা। ২ ঋণ পরিশোধ না করা।

অনপচ্যুত—(ত্রি) [ন অপ-চ্যু-ভাবে ক্ত, নাস্তি অপচ্যুতং বিনাশো যস্য, নঞ্-বহুব্রী] বিনাশরহিত। "অনপচ্যুতং সদসো ন ভূম" (ঋক্ ৪ ১৭.৪)

অনপত্য—(ত্রি) [নাস্তি অপত্যং সন্তানং যস্য বহুব্রী] অপত্যরহিত, সন্তানরহিত। "অনেন জাতেন সতা পিতরো নরকে ন পতন্তীতি অপত্যম্। অপত্যানাং পুত্রাণাম্ অহিতানি।" (মাধব) ২ অপত্যরাহিত্য। (অথর্ব্ব ১২.৪.২৫)। ৩ পতনকারণ।

অনপত্যক, অনপত্যবত্—(ত্রি) অপত্যরহিত, সন্তানহীন। (অথর্ব্ব ১৮.২ ৪৭)

অনপত্যতা—(স্ত্রী) অপত্যরাহিত্য।

অনপত্রপ—(ত্রি) [নাস্তি অপত্রপা অন্যহেতুকা লজ্জা যস্য, বহুব্রী] অন্যহেতুক লজ্জাহীন।

অনপনিহিত—(ত্রি) যাহা অস্বীকৃত নহে ; অথবা অঙ্গবিহীন নহে। (শতপথব্রা ২ ২ ১ ১৫)

অনপভ্রংশ—(পুং) [ন অপভ্রংশঃ, নঞ্-তৎ] অপভ্রংশ ভিন্ন। ২ ক্ষণরহিত। ৩ যাহা গলিয়া পড়ে না। ৪ ব্যাকরণনিষ্পন্ন সাধু শব্দ।

অনপয়তি—(অব্য) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, অতি প্রত্যূষে।

অনপর—(ত্রি) দ্বিতীয়বিহীন। "তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরম্" (শতপথব্রা° ১৪.৫.৫.১৯) ২ শিষ্যবিহীন। ৩ পূর্ণ ; এই অর্থে এই শব্দ ব্রহ্মের দ্যোতক।

অনপরাদ্ধ—(ত্রি) অনাহত। (অব্য) বিনা আঘাত। (শতপথব্রা° ১৪.২.২.২৮)

অনপরাধ—(ত্রি) অপরাধবিহীন। ২ নির্দ্দোষ (শতপথব্রা° ১.৩.৫.১০)

অনপরাধ ঘোষাল—যাত্রার দলের এক অধিকারী ও পালারচয়িতা।

অনপরাধত্ব—(স্ত্রী) অপরাধ হইতে মুক্ত, দোষ হইতে পৃথক্ (নিরুক্ত ১১.২৪)

অনপরাধিন্—(ত্রি) নিরপরাধ, অপরাধশূন্য।

অনপলায়ুক—(ত্রি) অতৃষিত।

অনপবাচন—(ত্রি) যাহার বার্ত্তালাপ হইতে বাহিরে যাওয়া অসম্ভব। ২ অভিলাষ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার অযোগ্য। (অথর্ব্ব° ৮৮৯)

অনপবৃজ্য—(ত্রি) ঘৃণাযোগ্য অশুভ পদার্থ হইতে পৃথক্। ২ অপবর্জ্জনীয়রহিত। "অনপবৃজ্যানপবর্জ্জনীয়রহিতান" (ঋক্ ১ ১৪৬ ৩ সায়ণ)

অনপব্যযন্ত্—(ত্রি) অপলায়মান, য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে। (ঋক্ ৬ ৭৫.৭)

অনপসর—(ত্রি) অনুপযুক্ত। (মনু ৮ ১৯৮) ২ অপ্রচলিত।

অনপসরণ—(ক্লী) বহিঃদ্বারের অভাব। (শতপথব্রা° ১ ৯ ৩ ১১) (পুং) বলাৎকারপূর্ব্বক অপরের কোন দ্রব্য অপহরণকারী ব্যক্তি।

অনপস্পৃশ্—(ত্রি) যে অস্বীকার করে না। "দেবানাং ধেনুরনপস্পৃগেষা" (অথর্ব্ব ১৩ ১ ২৭)

অনপস্ফুর্, অনপস্ফুর—(ত্রি) অনপবাধনীয়া (ঋক্ ৬ ৪৮ ১১) এই বিশেষণ শুধু গরুর সহিত ব্যবহৃত হয়, দুগ্ধ দোহনকালে যে (গাভী) পা তুলিয়া লাথি মারে না।

অনপহতপাপ্মন্—(ত্রি) পাপ হইতে অপৃথক্, যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য হইতে পৃথক থাকে না। (শতপথব্রা° ২ ১ ৩ ৪)

অনপহৃত—(ত্রি) যাহা অপহরণ করা হয় নাই।

অনপা—রুষ সাম্রাজ্যের দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত একটী বন্দর। য়েনিকেল প্রণালী হইতে ৪৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে রুষের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার্থ তুর্কগণ এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৯১, ১৮০৭ ও ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রুষসেনা পুনঃ পুনঃ এই দুর্গ দখল করিলেও পরে সন্ধি অনুসারে তাহা তুর্কহস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ক্রিমীয় যুদ্ধের সময় রুষেরা ঐ দুর্গ সমূলে ধ্বংস করিয়াছিল।

অনপাকর্ম্মন্—(ক্লী) [ন অপাকর্ম্ম অপাকরণং (নিরাকরণং) নঞ্ তৎ] অনিরাকরণ। ২ ঋণাদির পরিশোধ না করা।

অনপান—রাজর্ষি অঙ্গের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম দধিবাহন। অঙ্গের মাতা সুদেষ্ণার অপরাধে ইনি অপানবিহীন হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, একদা মহর্ষি দীর্ঘতমা কোন কারণে প্রীত হইয়া বিরোচনসুত বলিকে বর গ্রহণ করিতে বলেন। তদুত্তরে বলি বলিয়াছিলেন, "হে মহাভাগ! মদীয় ভার্য্যার গর্ভে আপনি কতিপয় পুত্র উৎপাদন করুন।" মহর্ষি "তথাস্ত" বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলে বলিরাজ ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দেবী সুদেষ্ণা ঋষিকে অন্ধ এবং বৃদ্ধ দর্শনে নিজে তাঁহার নিকট গেলেন না, স্বীয় ধাত্রেয়িকাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন। ধর্ম্মাত্মা ঋষি সেই শূদ্রার গর্ভে দুইটী মহৌজা পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহাদের নাম কক্ষীব ও চক্ষুষ। বলিরাজ দেখিলেন, দুইটী যথাবিধি বেদাধ্যায়ী, ব্রহ্মবাদী, জ্ঞানী পুত্র জন্মিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি ঋষিকে কহিলেন, "আমার এই দুইটী শ্রেষ্ঠতম প্রত্যক্ষধর্ম্মী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।" ঋষি বলিলেন, "না, ইহারা তোমার নহে, আমার পুত্র, তোমার ব্যপদেশে আমারই এই পুত্রদ্বয় শূদ্রযোনি হইতে জন্মিয়াছে। তোমার মহিষী সুদেষ্ণা আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ মনে করিয়া আমার অবমাননার জন্য স্বীয়া শূদ্রজাতীয়া ধাত্রেয়িকাকে মৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই শূদ্রা হইতেই এই দুই পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।" তচ্ছ্রবণে বলি ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া পত্নী সুদেষ্ণাকে পুনর্ব্বার তৎসকাশে প্রেরণ করিলেন। ঋষি দীর্ঘতমা তখন তাঁহাকে বলিলেন, "হে শুভে। নগ্নাবস্থায় লবণমিশ্র দধি দ্বারা মদীয় সর্ব্বাঙ্গ উপলিপ্ত হইলে তুমি যদি বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া আমার আপাদমস্তক লেহন করিতে পার, তাহা হইলে অভীষ্ট পুত্র লাভ করিবে।' দেবী সুদেষ্ণা ঋষির কথানুযায়ী সমস্ত কার্য্যই করিলেন, কিন্তু গাত্রলেহনকালে ঘৃণায় তদীয় অপানদেশ পরিত্যাগ করিলেন। তখন ঋষি কহিলেন "হে শুভে। যেহেতু তুমি অপানদেশ বর্জ্জন করিলে, সেইজন্য তোমার প্রথমে এক অপানবিহীন পুত্র উৎপন্ন হইবে।" দেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "হে মহাভাগ। আমায় ঈদৃশ পুত্র প্রদান করিবেন না।" ঋষি বলিলেন, "হে দেবি। ইহা তোমারই অপরাধের ফল, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। তবে সম্প্রতি তোমার পুত্র অপানবিহীন না হইয়া তোমার পৌত্রই ঐ প্রকার হইবে, এক্ষণ তোমায় এই বর প্রদান করিতেছি। তোমায় ঐ পৌত্র অপানবিহীন হইলেও তাহার যোগ্যতার অভাব হইবে না।" অনন্তর সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি বাক্যানুসারে অঙ্গের পুত্র দধিবাহনই অপানবিহীন হইয়া 'অনপান' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৯ অধ্যায়)

অনপায়—(ত্রি) অপায়হীন, নির্ব্বিঘ্ন, নিরাপদ্। (রামা° ৩ ৪৪ ১৯) ২ অনপচয়, অক্ষয়, বর্দ্ধিষ্ণু। (কিরাত° ২.১১)

অনপায₂—রাজা মরুত্তের অন্যতম পুত্র (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অনপায়িন্—(ত্রি) [ন অপৈতি অপগচ্ছতি অপ-ইণ-ণিনি নঞ্-তৎ] নিশ্চল, স্থির। "অনপায়িনি সংশ্রয়ৎ" (কুমার ৪ ৩১) ২ অবিনাশী। ৩ শাশ্বত, নিত্য। ৪ অনপায়যুক্ত, শুভকর, শিব।

অনপায়িপদ—(পুং) নিশ্চলপদ, পরমপদ; মোক্ষ।

অনপাবৃত্তৎ—(ত্রি) [অপাবর্ত্তনং অপাবৃৎ অপ-আ-বৃৎ-ভাবে

ক্বিপ্, নাস্তি অপাবৃৎ পুনরাবৃত্তির্যস্য, নঞ্ বহুব্রী] পুনরাবৃত্তিশূন্য। (ঋক্ ৬.৯৫) ২ যে পুনর্ব্বার আসে না।

অনপাশ্রয়—(ত্রি) কোন কিছুর বশীভূত নহে, স্বাধীন।

অনপিহিত—(ত্রি) [ন অপিহিতং আবরণং অপি ধা ভাবে ক্ত, তন্নাস্তি যস্য] আবরণশূন্য। "অনপিহিত আবরণশূন্যঃ" (রঘু)

অনপুংসক—(ক্লী) নপুংসক নহে অর্থাৎ ক্লীব নহে।

অনপূপীয়, অনপূপ্য—(ত্রি) অপূপের অযোগ্য অর্থাৎ পিষ্টকের অযোগ্য। [অপূপ দ্র°]

অনপেক্ষ—(ত্রি) [ন অপেক্ষতে অনুরূপতি অচ্, নঞ্-তৎ] অপেক্ষাশূন্য। ২ অনুরোধ রহিত। ৩ নিরপেক্ষ, উদাসীন। (রামা° ৫.৬১ ১৯) ৪ স্বাধীন, কামচারী। ৫ অপক্ষপাতী, সমদর্শী। ৬ অসম্বদ্ধ, সঙ্গতিহীন। ৭ লিপ্সাশূন্য, নিস্পৃহ। (গীতা ১২ ১৬) ৮ অনিচ্ছু।

অনপেক্ষতা—(স্ত্রী) ১ অপেক্ষার অভাব, নিরপেক্ষতা, নিঃস্পৃহতা, ঔদাসীন্য। ২ অযত্ন, অরক্ষণ। (হিতোপ° ২ ৯৩)

অনপেক্ষত্ব—(ক্লী) অপেক্ষাশূন্যতা। ২ অনুরোধরাহিত্য। ৩ পক্ষপাতশূন্যতা।

অনপেক্ষা—(স্ত্রী) অপেক্ষার অভাব।

অনপেক্ষিত—(ত্রি) লঙ্ঘিত, অতিক্রান্ত। "অনপেক্ষিতমর্য্যাদং লঙ্ঘিতশাস্ত্রমর্য্যাদং" (মনু ৮ ৩০৯ কুল্লূক) ২ অতর্কিত, অচিন্তিত। ৩ অনবেক্ষিত, অগণিত। ৪ অনন্বিত, অপ্রাসঙ্গিক।

অনপেক্ষিন্—(ত্রি) অপেক্ষাশূন্য। ২ অনুরোধরহিত।

অনপেক্ষ্য—(ত্রি) যাহা অপেক্ষার যোগ্য নহে। ২ অনুরোধের অযোগ্য।

অনপেত—(ত্রি) [ন অপেতং বহির্গতম অপগতং বা, নঞ্-তৎ] অবহির্গত। ২ অপেতভিন্ন। ৩ অনুগত। ৪ অনতিক্রান্ত। "ধর্ম্মাদনপেতবুদ্ধিঃ" (রামা° ৫ ৪৮.৭)

অনপোত নায়ডু—বেঙ্কটগিরির সামন্তরাজ শিঙ্গমরেড্ডির পুত্র। ইনি পিতার ন্যায় যোদ্ধা ছিলেন। চালুক্যরাজের অধীনস্থ পোলিগার সর্দ্দারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

অনপোত রেড্ডি—দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলার একজন সামন্তরাজ। সর্পবরমে ইঁহার রাজপাট ছিল। কোণ্ডবিড়ুর অনবেম রেড্ডি (১৩৩৯-১৩৬৯ খৃঃ) ইঁহার আত্মীয় ছিলেন। বেঙ্কটগিরিরাজ অনপোত নায়ডুর ভ্রাতা মাদনায়ড ইঁহাকে নিহত করেন।

অনপ্ত—(ত্রি) [ন আপ্তম্] অপ্রাপ্ত। (ঋক্ ৯.১৬.৩)

অনপ্নস্—(ত্রি) [নাস্তি অপ্নস্ রূপং যস্য, নঞ্ বহুব্রী] রূপহীন, কর্ম্মহীন। "আপ্নোতীতি অপ্নঃ"—কর্ম্ম অপত্য, রূপ, আশ্রয়। "অতয়া তা অনপ্নসঃ" (ঋক্ ২.২৩ ৯) "অনপ্নসঃ অরূপা।" (দুর্গাচার্য্য)

অনপ্প অপ্পরাও—হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত হাসানাবাদ এবং শঙ্করগিরি (পালোঞ্চ) পরগণার শাসনকর্ত্তা। ইনি ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সম্রাট্ কর্ত্তৃক উক্ত পরগণাদ্বয়ের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশ এই অধিকার ভোগ করে।

অনপ্সরস্—(স্ত্রী) যে স্ত্রী অপ্সরার মত নহে।

অনফা—(পুং) ফলিত জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ।

অনবেম রেড্ডি—কৃষ্ণা জেলার কোণ্ডবিড়ু জনপদের একজন রাজা। কোণ্ডপল্লী ও অমরাবতীর অমরেশ্বর-মন্দির ইঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইনি ১৩৩৯-১৩৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। [কোণ্ডবিড়ু দ্র°]

অনভিগ্রহ—(পুং) ভেদরহিত। ২ জৈন মতবিশেষ।

অনভিজ্ঞ—(ত্রি) [ন অভিজানাতি অভি-জ্ঞা-ক] অজ্ঞ, জ্ঞানশূন্য। ২ মূর্খ।

অনভিজ্ঞতা—(স্ত্রী) অজ্ঞতা, জ্ঞানরাহিত্য, মূর্খতা।

অনভিদ্রুহ—(ত্রি) দ্রোহশূন্য। (ঋক্ ২ ৪১ ৫)

অনভিধেয়—(ত্রি) [ন অভিধেয়ম্] অবাচ্য।

অনভিপ্রেত—(ক্লী) অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কার্য্য।

অনভিভব—(পুং) [ন অভিভব অভাবার্থে নঞ্-তৎ] অভিভবের অভাব, পরাজয়ের অভাব।

অনভিভবনীয়—(ত্রি) [ন অভিভবনীয়ং, নঞ্-তৎ] অপরাজেয়, যাহাকে পরাজয় করা যায় না।

অনভিভূত—(ত্রি) [ন অভিভূতং, নঞ্-তৎ] অপরাভূত, যে পরাজিত নহে।

অনভিমত—(ত্রি) [ন অভিমতং] অসম্মত। ২ বিরত।

অনভিম্লাত—(ত্রি) [ন অভি-ম্লৈ-ক্তন্] দীপ্যমান, প্রকাশমান।

অনভিম্লাতবর্ণ—(ত্রি) [ন অভি-ম্লৈ-ক্তন্ ন অভিম্লাতঃ ক্ষীণঃ বর্ণো যস্য, নঞ্-বহুব্রী] দীপ্যমান, প্রকাশমান। (ঋক্ ২.৩৫ ১৩)

অনভিম্লান—(ত্রি) অনুৎকণ্ঠিত।

অনভিরতি জাতক—বারাণসী ক্ষেত্রে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল এবং ৫০০ শত শিষ্য তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে একজন স্বরূপত্নীকে দুশ্চরিত্রা দেখিয়া কয়দিন পাঠাভ্যাস কালে উপস্থিত হয় নাই। পরে গুরুকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সে গুরুর নিকট সকল কথাই অকপটে নিবেদন করিল। তাহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য কহিলেন বৎস। স্ত্রীলোকের নিজস্ব বলিয়া কোন সম্পত্তি নাই, তাহারা

সকলের পক্ষেই সমান। এই কারণ জ্ঞানী জন তাহাদের দুর্বলতা দেখিয়াও তাহাদের উপর ক্রোধ করে না রাজপথ, নদী, প্রাঙ্গণ, অতিথিশালা বা পান্থনিবাস যেমন সাধারণকে আতিথেয়তা দানে বক্ষে তুলিয়া লয়, সেইরূপ দুর্বলা রমণীর তুচ্ছ চিত্তবৃত্তির বিভ্রান্তি হেতু কেহই কুপিত হয় না।

বোধিসত্ত্ব শিষ্যকে এই প্রকার শিক্ষা দান করিলে সে রমণী মণ্ডলীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং আচার্য্যপত্নীও যখন শুনলেন যে, তাঁহার স্বামীও তাঁহার দুশ্চরিত্রের কথা অবগত হইয়াছেন তখন হইতে তিনিও পাপপথ পরিত্যাগ করিলেন।

অনভিরূপ—(ত্রি) কুরূপ অর্থাৎ কুৎসিৎ রূপশালী।

অনভিলক্ষিত—(ত্রি) চিহ্নবিহীন। ২ ধূর্ত্ত।

অনভিলাষ—(পুং) [ন অভিলাষঃ অভাবে নঞ্-তৎ] অভিলাষের অভাব, বাঞ্ছার অভাব। (ত্রি) [নাস্তি অভিলাষো যস্য, নঞ্ বহুব্রী] অভিলাষশূন্য।

অনভিলাষিন—(ত্রি) বাঞ্ছারহিত।

অনভিব্যক্ত—(ত্রি) [ন অভিব্যক্তং প্রকাশিতং, নঞ্ তৎ] অপরিস্ফুট অব্যক্ত।

অনভিশস্ত—(ত্রি) [ন আত শস-ক্ত, নঞ-তৎ] অনিন্দিত। অপরিবাদগ্রস্ত। (ঋক্ ৯৮৮৭) । ২ প্রশস্ত। নিরুক্তে অনভিশস্ত শব্দের দশটী পর্য্যায় লিখিত হইয়াছে—১ অভ্রেমা। ২ অনেদ্য। ৩ অনেদ্য। ৪ অনবদ্য। ৫ অনভিশস্তা। ৬ উক্থ্য। ৭ সুনীথ। ৮ পাক। ৯ বাম। ১০ বয়ুন।

অনভিশস্ত্য—(ত্রি) [ন অভিশস্তিং নিন্দামর্হতি অনভিশস্ত্যঃ, নঞ তৎ] অনিন্দনীয়। ২ প্রশস্ত।

অনভিষঙ্গ—(পুং) সম্বন্ধ অথবা প্রেমের অভাব।

অনভিসংহিত—(ত্রি) [ন অভিসংহিতম্, নঞ-তৎ] কোন ফলের উদ্দেশে অভিসন্ধি করিয়া যাহা করা হয় না।

"পিতৃমতে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদায়েঽনভিসংহিতেষু॥"(রুচি)

অনভিসন্ধান—(স্ত্রী) অভিসন্ধানের অভাব। ২ প্রয়োজনাভাব।

অনভিসন্ধি—(পুং) [অনভিসন্ধান দ্র°]

অনভিসম্বন্ধ—(ত্রি) সম্বন্ধরহিত।

অনভিস্নেহ—(ত্রি) অভিস্নেহশূন্য; যে স্নেহ করে না। ২ ক্লেশরহিত।

অনভিহিত—(ত্রি) [অভি-ধা-ক্ত, ন অভিহিতং নঞ-তৎ] অনুক্ত, অকথিত। ২ অবদ্ধ, অর্থাৎ যে বদ্ধ নহে। (শতপথব্রা° ৩.২.৪.১৮)

অনভিমত—(ত্রি) নির্মুল, প্রভ্রমরহিত। (ঋক্ ৪.৩৩.১) (পুং) সর্বের উপাধিবিশেষ।

অনভীষ্ট—(ত্রি) [অভি-ইষ-ক্ত; ন অভীষ্টং, নঞ্-তৎ] অভীষ্ট ভিন্ন, অবাঞ্ছিত। ২ অনিষ্টকর।

অনভ্যনুজ্ঞা—(স্ত্রী) [ন-অভি-অনুজ্ঞা] আজ্ঞার অভাব, আদেশের অভাব।

অনভ্যাসিত, অনভ্যস্ত—(ত্রি) অভ্যাস করা হয় নাই। ২ যিনি অভ্যাস করেন না।

অনভ্যাবৃত্তি—(স্ত্রী) [ন অভ্যাবৃত্তিঃ অভ্যাসঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] অভ্যাসের অভাব। [নাস্তি অভ্যাবৃত্তিঃ পুনরাগমনং যস্য] পুনরাগমনরহিত।

অনভ্যাস—(ত্রি) দূরবর্ত্তী, নিকটবর্ত্তী নয়।

অনভ্যাসমিত্য—(ত্রি) [ন অভ্যাসে নিকটে ইত্যং গম্যম্ ইণ-কর্ম্মণি ক্যপ্] যাহার নিকটে যাইতে নাই।

অনভ্রক—(পুং) বৌদ্ধ দেবতাবিশেষ। ২ (ত্রি) মেঘরহিত।

অনম—(পুং) যিনি অন্যকে প্রণাম করিবার প্রয়োজন বিবেচনা করেন না, এইরূপ ব্যক্তি। ২ ব্রাহ্মণ।

অনমতগ্গসংযুত্ত—সংযুক্ত-নিকায়ের প্রকরণবিশেষ। বুদ্ধদেব বলেন যে ব্যক্তি অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন এবং কামনার বন্ধনে আবদ্ধ তাহার আরম্ভ বুঝিতে পারা যায় না। (সংযুক্তনিকায়, ২য় খণ্ড, ১৭৮-১৯৩ পৃঃ)

অনমল—অনোমা। [অনোমা দ্র°]

অনমলয়—[আনমলয় অর্থাৎ হস্তীপর্ব্বত।] মাদ্রাজ প্রদেশস্থ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কোয়ম্বতোর জেলাস্থ একটী পর্ব্বতশ্রেণী। অক্ষা° ১০°১৩′৪৫″ হইতে ১০°৩১′৩০″ উ°; দ্রা° ৭৬°৫২′৩০″ হইতে ৭৭°২৩′ পূ°। অনমলয় পর্ব্বতমালা বেষ্টন করিয়া একটী 'তরাই' অবস্থিত। উহা গভীর অরণ্যে পূর্ণ। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে এই তরাই ভয়ঙ্কর। কিন্তু ইহার উচ্চস্থ স্থান স্বাস্থ্যকর। এখানে বহু প্রকার ফুলের চাষ করা যায়। কতকগুলি ছোট ছোট নদী ঐ স্থানে প্রবাহিত। স্থানটীর সৌন্দর্য্য ও শোভা অতীব মনোরম। এই স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণের উপযোগী প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বৃক্ষাদির কাষ্ঠও বিশেষ উপকারে আসে। এই স্থানে অনেকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য আগমন করিয়া থাকেন।

অনমলয় পর্ব্বতমালা দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত; উচ্চতর পর্ব্বতমালা ও নিম্নতর পর্ব্বতমালা। উচ্চতর পর্ব্বতশ্রেণী ৬০০০ ফুট হইতে ৮০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। সে গুলি ভীষণ অরণ্যে পূর্ণ। উহার মধ্যে মাইকেল উপত্যকা অবস্থিত। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন মাইকেল ঐ স্থান আবিষ্কার করেন। নিম্নতর পর্ব্বতমালা গড়ে প্রায় ২০০০ ফুট উচ্চ। এই পর্ব্বতশ্রেণীস্থিত অরণ্যের কাষ্ঠসমূহ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। এই অরণ্য স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের

অধীনে রক্ষিত। শিক্ষিত হস্তী দ্বারা অরণ্য হইতে কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা হয়। অনেক কাষ্ঠ নদীর জলে ভাসাইয়া বেপুরে লইয়া যাওয়া হয়। অনেক কাষ্ঠ গাড়ীর সাহায্যে পোত্তনুর বা কোয়ম্বাত্তোর নগরে আনা হয়। অন্যান্য কাষ্ঠ অনমলয় নগর হইতেই বিক্রীত হয়। এই সমুদয় কাষ্ঠাদি কর্ত্তনের কার্য্যে পালঘাটের মলয়ালম জাতীয় কাঠুরিয়াগণ বিশেষ দক্ষ।

প্রধান শিখরগুলির মধ্যে আনমুড়ি, তলক, কথু-মলয়, কুমারিকল ও কড়িনকোল প্রধান। আনমুড়ির উচ্চতা ৮৮৩৭ ফুট, তলকের উচ্চতা ৮১৪০ ফুট, কথুমলয়ের উচ্চতা ৮৪০০ ফুট, কুমারিকলের উচ্চতা ৮২০০ ফুট ও কড়িনকোলের উচ্চতা ৮৪৮০ ফুট্। আনমুড়ি শিখর দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম শিখর। উহার নিম্নতম আর পাঁচটী শিখর গড়ে প্রায় ৭২০০ ফুট উচ্চ। এখানকার আবহাওয়া ভাল।

অনমলয় পর্ব্বতমালা অনেকাংশে নীলগিরি-পর্ব্বতমালার সদৃশ। অরণ্যে বহু হস্তী পাওয়া যায়। পর্ব্বতের অধিকাংশই জনশূন্য। উত্তর ও পশ্চিম ভাগে কাদান ও মলসারগণ বাস করিয়া থাকে। অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে পুলৈয়ান জাতির বাস। কাদানেরা শিকারী, বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ। ইহাদের দেহাবয়ব আফ্রিকাবাসীদের মত। বিবাহের সময় ইহারা উপরের পাটীর দাঁত ঘর্ষণ করিয়া থাকে। মলসারগণ অপেক্ষাকৃত সভ্য। ইহাদের কতকগুলি সামাজিক নিয়ম আছে। ইহারা প্রায়ই কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। পুলৈয়ানগণ বন্য জাতি। পাঁচটী গ্রাম লইয়া ইহাদের বাসস্থান। ইহারা ভূত প্রেতের পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহরীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আহার্য্যের মধ্যে ইহাদের কোন বাধা নিষেধ নাই, যে কোন দ্রব্য ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। মুদুবনগণ অপেক্ষাকৃত নিম্নতন জাতি। ইহারা ভ্রমণশীল। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সামাজিক রীতি নাই। গৃহপালিত পশ্বাদি লইয়া ইহারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ায় ও স্থানে স্থানে বাসের জন্য কুঁড়ে প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করে। এক এক স্থানে ইহারা এক বৎসরেরও অধিক সময় বাস করে। পুলৈয়ানদের মত ইহারাও ভূত প্রেতের পূজা করিয়া থাকে।

এই পার্ব্বত্য জাতিগুলির সকলেই পশু শিকার করিয়া খায়। উহারা বন্য ফল, গালা, মোম প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। অনমলয়ের উপত্যকায় সুন্দর 'কফি'র চাষ হয়। উহাই লাভজনক উৎপন্ন পণ্য। ধানের চাষই প্রধান; তবে ছোলার চাষও উল্লেখযোগ্য।

অনমলয়—মাদ্রাজের কোয়ম্বত্তোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১০°৩৫´ উ°; দ্রা° ৭৬°৫৯´০০″। অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। পালঘাট হইতে ২৭ মাইল ও অনমলয় পর্ব্বতপাদমূল হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। কতকগুলি ছোট ছোট গ্রাম এই নগরের উপকণ্ঠে বিরাজিত। অনমলয় পর্ব্বতের অরণ্যজাত কাষ্ঠাদি এই স্থানে বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়। এখানে প্রাচীন শিলালিপিযুক্ত বিধ্বস্ত শিবমন্দির, প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির, চক্রগিরিদুর্গ, জৈন কালদুর্গ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। স্কন্দপুরাণে এখানকার স্থানমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

অনমালা—নামান্তর অনোমা [অনোমা দ্র°]

অনমাসমুদ্রাপেত—মাদ্রাজ প্রদেশান্তর্গত নেল্লুর জেলায় একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৪ ৪১´৪০″ উ°, দ্রা° ৭৯°,৪৩´ পূ°। একটী সুন্দর মসজিদের জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধ। মাদ্রাজ প্রদেশস্থ প্রাচীনতম মসজিদগুলির মধ্যে এই মসজিদটী অন্যতম। খ্বাজা রহমতুল্লা এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। এখানে খ্বাজা রহমতুল্লার সম্মানরক্ষার্থ প্রতি বৎসর নয় দিবসব্যাপী 'উরুস্' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অনমিতম্পচ—(ত্রি) কৃপণ। ২ প্রথমে পরিমাণ করা হয় নাই যে বস্তু, সেই বস্তুর পাক না হওয়া।

অনমিত্র—(ত্রি) [নাস্তি অমিত্রং শত্রুর্যস্য, নঞ্ বহুব্রী] শত্রুশূন্য, যাহার শত্রু নাই। (পুং) ২ যুধিষ্ঠির। ৩ বৈদিক যুগের এক নৃপতি। "অসপত্নোঽয়ং ব্রাহ্মণোঽনমিত্রো রাজেতি" (নিরুক্তে উদ্ধৃত নিগম) ৪ বৃষ্ণির পৌত্র। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইনি সুমিত্রের পুত্র। ভাগবতের মতে ইনি যুধাজিতের সন্তান। ৫ পরপুরঞ্জয়রাজ বৃষ্ণির দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রীর গর্ভজাত তৃতীয় পুত্র। ইহার পুত্র নিঘ্ন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৬ ৪-১৯)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে বৃষ্ণিপুত্র অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয়। এই শিনির পুত্র সাত্যকি। (৯৬.৯৯ ১০০)

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে সূর্য্যবংশ-বর্ণনপ্রসঙ্গে নিঘ্নের পুত্র অনমিত্র (সৃ° ৮অঃ) এবং অন্ধক-বংশে ক্রোষ্টুর ভার্য্যা গান্ধারী হইতে সুমিত্র এবং মাদ্রীগর্ভে যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ুষ, অনমিত্র ও শিনি এই পঞ্চ পুত্রের উল্লেখ দেখা যায়। (পদ্মপু° সৃ° ১৩ অধ্যায়) কূর্ম্মপুরাণে এই বংশপর্য্যায়ের কিছু ব্যতিক্রম আছে। তথায় বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র, অনমিত্র ও শিনি এবং অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন উল্লিখিত হইয়াছে। (কূর্ম্মপু° ২৪.৪০-৪১)

অনমীব—(ত্রি) [ন বিদ্যতে অমীবো রোগো যস্য, নঞ্ বহুব্রী] রোগহীন। ২ মানসদুঃখবর্জ্জিত। "অমীবা রোগঃ, তদ্বর্জ্জিতাঃ মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ" (ঋক্ ১০.১৮.৭ সায়ণ)

অনমৃদের—রাজপিপ্লায় রেবাকান্থার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। ১৪১১-১৪৪৩ খৃঃ ১ম সুলতান আহম্মদ খাঁর পরামর্শদাতা সেখ আহম্মদ খত্তগঞ্জ

সাহেবের জন্মোৎসব-স্মরণার্থ এই মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান। উক্ত মুসলমান সাধু আহমদাবাদের নিকটবর্ত্তী সরখেজ গ্রামে বাস করিতেন।

অনম্বর—(পুং) [নাস্তি অম্বরং কচ্ছসহিতবস্ত্রং যস্য নঞ্. বহুব্রী] বৌদ্ধবিশেষ। (ত্রি) ২ বস্ত্রশূন্য, নেংটা।

অনম্বার—বেলুচিস্তানে প্রবাহিত একটী নদী। ইহার অপর শাখা দ্বয়ের নাম নারী ও বেজি। ইহা স্পিররাঘা নামক স্থানের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া প্রায় ৩০০ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার উপরাংশের নাম লোরালই। লোরা লই সোহান নদীর সঙ্গমস্থল হইতে কিছুদূর আসিয়া ইহা অনম্বার নামে প্রবাহিত হইয়াছে। মারবি প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ইহা বেজি নামে পরিচিত। বাবর কচ্ছের নিকটে উত্তরপশ্চিম দিক হইতে দাদা এবং সাঙ্গান নদীদ্বয় আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে কচ্ছের সমতল ভূমিতে আসিয়া কএকটী শাখায় পুষ্টকলেবর হইয়া ইহা অবশেষে সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে।

এই নদীতে সময় সময় প্রবল বন্যা হইয়া থাকে লোরালই জেলার কৃষিকার্য্য এই নদীতে অস্থায়ী বাঁধ বাঁধিয়া নির্ব্বাহিত হয়। [নারী দ্র°]

অনয়—(পুং) [নয়তি চালয়তি ব্যসনং দৈবলৌকিকবিষয়ান বা নী-অচ্ নয়ঃ] "নয়ঃ স্যাদ্বৈগমাদিষু নীতিদ্যূতভেদয়োঃ।" (হেমচন্দ্র) নয় শব্দে নৈগম, নীতি ও পাশাখেলাবিশেষকে বুঝায়। তদ্ভিন্ন স্তায্য এবং নেতাকেও বুঝাইয়া থাকে।

[ন নয়ঃ বিরোধার্থে নঞ্-তৎ] নিগমের বিরুদ্ধ। অশুভ দৈব ঘটনা। [ন অপ্রশস্তঃ নয়ো নীতিঃ] মন্দ-নীতি, দুর্নয়। (অভাবার্থে নঞ্)—নয়ের অর্থাৎ নীতির অভাব, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, সংস্থা, আসন এবং দ্বৈধীভাব এই ষাড্‌গুণ্য প্রয়োগের অভাব, আপদ্। (বিরোধার্থে নঞ্)—প্রচলিত প্রথার বিপরীত পাশাখেলা, জুয়াখেলা। দক্ষিণদিক্ হইতে বড়ে চালিয়া আনা। "ব্যসনান্যশুভং দৈবং বিপদিত্যনয়াস্ত্রয়ঃ।" (অমর) ১ ব্যসন,—দ্যূতাদিক্রীড়া। ২ অশুভ,—দৈবঘটনা। ৩ বিপদ—বিপত্তি।

অনয়ন—(ত্রি) চক্ষুরহিত।

অনরক—যমুনার পশ্চিমভাগস্থিত এক তীর্থ। এখানে অব গাহন করিলে স্বর্গে গমন হয় এবং এখানে দেহত্যাগ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে স্নাত ও পবিত্র হইয়া যিনি এই তীর্থস্থলে ধর্ম্মরাজের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। (কূর্ম্মপু° পূর্ব্বভাগ, ৩৮ ৫-৬)

অনরণ্য—(পুং) [অনং জীবনপর্য্যন্তং রণে সাধুঃ] সূর্য্যবংশের জনৈক রাজার নাম। রাবণ দিগ্বিজয় করিতে গিয়া যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন, তখন অনরণ্য তথাকার রাজা। রাবণ কহিলেন,—'রাজন। হয় তুমি আমার শরণাগত হও, কিম্বা এস, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করি।' অনরণ্য রাবণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শেষে তিনি অভিভূত হইয়া বলিলেন, 'আমি প্রাণপণ করিয়া তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিতাম, কিন্তু আমার সে ইচ্ছা হইতেছে না। আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত দিলাম, আমার বংশে রাম নামে মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতি জন্মিবেন। তাঁহার হাতেই তোমার প্রাণনষ্ট হইবে।' (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১৯ অ°)। ২ বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইনি সম্ভূতের পুত্র।

৩ ইন্দ্রসাবর্ণিবংশীয় নৃপতি মঙ্গলাবর্ণ্যের এক পুত্র অনরণ্য। ইঁহার একশত পুত্র ও পদ্মা নাম্নী এক কন্যা ছিল।

৪ হরিবংশে লিখিত আছে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের দুই পুত্র অনমিত্র ও রঘু। (হরিবংশ) শিবপুরাণ মতে অনরণ্যের পুত্র মুণ্ডীদ্রুহ এবং তাঁহার পুত্র রামচন্দ্রের প্রপিতা মহ নিষধ। (শিবপুরাণ)

৫ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ত্রসদস্যুর এক তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র হর্য্যশ্ব। (ভাগবত)

৬ সূর্য্যবংশীয় বিষ্ণুবৃদ্ধের এক পুত্র। ইঁহার তনয় বৃহদশ্ব, তাঁহার পুত্র হর্য্যশ্ব।

৭ সগরবংশীয় নাভাগের পুত্র অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। (পদ্মপু° সৃষ্টি°)

৮ মান্ধাতার তনয় পুরুকুৎস, পুরুকুৎসের পুত্র অনরণ্য ও অনরণ্যের পুত্র হর্য্যশ্ব। (বৃহদ্ধর্ম্মপু°)

অনরুস—(ত্রি) অনাহত। (শতপথব্রা° ৩ ১ ৩ ৭)

অনর্ক—নরপতি দিবোদাসের তনয় প্রতর্দ্দন, প্রতর্দ্দনের তনয় ভর্গ ও বৎস, বৎসের তনয় অনর্ক। (অগ্নিপু°)

অনর্ক, অনর্কা—ইহারা পুরুষাদ পিশাচগণের গণবিশেষ। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৯ ২৬১)

অনর্কচতুর্দ্দশী—(স্ত্রী) কার্ত্তিকমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী। এই দিন হনুমানের জন্মতিথি। অনেক রামভক্ত ব্যক্তি ঐ দিনে ধূমপান করিয়া থাকেন। কাশীতে ঐ দিন একটী মেলা হয়।

অনর্কাভ্যুদিত—(পুং) [ন অর্কঃ সূর্য্যঃ অভ্যুদিতে যস্মিন কালে, নঞ্ বহুব্রী]

'অনর্কাভ্যুদিত' এই শব্দ সাধিতে কেহ কেহ ঈষদর্থে নঞ করিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও বাচস্পত্য-অভিধানে

ঐ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। যথা—"ন ঈষৎ, অর্কোঽভ্যুদিতো যস্মিন"। অর্থাৎ যে সময়ে অল্প সূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি ও অর্থের পর বাচস্পত্য অভিধানে উক্ত শ্লোকের আখ্যান উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যথা—("অনর্কাভ্যুদিতে কালে মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ইতি যম) 'মাঘমাসি রটন্ত্যাপঃ কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ' ইত্যনেনৈকবাক্যত্বাৎ নঞ্ ঈষদর্থতা।" অর্থাৎ "অনর্কাভ্যুদিতে" এবং "কিঞ্চিদভ্যুদিতে রবৌ" এই দুই শ্লোকের একবাক্যতা হেতু নঞের ঈষদর্থতা বুঝাইতেছে।

বাচস্পতি মহাশয়ের সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। কিন্তু স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য তিথ্যাদিতত্ত্বে এ মতের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যত্তু উদয়বেলায়াং সূর্য্যোদয়বেলায়াম অনর্কাভ্যুদিত ইতি ঈষদর্থে নঞ্ ইতি ব্যাখ্যানং তৎ সমুদ্রকরভাষ্যধৃত 'সতারব্যোমকালে' ইত্যর্দ্ধানবলোকনেনেতি।'

উদয়বেলা অর্থাৎ সূর্য্যোদয়বেলা অনর্কাভ্যুদিত, এখানে ঈষদর্থে নঞ এই প্রকার ব্যাখ্যা যাহারা করিয়া থাকেন, সে সকল লোক সমুদ্রকরভাষ্যধৃত—'সতারব্যোমকালে'—শ্লোকের অর্দ্ধেক অংশ দেখেন নাই। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকাল, যে কালে সূর্য্য উদয় হয় নাই, অরুণোদয় কাল।

অনর্কাভ্যুদিতে কালে মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী।
সতারব্যোমকালে তু তস্যাং স্নানং মহাফলম।"

মাঘমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে আকাশে নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে স্নান করিলে মহাফল হয়।

অনর্গল—(ত্রি) [নাস্তি অর্গলং প্রতিবন্ধকং যস্য নঞ্ বহুব্রী] অপ্রতিবন্ধক, ব্যাঘাতশূন্য। ২ অবিরত।

'তারা তারা বলি সদা হয়ে তারা হারা।
নয়ন যুগলে গলে অনর্গল ধারা॥"

অনঘ—(ত্রি) [নাস্তি অর্ঘো মূল্যং যস্য, নঞ্ বহুব্রী] অমূল্য, যাহার মূল্য হয় না।

অনর্ঘতা—(স্ত্রী) অমূল্যতা।

অনর্ঘরাঘব—(স্ত্রী) রাঘবচরিতবিষয়ে মুরারিমিশ্র-বিরচিত একখানি নাটক।

অনর্ঘশীল—(পুং) [অনর্ঘং অমূল্যং শীলং স্বভাবো যস্য, বহুব্রী] অমূল্যস্বভাবশালী। ২ যাহার উৎকৃষ্ট স্বভাব।

"স মৃণ্ময়ে বীতহিরণ্ময়ত্বাৎ পাত্রে নিধায়ার্ঘ্যমনর্ঘশীলঃ।
শ্রুতপ্রকাশং যশসা প্রকাশঃ প্রত্যুজ্জগামাতিথিমাতিথেয়ঃ॥"
(রঘু ৫ ২)

"মূল্যো পূজাবিধাবর্ঘ ইতি, শীলং স্বভাবে সদ্বৃত্তে ইতি চামরশাশ্বতৌ" (মল্লিনাথ)

অনর্ঘ্য—(ত্রি) [ন অর্ঘ্যঃ পূজ্যো যস্য যস্মাদ্বা, নঞ বহুব্রী] অনর্ঘ বা পূজাশূন্য। ২ অত্যন্ত পূজনীয়, যাহার চেয়ে পূজনীয় নাই।

অনর্থ—(পুং) [ন অর্থঃ প্রয়োজনং বিরোধার্থে নঞ-তৎ] অনিষ্ট। ২ অনিষ্টহেতুক অধর্ম। (পুং) [নাস্তি অর্থো যস্য, বহুব্রী] ৩ অভীষ্টরহিত। ৪ বিষ্ণু। (ত্রি) [নাস্তি অর্থঃ অভিধেয়ঃ প্রয়োজনং বা যস্য] ৫ বাচ্যশূন্য। ৬ প্রয়োজনরহিত।

অনর্থক—(স্ত্রী) [নাস্তি অর্থ অভিধেয়ো যস্য অপ্রাশস্ত্যে কপ্ অন্ত নঞ বহুব্রী] সমুদায় অর্থশূন্য। ২ প্রলাপ। ৩ অসম্বদ্ধ বাক্য। (ত্রি) ৪ ব্যর্থ বাক্য। [নাস্তি অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য, নঞ্ বহুব্রী] ৫ যাহার কোন প্রয়োজন নাই।

অনর্থকর—(ত্রি) নিষ্প্রয়োজন। ২ নিরর্থক কার্য্যকারী। ৩ হানিকারক। ৪ অনিষ্টকারী।

অনর্থত্ব—(স্ত্রী) অপ্রয়োজনীয়তা।

অনর্থদর্শিন্—(ত্রি) নিরর্থক বিষয়ে বিচারকারী।

অনর্থনাশিন্, অনর্থনাশী—(ত্রি) অনর্থনাশকারী। (পুং) ২ শিব।

অনর্থবুদ্ধি—(ত্রি) অধমবুদ্ধিশালী, নিরর্থকবুদ্ধিযুক্ত।

অনর্থভাব—(ত্রি) কলুষিত ইচ্ছা বা ভাবযুক্ত।

অনর্থলুপ্ত—(ত্রি) [ন দৃষ্টেন অর্থেন লুপ্তম্, নঞ্-তৎ] দৃষ্ট অর্থ যাহার লুপ্ত নাহ। ২ যাহার অর্থ স্পষ্টই জানা যায়।

অনর্থসংশয়—(ত্রি) ধনভয়রাহিত্য।

অনর্থান্তর—(স্ত্রী) [ন অর্থান্তরং, নঞ্ তৎ] যার অন্য অর্থ নাই।

অনর্থ্য—(ত্রি) নিষ্প্রয়োজন।

অনর্পণ—(স্ত্রী) কাহারও বশীভূত না হওয়া, নিজেকে কাহারও হস্তে অর্পণ না করা। (অথর্ব্ব ১২ ৪ ১৩)

অনর্ব্ব—(ত্রি) [অর্ব্ব্-অচ অর্ব্বঃ গতিঃ শৈথিল্যং স নাস্তি যস্য, নঞ বহুব্রী] অশিথিল। (ঋক্ ১ ১৬৪ ২)

অনর্ব্বন্—(ত্রি) [ঋ বনিপ্ অর্ব্বা তুরঙ্গগর্হ্যয়োঃ। ততো নঞ্] অনন্যাশ্রিত। ২ স্বতন্ত্র। "অনর্ব্বাণং বৃষভং মন্দ্রজিহ্বম।" (ঋক্ ১ ১৯০.১) [ভ্রাতৃব্যঃ (ভ্রাতুষ্পুত্রঃ শত্রু) ততো ন অর্ব্বা নঞ্-তৎ] ৩ শত্রুভিন্ন, ভ্রাতুষ্পুত্রাদি নিজ পিতৃযোগ্য অংশ গ্রহণ করে, এইজন্য তাহারা শত্রু বলিয়া কথিত হয়।

৪ [গচ্ছতি অধ্বানং প্রাপয়তি অধ্বনঃপারমিতি বা অর্ব্বা অশ্বঃ] অশ্বশূন্য। (নিরুক্ত)

অনর্ব্বা—বৃত্রাসুরের সহচর এক অসুর। (শ্রীমদ্ভাগবত)

অনর্ব্বিশ—(ত্রি) [অনসা শকটেন বিশতি প্রাপ্নোতি বিশ কিপ, ৩ তৎ] যে শকটদ্বারা কাষ্ঠ আনিতে বনে যায়। ২ গন্তব্য স্থলে গমন করিতে অসমর্থ। "অনর্বিশে পশ্বিষে তুরায়" (ঋক্ ১.১২১.৭) (পুং) ৩ সারথী।

অনর্শনি—(পুং) [নঞ্ উপসর্গ এবং শস্ (আদানসংবরণে) ধাতু

হইতে ব্যুৎপত্তি ধরিলে অনর্শনি শব্দ হইবে, যাহা (প্রবাহ) সংবরণ অর্থাৎ রোধ করে] ঋগ্বেদোক্ত জনৈক দাসরাজ। ইন্দ্র জল প্রেরণ করিয়া অনর্শনি, পিপ্রদাস, সৃবিন্দ ও অহীশুবকে বধ করিয়াছিলেন (ঋক্ ৮ ৩২ ২)। বোধ হয় অনর্শনি অনাবৃষ্টির দেবতারূপে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

অনর্শরাতি—(ত্রি) [অর্শশব্দোঽশ্লীলবাচী। রাতেঃ ক্তিন ইতি রাতির্দানম্। অশ্লীলবিষয়া রাতির্দানং যস্য সোঽর্শরাতিঃ পাপকদানস্তদ্বিপরীতোঽনর্শরাতিঃ। (ইতি দেবরাজ)] যিনি পাপিষ্ঠ ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে দান করেন, সৎপাত্রে দাতা। অপাপকদান। 'অনর্শরাতিং বসুদামুপস্তুহি।" (ঋক্ ৮ ৮৮ ৪)

অনর্হ—(পুং) [ন অর্হঃ যোগ্যঃ, নঞ্ তৎ] অযোগ্য, যোগ্যতা হীন, ক্ষমতাহীন, যোগ্যের অভাব। "অনর্হাস্মনুরব্রবীৎ (মনু ৩ ১৫০)

অনর্হ্যতা—(স্ত্রী) যথোপযুক্তরূপে পরিমাণ না হওয়ার অবস্থা। ২ অপর্য্যাপ্ততা, অনুপযুক্ততা।

অনল—(পুং) [নাস্তি অলং পর্য্যাপ্তিঃ পরিচ্ছেদো যস্য তৃপ্তের-ভাবাৎ, নঞ্ বহুব্রী] বহ্নি, অগ্নি। [নানলঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ২ নলাভাব, নলরাজার অভাব।

(স্ত্রী) [অব্যয়ী] ৩ নলাভাব। (পুং) ৪ শরীরস্থ পিত্তধাতু। ৩ অষ্টবসুমধ্যে পঞ্চম বসু। (পদ্মপু° সৃষ্টি° ৬ ২২) ৪ কৃত্তিকানক্ষত্র। "ভূকযুগনলবাতোপাস্তাপৌষ্ণ্যানিকৌজে।" (জ্যোতিষ)। মঙ্গলবারে রোহিণী, মৃগশিরা, কৃত্তিকা, স্বাতি, উত্তরভাদ্রপদ এবং রেবতী এই কয় নক্ষত্রের যোগ হইলে নক্ষত্রা মৃত যোগ হয়। ৫ চিতা। ৬ জেলা। [অন-কলচ] ৭ ষাট বৎসর মধ্যে পঞ্চাশৎ সংখ্যাত বৎসর। ৮ পিতৃদেববিশেষ। [অনান প্রাণান লাতি, অনলঃ জীবঃ] ৯ বিষ্ণু। [নল গন্ধে বন্ধে বা ন নলতি অচ্] ১০ গন্ধশূন্য। ১১ পরমেশ্বর। [অল পর্য্যাপ্তৌ অচ্ ন অল নঞ্-তৎ] ১২ অপর্য্যাপ্ত

অনল২—অনল হিন্দুদিগের দেবতা এবং অগ্নিদেব হইতে অভিন্ন। অনলের ধ্যানগুলি হইতে দেখা যায়, তাঁহার মূর্ত্তি-কল্পনা বিভিন্ন রূপে করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ অগ্নিরূপে, দ্বিতীয়তঃ বসুরূপে এবং তৃতীয়তঃ সংবৎসররূপ। তাঁহার তিন রূপের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

"ধ্যায়েদথানলং দেবং শক্তিস্বস্তিকপাণিনং
ত্রিনেত্রং কুঙ্কুমাভাসং দিব্যাভরণবাসসং ॥
প্রসন্নবদনং চারু জটামুকুটধারিণম্।
হেমমালাপরিক্ষিপ্তং বরদাভয়সংযুতম্ ॥"
ঈশানশিবের গুরুদেবপদ্ধতি প° ১২১।

অনন্তর অনল নামক দেবতাকে এইরূপে ধ্যান করিতে হয়। তাঁহার দুইটী হস্তে শক্তি ও স্বস্তিক, বর্ণ কুঙ্কুমের ন্যায় লাল তিনি ত্রিনেত্র এবং দিব্য আভরণে ও বস্ত্রে ভূষিত। প্রসন্নবদন, সুন্দর জটামুকুটে পরিশোভিত মস্তক, স্বর্ণ মাল্যে বিভূষিত কণ্ঠদেশ—অনলের অপর দুই হস্ত বরদ ও অভয় মুদ্রাযুক্ত।

এই ধ্যান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অনল একমুখ ও চতুর্হস্ত বিশিষ্ট। দুইটী হস্তে শক্তি ও স্বস্তিক, অপর দুইটী হস্তে বরদ ও অভয় মুদ্রা। কিন্তু পদ্মপুরাণস্থ অনলের ধ্যানে দেখা যায় যে তাঁহার হাতে শক্তি, শূল ও অঙ্কুশ থাকে। এই বিবরণ হইতে বোধ হয় ইনি চতুর্হস্তবিশিষ্ট হইবেন।

বসুরূপে অনলের মূর্ত্তি বিভিন্ন হইয়া থাকে। শ্রীতত্ত্বনিধিতে (১০৭ পৃ) যে ধ্যান পাওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"অজাধিরূঢ়ং শুভদং স্বাহাদেবীসমন্বিতম্।
কিরীটোজ্জ্বলমূর্দ্ধানং অনলং ভাবয়াম্যহম ॥"

অর্থাৎ অনলদেব স্বাহাদেবীর সহিত ছাগবাহনের উপর উপবিষ্ট। তিনি শুভদায়ী এবং তাঁহার মস্তক কিরীট দ্বারা উজ্জ্বল। তাঁহাকে লোহিত বর্ণ বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। বিশ্বকর্ম্ম শিল্পশাস্ত্র এবং Elements of Hindu Iconography Vol II, প ২৭২ নামক পুস্তকে বসুরূপে অনলের আর একটী ধ্যান পাওয়া যায়। যথা—

"স্রুবাক্ষমালিকে দক্ষে বামে শক্তিকপালধৃক্।
সব্যোর্দ্ধাদিক্রমাত্তোসাবনলাখ্যো বসুঃ স্মৃতঃ ॥"

অর্থাৎ অনল নামক বসু বাম হস্তের নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধক্রমে চারিটী হস্তে যথাক্রমে দক্ষিণে স্রুব নামক যজ্ঞীয় পাত্র ও অক্ষমালা এবং বাম হস্তে শক্তি ও কপাল ধারণ করিয়া থাকেন।

অনল নামক সংবৎসরের ধ্যান মাত্র হেমাদ্রির ব্রত খণ্ডে (২১০ পৃ) পাওয়া যায়। যথা—

অনলাখ্যো দ্বিতীয়স্তু নীলশুভ্রারুণচ্ছবিঃ।
পীত প্রান্তালিবস্ত্রশ্চ বজ্রকুণ্ডলভূষণঃ ॥
চন্দ্রহাসং যমাদিস্থে দ্বিতীয়ে চার্ককরে।
পিশিতং চোত্তরাদিস্থে পারে চৈব পরশ্বধম ॥

এই ধ্যানটীর সুস্পষ্ট অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না। যাহাই হউক, মোটামুটী ভাবে এইরূপ একটী অর্থ করা ছাড়া আর উপায় নাই। ধ্যান হইতে বুঝা যায় অনল দ্বিতীয় সম্বৎসরের নাম, ইঁহার মূর্ত্তি নীল, শুভ্র ও অরুণ বর্ণ মিশ্রিত। ইঁহার বস্ত্রের প্রান্তভাগ অর্থাৎ পাড় পীত বর্ণের এবং ইহার কর্ণের কুণ্ডল হীরক নির্ম্মিত। অনলের দক্ষিণদেশে চন্দ্রহাস, পূর্ব্বে অর্ককর, উত্তরে পিশিত ও পশ্চিমে পরশ্বধ অবস্থিত।

অনল৩—(পুং) রাক্ষসরাজ মাল্যবানের ভ্রাতা মালির ঔরসে

ও তদীয় ভগিনী বসুদার গর্ভে অনল প্রভৃতি চারিটী তনয় জন্মে, ইহাদের মধ্যে অনল বিভীষণের অমাত্য ছিল। রাবণের সৈন্যসমাবেশের সংবাদ বিভীষণকে প্রদান করে। ২ অযোধ্যাপতি রামের বংশধর সুধন্বার তনয়। (হরিবংশ) ৩ ব্রহ্মার তনয় বৈবস্বত মনুর পুত্র প্রজাপতির পত্নী শাণ্ডিল্যার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। (মহাভা°) পিতৃগণের অন্যতম। (শিবধর্ম)

অনলঙ্কারিষ্ণু—(ত্রি) যাহার অলঙ্কার পরিবার অভ্যাস নাই। ২ অলঙ্কাররহিত।

অনলচূর্ণ—(পুং) বারুদ। [অগ্নিচুর্ণ দ্র°]

অনলতারক—এক দৈত্য। (হেম° ৩৪.৪.৬০)

অনলদীপন—(ত্রি) [অনলং জঠরানলং পিত্তধাতুবর্দ্ধনেন দীপয়তি বর্দ্ধয়তি দীপ-ণিচ্-ল্যু] জঠরানলোদ্দীপক দ্রব্যবিশেষ, অগ্নি-বৃদ্ধিকর বস্তু।

অনলনামা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] চিত্রকবৃক্ষ।

অনলপক্ষ—(পুং) পক্ষিবিশেষ। এই জাতীয় পক্ষী সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ জনশ্রুতি আছে। ইহারা সর্ব্বদাই আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আকাশেই অণ্ডাদি প্রসব করে, অণ্ড ভূমিতে পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডমধ্যস্থ শাবক বাহির হইয়া কিছুক্ষণ ভূমিতে থাকিবার পরই আকাশে পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়।

অনলপ্রভা—(স্ত্রী) [অনলস্য প্রেভেব প্রভা যস্যাঃ, বহুব্রী] জ্যোতিষ্মতীলতা।

অনলপ্রিয়া—(স্ত্রী) [অনলস্য প্রিয়া, ৬-তৎ] স্বাহানামক দক্ষকন্যা, অগ্নির পত্নী। "ঠিঠ স্বাহানলপ্রিয়া" (বর্ণাভিধান)। "ঠিঠঃ স্বাহা ঠকারেণ লিপিনাস্যাবিন্দুরুচ্যতে। তস্য দ্বিত্বং তেন বিসর্গঃ স চ শক্তিরূপঃ। তেন ঠিঠশব্দেনাগ্নিশক্তিঃ স্বাহেতি" (রাঘবভট্টঃ)। ঠিঠ ও স্বাহা এক পর্য্যায় শব্দ। ঠকার দেখিতে বিন্দুর মত। তাহার দ্বিত্ব হইলে অর্থাৎ সেই বিন্দু দুইটী লিখিলেই বিসর্গ হয়। সেই বিসর্গ শক্তিরূপ। তজ্জন্য ঠিঠ শব্দে অগ্নিশক্তি স্বাহা। ২ বিসর্গ।

অনলবার, অনহলবার—[অণহিলবাড় দ্র°]

অনলবিবর্দ্ধনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কর্কটিকা (চলিত) কাকুড় গাছ।

অনলশিলা—(Aerolites, Fireballs, Shooting stars.) আকাশ হইতে কখন কখন অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড পড়ে, তাহাই অনলশিলা। এই অগ্নিবৃষ্টি উল্কাপাত হইতে বিভিন্ন। দিনের বেলায় এই রূপ অগ্নিবৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে প্রথমে আকাশের এক স্থানে নিবিড় কাল মেঘে আচ্ছন্ন হয়। তাহার পর ভয়ঙ্কর বজ্র-পাতের মত শব্দ হইয়া উঠে। রাত্রিকালে এই প্রকার উৎপাত ঘটিলে বেশ স্পষ্ট আলো দেখিতে পাওয়া যায়। শূন্যে প্রজ্বলিত গোলার মত পাথর ছুটিতে থাকে। পরে সেই প্রস্তর ফাটিয়া যায়, তাহাতেই ভয়ঙ্কর শব্দ হইয়া পড়ে। দিনের বেলায় অনলশিলা পড়িবার পূর্ব্বে, আকাশে যে কাল মেঘ হয়, বাস্তবিক তাহা মেঘ নয়। অগ্নিশিলা হইতে ধোঁয়া উড়িতে থাকে, তাহাই মেঘের মত দেখায়। রাত্রিকাল হইলে ঐ আগুনের আলো দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প আগুন হইলে সূর্য্যকিরণে তাহা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যে বার অধিক অগ্নিবৃষ্টি হয়, সেবার নভোমণ্ডল এমন জ্বলিয়া উঠে যে, প্রখর সূর্য্যকিরণে তাহার তেজ ঢাকিতে পারে না।

প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে অগ্নিবৃষ্টির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা অতিশয় অমঙ্গলের লক্ষণ। পূর্ব্বকালে অন্যান্য দেশের লোকেও অগ্নিবৃষ্টি মানিতেন। কিন্তু এই অদ্ভুত কাণ্ড সর্ব্বত্র ঘটে না, সকল সময়ে দেখাও যায় না। তাই দিন কতক লোকে ইহা অবিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন অনেকের চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে যে, বাস্তবিকই আকাশ হইতে অগ্নিশিলা পড়িয়া থাকে। লিবি বলেন যে, ৬৫৪ খৃঃ পূর্ব্বে রোম নগরের নিকটবর্ত্তী আলবান্ পর্ব্বতে অনলশিলা পড়িয়াছিল। ৪৬৭ খৃঃ পূর্ব্বে ঈগস্পোটেমিতে একটা বৃহদাকার প্রস্তর আকাশ হইতে পড়িয়াছিল। প্লুটার্ক এবং প্লিনি ইহার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। পারিয়ান ক্রনিকলেও এই প্রস্তরের কথা উল্লিখিত আছে। ১৪৯২ খৃঃ অব্দে আল্‌সেসের অন্তর্গত এন্‌সিস্‌হেম গ্রামে একটা বৃহৎ প্রস্তর আকাশ হইতে পড়ে। উহা ওজনে নাকি তিন মণ দশ সের হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ২৬ এপ্রিল নর্মন্দির অন্তর্গত লা-আগ্নিতে ভয়ঙ্কর অগ্নিময় শিলাবৃষ্টি হইয়া যায়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছিলেন। ফরাসিস্ বিখ্যাত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মোসিও বিওস্‌কে (M. Biot) এ বিষয়ের তথ্য লইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি লা আগ্নিতে গিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। পরে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশিত হইলে, অগ্নিময় পাথর বর্ষণ সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না। প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ স্থানের মধ্যে অন্যূন দুই তিন হাজার পাথর পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে বড় বড় পাথরগুলির ওজন সাড়ে তিন সেরের কম নহে।

নক্ষত্রপাতের মত আকাশ হইতে আর এক প্রকার অগ্নিবৃষ্টি হয়। এই সকল অগ্নিশিলা প্রায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। হর্শেল দেখিয়াছেন, ইহাদের ওজন পনের রতি হইতে সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে উত্তর আমেরিকায় ৯ ঘণ্টার মধ্যে ন্যূনাধিক ২৫০,০০০ অগ্নিময় ক্ষুদ্র প্রস্তরবৃষ্টি হইয়া-ছিল। নবহাবেনের অধ্যাপক অল্মস্তেড ইহার বিষয় বর্ণন

করিয়া গিয়াছেন। হবোল্ট প্রভৃতি কোন কোন তত্ত্বাবৎ পণ্ডিত বলেন যে, এ প্রকার নক্ষত্রপাত অনেক স্থলে সাময়িক ঘটনার মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বৎসরের এক একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রায় এই উৎপাত ঘটিয়া থাকে। হবোল্ট স্থির করিয়াছেন, ২২ হইতে ২৫ এপ্রেল, ১৭ই জুলাই, ১০ আগষ্ট, ১২ হইতে ১৪ নবেম্বর; ২৭ হইতে ২৯ নবেম্বর এবং ৬ই হইতে ১২ই ডিসেম্বর এইরূপ উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা।

আকাশ হইতে যথার্থই অগ্নিশিলার বৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অগ্নিশিলাগুলি কি? কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানকার আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে প্রস্তরখণ্ড উপর দিকে ছুটিয়া যায়। ছুটিয়া গিয়া কিছুকাল পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। তাহার পর আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। অন্য পক্ষের মত আর এক রকম। তাঁহারা বলেন, যে সকল উপাদানে অগ্নিশিলা হয় সেই সকল উপাদান আকাশে বাষ্পরূপে অবস্থিতি করে। পরে কোন কারণবশতঃ তাহারা জমাট বাঁধিয়া নীচে পড়িয়া যায়। এখন এই দুটী মতের একটীরও আদর নাই। আর এক পক্ষের লোক এই সিদ্ধান্ত করেন যে, চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি হইতে পাথর ছুটিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এখন উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্দ্বারা চন্দ্রালোক বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রে যে সকল আগ্নেয়গিরি আছে, এখন সে সকল গুলিই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, কোনটীতেই আর অগ্ন্যুৎপাত হয় না। আজকাল অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আছে। তাহাদের মধ্যে নিরেট ও বাষ্পবৎ পদার্থও থাকিতে পারে। ঐ সকল দ্রব্য ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার পর কোন কারণবশতঃ উহারা প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীতে পড়ে।

গত ২৭ নবেম্বর (১৮৮৫ খৃঃ অব্দ) কলিকাতায় ও সহরের চারিদিকে অসংখ্য নক্ষত্রপাত হইয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী তিথি, চারি দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন সময়ে আকাশে কামানের মত হুড়্ হুড়্ গুড়্ গুড়্ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া উল্কা পড়িতে আরম্ভ হইল। হাজারের উপর হাজার, এক এক বারেই লাখের উপর লাখ,—কোনটী বা দেখিব, কোন্ দিকে বা চাহিব; অনন্ত আকাশে অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্র ছুটিতেছে। ঐ নক্ষত্রপাত দেখিয়া টিণ্ডেল সাহেব লিখিয়াছেন, আকাশে অনেক ছোট ছোট গ্রহ আছে। তাহারা পৃথিবীর মত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজেই সূর্য্যের আকর্ষণ তাহাদিগকে জোরে টানিতেছে। অতএব ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে তাহারা সূর্য্যমণ্ডলের উপর আছাড়িয়া পড়ে। সূর্য্য নিজে তেজঃপুঞ্জ ধূমরাশি। আবার নিয়ত ঐ সকল গ্রহাদির সংঘর্ষে উহার আলো ও সন্তাপ উত্তম রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহারা পৃথিবীর কাছে আসিলে বায়ুসংঘর্ষে জ্বলিয়া উঠে। ইহাকেই আমরা নক্ষত্রপাত বলি। [উল্কা দ্র°]

অনলস—(ত্রি) আলস্যরহিত।

অনলসাদ—(পুং) [বৈদ্যক] অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য।

অনলা—(স্ত্রী) দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, ইনি কশ্যপঋষির পত্নী ছিলেন।

অনলা—মাল্যবানের সুন্দরী নাম্নী পত্নীর গর্ভে জাত এক কন্যা। (রাম° উ ৫ ৩৬)

অনলাগম—সদাশিবের অঘোর নামক তৃতীয় মুখ হইতে নির্গত পঞ্চাগমের অন্যতম।

অনলানন্দ—(পুং) 'বেদান্তকল্পতরু' নামক বেদান্তসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচয়িতা।

অনলি—(পুং) [অনিতি অন-অচ্ অনঃ অলিঃ ভ্রমরো যত্র, বহুব্রী] বকপুষ্পবৃক্ষ, বকফুলের গাছ। বকফুলে অত্যন্ত মধু থাকে, তাহা খাইয়া ভ্রমরেরা প্রাণধারণ করে বলিয়া ইহার নাম অনলি।

অনলোদ্ভব—একজন শিবের অনুচর।

অনল্প—(ত্রি) [ন অল্প, নঞ্ তৎ] প্রচুর, অধিক।

অনল্পঘোষ—(ত্রি) অধিক ঘোষবিশিষ্ট, অত্যন্ত শব্দায়মান।

অনল্পমন্যু—(ত্রি) অতিশয় ক্রুদ্ধ।

অনবকাঙ্ক্ষা—(স্ত্রী) অভিলাষরাহিত্য, উৎকণ্ঠা-শূন্যতা, ইচ্ছা না থাকা।

অনবকাশ—(পুং) [অভাবার্থে নঞ্ তৎ] অবকাশের অভাব। (ত্রি) (নঞ্ বহুব্রী) অবকাশশূন্য।

অনবকাশিক—(পুং) সাধু, যিনি একপাদে দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যা করেন।

অনবগাহ—(ত্রি) অবগাহরহিত, অপার।

অনবগাহিতা—(স্ত্রী) অবগাহরাহিত্য, যাহার পার পাওয়া যায় না।

অনবগাহিত—(ত্রি) যে নিমজ্জিত হয় না। অর্থাৎ অবগাহন করে না। ২ অধ্যয়নশীল।

অনবগাহ্য—(ত্রি) অবগাহনের অযোগ্য।

অনবগীত—(ত্রি) [ন অব গৈ কর্ম্মণি-ক্ত] আনন্দিত।

অনবগ্রহ—(ত্রি) [নাস্তি অবগ্রহঃ প্রতিবন্ধো যস্য, নঞ্ বহুব্রী] প্রতিবন্ধশূন্য। ২ বৃষ্টিপ্রতিবন্ধাভাব, বৃষ্টি হওয়ার প্রতিবন্ধক না থাকা।

অনবচ্ছিন্ন—(ত্রি) অবচ্ছিন্নতারহিত। ২ চিহ্নরহিত। ৩ ব্যাখ্যারহিত।

অনবচ্ছিন্নসংখ্যা—(স্ত্রী) অখণ্ডরাশি।

অনবচ্ছিন্নহাস—(পুং) নিয়ত অথবা অযোগ্য হাসি।

অনবৎ—(ত্রি) শ্বাস অথবা জীবনসম্পন্ন, যাহার শ্বাস চলে অথবা যে জীবিত থাকে।

অননবৎ,—সুরাটের বারদোলী তালুকের একটী স্থান। এখানে গুক্লেশ্বর দেবের একটী মন্দির আছে। মন্দিরটী কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত।

অনবতপ্ত—(পুং) জৈনমতে কোন এক সর্পরাজের নাম। ২ হ্রদের নাম, রাবণহ্রদ।

অনবতপ্তাযক—একজন সমুদ্রদেবতা (দিব্যাব° ১৫০, ৭)

অনবদ্য—(ত্রি) [ন অবদ্যং নিন্দ্যম্, নঞ্-তৎ] নিন্দ্যভিন্ন, প্রশস্য, দোষশূন্য, ইষ্ট। "অনবদ্যাপতিজুষ্টেব নারী" (ঋক্ ১.৭৩ ৩)

অনবদ্যতা—(স্ত্রী) দোষরাহিত্য।

অনবদ্যরূপ—(ত্রি) অনিন্দ্যরূপসম্পন্ন। (ঋক ১০ ৬৮ ৩)

অনবদ্যা—এক স্বর্গীয়া অপ্সরা। ইনি অরিষ্টার গর্ভজাত ও হংস নামক জ্যেষ্ঠ বসুর পত্নী। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৯.৭৮)

অনবদ্যাঙ্গ—(ত্রি) অনিন্দ্য অঙ্গশালী।

অনবদ্রাণ—(ত্রি) নিদ্রারহিত (অথর্ব্ব ৮ ১ ১৩)

অনবধর্ষ—(ত্রি) কাহারও দ্বারা অধৃষ্য। "কেনাপি ধর্ষিতুং অশক্যং" (অথর্ব্ব ৮ ২ ১০ সায়ণ)

অনবধান—(ক্লী) [ন অবধীয়তে মনঃ সংযুজ্যতে কর্ত্তব্যকর্ম্মণি অনেন অব ধা-করণে-ল্যুট অভাবার্থে নঞ্ তৎ] অবধানের অভাব। ২ মনঃসংযোগবিশেষের অভাব। ৩ প্রমাদ। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ৪ প্রমাদবিশিষ্ট।

অনবধানতা—(স্ত্রী) [নাস্তি অবধানং যস্য তস্য ভাবঃ] প্রমাদ, অজ্ঞানতা।

অনবধি—(ত্রি) অসীম।

অনবধৃষ্য—(ত্রি) অবনত করিবার অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অযোগ্য। (শতপথব্রা° ১ ৪ ৩ ১)

অনবধ্যমান—(ত্রি) ক্রমশূন্য।

অনবস্তু—মঞ্চ ও কোচের প্রতিশব্দ। (মানসার ১৬.৪৩)

অনবপৃগ্ণ—(ত্রি) [ন অব-পৃচ্ সম্পর্কে ক্ত ছান্দসত্বাৎ ইড়াভাবঃ, নঞ-তৎ] অসম্পৃক্ত, অযুক্ত, অসংলগ্ন। "অনবপৃগ্ণা-বিততাবসানম" (ঋক্ ১.১৫২ ৪)

অনবব্রব—(পুং) [ব্রূঞ্-অপ্] অপ্রতিহত শাসন। (দেবরাজ) "বিজেয়কৃদিন্দ্র ইবানবব্রবঃ।" (ঋক্ ৮.৩ ১৯) ২ অপবাদরহিত।

অনবভ্র—(ত্রি) [ন অবভ্রংশতে] অবভ্রংশশূন্য, অপতিত, ভ্রংশ নহে।

অনবভ্রধারস্—(ত্রি) অক্ষয় ধনরক্ষাকারী। ২ স্থায়ী পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য।

অনবমর্শম্—(অব্য) স্পর্শভিন্ন।

অনবম—(ত্রি) [ন অবমঃ] ন্যূনতাহীন, শ্রেষ্ঠ। ২ অনন্তিক। অবম শব্দে অন্তিক বুঝায়। অনবম শব্দে অনন্তিক। যাস্ক অবম শব্দের এগারটী পর্য্যায় করিয়াছেন। যথা—১ তড়িৎ। ২ আসাৎ। ৩ অম্বরম্। ৪ তুর্বশে। ৫ অস্তমীক। ৬ আকে। ৭ উপাকে। ৮ অর্ব্বাকে। ৯ অন্তমানাম। ১০ অবমে। ১১ উপমে।

অনবর—(ত্রি) [ন অবরম, নঞ্-তৎ] অবরভিন্ন, শ্রেষ্ঠ, অজঘন্য, অসভ্য নহে।

অনবরত—(ত্রি) [অবরম ভাবে ক্ত অবরতং বিরামঃ তন্নাস্তি যস্য, নঞ্ বহুব্রী] নিরন্তর, বিশ্রামশূন্য। "অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালন" (শকুন্তলা) (অব্য) ২ সদা।

অনবরথ—(পুং) কুরুবংশের পিতা এবং মধুর পুত্রের নাম।

অনবরার্দ্ধ্য—(ত্রি) [অবরস্মিন্ অর্দ্ধে ভবং যৎ অবরার্দ্ধ্যং। ন অবরার্দ্ধম্ (ইতি মহেশ্বর)। নঞ্ তৎ] উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। ২ শীর্ষভাগ। ৩ যে অর্দ্ধ ভাগে মস্তক থাকে। ৪ শরীরের শ্রেষ্ঠ অংশ। "ক্লীবে প্রধানং প্রমুখপ্রবেকানুত্তমোত্তমাঃ। মুখ্যবর্য্য-বরেণ্যাশ্চ প্রবর্হোঽনবরার্দ্ধবৎ।" (অমর) প্রধান, প্রমুখ, প্রবেক, অনুত্তম, উত্তম, মুখ্য, বর্য্য, বরেণ্য।

অনবলম্ব—(ত্রি) [ন অস্তি অবলম্বো যস্য বা যস্য নঞ্ বহুব্রী] অবলম্বনহীন, নিরাশ্রয়।

অনবলম্বন—(ক্লী) অবলম্বনহীনতা, স্বতন্ত্রতা।

অনবলম্বিত—(ত্রি) যিনি অবলম্বন রাখেন না; স্বতন্ত্র।

অনবলেপ—(ত্রি, অবলেপরহিত। ২ নিরহঙ্কার। ৩ অভিমান-রহিত।

অনবলোভন—(ক্লী) [ন অব লুপ্যতে যেন অব লুপ-ল্যুট্ পৃ° পস্য ভঃ] গর্ভসংস্কারবিশেষ। "উপনিষদি গর্ভলম্ভনং পুংসবন-মনবলোভনম" (আশ্ব° গৃহ্য° ১ ১৩)

অনবশা—এক অপ্সরা। ইনি বসুপত্নী। ইঁহার মাতার নাম অরিষ্টা।

অনবস্—(ত্রি) [অব রক্ষণ-গতি-প্রীতি-তৃপ্ত্যবগম-প্রবেশ শ্রবণ-স্বাম্য সামর্থ-যাচন-ক্রিয়েচ্ছা দীপ্ত্যাবাপ্ত্যালিঙ্গন-হিংসা-দান ভাগ-বৃদ্ধিষু। অব অসুন্ অন্নম। (নিরুক্ত)]। (ক্লী)—ন অবস্ অভাবার্থে নঞ্ তৎ] অন্নের অভাব। (ঋক্ ৬.৬৬.৭) (ত্রি) [নাস্তি অবঃ অন্নম্ যস্য, বহুব্রী] অন্নহীন, পথ্যাশনরহিত।

অনবস—(ত্রি) [অব রক্ষণাদিষু অসচ্] "অবসো রাজা ভানুশ্চ" (ইতি উজ্জ্বলদত্ত) [নাস্তি অবসো যত্র] অরাজক। ২ সূর্য্য-শূন্য। ৩ অবস শব্দে অন্নাদিও বুঝায়, [নাস্তি অবসো অন্নং

বস্য] পর্য্যাশনরহিত। "অনবসো অনভীশু রজস্তূর্বিরোদসী" (ঋক্ ৬ ৬৬ ৭)

অনবসর—(ত্রি) [নাস্তি অবসরো যস্য, নঞ্ বহুব্রী] অবকাশশূন্য। [নঞ্ তৎ] ২ অবকাশের অভাব।

অনবসিত—(ত্রি) [ন অবসিতং সমাপ্তং নিশ্চিতং বা নঞ্ তৎ] অনিশ্চিত। ২ অসমাপ্ত।

অনবসিতা—(স্ত্রী) ত্রিষ্টুপ ছন্দোবিশেষ। ইহাতে চারিটী পাদ আছে, প্রত্যেক পাদে এগার অক্ষর।

অনবস্থা—(স্ত্রী) [অব স্থা অঙ্ অবস্থা, ন অবস্থা অনবস্থা] অনবস্থিতি, অস্থায়িত্ব। "নাস্তি অবস্থা যস্য", এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "অনবস্থ" শব্দ ত্রিলিঙ্গ। যাহার অবস্থা (স্থায়িত্ব) নাই, তাহা "অনবস্থ"। যেমন জীবের শরীর "অনবস্থ"। "অশরীরং শরীরেষনবস্থেষবস্থিতং (কঠোপনিষৎ ২ ২২)

২ অনবস্থা—তর্কের প্রকারবিশেষ। ন্যায়দর্শনে গৌতমোক্ত "তর্ক" পদার্থ মুখ্যতঃ পঞ্চপ্রকার। তন্মধ্যে চতুর্থ প্রকার তর্কের নাম "অনবস্থা"। যেরূপ আপত্তির কুত্রাপি অবস্থিতি বা বিশ্রাম নাই, এমন যে ধারাবাহিক অনন্ত আপত্তি, তাহাকে বলে "অনবস্থা"। যেমন গৌতমের মতে পরমাণুর অবয়ব বা অংশ নাই। অন্য দ্রব্যের বিভাগ হইলে পরমাণুতেই সেই বিভাগের বিশ্রাম হয়। পরমাণুর কোন অবয়ব বা অংশ না থাকায় উহার বিভাগ হইতে পারে না। কারণ অন্য দ্রব্যের যাহা অবিভাজ্য অংশ, তাহাই পরমাণু। কিন্তু যাঁহারা ঐ পরমাণুরও অবয়ব বা অংশ সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিতে ন্যায়দর্শনে গৌতম বলিয়াছেন— অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ (৪ ২ ২৫)। অর্থাৎ কোন হেতুর দ্বারাই পরমাণুর নিরবয়বত্বের খণ্ডন করিয়া সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, যে হেতুর দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ করিবে, সেই হেতুর দ্বারা সেই অবয়বের অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে আর পরমাণু সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ যাহার অবয়ব বা অংশ আছে, তাহাকে পরমাণু বলা যায় না। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, পরমাণুর অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অংশের প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং ঐরূপ অনন্ত অবয়বের আপত্তিরূপ যে অনবস্থা, তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ইষ্টাপত্তি। যাহা ইষ্টাপত্তি, তাহা ত তর্ক নহে, অনিষ্টাপত্তিই তর্ক। আর প্রমাণসিদ্ধ অনবস্থা" যে দোষ নহে ইহা ত সকলেরই স্বীকৃত। তজ্জন্যই গৌতম উক্ত সূত্রে পরে বলিয়াছেন—"অনবস্থানুপপত্তেশ্চ"। তাৎপর্য্য এই যে, যে অনবস্থা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহা স্বীকার করিলে সেইরূপ স্থলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্তস্থলে পরমাণুর অবয়ব ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিলে অন্য অনিষ্টাপত্তিরূপ দোষ হয়। কারণ যদি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ববিভাগের কুত্রাপি বিশ্রাম না থাকে, অর্থাৎ যদি পরমাণুরও অবয়ব ও সেই অবয়বের অবয়ব (অংশ) প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব বস্তুতই থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতের ন্যায় সর্ষপেরও অবয়বপরম্পরার অন্ত না থাকায় পর্ব্বত ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তিরূপ দোষ অনিবার্য্য হয়। কারণ উক্তমতে পর্ব্বতের অবয়ব বিভাগের যেমন কুত্রাপি শেষ হয় নাই, তদ্রূপ সর্ষপের অবয়ব বিভাগেরও কুত্রাপি শেষ নাই। কারণ সর্ষপের অতি ক্ষুদ্র অংশেরও অংশ ও তাহারও অংশ প্রভৃতি অনন্ত অংশ স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে পর্ব্বতের অপেক্ষায় সর্ষপ যে ক্ষুদ্র দ্রব্য, ইহা কিরূপে নির্ণীত হইবে ? পর্ব্বত ও সর্ষপ উভয়ই অনন্তাবয়ববিশিষ্ট হইলে ঐ উভয়ের গুরুত্ব ও পরিমাণও তুল্য, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পর্ব্বতের অপেক্ষায় সর্ষপের গুরুত্ব ও পরিমাণ যে ক্ষুদ্র ইহা সর্ব্বজন সম্মত সত্য। ঐ প্রমাণসিদ্ধ সর্ব্বসম্মত সত্যের অপলাপ করিয়া নিজ মত রক্ষার জন্য সর্ষপের চরম অবয়ব পরমাণুরও অনন্ত ও তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব স্বীকার করা যায় না। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সর্ষপের অবয়বপরম্পরার বিভাগ করিলে এমন কোন অবয়বে সেই বিভাগের শেষ হইবে, যাহার আর কোন অবয়ব নাই, সুতরাং তাহার আর বিভাগ হয় না। সেই অবিভাজ্য অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যই পরমাণু। তাহা হইলে পর্ব্বতের মূল অবয়ব পরমাণুসমূহের অপেক্ষায় সর্ষপের মূল অবয়ব পরমাণুসমূহের সংখ্যা অনেক ন্যূন বলিয়া পর্ব্বতের অপেক্ষায় সর্ষপের পরিমাণ ক্ষুদ্র, ইহা প্রতিপন্ন করা যায়। ফলকথা উক্ত স্থলে পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে সেই অবয়বের অবয়ব প্রভৃতি অনন্ত অবয়বের যে নিষ্প্রমাণ অনন্ত আপত্তি তাহা "অনবস্থা" নামক তর্ক। অনেকের মতে ঐরূপ অনন্ত অবয়ব স্বীকার করিলে পর্ব্বত ও সর্ষপের তুল্য পরিমাণাপত্তিরূপ যে অনিষ্টাপত্তি, তাহাও "অনবস্থা" নামক তর্ক। তর্কদীধিতির টীকায় নব্য নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন যে, কোন বিষয়ে তুল্যভাবে নিষ্প্রমাণ যে অনন্ত আপত্তি, তাহাই "অনবস্থা"। যে অনবস্থা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সকলেরই স্বীকার্য্য, তাহা ইষ্টাপত্তি বলিয়া "অনবস্থা" নামক তর্ক নহে। কারণ অনিষ্টাপত্তিই তর্কের স্বরূপ। প্রমাণসিদ্ধ অনবস্থার প্রসিদ্ধ উদাহরণ এই যে, মানবের জন্ম ব্যতীত শুভাশুভ কর্ম্ম হইতে পারে না। শুভাশুভ কর্ম্ম ব্যতীত জন্ম হইতে পারে না। কারণ শুভাশুভ কর্ম্মফলেই জীবের অভিনব শরীরাদি সম্বন্ধরূপ জন্মলাভ হয়। সুতরাং ইহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনাদিকাল হইতেই

মানব শুভাশুভ কর্ম করিয়া তাহার ফলে পুনর্জন্মলাভ করিতেছে। মানবের সেই জন্মের পূর্ব্বেও অন্য জন্মে তাহার কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তৎপূর্ব্বেও অন্য জন্মে কর্ম্মানুষ্ঠান এইরূপে অনাদিকাল হইতে জন্মের পূর্ব্বে কর্ম ও কর্ম্মের পরে জন্ম এইরূপ অনন্ত জন্মকর্ম-প্রবাহ চলিতেছে। যেমন বীজ ব্যতীত অঙ্কুর জন্মে না এবং অঙ্কুর ব্যতীতও বীজ জন্মে না সুতরাং বীজের পূর্ব্বে অঙ্কুর ছিল এবং অঙ্কুরের পূর্ব্বেও অন্য বীজ ছিল ইহা স্বীকার্য্য। ইহা কেবল "বীজাঙ্কুরন্যায়"। উক্ত বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিকাল হইতে জীবের কর্ম্মজন্য জন্ম এবং জন্মজন্য কর্ম্ম ইহাও প্রমাণসিদ্ধ। তাই উক্ত স্থলে অনবস্থা স্বীকার্য্য। তাই অনেক পূর্ব্বাচার্য্য ঐরূপ স্থলে লিখিয়াছেন—"বীজাঙ্কুরবৎ প্রামাণিকীয়মনবস্থা ন দোষায়"। [অন্য কথা "তর্ক" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

৩ যে বিষয় স্থির করিতে হইবে, তাহাতে কল্পিত বিষয় আনিয়া তর্ক করা। (ত্রি) [নাস্তি অবস্থা যস্য] ৪ অবস্থিতিশূন্য। ৫ চঞ্চল।

অনবস্থান—(স্ত্রী) [ন অব-স্থা ল্যুট্, নঞ্-তৎ] অবস্থিতির অভাব। (ত্রি) [নাস্তি অবস্থানং যস্য নঞ্ বহুব্রী] চঞ্চল, অস্থির।

অনবস্থায়িন্—(ত্রি) চঞ্চল, যে কোন স্থানেই অবস্থান করে না।

অনবস্থিত—(ত্রি) [ন অবস্থিতম্, নঞ্ তৎ] চঞ্চল, অস্থির। ২ ব্যভিচারদোষযুক্ত। ৩ যে থাকিতে অক্ষম। (স্ত্রী) অনবস্থিতা—ব্যভিচারিণী।

অনবস্থিতচিত্ত—(ত্রি) চঞ্চলহৃদয়।

অনবস্থিতত্ব—(ক্লী) চাঞ্চল্য।

অনবস্থিতি—(স্ত্রী) [ন অবস্থিতি অভাবার্থে নঞ্ তৎ] অবস্থিতির অভাব, না থাকা।

অনবহিত—(ত্রি) ধ্যানরহিত, যে ব্যক্তি কোন কার্য্যে অবহিত অর্থাৎ সাবধান নহে।

অনবহ্বর—(ত্রি) [ন অব-হ্বৃ কৌটিল্যে অপ্, নঞ্-তৎ] অকুটিল, সরল। "স সচেতে অনবহ্বরম্" (নিরুক্ত ২.১৩)

অনবাচ—(ত্রি) মৌনযুক্ত, যিনি মৌন থাকেন না।

অনবাক্—(ত্রি) নিম্নভাগে যিনি দৃষ্টি দেন না।

অনবানম্—(অব্য) বিনা প্রশ্বাস, একশ্বাসে, বিনা বিক্ষেপ।

অনবাপ্ত—(ত্রি) [ন অবাপ্তম্, নঞ্-তৎ] অপ্রাপ্ত।

অনবাপ্তি—(স্ত্রী) অপ্রাপ্তি।

অনবায়—(ত্রি) [অনবয়বশব্দস্য অনবায়ভাবঃ (দেবরাজ) নঞ্-বহুব্রী] নিরবয়ব, নিরাকার। "মেধোধরমনবায়ং" (ঋক্ ১০ ১০৪.২)

অনবার—পারস্যের অন্তর্গত একটী নগর। টাইগ্রিস নদী যেখানে ঈশানপুরে আসিয়া পতিত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণকূলে অক্ষা° ৩৫°২১ উঃ এবং দ্রা° ৪৩°৪৯´ পূঃ মধ্যে এই নগর অবস্থিত।

৩৫০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সাসানীয়রাজ ২য় সাপুর এই নগর স্থাপন করিয়া "ফিরোজ সাহপুর" নাম দেন। গ্রীকগণ ইঁহাকে "Perisapora" নামে অভিহিত করেন। ৩৫৭ খৃষ্টাব্দে জুলীয় আক্রমণকালে এখানে য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের একটী বৃহত্তর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ৩৬৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জুলিয়ান এই নগর ধ্বংস করেন; কিন্তু আরবদিগের মধ্যেই উহার সংস্কার সাধিত হয়। আরবেরা এই নগরকে শস্যভাণ্ডার দেখিয়া "অনবার" নাম দেন। আব্বাস্ বংশীয় খলিফা আবু-ল-আব্বাস অস্-সুফা এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ৭৬২ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে বোগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। আব্বাস্ বংশের আধিপত্যকালে এই নগর শ্রীবৃদ্ধির শীর্ষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই নগর এক্ষণে বহু দূরব্যাপী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং সেই স্তূপগুলিই নগরের গৌরব-স্মৃতি বহন করিতেছে। ঐ সকল স্তূপ ও গর্ভখনন হইলে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে।

অনবারী—পারস্যদেশীয় একজন কবি। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতকে জীবিত ছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীও ছিলেন। ইনি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ১১৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর বা আগষ্ট মাসে লাইব্রা নামক স্থানে গ্রহগণের মিলন হইবে।

অনবেক্ষ—(ত্রি) ধ্যানবিহীন। (অব্য) বিনা ধ্যান।

অনবেক্ষক—(ত্রি) [ন অবেক্ষকম্, নঞ্-তৎ] পর্য্যালোচনাহীন। ২ সৎ ও অসৎ বিবেচনারহিত। "ধর্ম্মাধর্ম্মানবেক্ষকাঃ" (রামা° ৪ ১৭.১২)

অনবেক্ষা—(স্ত্রী) [ন অবেক্ষা অপেক্ষা, নঞ্-তৎ] অপেক্ষাভাব, অপেক্ষা না করা। "যঃ কর্ম্মফলমনবেক্ষয়া" (মনু ৭.১১১)

অনব্রত—(স্ত্রী) সাধুকর্ম্মসম্পন্ন। (পুং) ২ কর্ম্মরত অর্হৎ।

অনব্রত,—(অনবরাত) বর্ম্মার পগানবংশের একজন রাজা। ৭৪২ খৃষ্টাব্দে তলইংগণ কর্ত্তৃক প্রোম রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে এই রাজবংশের অভ্যুদয় হয় এবং তাহারা পগান নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ইহারা প্রায় পঞ্চ শতাব্দ কাল বর্ম্মার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৩শ শতকের মধ্যে এই বংশের সৌভাগ্য-সূর্য্য গৌরবাকাশের শীর্ষশিখরে আরোহণ করে। এখনও তাঁহাদের স্থাপিত কীর্ত্তি-কলাপের ধ্বংস নিদর্শন সেই অতীত কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে।

অনব্রতের রাজ্যাধিকারকালে এই রাজবংশের যশোরাশি প্রদীপ্ত হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণ বর্ম্মার তলইঙ্গ রাজ্য অধিকার

করিয়া লন এবং থাতোন হইতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আনাইয়া উত্তর বর্মায় বৌদ্ধ মত পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন।

খৃষ্টীয় ১১শ শতকে ইনি মেয়িকতিলা বা মিকতিলা গমন করিয়া তথায় হ্রদের উত্তর দিকে বাঁধ নির্ম্মাণ করেন। তৎপর মেয়িকতিলার শোয়েনেহ্লো ও নাগায়োন পাগোদা বা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাহার পুত্র স-লু মেয়িকতিলার নন্দিরা মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অনব্রত একবার বুদ্ধের স্মারক পবিত্র দেহাবশেষ অন্বেষণার্থ চীনদেশে গমন করেন, এই সূত্রে চীন ও বর্মার সীমানির্দ্দেশের চেষ্টা হয়। ক্য-সি জেলায় অনেক পাগোদায় তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী লিখিত। তাঁহার রাণী 'শলমুন্-হ্ল' চীন অভিযান স্মরণার্থ একটী পাগোদা এবং সাদায়া শহরে ২টী পাগোদা নির্ম্মাণ করান। রাজা অনব্রত থাটা আক্রমণ করিয়া রাজা মানুহাদ ও কতকগুলি শিল্পীকে আনয়ন করেন। এই সকল শিল্পীর সাহায্যে পগানের সুদৃশ্য মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হয়। তিনি ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে এই বংশের শেষ নরপতি নরথিহপতে চৈনিক শান জাতির আক্রমণে বিপর্য্যস্ত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন। এই কারণ তিনি "তয়োকপ্যেসিন্" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। [বর্মা, পেগু, আবা প্রভৃতি দ্র°]

অনশন—(ক্লী) [ন-অশ ল্যুট্, নঞ্-তৎ] ভোজনের অভাব, উপবাস। ২ ভোজননিবৃত্তিরূপ ব্রতবিশেষ। দিবারাত্রিতে কোন বস্তু না খাওয়া। অনশনব্রত এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, সাত দিন, নয় দিন এবং মাসব্যাপী আছে। আর প্রাণ পরিত্যাগ ইচ্ছায় মরণ পর্য্যন্ত অনশনব্রত আছে।

"অনশনং মাসমেকন্তু মহাপাতকনাশনম্।
নেহনামুষ্মিকং পাপং কৃতেনানেন তিষ্ঠতি" (জাবাল)

যে ব্রতে পুরুষ এক মাস উপবাস করে সেই ব্রতে মহাপাতক নষ্ট হয়। যে হেতু সে ব্রত করিলে ইহকালের ও পরকালের কোন পাপ থাকে না। "প্রায়শ্চানশনে মৃত্যৌ" (ইতি বিশ্ব) 'প্রায়স্' শব্দে অনাহারে প্রাণত্যাগ করাকে বুঝায়।

"সমাসক্তো ভবেদ্ যস্তু পাতকৈর্মহদাদিভিঃ।
দুশ্চিকিৎস্যৈর্মহারোগৈঃ পীড়িতো বা ভবেত্তু যঃ।
স্বয়ং দেহবিনাশস্ত কালে প্রাপ্তে মহামতিঃ।
আব্রাহ্মণং বা স্বর্গাদিমহাফলজিগীষয়া।
প্রবিশেজ্জ্বলনং দীপ্তং কুর্য্যাদনশনং তথা।
এতেষামধিকারোঽস্তি নান্যেষাং সর্ব্বজন্তুষু।
নরাণামথ নারীণাং সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বদা।" (পুরাণবচন)

যে ব্যক্তি মহাপাতকগ্রস্ত হইবে, কিম্বা অসাধ্যরোগে পীড়িত হইবে, মহামতি সেই ব্যক্তি স্বয়ং বিনাশের কাল প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক বা স্বর্গাদি মহাফল কামনা করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে কিম্বা অনশনব্রত অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীরই তাহাতে অধিকার আছে। অন্য জন্তুর অধিকার নাই।

একেবারে নির্জ্জল উপবাস করিয়া থাকিলে কত দিনে মৃত্যু হয়, তাহা স্থির হয় নাই। সালখার শ্যামাচরণ বাবু কাশীতে গিয়া অনশনের ব্রত করিয়াছিলেন। আঠার দিনের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু সুস্থ শরীরে উপবাস করিলে বার দিন হইতে এক মাস কাল পর্য্যন্ত মানুষ জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা স্বভাবতঃ অধিক ভোজন করেন, অধিক কায়িক পরিশ্রম করেন, নিয়ত এত মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। সে সকল লোক ক্ষুধা সহিতে পারেন না, অল্প উপবাস করিলেই তাঁহারা অবসন্ন হইয়া পড়েন। চিতোরদুর্গ জয় করিবার সময় বিলাতী গোরা এবং আমাদের দেশীয় সিপাহী ছিল। হঠাৎ খাদ্যদ্রব্যের অতিশয় অনটন হইয়া পড়িল, ক্ষুধায় জঠরাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, গোরাদের জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের দেশীয় সিপাহীরা সে প্রকার কাতর হয় নাই। যৎসামান্য চাউল ছিল, তাহাতে অন্ন রাঁধিয়া সিপাহীরা নিজে ফেন খাইত এবং গোরাদিগকে সমস্ত অন্নগুলি দিত। তবু তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় কোন কাজ করিতে পারে নাই, কিন্তু সিপাহীরা কেবল ফেনের জোরে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল।

যাঁহারা নিরামিষভোজী ও একাহারী, প্রতিদিন যথানিয়মে প্রাণায়াম করেন, সে সকল লোকের অনশনে শীঘ্র মৃত্যু হয় না। এ প্রকার যোগী সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা দিনান্তে কেবল অর্দ্ধ সের দুগ্ধ খান। বাকিপুরে একজন যোগী আছেন, তাঁহার পথ্য দূর্ব্বা ঘাস। তাই লোকে তাঁহাকে দূর্ব্বী গোঁসাই কহে। ইনি নবীন দূর্ব্বাঘাস বাটিয়া তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করেন। ফল কথা প্রাণায়াম দ্বারা যোগনিদ্রার আবির্ভাব হয়। তখন কচ্ছপ ও সর্পাদির শীতনিদ্রার মত যোগে থাকিয়া ঘুমাইতে পারিলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। হরিদাস সাধু শ্বাস ও আহার বন্ধ করিয়া দশ-মাস মাটীর ভিতর ছিলেন। তাহা দেখিয়া ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর বলিয়াছিলেন যে, এ দেশের লোক সহজে উপবাস ও প্রাণায়াম করে বলিয়া এ প্রকার অদ্ভুত কাজে সমর্থ হয়। যাহা হউক এই সকল সিদ্ধপুরুষ কতদিন অনাহারে থাকিলে তাঁহাদের মৃত্যু হয়, সে কথা ঠিক বলা যায় না।

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে মধ্যে মধ্যে দুই একদিন অনশন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে উদরের সমস্ত অজীর্ণ দ্রব্যের এবং সঞ্চিত দুষ্ট রসের পরিপাক হইয়া যায়। শরীর শুষ্ক, হাল্কা ও

প্রসন্ন হইয়া উঠে। শারীরিক সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অধিকাংশ অল্প কালের জন্য কিছু কিছু বিশ্রাম আছে। রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় হস্তপদ সুস্থির ভাবে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের বিশ্রাম আছে। ক্ষণকাল হৃদয়ের স্পন্দন না থাকিলে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। কিন্তু তাহারও কিছু কিছু বিশ্রাম আছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাক-যন্ত্রকেও কিছু কিছু বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশে একাদশীর উপবাস প্রচলিত আছে। এই উপলক্ষে মাসের মধ্যে দুই দিন অনশনে থাকিলে দেহের বিলক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়। দেখা যায়, উচ্চ বর্ণের হিন্দুস্ত্রীলোকেরা বিধবা হইলে একাদশীর উপবাস করেন এবং একাহারে থাকেন। তখন তাঁহাদের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিযুক্ত হইয়া উঠে।

দুর্ভিক্ষে কিম্বা আহারাভাবে অনশন জন্য কেহ অবসন্ন হইয়া পড়িলে উষ্ণ ঘরের ভিতর তাহাকে নরম বিছানায় শোয়াইবে। দীর্ঘকাল অনশন করিলে রক্তসঞ্চালনবন্ধ এবং শ্বাসরোধদ্বারা লোকের মৃত্যু ঘটে। অতএব প্রথমে শীতল দ্রব্য কদাচ খাইতে দিবে না, এবং গায়ে শীতল বাতাস লাগাইতে দিবে না। তাহাতে একবারে আক্ষেপ দ্বারা হঠাৎ মৃত্যু ঘটিতে পারে। প্রথমে জলের সঙ্গে অল্প অল্প ব্রাণ্ডি, মাংসের ঝোল এবং গরমদুগ্ধ খাইতে দিবে। অত্যন্ত উৎকট অবস্থায় কাল্পনিক শ্বাস প্রশ্বাস দিবে, এবং বক্ষঃস্থলে তাড়িতবেগ লাগাইবে। আমাদের হিন্দুর ঘরে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা একাদশী প্রভৃতিতে অনশনে থাকিয়া পারণার দিন প্রথমে চিনির পানা প্রভৃতি শীতল দ্রব্য খাইতে বসেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর। উপবাসের পর প্রথমে শীতল দ্রব্য খাইলে হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে।

জ্বর প্রভৃতি তরুণ রোগে আমাদের দেশের কবিরাজেরা রোগীকে অনশনে রাখেন। জর্ম্মনী দেশের ডাক্তারেরাও রোগগ্রস্তে অধিক পথ্যের ব্যবস্থা করেন না। এ প্রথা দোষের নহে। দেখা যায়, কুক্কুরাদি সকল নীচ জন্তু একটু শারীরিক অসুস্থতা বুঝিতে পারিলে চুপ করিয়া এক স্থানে শুইয়া থাকে. কিছুই খায় না। পীড়ার অবস্থায় জিহ্বা মলিন, মুখ বিরস, শুষ্ক ও ক্ষুধামান্দ্য হয়। এই সকল বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া জানা যায়, ভিতরের পাকযন্ত্রের ক্রিয়াও ভাল চলিতেছে না। সুতরাং পীড়িতাবস্থায় অধিক পথ্যের ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু ডাক্তার গ্রেভস এ মতের বিরোধী ছিলেন। এদেশে তরুণ জ্বরে এক একটী রোগী কেবল সিদ্ধ জল ও বাতাসা খাইয়া চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত উপবাসে থাকে, ইহা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। [অনশনব্রত দ্র°] (ত্রি) [নাস্তি অশনং যস্য, নঞ্ বহুব্রী] ভোজনশূন্য

অনশন,—উত্তরাধ্যয়নসূত্র প্রভৃতি জৈন ধর্ম্মগ্রন্থে ত্রিবিধ অনশন উল্লিখিত হইয়াছে—

(১) ভক্তপ্রত্যাখ্যান,—অনশনব্রতী ইহাতে গুরু এবং সাধুজন সমীপে স্বীয় অপরাধ কীর্ত্তন করিয়া "সংলেখনা" (আমরণ ভোজনত্যাগ) অবলম্বন করেন। জলপান করা না করা ব্রতীর ইচ্ছাধীন। ব্রতী চলনে সমর্থ হইলে চলিতে পারেন, অসমর্থ হইলে অন্যের সাহায্য লইতে পারেন।

(২) ইঙ্গিনী,—ইহাতেও গুরুসমীপে নিজ অপরাধ কীর্ত্তন করিতে হয়। জলপান নিষিদ্ধ। ব্রতী নির্দ্দিষ্ট স্থানমধ্যে বিচরণ করিতে পারেন (যেমন সূর্য্যালোক হইতে ছায়ায় এবং ছায়া হইতে সূর্য্যালোকে গমন)। চলনে অন্যের সাহায্য গ্রহণ নিষিদ্ধ।

(৩) পাদপোপগমন,—ইহাতেও অপরাধ কীর্ত্তন প্রভৃতি বিহিত। ব্রতী আসন ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি পর্ব্বতগুহা কিংবা ঐরূপ কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া আমরণ পাদপবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবেন। এই ত্রিবিধ অনশন আবার 'বিচার' ও 'অবিচার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। 'বিচার' অর্থে সচল ("কায়চেষ্টাম্ উদ্বর্ত্তনাদিকাম্"), 'অবিচার' অর্থে নিশ্চল। পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তপ্রত্যাখ্যান' ও 'ইঙ্গিনী' প্রথম শ্রেণীর, পাদপোপগমন' দ্বিতীয় শ্রেণীর। অনশন আবার 'সপরিকর্ম্ম' ও অপরিকর্ম্ম' এই দুই ভাগেও বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'বিচার' ও 'সপরিকর্ম্ম' এতদুভয়ের পার্থক্য টীকাকারগণ স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা 'সপরিকর্ম্মের' দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। (১ম অর্থ) 'সপরিকর্ম্ম' হইতেছে—"স্থানোপবেশনত্বগবর্ত্তনোদ্বর্ত্তনাদি"। 'কায়চেষ্টা' হইতে ইহার বিভেদ বুঝা যায় না। এই সংজ্ঞা অনুসারে 'বিচার'ই সপরিকর্ম্ম এবং 'অবিচার'ই অপরিকর্ম্ম। (২য় অর্থে)—সপরিকর্ম্মে সংলেখনা বর্ত্তমান থাকে। এই অনশনে কোন মারাত্মক বিপদাশঙ্কা থাকে না। যে স্থলে মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা থাকে, তথায় ব্রতী সংলেখনা অবলম্বন করিতে অশক্ত হন, ইহাকে অপরিকর্ম্ম বলে। অনশন পুনরায় 'সনির্হার' এবং 'অনির্হার' ভেদে দ্বিবিধ। এই বিভাগ কেবলমাত্র 'পাদপোপগমন' অনশনের পক্ষেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানেও অর্থের অনৈক্য দৃষ্ট হয়। উত্তরাধ্যয়ন মতে 'নির্হার' অর্থ লোকালয় হইতে দূরে পর্ব্বতগুহাদিতে প্রস্থান। 'অনির্হারে'র সংজ্ঞা—"যৎ পুনরুথাস্তুকালে ব্রজিকায়াং ক্রিয়তে তদানির্হারি তত্র কাপি গমনাভাবাৎ।" এখানে অর্থবিশেষ পরিস্ফুট নহে, তবে মনে হয়, 'অনির্হার' অনশনে ব্রতী লোকালয়েই অবস্থান করেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহা কি করিয়া 'পাদপোপগমনে'র অন্তর্ভুক্ত

হইতে পারে। (উপরে 'পাদপোপগমনে'র সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য)। স্থানাঙ্গসূত্র ও ভগবতীসূত্র গ্রন্থে 'অনিহার' শব্দের অর্থ উপাশ্রয়ে কোন সাধুর মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ বহির্গমন। এই দুই গ্রন্থে 'পাদপোপগমনে'র জন্য লোকালয় পরিত্যাগের বিধান কথিত হয় নাই। প্রবচন-সারোদ্ধারে কথিত হইয়াছে প্রথমসংহননারূঢ়-দেহীরাই 'পাদপোপগমন' অবলম্বন করিবেন।

অনশনতা—(স্ত্রী) উপবাসের ভাব। "অনশনতয়া বৈ মে প্রজাঃ পরাভবন্তি" (শতপথব্রা° ২.৫.১.৩)

অনশনব্রত—শাস্ত্রে অনশন-ব্রতের ভূয়সী প্রশংসা ও উল্লেখ আছে। সকল প্রকার ভোগবিবর্জিত হইয়া নিরাহারে দিন যাপন করাই অনশন। ইহা উপবাস বা অনাহারের অবস্থা বিশেষের নামান্তর। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মানবের এই 'অনশন' আচরণ করা কর্তব্য। ইহা মানুষকে জিতেন্দ্রিয় ও শক্তিমান্ করে। ইহার ফলে অনায়াসে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, এই জন্য ইহা ব্রহ্মচারীর অবশ্যকরণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে;—

"অনশনং ব্রহ্মচর্য্যং চ ভূয়ো"

(কৌষীতকী ১৩.১০)

মহাভারত অনুশাসনপর্বের ১০৩ অধ্যায়ে অনশনব্রতের কৃচ্ছ্রসাধন বিবৃত হইয়াছে। ইহলোকে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর নাই। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা ভগীরথকে উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'তুমি লোভবিহীন হইয়া অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান কর। ইহাতে ইহলোকে অথবা পরলোকে সর্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।'

মনুসংহিতার ব্রহ্মচারীর বৃত্তি প্রসঙ্গে, ভবিষ্যোত্তরপুরাণের ১২১ অধ্যায়ে এবং পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে ৮ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য্য বিধানে গৃহস্থের পক্ষেও অনশন আচরণ অবশ্য শিক্ষণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। [ব্রহ্মচর্য্য দ্র°]

অনশন ও উপবাস একার্থবাচক হইলেও উহাদের ফলদান শক্তি বিভিন্ন। উপবাস অভ্যাস ঐ শক্তিসঞ্চয়ের প্রাথমিক স্তর এবং অনশন উহারই পূর্ণ পরিণতি। দেবারাধনায় মন্ত্রের একাগ্রতা আনয়নে উপবাস বিহিত এবং অনশন মানসিক শক্তিবৃদ্ধির ও আকাঙ্ক্ষিত ইষ্টফললাভের সহায়ক।

শাস্ত্রে অনশন-ব্রতাচারীর যে বিধান কথিত আছে তাহাকে ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; অর্থাৎ অল্পানশন—অল্প কিছু খাইয়া অনশন ব্রতাচরণ, অর্দ্ধানশন—অর্দ্ধমাত্রায় এক বেলা খাইয়া উপবাস এবং পূর্ণানশন বা সম্পূর্ণরূপে ভোগ বিরত হইয়া সঙ্কল্পিত-বস্তু লাভে একাগ্র তপশ্চরণ।

ভবিষ্যপুরাণে সপ্তমীব্রত ফল প্রসঙ্গে উপবাস মাহাত্ম্য এইরূপ কীর্তিত হইয়াছে।—

"উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বভোগবিবর্জিতঃ ॥
একরাত্রং দ্বিরাত্রং বা ত্রিরাত্রং একমেব চ।
উপবাসবিধিং যত্র তত্রাখ্যাং প্রতি মানবঃ॥" (ভবিষ্যপু ৬৪.৪-৫)

এক, দুই বা তিন অহোরাত্র কিংবা রাত্রিমাত্র উপবাস শাস্ত্রানুমোদিত। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মদেবকে উপবাস-বিধি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুই বা এক অথবা ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত উপবাস করিতে পারে। উহার অধিক উপবাস তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৈশ্য ও শূদ্র কখনও দুই রাত্রির অধিক উপবাস করিতে পারিবে না। পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমাতে একাহারী থাকিলে মানব ক্ষমা ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে। অষ্টমী ও কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে উপবাস-কারী নির্ব্যাধি ও বলবীর্য্যবান্ হইয়া থাকেন।

অগ্রহায়ণ মাসে একাহারী ব্যক্তি সর্বকল্যাণ লাভ করে। পৌষ মাসে একাহারী সৌভাগ্যশালী, প্রিয়দর্শন, ও যশোভাগী হইয়া থাকে। মাঘ মাসে একাহারী সুসমৃদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করে, এবং স্বীয় জ্ঞাতিগণ মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। ফাল্গুন মাসে একাহারী রমণীগণের প্রিয় হয়, এবং চৈত্র মাসে একাহারী সমৃদ্ধ-বংশে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে নিয়মিত ভাবে জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাহারী থাকিলে মানব ধনধান্যসম্পন্ন, বহুপুত্রযুক্ত, বিত্তশালী ও কীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে।

পক্ষান্তে অন্ন-ভোজন করিলে বহু-পুত্র ও দীর্ঘায়ু লাভ ঘটে। দ্বাদশ বৎসর মাসে মাসে ত্রিরাত্র উপবাসকারীর গণাধিপত্য লাভ হয়। যে কেবল মাত্র দিবসে একবার অথবা রজনীযোগে একবার মাত্র ভোজন করে এবং নিয়মিতভাবে হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ছয় বৎসরে তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটে। যে এক বৎসর কাল একাহারী থাকে, তাহার যজ্ঞফল লাভ হয়। যে, সম্বৎসর কাল ত্রিরাত্র উপবাসের পর চতুর্থ দিবসে আহার করে, তাহার বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। এক বৎসর পাঁচ দিন উপবাসের পর যে ষষ্ঠ দিনে আহার করে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। এইরূপ সম্বৎসর কাল সাত দিন উপবাসের পর অষ্টম দিনে আহারকারী ব্যক্তির গোমেধযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

এক বৎসর কাল পক্ষান্তে আহারকারীর ছয় মাস অনশনের তুল্য ফললাভ হয়। সম্বৎসর মাসে মাসে সলিল মাত্র পান করিয়া যে অনশনব্রত অবলম্বন করে, তাহার বিশ্বজিৎ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

এক মাসের অধিক কাল উপবাস কাহারও পক্ষে শাস্ত্র বিহিত হয় নাই।

বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অনশন-ব্রত পালন করিবার ব্যবস্থা আছে। বৌদ্ধ-জাতকে উল্লিখিত আছে, বোধিসত্ব ও তৎসমভিব্যাহারী শিষ্য-সম্প্রদায় ভোগ-সংযম করিয়া যোগোন্নতির চরমমার্গে উপনীত হইয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভের আশায় অনশনে তপস্যা করিয়াছিলেন। [বুদ্ধ দ্র°] মঠে বা সঙ্ঘারামে বৌদ্ধযতি ও শ্রমণগণ সংযতাহারী ও লালসাবিবর্জ্জিত থাকিয়া আপনাদের যোগশক্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেন। [বৌদ্ধধর্ম, যতি, শ্রমণ প্রভৃতি শব্দ দ্র°]

জৈনাচার্য্যদিগকেও অনশন-ব্রতের পক্ষপাতী দেখা যায়। জীবনাশ হইবার ভয়ে তাঁহারা আহারে বিরত থাকিতেন, কখন কখন নাকে মুখে কাপড় বাঁধিয়া এক স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতেন। জৈন-শাস্ত্রেও ক্রিয়া-বিশেষের সাধারণ জটিল জন্য জৈন-সাধুর পক্ষে অনশন-বিধান আছে। [অনশন, দ্র°]

আর্য্য ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনপ্রাধান্যকালে মানসিক বল ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম উপায়-স্বরূপ অনশন-ব্রতের আদর যেমন বাড়িয়াছিল, পাশ্চাত্য-জগতেও খৃষ্টান ও অ-খৃষ্টান-(পৌত্তলিক) জাতির মধ্যেও সেইরূপ অনশনের সমাদর ঘটে। য়ুরোপ-জাতীয় সাধুবৃন্দ যে অনশনকে মানসিক শক্তিবৃদ্ধির একতম উপায় বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা তাঁহাদের আচরিত বহুকালীন উপবাসাদি হইতে বুঝা যায়। ঐ সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে উপবাস (Fast) ও পারণের (Feasts) প্রচুর উদাহরণ আছে। হিন্দুশাস্ত্রেও ব্রতাদি উপলক্ষে উপবাস ও তৎপ্রসঙ্গে পরদিনে পারণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী' ও 'দুর্ব্বাসার পারণ' তাহার পুরাণ-প্রসিদ্ধ নিদর্শন।

অতি পূর্ব্বকালে কোন নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু-তিথিতে শোক প্রকাশের জন্য অনশনের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ব কালে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতিথিতে প্রেতাত্মার উদ্দেশে শোকপ্রকাশার্থ শ্রাদ্ধতর্পণাদি উপলক্ষে লোকে উপবাস করিত। এই উপবাস বা অনশন কখন কখন দীর্ঘকাল, কখন বা অল্পকালস্থায়ী হইত। খৃষ্টীয় প্রয়োক্ত "সারার" জন্য "আব্রাহামের" এবং "যোশেফের" জন্য "যাকুবের" শোকাভিব্যক্তি অনশন-সহকারে আচরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বংশবিশেষে এইরূপ অনশন নিত্য এবং ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ বলিয়া উহাকে নিঃসঙ্গোপবাস (private fasting) বলা যায়। ক্রমে ইহা বংশানুক্রমে আচরিত হইয়া বিস্তার লাভ করিতে থাকে। অবশেষে কোন এক সাধু পুরুষের মৃতাত্মার মঙ্গল-কামনায় এই অনশন-প্রথা সকল জাতির মধ্যেই সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়ে।

য়িহুদীদিগের মধ্যে মোজেশের প্রবোচনায় এইরূপে পাপক্ষালন দিন (Great day of Atonement) স্মরণে একটী বার্ষিক সার্ব্বজনীন অনশন-ব্রতের (public fasting) অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ সময় হইতে সেই দেশে বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অনশন-ব্রত অবলম্বনের সূচনা হইতে থাকে। আই নগরের পরাভব নিবন্ধন জসুয়া ও ধর্ম্মযাজকগণের অনশন, ফিলিষ্টাইনদিগের দ্বারা ইস্রায়েলাইট্ জাতির উৎপীড়ন এবং বাবিলন হইতে মুক্ত য়িহুদী বন্দিগণের এজরার আদেশে আহাব নদীতীরে অনশন ব্রতানুষ্ঠান আজিও সার্ব্বজনীন অনশনরূপে য়িহুদীদিগের মধ্যে আচরিত হইতেছে। পয়গম্বর জোনাহের মুখে দেব-বাণী শুনিয়া নিনিভে-রাজ তাঁহার পৌত্তলিক প্রজাবর্গকে ৪০ দিন অনশনে থাকিতে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। (Jonah iii 6, 7)

ইহা ছাড়া, বাইবেল গ্রন্থের প্রাচীন অংশে আরও অনেক নিঃসঙ্গোপবাসের উল্লেখ আছে। ডেভিড তাঁহার পুত্রের রোগমুক্তি কামনায় উপবাসী থাকিয়া দেবতার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। (2 Sam xii 16)

যীশুখৃষ্টের জন্মের পর খৃষ্টানগণ এই অনশনকে ভক্তিযোগ পরিপুষ্টির বিশেষ স্তর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ফারিশীগণ (Pharisees) সপ্তাহের দ্বিতীয় ও পঞ্চম দিন নিত্য নিয়মিতভাবে অনশন পালন করিতেন। য়িহুদীগণ উপবাসকালে ছিন্ন কন্থা ও জীর্ণবাস পরিধান করিয়া ভস্মলেপিত অঙ্গে দিন যাপন করিতেন এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসী থাকিতেন। ফারিশীগণ উপবাসকালে মুখমণ্ডল ভীষণ চিত্রে চিত্রিত করিত এবং দীনোচিত বেশধারণ করিয়া স্বীয় শরীরের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিত। তাহাদের এই সাধুতার আড়ম্বর সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত বটে, কিন্তু ভণ্ড-সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ কেহ তাহাদিগকে ভক্তি করিত না। স্বয়ং যীশুখৃষ্ট তাহাদের এই আড়ম্বরের নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন খৃষ্টানগণ যীশুখৃষ্টের আদিষ্ট অনশন-পালনে ব্রতী ছিলেন। তাঁহাদের উপবাস আড়ম্বরহীন ও ইচ্ছাধীন ছিল। আবশ্যকমতে তাঁহারা অল্পাশন বা অর্দ্ধাশন করিতেন। উহা নিত্য ভোগসুখের বিরতি মাত্র। কেহ মদ্য ও মাংস বর্জ্জন করিতেন, কেহ বা ফলমূলাশনে দিন কাটাইতেন। তৎকালে পূর্ণানশনের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। এক সময়ে স্পেন দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাচার্য্য ফ্রাক্‌চুওসাস্ রবিবারে বিধর্ম্মদেবতাকে বলি দিতে অসম্মত হওয়ায় রাজাদেশে কারারুদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দণ্ডের বিচার না হওয়ায় ৬ষ্ঠ দিনে তিনি দীর্ঘানশনের সঙ্কল্প করিয়া পূর্ণানশন আরম্ভ করেন। রাজাদেশলঙ্ঘনের অপরাধে ধর্ম্মাধিকরণে সমানীত হইলে, যখন তিনি বিচারকের সমক্ষে স্বীয় ধর্ম্মনীতির অনুধাবনে অস্বীকৃত হইলেন, তখন তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইহাতে ক্রাবচৃওসাস্ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সানন্দচিত্তে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দর্শকমণ্ডলী সমবেদনায় বিগলিত হইয়া তাঁহাকে গন্ধদ্রব্যমিশ্রিত উত্তেজক পানীয় (Cup of wine mixed with spices) সেবন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখনও আমার অনশন ব্রত ভঙ্গ হয় নাই—ঐ দিনের এখনও দুই ঘণ্টা বাকী আছে।" ইহাতে বোধ হয়, ঐ সময়েও খৃষ্টধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্রতভঙ্গ মহাপাপ বলিয়া গণ্য করিতেন। এই অনশনে তাঁহাদের মানসিকশক্তি যে বর্দ্ধিত হইত তাহা ঐরূপ প্রান্তকালের দৃঢ়তা হইতেই অনুমান করা যায়।

লোকক্রান্ত যীশু ফারিসীদিগের উপবাস-আড়ম্বরের নিন্দা করিলেও, তিনি আন্তরিক ভক্তিসহকারে ঘটনাবিশেষে অনশন গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না। মথি লিখিত সমাচারে (Matth ix. 153 xvii 21,) বিশেষ বিশেষ ঘটনায় উপবাস প্রকৃত খৃষ্টানগণের অবশ্যকরণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ত্রাণকর্ত্তা (Saviour) স্বয়ং পাপগ্রহ (devils) হইতে মুক্ত হইবার জন্য ৪০ দিন ও রাত্রি অনশনে যাপন করিয়াছিলেন। (Matth iv. 2)

খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক যীশুর শিষ্যগণ (Apostles) উপবাসী থাকিয়া ঈশ্বরের ও যীশুর ভজনার পক্ষপাতী ছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ভগবানের নিকট জীবের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। (Acts xiii 2,3, xiv 23) যীশুর শিষ্যগণের অন্তর্দ্ধানের পর, খৃষ্টীয় জগতে অনশনে আস্থা কমিতে থাকে। Shepherd of Hermas গ্রন্থে লিখিত আছে, 'শরীরকে কষ্ট দিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না। এমন উপবাস করিবে, যাহাতে চিত্তে কলুষ আসিয়া সঞ্চিত না হয় এবং তুমি কুপথের পথিক না হও।'

ইরেনিয়াসের (Irenæus) লেখনী হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ইষ্টারের পূর্ব্বে উপবাস পালনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ক্লেমেণ্ট সাপ্তাহিক উপবাসের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকের শেষভাগে এপিফানিয়াস্ (Epiphanius) লিখিয়াছেন, বৎসরে প্রতি বুধবার ও শুক্রবারে ৯ ঘণ্টাব্যাপী উপবাস (অর্থাৎ বেলা ৩টা পর্য্যন্ত) খৃষ্টান মাত্রেই পালন করিত। কেবল ইষ্টার ও হুইট্সানটাইডের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ দিনের মধ্যে কোনরূপ উপবাসের নিয়ম ছিল না; তবে খৃষ্ট-সন্ন্যাসিগণ ঐ ৫০ দিনের মধ্যবর্ত্তী বুধবারে ও শুক্রবারে এবং অন্যান্য দিনে ভক্তিসহকারে ধর্ম্মার্থ উপবাস করিতেন। পবিত্র সপ্তাহের (Sacred week) পূর্ব্বে ৪০ দিন অনশন-পালন সাধারণের পক্ষে বিধান ছিল, কিন্তু রবিবারে উপবাস করিবার ব্যবস্থা ছিলনা।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মে (Christian church) উক্তরূপ উপবাস-বিধান প্রবর্ত্তিত থাকিলেও উহা পালন করা খৃষ্টানদিগের ইচ্ছাধীন ছিল। তৎকাল পর্য্যন্ত উহা কোন ধর্ম্ম-সভা কর্ত্তৃক বাধ্যতামূলক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ৫৪১ খৃষ্টাব্দে অর্লিন্স ধর্ম্মসভা (The Council of Orleans) কতক-গুলি নির্দ্দিষ্ট দিবসে অনশন-পালন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া এক অনুশাসন বাহির করেন। উহাতে অনশন লঙ্ঘনকারী দণ্ডনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে তোলেদোর মহা-সভায় (Eighth Council of Toledo) স্থির হয় যে, ইষ্টারের পূর্ব্ববর্ত্তী অনশন দিনে কেহ মাংস খাইতে পারিবেন না, এবং এই বিধি অতিক্রমকারী সমাজে নিন্দনীয় হইবেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতকে নির্দ্দিষ্ট অনশন-দিবসে অনশন-লঙ্ঘনকারীকে জাতিচ্যুত করিবার আদেশ প্রচারিত হয় এবং অশক্ত-পক্ষে জীবনরক্ষার জন্য রুটী বা কেবল নুন জল পানের ব্যবস্থা হয়। ইহার পর মদ্য, মাংস, ডিম ও পনির মাত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয়। পরে অনশনে (fasting) তাহাও পরিত্যক্ত হইয়া মাংস মাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে স্বল্পানশন ও অর্দ্ধানশন প্রথা প্রচলিত দেখা যায় এবং অন্যান্য খৃষ্ট-সম্প্রদায় হইতে ইহাদের উপবাস দিনও স্বতন্ত্র। ইহাদের স্বল্পানশন (fasting) দিবা রাত্রের মধ্যে একবার মাত্র, এবং পরিমাণে অল্প। কিন্তু অর্দ্ধান-শনের (abstinence) ভোজ্য দ্রব্য মাংস বর্জ্জিত, পরিমাণে কম, এবং শীতল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই যথাচার ভোজন করিতে পারে।

লেণ্ট (Lent) পর্ব্বের প্রত্যেক দিনেই উপবাস করা রোমানদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন খৃষ্টমাস পর্ব্বের ১২ দিনের মধ্যে এবং ইষ্টার ও এসেন্সন (Ascension) পর্ব্বের মধ্যের শুক্রবার ভিন্ন প্রতি শুক্রবারে, এম্বার ডে (Ember day) ও পাবণ দিনসমূহের (Feasts পূর্ব্ববর্ত্তী রাত্রে (Vigils of the more solemn feasts) উপবাস বিহিত হয়। রবিবারে উপবাস নিষিদ্ধ, কিন্তু লেণ্টের মধ্যবর্ত্তী রবিবার অর্দ্ধানশনে থাকা কর্ত্তব্য। সেণ্ট মার্ক দিবস যদি ইষ্টার পর্ব্বের মধ্যে না পড়ে, তবে তিনটী রোগেসন ডে (Rogation day) এবং খৃষ্টমাসের অন্তর্ভুক্ত শনিবার ছাড়া প্রতি শনিবারই অর্দ্ধানশনে যাপন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

গ্রীকচার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপবাসের দিনসংখ্যা অনেক, এবং তাহা পালনের কঠোরতাও তদনুরূপ কঠিন। বৎসরে প্রায় ২২৬ দিন ইহাদের উপবাস করিতে হয়। ১২ মাসের প্রতি বুধবার ও শুক্রবার উপবাস করিতে হইবে। শনিবারে ইহারা রোমকদিগের ন্যায় অর্দ্ধাশনে না কাটাইয়া উহা

ভোজপর্ব্বদিন মধ্যে গণ্য করে। এই সম্প্রদায়ের পূর্ব্বশাখার (Eastern Church) খৃষ্টানেরা লেণ্ট পর্ব্বে যথারীতি কঠোরতা অবলম্বন করিয়া অনশন পালন করে। প্রথম সপ্তাহে ইহারা মাংসমাত্র খায় না ও সংযতাহারী হইয়া থাকে। প্রথম সপ্তাহ মৎস্য, মাংস, পনির, মাখন, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ ও ডিম্ব প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া থাকেন। তবে শনিবার ও রবিবার ভোজপর্ব্ব বলিয়া গণ্য থাকায় ঐ দুইদিন ঐ সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনে আপত্তি নাই। কোপ্ট ও নেষ্টোরীয়গণ লেণ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী তিনদিন বিশেষ কঠোরতার সহিত উপবাস করে। উহা নিনেভাইট্ অনশন (Fast of the Ninevites) নামে খ্যাত। ঐ তিন দিন অনেকেই নির্জ্জলা উপবাস করিয়া ৭২ ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়।

গ্রীকচার্চ্চের অধীন খৃষ্টানগণ ধর্ম্মাচার্য্যের (Patriarch) আদেশেও উপবাসদিনে মাংস ভোজন করিতেন না। বৎসরে ৫২টী বুধবার ও ৫২টী শুক্রবার ভিন্ন, তাঁহারা খৃষ্টমাসের পূর্ব্বে ও ইষ্টারের পূর্ব্বে ৪০ দিন কাবা ৮০ দিন স্বল্পাশন করেন। হুইটসনটাইড হইতে সেণ্ট পিটরের ভোজ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেণ্ট পিটরের " এবং ১লা হইতে ১৫ আগষ্ট পর্য্যন্ত ভার্জ্জিনের লেণ্ট (Lent of the Virgin) নামে স্বল্পাশন পালন করেন। আর্ম্মেনীয় মতানুসারী খৃষ্টানগণ (Armenian Church) গ্রীক মতানুসারী খৃষ্টান্ দলের ন্যায় আরও অধিক সংখ্যক অনশন-দিবস পালন করেন এবং তাহাও বিশেষ কঠোরভাবে সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। য়ুরোপ মহাদেশের সংস্কৃত-মতানুসারী (Reformed Churches) খৃষ্টানগণ বর্ত্তমানে লেণ্টের উপবাসই পালন করিতেছেন। কেবল ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রেস্‌বিটারীয় (Presbyterian Churches) সম্প্রদায়-ভুক্ত খৃষ্টানগণ সুসংস্কৃতমতে উপাসনাপদ্ধতি প্রচলন করিয়া উপবাস ও উৎসবভোজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল আস্‌-ওয়েড্‌নেস্‌ডে (Ash Wednesday) ও গুড্ ফ্রাইডে (Good Friday) সম্বলিত ৮০ দিন লেণ্টপর্ব্ব, এম্বার ডে (Ember day), খৃষ্টমাস পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত শুক্রবার ব্যতীত সকল শুক্রবারে এবং উৎসব পর্ব্বের পূর্ব্বদিনে অর্দ্ধাশন বা স্বল্পাশনের বিধান আছে।

মহম্মদীয় ইসলাম ধর্ম্মেও অনশনের ব্যবস্থা আছে। রমজান মাসের "রোজা" তাহার প্রধান। ঐ সময়ে পবিত্র 'কোরাণ সরিফ' মহম্মদের সমক্ষে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই উপবাসে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোন কিছু গলাধঃকরণ করা নিষিদ্ধ। গোঁড়া মুসলমানগণ তাম্রকূট পর্য্যন্ত সেবন করেন না। ইহা ছাড়া মুসলমান শাস্ত্রে আরও তিনটী অবশ্য আচরণীয় অনশনের বিধান আছে :—১ম, ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের সময়; ২য়, যৌবনোদ্গমকালে—অর্থাৎ পুরুষের ১৪ বৎসর এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১২ বৎসরে এবং ৩য়, মনকে পাপ পরিশূন্য রাখার জন্য। প্রত্যেক উপবাসই পাঁচটী অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পালন করিতে হয় এবং ১০টী ত্রুটিতে উপবাস নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য সকল মুসলমানকেই খুব সাবধানতা অবলম্বনে অনশন রক্ষা করিতে হয়। রমজান ব্যতীত আরও কএকটী দিনে ভক্ত মুসলমানগণ উপবাস করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নহে, ইচ্ছাধীন।

খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী সুসভ্য রোমক ও গ্রীক জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বা ঘটনা উপলক্ষে উপবাস বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পাইথাগোরাস ও এম্পিডোক্লিস্ তাঁহাদের শিষ্যগণকে জীবমাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। জুপিটার দেবতার উদ্দেশে রোম নগরে বিশেষ উপবাস পালনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্রাট্ নুমা, জুলিয়াস সিজার, অগাষ্টাস্, ভেস্পেসিয়ান ও ধর্ম্মপ্রাণ জুলিয়ান বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে উপবাস ও পবিত্র অনশন-ব্রতের বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া যান। ঐ সময়ে সিরিস (Ceres) দেবতার সম্মানার্থ পাঁচ বৎসর অন্তর একটী সাধারণ উপবাসের নিয়ম প্রচলিত হয়। ইলিউসিনীয় মিষ্টিক (Eleusinian Mysteries) নামক গ্রীসদেশীয় বিখ্যাত উৎসবের প্রারম্ভে কঠোর উপবাসের বিধান আছে।

যীশুর ধর্ম্মমত খৃষ্টান ধর্ম্মাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রচারের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়া গ্রীকধর্ম্মসঙ্ঘের খৃষ্টানসম্প্রদায় অনশন সহকারে সেই পবিত্র-চিত্ত ধর্ম্মাত্মাদিগের উদ্দেশ্যে ভজনাদি করিতেন। উহা হুইট-সনটাইড সপ্তাহের পর হইতে সেণ্ট পিটর ও সেণ্ট পলের উৎসব পর্য্যন্ত পালিত হইয়া থাকে। ইহাকে "Fast of the Holy Apostles" বলা হয়। য়িহুদিগণ প্রাচীনকালে রাজ্যাবরোধ, মহামারী বা দুর্ভিক্ষে দলবদ্ধভাবে গির্জ্জায় (Synagogues) যাইয়া ভগবৎ প্রার্থনা করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহারা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া নগ্নপদে ও ভস্ম মাখিয়া দিন কাটাইতেন। সপ্তাহের দ্বিতীয় ও পঞ্চম দিনে সূর্য্যাস্তের এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে পরদিন মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া তাঁহারা স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা 'সাময়িক সঙ্ঘবদ্ধ অনশন' (Fast of the Congregation) নামে খ্যাত।

কি হিন্দু, কি খৃষ্টান সকল জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারপ্রসঙ্গে সাধারণতঃ ব্রতাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই ব্রত বা উৎসব (festival) প্রাচীন কীর্ত্তিগাথা স্মরণে 'ব্রত' নামে এবং দেবতা বা মহাপুরুষের আবির্ভাব উপলক্ষে 'উৎসব' নামে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই উভয় প্রকার কার্য্যেই উপবাস ও পূজাদির ব্যবস্থা আছে। পূজান্তে পর্ব্বশেষে ভোজ বা পারণ

হইয়া থাকে ; সুতরাং ভোজ বা পার্ব্বণ (Feast) নামধেয় পর্ব্বগুলিকে সাধারণতঃ উপবাস-সংশ্লিষ্ট উৎসব বলা যায়। [উৎসব ও পারণ দ্র°]

আমাদের দেশে উপবাস বলিলে অনশনে থাকিয়া পূজাদি করা বুঝায়। খৃষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মে স্বল্পাশনই অনশন— পূর্ণানশন বা প্রায়োপবেশন নাই। যোগমার্গাশ্রয়ীরাই পূর্ণানশন করিতে সমর্থ। বর্ত্তমান যুগে মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়ে হরিদাস সাধী দীর্ঘ দুইমাস পূর্ণানশনে ভূগর্ভশায়ী থাকিয়াও জীবিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সামান্য লবণ ও জল মুখে দিয়া দীর্ঘকাল অনশনে থাকিবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতাকামী টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনী কারাগৃহে ৭৪ দিন অনশনে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমাদের দেশে শাসনতন্ত্র-সংস্কারকামী যতীন দাসও ৬৩ দিন অনশনে থাকিয়া সংযম ও দার্ঢ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। [উপবাস দ্র°]

অনশনায়—(ত্রি) ক্ষুধারহিত। (শতপথব্রা° ৬ ৬.৪.৭)

অনশ্নত্—(ত্রি) যিনি ভোজন করেন নাই। ২ যিনি সুখভোগ করেন নাই। (শতপথব্রা° ২ ১.৪.১)

অনশ্রু—(ত্রি) অশ্রুশূন্য। (ঋক্ ১০.১৮.৭)

অনশ্ব—(ত্রি) অশ্ববিহীন, শীঘ্রগামী অশ্বরহিত। (ঋক্ ১.১৫২.৫) (পুং) ২ অশ্বভিন্ন অন্য বস্তু।

অনশ্বদা—(ত্রি) অশ্বের অপ্রদাতা। ২ বারিবর্ষণে প্রতিবন্ধক। (ঋক্ ৫.৫৪.৫)

অনশ্বন্—(পুং) বিদূরথের পুত্র ও পরীক্ষিতের পিতা। (ভারত আদিপ°)

অনশ্বর—(ত্রি) [ন নশ্বরং, নঞ্-তৎ] নশ্বর ভিন্ন, স্থায়ী।

অনষ্ট—(ত্রি) অখণ্ডিত, অভগ্ন।

অনষ্টপশু—(ত্রি) অখণ্ডিত পশুরক্ষাকারী, অবিনশ্বর পশুযুক্ত। (ঋক্ ১০.১১৩)

অনষ্টবেদস্—(ত্রি) অভগ্ন সম্পত্তিদ্বারা সম্পন্ন, অবিনষ্ট ধনযুক্ত। "অনষ্টবেদসং ঈশানং" (ঋক্ ৬.৫৪.৮)

অনস্—(স্ত্রী) [অনিতি গচ্ছতি অন্ অসুন্] শকট। "দূরাদনসা রথেন। অনসা শকটেন সহ।" (নিরুক্ত)। "অনঃ মাতৃন্ অনং ক্লীবং জলে শোকে মাতৃজননয়োরপীতি" (শব্দকোশ) অনুসারে অনস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ইহাতে জল, শোক, মাতা এবং জনককে বুঝায়।

অনসূয়—(ত্রি) [নাস্তি অসূয়া পরগুণে দোষারোপো যস্য তাদৃশঃ] পরের গুণে দোষারোপশূন্য, যিনি পরের গুণে দোষারোপ না করেন। "প্রহ্বাদোঽনসূয়কঃ" (মনু ৪.১৫৮)

অনসূয়ক—(ত্রি) [ন অসূয়কম্, নঞ্-তৎ] অসূয়াশূন্য, পরগুণে দোষারোপশূন্য, পরের অপবাদশীল নহে। "অসূয়কঃ পরাপবাদশীলঃ" (নিরুক্ত)

অনসূয়া, অনুসূয়া—(স্ত্রী) [অসূ-কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্-অ। গুণেষপি দোষারোপঃ অসূয়া। কণ্ড্বাদি যগন্তাদকারঃ। (মহেশ্বর) ন অসূয়া অভাবার্থে নঞ্-তৎ] অসূয়াশূন্য।

"নগুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি।
ন হসেচ্চান্যদোষাংশ্চ সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥" (স্মৃতি)

গুণিব্যক্তির গুণ নষ্ট না করা মন্দগুণেরও প্রশংসা করা। অন্যের দোষে উপহাস না করা এ সকল গুলিই অনসূয়া।

"একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥" (মনু ১.৯১)

নিন্দা না করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের এক মাত্র কর্ম। ইহা মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

২ শকুন্তলার সহচরী। ৩ অত্রিমুনির পত্নী। ইনি অতিশয় সাধ্বী ছিলেন। রামচন্দ্র বনবাসকালে ইঁহাদের আশ্রমে কিছুকাল বাস করেন। (রামা°) দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যার অন্যতম, অত্রি ইঁহাকে বিবাহ করেন। দক্ষযজ্ঞে অত্রির সহিত ইনি সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন। (বামনপু) কোন সময়ে অনসূয়া স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া 'আমি আর স্বামীর বশীভূত থাকিব না' এই বলিয়া মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেব তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া—'স্বামী ব্যতীতই তনয় প্রসব করিতে পারিবে' এই বলিয়া বর দেন। তাঁহার তনয় মহাদেবের বরে মাতৃ নামেই খ্যাত হইয়াছিলেন। (মহাভা°) [অত্রি দ্র°]

অনসূয়ু—(ত্রি) [ন অসূ উপতাপে কণ্ড্বাদি° যক্ উ, নঞ্-তৎ] অসূয়াশূন্য।

অনসূরি—(ত্রি) বুদ্ধিমান, মূর্খতারহিত।

অনস্তমিত—(ত্রি) [ন অস্তম্ ইতম্, অলুক্ স°] যে অস্ত যায় নাই, যে অদৃশ্য হয় নাই।

অনস্তিত্ব—(স্ত্রী) অস্তিত্বের অভাব।

অনস্থ—(পুং) [অনেন জীবনোচিতচৈতন্যমাত্রেণ তিষ্ঠতি নতু শরীরাবয়বেন ইতি অন-স্থা-ক] যাহার অস্তিত্ব মাত্র আছে, কিন্তু শরীর নাই। (ঋক্ ৮.১.৩৪) অথবা [নাস্তি অস্থি অবয়বো যস্য, বাহুলকাৎ বহুব্রীহৌ স্বাঙ্গাদিতি ষচ্] নিরবয়ব। ২ সাংখ্যপ্রসিদ্ধ প্রধান। ৩ ঈশ্বরমাত্র।

[নাস্তি অস্থি যস্য] (ত্রি)। ৪ অস্থিশূন্য, যাহার গায়ে হাড় নাই।

অনস্বৎ—(ত্রি) [অনঃ শকটমস্যাস্ত মতুপ্, মস্য বঃ তান্তত্বাৎ পদত্বং] শকটযুক্ত। "অনস্বন্তাং সৎপতির্মামহে" (ঋক্ ৫.২৭.১)

অনহঙ্কার—(পুং) [ন অহঙ্কারঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] অহঙ্কারের অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] অহঙ্কারশূন্য।

অনহঙ্কারিন্—(ত্রি) [অহম্ ইতি গর্ব্বং করোতি অহং-কৃ-ণিনি, ন অহঙ্কারী নঞ্-তৎ] গর্ব্বশূন্য।

অনহঙ্কৃত—(ত্রি) [অহমিতি কৃতম্ অহঙ্কারঃ ভাবে ক্ত, নাস্তি অহঙ্কৃতম্ অহঙ্কারো যস্য] অহঙ্কারশূন্য। (মনু ৯.৩৩৫)

অনহঙ্কৃতি—(স্ত্রী) [অহমিতি গর্ব্বং ক্রিয়তে ভাবে ক্তিন অহঙ্কৃতিঃ ন অহঙ্কৃতিঃ নঞ্-তৎ] অহঙ্কারের অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] অহঙ্কারশূন্য।

অনহন্—(ক্লী) অদিন, কুদিন, দুর্দ্দিন।

অনহম্বাদিন্—(ত্রি) [অহমিতি গর্ব্বেণ বদতি বদ-ণিনি ন অহংবাদী] গর্ব্বরহিত। "মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদীতি" (গীতা)

অনহল—অজমেরের চৌহান-বংশীয় নৃপতি মোধ-লক্ষ্মণের পুত্র। মোধ-লক্ষ্মণ একবার যুদ্ধে একজন মীনাবংশীয়া যুবতীকে বন্দী করিয়া আনেন এবং তাহাকে রাজপুতানী ভ্রমে বিবাহ করেন। এই রমণীর গর্ভে তাঁহার অনহল ও অনুপ নামে দুই পুত্র হয়। পরে রমণীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া মোধ লক্ষ্মণ তাঁহার স্ত্রী ও দুই পুত্রকে মেবারের বেরাবার পরগণার চাং নামক স্থানে নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসনকালে অনহল ও অনুপ স্থানীয় গুজরদের আশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন।

অনহলের বংশধরগণ পরে শক্তিশালী হইয়া মেরবাড় ও অজমেরের শাসকরূপে বহু গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

অনহিতা (অনাহিতা)—আর্মেনিয়ার জোরোষ্ট্রীয়দিগের এক দেবী। অগথংগেলোস্ (Agathangelos) নামক গ্রন্থে ইনি মানবজাতির শৌর্য্য ও জীবনদাতৃদেবীরূপে অভিহিত। আর্মেনীয়গণ বলিয়া থাকে যে এই দেবী হইতেই তাহাদের জাতি প্রসূত। অনহিতা অহুরমজদের কন্যা। ইনি গাম্ভীর্য্যের মাতা ও পরিত্রাণকর্ত্রীরূপেও কথিত। তিরিদাতের (Tiridates) আজ্ঞানুসারে ইনি মানবদের রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি স্বর্ণবর্ণা মাতারূপেও বর্ণিত। এই জন্য ইঁহার উদ্দেশ্যে বহু স্বর্ণময়ী মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমুদয় মূর্ত্তির মধ্যে একটী মূর্ত্তি ইরিজ নগর হইতে এন্টনীর সৈন্যদলের হস্তগত হয়। (Pliny, Historia Naturalis)। অবেস্তা বর্ণিত দেবী অদেশের সহিত অনাহিতার বা অনৈতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থেও অদেশ অহুরমজদের কন্যারূপে অভিহিত। এই দেবী মনুষ্যদের বীজশুদ্ধকারিণী এবং স্ত্রীলোকদিগের গর্ভোৎপাদনে সাহায্য করেন। রমণীগণের স্তনে দুগ্ধ প্রদান করেন বলিয়া তিনি মনুষ্যগণের জন্মদাতৃদেবীরূপে পূজিতা। তিনি বহুবিধ স্বর্ণাভরণে বিভূষিতা। তাঁহার কর্ণে সমচতুষ্কোণ সোণার দুল, স্বর্ণের অবগুণ্ঠন ও মস্তকে স্বর্ণময় মুকুট। অদেশ ও অনাহিতার পূজায় কতকগুলি প্রচলিত আচারের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। আর্মেনীয়গণ তাঁহাকে শ্বেতবর্ণ গো-বৎস ও সবুজ বর্ণ বৃক্ষশাখা দ্বারা পূজা দিয়া থাকেন। পূজোৎসর্গের শ্বেত গোবৎসকে দেবী অনাহিতার প্রতীক চিহ্নদান করা হয় এবং এই গো দলের সহিত একটী মশাল প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কঠিন রোগ হইলে তাহা প্রশমনের জন্য অনহিতার পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। অবেস্তায় অনাহিতা তিন ভাবে অভিব্যক্ত, শুক্রগ্রহকে (Venus) অবেস্তায় অনাহিতা বলা হইয়া থাকে, অন্যত্র অনাহিতা জলদেবী ও মানবজন্মনিয়ন্ত্রণকর্ত্রী।

আর্মেনীয়দিগের অনাহিতা দেবী মানব-কল্যাণ সাধনে তৎপরা। এরেজে এই দেবী পূজা ও উৎসবে কুৎসিত রীতি প্রচলিত ছিল। অনাহিতের মূর্ত্তি মানুষেরই মত।

আর্মেনীয়গণ পারস্যদেশীয় সমস্ত আচার বা রীতি মানিয়া চলিয়া থাকে। তবে অনাহিতা দেবীকে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্মান প্রদান করে। তাহারা নানাস্থানে অনাহিতা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। উক্ত মন্দিরসমূহের মধ্যে আকিলিসেনির মন্দির উল্লেখযোগ্য। আর্মেনীয়গণ ইঁহার মন্দিরে দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া থাকে। এমন কি, দেশের যাঁহারা সম্ভ্রান্ত পরিবার, তাঁহারা সামাজিক নিয়মানুসারে তাঁহাদের কন্যাদিগকে অনাহিতার মন্দিরে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহ উক্ত কন্যাদিগকে বহুকাল মন্দিরে রাখিয়া অতঃপর তাহাদের বিবাহ দেন। এ প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই।

অকিলিসেনের সুবৃহৎ মন্দির ব্যতীত আর্তসত বা আর্তকত নগরের মন্দির অন্যতম। আস্রবৎজিস্ জেলায় অনাহিতার একটী মূর্ত্তি ছিল। এই স্থানে অনাহিতাকে অগ্নি ও জলের দেবীরূপে পূজা করা হইত। বৃথ নামক স্থানেও অনাহিতা এই রীতিতে পূজিতা। এই উৎসবানুষ্ঠান বৎসরের প্রতি ১৫ই নবসর্দ দিবসে অনুষ্ঠিত হইত। এই অনুষ্ঠানে শোভাযাত্রা ও আমোদপ্রমোদ চলিত। প্রতি মাসের ঊনবিংশ দিবসও অনাহিতার পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অনা—(অব্য) ইহা হইতে, এই প্রকারে।

অনা—চৌহানপতি অর্ণোরাজের নামান্তর। ইনি অজমীঢ়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজা অজ বা অজয়ের পুত্র। রাজা অনা অনাসাগর নামে বিখ্যাত সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে বাদশাহ শাহজাহান উহার তীরে কতকগুলি মর্ম্মর পাথরের মন্দির স্থাপন করেন। উদয়পুরের পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর কর্ত্তৃক

আবিষ্কৃত চিতোরের শিলালিপি হইতে জানা যায়, রাজা অনা ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। ইঁহার পুত্র ৩য় বিগ্রহদেব বা বিশালদেব অজমীঢ়ের চৌহান রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিশালদেবের পৌত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজ।

অনাকার—(ত্রি) [নাস্তি আকারো যস্য, নঞ্‌ বহুব্রী] অবয়ব হীন। ২ নিরাকার। ৩ আকাশাদি। ৪ পরমেশ্বর।

অনাকারিত—(ত্রি) যাহা প্রার্থনা করা হয় নাই।

অনাকার্শিস—(An charsis) স্কীদিয় বা শাকদ্বীপবাসী একজন দার্শনিক। সদ্দার গুরুরের পুত্র। তাঁহার মাতা গ্রীকরমণী ছিলেন এবং তিনি মাতার নিকট হইতে গ্রীকভাষা শিক্ষা করেন। ৫৮৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে শাকদ্বীপ বাজের সহিত গ্রীকদিগের বিরোধ ঘটিলে তিনি দূতরূপে তথায় গমন করেন এবং এখানে পণ্ডিত সোলনের সহিত পরিচিত হন। নিজের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে তিনি তাৎকালিক গ্রীক দর্শনীয় পণ্ডিতগণের সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতঃপর কিছুকাল আথেন্স নগরে থাকিয়া তিনি জ্ঞানার্জন-মানসে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। কাইবিলদেবী পূজা ও বলি দিবার সময় তাঁহার ভ্রাতা সৌলিয়াস তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। হিরোদোতস্, লুসিয়ান, সিসিরো, ষ্ট্রাবে প্রভৃতি গ্রন্থকার তাঁহার বিজ্ঞতা ও বাগ্মিতার উল্লেখ করিয়াছেন।

অনাকাল—(পুং) [আ সম্যক—শস্যাদিসম্পন্নঃ কালঃ আকালঃ ন আকালঃ, নঞ্‌ তৎ] শস্যাদি সম্পন্ন ভিন্ন কাল। ২ শস্যহীন কাল। ৩ দুর্ভিক্ষ কাল।

অনাকাশ—(ক্লী) আকাশ নহে। "আকাশং হৃদনাকাশং চক্রুভীরা বলাহকাঃ" (রামা° ৩২৯৭) ২ যে আকাশ আকাশ নহে।

অনাকুল—(ত্রি) [ন আকুলম, নঞ্‌ তৎ] অব্যগ্র। (শতপথ ব্রা° ২৪২৪) ২ স্থির। ৩ অসঙ্কীর্ণ বাক্য। ৪ সাকাঙ্ক্ষবাক্য, ৫ একাগ্র।

অনাকুলাবৃত্তি—হরদত্ত-কৃত আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের একখানি ভাষ্য। ইহা অনাবিলা নামেও পরিচিত।

অনাকৃত—(ত্রি) [নৈত্যানেন কৃতং নাকৃতং নিরাকৃতম, ন নাকৃতম, নঞ্‌-তৎ] অনিবারিত। "ন বক্তা জরণা অনাকৃতঃ" (ঋক্ ১ ১৪১ ৭) [ন আ সম্যক কৃতম] যাহা সুন্দররূপে করা হয় নাই।

অনাঃকৃত—(ক্লী) [ন আঃ সন্তাপেন ক্রোধেন বা কৃতম, নঞ্‌-তৎ] অসন্তাপকৃত, অক্রোধকৃত। "আঃ সন্তাপক্রোধয়োরিতি" (হেমচন্দ্র) আ শব্দে অর্বাক্ এবং উপমাও বুঝায়। (নিরুক্ত)

অনাকৃষ্টশান্তি—শৌনক রচিত একখানি শান্তিবিষয়ক গ্রন্থ।

অনাক্রান্ত—(ত্রি) আক্রমণের অযোগ্য।

অনাক্রান্তা—(স্ত্রী) [ন আ ক্রম ক্ত, অনাক্রান্তা আক্রমিতুমযোগ্যা সর্বতঃ কণ্টকবৃতত্বাৎ] কণ্টকারিবৃক্ষ। (ত্রি) আক্রান্ত ভিন্ন।

অনাক্রান্ততা—(স্ত্রী) আক্রান্ত না হওয়ার অবস্থা।

অনাক্রিওন্ (Anacreon)—গ্রীকদেশীয় একজন প্রাচীন কবি। এসিয়া মাইনরের উপকূলস্থ তিওস্ নগরে ৫৬০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ৫৪৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পারস্যরাজ সাইরাসের সেনাপতি হার্পগস্ যখন এসিয়ার উপকূলবর্ত্তী গ্রীক্‌-গণসমূহ আক্রমণ করেন, তখন তিনি স্বদেশবাসীর সহিত থ্রেসের অন্তর্গত অবদেরা নগরে পলাইয়া আসেন। ঐ সময়ে তিনি আত্মরক্ষার্থ স্বদেশবাসীর পক্ষ হইয়া বিপক্ষ সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি সামোসের রাজা পলিক্রেটিসের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পলিক্রেটিসের মৃত্যুর পর তিনি আথেন্স নগরের রাজা হিপার্কাস কর্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার সভাকবিরূপে রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। শেষ জীবনে তিনি তিওসে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং এই জন্মভূমিতে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইয়াছিল। পেরিক্লিসের পিতা জান্থিপাসের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল এবং গ্রীসের নানা স্থানে তাঁহার প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তি আছে।

অনাক্ষারিত—(ক্লী) [ন আক্ষারিতম অপকৃতম, নঞ্‌ তৎ] অনপকৃত, যাহাতে কোন অপকার হয় নাই।

অনাক্ষিত—(ত্রি) যে অবস্থান করে না অথবা বিশ্রাম করে না

অনাগ—(ত্রি) [ন আ সম্যগ গচ্ছতি স্বপদং— না ম অধর্ম্ম্যং ন নাগং নঞ্‌ তৎ] পাপরহিত।

অনাগত—(ত্রি) [ন আগতম, নঞ্‌ তৎ] ভাবিষ্যৎকালের বৃত্তি, আগন্তুক, অপ্রাপ্ত। অনাগতং ভয়ং দৃষ্ট্বা (পঞ্চতন্ত্র ২ ১৪)

অনাগতবংস—পালিভাষায় রচিত একখানি প্রসিদ্ধ জাতক-গ্রন্থ। ইহাতে ১৪২টী কবিতায় ভবিষ্যবুদ্ধ মৈত্রেয়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। 'গন্ধবংস'মতে কস্সপ ইহার রচয়িতা। 'শাসন বংস দীপ' (৫ ১২০৪) হইতে জানা যায় কস্সপ চোল-রাজ্যের কোন স্থানে বাস করিতেন। তিনি 'বুদ্ধবংস' নামক অপর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই উক্তি ভুল বলিয়াই মনে হয়। উপতিস্স নামক এক বৌদ্ধ শ্রমণ 'অনাগতবংসে'র একখানি টীকা রচনা করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনিই 'মহাবোধিবংস'-প্রণেতা উপতিস্স, এই গ্রন্থখানি ৯৭০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে রচিত হয়।

বড়ই দুঃখের বিষয়, 'অনাগতবংস' রচনার সময় কিছুই

জানা যায় না। মৈত্রেয়ের আদি উৎপত্তির বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। 'নিকায়' ও 'পিটক' গ্রন্থাদিতে ভবিষ্যবুদ্ধগণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী থাকিলেও মৈত্তেয্য (মৈত্রেয়) বুদ্ধের নামোল্লেখ নাই। মাত্র 'দীর্ঘনিকায়ে' 'মৈত্তেয্য' নামে একবার উল্লেখ দেখা যায়। 'বুদ্ধবংসে'র শেষ কবিতায় মৈত্তেয্যের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু তাহা পরবর্ত্তী কালের রচনা ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। 'মহাবস্তু' গ্রন্থে মৈত্তেয্যের কথা পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের একস্থানে মৈত্তেয্যের নগরী কেতুমতীর আয়তন যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত অনাগতবংসের বর্ণনার মিল আছে। (মহাবংশ ৭.২৪০ ও অনাগত-বংস ৭৮ ও ১০৭) ভবিষ্যৎ বুদ্ধদেব মৈত্তেয্যের জীবন-চরিত অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনাই ইহাতে অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাঃ বিমলাচরণ লাহা তাঁহার "A History of Pali Literature" পুস্তকে লিখিয়াছেন অনাগতবংসের যে সংস্করণ তাহার হস্তগত হইয়াছে তাহা পদ্যে রচিত এবং তাহাতে ১৪২টী শ্লোক আছে। ইহাতে ভবিষ্যবুদ্ধ মৈত্তেয্যের (মৈত্রেয়) জীবন-চরিত বর্ণিত আছে। গন্ধবংসের মতে মূল অনাগত-বংস প্রাচীন কস্সপ-রচিত। কিন্তু মূল গ্রন্থখানিতে সারিপুত্র ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন হইতে মনে হয় উহা কস্সপ-রচিত নহে।

অনাগতবন্ত্—(ত্রি) ভবিষ্যতের সহিত সম্বন্ধ রক্ষাকারী।

অনাগতবাধা—(স্ত্রী) [ন আগতা উপস্থিতা বাধা পীড়া] অনুপস্থিতপীড়া, ভবিষ্যৎ দুঃখ। (ত্রি) [ন আগতা বাধা যস্য, নঞ্ বহুব্রী] উপস্থিত পীড়াশূন্য। "পীড়াবাধাব্যথাদুঃখম্" (অমর)

অনাগতবিধাতৃ—(ত্রি) [ন আগতস্য ভবিষ্যতঃ অনিষ্টস্য বিধাতা প্রতিবিধানকর্ত্তা, নঞ্ ৬-তৎ] আগামী দুঃখের যিনি নিবারণ করেন। "অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিস্তথা" (হিতোপ°)

অনাগতাবাধ—(পুং) [ন আগতঃ আবাধঃ পীড়া দুঃখং বা, নঞ্-তৎ] দেহের ভবিষ্যৎ দুঃখ।

অনাগতার্ত্তবা—(স্ত্রী) [ঋতৌ ভবম্ অণ্ আর্ত্তবম্ স্ত্রীপুষ্প-বিকাশনম্, অনাগতম্ অপ্রাপ্তম্ আর্ত্তবং রজো যস্যাঃ] যে স্ত্রী-লোকের স্ত্রীধর্ম্ম হয় নাই, যাহার রজঃ প্রকাশ পায় নাই। "গৌরী তু নগ্নিকাঽনাগতার্ত্তবা" (অমর)

অনাগতি—(স্ত্রী) অনুপস্থিতি। ২ অপ্রাপ্তি।

অনাগন্ধিত—(ত্রি) [ন আগন্ধিতম্ আঘ্রাতম্] অনাঘ্রাত, যাহার আঘ্রাণ লওয়া হয় নাই।

অনাগম—(পুং) [নাস্তি আগমঃ স্বত্বহেতুঃ ক্রয়াদির্যত্র] কবলা বা দলিল রহিত স্বত্ব।

"সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ ক্বচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ।" (মনু ৮.২০০)

কোন সম্পত্তিতে কাহারও যদি ভোগ দেখা যায়, ক্রয় বা প্রতিগ্রহণাদির আগম (কবলা) না থাকে, তবে সে স্থলে ভোগ প্রমাণ হইবে না, আগমই প্রমাণ হইবে।

অনাগমিষন্ত্—(ত্রি) যে আগমন করে নাই। (অথর্ব্ব ১৬ ৬ ১০)

অনাগমোপভোগ—(পুং) ক্রয়াদিরহিত সম্পত্তির ভোগ।

অনাগম্য—(ত্রি) মিলনের অযোগ্য। ২ আগমনের অযোগ্য।

অনাগস—(ত্রি) [নাস্তি আগোঽপরাধঃ পাপং বা যস্য] অকৃতাপরাধ, নিরপরাধ, পাপশূন্য। "পাপাপরাধয়োরাগঃ" (অমর)

"আর্ত্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি।" (শকু)

অনাগা—(স্ত্রী) অপাপহেতু। (ঋক্ ১০ ১৬৫.২) (স্ত্রী) ২ নদীভেদ।

অনাগামিন্—(ত্রি) যে আসে নাই, উপস্থিত হয় নাই। ২ ভবিষ্যৎ নহে। (পুং) এক প্রকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। [অনাগামী দ্রঃ]

অনাগামী— বৌদ্ধমতাবলম্বী নির্ব্বাণপন্থী হীনযান সাধকবিশেষ। এই মতে নির্ব্বাণ লাভের উপায়স্বরূপ চারিটী পন্থা কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'অনাগামী' তৃতীয় পথের সাধক। অনাগামীর আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তবে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া তিনি দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হন এবং তৎপরে নির্ব্বাণলাভ করিয়া পারেন। এই জন্য তাঁহাকে ৪০০০০ কল্প অপেক্ষা করিতে হয়। অনাগামী পঞ্চবিধ মোহ, অসদিচ্ছা, অজ্ঞান, অবিশ্বাস ও ঘৃণা হইতে মুক্ত।

অনাচার—(পুং) [অপ্রাশস্ত্যেঽভাবে বা নঞ্-তৎ] কদাচার, অশুদ্ধাচার, আচারের অভাব। শ্রুতি-স্মৃতির বিরুদ্ধ আচার অনুষ্ঠান। অনাচার দুই প্রকার—১ যে সকল কর্ম্ম করিতে ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া আছে তাহা না করা। ২ শাস্ত্রে যে কর্ম্ম করিতে ব্যবস্থা আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা। তবে শাস্ত্রে এই প্রকার বিধান থাকিলেও লোক-পরম্পরাগত ও অনুষ্ঠিত অনাচারসমূহ দেশভেদে অল্প দোষযুক্ত হইয়া থাকে। লবণবিক্রয়, অনুপনীত ও ভার্য্যার সহিত ভোজন, পর্য্যুষিতার ভোজন, মাতুল ও পিতৃষ্বসৃ-দুহিতার সহিত পরিণয় এবং মদ্যপান প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে অনাচার। কিন্তু দেশভেদে মাতুলকন্যাপরিণয় ও মদ্যপানাদি প্রচলন থাকায় তত্তৎ দেশে উহা অনাচার বলিয়া ধরা যায় না। যথা—দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাঞ্চলে মাতুলসুতার সহিত বিবাহ সেই সেই দেশের আচার-বিরোধী নহে। (মাধব) কেবল বলেন যে, যে দেশে যে আচা-

নিষ্ঠ আচার কল্পিত আছে সেই দেশে সেই আচার অনাচার নহে, অন্য দেশের পক্ষে উহা অনাচার বলিয়া ধরা হইবে। গ্রাম, পুর, নগর ও দেশ যেখানে যেরূপ আচার প্রচলিত আছে, সেই আচার অন্য দেশের পক্ষে অনাচার হইলে, স্বদেশের পক্ষে উহাই ধর্ম্মাচার। বৃহস্পতিও বলেন যে, পরম্পরা সিদ্ধ আচার পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। দাক্ষিণাত্যে মাতুলকন্যা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। মৎস্যদেশে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষ ব্যভিচার-লিপ্ত থাকিত এবং উত্তরদেশে মদ্যপান রজঃস্বলাস্পর্শ দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না, কারণ তত্তৎ দেশের আচার হিসাবে উহা অল্প দোষ দুষ্ট।

অনাচারনির্ণয়—একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

অনাচারিন্—(ত্রি) কদাচার। ২ যে ব্যক্তি রীতি, নীতি অথবা ব্যবহার বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করে না। ৩ দুষ্ট।

অনাজ—(হিন্দী) আনাজ, তরকারী, বেসাতী।

অনাজাবাস—প্রাচীন সাইলিসিয়ার অন্তর্ভুক্ত প্রধান নগর। পিরামাস্ (জিহন) ও তাহার শাখা সেম্পাসুস্-নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যে এই স্থান সিজারিয়া নামে পরিচিত ছিল। মধ্যযুগে উহা আইনজার্বা ও বর্ত্তমানে নবার্জা নামে খ্যাত।

ভীষণ ভূকম্পে ইহার প্রাচীন স্থাপত্যকীর্ত্তি বিধ্বস্ত হইলে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাষ্টিন উক্ত নগরের জীর্ণ সংস্কার করিয়া জাষ্টিনোপোলিস্ নাম রাখেন। এই সময়ে ঐখানে বৈজান্তীয় সেনাদলের সহিত মুসলমান সৈন্যের কএকবার যুদ্ধ হয়। ৭৯৬ খৃষ্টাব্দে খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ্ এই নগর পুনর্নির্ম্মাণ করান। পুনরায় খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে হাম-দান বংশীয় রাজা সৈফ উদ্দৌলা বহু অর্থব্যয়ে দুর্গাদি স্থাপন দ্বারা এই নগর সুরক্ষিত করেন। ধর্ম্মযুদ্ধে সমাগত ইউরোপীয় রাজন্য-গণ এই নগরের কতকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলেন। তৎপরে আর্ম্মেনিয়ারাজ ১ম থোরোস খৃষ্টীয় ১২শ শতকে ইহার সংস্কার সাধন করিয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং ইহার "অনাজার্বা" নাম দেন। এই সময়কার নগর-প্রাচীর, ফটক, রাজপথের স্তম্ভবাজি, ব্যায়ামাগার, নাট্যালয় ও দুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও দেখিবার জিনিস এবং এই পার্ব্বত্য প্রদেশে খাল কাটিয়া কিরূপে জল সরবরাহ হইয়াছিল তাহাও জানিবার বিষয়।

অনাজ্ঞাকারিতা—(স্ত্রী) আজ্ঞাবহিত কার্য্য।

অনাজ্ঞাত—(ত্রি) [ন আজ্ঞাতম্] জ্ঞানের অবিষয়ীভূত। "আজ্ঞাতং সর্ব্বমাজ্ঞাতং যজ্ঞে ক্রিয়তে মিথ" (যজুঃ)

অনাটন—(গ্রাম্য)। অপ্রতুল। [অনটন দ্র°]।

অনাটোলিয়া—(আনাটোলিয়া) ইজিয়ান সাগরের পূর্ব্ব-উপ-কূলবর্ত্তী দেশ। ইহা প্রাচীন ফ্রিজিয়া রাজ্যের অংশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। [এসিয়ামাইনর দ্র°]

অনাড়ী, আনাড়ী—(গ্রাম্য) যাহার নাড়ীজ্ঞান নাই। এই শব্দ সচরাচর আমরা 'আনাড়ী' এই রূপ উচ্চারণ করি। যে বৈদ্য নাড়ীর অবস্থা ভাল বুঝে না এইরূপ অর্থ হইতে সকল বিষয়ে বা কাজে যে অপটু, তাহাকে আনাড়ী শব্দ উল্লেখ করি। 'সে আনাড়ী লেখক' অর্থাৎ লিখিতে অপটু। 'সে আনাড়ী লোক', অর্থাৎ তাহার নিজ কাজে পটুতা নাই।

অনাঢ্য—(ত্রি) নির্ধন, দরিদ্র।

অনাঢ্যম্ভবিষ্ণু—(ত্রি) যিনি ধনবান হইতেছেন না, যিনি ক্রমশঃ গরীব হইতেছেন।

অনাঢ্যলিঙ্গ—শিবলিঙ্গ ভেদ।

অনাতঙ্ক—(ত্রি) অরোগী।

অনাতত—(ত্রি) ধনুতে অনারোপিত।

"আয়ুধায়ানাততায়" (শুক্লযজু° ১৬ ১৪)

অনাতপ—(পুং) [অভাবার্থে নঞ্-তৎ] আতপের অভাব। রৌদ্রের অভাব, ছায়া। (ত্রি) [বহুব্রী] আতপশূন্য।

অনাতুর—(ত্রি) [ন আতুরম্, নঞ্-তৎ] নীরোগ, আতুর ভিন্ন, সুস্থ। "অনাতুরা অজরা" (ঋক্ ১০.৯৪ ১১)

অনাত্মক—(ত্রি) [নাস্তি আত্মা স্থিরো যত্র কপ্] আত্মা নাই এরূপ মত। ২ ক্ষণিকবিজ্ঞান মত। ৩ স্থিরাত্মশূন্য জগৎ।

অনাত্মকদুঃখ—(স্ত্রী) আত্মার সহিত সম্বন্ধহীন দুঃখ। জৈন শাস্ত্রকার ইহলোক ও পরলোকের দুঃখকে অনাত্মক বলিয়া মানেন।

অনাত্মকমোক্ষ—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শৈব ধর্ম্মোপদেষ্টা লকুলীশের যে মত বিবৃত হইয়াছে, ঐ মতে মোক্ষ সাত্মক ও অনাত্মকভেদে দ্বিবিধ। অনাত্মক মোক্ষ হইতেছে সর্ব্ব দুঃখের পূর্ণাবসান, তাহা মাত্র জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়া-শক্তিমূলক নহে।

অনাত্মজ্ঞ—(ত্রি) [আত্মনং যথাস্বরূপং ন জানাতি জ্ঞা-ক।] যে আত্মস্বরূপ জানে না, যে আত্মচেষ্টা জানে না, আত্মপর বিবেচনাশূন্য। (শতপথব্রা° ২ ২ ২.৮)

অনাত্মধর্ম্ম—(স্ত্রী) আত্মার ধর্ম্মাভান নহে।

অনাত্মন্—(পুং) [ন আত্মা অপ্রাশস্ত্যে ভেদার্থে চ নঞ্-তৎ] আত্মভিন্ন। (শতপথব্রা° ২ ২.২.৮) ২ অপকৃষ্ট আত্মা দেহাদি।

অনাত্মনীন—(ত্রি) [আত্মন্-খ, আত্মনে হিতং আত্মনীনঃ। ন আত্মনীনম্, নঞ্-তৎ] নিজের অহিত, আপনার অনিষ্টজনক।

অনাত্মপ্রত্যবেক্ষা—(স্ত্রী) জৈনমতে, আত্মার অনুপস্থিতির প্রচার।

অনাত্মবৎ—(ত্রি) [ন আত্মা অন্তঃকরণং বশ্যত্বেন অস্তি অস্য মতুপ্, মস্য বঃ, নঞ্-তৎ] অজিতেন্দ্রিয়।

অনাত্ম্য—(স্ত্রী) [আত্মন ইদম্ আত্ম্য-যৎ আত্ম্যং শরীরং। ন আত্ম্যম্, নঞ্ তৎ] অশরীর।

অনাথ—(ত্রি) [নাস্তি নাথঃ প্রভুর্যস্য] প্রভুহীন, যাহার প্রভু নাই। ইংরাজী Orphan = পিতৃমাতৃহীন বালক। চলিত ভাষায় আমরা কি পুংলিঙ্গে কি স্ত্রীলিঙ্গে 'অনাথা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং তাহা এইরূপ অর্থে ব্যবহার করি য, যাহার বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। যেমন— 'তিনি অনাথার মত পড়িয়া আছেন'। চলিত বাঙ্গালায়, 'দীন হীন' অর্থেও অনাথা শব্দ প্রযুক্ত হয়। 'আহা! এই অনাথা-টীকে একটু আশ্রয় দাও'। বাঙ্গালা পদ্যে 'অনাথিনী' এইরূপ শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু ইহা ব্যাকরণ-দুষ্ট।

"শঙ্করে মাগিতে যাও, লইলে ইন্দ্রের পাও,
বড়িবে করিলে অনাথিনী।" (কবিকঙ্কণ)

অনাথকৃষ্ণ দেব—কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবংশের এক কৃতি সন্তান। তিনি রাজা রাধাকান্তের ৩য় পুত্র রাজা দেবীকৃষ্ণের পৌত্র, তাঁহার পিতার নাম আনন্দকৃষ্ণ। তিনি বঙ্গসাহিত্যের একজন অনুরক্ত সেবক ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত "রামায়ণতত্ত্ব" নামক গ্রন্থখানি তিনিই সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থখানি মূল রামায়ণের বিশদ সূচী। তাঁহার প্রভূত পরিশ্রমের ফলে রামায়ণপাঠকগণের ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। মহাভারত গ্রন্থেরও তিনি এইরূপভাবে বিস্তৃত সূচী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিয়দংশ মাত্র 'মহাভারতীয় নীতিকথা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যসভা হইতে প্রকাশিত তাঁহার রচিত "বঙ্গের কবিতা" দুইভাগ যথাক্রমে ১৩১৭ ও ১৩১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে তিনি বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রাচীন কবিগণের কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে কিন্তু ধারাবাহিক কালক্রমের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বিষয়ের ভেদ অনুসারে কবিগণের রচনার পরিচয় লিখিয়াছেন। 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র' 'জীববলি' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীতও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় লুপ্তপ্রায় 'হাফ-আখড়াই' সঙ্গীতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 'মানসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রে (১৩২৬) তাঁহার প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব মহাশয় ১৩২৬ সাল, ১৩ই মাঘ শুক্রবার, মাত্র দুইদিন জ্বর ভোগের পর ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

অনাথ দাস—জনৈক হিন্দীকবি। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ইহার কবিতাবলীতে শান্তিরসের প্রাধান্য দেখা যায়। ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের নাম 'বিচারমালা'।

অনাথনাথ দেব—বাঙ্গালার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের শেষ গোষ্ঠীপতি। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আশুতোষ দেবের (ছাতু-বাবুর) কনিষ্ঠ সহোদর প্রমথনাথ দেব বা লাটুবাবুর দত্তক পুত্র। এই হিসাবে ইনি ৺রামদুলাল সরকারের পৌত্র এবং তাঁহার জ্ঞাতি বিশ্বনাথ সরকারের পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠাকন্যার বিবাহ উপলক্ষে ১৮৮৬ সালে ১৬ মাঘ ২৫শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। এই একজাই উপলক্ষে সমগ্র দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনবংশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষার্থ ইঁহাকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য কল্পেও ইনি কলিকাতা ইউনিভারসিটির হস্তে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। কলিকাতায় ছাতুবাবুর বাটীর সম্মুখে যে বৃহৎ বাজার আছে তাহা অনাথনাথের যত্নে ও ব্যয়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এই বাজার 'অনাথনাথ দেবের বাজার' বলিয়া প্রসিদ্ধ। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থকাণ্ডের ৬ষ্ঠ অংশ ১৭০ হইতে ১৭৪ পৃষ্ঠায় অনাথনাথ দেবের বিস্তৃত একজাইর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে)

[গোষ্ঠীপতি ও একজাই শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

এতদ্ভিন্ন বহু বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট দান ছিল। দেবদ্বিজে তাঁহার ভক্তির পরিচয় আজিও তাঁহাদের বংশে আচরিত দেবদেবীর পূজায় ও 'বার্ষিক' বিতরণে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নিজ ব্যয়ে কএকটী কলেজের ছাত্রকে গৃহে রাখিয়া তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি যে "ট্রষ্ট ফণ্ড" গঠন করিয়া যান, তাহার আয় হইতে আজিও তাঁহার বংশধরগণ এবং আত্মীয়-স্বজন সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন।

অনাথনাথবসু—একজন সাহিত্যিক। চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত প্রাৎড়া গ্রামে ১৮৭৪ খৃঃ অনাথনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। অনাথনাথ একাদিক্রমে ৩০ বৎসর কাল মিঃ পি, এন্ ঠাকুরের ষ্টেটে কার্য্য করিয়া শেষে প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। ইনি "মহাত্মা শশিপদ-

কুমার ঘোষের জীবনী" রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "প্রেমিক সন্ন্যাসী" "চৈতন্যের জীবনচরিত" প্রভৃতি কএকখানি ভক্তিমূলক গ্রন্থ এবং 'এব্রাহাম লিঙ্কন' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার অনেক রচনা প্রকাশিত হইত। দুই বৎসরকাল নানা রোগে ভুগিয়া শেষাবস্থায় তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৪ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৩৪১ সালে (১৯৩৫ খৃঃ) মাত্র ৫১বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

অনাথনিবাস (অনাথাশ্রম—Orphanage)—পিতামাতা বা অভিভাবক হীন নিরাশ্রয় বালকবালিকা ও মনুষ্যগণকে অন্নবস্ত্র দানার্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠান। ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জাতিগণের মধ্যে দয়া ও দানধর্ম্মের নিদর্শনস্বরূপ অতিথিশালা, পান্থনিবাস, অনাথাশ্রম, ধর্ম্মশালা, মুসাফির খানা প্রভৃতি কতকগুলি দাতব্য অনুষ্ঠান (Charitable Institution) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টানজগতে এইগুলি Asylum, Refuge বা Orphanage নামে অভিহিত। দীনদুঃখী ও আতুরকে অন্নবস্ত্রদান, দূরাগত পথিক বা বণিকদিগকে দস্যুকবল হইতে রক্ষা করিতে পান্থশালা (Caravan Sarai) এবং বিপন্ন ও আশ্রয়প্রার্থী বিদ্রোহীকে স্বচ্ছন্দে বাসের জন্য আশ্রয়স্থান (Refuge) এবং তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীর অথবা তীর্থবাসীর নির্বিঘ্নে বাসের জন্য ধর্ম্মশালা ও অন্নসত্র নির্ম্মিত ছিল। বর্ত্তমানে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের অনুকম্পায় বহুতীর্থে এইরূপ ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে বা হইতেছে।

দুঃখের বিষয় প্রাচীন হিন্দুযুগের ঐ সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের স্মৃতিচিহ্ন একণে ধ্বস্ত ও বিলুপ্ত। বৌদ্ধ ও জৈনদিগের অভ্যুত্থানে এবং তাঁহাদের দানধর্ম্মের প্রভাবে ঐরূপ বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানে ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে দেবমন্দিরাদির সংস্কার বা পুনর্নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে ঐ সকল দাতব্যানুষ্ঠান পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয় এবং এখনও কোথাও কোথাও তাহার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। [হর্ষবর্দ্ধন, যশোধর্ম্মন প্রভৃতি দ্র°]

বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের উৎকীর্ণ শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বৌদ্ধ-যতিদিগের নির্ব্বিঘ্নে তপশ্চর্য্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য তিনি ভারতের নানাস্থানে নির্জ্জন পর্ব্বত-গাত্রে গুহামন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি জনসাধারণের সুবিধার্থ ও পথিকদিগকে ছায়াদানার্থ বৃক্ষরোপণ এবং জল-পানের জন্য স্থানে স্থানে কূপখনন ও ঔষধের জন্য ভেষজোদ্যান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দীনদুঃখী ও আতুরদিগকে অন্নদান কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য তিনি স্বতন্ত্র পরিদর্শক-সমূহ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে তিনি উত্তরে হিন্দুকুশ, কাশ্মীর ও হিমালয় প্রদেশের স্থানে স্থানে, বর্ম্মায়, এমন কি, সুদূর দক্ষিণে সিংহল রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থ মঠ বা সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ সকল মঠে বা বিহারে বৌদ্ধ-যতিগণ বাস করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচনা করিতে পারিতেন। এই সকল স্থানে শ্রমণেরা ও আতুরেরা অন্ন পাইত। [অশোক ও প্রিয়দর্শী দ্র°]

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রাবস্তী নগরে সুদত্ত নামক এক ধনবান বণিক ছিলেন। বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য তিনি 'অনাথপিণ্ডদ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। শ্রাবস্তীতে কোন বিহার না থাকায় অন্নদানের ও ধর্ম্মপ্রচারের সুব্যবস্থা হইতেছে না বুঝিয়া বুদ্ধদেব তাঁহাকে তথায় এক বিহার নির্ম্মাণ করাইতে আদেশ দেন। তদনুসারে জেতবনে ঐ বিহার নির্ম্মিত হয়। ঐ বিহারে ৬০টী ছোট ঘর ছিল। উহাতে ভিক্ষু ও স্থবিরগণের বাস, পাকশালা, ভাণ্ডারগৃহ, জলভাণ্ডার, বন্ধক-প্রকোষ্ঠ, আয়ুর্ব্বেদাগার ও পীড়িতদিগের বাসস্থান প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানকার অধিবাসিবর্গ যে অনাথপিণ্ডদের অন্নে ও অর্থে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহা জেতবনের "অনাথপিণ্ডদারাম" নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। রাজা শুদ্ধোদন স্বীয় সন্ন্যাসী পুত্রের নাম চিরস্মরণীয় করিতে জেতবন বিহারের অনুকরণে 'ন্যগ্রোধারাম' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে গৌতমবুদ্ধের ধর্ম্মকীর্ত্তি স্মরণ রাখিবার জন্য তক্ষশিলা, নালন্দা, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, বৈশালী, পাটলীপুত্র (কুসুমপুর) ও রাজগৃহ প্রভৃতি রাজধানীতে বিহার ও গুহাকূটে কতকগুলি গুহামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল বিহারে শিক্ষার্থী শ্রমণ, ভিক্ষু ও স্থবিরগণ এবং নিরন্ন অনাথ-আতুরেরা যে অন্ন পাইত এবং চিকিৎসিত হইত তাহা নিঃসন্দেহ। এই সকল বিহারের ব্যয়ভার রাজা ও বণিক-সম্প্রদায় বহন করিতেন তাহা বৌদ্ধ গ্রন্থাদির আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। [তক্ষশিলা শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্র°]

বৌদ্ধ প্রাধান্যের অবসানে এই দানব্রতের বিরাম সাধিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধদিগের অক্ষয়কীর্ত্তি অন্নশালা ও অতিথিশালা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনাথাশ্রমসমূহ কালে বিহারাদির বিলয়ের সহিত বিলুপ্ত হইয়া পড়ে; তবে তাহার যাহা কিছু নিদর্শন ছিল, তাহা একমাত্র সঙ্ঘারাম বা মঠেই নিবদ্ধ হইয়া যায়।

যখন দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইতে থাকে, দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনবংশ এই সময়ে প্রভাব বিস্তার

করিয়া মালব এবং সম্ভবতঃ মগধ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী শকপ্রতাপ খর্ব্ব করিয়া হিন্দু প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। সাতবাহনবংশীয় রাজগণ ২০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২১০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই বৌদ্ধ প্রভাব যুগে তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া উভয় ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার পর ৩২০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মমত অনুসরণ করিলেও ভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি প্রতিকূল ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সিংহলরাজ যখন বুদ্ধগয়ায় একটী "আশ্রম" নির্ম্মাণের বাসনা জানাইলেন তিনি সানন্দে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ার মন্দির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ আশ্রমও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

[illegible] কুমারগুপ্ত এবং হূণবিজয়ী স্কন্দগুপ্ত ভারতেতিহাসে গৌরবময় যুগের প্রবর্তন করেন। তাঁহাদের শাসনকালে স্থাপত্যবিদ্যা ও অন্যান্য শিল্পচর্চ্চা উন্নতি লাভ করে। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতভ্রমণে আসিয়া পাটলীপুত্র নগরীর গৌরবময় অবস্থা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সে কালে এখানে বহু সুরম্য প্রাসাদ ও রোগীর চিকিৎসার জন্য সর্ব্বত্র চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল চিকিৎসালয়ে রোগীদিগকে ঔষধ ও পথ্য বিনা মূল্যে দেওয়া হইত।

যুয়ান চুয়াং-এর বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন প্রজাসাধারণের সুবিধার্থে বহুস্থানে চিকিৎসালয় বিশ্রামাগার ও অন্যান্য জনহিতকর বহু দাতব্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘারামের বা বিহার-সমূহের অনুকরণে হিন্দুর দেবমন্দিরাদিতে অতিথিশালা ও অনাথাশ্রম সংশ্লিষ্ট ছিল। এখনও অনেক মন্দিরে দরিদ্রনারায়ণের সেবার বিধান দেখা যায়। তবে পূর্ব্বকার মত অনাথদিগকে স্থান দান করিবার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও চলে।* মন্দিরে বুভুক্ষুর সেবা এবং অধ্যাপকের টোলে ছাত্রদিগকে অন্ন, বাস ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহাও সংখ্যায় অল্প।

বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে "কলিকাতা অরফানেজ" নামে হিন্দুদিগের, 'বেথিডজ' নামে একটী খৃষ্টানদিগের ও 'কলিকাতা মুস্লিম অরফানেজ' নামে মুসলমানদিগের অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। বদান্যের দানে ও সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদায় উহাদের ব্যয়ভার পরিচালিত হইতেছে।

প্রাচীনতম যুগে প্রতীচ্যখণ্ডবাসী সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে অনাথ সেবার কোন অভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুসভ্য বাবিলোনীয়, কালদীয় ও অসুর জাতির ধ্বস্ত নিদর্শন হইতে অনাথাশ্রমের কোন ঐতিহাসিক বিবরণী সংগৃহীত না হইলেও স্বীকার করিতে হয় তাঁহাদের মধ্যে দরিদ্রনারায়ণের সেবার কোনরূপ অনাদর ছিল না।

প্রাচীন য়িহুদী ও ইস্রায়েলাইটগণ তাঁহাদের অস্থায়ী শিবির-সংলগ্ন উপাসনাগৃহের (tabernacle) সন্নিকটে এবং পরে জেরুসালেম প্রভৃতি নগরে পাকা মন্দির নির্ম্মিত হইলে তাহার সন্নিকটে অতিথিশালা ও অনাথাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ সকল মন্দিরে ধর্ম্মযাজক ও ব্রতীগণের (Priests and Levites) বাসগৃহ এবং ভাণ্ডারগৃহ (Pastophorium) ছিল। এই ভাণ্ডারগৃহে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত সাধারণের উপহারাদি ও অর্থ প্রণামী সংরক্ষিত হইত। প্রধান আচার্য্য এইখানে বাস করিতেন এবং যতি ও অতিথিগণের সেবার্থ তিনি তাহা ব্যয় করিতেন। (Ezek XI 17)

প্রাচীন পৌত্তলিক মতাবলম্বিগণের অনুকরণে খৃষ্টানগণও অনাথ সেবায় মনোযোগী হন। উক্ত ধর্ম্মমতের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নানা স্থানে গীর্জ্জা বা ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সঙ্গে ধার্ম্মিক শ্রমণ (monks), ভিক্ষু (mendicant friars) ও ভিক্ষুণীদিগের (nuns) বাসের জন্য মঠ (monastary) স্থাপিত হয়। ঐ সকল মঠে আতুর, অনাথ ও দীনহীন সেবার জন্য স্বতন্ত্র আশ্রম গঠিত হইয়াছিল। [মঠ দ্র]

ইস্রায়েলাইটদিগের মধ্যে হত্যাকারীদিগকে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা ছিল। ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা মোজেসের নির্দ্দিষ্ট নগরে আশ্রয় পাইত এবং এখানে থাকিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। তৎকালে জর্দ্দন নদীর উভয় তীরে হিব্রুজাতির ৩টী করিয়া ৬টী আশ্রয় নগরী (Cities of Refuge) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

জর্দ্দন নদীর পূর্ব্বকূলে রিউবেন জাতির বাসভূমি বেজের গদ্ জাতির আবাসক্ষেত্র রামোথ গিলেড ও মানাসে জাতির গালাম এবং পশ্চিম কূলের জুডা জাতির ক্ষেত্র হেব্রোন এফ্রাইমের অন্তর্ভুক্ত সেচম ও নাফ্তালীর অন্তর্গত কাদেশ-

* তিব্বতের অন্তর্গত বহু মঠে এখনও লামা পদে ব্রতী অনেক অনাথ বালক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা মঠবাসী, যতিধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া ভিক্ষুরূপে মঠে থাকিয়া [illegible] করেন। খাওয়া ও শোবার ব্যবস্থা মঠেই। কখন তাহারা [illegible] ফিরিয়া যায় না। চীন ও জাপানী বৌদ্ধদিগের [illegible] মঠ-বাস বিরল নহে।

নাক্তালী অনাথাশ্রমরূপে বিঘোষিত ছিল। এখানে তাহারা নিরাপদে থাকিতে পারিত এবং আহার্য্য পাইত; কিন্তু একবারে রাজদণ্ড হইতে মুক্তি পাইত না। কখন কখন রাজদ্বারে আনাইয়া তাহাদের বিচার হইত এবং দোষী সাব্যস্ত হইলে বিচারকের নির্দেশ অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। প্রমাণাভাবে নির্দোষ প্রমাণিত হইলে ঐ হত্যাকারী প্রধান ধর্ম্মযাজকের জীবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে নির্ব্বিরোধে বাস করিতে এবং পরে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইয়া থাকিতে অধিকার পাইত। অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্য প্রতিহিংসাকারী (Avenger) তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিত না। [আশ্রম দ্র।]

প্রাচীন গ্রীসের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পলাতক ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, অথবা রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কোন কোন দেবমন্দিরে ধর্ম্মবেদিকায় দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট উপবনে বা দেবমূর্ত্তির পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় পাইত। আথেন্স নগরীস্থ থেসিউস্ দেবতার মন্দিরে এবং জিউস্ এগোরাইওস্ ও দ্বাদশ দেবতার বেদীর সংলগ্ন অট্টালিকায় প্রভু-নির্য্যাতিত দাসগণ ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত দোষিগণ আশ্রয় পাইত। গ্রীসের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ অনেক অনাথাশ্রম ছিল। কালে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আশ্রয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে থাকে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া সম্রাট্ টাইবেরিয়াস্ কএকটী নগর মাত্র আশ্রয়দানের উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

লিভি (Livy) লিখিয়াছেন, প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে আশ্রয়দান আইনসঙ্গত (Right of Asy'um) ছিল। রোমক প্রজাতন্ত্রে বা সাম্রাজ্যাধিকারের প্রারম্ভে আশ্রয়দানের (*Jus asyli*) কোন বিধি ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী রোমের ইতিহাসে ক্রীতদাসদিগকে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল*।

খৃষ্টীয় সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মমন্দির বা গীর্জ্জা সমূহে গর্ভগৃহ (sanctuary) স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইন্ ঐ পবিত্র গৃহসংলগ্ন কুটীরগুলি অনাথাশ্রমের উপযুক্ত স্থান বলিয়া অনুমোদন করেন। অতঃপর সম্রাট্ থিওডোসিয়াস্ ৩৯২ খৃষ্টাব্দে এতৎসম্বন্ধে এক বিধি প্রণয়ন করেন। ২য় থিওডোসিয়াস্ ৪৩১ খৃষ্টাব্দে আশ্রয়দানবিধি (Right of Asylum) বিধিসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আইনে (Theodosian Code) কতকগুলি বিধি নিষেধের উল্লেখ করিয়া যান। তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, আশ্রয়প্রার্থী গির্জ্জার ব্যয় হইতে আহার্য্য পাইবেন বটে, কিন্তু গির্জ্জায় বসিয়া খাইতে পারিবেন না। উহার সংলগ্ন কোন বহিঃপ্রকোষ্ঠ তাহাদের 'আহারস্থান' হইবে। সে গির্জ্জা মধ্যে কোনরূপ চিৎকার করিতে পারিবে না, অথবা অস্ত্র ব্যবহার করিবে না।

রোমান্ ক্যাথলিকদিগের অভ্যুদয়ে গীর্জ্জার আশ্রয়দানের অনেক পরিবর্ত্তন ও ব্যতিক্রম ঘটে। গ্রাসিয়ানের ধর্ম্মনীতি (Canon law of Gratian) ও পোপদিগের অনুশাসনে দস্যু ব্যতীত অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থিকে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। পোপ ৮ম বোণিফেস্ স্বীয় অনুশাসনে গীর্জ্জাকে আশ্রয়স্থান এবং আশ্রিত ব্যক্তি কোন কারণেই সমর্পণযোগ্য নহে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে এই আশ্রয়দানবিধি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, ঐ সকল আশ্রিত ব্যক্তি—দোষী বা নির্দোষ হউক, সবল বা দুর্ব্বল হউক, অনাথ, আতুর, অন্ধ নির্ব্বিশেষে রাজনির্দ্দিষ্ট আবাসে আশ্রয়লাভ করিয়া অন্নাদি পাইত। ঐ সকল ধর্ম্মমন্দিরসংলগ্ন গৃহই তৎকালে অনাথাশ্রম ছিল। পরে ধর্ম্মপ্রাণ ধার্ম্মিকগণের মানসিক প্রেরণায় এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি (Religious Institutions) স্বতন্ত্র আকারে সুসংস্কৃতভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগে বশিষ্ঠাশ্রম, বাল্মীকি মুনির আশ্রম, ভরদ্বাজের আশ্রম প্রভৃতি ঋষিদিগের আশ্রমে অনাথ-পালন ও শিষ্যমণ্ডলীর ভিক্ষাসংগ্রহে পুষ্ট আশ্রম-সেবা ও আশ্রয়দানের চিরন্তন ব্যবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় যুগেও খৃষ্টান সাধু পুরুষদিগের সেইরূপ আশ্রম ও সেবাধর্ম্মের ব্যবহার দেখা যায়। উত্তর মিশরের নীলনদের মোহানাস্থিত তাবেণী বা তাবেণা দ্বীপে পচোমিয়াসের এইরূপ একটী আশ্রম ছিল। এই আশ্রমের খৃষ্টমতাবলম্বী সাধুরা হার্মিট (Hermit) বা এঙ্কোরেট্ (Anchorat) শ্রেণীর নির্ব্বিরোধী সাধু হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা তাবেণায় দলবদ্ধভাবে বাস করিত এবং কায়িক পরিশ্রমে নানা শিল্প গড়িয়া আলেকজান্দ্রিয়া নগরে বিক্রয়ার্থ পাঠাইত। বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহারা মঠের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মঠ-ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। ইহা হইতে তাহারা নিঃস্ব (অনাথ), পীড়িত ও খঞ্জ বা আতুরদিগকে পোষণ করিত।

পচোমিয়াস্ নারীর মুখ দেখিতেন না। তাঁহার ভগিনী তাঁহার সহিত দেখা করিবার অভিলাষ জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমায় দেখিয়া কোন ফল নাই। সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া জনসেবায় ব্রতী হও।" তদনুসারে তাঁহার ভগিনী নিকটবর্ত্তী

* পরবর্ত্তী কালে সভ্যতার বিকাশে ও জাতীয় আইন-কানুনের পরিবর্ত্তনে বৈদেশিক আশ্রয়প্রার্থীকে বিধিবদ্ধ Extradiction Law অনুসারে স্বদেশে বিচারার্থ প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা দ্বারা Right of Asylum বিধির শক্তি অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে।

তিজমেনি দ্বীপে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া অনাথ-রমণীগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। ৪২০ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় চারিশত ভিক্ষুণী ছিল। ৩৪৮ খৃষ্টাব্দে পচোমিয়াসের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িক মত কেনোবাইট্ (Cenobite) নামে খ্যাত। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকের শেষ ভাগে তাঁহার মতানুসারী শিষ্যগণ সিরীয় হইতে পারস্তে এবং ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে কার্থেজ, থাগাস্তে, হিপ্পো, আবিসিনীয়া ও ইথিওপিয়ার নানা স্থানে গমন করিয়া মঠ-প্রতিষ্ঠা করেন।

এইরূপে পাশ্চাত্য ইউরোপে খৃষ্টান ভিক্ষু সম্প্রদায় (Mendicant Friars) কর্তৃক অনেক মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। ডোমিনিকান, ফ্রান্সিস্কান, কার্মেলাইট্ ও অগাষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুগণ পরিশেষে প্রতিষ্ঠা-লাভ করে। ইহাদের আত্মত্যাগ ও শিক্ষাদান এবং উপদেশের গুণে সমগ্র ইউরোপ সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। বেনিডিক্টাইন সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান যতিদিগের উদ্যোগে শিক্ষার বিস্তার প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থ সকল সঙ্কলিত এবং প্রত্যেক মঠে উক্ত গ্রন্থসমূহের পুস্তকাগার স্থাপিত হয়। এখানে আসিয়া বহু লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। মঠে আহার ও বাস পাইয়া অনেকে সুপণ্ডিত হইয়া খ্যাতনামা ধর্ম্মাচার্য্য হইয়াছেন, অথবা রাজপদে নিযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। [খৃষ্টধর্ম্ম দ্র°]

ইংলণ্ডে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে Orphan Working Home নামে প্রথম অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পিতা বা মাতা, অথবা উভয় মাতাপিতাহীন অনাথ বালকদিগকে পালন করা হইত এবং এখানে থাকিয়া ঐ সকল অনাথ-শিশু শিক্ষালাভ করিত। ইহার পর এই শ্রেণীর অধিষ্ঠান বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়।

ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডে Foundling Hospital নামে আরও একটী হিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে মাতাপিতা কর্তৃক পথে পরিত্যক্ত শিশুকে (Foundling) আনিয়া প্রতিপালন করা হয়। পরে কোন দয়াশীল পালক-পিতা বা এই জাতীয় কোন দাতব্যাশ্রম হইতে কোন কোন শিশুর পোষণ ও শিক্ষাব্যয় পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে টমাস কোরাম্ নামে জনৈক সজ্জন ব্যক্তি ব্লুমস্‌বেরী (লণ্ডন) শহরে এইরূপ হিতকর একটী অনাথাশ্রম স্থাপন করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ৮ শত শিশুপালনের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং ঐ সময়ে বার্হামষ্টেডের নূতন অট্টালিকায় স্থানান্তর করিবার জন্য ঐ অনাথ শিশুদিগকে রেড্ হিলে (সারে) লইয়া যাওয়া হয়। ভর্জ্জিয়া ও নোভাস্কোশিয়ায় এই শ্রেণীর দুইটী অনাথাশ্রম আছে।

অন্নহীন দরিদ্র ও বার্দ্ধক্য-পীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য দরিদ্র-নিবাস, কুষ্ঠরোগীদিগের সেবার জন্য কুষ্ঠাশ্রম (Leper Asylum or hospitals) এই জাতীয় অধিষ্ঠান। এখানে অনাথদিগকে অন্নদান, রোগের পরিচর্য্যা ও চিকিৎসার স্বতন্ত্র বিধান আছে। চীনদেশে ও ইংরাজাধিকৃত ভারতের নানাস্থানে এই জাতীয় অনুষ্ঠান (Institutions) স্থাপিত দেখা যায়।

অনাথপিণ্ডদ (অনাথপিণ্ডিক)—শাক্যবুদ্ধের সমসাময়িক জনৈক বণিক। কোশলের অন্তর্গত শ্রাবস্তী নগরে তাঁহার নিবাস ছিল এবং সুদত্তনামে তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সুদত্ত তাঁহার অপূর্ব্ব বদান্যতা ও দানশীলতায় জন্য অনাথের অন্নদানকারিরূপে "অনাথপিণ্ডদ" নামে পরিচিত হন। [অনাথনিবাস দ্র°]

সুদত্ত একসময়ে রাজগৃহে বন্ধুর আলয়ে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখানে শুনিলেন, ঐ স্থানের সিতবনে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেছেন। তিনি সিতবনে যাইয়া তাঁহাকে শ্রাবস্তী নগরে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসোপযোগী কোন বিহার না থাকায় তিনি তথায় সশিষ্য গমনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তদনুসারে অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীতে একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া বুদ্ধদেবের অনুমতিক্রমে স্থান নির্ব্বাচন ও বিহারনির্ম্মাণ পরিদর্শনার্থ শারীপুত্রকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবস্তী আগমন করিলেন। শারীপুত্রের শুভাগমন হইতে শ্রাবস্তীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। [শারীপুত্র দ্র°]

শ্রাবস্তীর অদূরবর্ত্তী জেতবন নামক বাজোদ্যান বিহারের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হইলে অনাথপিণ্ডদ সেই স্থান সংগ্রহের জন্য রাজকুমার জেতের সকাশে গমন করিলেন। রাজকুমার বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বাগানটী হস্তান্তর করিতে চাহিলেন এবং অনাথপিণ্ডদও স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পরে তিনি অন্য কারণে হস্তান্তর করিতে স্বীকৃত না হইলে অনাথপিণ্ডদ রাজধর্ম্মাধিকরণের সাহায্যে উহা দখল করিয়া লইলেন*। [জেতবন দ্র°]

তিব্বতীয় দুল্ব গ্রন্থে বিবৃত আছে যে, বুদ্ধদেবের ইচ্ছানুসারে অনাথপিণ্ডদ এই বিহার বহুব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার দ্বারপথে দণ্ডহস্তে যক্ষমূর্ত্তি, প্রাঙ্গণে জাতকচিত্রাবলী, গন্ধকুটীগৃহে মাল্যহস্তে যক্ষ, ভিক্ষুবাসে সর্ব্বনিয়ত ভিক্ষু ও স্থবিরমূর্ত্তি, রন্ধনশালায় খাদ্যহস্তে যক্ষ, ভাণ্ডারগৃহে লৌহদণ্ডধর যক্ষ, জলাধারে নানা অলঙ্কারসহ নাগমূর্ত্তি, ধবলশালায় প্রেত ও

---

* বিনয়পিটকের চুল্লবগ্গ (৬।৪।৯) লিখিত আছে, অনাথপিণ্ডিক রাজধর্ম্মাধিকরণের বিচারে এই 'আরাম' বিক্রয়াসম্ভ করিয়া লন। মূল্যদানসময় কালে রাজকুমার জেত বুদ্ধের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া সমগ্র মূল্য গ্রহণ করেন নাই। ইহা পরে অনাথপিণ্ডিকারাম নামে খ্যাত হয়। (দিব্যাবদান)

নরকের চিত্র, চিকিৎসালয়ে রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি, সাধারণের বাসভবনে নরকঙ্কাল, নৃ-কপাল ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহ প্রস্তরফলকে অঙ্কিত হইয়া বিশেষ বিশেষ সাংসারিক জীবনের চিত্র প্রকটিত করিয়াছিল।

বিহার নির্ম্মিত হইলে অনাথপিণ্ডদ হস্তে জল লইয়া উহা বুদ্ধদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। বুদ্ধদেব দুই জন দাতার নামানুসারে উক্ত উদ্যান 'জেতবন' এবং বিহার 'অনাথপিণ্ডারাম" নামে বিঘোষিত করেন। ভক্তিমান রাজকুমার জেত পরে উক্ত বিহারের অগ্রভাগে স্বব্যয়ে একটী "নাটমন্দির বা সভামণ্ডপ" নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এখানে রাজা প্রসেনজিৎ কুমারদৃষ্টান্তসূত্র শ্রবণ করিয়া বুদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

পরে বুদ্ধদেবের অনুমতি লইয়া অনাথপিণ্ডদ এখানে শারীপুত্রের উদ্দেশে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহার স্মরণার্থ একটী ভোজের ব্যবস্থা করিয়া দেন। [শারীপুত্র দ্র°]

দীঘ-নিকায়ের অন্তর্গত লক্খণ-সুত্তন্ত হইতে জানিতে পারা যায় তথাগত অনাথপিণ্ডিকের সহিত শ্রাবস্তীনগরে জেতবন আরামে বাস করিয়াছিলেন। (দীঘ-নিকায়, তৃতীয়খণ্ড,)

জেতবনের মধ্যে চারিটী বৃহৎ বাড়ী ছিল। উহাদের মধ্যে কোসম্বকুটী, গন্ধকুটী প্রভৃতি তিনটী অনাথপিণ্ডিকের এবং একটী রাজা প্রসেনজিত কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। (সুমঙ্গলবিলাসিনী, পৃঃ ৪০৭)

'ধম্মপদত্থকথা' হইতে জানিতে পারা যায় যে, অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধদেবের জন্য জেতবনে ৫৪ কোটী কার্ষাপণ ব্যয় করিয়া একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪-৫)

অনাথপিণ্ডিকের বংশীয় একটী কন্যা সাতবাহন রাজার রাজ্যে গিয়া অনেক ভিক্ষুকে ভিক্ষাদান করিয়াছিলেন। এই কথা এক প্রসিদ্ধ থের রাজার কর্ণগোচর করাইলে রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিয়া প্রধান মহিষী করেন। (ধম্মপদত্থকথা, বার্ম্মিজ সংস্করণ ৩০০ পৃঃ)

অনাথপিণ্ডিকোবাদসুত্ত—বৌদ্ধ মজ্ঝিম-নিকায়ের সূত্রবিশেষ। অনাথপিণ্ডিক যখন সঙ্কটাপন্ন রোগাক্রান্ত হন, তখন তিনি ভগবান বুদ্ধদেব ও মাননীয় শারীপুত্রের নিকট অনেক লোককে তাঁহাদের চরণে প্রণতি জানাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। শারীপুত্র আনন্দের সহিত অনাথপিণ্ডিকের বাটীতে গিয়াছিলেন। শারীপুত্র গৃহকর্ত্তাকে দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ ও মনের দাস হইতে বারণ করেন। তিনি আরও বলেন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এবং সংবিদেরও দাস হওয়া উচিত নয়। মননীয় শক্তিতে অসীম আকাশ ও নাস্তি জগতের এবং অনুভূতি ও অননুভূতির দাস হইবে না। এই কথাগুলি বলিয়া শারীপুত্র ও আনন্দ চলিয়া যান। তাঁহারা অধিক দূর গমন না করিতেই গৃহস্বামী অনাথপিণ্ডিকের মৃত্যু ঘটে এবং দেহ হইতে মুক্ত আত্মা তুষিত স্বর্গে গমন করে। (মজ্ঝিমনিকায়, ৩য় খণ্ড)

অনাথবন্ধু গুহ—ইনি ময়মনসিংহের প্রখ্যাতনামা উকীল। দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ মেধা ও পরিশ্রমের ফলে অনাথবন্ধু সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু অচিরে তাঁহার এই মত পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৬৭ খৃঃ তিনি ১০্ বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তিত হিন্দু মতে তাঁহার বিবাহ হয়। পরে তিনি যথাসময়ে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ময়মনসিংহে ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার সদ্ব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। ময়মনসিংহ সহরে 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়', কাশীতে মাতার নামে 'জগদম্বা আয়ুর্ব্বেদ মহিলা বিদ্যালয়' এবং ময়মনসিংহে পত্নীর নামে 'রাধাসুন্দরী বালিকা-বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেশমাতার একনিষ্ঠ ও কৃতী সেবক ছিলেন। মাতৃভাষার প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার সম্পাদিত "ভারতমিহির' পত্রিকা তদানীন্তন কালের একখানি উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। 'চারুবার্ত্তা' পত্রেরও তিনি লেখক ছিলেন। পরে এই উভয় কাগজ মিলিত হইলে, স্ব স্ব নামাংশ অবলম্বনে "চারুমিহির' নামে প্রকাশিত হইলে, অনাথবন্ধুই ইহার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক হইয়াছিলেন। কাশীধামে ৮০ বৎসর বয়সে, গত ১৩৩১ সালের শেষাংশে পরলোক গমন করেন।

অনাথানুসারী—(ত্রি) অনাথ ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকারী।

অনাদ—(পুং) নাদ অথবা শব্দের অভাব।

অনাদর—(পুং) [বিরোধে অভাবার্থে বা নঞ্-তৎ] অবজ্ঞা, অমর্য্যাদা। "গুণেষু রাগো ব্যসনেষনাদরঃ" (পঞ্চতন্ত্র ৩২৬৬) ২ তিরস্কার। ৩ পরিভব।

অনাদরণ—(ক্লী) অপমানসূচক ব্যবহার, অনাদর।

অনাদরণীয়—(ত্রি) অনাদরের যোগ্য। ২ নিন্দনীয়।

অনাদর্শক—এক পর্ব্বত। (কারণ্ডব্যূহ ৯১ ৪১)

অনাদর্শনা—এক গন্ধর্ব্বপত্নী। (কারণ্ডব্যূহ ৪ ১৬)

অনাদায়—[ন আদায়] 'আদায়ের অভাব' বা না পাওয়া। এই শব্দটী বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় পদেই প্রযুক্ত হয়। বিশেষণরূপে শব্দটীর অর্থ 'অপ্রাপ্ত' বা 'বাকী'। কএকটী বিশেষ অর্থে অনাদায় শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

(১) সরকারের রাজস্ব অনাদায় (Non-payment of revenue)

(২) জমিদারের খাজনা অনাদায় (Non-payment of rent)

(৩) ঋণ অনাদায় (Non-payment of loan or bad investment)

(৪) সুদ অনাদায় (Non-payment of interest)

(৫) জীবন-বীমার ধার্য্যাংশ অনাদায় (Non-payment of Life Insurance premium)

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। প্রায় শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী। ইহাদের আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুবৃষ্টি না হইলে ফসল ভাল হয় না। ফসল ভাল না হইলে জনসাধারণের আয় কমিয়া যায়। চারিদিকে অভাব, অনাটন ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অনাদায় উপস্থিত হয়। উভয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট—একই কারণে উভয়ের উৎপত্তি। প্রজা খাজনা দিতে না পারিলে জমিদার রাজস্ব দিতে পারেন না। খাজনা অনাদায়ের ফলে অনেক সময় সম্পত্তি ক্রোক হইয়া থাকে এবং রাজস্ব অনাদায়ের ফলে অনেক সময় জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। ফলে প্রজাবিদ্রোহও দেখা দেয়।

ব্যাঙ্ক বিভিন্ন উপায়ে টাকা খাটাইয়া থাকে। কিছু টাকা ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়কে এমনভাবে ধার দেওয়া হয়, যে চাহিবা মাত্র বা অল্প সময়ের মধ্যে তাহা আদায় হয়। এই প্রকার ধার দেওয়াকে 'Loan at call and short notice', 'Demand loan', 'call money', 'Liquid asset' বলা হয়। আদায় সহজসাধ্য বলিয়া এইভাবে ধার দেওয়া টাকাকে নগদ টাকার (Cash in hand) মধ্যে গণ্য করা হয়। অনাদায় হইলে ব্যাঙ্কের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। পাওনাদারদের (Depositors) সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে cash payments বিশ্বাস যায়। ইহাতে সকলেই টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হন এবং ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যায়।

মহাজন (money-lender) অল্প টাকা লইয়া নাড়াচাড়া করেন। ব্যাঙ্কের তুলনায় তাহার কারবার সামান্য—সমস্যাও অল্প প্রকার। সে নিজের টাকা খাটায়—সুদই তাহার উপজীবিকা। টাকা যত বেশীদিন খাটে ততই তাহার লাভ। অপর পাওনাদার সন্তুষ্ট করিবার আবশ্যকতা তাহার হয় না। কাজেই আসল টাকা আদায়ের জন্য সে মোটেই ব্যস্ত হয় না। অনাদায় বলিতে সে বোঝে সুদ অনাদায়। সুদ অনাদায়ে সে চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং একটা ব্যবস্থা করিতে চায়; যদি সুদ আদায় সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা হয় ভাল, নচেৎ কিস্তিবন্দি হইয়া থাকে।

জীবনবীমা কোম্পানির অনাদায় একটা বড় সমস্যা। বীমার ধার্য্যাংশ আদায় হইতে হইতে হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। তখন বীমা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হয়। এ প্রকার অনাদায়ের কারণ ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা-বিপর্য্যয়। ইহার নিবারণের কোনও উপায় নাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ বীমা নষ্ট করে না। অনেক সময়ে এজেন্টের পীড়াপীড়িতে, চক্ষুলজ্জার খাতিরে, সাময়িক সুবিধাজনক ব্যবস্থার প্রলোভনে, অদূর ভবিষ্যতে আর্থিক উন্নতির উপর নির্ভর করিয়া অনেক অসমর্থ ব্যক্তি বীমা করিয়া থাকে। এ সকল বীমা বেশী দিন টিকিতে পারে না। সম্প্রতি ভারতবর্ষে অনেক বীমা কোম্পানি (দেশী ও বিদেশী) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ইহাদের অনাদায় খুব বেশী। বীমা কোম্পানিগুলির প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে অনাদায়ের অবস্থা ক্রমশঃই ভীষণতর হইতেছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ বীমা কোম্পানী অচিরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

[আইনমতে] যাহাতে যাহার আইনতঃ পাওনায় দাবী আছে—তাহাই তাহার প্রাপ্য। যেমন—জমীদারের খাজনা প্রজার কাছে, ভৃত্যের বেতন প্রভুর কাছে, ঋণগৃহীতার নিকট হইতে কর্জ টাকা ও তাহার কুসীদ ঋণদাতার, রাজার বা রাজসরকারের প্রজার নিকট ও স্ত্রীর স্বামীর নিকট ভরণপোষণ পাওনা, ইত্যাদি। যাহা আইনতঃ দাবী করা যায় তাহাই 'আদায়' বলিয়া গণ্য। এই 'আদায়' না হইলেই 'অনাদায়'। এই অনাদায় আদায় করিতে হইলে যদি আপোষে বা সহমানে না হয়, তবে আইন আদালতের সাহায্যে আদায় করিতে হয়। আদালত সাহায্যে আদায় করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নালিশ করিতে হয়। সে সময়ের মধ্যে না হইলে আদালতের সাহায্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। তাহা তামাদি আইন দ্বারা বারিত হইয়া যায়। এই তামাদি আইনের নিয়ম পরে দেওয়া যাইতেছে।

খাজনা যদি তিন বৎসর অনাদায় হয়, তবে চতুর্থ বৎসরে নালিশ করিতে হইবে, নতুবা তামাদি আইনে উহা বারিত হয়। যদি উপরি উপরি ৩ বৎসর অনাদায় হয় এবং প্রজা যদি স্ব-ইচ্ছায় তাহা না দেয় তবে ৪র্থ বৎসর অন্তে ১ বৎসরের খাজানা আর আদায় হওয়া দুঃসাধ্য, তখন উহা তামাদি জন্য "অনাদায়" মধ্যে গণ্য হইবে। সেইরূপ ঋণ—যদি তমসুক বা pro-note দিয়া কর্জ দেওয়া হইয়া থাকে তবে উহার তারিখ হইতে তিন বৎসর মধ্যে নালিশের সময়। যদি তমসুক বা pronote রেজিষ্টারী করা হয় তাহা হইলে তামাদির সময় ৬ বৎসর হইবে। ৬ বৎসর পরে তামাদি আইনে আর আদায় করা চলিবে না।

নম্বরী দলিলে টাকা আদায় সম্বন্ধেও ঐরূপ ওয়াদার সময় হইতে ৩ বা ৬ বৎসর তামাদির সময়। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেনদার কিছু টাকা উশুল দেয় এবং ঐ উশুল দেনদার স্বহস্তে দলিলের পৃষ্ঠে লিখিয়া ও তারিখ দিয়া দেয়, তবে তার ঐ উশুলের তারিখ হইতে তামাদির সময় বাড়িয়া যাইবে। এইজন্য অনেক সময় তামাদি বাঁচাইবার জন্য খতের পৃষ্ঠে সুদ বা আসল বাবদ কিছু উশুল দেওয়া হয়। দোকানদার ও খাতকের দেনা বিষয়ে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারও তামাদির কাল মাল খরিদের তারিখ হইতে ৩ বৎসর। তবে এই তিন বৎসরের মধ্যে খাতক যদি কিছু টাকা উশুল দেয় তাহা হইলেও অন্য ঋণের মত তামাদির সময় বাড়িয়া যায় না। মাল 'নেওয়া দেওয়া' চলিতে থাকিলে, শেষ মাল আদান-প্রদানের পর হইতে তামাদি সুরু হইবে। ৩ বৎসর কাটিয়া গেলে আর নালিশ করা চলিবে না।

ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—তামাদি আইনের দ্বারা পাওনাদারের টাকা পাইবার স্বত্ব যায় না, কেবল আদালত সাহায্যে টাকা আদায় করিবার শক্তি লোপ পায় মাত্র। যদি কোনক্রমে দেনাদারের টাকা পাওনাদারের হাতে পড়ে, পাওনাদার তাহার পাওনা বাবদ উক্ত টাকা উশুল লইতে পারে। উহা ফেরত না দিলে দেনদারের উহার আদায় লইবার ক্ষমতা থাকে না। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নিকট pronote দ্বারা ৫০০৲ টাকা কর্জ লইয়াছিল। ঋণদাতা ঋণ-গৃহীতার নিকট হইতে টাকা আদায় জন্য তিন বৎসরের ভিতর নালিশ না করায় তামাদি হইয়া যায়, নালিশ করা হইল না। ঋণগৃহীতা তারিখের বিষয় না ঠিক করিয়া ঋণদাতাকে ঐ টাকা চুকাইয়া দেয়, পরে সে জানিতে পারিল সে তামাদির সময়ের পরে টাকা দিয়াছে একারণ সে ঋণ-দাতার নিকট টাকা ফেরত চায় (তামাদি উত্তীর্ণ হেতু)। ঋণদাতা ফেরত দিতে অস্বীকার করায় ঋণগৃহীত ঋণদাতার নামে ঐ টাকা ফেরতের জন্য নালিশ করে। আদালত বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিলেন ঋণগৃহীতা ঐ টাকা ফেরত পাইতে পারে না। কারণ ঋণদাতার টাকা পাইবার স্বত্ব তামাদি আইনে লোপ হয় নাই। কেবল নালিশ করিবার অধিকার লুপ্ত হইয়াছে।

সরকার বাহাদুরের তামাদির সময় আরও দীর্ঘকাল স্থলবিশেষে উহা ১২ বৎসর, ৩০ বৎসর বা ৬০ বৎসর।

গচ্ছিত টাকা বা ট্রষ্ট টাকা আদায়ের পক্ষে তামাদি আইন প্রয়োগ হয় না। ইহা তামাদিতে বাধিত হয় না।

অনাদি—(পুং) [আদিঃ কারণম্ পূর্ব্বকালো বা যস্য নাস্তি সঃ] ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। ২ আদিরহিত। ৩ উৎপত্তিশূন্য। [নাস্তি আদিঃ প্রাথমিকো যস্মাৎ] যাহার পূর্ব্বে আর কেহ ছিলেন না, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। (ত্রি) আদিশূন্য। [অনাদিশব্দাৎ স্বার্থে কন] (স্ত্রী) অনাদিকা—আদিরহিত। "আদি অনাদিক, নাথ রূপাময়সি, ভবতারণ ভার হি তোহারা।" (বিদ্যাপতি) [ব্রহ্ম দ্র]

অনাদি$_2$—অনাদি দ্বিবিধ, স্বরূপতঃ অনাদি এবং প্রবাহতঃ অনাদি। যাহা জন্য নহে তাহা স্বরূপতঃ অনাদি, যেমন ব্রহ্ম বা অবিদ্যা। আর জন্য বস্তুর যে অনাদিত্ব তাহা প্রবাহরূপে অনাদিত্ব যেমন সংসারপ্রবাহ।

বেদান্তমতে অনাদিবস্তু ছয়টী—১ জীব, ২ ঈশ্বর, ৩ বিশুদ্ধ চৈতন্য, ৪ জীবেশ্বর ভেদ, ৫ অবিদ্যা, ৬ অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ। [অদ্বৈতবাদ দ্র]

অনাদিকোশ—অনামখ্যাত অভিধানবিশেষ।

অনাদিত্ব—(স্ত্রী) নিত্যতা।

অনাদিন্—(ত্রি) যিনি শব্দ করেন না।

অনাদিনিধন—(ত্রি) আদি ও অন্তরহিত।

অনাদিমৎ—(ত্রি) [আদিমৎ কার্য্যং তদ্ভিন্নম্] কার্য্যভিন্ন।

অনাদিমধ্যান্ত—(ত্রি) আদি, মধ্য এবং অন্তশূন্য

অনাদিবীরশৈবসংগ্রহ—একখানি শিবোপাসনার গ্রন্থ

অনাদিবোধায়ন— বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের অংশ।

অনাদিষ্ট—(ত্রি) [ন আদিষ্টং সবিশেষমুপদিষ্টম্] বিশেষরূপে যাহা বর্ণিত হয় নাই। (শতপথব্রা° ১৮ ৩ ২৪)

অনাদীনব—(ত্রি) নির্দ্দোষ।

অনাদৃত—(স্ত্রী) [আদৃতম্ আদরঃ 'নপুংসকে ভাবে ক্ত' ইতি ক্ত প্রত্যয়ঃ, ততোঽভাবার্থে নঞ্ তৎ] অনাদর, অবজ্ঞা "অনাদৃতাস্তু যত্রৈতে (মনু ২ ২৭৮) কর্ম্মণি ক্ত] (ত্রি) অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত।

অনাদৃত্য—(অব্য) আদর না দিয়া, আদৃত না করিয়া।

অনাদৃষ্ট—রাজা দুষ্মন্তের পূর্ব্বপুরুষ জনৈক রাজর্ষি। ইঁহার পুত্র রিচেয়ু, তৎপুত্র ঋক্ষিনার, তৎপুত্র ইলিন। এই ইলিনের পুত্র মহারাজ দুষ্মন্ত।

অনাদৃষ্টি—নিবর্ত্তের ঔরসে অশ্বকীর গর্ভে জাত পুত্র। ইঁহার শত্রুঞ্জয় ও শান্তদেব নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন।

অনাদেয়—(স্ত্রী) [ন আদেয়ম্] ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বস্তু গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে। "অনাদেয়ং নাদদীত" (মনু ৮ ১৭০) ২ অপ্রতিগ্রাহ্য দ্রব্য।

অনাদেশ—(পুং) [ন আদেশঃ অভাবে নঞ্ তৎ] উপদেশের অভাব।

অনাদেশকর—(ত্রি) আদেশরহিত কার্য্যকারী।

অনাদ্য—(ত্রি) [ন আদ্যং ভক্ষ্যম্] অভক্ষ্য, শাস্ত্রে যাহা খাইতে নিষেধ আছে। "ব্রতানামনাদ্যদনস্যাভক্ষ্যভক্ষণস্য"

(মনু ১১।১৬২, মেধাতিথি) ২ আদ্যশূন্য। ৩ অনাদি। (অথর্ব ৫।১৮।২)

অনাদ্যনন্ত—(ত্রি) আদি ও অন্তবিহীন।

অনাদ্যন্ত—(ত্রি) আদি ও অন্তশূন্য। (পুং) ২ শিবের নাম।

অনাধার—(ত্রি) [নাস্তি আধারো যস্য] আধারশূন্য। ন্যায়-মতে,—নিত্যদ্রব্য।

অনাধৃষ—(ত্রি) [আ-ধৃষ-কিপ, নঞ তৎ] অনভিভূত। (অথর্ব ৬।২১।৩)

অনাধৃষ্ট—(ত্রি) [ন আধৃষ্টম] অপরিভূত। অনাধৃষ্টো নৃপীতয়ে (ঋক ৭।৫।৪)

অনাধৃষ্টি—(পুং) যদুবংশীয় শূরনামক নরপতির ঔরসে ভোজার গর্ভে জাত ১০টী পুত্রের অন্যতম। (পদ্মপু° সৃষ্টি° ১৩।১০৯) ২ উগ্রসেনের পুত্র। ইনি যাদব সেনাপতি ছিলেন। (হরিবংশ)

অনাধৃষ্য—(ত্রি) [আ-ধৃষ কর্ম্মণি ক্যপ আধৃষ্যম নঞ তৎ] অনভিভবনীয় "অনাধৃষ্যা তব পাত্রাণি ধর্ম্মণা" (ঋক ১০।৪৪।৫)

অনানত—(ত্রি) অনানত, আনতিরহিত। "অনানতা অবিধুরাঃ" (ঋক ১।৮৭।১)

অনানত—(পুং) অঙ্গিরাবংশীয় পরুচ্ছেপের ১ মণ্ডলের ১০১ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

অনানুকৃত্য—(ত্রি) অনুপম, অননুকরণীয়। "অনানুকৃত্যমপুনশ্চকার" (ঋক ১০।৬৮।১০)

অনানুদ—(ত্রি) [অনুদদাতীতি অনুদা ক অনুদস্ততো নঞ-তৎ, পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ] যাহার সমান দাতা আর নাই, অতুল্যদানশীল। অনানুদো বৃষভো দোধতো বধঃ (ঋক ২।২১।৪)

অনানুদিষ্ট—(ত্রি) অনুক্ত অপ্রার্থিত। (ঋক ১০।১৬০।১)

অনানুপূর্ব্বসংহিতা—(স্ত্রী) মিশ্রিত শব্দের বিভিন্ন অবয়ব পৃথক করিয়া বাক্যরচনা।

অনানুভূতি—(স্ত্রী) অমনোযোগ, অনবধান, তাচ্ছিল্য অনাদর। 'অনানুভূতীরবধূন্বানঃ' (ঋক ৬।৪৭।১৭)

অনানুর্ধ্যদর্শক—স্তোত্রবিশেষ।

অনাপণসংযুক্ত—বৌদ্ধমতে যোগের প্রক্রিয়া-বিশেষ। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের নিরোধ দ্বারা উৎকর্ষ লাভ হয়।

(সংযুক্ত নিকায়, ৫০।৭৬,)

অনাপদ্—(স্ত্রী) দুর্ভাগ্য অথবা বিপদের অভাব। "নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ" (মনু ৫।৩৩)

অনাপন্ন—(ত্রি) অপ্রাপ্ত।

অনাপি—(ত্রি) [আপয়তে আপ-কর্ম্মণি ইন্ আপিঃ আপ্তঃ, বন্ধুশ্চ, নাস্তি আপিঃ যস্য, নঞ বহুব্রী] আপ্তশূন্য। অবন্ধু। যাহার আপ্ত বন্ধু নাই। (ঋক ১০।৩৯।৬)

অনাপূযিত—(ত্রি) যাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় না।

অনাপ্ত—(ত্রি) [নঞ-তৎ] অপ্রাপ্ত। "যজ্ঞানাপ্তঃ সূর্য্যস্য" (ঋক ১।১০০।২) ২ বন্ধু ভিন্ন। ৩ যথার্থ নিশ্চয় ভিন্ন। 'অনাপ্ত সাক্ষ্য দণ্ড্যঃ শত° শতম" (মনু ৮।২৭৪)

অনাপ্তি—(স্ত্রী) প্রাপ্তির অভাব।

অনাপ্লুত—(ত্রি) অধৌত। ২ যিনি স্নান করেন নাই, অস্নাত।

অনাপ্লুতাঙ্গ—(ত্রি) অধৌত দেহধারী অথবা অপরিষ্কৃত দেহবিশিষ্ট।

অনাপ্য—(ত্রি) প্রাপ্তির অযোগ্য, অপরের দ্বারা অপ্রাপ্য। "অনাপ্যং বরুণ মিত্রঃ" (ঋক ৭।৬৬।১১)

অনাবাধ—(ত্রি) বিঘ্ন অথবা দুঃখবর্জ্জিত। (রামা° ৪৮।৩)

অনাভয়িন্—(ত্রি) [অভিবিভেতি আ-ভী ইনি ততো নঞ তৎ] সম্যগভীত নহে। 'অনাভয়িন রিরমা তে" (ঋক ৮।২।১)

অনাভূ—(ত্রি) [আভিমুখ্যেন ভবতীতি আভূঃ আ-ভূ ক্বিপ, নঞ-তৎ] বৃত্তহীন (ঋক ১।৭১।৯) ২ অভিমুখে অপ্রাপ্ত।

অনাভ্যুদয়িক—(ত্রি) অশুভ, মঙ্গলহীন।

অনামক—(ত্রি) নামবিহীন, অপ্রসিদ্ধ। (পুং) ২ মলমাস (স্ত্রী) ৩ অর্শরোগ।

অনামন্—(ক্লী) [অনং জীবনং অমতি রুজতি অম-চিন্ কর্ত্তরি] অর্শোরোগ। [নাস্তি নাম অস্য] (ত্রি) ২ নামহীন। (পুং) ৩ মলমাস। ৪ অনামিকা অঙ্গুলি।

অনাময—(পুং) [অম-ঘঞ আমং তাপং মিনোতি আমঃ। ন আময়ো রোগঃ, অভাবে নঞ-তৎ] আরোগ্য, নীরোগ স্বাস্থ্য। ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম (মনু ২।১২৭) (ত্রি) ২ রোগশূন্য।

অনাময়ৎ—(ত্রি) [আময়তি পীড়য়তীতি আময়ৎ নঞ-তৎ অনাময়ৎ] সামান্য ব্যাধিরহিত। (শুক্লযজুঃ ১৮।৬)

অনাময়িত্নু—(ত্রি) [অম-ণিচ্-ইত্নুচ্ কর্ত্তরি, নঞ তৎ] যাহার ব্যথা হয় না। ২ সম্যক আরোগ্য। (ঋক ১০।১৩৭।৭)

অনাময়ত্ব—(স্ত্রী) নিরপেক্ষতা, অপ্রসিদ্ধি। (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৪।৫)

অনাময়স্তোত্র—বণ্ডি-রচিত একখানি আরোগ্য লাভের স্তোত্রবিষয়ক গ্রন্থ।

অনামা, অনামিকা—(স্ত্রী) [নাস্তি অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যাদিবৎ বিশেষ নাম যস্যাঃ, অনন্তাৎ ডাপ্ অনামা, স্বার্থে কন অনামিকা স্ত্রীঃ মধ্যমা ও কনিষ্ঠার মধ্যের অঙ্গুলি। শিব নাকি এই অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন তাই অনামিকা অঙ্গুলি অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যজ্ঞাদি কাজের সময় ক ...

আঙ্‌টী পরিয়া ঐ অঙ্গুলিকে শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। মহেশ্বর অমরকোষের টীকায় লিখিয়াছেন—"ন নাম গ্রহণং যোগ্যং যস্যাঃ ব্রহ্মণোঽনয়া শিরশ্ছেদনাৎ। অতএবাস্যাং পবিত্রীয়তে। ঐ অঙ্গুলির নাম গ্রহণ করা যোগ্য নহে। কারণ উহার দ্বারা ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করা হইয়াছিল। তজ্জন্য উহাকে পবিত্র করিয়া লইতে হয়।

অনামিষ—(ত্রি) মাংসবিহীন। ২ নিরর্থক।

অনামৃণ—(ত্রি) [আমৃণাতি হিনস্তি আ মৃণ-ক, নঞ-তৎ] হিংসকবর্জিত। "অনামৃণঃ কুবিদাদস্য" (ঋক ১৩৩১)

অনামৃত—(ত্রি) অমর, অমরণশীল। (শতপথব্রা° ১২৫১৮)

অনায়ক—(ত্রি) নায়কবিহীন।

অনায়ত—(ক্লী) যে স্থান প্রকৃত বিশ্রাম অথবা বেদীর যোগ্য নহে সেই স্থান। (ত্রি) বিশ্রাম করিবার অথবা হোম করিবার স্থান যেখানে পাওয়া যায় না।

অনায়তন—(ত্রি) অবরোধবর্জিত। ২ সাহায্যশূন্য ৩ অদৃঢ়। "অনায়তো অনিবদ্ধঃ" (ঋক ৪ ১১৩) ৪ প্রচলিত। ৫ অস্থির ৬ অবিস্তৃত।

অনায়তনবৎ—(ত্রি) অস্থির, শব। (ঐতরেয়ব্রা° ৩২২)

অনায়ত্ত—(ত্রি) [ন আয়ত্তম] অনধীন, অবশ। "অনায়ত্তবৃত্তিতা" (হিতোপ)

অনায়ত্তবৃত্তিতা—(স্ত্রী) স্বতন্ত্রতা।

অনায়ন—(ক্লী) [ন আয়নং চালনমত্র] একান্ত, নির্জন স্থান।

অনায়সাগ্র—(ত্রি) যাহাতে লৌহাগ্র নাই।

অনায়াস—(পুং) [আ যস্‌ ঘঞ্‌ আয়াসঃ, ন আয়াসঃ অভাবার্থে নঞ তৎ] অক্লেশ, কষ্টের বা প্রযত্নের অভাব। [নাস্তি আয়াস প্রযত্ন° যত্র] ক্লেশশূন্য। "অনায়াসে কর্ম্মাণি সহায়েন ভবিতব্যম" (শঙ্ক°)

অনায়াসকৃত—(ক্লী) [অনায়াসেন ক্লেশং বিনৈব কৃতম, নঞ্‌-তৎ] কষায়বিশেষ। ২ কাঞ্জি। "কুম্ভধান্যোত্থাদিনা অনায়াসে নিপাতিতম। মাধবস্য নবনীতভাবাৎ প্রাগবস্থাপন্নং দ্রব্যং কাঞ্জিম ইতি বেদভাষ্যে আহ।" (অমরটীকায় মহেশ্বর)

অনায়ুধ—(ত্রি) আয়ুধরহিত, অস্ত্রহীন। ২ যজ্ঞীয় হবিপ্রভৃতি সাধনরহিত। "আয়ুধশব্দঃ সাধনং লক্ষয়তি। হবিরাদিসাধনরহিতাস্তে" (ঋক ৪৫১৪ সায়ণ) ৩ এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস। (কালিকাপু°)

অনায়ুসা—(স্ত্রী) বল এবং বৃত্রাসুরের মাতার নাম। ২ দেব শিল্পী ত্বষ্টার ভার্য্যার নাম। (হরিবংশ)

অনায়ুষ্য—(ক্লী) [আয়ুষে হিতম আয়ুষ-যৎ, ন আয়ুষ্যম, নঞ তৎ] আয়ুর পক্ষে যাহা হিতকর নহে। যাহাতে অকালমৃত্যু ঘটে। অতিভোজন, অতিমৈথুন ইত্যাদি। ভগবান আত্রেয় আয়ুঃক্ষয় ও অকালমৃত্যু সম্বন্ধে অগ্নিবেশকে বলিয়াছেন—"শ্রূয়তামগ্নিবেশ। যথা যানসমাযুক্তোঽক্ষঃ প্রকৃত্যৈবাক্ষগুণৈঃ সমেতঃ স্যাৎ। স চ সর্ব্বগুণোপপন্নো বাহ্যমানো যথাকালং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছেৎ। তথায়ুঃ শরীরাপগতং বলবতঃ প্রকৃত্যা যথাবদুপচীয়মানং স্বপ্রমাণক্ষয়াদেব অবসানং গচ্ছতীতি, স মৃত্যুঃ কালে। তথা চ স এবাক্ষোঽতিভারাধিষ্ঠিতত্বাৎ, বিষমপথাদপথাচ্চ, অক্ষচক্রভঙ্গাৎ, বাহ্যবাহকদোষাৎ, আণিমোক্ষাৎ, অনুপাঙ্গাৎ, পর্য্যসনাচ্চ অন্তরাব্যসনমাপদ্যতে। তথায়ুঃ অযথাবলমারম্ভাৎ, অযথাগ্ন্যভ্যবহারাৎ, বিষমাভ্যবহারাৎ, অতিমৈথুনাৎ, উদীর্ণবেগবিধারণাৎ, বিষমশরীরন্যাসাৎ, অতিঘাতাৎ, অসৎসংশ্রয়াৎ, ভূতবিষবায়্বগ্ন্যুপঘাতাৎ, আহারপ্রতীকারবর্জ্জনাৎ অন্তরাব্যাপদ্যতে। স মৃত্যুরকালে।"

অগ্নিবেশ। শোন। যেমন গাড়ীর চাকা স্বভাবতঃ ভাল হইলে এবং নিয়মিতরূপ চালাইলে অল্পে অল্পে ক্ষয় হইয়া গিয়া ক্রমে অনেক দিনে নষ্ট হইয়া যায়। পরমায়ুও ঠিক সেই প্রকার সুস্থ এবং বলবান ব্যক্তির শরীরকে যথানিয়মে খাটাইলে ক্রমে ক্রমে অনেক দিনে তাহার ক্ষয় হইয়া আসে। ইহাকেই কাল মৃত্যু কহে। আবার গাড়ীর উপর অধিক ভার বোঝাই করিলে, উচ্চ নীচ পথে চালাইলে, চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে, বাহ্যবাহকের দোষ ঘটিলে, চাকার খিল ভাঙ্গিয়া গেলে, কিম্বা চাকায় তৈলাদি না দিলে, কিম্বা অধিক পথ চালাইলে নিয়মিত কালের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায়। পরমায়ুও সেই রকম। বলের অতিরিক্ত কাজ করিলে, অথবা আগুণের তাপ লাগাইলে, অন্যায় ভোজন করিলে, অধিক মৈথুনে, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে, কষ্টসাধ্য ব্যায়ামাদি করিলে, শরীরে আঘাত লাগিলে, অসৎ সংশ্রয়ে ভূত ও বিষম বায়ু এবং অগ্নির উপঘাতে এবং আহারের প্রতীকার বর্জ্জন করিলে, নিয়মিত কালের পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটে, তাহাকে অকালমৃত্যু কহে।

অনারত—(ক্লী) [আ রম্‌ ক্ত আরতং বিরতিঃ অত্যন্তাভাবে নঞ্‌-তৎ] সতত, অবিরত, অনবরত। "অনারতং তেন পদেষু লম্ভিতা (কিরাতার্জ্জুনীয়) (ত্রি) [বহুব্রী] অনবরতযুক্ত।

অনারম্ভ—(পুং) [ন আরম্ভঃ অভাবার্থে নঞ্‌-তৎ] আরম্ভের অভাব, অনুষ্ঠানের অভাব।

অনারম্ভণ—(ত্রি) অসহায়। (ঋক ১১১৬৫) ২ অস্পৃশ্য।

অনারভ্য—(অব্য) [আ-রভ্‌-ল্যপ্‌ ন আরভ্য] অধিকার ন করিয়া। [নঞ্‌-তৎ] (ত্রি) আরভ্য নহে। (কাত্যা° শ্রৌত°১৮৩)

অনারভ্যত্ব—(ক্লী) আরম্ভ করিবার অসম্ভবতা।

অনারভ্যাধীত—(ত্রি) [ন আরভ্য কিঞ্চিদধীতম] বৈদিক

কাব্যে বেদের কোন্ কোন্ মন্ত্র কোন্ কর্মে বিনিয়োগ হয়, তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু অনেক স্থলে আবার বিনিয়োগের উল্লেখও নাই। সে স্থলে মন্ত্রের অনারভ্য অর্থাৎ কিঞ্চিদ্ অনধিকৃত্য অধীত কহে। (শুক্লযজুঃ ৩৩.৫৫)

অনারুহ্য—(অব্য) আরোহণ না করিয়া।

অনারোগ্য—(স্ত্রী) [ন আরোগ্যম্, নঞ্-তৎ] আরোগ্যের অভাব। [নাস্তি আরোগ্যং যস্মাৎ, বহুব্রী] যাহাতে দেহ সুস্থ থাকে না, পীড়াদায়ক। "অনারোগ্যমনায়ুষ্যম্" (মনু ২.৫৭)

অনার্জব—(পুং) [ঋজোর্ভাবঃ আর্জবং সরলতা স্বাচ্ছন্দ্যং বা, ন আর্জবম অভাবার্থে নঞ্ তৎ] সরলতার অভাব, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। "কামং ক্রোধমনার্জবম্" (মনু ৯ ১৭) (অভাবার্থে অব্যয়ী°) [নাস্তি আর্জবং যস্য] (ত্রি) ২ কুটিল। [নাস্তি আর্জবং স্বাচ্ছন্দ্যং যত্র, বহুব্রী] ৩ রোগ।

অনার্তব—(ত্রি) [ঋতুঃ স্ত্রীকুসুমং তস্য ভাবঃ ঋতু- অণ্, নঞ্-তৎ] অনুৎপন্ন রজঃ। যথাকালে অপ্রকাশিত রজঃ, রজোবন্ধ, ঋতুর অভাব। (স্ত্রী) [নাস্তি আর্তবং যস্যাঃ, নঞ্ বহুব্রী] যে স্ত্রীলোকের ঋতু হয় নাই। [ঋতুরস্য প্রাপ্তঃ, ঋতু অণ্, নঞ্-তৎ] বসন্তাদিরূপ ঋতুতে অনুৎপন্ন পুষ্পাদি।

অনার্তব (Amenorrhœa) পীড়া তিন প্রকার। ১ম—এককালে ঋতুর অভাব। ২—ভিতরে রক্ত নিঃসৃত হয়, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ পায় না। ৩য়—একবার ঋতু হয়, কিন্তু পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের যৌবনকাল আসিলে জরায়ু হইতে রজোনিঃসরণ হইতে আরম্ভ হয়। ইহাকেই আমরা ঋতু বলি। এই ঋতু প্রত্যেক চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ২৮।২৯ দিন অন্তর প্রকাশ পায়। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তেরবৎসর বয়ঃক্রম হইতে ষোলবৎসর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক ঋতুর কাল। কিন্তু সচরাচর প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সেই ঋতু হইয়া থাকে। আবার কাহারও কাহারও ৯।১০ বৎসরের রজঃ প্রকাশ হইতে দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে কিছু বিলম্বে ঋতু প্রকাশিত হয়। কিন্তু তবু চৌদ্দবৎসর হইতে ষোলবৎসরের ভিতরেই অনেকের রজঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কচিৎ কাহারও ২০।২২ বৎসরেও ঋতু হইয়া থাকে। আবার কাহারও জন্মাবধি ঋতু হয় না।

এমন অবস্থায় জন্মাবধি জননেন্দ্রিয়ের কোন কোন দোষ থাকিতে পারে। হয় ত একেবারে অণ্ডাধার নাই। কাহারও অণ্ডাধার দুটী নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং গ্রাফিয়ান ভেসিকিলের (Graafian vesicles) চিহ্ন মাত্রও থাকে না। আবার অনেক স্ত্রীলোকের অণ্ডাধার ও গ্রাফিয়ান ভেসিকিল্ থাকে, কিন্তু জরায়ু নিতান্ত ক্ষুদ্র কিম্বা ইহা এককালে না থাকিতেও পারে।

দ্বিতীয় প্রকার অনার্তব রোগে ভিতরের রজো নির্গত হয়, কিন্তু জরায়ুর মুখ বন্ধ থাকে বলিয়া বাহিরে আসিতে পারে না। এরূপ অবস্থা ঘটিলে ঠিক অন্তঃসত্ত্বার মত জরায়ু বড় হইতে থাকে। তখন যথার্থ গর্ভাবস্থা কিম্বা পীড়ার জন্য উদর বড় হইতেছে, ইহা মীমাংসা করা কঠিন। কারণ ক্ষত থাকিলে গর্ভাবস্থাতেও জরায়ুর মুখ যুড়িয়া বন্ধ হইতে পারে। যদি যথার্থই ভিতরে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে, তবে উহা বাহির করা আবশ্যক। জরায়ুর মুখ সামান্য পাতলা চর্মে বন্ধ হইয়া গেলে বিষ্টোরী কিম্বা সাউণ্ড শলাকাদ্বারা বিঁধিয়া অক্লেশে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জরায়ুর মুখ কঠিন চর্মে বন্ধ হইয়া গেলে ট্রোকার দ্বারা বিঁধিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে। তাহার পর বুজী কিম্বা স্পঞ্জটেণ্ট ব্যবহার করিলে আর জরায়ুর মুখ বুজিয়া যাইবে না।

তৃতীয় প্রকার অনার্তব রোগই অধিক দেখা যায়। যৌবন কাল প্রকাশ পাইলে প্রথমে একবার ঋতু হয়। তাহার পর আর রক্ত দেখা দেয় না। কাহারও কাহারও দুই তিন মাস কিম্বা যথানিয়মে দুই তিন বৎসর পর্যন্ত ঠিক মাসে মাসে ঋতু হয়, পরে হঠাৎ রজো বন্ধ হইয়া যায়। অত্যন্ত মনস্তাপ, স্নায়ুতে আঘাত, কাসরোগ, দুর্বলতা, অতিশয় শীতল দ্রব্য ব্যবহার প্রভৃতি নানা কারণে এই উপসর্গ ঘটে। বৃক্কের (kidneys) পীড়া থাকিলেও রজোরোধ ঘটিতে পারে।

অনার্তব রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে ইহার ঠিক কারণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। কারণ দূর করিতে না পারিলে পীড়ার শান্তি হইবার আশা নাই। যদ্যপি জন্মাবধি জননেন্দ্রিয়ের কোন দোষ থাকে, তবে একেবারে রোগের শান্তি করা মানুষের কাজ নহে। কিন্তু সে প্রকার অবস্থায় স্ত্রীলোকদের যে সকল যন্ত্রণা হয়, তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। ডাক্তার টানার একটী স্ত্রীলোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত একবারও ঋতু হয় নাই। মধ্যে মধ্যে রজোনিঃসরণের উদ্বেগ হইত, কিন্তু রক্ত বাহির হইত না। এই উদ্বেগের সময় তলপেটে অত্যন্ত ভারবোধ ও অসহ্য যন্ত্রণা হইত। নিদ্রাকর ঔষধ খাওয়াইলে বেদনার উপশম হইত না, রাত্রির মধ্যে একবার কাকনিদ্রাও আসিত না। অনার্তবের নিমিত্ত এ প্রকার যন্ত্রণা হইলে বস্তিদেশের দুই পার্শ্বে গরম জলের সেক করিবে এবং অণ্ডাধারের উপরে জোঁক ধরাইবে। গরম জলে টব্ পরিপূর্ণ করিয়া রোগিণীকে মধ্যে মধ্যে তাহাতে বসিতে দিবে। খাইবার ঔষধের মধ্যে আফিম কিম্বা মরফিয়াই শ্রেষ্ঠ। কর্পূরের সঙ্গে সিকি গ্রেণ মাত্রায় পরিষ্কৃত আফিমের সার শুইবার সময়ে খাইতে দিবে।

জননেন্দ্রিয়ের পতনের দোষ না থাকিলে রোগের প্রতীকার হইতে পারে। রোগিণী সবল থাকিলে মধ্যে মধ্যে গরম জলে বসাইবে। তদ্ভিন্ন পিত্তনিঃসারক এবং বিরেচক ঔষধই শ্রেষ্ঠ। সোনামুখী, মশোক, পডোফিলিন, টারকসেকম, মুসব্বর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। হীরাকষ ১ রতি, পিল্ এলো এট্‌মার ১।০ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী বড়ী করিবে। এই বড়ী প্রত্যহ তিনটী সেবন করিতে দিবে। ফেরি রিডাক্টাই ১৫ রতি, পিল এলো এট্‌মার ১৮ রতি, কুচিলার সার ২ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২ বড়ী করিবে। এইরূপ তিনটী বড়ী প্রত্যহ সেবন করাইবে। চিকিৎসার সময় রোগিণী যাহাতে সবল থাকে, এ প্রকার পুষ্টিকর ও বলকর দ্রব্য খাইতে দিবে। অনার্ত্তব রোগের সঙ্গে ক্ষয়কাস প্রভৃতি অন্য কোন পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা পাইবে। [আর্ত্তব দ্র°]

অনার্য্য—(ত্রি) [ন আর্য্যঃ, নঞ্-তৎ,] আর্য্য নহে, অসৎকুল-জাত। ২ অপ্রধান। ৩ অসাধু। ৪ অভদ্র। ৫ অসচ্চরিত্র।

অনার্য্য শব্দে, প্রাকৃত ভাষায় 'অণজ্জ' এইরূপ ব্যবহৃত হয়।

"তহবি তেণ রণ্ণা সউন্দলাএ অণজ্জং আচরিদং।" (শকু.)

তথাপি সেই রাজা শকুন্তলার প্রতি অনার্য্য ব্যবহার করিয়াছেন। [নাস্তি আর্য্যো যত্র, বহুব্রী] ৬ যে দেশে আর্য্যের বাস নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে আর্য্যদের বাসস্থান ভারতবর্ষে ছিল না। তাঁহারা বেলুচিস্থানের নিকটবর্ত্তী আইরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিতেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নাম আর্য্য হইয়াছিল। পরে তাঁহারা পঞ্চনদ পার হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিলেন। তাই আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্য স্থানকে অনার্য্য দেশ কহে এবং আর্য্য-জাতি ভিন্ন শক, শবর, পারদ, প্রভৃতি সমস্ত জাতির নাম অনার্য্য। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।

তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।" (মনু ২.২২)

পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র, পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং উত্তরে হিমালয়; ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত কহেন।

কুল্লূকভট্ট, আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—"আর্য্যা অত্রাবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনরুদ্ভবন্তীত্যার্য্যাবর্ত্তঃ।" আর্য্যেরা এই স্থানে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হন, তজ্জন্য এখানকার নাম আর্য্যাবর্ত্ত। অমরসিংহ লিখিয়াছেন,—"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমি-র্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।" নিরুক্তের একস্থানে আর্য্যজনপদের বিষয় উল্লিখিত আছে।

"শবতির্গতিকর্ম্মা কম্বোজেম্বেব ভাষ্যতে। কম্বোজাঃ কম্বল-ভোজাঃ কমনীয়ভোজা বা কম্বলঃ কমনীয়ো ভবতি বিকারমস্যার্য্যেষু ভাষন্তে শব ইতি।"

কম্বোজদেশে (ম্লেচ্ছদেশে) 'শবতি' এই গত্যর্থ ধাতুর প্রকৃতিবৎ ব্যবহার হইয়া থাকে। (তাহার উদাহরণ, যেমন) কম্বোজ কম্বলভোজা কমনীয়ভোজা বা কম্বল কমনীয়। আর্য্যজনপদে ইহার বিকারকে কথিত হয় (যেমন) শব (অর্থাৎ মৃতদেহ)।

যাস্ক, এই আর্য্যশব্দে আর্য্যাবর্ত্তকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, পূর্ব্বে আর্য্যেরা যেখানে বাস করিতেন তদ্ভিন্ন স্থানকে অনার্য্যাধ্যুষিত দেশ বলিয়া 'অনার্য্য দেশ' বলা হইত। [ইহার বিস্তারিত বিবরণ আর্য্য শব্দে দ্র°]

অনার্য্য,—বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে "অনার্য্য" শব্দের বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়। পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহার প্রচলন নাই। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে বাঙ্গলাভাষায় এই শব্দের বহুল প্রচার হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। অবশ্য সংস্কৃত-সাহিত্যে এই শব্দ পাওয়া যায় এবং তথা হইতেই বাঙ্গলায় ইহা আমদানি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্বতঃই মনে হয় যে ইংরেজী "Non-aryan" কথাটা বাঙ্গলায় 'অনার্য্য' শব্দ দ্বারা অনুবাদ করিয়া আমরা ব্যবহার করিতেছি।

বর্ত্তমান সভ্য জাতিদের মধ্যে বিশেষতঃ 'ইণ্ডো জর্ম্মন' ভাষীদের সাহিত্যমধ্যে "আর্য্য" (Aryan) এবং 'অনার্য্য" (Non-aryan, Nicht arier) শব্দদ্বয় বহুল ভাবে প্রচলিত হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জর্ম্মন-বংশোদ্ভব সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এই দুই শব্দ ইউরোপের সাহিত্যে প্রচলন করেন। এই সময়ে পাশ্চাত্ত্য প্রাচ্যভাষা বিশারদগণের মধ্যে ভারতীয় ও ইউরোপীয় "ইণ্ডো-জর্ম্মন" জাতীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক পাঠ বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছিল এবং মলিনকায় প্রাচ্য-ভারতবাসীদের ভাষার সহিত শ্বেতবর্ণ ইউরোপীয়দের ভাষার জাতিগত সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় ইউরোপীয় সুধীমণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রীক্, লাটিন, জর্ম্মন এবং স্লাভজাতির ভাষাগুলির সহিত প্রাচ্যের ইরাণী জাতীয় ভাষাগুলি ও ভারতের সংস্কৃতমূলক ভাষাগুলির জাতিগত সাদৃশ্য উপলব্ধি করিয়া তাহাদের একবংশত্ব নিরূপণ করেন। আবার তাহাদের সেমিটিক এবং মঙ্গোলীয় জাতীয় ভাষা হইতে পৃথক্। উৎপত্তি বলিয়া তাহাদের "ইণ্ডো-ইউরোপীয়" বা "ইণ্ডো-জর্ম্মন" অথবা "আর্য্য" ভাষা বলিয়া নামকরণ করা

হইয়াছে। অধিকন্তু তাহার একত্ব দেখিয়া ম্যাক্সমূলার একটা "আর্য্য' জাতিরও (race) পরিকল্পনা করেন এবং সোৎসাহে বলেন যে, "ভারতের ইংরেজ বিজেতৃবর্গের সৈন্যদলের টমি এ্যাটকিন কি জানে যে রক্ত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, সেই রক্তই বাঙ্গালার কৃষকদের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে"। এই উক্তির ফলে, ভারতের ইংরেজ কর্মচারীদলের মধ্যে ক্রুদ্ধভাবের উদয় হয়, এবং তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদও চলে। অবশেষে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিয়া বলেন, "আর্য্য" শব্দে তিনি একটা ভাষা বুঝেন এবং এই কথার সহিত রক্তাস্থি'র কোন সম্পর্ক নাই। এখন 'আর্য্য' শব্দে একটা ভাষা বুঝায়। তাহার বাহিরের ভাষাগুলিকে সাধারণতঃ "অনার্য্য" ভাষা বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও, পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকদের কাছে "আর্য্য" শব্দে তাঁহারা একটি উচ্চ জাতি এবং "অনার্য্য" অর্থে স্বীয় জাতির বাহিরের সব জাতিকে তাঁহারা "নিম্নজাতি" বলিয়া অভিহিত করেন। ক্রমে পাশ্চাত্ত্যদেশের জনসাধারণের মধ্যে "অনার্য্য" শব্দ ইউরোপীয় শ্বেতজাতির বহির্ভূত জাতিবাচক সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

আবার ও ইংরেজী নবীশদের কাছে ইউরোপীয় কুসংস্কারের প্রতিধ্বনিস্বরূপ "অনার্য্য" শব্দটী ঘৃণাসূচক ও হীনতাবাচক সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও এই শব্দ হীনতাবাচক রূপে প্রযুক্ত দেখা যায়, বস্তুতঃ অনার্য্য শব্দটী সংস্কৃত বা ইংরেজী সাহিত্য হইতে গৃহীত, তাহা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

'অনার্য্য" শব্দটী বেদে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষাবিৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বলেন, খৃঃ পূঃ ১৭০০—৮০০ অব্দ মধ্যে বেদগুলি রচিত। এই সময়ের মধ্যে বেদে এই শব্দ প্রচলন হয় নাই। কিন্তু যাস্কের "নিরুক্ত' গ্রন্থে (৬.৩২) অনার্য্য শব্দটীর প্রয়োগ আছে। বেদের "কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবঃ" মন্ত্রে 'কীকট" শব্দের অর্থ করিবার কালে যাস্ক বলিয়াছেন—"কীকটনামদেশো অনার্য্যনিবাসঃ। সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্য্য শব্দটী এই প্রথম প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে কীকটশব্দটী মগধের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্দ্বারা সিমার (Zimmer) এবং গেল্ডনার স্থির করেন যে, "কীকট" একটী অনার্য্যজাতি, যাহারা পরবর্ত্তীকালে "মগধ" নামে পরিচিত দেশে বাস করিত। অন্যপক্ষে ওয়েবার বলেন, এই জাতিটী মগধে বাস করিত বটে, কিন্তু তাহারা আর্য্যজাতীয় ছিল। যদিও অন্যান্য আর্য্যজাতির সহিত তাহাদের বিরোধ ছিল। বোধ হয়, তাহাদের অনৈতিক আচরণের জন্য এই বিরোধের সৃষ্টি হয়, কারণ মগধ পরে বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। কিন্তু "কীকট ও "মগধকে" এক বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সমীচীন নহে। ওলডেনবর্গ ও হিলেব্রাণ্ড এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

এই স্থলে একটা ব্যাপার প্রণিধানের বস্তু। বুদ্ধ ও যাস্ক প্রায় একই শতকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মগধই বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিল এবং তথাকার রাজশক্তি এই ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিল। এই জন্যই কি নৈষ্ঠিক বেদমতাবলম্বী যাস্কের ক্রোধ? তাহা সঠিক বলা সুকঠিন। এক্ষণে এইখানে প্রশ্ন উঠে, "অনার্য্য" শব্দে আমরা নরতাত্ত্বিক একটা জাতি বুঝিব, কি কৃষ্টি সংজ্ঞাবাচক (Cultural distinction) বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করিব?

বেদে যখন এই শব্দ পাই না, অথচ পরে সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে তখন এই শব্দের উৎপত্তি কোথায়? এই বিষয়ে আমাদিগকে ইন্দো-জর্ম্মন ভাষাগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ত্তমান ইউরোপের ভাষাগুলি মধ্যে যে Non-aryan, Non-aryen, Nicht-arier প্রভৃতি শব্দ ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মন ভাষাতে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিৎদিগের দ্বারা সংস্কৃতের সহিত ইউরোপীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক অনুসন্ধানের ফলে একবংশগত সম্পর্ক জ্ঞাত হইবার পর, সংস্কৃত হইতে "আর্য্য' শব্দকে ইউরোপে আমদানি করা হইয়াছে এবং ঐ সঙ্গে উপরোক্ত আধুনিক শব্দগুলিরও সৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে অনার্য্য সংজ্ঞাবাচক কোন শব্দ পাওয়া যায় না।

কিন্তু, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ, প্রাচীন পারস্যদেশীয় ধর্ম্মপুস্তক অবেস্তার জন্দ-ভাষার সহিত প্রাচীন সংস্কৃতের বিশেষ সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং ধর্ম্ম, জনশ্রুতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক নিকট সম্পর্ক দেখিতে পাইয়া উভয় ভাষার লোকদের মধ্যে ভাষাগত নৈকট্য নিরীক্ষণ করেন। সেইজন্য পারস্যদেশের ভাষার মধ্যে অনার্য্য শব্দের অনুসরণ আবশ্যক।

পারস্যের প্রাচীন যুগের জন্দ ভাষায় Airya শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সময়ে Airan ও Anairan শব্দও পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত দ্বারা পারস্যবাসী বা তৎকালের "জন্দ" ভাষাভাষীরা নিজেদের বুঝিত এবং দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা নিজেদের বাহিরের জাতিকে বুঝিত। পরে ঐতিহাসিক যুগে গ্রীক ও রোমান ভৌগোলিকেরা Aniarakai (গ্রীক) বা Anariacæ (লাটিন) নামক একটী জাতিকে পারস্যের মিডিয়া নামক উত্তরপশ্চিম প্রদেশবাসী বলিয়া উল্লেখ করেন*। ইহার বহু পরে, খৃষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে সাসানীয় সাম্রাজ্যের সময়ে

* Strabo xi 508, 514, Pliny Natural History vi 18, Ptolemy vi 25, Polybius v 44, 9

১ম সাপুর "সানসা হয়ান ওমে অনীরান" (গ্রীকে লিখিত— Arianon kai Anarianon) অর্থাৎ "ঈরানী ও অনীরানীদের সম্রাট" এই উপাধি গ্রহণ করেন

এই স্থলে আমরা এই লক্ষ্য করি যে, জেন্দ শব্দের আইয়ান ও "অনাইর্য্যান শব্দ পরে পহ্লবী ভাষায় "ইরান" ও "অনীরান" শব্দে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং পহ্লবী "ইরান" শব্দই আজকালকার পারস্যের "ইরান" নামকরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে আমরা অনার্য্য শব্দটা খুঁজিয়া পাই না, তবে অনাইর্য্যান, ও "অনীরান" শব্দদ্বয় "অনার্য্য" শব্দের কাছাকাছি আসে

এক্ষণে কথা উঠিতে পারে যে, পারস্যের "অনাইর্য্যান" শব্দটি কি জাতিবাচক বা রুঢ়িবাচক। মানবের প্রাচীন অবস্থায় কাহার জাতায় নামটা নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা দ্বারা কল্পিত হইত না। নিজের সমাজের আচার ব্যবহার এবং ভাষা ও ধর্ম্মের গণ্ডির বাহিরের লোকদের পর ভাবিয়া অন্য নাম প্রদান করিত। প্রাচীনকালে লোকে নিজের কুল (clan) বা কৌম (tribe) বহির্গত লোকসমষ্টিকে পর ভাবিত। অনেক সময়ে ভাষা ও ধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকিলেও বাহিরের লোকদের ভিন্নবংশীয় অতএব ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য করিত। এইজন্য যাহারা ইরাণসমাজপঙ্ক্তির বাহিরে বাস করিত, তাহাদিগকে "অনীরান" জাতি বলে অভিহিত করা হইত। এই স্বরূপ পার্থব (Parthian) শক (Scythian) এবং বর্ত্তমান চীনা তুর্কিস্থানান্তর্গত তুরফানের প্রাচীন অধিবাসী 'মাসাগেটি' (Massagatae) জাতিদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাচীন কালের ইরাণী কবিরা ইহাদের "দহ" (Daha) অর্থাৎ, "দস্যু", "শক্র" বলিয়া অভিহিত করিত এবং পারস্যবাসীরা ইহাদের "শক" বলিত। কিন্তু কৃষ্ণ ও কাস্পিয়ান সমুদ্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান দক্ষিণ রুশের যে অংশে স্কোলোটি (Scoloti) নামক শক জাতি বাস করিত, তাহাদের নাম ও ভাষার যে সব কথা প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস্ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা জিউস্ (Zeuss) ও মুলেনডর্ফ (Muellendorff) নামক দুইজন জর্ম্মণ ভাষাতত্ত্ববিদের মতে ইরাণী ভাষাসম্ভূত। অন্যদিকে বার্লিনস্থ ভাষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক F K W Mueller, জাতিতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক Leqoq প্রভৃতি তুরফানে অনুসন্ধান করিয়া ভারত আক্রমণকারী শকদের ভাষার যে সব পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই প্রাচ্য শকেদের ভাষাও ইরাণী ভাষার অন্তর্গত ছিল। এই সঙ্গে উক্ত পণ্ডিতেরা বলেন, পার্থীয়গণ যাহাদের ভারতীয়েরা "পারদ" বলিত, তাহাদের ভাষাও ইরাণী ভাষার অন্তর্গত ছিল। আবার নৃতত্ত্ব হিসাবে ইহারা ককেশীয় অর্থাৎ শ্বেতজাতীয় লোক ছিল। এই জন্য পণ্ডিতেরা স্থির করেন যে, অসভ্য ও যাযাবর ইরাণীভাষী জাতিদের পারস্য সাম্রাজ্যান্তর্গত সভ্য ইরাণীরা দহ "শক" প্রভৃতি ঘৃণাসূচক শব্দ প্রদান করিয়া তাহাদের জাতিত্ব অস্বীকার করিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই শক, পারদ, পহ্লবগণ মনুসংহিতায় ক্ষত্রিয় জাতীয় বলিয়া উল্লিখিত। (মনু ১০ ৪৪) মনু বলিয়াছেন, ইহারা ক্রিয়া-লোপ বশতঃ ও এবং ব্রাহ্মণদের দর্শনাভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। (মনু ১০ ৪৩)

এতদ্দ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে, অনার্য্য শব্দটা নৃতাত্ত্বিক জাতিবাচক নহে, উহা রুঢ়ি সংজ্ঞাবাচক। পারস্যের প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সমাজপঙ্ক্তির বাহিরে যে সব ইরাণীভাষী যাযাবর জাতি ছিল তাহাদিগকে অনাইর্য্যান বলা হইত আর ভারতেও তদ্রূপ যাহারা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ মান্য করিত না তাহারাই "অনার্য্য" বলিয়া গণ্য হইত। এই স্থলে এই তথ্য প্রণিধানের যোগ্য যে, যে দেশে যাস্ক জন্মগ্রহণ করিয়া এবং ... শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, ... কাছাকাছি সময়ে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রচারে দেশের সংস্কৃত ভাষা ... না লইয়া দেশের প্রাকৃত ভাষা। (যাহা পালীর ভাষা নামে পরে পরিচিত হইয়াছিল তাহাতে) সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। যদি কীকটবাসীরা বা মগধের লোকেরা অনার্য্য জাতিসম্ভূত হইত, তাহা হইলে, কি প্রকারে তাহারা ভারতীয় আর্য্য শাখাগত প্রাকৃত বা পালী ভাষা বুঝিতে পারিত? যদি ধরা যায় ... কীকট বা পরবর্ত্তী মগধ নামে পরিচিত দেশের লোকেরা সত্য আর্য্যীভূত হইয়াছিল বা ব্রহ্মাবর্ত্ত (তৎকালের পঞ্জাবের পূর্ব্বে) হইতে বৈদিক আর্য্যজাতির বংশধরেরা মগধ পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা হইলে তথাকার লোকেরা আর্য্যভাষায় কথা কহিতে পারিত ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ... কীকট বা মগধবাসীরাও সর্ব্বসমেত আর্য্যজাতীয় লোক ছিল নিঃসন্দেহ।

বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই যাস্ক ও বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মধ্যদেশ ও মগধে ধর্ম্মপ্রচার করেন সর্ব্বত্রই তিনি আর্য্যভাষী প্রাকৃত বা পালীতে কথোপকথন করিতেন। তাঁহার শ্রোতারা সব আর্য্যভাষীয় এবং বর্ণাশ্রমাবলম্বী লোক ছিল। বুদ্ধের শিষ্যেরা নিজেদের ধর্ম্মকে আবার "আর্য্যপথ" বলিতেন। অথচ মগধের লোকদের কি প্রকারে যাস্ক "অনার্য্য" সংজ্ঞাপ্রদান করিলেন তাহা বুঝা সুকঠিন। ইহাতেই বোধ হয় যাহারা বেদের ক্রিয়াকলাপ ও ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যের অস্বীকার করিতেন তাঁহারাই "অনার্য্য" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অন্য দিকে, এই যুগের বহু পরে, মনুসংহিতা বা মানবধর্মশাস্ত্রে পৌণ্ড্রক, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ প্রভৃতি জাতিদের পবিত্র সংস্কার ও ব্রাহ্মণবিরহিত হওয়ায় ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত আছে। (মনু ১০ ৪৩ ৪৪) ইহার মধ্যে দ্রাবিড়, চীন, কিরাত প্রভৃতি জাতিরা ভাষাতত্ত্ববিদের মতে অনার্য্য ভাষাভাষী এবং তাহারা তথাকথিত ককেসীয় বা শ্বেত বর্ণের জাতিভুক্ত নয়। অথচ তাহাদের ক্ষত্রিয় উৎপত্তি স্বীকার করিয়া মনু তাহাদের তথাকথিত আর্য্যত্ব'ও স্বীকার করিয়াছেন। আবার, শূদ্র হইলেই যে অনার্য্যত্ব প্রতিপন্ন হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কারণ মনু উপরোক্ত শ্লোকের পরেই বলিতেছেন, "যে সব জাতি যাহারা ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদদেশ হইতে সৃষ্ট জাতিদের বাহিরে আছে, তাহারা "দস্যু" বলিয়া অভিহিত হয়। তাহারা ম্লেচ্ছদের ভাষাই বলুক আর আর্য্যদের ভাষাই বলুক।" এই স্থলে ইহা অনুমিত হয় যে, যাহারা দ্বিজাতিত্রয়ের ও শূদ্র জাতির বাহিরে, তাহারা আর্য্য ভাষা বলিলেও "দস্যু" বলিয়া [illegible]। এই স্থলে মনু "দস্যু" শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন। 'দস্যু' শব্দটা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তথায় আর্য্যের শত্রু "দস্যু" বা "দাস" নামধেয় জাতির উল্লেখ দেখা যায়; অথচ অনার্য্য" শব্দের কোন প্রয়োগ নাই। এই জন্যই বর্ত্তমানে পণ্ডিতেরা 'দস্যু' অর্থে অনার্য্য" (Non aryan) জাতি এই অর্থ ধরিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই এবং ইহা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বর্ত্তমানে ইউরোপীয় জাতিরা সর্ব্বত্র শ্বেতবর্ণের ও অন্য বর্ণের জাতিদের সঙ্গে (অশ্বেতবর্ণের জাতিদের সঙ্গে) সংঘর্ষের অনুষ্ঠানকে বেদে ও সংস্কৃত-সাহিত্যে আরোপ করিয়া সর্ব্বত্রই অনার্য্য" সংঘর্ষ এবং অনার্য্য শব্দটা অশ্বেতবর্ণের জাতিবাচক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর ভারতীয় লেখকেরাও সেই ভুলের অনুসরণ করিতেছেন। অনার্য্য" বলিলে তথাকথিত শ্বেতবর্ণের ককেশীয় জাতির বাহিরের লোক হইবে, এই তথ্য আমরা কোথাও দেখিতে পাই না, বরং পারস্যের ও ভারতের সাহিত্যে তাহার বিপরীতই উল্লিখিত হইতে দেখি।

'অনার্য্য' কথাটী যে নরতাত্ত্বিক জাতিবাচক নয় তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। মনু (১০ ৬৪ ৬৫) বলিয়াছেন, 'যদি ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্রাজাত একটী কন্যা, উচ্চ বর্ণের লোকের ঔরসে পুত্রাদির জন্ম প্রদান করে, তাহা হইলে সাত পুরুষের মধ্যে এই নিম্ন বর্ণের কুলটী উচ্চবর্ণ প্রাপ্ত হয়। এবম্প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণের পদ পায় এবং এই উপায়ে ব্রাহ্মণও শূদ্রের ন্যায় নিম্ন স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা হইতে জানিতে হইবে যে ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যের সন্তানের পক্ষেও এই ব্যবস্থা। আবার অত্রিসংহিতায় (৩৭০ শ্লোক) বলা হইয়াছে 'যে বিপ্র লাক্ষা, লবণ, জাফরান, দুগ্ধ ঘৃত, মধু কিংবা মাংস বিক্রয় করে, সে শূদ্র বলিয়া অভিহিত হয়। বশিষ্ঠসংহিতাতে (১০ অধ্যায়) বলা হইয়াছে "বেদত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেই জন্য বেদত্যাগ করিবে না।' ব্রাহ্মণেরা শূদ্রকে যতই হেয় ও নিম্ন বর্ণের লোক বলিয়া [illegible], কেন, সে যে 'অনার্য্য" বা আর্য্যজাতির (race) বহির্ভূত নয় তাহা এই উক্তির দ্বারা [illegible] বোধ হয়। আর শূদ্রও যেমন অনার্য্য জাতীয় নয়, তদ্রূপ সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্য্য" নামে অভিহিত লোকেরা "Non aryan অর্থাৎ [illegible] ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতিদের [illegible] বহির্গত বা যে শ্বেতগৌরবর্ণের লোক নয় তজ্জন্য "ককেসীয়" জাতির বাহিরে, এইজন্য হয় সে Australoid বা Protodravidian (অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী জাতির ন্যায় বা দ্রাবিড়-পূর্ব্ব একটা জাতি) একটা আদিম জাতীয় লোক বা পূর্ব্ব এসিয়ার তথাকথিত "মঙ্গোলীয়" জাতীয়, এই অর্থ কোথা হইতে আসে?

বর্ত্তমানে অনার্য্য শব্দের এইরূপ গুণনির্দ্দেশব্যাপারে বোধ হয় দুইটি ভুল হইয়াছে। প্রথম, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বোধ হয় এই শব্দের নরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের যে স্থলে 'অনার্য্য' বা দাস' বা "দস্যু" বা শূদ্র" শব্দের প্রয়োগ আছে, তথায় ইহাকে "Non aryan" বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে, আর এই অনুবাদে এই ইউরোপীয় শব্দের নরতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক অর্থের গন্ধ পাওয়া যায়। এই অনুবাদকে নকল করিয়া ভারতীয়েরা দ্বিতীয় ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহারাও "অনার্য্য" অর্থে ভারতের তথাকথিত কোল, ভীল, সাঁওতাল জাতিদের বুঝেন। তাঁহারাও এই শব্দে ইউরোপীয় শ্বেত-জাতির বহির্ভূত জাতিদের বুঝেন এবং তজ্জন্য এই নামে নাসিকা সঙ্কোচ করেন। ইহার ফলে, বর্ত্তমান কালের ভারতীয় সাহিত্য শ্বেত আর্য্য ও কৃষ্ণকায় অনার্য্যঘটিত নানাকল্পিত সংঘর্ষের ব্যাপার লইয়া পরিপূর্ণ করা হইতেছে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের "আর্য্য" বিষয়ে নরতাত্ত্বিক মতকে স্বীকার করিয়া ভারতীয় লেখকেরা কি ভ্রম করিয়াছেন এবং নিজেদের ইতিহাসকে অবজ্ঞা করিতেছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না।

জর্ম্মনীর প্যান জর্ম্মনিষ্ট্ (জর্ম্মন শ্রেষ্ঠত্ববাদী) নরতাত্ত্বিক লেখকেরা উত্তর ইউরোপের লম্বাকৃতি, লম্বা মাথা, সরু নাক, নীলচক্ষু ও কটা চুলের লক্ষণবিশিষ্ট জাতিকে Nordic অর্থাৎ উত্তর ইউরোপীয় জাতি বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। এই "নর্ডিক" জাতিকে তাঁহারা ঐতিহাসিক "টিউটন" বা "জার্ম্মান"

(জর্ম্মন) জাতির সহিত সনাক্ত করেন এবং এই নর্ডিক জাতিকেই তাঁহারা যথার্থ আর্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এক সময়ে তাঁহারা সর্ব্বত্র এই আদর্শ জাতির চিহ্নের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। ভারতে এই "নর্ডিক" জাতির ঢেউ আসিয়া যে বৈদিক আর্য্যের শুভাগমন সম্পাদন করিয়াছিল সেই বিষয়ে Von Luschan প্রদত্ত 'Huxley Memorial Lectures" দ্রষ্টব্য। এই বিষয়ে জর্ম্মন নৃতত্ত্ববিৎ ও ভাষাতত্ত্ববিৎদের কোন ভিন্নমত ছিল না। অবশ্য অন্য দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। ফলে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে "আর্য্য-সমস্যা" লইয়া একটা ঘোর কলহ উপস্থিত হয়, এমন কি, এই দ্বন্দ্ব রাজনীতিক পক্ষপাতশূন্য ছিল না, (ফরাসী কাতারফাগ ও জর্ম্মন ভির্শোর এই বিষয়ে ঘোর দ্বন্দ্বের পশ্চাতে রাজনীতিক গন্ধ ছিল ।|)

কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে হাওয়ার একটু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। "ইণ্ডো ইউরোপীয়" বা বৈদিক আর্য্য হইলেই যে খাঁটি জর্ম্মন হইবে, এই তথ্য বিষয়ে কেহ কেহ সন্দিহান হইতেছেন‡। কিন্তু আমাদের দেশে এই নূতন তথ্যের ঢেউ এখনও পৌঁছায় নাই. তাঁহারা এখনও "নর্ডিক" মতের জাবর কাটিয়া বেদে বা প্রাচীন ভারতে নর্ডিক জাতির অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিতেছেন। ইহার উপর গোদের উপর বিষ-ফোড়ার ন্যায় পাণিনির ব্যাকরণের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি ব্রাহ্মণকে "গৌরঃ পিঙ্গলঃ কপিলকেশ" বলিয়া বর্ণনা করায় তাহা নর্ডিক মতের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা বোধগম্য করেন না যে এতদ্বারা উত্তর-ইউরোপীয় জাতির ভারতে এককালীন অস্তিত্বের কোন প্রমাণ হয় না। আর কাশ্মীরের উত্তরের পর্ব্বতমালার উপরে ইরাণীভাষী জাতিদের মধ্যে সার আউরেল ষ্টাইন এই প্রকারের শারীরিক লক্ষণের লোক পাইয়াছেন। এই লোকদের বিষয়ে জয়েস্ বলিতেছেন, "A white rosy face with the promiuent nose, hair brown usually dirk, eyes medinm in the main This is Lapouge's Homo-Alpinus" (সাদা গোলাবী মুখবর্ণ, বড় নাক, কটা রঙের চুল, সাধারণতঃ ইহা কালবর্ণের, মধ্যমবর্ণের চক্ষু। (জয়েস্ এই মধ্যমবর্ণ অর্থে চক্ষু তারার কাল ও নীলের মাঝের রঙ ধরিয়াছেন)§ ইহারাই লাপুজ বর্ণিত "আলপিন" জাতীয় মানুষ। পতঞ্জলির বর্ণিত ব্রাহ্মণ যদি নৃতাত্ত্বিকদের Indo-Afghan জাতীয় লোক (যাহাকে রিসলী প্রভৃতি লেখকেরা খাঁটি বৈদিক আর্য্য বলিয়া ধরিয়াছেন) না হইয়া "গৌরপিঙ্গল কপিলকেশঃ" বিশিষ্ট লোক হয়, তাহা হইলে সে লাপুজের "আলপিন' জাতীয় মানুষ হইবে। কারণ ইহাদেরই মধ্যে লাল মুখ ও কটা চুলের লোক পাওয়া যায় আর ইহারা ইরাণী ভাষাভাষী।

কিন্তু এই আলপিন জাতি মধ্য এসিয়া ও মধ্য-ইউরোপে কেন্দ্র করিয়া নূতন প্রস্তরযুগ হইতে বাস করিতেছে। ইহারা নর্ডিক বা উত্তর-ইউরোপীয় জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূলজাতি (Biotypa)। কাজেই যাহারা পতঞ্জলির কথার উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণদের নর্ডিক লক্ষণাক্রান্ত বা অন্য প্রকারের শ্বেতজাতীয় বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিরাশ হইতে হইবে। আর যাহারা ডেনিকারের Indo Afghan সংজ্ঞাবাচক মূলজাতির সহিত বৈদিক আর্য্যদের সনাক্ত করেন, তাঁহারাও এই জাতির মধ্যে নর্ডিকের সন্ধান পাইবেন না, কারণ এই জাতিবিষয়ে জয়েস বলিতেছেন "Brown, tall prom'nent and acquiline no-e, black wavy hair, dark eyes This race may bee termed Indo Afghan (using Deniker's nomenclature)' (ব্রাউন অর্থাৎ কটা বা বাদামি বা পিঙ্গলবর্ণের গাত্রবর্ণ, লম্বা, বড় বা বেঁকান নাক, কাল ঢেউ খেলান চুল, কাল চক্ষু। এই জাতিকে ডেনিকারের নাম-করণানুসারে "ইণ্ডো-আফগান" বলা যাইতে পারে)। এই লক্ষণমধ্যে আমরা নর্ডিক বা কোন প্রকারের ইউরোপীয় জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলাম না।

এতদূরে আমরা বুঝিলাম যে "অনার্য্য" অর্থে ভারতের কৃষ্ণবর্ণের তথাকথিত আদিম অধিবাসী বা হিমালয়োপরি পার্ব্বতীয় জাতি বলিয়া গ্রহণ করা বৈজ্ঞানিক হইবে না। এক্ষণে একটা নূতন ঘটনা উপস্থিত হইয়া ভারতের সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। সিন্ধু উপত্যকার মহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলি দ্বারা ভারতের প্রাগৈতিহাসিক বিষয়ে একটা নূতন আলোক প্রদান করিতেছে। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে (খৃঃ পূঃ ৩২৫০--২৭৫০ পর্য্যন্ত) সিন্ধু উপত্যকায় একটী সভ্যজাতির বাসের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক স্যর জন মার্শাল (The "Mahenjodaro and the Indus civilization গ্রন্থে) বলিয়াছেন এই সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকা ও পঞ্জাবে বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে এই অঞ্চলের মধ্যে যে সব নরকরোটী ও নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের

|| Sergi "The Mediterranean Race" দ্রষ্টব্য।

† Ripley "The European Races—Aryan Controversy" দ্রষ্টব্য।

‡ Feist, "Germanen Und Indo-Germanen" দ্রষ্টব্য।

§ Journal Anthropological Institute, Book 32. p. 684.

নরতাত্ত্বিক পরীক্ষা করিয়া সিওয়েল ও গুহ বলিতেছেন, ইহাদের মধ্যে চারিটী পৃথক মূলজাতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথা—(১) Proto Australoid (অষ্ট্রেলীয় আদিম অধিবাসীদের ন্যায় এক পূর্ব্বজাতি), (২) Mediterranean (ভূমধ্য সাগরীয় জাতি), (৩) Mongolian branch of the Alpine stock (আলপিন জাতির মঙ্গোলীয় শাখা), (৪) Alpine। উঁহারা শেষোক্ত জাতির এসিয়াস্থিত শাখার Armenoid—(আরমেনীয়ের সদৃশ) এই নামকরণ করিয়াছেন, কারণ পশ্চিম এসিয়ার আরমানিদের মধ্যে তিনি এই মূলজাতির নিদর্শন অতি বেশী পরিমাণে পাইয়াছেন। (Mahenjodaro p 107 108)।

পঞ্জাবে বৈদিক আর্য্যদের প্রথম নিবাস ছিল, মনুর [illegible] ব্রহ্মবর্ত্ত" এই স্থলেই ছিল। এই পঞ্জাবের হরপ্পাতেও উপরোক্ত নরতাত্ত্বিক লক্ষণাকৃতির নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। মহেনজো দারো ও হরপ্পায় নর্ডিকের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, বরং "আরমেনীয় সদৃশ" বা "আলপিন" জাতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এইজন্য সিওয়েল ও গুহ অনুমান করেন §§ এই প্রদেশের নরতত্ত্ববিষয়ে সা[illegible] বলিতেছেন "অতি প্রাচীন ইতিহাসের অনুসরণ করা যায় সিন্ধু ও পঞ্জাবের অধিবাসীরা অনেক প্রকারের সংমিশ্রণে সংগঠিত হইয়াছে এবং যে যুগ সম্বন্ধে আমরা বিচার করিতেছি সেই অতি পুরাতনকালে যে তাহার অন্যথা হইয়াছিল এমন মত পোষণ করিবার কোন হেতু নাই" (p 109)।

মহেঞ্জোদারোর এই নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার যুগে আমরা নর্ডিক জাতির আগমনের নিদর্শন বেদের পাঠস্থল পঞ্জাবে দেখিতে পাই না। তবে, বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত আর্য্যদের সহিত সিন্ধুসভ্যতার জাতির একরূপত্ব ছিল কি না এ সম্বন্ধে মার্শাল উভয় সভ্যতার সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখাইয়া বলিতেছেন "উভয়ের এক উৎপত্তি আবিষ্কার করা অসম্ভব হইবে যেহেতু বেদ আধুনিক এবং ইহার স্বতন্ত্র বিবর্ত্তন হইয়াছিল" (p 122)।

এইরূপে নরতত্ত্বের দিক দিয়া "অনার্য্য" জাতির একটা পৃথক অস্তিত্ব পাই না। সিন্ধুসভ্যতার সময়েও পঞ্জাবের অধিবাসীরা মিশ্রিত জাতি ছিল, এবং বর্ত্তমান সময়েও আছে। E Von Eickstedt, "Rassen elemente der sikh", এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "Die indische Kasten system" নামক প্রবন্ধে রিসলীর প্রদত্ত পঞ্জাবীদের নরতাত্ত্বিক মাপযোগের বাইওমেট্রিক বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)। যাহাদের "আর্য্য" বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহারা যে একটা বিশুদ্ধ রক্তের এক জাতীয় লোক ছিল, তাহার এখন অস্তিত্ব নাই। আর "অনার্য্য" নামে অভিহিত লোকদের কোন নরতাত্ত্বিক জাতীয় অস্তিত্ব আমরা কোথাও পাই না।

সত্য বটে, বেদে "দস্যু" ও "দাস" জাতির উল্লেখ আছে এবং তাহারা কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণত্বচ্ (ঋক্ ১ ১৩০ ৮, ৯ ৪১ ১), অন্যপক্ষে বৈদিক দেবতাগণ শ্বেতবর্ণ (২ ২০ ৮) বলিয়া বর্ণিত আছে। আবার আর্য্যদের সহিত দস্যুদের বিবাদের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (ঋক্ ১ ৫১ ৮, ১ ১০৩ ৬, ২ ২ ৪, ১৯, ৩ ৩৪ ৯)। এই "দস্যু" ও দাসদের নামের অর্থ সন্দেহজনক। ঋগ্বেদের অনেকস্থলে তাহাদের অমনুষ্যরূপী (Superhuman) শত্রু বলা হইয়াছে (১ ৩৪ ৭, ১ ১০০ ১৮, ২ ১৩ ৯)। আবার যেস্থলে দস্যু বা দাসেরা আর্য্যদের শত্রুতা করিতেছে এবং দেবতাদের সাহায্যে তাহাদের পরাজিত করিতেছে, তথায় তাহাদিগকে মানুষ বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে (ঋক্ ৩ ৩৪ ৯, ৬ ১৮ ৩; ৭ ৫ ৬, ৯ ৪০ ১)। এই উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়াই বিশেষ পার্থক্য ছিল, দস্যুদের "অ-কর্ম্মন" বা ক্রিয়াশূন্য (ঋক্ ১০ ২২ ৮), "অ দেবায়ু" বা দেবতাদের অগ্রাহ্যকারী (৮ ৭০ ২), 'অ ব্রহ্মন' বা ভক্তিশূন্য (৪ ১৬ ৯), "অ ব্রত" নিয়ম বা আচার বিহীন (১ ৫১ ৮, ৬ ১৪ ৩, ৯ ৪১, ২) প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইত।

এই আর্য্য ও দস্যুদের শত্রুতার বর্ণনার মধ্যে বেদে শেষোক্তদের দুর্গ" (পুর ২ ২৮) যাহা "আয়সী" (লৌহনির্ম্মিত ২ ২০ ৮) ছিল তাহারও বর্ণনা আছে। এই 'দস্যু" বা "দাসদের" বিবরণ পাঠ করিলে তাহাদের অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই উভয় বর্ণের জাতিদের যত শত্রুতা বর্ণিত হউক না কেন, অন্য দিকে তাহাদের এক পিতার সন্তান ("নাহুষাপি"—৬ ২২ ১০) বলিয়াও স্বীকার করা হইয়াছে। আবার, ঋগ্বেদে (২ ১১ ১৮) ঋষি গৃৎসমদ বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র, তুমি আর্য্যের জন্য জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ, এবং দস্যুকে তোমার বাম পার্শ্বে বসাইয়াছ"। এতদ্বারা আর্য্যদের সহিত দাসদের সমান দর বোঝায়। অন্য স্থলে এই সমকক্ষতা আরও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, "আর্য্য জানিলেন যে তিনি দাসের সমকক্ষ"। (১০ ১৩৮ ৩)

এই সব উক্তির দ্বারা আমরা বুঝি, আর্য্য ও দস্যু যে আসলে এক পিতার সন্তান অর্থাৎ এক উৎপত্তি এবং দরে সমকক্ষ একথা বেদে স্বীকৃত আছে। এতদ্বারা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীয় সমাজতত্ত্ববিদদের 'উচ্চ জাতি" ও "নিম্ন জাতির" আভাষ পাই

§§ সিওয়েল ও গুহের নরতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের কোন কোন বিষয় কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছেন B N Datta— Races of India Calcutta University, Jour of Deptt Letters Vol XXVI দ্রষ্টব্য।

না। উভয় বর্ণের লোকদের মধ্যে যতই যুদ্ধ বিগ্রহ থাকুক না কেন উভয়ের উৎপত্তি যে এক, ইহা বেদে স্বীকৃত হইয়াছে। কালক্রমে উভয় বর্ণের লোক এত সমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে ইন্দ্র উভয়কে সমান ভাবে দেখতেন ইন্দ্র স্বয়ং বলিতেছেন, "এই আমি যজ্ঞে যজমানদের দেখিতে দেখিতে যাইতেছি, দাস ও আর্য্যকে বিশেষভাবে চিনিতেছি এবং তাহাদের পাক করা হব্য এবং অভিষুত সোম গ্রহণ করিতেছি" (১০ ৮৬ ১৯)। এইরূপে এই সব উক্তির মধ্যে আমরা কালে উভয় বর্ণের লোকদের সম্মিলিত হইতে দেখি। কিন্তু এই সবের মধ্যে আমরা ঘৃণ্য অনার্য্যের সন্ধান পাইলাম না।

এই সব তথ্য সত্বেও যাঁহারা "দস্যু", "দাস", শূদ্র ও অনার্য্যকে একই ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিতে চান, তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে উভয় জাতি সমস্বার্থের জন্য কতটা এক হইয়াছিল—"দাসানার্য্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্ সুতুকানাহুষাণি" (ঋক্ ৬.২২.১০) 'হে বজ্রধারী ইন্দ্র, তুমি মানুষ মধ্যে (নাহুষাণি) আর্য্য এবং দাস উভয় শত্রুকে আমাদের জন্য অনায়াসে বিনাশ-যোগ্য (সুতুকা) করিয়াছ।' আবার আর এক মন্ত্রে (৬ ৬০ ৬) বলা হইতেছে "হে সাধুদিগের প্রতিপালক (ইন্দ্রাগ্নি) তোমরা আর্য্যশত্রু এবং দাসশত্রু বধ করিয়াছ, তোমরা সকল শত্রু বধ করিয়াছ"। এই যুগে আমরা আর্য্য ও দাসের সাধারণ শত্রু উদ্ভূত হইয়াছে দেখিতেছি, কাজেই কালে উভয়ের স্বস্বার্থ ও সমত্ব যে বিবর্ত্তিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি ?

আমরা দেখিতেছি যে, "দস্যু" "দাস" ও "শূদ্র"কে অনুসরণ করিয়া আমরা অনার্য্যকে এখনও পাইলাম না। বেদে বা সংহিতাতে দাসের বা শূদ্রের ভাগ্যের যে ব্যবস্থাই হউক না কেন, তদ্দ্বারা আমরা অনার্য্যকে পাই না। আর দাস বা শূদ্র বা অনার্য্য যদি এক পর্য্যায়ের লোক বা সম ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলি দ্বারা ইহা বোধগম্য হইবে যে আর্য্য ও দাসের বিবাদ থাকিলেও তাহারা যে এক বংশের লোক ও সম-স্বার্থসম্পন্ন, তাহা দেবতাদের আচরণে বেশ বুঝা যায়। আবার ঋগ্বেদে এক স্থলে দাসদেরও "বিপ্" (৬ ২৫ ২) বলা হয়েছে, এই অর্থে তাহাদের বৈশ্যপদ দেওয়া হইতেছে। পরে মহাভারতে শূদ্রদেরও "দ্বিজ" বলা হইয়াছে (শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৯ অঃ ৮ শ্লোক)। এই দুই স্থলে আমরা "দাস" ও "শূদ্র"কে দ্বিজজাতির অন্তর্গত দেখিতেছি। অতএব, তাহাদের তথাকথিত "অনার্য্যত্ব" কোথা হইতে আসিল ?

সংস্কৃত ধর্ম্মসাহিত্যে আমরা অনার্য্য বলিয়া একটা জাতির উল্লেখ দেখি না। নর-তত্ব, প্রত্ন তত্ব ও ইতিহাসের সাহায্যেও একটা "অনার্য্য" জাতির সন্ধান আমরা পাইলাম না, অথচ পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে "অনার্য্য" শব্দের প্রয়োগ আছে। তখন এই শব্দ কি ভাবে প্রয়োগ হইত? দেখা আবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস "আর্য্য" ও তাহার বিপরীত "অনার্য্য" শব্দটি কৃষ্টিজ্ঞাপক শব্দমাত্র 'আর্য্য" শব্দটির উৎপত্তির পশ্চাতে যে একটা বিশিষ্ট লোকসমষ্টির বৈশিষ্ট্যজ্ঞান ছিল না, তাহা কি প্রকারে অস্বীকার করা যায় ? আর এই সমষ্টি ভাবের অহঙ্কার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই বাহিরের লোকদের "অনার্য্য" বা অন্য কিছু নামে অভিহিত করা হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। বাইবেলে প্রাচীন ইহুদিদের "First to the Jew, then to the Gentile" অভিমত, গ্রীকদিগের নিজেদের Hellenes ও বিদেশীদের Barbaroi বলিয়া ঘৃণা করা, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি উত্তর ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থলে শ্বেতকায় জাতির "coloured man"কে ঘৃণা করা এবং তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকার ইচ্ছা প্রভৃতি হইতেছে সমাজ-তত্ববিৎদের মতে সমষ্টিভাবের অহমিকার পরিচয়; আর এই সঙ্গে নিজের সমাজের বাহিরের লোকের প্রতি ঘৃণা ও তদানুসঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহ উক্ত পণ্ডিতদের মতে Group sentiment of safetyর (সমষ্টির আত্মরক্ষার জন্য ভাবপ্রণোদিত কার্য্য) পরিচায়ক।

এই তথ্য দ্বারা আমরা এই বুঝি যে একটা বিশিষ্ট আচার, ব্যবহার এবং ক্রিয়াকাণ্ডসম্বলিত লোকসমষ্টি নিজেদের "আর্য্য" বলিত এবং তাহার ব্যতিক্রম যাহারা করিত তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া "অনার্য্য" বলিয়া অভিশম্পাত করিত। এই দুই শব্দের দ্বারা আমরা একটা cultural distinction (কৃষ্টির বিভিন্নতা) জনিত নিজেদের ও ভিন্ন লোকসমষ্টির মধ্যে একটা গণ্ডী টানিয়া আত্মরক্ষার ব্যাপার মাত্র, এই জন্যই অনুমান হয়, ঋক্ কীকটদের "অনার্য্য" বলিয়াছেন। আর এই স্থানের বৌদ্ধেরা নিজেদের সেই সময়ে আর্য্যপথাবলম্বী বলিয়াছেন। ইহার কারণ প্রত্যেক লোকসমষ্টি নিজেকে অপর অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া মনে করে। ভগবদ্গীতায় (দ্বিতীয় অধ্যায় ২য় শ্লোক) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন" (হে অর্জ্জুন এতাদৃশ সঙ্কটে কোথা হইতে এই অনার্য্যসেবিত, অধর্ম্ম্য ও অকীর্ত্তিকর মোহ তোমাতে উপস্থিত হইল) বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়যোদ্ধা, ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা তাঁহার ও তাঁহার স্বজনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তাঁহাদের শাস্তি দিয়া নিজের রাজত্ব ফিরাইয়া লইবার জন্য তিনি কুরুক্ষেত্রে সশস্ত্র উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় আত্মীয় ও গুরুজনদের বিপক্ষ পক্ষে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া মোহ প্রাপ্ত হন এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে 'অর্জ্জুন কেন অনার্য্যসেবিত অর্থাৎ অনার্য্যোচিত কর্ম্ম

করিতেছ ?" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করেন। এই ভৎসনার মধ্যে সামন্ততন্ত্রীয় (chivalry) নীতি অনুযায়ী "Nobless oblige" ভাব নিহিত রহিয়াছে। ইউরোপের সামন্ততন্ত্রীয় (feudal) যুগে, জাপানের সামন্ততন্ত্রীয় সামুরাইদের মধ্যে, ভারতের মুসলমান যুগ বা মধ্য যুগের রাজপুতদের মধ্যে chivalry নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য তথায় যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে একটা বিশিষ্ট নৈতিক আদর্শ উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক পদের সহিত তাহার আনুসাঙ্গিক একটা কর্ত্তব্য আছে এই ভাব, যথায় সমাজে সামন্ততন্ত্রীয়-যুগ অভিব্যক্ত হইয়াছে তথায় প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্যই ইউরোপের chivalryর যুগে "Nobless oblige', জাপানে "বুসিডো", ভারতে "স্বামিধর্ম্ম" নীতি উদ্ভূত হয়। এই নীতি সামন্ততন্ত্রিক যোদ্ধৃবৃন্দ মধ্যে আদৃত হইত এবং তাহারা ইহার অনুসরণ করিত।

এক্ষণে গীতোক্ত দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয় যে, অর্জ্জুন এই নীতির ব্যতিক্রম করিতেছেন, তিনি "Nobless oblige" নীতি অনুসরণ না করিয়া অত্যাচারী ও পীড়ক শত্রুদের যুদ্ধে শাস্তি প্রদানে অসম্মত হইতেছেন। ইহা ক্ষত্রিয় যোদ্ধার কর্ম্ম নহে, অর্জ্জুন কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, যে সব লোকমধ্যে ক্ষত্রিয় বীরদের নৈতিক আদর্শ নাই, তাহাদের ন্যায় আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইহা ক্ষত্রিয় যোদ্ধসমাজের বাহিরের লোকদের ন্যায় আচরণ, অতএব হীন, আর যেহেতু ক্ষত্রিয়েরা এবং তাহাদের ন্যায় ক্রিয়াকর্ম্মসমন্বিত লোকেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ "আর্য্য" বলিত, তজ্জন্য নিজেদের গণ্ডীর বাহিরের লোকদের "অনার্য্য" অর্থাৎ হীন বলিয়া ঘৃণা করিত। এই মনোভাব-প্রণোদিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে "অনার্য্যজুষ্টম্" (অনার্য্যসেবিত) মোহগ্রস্ত বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছেন।

"অনার্য্য" শব্দটী যদি নরতাত্ত্বিক জাতিবাচক হইত, অর্থাৎ ইহার অর্থ যদি "অশ্বেতকায় জাতীয় পুরুষ" হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণকায় শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণকায় অর্জ্জুনকে অনার্য্যজনোচিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ বলিয়া অনুযোগ করিতে সাহস করিতেন না? আবার, তাহা হইলে, মহাভারত বা গীতার plotটা সম্পূর্ণভাবে ওলট পালট হইত। কারণ মহাভারতের গল্পের অনেক নায়ক ও নায়িকা কৃষ্ণ বা মলিন বর্ণের লোক ছিল যথা—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস, দ্রোণাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি। আবার রামায়ণে দেখি যে রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ তাহার পিতৃব্যকে "অনার্য্য" বলিতেছে (৮০ সর্গ)। রাক্ষস রাক্ষসকে এই শব্দ অভিহিত করায় ইহার অর্থ "নীচ" "হীন" প্রভৃতি, নরতাত্ত্বিক অর্থ ইহাতে বুঝায় না, অন্য দিকে রামায়ণের গল্পের প্রধান নায়ক রামচন্দ্রও "দূর্ব্বাদলশ্যাম" ছিলেন, তিনি শ্বেতকায় ছিলেন না। আবার বেদের অনেক ঋষি অব্রাহ্মণ, এমন কি, শূদ্রও ছিলেন, ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোহব্রাহ্মণঃ কবষ ঋষিঃ" (১০ ৩৩ ৪,৭। তিনি দাসীপুত্র অব্রাহ্মণ কিতব (জুয়ারী) বংশোদ্ভব।

"অনার্য্য" শব্দ যে একট তুলনা-প্রতিপাদক আপেক্ষিক শব্দ তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভৃগু ঋষির বচনে স্পষ্ট বোধগম্য হয়। শূদ্রকে এই বিষয়ে তিনি বলিতেছেন "হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ" (১০ ১৮৮.১৩)। আর "শূদ্র" ও "অনার্য্য" যদি এক জাতিবাচক সংজ্ঞা হয় তাহা হইলে "অনার্য্য" কি প্রকারে অন্য জাতীয় লোক হইতে পারে। ইহার উপর ঐতরেয়-ব্রাহ্মণমতে দস্যুরাও বিশ্বামিত্র ঋষির সন্তান (৭ ৩ ১৮) "বৈশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্টাঃ"।

যদি দ্বিজ বংশোদ্ভব এবং এক জাতীয় লোক হইয়া আচার-হীনতা বশতঃ তাহারা "শূদ্র" রূপে পরিণত হয় এবং বেদের মতে কৃষ্ণকায় দস্যুরাও যদি বিশ্বামিত্রের সন্তান হয়, তাহা হইলে "শূদ্র" বা "দস্যু" বা "অনার্য্য" "ইণ্ডো-ইউরোপীয়" অর্থাৎ আর্য্য ভাষার জাতিদের বাহিরের লোক কি প্রকারে হয়? বরং উপরোক্ত শ্লোকসমূহ দ্বারা আমরা একটা cultural distinction অর্থাৎ কৃষ্টিগত পার্থক্যজনিত বিভিন্নতা বিভিন্ন শ্রেণীদের মধ্যে দেখিতে পাই। যে বৈদিক নেতাদের নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহার, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া সেই "দ্বিজ," "আর্য্য" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; আর তাহার বাহিরের লোকদের এই পদ্ধতির নিষ্ঠিকের "অনার্য্য" অর্থাৎ হীনজাতীয় লোক বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন সর্ব্বতোভাবে অযৌক্তিক।

এক্ষণে দেখা যাউক, "আর্য্য" কথাটার উৎপত্তি কি? ঋগ্-বেদ-সংহিতাতে "আর্য্য" শব্দ পরিলক্ষিত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহার মানে হইতেছে 'বন্ধু', "নিজের আত্মীয়" বা 'স্বজন' অর্থাৎ "নিজের কুলের বা কৌমের লোক"। নিজের গোষ্ঠীর (Family) বা কুলের (clan) বা কৌমের (tribe) বহির্গত লোকেরা শত্রু বলিয়া প্রাচীনকালে পরিগণিত হইত। বৈদিক যুগে "স্বীয় স্বজনের" (আর্য্যের) গণ্ডীর বাহিরের লোকদের "দস্যু" বা "দাস" বলা হইত। বৈদিক যুগের পরে, যখন বেদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ধর্ম্মসমূহ উদ্ভূত হইতে লাগিল, তখন সেই ধর্ম্ম বিপ্লবের যুগে যাদের নিকটে আমরা 'অনার্য্য' শব্দ ব্যবহৃত দেখি।

এই স্থলে একটা সামাজিক অনুষ্ঠান অনুসন্ধানের বস্তু। সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে আর্য্য বা দ্বিজ এবং দাস বা শূদ্র প্রভৃতি বিষয়ে অনেক পরস্পর বিরোধী মত উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। এক

এক স্থানে দাসকে "কৃষ্ণকায়", অনাসা' ও "অব্রাহ্মণ" বলিয়া ঘৃণা করা হইতেছে এবং ইন্দ্রকে বলা হইতেছে "পঞ্চাশৎকৃষ্ণা নি বাপঃ সহস্রাংকম্" (ঋক্ ৪ ১৬ ১৩) হে ইন্দ্র। তুমি ৫০,০০০ কৃষ্ণবর্ণ দাসদিগকে বধ করিয়াছিলে।' আবার অন্য জায়গায়, ইন্দ্র দস্যুকে বামপার্শ্বে বসাইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আর এক জায়গায়, ইন্দ্র দাস ও আর্য্যের পাক করা হব্য এবং অভিষুত সোম গ্রহণ করিতেছে বলিয়া উল্লিখিত আছে। অন্য দিকে দস্যু বা দাস 'শ্বাবঃ' অর্থাৎ দেবতারা শ্বেতবর্ণ ও দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর সেই ঋগ্বেদেই কণ্ব ঋষিকে 'কৃষ্ণ'বর্ণ বলা হইয়াছে, "প্র কৃষ্ণায় রুশদপিন্বতোধঃ" (১০.৩১ ১১) সেই কৃষ্ণবর্ণ ঋষির নিকটে অগ্নি তাহার উজ্জ্বলতম রূপ খুলিয়া দিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণকায় কণ্ব ঋষির বংশধরদের দ্বারা ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচিত হইয়াছে। এখন কোন্ মতটা আমরা গ্রহণ করিব?

যেমন, বেদে আমরা পরস্পর বিরুদ্ধ মত দেখিতেছি, তৎপরে স্মৃতিসমূহেও বিরুদ্ধমত উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরাশর সংহিতায় (১০ ১) বর্ণিত হইয়াছে "গোমাংস ভক্ষণ করিলে বা চণ্ডালের দ্বারা সিদ্ধ চাউল ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণকে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়"। অন্য দিকে বশিষ্ঠসংহিতায় আছে এবং বাজসনেয়-সংহিতায়ও বলা হইয়াছে যে, "ঋষভবতী গাভী এবং বৃষ যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত বলি।" আঙ্গিরসসংহিতায় (৫৯ শ্লো) বলা হইয়াছে "শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিলে, তাহার সঙ্গ করিলে, তাহার নিকট জ্ঞানার্জন করিলে ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন লোককেও হীন করিয়া ফেলে"। অথচ বেদে আমরা কিতব কবষ ঋষি এবং মহাভারতে কৈবর্ত্তকন্যার গর্ভজাত ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসেরও উল্লেখ দেখি। বেদে একদিকে আমরা "দাস"কে কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রের বধের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে দেখি। অন্য দিকে পরাশর সংহিতায় (১১ ২১) বলা হইয়াছে, "শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎপন্ন সন্তান যে অন্য একজন ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে 'দাস' বলা হয়। তবে বেদব্যাসকে কি এই প্রকারের একজন দাস বলিতে হইবে? এই উক্তি গুলির মধ্যে আমরা কোনটা সত্য বলিয়া মনে করিব? আবার পরাশরসংহিতা (১১ ৪), শঙ্খসংহিতা (১৭ ৩৬ ৩৯) প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজের শূদ্রের সিদ্ধ চাউল ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। অন্য দিকে সেই পরাশরসংহিতায় (১১.২০) উল্লিখিত আছে যে, "একজন ব্রাহ্মণ নিরা দে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী ও শূদ্র এবং আর যে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে (অর্থাৎ তাহার জিম্মায় নিজেকে রাখিয়াছে) তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত (সিদ্ধ) চাউল গ্রহণ করিতে পারে।" আবার, মনুস্মৃতিতে ইহার বিরুদ্ধমত প্রকাশ পাইয়াছে, যথা—বিভিন্ন বর্ণের উপযুক্ত বিবাহ-বিষয়ে অনেক পরস্পর-বিরোধী মত আছে (৩ ২৩ ২৬)। এক জায়গায় "নিয়োগ" প্রথার হুকুম দেওয়া আছে (৯ ৫৯ ৬৩), তৎপরে ইহা দৃঢ়ভাবে নিষেধ করা হইয়াছে (৯ ৬৪-৬৮)। এক স্থানে (৫ ৩১ ৩২, ৩৫,৩৯,৪১) যজ্ঞে, শ্রাদ্ধে এবং মধুপর্কে মাংসাহারের ব্যবস্থা আছে, অন্য জায়গায় (৫ ৪৮ ৫০) মাংস ভোজন সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই প্রকারে, হিন্দু শাস্ত্রে বা সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইতে দেখা যায়। একণে আমরা ইহার অর্থ কি প্রকারে করিব? বৈদিক ধর্ম্মের এক এক খানি পুস্তক বা শাস্ত্র কেবল ব্যক্তিগত খেয়াল প্রণোদিত হইয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল লেখকের ব্যক্তিগত মত মাত্র, সমাজের সহিত তাহার কোন প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক ছিল না, এই মত প্রকাশ করিলে, এই সব শাস্ত্রকে অনায়াসে হিন্দু সভ্যতার বাহিরের জিনিষ বলিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি হইতে ছাঁটিয়া ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ভারতে "হিন্দু" নামধেয় জাতির জাতীয় ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হয় না; আর কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পুস্তক দ্বারাও আমরা হিন্দুজাতির যথার্থ জাতীয় ইতিহাস সংগঠিত করিতে পারি না। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শাস্ত্রের সহিত কৌটিল্য-প্রভৃতির অর্থশাস্ত্রসমূহ, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতির শাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতি লইয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংকলিত করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা ভারতীয় প্রাচীন সমাজের ইতিহাসের কিঞ্চিৎ নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার করিতে পারিব।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং বৌদ্ধপ্রভৃতির সাহিত্যে উল্লিখিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আবিষ্কার দ্বারা আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূত্র কতকটা উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছি। কিন্তু সমাজ বা কেটা রাষ্ট্র যে একজন রাজার জন্ম ও মৃত্যু দ্বারাই সংগঠিত হয় না অথবা প্রাচীন ভারত জনকতক পুরোহিতের খামখেয়াল দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, তাহার অনুধাবন করা আমাদের পণ্ডিতদিগের প্রয়োজন। সকল সমাজ বিভিন্ন "শ্রেণী" দ্বারা সংগঠিত। ভারতের প্রাচীন সমাজও শ্রেণীবর্গ দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল এবং এই শ্রেণীসমূহ বর্ণ বা জাতি (Caste) ছিল না তাহারা সামাজিক শ্রেণী (class) ছিল।* আবার এই শ্রেণীসমূহ মধ্যে যে ভীষণ শ্রেণীবিদ্বেষ ও "শ্রেণীসংগ্রাম" ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ বেদ (অথর্ব্ববেদ ৫ ১৮ ১৯, মৈত্রায়ণীয়-সংহিতা ৪ ৩৮, তৈত্তিরীয়সংহিতা ২ ৫.১০১, কাঠকসংহিতা ১৮ ৫, তৈত্তিরীয় ২ ২ ১১২ প্রভৃতি) হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে

* শামশাস্ত্রী "Evolution of Indian Polity" pp 40-41; R Majumdar, "Corporate Life in Ancient India" দ্রষ্টব্য।

পর্য্যন্ত আছে (শামশাস্ত্রী ৩৯ পৃ°)। উক্ত বৈদিক প্রমাণ মধ্যে আমরা একস্থলে রাজন্যবর্গকে অন্য বর্ণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে দেখি, আবার একস্থলে ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষত্রিয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে দেখিতেছি; কোন স্থলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বিবাহ করিতে লক্ষ্য করি, কোন কোন স্থলে সাধারণ লোকদের আভিজাত্যদিগের (রাজন্যবর্গের) বিপক্ষে অস্ত্রধারণের কথাও উল্লিখিত দেখি। আবার বৌদ্ধ প্রভৃতির পুস্তকে (পিটকসমূহে) ক্ষত্রিয়দের দ্বারা ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অস্বীকৃত হইয়াছে। বুদ্ধ বলিয়াছেন ক্ষত্রিয়েরা উচ্চবর্ণ এবং ব্রাহ্মণেরা নিম্ন বর্ণ।†

সাহিত্যের নজীর ত্যাগ করিয়া আমরা ইতিহাসপাঠে দেখি শূদ্র নন্দবংশের পর বৌদ্ধ ও শূদ্র মৌর্য্যবংশের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের ষড়যন্ত্রের ফলে বৌদ্ধ সাম্রাজ্য ধ্বংস এবং ব্রাহ্মণ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।‡ আবার বেদে যেমন শূদ্র রাজার উল্লেখ আছে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪.২ ১.৫) তেমন আয়োগব জাতীয় (শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান) রাজারও উল্লেখ আছে (শতপথব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪ ৬)। অন্যদিকে ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতিতে পারসব (শূদ্রামাতার গর্ভে ব্রাহ্মণ-পিতার ঔরস-জাত সন্তান), শূদ্র এবং বৈদেশিক রাজাদের রাজ্যশাসনের কথা আছে।††

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী রাজাদের দ্বারা রাষ্ট্রশাসনের কথা আমরা ইতিহাসে পাঠ করি। এই সব বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্ম্মাবলম্বী শাসকদের উত্থানের সঙ্গে বিধিনিয়মাদি তদনুকূলে নিশ্চয়ই গঠিত হইয়াছে। কারণ, ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, জগতের যে দেশে যে শ্রেণীর শাসকেরা সমুত্থিত হইয়াছে সেই শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের অনুকূল আইন, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতেও তদ্রূপ সংঘটিত হইয়াছে, শাসকশ্রেণীর স্বার্থের অনুযায়ী শাস্ত্রব্যবস্থা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই আমরা সংস্কৃতপুস্তকসমূহে এত পরস্পর বিরুদ্ধ-মত দেখিতে পাই। তারপর পণ্ডিতেরা বলেন, গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ যাহারা রাষ্ট্রে এবং তজ্জন্য সমাজে ব্রাহ্মণাধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া রাখিতে চাহিতেন, তাঁহারা অনেক সময়ে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনঃ সঙ্কলিত করিয়াছেন। এই জন্যই হয়ত একই গ্রন্থে পরস্পর বিরুদ্ধ মতের আবির্ভাব হইয়াছে।‡‡

প্রত্যেক শাসকশ্রেণীর স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে আইনাদি প্রণয়ন করার পশ্চাতে শ্রেণীবিরোধ বা "শ্রেণীসংগ্রাম" থাকে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বেদসমূহে শ্রেণীবিরোধের যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং ঐতিহাসিক যুগেও তাহা সজীব ছিল। কাহার কাহার মতে মনুর শূদ্রবিদ্বেষ ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের পশ্চাতে ব্রাহ্মণশ্রেণীর স্বার্থ লুক্কায়িত ছিল। শ্রীযুক্ত জয়শবাল বলেন, ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র শূদ্রবংশীয় বৌদ্ধসম্রাট্ বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া রাজশাসন হস্তগত করার পর, "মানব ধর্ম্মশাস্ত্র" বা "মনু স্মৃতি" লিখিত হয়। এইজন্য মনুতে এত শূদ্রবিদ্বেষ ও ব্রাহ্মণ্যাধিপত্যের ওকালতী আছে। জয়শবালের মতে পুষ্যমিত্রের মৌর্য্যরাজ্যাপহরণ ব্যাপারের ইঙ্গিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুহলার, কানে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনুস্মৃতি-রচনার সময়কে খৃঃ পূঃ ২০০ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ধরিয়াছেন, এই সময়ের মধ্যেই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে। আবার জয়শবাল ও কানে উভয়েই কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' লিখিত হইবার পর মনুস্মৃতি লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। আবার এই কৌটিল্য মৌর্য্য-সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

যে মনুস্মৃতিতে শূদ্রের প্রতি এত কঠোর ব্যবস্থা আছে, তাহার আগেকার যুগের অর্থশাস্ত্রে শূদ্রের প্রতি এত কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় নাই। মনুস্মৃতি ব্রাহ্মণকে শূদ্রের রাজত্বে বাস করিতে নিষেধ (৪ ৬১) এবং শূদ্রকে বিচারকের পদাভিষিক্ত হওয়াও (৮ ২০-২১) নিষেধ করিয়াছেন। ইহা কি মৌর্য্য বা শূদ্রবিদ্বেষের এবং সেই সঙ্গে মৌর্য্য রাজ্যাপহারক ব্রাহ্মণ সুহৃদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করার পরিচায়ক নহে? বা শ্রেণীবিরোধের ইহা কি জাজ্বল্য প্রমাণ নহে? অন্যদিকে, অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য (অর্থশাস্ত্র—১.৯; ৬.১) শূদ্রদেরও "আর্য্য" বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। আবার ব্রাহ্মণদের শূদ্রাস্ত্রী গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং এই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রও পিতার বিষয়াধিকারী হইত। (শামশাস্ত্রী অনুবাদিত 'অর্থশাস্ত্র' ২০০-২০১ পৃষ্ঠা)।

কৌটিল্যের শূদ্রের প্রতি আস্থার মূলে আছে শূদ্র-মৌর্য্যদের সাম্রাজ্য। কারণ, তিনি তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। শূদ্র-শাসন-কালে শূদ্রের প্রতি যে শাসনব্যবস্থা হইতে পারে না, যে শাসনব্যবস্থা

† Rhys David—Dialogues of Buddha, pp 120-121.

‡ হরপ্রসাদশাস্ত্রী J. A S. B 1910, p 259, K P. Jayaswal, Age of Manu and Jajnavalkya.

†† F E Pargiter, The Purana text of the Dynasties of the Kali Age, p. 65.

‡‡ মনুর এই পরস্পর বিরুদ্ধ মতের উৎপত্তি বিষয়ে Pandurang V. Kane—"History of Dharmasastra," p 148 দ্রষ্টব্য।

মধ্যুতে আছে। শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রামের আর উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি আছে? বাঙ্গলায় শূদ্র ও বৌদ্ধ পালরাজদের পতন ও কর্ণাটকাগত ব্রহ্মক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী সেন রাজাদের বাঙ্গলায় রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কি ব্রাহ্মণশ্রেণীর অব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষ ইঙ্গিত করে না? আবার মুসলমান আক্রমণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বীদের রাজ্য পতনের পশ্চাতে কি অব্রাহ্মণ সম্বন্ধী (বৌদ্ধদিগের) বিদ্বেষ ইঙ্গিত করে না? (শূন্য পুরাণ—"নিরঞ্জনের রুষ্মা" দ্রষ্টব্য।) পুনশ্চ, পুরাণসমূহে এই বিভিন্ন শ্রেণীর (জাতি বা বর্ণ) লোকদিগের সংঘর্ষ এবং অন্যান্য আততায়ীদের বিনাশের কথা উল্লিখিত আছে। পুরাণের রাজা বিশ্বস্ফানির কীর্ত্তি সেই কথা ব্যক্ত করে। ইনি খৃঃ ৩য় শতকে মগধে রাজত্ব করিতেন, অন্য রাজাদের ধ্বংস করিয়া কৈবর্ত্ত, পাঞ্চক, মদ্রক, পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতীয় লোকদিগকে রাজপদে বসান, আর ক্ষত্রিয় জাতিকে ধ্বংস করিয়া আর একটা ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করেন।* তাহাতে আশ্চর্য্য কি।

পুরাণের এই ভবিষ্যবাণীর মধ্যে একটা ঘোর শ্রেণী-সংগ্রামের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে। একজন রাজা (বিদ্যমান) ক্ষত্রিয় জাতিকে উৎখাত করিয়া এবং অন্যান্য জাতীয় লোকদিগকে তাঁহার তাঁবেদার রাজা করিয়া সিংহাসনে বসান, এবং একটা "নূতন ক্ষত্রিয়" জাতি বা বর্ণ সৃষ্টি করা কিরূপ ভীষণ বিপ্লবযুক্ত শ্রেণী-সংগ্রাম তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কয়বার মিলে?

এক্ষণে কথা উঠিবে জাতি বা বর্ণ-বিরোধ দ্বারা শ্রেণী বিরোধ প্রকাশ পায় না; জাতি বা বর্ণ (caste) শ্রেণী (class) হইতে পৃথক্, কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রাচীন কালে ভারতে caste (জাতি) ছিল না, class (শ্রেণী) ছিল। (সামশাস্ত্রী—"Evolution of Indian Polity" p 40 41 ও রমেশ মজুমদারের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, class (শ্রেণী) বংশগত হইয়া বাহিরের লোকদিগের সঙ্গে বিবাহ (connubium) ও আহারাদি (commensality) নিষিদ্ধ হইলে তাহা caste (জাতি) রূপে পরিণত হয়। এই জন্য স্বীকার করিতে হইবে, যতদিন ভারতে এই দুইটি ব্যাপার নিষিদ্ধ ছিল না, ততদিন "জাতি" পদ্ধতি সৃষ্ট হয় নাই। তার পর, যদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীদের বিরোধকে ধর্ম্মগত বা সাম্প্রদায়িক কলহ বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে এই অনুষ্ঠানের (মনস্তাত্ত্বিক) বিশ্লেষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ইহার পশ্চাতে "শ্রেণী স্বার্থ" লুক্কায়িত আছে। আবার, ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রাচীন ও মধ্য যুগে পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই "শ্রেণি সংগ্রাম" (class-struggle) ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক সংগ্রামরূপে (religious or sectarian struggle) রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই যুগে ভারতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ভারতের ইতিহাসের সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের পঙ্কোদ্ধার হয় নাই বলিয়া আমরা পরস্পর বিরুদ্ধমত লইয়া সন্দেহের গোলকধাঁধায় ঘুরিতেছি। ঐতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শাসকবর্গের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ও সমাজপদ্ধতি প্রচলনের ফলের বিশ্লেষণ-দ্বারা আমাদের যথার্থ ভারতীয় ইতিহাস লিখিতে হইবে। এই যে বহু সহস্রব্যাপী "শ্রেণী-সংগ্রাম" ভারতে চলিয়াছিল, তাহার ফলে ভারতীয় সমাজের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই ইঙ্গিতের নির্দ্দেশ ধরিয়া আমাদের ইতিহাসের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে। তাহা হইলে, শাস্ত্রীয় উক্তি-সমূহের বিরোধ, সমাজে বর্ণ বা জাতি বা শ্রেণীসমূহের যথার্থ স্থান, তাহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশিত হইবে।

"অনার্য্য" শব্দের উৎপত্তির অনুসরণ করিয়া আমরা এতদূরে উপনীত হইয়াছি। আমরা দেখিলাম যে, প্রাচীন পুস্তকসমূহে "অনার্য্য" শব্দের প্রয়োগ নাই, বরং, ইহা একটা বিশিষ্ট সভ্যতা অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও সামাজিক পদ্ধতির পরিচায়ক মাত্র। আর "অনার্য্য" বলিলে যে "শূদ্র" বা "দস্যু" বা 'দাস' বুঝায় তাহা আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদের "Non-Caucasian" বা "Non-White" এবং নর-তাত্ত্বিক সংজ্ঞাজ্ঞাপক "Non-Aryan" শব্দের প্রতিধ্বনি মাত্র। তবে, মনুর "অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণ-মার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্" (১০,৭৩) শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্ট বলিতেছেন, "অনার্য্যমিতি—শূদ্রং দ্বিজাতিকর্ম্মকারিণং দ্বিজাতিং শূদ্রকর্ম্মকারিণং ব্রহ্মা বিচার্য্য ন সমৌ নাসমাবিত্যবোচৎ। যতঃ শূদ্রো দ্বিজাতিকর্ম্মাপি ন দ্বিজাতিসমঃ তস্যানধিকারিণো দ্বিজাতিকর্ম্মাচরণেঽপি তৎসাম্যাভাবাৎ। এবং শূদ্রকর্ম্মাপি দ্বিজাতিঃ ন শূদ্রসমঃ নিষিদ্ধসেবনেন জাত্যুৎকর্ষত্যানপায়াৎ"। মনুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট "আর্য্য" অর্থে "দ্বিজ" এবং "অনার্য্য" অর্থে "শূদ্র" করিয়াছেন। কিন্তু কুল্লূকভট্টের এই টীকা কোন সময়ে বিরচিত হইয়াছিল? বেশীর ভাগ লোকের মতে তিনি খৃঃ ১৫শ শতকে বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অর্থ, ভারতে মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তনের বহু পরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া-

* বায়ুপুরাণ ৯৯.৩৭৭-৩৮০ এবং F E Pargiter—The Purana Text of the Dynasties of Kali Age, p 73 দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। তখন ভারতে বিধ্বংসকারী বৈদেশিক শাসনের তাড়নায় আর্য্য কাহাকে বলে? কে দ্বিজ, কে শূদ্র, কে বৈদিক ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী, কে বৌদ্ধ, ইত্যাদি জ্ঞান লোকের মন হইতে অন্তর্হিত করিয়াছিল। তখন সমাজ আত্মরক্ষার্থ কূর্ম্মাবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, আর তখন ভারতীয় রাজশক্তির অভাবে ব্রাহ্মণ সমাজ-শাসক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অন্যদিকে তখন বৈদেশিক শাসনকর্ত্তাদের মতে ভারতের সব লোকেই "হিন্দু" (আরব ভাষায় "সিন্ধু হিন্দবাসী" এবং ফারসীতে "কৃষ্ণকায় ব্যক্তি" "চোর" ও কাফের); আর, এদেশের লোকেরা তখন নিজেদের ধর্ম্মের বাহিরের লোকদের "যবন", "ম্লেচ্ছ" প্রভৃতি আখ্যা দিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছে। তখন ভারতীয় সমাজ-তত্ত্বের জ্ঞান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই কুল্লূকভট্টের যুগের আর একজন পণ্ডিত রঘুনন্দন বেদের শ্লোকের একাংশ অপলাপ করিয়া বেদে "সতীদাহ" সমর্থিত আছে বলিয়া সাধারণকে ভুলাইয়াছেন, এবং এক কলমের খোঁচায় বাঙ্গালায় "দুই বর্ণ" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ" ও "শূদ্র" ভিন্ন তৃতীয় বর্ণ নাই বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন! তখন এই অন্ধকারযুগের মূর্খতার মধ্যে "অনার্য্য" ও "শূদ্র" একজাতিবাচক বলিয়া কুল্লূক ভট্ট মত প্রকাশ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আর কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যাও নরতাত্ত্বিক জাতিবাচক না হইয়া বংশগত কৃষ্টি অর্থাৎ আচারপ্রকৃতিগত হইয়াছে। এই সময়ে জাতি-ভেদ (Caste system) অতি দৃঢ়ভাবে সমাজে বদ্ধমূল হইয়াছে। কাজেই কৃষ্টি অর্থাৎ চর্চ্চাগত পার্থক্য (cultural distinction) তখন বংশগত হইয়া "শূদ্র" ও "অনার্য্য" শব্দ কুল্লূকের কাছে এক অর্থেই প্রতিভাত হইয়াছে। এই সময়ে "শ্রেণী" বংশগত হইয়া বর্ত্তমানের "জাতি"তে বিবর্ত্তিত হওয়ার ফলে কৃষ্টির আচারাদি অনুষ্ঠানও বংশগত হইয়াছে। তাই প্রাচীন কালের কৃষ্টির পার্থক্য জন্য নিজের গণ্ডীর বাহিরের লোককে "অনার্য্য" অভিধানে অভিহিত করা রোগটি ব্রাহ্মণেতর জাতিদের উপর প্রয়োগ করিয়া (যাহাদিগকে কৌটিল্য প্রভৃতি অগ্রে "আর্য্য" বলিয়া গণ্য করিত,) তাহাদের স্কন্ধে কুল্লূক তথাকথিত শূদ্রত্ব চাপাইয়া দিলেন। আর, রঘুনন্দনের মতে বাঙ্গলার হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সবই শূদ্র; তাহা হইলে কুল্লূকভট্টের মতে তাঁহার সমযুগের বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের বেশীর ভাগ লোকই শূদ্র বা "অনার্য্য" তাহার কোন সন্দেহ নাই!

যাহাই হউক, "অনার্য্য" শব্দের উৎপত্তি, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিলাম ইহা বেদে নাই, পরে কৃষ্টিবাচক সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এই শব্দ নর-তাত্ত্বিক বাচক নয় এবং বর্ত্তমানের ভারতীয় লেখকেরা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুকরণ করিয়া এই বিষয়ে ভুল করিতেছেন।

অনার্য্যকর্ম্মিন্—(পুং) অনার্য্যোচিত কর্ম্মকারী ব্যক্তি। (ত্রি) ২ বিহিত কর্ম্মত্যাগী। "আর্য্যকানার্য্যকর্ম্মিণম্" (মনু' ১০.৭৩)

অনার্য্যজ—(ক্লী) [অনার্য্যদেশে জায়তে জন-ড] অনার্য্য-দেশজাত অগুরু কাষ্ঠ। (ত্রি) ২ অনার্য্যদেশজাত দ্রব্য।

অনার্য্যজুষ্ট—(ত্রি) অনার্য্যদ্বারা অধ্যুষিত, সেবিত অথবা অধিকৃত।

অনার্য্যতা—(স্ত্রী) অনার্য্যের ভাব বা কর্ম।

অনার্য্যতিক্ত—(পুং) [অনার্য্যদেশে জাতস্তিক্তঃ) চিরাতা। দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি হিমালয়ের নানা স্থানে চিরাতা গাছ বহুরূপে গজাইয়া থাকে। লেপ্‌চা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিকে অনার্য্য বলা হইত, সে জন্য তাহাদের দেশের নাম অনার্য্যদেশ। সেই অনার্য্যদেশের তিক্ত গাছ। চিরাতার আর একটী নাম 'কিরাততিক্ত' অর্থাৎ পর্ব্বতের অনার্য্য কিরাতজাতির দেশে যে তিক্ত গাছ জন্মে। 'অনার্য্যের প্রিয় তিক্ত গাছ'—এ প্রকার অর্থ সঙ্গত কি না, বলা যায় না। [চিরতা দ্র]

অনার্ষ—(ত্রি) [ঋষিসেবিতত্বাৎ ঋষিঃ বেদঃ তন্ত্রোক্ত আর্ষত-ভিন্নে] অবৈদিক, বেদে অব্যবহৃত।

অনার্ষেয়—(ত্রি) ঋষিগোত্র-প্রবরানভিজ্ঞ। "নানার্ষেয়াপাবপ্য-ত্যাত্র" (অথর্ব° ১১ ১.৩৩)

[ঋষিণা দৃষ্টম্ অণ্ ইতি আর্ষম্, ন আর্ষম্, নঞ্-তৎ] ২ যে মন্ত্র ঋষিদের দৃষ্ট নহে, যে সাম ঋষিদের অদৃষ্ট।

অনালম্ব—(ত্রি) [নাস্তি আলম্বোঽবলম্বনং যস্য] অবলম্বন-শূন্য, অনাশ্রয়।

অনালম্বন—(ত্রি) আশ্রয়শূন্য।

অনালম্বী—(স্ত্রী) শিবের বীণা অথবা বীণার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

অনালম্বুকা, অনালম্ভুকা—(স্ত্রী) মাসিক ধর্ম্ম (ঋতু) সম্পন্ন স্ত্রী। অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু নিয়মিত হয় এই প্রকার স্ত্রীলোক।

অনালাপ—(ত্রি) মৌনাবলম্বী। (পুং) মৌনাবলম্বন।

অনালোচিত—(ত্রি) [ন আলোচিতম্] অবিবেচিত, যাহার আলোচনা করা হয় নাই

অনালোচ্য—(অব্য) বিবেচনা না করিয়া, আলোচনা না করিয়া।

অনালোড়িত—(ত্রি) [ন আলোড়িতম্] অনালোড়িত। ২ অবিবেচিত।

অনাবর্ত্তি—(স্ত্রী) পুনরাগমন-বিহীনতা। এই শব্দের তাৎপর্য্য

এই যে, ইহলোক হইতে যাইয়া যিনি আর ফিরেন না অর্থাৎ মুক্তি পান।

অনাবর্ষণ—(স্ত্রী) বৃষ্টির অভাব। ২ দুর্ভিক্ষ।

অনাবল—সুরাট, বরোদা ও রেবাকাণ্ঠার অধিবাসী এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ইহাদের অপর নাম 'ভাতেলা' ও 'মাস্তান'। দক্ষিণ গুজরাট প্রদেশে ইহারাই প্রধান কৃষিজীবী। গাইকবাড় রাজ্যস্থিত অনাবল গ্রাম হইতে অনাবল নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই গ্রাম সুরাট নগরের ৪০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত এবং উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। মাস্তান নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। এক মতে, উক্ত ব্রাহ্মণেরা দর্পিত ও গর্ব্বিত বলিয়া মাস্তান নামে পরিচিত। অপর এক মতানুসারে, 'মহাস্থান' শব্দ হইতে মাস্তান নাম হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা ইহাদের আদি বাসস্থানকে মহাস্থান বলিত। তৃতীয় এক মতে, দক্ষিণ গুজরাটের প্রধান সম্প্রদায় বলিয়াই ইহাদের নাম মাস্তান। গুজরাট অঞ্চলে শ্রেণি বা সম্প্রদায়কে 'মাস্তান' বলা হয়, যথা—সোনি-মাস্তান (স্বর্ণকার-সম্প্রদায়), খদায়ত মাস্তান, বানি মাস্তান ইত্যাদি। 'ভাতেলা' নামের উৎপত্তি বোধ হয় 'ভাত' (অন্ন) শব্দ হইতে—কারণ অনাবলগণ এ প্রদেশের প্রধান ধান্যোৎপাদক কৃষক।* কিংবা বোধ হয়, 'ভাট' (ভট্ট) শব্দ হইতে 'ভাতেলা' নাম আসিয়া থাকিবে। নামের উৎপত্তি যাহা হউক অনাবলগণ অন্য ব্রাহ্মণদের তুলনায় কিছু হেয় বলিয়াই পরিগণিত। 'ভাতেলা' 'ভ্রষ্ট' শব্দের অপভ্রংশ, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী সময়ে উত্তর ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে 'ভ্রষ্ট' (পতিত) আখ্যা দিয়াছিল।

প্রবাদানুসারে এই ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি এই প্রকার—শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে অযোধ্যা-প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিন্ধ্যপর্ব্বতে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে গমন করেন। মুনিবর অগস্ত্য রামচন্দ্রকে রাবণ-বধ-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যজ্ঞ করিতে আদেশ করেন। অনাবল নামক স্থান এই যজ্ঞের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এখানে কোন ব্রাহ্মণ না থাকায় রামচন্দ্র হিমালয়স্থ গঙ্গাকুলগিরি হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাদের জন্য বাণ দ্বারা ভূগর্ভ হইতে উক্ত গঙ্গাপ্রবাহ নির্গত করিলেন। সকলেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সম্মুখে বিরাট যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হইল। যজ্ঞকারী দ্বাদশ সহস্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণাগ্রহণকালে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তজ্জন্য রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে শাপ দিয়াছিলেন যে তাঁহারা বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞকার্য্য ও দক্ষিণাবিরহিত হইয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

অনাবল ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই শৈব। ইহারা কিছু উগ্রপ্রকৃতি হইলেও অতিথিপরায়ণ, কর্ম্মঠ ও বিদ্যানুরক্ত। পূর্ব্বে ইহাদের প্রায় সকলেই কৃষিকার্য্য করিত, আজকা'ল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ন্যায় ইহারা নানা বৃত্তিধারী। ইহাদের মধ্যে দেশাই ও ভাতেলা এই দুইটী শ্রেণী দেখা যায়। দেশাইগণ সুরাটের আদি ঔপনিবেশিক। ভাতেলা অনাবলের নামান্তর হইলেও সাধারণতঃ কৃষিজীবী অনাবলগণই এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেশাই এবং ভাতেলা শ্রেণির মধ্যে পরস্পর আহার্য্য-গ্রহণ প্রচলিত আছে। দেশাইগণ নিজ শ্রেণির মধ্যেই পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। তবে আজকাল দেশাই এবং সঙ্গতিপন্ন ভাতেলাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত হইয়াছে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও পণপ্রথা বর্ত্তমান। অনেক ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহ দিতে পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সুখের বিষয় আজকাল ইহাদের অনেকেই পণপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

অনাবশ্যক—(ত্রি) আবশ্যকতারহিত।

অনাবশ্যকতা—(স্ত্রী) আবশ্যকতা-রাহিত্য।

অনাবিদ্ধ—(ত্রি) [ন আবিদ্ধম্] বিদ্ধ নহে। বাধিত নহে। "অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয়" (ঋক্ ৬ ৭৫ ১)

অনাবিল—(ত্রি) [ন আবিলম] পরিষ্কার, স্বচ্ছ, মলিনতা-শূন্য। ২ কলুষতারহিত। ৩ অসক্লিষ্ট। "কথং ন সা মদিরমাবিলামপি।" (নৈষধ ১.৩) টীকাকার এ স্থলে লিখিয়াছেন, "আবিলাং কলুষামপি।" আবিল শব্দে সচরাচর আমরা অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠাদিকে বুঝিয়া থাকি। এ স্থানটা অত্যন্ত আবিল' অর্থাৎ এখানে বিষ্ঠাদি পড়িয়া আছে।

অনাবিষ্ট—(ত্রি) [ন আবিষ্টম্] অমনোযোগী। বিদ্যাভ্যাসে বা কোন কার্য্যে যাহার চিত্ত সংযত নহে।

অনাবৃৎ—(ত্রি) পুনরাগমনরহিত। "সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ" (অথর্ব্ব ১০.৯৫.১৪)

অনাবৃত—(ত্রি) যাহা অনাবৃত নহে, অর্থাৎ ঢাকা নহে। আচ্ছাদনশূন্য।

অনাবৃত্ত—(ত্রি) [ন আবৃত্তম অভ্যস্তম্] যে একবার ফিরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার আসে নাই, প্রথম আগত। "সোনাবৃত্তাং দিশমনু ব্যচলৎ" (অথর্ব্ব ১৫ ৬ ১৯)

অনাবৃত্তি—(স্ত্রী) [ন আবৃত্তিঃ পুনর্গমনম্] অভ্যাসের অভাব। ২ পুনর্ব্বার আগমনের অভাব।

* উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের এটাবা জেলায় ভাতেলী নামে পরিচিত এক শ্রেণীর কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ বাস করে। ইহারা সনাঢ্য ব্রাহ্মণের শাখা। সনাঢ্যগণ প্রায় সকলেই কনৌজীয় ব্রাহ্মণ। সুরাটের নিকটস্থ কাকরপাদ্ নামক স্থানে অনেক ভাতেলা (অনাবল) ব্রাহ্মণ কনৌজীয় বলিয়া পরিচিত।

অনাবৃষ্টি—(স্ত্রী) [ন আবৃষ্টিঃ সম্যগ্‌বৃষ্টিঃ] বৃষ্টির অভাব। শুকা। ইহা শস্যহানির একটী প্রধান কারণ। বৃষ্টিপাতের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নানাস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ হইতে দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন স্থলে বর্ষণ-পরিমাণ পৃথক্‌ হইয়া থাকে এবং কোন এক স্থানে প্রতি বৎসর বারিবর্ষণ কদাচিৎ একই হইতে দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ কলিকাতার বাৎসরিক বৃষ্টিপাত পরীক্ষা করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত ১ম তালিকায় আলিপুর-মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮ খৃঃ অব্দ) হইতে ১৯৩৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, গত ৫৭ বৎসরের বৃষ্টিপাত দেখান হইল।

প্রথম তালিকা

আলিপুর-মানমন্দিরে বৃষ্টি পরিমাণ।*

বৎসর খৃঃ অব্দ	বৃষ্টি পরিমাণ ইঞ্চি	বৎসর খৃঃ অব্দ	বৃষ্টি পরিমাণ ইঞ্চি	বৎসর খৃঃ অব্দ	বৃষ্টি পরিমাণ ইঞ্চি	বৎসর খৃঃ অব্দ	বৃষ্টি-পরিমাণ ইঞ্চি
১৮৭৮	৫৮ ৫৫	১৮৯২	৪৬ ৭৭	১৯০৬	৫০ ১৯	১৯২০	৬০ ৭৭
৭৯	৪৩ ৫১	৯৩	৮৫ ২৬	০৭	৫৩ ৬৪	২১	৫৬ ৫৬
৮০	৬৯ ৪৬	৯৪	৪৮ ৬৬	০৮	৮০ ৭০	২২	৮৩ ১০
৮১	৬৯ ৫৮	৯৫	৭৯ ৩৮	০৯	৭২ ২৮	২৩	৫৬ ৫০
৮২	৬৬ ৮	৯৬	৫০ ২২	১০	৫৭ ২৩	২৪	৫১ ১৩
৮	৫২ ৬৪	৯৭	৫৮ ৩	১১	৪৭ ৩৪	২৫	৫৯ ৪১
৮৪	৬২ ৬৬	৯৮	৫৯ ৫২	১২	৫৬ ৮২	২৬	৭৫ ২৫
৮৫	৬৮ ৭৪	৯৯	৭১ ৯৫	১৩	৮৬ ৭৪	২৭	৪৫ ৮৫
৮৬	৬৫ ১৮	১৯০০	৮৯ ৭২	১৪	৫৭ ২৭	২৮	৭৮ ৬৬
৮৭	৫৮ ০৭	০১	৭০ ১০	১৫	৬৫ ৯৬	২৯	৫৯ ৬৪
৮৮	৭০ ২৪	০২	৫২ ২৮	১৬	৮২ ৭৮	৩০	৬০ ৪৬
৮৯	৫৭ ৩৯	০৩	৫৪ ১৪	১৭	৭০ ৬৮	৩১	৬৫ ৩০
৯০	৬১ ৩০	০৪	৬৩ ২০	১৮	৫৮ ৩৭	৩২	৬২ ৯১
৯১	৪৬ ০১	০৫	৬৯ ৭৬	১৯	৬৩ ৬৯	৩৩	৮১ ৮৬
						৩৪	৫৪ ৩৯

* বৃষ্টিমানযন্ত্রে কোন স্থানের বৃষ্টিপাত ইঞ্চি ও তাহার শততম অংশে পরিমাপ করা হয়। এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত বলিলে বুঝিতে হইবে যে সমতল ক্ষেত্রে এ বৃষ্টি পতিত হইলে, যদি জল সেই স্থান হইতে গড়াইয়া চলিয়া না যায় বা অপর স্থান হইতে জল গড়াইয়া সেই স্থানে না আসে, অথবা জল শুকাইয়া বা শুষিয়া না কমিয়া যায় তাহা হইলে, সে স্থানে জল এক ইঞ্চি উচু হইয়া দাঁড়াইবে।

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে গত ৫৭ বৎসরের মধ্যে আলিপুরে ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে সর্ব্বাপেক্ষা কম বৃষ্টি (৩৯.৩৮ ইঞ্চি) ও ১৯০০ খৃঃ অব্দে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি (৮৯.৩২ ইঞ্চি হইয়াছিল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কোন স্থানের বর্ষণ কচিৎ একই পরিমাণে হইয়া থাকে, বরং কোন স্থানের বৃষ্টিপাতের হ্রাসবৃদ্ধি প্রতি বৎসর বেশী পরিমাণে হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। এইজন্য কোন স্থানের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সেই স্থানের বহু বৎসরের, সম্ভব হইলে একশত বা ততোধিক বৎসরের গড় বৃষ্টিপাত জানা আবশ্যক।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ২৫ বৎসরের বর্ষণ-পরিমাণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে সিন্ধু প্রদেশে, যেখানে বৎসরের মোট বৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা কম সেইখানে, বৃষ্টিপাতের বৈলক্ষণ্য (অর্থাৎ স্বাভাবিক বর্ষণ-পরিমাণ হইতে শতকরা পার্থক্য) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং যেখানে বৃষ্টিপাত যত অধিক হয়, সেইখানে বৈলক্ষণ্য প্রায় সেই অনুপাতে কম হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী ২য় তালিকায় ভারতের নানা প্রদেশের গড় বাৎসরিক বৃষ্টি-পরিমাণ এবং গত ২৫ বৎসরের মধ্যে বর্ষণ-বৈলক্ষণ্য দেখান হইল।

বিভিন্ন প্রদেশে বর্ষণ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া আবহবিদ্‌গণ ভারতবর্ষকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই তিনটী বিভাগ বা মণ্ডলের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল—

১। 'মরুমণ্ডল' (Arid Zone)—ভারতের যে যে অংশে মোট বাৎসরিক বারিপাত ১৫ ইঞ্চি অপেক্ষা কম, সেই স্থানগুলি লইয়া এই মণ্ডল গঠিত। সিন্ধুপ্রদেশ, পশ্চিম-রাজপুতনা ও পঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এই মণ্ডলের অন্তর্গত। এই সকল স্থানে কৃষিকার্য্য প্রকৃতির বর্ষণ-শক্তির উপর আদৌ নির্ভর করিতে পারে না। মরুমণ্ডলে কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কৃত্রিম প্রণালী দ্বারা জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই মণ্ডলে, কৃষিকার্য্য যতই কষ্টসাধ্য এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্যান্য মণ্ডলের তুলনায় যত কমই হউক না কেন, কৃষকের অবস্থার তারতম্য খুব বেশী হইতে পারে না।

২। 'শুষ্ক মণ্ডল' (Dry Zone)—যে যে স্থানে মোট বাৎসরিক বৃষ্টি পরিমাণ ১৫ ইঞ্চি হইতে ৩৫ ইঞ্চির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই সকল স্থান 'শুষ্ক মণ্ডলের' অন্তর্গত। মহিসুর, দক্ষিণ-মান্দ্রাজ, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ, পূর্ব্ব-রাজপুতনা, মধ্য ও দক্ষিণ পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাংশ লইয়া শুষ্কমণ্ডল গঠিত। এই সকল প্রদেশে সুবর্ষা হইলে শস্য-সম্পদের অভাব হয় না; কিন্তু অনাভাবে শস্যহানি ও তন্নিবন্ধন অধিবাসিবৃন্দের ক্লেশ অনিবার্য্য। মরুমণ্ডলের ন্যায় এই মণ্ডলেও বর্ষণ-

দ্বিতীয় তালিকা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বর্ষণ-বৈলক্ষণ্য

প্রদেশ	স্বাভাবিক মোট বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ। ইঞ্চি।	শতকরা বর্ষণ-বৈলক্ষণ্য (Percentage variation) সর্ব্বোচ্চ বৎসর	সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ	সর্ব্বনিম্ন বৎসর	সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ
বঙ্গোপসাগর	৭৭·৮৯	১৯২৬	+২১	১৯১৯	−২২
দক্ষিণ বর্মা	১২৩·৫৮	১৯২৩	+১৫	১৯০২	−৭
উত্তর বর্মা	৪৩·১৫	১৯২৬	+২৩	১৯১০	−১৯
আসাম	১০০·৩৭	১৯২৯	+১৭	১৯২২	−১৪
বঙ্গ	৭৪·৪৪	১৯১৩	+১৮	১৯২৭	−১৪
উৎকল	৫৮·৪৭	১৯১৭	+৩০	১৯২৪	−১৫
ছোট নাগপুর	৫২·৪৭	১৯১৯	+২৯	১৯ ৫	−২৪
বিহার	৪৮·৩৩	১৯২৩	+২৩	১৯০৮	−৪৪
যুক্ত-প্রদেশ (পূর্ব্বাংশ)	৩৯·২৮	১৯১৫	+৩৬	১৯১৮	−৪০
ঐ (পশ্চিমাংশ)	৩৭·২২	১৯১৭	+৩৪	১৯১৮	−৪৯
পঞ্জাব (পূর্ব্ব ও উত্তর অংশ)	২৩·২১	১৯১৭	+৮০	১৯.৮	−৪৩
ঐ (দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ)	৯·৯৮	১৯১৭	+১২৯	১৯২৭	−৪৩
কাশ্মীর	৪১·৫৪	১৯১৪	+৩৭	১৯২০	−২৪
সীমান্ত প্রদেশ	১৪·৬০	১৯১৪	+৭৭	১৯২০	−৩৬
বেলুচিস্থান	৮·১৪	১৯১৪	+৯০	'৯২২	−৪৯
সিন্ধু	৬·৭০	১৯১৩	+.৯৫	১৯১১	−৮৪
রাজপুতনা (পশ্চিমাংশ)	১২·৪৪	১৯১৭	+১৪৫	১৯১৮	−৬
ঐ (পূর্ব্বাংশ)	২৩·২৩	১৯১৭	+১০৫	১৯১৮	−৫৫
গুজরাট	৩২·০৫	১৯১৭	+৬৬	১৯১৮	−৬৬
মধ্য-ভারত (পশ্চিমাংশ)	৩৪·৮৪	১৯১৯	+৫২	১৯১৮	−৬৬
ঐ (পূর্ব্বাংশ)	৪২·৪৪	১৯১৯	+৪৭	১৯১৮	−৪৮
বেরার	৩২·৪২	১৯০১	+৪৮	১৯১৮	−৪০
মধ্য-প্রদেশ (পশ্চিমাংশ)	৪৩·৫৮	১৯১৯	+৩৭	১৯২০	−৪৭
ঐ (পূর্ব্বাংশ)	৫৩·৭৪	১৯১৯	+৩৯	১৯২০	−২৯
কোঙ্কন	১০৮·৪৯	১৯০১	+৩৭	১৯১৮	−৩৫
দাক্ষিণাত্য (বোম্বাই)	৩০·৯১	১৯ ৩	+৩১	১৯ ৮	−৪২
হায়দ্রাবাদ (উত্তর)	৩৪·২৯	১৯১৭	+৪০	১৯২০	−৫৩
ঐ (দক্ষিণ)	৩০·৬৭	১৯১৬	+৪৪	১৯২০	−৩৭
মহিসুর	৩৩·১৩	১৯০২	+৩২	১৯১৮	−২৩
মালাবার	১০০·২১	১৯২১	+১৩	১৯১৮	−১৭
দাক্ষিণাত্য (মান্দ্রাজ)	২৪·৮০	১৯১৬	+৩৫	১৯২৩	−৩৩
মান্দ্রাজ দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশ	৩৫·৩৪	১৯৩০	+৩৯	১৯২৩	−১৫
ঐ (উত্তর উপকূল)	৪১·২২	১৯১৭	+৩০	৯২০	−২৩

বৈলক্ষণ্য খুব বেশী হইয়া থাকে, কিন্তু এখানে বর্ষণাভাবে জল সেচনের সম্যক ব্যবস্থা না থাকাতে শস্যহানি ও তজ্জন্য দুর্ভিক্ষের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। "সিক্ত-মণ্ডল" (Moist Zone)—ভারতের যে সকল অংশে প্রচুর বর্ষণ হয় অর্থাৎ যে স্থানে মোট বাৎসরিক বর্ষণ পরিমাণ ৩৫ ইঞ্চি ও তদূর্দ্ধ সেই স্থানগুলি লইয়া সিক্তমণ্ডল গঠিত। এই মণ্ডলে অনাবৃষ্টি অপেক্ষা অতিবৃষ্টি হইতে শস্যহানির আশঙ্কা অধিক। ২য় তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই মণ্ডলে বর্ষণ বৈলক্ষণ্য সর্ব্বাপেক্ষা কম। এখানে বৃষ্টিপাত যত কমই হউক না কেন, তাহাতে কৃষি-কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। এই নিমিত্ত সিক্তমণ্ডলে কৃত্রিম প্রণালীদ্বারা জলসেচনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। বলা বাহুল্য, বাঙ্গলা, উৎকল ও আসাম এই মণ্ডলের অন্তর্গত।

যে স্থানে যে পরিমাণ বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক তদপেক্ষা অত্যন্ত কম বৃষ্টি হইলে সাধারণতঃ অনাবৃষ্টি হইয়াছে বলা হয়। যখানে অত্যন্ত কম বৃষ্টি হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম (যেমন মরু মণ্ডল) সেখানে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য কহ অনাবৃষ্টি হইয়াছে বলে না। মরু ভূমিতে অনাবৃষ্টি হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের ছয়টী প্রধান কারণের অন্যতম কারণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥"
(পরাশর)

এই জন্য অনাবৃষ্টি হইলে রাজা-প্রজা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। ভারতবর্ষে পুরাণাদি গ্রন্থে অতি প্রাচীনকাল হইতে অনাবৃষ্টি সম্বন্ধে বহু দুর্ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে যে দুর্গামসুর দৈত্যের অত্যাচার নিবন্ধন যজ্ঞ কর্ম্মের অভাবে ভূতলে শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, একদা রাজা ত্রিশঙ্কুর রাজ্যে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছিল। অঙ্গাধিপতি লোমপাদ রাজার প্রদেশে এক সময় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়া মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে লইয়া গিয়া সুবৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। ইক্ষ্বাকুকুলপ্রসিদ্ধ রাজা শান্তনুর রাজ্যে একবার দ্বাদশবর্ষ বৃষ্টি হয় নাই। পুরাণোক্ত ঐ নৃপতি-বৃন্দের রাজ্যগুলি প্রধানতঃ ভারতের মরুমণ্ডল ও শুষ্কমণ্ডলে অবস্থিত ছিল। সুতরাং একাদিক্রমে বহুবর্ষ অনাবৃষ্টি হওয়ার ফলে, সে সকল প্রদেশে কিরূপ শস্যহানি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সকল পৌরাণিক বিবৃতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, পুরাকালে ভারতবর্ষে বহুবার অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষে লোকেদের ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগে উন্নত যানবাহনাদির প্রচলন হওয়ায় ভারতের এক প্রদেশে অনাবৃষ্টির জন্য শস্যহানি ঘটিলে সহজেই অন্যত্র হইতে খাদ্যসামগ্রী আসিয়া পড়ে। এ কারণে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে। তথাপি বর্ত্তমান কালে ভারতে অজন্মা বা দুর্ভিক্ষ বিরল নহে। "ছিয়াত্তর মন্বন্তরের" (১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কথা বাঙ্গালীর মন হইতে বোধ হয় কখনও অপসৃত হইবে না। নিম্নলিখিত (৩য়) তালিকায় ভারতে বৃটিশ-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে অনাবৃষ্টি ও তন্নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা হইয়াছিল তাহা দেখান হইল।

তৃতীয় তালিকা

বৎসর	অনাবৃষ্টি	দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা
খৃঃ অব্দ		
১৭৬৯	বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি	
১৭৭০		বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ
১৭৮২	বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে অনাবৃষ্টি	
৭৮৩	উত্তর ভারতে অনাবৃষ্টি	মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ এবং বোম্বাই প্রদেশে অজন্মা
৭৮৪		উত্তর ভারতে কর্ম্মনাশা নদী হইতে শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে দুর্ভিক্ষ
১৭৯	বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজ প্রদেশে অনাবৃষ্টি	
৭৯২		মাদ্রাজের উত্তর ভাগে অজন্মা হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর ও মারবাড় প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ
১৮০২	দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে ও দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টি	
১৮০৩	মধ্যভারতে এবং যুক্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি	দাক্ষিণাত্যে ও হায়দ্রাবাদে দুর্ভিক্ষ
৮০৪		যুক্তপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ এবং মধ্য ভারতে ও রাজপুতনায় অজন্মা
৮০৬	মাদ্রাজ প্রদেশে (ত্রিচিনপল্লী হইতে নেলুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে) অনাবৃষ্টি	
১৮০৭		মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী জেলা সমূহে দুর্ভিক্ষ

বৎসর	অনাবৃষ্টি	দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা
১৮১২	গুর্জর, কচ্ছ, কাঠিয়াবাড়, রাজপুতনা, মধ্যভারত এবং মাদ্রাজ প্রদেশের কতক অংশে অনাবৃষ্টি	
১৮১৩		রাজপুতনা, কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ, যুক্তপ্রদেশে ও মাদ্রাজে অজন্মা
১৮২৩	মাদ্রাজ প্রদেশে অনাবৃষ্টি	
১৮২৪	বোম্বাই প্রদেশে অনাবৃষ্টি।	মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ
১৮২৫		বোম্বাই প্রদেশে অজন্মা
১৮৩২	মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণস্থ জেলাসমূহে এবং মাদ্রাজের উত্তরস্থ জেলাসকলে (গঞ্জাম ব্যতীত) অনাবৃষ্টি	
১৮৩৩	বোম্বাই প্রদেশের উত্তরাংশে, রাজপুতনায় ও পঞ্জাবে এবং যুক্ত-প্রদেশের কতকাংশে অনাবৃষ্টি	মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশে দুর্ভিক্ষ হায়দ্রাবাদ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে অজন্মা।
১৮৩৪		দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে, গুর্জরে, রাজপুতনায় এবং পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশের কতকাংশে অজন্মা।
১৮৩৭	যুক্তপ্রদেশে, রাজপুতনায় পূর্ব্বদিকস্থ রাজ্যসমূহে এবং পঞ্জাবের দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে অনাবৃষ্টি	
১৮৩৮	গুর্জর, কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড়ে অনাবৃষ্টি	যুক্তপ্রদেশের কতকাংশে, পঞ্জাবের দিল্লী ও হিসার বিভাগে এবং দুয়াবের মধ্যভাগে ভীষণ দুর্ভিক্ষ।
১৮৩৯ ..		গুর্জর, কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড়ে অজন্মা
১৮৪৪	দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টি	
১৮৪৫ ...		দাক্ষিণাত্যে অজন্মা
১৮৫৩	দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের কতকাংশে অনাবৃষ্টি	
১৮৫৪ ...		বেলারিতে দুর্ভিক্ষ ও পার্শ্ববর্ত্তী মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদের অংশে অজন্মা
১৮৬০ ..	পঞ্জাবে ও রাজপুতনায় এবং যুক্তপ্রদেশের কতকাংশে অনাবৃষ্টি	
১৮৬১		দুয়াবের কতকাংশে, পঞ্জাবের দিল্লী ও হিসার বিভাগে এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুতনার কতক অংশে দুর্ভিক্ষ, কচ্ছে অজন্মা।
১৮৬৫	পশ্চিম বঙ্গে, বিহার ও উৎকল প্রদেশে, দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে, দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে এবং মাদ্রাজ ও মহিশূর প্রদেশের উত্তরাংশে অনাবৃষ্টি	
১৮৬৬		উৎকল ও বিহার প্রদেশে এবং মাদ্রাজের গঞ্জাম ও বেলারি জেলায় দুর্ভিক্ষ। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে এবং মাদ্রাজ, মহিশূর, হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাই প্রদেশের কতক অংশে অজন্মা।
১৮৬৮	রাজপুতনায়, মধ্যপ্রদেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকস্থ জেলাসমূহে পঞ্জাবের যমুনা হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং যুক্তপ্রদেশের কতক অংশে অনাবৃষ্টি।	
৮৬৯		পশ্চিম রাজপুতনায় ও পঞ্জাব প্রদেশের হিসার বিভাগে দুর্ভিক্ষ এবং পার্শ্ববর্ত্তী যুক্তপ্রদেশের অংশে ও পঞ্জাবের অন্যান্য অংশে অজন্মা। গুর্জর, কচ্ছ, দাক্ষিণাত্যের উত্তর ভাগে এবং মধ্য প্রদেশের উত্তর ও দক্ষিণ পূর্ব্বস্থ জেলাসমূহে অজন্মা
১৮৭৩	উত্তর বিহারে এবং যুক্তপ্রদেশের কতকাংশে অনাবৃষ্টি	
১৮৭৪ .		বিহারে দুর্ভিক্ষ এবং পার্শ্ববর্ত্তী যুক্ত-প্রদেশের কতক অংশে অজন্মা
১৮৭৬	মাদ্রাজ, দাক্ষিণাত্য, মহিশূর ও হায়দ্রাবাদের দক্ষিণাংশে অনাবৃষ্টি	
১৮৭৭	মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবে অনাবৃষ্টি।	মাদ্রাজ, মহিশূর, বোম্বাই এবং হায়দ্রাবাদে দুর্ভিক্ষ
১৮৭৮		যুক্তপ্রদেশে ও কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ পঞ্জাব প্রদেশে অজন্মা।
১৮৯০	মাদ্রাজে অনাবৃষ্টি।	মাদ্রাজের মধ্যাংশে অজন্মা।
১৮৯১	রাজপুতনায় অনাবৃষ্টি।	
১৮৯২ ..		রাজপুতনায় অত্যন্ত অজন্মা।

পৃথিবীতে ভারতবর্ষ ব্যতীত আরও অনেক কৃষিপ্রধান দেশ আছে, কিন্তু ভারতে বর্ষণ-বৈলক্ষণ্য যেরূপ অধিক, অন্যান্য দেশে ততটা দেখা যায় না। যদি সুবর্ষা হয় তাহা হইলে ভারতের শস্য-সম্পদের নিকট জগতের অপর সমস্ত দেশ মস্তক অবনত করে, কিন্তু সুবর্ষার অভাবে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া দরিদ্র ভারতবাসী নিষ্পেষিত হয়। এস্থানে 'সুবর্ষা' বলিতে আমরা বুঝি যে ভারতের কোন অংশে গড়-বৃষ্টিপাতের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের কম অথবা দেড় গুণের অধিক বর্ষণ হইবে না। এ প্রসঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপরিমাণই কেবল শস্যহানির কারণ নয়। যদি বৃষ্টি দেশের সকল অংশ ধরিয়া বিস্তৃত হইয়া বর্ষিত হয়, তাহা হইলে দেখা গিয়াছে যে কোন প্রদেশে মোট বৃষ্টিপাতের দুই তৃতীয়াংশের কম অথবা দেড় গুণের অধিক বৃষ্টি হইয়াও বিশেষ শস্যহানি ঘটায় নাই। আবার কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, অনেক প্রদেশে স্বাভাবিক মোট বৃষ্টিপাত যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপই হইল কিন্তু সম্যক্‌ভাবে বিস্তৃত হইয়া বর্ষণের অভাবে শস্যহানি ঘটিল।

ভারতবর্ষকে একটী মহাদেশ বলা যাইতে পারে। এই বিশাল ভূখণ্ডের সকল অংশে প্রতি বৎসর সুবর্ষা হইয়া শস্য-সম্পদ আনয়ন করিবে ইহা এক প্রকার দুরাশা। ভারতবর্ষে জিনিষ-পত্রের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের নানা স্থানে বৃষ্টিপাতের তারতম্য এবং উহার ফল আলোচনা* করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

১৮৯১-৯২। বঙ্গ, বিহার ও পঞ্জাব প্রদেশে অত্যন্ত কম বৃষ্টি। মাদ্রাজে বর্ষাকালের বৃষ্টি আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটে এবং শীতকালে অনেক স্থানে আদৌ বর্ষণ হয় নাই। ফল অজন্মা।

১৮৯৩-৯৪। মধ্য-ভারতে শীত ও বসন্তকালে অতিবৃষ্টি হওয়ায় রবি-শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হয়।

১৮৯৪ ৯৫। বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি হওয়ার জন্য বন্যা হইয়া যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবে খারিফ্ শস্য নষ্ট হয়।

১৮৯৫-৯৬। যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবে বর্ষাকাল অতিশীঘ্র শেষ হইয়া যাওয়ায় এবং শীত কালে বর্ষণের অভাবে খারিফ্ ও রবিশস্য অত্যন্ত খারাপ হয়।

১৮৯৬ ৯৭। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র অনাবৃষ্টি। বর্ষাকাল অতি শীঘ্র শেষ হইয়া যায় এবং হেমন্তের বৃষ্টিও যথোপযুক্ত হয় নাই। ফলে ভারতবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ।

১৮৯৮ ৯৯। পঞ্জাব প্রদেশে বর্ষা ও হেমন্ত কালের বৃষ্টি উপযুক্ত পরিমাণে না হওয়ায় খারিফ্ শস্য নষ্ট হয় এবং রবিশস্য স্বল্প পরিমাণে হয়।

১৮৯৯-১৯০০। বর্ষার প্রারম্ভে বঙ্গে ও বিহারে স্থানে স্থানে অতিবৃষ্টি হওয়ায় শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ছোটনাগপুরে হেমন্তে অনাবৃষ্টি হইয়া রবিশস্য নষ্ট করে। পঞ্জাবে, বোম্বাই প্রদেশে ও মধ্য-ভারতে অনাবৃষ্টির জন্য খারিফ্ ও রবিশস্য একেবারে নষ্ট হয়। মাদ্রাজে সম্যক্ বৃষ্টি না হওয়ায় অত্যল্প শস্যলাভ হয়। ফলে উত্তর-ভারতে ও বোম্বাই প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

১৯০০ ০১। যুক্ত-প্রদেশে বর্ষারম্ভ হইতে বিলম্ব হয় এবং পরে অতিবৃষ্টি হইতে আরম্ভ করে, ফলে শস্যের এক চতুর্থাংশ নষ্ট হইয়া যায়।

১৯০১-০২। বঙ্গে ও বিহারে অতি শীঘ্র বর্ষা শেষ হইয়া যায়। বোম্বাই প্রদেশে প্রথমে স্বল্প-বর্ষা হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে স্থানে স্থানে অতিবৃষ্টি হয়। ফলে ঐ সব স্থানে শস্যের প্রায় চারি আনা নষ্ট হইয়া যায়।

১৯০২ ০৩। মধ্য-প্রদেশে অতি বিলম্বে বর্ষারম্ভ হইয়া অতিশীঘ্র বর্ষণ শেষ হইয়া যায়। তাহার উপর ধান্য পাকিবার সময় ঝড়ে যতটুকু খারিফ্ শস্য জন্মিয়াছিল, তাহাও নষ্ট করিয়া দেয়।

১৯০৪-০৫। অনাবৃষ্টির জন্য বোম্বাই প্রদেশে ও যুক্ত প্রদেশের কতক অংশে শস্যের ক্ষতি হয়।

১৯০৫ ০৬। বোম্বাই প্রদেশে পুনরায় অনাবৃষ্টির জন্য খারিফ শস্য অত্যন্ত কম উৎপন্ন হয় এবং রবিশস্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ফলে ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়।

১৯০৬-০৭। বঙ্গে ও বিহারে কাল-বৈশাখীর অভাবে ভাদুই শস্যের এবং বর্ষাকালে অসম্যক্ বর্ষণের ফলে আমন ধান্যের ক্ষতি হয়। পঞ্জাবে হেমন্তের বৃষ্টির অভাবে রবিশস্য নষ্ট হয়।

১৯০৭ ০৮। বর্ষার প্রারম্ভে বঙ্গে ও বিহারে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়া হঠাৎ অতি শীঘ্র বর্ষণ বন্ধ হইয়া যায়। এ বৎসর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ষা অতি শীঘ্র শেষ হইয়া যায় এবং বারি-বর্ষণ অত্যন্ত অসম্যক্ ভাবে হয়। কোথাও জলের অভাবে শস্য শুকাইয়া যায়, আবার কোথাও অল্প সময়ের জন্য অতি বৃষ্টি হইয়া বন্যা আনয়ন করে এবং শস্য-সম্পদ্ নষ্ট করিয়া দেয়। ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের বহুস্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং কর্তৃপক্ষকে দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয়।

১৯০৮-০৯। বিহারে অনাবৃষ্টির জন্য শস্যহানি ঘটে। দক্ষিণ বঙ্গ, উৎকল ও ছোটনাগপুরে বর্ষার প্রারম্ভে অতিবৃষ্টির জন্য শস্য

* **Report on the Enquiry into the Rise of Prices in India by K L. Datta, M.A Vol I, Appendix F.**

নষ্ট হয় এবং পরে অতি শীঘ্র বর্ষান্ত ঘটিয়া প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শস্য কম উৎপন্ন হয়। বোম্বাই প্রদেশের নানা অংশে অনাবৃষ্টি হইয়া প্রভূত শস্য নষ্ট করে।

১৯০৯-১০। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের বহুস্থানে অনাবৃষ্টি হইয়া প্রায় অর্দ্ধেক শস্য নষ্ট করিয়া দেয়।

১৯১০-১১। বোম্বাই প্রদেশে বর্ষা অনেক বিলম্বে আরম্ভ হইয়া হঠাৎ স্থগিত হইয়া যায়; ফলে, গুর্জ্জর ও সিন্ধুপ্রদেশে বহুল শস্যহানি ঘটে।

১৯১১-১২। পঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে বহুস্থানে অনাবৃষ্টি ও অসম্যক্ বৃষ্টি হইয়া বহু শস্য নষ্ট করে।

বহু বিস্তৃত স্থানের উপর অনেক দিন স্থায়ী অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে বারি-বর্ষণের এই নিম্নলিখিত রূপ বিঘ্ন ঘটিলে শস্যোৎপাদনে অতি মাত্র ব্যাঘাত হয় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে।

(ক) বর্ষাকালের বর্ষণ আরম্ভ হইতে যদি অত্যধিক বিলম্ব হয়।

(খ) সময়মত বর্ষণ আরম্ভ হইয়াও যদি কিছুদিন পরে হঠাৎ বর্ষা থামিয়া যায় এবং এই বর্ষণাভাব যদি অত্যধিক কাল স্থায়ী হয়।

(গ) বর্ষাকালে যদি একাদিক্রমে উপযুক্ত বর্ষণের অনেক কম বৃষ্টি হয়।

(ঘ) যদি বর্ষাকাল অতি শীঘ্র শেষ হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অংশে বর্ষণের বৈশিষ্ট্য একটু আলোচনা করা যাউক। জানুয়ারি মাসে ভারতের সর্ব্বত্র বর্ষণ-ধারার এক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এই সময় দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট প্রদেশে হৈমন্তিক ধারার অবসানের পর আকাশ পরিষ্কার হইতেছে। পক্ষান্তরে পঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুই তিন মাস কাল যাবৎ আকাশ নির্ম্মল থাকিবার পর ক্রমে তথায় মেঘ-সঞ্চার হইতেছে। মাঝে মাঝে কয়েক দিনের জন্য পশ্চিমাবর্ত্ত (Western depression) আসিয়া পঞ্জাব, যুক্ত-প্রদেশ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশগুলিকে বর্ষণ দ্বারা সরস করিয়া দিয়া যায়। শীতকালে কখন কখন পশ্চিমাবর্ত্ত সংযুক্ত এই বর্ষণ পঞ্জাব হইতে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতকে সিক্ত করিয়া থাকে। এই ভাবে শীতকালে উত্তর-ভারতে বৃষ্টি মাঝে মাঝে অল্প দিনের জন্য দেখা দিয়া চলিয়া যায়। পশ্চিমাবর্ত্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপর দিয়া চলিয়া যাইবার পরই দিন কতক খুব জোরে ঠাণ্ডা পড়িয়া থাকে।

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ এই তিনমাস কতকটা একই ভাবে কাটে, কিন্তু শীতের অবসান যতই হইতে থাকে সমুদ্রোপকূলের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়ার পরিবর্ত্তে গরম ভিজা দক্ষিণ-বায়ু ততই ক্রমে জোর করিতে থাকে। শীতের অবসান ও বসন্তের প্রবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে প্রথমাবস্থায় দক্ষিণ-বাতাস দিনমানে প্রবর্ত্তিত হইলেও রাত্রিকালে ঠাণ্ডা উত্তরে বাতাস বহিয়া থাকে। ক্রমশঃ বসন্তের সমাগম যত হইতে থাকে দক্ষিণ-বায়ু ততই উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া উপকূল হইতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। এই দক্ষিণ-বাতাসের অভিযানের ফলে মার্চ্চ, এপ্রেল ও মে মাসে বঙ্গদেশে কালবৈশাখীর সৃষ্টি হয় এবং আসাম অঞ্চলে নিয়মিত বর্ষণ আরম্ভ হইয়া যায়।

বঙ্গের দক্ষিণদিক্ হইতে সমুদ্রজাত দক্ষিণ-বায়ু ক্রমশঃ হিমালয়ের পাদমূল বহিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকায় মধ্য দিয়া পশ্চিম-দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং এই অভিযানের পুরোভাগে নানা স্থানে বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা, শিলাবৃষ্টি, ধূলি ঝটিকা প্রভৃতি প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়।

মে মাসে আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, ব্রহ্মদেশ ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে প্রচুর বর্ষণ আরম্ভ হইয়া যায়। ইহার কিছু পরেই, মে মাসের প্রায় মাঝামাঝি, শত শত যোজন দূর হইতে বাষ্পভার আহরণ করিয়া ভারতীয় মৌসুমী বায়ু সিংহলে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে মৌসুমী বায়ু দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। এক শাখা আরবসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারতের পশ্চিম-উপকূলে বর্ষা আনয়ন করে। এই শাখা ক্রমে উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া সাধারণতঃ জুন মাসের প্রারম্ভে বোম্বাই প্রদেশে বর্ষার সৃষ্টি করে এবং পরে যথাক্রমে গুর্জ্জর, কচ্ছ, ও সিন্ধুদেশে প্রাবৃটের সাক্ষাৎলাভ ঘটায়।

মৌসুমী বায়ুর অপর শাখা সিংহলের পূর্ব্বদিক্ হইতে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া প্রথমে তেনাসরিম, পেগু, ও আরাকান প্রদেশে বর্ষাকে আনিয়া উপস্থিত করে। ক্রমে প্রাবৃট্ মেঘ উত্তর-দিকে অগ্রসর হইয়া যথাক্রমে বঙ্গ, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশে বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দেয়। সিন্ধুনদের তীরে মৌসুমী বায়ুরাশির অভিযান শেষ হইয়া যায়। ছোটনাগপুর, দক্ষিণ-বিহার ও মধ্য-প্রদেশের উপর সাধারণতঃ মৌসুমী বায়ুর উভয়শাখার মিলন ঘটিয়া থাকে এবং এই ভূখণ্ডের উপর যথাক্রমে উভয়-শাখার দ্বারাই বর্ষামেঘ পুষ্ট হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষার অবসান ঘটিতে আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে প্রাবৃটের মেঘমালা অন্তর্হিত হয়। কর্ণাট ও মান্দ্রাজ প্রদেশে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেই প্রকৃত বর্ষাকাল এবং ডিসেম্বরের

শেষ সপ্তাহে (বড়দিনের সময়) সাধারণতঃ এই স্থানের বর্ষা শেষ হয়।

নিম্নোদ্ধৃত ৪র্থ তালিকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কখন বর্ষার আরম্ভ ও অবসান ঘটিয়া থাকে তাহা দেখান হইল।

চতুর্থ তালিকা

প্রদেশ	বর্ষারম্ভ তারিখ		বর্ষার অবসান তারিখ
বঙ্গ	জুন	৭	অক্টোবর—২৫
আসাম	জুন	৫	অক্টোবর—১৮
বিহার ও উৎকল	জুন	১৩	অক্টোবর—১৮
যুক্ত-প্রদেশ	জুন	১৬	সেপ্টেম্বর—৩০
পঞ্জাব	জুন	৩০	সেপ্টেম্বর—১৫
রাজপুতনা	জুন	২১	সেপ্টেম্বর—১৬
মধ্যপ্রদেশ	জুন	১০	অক্টোবর—১৫
মালাবার	জুন	৩	নভেম্বর—১৫
দাক্ষিণাত্য	জুন	৩	অক্টোবর—৮
হায়দ্রাবাদ	জুন	৩ ৫	সেপ্টেম্বর—২৮
মহিসুর	জুন	২	নভেম্বর—১৫
কোঙ্কণ	জুন	৩	অক্টোবর—১০
গুর্জ্জর	জুন	১৪	সেপ্টেম্বর—২৪
সিন্ধু	জুলাই	৯	জুলাই—২৩
সীমান্ত-প্রদেশ	জুলাই	২০	আগষ্ট—১০

পূর্ব্বে হিন্দুরা অনাবৃষ্টি হইলে, যে সকল গ্রামের নামের আগুক্ষরে ক আছে, সেইরূপ ১০৮ গ্রামের নাম তালপাতায় আলতা দিয়া লিখিতেন। (যেমন, কাশী, কলিকাতা ইত্যাদি।) কিন্তু যে গ্রামের শেষে 'পুর' কিম্বা 'গ্রাম' শব্দ আছে (যেমন কুতবপুর, নবগ্রাম ইত্যাদি) তেমন নাম লিখিতেন না। পরে সেই তালপত্র একটী বাটীর ভিতর পূরিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিলে সে কালে নাকি নিশ্চিত বৃষ্টি হইত। তদ্ভিন্ন অনাবৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত দৈবক্রিয়াও অনেক ছিল। ব্রাহ্মণেরা গ্রামের শিবকে জলে ডুবাইয়া রাখিতেন, হোম ও যাগযজ্ঞ করিতেন। আদিশূর যে কএক বার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী যজ্ঞ নাকি অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্ত করা হইয়াছিল। কএক বৎসর গত হইল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং পঞ্জাবে অতিশয় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। পঞ্জাবের ব্রাহ্মণেরা,—

"ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সংভবিষ্যাম্যযোনিজা।" (মার্ক° চণ্ডী)

চণ্ডীর এই শ্লোক লিখিয়া বাঁশের ডগায় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বাপেক্ষা এখন ভারতবর্ষে বর্ষা অনেক কম হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা বলেন যে, ক্রমে এদেশের জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে, তাহাই অনাবৃষ্টির প্রধান কারণ। বড় বড় গাছ না থাকিলে ভালরূপ বৃষ্টি হয় না।

অনাবেদিত—(ত্রি) যাহা জানান হয় নাই, অবিজ্ঞাপিত।

অনাব্যাধ—(ত্রি) যাহা ভাঙ্গা অসম্ভব, ভঙ্গের অযোগ্য।
"অনাব্যাধং দেবপুরাং প্রপস্ব"। (অথর্ব ১৪.১ ৬৪)

অনাভ্রস্ক—(ত্রি) ক্ষতিগ্রস্ত নহে। (পুং) ২ অক্ষত অবস্থা।
"সোঽনাভ্রস্কঃ প্রজাপতৌ" (অথর্ব ১২.৪.৪৭)

অনাশ—(ত্রি) আশারহিত, আশাভিন্ন। ২ নাশরহিত, নাশ বিহীন। ৩ ভোজনশূন্ত।

অনাশক—(পুং) [নশ ণ্বুল্ নাশকঃ, ন নাশকঃ, নঞ্-তৎ। অথবা, ন আ সম্যক্ অশ-ঘঞ্ আশঃ অশনম্ কপ্, নঞ্ বহুব্রী] অনশ্বর। ২ ফলকামনাশূন্ত। "যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকে-নৈতমেব" (বৃহদারণ্যকোপনি° ৪ ৪ ২২)

অনাশকায়ন—(ক্লী) [ন নশ্যতি অনাশক আত্মা তস্তায়নং প্রাপ্ত্যুপায়ঃ] আত্মজ্ঞানসাধন ব্রহ্মচর্য্যবিশেষ। "অথ যদনাশ-কায়নমিত্যাচক্ষতে" (ছান্দোগ্যোপনি° ৮.৫.৩)

অনাশস্ত—(ত্রি) [ন আশস্তম্] স্তুত নহে, অপ্রশংসিত। "সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব" (ঋক্ ১.২৯.১)

অনাশিন্—(ত্রি) [ন নশ্যতি নশ ণিনি, কর্ম্মফলমশ্নুতে অশ্-ণিনি ইতি বা] অবিনশ্বর আত্মা। (মনু ৮ ১৮৫) ২ পরমেশ্বর।

অনাশীর্দা—(ত্রি) আশীর্ব্বাদ অপ্রদানকারী। (ঋক্ ১০.২৭ ১) (পুং) ২ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি।

অনাশু—(ত্রি) [নশ-উণ্, অশ ব্যাপ্তৌ উণ্ বা, নঞ্ তৎ] বিনাশরহিত। ২ অব্যাপ্ত। [ন আশুঃ শীঘ্রঃ] ৩ বিলম্ব, ক্ষিপ্রভিন্ন। "আশু ইতি চ ইতি চ ক্ষিপ্রনামনী ভবতঃ।" (নিরুক্ত)। "অবিপ্রে চিদ্বয়োদধদনাশুনেতি" (ঋক্ ৬ ৪৫ ২)

অনাশ্চর্য্য—(ত্রি) আশ্চর্য্য নহে, আশ্চর্য্যের অভাব।

অনাশ্রমিন্—(ত্রি) [ন আশ্রমী, নঞ্-তৎ] গৃহাশ্রমশূন্ত।

অনাশ্রমবাস—(পুং) আশ্রমের সহিত সম্বন্ধহীন ব্যক্তি। ২ যে আশ্রমে বাস করে না।

অনাশ্রয—(ত্রি) [নাস্তি আশ্রয়ো যস্ত] আশ্রয়শূন্ত, অশরণ, যাহার আশ্রয় নাই।

অনাশ্রিত—(ত্রি) সম্বন্ধবিহীন। ২ স্বতন্ত্র। ৩ আশ্রয় হইতে পৃথক্কৃত।

অনাশ্বাস—(ত্রি) [নঞ্ পূর্ব্বাৎ অশ্নাতেঃ ক্বসুরিডভাবশ্চ

নিপাতনে] ভোগশূন্য। ২ (পুং) [অভাবার্থে নঞ্-তৎ] বিশ্বাসের অভাব, আস্থার অভাব।

অনাষ্টাসিয়াস্—এই নামে পরিচিত রোমের চারিজন পোপ।

অনাষ্টাসিয়াস্ ১ম—৩৯৯ ৪০১ খৃঃ
অনাষ্টাসিয়াস্ ২য়—৪৯৬-৪৯৮ খৃঃ
অনাষ্টাসিয়াস্ ৩য়—৯১১ ৯১৩ খৃঃ
অনাষ্টাসিয়াস্ ৪র্থ—১১৫৩-১১৫৪ খৃঃ

শেষোক্ত পোপ বেনিডিক্টাসের পুত্র। ইনি সাবিনার কার্ডিনালবিশপ ছিলেন। শান্তিদূত রূপে ইনি সম্রাট ১ম ফ্রেডারিকের সহিত পোপাধিকারের সামঞ্জস্য করিয়া লন। ১১৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে কার্ডিনাল নিকলাস্ '৪র্থ এড্রিয়ান' নাম লইয়া পোপ হন।

অনাষ্টাসিয়াস্—১ম, একজন রোমক সম্রাট্। ইনি প্রথম জীবনে জেনোর প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। স্বীয় চরিত্রবলে ও বুদ্ধিবলে তিনি রোমরাজ-সরকারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ৪৯১ খৃষ্টাব্দে জেনোর মৃত্যু হইলে তদীয় বিধবা পত্নী এড্রিয়ান তাঁহাকে পূর্ব্ব-সাম্রাজ্যের অধিনায়ক বরিয়া পাঠান এবং পরে তাঁহার সহিত বিবাহিত হইয়া তাঁহাকে রোমের সম্রাট্পদে অভিষিক্ত করেন।

তাঁহার এই আধিপত্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া কোন কোন রোমক সম্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করিতে প্রয়াস পান। এই সূত্রে ইসোরীয়গণ ও পারসিকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কোটিয়ামের যুদ্ধে ইসোরীয়গণ ও আমিদার রণক্ষেত্রে পারসিকগণ পরাভূত হয়।

৫০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে, তিনি দেশবাসীর শান্তি-রক্ষার জন্য দরাস দুর্গ, ও "অনাষ্টাসিয়াস্ ওয়াল"নামক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ৫১৪-৫১৫ খৃষ্টাব্দে দেশে পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা হয়। কিন্তু সেনাপতি মারিনাস কঠোর ভাবে বিদ্রোহীদিগকে একটী নৌ-যুদ্ধে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৫১৮ খৃষ্টাব্দে ১ম অনাষ্টাসিয়াসের মৃত্যু হয়।

অনাষ্টাসিয়াস্—২য়, পূর্ব্ব-রোম-সাম্রাজ্যের একজন সম্রাট্। তাঁহার পূর্ব্বনাম অর্ত্তেমিয়স্ ছিল। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে রোমের বহ্নিসভা ফিলিপিকাস্কে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাকে কনষ্টাণ্টিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

তাঁহার রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই সারাসেনগণ রোম-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। সম্রাট্-সেনাপতি লিও (পরে সম্রাট্) এই যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সিরীয়া রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর, তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া থিওডোসিয়াস্কে সম্রাট্ মনোনীত করে। অনাষ্টাসিয়াস্ প্রথমে নিকীয়ায় পলাইয়া যান, পরে ৭১৬ খৃঃ থেসালোনিকায় আসিয়া যতিধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৭২১ খৃষ্টাব্দে লিও সাম্রাজ্যাধীশ্বর হইলে তিনি দলপুষ্ট হইয়া কনষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং তিনি লিওর আদেশে নিহত হন।

অনাষ্ট্র—(ত্রি) ভয় অথবা ভয়াবহ শত্রু হইতে মুক্ত। (শতপথব্রা° ১১১১৭)

অনাস্—(ত্রি) [আস্যতে নিরাস্যতে জীবনমনেন আ-অস ক্ষেপে-ক্বিপ্, আঃ মুখং নাস্তি তৎসাধনত্বেনাস্য] আস্য-রহিত অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারা যাহারা কথা কহিতে পারে না। "অনাসোদস্যূঁরমৃণঃ" (ঋক্ ৫.২৯ ১০) "আস্যশব্দেন শব্দো লক্ষ্যতে। অশব্দান্ কান।" (সায়ণ) কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই অনাস্ শব্দে ম্লেচ্ছ জাতিকে বুঝাইতেছে। আর্য্যেরা ম্লেচ্ছজাতির কথা বুঝিতে পারিতেন না, তজ্জন্য তাহাদিগকে 'অনাস্' বলিতেন। আলেকসান্দারের সঙ্গে যে সকল মহাবীর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নাসিকাশূন্য মানুষের গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। এ দেশের অসভ্য জাতিরা প্রায় খাঁদা। তাই অনেকে অনুমান করেন, বেদের 'অনাস্' শব্দে নাসিকাহীন (অ নাসা) অর্থাৎ খাঁদা অসভ্য-জাতিকে বুঝাইতেছে।

অনাস—(ত্রি) নাসাশূন্য। বেদে ও পুরাণে এই শব্দ দস্যু বা রাক্ষস সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত।

অনাসন্ন—(ত্রি) [ন আসন্নম্] অসন্নিহিত, দূরস্থ।

অনাসাগর—চৌহানরাজ অনা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অজমীঢ়ের একটী বিখ্যাত সরোবর। সম্রাট্ শাহজাহান ইহার তীরে কতকগুলি মার্ব্বেল পাথরের শিবির সংস্থাপন করেন। [অনা দ°]

অনাসাদিত—(ত্রি) অপ্রাপ্ত। ২ অস্থিতিশীল।

অনাসাদিতবিগ্রহ—(ত্রি) যুদ্ধে অনভ্যস্ত।

অনাসিক—(ত্রি) [নাস্তি নাসিকাহস্য] খাঁদা, যাহার বিকৃত নাক, যাহার নাক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

অনাস্থা—(ত্রি) [নাস্তি আস্থা যস্য] আদররহিত। [অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ২ অনাদর। "অনাস্থয়া সূনকর-প্রসারিণীম্" (নৈষধ°)

অনাস্থান—(ত্রি) [আস্থীয়তেঽস্মিন্ আ-স্থা-আধারে ল্যুট্, আস্থানো ভূ-প্রদেশঃ, ন আস্থানঃ, নঞ্-তৎ] ভূ-প্রদেশ নহে। (ঋক্ ১.১১৬ ৫) আস্থান শব্দে সভাকেও বুঝায়; অনাস্থান—সভার অযোগ্যস্থান। সদরবাটী, বৈঠকখানা ও দলিজাকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে আস্তানা কহে। আস্তানা শব্দ আস্থানের অপভ্রংশ।

অনাস্রাব—(ত্রি) [আ-স্রু-ণ আস্রাবঃ, নাস্তি আস্রাবঃ ক্লেশো যস্য যত্র বা] ক্লেশরহিত। "আয়ুষ্মতীতি আস্রাবাঁ অতীসাস্যাতি-

মূত্রনাড়ীব্রণাদয়ঃ, তেষাং নিবর্ত্তকম' (অথর্ব ২।৩।২ সায়ণ)

অনাস্বাদ—(পুং) স্বাদের অভাব, স্বাদশূন্য।

অনাস্বাদিত—(ত্রি) যাহার স্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই।

অনাহ, আনাহ—(পুং) [নহ ঘঞ্, নঞ্-তৎ] গ্রহণীরোগ বিশেষ। এই রোগে আম একবার দুইবার নির্গত হইবার পর বায়ুদ্বারা বিবদ্ধ হইয়া পেট ফাঁপিয়া উঠে, ইহাকে আনাহও বলা হয়। ২ বিমূত্রবোধক ব্যাধিবিশেষ।

অনাহত—(ক্লী) [আ হন-ভাবে ক্ত, আহতং ছেদো ভোগো বা, নাস্তি আহতং যত্র, নঞ্ বহুব্রী] নূতন কাপড। ২ যে কাপড় কেহ পরে নাই কিম্বা ধৌত করে নাই, নূতন কোরা কাপড়। "অনাহতং নিষ্প্রবাণি তন্ত্রকঞ্চ নবাম্বরম।" (অমর) কাত্যায়নের মতে—"ঈষদ্ধৌতং নবং শুভ্রং সদশং যন্নধারিতম্। আহতং তদ্বিজানীয়াদ্দৈবে পৈত্রে চ কর্মণি।' সূক্ষ্ম, চিক্কণ, ধৌত, নূতন, শাদা, ছিলাযুক্ত, যে কাপড কেহ পরে নাই, তাহাকে আহত বস্ত্র কহে। উহা দৈব ও পিতৃকর্ম্মে প্রশস্ত। [ন আহতম্, নঞ্-তৎ] আহত কাপড়ের যে গুণ কথিত হইল, তদ্বিপরীত। ৩ তন্ত্রসারোক্ত সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থিত হৃদয়ের পদ্ম। এই পদ্মের বারটী দল। ষট্‌চক্রনিরূপণে লিখিত আছে—

তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধুককান্ত্যুজ্জ্বলং
কাদৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরুপহিতং সিন্দূররাগান্বিতৈঃ।
নাম্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং
বায়োর্ম্মণ্ডলমত্র ধূমসদৃশং ষট্‌কোণশোভান্বিতম্।"

তাহার ঊর্দ্ধে (নাভির উপরে) হৃদয়ের মধ্যে বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তিযুক্ত, ককারাদি ঠকার পর্য্যন্ত বারটী বর্ণশোভিত, সিন্দূরের মত রক্তবর্ণ ও সুললিত পদ্ম আছে। তাহার নাম অনাহত। ইহা কল্পতরুর মত বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদান করে। ঐ পদ্ম বায়ুমণ্ডল, ধূম্রবর্ণ এবং ষট্‌কোণবিশিষ্ট।

"তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলীধূসরং।
ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরম॥
তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাভমীশাভিধম্।
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিদধল্লোকত্রয়াণামপি" ॥

(ষট্‌চক্রনিরূপণ)

তাহার মধ্যে যং বীজস্বরূপ, মাধুর্য্যবিশিষ্ট, ধূমসমূহের ন্যায় ধূসরবর্ণ, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারবাহন, অতিশ্রেষ্ঠ, করুণাময়, নির্ম্মল হংসের ন্যায় শুক্লবর্ণ, ঈশ নামক মহাদেব, যিনি হস্তদ্বারা ত্রিলোককে অভয় ও বরদান করিতেছেন, তাঁহাকে আমি ধ্যান করি। (ত্রি) ৪ অগুণিত। ৫ অনাঘাত, যাহাতে আঘাত লাগে নাই।

অনাহতনাদ—(ত্রি) যে শব্দ আঘাতের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। ২ ওঁ শব্দ।

অনাহদগড়,—পাতিয়ালা রাজ্যের একটী নিজামত। ইহা অক্ষাং ২৯°৩৩' হইতে ৩০°৩৪' উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৪°৪১' হইতে ৭৫°৫০' পূঃ মধ্যে অবস্থিত; ক্ষেত্রফল ১৮৩৬ বর্গ মাইল। এই নিজামতের অধীনে গোবিন্দগড়, ভাদৌর, অনাহদগড় বা বর্ণালা এবং হদিয়াইয়া নামে চারিটী শহর আছে। এই বিভাগ অনাহদগড়, গোবিন্দগড় ও ভীখি নামক তিনটী তহশীলে বিভক্ত।

অনাহদগড়,—পাতিয়ালা রাজ্যস্থ অনাহদগড় নিজামতের সদর তহশীল। ইহার অপর নাম বর্ণালা।

এই তহশীল অক্ষাং ৩০° ৯' হইতে ৩০° ৩৪' উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৫° ১৪' হইতে ৭৫° ৪৪' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৩৪৬ বর্গ মাইল। অনাহদগড (বর্ণালা) এবং হদিয়াইয়া ইহার প্রধান নগর।

অনাহদগড়,—পাতিয়ালারাজ্যস্থ অনাহদগড় তহশীলের প্রধান নগর।

অনাহার—(পুং) [ন আহারঃ অভাবার্থে নঞ্ তৎ] ভোজনাভাব, অনশন, উপবাস। "অনাহারেণাত্মানম" (হিতোপ)

অনাহারপটল—দত্তাত্রেয়-তন্ত্রের অন্তর্গত একটী অংশ।

অনাহারমার্গণা—জৈনদিগের ব্রতবিশেষ।

অনাহারিন্—(ত্রি) অভোজী, অর্থাৎ যিনি আহার করেন নাই।

অনাহার্য্য—(ত্রি) [আহার্য্যং কৃত্রিমম আহরণীয়ঞ্চ, নঞ্ তৎ] স্বাভাবিক। ২ অকৃত্রিম। ৩ আদরণীয় নহে।

অনাহিতা—নামান্তর 'অর্দ্বী'। ইনি জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মের এক দেবতা। অবেস্তার বহু গাথায় ইঁহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইনি জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—ইঁহারই কল্যাণে পৃথিবী ধনধান্যময়ী এবং জীবজগৎও ইঁহারই প্রসাদে প্রজননশীল। অনাহিতা পুং জীবের বীজ এবং স্ত্রী-জীবের গর্ভ ও স্তন্য শোধিত করিয়া থাকেন। (যশ্‌ৎ ৫ ৫) এই কারণে প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীরা এবং আসন্নপ্রসবা নারীরা ইঁহার নিকট সুফল কামনা করিয়া থাকেন। (যশ্‌ৎ ৫) অবেস্তার অপর গাথায় ইনি যুদ্ধবিগ্রহের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে পূজিতা হইয়াছেন। তথায় ইনি চারিটী শ্বেত অশ্ব-বাহিত রথে আরূঢ়া। (যশ্‌ৎ ৫ ১১,১৩) ইনি যোদ্ধ, পুরুষকে বিজয় প্রদান করিয়া থাকেন।

অবেস্তায় বর্ণিত ইঁহার রূপ এই প্রকার :—ইনি কুমারী ও পরমাসুন্দরী, দীর্ঘদেহা ও শক্তিময়ী। ইঁহার কটিতে প্রশস্ত কটিবন্ধ এবং দেহ অঙ্গাবরণে আবৃত। ইনি হার, কুণ্ডল এবং কিরীটে পরিশোভিতা। (যশ্‌ৎ ৫ ১১৬ প্রভৃতি) পারসীকদের অনাহিতা এবং বাবিলোনীয় অনৈতা বা অনাইতা একই দেবতা। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হিরো-

দোতস্ লিখিয়াছেন, পারসীকগণ আসীরীয়দের নিকট হইতে আফ্রোদিতের পূজা শিক্ষা করিয়াছিল এবং আফ্রোদিতকে তাহারা 'মিথ্' নামে অভিহিত করিত। হিরোদোতস্ বোধ হয় 'অনাহিতা' স্থলে 'মিথ্র' নাম ব্যবহার করিয়াছেন। বেরোসাস্ও বলিয়াছেন, আর্তক্ষত্র মনেমন্ (খৃঃ পূঃ ৪০৪ ৩৬১) সর্ব্বপ্রথম বাবিলন, সুসা ও একবাতনার মন্দিরসমূহে এবং পারস্য, বক্ত্রিয়া, দামস্কস্ ও সার্ডিসে বহু নরদেহধারী দেবমূর্ত্তির পূজা প্রচলন করিয়াছিলেন।

ঐ সময় হইতে অনাহিতার পূজা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইরাণ দেশের বাহিরের বহুস্থানে ইঁহার পূজা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। আর্ম্মেনিয়ার অনেক স্থানে অনাহিতার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর্ত্তক্ষত, যশ্তিশৎ এবং অকিলিসিনের অন্তর্গত এরাজে অনাহিতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত স্থানের মন্দিরটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন পন্টাস্, কাপাডোসীয়া এবং লীডিয়া প্রদেশে অনাহিতার মন্দির বিদ্যমান ছিল। লীডিয়ায় তিনি দেবী কাইবিলের সহিত অভিন্ন হইয়া পূজিতা হইয়াছিলেন। [অনহিতা দ্র°]

অনাহিতাগ্নি—(পুং) [ন আহিতঃ অগ্নির্যেন] বিধিপূর্ব্বক যিনি অগ্ন্যাধান করেন নাই। ২ নিরগ্নি ব্রাহ্মণ। "অনাহিতাগ্নিতা স্তেয়মৃণানামনপক্রিয়া" (মনু ১১ ৬৫)

অনাহিতাগ্নেরৌর্দ্ধদেহিকপদ্ধতি—একখানি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি।

অনাহুতি—(স্ত্রী) আহুতির অভাব। ২ অযোগ্য আহুতি। "অনাহুতিমপাবীবাসপ" (ঋক্ ১০.৩৬ ৪)

অনাহুত—(ত্রি) [ন আহূতম্] অনিমন্ত্রিত। ২ অকৃতাহ্বান। [উকার হ্রস্ব ও দীর্ঘ হয় (শব্দকল্পদ্রুম)]

অনাহুতোপজল্পিন—(পুং) নিষ্প্রয়োজন অভিমান-বৃদ্ধিকারী ব্যক্তি, এই শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, যে বাক্য লোক শুনিতে ইচ্ছা করে না সেই বাক্য সম্বন্ধে যে অধিক জল্পনা করে।

অনাহুতোপবিষ্ট—(ত্রি) যিনি অনিমন্ত্রিত ব্যক্তির ন্যায় উপবেশন করেন।

অনাহ্লাদ—(পুং) আহ্লাদের অভাব, নিরানন্দ। (ত্রি) আহ্লাদরহিত।

অনাহ্লাদিত—(ত্রি) যে আহ্লাদিত নহে, অসন্তুষ্ট।

অনিং, মেরী—(Mary Anning), অস্থি-সংগ্রাহক (fossil collector) একজন ইংরাজ-রমণী। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাইম-রেজিস নগরে জন্ম। তাঁহার পিতা রিচার্ড অনিং ছুতারের ব্যবসা করিতেন। ঐ সঙ্গে পুরাতন জীবাস্থি-সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করাও তাঁহার একটী কারবার ছিল। তিনি আমেরিকার Lower Lais নামক স্থানে প্রাপ্ত অনেক দুষ্প্রাপ্য জীবাস্থি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পিতার এই জীবাস্থি-সংগ্রহে জীবজগতের অভিনবত্ব বালিকা অনিংএর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রস্তরাস্থি সংগ্রহার্থ নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। মাত্র ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি Ichthyosaurus নামক জীব-জাতির অস্থি-নিদর্শন সর্ব্ব-প্রথম আবিষ্কার করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে Plesiosaurus নামক অপর এক জাতীয় জীবাস্থি তিনি ভূস্তর মধ্যে খুঁজিয়া পান। অতঃপর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি Pterodactyl শ্রেণীর "Dimorphodon" জাতীয় জীবের অস্থি সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনিঃশস্ত—(ত্রি) অপ্রশংসিত, নিন্দনীয়।

অনিঃসারা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কদলী।

অনিকামতস্—(অব্য) বিনা অভিলাষ।

অনিকেত—(পুং) [নাস্তি নিকেতো নির্দ্দিষ্টবাসস্থানং যস্য] পরিব্রাজক, যাহার নিয়মিত বাসস্থান নাই। "অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ" (মনু ৬. ২৫)

অনিক্ষিপ্তধুর—(পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

অনিক্ষু—(স্ত্রী) [ন ইক্ষুঃ সাদৃশ্যে নঞ্-তৎ] ইক্ষুর মত, নটা ঘাস।

অনিগীর্ণ—(ত্রি) [ন নিগীর্ণম্] অপলাপ না করা। ২ অপ্রকাশিত। ৩ অধঃকৃত নহে। [নিগীর্ণ দ্র°]

অনিগ্রহ—(ত্রি) নিগ্রহরহিত। (পুং) ২ নিগ্রহের অভাব। ৩ খণ্ডনের অভাব।

অনিগ্রহস্থান—(ক্লী) অনিগ্রহের স্থান, এই শব্দ বৈজ্ঞানিক এবং তথ্য বিষয়ের দ্যোতক।

অনিঙ্গ্য—বৈদিক স্বরনির্ণায়ক গ্রন্থ ও একখানি টীকা।

অনিঙ্গ্যলক্ষণ—তৈত্তিরীয়-সংহিতার অংশবিশেষ।

অনিঙ্গ্যশিক্ষা—একখানি গ্রন্থ; ইহাতে বৈদিক স্বর-শিক্ষার প্রণালী আছে।

অনিচ্ছ—(ত্রি) ইচ্ছারহিত। ২ তৃপ্ত।

অনিচ্ছা—(স্ত্রী) [অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ইচ্ছার অভাব, অনভিলাষ। (মনু ১১. ১২৪)

অনিচ্ছু—(ত্রি) [ইচ্ছতীতি ইষ-উ নিপাতনাৎ যত্ব হ, ইচ্ছুস্ততো নঞ্ তৎ] অনিচ্ছাবিশিষ্ট, অনাকাঙ্ক্ষী।

অনিজক—(ত্রি) যাহা পরের, অর্থাৎ যাহা নিজের নহে।

অনিতভা—(স্ত্রী) ঋগ্বেদোক্ত একটী নদীর নাম। বোধ হয়, ইহা পঞ্জাবের কোন একটী নদী হইবে। কিন্তু ইহার বর্ত্তমান নাম কি, তাহা বলা যায় না।

"মা বো রসানিতভা কুভা ক্রুমুর্মা বঃ সিন্ধুর্নি রীরমৎ।
মা বঃ পরি ষ্ঠাৎ সরযুঃ পুরীষিণ্যস্মে ইৎসুম্নমস্তু বঃ।"

(ঋক্ ৫.৫৩.৯)

হে মরুৎ। রসা, অনিতভা, কুভা, ক্রমু কিম্বা সিন্ধু ইহারা যেন তোমার গতিরোধ না করে। জলময়ী সরযু যেন তোমাকে বাধা না দেয়। তোমার আনন্দ আমাদের কাছে উপস্থিত হউক।

অনিত্য—(ত্রি) [নিয়তং ধ্রুবং নিত্যম্, ন নিত্যম্ নঞ্-তৎ] অনিশ্চিত। ২ নশ্বর। ৩ জন্য। ৪ অস্থায়ী বিকল্প।

অনিত্যতা—(স্ত্রী) চঞ্চল অথবা সীমাবদ্ধ জীবন। "সূর্য্যচন্দ্রমসৌ জগতোঽস্য সম্পদ্বিপদামনিত্যতাং দর্শয়ত ইব" (শকু°)

অনিত্যত্ব—(ক্লী) কার্য্য বা জন্য দ্রব্য মাত্রেরই সাধর্ম্ম্য অনিত্যত্ব, এবং বৈধর্ম্ম্য নিত্যত্ব। অভাব পদার্থের মধ্যে ধ্বংস এবং প্রাগভাব অনিত্য।

অনিত্যভাব—(পুং) অস্থিরতা।

অনিত্যসমপ্রকরণ—(ক্লী) ন্যায়াংশবিশেষ।

অনিত্যসমা—(স্ত্রী) ইহ, ২৮ প্রকার জাতি অর্থাৎ অসদুত্তরের মধ্যে ২৩ প্রকার; বাদী যদি কোন পদার্থে হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অনিত্যত্ব সাধন করেন আর প্রতিবাদী যদি তদুত্তরে ঐ দৃষ্টান্তের সহিত সকল পদার্থের কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি করেন তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তর অনিত্যসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী বলিলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নজন্যত্বাৎ ঘটবৎ"।

প্রতিবাদী বলিলেন—"সর্ব্বমনিত্যম্, প্রমেয়ত্বাৎ ঘটবৎ" অর্থাৎ ঘটের সাধর্ম্ম্য প্রযুক্ত শব্দ যদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তবে সত্তা ও প্রমেয়ত্বরূপ সাধর্ম্ম্য বশতঃ সকল পদার্থ ঘটের ন্যায় অনিত্য থাকে। এস্থলে প্রতিবাদীর উত্তরটী অনিত্যসমা জাত্যুত্তর।

অনিদ্র—(ত্রি) নিদ্রারহিত। "প্রজা নিত্যমনিদ্রেণ" (রামা° ২.২.৪)

অনিদ্রা—(স্ত্রী) [অভাবার্থে নঞ্-তৎ] নিদ্রাভাব, জাগরণ। [নাস্তি নিদ্রা যস্য] (ত্রি)। ২ নিদ্রারহিত।

অনিদ্রা (Insomnia) নানা প্রকার রোগের পূর্ব্ব-লক্ষণ। উন্মাদরোগ হইবার পূর্ব্বে রোগী নিজে কিম্বা তাহার আত্মীয়-স্বজন প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু বাস্তবিক মানুষ হঠাৎ পাগল হয় না। পাগল হইবার তিন চারি মাস আগে হইতে রোগী রাত্রিকালে জাগিয়া থাকে। ঘুমাইতে গেলে স্বপ্ন দেখে, অমনি বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠে। এই কষ্টের জন্য ঘুম পাইলেও রোগী ইচ্ছা করিয়া ঘুমাইতে চায় না। তাহার কিছুদিন পরে উন্মাদরোগ প্রকাশ পায়।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া, অজীর্ণরোগ, যকৃতের বিকৃতি জন্য পাণ্ডুরোগ, অতিশয় মানসিক চিন্তা, মনস্তাপ, শারীরিক শ্রমাভাব প্রভৃতি অনেক কারণে নিদ্রাভাব ঘটে।

মানুষ না ঘুমাইয়া কত দিন বাঁচিতে পারে, ইহা নিশ্চিত করা কঠিন। ইতিহাসের মধ্যে কেবল একটী ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে চীনদেশের একব্যক্তি আপনার স্ত্রীর প্রাণনষ্ট করিয়াছিল। বিচারে অপরাধীর প্রাণবধের আজ্ঞা হইল। বোধ হয় আসামীটা বড়ই নিষ্ঠুরভাবে তাহার স্ত্রীকে খুন করিয়া থাকিবে, তাই বিচারপতি কিছু নূতন রকম করিয়া তাহাকে মারিতে অনুমতি দিলেন। তিন জন প্রহরী নিযুক্ত থাকিল। হুকুম হইল, আসামীকে একেবারে ঘুমাইতে দিবে না। যত দিন না তাহার প্রাণ বাহির হয়, ক্রমাগত তাহাকে জাগাইয়া রাখিবে। হাকিমের হুকুমে—তথায় সবাই ঘুমায়, কেবল পালা করিয়া এক এক জন প্রহরী জাগে, কিন্তু হতভাগ্য অপরাধী নিজে ঘুমাইতে পায় না। কত দিন আসামীর হাই তুলিয়া, ঢুলিয়া পড়িয়া মাটীতে লুটাইয়া কাটিয়া গেল; কিন্তু মানুষের প্রাণ এত কঠিন, যে কষ্টার কাছে আসিয়াও বাহির হয় না। শেষে মৃত্যুর দিন আসিল। অপরাধী, প্রহরীদের পায়ে পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রু-অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—"তোমরা আমার গলা কাটিয়া ফেল, গুলি কর, জলে ডুবাইয়া ধর, নাক মুখ টিপিয়া মার, আর যে শাস্তিতে ভাল রকম যন্ত্রণা আছে, তাহাই কর,—কিন্তু এ দারুণ ক্লেশ হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও।" পর দিন আসামীর মৃত্যু হইল। শুনিয়াছি চীনেরা নাকি সচরাচর অপরাধীদিগকে এইরূপ দণ্ড দিয়া থাকে।

অনিদ্রার প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমে রোগের কারণ দূর করা চাই। যাহারা স্বভাবতঃ অলস, কিছুই পরিশ্রম করে না, সে সকল লোকের কায়িক শ্রম করা আবশ্যক। সন্ধ্যায় ও সকালে নির্ম্মল বাতাসে বেড়াইলে ভদ্রলোকের শরীর বেশ সুস্থ থাকে। ইহাতে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়। যকৃতের ও হৃৎপিণ্ডের পীড়া থাকিলে উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা তাহার শান্তি করিবে। [যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড দ্র°]। কৌলিক উন্মাদ রোগের কারণ বর্ত্তমান থাকিলে কিম্বা উন্মাদ রোগের কোন পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে পারিলে রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক। [উন্মাদ দ্র°]।

এখানে অনিদ্রা নিবারণের কএকটী সাধারণ উপায় লিখিত হইতেছে। নিদ্রা না হইলে অনেকে আফিম, মর্ফিয়া ক্লোরাল্ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে [illegible] চিকিৎসা ভাল নহে। বিশেষ উৎকট অবস্থা না ঘটিলে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। প্রথমে কেবল সুনিয়মে পীড়ার [illegible]

করিতে চেষ্টা পাইবে। প্রত্যূষে কিঞ্চিৎ ব্যায়ামের পর দুগ্ধ ও কাঁচা ডিম উত্তম পথ্য। উহাতে শরীর স্নিগ্ধ ও স্নায়ুতে বলবৃদ্ধি হয়। যাহাতে ক্ষুধামান্দ্য বা অজীর্ণ হইবে কিম্বা পেট ফাঁপিবে, কদাচ এমন দ্রব্য খাইবে না। উদরাধ্মান এবং অজীর্ণ হইলে নিদ্রা হওয়া কঠিন। রাত্রিতে অল্প আহার করিবে, কিন্তু অধিক রাত্রিতে ভোজন করিবে না। শুইবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল গরমজলে পা ডুবাইয়া থাকিবে এবং গরমজলে গামোছা ভিজাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে। পরে দক্ষিণ পার্শ্বে শুইয়া জিহ্বা এবং ওষ্ঠ যেন না নড়ে এরূপ স্থিরভাবে এক মনে ওম্ জপ করিবে কিম্বা ১, ২ ইত্যাদি গণিতে থাকিবে ৪৫০ বার জপ কিম্বা গণনার পর প্রায় গাঢ় নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে অনিদ্রা রোগের এই প্রকার ব্যবস্থা—

(১) সুষুনী শাকের রস বা ঝোল।

(২) জটামাংসী ভিজার জল ও চিনি।

(৩) শতমূলীর রস ও চিনি।

(৪) যে কোন বায়ুনাশক ঔষধ যথা—
বৃহদ্বাতচিন্তামণি, কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস, রসরাজরস প্রভৃতি।

(৫) যে কোন বায়ুনাশক তৈল, যথা—
মহানারায়ণ, মধ্যমনারায়ণ, মহাবিষ্ণু ও হিমসাগরতৈল প্রভৃতি বিশেষ ফলপ্রদ।

কাশ্মীরদেশে শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার একটী বেশ সহজ উপায় প্রচলিত আছে। রাত্রিকালে ছেলেদের ঘুম না আসিলে জননীরা তাহাদের মাথায় জলের ধারা দিতে থাকেন। প্রায় দুইঘণ্টা কাল জল ঢালিলে ছেলেরা চুপ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

ডাক্তার ব্রেড্ মানুষকে ঘুম পাড়াইবার একটী সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন। রাত্রিতে ভাল ঘুম না হইলে কিম্বা একেবারে অনিদ্রা ঘটিলে রোগীকে নিস্তব্ধ ঘরে পরিষ্কার বিছানায় শোয়াইবে। পরে তাহার ভ্রূ মধ্যস্থলে ১০। ১২ ইঞ্চি দূরে কোন একটী উজ্জ্বল দ্রব্য ধরিবে। ঐ চকচকে দ্রব্য পানে চাহিতে চাহিতে ক্রমে শরীর যেন অবশ হইয়া আসে এবং আপনি চক্ষু মুদ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু এ রূপ প্রক্রিয়া অধিকক্ষণ করিলে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, এ জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন অন্য কাহারও ইহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ডাক্তার ব্রেড্ এতদ্ভিন্ন আরও অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, উন্মাদরোগ কিম্বা শারীরিক বিশেষ কোন যন্ত্রণা না থাকিলে এই সামান্য উপায়েই সুনিদ্রা হয়।

অনিদ্রিত—(ত্রি) [ন নিদ্রিতম্] নিদ্রিত নহে, জাগরিত।

অনিধ্ম—(ত্রি) কাষ্ঠ বর্জ্জিত, অর্থাৎ যিনি কাষ্ঠের আবশ্যকতা বোধ করেন না। "যো অনিধ্মো দীদয়দপ্স্বন্তঃ" (ঋক্ ১০.৩০.৪)

অনিন—(ত্রি) প্রভুবিহীন। "যানিনস্ত ধমিনঃ প্রহোষে" (ঋক্ ১ ১৫০ ২)

অনিন্দ—(ত্রি) অকুৎসন, নিন্দা না করা। "নিন্দাঃ কুৎসনানি" (অথর্ব ১১ ১০ ২২ সায়ণ)

অনিন্দিত—(ত্রি) [ন নিন্দিতম্] অগর্হিত, নিন্দিত নহে। "অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা" (মনু ৩ ৪২)

অনিন্দ্য—(ত্রি) নিন্দার অযোগ্য, নির্দ্দোষ। (ঋক্ ১ ১৮০ ৭)

অনিন্দ্র—(ত্রি) [নাস্তি ইন্দ্র যাজ্যো যস্য] যে ইন্দ্রকে মানে না। ২ যে ইন্দ্রের যজ্ঞ করে না। ঋগ্বেদের প্রায় ছয়টী ঋকে অনিন্দ্র শব্দ দেখা যায়। এই অনিন্দ্র কাহারা ? সে কথা নিশ্চিত করিতে গেলে অনেক সন্দেহ আসিয়া পড়ে। সে কালের রাক্ষস অসুর বা দস্যুরা আর্য্যদের যাগাদি মানিত না, সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রতি উৎপাত করিত। অতএব তাহাদিগকে অনিন্দ্র বলা যায়। কিন্তু আর্য্যদের মধ্যেও সকলে ইন্দ্রকে মানিতেন কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

"অভীদমেকমেকো অস্মি নিষ্ষাড়ভী দ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি।
খলে ন পর্ষান্ প্রতি হন্মি ভূরি কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ।"
(ঋক্ ১০ ৪৮ ৭)

আমি একাকী একজন শত্রুকে অভিভূত করিতে পারি। দুই জনকে পরাজয় করিতে পারি। তিন জনেই বা কি করিতে পারে ? খলযুদ্ধে (অথবা খামারে শস্য আছড়াইবার মত) আমি অনেককে বিনষ্ট করিতে পারি। যে সকল শত্রু অনিন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রকে মানে না তাহারা আমাকে কেন নিন্দা করে ? সায়ণাচার্য্য "অনিন্দ্রাঃ" ইহার অর্থে "ইন্দ্রমযজন্তঃ" অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রের যজ্ঞ করে না, এই রূপ লিখিয়াছেন। নিরুক্তে যাস্ক লিখিয়াছেন— "য ইন্দ্রং ন বিদুরিন্দ্রো হ্যহমস্ম্যনিন্দ্রা ইতর ইতি বা।" যাহারা ইন্দ্রকে জানে না বা মানে না কিম্বা ইন্দ্রভিন্ন অন্য।

অনিন্দ্রিয়—(ক্লী) ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ দ্রব্য, ইন্দ্রিয় নহে।

অনিপদ্যমান—(ত্রি) অবিষন্ন। "গোপামৃতারমনিপদ্যমানং কদাচিদাপ্য বিষন্নং" (ঋক্ ১ ১৬৪ ৩১ সায়ণ) ২ যে নীচে পতিত হয় না, অথবা ঘুমাইবার জন্য নত হয় না।

অনিপাত—(পুং) জীবনের স্থায়িভাব।

অনিপুণ—(ত্রি) [ন নিপুণম্] অপটু। অবিজ্ঞ।

অনিপ্সিত—(ত্রি) অনিচ্ছিত।

অনিবদ্ধ—(ত্রি) [ন নিবদ্ধম্] বদ্ধ নহে, গ্রথিত নহে। (ঋক্ ৪.২৩.৫) ২ অনারব্ধ।

অনিবদ্ধপ্রলাপিন্—(ত্রি) অসম্বদ্ধ ভাষণকারী, অর্থাৎ যিনি অসম্বদ্ধ ভাবে আলাপ করেন।

অনিবাধ—(ত্রি) [নাস্তি নিবাধো যস্য] অসম্বাধ। "উবৌ মহী অনিবাধে ববধ" (ঋক্ ৩ ১ ১১)

অনিভৃত—(ত্রি) [ন নিভৃতম্] চঞ্চল, অস্থির

অনিভৃষ্ট – (ত্রি) [ভৃশ-ক্ত ভৃষ্টম, ন নিভৃষ্টম] অবাধিত। "অনিভৃষ্টমবং বাবৃধস্ব" (ঋক্ ১০ ১১৬ ১)

অনিভৃষ্টতবিষি –(ত্রি) [অনিভৃষ্টা পরৈরবাধিতা তবিষি বলং যস্য] অবাধিত বলশালী, অপরাজেয় বলযুক্ত। (ঋক ২ ২৫ ৪)

অনিভ্য –(ত্রি) ধনবিহীন।

অনিমক—(পুং) [অন জীবনে শব্দে চ বাহুলকাৎ ইমন্, অনিমঃ জীবনং তন কায়ত্তি প্রকাশতে শব্দায়তে বা কৈ-ক।] (বাচস্পতি) ভেক। শীতকালে ভেক মৃতবৎ থাকিয়া পুনর্ব্বার জীবিত হয়, তজ্জন্য তাহার নাম অনিমক। ২ কোকিল। ৩ ভ্রমর। ৪ পদ্মরেণু। [অনিমায় কং সুখং যস্মাৎ ৫ মধুকবৃক্ষ মহুয়া গাছ।

অনিমন্—(পুং) ১ কণা, কণিকা। ২ চিহ্ন।

অনিমন্ত্রিত—(ত্রি) যাহার নিমন্ত্রণ হয় নাই, অনাহুত।

অনিমন্ত্রিতভোজিন্—(ত্রি) বিনা নিমন্ত্রণে যে ভোজন করে।

অনিমান—(ত্রি) [নি-মা-ল্যুট্, নাস্তি নিমানং যস্য] অপরিচ্ছন্ন। ২ পরিচ্ছেদশূন্য। (ঋক ১ ২৭ ১০) ৩ নিদেহ। ৪ যে কোন হিসাব রাখে না।

অনিমাযক—(স্ত্রী) অনিমায় জীবনায় কং জলং যস্য পদ্মকেশর। [অনিমায় কং সুখং যস্মাৎ] মধুকবৃক্ষ, মৌলগাছ, মহুয়া।

অনিমিখ—চক্ষের স্পন্দনশূন্য। ঋগ্বেদে মূর্দ্ধন্য ষকারের উচ্চারণ খকারের মত। তাই হিন্দী প্রভৃতি তাহার অপভ্রংশে মূর্দ্ধন্য ষকারের স্থানে খ ও "খ"র স্থানেও মূর্দ্ধন্য ষকার লিখিত হয় যথা, বর্খা (বর্ষা), ভাখা (ভাষা) ইত্যাদি।

"অনিমিখ নয়নে, নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয় নয়ান।" (বিদ্যাপতি)

অনিমিত্ত—(ত্রি) [নাস্তি নিমিত্তং কারণং যস্য যত্র বা]অকারণ, নিমিত্তশূন্য। "ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ" (মনু ৪ ১৪৪) [অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ২ কারণাভাব।

অনিমিত্তক—(ত্রি) কারণরহিত, নিমিত্তশূন্য।

অনিমিত্ততস্—(অব্য) অকারণ।

অনিমিত্তনিরাকৃত—(ত্রি) অকারণ দূরীকৃত

অনিমিত্তলিঙ্গনাশ—(পুং) [বৈদ্যক] অক্ষিরোগবিশেষ, এই রোগে চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়।

অনিমিষ—(ত্রি) [ন-মিষ্-ক্বিপ্ স নাস্তি যত্র] স্পন্দনশূন্য দৃষ্টি। "অনিমিষা অদব্ধাঃ" (ঋক্ ২ ২৭.৯) ২ দেবতা। ৩ মৎস্য।

অনিমিষ –(পুং) [নি মিষ-ক নিমিষঃ, নাস্তি নিমিষো যস্য, বহুব্রী] মৎস্য। "সুরমৎস্যাবনিমিষৌ।" (অমর) ২ মহাকাল। ৩ বিষ্ণু। ৪ দেবতা, দেবতাদের চক্ষে পলক পড়ে না, নৈষধে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর স্থলে কবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ৫ সূক্ষ্মকালপরিমাণ। (ত্রি) ৬ চক্ষের স্পন্দনশূন্য। অনিমিষ শব্দ, হিন্দী ও ব্রজবুলীতে "অনিমিখ" এইরূপ লিখিত ও উচ্চারিত হয়।

অনিমিষম্—(অব্য) নিমেষহীন। "অনিমিষং রক্ষমাণা" (ঋক ৭ ৬১ ৭)

অনিমিষাক্ষ—(পুং) যাহার চক্ষু নিমেষশূন্য।

অনিমিষীয—(ত্রি) অনিমেষ সম্বন্ধীয়, দৈব।

অনিমেষ—(পুং) [নি মিষ ঘঞ নিমেষঃ, নাস্তি নিমেষশ্চক্ষুঃ স্পন্দনং যস্য] মৎস্য। ২ দেবতা। (ত্রি) ৩ চক্ষের নিমেষশূন্য। "অনিমেষবৃত্তিভিঃ" (রঘু ৩ ৪৩)

অনিমেষাচার্য্য—(পুং) [অনিমেষাণাং সুরাণাং আচার্য্যঃ গুরুঃ ৬ তৎ] বৃহস্পতি।

অনিযত—(ত্রি) [ন নিয়তম্, অনিত্য। ২ অস্থায়ী। ৩ যাহার এক রূপ ক্রম বা নিয়ম নাই। ৪ অনিয়ন্ত্রিত। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪ ৭ ১০)

অনিযতপুংস্কা—(স্ত্রী) দুশ্চরিত্রা স্ত্রী, দুঃশীলা নারী।

অনিযতবৃত্তি—(ত্রি) নিয়মিত নিযুক্তি অথবা আয় যিনি রাখেন না। ২ অনিয়ন্ত্রিত বৃত্তি।

অনিযন্ত্রিত—(ত্রি) [ন নিয়ন্ত্রিতম] অপরিচালিত। ২ উচ্ছৃঙ্খল। ৩ অনিয়ত। ৪ অনিবারিত।

অনিযম—(পুং) [ন নিয়মঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] নিয়মের অভাব, বিশৃঙ্খলতা। (কাত্যা° শ্রৌত° ১ ৩ ৮)

অনিয়মক—(পুং) [ন নিয়মঃ, অভাবার্থে নঞ্ তৎ] নিয়মের অভাব, বিশৃঙ্খলতা। ২ দুরাচার, দুষ্ট। ৩ অনিশ্চয়, শঙ্কা। (ত্রি) ৪ নিয়মশূন্য, শৃঙ্খলারহিত।

অনিযমাঙ্ক—(পুং) গণিতশাস্ত্রে অসমাপ্ত সংখ্যা।

অনিযমাত্মন্—(ত্রি) নিজের আত্মাকে নিয়মের বশে যিনি রক্ষা করেন না।

অনির্যামত—(ত্রি) যে নিয়মিত বা নীতিসম্পন্ন নহে।

অনিযুক্ত—(ত্রি) যে নিযুক্ত নহে, অনধিকার।

অনিযোগিন্—(ত্রি) যিনি সম্বন্ধ রাখেন না।

অনির—(ত্রি) আহার, বল অথবা যজ্ঞীয় দানরহিত।

অনিরা—(স্ত্রী) [ইণ-রন গুণাভাবে নিপাত্যতে, নাস্তি ইরা অন্নং যস্যাঃ] ইরা শব্দে মদ্য, জল এবং অন্নকে বুঝায়। এই সকলের অভাব। "বিশ্বাঃ সব্বা অনিরাঃ ঈতীঃ "নাস্তি ইরা অন্নং যাভিস্তা অনিরাঃ" (শুক্লযজুঃ ১১.৪৭, মহীধর)

অতিবৃষ্টি প্রভৃতি শস্যের বিঘ্নকর ঈতি। [নাস্তি ইরা

অয়ং অস্ত অস্মিন্ বা] ২ দারিদ্র্য। [ন ঈরয়িতুং শক্যতে ঈর-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ ; নঞ্-তৎ] (বাচস্পতি) ৩ পাঠাইবার অযোগ্য।

অনিরাকরণ—(ক্লী) [অভাবার্থে নঞ্-তৎ] নিরাকরণের অভাব, দূরীকরণ না করা।

অনিরাকরিষ্ণু—(ত্রি) অপ্রতিবন্ধক। ২ যিনি দোষ প্রদর্শন করেন না।

অনিরাকৃত—(ত্রি) [ন নিরাকৃতম্] অনিবারিত। ২ অদূরীভূত।

অনিরুক্ত—(ত্রি) [অর্থাবরোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তং নির্বচনম্, ন নিরুক্তম্, নঞ্-তৎ] বিশেষরূপ নির্ব্বচনশূন্য। "অনিরুক্তং হি মনঃ" (শতপথব্রা° ২.৪.৪.৫) ২ অনির্দ্দিষ্ট।

অনিরুক্তগান—(ক্লী) অস্পষ্টসঙ্গীত।

অনিরুদ্ধ$_1$—(ত্রি) যাহা রুদ্ধ নহে, যাহা আটক করা যায় না, অনাবারিত (পুং) ২ দূত, চর। "অনিরুদ্ধ উষানাথে চরে চানগলেহপ্যবৎ" (বিশ্বপ্রকাশ)।

অনিরুদ্ধ$_2$—(পুং) [ন কেনাপি যুদ্ধে নিরুদ্ধঃ নি-রুধ্-ক্ত, নঞ্-তৎ] শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। প্রদ্যুম্নের ঔরসে এবং রুক্মিতনয়ার গর্ভে তাঁহার জন্ম। তিনি মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। সংগ্রামে তাঁহাকে কেহই আঁটিতে পারিত না। শ্রীকৃষ্ণ ভোজকটের রাজা রুক্মীর পৌত্রীর সঙ্গে আপনার পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ দিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম বজ্র।

বাণরাজের উষা নামে একটী রূপবতী কন্যা ছিল। অনিরুদ্ধ তাহাকেও গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ঘটনাটী অতি অদ্ভুত। এক দিন কৈলাসশিখরে শিবের সঙ্গে পার্ব্বতী ক্রীড়া করিতেছেন। উষা তাহা দেখিয়া স্বামি-সহবাসের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—"বাছা! দুঃখিত হইও না, তুমিও শীঘ্র স্বামী লাভ করিবে। বৈশাখমাসের শুক্লদ্বাদশীতে যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিবে তিনিই তোমার পতি হইবেন।"

বৈশাখ মাস, শুক্ল পক্ষ। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না-মাখান জগতের গায়ে চাঁদের আলো গলিয়া পড়িতেছে। উষা ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিলেন,—"নাথ! কি করিলে? আমাকে ফেলিয়া কোথা গেলে?" কাছে চিত্রলেখা সখী শুইয়াছিল। রাজকন্যার প্রলাপবাক্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রিয় সখি! তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিলে? তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?" উষা অধোমুখী হইয়া থাকিলেন, লজ্জায় কিছুই বলিতে পারিলেন না। কিন্তু স্ত্রীলোককে দুটী মনের কথা দিলেই মন পাওয়া যায়। চিত্রলেখা কৌশল করিয়া সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইলেন। তাহার পর তিনি উষাকে কহিলেন,—"প্রিয় সখি! চিন্তা কি? পার্ব্বতী যাহা বলিয়াছেন কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমি চিত্রপটে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাই। কে তোমার পতি বলিয়া দাও, আমি তাঁহাকে আনিয়া দিব।" এই বলিয়া চিত্রলেখা ছবি আঁকিয়া রাজকন্যার কাছে ধরিলেন। প্রথমে অঙ্গুলি দিয়া দেবগণকে দেখাইতে লাগিলেন,—"দেখ, দেখি, ইঁহাদের মধ্যে কি তোমার প্রাণনাথ আছেন?" উষা মাথা নাড়িলেন,—না, যিনি মন চুরি করিয়াছেন, দেবতাদের মধ্যে তিনি নাই। দৈত্যের মধ্যে? উষা লজ্জিতা হইয়া আবার মাথা নাড়িলেন—না, সেখানেও নাই। গন্ধর্ব্বের মধ্যেও নাই। চিত্রলেখা তখন একটী একটী করিয়া রাজাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। যদুকুলের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, উষা অমনি যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। চাহিতে যান, বাম কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সে দিকে মুখ ফিরাইতে পারেন না। চিত্রলেখা বুঝিতে পারিয়া অনিরুদ্ধের উপর আঙ্গুল দিয়া বলিলেন,—"দেখ দেখি সই! এ মুখ কি তোমার চেনা চেনা লাগে?" উষা অমনি মনের আবেগে লজ্জা ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ সখি হ্যাঁ! এই আমার তিনি, ইনিই আমার সেই স্বপ্নের সখা মনচোরা নিধি।" তাহার পর চিত্রলেখা গোপনে অন্তঃপুরের ভিতর অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন।

অনিরুদ্ধ উষার সঙ্গে অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন এই সংবাদ বাণরাজার কাণে উঠিল। তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণপৌত্রকে নাগপাশে বদ্ধ করিলেন। এ দিকে দ্বারকায় অনিরুদ্ধকে না দেখিয়া যাদবগণ যখন অতিশয় ব্যাকুল, সেই সময় দেবর্ষি নারদ আসিয়া সকল বিপদের কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন কৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন বাণপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাণরাজের সহস্র বাহু, তাহাতে আবার তিনি মৃত্যুঞ্জয় শিবের বরপুত্র। কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বাণপুরীতে উপস্থিত হইলে মহাদেব কার্ত্তিক ও প্রমথগণকে লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে শিবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল এবং মহাদেব যাদবগণকে অভিভূত করিবার নিমিত্ত শিবজ্বরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ বাণরাজের সমস্ত বাহু চক্র দ্বারা ছেদন করেন, কিন্তু শিবের অনুরোধে তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিলেন না। তাহার পর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যাদবগণ অনিরুদ্ধ ও নববধূ উষাকে লইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন।

পুরাণমতে সঙ্কর্ষণ (বা বলরাম), প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ

বাসুদেবেরই অংশ। বলরাম তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, প্রদ্যুম্ন তাঁহার পুত্র এবং অনিরুদ্ধ তাঁহার পৌত্র।

[বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন দ্র°]

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ, পরমেশ্বরের অনিরুদ্ধ অন্যতম অংশ; ইনিই আদিব্যূহ। মহাভারতের মোক্ষ-ধর্মপর্কাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, এই আদিব্যূহ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

"তমসোব্রহ্মসম্ভূতমোমূলামৃতাত্মকম্। • • •

সোঽনিরুদ্ধ ইতিপ্রোক্তস্তৎপ্রধানং প্রচক্ষতে।"

অনিরুদ্ধ।—অনিরুদ্ধ জগৎপ্রভু নারায়ণ বিষ্ণুর একটী নাম। তিনি বৈষ্ণবদিগের এক মুখ্য দেবতা বলিয়া তাঁহার মূর্ত্তি বিভিন্ন-রূপে পরিকল্পিত হয়, এবং তাঁহার ধ্যানও বহু তন্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যান হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে তিনি বিষ্ণুর আয়ুধ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ধারণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার মূর্ত্তিও চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন নহে। পদ্মপুরাণোক্ত ধ্যানে তাঁহার রূপাদি বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধ্যানটী নিম্নে দেওয়া হইল।—

"দিব্যোষয়া সমং শ্রীমদনিরুদ্ধং জগৎপতিম্।
সান্দ্রানন্দ-ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধং নীলকুন্তলম্॥
সুভ্রূলতাভঙ্গং সুকপোলং সুনাসিকম্।
সুগ্রীবং সুন্দরং বক্ষো মনোহর-মনোহরং॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কণ্ঠ-ভূষাবিভূষিতম্।
মঞ্জুমঞ্জীরমাধুর্য্যাশ্চর্য্যসৌন্দর্য্যবিগ্রহম্॥"

অর্থাৎ স্বর্গীয় উষার ন্যায় দীপ্তিশালী জগৎপতি অনিরুদ্ধ নিবিড় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তাঁহার নীলবর্ণ কেশ তৈলমসৃণ। তাঁহার উন্নত ভ্রূযুগল লতার ন্যায় ঈষৎ কুঞ্চিত, তাঁহার কপোল ও নাসিকা, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল দেখিতে সুন্দর। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং কণ্ঠদেশ সুন্দর আভরণে বিভূষিত এবং সুন্দর মঞ্জীরের দ্বারা পদদ্বয় শোভিত থাকায় তাঁহার মূর্ত্তি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য উপরে লিখিত ধ্যানে তাঁহার হাত কয়টী বা তাহাতে কি কি প্রহরণ থাকে তাহা দেখান হয় নাই। কিন্তু শ্রীতত্ত্বনিধি (প. ৫২) এই অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকে দেখা যায় অনিরুদ্ধের বাম উৰ্দ্ধকরে শঙ্খ, বাম অধঃকরে পদ্ম, দক্ষিণ অধঃকরে চক্র এবং দক্ষিণ উৰ্দ্ধকরে গদা থাকে। তাঁহার গায়ের রঙ নীল।

শ্রীতত্ত্বনিধির (প.৫৪) আর একটী ধ্যানে প্রহরণগুলি অন্য ভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই ধ্যানের মতে দক্ষিণ হস্তে শর ও খড়্গ, ও বামহস্তে ধনুঃ ও খেট থাকে। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে (প. ৩৫৮) চক্রের স্থানে চর্ম্ম ও গদাস্থানে অসির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যেরুতন্ত্রে (প. ৬৯০) অনিরুদ্ধকে তাঁহার প্রিয়া উষার সহিত আলিঙ্গনে আবদ্ধ বলা হইয়াছে।

অনিরুদ্ধের দুইজন প্রতীহারী আছে। তাঁহারা দুইজনই মহাবল ও পরাক্রমশালী, রক্তবর্ণ ও শক্তিধারী। তাঁহাদের নাম আমোদ এবং প্রমোদ।

"আমোদশ্চ প্রমোদশ্চ মহাবলপরাক্রমৌ।
অনিরুদ্ধস্য বিজ্ঞেয়ৌ প্রতীহারৌ সুরেশ্বরৌ॥
রক্তবর্ণৌ মহাভাগ তথোভৌ শক্তি-ধারিণৌ॥"

(বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর প. ৩৫৯)

অনিরুদ্ধ রাজবেশধারী এবং রাজোচিত লক্ষণাদি সম্পন্ন। তাঁহার হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও চর্ম্ম। হেমাদ্রি ও অগ্নিপুরাণে (৪৯ অধ্যায়ে) তাঁহার এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে। অনিরুদ্ধমূর্ত্তিকে ব্রাহ্মী মূর্ত্তি বলা হয়। ইহাতে রজোগুণের আধিক্য।

"চতুর্থী বাসুদেবস্য মূর্ত্তির্ব্রাহ্মীতি সংজ্ঞিতা।
রাজসী চানিরুদ্ধাখ্যা.........॥" (কূর্ম্মপু° ৪৮ অ°)

নারদ-পঞ্চরাত্রাগম-মতে অনিরুদ্ধের শক্তির নাম রতি।

অনিরুদ্ধ।—গৌড়াধিপ বল্লালসেনের গুরু। বল্লালসেন ইঁহার সাহায্যে 'দানসাগর' সঙ্কলন করেন। অনিরুদ্ধ বরেন্দ্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। চৈতন্যদেবের শিষ্য গোপাল ভট্টের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তিনি ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। গোপাল-ভট্ট তাঁহার 'সৎক্রিয়া-সারদীপক' নামক বৈষ্ণব-গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি আপনার গ্রন্থ প্রণয়নকালে অনিরুদ্ধ, ভীম ভট্ট, ভবদেব ও অন্যান্য অনেকের গ্রন্থাদির সাহায্য লইয়াছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনিরুদ্ধ-লিখিত দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।—এক 'শুদ্ধিবিবেক' ও অপর 'হারলতা'।

অনিরুদ্ধ।—একজন গ্রন্থকার। শিশুবোধিনী নাম্নী ভাস্বতী-করণ-টীকা রচয়িতা। বিক্রম-সংবৎ ১৫২০ (১৪৬৪ খৃঃ) ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভবদাস ও পিতামহের নাম মহাশর্ম্মা। গ্রন্থ-রচনাকাল ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ।

অনিরুদ্ধ।—সাংখ্যপ্রবচন-বৃত্তির প্রণেতা; উক্ত গ্রন্থ অনিরুদ্ধ-বৃত্তি নামেও খ্যাত।

অনিরুদ্ধ চাঁদ—কাঙড়ার জনৈক রাজপুত-বংশীয় নৃপতি। ইঁহার পিতা সংসারচাঁদ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারি বৎসর রাজত্ব করিবার পর ইনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে চলিয়া যান; কারণ শিখ-রাজ রণজিৎ সিংহ ইঁহার ভগিনীর সহিত স্বীয় মন্ত্রী ধ্যানসিংহের পুত্রের বিবাহ দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

অনিরুদ্ধের প্রস্থানের পর, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ কাঙ্‌ড়া রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

অনিরুদ্ধদেব—আসামের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম-প্রচারক ও মহাপুরুষ। বিশুদ্ধ কায়স্থ "হরিবাহু বা হরিবিন্দুর" বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হরিবিন্দু নৃপতি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন।—অনিরুদ্ধ-চরিত্রে লিখিত আছে—

"হরিবিন্দু মহীপতি সন্ন্যাসী হৈলন্ত।
দশনামী সন্ন্যাসীর ধর্ম ধরিলন্ত।
সন্ন্যাসাশ্রমর মধ্যে নিয়ম আছয়
গুরুর বাক্যত এক ধর্মক ধরয় ॥ ১১ ॥
গিরি পুরী তীর্থারণ্য আরো যে ভারতী
সাগর পর্বতাশ্রম বন সরস্বতী ॥
তান নাম হৈল জানা পরম ব্রহ্মগিরি।
গোর উপাধিক লৈল পূর্বনাম এরি ॥" ১২ ॥

(অনিরুদ্ধচরিত্র)

(হরিবিন্দু) পরম ব্রহ্ম গিরি। (পরাশরগোত্র)
|
হরিহর গিরি বা হরি গিরি
|
মহীপাল ভূঞা বা গোমস্তাগিরি
|
১ বৃহস্পতি • | ২ নদীদলৈ • ১ম ৺পদ্মভূঞা। গোপালগিরি ভূঞা | ৩ ৺গঙ্গানয়া গিরি।

(গোপালগিরি ভূঞার পুত্র)
১ম অনিরুদ্ধদেব | ২য় ৺মোহনমুরারি | ৩য় নিরঞ্জন | ৪র্থ রূপআতা | ৫ম বালিআতা

(ভাটিয়াই গমন করেন)

মহাপুরুষ অনিরুদ্ধদেব—৺গোপাল ডেকাগিরি বড়দলৈ শিরোমণি ভূঞার ঔরসে আজনীর গর্ভে ১৪৪২ শকাব্দে বৈশাখমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে বিষ্ণুপুর বালিকুচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সপ্তম বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা পদ্মভূঞা গোপালগিরি দেবের বিধানানুসারে বিদ্যারম্ভ করিয়া নারায়ণপুরে সুবিখ্যাত শ্রীহরি ভারতীর পুত্র "ভাগবতাচার্য্য পণ্ডিত ৺মাধব কন্দলীর সমীপে গিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সুপণ্ডিত মাধবকন্দলী অনিরুদ্ধদেবকে সংস্কৃত এবং অসমীয়া ভাষা অতি সুন্দরভাবে শিক্ষা দেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত হন। তিনি "নব ব্যাকরণী" ছিলেন। অতঃপর বেদ, বেদান্ত, ইতিহাস, পুরাণাদি ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্বক সদ্-গুরুর আশ্রয় লইতে প্রয়াসী হইয়া তিনি গুরু-অন্বেষণে বাহির হন। সর্বপ্রথম যুবক অনিরুদ্ধ মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সমীপে গমন করেন। সেই সময় মহাপুরুষ শঙ্করদেব "পাটবাউসীর" নিকট (কামরূপের কোন এক স্থানে) ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেছিলেন।

অনিরুদ্ধদেব নৌকাযোগে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। শঙ্করদেব সেই সুন্দরকায় যুবক অনিরুদ্ধদেবকে সম্বোধনপূর্বক কাহার পুত্র ও কোন্ স্থান হইতে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনিরুদ্ধদেব অতি বিনীত ভাবে নিজ পরিচয় ও আগমন-কারণ নিবেদন করিলেন।

অনিরুদ্ধ চরিত্রে লিখিত আছে—যুবকের সরল বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া মহাপুরুষ শঙ্করদেব তাঁহাকে নিকটে লইয়া "শির আঘ্রাণ" করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অনিরুদ্ধ মহাপুরুষের সাদর সমাদর পাইয়া মহাপুরুষের পদসেবা করিয়া তথায় কিছুকাল রহিলেন। একদিন মহাপুরুষ শঙ্করদেব পরম সন্তোষ ভাবে অনিরুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষগণের সম্পত্তি "কল্পতরু যোগশাস্ত্র' ও 'আদিগীতা" খানি বিতরণ ও নানা প্রকার আশীর্বাদপূর্ণ উপদেশাবলী প্রদান করিলেন ও বলিলেন—

"শুন অনিরুদ্ধ তোর মত শুদ্ধ হইবেক দিলোহো বর।
কথার সাগর পূর্ণ গোপালত লভিবি ধর্ম সুন্দর ॥'

(অনিরুদ্ধ-চরিত্র)

মহাপুরুষের নিকট হইতে যুবক অনিরুদ্ধ বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি "কল্পতরুযোগশাস্ত্রখানি" গৃহে রাখিয়া উত্তমরূপে যোগ সাধন করিতে থাকেন।

যদিও অনিরুদ্ধদেব মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও বংশীগোপাল প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণের নিকট নানা প্রকার উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি বিনা অনুজ্ঞায় ধর্মপ্রচার করেন নাই। তিনি গোপাল আতার নিকট ভক্তিশাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

বরপেটা হইতে ১০ মাইল ভাটিতে ভবানীপুরীয়া গোপাল আতার "কালজার থান" অবস্থিত; তথায় অনিরুদ্ধদেব যাত্রা করিলেন। সঙ্গে ভেলীয়া শইকীয়া ও বটাকটিয়া নামক দুইজন লোক আর একজন 'পদপুত্র' এই তিনজনে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। পথে নারা আতা নামক জনৈক মহান্তের দেখা পাইলেন। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। নৌকাযানে কতিপয় দিবসে তাঁহারা 'কালজার থানে' উপনীত হইলেন। শ্রীমন্ত গোপাল অনিরুদ্ধের আগমন স্বপ্নযোগে জানিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পুরাতন পথ বন্ধ করিয়া একটী নূতন পথ নির্মাণ করাইয়া রাখিলেন। যথাসময়ে অনিরুদ্ধদেব নূতন পথে উপস্থিত হইলেন।

"পথর অবস্থা দেখি মনত গুনিলা।
গুরুরে পরীক্ষা চাইল বিচারিয়া পাইলা ॥

পূর্ব্বে মোর গুরুদেব শ্রীমন্ত শঙ্কর।
মাধব মহন্ত গুরু তান সমসর ॥ ৭৯
কলির লোকক তারা তারিবাক প্রতি।
পরম গুপুত ধর্ম্ম প্রচারি সম্প্রতি ॥
ভাগবত শাস্ত্রে আছে ইহার প্রমাণ।
অতিগুহ্য অতিগুহ্য স্বরূপ তাহান ॥ ৮০
কৃষ্ণে বিরিঞ্চিক দিল পাদ্মকল্পত।
ব্রহ্মা দিলা নারদক নারদে ব্যাসত ॥
ব্যাসে দিলা তান প্রিয় পুত্র শুকদেবে।
তান হস্তে ভূমিত রকত শুকভাবে ॥ ৮১
ইদানিও সেহি ধন্য শঙ্কর মাধব।
পাইলা আচে গুরুরূপ ভকতবান্ধব ॥
গোপালস্বরূপে দেব রসর সাগর।
শাশ্বত আচন্ত মধু ধর্ম্মসারোত্তর ॥ ৮২
নতুন ধর্ম্মত মোর নাহি প্রয়োজন।
সি হেতু "পুরণি পন্থ" করিলোঁ ... ॥
হেন বিয়বিধি নব পন্থত ন গই।
পুরনি পন্থর জেটি বন গুচারই ॥ ৮৩
পুরাতন পন্থে গৈয়া পশিলা ভিতর।
গুরু দরশনে তান দবিল অন্তর ॥
চৌবার মুখত আমু পাসি প্রণামিলা।
ভক্তিগদগদ ভাবে স্তুতি আরম্ভিলা ॥" ৮৪

(অনিরুদ্ধচরিত্র)

স্তুতি যথা—

"গোপাল সোণার প্রভু দেহ দরশন।
মহন্তক নোদেখিলে ন রহে জীবন ॥
খং মধ্যে বলাহক গর্জ্জে যেতিক্ষণ।
শৈলাগ্রে বৈরাগী নৃত্য করে তেতিক্ষণ ॥ ১ ॥
লক্ষ যোজনর ঊর্দ্ধে মার্ত্তণ্ড যে হবে।
নিয়ত নীরজ বিকাশিত হুয়া রবে ॥
অস্তাঙ্গত দিবাকর হৈলে যেতিক্ষণ।
পুষ্পর গোষ্টির মারা মিলে তেতিক্ষণ ॥ ২ ॥
দ্বিলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে ইন্দু প্রকাশয়।
অধঃত কুমুদরাশি প্রস্ফুটিত হয় ॥
ইন্দুর নির্য্যাণে কুমুদর প্রাণ হরে।
কাকো কহোঁ নেদেখিলে তিলেকতে মরে ॥ ৩ ॥
নিকটে বিদূর হয়ে বিদূরে নিকট।
সুহৃদ ত'লা হৈলে দেখে হৃদয়ত ॥

এতেকে বিভল আতি হোরে বিচক্ষণ।
বিহিনে সুহৃদ সুখ ন রহে জীবন ॥ ৪ ॥
কহে অনিরুদ্ধ পাপী পরম পামর।
দেখা দিয়া দামোদর করোহোঁ কাতর ॥" ৫ ॥

এইপ্রকার স্তুতিতে গোপালদেব প্রেমানন্দ-রসে বিভোর হইয়া স্নেহে অনিরুদ্ধদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। এই পরম মিলনের কথা আর কেহই অবগত হইলেন না, কেবল বড় যদুমণি আতা তাহা লক্ষ্য করিলেন। শ্রীমন্ত গোপাল যদুমণি ও অনিরুদ্ধ দুইজনের হস্ত ধরিয়া "সখিত্ব সম্বন্ধ" করাইয়া দিলেন। সেদিন হইতে অনিরুদ্ধদেব ও যদুমণি উভয়ে একপাত্রে ভোজন এবং এক স্থানে বসবাস করিতে লাগিলেন।

অনিরুদ্ধদেবের গুরু-শুশ্রূষা সার্থক হইল। গোপালদেব অন্যান্য ভক্তগণক অনিরুদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন।

"শুনা শুনা ভক্তগণ মোহোর বচন।
এহি ভূঞা-সুত হোবে অতি বিচক্ষণ ॥
ইহান পারক লোকে লৈবেক শরণ।
ভক্তিমার্গর তাত আছয় লক্ষণ ॥ ৯৯ ॥
সমস্ত শাস্ত্রর তত্ত্ব বুঝিবা বিশুদ্ধ।
পরিপূর্ণ হইয়াছে ধর্ম্মত নিগূঢ় ॥
অন্যত্র শাস্ত্রর পথ করিব নিরোধ।
এতেকে তাহান নাম হৈল অনিরুদ্ধ ॥ ১০০ ॥
মোর যত শক্তিমানে ইহাক অর্পিলো।
অধিকারী অনুরূপে ধর্ম্মক থাপিলো ॥"

(অনিরুদ্ধ-চরিত্র)

শ্রীমন্ত গোপাল আতাই অনিরুদ্ধদেবকে "গুহ্যাতিগুহ্য ধর্ম্ম" অর্পণ করিয়া সমস্ত ভক্তসমূহকে এক পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন। সেই পরীক্ষাতে অনিরুদ্ধদেব সারধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ জানিয়া যদুমনিদেব অনিরুদ্ধদেবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না।

মহাপুরুষ অনিরুদ্ধদেবের অনুসঙ্গী আতা "দ্বাদশ জন"।

	অনুসঙ্গী আতাগণের নাম	অধিকার সত্রের নাম
১ম	পরমানন্দ আতা	হাবুঙ্গ সত্র
২য়	রামচন্দ্র আতা	ইকরাজান সত্র
৩য়	পুরুষোত্তম আতা	কারম্বপার সত্র
৪র্থ	মুরারি আতা	চরাইবাহী সত্র
৫ম	রামচন্দ্র আতা	খোরীমোচর সত্র
৬ষ্ঠ	শ্রীরাম আতা	আহঁওগুরি সত্র
	(এই ছয় জন ব্রাহ্মণ)	
৭ম	সরু যদুমণি আতা	গজলা সত্র
৮ম	সনাতন আতা	নগরীয়া সত্র

৯ম	দ্বিতীয় সনাতন আতা	দলৈপো সত্র
১০ম	বড় যদুমণি আতা	নাংশবারী ও হিহীং সত্র
১১শ	নারায়ণ আতা	হালবিআটী সত্র
১২শ	অনিরুদ্ধদেব	মায়ামরা সত্র

"যদুমণি নারায়ণ যদুমণি সনাতন অনিরুদ্ধ দলৈ সনাতন।
শ্রীরাম রামচন্দ্র পুরুষোত্তম রামচন্দ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বার জন॥"
(গোপালচরিত)

কালঝার হইতে অনিরুদ্ধদেব ফিরিয়া আসিয়া ধর্মপ্রচারে মনোযোগী হইলেন। অনিরুদ্ধচরিত্রে লিখিত আছে—

"একদিন অনিরুদ্ধদেব শুদ্ধাশয়।
গোপালর চরণত নিবেদী আছয়॥ ১০৮
আজ্ঞা করা বাপ মই নিজ গৃহে যাওঁ।
তব চরণর সেবে আজ্ঞা ভক্তি পাওঁ॥
এহিখানি অনুগ্রহ করল বাপ স্বামী।
আত্মা গুরু পিতৃ মাতৃ তুমি অন্তর্যামী॥ ১০৯
শুনিয়া গোপালে তান মন বুজিলন্ত।
যে যা পুথিখানি আনি স্বহস্তে দিলন্ত॥
আডর একখানি শাস্ত্র মূলসংস্কৃতর।
ভকতি-মঙ্গল নাম শাস্ত্র শ্রেষ্ঠতর॥ ১১০
দুইখানি শাস্ত্র দিয়া শ্রীমন্ত গোপাল।
বুলিলন্ত আজ্ঞাবাণী ভকত কৃপাল॥
এহি ঘোষাখানি তুমি আগ কবি থৈবা।
তথা গৈয়া এহি ধর্ম আপুনি কহিবা॥ ১১১
সংস্কৃত মূল খানি করিবা পয়ার।
বুলিলো অখণ্ড বাক্য জানা সারে সার॥
গোপাল দেবৰ হেন আজ্ঞা শিৰে ধরি।
নামধর্ম প্রকাশিলা বাক্য অনুসরি॥" ১১২
(অনিরুদ্ধচরিত্র)

প্রথমে তিনি বালিকুচি গ্রামে "নামমন্দির" নির্মাণ করাইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রাদি এবং পরিবারবর্গকে শরণ প্রদান করেন। মহাপুরুষ অনিরুদ্ধদেবের প্রথম সেবক সপ্তদশ জন। যথা— ভেলীয়া সইকীয়া মাধবচরণ, বটা-কটিয়া চক্রপাণি, গরীয়া দর্জী হরিবল্লভ, কায়স্থকুলে—মুচন্দ ও স্বরূপানন্দ, কলিতা কুলে পঞ্চজন— মুরারি, পূর্ণানন্দ, পণ্ডিতপাবন, শ্রীহরি ও রামচরণ। ব্রাহ্মণ কুলে দুই জন—রামগুরু ও গৌরাঙ্গ। কৈবর্তকুলে—নারায়ণ, অভয়রাম ও বনমালী। চুতীয়াকুলে—রামচরণ ও কৃপাময়।

পিতামাতার পরলোকগমনের পর অনিরুদ্ধদেব লৌহিত্যের দক্ষিণকূলে আসিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্রনদের বামপার "আরিমারি মুখ" বা ঘোরামারী বিলের কূলে সত্র স্থাপন করেন।

যদুমণিদেব অনিরুদ্ধদেবের সঙ্গে "নাম অজনীয়া" হইয়া রহিলেন। পরে উত্তম বৈষ্ণব সপ্তজনকে "সাতমান-ভগিয়া আতা" নামকরণ করিয়া নামের ভাগ দিয়া স্থাপন করিলেন।

"সাতমান-ভগীয়া" যথা— ১ জগন্নাথ, ২ যদুপতি, জগৎজীবন, ৪ ভকতবৎসল, ৫ কমললোচন, ৬ কলুষমোচন, ও ৭ দৈত্যারিকারী। উজানে গিয়া গৌরীসাগরান্তর্গত বনগ্রামে" অনিরুদ্ধদেব ও যদুমণিদেবের বিচ্ছেদ হয়। পরে ভটিয়াপার গ্রাম হইতেই অনিরুদ্ধদেব সত্রে প্রত্যাগমন করেন। পূর্বে গোপালের স্থানে নূতন ধর্মমত গ্রহণ না করিয়া পুরাতন ধর্মমত গ্রহণপূর্বক "পুরণিপন্থে" গমন করিয়া ধর্মলাভ করণের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্রের নাম "পুরণিপন্থী সত্র" হয়। সেই পুরণিপন্থী সত্রই পরবর্তী কালে "পুরণিমাটি সত্র" নামে পরিচিত।

মহাপুরুষ অনিরুদ্ধদেবের যশঃকীর্তি চতুর্দ্দিকে বিকাশ লাভ করিল। তদনন্তর কতিপয় লোক খলতা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রাজাকে জানাইতে লাগিলেন। তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া রাজা অনিরুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। অহমরাজ বুদ্ধি স্বর্গ নারায়ণ সভার মধ্যে তাঁহার পরীক্ষা করাইলেন। রাজাদেশ মত পরীক্ষার জন্য একটী মৃত্তিকাকলস আনা হইল এবং গোপনে একখানা শিরস্ত্রাণ বস্ত্র (পাগড়ী) কলসের মধ্যে পুরিয়া মুখবন্ধনপূর্বক রাজ সম্মুখে স্থাপন করা হইল। তখন মহারাজ অনিরুদ্ধকে বলিলেন,—"অনিরুদ্ধ! এই কলসের মধ্যে কি আছে, তাহা বল। যদি অসত্য বল, তবে তোমার দণ্ড অনিবার্য্য এবং তোমাকে মদীয় রাজ্য হইতেও তাড়াইয়া দিব।" রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া অনিরুদ্ধ মনে মনে দুঃখ পাইলেন এবং বলিলেন— "মহারাজ এই কলসের মধ্যে একটী কালসর্প আছে।" তৎক্ষণাৎ আবরণী উন্মোচন করা হইল। বিশাল সর্পের গর্জন শুনিয়া সকলেই ভয়াকুল হইয়া অনিরুদ্ধ দেবকে স্তুতি করিলেন। রাজা বলিলেন—"অনিরুদ্ধ, মায়া মারী! মায়া মারী॥"

তৎপরে অনিরুদ্ধদেব "নির্ব্বাণ হউক" বলিয়া বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ মায়া অপসারিত হইল। রাজা যোগসিদ্ধ পুরুষকে সম্মান করিলেন। অলৌকিক দেবমায়ার মত অনিরুদ্ধের বাক্যে মায়া উৎপন্ন হইয়া আবার নির্ব্বাণ হওয়াতে রাজা "মায়ামরা সত্র" নামকরণ করিয়া অহমরাজ্যে স্বাধীনতা দিয়া ধর্মপ্রচার করিতে আদেশ দিলেন এবং মহাপুরুষকে সসম্মানে বিদায় করিলেন। রাজ-সম্মানের সংবাদে আসামের বহু লোক মহাপুরুষ অনিরুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তৎপরে অনিরুদ্ধদেব ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণ পার হইতে সত্র

উঠাইয়া উত্তর লক্ষীপুর জিলার বিহপুর মৌজান্তর্গত বিখ্যাত "নাহরআটী' নামক স্থানে সত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানই মহাপুরুষের সমাধি-ক্ষেত্র।

মহাপুরুষ অনিরুদ্ধদেব ভক্তিসার, 'নামঘোষা বা নঘোষা', ৪র্থ স্কন্ধ ভাগবত পয়ার, ৫ম স্কন্ধ ভাগবত পয়ার, এবং গীত, ভটিয়া প্রভৃতি রচনা করেন।

অনিরুদ্ধদেবের পুত্র পঞ্চজন যথা :—

"কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয়ে জগদানন্দ ভৈলা।
তৃতীয়ে হৃদয়ানন্দ পিতৃ নাম থৈলা॥
ভবানন্দ সর্ব্বানন্দ এহি পঞ্চ জন।" (অনিরুদ্ধচরিত্র)

অনন্তর মহাপুরুষ অনিরুদ্ধদেব, ৯২ বর্ষ ইহ সংসারে থাকিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা কৃষ্ণদেবের উপর নামধর্ম্মভার সমর্পণপূর্ব্বক ২৫ বর্ষ ধর্ম্মপালন করিয়া ১৫৩৪ শকাব্দের পৌষ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে নিত্যধামে গমন করেন।

পুরা ৭ বাটি মায়ামরা সত্রের ধর্ম্মাচার্য্যগণের নাম ও শাখা সত্রগুলির নাম।

প্রথম	ধর্ম্মাচার্য্য	মহাপুরুষ	৺ অনিরুদ্ধদেব
দ্বিতীয়	"	"	কৃষ্ণদেব (জ্যেষ্ঠপুত্র)
তৃতীয়	"	"	" হরিরামদেব
চতুর্থ	"	"	" নিত্যানন্দদেব
পঞ্চম	"	"	" জয়রামদেব
ষষ্ঠ	"	"	" মধুসূদনদেব
সপ্তম	"	"	" প্রভুদেব
অষ্টম	"	"	" অজিতানন্দদেব
নবম	"	"	" শিবানন্দদেব
দশম	"	"	" পূর্ণানন্দ দেব
একাদশ	"	"	" পরমানন্দদেব
দ্বাদশ	"	"	" মাধবানন্দদেব
ত্রয়োদশ	"	"	" যাদবানন্দদেব
চতুর্দ্দশ	"	"	" বৈকুণ্ঠানন্দদেব
পঞ্চদশ	"	"	" অচ্যুতানন্দদেব
ষোড়শ	"	"	" চিদানন্দদেব
সপ্তদশ	"	"	" অজ্ঞানন্দদেব
অষ্টাদশ	"	"	" কেশবানন্দদেব।
ঊনবিংশ	"	"	শ্রীউৎসবানন্দ গোস্বামী

(শাখা সত্রসমূহ)

(১)	৺ যদুনন্দন প্রতিষ্ঠিত	নপাম সত্র।
(২)	" হরিময় "	গড়পরা সত্র।
(৩)	" ভক্তানন্দ "	দিনজয় সত্র।
(৪)	" রামচন্দ্র "	মদার খাট সত্র।

অনিরুদ্ধচম্পু—শাবশাস্ত্রি-রচিত একখানি চম্পুকাব্য।

অনিরুদ্ধচরিত—একখানি চম্পূকাব্য। দেবরাজ ইহার প্রণেতা।

অনিরুদ্ধপথ—(ক্লী) [ন নিরুদ্ধঃ পন্থা যত্র, নঞ্ বহুব্রী] আকাশ। ২ আকাশে পথ রোধ করিবার কিছুই নাই, তাই উহার নাম অনিরুদ্ধপথ। (ত্রি) ৩ যে পথ রুদ্ধ নহে।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—চাতুর্মাস্যপদ্ধতি, ভগবত্তত্ত্বমঞ্জরী ও হারলতা নামক তিনখানি গ্রন্থের প্রণেতা।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—এক গ্রন্থকার, মহামহোপাধ্যায় ইঁহার উপাধি। ইনি দাক্ষিণাত্যনিবাসী এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ "মন্ত্রকৌমুদী"।

অনিরুদ্ধভাবিনী—(স্ত্রী) [অনিরুদ্ধস্য ভাবিনী পত্নী, ৬-তৎ] অনিরুদ্ধের স্ত্রী, বাণরাজের কন্যা উষা। [উষা দ্র°]

অনিরুদ্ধমিশ্র—কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে বর্ণিত জনৈক কবি।

অনিরুদ্ধসংহিতা—একখানি পৌরাণিক গ্রন্থ।

অনিরুদ্ধসিংহ—পান্না-রাজবংশের একজন রাজা। ইনি হিন্দুপতের পুত্র। পান্নারাজ অমান্ সিংহ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতা হিন্দুপৎ কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপরে অনিরুদ্ধ রাজা হন। ইঁহার রাজত্বকাল ১৭৭৭ হইতে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ে ইনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, সুতরাং পান্নার শাসনভার বেণী হাজারী ও ক্ষেমরাজ চৌবে নামক দুই ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে। কালে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। ফলে, রাজ্য মধ্যে প্রবল গৃহ বিবাদ দেখা দেয় এবং রাজ্যের আয়তন অনেক কমিয়া যায়। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে অনিরুদ্ধের মৃত্যুতে এই বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পায়। বেণী হাজারী, ক্ষেমরাজ এবং সোনে শাহ পোনুয়ার নামক অপর এক ব্যক্তি যথাক্রমে মইহর, পালদেও ও ছত্রপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা হন। পরিশেষে অনিরুদ্ধের ভ্রাতা ধোকল সিংহ (১৭৮৫-১৭৯৮ খৃঃ) গদী অধিকার করেন। [পান্নারাজ্য দ্র°]

অনিরুদ্ধসূরি—'অন্যোক্তিশতক'-রচয়িতা মোহনশর্ম্মার পিতা।

অনিরূপিত—(ত্রি) নিরূপণ করা হয় নাই, অবর্ণিত।

অনির্জ্ঞাত—(ত্রি) [ন নির্জ্ঞাতং নিশ্চিতং প্রাপ্তং বা] অপ্রাপ্ত। ২ অনিশ্চিত।

অনির্জ্জিত—(ত্রি) অবিজিত, যে পরাজিত হয় নাই।

অনির্ণয়—(পুং) [নির্-নী-অচ ন নির্ণয় অভাবার্থে নঞ্-তৎ] অনিশ্চয়, অবধারণের অভাব।

অনির্ণীত—(ত্রি) অনিশ্চিত, অবিচারিত।

অনির্ণেয়—(ত্রি) নির্ণয়ের অযোগ্য।

অনির্দ্দিষ্ট—(ত্রি) অবর্ণিত, অনির্দ্ধারিত।

অনির্দ্দেশ—(পুং) নিয়ম অথবা শাসনের অধীনতার অভাব।

অনির্দ্দেশ্য—(ত্রি) [ন নির্দ্দেশ্যম্, ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং ন শক্যতে পরস্মৈ, নঞ্ বেত্যর্থাৎ, নির্-দিশ-ণ্যৎ ন নির্দ্দেশ্যম্] নির্ব্বিশেষ, যাহার বিশেষ করা যায় না। ২ নির্গুণ পরমাত্মা। ৩ বিশেষ গুণাদিদ্বারা যাহার বিষয় কিছুই নির্দ্দেশ করা যায় না। "অনির্দ্দেশ্যবপুঃ শ্রীমান" (বিষ্ণুস°)

অনির্দ্ধারিত—(ত্রি) [ন নির্দ্ধারিতম] অনিশ্চিত, যাহা অবধারিত করা হয় নাই।

অনির্ভর—(ত্রি) সূক্ষ্ম। ২ কিঞ্চিৎ। ৩ লঘু।

অনির্ভেদ—(পুং) ভেদভাবের অভাব।

অনির্ম্মল—(ত্রি) [ন নির্ম্মলম] মলিন, অপরিষ্কৃত। (স্ত্রী) [নঞ্-তৎ] নির্ম্মলাভাব।

অনির্ম্মাল্যা—(স্ত্রী) [নির্-মল-ণ্যৎ স্ত্রীত্বাৎ নির্ম্মাল্যা, ন নির্ম্মল্যা নঞ্-তৎ] পৃক্কা নামক ওষধিবিশেষ। ২ পূজাদির অবশিষ্ট নহে।

অনির্লোচিত—(ত্রি) যাহা সযত্নে দেখা হয় নাই। ২ অবিচারিত।

অনির্লোড়িত—(ত্রি) [ন নির্লোড়িতম্ আলোচিতম্] অনালোচিত। ২ অবিবেচিত। "অনির্লোড়িতকার্য্যস্য বাগ্-জালং বাগ্মিনো বৃথা।" (মাঘ ২.২৭)। "নালোকিতং কার্য্যং যেন তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।" (মল্লিনাথ)

অনির্ব্বচনীয়—(পুং) [নির্ব্বক্তুমযোগ্যঃ] পরমাত্মা। (স্ত্রী) ২ অজ্ঞান। ৩ জগৎ। (ত্রি) ৪ যাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। ৫ বাক্যের অগম্য।

অনির্ব্বচনীয়বাদ—ইহা সৎকারণবাদেরই নামান্তর। ইহার অপর নাম অদ্বৈতবাদ, বা বিশুদ্ধাদ্বৈত-বাদ, বা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ, বা কেবলাদ্বৈতবাদ, বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ।

এই মতবাদে রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে সর্পবস্তুটী সৎও নহে, অসৎও নহে এবং সদসৎও নহে বলিয়া অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। এইরূপ যাবৎ ভ্রমস্থলে ভ্রমের বিষয়টী অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। এজন্য অদ্বৈতবাদ শব্দের অন্তর্গত অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি পরিচয় দ্রষ্টব্য।

অনির্ব্বচনীয়বাদ—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অনির্ব্বচনীয়সর্ব্বস্ব—(স্ত্রী) মহাকবি-শ্রীহর্ষ-রচিত খণ্ডনখণ্ড-খাদ্য নামক পুস্তকের অপর নাম।

অনির্ব্বর্ত্ত্যমান—(ত্রি) সমাপ্ত অথবা পূর্ণ করা হয় নাই।

অনির্ব্বন্ধ—(ত্রি) বন্ধনরহিত। ২ স্বতন্ত্র।

অনির্ব্বাচ্য—(ত্রি) নির্ব্বাচনের অযোগ্য।

অনির্ব্বাণ—(পুং) [বৈদ্যক] কফ। (বৈদ্যকনি°)

অনির্ব্বাহ—(পুং) নির্ব্বাহের অভাব। ২ কলহাহিত্য। ৩ আয়ের ন্যূনতা।

অনির্ব্বিণ্ণ—(ত্রি) অবনতভিন্ন, প্রসন্ন।

অনির্বৃত, অনির্বৃত্ত—(ত্রি) অসন্তুষ্ট। ২ হতভাগ্য।

অনির্বৃত্তি—(স্ত্রী) [ন নির্বৃত্তিঃ স্বচ্ছন্দতা অভাবার্থে নঞ্-তৎ] স্বচ্ছন্দতার অভাব, দরিদ্রতা।

অনির্বেদ—(পুং) [ন নির্বেদঃ, নঞ্-তৎ] অসন্তোষ। ২ বৈরাগ্যের অভাব। ৩ মোহের অভাব। "অনির্বেদঃ শ্রিয়ো-মূলমনির্বেদঃ পরং সুখম্" (রামা° ৫.১২.৫)

অনির্বেশ—(ত্রি) কর্ম্মহীন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

অনিল—(পুং) [অন-ইলচ্] বায়ু। ২ এক বসু। "অনিলো বসুবাতয়োঃ।" (মেদিনী) ৩ চন্দ্রবংশের এক নৃপতি। ইনি তংসুর পুত্র। দুষ্মন্তাদি ইঁহার চারিটী সন্তান হইয়াছিল। এই দুষ্মন্ত ভরতের পিতা এবং শকুন্তলা নাটকের নায়ক। (বিষ্ণুপুরাণ ৪.১৯.২) [বিস্তারিত বিবরণ বায়ু শব্দে দ্র°]

অনিল—হিন্দুদিগের একজন দেবতা এবং বায়ুদেবতা হইতে বিভিন্ন নহেন। ইনি মরুদ্গণের অন্যতম এবং বসুদিগের মধ্যেও একজন বলিয়া পরিগণিত হন।

বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রে ইঁহার আয়ুধাদি যথা—দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অঙ্কুশ ও অক্ষমালা, বামহস্তদ্বয়ে শক্তি ও উপবীত (?)। [বসু দ্র°]

"অক্ষমালোপবীত্যুর্দ্ধে সৃণিশক্তিকরাবধঃ।
যস্য স্তঃ সোঽনিলাখ্যস্ত্বভুতদঃ পঞ্চমো বসুঃ॥"
(বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্র)

অনিল অষ্টবসুর অন্যতম। ইঁহার প্রাণ, রমণ ও শিশির নামে তিন পুত্র। (পদ্মপু° সৃষ্টি° ৬.২২ ২৫)

মতান্তরে বসুরূপে অনিল ধূম্রবর্ণ, মৃগারূঢ়, দক্ষিণ হস্তে ধ্বজাধারী এবং বাম হস্তে অঙ্কুশধারী ও শ্যামবর্ণ।

"অনিলং ধূম্রবর্ণং মৃগারূঢ়ং ধৃতধ্বজম। সব্যেঽঙ্কুশধরং শ্যামং...॥"
(সুপ্রভেদাগম ৩৮ প°)*

মরুদ্রূপে অনিল জ্ঞানমুদ্রা, অক্ষসূত্র, কমল এবং ধ্বজধারণ করেন এবং ইনি চতুর্ভুজ। (হেমাদ্রিব্রতখণ্ড ১৩৪ পৃ°)

অনিলকম্পিত্থক—(পুং) [বৈদ্যক] স্থূল আম্রাতক। (বৈদ্যকনি°)

অনিলকারক—(পুং) [বৈদ্যক] কাঞ্চকভেদ। (বৈদ্যকনি°)

অনিলকুমার—(পুং) পবনতনয়, হনুমান। ২ জৈনদেববিশেষ।

অনিলকুমার বসু—অনিলকুমার ১৩০৮ সালে ২৬ আষাঢ় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ খৃঃ দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, উত্তরপাড়া ও স্কটিস্ চর্চ্চেস্ কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক

* Hindu Iconography, Vol. II Part II 263, 272 p.

নিযুক্ত হন। "মানসী" পত্রে অনিলবাবুর রচনা প্রকাশিত হইত। ১৩৩৬ সালের ১২ই বৈশাখ মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে যক্ষ্মারোগে পরলোক গমন করেন।

অনিলঘ্ন(ক)—(পুং) [অনিল° বাতরোগং হন্তি হন-টক্] বহেড়া বা বয়ড়াবৃক্ষ, বহেড়াগাছ। বহেড়াফলে কুপিত বায়ু নষ্ট হয়।

অনিলজ্বর—(পুং) [বৈদ্যক] বাতিক জ্বর। ইহা সাম এবং নিরাম ভেদে দ্বিবিধ। [জ্বর দ্র°]

অনিলনির্য্যাস—(পুং) পিয়ালবৃক্ষ, পিয়াশাল। (বৈদ্যকনি°)

অনিলপর্যায়, অনিলপর্য্যায়—(পুং) [বৈদ্যক] বায়ুরোগ বিশেষ।

অনিলপ্রকৃতি—(ত্রি) যাহার প্রকৃতি বায়ুপ্রধান।

অনিলভদ্রক—রথবিশেষ। [রথ দ্র°]

অনিলভুক্—(পুং) সর্প, সাপ বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে বলিয়া তাহাদিগকে 'অনিলভুক' বলা হয়। (বৈদ্যকনি°)

অনিলান্তসমাধি—(পুং) বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রোক্ত সমাধিবিশেষ।

অনিলয়ন—(ত্রি) গৃহরহিত।

অনিলরস—(পুং) [বৈদ্যক] পাণ্ডু র গাদিকারোক্ত রসবিশেষ।

অনিলরিপু—(পুং) [বৈদ্যক] এরণ্ডবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

অনিলব্যাধি—(পুং) [বৈদ্যক] অন্তরস্থিত বায়ুর বিপর্য্যয়, বাতরোগবিশেষ।

অনিলসখ—(পুং) [অনিলস্য বায়োঃ সখা, টজন্ত ৬ তৎ] অগ্নি, বাতাস লাগিলে আগুন অত্যন্ত তেজ করিয়া উঠে, তাই অগ্নিকে অনিলের অর্থাৎ বায়ুর সখা বলা যায়।

অনিলহর—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কৃষ্ণ অগুরু। (বৈদ্যকনি°)

অনিলা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] নদী। ২ খটিকা, ফুলখড়ি। (রত্নমালা)

অনিলাজীর্ণ—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বাতাজীর্ণ, বায়ুর বিপর্য্যয়ে যে অজীর্ণ উদ্ভূত হয়।

অনিলাটিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] রক্তপুনর্ণবা।

অনিলাত্মজ—(পুং) বায়ুপুত্র, ভীম ও হনুমান বায়ুর পুত্র বলিয়া কথিত।

অনিলান্তক—(পুং) [অন্তং করোতীতি অন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্ অন্তকঃ অনিলস্য বায়ুরোগস্য অন্তকো নাশকঃ] জীয়াপুতিবৃক্ষ, পানমরিচ গাছ। (ত্রি) ২ ইঙ্গুদী বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ বায়ুনাশক দ্রব্য।

অনিলাপহা—(পুং) [বৈদ্যক] রক্তকুলত্থক, লালকুলত্তি। (বৈদ্যকনি°)

অনিলায়ন—(স্ত্রী) বায়ুপথ, বায়ু চলাচলের পথ।

অনিলাময়—(পুং) [অনিলেন দুষ্টবায়ুনা উদ্ভাবিত আময়ঃ পীড়া। শাকতৎ] বায়ুরোগ। দুষ্ট বায়ু কর্ত্তৃক যে রোগ জন্মে, উদরাধ্মান। ২ বাতব্যাধি।

অনিলারি রস—(পুং) [বৈদ্যক] বাতব্যাধি অধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী যথা—

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র উভয়ের কজ্জলী করিয়া, এরণ্ডমূলের রস ও নিসিন্দা পাতার রসের সহিত সেই কজ্জলী এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক হইলে দুই খানি তাম্র পাত্রের মধ্যে তাহা সংবদ্ধ করিয়া, তাম্রপাত্রের উপরে মৃত্তিকার প্রলেপ দিবে। লেপ শুষ্ক হইলে, সেই তাম্রপাত্রদ্বয় ঔষধ বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পাক শেষে শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া তাহাতে নিসিন্দা, এরণ্ডমূল ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের রস সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ দুই বা তিন রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। অনুপানার্থ সৈন্ধবমিশ্রিত এরণ্ডতৈল অথবা মরিচচূর্ণমিশ্রিত ঘৃত, কিম্বা ত্রিকটুচূর্ণমিশ্রিত নিসিন্দার রস বা চিতামূলের রস প্রয়োগ করিতে হইবে।

অনিলোচিত—(পুং) অবিবেচিত। [বৈদ্যক] ২ নীলমাষক। (বৈদ্যকনি°)

অনিলোড়িত—(ত্রি) অনুভববিহীন। অনভিজ্ঞ।

অনিবর্ত্তিন্—(ত্রি) [ন নিবর্ত্ততে নি বৃত-ণিনি, নঞ্ তৎ] কার্য্যের শেষ না করিয়া যে ক্ষান্ত হয় না। "সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনঃ" (রামা. ৬ ১০৭ ৪) (পুং) ২ অসীমশক্তিপ্রযুক্ত যে সাধ্য কার্য্যে অনিরস্ত। ৩ পরমেশ্বর। ৪ বিষ্ণু।

অনিবারিত—(ত্রি) নিবারণশূন্য।

অনিবার্য্য—(ত্রি) নিবারণের অযোগ্য। অত্যাজনীয়।

অনিবিশমান—(ত্রি) [ন নিবিশমানং নি-বিশ শানচ্] নিবেশ রূপ স্থিতিশূন্য, সর্ব্বদা গমনকারী, যে একস্থানে থাকে না। (ঋক ৭ ৪৯.১) ২ পরিব্রাজক।

অনিবৃত, অনিবৃত্ত—(ত্রি) অপ্রতিবদ্ধগমন, অবাধ। (ঋক ৩ ২৯ ৬)

অনির্বৃত্তিবাদর—(পুং) পরিণামে ত্যাগবাসনা আনয়নকারী কর্ম্ম। এই কর্ম্মবাদ জৈনশাস্ত্রে আছে।

অনির্বৃত্তিবাদরগুণস্থান—জৈন দর্শনোক্ত চতুর্দ্দশ গুণস্থানের নবম গুণস্থান। ইহাতে মোহনীয় কর্ম্ম নাশ করিবার জন্য উপশমক নামক ক্রম বর্ত্তমান থাকে। সংজ্বলন ভিন্ন অন্য সকল কষায় অন্তর্হিত হয়। এই গুণস্থানে ক্ষপক শ্রেণির নয়টী বিভাগ, ইহাতে ৩৬ প্রকার কর্ম্ম বিনষ্ট হয়। ইহার স্থিতিকাল এক অন্তর্মুহূর্ত্ত। ইহাতে মাত্র শুক্ললেশ্যা বর্ত্তমান থাকে। [গুণস্থান-লেশ্যা, চারিত্রমোহনীয় দ্র°]

অনির্বেদিত—(ত্রি) অকথিত, অনুক্ত।

অনির্বেদিতবিজ্ঞাত—(ত্রি) বিনাকথনে অনুভূত।

অনিবেশন—(ত্রি) উপবেশনস্থানশূন্য। "অতিষ্ঠন্তীনাং অনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্" (ঋক্ ১.৩২ ১)

অনিশ—(ত্রি) [নিশায়াঃ জনানাং চেষ্টাবিনাশঃ হেতুতয়া-লক্ষণয়া—নিশা চেষ্টাবিনাশঃ সা নাস্তি যত্র যস্মিন্ বা নঞ্ বহুব্রী°] অবিরত, নিরন্তর। ২ সর্ব্বদা জয়জনক বস্তু। ৩ রাত্রিবর্জ্জিত।

অনিশম্—(অব্য) নিত্য, নিত্যদা, সদা, অজস্র, সন্তত। ভট্টোজিদীক্ষিত মনোরমায় 'অনিশম' এই শব্দ স্বরাদিগণ মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার এই রূপ অর্থ লিখিয়াছেন,—'অনিশং নিত্য° নিত্যদা সদা অজস্রং সন্ততমেতে সাতত্যে'। ইহা কালের ব্যাপ্তি অর্থে অনিশ শব্দের দ্বিতীয়ান্ত রূপ অব্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অনিশিত—(ত্রি) অবিরত, নিরন্তর। (শুক্লযজুঃ ১.২৯)

অনিশিতসগ—(ত্রি) অবিরত প্রবাহশালী।

অনিশ্চিত—(ত্রি) অনবধারিত, অবিবেচিত।

অনিশ্চিত্য—(অব্য) নিশ্চয় না করিয়া।

অনিশ্চিন্ত্য—(ত্রি) চিন্তার অতীত।

অনিশস্ত—(ত্রি) [নির-শনস ক্ত নিশশস্তম অপ্রশস্তম, ন নিশশস্তম্, নঞ্-তৎ] প্রশস্ত। ২ অনিন্দিত। 'অনিঃশস্তা ঋত বো যজ্ঞে'। (ঋক ৪ ৩৪ ১১) ৩ সুখী।

অনিষঙ্গ—(ত্রি) নিষঙ্গশূন্য, তূণবিহীন। (ঋক ১ ৩১.১৩)

অনিষধ্য—(ত্রি) বধের অযোগ্য। "অনিষব্যাস্তবঃ"। (ঋক্ ১০.১০৮ ৬)

অনিষিদ্ধ—(ত্রি) নিষেধ রহিত, আজ্ঞাদিষ্ট নহে।

অনিষু—(ত্রি) বাণবিহীন।

অনিষ্কৃত—(ত্রি) অসংস্কৃত। "অনিষ্কৃতং জনায়। (ঋক্ ৯ ৩৯ ২) ২ অবিবেচিত।

অনিষ্কৃতৈনস্—(ত্রি) অবিবেচিত অপরাধ।

অনিষ্ট—(ত্রি) [ইষ-ক্ত ন ইষ্টম্ বিরোধে নঞ্-তৎ] অপকার। ২ দুঃখ, বিষাদ। ৩ পাপ। ৪ অনভিলষিত।

> "অনিষ্টাদিষ্টলাভেঽপি ন গতির্জায়তে শুভা।
> যত্রাস্তে বিষসংসর্গোঽমৃতং তদপি মৃত্যবে॥" (হিতো)

অনিষ্টকর বস্তুর সহিত ইষ্টকর বস্তুও যদি পাওয়া যায় তাহাতে শুভ হয় না। যে হেতু অমৃতে একটু বিষ থাকিলে তাহাও মৃত্যুর কারণ হয়। যজ-ক্ত ইষ্টঃ। ন ইষ্টঃ। নঞ্-তৎ। ৫ যে দেবের যাগ করা হয় নাই। ৬ অশুভ। ৭ হতভাগ্য। ৮ কুৎসিত। ৯ অশুভ। ১০ অধম। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্-অনিষ্টা—নাগবলা গাছ। (রাজনি°)

অনিষ্টকর—(ত্রি) অপকারকারক, ক্ষতিকর।

অনিষ্টকর্ম্মন্—মগধরাজ্যের সূর্য্যবংশীয় রাজা দৃঢ়মানের পুত্র। ইহার পুত্রের নাম হানের ও হানেয়ের পুত্র জল। (ভাগবত)

অনিষ্টগ্রহ—(পুং) অনিষ্টকারক গ্রহ। দুষ্ট গ্রহ, অশুভ গ্রহ।

অনিষ্টদুষ্টধী—(ত্রি) অধম এবং অশুভ বুদ্ধি-সম্পন্ন।

অনিষ্টফল—(ক্লী) অশুভ ফল।

অনিষ্টশঙ্কা—(স্ত্রী) পাপ অথবা মন্দভাগ্যের সন্দেহ বা ভয়।

অনিষ্টসূচক—(ত্রি) অপকারের সূচনাকারী, অশুভ। (স্ত্রী) অনিষ্টসূচিকা।

অনিষ্টহেতু—(পুং) অশুভ লক্ষণ।

অনিষ্টাপাদন—(ক্লী) অভিলষিত পদার্থের অপ্রাপ্তি। ২ অনভিলষিত পদার্থের প্রাপ্তি।

অনিষ্টাপ্তি—(স্ত্রী) অনিষ্টকর পদার্থের প্রাপ্তি।

অনিষ্টাশংসিন্—(পুং) অশুভসূচক।

অনিষ্টিন্—(ত্রি) [ইষ্টম্ অনেন যজ-ভাবে ক্ত, ততোঽস্ত্যর্থে ইনি, ইষ্টী, নঞ্-তৎ] যে যাগ করে নাই। "রাজসূয়ে অনিষ্টি নো বাজপেয়েন' (কাত্যা° শ্রৌত° ১৫ ১ ১)

অনিষ্টৃত—(ত্রি) অবাধ, নিরাঘাত, অনুপহিংসিত। "উপসত্তা বর্দ্ধতাং তে অনিষ্টৃতঃ" (শুক্লযজুঃ ২৭.৪)

অনিষ্ঠা—(স্ত্রী) অনস্থিরতা। ২ অবিশ্বাস। ৩ নাস্তিকতা। (রাজনি°)

অনিষ্ঠুর—(ত্রি) নিষ্ঠুরতারহিত।

অনিষ্ণাত—(ত্রি) [নি-স্না শৌচ কর্ত্তরি ক্ত ন নিষ্ণাতম] অকুশল। ২ অনভিজ্ঞ। ৩ অকৃতী।

অনিষ্পত্তি—(স্ত্রী) অপ্রাপ্তি, অপূর্ণতা। ২ নিষ্পত্তি বা মীমাংসা-রহিত।

অনিষ্পাত্র—(ত্রি) [ন নিঃসৃত° পত্রং পক্ষোঽস্য, নঞ্ বহুব্রী] অসংশ্রব, (যে বাণের পশ্চাতের পালক ছিঁড়িয়া যায় নাই, তদ্বাণ আঘাতাদি)। (কাত্যা° শ্রৌত° ১৩ ৩ ১২)

অনিসর্গ—(ত্রি) অপ্রাকৃত, অপ্রাকৃতরূপে সাধিত।

আনিসেরিস (Anniceris)—একজন গ্রীক দার্শনিক। ইনি সাইরেনিক মতবাদী (Cyrenaic School) ছিলেন। ইনি পেরিবেটিসের শিষ্য ও এরিষ্টিপাসের মতানুসারী। পেরিবেটিস মাকিদনবীর আলেকসান্দারের সমসাময়িক ছিলেন।

অনিঃসারা—(স্ত্রী) কদলী।

অনিস্তব্ধ—(ত্রি) সঞ্চালনশূন্য। ২ বন্ধনশূন্য। ৩ অস্থির।

অনিস্তীর্ণ—(ত্রি) অনুত্তীর্ণ। ২ পৃথক্।

অনিস্তীর্ণাভিযোগ—(পুং) যে অভিযোগে প্রতিবাদী মুক্ত হয় নাই।

অনীক—(পুং) [অনিতি আভিমুখ্যং গচ্ছতীতি অন-ঈকন কিচ্চ] সেনা। 'ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পৃতনাঽনীকিনী চমূঃ।

বরূথিনী বলং সৈন্যং চক্রং চানীকমস্ত্রিয়াম্‌। (অমর) [পুংসি অনীকঃ, অনন্তে আভিমুখ্যমভ্যাগম্যন্তে যত্র] ২ যুদ্ধ। ৩ কলহ। 'অস্ত্রিয়াং সমরানীকরণাঃ কলহবিগ্রহৌ।' (অমর) ৪ মুখ। ৫ সেনামুখ। (মাধব)। অর্দ্ধর্চাগণমধ্যে অনীক শব্দ পঠিত হইয়াছে। যুদ্ধার্থে ইহা উভয় লিঙ্গ।

"রথবাজিপত্তিকরিণীসমাকুলং
তদনীকয়োঃ সমগতভয়ম্বিধঃ।" (মাঘ ১৫।১৭)

[পত্তির লক্ষণ অনীকিনী শব্দে দ্র°]

অনীক—প্রথম সাবর্ণ মনুর নয় পুত্রের অন্যতম। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০০ ৬৯)

অনীকবৎ—(ত্রি) সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত (অগ্নি)।

"অগ্নয়েঽনীকবতে" (শুক্লযজুঃ ২৪ ১৬)

অনীকবান্—অর্ক নামক অগ্নির প্রপৌত্রের পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ২৯ ৪০)

অনীকবিদারণ—(পুং) সৈন্যধ্বংসকারী ব্যক্তি।

অনীকস্থ—(ত্রি) [অনীকে যুদ্ধে তিষ্ঠতি স্থা ক] যুদ্ধেগত-সৈন্য। ২ রাজরক্ষিবর্গ। ৩ হস্তিশিক্ষাবিচক্ষণ। ৪ চিহ্ন। ৫ জয়ঢাক। ৬ যোদ্ধাদের মর্দ্দলক অর্থাৎ মাদোল। 'অনীকস্থো রণগতে হস্তিশিক্ষাবিচক্ষণে। রাজরক্ষিণি চিহ্নে চ বীরমর্দ্দলকে হপি চ'। (মেদিনী)

অনীকিনী—(স্ত্রী) [অনীকানাং সেনানাং সমূহঃ। অনীক-ইনি হস্তী প্রভৃতির সংখ্যাবিশেষযুক্ত সেনা। অমরকোষে সেনাসংখ্যা এইরূপ লেখা আছে,—

"একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্‌।
সেনামুখং গুল্মগণৌ বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণ্যথ সম্পদি।

একটী হস্তী থাকিলে একেভা কহে। এক রথে একরথা। তিনটী ঘোড়ায়,—ত্র্যশ্বা। পাঁচজন পদাতিকে,—পঞ্চপদাতিকা। এই সকলের সমষ্টিতে পত্তি হয়। মতান্তরে, 'একোরথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চপদাতয়ঃ। ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্‌জ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে।" অর্থাৎ একখানি রথ, একটী হস্তী, পাঁচজন পদাতিক মানুষ এবং তিনটী ঘোড়া থাকিলে পত্তি হয়।

উপরে পত্তির যে অবয়ব লেখা হইয়াছে, উত্তর উত্তর তাহা তিন গুণ করিয়া বৃদ্ধি করিলে যথাক্রমে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ, অনীকিনী, দশানীকিনী ও অক্ষৌহিণী হয়। অতএব, এক অনীকিনী সেনায়—২১৮৭ হস্তী, ২১৮৭ রথ, ৬৫৬১ ঘোড়া এবং ১০৯৩৫ পদাতিক থাকে।

অনীক্ষণ—(স্ত্রী) অবলোকনের অভাব।

অনীতিমান্—(ত্রি) দুর্নীতিপরায়ণ। (স্ত্রী) অনীতিমতী।

অনীতিবিদ্—(পুং) অনীতিবিজ্ঞ।

অনীচ—(ত্রি) উচ্চ, মাননীয়। ২ অনুদাত্তস্বরে যাহা বলা হয় না।

অনীচানুবর্ত্তিন্—(ত্রি) যে নীচ প্রসঙ্গ রাখে না।

অনীচদর্শিন্—(পুং) [নীচাৎ নীচকার্য্যাৎ অন্যৎ, নঞ্‌ সমাসঃ তদেব বিস্তত্তেঽস্ত অনী-ইন দৃশ্‌ ণিনি 'উপপদসমা'] একজন বুদ্ধ। (শব্দকল্পদ্রুম)

অনীড়—(ত্রি) বাসস্থানবিহীন। ২ নিরবয়ব। (পুং) ৩ অগ্নি।

অনীতি—(স্ত্রী) [বিরোধার্থে নঞ্‌-তৎ] দুর্নীতি। ২ অন্যায়। "অদনীতিবহুষ্টিতানেন (পঞ্চতন্ত্র)

অনীতিজ্ঞ—(ত্রি) যে নীতিকুশল নহে। ২ অসভ্য।

অনীদৃশ—(ত্রি) অসদৃশ, অতুল্য, অসমান।

অনীরসন—(ত্রি) মেখলাযুক্ত। কোমরবন্ধবিশিষ্ট।

অনীলবাজী—(পুং) অর্জ্জুন, যিনি শ্বেতবর্ণ অশ্ব রাখেন।

অনীলা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কাশতৃণ। (রত্নমালা)

অনীশ—(পুং) [নাস্তি ঈশঃ প্রভুঃ অধিকারী বা যস্য, নঞ্‌ বহুব্রী] বিষ্ণু, কারণ বিষ্ণুর কেহ নিয়ন্তা নাই, তিনিই সকলের নিয়ন্তা। (ত্রি) ২ প্রভুশূন্য। [নঞ্‌-তৎ] ৩ ঈশ্বর ভিন্ন। ৪ যে অধিকারী নহে

"ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্‌।
ভজেরন্ পৈতৃকং ঋক্থমনীশাস্তে হি জীবতঃ॥" (মনু ৯ ১০৪)

অনীশত্ব—(স্ত্রী) শক্তিশূন্যতা।

অনীশ্বর—(স্ত্রী) [নাস্তি ঈশ্বরস্য কর্ত্তৃত্বং যত্র] জগৎ। অনেকের বিশ্বাস যে, এই জগৎ সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা আপনিই হইয়াছে। প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্' (মনু ৬ ৭২) [নাস্তি ঈশ্বরবুদ্ধির্যস্য, নঞ্‌ বহুব্রী] নাস্তিক, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না।

অনীশ্বরতা—(স্ত্রী) পরমেশ্বরের অনুপস্থিতি, ঈশ্বরাভাব।

অনীশ্বরবাদ—(পুং) ঈশ্বররহিত বিতর্ক। ২ নাস্তিকতা। ৩ মীমাংসা যেখানে কর্ম্মকে প্রধান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

অনীশ্বরবাদিন্—(পুং) নাস্তিক, যিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন না।

অনীহ—(ত্রি) [নাস্তি ঈহা চেষ্টা যস্য, নঞ্‌ বহুব্রী] যাহার চেষ্টা নাই। ২ স্পৃহাশূন্য। [ঈহ অ ঈহা]

অনীহা—(স্ত্রী) চেষ্টাশূন্যতা, স্পৃহারাহিত্য।

অনীহিত—(ত্রি) অহিত, অসন্তোষপ্রদ, অনিচ্ছিত।

অনু—(অব্য) [অনিতীতি অন-উ বাহুলকাৎ] প্রাদি উপসর্গের অন্তর্গত একটী উপসর্গ। ইহা কোন শব্দের বা ধাতুর পূর্ব্বে

বসিলে কোথাও ভিন্নার্থ ঘটে, কোথাও ভিন্নার্থ ঘটে না। সচরাচর অনু শব্দের এই কয়েকটী অর্থ হয়—লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান (এই প্রকার জাত বর্ণ), ভাগ (অংশ), বীপ্সা, সন্নিধি (সামীপ্য) সাদৃশ্য বা যোগ্যতা, আয়াম (ব্যাপ্তি, দৈর্ঘ্য) হীন, পশ্চাৎ, সহ। "অনু লক্ষণবীপ্সেত্থম্ভূতভাগেষু সন্নিধৌ। সাদৃশ্যায়ামহীনেষু পশ্চাদর্থসহার্থয়োঃ।" (হেমচন্দ্র) লক্ষণ—শাকল্যস্য সংহিতামনুপ্রাবর্ষৎ। শাকল্য মুনির সংহিতাপাঠের পর বর্ষণ। এখানে সংহিতাপাঠ হেতু বর্ষণ উপলক্ষিত হইতেছে। "অনুর্লক্ষণে"। (পা ১ ৪ ৮৪) অনু শব্দে লক্ষণ বুঝাইলে কর্ম-প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। ইত্থম্ভূতাখ্যান—সাধুর্দেবদত্তো মাতরমনু। দেবদত্ত মাতার প্রতি সাধু। অর্থাৎ দেবদত্ত মাতার প্রতি সাধুস্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট।

ভাগ—'যদত্র মামনু স্যাৎ'। আমার পক্ষে যেমন হন। হরিমনু লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মী হরির ভাগে পড়িয়াছিলেন।

বীপ্সা—অনু, দিন, অনুক্ষণ। অর্থাৎ দিনে দিনে। ক্ষণে ক্ষণে, বা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। "বৃক্ষং বৃক্ষমনু সিঞ্চতি।" গাছে গাছে জল সেচিতেছে। "লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্য্যনবঃ। (পা ১ ৪ ৯০) লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ এবং বীপ্সা বুঝাইলে প্রতি, পরি, এবং অনু শব্দের কর্ম্ম-প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।

সন্নিধি, সমীপ—'অনুমালিনীতীরমাশ্রমো দৃশ্যতে।" (শকু) অনুমালিনীতীরম—মালিন্যা নদ্যাস্তীরস্য সমীপে। মালিনী নদীর তীরের সমীপে।

সদৃশ যোগ্য—অনুরূপম্। রূপস্য যোগ্যং সদৃশং বা। আয়াম—"চন্দ্রমণ্ডলমনুপ্রবিশন্তি সূর্য্যরশ্মিঃ।" চন্দ্রমণ্ডল ব্যাপিয়া সূর্য্যকিরণ অনুপ্রবেশ করিতেছে। 'অনুযমুনং মথুরা' যমুনা আয়ামেন মথুরা আয়ামো লক্ষ্যতে।" যমুনার বিস্তারের সঙ্গে মথুরা বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। "যস্য চায়ামঃ। (পা ২ ১ ১৬) যাহার দ্বারা বিস্তার প্রতিপন্ন হয়, সেই লক্ষণভূত অনু এই অব্যয়ের সঙ্গে বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে।

হীন—'অন্বর্জ্জুনং যোদ্ধারঃ'। এই সকল যোদ্ধারা অর্জ্জুন হইতে হীন। 'হীনে' (পা ১ ৪ ৮৬) অনু শব্দের হীন এই অর্থ বুঝাইলে কর্ম্ম-প্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়

পশ্চাৎ—অনুপদ। অর্থাৎ পদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ। 'ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ।" (রঘু°) রাজা ছায়ার মত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন। "মুহুরনুপতত্তি স্যন্দনে।" (শকু°, মুহুর্মুহুঃ পশ্চাৎ পতিত রথে।

সহ—পর্ব্বতমন্ববসিতা সেনা। পর্ব্বতেন সহ সম্বদ্ধেত্যর্থঃ। পর্ব্বতের সঙ্গে সেনা সকল মিলিত হইয়াছে। 'তৃতীয়ার্থে' (পা ১.৪ ৮৫) তৃতীয়ার্থে বুঝাইলে অনু এই শব্দের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

সেবার্থে—"অন্বাসিতমরুন্ধত্যা।" (রঘু°) অরুন্ধতী যাহার পশ্চাতে বসিয়া সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে। "অনুর্যৎ সময়া" (পা ২.১.১৫) অনু যাহার সমীপবাচী সেই লক্ষণভূতের সঙ্গে বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। 'অনুবনমশনির্গতঃ' বনস্য সমীপং গত ইত্যর্থ। (পা ১ ৪ ৪৮) [ইহার ব্যাখ্যা অধি শব্দে দ্র°]

অনু২—যযাতির এক সন্তান। এই অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। (মহাভারত আদিপ°) ঋগ্বেদে অনুদিগের বংশের উল্লেখ আছে

'যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্বশেষু যদ্দ্রুহ্যুষনুষু পুরুষু স্থঃ।'

(ঋক্ ১ ১০৮ ৮)

হে ইন্দ্রাগ্নী। যদি তোমরা যদুদের, তুর্ব্বশদের, দ্রুহ্যুদের, অনুদের এবং পুরুদের মধ্যে থাক।

অনু (Anu)—প্রাচীন বৃটন, আয়র্লণ্ড ও ওয়েলস্ দেশের এক কেলটিক দেবী। অনু সম্ভবতঃ দনুর নামান্তর। দনু দেবতাগণের মাতা রূপে অভিহিতা। ইনি দগদ বা বেলবেথের কন্যা। "অনা" (Ana) হইতে অনু নামের উৎপত্তি হইয়াছে। "ধনা" অর্থে প্রচুর অনেক স্থানে অনু ও অগ্নিকে অভিন্ন বলা হয়। প্রাচীন বৃটন জাতিদের বিশ্বাস, সভ্যতার বিকাশ দেবী অনু হইতে হইয়াছিল। ইনি পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তিরূপে পূজিতা। বৃটন রাজ্যে অনুকে প্রায়ই আনা বলিতে দেখা যায়। গল দেশে অনুর শকটকে 'অনোনিরেদি' বলা হয়।

অনু—বাবিলোনীয়দিগের একটী দেবতা। বাবিলোনীয়গণ অনু, বেল ও ইয়া নামে একটী ত্রিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনায় অনু স্বর্গের অধিকারী, বেল্ মর্ত্ত্যভূমির অধীশ্বরী এবং এয়া জলের অধিষ্ঠাত্রী। ইহাতে অনুমান হয় যে, সেই অতীত যুগে বাবিলোনীয়গণও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তৃত্ব এই তিনটি দেবমূর্ত্তির দ্বারা একযোগে পরিচালিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

বাবিলোনীয় ও অসুরগণ স্বর্গস্থ দেবসঙ্ঘের অবস্থান নির্ণয়ার্থ একটী খ গোল বৃত্ত কল্পনা করিয়া উহার উত্তর-মণ্ডলে অনু, মধ্য মণ্ডলে বেল ও দক্ষিণ মণ্ডলে এয়ার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাদের দেবমন্দিরে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আবাহন মন্ত্রে ও স্তোত্রাদিতে অনুকে শ্রেষ্ঠাসন প্রদত্ত হইয়াছে এবং অক্ষয় তাঁহার প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

দক্ষিণ-বাবিলোনীয়ার এরেক নগরে অনুর উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং এখানেই উক্ত উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, এরেকের অধিষ্ঠাত্রী

দেবী ননা (ইস্তার) তাঁহার প্রতিরূপ। প্রাচীন হিব্রু-জাতির বায়ুদেবতা অদাদ বা রেমন (রমন) তাহার সমতুল্য এবং নক্ষত্র মণ্ডলের অধিপতি।

প্রাচীন বাবিলোনীয় যুগে অর্থাৎ হাম্মুরাবীর আধিকারের পূর্ব্বে অনু স্বর্গের অধিপতি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার শক্তিকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া জাগতিক ব্যাপার সমূহের সমাধান কার্য্যের সাধকরূপে তাঁহারা একটা 'ত্রিত্ব' কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। এই তত্ত্ব বাবিলোনীয় ও অসুরধর্ম্মে প্রবল ছিল। পরে অসুরগণ এই ত্রিধা কল্পিত শক্তিটী কল্পিত দেব নাব (অসুর দেব ও ঈয়া) উপর অর্পণ করে। অনু যেমন স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ বেল নিপ্পুর ও ঈয়া ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে পরবর্ত্তীকালে পূজিত হইয়াছিলেন।

[বাবিলন দ্র]

অমুক—(ত্রি) অমুক মতে অমু কন্। কামুক, কামিতা কামী। কামকে কমিতা চানুকঃ।" (অমর) "অমুকা প্রার্থয়াক্রান্তা প্রার্থয়াকর্তৃং পিয়ষবা।" (ভট্টি ৪।১৯) 'অনুকা—অভিলাষুকা (জয়মঙ্গল)

ব্রজবুলীতে অনেক শব্দের পর "হ কিম্বা "হু ব্যবহৃত হয়। যথা— ভবহু, সবহু বা সবহু। এইরূপ অনুকহ বা অনুকহু শব্দও চলিত আছে। ইহার অর্থ প্রার্থী বা অনুকূল হইয়া করিতেছে।

"আনন্দ বাদ ছটায়ত পুনঃ,
পড়ত রজনী বিলাস।
হন মদন ভু সবহু মিটায়ল,
অনুকহ গোবিন্দ দাস।

অনুকথন—(ক্লী) সংযত বচন, কথন, বার্ত্তা। ততো বাক্যং প্রাহ্রুত্তুমনুকথ্যতাম্" (রামা° ১।১।৬০)

অনুকথিত—(ত্রি) নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত।

অনুকদলা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কদলীবিশেষ। ২ কাষ্ঠরম্ভা।

অনুকনখলম্—(অব্য) [কনখলস্য আদঃ সমীপে] কনখল পর্ব্বতের নিকটে। কনখলের আধুনিক নাম কঙ্খল। ইহা হরিদ্বারের অতি নিকটে আজও আছে। লোকে বলিয়া থাকে যে, কঙ্খল এবং হর কি পৈড়ী এই সকল স্থানে দক্ষরাজের রাজধানী ছিল। মেঘদূতে লিখিত আছে—

"তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাম্।
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্॥ (পূর্ব্বমেঘ ৫১)

অনুকনীয়স—(ত্রি) কনিষ্ঠ হইতেও কনিষ্ঠ।

অনুকম্—(অব্য) [অনুকামমতে অনু কম ক্বিপ্] কাশিকাকার চাদি অব্যয়ের মধ্যে অনুকম শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় স্তু এই অব্যয়ের মত বিতর্কে প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'বয়মনুকং মন্যসে? এমন মনে কর নাকি? বাচস্পতি লিখিয়াছেন যে, প্রৌঢ় মনোরমা গ্রন্থে চাদিগণ মধ্যে অনুকম শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সকল মনোরমায় ইহা দেখা যায় না।

অনুকম্পক—(ত্রি) [অনুকম্পতে দয়তে অনু কম্প ণ্বুল্] যিনি দয়া করেন। "সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ" (মনু° ৬।৮

অনুকম্পন—(ত্রি) [অনু-কম্প যুচ] দয়াশীল। [ভাবে ল্যুট্] (ক্লী) ২ দয়া, কৃপা। (রামা° ২।৪৫।৩১)

অনুকম্পা—(স্ত্রী) [অনু কম্প অ) দয়া, কৃপা। দুঃখে অপরকে কাতর দেখিলে দয়াবান ব্যক্তির দয়াতে নিজের কম্প হয়, এ জন্য দয়ার নাম অনুকম্পা হইয়াছে। 'তেনাস্যেবানুকম্পার্থম্' (রঘু ১০।৮১) (ত্রি) ২ কিঞ্চিৎ চলন, অল্প কম্পন।

অনুকম্পিতাত্মন্—(ত্রি) যাহার হৃদয় দয়াশীল। ২ যাহার হৃদয় দয়ায় কম্পান্বিত।

অনুকম্প্য—(ত্রি) [অনুকম্পমর্হতি অনু-কম্প ণ্যৎ] স্বরাযুক্ত, বেগবান। [অনুকম্পাতে অর্হার্থে যৎ] (ত্রি) ২ দয়ার যোগ্য।

অনুকরণ (ক্লী) [অনু কৃ-ল্যুট্) অনুকার। সদৃশীকরণ, একটা বস্তুর সমান অনুরূপ গঠন। ব্যাকরণ মতে অনুকরণ দুই প্রকার — যখানে অর্থরহিত শব্দ মাত্রের সদৃশীকরণ হয় সেখানে শব্দানুকরণ হইয়া থাকে। আর যখানে অর্থবিশিষ্ট সদৃশীকরণ হয় সেই স্থানে অর্থানুকরণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (গোস্বামী চণ্ডীটীকায় বিদ্যালঙ্কারের টিপ্পনী)

মনোবিজ্ঞানী মতে অনুকরণ (Imitation) অর্থে একজনের কৃত কর্ম্ম বা চিন্তাধারা অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পুনরভিনয়, বা নিজের কথায় তদনুরূপ বিকাশ অথবা কোন হস্তচিত্র বা ব্যক্তির প্রতিকৃতির অনুরূপে তৎসদৃশ চিত্র অঙ্কন বা মূর্ত্তি গঠন বুঝায়। প্রেয়ার ও বোল্ডুইন প্রমুখ মনোবিজ্ঞানিকগণ অন্যের কৃতকার্য্যের সদৃশীকরণকেই অনুকরণ "Imitation" বলিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকে ইহা বিস্তৃতার্থে প্রয়োগ করিয়া ইহাকে সজ্ঞানানুকরণ (Conscious imitation), অনুকারি-শক্তি (Imitative suggestion) ও স্বভাবানুকরণ (Plastic imitation) ভেদে তিনটি বিভাগে ব্যক্ত করিয়াছেন। যেখানে দলের মধ্যে কেহ কোন অভিনব কার্য্য করিলে অপরে স্বাভাবিক অনুকরণপ্রিয়তায় অজ্ঞানতঃ তাহার অনুকরণ করে, তাহাকে স্বভাবানুকরণ বলা হয়। কোন কার্য্য বা চিন্তাধারা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনরাবৃত্তি সজ্ঞানানুকরণ। যেখানে কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া স্বতঃই যেন যন্ত্রবলে অনুকরণাভিনয় ব্যক্ত হয়, সেই অভিনয়কে অজ্ঞানানুকরণ (Unconscious

imitation বলা হইয়া থাকে। Sub conscious অনুকরণে অনুকৃত কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন হয় না। উহা স্বভাবতঃই প্রকাশ হয়।

মানুষ মাত্রেই অনুকরণশীল হইয়া থাকে। অতি শৈশবকাল হইতেই লোকবালক তাহার পিতামাতার নিকট হইতে প্রথম "মা" শব্দ উচ্চারণ ও প্রাথমিক হাবভাবাদি গ্রহণ করিতে অভ্যাস করে। এই অভ্যাস তাহার বাল্যকালেই নিবদ্ধ থাকে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা তাহার স্বভাবগত হইয়া যায়। অধিকন্তু বয়সে উহা মানবের মনে (Human Psychology) এরূপ দৃঢ়মূল হইয়া যায় যে, তখন উহাকে আর ত্যাগ করা যায় না। উহা তখন তাহার স্বভাবজাত ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। ডারউইন শিশুর ৪র্থ মাসে অনুকরণাভাস উদ্রিক্ত হয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্গণ তাহাদের কৃত সদৃশীকরণকে কতকটা স্বাভাবিক কার্য্য (Instinctive action) বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

আদিম জাতির মধ্যে এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি প্রবল দেখা যায়। তাহারা দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে হত্যা করিবার জন্য তাহার প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া বাণবিদ্ধ করে এবং অবশেষে তাহা পোড়াইয়া ফেলে। বিশ্বাস, এইরূপ প্রক্রিয়ায় শত্রু নিহত হইবে। এইরূপ বায়ু-সঞ্চালন ও বারিধারা প্রার্থনায় নাবিকগণের বংশীবাদন এবং কৃষকগণের ভূপৃষ্ঠে জলধারাদান অনুকরণের আভাস বিকাশ করে। এই প্রক্রিয়াগুলি কতকটা আভিচারিক ক্রিয়ার মত। ইংরাজীতে ইহাকে Sympathetic magic বলে। [যাদুবিদ্যা দ্র°]

বর্ত্তমানকালে আচারানুকরণ (Custom imitation), পরিচ্ছদানুকরণ (Mode imitation or Imitation of current fashions) প্রভৃতি কতকগুলি নূতন নকলের ভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশেও একটী প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে:—"আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।" ইহাও নকলের আভাস মাত্র। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত জানিতে হইলে Gabriel Tarde বিরচিত Les Lois de l'imitation, 2nd Ed. 1895 দ্রষ্টব্য।)

অনুকরণের একটী শিল্পসংজ্ঞা আছে। শিল্পী যাহা কিছু নির্ম্মাণ করেন—চিত্রই হউক বা প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তিই হউক তাহা একটী বিষয়ের অনুকরণ করিয়া প্রস্তুত করেন। চিত্রকর, নাট্যকার বা বাস্তুকর ইহারা অনুকারী; কোন বস্তুর সদৃশীকরণ করিতে যাইয়াও ইহারা মূল সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়েন। কারণ মূল হইতে অনুকরণ তিন গুণ তফাত। আরিষ্টটল্ ও প্লেটো এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (Rep. X. 596)

ভাস্কর দেবতার প্রতিমূর্ত্তি (Image of God) প্রস্তরে যাহা উৎকীর্ণ করেন এবং চিত্রকর তাহার তৈলপটে যে মূর্ত্তি অনুকরণ করেন তাহা কোন সুন্দর মূর্ত্তিরই অনুকরণে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে সময়ের প্রভাবে যখন যে শিল্প-চিত্র সাধারণে অনুমোদিত ও আদৃত হইয়াছে, তখন সেইরূপ চিত্রেরই শিল্পিগণ অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। [প্রতিমূর্ত্তি দ্র°]

বর্ত্তমান কালে ফটো-চিত্র বা কোন আলেখ্য দর্শন করিয়া শিল্পিগণ যে সকল Bust বা Statue ব্রোঞ্জ বা প্রস্তরে প্রস্তুত করিতেছেন, তাহাও মূল মনুষ্য বা তাহার Photograph অথবা Oilpainting হইতে অনুকৃত হইতেছে। [প্রতিকৃতি দ্র°]

একজাতীয় জীবের সহিত অন্য জাতীয় জীবের গঠন ও বর্ণানুকরণ লক্ষ্য করিয়া জীব-বিজ্ঞানে প্রাণিবিদ্গণ ঈশ্বর সৃষ্টিতে এই প্রকার অনুকরণ মূলতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ দুইটী জীবজাতি বর্ণসমতা প্রাপ্ত না হইলে একে অপরের ধ্বংসসাধন করিতে পারিত।

সঙ্গীতেও এক প্রকার অনুকরণপদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে একটী স্বর-লহরীর সঙ্গে অপর সঙ্গীতের সুমিষ্ট সুরের পদসংযোজনা করিয়া উহার স্বর-লহরের বৈচিত্র্য ও মিষ্টতা বৃদ্ধি করা হয়। এই পদ গুলি স্বরসন্নিবেশ উল্টাপাল্টা করিয়া, অথবা বাড়াইয়া কমাইয়া দেওয়া যায়।

এই অনুকরণ সাধারণতঃ অনুসৃত হয় বলিয়া সঙ্গীতজ্ঞগণ ইহার চারিটী পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—স্বরক্রমের বদবদল করিয়া (by inversion), বদবদল ও উল্টপালট করিয়া (by inversion and reversion) এবং স্বরের কমবেশী করিয়া (by augmentaton or by diminution) স্বরানুকরণ নিষ্পন্ন হইতে পারে।

অনুকরণীয়—(ত্রি) অনুকরণ-যোগ্য।

অনুকর্ণ—(ক্লী) কর্ণের নিকটস্থ স্থান।

অনুকর্ত্তা—(পুং) অনুকরণকারী ব্যক্তি। ২ আদেশানুযায়ী।

অনুকর্ষ—(পুং) [অনুকৃষ্যতে বধ্যতেঽনেন সংবাতে অনু-কৃষ্-ঘ] রথের তলা। ২ রথের নিম্নে যে কাষ্ঠ চাকার সঙ্গে বদ্ধ থাকে। [অনু কৃষ্-ঘঞ্] ৩ আকর্ষণ। অমরকোষের টীকায় রায়মুকুট এবং মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, "অনুকর্ষেতি নান্তোঽপ্যয়ম্"। 'অনুকর্ষন্' এইরূপ নকারান্ত শব্দও প্রচলিত আছে।

অনুকর্ষণ—(ক্লী) [অনু কৃষ্-ভাবে ল্যুট্] আকর্ষণ। ২ পূর্ব্ববাক্যে কিছু উক্ত থাকিলে স্পষ্ট অর্থের নিমিত্ত পরবাক্যে কোন পদাদির আকর্ষণ। (পা ৩.১.৯ কাশিকা) ৩ (ক্লী) [বৈদিক] পানপাত্র।

অনুকল্প—(পুং) [কল্পতে বিধীয়তে কৃপ-ণিচ্-ঘঞ্ কল্পো বিধিঃ, যঃ প্রথমঃ কল্পঃ আদ্যো বিধিঃ স মুখ্যঃ স্যাৎ; ততো

মুখ্যাদধমো গৌণঃ অনুকল্পঃ স্যাৎ, প্রাদিস] প্রধান বিধি নাহ। ২ প্রধান বিধির চেয়ে অধম বিধি। ৩ [illegible] অভাব বিধি। "অনুকল্পস্বয়ং জ্ঞেয়ঃ [illegible]" (মনু ৩.৮১) ৪ গৌণ বিধি। ৫ [illegible] ব্রীহি দিয়া যাগ করিবে। [illegible] বিধি [illegible] কিন্তু ব্রীহি না পাইলে তাহার অভাবে [illegible] দেওয়া চলে। "ব্রীহ্যভাবে নীবারৈর্যজেত"। এইটা [illegible] বিধির অপেক্ষা নিকৃষ্ট। "মুখ্যঃ স্যাৎ প্রথমঃ কল্পো হ্যনুকল্পস্তথোঽধমঃ"। (অমর)

[অনুগতং কল্পং [illegible], অ [illegible]] কল্পসূত্র গ্রন্থ, কল্পশাস্ত্রপ্রতিপাদক গ্রন্থ। (বৈদ্যক) এক দ্রব্যের অভাবে তৎগুণসম্পন্ন অন্য দ্রব্যের গ্রহণ।

অনুকাঙ্ক্ষা—(স্ত্রী) অভিলাষ, ইচ্ছা।

অনুকাঙ্ক্ষিত—(ত্রি) ঈপ্সিত, অভিলষিত।

অনুকাঙ্ক্ষিন্—(ত্রি) ইচ্ছুক, অভিলাষী।

অনুকাম—(পুং) [অনুঃ যোগ্যঃ সদৃশো বা কামঃ, প্রাদি স°] যোগ্য অভিলায। ২ অনুকূল যত্ন বা পদার্থ। (ঊরুবন্ধঃ ১৮৮) ৩ যে কামনা করা যাইতে পারে। [illegible] এবং সদৃশ অর্থে অনুকাম শব্দ অব্যয়ীভাব সমাসও হয়। যেমন—'কামস্য সদৃশং যোগ্যং বা অনুকামম্'। অর্থাৎ কামের সদৃশ বা যোগ্য। (ঋক্ ৯।১১৩।৯) 'কামমনতিক্রম্য—অনুকামম্।' [illegible] অ [illegible] কামনা। অর্থাৎ যথাকাম। [অনুকাম [illegible]] (ত্রি) অতিকামুক।

অনুকামীন—(ত্রি) [অনুকামম্ যথেচ্ছং গচ্ছতি [illegible]] যথেষ্টগমনশীল। ২ যথেচ্ছাচারী। "কামঙ্গাম্যনুকামীনঃ" (অমর)।

অনুকার—(পুং) [অনু কৃ ঘঞ্] অনুকরণ, সদৃশীকরণ। ঝংকট পটৎ ইত্যাদি অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করা। "অনুহারো-ঽনুকারঃ স্যাৎ।" (অমর)। যথা, 'রণৎরণেতি নূপুরধ্বনেরনুকারঃ। ব্যক্তগণানুকারঃ" (মুগ্ধবোধ)

অনুকারিন্—(ত্রি) [অনুকরোতি অনু কৃ ণিন] যে অনুকরণ করে। ২ সদৃশ। "অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু"। (শকু°) (স্ত্রী) ঙীপ্, অনুকারিণী।

অনুকার্য্য—(ত্রি) [অনুক্রিয়তে অনু কৃ ণ্যৎ] অনুকরণীয়। (রামা° ৬৪০৫) যাহার অনুকরণ করা যাইতে পারে। ২ পশ্চাৎ কর্ত্তব্য।

অনুকাল—(অব্য) [কালস্য যোগ্যম্ যথার্থে অব্যয়ীভাব] কালের যোগ্য। "অনুকালং বিশেষতঃ" (পঞ্চতন্ত্র) ২ চিরকাল।

অনুকীর্ত্তন—(ক্লী) [অনু কৃৎ ণিচ্ ল্যুট্] বলা। ২ পশ্চাৎ [illegible]। ৩ অনুবাদ। 'তিনি তাঁহার [illegible] করেন।' অ [illegible] তিনি [illegible] অনুমোদন করেন বা [illegible] থাকেন।

[illegible] যে [illegible] অনুকূল [illegible] সেই দিকে [illegible] যেমন [illegible] হেতু হয়, তাদৃশ [illegible]। ([illegible] ৫।৪।[illegible]) ২ সহায়। 'অনুকূলো [illegible]' ([illegible]) ৩ [illegible] ৪ যিনি তাহারও [illegible] অনুকূল [illegible]। ৫ [illegible]।

[কুলানুকূলং যে [illegible] দ্যুতি [illegible], অত্য [illegible] স°] (বাচস্পত্য)

(পুং) অলঙ্কারশাস্ত্রমতে [illegible] নায়কবিশেষ। যে [illegible] এক স্ত্রীতে অনুরক্ত। অনুকূল একনিরতঃ।' (সাহিত্যদর্পণ ৩।৭০)। 'একস্যামেব নায়িকায়ামাসক্তো [illegible]॥' "একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।" (ভারতচন্দ্র)

৭ অলঙ্কারবিশেষ। "অনুকূলং প্রাতিকূল্যমানুকূল্যানুবন্ধি চেৎ" (সাহিত্যদর্পণ ১০।১১১)। যেখানে অনিষ্ট [illegible] হইতে ইষ্টলাভ হয়, তাহাকে অনুকূল অলঙ্কার।

"অপরাধ করিয়াছ, হৃদয়ে রাখিয়া আমি,
ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড" (ভারতচন্দ্র)

[illegible] দণ্ড [illegible] ভুজপাশ [illegible] দণ্ড হইলেও, [illegible] সেই অনিষ্টে ইষ্টসিদ্ধি হয়।

৮ সকলের [illegible], পরমেশ্বর। (স্ত্রী) অনুকূলা—দন্তী গাছ। [দন্তী দ্র°]

অনুকূলকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] লঘুদন্তী। (বৈদ্যকনি°)

অনুকূলতা—(স্ত্রী) [অনুকূল [illegible] টাপ্] সহায়তা। 'অনুকূলতা [illegible] সমীপে [illegible]' ([illegible]) ২ [illegible]।

অনুকূলনায়ক—(পুং) [illegible] অথবা [illegible]।

অনুকূলবায়ু—(পুং) সহায়কর বায়ু।

অনুকূলা—(স্ত্রী) [[illegible]] [illegible] (দন্তী দ্র°) ২ ছন্দোবিশেষ। ৩ মৌক্তিকমালা।

অনুকূলিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ক্ষুদ্রদন্তী।

অনুকৃত—(ত্রি) পশ্চাৎকৃত।

অনুকৃতি—(স্ত্রী) [অনু কৃ ক্তিন্] অনুকরণ, সদৃশীকরণ।

অনুকৃষ্ট—(ত্রি) [অনু কৃষ্ ক্ত] আকৃষ্ট। যাহা আকর্ষণ করা হইয়াছে। ২ অনুবৃত্ত। যেমন, ব্যাকরণের পূর্বসূত্রে কোন প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়া পরসূত্রে তাহার আর উল্লেখ না থাকিলে তেমন স্থলে, পূর্বপ্রত্যয় পরসূত্রে অনুকৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। "চানুকৃষ্টং নোত্তরত্র।" চকার দ্বারা

কোন প্রত্যয় অনুক্ত হইলে তাহার অনুবৃত্তি আর পরের সূত্রে যায় না। (পা। ৮ ১.৪১ কাশিকা)

অনুক্ত—(ত্রি) [ন উক্তম্] অনভিহিত, অকথিত, যাহা বলা হয় নাই। ব্যাকরণ-মতে, তিঙ, কৃৎ, তদ্ধিত এবং সমাস এই সকল দ্বারা প্রায় উক্ত অর্থাৎ কথিত হয়। তিঙ্ দ্বারা "হরিঃ সেব্যতে। হরি সেবিত হইতেছেন (হরিকে সেবা করিতেছে) কৃৎদ্বারা, "চৈত্রেণ গতঃ"। চৈত্রনামে কোন ব্যক্তি যে গ্রামে গমন করিয়াছে। তদ্ধিত দ্বারা "শতেন ক্রীতঃ শত্যঃ"। শতবস্তু দ্বারা ক্রয় করা দ্রব্য। এখানে ক্রীত অর্থে যৎ হওয়ায় তাহাই উক্ত হইয়া শত্য হইয়াছে। সমাস দ্বারা -'আরূঢ়ো বানরো যং স রূঢ়বানরো বৃক্ষঃ' বানর যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে। এখানে সমাস দ্বারা বৃক্ষ উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল দ্বারা উক্ত না হইলে 'গ্রাম' গচ্ছতি' গ্রামে গমন করিতেছে। 'গ্রামং গতঃ' গ্রামে গমন করিয়াছে। 'বেদমধীতে' বেদ অধ্যয়ন করিতেছে এইরূপ লিখিত হইত। "অনুক্তে কর্ম্মণি দ্বিতীয়া স্যাৎ।" অনুক্ত কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

'অনুক্তসমুচ্চয়শ্চার্থঃ" (স্মার্ত্ত)। এখানে চকারের অর্থ অনুক্ত-সমুচ্চয় অভিপ্রেত।

"মধুশ্চ তে মন্মথ। সাহচর্য্যাদসাবনুক্তোঽপি সহায় এব"

(কুমার ৩২১)

অনুক্তি—(স্ত্রী) অনুক্রন্দন।

অনুকথ—(ত্রি) নাস্তি উক্থং স্তোত্রং যস্য, নঞ্ বহুব্রী] স্তোত্রশূন্য। "কৃণবন্ননুকথাঃ" (ঋক ৫ ২.৩)

অনুকথ্য—(ত্রি) | উক্থ-যৎ, উক্থমর্হতি, নঞ্-তৎ] স্তুতির অযোগ্য, প্রশস্ত নহে।

অনুক্রকচ—(ত্রি) দন্তবিশিষ্ট।

অনুক্রম—(পুং) [অনুগতঃ ক্রমম, প্রাদিতৎ ০০ । অনুগতঃ ক্রম, ক্রমের উল্লঙ্ঘন নহে, আনুপূর্ব্য। যাহার পর যাহা পাঠাদি করিতে হয়, তাহার নিয়ম। "প্রচক্রমে বক্তুমনুক্রমজ্ঞা" (রঘু) [ক্রমমনতিক্রম্য। অর্থাৎ ক্রম অতিক্রম না করিয়া বা যথা ক্রম এই অর্থে অব্যয়" (অব্য) ক্রমের অনতিক্রম।

অনুক্রমণ—(ক্লী) নিয়মিত প্রবাহ। ২ পশ্চাতে গমন।

অনুক্রমণিকা, অনুক্রমণী—(স্ত্রী) [অনুক্রম্যতে যথোত্তরং পরিপাট্যা আবক্ষ্যতেঽনয়া অনু-ক্রম-করণে ল্যুট্, স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্ স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ। (বাচস্পত্যাভিধান) অনুক্রমণ-ঙীষ্] গ্রন্থ-বিশেষের আনুপূর্ব্ব পাঠাদিজ্ঞাপক পরিচ্ছেদ বা প্রাতিশাখ্য। গ্রন্থারম্ভে ভূমিকা বা উপক্রমণিকা। বেদের অনেকগুলি অনু-ক্রমণিকা আছে। অনুক্রমণিকা একপ্রকার সূচীপত্র। ইহাতে প্রত্যেক সামের প্রথম শব্দ, সামের সংখ্যা, ঋষিদের নাম, দেবতার নাম ও ছন্দের নাম উল্লিখিত আছে। ঋগ্বেদের অনু-ক্রমণী কাত্যায়নের বিরচিত। সামবেদের অনুক্রমণীর নাম-- সর্ব্বানুক্রমণী বা সর্ব্বানুক্রম। "সর্ব্বস্যোপার্থবর্ণনাৎ সর্ব্বানুক্রমণী শব্দং নিক্রবন্তি বিপশ্চিতঃ।"

কাত্যায়নের অনুক্রমণিকার টীকাকার ষড়্গুরু-শিষ্য বেদার্থ-দীপিকায় লিখিয়াছেন যে, কাত্যায়নের পূর্ব্বে একখানি অনু ক্রমণী ছিল। তাহাতে বেদমন্ত্রের ঋষিদের নাম, ছন্দ, দেবতা-দের নাম, অনুবাক, ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্ত এবং সামের বিবরণ পাওয়া যাইত। "আর্ষানুক্রমণীত্যাস্তা ছান্দসী দৈবতী তথা। অনুবাকানুক্রমণী সূক্তানুক্রমণী তথা"। ষড়্গুরুশিষ্যের মতে এই অনুক্রমণী গ্রন্থ শৌনকের লিখিত। শৌনকের অনুক্রমণীর মধ্যে এখন কেবল অনুবাকাক্রমণী পাওয়া যায়। ইহা পদ্যগ্রন্থ। কাত্যায়নের অনুক্রমণীখানি সূত্রের মত সংক্ষেপে গদ্যে রচিত হই-য়াছে। কিন্তু ষড়্গুরুশিষ্য এবং সায়ণাচার্য্যের সময়ে, অর্থাৎ চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রায় সকল অনুক্রমণীগুলিই বিদ্যমান ছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, ষড়্গুরুশিষ্য শৌনক-রচিত দেবানুক্রমণী হইতে এবং সায়ণাচার্য্য আপনার বেদভাষ্যের মধ্যে শৌনকের আর্ষানুক্রমণী ও বৃহদ্দেবতানুক্রমণী হইতে অনেক প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের সর্ব্বসমেত সাতখানি অনুক্রমণীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে পাঁচখানি শৌনকের রচিত, একখানি কাত্যায়নের, আর একখানি কাহার লিখিত তাহা নিশ্চিত করিতে পারা যায় না। বৃহদ্দেবতা অনুক্রমণীখানি যদ্যপি যথার্থই শৌনকের রচিত হয় এবং ঐ গ্রন্থে পরবর্ত্তী লেখকেরা যদি নূতন নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে শৌনক যাস্কের পর বর্ত্তমান ছিলেন প্রমাণ হয়। কারণ, বৃহদ্দেবতার ভিতরে আশ্বলায়ন, ঐতরেয়ক, কৌষীতকী, ভাল্লবি-ব্রাহ্মণ, নিদানগ্রন্থ, শাকল, বাস্কল, মধুক, শ্বেতকেতু, গালব, গার্গ্য, রথীতর, রাণায়নী, শাকটায়ন শাণ্ডিল্য, রোমকায়ন, স্থাবীর, শাকপূনি, ঔর্ণভাব, যাস্ক প্রভৃতি অনেক নাম পাওয়া যায়। তাই বোধ হইতেছে বৃহদ্দেবতা যাস্কের পরে লিখিত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের তিনখানি অনুক্রমণী আছে, যথা—আত্রেয়ী শাখার একখানি, চারায়ণীয় শাখার একখানি এবং আর এক-খানি মাধ্যন্দিন শাখার। আত্রেয়ী অনুক্রমণীতে লিখিত আছে যে, বৈশম্পায়ন ঐ অনুক্রমণী যাস্ককে দেন। যাস্কের কাছে তিত্তিরি পাইয়াছিলেন। তিত্তিরির নিকট হইতে উক্ষ এবং উক্ষের নিকট হইতে আত্রেয় উহা পাইয়া পদ-রচনা করেন।

সামবেদের অনুক্রমণী দুই প্রকার। তন্মধ্যে একটীর নাম

—"নৈগেয়ানামৃক্‌পর্বম্"। আর এক প্রকারের নাম "নৈগেয়ানামৃকুদৈবতম"। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শেষোক্ত অনুক্রমণী অধিক দিনের রচিত নহে।

অথর্ব্ববেদের কেবল একখানি মাত্র অনুক্রমণী পাওয়া যায়, ইহার নাম বৃহৎসর্ব্বানুক্রমণী। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদের আর অনুক্রমণী ছিল কি না, তাহার স্থিরতা নাই। বৃহৎসর্ব্বানুক্রমণী দশ পটলে সমাপ্ত। অথর্ব্ববেদসংহিতায় যাবতীয় বিষয়ের তালিকা ইহাতে অতি স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

অনুক্রান্ত—(ত্রি) সংসাধিত, পঠিত অথবা নিয়মিতরূপে কৃত।

অনুক্রিয়া—(স্ত্রী) অনুকরণ।

অনুক্রী—(পুং) [অনুক্রিয়তে অনু-ক্রু-উণ্ ঈ কিচ্চ] (বাচস্পতি) সপ্তক্রু নামক যজ্ঞ। "হীনস্তানুক্রীঃ" (কাত্যা° শ্রৌত° ২২.২ ১৯) "অনুক্রীর্নাম সাপ্তক্রঃ ক্রতুঃ স হীনস্ত ভবতীতি" (ভাষ্য)

অনুক্রোশ—(পুং) [অনুক্রোশতি অনেন অনু ক্রুশ-আহ্বানে রোদনে চ ঘঞ্] করুণা। "কৃপাদয়ানুকম্পাস্তাদনুক্রোশঃ"। (অমর) (ত্রি) [অনুগতং ক্রোশম, গতি-স°] যে এক ক্রোশ পথ গিয়াছে।

অনুক্ষণ—(অব্য) [বীপ্সায়াং অব্যয়ী°] প্রতিক্ষণ, অনবরত। (ত্রি) [অনুগতং ক্ষণম গতি-স°] ২ যাহা চিরকাল থাকে, নিরন্তর স্থিতি।

অনুক্ষণ শব্দের ব্রজবুলীতে "অনুখন" এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে।

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।' (বিদ্যাপতি)

হিন্দীতে "ক্ষ" স্থানে চ্ছ এইরূপ উচ্চারণ করা হয়। যেমন বৃচ্ছ (বৃক্ষ)। অনুচ্ছন (অনুক্ষণ)। প্রাকৃত ভাষায় "ক্ষ" স্থানে "ক্‌খ" লিখিত হয়। যেমন,—"কেসরক্‌খক (কেশরবৃক্ষক) ("উবভোঅক্‌খমো (উপভোগক্ষমঃ)। পেক্‌খদি প্রেক্ষতে ইত্যাদি।

অনুক্ষত্তৃ—(পুং) প্রতিহারসেবক অর্থাৎ দ্বারপালক অথবা সারথীর সহায়ক। (শুক্লযজুঃ ৩০ ১৩)

অনুক্ষত্র—(অব্য) প্রতিরাত্রি।

অনুক্ষেপ—(ক্লী) উড়িষ্যার মন্দিরের ভৃত্যকে প্রদত্ত-পারিশ্রমিক।

অনুখণ্ড—(পুং) দেশ বিশেষ নাম।

অনুখ্যাতি—(স্ত্রী) আবিষ্কার করিবার অথবা সংবাদ দিবার কার্য্য। (ঐতরেয়ব্রা° ১.৮)

অনুখ্যাতৃ—(পুং) সংবাদদাতা। ২ আবিষ্কারক। ৩ প্রকাশকর্ত্তা।

অনুগ—(ত্রি) [অনু পশ্চাদ্ গচ্ছতি অনু-গম্-ড] পশ্চাদ্‌গামী। সহচর, সেবক। "তদ্ভূতনাথানুগ।" (রঘু ২.৫৮) "অষগবকাময়নুগোহনুপদং ক্লীবমব্যয়ম।" (অমর) (পুং) [বৈজক] পরিচারক। (রত্নাবলী)

অনুগঙ্গ—(অব্য) [গঙ্গায়াং বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ী°] গঙ্গাতে, গঙ্গার সমীপে।

অনুগণিত—(ত্রি) যাহা পরে গণনা করা হয়।

অনুগণিতিন্—(ত্রি) যাহা গণিত হইয়াছে।

অনুগত—(ত্রি) [অনু-গম-ক্ত] পশ্চাদ্‌গত। ২ আশ্রিত। ৩ যথাক্রমে গত। ৪ সংগৃহীত। ৫ অখিল। ৬ বিশেষ। ৭ অধীন।

অনুগতার্থ—(ত্রি) যে অর্থের সমাধান হয়, অথবা যাহার অর্থ সহজে পাওয়া যায়।

অনুগতি—(স্ত্রী) [অনু গম-ক্তিন] অনুগমন, পশ্চাদ্‌গমন। "বণস্ত চতুরঙ্গস্ত নায়কানুগতির্নয়ঃ" (রামা° ৫ ৮১ ২৩)

অনুগতিক—(পুং) পশ্চাদ্‌গামী ব্যক্তি। ২ অনুকরণকারী ব্যক্তি।

অনুগন্তব্য—(ত্রি) পশ্চাদ্‌গমনের যোগ্য। ২ অনুকরণ করিবার যোগ্য।

অনুগম—(পুং) [অনু-গম-অপ্] পশ্চাদ্‌গমন। ২ যথাক্রমে গমন করা। ৩ উপসর্পণ। ৪ ন্যায়মতে—সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা বিশেষরূপ সকলের সংগ্রহ। যথা—"সর্ব্বেষাং ঘটানামনুগমো ঘটত্বম" সামান্য একটী ধর্ম্ম 'ঘটত্ব' বলিলে নীল পীত প্রভৃতি সকল ঘটকে বুঝায়। নরত্বরূপ একটী ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যবন প্রভৃতি সকল জাতির মনুষ্যকে বুঝায়।

অনুগমন—(ক্লী) [অনু-পশ্চাদ্-গম ভাবে ল্যুট্] পশ্চাদ্‌গমন। সহগমন। "ভর্ত্তৃশরীরানুগমনং করিষ্যামি" (রঘু) [অনুমৃতা দ্র°]

অনুগমনবিধান—সহমরণবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুগব—(ক্লী) [গোঃসদৃশ আয়ামঃ অনুগু ততো নিপাতনে অচ্] গোরুর যতটুকু আয়তন তত বড় গাড়ী। গো-পরিমিত শকট।

অনুগবীন—(ত্রি) [গোঃ পশ্চাদ্ অনুগু পর্য্যাপ্তং গচ্ছতি-খ] গোরুর পশ্চাদ্‌গামী। ২ গোপাল, রাখাল। গয়লা।

অনুগাদিন্—(ত্রি) [অনুগদতি অনু-গদ্ ণিনি] অনুবাদক।

অনুগা—(স্ত্রী) অপ্সরোবিশেষ

অনুগাঙ্গ—(পুং) গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশ।

অনুগাঢ়—(ত্রি) মগ্ন।

অনুগামিন্—(ত্রি) [অনু-গচ্ছতি অনু-গম-ণিনি] পশ্চাদ্‌গামী, সহচর। (স্ত্রী) [ঙীপ্] অনুগামিনী—পশ্চাদ্‌গামিনী। "মেঘরাজীব বায়ুপুত্রানুগামিনী" (রামা° ৫.৫.৩১

অনুগামক—(ত্রি) স্বভাবতঃ অথবা অনবরত পশ্চাদ্গমনকারী।

অনুগিরম্—(অব্য) পর্ব্বতোপরি।

অনুগীত—(পুং) ছন্দোবিশেষ।

অনুগীতা—(স্ত্রী) মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বের অংশ বিশেষ। ইহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে উল্লিখিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগের পৈতৃক-রাজ্য অধিকার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে করিতে একদা প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে ভগবান্‌কে কহিলেন, হে মধুসূদন। যুদ্ধকালে আমি তোমার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তোমার বিশ্বমূর্ত্তিও নিরীক্ষণ করিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে বন্ধুত্ব-নিবন্ধন আমাকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলে, আমি স্বীয় বুদ্ধিদোষে তৎসমুদায় বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পুনরায় আমার কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এই সময়ে আমার নিকট পুনরায় তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।

অর্জ্জুন এই কথা বলিলে বাসুদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়। আমি তোমার নিকট নিগূঢ় ধর্ম্ম ও নিত্য-লোক সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি যে বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় শ্রবণ ও অবধারণ কর নাই, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমার মনে হইতেছে তুমি অতিশয় নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য, অতএব আমি আর কোন ক্রমেই তাদৃশ উপদেশ তোমাকে দিতে পারিব না। তৎকালে আমি যোগযুক্ত হইয়া তোমার নিকট পরব্রহ্মজ্ঞাপক বিষয়সমূহ কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মলোক-সম্পাদক অপর নূতন এক ইতিহাস বলিতেছি। এই ইতিহাস বুদ্ধিপূর্ব্বক অবহিত হইয়া শ্রবণ করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। একদা এক ব্রাহ্মণ স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক পরিভ্রমণপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিলে আমি তাহাকে মোক্ষধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অন্তঃকরণে প্রাণিগণের মোহ-বিনাশক মোক্ষধর্ম্মের ইতিহাস এইরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, পূর্ব্বে কশ্যপ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কোন এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে গুরুর ন্যায় পরিচর্য্যা করিতে করিতে একদা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে কিরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে। কশ্যপের বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধপুরুষ কহিলেন, মনুষ্যেরা বিবিধ কার্য্য ও পুণ্যযোগবলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া দেবলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, নিম্নোক্ত বিষয়সম্বন্ধেও তিনি কশ্যপকে বিশেষভাবে উপদেশ দেন। যথা—১। জীবের দেহত্যাগের কারণ এবং জীব দেহচ্যুত হইলেও তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদায় কেন তাহাকে পরিত্যাগ করে না? ২। জীব-সমুদায় স্বর্গগামী হইয়া যে যে স্থানে অবস্থান করে এবং তাহা-দিগের কিরূপ গতি হয়। ৩। জীবের দেহ-পরিগ্রহ এবং ইহলোকের ফলভোগ। ৪। মনুষ্য কিরূপ কর্ম্মের দ্বারা জন্মান্তরে গর্ভ-প্রবেশ করে। ৫। মানবগণ বিবিধ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পরিণামে সুখ-লাভ করে। ৬। সর্ব্বপ্রথমে কে শরীর গ্রহণ করিল, এই প্রকার মানব-মনোগতি-সংশয়ের নিরসন। ৭। কি উপায়ে শাশ্বত অব্যয় পরমপুরুষকে অবগত হওয়া যায়। ৮। যোগিগণ যে সকল উপায় দ্বারা যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যকে দর্শন করেন এবং যে সমস্ত নিগ্রহোপায় দ্বারা চিত্তকে বিষয়াসক্তি হইতে নিবৃত্ত করেন। ৯। সনাতন ব্রহ্মই জীবের গতি। জীব জ্ঞানমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ব্রহ্মেতে লীন হইয়া কিরূপে মুক্তিলাভ করে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট সিদ্ধ ও কশ্যপ বৃত্তান্ত বলিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-সংবাদ কীর্ত্তন করিলেন।

পূর্ব্বকালে এক জ্ঞানবিজ্ঞান-পারদর্শী ব্রাহ্মণ বিজন প্রদেশে সমাসীন হইয়া স্বীয় পত্নীকে কর্ম্মযোগ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। দশহোতৃবিহিত অন্তর্যাগ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত বাক্য, অন্তর্যাগনিরত সপ্তহোতার বিবরণ, অন্তর্যাগনিরত প্রাণাদি পঞ্চহোতার বিষয়, দেবমত-নারদ-সংবাদ, চাতুর্হোত্রবিষয়ক রহস্য, সর্প, দেবতা, ঋষি ও অসুরগণের কিরূপে শ্রেষ্ঠতাবাদি লাভ হইয়াছিল, অধ্বর্য্যু ও যতিসংবাদ নামক পুরাতন ইতিহাস, কার্ত্তবীর্য্য ও সমুদ্রসংবাদ, ব্রাহ্মণ জনকসংবাদ, প্রভৃতি। এই সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়া বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনের নিকট গুরুশিষ্যসংবাদ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের বিবরণ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চভূত, ও ইন্দ্রিয়াদি চতুর্বিংশতিতত্ত্বের বর্ণন, উত্তঙ্ক ও সৌদাস রাজার কাহিনী প্রভৃতি বিবরণ প্রকাশ করিলেন। (মহা° আশ্ব° অনুগী° ১৬—৯২ অ দ্র°)

অনুগীতি—(স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। ইহাতে দুইটী পদ আছে।

অনুগু—(অব্য) গরুর পশ্চাতে, অথবা গাভীর পশ্চাতে।

অনুগুণ—(ত্রি) [অনুকূলো গুণোযস্য] অনুকূল। ২ সহায়, ৩ অনুগত। ৪ অনুরূপ। ৫ অনুরূপগুণ। ৬ উপকরণ। (ত্রি) ৭ সদৃশগুণযুক্ত। [অনুগতং গুণং তন্ত্রীসূত্রং বা] ৮ গুণানুরক্ত। (স্ত্রী) ৯ তন্ত্রীযুক্তবীণা। [গুণে ইতি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী° গুণমনতিক্রম্য অব্যয়ী°] ১০ গুণের অনতিক্রম না করিয়া। অনুগুণ শব্দ বসন্তাদিগণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। তজ্জন্য—অনুগুণ জানে বা অনুগুণবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে এই অর্থে অনুগুণ ঠক্ আনুগুণিক এই প্রকার রূপসিদ্ধ হইবে। যিনি অনুগুণবোধক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। যিনি অনুগুণ জানেন।

অনুগুপ্ত—(ত্রি) [অনু-গুপ-রক্ষণে-ক্ত] আচ্ছাদিত, আবরণযুক্ত। "অনুগুপ্তা আচ্ছাদিতা" (বসু°)

অনুগৃহীত—(ত্রি) [অনু-গ্রহ-ক্ত] অনুগ্রহযুক্ত, অনুগ্রহের পাত্র, যাহাকে দয়া করা হইয়াছে। ২ পশ্চাৎ। ৩ রক্ষিত।

অনুগ্র—(ত্রি) [ন উগ্রম্] উগ্র নহে। ২ শান্ত স্বভাব। ৩ অসমর্থ। "অনুগ্রাসশ্চ বৃত্রহন্"। (ঋক্ ৮.১.১৪) ৪ অনুদ্ধত। ৫ অনুদগূর্ণ।

অনুগ্রহ—(পুং) [অনু-গ্রহ-অপ্] দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। ২ অনিষ্ট নিবারণ করিয়া ইষ্ট সাধন। ৩ প্রসাদ, প্রসন্নতা, আনুকূল্য।

"বিরূপোন্মত্তনিঃস্বানামকুৎসাপূর্ব্বকং হি যৎ।

পূরণং দানমানাভ্যামনুগ্রহ উদাহৃতঃ ॥" (রামতর্কবাগীশ)

কুরূপ, উন্মত্ত এবং নির্দ্ধন ব্যক্তিদিগকে নিন্দা না করিয়া যে প্রতিপালন করা তাহার নাম অনুগ্রহ। ৪ দরিদ্রাদির প্রতিপালন। ৫ পুরাণ মতে পঞ্চম অথবা অষ্টম কল্প। (ত্রি) [গ্রহো গ্রহণং সূর্য্যাদিগ্রহো বা তমনুগতম্। গতি-স°] ৬ চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের সদৃশ। ৭ সূর্য্যাদি নবগ্রহের অনুগত।

অনুগ্রহ$_2$—রাজানুগ্রহ। প্রজার হিতার্থে রাজানুষ্ঠিত দানাদি বা রাজদত্ত অধিকার (Privilege)।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়, রাজকোষ যাহাতে সমৃদ্ধ হইতে পারে, যাহাতে রাজকোষে অর্থাভাব না হয়, সেই ভাবে রাজা প্রজাদিগের প্রতি 'অনুগ্রহ' এবং 'পরিহার' (রাজস্ববিষয়ে ত্যাগস্বীকার) বিধান করিবেন। "অনুগ্রহপরিহারৌ চৈভ্যঃ কোশবৃদ্ধিকরৌ দদ্যাৎ। কোশোপঘাতিকৌ বর্জয়েৎ। অল্পকোশো হি রাজা পৌর-জানপদানেব গ্রসতে।" (কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র ২.১ ১৯)

কৌটিল্য আরও বলিয়াছেন—"দুর্ভিক্ষস্তেনাটব্যুপঘাতেষু চ পৌরজানপদানুৎসাহয়েয়ুঃ সত্রিণো রাজানুগ্রহং যাচামহে নিরনুগ্রহাঃ পরত্র গচ্ছাম ইতি।" (অর্থশাস্ত্র ১৩ ১.১৭১)। অর্থাৎ পররাজ্য মধ্যে দুর্ভিক্ষ, চৌর্য্য ও (সন্নিহিত দেশবাসী) আটবিকগণের উৎপাত উপস্থিত হইলে বৈদেশিক দূতগণ প্রজাগণকে রাজসকাশে অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতে উৎসাহিত করিবেন।

অনুগ্রহকাতর—(ত্রি) প্রসন্ন করিতে ইচ্ছুক।

অনুগ্রহমূর্ত্তি—শিবের ভৈরবাদি বিবিধমূর্ত্তির অন্যতম। যে মূর্ত্তিতে তিনি অনুগ্রহ বা বর প্রদান করেন। এই মূর্ত্তিতে শিবের বামভাগে দেবী বিরাজ করেন। দেবী শিবকে প্রসন্ন রাখেন। অনুগ্রহমূর্ত্তি নানাবিধ যথা—

(১) চণ্ডেশানুগ্রহমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তিতে মহাদেব চণ্ডেশকে তাঁহার অনুচররূপে অবস্থানের বর দিয়াছিলেন।

অংশুমদ্ভেদাগমে লিখিত আছে—

"অথ বক্ষ্যে বিশেষেণ চণ্ডেশানুগ্রহং পরম।

উমাসহিতবৎসর্ব্বং বামে কিঞ্চিন্নতাননম্ ॥

দক্ষিণে স্বতয়ং বর্জ্জ্য তদ্ধস্তং বরদং ভবেৎ।

বামে তু কটকং বর্জ্য তং কৃত্বা চণ্ডমূর্দ্ধনি ॥

হৃদয়েঽঞ্জলিসংযুক্তশ্চণ্ডেশো ভক্তিসংযুতঃ।

আসীনঃ পদ্মপীঠে তু চণ্ডেশঃ স্বর্ণসন্নিভঃ ॥

দেবীদেবেশয়োর্মধ্যে স্কন্দমূর্ত্তিং বিনা বুধাঃ।

চণ্ডেশানুগ্রহং খ্যাতং দক্ষিণামূর্ত্তিরুচ্যতে ॥"

(অংশুমদ্ভেদাগম ৭৫ পটল)

অর্থাৎ চণ্ডেশানুগ্রহ মূর্ত্তিতে শিব পার্ব্বতীসহ একাসনে উপবিষ্ট থাকেন। শিবের মুখমণ্ডল বামদিকে আনত; দক্ষিণহস্তে বরদ মুদ্রা ও বামহস্ত চণ্ডেশের শিরে ন্যস্ত। চণ্ডেশ শিবের পুরোভাগে পদ্মাসনে আসীন, তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়।

উত্তরকামিকাগমে ঐ মূর্ত্তির লক্ষণ এইরূপ—

"উময়া সহিতস্তাথ চন্দ্রশেখরমূর্ত্তিনঃ।

বামে বা দক্ষিণে বাপি কারয়েদ্দেশিকোত্তমঃ ॥

এবং (দেবং ?) জানুরূনাভ্যন্তনবক্ষোগলান্তগম।

সুখাসীনং স্থিতং বাপি কৃতাঞ্জলিপুটান্বিতম ॥

দেবেক্ষণসমোপেতং মস্তকং চণ্ডনায়কম।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং কুর্য্যাৎ কনিষ্ঠদশতালতঃ ॥

মালাগ্রং দেববরদে কটকেনেতরেণ তু।

দেবঃ শিরসি চণ্ডস্য মালয়া পরিবেষ্টিতম ॥"

(উত্তরকামিকাগম ৫৫ পটল)

অর্থাৎ চন্দ্রশেখর মূর্ত্তিতে শিব উমাসহ একাসনে বিরাজমান। সম্মুখে চণ্ডেশ্বর কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট। শিবের দক্ষিণহস্তে মালাগ্র, বামহস্তে উহার দ্বারা চণ্ডেশ্বরের মস্তক পরিবেষ্টিত করিতেছেন। চণ্ডেশমূর্ত্তির উচ্চতা শিবের জানু, উরু, নাভি, বক্ষ, গলা কিংবা মুখ পর্য্যন্ত এবং ইহা অধমদশতাল অনুসারে নির্ম্মিত।

পূর্ব্বকামিকাগম এবং শিল্পরত্নে চণ্ডেশানুগ্রহমূর্ত্তির লক্ষণ অনেকটা উক্ত প্রকার কথিত হইয়াছে।

গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরম্ নামক স্থানে রাজেন্দ্র চোল নির্ম্মিত এক শিবমন্দিরে একটী সুন্দর চণ্ডেশানুগ্রহমূর্ত্তি আছে। ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম পাদে নির্ম্মিত। কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরে এবং মদুরার মীনাক্ষী মন্দিরে কয়েকটী চণ্ডেশানুগ্রহমূর্ত্তি দেখা যায়।

(২) বিষ্ণ্বনুগ্রহমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তিতে শিব বিষ্ণুকে তাঁহার

উৎপাটিত নয়ন পুনঃপ্রদান করিয়াছিলেন। [শিবপুরাণে উপাখ্যান দ্র°]

উত্তরকামিকাগমে ইঁহার এইরূপ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে—

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভূতহিতায় চ।
চক্রদানস্বরূপং তু শৃণু শরবণোদ্ভব ॥
ত্রিনেত্রং চতুর্ভুজং শান্তং জটামুকুটমণ্ডিতম।
বামপাদং তু শয়নং লম্বিতং সব্যপাদকম।
টঙ্কং রথাঙ্গং সব্যে চ বর(দং) কৃষ্ণমৃগং তথা।
বামে বিষ্ণুসমাযুক্তং কৃতাঞ্জলিপুটান্বিতম ॥
বামে গৌরীসমাযুক্তমুত্তরে পরমেষ্ঠিনম।
সর্ব্বাবয়বসংযুক্তং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম ॥
পদ্মপুষ্পং সমভ্যর্চ্চ্য হরিণা নেত্রপূজিতম
প্রভামণ্ডলমধ্যস্থং শিরশ্চক্রসমাযুতম।
এবং কল্প্য বিশেষেণ প্রতিষ্ঠাং শৃণু ষণ্মুখ।

অর্থাৎ ইনি ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, শান্তমূর্ত্তি ও জটামুকুটধারী। ইঁহার বামপদ আসনে শায়িত, দক্ষিণপদ লম্বিত, দক্ষিণহস্তে টঙ্ক ও চক্র, বামহস্তে বরদমুদ্রা ও কৃষ্ণমৃগ। মস্তকের চতুর্দ্দিকে প্রভামণ্ডল ও শিরশ্চক্র। বামভাগে পার্ব্বতী, দক্ষিণে ব্রহ্মা। বিষ্ণু কৃতাঞ্জলিপুটে লোচনোৎপল দ্বারা ইঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন।

(৩) নন্দীশানুগ্রহমূর্ত্তি—শিব নন্দীকে যে মূর্ত্তি ধরিয়া অমরত্ব ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। উহার নাম নন্দীশানুগ্রহমূর্ত্তি। লিঙ্গপুরাণে নন্দীর উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

এই মূর্ত্তির লক্ষণ—

"নন্দীশ্বরপ্রসাদে তু বিশেষঃ কশ্চিদিষ্যতে।
ত্রিনেত্রং দ্বিভুজং শান্তং কৃতাঞ্জলিপুটান্বিতম্ ॥
সুবিকীর্ণজটোপেতং জটামুকুটকান্বিতম।
আভঙ্গসহিতং কুর্য্যাদাগম প্রবণাম্মুখম ॥
নন্দীশ্বরপ্রসন্নং তু কারয়েৎ পূর্ব্বমানতঃ ॥"

(উত্তরকামিকাগম ৫৫ পটল)

(৪) বিঘ্নেশ্বরানুগ্রহমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তিতে শিব বিঘ্নেশ্বর গণেশকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণনা—

"চতুর্ভুজং ত্রিনেত্রং চ জটামকুটসংযুতম্।
অভয়ং শিরসি ন্যস্ত বরদং বামহস্তকে ॥
কৃষ্ণাপরশুসংযুক্তং বিঘ্নেশো দক্ষিণে স্থিতঃ।
শয়ানং দক্ষিণং পাদং দধং বামং তু লম্বিতম ॥
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং শ্যামবর্ণং সুশোভিতম্।
দেবস্য বামপার্শ্বে তু দেবীং প্রহসিতাননাম ॥
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তাং সব্যে তূৎপলধারিণীম্।
বামে বরদসংযুক্তাং দ্বিভুজাং চ ত্রিনেত্রকাম ॥
দক্ষিণে শয়িতং পাদং দধং বামে তু লম্বিতম্।
একপীঠস্থিতাং দেবীমুমাস্কন্দোক্তবৎ কুরু ॥
বিঘ্নেশং রক্তবর্ণং চ কিরীটমুকুটান্বিতম।
নমস্কারাঞ্জলিকরং পাশাঙ্কুশসমন্বিতং ॥
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম ॥" (শ্রীতত্ত্বনিধি)

উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায়, এই মূর্ত্তিতে শিব ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, জটামুকুটভূষণ, তাঁহার দক্ষিণহস্ত অভয় মুদ্রায় বিঘ্নেশ্বরের মস্তকে অবস্থিত এবং বামহস্তে বরদ মুদ্রা। অপর দুই হস্তে পরশু ও মৃগ, দক্ষিণ পদ পীঠোপরি ন্যুব্জভাবে স্থিত, বামপদ লম্বিত। তিনি শ্যামবর্ণ ও সর্ব্বাভরণসংযুক্ত। তাঁহার বামপার্শ্বে পার্ব্বতী। দেবী ত্রিনেত্রা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা ও ঈষদ্ধাস্যমানা। তাঁহার দক্ষিণ করে নীলোৎপল, বামহস্তে বরদ মুদ্রা। তাঁহার পদদ্বয় শিবের পদদ্বয়ের ন্যায় অবস্থিত।

শিবের সম্মুখভাগে রক্তবর্ণ, কিরীটমুকুটান্বিত বিঘ্নেশ্বর দণ্ডায়মান। তাঁহার দুইহস্তে পাশাঙ্কুশ, অপর দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ।

(৫) কিরাতার্জ্জুনানুগ্রহমূর্ত্তি—শিবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্রদানের মূর্ত্তি। মহাভারত বনপর্ব্বে এই উপাখ্যান বর্ণিত আছে। মূর্ত্তির লক্ষণ—

"চতুর্ভুজং ত্রিনেত্রং চ জটামুকুটসংযুতম।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং দিব্যাম্বরসমাবৃতম ॥
ধনুর্ব্বাণযুতং রক্তং কৃষ্ণাপরশুসংযুতম।
উপবীতসমাযুক্তং সমভঙ্গতনুং কুরু ॥
বামে গৌরীসমাযুক্তং দক্ষিণে ফাল্গুনং স্থিতম।
একবক্ত্রং দ্বিনয়নং জটামুকুটসংযুতম।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং কৃতাঞ্জলিপুটং স্থিতম ॥
এবং কিরাতমাখ্যাতম্ × × × ×।"

(শ্রীতত্ত্বনিধি)

শিব এখানে চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, জটামুকুটযুক্ত, সর্ব্বাভরণ সংযুক্ত, দিব্যবস্ত্রপরিহিত, রক্তবর্ণ, উপবীতী, সমভঙ্গতনু ধনুর্ব্বাণ, পরশু ও মৃগধারী। তাঁহার দক্ষিণে অর্জ্জুন, বামে গৌরী। অর্জ্জুন অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে দণ্ডায়মান

মান্দ্রাজের তিরুচ্চেঙ্গাট্টঙ্কুড়ি শিবমন্দিরে এবং শ্রীশৈলে দুইটী সুন্দর কিরাতার্জ্জুন-অনুগ্রহ মূর্ত্তি আছে।

(৬) রাবণানুগ্রহমূর্ত্তি—রাবণ কুবেরকে জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কৈলাসে শিব-পার্ব্বতীর ক্রীড়ায় বাধা জন্মাইয়াছিলেন। এই অপরাধে তিনি পর্ব্বতের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হন। তৎপর সহস্র বৎসর ধরিয়া শিবের স্তব করিয়া রাবণ শিবানুগ্রহ লাভ করেন।

ইলোরার মন্দিরে কএকটী অতি সুন্দর রাবণানুগ্রহমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। তথায় দশাবতার-গুহায় যে মূর্ত্তিটী আছে, তাহা ভাস্কর-শিল্পের একটী শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ইহাতে মূর্ত্তিগুলির অবয়ব অতি সুগঠিত। মহিসুরের বেলুর নামক স্থানেও এই প্রকার একটী প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি আছে।

অনুগ্রহসর্গ—(পুং) সাংখ্যমতে ভাবোৎপত্তি।

অনুগ্রহিন্—(পুং) ইন্দ্রজালে নিপুণ ব্যক্তি, রোজা, যাদুকর।

অনুগ্রাম—(অব্য) প্রতিগ্রাম।

অনুগ্রাসক—(পুং) গ্রাসের তুল্যবস্তু।

অনুগ্রাহক—(ত্রি) যে সহজে কাজ করিতে পারে ২ কৃপালু, দয়ালু।

অনুগ্রাহিত—(ত্রি) উপকৃত।

অনুগ্রাহিন্—(ত্রি) যে অনুকম্পা প্রদর্শন করে।

অনুগ্রাহ্য—(ত্রি) [অনু-গ্রহ-ণ্যৎ] অনুগ্রহের যোগ্য। "সর্ব্বথানুগ্রাহ্যো দেবতানামসংশয়ঃ" (রামা')

অনুচর—(ত্রি) [অনুচরতীতি অনু-চর ট,-অচ বা] সহচর, পশ্চাদ্গামী। "আত্মানুচরস্য ভাবং জিজ্ঞাসমান" (রঘু° ২.২৬) ২ দাস। (ত্রি) [অনুগতং চরং দূতম্ গতি-স°] ৩ দূতানুগ, দূতের পশ্চাদ্গামী।

অনুচারক—(ত্রি) [অনু-চরতি অনু চর-ণ্বুল] অনুগামী, পশ্চাদ্গামী। ২ সেবক। [তস্য ধর্ম্মঃ অণ্] (ক্লি) ৩ আনুচারিক। ৪ সেবকের ধর্ম্ম। ৫ সেবকের কার্য্য।

অনুচারিন্—(ত্রি) পশ্চাদ্গমনশীল।

অনুচিত—(ত্রি) [ন উচিতম, নঞ্-তৎ] অপরিচিত। ২ অযুক্ত, অকর্ত্তব্য। ৩ সমীপ, দৈর্ঘ্য বা শ্রেণীতে স্থাপিত।

অনুচিন্তন—(ক্লী) [অনু চিন্তি-ল্যুট্] অনুস্মরণ, পশ্চাৎ স্মরণ। ২ সর্ব্বদা চিন্তা।

অনুচিন্তা—(স্ত্রী) [অনু-চিন্তি-ল্যুট্] সতত চিন্তা, সর্ব্বদা চিন্তা।

অনুচ্চ—(ত্রি) [ন উচ্চম্ নঞ্ তৎ] নিম্ন, নীচ, উচ্চ নহে।

অনুচ্চার—(পুং) উচ্চারণের অভাব।

অনুচ্চৈস্—(অব্য) উচ্চৈঃস্বরে নহে, ধীরে।

অনুচ্ছাদ—(পুং) যে পোষাক ঝুলান থাকে। ২ কটি হইতে চরণ পর্য্যন্ত সম্মুখভাগে ঝুলানো বস্ত্রের অংশবিশেষ।

অনুচ্ছিত্তি—(স্ত্রী) অবিনাশ, বিনাশবিহীন।

অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মন্—(ত্রি) বিনাশবিহীন গুণবিশিষ্ট।

অনুচ্ছিন্ন—(ত্রি) বিনাশরহিত।

অনুচ্ছিষ্ট—(ত্রি) [উদ্-শিষ্-ক্ত, নঞ্-তৎ] যাহা উচ্ছিষ্ট নহে।

অনুচ্ছেদ্য—(ত্রি) উচ্ছেদ অথবা বিনাশের অযোগ্য।

অনুজ—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ জায়তে জন-ড] পশ্চাৎ জাত। ২ সহোদর ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা। "একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽধ্যর্দ্ধং ততোঽনুজঃ" (মনু' ৯.১১৭) (বৈদ্যক) ৩ প্রপৌণ্ড নামক গন্ধ দ্রব্য, পুণ্ডরিয়া। (রাজনি')

অনুজন—(অব্য) জনানুসার।

অনুজন্মন্—(পুং) [অনু পশ্চাৎ জন্ম যস্য, বহুব্রী] কনিষ্ঠ সহোদর। (স্ত্রী) অনুজন্মা—কনিষ্ঠা ভগিনী। (ক্লী) পশ্চাৎ জাত।

অনুজা—(স্ত্রী) কনিষ্ঠা ভগিনী। ২ (বৈদ্যক) ত্রায়মাণা লতা, গোয়ালিয়া লতা। (রাজনি') ৩ বলাডুমুর। (ভাবপ্রকাশ)

অনুজাত—(ত্রি) [অনু-জন-ক্ত] পশ্চাৎ জাত, যে পরে জন্মিয়াছে।

"ভ্রাতস্তবানুজাতাঽহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবসে কনিষ্ঠা ভগিনী এই মন্ত্র বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্ন দেন। পুত্র, পিতার পশ্চাৎ জন্মে বলিয়া পুত্রকেও অনুজাত বলা যায়।

"অসৌ কুমারস্তমজোঽনুজাত-
স্ত্রিবিষ্টপস্যেব পতিং জয়ন্তঃ।" (রঘু ৬.৭৮)

"তজ্জাতোঽপি তদনুজো ভবতি জন্যজনকয়োরানন্তর্য্যাৎ"।
(মল্লিনাথ)

জনক এবং জন্য এ দুইয়ের মধ্যে সময়ের অগ্র পশ্চাৎ রহিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তি হইতে কেহ জন্ম লইলে তাহাকে অনুজ বলা যায়।

(ক্লী) ২ সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। ৩ প্রপৌণ্ডরীক নামক সুগন্ধি দ্রব্য। (স্ত্রী) ৪ অনুজাতা কনিষ্ঠা ভগিনী। ৫ ত্রায়মাণালতা।

অনুজাবর—(ত্রি) [অনুজাদ্ অপি অবরঃ অশ্রেষ্ঠঃ, ৫-তৎ] অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ২ অনুজ কনিষ্ঠ, তাহারও অধম। (পুং) [অনুজায়া বরঃ বোঢ়া ৬-তৎ] কনিষ্ঠা ভগিনীর বর (পতি)। "বরোজামাতৃবোঢ়ারাবিতি" (বিশ্ব)

অনুজিঘৃক্ষা—(স্ত্রী) কৃপা করিবার ইচ্ছা।

অনুজীর্ণ—(ত্রি) জরাগ্রস্ত, অতিবৃদ্ধ।

অনুজীবিন্—(ত্রি) [অনু-জীবিতুমাশ্রয়িতুং শীলং যস্য অনু-জীব-ণিনি] সেবক, আশ্রিত।

অনুজীব্য—(ত্রি) [অনুজীব্যতে অনু-জীব-ণ্যৎ] সেব্য, আশ্রয়ণীয়, আশ্রয়ের যোগ্য, যাহার শরণাপন্ন হওয়া যায়।

অনুজ্ঝৎ—(ত্রি) যাহা ত্যক্ত হয় নাই।

অনুজ্ঝিত—(ত্রি) অনভিভূত, অবাধিত, অত্যক্ত, নির্গত।

অনুজ্ঞা—(স্ত্রী) [অনু-জ্ঞা-অঙ্] অনুমতি, আদেশ। "গুরো রনুজ্ঞামধিগম্য।" (রঘু°) যেমন "শ্রাদ্ধমহংকরিষ্যে? কুরুষ।" আমি কি শ্রাদ্ধ করিব? হাঁ কর, এইরূপ আদেশ করা। ২ গমনের আজ্ঞা। ৩ অপরাধের ক্ষমা। ৪ আদেশ, ফরমাজ।

অনুজ্ঞাত—(ত্রি) [অনু-জ্ঞা-ক্ত] কৃতানুজ্ঞ, যাহাকে অনুমতি করা হইয়াছে। ২ স্বীকৃত, মঞ্জুর। ৩ প্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, সম্মানিত। ৪ গমনার্থ আজ্ঞাপ্রাপ্ত, যাবার ছাড়পত্র প্রাপ্ত।

"জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়েৎ।

অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বাত শঙ্খস্য বচনং যথা॥" (উশনঃস°)

অনুজ্ঞাপক—(পুং) আদেশ বা অনুমতি-প্রদানকারী ব্যক্তি।

অনুজ্ঞাপন—(ক্লী) আদেশ, আজ্ঞা।

অনুজ্যেষ্ঠ—(ত্রি) [অনুগতঃ জ্যেষ্ঠম্, প্রাদি-স°] জ্যেষ্ঠের অনুগত। (অব্য) জ্যেষ্ঠের অনুরূপ। [জ্যেষ্ঠমনতিক্রম্য অব্যয়ী°] জ্যেষ্ঠের অনতিক্রম।

অনুতক্র—(ক্লী) তক্রানুপান, যে দধি ঔষধের সহিত দেয়।

অনুতপ্ত—(ত্রি) যাহা তপ্ত হইয়াছে। ২ দুঃখে পূর্ণ।

অনুতপ্তা—প্লক্ষদ্বীপের গোমেদক পর্ব্বতের একটি সাগরাভিগামী নদী। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৯.১৭)

অনুতর—(ক্লী) [অনুতীর্য্যতে অনেন অনু-তৄ-করণে-অপ্] নদী পারের নিমিত্ত দাতব্য শুল্ক, পারের মূল্য।

অনুতর্ষ—(ক্লী) [অনুতৃষ্যতে অনেন ইদং বা করণে কর্ম্মণি বা ঘঞ্] মদ্যপানের পাত্র, মদ খাইবার পাত্র। ২ মদ্য। [ভাবে ঘঞ্] ৩ মদ্যপান অভিলাষ, পানেচ্ছা, তৃষ্ণা।

অনুতর্ষণ—(ক্লী) মদ্যপানপাত্র। ২ মদ্য বিতরণ।

অনুতাপ—(পুং) [অনু-তপ-ঘঞ্] দুষ্কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ তাহার নিমিত্ত দুঃখ করা, পাপ কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ করা সকল প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অনুতাপন—(ত্রি) যে পশ্চাত্তাপ প্রদান করে, যে দুঃখ দেয়। (রামা° ৪.২.১৩)

অনুতাপিন্—(ত্রি) যে পশ্চাত্তাপ ভোগ করে।

অনুতিল—(ত্রি) [অনুগতং তিলং, গতি-স°] তিলানুগত, তিলের ক্ষেত্র। (অব্য) ২ তিলে এইরূপ অর্থে, অর্থাৎ তিলে তিলে। ৩ তিল হইতে যাহা জন্মে, তৈল ইত্যাদি।

অনুতিষ্ঠমান—(ত্রি) পশ্চাৎকৃত, উপস্থিত।

অনুতুন্ন—(ত্রি) যাহা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অনুতুলন—(ক্লী) [তুলেনানুকুষ্যাতি তৃণাদ্যগ্রং তুলেনানুবর্ত্ত্যাতি, অনু-তুল অনুকোষণে-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্] তুল দ্বারা তৃণাদির অগ্রভাগ ছাঁটিয়া দেখা।

অনুৎক—(ত্রি) [ন উৎকম্ নঞ্-তৎ] উৎকণ্ঠিত নহে। ২ স্বস্থ। ৩ অনুৎসুক। ৪ অনুন্মনা।

অনুৎকর্ষ—(পুং) [ন উৎকর্ষঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] উৎকর্ষাভাব, শ্রেষ্ঠতার অভাব। (ত্রি) নঞ্ বহুব্রী— ২ উৎকর্ষশূন্য।

অনুৎক্লেশ—(পুং) ক্লেশের অভাব, রোগাভাব।

অনুত্ত—(ত্রি) (ন-উন্দী-ক্ত) অক্লিন্ন, ক্লেদরহিত। "ইন্দ্র। তুভ্যমিদদ্রিবোঽনুত্তং" (ঋক্ ১.৮০.৭) (নুদ-ক্ত, নঞ্-তৎ) অনুন্ন, অপ্রেরিত। "অনুত্তমা তে মঘবন্নকির্নু" (ঋক্ ১.১৬৫.৯)

অনুত্তম—(ত্রি) (নাস্তি উত্তমং যস্মাৎ, বহুব্রী) অতি-উৎকৃষ্ট, যাহার চেয়ে উত্তম নাই। (ছান্দোগ্য উপ° ৩.১২৭)

"সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।

অহার্য্যত্বাদনর্ঘত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্ব্বদা॥" (হিতো°)

অনুত্তম$_2$—হিন্দুদিগের এক দেবতা। ইনি মরুদ্গণের অন্যতম। ইঁহার ধ্যান হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (প. ১৩৪) আছে। ইনি চতুর্হস্ত এবং অক্ষসূত্র, ধ্বজ, কমল ও মুণ্ড ধারণ করেন।

"অক্ষসূত্রধ্বজাব্জানি মুণ্ডং বিভর্ত্ত্যনুত্তমঃ।"

অনুত্তমাম্ভস্—(ক্লী) সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি বিরক্তি ও বিদ্বেষ।

অনুত্তর—(ত্রি) [নাস্তি উত্তরঃ পরতরো যস্মাৎ, বহুব্রী] অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। ২ যাহার উত্তর নাই। "ভবত্যবজ্ঞা চ ভবত্যনুত্তরাৎ" (নৈষধ) ৩ উত্তররহিত, লজ্জাভাব। ৪ [ন উত্তরতি চলতি উদ্-তৄ-অচ্, নঞ্-তৎ] স্থির। ৫ প্রধান। ৬ মৌন। ৭ দক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধীয়। (স্ত্রী) [নঞ্-তৎ] ৮ উত্তরদিক নহে, তদ্বিরোধী দক্ষিণ দিক্। (ত্রি) ৯ অপকৃষ্ট।

অনুত্তর$_2$—জৈনশাস্ত্রোক্ত স্বর্গবিশেষ। ইহা গ্রৈবেয়ক স্বর্গের ঊর্দ্ধে বিরাজিত এবং সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ বলিয়া কথিত। অনুত্তরস্বর্গ পঞ্চবিমানে বিভক্ত। ইহার চারিদিকে বিজয়, বৈজয়ন্ত, জয়ন্ত ও অপরাজিত নামক বিমান এবং মধ্যস্থলে সর্ব্বার্থসিদ্ধক বিমান অবস্থিত। এই স্বর্গবাসী দেবগণ সকলেই সমান এবং তাঁহাদের নাম অহমিন্দ্র। (ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত)

অনুত্তরঙ্গ—(ত্রি) [উদ্গতস্তরঙ্গো বীচিশ্চাঞ্চল্যং বা যস্মাৎ, প্রাদি° বহুব্রী° ততঃ নঞ্-তৎ] অনুদ্গত তরঙ্গ, যাহার ঢেউ ঊর্দ্ধদিকে উঠে নাই। ২ চঞ্চল নহে। "অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্" (কুমার°)

অনুত্তরতত্ত্ববিমর্শিনী—একখানি বেদান্ত-গ্রন্থ।

অনুত্তরপ্রকাশপঞ্চিকা—শৈবসম্প্রদায়ের একখানি গ্রন্থ।

অনুত্তরযোগতন্ত্র—(ক্লী) বৌদ্ধতন্ত্রের শেষ চারি তন্ত্র অনুত্তরযোগ নামে কথিত।

অনুত্তরবজ্রসত্ত্ব—বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্রসত্ত্বের যুগনদ্ধ মূর্ত্তি। যুগনদ্ধ মূর্ত্তি পরিগ্রহণে বজ্রসত্ত্বের শক্তি তাঁহার সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকেন। বজ্রসত্ত্বের হস্তে বজ্র ও ঘণ্টা এবং তাঁহার শক্তির দক্ষিণ হস্তে কর্ত্তী ও বাম হস্তে কপাল অবস্থিত।

অনুত্তরব্রহ্মতত্ত্বরহস্য—একখানি তন্ত্র-গ্রন্থ। ইহা বজ্রতূলসংহিতা নামেও পরিচিত।

অনুত্তরোপপাতিকদশা—(স্ত্রী) জৈনশাস্ত্রবিশেষ।

অনুত্তান—(ত্রি) [ন উত্তানং বিরোধে নঞ্-তৎ] উত্তান নহে, অবনত, অবত্তান, অবাঙ্মুখ, অধোমুখ।

অনুত্থান—(ক্লী) উত্থানের অভাব, নিশ্চেষ্টতা।

অনুত্থিত—(ত্রি) যাহা উত্থিত হয় নাই। অনুত্থানশীল।

অনুত্থিতবিদ্ধা, অনুত্থিতশিরা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] দুঃস্থানে বন্ধনহেতু যে শিরা কম্পিত হইয়া শোণিত সম্মোহ জন্মায়। (সুশ্রুত শা ৮ অ°)

অনুৎপত্তি—(স্ত্রী) [ন উৎপত্তিঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] উৎপত্তির অভাব।

অনুৎপত্তিক (ত্রি) [নাস্তি উৎপত্তিঃ যস্য, নঞ্ বহুব্রী কপ্] উৎপত্তিশূন্য, জন্মরহিত।

অনুৎপত্তিকধর্ম্মক্ষান্তি—(স্ত্রী) বৌদ্ধমতে ভাবী অবস্থার নিমিত্ত আনন্দ।

অনুৎপত্তিসম—(পুং) ন্যায়মতে কোন বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য বিতর্ক সৃষ্টি করা।

অনুৎপন্ন—(ত্রি) [ন উৎপন্নম, নঞ্ তৎ] উৎপন্ন নহে, অজন্য। যাহা উৎপন্ন হয় নাই।

অনুৎপাদ—(পুং) [ন উৎপাদঃ উৎপত্তিঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] উৎপত্তির অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী°] ২ উৎপত্তিশূন্য।

অনুৎপাদক্ষান্তি—(স্ত্রী) পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার জন্য আনন্দ।

অনুৎপাদন—(ক্লী) উৎপত্তির অভাব।

অনুৎপাদ্য—(পুং) উৎপাদনের অযোগ্য।

অনুৎসাদ—(পুং) [ন উৎসাদ অবসাদনম অভাবার্থে নঞ্ তৎ] অবসাদাভাব। ২ উচ্ছেদাভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] উচ্ছেদশূন্য।

অনুৎসাহ—(পুং) [ন উৎসাহঃ অভাবার্থে নঞ্ তৎ] উৎসাহের অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] উৎসাহশূন্য।

অনুৎসাহতা—(স্ত্রী) অনুৎসাহের স্থিতি।

অনুৎসিক্ত—(ত্রি) [ন উৎসিক্তম্ গর্ব্বিতম] অগর্ব্বিত, গর্ব্বশূন্য, উদ্ধত নহে।

অনুৎসুক—(ত্রি) [ন উৎসুকম, নঞ্ তৎ] উৎসুকভিন্ন। ২ উৎকণ্ঠাশূন্য। ৩ অনুরক্ত নহে। ৪ ব্যগ্র নহে।

অনুৎসুকতা—(স্ত্রী) ঔৎসুক্যের অভাব।

অনুৎসূত্র—(ত্রি) [উৎক্রান্তঃ সূত্রম্, অতিক্রা° তৎ ততঃ, নঞ্ তৎ] সূত্রের অনুরূপ, সূত্রযুক্ত। "অনুৎসূত্রপদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃ সন্নিবন্ধনা" (মাঘ)

অনুৎসেক—(পুং) উৎসেকের অভাব।

অনুৎসেকিন্—(ত্রি) উৎসেকশূন্য, ধৃষ্টতারহিত।

অনুদ—(ত্রি) [ন নুদতি নুদ্ ক, নঞ্-তৎ] প্রেরক নহে। [অনু তুল্যং দদাতি অনু-দা-ক] ২ তুল্যরূপ দাতা।

অনুদক—(ত্রি) [নাস্তি উদকং জলং যত্র, নঞ্ বহুব্রী] জলশূন্যস্থান, মরুদেশ। [অল্পার্থে নঞ্ তৎ] অল্পজলস্থায়ী, পল্বলাদি। (ঋক ৭ ৫১ ৪) ২ উদকদান রহিত শ্রাদ্ধবিশেষ। "পুরোডাশমাত্রা অনুদকা" (কাত্যা° শ্রৌ ১০ ৫ ১১)

অনুদগ্র—(ক্লী) [ন উদগতং গর্ব্বেণ উর্দ্ধে ঘূর্ণিতম্ অগ্রং মস্তকং যস্য, নঞ্ বহুব্রী°] মৃদু, অতীক্ষ্ণ। ২ যাহার অগ্রভাগ উন্নত নহে। (ত্রি) [নাস্তি উদগ্রো যস্মাৎ] ৩ অনুন্নত। ৪ অতি উৎকট। ৫ অতি উদ্ধত।

> "উচ্চপ্রাংশূন্নতোদগ্রোচ্ছ্রিতাস্তুঙ্গে" (অমর)
> "উদগ্রদশনাংশুভিঃ।" (মাঘ ২ ২১)

অনুদত্ত—(ত্রি) যাহা দেওয়া হইয়াছে বা জমা হইয়াছে।

অনুদয—(পুং) উদয়ের অভাব।

অনুদর—(ত্রি) [ন অল্পং উদরং যস্য। অল্পার্থে নঞ্ বহুব্রী°] অল্পোদরশালী, কৃশোদর। (স্ত্রী) অনুদরা।

অনুদর্শন—(ক্লী) [অনু-দৃশ-ল্যুট্] অনুচিন্তন, অনুস্মরণ, পশ্চাৎ বা সর্ব্বদা চিন্তা করা। পশ্চাদ্দর্শন। "উত্থিতশ্চাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে" (রামা° ৫ ৭৩ ৫)

অনুদর্শিন্— ত্রি) দূরদর্শিন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। "পদে পদে দোষশতানুদর্শিভিঃ" (পঞ্চতন্ত্র)

অনুদাত্ত—(পুং) [উদ্ উদ্গম আত্তঃ উচ্চার্য্যমেন গৃহীতঃ অচ্ উদাত্তঃ, ন উদাত্তঃ বিরোধে নঞ্ তৎ] উদাত্ত স্বর নহে। স্বর উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন প্রকার। "উচ্চৈরুদাত্তঃ।" (পা ১ ২ ২৯) ০। "নীচৈরনুদাত্তঃ।" (পা ১ ২ ৩১) মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি স্থানের উর্দ্ধভাগ হইতে যে সকল স্বরের উচ্চারণ হয়, তাহারা উদাত্ত। মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি স্থানের নিম্নভাগ হইতে যে সকল স্বর উচ্চারিত হয় তাহারা অনুদাত্ত। যে শব্দের উচ্চারণে উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই উভয় ধর্ম্ম মিলিত থাকে, তাহাকে স্বরিত কহে। "তস্যাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বম্"। (পা ১ ২ ৩২) যাহার আদিতে অর্দ্ধমাত্রা উদাত্ত এবং অন্তে অর্দ্ধমাত্রা অনুদাত্ত তাহার নাম স্বরিত। উদাত্তাদি সংজ্ঞা স্বরবর্ণেরই হইয়া থাকে। যথা

> "উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ।
> দীর্ঘো হ্রস্বঃ প্লুতশ্চেতি কালতো নিয়মাচি।" (শিক্ষা)

উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন স্বর। কালবশতঃ (উকারের উচ্চারণ সময় বুঝিয়া) অচ্ বর্ণের দীর্ঘ, হ্রস্ব এবং প্লুত এই তিন নাম হইয়া থাকে।

অনুদাত্ততর—(পুং) অনুদাত্ত হইতে অল্প, যে শব্দ অনুদাত্ত হইতেও অনায়াসে উচ্চারিত হয়।

অনুদাত্তাদি—(স্ত্রী) যে ধাতুপদের প্রথমাংশ অনুদাত্ত।

অনুদাত্তেৎ—(পুং) যে ধাতুর অনুবন্ধে অনুদাত্ত উচ্চারণ থাকে ঐ ধাতু কেবল আত্মনেপদেই ব্যবহৃত হয়।

অনুদাত্তোদয়, অনুদাত্তোপদেশ—(স্ত্রী) যে শব্দ উচ্চারণ করিবার পরে অনুদাত্ত স্বর উচ্চারিত হয়।

অনুদার—(ত্রি) (ন উদ্-আ-রা-ক) অদাতা, দাতা নহে। ২ অমহৎ, অসরল, অদক্ষিণ। (পুং) [নাস্তি উদারো যস্মাৎ, নঞ্ বহুব্রী] ৩ অতিদাতা। অতি মহৎ। অতি সরল। অতিশয় বাঞ্ছাপূরক। [অনুগতো দারান্, অতিক্রা° স°] স্ত্রীর অনুগত।

অনুদিত—(পুং) [উদ্-ইণ্-ক্ত, ন ঈষৎ উদিতঃ (সূর্য্যঃ) যস্মিন্ কালে ঈষদর্থে নঞ্ বহুব্রী] অরুণোদয়কাল যে সময়ে পূর্ব্বদিকে ঈষৎ সূর্য্যকিরণ প্রকাশ পায়, অথচ দুই চারিটী নক্ষত্রও দেখা যায়, তাদৃশ কাল। "উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি"। (শ্রুতি) উদয়কালে হোম করিবে এবং অনুদয়কালেও হোম করিবে। "উদিতানুদিতহোমবৎ"। (স্মার্ত্ত) উদয়কালে এবং অনুদয়কালে হোমের ন্যায়। (ত্রি) [নঞ্-তৎ] ২ উদিত নহে। ৩ অকথিত।

অনুদিন—(অব্য) [বীপ্সার্থে অব্যয়ী°] প্রতিদিন, প্রত্যহ।

অনুদিবস—(অব্য) [বীপ্সার্থে অব্যয়ী°] প্রতিদিন, প্রত্যহ।

অনুদিশম্—(অব্য) প্রতি দিকে, প্রত্যেক প্রান্তে।

অনুদৃক্—ঊনপঞ্চাশ মরুদ্গণের একতম। (বায়ুপু°)

অনুদৃষ্টি—(স্ত্রী) [অনুগতা দৃষ্টি অনুকূলা বা দৃষ্টিঃ, অতিক্রা° তৎ] অনুগত দৃষ্টি, অনুকূল দৃষ্টি। [বহুব্রী] অনুগত বা অনুকূল দৃষ্টিবিশিষ্ট।

অনুদেয়ী—(স্ত্রী) পরিবর্ত্তন। ২ অনুদাতব্য।

"ত্র্যাদনুদেয়ী যথাভবৎ" (ঋক্ ১০.১৩৫.৫)

অনুদেব—রাজা শ্বফল্কের পুত্র অক্রূরের ঔরসে এবং উগ্রসেনীর গর্ভে দেব ও অনুদেব, মতান্তরে প্রসেন ও উপদেব নামে দুই তনয় জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ১৬.১১২)

অনুদেশ—(পুং) [অনু পশ্চাদ্ অনুদিশ্যতে অনু-দিশ্-ঘঞ্] পশ্চাদ্ উচ্চারণ। ২ উপদেশ। [অনুদিশ্যতে কর্ম্মণি ঘঞ্] উপদেষ্ট, যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। ৩ নিকটবর্ত্তী দেশ।

অনুদেহ—(অব্য) দেহ হইতে পশ্চাতে অথবা দেহের পশ্চাৎ।

অনুদৈর্ঘ্য—(ত্রি) প্রশস্ত।

অনুদ্গীর্ণ—(ত্রি) যাহা উদ্গীর্ণ হয় নাই, বমন করা হয় নাই।

অনুদ্দেশ—(পুং) [ন উদ্দেশঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] উদ্দেশের অভাব, যাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না।

অনুদ্ধত—(ত্রি) [ন উদ্ধতং বিরোধার্থে নঞ্-তৎ] উদ্ধত নহে, বিনয়যুক্ত। (শতপথব্রা° ২৩১৭)

অনুদ্ধরণ—(স্ত্রী) [ন উদ্ধরণম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] উদ্ধারের অভাব।

অনুদ্ধরণপ্রায়শ্চিত্ত—শ্রৌতশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ। শ্রীনিবাস দীক্ষিত-বিরচিত।

অনুদ্ধরণাদিপ্রায়শ্চিত্ত—তারাদীক্ষিত রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুদ্ধার—(পুং) [উদ্-ধৃ-ঘঞ্ ন উদ্ধারঃ, নঞ্-তৎ] উদ্ধারের অভাব। (ত্রি) [নাস্তি উদ্ধারং জ্যেষ্ঠাদিলভ্যাংশো যত্র, নঞ্ বহুব্রী] বিংশোদ্ধারাদি রহিত ভ্রাতৃবিভাগ।

অনুদ্ধৃত—(ত্রি) [ন উদ্ধৃতম্, নঞ্ তৎ] যাহার উদ্ধার করা হয় নাই, যাহা তোলা হয় নাই। [ন আলোড়নাদিনা কেনাপি প্রকারেণ সারাংশোত্থাপিতং যস্মাৎ, বহুব্রী] মন্থনাদি দ্বারা যাহার সারাংশ তুলিয়া লওয়া হয় নাই। "পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে" (স্মৃতি)। যাহার সার তোলা হয় নাই, এরূপ দুগ্ধ হবিষ্যান্নের মধ্যে গণ্য। [হবিষ্যান্ন দ্র°]

অনুদ্ধৃতাভ্যস্তময়—(পুং) সূর্য্যাস্ত। যে সময়ে গার্হপত্য ও আহবনীয়াগ্নি অপহৃত হয় নাই। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫.৩.১৮)

অনুদ্ভট—(ত্রি) সৌম্য, শান্ত, অনুগ্র।

অনুদ্য—(ত্রি) উচ্চারণের অযোগ্য।

অনুদ্যত—(ত্রি) উদ্যমবিহীন, অলস।

অনুদ্যূত—(স্ত্রী) [অনু-দিব্-ক্ত] পুনর্ব্বার পাশক্রীড়া, একবার পাশাখেলার পরে পুনর্ব্বার পাশাখেলা। অনুদ্যূতপর্ব্ব মহাভারতের সভাপর্ব্বের অন্তর্গত।

অনুদ্যোগ—(পুং) [ন উদ্-যুজ-ভাবে ঘঞ্, অভাবে নঞ্ তৎ] উদ্যোগের অভাব। [নঞ্ বহুব্রী] উদ্যোগরহিত।

অনুদ্যোগিন্- (ত্রি) উদ্যোগশূন্য, যিনি উদ্যোগী নহেন।

অনুদ্র—(ত্রি) অনুদক, উদকবর্জ্জিত। (ঋক্ ১০.১১৫.৬)

অনুদ্রুত—(ত্রি) [অনু-দ্রু-ক্ত] অনুগত। কর্তৃবাচ্যে ক্ত করিলে পশ্চাদ্গত বুঝায়, কিন্তু কর্ম্মবাচ্যে ক্ত করিলে অগ্রেগত বুঝায়। যথা—

"অনুদ্রুতঃ সংযতি যেন কেবলম্
বলস্য শত্রুঃ প্রশশংস শীঘ্রতাম্।" (মাঘ ১.৫২)

(স্ত্রী) ২ সঙ্গীতে মাত্রার একচতুর্থ কাল।

৩ টানা লেখা। ললিতবিস্তরের ১০ দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—বোধিসত্ত্ব একটু বড় হইলে তাঁহাকে পাঠশালায় (লিপিশালা) লিখিতে দেওয়া হয়। কপিলবস্তুতে বিশ্বামিত্র নামে

একজন গুরুমহাশয় (দারকাচার্য্য) ছিলেন। বুদ্ধ তাঁহারই পাঠশালায় গিয়া উরগসারচন্দনময় লিপিফলকের উপর লিখিতে বসিলেন। তাহার পর, তিনি গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে কি লেখাইবেন। অঙ্গদেশের অক্ষর? না বঙ্গের? না মগধের? না অনুদ্রুত? (এই রূপ চৌষট্টি প্রকার অক্ষরের বিষয় লিখিত আছে।) বোধ হয়, অনুদ্রুত শব্দে টানা লেখাকেই বুঝাইতেছে।

অনুদ্বাহ—(পুং) [ন উদ্-বহ্ ভাবে ঘঞ্, নঞ্-তৎ] বিবাহের অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] বিবাহশূন্য।

অনুদ্বিগ্ন—(ত্রি) [ন উদ্-বিজ্-ক্ত বিরোধে নঞ্-তৎ] উদ্বিগ্ন ভিন্ন অব্যাকুল, চিন্তিত নহে, উদ্বেগযুক্ত নহে।

অনুদ্বেগ—(পুং) [উদ্-বিজ্-ঘঞ্ ন উদ্বেগঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] উদ্বেগের অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] উদ্বেগশূন্য।

অনুদ্বেগকর—(ত্রি) উদ্বেগ অনুৎপন্নকারী, অর্থাৎ যে উদ্বেগ উৎপাদন করে না।

অনুধাবৎ—(ত্রি) পশ্চাৎ গমনকারী, যে পশ্চাতে ধাবিত হয়।

অনুধাবন—(ক্লী) [অনু-পশ্চাৎ ধাব-ল্যুট্] পশ্চাদ্‌গমন। ২ তত্ত্ব নিশ্চয়ের চেষ্টা। ৩ অনুসন্ধান। ৪ শুদ্ধি।

অনুধ্যা—(স্ত্রী) [অনু ধ্যৈ অঙ্] শুভানুচিন্তন, মঙ্গল চিন্তা করা। ২ অনুগ্রহ। আসক্তি। "প্রেতো যন্তু ব্যাধ্যঃ প্রানুধ্যাঃ" (অথর্ব্ব ৭ ১১৫ ২)

অনুধ্যান—(ক্লী) [অনু ধ্যৈ-ল্যুট্] সর্ব্বদা চিন্তা। ২ পশ্চাৎ চিন্তা। "উপরুধ্যেতে তপোঽনুধ্যানে" (শকু)

অনুধ্যেয—(ত্রি) [অনু-ধ্যৈ কর্ম্মণি যৎ] পশ্চাৎ চিন্তা। ২ অনুধ্যানের যোগ্য।

অনুনয—(পুং) [অনু নী-অচ্] বিনয়। "কথং নু শক্যোঽনুনয়" (রঘু° ২ ৫৪) ২ প্রণিপাত। ৩ প্রার্থনা। ৪ সান্ত্বনা।

অনুনয়প্রতিঘপ্রহাণ—(ক্লী) বৌদ্ধমতে বিনীত আচরণে বিরুদ্ধভাব ত্যাগ।

অনুনয়মান—(ত্রি) সম্মান-প্রদানকারী, যে সম্মান বৃদ্ধি করে, প্রসন্নতা-সম্পাদনকারী।

অনুনযামন্ত্রণ—(ক্লী) সন্তোষজনক সম্ভাষণ।

অনুনযিন্—(ত্রি) নম্র, সভ্য, শান্ত।

অনুনাদ—(পুং) [অনু-নদ্-ঘঞ্, অনুরূপো নাদঃ প্রাদি স°] প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ, অনুরূপ শব্দ, পশ্চাৎ শব্দ।

অনুনাদিত—(ত্রি) প্রতিধ্বনিত, প্রতিশব্দায়মান।

অনুনাদিন্—(ত্রি) [অনু সদৃশং নদতি শব্দায়তে অনু-নদ্-ণিনি] প্রতিরূপ শব্দকারক, যে তদনুরূপ শব্দ করে। "লক্ষলক্ষ্যানুনাদিনা ধনুর্ঘোষপ্রযুক্তেন" (রামা° ৬ ৬৯ ৪০)

অনুনায়িকা—(স্ত্রী) [নায়িকাং অনুগতা অনু পশ্চাৎ নয়তি বা] পরিচারিকা, দাসী।

অনুনাশ—(পুং) [অনু-নশ-ঘঞ্] পশ্চাৎ মরণ। (ত্রি) [অনু পশ্চাৎ ন আশা আকাঙ্ক্ষা যস্মাৎ যত্র বা নঞ্ বহুব্রী] ২ যাহা হইতে পরে আর আশা নাই। ৩ যে পশ্চাৎ আশা না করে।

অনুনাসিক—(ত্রি) [নাসিকাং অনুগতত্বেন উচ্চারিতম্ অতিক্রা° তৎ] মুখের সহিত নাসিকাতে উচ্চার্য্যমাণ বর্ণ। যেমন, ঙঞণনম। "মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকম্।" (পা ১.১ ৮) "মুখসহিতনাসিকয়োচ্চার্য্যমাণোঽনুনাসিকসংজ্ঞঃ স্যাৎ।" (সি° কৌ°)। মুখের সহিত নাসিকায় উচ্চার্য্যমাণ বর্ণের অনুনাসিক সংজ্ঞা হয়।

অনুনাসিকাত্ব—(ক্লী) আকারের অনুনাসিক উচ্চারণ।

অনুনিত—বাবিলোনীয় এক দেবী [অনুনিতু দ্র°]

অনুনিতু—বাবিলোনীয় এক দেবী। বাবিলোনীয়দিগের ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে তৃতীয় ইস্তার দেবীর নামান্তর। ইস্তার স্বর্গের রাণী বলিয়া অভিহিতা। অতিপ্রাচীনকাল হইতে ইঁহার পূজা প্রচলিত। উরাক, নিনেবে, অবেল ও অকদে ইঁহার প্রধান পূজা পীঠ। অকদে ইস্তার অনুনিতু বলিয়া পরিচিতা। অনুনিত ইঁহার আর একটী নাম। উত্তর বাবিলোনিয়ার অগদ বা অকদে ইনি প্রধানা দেবীরূপে পূজিতা। ইঁহার মন্দিরের নাম ই-উল মস্। অসুর নৃপতিগণ অনুনিতুর পূজা করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে পরবর্ত্তী বাবিলোনীয় নৃপতি নবোনিডুস্ কর্ত্তৃক ইনি পূজিতা হইয়াছিলেন এবং অকদে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুনিতু শক্তিমূর্ত্তি, যুদ্ধদেবীরূপেও পূজিত। তূণ ও ধনু ইঁহার প্রতীক। ইনি এনলিলের কন্যা। এনলিলের আদেশানুযায়ী ইনি কার্য্য করিয়া থাকেন। ইনি শত্রুদের উচ্ছেদ ও অসতের সংহার করেন। ইনি অন্ত নামেও অভিহিত হন।

অনুনিনীষু—(স্ত্রী) শান্ত হইতে ইচ্ছুক।

অনুনির্জ্জহান—(ত্রি) যে কোন স্থান হইতে বাহিরে গমন করে, অথবা বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হয়।

অনুনির্দ্দেশ—(পুং) পূর্ব্ব আদেশানুযায়ী বর্ণন, অথবা সম্বন্ধ।

অনুনির্ব্বাপ—(পুং) দেবতার নিমিত্ত নিঃক্ষিপ্ত ঘৃতের অন্তিম বা শেষ ধারা।

অনুনির্ব্বাপ্যা—(স্ত্রী) দেবতার নিমিত্ত প্রদত্ত ঘৃতের অন্তিম ধারা ঢালিবার বিধি বা প্রক্রিয়া।

অনুনীত—(ত্রি) [অনু-নী-ক্ত] বিনয়ীকৃত, যাহাকে বিনয় করা হইয়াছে। ২ পশ্চাদ্‌গৃহীত।

অনুনীতি—(স্ত্রী) নম্রতা, সভ্যতা, প্রসন্নতা।

অনুনেয়—(ত্রি) [অনু-নী-কর্ম্মণি অর্হার্থে বা যৎ] অনুনয়ের যোগ্য, যাহাকে বিনয় করিতে পারা যায়। "নমু ভবানেবাত্রানুনেয়ঃ" (মৃচ্ছক° ১৮ ২৪)

অনুন্নকি—বাবিলোনীয়দিগের পাতালের দেবতা। নক্ষত্রসম্বন্ধে বাবিলোনীয়দের বিশ্বাস নক্ষত্র-দেবতাগণ নভোমণ্ডলের অভ্যন্তরে লুকায়িত থাকেন। পাতালে দেবী ইরেস-কিগল দুর্ভাগ্য-বিপর্য্যস্ত মৃত পাপীদের বিচার করেন। [অল্লতু দ্র°] যেস্থানে বিচার হয় সেইস্থানে একটা জীবনীশক্তির উৎস আছে। এই উৎস অনুন্নকিদের অধীনস্থ। পাতালে মৃত ব্যক্তির প্রবেশদ্বারে যমানুচররূপে অনুন্নকিগণ অবস্থান করেন।

অনুন্নত—(ত্রি)—উন্নত নহে, নিম্ন।

অনুন্নতগাত্র—(ত্রি) বৌদ্ধমতে পুষ্ট, প্রধান, অথবা প্রবল অঙ্গবিহীন; অপুষ্টদেহ।

অনুন্নতানত—(ত্রি) উচ্চ-নিম্ন ভিন্ন।

অনুন্মত্ত—(ত্রি) যে উন্মত্ত অর্থাৎ উন্মাদগ্রস্ত নহে। জ্ঞানযুক্ত।

অনুন্যাস—একখানি তন্ত্রগ্রন্থ। ইহা জিনেন্দ্রকৃত কাশিকাবিবরণ-পঞ্জিকার মৈত্রেয় রক্ষিত রচিত একখানি টীকা। তন্ত্রপ্রদীপ নামেও প্রসিদ্ধ।

অনুপ—(ত্রি) জলীয়, জল সম্বন্ধীয়।

অনুপ (অনূপ),—দাক্ষিণাত্যের একটী জনপদ, রাজা রুদ্রদামের গির্ণার শিলালেখে ইহার উল্লেখ আছে। ইহা নর্ম্মদার উত্তর উপত্যকায় অবস্থিত ছিল।

অনুপ,—চৌহানবংশীয় নৃপতি যোধ লখনের পুত্র এবং অনহলের ভ্রাতা। ইনি যোধ-লখন কর্ত্তৃক চঙ্গ নামক স্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। [অনহল দ্র°] অনুপ বর্ষাবাড (বর্ত্তমান চৌডগড়) নামক স্থানে অবস্থান করেন। মেবরাড়ে তাঁহার বংশের বসবাস আছে। তদ্বংশীয়েরা 'রাবত্ত' নামে প্রসিদ্ধ।

অনুপকার—(পুং) [উপ-কৃ-ঘঞ্, ন উপকার অভাবার্থে নঞ্-তৎ] উপকারের অভাব।

অনুপকারিন্—(ত্রি) [ন উপকারী বিরোধে নঞ্-তৎ] অপকারী। (স্ত্রী) অনুপকারিণী।

অনুপকৃত—(ত্রি) উপকার করা হয় নাই, অপ্রাপ্ত-সাহায্য।

অনুপক্ষিত—(পুং) [উপ-ক্ষি কর্ম্মণি ক্ত, ন উপক্ষীয়তে কামঃ, নঞ্-তৎ] যাহা ক্ষীণ হয় না, অক্ষয় অভিলাষ বা লব্ধ। (ঋক্ ৩.১৭.৭) (ত্রি) ২ অপ্রতিহত, অনাহত।

অনুপক্ষীণ—(ত্রি) [উপ-ক্ষি-কর্ত্তরি ক্ত, ন উপক্ষীণম্, নঞ্-তৎ] যাহা ক্ষীণ হয় নাই।

অনুপগত—(ত্রি) যে নিকটে গমন করে নাই, যে দূরে অবস্থান করে।

অনুপগীত—(ত্রি) অপ্রশংসিত। ২ (অব্য) সঙ্গীতে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক যোগ না দেওয়া। ৩ যে সঙ্গীতে যোগ দেয় না। (শতপথ° ৪.৬.৯.১৭)

অনুপঘাতার্জ্জিত—(ত্রি) উপঘাত বিনা প্রাপ্ত।

অনুপচন্দ্র দত্ত—'প্রতাপচন্দ্র-লীলারস-প্রসঙ্গসঙ্গীত' রচয়িতা। [প্রতাপচন্দ্র দ্র°]

অনুপচ্যবৎ—(ত্রি) নষ্ট না হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া।

অনুপজ—(ত্রি) অনুপদেশজাত।

অনুপজীবনীয—(ত্রি) অপ্রাপ্ত জীবিকা, জীবিকাহীন।

অনুপঠিত—(স্ত্রী) [অনু-পঠ্ ভাবে ক্ত] গুরু যে প্রকার পাঠ দেন সেই রূপ পাঠসমাধান, শিক্ষকের উপদেশানুসারে পাঠ করা।

অনুপঠিতিন্—(ত্রি) [অনুপঠিতমনেন ইষ্টাদিত্বাদ্ ইনি] যে পাঠ করিয়াছে। [অধীতিন দ্র°]

অনুপতন—(ত্রি) [অনু-পত্-যুচ্] অনুপতনশীল। [ভাবে ল্যুট] ২ অনুকূল পতন, অনুরূপ পতন।

অনুপতি—(অব্য) [পত্যুঃ সামীপ্যম্ অব্যয়ী°] পতির সমীপে।

অনুপতিত—(ত্রি) নিপতিত, প্রবিত, উৎপাত। ২ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত, যে পিছনে পড়িয়া আছে।

অনুপথ—(পুং) [অনুকূলঃ পন্থাঃ] অনুকূল পথ, শুভপথ।

অনুপদ্—(স্ত্রী) [অনুপদ্যতে প্রতিদিনং লভ্যতে অনু-পদ্-ক্বিপ্] প্রতিদিনলভ্য, যাহা প্রত্যহ পাওয়া যায়।

অনুপদ—(ক্লী) [অনুরূপং যোগ্যং পদম, প্রা° স] অনুকূল পদ, যোগ্যস্থান। (অব্য) [বীপ্সার্থে অব্যয়ী°] পদে পদে, প্রতিপদে। ২ [পদস্য পশ্চাৎ অব্যয়ী°] পশ্চাদ্ গমন, পাছু পাছু। [পদমনতিক্রম্য অব্যয়ী°] পদ অতিক্রম না করিয়া, ঠিক পায়ে পায়ে।

"পদং শব্দে চ বাক্যে চ ব্যবসায়াপদেশয়োঃ।
পদতচ্চিহ্নয়োঃ স্থানত্রাণয়োরঙ্ঘ্রবস্তুনোঃ।" (বিশ্ব)

অনুপদবী—(স্ত্রী) পথ, মার্গ।

অনুপদসূত্র—(ক্লী) একখানি ব্রাহ্মণভাষ্য।

অনুপদস্বৎ—(ত্রি) ক্ষয়রহিত। "পূর্ণামনুপদস্বতীম্" (অথর্ব্ব ২.৩৬.৫)

অনুপদিক—(ত্রি) [অনুপদম অস্তি অস্ত-ঠন্] পশ্চাদ্গত।

অনুপদিন্—(ত্রি) [পদস্য পশ্চাদনুপদং তমন্বেষ্টা-ইনি] অন্বেষ্টা, যে অন্বেষণ করে। "অনুপদী গবাম্" (পা ৫.২.৯০ কাশিকা")

অনুপদিষ্ট—(ত্রি) [ন উপদিষ্ট্। নঞ্-তৎ] যে বিষয়ের উপদেশ করা হয় নাই।

অনুপদীনা—(স্ত্রী) [অনু আয়ামে সাদৃশ্যে বা অনুপদং বধ্বা-খ] ঠিক পায়ের প্রমাণানুরূপ পাদুকা। যত বড় পা, ঠিক তত বড় পাদুকা। ২ মোজা। 'অনুপদীনা—উপানৎ।' (সিং কৌং)

অনুপদেষ্টৃ—(পুং) উপদেশ প্রদান করেন না যিনি, এরূপ ব্যক্তি।

অনুপধ—(পুং) অক্ষর অথবা শব্দাংশ যাহার পূর্ব্বে দ্বিতীয় প্রাতিপদিক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

অনুপধা—(স্ত্রী) ধূর্ত্ততা, বঞ্চকতা।

অনুপধি—(ত্রি) [নাস্তি উপধিশ্ছলং যত্র] যাহাতে ছল নাই, কপটতাশূন্য। [নঞ্-তৎ] ২ সরলভাব। "কপটোঽস্ত্রী ব্যাজ-দম্ভোপধয়শ্ছদ্মকৈতবে" (অমর)

অনুপধিশেষ—(পুং) যাহার মনুষ্যত্ব নাই, এরূপ ব্যক্তি। মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি।

অনুপনারায়ণ শিরোমণি—শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বঙ্গদেশজ একজন পণ্ডিত। ইনি শ্রীচৈতন্যের মতানুসরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের 'চৈতন্যমতমঞ্জুষা বৃত্তি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

অনুপনাহ—(পুং) বৌদ্ধমতে প্রগাঢ় প্রেম, অথবা ভক্তির অভাব।

অনুপনীত—(পুং) [ন উপনীতঃ, নঞ্-তৎ] যাহার উপনয়ন হয় নাই। যাহার যজ্ঞোপবীত দেওয়া হয় নাই। (ত্রি) ২ যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। ৩ আনীত নহে।

অনুপন্যস্ত—(ত্রি) বিশদরূপে অনির্ণিত, অপ্রতিষ্ঠিত।

অনুপন্যাস—(পুং) [ন উপন্যাসঃ, নঞ্-তৎ] উপন্যাস নহে, গল্প নহে, কথনাভাব। (ত্রি) [নাস্তি উপন্যাসঃ আরম্ভো যত্র] ২ বাক্যের আরম্ভশূন্য।

অনুপপত্তি—(স্ত্রী) [উপ-পদ্-ক্তিন, ন উপপত্তিঃ, নঞ্-তৎ] অসঙ্গতি, অনুৎপত্তি, অসিদ্ধি, অযুক্তি।

অনুপপন্ন—(ত্রি) [ন উপপন্নম্] অযুক্ত, অসিদ্ধ।

অনুপপাদক—(পুং) বৌদ্ধ মূর্ত্তিবিশেষ। যাহাকে 'ধ্যানীবুদ্ধ' বলা হয়।

অনুপপ্লব—(ত্রি) অনভিভবনীয়, বাধারহিত।

অনুপপ্লুত—(ত্রি) অপ্রতিহত, অবাধিত।

অনুপবাধ—(ত্রি) [নাস্তি উপবাধা প্রতিবন্ধো যত্র] বাধাশূন্য, যেখানে প্রতিবন্ধ নাই।

অনুপভুক্ত—(ত্রি) যাহাকে উপভোগ করা হয় নাই।

অনুপভুজ্যমান—(ত্রি) উপভোগহীন, অকৃত উপভোগ।

অনুপম—(ত্রি) [নাস্তি উপমা যত্র] অত্যুৎকৃষ্ট। যাহার উপমা নাই। "বলং প্রমাণং শক্তিশ্চ পরৈরনুপমং মম" (রামা° ৪.৬২.১৭)

অনুপম—শ্রীপাদ সনাতন ও রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সনাতন ও রূপ দ্র°] ইঁহার অপর নাম বল্লভ। প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে—

"দাক্ষিণাত্য বৈদিক কর্ণাটী ব্রাহ্মণ।
যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব হন॥
মুকুন্দদেবের পুত্র নাম শ্রীকুমার
গঙ্গাতীরে নৈহাটীতে ছিল বাস যার।
যবনের ভয়ে কুমার নৈহাটী ছাড়িলা।
কিছুদিন বঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে বাস কৈলা॥
তার পুত্র মধ্যে তিন পণ্ডিত প্রধান।
সনাতন রূপ আর শ্রীবল্লভ নাম॥
যবনরাজের প্রিয়পাত্র তাঁহারা হইল।
রামকেলী গ্রামে আসি বসতি করিল॥
সনাতনের ছিল পূর্ব্বে দবিরখাস নাম।
সাকর-মল্লিক শ্রীরূপের পূর্ব্বাখ্যান।
বল্লভের অন্য নাম হয় অনুপম।
যার পুত্র জীব গোসাঞী পণ্ডিত মহোত্তম॥" (২৩ বিলাস)

শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর, যখন শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার পথে রামকেলী গ্রামে গিয়া উপস্থিত হন, সেই সময় তিন ভ্রাতা শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাদেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এই যাত্রায় মহাপ্রভু কানাইর নাটশালা হইতে নীলাচলে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় শ্রীরূপ ও অনুপম প্রয়াগে গিয়া উপস্থিত হন। মহাপ্রভু দুই ভ্রাতাকে যথাযোগ্য উপদেশ দান করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—দুই ভাই মথুরায় গিয়া ধ্রুবঘাটে সুবুদ্ধিরায়ের সঙ্গে বাস করেন।

"মাসমাত্র রূপ গোসাঞী রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে॥"

এদিকে সনাতন বন্দিশালা হইতে পলায়ন করিয়া কাশীধামে গিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পান ও মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন।

"মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ অনুপম কথা সকল কহিলা॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হইল মিলন॥"

রূপ ও বল্লভ গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন। পথে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়।

অনুপম রামভক্ত ছিলেন। রূপ ও সনাতন তাঁহাকে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দিলে তিনি তাঁহাদের অনুরোধে স্বীকৃত হন,

কিন্তু রাত্রি প্রভাতে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দুই ভাইয়ের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলেন—আমি শ্রীরামের পদে আপনাকে চিরতরে বিকাইয়া দিয়াছি, এখন আর ফিরিবার পথ নাই। শ্রীরূপ ও সনাতন তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন এবং মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দান করেন।

অনুপমমতি—(পুং) শাক্যমুনির একজন সহচর।

অনুপমরক্ষিত—'কিঞ্চিৎবিস্তর-তারাসাধন' প্রণেতা একজন বৌদ্ধ গ্রন্থকার।

অনুপমর্দ্দন—(স্ত্রী) অভিযোগের নিষ্পত্তি।

অনুপমা—(স্ত্রী) উপমাবিহীনতা। ২ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী (নারী)।

অনুপমিত—(ত্রি) অদ্বিতীয়, যাহার উপমা হয় না।

অনুপমেয়—(ত্রি) [কেনাপি ন উপমীয়তেঽসৌ উপ-মা-কর্ম্মণি যৎ, নঞ্-তৎ] অন্যের সঙ্গে যাহার তুলনা হয় না।

অনুপযুক্ত—(ত্রি) [ন উপযুক্তম্ উচিতং ভুক্তং বা] অযোগ্য, অননুরূপ, অনুচিত। ২ অভুক্ত। ৩ কর্ম্মহীন, বেকার।

অনুপযোগ—(পুং) [ন উপযোগঃ আনুকূল্যং ভোজনং বা] আনুকূল্যের অভাব। ২ ভোজনের অভাব। [নাস্তি উপযোগো যস্য, বহুব্রী] ৩ ভোজনশূন্য। ৪ আনুকূল্যশূন্য।

অনুপযোগিতা—(স্ত্রী) অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা। ২ অর্থরাহিত্য

অনুপযোগিন্—(ত্রি) উপযোগশূন্য। ঔচিত্যরহিত।

অনুপরত—(ত্রি) [উপ-রম্-ক্ত, ন উপরতঃ নিবৃত্তঃ, নঞ্-তৎ] অনিবৃত্ত।

অনুপরতি—(স্ত্রী) [উপ-রম-ক্তিন, ন উপরতিঃ বিষয়ানুরাগঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] বিষয়রাগের অভাব।

অনুপরাজ—একজন ক্ষত্রিয় রাজা। তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। (মহা ৩১°)

অনুপরিধি—(অব্য) যজ্ঞীয় অগ্নির তিন পরিধির উপর। (কাত্যা° শ্রৌ° ৩.১ ১৩)

অনুপরিশ্চিৎ—(ত্রি) বৃত্তাকার পরিধিবেষ্টিত। (শুক্লযজুঃ ১২ ৬৯)

অনুপর্ণ—নলরাজের সখা ঋতুপর্ণরাজের তনয়। (শিবপু)

অনুপলক্ষিত—(ত্রি) [ন উপলক্ষিতম্ সবিশেষমবগতম] বিশেষরূপে না জানা, অবিবেচিত।

অনুপলক্ষ্য—(ত্রি) বিবেচনার অযোগ্য।

অনুপলক্ষ্যবর্ত্মন্—(ত্রি) অনুসন্ধানশূন্য মার্গবিশিষ্ট।

অনুপলম্ভবাধ—বেদান্তে শব্দপ্রয়োগের বাধা বিশেষ। যথা—রূপবান্ বায়ু। এস্থলে বায়ুতে রূপের উপলম্ভ হয় না বলিয়া উহা অনুপলম্ভ, অর্থাৎ অনুপলব্ধির দ্বারা উক্ত অনুমান বাধিত হয় বলিয়া উহাকে অনুপলম্ভের জন্য বাধ বলা হইয়া থাকে।

অনুপলব্ধ—(ত্রি) ১ অপ্রাপ্ত। ২ অবিদিত। ৩ অনিশ্চিত।

অনুপলব্ধি—(স্ত্রী) [ন উপলব্ধিঃ অভাবে নঞ্-তৎ] লাভের অভাব, প্রত্যক্ষের অভাব বা অপ্রাপ্তি।

অনুপলব্ধি$_2$—(১) উপলব্ধির অভাব। ন্যায়-বৈশেষিকাদি-মতে জ্ঞানেরই অপর নাম উপলব্ধি; সুতরাং জ্ঞানের অভাবই অনুপলব্ধি। (২) পারিভাষিক "অনুপলব্ধি" শব্দের অর্থ প্রমাণবিশেষ। বৌদ্ধমতে "অনুপলব্ধি" অভাবের অনুমাপক লিঙ্গ বা হেতু, উহা একাদশ প্রকার।

প্রমাণবিশেষ যে অনুপলব্ধি—উহা অভাব পদার্থের বোধক বলিয়া "অভাব" নামেও কথিত আছে। আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"অভাবষষ্ঠাতে তানি ভাট্টাবেদান্তিনস্তথা"। অর্থাৎ কুমারিল ভট্টের সম্প্রদায় ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ও অর্থাপত্তি এই পঞ্চ প্রমাণ স্বীকার করিয়া "অভাব" নামে ষষ্ঠ প্রমাণও স্বীকার করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শনে (২ ২.১) মহর্ষি গৌতম মতান্তরে যে "অভাব" নামক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু উক্ত "অনুপলব্ধি" প্রমাণ নহে। কারণ উহা জ্ঞায়মান অভাববিশেষ। যেমন বৃষ্টির অভাবের জ্ঞান হইলে তদ্দ্বারা বৃষ্টির প্রতিবন্ধকের জ্ঞান জন্মে। তাই গৌতম উক্ত অভাব নামক প্রমাণকে সর্ব্বত্র অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। কিন্তু কুমারিল ভট্ট যে ষষ্ঠ "অভাব" প্রমাণ বলিয়াছেন—উহা প্রমাণাভাব। মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামীও বলিয়াছেন—"অভাবোঽপি প্রমাণাভাবঃ" ইত্যাদি। তাহ কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"প্রমাণপঞ্চকং যত্র বস্তুরূপেণ জায়তে।
বস্তুসত্তাববোধার্থং তত্রাভাবপ্রমাণতা" ॥

অর্থাৎ অভাবরূপ যে বস্তু বা পদার্থ আছে, তাহাতে উক্ত প্রত্যক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ প্রমাণের প্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায়, সেই অভাব পদার্থের বোধের জন্য "অভাব" নামক ষষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার্য্য। উক্ত "অভাব" প্রমাণেরই নামান্তর "অনুপলব্ধি"। শাস্ত্রদীপিক গ্রন্থে মীমাংসক পার্থসারথি মিশ্রও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরের মতে অভাব পদার্থ উহার আধার-স্থান হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। তিনি পৃথক্ অভাব পদার্থ স্বীকার না করায় উক্ত "অভাব' নামক ষষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষাদি পঞ্চপ্রমাণবাদী। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ন্যায় কুমারিল ভট্টও ভাবপদার্থ ভিন্ন অভাব পদার্থ স্বীকার করিয়া "প্রাগভাব', "ধ্বংসাভাব", "অত্যন্তাভাব" ও "অন্যোন্যাভাব" নামে চতুর্ব্বিধ অভাব বলিয়াছেন। তাঁহার মতেও ভাবপদার্থ হইতে ভিন্নরূপে অভাব-

পদার্থের উপলব্ধি হওয়ায় উহা ভিন্ন পদার্থ। কারণ, যে পদার্থের বোধ জন্মে তাহা কখনই অলীক বা অবস্তু বলা যায় না। ভূতলে ঘট নাই, গৃহে তণ্ডুল নাই, গো নাই, ইত্যাদিরূপে যখন ঘটাভাব প্রভৃতির বোধ হইতেছে, তখন উহার অস্তিত্ব ও তদ্বিষয়ে প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি বল ভূতলে যে ঘটাভাবের বোধ হয় উহা ভূতলস্বরূপ, অর্থাৎ তৎকালে সেই ঘটশূন্য ভূতল হইতে সেই অভাব কোন পৃথক পদার্থ নহে, কিন্তু তাহা বলিলে "ঘটশূন্য" শব্দের অর্থ কি? ঘটশূন্য বলিয়া বুঝিলে সেখানে কোন বিশেষ ধর্ম্মের বোধ হয় কি? ইহা অবশ্য বক্তব্য। আর ঘটাভাব নামে পৃথক্ কোন বিশেষ ধর্ম্ম না থাকিলে ঘটবিশিষ্ট ভূতল হইতে ঘটশূন্য ভূতলের বৈশিষ্ট্য কিসের দ্বারা বুঝা যাইবে? এবং ভূতলও সেই ঘটাভাবের আধারাধেয়ভাবই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? সুতরাং ভূতলে ঘটাভাব থাকিলে উহা সেই ভূতল হইতে ভিন্ন ও তদ্গত বিশেষ ধর্ম্ম, ইহাই স্বীকার্য্য।

ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ও ঐরূপ আরও বহু যুক্তির দ্বারা অভাব নামক পৃথক পদার্থ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উহার বোধের জন্য কোন পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করেন নাই। কারণ তাঁহাদিগের মতে অনেক অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই বোধ সম্ভব হওয়ায় সেখানে পৃথক প্রমাণ স্বীকার অনাবশ্যক হইয়াছে।

কিরূপে অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে? এতদুত্তরে ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় বলেন যে, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে পদার্থের প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার অভাবেরও প্রত্যক্ষ জন্মে। যেমন, আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গো, অশ্ব, হস্তী ও ঘটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু কোন স্থানে ঐ গো প্রভৃতির প্রত্যক্ষ না হইলে উহাদিগের অপ্রত্যক্ষরূপ অনুপলব্ধির সাহায্যে এখানে গো নাই, অশ্ব নাই ইত্যাদি রূপে ঐ সমস্ত পদার্থের অভাবেরও প্রত্যক্ষ করি। উক্ত স্থলে, পরে আমরা মনের দ্বারাই বুঝি যে, এখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমি গো প্রভৃতি পদার্থের অভাবকে প্রত্যক্ষ করিলাম। যেমন, কোন গৃহে চক্ষুঃসংযোগের পরে, কোন মনুষ্য না দেখিলে আমরা তখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই বুঝি যে এখানে কোন মনুষ্য নাই। এবং পরে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও বলি যে, "আমি চোখে দেখিয়া আসিয়াছি সেখানে কেহ নাই।" সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে উক্তরূপ স্থলে ঐ সমস্ত অভাব পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই জন্মে। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও অনেক অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ জন্মে। সুতরাং ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষ যোগ্য অভাব পদার্থের সহিতও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার্য্য। গৃহে গো নাই—এইরূপে গৃহে গোর অভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্থলে সেই গৃহের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধরূপ সন্নিকর্ষ জন্মে। সেই গৃহের সহিত উক্ত গোর অভাবের বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ থাকায় উক্ত স্থলে সেই অভাবে চক্ষুঃ সংযুক্ত-(গৃহ)-বিশেষণতারূপ সন্নিকর্ষ সম্ভব হয়। সুতরাং উক্তরূপ ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জন্য উক্ত স্থলে সেই গৃহে গোর অভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে।

কিন্তু সর্ব্বত্রই সকল অভাবপদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। অন্ধকারে ঘটের ন্যায় উহার অভাবেরও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হয় না আর অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ আছে, যাহা আমাদিগের প্রত্যক্ষের অযোগ্য, তাহার অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং অভাবের প্রত্যক্ষে উহার প্রতিযোগি-পদার্থের যোগ্য অনুপলব্ধি সহকারী কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যে পদার্থের অভাব থাকে, সেই পদার্থকে ঐ পদার্থের প্রতিযোগী বলে। যেমন ঘটের অভাবের প্রতিযোগী ঘট, গোর অভাবের প্রতিযোগী গো ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায় উক্ত অর্থে "প্রতিযোগিন" শব্দের বহু প্রয়োগ করিলেও অন্যান্য সম্প্রদায় এবং কুমারিল ভট্টও উহার প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিযোগীর যে যোগ্য অনুপলব্ধি, তাহাই উহার অভাবের প্রত্যক্ষে সহকারী কারণ যেমন ঘটের অনুপলব্ধি ঘটের অভাব প্রত্যক্ষে সহকারী কারণ, (ঐ অনুপলব্ধি ব্যতীত কোন স্থানে অভাবের প্রত্যক্ষ জন্মে না) কিন্তু অন্ধকারে ঘট না থাকিলেও সেখানে ঘটের অনুপলব্ধি জন্য ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ জন্মে না। গৃহে পিশাচের অনুপলব্ধি থাকিলেও অতীন্দ্রিয় পিশাচের অভাবের প্রত্যক্ষ জন্মে না। সুতরাং যোগ্যতাবিশিষ্ট যে অনুপলব্ধি, তাহাই অভাবের প্রত্যক্ষের সহকারী কারণ, ইহাই বলিতে হইবে।

উক্ত "অনুপলব্ধি"র যোগ্যতা কি? নব্যনৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন—"প্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসঞ্জনপ্রসঞ্জিতপ্রতিযোগিকত্বরূপা।" অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রও 'বেদান্তপরিভাষা' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"তর্কিত প্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসঞ্জিতপ্রতিযোগিকত্বং। যস্যাভাবো গৃহ্যতে, তস্য যঃ প্রতিযোগী, তস্য সত্ত্বেনাধিকরণে তর্কিতেন প্রসঞ্জিতমাপাদনযোগ্যং প্রতিযোগি উপলব্ধিস্বরূপং যস্য অনুপলম্ভস্য, তত্ত্বং তদনুপলম্ভে যোগ্যত্বমিত্যর্থঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে, যে অভাবের প্রতিযোগীর সত্তার আপত্তি-প্রযুক্ত উহার অনুপলব্ধির প্রতিযোগী যে উপলব্ধি, তাহার আপত্তি সম্ভব হয়। সেই অনুপলব্ধিই যোগ্য অনুপলব্ধি এবং উহাই সেই অভাবের প্রত্যক্ষ কার্য্যে আবশ্যক। যেমন কোন গৃহে গো না দেখিলে, তখন মনের দ্বারা এইরূপ আপত্তি বা তর্ক হয় যে, 'যদি এখানে গো থাকিত, তাহা হইলে উহার উপলব্ধি হইত'। উক্ত স্থলে গোর যে অনুপলব্ধি, তাহা যোগ্য অনুপলব্ধি

কিন্তু অন্ধকারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায়, গো না থাকিলেও তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ উপলব্ধির আপত্তি সম্ভব হয় না। সুতরাং সেখানে গোর যে অনুপলব্ধি, তাহা যোগ্য অনুপলব্ধি নহে। এইরূপ অতীন্দ্রিয় পদার্থের যে অনুপলব্ধি তাহাও যোগ্য অনুপলব্ধি নহে। সুতরাং সেই অনুপলব্ধি জন্য সেই সমস্ত অতীন্দ্রিয় পদার্থের অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই নিরীশ্বরবাদী চার্ব্বাক তাঁহার সম্মত প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। ফল কথা, যে সমস্ত পদার্থের অন্যত্র প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার অত্যন্তাভাবই পূর্ব্বোক্তরূপ যোগ্য অনুপলব্ধিরূপ কারণের সাহায্যে চক্ষুরাদির দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। আর যে সমস্ত অভাব পদার্থ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, তাহা যথাসম্ভব অনুমান বা শব্দ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সেখানে পূর্ব্বোক্তরূপ যোগ্য-অনুপলব্ধি সম্ভব না হওয়ায় ঐ কারণাভাবে তাহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।

কিন্তু কুমারিল ভট্ট ও অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি অনেক বৈদান্তিক-সম্প্রদায় কোন স্থানেই কোন অভাব পদার্থের বোধকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ-জন্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মূলকথা এই যে, অভাব নামে পৃথক পদার্থ থাকিলেও কোন অভাব পদার্থের সহিতই চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্ভবই হয় না। ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতে ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ-স্থলে সেই ভূতলের সহিত দর্শকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে সংযোগ-সম্বন্ধ জন্মে, তাহা তখন সেই ভূতলেরই চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিয়াই চরিতার্থ হয়। উহা সেখানেই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষে কোন কারণ হইতে পারে না। কারণ, সেই ঘটাভাবের সহিত সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। কোন পরম্পরা-সম্বন্ধ সম্ভব হইলেও তাহাকে ঐ অভাবের প্রত্যক্ষের কারণ বলা যায় না। কেন না, তাহা বলিলে আরও বহু পদার্থে সেইরূপ কোন পরম্পরা-সম্বন্ধ থাকায় তাহারও সেখানে প্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। পরন্তু ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কল্পিত সেই সমস্ত পরম্পরাসম্বন্ধ-বিশেষের সম্বন্ধত্ব-বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু, অনেকস্থলে অভাব-প্রত্যক্ষের কারণরূপে কল্পিত সেই সম্বন্ধ-বিশেষও সম্ভব হয় না। সুতরাং কোনরূপেই অভাব-পদার্থের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সমর্থন করা যায় না। অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারাও ঐ সমস্ত স্থলে অভাবের বোধ হয় না। অতএব "অভাব" বা "অনুপলব্ধি" নামক ষষ্ঠ প্রমাণ অবশ্য স্বীকার্য্য।

প্রমাণদ্বয়বাদী বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি কিন্তু 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থে সর্ব্বত্র "অনুপলব্ধি" হেতুর দ্বারা অভাব-পদার্থের অনুমান-রূপ জ্ঞানই স্বীকার করিয়া এই "অনুপলব্ধি"কে একাদশ প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যথা—(১) "স্বভাবানুপলব্ধি" (২) "কারণানুপলব্ধি" (৩) "ব্যাপকানুপলব্ধি" (৪) "কার্য্যানুপলব্ধি" (৫) "স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি" (৬) "স্বভাববিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি" (৭) "বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি" (৮) "কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি" (৯) "ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি" (১০) "কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি" (১১) "কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি"। এই মতে ঐ অনুপলব্ধি শব্দটী উক্তরূপ অর্থে পারিভাষিক।

'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে (কাশীসংস্করণ ৫০ পৃঃ) নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ জয়ন্ত ভট্টও ধর্ম্মকীর্ত্তি-কথিত উক্ত একাদশ প্রকার "অনুপলব্ধি"র উল্লেখপূর্ব্বক প্রত্যেকের উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বুঝা যায়, তাহার বোধের জন্য অনুমান আবশ্যক হয় না। সর্ব্বত্রই অভাব-পদার্থের বোধের জন্য উহার অনুমাপক কোন হেতুর অপেক্ষা করে না। তবে অতীন্দ্রিয় অভাব-পদার্থের বোধ যথাসম্ভব অনুমান বা শব্দপ্রমাণ দ্বারাই হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র 'বেদান্তপরিভাষা' গ্রন্থে উক্ত "অনুপলব্ধি"র পৃথক প্রামাণ্য সমর্থন করিতে নিজ-সম্মত প্রত্যক্ষ-লক্ষণানুসারে শেষে ভূতলে ঘটাভাবাদির জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, উহা প্রত্যক্ষ হইলেও 'অনুপলব্ধি' নামক ষষ্ঠপ্রমাণজন্য। যেমন, কোনস্থলে (দশমস্ত্বমসি ইত্যাদি) শব্দ-প্রমাণ-জন্যও প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ "অনুপলব্ধি" নামক পৃথক প্রমাণ-জন্যও প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিতে পারে। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ও সেখানে যে যোগ্য অনুপলব্ধিতে ঐ প্রত্যক্ষের সহকারি-কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, উহাই সেখানে ঐ প্রত্যক্ষের কারণ-রূপ কারণ, সুতরাং উহাই সেখানে প্রমাণ। কারণ, যাহা প্রমা বা যথার্থ অনুভূতির করণ, তাহাকেই প্রমাণ বলে। ইহাই ন্যায়-বৈশিষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির মতে অভাব-পদার্থের পরোক্ষ-জ্ঞানই জন্মে, উহা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান নহে। উহাতে যে যোগ্য অনুপলব্ধি করণ হয়, তাহার জ্ঞান আবশ্যক নহে। অর্থাৎ ঐ অনুপলব্ধি স্বরূপতঃই অভাববোধের করণ হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ যোগ্যতার জ্ঞান পূর্ব্বে জন্মে। 'শাস্ত্র-দীপিকা'র তর্কপাদে পার্থসারথি মিশ্রও পরে কুমারিলের উক্ত-রূপ মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তিনি ষট্‌প্রমাণবাদ সমর্থন করিতে গিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, মহর্ষি বাল্মীকিরও ইহা সম্মত। কারণ রামায়ণে তিনি বলিয়াছেন—"রাম কচ্চিৎ-বৃক্ষ্যো লোকে যাতিঃ সর্ব্বং বিমৃক্ততে" (অরণ্যকাণ্ড ৭২ সর্গ)। এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি

ও অনুপলব্ধি এই ষট্‌প্রমাণই বড়্‌যুক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। মতান্তরে উহার অর্থ ষট্‌তর্ক। [অনুমান দ্র°]

অনুপলব্ধিবাদ—একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ। গোপাল ন্যায়াচার্য্য-বিরচিত।

অনুপলব্ধিসম—(পুং) মিথ্যাহেতু।

অনুপলব্ধিসমা—বাদী যদি অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত কোন পদার্থের অসত্ত্ব সমর্থন করেন, আর প্রতিবাদী যদি সেই অনুপলব্ধিরও অনুপলব্ধি প্রযুক্ত সেই পদার্থের সত্তা সিদ্ধ করেন, তবে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম অনুপলব্ধি-সমা জাতীয় উত্তর বলা হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—শব্দ নিত্য, উত্তরে প্রতিবাদী বলেন শব্দ যদি নিত্য হয়, তবে উচ্চারণের পূর্ব্বেও তাহা শ্রুত হউক।

বাদী—শব্দ তখনও থাকে, তবে আবরণপ্রযুক্ত শ্রুত হয় না।

প্রতিবাদী—কৈ, আবরণ তো উপলব্ধি হয় না, অতএব উহা নাই।

বাদী—এই অনুপলব্ধি বশতঃ যদি আবরণের অভাব সিদ্ধ হয়, তবে সেই অনুপলব্ধির অনুপলব্ধি বশতঃ অনুপলব্ধিরও অভাব সিদ্ধ হউক। ইহাই অনুপলব্ধিসমা।

উদয়নাচার্য্য কিন্তু অন্যরূপ বলেন—তাঁহার মতে উপলব্ধি, অনুপলব্ধি, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, দ্বেষ অদ্বেষ, কৃতি অকৃতি, শক্তি অশক্তি, উপপত্তি অনুপপত্তি, ব্যবহার অব্যবহার, ভেদ ও অভেদ ইত্যাদি বহু ধর্ম্মই নিজের স্বরূপে তদ্রূপে বর্ত্তমান আছে, অথবা তদ্রূপে বর্ত্তমান নাই। এইরূপ বিকল্প করিয়া উভয় পক্ষেই উহার নিজ স্বরূপের ব্যাঘাতের আপত্তি প্রকাশ করিয়া উত্তর দিলে প্রতিবাদীর 'অনুপলব্ধি-সমা জাত্যুত্তর' হয়।

অনুপলল—ভূতযোনিবিশেষ। (অথর্ব্ববেদ)

অনুপবীত—(পুং) [ন উপবীতঃ] যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই, যাহার যজ্ঞোপবীত হয় নাই।

অনুপশম—(পুং) [ন উপশমঃ শান্তিঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] শান্তির অভাব।

অনুপশয়—(পুং) [বৈদ্যক] রোগবর্দ্ধক দ্রব্যবিশেষ। হেতু ও ব্যাধির বিপরীত, অথবা হেতু-ব্যাধি উভয়েরই বিপরীত কার্য্য-কারক যে সমস্ত ঔষধ, আহার ও বিহার, সেই সমস্তের সুখাবহ উপভোগ দ্বারা রোগের উপশম হইলে তাহাকে উপশয় বলে এবং উহার বিপরীত হইলেই অনুপশয় বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিদান বিপরীত, বা রোগ বিপরীত, অথবা এতদুভয়ের বিপরীত-কার্য্যকারক ঔষধবিশেষ সেবন ও তদ্রূপ আহার-বিহারাদি দ্বারা রোগের উপশম হইলে তাহাকে উপশয় কহে, ইহার বিপরীতের নাম অনুপশয়। এই উপশয় ও অনুপশয় দ্বারা রোগের গূঢ় লক্ষণসমূহ জানিতে পারা যায়। (মাধবনিদান দ্র°)

অনুপশান্ত—(ত্রি) অশান্ত, অস্থির।

অনুপশ্য—(ত্রি) স্বীয় আকৃতির অনুযায়ী।

অনুপসংহারিন্—(ত্রি) উপসংহারকর্ত্তা নহে। ২ ন্যায়মতে, দুষ্ট হেতুবিশেষ।

অনুপসংহারিগ্রন্থ—গদাধর-বিরচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুপসংহারিগ্রন্থরহস্য—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুপসংহারিপূর্ব্বপক্ষরহস্য—মথুরানাথকৃত একখানি ন্যায়-বিষয়ক গ্রন্থ।

অনুপসংহারিবাদ—গদাধর-বিরচিত একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ।

অনুপসংহারিসিদ্ধান্তরহস্য—মথুরানাথ-প্রণীত একখানি ন্যায়-গ্রন্থ।

অনুপসর্গ—(পুং) উপসর্গভিন্ন শব্দ। ২ যে দ্রব্য সংযোগের আবশ্যকতা রাখে না।

অনুপসিংহ—বিকানীর রাজ্যের ১০ম নরপতি। রাজা করণ সিংহের পুত্র। পিতার পরলোক গমনের পর ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি বিকানীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীর দরবারে এই বংশের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মহারাজ অনুপসিংহ যোদ্ধা এবং সাহসী ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনসবদার উপাধিসহ আদোনী প্রদেশ জায়গীর দেন এবং বিজাপুর ও অরঙ্গাবাদের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করেন। কাবুলের আফগানগণ বিদ্রোহী হইলে সম্রাটের আদেশানুসারে মহারাজ অনুপসিংহ স্বীয় বিকানীর-বাহিনীসহ কাবুলে গমনপূর্ব্বক বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। ফিরিস্তার মতে, ইনি দাক্ষিণাত্যে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু রাঠোর-ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে সম্রাটের প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসেন এবং রাজধানীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। স্বরূপসিংহ ও সুজনসিংহ তাঁহার দুই পুত্র।

অনুপসেচন—(ত্রি) [নাস্তি উপসেচনং ব্যঞ্জনং যত্র] দধ্যাদি ব্যঞ্জনশূন্য অন্ন। (অথর্ব্ব ১১.৩.২৪)

অনুপস্কৃত—(ত্রি) [উপ-কৃ-প্রতিযত্নাদ্যর্থেষু-ক্ত সুট্] উপস্কৃতম্ ন উপস্কৃতম্, নঞ্-তৎ] বিকৃত নহে। ২ পাকাদি সংস্কার করা নহে। "সোমো মাংসং যচ্চানুপস্কৃতমিতি" (মনু°) ৩ অপরিষ্কৃত। "রাজতকানুপস্কৃতমিতি" (মনু°) ৪ দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষ। "ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ" (মনু°) ৫ অনিন্দিত। "এবোঽনুপস্কৃতঃ প্রোক্তঃ" (মনু°) ৬ অবিগর্হিত।

অনুপস্থান—(স্ত্রী) [ন উপস্থানম্ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] উপ-

স্থানের অভাব। [নঞ্‌ বহুব্রী] উপস্থানশূন্য, উপাসনারহিত, উপস্থিতিশূন্য।

অনুপস্থাপন—(স্ত্রী) অনুপপত্তি, অনুপস্থিতি।

অনুপস্থাপয়ৎ—(ত্রি) যে উপস্থিত থাকে না।

অনুপস্থাপিত—(ত্রি) অনুপস্থিত। ২ অপ্রদত্ত। ৩ দূরগত।

অনুপস্থাপিন্—(ত্রি) অনুপস্থিত। দূরস্থিত।

অনুপস্থাপ্য—(ত্রি) [উপ-স্থা ণিচ্‌-যৎ, ন উপস্থাপ্যম] অস্মরণীয়। ২ যাহা রাখিবার যোগ্য নহে।

অনুপস্থিত—(ত্রি) সমীপে অনাগত, উপস্থিত নহে, দূরস্থ। (স্ত্রী) ২ ব্যাকরণে উপস্থিত ভিন্ন শব্দ।

অনুপস্থিতি—(স্ত্রী) [উপ-স্থা ক্তিন, ন উপস্থিতিঃ, নঞ্‌-তৎ] উপস্থিতির অভাব, না থাকা। ২ স্মৃতির অভাব।

অনুপহত—(ত্রি) [ন উপহতম] আঘাতশূন্য। (স্ত্রী) ২ নূতন বস্ত্র যাহা কেহ পরিধান করেন নাই। ৩ অভিধবল। "অনুপহতমতিধবলম" (কাদম্বরী)

অনুপহতক্রুষ্ট—(ত্রি) বৌদ্ধমতে, হানি অথবা ক্রোধ-অপ্রতিহত।

অনুপাকৃত—(ত্রি) [উপ-আ-কৃ-ক্ত, ন উপাকৃতম্] সংস্কারপূর্ব্বক বেদগ্রহণরহিত। ২ সংস্কারপূর্ব্বক পশুহননরহিত।

অনুপাখ্য—(ত্রি) সুস্পষ্টরূপে বিবেচনার অযোগ্য।

অনুপাত—(পুং) [রাশিদ্বয়মধ্যে অবয়বসম্বন্ধানুগতঃ পাতঃ] পাটীগণিত ও বীজগণিতোক্ত অঙ্কবিশেষ (Ratio) একটী রাশির সঙ্গে আর একটী রাশির তুলনীয় অবয়ব বিষয়ে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহার নাম অনুপাত। প্রথম রাশিটী দ্বিতীয় রাশির কত গুণ, বা কত ভাগের কত ভাগ, অনুপাত দ্বারা তাহাই বুঝা যায়।

যেমন ১২ রাশিকে ৩ অঙ্কের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, ১২ রাশির ভিতর চারিগুণ ৩ আছে। অতএব ১২ এবং ৩ এই দুই অঙ্কের অনুপাত জানিতে হইলে ১২কে ৩ দিয়া ভাগ করিতে হয়। ১২ ÷ ৩ = ৪।

অনুপাতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন, বিসর্গের (:) মত দুইটী বিন্দু। সেই বিন্দু দুইটী রাশির মধ্যে রাখিতে হয়। যেমন, ১২ : ৪। এখানে প্রথম রাশিটীর নাম আদিম রাশি (antecedent)। দ্বিতীয় রাশির নাম অন্তিম রাশি (consequent)। যে হেতু, ৩ : ৫ = ৩ ÷ ৫, তাহা হইলে ৩ : ৫ = $\frac{৩}{৫}$। অর্থাৎ কোন অনুপাতকে সামান্য ভগ্নাংশের আকারে রাখা যাইতে পারে। কাজেই কোন অনুপাতের উভয় রাশি একটী বিশেষ অঙ্কদ্বারা গুণ কিম্বা ভাগ করিলে পূর্ব্ব অনুপাতের কিছুই কমবেশী হয় না।

ক : খ = $\frac{ক}{খ}$ = $\frac{কল}{খল}$ [ভগ্নাংশ দ্র°]। অতএব ক : খ = কল : খল।

অনুপাতের উভয় রাশি সমান হইলে তাহাকে সাম্যানুপাত (Ratio of equality) কহে। সাম্যানুপাতে উভয় রাশির মান ১ হয়। উভয় রাশি অসমান হইলে তাহাকে বৈষম্যানুপাত (Ratio of inequality) কহে। এমন স্থলের মান ১ এর চেয়ে কম অথবা বেশী হইতে পারে। প্রথম রাশি পরের রাশির চেয়ে গুরু হইলে তাহাকে গুরু-বৈষম্যানুপাত বলা যায় (Ratio of greater inequality)। এরূপ স্থলের মান ১ এর বেশী হইয়া থাকে। যেমন, ৫ : ৩ = $\frac{৫}{৩}$ = ১$\frac{২}{৩}$। প্রথম রাশি, পরের রাশির চেয়ে কম হইলে তাহার নাম লঘু-বৈষম্যানুপাত। ইহার মান ১এর চেয়ে অল্প। যেমন ৩ : ৫ = $\frac{৩}{৫}$।

দুই অনুপাতের মধ্যে কোন্‌টী গুরু এবং কোন্‌টী লঘু ইহা জানিতে হইলে তাহাদিগকে সামান্য ভগ্নাংশে পরিণত করিবে। ৫ : ৬ এবং ৭ : ৯ ইহাদের মধ্যে কোনটী গুরু?

$\frac{৫}{৬}$ $\frac{৭}{৯}$, $\frac{৩০}{৩৬}$ $\frac{২৮}{৩৬}$, অতএব ৫ : ৬ এই অনুপাত, ৭ : ৯ অনুপাতের চেয়ে গুরু হইল।

সাম্যানুপাতের উভয় রাশিতে কোন অঙ্ক যোগ করিলে কিম্বা উভয় রাশি হইতে কোন অঙ্ক বাকি কাটিয়া লইলে অনুপাতের মানের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। যেমন, ৫ : ৫ = ৯ : ৯, ৫+২ : ৫+২ = ৯+২ : ৯+২।

বৈষম্যানুপাতের উভয় রাশিতে কোন রাশি যোগ করিলে গুরু-বৈষম্যানুপাতের মানের হ্রাস হয় এবং লঘু বৈষম্যানুপাতের মানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন, ৭ : ৪ একটী বৈষম্যানুপাত এখানে উভয় রাশিতে ১ যোগ করিলে ৮ : ৫ হয় অতএব পূর্ব্ব অনুপাতের সঙ্গে তুলনা কর, $\frac{৭}{৪}$ $\frac{৮}{৫}$ = $\frac{৩৫}{২০}$ $\frac{৩২}{২০}$ এখানে মান কমিয়া গিয়াছে। আবার উভয় রাশি হইতে ১ বিয়োগ কর। তাহা হইলে, ৬ : ৩ এইরূপ হয়। পুনর্ব্বার তুলনা করিয়া দেখ $\frac{৭}{৪}$ $\frac{৬}{৩}$ অর্থাৎ মান বৃদ্ধি হইয়াছে।

দুইটী অনুপাত সমান হইলে উহাকে সমানুপাত proportion বলা যায়। যেমন, যদি $\frac{ক}{খ}$ = $\frac{গ}{ঘ}$ তাহা হইলে ক:খ:: গ:ঘ। সমানুপাতের মধ্যে চারিটী বিন্দু দিয়া সাধা দেখান হয়। এইরূপ চারিটী রাশিতে সমানুপাত হইলে উভয় পাশের রাশি

দুইটীর গুণফল, মধ্যস্থলের রাশি দুইটীর গুণফলের সঙ্গে সমান হয়। ক : খ : : গ : ঘ; যে হেতু $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$ অতএব উভয় রাশিকে খ ঘ দ্বারা গুণ করিলে ক ঘ = গ খ।

যদি দুইটী রাশির গুণফল আর দুইটী রাশির গুণফলের সঙ্গে সমান হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটী রাশির মধ্যে সমানুপাত আছে। তন্মধ্যে একটী গুণফলের গুণনীয় ও গুণক সমানুপাতের দুই পাশের দুইটী রাশি হইবে এবং আর একটী গুণফলের গুণনীয় ও গুণক মধ্যস্থলের দুইটী রাশি হইবে। যেমন, ক ঘ = খ গ তাহা হইলে খ ঘ দ্বারা উভয় রাশিকে ভাগ করিলে $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$ হয়, অর্থাৎ, ক : খ : : গ : ঘ।

যদি, ক : খ : : গ : ঘ, এবং গ : ঘ : : চ : ছ, তাহা হইলে ক : খ : : চ : ছ, হইবে। (জ্যামিতি ৫ম অধ্যায় ১১ প্রতিজ্ঞা)। কারণ $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$ এবং $\frac{গ}{ঘ}=\frac{চ}{ছ}$, তজ্জন্য, $\frac{ক}{খ}=\frac{চ}{ছ}$, অথবা ক : খ : : চ : ছ।

সমানুপাতের রাশি চারিটী উল্টাইয়া ফেলিলেও সমানুপাত হয়। (জ্যামিতি ৫ম অধ্যায় খ প্রতিজ্ঞা)।

যদি, ক : খ : : গ : ঘ হয়, তাহা হইলে খ : ক : : ঘ : গ হইবে। কারণ, $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$, তাহা হইলে $১\div\frac{ক}{খ}=১\div\frac{গ}{ঘ}$ অর্থাৎ, $\frac{খ}{ক}=\frac{ঘ}{গ}$ অতএব, খ : ক : : ঘ : গ হইল।

সমানুপাতের চারিটী রাশিকে যথাক্রমে পরিবর্ত্তন করা লইলেও সমানুপাত হয়। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৬ প্রতিজ্ঞা)।

যদি ক : খ : : গ : ঘ হয়, তাহা হইলে, ক : গ : : খ : ঘ হইবে। কারণ, $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$। এখন উভয় রাশিকে $\frac{খ}{গ}$ দ্বারা গুণ করিলে, $\frac{ক}{গ}=\frac{খ}{ঘ}$ হয়। অতএব ক : গ : : খ : ঘ হইল।

সমানুপাতের চারিটী রাশির মধ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশি যোগ করিলে, সেই সমষ্টির মান সম্বন্ধ দ্বিতীয় রাশির সঙ্গে ঠিক সেইরূপই থাকিবে, যেমন তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির সমষ্টির মান সম্বন্ধ চতুর্থ রাশির সঙ্গে থাকিবে। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৮ প্রতিজ্ঞা)।

যদি, ক : খ : : গ : ঘ হয়, তাহা হইলে ক+খ : খ : : গ+ঘ : ঘ। কারণ, $\frac{ক}{খ}=\frac{গ}{ঘ}$, অতএব $\frac{ক}{খ}+১=\frac{গ}{ঘ}+১$; অথবা $\frac{ক+খ}{খ}=\frac{গ+ঘ}{ঘ}$, অর্থাৎ ক+খ : খ : : গ+ঘ : ঘ।

ঐ রূপ বিয়োগে ও উভয় রাশির সমানুপাত থাকে। (জ্যামিতি ৫ অধ্যায় ১৭ প্রতিজ্ঞা)

সমানুপাতের চারিটী রাশির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির সমষ্টির সম্বন্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির বিয়োগের সঙ্গে ঠিক সেই রূপ হইবে, যেমন তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির সমষ্টির সম্বন্ধ তাহাদের বিয়োগের সঙ্গে থাকিবে।

যদি, ক : খ : : গ : ঘ হয়, তাহা হইলে ক+খ : ক−খ : : গ+ঘ : গ−ঘ হইবে। কারণ, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, $\frac{ক+খ}{খ}=\frac{ক+ঘ}{খ}$, এবং $\frac{ক-খ}{খ}=\frac{গ-ঘ}{ঘ}$,

অতএব, $\frac{ক+খ}{খ}\div\frac{ক-খ}{খ}=\frac{গ+ঘ}{ঘ}\div\frac{গ-ঘ}{ঘ}$,

অর্থাৎ $\frac{ক+খ}{ক-খ}=\frac{গ+ঘ}{গ-ঘ}$; তাহা হইলে, ক+খ : ক−খ : : গ+ঘ : গ−ঘ।

এই সূত্রানুসারে অনেক জটিল ও দীর্ঘ-সমীকরণ অঙ্ককে সরল ও লঘু করা যায়। যথা—

$\frac{ঙ+ক+(২ঙক+ক^২)^{\frac{১}{২}}}{ঙ+ক-(২ঙক+ক^২)^{\frac{১}{২}}}=খ^২$, ক বাহির কর।

উপরের লিখিত সূত্রানুসারে,

$\frac{ঙ+ক}{(২ঙক+ক^২)^{\frac{১}{২}}}=\frac{খ^২+১}{খ^২-১}$, সমীকরণটী একেবারে এরূপ লঘু হইয়া গেল।

সমানুপাত দ্বারা ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক অঙ্ক করিতে পারা যায়।

যদি প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা কাজ করিয়া ৯ জন লোকে ১০ দিনে ৩০ বিঘা ভূমির চাষ করিতে পারে, তবে ৪০ বিঘার চাষ করিতে কত জন লোক লাগিবে?

এখানে উভয় পক্ষেই সময়ের তারতম্য হইতেছে না, অতএব সময় পরিত্যাগ করিলে এই রূপ সমানুপাত দাঁড়াইতেছে।

৩০ বিঘা : ৪০ বিঘা : : ৯ : $\frac{৪০\times৯}{৩০}$ = ১২ জন।

১০টা কামান, ৫ মিনিটের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে ৩ বার গোলা মারিয়া যদি ২৭০ জন সৈন্য দেড় ঘণ্টার মধ্যে বধ করিতে পারে, তবে ৬ মিনিটে পর্য্যায়ক্রমে ৫ বার গোলা মারিতে পারিলে কত কামানে এক ঘণ্টায় ৫০০ সৈন্য নষ্ট হইবে?

মনে কর, অ = কামানের সংখ্যা;

এখানে রাশির এই রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে:—

বধ্য সৈন্য অধিক হইলে কামানও অধিক চাই—(বাকির পরিবর্ত্তন হইবে না), অল্প সময়ের মধ্যে বধ করিতে হইলে কামান অধিক চাই—(বাকির পরিবর্ত্তন হইবে না), এক মিনিটের মধ্যে গোলা মারা বারে কম হইয়া আসিলে কামান অধিক চাই—(বাকির পরিবর্ত্তন হইবে না)।

এখন সমস্ত রাশির পরিবর্তন হইলে,

$$\text{কামানের সংখ্যা} = \text{সৈন্য সংখ্যা} \times \frac{১}{\text{সময়}} \text{›}$$

$$\frac{১}{\text{১ মিনিটে আওয়াজের সংখ্যা}}$$

$$\text{অতএব, } ২১০ \times \frac{১}{১\frac{১}{২}} \times \frac{১}{\frac{৩}{৫}} : ৫০০ \times \frac{১}{১} \times \frac{১}{\frac{৫}{৬}} ::$$

১০ : অ = ২০।

২ স্থানবিশেষসম্বন্ধে সদৃশঃ পাতঃ পতনম্। নাড়ীমণ্ডল বা বিষুবরেখা (Equator) হইতে পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্ব। ঐ স্থান নিরক্ষ রেখার উত্তরে হইলে উত্তর নিরক্ষান্তর, আর দক্ষিণে হইলে তাহাকে দক্ষিণ নিরক্ষান্তর কহে।

৩ পশ্চাৎ পতন। অনুগতঃ পাতঃ। বাহুরূপ গ্রহবিশেষ। (অব্য)। অনু-পত-ণিচ-ণমুল্। পশ্চাৎপাত করিয়া। ।০। দ্বিতীয়ায়াঞ্চ। পা ৩.৪.৫৩। ত্বরা বুঝাইলে দ্বিতীয়ান্ত উপপদের পর ধাতুর উত্তর ণমুল হয়। ০। অমৈবাব্যয়েন। পা ২.২.২০। অব্যয়ের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাহা অমের সঙ্গেই হইবে, অন্যের সঙ্গে হইবে না। "লতানুপাতং কুসুমান্যগৃহ্ণাৎ।" (ভট্টি° ২.১১) রাম লতা টানিয়া পুষ্পগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনুপাতক—(ক্লী) [পাতয়তি নরকং প্রেরয়তি পত্-ণিচ্-ণ্বুল পাতকম্ অনু ব্রহ্মহত্যাদিমহাপাতকসদৃশং পাতকম্, প্রাদি স°] মহাপাতক সদৃশ পাপবিশেষ। অনুপাতক ৩৫ পঞ্চত্রিংশ প্রকার।

১।—নীচজাতি হইয়া আপনাকে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া (১)। যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে রাজার নিকট তেমন দোষ বলা (২)। গুরুজনের মিথ্যা দোষ রটনা করা (৩)। এ তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান।

২।—বেদত্যাগ, কিম্বা বেদ পড়িয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়া (১)। বেদের নিন্দা করা (২)। কুটিল কথা বলিয়া ফেরে ঘোরে সাক্ষী দেওয়া (৩)। (ইহা দুই প্রকার। এক, কোন বিষয় জানিয়া তাহা গোপন রাখা। আর এক প্রকার, সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা)। বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা (৪)। বিষ্ঠাদি-জাত দ্রব্য ভোজন করা (৫)। অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করা (৬)। এই ছয় প্রকার অনুপাতক সুরাপানের সমান।

৩।—গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়া লওয়া (১)। মানুষ চুরি করা (২)। ঘোড়া চুরি করা (৩)। রূপা চুরি করা (৪)। ভূমি চুরি করা (৫)। হীরা চুরি করা (৬)। মণি চুরি করা (৭) এই সাত প্রকার অনুপাতক সুবর্ণ হরণ করার সমান।

৪।—সহোদরা ভগিনীগমন (১)। কুমারীগমন (২)। নীচ জাতির স্ত্রীগমন (৩)। বন্ধুর স্ত্রীগমন (৪)। ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্রের স্ত্রীগমন (৫)। পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রী-গমন (৬)।

৫।—মাসী গমন (১)। পিসী গমন (২)। শাশুড়ী গমন (৩)। মামী গমন (৪)। পুরোহিতের স্ত্রীগমন (৫)। ভগিনী গমন (৬)। আচার্য্যের স্ত্রীগমন (৭)। শরণাগতা স্ত্রীগমন (৮)। রাণী গমন (৯)। যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন এমন স্ত্রীগমন (১০)। শ্রোত্রিয়-স্ত্রীগমন (১১)। সাধ্বী স্ত্রীগমন (১২)। উচ্চ বর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচ বর্ণের পুরুষের গমন (১৩)। এই তের ও পূর্ব্বের ছয়, এই উনিশ প্রকার অনুপাতক গুরুপত্নীহরণের তুল্য। (মনুসংহিতার ১১ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোকাদিতে অনুপাতকের বিবরণ দেখ) [অনু-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতক শব্দে দ্র°]

অনুপাতকিন্—(ত্রি) [অনুপাতকমস্ত্যস্য ইনি] অনুপাতকগ্রস্ত, যে অনুপাতক করিয়াছে।

অনুপাতম্—(অব্য) ক্রমশঃ।

অনুপাতিন্—(ত্রি) [অনুপততি অনুগচ্ছতি অনু-পত্-ণিনি] অনুগামী, পশ্চাদ্গামী। [অনুপাতয়তি বৃক্ষাৎ ফলাদিকম্, অনু-পত-ণিচ্-ণিনি] যে বৃক্ষ হইতে ফলাদি পড়ে।

অনুপান—(ক্লী) [অনু ভেষজেন সহ পশ্চাদ্বা পীয়তে পা কর্ম্মণি ল্যুট্] ঔষধের সঙ্গে মিশাইয়া যাহা পান করা যায়। যেমন, 'অনুপান' আদার রস ও মধু। ঔষধ সেবনের পর যাহা পান করা যায়। সাধারণতঃ বায়ুর প্রাধান্য থাকিলে স্নিগ্ধোষ্ণ অনুপান বিধেয়, শ্লেষ্মার প্রাবল্যে রূক্ষোষ্ণ এবং পিত্তে স্নিগ্ধ অনুপান ব্যবস্থেয়। (মদ ব. ১৩)

"চূর্ণাবলেহগুটিকা কল্কানামনুপানকম্।
বাতপিত্ত কফোদ্রেকে ত্রিদ্ব্যেকপলমাহরেৎ।"

(শার্ঙ্গধর মধ্যম° ৬ অ°)

[পীয়তে যত্তৎ পানম্।] "পানং পীতৌ চ রক্ষণে" (বিশ্ব)।

বৈদ্যের ঔষধ সেবন করিতে হইলে অনুপানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অনুপান ভেদে এক এক ঔষধের নানা প্রকার গুণ হইয়া থাকে। "অনুপানবিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্।" (বৈদ্যক)

অধিকাংশ ঔষধসেবনের পরে এক একটী দ্রব পদার্থ পানের বিধান আছে, তাহাকেই অনুপান কহে। কিন্তু সাধারণতঃ এখন মধুপ্রভৃতি যে সকল দ্রব-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ সেবন করা যায়, তাহাই অনুপান শব্দে ব্যবহৃত হইতেছে। ঔষধ মাত্রই অনুপান বিশেষের সহিত সেবিত

হইলে, অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কার্য্যকারক হয়। এজন্ত প্রায় সমুদয় ঔষধই অনুপান বিশেষের সহিত সেবন করা আবশুক। যে ঔষধ যে রোগ নাশক, সেই ঔষধ সেবন-কালে তদনুযায়ী অনুপানেরও ব্যবস্থা করিতে হয়

প্রথমত বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক অনুপানের কথা বলিতেছি। বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইলে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তৎসমস্ত প্রশমনকল্পে উপযুক্ত অনুপান ব্যবহার কর্ত্তব্য। যথা—

বায়ুনাশক অনুপান—

দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণছাল, মেষশৃঙ্গী, পারুল, অর্জ্জুন, গণিয়ারী, গুড়ূচী, এরণ্ড (ভেরেণ্ডা), বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, নীলঝিন্টি, পীতঝিন্টি, আলকুশী, হাড়জোড়া, আকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা, গজপিপুল, বেতোশাক, কাঞ্চনবৃক্ষ, বামনহাটী, কার্পাস, রক্তচন্দন, কুল, যব, সোণাছাল, বেলছাল, গোক্ষুর, কণ্টিকারী, বৃহতী, অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চাকুলে, শালপর্ণী, কুলথকলায়, ইহাদের প্রত্যেকটীকে স্বতন্ত্ররূপে বা দুই তিনটীকে একত্র করিয়া অনুপান প্রয়োগ করিলে বাত বা বায়ু নষ্ট হয়, দ্রব্যবিশেষের কাথ, রস বা চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হয়।

পিত্তনাশক অনুপান—

চন্দন, রক্তচন্দন, মেষশৃঙ্গী, পলাশ, লোধ, কুল, কদম্ব, কট্‌কী, তেজপাতা, মঞ্জিষ্ঠা, বালা, ক্ষীরকাকোলী, কুশ, কাশ, বেণারমূল, উলুখড় খাগড়া, শালপর্ণী, শতমূলী, মুথা শেওলা, কুমুদ, নীলোৎপল, কদলী, পদ্মবীজ, দূর্ব্বা, সূচীমুখী, কাকোলী, গুড়ূচী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, বটছাল, পিড়িংশাক, জামছাল, আমছাল, অর্জ্জুনছাল, আমড়াছাল, পাকুড়ছাল, অশ্বত্থছাল ও যজ্ঞডুমুর এই সকল দ্রব্যের কাথ, রস অথবা চূর্ণ।

কফনাশক অনুপান—

করলাপাতা, উচ্ছেপাতা, পল্‌তা, চিরতা, ঝিন্টিপাতা, নিমছাল, ছাতিমছাল, লোধ, সোন্দাল, বামনহাটী, ইন্দুরকানি, কুকসিমা, নিসিন্দা, জায়ফল, আপাং, কালকাসুন্দে, তুলসীপত্র, নাগেশ্বর, দেবদারু, হরীতকী, মুথা, ত্রিফলা, মনসাসীজ, (ইহার পাতা আগুনে সেঁকিয়া গরম করিয়া রস বাহির করিতে হয়) যষ্টিমধু, চিতা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কন্টকারী, বৃহতী, কট্‌কী, হরিদ্রা, কুড়, রক্তচন্দন, অগুরু, কালীয়ক কাষ্ঠ, এরণ্ডমূল, শৈলজ, শুল্‌ফা, সরলকাষ্ঠ, রাস্না, নাটারডগা, করঞ্জছাল, বেণারমূল, শালপাণী, অনন্তমূল গুড়ুচী, মেষশৃঙ্গী, করমচা, গোক্ষুর, নীলঝিন্টি পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপুল, রেণুকা এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, হিং, সূচীমুখী, গুইচ, বচ, ও বিড়ঙ্গ।

বায়ু ও পিত্তনাশক অনুপান—

গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে, শালপাণী প্রভৃতি।

কফ ও পিত্তনাশক অনুপান—

লাক্ষা, জাম্বীর, কুড়চী, করবী, কটফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বনডুমুর।

কফ ও বায়ুনাশক অনুপান—

বেলছাল, গণিয়ারী ছাল, গাম্ভারীছাল, শোণাছাল, পারুলছাল।

কফ, পিত্ত ও বায়ুনাশক অনুপান—

বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী-ছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর।

অগ্নিদীপক ও আমপাচক অনুপান—

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, আদা, শুণ্ঠী, অম্লবেতস (থৈকল), মরিচ, গজপিপুল, যমানী, এলাইচ, বনযমানী, ও হিং। ইহার প্রত্যেকটীই স্বভাবতঃ আগ্নেয় গুণসম্পন্ন ও আমপাচক।

অরুচিনাশক বা রুচিকারক অনুপান—

আম, আমড়া, ডেহয়া (মান্দার), কয়েৎ, আমরুল, অম্লবেতস (থৈকল) কুল, দাড়িম, বেদানা ও ছোলঙ্গলেবু।

হিক্কানাশক অনুপান-

শঠী, কুড়, কুলবীজের শস্য, কণ্টকারী, বৃহতী, পরগাছা, হরীতকী, পিপুল, বহেড়া ও আমলকী বীজের শস্য, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী।

রক্তরোধক অনুপান—

মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম মোচরস, লোধ, গেরিমাটী, প্রিয়ঙ্গু, চিনি, খৈ ও কিস্‌মিস্‌।

সারক অনুপান—

কিস্‌মিস্‌, হরীতকী ফলসা, গাম্ভারী, বেল, বহেড়া ও কুল। ইহারা অন্নরেচক, কেবল সঞ্চিতমল নিঃসারিত করে।

ভেদক অনুপান—

সোন্দালের আঠা, তেউড়ী, আকন্দ, দন্তী, চিতামূল, কট্‌কী। ইহাদিগকে শোধন করিয়া অনুপানরূপে ব্যবহার করা যায়, কারণ এগুলি অত্যন্ত ভেদক। এরণ্ডতৈল শোধন অনাবশুক, উহা অনুপান রূপে প্রয়োগ করিতে কোন আশঙ্কা নাই। মাত্রা—বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ২ তোলা, বালকদিগের পক্ষে ১৫ ফোঁটা হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত।

মলরোধক অনুপান—

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আম্রকোশী, পদ্মকেশর, বামনহাটী, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, মোচরস, লোধ ও শোণা। ইহারা স্বভাবতঃই মলরোধ করে।

মূত্রবর্দ্ধক অনুপান—

পথপাছা, গোক্ষুর, বকফুল, হুড়হুড়ে, পাথরকুচি, শরমূল, ইক্ষুমূল, কাশমূল, কুশমূল, বেণার মূল, উলুখড়ের মূল, গুড়ুচী ও আকোড়মূল। ইহারা স্বভাবতঃই মূত্রকারক।

মূত্ররোধক অনুপান—

আমছাল, জামেরছাল বা বীজ, পাকুড়, বচ, আমড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বকুল। ইহারা স্বভাবতঃই মূত্ররোধক।

মূত্রশোধক অনুপান—

পদ্মপুষ্প, কুমুদপুষ্প, যষ্টীমধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাইফুল। ইহারা মূত্রাশয়শোধক।

বমনকারক অনুপান—

মধু, যষ্টীমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, তেলাকুচা, আকন্দ, আপাং, তুন্তিয়া, ময়নাফল।

বমননিবারক অনুপান—

আমপাতা, জামপাতা, ছোলঙ্গলেবু, অম্লফল, দাড়িম, বেদানা, যব, বেণার মূল, খৈ ও যষ্টীমধু।

জীবনীশক্তিবর্দ্ধক অনুপান—

জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, ও যষ্টীমধু।

পুষ্টিকারক অনুপান—

পীতবেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, বনকার্পাস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বীজতাড়ক বীজ।

স্তন্যশোধক অনুপান—

যষ্টীমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কটফল।

বলকারক অনুপান—

রাখালশসা, আলকুশী, শতমূলী, যষ্টীমধু, মাষাণী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, শালপাণী, কটুকী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে।

বর্ণকারক অনুপান—

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী, চিনি ও দূর্ব্বা।

স্বরবর্দ্ধক অনুপান—

অনন্তমূল, ইক্ষুমূল যষ্টিমধু, পিপুল, কিসমিস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কটফল, গোয়ালিয়া লতা, বৃহতী ও কণ্টকারী।

কণ্ডুনাশক অনুপান—

রক্তচন্দন, জটামাংসী, সোন্দাল, করঞ্জ, নিম, কুড়চী, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুথা।

বিষনাশক অনুপান—

হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না, হাপরমালী, ছোটএলাচি, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, নির্ম্মলীফল, শিরীষ ও নিশিন্দা।

অশ্মরীকারক অনুপান—

বেণারমূল ইক্ষু, উলুখড়ের মূল, কুশমূল, কাশমূল মুথা, ইকড়মূল ও গন্ধতৃণ ইত্যাদি।

অশ্মরীশোধক অনুপান—

আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, দূর্ব্বা, কটকী ও অনন্তমূল।

শুক্রশোধক অনুপান—

কুড়, এলবালুক, কটফল, সমুদ্রফেন, কদম্বের আঠা, ইক্ষু, খাগড়ামূল, কুলেখাড়া, আকন্দ ও বেণার মূল।

শ্রমনাশক অনুপান—

দ্রাক্ষা, খেজুর, পিয়াজ, কুল, দাড়িম, কাকডুমুর ও ইক্ষু।

দাহনাশক অনুপান—

খৈ, শ্বেতচন্দন, গাম্ভারী ফল, যষ্টিমধু, চিনি, নীলোৎপল, বেণার মূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বালা।

রক্তশোধক অনুপান—

মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, লোধ, মোচরস, প্রিয়ঙ্গু, চিনি, খৈ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা।

গর্ভস্রাব নিবারক অনুপান—

রাখালশসা, ব্রাহ্মীশাক, দূর্ব্বা, শ্বেতদূর্ব্বা, পারুল, আমলকী, হরীতকী, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু।

যৌবন-স্থাপক অনুপান—

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী, রাস্না, জীবন্তী, শতমূলী, থানকুনী, শাকপাণী ও পুনর্ণবা ইত্যাদি।

শ্লেষ্মজ্বরে অনুপান—

মধু, পানের রস, আদার রস ও তুলসীপাতার রস বা কাথ।

পিত্তজ্বরে অনুপান—

পটোলের রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা কাথ।

বাতজ্বরে অনুপান—

মধু, গুলঞ্চের রস, চিরতা-ভিজান জল, নালিতা-ভিজান জল ও তুলসী প্রভৃতি।

বিষমজ্বরে অনুপান—

মধু, পিপুলের গুঁড়া বা পাতার রস, শেফালিকা-(শিউলি) পাতার রস, বিল্বপত্রের রস ও গোলমরিচের গুঁড়া প্রভৃতি অনুপানের জন্য প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অতিসার রোগে—

বেলশুঁঠ, মুথা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, আম্রকোশী, দাড়িমফলের ছাল, ধাইফুল ও কুড়চি প্রভৃতি।

কাসশ্লেষ্মপ্রধান শ্বাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগে—

বাসকপাতা, তুলসীপাতা, পান, আদা, বাসকছাল, বামনহাটী, যষ্টিমধু, কণ্টকারী, কটফল ও কুড় প্রভৃতি দ্রব্যের

কাথ এবং বচ, তালিশপত্র, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও বংশলোচন প্রভৃতির চূর্ণ।

বায়ুপ্রধান কাসে—

বহেড়াসিদ্ধ জল বা বহেড়ার বীজের শস্যচূর্ণ ও মধু। রক্তভেদ ও রক্তস্রাব নিবারণের জন্য বাসক পাতার রস, আয়াপানের রস বা কাথ, দাড়িমপাতার রস, কুকসিমার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, কুড়চি ছালের কাথ, দূর্ব্বাঘাসের রস, ছাগদুগ্ধ, ও মোচরসচূর্ণ।

শোথরোগে—

বিল্বপত্রের রস, শ্বেত পুনর্ণবার রস বা কাথ, গুলঞ্চ মূলার কাথ এবং গোলমরিচচূর্ণ।

পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে—

কেৎপাপড়ার রস, কুলেখাড়ার রস বা গুলঞ্চের রস প্রভৃতি।

মলভেদ করাইবার জন্য—

তেউড়ীমূল চূর্ণ, দন্তীমূল চূর্ণ, দ্রাক্ষার কাথ, সোনামুখী ভিজান জল বা কাথ, কটকীর কাথ, হরীতকী ভিজান জল, গরম জল ও গরম দুগ্ধ।

মূত্রাবরোধে—

অর্থাৎ প্রস্রাব সরল করাইবার জন্য স্থলপদ্ম পাতার রস, পাথরকুচা পাতার রস, সোরা ভিজান জল, কাবাব-চিনির গুঁড়া এবং গোক্ষুর বীজ, কুশমূল, কেশেমূল, বেনামূল ও কৃষ্ণ ইক্ষুমূলের কাথ প্রভৃতি।

বহুমূত্র রোগে—

যজ্ঞডুমুর বীজচূর্ণ, জামের বীজচূর্ণ, মোচরস, ঝিঙ্গেপোড়ার রস ও হেলাকুচা মূলের রস।

প্রমেহ রোগে—

গুলঞ্চের রস, কাঁচাহলুদের রস, আমলকীর রস, কচি শিমূলের রস, দারুহরিদ্রার চূর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা ও অশ্বগন্ধার কাথ, শ্বেতচন্দন ঘসা, গঁদভিজান জল, কদমছালের রস ও কেশুরের রস প্রভৃতি।

প্রদর রোগে—

গুলঞ্চের রস, অশোক ছালের কাথ, এবং রক্তরোধক অন্যান্য দ্রব্য।

রক্তস্রাব করাইবার জন্য—

মুসব্বর, বাঁশের নীলাভিজানজল, উলটকম্বল, লতা-কটকির পাতা, ঈশলাঙ্গলা ও জবা ফুলের রস, শিমূল ফুলের রস।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে—

যমানী, বনযমানী ও মৌরীভিজান জল এবং পিপুল, পিপুলমূল, গোলমরিচ, চই, শুঁঠ, হিং।

ক্রিমি রোগে—

বিড়ঙ্গচূর্ণ, দাড়িমের শিকড়ের কাথ, আনারসের পাতার রস, খেজুর পাতার রস, ভাঁটপাতার রস, চাঁপার পাতার রস, নিসিন্দা পাতার রস, খোরাসানী যমানী, পুরাতন গুড়, সাকীর রস, মুথা, ইন্দুরকানি, ত্রিফলা, সজিনা প্রভৃতির কাথ, পলাশ বীজচূর্ণ বা রস, তিতলাউ বীজচূর্ণ, নারিকেল জল, আইতচ প্রভৃতি।

জীর্ণজ্বরে—

কণ্টকারী, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, প্রভৃতির কাথ, দশমূলের কাথ, পুরাতন গুড়, ত্রিফলার জল, বেনার মূল, রক্তচন্দন।

নবজ্বরে—

আদার রস, পানের রস, মধু, চিনির সহিত শুঁঠ, পিপুল, মরিচ।

সান্নিপাত জ্বরে—

আদার রস, মধু, আকন্দমূলের কষায়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সংযুক্ত করিয়া তৎসহ ডাবের জল, সৈন্ধব লবণ, চিতাপাতার রস, তুলসী পাতার রস, পানের রস, জীরাচূর্ণ।

গ্রহণীরোগে—

ছাগদুগ্ধ, অন্নমণ্ড, মধু, আতপতণ্ডুলভিজানজল, মুথার রস, কুড়চাছালের কাথ, যোয়ান, শীতল জল, জীরাচূর্ণ, ঘোল, দধির মাত, বাতাধিক্যে ঘৃতমরিচ, পিত্তাধিক্যে মধু ও পিপুল এবং কফাধিক্যে সিদ্ধির রস বা ঘৃতসংযুক্ত ত্রিকটু, বেলশুঁঠের কাথ, বেলপোড়া।

অর্শরোগে—

যোয়ান চূর্ণ, বিটলবণ, ঘোল এবং হরীতকীচূর্ণ, পুরাতন গুড়, কৃষ্ণতিল, ভেলারমুচি চূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, দুগ্ধ, বেলশুঁঠের কাথ, ছাগদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, আমরুল শাকের রস, ও থানকুনির রস।

কাসরোগে—

ছাগদুগ্ধ, মধু, ঘৃত শীতলজল, উষ্ণজল, বাসক পাতার রস, আদার রস, মরিচ ও পিপুলচূর্ণ, ঘৃত, ঘৃতকুমারীর রস, ছাগঘৃত, দ্রাক্ষার কাথ, মুথার রস, বহেড়াফলের ছালচূর্ণ, পানের রস, শুণ্ঠী, কণ্টকারী ও বাসকের কাথ।

স্বরভঙ্গে—

শুঁঠচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ, কুলপাতার রস বা কাথ, মধু, ঘৃত, ও ব্রাহ্মীশাকের রস।

অরোচকাধিকারে—

কুড়চূর্ণ, যোয়ানচূর্ণ, অম্লবেতস (থৈকল), এলাচচূর্ণ, ধনেচূর্ণ, আমলকীচূর্ণ, ত্রিফলার জল, ও পঞ্চলবণ।

তৃষ্ণারোগে—

ডুমুরের রস বা কাথ, মধু, পিপুলচূর্ণ, চইচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ, কুশমূল, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ, মধু, আম বা জামপাতার কাথ, চিনি বা মিশ্রির জল, লেবুর রস।

উন্মাদরোগে—

শুঁঠ-চাবাচূর্ণ, ব্রাহ্মীশাকের রস, কুড়চূর্ণ, ত্রিফলাভিজান জল

বা কাথ, মধু, কুমড়াবীজের শস্যচূর্ণ, তালের রস, বচচূর্ণ, তালমূলি শাকের রস।

বায়ুরোগে—

ত্রিফলাভিজান জল, শতমূলীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ বা কাথ, চিনির জল, ও মিশ্রির জল।

বাতব্যাধিতে—

ত্রিফলাভিজান জল, মধু, নিসিন্দাপাতার রস, আদার রস, বেড়েলামূলের ছালবাটা, নবনীত, অশ্বগন্ধ চূর্ণ, সৈন্ধবমিশ্রিত এরণ্ডতৈল, শুঁঠচূর্ণ, এরণ্ডমূলের কাথ, চিতামূলের কাথ, মরিচ-চূর্ণ-মিশ্রিত ঘৃত, চিতামূলের রস, দুগ্ধ, চিনির জল, কদম্বপাতার রস, পিপুলচূর্ণ।

বাতরক্তে—

গুলঞ্চের রস বা কাথ, নিমছালচূর্ণ, শোধিত কুচিলাচূর্ণ, শোধিত সোমরাজীচূর্ণ, ছোলার যূষ, দুগ্ধ, জল, ধনেভিজান জল, পলতাভিজান জল।

শূলরোগে—

শুঁঠচূর্ণ, সোয়াভিজান জল, এরণ্ডমূলের কাথ, হিং, কুড়চূর্ণ, বিটলবণ, গরমজল, নারিকেলজল, মধুসংযুক্ত খইচূর্ণ, আমলকীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, বলাডুমুরের কাথ, দ্রাক্ষার কাথ, শতমূলীর রস, যষ্টিমধুর কাথ, পিপুলচূর্ণ, সজিনাছালের রস, যোয়ান চূর্ণ, গব্যদুগ্ধ, ঘৃত ও মধু, মুগের যূষ, ছাগদুগ্ধ।

গুল্মরোগে—

সুখোষ্ণজল, কাঁজি, মদ্য, মাংসযূষ, ঘৃত ও দুগ্ধ, গোমূত্রের সহিত সেবনে কফজ, দুগ্ধের সহিত পৈত্তিক এবং মদ্য বা কাঁজির সহিত সেবন করিলে বাতিক গুল্ম নষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের রক্তগুল্মে উষ্ট্রদুগ্ধ, ঘৃতসংযুক্ত যবাগু, দুগ্ধসাধিত পিয়া, হরীতকী-চূর্ণ, ত্রিফলার জল, হরীতকী ভিজান জল, পানের রস, গুলফা, নাটাকরঞ্জ ও দেবদারু প্রভৃতির কাথ।

হৃদ্রোগে—

অর্জ্জুনছালচূর্ণ, কণ্টকারীচূর্ণ, শুঁঠের কাথ, মধু, চিনির জল, পুরাতন গুড়, দ্রাক্ষার কাথ, অর্জ্জুনছালের ক্ষীরপাক, যষ্টিমধুর কাথ। কফজ হৃদ্রোগে বচ ও নিমছালের কাথ।

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে—

কুড়চূর্ণ, গোরক্ষ-চাউলের মূলচূর্ণ, ক্রিমিজ হৃদ্রোগে তিল-পিষ্টক, বিড়ঙ্গচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ প্রভৃতি।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগে—

চিতামূলচূর্ণ, উষ্ণজল, তালজটাভস্ম, দধির মাত, কচি পেঁপের আঠা, রসুনের রস, পিপুলমূলচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, রোহীতকের ছালের কাথ, আদার রস, সৈন্ধবলবণ, মধু, গব্যদুগ্ধ, পিপুলের গুঁড়া, গুড়, জিরার গুঁড়া, শীতলজল।

উপদংশ বা ফেরঙ্গ রোগে

অনন্তমূলের কাথ, শোধিত কুচিলাচূর্ণ, কাঁচাহলুদের রস, ত্রিফলার চূর্ণ, নিমপাতার রস বা কাথ।

কুষ্ঠরোগে—

অনন্তমূলাদির কাথ, সোমরাজীবীজচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, নিমপাতার কাথ, গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস, গুগ্গুলু, ঘৃত, দুগ্ধ, মধু ও নারিকেল জল।

অম্লপিত্তরোগে—

শূলরোগোক্ত অনুপান অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ধ্বজভঙ্গ ও শুক্রতারল্যে—

মাখন, দুগ্ধ, আলকুশীবীজচূর্ণ, কুলেখাড়া বীজচূর্ণ, শতমূলীর রস, গোক্ষুর ভিজানজল, অশ্বগন্ধাচূর্ণ, ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস, শিমূল মূলের রস বা কাথ অথবা চূর্ণ, অনন্তমূলের কাথ, আমলকীর রস বা কাথ, পানের রস মধু, যজ্ঞডুমুরের রস, তালমূলী, পিপুলচূর্ণ, কুঁচমূলচূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ, বেড়েলামূলের ছালবাটা বা রস, গোরক্ষ-চাউলের চূর্ণ, চিনি।

রোগ ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সকল অনুপানের মধ্যে কাথ ও ভিজান জল এক ছটাক পরিমাণে রস ২ তোলা বা ১ তোলা পরিমাণে এবং চূর্ণ ১ আনা বা অর্দ্ধ আনা পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয়। চূর্ণ-অনুপানের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

পিত্তের আধিক্য ব্যতীত অন্যান্য সকল অবস্থাতেই মধু অনুপানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বটিকা ও চূর্ণ ঔষধ ব্যবহার কালেই এই সকল অনুপান ব্যবস্থেয়। মোদক, গুগগুলু, গুড়, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি ঔষধে অবস্থাবিশেষে শীতলজল, গরমজল বা গরমদুগ্ধসহ সেবন করিতে হয়। কবিরাজী ঘৃত কেবলমাত্র একছটাক আন্দাজ গরমদুগ্ধ ও চারি আনা পরিমাণ চিনির সহিত সেব্য। অনেক ঘৃতে চিনি মিশ্রিত করিবার আবশ্যক হয় না। [সহপান শব্দ দ্র°] (ভৈষজ্যরত্না° ও ভাবপ্র°) [পানস্য জলস্য সমীপে অব্যয়ী°] ২ জলের নিকটে।

অনুপানৎক—(ত্রি) উপানহহীন, যিনি জুতা পরিধান করেন না। (কাত্যা° শ্রৌত° ১৫.৮.২৪)

অনুপার্শ্ব—(ত্রি) পার্শ্বসম্বন্ধীয়। (অব্য) ২ পার্শ্বে।

অনুপালু—(পুং) [বৈদ্যক] পানীয়ালুক, বন আলু। (রাজনি° ব°)

অনুপাবিশেষনির্ব্বাণ—বৌদ্ধতন্ত্রে বোধিচিত্ত ও নৈরাত্মা উভয়েই পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ। বোধিচিত্তমূলে শূন্য ও নৈরাত্মার মূলেও শূন্য। শূন্যে শূন্যে এই সংমিশ্রণ নির্ব্বাণের শ্রেষ্ঠ স্তর। বৌদ্ধতন্ত্রে এই নির্ব্বাণকে অনুপাবিশেষনির্ব্বাণ বলা হয়।

অনুপাবৃত্ত—(ত্রি) [ন উপাবৃত্তম্] পরাবৃত্ত নহে, যে ফিরিয়া আসে নাই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

অনুপাসন—(ক্লী) উপাসনার অভাব।

অনুপাসিত—(ত্রি) যাহার উপাসনা হয় নাই।

অনুপিয়—নগরবিশেষ। এই নগরের সন্নিকটে এক আম্রবন ছিল। এক সময়ে যখন বুদ্ধদেব এই আম্রবনে বাস করিতেছিলেন তখন তিনি বড়ভদ্দিয় সম্বন্ধে বলেন। ইনি ছয়জন সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উপালি এই যুবকের মধ্যে একজন ছিলেন। (সুখবিহারী জাতক)

অনুপুর—পল্লবগণের এক রাজধানী। পল্লববংশীয় নন্দীবর্ম্মার (৭৩৫ খৃষ্টাব্দে) একবিংশ রাজ্যাব্দে অপর পল্লব নৃপতি চিত্রমায় দ্রমিলরাজ্যের রাজগণের সহযোগে নন্দীবর্ম্মাকে অনুপুরে আক্রমণ করেন। নন্দীবর্ম্মা অনুপুরে বন্দী হ'ন। বিলবলের উদয়চন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করিতে অনুপুরে আগমন করেন এবং তিনি নিম্ববনের যুদ্ধক্ষেত্রে নন্দীবর্ম্মার শত্রুদের পরাস্ত ও নিহত করেন।

অনুপুরুষ—(পুং) পূর্ব্বোক্তপুরুষ। ২ শিষ্য।

অনুপুষ্প—(পুং) [অনুগতঃ পুষ্পং তদ্বিকাশম, অতি° তৎ] শরবৃক্ষ, খাগ্‌ড়াগাছ।

অনুপূর্ব্ব—(ত্রি) [অনুগতং পূর্ব্বং পর্ব্বপাটীং অতি° স°] ঠিক ক্রমানুসারে, ঠিক ক্রমানুযায়ী, পর পর, গোড়া হইতে ঠিক পরে পরে শেষ পর্য্যন্ত। "দিনান্যনুপূর্ব্বং পূর্ব্বপূর্ব্বানুক্রমেণ" (ঋক্ ১০.১৮.৫ সায়ণ) [অনুপূর্ব্ব শস্] অনুপূর্ব্বশঃ—ঠিক ক্রমানুসারে (স্ত্রী) অনুপূর্ব্বী।

অনুপূর্ব্বকেশ—(পুং) নিয়মিত কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি।

অনুপূর্ব্বগাত্র—(পুং) নিয়মিত অঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি।

অনুপূর্ব্বজ—(ত্রি) নিয়মিতরূপে উৎপন্ন। (কাত্যা° শ্রৌত° ১৫.৩.১৫)

অনুপূর্ব্বদংষ্ট্র—(ত্রি) নিয়মিত দন্তবিশিষ্ট।

অনুপূর্ব্বনাভি—(পুং) নিয়মিতাকার নাভিবিশিষ্ট ব্যক্তি।

অনুপূর্ব্বপাণিলেখ—(ত্রি) নিয়মিত হস্তরেখাবিশিষ্ট।

অনুপূর্ব্ববৎসা—(স্ত্রী) নিয়মিতরূপে বৎস উৎপন্নকারিণী গাভী। "অনুপূর্ব্ববৎসাং ধেনুম্" (অথর্ব্ব ৯.৫.২৯)

অনুপূর্ব্বশস্—(অব্য) নিয়মিতক্রমে। "সর্ব্বং চরং স্থাবরমনুপূর্ব্বশঃ" (মনু ৩.২০১) ২ প্রথমতঃ, আরম্ভে।

অনুপৃক্ত—(ত্রি) সম্মিলিত।

অনুপৃষ্ঠ্য—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ পৃষ্ঠং বধ্যতে যৎ] পৃষ্ঠের উপর বাঁধা পাশাদি। "অনুপৃষ্ঠ্যামাযস্ত পাশয়োঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬.৮.৫)

অনুপেত—(ত্রি) [ন উপেতম্] উপনয়নের নিমিত্ত গুরুর নিকটে গত নহে, উপনয়নের নিমিত্ত যে গুরুর নিকটে যায় নাই। "অনুপেতঃ অনুপনীতঃ" (রঘুনন্দন)

অনুপ্ত—(ত্রি) [ন উপ্তম্ বপ-ক্ত] যাহা বোনা হয় নাই।

অনুপ্তশস্য—(ত্রি) যে শস্য বোনা হয় নাই।

অনুপ্ত্রিম—(ত্রি) বিনা চাষে উৎপন্ন (শস্যাদি)।

অনুপ্রদান—(ক্লী) [অনুপ্রদীয়তে অনু-প্র-দা-করণে ল্যুট্] বর্ণোৎপাদনের নিমিত্ত বাহ্য প্রযত্নবিশেষ। "এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবৃণ্বতে।" (ভট্টোজি) ২ দান, পুরস্কার।

অনুপ্রধাবিত—(ত্রি) পশ্চাতে দ্রুত-ধাবিত, যিনি পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছেন। ২ উৎকণ্ঠিত।

অনুপ্রপন্ন—(ত্রি) পশ্চাদ্‌গত।

অনুপ্রপাতম্—(অব্য) ক্রমানুসারে গমন করা।

অনুপ্রমাণ—(ত্রি) অনুযায়ী প্রমাণ অথবা দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট।

অনুপ্রয়োগ—(পুং) অতিরিক্ত সংস্থাপন।

অনুপ্ররোহ—(ত্রি) যে ক্রমানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

অনুপ্রবচন—(ক্লী) [অনুরূপং প্রবচনম উচ্চারণম্] গুরু যেরূপ উচ্চারণ করিয়া শিক্ষা দেন ঠিক সেইরূপ উচ্চারণ করা। (ত্রি) গুরুর উপদেশানুরূপ অধ্যয়নযুক্ত। "অনুপ্রবচনং প্রয়োজনমস্য অনুপ্রবচনীয়ম্।" অনুপ্রবচন, উত্থাপন, প্রবেশন, অনুপ্রবেশন, উপস্থাপন, সংবেশন, অনুবেশন, অনুবচন, অনুবাদন, অনুবাসন, আরম্ভণ, আরোহণ, প্ররোহণ, অন্বারোহণ—এই শব্দগুলি অনুপ্রবচনাদি।

অনুপ্রবিশ্য—(অব্য) প্রবেশ করিয়া

অনুপ্রবেশ—(পুং) [অনুরূপঃ প্রবেশঃ] সূর্য্যের যথানুরূপ কিরণের চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ। ২ অনুরূপ প্রবেশ। ৩ ঘরের ভিতর যে যাইতেছে। ৪ প্রতিবিম্বপতন। ৫ প্রতিফলিত হওয়া। ৬ নকল। "অনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ।" (রঘুবংশ ৩.২২৫)।

অনুপ্রবেশনীয—(ত্রি) প্রত্যাবর্ত্তন অথবা প্রত্যাগমন সম্বন্ধীয়।

অনুপ্রশ্ন—(পুং) গুরুকর্ত্তৃক পূর্ব্ব কথিত বিষয়ের প্রমাণ প্রদানের অনুযায়ী প্রশ্ন।

অনুপ্রসক্ত—(ত্রি) অতিশয় সংলগ্ন।

অনুপ্রসক্তি—(স্ত্রী) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

অনুপ্রস্থ—(ত্রি) অনুরূপ প্রস্থবিশিষ্ট।

অনুপ্রাপ্ত—(ত্রি) আগত। ২ প্রাপ্ত।

অনুপ্রাশন—(ক্লী) অনুরূপ ভক্ষণ।

অনুপ্রাস—(পুং) [রসাদ্যনুগতত্বেন প্রকর্ষেণ বর্ণানামাসঃ, অনু-প্র-অস্-ঘঞ্] অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত শব্দালঙ্কারবিশেষ। এক-জাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণের সুশৃঙ্খলভাবে পুনঃ পুনঃ সন্নিবেশ করাকে

"অনুপ্রাস" কহে। ইংরাজীতে ইহাকে Alliteration বলে। মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে অনুপ্রাসের লক্ষণ করিয়াছেন —

"বর্ণসাম্যমনুপ্রাসঃ।" (কাব্যপ্রকাশ)।

"স্বরবৈসাদৃশ্যেঽপি ব্যঞ্জনসদৃশত্বং বর্ণসাম্যম্
রসাদ্যনুগতঃ প্রকৃষ্টো ন্যাসোঽনুপ্রাসঃ।" (কাব্যপ্র°)

সাহিত্যদর্পণে—অনুপ্রাসের লক্ষণ এই প্রকার উক্ত হইয়াছে যে, স্বরবর্ণ ব্যতিরেকেও কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্য হইলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়।

"অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।" (সা° দ° ১০ ৬৩৩)

এখানে অনুপ্রাস পাঁচ প্রকার—ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস ও লাটানুপ্রাস।

ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের ক্রমিক অথবা তুল্যরূপের একবার আবৃত্তি হইলে "ছেকানুপ্রাস" নামক অলঙ্কার হয়।

"ছেকো ব্যঞ্জনসঙ্ঘস্য সকৃৎ সাম্যমনেকধা।" (সা° দ° ১০ ৬৩৪)

উদাহরণ—"আদায় বকুলগন্ধানন্ধীকুর্ব্বন পদে পদে ভ্রমরান।
অয়মেতি মন্দমন্দং কাবেরীবারিপাবনঃ পবনঃ॥"

এখানে "ন্ধ" এবং "পদে পদে" "কাবেরীবারি" ও "পাবনঃ পবনঃ" প্রভৃতি শব্দসমূহের ক্রমিক আবৃত্তি হওয়ায় "ছেকানুপ্রাস" অলঙ্কার হইল।

অনেক ব্যঞ্জনবর্ণের স্বরূপভাবে অথবা স্বরূপ এবং ক্রমিক উভয় প্রথানুসারে বার বার আবৃত্তি, একবর্ণের এক বার অথবা বহুবার আবৃত্তি হইলে "বৃত্ত্যনুপ্রাস"* অলঙ্কার হয়।

"অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাপ্যনেকধা।
একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস উচ্যতে॥" (সা° দ° ১০ ৬৩৪)

উদাহরণ—"উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধ-মধুপ-ব্যাধূত-চূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ॥"

এখানে "রসোল্লাসৈরমী" এই "র" ও "স" বর্ণের স্বরূপভাবে সাদৃশ্য হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় পাদে "ক" ও "ল" এর পুনঃ পুনঃ ক্রমিক সাদৃশ্য হইয়াছে। প্রথম চরণে "ত" এর একবার ও "ধ"-এর বহুবার সাদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া "বৃত্ত্যনুপ্রাস" অলঙ্কার হইল।

দন্ত, তালু, কণ্ঠ প্রভৃতি এক স্থানে উচ্চার্য্য সাদৃশ্যযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের বার বার উচ্চারণ হইলে "শ্রুত্যনুপ্রাস" নামক অলঙ্কার হয়।

"উচ্চার্য্যত্বাদ্যদেকত্র স্থানে তালুরদাদিকে।
সাদৃশ্যং ব্যঞ্জনস্যৈব শ্রুত্যনুপ্রাস উচ্যতে॥" (সা° দ° ১০.৬৩৬)

* এখানে বৃত্তি শব্দের অর্থ রসপ্রকাশে সমর্থ বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি। এই রীতি-অনুসারে মধুর ও মুখ্যভাবে বর্ণবিন্যাস হয় বলিয়া ইহার নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস।

উদাহরণ—"দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাঃ স্তুমো বামলোচনাঃ॥"

এখানে "শ", "জ" প্রভৃতি এক স্থানে উচ্চার্য্য ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের বার বার আবৃত্তি-জন্য "শ্রুত্যনুপ্রাস" অলঙ্কার হইয়াছে।

শ্লোকের পাদ অথবা পদের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণসমূহে যেরূপ ভাবে অনুস্বার, বিসর্গ ও স্বর সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ অবস্থায় যদি আদিস্থিত স্বরের সহিত সেই বর্ণসমূহের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় তাহা হইলে "অন্ত্যানুপ্রাস" অলঙ্কার হইবে।

"ব্যঞ্জনং চেদ্‌যথাবস্থং সহাদ্যেন স্বরেণ তু।
আবর্ত্ত্যতেঽন্ত্যযোজ্যত্বাদন্ত্যানুপ্রাস এব তৎ॥" (১০ ৬৩৭)

শ্লোকপাদের উদাহরণ—

"কেশঃ কাশস্তবক বিকাশঃ কায়ঃ প্রকটিতকরভবিলাসঃ।
চক্ষুর্দগ্ধবরাটককল্পং ত্যজতি ন চেতঃ কামমনল্পং॥"

এখানে "স" ও "ল্প এবং অনুস্বার বিসর্গ ও স্বর মিলিতরূপে, পাদের অন্তে একাধিক বার প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া "অন্ত্যানুপ্রাস" অলঙ্কার হইল।

পদের উদাহরণ—"মন্দং হসন্তঃ পুলকং বহন্তঃ।"

এখানে 'ন্ত' যেরূপ একটী পদের অন্তে রহিয়াছে, অপর একটী পদের অন্তেও তদ্রূপ থাকায় "অন্ত্যানুপ্রাস" অলঙ্কার হইল।

দুই অর্থ এক হইয়া কেবল তাৎপর্য্যার্থ পৃথক্ হইলে, এবং শব্দ ও অর্থের যদি পুনরুক্তি ঘটে তাহা হইলে "লাটানুপ্রাস" নামক অলঙ্কার হয়।

"শব্দার্থয়োঃ পৌনরুক্ত্যং ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ।
লাটানুপ্রাস ইত্যুক্তঃ।" (সা° দ° ১০ ৬৩৮)

উদাহরণ—"স্মেররাজীবনয়নে নয়নে কিং নিমীলিতে।
পশ্য নির্জ্জিতকন্দর্পং কন্দর্পবশগং প্রিয়ং॥"

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় নয়ন শব্দের বিভক্ত্যর্থ পৃথক্ হইলেও প্রাতিপদিকাংশের (মূল নয়ন শব্দের) অর্থ এক হওয়ায় পুনরুক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া লাটানুপ্রাস অলঙ্কার হইল।

কাব্যচন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন—বর্ণসমূহের বার বার আবৃত্তি হইলে 'অনুপ্রাস' অলঙ্কার হয়।

"বর্ণাবৃত্তিরনুপ্রাসঃ পদে পদে বিধীয়তে।" (কাব্যচ°)

চন্দ্রালোকে অনুপ্রাসের লক্ষণ এই প্রকার বিহিত হইয়াছে—শ্লোকার্দ্ধে অথবা পাদে যদি বর্ণসমূহের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতদিগের মতানুসারে তাহা 'অনুপ্রাস' অলঙ্কার হয়।

"শ্লোকস্যার্দ্ধে তদর্দ্ধে বা বর্ণাবৃত্তির্যদি ধ্রুবা।
তদা মতা মতিমতাং স্ফুটানুপ্রাসতা সতাম্॥" (চন্দ্রালো°)

মহাকবি রুদ্রটকৃত কাব্যালঙ্কারে অনুপ্রাসের বিভিন্ন প্রকার

ভেদ দেখা যায়। তথায় স্বরবর্ণ না থাকিলেও ব্যঞ্জনবর্ণের একটী দুইটী অথবা তিনটী দ্বারা ব্যবহিত বা বিরলভাবে বার বার আবৃত্তি হইলে 'অনুপ্রাস' অলঙ্কার হয়।

"একদ্বিত্র্যন্তরিতং ব্যঞ্জনমবিবক্ষিতস্বরং বহুশঃ।

আবর্ত্ত্যতে নিরন্তরমথবা যদসাবনুপ্রাসঃ॥" (কাব্যাল° ২.১৮)

এখানেও অনুপ্রাসের পাঁচ প্রকার ভেদ দেখা যায়, যথা— মধুরা, প্রৌঢ়া, পরুষা, ললিতা ও ভদ্রা।

"মধুরা প্রৌঢ়া পরুষা ললিতা ভদ্রেতি বৃত্তয়ঃ পঞ্চ।

বর্ণানাং নানাত্বাদস্যেতি যথার্থনামফলাঃ॥" (কাব্যাল ২ ১৯)

বর্গস্থিত ক, চ, ট, ত প্রভৃতি বর্ণসমূহ যদি নিজ বর্গের অন্ত্যস্থিত বর্ণের পূর্ব্বে অবস্থান করে, অথবা ল-কারে যুক্ত লকার, হ্রস্বস্বরযুক্ত 'র' ও 'ন' বার বার উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে 'মধুরা' নামক অনুপ্রাস হয়।

"নিজবর্গান্তৈর্বর্গ্যাঃ সংযুক্তা উপরি সন্তি।

তদ্যুক্তশ্চ লকারো বর্ণৌ হ্রস্বস্বরান্তরিতৌ॥" (কাব্যাল° ২ ২০)

উদাহরণ যথা—

ভণ তরুণি রমণমন্দিরমানন্দস্যন্দি সুন্দরেন্দুমুখি।" (কাব্যাল° ২.২২)

এখানে হ্রস্বস্বরযুক্ত ন 'র' এবং 'দ'কারের পূর্ব্বে নিজবর্গের অন্ত্যস্থিত 'ন'কারের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি থাকায় 'মধুরা' অলঙ্কার হইল।

বর্গের অন্ত্যস্থিত ঙ, ঞ প্রভৃতি বর্ণ ও টবর্গ ভিন্ন বর্গীয় সকল বর্ণ এবং 'য' ও 'ণ' উপরে যদি রেফযুক্ত হয়, অথবা 'ক' ও 'প' যুক্ত তকার, এবং 'তকারে যুক্ত ক'কার,—এই সমস্ত বর্ণ বার বার উচ্চারিত হইলেও 'প্রৌঢ়া' নামক অনুপ্রাস হয়।

"অন্ত্যটবর্গাদ্যুক্তা বর্গ্যা রণা উপরি রেফসংযুক্তাঃ।

কপযুক্তশ্চ তকারঃ প্রৌঢ়ায়াং কস্তযুক্তশ্চ॥" (কাব্যাল° ২.২৪)

উদাহরণ—"কার্য্যাকার্য্যমনার্য্যৈর্দুর্মার্গনিরর্গলৈর্গলম্মতিভিঃ।"

(কাব্যাল° ২.২৫)

এখানে উপরি রেফযুক্ত 'য' ও বর্গীয় 'গ'এর বার বার আবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রৌঢ়া অলঙ্কার হইল।

বর্গীয় সমস্ত বর্ণের পূর্ব্বে, 'স'কার অথবা পূর্ব্বে বা পরে অথবা পর পর কিম্বা যুগপৎ রেফসংযুক্ত হয়। 'হ'এর পূর্ব্বে বা পরে 'শ' ও 'ষ' সর্ব্বথা রেফযুক্ত হইয়া যদি বার বার আবৃত্তি ঘটে, তবে 'পরুষা' নামক অনুপ্রাস হয়।

"সর্ব্বৈরুপরি সকারঃ সর্ব্বে রেফোভয়ত্র সংযুক্তাঃ।

একত্রাপি হকারঃ পরুষায়াং সর্ব্বথা চ শষৌ॥" (কাব্যাল° ২.২৬)

উদাহরণ—"লিপ্স্যন্নর্ব্বাগ্ গোহস্তস্ত্রস্তৈর্বস্ত্রৈর্নিবৃতঃ পন্থাঃ।"

(কাব্যাল° ২.২৭)

এখানে 'স' ও রেফ বর্গীয় বর্ণের উপরিস্থিত হওয়ায় 'পরুষা' অলঙ্কার হইল।

ধ, থ, র, স, অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যদি সংযুক্ত না হয় ও কেবল ল'কারে যুক্তল'কার বার বার উচ্চারিত হয় তবে 'ললিতা' নামক অলঙ্কার হয়।

"ললিতায়াং ধথভরসা লঘবো লশ্চাপরৈরসংযুক্তঃ।" (২ ২৯)

উদাহরণ—"মলয়ানিল-ললনোল্লল-মদকল-কলকণ্ঠ-কলকল-

ললামঃ।" (কাব্যাল° ২.৩০)

এখানে 'ল' ও 'ক' এর বার বার আবৃত্তি থাকায় 'ললিতা' অলঙ্কার হইল।

সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথক্ অথবা শ্রুতিসুখকর—এরূপভাবেও সংযুক্ত হইয়া বার বার আবৃত্তি হইলে 'ভদ্রা' নামক অনুপ্রাস হয়

"পরিশিষ্টা ভদ্রায়াং পৃথগথবা শ্রব্যসংযুক্তাঃ। (২ ৩৯)

উদাহরণ—"উৎকট-করিকরটতটক্ টপাটন সুপটুকোটিভিঃ

কুটিলৈঃ" (২ ৩১)

এখানে ক, ট, র প্রভৃতি বর্ণ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হওয়ায় "ভদ্রা" অলঙ্কার হইল।

প্রাকৃত ভাষার আলঙ্কারিক গ্রন্থে যে ৮ প্রকার অনুপ্রাসের ভেদ আছে, তৎসম্বন্ধে কতকটা আভাষ কাব্যালঙ্কারে পাওয়া যায়। (কাব্যাল° ২ ১৯ শ্লোকের টীকায় আছে)—

"তথাহ্যষ্টৌ হরিণোক্তাঃ।"

"মহুরং পরুষং কোমলমোজস্সিং নিঠ্ঠুরং চ ললিয়ং।

গম্ভীরং সমধং চ অঠ্ঠভণিত্তি উনায়চ্ছ॥"

দণ্ডাচার্য্য কাব্যাদর্শে অনুপ্রাসের এই প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন—প্রথমে কোন বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় যে শ্রোত্রজ জ্ঞান অনুভব হয়, তাহার অব্যবহিত পরে যদি সেই জ্ঞান পুনরায় উদ্ভূত হয়, সেইরূপ বর্ণসমূহ শ্লোকের পাদে ও পদে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়।

"বর্ণাবৃত্তিরনুপ্রাসঃ পাদেষু চ পদেষু চ।

পূর্ব্বানুভব-সংস্কারবোধিনী যদ্যদূরতা॥"

(কাব্যাদ° ১.৫৫)

ইঁহার মতে, অনুপ্রাস তিন প্রকার—শ্লোকের পাদানুপ্রাস, পদানুপ্রাস ও শ্রুত্যনুপ্রাস। স্বরবর্ণের সাদৃশ্যে যে অনুপ্রাস হয়, তৎসম্বন্ধে একটী উদাহরণ আছে—

"চারু চান্দ্রমসং ভীরু! বিম্বং পশ্যৈতদম্বরে।

মন্মনোমন্মথাক্রান্তং নির্দ্দয়ং হন্তুমুদ্যতম্॥"

(কাব্যাদ° ১.৫৭)

এখানে 'চ' সংযুক্ত আকারের একাধিক বার আবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুপ্রাস হইল।

ভোজদেব-কৃত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক আলঙ্কারিক গ্রন্থে অনুপ্রাসের এই প্রকার লক্ষণ আছে,—বর্ণসমূহের সামান্য পার্থক্য থাকিয়া যদি একাধিক বার উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে "অনুপ্রাস" অলঙ্কার বলেন।

"আবৃত্তির্যাতু বর্ণানাং নাতিদূরান্তরস্থিতা।
অলঙ্কারস্ত বিদ্বদ্ভিরনুপ্রাসঃ প্রদর্শ্যতে॥" (সরস্ব° ২.২৩০)

ইঁহার মতে অনুপ্রাস ৬ প্রকার। যথা—শ্রুতি, বৃত্তি, বর্ণ, পদ, বিভক্তি ও লাট।

"শ্রুতিভির্বৃত্তিভির্বর্ণৈঃ পদৈর্নাম বিভক্তিভিঃ।
লাটানামুক্তিভিশ্চায়ং ষট্প্রকারঃ প্রকাশতে॥" (সরস্ব° ২ ২৩১)

এই প্রকার অনেক প্রাচীন আলঙ্কারিক গ্রন্থে "অনুপ্রাস" অলঙ্কারের প্রকার-ভেদ দেখা যায়। তবে মূলতঃ সর্ব্বত্রই সদৃশ বর্ণসমূহের পুনঃ পুনঃ সুশৃঙ্খল সন্নিবেশই যে "অনুপ্রাস", ইহাই সর্ব্বসাধারণের অভিমত।

এই অলঙ্কার শৃঙ্গারাদি রসসমূহের প্রধান উপকরণ। কারণ সাহিত্যদর্পণকার অলঙ্কার-প্রকরণে অনুপ্রাসের লক্ষণ করিয়া নিজেই তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়াছেন,—"রসাদ্যনুগতত্বেন প্রকর্ষেণ ন্যাসঃ।" অর্থাৎ রসের অনুকূল উক্ত বর্ণসমূহের প্রকৃষ্ট রূপে বিন্যাসই "অনুপ্রাস"।

এ বিষয়ে অতিপ্রাচীন দণ্ডাচার্য্য 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫২ শ্লোকের টিপ্পনীতে অনুপ্রাসের বিশিষ্ট লক্ষণ করিয়াছেন,—"অতিব্যবধানশূন্যত্বেন চমৎকৃত্যাধায়িকা প্রকৃতরসব্যঞ্জকসদৃশ-বর্ণাবৃত্তিঃ সোঽনুপ্রাসঃ।" অর্থাৎ যে সকল বর্ণ শৃঙ্গারাদি প্রকৃত রসের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই বর্ণসমূহের স্বল্প-ব্যবধান থাকিয়া বার বার উচ্চারণ হইলে "অনুপ্রাস" অলঙ্কার হয়। ইহা হইতেও অনুপ্রাসের সহিত রসের যে অভেদ্য সম্বন্ধ তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

অনেক সময় যমক ও অনুপ্রাস অলঙ্কারের মধ্যে পরস্পর অনুপ্রাস না যমক এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয়, কিন্তু এ ভ্রমের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ ভিন্নার্থবোধক একরূপ শব্দের পুনঃ পুনঃ সন্নিবেশ করাকে যমক কহে। অর্থ একরূপ অথবা নিরর্থক হইলে "অনুপ্রাস" অলঙ্কার হয়। অতএব স্পষ্টতঃই ভেদ দেখা যায়।

এই "অনুপ্রাস" অলঙ্কার সংস্কৃত ভাষাতে যেমন রসমাধুর্য্য, লালিত্যপূর্ণ ও কবির রচনাগত বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে, অন্যান্য ভাষাতেও তেমনই বিশিষ্ট কবিদের লেখনী-প্রসূত হইয়া জনগণের মনোরঞ্জন করে।

অনুপ্রাসের নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

"উদেতি হরিণপরিস্পন্দমন্দীকৃতবপুঃ শশী।
দধৎ কামপরিক্ষামকামিনীগণ্ডপাণ্ডুতাম।"

উপরের শ্লোকে "স্পন্দ" এবং "মন্দ" এই দুই শব্দে নকার ও দকার ব্যঞ্জনবর্ণের আবৃত্তি হইয়াছে এবং কাম ও ক্ষাম, এবং গণ্ড ও পাণ্ডু শব্দে ম ও ণ এবং ড বর্ণ একত্র বসায় সুন্দর অনুপ্রাস হইয়াছে।

"তবে কি মরিত রণে শূলী শম্ভুসম
ভাই কুম্ভকর্ণ মম ?"—(মেঘনাদবধ)

এখানে 'শূলী' 'শম্ভু' এবং 'সম' এই তিনটী শ, শ স বাঙ্গালায় এক রকম বর্ণ এবং 'শম্ভু' ও 'কুম্ভ' এই দুই শব্দের 'ম্ভ' একপ্রকার যুক্তবর্ণ। পুনশ্চ, 'সম' ও 'মম' এই দুই শব্দে মকার দুইবার ব্যবহৃত থাকায় ব্যঞ্জনাত্মক অনুপ্রাস হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনবর্ণের অনুপ্রাসই মিষ্ট, স্বরবর্ণের অনুপ্রাস ততটা মিষ্ট লাগে না।

'অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অজিতা অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা।'

ইহা স্বরবর্ণের অনুপ্রাস, ব্যঞ্জনবর্ণের অনুপ্রাসের মত ইহাতে তেমন শ্রুতিমাধুর্য্য নাই।

এক প্রকার ব্যঞ্জনবর্ণ যদি অ, আ, ই, উ প্রভৃতি নানারূপ স্বরবর্ণ যুক্ত থাকে, তাহা অনুপ্রাসের কোন ক্ষতি হয় না।

"অয়মেতি মন্দং মন্দং কাবেরীবারিপাবনঃ পবনঃ।"

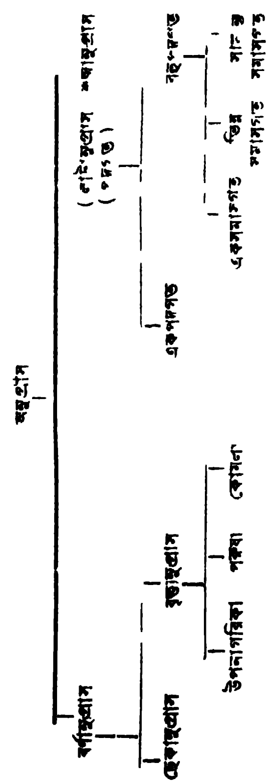
এখানে বেরী ও বারি এবং পাবন ও পবন এই শব্দে বিভিন্ন স্বর থাকায় অনুপ্রাসের কোন ক্ষতি হয় নাই।

অনুপ্রাস দিয়া কবিতা সাজাইবার সময় কাব্যের রস বুঝিয়া অল্পপ্রাণ ও দীর্ঘপ্রাণ বর্ণ দিয়া কবিতা রচনা আবশ্যক। আদি, করুণ ও শান্তরস অল্পপ্রাণ বর্ণ দিয়া এবং বীভৎস, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয় ও অদ্ভুতরস দীর্ঘপ্রাণ বর্ণ দিয়া রচনা করিবে। বর্গের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল, এইগুলি অল্পপ্রাণ। আর বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ এইগুলি মহাপ্রাণ। আদি প্রভৃতি রসে ন এবং ম সংযুক্ত বর্ণ প্রশস্ত, কিন্তু টবর্গের সংযুক্ত বর্ণ প্রশস্ত নহে। বীভৎস প্রভৃতি রসে অনুনাসিক ভিন্ন অন্য সংযুক্ত বর্ণ এবং টবর্গের সংযুক্ত বর্ণই প্রশস্ত। কিন্তু রচনার সময় বাছিয়া বাছিয়া কেবল অল্পপ্রাণ বা দীর্ঘপ্রাণ বর্ণের প্রয়োগ প্রায় ঘটিয়া উঠে না। সর্ব্বত্রই দুই প্রকার বর্ণ মিশ্রিত থাকে। তবে আদি, করুণ ও শান্তরসে অল্পপ্রাণ বর্ণের সংখ্যা অধিক এবং বীর প্রভৃতি রসে দীর্ঘপ্রাণ শব্দ বহুল পরিমাণে থাকে

বাঙ্গালা কবিতাগুলিতে অল্পপ্রাণ বর্ণের সংযোজনা অধিক দেখা যায়। নিম্নোক্ত কবিতায় যেনকার বাৎসল্যজাত করুণ রসের উৎস ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

"গিরিশর। আর আমি পারি না হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা, বেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদিত শশী,
বলে ও মা ধরে দে উহারে।
আমি যদি বলি তায় চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।"

পরবর্ত্তী কবিতায় দীর্ঘপ্রাণ বর্ণেরই সমাবেশ অধিক। তাহাতে অল্পপ্রাণ বর্ণ না থাকায় বীর-রস বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।



"ধো ধো ধো ধো নাগাড়া গড় গড় গড় গড় চৌষড়ীঘোরঘর্ঘৈঃ।
ভোঁ ভোঁ ভোরজ শঙ্খৈর্ঘন ঘনবাজে চ মর্দ্দ রবৈঃ।
ভেরী তুরী দামামা দগড় দড়মসান্দ্রনিস্তব্ধবেবৈর্দৈত্যোঘৈর্ঘো
ঘোরদৈত্যোঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভুব।"

আলঙ্কারিকেরা অনুপ্রাসকে অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কোন্ কোন শ্রেণীর অনুপ্রাস কোন অনুপ্রাসের অনুগত, পূর্ব্ব স্তম্ভে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতেছে।

অনুপ্রাস প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত:—বর্ণানুপ্রাস ও শব্দানুপ্রাস। বাক্যের ভিতর কাছাকাছি একরূপ বর্ণ থাকিলে বর্ণানুপ্রাস এবং এক প্রকার শব্দ থাকিলে শব্দানুপ্রাস বা লাটানুপ্রাস।

"গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস।"

এখানে পয়ারের প্রথম অর্দ্ধে গ বর্ণের অনুপ্রাস হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণে ক বর্ণের অনুপ্রাস হইয়াছে। বর্ণানুপ্রাসের উদাহরণ:—

"বকী বলে বকা বকা বকা বলে বকী।
এইরূপে বকা বকী করে বকাবকি।"

এটী শব্দানুপ্রাসের উদাহরণ। এখানে একার্থবোধক বকা এবং বকী এই দুই শব্দদ্বারা অনুপ্রাস হইয়াছে।

বর্ণানুপ্রাস আবার প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যথা—ছেকানুপ্রাস ও বৃত্ত্যনুপ্রাস। ('ছেকবৃত্তিগতো দ্বিধা"।—কাব্যপ্র)

"সোহনেকস্য সকৃৎ পূর্ব্বঃ" (কাব্যপ্র°)। অনেকস্য (অর্থাৎ) ব্যঞ্জনস্য, সকৃদেকবারং সাদৃশ্যং ছেকানুপ্রাসঃ।

বাক্যের ভিতর ব্যঞ্জন বর্ণের একবার সাদৃশ্য থাকিলে তাহাকে ছেকানুপ্রাস কহে।

"অঞ্জন গঞ্জন বারি অতি নিরমল।"

এখানে ঞ এবং জ এই ব্যঞ্জন বর্ণের একবার সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহা ছেকানুপ্রাস। "একস্যাপ্যসকৃৎ পরঃ।" (কাব্যপ্র°)

একটী অথবা অনেক ব্যঞ্জন বর্ণের, দুই বা ততোধিক বার সাদৃশ্য থাকিলে তাহাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস কহে বৃত্ত্যনুপ্রাস তিন প্রকার। যথা—উপনাগরিকা, পরুষা এবং কোমলা।

"মাধুর্য্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈরুপনাগরিকোচ্যতে।
ওজঃ প্রকাশকৈস্তৈস্তু পরুষা কোমলা পরৈঃ।" (কাব্যপ্র°)

অনুপ্রাসের বর্ণে মাধুর্য্য গুণ থাকিলে তাহার নাম উপনাগরিকা। ওজোগুণপ্রকাশক বর্ণ দ্বারা কবিতা রচনা করিলে তাহাকে পরুষা কহে। অপর অনুপ্রাসের নাম কোমলা।

অল্পপ্রাণ বর্ণে রচিত শ্লোক কোমল ও মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট হয়। তাহার মধ্যে ঐ বর্ণগুলি একটু দূরে দূরে

থাকিলে উপনাগরিকা এবং কাছাকাছি বসিলে কোমলা হইয়া থাকে। পরুষা দীর্ঘপ্রাণ বর্ণে রচিত।

বামনাদির মতে এই তিনটী অনুপ্রাসের নাম যথাক্রমে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী।

"শাব্দস্তু লাটানুপ্রাসো ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ।" (কাব্যপ্র°)।

শব্দগত অনুপ্রাসকে লাটানুপ্রাস কহে। শব্দ এবং অর্থের অভেদ থাকিলেও কেবল তাৎপর্য্যভেদে এই অনুপ্রাস হয়। কেহ কেহ ইহাকে পদানুপ্রাস কহেন। পদগত অনুপ্রাস দুই ভাগে বিভক্ত। যথা,—একপদগত ও বহুপদগত।

"পদানাং সঃ।—পদস্যাপি।" (কাব্য প্র°)।

পদগত লাটানুপ্রাস এক পদের সাম্যেও হয় এবং বহুপদের সাম্যেও হইয়া থাকে।

"সুধার সুধার তাহে অবিরত ঝরে।" (একপদগত)।

"সৈ লো। শৈলধর বিচ্ছেদজ্বালা সৈলো কেমনে।"
(বহুপদগত)।

"বদনং বরবর্ণিন্যাস্তস্যাঃ সত্যং সুধাকরঃ।
সুধাকরঃ ক নু পুনঃ কলঙ্কবিকলো ভবেৎ?"

সেই সুন্দরীর মুখখানি সুধাকরই বটে। তাহ বা বলি কিসে? কলঙ্কে সুধাকর কুৎসিত, সুতরাং সে মুখের সহিত তাহার তুলনা কোথায়?

এখানে দুইটী সুধাকর শব্দের সাম্য হইয়াছে তাহাদের অর্থের কোন প্রভেদ নাই, কেবল তাৎপর্য্য মাত্র ভেদে লাটানু-প্রাস হইয়াছে।

"যস্য ন সবিধে দয়িতা, দবদহনস্তুহিনদীধিতিস্তস্য।
যস্য চ সবিধে দয়িতা, দবদহনস্তুহিনদীধিতিস্তস্য॥" (বহুপদগত),

যাহার কাছে দয়িতা (স্ত্রী) না থাকে, তাহার পক্ষে চন্দ্রও অগ্নির ন্যায় বোধ হয়। আর যাহার কাছে দয়িতা থাকে, তাহার পক্ষে অগ্নিও চন্দ্রের ন্যায় বোধ হয়।

এখানে শ্লোকের উভয় অর্দ্ধেই "দবদহন" শব্দে অগ্নি এবং "তুহিনদীধিতি" শব্দে চন্দ্রকে বুঝাইতেছে, ইহাদের অর্থের কিছুই ভেদ নাই। কেবল পূর্ব্বার্দ্ধের তুহিনদীধিতি শব্দে দব-দহনের বিধান এবং পরার্দ্ধে দবদহন শব্দে তুহিনদীধিতির বিধান রহিয়াছে, তাই এই তাৎপর্য্য মাত্র ভেদে লাটানুপ্রাস হইয়াছে।

পদগত অনুপ্রাস সমাসে, ও ভিন্ন সমাসে, কিম্বা সমাসে ও অসমাসে প্রাতিপদিকের সাম্য থাকিলে হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা—

"সিতকরকররুচিরবিভা বিভাকরাকারধরণিধরকীর্ত্তিঃ।
পৌরুষকমলা কমলা সাপি তবৈবাস্তি নান্যস্য।"

হে বিভাকরাকার (সূর্য্যতুল্য)। হে ধরণিধর (পৃথিবী-পালক)। তোমারই কীর্ত্তি চন্দ্রকিরণের ন্যায় নির্ম্মল, অন্যের নহে এবং সেই প্রসিদ্ধা কমলাও (লক্ষ্মী) তোমার পৌরুষরূপ কমলে (পদ্মে) অধিষ্ঠান করিয়াছেন, অন্যের নহে।

পদানুপ্রাস পাঁচ প্রকার। "তদেব পঞ্চধা মতঃ।" (কাব্যপ্র°)

অসমাসে এক এক পদের অথবা অনেক পদের সাম্য লইয়া দুই প্রকার এবং সমাসে তিন প্রকারের হইতে দেখা যায়।

বাঙ্গালা-ভাষায় উক্ত পাঁচপ্রকার অনুপ্রাসের মধ্যে ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যনুপ্রাস ও অন্ত্যানুপ্রাসের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু লাটানুপ্রাস ও শ্রুত্যনুপ্রাসের চমৎকারিত্ব মধুরত্ব বাঙ্গালায় নাই বলিলে চলে, তবে পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিগণ যে তাঁহাদের রচনায় এই 'অনুপ্রাস' অলঙ্কারের একেবারে ব্যবহার না করিতেন এমন নহে, তৎসম্বন্ধে দুই একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"জয় নন্দনন্দন ব্রজবন্দন কংসদানবঘাতন।
জয় গোপপালন গোপী-মোহন কুঞ্জকাননরঞ্জন॥"
(অন্নদামঙ্গল)

এখানে 'নন্দনন্দন' এই পদদ্বয়ের মধ্যে 'নন্দন' শব্দের অন্তস্থিত 'ন' কারটী ত্যাগ করিলে 'ছেকানুপ্রাস' অলঙ্কার হয়।

"চুতমুকুল কুলসঙ্কুলদলিকুল গুণ গুণ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল কলরবসঙ্কুল রঞ্জিত বাদন তানে॥"
(৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

এখানে ক'ল প্রভৃতি বর্ণসমূহের বারংবার উচ্চারণ হওয়ায় 'বৃত্ত্যনুপ্রাস' অলঙ্কার হইল।

বাঙ্গালা ভাষায় মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট পদ্যমাত্রই 'অন্ত্যানুপ্রাস' অলঙ্কার বিশিষ্ট। অতএব উহার উদাহরণ বলা নিষ্প্রয়োজন।

মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির রচনায় 'অনুপ্রাসের' বহুল ব্যবহার আছে, নিম্নে তাহার একটী মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

"কুলিশ কত শত পাত মুদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া॥"
(বিদ্যাপতি)

অনুপ্রাস অলঙ্কারের আরও একটী বিশেষত্ব আছে যে, ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এমন কি নিরক্ষর লোকেরও হৃদয়ে একটী মাত্র অনুপ্রাসযুক্ত পদ্যে ভাবের স্পন্দন আনিয়া দেয়।

অনুপ্রেক্ষা—জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট কএক প্রকারের ভাবনা বা চিন্তাকে অনুপ্রেক্ষা বলে। অনুপ্রেক্ষা বলিতে ধর্ম্মের সহায়ক সচ্চিন্তা বুঝায়। শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধের দ্বার অর্থাৎ কারণের নাম আস্রব। এই আস্রবতত্ত্ব নবতত্ত্বের (মতান্তরে সপ্ততত্ত্বের) অন্যতম আস্রবকে নিরুদ্ধ করিতে সংযমের প্রয়োজন, ইহাও

একটী তত্ত্ব। সংবরের অনেকগুলি উপায় বিহিত হইয়াছে; অনুপ্রেক্ষা তন্মধ্যে একটী উপায়।

অনুপ্রেক্ষা দ্বাদশ প্রকার; ইহাদিগকে দ্বাদশ ভাবনাও বলে। ইহাদের নাম—অনিত্য, অশরণ, সংসার, একত্ব, অন্যত্ব, অশুচিত্ব, আস্রব, সংবর, নির্জ্জরালোক, বোধিদুর্লভত্ব ও ধর্ম্ম। সংসারের সকলই নশ্বর—এই প্রকার ভাবনার নাম অনিত্যানুপ্রেক্ষা। ইহ জগতে দুঃখ ও মৃত্যুর হাত হইতে একমাত্র সদ্ধর্ম্মই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। অন্য কোন শরণ নাই—এই প্রকার ভাবনার নাম অশরণানুপ্রেক্ষা। জীব অনন্তকাল হইতে পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি বহু যোনি পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে—এই চিন্তার নাম সংসারানুপ্রেক্ষা। জীব নিজেই স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগী অপর কেহই নহে—এই প্রকার ভাবনার নাম একত্বানুপ্রেক্ষা। দেহ ও আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন—মুহুর্মুহু এইরূপ ভাবনা করাকে অন্যত্বানুপ্রেক্ষা কহে। দেহ বস্তুতঃ অপবিত্র—এই প্রকার চিন্তার নাম অশুচিত্বানুপ্রেক্ষা। আস্রব অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধের দ্বারই যে সর্ব্বদুঃখের কারণ—এই ভাবনার নাম আস্রবানুপ্রেক্ষা। কর্ম্মস্রোতকে নিরুদ্ধ করিবার উপায় ভাবনা করার নাম সংবরানুপ্রেক্ষা। কৃতকর্ম্মের যাহাতে নাশ হইতে পারে তদ্বিষয়ক ভাবনার নাম নির্জ্জরানুপ্রেক্ষা। চরাচর জগৎ অনাদি নিধন, ইহার কোন কর্ত্তা নাই, ইহার অধোলোক, মধ্যলোক ও উর্দ্ধলোক এই তিন অংশ—এবম্বিধ ভাবনার নাম লোকানুপ্রেক্ষা। আত্মজ্ঞান অতিদুর্লভ—এই ভাবনার নাম বোধিদুর্লভানুপ্রেক্ষা। অহিংসা, সত্য, ক্ষমা, বিনয়, ব্রহ্মচর্য্য, উপশম, নিয়ম, ত্যাগ, নিগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্মলাভ হয় ও তাহা হইতে অবশেষে মোক্ষলাভ হয়—এই প্রকার চিন্তাকে ধর্ম্মানুপ্রেক্ষা কহে। (জৈনশা°)

অনুপ্লব—(পুং) [অনু-প্লু-অপ্, অনু পশ্চাৎ প্লবতে আজ্ঞাপালনপরতয়া সখ্যতয়া বা শীঘ্রং গচ্ছতি] অনুচর। ২ দাস। ৩ সহায়। "অনুপ্লবঃ সহায়শ্চানুচরোঽভিচরঃ।" (অমর)

অনুপ্‌ন (অনুপ্পন)—কানাড়ী কৃষকসম্প্রদায়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা, তিন্নেবলী ও কোয়ম্বাতোর জেলায় ইহাদের বাস আছে। ইহারা সম্ভবতঃ মহিসুর অথবা দক্ষিণ কানাড়া হইতে এখানে আসিয়াছে। ইহারা বিকৃত কানাড়ী ভাষায় কথা বলে। ইহাদের কএকটী শাখা আছে, তন্মধ্যে অল্লিকুলম্ শাখাই প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ের লোক আছে। বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মকার্য্যে ব্রাহ্মণরাই পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু ব্যভিচার দোষে পরিত্যক্ত স্ত্রী স্বামীর জীবদ্দশায় বিবাহ করিতে পারে না। কোন রমণী ভিন্ন জাতীয় পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে জাতিচ্যুত হয়।

শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত অনুপ্পনেরা ক্রিয়াকর্ম্মে নিজেরাই পুরোহিতের কার্য্য করে। ব্রাহ্মণের সাহায্য লয় না।

মদুরার কম্বম্ উপত্যকায়ই ইহাদের অধিক বসবাস। তথায় ইহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে—পূর্ব্বে অনুপ্পনেরা অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিল। রামচক্কবন্দন নামক কাপ্পিলীয়ন সর্দ্দারের সহিত ইহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রামচক্কবন্দন ইহাদের হস্তে নিহত হয়। মৃত্যুকালে রামচক্ক অনুপ্পনদিগকে যে অভিশাপ দিয়া যান, তাহার ফলে তাহারা নগর হইতে বিতাড়িত ও হতশ্রী হইয়া জীবন যাপন করিতেছে।

মদুরার অনুপ্পনদের ছয়টী শ্রেণী। এই সকল শ্রেণীর নাম মেদু। প্রত্যেক মেদুর একজন দলপতি থাকে, তাহার নাম পেরিয়দু নকারণ। ইহাদের মধ্যে পিতৃষ্বসৃকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কাপিলীয়ন ও তোত্তিয়নদের সহিত সামাজিক বিষয়ে ইহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

অনুবন্ধ—(পুং) [অনুবধ্যতে অনেন অনু-বন্ধ ঘঞ্] যে প্রধানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, বা প্রধানের সঙ্গে যায়, বালক। ২ অপ্রধান। ৩ ব্যাকরণের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত বর্ণ, ঐ বর্ণ কার্য্যকালে 'ইৎ' হইয়া থাকে। যেমন, 'ওহাক্' এখানে হা ধাতুর পূর্ব্বে ও রহিয়াছে। ঐ ওকার হা ধাতুর অনুবন্ধ, কার্য্যকালে উহা থাকে না, কেবল হা ধাতুই গ্রহণ করিতে হয়। কোন বিশেষ সঙ্কেত বুঝাইবার নিমিত্ত এইরূপ অনুবন্ধের আবশ্যক। যেমন, "ওদিতশ্চ।" (পা ৮।২।৪৫) পাণিনি সূত্র করিয়াছেন যে, ধাতুর ওকার অনুবন্ধ থাকিলে নিষ্ঠার তকার স্থানে নকার হইবে। ওহাক্, এই হা ধাতুর ওকার অনুবন্ধ রহিয়াছে, তাই প্র-হা-ক্ত=প্রহীণ হইল। ৪ কল সাধনে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান ও অভ্যাস। "অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ" (মনু ৮।১২৬)

[অনু-বন্ধ-ভাবে ঘঞ্] ৫ বন্ধন। ৬ অনুবৃত্তি। ৭ আরম্ভ। ৮ উপক্রম। ৯ পূর্ব্ব লক্ষণ। ১০ অবিচ্ছেদ। "সানুবন্ধাঃ কথং ন স্যুঃ সম্পদো মে নিরাপদঃ" (রঘু°) ১১ ভেদ। ১২ অনুরোধ। ১৩ আরোপ। [অনুবধ্যতে কর্ম্মণি ঘঞ্] ১৪ অন্ত। ১৫ অনিত্য। ১৬ পশ্চাদ্ভাবী শুভাশুভ। ১৭ লেশ। [অনু-বধ্নাতি কর্ত্তরি অচ্] ১৮ জনক। ১৯ প্রকৃতি। ২০ বৈদ্যকমতে বাতাদি দোষের অপ্রাধান্য। ২১ বেদান্তমতে অধিকারি-বিষয় সম্বন্ধের প্রয়োজন।

"দোষোৎপাদেঽনুবন্ধঃ স্যাৎ প্রকৃত্যাদিবিনশ্বরে।
মুখ্যানুযায়িনি শিশৌ প্রকৃতস্যানুবর্ত্তনে।" (অমর)

অর্থাৎ—১ দোষোৎপত্তি। ২—প্রকৃত্যাদিবিনশ্বর, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের আগমাদিতে ইক্ ঘঞ্ শ্নুট্ ইত্যাদি মধ্যে যে নশ্বর

অর্থাৎ ইৎসংজ্ঞক অদর্শনশীল বর্ণ। যে মুখ্য পিতা প্রভৃতির অনুযায়ী অর্থাৎ শিশু। এ স্থলে ক্ষীরস্বামী—মুখ্যানুযায়ী এবং শিশু এই দুইটী পৃথক্ শব্দ ধরিয়াছেন। "প্রকৃতস্ত প্রক্রান্তস্য অনুবর্ত্তনম্"—প্রস্তুতের অনুবর্ত্তন। অমরটীকা সারসুন্দরীতে ঐ কএকটী শব্দের এই রূপ প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—

দোষোৎপাদ—"অনুবন্ধং দৃষ্ট্বাস্য দণ্ডো বিধীয়তাম।" তাহার দোষ বুঝিয়া দণ্ড বিধান করা হউক।

বিনশ্বর—"ঊট্ টকারানুবন্ধে লোপঃ।" ঊট্ এখানে অনুবন্ধ টকারের লোপ হয়।

শিশু—"বালকানুবন্ধেন যাত্রাভঙ্গো মাভূৎ।" বালক পশ্চাতে থাকিলে যাত্রাভঙ্গ হয় না।

প্রস্তুতের অনুবন্ধ—"ভক্তুমনুবন্ধঃ কৃতঃ"। ভোজন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

অনুবন্ধক—(ত্রি) সম্মিলিত, গঠিত, সম্বন্ধবিশিষ্ট।

অনুবন্ধখণ্ডনবাদ—দয়াশক্তি বিরচিত একখানি ব্যাকরণ।

অনুবন্ধচতুষ্টয়—বেদান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অনুবন্ধদর্শন—হরিবংশ রচিত একখানি বেদান্তগ্রন্থ।

অনুবন্ধন—(ক্লী) সম্বন্ধ, শ্রেণী। "দুঃখং দুঃখানুবন্ধনম্" (বিক্রমোর্ব্বশী° ৫৫ ১০)

অনুবন্ধিত্ব—(ক্লী) সাহচর্য্য, সহচারিতা, সংসর্গ সাধিত হওয়ার স্থিতি। "গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য" (রঘু ১.২২)

অনুবন্ধিন্—(ত্রি) [অনুবন্নাতি অনু-বন্ধ-ণিনি] অনুগত। ২ সহচর। ৩ অনুবন্ধবিশিষ্ট। ৪ অবিচ্ছিন্ন। ৫ অনুরোধী। ৬ ব্যাপক। ৭ অনুবর্ত্তী।

অনুবন্ধী—(স্ত্রী) [অনুবধ্যতেঽতিশয়েন ব্যাপ্রিয়তেঽনয়া অনু-বন্ধ-ঘঞ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ] হিক্কা রোগ। ২ তৃষ্ণা। "অনুবন্ধী তু হিক্কায়াং তৃষ্ণায়ামপি যোষিতি।" (মেদিনী)

অনুবন্ধ্য—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ বধার্থং বধ্যতে রুধ্যতে বৎ অনু-বন্ধ-কর্ম্মণি ণ্যৎ] বধ করিবার নিমিত্ত রক্ষিত পশু প্রভৃতি।

অনুবল—(ক্লী) পশ্চাৎগামী রক্ষক সৈন্য। "তেষামনুবলং চৈব" (রামা° ১ ১.৪৬)

অনুবিন্দ—অবন্তী দেশের অধিপতি জয়সেন। ইনি শূরের অঙ্গজা কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন। ২ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী গর্ভজাত শতপুত্রের অন্যতম। (মহাভা°) ৩ কেকয়-রাজমহিষী শ্রুতকীর্ত্তির পুত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অনুবোধ—(পুং) [অনু-বুধ-ণিচ্-ঘঞ্] পূর্ব্বে যে চন্দনাদি লেপন করা হইয়াছিল তাহার গন্ধ পুনরুদ্দীপন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মর্দ্দন করা। "প্রবোধনং অনুবোধবাং। গতগন্ধস্য পুনর্গন্ধব্যক্তিকরণে। যথা কস্তুরিকাদের্দ্দর্শনাদিনা।" (মহেশ্বর) ২ পরে বোধ করান।

অনুবোধন—(ক্লী) স্মরণ, স্মৃতি।

অনুবোধিত—(ত্রি) স্মরণ দ্বারা সূচিত অথবা বিশ্বাসিত।

অনুব্রত—জৈন ধর্মশাস্ত্রে অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ। পাপবর্জ্জনই চারিত্র বলিয়া কথিত। চারিত্র দ্বিবিধ—আংশিক (দেশবিরতি) ও সম্পূর্ণ (সর্ব্ববিরতি)। দেশবিরতির নিমিত্ত তিনটী গুণব্রত, চারিটী শিক্ষাব্রত ও পাঁচটী অনুব্রত কথিত হইয়াছে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, পরস্ত্রীতে অনাকাঙ্ক্ষা এবং পরিগ্রহ পরিমাণ (নিতান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থের অতিরিক্ত বিষয়-ত্যাগ)—ইহাই পঞ্চ অনুব্রত। যতি-ধর্ম্মানুসারী সাধারণের নিমিত্ত ইহা বিহিত।

প্রত্যেক অনুব্রতের পঞ্চ অতীচার (সামান্য ত্রুটী) যথা—

(১) অহিংসানুব্রতের—কোন জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভঙ্গ করা, রজ্জু দ্বারা বন্ধন, যষ্টিপ্রহার ও তাড়না, অতিশয় পরিশ্রম করান, এবং কাহারও পান ভোজন রহিত করা বা পান-ভোজনের কাল উল্লঙ্ঘন করান।

(২) সত্যানুব্রতের—পরদোষ কথন, অন্যের গুপ্তকথা প্রকাশ, পরনিন্দা ও পৈশুন্য, মিথ্যা পত্র লিখন (দলিলাদি) এবং ন্যাস (গচ্ছিত ধন) অপহরণ।

(৩) অচৌর্য্যানুব্রতের—চৌর্য্যের উপায় কথন, অপহৃত পদার্থ গ্রহণ, রাজাজ্ঞার উল্লঙ্ঘন, মিথ্যা তৌলযন্ত্রাদি ব্যবহার, মূল্যের বিনিময়ে তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর পণ্য-বিক্রয়।

(৪) পরস্ত্রীতে অনাকাঙ্ক্ষানুব্রতের—পরকে বিবাহিত করান, অনঙ্গক্রীড়া, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ, অতিশয় কামাভিলাষ, ব্যভিচারিণী বা কুটনীর সহিত সম্পর্ক।

(৫) পরিগ্রহ পরিমাণের—অনাবশ্যক যান-বাহন ব্যবহার, প্রয়োজনাতিরিক্ত পদার্থ সংগ্রহ করা, অন্যের বৈভবে হিংসা, অতিলোভ, (পশু প্রভৃতির উপর) অতিভারার্পণ।

অনুব্রত২—কেকয়রাজের শ্রুতকীর্ত্তি নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত পুত্র। (মৎস্যপু°)

অনুব্রাহ্মণ—(ক্লী) [ব্রাহ্মণং বেদস্য মন্ত্রেতরভাগবিশেষঃ। ব্রাহ্মণ-সদৃশোঽয়ং গ্রন্থোঽনুব্রাহ্মণম্] ব্রাহ্মণ সদৃশ গ্রন্থ।

বেদের ব্রাহ্মণ-পরিশিষ্ট লইয়া কোন গোল নাই। কিন্তু অনুব্রাহ্মণ কোন্ গুলি? বোধ হয় সামবেদের পরিশিষ্ট এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি-রচিত গ্রন্থের নাম অনুব্রাহ্মণ। সামবেদের নিদান-সূত্রে "অনুব্রাহ্মণিনাঃ" শব্দের উল্লেখ আছে। আর পাণিনির একটী সূত্র দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিরচিত ব্রাহ্মণপুস্তককে অনুব্রাহ্মণ বলা অসঙ্গত হয় না। "পুরাণ-প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু" (পা ৪.৩.১০৫) পুরাতন মুনিগণ উক্ত

ব্রাহ্মণ এবং কল্পের উত্তর তাদৃশ ব্রাহ্মণ এবং তাদৃশ কল্প বুঝাইলে ণিনি প্রত্যয় হয়। যেমন, ভাল্লবিনঃ। পৈঙ্গী কল্পঃ ইত্যাদি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের উত্তর ণিনি প্রত্যয় হইবে না। এখানে অণ্ প্রত্যয় বিহিত হইবে। যেমন, যাজ্ঞবল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি। যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত ব্রাহ্মণ বুঝাইলে কেন ণিনি প্রত্যয় হইবে না, পতঞ্জলি তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। "পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ।" (বার্ত্তিক) "পুরাণপ্রোক্তেষু ইত্যত্র যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি। সৌলভানীতি। কিং কারণম্? তুল্যকালত্বাৎ। এতান্যপি তুল্যকালানীতি।" (মহাভাষ্য)। যাজ্ঞবল্ক্য অধিক দিনের লোক নহেন, অর্থাৎ তিনি পাণিনির কিছু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে পুরাতন মুনি বলা যায় না, সে কারণ ণিনি প্রত্যয় হইবে না। ইহার দ্বারা অনুমান হইতেছে, যাজ্ঞবল্ক্যাদি আধুনিক ঋষিদের রচিত ব্রাহ্মণ সদৃশ গ্রন্থের নাম অনুব্রাহ্মণ। [স্ত্রী-ঙীপ্ অনুব্রাহ্মণিনী]

অনুব্রাহ্মণিক—(পুং) অনুব্রাহ্মণবেত্তা।

অনুভর্ত্তৃ—(ত্রি) অনুরূপ প্রশংসা, যাহার যে গুণ আছে তদনুযায়ী প্রশংসা।

"মরুতোঽনুভর্ত্রী প্রতি ষ্টোভতি" (ঋক্ ১৮৮.৬)

অনুভব—(পুং) [অনু-ভূ-অপ্] ১ জ্ঞান। ২ উপলব্ধি। ৩ বোধ। ৪ স্মৃতি ভিন্ন যে জ্ঞান জন্মে। "নিশ্চিতানুভবশ্চাপি" (রামা' ৪ ৪২ ৯) ৫ উপলম্ভ, ধারাবাহিক জ্ঞান। "উপলম্ভস্ত্বনুভবঃ" (অমর) ৬ প্রতীতি, প্রত্যয়। ৭ অনুমান। ৮ ফল, পরিণাম বোধ।

অনুভব শব্দে প্রধানতঃ অনুভূতি বা উপলব্ধি বুঝায়। জ্ঞানের সহিত উপলব্ধি বা অনুভবে প্রভেদ আছে।

বুদ্ধি দ্বিবিধ—অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি চতুর্ব্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ। এই চারি প্রকার অনুভূতির বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

ইন্দ্রিয়গণ পদার্থে সন্নিকৃষ্ট হইলে প্রত্যক্ষ অনুভূতি জন্মে। অবশ্য প্রত্যক্ষ অনুভূতি জন্মাইতে হইলে শুধু ইন্দ্রিয়গণের পদার্থের সন্নিকর্ষ ঘটিলেই যথেষ্ট হইল না; পরন্তু আত্ম-মনঃসংযোগ ও ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোগ এই দুইটী কারণও বর্ত্তমান থাকা চাই। যাহা হউক, ইন্দ্রিয়গণের পদার্থে সন্নিকর্ষতা বলিলে কি বুঝিব? এই সন্নিকর্ষ শব্দে ছয় প্রকার সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে; যথা—সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায় ও বিশেষণ-বিশেষ্যভাব। এই ছয় প্রকার সম্বন্ধের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। যেমন, সংযোগ-সম্বন্ধের দ্বারা ঘটের জ্ঞান হয়, সংযুক্ত-সমবায়ের দ্বারা ঘটত্বরূপের জ্ঞান হয়, এবং সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়ের দ্বারা রূপত্বের জ্ঞান হয়। সংযোগ কথার অর্থ সম্যক্-যোগ। সংযুক্ত-সমবায় অর্থে বুঝিতে হইবে যাহার সহিত সংযোগ, তাহাতে যে সমুদয় গুণ বা ধর্ম্ম থাকে সেই সমুদয় গুণ বা ধর্ম্ম তাহাতে সমবেত। এই হেতু সংযুক্ত-সমবায় বলিলে ঘটস্থ রূপ প্রভৃতির জ্ঞান বুঝায়। আবার ঘটস্থ রূপ হইল সংযুক্ত-সমবেত, সুতরাং রূপত্ব হইল সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-সম্বন্ধ জাত। আর সমবায় নামক সন্নিকর্ষের দ্বারা শব্দের অনুভূতি হয়। পুষ্পের সহিত গন্ধের কি গন্ধের সহিত গন্ধত্বের যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে। অর্থাৎ পুষ্পে গন্ধ সমবেত আছে, বা গন্ধে গন্ধত্ব সমবেত আছে বুঝা যায়। পুষ্পের অনুভূতি হইল চক্ষুর দ্বারা এবং গন্ধ অনুভব করিলাম নাসিকার দ্বারা; সুতরাং সেই সঙ্গেই সমবায় সম্বন্ধটী পুষ্প ও গন্ধের বিশেষণ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে বলিতে হইবে এই বিশেষণবিশেষ্যভাবের দ্বারা সমবায় সম্বন্ধের অনুভূতি হয়। আবার অভাবের অনুভূতিও বিশেষণবিশেষ্য ভাবের দ্বারা হয়। কারণ, যদি মনে করি যে ভূতল ঘটাভাববৎ বা ঘটাভাবযুক্ত অর্থাৎ ঘটাভাব স্বতন্ত্রভাবে অনুভূত হইতেছে না; পরন্তু ভূতলের বিশেষণ হইয়া ঘটাভাবের অনুভূতি হইতেছে এইরূপ বুঝায়।

আরও জানিতে হইবে, এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞান অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক।

ঘট দেখিয়াও ঘটের জ্ঞান হয় এবং ঘট এই শব্দেও ঘটের জ্ঞান হয়। প্রথমোক্ত জ্ঞানটী প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং দ্বিতীয়োক্ত জ্ঞানটী শব্দে জ্ঞান। এই শব্দে জ্ঞান হইতে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিভেদ বলিবার জন্যই অব্যপদেশ্য এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। অব্যপদেশ্য অর্থাৎ নাম বা শব্দ ব্যবহারের অযোগ্য। ঘটে চক্ষু সন্নিকৃষ্ট হইয়া ঘট-জ্ঞান জন্মায়, তৎকালে শব্দ-ব্যাপারের বিষয় থাকে না ইহাই হইল তাৎপর্য্য। অব্যপদেশ্য নির্ব্বিকল্প অর্থেও লওয়া যাইতে পারে।

মরীচিকায় জলপ্রবাহ বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা ব্যভিচারী জ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান। ইহাকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বলিব না। এই অব্যভিচারী জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান, অর্থাৎ সৌরকিরণকে সৌরকিরণ বলিয়া জানাই প্রত্যক্ষজ্ঞান।

কখন কখন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইলেও অসন্দিগ্ধ জ্ঞান পাওয়া যায় না। হয় ত' দূরস্থ ধূম দেখিয়া ভাবি ইহা ধূম কি ধূলিরাশি? এরূপ সন্দিগ্ধ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যায় না। পরন্তু, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক বা অসন্দিগ্ধ হইবে।

অনুমিতি কাহাকে বলে? অনুমানের দ্বারা যে অনুভূতি হয়, তাহাই অনুমিতি। প্রত্যক্ষের দ্বারা বিদ্যমানের অনুভূতি হয়। পরন্তু, অনুমানের দ্বারা বিদ্যমান অবিদ্যমান উভয় প্রকারের

ত্ত হইতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রমতে ঈশ্বরানুমানও অনুমান প্রমাণের দ্বারা হইতে পারে।

যাহা হউক, ন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে ব্যাপ্তিকরণক জ্ঞানই অনুমিতি, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধের উপর স্থাপিত যে জ্ঞান তাহাই হইল অনুমিতি। ব্যাপ্তি বলিলে কি বুঝিব? বিশেষ ভাবে প্রাপ্তি বা পেয়ে থাকা তাকেই ব্যাপ্তি বলে। ইহাকে প্রাচীন ন্যায়ে বলে অবিনাভাব-সম্বন্ধ, অর্থাৎ না ছেড়ে থাকা সম্বন্ধ।

এই ব্যাপ্তি বা না ছেড়ে থাকা সম্বন্ধটী কিরূপ? যেখানে যেখানে ধূম দেখি সেখানে সেখানেই বহ্নি দেখিয়া থাকি। সুতরাং ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, অর্থাৎ এখানে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে দেখা যায়, বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য নহে। কারণ সকল স্থানে বহ্নির সহিত ধূম থাকে না। পাকশালায় সধূম বহ্নি দেখা যায়; আবার লৌহপিণ্ডে নির্ধূম বহ্নিও দেখিতে পাই।

বহ্নি ধূমকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া কখনই থাকে না। ধূম যেখানে থাকে বহ্নিও সেই খানেই থাকে। এই হেতু পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অবশ্যই অনুমান করিব, পর্ব্বত বহ্নিমান। আবার ঈশ্বরানুমান করিতে গেলে বলিব, সাবয়ব বা স্থূল পদার্থ মাত্রেই জন্য। পৃথিবীও স্থূলা। সুতরাং পৃথিবীও জন্যা। জন্যের জনক বা কর্ত্তা থাকে। পৃথিবীর যিনি কর্ত্তা, তিনিই ঈশ্বর।

অনুমানের দ্বারা আমরা দ্বিতীয় প্রকারের অনুভূতি পাইয়া থাকি। অনুমান আবার পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ। [অনুমান শব্দ দ্র°]

উপমানের দ্বারাও অনুভূতি হয়। তাহারই নাম উপমিতি। সেই উপমিতি কি প্রকার? সাদৃশ্য-দর্শনে যে জ্ঞান হয়, তাহাই উপমিতি। আমি হয়ত গবয় নামক জন্তু চিনি না। কেহ বলিয়া দিল যে, গবয়ে গরুর সাদৃশ্য রহিয়াছে। পরে গরুর সদৃশ জন্তু দেখিয়া আমার বোধ হইল ইহাই গবয়। এই অনুভবই উপমিতি।

এক্ষণে শব্দজ অনুভবের কথা বলা যাইতেছে। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলিব? আপ্তোপদেশই শব্দ। আপ্তোপদেশ বলিলে বুঝি আপ্তের উপদেশ। যোগী ঋষি বা যাঁদের ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই বা প্রতারণার বুদ্ধি নাই তাঁহারাই আপ্ত। তাঁহাদের উপদেশই আপ্তোপদেশ; পরন্তু, তাঁহাদেরও যদি কোন ভ্রান্তি থাকা সম্ভব হয়, অপৌরুষের যে বেদ তাহা যে ভ্রমপ্রমাদযুক্ত নয়, ইহা বলিতেই হইবে। এই অর্থে বলিব, আপ্ত এমন উপদেশ ইহাই হইল আপ্তোপদেশ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদই মুখ্য শব্দ-প্রমাণ। যোগী ঋষির বাক্য বেদের উপদেশ হইতে যে জ্ঞান তাহাই এই শেষোক্ত অনুভূতি।

সচরাচর প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই আমরা অনুভব বা অনুভূতি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকি। কাঁটা ফুটিলে ব্যথা দেয় এ পরের মুখে অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু সেই শোনা জ্ঞানকে অনুভব বলি না। আমার পায়ে যখন কাঁটা ফুটিবে তখনই বলিব যে ইহার অনুভব পাইলাম।

বাস্তবিক পক্ষে, ইংরাজী Feel করার নাম অনুভব করা [অনুভূতি দ্র°] যে কোন জিনিসের প্রকৃত রসাস্বাদই অনুভব। বিদ্যাপতি কহিতেছেন—

"কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব—কাহু না পেখ।"

অনুভব বলিলে প্রকৃত উপলব্ধিকে বুঝায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞ মত ঈশ্বর লক্ষণে॥"

পাশ্চাত্য দর্শনের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে মনের তিনটী বৃত্তি রহিয়াছে :—যথা knowing বা জ্ঞান, feeling বা অনুভূতি, এবং willing বা ইচ্ছা।

যখন আমাদের মনে কোনও বস্তুর জ্ঞান হয়, তখনও তাহাতে যেন বাহিরের জিনিস থাকে। কিন্তু সেই বস্তু যখন আমাদের মনে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বা অন্য কোনও ভাবের উদ্রেক করিয়া দিয়া সুখের বা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে তখনই বলিতে হইবে আমরা অনুভব করিলাম। অনুভব হইলে তাহা যেন আমাদের অন্তঃকরণের অংশীভূত হইয়া যায়।

অনুভবজাতিপ্রমাণ—ন্যায়দর্শনবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুভবদীপিকা—শঙ্করকৃত অপরোক্ষানুভব গ্রন্থের একখানি টীকা। চণ্ডেশ্বর বর্ম্মন ইহার রচয়িতা।

অনুভবপঞ্চরত্ন—শঙ্করাচার্য্যরচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুভবপ্রকাশ—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অনুভবসার—সচ্চিদানন্দ যতি-রচিত একখানি বেদান্তগ্রন্থ। ২ একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ।

অনুভবসারোপনিষদ্—একখানি উপনিষদ্‌বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার নামান্তর সর্ব্বসারোপনিষদ্।

অনুভবসিদ্ধ—(ত্রি) পরীক্ষা অথবা প্রতিপত্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

অনুভবসূত্র—একখানি শৈব গ্রন্থ।

অনুভবাদর্শার্য্যা—বেদান্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অনুভবানন্দ—কৃষ্ণানন্দের শিষ্য ইনি কোষস্থপ্রকাশ নামক বেদান্ত-গ্রন্থরচয়িতা।

অনুভবারূঢ়—(ত্রি) যে পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত, সন্দেহ নিরসনে ক্ষমাশীল।

অনুভবী—(ত্রি) অনুভব-প্রাপ্ত।

অনুভানু—দানব বিশেষ। কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। (বায়ুপু°) [দনু দ্র°]

অনুভাব—(পুং) [অনুভাবয়তি উদ্বোধয়তি অনেন অনু-ভূ ণিচ্ ঘঞ্] প্রভাব। ২ সামর্থ্য। ৩ তেজঃ। ৪ নিশ্চয়। ৫ মহিমা। ৬ সঙ্কেত। [কর্ত্তরি অচ্] অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত স্থায়ী রসবিশেষের ভাবপ্রকাশক। রত্যাদি জনক কটাক্ষ ভ্রূভঙ্গী প্রভৃতি। "অনুভাবঃ প্রভাবে স্যান্নিশ্চয়ে ভাববোধকে।" (মেদিনী)

"বিভাবা অনুভাবাশ্চ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।

ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।" (কাব্যপ্র°)

"স্থায়ী রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজাক্ষেপ-প্রভৃতিভিঃ কার্য্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ।" (কাব্যপ্র°)

চক্ষুর ঠার, হাতকাড়াকাড়ি ইত্যাদি অনুভাবকার্য্য দ্বারা যে স্থায়ী রত্যাদি ভাব জন্মিয়াছে।

অনুভাবক—(ত্রি) [অনুভাবয়তি বোধয়তি অনু-ভূ-ণিচ্-ণ্বুল] যাহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ২ অনুবোধক।

অনুভাবন—(ক্লী) সঙ্কেত অথবা অনুমানের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশন।

অনুভাবিন্—(ত্রি) [অনু-ভূ-ণিনি] যে সাক্ষাৎ করে। ২ যে পরে জন্মগ্রহণ করে। ৩ কনিষ্ঠ। "অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎ কুর্য্যাৎ" (মনু° ৮.৬৯)

অনুভাষণ—(ক্লী) অনুকূলে কথা বলা। ২ সঙ্গে কথা বলা।

অনুভাস—(পুং) কাকবিশেষ।

অনুভূ—(ত্রি) [অনু-ভূ-কিপ্] অনুভবরূপ জ্ঞানবিশেষ।

অনুভূত—(ত্রি) [অনু-ভূ-কর্ম্মণি ক্ত] অনুভব দ্বারা জ্ঞাত। অবগত। উপলব্ধ। [কর্ত্তরি ক্ত] (ত্রি) ২ যে পরে জন্মে। ৩ পশ্চাদ্ জাত।

অনুভূতাদ্যবিস্মৃতি—(স্ত্রী) [অনুভূতাদীনাং স্মৃত্যাদীনাম অবিস্মৃতির্যস্মাৎ] ভাবনাখ্য সংস্কার, সংস্কার।

অনুভূতি—(স্ত্রী) [অনু-ভূ-ক্তিন্] অনুভব। ২ জ্ঞান। ৩ উপলব্ধি। অনুভূতি চারিপ্রকার। যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধ। [অনুভব দ্র°]

অনুভূতি, (Feeling)—পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে মনের তিনটী প্রধান বৃত্তি। এই তিনটী প্রধান বৃত্তির নাম জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা। ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা, স্মরণ করা, বিচার করা ইত্যাদি ক্রিয়া জ্ঞান বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। আশা, নিরাশা, আশঙ্কা, হিংসা অনুতাপ—এই সমুদয় অনুভূতির ব্যাপার। যখন কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে লইয়া আমরা কার্য্য করি, সেই কার্য্যের মূলে থাকে আমাদের ইচ্ছা-বৃত্তি।

অনুভূতি প্রধানতঃ সুখ-মূলক বা দুঃখ-মূলক। অনুভূতির অপর নাম ভাব। যখন রুচিকর পানীয় যোগে পিপাসার শান্তি বিধান করা যায় তখন তৃপ্তির অনুভূতি লাভ করি। আবার যদি ঘটনাক্রমে কোন অঙ্গে অগ্নির স্পর্শ ঘটে, তখন ক্লেশ অনুভূত হয়। এই অনুভূতি দৈহিক ব্যাপারঘটিতও হইতে পারে, আবার উচ্চতর মনোবৃত্তিমূলকও হইতে পারে। পিপাসার শান্তির দ্বারা সুখানুভূতি ও অগ্নির স্পর্শের দ্বারা ক্লেশানুভূতি—এই সমুদয় দৈহিক ব্যাপারঘটিত সাধারণ অনুভূতি মাত্র। পরন্তু ভালবাসার আনন্দ, সাফল্যের তৃপ্তি হতাশার দুঃখ, শোকের ক্লেশ এগুলি ভাববৈচিত্রপূর্ণ এক জটিলতর অনুভূতি।

যখনই আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, সেই প্রত্যক্ষকরণ সুখদায়কভাবে বা দুঃখদায়কভাবে আমাদের অনুভবে আসিয়া থাকে। একটী কুসুমের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে একটী সুখকর অনুভূতিও মনোমধ্যে আসিয়া থাকে। পক্ষান্তরে একটী ঘৃণাজনক বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই বস্তুটীর সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তৎসঙ্গে মনোমধ্যে একটী অস্বস্তিকর অনুভূতিও উপস্থিত হয়। অন্ততঃ অধিকাংশ বিষয়-সম্বন্ধে এই-রূপই হইয়া থাকে।

দেখা গেল জ্ঞানবৃত্তির সহিত অনুভূতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আবার যাহা সুখকর অনুভূতি প্রদান করে, জ্ঞানও তাহার অনুগামী হয়। যে সব চিন্তা সুখকর, আমরা বেশী বেশী সেই সব চিন্তাই করিয়া থাকি। সুতরাং এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে অনুভূতি জ্ঞানের সহচরী; পক্ষান্তরে জ্ঞানও অনুভূতিকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়া থাকে।

আবার দেখা যায় অনুভূতিই ইচ্ছার প্রণেত্রী। যাহা সুখকর তাহাই পাইবার জন্য এবং যাহা দুঃখকর তাহাই এড়াইবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি। অনুভূতির প্রভাবেই ইচ্ছার উদ্ভব।

যাহা হউক মনের বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে এবম্বিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও তাহাদের মধ্যে প্রতিকূলভাব রহিয়াছে, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। একটীর বৃদ্ধি অপর বৃত্তিগুলির হ্রাসপ্রাপ্তির কারণ। যখন মনোমধ্যে ভাবের প্রাবল্য থাকে, তখন জ্ঞান ও ইচ্ছা স্বভাবতঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার যখন মনে প্রগাঢ় চিন্তা চলিতে থাকে, তখন ভাব বা অনুভূতি এবং ইচ্ছা—ইহারা তেমন স্থান পায় না। পক্ষান্তরে যখন মনোমধ্যে

ইচ্ছাবৃত্তির প্রাবল্য ঘটে, তখন অপর বৃত্তিদ্বয়ের হ্রাসপ্রাপ্তি স্বাভাবিক।

যাহা হউক এই অনুভূতি কি প্রকার ইহাই একটু চিন্তা করিয়া দেখা যাক্। যখন আমরা কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করি তখন যেন আমরা বস্তুরাজ্যে থাকি। আমাদের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া বস্তুরাজ্যে বিচরণ করি। জ্ঞানবৃত্তির ইহাই বিশেষত্ব। পক্ষান্তরে যখন আমরা ভাব বা অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হই, তখন আমরা বস্তুরাজ্যে থাকি না, পরন্তু আমাদের ব্যক্তিত্বই যেন তৎকালে আমাদের সম্মুখে অবস্থিত থাকে।

যখন কোন কিছু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয় তখন তৎসঙ্গেই একটী অনুভূতি মনোমধ্যে উদিত হয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই প্রত্যক্ষ ও সেই অনুভূতির কি প্রভেদ তাহাই দেখা যাক্। হয়ত কোন কোমল বস্তু স্পর্শ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটী সুখের অনুভূতিও মনোমধ্যে উদিত হইল। সেই বস্তুর জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় বস্তুটী যাদৃশ জ্ঞান তাহাই বলিয়া দিতেছে। অর্থাৎ এই মাপের এমনি কোমলবস্তু স্পৃষ্ট হইল সেই প্রত্যক্ষের দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু সেই অনুভূতির তাদৃশ কোন লক্ষণ নাই। অনুভূতির অল্পতা বা তীব্রতা এই বিভেদ অবশ্য থাকিবে; এবং অল্পকালস্থিতি বা দীর্ঘসময়স্থিতি এই পার্থক্যও থাকিবে।

ঐ প্রত্যক্ষ ও ঐ সুখের অনুভূতি কি একত্র জড়িত হইয়া অভিন্ন ও বিষয়রূপে আমাদের অনুভবে আসিয়া থাকে, অথবা ঐ দুইটীকে বিভিন্ন করা সম্ভব? পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তজ্জনিত অনুভূতিকে বিভিন্ন করা সম্ভবপর। এমন কতকগুলি ঔষধ আছে যাহাদের প্রয়োগের দ্বারা আমরা অনুভূতি না পাইয়াও প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাইতে পারি। আরও— পায়ে যদি একটা কণ্টক প্রবেশ করে তাহা হইলে তজ্জনিত ব্যথার অনুভূতি ও কণ্টকপ্রবেশের জ্ঞান,—এই দুইটী ব্যাপার যুগপৎ ঘটে না, দুই এর মধ্যে অতি সামান্ত সময়ের ব্যবধান থাকে ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ। বর্ত্তমান কালে Experimental Psychology বা পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের দ্বারা বহু প্রকারে মনস্তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ করা হইতেছে।

দৈহিক ব্যাপার-জনিত যে সমুদয় অনুভূতি ঘটে, তাহার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্বল্প প্রচেষ্টায় যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বৎ প্রত্যক্ষের সহিত সুখের অনুভূতিই জড়িত থাকে। পরন্তু যদি ইন্দ্রিয়সমূহের তীব্র প্রচেষ্টার দ্বারা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় তবে তাহা অস্বস্তিকর অনুভূতিরই কারণ হইয়া থাকে। আবার ইন্দ্রিয়সমূহের প্রচেষ্টা যদি একেবারেই না করা হয়, এমন কি শুধু ইন্দ্রিয় কেন মাংসপেশীসমূহের প্রচেষ্টাও যদি না করা হয়, তাহা হইলে তাহাও সুখের হয় না; অস্বস্তিরই কারণ হইয়া থাকে। তবেই দেখা যাইতেছে ইন্দ্রিয়সমূহের ও মাংসপেশীর প্রচেষ্টার অভাবে এবং তীব্র প্রচেষ্টায় অস্বস্তি উৎপাদন করে, সুতরাং এই দুইএর মাঝামাঝি অবস্থায় সুখকর অনুভূতি ঘটিয়া থাকে। আরও দেখা যায় একই প্রকার প্রচেষ্টা যদি ক্রমান্বয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহাও সুখের হয় না। হয়ত এক প্রকার বাদ্য সুখকর লাগিল, সেই বাদ্য যদি অতি দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া চলিতে থাকে, তাহা কি আর ভাল লাগিবে?

অনুভূতি বলিতে গেলে হয় সুখকর অনুভূতি হইবে, অথবা ক্লেশকর অনুভূতি হইবে। সুতরাং অনুভূতি প্রধানতঃ দ্বিবিধ. অনুভূতিবিষয়ক যে সব কথা আলোচিত হইল তাহা দৈহিক ব্যাপারঘটিত সাধারণ অনুভূতির কথা মাত্র। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও জটিলতর অনুভূতি রহিয়াছে। সেগুলি যেন দৈহিক ও মানসিক উভয় ব্যাপারঘটিত। হর্ষ, শোক, ভয়, প্রণয়, ক্রোধ ইত্যাদি সেই সমুদয় জটিলতর অনুভূতির বিষয়।

দৈহিক অনুভূতি স্বল্পতর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যেমন পায়ে একটী কাঁটা প্রবেশ করিল। ইহার অনুভূতিতে কেবল স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হয়ত একটী ছেলে কুকুর দেখিয়া ভয় পাইল। এই যে অনুভূতি ইহার সহিত দৈহিক মানসিক উভয়বিধ ব্যাপারের সম্বন্ধ আছে। মনের এতদ্বিষয়ক চিন্তা ও কল্পনা ভয়কে উৎপাদন করিতেছে। এই হইল মানসিক ক্রিয়া, আবার এই ভয়জনিত দেহের উপর যে ক্রিয়া তাহাও সাধারণ অনুভূতির অপেক্ষা জটিলতর ক্রিয়া। কারণ যখন ভয়ের উৎপত্তি হয় তখন হৃৎপিণ্ড মাংসপেশী ইত্যাদি অঙ্গসমূহ প্রভাবিত হইয়া থাকে। এই সব অঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় ঐ ভয়ের সঙ্গে অনেক ছোট খাটো অনুভূতিও যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। যেমন হৃৎপিণ্ড প্রভাবিত হওয়ায় বুক দুরদুর্ করিয়া উঠিল; লালা নিঃসরণ ব্যাহত হওয়ায় মুখের শুষ্কতা উপস্থিত হইল ইত্যাদি। ঐ সব ছোট খাটো অনুভূতি আসিয়া যোগ দেওয়ায় ঐ মূল অনুভূতি 'ভয়' আরও প্রকৃষ্টতর হইয়া উঠে। হর্ষ, বিষাদ, প্রণয়, ক্রোধ ইত্যাদির যে অনুভূতি তাহা ভাবিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে দেহে ও মনোরাজ্যে এমনি ভাবের বা এতদপেক্ষা জটিলতর ব্যাপারের সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে।

জ্ঞানবৃত্তির উপর এই সমুদয় জটিলতর অনুভূতি অমিত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দৈহিক অনুভূতিতে দেখা যায় যে মনের উপর তাহার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নহে। কিন্তু জটিলতর

অনুভূতি চিন্তা-প্রণালীর উপর দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে। এই সকল মানসিক তীব্র অনুভূতি হঠাৎ চিন্তা প্রণালীকে ব্যাহত করিতে পারে, অথবা মস্তিষ্কের একটা উত্তেজনা আনয়ন করিয়া চিন্তাপ্রণালীকে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি করিতেও পারে। দূরস্থান হইতে হঠাৎ একটা সংবাদ আসিল। হয় ত কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ, অথবা বহু মূল্যবান একটা সম্পত্তিনাশের সংবাদ। সংবাদটা প্রাপ্তি মাত্রই চিন্তা-প্রণালী ব্যাহত হইয়া যাইবে। অবস্থাবিশেষ উন্মত্ততা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। আবার এমনও দেখা যায় কোন কোন তীব্র অনুভূতি মনোরাজ্যে উপস্থিত হওয়ামাত্র মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, মনের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মনোমধ্যে নানাবিধ কল্পনা ও চিন্তা উপস্থিত হইতে থাকে। সাধারণতঃ সুখকর তীব্র অনুভূতিতেই এমনি ঘটিয়া থাকে। এইস্থানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে সুখ ও স্বচ্ছন্দতার দৈহিক যন্ত্রসমূহকে আনুকূল্য প্রদান করিয়া থাকে।

অনুভূতিপ্রকাশ—বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থবিশেষ। মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বিরচিত। অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় ও উহা শাঙ্করমতানুসারী।

অনুভূতিরত্নমালা—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অনুভূতি-স্বরূপাচার্য্য—একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি খৃঃ ১৩শ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হন। প্রথমে ইনি সারস্বতসূত্রের সারস্বতপ্রক্রিয়া নামক এক ব্যাকরণ রচনা করেন। পরে গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্যভাষ্যের টীকা, আনন্দবোধের ন্যায়-মকরন্দের টীকা, ন্যায়দীপাবলী এবং প্রমাণরত্নমালার উপর নিবন্ধ টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত আনন্দজ্ঞানের বিদ্যাগুরুরূপে ইঁহার নাম পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত।

অনুভূয—(অব্য) অনুভব করিয়া পরীক্ষা লইয়া।

অনুভূযমান—(ত্রি) অনুভবের অধীন।

অনুভোগ—(পুং) কার্য্যবিশেষের পরিবর্ত্তনে কর-রহিত ভূমিদান।

অনুভোগকল্পতরু—জগন্নাথ-রচিত একখানি দীধিতি।

অনুভ্রাতৃ—(পুং) কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

অনুমাকুণ্ডপত্তন—তেলিঙ্গনার রাজধানী বরঙ্গলের প্রাচীন নাম। ইহা রাজা রুদ্রপাল দেবের রাজধানী ছিল। ইনি চোড়গঙ্গ-বংশীয় এবং ইঁহার রাজধানী অনুমাকুণ্ডপুর নামেও খ্যাত। ১১১০ খৃঃ হইতে ১৩২৩ খৃঃ পর্য্যন্ত কাকতীয়েরা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহামের মতে বরঙ্গল হইতেছে টলেমির ভূগোলের করুকোলা বা করুণকোল। তাঁহার মতে, বরঙ্গলের অপর একটী নাম অকলি-নগর। কোসেন্‌স সাহেবের মতে, ইহার নাম বকশিল নগর। [অনুমকোণ্ড দ্র°]

অনুমাকোণ্ড—দাক্ষিণাত্যের বরঙ্গল বিভাগের প্রাচীন রাজধানী। ইহা গোদাবরী নদীর দক্ষিণে হায়দরাবাদ হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। কাকতীয় বংশের একজন পূর্ব্বপুরুষ অনুমাকোণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠাতার সপ্তম বংশধরের নাম কাকতি-প্রলয়। কাকতি-প্রলয় হইতে বরঙ্গলে কাকতীয় রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়।

অনুমত—(ত্রি) [অনু-মন-ক্ত] স্বীকৃত, অনুমোদিত। অনুজ্ঞাত, সম্মত। "লক্ষণানুমতং বচঃ" (রামা° ৪ ১২ ৯)

অনুমতি—(স্ত্রী) [অনু মন ক্তিন] সম্মতি, অনুজ্ঞা। (ঋক্ ১০. ১৬৭ ৩) যে পূর্ণিমাতে এক কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়। চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা। "অথানুমতিরাদেশপূর্ণিমানুজ্ঞয়োরপি। (মেদিনী)

অনুমতি,—১ অঙ্গিরা ও তৎপত্নী স্মৃতির কনিষ্ঠা কন্যা। অপর তিন কন্যার নাম সিনীবালী, কুহু ও রাকা। ২ শুভ ইচ্ছা ও শুভদাতা দেবীর নাম। (ঋগ্বেদ) ৩ পূর্ণিমাবিশেষ। সিনীবালী ও কুহু দুইটী অমাবস্যার নাম, এবং রাকা ও অনুমতি দুইটী পূর্ণিমার নাম। সায়াহ্নে অনুমতির দুই লব কাল ক্রিয়ার্থে প্রশস্ত। যে পূর্ণিমার চন্দ্র এক কলা অপূর্ণ অবস্থায় প্রকাশ পায়, সেই পূর্ণিমাকে অনুমতি বলা যায়। পিতৃগণ দেবগণ সহ উহাকে অনুদর্শন করেন, এইজন্য ঐ পূর্ণিমার নাম অনুমতি। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৫৬ অঃ) ৪ একজন ঋষির নাম। (মৎস্যপু°)

অনুমতিপত্র—(স্ত্রী) আদেশপত্র।

অনুমনন—(স্ত্রী) স্বীকার। ২ স্বতন্ত্রতা।

অনুমন্তা—স্বারোচিষ মন্বন্তরের দ্বাদশ সাধ্যদেবের একজন।

অনুমন্তৃ—(ত্রি) [অনু মন-তৃচ্] অছী, ভার পাইয়া যে অন্য ব্যক্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

অনুমন্ত্রণ—(স্ত্রী) [অনু মন্ত্রণঃ মন্ত্রপাঠঃ] মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সংস্কার বিশেষ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৩৩২)

অনুমরণ—(স্ত্রী) [অনু সহ পশ্চাদ্বা মরণং মৃ-ল্যুট্] পতির মৃত দেহের সঙ্গে কিম্বা পতির মৃত্যুর পর তাঁহার পাদুকাদি লইয়া জ্বলন্ত চিতায় তৎপত্নীর স্বেচ্ছামৃত্যু। পতির মৃতদেহের সঙ্গে এক চিতায় স্ত্রীলোকেরা পুড়িয়া মরিলে সচরাচর তাহাকে সহগমন বা সহমরণ কহে। পতি বিদেশে মরিলে কিম্বা মৃতদেহ পাওয়া না গেলে তাঁহার পাদুকাদি লইয়া স্ত্রীলোক নিজে পুড়িয়া মরিলে তাহাকে অনুমরণ বলে।

কিন্তু অনেক স্থলে আবার অনুমরণ ও সহমরণ শব্দের প্রভেদ

নাই। অনুমরণ বলিলেও পতির দেহের সঙ্গে পুড়িয়া মরা বুঝায়। কিন্তু সহমরণ বলিলে পশ্চাৎ মরণ বুঝাইতে পারে না।

"তৃতীয়েহহ্নি উদক্যায়া মৃতে ভর্ত্তরি বৈ দ্বিজাঃ।
তস্যানুগমনার্থায় স্থাপয়েদেকরাত্রকম্।"

স্ত্রীলোকের রজস্বলার তৃতীয় দিবসে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে সেই স্ত্রী পতির অনুগমন করিতে পারিবে বলিয়া একরাত্র মৃতদেহ রাখিয়া দিবে। এখানে 'অনুগমন' শব্দে সহমরণ বুঝাইতেছে।

দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেৎ জাতবেদসম।" (ব্রহ্মপুরাণ)

দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার পাদুকাদ্বয় বুকে করিয়, শুচি হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বিধি নিষিদ্ধ। যথা স্মৃতি,—

"পৃথকচিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

"ভর্ত্তানুমরণং কালে যাঃ কুর্ব্বন্তি তথাবিধাঃ।
কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়ান্মোহাৎ সর্ব্বাঃ পূতা ভবন্তি তাঃ।

স্বামীর সহমরণকালে কামনাবশত হউক, ক্রোধ, ভয়ে কিম্বা মোহে হউক, যে পতির সহিত মরিবে তাহারা সকলেই পবিত্র হইবে।

যে স্ত্রী পতির সহিত অনুগমন করেন, তাঁহাকেই সতী বলা হয়। সতীর লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।"

অর্থাৎ পতি ব্যথিত হইলে যে স্ত্রী ব্যথিতা, হৃষ্ট থাকিলে যিনি হৃষ্টা, বিদেশে গেলে যিনি মলিনা ও কৃশা এবং পতির মৃত্যুতে যিনি মৃতা হয়েন, তিনিই সতী। সুতরাং জীবনসর্ব্বস্ব পতির মৃত্যুতে সতী-রমণীর প্রাণত্যাগ-প্রয়াস অস্বাভাবিক নহে। যাঁহার অভাবে জগতের কোনও সুখ হৃদয়কে হৃষ্ট করিতে পারে না, যাঁহার অভাবে হৃদয় অন্ধতমসে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্যের অনুপযুক্ত হয়, এমন কি, যাঁহার অভাবে জীবনধারণই একপ্রকার অসহনীয় ক্লেশকর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাদৃশ স্বামীর মৃত্যুতে পতিপ্রাণা পতিময়জীবিতা রমণী মৃতপতির শবের সহ গমন করিয়া তাঁহার জলচ্চিতায় স্বীয় দেহের আহুতি প্রদান করিয়া শোকের অনন্ত অক্ষয়বীজ ভস্মসাৎ করিবেন তাহা অস্বাভাবিক নহে। এই অবস্থায় মৃত্যুই জীবের একমাত্র শান্তি। মৃত পতির সহমরণ-প্রয়াস প্রাচীনতম বৈদিক সূত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

সহমরণ বা 'সতী-হওয়া' ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন প্রথা। প্রথাটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। বৈদিকযুগে 'সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার বিশিষ্ট নিদর্শনের একান্ত অভাব। তবে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের উক্তি হইতে স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় যে ঐ যুগে অনুমৃতা হইবার ব্যবস্থা যে না ছিল এমত নহে।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এ সম্বন্ধে যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—

"ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যতে উপত্বা মর্ত্ত্য প্রেতম্।
বিশ্বং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।'

সায়ণাচার্য্য ইহার নিম্নলিখিত ভাষ্য করিয়াছেন—

'হে মর্ত্ত্য মনুষ্য যা নারী মৃতস্য তব ভার্য্যা সা পতিলোকং বৃণানা কাময়মানা প্রেতং মৃতং ত্বামুপনিপদ্যতে সমীপে নিতরাং প্রাপ্নোতি। কীদৃশী। পুরাণং বিশ্বমনাদিকালপ্রবৃত্তং কৃৎস্নং স্ত্রীধর্ম্মমনুক্রমেণ পালয়ন্তী। পতিব্রতানাং স্ত্রীণাং পত্যা সহৈব বাসঃ পরমো ধর্ম্মঃ। তস্যৈ ধর্ম্মপত্নৈ ত্বমিহ লোকে নিবাসার্থমনুজ্ঞাং দত্বা প্রজাং পূর্ব্ববিদ্যমানাং পুত্রাদিকাং দ্রবিণং ধনং চ ধেহি সম্পাদয় অনুজ্ঞানীহীত্যর্থঃ।'

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সহমরণই যেন বিধবা নারীর কর্ত্তব্য ছিল, তবে পুত্রধনাদি রক্ষার নিমিত্ত মৃত পতির অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে সহমরণের দায় হইতে রক্ষা পাইতে হইত।

আরও একটী ঋক্ এই যে—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।

সায়ণ ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

'হে নারি ত্বমিতাসুং গতপ্রাণমেতং পতিমুপশেষ উপেত্য শয়নং করোষি। উদীর্ষ্ব অস্মাৎ পতিসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ। জীবলোকমভিজীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্যেহি।'

এই উভয় মন্ত্রই তৈত্তিরীয়-আরণ্যক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই দুইটী মন্ত্র দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে বৈদিক সময়েও সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুত্রাদি রক্ষণের জন্য সহমরণ বাধিত হয়। পরবর্ত্তীকালেও স্থলবিশেষে সহমরণ-প্রথা প্রতিনিবর্ত্তক নিষেধ স্পষ্টরূপেই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

"বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে।"

(কৃত্যতত্ত্বার্ণবে বৃহন্নারদীয়ম্।)

অর্থাৎ গর্ভিণী, শিশুসন্তানবিশিষ্টা বা রজস্বলা স্ত্রীদিগের পক্ষে সহমরণ নিষেধ। বৃহস্পতি বলেন—

"বালসম্বর্দ্ধনং ত্যক্ত্বা বালাপত্যা ন গচ্ছতি।
রজস্বলা সূতিকা চ রক্ষেদ্ গর্ভঞ্চ গর্ভিণী।"

অঙ্গিরা সহমরণের বিধান করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃ কোটার্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে।
পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
তত্র সা ভর্ত্তৃপরমা পরা পরমলালসা।
ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥"

অর্থাৎ যে নারী মৃত পতির সহিত একত্রে হুতাশনে আরোহণ করে, সে অরুন্ধতীর সমান আচরণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। যে রমণী ভর্ত্তার অনুগমন করে সে সাড়ে তিন কোটী বৎসর এবং মানবের দেহে যত লোম আছে তত বৎসর স্বর্গে বসতি করিয়া থাকে। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্ত হইতে ব্যাল উত্তোলন করে, তদ্রূপ সাধ্বী স্ত্রী ভর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহিত পরমানন্দে কাল অতিবাহিত করে। নারী স্বামীর অনুগমন করিলে মাতৃকুল, পিতৃকুল ও যেখানে কন্যা সম্প্রদান করে এই তিন কুলই পবিত্র হইয়া থাকে। স্বামিগতপ্রাণা সেই আদর্শ নারী যতকাল চতুর্দ্দশ ইন্দ্র বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল পতির সহিত পরমভোগ লালসা-যুক্ত হইয়া ক্রীড়া করিবে।

এইরূপ পুণ্যফলশ্রবণে এ দেশীয় নরনারীগণের অনেকেই সহমরণের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া সম্ভবতঃ এই ব্যাপারের সমর্থন করিয়াছিলেন। কোন কোন রমণী এই সকল শাস্ত্রীয় প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া জলচ্চিতায় নিজ দেহের আহুতি প্রদান করিতেন এবং বন্ধু-বান্ধবগণও ত্রিকুল-উদ্ধারের এই সহজ উপায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।

ব্যাসস্মৃতিকার এই মতের সমর্থক ছিলেন, যথা—

'ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি যো নরঃ।
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥
সাধ্বীনামেব নারীনামগ্নিপ্রপতনাদৃতে।
নান্যো ধর্ম্মো হি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ॥"

অর্থাৎ মানব ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, অথবা মিত্রঘ্ন প্রভৃতি যে কোন পাপে পতিত হইলে একমাত্র অনুমৃতা স্ত্রীই তাহাকে পবিত্র করিতে সমর্থ,—এইটী আঙ্গিরসের উক্তি। ভর্ত্তা মরিয়া গেলে স্বামীর সহিত একত্র অগ্নিতে পতন (আত্মাহুতি) ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মই সাধ্বী স্ত্রীর নাই।

এইরূপ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-বান্ধবগণও যে সতীদাহ সমর্থন করিবেন এবং স্থানবিশেষে বিধবাকে মৃতপতির সহগমন করিতে অনুরোধ করিবেন, এমন মনে করা একবারে অসঙ্গত নহে। এইরূপে শাস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক রীতি এবং সামাজিক লোকদের প্রবর্ত্তনায়—সহমরণের সংখ্যা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক ভাবে প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল, সহমরণের নিমিত্ত অনুরাগের বদলে শাস্ত্রীয় বিধানই দিন দিন প্রশ্রয় পাইতেছিল। বিষ্ণুস্মৃতিতেও দেখিতে পাই,—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম বা।"

অর্থাৎ ভর্ত্তা মরিলে ব্রহ্মচর্য্যপালন অথবা তাঁহার অনুগমন করিবেন।

ব্রহ্মপুরাণের বচনে সহমরণ সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিকল্পনা পরিলক্ষিত হয় যথা—

'দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্॥
ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ॥'

অর্থাৎ দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী তাঁহার পাদুকা বক্ষে ধারণপূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ঋগ্বেদের অনুশাসনে ইহাতে সাধ্বী স্ত্রীর আত্মহত্যাদোষ ঘটিবে না। ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণান্তর তাঁহার যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

ঋগ্বেদের কোন মন্ত্র সহমরণের সমর্থক, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—

"ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥'

(ঋক্ ১০ ১৮ ৭)

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটীই নাকি সহমরণের সমর্থক। কিন্তু এই উক্তির কোনও সারবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। সায়ণাচার্য্য এই ঋকের যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

"অবিধবাঃ। ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ জীবদ্ভর্ত্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ শোভনপতিকা ইমা নারীঃ নার্য্যঃ আঞ্জনেন সর্ব্বতোঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেনাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু স্বগৃহান প্রবিশন্তু। তথা অনশ্রবোঽশ্রুবর্জ্জিতা অরুদত্যোঽনমীবাঃ। অমীবা রোগঃ তদ্বর্জ্জিতাঃ মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিতাঃ। জনয়ঃ জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ। তাঃ অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমতঃ এব যোনিং গৃহমারোহন্তু আগচ্ছন্তু।"

সায়ণের এই ভাষ্যে অগ্নিপ্রবেশের কোনও কথা নাই

কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন উক্ত মন্ত্রের "অগ্রে" পাঠের স্থানে "অগ্নে" পাঠ কল্পনা করিয়া এই মন্ত্রটী সহমরণের শ্রৌত মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারতেও আমরা সহমরণের প্রমাণ দেখিতে পাই। মাদ্রী পাণ্ডু রাজার চিতাধিরোহণ করিয়া সহমৃতা হইয়াছিলেন। যথা—কুন্তী সহমৃতা হইবার বাসনায় মাদ্রীকে বলিতেছেন—

"অহং জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী জ্যৈষ্ঠং ধর্ম্মফলং মম।
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাস্মা মাং মাদ্রি নিবর্ত্তয় ॥
অন্বয্যামীহ ভর্ত্তারমহং প্রেতবশং গতম্।
উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান পালয় দারকা'ন ॥ (আদিপ)

মাদ্রি। আমি পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী। ধর্ম্মফল লাভ করার আমারই আদি অধিকার, অবশ্যম্ভাবী বিষয় হইতে তুমি আমাকে নিবর্ত্তিত করিও না। আমিই মৃত পতির অনুগমন করিব, তুমি স্বামীর মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া উঠ এবং সন্তানদিগকে পালন কর। প্রত্যুত্তরে মাদ্রী বলিলেন—

"অহমেবানুযাস্যামি ভর্ত্তারমপলায়িনম্।
ন হি তৃপ্তাস্মি কামানাং জ্যেষ্ঠা মামনুমন্যতাম্ ॥
মাঞ্চ ভিগম্য ক্ষীণোহয়ং কামাত্তরতসত্তমঃ।
তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং নু যমসাদনে ॥
ন চাপ্যহং বর্ত্তয়ন্তী নির্ব্বিশেষং সুতেষু তে।
বৃত্তিমার্য্যে চরিষ্যামি স্পৃশেদেনস্তথা চ মাম্ ॥
তস্মান্মে সুতয়োঃ কুন্তি বর্ত্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ।
মাঞ্চ কাময়মানোহয়ং রাজা প্রেতবশং গতঃ ॥
রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেবরম্।
দগ্ধব্যং সুপ্রতিচ্ছন্নমেতদার্য্যে প্রিয়ং কুরু ॥
দারকেষ্বপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম।
অতোহন্যন্ন প্রপশ্যামি সন্দেষ্টব্যং হি কিঞ্চন ॥
ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্ম্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্ররাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী।"

(আদিপর্ব্ব ১২৫ . ২৫—৩০)

মাদ্রীর এই আগ্রহাতিশয্যে কুন্তী আর আপত্তি করিলেন না। মাদ্রী পতিলোকগামিনী হইবার নিমিত্ত অনুরাগভরে পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিলেন, এবং পতির মৃতকলেবরের সহিত ভস্মীভূত হইলেন।

মৌষলপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, বসুদেবের মৃত্যুর পর চারি জন মহিষী তাঁহার মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত হন। তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিয়া তাহাতেই দেহ আহুতি প্রদান করেন যথা—

"প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ সর্ব্বা বিমুক্তাভরণস্রজাঃ।
উরাংসি পাণিভির্ঘ্নন্ত্যো ব্যলপন করুণং স্ত্রিয়ঃ।
তং দেবকী চ ভদ্রা চ রোহিণী মদিরা তথা।
অন্বারোহন্ত চ তদা ভর্ত্তারং যোষিতাং বরাঃ। • • •
তং চিতাগ্নিগতং বীরং শূরপুত্রং বরাঙ্গনাঃ।
ততোহন্বারুরুহুঃ পত্ন্যশ্চতস্রঃ পতিলোকগাঃ।
তং বৈ চতসৃভিঃ স্ত্রীভিরন্বিতং পাণ্ডুনন্দনঃ।
অদাহয়চ্চন্দনৈশ্চ গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥"

(মৌষলপ° ৭ ১৪—২৫)

দ্রোণপত্নীও সহমৃতা হইয়াছিলেন। মহাভারত অনুসন্ধান করিলে এইরূপ সহমরণের উদাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে সহমরণপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীমাত্রেই সহমৃতা হইত না। কেহ কেহ মৃত পতির অনুগমন করিতেন। মনুসংহিতায় পতি মৃত হইলে সাধ্বী স্ত্রীর ব্রহ্মচারিণী হওয়ার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।"

সুতরাং মনু কর্ত্তৃক সহমরণ অবশ্য কর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া সমর্থিত হয় নাই, মনে হয়।

কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সহমরণের প্রকৃত-ভাবের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রাণহীন অনুকরণে জগতে যেমন মঙ্গল হয়, আবার তাহা হইতে অমঙ্গলও তেমনই ঘটিয়া থাকে। কেহ বা সহমরণের যশোস্পৃহায়, কেহ বা সামাজিক কারণে বা লোকনিন্দার ভয়ে, কেহ বা পর-প্রণোদনায় আবার কেহ বা উৎপীড়িতা হইয়া সহমৃতা হইতেন। বলা বাহুল্য—ক্রমে এই সকল কারণে সতীদাহ জঘন্য ব্যাপারে পরিণত হয়। তাই ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসন সময়ে এই প্রথা আইন দ্বারা রহিত হইয়া যায়। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় এই প্রথার প্রতিরোধ কল্পে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছিলেন।

সহমরণ পদ্ধতি

অনুমরণকালে পদ্ধতি-অনুসারে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে আরোহণ করিতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর, পুত্রাদি শ্মশানে চিতা প্রস্তুত করিয়া স্ব-গৃহোক্ত বিধি দ্বারা অগ্নি প্রদান করিলে তৎপরে সাধ্বী স্ত্রী স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া হস্তে কুশ লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। তৎপরে তাহাকে সঙ্কল্প করিতে হয়। তখন ব্রাহ্মণগণ ওঁ তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। সাধ্বী স্ত্রী নারায়ণকে স্মরণ করিয়া 'নমোহদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রা

শ্রীমতী অমুকী দেবী অরুন্ধতীসমাচারত্বপূর্ব্বকস্বর্গলোকমহীয়-মানত্বমানবাধিকরণকলোমসমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসভর্ত্তৃসহিতমোদমানত্ব মাতৃপিতৃশ্বশুরকুলত্রয়পূতত্ব-চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন কালাধিকরণ-কাপ্সরোগণস্তূয়মানত্বপতিসহিত-ক্রীড়মানত্ব এতত্ত্রপতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।' এইরূপ বাক্য দ্বারা সঙ্কল্প করিবে। যে স্থলে সহমরণ না হইয়া অনুমরণ হইবে, তথায় "ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণং" এই বাক্য স্থলে অর্থাৎ এই বাক্য প্রয়োগ না করিয়া 'জ্বলচ্চিতাপ্রবেশেন ভর্ত্রনুমরণং' এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তৎপরে সতী অষ্ট লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থ অন্তর্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম আপনারা সকলে সাক্ষী হউন, এইরূপে তাঁহাদিগকে সাক্ষী করিয়া স্বামীর চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিবেন। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ নিম্নোক্ত ঋগ্বেদীয় মন্ত্র ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্র—

"ও ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।"
ও ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ।
সহ ভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুং॥"

ব্রাহ্মণগণ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে সাধ্বী স্ত্রী নমঃ নমঃ বলিতে বলিতে হৃষ্টচিত্তে চিতায় প্রবেশ করিবেন। যদি কোন স্ত্রী মোহবশতঃ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চিতা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। ইহা দ্বারাই এই পাপ হইতে তাহার শুদ্ধি হইবে।

"চিতি ভ্রষ্টাতু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আপস্তম্ব)

স্বামী ও স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত হইলে তাহাদের দুই জনেরই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে, একত্র শ্রাদ্ধাদি হইবে না।

"একচিত্যাং সমারূঢ়ৌ দম্পতীনিধনং গতৌ।
পৃথক্‌শ্রাদ্ধং তয়োঃ কুর্য্যাদোদনন্তু পৃথক্ পৃথক্॥"

এই সকল বচনানুসারে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

অনুমরণ সম্বন্ধে আলোচনা।

১৮১৮ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা-ভাষায় সতীদাহের প্রতিষেধের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আলোচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে উভয়-পক্ষের শাস্ত্রযুক্তি আলোচিত হইয়াছিল। এস্থলে সেই পুস্তিকা অবলম্বনে সহমরণের অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রযুক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। অধিকন্তু, আমরা উক্ত গ্রন্থ-নিবদ্ধ প্রমাণ ব্যতীত আরও অন্যান্য বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিব। প্রথমতঃ অনুকূল বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সহিত সহমৃতা হন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার ত্রিকুল-উদ্ধার হয়। স্বর্গলোকে তিনি চতুর্দ্দশ-ইন্দ্র-পরিমিতকাল স্বামীর সহিত অবস্থান করেন। স্বামী যে কোন পাতকী হউক না কেন, যাহার সাধ্বী স্ত্রী সহমৃতা হয়, এই পুণ্যফলে তাঁহার সকল পাতক বিনষ্ট হয়, ইহাও অঙ্গিরার অনুশাসন।

ব্যাস বলেন—

"পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং।
তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্ত্তারং সান্বপশ্যত॥"

হারীত বলেন—

"যাবদ্‌ব্যগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রীনাত্মানং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সাহি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চন॥"

বিষ্ণুসংহিতা ও ব্রহ্মপুরাণাদির বচন পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা আর এখানে উদ্ধৃত হইল না।

সংহিতা ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার সহিত অনুমৃতা হইবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণই স্ত্রীদিগের প্রধান ধর্ম্ম। স্বামীর মৃত্যু হইলে অগ্নিপ্রপতন ব্যতীত সাধ্বী-স্ত্রীদিগের আর কোন ধর্ম্ম নাই, কিন্তু শাস্ত্রে অন্যত্র স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা-পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেরও বিধান আছে, সুতরাং বিধবার পক্ষে স্বামীর চিতারোহণ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এই দুইটীই ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা সহমরণ প্রশস্ত, তাই শাস্ত্রে এইরূপ প্রশংসাবাদ আছে।

যিনি সহমরণ না করিবেন, তিনি স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ-মৈথুন ও তাম্বূল বর্জ্জন করিবেন। তাহার পক্ষে প্রতিদিন একাহারী হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন কর্ত্তব্য। যদি কোন বিধবা-স্ত্রী পর্য্যঙ্ক বা খট্টায় শয়ন করেন, তাহা হইলে তাহার স্বামী অধঃপতিত হন। ঐ বিধবা-রমণী প্রতিদিন তিল ও কুশোদক দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে তর্পণ করিবেন। কিন্তু তর্পণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, যাহার পুত্র ও পৌত্রাদি নাই, তাহারই পক্ষে তর্পণ বিধেয়। অন্যের পক্ষে নহে।

স্বামী যদি দেশান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে সাধ্বী-স্ত্রী স্বামীর পাদুকাযুগল বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র চিতা সজ্জিত করিয়া ঋগ্‌বেদবিহিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চিতা-

রোহণ করিবেন। এইরূপে যিনি চিতারোহণ করেন, তাঁহার অশৌচ তিন দিন, এবং চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইবে।

শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী কেবল স্বামীর সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হইবেন, পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিবেন না। ইহা দ্বারা দেশান্তরে মৃতস্বামিক ব্রাহ্মণীর পক্ষে সহমরণ অবিধি বলিয়া সূচিত হয়। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণের পৃথক্ চিতারোহণ নিষিদ্ধ নহে। তাহারা সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সহমরণ ব্যতীত অনুমরণে অধিকার নাই। অনুমরণ স্থলে যে পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইতে হইবে বলা হইয়াছে উহা উপলক্ষণ মাত্র। স্বামীর প্রিয় কোন একটী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

"পৃথকচিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
ইতরাসান্তু নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ ॥
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ্যাঃ সহমরণমেব, ইতরাসান্তু উভয়মিতি। কল্পতরুরত্নাকরশুদ্ধিচিন্তামণিষু পাদুকদ্বয়মিতি দর্শনাৎ পাদুকাদিকমিত্যপ্যপপাঠঃ। কিন্তু পাদুকাদ্বয়মিত্যুপলক্ষণং। উশনসা বিপ্রেতরাসাং দ্রব্যবিশেষমুপাদায় পৃথকচিতারোহণমিত্যুক্তেঃ।"

কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অঙ্গিরার বচনানুসারে ব্রাহ্মণাদি সকলের পক্ষেই সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই বিধেয় বলিয়াই স্থির করেন।

ইহা ভিন্ন বালাপত্যা, গর্ভিণী, রজস্বলা এবং অদৃষ্ট-ঋতু, অর্থাৎ যাহাদের রজোদর্শন হয় নাই, এই সকল স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সহিত সহমরণ নিষিদ্ধ, ইহাদের সহমরণে অধিকার নাই।

(শুদ্ধিতত্ত্ব)

দিনৈকগম্য প্রদেশে অর্থাৎ যে স্থলে একদিনে গমন করিতে পারা যায়, সেই স্থানে যদি স্বামীর মৃত্যু হয় এবং স্ত্রী যদি সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হন, তাহা হইলে যতক্ষণ সেই স্ত্রী আগমন না করেন, ততক্ষণ তাহাকে দাহ করিবে না, তাহার শব-রক্ষা করিবে। স্ত্রী আসিলে তাহার সহিত একচিতায় দাহ করিবে।

"দিনৈকগম্যদেশস্থা সাধ্বী চেৎ কৃতনির্ণয়া।
ন দহেৎ স্বামিনন্তস্যা যাবদাগমনং ভবেৎ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই সকল বচন-প্রমাণ সহমরণের অনুকূল।

প্রতিকূলবাদীরা বলেন, সংহিতাকারগণের মধ্যে মনুই প্রধান। মনু সহমরণের ব্যবস্থা না দিয়া বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে" অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর বিধানের বিপরীত সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে। বিশেষতঃ উপনিষদ্ বলেন, শ্রবণমননাদি দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং স্বর্গভোগবাসনার নিমিত্ত আত্ম-হত্যা করা অবৈধ। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির বিধান অঙ্গিরার বিধান অপেক্ষা অধিকতর মাননীয়। সহমরণের অনুকূল-মতাবলম্বী ব্যক্তিদের আপত্তি এই যে ঋগ্‌বেদে "ইমা নারী রবিধবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সহমরণের বিধানসূচক। সুতরাং মনুতে স্পষ্টরূপে সহমরণের বিধান না থাকিলেও মনু বেদবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এই আপত্তিখণ্ডনের জন্য প্রতিকূলবাদী বলেন, বেদের এই বিধান ভোগবাসনামূলক। কিন্তু ভোগবাসনার চরিতার্থতা জীবের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় নাই। মণ্ডুক উপনিষদ্ বলেন, কর্ম্ম সকল ক্ষয়শীল। যাহারা স্বর্গাদিকে ভোগসুখজনক বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও জরামৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হইবে। গীতায় আছে—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥"

ভগবদ্গীতা—স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের সার। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ ক্রিয়াবিশেষ-বহুল কর্ম্মমূলক বেদবাক্য সকল অজ্ঞেরই প্রলোভনকারী। প্রকৃত পণ্ডিতগণের পক্ষে এই সকল অনুষ্ঠান অবলম্বনীয় নহে। মণ্ডুক প্রভৃতি উপনিষদ্‌সমূহেরও এইরূপ অভিপ্রায়। ফলতঃ যাহাতে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়, জীবের তাহাই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনু এই সকল বিষয়ে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি বিধবাগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তবে যে শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মফলজনিত স্বর্গসুখাদি লাভের বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল ভোগলালসাপরায়ণ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবিষয়ে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মোক্ষ-লাভই জীবের চরমসাধন। আত্মহত্যা তাহার পরিপন্থী। সেই জন্য ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

উপনিষদ্ বলেন—"ইহ কর্ম্মচিতলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতলোকঃ ক্ষীয়তে।"

অনুকূল-মতাবলম্বিগণ বলেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম এইরূপই হইতে পারে। কিন্তু হারীত, অঙ্গিরা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাকারগণের বাক্য উপেক্ষণীয় নহে। তদুত্তরে প্রতিকূলবাদী বলেন, সাধারণতঃ সহমরণে যে সকল বর্ণনা দেখা যায় তাহা কোন

শাস্ত্রেরই অভিমত হইতে পারে না। সহমরণের সঙ্কল্প এই যে, সতী আপন ইচ্ছায় জলচ্চিতায় প্রবেশ করিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ এমন দেখা গিয়াছে যে, বিধবাকে স্বামীর মৃত দেহের সহিত একত্র আবদ্ধ করিয়া চিতাকাষ্ঠরাশি দ্বারা আবৃত করা হয়। সেই কাষ্ঠরাশির ভারেই বিধবা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, সে উঠিতে চেষ্টা করিলেও উঠিতে পারে না। তাহার উপর অনলদগ্নির তীব্রদহনে অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া সে মস্তকোত্তলন করিলে তৎক্ষণাৎ বংশদণ্ডের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ভীষণ ব্যাপার কখনও শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। অনুকূল মতাবলম্বীরা বলেন, এই প্রথা কখনই শাস্ত্রসম্মত নহে, ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য, কিন্তু সহমরণের সঙ্কল্প করিয়া সহমৃতা না হইলে তাহা অত্যন্ত পাপজনক। সম্ভবতঃ এই নিমিত্তই স্থানে স্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। প্রতিকূলবাদিগণ এই আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলেন যে, এই পাপের কথা ভিত্তিমূলক নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্ত আপস্তম্ব-বচন দ্বারা স্পষ্টতঃই চিতিভ্রষ্টের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান পরিলক্ষিত হয়। আর যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলেই কি এই নিষ্ঠুর নারীহত্যা পরমকারুণিক শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত ছিল? ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। প্রতিকূল-মতাবলম্বীরা আরও বলেন, বিষ্ণু বলিয়াছেন "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা", সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম কল্প। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ততর হয়। বিষ্ণুর এই বাক্যের স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা মিতাক্ষরায় দেখিতে পাওয়া যায়:—

'অতশ্চ মোক্ষমনিচ্ছন্ত্যা অনিত্যাল্পসুখরূপস্বর্গার্থিন্যা অনুগমনং শ্রুতিস্মৃতিরকাম্যানুষ্ঠানবদিতি সর্ব্বমনবদ্যম।"

অর্থাৎ যে বিধবা মুক্তিলাভের ইচ্ছা না করিয়া অনিত্য অল্প সুখকর স্বর্গাদি কামনা করে, তাঁহারই পক্ষে অনুগমন বিধেয়। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুর এই বচনটীর অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া বলেন, অনুগমন ভিন্ন বিধবা নারীর আর অপর প্রশস্ত ধর্ম্মোপায় নাই।

সহমরণ সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতিতে বিধি আছে, আবার অবস্থা-বিশেষে নিষেধও আছে। সুবিখ্যাত রামমোহন রায় মহাশয় এই বিচার লইয়া যখন আন্দোলন করেন, তখন সহমরণের অনুকূলে কতিপয় পণ্ডিত পুস্তিকা লিখিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনিও গ্রন্থাকারে সেই সকল পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয়-উক্তি ও যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত-মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় এতৎ-সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষায় যে দুই খানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তাহা অতঃপর ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। এই প্রথা যে অতীব নিষ্ঠুর, অমানুষিক, ও অশাস্ত্রীয়, মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়া যান। য়ুরোপে যে সকল পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন, তন্মধ্যে উইলসন সাহেবও একজন। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রয়েল-এসিয়াটিক-সোসাইটি হইতে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রের ষোড়শ খণ্ডে, প্রফেসার হোরেশ হেমন্ উইলসন সাহেব হিন্দু-বিধবার জীবিতাবস্থায় স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা বেদাদি শাস্ত্রের অনুজ্ঞার বিপরীত। কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত রাজা স্যর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া প্রফেসর উইলসনকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রফেসর উইলসন সাহেব ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "Religious sects of the Hindoos" নামক সুপরিচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৬২ অব্দের সংস্করণের) ২৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। এস্থলে রাজা বাহাদুরের পত্রের শাস্ত্রীয় মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

তৈত্তিরীয় সংহিতার 'অক্ষ' নামক শাখার দুইটী শ্লোকে "সতী" হইবার কথা পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। নারায়ণ উপনিষদের ৮৪ সংখ্যক শ্লোকে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে মূল শ্লোক ও সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য এবং অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইল।

"অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম।"—

সায়ণকৃত ভাষ্য—হে অগ্নে! কর্ম্মসাক্ষিন্। যতঃ ত্বং ব্রতানাং প্রাজাপত্যাদ্যখিলব্রতানাং ব্রতপতিরসি। পুনর্ব্রতগ্রহণং ত্বমেব ব্রতানামধিপতির্নান্য ইতি নিয়মবোধনায়। তস্মাদনুচর্য্যমাণং যৎ সাম্প্রতিকং ব্রতং তদ্‌গ্রহং কর্ত্তুং শকেয়ং তথা রাধ্যতাং ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ। কিং ময়া চর্য্যমাণং তৎ ব্রতমিতি পত্যানুগমেতি পত্যা ভর্ত্রা। সহ অনুগত্য গমনব্রতং চরিষ্যামি করিষ্যামিত্যর্থঃ।'

দ্বিতীয় শ্লোক—"ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেম সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্যতো নয় মা পত্যুরগ্রে।"

সায়ণকৃত ভাষ্য।—'হে অগ্নে ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্য। হবিষা হবির্ভোগেন নমসা নমস্কারেণ চ। বিধেম নমো বিদধামীত্যর্থঃ। কিমর্থমিত্যুক্তৌ তত্রাহ। সুবর্গস্যেতি সুবর্গস্য প্রতিসংপ্রাপ্য লোকস্য। সমেত্যৈ সম্যকপ্রাপ্ত্যর্থং। ত্বা ত্বয়েত্যর্থঃ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ছন্দসি। বিশানি প্রবিশানি অতএব অদ্য অগ্নিস্মিন্নে। হে জাতবেদো হবিষা মদত্তেন হবির্ভোগেন জুষাণঃ সন্তুষ্টঃ সন্। সত্যতঃ সত্যমার্গপ্রদর্শনদ্বারা সহগমনবিষয়কসাহসপ্রদানদ্বারেতি যাবৎ। মা মাং পতিমাত্মৈকদেবতাং পত্যুর্ম্মম ভর্ত্তুরগ্রে অনন্তং নয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।'

হে অগ্নে। তুমি সমস্ত ব্রতের অধিপতি, এজন্য তোমার নাম ব্রতপতি। স্বামীর সহগমন-ব্রতের প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব। যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, তুমি তাহার সহায় হও।১।

হে অগ্নে। এই ব্রতে (বা ক্রিয়ায়) আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জাতবেদ। তোমার কৃপায় আমি অদ্যই যেন স্বর্গধামে পৌঁছিতে পারি। হে অগ্নে। মৎপ্রদত্ত ঘৃত-সংযুক্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, আমাকে সাহস প্রদান কর, আমি যেন সহমৃতা হইয়া স্বামী-সদনে যাইতে পারি।২।

উপর-উক্ত বৈদিক-বিধি অনুসারে সূত্রকারেরা ব্যবস্থা দেন যে, বিধবা স্ত্রী স্বামীর চিতায় শয়ন করিয়া সহমৃতা হইবার অধিকারিণী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকন্যা হইলে, যথাক্রমে সুবর্ণ, ধনু বা রত্নখণ্ড চিতার উপরে রাখিয়া দিতে হয়।

স্বামীর মৃতদেহ পার্শ্বে সতী শায়িতা হইলে, ‘দেবর’ কিম্বা ভর্ত্তার কোন বন্ধু সতীকে সম্বোধন করিয়া "উদীষ" (ইত্যাদি) অথবা "সুবর্ণগুহস্তাৎ" (ইত্যাদি) কিম্বা "মণিগুহস্তাৎ" শীর্ষক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এই মন্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যার শুদ্ধি হয়।

ভরদ্বাজ ও আশ্বলায়ন প্রভৃতির বৈদিক-সূত্রে সহমরণবিধির উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ও সর্ব্বজনগৃহীত "সহমরণ বিধি" নামক সুপরিচিত গ্রন্থেও উক্ত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত সহমরণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত শ্লোক যথা—

"অথৈনং চিতামুপর্য্য-ধ্যুহন্ত্যত্রৈব বা পত্ন্যাঃ সংবেশনা ক্রিয়ন্তে ইতি।" (ভরদ্বাজসূত্র ১ম প্রশ্ন)।

টীকা—‘অথৈতানি পাত্রাণি যোজয়েৎ দক্ষিণে হস্তে জুহুং সব্যে উপভৃতং দক্ষিণে পার্শ্বে ধৃত্বা সব্যে অগ্নিহোত্রহবনীমুরসি ধ্রুবাং শিরসি কপালানীত্যাদি’ ।—(আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৩৪)।

দ্বিতীয় সূত্র—"উত্তরতঃ পত্নীং"। টীকা—‘ততঃ প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশয়ন্তি। শায়য়ন্তীত্যর্থঃ। চিতায়েব উপশোষ ইতি লিঙ্গাৎ এতাৎবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং।*

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসং বভূথ।

হস্তৌ সব্যাহি সুবর্ণেন ব্রাহ্মণস্য সুবর্ণং হস্তাদিতি। ধনুষা রাজন্যস্য ধনুর্হস্তাদিতি মণিনা বৈশ্যস্য মণিং হস্তাদিতি। (ভরদ্বাজ সূত্র) তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়ো অন্তেবাসী জরদ্দাসো উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতি।" (আশ্বলায়ন ২২)

"উত্তরতঃ পত্নীং। তাং প্রেতস্যোত্তরতঃ। সুপ্তাং সব্যহিতাং দেবরঃ শিষ্যো বা করে ধৃত্বা নমস্কৃত্য উদীর্ষ্বেতি দ্বাভ্যামুত্থাপয়েৎ। সত্যাধিকাত্র স্বয়মেব সুহৃদঃ সবন্ধিনঃ পুত্রাংশ্চ সমামন্ত্র্য ভর্ত্তারং বিষ্ণুরূপং ধৃত্বা হুতাশনং প্রবিশেদিত্যুক্তং। (সহমরণ-বিধি)

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "শুদ্ধিতত্ত্বে" ঋগ্বেদ ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সহমরণপ্রথা বেদবিধি সম্মত। আচার্য্য কোলব্রুক সাহেব রঘুনন্দনের ঐ প্রসিদ্ধ শ্লোক, তাঁহার "বিধবার কর্ত্তব্য" নামক ইংরাজি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।*

রাজা রাধাকান্ত উক্ত প্রমাণ দেখাইয়া বাক্‌স্য ম ভ্রকণী প্রভৃতি গ্রন্থ ... করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, সহমরণের ... সম্বন্ধ সমুদয় লক্ষণ ধারণ করিতে হয় এস্থলে "সাধ্বী" শব্দের অর্থ স্বামী সনে চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগকারিণী স্ত্রীলোক।

ভরদ্বাজ ও আশ্বলায়নের বচন হইতেও স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে, বৈদিক যুগেও সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল ভরদ্বাজসূত্রে লিখিত আছে—

"নবম্যাং বৃষ্টায়াং যজ্ঞোপবীতীত্যস্তবাগ্রাগং শ্মশানং চাগ্নি মুপসমাধায় সংপরিস্তীর্য্য পরেনাগ্নিং লোহিতচর্ম্মানডুহং প্রাচীন গ্রীবমুত্তরলোমাস্তীর্য্য বেতসশাখিনো জ্ঞাতিনারীচ ন্যারোহয়ে ত্যথৈনানম্বপূর্ব্বাম্ কাময়ন্তি যথার্হানীতি প্রতিলোমকৃতয়া চারণ্যা শুচ যে চতুর্গৃহীতে জুহোতি ন হি তে অগ্নে তনুব ইতি দশ চ সুবাহুতীব অমনোসো শুচদধমিতি হুত্বাপাশাং সম্পাতশং চোভয়ং প্রহরন্তি যেন জুহোত্যপবেনাগ্নিং লোহিতো অন ন প্রাঙ্‌মুখো অবস্থিতো ভবতি তং জ্ঞাতয়ো অম্বারভন্তে অনন্বক্ত মম্বারভামহ ইতি প্রাচি অশ্চস্তোমে জীবা ইতি জঘন্যো বেতস শাখয়া অবকাভিশ্চ পদানিত্য লোভয়ন্ত মৃত্যোঃ পদমিত্যথৈভ্যোঃ অধ্বর্য্য দক্ষিণতো শ্মশানং পরিধিং দধাতি ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি স্ত্রীগ্রামজনিষু সংপাত্যানবনয়ন্তীমা নারীরিতি ত্রৈমুখানি মৃজন্তে যদাঞ্জনং ত্রৈককুদমিতি ত্রৈককুদেনাংজনেনাংক্তে যদি ত্রৈককুদং নাবগচ্ছেদ্যেনৈব কেনচিদাঞ্জনেনাঞ্জীরন।"

(ভরদ্বাজসূত্র ২১)

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"উত্তরস্মাদগ্নি মুপসমাধায় যজ্ঞাদস্তানডুহং চর্ম্মাস্তীর্য্য প্রাগ্‌গ্রীবমুত্তরলোম তস্মিন মাত্যাদিনারোহয়েদারোহন্তান্বমন্ত্রয় সংবেশনাং ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি পরিধিং দধ্যাদশ্মস্ত্যাং দধতাং পর্ব্বতে নিত্য

* Max Muller's Commentory, "Zeitschrift der Moıgenl Gest"—IX. p VI

* Asiatic Researches, Vol. IV On the Duties of a Faithful Widow

স্নানমুত্তরতোর্ঘেঃ কৃত্যা পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থামিত্যাদি চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং হুত্বা যথাহোক্তপূর্ব্ব ভবত্যত্যবাত্যাদিনীক্ষেৎ। বৃবতয়ঃ পৃথক্পাণিভ্যাং দর্ভতরুণকৈন নবনীতেনাঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকাভ্যামাক্ষোনাক্ষিণী আজ্যং পরাঙ্চো বিসৃজেযুরিমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরিতি অঞ্জনা ঈক্ষেৎ। অগ্নিন অভিরমিতে সংরভধ্যামিতি।"

(আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৩য় অধ্যায়)

এইরূপে রাজা রাধাকান্তদেব বলেন, বেদে যদি সহমরণবিধি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এই প্রথা কখনই প্রবর্ত্তিত হইত না, কারণ এরূপ গুরুতর বিষয়ে বেদের প্রমাণ আবশ্যক। বাস্তবিক বৈদিকশাস্ত্র সহমরণ নিষেধ করেন নাই। তৈত্তিরীয়-সংহিতার অন্যশাখার শ্লোকনিচয় সহমরণের অনুকূল। অগ্নির প্রতি সতীর সম্বোধন বাক্য ইহার অকাট্য প্রমাণ।

মীমাংসকেরা কহেন "যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী ব্যবস্থা দেখা যায়, তখন তৃতীয় ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত"। তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ"—গৌতম-ন্যায়। কল্লুকভট্টেরও তাহাই অভিমত। বৈদিক সূত্রকারেরা কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করা যাউক। সূত্রকারেরা কহেন, ব্রাহ্মণদিগের বলিদানার্থ অন্নাদি বা পাত্রাদি যেরূপ অগ্নির উপরে রাখিতে হয়, তদ্রূপ সতীকে অগ্নির উপরে রাখা আবশ্যক, নতুবা স শুদ্ধা হয় না। কিন্তু যে বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে চাহেন, তাঁহাকে অগ্নি সমীপে লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তিনি স্বয়ং চিতায় গিয়া উপস্থিত হন। যে তথায় যাইতে সম্মতা নহে, সে তথায় যাইলে শুদ্ধা হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধা হওয়া বা না হওয়া তাহার ইচ্ছা। তাই শ্রুতি ব্যবস্থা করিয়াছেন,—বিধবাকে নিজের বশবর্ত্তিনী হইতে দাও,বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা উচিত নহে। তর্ক এই, যদি বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে না চায়,তাহা হইলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা উচিত কি না? কখনই নহে। বিধবা যখন চিতায় শয়ন করে, তখন বুঝিয়া লইতে হইবে, সহমরণে তাহার ইচ্ছা ও সম্মতি আছে। অষ্টম শ্লোক আবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে আসিয়াছ কি না?" [দক্ষিণদেশের সহমরণ-বিধি নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।] যদি সে কহে, "স্বেচ্ছায় সম্মতা আছি," তাহা হইলে সহমরণ ক্রিয়া অবশ্য হইতে পারিবে। যদি সম্মতা না হয়, চিতা হইতে বিধবা উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে। এইরূপ স্ত্রীলোকের নাম" চিতিভ্রষ্টা"। প্রাজাপত্য নামধেয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিধবার এই পাপ নষ্ট হইতে পারে। কারণ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। (তাহার বচন পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।) ৮ম খকের সায়ণকৃত ভাষ্য পাঠ করুন, "যস্মাদ্ অনুমরণনিশ্চয়ম্ আকর্ষীন তস্মাদাগচ্ছ"। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, হিন্দু-স্ত্রী বিধবা হইলে, সহমরণের পরামর্শ তাহাকে কেহ সহজে দেয় না, বরং যাহাতে সেই স্ত্রীলোক পরিবার মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত বৈধব্য-ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহারই পরামর্শ দেওয়া হয়, কিন্তু যদি ঐ স্ত্রী সহমৃতা হইতে চাহেন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধা দেয় না। তাহা হইলেই দেখা গেল, ঋগ্বেদের ৮ম ঋক্, সহমরণের কেবল অনুকূল নহে, বরং মন্ত্রস্বরূপ। রাজা রাধাকান্ত দেব এইরূপে সতীদাহ সমর্থন করেন।

অনুমরণের ইতিহাস

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই অনুমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী কোন না কোন প্রকারে পতির সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিতেন। প্রাচীন গ্রীক এবং শক জাতির মধ্যে এই কুপ্রথা চলিত ছিল, দিওদোরসের পুস্তকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রীকবীর আলেকসান্দারের ভারত-আক্রমণের সহযোগী ওনিসিক্রটাস্ (Onesicritus) বিধবা পত্নীর সহমরণ ক্ষত্রিয়দের একটী বিশিষ্ট প্রথা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরিষ্টবিউলাস্ (Aristobulus) শুনিয়াছিলেন যে বিধবারা স্বইচ্ছায় মৃতপতির অনুগমন করিতেন. আর যাঁহারা সহমৃতা হইতে অস্বীকৃতা হইতেন, তাঁহাদিগকে সমাজের ঘৃণা ও গ্লানির পাত্রী হইতে হইত। খৃঃ পূঃ ৩১৬ অব্দের সতীদাহের একটী বিবরণ দিওদোরাসের পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতবর্ষীয় এক সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার দুইটী স্ত্রীর মধ্যে কে সহমৃতা হইবেন এই লইয়া তর্ক উপস্থিত হয়। গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষগণ ইহার মীমাংসা করেন। প্রথমা স্ত্রী গর্ভবতী থাকায় দ্বিতীয়া স্ত্রীকে অনুগমনে অনুমতি দেওয়া হয়। ইহাতে প্রথমা স্ত্রী পাগলের মত শোক করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী কিভাবে চিতারোহণ করেন তাহার বিশদ বিবরণ তদ্গ্রন্থে বিবৃত আছে। দিওদোরাস্ প্রদত্ত সহমরণের বর্ণনার সহিত বাণভট্ট লিখিত 'হর্ষচরিতে বর্ণিত সতীদাহের' সাদৃশ্য দেখা যায়। ই,আর, বিভান বলিয়াছেন,..."The Greeks......had a theory to account for this custom, whether of their own invention or suggested to them by Indian informants we cannot say The theory was that once upon a time wives had been so apt to get rid of their husbands by poison that the law had to be introduced which compel ed a widow to be burnt with her husband." (Cambridge History, Vol I. p. 415)

পূর্ব্বে উত্তর-ইউরোপেও সহমরণের প্রচলন ছিল। উত্তরদেশবাসী দিনেমারগণ এক সতী-কাহিনী তাহাদের দেশের বলদারের উপাখ্যানে বিবৃত রাখিয়াছে। তথাকার লোকে

সেকালে ওদিন দেবতার পূজা করিত। একদিন ওদিনের পুত্র বলদারের মাথায় গাছের ডাল লাগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। বলদারের সুন্দরী পত্নী নান্না স্বামীর মৃত্যুতে স্বীয় জীবন অসার জ্ঞান করিয়া তাঁহার চিতাগ্নিতে নিজ দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

শক জাতির মধ্যেও এই প্রথা বিদ্যমান ছিল। রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পাটরাণী, মদ্যবাহিনী, পাচিকা, সহিস, চাকর ও ঘোড়াকে মারিয়া মৃতদেহের সঙ্গে গোর দেওয়া হইত। এই নিষ্ঠুর প্রথা আজ পর্য্যন্ত কাফ্রী জাতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। গেটীরা এবং পোসেনিয়ার লোকেরাও বিধবা স্ত্রীলোককে পশু বাসার ন্যায় মৃতপতির কাছে বলি দিত। (Max Muller)।

সুপ্রাচীন থ্রেসীয়, জিট ও শাকগণ 'সতীর' গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন। ৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ঐতিহাসিক দিওদোরাস লিখিয়া গিয়াছেন,—খৃষ্ট জন্মের ৩ শত বর্ষেরও বহুপূর্ব্বে ইউমেনিসের সেনাবাহিনী মধ্যে এইরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। (Diodorus Siculus. lib xix chapter II.) আরিষ্টোবিউলাস ও ওনেসিক্রিটাসের লিখিত বিবরণীর উল্লেখ করিয়া ষ্ট্রাবো সতীমাহাত্ম্যের ক্ষীণ-স্মৃতি পাশ্চাত্য-জগতে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টোবিউলাস্ তক্ষশিলাবাসিনী পতিহীনা রমণীগণের আত্মোৎসর্গপ্রথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সিসিরো তাহার 'টাসকিউলিয়ান ডিস্‌পিউটেসন' গ্রন্থে এবং ৬৬ খৃষ্টাব্দে প্লুতার্ক রচিত নীতিমালায় ভারতীয় সতীদিগের সহমরণ-কাহিনী উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তিত আছে। প্রোপার্সিয়াস্ বর্ণিত সতীকাহিনী রামুসিওর লেখনীতে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভারতীয় সতীর কীর্ত্তি ১৯০০ বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য রোমানেরা কিরূপ মর্য্যাদার চক্ষে দেখিতেন। সে দৃপ্ত দাম্পত্য-প্রণয়ের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়া একদিন সমগ্র জগৎকে মাতাইয়াছিল।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রোপারসিয়স্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষের সহমরণ প্রথার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

"Uxorum fusis stat pia turba comis ;
Et certamen habit laedi, quae viva sequatur
Conjugium , pudor est non licuisse mori.
Ardent victrices, et flammae pectora praebent,
Imponuntque suis ora perusta viris,"—P. 80,

ররেশেশ নামক ইংরাজ পণ্ডিত, ঐ গ্রন্থের কয়েকটী শ্লোক ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিম্নে সেই অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—

"Happy the laws that in those climes obtain,
Where the bright morning reddens all the main,
There whensoever the happy husband dies,
And on the funeral couch extended lies,
His faithful wives around the scene appear,
With pompous dress and a triumphant air ,
For partnership in death, ambitious strive,
And dread the shameful fortune to survive !
Adorned with flowers the lovely victims stand
With smiles ascend pile, and light the brand !
Grasp their dear partners with unaltered faith
And yield exulting to the fragrant death "

শাকদ্বীপবাসীরা জানে, যে স্ত্রী অনন্তকাল স্বামি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী সেই রমণীই সতী। স্ত্রীলোকেরাও পরলোকে স্বামিসঙ্গলাভ করিবার আশায় স্বামীর মৃতদেহের সহিত কবর মধ্যে দেহরক্ষা করিতে অগ্রসর হয়। (Herod iv 17) থ্রেসীয়দিগের মধ্যে সাধারণতঃ বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। ঐ সকল পত্নীগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বামীর প্রিয়তমা হইত, মৃতের কোন নিকটাত্মীয় তাহাকে স্বহস্তে সমাধির উপর নিহত করিয়া তৎপরে মৃত স্বামির দেহের সহিত একত্র সমাহিত করিত।

চীনদেশের ভূতার কুলোদ্ভবদিগের মধ্যে অদ্য পির্যন্ত শাকদ্বীপীয় সতী প্রথা বলবৎ রহিয়াছে। এখানে সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার স্ত্রী বলিয়া নহে, ঐ সঙ্গে তাঁহার অনুচরদিগকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করা হইত। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট চুনৎ ছির মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুচরবর্গ পরলোকে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আশায় আপনা আপনি কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছিল। কতক বা পরদিনে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

চীনদেশের অন্যত্র কোন রমণী পরলোকে মৃতস্বামীর সঙ্গলাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে অভিলাষিণী হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ প্রথমে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ন্যায় কতকগুলি অনুষ্ঠানে ব্রতী করে। তৎপরে বিবাহকালে যেমন কন্যাকে বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া বাদ্যোদ্যম ও পতাকাদি সহ শোভাযাত্রাপূর্ব্বক পথে বাহির করা হয়, বিধবাকেও সেইরূপই লইয়া যাওয়া হয়, তবে এক্ষেত্রে তাহাকে সাধারণের নয়নপথের অন্তরালে রাখা হয় না। রমণীগণ ও বালিকারা সাধারণতঃ এই সমারোহের যাত্রায় তাহার পশ্চাদ্‌গামিনী হয়। চীনরমণীদিগের পাদতল ক্ষুদ্র। এই কারণে তাহারা সরলভাবে হাঁটিতে পারে না। মাতা ও কন্যা পিতা বা

পুত্রের স্কন্ধে, ভগিনীরা ভ্রাতার স্কন্ধে হাত দিয়া সেই ক্ষুদ্র পায়ের সাহায্যে হেলিতে দুলিতে চলিতে থাকে। দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহারা ঐ বিধবাকে রমণীকুলের গৌরব মনে করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। অথবা শোকে কাতর হইয়া চলৎশক্তিহীনের ন্যায় অপরের স্কন্ধে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া লুটাইয়া চলিতেছে।

যাত্রীর দল তাঞ্জামে করিয়া ঐ সতীকে বধ্যস্থানে আনয়ন করিলে সতী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া তাহার জন্য নির্ম্মিত মঞ্চস্থ মঞ্চোপরি আরোহণ করে। মঞ্চটী দুইভাগে বিভক্ত, প্রথমাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে অতি সামান্য উচ্চ। ঐ স্থানে সতীর জন্য একটী মেজের উপর নানা সুখাদ্য সজ্জিত থাকে। অপর ভাগ ইহা অপেক্ষা উচ্চ। এই স্থানে কেবলমাত্র গলায় ফাঁস দিবার জন্য মঞ্চের ছাদের বাঁশ হইতে একগাছি দড়ি ঝুলান থাকে। তাহারই নিম্নে একখানি চেয়ার রাখা হয়। ঐ চেয়ারে দাঁড়াইয়া সতী নিজ হস্তে গলায় ফাঁস লাগাইয়া রজ্জুসংলগ্ন লোহিতবর্ণ বস্ত্রের রুমাল খানি দ্বারা স্বীয় মুখ আবৃত করে। এই ঘটনার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য মঞ্চের সমগ্র ছাদ ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত রাখা হয়।

নিম্ন মঞ্চে ঐ রমণী ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে বসিয়া অন্তিম ভোজন করে। তখন ঐ স্থলে বর্ত্তমান সময়ে একজন চীন-রাজ কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে এইরূপ "সতীর" সময়ে রাজাদেশে দুই জন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকিতেন। পরে ঐরূপ একটী ঘটনার শেষ মুহূর্ত্তে সতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে উক্ত রাজপুরুষের বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তদবধি তাঁহারা ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিতে তাঁহাদের একজন নিম্নতম কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। ভোজন শেষ হইলে সতী ধীরে ধীরে উপরের মঞ্চে উঠে এবং নিজ ভ্রাতা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়ের নিকট সস্নেহে বিদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কেদারায় দাঁড়াইয়া গলায় রজ্জু লাগাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

নিজে রজ্জু ধরিতে অশক্ত হইলে, ঐ রমণীর ভ্রাতা বা অন্য কেহ গিয়া গলায় ফাঁস পরাইয়া দিয়া আসে। এইরূপে তাহার দেহাবসান ঘটিলে রজ্জু কাটিয়া সতীদেহ ভূমে নামাইয়া পালকীতে বহিয়া নিকটস্থ মন্দির সমক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। সতীর গললগ্ন পবিত্র রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে অর্পণ করা হয়। ঐ রজ্জু লইবার প্রত্যাশায় লোকে সেই জনতার মধ্যে বিশেষ হুড়াহুড়ী করে। তদনন্তর তাহারা ঐ সতীর শেষ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সদলে মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হয়। (Vide—All the year Round.)

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বালি ও লম্বকদ্বীপে এখনও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচলিত। এখানে এখনও সতীদাহপ্রথা যে ভাবে প্রচলিত আছে, সে ভাব ভারতে এখন আর দৃষ্ট হয় না। কেবল বিধবাপত্নী নহে, এখানে ক্রীতদাস এবং দাসীরাও স্বীয় প্রভুর প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া দেহত্যাগ করে। চিতানলে দাহ ব্যতীত কখন কখন কিরিচ নামক ছুরিকা দ্বারা ঐ নারীকে নিহত করা হয়। লম্বকদ্বীপে বিধবা রমণীরা চিতানলে অনুগমনাপেক্ষা কিরিচ-বিদ্ধ হইয়া পতির অনুবর্ত্তিনী হওয়াই বেশী সদ্গতিপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করে। এখানে কখন পুরোহিতবংশীয়া প্রাণোৎসর্গ করেন না, কিন্তু যাহারা বিশেষ ধনশালী বা সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি তাঁহাদের বিধবা পত্নীরাই মৃত স্বামীর চিতায় দেহরক্ষা করিয়া "সতী" খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থা হন। ঐ সময়ে মৃতের চিতার পার্শ্বে একটী বংশমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বিধবা রমণী ঐ মঞ্চে আরোহণের পূর্ব্বে পরলোকে স্বামীর মঙ্গলার্থের জন্য কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার সেই অনুষ্ঠানগুলি শেষ হইয়া আসিলে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। চিতানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বিধবাপত্নী ঐ মঞ্চ হইতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক অগ্নিগর্ভে আত্মজীবন উৎসর্গ করেন।

কিরিচ দ্বারা নিহত হইয়া অনুগমন-প্রথা অতীব নৃশংসজনোচিত। মৃত্যুর পরদিন মৃতদেহ মঞ্চে রাখিয়া স্নান করান হয়। পুরোহিত তাহার উপর পূতবারি সিঞ্চন এবং চম্পক ও কনক পুষ্প প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তদনন্তর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রঞ্জিত চাউলগুঁড়া বিলেপন করিয়া তদুপরি নানা পুষ্পাচ্ছাদন দেওয়া হয়। এই সময়ে রমণীগণে পরিবৃত হইয়া বিধবা নারী ধীর-গম্ভীর মূর্ত্তিতে তথায় আগমন করে। তৎকালে তাহার দেহ শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্য বিভূষিত থাকে। উপস্থিত রমণীরা সতীর হস্তে এক একটী ফুলের তোড়া দেয় ও তাহা পুনরায় গ্রহণ করে। ইহার পর সতী পতিসঙ্গলাভের আশায় ভগবানের আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বামীর মৃতদেহের নিকট উঠিয়া যায় এবং তাহার মুখ হইতে পাদ পর্য্যন্ত সকল অবয়বই চুম্বন করিয়া পুনরায় নিজ স্থানে ফিরিয়া আসে।

অতঃপর উপস্থিত রমণীরা হস্তের অঙ্গুরীয়ক গুলি খুলিয়া লইলে সতী হস্তদ্বয় দ্বারা বক্ষ আবরিত করে, তখন দুইজন রমণী তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরে। এই সময়ে সতীর দেহে কিরিচ বসাইবার জন্য তাহার একটী ভ্রাতাকে মনোনীত করা হয়। ঐ ভ্রাতা প্রথমে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি স্বামীর অনুগামিনী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছ কি না? বিধবা ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে ঐ ভ্রাতা

তাহাকে হত্যাকরণ জন্য অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তৎক্ষণেই কিরিচ লইয়া তাহার বাম বক্ষে আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঐ আঘাত তাহার বক্ষ স্পর্শ করে মাত্র, বেশী দূর পর্য্যন্ত যায় না, তদনন্তর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ ছুরিকা আমূল বক্ষে বসাইয়া দেয়। তারপর তাহার স্কন্ধে অপর একটী আঘাত করা হয়, তাহাতেও তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত না হইলে তাহার দেহে আরও দুই বা তিনবার ছুরিকাঘাত করা হয়। দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলে ঐ শব তাহার স্বামীর পার্শ্বে আনিয়া রাখে এবং পতি-পত্নী উভয়ের দেহ ধুনা ও ধূপাদি দ্রব্যানুলেপন দ্বারা আবৃত করিয়া শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত করে। ঐরূপ কয়দিন একটা ক্ষুদ্র গৃহে দেহদ্বয় রক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদিগকে একত্র দাহ করা হয়।

বাঙ্গালা দেশে সহমরণ-প্রথার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। এখানে পুত্রবতীরাও মৃতপতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন। কিন্তু পঞ্জাব অঞ্চলে পুত্রবতীর পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ ছিল।*

পূর্ব্বকালের চেয়ে এদেশে ইদানীং সহমরণ কিছু অধিক প্রচলিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাদিগকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। আকবরের সেনাপতি জয়মল্ল সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতে অসম্মত হন। জয়মল্লের পুত্র উদয়সিংহ জোর করিয়া জননীকে পোড়াইবার চেষ্টা করেন। বাদশাহ এই সংবাদ পাইয়া উদয়সিংহকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে সম্রাট্ এরূপ কঠিন আইন প্রণয়ন করিলেন যে, কোন স্ত্রীলোক যদি আপন ইচ্ছায় অনুমৃতা না হন, কেহ তাঁহার উপর জোর করিতে পারিবে না। (আইন ই আকবরী)।

১২১৮ সাল হইতে ১২২৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিবর্ষে ৩০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত সতী-দাহের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে জবরদস্তী পূর্ব্বকও যে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত, সে ভীষণ কাহিনীও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে রামনাথ নামে একজন সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মুখে প্রকাশ, শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী উলাগ্রামের মুক্তারাম বাবু নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের ১৩টী পত্নী পতির সহমৃতা হন। ইঁহাদের মধ্যে একটী মহিলা প্রথমে উৎসাহ করিয়া সহমৃতা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্ন্যাচ্ছাদনের সময় ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে ঐ রমণীর গর্ভজাত মুক্তারামের পুত্র নাকি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রাণের দায়ে অপর এক সপত্নীর গলা জড়াইয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া চিতাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করেন।

১৮২৮ খৃঃ অব্দের ৯ই মার্চ জেমস্ পেগস্ নামক জনৈক ইংরাজ একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উহার নাম,—'ব্রিটিশ্ জাতির নিকট সতীর ক্রন্দন' (The Sati's Cry to Britain)। ফ্যানী পার্কাস্ নামে জনৈক ইউরোপীয় মহিলারও একখানি পুস্তক আছে। পূর্ব্বদেশে (ভারতবর্ষে) চব্বিশ বৎসর ভ্রমণের পর তিনি সেই পুস্তকখানি লিখেন। গ্রন্থখানির নাম—'Wanderings of a Pilgrim in search of the Picturesque, during four and twenty years in the East with Revelation of life in the Zenana' এই দুইখানি পুস্তকেই সহমরণের গল্প আছে। তাহা পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

সেকালে মনুষ্যের মন ও বিশ্বাস এবং সমাজের অবস্থা এ প্রকার ছিল না। পতিবিয়োগের পর কাহারও স্ত্রী সহমৃতা না হইলে কলঙ্ক দেশ ভরিয়া যাইত। পাঁচজন লোক এক ঠাঁই হইলে নানাপ্রকার দুর্নাম রটাইত। কাজেই চিরকাল কলঙ্কের ডালী মাথায় করিয়া থাকার চেয়ে স্ত্রীহত্যা ভাল মনে করিয়া লোকগঞ্জনার ভয়ে হিন্দুরা অনেককেই জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। বিষয়ের লোভ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি জ্ঞাতিশত্রুতাও ইহার অন্যতম কারণ ছিল। অনেক জ্ঞাতি, আপনার খুড়ী, জেঠাই প্রভৃতি বিষয়ের অংশভাগিনীদিগকে জোর করিয়া পোড়াইয়া মারিতেন। কিন্তু এ সকল কাজ লুকান ছিল না। লোকমুখে গবর্ণমেণ্ট সকল কথাই শুনিতে পাইতেন। তাই ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে পুলিশ কড়াকড়ি দেখা দিল। বিধবা স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মতা না হইলে কর্ত্তৃপক্ষেরা সহমরণের অনুমতি দিতেন না।

হিন্দুরাও এরূপ স্থলে একটা উপায় বাহির করিলেন। সহমরণে যাইতে কেহ ইতস্ততঃ করিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা লুকাইয়া তাহাকে মাদকমিশ্রিত সিদ্ধি খাওয়াইতেন। স্ত্রীলোকটী নেশার ঝোঁকে মত দিয়া অনুমৃতা হইত।

পূর্ব্বে বৎসর বৎসর কত হিন্দু মহিলা পতির চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জাহাঙ্গীরের সময় জয়পুরের মহারাজ মানসিংহের ১৫০০ স্ত্রীর মধ্যে ৬০ জন সহমৃতা হন। মারবাড়ের রাজা অজিতসিংহের মৃত্যুর পর চৌহানী রাণী, দেরাওয়ানের রাণী, কুমর রাণী, চাওড়া রাণী, সেখাবতীর রাণী

* "It is a characteristic trait, that only those women devote themselves to that dismal ceremony whose fate had decreed them not to be mothers" (Honigberger)

এবং ৫৮ জন দাসী পুড়িয়া মরে। দাক্ষিণাত্য এবং মহারাষ্ট্র-দেশেও সহমরণের বিলক্ষণ ধুম ছিল। কথিত আছে যে রামেশ্বরের নিকট মদুরার নায়কের মৃত্যু হইলে তাঁহার সঙ্গে ১১,০০০ এগার হাজার স্ত্রী এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন।

সতীদাহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ।

ইংরেজ আমলে সতীদাহ সম্বন্ধে একটী সত্য-কাহিনী বলিতেছি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেন্টের আইন অনুসারে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। ১৮২৯ সালের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার হালিডে হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি নিজ চক্ষে একটী সতী-দাহ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজে উহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বক্-ল্যাণ্ড সাহেবের লিখিত 'Bengal under Lieutinant Governors' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে উহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। যাঁহারা মনে করেন এদেশে জোর জবরদস্তী করিয়াই সতীদাহ করা হইত, তাঁহাদের মত যে অতি ভ্রান্ত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইবে। সার এফ্‌ হালিডে লিখিয়াছেন 'আমি যখন হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, তখন এক দিবস সহসা সংবাদ পাইলাম, আমার বাসা হইতে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে সতী-দাহের আয়োজন হইতেছে। তখন গঙ্গাতীরে এইরূপ ঘটনা সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হইত। যখন এই সংবাদ পাইলাম, তখন লর্ড ওয়াকার এবং গবর্ণর-জেনারেলের চাপলেন আমার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তিন জনেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি, গঙ্গাতীরে ঘটনাস্থলে লোকে লোকারণ্য। জনতার মধ্যে সতী রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। আমরা উহার নিকটে গিয়া বসিলাম। আমার সহচর দুই জন তাঁহাকে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক প্রকার যুক্তিময় উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সতী রমণী মনোযোগের সহিত উঁহাদের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

'কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি মরণশয্যায় শয়নের নিমিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। ইঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব দেখিয়া অগত্যা আমি অনুমতি দিলাম। এই সময়ে পাদরী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন 'আমার দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। সতি! আপনি শ্মশান-শয্যায় যাইতেছেন, ইহাতে আপনার যে কি যাতনা হইবে আপনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি?' সতী আমার দিকে অবনত দৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করিয়া বলিলেন, 'একটা প্রদীপ আনুন'। তিনি নিজ হাতে ঘৃত সলিতাযুক্ত প্রদীপ সাজাইলেন, প্রদীপের শিখা প্রদীপ্ত ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। সতী উহার উপর স্বীয় হস্তের একটী অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। সতীরমণী তীব্রভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি যেন আমাকে নীরবে বুঝাইতেছিলেন, যে তোমরা যাহা মনে করিতেছ তাহা কিছুই নহে, অগ্নি সর্ব্বদাহক ও সর্ব্বপীড়ক হইলেও ইহাতে সতী রমণীর কোনও যাতনার কারণ নাই। তিনি নিরুদ্বেগে অঙ্গুল বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। আগুনে তাঁহার অঙ্গুলি ঝলসিয়া গেল, ফোস্কা পড়িল, তথাপি রমণী অটল ও অচলভাবে রহিলেন, তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্রও যাতনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। দেখিতে দেখিতে অঙ্গুলিটী দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু সতী তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভূতির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে অঙ্গুলিটী পুড়িয়া পুড়িয়া সঙ্কুচিত, সরু ও বক্র হইয়া গেল। একটী হংসপুচ্ছকে কিয়ৎক্ষণ অগ্নিসন্তাপে রাখিলে উহার যেরূপ অবস্থা হয়, সতী রমণীর অঙ্গুলিটী সেইরূপ অবস্থা ধারণ করিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি পলকের তরেও তাহার হস্ত সঞ্চালন করেন নাই, অথবা বাক্য ও অঙ্গভঙ্গী কোনও প্রকার যাতনার চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা প্রবোধ পাইয়াছেন কি?"

'আমি বলিলাম, যথেষ্ট প্রবোধ পাইয়াছি'। তখন সতী বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি এখন চিতায় প্রবেশ করিতে পারি।' আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। সতী-রমণী তখন শ্মশান-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার উপরে হালকা হালকা কাঠ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সেই কাষ্ঠ ভারের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইতে পারিতেন। শ্মশান-বন্ধুগণ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইতেছিল, আমার নিষেধে তাহারা বিরত হইল। এই সময়ে তাঁহার বিংশবর্ষ বয়স্ক পুত্র চিতায় অগ্নি-প্রদান করিলেন। দূর দেশে সতীর পতির মৃত্যু হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহার দেহ আনিয়া এক সঙ্গে সৎকার করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁহার বস্ত্রাদি সহ সতী অনুমৃতা হইলেন। ঘৃত-ধুনার সহযোগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমি চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান হইলাম, দেখিলাম, চিতায় সজ্জিত কাষ্ঠরাশিতে আগুন জ্বলিতেছে, উহার মধ্যে সতীর দেহ নিস্পন্দভাবে দগ্ধ হইতেছে, একবার অতি সামান্য ভাবে কাষ্ঠ গুলিতে ঈষৎ আলোড়ন পরিলক্ষিত হইল মাত্র, কিন্তু কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। নীরব নিস্পন্দভাবে চিতার অনলে সতীদেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পুত্রটী শোকাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।" এদেশে এরূপ লক্ষ লক্ষ

সতী গাঢ়তর অনুরাগে চিতার অনলে দেহ বিসর্জন দিয়া পতির অনুগামিনী হইয়াছেন।

অচিরে আইন বিধিবদ্ধ হইলেও ভারতের বহুস্থানে বহুবার সতীদাহের ঘটনা ঘটিয়াছে। আইন অনুসারে অপরাধিগণও অজস্র রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অধুনা আইনের প্রবল শাসনে সতী রমণীগণ পতিবিয়োগের দুর্বিষহ শোকে আচ্ছন্ন হইয়াও কদাচ চিতানলে আত্মদেহ সমর্পণ করিতে সুবিধা পান, কিন্তু এমন ঘটনা বিরল নহে, যে শোকের দারুণ যন্ত্রণায় পতিপ্রাণা সতীগণ আত্মহত্যা করিয়া শোকের দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যে উর্ণা নামক স্থানে শ্যামসিংহ ঠাকুরের পত্নী মৃত স্বামীর সহ এক চিতায় ভস্মীভূত হয়েন। তজ্জন্য আইন অনুসারে অপরাধিগণ দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আইনের শাসন প্রচলিত হইলেও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনায় এখনও মধ্যে মধ্যে সতীদাহের ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে সহমরণের প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক কারণেও তাহারা মৃত পতির অনুগমন করিতেন। যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের জয় হইলে রাজপুতনার রমণীগণ পাছে মুসলমানদের হস্তে পড়িয়া কলুষিতা হন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্বামীর চিতানলে জীবনের আহুতি প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। শিখগণের মধ্যেও এই প্রথা বিরল ছিল না। ইদরের সুবিখ্যাত জীবনসিংহের পত্নী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে সতী-স্তম্ভের উপরে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রে সতীগণের হস্ত বা পদ অঙ্কিত করা হইত। ঔকোলের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ী নামক স্থানে বাপু গোখলের কন্যার চিতাস্তম্ভের উপর যে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত রহিয়াছে, উহাতে তাঁহার পদ অঙ্কিত হইয়াছে। কুড়িগাঁয়ের যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে এই বীররমণী সংবাদ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

ভোজনগরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষরাও প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শ্মশানস্তম্ভের উপরে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে আটজন ও বামপার্শ্বে সাতজন পত্নীর মূর্ত্তি আছে। এই ১৫ জনই সহমৃতা হইয়াছিলেন।

সরগুজার কাউর জাতীয় লোকদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও তথায় প্রতাপপুরের সন্নিকটে সতীক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ অকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর-রাজকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধূ সহমৃতা হইতে উদ্যত হন, অকবর এই সংবাদ শুনিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্য তীব্রগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক শত মাইল দূরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অকবর বলিতেন যাঁহারা আপন ইচ্ছায় সহমৃতা হইতেন তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এ বিষয়ে জোর জবরদস্তী করা অন্যায় ও অসঙ্গত। হিন্দুগণও সতীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন। অনেক স্থলে রাজগণও শোকাকুলা বিধবা রমণীকে পতির চিতারোহণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সহানুভূতিসূচক বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশের রাজা শাহুর পত্নী সুখবার বাই সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলে অনেকেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি বলেন আমি আমার স্বামীকুলের গৌরব সংরক্ষণের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সহমৃতা হইব, এই বলিয়া তিনি চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

য়ুরোপের পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেরই এই প্রথার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ অত্যন্ত বিভিন্ন। মিঃ এলফিংষ্টোন বলেন, দাক্ষিণাত্যে এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণভাগে কখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিতে শুনা যায় নাই। আবি দুবই (Abbe Dubois) এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মার্কো পলো ও ওডরিক বলেন, দক্ষিণ ভারতেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক গ্যাসপরো বালবী নাগপত্তনে সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই প্রথা সর্ব্বত্রই যে প্রবর্ত্তিত ছিল তাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কার্ম্মেলাইটগণের প্রকিউরেটার জেনারল পি, ভিন সেজো খৃষ্টীয় ১৭শ শতকের মধ্যভাগে এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কানাড়া অঞ্চলে বহু সতীদাহ দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে একটী গল্প শুনিয়াছিলেন যে মদুরার নায়কের এগার হাজার স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। ১১ হাজার সতীর কথা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু মদুরা অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্তও সতীদাহপ্রথা যে প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মিঃ পি, মার্টিনের ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের লিখিত পত্রে প্রকাশ তথাকার তিন জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকের মৃত্যুতে এক জনের সহিত ৪৫ জন, অপরের সহিত ১৭ জন এবং অন্য জনের সহিত ১২ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন। ত্রিচীনপল্লীর রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তিনি প্রসবের পরে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সতীদাহ বহু পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যায় বঙ্গদেশের ন্যায় বেশী সতীদাহ দেখা যাইত না। কিন্তু পঞ্জাব, রাজমহেন্দ্রী ও বিশাখপত্তনে সতীদাহের বহু প্রচলন ছিল। মহারাষ্ট্র-গণের শাসন সময়ে বোম্বাইর সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে পুণাতে অনেকবার সতী-দাহ দেখা গিয়াছে। মিঃ মুর এক বৎসরে মুটা ও মুলা নদীর সঙ্গম স্থলে ছয়টী সতী-দাহ দেখিয়াছিলেন। নদীসঙ্গমহ সতী-দাহের পুণ্যস্থল বলিয়া কথিত আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সতীদাহের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ছিল। বঙ্গদেশে সতীকে চিতার সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। উড়িষ্যাতে মৃত্তিকার নিম্নে শ্মশান-শয্যা সজ্জিত হইত এবং সতী তাহাতে ঝম্প প্রদান করিতেন। দাক্ষিণাত্যে সতী মৃতপতির মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উপবেশন করিয়া থাকিতেন। পশ্চিমাঞ্চলে সতীগণ জলে প্রবেশ করিয়াও প্রাণত্যাগ করিতেন। কাশীধামে শ্মশানে সতীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইত। ললনাকুল স্নানান্তে গঙ্গাতীরে উঠিয়া সেই সকল স্তম্ভে 'সতী সতী' বলিয়া গঙ্গাজল সেচন করিতেন।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রভাব ভারতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সতীদাহ-নিবারণের জন্য রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে সতীদাহের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে এই সতীদাহের সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৬০ খৃঃ দিল্লী গেজেটে মধ্যভারতের জবরদস্তী সতীদাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়, ইহাতে আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ ফরক্কাবাদ জেলায় এক সতীদাহ হয়। ইহাতে আসামীগণের কোন শাস্তি হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরের মহারাণার মৃত্যুতে তাঁহার মহিষী সহমৃতা হয়েন। একটী পরিচারককেও এই সময়ে চিতায় অনলে সমর্পণ করা হইয়াছিল। ইহার পর আরও কয়েকটী সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭১ খৃঃ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গেজেটিয়ারের ৩য় ভাগে ৩১৬ পৃষ্ঠায় রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া সতীর দেহত্যাগের কথা আছে। অতঃপর জজ্ বাহাদুর কাবেল ও কেম্পের সমক্ষে ঐরূপ একটী সতীদাহের বিচার হয়। Revenue, Judicial and Political Journal এর ১ম ভাগের ২৫ পৃষ্ঠায় ইহার পরিচয় আছে। ১৯৪১ সালে গয়া জেলায় ছবিয়া নাম্নী এক রমণী মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করে। কলিকাতা হাইকোর্টে জষ্টিস্ ঘোষ ও টেলরের সমক্ষে তাহার বিচার হয়।

শিখগণের মধ্যে সতীদাহ-প্রথা বড় বিরল। শিখগণের আদি-গ্রন্থে লিখিত আছে, যাঁহারা সহমৃতা হন, প্রকৃত সতী তাঁহারা নহেন। পতির বিয়োগে যাঁহারা চিরদিন ভগ্নহৃদয়ে শোক সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত সতী। কিন্তু এইরূপ উপদেশ সত্বেও মধ্যে মধ্যে শিখরমণীগণ মৃত স্বামীর অনুগমন করিতেন। শিখরাজ সুচেত সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার ৩০০ স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃঃ মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুতেও তাঁহার চারিজন রাণী সহমরণে গিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাণীই অতীব অনুরাগে ও প্রফুল্লভাবে চিতানলে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন। খড়্গসিংহের বহু অনুনয় বিনয় ও বাদপ্রতিবাদসত্বেও রাণীরা নিজ নিজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহাদের সহমরণশয্যা বাসর-শয্যার ন্যায় বিবিধ কুসুমে সুশোভিত করা হইয়াছিল। রাণীগণ বিবিধ অলঙ্কার ও বহুমূল্য বসন পরিধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে শ্মশানের অভিমুখে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও শিখ-পুরোহিতগণ মন্ত্রাদি উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ইরাবতী নদীর পবিত্র তটে বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ অপূর্ব্ব পবিত্র দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলেকসান্দারও এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ উহা সমুজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট ভাষার সাহায্যে বর্ণনাকৌশলে লিখিয়া রাখিয়াছেন। রণজিৎপত্নীদের মধ্যে দুইটী রাণীর বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ছিল না। তাঁহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অটল দৃঢ়তা এবং প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় মুখচ্ছবি দেখিয়া দর্শকমাত্রই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দনকাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। রাজকীয় সৈন্যগণ বিবাহে শোভাযাত্রার ন্যায় শ্মশান-প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। রাণীগণের উজ্জ্বল মুখের পবিত্রতায় দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। যুরোপীয় রাজকীয় কর্ম্মচারি-গণ এই দৃশ্য দর্শনে একেবারে অবাক্ হইয়াছিলেন। রাণীগণ হাসিতে হাসিতে চিতার অনলে প্রবেশ করিলেন, আগুন ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহারা যেন মহাশান্তির সুখময় ক্রোড়ে সানন্দে ঘুমাইয়া পড়িলেন; দেখিতে দেখিতে চিতার অনল পতিসহ সতীগণকে ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল। ইহাদের এক জনের নাম কুন্দন, ইনি নূরপুরের মহারাজ সংসার-সিংহের কন্যা, দ্বিতীয়ার নাম হিন্দৌরী, ইনি নূরপুরের মিঞা পদ্মসিংহের কন্যা, তৃতীয়ার নাম রাজকুমারী, ইনি চাইনপুরের সর্দ্দার জয়সিংহের কন্যা, চতুর্থার নাম বাবাভলী। ঐ সঙ্গে সাতজন দাসীও প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিল।

কর্ণেল্ হেন্‌রি ষ্টিন্‌বাচ্ (Col. Henry Steinbach) এবং ডাক্তার হনিগবার্জার (John Martin Honigberger) প্রভৃতি

সহমরণের সময় শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। লাহোরের হাজারী বাগে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলন।

বহুদিন পর্য্যন্ত সহমরণ-প্রথাটী স্বেচ্ছাধীন ছিল। পতি-পরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী পতির জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতেন। কালক্রমে ইহার মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার প্রবেশ লাভ করে। নানা স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তিগণ বলপূর্ব্বক সদ্যো বিধবাকে সহমৃতা হইতে বাধ্য করাইত। পতিবিয়োগ বিধুরা বাহ্যজ্ঞানহীনা স্ত্রীর সে সময় কোনরূপ বাধা দিবার ক্ষমতা বা সাহস স্বভাবতঃ থাকিত না। কিন্তু সকল রমণীই যে সে সময়ে স্বেচ্ছায় অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিতেন, এ কথা বলা যায় না। জলন্ত চিতানল সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চিতাগ্নি হইতে বহির্গত হইবার প্রয়াস পাইতেন। আত্মীয়গণ বাদ্য-নিনাদ ও জয়োল্লাসে নৃত্য করিয়া তাহার ক্রন্দন চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন এবং কখনও বা বংশদণ্ড দ্বারা রমণীকে চিতাগ্নিতে বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিতেন। সুতরাং এ অবস্থায় 'সতীদাহ' বা সহমরণ অধিকাংশ স্থলেই বলপ্রয়োগ ও অন্যায়ের প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ভারতে ইংরাজ আগমনের সময় এই প্রথাটী একটী কুপ্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শত শত অসহায় বিধবার জীবন তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিতাগ্নে পরিণত হইত। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইহার কুফল এত অধিক মাত্রায় প্রকাশ পায় যে, ইহা ইংরাজশাসনকর্ত্তাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতে সহমরণপ্রথা একদিনে নিবারিত হয় নাই; সরকারী ও বেসরকারী পক্ষের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে ইহা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সমূলে বিলুপ্ত হয়।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লির (Loid Wellesley) শাসনকালে 'সতীদাহ' হিন্দু ধর্ম্মমতানুবর্ত্তী কিনা অবগত হইবার জন্য সরকারী অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচিত না হইলেও ইহার উচ্ছেদ-সাধনই গবর্ণর জেনারলের অভিমত ছিল পণ্ডিতগণের মত লইবার পর গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে প্রথাটীর উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন, কিন্তু বে-আইনীভাবে অর্থাৎ বলপ্রয়োগ দ্বারা সহমরণ যতদূর সম্ভব নিবারণ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এই মর্ম্মে সরকারী এক আদেশ ঘোষিত হয় যে, 'সতীদাহ' করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা প্রধান পুলিস কর্ম্মচারীকে জানাইতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিস কর্ম্মচারী যদি বুঝেন যে বিধবাটী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেছেন; তিনি গর্ভবতী নন, তাঁহার বয়স অন্যূন ষোল বৎসর এবং সহমরণের জন্য তাঁহাকে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া মত লওয়া হয় নাই, তবেই তাঁহাকে সহমৃতা হইতে অনুমতি দেওয়া হইত। ঠিক এই সময়ে ভারতের খ্যাতনামা সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় সতীদাহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যুক্তিসম্পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রাজা রামমোহন রায় এই কু-প্রথা রহিত করিবার জন্য ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে 'প্রবর্ত্তক' ও 'নিবর্ত্তক' নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন।

সেকালের পুলিশ বিজ্ঞাপনী হইতে জানা যায় যে, ১৮১৭খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যে ৭০৬ জন স্ত্রীলোক অনুমৃতা হইয়াছিল। ১৮১৮ সালে ৮৩৯ জন। ১৮২৩ সালে সর্ব্বসমেত ৫৭৫ জন সতী পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরে, তাহার মধ্যে ২৩৪ ব্রাহ্মণ, ৩৫ জন ক্ষত্রিয়, ১৪ জন বৈশ্য, এবং ২৯২ শূদ্রকন্যা।—ইহাদের মধ্যে ১০৯ জন বৃদ্ধা তাঁহাদের বয়ঃক্রম ষাটবৎসরের কম এবং চাল্লিশের উপর। ২০৮ জনের বয়স বিশবৎসর হইতে চাল্লিশ পর্য্যন্ত এবং ৩২ জন অপ্রাপ্ত বালিকা।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড আমহার্ষ্ট (Loid Amhurst) গভর্ণর জেনারল, তখন সরকার পক্ষ হইতে আইন জারী করা হয় যে সহমরণেচ্ছু বিধবাগণকে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং যে পরিবারে 'সতী-দাহ' হইবে সে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে সরকারের অধীনে কাজ দেওয়া হইবে না এবং 'সতী'র ও তাঁহার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। সতী-দাহ ক্রমে ক্রমে নিবারণের জন্য সরকারী উপরোক্ত আইনগুলি তেমন কার্য্যকরী হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত পুলিশ-বিবরণী তই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

সতীদাহ-নিবারণ আইন পাশ হইবার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দেও ৪৬৩টি সতীদাহ হইয়াছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাট হইয়া ভারতে আগমন করেন এবং এই সময় হইতেই সতী-দাহ নিবারণের চেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হয়। উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং উদারচেতা রাজা রামমোহনের সাহায্যে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৭ রেগুলেসান্ অনুসারে ইংরাজ শাসিত ভারতের সর্ব্বত্র সহমরণ-নিষেধক আইন বিধিবদ্ধ করা হয় এবং যাহারা সতী-দাহ সম্পর্কে লিপ্ত থাকিবেন তাঁহাদিগকে ফৌজদারী আদালতে উচিত দণ্ড গ্রহণ করিতে

হইবে ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। বর্ত্তমান ভারতে সহমরণপ্রথা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে * [অনুমৃতা দ্র]

* সতীদাহনিবারণকল্পে ভারতগবর্ণমেণ্ট যে বিধি বা আইন প্রচার করেন, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল—

Regulation XVII of 1829

I The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is revolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindus as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people through out India the practice is not kept up nor observed In some extensive districts it does not exist In those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindus themselves and in their eyes unlawful and wicked The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success, and the Governor General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether Actuated by these considerations the Governor-General in Council—without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India, that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of justice and humanity has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation through out the territories immediately subject to the Presidency of Fort William

II The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is hereby declared illegal and punishable by the Criminal Courts.

First. All zemindars, talukdars or other proprietors of land, whether malguzari or lakhiraj, all sadr farmers and under renters of land of every description, all dependent talukdars, all naibs and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Court of Wards, and all mandals or other headmen of villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication to the officers of the nearest Police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any zamindar or other description of persons above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrate or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months

Second Immediately on receiving intelligence that the sacrifice declared illegal by this Regulation is likely to occur the Police darogha shall either repair in person to the spot or depute his muharrir or Jamadar accompanied by one or more barkandazes of the Hindu religion and it shall be the duty of the Police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal, and to endeavour to prevail on them to disperse, explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and become subject to punishment by the Criminal Courts Should the parties assembled proceed in defiance of these remonstrances to carry the ceremony into effect it shall be the duty of the Police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it and in the event of the Police officers being unable to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to the Magistrate or Joint Magistrate for his orders

Third. Should intelligence of a sacrifice declared illegal by this Regulation not reach the Police officers until after it shall have actually taken place, or should the sacrifice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless institute a full enquiry into the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of information and orders of the Magistrate to whom they may be subordinate.

অনুমরণপ্রদীপ—গোবীকভট্ট প্রণীত একখানি গ্রন্থ।

অনুমরণবিবেক—একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুমর্শম্—(অব্য) পুনঃ পুনঃ বিচার করা। "অনুমৃশ্যানুমর্শম্" (কাত্যা॰ শ্রৌ॰ ২৫ ১০ ২)

অনুমা—(স্ত্রী) [অনু মা-অঙ্] ব্যাপ্য হেতুদ্বারা ব্যাপক বস্তুর জ্ঞাননিশ্চয়। ২ যুক্তি। ৩ অনুমিতি। ৪ অনুমান।

অনুমাকুণ্ড-পত্তন—অনুমাকুণ্ডপুরের নামান্তর।

অনুমাকুণ্ডপুর—বর্ত্তমান নাম বরঙ্গল [বরঙ্গল দ্র॰]

অনুমাতৃ—(ত্রি) [অনুমাতি বা অনুমিমীতে বা অনুমাহতে অনু মা তৃচ] যে অনুমান করে।

অনুমাদ্য—(স্ত্রী) যে ক্রমশঃ প্রশংসা পায়।

অনুমান—(ক্লী) [অনু-মা-ভাবে ল্যুট্] "অনু" শব্দের অর্থ এখানে পশ্চাৎ এবং "মা" ধাতুর অর্থ জ্ঞান। হেতুজ্ঞানাদির পশ্চাৎ তজ্জন্য কোন বিষয়ে যে পরোক্ষ জ্ঞানবিশেষ জন্মে, তাহার নাম অনুমান। উহা "অনুমিতি" ও "অনুমা" নামেও কথিত হইয়াছে।

(২) অনুমিতির করণ। "অনুমীয়তেঽনেন" অর্থাৎ যদ্দ্বারা ঐ অনুমিতি নামক জ্ঞান জন্মে, এই অর্থে অনুপূর্ব্বক মা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় সিদ্ধ "অনুমান" শব্দের অর্থ অনুমিতির করণ। তন্মধ্যে যাহা যথার্থ অনুমিতির করণ, তাহাকে বলে অনুমান প্রমাণ। "মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোঽর্থস্য পশ্চান্মানমনুমানং"। (বাৎস্যায়নভাষ্য—১।১।৩।)

(৩) অর্থালঙ্কার বিশেষ। কাব্যের একটি অলঙ্কারের নাম "অনুমান"। "অনুমানং তদুক্তং যৎ সাধ্য সাধনয়োর্ব্বচঃ"। (কাব্যপ্রকাশ,-১০ম উঃ।) "অনুমানন্তু বিচ্ছিত্ত্যা জ্ঞানং সাধ্যস্য সাধনাৎ"—(সাহিত্যদর্পণ ১০ম পঃ)

(৪) স্মৃতিশাস্ত্র। ঋষিপ্রণীত অদৃষ্টার্থ স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতিমূলক। এই সিদ্ধান্তানুসারে অনেক স্মৃতির দ্বারা উহার মূলভূত শ্রুতিবাক্যের অনুমান হয়। সেই সমস্ত শ্রুতিকে বলা হইয়াছে—অনুমেয় শ্রুতি। স্মৃতি উহার অনুমাপক হওয়ায় স্মৃতি অর্থেও ঋষিগণ "অনুমান" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং"। "অপি বা প্রমাণমনুমানং স্যাৎ (১ ৩ ৩.২) বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—"অপিচ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" (৩.২ ২৪) "প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ।" (শাঙ্করভাষ্য)।

অনুমান প্রমাণ অর্থে "তর্ক" এবং "যুক্তি" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—'যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" (২ ১ ১৮)। 'ভামতী' টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র পূর্ব্বে (১.১.২) বলিয়াছেন—"যুক্তিশ্চ অর্থাপত্তিরনুমানং বা"। মীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতে "অর্থাপত্তি" নামক প্রমাণ অনুমান হইতে ভিন্ন। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের মতে "অর্থাপত্তি" ও অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত।

কিন্তু চরকসংহিতার সূত্রস্থানে (১১শ অঃ) কথিত হইয়াছে—"তত্র চতুর্ব্বিধাপরীক্ষা—আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানং যুক্তিশ্চেতি" সুতরাং চরকের মতে যুক্তি যে, অনুমান হইতে পৃথক্ চতুর্থ প্রমাণ, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পরার্দ্ধে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ অধ্যক্ষ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতও তাঁহার 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে চরকোক্ত যুক্তির স্বরূপ বলিয়া পরেই বলিয়াছেন—

"প্রমাণান্তরমেবেয়মিত্যাহ চরকো মুনিঃ।
নানুমানমিয়ং যস্মাদ্ দৃষ্টান্তোঽত্র ন লভ্যতে॥"

(৪৮২ পৃ°)

শান্তরক্ষিত পরে চরকমুনির উক্ত মতের খণ্ডন করিতে অনুমান হইতে যুক্তি যে পৃথক প্রমাণ নহে ইহাই বলিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য কমলশীল 'তত্ত্ব সংগ্রহ-পঞ্জিকা'য় তাঁহার কথার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। পরে খৃঃ একাদশ শতকে 'চরকসংহিতা'র টীকাকার বঙ্গীয় চক্রপাণিদত্ত উক্তস্থলে শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের কথা উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বশেষে উহার প্রতিবাদ করিতে সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে চরকমুনি যুক্তিকে পৃথক প্রমাণই বলেন নাই। তিনি যে, "যুক্তি" বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণের সহকারী উহরূপ তর্ক।

বস্তুতঃ ন্যায়দর্শনে গোতমোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক পদার্থ কোন প্রমাণ নহে। কিন্তু প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয়ে ঐ তর্ক পদার্থ সহকারিরূপে আবশ্যক হয়। অনেকের মতে সেই তর্ক পদার্থকেই গ্রহণ করিয়া মনু বলিয়াছেন— যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" (১২ ১০৬)। কিন্তু অনুমান প্রমাণও "তর্ক" নামে কথিত হইয়াছে। চরকসংহিতার বিমানস্থানে"র চতুর্থ অধ্যায়ে যুক্তিসাপেক্ষ তর্কেরই অনুমান প্রমাণ বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে সূত্রস্থানে ভাব ও অভাবরূপ দ্বিবিধ পদার্থের "পরীক্ষা" অর্থাৎ প্রমাণ বলিতে চতুর্থ যে যুক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা চরকের মতে অনুমান হইতে পৃথক প্রমাণ ইহাই বুঝা যায়। নচেৎ সেখানে "চতুর্ব্বিধা পরীক্ষা" এই উক্তির উপপত্তি হয় না। সুতরাং বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন—"প্রমাণান্তরমেবেয়মিত্যাহ চরকো মুনিঃ।'

প্রচলিত বঙ্গভাষায় প্রায়শঃ সম্ভাবনা অর্থেই "অনুমান" শব্দের প্রয়োগ হইতেছে। কিন্তু "সম্ভাবনা" নামক যে জ্ঞান, তাহা সংশয়াত্মক জ্ঞান। অনুমান বা অনুমিতিরূপ যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়াত্মক। "অনুমান" নামক প্রমাণের দ্বারা সেই নিশ্চয়াত্মক যথার্থ জ্ঞানই জন্মে। নচেৎ তাহা প্রমাণই হইতে পারে না। বঙ্গভাষায় উক্ত অনুমান প্রমাণ অর্থেও "অনুমান" শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"শিষ্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে" ইত্যাদি। (মধ্য ষষ্ঠপ°)

এই অনুমান নামক প্রমাণ, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয়পদার্থ প্রতিপাদন করিয়া নাস্তিক-নিরাসের উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তীকালে নৈয়ায়িক বা অন্য কোন আস্তিক দার্শনিকের কল্পিত কোন প্রমাণ নহে, কিন্তু ইহা চিরন্তন বিশ্বজনীন সত্য। কোন সময়ে কোন উদ্দেশ্যে নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক নিজ বুদ্ধিবলে মুখে এই চিরন্তন সত্যের অপলাপ করিলেও তিনিও উহাকে আশ্রয়

করিয়াই অনেক কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে সর্ব্বত্রই "অনুমান" শব্দের অর্থ সম্ভাবনারূপ জ্ঞান। কিন্তু অন্য সকল সম্প্রদায়ই বিচারপূর্ব্বক চার্ব্বাকের উক্ত মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। পরে 'খণ্ডনখাদ্য'কার শ্রীহর্ষের খণ্ডনও খণ্ডিত হইয়াছে।

চার্ব্বাকের মত নিষ্প্রমাণ ও অসম্ভব।

প্রথমেই বলা আবশ্যক, চার্ব্বাক যে, অনুমানের অপ্রামাণ্য বলিয়াছেন, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? অনুমানের অপ্রামাণ্য বিষয়ে চার্ব্বাকের যে জ্ঞান তাহা ত নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই বলিতে হইবে। কারণ, তিনি অনুমানের অপ্রামাণ্য সম্ভাবিত অর্থাৎ "সম্ভবতঃ অনুমান অপ্রমাণ" এমন কথা বলেন নাই। অনুমানের অপ্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়াই তিনি ঐ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন প্রমাণ দ্বারা উহা নিশ্চয় করিয়াছেন? তিনি ত প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ মানেন নাই। আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন—"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ"। কিন্তু অনুমানের অপ্রামাণ্য কি প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ? চার্ব্বাক নিজ মনের দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ করেন—ইহা বলিলেও অন্য সম্প্রদায়ের কেহই যখন তাহা প্রত্যক্ষ করেন না, তখন তাঁহাদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতেই পারেন না। সুতরাং তিনি সে বিষয়ে প্রমাণই বলিতে পারেন না। প্রমাণ ব্যতীতও কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে নিষ্প্রমাণে বিপরীত ভাবে অনুমানের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হইতে পারে। পরন্তু অনুমান প্রমাণ অস্বীকার করিলে চার্ব্বাকের সম্মত প্রত্যক্ষ প্রমাণও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ- প্রত্যক্ষের সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ এবং তাহার প্রামাণ্যও প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ নহে। তাহা সিদ্ধ করিতে হইলেও অনুমান প্রমাণকেই আশ্রয় করিতে হইবে।

সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত চার্ব্বাক মতের খণ্ডন করিতে সংক্ষেপেই বলিয়াছেন যে, কোন বিষয়ে কাহারও অজ্ঞতা অথবা সংশয় অথবা বিপরীত নিশ্চয়রূপ ভ্রম বুঝিলেই তাহাকে বুঝাইবার জন্য অপরের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং চার্ব্বাকও যে, অপর সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তত্ব নিশ্চয় করিয়াই তাঁহাদিগের নিকটে নিজমত প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু অপরের আত্মগত সেই অজ্ঞতা প্রভৃতি তাহার বাক্যবিশেষ শ্রবণ করিয়া অথবা অন্য কোন হেতুর দ্বারাই অর্থাৎ অনুমান দ্বারাই সেখানে নিশ্চিত হয়। কারণ, অপরের আত্মগত সেই অজ্ঞতা প্রভৃতি অপর সাধারণ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সুতরাং অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে চার্ব্বাকও বাধ্য। বস্তুতঃ যাহারা আত্মার নিত্যত্ব, পরলোক এবং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চার্ব্বাক ভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াই তাঁহাদিগের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভ্রান্তত্ববিষয়ে চার্ব্বাকের যে জ্ঞান, তাহা সম্ভাবনারূপ সংশয়াত্মক নহে, কিন্তু নিশ্চয়াত্মক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং চার্ব্বাকেরও যে, অনুমান প্রমাণদ্বারাই সেই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মিয়াছে, ইহা তাঁহার অস্বীকার করার উপায় নাই।

বস্তুতঃ কেবল মাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা কোন দিনই কোন জীবের জীবনযাত্রানির্ব্বাহ হইতেই পারে না। তাই অনাদিকাল হইতেই সকল জীবই তাহাদিগের অপ্রত্যক্ষ বহু বহু বিষয়ে অনুমান প্রমাণ দ্বারাই যথার্থ নিশ্চয় করিয়া জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতেছে। বহুস্থলে ভ্রমাত্মক অনুমিতি হইলেও এবং বহুস্থলে সম্ভাবনারূপ সংশয় হইলেও তাহা অনুমান প্রমাণজন্য বোধ নহে। কারণ প্রমাণজন্য যে বোধ, তাহা সর্ব্বত্রই নিশ্চয়াত্মক ও যথার্থই হইয়া থাকে। কোন হস্তলিখিত প্রাচীন পুথী দেখিলে তদ্দ্বারা অনুমানপ্রমাণজন্য যথার্থ নিশ্চয়ই জন্মে যে, ঐ পুথীর লেখক কোন ব্যক্তি ছিলেন। আরও কত কত বিষয়ে যে প্রকৃত হেতুর দ্বারা যথার্থ নিশ্চয়াত্মক অনুমিতিই হইতেছে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং ইহার বহু উদাহরণ প্রদর্শন অনাবশ্যক। সর্ব্বত্রই অনুমানের প্রামাণ্যে সংশয় করিয়া সংশয়বায়ুগ্রস্ত হইলে অনেক বিষয়েই প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হওয়ায় জীবের জীবনযাত্রানির্ব্বাহ সম্ভবই হয় না। তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই অনুমান প্রমাণকে বলিয়াছেন—"সকল লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক"।

বেদেও সেইরূপেই ইহার উল্লেখ হইয়াছে। বেদমূলক মনু-স্মৃতিতেও ধর্ম্মতত্ত্বনির্ণয়ের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরেই উক্ত অনুমান প্রমাণের বিশেষজ্ঞানের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ং।
এতৈরাদিত্যমণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে।"
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১ম প্রঃ ৩য় অনু)

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥"
(মনু, ১২শ অঃ ১০৫ শ্লোক)

অনুমান প্রমাণের লক্ষণ ও প্রকারভেদ।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—

"অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং
পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ॥" (১.১.৫)।

পূর্ব্বসূত্রে প্রত্যক্ষের উল্লেখ করায় এই সূত্রে "তৎ"শব্দের

দ্বারা প্রত্যক্ষই বুঝা যায়। কিন্তু উহার দ্বারা প্রত্যক্ষবিশেষই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝিতে হইবে। কারণ, যে কোন প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক জ্ঞান অনুমান প্রমাণ নহে। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গের প্রত্যক্ষই উক্ত "তৎ" শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ এবং উহার দ্বারা সেই সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ, তাঁহার বুদ্ধিস্থ। উহার দ্বারা ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে যে, লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের পরে তাদৃশ লিঙ্গ স্মরণ জন্য যে, যথার্থ জ্ঞান, তাহা অনুমিতি এবং তাহার করণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেই যথার্থ অনুমিতি জন্মে, তাহা অনুমান প্রমাণ।

বস্তুতঃ অন্য প্রমাণের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধনিশ্চয় হইলেও পরে সেই লিঙ্গ পরামর্শ নামক জ্ঞান জন্য অনুমিতি জন্মে। সুতরাং লিঙ্গ পরামর্শজন্য যে যথার্থ জ্ঞান, তাহার করণ বা সাধনই অনুমান প্রমাণ, ইহাই গৌতমের উক্ত সূত্রের ফলিতার্থ। গৌতম পরে উক্ত অনুমান প্রমাণকে বলিয়াছেন—ত্রিবিধ। যথা (১) পূর্ব্ববৎ (২) শেষবৎ ও (৩) সামান্যতোদৃষ্ট। পরে উক্ত প্রকারভেদের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ লিখিত হইবে। এখন লিঙ্গ ও লিঙ্গী এবং ঐ উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ? তাহাই প্রথমে বুঝা আবশ্যক।

লিঙ্গের লক্ষণ।

অনুমানস্থলে অনুমাপক হেতুকে "লিঙ্গ' বলে। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ ঐ লিঙ্গের লক্ষণ বলিতে কণাদের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে পদার্থ অনুমানের ধর্ম্মীতে (পক্ষে) থাকে এবং অনুমেয় ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত পদার্থেও (সপক্ষেও) থাকে এবং অনুমেয়ের ধর্ম্মশূন্য পদার্থে (বিপক্ষে) থাকে না,— এমন পদার্থই অনুমাপক লিঙ্গ। অর্থাৎ (১) পক্ষে সত্তা (২) সপক্ষে সত্তা ও (৩) বিপক্ষে অসত্তা, এই ধর্ম্মত্রয়ই লিঙ্গের লক্ষণ। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমিতি জন্মে, তাহার নাম "পক্ষ"। যে ধর্ম্মীতে সেই অনুমেয় ধর্ম্মটী পূর্ব্বেই নিশ্চিত, তাহার নাম "সপক্ষ"। আর যে ধর্ম্মীতে সেই অনুমেয়ধর্ম্মটী থাকে না, ইহা নিশ্চিত, তাহাকে বলে "বিপক্ষ"। যেমন পর্ব্বতে বহ্নির অনুমানে পর্ব্বত পক্ষ, পাকশালাদি সপক্ষ এবং জলাদি বিপক্ষ,—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্তস্থলে ধূমপদার্থ পর্ব্বতরূপ পক্ষে থাকায় উহাতে (১) "পক্ষসত্তা" আছে। এবং পাকশালাদি সপক্ষ পদার্থে থাকায় উহাতে (২) "সপক্ষসত্তা"ও আছে এবং জলাদি বিপক্ষ পদার্থে না থাকায় উহাতে (৩) বিপক্ষে অসত্তাও আছে। সুতরাং ধূম পদার্থ উক্ত ত্রিলক্ষণ সম্পন্ন হওয়ায় পর্ব্বতাদি স্থানে বহ্নির অনুমানে উহা লিঙ্গ হয়। কণাদের মতে উক্ত ত্রিলক্ষণের মধ্যে এক বা দুইটী লক্ষণ না থাকিলে তাহা অলিঙ্গ অর্থাৎ হেতু নহে,—হেত্বাভাস। সুতরাং 'বিরুদ্ধ' "অসিদ্ধ ও "সন্দিগ্ধ" নামে হেত্বাভাস ত্রিবিধ। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

মীমাংসক, বৈদান্তিক ও বৌদ্ধমতেও লিঙ্গ ত্রিলক্ষণ।

মীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায়ও অনুমানের লিঙ্গের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণত্রয়ই স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগও 'ন্যায়প্রবেশ' গ্রন্থে বলিয়াছেন— ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানম্।" তদনুসারে প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে উহা স্পষ্ট বলিয়াছেন।—
"সরূপকে সদৃশং সিদ্ধং ব্যাবৃত্তমপিপক্ষতঃ।
হেতুস্ত্রিলক্ষণো জ্ঞেয়ো হেত্বাভাসোবিপর্য্যয়াৎ (৫ম পঃ)

প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্টও 'কাব্যপ্রকাশে' অনুমান অলঙ্কারের ব্যাখ্যায় মীমাংসক মতানুসারে হেতুকে "ত্রিরূপ" বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজও 'সাহিত্যদর্পণের' পঞ্চম পরিচ্ছেদে মহিম ভট্টের মতখণ্ডন করিতে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"অনুমানং নাম পক্ষসত্ত্ব-সপক্ষসত্ত্ব বিপক্ষব্যাবৃত্ত-বিশিষ্টাল্লিঙ্গাল্লিঙ্গিনো জ্ঞানং"।

জৈনমতে লিঙ্গ একলক্ষণ।

কিন্তু শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য্য বাদিদেব সূরি সমর্থন করিয়াছেন যে, লিঙ্গ ত্রিলক্ষণও নহে, পঞ্চলক্ষণও নহে কিন্তু একলক্ষণ। তিনি 'প্রমাণ-নয়তত্ত্বালোকালঙ্কার' নামক সূত্রগ্রন্থে বলিয়াছেন — "নিশ্চিতান্যথানুপপত্ত্যেকলক্ষণো হেতুঃ। ন তু ত্রিলক্ষণাদিঃ" (৩।১১।১২)। জৈনাচার্য্য কুমারনন্দীও বলিয়াছেন—"অন্যথানুপপত্ত্যেকলক্ষণং লিঙ্গমিষ্যতে"। অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে অন্যথা অনুপপত্তিই লিঙ্গের এক মাত্র লক্ষণ যেমন বহ্নি ব্যতীত ধূমের উপপত্তি বা সত্তা সম্ভব না হওয়ায় বহ্নির অনুমানে ধূম লিঙ্গ হয়। কিন্তু এমতে ফলতঃ বিপক্ষে অসত্তারূপ ব্যাপ্তিই লিঙ্গের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে জলে বহ্নির অনুমানেও ধূম লিঙ্গ হইতে পারে। পরন্তু হেতু ত্রিলক্ষণ না হইলে উক্ত জৈনমতেও হেত্বাভাস কিরূপে ত্রিবিধ বলা যাইবে, এবিষয়েও বহু বিবাদ আছে।

গৌতমের মতে লিঙ্গ পঞ্চলক্ষণ।

কিন্তু ন্যায়দর্শনকার গৌতমের মতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিলক্ষণের সহিত (৪) "অসৎ প্রতিপক্ষত্ব" এবং (৫) "অবাধিতত্ব" এই ধর্ম্মদ্বয়ও লিঙ্গের লক্ষণ। কারণ যে হেতুর তুল্যবলবিরোধী অপর হেতু উপস্থিত হয়, তাহাকে বলে "সৎপ্রতিপক্ষ"। উহাও প্রকৃত হেতু বা লিঙ্গ হয় না। সুতরাং অসৎপ্রতিপক্ষত্বও লিঙ্গের লক্ষণ বক্তব্য। এবং পূর্ব্বেই যেখানে অনুমানের ধর্ম্মীতে কোন বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সাধ্যধর্ম্মের অভাব নিশ্চয় হয়,

সেইস্থলে সমস্ত হেতুকেই বলে "বাধিত"। উহাও প্রকৃত লিঙ্গ হয় না। সুতরাং (৫) অবাধিতত্ব ও লিঙ্গের একটী লক্ষণ বক্তব্য। অতএব গোতমের মতে পূর্ব্বোক্ত পক্ষসত্ত্ব প্রভৃতি পঞ্চধর্ম্মই লিঙ্গের লক্ষণ। উক্ত মতের ব্যাখ্যায় 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন—

'পঞ্চলক্ষণকাল্লিঙ্গাদ্ গৃহীতান্নিয়মস্মৃতেঃ।
পরোক্ষে লিঙ্গিনি জ্ঞানমনুমানং প্রচক্ষতে" ॥

লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিলক্ষণ বা পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে তৃতীয় যে "বিপক্ষে অসত্তা", উহাই ফলতঃ লিঙ্গের ব্যাপ্যত্ব বা ব্যাপ্তি। ব্যাপ্য পদার্থই লিঙ্গ হয় এবং উহার ব্যাপক পদার্থটীই সেখানে লিঙ্গী হয়। সুতরাং উক্ত লিঙ্গ ও লিঙ্গী পদার্থের ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে পদার্থের সমস্ত আধারেই অপর পদার্থ থাকে, সেই পদার্থকেই সেই অপর পদার্থের "ব্যাপ্য' বলে এবং সেই অপর পদার্থকে উহার 'ব্যাপক' বলে। যেমন শুষ্ক বহ্নি কোনস্থানেই ধূমের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় ধূমের উৎপত্তি স্থান মাত্রেই বহ্নি থাকে। সুতরাং ধূম ব্যাপ্য পদার্থ এবং বহ্নি তাহার ব্যাপক পদার্থ। ধূম ও বহ্নির ঐ ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধের জ্ঞান হইলে তখন ধূমে বহ্নির ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। সাধ্যধর্ম্ম বা অনুমেয় ধর্ম্মশূন্যস্থান মাত্রে হেতু না থাকাই হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি। অথবা হেতুর ব্যাপক যে সাধ্যধর্ম্ম, তাহার 'সামানাধিকরণ্য" অর্থাৎ তাহার আধারে হেতুর বর্ত্তমানতাই হেতুপদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তি। উহাকে বলে 'অন্বয়ব্যাপ্তি"। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্য-নৈয়ায়িকগণ বহু প্রকারে উক্ত অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়া তদ্বিষয়ে বহু অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম বিচার করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত অতি কঠিন কথা।

ব্যাপ্তিবাদ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িকগণের উদ্ভাবিত নহে।

সুপ্রাচীনকাল হইতেই অনুমান প্রমাণের প্রধান অঙ্গ ব্যাপ্তি পদার্থ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাকও সে বিষয়ে বিবাদ করায় তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় দার্শনিক সমাজে ব্যাপ্তিবাদের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে সকলেই যে "ব্যাপ্তি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহাই করিতে হইবে, ইহা বলা যায় না। কেহ "ব্যাপ্তি" শব্দের প্রয়োগ না করিলেই যে, তিনি ব্যাপ্তি পদার্থ বলেন নাই, অথবা তাহা মানিতেন না—এইরূপ কথাও বলা যায় না। প্রাচীন কাল হইতে ঐ "ব্যাপ্তি" অর্থে নানা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ঐ ব্যাপ্তি পদার্থ প্রকাশ করিতেই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনেক পরে খৃঃ নবম শতকে টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উহাকে বলিয়াছেন—"স্বাভাবিক সম্বন্ধ"। পরে দশম শতকে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য উহারই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"অনৌপাধিক সম্বন্ধ" পরে ব্যাপ্তির ঐ সমস্ত লক্ষণের ভাবানুসারেই বিস্তৃত বিচার করিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তির বহু সূক্ষ্ম লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন।

জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ও ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়াছেন। তাঁহারা অনেক স্থলে উহাকে বলিয়াছেন, "অবিনাভাব"। এইরূপ ব্যাপ্তি অর্থে "নিয়ম" 'প্রতিবন্ধ" ও অব্যভিচার" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। নব্য-মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট 'মানমেয়োদয়' নামক গ্রন্থে ব্যাপ্তিবোধক পর্য্যায় শব্দ প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন—"ব্যাপ্তির্নিয়মঃ প্রতিবন্ধোঽব্যভিচারস্তথাঽবিনাভাবঃ"।

ন্যায়দর্শনে (২ ২ ১৭) মহর্ষি গোতমও "অব্যভিচার" শব্দের দ্বারা এবং পরে (৩ ২ ১১,৬৮,৭০) "নিয়ম" শব্দের দ্বারা উক্ত ব্যাপ্তি পদার্থই প্রকাশ করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে (৩ ১ ১৪) মহর্ষি কণাদ "প্রসিদ্ধি' শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তি পদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সাংখ্যসূত্রে (৩ ১০০) ব্যাপ্তি অর্থে "প্রতিবন্ধ" শব্দ এবং পরে (৫ ২৯) "ব্যাপ্তি" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। পরন্তু সেখানে ব্যাপ্তিবিষয়ে ভগবান পঞ্চশিখাচার্য্যের মতও কথিত হইয়াছে। আসুরির শিষ্য এই পঞ্চশিখাচার্য্য অতিপ্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য। মহাভারতেও তাঁহার নামাদির উল্লেখ হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে (১ ১১) এবং আরও অনেক গ্রন্থে কেবল "সম্বন্ধ' শব্দের দ্বারাও উক্ত ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধই গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামীও অনুমান প্রমাণের লক্ষণ বলিতে "জ্ঞাতসম্বন্ধস্য" ইত্যাদি সন্দর্ভে "সম্বন্ধ" শব্দের দ্বারা উক্ত ব্যাপ্তি সম্বন্ধকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই শ্লোকবার্ত্তিকের অনুমান পরিচ্ছেদে কুমারিল ভট্টও উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সম্বন্ধো ব্যাপ্তিরিষ্টাত্র লিঙ্গধর্ম্মস্য লিঙ্গিনা"। অর্থাৎ ভাষ্যকার শবরস্বামী অনুমানের লক্ষণ বলিতে যে "সম্বন্ধ" বলিয়াছেন, উহা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ। কুমারিল "ব্যাপ্তি" শব্দের দ্বারাই উহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনিও ঐ ব্যাপ্তিকে বলিয়াছেন—স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়।

কিরূপে কি কারণে ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে? এ বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, সাধ্যধর্ম্মশূন্য কোন স্থানে হেতু পদার্থ আছে, ইহা বুঝিলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে না। উক্তরূপ জ্ঞানকে বলে হেতুতে ব্যভিচারজ্ঞান। উহা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের

প্রতিবন্ধক। সুতরাং উক্তরূপ ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব এবং কোনস্থানে হেতু ও সাধ্যধর্ম্মের সামানাধিকরণ্যরূপ সহচার জ্ঞান, ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের কারণ। মীমাংসাচার্য্য কুমারিলভট্ট শ্লোক-বার্ত্তিকে (অনু পঃ) বলিয়াছেন—"ভূয়োদর্শনগম্যাচ ব্যাপ্তিঃ সামান্যধর্ম্মযোঃ"। কিন্তু মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর এবং ন্যায় বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, হেতু পদার্থে সাধ্যধর্ম্মের ব্যভিচার জ্ঞান না থাকিলে কোন স্থানে একবার ঐ উভয়ের সহচার জ্ঞান হইলেও ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্মে। কিন্তু বহুস্থানে বহুবার ঐ উভয়ের সহচার দর্শন হইলেও কোন একমাত্র স্থানেও ব্যভিচার দর্শন হইলে সেই হেতুতে সেই সাধ্যধর্ম্মের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না। পরন্তু কতবার কতস্থানে হেতুও সাধ্যধর্ম্মের সহচার দর্শন হইলে তাহাকে ভূয়োদর্শন বলা যাইবে, ইহাও নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। আর যখন পরে তর্ককে ব্যভিচার সংশয়ের নিবর্ত্তক বলিতেই হইবে, তখন ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তিনিশ্চায়ক বলাও অনাবশ্যক। এ বিষয়ে কুমারিলভট্ট ও মীমাংসক চিদানন্দের কথা 'মান মেয়োদয়' গ্রন্থে নারায়ণভট্ট বলিয়াছেন।

চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ও তাহার উত্তর।

চার্ব্বাক সম্প্রদায় অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বত্র অনুমানের হেতুতে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যভিচারের সংশয়াত্মক জ্ঞানের নিবৃত্তির কোন উপায় না থাকায় কুত্রাপি ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতেই পারে না। এতদুত্তরে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে (৩.৭) বলিয়াছেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ দেশ ও কালকে গ্রহণ করিয়া অনুমানের হেতুতে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যভিচার সংশয় সমর্থন করিতে গেলেও অনুমান প্রমাণকেই আশ্রয় করিতে হইবে। কারণ, সেই সমস্ত দেশকালাদি চার্ব্বাকেরও প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে। সুতরাং অনুমান প্রমাণ দ্বারাই উহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়া উক্ত ব্যভিচার সংশয় সমর্থন করিতে হইবে। তবে কোনস্থলে কোন হেতুতে অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যভিচার সংশয় হইলে পরে ব্যাপ্তিনিশ্চায়ক অনুকূল তর্কই সেইস্থলে সেই ব্যভিচার সংশয় নিবৃত্ত করে। তাই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"তর্কঃ শঙ্কাবধির্ম্মতঃ"। কিন্তু সেই অনুকূল তর্কের মূল ব্যাপ্তিবিষয়ে এবং তাহার নিশ্চায়ক অপর অনুকূল তর্কের মূল ব্যাপ্তি বিষয়ে—এইরূপে সর্ব্বত্রই যে, ব্যাপ্তি বিষয়ে সংশয় জন্মিবে, ইহা বলা যাইবে না। কারণ, সর্ব্বত্রই ঐরূপ সংশয় হইলে—অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের নিশ্চয়মূলক সমস্ত প্রবৃত্তিরই ব্যাঘাত হয়। সুতরাং সর্ব্বত্র যে, ঐরূপ আশঙ্কা বা সংশয় জন্মে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এই তাৎপর্য্যে উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা"।*

বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায়।

পরবর্ত্তি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদের খণ্ডনোদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায় আছে। কারণ, "অবিনাভাব"ই ব্যাপ্তি। যে পদার্থ "বিনা", যে পদার্থের "ভাব" বা সত্তা সম্ভবই হয় না, সেই পদার্থের সহিত সেই পদার্থের "অবিনাভাব" রূপ সম্বন্ধ সকলেরই স্বীকার্য্য। যেমন, কারণ বিনা কার্য্যের ভাব বা সত্তা সম্ভব না হওয়ায় কার্য্য ও কারণের অবিনাভাব-সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। সুতরাং পদার্থদ্বয়ের কার্য্যকারণভাবই সেখানে ঐ "অবিনাভাব" রূপ ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক হওয়ায় কার্য্য হেতুর দ্বারা কারণের অনুমিতি জন্মে। ঐ স্থলীয় হেতুর নাম কার্য্যহেতু। এইরূপ অনেকস্থলে পদার্থদ্বয়ের স্বভাবই অবিনাভাবের নিশ্চায়ক হয়। "স্বভাব" বলিতে তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ। যেমন শিংশপা নামে যে বৃক্ষ, তাহার সহিত বৃক্ষের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। বৃক্ষ ভিন্ন কোন শিংশপা নাই। সুতরাং যাহা যাহা শিংশপা, তাহা বৃক্ষ, এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় শিংশপাত্ব হেতুর দ্বারা বৃক্ষত্বের অনুমিতি জন্মে। ঐ শিংশপাত্ব ধর্ম্মও শিংশপা হইতে অভিন্ন। উক্ত স্থলে ঐ হেতুর নাম স্বভাব হেতু। ফলকথা, কার্য্যকারণভাব অথবা স্বভাব, এই উভয়ই ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক। "অদর্শন" ও "দর্শন" অর্থাৎ হেতুতে ব্যভিচারের অদর্শন ও সহচারের দর্শন ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ নহে। সুতরাং চার্ব্বাকের ঐ সমস্ত কথার কোন অবকাশই নাই। তাই কথিত হইয়াছে—

"কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাব-নিয়মোহ দর্শনান্ন ন দর্শনাৎ"॥†

---

* এ বিষয়ে উভয়পক্ষে বহু সূক্ষ্ম বিচার হইয়াছে। খণ্ডনখাদ্যকার শ্রীহর্ষও খণ্ডনপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা ও তাহার প্রতিবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ হইতে প্রকাশিত ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয়খণ্ডে ২১৬–২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতির উদ্ধৃত এই কারিকা বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির 'প্রমাণবার্ত্তিকে'র কারিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহাতে চিন্তনীয় এই যে, ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার 'বাদন্যায়' ও 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থে কার্য্য, স্বভাব, ও অনুপলব্ধি, এই ত্রিবিধ হেতু বলিয়াছেন। উক্ত কারিকায় কিন্তু স্বভাবের পরে অনুপলব্ধির উল্লেখ নাই। তবে শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্ব-সংগ্রহে'র পঞ্জিকায় তাঁহার শিষ্য কমলশীল এবং "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে (৫৭ পৃঃ) জয়ন্ত ভট্ট বলিয়া গিয়াছেন যে, অনুপলব্ধিরূপ যে হেতু, তাহা দ্বিতীয় স্বভাব হেতুরই অন্তর্গত। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তির তাহাই অভিপ্রেত হইলে তিনি অভাব পদার্থের ব্যবহারে অনুপলব্ধিকে তৃতীয় হেতু বলিবেন কেন? ইহা বিচার্য্য। আমাদিগের মনে হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিলের সমস্ত [illegible] অনুপলব্ধির পৃথক্ প্রামাণ্য খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই পরে প্রত্যক্ষে অনুপলব্ধিকে তৃতীয় লিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াই তাহাকে [illegible] প্রকার

উক্ত বৌদ্ধ মতের প্রতিবাদ

কিন্তু জৈন-নৈয়ায়িকগণ এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া উক্ত বৌদ্ধ-মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শেষকথা এই যে, যে পদার্থদ্বয়ের কার্য্য-কারণ ভাবও নাই এবং স্বভাব বা অভেদ সম্বন্ধও নাই, এমন পদার্থদ্বয়ের মধ্যেও এক পদার্থে অপর পদার্থের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে, এবং সেই ব্যাপ্তি নিশ্চয় বশতঃ সেখানে অনুমিতি জন্মে। "কৃত্তিকোদয়মালক্ষ্য রোহিণ্যানুমিতি র্যথা",—অর্থাৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তি কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া উহার পরে রোহিণী নক্ষত্রের উদয় হইবে,—এইরূপ যথার্থ অনুমিতি করেন। কিন্তু ঐ রোহিণী নক্ষত্রের উদয় কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয়ের কারণ নহে। সুতরাং ধূম ও বহ্নির ন্যায় ঐ উভয়ের কার্য্য-কারণ ভাব নাই এবং বৃক্ষ ও শিংশপার ন্যায় ঐ উভয়ের স্বভাব বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধও নাই। সুতরাং উক্ত স্থলে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সম্ভব না হওয়ায় উক্ত অনুমিতি হইতে পারেনা। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির যে ঐরূপ অনুমিতি হয়, ইহা অস্বীকার করা যাইবে না। এইরূপ আরও বহুস্থলে ঐরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয় জন্য অনুমিতি জন্মে। সুতরাং কার্য্য-কারণভাব এবং স্বভাব এই উভয়ই যে, ব্যাপ্তি নিশ্চায়ক, ইহা বলা যায় না।

জৈন ও বৌদ্ধমতে অন্তর্ব্যাপ্তি ও বহির্ব্যাপ্তি

শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য্য বাদিদেবসূরি তৎকৃত 'প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সূত্র বলিয়াছেন—

"অন্তর্ব্যাপ্ত্যা হেতোঃ সাধ্য-প্রত্যায়নে
শক্তাবশক্তৌ চ বহির্ব্যাপ্তে রুদ্ভাবনং ব্যর্থং" ॥৩৭।
"পক্ষীকৃত এব বিষয়ে সাধনস্য সাধ্যেন
ব্যাপ্তিরন্তর্ব্যাপ্তিরন্যত্র তু বহির্ব্যাপ্তিঃ ॥৩৮॥"

অর্থাৎ যে ধর্ম্মীতে অনুমিতি জন্মে,—যাহাকে অনুমানের পক্ষ বলা হয়, তাহাতেই সাধ্য ধর্ম্মের সহিত হেতুর যে ব্যাপ্তি, তাহাকে বলে "অন্তর্ব্যাপ্তি"। তদ্ভিন্ন পদার্থে যে ব্যাপ্তি, তাহা বহির্ব্যাপ্তি। যেমন পর্ব্বতে ধূম হেতুর দ্বারা বহ্নির অনুমিতি স্থলে পাকশালাদি স্থানে ধূমে বহ্নির যে ব্যাপ্তি, তাহা বহির্ব্যাপ্তি। কিন্তু উহা পর্ব্বতস্থ ধূমে না থাকায় পর্ব্বতস্থ সেই ধূমের দ্বারা পর্ব্বতস্থ বহ্নির অনুমিতি হইতে পারেনা। সুতরাং পর্ব্বতে ধূম দেখিলে সেই ধূমে সেই পর্ব্বতেই সেই বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে এবং তদ্দ্বারাই সেই অনুমিতি জন্মে, ইহা স্বীকার্য্য। উক্তস্থলে অনুমানের পক্ষভূত পর্ব্বতেই মনের দ্বারা সেই ব্যাপ্তির জ্ঞান হওয়ায় উহা "অন্তর্ব্যাপ্তি"। কিন্তু উহার দ্বারাই যখন সেই অনুমিতি জন্মে, তখন উক্ত স্থলে পাকশালাদি দৃষ্টান্তে বহির্ব্যাপ্তি প্রদর্শন অনাবশ্যক।

টীকাকার রত্নপ্রভাচার্য্য ইহার একটি বিশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কেহ বাহিরে তাহার পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুমানপূর্ব্বক বলিলেন—"আমার পুত্র বাহিরে কথা বলিতেছে, যে হেতু অন্য কোন ব্যক্তিতে এইরূপ কণ্ঠ-স্বরের উপপত্তি হয় না"। উক্ত স্থলে উক্তরূপ অনুমানের পক্ষভূত সেই নিজ পুত্রেই উক্ত হেতুতে উক্ত সাধ্য ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-নিশ্চয়-প্রযুক্ত ঐ অনুমিতি জন্মে। অন্য কোন ব্যক্তিতে সেই কণ্ঠস্বররূপ হেতুর সত্তা সম্ভব না হওয়ায় উক্তস্থলে অন্য দৃষ্টান্তে বহির্ব্যাপ্তির জ্ঞান অসম্ভব। অন্য অনেক স্থলে বহির্ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব হইলেও পূর্ব্বোক্ত অন্তর্ব্যাপ্তির দ্বারাই যখন সাধ্য-ধর্ম্মের সিদ্ধি বা অনুমিতি হয়, তখন বহির্ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য উদাহরণ অনাবশ্যক। জৈন মহাদার্শনিক সিদ্ধসেন দিবাকরও 'ন্যায়াবতার' গ্রন্থে ঐ কথাই বলিয়া গিয়াছেন—

"অন্তর্ব্যাপ্ত্যৈব সাধ্যস্য সিদ্ধের্বহিরুদাহৃতিঃ।
ব্যর্থা স্যাৎ, তদসদ্ভাবেঽপ্যেবং ন্যায়বিদো বিদুঃ" ॥

পরবর্ত্তী অনেক বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ও "অন্তর্ব্যাপ্তি" সমর্থন করিয়া বহির্ব্যাপ্তিকে ব্যর্থ বলিয়াছিলেন। তবে কোন কোন বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য রত্নাকর শান্তির 'অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন' গ্রন্থ পাঠ করিলে এবিষয়ে তাঁহাদিগের অনেক কথা জানা যাইবে। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় সামান্য-ব্যাপ্তি ও বিশেষ-ব্যাপ্তি স্বীকার করিলেও "অন্তর্ব্যাপ্তি" ও বহির্ব্যাপ্তি বলিয়া ব্যাপ্তির ভেদ স্বীকার করেন নাই। বৌদ্ধমত-প্রতিবাদী মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ বহির্ব্যাপ্তি হইতে অন্তর্ব্যাপ্তি,—পৃথক্ কোন ব্যাপ্তি

বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজমতে উহা স্বভাব হেতুর অন্তর্গতই বলা যায়। কারণ, তাঁহার মতে বিজ্ঞানবাদে ঘটের অনুপলব্ধি হইতে ঘটের অভাব ভিন্ন পদার্থ নহে। অনুপলব্ধির পৃথক্ প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে শান্তরক্ষিতও 'তত্ত্বসংগ্রহে' বলিয়াছেন—"দৃশ্যাদৃষ্টিং বিহায়ান্যা নাস্তিতা ন প্রতীয়তে" (৪৮৩ পৃঃ)। অর্থাৎ দৃশ্য ঘটাদি পদার্থের অদৃষ্টি বা অদর্শনই তাহার নাস্তিত্ব (অভাব)। তাহা হইলে উক্ত মতে ঘটাদির অনুপলব্ধি ও তাহার অভাবে স্বভাব বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধযুক্ত উক্ত অনুপলব্ধিকেও স্বভাব হেতুর মধ্যেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কুমারিল প্রভৃতির নিকটে নিজ মতানুসারে ঐ কথা বলা অনুচিত মনে করিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রতিবাদীর মতানুসারেই পরে অনুপলব্ধিকে তৃতীয় প্রকার হেতু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য ধর্ম্মকীর্ত্তির 'প্রমাণবার্ত্তিকাদি' মূলগ্রন্থ দেখিতে না পাইলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে উক্তরূপ কল্পনা করা যায় না। অনুসন্ধিৎসুগণ অধুনা প্রকাশিত সটীক 'তত্ত্ব-সংগ্রহ' এবং 'ন্যায়-বিন্দু'র ধর্ম্মোত্তর কৃত টীকা ও 'ন্যায়-মঞ্জরী' পাঠ করিলে এ বিষয়ে অনেক কথা পাইবেন।

নহে। প্রথমে সামান্যতঃ হেতু পদার্থে অন্যত্র সাধ্য ধর্মের সামান্যতঃ যে ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে, তাহাই অনুমানের পক্ষভূত পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ সেই পক্ষ পদার্থের অন্তর্ভাবে "অন্তর্ব্যাপ্তি" নামে কথিত হইয়াছে। যেমন প্রথমে পাকশালাদি কোন স্থানে ধূম ও বহ্নি দেখিলে সামান্যতঃ ধূমত্বরূপে ধূম মাত্রেই সামান্যতঃ বহ্নিত্বরূপে বহ্নিমাত্রের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় জন্মে। সুতরাং তখন পর্ব্বতাদিস্থ ধূমেও সেই ব্যাপ্তির নিশ্চয় হওয়ায় পরে তজ্জন্য সংস্কার বশতঃ পর্ব্বতস্থ ধূমে সেই ব্যাপ্তিরই স্মরণ জন্মে। তাহার ফলেই সামান্যতঃ ধূম হেতুর দ্বারা পর্ব্বতে সামান্যতঃ (বহ্নিমান এইরূপে) বহ্নির অনুমিতি জন্মে। সেখানে পর্ব্বতস্থ সেই ধূমে "অন্তর্ব্যাপ্তি" বলিয়া পৃথক কোন ব্যাপ্তি স্বীকার অনাবশ্যক। পরন্তু পর্ব্বতে ধূম দেখিলা তখন সহ "অন্তর্ব্যাপ্তি"র নিশ্চয় সম্ভবও নহে। আর যেখানে একই হেতু পদার্থ পক্ষ ও অন্বয় দৃষ্টান্তে বিদ্যমান থাকে; সেখানে উক্ত রূপে ব্যাপ্তি-ভেদ স্বীকারের কোন কারণও নাই। আর যেখানে অন্বয় দৃষ্টান্ত সম্ভব হয় না, সেখানে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তেই ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে। এবিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচার আছে।

ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের ফল ও অনুমিতির লক্ষণ

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের চরম ফল অনুমিতি। কারণ, পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাপ্তি-নিশ্চয় জন্য সংস্কার বশতঃ সেই ব্যাপ্তির স্মরণ হওয়ায় পরক্ষণে সেই "ব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু-বিশিষ্ট পক্ষ"—এইরূপে লিঙ্গপরামর্শ জন্মে। উহার পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে। যেমন পাকশালাদি কোন স্থানে সামান্যতঃ ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি-প্রত্যক্ষ হইলে তজ্জন্য সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে কোনদিন পর্ব্বতে ধূম দর্শন হইলে পরক্ষণেই পূর্ব্বসংস্কার জন্য সামান্যতঃ "ধূম বহ্নির ব্যাপ্য"—এইরূপে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। পরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান পর্ব্বত'—এইরূপে পর্ব্বতে আবার বহ্নির ব্যাপ্তি বিশিষ্ট ধূমের প্রত্যক্ষ হয়। উহার পরেই "পর্ব্বতো বহ্নিমান্"—এইরূপে পর্ব্বতে অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি হয়। উক্তস্থলে প্রথমে পর্ব্বতে যে ধূম দর্শন, উহাকে বলে (১) লিঙ্গ দর্শন। উহার পরে 'ধূম বহ্নির ব্যাপ্য'—এইরূপ যে স্মরণ, উহাকে বলে—(২) ব্যাপ্তি স্মরণ। উহার পরে 'বহ্নি ব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত'—এইরূপ যে তৃতীয় জ্ঞান, উহাকেই বলে (৩) তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ এবং উহাই "লিঙ্গপরামর্শ" ও কেবল "পরামর্শ" নামেও কথিত হইয়াছে। উক্ত স্থলে উহা প্রত্যক্ষাত্মক হইলেও অনেক স্থলে উহা প্রমাণান্তর জন্য পরোক্ষরূপও হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যও অনুমিতি জন্মে। কোন স্থলে উক্তরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান হইলেও অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ স্মরণাত্মক লিঙ্গ পরামর্শ জন্মিলেও তজ্জন্য পরক্ষণে অনুমিতি জন্মে। সুতরাং যে কোন প্রমাণ-মূলক যে, উক্ত "লিঙ্গ পরামর্শ নামক জ্ঞান, তাহাই অনুমিতির চরম কারণ। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, উক্তরূপ লিঙ্গপরামর্শজন্য জ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ, এবং যথার্থ অনুমিতির করণত্বই অনুমান প্রমাণের লক্ষণ।

অনুমিতির করণ বিষয়ে মতভেদ

প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকর 'ন্যায় বার্ত্তিকে' পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ দর্শন হইতে লিঙ্গ-পরামর্শ পর্য্যন্ত সমস্তকেই অনুমিতির করণ বলিয়া চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শকেই তন্মধ্যে প্রধান বলিয়াছেন। সুতরাং উক্ত মতে লিঙ্গপরামর্শই মুখ্য অনুমান-প্রমাণ। বৈশেষিক দর্শনে (৯২৪) মহর্ষি কণাদ—হেতু, লিঙ্গ, প্রমাণ, ও করণ শব্দকে একার্থক বলায় তদনুসারে মহা নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত চরম কারণ লিঙ্গ-পরামর্শের বিষয় লিঙ্গ বা হেতুকেই অনুমিতির করণ অর্থাৎ অনুমান-প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতেও উক্ত লিঙ্গ পরামর্শ অনুমান প্রমাণ। তাই 'তার্কিকরক্ষা' প্রণেতা বরদরাজ লিখিয়াছেন—"লিঙ্গ-পরামর্শোঽনুমানমিত্যাচার্য্যাঃ। অনুমিতিদীধিতির টীকার শেষে নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও স্থল বিশেষের উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"আচার্য্য মতেঽপি তদ্ধেতুকানুমিতৌ পরামর্শ স্যৈব করণত্বাৎ।

কিন্তু 'তত্ত্বচিন্তামণি' প্রণেতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রথমে লিঙ্গ-পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলিলেও পরে 'পরামর্শ' গ্রন্থে বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লিঙ্গ-পরামর্শের জনক ব্যাপ্তি-জ্ঞানই অনুমিতির করণ। সুতরাং উহাই অনুমান প্রমাণ। লিঙ্গ-পরামর্শ ঐ ব্যাপ্তি-জ্ঞানের ব্যাপার। যাহা কোন ব্যাপার দ্বারা কার্য্য জনক, তাহাই সেই কার্য্যের করণ। অনুমিতিকার্য্যে লিঙ্গ পরামর্শ চরম কারণ। সুতরাং উহা কোন ব্যাপার-রূপ কারণকে অপেক্ষা না করায় করণ হইতে পারেনা। পরবর্ত্তী নব্য-নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহে' প্রাচীন মতানুসারে লিঙ্গ-পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলিলেও গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের উক্ত মতই নব্য-নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদনুসারে 'ভাষা-পরিচ্ছেদে' বিশ্বনাথও বলিয়াছেন—"ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধী র্ভবেৎ"। কিন্তু 'পরামর্শ দীধিতি'র শেষে রঘুনাথ শিরোমণি অভিনব মত সমর্থন করিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র অনুমিতিকর্ত্তা জীবের মনই অনুমিতির করণ। অনুমিতি, মানস জ্ঞান হইলেও প্রত্যক্ষ হইতে বিজাতীয় হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ-পরামর্শই যে অনুমিতির চরম কারণ, ইহা রঘুনাথ শিরোমণিও স্বীকার করিয়াছেন।

প্রশস্ত-পাদ-ভাষ্যের 'কিরণাবলী' টীকায় উদয়নাচার্য্য এবং

'ব্যোমবতী' বৃত্তিতে ব্যোমশিবাচার্য্যও উক্ত লিঙ্গ পরামর্শের কারণত্ব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'ন্যায়কন্দলী' টীকাকার শ্রীধরভট্ট উহা স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রশস্ত-পাদের সন্দর্ভের কষ্ট-কল্পনা মূলক ব্যাখ্যা না করিয়া মীমাংসক-সম্প্রদায়ের ন্যায় অসংকোচে বলিয়া গিয়াছেন যে, লিঙ্গ দর্শন ও ব্যাপ্তি স্মরণ, এই উভয় জ্ঞানের দ্বারাই অনুমিতি সম্ভব হওয়ায় অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ব্বে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ অনাবশ্যক।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র 'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমিতির করণ, এবং তজ্জন্য সংস্কারই ঐ করণের ব্যাপার। ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে পরক্ষণেই অনুমিতি জন্মে। তাহাতে পূর্ব্বে সেই ব্যাপ্তির স্মরণ-রূপ জ্ঞানও আবশ্যক নহে। কিন্তু ব্যাপ্তি-বিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে পরক্ষণে তজ্জন্য সেই ব্যাপ্তির স্মরণই হইবে—ইহাই অনুভব সিদ্ধ। ঐরূপ-স্থলে ব্যাপ্তি স্মরণ ব্যতীতও যে, অনুমিতি জন্মে, ইহা অনুভব বিরুদ্ধ বলিয়া অন্য সম্প্রদায় উক্ত মত স্বীকার করেন নাই।

সাংখ্যাদি অনেক সম্প্রদায় অনুমিতি রূপ চিত্তবৃত্তিকে অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন। জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও অনুমিতি-রূপ জ্ঞানকে অনুমান প্রমাণ বলিয়াছেন। বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণও প্রমাণ জন্য প্রমা জ্ঞানকেও প্রমাণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে সেই প্রমা-জ্ঞানের যে সমস্ত করণ, তাহাও প্রমাণ। তন্মধ্যে মুখ্য করণই মুখ্য-প্রমাণ। এ সকল বিষয়ে বহু বিচার ও বক্তব্য আছে। সংক্ষেপে সে সকল কথা প্রকাশ করা যায় না।

অনুমান প্রমাণের প্রমেয় বিষয়ে নানামত

অনুমেয়-পদার্থই অনুমান-প্রমাণের প্রমেয়। কিন্তু প্রাচীন-কাল হইতে সেই অনুমেয়বিষয়েও নানা মতভেদ হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে,—কোন ধর্ম্মীতে অপর ধর্ম্মই অনুমেয়। যেমন পর্ব্বতে ধূমদর্শন হইলে পর্ব্বতরূপ ধর্ম্মীতে বহ্নি-রূপ ধর্ম্মই অনুমেয়। কারণ, বহ্নির সহিতই ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। কিন্তু অপর কোন সম্প্রদায় বলিতেন যে, উক্তস্থলে পর্ব্বত ও বহ্নি,-এই উভয়ই যখন সিদ্ধ পদার্থ, তখন উহার কোনটিই সাধ্য পদার্থ না হওয়ায় অনুমেয় নহে। কিন্তু বহ্নি ও পর্ব্বতের যে সংযোগরূপ সম্বন্ধ, তাহাই পূর্ব্বে অসিদ্ধ বলিয়া উক্তস্থলে সেই সম্বন্ধই অনুমেয়।

বৌদ্ধমহানৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ্‌ তাঁহার 'প্রমাণ-সমুচ্চয়' গ্রন্থে প্রথমে উক্ত উভয় মতের উল্লেখ পূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়া পরে নিজ-মত বলিয়াছেন—"তত্র প্রসিদ্ধং তদ্‌যুক্তং ধর্ম্মিণং গময়িষ্যতি"। অর্থাৎ সর্ব্বত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই অনুমেয়। পর্ব্বতে ধূম দর্শন করিলে পরে ঐ হেতুর দ্বারা বহ্নিরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট পর্ব্বতরূপ ধর্ম্মীরই অনু-মিতি জন্মে। পৃথক্‌ভাবে পর্ব্বত ও বহ্নি পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অনুমানের পূর্ব্বে বহ্নি বিশিষ্ট পর্ব্বত অসিদ্ধ বলিয়া উহাই সেখানে অনুমেয় হয়। শ্লোকবার্ত্তিকের অনুমান পরিচ্ছেদে মীমাংসা-চার্য্য কুমারিলভট্টও উক্ত বিষয়ে বিচার পূর্ব্বক নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—"তস্মাদ্ ধর্ম্মবিশিষ্টস্য ধর্ম্মিণঃ স্যাৎ প্রমেয়তা"। অর্থাৎ তাঁহার মতেও ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই অনুমান-প্রমাণের প্রমেয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত স্থলে বহ্নি বিশিষ্ট পর্ব্বতই অনুমেয়। কুমারিল ভট্ট 'ন্যায়-বার্ত্তিক' কার উদ্দ্যোতকরেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

উদ্দ্যোতকর দিঙ্‌নাগের বহু বিচার করিয়া তাঁহার নিজমত বলিয়া গিয়াছেন যে, উক্তস্থলে সেই ধূমবিশেষ দর্শন করিয়া "এই ধূম বহ্নি বিশিষ্ট"—এইরূপই অনুমিতি জন্মে। তিনি লিখিয়াছেন—"অনুমেয়োঽগ্নিমানয়ং ধূম" ইতি। অর্থাৎ যাদৃশ ধূম থাকিলে সেখানে বহ্নি থাকিবেই, তাদৃশ ধূমই উক্তস্থলে বহ্নিমত্ত্বরূপে অনুমেয়। উহা বহ্নিমত্ত্বরূপে পূর্ব্বে অসিদ্ধ বলিয়া উক্তরূপে সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের এইমত লোকবিরুদ্ধ বা অনুভব-বিরুদ্ধ বলিয়া অন্য সম্প্রদায় উহা গ্রহণ করেন নাই। উক্ত স্থলে পর্ব্বতে বহ্নিই অনুমেয়, ইহাই অনুভব সিদ্ধ। কারণ উক্ত অনুমিতির পরে অনুমিতি কর্ত্তার এইরূপ মানস-অনুভব (অনুব্যব-সায়) জন্মে যে, "আমি পর্ব্বতে বহ্নিকে অনুমিতি করিলাম"।

ঐরূপ নানাযুক্তির দ্বারা পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে,—উক্তস্থলে পর্ব্বতে বহ্নিই অনুমেয়। বহ্নি পদার্থ পূর্ব্বসিদ্ধ হইলেও উহা পূর্ব্বে পর্ব্বতে অসিদ্ধ বলিয়া পর্ব্বতে সাধ্য হইতে পারে। ঐরূপ সর্ব্বত্রই অনুমেয়-ধর্ম্মই সাধ্য-ধর্ম্ম। কিন্তু সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি ধর্ম্মীও সেই অনুমিতির বিষয় হইয়া থাকে। তাহাতে যে অনুমিতির বিষয়তা থাকে, তাহা উদ্দেশ্যতা-রূপ বিষয়তা, কিন্তু সাধ্যতারূপ বিষয়তা নহে। অনেক সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন নাই। 'বেদান্তপরিভাষা'-কার বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে "পর্ব্বতো বহ্নিমান"—এই আকারে যে, অনুমিতি জন্মে, তাহা কেবল বহ্নি অংশেই অনুমিতি, কিন্তু পর্ব্বতাংশে উহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতে একই জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বও অনুমিতিত্বরূপ বিরুদ্ধ-জাতিদ্বয় যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহারা উক্ত মত স্বীকার করেন নাই।

অনুমানের প্রকারভেদের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—"ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ"। তদনুসারেই সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং"। 'সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী' টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা করিতে প্রাচীন

সংজ্ঞানুসারে প্রথমে বলিয়াছেন যে, অনুমান প্রমাণ—সামান্যতঃ দ্বিবিধ,—"বীত" ও "অবীত"।—যাহা বিধিমুখে প্রবর্ত্তমান, তাহাকে বলে 'বীত'। ঐ বীত অনুমানই "পূর্ব্ববৎ" ও "সামান্যতোদৃষ্ট" নামে দ্বিবিধ। আর নিষেধ মুখে প্রবর্ত্তমান যে অনুমান, তাহা "অবীত"। উহাকেই বলে "শেষবৎ" ও ব্যতিরেকী অনুমান। প্রাচীনকাল হইতেই উক্ত ত্রিবিধ অনুমানের নানারূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

কার্য্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ব্ব এবং কার্য্যটি শেষ, এজন্ত কারণ অর্থে "পূর্ব্ব" শব্দ ও কার্য্য-অর্থে "শেষ" শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। তাহা হইলে যে অনুমানে "পূর্ব্ব" অর্থাৎ কারণ, হেতুরূপে বিদ্যমান থাকে, এই অর্থে "পূর্ব্ববৎ" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, কারণহেতুক কার্য্যের অনুমান। এবং উক্তরূপ অর্থে "শেষবৎ"—শব্দের দ্বারা বুঝা যায়,—কার্য্য হেতুক কারণের অনুমান। আর যে পদার্থ অনুমেয় ধর্ম্মের কার্য্যও নহে, কারণও নহে,—এমন পদার্থ হেতুক যে অনুমান, তাহাকে বলে "সামান্যতোদৃষ্ট"। 'অনুমিতি দীধিতি'র টীকায় নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশ-তর্কালঙ্কার এবং গদাধর ভট্টাচার্য্য ও গৌতমোক্ত ত্রিবিধ অনুমানের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উহাও প্রাচীন ব্যাখ্যা।

স্নায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথমে গৌতমোক্ত "পূর্ব্ববৎ" ও "শেষবৎ" অনুমানের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া পরে কল্পান্তরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "পূর্ব্ববৎ" বলিতে পূর্ব্বতুল্য। পূর্ব্বে কোন স্থানে যে পদার্থে যে পদার্থের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ জন্মে, পরে তত্তুল্য বা তজ্জাতীয় পদার্থ দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হইলে সেই স্বলীয় অনুমান-প্রমাণ "পূর্ব্ববৎ"।

যেমন পূর্ব্বে পাকশালাদিস্থানে যে ধূম ও যে বহ্নির দর্শন হয়, পরে পর্ব্বতাদি স্থানে তজ্জাতীয় অন্য ধূম দেখিলে তজ্জাতীয় অন্য বহ্নির অনুমিতি জন্মে। পর্ব্বতাদিতে যে ধূম দর্শন ক্রিয়া, তাহা উক্তরূপে পূর্ব্বোৎপন্ন ধূম-দর্শনের তুল্য।—সুতরাং "পূর্ব্ব" শব্দের উত্তর ক্রিয়া-তুল্যতা-অর্থে বতি প্রত্যয়-নিষ্পন্ন "পূর্ব্ববৎ" শব্দের দ্বারা উক্তরূপ অর্থ বুঝা যায়।

"শেষবৎ" অনুমানের ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন—"শেষবন্নাম পরিশেষঃ"।—কোন ধর্ম্মীতে প্রসক্ত বা আপত্তির বিষয় অন্যান্যধর্ম্ম, প্রমাণদ্বারা খণ্ডিত হইলে যে ধর্ম্মটি অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বলে "শেষ"। সেই শেষ পদার্থ-বিষয়ক অর্থাৎ তাদৃশ পদার্থের সাধক অনুমান-প্রমাণই "শেষবৎ" এবং উহারই নাম পরিশেষ-অনুমান। ন্যায়-দর্শনে পরে (৩।২।৪১) গৌতমও "পরিশেষ" শব্দের দ্বারা উক্ত অনুমান-প্রমাণই প্রকাশ করিয়াছেন।

যেমন কণাদের মতে শব্দ অনিত্য, এবং আকাশের গুণ। কিন্তু শব্দ যে গুণ পদার্থ, এবিষয়ে প্রমাণ কি? ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"শেষবৎ" অনুমানই তাহাতে প্রমাণ। কারণ, শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব অথবা কর্ম্মত্ব এই ধর্ম্মত্রয়ই প্রসক্ত হয়। তন্মধ্যে অন্য অনুমান-প্রমাণ দ্বারা শব্দে দ্রব্যত্ব ও কর্ম্মত্ব খণ্ডিত হওয়ায় গুণত্বই শেষ থাকে। সুতরাং পরে শব্দ গুণত্বই সিদ্ধ হয়। অতএব শব্দে গুণত্বসাধক সেই অনুমান "শেষবৎ"।

তৃতীয় প্রকার অনুমানের নাম "সামান্যতোদৃষ্ট"। ইহা পূর্ব্ববৎ অনুমানের বিপরীত। কারণ, "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান স্থলে পূর্ব্বে কোনস্থানে তজ্জাতীয় হেতু ও তজ্জাতীয় অনুমেয় ধর্ম্মের ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব-সম্বন্ধের লৌকিক-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। কিন্তু অন্য কোন পদার্থে সামান্যতঃ কোন ধর্ম্মের ব্যাপ্তি নিশ্চয়বশতঃ পরে তত্তুল্য অপর পদার্থে সেই ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হওয়ায় অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি জন্মে।

যেমন, জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ যে আত্মাশ্রিত, এইরূপ ব্যাপ্তি-নিশ্চয় পূর্ব্বে সম্ভব নহে। কিন্তু যাহা যাহা গুণ পদার্থ, তাহা কোন দ্রব্যাশ্রিত, যেমন রূপাদি,—এইরূপে সামান্যতঃ গুণ পদার্থে দ্রব্যাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ পরে জ্ঞানাদিগুণ যে, দ্রব্যাশ্রিত, ইহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যেহেতু জ্ঞানও ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পদার্থ, অতএব উহা কোন দ্রব্যাশ্রিত,—এইরূপে অনুমানের দ্বারা ঐ জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় কোন দ্রব্য সিদ্ধ হয়। সেই দ্রব্যই জীবাত্মা।

উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে উক্তস্থলে ঐ জ্ঞানাদি গুণ পদার্থ যে পরাশ্রিত, এই মাত্রই "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। পরে ঐ জ্ঞানাদিগুণ দেহাশ্রিত নহে, এবং ইন্দ্রিয়াশ্রিত নহে, ইত্যাদিরূপে অন্যান্য হেতুর দ্বারা উহা কোন জড়পদার্থের গুণ নহে, ইহা সিদ্ধ হইলে পরিশেষে "শেষবৎ" অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, উহা দেহাদিভিন্ন কোন দ্রব্যাশ্রিত। সেই দ্রব্যই জীবাত্মা।

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাধক অনুমানকেও "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গুলি অতীন্দ্রিয় পদার্থ। সুতরাং কোন পদার্থে উহার বা তজ্জাতীয় কোন পদার্থের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। কিন্তু ক্রিয়া-মাত্রেরই করণ আছে, এইরূপে সামান্যতঃ ক্রিয়াত্ব-ধর্ম্মে করণ পদার্থের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হওয়ায় পরে "রূপাদি জ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ"—অর্থাৎ যেহেতু রূপাদিজ্ঞান ক্রিয়া, অতএব উহার করণ আছে, এইরূপে "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের দ্বারা উহার করণ পদার্থ সিদ্ধ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সেই রূপাদি

প্রত্যক্ষের করণ। এবিষয়ে মতভেদও আছে। গৌতমোক্ত "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে।

'অন্বয়ী," "ব্যতিরেকী," ও 'অন্বয়-ব্যতিরেকী" এই নাম ত্রয়ে অনুমান প্রমাণ ত্রিবিধ, ইহাও কল্পান্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন। সুতরাং উহা নব্য-নৈয়ায়িক-গণের নব্যমত নহে। তৎপরে নব্য-ন্যায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায় উক্ত নাম-ত্রয়েই অনুমানকে ত্রিবিধ বলিয়া উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞানকেও অনুমিতির কারণরূপে সমর্থন করিয়া "কেবল ব্যতিরেকী' অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। এই মতে "অর্থাপত্তি" স্থলেও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য অনুমিতিই জন্মে। কিন্তু মীমাংসক সম্প্রদায় ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি জ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলিয়া স্বীকার না করায় তাঁহারা "অর্থাপত্তি" নামে পৃথক্ প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে সর্ব্বত্রই অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্যই অনুমিতি জন্মে। এজন্য সমস্ত অনুমানই "অন্বয়ী"। তাই উক্ত কারণে 'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থকারও বলিয়াছেন—"তচ্চানুমানমন্বয়িরূপমেকমেব।

কুমারিল ভট্ট পভৃতির মতানুসারে 'মানমেয়োদয়' গ্রন্থে মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট বলিয়াছেন যে, অনুমান প্রমাণ দ্বিবিধ, (১) দৃষ্ট ও (২) সামান্যতোদৃষ্ট। সর্ব্বত্রই অন্তরে প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থেরই অনুমিতি জন্মে। তন্মধ্যে একই পদার্থ দৃষ্ট হইলে সেই হেতুর দ্বারা যে অনুমান হয়, সেই স্থলীয় অনুমানকে বলে দৃষ্ট অনুমান। কৃত্তিকোদয়েন লক্ষ্য রোহিণ্যাসন্নিধিং যথা' — অর্থাৎ যেমন কৃত্তিকানক্ষত্রের উদয় দেখিয়া তদ্দ্বারা পরে রোহিণী নক্ষত্রের অনুমিতি হইলে সেই স্থলীয় অনুমানকে বলে দৃষ্ট" অনুমান। উক্ত স্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট কৃত্তিকা ও রোহিণী নক্ষত্র হইতে পশ্চাদ্দৃষ্ট কৃত্তিকা ও রোহিণী নক্ষত্র অভিন্ন।

আর পর্ব্বতে ধূম দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইলে সেই স্থলীয় অনুমানকে বলে সামান্যতোদৃষ্ট। কারণ, উক্ত স্থলে পূর্ব্বে পাকশালাদি স্থানে দৃষ্ট ধূম ও বহ্নি হইতে পর্ব্বতস্থ ধূম ও বহ্নি ভিন্ন পদার্থ। কিন্তু সেখানে পূর্ব্বে সামান্যতঃ ধূমস্বরূপে ধূমমাত্রে, বহ্নিস্বরূপে বহ্নিমাত্রের ব্যাপ্তি নিশ্চয়প্রযুক্ত পর্ব্বতস্থ ধূম দর্শন করিয়াও তদ্দ্বারা পর্ব্বতে সামান্যতঃ বহ্নির অনুমিতি জন্মে। তাই এইরূপ অনুমান প্রমাণের নাম "সামান্যতোদৃষ্ট"। "তদ্ভি সামান্যতোদৃষ্টং যথা বহ্ন্যনুমাদিকং"। ('মানমেয়োদয়')

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসকমতে অতীন্দ্রিয় পদার্থের কুত্রাপি ব্যাপ্তি-প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায় অনুমিতি হইতে পারে না। সুতরাং "অর্থাপত্তি" নামক প্রমাণের দ্বারাই অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ সিদ্ধ হয়, এবং সেজন্যও অনুমান হইতে ভিন্ন "অর্থাপত্তি" নামক প্রমাণ স্বীকার্য্য। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় উহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান দ্বারাই অনেক অতীন্দ্রিয় পদার্থ সিদ্ধ হয়। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও সাংখ্যকারিকায় স্পষ্ট বলিয়াছেন—"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ"। (৬) বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন—"সামান্যতোদৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ"। (৩২৭) প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও অনুমান প্রমাণকে "দৃষ্ট" ও "সামান্যতোদৃষ্ট" নামে দ্বিবিধ বলিয়া অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি স্থলেই "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের উদাহরণ বলিয়াছেন।

শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞও 'ন্যায়সারে' লিঙ্গকে "দৃষ্ট" ও "সামান্যতোদৃষ্ট" নামে দ্বিবিধ বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুমাপক লিঙ্গকেই বলিয়াছেন—"সামান্যতোদৃষ্ট", এবং ইন্দ্রিয়ের অনুমাপক-লিঙ্গকে ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন। ফল কথা, ঐ সম্প্রদায়ের মতে অতীন্দ্রিয় পদার্থের সিদ্ধির জন্য 'অর্থাপত্তি' নামক পৃথক প্রমাণ স্বীকার করা অনাবশ্যক। "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে। ['অর্থাপত্তি' দ্র]

কালভেদে বিষয়ভেদপ্রযুক্তও অনুমানের ভেদ আছে। ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন—'ত্রিকালবিষয়কানু . . . —অর্থাৎ লৌকিক-প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান পদার্থবিষয়ক। কিন্তু অনুমান, ভূত ও ভবিষ্যৎপদার্থবিষয়কও হয়। চরক সংহিতার সূত্রস্থানেও (১১ শ অঃ) কথিত হইয়াছে—

"প্রত্যক্ষপূর্ব্বং ত্রিবিধং ত্রিকালঞ্চানুমীয়তে।
বহ্নির্নিগূঢ়ো ধূমেন মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ।
এবং ব্যবস্যন্ত্যতীতং বীজাৎ ফলমনাগতং" ॥

উদ্ধৃত শ্লোকে অনুমানকে "ত্রিকাল" অর্থাৎ ত্রিকালীন পদার্থবিষয়ক বলিয়া পরে তাহার উদাহরণ কথিত হইয়াছে। ধূম হেতুর দ্বারা অদৃশ্য-বহ্নির অনুমান, বর্ত্তমান-পদার্থ বিষয়ক। রমণীর গর্ভলক্ষণ দেখিয়া সেই হেতুর দ্বারা তাহাতে পূর্ব্বজাত পুরুষ সংযোগ-বিশেষের যে অনুমান, তাহা অতীত-পদার্থ বিষয়ক। ভূগর্ভে রোপিত বীজ বিশেষ দেখিয়া সেই হেতুর দ্বারা ভবিষ্যৎ ফলের যে অনুমান, তাহা ভবিষ্যৎ-পদার্থ-বিষয়ক। ন্যায়-সূত্রানুসারে উক্ত শ্লোকে অনুমান-প্রমাণকে ত্রিবিধও বলা হইয়াছে টীকাকার চক্রপাণিদত্ত ও গঙ্গাধর ঐ স্থলে "কার্য্যহেতুক", "কারণ-হেতুক" এবং 'সামান্যতোদৃষ্ট" এই ত্রিবিধ অনুমানই চরকের অভিপ্রেত বলিয়াছেন। এবং ধূমহেতুর দ্বারা বহ্নির অনুমান-স্থলেই "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত স্থলে কার্য্যহেতুক কারণের অনুমানও বলা যায়।

অনুমানের স্বার্থপরার্থভেদ ও পঞ্চাবয়ব

সর্ব্বপ্রকার অনুমানই স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দ্বিবিধ। নিজের তত্ত্ব-নিশ্চয়ার্থ যে অনুমানকে আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে স্বার্থানুমান। আর অপরের তত্ত্ব-নিশ্চয়ের জন্য অথবা অপরকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে যে অনুমান-প্রমাণকে আশ্রয় করা হয়, তাহাকে বলে পরার্থানুমান। কিন্তু অপরের নিকটে নিজ মত প্রতিপাদন করিতে হইলে বাক্য-প্রয়োগ আবশ্যক। সেই বাক্যের নাম ন্যায়বাক্য।

বাদী প্রথমে সেই ন্যায়বাক্যের প্রয়োগ করিবেন। যথাক্রমে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি নিগমন পর্য্যন্ত পঞ্চবাক্যের সমষ্টি গৌতমের মতে ন্যায়বাক্য। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটী খণ্ডবাক্য সেই ন্যায়নামক মহাবাক্যের অংশ,—এজন্য উহা ন্যায়ের "অবয়ব" নামে কথিত হইয়াছে। তাই গৌতম বলিয়াছেন—"প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয় নিগমনান্যবয়বাঃ" (১ ১.৩২। অর্থাৎ (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন নামক পঞ্চবাক্য পঞ্চাবয়ব।

গৌতম পরে যথাক্রমে উক্ত পঞ্চাবয়বের লক্ষণ বলিয়াছেন, এবং উক্ত পঞ্চাবয়বের উল্লেখ করিয়া পরার্থ-অনুমানপ্রমাণও সূচনা করিয়াছেন। কারণ অনুমান কেবল স্বার্থ হইলে পঞ্চাবয়বের উল্লেখ অনাবশ্যক। সুতরাং পঞ্চাবয়বের উল্লেখের দ্বারা পরার্থ-অনুমানও সূচিত হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমান যে দ্বিবিধ, ইহাও সূচিত হইয়াছে। সূত্রের দ্বারা উক্তরূপে অনেক অর্থের সূচনা হয়, এজন্য উহার নাম সূত্র। ফলকথা, গৌতমসূত্রে যে অনুমানের স্বার্থ-পরার্থ ভেদের বোধক কোন কথা নাই, এইরূপ মন্তব্য অমূলক।

পঞ্চাবয়বের প্রথম অবয়ব "প্রতিজ্ঞা"। গৌতম বলিয়াছেন—"সাধ্য-নির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা"। অর্থাৎ অনুমেয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মিরূপ সাধ্যের বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞা। বাদী প্রথমে ঐ প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োগ করিয়া তাহার সেই সাধ্যের প্রকাশ করিবেন। যেমন নৈয়ায়িকের মতে শব্দ অনিত্য। মীমাংসকের মতে শব্দ নিত্য। বাদী নৈয়ায়িক নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে প্রথমে মধ্যস্থের প্রশ্নানুসারে (১) প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিবেন—"শব্দোঽনিত্যঃ"। শব্দে অনিত্যত্বের জ্ঞাপক হেতু কি? এই প্রশ্নানুসারে পরে (২) হেতু বাক্য বলিবেন—"উৎপত্তিমত্বাৎ"। নৈয়ায়িকের মতে বিদ্যমান শব্দেরই অভিব্যক্তি হয় না, কিন্তু পূর্ব্বে অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তি হয়। সুতরাং তাঁহার মতে শব্দে উৎপত্তিমত্ত্ব ধর্ম্ম থাকে। উৎপত্তিমত্ত্ব থাকিলেই যে সে পদার্থ অনিত্য হইবে, ইহা কিরূপে বুঝা যায়? এইরূপ প্রশ্নানুসারে নৈয়ায়িক পরে (৩) উদাহরণ বাক্য বলিবেন—"যথা ঘটঃ"। অর্থাৎ—যেমন ঘট উৎপত্তি-মান, এবং অনিত্য। পরে সেই অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট উৎপত্তিমত্ত্বহেতু যে শব্দে আছে, ইহা বুঝাইতে নৈয়ায়িক (৪) উপনয়বাক্য বলিবেন—"তথাচায়ং"। সর্ব্বশেষে নিগমনবাক্য বলিবেন—(৫) "তস্মাৎ শব্দোঽনিত্যঃ"। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য ভেদে হেতুবাক্য, উদাহরণ বাক্য ও উপনয় বাক্য দ্বিবিধ। উক্ত পঞ্চাবয়বের আকার বিষয়েও অনেক বক্তব্য ও মতভেদ আছে।

অবয়বের সংখ্যাবিষয় মতভেদ

মীমাংসক ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ, অথবা উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই অবয়ব-ত্রয়ের দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় পঞ্চাবয়ব স্বীকার অনাবশ্যক। উক্তমতে কল্পভেদে উক্ত অবয়বত্রয়ই প্রযোজ্য পাশ্চাত্ত্য নৈয়ায়িকগণও উক্তমতই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জৈন নৈয়ায়িক ধর্ম্মভূষণ 'ন্যায়দীপিকায়' বলিয়াছেন—"দ্ব্যবয়বৌ প্রতিজ্ঞা হেতুশ্চ"। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ও হেতু, এই অবয়বদ্বয়ই প্রযোজ্য। শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য্য বাদিদেব সূরিও 'প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার' গ্রন্থে "অন্তর্ব্যাপ্তি" সমর্থন করিয়া উদাহরণ বাক্যরূপ তৃতীয় অবয়বকে অনাবশ্যক বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"নোপনয়-নিগমনয়োরপি পরপ্রতিপত্তৌ সামর্থ্যং, পক্ষ—হেতুপ্রয়োগাদেব তৎসিদ্ধেঃ" (৩৪০) অর্থাৎ উপনয় ও নিগমন বাক্যও অনাবশ্যক।

কিন্তু তিনি পরে আরও বলিয়াছেন—"মন্দমতীস্তু ব্যুৎপাদয়িতুং "দৃষ্টান্তোপনয়নিগমনান্যপি প্রযোজ্যানি"। অর্থাৎ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে বুঝাইতে হইলে উদাহরণ প্রভৃতি অবয়বত্রয়ও প্রযোজ্য। জৈন নৈয়ায়িক কুমারনন্দীও ঐ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন—"প্রয়োগ পরিপাটীতু প্রতিপাদ্যানুসারতঃ"। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস দাসও 'যতীন্দ্র-মত দীপিকা' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"অস্মাকন্তু অনিয়মঃ, কচিৎ পঞ্চাবয়বা·· মৃদু মধ্যম কঠোর ধিয়াং" ইত্যাদি। অর্থাৎ পরার্থানুমানে অবয়ব-প্রয়োগে তাঁহাদিগের মতে কোন নিয়ম নাই। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে উদাহরণ ও উপনয়, এই দুইটি মাত্র অবয়ব বলিলেই তাঁহারা বাদীর বক্তব্য বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে ঐ দুইটি মাত্র অবয়বই প্রযোজ্য। আর মধ্যম বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে উহার পরে নিগমনবাক্যও প্রযোজ্য। কিন্তু মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই প্রযোজ্য। নচেৎ তাহারা বাদীর বক্তব্য নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে না। এখানে বলা আবশ্যক যে, যাঁহারা স্থলবিশেষেও পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, তাঁহারা পঞ্চাবয়ববাদ স্বীকারই করিয়াছেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধু ও তাঁহার শিষ্য দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি প্রতিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়াছেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বাক্যরূপ অবয়ব স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞা বাক্য না বলিলে "প্রতিজ্ঞান্যূন" নামক নিগ্রহ-স্থান হইবে না। উক্ত মতানুসারেই প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে (৫ম পঃ) বলিয়াছেন—"ন্যূনং নেষ্টং প্রতিজ্ঞয়া"। অর্থাৎ "প্রতিজ্ঞান্যূন" নিগ্রহ-স্থান স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মতে "উদাহরণ" ও "উপনয়" এই দুই অবয়বের দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা ঐ অবয়ব-দ্বয়-বাদী, ইহাই পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরে যে সমস্ত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক "অন্তর্ব্যাপ্তি" সমর্থন করিয়া "বহির্ব্যাপ্তি" প্রদর্শন অনাবশ্যক বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে উদাহরণ বাক্যও অনাবশ্যক হওয়ায় কেবল "উপনয়" রূপ এক অবয়বই বক্তব্য। কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরার্থানুমানে উদাহরণ বাক্যও বলিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহাদিগের মধ্যেও নানা মত হইয়াছে। বসুবন্ধু কৃত 'তর্ক-শাস্ত্র' গ্রন্থ পাঠ করিলে এবিষয়ে অনেক কথা জানা যাইবে।

পঞ্চাবয়ব-বাদের যুক্তি

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, বাদী প্রথমে তাঁহার সাধ্য—নির্দ্দেশ করিতে প্রতিজ্ঞা বাক্য না বলিলে তাঁহার ন্যায়-প্রয়োগ হইতেই পারে না। কারণ, তাঁহার সাধনীয় কি, তিনি কি সিদ্ধ করিতে অনুমান প্রদর্শন করিবেন, ইহা প্রথমেই না বলিলে তিনি কিসের জন্য হেতু বাক্যাদির প্রয়োগ করিবেন? অর্থাৎ প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্য না বলিলে আকাঙ্ক্ষার অভাবে তাঁহার হেতু বাক্যের প্রয়োগ সঙ্গতই হয় না। সুতরাং প্রথমে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়া পরে মধ্যস্থ বা প্রতিবাদীর প্রশ্নানুসারে তিনি দ্বিতীয় অবয়ব পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হেতু-বাক্যের প্রয়োগ করিবেন। কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রতিপাদ্য সাধ্য-ধর্ম্মের সাধন বা হেতু না বলিলে কেবল প্রতিজ্ঞা-বাক্য দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

বাদী হেতু-বাক্যের দ্বারা তাঁহার সাধ্য-ধর্ম্মের সাধন বলিলেও তাহাতে যে, তাঁহার সাধ্য-ধর্ম্মের ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ আছে,—ইহাও প্রদর্শন করা আবশ্যক। কারণ, সেই হেতু, সেই সাধ্য-ধর্ম্মের ব্যাপ্য না হইলে তদ্দ্বারা সেই সাধ্যধর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব হেতু বাক্যের পরে তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ বাক্য অবশ্য বক্তব্য। কিন্তু তাহা বলিলেও সেই সাধ্য-ধর্ম্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সেই হেতু যে, বাদীর গৃহীত সেই পক্ষ বা ধর্ম্মীতে আছে, ইহা বুঝা যায় না। তাহা না বুঝিলেও সেখানে সেই হেতুর দ্বারা অনুমিতি জন্মে না। সুতরাং তাহা বুঝাইবার জন্য বাদী পরে চতুর্থ অবয়ব "উপনয়" বাক্য বলিবেন। তদ্দ্বারা মধ্যস্থ-গণের অনুমিতির চরম কারণ পূর্ব্বোক্ত (সাধ্য-ধর্ম্মের ব্যাপ্য-হেতু বিশিষ্ট পক্ষ এইরূপ) "লিঙ্গ-পরামর্শ" নামক জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় সেই অনুমিতি জন্মিবে।

সর্ব্বশেষে বাদী তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত চারিটী বাক্য যে, সাকাঙ্ক্ষ অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, ইহা বুঝাইবার জন্য পঞ্চম অবয়ব নিগমন বাক্যের প্রয়োগ করিবেন। কারণ, পূর্ব্ব-কথিত চারিটী বাক্যের পরস্পর সম্বন্ধ না বুঝিলে উহার দ্বারা বাদীর প্রতিপাদ্য অর্থ বুঝা যায় না। ভাষ্যকার "নিগমন" শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেও বলিয়াছেন,—"নিগম্যন্তেঽনেন প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়া একত্রেতি নিগমনং"। অর্থাৎ যে বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি চারিটি বাক্য একই প্রতিপাদ্য-অর্থে পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝা যায়, তাহা "নিগমন"।

ভাষ্যকার পরে 'নিগমন" বাক্যের অন্য বিশেষ প্রয়োজনও বলিয়াছেন যে, বাদী সর্ব্বশেষে "নিগমন" বাক্যের প্রয়োগ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবেন যে, তাঁহার কথিত সেই হেতু বাধিতও নহে, "প্রকরণসম" বা সৎপ্রতিপক্ষও নহে। সুতরাং উহা পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে কোন প্রকার হেত্বাভাস না হওয়ায় উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্য সিদ্ধি হইবেই।

যেমন "শব্দোঽনিত্যঃ উৎপত্তিমত্ত্বাৎ"—ইত্যাদি ন্যায়-প্রয়োগ-স্থলে সর্ব্বশেষে বাদী, "তস্মাৎ শব্দোঽনিত্যঃ"—এইরূপ "নিগমন" বাক্য প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব-রূপ সাধ্য-ধর্ম্মের নিশ্চয় হওয়ায়,—তাহাতে উহার বিপরীত ধর্ম্ম নিত্যত্বের সংশয়ও হইতে পারে না। শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞ 'ন্যায়সারে' এবং 'তত্ত্বচিন্তামণি'র অবয়ব-প্রকরণে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও "নিগমন" বাক্যের উক্তরূপ প্রয়োজন সমর্থন করিয়াছেন। গোতমোক্ত তৃতীয় ও পঞ্চম হেত্বাভাস বুঝিলে ইহা বুঝা যাইবে।

এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে,—মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে প্রথম কল্পে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব ত্রয়ের মধ্যে উপনয় বাক্য নাই, এবং দ্বিতীয়-কল্পে উদাহরণাদি অবয়ব ত্রয়ের মধ্যে হেতু-বাক্য নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, প্রথম-কল্পে হেতু বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয়-কল্পে উপনয় বাক্যের দ্বারাই হেতু বুঝা যায় এবং দ্বিতীয়-কল্পে নিগমন বাক্যের দ্বারাই প্রতিজ্ঞার্থ বুঝা যায়। তাঁহাদিগের মতে সাধ্য-ধর্ম্মের ব্যাপ্তি বিশিষ্ট লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমিতির কারণ নহে। কিন্তু হেতু পদার্থ সাধ্য-ধর্ম্মের ব্যাপ্য, এই জ্ঞানের পরে—"হেতুমান্ পক্ষ"—এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ যথাক্রমে উৎপন্ন উক্তরূপ জ্ঞানদ্বয় অনুমিতির কারণ।

কিন্তু 'তত্ত্বচিন্তামণি'-কার গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট লিঙ্গ-পরামর্শকে অনুমিতির কারণ না বলিলেও

হেতুমান্ পক্ষ,—এইরূপ জ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলিতেই হইবে। উক্তরূপ জ্ঞানকে বলে হেতুর 'পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান'। ঐ জ্ঞান ব্যতীত সেই পক্ষে সেই সাধ্যধর্ম্মের অনুমিতি হইতেই পারেনা। সুতরাং উক্তমতেও সেই পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান-সম্পাদনের জন্য "হেতুমান পক্ষ"—এইরূপ অর্থ-বোধক উপনয় বাক্যের প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং উক্ত মতেও প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব ত্রয়ই বলা যায় না।

আর কল্পান্তরে উদাহরণাদি অবয়ব-ত্রয়ও বলা যায় না। কারণ, তন্মধ্যে উপনয়বাক্যের দ্বারা সেই পদার্থকে হেতু বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, "উপনয়" বাক্যে হেতুত্ব-বোধক কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু হেতুবাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারাই হেতুত্ব বুঝা যায়। সুতরাং বাদীর অভিমত হেতু-পদার্থের হেতুত্ব বোধ'ন রজন্ত পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হেতু-বাক্য, প্রতিজ্ঞা-বাক্যের পরেই প্রযোজ্য। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োগ না করিলে আকাঙ্ক্ষার অভাবে হেতু-বাক্যের প্রয়োগ সঙ্গতই হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যুক্তি-অনুসারে পরার্থানুমানে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বই প্রযোজ্য। স্থল

-- আবশ্যক না হওয়াও উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগ কর্ত্তব্য

হ' অনেক নব্য নৈয়ায়িক বলিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথ

শি ণি প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, সেইরূপ স্থলেও বাদী বা প্রতিবাদীর নিজকর্ত্তব্যনির্ব্বাহের জন্য উদাহরণ-বাক্যও প্রযোজ্য। নচেৎ অব' প্রয়োগে "ন্যূন" নামক নিগ্রহ স্থান হয়।

পরন্তু য হারা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও মধ্যম-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞাদি সমস্ত অবয়বের প্রয়োগ অনাবশ্যক বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের যুক্তিও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, জিগীষা মূলক "জল্প" ও "বিতণ্ডা" নামক বিচার-স্থলে বাদী কখনই তাঁহার প্রতিবাদী বা মধ্যস্থগণের বুদ্ধির তারতম্য নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে বাক্য-প্রয়োগ করিতে পারেন না। পরন্তু অনেক সময়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মধ্যস্থও বাদী বা প্রতিবাদীর বক্তব্য নিঃসন্দেহে বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে বলেন—ইহাও দেখা যায়। উক্তরূপ বিচারস্থলে বাদী বা প্রতিবাদী তাঁহাদিগের প্রতিপাদ্য বোধক কোন বাক্য না বলিলে অনেক নিগ্রহ-স্থানেরও আশঙ্কা থাকে। সুতরাং বাদী বা প্রতিবাদী সেখানে মধ্যস্থ-দিগকে পূর্ব্বেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া নিশ্চয় করিয়া বাক্য সংক্ষেপ করিতে পারেন না। মধ্যস্থগণও সেখানে পূর্ব্বে তাঁহাদিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বা মন্দ, এইরূপ কোন কথা বলেন না।

পঞ্চাবয়ববাদই বহু সম্মত

সাংখ্যসূত্রকারও "পঞ্চাবয়ব-যোগাৎ সুখ-সংবিত্তিঃ" (৫.২৭) এইসূত্রের দ্বারা পঞ্চাবয়ববাদেরই সম্মতি সূচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ এবং শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞও পঞ্চা-বয়বই বলিয়াছেন। চরকসংহিতার বিমানস্থানেও (৮ম অঃ) গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়বই উদাহরণের সহিত কথিত হইয়াছে। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে—"প্রতিজ্ঞা হেতু-দৃষ্টান্তা বুপসংহার এবচ। তথা নিগমনঞ্চৈব পঞ্চাবয়বমিষ্যতে" (৩.৫.৫)। উক্ত বচনে উদাহরণ নামক তৃতীয় অবয়বই "দৃষ্টান্ত" নামে এবং উপনয় নামক চতুর্থ অবয়বই "উপসংহার"নামে কথিত হইয়াছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বেও নারদের পাণ্ডিত্যবর্ণনায় কথিত হইয়াছে— "পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ (৫ ৫) অর্থাৎ নারদমুনি গৌতমোক্ত পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্যের অর্থাৎ ন্যায়বাক্যের অনুকূল তর্করূপ গুণ এবং হেত্বাভাসাদি সমস্ত দোষ জানিতেন। টীকাকার নীলকণ্ঠও সেখানে উক্ত বচনের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত পঞ্চাবয়ববাদই যে বহু সম্মত ও প্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অনুমান-প্রমাণের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে হেত্বাভাসের সমস্ত তত্ত্বও বিশেষ ভাবে বুঝা আবশ্যক। পরে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে। [হেত্বাভাস দ্র°]

অনুমানকাঞ্চন—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুমানখণ্ড—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ। [তত্ত্বচিন্তামণি দ্র°]

অনুমানখণ্ডতর্ক—শ্রীকণ্ঠ দীক্ষিত রচিত একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ।

অনুমানখণ্ডতর্কদীপিকা—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুমানখণ্ডদূষণোদ্ধার—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ। যজ্ঞপতির পুত্র নরহরি ইহা রচনা করেন।

অনুমানচিন্তামণিদীধিতিরহস্য—মথুরানাথ রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমানচিন্তামণিদীধিতিসারমঞ্জরী—সিদ্ধান্তবাগীশ শব্দাচার্য্য (ভবানন্দ) কর্ত্তৃক রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমানজাগদীশীক্রোড়—কালীশঙ্কর-রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমাননিরূপণ—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুমানপরিচ্ছেদ—রঘুদেব-রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমানপ্রকাশিকা—রুচিদত্ত-রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমানপ্রবেশ—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুমানপ্রামাণ্যবাদ—মথুরানাথ-রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমানপ্রামাণ্যবাদরহস্য—মথুরানাথ-রচিত একখানি ন্যায়-বিষয়ক গ্রন্থ।

অনুমানপ্রামাণ্যব্যবস্থাপন—একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ

অনুমানমঞ্জরীসার—যাদব-রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমানমণিদীধিতিপ্রসারিণী—একখানি দীধিতি গ্রন্থ।

অনুমানমণিদীধিতিসামান্যলক্ষণাটিপ্পনী—জগদীশ-রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমানমাধুরীক্রোড়—কালীশঙ্কর-রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমানলক্ষণ—ভবানন্দকৃত তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি (ভবানন্দী) গ্রন্থের একখানি টিপ্পনী। মহাদেব পুণতামকর ইহার রচয়িতা। ২ লক্ষ্মীদাস বিরচিত উক্ত গ্রন্থের একখানি টিপ্পনী।

অনুমানালোকদীপিকা—মাধবমিশ্র বিরচিত একখানি গ্রন্থ

অনুমানবাক্য—(Syllogism) বা অনুমানবাক্য বুঝিতে হইলে প্রতিজ্ঞা কাহাকে বলে, প্রতিজ্ঞা কয় প্রকার ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিজ্ঞার দুইটী অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়; যথা, জগদীশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা। জগদীশ্বর ও সর্ব্বনিয়ন্তা এই দুইটী শব্দকে লজিকের ভাষায় term বা অভিধেয় বলা হইয়া থাকে। কোন একটী শব্দ বা একাধিক শব্দ যদি উদ্দেশ্য বা বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তবে তাহারই নাম term বা অভিধেয়। 'জগদীশ্বর' এই শব্দটীও অভিধেয়। আবার যদি বলি 'জগদীশ্বরের সৃষ্টি' তাহা হইলে এই দুইটী শব্দেও একটী অভিধেয় হইবে। কারণ উদ্দেশ্য ও বিধেয়স্থলে 'জগদীশ্বরের সৃষ্টি' এই অভিধেয়টীকে ব্যবহার করিতে পারিব। যদি বলি জগদীশ্বরের সৃষ্টি অনাদি' তাহা হইলে 'জগদীশ্বরের সৃষ্টি' এই অভিধেয়টী উদ্দেশ্যভাবে ব্যবহৃত হইল। আবার যদি বলি 'জগৎ জগদীশ্বরের সৃষ্টি' তাহা হইলে ইহা বিধেয়ভাবে ব্যবহৃত হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন প্রতিজ্ঞায় উদ্দেশ্য ও বিধেয় একটী সংযোজক শব্দের দ্বারা সংযোজিত হয়। যেমন 'জগদীশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা'—এ স্থলে 'হয়েন' এই সংযোজক শব্দ উহ্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। 'ভূ' ধাতুর বর্ত্তমান কালের রূপ 'হয়', 'হয়েন' ইত্যাদি শব্দই সংযোজক শব্দ।

গুণ অনুসারে প্রতিজ্ঞা দ্বিবিধ—ভাববাচক ও অভাববাচক। জগদীশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা'—এই হইল ভাববাচক প্রতিজ্ঞা। 'মনুষ্য সর্ব্বনিয়ন্তা নহে'—এই হইল অভাববাচক প্রতিজ্ঞা। নহে = না হয়। ভাববাচক অর্থে হাঁ বাচক এবং অভাববাচক অর্থে না বাচক বুঝিতে হইবে। আবার পরিমাণ অনুসারে প্রতিজ্ঞা দ্বিবিধ—সামান্য প্রতিজ্ঞা ও বিশেষ প্রতিজ্ঞা। সকল মানব নশ্বর' এই হইল সামান্য প্রতিজ্ঞা। কতকগুলি মানব বিদ্বান এই হইল বিশেষ প্রতিজ্ঞা। যে প্রতিজ্ঞায় সকলকে বুঝায় তাহাই সামান্য প্রতিজ্ঞা এবং যাহাতে সকলকে না বুঝাইয়া 'কতিপয়কে' বুঝাইয়া থাকে তাহা বিশেষ প্রতিজ্ঞা। সুতরাং গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রতিজ্ঞা চারিভাগে বিভক্ত,—ভাববাচক সামান্য প্রতিজ্ঞা (অ) অভাববাচক সামান্য প্রতিজ্ঞা (আ), ভাববাচক বিশেষ প্রতিজ্ঞা (ই), এবং অভাববাচক সামান্য প্রতিজ্ঞা (ও)। দৃষ্টান্ত—সকল মানব নশ্বর অ., কোন মানব অবিনশ্বর নহে আ, কতকগুলি মানব বিদ্বান ই এবং কতকগুলি মানব দানশীল নহে ও

এইবার অনুমান বাক্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাশ্চাত্য লজিকে অনুমানবাক্যের তিনটী অবয়ব। দুইটী প্রতিজ্ঞা হইতে নিগমন দ্বারা আর একটী প্রতিজ্ঞা বাহির হয়।

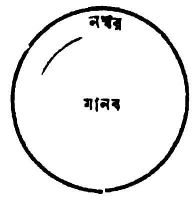
সকল মানব নশ্বর।

দার্শনিকগণ—মানব।

অতএব দার্শনিকগণ—নশ্বর।

এখানে 'দার্শনিকগণ—নশ্বর' এই হইল নিগমন। এই অনুমানের সঙ্গতি অঙ্কনের দ্বারাও দেখাইতে পারা যায়।

'সকল মানব নশ্বর' এই প্রতিজ্ঞাটীকে অঙ্কনের দ্বারা দেখাইলে নিম্নোক্ত অঙ্কন হইবে।



'মানব এই বৃত্তটী 'নশ্বর'। ইহা বহির্বৃত্তটীর আংশিক ভাবে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কারণ, মানব ব্যতীত অন্যান্য অনেক বস্তুই 'নশ্বর'।

'দার্শনিকগণ—মানব' এই প্রতিজ্ঞাটীকে অঙ্কনের দ্বারা দেখাইলে নিম্নোক্ত রূপ অঙ্কন হইবে।



'মানব' এই বৃত্তটীর আংশিক বৃত্ত হইতেছে 'দার্শনিকগণ' এই বৃত্তটী। কারণ দার্শনিকগণ ব্যতীত আরও ত মানব আছে।

এক্ষণে 'সকল মানব নশ্বর' 'দার্শনিকগণ মানব' অতএব দার্শনিকগণ নশ্বর—এই অনুমানবাক্যটীকে যদি অঙ্কনের দ্বারা দেখান হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত অঙ্কন হইবে।

দার্শনিকগণ যে নশ্বর ইহা উপরোক্ত অঙ্কনের দ্বারা বেশ বুঝা যায়। কারণ 'দার্শনিকগণ' এই বৃত্তটী 'নশ্বর এই বৃত্তটীরই অন্তর্ভুক্ত।



উক্ত পাশ্চাত্ত্য অনুমানবাক্যটীকে নব্যন্যায়ের ভাষায় বিশ্লেষণ করিলে বলিতে হয়, নশ্বরের ব্যাপ্য হইতেছে মানব এবং মানবের ব্যাপ্য হইতেছে দার্শনিকগণ; সুতরাং নশ্বরের ব্যাপ্য যে দার্শনিকগণ ইহাতে সন্দেহ নাই।

'পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' এই অনুমানটী পাশ্চাত্ত্য লজিকের ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে নিম্নোক্ত প্রকার অনুমান বাক্য হইবে।

সকল ধূমবান্ বস্তু বহ্নিমান্।
পর্ব্বত ধূমবান।
অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান।

পাশ্চাত্ত্য লজিকে অনুমান বাক্যের চারি প্রকার রূপ আছে। লক্ষ্য করিতে হইবে middle term অর্থাৎ মধ্য-অভিধেয় দুইটীর মধ্যে দাগ টানিয়া রূপগুলির প্রভেদ প্রদর্শিত হইল।

(১ম রূপ)	সকল মানব	নশ্বর।
	রাম	মানব।
	রাম	নশ্বর।
(২য় রূপ)	মানব	অভ্রান্তচেতা নহে।
	কতিপয় যোনি	অভ্রান্তচেতা।
	কতিপয় যোনি	মানব নহে।
(৩য় রূপ)	সকল মানব	চৈতন্যযুক্ত।
	সকল মানব	ত্রুটিবিচ্যুতিযুক্ত।
	কতিপয় ত্রুটিবিচ্যুতিযুক্তজীব চৈতন্যযুক্ত।	
(৪র্থ রূপ)	সকল মানব	ত্রুটিবিচ্যুতিযুক্ত।
	সকল ত্রুটিবিচ্যুতিযুক্ত জীব ধ্বংসশীল।	
	কতিপয় ধ্বংসশীল বস্তু মানব।	

উক্ত চারি প্রকারের এক একটী রূপে নানাবিধ অনুমান-বাক্য হইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে সেই সমুদয় বিভেদ এস্থলে কথিত হইল না।

অনুমানবাদ—গোপীনাথ রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমানস্য পৃথক্প্রামাণ্যখণ্ডনম্—বলভদ্রসিংহের পুত্র বেদান্তাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমানস্বরূপনির্ণয—মহাদেব-রচিত ভবানন্দকৃত তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি (ভবানন্দী) গ্রন্থের একখানি টিপ্পণী।

অনুমানসূত্ত—মজ্ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত বৌদ্ধসূত্রবিশেষ। ইহাতে ভিক্ষুদিগকে বিশেষ বিশেষস্থলে সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতে বলা হইয়াছে।

অনুমানালোকদর্পণ—'তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকদর্পণ' নামক গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। মহেশ ইহার রচয়িতা।

অনুমানোক্তি—(স্ত্রী) তর্ক, উহ।

অনুমাপক—(ত্রি) যে প্রমাণ করে ২ পরিমাণনির্ণায়ক।

অনুমার্গ—(অব্য) [মার্গমনতিক্রম্য অব্যয়ী] মার্গকে অতিক্রম না করিয়া, মার্গানুরূপ। যথামার্গ এই রূপ যাথার্থ্যে অব্যয়ী। অনু পশ্চাৎ মার্গস্য পশ্চাৎ অব্যয়ী পথের পশ্চাৎ। মার্গে অর্থাৎ পথে এইরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী।

অনুমাষ—(অব্য) [মাষে এইরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী।] মাষকলায়ে। ২ পরিমাণবিশেষে।

অনুমাস—(অব্য) [মাসে মাসে বীপ্সার্থে অব্যয়ী] প্রতিমাসে।

অনুমিত—(ত্রি) [অনু মা-ক্ত] হেতু দ্বারা নিশ্চিত। ২ যাহা অনুমান করা হইয়াছে।

অনুমিতি—(স্ত্রী) [অনু মা ক্তিন] ব্যাপ্য হেতুদ্বারা ব্যাপক বস্তুর নিশ্চয় করা। অনুভবাত্মক যথার্থ জ্ঞান। এই অনুমিতির যাহা করণ, তাহা অনুমান। এই অনুমানটী ব্যাপ্তির জ্ঞান, পরামর্শটী ব্যাপার, আর অনুমিতি তাহার ফল। পরামর্শটী ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য অনুমিতির জনক হওয়ায় তাহা অনুমিতির ব্যাপার হইল। কারণ পরামর্শের লক্ষণ হইতেছে—"তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনক: ব্যাপার:।" এজন্য বলা হয় পরামর্শ-জ্ঞানজন্য জ্ঞানই শেষ জ্ঞান। প্রাচীনের মতে পরামর্শই করণ। এমতে করণ বলিতে ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণ নহে, কিন্তু কেবল অসাধারণ কারণই করণ। সুতরাং করণের ব্যাপার না থাকিয়াও তাহা করণ হয়।

নির্দোষ অনুমিতি করিতে হইলে এই বিষয়গুলির জ্ঞান থাকা দরকার। এই অনুমিতির ফল অদৃষ্ট বা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ। ইহা যখন পরার্থ অনুমিতি হয়, তখন স্থলবিশেষে বিচার নামে অভিহিত হয়। বিচারে একাধিক অনুমিতির প্রয়োজন। বিচারস্থলে বাদ কথায় মধ্যস্থ থাকিতেও পারে,

নাও পারে। কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডা কথাতে মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক। তখন অনুমিতির আনুষঙ্গিক ফল কেবল সংশয়নিরাস নহে, জয়-পরাজয়ও বলিতে পারা যায়।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগ ব্যতীত অনুমিতির আর একপ্রকার বিভাগ আছে। যথা—সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি এবং অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতি।

সামানাধিকরণ্যে অনুমিতি—যে স্থলে হেতুর জ্ঞান পক্ষতা-বচ্ছেদক সমানাধিকরণরূপে হইয়া থাকে, সে স্থলে সামানাধি-করণ্য অনুমিতি বলা হয়। যেমন, 'পর্ব্বত বহ্নিমান ধূমাৎ' স্থলে পর্ব্বতটী পক্ষতাবচ্ছেদক, এই পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে হেতু ধূমের জ্ঞান হইলে যে কোন একটী পর্ব্বতে সাধ্য-বহ্নির জ্ঞান হয়। কারণ, পর্ব্বতত্ব ধর্ম্মটী যেখানে থাকে সেইস্থানে হেতুও আছে, এই ভাবে এই অনুমিতিটী হয়। এস্থলে সকল পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় না।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতি—যে স্থলে পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে হেতুর জ্ঞান হয়, সেস্থলে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অনুমিতি বলা হয়। যেমন উক্ত 'পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ব্বতত্ব, সেই পর্ব্বতত্বের ব্যাপক রূপে হেতু ধূমের জ্ঞান হইলে সকল পর্ব্বতে সাধ্য-বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে নবীন ও প্রাচীনগণের মধ্যে মতভেদ আছে। [অনুমান দ্র]

অনুমিতিক্রোড়—কালীশঙ্কর-রচিত একখানি ন্যায় গ্রন্থ।

অনুমিতিগ্রন্থটীকা—কৃষ্ণভট্ট-বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিগ্রন্থরহস্য—জগদীশ রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমিতিটীকা—ন্যায়ের একখানি টীকা। চন্দ্রনারায়ণ, রুদ্র, বাচস্পতি, শঙ্করমিশ্র ও হলনারায়ণ প্রত্যেকে এই নামে এক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

অনুমিতিতত্ত্ববাদ—গদাধর-বিরচিত একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ।

অনুমিতিদীধিতিটিপ্পণ—গদাধর-বিরচিত একখানি টিপ্পণ গ্রন্থ। ২ জগদীশ রচিত অপর একখানি টিপ্পনী।

অনুমিতিনিরূপণ—রামনারায়ণ বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিপরামর্শ—রঘুদেব-রচিত একখানি গ্রন্থ। ২ মথুরানাথ রচিত অপর একখানি গ্রন্থ। ৩ কৃষ্ণমিশ্র রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিপরামর্শকার্য্যকারণভাব—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিপরামর্শকার্য্যকারণভাববিচার—মহাদেব রচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমিতিপরামর্শবাদ—রঘুদেব-বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিপরামর্শবিচার—একখানি টীকা গ্রন্থ। মহাদেব, রঘুদেব ও হরিরাম এই নামে এক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

অনুমিতিপ্রকাশ—মহাদেব-রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিবৃহট্টিপ্পণ—গোস্বামি রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিবৃহট্টীকা—কৃষ্ণভট্টবিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিমানস—হরিরাম-বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিমানসত্ত্ববিচার—গোপাল-ভট্টাচার্য্য রচিত একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিমানসবাদ—একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ। ইহা অনুমান প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপন নামেও পরিচিত।

অনুমিতিমানসবাদার্থ—গদাধর বিরচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ।

অনুমিতিরহস্য—গদাধর-রচিত একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ। ২ গঙ্গেশরচিত অনুমানতত্ত্বচিন্তামণির মথুরানাথ কৃত একখানি টীকা।

অনুমিতিলক্ষণ—একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ।

অনুমিতিলক্ষণপ্রকাশ—মহাদেব পুণ্যস্তম্ভকর রচিত ভবানন্দী প্রকাশ গ্রন্থের অন্তর্গত একখানি গ্রন্থের ব্যাখ্যান।

অনুমিতিলক্ষণবিবরণ—ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিবিচার—গদাধর-বিরচিত একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ। ২ হরিরামরচিত অনুমিতিবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুমিতিবিবেচন—গোলক-রচিত একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ।

অনুমিতিসঙ্গতি—গদাধর-বিরচিত একখানি ন্যায়গ্রন্থ। ২ কৃষ্ণভট্ট এই নামে ইহার একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

অনুমিতিসঙ্গতিপ্রকাশ—মহাদেব-বিরচিত একখানি ন্যায়-গ্রন্থ।

অনুমিত্যনুগম—হলধর বিরচিত একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ।

অনুমিৎসা—(স্ত্রী) [অনু-মা বা মি বা মী সন-ভাবে অ] অনুমান করিবার ইচ্ছা। ক্ষেপণের ইচ্ছা। ধনের ইচ্ছা।

অনুমিমান—(ত্রি) পূর্ণ করা, ভরা।

অনুমীয়মান—(ত্রি) যিনি অনুমান করেন, অনুমানকারী।

অনুমুগ্যদাশু—(পুং) সর্ব্ব কামনা-পূর্ণকারী ব্যক্তি।

অনুমৃত—(ত্রি) [অনু-মৃ-কর্ত্তার ক্ত অনু পশ্চাৎ মৃতঃ] পুত্রাদির শোকে পশ্চাৎ মৃত। এই স্থলে বাচস্পত্যাভিধানে, 'অনু-মৃ-কর্ম্মণি ক্ত' এইরূপ কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত বিধান করিয়া তাহার প্রমাণস্বরূপ, "ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে" (রঘু ৮.৮৫) রঘুবংশের এই অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু, বাস্তবিক অনুপূর্ব্বক মৃ ধাতু কখনই সকর্ম্মক হয় না, কাজেই কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ও বিহিত হইতে পারে না। পুনর্ব্বার অনুমরণ শব্দেও বাচস্পত্যে লেখা আছে,—'অনুপূর্ব্বকমরণস্য মরণসদৃশমরণার্থকত্বেন সকর্ম্মকত্বম। অতএব 'ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে' ইতি রঘৌ কর্ম্মণি ক্ত প্রয়োগঃ'। অনু-পূর্ব্বক মরণের সদৃশ মরণ এই অর্থে মৃ ধাতু সকর্ম্মক হইয়াছে, তাই রঘুর 'নানুমৃতা' ইত্যাদি কর্ম্মবাচ্যে ক্ত

প্রত্যয় হইয়াছে। কিন্তু রঘুবংশের যে 'অনুমৃতা' শব্দ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহা অনু পূর্ব্বক মৃ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই। ঐ শব্দটী অনুমৃৎ শব্দের তৃতীয়ান্তরূপ এবং অনু মৃ-ক্বিপ্ এইরূপে 'অনুমৃৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। [যথা মল্লিনাথ,—অনুম্রিয়তে ইতি অনুমৃৎ ক্বিপ্]

অনুমৃতা—(স্ত্রী) [অনু পশ্চাৎ মৃতঃ স্ত্রীত্বাৎ অনুমৃতা] যে স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পাদুকাদি লইয়া জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করে। যে স্বামীর মৃত দেহের সঙ্গে এক চিতায় পুড়িয়া মরে।

বেদ হইতে জানা যায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় শ্মশানে চিতা সাজাইয়া তাহার উপর শব রাখা হইত। মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী তাহার পাশে চিতার উপর শুইতেন, চিতার চারিদিকে পুত্রবতী সধবা স্ত্রীলোকেরা চক্ষে ঘৃত দিয়া এবং উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহাদের চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জল পড়িত না, ভুলিয়াও কেহ একবার শোক করিতেন না। কিছুক্ষণ পরে, সধবা রমণীদিগকে বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এদিকে ঋত্বিক্ ঐ বিধবা নারীকে চিতা হইতে উঠিতে বলিতেন এবং তিনি উঠিয়া আসিলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে আদেশ করিতেন। তখন দেবর কিম্বা মৃতব্যক্তির শিষ্য অথবা বাটীর কোন পুরাতন চাকর আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইতেন, পরে শবদাহ হইত। [অনুমরণ শব্দে প্রমাণ দ্র°]

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সহমরণের মন্ত্রের ভিতর দুইটী ঋঙ্মন্ত্র তুলিয়াছেন। ঐ দুইটী মন্ত্রের একটীর শেষে 'যোনিমগ্রে' এই পাঠ আছে। ইহাই প্রকৃত পাঠ। হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত পুস্তকেও ঐ পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্যও 'যে নিমগ্রে' এই পাঠ ধরিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 'যোনিমগ্নে' এইরূপ ভুল পাঠ লইয়া মহাগোলে পড়িয়াছেন। যাহা হউক, 'যোনিমগ্নে' এ প্রকার ভুল পাঠ স্বীকার করিলেও সহমরণের কথা প্রমাণ করা যায় না এবং পরের মন্ত্রের সঙ্গে পূর্ব্ব মন্ত্রের কোন সম্বন্ধ থাকে না। তদ্ভিন্ন 'যোনিমগ্নে' এই মন্ত্রেই মহাগোল পড়িয়া যায়। সায়ণের ভাষ্য সহ নিম্নে ঐ ঋক্ দুইটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে। "ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।" (ঋক্ ১০। ১৮। ৭)

সায়ণভাষ্য অবিধবাঃ—ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ, জীবদ্ভর্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ—শোভনপতিকাঃ। ইমা নার্য্যাঃ আঞ্জনেন সর্বতোঞ্জন-সাধনেন সর্পিষা ঘৃতেন অক্তনেত্রাঃ সত্যঃ বিশন্তু। অশ্রুবঃ অশ্রুবর্জিতা অরুদত্যোঽনমীবাঃ। অমীবা রোগঃ। তদ্বর্জিতাঃ। মানসদুঃখবর্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিতাঃ সর্বালঙ্কারসমন্বিতাঃ। জনয়ো জায়াঃ। তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহম্ আরোহন্তু। আগচ্ছন্তু।'

অর্থাৎ এই সকল সধবা স্ত্রীলোকেরা, যাঁহাদের উত্তম পতি আছেন, তাঁহারা অঞ্জনস্বরূপ ঘৃত চক্ষে দিয়া (অথবা ঘৃতাদি লইয়া) প্রবেশ করুন। তাঁহাদের চক্ষে জল নাই, মনে দুঃখ নাই, সেই সকল বস্ত্রভূষিতা জায়াসকল অগ্রে গৃহে আসুন।

সায়ণাচার্য্য, 'অগ্রে' এই রূপ পাঠ ধরিয়া—'সর্ব্বেষাং প্রথমত এব', সকলের প্রথমে—এই অর্থ করিয়াছেন। এখানে অগ্নিপাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ ঠিক থাকে না। সধবা স্ত্রীলোকেরা কেন অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন ?

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।"

(ঋক্ ১০। ১৮। ৮)।

'হে নারি মৃতস্য পত্নি জীবলোকং জীবানাং পুত্রপৌত্রাদীনাং লোকং স্থানং গৃহমভিলক্ষ্যোদীর্ষ্ব অস্মাৎস্থানাদুত্তিষ্ঠ। ইতঃ গতাসুং অপগতপ্রাণমেতং পতিমুপশেষে। তস্য সমীপে স্বপিষি। তস্মাৎ ত্বমেহি আগচ্ছ। যস্মাৎ ত্বং হস্তগ্রাভস্য পাণিগ্রাহং কুর্ব্বতো দিধিষোর্গর্ভস্য নিধাতুর্বা তব পত্যুঃ সম্বন্ধাদাগতমিদং জনিত্বং জায়াত্বমভিলক্ষ্য সং বভূথ সম্ভূতাসি অনুমরণনিশ্চয়মকার্ষীঃ তস্মাদাগচ্ছ

হে নারি। উঠ, তুমি জীবিত মানুষের কাছে এস। তুমি মৃতপতির কাছে শুইয়া আছ। তুমি তোমার পতির দ্বারা সন্তান প্রসব করিয়াছিলে। (অতএব তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইয়াছে, তুমি উঠিয়া আইস)।

এই ঋকটীর দ্বিতীয় চরণে আর একটী অর্থ হয়। অভি সং বভূথ—অর্থাৎ পুনর্ব্বার তোমার যিনি পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহার ভার্য্যা হইতে তুমি যোগ্য হইয়াছ।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ঠিক ঐরূপ একটি মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রের শেষার্দ্ধে কিছু প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। মন্ত্রটীতে বিধবা বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্য প্রেতং।
বিশ্বং পুরাণমনু পালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি ॥ ১৩।
উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্ত্বমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসম্বভূব ॥ ১৪।

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬। ১। ৩)

সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য— অথাস্য ভার্য্যামুপসংবেশয়তি। * - * হে 'মর্ত্ত্য, মনুষ্য, যা নারী' মৃতস্য তব ভার্য্যা সা পতিলোকং 'বৃণানা কাময়মানা 'প্রেতং' ত্বাং, উপনিপদ্যতে'—সমীপে 'মৃতত্বা' প্রাপ্নোতি। কীদৃশী ? —পুরাণং বিশ্বং' অনাদিকালপ্রবৃত্তং কৃৎস্নং স্ত্রীধর্ম্মং, অনুক্রমেণ "পালয়ন্তী,—

পতিব্রতাত্বা' প্রীণা' পত্যা সহৈব বাসঃ পরমো ধর্মঃ। তস্মৈ' ধর্মপত্নৈ্য ইং "হ' লোকে, বিবাসার্থমনুজ্ঞাং দত্ত্বা, 'প্রজা' পূর্ব্বাবস্থানাৎ পুত্রাদিকাং, দ্রবিণ' ধন 'চ' 'ধেহি' সম্পাদয়, অনুজ্ঞানীহীত্যর্থঃ। ১৩

ত্বা প্রতি গতঃ সত্যে পাণাবভিপন্নোপাপয়তি • • হে নারি, ত্বং হ ত্রায়' —গতপ্রাণং, 'এতং—পতিং, 'উপশেষে'—উপেত্য শয়নং করোষি তস্মাৎ'—অস্মাৎ পতিসমীপাদ্ উত্তিষ্ঠ 'জীবলোকমভি' জীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্য, 'এহি'—আগচ্ছ। 'ত্বং' হস্তগ্রাভস্য'—পাণিগ্রাহবতঃ, 'দিধিষোঃ—পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ, পত্যুঃ এতৎ জনিত্ব'"—জায়াত্ব', 'অভিসংবভূব'—আভিমুখ্যেন সম্যক প্রাপ্নুহি। •।"

হে মনুষ্য। এই নারী পতিলোক কামনা করিয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক মৃত তোমাকে সম্যক্ রূপে পাইয়াছেন। তিনি চিরকাল স্ত্রীধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে ইহলোকে থাকিবার জন্য অনুমতি করিয়া পুত্র ও ধন প্রদান কর। ১৩।

হে নারি। তুমি মৃতপতির কাছে শয়ন করিয়া আছ; তুমি এখান হইতে গাত্রোত্থান কর, জীবিত প্রাণিদের নিকটে আইস। তোমার যিনি পাণিগ্রহণ করিবেন, সেই পুনর্ব্বার বিবাহেচ্ছু পতির সম্যগ্রূপে জায়া হও। ১৪।

ঋগ্বেদের এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্র দুইটির প্রত্যেক শব্দের অর্থ তুলনা করিলে দুইটারই একভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু দুইটি মন্ত্রেরই কাল সম্বন্ধে গোল আসিয়া পড়ে। কারণ, বৈদিক ভাষায় ভূ ধাতুর বর্ত্তমান কালে মধ্যম পুরুষে অনুজ্ঞা বুঝাইলে 'বভূবি' এই প্রকার রূপ হয়। 'সংবভূব' ইহা ভূতকালের মধ্যম পুরুষের বহুবচনের রূপ। আর প্রথম ও উত্তম পুরুষের একবচনেও প্রযুক্ত হয়। কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্রে সায়ণাচার্য্য আপত্তি করেন নাই। 'জায়া হও' বলিয়া তিনি অনুজ্ঞাতেই অর্থ করিয়াছেন।

তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়োহন্তেবাসী জরদ্দাসো বা দীর্ঘ নার্য্যভি জীবলোকমিতি" (আ০ গৃ০ ৪ ২ ১৮) গার্গ্যনারায়ণ এই সূত্রের এই রূপ টীকা করিয়াছেন—

অথ পত্নীমুত্থাপয়েৎ কঃ? দেবরঃ পতিস্থানীয়ঃ। স পতিস্থানীয় ইত্যুচ্যতে। এনন জায়াং পতিকর্ত্তৃকং কর্ম্ম পুংসবন চ পত্যভাবে দেবরঃ কুর্য্যাদিতি। অন্তেবাসী শিষ্যঃ। যো বনকালং দাস্যং কৃত্বা বৃদ্ধোহভূৎ স বা।"

দেবর যিনি পতির সদৃশ, হয় তিনি, কিম্বা শিষ্য, অথবা পুরাতন চাকর তাঁহাকে হে বলিয়া তুলিবেন,—হে নারি। উঠ, জীব লোক আইস ইত্যাদি।

পতিস্থানীয় শব্দের অর্থে টীকাকার লিখিয়াছেন যে, পতি কর্ত্তৃক পুংসবনাদি কর্ম্ম যিনি সম্পন্ন করেন।

এই সকল প্রমাণ দেখিয়া স্পষ্টই জানা গেল যে, বৈদিক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেন, তাঁহারা মৃতপতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন না। কিন্তু একটা বড় সন্দেহ আসিয়া পড়িতেছে। আসল বস্তু না থাকিলে তাহার নকল বস্তুর সৃষ্টি হয় না। আসল মুক্তা আছে, তাই দেখিয়া ঝুটো মুক্তা প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত হইলে ব্রহ্মচারীরা গুরুর আশ্রমে যাইতেন, গিয়া বেদ পাঠ করিতেন। এখন আর সে প্রথা নাই। যজ্ঞোপবীত হইলে কেহ গুরুর গৃহে বেদ পড়িতে যান না, কিন্তু পূর্ব্বের সেই আসল নিয়মের একটা নকল আজও রহিয়া গিয়াছে। যজ্ঞোপবীত হইলে ব্রহ্মচারী বাটী হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত কয়েক পা অগ্রসর হন, পরে জনক গিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। এটা কেবল পুরাতন নিয়ম-রক্ষা মাত্র, বস্তুতঃ আর কিছুই নয়

বৈদিক সময়ে সহমরণ বিষয়েও আমাদের সন্দেহ হয় যে স্বামীর মৃত্যুর পর, বিধবা নারী মৃতপতির চিতায় গিয়া শুইতেন কেন? আমাদের বোধ হয়, বৈদিক কালের পূর্ব্বে আর্য্য জাতির মধ্যেও সহমরণ প্রচলিত ছিল। জীবিত মানুষকে পোড়াইয়া মারা পশুর কাজ বৈ আর কিছু নহে। সাধ করিয়া স্ত্রীহত্যা মাতৃহত্যা করা ধার্ম্মিক লোকের বুদ্ধিতে আসে না, এ কেবল পাষণ্ড নরপিশাচদের মনের ঘোর অন্ধতার পরিচয় বেদের সময়ে আর্য্যেরা সুশিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ তাঁহাদের মনকে আলোকিত করিয়াছিল। তেমন অবস্থায় মিথ্যা আশায় ভুলিয়া কখনই তাঁহারা স্ত্রীহত্যা করিতে পারেন না। কিন্তু একটা প্রথা দেশে অনেকদিন চলিয়া আসিলে একেবারে তাহা উঠাইয়া দেওয়াও কঠিন হয়। বৈদিক সময়ের পূর্ব্বে সহমরণ চলিত ছিল, তাই বৈদিক কালে ঋষিরা ঐ প্রথা একবারে রহিত করিতে পারেন নাই। সে জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর, পুরাতন নিয়ম-রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধবা নারী মৃতপতির চিতা-শয্যায় গিয়া একবার শয়ন করিতেন। শেষে তাঁহাকে উঠাইয়া আনা হইত। এটা আসল নিয়মের নকল নিয়ম বৈ আর কিছুই নহে। অনুমান করিয়া এখন এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

ক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লবে ও ধর্ম্মবিপ্লবে শত্রুগণের হস্ত হইতে স্ত্রীলোকের মানসম্ভ্রম-রক্ষার জন্য সহমরণ প্রচলিত হয় তখন শাস্ত্রকারেরা পুনর্ব্বার সহমরণ চালাইতে উদ্যোগী হইলেন। স্ত্রীলোকের উপর এরূপ অত্যাচার সমাজের অবনতির লক্ষণ।

যতদিন বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সহমরণ বড় আবশ্যক ছিল না। বিধবাবিবাহ বন্ধ হইলে সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। তাই শাস্ত্রকারেরা পরকালে সুখের আশা দেখাইয়া অবলা বিধবাদিগকে ভুলাইয়া বধ করিতে লাগিলেন। [অনুমরণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ]

পঞ্চাশ বৎসর আগে বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা কিরূপে পুড়িয়া মরিতেন, তাহাই লেখা যাইতেছে। ঋতুমতী ও গর্ভবতী নারী এবং কোলে ছোট ছেলে থাকিলে সে সকল স্ত্রীলোক পতির সঙ্গে মরিতে পাইতেন না। (কল্পতরু ও রত্নাকর)। তবে ঋতুর তৃতীয় দিবসে স্বামীর মৃত্যু হইলে একদিন শব রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৮২২-২৩ অব্দে গভর্ণমেণ্ট চারিদিকে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন; পুলিসের বিশেষ অনুমতি না লইয়া কেহ সতীদাহ করিতে পারিতেন না, তজ্জন্য সে সময়ে চারি পাঁচ দিনের বাসী-মড়া পড়িয়া থাকিত। যে কয়েক দিন বাসী-মড়া পচিতে থাকিত, সে কয় দিন হতভাগ্য বিধবা নারী কিছুই খাইতে পাইতেন না। এ অবস্থায় চুপ করিয়া নিতান্ত বেকার থাকিতে হয়, তাহার চেয়ে বেগারে দাঁতে দাঁত দিয়া ও অনাহারে শুকাইয়া মৃত্যুর দিকে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারিতেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিয়া আগে মৃতদেহকে চিতার উপর রাখা হইত। প্রেত-পিণ্ডাদি দেওয়া হইলে নাপিত আসিয়া সতীর নখ কাটিয়া দিত। তাহার পর তিনি, অলঙ্কার খুলিয়া হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া স্নান করিয়া আসিতেন। স্নান করা শেষ হইলে আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে চেলীর কাপড় পরাইত, রাঙ্গা সূতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিত। চুলের উপরে থরে থরে চিরুণী সাজাইয়া দিত এবং কপাল যুড়িয়া সিন্দূর মাখাইত। এইরূপ বেশভূষা হইলে সতী আচমন করিয়া তিল, জল ও কুশহস্তে পূর্ব্বমুখে এইরূপ সঙ্কল্প করিতেন—

"অদ্যামুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকে তিথৌ, অমুক-গোত্রা, শ্রীমতী অমুকী দেবী, অরুন্ধতীসমাচারত্বপূর্ব্বক-স্বর্গলোক মহীয়মানত্ব-মানবাধিকরণক-লোমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্ন-স্বর্গ-বাসভর্তৃ সহিতমোদমানত্ব-মাতৃপিতৃ-শ্বশুরকুলত্রয়পূতত্ব-চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন কালাধিকরণকাপ্সরোগণস্তূয়মানত্ব-পতিসহিতক্রীড়মানত্ব-ব্রহ্মঘ্ন কৃতঘ্নমিত্রঘ্নপতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।"

আজি অমুকমাসে, অমুক পক্ষে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রের শ্রীমতী অমুক দেবী,—বশিষ্ঠকে লইয়া স্বর্গে অরুন্ধতী যেমন মহিমান্বিতা হইয়াছেন—আমিও যেন সেইরূপ, মানুষের শরীরে যত লোম আছে তত বৎসর স্বর্গে পতিকে লইয়া সুখে থাকিতে পারি। আমার পিতার, মাতার ও শ্বশুরের কুল যেন পবিত্র হয়, যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত যেন অপ্সরোগণ স্তব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে যেন ক্রীড়া করিতে পাই, ব্রহ্মহত্যা, মিত্রহত্যা ও কৃতঘ্নতা জন্য যদি পাপ ঘটিয়া থাকে, আমার স্বামী যেন সে পাপ হইতে মুক্ত হন। এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছি।

এইরূপ সঙ্কল্প করা হইলে, সতী সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া দিকপালাদিকে সাক্ষী করিতেন—

"অষ্টৌ লোকপালা আদিত্যচন্দ্রানিলাগ্ন্যাকাশভূমিজলহৃদয়াবস্থিতান্তর্য্যামিপুরুষযমদিনরাত্রিসন্ধ্যাধর্ম্মা যূয়ং সাক্ষিণো ভবত অহং জ্বলচ্চিতারোহণেন ভর্ত্তৃশরীরানুগমনমহং করোমি।"

অষ্টলোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামিপুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম্ম তোমরা সকলে সাক্ষী থাক—আমি জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেছি।

এইরূপে লোকপালাদিকে সাক্ষী মানিয়া সতী আঁচলে খই, খণ্ড এবং কড়ী লইয়া সাতবার (ব্যবস্থায় তিনবার আছে) চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রদক্ষিণ করা হইলে, 'ইমা নারীর' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইত। শেষে তিনি চিতার উপর উঠিয়া স্বামীর পাশে শয়ন করিতেন। আত্মীয় স্বজনেরা কঞ্চির বেতী এবং গাছের কাচা ডালের দড়ী দিয়া তাঁহাকে মৃতদেহ ও বড় বড় কাঠের কুঁদার সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধিত। তাহার পর অগ্নি সমর্পণ করা হইত। চারিদিক হইতে লোকে ঝুপ্ ঝাপ করিয়া বড় বড় কঞ্চির, শরের ও পাকাটির বোঝা চিতার উপরে ফেলিয়া দিত। কেহ কেহ চিতার উপরে বড় বড় বাঁশ ফেলিয়া দিয়া চাপিয়া থাকিত। এ দিকে পাঁচ সাতটা ঢাক বাজিতেছে, কীর্ত্তনীয়ারা খোল করতাল বাজাইয়া আকাশ পাতাল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। চিতার ভিতর ঘোর আর্ত্তনাদ হইলেও তাহা শুনিবার উপায় নাই। কচিৎ আগুনের জ্বালায় ছট্ ফট করিতে করিতে কেহ কেহ চিতা হইতে পড়িয়া যাইতেন। চিতাভ্রষ্ট সতীকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। প্রায়শ্চিত্তের পর গৃহস্থেরা আর তাঁহাকে ঘরে লইতেন না। কাজেই মুদ্দাফরাশেরা তাঁহাকে লইয়া যাইত। তাই চিতা হইতে কদাচিৎ কেহ পড়িয়া গেলে, আত্মীয়স্বজনেরা স্ত্রীলোকটার মাথায় লাঠি মারিয়া তাহার প্রাণনাশ করিতেন। চিতা-প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে অনেকেরই শরীর দিয়া দর দর ঘর্ম্মধারা বহিতে থাকিত এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কাহারও কাহারও এই সময়ে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াও গিয়াছে। যাহারা এই সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, আজিও সে সময়ের দুএকটী বৃদ্ধ লোক জীবিত দেখা যায়।

সে কালে সহমরণ দেখিবার নিমিত্ত বালক, বালিকা এবং অনেক সধবা স্ত্রীলোক শ্মশানে যাইতেন। তাঁহারা সতীর হাতের ভাঙ্গা শাঁখা, কপালের সিন্দূর এবং ছড়ান খই কুড়াইয়া

আনিতেন। কোন বালবধূ পতিপরায়ণা না হইলে তাহাকে সই সিন্দুর পরাইয়া দিত। সেই খই বিছানায় রাখিলে তার পাকা হইত না। কাহাকে পেত্নীতে পাইলে সেই শাঁখা ভাঙ্গা রোগীর গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইত। [অনুমরণাদির ঐতিহাসিক বিবরণ অনুমরণ শব্দে এবং অশৌচাদির বিবরণ সহমরণ শব্দে দ্র°]।

অনুমেয়—(ত্রি) [অনুমীয়তে অনু মা কর্ম্মণি যৎ] অনুমান করিবার যোগ্য। [অনু মি কর্ম্মণি যৎ] পশ্চাৎ ক্ষেপের যোগ্য। [অনু মী কর্ম্মণি যৎ] পশ্চাৎ বধ্য, যে পরে বধের যোগ্য।

অনুমোদ—(পুং) [অনু মুদ-ণিচ ঘঞ] সম্মতিজনক ব্যাপার, সম্মতি প্রকাশ, আহ্লাদ-প্রকাশ।

অনুমোদক—(ত্রি) অনুমোদনকারী, যিনি স্বীকার করেন বা মানেন।

অনুমোদন—(ক্লী) [অনু মুদ-ল্যুট] সম্মতিদান সানন্দপ্রবৃত্ত। 'আমি তোমার এই কার্য্যে অনুমোদন করিতেছি', অর্থাৎ আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মতি দিতেছি।

অনুমোদিত—(ত্রি) [অনু মুদ্ ভাবে আদিকর্ম্মণি চ ক্ত] কোন বিষয় সম্মতি বা আহ্লাদ প্রকাশ করা, প্রীত। [অনু-মুদ-ণিচ-ক্ত] সম্মতিদান, আহ্লাদ প্রকাশ।

অনুম্রোক—অগ্নির অন্যনাম। (অথর্ব)

অনুম্রোচন্তী—পঞ্চচূড়াবিশিষ্টা স্বর্গীয় অপ্সরা। (ব্রহ্মাণ্ডপু) স্বর্গের অনুগতা প্রম্লোচন্তী ও অনুম্লোচন্তী নামে দুই অপ্সরা ছিলেন। (হরিব)

অনুম্রোচা—একজন অপ্সরা। ঋতুস্থলা প্রম্লোচা প্রভৃতি যে দ্বাদশটী অপ্সরা ঋতুক্রমে নৃত্যাদি দ্বারা সূর্য্যদেবের পরিতোষ বিধান করেন, অনুম্লোচা তাহাদের অন্যতম। (কূর্ম্মপু°)

অনুযব—(পুং) [বৈদ্যক] [যবাদ্‌ন্যোঽনুযবঃ] নিঃশূক যব। ইহার গুণ—বৃষ্য, স্থৈর্য্যকর, মূত্র, মেদ, কফ, পিত্ত, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ ও কণ্ঠরোগনাশক। ২ শুকধান্যবর্গ।

অনুযা—(ত্রি) পশ্চাদগামী। ২ (স্ত্রী) যাত্রা। "অনুয়া দেহান্তর্গতবাসপ্রভৃতিনাড়ীভিরনুযাতি আপ্নোতি, দহাতিত্যনুযাম্‌ং তয়া।" (শুক্ল যজুঃ ১৫ ৬ মহীধর)

অনুযাগ—(পুং) পূর্ব্ব অথবা পশ্চাৎ যজ্ঞ।

অনুযাগপদ্ধতি—একখানি বেদান্ত গ্রন্থ। জনার্দ্দনের পুত্র আনন্দতীর্থ ইহার রচয়িতা। ২ কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী লিখিত একখানি গ্রন্থ। আর্য্যাধ্বরীন্দ্র ইহার টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

অনুযাগপ্রযোগ—একখানি শ্রৌত-গ্রন্থ।

অনুযাজ—(পুং) [অনু প্রধানাৎ পশ্চাদ্ ইজ্যতে অনু-যজ্ ঘঞ্, নিপাতনাৎ ন কুত্বম্] দর্শপৌর্ণমাস যাগে প্রধান অঙ্গের পরের অঙ্গ। ২ যাগের শেষ অঙ্গ। ৩ দেবীঘার প্রভৃতি একাদশ দেবতা।

অনুযাজ, প্রযাজ এবং উপযাজ এই নামগুলি যে কি, এখনও তাহা বুদ্ধির অগম্য। বহুকাল পূর্ব্বে যাস্কও এই সকল শব্দ লইয়া বিস্তর গোল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে অনুযাজ প্রযাজ শব্দে অগ্নি দেবতাকে বুঝায়। যথা—

"অথ কিং দেবতাঃ প্রযাজানুযাজাঃ? আগ্নেয়া ইত্যেকে। আগ্নেয়া বৈ প্রযাজা আগ্নেয়া অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। ছন্দোদেবতা ইত্যপরম। ছন্দাংসি বৈ প্রযাজাশ্ছন্দাংস্যনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। ঋতুদেবতা ইত্যপরম্। ঋতবো বৈ প্রযাজা ঋতবোঽনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। পশুদেবতা ইত্যপরম্। পশবো বৈ প্রযাজাঃ পশবোঽনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। প্রাণদেবতা ইত্যপরম্। প্রাণা বৈ প্রযাজাঃ প্রাণা বৈ অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। আত্মদেবতা ইত্যপরম্। আত্মা বৈ প্রযাজা আত্মা বৈ অনুযাজা ইতি চ ব্রাহ্মণম্। আগ্নেয়া ইতি তু স্থিতিঃ। ভক্তিমাত্রমিতরৎ। কিমর্থম্পুনরিদমুচ্যতে,—যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ তং মনসা ধ্যায়েদ্ বষট করিষ্যন্নিতি হ বিজ্ঞায়তে।" (নিরুক্ত ৮ ২১)

তাহার পর প্রযাজ ও অনুযাজের দেবতা কে? কাহার মতে আগ্নেয়। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ অগ্নিদেবতার। অন্য মতে, ইহাদের দেবতা ছন্দঃ। কারণ, ব্রাহ্মণের মতে প্রযাজ ও অনুযাজ ছন্দোদেবতার। অন্যের মতে, ইহাদের দেবতা ঋতু। প্রযাজ ও অনুযাজ ঋতুদেবতার, ইহা ব্রাহ্মণের মত। অপরমতে, ইহাদের দেবতা পশু। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ পশুদেবতার। অন্য মতে, ইহাদের দেবতা প্রাণ, কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ প্রাণদেবতার। অপর মতে, ইহাদের দেবতা আত্মা। কারণ ব্রাহ্মণের মতে, প্রযাজ ও অনুযাজ আত্মদেবতার। কিন্তু এই সকল যাগের অগ্নিই দেবতা। অন্যান্য মত ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সে সকল মত হয় কেন? কথিত আছে, যে দেবতাকে হবির্দান করিতে হইবে, বষট্‌কারের সময় মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করা চাই, তাহা সকলেই জানেন।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে স্পষ্টই লেখা আছে যে, অনুযাজ দেবতা বিশেষকে বুঝায় এবং তাঁহারা সংখ্যায় এগার জন। যথা,—

ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবাঃ সোমপাস্ত্রয়স্ত্রিংশদসোমপাঃ। অষ্টৌ বসব একাদশরুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাঃ প্রজাপতিশ্চ বষট্‌কারশ্চৈতে দেবাঃ সোমপাঃ। একাদশ প্রযাজা একাদশানুযাজা একাদশোপযাজা এতে অসোমপাঃ পশুভাজনাঃ। সোমেন সোমপান প্রীণাতি। পশুনা অসোমপান্। (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ২ ১৮)।

তেত্রিশ জন দেবতা সোমরস পান করে, আর একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এবং বষট্কার, ইঁহারা সোম পান করেন। একাদশ প্রযাজ, একাদশ অনুযাজ এবং একাদশ উপযাজ, ইহারা সোম পান করে না, তাহারা পশুবলি গ্রহণ করেন। যাঁহারা সোম পান করেন, ঋত্বিক্ তাঁহাদিগকে সোমরস দিয়া তৃপ্ত করেন, আর যাঁহারা সোম পান করেন না, তাঁহাদিগকে পশুবলি দিয়া তৃপ্ত করিতে হয়।

এগার জন প্রযাজ দেবতা এই,—১। দেবীদ্বার। ২। উষা নক্তা। ৩। দেবীজোষ্ট্রী। ৪। ঊর্জ্জ ও আহুতি। ৫। দেবহোতা। ৬। ত্রিদেবীঃ (তিনটী দেবী- ইলা, সরস্বতী এবং ভারতী)। ৭। বর্হিস্। ৮। নরাশংস। ৯। বনস্পতি। ১০। বর্হির্বারিতীনাম্ (জলপূর্ণ কুম্ভে নিক্ষিপ্ত কুশ)। ১১। অগ্নিস্বিষ্টকৃৎ।

যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে ঋত্বিক্ প্রথমে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন। তাহার পর প্রযাজ মন্ত্রাদি পাঠ করা হইলে পশু বলি দেওয়া হইত। সেই পশুমাংস দিয়া ঋত্বিক্ হোম করিতে থাকিতেন। যজ্ঞের শেষভাগে অনুযাজ মন্ত্র পড়িতে হইত। প্রথম মন্ত্র বর্হির্দেবতাকে (যজ্ঞীয় বেদী বা কুশাসনকে) উদ্দেশ করিয়া পঠিত হইত। যথা,—"দেবং বর্হির্বসুবনে বসুধেয়স্য বেতু"। অর্থাৎ এইখানে যে ধন (বলি) রাখা হইবে, হে ধনদেবতা (অগ্নি)। বর্হির্দেবতা তাহা গ্রহণ করুন। এই রূপে এক একটী মন্ত্র পড়িয়া একাদশ অনুযাজের নামে হোম করার বিধি আছে।

অবশেষে উপযাজ অঙ্গ। হোতা বলিস্থানের কাষ্ঠ আহরণ করিয়া একটী ধিষ্ণ্যতে রাখিতেন। রাখিয়া তাহার পশ্চাতে নিজে বসিতেন। ধিষ্ণ্যের এক দিকে অগ্নিধ্র, অন্য দিকে মার্জালি অগ্নি থাকিত। তাহার পর ঋত্বিক্ বলি দেওয়া পশুর লাঙ্গুল আনিয়া ধিষ্ণ্যের অগ্নিতে হোম করিতেন। একাদশ অনুযাজাদির পত্নীরা ঐ লাঙ্গুলের হোমে অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। [অনুযাজাদি যজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ হিরণ্যকেশিশ্রৌতসূত্রে (৪.১৬ ১৭) লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন আশ্বলায়নীয় শ্রৌতসূত্রে এবং তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ দ্র°]।

প্রযাজ শব্দে যজ্ঞের প্রথম অঙ্গকে বুঝায়। অনুযাজ শব্দে শেষ অঙ্গ এবং উপযাজ পরিশিষ্ট অঙ্গ। ইহাদের তেত্রিশ জন দেবতার নাম প্রায় এক প্রকার।

"প্রযাজান্মে অনুযাজাংশ্চ কেবলানূর্জ্জস্বন্তং হবিষো দত্তভাগং" (ঋক্ ১০.৫১.৮)। সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,— "প্রযাজান্ প্রধানস্য প্রমুখে যষ্টব্যানেতন্নামকান্ হবির্ভাগান্। তথানুযাজান্ অনু প্রধানাৎ পশ্চাদ্ যষ্টব্যানেতন্নামকান কেবলান সাধারণান্ দত্ত প্রযচ্ছ।"

অনুযাজপ্রসব—(পুং) অনুযাজ যজ্ঞ করিবার আজ্ঞা।

অনুযাজপ্রৈষ—(পুং) অনুযাজ যজ্ঞের নিয়মাবলী।

অনুযাজবৎ—(ত্রি) নিম্ন শ্রেণীর যজ্ঞকারী।

অনুযাজানুমন্ত্রণ—(ক্লী) অনুযাজ মন্ত্রের পাঠ।

অনুযাত—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ সহ বা যা-ক্ত] যে সঙ্গে গমন করে, পশ্চাদ্গামী। [কর্ম্মণি-ক্ত] অগ্রগামী।

অনুযাতব্য—(ত্রি) পশ্চাদ গমনের যোগ্য। "রবিরন্তানুযাতব্যঃ" (রামা° ৫ ৬০ ৮)

অনুযাতৃ—(পুং) পশ্চাদ্গামী ব্যক্তি।

অনুযাত্র—(অব্য) [যাত্রায়াঃ পশ্চাৎ অব্যয়ী°] যাত্রার পশ্চাৎ। [যাত্রায়াম্ অব্যয়ী°] যাত্রাতে। [অনুগতা যাত্রা। প্রা°স] যাত্রার অনুগত। [অনুরূপীকৃতা যাত্রা যেন। প্রা° বহুব্রী] অনুযায়িবর্গ, যাহারা সঙ্গে যায়। "অনুযাত্রং তু রামস্য করিষ্যে" (রামা° ৪ ৩৬ ১০)

অনুযাত্রিক—(ত্রি) [অনু পশ্চাদ্ যাত্রা অস্যাস্ত ঠন] অনুচর, পশ্চাদ্গামী। "অনুযাত্রা প্রয়োজনমেষামিত্যনুযাত্রিকাঃ" (শকু°)

অনুযান—(ত্রি) পশ্চাদ্গমন। "বনবাসানুযানায়"। (রামা° ২.৫২.৪৪)

অনুযায়িতা—(স্ত্রী) অনুবর্ত্তন। "সাধুনাকানুযায়িতা" (রামা° ২ ৯০ ২০)

অনুযায়িত্ব—(ক্লী) অনুগমনের ভাব।

অনুযায়িন্—(ত্রি) [অনু পশ্চাদ্ যাতি গচ্ছতীতি অনু-যা-ণিনি] অনুচর, পশ্চাদ্গামী। "সা সেনাভরতস্যানুযায়িনী" (রামা° ২ ৮৩ ২১) ২ সেবক। ৩ সদৃশ। ৪ যে প্রধানের সঙ্গে গমন করে অর্থাৎ শিশু।

অনুযুক্ত—(ত্রি) [অনুযুজ্যতে অনু-যুজ-কর্ম্মণি ক্ত] জিজ্ঞাসিত বিষয়। ২ তিরস্কৃত।

অনুযুক্তিন্—(পুং) অনুজ্ঞা-প্রদানকারী ব্যক্তি, যিনি আদেশ প্রদান করেন।

অনুযুগ—(অব্য) যুগের অনুরূপ। "ফলত্যনুযুগং লোকে" (মনু ১.৮৪)

অনুযূপ—(অব্য) যূপের অনুরূপ। ২ যজ্ঞের স্থানানুসার।

অনুযোক্তৃ—(ত্রি) [অনু-যুজ তৃচ্] অনুযোগকারী। ২ প্রশ্নকারক। ৩ বেতনগ্রাহী অধ্যাপক।

অনুযোগ—(পুং) [অনু-যুজ ঘঞ্] জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। "স্থিরা কিয়ানেতি ভবযনুযুঙ্ক্ত" (রঘু°) ২ আক্ষেপ। ৩ তিরস্কার। ৪ সাধন। ৫ ধর্ম্মচিন্তা।

অনুযোগকৃৎ—(পুং) [অনুযোগং প্রশ্নবিষয়সংশয়ং কৃন্ততি ছিনত্তি অনুযোগ-কৃত ছেদনে-কিপ্] আচার্য্য। ২ যিনি জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সন্দেহ দূর করেন। [অনুযোগ-কৃ-কিপ্] (ত্রি) যিনি জিজ্ঞাসা করেন।

অনুযোগিন্—(ত্রি) [অনু-যুজ-ঘিণুন তচ্ছীলাদিষু] যে প্রশ্ন করে। ২ সম্বন্ধ দ্বারা অনুযুক্ত।

অনুযোজন—(ক্লী) প্রশ্ন, পরীক্ষা

অনুযোজিত—(ত্রি) প্রশ্নকৃত।

অনুযোজ্য—(ত্রি) [অনুযোক্তুং শক্যঃ অনু যুজ-ণ্যৎ] নিন্দ, নিন্দার্হ। ২ আজ্ঞাকারক। ৩ দাস। ৪ প্রেষ্য। "যমেদ'ংকি সো ধ্রুবাৎ সোঽনুযোজ্যঃ" (মনু ৮ ৭১)

অনুরক্ত—(ত্রি) [অনু রন্জ-ক্ত] অনুরাগবিশিষ্ট, আসক্ত। অনুগত। [অনুগতং রক্তং রাগং, অত্যা° তৎ] রক্তবর্ণপ্রাপ্ত, রঙ্ করা, রঞ্জিত।

অনুরক্তপ্রজ—(ত্রি) প্রজার প্রিয়। প্রজাবৎসল (রাজা)

অনুরক্তলোক—(পুং) সকলের প্রি. ব্যক্তি। ২ অনুগত লোক।

অনুরক্তি—(স্ত্রী) [অনু-রন্জ ক্তিন] আসক্তি, অনুরাগ।

অনুরঞ্জক—(ত্রি) [অনু-রন্জ-ণিচ্-ণ্বল] যে অনুরাগযুক্ত করে, যে রঙ্ করে।

অনুরঞ্জন—(ক্লী) [অনু-রন্জ-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্] আসক্ত করণ, [কর্ত্তরি নন্দাদিত্বাৎ ল্যু] (ত্রি) অনুরঞ্জক। "বিশেষানুরঞ্জনেন"। (রামা°)

অনুরঞ্জিত—(ত্রি) [অনু-রনজ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত] যাহার অনুরাগ জন্মান হইয়াছে। ২ রঙ্ করা। ৩ প্রীতিসম্পাদিত।

অনুরণন—(ক্লী) [অনু-রণ-ভাবে ল্যুট্] শব্দের পর শব্দ, প্রতি ধ্বনি, অনুগত স্বর। নূপুরের ন্যায় ঝুণু ঝুণু শব্দ পরম্পরা।

অনুরত—(ত্রি) [অনু-রম-কর্ত্তরি ক্ত] অনুরক্ত, আসক্ত।

অনুরতি—(স্ত্রী) [অনু-রম-ক্তিন্] আসক্তি, অনুরাগ।

অনুরথ—(পুং) কুরুবৎসের পুত্র এবং পুরুহোত্রের পিতা। (হরি°)

অনুরথ্যা—(স্ত্রী) রাজপথের পার্শ্বস্থ রাস্তা, অর্থাৎ বড় রাস্তার পাশে যে সকল ছোট রাস্তা থাকে, ঐ সকল রাস্তা। (রামা° ২.৬.১৮)

অনুরস—(ত্রি) [অনুগতং রসম্ অত্যা° স°] মাধুর্য্যাদি রসের অনুগত। "মধুরানুরসং রূক্ষং লবণানুরসং লঘুঃ। নার্য্যাম্ল মধুরং গুরুং কষায়ানুরসং হিমম্।" (সুশ্রুত স°)

অনুরহস—(ত্রি) [অনুগতং রহঃ নির্জ্জনস্থানং রতং বা, অত্যা° অচ্ স°] নির্জ্জন দেশের অনুগত। ২ সুরতপ্রাপ্ত। তত্ত্বপ্রাপ্ত "ইজ্যানুরহসং পতিম।" (ভট্টি ৪.২২)

অনুরাগ—(পুং) [অনু-রনজ ঘঞ] আসক্তি, স্নেহ, প্রীতি, অনুরাগ। "অনুরাগবন্তমপি লোচনয়োঃ" (মাঘ°) [অনুগতঃ রাগং রক্তবর্ণং। অত্যা° তৎ] (ত্রি) রক্তবর্ণ প্রাপ্ত।

অনুরাগ₂—অলঙ্কারগ্রন্থের একটী পারিভাষিক শব্দ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে ইহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে মান, মান হইতে প্রণয়, প্রণয় হইতে রাগ, এবং রাগ হইতে অনুরাগের উৎপত্তি, অর্থাৎ রতি উত্তরোত্তর গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া অনুরাগে পরিণত হয়। অনুরাগের লক্ষণ—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবপ্রিয়ম।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইত্যুচ্যতে॥"

য রাগে সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকে নিত্য নব নব বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই অনুরাগ বলে। আমাদের মনে হয় শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর পূর্ব্বে আর কোন আলঙ্কারিক অনুরাগকে এইরূপ বিশিষ্ট অর্থে অভিহিত করেন নাই। সুতরাং ইহাকে উজ্জ্বলনীলমণির নিজস্ব পরিভাষা বলিতে হয়।

অনুরাগণ—১ বৌদ্ধ সমাধিভেদ। ভগবান বুদ্ধ অনুরাগণবজ্র নামক সমাধি লাভ করিয়া যোগমার্গের উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন। শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্র গ্রন্থে রত্নধরানুরাগণ-বজ্র, রাগধরানুরাগণ-বজ্র, ও বজ্রধরানুরাগণ-সময় নামে এই সমাধিযোগের আরও কয়টী স্তব বিবৃত আছে। উক্ত গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পটলে অনুরাগণ মন্ত্র এবং ১৮শ পটলে গুহ্য-অনুরাগণ তন্ত্রের ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে।

অনুরাগদেব—একজন প্রাচীন কবি।

অনুরাগবৎ—(ত্রি) প্রিয় আসক্ত।

অনুরাগিণী—(স্ত্রী) ১ অনুরক্তা। ২ গীতবিশেষ।

অনুরাগিণী₂—হিন্দুদিগের একজন দেবতা। মন্ত্রমহার্ণবে (প ৭৫৫) ইহার নিম্নোক্ত ধ্যান পাওয়া যায়, কিন্তু এই ধ্যান হইতে তাঁহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হয় না।

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাম।
মঞ্জীরহারকেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্।"

অনুরাগিণী দেবীর বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, তাঁহার অঙ্গ নানারূপ রত্নরাজিতে বিভূষিত, এবং তিনি মঞ্জীর, হার, কেয়ূর ও রত্নকুণ্ডল পরিয়া থাকেন।

অনুরাগিতা—(স্ত্রী) অনুরাগের ভাব, প্রেমের স্থিতি।

অনুরাগিন্—(ত্রি) [অনু-রন্জ-ঘিণুন্] অনুরাগযুক্ত।

অনুরাগেঙ্গিত—(ক্লী) অনুরাগ দেখাইবার ভাব অথবা সঙ্কেত।

অনুরাজী, অনুজারী—লেবানন্ প্রদেশের এক অসভ্য জাতি। ইহাদের লোকসংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হাজার। অনুজারীদের এক সম্প্রদায়ের নাম সাম্সী। ইহারা সাম্স্ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের

পূজা করে। তাহাতেই বোধ হইতেছে যে, ইহারা পারস্য-দেশের শিয়া ধর্ম্ম হইতে সূর্য্যের উপাসনা করিতে শিখিয়াছে। অনুজারীদের বাসস্থান ঠিক সমুদ্রকূলে, উত্তরে তরতোমা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহার পূর্ব্বদিকে অনুজারী গিরি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে। এই অনুজারী পর্ব্বত হইতেই অনুজারী জাতির নাম করণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'অনুরাজী' শব্দ বোধ হয় "অনুজারী" শব্দের অপভ্রংশ। আমাদের দেশে সামান্য লোকে যেমন বাতাসাকে বাসাতা কহে, বাকারিকে কাবারি কহে, সেইরূপ বর্ণ উল্টিয়া গিয়া অনুরাজী শব্দ হইয়া থাকিবে। অনেকে ইহাদিগকে কেশবাই সামসাই এবং মোঘলজাই কহিয়া থাকেন।

অনুরাজীদের রাজা নাই, এ পর্য্যন্ত তাহারা কাহারও বশীভূত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনারাই তাহার মীমাংসা করিয়া লয়।

অনুরাত্র—(ত্রি) [অনুগতং রাত্রিম্, অত্যা তৎ অচ স] রাত্রির অনুগত। রাত্রৌ অর্থাৎ রাত্রিতে এরূপ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব।

অনুরাদ্ধ—(ত্রি) ফলিত প্রাপ্ত, পূ।

অনুরাধ—(ত্রি) মঙ্গলজনক, শুভ। ২ অনুরাধা নক্ষত্রে উৎপন্ন। ৩ প্রার্থনা, বিনয়।

অনুরাধপুর—(অনুরাধাপুর) সিংহল দ্বীপের পুরাতন রাজধানী। এখন বিশাল ধ্বংসাবশেষে পরিণত। ইংরাজ-শাসনাধীনে সিংহলের উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের শাসনকেন্দ্র বলিয়া অধুনা এই স্থানে কয়েক সহস্র লোকের বসতি হইয়াছে। অনুরাধপুর রাজধানীর প্রাচীনত্ব ভারতের ইতিহাসে বিবৃত আছে।

কথিত আছে, খৃঃ পূর্ব্ব ৫ম শতকে পাণ্ডুকাভয় নামক জনৈক সিংহলের রাজা অনুরাধপুরের পত্তন করেন। রাজা পাণ্ডুকাভয়ের জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মের অনুরূপ। পাণ্ডুকাভয়ের মাতামহী চিত্তার দশটী পুত্র এবং একটী কন্যা হয়, কন্যাটী কনিষ্ঠা। ভবিষ্যদ্বাণী হয় যে এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মলাভ করিবে, সে তাহার মাতুলদের মৃত্যুর কারণ হইবে। প্রথমে তাহার ভ্রাতারা তাহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করে, কিন্তু কোন কারণে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের ভগিনীকে স্তম্ভসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী করিয়া রাখে। বন্দিনী অবস্থায় একটি রাজকুমারের সহিত তাহার প্রণয় হয়। এই প্রণয়ের বৃত্তান্ত অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কুমারীর ভ্রাতারা এই সংবাদ অবগত হইয়া উক্ত রাজপুত্রের কাছে যায় এবং তাহার প্রতিশ্রুতি পাইয়া বিবাহের অনুমতি দেয়। কথা থাকে, তাহাদের ভগিনীর গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, সেই শিশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। বিবাহের কিছুকাল পরে পাণ্ডুকাভয়ের জন্ম হইল। পুত্রজন্ম গোপন করিয়া রাজপুত্র এক চাষার মেয়েকে পাঠাইয়া দিলেন, ঐ মেয়েটিকে মারিয়া তাহার মাতুলগণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে ভ্রাতারা জানিতে পারিল যে তাহাদের ভাগিনেয় বাঁচিয়া আছে। ইহার পরে তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অবশেষে একটি যুদ্ধে পাণ্ডুকাভয় তাহার মাতুলদের মধ্যে আটজনকেই নিহত করিলেন।

পাণ্ডুকাভয় বিপন্মুক্ত হইয়া একটি স্বতন্ত্র নগর পত্তন করিলেন। অনুরাধ নক্ষত্রে এই নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া ইহার নাম হইল "অনুরাধপুর"। মতান্তরে অনুরজ অর্থাৎ নক্ষত্রটির ব্রাতার নাম হইতে অনুরাজপুর বা অনুরাধপুর নামের উৎপত্তি।

পাণ্ডুকাভয় প্রথমতঃ একটি বিশাল হ্রদ খনন করান। এই হ্রদের নাম 'জয়বাপী' বা "অভয়বাপী"। সম্ভবতঃ রাজার নাম অনুসারেই অভয়বাপী নামকরণ হয়। এই হ্রদের তটপ্রদেশে রাজা তাঁহার নূতন নগর নির্ম্মাণ করিলেন। ইহার উপকণ্ঠে চারিটি গ্রাম শ্মশানভূমি এবং অন্ত্যজজাতিদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা ছাড়া তিনি জ্যোতিষ অর্থাৎ বাস্তুশিল্পীদিগের বাসগৃহ, বহু দেবদেবীর মন্দির, জৈন ও আজীবকদিগের আবাসভূমি নির্ম্মাণ করিয়া এই নূতন নগরটীর শোভাবৰ্দ্ধন করিয়াছিলেন। ২৬৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে উক্ত রাজার সময় হইতে ৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নগরটি সিংহলের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল।

পাণ্ডুরাজার দ্বিতীয় পুত্র তিষ্যের রাজত্বকাল সিংহল ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ইঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরেই মৌর্য্যসম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র এই দ্বীপে আগমন করিয়া রাজা তিষ্য ও তাঁহার প্রজাবৃন্দকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার উনিশ বৎসর পরে ২৮৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মহেন্দ্রের ভগিনী সংঘমিত্রা এগারো জন শ্রমণীর সঙ্গে যে বোধিবৃক্ষের নিম্নে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সেই পরম পবিত্র বোধিবৃক্ষের একটী শাখা লইয়া সিংহলে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

সাতদিবস স্থল যোগে এবং সাতদিন জলযোগে ভ্রমণ করিয়া রাজকুমারী সংঘমিত্রা সিংহলে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেদিন সিংহলবাসীদের পরম আনন্দের দিন। সমুদ্রতট হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত সমগ্র পথ নানাবিধ পুষ্পে শোভিত হইল। রাজা

তিস্‌স স্বয়ং রাজকীয় সম্মানের সহিত ভারত হইতে আগত এই অতিথিদিগকে সমাদরে আনয়ন করিবার জন্য তটাভিমুখে গমন করিলেন। তখনও পোত তট-সংলগ্ন হয় নাই, রাজার মুখে আনন্দ-গান "এসেছে সেই বোধিবৃক্ষ মহাবৃক্ষ হ'তে"। প্রবল আবেগে অধীর হইয়া রাজা সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তৎপরে অপরাহ্নে বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে ভারতীয় অতিথিদিগের সমভিব্যাহারে রাজপথ অতিক্রমপূর্বক উত্তর তোরণ-দ্বার দিয়া রাজা অনুরাধপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব হইতে স্থির ছিল যে মহামেঘ উদ্যানে এই বৃক্ষ রোপিত হইবে। যে শুভ মুহূর্তে এই বৃক্ষ রোপিত হইল তখন হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল। অতি শীতল ঘন মেঘের ছায়ায় এই বোধিবৃক্ষ আবৃত হইয়া রহিল। এই বোধি বৃক্ষের পার্শ্বস্থলে একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। উক্ত সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ হইতে একখানি চন্দ্রমণিচক্র' পাওয়া গিয়াছে। উহার শিল্পকার্য্য চমকপ্রদ।



বোধিবৃক্ষ সঙ্ঘারামের চন্দ্রমণি

সংঘমিত্রা ও তাঁহার সঙ্গিনী শ্রমণীদিগের বাসের জন্য হত্থালকো নামক একটি মনোরম অট্টালিকা প্রদান করা হয়। ২৬৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজা তিস্‌সের মৃত্যু হয়। ইহার আটবৎসর পরে মহেন্দ্র এবং তাহারই একবৎসর পরে সংঘমিত্রা দেহ রক্ষা করেন। এই বোধিবৃক্ষকে দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক প্রতিবৎসর অনুরাধপুরে আগমন করে।

পরবর্ত্তীকালে ইহার উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং এই বৃক্ষের সম্মানের জন্য দ্বাদশ বৎসর অন্তর একটি জলোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। লোকের ধারণা এই যে, এই বোধিবৃক্ষ একটি কল্পবৃক্ষ। সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এই বৃক্ষের নিকটে আসিয়া তাহাদের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিত। অনতিকালমধ্যে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে অনুরাধপুর অষ্ট মহাস্থানের মধ্যে একটি মহাস্থান বলিয়া খ্যাতিলাভ করে।

তিস্‌সের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তামিলগণ অনুরাধপুর অধিকার করেন; এবং ইহার একশত বৎসর পরে, সিংহল-ইতিহাস-বর্ণিত বিখ্যাতবীর দুট্‌ঠগামিনি অনুরাধপুর পুনর্জ্জয় করিয়া বিদেশীয়দিগকে সিংহল হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি অনুরাধপুরের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন তাহার বিবরণ মহাবংশে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল অট্টালিকার মধ্যে লোহোপাসাদ একটি বিখ্যাত অট্টালিকা। যখন রাজা এইরূপ একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিলেন, তখন তিনি ইহাও স্থির করিলেন যে, কারিগরদিগকে তাহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য দিবেন, কারণ তৎপূর্ব্বে সিংহলে শ্রমিকগণ রাজকার্য্যে শ্রমের মূল্য পাইত না।

এই প্রাসাদটি নয় তল পর্য্যন্ত উচ্চ ছিল। প্রত্যেক তলায় একশত কক্ষ। এই কক্ষগুলি নানা রত্নখচিত সুবর্ণদাম দ্বারা শোভিত ছিল। মধ্যভাগে স্বর্ণস্তম্ভ দ্বারা আশ্রিত সুবর্ণমণ্ডিত একটি প্রকাণ্ড সভাগৃহ ছিল। এই সভাগৃহ মুক্তার মালার দ্বারা সজ্জিত ছিল। ইহাতে নানাপ্রকার আসন এবং পশমের আস্তরণ ছিল।

রাজা দুট্‌ঠগামিনির আর একটি বিশাল কীর্ত্তি—রুবনবেলি দাগোবা। এই দাগোবে শাক্যবুদ্ধের পূত অস্থি সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই বৃহৎ অট্টালিকার ভিত্তি সুদৃঢ় ভাবে নির্ম্মাণ করিবার জন্য হস্তীর পদদেশে পুরু চামড়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই হস্তীগুলি তাহাদিগের দেহের সমস্ত ভারের দ্বারা বৃত্তাকারে ঘাত দিয়া ঐস্থানে প্রস্তরগুলি সুদৃঢ় ভাবে সন্নিবেশিত করিত।

বিপুল অর্থব্যয়ে যখন এই দাগোবা-মন্দিরের নির্ম্মাণ প্রায় সমাপ্ত হইল, তখন পূতদেহাবশেষ রক্ষা করিবার জন্য রাজা একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। একটি বহুমূল্যবান আধারে পূতদেহাস্থি রক্ষিত হইল। রাজা যে সমস্ত রাজকীয় অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন, সেগুলিকে তিনি উন্মোচন করিয়া আধারের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ইহার পরে বৌদ্ধ পুরোহিত একটি প্রস্তরের দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। সমীপবর্ত্তী যে যে সম্ভ্রান্ত এবং ধনী লোক ছিলেন, পুরোহিতগণের আহ্বানে তাঁহারাও তাঁহাদের অলঙ্কারাদি এই পবিত্র আধারের উপরে ন্যস্ত করিলেন।

রুবনবেলি দাগোবা অনুরাধপুরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দাগোবা না হইলেও ইহা বৌদ্ধদিগের অষ্ট-মহাস্থানের মধ্যে একটি প্রধান পীঠস্থান। এই দাগোবের একটা মন্দির-চত্বরের সোপানাবলী ও উপবিষ্ট প্রাঙ্গণের স্তম্ভরাজি দেখিলে মনে হয় সিংহল-নরপতি রুবনবেলী দাগোবা নির্ম্মাণে কত অর্থই না ব্যয় করিয়াছিলেন

এবং সেই সময়ের বৌদ্ধ ভাস্করগণ কিরূপ পরিশ্রমে এই সকল শিল্পনৈপুণ্য পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন।



রুবনবেলীর মন্দির-চত্বর সংস্কারের

এই দাগোবের চূড়া এবং বহিঃসংস্কারের কার্য্য সমাধা হইতে না হইতেই রাজা দুট্‌ঠগামিনি মহারোগে আক্রান্ত হইলেন। রোগশয্যায় তিনি তাঁহার ভ্রাতা তিস্‌সকে আহ্বান করিয়া তাঁহার এই প্রিয় কার্য্যটী তাঁহার অবর্ত্তমানে সম্পন্ন করিবার জন্ত অনুরোধ করেন। রাজা মৃত্যুশয্যায় শায়ী, তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া এমন একটী স্থানে আনয়ন করা হইল যেখান হইতে তিনি তাঁহার দুইটী অপূর্ব্ব স্থপত্যকীর্ত্তিকে সম্যক্‌ভাবে দেখিতে পান। তিনি একবার লোহোপাসাদ এবং একবার রুবনবেলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রভূত আনন্দলাভ করিলেন। তখন তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁহার প্রধান সেনাপতি থেরাপুত্ত অভয়। অষ্টাবিংশতিবার যুদ্ধে তিনি রাজার নিকটে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন বন্ধু এবার মৃত্যুর সঙ্গে আমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী মরণোন্মুখ রাজার কর্ণে তাঁহার সৎকার্য্যাবলী কীর্ত্তিত হইল। রাজা অষ্টাদশ স্থানে হাসপাতাল (চিকিৎসালয়) স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্ত যাবতীয় ঔষধ এবং রুগ্ন ও আতুরদিগের পথ্যের ব্যবস্থা ছিল। অবশেষে রুবেনবেলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতে না হইতে রাজার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। এই ঘটনা ১৩৭ খৃঃপূর্ব্বাব্দে ঘটে। যে প্রস্তরখণ্ডে জগতের একটী শ্রেষ্ঠ ভূপতির মৃত্যু হয় আজও তাহা বিদ্যমান আছে। প্রাচীন যুগের ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন গুলির মধ্যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।



রুবনবেলী-স্তূপ

দুট্‌ঠগামিনির মৃত্যুর পর কিছুকাল পর্য্যন্ত রাজধানীতে শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু ১০৯ খৃঃপূর্ব্বাব্দে তামিলগণ অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া সিংহলদ্বীপ আক্রমণ করিয়া অনুরাধপুর অধিকার করে। ৮৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিংহলীগণ পর্ব্বতাশ্রয় হইতে নির্গত হইয়া তামিলগণকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া অনুরাধপুর পুনরধিকার করেন। তাঁহাদের নেতা বট্ট-গামিনি এই জয়ের স্মারক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এত বড় অট্টালিকা ইহার

পূর্ব্বে আর নির্ম্মিত হয় নাই। এই স্তূপটী "অভয়গিরি" দাগোব নামে বিখ্যাত। ভূমি হইতে এই স্তূপের গম্বুজের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত ৪০৮ ফিট উচ্চ। ইহার অন্তর্গত যে কক্ষ পূতদেহাবশেষ রক্ষিত হয়, তদ্ব্যতিরেকে সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত। রাজা যে বাগানটী জৈনদিগকে দিয়াছিলেন তাহার উপরে এই স্তূপ-সংলগ্ন বিহারটী নির্ম্মিত হয়। এই কারণে বোধিবৃক্ষের সন্নিকটস্থ পুরাতন বিহারের শ্রমণসংঘে রাজার বিশেষ নিন্দা হয়।

পুরাতন বিহারের সহিত এই নব প্রতিষ্ঠিত বিহারের বহুকালব্যাপী যে কলহ উপস্থিত হয়, তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কারণপ্রসূত এবং প্রায় ৫ শত বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সে কলহ ও বিদ্বেষ ভাব বিদ্যমান ছিল।

উক্ত অট্টালিকার সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে এই নূতন বিহারবাটিকা যে রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা আজ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত আছে। এই সমস্ত গৃহ সংস্কার এবং পুরাতন অট্টালিকাকে নব শোভাযুক্ত করিবার কার্য্যে রাজা ও তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ ব্যাপৃত ছিলেন। সময় সময় তাঁহারা আবার ভিক্ষুদিগের এবং শ্রমণদিগের জন্য নূতন নূতন আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। এই সমস্ত অট্টালিকার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র জেতবনারাম নামক নূতন বিহারটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

ইহার পর, বিদেশী ভ্রমণকারীদিগের বিবরণ হইতে অনুরাধপুরের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা হিয়ান ৪১১ হইতে ৪১২ খৃষ্টাব্দ অনুরাধপুরে বাস করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে এই সিংহল রাজধানীর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, তদানীন্তন রাজকীয় অট্টালিকাসমূহ জাকজমকপূর্ণ, জনসাধারণের গৃহের চাকচিক্য এবং শোভাযাত্রার আড়ম্বর, বৌদ্ধভিক্ষুদিগের শিক্ষা দীক্ষার সম্বন্ধ এবং রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠা এই সমস্তই সাধারণের মনোহরণ করে। তখন অনুরাধপুরে বৌদ্ধদিগের একটা বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সম্বন্ধে অনুমিত নালন্দাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ।

বুদ্ধঘোষ যখন সিংহল দ্বীপে আগমন করেন, তখন অনুরাধপুরের অদূরস্থ একটী জলাধারের পুনঃ সংস্কার হয়। ৪৫০ খৃঃ অব্দে সিংহলের রাজা ধাতুসেন অনুরাধপুরের ৫০ মাইল দূরে কলাবাবা নামে একটী বৃহৎ জলাধার নির্ম্মাণ করেন। তখনকার দিনে চাষবাসের জন্য এইরূপ বৃহৎ জলাশয় নির্ম্মাণ অপর কোনো দেশেও সম্ভবপর হয় নাই। অনুরাধপুরে ইহাই রাজাদিগের শেষ কীর্ত্তি। ইহার পরে, গৃহবিবাদ এবং সিংহাসন লাভের জন্য নীচ প্রচেষ্টা কিছু দিনের জন্য চলিতে থাকে। সিংহাসনের জন্য উভয় পক্ষই সিংহলের আজন্ম শত্রু তামিলদিগের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। কালে পরাজিত পক্ষকেই তামিল রাজাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

তামিল জলদস্যুগণের আক্রমণে উপদ্রুত প্রাচীন সহর রক্ষা করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিল। অবশেষে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে অনুরাধপুর পরিত্যক্ত হয়। সিংহলের শাসনকেন্দ্র ইহার পরে পুলস্তিপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই প্রাচীন রাজধানী অধিকার করিয়া পাহাড়ের আশ্রয় লাভ করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে অল্প সময়ের জন্য একজন সিংহলী উক্ত তামিল সৈন্য দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অনুরাধপুরকে রাজধানী করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই তামিলকে তাড়াইয়া দিয়া সিংহলের রাজা পুলস্তিপুরে রাজধানী পুনরায় স্থানান্তরিত করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে মহাবীর পরাক্রম বাহু শেষবার অনুরাধপুর সংস্কার করেন। রাজা পরাক্রম বাহু ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ সিংহলে রাজত্ব করেন। অনুরাধপুরের পাঙ্কুলিয়া বিহারে এবং পোলোনারুয়া ও অবুকানা প্রভৃতি স্থানে বিহার স্থাপন করিয়া বুদ্ধদেবের বিভিন্ন অবস্থার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। নিম্নে পাংকুলিয় (পাঙ্কুলিয়া) বিহারের একটী ৬ ফুট ৯ ইঞ্চ উচ্চ পদ্মাসনে উপবিষ্ট একটী বুদ্ধমূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইল। শিল্পনৈপুণ্যে ইহাও সর্ব্বাধিক সমাদরের যোগ্য



পানকুলিয়া বিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি

১৫০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে অনুরাধপুর ক্রমশঃ জঙ্গলে পরিণত হয়। এ অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন রাজার ক্ষমতার অতীত হইয়া পড়িল। অনুরাধপুর দস্যু এবং তস্করের আশ্রয়-কেন্দ্র হইয়া উঠিল, সুতরাং অতীতের গৌরব বিনষ্ট হইল। ক্রমে তীর্থযাত্রীগণও অনুরাধপুরে যাওয়া বন্ধ করিলেন।

জাফনায় প্রতিষ্ঠিত অতঃপর তামিল রাজগণ সিংহলের উত্তর ভাগে এবং সিংহলীরাজগণ উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ শাসন করিতেন। ইঁহাদের কেহই অনুরাধপুরে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। এই দ্বীপ অধিকার করিবার পর ইংরাজগণ রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া জঙ্গল কাটিয়া অনুরাধপুরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারপূর্ব্বক অতীতের নিদর্শনগুলি লোকচক্ষুর গোচরে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অনুরাধসুত্ত—মজ্‌ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত বৌদ্ধসূত্র বিশেষ। ইহাতে সম্মানার্হ অনুরাধ সূত্রধর পঞ্চাঙ্গকে সীমাহীন নির্ব্বাণ ও প্রাণের নির্ব্বাণ কি তাহা বুঝাইয়া দেন। যে পরম জগতের সর্ব্বজীবের প্রতি প্রযুক্ত— দেশ, কাল ও পাত্রের গণ্ডীর ভিতর যাহা সীমাবদ্ধ নয় সেই বিশ্ব প্রেমই প্রাণকে সীমাহীন মুক্তি দেয়। তদনন্তর অনুরাধ পুনর্জ্জন্মের চারিটি কারণ বিবৃত করেন।

অনুরাধা—(স্ত্রী) [অনুগতা রাধাং বিশাখাম অন্যা তৎ রাশিচক্রের সাতাইশ নক্ষত্রের মধ্যে সপ্তদশ নক্ষত্র। ইহার দেবতা মিত্র। ইহার রূপ সপ্ততারাময় সর্পের মত। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী এবং পুনর্ব্বসু, ইহাদিগকে পার্শ্বমুখগণ কহে। এই সকল নক্ষত্রে যন্ত্র ও রথাদি নির্ম্মাণ, নৌকাগঠন, গৃহপ্রবেশ এবং হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, ও গো ইহাদিগকে প্রথম দোহন করিলে (দোয়াইলে) কিম্বা গাড়ীতে জোতাইলে শুভ হয়। অনুরাধা নক্ষত্র মৃদুগণের মধ্যে গৃহীত। মৃদুগণ নক্ষত্রে মিত্র অং, সুরতবিধি বস্ত্র, ভূষণ, মঙ্গলগীত প্রভৃতি কার্য্যে হিতকর হইয়া থাকে। অনুরাধ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে, লোকে কলাজ্ঞ এবং কীর্ত্তি ও কান্তি যুক্ত হয়, সর্ব্বদা উৎসবে রত থাকে এবং রিপুদিগকে জয় করে।

অনুরাধা₂—হিন্দুদিগের এক দেবতা। সম্ভবতঃ অনুরাধা নামক সপ্তদশ সংখ্যক নক্ষত্রের ইনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে (১৫৯ প) অনুরাধার যে ধ্যান পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

"হরিদ্বা চ বিড়ালাস্যা বিভূজাম্বুজবজ্রিণী।
মূর্দ্ধাদিনাভিপাদান্তশ্যামগৌরাক্রমেণ তু।
অনুরাধা পরিজ্ঞেয়া পদ্মরাগবিভূষণা॥"

অনুরাধা সিংহবাহিনী, তাঁহার মুখ বিড়ালের মত, তিনি দ্বিভুজা এবং দুইহস্তে পদ্ম ও বজ্র ধারণ করেন। তাঁহার মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত শ্যামবর্ণ এবং নাভি হইতে পদ পর্য্যন্ত গৌরবর্ণ। তিনি পদ্মরাগ বা চুনি খচিত অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন।

অনুরু—(ত্রি) লঘু, অপ্রশস্ত।

অনুরুদ্ধ (ত্রি) [অনু-রুধ্ ক্ত] অপেক্ষিত। ২ যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ৩ উপরুদ্ধ। ৪ অনুসৃত।

অনুরুদ্ধ—বর্ম্মার একজন রাজা, নামান্তর অনোরথ আজো ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনি থাতোন জয় করেন। ইঁহার রাজ্যকালে ব্রহ্মদেশে সম্ভাভাব বিস্তার হয়।

অনুরুদ্ধ থের—প্রসিদ্ধ পালি গ্রন্থকার। ইনি 'অভিধম্মসংগহ', 'পরমত্থবিনিচ্ছয়' ও 'নামরূপপরিচ্ছেদ' রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি 'অনুরুদ্ধশতক' নামে একখানি কাব্যপুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

'সদ্ধম্মসংগহ' ও 'পরমত্থবিনিচ্ছয়' গ্রন্থে অনুরুদ্ধের জন্মকালের উল্লেখ আছে। কাবেরীতীরস্থিত কাঞ্চীপুরে ইঁহার জন্ম এখানে অনুরুদ্ধ তাঁহার প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষুজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর ইনি 'সঙ্ঘনায়ক বা শ্রেষ্ঠ ভিক্ষু হন প্রথমে ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকার্য তিন্নেবেল্লী গমন করেন। তথা হইতে সিংহলে গিয়া উত্তরমূল বিহারে উপাদেষ্টা নিযুক্ত হন তথায় ইঁহাকে থের বলা হইত। অনুরুদ্ধশতকে বলা যায় ইনি উপস্থবির বলিয়াও অভিহিত হইতেন।

অনুরুদ্ধ সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। 'মহাবংশ' গ্রন্থে দেখা যায়, সিংহলাধিপতি বিজয়বাহু (১০৬৫ খৃঃ—১১২০ খৃষ্টাব্দ) অনুরুদ্ধের সম্মানার্থে কাঞ্চীপুরপতি রামন্নকে উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। অনুরুদ্ধ যে উত্তরমূল বিহারে অবস্থান করিতেন, উহা খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রে অনুরুদ্ধকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোক বলিয়াই অনুমিত হয়।

অনুরুদ্ধশতক—একখানি বৌদ্ধ কাব্যগ্রন্থ [। অনুরুদ্ধ দ্র]

অনুরুদ্ধসংযুক্ত—সংযুক্তনিকায়ের ৫ম খণ্ডে বর্ণিত সংযুক্ত বিশেষ। থের অনুরুদ্ধের অর্হৎত্বপ্রাপ্তির বিবরণ ও অলৌকিক শক্তি লাভের কথা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইনি আত্মসংযমের দ্বারা দেহ, অনুভূতি, মন ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাল অর্হৎপদ লাভ করেন। (সংযুক্ত নিকায় ৫ম খণ্ড ২৯৪-৩০৬ পৃঃ)

অনুরুধ্—(ত্রি) [অনু-রুধ্ কিপ্] যে অনুরোধ করে। ২ যে অপেক্ষা করে। [কর্ম্মণি কিপ্ বৈদিকে দীর্ঘঃ] অনুরূধ, যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। আশীৎ পূর্ব্বাম্বপত্না "অনুরুৎসতো (ঋক্ ৩৫৫ ৫) [অনুরুধ্যতেঽনুসরতি সুতাননুরুৎ] অনুসরণকারী। "বর্ণায়ানুরুধঃ" (শুক্লযজুঃ ৩০ ৯)

অনুরুহা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] নাগরমুস্তক, নাগরমুথা।

অনুরূপ—(অব্য) [রূপস্য যোগ্যং সদৃশং বা অব্যয়ী°] রূপের যোগ্য, রূপের সাদৃশ্য। [অনুগতং রূপং অত্যা° তৎ] (ত্রি) রূপানুগত। সদৃশ, যোগ্য। "দেবানামনুরূপাভি চরন্ত্যোতে মহাতলে" (রামা° ৪ ১৭ ২৭)

অনুরূপক—(পুং) প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিমা।

অনুরূপচেষ্টা—(ত্রি) যিনি উচিতরূপে কার্য্য করিবার চেষ্টা করেন।

অনুরূপতস—(অব্য) রূপানুসারে তুল্যতায়। ২ প্রসন্নতায়। (মনু ১ ৮৫,৮ ২০৬)

অনুরূপতা—(ত্রি) সাদৃশ্য। ২ যোগ্যতা।

অনুরূপা দেবী—বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা একজন উপন্যাস-লেখিকা। ইনি চুঁচুড়া-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী এবং রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের কন্যা।

বাল্যে পিতামহ ও পিতার যত্ন এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিয়া, অনুরূপা দেবী পরে একজন দার্শনিক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র ও তৎসম্বন্ধীয় ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার 'মন্ত্রশক্তি' ও 'মহানিশা' উপন্যাস শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট [illegible]।



শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

উত্তরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শিখরবাবু গণিতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। তিনি এক্ষণে মজঃফরপুরে ওকালতী করিতেছেন এবং সেখানকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল রূপে খ্যাত আছেন।

উপযুক্ত স্বামীর নিকট বিদ্যার্জ্জনে প্রশ্রয় পাইয়া অনুরূপা দেবী ইংরাজী কাব্যসাহিত্যাদি পাঠে অভিনিবিষ্টা হন। এই ইংরাজী সাহিত্যের চিত্র তাঁহার রচিত উপন্যাস ও গল্পগুলিতে পূর্ণভাবে চিত্রিত আছে।

আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত যে সকল উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থ পাইয়াছি তাহাদের নাম—মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, মা, চক্র, পথহারা, বাগ্‌দত্তা, মহানিশা, উল্কা, সোণার খনি, (১ম ও ২য়), রাঙ্গাশাঁখা, মুক্তি, অকৃতজ্ঞ, মিলন, দেবদাসী, আংটী, ধূমকেতু, বিস্মৃত স্মৃতি, প্রতিশোধ, মৃন্ময়ী, রামগড়, ক'নে দেখা, মধুরায়, ভুলভাঙ্গা, কুমারিলভট্ট, চিত্রদীপ, গুরু দক্ষিণা, পরাজয়, বন্ধু, দান, স্বর্গচ্যুতি, জ্যোতিঃহারা, মধুমল্লী, অযাচিত, লঘুক্রিয়া, গৃহপ্রহরী, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান, জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য, গরিবের মেয়ে, হারাণ খাতা, ত্রিপুরেশ্বরী, নারীমঙ্গল, প্রবন্ধমালা, পথের সাথী, হিমাদ্রি, উত্তরায়ণ, প্রাণের পরশ, ত্রিবেণী ও বিবর্ত্তন।

উপরি বর্ণিত গ্রন্থগুলি শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মন্ত্রশক্তি, মহানিশা, মা, পথের সাথী প্রভৃতি গ্রন্থ নাটকাকারে রূপান্তরিত হইয়া সাধারণ পাঠক ও দর্শক এবং নাট্যামোদীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত বিদ্যারণ্য নামে নাটক ও নাট্যচতুষ্টয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অনুরেবতী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] কৃষ্ণদন্তী।

অনুরোধ—(পুং) [অনু রুধ ঘঞ্] উপরোধ, অনুবর্ত্তন, অভীষ্ট সাধনেচ্ছা। "মিত্রস্য চানুরোধেন" (মনু ৭ ১৬৬)

অনুরোধক—(ত্রি) যে অনুরোধ করে। ২ প্রার্থনাকারী।

অনুরোধিতা—(স্ত্রী) অনুরোধের ভাব।

অনুরোধিন্—(ত্রি) [অনু রুধ-ণিন্] যে অনুরোধ করে। যে অপেক্ষা করে। "পতিব্রতা। সময়ানুরোধিনী" (রামা ৩ ২ ২৮)

অনুল—উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার এক অসভ্য জাতি। ইহারা নরমাংস ভুক। Northern Tribes of Central Australia, (1904) গ্রন্থে দেখা যায় এই অসভ্য জাতীয়েরা এক এক জন স্ত্রীলোককে চারিজন পুরুষে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই চারিজন পুরুষের মধ্যে দুইজন পিতৃসম্পর্কীয় এবং অপর দুইজনের একজন আবার শ্বশুর সম্পর্কীয়।

যাদুবিদ্যায় অনুল জাতি বিশেষ পারদর্শী। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। অসভ্য জাতির মধ্যে অনেকে বংশপরম্পরায় যাদুকর হইয়া থাকে, কিন্তু অনুলজাতির এক বংশে একজন মাত্র যাদুকর হইতে পারে।

স্ত্রীলোকগণ বাতমুরা বা মুরমুরাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

তাহাদের বিশ্বাস এই যে, বৃদ্ধবৃদ্ধা বালকদের ভক্ষণের পর উদ্গীরণ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্জন্ম প্রদান করে।

অনাবৃষ্টির সময় অনেক স্থানে বৃষ্টি আনয়নের জন্য অনুলরা উপিত্তজরা নামক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নানারূপ অনুষ্ঠান করে। কিংবদন্তী আছে—উপিত্তজবার সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্র স্রোতোস্বিনীর তটদেশে একটী গর্ত্ত আছে। একজন মুৎকুরুঙ্গু জাতীয় পুরুষ একটী সর্প ধরিয়া তাহাকে জীবিতাবস্থায় ঐ গর্ত্তের মধ্যে কিছুক্ষণ বাঁধিয়া এবং পরে তাহাকে বাহিরে আনিয়া হত্যা করিয়া তাঁবে রক্ষা করে। তাহার পর তৃণগুচ্ছ দ্বারা একটী বামধনুর ন্যায় বৃত্তখণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া সর্পের উপর রাখে ও গান করে। বিশ্বাস এই প্রক্রিয়া শেষ হইলে বৃষ্টি হয়।

অনুলদের মধ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উহার মাংস ভক্ষণ করা হয়। মাংস ভক্ষিত হইলে পর অবশিষ্ট অস্থিসমূহ মৃতের পিতামাতার নিকটে আনে এবং এই অস্থি শুষ্ক করে। অতঃপর সেগুলি বন্ধন দ্বারা জড়াইয়া একটী মোটা কাষ্ঠদণ্ডের মধ্যে পুরিয়া উহা অদ্ভুতভাবে পরিষ্কৃত স্থানে প্রোথিত করে। পরিষ্কৃত স্থানের ও দণ্ডের চতুর্দ্দিকে বালি দিয়া একটী গড় দেওয়া হইয়া থাকে। উহার মধ্যে একটী মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়। তখন একমাত্র পিতামাতা ভিন্ন উহার নিকটে কেহ যাইতে পারে না। অনুলদের বিশ্বাস যে, তখন মৃতের আত্মা উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। দণ্ডের নিকট অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। প্রায় এক বৎসর পরে উহা হইতে অস্থিসমূহের উদ্ধার করিয়া পুনরায় অন্যত্র মাটীতে পুতিয়া রাখা হয়।

অনুলগ্ন—(ত্রি) সংযুক্ত। ২ অনুবৃত্ত। ৩ প্রবৃত্ত।

অনুলা—সম্রাট অশোকের প্রচারিত পৌরাণিক উপদেশ মালা। বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা অনুলা নামে উল্লিখিত।

অনুলা—সিংহলের এক রাজকন্যা। সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিলে রাজদুহিতা অনুলা পাঁচশত সহচরীর সহিত ধর্ম্মসংঘে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পুরুষ পরিব্রাজকের নারীকে দীক্ষা দিবার ক্ষমতা না থাকায় সিংহল-রাজ সম্রাট অশোকের নিকট তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠাইলেন। রাজা প্রিয়দর্শী প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কন্যাকে ছাড়িতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু কি করেন, অবশেষে বোধিদ্রুমের একটী শাখা কন্যার হস্তে দিয়া সানুচর সিংহলে পাঠাইলেন। সংঘমিত্রা সিংহলে আসিয়া রাজকন্যা অনুলা ও তাঁহার পাঁচশত কুমারী সহচরী এবং রাজ অন্তঃপুরের পাঁচশত রমণীকে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষিতা অনুলা বৌদ্ধ "অর্হৎ" রূপে ঘোষিত হন। (দীপবংশ ও মহাবংশ) [সংঘমিত্রা দ্র°]

অনুলা—(স্ত্রী) বৌদ্ধ অর্হৎভেদ। ২ কোন বৌদ্ধ সাধ্বীর নাম।

অনুলাপ—(পুং) [অনু বীপ্সায়াং পুনঃ পুনঃ লপ্যতে কথ্যতে লপ্-ভাবে ঘঞ্] পুনঃ পুনঃ কথন, পুনরুক্তি, মুহুর্ভাষ।

অনুলাস—(পুং) ময়ূর।

অনুলিপ্ত—(ত্রি) [অনু-লিপ্-ক্ত] অনুরঞ্জিত, অঙ্গে গন্ধ দ্রব্যাদি লেপনযুক্ত।

অনুলিপ্তাঙ্গ—(ত্রি) অঙ্গে সুগন্ধাদি সংলিপ্ত (দেহ)।

অনুলেপ—(পুং) [অনু লিপ ভাবে ঘঞ্] সুগন্ধাদি মর্দ্দন। [লিপ্যতে অনেন ইতি করণে ঘঞ্] চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য। "চন্দনমনুলেপার্থে (সুশ্রুত স° ২.১৬৭ ৭)

অনুলেপক—(ত্রি) [অনু-লিপ্-ণ্বুল] যে সুগন্ধাদি লেপন করে।

অনুলেপন—(স্ত্রী) [অনু-লিপ্-ভাবে ল্যুট্] সুগন্ধাদি মর্দ্দন। [করণে ল্যুট্] লেপনসাধন চন্দনাদি। "দিব্যগন্ধানুলেপনম্) (গীতা ১১.১১) দেহে অনুলেপন ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দৌর্গন্ধ, শ্রমবাত প্রভৃতি নষ্ট হইয়া সৌভাগ্য, তেজ, ও বল বৃদ্ধি হয়। (মদননি°) গ্রন্থান্তরেও লিখিত আছে যে, অনুলেপন বল্য, তেজস্কর, সৌভাগ্যদায়ক, ত্বকের দীপ্তিকারক, প্রীতিপ্রদ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ও শ্রমনাশক, দৌর্গন্ধ ও বাতনাশক। (বৈদ্যকনি)

অনুলেপিত—(ত্রি) [অনু-লিপ্-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত] অনুলিপ্ত কৃত।

অনুলেপিন্—(ত্রি) [অনু-লিপ্-ণিন] অনুলেপক। "শুক্লবসনান্তাম্রসুগন্ধানুলেপিনঃ" (রামা° ২ ৮৩.১৭)

অনুলোম—(অব্য) [যথাক্রমে অব্যয়ী° অচ্ স°] অনুক্রমে ক্রমানুসারে [অনুগতং লোম আনুরূপ্যম্] (ত্রি) আনুরূপ্য প্র শু লোমানুগত।

অনুলোম,—অনুলোম শব্দের প্রকৃত অর্থ লোম-প্রবাহের অনুকূল উহার বিপরীত হইলে প্রতিলোম হয়। মৌলিক অর্থ এই হইলেও অনুলোম ও প্রতিলোম শব্দদ্বয় বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ক্ষয়রোগও অনুলোম ও বিলোম ভেদে বিভক্ত। ঐরূপ অসবর্ণ বিবাহও অনুলোম ও প্রতিলোম ভেদে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সজাতি ভিন্ন অন্য জাতিতে যে বিবাহ তাহাকে অসবর্ণ-বিবাহ বলে। জাতিভেদ প্রথা প্রাচীনতম কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইলেও উহার বর্ত্তমানের ন্যায় কঠোরতা ছিল না এবং অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষের নিম্নবর্ণের কন্যাগ্রহণ বহুকালাবধি প্রচলিত ছিল। এমন কি, শেষ-যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ও নিবন্ধকারগণও অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ করেন নাই। তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, কালে সবর্ণ-বিবাহই সমাজে অনুমোদিত হয় এবং অসবর্ণ বিবাহ লোকের চক্ষে হীন হইয়া পড়ে।

অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ সম্বন্ধে সামাজিক আদর্শ যুগভেদে পরিবর্তিত হয়। প্রাচীনতম যুগে নিম্নশ্রেণীর কন্যাবিবাহ অনেকেই দোষাবহ মনে করিতেন না। তখন সমাজের গঠনও হয় নাই। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধমাত্রই বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। আসুর ও পৈশাচ-বিবাহও বিবাহ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তখন বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব হইলে অনেক ঋষি বা রাজা নিম্নবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতেন। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, পরাশর প্রভৃতি পরম পূজ্য ঋষিরা এইরূপ অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহের সন্তান, ইহা পুরাণপাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন। কুরুবংশীয় রাজা শান্তনুও ধীবর-কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিয়া সেই ধীবর-কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে রাজপদ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি, সে যুগের লোকে সন্তান-জননে মাতার সামাজিক অপকর্ষের বিষয় চিন্তা করিতেন না। তাঁহারা নিজের বীজ বা রেতের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। এই মত বহুদিন চলিত ছিল। "মাতা ভস্ত্রা জনয়িতুঃ সুত এব।" "মাতা ভস্ত্রা যস্য রেতঃ তস্যাপত্যং"। (কৌ° ১৬৪ পৃঃ)

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির সময় ও তাহার পরেও ঐ ভাবের বিবাহ বহুদিন প্রচলিত ছিল। ভারতের বাহিরে বহু প্রাচীন সমাজেও লোকের এইরূপ মনোভাব ছিল। পিতার সামাজিক উৎকর্ষাপকর্ষের উপরই পুত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপিত হইত।

কিন্তু, এই মনোভাব চিরস্থায়ী বা সর্ববাদিসম্মত হয় নাই। অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ এক সময়ে বহু প্রচলিত থাকিলেও সমাজের সকল লোকেই ইহার অনুমোদন করিতেন না। ঋগ্বেদের কবষঋষির উৎপত্তি লইয়া তাঁহাকে যে হীনতার চক্ষে দেখিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। [কবষ দ্র°]

ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, সমাজের কঠোরতা ততই বাড়িতে লাগিল এবং লোকে সবর্ণ-বিবাহের অধিকতর পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। সেই কারণেই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হইল।

বহু ধর্মসূত্রে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রমাণে আমরা দেখিতে পাই যে—কোন লোক অব্যবহিত নিম্ন বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে ঐ পুত্র পিতার সবর্ণ বলিয়া গণ্য হইত। "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়যোরনন্তরাঃ পুত্রাঃ সবর্ণাঃ" (কৌ° ১৬৪ পৃষ্ঠা) কিন্তু একান্তরা পত্নী হইলে ঐ পুত্র অসবর্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছিল। "একান্তরা অসবর্ণাঃ" (কৌ° ১৬৪ পৃ°) ধর্মসূত্রাদিতেও এই মনোভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান।

পরের যুগে, এই মনোভাবের আরও পরিবর্তন হয়। তখন অসবর্ণ-বিবাহে উৎপন্ন সন্তানদের সামাজিক অবস্থা ক্রমে হেয় হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ চারিবর্ণের পত্নী গ্রহণ করিলে তদুৎপন্ন পুত্রদের অংশেরও তারতম্য-ব্যবস্থা হয়—ব্রাহ্মণী-পুত্রের প্রাপ্য ৪ ভাগ হইলে ক্ষত্রিয়াপুত্র ৩ ভাগ, বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ এবং শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ মাত্র পাইবেন। এই ব্যবস্থা ধর্মসূত্রে ও অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে—"চাতুর্ব্বর্ণ্যপুত্রাণাং ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোংশান্ হরেৎ ক্ষত্রিয়া-পুত্রস্ত্রীন্ অংশান্। বৈশ্যাপুত্রো দ্বাবংশৌ। একং শূদ্রাপুত্রঃ।" (১৬৩ পৃ°)

এ ব্যবস্থা সমাজে কতদিন ছিল তাহা জানা যায় না। ক্রমে আবার নূতন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় এবং উহার ফলে অসবর্ণবিবাহের পুত্রদের সামাজিক স্থান পিতা ও মাতার সামাজিক অবস্থার মধ্যবর্তী করিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৈশ্যা বিবাহ করিলে ঐ গর্ভস্থ সন্তান—বৈশ্য অপেক্ষা উচ্চ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন হইতেন। ক্রমে এ ভাবও বিলুপ্ত হয় এবং তাৎকালিক মনোভাবমত শাস্ত্রকারেরা—"মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" এই মত প্রচার করেন। মহাভারতের যুগেও এই মত প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয়। কেন না, কুরুবংশীয় ক্ষেত্রজদের মধ্যে বিদুরকে পারশব বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল এবং ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে রাজপুত্রদের সমান স্থান দেওয়া হয় নাই।

ব্রাহ্মণের শূদ্রা-বিবাহ খুব উচ্চ আদর্শ বলিয়া গণ্য না হইলেও ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যাকন্যা-বিবাহ কোন দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত না। পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের মাতামহকুল একই ছিল। [বিশ্বামিত্র ও পরশুরাম দ্র°] এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাস-পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগেও এইরূপ অনুলোম-বিবাহ প্রচলিত ছিল। আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব-বিবাহে এইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ার মধ্যে বহুবিবাহ সম্বন্ধের উদাহরণ পাওয়া যায়।

গুপ্ত-অনুশাসনের মধ্যেও এইরূপ ২।৩টী উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। মহর্ষি চ্যবনের ও সৌভরি ঋষির রাজকন্যাবিবাহও সুবিদিত। আবার হর্ষ-চরিতকার বাণভট্ট নিজের পারশব ভ্রাতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়া ভদ্রার গর্ভেই গুর্জ্জর-প্রতীহার ক্ষত্রিয়কুলের উৎপত্তি হয়। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যে মুসলমান আক্রমণের সময়েও প্রচলিত ছিল, তাহা আরব ঐতিহাসিক ইবন্ খোরদাদব উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনামত বুঝা যায় যে, সেই যুগের ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়া-কন্যা বিবাহ করিতেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিত না। আবার ব্রাহ্মণবংশীয় পুরুষের শূদ্রা-বিবাহের ফলেই পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজা লোকনাথের উৎপত্তি। [লোকনাথ দ্র°]

ব্রাহ্মণের শূদ্রাবিবাহও এককালে সমাজে প্রচলিত ছিল। ক্রমে বৌদ্ধযুগের উচ্ছৃঙ্খলতার পর সমাজশাসন কঠোর হয় এবং উহা সমাজের চক্ষে হীন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। মনু-সংহিতার সময়ও উহা প্রচলিত ছিল এবং উহার বিশেষ ব্যবস্থাও

মানবধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সূত্রকারগণের অনেকেই শূদ্রা-বিবাহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র গোভিল উহার প্রতি নিষেধবিধি প্রয়োগ করিয়াছেন। "ন শূদ্রামুপেয়াৎ" বাক্যেই তাহা সপ্রমাণ। আর শুদ্ধযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিসংকর্ত্তা সুমতি ভার্গব—এ বিষয়ে বহু মত উল্লেখ করিয়া শূদ্রাবিবাহের প্রতি নিজের বিরোধভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উহার প্রতি-নিষেধবিধি প্রয়োগ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি কেবল অর্থবাদের সাহায্যে উহার হেয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪।৫টী শ্লোকে শূদ্রাবিবাহ নিন্দিত হইয়াছে, কিন্তু মনুর শ্লোকগুলি পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে এই বিষয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল। অত্রি ও উতথ্য তনয়ের মতে শূদ্রাবিবাহকারীর পাতিত্য অবশ্যম্ভাবী। শৌনকের মতে সন্তান উৎপন্ন করিলে আর ভৃগুর মতে উক্ত শূদ্রাগর্ভজাতপুত্রের পাতিত্যই ঘটিত। এই মত গুলির উল্লেখ করিয়া মনু বলিয়াছেন—

"ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রাভার্য্যোপদিশ্যতে ॥ ৩ ১৪"।
শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ। ১৬
শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥ ১৭
বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥১৮"

এই শূদ্রাবিবাহ বলিয়া মতামত চিরকালই চলিয়া আসিয়াছে বশিষ্ঠ স্মৃতি (খৃঃ পূঃ ৪র্থ বা ৫ম শতকে) ইহার নিন্দা করিয়াছেন এবং উহার প্রচলনের সপক্ষেও মতোদ্ধার করিয়াছেন। "শূদ্রামপ্যেকে মন্ত্রবর্জ্জং তদ্বৎ তথা ন কুর্য্যাৎ। অতোহি কুলাপকর্ষঃ প্রেত্য চাস্বর্গঃ"—(বশিষ্ঠ ১২৫-২৭)

অবশ্য এবিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ একমত হইয়া কোনরূপ কঠোর নিষেধ-বিধি দেন নাই, তবে পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের অভিমত স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। আর শেষযুগের নিবন্ধকারগণও শূদ্রাবিবাহজ সন্তানের দায়াংশ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। এই বিরাট ব্যাপারের সমালোচনা এই স্থানে করা অসম্ভব, তবে অসবর্ণ বিবাহ এখনও যে ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত আছে তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। এখনও সমগ্র দক্ষিণ-ভারতের নানাস্থানে—বিশেষতঃ কেরলে, নেপালে ও বহু পার্ব্বত্য প্রদেশে অসবর্ণ বিবাহ চলিত আছে। অবশ্য উহা অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ সর্ব্বত্র চিরকালই নিন্দিত। [অসবর্ণ বিবাহ দ্র°]

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ কেন অপ্রচলিত হয় তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ কথা বলা প্রয়োজন। অনেকের মতে, ব্রাহ্মণদের শূদ্রবিদ্বেষই ইহার কারণ। আমরা বিলাতী পণ্ডিতদের নিকট এই ব্যাখ্যাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নয়। সমাজে যখন মাতামহকুলের প্রতি অধিকতর আস্থা স্থাপিত হইল, তখন নানাকারণে নীচবর্ণা স্ত্রী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানের অপকর্ষতা অনুভূত হইতে লাগিল। নীচবর্ণা স্ত্রী অনেক সময়ই তাহার স্বামীর গৃহকার্য্যে প্রকৃত সহায়িকা হইতে পারিত না। এইরূপ বরের কুলে নীচজাতীয়া স্ত্রী হেয় হইতে লাগিল। ক্রমে সমাজে নীচজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন সন্তানের প্রাপ্য অংশের ন্যূনতা বিধিবদ্ধ করিয়া দিল। তখন এইরূপ অসবর্ণবিবাহে কন্যাপক্ষীয়েরা অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ দাশরাজকন্যার বিবাহে শান্তনুর প্রতি কঠোর সর্ত্ত আরোপণ—"যে সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যলাভ করিবে" উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিম্নবর্ণের লোকেরাও ক্রমে অন্য কারণেও অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী হইয়া উঠিল। প্রথম প্রথম উচ্চবর্ণে বিবাহ দিলে কন্যা সুখী হইবে, এই ধারণাই তাহাদের মনে বলবতী ছিল ক্রমে যখন দেখিল যে, এইরূপ বহু কন্যার যখন সেই সুখের আর আশা নাই, তখন তাহারা আর নিজেদের সুন্দরী ও গুণবতী কন্যাকে উচ্চবর্ণের লোকের দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল না। এই ভাবের চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, অসবর্ণ বিবাহের বিলোপের অন্য কারণও আছে এবং ক্রমে উচ্চবর্ণের ও নিম্নবর্ণের উভয় পক্ষের বিরোধে অসবর্ণ-বিবাহ এদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

অনুলোম অসবর্ণ-বিবাহ সম্বন্ধে অন্যান্য দেশেও এইরূপ মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রথম যুগের রোমান ও গ্রীকেরা যে কোন সমাজের কন্যা চুরি করিয়া বিবাহ করিত। ক্রমে যখন রাজনৈতিক প্রাধান্যের সঙ্গে তাহাদের আভিজাত্য বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহারা অন্য বর্ণের কন্যাবিবাহ দোষাবহ মনে করে।

আমেরিকাতেও ঠিক এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়। প্রথম যুগের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা কামার্ত্ত হইয়া যে কোন জাতির স্ত্রী বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হইত না। ক্রমে যখন তাহারা দেশের রাজা হইল এবং নিজেদের রাজার জাত বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তখন এইরূপ বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইল। এখন আবার এরূপ মনোভাব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে আমেরিকার অধিকাংশ স্থলেই, বিশেষতঃ ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, মেক্সিকো, কানাডা, আর্জ্জেন্টাইন প্রভৃতি স্থানে কোন উচ্চপদস্থ বা ধনীলোকের কুলে নিগ্রো বা ইণ্ডিয়ান রক্তের

সংস্পর্শ থাকিলে তাহাকে অভিজাত শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয় না। আমাদের ভারতবর্ষেও কোন উচ্চবংশীয় বা উচ্চপদস্থ ইংরাজ এংলো-ইণ্ডিয়ান্ অথবা ফিরিঙ্গী বংশে বিবাহ করা অত্যন্ত হীন-কার্য্য বলিয়া মনে করেন।

প্রতিলোম-বিবাহ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নিন্দিত বলিয়া পরিগণিত এবং সেইজন্য উহা কোন দিন কোন সমাজে স্থান পায় নাই। খৃষ্টান সমাজে উহা নিষিদ্ধ না হইলেও উহা অতীব ঘৃণার্হ। আমেরিকায় এই লইয়াই 'লিঞ্চিং' নিত্য অনুষ্ঠিত হয় ও হইতেছে। ভারতে প্রতিলোম-সম্বন্ধ সর্ব্বকালেই নিন্দনীয় ও হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। [প্রতিলোম দ্র°]

অনুলোম—বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকার পুত্র। ইনি সৈংহিকের নামক চতুর্দ্দশ মহাসুরের অন্যতম। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৮ ১৯)

অনুলোমকল্প—অথর্ব্ববেদের ৩৪শ পরিশিষ্ট।

অনুলোমকৃষ্ট—(ত্রি) নিয়মিতভাবে বা সোজাসুজি কর্ষণকর (শস্যসহ)।

অনুলোমজ—(ত্রি) [অনুলোমসম্বন্ধাৎ জাতঃ জন্-ড] উৎকৃষ্ট বর্ণের ঔরসে এবং নিকৃষ্ট বর্ণের গর্ভে জাত পুত্রাদি।

অনুলোমজন্মন্—(ত্রি) [অনুলোমং শ্রেষ্ঠবর্ণমনুক্রম্য জন্ম যস্য] অনুলোমজাত।

অনুলোমন (ক্লী) যে দ্রব্য অপক্ব বাত পিত্ত এবং শ্লেষ্মার পরিপাক পূর্ব্বক বদ্ধবায়ুকে ভেদ করিয়া মল নিঃসরণ করায়, তাহাকে অনুলোমন কহে। যেমন—হরিতকী।

কৃত্বা পাকং মলানাং যৎ ভিত্ত্বা বন্ধমধো নয়েৎ।
তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী।" (ভা প্র°)

অনুলোমপরিণীতা—(স্ত্রী) নিয়মিত শ্রেণীতে অর্থাৎ স্ববর্ণে বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণের বিবাহিতা স্ত্রী।

অনুলোম-প্রতিলোম—বৌদ্ধ অবদানে বর্ণিত পর্ব্বতবিশেষ। ২ সমুদ্রবিশেষ। [দিব্যাব°]

অনুলোমায—(ত্রি) সৌভাগ্যশালী।

অনুল্কী—(স্ত্রী) [বৈদিক] হিক্কা। ২ তৃষ্ণা।

অনুল্বণ—(ত্রি) অত্যন্ত ভিন্ন, অপ্রধান, ছোট। ২ চিক্কণ।

অনুবংশ—(অব্য) বংশ হইতে। (পুং) বংশাবলী।

অনুবংশ্য—(ত্রি) বংশাবলী সম্বন্ধীয়।

অনুবক্তৃ—(ত্রি) [অনু সদৃশং গুরুমুখোচ্চারিতানুরূপং বদতীতি অনু-বচ্-তৃচ্]। গুরু যে প্রকার উপদেশ দেন, তদনুরূপ যে পাঠ অভ্যাস করে।

অনুবক্তব্য—(ত্রি) যাহা পরে বলা উচিত, পুনরাবৃত্তির যোগ্য।

অনুবক্র—(ত্রি) [অনুক্রমেণ বক্রম্] আস্তে আস্তে বক্র, অত্যন্ত বক্র, অতিবক্র।

অনুবক্রগ—(ত্রি) বক্রগতিবিশিষ্ট। "বক্রানুবক্রগাঃ গ্রহাঃ" (সূর্য্য স° ১ ১১৮ ২৯)

অনুবচন—(ক্লী) [অনুরূপং বচনম্ প্রাদিস] অনুরূপ কথন। ২ যজ্ঞের মন্ত্রবিশেষ। "জাতুকর্ণ্যস্তমলীকয়ুং পুনঃ পপ্রচ্ছ মন্ত্রং বানুবচনং বা নিগদং বা যাজ্যং বা যদান্যৎ সর্ব্বং তৎপুনস্ত্রয়া দিতি।" (কৌষীতকিব্রাহ্মণ ২৬.৫)।

অনুবচনীয়—(ত্রি) অনুবচন সম্বন্ধীয়।

অনুবৎসর—(পুং) [অনুকূলো বৎসরো দানাদিবিশেষায়] বৎসরান্তর। (বাচস্পত্যম)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, সাবন, সৌর, চান্দ্র ও নাক্ষত্র এই চারি প্রকার মাসে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। এই চারি প্রকার মাসের সমন্বয়ে পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। ঐ এক যুগের প্রথম বৎসরের নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয় বৎসরের নাম পরিবৎসর, তৃতীয় বৎসরের নাম ইদ্বৎসর, চতুর্থ বৎসরের নাম অনু-বৎসর এবং পঞ্চম বৎসরের নাম যুগবৎসর। (বিষ্ণুপুরাণ ২৮ ৬৬ ৬৭)। অনুবৎসরে ধান্য দান করিলে ১চা ফল হয়।

অনুবদন—(ক্লী) চুম্বনভেদ। বদনে বদন দিয়া চুম্বন। যদি অজাতশ্মশ্রু যুবক পতি স্বীয় পত্নীর ওষ্ঠসম্পুট আপন অধর-সম্পুটে প্রণয়ভরে গ্রহণ করিয়া পরস্পরে জিহ্বা-সঞ্চালনপূর্ব্বক জিহ্বাযুদ্ধ করিতে থাকে, তাহাকে অনুবদন চুম্বন বলে। রতিরত্নপ্রদীপিকায় ইহাকে রসনা-রণ বলা হইয়াছে। [চুম্বন, সম্পুট দ্র°]

অনুবন—(অব্য) বনমধ্যে।

অনুবর্ত্তন—(ক্লী) [অনু-বৃত্-ল্যুট্] অনুসরণ অনুগমন। "ইদানীং তদাজ্ঞানুবর্ত্তনমনুচিতম" (হিতোপ) ব্যাকরণাদিতে অন্বয়ের নিমিত্ত পূর্ব্ব সূত্রের কোন বিষয় পর সূত্রে আকর্ষণ করা। ২ অনুবন্ধ।

অনুবর্ত্তনীয়—(ত্রি) অনুবর্ত্তনের যো[illegible]।

অনুবর্ত্তিত্ব—(ক্লী) অনুবর্ত্তনের স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা।

অনুবর্ত্তিন্—(ত্রি) [অনু বৃত্-ণিনি] পশ্চাদ্গামী। 'সশরীরা গতা স্বর্গং ভর্ত্তারমনুবর্ত্তিনী" (রামা ১ ৩৫ ৮)

অনুবর্ত্মন্—(ত্রি) পশ্চাদ্গামী। "মম ত্বাম্ অনুবর্ত্মান এত" (অথর্ব্ব ৩.৮ ৭)

অনুবশ—(পুং) অপরেচ্ছা সৎকার। ভবতশ্চাপ্যনুবশাৎ' (রামা ২৮.২৯) (ত্রি) ২ অপরেচ্ছা সম্পাদক, পরবশ। "রাম-স্যানুবশঃ" (রামা° ২.৮৯ ৭)

অনুবষট্কার—(পুং) বলিপ্রদানের বষটের লঘু উচ্চারণ। 'অনুবষট্কারে দধি ধর্ম্মভাগে" (আশ্ব° শ্রৌত ৫ ১৩)

অনুবসিত—(ত্রি) বস্ত্রাচ্ছন্ন। ২ সংলগ্ন।

অনুবহ—(পুং) অগ্নির সপ্তজিহ্বার একতম।

অনুবহ,—আবহ-প্রবহাদি সপ্ত বায়ুচক্রের অন্ততম। (কূর্ম্মপু° পূর্ব্বার্দ্ধ ৪০।৬)

অনুবাক—(পুং) [অনূচ্যতে অনু-বচ্-ঘঞ্] বেদের অংশ বিশেষ, ঋষিশেষ। (অথর্ব্ব ১৯।২২।১, শতপথব্রা° ৯।১।১।১৫, ঋক্ ৪।৫।৭।১)

অনুবাকসংখ্যা—যজুর্ব্বেদের আঠারটী পরিশিষ্টের মধ্যে একটী পরিশিষ্টের নাম। চরণব্যূহে এইরূপ আঠারটী পরিশিষ্টের নাম দেওয়া হইয়াছে।—

১ যূপলক্ষণ। ব্যাসের মতানুসারে ইহা উপজ্যোতিষ চরণব্যূহ। ২ ছাগলক্ষণ, ব্যাসের মতে মাঙ্গল লক্ষণ। ৩ প্রতিজ্ঞা, ব্যাসের মতে প্রতিজ্ঞানুবাক্য। ৪ অনুবাকসংখ্যা, ব্যাসের মতে পরিসংখ্যা। ৫ চরণব্যূহ। ৬ শ্রাদ্ধকল্প। ৭ শুল্বিকাদি। ৮ পার্ষদ। ৯ ঋগ্‌যজুংষী। ১০ ইষ্টকাপূরণ। ১১ প্রবরাধ্যায়। ১২ উক্থশাস্ত্র। ১৩ ক্রতুসংখ্যা। ১৪ নিগম, ব্যাসের মতে আগম। ১৫ যজ্ঞপার্শ্ব। ১৬ হৌত্রক ১৭ প্রসবোত্থান। ১৮ কূর্ম্মলক্ষণ।

অনুবাক্যবৎ—(ত্রি) অনুবাক্য বিশিষ্ট।

অনুবাক্যা—(স্ত্রী) [অনু বচ্-ণ্যৎ] ঋক্‌বিশেষ, দেবতাহ্বানী ঋক্। "পুরোহনুবাক্যা যাজ্যা বা"। (যজুর্ব্বেদ)

অনুবাচ্—(পুং) [অনু-বচ্-ণিচ্ ক্বিপ্]। অধ্যাপক। ২ অনুবাচক। (শতপথব্রা ৩৮৩।১৪)

অনুবাচন—(স্ত্রী) [অনু বচ ণিচ্-ল্যুট্] অধ্যাপন। (কাত্যা° শ্রৌ° ১০।২।১৬)

অনুবাচনপ্রৈষ—(পুং) অনুবাচনাদেশ।

অনুবাচনীয়—(ত্রি) [অনুবাচনং প্রয়োজনমস্য অনুপ্রবচনাদিত্বাৎ ছ] অধ্যাপক।

অনুবাচিত—(ত্রি) পূর্ব্বোক্ত, পূর্ব্বকথিত।

অনুবাত—(পুং) [অনুকূলো বাতঃ] যে দিকে কেহ যাইতেছে, ঠিক সেই দিক্ পানে যে বায়ু বহিতে থাকে। অনুকূল বাতাস শিষ্যের দিক্ হইতে যে বায়ু গুরুর দিকে বহে। "যঃ শিষ্যদেশাদ্‌গুরুদেশমাগচ্ছতি সোহনুবাতঃ" (মনু ২।২০৩ কুল্লুক)

অনুবাতে—(অব্য) বায়ুর অনুকূলে।

অনুবাদ—(পুং) [অনূদ্যতে অনু-বদ্-ঘঞ্] কুৎসিতার্থ বাক্য, নিন্দা। ২ অনুকরণ। ৩ ভাষান্তরকরণ। ৪ পশ্চাৎ কথন। ৫ পুনঃ কথন।

পূর্ব্বে কোন বিধি দ্বারা যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত তাহার পুনরুল্লেখ করা যথা—

'দশগ্রহান্ গৃহ্নাতি'। দশটী গ্রহ (যজ্ঞের পাত্রবিশেষ) গ্রহণ করিবে। এখানে এই বিধি দ্বারা 'গ্রহ' পাওয়া যাইতেছে। তাহার পর বলা হইল,—'গ্রহং সম্মার্ষ্টি' গ্রহ মার্জ্জন করিবে। এখানেও আবার সেই গ্রহের উল্লেখ রহিয়াছে। এই পুনরুক্তি হইল বলিয়া ইহাকে অনুবাদ বলা যায়। এই শেষ বিধিতে নূতন কথার মধ্যে, 'মার্জ্জনা করিবে' এই বিধান করা হইয়াছে।

মানুষের ইচ্ছায় যে কাজ হইতে পারে, শাস্ত্রে সে বিষয়ের উল্লেখ থাকিলেও তাহাকে অনুবাদ কহে। যথা—'তস্মাৎ প্রথমতঃ কুর্য্যাত্তিথিভান্তে চ পারণম্'। তিথি ও নক্ষত্র গত হইয়া গেলে পারণ করিবে। ব্রতের শেষে মানুষ ইচ্ছা করিলেই ভোজন করিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে আবার তাহা কথিত হইল বলিয়া ইহাকে অনুবাদ বলা যায়।

যে বিষয় স্বতঃসিদ্ধ, আপনা আপনি সকলেই জানে, সকলেই বুঝে, তেমন বিষয়ের উল্লেখ করিলে, তাহাকেও অনুবাদ কহে। যেমন—'আকাশে হইতে ফুল পাড়িও না'। 'আগুনে হিম নিবারণ হয়'। সকলেই জানে যে আকাশে ফুল ফুটে না, এবং আগুনে হিম নিবারণ হইয়া থাকে। অতএব এই সকল স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের উল্লেখ করা হইল বলিয়া ইহাকে অনুবাদ কহে।

অর্থবাদ তিন প্রকার। যথা—

"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধামতঃ।"

বিরোধে অর্থাৎ যেখানে বিশেষ্য বিশেষণের অন্বয়ের বিরোধ ঘটে, তেমন স্থলে গুণবাদ কহে। যথা,—'যজমান. প্রস্তরঃ'। এখানে প্রস্তর শব্দে কুশমুষ্টি। যজমান যাহা প্রস্তরও তাহাই। এই প্রকার অভেদরূপ অন্বয়ের বিরোধ আছে বলিয়া যজমানের কুশমুষ্টি ধারণরূপ অঙ্গকে বলা হইতেছে, তজ্জন্য ইহাকে গুণবাদ কহে।

অবধারিত—অর্থাৎ যে বিষয় নিশ্চিত আছে, পুনর্ব্বার তাহা বলা। যেমন,—'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্'। আগুনে হিম নষ্ট হয়। এ কথা অবধারিত আছে বলিয়া ইহাকে অনুবাদ বলে।

গুণবাদ এবং অনুবাদের বাধস্থলে ভূতার্থবাদ (সিদ্ধার্থবাদ) কহে। যথা,—'ইন্দ্রো বৃত্রহা'। বৃত্রাসুরের হননকারী ইন্দ্র।

ভূতার্থবাদ দুইপ্রকার। স্তুত্যর্থবাদ এবং নিন্দার্থবাদ।

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।"

যাঁহারা সম্যক্ নিয়মানুসারে তিনবার সন্ধ্যা উপাসনা করেন, সে সকল ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

এখানে সন্ধ্যা উপাসনার প্রশংসা করা হইল, তাই ইহার নাম স্তুত্যর্থবাদ।

"স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং মৃতঃ॥"

যে সকল পুরুষ এই সমস্ত পর্ব্বে, স্ত্রী তৈল এবং মাংস ভোগ করে, তাহারা মল ও মূত্র ভোজনের নিমিত্ত নরকে যায়।

এখানে বিশেষ পর্ব্বদিনে স্ত্রী, তৈল এবং মাংস সম্ভোগের নিন্দা করা হয় বলিয়া ইহার নাম নিন্দার্থবাদ।

"বিধ্যর্থবাদানুবাদবচনবিনিয়োগাৎ"। (গৌতমসূত্র ৬১)। ব্রাহ্মণ বাক্য তিন রূপে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,— বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য এবং অনুবাদবাক্য।

'বিধির্বিধায়কঃ'। (গৌতমসূত্র ৬২)। যে বাক্য কার্য্যের বিধায়ক হইবে তাহার বিধিবাক্য।

"স্তুতিনিন্দাপরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ" (গৌতমসূত্র ৬৩)। স্তুতি, নিন্দা, পরকৃতি এবং পুরাকল্প এই চারি প্রকার অর্থবাদ।

"বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ'। (গৌতমসূত্র ৬৪)। বিধিদ্বারা বিহিত বিষয়ের পশ্চাৎ কথনের নাম অনুবাদ।

২ অনুক্ষণ কথন। প্রমাণান্তর হইতে যে অর্থ অবগত হওয়া যায়, তাহার শব্দদ্বারা সংকীর্ত্তনকে অনুবাদ কহে। সিদ্ধ বিষয়ের উপন্যাস। যথা,—'অনুব দে চরণানাম। (পা ২ ৪.৩) পাণিনির এই সূত্রে কাশিকাকার অনুবাদ শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,— প্রমাণান্তরাবগতস্যার্থস্য শব্দেন সংকীর্ত্তন-মাত্রমনুবাদঃ।" ভট্টোজিদীক্ষিত ঐ সূত্রের অনুবাদ শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—'সিদ্ধস্যোপন্যাসঃ'।

অনুবাদ, —বর্ত্তমানে ইংরেজী Translation শব্দের ভাবান্তররূপ 'অনুবাদ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থবর্ণিত বিষয়বস্তু বিভিন্ন দেশবাসীর বুঝিবার উপযোগী সেই সেই দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অর্থব্যাখ্যানপূর্ব্বক লেখা বা তাহার তর্জ্জমা করার নাম অনুবাদ*।

ইংরেজীতে Translation শব্দে প্রথমে 'স্থানান্তরিতকরণ' বুঝাইত। এই অর্থের উক্তি বাইবেল গ্রন্থে (Heb. IX. 5) ইনকের মঠান্তরে আসন-গ্রহণ উপলক্ষে প্রথমে গৃহীত হইয়াছিল। পরে, 'এক অবস্থা (medium) হইতে অবস্থান্তরে পরিনয়ন' অর্থে উহা প্রযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে কেবল এক ভাষায় লিখিত বিষয় অন্যভাষায় রূপান্তর-করণার্থে সাধারণতঃ "অনুবাদ" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

সভ্যজগতে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হয়†। তদানীন্তন শিক্ষিত-সমাজ উহার বিষয়-বস্তুর ভাব বা মর্ম্ম সাধারণকে জানাইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন, তাহাই ব্যক্ত করিবার ফলে অনুবাদের সৃষ্টি হয়। অনুবাদ না হইলে স্বতন্ত্র ভাষায় লিখিত ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মমত অপরকে অবগত করান যায় না। আর্য্য ঋষিমণ্ডলীর দৃষ্ট শ্রৌতমন্ত্র তাঁহাদের প্রোক্ত বিধিসমূহ ভিন্নাকারে অবেস্তায় রূপান্তরিত হইয়া তৎকালের জ্ঞানীমণ্ডলীর জ্ঞানবৃদ্ধির পোষকতা করিয়াছিল।‡ উপনিষদ্-যুগের ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাপার অন্যান্য বহুজাতি কর্ত্তৃক অনুকৃত হইয়াছিল, এখনও তাহার নিদর্শন বিদ্যমান, কিন্তু গ্রন্থাদির অভাবহেতু তাহা সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই।

গৌতমবুদ্ধের অভ্যুদয়ে তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধমত যথাক্রমে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ভাষান্তরে রূপান্তরকালে উহার যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা 'অনুবাদ' পদবাচ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীন, জাপান প্রভৃতি ভিন্নদেশবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শাক্যবুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অবগত হইবার জন্য চীনপরিব্রাজক ও ভারতীয় আচার্য্যগণের দ্বারা যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ অনূদিত করিয়া

* সাহিত্যিকগণের অভিমত, কোন বৈদেশিক গ্রন্থ অনুবাদকালে অনুবাদক লিখিত-বিষয়ের ভাব ও ভাষার স্রোত রক্ষা করিয়া স্বীয় শব্দানুপ্রাস ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু কখনই তিনি মূলগ্রন্থের ভাষা বা শব্দ উদ্ধৃত করিয়া নিজ অনুবাদে সন্নিবেশিত করিতে পারিবেন না। এই কারণ অনুবাদকারীকে তদ্দেশীয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে হয়, নতুবা অনেক স্থলে শব্দানুকরণ করিতে যাইয়া তিনি প্রকৃত অনুবাদকের যোগ্যতালাভ করিতে পারেন না, বরং নকলনবীশীই করিয়াই থাকেন।

† প্রাচীনকালে সকল সভ্য-জাতির আদিগ্রন্থ ধর্ম্মবিষয় লইয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যগণের বেদ, পারসিকগণের অবেস্তা, হিব্রুজাতির বাইবেল ও তালমুদ, খৃষ্টানগণের বাইবেলের নূতন খণ্ড, ও ইস্লামীয়ের কোরাণ সরীক্ তাহার নিদর্শন। দুঃখের বিষয় প্রাচীন বাবিলোনীয় কল্দীয়, ও আসীরীয় জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ আমরা পাই নাই। চীনের পূর্ব্ব-ধর্ম্মমতের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু কনফুচী হইতে তাহাদের নূতন মতের গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

‡ জরথুস্ত্রের জন্দ ভাষায় লিখিত অবেস্তার মন্ত্রের সহিত প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র সমূহের তুলনা করিলে মনে হয়, বেদের ছায়া (অনুবাদ) অবেস্তায় যথাসম্ভব গৃহীত হইয়াছিল। বৈদিক যুগের মিত্রের পূজা অবেস্তায় মিথ্রোপাসনা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দেয়। পুরাণে শাম্বের দূরিয়ে গের কথা আছে, উহার উপলক্ষে সূর্য্যের পূজা এবং সেই হেতু উক্ত শাকদ্বীপ হইতে ভারতে ব্রাহ্মণাগম ঘটে, অগ্নিদেবতার পূজা পদ্ধতি হইতে পারসিক ও ভারতীয় আর্য্যগণের পূজাপ্রকরণ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। শাকদ্বীপীয় পূজাবিধি যে ভারতে আসিয়া ভারতীয় ভাষায় রূপান্তর-প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। পারসিকগণ প্রথমে অবেস্তার বিষয় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। (Haug's Essays on Parsis)

লইয়াছিলেন তাঁহাদিগকেই উক্ত গ্রন্থসমূহের 'অনুবাদ' বলা যায়। ||

বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উপদেশগুলি মাগধী-ভাষায় প্রথমে প্রকাশিত হইলেও পরে উহা প্রধানতঃ সংস্কৃত ও পালিভাষায় সংগ্রথিত হয়। নেপাল, তিব্বত ও চীনে সংস্কৃত গ্রন্থ অথবা তাহার অনুবাদ প্রচলিত। সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধ-মতসমূহ পালি ভাষায় লিখিত। দীপবংশ ও মহাবংশ তাহার প্রমাণ এবং খৃষ্টীয় ৫ম শতকে উহা প্রচলিত ছিল। চীন ও জাপানে বৌদ্ধ ত্রিপিটক সংগৃহীত হইয়াছিল, এ কথা বিল (Beal) ও বাসিলজিউ (Wassiljew)র বৌদ্ধ ধর্ম্মালোচনা হইতে জানা যায়। ০

সম্রাট্ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র পালিভাষায় লিখিত 'অথ কথা' নামক টীকাগ্রন্থ সিংহলে লইয়া আইসেন। তাঁহার উদ্যোগে উহা সিংহলী ভাষায় অনূদিত হয়। বুদ্ধঘোষ ৪৩০ খৃঃ অব্দে পুনরায় উহা পালিতে ভাষান্তরিত করেন।

অপর একটী আখ্যায়িকা হইতে জানা যায়, সিংহল-রাজ বত্তগামনির আদেশে সিংহলবাসী অনেক বৌদ্ধশ্রমণ ৮৮—৭৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বসমূহ সিংহলীভাষায় রূপান্তরিত করেন। পরে সম্রাট্ কনিষ্কের আদেশে সংগঠিত একটী সভা হইতে ১০—৪০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল। ৮৮ খৃঃ পূর্ব্বে সংগৃহীত সিংহলী গ্রন্থগুলি খৃষ্টীয় ৫ম শতকে পালিভাষায় রূপান্তরিত হয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি "তেঙ্গুর" নামে অভিহিত।

বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক বুদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারতের নানাস্থান, ব্রহ্ম, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধাচার্য্য প্রেরণ করেন। তাঁহার স্মৃতিকীর্ত্তি-দ্যোতক প্রস্তরস্তম্ভগুলি বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় উৎকীর্ণ হইয়া মূলতত্ত্বের অনুবাদের সাক্ষ্য দিতেছে। [অশোক দ্র°] তাঁহার পুত্র বা পৌত্র মহেন্দ্র বুদ্ধ-মত প্রচারার্থ সিংহলে গমন করেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের উদ্যোগে কতকগুলি জাতক অনূদিত হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয় কালেও বহুগ্রন্থ তথায় নীত হয়। † তাহার কতক তদ্দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল।

ভারতীয় বাণিজ্য-প্রসারের যুগে ইন্দো-চীন, মলয়দ্বীপপুঞ্জ ও মালেসিয়ার মধ্য দিয়া যে চীন ও ভারতের সংস্রব ঘটিয়াছিল তাহা অবিসম্বাদিত ও ধ্রুব সত্য। তদ্দেশে হিন্দুর অবদান আজও শিরায় শিরায় বর্ত্তমান। ভারতীয় যে সকল গ্রন্থ যব ও বলি দ্বীপে নীত হয় তাহা ইস্লামের অত্যাচারে কত বিকৃত হইলেও আজিও হিন্দু-স্মৃতির বিলোপ সাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। ‡

যে সকল বৌদ্ধাচার্য্য হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে অভিযান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তদ্দেশের তান্ত্রিকাচার-পুষ্ট "বন্‌পা" ধর্ম্মানুমোদিত দেবদেবীর পূজা লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধাচার্য্য-গণের দ্বারা তাহার বিধি সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহারই ফলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা ভারতের তান্ত্রিকাচার মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। § [তন্ত্র, তিব্বত ও বন্‌পা দ্র°]

আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃত গ্রন্থাদির 'অনুবাদ' চলিয়া আসিতেছে। দুঃখের বিষয়, মুদ্রাঙ্কণ-প্রথা প্রচলিত না থাকায় এই সকলের প্রচার হয় নাই। উহা পুঁথির মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। সাধারণের দৃষ্টি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে ধাবিত হয় নাই। বুদ্ধদেবের উপদেশ ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রধানতঃ সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীন হিন্দুগণের বাণিজ্যের কল্যাণে এবং যব, বলি প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দু-উপনিবেশ সংস্থাপনের ফলে, বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণ যবদ্বীপে যাইয়া কবিভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ভারতীয় পণ্যপোতে বহু ভারতীয় যাত্রী হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে ধর্ম্মগ্রন্থাদি সঙ্গে লইয়া চীন ও জাপানে গমন

|| দীপঙ্কর অতীশ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এবং ফা-হিয়ান্ হুয়েন্-সাং প্রভৃতি পরিব্রাজকগণ গ্রন্থ-প্রচার এবং অনুবাদ দ্বারা বৌদ্ধ মত বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

০ Max Muller ধর্ম্মপদ; Rhys Davids সূত্র; V. Fausboll সুত্তনিপাত, Bournouf ও Bendall প্রভৃতি সূত্রের অনুবাদ করেন। Oldenberg ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে পালিতে লিখিত বিনয়-পিটক ও মহাবগ্গ এবং ১৮৮১ খৃঃ অব্দে চুল্লবগ্গ অনুবাদ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

† মহেন্দ্র ও বিজয়সিংহের বিবরণ উভয় দ্বীপবংশ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (অর্ণবপোত, যবদ্বীপ ও সিংহল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য)

‡ Royal Asiatic Societyর সম্পাদক এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"No apology is needed for the re-issue of the English translation (revised from the Dutch original of Friederich's "Preliminary Account of the Island of Bali". The continued existence, in unabated vitality, of a nationalized Hinduism, blended with pre-Hindu customs and practices, among a spirited and vigorous people, is not only in the words of Sir Stamford Raffles, quoted by Count Limburg Stirum, in his recent graphic address on Bali, "a kind of commentary on the Ancient Condition of the Natives of Java", it allows us also to draw a fair inference as to the kind of Hinduism at one time prevailing in other parts of Malaisia, less favoured by historical records, where ruthless Islam has since obliterated to a great extent the traces of other creeds, traditions and institutions."

Editorial notes on Indo-China by R. Rost. 1887.

§ তান্ত্রিকাচার, বলি-ভৈরব প্রভৃতি ইহার অবলম্বনী অঙ্গ।

করেন।* উহার কোন কোন গ্রন্থ অনতিকাল মধ্যেই অনূদিত হয় এবং কোন কোন খানি তদ্দেশীয় ভাষার অক্ষরে রূপান্তরিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে জাপানে নীত একখানি গ্রন্থ পুথির অনুরূপ অক্ষরে নকল করা হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতকের ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে জানা যায়, নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদন্তপুরী ও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বহুগ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। তৎকালে হিন্দুরাজগণের প্রাসাদে এবং হিন্দুদের মন্দিরাদিসংলগ্ন গ্রন্থকুটীতেও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত থাকিত। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলেও জানা গিয়াছে, মধ্য-এসিয়া ও পূর্ব্ব-এসিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে যাতায়াতের প্রধান পথগুলির পার্শ্বে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আনীত পুথিগুলি ঐ সকল মঠে রক্ষিত হইয়াছিল। সুদূর চীন ও জাপান হইতে আগত শিক্ষার্থী অথবা পণ্ডিতগণ ঐ সকল মঠে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া গ্রন্থাদি নকল করিয়া লইতেন এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণের নিকট বৌদ্ধমত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া কখন ঐ গ্রন্থ মঠে রাখিয়া স্বদেশে যাইতেন, কখন বা নিজ নিজ ভাষায় অনূদিত করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এইরূপে তিব্বতের বৌদ্ধমঠাদিতে বহুগ্রন্থ স্থান পায়। তথায় আজিও তাহাদের তিব্বতীয় নকল বিদ্যমান রহিয়াছে।

[মগ্র, পারদ, পারস্য, চীন, তিব্বত প্রভৃতি শব্দ দ্র°]

চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং য়ুয়ন চুয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতকের প্রথম পাদে ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ৬৫৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ নকল করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। চীন-সম্রাট ত'আইৎ-সুঙ্গের আদেশে পিএন-চি নামক জনৈক বৌদ্ধ-শ্রমণ তাঁহার অনুবাদে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং চিং-পো উহার মুখবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই অনুবাদ-মালা চীনভাষায় হসি-যু চী নামে খ্যাত। উহাতে মহাযানী সূত্র ২২৪ খানি ও মহাযানশাস্ত্র ১৯২ খানি ছিল।

এতদ্ভিন্ন স্থবির মতের	সূত্র শাস্ত্র ও বিনয়বিষয়ক গ্রন্থ			১৪
মহাসঙ্ঘিক	"	"	"	১৫
মহীশাসক	"	"	"	২২
সম্মতীয়	"	"	"	১৫
কাশ্যপীয়	"	"	"	১৭
ধর্ম্মগুপ্ত সূত্র, বিনয় ও শাস্ত্র			"	৪২
সর্ব্বাস্তিবাদী	"	"	"	৬৭
যিন্-লুন (মতবাদ খণ্ডন)			"	৩৬
সেঙ্-লুন (ব্যাকরণ ও অলঙ্কারবিষয়ক)				১৩

প্রকৃতপক্ষে উহাতে কি কি গ্রন্থ ছিল তাহাদের নাম অবগত হওয়া দুষ্কর। য়ুয়ন্ চুয়ং নালন্দায় শীলভদ্রের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। [ফা-হিয়ান ও য়ুয়ন্ চুয়ং দ্র°] *

খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতকে বাঙ্গালায় রচিত হেবজ্র প্রভৃতির সন্ধ্যাভাষায় রচিত বৌদ্ধ দোঁহা বা পদ সংস্কৃত টীকা সহ দেখা দিয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে, দোঁহাবর্ণিত বৌদ্ধধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সাধারণের অবোধ্য ভাবিয়া তদানীন্তন বৌদ্ধাচার্য্যগণ উহাদের সংস্কৃত ভাষায় টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমান অধিকারে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আলেকসান্দ্রিয়া নগরীর সুবিখ্যাত পুস্তকাগার যেমন ভস্মীভূত হয়, ভারতেও তদ্রূপ মুসলমান নরপতিগণের প্রকোপে বহু নরনারী, গৃহ ও গৃহনিবদ্ধ পুস্তকাবলী ভস্মীভূত হইয়াছিল। বিধর্ম্মী মুসলমানগণ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের বিদ্বেষী হইলেও কেহ কেহ স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা ও বদান্যতায় বশবর্ত্তী হইয়া ভারতের মঙ্গল সাধনও করিয়াছেন।

মুসলমান অধিকারে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ উর্দ্দূ ভাষায় এবং আরবী ও যবন ভাষার গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে 'যবন জাতক', 'যবনমতগোলাধ্যায়', 'যবন-শাস্ত্রে রমলপ্রশ্ন', 'যবন-সার' গ্রন্থ আজিও যবনদিগের গ্রন্থাদির সহিত ভারতীয়দিগের সংস্রবের সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ভিন্ন যবনাচার্য্য বা যবনেশ্বর বিরচিত অষ্টকবর্গবিন্দুফল, তাজিক-শাস্ত্র, মীনরাজজাতক, যবনহোরা, রমলামৃত, লগ্নচন্দ্রিকা ও বৃদ্ধ-যবনজাতক প্রভৃতি গ্রন্থও যবন-জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুবাদের পরিচয় দিতেছে। যে বীজগণিতের (ভাস্করাচার্য্য রচিত সিদ্ধান্ত শিরোমণি ২য় খণ্ড, লীলাবতী) উৎপত্তি একদিন ভারতবর্ষে হইয়াছিল তাহাই অনূদিত হইয়া আরবীয় ভাষায় অল্-জীবর্ এবং ইউরোপ খণ্ডে Algebra নামে আখ্যাত হইয়াছে।† [জ্যোতিষ ও বীজগণিত দ্র°]

* চৈনিক ধর্ম্মযাজক হুয়ুই য়ুএন্ ৩৮১ খৃষ্টাব্দে চীনে বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করিয়া অমিতাভ বুদ্ধের উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। ইহা শ্বেতপদ্ম সম্প্রদায় নামে খ্যাত। এখানকার শ্রমণেরা ভারতে আসিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া যান। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে শ্বেতপদ্ম-মত জাপানে প্রবেশ করে। 'সুখাবতীব্যূহ' তাহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। চীন ভাষায় ইহার ১২ খানি অনুবাদ আছে; কিন্তু উহাদের পরস্পরে মিল নাই।

এই সময় হইতে ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত চীন ও জাপানে সংস্কৃত-চর্চার আদর ছিল। উহা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় বন্যু নান্জিও ও কেন্জিউ কাসাওয়ারা নামক দুইজন ধর্ম্মযাজক ইংলণ্ডে যাইয়া সমগ্র ত্রিপিটক ও ১৬৬২ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের একখানি তালিকা-সূচী প্রস্তুত করেন। উহা হইতে খৃষ্টীয় ১ম [illegible] শতকের মধ্যে, বৌদ্ধ সাহিত্যের [illegible] [illegible] হইয়াছিল।

* Watters on Yuan Chwang's Travels in India,

† "To The Hindus is due the invention of Algebra and Geometry and their application to Astronomy."—Prof Monier Williams, *Indian Wisdom*

মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থানে এক সময়ে ভারতীয়, তুখারীয়, হূণ, শক, ইরাণীয়, তিব্বতীয়, কির্গীজ ও মোঙ্গোল প্রভৃতি জাতির অভ্যুদয় হয়। চীনপরিব্রাজক যুয়ন্ চুয়ং তুর্কীন রাজ্যের মধ্য দিয়া ভারতে আগমন করেন এবং কাসঘর, খোটান হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। এই খোটান রাজ্য এখন মরুভূমিতে পরিণত। ইহার পূর্ব্ব সীমায় এখনও মধ্য এসিয়ার বিশাল মরুদেশ বিরাজিত। ইহারই সান্নিধ্যে প্রাচীন তুখার রাজ্য অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং এই তুর্ক-স্থানের অসংখ্য মঠে সহস্র সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার মৃত্তিকা-খননকালে কোন তুর্কী কৃষককে হস্তলিখিত একখানি পুথি প্রাপ্ত হন। উহা গুপ্ত অক্ষরে লিখিত। লেফঃ বাউয়ার উহা হস্তগত করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে অর্পণ করেন। ইহার সংবাদ পাইয়া রুষ ও ইংরাজ গবর্মেণ্ট তদ্দেশে লোক পাঠাইয়া কতকগুলি পুথি সংগ্রহ করেন। উহার কতক পিটেৃাগ্রাড্ ও কতক কলিকাতায় সংরক্ষিত আছে।

ইহার দুই বর্ষ পরে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডুট্রেনিল্-দা-রীন্স্ নামক ফরাসী পর্য্যটক তথায় যাইয়া তিনখানি পুথি আবিষ্কার করেন। উহা খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত পালি 'ধর্ম্মপদ' গ্রন্থের নকল মাত্র; কিন্তু ভাষা প্রাকৃত। তারিখ খৃঃ ২য় শতাব্দ।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সার্ অরেল ষ্টেইন্ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে আসিয়া কতকগুলি পুথি পান। ষ্টেইনের সফলতা দেখিয়া জর্ম্মণপণ্ডিত গ্রুণবেডেল ও হুথ্ তুর্ফানে আগমন করেন (১৯০২ খৃঃ)। ১৯০৪-১৯০৭ খৃঃ মধ্যে ঐস্থানে আরও কতকগুলি পুথি এবং তুন্ হুয়াং নামক স্থানে চীনদেশের 'তাও' পুরোহিত কর্ত্তৃক সহস্র-বুদ্ধের মন্দিরে এক বিশাল পুস্তকাগার আবিষ্কৃত হওয়ায় ষ্টেইন পুনরায় ১৯০৬-১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুন্ হুয়াং প্রদেশে আগমন করেন। তাঁহার এই পুনর্ব্বার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের ফলে এখানে সেই যুগের কতকগুলি আশ্চর্য্য বস্তু তিনি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন।

ষ্টেইন ও ফরাসী-পণ্ডিত Pelliot ঐ সময়ে স্বতন্ত্রভাবে অনু-সন্ধানে আসিয়া কতকগুলি পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া জাপান হইতে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ এখানে আইসেন এবং কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ হস্তগত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। পুথিগুলি তালপত্র, ভূর্জ্জত্বক্, কাষ্ঠফলক, বংশখণ্ড, চর্ম্ম, রেশম ও কাগজে লিখিত। উহা ১২।১৩ রকম ভাষায় রচিত; ঐ সকল ভাষার কতক এ পর্য্যন্ত লোকের অজ্ঞাত।

ঐ সকল পুথির কতকগুলি ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত, কিন্তু ভাষা সংস্কৃত নহে। সেইগ্লিং (Seigling) উহাকে আর্য্যজাতির একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু Pelliot ও Sylvain Levy উহাকে 'তুখারীয়' ভাষা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এই পুথিগুলির অধিকাংশ আমাদের দেশের সংস্কৃত গ্রন্থের নকল মাত্র। উহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ, নাটক, আয়ুর্ব্বেদ ও ভৈষজ্য-সংক্রান্ত গ্রন্থই অধিক।

Staiel Holstin, Konow, Muller, Andreas প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত পহলবী ও কাল্দীয়-পহলবী ভাষায় লিখিত কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। সগদীয় ভাষা এক সময়ে পারস্যদেশের চলিত ভাষা ছিল। পহলবী তথাকার লিখিত ভাষা। পারস্যের উত্তরখণ্ডে প্রাপ্ত পুথিভাগ সিরীয় ভাষায় লিখিত। খৃষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত পুথিগুলি সগ্দী অথবা পহলবী ভাষায় লিখিত; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম-সংক্রান্ত পুথিগুলি প্রধানতঃ সগ্দী ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, বৌদ্ধপ্রচারকগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমত সগ্দী (শাকদ্বীপী) ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন। এই ভাষাই এক সময়ে প্রাচীন ইরান্ দেশের সমরকন্দ—ফর্গনা হইতে তুর্কস্থান, মোঙ্গোলীয়া ও চীনদেশের কতকাংশে, খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৯ম শতক পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ষ্টেইন সাহেব সিন্ধান্ ভাষায় লিখিত একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ স্থানে হিব্রুভাষায় লিখিত কতকগুলি প্রাচীন পুথিও পাওয়া গিয়াছে। Le Coq, Stonner, Radloff, Thomsen, Muller প্রভৃতি উহা প্রকাশ করিয়াছেন। Sylvain Levi, Finot, de la Valle Poussin, Pischel প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কতকগুলি বৌদ্ধ পুথির পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন Estrangels, Uigurian ও Rune অক্ষরে লিখিত কতকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে ভারতবর্ষে প্রচলিত গল্পকথা, নীতিকথা, নাটক, কাব্য, ধর্ম্মকথা, রতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, স্তোত্র প্রভৃতি বহু বিষয় স্থান পাইয়াছে। একখানি পুথিতে মহাভারতোক্ত ভীম-হিড়িম্ব-যুদ্ধ ও রাজকুমারীদের স্বয়ম্বর প্রসঙ্গ আছে।

মহাকবি অশ্বঘোষ বিরচিত 'বুদ্ধচরিত' ও 'সুন্দরানন্দ' কাব্যের মূল সংস্কৃত তুর্কস্থানের ধ্বংসস্তূপ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলিতে নাটক ও স্তোত্রের অংশমাত্র পাওয়া যায়। এগুলি তালপত্রের উপর ব্রাহ্মী অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আলেক্-সাণ্ডার কোস্মা দি কোরোস্ তাঁহার তিব্বতীয়-ইংরেজী অভি-ধানের অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, যে তিব্বতীয় সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের অনুকৃতি মাত্র। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে বৌদ্ধ-প্রচারকগণের কৃপায় এবং উদ্যোগী তিব্বতীয় শ্রমণগণের আগ্রহে বঙ্গ, মগধ, অন্তর্ব্বেদী, মধ্যভারত, কাশ্মীর ও নেপাল হইতে যে

সকল সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতে নীত হইয়াছিল, তিব্বতীয়গণ বিশেষ আগ্রহে তাহার সঠিক অনুবাদ করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ তিব্বতীয় অনুবাদের অনুলিপি হইতে পরে উহা মোঙ্গোল, মাঞ্চু ও চীন ভাষায় রূপান্তরিত হয়। বলিতে কি, একদিন সমগ্র চীন-তাতার প্রদেশে এই তিব্বতীয় ভাষা সমগ্র ইউরোপের লাটিন ভাষা রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তিব্বতের 'কেঙ্গুর' ও 'তেঙ্গুর' সংগ্রহেও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টীয় ৭ম শতকই তিব্বতীয়ের সংস্কৃতানুবাদের আদি-যুগ। রাজা স্রোঙ্-ৎসন গাম্পো তিব্বতে আসিয়া স্বীয় মন্ত্রী থোন্-মি-সম্ভোটকে সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থসমূহের অনুবাদজন্ত আদেশ করেন। সম্ভোট মগধবাসী অনেক ব্রাহ্মণের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি অনুবাদের সৌকর্য্যার্থে তিব্বতীয় বর্ণলিপি ও ব্যাকরণ সরল করিয়া লইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১০২৫ অব্দে চন্দ্রনাথ ও চিলু পণ্ডিত নামক দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে বৃহস্পতি সম্বৎসর প্রবর্ত্তন করিয়া একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিব্বতে মিলারস্প ও অতীশের প্রবলতর প্রভাব। অতীশ শিষ্য ব্রোম্ টোন্ গ্যালবাই জুঙ্গনে তিব্বতে রব্‌ডেঙ মঠারাম ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য প্রচার করেন।

ইহার পর, কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দ কাল তিব্বতের অনুবাদ সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে তাতার-সর্দার চেঙ্গিস্ খাঁ তিব্বত জয় করেন। তাঁহার ধ্বংস-লীলা এবং বখ্‌তিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ওদন্তপুরী ও মগধের বিক্রমশীলা-বিহারের ধ্বংস ব্যাপার অনেক কাশ্মীরী পণ্ডিত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিব্বতে পুনরাগমন করিয়াছিলেন।

চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর, তাঁহার বংশধর সম্রাট্ কুবলই খাঁ তিব্বত রাজ্য ১৩টী প্রদেশে বিভক্ত করেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু দগোন কাগ্-পা ও শাক্যপণ্ডিত কুঙ্গাহ্ গ্যাল-ৎসান রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরায় সংস্কৃত গ্রন্থানুবাদে অগ্রসর হন। ইহাদের আনুকূল্যে পণ্ডিত শোঙ্‌তোন্ লোৎসাবা দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' ও ক্ষেমেন্দ্রের 'অবদানকল্পলতা' তিব্বতীয় কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কাগ্‌মোহ্-বংশীয় রাজন্যগণের অভ্যুদয়ে তিব্বতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের পুনঃপ্রচার আরম্ভ হয়। এই সময়ে তিব্বতীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় চীনের মিঙ্গবংশীয় রাজগণের অনুগ্রহে চীনসাহিত্য আলোচনার সুযোগ পান। ফলে অনেক চীন গ্রন্থও তিব্বতীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়। অনুবাদ-সাহিত্যের এই যুগ গেলুগ্-প নামে আখ্যাত। কারণ এই সময়ে যে সকল বৌদ্ধপণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই হরিদ্রাবর্ণ উষ্ণীষ ধারণ করিতেন। ৎসোঙ্ খাপা, বুতোন, গ্যাল বা ফাপা, লামা তারানাথ, মৈত্রী সঙ্গেমি গ্যাৎসো, সুম্পা খাম্পো প্রভৃতি কএক জন তিব্বতীয় পণ্ডিত এই তিব্বতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অভিনিবিষ্ট হন। ৎসোঙ্ খাপা গেলুগ-প সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন।

তিব্বতীয়দের তেঙ্গুর (Bstan-hgyur) ও কেঙ্গুর (Bkah-hgyur) নামে দুইখানি মহাসংগ্রহ গ্রন্থের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই শেষোক্ত গ্রন্থের 'দুল্ব' অংশে বিনয়-পিটক এবং সেই সঙ্গে জাতক, অবদান, ব্যাকরণ, সূত্র ও উদান সমূহ অনূদিত হইয়াছে। দুল্বের ১১শ খণ্ডে রাজগৃহ ও বৈশালীর বৌদ্ধধর্ম্ম মহাসভার উল্লেখ আছে; কিন্তু উহার বর্ণনা চীন ও পালী ভাষার অনুবাদ হইতে স্বতন্ত্র। ডাঃ লিউমান জৈন ভগবতী-সূত্র গ্রন্থের 'মহাবীরনিগন্থ নাতপুত্ত' ও 'গোসাল মঙ্খলীপুত্তকথা' অনুবাদ করিয়াছেন। উহাতে সামঞ্ঞফলসূত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। জাপানী শ্রমণ বন্‌জিউ নান্‌জিউ সামঞ্ঞফলসূত্রের চীন ভাষায় লিখিত দুইখানি বিভিন্ন অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন।

মুসলমান পণ্ডিতগণ আরবী ও পারসী গ্রন্থ নিচয় সংস্কৃতে ভাষান্তর করিতে তত উদ্যোগী না হইলেও তাঁহারা আরবী, পারসী ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনেক বিষয় বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও উপকার সাধন করিয়াছেন। পবিত্র কোরাণ সরিফের অন্তর্গত 'আমছেপারার মাহাত্ম্য', পারসী মহব্বত নামা'র প্রতিপাদ্য ইউসুফ-জেলেখার আখ্যান, সতীময়নাবতী ও লোরচন্দ্রাণীর উপাখ্যান, পরাগলী মহাভারত, হাতেমতাই, গুলে বকাবলী প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ তাঁহাদের সাহিত্য-চর্চার নিদর্শন।

মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে দেশবাসীর ভাষা অবগত হইতে এবং আপনাদের আদান প্রদান সুগম করিতে কতক কতক বিষয়ে অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পলাশী যুদ্ধের পর বাঙ্গালায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে কলিকাতা মহানগরীতে ইংরেজের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ স্থাপিত হয়। [কলিকাতা দ্র°] তখনকার ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্ত এখানে 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ইংরেজদিগকে ভারতীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রে জ্ঞান দিবার জন্ত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিবাদভঙ্গার্ণব, শ্যামচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণ, ঈশ্বরচন্দ্রের (১৮৫০) ব্যবস্থাসেতু প্রভৃতি, দায়ভাগ ও স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। উহার কোন্ কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদ হইয়াছিল।

ইহার কিছুকাল পরে, সর উইলিয়ম জোন্সপ্রমুখ ইংরেজ মনীষীগণ এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল নামে একটী বিদ্বজ্জন হিতকারী সভা স্থাপন করেন। দেশীয় ভাষার গ্রন্থাদি আলোচনার জন্ত ঐ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভা উদ্যোগী হইয়া অনেক সংস্কৃত ও উর্দ্দু গ্রন্থ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সর উইলিয়ম জোন্সকৃত শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি।* ইহা ভিন্ন উক্ত সভার উদ্যোগে Journal of the Asiatic Society of Bengal নামে একখানি পত্রিকা ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। উহাতে সংস্কৃত, উর্দ্দু, আরবী বা পারসী ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সভা হইতে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও অনূদিত গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইয়াছে। ব্লকম্যান ও জারেট সাহেবকৃত আইন ই-অকবরীর অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক গ্রন্থমধ্যে ইলিয়ট সাহেবকৃত History from Muhammadan Historians, ষ্টুয়ার্টের History of Bengal, টডসাহেবের Rajasthan, ডাফের Marhatta, ও এলফিন্‌ষ্টোনের History of India মুসলমান ঐতিহাসিকের পার্শী ও উর্দ্দু উপাদান, ভাটের গাথা ও মরাঠী বখর হইতে রচিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষার্দ্ধ হইতে ২০শ শতাব্দের প্রথমপাদ পর্য্যন্ত অনুবাদের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠযুগ। এই সময়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনুবাদকার্য্য সমাধানের প্রচেষ্টা হয়। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তিবিলাস (Comedy of Errors), আখ্যানমঞ্জরী ও টেলিমেকাস প্রভৃতি গ্রন্থ ইংরেজী হইতে যেমন বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল, সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি গ্রন্থ ইংরেজ-সাহিত্যের ভাবধারা বাঙ্গলায় ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে বড়োদা ও মহিসুররাজের বদান্যতায় Baroda Oriental Institute এবং মহিসুর State Publication হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গাইকবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থের এবং মহিসুর হইতে কৌটিল্যের অর্থনীতির ইংরাজী অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় বহুগ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৺রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদ, অধ্যাপক ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ (কাব্যানুবাদ) এবং বহু পুরাণের বঙ্গানুবাদ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে বাঙ্গালার বহু কৃতী সন্তান অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে ভাষান্তরিত করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় উদ্ধৃত হইল না।

* জর্ম্মন্ ভাষায়ও 'শকুন্তলা' অনূদিত হইয়াছে।

এই অনুবাদের ফলেই আজ আমরা মিশরীয় চিত্রলিপি, আসীরীয় কীলকলিপি, চীন ও জাপানের পদলিপি হইতে বহুতর গোপনীয় বিষয় ও প্রাচীন তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি; তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বিবরণী হইতে রুস-পরিব্রাজক নোটোভিচ্ রুসভাষায় যীশুখৃষ্টের জীবনী (Early life of Jesus) প্রকাশ না করিলে এবং আমরা তাহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ না করিলে কখনই সেই মহাত্মার প্রথম জীবনের ইতিহাস জানিতে পারিতাম না। উপন্যাস, নবন্যাস, নাটক, ইতিহাস, পৌরাণিক আখ্যান ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদির ভাষান্তর ব্যতীত, আমরা কখনই উহাদের বিষয় বস্তু অবগত হইতে পারিতাম না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কল্যাণে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির আবিষ্কৃত দার্শনিকতত্ত্ব, রাসায়নিকতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যাবিষয়কতত্ত্ব ও গণিততত্ত্বসমূহের অনুবাদ না পাইলে উহার শব্দসমূহ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইত না। তদ্ব্যতীত রণ্টজেন্ আবিষ্কৃত আলোক রশ্মির মূলকারণ ও কার্য্য, Radio Activity এবং আইন ষ্টাইনের Relativity বুঝিবার সাধ্য আমাদের কখনও হইত না।

পাশ্চাত্ত্য জগতে এক সময়ে গ্রীসরাজ্য রোমের অধীন হয় এবং রোমরাজ্যও একদিন গ্রীসের পদানত থাকে। ঐ সময়ে উক্ত উভয় দেশের গ্রন্থাদি পরস্পরের মধ্যে অনূদিত হইয়া পরস্পরের ভাষায় একটী সহৃতী বিনিময় সাধন করে। রোম অধিকারে গ্রীসরাজ্য প্রকৃতপক্ষে লাটিন সাহিত্যের কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়ে। এই যুগে অনুমান ২৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ল, লিভিয়াস আন্দ্রোনিকাস্ নামক এক মুক্ত-ক্রীতদাস বিরচিত ওডিসীর অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। উহা ললিত লাটিন ছন্দে (Saturnian Verse) লিখিত হইয়াছিল।

আন্দ্রোনিকাসের পর, নিভিয়াস্, এন্নিয়াস্ ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাকুভিয়াস্, প্লোটাস্ ও টেরেন্স প্রভৃতি গ্রন্থকার অনেক গুলি গ্রীকনাটক রোমীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহাদের পর, বিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো (Cicero), হোমার, স্কাইলাস, সোফোক্লিস্, ইউরিপাইডিস্ ও ডিমোস্থেনিস্ প্রভৃতির উক্তির সারাংশ মূলোদ্ধার সহ অনূদিত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্লেটোর টাইমিয়াস্ (Timaeus), জেনোফনের ইকনমিকাস্ (Economicus) ও সোলীনিবাসী আরাটাসের ফিনোমেনা (Phaenomena) নামক জ্যোতির্ব্বিদসম্বন্ধ গ্রন্থ লাটিন কবিতায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর রোমের শিক্ষিত সমাজে প্রচারার্থ ক্যালিমাকাসের (Callimachus) লেখনীপ্রসূত বিষয়াবলী কাটুলাস্ Coma Berenices নামে এবং কর্ণেলিয়াস্ গলাস্ ইউফোরিয়ন্ (Euphorion) হইতে দুইখানি অনুবাদ প্রচার করেন। উহাদের মধ্যে শিক্ষিত

রোমকসমাজ গ্রীক্‌ভাষায় সম্যক্‌ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং তখন হইতেই গ্রীক্‌ গ্রন্থের অনুবাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস হইতে থাকে। তথাপি সেই যুগে যে সকল গ্রীক্‌ খণ্ড-কবিতা প্রাচীন লাটিন সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল তাহাই রোমক সাহিত্যের ইতিহাসে Classic Period of Latin Literature নামে প্রসিদ্ধ। আরও দেখা যায়, কতকগুলি মৌলিক গ্রীককবিতা প্রথিতনামা ভার্জিলের কবিতা মধ্যে অনূদিত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল। অক্টেভিয়াস্‌ আবিটাস্‌ ঐ সকল ছন্দোবদ্ধ কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, রোমকসমাজে গ্রীক্‌ গ্রন্থের আলোচনার আদর কমিয়া যায়। কাজে কাজেই অনুবাদের সংখ্যারও হ্রাস হইয়া পড়ে। কিন্তু শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে দার্শনিকতত্ত্বে উপদেশ দিবার জন্য আথেনীয় ও নিও-প্লেটোনিক সম্প্রদায়ের কতকগুলি বিশিষ্ট গ্রন্থ তখনও অনূদিত হইতেছিল। তন্মধ্যে আরিষ্টটলের ক্যাটিগরি (Categories) নামক গ্রন্থের পোর্ফিরি-কৃত মুখবন্ধের ভিক্টোরিনাস্‌ রচিত অনুবাদ ধর্মাত্মা জুলিয়ানের রাজ্যকালে সম্পাদিত হয়। ইহার পর, জোসেফাসের গ্রন্থাবলী অনুবাদ করিবার জন্য কাসিওডোরাস্‌ আদেশ প্রচার করেন। ঐ সময়ে আরিষ্টটলের গ্রন্থপাঠে পশ্চিম-এসিয়াখণ্ড-বাসীদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরক্তি থাকায় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে সাজিয়াস্‌ ও রেজিনা সিরীয় ভাষায় উহার অনুবাদ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু ঐ অনুবাদগ্রন্থও আরববাসীদিগের পক্ষে সুগম না হওয়ায় এবং সিরীয়াবাসী ভিন্ন অন্য কেহ ঐ গ্রীক-তত্ত্বসমূহ বুঝাইতে সমর্থ হইবে না বুঝিয়া বোগদাদের নরপতি হোনায়েন-ইবন্‌-ইসাক্‌ (খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতকে) কতকগুলি সুদক্ষ অনুবাদক নিযুক্ত করিয়া প্লেটো, আরিষ্টটল, হিপোক্রেটিশ ও গালেনের গ্রন্থনিচয় আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

আরবীগণ (সারাসেন) শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রীক্‌ ও লাটিন্‌ ভাষায় লিখিত জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু পুথি রক্ষা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ হারুণ-অল্‌-রসীদ্‌ ও তাঁহার পুত্র বিজিত জাতিসমূহের নিকট হইতে রাজকর হিসাবে অর্থ না লইয়া পুথি গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বিদ্বন্মণ্ডলীর আবির্ভাব হয় এবং বসোরা, কর্ডোভা, বোগদাদ প্রভৃতি রাজধানীতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গ্রন্থসংগ্রহ ও গ্রন্থানুবাদের সাহায্য করে। ফতিমিদ্‌ বংশের আধিপত্য-কালেও ঐরূপ গ্রন্থাগার স্থাপন ও গ্রন্থ-সংরক্ষণের কথা শুনা যায়।

খৃষ্টীয় ১০ম শতকে অল্‌-হকীম নামে একজন বিদ্যানুরাগী আরবীয় ভদ্রলোক স্পেন রাজ্যে বাস করিতেন। তাঁহার উদ্যোগে কর্ডোভা নগরে একটী শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি লোক নিযুক্ত করিয়া বহু গ্রীক-পুথি সংগ্রহ করাইয়াছিলেন এবং প্রায় ৩শত নকলনবিশ নিযুক্ত করিয়া ঐ সমস্ত সংগৃহীত গ্রীক পুথি আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইতেন। কর্ডোভার ঐ গ্রন্থাগারে প্রায় ৬ লক্ষ গ্রন্থ ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

এইরূপে আরবগণের দ্বারা উপরি-বর্ণিত কতক গ্রন্থ স্পেনে নীত হয়। তথায় টোলেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্চবিশপ্‌ রেমণ্ডের নেতৃত্বে অনুবাদকদিগের দ্বারা পুনরায় উহা লাটিন ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এই লাটিন ভাষান্তরের উপর নির্ভর করিয়া, অথবা সিরীয় অনুবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এল্‌বার্টাস্‌, সেণ্ট টমাস ও একুইনাস্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ইউরোপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রীক্‌-দার্শনিকতত্ত্বে মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা মূলের ভ্রম নিরসন করিতে সমর্থ হন নাই। ইহার পর, খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতকে মার্টিন লুথরের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত কাবুযান, মাইকেল স্কট, রোজার বেকন প্রমুখ মনীষির প্রচেষ্টায় উক্ত দার্শনিক গ্রন্থনিচয়ের উদ্ধার হয়।

এই যুগে, উত্তর ও পশ্চিম-ইউরোপ খণ্ডের নানাদেশে তদ্দেশ-প্রচলিত ভাষায় রোমক ও গ্রীক-ভাষায় লিখিত গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ হইতে থাকে। ইংলণ্ডের রাজা আলফ্রেড্‌ খৃষ্টীয় ৯ম শতকে মহাত্মা গ্রেগরি বিরচিত Cura pastoralis, Historia ecclesiastica, ওরোসিয়াস্‌-রচিত Historia adversus Paganos এবং বিটীয়াস্‌ কৃত De consolationi philosophie অনুবাদ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি পরে নোট্‌কের লোবিও কর্তৃক জর্ম্মণ ভাষায়, জীন-দি মিউঙ কর্তৃক ফরাসীভাষায় এবং চসার ও মহারাণী এলিজাবেথ কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে, ওয়োর্সেষ্টারের বিশপ্‌ ওয়েরফার্থ মহাত্মা গ্রেগরী প্রণীত Dialogues গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বিদ্বৎসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

খৃষ্টীয় ১১শ শতকে সেণ্ট গলেন্‌ নগরে একটী অনুবাদকেন্দ্র স্থাপিত হয়। পূর্ব্বোক্ত নোট্‌কার লাবিওর তত্ত্বাবধানে দোভাষী বৃন্দের সহযোগিতায় আরিষ্টটলের গ্রন্থনিচয়, টরেন্সকৃত Andria গ্রন্থ এবং কবিশ্রেষ্ঠ ভার্জিল রচিত Eclogues গ্রন্থ আইরিশ ও অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১১শ শতকের শেষভাগে মাইকেল এণ্ড্রপুলোস্‌ সিরীয়ভাষায় লিখিত প্রাচ্য-দেশের গল্পমালা Syntipas নামে গ্রীকভাষায় একখানি গল্প-সংগ্রহ রচনা করেন। এই গল্পগুলি পরে ফরাসী কবিতায় রূপান্তরিত হয় এবং জীন-ডি হৌটসিলে খৃষ্টীয় ১২শ শতকে Sept sages de Rome ও Dolopathos নামে লাটিন ভাষায় উহার কতক অনুবাদ করেন। Cento novelle Antiche,

Libro dei sette Savj ও Decamerone নামক গ্রন্থে উক্ত গল্পনিচয়ের সুসংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রাচ্যদেশীয় গল্পমালা ক্রমে ইউরোপের সকল দেশের ভাষাসাহিত্যে বিস্তার লাভ করে।

প্রাচ্যদেশীয় হিতোপদেশ ও নীতিশিক্ষাত্মক গল্পলহরী হইতে Aesop's Fables এবং ফ্রাঁস্ কর্ত্তৃক রচিত তাহার অনুবাদ, Kalila ও Dimnah এবং Sindbad নাবিকের গল্প খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় বিভিন্নভাষায় অনূদিত হইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় স্পেনরাজ Alphonso এবং তাঁহার ভ্রাতা Infante Fadriqueএর উদ্যোগে সমাপ্ত হয়।*

খৃষ্টীয় ১১শ শতকের শেষভাগে অথবা ১২শ শতকের প্রারম্ভে গ্রীকভাষা হইতে লাটিন্ ভাষায় Liber gestorum Barlaam et Josaphat নামে একখানি গ্রন্থ অনূদিত হয়। ১৩শ শতকে উহা ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই প্রসার লাভ করে এবং তত্তদ্ দেশের সাহিত্যে স্থান পায়। একজন খৃষ্টান্ সাধু খৃষ্ট ধর্ম্মের উৎকর্ষতা সম্পাদনার্থে গৌতম-বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের ধারণা†।

এই গল্পানুবাদের যুগে কিছুদিনের জন্ত ইউরোপের সর্ব্বত্র গল্পগাথা প্রচারে আগ্রহাতিশয্য দেখা যায়। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে কাপুয়াবাসী জন Directorium humanæ Vitæ নামক গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত কলিলা ও ডিমনার গল্প লাটিনভাষায় ভাষান্তরিত করেন। ইহার দেখাদেখি মন্মাউথবাসী জোফরী Historia regum Britanniae নামে আলফ্রেড রচিত গল্পমালার একখানি প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রচার করেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই উহা ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয় এবং উক্ত শতকের শেষ কয় বৎসরের মধ্যে উহা প্রায় ইউরোপের সকল দেশের ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের মধ্যভাগে ব্রুণেটো-লাটিনী নামক জনৈক ব্যক্তি সিসিরোর উপদেশাবলী ইতালীয় ভাষায় এবং সালাষ্টের অভিব্যক্তি চুম্বকাকারে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সময়ে ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে লাটিন পৌরাণিক সাহিত্য পাঠে কদর বাড়িয়া উঠে এবং ফরাসী ছাত্রবৃন্দ ঐ সকল গ্রন্থ পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করায়, মহামতি বাসুই লিভিলিখিত গ্রন্থনিচয় ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেন। বোঁচা (Banchant) সেনেকা, প্রিমিয়ার ফইট, বুকাক্শিও, নিকোলাস্ ও রেশাম লাটিন ভাষায় লিখিত আরিষ্টটলের গ্রন্থসমূহ ফরাসী ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রাচীন কবি চসারও বিটিয়াসের গ্রন্থনিচয় এবং Roman de la rosa নামক গ্রন্থ ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করেন। এই সময়ে মাণ্ডেভিলের ফরাসী ভ্রমণকাহিনীর অনুকরণে কএকখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং টমাস মেলোরী মূল ফরাসী-হইতে Morte d' Arthur ইংরেজীতে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতক পাশ্চাত্ত্য জগতে অনুবাদের স্বর্ণ যুগ। ৪র্থ শতকে উলফিলাস গথিক ভাষায় বাইবেলের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন, এইযুগে ঐ লুপ্ত ভাষায় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ গথিক বাইবেল খানি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৪শ শতকে ওইক্লিফ্ এবং ১৫শ শতকে টিনডেল ও কভারডেল ইংরেজী ভাষায় উক্ত বাইবেল অনুসরণ করিয়া যে সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন, ১৬১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার পাঠই সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। [বাইবেল দ্র°]

এদিকে জার্ম্মানিতে মার্টিন লুথার ১৫২২—১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাঠ-সংশোধন করিয়া জর্ম্মণ ভাষায় একখানি বাইবেল ভাষান্তর করেন। ফিসার্ট ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রাঁবেলার Pentagrueline ও ১৫৭৫ খৃ: অ: Gargantua অনুবাদ করিয়া ফরাসী সাহিত্যে হাস্য ও আদিরসের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই সময়েই Jacques Amyot ও Nicholas de Herberay বৈদেশিক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ফরাসী সাহিত্যভাণ্ডারে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আমিয়ট ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে প্লুতার্কের গ্রন্থানুবাদ করিয়া অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ফরাসী সাহিত্যে উহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান। এতদ্ভিন্ন তিনি Æthiopian History এবং Daphino ও Chloe অনুবাদ করেন। তাঁহার Racine রচিত মিত্রদাত (Mithridates) অনুবাদ আরবীসাহিত্যের একখানি উজ্জ্বল নিদর্শন।

লর্ড বার্ণাস এই যুগে গুবেভারা ও কার্ণানে ড পেত্রোর গ্রন্থনিচয় অনুবাদ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ফএরের ভার্জিল, গোল্ডিংএর অভিদ্ ও উইলিয়ম পেণ্টারের Palace of Pleasure সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ

* উপরি বর্ণিত প্রাচ্যদেশীয় গল্পমালা সম্ভবতঃ পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ নামক পুস্তকের দেশান্তর ভেদে বিকৃত অনুবাদ বলিয়া অনুমিত হয়।

† The book is in fact a legendary life of Buddha, adapted to the purposes of Christianity by a monk, but it was accepted as an historical record, the undiscerning credulity of the faithful informally—Canonized Barlaam and Josaphat, and ultimately compelled the Latin church to include these two fictitious beings as saints in the Myrtyrologium romanum. (Ency Brit xxvii, p. 184)

হয়। বিখ্যাত অনুবাদবিৎ সর্ টমাস্ নর্থের এই সময়েই আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে গুয়েভারার ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করেন। তৎপরে তিনি ইতালীয় ভাষায় লিখিত The moral Philosophy of Doni গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানির মূল উপাদান ভারতীয় ভাষা হইতে সঙ্কলিত এবং ইহা অনুবাদের অনুবাদ হইলেও একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও শব্দানুপ্রাস কোন অংশে ফরাসী ভাষাপেক্ষা হীন ছিল না। এই গ্রন্থে ভারতীয় নৈতিক চিত্রের যে অঙ্কন আছে, তাহার ছায়া মহাকবি সেক্সপীয়রের কারিওলেনাস্, জুলিয়াস্ সিজার, এণ্টনি ও-ক্লিওপেট্রার নায়কচরিত্রে নিপতিত দেখা যায়। নর্থ আমিয়টের গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া একখানি প্লুতার্কের অনুবাদ করেন।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে ১৭শ শতাব্দ পর্য্যন্ত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ সাধিত হয়। উহাদের মধ্যে চাপম্যানকৃত হোমরের অনুবাদ, আণ্ডারডাউন রচিত হেলিওডোরাস্ ও অভিদের ভাষান্তর এবং ফিলেমান হলাণ্ড লিখিত লিভি, প্লিনি, সিউটোনিয়াস্ ও জেনোফনের গ্রন্থানুবাদ সর্ব্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সর্ হেনরী সেভিলের টাইটাস্ ও বাইবেল অনুবাদ, টমাস শেল্টনের Donquixote, মাবির Guzman de Alfarache, ফেয়ার-ফাক্সের Tasso, বজার ল' এষ্ট্রেঞ্জের Seneca, Cicero ও Josephus এবং কুইভেডোর Suenos নামক ফরাসী গ্রন্থের ভাষান্তর সাহিত্যক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সংস্কারের যুগে (The Restoration) ইহাদের তাদৃশ সমাদর হয় নাই। ১৬৯৩ খৃঃ অঃ ড্রাইডেনের জুভিনাল ও ১৬৯৭ খৃঃ ভার্জিলের প্রাঞ্জল ভাষান্তর বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতক ইংরেজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ অনুবাদ-যুগ। কবিবর পোপ ১৭১৫ হইতে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাকবি হোমরের Iliad ও ১৭২৫ হইতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে Odyssey অনুবাদ করেন*। ইহার পর, ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কাউপার রচিত হোমারের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণ-কবি বোস (Voss) Odyssey ও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে Iliad গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ১৭৯৭ হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্লেগেল (A. W Von Schlegel) মহাকবি সেক্সপীয়র রচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষান্তর করেন। উক্ত গ্রন্থের অনৈসর্গিক ও বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরা ঐ সময়ে ইউরোপ মহাদেশে অভিনব উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল।

এই যুগে বাইরন রচিত স্পেনদেশীয় গীতির (Spanish Ballads) ও শেলীর Calderon অনুবাদ, কার্লাইলের Wilhelm Meister (১৮২৪), টেলারের বার্গার কৃত Len re, লেসিং রচিত Nathan ও গেটের Iphigenia গ্রন্থের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন ১৮৪৮ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সেস্ নাকার্থের কালডারোনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ এবং এডোয়ার্ড ফিট্জ্‌জিরাল্ড কর্তৃক সোফোক্লিসের ভাষান্তর ও পারসিক কবি ওমর খৈয়মের রুবৈয়াতের অনুবাদ বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল। বাস্তবিক বলিতে কি, রুবৈয়াতের মনোহর ইংরেজী তর্জ্জমা পাঠ না করিলে কেহ বিস্মৃতিসলিলে মগ্ন কবি ওমর খৈয়মের সুললিত পদাবলী উদ্ধার করিতে সচেষ্টিত হইতেন না।

ইহার পর মহাকবি লঙ্‌ফেলো কৃত দান্তের অনুবাদ, উইলিয়ম মরিস রচিত The Story of Grettir the strong (১৮৬৯), Volsunga Saga (১৮৭০), Lays of France (১৮৭২) ও Beowulf (১৮৯৫ খৃঃ) ইংরেজী সাহিত্যকে পরধনে পুষ্ট করিতে ক্রটী করে নাই।

১৯শ শতাব্দে ও বিংশ শতাব্দের প্রথমভাগে অনুবাদের ক্রটী হয় নাই। এই সময়ে ইংলণ্ডে যে সকল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল তাহা যৎসামান্য ও উল্লেখযোগ্য নহে। এই সময়ে ফরাসী ও জর্ম্মণ জাতির অনুবাদ প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপের নানাদেশে উৎকৃষ্টতর ঔপন্যাসিক-গণের আবির্ভাব হইয়াছে। অনুবাদ ব্যতিরেকে তাহাদের ভাবাভিব্যক্তি জানিবার উপায় নাই। রুসিয়ায় বর্ত্তমানে যে সকল মনস্বী ঔপন্যাসিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনুবাদের কৃপায় আমরা তৎসমুদায়ের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। কাউণ্ট টলষ্টয়ের গবেষণাপূর্ণ রাজনৈতিক ও জনহিতকর তত্ত্ব-সমূহের মর্ম্মার্থ অনুবাদ ব্যতিরেকে আমাদের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হইত না। মেটারলিঙ্ক, ইব্‌সেন চরিত্রচিত্র ফোটনে যে লিপিকৌশল, ভাষা লালিত্য ও ভাবসমূহের নৈতিক সমাবেশ দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই। [জগতের বহু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে, তাহার বিবরণ বাইবেল শব্দে দ্রষ্টব্য]

অনুবাদক—(ত্রি) [অনুবদতে অনু-বদ-ণক] যে অনুবাদ করে। ২ যে অনুবাদ করায়।

অনুবাদিত—(ত্রি) যাহা অনূদিত হইয়াছে।

* হোমারের রচনায় হেলেনা হরণ, ও ট্রয় নগরী ধ্বংসাবশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ দৃষ্টে অনেকে মনে করেন যে, সম্ভবতঃ হোমার রামায়ণপ্রসিদ্ধ সীতাহরণ ও লঙ্কা-দহন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া স্বীয় গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

অনুবাদিন্—(ত্রি) [অনুবদতে অনু-বদ্-ণিনি] অনুবাদ-কারক। "প্রিয়বচনশতানুবাদিনঃ" (রামা° ৪।৩২।২৫) [অনু-বদ্ ণিচ-ণিনি] ২ যে অনুবাদ করায়।

অনুবাদ্য—(ত্রি) [অনু উক্ততে অনু বদ্ ণ্যৎ] অনুকথনীয় ২ অনুকরণীয়। ৩ উদ্দেশ্য। আলঙ্কারিকদের মতে প্রথমে অনুবাদ্য (উদ্দেশ্য) বলিয়া তাহার পর বিধেয় বলিতে হয়। উদ্দেশ্য না বলিয়া বিধেয় বলিলে তাহাকে 'বিধেয়বিমর্শদোষ' দোষদুষ্ট বলা হয়।

"অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।"

অনুবাদ্য (উদ্দেশ্য) না বলিয়া বিধেয় বলিবে না। "শুকতারোহয়মেব মে বদরয়ঃ"।

আমার ধিক্কার এই যে, আমার আবার শত্রু। এই শ্লোকে, 'শুক্রকারোহয়মেব' না বলিয়া, 'অয়মেব শুক্রকার' এই রূপ বলিলে আর বিধেয়বিমর্শদোষ হইত না।

৪ ভাষান্তর করণীয়। ৫ পশ্চাৎ বাজাইবার যোগ্য।

অনুবক্তৃত্ব—(ক্লী) অনুবাদ্যতা, অনুবাদের যোগ্যত।

অনুবাসন—(ক্লী) [অনু বাস্ চুরাদি ণিচ্-ল্যুট] ধূপাদিদ্বারা সুগন্ধীকরণ। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত স্নেহাদি দ্বারা বস্তিকর্ম। "স্যাদনুবাসনং স্নেহনে ধূপনে" (হেম) পিচ্‌কারী দ্বারা পাতলা ঔষধ বস্তিদেশে প্রয়োগ। ইহা চিকিৎসক ও বৈদ্যদের বস্তিক্রিয়া মধ্যে গণ্য। কষায় দ্রব্যের পিচ্‌কারীর নাম নিরূহ এবং স্নেহদ্রব্যের পিচ্‌কারীর নাম অনুবাসন।

যে রোগে যে প্রকার বমন বিরেচনের বিধি উল্লিখিত আছে সেই বিধি পালন করিয়া বমন বা সম্যগ্ বিরেচনের পর অনুবাসন লইতে হয়।

অনুবাসনার্হ ব্যক্তি রাত্রিতে অন্ন ভোজন করিয়া অনুবাসন লইবে। তবে শীত ও বসন্তকালে দিবসে এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে রাত্রিতে অনুবাসন প্রযোজ্য। স্নেহাধ্যায়ে স্নেহ পানের যে সকল দোষ হইতে স্নেহ্য ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, অনুবাসন কালেও সেই সকল দোষ হইতে অনুবাস্য ব্যক্তিকে রক্ষা করিবে।

প্রদত্ত অনুবাসনীয় স্নেহ প্রত্যাগত হইলে রাত্রিতে উপবাস করাইয়া পরদিন দিবাভাগে অন্নভোজন ব্যবস্থেয়। অথবা তৃতীয় দিবসে রাত্রিতে ভোজ্য প্রদান করিবে। রোগীর দোষ বল লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে নিরূহ প্রদান করিয়া রাত্রিতে অনুবাসন প্রয়োগ করা যায়। এইরূপ নিয়মে কফজ ব্যাধিতে একবার বা দুইবার বস্তি দিতে হয়। পিত্তজ ব্যাধিতে পাঁচ বা সাতবার এবং বাতজ ব্যাধিতে নয় বা একাদশ বার বস্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

এখন অনুবাসনের লক্ষণাদি নিম্নে বিবৃত করা যায়। অনুবাসনের তৈল যদি অব্যাহত বেগে মলের সহিত প্রত্যাহৃত হয় এবং রক্তাদি ধাতু ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের যদি বিমলতা জন্মে, সুনিদ্রা, শরীরের লঘুতা, বলাধান ও মলমূত্রাদির প্রবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে অনুবাসনের সম্যক্ প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অনুবাসন সম্যক্ না হইলে শরীরের অধোভাগ উদরে, বাহু, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশে বেদনা মলের রুক্ষত্ব ও খরত্ব এবং মলমূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা জন্মে। অনুবাসনের অতি প্রয়োগ হইলে হৃল্লাস, মোহ, ক্লান্তি, অবসাদ, মূর্চ্ছা ও গুহ্যাদিদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অনুবাসনের স্নেহ যাহার শরীরে তিন প্রহর থাকিয়া পরে প্রত্যাহৃত হয়, সেই ব্যক্তি বিশুদ্ধ দেহ হইয়া থাকে। অনুবাসনে প্রদত্ত স্নেহ যদি শীঘ্রই প্রত্যাহৃত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার অনুবাসন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ স্নেহ শরীরে কিছুক্ষণ না থাকিলে দেহকে স্নিগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

বস্তি ত্রিবিধ—১ কর্ম্মবস্তি, ২ কালবস্তি, ও ৩ যোগবস্তি। কর্ম্মবস্তি ত্রিশটী, কালবস্তি ১০টী এবং যোগবস্তি আটটী। বাতাধিক ব্যক্তিগণকে তিন, চারি, পাঁচ বা ছয়বার অনুবাসনীয় স্নেহ বস্তি প্রদান করিতে হয়।

বাত-পিত্ত-কফ-নাশক স্নেহবস্তি অসম্যক্‌ভাবে প্রযুক্ত হইলে তাহাতে যে ব্যাপত্তি ঘটে, সেই ব্যাপত্তি ও তাহার চিকিৎসা সবিশেষ বর্ণনা করা হইতেছে। দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, অশ্বগন্ধা, পুনর্ণবা, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, যমানী, বামুনহাটী, বাসক, গন্ধতৃণ, শতমূলী, ঝিণ্টি ও কাকনাসা ইহাদের প্রত্যেক এক এক পল, যব, মাষকলায়, মসিনা, কুল, ও কুলত্থকলায় ইহাদের প্রত্যেক দুই দুই পল (এক পল অর্থাৎ আটতোলা) এই সকল দ্রব্য চারি দ্রোণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথের সহিত তিলতৈল এক আঢ়ক (অর্থাৎ ষোল সের), দুগ্ধ এক আঢ়ক এবং জীবনীয় দশকের প্রত্যেকের কল্ক এক এক পল পাক করিবে। এই তৈলের অনুবাসনে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ বরাহ মহিষাদির বসা এক আঢ়ক, দশমূলাদির কাথ, দুগ্ধ ও জীবনীয়গণের কল্কসহ পাক করিয়া যে তৈল হয়, তাহা দ্বারা অনুবাসন দিলেও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। শুলফা, যব ও বেলশুঁঠের কল্ক ও কাঁজির সহিত তৈলপাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন দিলে বায়ুর প্রশম হয়। সৈন্ধব লবণ অগ্নিতে পোড়াইয়া অগ্নিবর্ণ হইলে তাহা ঘৃতে নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই ঘৃতের অনুবাসন প্রয়োগ করিলেও বায়ু বিনষ্ট হইয়া থাকে। জীবন্তী, মদনফল, মেদা, মুগানী, যষ্টিমধু, বেড়েলা,

শলফা, ঋষভক, পিপুল, কাকনাসা, শতমূলী, আলকুশীবীজ, ক্ষীর কাকোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী ও শঠ ইহাদের কল্ক /১ সের, মিলিত ঘৃত তৈল /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের একত্র পাক করিবে। এই মিশ্র স্নেহের অনুবাসন বৃংহণ, বাতপিত্তনাশক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং মূত্র, শুক্র ও রক্তদোষনিবারক।

জ্বর চিকিৎসায় চন্দনাদি তৈলে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাদের কল্ক /০ সের গ্রহণ করিবে এবং /১৬ সের দুগ্ধ লইবে এই কল্ক ও দুগ্ধসহ তিলতৈল ১ সের ও ঘৃত /০ সের মিলিত করিয়া পাক করিবে। ইহার অনুবাসন পিত্তনাশক। সৈন্ধব, মদনফল, কুড়, শুলফা, হিঙ্গুল, বেড়েলা, পালা, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, দেবদারু, কটফল, শুঠ, পুষ্কর (অভাবে কুড়), মেদা, চৈ, চিতা, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শ্যামামূল, তেউড়ী, রেণুক, বননীম, শালপাণি, দেবশুঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তী ও রাস্না সমভাগে লইবে। এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং ইহাদের কাথসহ এরণ্ডতৈল বা তিলতৈল পাক করিবে।

এই তৈলের অনুবাসনে কফ ... বধ্ম, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, মেহ, আঢ্যবাত, আনাহ ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

অম্লবদরাদি সংযুক্ত মদনফলের কল্ক এবং তাহাদেরই কাথসহ তৈল পাক করিবে, অথবা বিল্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূলের কল্ক ও তাহাদের কাথসহ তৈলপাক কিম্বা কফহর পিপ্পল্যাদিগণের কল্ক ও উহাদের কাথসহ তৈলপাক করিয়া অনুবাসন করিলে কফ নষ্ট হয়। কফ নষ্ট করিবার পক্ষে এই তেল বিশেষ প্রশস্ত।

বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, হরিদ্রা, পলতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, জাতিপল্লব, নিসিন্দা, দশমূল, আখুপর্ণী, নিমছাল, আকনাদি, ঝিণ্টি, সোঁদাল, ও করঞ্জবীজ ইহাদের কাথ এবং মদনফল, দেবশুঁঠ, তেউড়ীমূল, পিপুল, রাস্না, চিরতা, দেবদারু, ছাতিমছাল, বচ, বেনা, দারুহরিদ্রা, কুড়, ইন্দ্রযব, লতা-কস্তুরিকা, যষ্টিমধু, শুলফা, চিতা, শটী, চোরক (গন্ধদ্রব্যবিশেষ) ও পুষ্করমূল এই সমুদায়ের কল্কসহ তৈল পাক করিবে। পানে, অভ্যঙ্গে ও অনুবাসনে এই তৈল প্রয়োগ করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, অর্শ, গ্রহণীদোষ, ক্লীবত্ব, অগ্নিবৈষম্য, মলদোষ ও বাতাদি দোষত্রয় বিনষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি ব্যাধি, ব্যায়াম, শারীরিক কর্ম্ম ও পথপর্য্যটনে ক্ষীণ, দুর্ব্বল, ওজোহীন ও ক্ষীণ শুক্র হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই স্নেহবস্তি (অনুবাসন) দ্বারা পাদ, জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ ও কটিদেশের দৃঢ়তা এবং নিরপত্য স্ত্রীপুরুষের অপত্য জন্মিবার সম্ভাবনা।

ছয় প্রকার কারণে স্নেহবস্তির ছয় প্রকার ব্যাপত্তি উপস্থিত হয়। যথা—প্রদত্ত স্নেহবস্তি বাতাবৃত, পিত্তাবৃত, কফাবৃত, অতিভুক্ত, অন্নাবৃত ও পুরীষাবৃত হইলে এবং অভুক্তাবস্থায় স্নেহবস্তি প্রদত্ত হইলে সেই স্নেহবস্তির ব্যাপত্তি ঘটে। যদি বায়ুর প্রকোপ অধিক হয় এবং সেই ক্ষেত্রে যদি শীতল ও অল্প-পরিমিত স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্তি প্রত্যাগত হয় না। এইরূপ পিত্তাধিক্যে অত্যুষ্ণ স্নেহবস্তি, কফাধিক্যে মৃদুবীর্য্য স্নেহবস্তি, অতিভুক্তাবস্থায় গুরু স্নেহবস্তি এবং মলসঞ্চয়ে অল্পবল স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি বাতপিত্তাদি দ্বারা আবৃত হওয়ায় অধঃপ্রত্যাগত হইতে পারে না। আর অভুক্তাবস্থায় (শূন্যোদরে) স্নেহবস্তি প্রদত্ত হইলে অনাবৃতত্ব হেতু উহা ঊর্দ্ধগত হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপত্তির পৃথক পৃথক লক্ষণ এইরূপ—স্নেহবস্তি দেওয়ার পর যদি শুষ্কত, উরুদেশের অবসাদ, উদর স্ফীত, জ্বর, উদরাদিতে শূলবৎ বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, পার্শ্ববেদনা ও বেষ্টন (বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টনবৎ পীড়া) উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই বস্তি বাত দ্বারা আবৃত হইয়াছে।

বাতাবৃত ব্যাপচ্চিকিৎসা—বাতাবৃত স্নেহের নিঃসরণার্থ—রাস্না, সরলকাষ্ঠ ও দেবদারুর কল্ক, সৌবীরক সুরা, কুলের কাথ, ... যবের কাথ সহ মিশ্রিত এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ তৈলাদি স্নেহ, লবণ ও কাঁজী সংযুক্ত করিয়া উষ্ণ করিবে এবং পরে তাহার নিরূহ প্রয়োগ করিতে হইবে, অথবা বৃহৎ পঞ্চমূলের কল্ক গোমূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার নিরূহ প্রদেয় কিম্বা উক্ত দ্বিবিধ নিরূহ দ্রব্যের প্রত্যেক পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সায়ংভোজনের পর, সেই তৈলদ্বয়ের কোন একপ্রকার তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হয়।

স্নেহবস্তি গ্রহণের পর যদি দাহ, দেহের লৌহিত্য, তৃষ্ণা, মোহ, তমকশ্বাস ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই স্নেহবস্তি পিত্ত দ্বারা আবৃত হইয়াছে। এরূপ স্থলে, স্বাদু ও তিক্ত দ্রব্যের নিরূহ প্রয়োগ দ্বারা সেই স্নেহের নিঃসারণ করিতে হইবে

স্নেহবস্তি গ্রহণের পর যদি তন্দ্রা, শীতজ্বর, আলস্য, মুখাদির প্রসেক, অরুচি, গাত্র গুরুতা, মূর্চ্ছা ও গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই বস্তির স্নেহ শ্লেষ্মদ্বারা আবৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এরূপস্থলে কষায়, কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের কল্ক, সুরা ও গোমূত্রসহ পাক করিয়া তাহাতে মদনফলের কল্ক ও তৈল এবং অম্লরস মিশাইয়া তাহার বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই বস্তি দ্বারা স্নেহ ফিরিয়া আসে। অনুবাসন গ্রহণের পর যদি বমি, মূর্চ্ছা, অরুচি, গ্লানি, জ্বর, শূল, অঙ্গমর্দ্দ এবং আমজনিত লক্ষণ ও দাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই বস্তির স্নেহ অতিভুক্তান্নদ্বারা আবৃত হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে। এরূপস্থলে কটু দ্রব্য ও লবণ প্রভৃতির কাথ এবং উহাদের চূর্ণ সেবন দ্বারা সেই অতি-

তুক্তান্নের পরিপাক করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মৃদু বিরেচন ও আমা জীর্ণ-বিহিত ক্রিয়া করণীয়।

অনুবাসন গ্রহণের পর যদি মল মূত্র ও বায়ুর বিবদ্ধতা, বেদনা, গাত্র গুরুতা, আধ্মান ও হৃদয়পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা পুরীষদ্বারা আবৃত হইয়াছে জানিবে, এরূপস্থলে স্নেহ স্বেদ ও বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে, এবং শ্যামামূল, তেউড়ী ও বিল্বাদি পঞ্চমূলের কল্ক ও কাথের নিরূহ, অথবা ঐ কল্ক ও কাথসহ তৈলপাক করিয়া সেই তৈলের অনুবাসন প্রয়োগ, কিম্বা উদাবর্ত্তনাশক ক্রিয়া দ্বারা সেই বস্তির তৈল নির্হরণ করিতে হয়।

অভুক্তাবস্থায় স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে পায়ুদেশের শূন্যত্ব হেতু বস্তির স্নেহ অতিপীড়িত ও বেগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া মুখ নাসাদি স্রোত দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এরূপস্থলে শ্যামামূল, তেউড়ী ও অরুণমূল, যব কুলত্থ ও কুলথকলায় এই সকল দ্রব্য গোমূত্র ও আটগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইতে হয় এবং তাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় সৈন্ধব, ঘৃত ও মধু মিশাইয়া তাহার নিরূহ প্রয়োগ করিতে হয়, অথবা ঐ সকল দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিয়া সেই তেলের অনুবাসন দিতে হয়।

কণ্ঠদেশ দিয়া বস্তিস্নেহ বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ কণ্ঠদেশ চাপিয়া স্নেহ নির্গম বন্ধ করিতে হয়। পরে বিরেচন ও বমন-নিবারক ক্রিয়া ব্যবস্থা করিয়া স্নেহনির্গম নামাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

যাহার বস্তি স্নেহ আবৃত হওয়ায় সমস্তই হউক বা অল্পই হউক অনিঃসৃত হয় এবং অনিঃসৃত হওয়াতে যদি তাহাতে কোন উপদ্রব না থাকে তাহা হইলে তাহার সেই আবৃত স্নেহ নিঃসারণের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া [illegible] করা উচিত। আবৃত স্নেহ নিঃসৃত হইবার পর রোগীকে [illegible] মাত্রায় দ্রব উষ্ণ ও লঘু পথ্য ভোজন করাইয়া তিন তিন দিন অন্তর অনুবাসন প্রয়োগ করিতে হয়।

যাহাকে অনুবাসন প্রয়োগ করা হইবে, তাহার পানের নিমিত্ত ধনে ও শুঁটের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল বাসি করিয়া পান করিতে দিতে হয়। অথবা কেবল উষ্ণজল খাইতে দেওয়া প্রয়োজন। উক্ত জলপানে অজীর্ণ স্নেহ জীর্ণ হয়, শ্লেষ্মা ছিন্ন হয় এবং বায়ুও অনুলোমগামী হইয়া থাকে। অতএব শ্লেষ্মায় প্রণয়ার্থ বমনে, বিরেচনে, নিরূহে ও অনুবাসনে উক্ত জল পান করিতে দেওয়া উচিত। বালুকা-রাশিতে নিষিক্ত জল যেমন শীঘ্র শোষিত হয়, সেইরূপ নিত্য-রূক্ষ-সেবী, দীপ্তাগ্নি, অতিব্যায়াম-পীড়িত বক্ষণ ও শ্রোণিগত বাতার্ত্ত এবং উদাবর্ত্ত পীড়িত ব্যক্তিদিগের নিত্যসেবিত স্নেহও প্রতিদিন জীর্ণ হইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তিভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণের সেবিত স্নেহ জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক হইতে প্রায় তিনদিন সময় লাগে। অনুবাসনে আম অর্থাৎ অপক্ব তৈল প্রয়োগ করা উচিত নহে, কারণ কাঁচা তৈল মলদ্বারকে অভিষ্যন্দিত করে।

বস্তির সমস্ত স্নেহ প্রয়োগ করা উচিত নয়, কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখা প্রয়োজন, কারণ কোষ্ঠে বায়ু অবস্থিতি করে। এক সময়ে মলদ্বার ও মুখ দিয়া স্নেহ প্রয়োগ করিতে নাই। যেহেতু সেই স্নেহ উভয় মার্গে সংলগ্ন হইয়া বায়ু ও অগ্নিকে দূষিত করিয়া থাকে। কেবল স্নেহবস্তি বা কেবল নিরূহ অতিশীলন (প্রয়োগ) করিবে না। কারণ কেবল প্রণিহিত স্নেহবস্তির স্নেহদ্বারা উৎক্লেশ ও অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়। আর কেবল নিরূহ প্রয়োগ করিলে বায়ুর প্রকোপ জন্মে। অতএব নিরূঢ় ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার অনুবাসন দ্বারা (স্নেহ) এবং অনুবাসিত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার নিরূহ করিবে। এইরূপ যুক্তিদ্বারা স্নেহ শোধন বস্তি প্রয়োগ করিলে সেই বস্তি ত্রিদোষ নাশক হয়। (চরক° সিদ্ধি ও বিমানস্থান) স্নেহই অনুবাসনের দ্রব্য। স্নেহ দ্বিবিধ স্থাবরাত্মক স্নেহ, ও জঙ্গমাত্মক স্নেহ। তৈল ও অতৈলকে অর্থাৎ তিলজন স্নেহ ও সর্ষপাদি জব স্নেহকে স্থাবর-স্নেহ বলা যায়। কারণ তৈল প্রধান হেতু তৈল ও অতৈল এই সর্ব্বপ্রকার স্নেহকেই তৈল বলা যায়।

বসা, মজ্জা ও ঘৃত জঙ্গম স্নেহ, অনুবাসনীয় বাতশ্লেষ্মরোগে তৈলাদি স্নেহ চতুষ্টয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্বটী পর পরটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তৈল অপেক্ষা বসা, বসা অপেক্ষা মজ্জা, মজ্জা অপেক্ষা ঘৃত শ্রেষ্ঠ অথবা সংস্কার বিধিবিশেষে তৈলাদি সকল স্নেহই বাতশ্লেষ্মাদি রোগে উপযোগী হইয়া থাকে। (চরক° বিমান ৮ অ°) [অন্যান্য বস্তি শব্দে দ্র°]

সে কালের বৈদ্যেরা চর্ম্মের কিম্বা মোটা কাপড়ের পিচ কারী প্রস্তুত করিতেন। তদ্দ্বারা মলদ্বারে, যোনিমার্গে ও মূত্রমার্গে ঔষধ প্রয়োগ করা হইত।

অনুবাসনোপসর্গ—(পুং) ষড়্‌বিংশদশক নাম কষায়বর্গ। যথা—"রাস্নাসুরদারুবিল্বমদনশতপুষ্পাবৃশ্চীর পুনর্নবাশ্চ দংষ্ট্রাগ্নিমন্থ শ্যোনাকা ইতি দশেমানি" (চরক সূত্রস্থান ৪ অ°)

অনুবাসিত—(ত্রি) [অনু চু° বস-ণিচ্ ক্ত]। বস্তিকর্ম্মদ্বারা চিকিৎসিত। ২ সুগন্ধীকৃত।

অনুবাস্য—(ত্রি) [অনু চু° বস-ণিচ্ কর্ম্মণি ণ্যৎ।] সুগন্ধি করার যোগ্য। ২ বস্তিকর্ম্মদ্বারা চিকিৎসার যোগ্য

অনুবিধায়িন্—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ বিদধাতি জনয়তি অনু বি-ধা-ণিনি যুগাগমঃ] অনুবিধানকর্ত্তা। ২ পশ্চাৎজনক। ৩ অনুগত। ৪ ব্রহ্মার সৃষ্টির অবশিষ্ট সৃষ্টিকর্ত্তা। ৫ মরীচি, অত্রি,

অঙ্গিরস্, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত ঋষি। ৬ বিশ্বামিত্র। কথিত আছে বিশ্বামিত্রও নাকি ব্রহ্মার সৃষ্টির পরে কতকগুলি বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেমন ব্রহ্মার সৃষ্ট মুগ, তাহার পরিবর্ত্তে বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট মাষকলাই। ব্রহ্মার সৃষ্ট আমন ধান, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট আউস ধান। ব্রহ্মার সৃষ্ট কুশ, বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট কেশে ইত্যাদি।

অনুবিত্ত—(ত্রি) প্রাপ্ত, হস্তগত।

অনুবিত্তি—(স্ত্রী) প্রাপ্তি, আবিষ্কার।

অনুবিদ্ধ—(ত্রি) [অনু বিধ্যতে অনু-ব্যধ দি° কর্ম্মণি ক্ত] সংসৃষ্ট, সংলগ্ন। ২ পশ্চাদ্ বেধিত। ৩ পশ্চাৎ ক্ষিপ্ত। ৪ তাড়িত। ৫ খচিত। "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং।" (শকু°)। "বিদ্ধং ত্বাবেধিতে ক্ষিপ্তে সাদৃশ্যেঽপি নিগদ্যতে"। (বিশ্ব)

অনুবিধাতব্য—(ত্রি) আজ্ঞানুসারে করণীয়।

অনুবিধান—(ক্লী) সম্যগ্‌রূপ আজ্ঞাকারিতা।

অনুবিনাশ—(পুং) পশ্চাৎ নাশ, পরে নষ্ট।

অনুবিন্দ—(পুং) [অনু পশ্চাৎ বিন্দতীতি বিদ-শ সংজ্ঞায়াম্] এক রাজা। ইনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া ভীমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভীষ্মপ° ১৬ ১৫)

বিন্দ এবং অনুবিন্দ একই সময়ে অবন্তীনগরে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং অবন্তীরাজ্যে তখন দ্বৈরাজ্যশাসন প্রচলিত ছিল। মহাভারতেও ইঁহাদের উল্লেখ আছে। (সভাপ° ৩১ অঃ, ১০ শ্লোক)

ভারত-যুদ্ধে ইঁহারা কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। (মহাভা উদ্যোগ ১৬৬.৬)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"কৈকেয্যাং শ্রুতকীর্ত্যাং তু জজ্ঞে সন্তর্দ্দনঃ পুনঃ।
চেকিতান-বৃহৎক্ষত্রৌ তথৈবান্যৌ মহাবলৌ॥
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ ভ্রাতরৌ সুমহাবলৌ।"

(ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৬ ১৫৬)

'কেকয়-রাজমহিষী শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন, চেকিতান, বৃহৎক্ষত্র এবং বিন্দ ও অনুবিন্দ নামে অন্য দুই মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। এই শেষোক্ত পুত্রদ্বয় অবন্তীদেশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া 'আবন্ত্য' নামে খ্যাতিলাভ করেন।

অনুবিন্ধ্য—(অব্য) [বিন্ধ্যং পর্ব্বতং অতিক্রম্য অতিক্রমে অব্যয়ী°] বিন্ধ্যপর্ব্বতকে অতিক্রম বা উল্লঙ্ঘন করিয়া। "নানু বিন্ধ্যং" (স্মৃতি)। বিন্ধ্যপর্ব্বতকে উল্লঙ্ঘন করিবে না। ২ অবন্তিদেশের রাজা।

অনুবিশ—মিশরীয় এক দেবতা। প্রাচীন মিশরীয় চিত্র-লেখমালায় ইনি 'ইন্‌পব' এবং অনুপ শব্দে লিখিত। এই দেবতা কুকুরমুখ বা শৃগালমুখবিশিষ্ট। ওকোইস্ নামে ইহারই অনুরূপাকৃতি আর একটী দেবতা আছেন। উভয়েই কখন রুদ্রপ্রকৃতি কখন শান্তশীল। ইঁহারা মানব-জীবনের পথ নির্দ্দেষ্টা। গ্রীকদিগের বিবরণ হইতে জানা যায়, কুকুরগণ অনুবিশের বাহন এবং নেকড়ে বাঘ ওকোইসের অনুচর। প্রাচীন মিশরবাসীরা যুদ্ধে যাইবার সময় অথবা দেবতার উৎসবযাত্রায় অনুবিশাকৃতি ধ্বজা লইয়া যাইত।

উত্তর-মিশরের ১৭ ও ১৮ সংখ্যক মণ্ডলের (nome) নগরসমূহে অনুবিশ প্রধান দেবতারূপে পূজিত হইতেন। ১২ ও ১৩ সংখ্যক মণ্ডলে তিনি সাধারণ দেবতামধ্যে পূজা পাইতেন। কিন্তু সমগ্র মিশরে যে অনুবিশের পূজা এক সময়ে প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি মৃত্যুর দেবতা, সমাধির রক্ষক, প্রেতভোজ্যাদির নিয়ন্ত্রক এবং তৈলসেক দ্বারা মৃতদেহ-রক্ষার বিধায়ক, অর্থাৎ এক কথায় তিনি সাক্ষাৎ যমদেবতা বা প্রেতের পাপপুণ্যের হিসাব-রক্ষা-ব্যাপারে নিযুক্ত দেবতা।

মিশরবাসীর বিশ্বাস, মানবের মৃত্যু হইলে তাহার মৃত আত্মা স্বর্গত হয়। সেখানে ওসিরিসের সমক্ষে প্রেতাত্মার পাপপুণ্যের বিচার হইয়া থাকে। সেখানে অনুবিশ তুলাদণ্ড ধরিয়া থাকেন এবং থথ্ পাপপুণ্যের ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন। অনুবিশ নেফথিসের গর্ভজাত ওসিরিসের পুত্র। প্রাচীনেরা তাঁহাকে রা বা সূর্য্যের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ২য় শতকে ভৌতিকবিদ্যায় সিদ্ধ উপাসকমণ্ডলী অনুবিশের আবাহন দ্বারা দেবতাদের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট দ্রব্যনিচয় তাঁহাদের তৃপ্ত্যর্থে উৎসর্গ করিতেন। আইসিস্ ও সেরাপিস্ যুগে মিশর দেশে অনুবিশের পূজা পূর্ণভাবে প্রচলিত ছিল। তৎপরে গ্রীস রোমরাজ্যে তাঁহার পূজা প্রচলিত হয়।

অনুবিষ্টম্ভ—(পুং) কারণবশে প্রতিবন্ধক। (নিরুক্ত)

অনুবিষ্ণু—(অব্য) বিষ্ণু হইতে পশ্চাতে অথবা বিষ্ণুকে ছাড়া বা বিষ্ণুর পশ্চাতে।

অনুবৃৎ—(ত্রি) [অনু-পশ্চাৎ বর্ত্ততে অনু-বৃত-কিপ্] পশ্চাদ্‌বর্ত্তী, পশ্চাদ্‌ভাবী, যে পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া থাকে, অনুগত [অনু পশ্চাদ্ বৃণোতি বৃণুতে স্বা°, বৃণাতি বৃণীতে ক্র্যা° বরণ্তি-তে ভ্বা° বা কিপ্-তুক্] পশ্চাদ্‌বরণকারী, পশ্চাৎ প্রার্থনাকারী।

অনুবৃত্ত—(ত্রি) [অনু-বৃত-ক্ত] অনুগত, পশ্চাদ্‌গত। ২ ব্যাকরণে পূর্ব্ব সূত্র হইতে পর সূত্রে আকাঙ্ক্ষাপূরণের নিমিত্ত অন্বিত পদ ৩ যাহা ক্রমশঃ গোলাকার হইয়াছে। [অনুগতং বৃত্তং শীলম্, অতিক্রা° তৎ] ৪ শীলানুগত, সুশীল, সচ্চরিত্র ৫ পদ্য, শ্লোকাকার প্রাপ্ত। ৬ দৃঢ়তা প্রাপ্ত। ৭ অতীত। "বৃত্তং পদ্যে চরিত্রে ত্রিষ্বতীতে দৃঢ়নিস্তলে।" (অমর)। ৮ পশ্চাৎ খ্যাত,

যে পরে বিখ্যাত হইয়াছে। ৯ পশ্চাৎ মৃত। ১০ পশ্চাৎ বৃত, ১১ যাহাকে পরে বরণ করা হইয়াছে। "বৃত্তোঽতীতে দৃঢ়ে খ্যাতে বর্ত্তুলেঽপি মৃতে বৃতে। বাচ্যবর্ত্ততে" (বিশ্ব)।

'বাচ্যবর্ত্ততে' ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রথমে বৃত্ত এইরূপ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—কিন্তু সর্ব্বত্র পুংলিঙ্গ থাকে না। ফলতঃ বাচ্যের যে লিঙ্গ, সেই লিঙ্গ হয়।

অনুবৃত্তা—ঋষার পঞ্চকন্যার অন্যতমা এবং মণ্ডুক-বিকারসমূহের উৎপাদিকা। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৯.২৯৫)

অনুবৃত্তি—(স্ত্রী) [অনু-বৃত-ক্তিন্] ১ পশ্চাৎ গমন। (চণ্ডী ১.১৩) ২ পূর্ব্ব সূত্রের পদাদির পরসূত্রে আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত আকর্ষণ। ৩ অধিকার। সূত্রের ছয় প্রকার লক্ষণের মধ্যে একটী লক্ষণ। যথা—

"সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড় বিধং সূত্রলক্ষণম্॥"

সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ, অধিকার এই ছয় প্রকার সূত্রের লক্ষণ। "পূর্ব্বসূত্রস্থিতপদস্য পরসূত্রমুপস্থিতিরধিকারঃ। স তু ত্রিবিধঃ।" যথা :—

"সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডূকপ্লুতিরেব চ।
গঙ্গাস্রোত ইতি খ্যাতঃ অধিকারাস্ত্রয়োমতাঃ।
আকাঙ্ক্ষায়াস্তু সর্ব্বেষামনুবৃত্তিপরে ভবেৎ।"

পূর্ব্বসূত্রস্থিত পদের পর সূত্রে উপস্থিতির নাম অধিকার (অনুবৃত্তি)। অনুবৃত্তি তিন প্রকার। ১ সিংহাবলোকিত। সিংহ যেমন কিছুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখে, অনুবৃত্তির কার্য্যও সেই রূপ। কিছু দূর পর্য্যন্ত থাকে। ২ মণ্ডূকপ্লুতি। মণ্ডূক (ব্যাং) যেমন কিছু দূর লাফ দিয়া যায়, তাহার মত দুই চারি সূত্র ছাড়াইয়া অন্য সূত্রে অধিকারও গিয়া থাকে। ৩ গঙ্গাস্রোত, গঙ্গার স্রোত যেমন হিমালয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বহু দূর দেশ ব্যাপিয়া চলিতেছে, তাহার ন্যায় অতিশয় দূর পর্য্যন্ত অনুবৃত্তি যায়। [সংজ্ঞা দ্র°]। একটী থাকিলে সেই সম্বন্ধে আর একটী থাকে, এইপ্রকার অন্বয়, সমন্বয়। সেবা।

"অনুবৃত্তিং ধ্রুবস্তেঽস্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাং।" (চণ্ডী)

অনুগ্রহলব্ধ ধনভোগে যাহারা সর্ব্বদা আমার অনুগত ছিল, তাহারা এখন অন্য রাজার সেবা করিতেছে।

অনুবৃদ্ধি—(ত্রি) সমান অনুপাতে বর্দ্ধমান।

অনুবেদ্যন্ত—(অব্য) যজ্ঞস্থলের পার্শ্বে বা অগ্রে।

"অনুবেদ্যন্তং প্রাচীং শম্যাং নিদধাতি" (শতপথব্রা° ৩.৫.১.২৯)

অনুবেধ—(পুং) [অনু বিধ্যতে অনুবেধনং বা অনুবিধ ভাবে ঘঞ্] সংসর্গ। "নহি কীটানুবেধাদয়ো রত্নস্য রত্নত্বং ব্যাহন্তুমীশাঃ" (সাহিত্যদ° ৩.১৮)

অনুবেল—(অব্য) [বেলাং বেলাং অনু ইতি বীপ্সার্থে অব্যয়ী°] প্রতিক্ষণ, সর্ব্বদা। [বেলা সমুদ্রতীরং তদনুসমীপে সামীপ্যার্থে বীপ্সার্থে বা অব্যয়ী°] সমুদ্রতীরের নিকটে। ২ সমুদ্রের তীরে তীরে। ৩ উপকূলে।

"ইতিস্ম পৃচ্ছত্যনুবেলমাদৃতঃ" (রঘু ৩.৫)

অনুবেল্লিত—(ক্লী) [অনু-বেল্ল-ক্ত বেল্লিতং বক্রং গোলাকারঃ ইতি যাবৎ তদনুগতং, অতিক্রান্ত-তৎ°] বৈদ্য-সম্মত ব্রণের লেপনবিশেষ। ফোড়ার প্রলেপ। (অব্য) [বেল্লিতং কুটিলং তদনু সমীপে সামীপ্যার্থে অব্যয়ী°] কুটিলের নিকটে। "আবিদ্ধং কুটিলং ভুগ্নং বেল্লিতং বক্রমিত্যপি।" (অমর)

অনুবেশ—(পুং) [অনুবিশ্যতে প্রবিশ্যতে অনু-বিশ-ভাবে ঘঞ্] জ্যেষ্ঠকে অতিক্রমণ করিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ। "যবীয়সোঽনুবেশো জ্যেষ্ঠস্য" (মহাভা°)

অনুবেশ্য—(ত্রি) [অনুক্রমেণ পৌর্ব্বাপর্য্যরূপেন বিশ্যতে প্রবিশ্যতে যৎ, অনু-বিশ-কর্ম্মণি ণ্যৎ] প্রতিবাসীদের একজনের বাটীর পরে আর একজনের বাটী। সম্মুখের স্থান। [অনুক্রমেণ বেশং প্রবেশং অর্হতি অনু-বিশ-অর্হার্থে ণ্যৎ] ২ প্রতিবেশীর অন্য গৃহবাসী।

অনুবৈণেয়—অযোধ্যার একটী পুরাতন প্রদেশ। ইহার অন্তর্গত মনেয় নামে একটী নগর ছিল। ললিতবিস্তরের মতে সেইখানে বুদ্ধদেব অনোমা নদী পার হইয়া মাথা মুড়াইয়াছিলেন অনুচরেরা সেইখানে সিদ্ধার্থের কাছে বিদায় লইয়া কপিল নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। যে স্থান বৈণেয় নদের সঙ্গে বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, কিম্বা বৈণেয় নদের সমীপে অথবা নিম্নে যে প্রদেশ আছে, তাহাকে অনুবৈণেয় বলা যাইতে পারে। কিম্বা পূর্ব্বে এ স্থান বেণু অর্থাৎ বাঁশে পরিবেষ্টিত ছিল, তাই লোকে ইহাকে অনুবৈণেয় কহিত। ইহার নিকটবর্ত্তী আরও কএকটী স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিলে অনুবৈণেয় প্রদেশও সহজে চেনা যাইতে পারিবে। অনোমা নদী পার হইয়া সিদ্ধার্থ চন্দক নামক তাঁহার অনুচরকে কপিল নগরে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তজ্জন্য সেখানে 'চন্দকনিবর্ত্তন' নামে স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বোধ হয়, অনোমা নদীর পূর্ব্বপারে গোরক্ষপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে 'চন্দক-নিবর্ত্তন' স্থান ছিল এখনকার 'চন্দন-বলি' গ্রামকে কেহ কেহ চন্দন-নিবর্ত্তন বলিয়া মনে করেন।

সিদ্ধার্থ চন্দককে বিদায় করিয়া হাতের তরবার দিয়া মাথার চূড়া কাটিয়া ফেলিলেন। চূড়া কাটিয়া চুলের গোছা উপরের দিকে ছুড়িয়া দিতে লাগিলেন। দেবতারা চূড়ার সেই চুলগুলি সংগ্রহ করিয়া একটী পীঠ নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম 'চূড়াপতি-গ্রহ'

এই স্থানের আধুনিক নাম 'চুড়েয়' বা 'চুরেয়'। ইহা চন্দনবলি হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

তাহার পর সিদ্ধার্থ আপনার কষায় বস্ত্র ছাড়িয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিলেন। লোকে সেই কষায় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া একটী পীঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার নাম 'কাষায়গ্রহণ'। চন্দনবলি হইতে দেড় ক্রোশ দূরে 'কাষেয়র' নামে একটী গ্রাম আছে। বোধ করি উহাই সেকালের 'কাষায়গ্রহণ' হইবে। চীন পরিব্রাজক যুঅন চুয়ং এই সকল তীর্থস্থান যেরূপ নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে কিছু প্রভেদ হয়।

অনুব্য—(ত্রি) [অনু ব্যয়তি তে অনুগচ্ছতি অনু ব্যে সংবৃতৌ ক] অনুগত, পশ্চাদ্‌গামী [অনুব্যয়তি তে আচ্ছাদয়তি] ২ আচ্ছাদনকারী। "ততো দেবা অনুব্যমিব সুঃ" (শতপথব্রা ১২৫১)

অনুব্যঞ্জন—(ক্লী) দ্বিতীয় প্রণাব চিহ্ন, অথবা সঙ্কেত।

অনুব্যাখ্যা—বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুব্যাখ্যান—(ক্লী) [অনুরূপং সদৃশং ব্যাখ্যানং অনু বি আ খ্যা ভাবে লুট, প্রাদি স°] মন্ত্রাদির অবিকল অর্থপ্রকাশ। (শতপথব্রা ১৪৫৪১০) (পুং) [শব্দার্থত্বাদ্ ৮] [অনুকম্পন দ্র°]

অনুব্যাখ্যান—মধ্বাচার্য্য রচিত একখানি গ্রন্থ। ইহা পঞ্চ বৃক্ষসূত্রের একখানি ব্যাখ্যা।

২ নম স্তর অনুব্যাখ্যান স্ফুটবিবরণ'। ইহা আনন্দতীর্থরচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অনুব্যাহার—(পুং) [অনু বি আ হৃ ভাবে ঘঞ্ অনুপশ্চাদ ব্যবহার. উক্তিঃ, কর্ম্মধ, অনুরূপো ব্যাহারঃ প্রাদি স বা] অনুবাদ, পশ্চাৎ কথন, অনুরূপ কথন। (শতপথব্রা° ১৪৩১১)

"অভিশাপে ত্বভিশাপ ভাষিতং বচনং বচ." (অমর)

অনুব্যাহারিন্—(ত্রি) শাপপ্রদানকারী (শতপথব্রা° ১৬১৮)

অনুব্রজন—(ক্লী) [অনু ব্রজ ভাবে লুট] পশ্চাদ্‌গমন [অনু ব্রজ যুচ্ চলনার্থত্বাৎ] ২ পথিক। [অনুকম্পন দ্র]

অনুব্রজ্যা—(ক্লী) [অনু পশ্চাৎ ব্রজনম অনু ব্রজ ভাবে ক্যপ] পশ্চাদগমন। ২ পশ্চাদ গমনরূপ সেবা। ৩ গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ক্রিয়াবিশেষ। সকাম গোবধে যথা,—

"তিষ্ঠন্তীষ্বনুতিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তীষ্বপ্যনুব্রজেৎ।

গোরু দাঁড়াইলে দাঁড়াইবে এবং গমন করিলে তাহাদের পশ্চাদ্‌গমন করিবে। অপালন গোবধে যথা—

'আর্দ্রমেব হি তচ্চর্ম্ম পরিধায় স গাং ব্রজেৎ।

গোহত্যাকারী রক্তযুক্ত হত গোরুর চর্ম্ম পরিধান করিয়া গোরুর পশ্চাদ্‌গমন করিবে।

স্ত্রীলোকের গোবধাদি পাপ ঘটিলে গোরুর অনুগমন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য নিষিদ্ধ আছে। যথা—ভবদেবভট্ট ধৃতবচন,—"বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যা জপাদিকং।" ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন নাই, গোরুর পশ্চাদ্‌গমনও নাই, এবং গোমতীমন্ত্র জপও নাই ইত্যাদি।

অনুব্রত—(ত্রি) [অনু অনুকূলং সদৃশং বা ব্রতং নিয়মঃ কর্ম্ম বা যস্য] অনুকূল নিয়মযুক্ত, ভাল কর্ম্মশালী। "অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রঃ (অথর্ব° ৩৩০২) ২ সমান নিয়মকারী। [কর্ম্মধা°] ৩ পশ্চাদ ব্রত। "অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতান" (ঋক্ ১৫১৯)

অনুব্রাজ্য—(ত্রি) পশ্চাৎ গমনযোগ্য।

অনুশতিক—(ত্রি) একশতের সহিত যুক্ত, অথবা শতদ্বারা ক্রীত।

অনুশাতিকাদি—(ক্লী) [অনুশতিক আদি যস্য, বহুব্রী] তদ্ধিতের ঞ হইলে, ণ হইলে এবং ক হইলে প্রত্যয় পরে দুই পদের আদি অচের বৃদ্ধির গণ। "অনুশতিকাদীনাঞ্চ।" (পা ৭৩২০) অনুশতিক, অনুহোড়, অনুসম্বরণ, অনুসম্বৎসর, অঙ্গারবেণু, অসিহত্য, অস্যহত্য, অস্যহেতি, বধ্যোগ, পুষ্করসদ, অনুহরৎ, কুরুকত কুরুপঞ্চাল, উদকশুদ্ধ, ইহলোক, পরলোক, সর্ব্বলোক, সর্ব্বপুরুষ, সর্ব্বভূমি, প্রয়োগ, পরস্ত্রী, রাজপুরুষ, সূত্র০৬, অভিগম, অধিভূত, অধিদেব, অধ্যাত্ম, চতুর্ব্বিদ্যা, শতকুম্ভ পরদার

অনুশয—(পুং) [অনু শীঙ্ অচ, অনু পশ্চাৎ শয়ঃ শয়নং যেন, বহুব্রী] অতিশয় দ্বেষ। ২ অনুতাপ। ৩ পশ্চাৎসন্তাপ। ৪ পূর্ব্ববিরোধ [অমরটীকা ভরতম] ৫ হস্তপ্রাপ্ত যাহা হস্তগত হইয়াছে।

অনুশয়া দীর্ঘদ্বেষানুতাপ পরে : । (অমর)

ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিৎ যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ।

সোহন্তর্দশাহাত্তদ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা।" (মনু ৮২২২)

কোন বস্তু ক্রয় করিয়া কিম্বা বেচিয়া যাহার মনস্তাপ হয়, সে দশ দিনের মধ্যে সেই বস্তু ফিরিয়া দিতে পারিবে এবং বিক্রেতা ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

অনুশযবৎ—(ত্রি) পশ্চাৎ তাপযুক্ত।

অনুশযান—(ত্রি) পশ্চাত্তাপ করা, পরে অনুতাপ ভোগ করা।

অনুশযানা—(স্ত্রী) [অনুশেতে পরন্ময়কবাক্যেন ক্রুধ্যতি অনু শীঙ শানচ] পরকীয় নায়িকা বিশেষ। যে নায়িকা ইষ্ট হানির নিমিত্ত অনুতাপ করে। অনুশয়ানা নায়িকা তিন প্রকার। ১—বর্ত্তমান সঙ্কেত স্থানে বিঘটন ঘটিলে যে অনুতাপ করে। ২—ভাবি সঙ্কেত স্থানের অভাব আশঙ্কায় যে অনুতাপ করে। ৩—সঙ্কেত স্থানে পতি আসিয়াছে, কিন্তু নিজে এখনও যাইতে পারিতেছে না তজ্জন্য যে দুঃখ করে। "পরকীয়ান্তর্গত নায়িকা

ভেদঃ। তস্যা লক্ষণম্। ইহৈহানিজনিতানুতাপবতী" (রসমঞ্জরী)
(ত্রি) ২ যে অনুতাপ করে।

অনুশয়িতব্য—(ত্রি) পশ্চাৎ তাপপ্রাপ্তির যোগ্য।

অনুশয়িন্—(পুং) [অনুশেতে অনুতপ্যতে অনু শীঙ্-ইনি] নিজ পুণ্য অনুসারে চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পুণ্য ফুরাইলে অনুতাপযুক্ত হইয়া ভূলোকে আগমনেচ্ছু ব্যক্তি। (ত্রি) [অনুশয়োঽস্তাস্তি ইনি] পশ্চাত্তাপযুক্ত।

অনুশয়ী—(স্ত্রী) [অনু শীঙ্ ভাবে অচ্ অনু পশ্চাৎ শয়স্তাপো যয়া বহুব্রী] পাদরোগ, পায়ের পীড়া।

অনুশর—(পুং) [অনু প্রতিক্ষণং শৃণাতি হিনস্তি প্রাণিনঃ কর্তবি অচ্ অপ্ বা] রাক্ষস।

অনুশস্ত্র—(ক্লী) ব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে প্রকৃত অস্ত্রের পরিবর্তে যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ নখশস্ত্র ও বংশপত্র প্রভৃতি। (সুশ্রুত ১ ২৮ ৫)

অনুশায়িন্—(ত্রি) যে শড়িয়া গিয়াছে।

অনুশার—(পুং) [অনু শৃ-করণে ঘঞ্ শারং বায়ুং বর্ণং আবরণং বা অনুগতঃ, অতিক্রা° তৎ] বায়ুর অনুগত, বায়ুপ্রাপ্ত। ২ বর্ণ প্রাপ্ত। ৩ আবরণ প্রাপ্ত।

অনুশালা—বিশিষ্ট প্রকার শালা বা বড় ঘর (hall)।

(১) "ষোড়শং শকমাধিক্যং ভাগং হর্ম্যবিশালকম্।৭
কর্ণকূটং তাদ্ ধারান্তর (°) শিবাংশকম ৮
দ্বিভাগেনানুশালা চ তদর্দ্ধং চান্তবালকম।৯
সপ্তাংশেন মহাশালা হর্ম্যমেতস্ত বিন্যসেৎ।১০
(২) অথবাষ্টাদশাংশে তু কূট-হারা চ পূর্ব্ববৎ।১৬
ষড়্ভাগেন মহাশালা চতুঃশালা ত্রিভাগিকাম।১৭
মধ্যশালা যুগাংশেন ভদ্রশালা চ মধ্যমে।১৮
অনুশালা চ মধ্যে চ চৈকভাগেন ভদ্রকং।১৯
(৩) একোনবিংশদংশেন অষ্টভূমি বিশালকে।২১
একৈকাকূটবিস্তারং মহাশালা ষড়ংশকম্।২২
অনুশালা ত্রিভাগং বা ভাগান্তর(ং) দ্বিভাগিকাম।
মহাশালা ত্রি-ভাগেন ভদ্র শালী বিশালতা" ।২৪(মানসার)

অনুশাসক—(ত্রি) প্রবন্ধ প্রস্তুতকারী অথবা দণ্ডপ্রদানকারী।

অনুশাসৎ—(ত্রি) যিনি শিক্ষা প্রদান করেন অথবা প্রবন্ধ লিখেন।

অনুশাসন—(ক্লী) [অনু শাস-ভাবে ল্যুট্] ১ আদেশ, আজ্ঞা।
"ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা আজ্ঞত্যান্নুশাসনম্।" (ভাগবত)
মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে রাজাদেশে রাজপারিষদ্বর্গের ও প্রজাবর্গের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ অনুশাসন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম অনুশাসন পর্ব্ব। (অনুশাসন পর্ব্ব দ্র°)

২ ব্যুৎপাদন। "নামলিঙ্গানুশাসনম্"। (অমর)
৩ উপদেশ, ব্যবস্থা। (মনু ৮ ২৭৯) ৪ নিয়োগকরণ।
"অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্" (মনু ২ ১৫৯)
পাঠোপদেশকালে অথবা শাস্ত্রাধ্যাপনায় তাড়ন বা ক্রোশন শাসনের অঙ্গ বলিয়া মেধাতিথি উল্লেখ করিয়াছেন।
৫ শাস্ত্রার্থ কথন। (মনু ৬ ৫০)

অনুশাসন২—বর্ত্তমানে আদেশার্থক 'অনুশাসন' শব্দ একটী বিশিষ্ট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা দ্বারা রাজা বা রাণী, অথবা আইন সচিবের বিশিষ্ট বিধি-ব্যবস্থাকে বুঝায়। ইহা এক্ষণে রাজ লেখ্য, রাজানুশাসন বা রাজ-প্রশস্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে রোমক সম্রাট্গণের সময়ে কোন বিধি নিষেধ বা বিধি প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রশস্তি (Edicts) প্রচারিত হইত। আমাদের দেশেও এইরূপ রাজ প্রশস্তির অভাব ছিল না। সম্রাট্ অশোকের শিলাস্তম্ভ প্রশস্তিগুলি (Rock edicts of Asoka) এই জাতীয় অনুশাসন।

শিলাস্তম্ভ ভিন্ন পরবর্তী রাজন্যগণ মসৃণ শিলাপৃষ্ঠে, অথবা তাম্রফলকে আপনাদের অভিমত প্রচার করিতেন। ঐ গুলি ইতিহাসে সাধারণতঃ Rock inscription বা copper plate grants নামে উল্লিখিত। রাজা বা রাণী, রাজপারিষদবর্গ অথবা কোন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ব্যক্তি দেব মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অথবা মন্দির-সংলগ্ন কোন স্থানে সাধারণের উপকারার্থ স্ব ব্যয়ে যে সকল ভূমিদান, কূপ তড়াগাদি খনন রূপ সৎকার্য্য করিয়া সাধারণে ঘোষণা করিতেন তাহা শিলাফলকে উৎকীর্ণ হইয়া মন্দিরগাত্রে স্থান পাইত। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই তড়াগ বা কূপ তীর্থযাত্রীমাত্রই ব্যবহার করিতে পারিবে ইহাই ঐ শিলালেখের বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ।

এইরূপ, ব্রাহ্মণগণকে গ্রামদান পূর্ব্বক সেই গ্রামে বসতি করাইবার জন্য যে সকল তাম্রফলক-লিপি রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা তাম্রশাসন নামে কথিত এবং আজিও ঐ সকল গ্রাম ব্রাহ্মণ শাসন" নামে বিদিত। [ব্রাহ্মশাসন দ্র°]

পরবর্ত্তিকালে মুসলমান অধিকারে মুসলমান রাজন্যবর্গ এবং তদধীন বা স্বাধীন নরপতিবর্গ যে সকল নিষ্কর মহত্রাণ, লাখেরাজ পীরোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর ভূমিদানের 'কবচ' দিয়া গিয়াছেন তাহাও অনুশাসন মধ্যে গণ্য। ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাজা জনের (১২১৫ খৃঃ) 'গ্রেট্ চার্টার' (Magna Carta), রোম সম্রাট শার্লেমেনের ধর্ম্মার্থে দান ও বিধি-প্রবর্ত্তন প্রজাতির প্রতি রাজানুশাসন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ সকল

অনুশাসন রাজাদেশে লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।* [শার্লিমেন দ্র°]

পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকল সভ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতির মধ্যে অনুশাসন প্রচারের বিধান ছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে আমরা পর্ব্বতগাত্রে, প্রস্তরফলকে অথবা তাম্রফলকে কিংবা প্রাসাদ গাত্রে, দেবমন্দিরে, বৌদ্ধদিগের গুহামন্দিরস্থ প্রস্তর-চত্বরে অথবা ব্রাহ্মণশাসনের মধ্যে উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। ঐ লিপিগুলি সাধারণতঃ ধাতবফলকে বা প্রস্তরে ছেনী দ্বারা উৎকীর্ণ। ঐ লিপিগুলি কোথাও কোনও প্রস্তর-পৃষ্ঠে উচ্চাকারে কর্ত্তিত, অথবা দীর্ঘকালস্থায়ী বর্ণ দ্বারা চিত্রিত হইত। মুসলমানাধিকারে শেষোক্ত দুই প্রকারের লিপিই ভারতের নানাস্থানে উৎকীর্ণ দেখা যায়। প্রাচীন লেখগুলির অধিকাংশই তৎকাল-প্রচলিত দুইটী ভারতীয় বর্ণমালায় এবং কোন কোনটী গ্রীক অক্ষরে অথবা যবন ও স্থানীয় প্রচলিত ভাষার বর্ণমালার মিশ্রণে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।†

ভারতে বুদ্ধের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে সোণা অথবা রূপার পাতে অতি অল্প সংখ্যক উৎসর্গলিপি (Votive inscription) পাওয়া যায়, কিন্তু পিত্তল-ধাতু-ফলকে উৎকীর্ণ অসংখ্য লিপি আজও ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর দান-মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তাম্র বা লৌহফলকে উৎকীর্ণ অনুশাসন বা প্রশস্তির বহুল প্রচলন ছিল। দিল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী মেহেরৌলীতে ৪১৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তরাজ ২য় চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত যে লৌহস্তম্ভ আছে, তাহার প্রশস্তিখানি লৌহফলকে উৎকীর্ণ। [মেহেরৌলী দ্র°]

পঞ্জাবের অন্তর্গত বহাবলপুরের সন্নিকটস্থ সুএ-বিহারের ধ্বস্ত নিদর্শন মধ্যে একখানি ৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের তাম্রশাসন (Sohgaura plate) পাওয়া গিয়াছে। উহা লম্বা ও চওড়া ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। ঐ স্থানের স্মৃতিস্তূপে ও মন্দিরের গর্ভগৃহে ২½ ইঞ্চি × ১½ ইঞ্চি পরিমাণবিশিষ্ট আরও কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি বিহারের ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তূপাদির দানপত্র ভিত্তিফলকরূপে উহা মন্দিরাভ্যন্তরে কোন স্থানে গ্রথিত থাকিত। এগুলিতে দানের আদেশ ও ভোগাধিকারীর প্রতি বিশেষ অনুজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইত।‡

উত্তর ভারতে চন্দ্রগুপ্ত-পৌত্র সম্রাট্ অশোকের অনুশাসনগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। [অশোক দ্র°] বস্তি জেলার পিপ্রাবা গ্রামের স্তূপমধ্যে আবিষ্কৃত বুদ্ধের উদ্দেশে তাঁহার জ্ঞাতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত পাত্রের দানলিপি প্রাচীনতম বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন। যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলায় প্রাপ্ত সোহ্গৌরা-লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তথাকার বাণিজ্য-ব্যবসার জন্য ও সাধারণের উপকারার্থ রাজাদেশে দুইটী দাতব্য ভাণ্ডার-গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। বিপন্ন পথিক বা তৎস্থানবাসীরা অভাবগ্রস্ত হইলে ঐ ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইত। এই অনুশাসন খানি অপেক্ষাকৃত পূর্ব্ববর্ত্তিকালের বলিয়া অনেক পুরাতত্ত্ববিদের বিশ্বাস।

ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে আমরা দেবানাম্প্রিয়দর্শী বা সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিগুলি এবং ১৫০ খৃষ্টাব্দে কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড়লিপির প্রাচীনত্ব ও মূল্য অধিক মনে করি। ইহার পরবর্ত্তিকালে ভারতে অসংখ্য গুহা, গুহামন্দির ও বৌদ্ধ স্তূপ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আমরা ভূরি ভূরি 'দানলেখ' বিদ্যমান দেখিতে পাই।

মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ৩৫ খানি অনুশাসনলিপি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৭খানি স্তম্ভলিপি (pillar edicts) ও ১৪ খানি শিলাপ্রশস্তি (Rock edicts)। সমগ্র উত্তর ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তস্থ য়ুসুফজৈ প্রদেশের শাহবাজগড়ী হইতে পূর্ব্বদিকে বাখিরা, মথিয়া ও চম্পারণ জেলার রামপূর্ব্বা নামক স্থানে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। উড়িষ্যার কটক জেলায় ধৌলী গ্রামে, গঞ্জামের অন্তর্গত জৌগড়, জুনাগড়ের গির্ণার এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার সোপারা নামক স্থানের সম্রাট্ অশোকের অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি প্রধানতঃ নগর মধ্যে বা তৎসান্নিধ্যে, অথবা প্রসিদ্ধ বর্ত্মের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যেন প্রত্যেক পথিক বা তীর্থযাত্রী এই রাজানুশাসনের মর্ম্ম অবগত হইতে পারে।

ঐ সকল অনুশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি সিরীয়াপতি ২য় অন্তিওকস্, মিসরের টলেমী ফিলাডেল্ফাস্, মাকিদনের অন্তিগোনাস্ গোনাটাস্, সাইরিনের অধিপতি

* "He (Charlemagne) was a Voluminous law-giver Without abolishing the customary laws of the German tribes, which is said to have been committed to writing by his orders, he added to it, by means of Capitularies, and thus introduced certain Christian principles and customs and some degree of uniformity," (Brit 11th Ed Vol. V. p, 894.

† খৃঃ পূঃ ৩২৫ হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে উৎকীর্ণ এইরূপ মিশ্র লিপির অনেক অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষহরাতরাজ নহপানের (৭৮-১২৫ খৃঃ) মুদ্রায় এইরূপ বিভিন্ন বর্ণমালার মিশ্রণের উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

‡ "The usual copper record, however was of a donative character, in fact a title deed, and passed as soon as it was issued into private personal custody"
Brit Vol XIV p 261.

মগাস্ ও এপিরাস্-রাজ ২য় আলেকসান্দারের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। ইহা ব্যতীত ঐ সকল হইতে তাঁহার শাসনবিধি, পাটলীপুত্রে তাঁহার রাজধানী এবং উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলায় তাঁহার স্বতন্ত্র রাজপাট প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার শাসনে তৎকালপ্রসিদ্ধ চোল, পাণ্ড্য ও অন্ধ্র বংশীয়গণের উল্লেখ এবং কলিঙ্গবিজয়কাহিনী ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিশিষ্ট উপাদান।

সম্রাট অশোক মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সাধারণ প্রজাবর্গের জ্ঞাতার্থে যে অনুজ্ঞা প্রচার করেন, তাহাই তাঁহার শেষ প্রশস্তি। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার অধীনস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ উহা প্রচার করেন। উহা বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উত্তর ভারতে সহস্রাম, রূপনাথ, বৈরাট, ব্রহ্মগিরি, সিদ্ধপুর ও মহীসুরের অন্তর্গত জটিঙ্গ-রামেশ্বরে ঐ সকল প্রশস্তি বিদ্যমান আছে।

ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সম্রাট্ অশোক শেষ জীবনে রাজপদ ত্যাগ করিয়া যতিধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক বৌদ্ধ 'উপাসক' হন এবং গিরিব্রজের (রাজগির) অন্তর্গত সুবর্ণগিরি (সোণাগির) গুহায় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরূপে জীবনযাপন করিতে থাকেন। সেখান হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচারার্থ তিনি যে শাক্যবুদ্ধের 'বুদ্ধবাণী' প্রজা সাধারণের জ্ঞানার্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও ঐ অনুশাসনে বিবৃত হইয়াছিল। [অশোক দ্র°]

অশোকের মৃত্যুর পর দ্বিশতাব্দকাল মধ্যে বিশেষ কোন রাজানুশাসন না পাওয়া গেলেও বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনের অভাব হয় নাই। ঐ গুলি দ্বারা স্থানীয় লিপিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু বিষয়ের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। গয়া জেলার নাগার্জ্জুনী শৈল-গুহায় আবিষ্কৃত রাজা দশরথের (বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি অশোকের পৌত্র) ৩ খানি এবং মধ্য ভারতের নাগোদ রাজ্যের ভরহুতে প্রাপ্ত একখানি অনুশাসনে পৌরাণিক শুঙ্গরাজবংশের (১৮৩—৭১ খৃঃ পূঃ) ঐতিহাসিক প্রভাব সূচনা করিতেছে।

দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা জেলার ভট্টিপ্রোলু নামক স্থানে রাজা কুবিরকের (খুবিরক ?) ২০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শাসন পাওয়া গিয়াছে। মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের বেশ-নগরে ১৭৫ হইতে ১৩৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের একখানি অনুশাসনে রাজা ভাগভদ্রের এবং তাঁহার সমসাময়িক পঞ্জাবের যবনরাজ অন্তলকিদস্ (Antialkidas) নামোল্লেখ আছে। কটকের হাতী-গুম্ফায় উৎকীর্ণ রাজা খারবেলের অনুশাসন-খানি ১৪০ খৃঃ পূঃ উৎকীর্ণ। আলাহাবাদ জেলার পভোসা গুহায় আবিষ্কৃত দুইখানি অনুশাসনে অধিছত্র (অহিচ্ছত্র) রাজবংশের অভ্যুত্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। পুণা জেলার নানাঘাট গিরিবর্ত্মে দাক্ষিণাত্যরাজ সাতবাহনরাজ শ্রীসাতকর্ণীর মহিষী নয়ানিকার একখানি অনুশাসন আছে। মধ্য ভারতের সাঞ্চীর ২নং স্তূপে রাজা শ্রীসাতকর্ণীর অপর একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই শেষোক্ত রাজা সুপ্রসিদ্ধ[১] মহারাজ সাতবাহনের বংশের অন্যতম শাখায় সম্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

উত্তর ভারতে ৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে শকগণ রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। রাজা কণিষ্ক স্বীয় ভুজবলে উত্তরভারতে অখণ্ড শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতে শক বা সংবৎ প্রচলনকর্ত্তা। তাঁহার বংশধর বাশিষ্ক হুবিষ্ক ও বাসুদেব ৩৪ খৃঃ পূঃ হইতে ৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাবুল হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহারা ভারতে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের পোষকতা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

কণিষ্কবংশের পর উত্তরপশ্চিম ভারত-সন্নিহিত প্রদেশ, কাবুল, কান্দাহার ও সীস্তানে গোন্দফর বা গুডুফর (Gondopheines) নামে জনৈক বৈদেশিক রাজ্য বিস্তার করেন। যুসুফজে প্রদেশের তখত-ই-বাহি নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি অনুশাসনে ও মুদ্রায় তাঁহার গুডুফর নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ইঁহাদের শাসনকালে খৃষ্টশিষ্য টমাস্ (St Thomas the Apostle) এদেশে আগমন করিয়াছিলেন।

গোণ্ডফেরিসের (গুডুফর) পর, কুষণবংশের অন্যতম শাখায় কদফিসী-বংশীয় (Kadphise) রাজগণের অভ্যুদয় হয়। ইঁহারা মথুরা পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। যুসুফজৈ প্রদেশের পঞ্জতর নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি অনুশাসনে ৬৬ খৃষ্টাব্দে একজন কুষণরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। ২৪২ খৃষ্টাব্দে মথুরায় উৎকীর্ণ একখানি অনুশাসনেও কুষণবংশীয় জনৈক রাজার রাজ্যশাসনের উল্লেখ থাকায় মনে হয়, ঐ সময়ে কুষণবংশীয়গণ উত্তর ভারতে আধিপত্য করিলেও তাহাদের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল।

এই যুগে উত্তর ভারত হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেও দক্ষিণভারতে হিন্দু ও বৈদেশিক প্রাধান্য স্থাপনের সূচনা অনুশাসন প্রমাণে আমরা দেখিতে পাই। উত্তর ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এই সময়ে পারদরাজ নহপানের অভ্যুদয় হয়। ইনি বংশে পার্থিগত ক্ষহরাত (খহরাত) নহপান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাহারও মতে ইনিই ৭৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত 'শক'অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি ১২০ হইতে ১২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ শাসন করেন এবং

. সকের দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান তাঁহার রাজ্যসীমাভুক্ত হইয়াছিল।*

১২৫ খৃষ্টাব্দে সাতবাহন-বংশীয় রাজা গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণী নহপানকে পরাভূত করিয়া নর্ম্মদার দক্ষিণ-তীরস্থ তাঁহার অধিকৃত রাজ্য অধিকার করেন। এই সঙ্গেই নহপানবংশের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া যায়। নর্ম্মদার উত্তরে ঐ সময়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ঘসমোতিকপুত্র চষ্টন (টলেমীদত্ত নাম Tiastanes) রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। উজ্জয়িনী নগরে তাঁহার রাজধানী [illegible]। চষ্টনের বংশের কএকজন রাজা ৩৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে হিন্দুধর্ম্মগ্রহণ করিয়া হিন্দু নামে পরিচিত হন। চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদামন ১৫০ [illegible] জুনাগড়ের শিলালেখ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন উহা [illegible] সুবৃহৎ অনুশাসন। উহার সমগ্র অংশ সংস্কৃত [illegible] লিখিত।

[illegible] অনুসন্ধানে উত্তর ভারতে গুপ্তরাজবংশের প্রাধান্য [illegible]। কিন্তু, ঐ সময় দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন-বংশের [illegible] প্রতাপ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। নাসিকে প্রাপ্ত গৌতমী-[illegible] সাতকর্ণীর [illegible] কার্লে গুহা ও মাদ্রাজের কৃষ্ণা [illegible] আবিষ্কৃত বাশিষ্ঠপুত্র শ্রী পুলোমায়ী ও গৌতমীপুত্র শ্রী [illegible] সাতকর্ণীর অনুশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, [illegible] বংশীয় রাজগণ বহুদূরবিস্তৃত রাজ্য উপভোগ করিয়া-[illegible]। খৃষ্টীয় ৩য় শতকের প্রারম্ভে সাতবাহন-বংশের বিলয় [illegible]। এবং নাসিকে প্রাপ্ত অপর একখানি অনুশাসন হইতে [illegible] আভীরবংশীয় শিবদত্তপুত্র রাজা ঈশ্বরসেন দক্ষিণ [illegible] প্রদেশে রাজ্যশাসন করিতেন। এই শেষোক্ত [illegible] ২৪৮ ২৪৯ খৃঃ কলচুরী বা চেদী সম্বতের প্রতিষ্ঠা করিয়া [illegible] পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার ত্রিরশ্মিগড় নামক শৈল [illegible] প্রাপ্ত ত্রৈকুটক রাজবংশের একখানি অনুশাসনেও কল-[illegible] সম্বতের উল্লেখ আছে।

উত্তর কনাড়া জেলার (বোম্বাই) বনবাসীতে এবং সিমোগা জেলার (মহিসুর) মলবল্লীতে বিহ্নু কড্ডচুটু বংশোদ্ভব রাজা হারিতীপুত্র সাতকর্ণীর দুইখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, বৈজয়ন্তীতে (বনবাসী) তাঁহার রাজধানী ছিল। এই বংশীয়গণও সাতবাহন-সাতকর্ণীর ন্যায় বিষ্ণুগর্ত্ত হইতেই সমুদ্ভূত। মলবল্লীতে প্রাপ্ত মহারাজ শিবস্কন্দবর্ম্মার অপর একখানি অনুশাসন হইতে আমরা অবগত হই যে, স্থানীয় সাতকর্ণীগণের অবসান ঘটিলে দাক্ষিণাত্যে কদম্বরাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশীয়গণ দক্ষিণভারতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপনাদের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বাংশে কৃষ্ণা জেলার জগ্গয্যপেট নামক স্থানে খৃষ্টীয় ৩য় শতকে উৎকীর্ণ একখানি অনুশাসনে ইক্ষ্বাকু কুলোদ্ভব রাজা মঢরীপুত্র শ্রীবীরপুরুষদত্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত জেলায় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে উৎকীর্ণ এবং প্রাকৃত ভাষায় লিখিত কএকখানি তাম্রশাসনে বাপ্পীপুরে পল্লবরাজ বংশের অভ্যুদয়ের কথা বর্ণিত আছে। এই পল্লববংশীয় রাজগণ ৪৫০ খৃষ্টাব্দের পরেও বহু অনুশাসন প্রচার করে আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

৫৮ খৃঃ পূঃ হইতে ৩২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন রাজানুশাসনের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বাকাটক রাজবংশের তালিকা হইতে অনুমান হয় যে ইঁহারা ১৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৫০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সাম্রাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অনুশাসন হইতে আমরা তৎকালের রাজনৈতিক ইতিহাস সংগ্রহ করিবার উপাদান পাইবার আশা রাখি।*

৩২০ খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্রে গুপ্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরিচয় আমরা অনুশাসনবলে অবগত হই। এই বংশীয় রাজগণ স্ব স্ব প্রতিভাবলে সম্রাট অশোক বা কণিষ্কের ন্যায় একটী সুবৃহৎ রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বংশের মহাপ্রতাপশালী মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত ৩৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগস্থ (এলাহাবাদ) অশোকস্তম্ভে একখানি অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। এই অনুশাসনে তাঁহার সমসাময়িক উত্তর ও দক্ষিণভারতের রাজন্যগণের সহিত তাঁহার রাজনৈতিক সম্বন্ধের উল্লেখ আছে। মধ্যভারতে সাগর জেলাস্থ এরণ নামক স্থানে আবিষ্কৃত তাঁহার অপর একখানি অনুশাসন হইতে জানা যায়, তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। ৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তরভারতে গুপ্তরাজগণের বহু অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছিল।

এই সময়ে তোরমান ও মিহিরকুলের অধীনে পরিচালিত হূণদল পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল (শিয়ালকোট) অধিকার করিয়া

* Periplus of the Erythaean Sea গ্রন্থে ৮০ হইতে ৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য পরিচালনের কথা আছে। মীননগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশের পঞ্চমহলের অন্তর্গত দোহদ নামক গ্রামকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মীননগর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

* Vide—K. P Jayaswal's History of India, C. 150 A D to 350 A D, published in the Journal of Behar & Orissa Research Society

তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। হূণদিগের আক্রমণে গুপ্তবংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। শিয়ালকোটের অদূরবর্ত্তী কুর (সল্টরেঞ্জ) নামক স্থানে, ঈরণে ও গোয়ালিয়রে আবিষ্কৃত উক্ত হূণরাজদ্বয়ের অনুশাসন হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা গুপ্তপ্রভাব খর্ব্ব করিয়া বহুদূর বিস্তৃত স্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরে, মন্দশোরে (ম নব) প্রাপ্ত দুইটী জয়স্তম্ভে উৎকীর্ণ অনুশাসনে ৫৩২ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুবর্দ্ধন যশোধর্ম্মন কর্ত্তৃক হূণরাজ মিহিরকুলের পরাভব ও হূণরাজ্য অধিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহারাজ যশোধর্ম্মন্ গুপ্ত ও হূণরাজ্য ব্যতীত আরও অনেক রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে নানাস্থানে আবিষ্কৃত অনুশাসন হইতে জানিতে পারি যে, উত্তর ভারতের কাঠিয়াবাড়ের বলভীতে মৈত্রকগণ ও কনোজে মৌখরী-রাজবংশ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া উত্তরভারতে অখণ্ড-শাসন বিস্তার করেন। দাক্ষিণাত্যে আবিষ্কৃত তাঁহার অনুশাসনে তিনি 'বিক্রমাদিত্য' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। [হর্ষবর্দ্ধন দ্র°]

ঐ সময়ে মগধে (বিহার) গুপ্তবংশের এক শাখার অভ্যুদয় হয় এবং দক্ষিণভারতের উত্তরাংশে পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে চালুক্যগণ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। পরে এই চালুক্যবংশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামীতে পশ্চিম-চালুক্য এবং গোদাবরী জেলার বেঙ্গীনগরে পূর্ব্বচালুক্যবংশের অধিষ্ঠান হইয়াছিল। ইহার পর, কাঞ্চীপুরের পূর্ব্বতন পল্লববংশের এক শাখার পুনরভ্যুদয় দেখা যায়। ঐ শেষোক্ত রাজবংশীয়গণ যে অসংখ্য মূল্যবান্ অনুশাসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার মৌলিক গবেষণা অসম্ভব। ভারতের ইতিহাসে উক্ত রাজন্যবর্গের ঐ সকল দানলিপি আজিও তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্য ও দানমাহাত্ম্য স্বর্ণাক্ষরে বিঘোষিত করিতেছে।

বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, পরবর্ত্তী শতকে বঙ্গে ও কামরূপে সেনবংশের ও বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়ে কতকগুলি অনুশাসনে তত্তদ্বংশীয় রাজন্যগণের কীর্ত্তিকলাপ ও যশোগাথা বিবৃত রহিয়াছে। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গ ও ব্রাহ্মণশাসনদানের কথা আছে। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও গ্রামদান প্রসঙ্গ তাঁহার অনুশাসনে লিপিবদ্ধ আছে। ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত ভবদেবভট্টের কুল-প্রশস্তি ব্রাহ্মণকুলের একখানি অবদান। তাহা খৃঃ ১১শ শতকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। [সেনবংশ ও বর্ম্মবংশ দ্র°]

ঐ যুগে দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ ১ম রাজেন্দ্র চোলের (১০১১-১০৩৭ খৃঃ অব্দে) একখানি কড়া দ্বারা আঁটা ৩১ ফর্দ্দের তাম্রশাসন পাওয়া যায়। উহা মূলতঃ দানলিপি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১২৭২ খৃষ্টাব্দে দেবগিরির যাদবরাজ রামচন্দ্রের উৎকীর্ণ একখানি দানপ্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা মাত্র ১ ফুট ৩ই × ১ ফুট ৮৷৷০ ইঞ্চি চওড়া ৩খানি তাম্রফলকে গ্রথিত এবং উহার ওজন ৫৯ পাউণ্ড ২ ঔন্স। ইহা ছাড়া উহার কড়া ও গরুড়মূর্ত্তির ওজন ১১ পাউণ্ড ১২ ঔন্স। এই দানপত্রে ৫৭ জন ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তররূপে দান করা হইয়াছে। বাস্তবিক বলিতে কি, দাক্ষিণাত্যে এমন মন্দির নাই যেখানে কোন না কোন রাজা, রাণী, তাঁহার অমাত্য বা রাজপারিষদাদি সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি কিছু না কিছু দেবোদ্দেশে ও সাধারণের উপকারার্থে দান করিয়াছেন। Archeological Remains in Southern India, Indian Antiquary, Epigraphia Indica, Epigraphia Carnatica, Corpus Inscriptionum Indicarum, Royal Asiatic Society of London ও Asiatic Society of Bengal সভার পত্রিকায় এবং স্থান বিশেষের Archaeological Reports নামক বিবরণীতে সেই সমস্ত বহুলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

লৌহ বা তাম্র অথবা প্রস্তরফলক ভিন্ন প্রাচীনকালে অপেক্ষাকৃত কঠিন স্ফটিক প্রস্তরে (Crystal) সাধারণের গোচরার্থে লিপি উৎকীর্ণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। কৃষ্ণাজেলার ভট্টিপ্রলুর বৌদ্ধস্তূপে ঐরূপ একটী আদেশলিপি পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কাঁচা বা পোড়া মাটীর ফলকে ধর্ম্মোপদেশ উৎকীর্ণ করিয়া সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধভিন্ন শৈব ও বৈষ্ণব সাধুগণ তীর্থক্ষেত্রে আগমন করিয়া সাধারণের উপকারার্থ মৃৎফলকে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে লুধিয়ানার সুনেত নামক স্থানে, গোরখপুর ও মুজঃফরপুর জেলায় ঐরূপ ধর্ম্মলিপি কএকখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুশীনারায় ও বেঠলীপের সঙ্ঘারামে কতকগুলি মৃত্তিকানির্ম্মিত বৌদ্ধযুগের এবং কাঠিয়াবাড়ে জয়দ্রথবংশীয় রাজা অহিধর্ম্মের পুত্র ও সেনাপতি পুষ্যের লিপিযুক্ত মোহর পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ইষ্টকোপরি রাজ-লেখ্য উৎকীর্ণ করিবার ব্যবস্থাও তৎকালে প্রচলিত ছিল। গাজীপুরে বহুসংখ্যক প্রাচীন ইষ্টকে "মহারাজ কুমারগুপ্ত" নাম এবং গোরখপুরে ইষ্টকফলকে বুদ্ধদেবের একটী উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ দেখা যায়। ১২১৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ জৌনপুরের একখানি ইষ্টকফলকে জমিবন্ধক দিয়া বন্ধকীখত লেখা আছে। ভূপালরাজ্যে, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চারসদ্দায় ও কাঠিয়াবাড়ে দানলিপি-সম্বলিত মৃদ্ভাণ্ড

পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্তটী ৫৬৬-৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বলভীর মৈত্রক-রাজ গুহসেনের নামাঙ্কিত।

উপরে বর্ণিত শিলালেখ, তাম্রলিপি বা ইষ্টকলিপি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা সংগঠনে যতদূর সাহায্য করিয়াছে, ভারতে প্রচলিত মুদ্রাও তদ্বিষয়ে যথেষ্ট পোষকতা ও সাহায্য করিতেছে। [মুদ্রা দ্র°]

পুরাণবর্ণিত রাজবংশমালা, রাজতরঙ্গিণী হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, কলবলি, কলিঙ্গত্ত পরণি, বিক্রমচোলন উলা, দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি সংস্কৃত, পালি ও তামিল গ্রন্থে আমরা যে রাজেতিহাস পাই তাহার অতিরঞ্জিত বর্ণনা বাদ দিয়া একমাত্র অনুশাসন সাহায্যেই আমরা তাহাদের অস্তিত্ব সমর্থন করিতে পারি এবং কোন্ রাজবংশ কোন্ সময়ে ভারতভূমে বিরাজিত ছিলেন তাহারও একটা ধারাবাহিক কালনির্ণয় করিতে সমর্থ হই।

প্রাচীন অনুশাসন আলোচনা করিলে আমরা আরও জানিতে পারি যে, উত্তরাপথেই আর্য্যগণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ঐ কারণ শিলালিপিতে স্থূল ভারতকে 'উত্তরাপথ' এবং আর্য্যগণের বাসভূমি বলিয়া 'আর্য্যাবর্ত্ত' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত বা নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতের উত্তরাংশে যে বিস্তৃত দেশভাগ (মহারাষ্ট্র প্রভৃতি), তাহা শিলালিপির সংস্কৃত-সাহিত্যে 'দক্ষিণাপথ' বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। পশ্চিম-ভারতের কাঠিয়াবাড় ও গুজরাত নর্ম্মদার উত্তরাংশে অবস্থিত হইলেও লিপিতত্ত্বের অনুশীলনে দক্ষিণ ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। আবার বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের সাগর জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত থাকিলেও লিপিতত্ত্ব অনুসারে উহাকে উত্তর-ভারতের শাসনাধীন বলিয়া অনুমিত হয়। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামপ্রদেশ বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বভারতে বিস্তৃত থাকিলেও অনুশাসনে ব্যবহৃত লিপি অনুসারে উহাকে উত্তর-ভারতমধ্যে গণ্য করা হইয়াছে।

উপরি বর্ণিত অনুশাসনগুলিতে যে সকল লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল, এখানে তাহার সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। সম্রাট্ অশোকের প্রশস্তিগুলি প্রধানতঃ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ। পারস্যরাজ দরায়বুসের (৫২১-৪৮৫ খৃঃ পূঃ) রাজত্ব কালে সিন্ধুপ্রদেশ পারস্যের অধীন হয়। ঐ সময়ে সেমিতীয় ভাষা সম্ভূত আরমীয় লিপির প্রচলন এবং তাহারই অনুকরণে খরোষ্ঠীলিপি লিখিত হইয়াছিল। অনুশাসন প্রমাণে দেখা যায়, ৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই লিপির প্রচলন ছিল। কাহারও মতে ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন উত্তর-সেমিতীয় লিপি হইতে হয়। উহা প্রথমে ফিনিসিয়া হইতে মেসোপোটেমিয়া ও পরে তথা হইতে প্রাচীন বণিক্ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুমান ৮৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতে নীত হয়। কিন্তু মহেঞ্জো-দারোর লেখ মালা আবিষ্কারের পর এ সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি যে বহু সহস্র বর্ষের প্রাচীন তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে।

মৌর্য্যরাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে হিন্দু-সভ্যতা যখন সর্ব্বোচ্চ শিখর আরোহণ করে, তখন অশোকের ব্রাহ্মী লিপি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া দেবনগরীতে পরিণত হয়। কণাড়ী, তেলগু, তামিল প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের গোল-ছাঁদের অক্ষরেও ব্রাহ্মী আদর্শ বিদ্যমান দেখা যায়।

সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্য ও বেদমন্ত্রাদিতে নিবদ্ধ ছিল। প্রাচীনতম অনুশাসনে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার ছিল না। স্থানীয় লোকদিগের কথিত ভাষায় আদেশ দিবার জন্য রাজগণ প্রধানতঃ দেশপ্রচলিত ভাষায় অনুশাসনপত্র প্রচার করিতেন। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই, উত্তরভারতে সংস্কৃতের অপভ্রংশ রূপ ৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রাকৃতের প্রচলন হইতে থাকে। এই সময় হইতেই অনুশাসনে সংস্কৃত ভাষার চলন হয়, কিন্তু তখনও প্রাকৃত ও সংস্কৃত মিশ্র-ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। ৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যকালে উৎকীর্ণ মথুরায় প্রাপ্ত একখানি ক্ষুদ্র অনুশাসনে কেবল সংস্কৃতের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু উত্তর-ভারতে অনুশাসনের উদ্দেশ্যে ৭২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিশ্র ভাষারই প্রচলন থাকে। ইহার মধ্যে রাজা রুদ্রদামের ১৫০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ জুনাগড়-লিপি ও কয়েকখানি ১৮১ ২০৫ খৃঃ মধ্যে উৎকীর্ণ অনুশাসন সংস্কৃতমূলক। ইহার পর, ৩৪০ হইতে ৩৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের ঐরণ ও প্রয়াগের অনুশাসন দুইটীতে পূর্ণমাত্রায় সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হইয়াছিল। ৮৬২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ রাজপুতনার যোধপুর অঞ্চলে আবিষ্কৃত একখানি অনুশাসনে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতে ২৫৭ বা ২৫৮ খৃষ্টাব্দে আভীররাজ ঈশ্বরসেনের নাসিক অনুশাসনে মিশ্র ভাষার ব্যবহার হইয়াছিল এবং তৎপরবর্ত্তিকালে প্রাকৃতের প্রচলন দেখা গিয়াছিল। ক্ষহরাত নহপানের জামাতা ঋষভদত্তের (উষবদাত) নাসিক অনুশাসনে, ও বাশিষ্টীপুত্র শ্রীসাতকর্ণীর অনুশাসনের শেষে সংস্কৃতের পুনঃপ্রচলন হইতে থাকে। ৩৬৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ রাজা রুদ্রদাসের অনুশাসন, ৪৫৬ খৃষ্টাব্দের গুজরাতের ত্রৈকূটক-রাজ ধরসেনের অনুশাসন এবং বনবাসীর কদম্বরাজগণের অনুশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়। ইহার পর, চালুক্যরাজ মঙ্গলীশের অনুশাসনে কণাড়ী, পল্লবরাজ ১ম মহেন্দ্রবর্ম্মার অনু-

শাসনে তামিল, পূর্ব্বচালুক্যরাজ বিমলাদিত্যের অনুশাসনে তেলেগু, ১১৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে কেরলরাজগণের অনুশাসনে মলয়ালম্, শ্রবণবেলগোলের গোম্মতেশ্বর মূর্ত্তির পাদপীঠে এবং দেবগিরির যাদবরাজ সিঙ্ঘনের ১২০৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অনুশাসনে মরাঠী ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এতৎসম্বন্ধে Grundriss der Indo Arischen Philologie und Altertumskunde গ্রন্থের ১ম ভাগে ২য় খণ্ডে ডাঃ বুহলর লিখিত প্রবন্ধে ও Indian Antiquary, Vol xxxiii গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আছে।

ভারতের বাহিরে পশ্চিম এসিয়া-খণ্ডের বাবিলনে, কালদীয়ায়, আসীরিয়ায়, বগেজকোয়, বেহিস্তানে, মিসরে, ইথিওপিয়ায়, ফিনিসিয়ায়, আরবে, হিটাইট্‌জাতির অধুষিত প্রদেশে, সাবায়, নিনেভে, ইটুরিয়া, ইজীয়-সাগরোপকূলে, ক্রীট ও সাইপ্রাস দ্বীপে, বৃটেন, স্কাণ্ডিনেভীয় মধ্য-য়ুরোপ ও মধ্য-আমেরিকার বহু স্থানে তাম্রলেখ বা শিলালিপি আছে। ঐ সকলের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আসীরীয় কীলকলিপি (Cuneiform) ব্যতীত মধ্যএসিয়ার উত্তর ও দক্ষিণে দুইটী স্বতন্ত্র সেমিতীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। উত্তর-সেমিতীয় ভাষায় হিব্রু, মোয়াবাইট এবং ফিনিকীয় ফলকগুলি লিখিত হইত। পরে ফিনিকীয় হইতে আবার আদিপণি ও মিশ্র-পণি (Punic and Neopunic), অরমীয়, নাবাতীয় এবং পামিরেণী ভাষার উৎপত্তি ও প্রচলন হয়। দক্ষিণ-সেমিতীয়ের মধ্যে মিনীয় ও সাবীয়দিগের ভাষা গণ্য করা যাইতে পারে। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫শ শতকে কানান জাতির একখানি 'অক্ষতালিক' উৎকীর্ণ আছে। উহার ভাষা উত্তর-সেমিতীয়, কিন্তু উহা কীলকাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল।

প্রকৃত উত্তর-সেমিতীয় বর্ণমালার প্রচলন খৃঃ পূঃ ৯ম শতকে হয় বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস। ঐ সময়ে ইস্রায়েল জাতির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া মোয়াব এক ঘোষণাবাণী প্রচার করেন। যে প্রস্তরে ঐ 'ঘোষণা' লিখিত হইয়াছিল, ইংরেজী ইতিহাসে তাহা Moabite stone বা Stele of Mesha নামে প্রসিদ্ধ আছে।

এই যুগের পর, সামারীয় ও হিব্রু বর্ণমালার অনুশাসনসমূহ উৎকীর্ণ হইতে দেখা যায়। ঐ সময়ে উত্তর-সিরীয়ায় ফিনিসীয়দিগের উৎকীর্ণ ফলকে হিব্রু-ভাষারই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। মূল ফিনিসীয়-ভাষার প্রচলন-নিদর্শন প্রাচীনকালে অতি অল্পই ছিল। পারসিক জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ফিনিসীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটে এবং সেই সঙ্গেই তাহাদের একটী নিজস্ব ভাষার পরিকল্পনা হইতে দেখা যায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম বা ৪র্থ শতকে উৎকীর্ণ রাজা গেবালের একখানি অনুশাসন যেহব-মিল্ক নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত রাজা দেবী গেবালের উদ্দেশে যে দেবমন্দিরাদি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, উহাই তাহার দানলিপি। সিডনরাজ টব্‌নিৎ ও তাহার পুত্র এস্মুন্-আজার এবং ঐ বংশের বোদ্-অস্তারত ও তৎপুত্র যাথানমিল্কের খৃষ্টীয় ৩য় শতকে উৎকীর্ণ ঐরূপ একখানি দানলিপি সিডন রাজ্যের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

ফিনিসীয় বণিকদল ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য উপলক্ষে আসিয়া সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বহু দেশে আপনাদের অনুশাসন বিক্ষিপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত লেবেনন-প্রদেশস্থ বাল-দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট ব্রোঞ্জ ধাতু-পাত্রের দানলিপিই সর্ব্বপ্রাচীন। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ হইতে ৮ম শতকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। রাজা সোলোমনের সমসাময়িক টায়ার-রাজ হিরাম ঐ সময়ে সিডনের অধিপতি ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে উৎকীর্ণ ঐরূপ আর একটী পাত্র নিমরুদে পাওয়া গিয়াছে, উহা ফিনিসীয় অক্ষরে উৎকীর্ণ। ঐরূপ ফিনিসীয় নিদর্শন আথেন্স (পিরাউস্), মিসর, সার্দ্দিনিয়া, মাল্টা, গাজা, কার্থেজ প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

[পণি ও ফিনিসিয়া দ্রঃ]

ইহার পর, উত্তর পশ্চিম সিরীয়ায় অরমীয় ভাষার ও অক্ষরের প্রচলন হইতে দেখা যায়। সাঁজীরাতে পানাম্মুর ও বর পুত্র বার্-রেকুবের উদ্দেশে দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন-প্রসঙ্গে খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই শিলালিপিগুলি হিটাইট্ জাতির উন্নত-পৃষ্ঠ অক্ষরমালার অনুকরণে উচ্চ-পৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছিল। [হিটাইট্ দ্রঃ]

ঐ যুগে নিনিভে-নগরে প্রাপ্ত অরমীয় অক্ষরে অনেক অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। উহাদের কতকগুলির নিম্নে আসুরীয় ভাষায় টিপ্পনী আছে। সাইলিসিয়া, লাইসিয়া, আবিদোস্ ও উত্তর-আরবের তাইমায় একরূপ ধরণের অনেকগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিসরের প্রাচীনতম কালের চিত্র-লিপি ও টলেমীয় যুগের অনুশাসনগুলি ধারাবাহিকরূপে আলোচনার বিষয়।

[মিশর প্রভৃতি দ্রঃ]

খৃষ্টীয় ২য় শতকে নাবাটীয় জাতির প্রাদুর্ভাব হয়। পেট্রায় (Petra=Sela in 2 Kings xiv. 7) ইঁহাদের রাজধানী ছিল। ইহারা উত্তর-আরব হইতে পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য চালাইতেন। ইহাদের প্রদত্ত বহুসংখ্যক দানলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহারা যে অক্ষরমালায় লিপিসমূহ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ভবিষ্যতে আরবীয়-কুফী বর্ণমালার (Kufic Arabic Alphabet) সৃষ্টি হয়। [আরব দ্রঃ]

উত্তর-সিরীয়ার তাদমোর বা পামিরেণী নামক স্থানে আর এক জাতীয় বণিকসম্প্রদায় বাণিজ্য প্রভাবে বিশেষ উন্নতি

করিয়াছিল। তাহাদের প্রদত্ত অসংখ্য অনুশাসনে তাহাদের [illegible] লিপির অনুকরণে যে বর্ণমালার ব্যবহার হইয়াছিল তাহা 'নাগরেশী' অক্ষর বলিয়া খ্যাত। এই লিপিগুলি খৃষ্টপূর্ব ৯ম শতক হইতে ২৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উৎকীর্ণ হয়। উহাদের মধ্যে ৩৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ আমদানী-শুল্কের ধারা (Tariff of taxes on Imports) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। [illegible] এবিষয়ে [illegible] অনেক অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকলের বিশেষ বিবরণ [illegible] হইল।

[[illegible], পারস্য প্রভৃতি শব্দ দ্র]

[illegible] অভ্যুদয়কালে পাশ্চাত্য [illegible] অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে [illegible] পালি [illegible] স্থিত মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ [illegible] যোগ্য। [illegible] ও [illegible] বিরোধ [illegible] কথা আছে। [illegible] (Proscenium) [illegible] অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল। [[illegible] দ্র]

[illegible] শাসনপত্রের [illegible] হইয়াছে। [illegible] অনুশাসন [illegible]

[[illegible] দ্র]

অনুশাসনপর্ব্ব—মহাভারতের [illegible] পর্ব্ব [illegible]। [illegible] সম্পর্কে [illegible] কথা আছে।

[মহাভারত দ্র]

অনুশাসনীয়—(ত্রি) শিক্ষাপ্রদানের [illegible] উপদেশ দিবার [illegible]। "[illegible]নীয়মনুশাসনীয়ঃ" ([illegible])

অনুশাসিত—(ত্রি) উপদেশ প্রদত্ত। ২ নিয়ম দ্বারা নিরূপিত।

অনুশাসিতৃ—(ত্রি) [অনু-শাস্তি যঃ পার্থিবান কার্য্যমাদিশতি, অনু-শাস তৃচ] কর্ত্তব্য উপদেশকর্ত্তা। (স্ত্রী) [অনুশাসিত্রী। অনু-শাস-তৃন ঔণাদিকঃ] (ত্রি) অনুশাস্তৃ। (স্ত্রী) অনুশাস্ত্রী।

অনুশাসিন্—(ত্রি) [অনু-শাস্তি কার্য্যমুপদিশতি অনু-শাস্ ণিনি] কর্ত্তব্যের উপদেশকর্ত্তা, নিয়ন্তা, দণ্ডবিধাতা। "এনস্তে নানুশাসী রাজা" (বিক্রমোর্ব্বশী)

অনুশিক্ষিন্—(ত্রি) নিজে নিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

অনুশিখ—(পুং) সর্প-বিশেষ; যে সর্প কোন যজ্ঞে হোতার কাজ করিয়াছিল। (পঞ্চবিংশব্রা°)

অনুশিব—(অব্য) শিবের সহিত, শিবের পশ্চাতে।

অনুশিশু—(ত্রি) যাহার পশ্চাতে শিশু রহিয়াছে। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৯ ৪.৫)

অনুশিষ্ট—(ত্রি) [অনুশাস অনু-শাস-কর্ম্মণি ক্ত] যাহাকে শাসন করা হইয়াছে, যাহাকে হিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ২ [illegible] হইয়াছে। ৩ প্রদর্শিত মার্গ 'ক্ষত্রবিদানুশিষ্টৈঃ' ([illegible] ৩২.৭)

অনুশিষ্টি—(স্ত্রী) [অনু-শাস-ক্তিন] অনুশাসন, পশ্চাৎ শাসন, উপদেশ।

অনুশীত—(অব্য) [শীত [illegible] অব্য।] [illegible]

অনুশীলন—(ক্লী) [অনু-শীল [illegible], অনুক্ষণ [illegible] সতত অভ্যাস সর্ব্বদা আলোচনা। [illegible] অনুশীলন [illegible] ([illegible])।

অনুশীলনীয়—(ত্রি) [illegible] অনুশীলনীয়।

অনুশীলিত—(ত্রি) সতত [illegible], [illegible] চর্চিত।

অনুশোচিত—(স্ত্রী) [অনু-শুচ [illegible]] পশ্চাৎ শোক ([illegible] ২ [illegible] শোচনীয়।

অনুশোক—([illegible]) [[illegible] অনু-শুচ [illegible]] পশ্চাৎ শোক।

অনুশোচক—(ত্রি) পশ্চাৎ [illegible] পরে অনুশোচনা [illegible]

অনুশোচন—(ক্লী) [[illegible] অনু-শুচ [illegible]] [illegible] (স্ত্রী) [[illegible]] অনুশোচন, পশ্চাৎ শোক, পশ্চাৎ শোক প্রকাশ।

অনুশোচনীয়—(ত্রি) [অনুশুচ্যতে এবং অনু-শুচ কর্ম্মণি অনীয়র] অনুশোচনার যোগ্য, যাহার জন্য [illegible] করিয়া পশ্চাৎ শোক করা যায়।

অনুশোচিত—(ত্রি) [অনু-শুচ ভাবে ক্ত, শোচন-বিষয় ইতি আবশ্যার্থে বা ক্ত] পশ্চাৎ শোক। (ত্রি) ২ যাহাকে [illegible] করিয়া পশ্চাৎ শোক করিতে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

অনুশোচিন্—(ত্রি) যে পশ্চাত্তাপ করে, যাহাতে অনুশোচনা আছে।

অনুশোভিন্ (ত্রি) উজ্জ্বল, প্রকাশমান।

অনুশ্রাব—(পুং) বৈদিক কথাবার্ত্তা।

অনুশ্রাবিক—(ত্রি) বৈদিক বার্ত্তাসম্বন্ধীয়।

অনুশ্রুত—(ত্রি) বৈদিক বার্ত্তা হইতে প্রাপ্ত।

অনুশ্লোক—(পুং) [অনুশ্লোক্যতে অনুপশ্চাতে শ্লোক্যতে সংহতক্রমে কর্ম্মণি ঘঞ্ অনু শ্লোক সংঘাতে ভু° আ° ঘ] মহাব্রতে গান করিবার সামবিশেষ, বেদের গান। "অনুশ্লোক্যন্তে ইতি অনুশ্লোকঃ" (নিরুক্ত)

অনুষক্, অনুষট্—(অব্য) ক্রমশঃ, বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে। ২ একের পর এক।

অনুষক্ত—(ত্রি) [অনু সজ্যাতে স্ম অনু-সঞ্জ-কর্ম্মণি ক্ত] সংলগ্ন, অনুরক্ত, পূর্ব্ব সূত্রের কার্য্যবিশিষ্ট।

অনুষঙ্গ—(পুং) [অনুষজ্জনং অনু সন্জ-ভাবে ঘঞ্] দয়া। ২ যেখানে কোন প্রধান কার্য্যের অধিক উদ্দেশ্য থাকে, তাহার মধ্যস্থ কোন সামান্য কার্য্যের উদ্দেশ। প্রধান উদ্দেশের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশ। যথা—"ভিক্ষামট যদি পশ্যেঃ তদা গাকানয়", । ভিক্ষা করিতে যাও, যদি দেখিতে পাও, তবে গোরুটীকেও আনিবে। এখানে ভিক্ষা করিতে যাওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য, তাহার মধ্যে গোরু আনা সামান্য উদ্দেশ্য, তজ্জন্য গোরু আনাকে অনুষঙ্গ বলা যায়।

"তীর্থং প্রাপ্যানুষঙ্গেন স্নানং তীর্থে সমাচরেৎ।
স্নানজং ফলমাপ্নোতি তীর্থযাত্রা-ফলং নতু।" (শঙ্খ)

প্রধান উদ্দেশের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশে তীর্থে যাইয়া স্নান করিবে। তাহাতে সেই স্নানের জন্য ফল পাইবে, কিন্তু তীর্থযাত্রা জন্য ফল পাইবে না। কারণ যথানিয়মে তাহার তীর্থযাত্রা করা হয় নাই।

বাচস্পত্যে ও শব্দকল্পদ্রুমে প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ দুইটী একার্থক শব্দ বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত স্মার্ত্তের একটী পাঠ সঙ্গত হয় না। যথা—"অতএব প্রাসঙ্গিকানুষঙ্গিকফলসিদ্ধিরপ্যুপপন্না।"

অতএব প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক ফলসিদ্ধিও সঙ্গত হইল। প্রাসঙ্গিক শব্দে এক প্রকার অর্থ বুঝাইলে এখানে একটী শব্দ বলিলেই চলিত। এরূপে দুইটীবহ উল্লেখ করিতে হইত না। ফলতঃ, এক উদ্দেশে কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে, যে উদ্দেশ্য ছিল না, তাহাও যদি পূর্ণ হয়, তেমন স্থলে প্রসঙ্গ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। [প্রসঙ্গ দ্র°]

৩ এক স্থলে য শব্দের উল্লেখ থাকে, অন্য বাক্যের অন্বয় করিবার জন্য তাহার আকর্ষণ বা অনুবৃত্তি। "মন্ত্রাণামিতানুষজ্যতে" (স্মার্ত্ত) মন্ত্র সকলের ইহাই অনুবৃত্ত হইবে

অনুষঙ্গপাদ—ত্রেতাযুগের শেষ পাদ অনুষঙ্গ নামে লিখিত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩২ ৬১)

অনুষঙ্গিক—(ত্রি) ফলস্বরূপ। ২ সংলগ্ন, সংযুক্ত, সংবদ্ধ।

অনুষঙ্গিন্—(ত্রি) [অনুষজ্যতে প্রতিক্ষণমবতিষ্ঠতে অনু সন্জ ঘিনুণ্] সর্ব্বদা প্রসক্ত। ২ নিয়ত অবস্থিত। ৩ ব্যাপক। "বিভূতানুষঙ্গি ভয়মেতি জনঃ।" (কিরা ৬ ৩৫) 'অনুসঙ্গি ব্যাপকমিতি।' (মল্লিনাথ)

অনুষজ্—(অব্য) [অনু ষন্জ-কিপ্] আনুপূর্ব্ব, পূর্ব্ব অবধি। (অব্য)। [অনুষজ পৃ° বৃদ্ধিঃ আনুষজ্]। আনুপূর্ব্ব।

অনুষজ্জন—(ক্লী) ফলের সম্বন্ধ। ২ ব্যাকরণের সম্বন্ধ।

অনুষজ্জনীয়—(ত্রি) সংযোজনীয়। "উপবিশ্য পরিশ্রমবিনোদনং কুরুতেত্যনুষজ্জনীয়ম্" (শকু°)

অনুষণ্ড—(অব্য) [ষণ্ডঃ পদ্মসমূহস্তস্মিন বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°] পদ্মসমূহে। (ত্রি) [কচ্ছাদি অণ্] আনুষণ্ড, অনুষণ্ডে জাত (পুং) ২ কোন স্থানের নাম।

অনুষিক্ত—(ত্রি) [অনুষিচ্যতে স্ম অনু-সিচ্-কর্ম্মণি ক্ত] সর্ব্বদা সিক্ত। ২ পশ্চাৎ সিক্ত, যাহাতে পরে জলাদি সেক করা হইয়াছে।

অনুষেচন—(ক্লী) [অনু-সিচ্ ভাবে ল্যুট্] প্রতিক্ষণ সেচন ২ পশ্চাৎ সেচন।

অনুষ্টুতি—(স্ত্রী) [অনু স্তু ভাবে ক্তিন্] অনুক্রমে স্তব করা যিনি যে রূপ স্তবনীয় তাঁহার তদনুসারে স্তব করা। "অনুষ্টুতিশ্চ রুযে তানি" (ঋগ্বেদ)

অনুষ্টুপ্, অনুষ্টুভ্ (স্ত্রী) [অনুপূর্ব্বেণ ক্রমেণ পূর্ব্বমকারাত্মনা ততঃ স্পর্শাদিভির্ব্যজ্যমানা স্তৌ ভবে বর্দ্ধতে অনু স্তুভ বৃদ্ধৌ কিপ] অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্ সৈষ স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা 'পরা' 'পশ্যন্তী' 'মধ্যমা' 'বৈখরী" (ইতি উপনি°) অথবা, 'পূর্ব্বং পঞ্চাশদক্ষরাত্মনা ততো গদ্যপদ্যাদিরূপেণ বর্দ্ধতে। অথবা 'স্তোভতিরর্চ্চতি কর্ম্মা, আনুপূর্ব্বেণ স্তৌতি দেবতা '

বাক্। ২ সরস্বতী। ৩ অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ। অনুষ্টুপ ছন্দের পুরাতন বিবরণ আলোচনা করিয়া দেখিলে কতকটা ঐতিহাসিক রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। বৈদিক সময় ছন্দ পদ্যের ধারা কেমন এক অদ্ভুত প্রকার সহজে পড়িয়া গেল, শুনিতে তত ভাল লাগে না। কিন্তু সুর করিয়া পড়িলে মিষ্ট বোধ হয়। বৈদিক সময়ের শেষ দশায় অনুষ্টুপ ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঋগ্বেদেও অনুষ্টুপ ছন্দের নাম দেখা যায়। "অনুষ্টুভ সোম উক্থৈ." । (ঋক ১০ ১৩০ ৪ । সাম অনুষ্টুপ ছন্দে উক্থ পাঠ করিয়াছিলেন।

সকল ভাষাতেই ছন্দ আলোচনা করিয়া সেই সেই ভাষার কতক পরিমাণে কালনিরূপণ করা যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পয়ার ও ত্রিপদী আছে, কিন্তু তাহাতে বেশ শৃঙ্খলা নাই। তাহার পর, কবি কঙ্কণের পুস্তকে কতকটা পদ্য রচনার শৃঙ্খলা আসিয়া দাঁড়াইল। শেষে, ভারতচন্দ্র রায় একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ধরিয়া ছন্দ ঠিক রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল কবিদের পুস্তকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাই। অতএব অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখিলেই বুঝা যায় যে, আমরা বিদ্যাপতির সময় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সংস্কৃত ভাষার পক্ষে অনুষ্টুপ ছন্দও ঠিক সেই প্রকার। ঋষিরা যখন প্রথম বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে অনুষ্টুপ ছন্দ ছিল না। তাহার পর অনুষ্টুপ্ ছন্দের যত অধিক চলন দেখা যায়, ততই বুঝিতে পারি যে, আমরা প্রথম বৈদিক কাল হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বেদের সময়ে এই ছন্দ অল্প অল্প চলিত হইয়াছিল। তাহার পর পৌরাণিক সময়ে সকলেই

ইহার আদর করিতেন। এখন ইহা সর্ব্বত্রই বিশেষ প্রচলিত। অনুষ্টুপ্ ছন্দ সরল ও মিষ্ট এবং ইহাতে সহজে শ্লোক রচনা করা যায়।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছিল না। পদ্যের শেষে কথার মিল না থাকিলে, বাঙ্গালায় সে কবিতার কেহই আদর করিতেন না। ৺মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা বেশ মিষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু এই অমিত্রাক্ষর প্রচলিত হইলে পাঠকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন, ইংরেজি ভাষায় মিল্টন প্রভৃতি মহাকবিদের অমিত্রাক্ষর-রচিত অপূর্ব্ব কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মধুসূদনের কাব্যের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অমিত্রাক্ষরছন্দ তাঁহাদের মিষ্টও বোধ হইল। কিন্তু ইংরেজি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার রস পাইলেন না। তাঁহারা মেঘনাদবধাদির নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনুষ্টুপ্ ছন্দের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ইহা প্রথম চলিত হইলে কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ প্রকারান্তরে ইহার নিন্দাও করিতে লাগিলেন।

ঐতরেয় আরণ্যকে লিখিত আছে যে "অনুষ্টুভো স্বর্গকামঃ কুর্ব্বীত অনুষ্টুপ ছন্দে স্বর্গকাম পূর্ণ হয়। দুইটী অনুষ্টুভে চৌসট্টি অক্ষর আছে। ইহার তিনটী অক্ষরে এই তিন লোক। তাহাতে আবার একুশ লোক হইয়াছে। প্রত্যেক একুশ অক্ষর দ্বারা তিনি সেই সকল লোকে আরোহণ করেন এবং চতুঃষষ্টি দ্বারা স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হন। দ্বয়োর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃষষ্টি রক্ষরাণি। ত্রয় ইম উর্দ্ধা একবিংশা লোকা একবিংশত্যৈক বিংশত্যৈবেমাংল্লোকান রোহতি স্বর্গ এব লোকে চতুঃষষ্টিতমেন প্রতিতিষ্ঠতি"। (ঐত° আর)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে—একবিংশস্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যাম নামক যাগ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ এবং বৈরাজ সাম ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

'একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্যামাণমেব চ।

অনুষ্টুভং স বৈরাজম উত্তরাদসৃজন মুখাৎ" (বিষ্ণুপু° ১৫৫৫)

এদিকে ভাগবত-পুরাণের মতে,—প্রজাপতির মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ্ এবং অস্থি হইতে জগতী ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল।

'ত্রিষ্টুব্মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুব্ জগত্যস্থঃ প্রজাপতেঃ" (৩ ১২ ২৯)

নিরুক্তে লিখিত আছে যে,—শরৎ, অনুষ্টুপ্ একবিংশস্তোম এবং বৈরাজসাম ইহারা পৃথিব্যাত্মক। "শরদনুষ্টুবেক-বিংশস্তোমো বৈরাজং সাম ইতি পৃথিব্যাত্মনি।" (৭.১১)।

১৯ বাল্মীকি কিম্বা তৎপরবর্ত্তী কবিদের কাছে অনুষ্টুপ্ বিলক্ষণ আদরের ছন্দ হইয়াছিল। তাই বাল্মীকিকে ঐ ছন্দের জন্মদাতা করিতে কেহ 'মা নিষাদ' শ্লোকটী রচনা করিয়া একটা গল্পের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস। বাল্মীকি আদি-কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব অনুষ্টুপ্ ছন্দ বাহির করায় যশঃ তাঁহাকেই শোভা পায়। কিন্তু বাস্তবিক বাল্মীকির অনেক পূর্ব্ব হইতে অনুষ্টুপ্ ছন্দ চলিয়া আসিতেছিল। তবে, ছন্দটী ভাল বলিয়া অনেকেরই তাহা বাহির করিবার যশঃ পাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সেকালে অনুষ্টুপ্ ছন্দ যাঁহাদের মনোনীত হইয়াছিল, ইহা তাঁহাদের মত। কেহ কেহ প্রকারান্তরে ইহার নিন্দাও করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লিখিত আছে যে—প্রজাপতি আপনার পা হইতে একবিংশ স্তোমের সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর অনুষ্টুপ্ ছন্দ, বৈরাজ সাম, মনুষ্যের মধ্যে শূদ্র এবং পশুর মধ্যে ঘোড়ার সৃষ্টি করিলেন। তজ্জন্য ঘোড়া ও শূদ্র অন্যের বাহক হয়। শূদ্র যজ্ঞ করিতে পায় না, কারণ তাহার সৃষ্টির পর দেবতার আর সৃষ্টি করা হয় নাই। তাহারা পা দ্বারা জীবিকা লাভ করে, কারণ তাহারা পা হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। "পত্ত একবিংশং নিরমিমীত। তমনুষ্টুপ্ছন্দোঽন্বসৃজ্যত। বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাম্। তস্মাত্তৌ ভূত-সংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ। তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তো ন হি দেবতা অন্বসৃজ্যত। তস্মাৎ পাদাবুপজীবতঃ। পত্তো হ্যসৃজ্যেতাম্। (তৈত্তিরী সং° ৭ ১ ১)

অনুষ্টুপ্ ছন্দ, শূদ্র, ঘোড়া প্রভৃতি প্রজাপতির পা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। পা শরীরের নিকৃষ্ট স্থান, তজ্জন্য শূদ্র ও অশ্বের দুর্গতির কথা বলা হইল। কিন্তু অনুষ্টুপ্ ছন্দের কথা ব্যক্ত করা হইল না। সংহিতাকার এখানে এক প্রকার চাতুরী করিয়াছেন বলিতে হইবে। শূদ্র ও জন্মসাহচর্য্য হেতু একটীর নিন্দা করিলে সকল গুলিরই নিন্দা করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব অনুষ্টুপ্ ছন্দের নিন্দাও আছে, প্রশংসাও আছে। এ প্রকার ভিন্ন মত ঘটিবার কারণ এই,—সকল দেশেই, যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, অনেকে সেই পুরাতন প্রথার পক্ষ-পাতী হইয়া পড়েন। কোন নূতন প্রথা ভাল হইলেও, সকল লোকের চক্ষে তাহা প্রশস্ত বোধ হয় না। তাই যাহারা বেদের প্রথম অবস্থার গদ্যপদ্য পড়িয়া আসিতেছিলেন, সে সকল লোককে তাহাই বেশ ভাল লাগিত। শেষে অনুষ্টুপ্ বৃত্ত বাহির হইলে ঋষিরা তখন এই নূতন ছন্দে মন্ত্র লিখিতে লাগিলেন। তাহাতে সে সময়ের প্রাচীন লোকেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর পৌরাণিক যুগ হইতে ইহার আদর

বাড়িতে লাগিল, তখন কেহই আর অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের নিন্দা করিতেন না।

এখন আর অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের নিন্দা নাই, সকলেই ইহাতে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। অনুষ্টুপের লক্ষণ এই—

"পঞ্চমং লঘু সর্ব্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
ষষ্ঠং গুরু বিজানীয়াদিত্যনুষ্টুভলক্ষণম্।" (শ্রুতবোধ)

সকল পাদেরই পঞ্চমবর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তমবর্ণ লঘু আর সকল পাদেরই ষষ্ঠ অক্ষর গুরু হইলে তাহাকে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ কহে। কিন্তু কোন কোন স্থলে পঞ্চমবর্ণও গুরু দেখা যায়। যথা—"তিথ্যাদিতত্ত্বং তৎপ্রীত্যৈ" (স্মার্ত্ত)। বৃত্তরত্নাকরে প্রথমে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ ধরিয়া তাহার মধ্যে চিত্রপদা, মাণবক, বিদ্যুন্মালা, সমানিকা, প্রমাণিকা এবং জগতী এই ছয় প্রকার ছন্দের লক্ষণ করা হইয়াছে। আবার ছন্দোমঞ্জরীতে, ইহার ভিতর বক্ত্র ও পথ্যাবক্ত্রের নাম দেখা যায়। [ইহাদের লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্র°]

অনেক পণ্ডিত, শ্লোকে বা ছন্দঃশাস্ত্রে বক্ত্রের লক্ষণ নানা প্রকার কহিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে ইহা অনুষ্টুভ্‌ নামেই প্রসিদ্ধ। অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে আটটী অক্ষর থাকে তাহার ন্যূনাধিক ঘটিলে বিষমাক্ষর হয়। লোকে তাহাকে 'গাথা' কহে। বিষমাক্ষর পাদ অর্থাৎ গাথা এই,—"মধুকৈটভৌ দুরাত্মানৌ।" এখানে নয়টী অক্ষর আছে, অর্থাৎ অনুষ্টুপ্‌ ছন্দের চেয়ে একটী অক্ষর বেশী হইয়াছে।

অনুষ্টুব্‌গর্ভা—(স্ত্রী) [অনুষ্টুভ গর্ভে যস্যাঃ ৬ বহুব্রী] আদি পাচটী অক্ষরে এক পাদ, পরে তিন অক্ষরে এক পাদ এইরূপ ছন্দোবিশেষ। (ঋক্‌ ১ ১৮৭ ১)

অনুষ্টোভন—(ক্লী) অনুপ্রশংসা। (নিরুক্ত ৭ .৪)

অনুষ্ট্র—(পুং) অযোগ্য উষ্ট্র।

অনুষ্ঠ—(ত্রি) [যথাক্রমেণ তিষ্ঠতি অনু স্থা-ক যত্বম] যথাক্রমে স্থিতিশীল, ঠিক পরে পরে স্থায়ী। (ঋক ১ ৫৪ ১০)

অনুষ্ঠমান—(ত্রি) পশ্চাৎগামী। ২ সমীপে উপস্থিত।

অনুষ্ঠাতব্য—(ত্রি) কর্ত্তব্য। ২ স্থাপনের যোগ্য।

অনুষ্ঠাতৃ—(ত্রি) [অনুতিষ্ঠতি কার্য্যাণ্যাচরতি অনু-স্থা-তৃচ] কার্য্যের অনুষ্ঠানকর্ত্তা। (অথর্ব্ব ১৫ ৪ ১) ২ বিধানকর্ত্তা। ৩ কার্য্যের অনুক্রমে স্থিতিসম্পাদক। (স্ত্রী) [ঙীপ্‌] ৪ অনুষ্ঠাত্রী।

অনুষ্ঠান—(ক্লী) [অনু-স্থা ভাবে ল্যুট্‌ যত্বম] কর্ম্মারম্ভ। ২ বিহিত কর্ম্মের আচরণ। "তৎকর্ম্মানুষ্ঠানম্"।
(যাজ্ঞবল্ক্য° ৩ ১৫৬)

অনুষ্ঠান₂—শ্রৌতবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনুষ্ঠানক্রম—(পুং) ধর্ম্ম-কার্য্য করিবার নিয়ম।

অনুষ্ঠানক্রমপদ্ধতি—একখানি দীধিতি-গ্রন্থ।

অনুষ্ঠানশরীর—(ক্লী) সাংখ্যমতে,—লিঙ্গ অথবা সূক্ষ্মশরীর এবং স্থূল শরীরের মধ্যস্থিত শরীর, অর্থাৎ যে শরীর স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর এই দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকে।

অনুষ্ঠানস্মারক—(ত্রি) যাহা ধর্ম্মকার্য্য স্মরণ করাইয়া দেয়, ধর্ম্মস্মরণ-কারক।

অনুষ্ঠাপক—(ত্রি) অনুষ্ঠান-কারী।

অনুষ্ঠাপন—(ক্লী) কাজ পূর্ণ করা, কার্য্যের পূর্ণতা সম্পাদন।

অনুষ্ঠায়িন্‌—(ত্রি) যিনি কার্য্য সমাধা করিতেছেন।

অনুষ্ঠি—(স্ত্রী) উচিত নিয়ম।

অনুষ্ঠিত—(ত্রি) [অনু-স্থা কর্ম্মণি ক্ত] আচরিত। ২ যথা নিয়মে সম্পাদিত। (ক্লী) [ভাবে ক্ত] ৩ অনুষ্ঠান। ৪ ধর্ম্মকার্য্য।

অনুষ্ঠু—(অব্য) [অনু স্থা-আতুলকাৎ কু ঔণাদিকঃ] সম্যক্‌ ২ সুন্দর। "নমস্তেহস্তু নারদানুষ্ঠু বিদুষে।" (অথর্ব্ব ২ ৪ ৪৫)

অনুষ্ট্যূত—(ত্রি) [অনু সিব্‌ ক্ত] অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্বদ্ধ

অনুষ্ঠেয—(ত্রি) [অনুষ্ঠীয়তে অনু-স্থা কর্ম্মণি যৎ] বিধেয়। "মম তু দৃষ্টমনুষ্ঠেয়ম্‌" (রামা ৪ ৬ ২০)

অনুষ্ণ—(ত্রি) [ন উষ্ণম্‌, নঞ্‌ তৎ] উষ্ণ নহে, শীতল পদার্থ। "অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ" (মনু ২ ৬১) ২ অলস। [অনুষ্ণ কন] (ক্লী) ৩ উৎপল।

অনুষ্ণগু—(পুং) [ন উষ্ণাঃ শীতলাঃ গাবঃ কিরণা অস্য বহুব্রী] চন্দ্র, হিমাংশু।

অনুষ্ণাকিরণ—(পুং) [ন উষ্ণাঃ শীতলাঃ কিরণা রশ্ময়ো যস্য। নঞ্‌ বহুব্রী] চন্দ্র।

অনুষ্ণবল্লিকা—(স্ত্রী) [অনুষ্ণা শীতলা বল্লী লতেব ইবার্থে কনি টাপ্‌] নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°)

অনুষ্ণাশীত—(ত্রি) গরমও নহে শীতও নহে, নাতিশীতোষ্ণ।

অনুষ্পন্দ—(পুং) পশ্চাৎ স্পন্দন, যাহা পরে স্পন্দিত হয়।

অনুষ্বধ—(ত্রি) যাহার সহিত ভোজন করা হয়। (অব্য°) ২ ভোজনানুসার, ভোজনদ্বারা। ৩ প্রত্যেক বলি প্রদানান্তর। "অনুষ্বধং ভীম আ বাবৃধে" (ঋক্‌ ১ ৮১.৪)। ৪ আপন ইচ্ছানুসারে।

অনুসংযান—মহামাত্রবর্গ কর্ত্তৃক কোন বিভাগীয় অধিকার ত্যাগ এবং অপর বিভাগের অধিকার-গ্রহণ। অশোকের ধৌলি-লিপি এবং জৌগড়-লিপি পাঠে জানা যায়, মহামাত্রবর্গ (Council of Ministers) প্রতি তিন কিংবা পাঁচ বর্ষ অন্তর

তাঁহাদের অধীন রাষ্ট্রবিভাগ হইতে অপসৃত হইতেন। শিলালিপিতে এই অধিকার পরিবর্ত্তনের নাম অনুসংযান দেওয়া হইয়াছে। শুক্রনীতিসারে অমাত্যবর্গের এক বিভাগ হইতে বিভাগান্তরে নিযুক্ত হইবার কথা আছে। এক জনের হস্তে এক বিভাগের ভার দীর্ঘকাল ন্যস্ত রাখা নিষিদ্ধ।

"পরিবর্ত্ত্য নৃপো হ্যেতানযুক্তাদন্যোহন্যকর্ম্মণি।
নাধিকারং চিরং দদ্যাদস্মৈ কস্মৈ সদা নৃপঃ ॥•••
অতঃ কার্য্যক্ষমং দৃষ্ট্বা কার্য্যেঽন্যস্মিন্ তং নিয়োজয়েৎ।
তৎকার্য্যে কুশলং চান্যং তৎপদানুগমং খলু ॥
(শুক্রনীতি ২ ১০৭-১১)

অনুসংরক্ত—(ত্রি) সংলগ্ন, সংশ্লিষ্ট।

অনুসংবৎসর—(অব্য) [সংবৎসরে ইতি বিভক্ত্যর্থে বীপ্সায়াং বা অব্যয়ী] বৎসরে, প্রতিবর্ষে।

অনুসংবরণ—(ক্লী) [অনু সং বৃ-ল্যুট্] অনুক্রমে গোপন।

অনুসংসর্গ—(অব্য°) উপস্থিত হওয়ার প্রত্যেক অবসরের পর।

অনুসংহিত—(ত্রি) [অনু সম ধ-কর্ম্মণি ক্ত] যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। (অব্য) [সংহিতায়ামিতি বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী] ২ সংহিতাতে।

অনুসঞ্চারণ—(অব্য°) আগমনের প্রত্যেক অবসরে।

অনুসন্ততি—(স্ত্রী) [অনুক্রমেণ সন্ততিঃ] অবিচ্ছেদ ধারা।

অনুসন্ধাতব্য—(ত্রি) সন্ধান সাধনে যোগ্য, অর্থাৎ সন্ধান করিবার যোগ্য।

অনুসন্ধান—(ক্লী) [অনু-সং ধাঞ-ল্যুট্] অন্বেষণ। ২ চিন্তা। কাব্যানুসন্ধানবলাৎ (কাব্যপ্রকাশ)

অনুসন্ধানিন্—(ত্রি) অনুসন্ধানকারী, যে অনুসন্ধান করে।

অনুসন্ধি—(স্ত্রী) গুপ্তমন্ত্রণা, অপ্রকট-পরামর্শ।

অনুসন্ধিৎসা—(স্ত্রী) [অনু-সম্ ধা সন আ] অন্বেষণ করিবার ইচ্ছা।

অনুসন্ধেয়—(ত্রি) [অনু সম ধা কর্ম্মণি অর্হার্থে বা যৎ] অনুসন্ধানের যোগ্য, যাহাকে অনুসন্ধান করিতে হয়।

অনুসন্ধ্য—(অব্য°) প্রতি সন্ধ্যা।

অনুসময়—(পুং) নিয়মিত সময়।

অনুসমাপন—(ক্লী) নিয়মিত সমাপ্তি। "পূর্ব্ববদনুসমাপনম্" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪ ৬ ৪৭)

অনুসমুদ্র—(অব্য) সমুদ্রের সহিত, অথবা সমুদ্রের সাথে সাথে।

অনুসম্প্রাপ্ত—(ত্রি) আগত।

অনুসম্বদ্ধ—(ত্রি) সংলগ্ন।

অনুসর—(পুং) [অনু-সৃ-অ অধিকরণে] অভিসর। পশ্চাদ্গমন। (ত্রি) ২ পশ্চাদ্গামী। [স্ত্রী ঙীপ্]—অনুসরী এইরূপ হইবে।

অনুসরণ—(ক্লী) [অনু সৃ ল্যুট্] পশ্চাদ্গমন। সদৃশীকরণ। সদ্গুণানুসরণে" (সাহিত্যদ°)

অনুসবন—(অব্য) [সবনস্য পশ্চাৎ অব্যয়ী°] স্নানের পরে। যজ্ঞীয় স্নানের পশ্চাৎ। ২ সোমের পশ্চাৎ। 'সুত্যাভিষবঃ সবনঞ্চ সা।' (অমর) (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫ ১৩ ২৬)

অনুসাত—(অব্য°) প্রসন্নতানুযায়ী।

অনুসাম—(ত্রি) প্রসন্ন, সন্তুষ্ট।

অনুসায়—(অব্য) সায়াহ্নে।

অনুসার—(পুং) [অনুস্রিয়তে। অনু সৃ ণিচ্ ভাবে ঘঞ্] অনুসরণ। 'তত্তোবার্ণানুসারেণ গত্বা (রামা ২ ৪৭ ১৩) ২ রীতি। ৩ প্রকৃতি। ৪ প্রভাব। ৫ প্রতিষ্ঠিত অধিকার। ৬ ফল।

অনুসারক—(ত্রি) পশ্চাদ্গামী, অনুগত। ১ অনুসন্ধানকর্ত্তা।

অনুসারণা—(স্ত্রী) [অনু সৃ ণিচ্ যুচ্] অনুচালনা। পশ্চাৎ চালনা। অনুধাবন। ২ নিবেদনা। ৩ অপসারণ। ৪ বাহির করিয়া দেওয়া।

অনুসারতস—(অব্য) অনুসারে, অনুরূপ।

অনুসারিন্—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ সরতি গচ্ছতি অনু সৃ ণিনি] অনুগন্তা, পশ্চাদ্গামী। "মৃগানুসারিণম্"। (শকু°)

অনুসার্য্যক—(ক্লী) [নৈষ্ঠক] সুগন্ধদ্রব্যবিশেষ।

অনুসাসিকজাতক—ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, বোধিসত্ত্ব তখন পক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হইয়া তিনি পক্ষীদিগের রাজা রূপে নির্ব্বাচিত হন এবং সহস্র সহস্র পক্ষিযূথ সমভিব্যাহারে হিমালয় দেশে আগমন করেন। ঐ পক্ষিদলের মধ্যে একটী পক্ষী বড় হিংস্রস্বভাব ছিল। সে যখন দূরদেশে ধান্যশস্যাদি সংগ্রহের জন্য গমন করিত, তখন কাহাকেও সঙ্গে লইত না। সকলকেই বলিত, এই পথ বিপদসঙ্কুল, তোমরা ঐখানে আসিলে মারা পড়িবে। এই কারণ পক্ষিরা সকলে তাহার নাম দিয়াছিল "অনুসাসিক"।

একদিন ঐ পক্ষীটী আহারান্বেষণে বহির্গত হইয়া দেখিল অদূরে একখানি গাড়ি দ্রুতবেগে আসিতেছে। সে চাহিয়া দেখিল গাড়ীটী অনেকদূরে আছে। ততক্ষণ শস্য কুড়াইয়া উদর পূর্ত্তি করি। কিন্তু বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে গাড়িখানি আসিয়া পড়িল, সে ডানা মেলিয়া উড়িবার অবকাশ পাইল না, অবশেষে গাড়ি চাপা পড়িয়া মারা গেল।

পক্ষিগণ সন্ধ্যায় কুলায় আসিলে পক্ষীরাজ গণনা করিয়া দেখিলেন ঐ পাখীটী এখনও অনুপস্থিত। তিনি সকলকে তাহার

অন্বেষণার্থ প্রেরণ করিলেন, তাহারা আসিয়া জানাইল সে চক্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পথে পড়িয়া আছে। তখন বোধিসত্ত্ব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, নিজে সাবধানতায় অনুসরণ না করিয়া যে অন্যকে সাবধান করিতে ব্যস্ত হয় তাহারই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে।

অনুসূয়া—শকুন্তলার একজন সহচরীর নাম। কিন্তু কোন কোন পুস্তকে 'অনসূয়া' এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু শেষোক্ত পাঠ সঙ্গত নহে।

অনুসৃত—(ত্রি) অনুগত, পশ্চাদ্গত।

অনুসৃতি—(স্ত্রী) [অনু সৃ-ভাবে ক্তিন] অনুগমন। "নীতিমার্গানুসৃতি" (সাহিত্যদ°)

অনুসৃষ্ট—(ত্রি) ক্রমানুসারে উৎপন্ন।

অনুসেট (Anu-set)—মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপের সমুদ্রদেবতা।

অনুসেবিন্—(ত্রি) নিরন্তর সেবনশীল।

অনুসৈন্য—(ক্লী) সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ।

অনুসোচিয়জাতক—একটী বৌদ্ধ জাতক। ইহাতে সম্মিল্লভাসিনীর বিবাহের উল্লেখ আছে। সম্মিল্লভাসিনী খুব সুন্দরী ছিলেন। স্বর্গের অপ্সরার সহিত তাঁহার তুলনা হইত। তাঁহার নারী-সৌন্দর্য্যের সমস্তই সমাবেশ ছিল। তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য যে কেহ উপস্থিত হইত, তিনিই তাঁহাকে পত্নী করিবার আগ্রহ করিতেন। পাত্র ও পাত্রীর মনোনয়ন হইলে তাঁহার পিতামাতা একটী ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অনুসোম—(অব্য°) সোমের সমীপ, বা সোমের সহিত। (কাত্যা° শ্রৌ° ১০ ৯ ২৯)

অনুস্কন্ধ—(অব্য°) শ্রেণীবদ্ধ হইয়া।

অনুস্তরণ—(ত্রি) চতুর্দ্দিকে ছড়ান। (স্ত্রী] ২ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বলিপ্রদান করিবার গাভী। (ঋক্ ১০ ১৬.৭)

অনুস্তোত্র—(ক্লী) পশ্চাৎ প্রশংসা। ২ সামবেদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ।

অনুস্নান—(ক্লী) পশ্চাৎ স্নান। ২ শিব নির্ম্মাল্য মস্তকে স্থাপন।

অনুস্নেহ—(অব্য°) তৈল মালিসের পরে বা তৈলের পশ্চাৎ।

"বস্তীয়াদনুস্নেহং শনৈঃ শনৈঃ" (সুশ্রুত ২ ২২১ ৩)

অনুস্পষ্ট—(ত্রি) স্পষ্ট, প্রকট।

অনুস্ফুর—(ত্রি) প্রতিস্ফুরণ, অনুসন্ধান, স্বপ্রকাশ। (অথর্ব্ব ১.২ ৩)

অনুস্মরণ—(ক্লী) পুনঃ পুনঃ স্মরণ। (রামা° ৬ ৮২ ১৩৪)

অনুস্মৃত—(ত্রি) স্মরণবিশিষ্ট।

অনুস্মৃতি—(স্ত্রী] স্মৃতি-সংলগ্ন। ২ স্মরণদ্যোতক বিষয়।

অনুস্মৃতি—শঙ্করাচার্য্য রচিত একখানি গ্রন্থ। ইহার অপর নাম বেদানুস্মৃতি।

অনুস্মৃতিস্তোত্র—মহাভারতোক্ত পঞ্চস্তোত্রের অন্তর্গত একটী স্তোত্র।

অনুস্যূত—(ত্রি) ক্রমে স্যূত, পর পর যাহা সিলাই করা হইয়াছে, যুগপৎগ্রথিত।

অনুস্রযামন্—(ত্রি) যে গলদেব গাড়ীতে চড়িয়া যায় না। "অনুস্রযামেন বজ্র যামেষ্ঞ্রিধ" (ঋক্ ৪ ৩২.২৪)

অনুস্বর—(পুং) [অনু-স্বৃ-অপ্] (০) এইরূপ বিন্দুমাত্র বর্ণবিশেষ [অনুস্বার দ্র°]।

অনুস্বান—(পুং) অনুগত শব্দ।

অনুস্বার—(পুং) [অনুস্বর্য্যতে সংলীনং শব্দ্যতে অনু স্বৃ-কর্ম্মণি ঘঞ্, অথবা—স্বর্য্যতে শব্দ্যতেস্ম অপ্ স্বরঃ শব্দঃ, স্বর এব স্বার্থে অণ্ স্বারঃ, অনু সহ-স্বারঃ শব্দঃ উচ্চারণমিতি যাবৎ যস্য। বহুব্রী, যদ্বা স্বর্য্যন্তে পরানপেক্ষ্য স্বয়ং শব্দ্যন্তে উচ্চর্য্যন্তে ইতি যাবৎ স্বরাঃ অচঃ, স্বর এব স্বারঃ অণ্, অনু গত্বাদিকার্য্যে সদৃশঃ স্বারেণ অচা প্রাদিস°, অথবা স্বারং স্বরং অনুগতঃ পশ্চাদ্গতঃ অতিক্রা° তৎ, অথবা অনুগতত্বেন সু সুষ্ঠু আরঃ প্রাপ্তির্যস্য, বহুব্রী অনু সু ঋ-ভাবে ঘঞ্]

অর্থাৎ যে বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয়। যে বর্ণ অন্য কোন বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে উচ্চারিত হইতে পারে না। অথবা যে বর্ণের গত্বাদিকার্য্যে স্বরের ন্যায় ব্যবহার হইয়া থাকে। ॰ এইরূপ শূন্য বা বিন্দুর মত অনুনাসিক বর্ণ 'অং অঃ ইত্যচঃ পরাবনুস্বার'বিসর্গৌ'। (সি° কৌ°) অং অঃ এইরূপ অচের পর বিন্দুর নাম অনুস্বার এবং দুই বিন্দুর নাম বিসর্গ।

"খাকাশশূন্যদহনা বনু স ধকার্ণাঃ।" (ঋণিধনিচক্র)।

খ—আকাশ, শূন্য এ সকলগুলিই শূন্য পর্য্যায়। দহন তিন ইত্যাদি সাধকবর্ণ অর্থাৎ এইগুলি সাধক অঙ্ক। "ঠকারো লিপিসাম্যাদ্বিন্দুরুচ্যতে" (রাঘবভট্ট)। ঠ বর্ণ লিখিতে বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারের মত।

স্বরবর্ণের সঙ্গে অনুস্বার পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্বরবর্ণ নহে। স্বরের আশ্রয় ভিন্ন কেবল অনুস্বারের উচ্চারণ হইতে পারে না। কাজেই হলন্ত বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার প্রযোজিত হওয়া অসম্ভব। ক্+অ=ক, ন+আ=না, এইরূপ হলন্তবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ প্রযুক্ত হইতেছে, কিন্তু ক্ং নং এরূপ হলন্তবর্ণের গায়ে অনুস্বার দেওয়া যায় না। সুতরাং অনুস্বার স্বরবর্ণ নহে। তদ্ভিন্ন অনুস্বারের কার্য্য-কারণভাব দেখিলেও ইহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ন এবং ম এই দুই ব্যঞ্জনবর্ণ স্থানে অনুস্বার হইয়া থাকে, এবং অনুস্বারের স্থানে ঙ ঞ ণ ন

য র ল ব শ ষ স হ এই সকল ব্যঞ্জনবর্ণ হয়। কাজেই অনুস্বার ব্যঞ্জনভিন্ন কিছুতেই স্বরবর্ণ হইতে পারে না।

অনুস্বারবৎ—(ত্রি) অনুস্বারবিশিষ্ট।

অনুস্বারব্যবায়—(পুং) দুই শব্দের মধ্যে কেবল অনুস্বার দ্বারা কৃত ব্যবধান।

অনুস্বারাগম—(পুং) অনুস্বারের সংযোগের বৃদ্ধি।

অনুহ—বিভ্রাজ-পুত্র ও ব্রহ্মদত্তের পিতা।

অনুহরণ—(ক্লী) [অনু-হৃ-ভাবে ল্যুট্] বেশভাষা বা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সদৃশীকরণ। ২ সাদৃশ্য ধর্মের প্রকাশ, কোন ধর্মের সম্যক্ পরিশীলন করা।

অনুহরৎ—(ত্রি) সাদৃশ্যধর্মের প্রকাশক। ২ অনুরূপ। ৩ যোগ্য।

অনুহব—(পুং) নিমন্ত্রণ, উদ্বোধন। (অথর্ব ১৯.৮.৪)

অনুহার—(পুং) [অনু-হৃ-ভাবে ঘঞ্] অনুকরণ, সদৃশীকরণ। ২ পশ্চাৎ হরণ। "অনুহারোঽনুকারঃ স্যাৎ" (অমর)

অনুহারক—(ত্রি) সদৃশীকরণবিধায়ক।

অনুহারিন্—(ত্রি) অনুকরণকারী, যে অনুকরণ করে।

অনুহার্য্য—(ত্রি) [অনু-হৃ-কর্ম্মণি ণ্যৎ] সদৃশীকার্য্য, সাদৃশ্যের যোগ্য।

অনুহৃত—(ত্রি) [অনুহ্রিয়তেস্ম অনু-হৃ কর্ম্মণি ক্ত] অনুকৃত। ২ সদৃশীকৃত।

অনুহোড়—(অব্য) [হোড্যতে গম্যতেঽনেনেতি হোড় করণে ঘঞ্] হোড় নামক নৌকা। [হোড়ে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°] হোড়ে হুড়ি নামক নৌকাবিশেষে। (ত্রি) ২ চুরিকরা ধন।

অনুহ্লাদ—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর দ্বিতীয় পুত্র এবং প্রহ্লাদের অনুজ। অনুহ্লাদের সন্তানসন্ততি হালাহলগণ নামে খ্যাত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৭ অ°)

অনূক—(পুং) গতজন্ম। ২ পৃষ্ঠের অস্থি। ৩ যজ্ঞবেদীর পশ্চাদ্ভাগ। (ক্লী) ৪ শীল। ৫ বংশ। (অথর্ব ৪.১৪.৮) ৬ পুরুষের লক্ষণবিশেষ। "অনূকমন্বয়ে শীলেঽনূকোগতজন্মনি" (হেম)।

অনূকা—(ক্লী) অপ্সরোবিশেষ।

অনূকাশ—(পুং) [অনোঃ হীনস্ত কাশঃ প্রকাশঃ, ৬-তৎ, অনু-কাশ-ঘঞ্] অধো অঙ্গের প্রকাশ। ২ প্রতিবিম্ব। ৩ স্বচ্ছতা। [অনূকে গতজন্মাদৌ আশা যস্ত বহুব্রী] ৪ গত জন্মে আশাবিশিষ্ট। ৫ শীলতাকাঙ্ক্ষী। ৬ বংশপ্রত্যাশী। ৭ ধ্যান, প্রমাণ।

অনূক্ত—(ত্রি) পশ্চাৎ কথিত। ২ বর্ণশাস্ত্রান্তর্গত। ৩ পঠিত। ৪ সন্নিক সমীপবর্ত্তী।

অনূক্তি—(ত্রি) পশ্চাদ্‌বার্ত্তা, পুনঃ পুনঃ কথন। ২ বেদাধ্যয়ন।

অনূক্তিত্ব—বর্ণ বা শব্দের পুনঃ পুনঃ উক্তিত্ব।

অনূক্য—(ক্লী) মেরুদণ্ড। ২ শিরোদেশের মাংস। (অথর্ব ৯.৬.১)

অনূচান—(পুং) [অনু-বচ্-কানচ্ নিপাতনাৎ] শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ্ এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদের অধ্যয়নকর্ত্তা। ২ বেদার্থ-ব্যাখ্যাসমর্থ। "অনূচানঃ প্রবচনে সাঙ্গেঽধীতী" (অমর) ৩ বিনয়ান্বিত। "অনূচানঃ সাঙ্গবেদকোবিদে বিনয়ান্বিতে" (হেম) [বৈষ্ণক] উত্তমবৈদ্য। (বৃহ° আরণ্য° ৩.১.১)

অনূচানা—অপ্সরোবিশেষ। অর্জুনের জন্মকালে যে সকল অপ্সরা নৃত্যগীত করিয়াছিল ইনি তাহাদের অন্যতমা।

অনূচীন—(ত্রি) পশ্চাদ্‌গামী, ক্রমবিশিষ্ট। "অনূচীনা জীবিতা মানুষেভ্যঃ" (ঋক ৪.৫৪.২)

অনূচীনগর্ভ—(ত্রি) ক্রমবিশিষ্ট নিয়ম হইতে উৎপন্ন।

অনূচ্য—(ত্রি) [অনু পশ্চাদ্ উচ্যতে কথ্যতে অনু-বচ্-কর্ম্মণি ক্যপ্] অনুবাচ্য, পশ্চাৎ কথনীয়। ২ পাঠ্য। (অব্য) [অনুপশ্চাদুক্ত্বা অনু-ব্রূ বা বচ্-ল্যপ্] ৩ পশ্চাৎ বলিয়া। ৪ পর্য্যঙ্কের পার্শ্বস্থ কাষ্ঠখণ্ড।

অনূঢ়—(ত্রি) [ন উহ্যতে স্ম অনু-বহ্-কর্ম্মণি ক্ত] অবিবাহিত। "বিকৃতরূপা কন্যা অনূঢ়া জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠায়াঃ ঊঢ়ায়াঃ পরিবেদনায় ন ভবতি"। (স্মার্ত্ত)

কুৎসিত ও অবিবাহিত জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পূর্ব্বে যদি কনিষ্ঠা সহোদরা ভগিনীর বিবাহ হয়, তবে কনিষ্ঠার পূর্ব্বে বিবাহ জন্য দোষের কারণ হয় না। ২ অনুৎপন্ন।

অনূঢ়মান—(ত্রি) লজ্জাবিশিষ্ট।

অনূঢ়া—(স্ত্রী) অবিবাহিতা, যে স্ত্রীর বিবাহ হয় নাই।

অনূঢ়াগমন—(ক্লী) ব্যভিচার। ২ অবিবাহিত স্ত্রীগমন।

অনূঢ়াভ্রাতৃ—(পুং) অবিবাহিতা কন্যার ভ্রাতা। ২ রাজ-বেশ্যার ভ্রাতা।

অনূতি—(স্ত্রী) [অনু-বে-ক্তিন্ অভাবে নঞ্-তৎ] গমনের অভাব। "এবেদিন্দ্রঃ সুহব ঋষ্বো অস্তূতী অনূর্তী" (ঋক্ ৬.২৯.৬)

অনূত্ত—(ত্রি) পশ্চাৎপ্রদত্ত।

অনূদক—(ক্লী) জলের অভাব, পানীয় জল না থাকা।

অনূদর—গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের একতম। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন।

অনূদিত—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ উদিতম্ উক্তম্ অনু-বদ্-কর্ম্মণি ক্ত] যাহার অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। (ক্লী) [ভাবে ক্ত] ২ পশ্চাৎ কথন, পরে বলা।

অনূদ্দেশ—(পুং) বর্ণন, কথন। ২ যে পরিষ্কার করিয়া কথা বলে।

অনূদ্য—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ উদ্যতে কথ্যতে ক্যপ্] অনুবাদের বিষয়, যাহার অনুবাদ করা যায়। (অব্য) [অনু বদ্ ল্যপ্ ।] ২ অনুবাদ করিয়া। "সর্ব্বান্ গ্রহাননূদ্য মার্জ্জনমাত্রং বিধেয়ম্" (স্মার্ত্ত)। সকল গ্রহকে অনুবাদ করিয়া কেবল মার্জ্জনের বিধান হইল। [অনুবাদ দ্র°]

অনূদ্যমান—(ত্রি) উত্তরে উচ্চারিত, জবাবের সময় উত্তর বলা।

অনূধস—(স্ত্রী) শিরাবিহীন স্তন, যে গাভীর স্তনে দুগ্ধনির্গমন শিরা নাই। "অনূধা যদি জীজনদধা" (ঋক্ ১০।১১৫।১)

অনূন—(ত্রি) [ন ঊনং হীনম্, নঞ্-তৎ] পরিপূর্ণ, সমগ্র, ন্যূন নহে। "অনূনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ (ঋক্ ৩।৫।১) ঊনহীনরহিতাঃ ঊনার্থাঃ"। (দুর্গাদাস) ঊন, হীন এবং রহিত এই সকল শব্দে ঊন বুঝায়। [ন নূনং নিশ্চিতম্, নঞ্-তৎ] ২ নিশ্চিত নহে।

অনূনক—(ত্রি) [ন ঊনং হীনম্, নঞ্-তৎ, ততোঽনূনং এব স্বার্থে কন্] সকল, বিশ্ব, অশেষ, কৃৎস্ন, নিখিল, অখিল, নিঃশেষ। "অথ সমং সর্ব্বং বিশ্বমশেষং কৃৎস্নসমস্তনিখিলাখিলানি নিঃশেষম্। সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনূনকে।" (অমর)

অনূনগুরু—(ত্রি) অন্যূন ভার সম্বন্ধীয়, যাহার ওজন অধিক।

অনূনবর্চস—(ত্রি) সম্পূর্ণতেজস্ক, পূর্ণপ্রভান্বিত। পাবকবর্চা শুক্রবর্চা অনূনবর্চাঃ" (ঋক্ ১০।১৪০।২)

অনূপ—(ত্রি) [অনুগতাঃ প্রাপ্তা আপো জলানি যত্র, বহুব্রী] জলপ্রায় স্থান, জলা ভূমি। "জলপ্রায়মনূপং স্যাৎ" (অমর) (পুং) ২ জলপ্রায় স্থানে সর্ব্বদা বাসকারী মহিষ। ৩ দেশ-বিশেষ। "অনূপরাজস্য গুণৈরনূনাম্" (রঘু ৬।৩৭) [অনূপ্যতে অনুকীর্য্যতে নিত্যকালম উদকেন ইতি অনূপঃ বপতেধাতোঃ অসাবপি] ৪ নদী। ৫ সমুদ্র।

[অনুবপন্তি লোকান্ যেন যেন কর্ম্মণা, এতদনুবপনং লোকানাং বৃষ্ট্যাদিভিঃ] ৬ মেঘ, পর্জ্জন্য। যে অনুপূর্ব্বক বপন করে। "তত্রস্তপন্তি পৃথিবীমনূপা।" (ঋক্ ১০।২৭।৩৩) "বর্ষাদি-নামানুপূর্ব্বেণ বপ্তারঃ প্রভাবয়িতারঃ প্রক্ষেপ্তার ইত্যর্থঃ"। (সায়ণ)

৭ অনূপে—নিম্নে। "অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ।" (ঋক্ ৯।১০৭।৯) 'অনূপে—নিম্নদেশে' (সায়ণ)

অনূপ২—গুজরাট প্রদেশের একটা বিভাগ। কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত গির্ণারে প্রাপ্ত একখানি তাম্রফলকে ক্ষত্রপবংশীয় রুদ্রদামন্ নামক নৃপতি অনূপ প্রদেশের রাজা ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

অনূপকৌমুদী—জ্যোতির্বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনূপগড়—বিকানীর-রাজ্যস্থ সুরতগড় নিজামতের এক মহকুমা। অনূপগড় মহকুমায় ৭৫টী গ্রাম ও ৮ হাজার অধিবাসী আছে, এখানে অল্প ভূভাগই চাষের উপযোগী। প্রায় সর্ব্বত্রই জলাভাব দেখা যায়।

অনূপগড়২—উক্ত মহকুমার সদর। সহর অনূপগড় বিকানীর নগর হইতে ৮২ মাইল উত্তরে অক্ষা° ২৯°১২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১২' পূঃ অবস্থিত। সহরের উত্তরদিকে ঘর্ঘরা নদীর শুষ্ক খাত রহিয়াছে। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় দেড়হাজার। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বিকানীর-নরপতি অনূপসিংহ এখানে স্বনামে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

অনূপগিরি—একজন রাজা। ইনি অনূপগিরি গোঁসাই নামে পরিচিত। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলার হস্ত হইতে ঝান্সী অধিকার করিয়া ইনি কিছুদিন তথাকার রাজা হইয়া ছিলেন। পরে উর্চ্ছার রাজা এই স্থান অধিকার করিয়া লন।

অনূপচন্দ্র—পাণ্ডিত্যদর্পণপ্রণেতা উদয়চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক জনৈক রাজা।

অনূপজ—(ক্লী) [অনূপে জলবহুলে দেশে জায়তে জন-ড, ৭ ত] আদক, আদা। (ত্রি) ২ জলা ভূমিতে যে দ্রব্য জন্মে। অনূপ দেশ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে নিম্নলিখিতরূপ লক্ষণ দেখা যায়।— "বহুদকো বহুবৃক্ষশ্চ বাতশ্লেষ্মাময়ান্বিতঃ দেশোঽনূপ ইতি খ্যাতঃ" যে দেশে জলপূর্ণ স্থান এবং বহু বৃক্ষ আছে, এবং যেস্থান নদী, পল্বল, (ক্ষুদ্রজলাশয়) শৈল, প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহের দ্বারা মণ্ডিত ও হংস, সারস, কারণ্ডব, চক্রবাকাদি-পক্ষী এবং সরোবর আছে। যে স্থানে বরাহ, মহিষ, রুরু (মৃগবিশেষ), রোহি দিগের (স্থলচরবিশেষ) চঞ্চল গতি বর্ত্তমান, ফলপূর্ণ ও নানা শস্যযুক্ত এরূপ বাতশ্লেষ্মময় স্থানকে অনূপদেশ কহে। (ভাবপ্রকাশ)

অনূপদাস—যুক্তপ্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি। জন্ম ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার রচিত অনেক কবিতা ও শান্তিরসাত্মক গান পাওয়া যায়।

অনূপদেশ—(পুং) [বৈদ্যক] অনূপলক্ষণযুক্ত প্রদেশ। [অনূপ দ্র°]

অনূপদেশ২—দক্ষিণ মালবের একটী অংশ। নামান্তর হৈহয়, মহিষ বা মাহিষক। এই দেশ নর্ম্মদার উত্তরে অবস্থিত ছিল। (শিবপুরাণ ধর্ম্মসংহিতা ৫৬।৩৫, হরিবংশ—৫।৩৩।১১২, ১১৪) মাহিষ্মতী ইহার রাজধানী ছিল। (রঘু ৬।৩৭,৪৩)

অনূপনগর—একটী প্রাচীন জনস্থান। শাহাবাদ জেলার অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। মোগল রাজবংশের অভ্যুদয়কালে এখানে একটী টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল।

অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি—একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক।

ইনি ভাগবতপুরাণসূচিকা এবং সমঞ্জসাবৃত্তি নামে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা রচনা করেন।

অনূপবাঈ—মোগল-সম্রাট্ জাহান্দর শাহের মহিষী। ইঁহার গর্ভে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে হীনবীর্য্য মোগলবংশধর ২য় আলমগীর জন্মগ্রহণ করেন। [আলমগীর ২য় দ্র°]

অনূপমাংস—(ক্লী) অনূপদেশজাত জন্তুর মাংস। [আনূপ মাংস দ্র°]

অনূপরাম—(অনূপারাম) নীলকণ্ঠ-বিরচিত শিবতাণ্ডবটীকা গ্রন্থের অপর নাম।

অনূপ রায—যুক্তপ্রদেশের বড়গুজর বংশীয় জনৈক রাজা। মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের সভাসদ্ ও বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি বুলন্দসহর জেলায়, দিল্লী হইতে বাহিলখণ্ড যাইবার পথে গঙ্গাতীরে স্বনামে অনূপ সহর এবং পরে স্বীয় প্রভু জাহাঙ্গীর বাদশাহের নামে জাহাঙ্গীরাবাদ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। [অনূপসহর ও জাহাঙ্গীরাবাদ দ্র°]

অনূপরেখা, অনূপবতী—দিব্যাঙ্গনাভেদ।

অনূপবিলাস (বা 'ধর্ম্মাম্ভোধি') একখানি বৃহৎ স্মৃতিগ্রন্থ। রাঠোরবংশীয় অনূপসিংহের অধীনে মণিরাম দীক্ষিত এই গ্রন্থ রচনা করেন। মণিরাম গঙ্গারামের পুত্র ও শিবদত্তের পৌত্র। 'অনূপবিলাস' ছয় ভাগে বিভক্ত—১ আচাররত্ন, ২ সময়রত্ন, ৩ সংস্কাররত্ন, ৪ বৎসররত্ন, ৫ দানরত্ন ও ৬ শুদ্ধিরত্ন। এই গ্রন্থে দিল্লী সম্রাট্ আলমগীরের উল্লেখ আছে।

অনূপবিবেক—অনূপসিংহদেবের রচিত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ। 'শালগ্রামপরীক্ষা' সম্বন্ধে পাঁচটী উল্লাসে ইহা রচিত।

অনূপব্যবহারসাগর—মণিরাম দীক্ষিত-প্রণীত একখানি জ্যোতির্বিষয়ক গ্রন্থ।

অনূপসংগীতবিলাস—ভাবভট্টরায়-বিরচিত সংগীতসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অনূপসদম্—(অব্য°) প্রত্যেক উপসদে, নানা উপসদ্‌ভিন্নে।

অনূপসহর—বুলন্দসহর জেলার একটী তহশীল। গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। আয়তন পরিমাণ—৪৪৮ বর্গ মাইল, ইহার অধিকাংশ স্থানই কৃষিকার্য্যের উপযোগী।

অনূপসহর$_2$—বুলন্দসহর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮°২১′ উ°, দ্রা° ৭৮°১৮′৫৫″ পূ°। অধিবাসীরা অধিকাংশই হিন্দু। দিল্লী হইতে ৭৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বড়গুজর নৃপতি অনূপরায় এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম হইতেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ এইস্থানে থাকিয়া জাঠ ও মরাঠাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণ করিয়াছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজগণ এখানে বাণিজ্য করিতেছিলেন, পরে তাঁহারা মীরাটে গমন করেন। গঙ্গা নদী প্রবাহিত থাকায় এই নগর ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। প্রধান পণ্য দ্রব্য—কাঠ, পাথর, বাঁশ প্রভৃতি। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—তুলা, কাপড়, সাবান, নীল প্রভৃতি।

অনূপ সিংহ—রেবারাজ্যের জনৈক অধিপতি (১৬৪০—১৬৬০ খৃষ্টাব্দ)। ইনি সম্রাট্ আকবরের চক্রান্তে উর্চ্ছারাজ পাহাড়সিংহ বুন্দেলা কর্ত্তৃক রেবা হইতে বিতাড়িত হন, তৎপরবৎসর (১৬৫৮ খৃঃ) দিল্লী গমন করিয়া তিনি মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সম্রাট্ কর্ত্তৃক বন্ধোগড়ের অধিপতি নিযুক্ত হন। [রেবা ও বন্ধোগড় দ্র°]

অনূপসিংহদেব—একজন হিন্দু নরপতি। কর্ণসিংহ দেব রাঠোরের পুত্র। ইনি পণ্ডিত অগস্ত্য ভট্টের দ্বারা তীর্থরত্নাকর, তত্ত্বরামের দ্বারা অদ্ভুত লক্ষকোটীহোমপ্রয়োগ, ভাবভট্টরায় দ্বারা অনূপসংগীতবিলাস, মণিরামের দ্বারা অনূপবিলাস এবং বিদ্যানাথের দ্বারা জ্যোৎপত্তিসার নামে গ্রন্থ লিখাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অনূপবিবেক, কামপ্রবোধ, এবং শ্রাদ্ধপ্রয়োগ-চিন্তামণি নামক গ্রন্থত্রয়ও ইঁহার প্রণীত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অনূপসিংহ শাহজাহানের সম সাময়িক ছিলেন। প্রায় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি 'অনুষ্ঠানপদ্ধতি' রচনা করেন।

অনূপা—দক্ষকন্যা প্রধার গর্ভে ও মহর্ষি কশ্যপের ঔরসজাত এক কন্যা। (মহাভারত)

অনূপ্য—(ত্রি) [অনূপে জলবহুলদেশে ভবঃ] জলাভূমিতে জাত, জলপ্রায়দেশে উদ্ভূত। (অথর্ব্ব ১ ৬ ৪)

অনূবন্ধ্য—(ত্রি) [অনু-যাগং লক্ষীকৃত্য বধ্যতে যৎ, উপসর্গস্য দীর্ঘত্বম] বধের নিমিত্ত যজ্ঞের বন্ধনীয় পশু। "অনূবন্ধ্যায়ৈ সমিষ্টযজুর্ষামুপরিষ্টাৎ" (ঐতরেয়ব্রা° ৭ ২১)

অনূমাকোণ—[অনুমাকোণ দ্র°]

অনূযাজ—(পুং) [অনু পশ্চাদিজ্যতে অসৌ অনু-যজ-ঘঞ্ উপসর্গস্য বা দীর্ঘত্বম্] [অনুযাজ দ্র°]

অনূরাধ—(ত্রি) [অনুরাধ্যতে অনু রাধ্-কর্ম্মণি ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘত্বম্] অনুরাধনীয়, আরাধনীয়, আরাধনার যোগ্য। "ইন্দ্রং বয়মনূরাধং হবামহে"। (অথর্ব্ব ১৯ ১৫ ২) ২ উপাস্ত [ভাবে ঘঞ্] ৩ আরাধনা।

অনূরু—(পুং) [নাস্তি উরু যস্য, নঞ্ বহুব্রী] উরুশূন্য। ২ সূর্য্যের সারথি। ৩ বিনতার জ্যেষ্ঠপুত্র গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ৪ কশ্যপের পুত্র। "সূরসূতোঽরুণোঽনূরুঃ কাশ্যপির্গরুড়াগ্রজঃ" (অমর) [ইহার উরু না থাকার কারণ অনূরুসারথি শব্দে দ্র°] ৮

অনূরুসারথি—(পুং) [অনূরু অরুণঃ সারথিঃ রথচালকো যস্য বহুব্রী] সূর্য্য। অরুণ কি কারণে সূর্য্যের সারথি হইয়াছেন, সে বৃত্তান্ত মহাভারতে লেখা আছে। কশ্যপের কদ্রু ও বিনতা নামে দুইটী পত্নী ছিলেন। পতিভক্তি ও পতিসেবা করিতে তাঁহাদের ত্রুটি ছিল না, সে কারণ কশ্যপ দুই জনকে দুইটী বর দিতে চাহিলেন। কদ্রু স্বামীর কাছে এই বর লইলেন—'আমার গর্ভে যেন এক সহস্র তেজস্বী সর্প জন্মে'। বিনতা বলিলেন—'আমি দুইটী পুত্র চাই; কিন্তু তাহারা যেন কদ্রুর সন্তানদের চেয়ে অধিক বলবান হয়'। মহর্ষির বাক্য নিষ্ফল হইবার নহে। কদ্রু এবং বিনতা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। কিছুকাল পরে কদ্রু সহস্র ডিম্ব প্রসব করিলেন, আর বিনতার গর্ভ হইতে দুইটী ডিম্ব ভূমিষ্ঠ হইল। দাসদাসীরা সেই ডিম্বগুলি ভাঁড়ের ভিতর রাখিয়া দিল। পাঁচ শত দিন, পাঁচ শত মাস, গণিতে গণিতে পাঁচ শত বৎসর গত হইয়া গেল, তাহার পর কদ্রুর ডিম্বগুলি ফুটিল। তাহা হইতে এক সহস্র তেজস্বী সর্প বাহির হইল। বিনতার ডিম্ব দুটী ফুটিল না। সরলা রমণী জাতির প্রাণে সকল সহে, কিন্তু সপত্নীর সম্পদ্ সহ্য হয় না।—হৃদয়ে কঠিন বজ্রের মত গিয়া লাগে। বিনতা মনের ক্ষোভে আপনার একটী ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সন্তান বাহির হইল, কিন্তু তাহার শরীর তখনও পরিপক্ক হয় নাই; কেবল মস্তক আছে, হস্ত আছে, বক্ষঃস্থল আছে—পা হয় নাই। তাই অরুণকে লোকে অনূরু কহে। তিনি শীতে জড়ীভূত হইয়া সূর্য্যের সারথি হইলেন। [গরুড় দ্র°]

অনূর্জ্জিত—(ত্রি) বলহীন। ২ গর্ব্বশূন্য।

অনূর্দ্ধ—(ত্রি) অনুচ্চ।

অনূর্দ্ধভাস্—(ত্রি) ঊর্দ্ধগত তেজস্ক। ২ অগ্নি। "অনূর্দ্ধভাসঃ সদমিদ্দুর্য্যাৎ।" (ঋক্ ৫.১১.৪)

অনূর্ম্মি—(ত্রি) [ন ঊর্ম্মি ঊর্ম্মি হিংসাকর্ম্মা] অহিংস্র। ২ শত্রুর অগম্য। "অহীশুবং ব্যধবদনূর্ম্মিং" (ঋক্ ৮.২৪.২২) 'ঊর্ম্মির্হিংসা-কর্ম্মা। কৈশ্চিদপ্যহিংস্যং অথবা শত্রুভিরগন্তব্যম্' (সায়ণ)

অনূলা—(স্ত্রী) কাশ্মীরের নদীবিশেষ।

অনূবৃজ—(পুং) পঞ্জরের নিকটস্থ অংশ। "ভগন্দাভ্যামনূবৃজ্যো" (অথর্ব্ব ৯.৪.১২)

অনূষর—(ত্রি) লবণবিশিষ্ট। ২ লবণরহিত।

অনূর্ব্বিত—(ত্রি) অন্তের নিকট বর্ত্তমান।

অনূক—(স্ত্রী) [বৈদিক] উৎপল। ২ ওষধিফল। ৩ পাথর। (ত্রি) ৪ শীতল।

অনূষ্মপর—(ত্রি) যাহার পশ্চাতে উষ্মবর্ণ নাই।

অনূহ—(ত্রি) বিচারবিহীন। ২ চিন্তারহিত।

অনূহবাহন—পুরাণোক্ত একজন রাজা। ইনি তপোবলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। (বায়ুপুরাণ) [অজমীঢ় দ্র°]

অনৃক—(ত্রি) ঋকরহিত।

অনৃক্ষর—(ত্রি) [ন সন্তি ঋক্ষরাঃ কণ্টকা যত্র বহুব্রী] কণ্টক-শূন্য। 'অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থাঃ।' (ঋক্ ১০.৮৫.২৩) "ঋক্ষরঃ কণ্টক উচ্যতে। অনৃক্ষরাঃ কণ্টকরহিতাঃ" (সায়ণ)

অনৃচ—(পুং) [নাস্তি ঋক্ যস্য, নঞ্ বহুব্রী] অনভ্যস্ত ঋঙ্মন্ত্র। ২ অনুপনীত বালক, যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই। ৩ উপনয়নের নিমিত্ত উপনয়ন স্থলে আনীত হইয়াছে, অথচ ঋগ্বেদ অভ্যাস করিতে পারে না এরূপ বালক। "অনৃচবহ্বৃচাবাধ্যেতর্য্যেব"। (সি° কৌ°) অধ্যয়নের যোগ্যতা বুঝাইলে অনৃচ ও বহ্বৃচ এইরূপ সমাসান্ত অ প্রত্যয় হয়। অন্যত্র হইবে না। যথা—অনৃক্সাম অনৃচ অর্থাৎ স্তুতিশূন্য। যথা—

"অব নো বৃজিনা শিশীহ্যৃচা বনেমানৃচঃ" (ঋক্ ১০.১০৫.৮) "হে ইন্দ্র! নো অস্মাকং বৃজিনা বৃজিনানি বর্জনীয়ানি পাপান্যেব শিশীহি অত্যর্থং তনূকুরু। বিনাশয়েত্যর্থঃ। বয়ং চ ঋচা স্তুত্যা সাধনেনানৃচোহস্তুতিকানযজমানান্ বনেম হিংসাম" (সায়ণ)

অনৃজু—(ত্রি) [ন ঋজু, নঞ্ তৎ] শঠ, বক্র, কুটিল। "ন নেত্রচপলোহনৃজুঃ" (মনু ৪.১৭৭)

অনৃণ—(ত্রি) [নাস্তি ঋণম্ উত্তারো যস্য, নঞ্ বহুব্রী] ঋণশূন্য, যাহার ধার নাই। ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপ হয়। যেমন—উত্তমর্ণের (ধনস্বামীর) নিকট ধনাদি ধার করিলে তাহাকে ঋণ বলা যায়, সেইরূপ মানুষের আরও তিন প্রকার ঋণ আছে। যথা,—

"যজমানো বৈ পুরুষস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণী ভবতি, স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।"

যজমান ঋষিদের কাছে, দেবতার কাছে এবং পিতৃলোকের কাছে, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও পুত্রোৎপাদনরূপ তিন প্রকার ঋণে আবদ্ধ থাকেন। স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করিতে হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ শোধ করিতে হয় এবং পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

অনৃণতা—(স্ত্রী) ঋণহীনতা।

অনৃণিন্—(ত্রি) [ন ঋণী, নঞ্-তৎ] ঋকার অর্দ্ধস্বরবর্ণ, তাই অঋণী এ প্রকার হয় নাই। এখানে নুট্ অর্থাৎ অন্ এই প্রকার রূপ হইয়াছে। ঋণী নহে, যাহার ঋণ নাই।

"পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥"

(মহাভা° ৩.৩১২.১১০)

হে বারিচর হংস! দিবসের পঞ্চম ভাগে কিংবা ষষ্ঠ ভাগে

যিনি আপনার গৃহে শাক রাঁধিয়া খান, তিনি অনৃণী আর অপ্রবাসী হইলে তাঁহাকেই সুখী বলা যায়।

অনৃত—(ক্লী) [ন ঋতং সত্যম, নঞ্‌ তৎ] সত্য নহে, মিথ্যা। ২ মিথ্যাবাক্য। "পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যাঃ" (ঋক্ ৪.৫.৫) ৩ কৃষি। "বিতথমনৃতং বচঃ" (অমর)

অনৃত—হিংসার গর্ভে ও অধর্ম্মের ঔরসে জাত পুত্র। ইনি সাধারণের অমঙ্গলকারী। ইহার ভগিনীর নাম নিকৃতি। ইহাদের ভয় ও নরক নামে দুই পুত্র এবং মায়া ও বেদনা নামে দুই কন্যা জন্মে। (বিষ্ণুপুরাণ) ইহার ভগিনী নিকৃতিকে লোভ বিবাহ করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

অনৃতক—(ত্রি) [অনৃতে মিথ্যাবাক্যে প্রবৃত্তং কন] মিথ্যাবাক্য কহিতে রত, যে মিথ্যা বাক্য কহিতে ভালবাসে।

অনৃতদেব (ত্রি) [অনৃতা অসত্যভূতা দেবা যস্য] যাহার দেবতা মিথ্যা। "যদি বাহমনৃতদেব।" (ঋক্ ৭.১০৪ ১৪) "অনৃতাঃ অসত্যভূতাঃ দেবাঃ যস্য তাদৃশাঃ।" (সায়ণ)

অনৃতদ্বিষ্ (ত্রি) অনৃতের প্রতি যিনি দ্বেষ করেন। ২ সত্যবাদী।

অনৃতভাষণ (ক্লী) অসত্যকথন।

অনৃতবাদিন্—(ত্রি) [অনৃতং মিথ্যাবাক্যং বদতি বদ্-ণিনি] মিথ্যাবাদী, যে মিথ্যা কথা কহে।

অনৃতব্রত—(ত্রি) যিনি ব্রতের অপালন করেন। ২ প্রতিজ্ঞাত ভঙ্গকারী।

অনৃতিন্—(ত্রি) অসত্যভাষী।

অনৃতু—(পুং) [ঋতুর্বর্ষাদিকালঃ, নঞ্‌-তৎ] বর্ষাদিকাল নহে, বর্ষাদি ভিন্ন কাল। "অনৃতৌ চাভ্রদর্শনে" (মনু ৪.১০৪) [নাস্তি ঋতুঃ স্ত্রীপুষ্পবিকাশো যস্মিন কালে] ২ স্ত্রীপুষ্পবিকাশের ভিন্নকাল, যে সময় ঋতু হয় না।

অনৃতুকন্যা—(স্ত্রী) যাহার এখনও স্ত্রী-পুষ্প বিকাশের সময় হয় নাই এরূপ কন্যা।

অনৃশংস—(ত্রি) [ন নৃশংসং বিরোধে নঞ্‌-তৎ। অহিংস্র "তেষাং যোঽনৃশংসতমঃ স্যাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২২.৪.৭)

অনৃশংসতা—(স্ত্রী) কোমলতা, কৃপালুতা।

অনেক—(ত্রি) [ন একম্, নঞ্‌-তৎ একভিন্নতয়া বহুবচনান্ততা] এক নহে, দুই তিন ইত্যাদি একের অধিক সংখ্যা বহুসংখ্যক, কিন্তু অনেক শব্দ একবচনেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—"অবিরহিতমনেকেনাঙ্কভাজা ফলেন।" (ভারবি ৫.৫২) "অনেকেন বহুনা" (মল্লিনাথ)।

অনেককাল—(অব্য°) সুদীর্ঘ সময়ের নিমিত্ত।

অনেককালাবধি—(অব্য°) সুদীর্ঘ সময় হইতে।

অনেককৃত—(পুং) অধিক কর্ম্ম। ২ শিবের একটী নাম।

অনেকগোত্র—(পুং) একাধিক বংশবিশিষ্ট।

অনেকচার—(ত্রি) সঙ্ঘবদ্ধ, বহুলোকের সহিত যে মিশিয়া থাকিতে ভালবাসে।

অনেকচিত্তমন্ত্র—(পুং) বিভিন্নপ্রকার বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন।

অনেকচূড়া—মাতৃকাভেদ। দেবাসুর যুদ্ধে অনেক-মাতৃকা দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি উৎকৃষ্ট অস্ত্রদ্বারা মহিষাসুরকে আহত করেন। (বামনপুরাণ)

অনেকজ—(ত্রি) [অনেকবারম্ অনেকেভ্যো বা জায়তে জন ড উপস° ৫-তৎ বা] সমাসের মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকিলে বার এই রূপ অর্থও বুঝায়। ২ দুইবার জাত পক্ষী। ৩ বহু হইতে জাত।

অনেকজন্মজন্মন্—অষ্টবসুর অন্যতম অনলের পুত্র। (শ্রীমদ্ভাগবত)

অনেকতা—(স্ত্রী) অধিকতা, আধিক্য

অনেকত্র—(অব্য) বহুসংখ্যক স্থানে।

অনেকদিগ্বায়ু—(পুং) বহুদিক্‌গামী বায়ু।

অনেকধর্ম্মকথা—(স্ত্রী) বিভিন্ন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা।

অনেকধা—(অব্য) [ন একধা, নঞ্‌-তৎ] বহু প্রকার। "জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা" গীতা ১১.১৩)

অনেকধাপ্রয়োগ—(পুং) বহুবার ব্যবহার।

অনেকপ—(পুং) [অনেকাভ্যাং দ্বাভ্যাং মুখশুণ্ডাভ্যাং পিবতি পা-ক] দ্বিপ, হস্তী, হাতী।

"দন্তী দন্তাবলো হস্তী দ্বিরদোঽনেকপো দ্বিপঃ।" (অমর)

অনেকপা—(স্ত্রী) হস্তিনী।

অনেকপুণ্যোদ্যাপন—স্তোত্রবিশেষ।

অনেকভার্য্য—(ত্রি) একাধিক পত্নীবিশিষ্ট।

অনেকমল্ল—একজন হিন্দু নরপতি। ইঁহার গোপেশ্বরের সংবত ১১১৩ উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি কেদারভূমি ও গড়বাল জয় করিয়াছিলেন।

অনেকমুখ—(ত্রি) বিভিন্নরূপাবশিষ্ট, ভিন্ন ভিন্ন মার্গগামী।

অনেকমূর্ত্তি—(পুং) [ন একা অবতারভেদেন বহুমূর্ত্তয়ো যস্য] পরমেশ্বর।

অকেযুদ্ধবিজয়িন্—(পুং) বহুসংখ্যক সংগ্রামে বিজয়ী বীর।

অনেকরন্ধ্র—(ত্রি) বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ট, বলহীন, অথবা দুঃখবিশিষ্ট।

অনেকরূপ—(পুং) [অনেকানি রূপাণি যস্য] বহুধা রূপবিশিষ্ট পরমেশ্বর। (ত্রি) ২ অনেক রূপযুক্ত বস্তু। [অনেকঞ্চ তদ্রূপ-ঞ্চেতি, কর্ম্মধা°] ৩ একরূপ ভিন্ন।

অনেকল—বহিস্থুরের বজলোর জেলাস্থিত একটী তালুক। মধ্য

আয়তন পরিমাণ ১৭৮ বর্গমাইল। প্রধান উৎপন্নদ্রব্য - লৌহ, তুলা, রেশম, মসলিন, পাগড়ী ও কার্পেট।

অনেকল—মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলোর জেলান্তর্গত একটী নগর অধিবাসীদের অধিকাংশই জাতিতে হিন্দু। প্রাচীনকালে ইহা একটী সুরক্ষিত রাজধানী ছিল। হাইদার আলি শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনেকলিঙ্গ—শিবলিঙ্গের প্রকারভেদ। [লিঙ্গ দ্র°]

অনেকলোচন- (পুং) [অনেকানি লোচনানি যস্য, বহুব্রী] সহস্রলোচন ইন্দ্র। ২ পরমেশ্বর।

অনেকবক্রা—কুব্জা। [কুব্জা দ্র°]

অনেকবচন—(স্ত্রী) বহুবচন।

অনেকবর্ণসমীকরণ—যে সমীকরণে একের অধিক অজ্ঞাত রাশি থাকে, তাহাকে 'অনেকবর্ণসমীকরণ' (Simultaneous Equation) কহে।

ক+১=৭, এখানে ক একটী অজ্ঞাত রাশি, আবার,

৪ক+৩খ=৩১

৩ক+২খ=২২, এখানে ক এবং খ এই দুইটী অজ্ঞাত রাশি রহিয়াছে। ঐ দুই অজ্ঞাত রাশি কত সংখ্যার সঙ্গে সমান, তাহা বাহির করিতে হইলে, প্রথম সমীকরণকে ৩ দিয়া এবং দ্বিতীয় সমীকরণকে ৪ দিয়া গুণ কর, তাহা হইলে

১২ক+৯খ=৯৩

১২ক+৮খ=৮৮, এইরূপ হইবে।

বিয়োগ কর, খ=৫, এইবার প্রথম সমীকরণে খ স্থানে ৫ দাও, তাহা হইলে

৪ক+১৫=৩১, ৪ক=৩১−১৫,

৪ক=১৬, ক=৪।

মূল কথা, একের অধিক অজ্ঞাত রাশি থাকিলে সমীকরণের রাশিগুলিকে এমন অঙ্ক রাশি দিয়া গুণ কিংবা ভাগ করিবে যেন যোগ অথবা বিয়োগ দ্বারা একটী অজ্ঞাত রাশি অদৃশ্য হয়।

শক+সখ=ন

জক−টখ=ম, ক এবং খ রাশি কত বাহির কর। প্রথম রাশিকে জ দিয়া এবং দ্বিতীয় রাশিকে শ দিয়া গুণ কর, জ শ ক+জ স খ=জন

জ শ ক−ট শ খ=মট; বিয়োগ কর,

জ স খ+ট শ খ=জন−মট; অর্থাৎ,

(জ স+ট শ) খ=জন−মট,

অতএব, খ = (জন−মট) / (জস+টশ);

পুনর্ব্বার প্রথম রাশিকে ট দিয়া এবং দ্বিতীয় রাশিকে স দিয়া গুণ কর,

ট শ ক+ট স খ=টন,

জ স ক−ট স খ=সম, যোগ কর,

ট শ ক+জ স ক=টন+স ম, অর্থাৎ,

(ট শ+জ স) ক=টন+স ম,

অতএব ক = (টন+স ম) / (টশ+জ স)

একটী রাশিতে দুইটী অঙ্ক আছে। সেই দুইটী অঙ্ক যোগ করিলে ৫ হয়। আবার সমস্ত রাশিতে ৯ যোগ করিলে রাশির অঙ্কগুলি উল্টিয়া যায়। সেই রাশি কত স্থির কর।

মনে কর,——ক বাম ভাগের অঙ্ক।

খ দক্ষিণ দিকের অঙ্ক।

কাজেই প্রস্তাবানুসারে,

ক+খ=৫,

এবং, ১০ক+খ+৯=১০খ+ক, অঙ্ক উল্টিয়া গেল।

অতএব, ৯ক−৯খ= −৯, অথবা

ক − খ= −১, উপরের সমীকরণে

যোগ কর, ২ক=৪, ক=২, খ=৩,

কাজেই অজ্ঞাত রাশি হইল ২৩।

অনেকবার—(অব্য°) বহু সময়ে, পুনঃ পুনঃ।

অনেকবিধ—(ত্রি) [অনেকা বিধা প্রকারো যস্য যত্র বা। বহুব্রী] বহুপ্রকার।

অনেকশফ—(ত্রি) খণ্ডিত খুরবিশিষ্ট।

অনেকশব্দ—(ত্রি) বহুসংখ্যক শব্দের দ্বারা প্রকাশিত।

অনেকশস—(অব্য°) [অনেকান্ দদাতি অনেক বীপ্সার্থে কারকে শস্] অনেকবার। "অনেকশোনির্জ্জিতরাজকস্তিতি" (ভট্টি)

অনেকশাস্তিপদ্ধতি—একখানি দীধিতি।

অনেকাকার—(ত্রি) চিত্র-বিচিত্র, রঙ-বেরঙ, নানাবর্ণ।

অনেকাক্ষর—(ত্রি) বহুসংখ্যক বর্ণবিশিষ্ট।

অনেকাক্ষরকোষ—একখানি অভিধান।

অনেকাগ্র—(ত্রি] [ন একাগ্রম্ একনিরতম্ অনাকুলঃ বা নঞ্‌-তৎ] যে আসক্ত নহে। ২ একচিত্ত নহে, আকুল

অনেকাচ্‌—(ত্রি) বহুসংখ্যক স্বরসংযুক্ত।

অনেকান্ত—(ত্রি) [ন একো মুখ্যোঽন্তো নিশ্চয়ো যেন যত্র বা,

নঞ্‌_বহুব্রী] অসঙ্গত। ২ অন্যথাযুক্ত। ৩ ব্যভিচারবিশিষ্ট। ৪ দুষ্ট হেতু। [ন একান্তং নিতান্তম অতিমাত্রমিতি যাবৎ। নঞ্‌ বং] ৫ নিতান্ত নহে। ৬ অতিশয় নহে।

"অনেকান্তং বদতীত্যেবং শীলঃ'। (হিতোপ)

অনেকান্তবাদ—অনেক অর্থাৎ একাধিক অন্তবিশিষ্ট 'অনেকান্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বহুধর্ম্মান্বিত। অন্ত শব্দের অর্থ ধর্ম্ম বা পক্ষ। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে 'অন্ত' শব্দের পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মাংশদ্বয়স্বরূপই বিবক্ষিত অর্থ ইহা বুঝিতে পারা যায়। ন্যায়ভাষ্যকার মহামুনি বাৎস্যায়ন অনৈকান্তিক শব্দের অর্থ বিচার করিতে বলিয়াছেন—'নিত্যত্ব একটী অন্ত, অনিত্যত্ব অপর একটী অন্ত। যাহা একটী অন্তে বিদ্যমান তাহা ঐকান্তিক, আর যাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ উভয় অন্তেই বিদ্যমান, তাহা অনৈকান্তিক'। ভাষ্যকারের উক্তি হইতে আমরা 'অন্ত' শব্দের অর্থ 'পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম' ইহা অনুমান করিতে পারি। মাধ্যমিককারিকা গ্রন্থে উদ্ধৃত সমাধিরাজসূত্র গ্রন্থের বাক্য হইতেও আমরা অনুরূপ অর্থ কল্পনা করিতে পারি। বাক্যটী এই—"অস্তীতি নাস্তীতি উভেহপি অন্তা, শুদ্ধী অশুদ্ধীতি ইমেহপি অন্তা। তস্মাদুভে অন্তে বিবর্জয়িত্বা, মধ্যেহপি স্থানং প্রকরোতি পণ্ডিতঃ॥" [মধ্যেহি স্থানং প্রকরোতি—পাঠান্তর]। ইহাতেও আমরা দেখিতেছি যে পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাব 'অস্তি ও নাস্তি, শুদ্ধি ও অশুদ্ধিকেই অন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁহার 'প্রসন্নপদা' নাম্নী মাধ্যমিককারিকার বৃত্তিতে "যাঃশুন্যতাং বার্মবিধূতবাসঃ"—এই বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভাব ও অভাব এই অন্তদ্বয় বর্জ্জিত বলিয়া সমস্ত বস্তুর স্বভাব বানুৎপত্তিরূপ যে শূন্যতা—তাহাকেই 'মধ্যমা প্রতিপৎ' বা মধ্যমমার্গ' বলা হয়। ইহাতেও আমরা পরস্পরবিরোধী ভাব ও অভাবকেই অন্ত শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখি। তাহা হইলে যাহা এক অন্তকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত থাকে তাহা একান্তবর্ত্তী বা ঐকান্তিক পদবাচ্য, আর যাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ অন্ত বা কোটিকে অবলম্বন করিতে পারে তাহা অনৈকান্তিক। অনেকান্ত শব্দ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে তাহার অর্থও অনৈকান্তিকই হইয়া যায়।

যাহার 'অনেক অন্ত আছে'—তাহা অনেকান্তবর্ত্তী। তার্কিক চূড়ামণি জৈন দার্শনিক বিমলদাস তাঁহার স্বকৃত 'সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থে অনেকান্ত শব্দের অর্থ 'অনেকধর্ম্মাত্মক' বলিয়াছেন। যদিও 'অন্ত'শব্দের অর্থ কেবল 'ধর্ম্ম' বলিয়াই এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মকেই অন্ত-শব্দের অর্থ বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত। কারণ যে সমস্ত ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ নাই, তাহাদিগকে অন্ত-শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। যেমন, ঘটরূপ বস্তুতে ঘটত্ব ও দ্রব্যত্ব প্রভৃতি পরস্পর অবিরুদ্ধ অনেকধর্ম্ম থাকিলেও, তাহাকে 'অনেকান্ত' বলা হয় না বা এইরূপ বলিলে জৈনদের অভীষ্টমতও সিদ্ধ হয় না। পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক ধর্ম্মের সমাবেশই তাহা হইলে 'অনেকান্ত' শব্দের বিবক্ষিত অর্থ,—যদিও জৈন দার্শনিকগণ 'অস্তিত্ব' বা 'নাস্তিত্ব' প্রভৃতি ধর্ম্মের একত্র সমাবেশে বিরোধদর্শন করেন না—তাই তাঁহারা পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া ইহাদের কীর্ত্তন করেন না। ইহার মলীভূত যুক্তি আমরা পরে দেখাইব। তাই, যদিও বিমলদাস অনেক ধর্ম্মাত্মক বস্তুকেই অনেকান্ত শব্দ বাচ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তথাপি উহা পরস্পরবিরুদ্ধ অনেকধর্ম্মবিশিষ্টরূপ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। বিরোধ এখানে পারমার্থিক বা আপাততঃ প্রতীত হয় বিচার পরে করা হইবে।

জৈন দার্শনিকগণের মতে সমস্ত বস্তু অনন্তধর্ম্মাত্মক। যদিও অনন্তধর্ম্মের নির্দ্দেশ বা জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞব্যতীত কাহারও জ্ঞানের সাধ্য হইতে পারে না, তথাপি প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ এক একটী ধর্ম্ম-পুরস্কারে অংশতঃ নিরূপণ করা যাইতে পারে। অনন্তধর্ম্মক বস্তুর একটী বিশেষ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যে জ্ঞান হয়, সেই একদেশ-বিশিষ্ট খণ্ডিজ্ঞানসাধক প্রকারকে 'নয়' এই আখ্যা দেওয়া হয়। অতএব সমস্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান যাহা দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহা প্রমাণশব্দবাচ্য প্রমাণ ও নয়ের সাহায্যে বস্তুস্বরূপের জ্ঞান সাধিত হয়। কিন্তু বস্তু অনন্তধর্ম্মক ও অপরিচ্ছেদ্য হইলেও যে কোন ধর্ম্ম পুরস্কারে যাহার জ্ঞান হইতে পারে এবং জ্ঞান হইলেই তাহা সপ্তপ্রকারবিশিষ্ট হইবে। কারণ, যদি কোন ধর্ম্মকে একান্তভাবে কোন বস্তুর উদ্দেশে বিধান করা যায়—তাহা হইলে অন্য ধর্ম্মের অর্থতঃ প্রতিষেধ করা হইবে। এইরূপ নিষেধ সম্বন্ধেও এই নীতি তুল্যভাবে প্রযুক্ত হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কার করা হইলে ইহা সম্যক উপলব্ধ হইবে। এই সপ্ত প্রকার জ্ঞানের প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সপ্তপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করা হয়। এই জন্যই সপ্তপ্রকার উক্তিকে 'সপ্তভঙ্গী' এই আখ্যা দ্বারা অভিহিত করা হয়। ভঙ্গ শব্দের অর্থ বাক্য। সপ্ত ভঙ্গের বা বাক্যের সমাহার বলিয়া ইহাকে সপ্তভঙ্গী বলে। যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে কোন ধর্ম্মের বিধি বা নিষেধ করিতে হইলে, সপ্তপ্রকার জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং তাহার সপ্তপ্রকার উত্তরই হইবে। অতিরিক্ত প্রকারের সংশয় বা জিজ্ঞাসা সম্ভাবিত হয় না—ইহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে অস্তিত্ব ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া সপ্তভঙ্গী-ন্যায়ের অনেকান্তবাদ প্রমাণিত করিব। যখন কেহ বলেন—'ঘটঃ

অস্তি' (ঘট আছে), তখন নিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে জৈনগণ 'স্যাৎ' এই শব্দের প্রয়োগ করেন—অর্থাৎ তাঁহারা বলিবেন 'স্যাৎ অস্ত্যেব ঘটঃ'। 'স্যাৎ' শব্দটী নিপাত। ইহা লিঙন্ত অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'স্যাৎ' শব্দের প্রতিরূপ। অর্থ—হাঁ হইতে পারে বটে। ইহার অর্থ অনেকান্ত। তাহা হইলে—'স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ' ইহার অর্থ 'হাঁ হইতে পারে বটে, ঘট আছেই'। এইরূপ বটো নাস্তি' ঘট নাই, ইহা বলিতে হইলে 'স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ' হাঁ, হইতে পারে বটে ঘট নাই—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। আর যদি কেহ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এই উভয় ধর্মের ক্রম প্রতীতি অনুসারে ক্রমিক বিধান করিতে চাহেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে 'স্যাৎ, অস্তি চ নাস্তি চ ঘটঃ' 'হাঁ, হইতে পারে বটে, ঘট আছে ও নাই'। যদি অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এই উভয় ধর্মের এককালেই বিধান করিতে হয় তখন কোন একটী শব্দের দ্বারা এই উভয় অর্থের প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না বলিয়া 'অবক্তব্য' এই শব্দের দ্বারা নির্দেশ করিতে হইবে এবং তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্যাৎ এই শব্দ দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে। এইরূপে অস্তিত্ব ও অবক্তব্যত্ব এই উভয় ধর্ম্মের, নাস্তিত্ব ও অবক্তব্যত্ব এই উভয় ধর্ম্মের এবং ক্রমিক অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এবং অবক্তব্যত্ব ধর্ম্মের বিধান করিতে হইলেও স্যাৎপদের দ্বারা বিশেষিত করিতে হইবে। যেমন অস্তিত্ব' ও নাস্তিত্ব' ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া স্যাৎ পদ প্রয়োগে সপ্তপ্রকার উক্তি করিতে হয়, সেইরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, একত্ব ও অনেকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-যুগলেও সপ্তভঙ্গীর অবতারণা করা আবশ্যক হইবে। বোধসৌকর্য্যের অনুরোধে আমরা এই সপ্তভঙ্গীর উল্লেখ করিয়া তাহার সার্থকতা ও উপাদেয়তা সম্বন্ধে বিচার করিব। এই সপ্তবাক্য সমষ্টি তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—(১) স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ, (২) স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ, (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ঘটঃ, (৪) স্যাদবক্তব্য এব, (৫) স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, (৬) স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, (৭) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ।

এখন সপ্তভঙ্গীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি। একবস্তুরূপ বিশেষ্যকে অবলম্বন করিয়া পরস্পর অবিরুদ্ধ বিধি ও নিষেধাত্মক ধর্ম্মবিষয়ক বোধ যে সপ্ত প্রকার বাক্য হইতে উদিত হয়, সেই সপ্তপ্রকার বাক্যকে সপ্তভঙ্গী বলে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—সপ্তবিধ প্রকারেই যে পরস্পর অবিরুদ্ধ ধর্ম্মের বিধান হইবে, অতিরিক্ত প্রকারে হইবে না, ইহার কি প্রমাণ? ইহার প্রমাণ এই যে—কোন বস্তু বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই সাত প্রকারেই প্রশ্ন হইতে পারে—আর প্রশ্ন তো প্রাশ্নিকের (প্রশ্নকর্ত্তার) জিজ্ঞাসা-বোধক বাক্য এবং জিজ্ঞাসা আবার সংশয় হইতে উৎপন্ন হয়। কোন মানবের এই সপ্ত প্রকারের অতিরিক্ত সংশয় বা তজ্জন্য জিজ্ঞাসা বা তন্নিমিত্ত প্রশ্ন হইতে পারে না। সংশয়ও সপ্তবিধ হইতে পারে, কারণ সংশয়ের বিষয়ীভূত ধর্ম্ম সপ্তপ্রকারের অতিরিক্ত হয় না। এই সপ্তবিধ ধর্ম্ম যথাক্রমে এইরূপ হইবে—'কথঞ্চিৎ সত্ত্ব', 'কথঞ্চিৎ অসত্ত্ব', 'কথঞ্চিৎ উভয়,' 'কথঞ্চিৎ অবক্তব্যত্ব', 'কথঞ্চিৎ সত্ত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্ব' কথঞ্চিৎ অসত্ত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্ব' 'কথঞ্চিৎ উভয়বিশিষ্ট অবক্তব্যত্ব'। কাজেই সংশয়ও এই সপ্তবিধ ধর্ম্মবিষয়কই হইবে। আশঙ্কা হইতে পারে যে কথঞ্চিৎ সত্ত্বের সহিত কথঞ্চিৎ অসত্ত্বের বিরোধ নাই। কাজেই এক ধর্ম্মীতে কথঞ্চিৎ অসত্ত্ব বিষয়ে সংশয়ই হইতে পারে না। কারণ সংশয়ের স্বরূপ হইতেছে—এক ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানাধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান, নানা ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান হইলেই ত সংশয় হয় না। কাজেই 'ঘট কোন প্রকারে আছে' এইরূপে ঘটে কথঞ্চিৎ সত্ত্বের জ্ঞান হইলে কথঞ্চিৎ অসত্ত্বের জ্ঞানও হইবেই, কারণ তাহাদের মধ্যে বিরোধ নাই এবং সে কারণে সংশয়ও হইবে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদিও কথঞ্চিৎ সত্ত্বের সহিত কথঞ্চিৎ অসত্ত্বের বিরোধ নাই, তথাপি সর্ব্বপ্রকার সত্ত্বের সহিত বিরোধ রহিয়াছে। তাই যখন 'ঘট আছে কি' এইরূপ সংশয় হয়, তখন দুই প্রকারে এই সংশয়ের বিষয় কল্পনা করিতে পারা যায়—ঘট কি কোন প্রকারে আছে না সর্ব্বপ্রকারেই আছে? কাজেই বিরুদ্ধ কোটীর অসদ্ভাব না থাকায়—সংশয় হইতে পারে—ইহা সিদ্ধ হইল। এইরূপে দ্বিতীয় ভঙ্গী প্রভৃতি ভঙ্গেও সংশয়ের উপপাদন করা যাইতে পারে। সপ্তভঙ্গীন্যায়ের ইহাই বীজ। যেহেতু সপ্তপ্রকার ধর্ম্মবিষয়েই সংশয় জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন হইতে পারে—সেই হেতু সপ্তপ্রকার উত্তরই সম্ভব, অতিরিক্ত প্রকার অসম্ভব। এ বিষয়ে অভিযুক্তের বাক্যও প্রমাণ, যথা—"ভঙ্গাঃ সত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত, সংশয়াঃ সপ্ত তদ্গতাঃ। জিজ্ঞাসাঃ সপ্ত, সপ্ত স্যুঃ প্রশ্নাঃ, সপ্তোত্তরাণ্যপি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—ধর্ম্ম সপ্তবিধমাত্র হইবে, ইহা কিরূপে বলা যায়। কারণ যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় ধর্ম্মের ক্রমিক সমাবেশে তৃতীয় ধর্ম্মের সম্ভব হইয়াছে, সেইরূপ প্রথম ও তৃতীয় ধর্ম্মের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধর্ম্মের সমাবেশে ধর্ম্মান্তরের উদ্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, 'না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, প্রথম ও তৃতীয় ধর্ম্মের সমাবেশ হইলে একই ঘটে 'অস্তিত্ব'রূপ ধর্ম্মদ্বয়ের সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে—কিন্তু ঘটে একটী মাত্র অস্তিত্বেরই জ্ঞান হয়, দুইটী পৃথক্ অস্তিত্বের জ্ঞান হয় না। যদি বলা যায়—মৃন্ময়স্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া আর একটী সত্ত্ব আছে, এবং ইহা ঘটবিশিষ্ট সত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা হইলে বলিব, বেশ মৃন্ময় ঘটে দারুময়ত্ব ধর্ম্ম নাই—অতএব দারুময়ত্ব বিশিষ্টসত্ত্বের অভাব আছে। এই সত্ত্ব ও অসত্ত্বকে

অবলম্বন করিয়া অপর একটী সপ্তভঙ্গীরই অবতারণা করিতে হইবে। ধর্ম্ম সপ্তকের অতিরিক্ত সত্ত্ব কল্পনা করা যাইবে না। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধর্ম্মের সমাবেশেও ধর্ম্মান্তরের উদ্ভব হইতে পারে না—কারণ, একই ঘটে দুইটী অসত্ত্বের প্রতীতি সম্ভব নহে। আচ্ছা—যদি একই ঘটে দুইটী সত্ত্ব বা অসত্ত্বের প্রতীতি হয় না বলিয়া ভঙ্গান্তর কল্পনা না করা যায়, তবে প্রথম ও চতুর্থ দ্বিতীয় ও চতুর্থ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্ম্মের সমাবেশে তিনটী পৃথক ভঙ্গেরই বা কেন কল্পনা করা হয়? কারণ, অবক্তব্যস্বরূপ ধর্ম্মটী কি? ইহা তো এককালে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়ধর্ম্মের সমাবেশমাত্র এবং যেহেতু তাহা কোন শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না—সেইহেতু উহা 'অবক্তব্য' এই শব্দের দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। তাহা হইলে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের ক্রমিক সমাবেশে যে তৃতীয় ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, তাহাতে পুনরায় অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের যোজনা সম্ভব হয় না বলিয়া যেমন ধর্ম্মান্তরের এবং ভঙ্গান্তরের কল্পনা অসম্ভব হইল, তেমনি এককালাবচ্ছেদে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের সমষ্টিরূপ চতুর্থভঙ্গে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের যোজনাও অসম্ভব হইবে। কারণ, অস্তিত্বদ্বয় বা নাস্তিত্বদ্বয়ের প্রতীতি অনুভব বাধিত। আর ইহাই যদি হয়, তবে প্রথম চারিটী ভঙ্গেরই অঙ্গীকার করা উচিত—শেষ তিনটী ভঙ্গ অনাবশ্যক ও অপ্রামাণিক বলা উচিত। ইহার উত্তরে বলি যে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, অবক্তব্যত্ব শব্দের অর্থ ইহা নহে, যুগপৎ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের সমাবেশমাত্র। কিন্তু অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের যুগপৎ সমাবেশ হইলে অন্য একটী ধর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং এই ধর্ম্মটী সর্ব্বপ্রকারে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না, তাই তাহাকে অবক্তব্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। আর এইরূপ বিলক্ষণ ধর্ম্মের সহিত অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের সমাবেশ হইলে অস্তিত্বদ্বয়ের বা নাস্তিত্বদ্বয়ের প্রতীতির প্রসঙ্গও উঠে না, তাই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভঙ্গের যথাক্রমে চতুর্থভঙ্গের সহিত সমাবেশ করিয়া ভঙ্গত্রয় কল্পনা করিতেই হইবে। কারণ, তাহাদের ধর্ম্মান্তরত্ব যখন সম্ভাবিত হইল, তখন তদ্বিষয়ে সংশয়ও সম্ভবপর হইবে।

আর এই সপ্তভঙ্গীর প্রত্যেক ভাগের অর্থও পৃথক পৃথক প্রতীত হইয়া থাকে। প্রথম ভঙ্গে প্রধানভাবে সত্ত্বের প্রতীতি, দ্বিতীয়ে অসত্ত্বের, তৃতীয়ে ক্রমশঃ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের, চতুর্থে অবক্তব্যস্বরূপ বিলক্ষণ ধর্ম্মান্তরের, পঞ্চমে সত্ত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্বের, অর্থাৎ সত্ত্বের অপ্রধানভাবে এবং অবক্তব্যত্বের প্রধানভাবে, ষষ্ঠে অসত্ত্ববিশিষ্ট অবক্তব্যত্বের এবং সপ্তমভঙ্গে ক্রমোপস্থিত সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দ্বারা বিশেষিত অবক্তব্যত্বের প্রতীতি হয়। কোন ভঙ্গের অর্থ পুনরুক্ত হয় না। প্রথম ভঙ্গে যদিও কথঞ্চিৎ সত্ত্বের প্রতীতি হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ-অসত্ত্বের প্রতীতি অনুভবসিদ্ধ। এইরূপ দ্বিতীয় ভঙ্গেও সত্ত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে—তথাপি প্রথমভঙ্গে অসত্ত্বের অপ্রাধান্য এবং দ্বিতীয় ভঙ্গে সত্ত্বাংশের অপ্রাধান্য থাকায় তাহাদের একার্থকত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না।

আশঙ্কা করিতে পারা যায় যে, যদি 'অবক্তব্যত্ব' একটী বিলক্ষণ ধর্ম্ম হয়, তবে 'বক্তব্যত্ব'ই বা কেন বিলক্ষণ ধর্ম্ম হইবে না? আর যদি বিলক্ষণ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে অষ্টম ধর্ম্মেরও সম্ভব হওয়ায় অষ্টম ভঙ্গও কল্পনা করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—'বক্তব্যত্ব' বলিয়া অতিরিক্ত ধর্ম্ম স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ বস্তু তো সত্ত্বাদি ধর্ম্ম-পুরস্কারে বক্তব্য, ইহা তো অর্থসিদ্ধ। আর যদি প্রৌঢ়িবাদ আশ্রয় করিয়া বক্তব্যতাকে পৃথক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়—তাহা হইলেও বক্তব্যত্ব ও অবক্তব্যত্বরূপ বিধি ও নিষেধাত্মক ধর্ম্মদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া পুনরায় সপ্তভঙ্গীর অবতারণা করিতে হইবে এবং সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে সপ্তভঙ্গীর অবতারণা করা হইয়া থাকে তাহার ব্যাঘাত হইবে না। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, সপ্তপ্রকার ধর্ম্মের অতিরিক্ত ধর্ম্ম সম্ভব হয় না এবং সংশয় ও জিজ্ঞাসা এই সপ্তপ্রকার ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হইবে। সে কারণে সপ্তভঙ্গীর অতিরিক্ত ভঙ্গও কল্পনা করা যাইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য, অতিরিক্ত ধর্ম্ম কল্পনা সম্ভব না হইলেও ন্যূন সংখ্যক ধর্ম্মের দ্বারা উপপত্তি হইতে পারে কি না? জৈন দার্শনিকের দৃষ্টিতে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের স্বরূপগত ভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না। যাহাকে বস্তুর স্বরূপাপেক্ষায় সত্ত্ব বলা হয়, তাহাই পররূপকে অপেক্ষা করিয়া অসত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। একই বস্তুকে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে। বস্তু কিন্তু একই, তাহাদের ভেদ আপেক্ষিক মাত্র এবং আপেক্ষিক ভেদ বুদ্ধিকৃত, বস্তুগত নহে। ইহা হইলে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গের ভেদ থাকে না এবং এইরূপে অন্যান্য ভঙ্গও গতার্থ হইয়া পড়ে। কাজেই সপ্তভঙ্গীবাদ কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সত্ত্ব, স্বরূপের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হয় এবং অসত্ত্ব পররূপের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এইপ্রকারে স্বরূপ ও পররূপ প্রভৃতি অবচ্ছেদক ভেদে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের ভেদ প্রতীতিসিদ্ধ। যদি অবচ্ছেদকভেদে সত্ত্বের ভেদ সিদ্ধ না হয় এবং তাহা বুদ্ধিকল্পিত বলিয়া বিবেচিত হয় তবে বস্তুসিদ্ধি অসম্ভব হইবে। কারণ প্রতীতি দ্বারাই বস্তুসিদ্ধি হয় এবং প্রতীতি বাধিত না হইলেও যদি অপ্রমাণ হয়, তবে বস্তু-সিদ্ধি অসম্ভব হইবে এবং শূন্যবাদেই পর্য্যবসান হইবে। পরে প্রমাণিত হইবে যে, অবচ্ছেদকভেদেও বস্তুর স্বরূপভেদ স্বাভাবিক

ভেদের গমক। আর যদি অবচ্ছেদকভেদে ভেদ সিদ্ধ না হয় এবং সত্ত্ব ও অসত্ত্বের স্বভাবগত ভেদ না থাকে, তবে বস্তুমাত্রই যেমন নিজরূপে সৎ তেমনি পররূপেও সৎ হইবে এবং যেমন পররূপে অসৎ, তেমনি স্বরূপেও অসৎ হইবে। তাহা হইলে সৎ ও অসত্ত্বের ভেদও বিলয় প্রাপ্ত হইবে এবং সমস্ত ব্যবহারের বিলোপ সাধিত হইবে। আর সত্ত্ব ও অসত্ত্বের মধ্যে স্বরূপগত ভেদও বিদ্যমান, তাহা ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে। 'ভূতলে ঘট আছে' ইহার অর্থ 'ভূতলরূপ অধিকরণে ঘটের বর্ত্তমানতা আছে' এবং 'ভূতলে ঘট নাই' ইহার অর্থ 'ভূতলে ঘটের অভাবই আছে'। যদি ভাব ও অভাবের স্বরূপগত ভেদ না থাকে তবে ভূতলে ঘটসত্ত্বেও ঘটাভাবের ব্যবহার সম্ভব হইবে। তাহা হয় না, অতএব উহাদের স্বরূপভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য।

এখন এই বিচারের ফল হইবে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের প্রতিপাদক এবং উহাদের উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গের অর্থই তৃতীয়ভঙ্গে প্রতিপাদিত হয়। তৃতীয়ভঙ্গে সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় ক্রমেই প্রতীত হইয়া থাকে এবং তাহা ক্রমপ্রতীত প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গেরই অর্থ তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। ঘট ও পট এই উভয়ে ক্রমে প্রতীত হইলেও উভয়টী প্রত্যেক ঘট ও পট ভিন্ন আর কিছু নহে। তাহা হইলে তৃতীয় ভঙ্গের অতিরিক্ত ধর্ম্মপ্রতিপাদকত্ব কোথায়? ইহার উত্তরে আবার অনুভবকেই আমরা প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিব। প্রত্যেককে অপেক্ষা করিয়া উভয়ের ভেদ অনুভবসিদ্ধ। ঘট শব্দটী 'ঘ' ও 'ট' এই বর্ণদ্বয়ের প্রত্যেকের ক্রমোপস্থিতিতে প্রতীত হইলেও উহা যে প্রত্যেকবর্ণ হইতে বিভিন্ন ইহা অনুভবসিদ্ধ এবং তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করার প্রয়োজন হয় না। এইরূপ নানাপুষ্পের একত্র সমাবেশের দ্বারা মালা রচিত হইলেও তাহা প্রত্যেক পুষ্প হইতে পৃথগ্ভূত বস্তু বলিয়া অনুভূত হয়। তদ্রূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ের ক্রমিক সন্নিবেশে সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ প্রতিব্যক্তি হইতে বিলক্ষণ ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাও প্রতীতিসিদ্ধ এবং এ বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক ও অসম্ভব।

এখন তৃতীয় ভঙ্গ হইতে চতুর্থ ভঙ্গের ভেদ আছে কি না, তাহা বিচার করিব। তৃতীয় ভঙ্গে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ক্রমে উপস্থাপিত হয় এবং চতুর্থভঙ্গে উভয়ের যুগপৎ উপস্থিতি হয়। উভয় ধর্ম্মের একধর্ম্মীতে অবস্থান বিষয়ে কোন ভেদ নাই। যে ভেদ প্রতীত হয়, তাহা কালকৃত, বস্তুগত নহে। কালের ভেদ ও শব্দের উচ্চারণপ্রযুক্ত এবং তাহা অর্থগতভেদের বোধক নহে। 'ভূতলে ঘট ও পট আছে' এই বাক্য শ্রবণকালে ঘট ও পটের ক্রমে জ্ঞান হইলেও ভূতলে ঘট ও পট এতদুভয়ের সর্ব্ববিষয়ে কোন ভেদ দেখা যায় না। কাজেই শব্দোচ্চারণের কালভেদে আমাদের জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন কালে উদিত হইলেও বস্তুর ভেদ কল্পনা করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে তৃতীয় ও চতুর্থভঙ্গের ভেদও বস্তুগত নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে কোন কোন বাদী এইরূপ সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে উভয় ভঙ্গের অর্থগত ভেদ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ সপ্তভঙ্গী ন্যায় সাতটী বাক্য মাত্র। যদি তাহাদের মধ্যে পুনরুক্তি না দেখি, তবে উহাদের ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের তাৎপর্য্য হইতেছে যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া এই সপ্তপ্রকার বাক্যভঙ্গীই প্রবৃত্ত হইতে পারে, অতিরিক্ত প্রকার সম্ভব নয়, কারণ তাহা হইলে পুনরুক্তিদোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। আর পুনরুক্তিদোষ তখনই প্রাদুর্ভূত হয়, যখন একটী বাক্যের দ্বারা যে প্রকার অর্থ প্রতিপাদিত হয়, অপর একটী বাক্যের দ্বারাও যদি সেইপ্রকার অর্থই প্রতিপাদিত হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, সমানাকার বোধজনক বাক্যদ্বয়ের প্রয়োগ হইলেই পুনরুক্তিদোষ উদ্ভূত হয়। ঈদৃশ পুনরুক্তি কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যের মধ্যে দেখা যায় না, কারণ তৃতীয় বাক্যের অর্থে অস্তিত্ববিশিষ্ট নাস্তিত্বের বিশেষণরূপে প্রতীতি হয়। আর চতুর্থবাক্যের দ্বারা অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এই উভয়েরই বিশেষণরূপে প্রতীতি হয়, অর্থাৎ কি না চতুর্থবাক্যে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব স্বতন্ত্রভাবে ঘটের বিশেষণ হইয়া থাকে এবং তৃতীয় বাক্যে অস্তিত্ব নাস্তিত্বের বিশেষণরূপে প্রতীতি হয়। উভয় বাক্য হইতে সমানাকার বোধ না হওয়ায় উহাদিগের কেহই পুনরুক্তিদোষদুষ্ট হইল না। কিন্তু এই সমাধানকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ এইরূপ পুনরুক্তিদোষের অভাবেই যদি ভঙ্গান্তর স্বীকার করিতে পারা যায়, তবে অন্ততঃ পক্ষে আরও দুইটী ভঙ্গের স্বীকার করিতে হইবে। 'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ ঘটঃ' এই তৃতীয় ভঙ্গে যদি পূর্ব্বে 'নাস্তি' শব্দের উল্লেখ এবং পরে 'অস্তি' শব্দের উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের ব্যত্যয় ঘটিবে এবং আর একটী ভঙ্গের উদ্ভব হইবে। এইরূপে সপ্তমভঙ্গেও অস্তি ও নাস্তির ক্রম বিপর্য্যয়ের দ্বারা অর্থান্তর কল্পনা করা যাইতে পারিবে। তাহা হইলে দুইটী অতিরিক্ত ভঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারা যাইবে, কারণ তাহাদের মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত পুনরুক্তিদোষ দেখাইতে পারা যাইবে না। আর যদি অর্থগতভেদকেই অবলম্বন করিয়া ভঙ্গের ভেদ স্বীকার করিতে হয়, তবে তৃতীয় ও চতুর্থ একই ভঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এই আশঙ্কার সমাধান আমরা অর্থগত ভেদ অনুসারেই

করিতে পারিব। তৃতীয় ভঙ্গে 'অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব' এই উভয় ধর্মের প্রাধান্যই প্রতিপাদিত হয় এবং চতুর্থভঙ্গে অবক্তব্যস্বরূপ বিলক্ষণধর্ম্মেরই প্রতীত হয়। অবক্তব্যত্ব অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এই উভয় হইতে বিজাতীয় ধর্ম্ম ইহা অনুভবসিদ্ধ। তাহা হইলে দেখা গেল সাতটী পরস্পর বিলক্ষণ ধর্ম্মের সদ্ভাব প্রতীতি সিদ্ধ হওয়ায় তদ্বিষয়ে সংশয় ও জিজ্ঞাসাদিও সম্ভব হওয়ায় এই সাতটী বাক্যেরই অপেক্ষা আছে। কারণ, এই সাতটী বাক্য সাতটী পৃথক্ পৃথক প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ এবং প্রশ্ন হইলেই তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। অন্যথা বাদীর বাক্যে কেহই অবহিত হইবেন না। বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা সংক্ষেপে এই সাতটী ধর্ম্মের স্বরূপ বিচার করিতেছি। প্রথম বাক্যে সত্ত্বরূপ ধর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে—কিন্তু সত্ত্বই বস্তুর একমাত্র স্বভাব নহে। যেমন স্বীয় রূপকে অপেক্ষা করিয়া সত্ত্ব বস্তুর ধর্ম্ম হইয়া থাকে সেইরূপ পররূপকে অপেক্ষা করিয়া অসত্ত্ব ও তাহার ধর্ম্ম হইবে। প্রত্যেককেই বস্তুর একমাত্র স্বভাব বলিলে—বস্তুর সম্পূর্ণ স্বভাব প্রতিপাদিত হইবে না। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এতদুভয়ই তাহা হইলে বস্তুর স্বভাব হইল। কিন্তু এতদুভয়ই একমাত্র স্বভাব ইহা বলিলে স্বভাবের বিপর্য্যয় প্রতিপাদন করা হইবে—কারণ, এতদুভয় বিলক্ষণ জাত্যন্তর ও আমাদের প্রতীতি সিদ্ধ। যেমন দধি, গুড়, এলাচ, লবঙ্গ, নাগকেসর প্রভৃতির সমাবেশে যে পানক দ্রব্যের উদ্ভব হয়—তাহা প্রত্যেক দধি ও গুড় হইতে অতিরিক্ত সুস্বাদু সুরভিপানক দ্রব্যরূপে আস্বাদিত হয়। এইরূপ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের সাহিত্যে বিলক্ষণ ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়া থাকে—ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাই বলিয়া কিন্তু এই বিলক্ষণ ধর্ম্মকেই বস্তুর একমাত্র স্বভাব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কারণ অবক্তব্যস্বরূপ বিলক্ষণ ধর্ম্মের প্রতীতি হইলেও সত্ত্বরূপ ধর্ম্মের ও অসত্ত্বরূপেরও কথঞ্চিৎ প্রতীতি হয়। যেমন, পানকদ্রব্যে বিলক্ষণধর্ম্মের প্রতীতি হইলেও দধি, গুড় প্রভৃতির আস্বাদ থাকে না ইহা বলা যায় না। প্রত্যুত দধি প্রভৃতিরও স্বাদ অনুভব সিদ্ধ হয়। তাই পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমভঙ্গেও বিলক্ষণ ধর্ম্মের প্রতীতি হইয়া থাকে ইহা অস্বীকার করিলে অনুভবের অপলাপ করা হইবে।

এখন আমরা প্রত্যেক ভঙ্গের পদ ও পদার্থের স্বরূপ বিবেচনা করিব। প্রথম ভঙ্গটী—"স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ" এইবাক্য। ইহা ধর্ম্মান্তরের প্রতিষেধ না করিয়া বিধিবিষয়ক বোধের জনক হইয়া থাকে। 'স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ' এই দ্বিতীয় ভঙ্গের দ্বারা ধর্ম্মান্তরের নিষেধ না করিয়া নিষেধবিষয়ক বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম বাক্যে ঘট শব্দ দ্রব্য, যেহেতু ইহা বিশেষ্য এবং অস্তিশব্দ গুণবাচক, যেহেতু ইহা বিশেষণ। যদিও দ্রব্য হইলেই বিশেষ্য হইবে এবং গুণ হইলেই বিশেষণ হইবে এইরূপ নিয়ম সম্ভব হয় না—কারণ, ঘটের রূপ, জলের শৈত্য, বায়ুর স্পর্শ ইত্যাদি প্রয়োগে দ্রব্য বিশেষণ ও গুণ বিশেষ্যরূপে প্রতীত হয়, তথাপি সমানাধিকরণবাক্যে (যেস্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণ এক বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়) দ্রব্যবাচক পদই বিশেষ্য এবং গুণবাচক পদই বিশেষ্য হয়, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়াই আমরা বিশেষ্য ও বিশেষণ নিরূপণ করিয়াছি। ভঙ্গদ্বয়েই 'এবকারের' প্রয়োগ করা হইয়াছে—এইরূপ প্রয়োগের সার্থকতা আছে। যদি এবকারের প্রয়োগ না করা যায় তাহা হইলে স্বরূপাদির অপেক্ষায় যেমন সত্ত্বের প্রতীতি হয়, তেমনি স্বরূপাদিকে অপেক্ষা করিয়া অসত্ত্বও প্রতীত হইবে। ঘট নিজরূপে সৎস্বভাবই হইয়া থাকে—কদাচ অসৎস্বভাব হয় না। ইহাই বুঝাইবার জন্য এবকারের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবকারের অর্থ—অবধারণ এবং অবধারণের ফল অনভিপ্রেত অর্থের নিবৃত্তি সাধন। এবকারের সার্থকতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে উহার অর্থ বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা বাহুল্যভয়ে এবকারের বিবিধ অর্থ আলোচনা করিতেছি না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আকর গ্রন্থ হইতে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইবেন।

'স্যাৎ' একটী নিপাত। ইহার অর্থ 'অনেকান্ত' এবং অনেকান্তশব্দের অর্থ 'অনেকাত্মক'। তাহা হইলে 'স্যাদস্তি ঘটঃ' এই বাক্যের অর্থ—'অনেক ধর্ম্মাত্মক ঘট অস্তিত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াছে,' এইরূপ পর্য্যবসিত হইল। যদিও 'স্যাৎ' এই শব্দের দ্বারাই ধর্ম্মীর অনেকান্তস্বভাব বোধিত হয়, তথাপি 'অস্তি' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগও অপেক্ষিত। কারণ 'স্যাৎ' পদের দ্বারা সামান্যতঃ অনেকান্তের বোধ হইলেও বিশেষতঃ বোধের জন্য 'অস্তি' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা দরকার হইয়া থাকে। যেমন 'বৃক্ষ' বলিলেই সামান্যতঃ বৃক্ষমাত্রের বোধ হইয়া যায়, কিন্তু বিশেষতঃ বোধের নিমিত্ত 'ন্যগ্রোধ' বা 'আম্রাদি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'অস্তি' প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ প্রয়োজনবান হইয়া পড়ে। যাহাদের মতে 'স্যাৎ' পদটী দ্যোতক মাত্র হয়, অর্থাৎ তাহার নিজের অর্থবোধ করাইবার শক্তি থাকেনা। অন্য শব্দের অর্থ বিশেষে তাৎপর্য্য আছে, ইহাই মাত্র বুঝাইয়া দেয়, তাঁহাদের মতে 'অস্তি' শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক।

যাক্—এখন সমুদিত বাক্যগুলির কি অর্থ তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। 'স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ'—এই বাক্যের অর্থ ঘট স্বরূপাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন সত্ত্বের আশ্রয়। 'স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ'—ইহার অর্থ পররূপাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে নাস্তিত্ব বা অসত্ত্ব, তাহার আশ্রয় ঘট। ঘটে স্বরূপে সত্ত্ব ও পররূপে অসত্ত্ব অঙ্গীকার করিতেই

হইবে। অন্যথা ঘটের বস্তুত্বই থাকিবে না। স্বরূপের গ্রহণ ও পররূপের নিষেধ দ্বারাই বস্তুর বস্তুত্ব ব্যবস্থাপিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—ঘটের স্বরূপ বলিতে কি বুঝা যায় এবং পররূপই বা কি? ইহার উত্তর ঘটপদের বাচ্য অর্থ হইতে জানা যায়। ঘটশব্দের অর্থ যাহা 'ঘটত্ববিশিষ্ট'। বাচ্য অর্থকেই শক্যার্থ বলা হয়। বাচ্য অর্থের অবচ্ছেদককে শক্যতাবচ্ছেদক বলা হয়, ইহার দ্বারা শব্দের বাচ্য অর্থ অন্য অর্থ হইতে অবচ্ছিন্ন বা পৃথক্‌-কৃত হয়। এখন ঘটপদের শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্বই এবং এই ঘটত্বই ঘটের স্বরূপ। পটত্ব তাহার পররূপ। অবশ্য জৈন-দার্শনিকগণ নৈয়ায়িকের ন্যায় প্রতি ঘটব্যক্তিতে অনুগত এক অখণ্ডবস্তুভূত জাতিরূপ পদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রতিঘট ব্যক্তির ঘটরূপে সদৃশপরিণাম হয় এবং এই সদৃশ-পরিণামই সামান্য। তাহা প্রতি-ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সাদৃশ্যের দ্বারা ঐক্যপ্রতীতির কারণ হয়। যাহা হউক, ঘটের স্বরূপ বলিতে আমরা ঘটত্বকেই বুঝিব। 'ঘট আছে' ইহার অর্থ ঘট নিজের ঘটত্বরূপ স্বরূপের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া আছে। ঘট নাই—ইহার অর্থ পটত্ব প্রভৃতি যে পরদ্রব্যের স্বরূপ তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সত্তা, তাহা ঘটে নাই। যদি ঘট পটস্বরূপেও সত্তাবান্ হয়, তবে ঘটে পটের ভেদ থাকিবে না এবং এইরূপে সমস্ত বস্তু অদ্বৈতরূপাপন্ন হইবে এবং যদি ঘট পররূপের ন্যায়-স্বরূপেও না থাকে, তবে ঘট একান্ত অসৎ হইবে এবং পর্য্যবসানে শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে। কেবল ঘটত্বাদি সামান্যকেই বস্তুর স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হইবে, তাহা নহে। যে কোন ঘটমাত্র বৃত্তি ধর্মকেই তাহার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন কোন ঘটবিশেষে যে স্থৌল্য প্রভৃতি ধর্ম দৃষ্ট হয় এবং যাহা অন্য ঘটে নাই, তাহা সেই ঘটের স্বরূপ, অন্য ঘটবৃত্তিধর্ম তাহার পররূপ। ঈদৃশ স্বরূপে ঘট সৎ, অন্যরূপে অসৎ। বাহুল্যভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইল না।

এইরূপ স্বদ্রব্য বা পরদ্রব্য দ্বারা বস্তুর সত্ত্বাসত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে। যথা, ঘটের স্বদ্রব্য মৃত্তিকা, পরদ্রব্য সুবর্ণাদি। ঘট মৃত্তিকারূপ স্বদ্রব্যবিশিষ্ট হইয়া সৎ, সুবর্ণবিশিষ্ট হইয়া অসৎ। এইরূপ ঘটের স্বক্ষেত্র ভূতল, পরক্ষেত্র জল প্রভৃতি। ঘট স্বক্ষেত্রে ভূতলে সৎ, পরক্ষেত্রে জলে নাই। এইরূপ স্ব-কালে আছে, পর-কালে নাই। স্ব কাল বর্ত্তমানকাল, পরকাল অতীতাদিকাল। যদি ঘট স্ব-কালের ন্যায় পরকালেও থাকে, ঘট নিত্যদ্রব্য হইয়া যাইবে। আর যদি পরকালের ন্যায় স্বকালেও না থাকে, তবে অসৎ হইয়া যাইবে।

দেখা গেল—সমস্ত পদার্থের স্বরূপ—স্বদ্রব্য, স্বক্ষেত্র ও স্বকাল এবং তদনুরূপ পররূপ—পরদ্রব্য, পরক্ষেত্র ও পরকালের দ্বারা ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতেছে। ইহার অনঙ্গীকারে বস্তুর প্রতিনিয়ম, অর্থাৎ ঘট ঘটই—পট নহে, এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইবে না এবং হয় অদ্বৈতবাদ কিংবা শূন্যবাদে পর্য্যবসান হইবে। কিন্তু, এখন প্রশ্ন হইতেছে, বস্তুব্যবস্থা যেমন স্বরূপাদি চতুষ্টয়ের দ্বারা সাধিত হইতেছে, সেইরূপ স্বরূপাদির ব্যবস্থা কিরূপে হইবে? স্বরূপের তো আবার স্বরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে না। যদি স্বীকার করা যায়—তাহা হইলে অনবস্থাদোষ (অপ্রামাণিক পদার্থ পরিকল্পনার বিশ্রান্তির অভাবকে অনবস্থা বলে। যেখানে কল্পনার অবস্থান বা বিশ্রাম হয় না, ইহার দ্বারা বস্তুসিদ্ধি হয় না) দুর্নিবার হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই যে, বস্তুস্বরূপের প্রতীতির দ্বারা স্বরূপ ও পররূপাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন সত্ত্ব বা অসত্ত্বের প্রতীতি হয় বলিয়া বস্তুস্বরূপ ব্যবস্থায় স্বরূপ-পররূপাদির ঘটকতা স্বীকার করা হয়।

প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়ের সিদ্ধি হয়। কোন মতবিশেষকে অবলম্বন করিয়া প্রতীতিকে অবহেলা করিয়া বস্তুস্বরূপের নিরূপণ করা যাইতে পারে না। অবাধিত-প্রতীতিই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া আমরা গ্রহণ করি। যেমন বস্তুর অবাধিত-প্রতীতির দ্বারা স্বরূপ ও পররূপের অপেক্ষা উপলব্ধি করি, যদি তদ্রূপ স্বরূপাদির প্রতীতিতে স্বরূপান্তরের প্রতীতি অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিব, নচেৎ করিব না। কারণ, প্রতীতিই একমাত্র বস্তুস্বভাবের নিয়ামক। স্বরূপের স্বরূপান্তর স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য্য হইবে, ইহা আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ, যদি স্বরূপান্তরের প্রতীতি হয় তবে তাহা দ্বারাই ব্যবস্থা সাধিত হইবে, যদি প্রতীতি না হয়, তবে স্বরূপান্তরের অঙ্গীকারও করিতে হইবে না। দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিবাদের পরিসমাপ্তি হইবে।

আত্মার স্বরূপ কি? না 'উপযোগ', উপযোগ শব্দের অর্থ আত্মার জ্ঞান ও দর্শনাকারে পরিণাম। জৈনমতে আত্মা পরিণামী। জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা স্ব ও পর (বিষয়) উভয়ের নিশ্চয়, তাহা বুঝি। দর্শন শব্দের অর্থ অনিশ্চয়াত্মক গ্রহণ। ঈদৃশ উপযোগই আত্মার স্বরূপ। পররূপ তদ্ভিন্ন স্বভাব, যাহা জড়বস্তুতে প্রসিদ্ধ। উপযোগ আত্মার স্বরূপ। উপযোগের অভাব আত্মার পররূপ। এইরূপে সমস্ত বস্তুরই স্বরূপ ও পররূপ প্রতীতিসিদ্ধ হইবে। নৈয়ায়িকগণ কতকগুলি কেবলান্বয়ী ধর্ম স্বীকার করেন। কেবলান্বয়ী শব্দের অর্থ যাহার সর্বত্র সত্তাই থাকে, অভাব থাকে না। এরূপ ধর্মের তো তাহা হইলে পররূপ থাকিবে না এবং পররূপ না থাকিলে তাহার স্বরূপেরই বা ব্যবস্থা, অনেকান্তবাদীর মতে কিরূপে সম্ভব হইবে? যেহেতু, ঈদৃশ ধর্মের একান্ততঃ সত্ত্বই স্বভাব, অসত্ত্ব কোথাও নাই। কিন্তু, অনেকান্তবাদী বলেন, এরূপ আশঙ্কার কোন হেতু নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্মের উল্লেখ

করা যায়। ইহারা একান্ততঃ সৎ। কোন বস্তুই অপ্রমেয় নাই। যদি অপ্রমেয় হয়, তাহা বস্তুই হইবে না। অনেকান্তবাদী বলেন, প্রমেয়ত্ব ধর্মও ঐকান্তিক নহে। যাহা প্রমেয়, তাহার প্রমেয়ত্ব স্বরূপ, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি পররূপ। প্রমেয় বস্তুতে প্রমেয়ত্ব আছে ঘটত্ব, পটত্ব তো নাই। কাজেই পররূপের অভাব না থাকায় 'ঘটঃ স্যাদস্তি' ও 'ঘটঃ স্যান্নাস্তি' এরূপ প্রয়োগ অনুপপন্ন হইতেছে না। কেহ কেহ বলেন, প্রমেয়ের স্বরূপ প্রমেয়ত্ব, পররূপ অপ্রমেয়ত্ব। ইহা বলিতে পারা যায় না যে, অপ্রমেয়ত্ব প্রমেয়ত্বের অভাব, ইহা তো অপ্রসিদ্ধ, সে কারণ ইহার জ্ঞান হইতে পারে না। কাজেই অপ্রমেয়ত্বকে প্রমেয়ত্বের পররূপ বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, 'শশবিষাণাদি'তে প্রমেয়ত্বের অভাব প্রসিদ্ধই আছে। যদি বলা যায়, যখন শশবিষাণাদিতে প্রমেয়ত্বাভাবের ব্যবহার হইয়া থাকে, তখন প্রমেয়ত্বাভাবও প্রমেয়ই হইল, অপ্রমেয় হইল না। তাহার উত্তরে বক্তব্য, যাহা সাধকপ্রমাণসিদ্ধ তাহাই প্রমেয়, প্রমাণ জন্য প্রমিতির বিষয়ই প্রমেয়। শশবিষাণ প্রভৃতি অলীক পদার্থের প্রমাণ নাই। কাজেই তাহা অপ্রমেয়ই হইল এবং তাহা হইলে প্রমেয় প্রভৃতি ধর্মও পররূপ-বিহীন হইল না। এখন শঙ্কা হইতে পারে, জৈনদিগের মতে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর ও মোক্ষ এই সাতটী পদার্থ যে তত্ত্ব, তাহার অতিরিক্ত তত্ত্ব অপ্রসিদ্ধ। তাহা হইলে এই সাতটীর স্বরূপ ও পররূপ কি হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য শুদ্ধ-সদ্দ্রব্যত্বই ইহাদের স্বরূপ ও অশুদ্ধদ্রব্য ইহাদের পররূপ। কাজেই ইহাদের বস্তুত্ব সিদ্ধি অসম্ভব হইল না। আবার শঙ্কা হইতে পারে, মহাসত্ত্বরূপ শুদ্ধদ্রব্যের স্বপর-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? কারণ মহাসত্ত্ব দ্রব্য সকল, ক্ষেত্র, কাল ও ভাবকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। কোন দ্রব্য বা ক্ষেত্র প্রভৃতি মহাসত্ত্ববর্জিত নহে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শুদ্ধদ্রব্যেরও সকল দ্রব্যক্ষেত্রকালাদিকে অপেক্ষা করিয়া সত্ত্ব আছে, আর বিকল দ্রব্যাদিকে অপেক্ষা করিয়া তাহার অসত্ত্বও আছে। এইরূপে সকল কাল ও ক্ষেত্রব্যাপী আকাশেরও সকল কাল ও ক্ষেত্রকে অপেক্ষা করিয়া সত্ত্ব, আর যৎকিঞ্চিৎ ক্ষেত্রকালকে অপেক্ষা করিয়া অসত্ত্ব কল্পনা করিতে পারা যায়। কাজেই কোন বস্তুই একান্তস্বভাব নহে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—বস্তুর অস্তিত্বই স্বরূপ, নাস্তিত্ব কখনও স্বরূপ হইতে পারে না। ইহা পররূপকেই আশ্রয় করে। আর তাহা যখন হইল, তখন 'স্যাদ্ ঘটঃ অস্তি', 'স্যাদ্‌ঘটো নাস্তি' এই বাক্যদ্বয়ের দ্বারা একই ঘটে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়েরই কি প্রকারে বিধান যুক্তিসঙ্গত হইবে? যদি পররূপকে অবলম্বন করিয়া পররূপাশ্রিত নাস্তিত্বকে বস্তুর স্বরূপ বলা হয়, তবে পটগত নাস্তিত্বের ন্যায়, পটগতরূপ পটত্ব প্রভৃতিকেও ঘটের স্বরূপ বলিতে বাধা কিসে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়েই বস্তুর স্বরূপ—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ ঘটের যেমন স্বরূপে অস্তিত্বের প্রতীতি, তেমনি পটরূপে নাস্তিত্বও প্রতীত হয়। আর অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়ই ঘটের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইতেছে। কাজে কাজেই উভয়কেই তাহার ধর্ম্ম বলিতে হইবে এবং ধর্ম্ম হইলেই তাহা স্বরূপই হইবে। কারণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ সম্ভব নহে। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়ে কিরূপে এক অধিকরণে থাকিতে পারে, এরূপ আশঙ্কাও করিতে পারা যায় না। যেহেতু, অবাধিত প্রতীতির দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হইবে এবং ঘট ঘটত্ব-পুরস্কারে সৎ, পটত্বপুরস্কারে অসৎ ইহা তো অবাধিত প্রতীতিসিদ্ধ। এইরূপে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য প্রভৃতি আপাততঃ বিরুদ্ধধর্ম্মসমূহের অবচ্ছেদকভেদে একই অধিকরণে স্থিতি, যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ। এ বিষয়ে প্রতিবাদিগণ যে সমস্ত আপত্তির অবতারণা করেন, তাহা আমরা পরে বিবেচনা করিব।

এখন আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে 'ঘটঃ অস্তি' এই বাক্যে অস্তি শব্দবাচ্য অর্থ ও ঘটশব্দবাচ্য অর্থ পরস্পর ভিন্ন-স্বভাব কি অভিন্নস্বভাব? যদি অভিন্নস্বভাব হয়, তবে অস্তিশব্দার্থ ও ঘট-শব্দার্থ এক হওয়ায়, উহাদের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ [এক অধিকরণে দুই বা ততোধিক ধর্ম্মের বিদ্যমানতা থাকিলে, সেই ধর্ম্মদ্বয়কে সমানাধিকরণ বলে এবং তাহাদের সম্বন্ধকে সামানাধিকরণ্য বলা হয় এবং ঐ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ একবিভক্ত্যন্ত শব্দদ্বয়ের দ্বারা নিরূপিত হয়] ও বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ প্রভৃতি অসম্ভব হইবে। কারণ একার্থক শব্দদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্ভবপর হয় না। সেজন্য আমরা 'ঘটঃ কলসঃ' [ঘটই কলস] এরূপ প্রয়োগ করিতে পারি না। আর পর্য্যায় শব্দদ্বয়ের সহপ্রয়োগও হয় না—কেবল ঘটশব্দ উচ্চারণ করিলেই অভিপ্রেত ঘটরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হয়, তজ্জন্য কলস বা কুম্ভ শব্দের উচ্চারণ নিষ্প্রয়োজন ও দোষের হেতু হইয়া থাকে। সেই রূপে 'ঘটঃ' ইহাই বলিলে 'অস্তি' শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হইবে এবং 'অস্তি' বলিলেই 'ঘটরূপ অর্থ' প্রতীত হইবে। অন্যতরের প্রয়োগ অনাবশ্যক ও দুষ্ট হইবে। আর 'সত্ত্ব' শব্দটী সমস্ত দ্রব্য-বাচকশব্দের পর্য্যায়। এখন ঘট যদি সত্ত্বের সহিত অভিন্নস্বভাব হয়, তাহা হইলে ঘট বলিলেই সমস্ত দ্রব্যের বোধ হইবে এবং এইরূপেই সমস্ত দ্রব্যের একত্ব সংঘটিত হইবে। ফলে, জগতে ভেদ বলিয়া কোন পদার্থ থাকিবে না। আর যদি অস্তি-শব্দার্থ সত্ত্ব হইতে ঘট ভিন্নস্বভাব হয়, তবে ঘট অসৎ হইয়াই যাইবে। কারণ, যাহাদের স্বভাব 'সত্ত্ব' তাহারাই সৎ এবং যাহা ইহার

বিপরীত তাহা অসৎ। আর অস্তিত্ব যেমন ঘট হইতে ভিন্ন হইবে, সেইরূপ সমস্ত পদার্থ হইতেও ভিন্ন হইবে। ফলে, অস্তিত্ব নিরাশ্রয় হইয়া যাইবে। নৈয়ায়িকগণ হয়তো বলিবেন 'অস্তিত্ব' ঘটাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন হইলেও সমবায় সম্বন্ধে ঘটাদিতে বিদ্যমান থাকায়, ঘটাদি 'সৎ' বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও বিচারে টিকিতে পারে না। কারণ সমবায়-সম্বন্ধ বিচার করিলে আকাশকুসুমের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। তাহাও ভেদ কিংবা অভেদ ইহার অতিরিক্ত হইবে না।

এখন এই আপত্তির সমাধান অনেকান্তবাদীর মতে অনায়াস-সাধ্য। কারণ, অনেকান্তবাদে কোন বস্তুই একান্তভাবে সৎ বা অসৎ নহে, সমস্ত বস্তুই সদসদাত্মক। কাজেই ঘটশব্দের অর্থ অস্তিশব্দের অর্থ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। যেহেতু উভয়প্রকারই প্রতীতি হয় এবং এ প্রতীতির কোথাও বাধ নাই। অবাধিত-প্রতীতি ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণ অবলম্বনে বস্তু ব্যবস্থা হইতে পারে না। অনেকান্তবাদের অনঙ্গীকারে হয় শূন্য-বাদ কিংবা অদ্বৈতবাদে সমস্ত বিচারের পর্য্যবসান হইবে এবং তাহার মৌলিক দোষ প্রতীতিবিরোধ।

আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গের পদার্থ ও বাক্যার্থ নিরূপণ করিয়াছি। এখন তৃতীয়াদি ভঙ্গের সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার করা আবশ্যক। তৃতীয় ভঙ্গটী হইতেছে 'ঘটঃ স্যাদস্তি চ নাস্তি চ — 'ঘট আছে ও নাই'। এই বাক্যের দ্বারা এক ঘটাদিরূপ বিশেষ্যকে আশ্রয় করিয়া ক্রমপ্রতীত অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ ধর্ম্ম-দ্বয়ের প্রতীতি সাধিত হইতেছে। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ ধর্ম্ম-দ্বয়ের একত্র সমাবেশে যে কোন বিরোধ হয় না, তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে এবং পরে তাহা বিরুদ্ধবাদিগণের দ্বারা প্রদত্ত দোষের আলোচনা প্রসঙ্গে নির্ণীত হইবে। চতুর্থ ভঙ্গটী হইতেছে— স্যাদবক্তব্য এব ঘটঃ'। যখন স্বরূপ ও পররূপকে অপেক্ষা করিয়া অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের যুগপৎ বিবক্ষা হয়—তখন এই ভঙ্গের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই প্রয়োগের দ্বারা 'এক ঘটরূপ ধর্ম্মীতে অবক্তব্যস্বরূপ ধর্ম্মের' প্রতীতি সাধিত হয়। অবক্তব্যস্বরূপ ধর্ম্মটী অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইবে—ঘটকে কেন অবক্তব্য বলা হয়? ইহার উত্তর আমরা শব্দের অর্থপ্রকাশনশক্তি বিচার করিলে পাইব। কোন শব্দই প্রধানভাবে সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় এককালে প্রতিপাদন করিতে পারে না। সমস্ত পদেরই একপদার্থমাত্র বোধনে শক্তি থাকে—নানাপদার্থের প্রতিপাদনে শক্তি নাই—ইহা যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ। সত্ত্বাসত্ত্বরূপ উভয়ধর্ম্মের যুগপৎ বাচক শব্দ না থাকায়—উভয়ধর্ম্মের প্রধানতঃ বোধ কোন শব্দসাধ্য হয় না বলিয়া উহাকে অবাচ্য বলা হয়। 'অস্তি' শব্দ প্রধানতঃ সত্ত্বের বাচক, নাস্তিশব্দ প্রধানতঃ অসত্ত্বের বাচক। উভয়ধর্ম্মের বাচক উহাদের কেহই হয় না। অস্তি ও নাস্তি এই শব্দদ্বয়ের দ্বারাও যুগপৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের বোধ হইতে পারে না, উহারা ক্রমশঃ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের বাচক হয়। ক্রমিক সত্ত্ব ও অসত্ত্বের বিবক্ষা হইলে অস্তি ও নাস্তিশব্দদ্বয় ক্রমেই উচ্চারিত হয় এবং তৃতীয় ভঙ্গে এইরূপ অর্থ ই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখন শঙ্কা হইতে পারে—যদি সমস্ত শব্দেরই একার্থবোধকত্ব নিয়মতঃ স্বীকার করা হয়—তাহা হইলে নানার্থক পদ বলিয়া কিছু থাকিবে না। এক গোশব্দের স্বর্গ, ভূমি, ধেনু, বাক্ প্রভৃতি বহু অর্থ বাচ্য হইয়া থাকে—ইহা ত অভিধানাদিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ শঙ্কা অতাত্ত্বিক বলিয়াই বিবেচনা করি। নানার্থক শব্দ নাই—সে স্থলে অর্থভেদে শব্দ ও ভিন্ন। সাদৃশ্যবশতঃ তাহাদের ঐক্যপ্রতীতি হয় মাত্র। এইরূপে এক বাক্যেরও অনেকার্থ প্রতিপাদকত্ব সম্ভব হয় না। তৃতীয় ভঙ্গেরও ক্রমোপস্থাপিত প্রধানভূত অর্থদ্বয় বিষয় হয়—এবং উহাকে সাদৃশ্যবশতঃ একবাক্য বলা হয়। বস্তুতঃ উহা ভিন্নই বাক্য। কিংবা ঐ স্থানেও ক্রমশঃ বিবক্ষিত উভয়ধর্ম্মের প্রাধান্য রূপ ধর্ম্মই বিবক্ষিত এবং ঈদৃশ এক ধর্ম্মের প্রতিপাদন করে বলিয়াই উহাকে একবাক্য বলা হয়। কাজেই প্রধানভূত সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের বাচক শব্দ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া ঈদৃশধর্ম্মদ্বয় বিশিষ্ট ঘটকে অবাচ্যই বলা হয় এবং এই অবাচ্যস্বরূপ ধর্ম্মটী অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব হইতে বিলক্ষণ। এখন আশঙ্কা হইতে পারে সঙ্কেত অনুসারেই শব্দের অর্থবিশেষে প্রবৃত্তি হয় এবং সঙ্কেত ইচ্ছা বিশেষ। অমুক শব্দ অমুক অর্থের বোধক হউক এইরূপ ইচ্ছাই যখন সঙ্কেত, তখন যুগপৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের বোধকরূপে কোন শব্দে সঙ্কেত করিলে ঐ শব্দের দ্বারা তাদৃশ অর্থের বোধ হইতে বাধা থাকিবে না। আর এরূপ সঙ্কেত যে হয় না তাহাও বলা যায় না। কারণ—পাণিনি শতৃ ও শানচ্ এই উভয়ের 'সৎ' এইরূপ সঙ্কেত করিয়াছেন। যুগপৎ 'চন্দ্র ও সূর্য্য'রূপ অর্থদ্বয়ের বাচকরূপে 'পুষ্পবন্তৌ' এই শব্দ আভিধানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বলিব যে সঙ্কেত ও শব্দের স্বাভাবিক শক্তিকে অতিক্রম করিয়া অর্থের প্রতিপাদন করেন। এবিষয়ে বাদিদেবসূরির—'স্বাভাবিকসামর্থ্যসময়াভ্যামর্থবোধনিবন্ধনং' শব্দঃ—শব্দ স্বাভাবিক শক্তি ও সময় (সঙ্কেত)—এতদুভয়ের দ্বারা অর্থ-বোধের কারণ'—(প্রমাণতত্ত্বালোকালঙ্কার—৪র্থ পরিচ্ছেদ ১১শ সূত্র) এই উক্তি প্রমাণরূপে উপন্যাস করিতে পারা যায়। কেবল সঙ্কেতের দ্বারা বাচ্যবাচক সম্বন্ধ নিয়মিত হয় না। কারণ

সঙ্কেত পুরুষেচ্ছামাত্র। যদি ইচ্ছার দ্বারা বাচ্যবাচকসম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে 'অর্থ'কে বাচক ও শব্দকে বাচ্য বলিতে কোন বাধা থাকিত না। তাই শব্দের এককালে এক অর্থবোধনেই শক্তি, অনেকার্থবোধনে শক্তি নাই এবং এক অর্থ একটি পদের দ্বারা এককালে প্রতিপাদিত হয়, ইহা অনুভবের অনুরোধে অবশ্য স্বীকার্য্য। পুষ্পবন্ত প্রভৃতি শব্দও ক্রমেই অর্থ দ্বয়ের প্রতিপাদক হইয়া থাকে—এইরূপ সেনা, বন, যূথ, মালা প্রভৃতি শব্দও একার্থেরই বাচক হয়। সেনা শব্দ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক প্রভৃতির সমূহরূপ এক অর্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য শব্দেও দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে অন্যান্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ ও অর্থ বিচার করিয়া প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিবার ইচ্ছা পরিত্যক্ত হইল। ফলকথা দাঁড়াইল এস্থলে অস্তি শব্দ অস্তিত্বরূপ একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বস্তুরই বাচক হইতে পারে, নাস্তিত্বাদি ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থের বাচক হইতে পারে না। কাজেই যেস্থলে প্রধানভাবে 'অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব' উভয়ই যুগপদ্ বিবক্ষিত সেস্থলে কোন শব্দই তাদৃশ অর্থ প্রতিপাদিত করিতে পারে না। এইকারণে বিবক্ষিতস্থলে ঘটাদিকে অবাচ্যই বলা হইয়াছে।

ভাল কথা—যুগপৎ প্রধানভূত অনেকধর্ম্মের বাচক শব্দ সম্ভব না হওয়ায় বস্তুকে 'অবাচ্য' এই শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়—ইহা বুঝা গেল। এখন 'অবাচ্য' শব্দের কোন অর্থ আছে কি না ইহা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসার বিষয় হইয়া পড়ে। এখন যুগপৎ প্রধানভূত সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়াবচ্ছিন্ন বস্তুই অবাচ্য শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ ঈদৃশ ধর্ম্মদ্বয়ের কোন বাচক শব্দ নাই বলিয়াই তো উহাকে 'অবাচ্য' বলা হইয়াছে। যদি অবক্তব্য শব্দ উহার বাচক হয়—তবে ঈদৃশ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বস্তু সর্ব্ববিধ বাচক শব্দবর্জ্জিত ইহা কিরূপে বলা যাইবে? আর এক শব্দ যুগপৎ প্রধানভূত ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুর বাচক হয় না—এইরূপ নিয়মই বা তাহা হইলে কিরূপে রক্ষিত হইবে? যদি 'অবক্তব্য' শব্দ ঈদৃশ অর্থে সঙ্কেতিত হইয়া উহার বাচক হয় ইহা প্রতিবাদী বলেন, তবে জিজ্ঞাসা করি অন্য কোন সাঙ্কেতিক শব্দই বা ইহার বাচক হইবে না কেন? যদি—অন্য সাঙ্কেতিক পদ ক্রমেই ঈদৃশ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বস্তুর বোধক হইবে—যুগপৎ ঈদৃশ অর্থবোধনে তাহার সামর্থ্য থাকিতে পারে না, ইহা বলেন, তবে 'অবক্তব্য' শব্দও ক্রমেই সত্ত্বাসত্ত্বাদিবিশিষ্টবস্তুর প্রতিপাদনে সমর্থ হইবে—কারণ শব্দশক্তির স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া সঙ্কেতের দ্বারা বাচ্যবাচক সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইতে পারে না। তাহা হইলে এখন জিজ্ঞাস্য—অবক্তব্য শব্দের বাচ্য অর্থ কি? ইহার উত্তর অবক্তব্য শব্দ বাচ্যত্বাভাবরূপ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বস্তুর বাচক হয়। যুগপৎ প্রধানভূত সত্ত্বাসত্ত্বাদিরূপ ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বস্তুর বাচক হয় না—ইহাতে একমাত্র অনুভবকেই আমরা সাক্ষিরূপে উপস্থাপিত করিব।

এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে—অবক্তব্য পদটী 'স্যাৎ'পদ দ্বারা লাঞ্ছিত করা হয় কেন? ইহার উত্তর—যদি 'ঘটঃ অবক্তব্য এব' 'ঘট অবক্তব্যই'—এইরূপ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ঘট সর্ব্বপ্রকারে অবক্তব্য—এইরূপ অর্থই প্রকাশিত হইবে। ইহা কিন্তু অনুভববিরুদ্ধ। অস্তিত্বাদি ধর্ম্মপুরস্কারেও ঘটের অভিধান হয় এবং প্রথমাদিভঙ্গেও তাহাই করা হইয়াছে। এই জন্যই 'স্যাৎ' এই নিপাতের প্রয়োগ আবশ্যক। তাহা হইলে—চতুর্থভঙ্গের অর্থ এইরূপ দাঁড়াইল—সত্ত্ব বা অসত্ত্ব পুরস্কারে ঘটাদি বস্তু বক্তব্য হইলেও যুগপৎ প্রধানভূত সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিশিষ্টরূপে ঘট অবাচ্য—ইহা বলিতে হইবে।

পঞ্চমাদিভঙ্গের অর্থ নিরূপণ করা এখন অনায়াসসাধ্য হইবে। 'স্যাদস্তিচ অবক্তব্যশ্চ ঘটঃ'—এই পঞ্চমভঙ্গে অস্তিত্ব ও অবক্তব্যত্ব উভয়ধর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে। ঘটের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া 'অস্তিত্ব' ও যুগপৎ স্বরূপ ও পররূপ গ্রহণ করিয়া অবক্তব্যত্বরূপ ধর্ম্মের বোধ হইলে এই বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। বাক্যার্থ হইবে—অস্তিত্ববিশিষ্ট যে অবক্তব্যত্ব ধর্ম্ম, তদ্বিশিষ্ট ঘট—এইরূপ।

এইরূপে পররূপকে অবলম্বন করিয়া 'নাস্তিত্ব' এবং স্বরূপ ও পররূপকে যুগপৎ গ্রহণ করিয়া 'অবক্তব্যত্ব' ধর্ম্মের দ্বারা ঘটকে বিশেষিত করিতে হইলে ষষ্ঠভঙ্গের অবতারণা করিতে হইবে। ষষ্ঠভঙ্গে ও পঞ্চমভঙ্গের অস্তিত্বের ন্যায় 'নাস্তিত্ব'রূপ ধর্ম্ম অবক্তব্যত্ব-ধর্ম্মের বিশেষণরূপে প্রথমে প্রতীত হইয়া পরে উভয়ে ঘটের বিশেষণরূপে প্রতীত হইবে। সপ্তমভঙ্গে—প্রথমে প্রধানভাবে সত্ত্ব ও অসত্ত্বের ক্রমে প্রতীতি হইবে। পরে উহা অবক্তব্যত্বের বিশেষণ হইবে এবং এইরূপ বিশেষণবিশিষ্ট অবক্তব্যত্বরূপ ধর্ম্মটী ঘটের বিশেষণ হইবে। ইহাদের কোন অংশটিরই ব্যর্থতা নাই তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এখন অনেকান্তবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রতিবাদিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বিচার করিব। জগতের সমস্ত বস্তু, সমস্ত পদার্থ অনেকান্তস্বভাব ইহা জৈন দার্শনিকগণের অভিমত এবং তাহার অনুকূলে যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদিদার্শনিকগণের মত ভ্রমকলুষিত নহে, কিন্তু তাঁহারা একদেশদর্শী, বস্তুর একদেশকেই তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ বা স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করেন এবং অন্য স্বভাবের প্রতিষেধ করেন বলিয়াই তাঁহাদের সহিত জৈনদার্শনিকদের মতভেদ উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমরা দুই একটি মতের আলোচনা

করিতেছি। সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণ পরিণামিনী ইহা স্বীকার করিয়াও দ্রব্যকে একমাত্র তত্ত্ব বলেন, কিন্তু পর্য্যায় (প্রতিক্ষণগত পরিণাম) ও যে অনুভবসিদ্ধ বস্তু এবং তাহার দ্বারা দ্রব্যের অনেকত্বও যে প্রমাণসিদ্ধ, এ বিষয়ে তাঁহারা গজনিমীলিকাই অবলম্বন করেন। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ পর্য্যায়েরই বস্তুত্ব স্বীকার করেন এবং দ্রব্যের একত্ব কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেন। ইহাও গজনিমীলিকার পরিচায়ক। শূন্যবাদিগণ বস্তু ও পর্য্যায়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে অসমর্থ হইয়া জাগতিক সমস্ত পদার্থকেই শূন্য বা অবক্তব্য বা অনির্বাচ্য বলিয়া উহার অলীকত্ব ও অসত্যত্ব ঘোষণা করেন। কিন্তু অবক্তব্য হইলেও বস্তুর সত্যতা তাহার দ্বারা অপ্রমাণিত হয় না। অনির্বাচ্যত্ব শব্দশক্তির ও মানবীয় জ্ঞানের শক্তির সঙ্কোচ বশতঃ অঙ্গীকার করিতে হয় এবং যাহা শব্দের দ্বারা প্রকাশ্য হয় না বা শাব্দ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না, তাহা যে অসত্য, ইহা কল্পনা করা অপেক্ষা বস্তুর স্বভাবই এইরূপ, ইহা কল্পনা করাই সঙ্গত। কারণ, অবক্তব্যস্বরূপ ধর্ম্মের যেমন অনুভব হয়, তেমনি তদিতর অস্তিত্বও অনুভবসিদ্ধ। বেদান্তিগণ এই অনুগত অস্তিত্বকেই একমাত্র সত্য বলেন এবং অবক্তব্যত্বকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহাও জৈনদের মতে অনুভববিরুদ্ধ, অস্তিত্ব নাস্তিত্ব, অবক্তব্যত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মেরই যখন অবাধিত অনুভব হয়, তখন ইহাদের একটিকে সত্য ও অপরগুলিকে মিথ্যা বলিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

যাক্—সমস্ত বস্তুই অনেকান্ত এবং জগতে একান্ত বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তবে প্রশ্ন হইতে পারে, এই অনেকান্তত্ব তত্ত্বটি অনেকান্ত কিংবা একান্ত। যদি ইহাও অনেকান্ত হয়, তবে একান্তবাদও প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইবে এবং যদি ইহা অনেকান্ত না হয়, তবে অন্ততঃ একটা তত্ত্ব একান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং সমস্ত বস্তুই অনেকান্ত এই নিয়ম ব্যভিচারী হইবে। ইহার উত্তরে জৈন দার্শনিকগণ বলেন অনেকান্তত্ব বিষয়েও অনেকান্তবাদ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রমাণ ও নয় এতদুভয়ের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নিরূপিত হয় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। একান্ত নয়ের বিষয়, অনেকান্ত প্রমাণসিদ্ধ। তন্মধ্যে সম্যক্ একান্ত ও মিথ্যা একান্তভেদে একান্তকে দ্বিবিধ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। আর অনেকান্তও দ্বিবিধ, সম্যক্ অনেকান্ত ও মিথ্যা অনেকান্ত। তন্মধ্যে নয়ের বিষয়—অনেক ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর অন্তর্গত একটী ধর্ম। ইহা ধর্মান্তরের প্রতিষেধ করে না। এই জন্য নয়ের বিষয়ীভূত একান্তকে সম্যগেকান্ত বলা হয়। মিথ্যৈকান্ত কিন্তু নয়াভাসের বিষয়। ইহা একটীমাত্র ধর্ম্মের অঙ্গীকার করিয়া অন্য ধর্ম্মের নিষেধ করে। এইরূপ সম্যগনেকান্ত প্রমাণের বিষয়। ইহা প্রত্যক্ষাদির অবিরুদ্ধ একধর্ম্মীতে নানাধর্ম্মের নিরূপণ করে। মিথ্যানেকান্ত তাহাই, যাহা প্রত্যক্ষাদি বিরুদ্ধ নানাধর্ম্মের কল্পনা দ্বারা জ্ঞানের বিষয় হয়। সম্যগনেকান্তকে প্রমাণ ও মিথ্যানেকান্তকে প্রমাণাভাস বলা হয়। কাজেই অনেকান্তের দ্বিবিধ ভেদ থাকায় 'স্যাদেকান্তঃ' (একান্ত থাকিতে পারে)। 'স্যাদনেকান্তঃ' (অনেকান্ত থাকিতে পারে)—এইরূপে সপ্তভঙ্গীর অবতারণা অসম্ভবপর হইল না। নয়ের বিষয়ীভূত একান্ত ও প্রমাণের বিষয়ীভূত অনেকান্ত উভয়ই বস্তু। তবে অশেষধর্ম্ম নিশ্চয়াত্মক প্রমাণভূত অনেকান্তই বস্তুর যাথার্থ্য নিশ্চয়ে উপযোগী যদ্যপি নয়ের দ্বারা বস্তুর একদেশের জ্ঞান হয়, তথাপি উহা মিথ্যা নহে। যদি অনেকান্ত সর্ব্বদা অনেকান্ত হইবে, কদাপি একান্ত হইবে না—ইহা সত্য হইত, তবে অনেকান্তও সত্য হইত না কারণ, একান্ত সমূহই অনেকান্তের স্বরূপ, যদি অনেকান্তের ঘটক একান্ত সত্য না হয়, তাহা হইলে শাখাদির অভাবে যেমন বৃক্ষের অভাব অনিবার্য্য, সেইরূপ অনেকান্তেরও অভাব হইয়া পড়িবে।

এইপ্রকারে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, একত্ব ও অনেকত্ব প্রভৃতি আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সপ্তভঙ্গীর অবতারণা করিয়া সমস্ত বস্তুর অনেকান্তত্ব সম্পাদিত হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—স্যান্নিত্যো ঘটঃ ইহার অর্থ দ্রব্যরূপে ঘট নিত্যত্বধর্ম্মবান্। 'স্যাদনিত্যো ঘটঃ'—ইহার অর্থ 'পর্য্যায়রূপে ঘট নিত্যত্বভেদবান্'। কারণ অনিত্য শব্দের অর্থ 'নিত্যভেদ'। ঘট নিত্য হইলে তাহা নিত্যত্বভেদ ধারণ করিতে পারে না। কারণ ভেদ ব্যাপ্যবৃত্তিধর্ম্ম (যাহা সমস্ত ধর্ম্মীকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে তাহাকে ব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয়)। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ভেদও অব্যাপ্যবৃত্তি ধর্ম্ম হইতে পারে যদি অবাধিত প্রতীতিসিদ্ধ হয়। মূলদেশে বৃক্ষ কপি সংযোগী না, এইরূপ প্রতীতির দ্বারা শাখাবচ্ছেদে কপি সংযোগী বৃক্ষেও কপি সংযোগীর ভেদ প্রতীত হইতেছে এবং এই প্রতীতির বাধও হয় না। কাজেই ভেদ ও অব্যাপ্যবৃত্তি হইতে পারিল এবং ঘটেও পর্য্যায়াবচ্ছেদে নিত্যভেদ সিদ্ধ হইল এবং তাহা হইলে নিত্যত্বও অনিত্যত্ব ও অনেকান্ত হইল। এইরূপে ঘট ও দ্রব্যরূপে এক এবং রূপ, রস প্রভৃতি পর্য্যায়াবচ্ছেদে অনেকও হইবে।

এখন আবার প্রশ্ন হইতে পারে—এক এক ঘটব্যক্তিকে লইয়া দ্রব্য ও পর্য্যায়ভেদে তাহার একত্ব ও অনেকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে এবং সপ্তভঙ্গীর অবতারণার দ্বারা তাহার অনেকান্ত স্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্ববস্তুকে লক্ষ্য করিয়া একত্ব ও অনেকত্বের বিধান কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? কারণ জৈন

দার্শনিকগণ নানাব্যক্তিতে অনুগত কোন সামান্য ধর্ম্ম স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জাতি প্রতিব্যক্তিতেই পরিসমাপ্ত এবং উহা সদৃশ-পরিণাম মাত্র। গোব্যক্তি সমূহের যে প্রতিক্ষণ গোসদৃশাকারে পরিণাম, তাহাই উঁহাদের গোত্বরূপ সামান্যধর্ম্ম। বিদ্যানন্দিস্বামীতো স্পষ্টই বলিয়াছেন আমরা অনেকব্যাপী সদৃশ পরিণাম স্বীকার করি না' ('নহি বয়ং সদৃশপরিণামমনেকব্যক্তিব্যাপিনং যুগপদপগচ্ছামঃ'—তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক, 'উপযোগো লক্ষণম্' এই সূত্র দ্রষ্টব্য)। সদৃশপরিণামরূপ সামান্য যে প্রতিব্যক্তিভিন্ন, তাহা প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডকারও কণ্ঠরবে 'সদৃশপরিণামাত্মকমনেকং তির্য্যক্সামান্যম্' এই উক্তির দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সত্তরূপধর্ম্ম যদি প্রতিব্যক্তিতে ভিন্নই হয়, তাহা হইলে 'সত্তা সামান্য এক ও অনেক' এই সিদ্ধান্ত অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িবে। কাজেই সত্ত্ব-সামান্যকে ব্যক্তিরূপে অনেক-স্বরূপে এক ও অনেক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত আচার্য্যগণের বাক্যগুলির অভিপ্রায় অন্যরূপ। তাঁহারা সত্তাসামান্যের সর্ব্বপ্রকারে ঐক্য হইতে পারে না, ইহাই বলিতে চাহেন। যদি সত্তাসামান্য সর্ব্বথা অনেক হয়, তবে পৃথক্ত্ব একান্ত হইয়া যায় এবং ইহা যে অপসিদ্ধান্ত, ইহা সমস্ত জৈনবাদিগণের সম্মত। আর যদি অনুগত অভিন্ন-স্বভাব সত্তাসামান্য না থাকে, তবে একত্ব বুদ্ধির উপপাদন করা যাইবে না। সাদৃশ্যের দ্বারা অনুগত বুদ্ধি উপপন্ন হইবে ইহাও বলা যায় না। কারণ সাদৃশ্য ও অনুগত একধর্ম্ম ব্যতিরেকে সম্ভবপর হইতে পারে না। ইহা সাদৃশ্যের লক্ষণ হইতেই নিরূপিত হইয়া থাকে। সাদৃশ্যের লক্ষণ—ভেদ থাকিলেও অনুগত ভূয়োধর্ম্মসদ্ভাব 'তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বং সাদৃশ্যম্'। চন্দ্র ও মুখকে সদৃশ বলিতে পারি, চন্দ্র হইতে ভিন্ন হইলেও মুখে চন্দ্রগত আহ্লাদজনকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম বিদ্যমান বলিয়া। অতএব যাঁহারা সাদৃশ্যের দ্বারা একত্ব বুদ্ধির উপপাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকেও অনুগত একধর্ম্মের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা সাদৃশ্যকে ভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভিন্ন পদার্থ বলেন, তাঁহারা একত্বের স্থলেই সাদৃশ্যকে অভিষিক্ত করিবেন। যাহা হউক, এইরূপ সাদৃশ্যকে লইয়া সর্ব্ববস্তুতে একত্ব ও অনেকত্বের উপপাদন করা হইবে। এইরূপ জীব-পদার্থকে লইয়া 'স্যাজ্জীবঃ' 'স্যাদজীবঃ' ইত্যাদি সপ্তভঙ্গীর অবতারণা হইবে। জীব জ্ঞান ও দর্শন পুরস্কারে চেতন, আর প্রমেয়ত্বাদি ধর্ম্মপুরস্কারে অচেতন পদবাচ্য। অকলঙ্কদেবের বচন এ বিষয়ে প্রমাণ—"প্রমেয়ত্বাদিভির্ধর্মৈরচিদাত্মা চিদাত্মকঃ। জ্ঞানদর্শনতস্তস্মাচ্চেতনাচেতনাত্মকঃ।।" অজীবত্ব বলিতে অজীববৃত্তি প্রমেয়ত্বাদিধর্ম্মবৈশিষ্ট্য ও জীবত্ব বলিতে জ্ঞানদর্শনাদিধর্ম্মবত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

এইরূপে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপুরস্কারে অনেকান্তবাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সমাধান করা হইল। এখন সামান্যতঃ যে সমস্ত আপত্তি করা হইয়া থাকে, তাহার খণ্ডন করা হইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে, অনেকান্তবাদ একটী ছলমাত্র। একই বস্তুকে সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য বলিয়া বর্ণনা করা, ছলভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু এ আপত্তি অসার, ছলের লক্ষণ ইহাতে প্রযুক্ত হয় না। যদি ছল হয়, তবে ইহা বাক্ছলই হইবে। কিন্তু শব্দ এক অর্থে প্রযুক্ত হইলে তাহার অর্থান্তর কল্পনা করিয়া দোষ প্রদর্শনের নাম ছল ("অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্ছলম্"। ন্যায়সূত্র ১,২.১২) যেমন যদি কেহ দেবদত্তের নূতন কম্বল আছে এই অর্থে নবকম্বলবিশিষ্ট দেবদত্ত এইরূপ প্রয়োগ করেন, তাহাতে যদি কেহ নব শব্দের 'নয়টী' অর্থ কল্পনা করিয়া—ইহার দুইটী কম্বলও নাই, কি করিয়া নয়টী কম্বল থাকিবে, এইরূপ অনুযোগ করেন, তাহা হইলে তিনি ছলপ্রয়োগ করেন। কিন্তু অনেকান্তবাদে যে অর্থে শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার বিপরীত অর্থ কেহ কল্পনা করিয়া স্যাদ্বাদ প্রয়োগ করেন। ইহা কোন সত্যবাদীই বলিতে পারিবেন না।

এখন আপত্তি হইতে পারে—ছল না হউক—অনেকান্তবাদ যে সংশয়ের কারণ হয়, তাহা নিশ্চিত। কারণ, একই বস্তুতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ নানাধর্ম্মের সম্ভব হইতে পারে না, এবং যেখানে এইরূপ জ্ঞান হয়, তথায় সংশয়ই উৎপন্ন হয়। যেমন একই ধর্ম্মীতে স্থাণুত্ব ও তাহার অভাবের জ্ঞান হইলে ইহা স্থাণু না অন্য কিছু এইরূপ জ্ঞান হয় এবং এই জ্ঞানই সংশয়। কিন্তু এ আপত্তিও টিকিতে পারে না। যে হেতু—সংশয়ের কারণ এখানে নাই। সাধারণ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ, বিশেষধর্ম্মের অপ্রত্যক্ষ, অথচ বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি হইলে সংশয় উৎপন্ন হয়। যথা, অল্প আলোক ও অন্ধকারের সমাবেশ হইলে স্থাণু ও পুরুষের সাধারণ ধর্ম্ম ঊর্দ্ধতাদির প্রত্যক্ষ হইলে স্থাণুর অসাধারণ ধর্ম্ম বক্রকোটর, পক্ষিনীড় প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মের ও পুরুষগত হস্তপাদাদির সঞ্চালন শিরঃকণ্ডূয়ন প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মের অপ্রত্যক্ষ হইলে, অথচ এই সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মের স্মৃতি হইলে ব্যক্তিবিশেষের সংশয় হয়। 'পুরোবর্ত্তী বস্তু স্থাণু না পুরুষ'? অনেকান্তবাদে স্বরূপ ও পররূপাদি বিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি থাকে। কাজেই সংশয়ের পূর্ণ সামগ্রী (কারণসাকল্য) না থাকায় অনেকান্তবাদে সংশয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু আবার আপত্তি হইতে পারে যে, পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মের সাধক হেতু উপস্থিত থাকিলে, সংশয় অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ঘটাদিতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের সাধকহেতু বর্ত্তমান—ইহাই তো প্রতি-

বাদীর নিকট অনেকান্তবাদী প্রমাণিত করিতে চাহেন। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ থাকিলে সংশয় হইবে না, ইহা বলিতে পারা যায় না। ইহার উত্তর এই যে, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব অবচ্ছেদক ভেদে বর্ত্তমান এবং অবচ্ছেদকভেদে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশে বিরোধ হয় না। যেমন এক দেবদত্ত কাহারও পিতা এবং কাহারও পুত্র হয়—ইহাতে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। আর এই বিরোধের আপত্তি আমরা অনন্তরই খণ্ডন করিতেছি।

কোন কোন প্রতিবাদী অনেকান্তবাদে অষ্টপ্রকার দোষ উদ্ভূত হইবে—ইহা বলেন। (১) প্রথম দোষ বিরোধ, একই ধর্ম্মীতে বিধি ও প্রতিষেধাত্মক অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব ধর্ম্মদ্বয়ের একত্র সমাবেশ আলোক ও অন্ধকারের একত্র সমাবেশের ন্যায় বিরুদ্ধ। (২) দ্বিতীয় দোষ বৈয়ধিকরণ্যের প্রসক্তি ; অস্তিত্বের অধিকরণ ভিন্ন, নাস্তিত্বের অধিকরণ ভিন্ন—উভয়ের এক অধিকরণে অবস্থান হইতে পারে না—বিভিন্ন অধিকরণে থাকার নাম বৈয়ধিকরণ্য। (৩) যেরূপে অস্তিত্ব ও যেরূপে নাস্তিত্ব ধর্ম্মের বিধান হয়, সেই রূপেরও অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব থাকিবে এবং তাহাও স্বরূপ ও পর-রূপকে অপেক্ষা করিয়াই থাকিবে। এইরূপে তাহাদেরও অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব স্বরূপ ও পররূপকে অপেক্ষা করিবে—এইরূপে অন-বস্থাদোষের প্রাদুর্ভাব হইবে। (৪) যেরূপে অসত্ত্ব থাকিবে সেইরূপেই সত্ত্ব থাকিবে—ইহার নাম সঙ্কর দোষ। সমস্ত (বিরুদ্ধ) ধর্ম্মের যুগপৎ প্রাপ্তির ন্যায়—সঙ্কর। (৫) যেরূপে সত্ত্ব সেইরূপেই অসত্ত্ব থাকিলে, সত্ত্ব থাকিতে পারেনা এবং যেরূপে অসত্ত্ব থাকে সেইরূপেই সত্ত্ব থাকিলে, অসত্ত্ব থাকিবে না। ইহাতে ব্যতিকরদোষ উদ্ভূত হইবে। কারণ পরস্পরের বিষয় ব্যত্যাসই ব্যতিকরের লক্ষণ ('পরস্পরবিষয়গমনং ব্যতিকরঃ')। (৬) বস্তুর সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যুগপৎ স্বভাব হইলে—ইহা এই প্রকারের, অন্য প্রকারের নহে। এইরূপ নিশ্চয় অসম্ভব হইবে এবং তাহার ফলে 'সংশয়'রূপ ষষ্ঠদোষ দুর্ব্বার হইবে। (৭) তাহা হইলেই অনিশ্চয়-স্বভাব 'অপ্রতিপত্তিরূপ সপ্তম দোষের আবির্ভাব হইবে। পরিশেষে (৮) সত্ত্বাসত্ত্বাত্মক বস্তুর 'অভাব' হইবে—ইহা অষ্টম দোষ।

এই সমস্ত আপত্তির খণ্ডন অনায়াস-সাধ্য। এই সমস্ত দূষণের মূলদোষ বিরোধ এবং ইহার নিরাসে অন্য সমস্ত দোষ স্বতঃই খণ্ডিত হইয়া যাইবে। কারণ, ইহারা বিরোধের মুখাপেক্ষী, কাজেই আমরা বিরোধের বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়া ইহার এবং অন্যদোষের খণ্ডন অল্পবাক্যে সম্পন্ন করিব। যে সমস্ত ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ দেখা যায় না, তাহাদের পরস্পর বিরোধ আছে ইহা আমরা নিরূপণ করি। অনুপলব্ধিই বিরোধের সাধক প্রমাণ। কিন্তু বস্তুর স্বরূপাদিতে সত্ত্ব যেমন উপলব্ধ হয়, পররূপাপেক্ষায় অসত্ত্বও তেমনি উপলব্ধ হয়। স্বরূপসত্ত্ব যেমন প্রতীতিসিদ্ধ, পররূপাবচ্ছিন্ন অসত্ত্বও তদ্রূপ। কাজেই বিরোধ নাই। অনুপলব্ধিরূপ সাধক-প্রমাণ না থাকায় বিরোধের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। আর যুক্তিদ্বারাও বিরোধ সাধিত হয় না। যদি বস্তুর সর্ব্বথা ভাবই স্বরূপ হয়, তবে বস্তুর স্বরূপে সত্তাব ন্যায় পররূপেও সত্তা থাকিবে। সর্ব্বথা অভাব ও বস্তুর স্বরূপ হয়, তবে পররূপে অসত্তাব ন্যায় স্বরূপেও অসত্তা প্রসক্ত হইবে। এখন শঙ্কা হইতে পারে ; পররূপাবচ্ছেদে অসত্ত্ব পররূপেরই অসত্ত্ব—তাহা বস্তুর ধর্ম্ম হইতে পারে না। ঘটে পটস্বরূপের অভাব থাকিলে, সেই অভাব ঘটের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ভূতলে ঘটের অভাব থাকিলে অভাব যেমন ঘটের ধর্ম্ম, সেইরূপ ঘটে পটের অভাব থাকিলে ঘটে পট নাই, ইহাই বলা যাইতে পারে, ঘট নাই ইহা বলা অসম্ভব। কাজেই 'স্যাদ্ঘটোনাস্তি' এইরূপ উক্তির দ্বারা ঘটে নাস্তিত্ব ধর্ম্মের বিধান কি করিয়া সঙ্গত হইবে? এই আপত্তি সমীচীন বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে জৈনমতবাদেরই যৌক্তিকতা প্রতীত হইবে। আচ্ছা—ঘটে পটরূপের অভাব আছে, ইহা তো অবিবাদসিদ্ধ। এখন এই ঘটরূপের অভাবের অধিকরণ কি? ইহা যে অধিকরণে থাকিবে, তাহারই ধর্ম্ম হইবে। ইহা পটের ধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। কারণ পটরূপের অভাব পটে থাকিতে পারে না, থাকিলে পট অভাবাত্মক এবং শূন্য হইবে। স্বীয় ধর্ম্ম যদি তাহার ধর্ম্মীতে না থাকে—তাহা হইলে তাহা তাহার ধর্ম্ম হইবে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে—পটে পটরূপের অভাব নাই, সদ্ভাবই আছে। যদি পটরূপের অভাব ও তাহার সদ্ভাব উভয়ই পটে থাকিত, তবে পটের ভাবধর্ম্মবত্ত্ব প্রযুক্ত ভাবাত্মকত্ববৎ অভাবাত্মকত্বও স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে পটাভাব ঘটের ধর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে এবং অভাবধর্ম্ম থাকে বলিয়া ঘটকে অসৎও বলিতে হইবে। যেমন ঘটস্বরূপ ভাব-ধর্ম্ম থাকে বলিয়া তাহাকে সৎ বলা হয়। অতএব, ঘট নাই এ প্রয়োগ নির্দ্দুষ্ট হইল।

নৈয়ায়িক আপত্তি করেন যে, পটরূপাভাব পটের ধর্ম্ম বলিতে হইবে। কারণ ঘটে পটরূপের অসত্ত্ব আছে ইহার অর্থ ঘটে যে অভাব আছে তাহার প্রতিযোগী (যাহার অভাব থাকে, তাহাকে সেই অভাবের প্রতিযোগী বা বিশেষণ বা নিরূপক বলা হয়)। পট এবং পটে এই প্রতিযোগিত্বরূপধর্ম্ম থাকায় পটাভাব পটের ধর্ম্ম হইল। ভূতলে ঘটের অভাব আছে—ইহা বলিলে ভূতলস্থিত অভাবের প্রতিযোগী ঘট হইয়া থাকে এবং ঈদৃশ অভাবের প্রতিযোগিত্বই ঘটের নাস্তিত্ব। কাজেই অভাবকে প্রতিযোগীর ধর্ম্ম বলা উচিত। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, নৈয়ায়িক

একদিকমাত্র দেখিয়া আপত্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার কথা মানিয়া লইলেও ঘটাভাব যে ভূতলের ধর্ম্ম ও বিশেষণ হয় ইহা তো তিনিও স্বীকার করেন। তাহা হইলে ঘটাভাব যেমন ভূতলের বিশেষণ ও ধর্ম্ম হয়, সেইরূপ পটাভাবও ঘটের ধর্ম্ম ও বিশেষণ হইবে। কাজেই ঘটের ভাবাভাবাত্মকত্ব সিদ্ধ হইল।

এখন আবার আপত্তি হইতে পারে—ঘটের ভাবাভাবাত্মকত্ব সিদ্ধ হইলেও 'ঘটোঽস্তি' (ঘট আছে') 'পটোনাস্তি' (পট নাই) এইরূপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কারণ পটের অভাব প্রতিপাদন করিতে হইলে 'পট নাই' ইহাই বলা হয়। 'ঘট নাই'—এরূপ বলা অসঙ্গত। যেমন ভূতলে ঘটাভাব প্রতিপাদন করিতে হইলে 'ভূতলে ঘট নাই' এইরূপই প্রয়োগ হয়, 'ভূতল নাই' ইহা বলা হয় না। সেইরূপ পটাভাব ঘটধর্ম্ম হইলেও 'পট নাই' ইহাই বলা উচিত। 'ঘট নাই' ইহা বলিলে বিরুদ্ধার্থেরই প্রতীতি হইবে। কারণ, অভাববোধক বাক্য প্রতিযোগীর প্রাধান্ত পুরস্কারেই প্রযুক্ত হয়। এতদুত্তরে অনেকান্তবাদী বলেন, 'বস্তুর ভাবাভাবাত্মকত্ব সিদ্ধ হইলেই আমাদের বিবাদ নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। শব্দপ্রয়োগ লইয়া বিবাদ করার আবশ্যকতা নাই। কারণ, শব্দপ্রয়োগ পদার্থসত্তানুসারী না হইতে পারে। পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রয়োগানুরোধেই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ— 'দেবদত্ত পাক করিতেছে' এই প্রয়োগ গ্রহণ করা যাউক। আচ্ছা, এখানে কর্ত্তা দেবদত্তপদের অর্থ কি বিচার করা যাউক। দেবদত্তের শরীর, আত্মা, কিংবা শরীরবিশিষ্ট আত্মা—ইহার অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যদি প্রথম অর্থ গৃহীত হয়—তবে 'দেবদত্তের শরীর পাক করিতেছে'—এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত। দ্বিতীয় অর্থে, দেবদত্তের আত্মা পাক করিতেছে—প্রয়োগ হইবে। তৃতীয় অর্থে—শরীরবিশিষ্ট আত্মা পাক করিতেছে এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত। কিন্তু প্রয়োগ ইহার কোনরূপই হয় না। কারণ কোন্ অর্থে কিরূপ প্রয়োগ হইবে ইহার প্রতি পূর্ব্বপূর্ব্ব ব্যবহারই নিয়ামক এবং এ বিষয়ে নিয়োগ বা অনুযোগের অবকাশ নাই।

বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের দ্বারা এই বিচারের সমাপ্তি হইবে। ঘটে পটরূপের অভাব আছে, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য—এই পটাভাব ঘট হইতে ভিন্ন না অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারও অভাব ঘটে থাকিবে—যেমন পট ঘট হইতে ভিন্ন হইল বলিয়া ঘটে পটের অভাব থাকে, তদ্রূপ। আর যদি পটাভাবের অভাবও ভিন্ন হয়, তবে তাহারও অভাব থাকিবে—এইরূপে অনন্ত অভাব কল্পনা করিতে হইবে—ইহারই নাম অনবস্থা এবং অনবস্থা হইলে বস্তুসিদ্ধি হয় না। আর যদি 'ঘটে' পটাভাবের ন্যায় পটাভাবেরও অভাব থাকে, তাহা হইলে ঘটে পট থাকে ইহাই বলিতে হইবে। কারণ, অভাবের অভাব প্রতিযোগীর (পটের) স্বরূপই হইয়া থাকে। এ বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের উক্তি—'অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতম্' প্রমাণরূপে উপস্থাপন করা যাইতে পারে। ভিন্নপক্ষে অনবস্থা প্রভৃতি দোষ অপরিহার্য্য হইতেছে। অতএব পরিশেষ প্রমাণ-বলে পটাভাবকে ঘট হইতে অভিন্ন বলিতে হইবে এবং তাহা হইলে ঘট হইতে ভাবধর্ম্ম অভিন্ন হয় বলিয়া যেমন ঘটকে ভাবাত্মক বা সৎ বলা হয়, তেমনি অভাবও ঘট হইতে অভিন্ন হওয়ায় ঘট অভাবাত্মক বা অসৎও হইবে। অনেকান্তবাদীর ইহাই সিদ্ধান্ত।

কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করেন যে, স্বরূপে যাহা ভাব, তাহাই পররূপকে অপেক্ষা করিয়া অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এবং পররূপে যাহা অভাব, তাহাই স্বরূপে ভাব। তাহা হইলে ভাব ও অভাব ভিন্ন না হওয়ায় বস্তু ভাবাভাবাত্মক ইহা বলা চলে না। কিন্তু এই আপত্তিও বিচারসহ নহে। কারণ, ভাব ও অভাবের অপেক্ষণীয় নিমিত্ত ভিন্ন হইয়া থাকে বলিয়া উহাদের ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ে—'অয়মেব ভেদো ভেদ-হেতুশ্চ যদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ কারণভেদশ্চ' (বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসই ভেদ এবং ভেদের হেতু কারণভেদ)—এই অভিযুক্তবাক্য প্রমাণ। ভাব ও অভাবের নিমিত্ত কারণ ভিন্ন হওয়ায় উহাদের ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। নিমিত্ত-কারণ ভেদেও কার্য্যভেদ হয়, ইহা আমরা প্রদীপ বা দাবানলের ভেদ হইতে অনুমান করি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক—এ বিষয়ের বহুল বিচার ন্যায়কুসুমাঞ্জলির প্রথম স্তবকের ষষ্ঠ কারিকার বৃত্তি ও বর্দ্ধমানের টীকা পাঠ করিলে অবগত হইবেন। আমরা প্রকৃতবিরোধভয়ে সে সমস্ত যুক্তিজালের অবতারণা করিতে বিরত হইলাম।

যাহা হউক, নিমিত্তভেদ থাকায় উহাদের ভেদ স্বীকার করা উচিত। স্বরূপকে অপেক্ষা করিয়া বস্তু ভাবাত্মক হয় এবং পররূপকে অপেক্ষা করিয়া অভাবাত্মক হয়। একই দ্রব্যে দ্রব্যান্তরকে অপেক্ষা করিয়া দ্বিত্বাদি সংখ্যা উৎপন্ন হয় এবং স্বরূপমাত্রকে অপেক্ষা করিয়া তাহার একত্বসংখ্যার জ্ঞান হয়। দ্বিত্ব ও একত্বকে অভিন্ন বলা হয় না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে একত্ব ও দ্বিত্ব ব্যবহার অবিশেষে প্রবৃত্ত হইত। আর একত্ব ও দ্বিত্ব সংখ্যা তাহাদের আশ্রয় হইতে ভিন্নই হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে দ্বিত্ব প্রভৃতি বস্তুর ধর্ম্ম হইত না এবং বস্তু সংখ্যারহিত হইত। সংখ্যারূপ ধর্ম্ম ভিন্ন হইলেও, বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া সংখ্যা বস্তুর ধর্ম্ম হয়, ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, সমবায় ও কথঞ্চিৎ তাদাত্ম্য সম্বন্ধের নামান্তরমাত্র। আর

ভাব ও অভাব ভিন্ন হইলেও উহারা এক অধিকরণে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া উহাদের বিরোধও নাই। যাহারা নিয়ত ভিন্ন অধিকরণে থাকে, তাহাদেরই বিরোধ হইয়া থাকে। দ্রব্যত্ব ও ঘটত্ব ভিন্ন হইলেও বিরুদ্ধ নহে; কারণ, উহাদের এক অধিকরণে বর্ত্তমানতা থাকে। যদি না থাকিত তবে বিরুদ্ধ হইত। কোন্ ধর্ম কোন্ ধর্ম্মের সহিত বিরুদ্ধ, ইহা প্রতীতি দ্বারাই নিরূপিত হইবে। অদ্বৈতবাদী বলেন—বিরোধ চারি প্রকারের—ভাবাভাবাত্মক, বধ্যঘাতকভাব, সহানবস্থান ও প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব। তন্মধ্যে শেষোক্ত তিন প্রকারের বিরোধ প্রতীতি হইতে সিদ্ধ হয়। প্রতীতিনিরপেক্ষ কোন বোধের দ্বারা উহাদের জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু প্রথম বিরোধ প্রতীতিনিরপেক্ষ জ্ঞান দ্বারাও সিদ্ধ হয় এবং প্রতীতি দ্বারাও সিদ্ধ হয়। যথা, মানব হইলেই উহা অমানব ভিন্ন, ঘট হইলেই উহা অঘটভিন্ন, ভাব হইলেই উহা অভাবভিন্ন—এইরূপ বোধ আমাদের স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহা প্রতীতিনিরপেক্ষ শুদ্ধজ্ঞানের (Transcendental knowledge) বিষয়। শেষোক্ত তিন প্রকারের বিরোধ প্রতীতির (Empirical knowledge) বিষয়। কাজেই—যখন একই বস্তুতে একই ধর্ম্মের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ের প্রতীতি হইবে তখন উহা শুক্তিতে রজতপ্রতীতির ন্যায় মিথ্যা হইবে। অনেকান্তবাদী কিন্তু প্রতীতিনিরপেক্ষ জ্ঞানকে প্রমাণ বলেন না এবং অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত বিরোধ-নীতি (Law of contradiction) মানেন না। এই স্থলেই উভয়ের মৌলিক বিবাদ। অদ্বৈতবাদীর সম্মত বিরোধ-নীতি স্বীকার করিলে জগৎকে মিথ্যা বলিতেই হইবে। যদি তাহা স্বীকার করা না যায় এবং প্রতীতিসিদ্ধ ভাবাভাবাত্মক বস্তুসমূহকে সত্য বলা যায়, তবে জগৎ সত্য হইবে। জগৎসত্যত্ববাদী ও জগন্মিথ্যাত্ববাদীর বিবাদ এই "বিরোধের" মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মূলসূত্রের ভেদ অবলম্বন করিয়া উহারা অপরবাদীকে খণ্ডন করেন। কিন্তু কেহই অন্যের পক্ষ স্বীকার করেন না, কাজেই বিরোধেরও নিবৃত্তি হয় না। আর কোন দিন যে এ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে, ইহাও আশা করা যায় না। কারণ, বিবাদের মূলসূত্র সম্বন্ধে মানব-মনের দ্বৈতপ্রবৃত্তি দেখা যায়। কেহ প্রতীতিকে বড় করিয়া দেন, কেহ বা যুক্তিকে। বাস্তবজগদ্বাদী (Realist) প্রতীতির পক্ষপাতী—অদ্বৈতবাদী যুক্তির পক্ষপাতী এবং যুক্তি তাঁহার মতে প্রতীতিনিরপেক্ষভাবে স্বক্রিয়ার দ্বারা প্রমাণ। কিন্তু বাস্তব-জগদ্বাদী যুক্তি মানেন বটে, তবে যুক্তি সর্ব্বদাই প্রতীতির দাসী, বড় জোর সখী মাত্র হইতে পারে। বিরোধ উপস্থিত হইলে যুক্তি পরাজিত হইবেই।

আমাদের মনে হয়, বাস্তবজগৎসত্যতাবাদীর পক্ষে জৈন অনেকান্তবাদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হয় অদ্বৈতবাদ, না হয় অনেকান্তবাদ স্বীকার করিতে হইবে। মধ্যে অবস্থান সম্ভব নহে। ইহা আমরা শীঘ্রই দেখাইব।

জৈন দার্শনিকগণ শেষোক্ত তিন প্রকারের বিরোধ স্বীকার করেন এবং সত্ত্ব ও অসত্ত্বের সহিত ইহাদের কোন প্রকার বিরোধই দৃষ্ট হয় না। বধ্যঘাতকভাবরূপ বিরোধ এককালে অবস্থিত-দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়। অগ্নি ও উদক এককালে সংযুক্ত হইলে উত্তরকালে একটী অপরটীর বিনাশ সাধন করে। যে অধিকবলশালী হয়, সেই ঘাতক এবং দুর্ব্বল বধ্য হইয়া পড়ে। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের এককালে সংযোগ প্রতিবাদী স্বীকার করেন না, কাজেই বধ্যঘাতকভাবসম্বন্ধও থাকিতে পারে না। যদি এককালে উভয়ের একত্র অবস্থান সম্ভব হয়, অথচ কেহই কাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়, তবে উহারা তুল্যবলই হইবে এবং উহাদের বিরোধও থাকিবে না। আর সহানবস্থানলক্ষণবিরোধও সত্ত্ব ও অসত্ত্বের মধ্যে থাকিতে পারে না। একই বস্তুতে কালভেদে বর্ত্তমান ধর্ম্মদ্বয়ের সহানবস্থানলক্ষণ-বিরোধ দেখা যায়—যেমন, আম্রের শ্যামত্ব ও পীতত্বের মধ্যে। আম্রের পীতত্বধর্ম্মটী উৎপন্ন হইবামাত্র পূর্ব্বতন শ্যামতা বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ অস্তিত্ব নাস্তিত্বের বিরোধী হয় না। তাহা হইলে অস্তিত্বকালে নাস্তিত্ব থাকিত না এবং ইহা হইলে জীব সত্তাপ্রাপ্তিমাত্র সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিত। আর নাস্তিত্বও উৎপন্ন হইবামাত্র অস্তিত্বকে বিনাশ করিত এবং তাহা হইলে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া যে বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রবৃত্ত হয়, তাহা অসম্ভব-দুষ্ট হইত। আর যদি একান্তভাবে কোন বস্তু সৎ হইত, তাহা হইলে তাহার অভাব হইতে পারিত না এবং একান্ত অসৎও সৎ হইত না। এমত অবস্থায় তাহাদের সহানবস্থানই বা কি করিয়া সম্ভব হইত। বহ্নি ও চন্দ্রকান্তমণির মধ্যে যেরূপ প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকরূপ বিরোধ দেখা যায়—সেরূপ বিরোধ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মধ্যে কল্পনা করা যায় না। কারণ মণিসদ্ভাবে যেমন দাহ উৎপন্ন হয় না, এইরূপে অস্তিত্ব থাকিলে নাস্তিত্ব থাকে না—ইহা তো প্রতীতিসিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত ঘটের স্বরূপে অস্তিত্ব ও পররূপে নাস্তিত্ব যুগপৎ প্রতীত হইয়া থাকে।

বিরোধ না থাকায় বৈয়ধিকরণ্যাদিদোষও সিদ্ধ হয় না। এক অধিকরণে উভয়ের সদ্ভাব যখন অবাধিত প্রতীতিসিদ্ধ, তখন এ সমস্ত আনুষঙ্গিক দোষও থাকিবে না। কারণ ইহারা বিরোধকে উপজীবন করিয়াই আত্মলাভ করে। উপজীব্যের অভাবে ইহাদের সত্তালাভই সম্ভাবিত নহে। এহেতু ইহাদের খণ্ডনে প্রযত্ন করা বন্ধ্যাপুত্রের বধসাধনে প্রচেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হইবে।

আর অনেকান্তবাদ প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী ব্যতীত সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেন না মাত্র। সাংখ্যগণ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট বস্তুত্রয়ের একত্র সমাবেশে এক প্রকৃতিতত্ত্বের স্বীকার করিয়া একানেকস্বভাব বস্তু স্বীকারই করিলেন। তাহা ছাড়া ধর্ম্মভেদেও ধর্ম্মীর অভেদ স্বীকার করিয়া ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিলেন। ভেদাভেদবাদ অনেকান্তবাদেরই নামান্তর। নৈয়ায়িকগণ দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সামান্যবিশেষাত্মক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া পরস্পরবিরুদ্ধ সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের সমাবেশ স্বীকার করেন—ইহা অনেকান্তবাদেরই প্রতিধ্বনি। সৌত্রান্তিক ও যোগাচার একই বস্তুর অনেক ভিন্ন শক্তি স্বীকার করেন, অথচ তাহা বস্তুর একত্ব অব্যাহত থাকে বলেন, তাহা প্রকারান্তরে ভেদাভেদবাদ বা অনেকান্তবাদেরই অঙ্গীকারমাত্র। মীমাংসক ভট্ট জৈনমতোপজীবী, যাঁহারা কিন্তু সন্মাত্রকেই জ্ঞান ভাবাত্মক বলেন। প্রাভাকরগণ ত্রিপুটী প্রত্যক্ষবাদী। তাঁহাদের মতে প্রমাতৃ প্রমেয় ও প্রমিতি একই জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে ত্রিবিধ বিষয়তা তাঁহারা একজ্ঞানে স্বীকার করিয়া এবং বিষয়তা জ্ঞানস্বরূপ হইতে অভিন্ন না হওয়ায়, একই জ্ঞান ত্রিবিধবিষয়তাযুক্ত হয় তাহা স্বীকার করেন। ফলে এক জ্ঞান একানেকস্বভাবই হইল। এইরূপে অন্যান্য দর্শনের মত বিবেচনা করিলে অনেকান্তের সমর্থন পাওয়া যাইবে। তাহা অন্যত্র আমরা দেখাইয়াছি। তাঁহারা জৈনদার্শনিকদের নিকট স্বমতের জন্য ঋণী। কিন্তু তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন—তাঁহারা যে জৈনমত প্রকারান্তরে সমর্থনকারী একথা অভিজ্ঞ বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবেন।

অনেকান্তবাদের দার্শনিক ভিত্তি ও যুক্তিবলসম্পৎ আমরা সংক্ষেপে প্রতিপাদন করিলাম। ইহার ঐতিহাসিক দিকও সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। অনেকান্তবাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণ নাই। প্রাচীন পালিগ্রন্থে আমরা অনেকান্তবাদের ছায়া দেখিতে পাই। সামঞ্ঞফলসুত্তে (শ্রামণ্যফলসূত্রে) বেলট্‌ঠি কুলোদ্ভব সঞ্জয়ের কথা উল্লিখিত আছে। তাঁহার উক্তি বলিয়া যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্যাদ্বাদের পূর্ব্বাভাস লক্ষ্য করিতে পারা যায়। অবশ্য জৈনাগমের মধ্যে দুই একটী বাক্য স্পষ্ট অনেকান্তবাদের পোষক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ভগবতীসূত্রে একটী বচনে এরূপ ইঙ্গিত আছে—ইহা শ্রীযুক্ত আনন্দশঙ্কর বাপুভাই ধ্রুব তৎসম্পাদিত স্যাদ্বাদমঞ্জরীর ভূমিকায় দেখাইয়াছেন। ভগবতীসূত্রে অস্তি, নাস্তি ও অবক্তব্য এই তিনটী ভঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভদ্রবাহুর 'সূত্রকৃতাঙ্গনির্যুক্তি' এবং অতিপ্রাচীন তত্ত্বার্থভাষ্যেও ইহার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী সময়ে কুন্দকুন্দাচার্য্যের 'প্রবচনসার' ও 'পঞ্চাস্তিকায়' গ্রন্থে, সমন্তভদ্রাচার্য্যের 'আপ্তমীমাংসা', সিদ্ধসেন দিবাকর প্রণীত 'ন্যায়াবতার' ও 'সম্মতিতর্ক' গ্রন্থে, অকলঙ্কদেবের 'তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকে', বিদ্যানন্দিস্বামীর 'তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিকে', দেবসূরির 'প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কারে' এবং বিমলদাসের 'সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিণী' গ্রন্থে সপ্তভঙ্গীন্যায়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিমলদাসপ্রণীত 'সপ্তভঙ্গীতরঙ্গিণী' সপ্তভঙ্গীন্যায়ের সর্ব্বাপেক্ষা ব্যুৎপাদক গ্রন্থ বলিয়া আমরা মনে করি। জৈনদর্শন ও ধর্ম্মের দুইটী শাখা সুপ্রসিদ্ধ—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। ইঁহাদের দার্শনিক মতবাদে ভেদ অকিঞ্চিৎকর। দিগম্বর সম্প্রদায় কেবলী (জীবন্মুক্ত) পুরুষের কবলাহার স্বীকার করেন না। নগ্নতা মোক্ষের অঙ্গ এবং এই হেতু নারীদেহে মুক্তি সম্ভব নহে। শ্বেতাম্বরসম্প্রদায় ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন। অনেকান্তবাদ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। তবে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ বেশ প্রবল। শ্বেতাম্বরসম্প্রদায়ের অনেক আগমসূত্রের প্রামাণ্য দিগম্বরীরা স্বীকার করেন না। জৈনদিগের দার্শনিক গ্রন্থাবলি নিম্নলিখিত স্তরভেদে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

(১) আগমগ্রন্থসমূহ—ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব শতকে রচিত।

(২) উমাস্বাতিকৃত তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ও কুন্দকুন্দাচার্য্যের 'প্রবচনসার ও পঞ্চাস্তিকায়'। খৃষ্টীয় ১ম শতকে উভয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উমাস্বাতি—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় কর্তৃক স্বস্বমতের আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। তৎ-প্রণীত তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের উপর অনেক টীকা, ভাষ্য ও বার্ত্তিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শ্বেতাম্বরসম্প্রদায়ের মতে ঐ গ্রন্থের ভাষ্য স্বয়ং উমাস্বাতি কর্তৃক রচিত, দিগম্বরসম্প্রদায়ের মতে উহা অন্যকৃত। 'সর্ব্বার্থসিদ্ধি' দেবনন্দিকৃত। গন্ধহস্তিভাষ্য, দিগম্বরীয়দের মতে তাহা সমন্তভদ্রবিরচিত ও শ্বেতাম্বরীয়দের মতে সিদ্ধসেন দিবাকর-প্রণীত। ভট্ট অকলঙ্কদেব (দিগম্বরীয় অষ্ট শতকে প্রাদুর্ভূত) কৃত 'রাজবার্ত্তিক' ও বিদ্যানন্দি (নবম শতক) কৃত 'তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক' এই সূত্রকে উপজীবন করিয়া লিখিত হইয়াছে।

(৩) সিদ্ধসেন, দিবাকর ও সমন্তভদ্র—ইঁহারা জৈন দর্শনগগনের দেদীপ্যমান ভাস্কর। ইঁহারা সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্ত্তী লেখকগণ ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত দার্শনিক সাহিত্যের তথা জৈনদর্শনের পুষ্টিসাধন করেন। সিদ্ধসেন দিবাকর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরে শ্বেতাম্বরমতে দীক্ষিত হন। ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে ইনি ষষ্ঠ শতকে এবং জেকবি ও পি এল. বৈদ্যমহাশয়ের মতে সপ্তম শতকের অন্তিম পাদে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। 'দ্বাত্রিংশিকা' নামে অনেক স্তুতিসংগ্রহ তাঁহার রচিত। তাঁহার প্রধান অবদান 'ন্যায়াবতার'

ও 'সন্মতিতর্ক' দুইখানি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ। প্রথমটীর উপর সিদ্ধর্ষি ও দ্বিতীয়টীর উপর অভয়দেবসূরি টীকা লিখিয়াছেন। উভয়েই দশমশতকের লোক।

(খ) সমন্তভদ্র—সিদ্ধসেন দিবাকরের সমসাময়িক এবং দিগম্বরসম্প্রদায়ের আচার্য্য। ইঁহার 'আপ্তমীমাংসা' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দিগম্বরীয়দের মতে ইহা তৎপ্রণীত গন্ধহস্তিভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত।

(গ) হরিভদ্রসূরি—এ নামে দুইজন আচার্য্য। 'ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়'—অন্যতর হরিভদ্ররচিত।

(ঘ) ভট্ট অকলঙ্ক বা অকলঙ্কদেব—অষ্টম শতকে প্রাদুর্ভূত দিগম্বরীয় আচার্য্য। ইঁহার 'রাজবার্ত্তিক' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সমন্ত-ভদ্রপ্রণীত 'আপ্তমীমাংসার' টীকা 'অষ্টশতী'—'ন্যায়বিনিশ্চয়' 'তত্ত্বার্থবার্ত্তিক-ব্যাখ্যানালঙ্কার' এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ ইঁহার অবদান।

(ঙ) বিদ্যানন্দি—নবমশতকে প্রাদুর্ভূত দিগম্বরীয় আচার্য্য। 'অষ্টশতীর' উপর 'অষ্টসহস্রী' টীকা ও 'তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক' ইহার রচিত। অতিগম্ভীরার্থক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ।

(চ) মাণিক্যনন্দি—নবমশতকে প্রাদুর্ভূত দিগম্বরীয় আচার্য্য। ইঁহার গ্রন্থ 'পরীক্ষামুখসূত্র' অতিপ্রসিদ্ধ ও অনেক টীকাগ্রন্থের আধার। তন্মধ্যে—প্রভাচন্দ্রসূরিকৃত 'প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড'—অতীব প্রসিদ্ধ ও অতি উচ্চ অঙ্গের রচনা।

(৪) চতুর্থস্তরে—দ্বাদশ শতকের দেবসূরি ও হেমচন্দ্র হইতে পঞ্চদশ শতকের গুণরত্ন পর্য্যন্ত গ্রন্থকার অন্তর্ভূত হইয়া থাকেন।

(ক) দেবসূরি—(১০৮৬-১১৬৯ খৃঃ)—'প্রমাণনয়তত্ত্বালো-কালঙ্কার' ও তদুপরি 'স্যাদ্‌বাদরত্নাকর' নামক বিস্তৃত টীকার প্রণেতা।

(খ) হেমচন্দ্রসূরি—(১০৮৮-১১৭২ খৃঃ অঃ) দেবসূরির সম কালিক বহু 'দ্বাত্রিংশিকা'র রচয়িতা। 'প্রমাণমীমাংসা'—ন্যায়-শাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ। ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও কোষ গ্রন্থও তাঁহার স্বরচিত। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত তাঁহাকে 'কলিকালসর্ব্বজ্ঞ' বলা হয়।

(গ) রত্নপ্রভসূরি—(১১৮১ খৃঃ অঃ)—'প্রমাণনয়তত্ত্বালো-কালঙ্কারের সংক্ষিপ্ত টীকা 'রত্নাকরাবতারিকার' কর্ত্তা। টীকাটী অতি গহন ও উদাত্তভাষায় বিরচিত।

(ঘ) মল্লিষেণসূরি (১২৯২ খৃঃ অঃ)—স্যাদ্‌বাদমঞ্জরীরচয়িতা ইহা হেমচন্দ্রসূরিকৃত 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদদ্বাত্রিংশিকা'র টীকা।

(ঙ) রাজশেখর (১৩৪৮ খৃঃ অঃ)—রত্নাকরাবতারিকার উপর পঞ্জিকা রচনা করেন।

(চ) জ্ঞানচন্দ্র—রত্নাকরাবতারিকার উপর টিপ্পণ লিখেন। আবির্ভাবকাল ১৩৫০ খৃঃ অঃ।

(ছ) গুণরত্ন—(১৪০৯ খৃঃ অঃ)—হরিভদ্রের ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ের উপর তর্করহস্যদীপিকানাম্নী এক অতিপ্রসন্নপদা ও সুবিপুল টীকা রচনা করেন। ইহা অতি উপাদেয় ও ব্যুৎ-পাদক গ্রন্থ।

(জ) বিমলদাস দিগম্বরীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্য, সপ্তভঙ্গ-তরঙ্গিণী নামক অতি হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপূর্ণ ও গম্ভীরাশয় গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থখানি নব্যন্যায়ের পরিভাষা অবলম্বনে লিখিত। আমাদের মতে ইহা সপ্তভঙ্গীন্যায়ের সর্ব্বোত্তম ব্যুৎপাদক গ্রন্থ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধরচনায় এই গ্রন্থ হইতে বহুল উপাদান গ্রহণ করিয়াছি। নব্যন্যায়ের পরিভাষা দার্শনিক জগতে চিন্তাধারায় যে বৈশদ্য আনয়ন করিয়াছে, এই গ্রন্থ তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও প্রমাণ।

জৈনদর্শনের বিস্তৃত ইতিহাস ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণপ্রণীত 'History of Indian Logic' (ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস) নামক গ্রন্থ হইতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবগত হইবেন। অধ্যক্ষ এ, বি, ধ্রুবের স্যাদবাদমঞ্জরীর ভূমিকাও তথ্যবহুল।

অনেকান্তবাদিন্—(পুং) [একান্তম্ একনিশ্চয়ম্ ঈশ্বরাস্তিত্বম্ ন বদতি অনেকান্তবদ্ ণিনি] অনেকত্ব বিশ্বাসী। ২ জৈন বা আর্হত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কিছুই নিশ্চয় করিয়া ইঁহারা বলিতেন না বলিয়া উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। [অনেকান্তবাদ দ্র°]

অনেকার্থ—(ত্রি) [অনেকে বহবোঽর্থা অভিধেয়া যস্য, বহুব্রী] নানার্থবোধক শব্দ। যেমন—হরি। হরিশব্দে—বিষ্ণু, সিংহ, ভেক, সর্প প্রভৃতি অনেককে বুঝায়।

নানার্থবোধক ধাতু। এক একটী ধাতুর অনেক অর্থ আছে। কিন্তু যে অর্থ অধিক প্রসিদ্ধ তাহাই সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে। অন্য অর্থ প্রয়োগ দেখিয়া বুঝিতে হয়। তদ্ভিন্ন, উপসর্গ দ্বারাও এক একটী ধাতুর অনেক প্রকার অর্থ হয়। "উপসর্গেন ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে"। যেমন, প্র-হৃ প্রহার। আ-হৃ আহার। উপ-হৃ উপহার। সং-হৃ সংহার। এইরূপ উপসর্গের অন্য হৃ ধাতুর কত অর্থ হইল।

কোন শব্দের অধিক অর্থ থাকিলে, কোথায় কোন্ অর্থ সঙ্গত হইবে তাহা বুঝিয়া লইবার কএকটী উপায় আছে। সে উপায় কএকটীর নাম—সংযোগ, বিপ্রযোগ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা, অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, অন্য শব্দের সান্নিধ্য, সামর্থ্য, ঔচিত্য, দেশ, কাল, ব্যক্তি, স্বর ইত্যাদি।

"সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা।
অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ।
সামর্থ্যমৌচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিস্বরাদয়ঃ।
শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষস্মৃতিহেতবঃ॥" (ভর্তৃহরি)

একটী বস্তু অন্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হইলে তাহাকে সংযোগ কহে। যেমন,—'সচক্রো হরিঃ'। সুদর্শনচক্রযুক্ত হরি। এখানে সচক্র শব্দ বিশেষণ। ঐ বিশেষণ হরি শব্দের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। হরি শব্দে বিষ্ণু, সিংহ প্রভৃতি অনেককে বুঝায়। কিন্তু এখানে 'সচক্র' এই শব্দের সঙ্গে হরি শব্দ মিলিত হইয়াছে বলিয়া অর্থের কোন গোল হইতেছে না। আমরা সহজেই জানিতে পারিতেছি যে, এস্থলে হরি শব্দে বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে। কারণ বিষ্ণু ভিন্ন সিংহ প্রভৃতির চক্র নাই। আবার যদি বলা যায়—'চলৎকেশরাগ্রো হরিঃ'। তাহা হইলে সিংহকেই বুঝিতে হইবে। কারণ সিংহ ভিন্ন বিষ্ণুর কিম্বা সর্পাদির জটা নাই। স্থূল কথা, কোন শব্দের অনেক অর্থ থাকিলে, তাহার বিশেষণ দেখিয়া কোথায় কোন অর্থ খাটিবে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

একটী বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর সংযোগের অভাব নির্দ্দেশ করিলে তাহাকে বিপ্রযোগ কহে। যেমন—'অচক্রো হরিঃ'। চক্র রহিত হরি। ইহার অর্থ এই,—বিষ্ণুর হাতে চক্র আছে, কিন্তু এ অবস্থায় কিম্বা এই মূর্ত্তিতে তাঁহার হাতে চক্র নাই। সিংহ প্রভৃতির হাতে চক্র থাকে না। অতএব 'অচক্র' এরূপ অভাববোধক বিশেষণ আছে বলিয়া 'হরি' শব্দে এখানে সিংহকে বুঝাইতে পারে না। কারণ সিংহ কোনকালে চক্রধারী নহে, কাজেই তাহাকে চক্রহীন বলা অসঙ্গত।

পরস্পর সহায়তা বুঝাইলে তাহার নাম সাহচর্য্য। যেমন, 'রামলক্ষ্মণ'। দশরথ রাজার পুত্রদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। অন্যান্য লোকেরও রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপ নাম আছে। কিন্তু দশরথের পুত্রেরা একসঙ্গে থাকিতেন, এক সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়াছেন, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। তাই 'রাম লক্ষ্মণ' বলিলে দশরথের পুত্রকেই বুঝায়।

পরস্পরের শত্রুভাবকে বিরোধিতা কহে। যেমন, 'রামার্জ্জুন'। 'রাম' বলিলে দশরথের পুত্রকে কিম্বা বলরামকে বুঝায়। পাণ্ডুর পুত্রের নাম অর্জ্জুন। কিন্তু রামার্জ্জুন শব্দে ইহাদের কাহাকেও বুঝাইবে না। ইহা দ্বারা পরশুরাম এবং কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে বুঝিতে হইবে। পরশুরামের সঙ্গে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের বিরোধ ঘটিয়াছিল, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ।

অর্থ শব্দে প্রয়োজনকে বুঝায়। প্রয়োজন দেখিয়া অনেক স্থলে শব্দের অর্থ নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেমন, সুবাস শব্দে উত্তম বস্ত্র এবং সুগন্ধি দ্রব্যকে বুঝায়। কেহ স্থানান্তরে যাইবেন বস্ত্রাদি পরিতে হইবে, অতএব তিনি যদি বলেন, 'সুবাস আনিয়া দাও।' এখানে প্রয়োজন দেখিয়া সুবাস শব্দে উত্তম বস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। আবার যদি কেহ পূজা করিতে বসিয়া বলেন, 'সুবাস আনিয়া দাও,' তাহা হইলে সুগন্ধাদি বুঝিতে হইবে।

প্রস্তাবকে প্রকরণ কহে। প্রস্তাবের ভাব বুঝিয়া শব্দের কোন্ অর্থ সঙ্গত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন, 'সর্ব্বং জানাতি দেবঃ'। রাজার কাছে বিচার হইতেছে, এমন সময়ে বাদী কিম্বা প্রতিবাদীর মধ্যে কেহ বলিল,—'দেব সকলি জানেন।' এখানে প্রস্তাবের ভাব দেখিয়া দেব শব্দে একমাত্র রাজাকে বুঝাইতেছে, কোন দেবতাকে বুঝাইতেছে না, বুঝিতে হইবে।

লিঙ্গ শব্দে চিহ্ন বা লক্ষণকে বুঝায়। 'কুপিতো মকরধ্বজঃ'। মকরধ্বজ কুপিত হইয়াছেন। সচেতন পদার্থই কুপিত হইয়া থাকে। এখানে কোপের লক্ষণ দেখিয়া মকরধ্বজ শব্দে মদনকে বুঝিতে হইবে। মকরধ্বজ ঔষধ কিম্বা অন্য কোন অর্থ হইবে না।

অন্য শব্দের সন্নিধি। যেমন, 'ঘটী, বাটী, কলসী'। এখানে, ঘটী ও কলসী শব্দের কাছে বাটী শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া ইহা দ্বারা ভোজনের পাত্রবিশেষকে বুঝাইতেছে। আবার, 'বাটী বাগান পুষ্করিণী' এরূপ বলিলে এখানে বাটী শব্দে গৃহ বুঝিতে হইবে।

নিয়ত শব্দের শক্তিকে সামর্থ্য কহে। যেমন, 'মধুনা মত্তঃ কোকিলঃ'। মধুতে কোকিল মত্ত হইয়াছে। বসন্তকালে কোকিল মত্ত হইয়া উঠে, তাই এখানে মধু শব্দে বসন্ত কালকে বুঝাইতেছে। মদ্য কিম্বা ফুলের মধুকে বুঝাইতেছে না।

ঔচিতী অর্থাৎ ঔচিত্য। 'পাতু বো দয়িতামুখম্'। তোমার প্রিয়ার সম্মুখে যাউক। 'তোমার প্রিয়ার মুখে যাউক' এমন কথা বলা কখন উচিত হয় না, তজ্জন্য এখানে মুখ শব্দে সম্মুখ বুঝাইতেছে।

দেশ অর্থাৎ স্থান বুঝিয়া কোথায় কেমন অর্থ সঙ্গত হয়, তাহা নিশ্চিত করা যায়। যেমন,—'এই রাজ্যে পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন'। রাজ্যের ভিতরে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর বিরাজ করিবেন, ইহা কখন সঙ্গত নহে; কাজেই এস্থলে পরমেশ্বর শব্দে রাজাকে বুঝিতে হইবে। আবার, 'সর্ব্বত্র পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন' এমন কথা বলিলে সর্ব্বময় ঈশ্বরকেই বুঝাইবে।

কাল অর্থাৎ বিশেষ সময় দেখিয়া কোথায় কোন্ অর্থ সঙ্গত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন, 'চিত্রভানুর্বিভাতি

দিনে'। দিবসে চিত্রভানু শোভা পাইতেছেন। চিত্রভানু শব্দে সূর্য্য এবং অগ্নিকে বুঝায়। কিন্তু এখানে 'দিন' এই শব্দের উল্লেখ থাকায় 'চিত্রভানু' শব্দে সূর্য্য অর্থই সঙ্গত হইতেছে। আবার যদি বলা যায়, 'চিত্রভানু রাত্রিতে শোভা পাইতেছে' তাহা হইলে অগ্নি অর্থই সঙ্গত হইবে।

ব্যক্তি শব্দে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতিকে বুঝায়। শব্দের লিঙ্গ দেখিয়া কোথায় কি অর্থ সঙ্গত হইবে তাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে। যেমন, 'মিত্রভাতি'। মিত্র শোভা পাইতেছেন। এখানে মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, তজ্জন্য ইহা দ্বারা সুহৃৎকে বুঝাইতেছে। আবার, 'মিত্রো ভাতি'। এখানে মিত্র শব্দ পুংলিঙ্গ, সে কারণ ইহা দ্বারা সূর্য্যকে বুঝাইতেছে।

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতকে স্বর কহে। স্থূল কথা, শব্দ বিশেষের উপর জোর দিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বরভেদে বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, এ বিষয়ে একটী গল্প আছে। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুর (?) ইন্দ্রের বধের নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঋষিগণ, বৃত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য—'ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্ব'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্র শুনিয়া বৃত্র মনে করিল যে, যজ্ঞ দ্বারা তাহারই মঙ্গল হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ঘটে নাই। কারণ, ঋষিগণ যদি 'ইন্দ্রশত্রুঃ' ইহা উচ্চারণ করিবার সময়ে শত্রু শব্দের উপরে জোর দিতেন, তাহা হইলে 'ইন্দ্রের শত্রু' এইরূপ তৎপুরুষ সমাস হইয়া বৃত্রেরই মঙ্গল হইত। কিন্তু ঋষিরা তাহা না করিয়া ইন্দ্র শব্দের উপরে জোর দিয়াছিলেন। তজ্জন্য বহুব্রীহি সমাস হওয়ায় এই অর্থ বুঝাইল যে ইন্দ্র যাহার শত্রু অর্থাৎ ঘাতক তাহারই শ্রীবৃদ্ধি হউক।

"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।"

মন্ত্রের স্বর কিম্বা বর্ণহীন হইলে, কিংবা মিথ্যাপ্রয়োগ করিলে সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানকে নষ্ট করে। যেমন, স্বরপ্রয়োগ বিষয়ে অপরাধ হওয়ায়, 'ইন্দ্রশত্রু' এই শব্দ যজমানকে নষ্ট করিয়াছিল।

'. "ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্বেত্যাদিমন্ত্র ইন্দ্রস্য শত্রুর্ঘাতক ইত্যস্মিন্ বিবক্ষিতেঽর্থে' তৎপুরুষসমাসঃ, সমাসস্যেতি সূত্রেণ সমাসস্বাদন্তোদাত্তেন ভবিতব্যম্, আদ্যুদাত্তস্ত প্রযুক্তঃ। তথা সতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন বহুব্রীহিত্বাদিন্দ্রো ঘাতকো যস্যেতি তাৎপর্য্যার্থঃ সম্পন্নঃ।" ('সায়ণ')

অনেকার্থ—একখানি সংস্কৃত অভিধান।

অনেকার্থকৈরবাকরকৌমুদী—হেমচন্দ্রকৃত অনেকার্থ-সংগ্রহের মহেন্দ্রসূরিরচিত একখানি টীকা।

অনেকার্থকোষ—হেমচন্দ্রবিরচিত একখানি কোষগ্রন্থ।

অনেকার্থতিলক—মহীপ-রচিত একখানি অভিধান। ইহা 'নানার্থরত্নতিলক' নামেও প্রখ্যাত।

অনেকার্থদীপিকা—একখানি অভিধান। কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থে মল্লিনাথ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেকার্থধ্বনি—বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী—একখানি অভিধান। গদসিংহ ইহা সংকলন করেন। ২ মহাক্ষপণক-রচিত অপর একখানি অভিধান।

অনেকার্থনামমালা—একখানি সংস্কৃত অভিধান।

অনেকার্থশেষ—হেমচন্দ্রবিরচিত একখানি অভিধান।

অনেকার্থসংগ্রহ—হেমচন্দ্র-বিরচিত একখানি অভিধান। মহেন্দ্র সূরি অনেকার্থ-কৈরবাকর-কৌমুদী নামে ইহার একখানি টীকা রচনা করেন। ২ অপর একখানি অভিধান।

অনেকার্থসমুচ্চয—শাশ্বতরচিত একখানি অভিধান।

অনেকাল—(ত্রি) যাহাতে একাধিক অক্ষর বিদ্যমান।

অনেকাশ্রিত—(পুং) [অনেকেষু বহুষু আশ্রিতঃ যুক্তঃ, ৭ তৎ] সংযোগাদি, সামান্য। "সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ সংখ্যা দ্বিত্বাদিকাস্তথা। দ্বিপৃথক্ত্বাদয়স্তদ্বদেতেঽনেকাশ্রিতাগুণাঃ।' (ভাষাপ°)। সংযোগ বিভাগ দ্বিত্বাদি সংখ্যা এবং দুয়ের পৃথক্ত্ব প্রভৃতি অনেকাশ্রিত গুণ। (ত্রি) ২ অনেকের শরণাপন্ন। ৩ অনেকের গৃহাগত।

অনেকীকরণ—(ক্লী) বহুকরণ, অর্থাৎ বহুত্বে পরিণত।

অনেকীভবৎ—(ত্রি) দুই ভাগে বিভক্ত।

অনেকীয—(ত্রি) অনেকের, বহুসম্বন্ধীয়।

অনেগদেব—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত দেবগিরি নামক স্থানের একজন নরপতি। ইঁহার পুত্রের নাম 'মহামণ্ডলেশ্বর বিজ্জরস'। তাম্রফলকে ইঁহার বিদ্যমান কাল ১২১০ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে।

অনেগুণ্ডি, (আনেগুণ্ডি)—নিজাম রাজ্যের রায়চূড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। বিজয়নগর রাজ্য যখন স্বাধীন হিন্দুরাজগণের অধীন ছিল, তখন তুঙ্গভদ্রার বামতটে অবস্থিত এই স্থানটীকে তাঁহারা পিলখানাস্বরূপে ব্যবহার করিতেন এবং নদীর দক্ষিণতটেই বিজয়নগর অবস্থিত ছিল। তৎপরে বিজয়নগর-রাজ্য দাক্ষিণাত্যের সমবেত মুসলমান রাজন্যবর্গের চেষ্টায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বিজয়নগরের রাজবংশীয়গণ অপর পারে অবস্থিত অনেগুণ্ডিতে আসিয়া আশ্রয়

গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি অনেগুণ্ডিতে তাঁহাদের আবাসস্থান এবং তাঁহাদের বংশধরগণ এখানকার রাজা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছেন।

এখানকার জনপ্রবাদ এই যে, তুঙ্গভদ্রার উত্তরতীরস্থ এই দুইটী সহর রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা। এখন ইহা একটী ক্ষুদ্র গণ্ড-গ্রামে পরিণত। অক্ষা° ১৫°২১′ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৬°৩০′ পূ°।

অনেজৎ—(ক্লী) [এজ কম্পে শতৃ ন এজৎ, নঞ্-তৎ এজনং কম্পনং স্বভাবাৎ স্বরূপং তদ্বর্জিতং সর্ব্বদা একরূপত্বাৎ] সর্ব্বদ একরূপ পরব্রহ্ম। (ত্রি) ২ কম্পনরহিত। (স্ত্রী) ঙীপ্ অনেজন্তী।

অনেড়—(ত্রি) মূর্খ, নির্ব্বদ্ধি। অপভ্রংশে দেশজ আনাড়ী।

অনেড়মূক—(ত্রি) [এড়ো বধিরঃ মূকো বাক্শক্তিশূন্যশ্চ নাস্তি যস্মাৎ] অতিশয় বধির, অতিশয় বোবা, যাহার চেয়ে আর কালা নাই, যাহার চেয়ে আর বোবা নাই।

অনেদ্য—(ত্রি) [ণিদি কুৎসায়াম নেদ্যতে নিদ-ণ্যৎ ন নেদ্যম্। নঞ্-তৎ] "আগমানিত্যত্বান্ম্ ন ক্রিয়তে।" (নিরুক্ত)। অনিন্দনীয়, অপ্রশস্ত, প্রধান। "যা. ইন্দ্র সবনস্থ বৃত্রহন্নেদ্য।" (ঋক্ ৮।৩১।১)

অনেন—(ত্রি) পাপরহিত, নিরপরাধ। ২ নানাবর্ণের অশ্বদল-বিহীন।

অনেনস্—(ত্রি) [নাস্তি এনঃ ব্যসনং পাপং বা যস্য, নঞ্ ৬ বহুব্রী] ব্যসনশূন্য, পাপশূন্য। "রাজাভবেত্যানেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ। এনোগচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে।" (মনু ৮।১৯)। যেখানে মিথ্যাবাদী কর্ত্তাকে লোকে নিন্দা করে, সেখানে রাজা নিষ্পাপ হন, মন্ত্রিপ্রভৃতি সভাসদ্গণও পাপ হইতে মুক্ত হন, কেবল মিথ্যাবাদী কর্ত্তাই পাপী হয়। "পুরানেনাঃ শূর মন্তসে।" (ঋক্ ১।১২৯।৫) "অনেনাঃ সর্ব্বৈর পাপষেন" (সায়ণ)

অনেনস্য—(ক্লী) পাপ অথবা অপরাধের স্বতন্ত্রতা।

অনেনা—রাজা কুৎস্থের ঔরসজাত পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম পৃথু। (বিষ্ণুপুরাণ) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মতে—পুরঞ্জয়ের পুত্র। শ্রাদ্ধদেব মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি ও বিকুক্ষির পুত্রের নাম পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়পুত্র অনেনার তনয় পৃথু। (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)

২ জনকবংশীয় নরপতি মহাত্মা ক্ষমারির পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম মীনরথ। (বিষ্ণুপুরাণ)

৩ চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু। আয়ুর ঔরসে ও রাহুর কন্যা প্রভার গর্ভে নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত বলশালী ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার শরীরে সপ্তসহস্র মত্ত মাতঙ্গের বল ছিল। ইঁহার যুদ্ধ দর্শনে দেবতারাও ভীত হইতেন। (হরিবংশ)

অনেমন্—(পুং) [নী মনিন নেমন ন নেমা, নঞ্-তৎ] প্রশস্ত।

অনেব—(অব্য) দ্বিতীয় প্রকার। ২ অথবা। ৩ নহে।

অনেবস—পুরূরবার পুত্র আয়ুর ঔরসে ও তদীয় পত্নী স্বর্ভানবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অপর তিন ভ্রাতার নাম নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা রাজিজয়। (মহাভারত)

অনেসিক্রিটাস্ (অনেসিক্রেটীস্)—একজন বিখ্যাত গ্রীক সংগ্রহকার ও গ্রন্থকর্ত্তা। তিনি মহাবীর আলেকসান্দরের সম-সাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার সেনাপতি নিয়ার্কাসের সহিত গ্রীক রণপোতসমূহ পরিচালন করিয়া সিন্ধুনদ অতিক্রমপূর্ব্বক পারস্যোপসাগরে উপনীত হইয়াছিলেন।

তিনি ইজিনাবাসী ছিলেন। শিক্ষালাভার্থে মায়াবাদী দিও-জেনিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত দার্শনিক-তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া আলেক-সান্দর তাঁহাকে রাজপণ্ডিতরূপে নিজের সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। আলেকসান্দরের অনুরোধে তিনি ভারতীয় দার্শনিকমণ্ডলীর (Gymnosophist) সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তিনি আলেকসান্দরের জীবনী সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থে আলেকসান্দরের বিজয়কাহিনী এবং যে যে দেশে তিনি অভিযান করিয়াছিলেন সেই সেই দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য অনেক কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এই জীবনীখানি তিনি থ্রেসের রাজা লাইসি-মাকাসের সভায় থাকিয়া সঙ্কলন করিয়া যান।

ভারতের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহের বিবরণ তিনি Periplus নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। মির্তরিটানিয়াবাসী ২য় জুবে উহাতে নিয়ার্কাসের বিবরণ সংযুক্ত করিয়া দেন। প্লিনি অনে-সিক্রিটাসের এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেহস্—(পুং) [কেনাপি ন হন্যতে অসৌ, হন উণ্ অস্ হন এহাদেশঃ] কাল, সময়।

"কালো দিষ্টোঽপ্যনেহাপি সময়োঽপি" (অমর)

(ত্রি) ২ অহিংসনীয়। "পনস্তত্তেঽনেহসঃ।" (ঋক্ ৩.৫১।৩) "অনেহসঃ হন্তের্ন ঞ্যপপদে নঞি হন এহ চেত্যসিপ্রত্যয় এহ ইত্যয়ং চাদেশো ধাতোঃ।" (সায়ণ)

অনেহা—(অব্য) কাল, সময়।

অনৈকাগ্র্য—(ক্লী) [একাগ্রস্য একচিত্তস্য ভাবঃ, ষ্যঞ্ ন ঐকাগ্র্যম্ অভাবে নঞ্-তৎ] একচিত্ততার অভাব।

"আচারাণাং অনৈকাগ্র্যং" (শ্রীমদ্ভাগ°) (ত্রি) [নঞ্-বহুব্রী] ২ একচিত্ততাশূন্য।

অনৈকান্ত—(পুং) [একান্ত এব স্বার্থে অণ্ ঐকান্তঃ, ন ঐকান্তঃ, নঞ্-তৎ] একান্ত নহে, অতিশয় নহে।

অনৈকান্তিক—(পুং) [একান্তম্ অতিমাত্রং ব্যাপ্নোতি একান্ত-ঠক্] একান্ত, অতিশয়। [একান্তা নিয়তা ব্যাপ্তিরত্যন্ত ঠন্ ঐকান্তিকশব্দাৎ স্বার্থে অণ্ বা ততো নঞ্-তৎ] ২ একান্ত, নিতান্ত, অতিমাত্র। ৩ পরিবর্ত্তনশীল। ৪ বহুপ্রয়োজন বিশিষ্ট। যাহাতে অনেক দরকারী বিষয় আছে।

অনৈকান্তিকত্ব—(ক্লী) অস্থিরতা, নিশ্চয়তার অভাব।

অনৈকান্তিকহেতু—(পুং) ন্যায়মতে, এই হেতু অথবা কারণ, যাহা স্থির বা নিশ্চয়াত্মক নহে, ইহা কল্পিত কারণ।

অনৈক্য—(ক্লী) [একস্য ভাবঃ ঐক্যং ন ঐক্যম অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ঐক্যের অভাব, একতার অভাব।

অনৈতিহ্য—(ত্রি) [ন ঐতিহ্যং নঞ্-তৎ] "পরম্পরোপদেশে স্যাদৈতিহ্যং" (অমর) পরম্পরাক্রম প্রমাণশূন্য।

অনৈপুণ—(ক্লী) [অনিপুণস্য ভাবঃ অণ্] নিপুণতার অভাব।

অনৈমুড়ি—(বা হস্তি-ললাট) পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালার একটী শৃঙ্গ। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ১০°১০′ উ° ও দ্রাঘি° ৭৭°৪′। ইহা দক্ষিণভারতের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৮৩৭ ফুট্ উচ্চ। ইহার উত্তরে অনমলয় পর্ব্বতশ্রেণী, উত্তরপূর্ব্বে কোয়ম্বাতোরের সমতলক্ষেত্র, নীলগিরি-মালভূমি ও অঞ্চনাদ উপত্যকা। দক্ষিণে এলাইচ পর্ব্বত। দক্ষিণপূর্ব্বে দৃক্‌পাত করিলে দূরে বোড়ি-নায়কনুর উপত্যকা দৃষ্ট হয়। অনৈমুড়ির চতুর্দ্দিকে আরও অনেকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ আছে। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাগুলি ২০০০—৩০০০ ফুট্ উচ্চ। সমগ্র ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গমাইলের অধিক। ইহার অধিকাংশই তৃণাচ্ছাদিত, নিম্নতর প্রদেশে স্থানে স্থানে ঘন বনও আছে। এখানে চা ও কফির চাষ হয়। এখানকার বনে একজাতীয় হরিণ, বাইসন ও হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়।

অনৈঋর্ত, আনর্ত্ত—বরাহমিহির ভারতবর্ষকে নবখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন, অনৈঋর্ত বা আনর্ত্ত তাহার একখণ্ডের নাম। নবখণ্ডের নাম এই,—(১) মধ্য ভারতবর্ষ লইয়া পাঞ্চাল খণ্ড। (২) পূর্ব্ব দিক্ মগধ। (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক্ কলিঙ্গ। (৪) দক্ষিণে অবন্তি। (৫) দক্ষিণ-পশ্চিমে আনর্ত্ত। (৬) পশ্চিমদিকে সিন্ধুসৌবীর। (৭) উত্তরপশ্চিমদিকে হারহৌর। (৮) উত্তরে মদ্র। (৯) উত্তরপূর্ব্বদিকে কৌনিন্দ। (বৃহৎসংহিতা ১৪.৩২-৩৩)। এই নয়টী নাম করিয়া তাহাদের বিশেষ বর্ণনাস্থলে বরাহমিহির একটু গোল করিয়াছেন। সেখানে আনর্ত্ত এবং সিন্ধুসৌবীর এ দুইটীই ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিম দিকে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল বলিয়া বোধ হয় না, বরং ঠিক পশ্চিমদিকে সিন্ধুসৌবীর বলিলে ভুল হইয়া পড়ে। বৃহৎসংহিতায় এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মতে আনর্ত্ত এবং সিন্ধু সৌবীর ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল।

কিন্তু মহাভারতে লিখিত ভারতবর্ষের বিভাগ অন্য প্রকার। ভাস্করাচার্য্যের সঙ্গেও বরাহমিহিরের মতের ঐক্য হয় না। ইন্দ্র, কশেরুমৎ, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমৎ, কুমারিকা, নাগ, সৌম্য, বারুণ, গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি নামও দেখা যায়।

অনৈশ্বর্য্য—(ক্লী) [অনীশ্বরস্য ভাবঃ আস্যাচো বা বৃদ্ধিঃ] অনীশ্বরত্ব। ২ অধীনত্ব। (ত্রি) [নাস্তি ঐশ্বর্য্যং যস্য, নঞ্-বহুব্রী] ঐশ্বর্য্যশূন্য। [অকৌশল দ্র°]

অনো—(অব্য) [ন নী ডো] অভাব। "অভাবে নহ্যনোনাপি নহি অনো ন" এই তিনটী অভাবার্থ অব্যয়। অনেকে নহি অ নো ন এই চারটী অভাবার্থক অব্যয় কহিয়া থাকেন।

অনোকশায়িন্—(পুং) গৃহে যে ভিক্ষুকের ন্যায় শয়ন করে না এরূপ ব্যক্তি।

অনোকহ—(পুং) [অনসঃ শকটস্য অকং গতিং হন্তি পুরো-বর্ত্তনাৎ নিবারয়তি অনস্-অক-হন ড] বৃক্ষ। "বৃক্ষো মহীরুহঃ শাখী বিটপী পাদপস্তরুঃ। অনোকহঃ" (অমর)

অনোঙ্কৃত—(ত্রি) [ন ওঁকারোচ্চারণপূর্ব্বং কৃতং ওঁ কৃ-ক্ত, নঞ্-তৎ] যে কার্য্য ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক করা হয় নাই। ওঁ এই মন্ত্র না বলিয়া যাহা করা হইয়াছে। "ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদা-দাবন্তে চ সর্ব্বদা। স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি।" (মনু ২.৭৪) (ত্রি) [ওঁ স্বীকারে তৎ ন কৃতং নঞ্-তৎ] অস্বীকৃত।

অনোত্ত, অনবতপ্ত—হ্রদবিশেষ। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে রাবণহ্রদ বা লঙ্গ বলিয়া থাকে।

কুণালজাতক হইতে জানিতে পারা যায়, হিমবন্ত প্রদেশে অনবতপ্ত হ্রদ বিদ্যমান ছিল। কোন সময়ে কোলিয় ও শাক্যদিগের মধ্যে রোহিণী নদী লইয়া বিবাদ ঘটে। এই নদী দুই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। কোলিয় ও শাক্যগণ উভয়েই নদীটী আপনাদের অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করিত। বুদ্ধদেব তাঁহাদের এই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন। তাহাতে অনেক কোলিয় ও শাক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। ইহার পর উভয় জাতির মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। বিবদমান ব্যক্তিদিগকে লইয়া বুদ্ধদেব পুনরায় হিমালয়ে (হিমবন্ত প্রদেশে) গমন করেন এবং কুণালকাহিনী হইতে বুঝাইয়া দেন যে, স্ত্রীলোক-দের দ্বারা কতদূর পাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে

যে অসন্তোষের কারণ ছিল, তাহা দূর করিয়া দেন এবং তাহা-দিগকে অর্হৎপদে উন্নীত করেন। তথাগত তাঁহাদিগকে হিমালয়ে লইয়া গিয়া পাঁচটী বৃহৎ নদী এবং সাতটী হ্রদ দেখান। অনোত্ত তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

অনোদন—(ত্রি) [নাস্তি ওদনঃ অন্নং যত্র নঞ্ বহুব্রী] যে খাদ্য বস্তুর মধ্যে অন্ন নাই। ব্রতের অন্ন ভিন্ন ভক্ষ্য দ্রব্য। "নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা"। (স্মৃতি) রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবে অথবা দিবসে অন্ন ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভক্ষণ করিবে। [নাস্তি ওদনোঽন্নং যস্য] নিরন্ন, যাহার অন্ন মিলে না।

অনোদয়নাম—(ক্লী) জৈনমতে কুকর্ম্মবিশেষ।

অনোদিত—(ত্রি) যাহাকে আহ্বান করা হয় নাই।

অনোমদর্শিবুদ্ধ—সপ্তমবুদ্ধ। ইনি চন্দ্রাবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। (বুদ্ধবংশ ২৯-৩০ পৃ°)

অনোমা—(স্ত্রী) একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহা কপিল-নগরের পূর্ব্ব দিক্ দিয়া গোরখপুরের নিকটে রাপ্তী নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। এই নদী এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে। এই নদীর ধারে বোধিসত্ত্ব সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। এই নদীর অপর নাম ঔমী বা অবমী।

সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু হইতে চন্দক প্রভৃতি কয়েক জন অনুচর সঙ্গে কপিলনগর হইতে বৈশালীতে প্রবেশ করেন। বৈশালী নগরের পর দেবকালী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সংগ্রামপুরের নিকট অনোমা নদী দেখিতে পান। এই খানে 'ঔমীবর' নামে একটী হ্রদ আছে। রাজকীয় মানচিত্রে ইহার নাম 'অমীয়র তাল' বলিয়া লিখিত আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, সিদ্ধার্থ এই হ্রদের ঠিক উপরেই নদী পার হইয়াছিলেন। ললিতবিস্তরে লিখিত আছে যে, অনুবৈণেয় প্রদেশের মনের গ্রামের কাছে বুদ্ধদেব নদী পার হন, পার হইয়া চন্দক প্রভৃতি অনুচরদিগকে বিদায় দেন। [অনুবৈণেয় দ্র°]

কানিংহাম সাহেবের মতে গোরখপুর জেলার উমিনদীই পূর্ব্বতন অনোমা নদী, কিন্তু অনেকে অযোধ্যার বস্তিজেলায় প্রবাহিত খুদ্‌বা নদীকে অনোমা বলিয়া স্বীকার করেন। চন্দকের প্রত্যাবর্ত্তনে বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অনোমা-তীরে যে স্তূপ নির্ম্মিত হয় বুদ্ধের কেশগুলি সেই 'শিরসরো' স্তূপে রক্ষিত হইয়াছিল। গোরখপুর জেলায় অনোমা নদীর পূর্ব্বতীরে ঐ স্তূপ অবস্থিত বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনোয়া—(অনওয়া), ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সিলেবিস্ দ্বীপবাসী ক্ষুদ্রকায় মহিষজাতি (Bos or Bubolus depressicornis)। স্কন্ধ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত ইহারা ৩ ফুটমাত্র উচ্চ হয়। অপরাপর আকৃতি প্রায় ভারতীয় মহিষের মত। কেবল চোখের কোল, পৃষ্ঠদেশ ও পাদমূল সাদা। মাথার শৃঙ্গদ্বয় ঋজু ও ঊর্দ্ধদিকে উন্নত। স্ত্রীগুলির শৃঙ্গ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই জাতীয় ক্ষুদ্রকায় মহিষের মধ্যে যাহাদের পায়ে ও পৃষ্ঠমেরুতে সাদাদাগ নাই তাহারা স্বতন্ত্র জাতীয় বলিয়া বিবেচিত। ভারতের শিবালিক পর্ব্বতে এইরূপ ক্ষুদ্রকায় মহিষের অস্তিত্ব ছিল। এক্ষণে ঐ জাতি লোপ পাইয়াছে, উহাদের অস্থিনিদর্শন পাওয়া যায় মাত্র।

অনোয়ার কুলী হলিবি—এক মুসলমান সাধু। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের তারকেশ্বর শাখার নসিবপুর ষ্টেশনের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে একটী মসজিদের সম্মুখে ঈষৎ পূর্ব্বদিকে ইঁহার কবরস্থান দেখা যায়।

অনোবাহ্য—(ত্রি) শকটগামী, যিনি শকটারোহণে গমন করেন।

অনো-শোস্—তাম্বুর ও অন্যান্য তিব্বতীয় গ্রন্থে বর্ণিত জনৈক নৃপতি। লিযুল বা খোতেন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নৃপতি কুস্তানের চতুর্দ্দশ পুরুষ অধস্তন রাজা বিজয়কীর্ত্তির রাজত্বকালে বৈদেশিকগণ লিযুল রাজ্য আক্রমণ করিয়া তথাকার লোকদিগকে উৎপীড়িত করিতে থাকে। অনো-শোস্ এইরূপ একজন বৈদেশিক আক্রমণকারী। তিনি দ্রাগ গু হইতে একদল সৈন্য সহ আসিয়া লিযুলে প্রবেশ করেন এবং হগেন তো-শান্ (গোশীর্ষ—সমন চুয়ঙ্) পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ সমস্ত বিহারগুলি ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন।

অনৌকভেত্—ব্রহ্মদেশস্থ তেনসেরিম বিভাগের তাভয় জেলান্তর্গত একটী স্থান। ইহার উত্তরে হিয়েনসাই হ্রদ অবস্থিত। উহা ১৫ মাইল দীর্ঘ ও ৬ মাইল প্রস্থ। হ্রদের জল সুমিষ্ট। বহু নদী ইহাতে পতিত হইয়াছে এবং হ্রদের জল একটী সরু নালী দিয়া সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—চাউল, তাল ও লবণ।

অনৌচিত্য—(ক্লী) উচিত না হওয়ার ভাব।

অনৌজস্য—(ক্লী) বলের অভাব।

অনৌত্তরাধর্য্য—(ত্রি) সমভাব বা সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্ঘ।
"সঙ্ঘে চানৌত্তরাধর্য্যে" (পা ৩.৩.৪২)

অনৌদ্ধত্য—(ক্লী) অভিমানের অভাব, ক্রোধাভাব।

অনৌপম্য—(ত্রি) অনুপম, উপমাবিহীন।

অনৌপম্যা—বাণাসুরের পত্নী। মহাদেবের পরামর্শে মহর্ষি নারদ গিয়া ইহাকে ব্রত-উপবাসাদি করিতে প্রবৃত্ত করেন। ইহাতেই ইহার মতিভেদ জন্মে এবং এই পাপেই বাণাসুর নিহত হন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

অনৌরস—(পুং) যে পুত্র ঔরস জাত নহে, অন্যের দ্বারা জাত পুত্র।

অনকোণা (Alexandre Ancona),—ইতালীবাসী জনৈক সাহিত্যিক। পাইসা নগরে ধনবান য়িহুদী পরিবারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি দার্শনিকপ্রবর টে মাসো কম্পানেলার জীবনী ও গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া দুই খণ্ডে "Opera di Tommaso Campanella" গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আইন অধ্যয়নের জন্য তিনি টিউরিন নগরে গমন করেন, কিন্তু ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন তাঁহার সুগম হয় নাই। তিনি "Societa Nazionale" সভায় টাস্কানির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন মাত্র। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে টাস্কানীর অষ্ট্রীয় শাসনের অবসান ঘটিলে তিনি ফ্লোরেন্সে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং La Nazione নামক পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি পাইসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালীয় সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই অবকাশে তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Sacre Rappresentazioni dei secoli XIV, XV, ও XVI, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে Origini del Teatro in Italia দুই খণ্ড এবং ১৮৭৯ La Poesia popolare Italiana প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তাহার রচিত আরও বহুখণ্ড সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ পাওয়া যায়

অন্ত—(পুং ক্লী) [অন্তি জীবনাদীনাং সীমানং বধ্নাতি অন্ত পচাদি' অচ্] অথবা অমতি গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি অম গত্যো-উণ্ তন্] অবশ্য। ২ চরম। ৩ অন্ত্য। "দিবোঽন্তেভ্যস্পরি" (ঋক্ ১৪৯.৯) "ইয়ং বেদিঃ পরোঽন্তঃ পৃথিব্যাঃ" (শুক্লযজুঃ ২৩৬২) ৪ পাশ্চাত্য। "অন্তো জঘন্যং চরমমন্ত্যং পাশ্চাত্য পশ্চিমাঃ।" (অমর) ৩ নাশ। ৪ মৃত্যু। ৫ নিধন। 'অন্তোনাশোর্দ্বয়োর্মৃত্যুমরণং নিধনোঽস্ত্রিয়াং।' ৫ অবসান, সমাপ্তি। "নৃত্তাববসিতে রম্যে সমাপ্তাবন্তঃ ইষ্যতে"। (শব্দার্ণব)। ৬ স্বরূপ। ৭ নিকট। ৮ প্রান্ত। ৯ নিশ্চয়। ১০ নাশ। ১১ শেষ। ১২ অবয়ব। "অন্তঃস্বরূপে নিকটে প্রান্তে নিশ্চয়নাশয়োঃ। অবয়বেঽপি" (হেম)। ১৩ অতি মনোহর। "অন্তঃপ্রান্তেঽন্তিকে নাশে স্বরূপেঽতিমনোহরে।" (বিশ্ব) অন্ত শব্দের লিঙ্গ বিষয়ে মেদিনীকার অর্থের একটু বিশেষ করিয়াছেন। যথা—"অন্ত" স্বরূপে নাশে না নস্ত্রী শেষেঽন্তিকে ত্রিষু।" (মেদনী)

অন্ত শব্দ স্বরূপ অর্থে ক্লীবলিঙ্গ, নাশ অর্থে পুংলিঙ্গ, শেষার্থে (পুং ক্লী) দুই লিঙ্গ, নিকটার্থে ত্রিলিঙ্গ। স্বরূপে যথা—"বনিতা বনান্তাৎ।" (রঘু ২.১৯) সুদক্ষিণা বন হইতে আগত রাজাকে 'বনান্তভূবং'। (ভারবি ৬.১৩) বনের ভূমি "অন্তঃ শব্দঃ স্বরূপ বচনঃ' (মল্লিনাথ)। নাশে যথা—"শক্তেরন্তকয়োরণে' (ভট্টি ৫ ৭৮) যুদ্ধে শক্তির নাশকারী। রম্যে যথা,—"পরিণতফলশ্যাম-জম্বুবনান্তাঃ।' (মেঘ° পূ° ২৩)। পাকা কাল জামধারা রম্য। অবসানে যথা,—"শাপান্তো মে" (মেঘ° উ° ৪৭) আমার শাপের অবসান হইল। নিকটে যথা—'অন্তেবাসী'। নিকটে থাকিয়া পড়ে। (স্মৃতি) শেষ সীমায় যথা,—"পত্রান্তপর্য্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ।' (ভট্টি ২৪) পাতার শেষসীমা হইতে জলবিন্দু গলিতেছে। সীমা (অবধি) দুই রূপ। ১ম, দেশের সীমা, ২য়, কালের সীমা। যথা—"দর্শান্তঃ কৃষ্ণপক্ষেতাঃ পূর্ণিমান্তাশ্চ শুক্লকে।" (স্মৃতি) সেই তিথিগুলি কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যান্ত আর শুক্লপক্ষে পূর্ণিমান্ত হইয়া থাকে। 'অমাদিপৌর্ণমান্তস্থা (স্মৃতি) অমা আদি এবং পূর্ণিমা অন্তে হইয়াছে যাহাদের সেই সকল চান্দ্র কলার নাম তিথি। "অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম" (স্মৃতি) অশৌচান্তের অশৌচ সীমার দ্বিতীয় দিবসে বিলক্ষণ শয্যাদান করিবে।

মরণে যথা, "স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি"। (গীতা ২ ৭২) 'অন্তকালে মরণকালে' (স্বামী) নিশ্চয়ে বা নির্ণয়ে যথা,

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।" (গীতা ২ ১৬)

অসতের অর্থাৎ শীত উষ্ণ প্রভৃতির ভাব (সত্তা) সর্ব্বদা থাকে না, সৎস্বভাবের কখনই অভাব হয় না। সৎ ও অসৎ এই দুই রূপের অন্ত অর্থাৎ নির্ণয় যথার্থদর্শী পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন।

অন্ত—প্রতিবেশী রাজার রাজ্য। প্রান্তে অবস্থিত রাজ্য। এই অর্থে "অপরান্ত" শব্দে পশ্চিমস্থ দেশ বুঝায়। (অশোকলিপি)

অন্তঃকরণ—(ক্লী) [ক্রিয়ন্তে নিষ্পাদ্যন্তে কর্ম্মাণ্যনেন করণং করণে ল্যুট্] [অন্তঃ শরীরমধ্যস্থমদৃশ্যমিতি যাবৎ করণমিন্দ্রিয়ম্, কর্ম্মধা°, শরীরস্থপদার্থানাং সুখাদীনাং করণং জ্ঞানসাধকতমম, ৬-তৎ] "করণং সাধকতমং ক্ষেত্রগাত্রেন্দ্রিয়েষ্বপি।" (অমর) জ্ঞান এবং সুখাদির জনক শরীরের মধ্যস্থিত মন, বুদ্ধি ও চিত্তাদি নামক ইন্দ্রিয়। বেদান্তের মতে অন্তঃকরণ চারি প্রকার।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমন্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।"

মনের দ্বারা সংশয় হয়, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় হয়, পৃথিবীতে আমিই এক ধনবান ইত্যাদি মনুষ্যবৃত্তি দ্বারা গর্ব্ব হয়, আর চিত্ত দ্বারা স্মরণ হয়। অতএব সংশয়াদি এই চারি কার্য্যভেদে মন আদি শরীরের অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয় চারিটী।

শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় নামক অন্তঃকরণের তিনটী বৃত্তি আছে। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি ও ঔদার্য্য এই তিনটীর নাম শান্ত-বৃত্তি। তৃষ্ণা,

স্নেহ, অনুরাগ, লোভ প্রভৃতির নাম ঘোর বৃত্তি। মোহ, ভয় প্রভৃতির নাম মূঢ়বৃত্তি।

সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, শান্ত প্রভৃতি বৃত্তিগুলি এককালেই মনে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু নৈয়ায়িকদের সেরূপ বিশ্বাস নাই। তাঁহারা কহেন, অন্তঃকরণ অতি ক্ষুদ্র পদার্থ, 'অন্তঃকরণমণুপরিমাণম্'। অতএব তাহাতে এককালে এত বেশী জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শান্ত প্রভৃতি বৃত্তি একে একে উৎপন্ন হয়। "অযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানানাম্" সকল জ্ঞান এককালে হইতে পারে না। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত এই চারিটী চন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু স্বরূপ। ইঁহারা অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অন্তঃকরণপ্রবোধ—নন্দাচার্য্য-বিরচিত একখানি ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থ। পূর্ণানন্দ তীর্থ ইহার টীকা রচনা করেন।

অন্তঃকল্প—(পুং) বৌদ্ধমতানুসারে বৎসরের সংখ্যাবিশেষ অথবা কল্পভেদ।

অন্তঃকুটিল—(পুং) [অন্তর্মধ্যে কুটিলং বক্রম্, ৭ তৎ] যে শঙ্খের মধ্যস্থল বক্র। (ত্রি) ২ কুটিল অন্তঃকরণ, যে অতি কুটিল, বক্র-মন।

অন্তঃকৃমি—(পুং) [অন্তর্মধ্যে কৃমিঃ কীটবিশেষো যস্য] কৃমিকোষ। ২ গুটি ৩ যাহার ভিতরে পোকা আছে অর্থাৎ পোকা। (ত্রি) ৩ মধ্যে কৃমিযুক্ত।

অন্তঃকোটরপুষ্পী—(স্ত্রী) [অন্তঃকোটরে কোটরমধ্যে পুষ্পং যস্যাঃ, বহুব্রী জাতি ঙীপ] যাহার পাতার ভিতরে ফুল ঢাকা থাকে। ২ নীলবৃক্ষ।

অন্তঃকোণ—(পুং) ভিতরের কোণ।

অন্তঃকোপ—(ত্রি) মানসিক ক্রোধ।

অন্তঃকোষ—(ক্লী) ভাণ্ডার গৃহের অভ্যন্তরস্থিত স্থান।

অন্তঃপঞ্চমকারযজন—(ক্লী) [অন্তর্মনসা পঞ্চমকারাণাং যজনং যজ্ঞঃ, ৩ তৎ] মনে মনে তন্ত্রোক্ত মদ্যাদি পঞ্চমকারের চিন্তারূপ যজ্ঞ।

কুলার্ণবতন্ত্রে অন্তর্যজন প্রসঙ্গে লেখা আছে, সুরা শক্তিরূপ, মাংস শিবরূপ, ভৈরব ঐ উভয়ের ভোক্তা। সেই মদ্য ও মাংসের ঐক্য হইলে যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহাই মোক্ষ। সেই মোক্ষের কারণ দেহে আনন্দরূপ পরব্রহ্মের উদয়। সেই পরব্রহ্মের উদ্ভাবক বলিয়া এই মদ্য ও মাংস যোগীদের ভক্ষ্য হইয়াছে।

পুং স্ত্রী ক্লীব এই ত্রিলিঙ্গ বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবে এবং ষট্‌চক্রের দ্বারভেদ করিতে শিখিবে। পরে পীঠস্থানে আসিয়া মহাপদ্ম বনে গমন করিবে। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বারম্বার গমন করিয়া মহোদয় ব্যক্তি জ্ঞানরূপ চন্দ্র, কুণ্ডলিনী শক্তি এবং সমতাগুণে রম্য হইয়া আকাশপদ্ম (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদলপদ্ম) হইতে ক্ষরিত সুধাপানে রত হইবেন। সেই সুধাপানকেই মধুপান কহে। এতদ্ভিন্ন সুরাদি পানের নাম মদ্যপান। জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা পুণ্য ও পাপরূপ পশুকে হনন করিয়া যোগী চিত্তকে পরমেশ্বরে লয় করিবেন, তাহা করিলেই তাঁহাকে মাংসাশী বলা যায়। ফল কথা, অন্তর্যজনে ইহারই নাম মাংসভক্ষণ। মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আত্মাকে নিযুক্ত করিলে, তাঁহাকে মৎস্যাশী বলা হয়। (কুলার্ণবত)

অন্তঃপট—(পুং) বস্ত্রবিশেষ।

অন্তঃপদ—(অব্য) পদের মধ্য।

অন্তঃপদবী—(স্ত্রী) [অন্তর্মধ্যে মধ্যস্থা বা পদবী পন্থাঃ, ৭ বা ৬ তৎ, মধ্যস্থা বা পদবী মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°।] সুষুম্না নাড়ীর মধ্যগত পথ।

অন্তঃপরিধান—(ক্লী) ভিতরের বস্ত্র, অর্থাৎ যে কাপড় সকলের নিম্নে পরিধান করা হয়।

অন্তঃপরিধি—(অব্য°) মণ্ডলের মধ্যে।

অন্তঃপর্শব্য—(ত্রি) অন্তর্বর্ত্তমান পার্শ্বাস্থি সম্বন্ধীয় মাংসবিশেষ। 'অন্তর্বর্ত্তমানেন পর্শব্যেন পার্শ্বাস্থিসম্বন্ধিনা মাংসেন মহাদেবং দেবং প্রীণামি" (শুক্লযজুঃ ৩৯৮ মহীধর)

অন্তঃপশু—(পুং) [অন্তর্গ্রামস্য মধ্যে তিষ্ঠন্তি পশবো যস্মিন কালে, বহুব্রী] গ্রামের মধ্যে পশু থাকিবার সময় প্রাহ্ন, প্রাতঃকাল, সায়াহ্ন, সায়ংকাল। সন্ধ্যাকালে পশু সকল মাঠ হইতে গ্রামের ভিতরে আসে এবং অতি প্রত্যূষে তাহারা গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে যায় না। এজন্য এই দুই সময়ে অগ্নিহোত্র যাগ হইয়া থাকে বলিয়া ঐ দুই সময়ের নাম অন্তঃপশু। (ত্রি) যে কোন স্থানে পশু থাকে। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪.১৫ ১৪)

অন্তঃপাত—(পুং) [অন্তঃ সীমাদ্বয়োর্মধ্যে পততি তিষ্ঠতি। পত্-কর্ত্তরি ণ] সন্ধিস্থান। (শতপথব্রা° ৩১১) [ভাবে ঘঞ্] ২ মধ্যের পতন। ৩ ব্যাকরণে অক্ষরের আগম। ৪ যজ্ঞস্থলের মধ্যের স্থানবিশেষ।

অন্তঃপাতিন্—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যে পততি প্রবিশতি, ৭-তৎ] মধ্যপ্রবিষ্ট, অন্তর্গত, মধ্যবর্ত্তী। (স্ত্রী) অন্তঃপাতিনী।

অন্তঃপাত্য—(পুং) [অন্তর্মধ্যে পাত্যতে যস্মিন দেশে, পত-ণিচ্ আধারে যৎ] যাহার মধ্যে পাত করা যায় সেই দেশ, যেখানে ফেলিয়া দেওয়া যায় সেই দেশ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৮.৩৭) (অব্য°) [অন্তঃ-পত-ণিচ্-ল্যপ্] ২ মধ্যে ফেলাইয়া।

অন্তঃপাত্র—(ক্লী) পাত্রের অভ্যন্তর-ভাগ।

অন্তঃপাদ—(অব্য°) ছন্দের পাদে।

অন্তঃপাল—(পুং) প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ স্থানের রক্ষক। (রামা° ২.৩৭ ২৫)

অন্তঃপুর—(ক্লী) [অন্তর্মধ্যস্থং পুরম্, কর্ম্মধা°] অবরোধ। রাজবাটীর মধ্যস্থান, যেখানে রাণীরা থাকেন, চলিত কথায় অন্তঃপুরকে আমরা 'অন্দর' বলি, ইহা পারসী শব্দ।

"স্ত্র্যগারং ভূভুজামন্তঃপুরং স্যাদবরোধনম্।" (অমর)

[অবরোধ দ্র°]

অন্তঃপুরে বাস করেন বলিয়া রাজমহিষীগণও অন্তঃপুর শব্দে অভিহিত হয়েন। যথা,—'অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ।" (মনু ৭ ১৫৩) 'অন্তঃপুরস্ত্রীণাঞ্চেষ্টিতম্' (কুল্ল ক)। অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের সৎ ও অসৎ কার্য্যাকার্য্য দাসীদিগের দ্বারা জানিতে হয়। (স্ত্রী) অন্তঃপুরী।

অন্তঃপুরচর—(পুং) [অন্তঃপুরে চরতি রাজাজ্ঞয়া গচ্ছতি চরট্ অচ, ৭ তৎ] রাজার অন্তঃপুরচারী কঞ্চুকী প্রভৃতি। কঞ্চুকীর লক্ষণ—

"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ॥
জরাবৈক্লব্যযুক্তেন বিশেদ্গাত্রেণ কঞ্চুকী।" (বৃহৎপরা°)

অনেক গুণযুক্ত, সর্ব্বকার্য্যকুশল, অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নাম কঞ্চুকী। জরা এবং পলিত বয়স হইলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

অন্তঃপুরের নিমিত্ত বিশেষ চর রাখার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে সকল সভ্যদেশে চলিত আছে। রোম, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশের ধনাঢ্য লোকেরা অন্তঃপুরের জন্ত খোজা রাখিতেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুদের গৃহে সচ্চরিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকিতেন। অনেকে অনুমান করেন যে খোজা রাখিবার প্রথা প্রথমে আফ্রিকাতে চলিত হইয়াছিল। তাহার পর রোম, গ্রীস্ এবং এসিয়ার বিভিন্ন স্থানের লোকেরা ঐ কুপ্রথা অবলম্বন করেন। সেকালে সকল দেশেরই ধনাঢ্য লোকেরা বহু বিবাহ করিতেন। বোধ হয়, সেই বহু-বিবাহই এই কুপ্রথার মূল কারণ। মুসলমান সম্রাটেরা বিস্তর খোজা রাখিতেন। তাঁহাদের দেখিয়া শেষে হিন্দু রাজাদেরও মধ্যে খোজা রাখা চলিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আফ্রিকা দেশ হইতে অনেকেই খোজা ক্রয় করিয়া আনিতেন।

অন্তঃপুরজন—(পুং) অন্তঃপুরে অবস্থানকারী লোকমাত্র। ২ প্রাসাদস্থিতা স্ত্রী, যে স্ত্রীলোক প্রাসাদে অবস্থান করে। "অন্তঃপুরজনশ্চাপি দৃষ্ট্বা শাস্তামুপাগতাম্" (রামা° ১ ১০ ৩৫)

অন্তঃপুরপ্রচার—(পুং) অন্তঃপুর মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী।

অন্তঃপুররক্ষক—[অন্তঃপুরাধ্যক্ষ দ্র°]

অন্তঃপুরসহায—(পুং) [অন্তঃপুরে সহায়ঃ, ৭-তৎ] রাজার অন্তঃপুরের সহচর। ২ বিদূষক। ৩ কঞ্চুকী প্রভৃতি।

অন্তঃপুরাধ্যক্ষ—(পুং) [অন্তঃপুরস্য অধ্যক্ষঃ, ৬ তৎ] অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধারক। বৃদ্ধ, সৎকুলোদ্ভব, সমর্থ, পিতৃপিতামহক্রমে কর্ম্মকারী, শুদ্ধান্তঃকরণ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিই রাজার অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন।

অন্তঃপুরি—(ত্রি) [পৃ ই পুরি অন্তর্মধ্যা পুরিঃ, কর্ম্মধা°] মধ্য নগর। ২ মধ্য রাজা, সামন্তরাজ। ৩ মধ্যনদী। "পুরির্নগরং রাজা নদী চ।" (উজ্জ্বলদত্ত)

অন্তঃপুরিক—(ত্রি) [অন্তঃপুরে নিযুক্তঃ ঠক্ ন বৃদ্ধিঃ] অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ, কঞ্চুকী প্রভৃতি। "অন্তঃপুরিকাভ্যো নিবেদয়েৎ" (শকু°)

অন্তঃপুষ্প—(ক্লী) [অন্তর্গতং পুষ্পং স্ত্রীরজঃ] দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীর অপ্রকাশিত রজঃ, বার বৎসরেও যে রক্ত বাহিরে নির্গত হয় না।

"দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধাৎ যদি পুষ্পং বহির্নহি।
অন্তঃপুষ্পং বহত্যেতে পনসোডুম্বরাদিবৎ॥' (উশনা)

অন্তঃপূজা—(স্ত্রী) [আন্তরিকী পূজা তন্ত্রোক্তমনঃকল্পিতবস্তুভিঃ বলিদানহোমাদিরূপা দেবার্চ্চনা, কর্ম্মধা] তন্ত্রোক্ত মনঃকল্পিতবস্তু দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা।

অন্তঃপূজার সময়ে কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে হৃদয়রূপ সূর্য্য মণ্ডলে লইয়া কর্ণিকার অন্তর্গত চন্দ্রের সুধাধারা মূলমন্ত্রকে সেচন করিবে। পরে বিষয়রূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয় অমায়া, অনহঙ্কার, অরাগ (অনুরাগের অভাব), অমদ (মত্ততার অভাব) অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ, এই দশ প্রকার বিষয়পুষ্প অন্তঃপূজায় বিহিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা এবং জ্ঞান এই আর পাঁচটী পুষ্পের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাতে পরমাত্মার একত্বচিন্তারূপই জ্ঞান। সোহং এই মন্ত্রের অক্ষরগুলি কুণ্ডলিনীতে গাঁথা আছে, এইরূপ চিন্তা করিবে এবং পরম অমৃতপূর্ণ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদল পদ্মে পূজা ও হোম ব্যতিরেকে সেই গ্রথিত অক্ষরগুলিকে আত্মীয়রূপে দেখাইবে।

মানসিক হোম,—আত্মাকে অপরিমিত বিবেচনা করিয়া আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, ও জ্ঞানাত্মা স্বরূপ চারি কোণ—আনন্দ মেখলাযুক্ত অর্দ্ধমাত্রাকৃতি যোনিভূষিত চৈতন্ত কুণ্ডকে নাভিতে বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যস্থিত জ্ঞানাগ্নিতে হোম করিবে। প্রথমে মূল মন্ত্র "ওঁ চৈতন্যরূপাগ্নৌ বিষয়হবিষা মনসা স্রুবা জ্ঞানে প্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহং স্বাহা' বলিয়া প্রথমাহুতি দিবে।"

অন্তঃপূয—(ত্রি) গভীরস্থানে পূয়যুক্ত (ক্ষত)।

অন্তঃপেয়—(ক্লী) অন্তঃপান, আকণ্ঠপান। "সুরাক্ষা অন্তঃপেয়মন্তঃ পানং ক্ষিপ্রুঃ" (ঋক্ ১০ ১০৭ ৯ সায়ণ)

অন্তঃপ্রকৃতি—(স্ত্রী) [রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তিনী প্রকৃতিঃ রাজ্যাঙ্গম]

স্বামী (রাজা), অমাত্য, সুহৃৎ, কোশ (ধনাগার), রাষ্ট্র, (রাজ্য), দুর্গ (গড়), বল (সৈন্য), রাজার এই ছয় প্রকৃতি। [অন্তঃ সর্ব্বভূতান্তর্ব্যাপিনী প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ পরমাত্মা বা] "প্রকৃতি-সহজে যোনায়মাত্যো পরমাত্মনি"। (বিশ্ব) [অন্তর্জগন্মধ্যস্থা প্রকৃতিঃ পঞ্চভূতানি প্রধানং মূলকারণং বা] ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূত প্রধান ও মূলকারণ।

"প্রকৃতিঃ পঞ্চভূতেষু প্রধানে মূলকারণে।" (যাদব)

অন্তঃপ্রজ্ঞ—(ত্রি) অন্তরে অন্তরে বিদ্বান্, অর্থাৎ যিনি স্বতঃই জ্ঞানসম্পন্ন।

অন্তঃপ্রতিষ্ঠান—(ক্লী) অভ্যন্তরে অবস্থান।

অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত—(ত্রি) অভ্যন্তরে অবস্থিত।

অন্তঃপ্রবিষ্ট—(ত্রি) [অন্তঃ মধ্যে প্রবিষ্টম্] অন্তঃকরণমধ্যে প্রবিষ্ট, হৃদগত, অভ্যন্তরগত।

অন্তঃশর—(পুং) অভ্যন্তরস্থিত শর, অথবা রোগ।

অন্তঃশরীর—(ক্লী) [অন্তঃ স্থূলদেহমধ্যস্থং শরীরম্, কর্ম্মধা°] স্থূল শরীরের মধ্যবর্ত্তী, বেদান্তপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম শরীর।

অন্তঃশল্য—(ক্লী) [অন্তঃকরণস্য শল্যমিব] অন্তঃকরণের পক্ষে যাহা শল্য অর্থাৎ শেলের মত কষ্টদায়ক।

অন্তঃশ্লেষ, অন্তঃশ্লেষণ—(ত্রি) আন্তরিক সাহায্য।

অন্তঃসংজ্ঞ—(ত্রি) [অন্তঃ মধ্যবর্ত্তিনী অপ্রকাশ্যা ইতি যাবৎ সংজ্ঞা চৈতন্যং যস্য, বহুব্রী] বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্মাদি। আমাদের মুনি ঋষিদের মতে, বৃক্ষাদি পূর্ব্বজন্মের পাপে জড়িত হইয়া আছে, কিন্তু ভিতরে ইহারা সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে। (মনু ১ ১৪৮ ১৪৯)

অন্তঃসত্ত্বা—(স্ত্রী) [অন্তরভ্যন্তরে গর্ভে ইতি যাবৎ সত্ত্বং প্রাণী যস্যাঃ, বহুব্রী] যাহার গর্ভে প্রাণী অর্থাৎ সন্তান আছে, গর্ভবতী। (ত্রি) [অন্তঃ শরীরমধ্যে সত্ত্বং গুণঃ পিশাচাদি বলম্ আত্মা ব্যবসায়ঃ অন্তং ধনং প্রাণা বা যস্য, বহুব্রী] ২ দ্রব্যবান্, যাহার মধ্যে দ্রব্য আছে। ৩ ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদি গুণযুক্ত। ৪ শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। ৫ যে গৃহে পিশাচাদি আছে। ৬ যাহার বল আছে। ৭ যাহার আত্মা আছে। ৮ যেখানে বাণিজ্য আছে। ৯ নিশ্চয়তাবিশিষ্ট। ১০ অন্নযুক্ত। ১১ ধনশালী। ১২ প্রাণযুক্ত।

সন্তান উৎপন্ন হইবার জন্য গর্ভের ভিতর তিনটী প্রধান স্থান আছে যথা—জরায়ু (uterus) অণ্ডপ্রণালী (Fallopian tubes) এবং অণ্ডাধার (ovaries); তদ্ভিন্ন যোনিকেও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণনা করা যায়।

জরায়ু তলপেটে বস্তিগহ্বরের ভিতরে আছে। ইহার আকার দেখিতে কতকটা পেয়ারার মত, অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ পশ্চাদ্দিকে কিছু চেপ্টা হইয়া আসিয়াছে। গর্ভসঞ্চার হইলে এই জরায়ুর ভিতরেই সন্তান হৃষ্টপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়। তজ্জন্য ইহাকে গর্ভাশয়ও কহে। ইহার আর একটী নাম কলল। [অণ্ডগ্র°]

মানুষের অণ্ডপ্রণালী দুইটী জরায়ু হইতে তল-পেটের দুই পাশে কুঁচ্কির দিকে চলিয়া আসিয়াছে। ঐ অণ্ডপ্রণালী হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়াছে। ঐগুলি জরায়ুর কাছে ঝালরের মত ঝিল্লিতে যোড়া। অণ্ডপ্রণালী দ্বারা দুইটী কাজ সিদ্ধ হয়। প্রথম—অণ্ডপ্রণালীর ভিতরে অণ্ডপরিপক্ক হইলে, তাহারা এই পথ দিয়া জরায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়,—পুরুষসংসর্গ ঘটিলে শুক্রের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু আছে, তাহারা ঐ অণ্ডপ্রণালী দিয়া অণ্ডাধারের ভিতরে প্রবেশ করে।

মানুষের অণ্ডাধার দুইটী তলপেটে কুঁচ্কির নিকটে থাকে। অণ্ডপ্রণালী জরায়ু হইতে আসিয়া এই অণ্ডাধারের সহিত মিলিত হইয়াছে। অণ্ডাধারের উপরে প্রায় কুড়িটী ছোট ছোট কোষ আছে, ইংরেজীতে তাহাদিগকে গ্রাফিয়ান ভেসিকল (Grafian vesicles) কহে। ঐ সকল কোষ লালার মত তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণের মত বিস্তর ছোট ছোট দানা এবং দুই একটী ডিম্ব ভাসিতে থাকে। গ্রাফিয়ান ভেসিকল পরিপক্ক হইলে অণ্ডাধারের উপরে আসিয়া ফাটিয়া যায়, তখন তাহার ভিতর হইতে ডিম্ব বাহির হয়। ঐ ডিম্বকোষগুলি স্ত্রীলোকের ঋতুর পরেই সচরাচর ফাটিয়া থাকে। ফাটিয়া গেলে তাহারা অণ্ডপ্রণালীর ঝালরের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের কোন কোন অন্ত্রের ও পেশীর ক্রিমির মত এক প্রকার গতি আছে। অণ্ডপ্রণালীর পেশীসূত্রের ক্রিমির মত আকুঞ্চনক্রিয়ার (Peristaltic action) চাপে অণ্ডগুলি জরায়ুর দিকে আসিতে থাকে।

স্ত্রীলোকের ঋতু হইলে পুরুষ-সংসর্গ আবশ্যক। পুরুষ-সংসর্গ ভিন্ন গর্ভসঞ্চার হয় না। কারণ, শুক্রই প্রাণীদের উৎপত্তির প্রধান উপায়। শুক্র পুরুষের অণ্ডকোষের ভিতরে থাকে। ইহাতে এক



শুক্রকীট।

প্রকার কীটাণু আছে। ঐ কীটাণুগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণ না হইলে খালি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া

দেখিলে বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, কীটাণুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাপের মত,—মাথা মোটা, লেজের দিক ক্রমে অত্যন্ত সরু হইয়া গিয়াছে। ইহারা তিলার্দ্ধকাল স্থির হইয়া থাকে না, কেবল কিল্ বিল্ করিয়া নড়িয়া বেড়ায়। মানুষের শরীরের যে রূপ স্বাভাবিক তাপ (৯৮ ডিগ্রি), সেইরূপ তাপে শুক্র রাখিতে পারিলে ঐ কীটাণু প্রায় তিন দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। মানুষ মরিয়া গেলেও শুক্রকীটদের শীঘ্র মৃত্যু হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার বাসী মড়া কাটিলেও শুক্রকীটগুলিকে জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রদর রোগের পূঁজের সঙ্গে কিম্বা দুষ্ট শোণিতের সঙ্গে মিশিলে উহারা শীঘ্র মরিয়া যায়, তজ্জন্য যোনিরোগ থাকিলে স্ত্রীলোকের প্রায় সন্তান হয় না।

ঋতুর পরে পুরুষ সংসর্গ ঘটিলে শুক্রকীট যোনি হইতে জরায়ুতে যায়। শেষে জরায়ু হইতে অণ্ডপ্রণালীর দিকে উঠিতে থাকে। সেই সঙ্গে অল্প অল্প শুক্রও ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করে। শুক্র ভিতরে প্রবেশ করিলে শুক্রকীট পরিপক্ব অণ্ডের (ovum) মধ্যে যাইতে থাকে। অণ্ডের ভিতরে অধিক কীটাণু গেলে সেবার নিশ্চিত গর্ভসঞ্চার হইবার সম্ভাবনা।

এইরূপে অণ্ড ও শুক্র একত্র মিশ্রিত হইলে দশ বার দিন পরে জরায়ুর মধ্যে অণ্ডগুলি আসিয়া পড়ে। যদি গর্ভসঞ্চার হয়, তাহা হইলে এ অবস্থায় সন্তানের কোন অবয়ব থাকে না। ডিমের ভিতরে কেবল সামান্য একটু ভ্রূণ (embryo) লালাবৎ তরল রসের মধ্যে (liquor amnii) ভাসিয়া বেড়ায়। একখানি পাতলা চর্ম্ম ঐ ভ্রূণ ও রসকে বেড়িয়া থাকে। তাহাকেই আমরা চলিত কথায় পানমুচি বলি। উদ্ভব কালে যাহা হইতে ফুল জন্মে, এ অবস্থায় তাহা দেখিতে কুসুমের মত। ঐ কুসুমের রসে ভ্রূণ বাড়িতে থাকে। (১)

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম মাসে ভ্রূণের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় না। এ সময়ে



প্রায় ৫০ দিনের ভ্রূণ

কেবল আটার মত ঈষৎ স্বচ্ছ সামান্য একটু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও নিতান্ত ক্ষুদ্র—এক সুতার অধিক লম্বা হইবে না।

দ্বিতীয় মাসে ভ্রূণের আকার অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসে। সমস্ত শরীর সাত আট সুতা লম্বা হয় এবং ওজন করিলে ন্যূনাধিক ৩২ রতি হইয়া থাকে। মাথা ও সরু সরু হাত পা গুলি বুকের দিকে গুটানো। চক্ষু ফুটে নাই, কেবল মুখের দুই পাশে অতি সূক্ষ্ম দুটী কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য প্রভৃতি বড় বড় জন্তুর হৃৎপিণ্ডের ভিতর চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে। তাহার মধ্যে দুইটীর নাম হৃৎকোষ (ventricle) এবং আর দুইটীর নাম হৃদ্দর (auricle)। দুই মাসের ছেলের হৃৎপিণ্ড জন্মে, কিন্তু প্রথমে তাহাতে এই চারিটী প্রকোষ্ঠই থাকে না। এ অবস্থায় কেবল একটী হৃৎকোষ ও একটী হৃদ্দর দেখিতে পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি অনেকটা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া আসিতে থাকে। তদ্ভিন্ন ফুসফুস, প্লীহা ও নাভি হইতে নাড়ীরজ্জু অল্প অল্প বাহির হয়। (২)

তিন মাসে পড়িলে ছেলেটীর ওজন প্রায় ৩৫ রতি হইতে ১৫০ রতি পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যেও প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চ হইয়া থাকে। হাতের অগ্রভাগ বেশ স্পষ্ট হইয়া আসে, তাহাতে একটু একটু আঙ্গুলের চিহ্নও দেখা যায়। সমস্ত শরীরের সঙ্গে তুলনা করিলে মাথা ও চক্ষু অত্যন্ত বড় দেখায়। এই অবস্থায় মানুষের সন্তানের কাছে কুকুরের ও পাখীর বাচ্ছা রাখিলে, কোনটী মানুষ, আর কোনটী কুকুর বা পাখী—তাহা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। (৩)

চারি মাসে পড়িলে ছেলের ওজন প্রায় অর্দ্ধ পোয়া হইতে তিন ছটাক পর্য্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্যও অন্যূন ৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া

(১) আমাদের বৈদ্যকগ্রন্থ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রমবার্ত্তবম্।
তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি।"

গর্ভাশয়ে যে রূপ তরল অবস্থায় শুক্র পতিত হয়, প্রথম মাসে শোণিত ঠিক সেইরূপই থাকে।

(২) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

'মরুৎপিত্তকফৈস্তদ্বৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে।
ঘনলস্য মহাভূতসমূহাে ঘনো ভবেৎ।'

দ্বিতীয় মাসে জরায়ুতে মহাভূত বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারা পচ্যমান হইয়া ঘন হয়। সুশ্রুতেও এই মত। যথা—"দ্বিতীয়ে শীতোষ্ণানিলৈরভিপ্রপচ্যমানানাং মহাভূতানাং সংঘাতো ঘনঃ সঞ্জায়তে। যদি পিণ্ডঃ পুমান্, স্ত্রী চেৎ পেশী, নপুংসকং চেদর্ব্বুদমিতি।" অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসে পচ্যমান মহাভূত সকল শীত, উষ্ণ এবং বায়ুর দ্বারা ঘন হয়। সেই ঘনীভূত পদার্থ পিণ্ডাকার হইলে পুত্র জন্মে; পেশীর আকার হইলে কন্যা জন্মে এবং অর্ব্বুদের মত হইলে নপুংসক হয়।

(৩) "তৃতীয়ে মাসি শিরসঃ হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা।
পিণ্ডিকাঃ পঞ্চ নির্ব্বৃত্তা সূক্ষ্মা অবয়বাস্তথা।" (ভাঃ প্রঃ)

তৃতীয় মাসে দুইটী হাত, দুইটী পা এবং মাথা এই পাঁচ অবয়বের স্থানে পাঁচটী মাংসপিণ্ড প্রকাশ পায় এবং শরীরের সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বাহির হয়।

থাকে। এ সময়ে মস্তিষ্কের বেড়গুলি কিছু কিছু স্পষ্ট হইয়া আসে এবং ছেলেটী পুত্র কিম্বা কন্যা তাহা নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারা যায়। (৪)

পাঁচ মাসের ছেলের ওজন প্রায় ৫ ছটাক এবং শরীরও কমবেশী ৯।১০ ইঞ্চ লম্বা হয়। এই অবস্থায় সমস্ত মাথা চুলে ঢাকিয়া যায়। এ দিকে হাতে পায়েও একটু একটু নখ গজাইতে থাকে।

ছয় মাসের ছেলের ওজন সচরাচর প্রায় অর্দ্ধ সেরের কম হয় না। শরীর মাপিলে ১১।১২ ইঞ্চ লম্বা হয়। চুল কাল হইয়া আসে, চক্ষু মুদ্রিত, তাহাতে একটু একটু পক্ষ্মও গজাইতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় পুত্র সন্তানের অণ্ডবীচি তলপেটের ভিতরে থাকে।

সপ্তম মাসে ছেলের ওজন দেড় সের হইতে দুই সের এবং দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১৩।১৪ ইঞ্চ হয়। এই অবস্থায় চক্ষু ফুটে এবং অণ্ডবীচি তলপেট হইতে বাহিরে কোষের ভিতরে নামিয়া আসে। (৫)

আট মাসের ছেলের ওজন দু সের হইতে আড়াই সের পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্য ১৭।১৮ ইঞ্চ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রায় কোন অঙ্গ গজাইতে বাকি থাকে না। শরীরও বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়। তাই সাত আট মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াও অনেক সন্তান জীবিত থাকে।

৯।১০ মাসে পূর্ণগর্ভাবস্থা উপস্থিত হয়। পূর্ণগর্ভাবস্থায় সন্তানের ওজন প্রায় ৩ সের হইয়া থাকে এবং দৈর্ঘ্যে ন্যূনাধিক ২০ ইঞ্চ পর্য্যন্তও হইতে পারে। কিন্তু, অনেক জননী দীর্ঘাকার হইলে অনেক স্থলে গর্ভের সন্তানও দীর্ঘাকার হয়। নভাস্কোসিয়াতে একটী স্ত্রীলোক ৭ ফিট্ ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ ছিলেন, তাঁহার স্বামী ৭ ফিট্ ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ ছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকের একটী সন্তান জন্মে। শিশুটী ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। তাহার ওজন, কিছু কম ১২ সের হয় এবং দৈর্ঘ্যে ৩০ ইঞ্চ হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। তবে, ১১।১২ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক ভারী ও বড় হইবার সম্ভাবনা।

জরায়ুর ভিতর ছেলের মাথা নিম্ন দিকে এবং চিবুক কণ্ঠার নিম্নে বক্ষস্থলে চাপা থাকে। হাত দুইটী পরস্পর বাহুর উপর দিয়া বুকের মধ্যে গুটান, পা উরুর নিম্ন দিয়া পেটের উপরে টানিয়া রাখা অবস্থায় নাভি রজ্জু উরু বাহুর মধ্যস্থলে থাকে, সে জন্য তাহাতে চাপ লাগিতে পায় না। ছেলের এইরূপ সংস্থানের অন্যথা হইলে প্রসবের সময়ে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। কিন্তু সংস্থানের সামান্য রূপ ব্যতিক্রম হইলে কিছুই অনিষ্ট ঘটে না।

গর্ভের ভিতরে সন্তান মুখ দিয়া খায় না, কিন্তু তবু বাঁচিয়া থাকে ও দিন দিন হৃষ্ট পুষ্ট হয়, তাহার কারণ, মাতার ভোজনের ফল অন্য প্রকারে সিদ্ধ হইয়া সেই রস গর্ভস্থ শিশুকে পুষ্ট করে।



পূর্ণগর্ভাবস্থা। এখানে স্বাভাবিক সংস্থানের কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে

গর্ভসঞ্চারের প্রথমাবস্থায় অণ্ডের কিরূপে পরিপোষণ হয়, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অণ্ড প্রণালীর ভিতর হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়। জরায়ুর দিকে অণ্ড আসিবার সময়ে সেই রস তাহার আবরণে মিশ্রিত হইয়া যায়। প্রথম প্রথম তাহাতেই ভ্রূণের পোষণ হইয়া থাকে। গর্ভাশয়ের ভিতরে অণ্ড আসিয়া পড়িলে তখন নাভি-পদার্থের সাহায্যে উহার পোষণ হয়। তাহার পর, ফুল ও নাভি হইতে নাড়ীরজ্জু জন্মে, তখন জননীর শরীরের রসে সন্তান দিন দিন বাড়িতে থাকে।

আমরা নাক মুখ দিয়া নিশ্বাস লই, নিঃশ্বাসের বায়ুতে অম্লজন আছে। সেই অম্লজনে শরীরের রক্ত পরিষ্কার হয়। আর প্রশ্বাস ফেলিতে তাহার সঙ্গে শরীরের দুষ্ট-পদার্থ বাহির হইয়া যায়। গর্ভের ভিতরে সন্তানের এই প্রকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহে না। ফুল দিয়া গর্ভিণীর শরীরের পরিষ্কার রক্ত সন্তানের দেহে আসে এবং ফুল দিয়া সন্তানের শরীরের অপরিষ্কার পদার্থ বাহির হইয়া

(৪) সুশ্রুত ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক পুস্তকে লেখা আছে যে, চতুর্থ মাসে সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রকাশ পায় এবং হৃদয় জন্মে। হৃদয় প্রাণীদের চেতনার স্থান কাজেই হৃদয় জন্মিলে সন্তানের চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। গর্ভিণীর নিজের হৃদয় আছে এবং চতুর্থ মাসে গর্ভের সন্তানেরও হৃদয় হয় তজ্জন্য সে সময়ে স্ত্রীলোককে দৌহৃদিনী কহে। দৌহৃদিনী নারীর যাহাতে সাধ হয়, তাহা পূরণ না করিলে সন্তান কাণা, খোড়া বা কুব্জ হইয়া থাকে।

(৫) সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, পঞ্চম মাসে সন্তানের মনঃ জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি হয়। সাত মাসের ছেলের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে গর্ভের সন্তান অস্থির হইয়া উঠে এবং তাহার শরীরের মধ্যে ওজো ধাতু জন্মে। ওজো ধাতু না জন্মিলে নিরোজ ও নৈঋতভাগ প্রযুক্ত অষ্টম মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া বাঁচিতে পারে না।

যায়। ইহাতেই শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া সিদ্ধ হয়। গর্ভের ভিতরে সন্তানের ফুস্‌ফুস্ যকৃতের মত নিরেট থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিয়া উঠে, তখন ফুস্‌ফুসে ছিদ্র হয়। ছেলের নাভির সঙ্গে জননীর গর্ভে যে নাড়ী ও ফুল লাগিয়া থাকে, তাহাই সন্তানের জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়। রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস, পরিপোষণ এবং স্বাভাবিক সমুৎসর্গ সকলই ঐ ফুল দিয়া হইতে থাকে।

যমজ সন্তান হয় কেন? এ কথার ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। (৬) তবে অনেকে এই কথা বিশ্বাস করেন যে, একটী পানমুচির ভিতরে দুইটী সন্তান থাকিলে একটী পুত্র ও আর একটী কন্যা হয়। এমন অবস্থায় ফুলও একটী থাকে। প্রথম হইতে অণ্ডের মধ্যে দুইটী অঙ্কুর থাকিলে এইরূপ যমজ সন্তান জন্মে। আবার দুইটী পানমুচির ভিতরে দুইটী সন্তান থাকিলে ফুলও পৃথক্ পৃথক্ হয়। কিন্তু কি কারণে পুত্র, আর কি কারণে কন্যা জন্মে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

কখন কখন গর্ভ হইতে হস্তপদহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পানমুচির ভিতরে লালাবৎ রস অল্প পরিমাণে থাকিলে ক্ষুদ্র ভ্রূণ অবস্থায় সন্তানের হস্তপদ প্রভৃতি যে যে অঙ্গে নিয়ত চাপ লাগে, সেই সেই অঙ্গ বাড়িতে পায় না। সে কারণ, অনেকের হস্তপদ থাকে না। কাহারও কাঁধের কাছে কেবল দুই একটী অঙ্গুলি বাহির হইতে দেখা যায়। চাপের জন্য সমস্ত হাত গজাইতে পারে নাই। আর এক প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। অঙ্গহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর তাহার ছিন্ন হস্তপদ পৃথক্‌ভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, কোন কোন স্থলে গর্ভের ভিতরে অঙ্গহীন সন্তানদের হস্তপদ জন্মে, শেষে কোন চাপ রূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া তাহা কাটিয়া যায়। কিরূপে কাটিয়া যায়, সে বিষয়ে সকল চিকিৎসকের মত সমান নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নাভিরজ্জু হস্তপদে জড়াইয়া যায়, তাহাতে ঐ সকল অঙ্গ গলিত হইয়া শেষে খসিয়া পড়ে। কিন্তু ডাক্তার মেকেঞ্জার এই আপত্তি করেন যে, কোন অঙ্গে নাভি-রজ্জু দৃঢ়রূপে জড়িত হইলে তাহার ভিতর দিয়া রসের গতিবিধি বন্ধ হইবার সম্ভাবনা, কাজেই তমন স্থলে সন্তান বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

১ম মাস।—যথার্থ গর্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না, প্রথম মাসে তাহা স্থির করা অতিশয় কঠিন। কিন্তু গর্ভ হইলে অনেক স্থলেই ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। 'গা বমি বমি' করে এবং সর্ব্বদাই মুখ দিয়া জল উঠে। কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না। জরায়ুর অধোভাগ (cervix) ও মুখ (os) কোমল হয় এবং উহার ছিদ্র আড় ভাবে বিস্তৃত থাকে না, কিঞ্চিৎ গোল হইয়া আসে। এ দিকে যোনির উষ্ণতা ও রসনিঃসরণ বৃদ্ধি পায়।

২য় মাস।—দুই মাসে পড়িলে উপরের লক্ষণগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া পড়ে। চারি সপ্তাহ গত হইলেই স্তন কিছু শক্ত, স্থূল এবং গুটিকাযুক্ত হয়। স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আইসে এবং ভিতরে দুগ্ধ জন্মে। এই সময়ে জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ গোলাকার হইয়া থাকে।

৩ মাস।—তৃতীয় মাসে অঙ্গ নিজস্থান হইতে সরিয়া যায় বলিয়া উদর একটু বড় দেখায়। স্তনের মুখ আরও অধিক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আইসে এবং নীলবর্ণ শিরাসকল স্ফীত হইয়া উঠে। তখন স্তন টিপিলে অল্প অল্প ঘন দুগ্ধ বাহির হয়। এই অবস্থায় গর্ভের ভিতরের ফুল হইতে এক প্রকার মৃদু মৃদু শব্দ উঠে, জরায়ুর উপরে কাণ রাখিলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়।

৪ মাস।—চতুর্থ মাসে উদর স্পষ্টরূপে বড় দেখায়। এই অবস্থায় তলপেট টিপিয়া দেখিলে একটী পিণ্ডের মত পদার্থ হাতে লাগে। জরায়ুর উপরে কাণ দিলে গর্ভস্থ সন্তানের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।

৫ মাস।—পাঁচ মাসে যোনির ভিতরে অঙ্গুলী দিয়া সন্তানকে ঊর্দ্ধে ঠেলিয়া দিলে, আবার অঙ্গুলির উপরে আসিয়া পড়ে। গর্ভের মধ্যে সন্তান নড়িতে থাকে, গর্ভিণী তাহা নিজে জানিতে পারে। এই সময় হইতে গর্ভ সম্বন্ধে প্রায় আর কোন সন্দেহ থাকে না।

কখন কখন স্ত্রীলোকের মিথ্যাগর্ভ হয়। মিথ্যা-গর্ভ হইলে উদর বড়, অরুচি এবং প্রসববেদনা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। স্নায়ুরোগগ্রস্ত (hysterical) স্ত্রীলোকদেরই এইরূপ গর্ভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্থলে, স্ত্রীলোককে ক্লোরাফরম ঔষধের আঘ্রাণ দিয়া অজ্ঞান করিলে, উদরের পিণ্ড কমিয়া যায়। রোগিণী সজ্ঞান হইলে আবার উদর বড় হইয়া উঠে। মিথ্যা-গর্ভ কি না তাহা চিনিবার ইহাই প্রশস্ত উপায়।

গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বিশেষ যত্নে রাখা চাই। যাহাতে শোক-দুঃখ প্রভৃতি মনের উদ্বেগ জন্মে, এমন কাজ কিছুই করিবে না। তাহার পক্ষে উচ্চনীচ স্থানে গমনাগমন, যানারোহণ, ব্যায়াম, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মৈথুন, রাত্রি-জাগরণ, রক্তমোক্ষণ, অতি বিরেচক ঔষধ সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

গর্ভাবস্থায় অনেক প্রকার পীড়া জন্মে। তাহার মধ্যে অরুচি এবং বমন প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হয়। অল্প বমন কিম্বা সামান্য অরুচি ভয়ের কারণ নহে। কিন্তু কচিৎ কাহারও অতিশয়

(৬) আমাদের বৈদ্যকশাস্ত্রে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক জন্মাইবার এইরূপ কারণ নির্দিষ্ট আছে—

"যুগ্মাহঃসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু"

অর্থাৎ যুগ্মরাত্রিতে পুরুষ-সংসর্গ করিলে পুত্র হয় এবং অযুগ্মরাত্রিতে কন্যা জন্মে।

অরুচি এবং বমন হইয়া থাকে। কোন দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয় না, ভোজন করিলেও কিছুই উদরে সহ্য হয় না। রোগিণী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া শেষে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

গর্ভসঞ্চার হইলে ক্রমে জরায়ু বড় হইতে থাকে, তাহাতে উহার স্নায়ুমণ্ডলে উত্তেজনা জন্মে, তজ্জন্যই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বমন বা বমনোদ্বেগ হয়।

সহজ অবস্থায় ৫ গ্রেণ সোডা-বাইকার্ব কিম্বা বিস্মথ্ ৫ গ্রেণ, শুঁটচূর্ণ ২ গ্রেণ ও সোডা বাইকার্ব ৩ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে সেবন করাইবে। পেপ্সিন ৫ গ্রেণ ভোজনের পরে সেবন করান যায়। জলমিশ্রিত হাইড্রোসাএনিক এসিড ১'বিন্দু কিম্বা কুচিলার অরিষ্ট ৩ বিন্দু, ক্রিওজোট্ ৩ বিন্দু এবং গঁদের মণ্ড অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা কিম্বা আফিমের অরিষ্ট ৭ বিন্দু অল্প জলের সঙ্গে সেবন করাইবে। এই সকলের মধ্যে কোন কোন ঔষধে কিছু কিছু উপকার দর্শিতে পারে।

কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিলেই বমন করিতে আরম্ভ করেন। তেমন স্থলে রোগিণীকে প্রথমে কিছু খাইতে দিবে। ভোজনের পরে শয্যা হইতে উঠিলে প্রায় বমনোদ্বেগ হয় না। বমন অনিবার্য্য হইয়া পড়িলে লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা চাই। কখনও এক বারে কোন দ্রব্যই অধিক পরিমাণে খাইতে দিবে না।

অনেকস্থলে চর্ম্মের বা রবারের থোলের ভিতর বরফ পূরিয়া সেই থলে গর্ভিণীর মেরুদণ্ডে, কোটীদেশে এবং পাকস্থলীর উপর রাখিলে বমন নিবারণ হয়। আফিমের অরিষ্ট ৬০ বিন্দু ও শীতল জল অর্দ্ধ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে একখানি ছোট পাতলা কাপড় ভিজাইবে। সেই বস্ত্রখানি পাকস্থলীর উপর রাখিলে বমনোদ্রেক কমিতে পারে। কিন্তু পীড়া কঠিন হইলে এ সকল প্রক্রিয়ায় কিছু ফল দর্শে না। তখন গর্ভস্রাব না করাইলে নিশ্চিত রোগিণীর মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন এই কঠিন কাজে অন্ত কাহারও হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।

গর্ভাবস্থায় অনেক স্ত্রীলোক পাতখোলা, সোঁদা-গন্ধযুক্ত মাটী, চা খড়ী, নরম পাথর প্রভৃতি নানা প্রকার কুখাদ্য খাইয়া থাকেন। সে জন্ত সময়ে সময়ে পাণ্ডুরোগ এবং উদরাময় দেখা দেয়। উদরাময় ঘটিলে অসময়ে প্রসববেদনা এবং গর্ভস্রাবও হইতে পারে। অতএব অজীর্ণের লক্ষণ দেখিলেই আগে গর্ভবতী নারীর সুপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পাতখোলা, মাটী প্রভৃতি অখাদ্য খাইতে দিবে না। কেহ কেহ বলেন যে, গর্ভাবস্থায় সহজেই উদরের মধ্যে অম্ল সঞ্চয় হয়। খড়ী, পোড়া মাটী প্রভৃতি খাইলে সেই অম্ল নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। [উদরাময়ের চিকিৎসা অগ্নিমান্দ্য এবং অতিসার শব্দে দ্র°]

কোন কোন স্থলে গর্ভিণীর রক্তের লালকণা অতিশয় কমিয়া যায় এবং রক্তে জলাধিক্য হয়। সে জন্ত দেহ দুর্ব্বল, সর্ব্বাঙ্গ রক্তহীন ও বিবর্ণ, ক্রমে হস্ত, পদ ও মুখে শোথ উপস্থিত হয়। অনেকস্থলে প্রসবের পরে এই শোথ আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডল এবং ফুস্ফুস্ বিকৃত হইলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। ফস্ফরাস্ এবং লৌহ ও মূত্রকর দ্রব্যই এ অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু গর্ভাবস্থায় অনেকে লৌহঘটিত ঔষধ দিতে ভয় করেন। তাঁহাদের মত এই যে, লৌহঘটিত ঔষধ সেবন করাইলে গর্ভস্রাব হয়। এ কথা অমূলক নহে, তবে রোগিণী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে লৌহ ভিন্ন রোগনিবারণের প্রশস্ত উপায় আর কিছুই নাই। গর্ভবতীর এ প্রকার কঠিন উপসর্গ ঘটিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

অনেক স্ত্রীলোকেরই অসময়ে গর্ভস্রাব জন্ত সন্তান নষ্ট হইয়া যায়। কি শীতপ্রধান দেশ, কি গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, সর্ব্বত্রই এই বিঘ্ন অতিশয় প্রবল। যে সকল জাতির পূর্ণ যৌবনাবস্থায় বিবাহ হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও বিস্তর গর্ভস্রাব হয়। আবার, আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় অনেক বালিকাকে প্রায় ১৩।১৪ বৎসর বয়ঃক্রমেই গর্ভবতী হইতে দেখা যায়। সেজন্ত তাহাদের মধ্যেও গর্ভস্রাব কম হয় না। সচরাচর দেখা যায়, অনেকেরই প্রায় প্রথম গর্ভ রক্ষা পায় না। এ দিকে প্রৌঢ়কাল উপস্থিত হইলে (ঋতু বন্ধ হইবার সময়, সেই অসময়ে) বিস্তর স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে। একবার গর্ভপাত হইলে এই বিঘ্ন পুনঃ পুনঃ ঘটিবার সম্ভাবনা। ডাক্তার হেগার স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় ৮।১০ টীর মধ্যে একটী গর্ভস্রাব হয়। ডাক্তার হোয়াইট্হেডের মতে, শতকরা ৯০ জনের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। উপদংশ, স্ত্রীলোকের নানাপ্রকার যোনিরোগ, গর্ভাবস্থায় মর্ম্মান্তিক শোক, প্রবল জ্বর, ওলাউঠা, উদরাময়, স্থানিক আঘাত প্রভৃতি গর্ভস্রাবের প্রধান কারণ।

গর্ভস্রাব হইবার পূর্ব্বে প্রথমে অল্প অল্প রক্তস্রাব হয়। কিঞ্চিৎ শোণিত নির্গত হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়। দুই তিন দিন পরে আবার রক্তঃ দেখা দেয়। ইহার সঙ্গে উদরে ও জঙ্ঘাতে বেদনা থাকিলে কিছুতেই গর্ভ রক্ষা করা যায় না। কিন্তু কেবল সামান্ত বেদনা কিম্বা সামান্ত রক্তস্রাব হইলে গর্ভ রক্ষা পাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, গর্ভপাতের পূর্ব্বে

অল্প জ্বর ও শীতবোধ হয়, তাহার পর শোণিত নির্গত হইতে থাকে। এই সকল উপসর্গের সঙ্গে মূর্চ্ছা ঘটিলে গর্ভিণীরও প্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে।

রক্তস্রাব হইলে যোনির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া দিবে। যদি জরায়ুর মুখ প্রসারিত হইয়া থাকে, তবে গর্ভ রক্ষা করা অসম্ভব। এমন অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র ভ্রূণ নির্গত হইয়া গেলেই মঙ্গল। কিন্তু যৎসামান্য রক্তস্রাবের পর জরায়ুর মুখ প্রসারিত না হইলে বিঘ্ন ঘটিবার ততটা আশঙ্কা নাই। গর্ভিণীকে যত্নপূর্ব্বক শীতল গৃহে শোয়াইয়া রাখিবে; মলমূত্র ত্যাগ করিবার নিমিত্তও উঠিতে দিবে না। ঔষধের মধ্যে আফিমের অরিষ্ট অমৃততুল্য। দুর্ব্বল স্ত্রীলোককে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১০।১৫ বিন্দু অরিষ্ট অল্প শীতল জলের সঙ্গে সেবন করাইবে। গর্ভিণী সবল থাকিলে এক এক মাত্রায় ২০।৩০ বিন্দু অরিষ্ট ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ক্লোরোডাইনের বিস্তর প্রশংসা করেন। ইহা ১০ বিন্দু মাত্রায় অল্প জলের সঙ্গে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে রক্তস্রাব নিবারণ হইবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকদের ধাতুতে আফিম ভালরূপ সহ্য হয় না। অতএব এই সকল ঔষধ সেবনের সময় মাদকতা উপস্থিত হইতেছে কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। চক্ষু ঘোর ঘোর এবং তাহা শুষ্ক বোধ হইলে অল্প মাত্রায় অধিক বিলম্বে বিলম্বে আফিম প্রয়োগ করিতে পারা যায়। আফিমে আর একটী উপসর্গ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। ইহাতে অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা আসিয়া পড়ে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে মলের উত্তেজনায় গর্ভস্রাব হইতে পারে, তজ্জন্য অল্প মাত্রায় এরণ্ডতৈল সেবন করাইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে। শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তাহা তলপেটের উপর বাঁধিয়া দিলে অনেক স্থলে উপকার দর্শে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে রোগিণীকে কেবল অল্প অল্প লঘু পথ্য খাইতে দিবে।

যেস্থলে স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, তেমন স্থলে একটু বিশেষ বিচক্ষণতা আবশ্যক। উপদংশ রোগের সন্দেহ থাকিলে ২ গ্রেণ আইওডিড্ অব্ পটাশ্ এবং ২০ বিন্দু কড্-লিবর্ তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনান্তে দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করাইবে। ইহাতে সারিবাদি-কষায়ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। [অনন্তমূল দ্র°] কিন্তু ঐ ঔষধের সঙ্গে কুঙ্কুম, গোয়াকম্ ও জঙ্গী-হরীতকী দিবে না। কৃশ স্ত্রীলোকের পক্ষে, লঘু ও বলকর পথ্য মহোপকারী। আহারান্তে অল্প জলের সঙ্গে উহা ২০।২৫ বিন্দু সেবন করিতে দিবে। তদ্ভিন্ন, যাহাতে শরীর সবল হয়, এমন সৎপথ্যও ব্যবস্থা করিবে।

অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক কদাচ স্বামিসহবাস করিবেন না। তাঁহারা পৃথক্ গৃহে পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া একাকিনী থাকা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে নানাপ্রকার উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা জন্মিতে পারে। যে সকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব ঘটিয়া থাকে, গর্ভাবস্থায় তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিবে। নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে মন ভুলাইয়া রাখিতে পারিলে অনেক স্থলে গর্ভ থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা দেবতার কবচ ধারণ করেন। ইহাতে ভ্রম থাকুক, কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসের জন্য অনেক স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকেন। তাই দুই একটী সন্তান বাঁচিয়াও যায়। [মৃতবৎসা দ্র°]

অতিরিক্ত রক্তস্রাবের পর জরায়ুর মুখ প্রসারিত হইলে, ভ্রূণ যোনির কাছে সরিয়া আসে। তখন উহাকে অনায়াসে অঙ্গুলি দিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু এই সকল উপসর্গ ঘটিলে শীঘ্রই বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। [গর্ভ ও প্রসব দ্র°]

অন্তঃসদসম্—(অব্য°) সভার মধ্যে, অথবা সভার মধ্য।

অন্তঃসলিলবাহিনী—(স্ত্রী) [অন্তর্মধ্যে সলিলেন জলেন বহতি সাগরং প্রাপ্নোতি অন্তঃসলিল-বহ-ণিনি-ঙীপ্, ৭-তৎ] গঙ্গার মধ্যে অনেক স্থলে চড়া পড়িয়াছে, কাজেই গঙ্গার ভিতরে জল বহিতেছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। স্মার্ত্ত লিখিয়াছেন,—

"প্রবাহমধ্যে বিচ্ছেদে তু অন্তঃসলিলবাহিনীত্বান্ন দোষঃ। অন্যথা ইদানীং গঙ্গায়া সাগরগামিনীত্বানুপপত্তেঃ।"

ভগীরথ-খাতের মধ্যে জল না থাকিলেও গঙ্গা স্তিরবে ভিতরে বহিতেছেন বলিয়া তাহাতে দোষ হয় না। সেরূপ স্বীকার না করিলে এক্ষণে গঙ্গার সাগরগামিনীত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।

অন্তঃসলিলা—(স্ত্রী) [অন্তর্গতং সলিলং জলং যস্যাঃ, বহুব্রী] যে নদীর জল বালির মধ্যে থাকে। সরস্বতী, ভার্গবী, নির্বিন্ধ্যা, কৃষ্ণা, বৈতরণী, কুমুদ্বতী, নীরা, মহাগৌরী প্রভৃতি অনেক নদী অন্তঃসলিলা। (ত্রি) ২ যাহার মধ্যে জল থাকে। ৩ নারিকেল, তরমুজ প্রভৃতি।

অন্তঃসার—(ত্রি) [অন্তর্দেহমধ্যে গৃহমধ্যে বা সারো বলং স্থিরাংশো যস্য, বহুব্রী] বলবান্। ২ ধনবান্।

"অন্তঃসারং ঘন ! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাম্।"

(মেঘ পূ° ২০)

হে মেঘ ! তুমি বলবান্ হইলে আকাশের বায়ু আর তোমাকে তুলিয়া ফেলিতে পারিবে না।

৩ কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহার ভিতরে সার হইয়াছে।

সাধারণ লোকের এইরূপ ভ্রম আছে যে, মলয় পর্ব্বতের কাছে অন্তঃসার বৃক্ষে বাতাস লাগিলে চন্দন হয়। কিন্তু বাঁশের ভিতরে

সার নাই, সে কারণে বাঁশে মলয়পর্ব্বতের বাতাস লাগিলে চন্দন হয় না। 'বিনা অন্তঃসার মলয়ায় না হয় চন্দন'।

অন্তঃসুখ—(ত্রি) [অন্তরাত্মানং সুখয়তি অন্তর্ সুখ-অদন্তচু পচাদি° অচ] যিনি আত্মাকে সুখী রাখেন। [অন্তরাত্মনি তদনুসন্ধানে সুখং যস্য, বহুব্রী] ২ যিনি আত্মার অনুসন্ধানে সুখী হন।

অন্তঃসেন—(অব্য) সেনার মধ্য।

অন্তঃস্থ—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা ক] মধ্যস্থিত। (পুং) ২ য র ল ব এই চারিটী বর্ণ। ইহারা স্পর্শ এবং উষ্মবর্ণের মধ্যে থাকে বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ কহে। 'অন্তঃস্থা' এ রূপও লিখিত হয়।

অন্তঃস্থমুদ্গর—(পুং) অঙ্গবিদ্যায় বর্ণিত কাণের বাহিরের অস্থি।

অন্তঃস্থা (স্ত্রী) হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ২ ঋগ্বেদের মন্ত্রের নাম।

অন্তঃস্বেদ—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যে স্বেদো ঘর্ম্মস্তাপো বা যস্য, বহুব্রী] যাহার শরীরের মধ্যে ঘর্ম্ম হইয়াছে। ২ যাহার শরীরের মধ্যে তাপ হইয়াছে বা তাপ দেওয়া হইয়াছে। (পুং) ৩ হস্তী।

অন্তক—(পুং) [অন্তয়তি সমস্তং লক্ষ্যতি অভিবন্ধনে ণিচ ণ্বুল, যদ্বা অন্তং করোতি অন্ত ণিচ ণ্বুল] মৃত্যু। "অন্তকায় মৃত্যবে ..." (অথর্ব্ব ৮।১।৮) ২ যম। [দেশজ] ৩ বকুলবৃক্ষ। ৪ সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—দাহ, পরিতাপ, মাথা ও শিরঃপ্রকম্প, হিক্কা, দারুণ কাস। যে সন্নিপাতজ্বরে এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সন্নিপাতকে বৈদ্যগণ অন্তক বলিয়া থাকেন। (ভাবপ্র ম° ১৬)

অন্তক—একজন রাজর্ষি। এক সময়ে অসুরেরা রাজর্ষি অন্তককে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। তার পর তিনি সেখানে অবস্থান করিতে করিতে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিতে থাকেন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। (ঋক ১।১১২।৬)

২ মগধের শুঙ্গবংশীয় একজন রাজা। বসুমিত্রের পর ইনি দুইবৎসর রাজত্ব করেন। (মৎস্যপু°)

অন্তকদ্রুহ্—(ত্রি) হননশীল রাক্ষসাদির অথবা যমের প্রতি হিংসাকারী। "অন্তকস্য হননশীলস্য রাক্ষসাদের্যমস্যৈব বা দ্রোগ্ধা" (ঋক্ ১০।১৩২।৪, সায়ণ)

অন্তকপ্রতিমাদানবিধি—একখানি স্মার্ত্ত গ্রন্থ।

অন্তকর—(ত্রি) [অন্তং নাশং করোতি অন্ত-কৃ ট উপপদস°] নাশকারক। "অদ্ভুতং হি নৃণাং লোকে দৃষ্টমন্তকরং ভবেৎ" (রামা° ৫।১৪।১১) (স্ত্রী) [ঙীপ্] অন্তকরী।

অন্তকরণ—(ত্রি) [অন্তং নাশং করোতি কর্ত্তরি ল্যু] নাশকারী। "রাজ্যান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাম্" (মনু ৯।২২১)

অন্তকরী (কারী)—(ত্রি) নাশকারী, ধ্বংসকারী। ২ ভগবান স্বয়ম্ভুর মূর্ত্তিভেদ। পুরাণে বর্ণিত আছে এক স্বয়ম্ভূই ব্রহ্মা, পুরুষ ও কালরূপে ব্রাহ্মী, পৌরুষী ও অন্তকরী মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত। তাঁহার রাজসী মূর্ত্তি প্রজাসৃষ্টিকারী ও তামসী কালমূর্ত্তি প্রজাক্ষয়কারী। এই অন্তকরী কালমূর্ত্তি হইতে ভবের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা রৌদ্রীমূর্ত্তি নামেও কথিত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৬।১০০—১০৭)

অন্তকর্ম্মন্—(ক্লী) [অন্তস্য নাশস্য পরিচ্ছেদস্য বা কর্ম্ম ক্রিয়া। নাশকর্ম। [কর্ম্মধা] ২ শেষ কর্ম্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। [অন্ত্যেষ্টি দ]

অন্তকারক—(ত্রি) [অন্তং করোতি অন্ত কৃ-ণ্বুল] নাশকারী। [অন্তং কারয়তি অন্ত কৃ ণিচ ণ্বুল] যে নাশ করায়।

অন্তকারিন্—(ত্রি) [অন্তং করোতি অন্ত কৃ ণিনি, ৬ তৎ] অন্তকারক, বিনাশকারক। [ণিচ্] ২ যে নাশ করায়। (স্ত্রী) [ঙীপ্] অন্তকারিণী।

অন্তকাল—(পুং) [অন্তস্য নাশস্য কালঃ সময়ঃ, ৬ তৎ] মৃত্যুকাল। (বৃহদারণ্য ৪।৩।৩৮)

অন্তকৃৎ—(ত্রি) [অন্তং নাশং করোতি, অন্ত-কৃ ক্বিপ্ ৬ তৎ] বিনাশক। "বজ্রং ... দন্তকৃন্ময়া" (রামা° ৫।২১।৭)

অন্তকৃদ্দশা—(স্ত্রী) জৈনদিগের ধর্ম্মপুস্তকবিশেষ। ইহাতে তীর্থঙ্করদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম দশটী অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। শ্বেতাম্বর জৈনদের এগারখানি ধর্ম্মপুস্তক এবং একখানি পরিশিষ্ট দেখা যায়। যথা ১—আচারাঙ্গ। এই পুস্তকে নিষ্ঠাচার এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাধকদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম লিখিত আছে। ২—সূত্রকৃদঙ্গ। ইহা উপদেশমালায় পূর্ণ। ৩—স্থানাঙ্গ। শুদ্ধাচার এবং দেহের যে যে দশ ইন্দ্রিয় মধ্যে জীবাত্মা অধিষ্ঠিত আছে, তাহার বৃত্তান্ত এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। ৪—সমবায়াঙ্গ। ইহাতে একশত পদার্থের বিবরণ আছে। ৫—ভগবত্যঙ্গ। ইহাতে পূজা-পদ্ধতির নিয়ম আছে। ৬—জ্ঞাতাধর্ম্মকথা। পুণ্যাত্মারা কিরূপে জ্ঞানলাভ করেন, এই পুস্তকে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ৭—উপাসকদশা। এই গ্রন্থে শ্রাবক জৈনদের আচারের কথা দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। ৮—অন্তকৃদ্দশা। ইহাতে তীর্থঙ্করের কর্ত্তব্য কর্ম্ম দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। ৯—অনুত্তরোপপাতিকদশা। ইহাতে তীর্থঙ্করের জন্ম বিবরণ দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। ১০—প্রশ্নব্যাকরণ। এখানি জৈনধর্ম্ম প্রশ্নের ব্যাকরণ পুস্তক। ১১—বিপাক সূত্র। ইহাতে কর্ম্মফলের কথা নিবদ্ধ হইয়াছে।

অন্তগ—(ত্রি) [অন্তং শেষসীমানং গচ্ছতি অন্ত-গম-ড, উপপদস°] অন্তগামী, পারগামী, শেষদর্শী। "শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগন্ত

সমাপ্তিকম্" (মনু ৩.১৪৫)। ২ সর্ব্ববেদান্তদর্শী ব্রাহ্মণ। [অন্তে গায়তি ইতি অন্তগ] শেষ-গায়ক, যিনি সকলের শেষে গান করেন।

অন্তগতি—(ত্রি) যে অন্তগমন করে অর্থাৎ মৃত্যুপথে গমন করে। (শতপথব্রা° ৩.১২.২১)

অন্তগমন—(ক্লী) কোন বিষয়ের শেষের দিকে অগ্রসর হওয়া। ২ সমাপ্তি। ৩ অবসানের নিমিত্ত প্রস্থান, মৃত্যু।

অন্তগিরি—ভারতের প্রাচ্যদেশে অবস্থিত একটী পর্ব্বত। (মার্ক° পু° ৫৭।৪২)

অন্তচর—(ত্রি) [অন্তে শেষে চরতি অন্ত-চর্-ট অধিকরণে] শেষগামী, যে কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত করে। "পৃথিব্যন্তচরাঃ" (রামা° ৪ ৪০.৩)

অন্তচার—জম্বুদ্বীপের প্রতীচ্য দেশবাসী জাতিবিশেষ। (মহাভা° ভীষ্ম° ৯.৬৭)

অন্তজ—(ত্রি) অন্তে উৎপন্ন।

অন্তজাতক—বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজ্যকালে বোধিসত্ব এরণ্ডবৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ এরণ্ড বৃক্ষসমূহ এক গ্রামের প্রবেশপথের সম্মুখে ছিল। একদা ঐ গ্রামে একটী বৃদ্ধ বৃষ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে লোকেরা সেই মৃত বৃষকে গ্রামের বাহিরে ফেলিয়া আইসে। পথের ধারে বৃষকে মৃত অবস্থায় নিপতিত দেখিয়া এক শৃগাল মাংস ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। সেই সময়ে এক কাকও মাংসলোভে উড়িয়া আসিয়া ঐ বৃক্ষশাখায় বসে। সে শৃগালকে মৃত বৃষ-মাংস আহারে নিযুক্ত দেখিয়া এবং নিজে ঐ মাংসভক্ষণে প্রলুব্ধ হইয়া তোষামোদ-বাক্যে বলে, হে পশুশ্রেষ্ঠ শৃগাল। তোমার আকৃতি ঠিক ঐ বৃষেরই মত এবং কার্য্যপ্রণালী পশুরাজ সিংহের ন্যায়। যদি তুমি দয়া করিয়া আমার জন্ত মাংসখণ্ড রাখিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার গৌরব হইবে। ইহা শুনিয়া শৃগাল উত্তর দেয় "যাহার ভদ্রবংশে জন্ম, সেই ভদ্রের উপযুক্ত সুখ্যাতি করিতে জানে। হে কাক তোমার গ্রীবা দেখিতেছি ময়ূরকণ্ঠের ন্যায়। তুমি বৃক্ষ হইতে নামিয়া আইস এবং কিছু মাংস খাইয়া যাও।" বৃক্ষদেবতা বোধিসত্ব ইহাদের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া নিম্নোক্ত গাথার আবৃত্তি করেন—"পশুর মধ্যে শৃগাল নিকৃষ্ট, পক্ষীর মধ্যে কাক এবং বৃক্ষের মধ্যে এরণ্ড। এখানে যখন তিনই নিকৃষ্ট, তখন কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" আচার্য্য বলিলেন, ঐ সময়ে দেবদত্ত শৃগাল, কোকালিক কাক এবং বোধিসত্বরূপে আমিই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলাম।

অন্ততস্—(অব্য°) [অন্ত-তসিল্]। ২ অন্ত উদ্দেশে। ৩ অন্ত হইতে। ৪ অন্ত স্থানে। ৫ অন্তে। স্থলবিশেষে,—অপেক্ষা, সম্ভাবনা, অবয়ব, শাসন, উৎপ্রেক্ষা, এই সকল অর্থ বুঝায়। (অথর্ব্ব ১৪.১.৬৪) ৬ নিদান পক্ষে।

অন্তদীপক—(ক্লী) বাক্‌পটুতার অঙ্গবিশেষ।

অন্তপাল—(পুং) [অন্তং দ্বাররূপসীমানং পালয়তি পালতি বা অন্ত-পাল-চু° পচাদি° অচ্] দ্বারপাল। ২ দ্বাররক্ষক। "যে চান্তপালাঃ প্লবগাঃ" (রামা° ৪ ২৮ ৩১)

অন্তপাল (অন্তমহামাত্র)—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "ভৃত্যভরণীয়" বা কর্ম্মচারিগণের পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে লিখিত আছে—"কুমার-কুমারামাত্যনায়কাঃ পৌরব্যাবহারিক-কার্ম্মান্তিক মন্ত্রি-পরিষদ্রা-ষ্ট্রান্তপালাশ্চ দ্বাদশ সহস্রাঃ।" অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্মচারিগণের প্রত্যেকের বাৎসরিক পারিশ্রমিক হইবে দ্বাদশ সহস্র পণ। মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের প্রথমস্তম্ভ লিপিতে এই সকল লিখিত আছে।

চপল প্রকৃতি লোকদিগকে প্রকৃত-পথে চলিত করিতে হইবে সেইজন্ত সীমান্ত-পরিদর্শকগণকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অন্তপাল বা অন্তমহামাত্রদিগের কার্য্য কতকটা ইংলণ্ডের Warden of the Marches এর মত ছিল। সীমান্তরক্ষা সকল সময়ে এবং সর্ব্বদেশেই উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত এবং তাঁহারা রাজসরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। গুপ্তসম্রাট্‌গণের শাসনকালে গোপ্ত বা গোপ্তা নামক অপর এক সীমান্ত-কর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায়। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রথম অঙ্কে "অন্তপাল" শব্দ আছে এবং "অন্তপালদুর্গের" উল্লেখও আছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, অন্তপালগণ সীমান্ত-দুর্গসমূহ রক্ষা করিতেন এবং শত্রু ও মিত্রের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহাদের আদেশ ব্যতীত সীমান্ত দেশ অতিক্রম করিবার উপায় ছিল না।

[গোপ্তা দ্র°]

অন্তভব—(ত্রি) অন্তে উপস্থিত, অন্তিম।

অন্তভাজ্—(ত্রি) কোন শব্দের অন্তে উপস্থিত। (ঋক্‌প্রাতি শাখ্য ১ ১৮)

অন্তম—(ত্রি) [অন্তিক-তমপ্ 'তাদেশশ্চেতি' বেদে তিক শব্দ লোপঃ] অন্তিকতম, অত্যন্ত নিকটস্থ। "অনূপা অন্তমো ভব" (ঋক্ ৬.৩৬.১০)

অন্তর্—(অব্য°) [অম-অরন্ তুডাগমশ্চ] মধ্য। ২ প্রান্ত। ৩ স্বীকার। "অন্তর্মধ্যে তথা প্রান্তে স্বীকারার্থেঽপি দৃশ্যতে।" (বিশ্ব) ৩ সদৃশ। "অয়নন্তং হব্যম্ক মধ্যেঽন্তঃ পূর্ব্বসন্নিভঃ"। (উণাদিকোষ)। মধ্য অর্থ বুঝাইলে অন্তর্ শব্দের সঙ্গে অন্ত শব্দের অব্যয়ীভাব সমাসে 'সভায়া অন্তঃ অন্তঃসভম্'। 'বেশ্মনোঽন্তঃ অন্তর্বেশ্মম্' এইরূপ অবয়ব হইবে। 'অধ্যান্তেঽন্তর্গিরিং'। (ভট্টি

৫৮০)। পর্ব্বতের মধ্যে আছে। সর্ব্বমধ্যস্থ পরমেশ্বর। দেহমধ্যস্থ জীব। প্রাপ্ত চিত্ত। হৃদগত ভাব। "অন্তর্গতং প্রাণভৃতাং হি বেদ'। (রঘু ২ ৪৩)

অন্তর—(ক্লী) [অন্তং কার্য্যশেষং সীমানং বা রাতি দদাতি অন্ত-রা-ক] অবকাশ। ২ অবধি। ৩ পরিধান-বস্ত্র। ৪ অন্তর্দ্ধান। ৫ ভেদ। ৬ পরমাত্মা। ৭ পরস্পর বৈলক্ষণ্যরূপ। ৮ বিশেষ। ৯ তাদর্থ্য (নিমিত্তার্থ)। ১০ ছিদ্র। ১১ আত্মীয়। ১২ বিনা। ১৩ বহিস্। ১৪ ব্যবধান। ১৫ মধ্য। ১৬ বিরল। ১৭ সদৃশ। (ত্রি) ১৮ আসন্ন (নিকটস্থ)। ১৯ অন্তর্গত। [অন্তরয়তি দূরী-করোতি অন্তর-ণিচ্-পচাদি-অচ] ২০ অপসারণ। ২১ বাহির করিয়া দেওয়া।

"অন্তরমবকাশাবধি পরিধানান্তর্দ্ধি ভেদতাদর্থ্যে।
ছিদ্রাত্মীয়বিনাবহিরবসরমধ্যে ঽন্তরাত্মনি।" (অমর)

অবকাশে যথা—'ভগবতি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরম্'। (শকু)। ভগবতি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরং। হে পৃথিবি! আমাকে অবকাশ দাও। মধ্যে যথা—'তদন্তরে সা বিরবাজ ধেনুঃ'। (রঘু ২.২০)। তাহার মধ্যে সেই গোরু দীপ্তি পাইয়া ছিল। বিশেষে যথা—'ক্রিয়ান্তরমন্তরায়মন্তরেণ' (মুদ্রারাক্ষস ৪ ২৯) বিঘ্নকর কার্য্যবিশেষে না হইলে। বিরলে, যথা—'ততান্তরং সান্তরবারিশীকরৈঃ'। (ভারবি ৪ ২৯)। বিরল জলকণাধারা ব্যাপ্ত মধ্যভাগ। ছিদ্রে, যথা—'আলোলপাদপলতান্তরনির্গতানাম' (ভারবি ৫ ৪১)। চঞ্চল তরুশাখার রন্ধ্রের মধ্যে নির্গতের—'নিরন্তরাভি'। (মাঘ ৩ ৩২) ব্যবধানে, যথা—'অনোকহান্তরে' (ভারবি ১৩ ৭০)। গাছের আড়ালে। ভেদে যথা—'শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরং'। (হিতোপ°)। শরীর এবং গুণের ভেদ অতি মহৎ। অন্তর শব্দের কোথাও অন্য অর্থও দেখা যায়। যথা—'অন্যো রাজা রাজান্তরম'। (সি° কৌ°)। অন্য রাজা। 'বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ'। (রঘু ১ ৪৯)। অন্য বন হইতে আগত। "উরগস্য ত্বগন্তরম্ব্রাস্তরঃ।" (শকু ৭ ৩৬)। সাপের খোলোসটাই যেন আর একটা ত্রসদ্রেণুতুল্য হইয়াছে যাহার। বহিরার্থ যথা—'অন্তরে অন্তরা গৃহাঃ বাহ্যা ইত্যর্থঃ' (সি° কৌ°)। বাহিরের ঘর। পরিধান-বস্ত্র অর্থে, যথা—'অন্তরে অন্তরা বা শাটকাঃ পরিধানীয়া ইত্যর্থঃ।" (সি° কৌ°) পরিবার ধুতি বা শাটী। অন্তর শব্দের পুরি ভিন্ন অর্থে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। 'অন্তরস্মৈ শালায়ৈ বাহ্যায়ৈ ইত্যর্থঃ'। (সি° কৌ°)। প্রাচীরের বাহিরের ঘর। 'অপুরীত্যুক্তেনে'হ অন্তরায়ৈ নগর্য্যৈ' (সি° কৌ°)। অন্তর শব্দের পুর ভিন্ন অর্থে সর্ব্বনামের বিধান আছে বলিয়া বাহিরের নগর এখানে পুর অর্থে বুঝায়। পরিধান বস্ত্রে, যথা,—'সুমেধসামন্তরস্মৈ'। সুবুদ্ধি লোকের পরিধান-বস্ত্রস্বরূপ।

গণিতশাস্ত্রে,—বাকি, ব্যবকলিত অঙ্ক।

অন্তর$_2$—রাজা শশবিন্দুর পৌত্র ও পৃথুশ্রবার পুত্র। পুরাকালে ইনি যজ্ঞের তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনিই ধর্ম্মাত্মা উশনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া পৃথিবীপতি হন। ইনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ইহার পুত্রের নাম রাজর্ষি মরুত্ত। (বায়ুপুরাণ)

অন্তর$_3$—উপপীঠ (pedastal) বা অধিষ্ঠানের বন্ধবিশেষ। ইহা দুইটী বৃহৎ বন্ধের মধ্যে সংযুক্ত থাকে। "ষড়াংশং চান্তরে কর্ণে উত্তরাংশং তদূর্দ্ধকে।" (মানসার ১৩ ১২১)

অন্তরম্—(ক্লী) [বৈদিক] অবকাশে, ছিদ্রে, মধ্যে।

অন্তরংশ, অন্তরাংশ—(পুং) বক্ষস্থল।

অন্তরগিরি—পর্ব্বতবিশেষ। বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহল পর্ব্বত শ্রেণীর একটী শাখা।

অন্তরাগ্নি—(পুং) [অন্তরুদরমধ্যস্থিতোঽগ্নিঃ। কর্ম্মধা] জঠরা-নল। (অব্য°) [অগ্নেরন্তর্মধ্যে অব্যয়ী] অগ্নির মধ্যে।

অন্তরঙ্গ—(ত্রি) [অন্তরং হৃদয়ং গচ্ছতি অবরুধ্যতে অন্তর গম-খচ্ ডিত্বাৎ মকারলোপঃ] আত্মীয়। "গমেঃ সুপি বাচ্যঃ।" (বার্ত্তিক) [অন্তরে নিকটে অঙ্গং শরীরং যস্য] ২ আত্মীয় ব্যক্তি। [অথবা অন্তরং ভিন্নং অঙ্গং শরীরমাত্রং যস্য] ৩ অঙ্গ ভিন্ন, যাহার মন ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত এক। (অব্য°) [অঙ্গদেশস্য অন্তর্মধ্যে অব্যয়ী] ৪ অঙ্গদেশের মধ্যে। (ক্লী) [অন্তর্নিকটস্থম্ অঙ্গং গুণঃ, কর্ম্মধা] ৫ ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রকৃতির কার্য্য। (ত্রি) [অন্তর্ভূতম অঙ্গং নিমিত্তং যস্য যত্র বা, বহুব্রী] ৬ প্রকৃতি কার্য্যের বিধি, প্রকৃতি কার্য্যবিধায়ক শাস্ত্র। ৭ বহিরঙ্গ প্রত্যয়ের কার্য্য। বহিরঙ্গ কার্য্য হইতে অন্তরঙ্গ কার্য্য বলবান। যথা—

"বহিরঙ্গবিধিভ্যঃ স্যাদন্তরঙ্গবিধির্বলী।
প্রত্যয়াশ্রিতকার্য্যন্তু বহিরঙ্গমুদাহৃতম্।
প্রকৃত্যাশ্রিতকার্য্যং স্যাদন্তরঙ্গমিতি ধ্রুবম।"

বহিরঙ্গের বিধি অপেক্ষা অন্তরঙ্গের বিধিই বলবান। প্রত্যয়ের কার্য্যের নাম বহিরঙ্গ এবং প্রকৃতির কার্য্যের নাম অন্তরঙ্গ।

অন্তরঙ্গতর—(ত্রি) [অতিশয়েন অন্তরঙ্গং অন্তরঙ্গ-তরপ্] অতিশয় আত্মীয়। (ক্লী) প্রকৃতির প্রথম কার্য্য।

অন্তরঙ্গতা—(স্ত্রী) আত্মীয়তা, স্বসম্পর্কীয় ভাব।

অন্তরঙ্গত্ব—(ক্লী) আত্মীয়তা।

অন্তরঙ্গারি—মনুষ্যত্বনাশক চারিটী রিপু। জৈনাচার্য্য পদ্ম-প্রভ ইহাদিগকে দেহের অভ্যন্তরগত করায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ক্রোধ, মান, মায়া, ও লোভ এই চারিটী

দেহের অভ্যন্তরগত পাপ। রাগ ও দ্বেষ লোভের অনুসৃত কল মাত্র।

অন্তরচক্র—(ক্লী) [অন্তরং মধ্যবর্ত্তিচক্রম, কর্ম্মধা] তন্ত্রোক্ত দেহ মধ্যস্থ পদ্মাকার ছয়টী চক্র। তাহাদের নাম ১ মূলাধার, ২ স্বাধিষ্ঠান, ৩ মণিপূরক, ৪ অনাহত, ৫ বিশুদ্ধ, ৬ আজ্ঞা। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ ষট্‌চক্র শব্দে দ্র°]

অন্তরজ্ঞ—(ত্রি) [অন্তরম অন্তর্ভূতবিষয়ং বিশেষং বা জানাতি—অন্তর-জ্ঞা-ক, ৬-তৎ] মর্ম্মজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ। যিনি ভিতরের বিষয় জানেন, যিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন। "নান্তরজ্ঞাঃ শ্রিয়ো জাতু প্রিয়ৈরেষাং ন ভুয়ন্ত" (কিরাতার্জ্জুনীয়ম ১১ ২৪)

অন্তরণ—(ক্লী) [অন্তরং ব্যবধানং করোতি অন্তর-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্] ব্যবধান করা, অন্তরিত করা, আড়াল করা। "হবিরন্তরণে প্রাক্ প্রধানেজ্যায়াঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫ ৫.১৫)

অন্তরতৎ—(ত্রি) মৃত্যু অথবা ধ্বংসপ্রসাবক।

অন্তরতম—(ত্রি) [অতিশায়েন অন্তরং সদৃশং অন্তর-তমপ্] অতিশয় সদৃশ। ২ অতিশয় আত্মীয়।

অন্তরতর—(ত্রি) অধিক আত্মীয়।

অন্তরতস—(অব্য°) [সপ্তম্যর্থে তসিল] মধ্যে। "তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং বাক্যমব্রবীৎ" (রামা° ৩ ৬২ ১)

অন্তরদ—(ত্রি) হৃদয়বিদারক।

অন্তরদৃশ্—(পুং) [অন্তরে দৃগবধানং যস্য, দৃশ্ ক্বিপ্, বহুব্রী] মর্ম্মজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী। [অন্তরং ভেদং পশ্যতি অন্তর দৃশ-ক্বিপ্, ৬তৎ] (ত্রি) ২ ভেদজ্ঞ।

অন্তরদেশ—(পুং) [কর্ম্মধা] মধ্যদেশ। [মধ্যদেশ দ্র°]

অন্তরদ্বীপ—জৈনপুরাণোক্ত দেশবিশেষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঊর্দ্ধ, মধ্য ও নিম্ন এই তিন ভাগে বিভক্ত। মধ্যলোকের অর্থাৎ মনুষ্যলোকের একাংশ অন্তরদ্বীপ। অন্তরদ্বীপের ছাপ্পান্নটী বিভাগ। এই গুলির অবস্থান এই প্রকার :—ক্ষুদ্র হিমবন্তের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অষ্টাবিংশতি অন্তরদ্বীপ উত্তরপূর্ব্বাদি চারি কোণে অবস্থিত। উত্তরপূর্ব্ব কোণে তিনশত যোজন দূরে লবণসমুদ্রে একোরু নামক প্রথম অন্তরদ্বীপ বিরাজিত। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তিনশত যোজন। ইহার অধিবাসিগণ সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট এবং দ্বীপের নামেই অভিহিত। প্রত্যেক দ্বীপেরই অধিবাসিগণ সেই সেই দ্বীপের নামে পরিচিত। দক্ষিণপূর্ব্বাদি অপর তিন কোণে আভাষিক, লাঙ্গুলিক ও বৈষাণিক নামে তিনটী অন্তরদ্বীপ বিরাজিত। ইহাদের দূরত্ব, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একোরু দ্বীপের অনুরূপ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপচতুষ্টয়ের চারিশত যোজন দূরে উত্তরপূর্ব্বাদি চারি কোণে হয়কর্ণ, গজকর্ণ, গোকর্ণ ও শষ্কুলীকর্ণ নামে চারিটী অন্তরদ্বীপ আছে। ইহাদের প্রত্যেকটীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তার চারিশত যোজন। পাঁচশত যোজন দূরে উত্তরপূর্ব্বাদি ক্রমে আদর্শমুখ, মেষমুখ, হয়মুখ ও গজমুখ নামে চারিটী অন্তরদ্বীপ অবস্থিত। ইহাদের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্যবিস্তার পাঁচশত যোজন।

তৎপরে অশ্বমুখ, হস্তিমুখ, সিংহমুখ ও ব্যাঘ্রমুখ দ্বীপ। ইহাদের দূরত্ব, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার ছয়শত যোজন।

ইহাদের পরে সাতশত যোজন দূরে অশ্বকর্ণ, সিংহকর্ণ, হস্তিকর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ এই চারিটী অন্তরদ্বীপ। প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সাতশত যোজন।

তৎপরে আটশত যোজন দূরে লবণোদ সাগরে দৈর্ঘ্যবিস্তারে আটশত যোজন করিয়া চারিটী অন্তরদ্বীপ অবস্থিত। ইহাদের নাম উল্কামুখ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, মেষমুখ (মেঘমুখ ?) ও বিদ্যুদ্দন্ত। ইহারাও উত্তরপূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে বিরাজিত।

লবণ সমুদ্রে নয়শত যোজন দূরে চারি কোণে চারিটী অন্তরদ্বীপ আছে। তাহাদের নাম গূঢ়দন্ত, ঘনদন্তক, শ্রেষ্ঠদন্তক ও শুদ্ধদন্তক। প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার নয়শত যোজন।

উল্লিখিত অষ্টাবিংশতি অন্তরদ্বীপের ন্যায় আরও অষ্টাবিংশতি অন্তরদ্বীপ শিখরি পর্ব্বতে অবস্থিত।

অন্তরদ্বীপের অধিবাসিগণ সকলেই ম্লেচ্ছ।

(ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষচরিত ২ ৩৬৮৪ ৭০০)

অন্তরধুরা—যুক্তপ্রদেশের আলমোরা জিলার এক ঘাঁটি। ইহা তিব্বতের সীমায় অক্ষা° ৩০° ২৫ উ° এবং দ্রাঘি° ৮৩ ১১′ পূ অবস্থিত। তনকাপুর হইতে জানিমা আর গাঁড়কোট বাজারের মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা এখান দিয়া যাওয়ায় এই ঘাঁটির আবশ্যকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু যাত্রীদিগের পক্ষে এই রাস্তা খুব দুর্গম, কারণ বর্ষা হইতে এই স্থান সর্ব্বদা বরফে আবৃত থাকে।

অন্তরপুরুষ—(পুং) [অন্তর্দ্দেহাভ্যন্তরস্থিতঃ পুরুষঃ, কর্ম্মধা] দেহের মধ্যস্থিত পুরুষ, পরমেশ্বর, অন্তর্যামী। যিনি সকলের অন্তর্যামী। "স্বস্তৈবান্তরপুরুষাঃ" (মনু ৮ ৮৫)

অন্তরপূজা—(স্ত্রী) [অন্তরে মনোমধ্যে পূজা মনঃকল্পিত বন্দনা অর্চ্চনা।] তন্ত্রোক্ত মনঃকল্পিত দ্রব্যদ্বারা পূজা। [অন্তঃপূজা দ্র°]

অন্তরপ্রভব—(পুং) [অন্তরেভ্যো ভিন্নবর্ণমাতৃপিতৃভ্যঃ প্রভবতি প্র-ভূ-অচ, ৫-তৎ] সঙ্কীর্ণ বর্ণ, মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি। অন্তরপ্রভব দুই রূপ। তন্মধ্যে উত্তমবর্ণ পুরুষ ও তদপেক্ষা হীনবর্ণ স্ত্রীর মিলনে যে সন্তান জন্মে, তাহার নাম অনুলোমজ। যেমন ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্র। হীনবর্ণ পুরুষ ও উৎকৃষ্ট বর্ণ স্ত্রীর মিলনে যে পুত্র জন্মে তাহার নাম প্রতিলোমজ। যেমন ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়াদির উৎপাদিত পুত্র।

"ভগবন্! সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি।" (মনু ১।২)

হে ভগবন। আপনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের এবং অন্তরপ্রভবদিগের যে যে ধর্ম্ম তাহা যথাক্রম আমাদিগকে বলিয়া দিন।

অন্তরপ্রশ্ন—(পুং) অভ্যন্তরস্থ প্রশ্ন।

অন্তরমণ্ডল—(ক্লী) ভিতরকার চত্বরের গোলাকার উঠান।
"অন্তরমণ্ডলমারভ্যো মহামর্য্যাদিকান্তকম্।
পঞ্চকূট(ড়)াগ্ন্ত চোৎসেধং প্রত্যেকং পঞ্চধা ভবেৎ।" (মানসার)

অন্তরমুখ—(ক্লী) মুখ ভিতরদিকে করা গৃহ। "গর্ভং অন্তরমুখম্ স্যাদ্ গ্রামগর্ভং বহির্মুখম্।" (মানসার)

অন্তরবপ্র—(ক্লী) ভিতরকার প্রাকার, অথবা প্রাকারের ভিতরের দিক্।
"অন্তরবপ্রং বহির্ভিত্তশ্চৈষ্টং দীর্ঘং চ চূলিকা।" (মানসার)

অন্তরয—(পুং) [ইণ্ অচ্ অয়ঃ, অন্তর্মধ্যে অয়ঃ গমনম্, ৬ তৎ] মধ্যগমন। ২ ব্যবধান। "কর্ম্মণ এব অন্তরয়ায়" (শতপথব্রা° ৭।১।২।২১) [অন্তরং ইণ্ যা-ক] (ত্রি) ৩ দেহ-মধ্যস্থিত, চিত্তগত। [অন্তর্মধ্যে অয়োগমনং যস্য, বহুব্রী] ৪ হৃদগত, আত্মীয়, অন্তরঙ্গ।

অন্তরয়ণ—(ক্লী) [অন্তর্মধ্যে অয়নং গমনম্ ইণ্ ল্যুট্ ভাবে, ৭ তৎ।] মধ্যে গমন। [অন্তর্মধ্যে অয়নং গমনং যস্য] (ত্রি) ২ মধ্যগত। অন্তরয়ন' শব্দে দেশ বুঝাইলে দন্ত্য নকার হইবে। "অন্তরয়ণম অদেশে ইত্যেব, অন্তরয়নো দেশঃ" (ভট্টোজি)।

অন্তরবয়ব—(পুং) অভ্যন্তরের অঙ্গ বা ভাগ।

অন্তরশায়িন্—(পুং) [অন্তরে দেহমধ্যে শেতে তিষ্ঠতি শী-ণিনি] চিত্তস্থ। ২ জীব।

অন্তরস্থ—(পুং) [অন্তরে দেহমধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর স্থা ক, ৭-তৎ] দেহমধ্যস্থ জীব। (ত্রি) ২ মধ্যস্থিত। ৩ পৃথক্।

অন্তরা—(অব্য) [অন্তরেতি ইণ্-ডা] নিকটে। ২ মধ্য। "অসিক্নিভিরণ্যং লোকেহন্তরা" (অথর্ব্ব ১০।৭।২৪) ৩ বিনা। "অন্তরাপি বিনার্থে স্যান্মধ্যার্থনিকটার্থয়োঃ" (বিশ্ব)

মধ্যে, যথা—'অন্তরা গমনে-নৈব বিদ্যাং নৈব পঠেন্নরঃ' (স্মৃতি)। গুরু এবং শিষ্যের মধ্য দিয়া কেহ গমন করিলে সে দিবস আর অধ্যয়ন করিবে না। এই বচনের মধ্যে 'গুরু ও শিষ্যের মধ্যে' এরূপ লিখিত নাই, এজন্য কাহার সহিত অন্বয় হয় নাই, সে কারণ দ্বিতীয়া হইল না। কিন্তু কোন পদের সঙ্গে অন্বয় হইলে তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবে। যথা 'অন্তরা ত্বাং মাং হরিঃ' (সি° কৌ°)। হরি তোমার এবং আমার মধ্যে আছেন। এখানে অন্তরা শব্দে তোমার এবং আমার সহিত অন্বয় হইতেছে বলিয়া 'ত্বাং মাং' এই দুই পদে দ্বিতীয়া হইয়াছে (পা ২।৩।৪)। অন্তরা এবং অন্তরেণ এই দুই অব্যয়ের যোগে দ্বিতীয়া হয়।

৫ গানের দ্বিতীয় চরণ। [সঙ্গীত দ্র°]

অন্তরা—লৌকিকী অপ্সরাদের অন্যতমা (বায়ুপুরাণ)

অন্তরা—বোম্বাইএর কোলাবা জেলাস্থিত এক বন্দর। অক্ষা° ১৮° ৪ ৫ ও দ্রা ৭৩ ১৮ ৩০" পূঃ।

অন্তরাকাশ—(পুং) বিশুদ্ধ ব্যোম, অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম

অন্তরাকূট—(ক্লী) গুপ্তবিচার।

অন্তরাগম—(পুং) ব্যাকরণে দুই অক্ষরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি।

অন্তরাগার—(পুং) ভবনের অভ্যন্তর ভাগ। ২ অন্তঃপুরস্থ গৃহ।

অন্তরাত্মন্—(পুং) [অন্তর্হৃদয়মধ্যবর্ত্তী আত্মা, কর্ম্মধা] জীবাত্মা "মদ্গতেনান্তরাত্মনা" (গীতা° ৬।৪৭)

অন্তরাত্মেষ্টক—(অব্য) আপনার এবং যজ্ঞীয় মঙ্গলের জন্য। "আত্মনশ্চেষ্টকানামন্তরালে" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৭।২।৫)

অন্তরাপণ—(পুং) অভ্যন্তরের হাট অর্থাৎ যে হাট (বাজার) সহরের মধ্যে থাকে "অযোধ্যায়াং শিশুবথ্যান্তরাপণম" (রামা° ৬।১১২।৪২)

অন্তরাপত্যা—(স্ত্রী) [অন্তর্গর্ভমধ্যে অপত্যং সন্তাতঃ যস্যাঃ বহুব্রী] গর্ভবতী। অন্তরাপত্যা অথবা অন্তর্বত্নী শব্দের অপভ্রংশে সাধারণ লোকে 'অন্তাপত্তী' বলে।

অন্তরাভর—(পুং) মধ্য বা নিকটে আনয়ন। ২ প্রাপ্তি। ৩ অন্তরাহৎ, অর্থাৎ ছিদ্রসমূহের আপূরক। "অন্তরাভরেহিম্ব বাহরশ্ছিদ্রাণামাপূরকঃ" (ঋক্ ৮।৩২।১২, সায়ণ)

অন্তরাভবদেহ—(ত্রি) [অন্তরা মরণজন্মনোরন্তরালে ভবো দেহো যস্য, বহুব্রী] মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত আত্মার সূক্ষ্মদেহ। ২ গন্ধর্ব্ব। (হেম)

অন্তরাভবসত্ত্ব—(ত্রি) [অন্তরা মরণজন্মনোরন্তরালে ভবং স্থিতং সত্ত্বং প্রাণী] মরণ ও পুনর্জ্জন্মের মধ্যে আত্মার অবস্থা। ২ গন্ধর্ব্ব।

অন্তরায—(পুং) [অন্তরং কার্য্যজ্ঞানাভ্যাং বাধমিতি যাবৎ অয়তে প্রাপ্নোতি অন্তর কর্ত্তরি অচ্। অন্তরস্য আয়ঃ প্রাপ্তির্যেন আয় ইতি ইণ্ ভাবে ঘঞ্] বিঘ্ন, প্রত্যূহ। যাহা দ্বারা কার্য্যের বাধ হয়, প্রতিবন্ধ, বাধা। (বেদান্তসার)

অন্তরায়কর্ম্ম—পাপাচরণজনিত যে অদৃষ্ট কর্ম্মস্রোত। ঘাতী কর্ম্ম। বস্তুনিচয়ের অন্তর্নিহিত রহিয়া জীবের উদ্দেশ্যসাধনে যাহা বাধা দেয়, জৈনধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার নাম অন্তরায়কর্ম্ম। অপরাপর কর্ম্মস্রোতের সহিত ইহার প্রভেদ এই:—অন্যবিধ কর্ম্মস্রোত জীবের উদ্দেশ্যসাধনার্থ সত্যপথে চলিবার প্রবৃত্তি দেয় এবং তাহার সহায়ভূত সত্যজ্ঞান ও সত্যদৃষ্টিলাভের ইচ্ছাকে বিনষ্ট করে না

কিন্তু অন্তরায়কর্ম সেই ইচ্ছাকে নাশ করে। ইহাতে জীবের স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে আন্তরিক চেষ্টা এবং সাধনোপায় বর্তমান থাকিলেও জীব স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থকাম হয়। অন্তরায়কর্ম পঞ্চবিধ যথা—

১। দানান্তরায়—ইহাতে দানের ইচ্ছা এবং দাতব্য সামগ্রী বর্তমান থাকিতেও জীব দানকার্য্য করিতে অসমর্থ হয়।

২। লাভান্তরায়—ইহাতে কোন কিছু লাভের সর্ব্বপ্রকার উপায় এবং অক্লান্ত চেষ্টা থাকিলেও জীব উহা লাভে অসমর্থ হয়।

৩। ভোগান্তরায়—ইহাতে ভোগের প্রবল ইচ্ছা এবং ভোগ সামগ্রী থাকিতেও জীব ভোগে বিফল মনোরথ হয়। (ভোগের অর্থ এখানে অবিচ্ছিন্ন ভোগ নহে, একশঃ ভোগ—যেমন সু-খাদ্য ভোজন)।

৪। উপভোগান্তরায়—ইহাতে উত্তম শয্যা, রূপবতী ললনা প্রভৃতি অবিচ্ছিন্ন উপভোগের সামগ্রী বর্তমান থাকিতেও জীব ঐ সকল উপভোগ করিতে পারে না।

৫। বীর্য্যান্তরায়—ইহাতে জীবের শক্তি, ইচ্ছা এবং চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জীব কর্মসাধনে অসমর্থ হয়।

আমরা জগতে প্রতিনিয়তই দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রকার অনুকূল অবস্থা, শক্তি, চেষ্টা, উপায় প্রভৃতি থাকিতেও অনেকে স্বীয় উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারে না। ইহার কারণ কি? জৈন শাস্ত্রে পাপস্থূচিত বাতিকস্রোত বা অন্তরায়কর্মকেই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

[কর্ম ও কর্মফল দ্র]

অন্তরায়াম—(পুং) [বৈদ্যক] আক্ষেপক বা ধনুঃস্তম্ভভেদ। অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ভেদে ধনুঃস্তম্ভ দুই প্রকার, তন্মধ্যে অন্তরায়ামের লক্ষণ এইরূপ:—অতিকুপিত বেগবান্ বায়ু অঙ্গুলি, গুল্ফ, জঠর, বক্ষঃস্থল হৃদয় ও গলদেশের স্নায়ুসমূহকে আকর্ষণ করিলে রোগী ক্রোড়ের দিকে নত হইয়া পড়ে ইহারই নাম অন্তরায়াম। (ভাবপ্রকাশ)

অন্তরারাম—(পুং) [আত্মন্যেব আরাম রমণে যস্য, অন্তরাত্মনি আরাম আত্মরতির্যস্য, বহুব্রী] আত্মানুরক্ত, আত্মবিষয়ে অভিরত। "যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ" (গীতা ৫.২৪)

অন্তরাল—(ক্লী) [অন্তরং ব্যবধানং আ সম্যক্‌রূপেণ লাতি গৃহ্নাতি অন্তর-আ-লা-ক] মধ্যভাগ, অভ্যন্তর। ২ অবকাশ, ব্যবধান। "বর্ণানাং সান্তরালানাম্" (মনু ২.১৮) "অভ্যন্তরম-ন্তরালং"। (অমর) অন্তরাল শব্দের অপভ্রংশে,—'আড়াল'।

অন্তরালক—একটী পুণ্যতোয়া কুণ্ড। কামাখ্যা শৈলের অদূরে ঈশানকোণে হিমালয় সান্নিধ্যে গন্ধমাদন নামক পর্ব্বত। গন্ধমাদনের অন্তে ভৃগুনামা তীর্থ। ভৃগুদেশের পাদমূল হইতে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে অন্তরালক-কুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডজলে স্নান করিয়া কুজপীঠবাসী ভৃগুদেব দর্শন ও তাঁহার পূজা করিলে গণাধিপত্য লাভ হয়। ইহার জলপানও স্বাস্থ্যপ্রদ। মণিকূট ও গন্ধমাদনের মধ্যদেশ দিয়া ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যনদ প্রবাহিত। (কালিকাপু° ৭৮ অঃ)

অন্তরালদিক্—(ত্রি) [অন্তরালা দিক্, কর্মধা°] দুই দিকের মধ্যস্থিত কোণ, যেমন অগ্নিকোণ, ঈশানকোণ ইত্যাদি

অন্তরাবেদ—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থান, দোয়াব। (ভবিষ্যপু° ৩ ৯৩)

অন্তরাবেদি—(স্ত্রী) [অন্তরা মধ্যস্থা বেদিঃ উপ্‌ ইন] পরিষ্কৃতা ভূমি। ২ মুখাকার দুই পক্ষের মধ্যস্থিত মৃত্তিকার বেদি। "অম শ্রীরন্তরাবেদি মধ্যাবণয়োরিব" (রঘুবংশ)

অন্তরাবেদিন্—(ত্রি) [অন্তরা মধ্যং বেত্তি বিদ্-ণিনি] মর্মজ্ঞ। যিনি ভিতরকার সব জানেন। [অন্তরাং ভিন্নবর্ণাং স্ত্রিয়ঃ বিন্দতি বিবাহরূপেণ লভতে অন্তরা-আ-বিদ তুদা° ণিনি] যে আপনার অপেক্ষা হীনবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করে। যেমন 'শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেঃ'।

অন্তরাবেদী—(স্ত্রী) [অন্তরা মধ্যস্থা বেদী না ঙীপ] পরিষ্কৃতা ভূমি।

অন্তরিক্ষ—(ক্লী) [ঈক্ষ্যতে দৃশ্যতে তেন স ঈক্ষঃ দৃষ্ট্যাপারস্ত অবিয় ইত্যর্থঃ ঈক্ষ ইতি পু° দুষঃ। অন্তর্মধ্যং ঈক্ষং দৃষ্টিবিঘাত-শূন্যং যস্য, বহুব্রী] আকাশ। "যোঽন্তরেণাকাশ আসীদন্ত-রিক্ষম্" (শতপথব্রা° ৭.১.২ ২৩, ঋক্ ১.৮১ ১০) যাহার মধ্যভাগ দৃষ্টির ব্যাঘাতশূন্য। [যথা—ঈক্ষ্যতে অন্বীয়তে নতু দৃশ্যতে শূন্য দর্শনাসম্ভবাৎ ঈক্ষ কর্মণি ঘঞ্; অন্তঃপ্রান্তঃ পৃথিবীস্বর্গপর্য্যন্তব্যাপিত্বয়া ঈক্ষোঽনুমেয়ো যস্য] পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত যাহার সীমা অনুমান করিয়া লইতে হয় (অর্থাৎ দেখা যায় না)। অথবা [অন্তর্মধ্যে ঋক্ষাণি নক্ষত্রাণি যস্য, পৃ° ষ, নি] "নভোঽন্তরিক্ষং গগনং" (অমর)। অন্তরিক্ষ শব্দের ইকার হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুই রূপই হয়।

ব্রহ্মবাদী অন্তরিক্ষ শব্দের এই কয়েক প্রকার ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন,—'অন্তরা মধ্যে সর্ব্বভূতানাং ক্ষান্তং শান্তং নিঃক্রিয়ং বা, শান্তমধ্যং বিক্ষন্ত্যানাত্মকত্বাৎ' সর্ব্বভূত যাহার মধ্যভাগের পরিমাণ করিতে না পারিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। যাহার মধ্যভাগ গমনাদির বিঘ্নরহিত। যাহার কোন ক্রিয়া নাই। 'অন্তরা ইমে রোদসী ক্ষিয়তীতি বা' অর্থাৎ যাহারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আছে। 'অন্তরেমে ক্ষৌণ্যাবিতি বা' ইহারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যগত। "শরীরেষন্তরক্ষয়মিতি বা"। ইহার পূর্ব শরীরের মধ্যে ক্ষয় নাই। সর্ব্বত্র, "পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু।"

নিরুক্তে অন্তরিক্ষ শব্দের এই ষোলটী নাম লিখিত হইয়াছে—

অম্বর, বিয়ৎ, ব্যোম, বর্হিঃ, ধন্ব, অন্তরিক্ষ, আকাশ, আপ, পৃথিবী, ভূ, স্বয়ম্ভু, অধ্বা, পুষ্কর, সগর, সমুদ্র, অধ্বর।

বেদে 'অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরীক্ষ' এইরূপ মন্ত্র আছে। ইহাতে অদিতি শব্দে অন্তরিক্ষকেও বুঝাইত এরূপ অর্থ করা যায়। কিন্তু সায়ণাচার্য্য বলেন,—

'অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমিতি মন্ত্র আম্নায়তে। যদেব দ্যৌ-দেবান্তরীক্ষমিত্যন্নমর্থো বিপ্রতিষিদ্ধঃ। মন্ত্র ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ইত্যাদিবদন্তরীক্ষাদিরূপত্বেনাদিতিঃ স্তূয়তে।'' (ঋগ্বেদভাষ্য উপ°)।

অর্থাৎ 'তুমিই মাতা, তুমিই পিতা' এইরূপ স্তুতি যেমন এক ব্যক্তিকে করা যায়, তদ্রূপ 'অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরিক্ষ' ইহাতে স্তব ভিন্ন অদিতি শব্দে দ্যুলোক, কিম্বা অন্তরিক্ষকে বুঝাইতে পারে না।

অন্তরিক্ষজল—(ক্লী) গগনাম্বু, আকাশের জল। ২ বৃষ্টি। ৩ নীহারিকা।

অন্তরিক্ষপার্শ্বনাথ—বেরারের শিরপুর গ্রামস্থ এক প্রাচীন মন্দির। শিরপুর-অকোলা তা,লুকের অন্তর্গত। মন্দিরটী দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। মন্দিরগাত্রের উৎকীর্ণ লিপিখানি ১৪০৬ খৃষ্টাব্দের। মন্দিরটী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রবাদ। এলিচপুরের জনৈক রাজা কোন নদীর তীরে পার্শ্বনাথ বিগ্রহ দর্শন করিয়া নিজপুরীতে তাহা আনয়ন ও স্থাপন জন্য স্তব ও প্রার্থনা করেন। প্রত্যাদেশ হয়, বিগ্রহ আনয়নকালে তিনি যেন পশ্চাৎ দৃষ্টি না করেন। শিরপুরে আসিয়া রাজা হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, বিগ্রহও সেইখানে অচলভাবে স্থায়ী হইয়া যান।

অন্তরিক্ষপ্রা—(ত্রি) [অন্তরিক্ষং প্রাতি পূরয়তি অন্তরিক্ষপ্রা-পূরণে-বিচ্] অন্তরিক্ষপূরক, যিনি নিজের তেজদ্বারা অন্তরিক্ষ পূরণ করেন। "আদেবো যাতু সবিতা সুরত্নোঽন্তরিক্ষপ্রা বহমানো অশ্বৈঃ" (ঋক্ ৭.৪৫.১)

অন্তরিক্ষপ্রুৎ—(ত্রি) [অন্তরিক্ষং আকাশং প্রবতে চরতি অন্তরিক্ষ-প্রু গতৌ-ক্বিপ্] অন্তরিক্ষচর, খেচর। "অন্তরিক্ষপ্রুদ্ভি-রপোদকৈঃ" (ঋক্ ১.১১৬.৩)

অন্তরিক্ষলোক—(পুং) আকাশ। ২ নির্দ্দিষ্ট জগৎ। "কস্মিন্নু খল্বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু" (বৃহদারণ্য° ৩.৬.১)

অন্তরিক্ষসংশিত—(ত্রি) বায়ুবশে তীক্ষ্ণীভূত। (অথর্ব্ব ১০.৬.২৬)

অন্তরিক্ষসদ্—(ত্রি) [অন্তরিক্ষে আকাশে সীদতি চরতি অন্তরিক্ষ-সদ্ গতৌ-ক্বিপ্] আকাশচর, খেচর।

"অন্তরিক্ষসদং দিবিসদং নাকসদম্" (শুক্লযজুঃ ৯.২)

অন্তরিক্ষসদ্য—(ত্রি) [অন্তরিক্ষে সভতে অন্তরিক্ষ-সদ-ভাবে যৎ] অন্তরিক্ষ-গমন, আকাশগমন। "উপরিসদং বা এষ জয়তি যো জয়ত্যন্তরিক্ষসদ্যম্" (শতপথব্রা° ৫.২.১.২২)

অন্তরিক্ষোদর—(ত্রি) যাহার উদর অন্তরিক্ষের ন্যায় (লম্বা চওড়া)।

অন্তরিক্ষ্য—(ত্রি) [অন্তরিক্ষে ভবঃ যৎ] অন্তরিক্ষজাত "প্রবত্বতীঃ পথ্যা অন্তরিক্ষ্যাঃ" (ঋক্ ৫.৫৪.৯)

অন্তরিগ্রাম—মান্দ্রাজের গঞ্জাম জেলার পূর্ব্বখণ্ডের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে উড়িষ্যার ভঞ্জরাজগণের কতিপয় শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অন্তরিত—(ত্রি) [অন্তঃ অন্তর্দ্ধানম্ ইতং প্রাপ্তম্, ২-তৎ, অন্তর্-ইন্-কর্ত্তরি ক্ত] অন্তর্গত। [অন্তরং ব্যবধানং করোতি ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত] ২ ব্যবধানপ্রাপ্ত। "পাদপান্তরিত এব বিস্রব্ধং ভাবদেনাং পশ্যামি" (শকু°) ৩ অন্তর্হিত, অদৃশ্য, ব্যবধান-প্রাপিত। ৫ তিরস্কৃত। ৬ আচ্ছাদিত। ৭ অপসারিত। ৮ নিযোজিত ৯ বাকি, ব্যবকলিত অঙ্ক।

অন্তরিন্দ্রিয়—(ক্লী) [অন্তরন্তর্গতমিন্দ্রিয়ম্, কর্ম্মধা] অন্তঃকরণ, ভিতরের ইন্দ্রিয়।

অন্তরীক্ষ—(ক্লী) আকাশ। ২ অভ্র ধাতু। (রাজনিঘ°)। [অন্তরিক্ষ দ্র°]

অন্তরীক্ষ,—বৈদিক দেবতা বিশেষ। পাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠ ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন। (ঋগ্বেদ)

২ বৈবস্বত মন্বন্তরের ব্যাস, ত্রয়োদশ দ্বাপরে ইনি বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

অষ্টাবিংশ ব্যাস মধ্যে ইনি ত্রয়োবিংশ ব্যাস। দ্বাপর যুগে বৈবস্বত মন্বন্তরে যাঁহারা বেদ বিভাগ করেন তাঁহাদের নাম পর্য্যায় ক্রমে লিখিত হইল:—বৃহস্পতি, ইন্দ্র, উশনাঃ, স্বয়ম্ভু, সবিতা, প্রজাপতি, মৃত্যু, ত্রিবৃষা, ত্রিধামা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, সারস্বত, বপ্র, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, বশিষ্ঠ, কৃত, শক্তি, গৌতম, বেণ, রাজশ্রবা, উত্তম, কৃতঞ্জয়, তৃণবিন্দু, ঋক্ষ অথবা বাল্মীকি, পরাশর, জরৎকারু এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। (কূর্ম্মপুরাণ)

৩ ইক্ষ্বাকুবংশীয় কিন্নরের পুত্র। ইঁহার পুত্র সুবর্ণ। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

৪ স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় রাজা ঋষভের ঔরসে ও তদীয় পত্নী জয়ন্তীর গর্ভে যে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনি একজন মহাভাগবত ও ভাগবতধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং দিগম্বর ও আত্মবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। (ভাগবত)

৫ রঘুবংশীয় রাজা পুষ্করের পুত্র। ইঁহার অপর নাম সুতপা (ভাগবত)

৬ পঞ্চশির মুরদৈত্যের অন্যতম পুত্র। মুর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলে নরকাসুরের পরামর্শে অন্তরীক্ষ ও ইঁহার অপর ছয়

ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অবশেষে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়। (ভাগবত)

৫ চাক্ষুষ-মন্বন্তরের আপ্তগণের অন্তর্গত একতম দেবতা দেবগণ পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গণে আটজন করিয়া দেবতা ছিলেন। আপ্তগণের অপর দেবতাদের নাম—বসু, হয়, অতিথি, প্রিয়ব্রত প্রাতা, মন্তা, ও সুমন্তা। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

৮ সূর্য্যবংশীয় রাজা কিন্নরাশ্বের পুত্র। ইঁহার সুমিত্র ও সুষেণ নামে দুই পুত্র ছিল। (মৎস্যপুরাণ)

৯ শিবহীন দক্ষযজ্ঞে যে তিনজন দেবী উপস্থিত ছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতমা। (ব্রহ্মপুরাণ)

অন্তরীক্ষ$_{৩}$—একপ্রকার বাসস্থান।

"অম্বরং চ ব্যামাখং জ্যোতির্গগনং চ বিহায়সি।

অনন্তং চান্তরীক্ষং চ পুষ্করং চাষ্টধা স্মৃতাঃ ॥" (মানসার)

অন্তরীক্ষ$_{৪}$—রামের পুত্র লব শাবস্তীতে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার বংশে বৃহদ্বল নৃপতি হইয়াছিলেন। বৃহদ্বলের পঞ্চদশ পুরুষ অধস্তন অন্তরীক্ষ রাজা হন।

অন্তরীক্ষকান্ত—দশতলা উচ্চ বাড়ী। (মানসার) [প্রাসাদ দ্র°]

অন্তরীক্ষবায়ুবীর্য্যপ্রকাশ—একখানি স্মার্ত্ত গ্রন্থ।

অন্তরীক্ষজল—(ক্লী) [অন্তরীক্ষাৎ পতিতং জলম্ শাক° তৎ] আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়। ২ দিব্যোদক।

অন্তরাপ—(ক্লী) [অপাং অন্তর্গতম্ অচ্ স° ৬ তৎ] যে ভূভাগের কিঞ্চিৎ অংশ সমুদ্রের জলের মধ্যে গিয়াছে, তাহার অগ্রভাগকে অন্তরীপ (Cape) কহে।

অন্তরীয—(ক্লী) [অন্তরে ভবং গহাদিত্বাৎ ছ] পরিধান বস্ত্র। অধো বস্ত্র, ধুতি। "অন্তরীয়োপসংব্যানপরিধানান্যধোংশুকে" (অমর)।

অন্তরুদক—(অব্য) [উদকস্য অন্তর্মধ্যে, অব্যয়ী] জলের মধ্যে। "অন্তরুদকে আচান্তঃ অন্তরেব শূতো ভবতি। (স্মৃতি) জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আচমন করিলে, জলের মধ্যে থাকিয়া তর্পণাদি সকল কার্য্যই করিতে পারিবে।

অন্তরুষ্য—(ক্লী) গুপ্তনিবাসস্থান। "অন্তরুষ্যং গূঢ়মাবাসস্থানং, তচ্চ স্থানং দশসংখ্যোপেতম্" (ঋক ১০ ৫১ ৩ সায়ণ)

অন্তরুহা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] শ্বেতদূর্ব্বা।

অন্তরে—(অব্য°) [অন্তরেতি ইণ্ ঘিচ্] মধ্যে। "অথান্তরেঽন্তরা। অন্তরেণ চ মধ্যে স্যুঃ" (অমর)।

অন্তরেণ—(অব্য°) [অন্তরেতি ইণ্ ণ] বিনা। ২ মধ্যে। "অন্তরেণান্ত বিনার্থয়োঃ।" (হেম) (শতপথব্রা° ৬ ২ ১.৩৯) বিনার্থ অন্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। যথা—'অন্তরেণ হরিং ন সুখম্।' (সি° কৌ°)

অন্তরোদক—দ্বীপ। সমুদ্রগর্ভস্থ একটী উপনিবেশিক রাজ্য। (ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত)

অন্তর্গঙ্গামাহাত্ম্য—অন্তর্গঙ্গামাহাত্ম্যপরিচায়ক গ্রন্থবিশেষ।

অন্তর্গড়ু—(পুং) [অন্তঃ পৃষ্ঠমধ্যস্থ মাংসরোগভেদঃ, কর্ম্মধা] পৃষ্ঠগুড়, কুব্জ, কুঁজ। 'গড়ুঃ পৃষ্ঠগুড়ে কুব্জে' (হেম, বিশ্ব) (ত্রি) [অন্তঃপৃষ্ঠ মধ্যে গড়ুর্যস্য] ২ কুব্জপৃষ্ঠ প্রাণী। [অন্তর্মধ্যং গড়ুরিব বক্রং যস্য] ৩ সন্ন্যধনুক প্রভৃতি। ৪ অন্তঃকুটিল। ৫ নিরর্থক। ৬ বৃথা।

অন্তর্গত—(ত্রি) [অন্তর্ মধ্যে গতম্ ৭ তৎ] হৃদয়স্থ ভাব। ২ বিস্মৃতি। "অন্তর্গতং বিস্মৃতং স্যাৎ"। (অমর)। ৩ মধ্যগত। "সাগরান্তর্গতাঃ কেচিৎ কেচিৎ পর্ব্বতমাশ্রিতাঃ" (রামা° ৬ ৯৩ ২) 'অন্তর্গতং পুনঃ মধ্যপ্রাপ্তাবিস্মৃতয়োঃ' (হেম)

অন্তর্গতমনস—(ত্রি) যাহার মন অভ্যন্তরে অর্পিত। ২ গম্ভীর বিচার বুদ্ধিবিশিষ্ট। ৩ দুঃখিত, ক্ষুব্ধ।

অন্তর্গতোপমা—(স্ত্রী) অপ্রকট উপমা।

অন্তর্গর্ভ—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যস্থো গর্ভো যস্য বহুব্রী] গর্ভযুক্ত ২ ভিতরে মাঝ বা শিষযুক্ত। (কাত্যা° শ্রৌ ২ ০৩১) ৩ কলাগাছ। ৪ কুশ ইত্যাদি। (স্ত্রী) অন্তর্গর্ভা—গর্ভবতী।

অন্তর্গর্ভিন্—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যে গর্ভো। অস্ত্যর্থে ইনি] গর্ভযুক্ত। ২ কুশ। ৩ কলাগাছ। (স্ত্রী) ঙীপ অন্তর্গর্ভিণী।

অন্তর্গিরম্—(অব্য) [গিরিষু পর্ব্বতেষু অন্তঃ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী] পর্ব্বতের মধ্য। "অধ্যাস্তেঽন্তর্গিরং" (ভট্টি ৫ ৮৫)

অন্তর্গিরি—(অব্য) [গিরিষু পর্ব্বতেষু অন্তঃ বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী] পর্ব্বতের মধ্য। (ভারবি ১ ৩৪)

অন্তর্গিরি$_{২}$—মৎস্যপুরাণোক্ত প্রাচ্যদেশীয় জনপদ। (মৎস্যপু ১১৪ ৪৪)

অন্তর্গূঢ়বিষ—(ত্রি) যিনি অন্তরে বিষ চাপিয়া রাখেন।

অন্তর্গুদবলয়—গুহ্যাদি ইন্দ্রিয়ের ছেদ বন্ধ করিতে সমর্থ সূত্রাদি।

অন্তর্গৃহ—(ক্লী) [অন্তর্মধ্যস্থং গৃহম্ কর্ম্মধা] কাশীস্থিত সাতটী আবরণবেষ্টিত স্থান। ২ গৃহবিশেষ। ৩ মধ্যস্থিত গৃহ। (অব্য) [গৃহেষু অন্তঃ অব্যয়ী] গৃহের মধ্য। "অন্তর্গৃহমাবিশ্য" (রামা° ২ ৪ ৩)

অন্তর্গৃহযাত্রা—কাশীখণ্ডে বর্ণিত অন্তর্গৃহপরিক্রমণবিষয়ক একখানি গ্রন্থ

অন্তর্গেহ—(ক্লী) অন্তর্মধ্যস্থং গেহম্, কর্ম্মধা°] কাশীস্থিত সাতটী আবরণযুক্ত স্থান। ২ গৃহবিশেষ। ৩ মধ্যস্থিত গৃহ (অব্য) [গেহস্যান্তঃ অব্যয়ী°] গৃহের মধ্য

অন্তর্গেহীযাত্রা—গ্রন্থবিশেষ। [অন্তর্গৃহযাত্রা দ্র°

অন্তর্ঘণ—(পুং) [অন্তর্হন্যতে ক্রোডীভবত্যস্মিন অন্তর্ হন-অপ পুং ঘনাদেশ পক্ষে] দ্বারের বাহিরের খোলা স্থান।

"দদৃশুরন্তর্ঘণেঽপশ্যন প্রবালে সৌধসম্যক্‌ :'। (ভট্টি ৭ ৬২)

বানরেরা সেই গুহার মধ্যে দ্বারের নিকট চূর্ণকাম করা কোঠার দ্বারের বাহিরের কাছে মনোজ্ঞ এক স্ত্রীকে দেখিয়াছিল।

অন্তর্ঘন—(পুং) [অন্তর্মধ্যেন ক্রোড়ন্ত্যাঙ্গনেন হন্যতে পীড্যতেঽস্মিন অন্তর হন অধিকরণে অপ] গ্রামের বাহিরের স্থান। যেখানে নানা ক্রীড়া হয়।

অন্তর্ঘাত—(পুং) মধ্যস্থানের আঘাত।

অন্তর্জ—(ত্রি) মধ্যভাগে উৎপন্ন। ২ মধ্যজাত।

অন্তর্জঠর—(অব্য) [জঠরস্য মধ্যে, অব্যয়ী°] জঠরের মধ্য, উদরের মধ্য। (ক্লী) ২ উদরস্থ কাষ্ঠবিশেষ।

অন্তর্জন্মন্—(ক্লী) ভিতরে জন্ম।

অন্তর্জন্তু—(পুং) চারিদিকের অন্তজন্তু।

অন্তর্জল (পুং) [অন্তশ্চরণ ও নাভিপর্য্যন্ত জলং যেন অ চারেণ স্মিন্ বা, বহুব্রী] মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে বন্ধুগণ কর্তৃক মুমূর্ষু ব্যক্তির অর্দ্ধাঙ্গ জলে মগ্ন করা রূপ আচারবিশেষ। চলিত কথায় অন্তর্জলি বলে। [অন্তর্জলচার দ]

অন্তর্জলচর—(ত্রি) যে জলের মধ্যে অবস্থান বা বিচরণ করে। ২ জীব জলসঞ্চারী।

অন্তর্জলাচার—(পুং) [অন্তর্মধ্যদেশপর্য্যন্তং জলে মজ্জনরূপা চার: ৭ তৎ] আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তির পা হইতে নাভি পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করা রূপ আচারবিশেষ। তীর্থস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, এই বিশ্বাসে অনেকে বৃদ্ধাবস্থায় কাশীবাসী বা গঙ্গাবাসী হন (১)। যাঁহারা তীর্থবাসী নহেন, মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিলে বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাদিগকে গঙ্গাযাত্রা করান। যে সময়ে প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসে, বাণী নাই—শ্বাস টানিতে থাকেন তখন আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহাকে গঙ্গার তীরে লইয়া জলে পা হইতে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখে। কেহ পায়ের দুইটী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাটীতে টিপিয়া থাকে। পুত্র আসিয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তক আপনার কোলের উপর তুলিয়া লয়। কিন্তু, শাস্ত্রে মস্তকের নীচে বালির বালিস করিয়া দিবারও ব্যবস্থা আছে। পরে চারিদিকে বন্ধুবান্ধবেরা উচ্চৈঃস্বরে—'ও গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'—এইরূপ ব্রহ্ম নাম শুনাইতে থাকেন। কেহ কেহ মুখে, কর্ণে, কণ্ঠে ও চক্ষুতে তুলসীপত্র বসাইয়া দেন। কেহ কপালে ও বক্ষঃস্থলে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করেন এবং তাহার উপর কালী বা রাম নাম লিখিয়া দেন।

গঙ্গাযাত্রা করিলে দৈবাৎ যদি কাহারও মৃত্যু না হয়, তবে অজ্ঞলোকে তাহা গৃহস্থের অমঙ্গলের কারণ বলিয়া জানে। তজ্জন্য আনেক দিবসগুলের পর কেহ কেহ তাহাকে বাটীতে ফিরাইয়া লয়, কেহ কেহ বাটীতে ফিরাইয়া লয় না। গঙ্গাতীর হইতে তাহাকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে সদর দ্বারে একটী পূর্ণ ঘট, একটী কলে হাড়ী এবং এক গাছি মুড়া খেঙ্গরা রাখা হয়। ফিরিয়া আসিবার সময়ে গঙ্গাপ্রত্যাগত ব্যক্তির কেহ মুখ দেখে না। লোকের বিশ্বাস তাঁহার মুখ দেখিলে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে। তজ্জন্য গৃহে আসিয়া আগে তিনি পূর্ণ ঘটাদি দর্শন করেন, তাহাতে দোষ খণ্ডন হইয়া যায়। তাহার পর আত্মীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া সাক্ষাৎ করে। পূর্ব্বে অনেক গৃহস্থ কাহারও গঙ্গাযাত্রা করিলে দৈবাৎ যদি তাঁহার মৃত্যু না ঘটিত, তবে আর তাঁহাকে গৃহে লইতেন না। এই প্রথা এখনও কোন কোন স্থানে চলিত আছে। গঙ্গাতীর হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসিতে নাই। অগত্যা তাঁহারা যাবজ্জীবন গঙ্গাবাসী হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেন। পূর্ব্বে শান্তিপুরে বিস্তর গঙ্গাযাত্রী এইরূপ বাস করিয়া পুনর্ব্বার সংসার ধর্ম্ম করিয়াছিলেন। (২)

স্থ দূরবর্ত্তী হইলে অনেকের সজ্ঞানে আসিয়া ভাগীরথীর কোলে মরণ দুর্লভ হইত। অনাথ ব্যক্তিদিগকে মুমূর্ষু অবস্থায় সমাগত দেখিলে বন্ধুবান্ধবেরা তাহাদিগকে ২০।২৫ ক্রোশ দূর হইতে আনিয়া গঙ্গার ঘাটে রাখিয়া যাইত। নিকটস্থ পল্লীর লোকেরা স্নান করিতে আসিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ প্রভৃতি খাওয়াইয়া দিতেন। ইহাতেও কেহ কেহ পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া গঙ্গাতীরবাসী হইয়া গিয়াছেন।

গঙ্গার তীরে না আনিতে পারিলে অন্তর্জলের আর একটী

(১) "গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষো বারাণস্যাং জলে স্থলে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥" (পদ্মপু°)

গঙ্গার জলে মোক্ষ লাভ হয়। কাশীতে কি জলে আর কি স্থলে সর্ব্বত্রই প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তি হয়। আবার গঙ্গাসাগরসঙ্গমে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে এই তিন স্থানে মরিলেই জীব মুক্ত হয়।

(২) When a patient thus situated, happens to recover he considers that he has, as it were, acquired a new life, and thenceforth all his former relations and friends are treated as strangers, he never returns to the dwelling in which he had formerly resided, but wanders down the Ganges, until he arrives at Santipur, near Calcutta, where he settles himself, and it is a curious fact, that the whole population of Santipur is composed of such persons" (Honigberger), বোধ হয়, এটী কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা।

ব্যবস্থা ছিল উঠানের মধ্যে ছোট একটী গর্ত্ত কাটিয়া। সেই গর্ত্ত জলে পরিপূর্ণ করিয়া আত্মীয়স্বজনেরা তাহাতেই মুমূর্ষু ব্যক্তির পা ডুবাইয়া ধরিতেন। মৃত্যুকালে জলের ভিতর পা টিপিয়া ধরিলে কি রূপে সদ্গতি হয়, সে কথা আমরা বলিতে পারি না। পুষ্করিণী প্রভৃতিতে অন্তর্জ্জল করিলে তাহার জল অশুদ্ধ হইয়া যায়। [শুদ্ধি ও জলাশয় দ্র°]

সে কালে অন্তর্জ্জলের প্রথা ছিল না, [অন্ত্যেষ্টি দ্র°]। এখনও বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কতকগুলি পৌরাণিক প্রমাণ তুলিয়া এই কুপ্রথা বাঙ্গালায় চালাইয়া গিয়াছেন। (৩) কিন্তু ঐ সকল প্রমাণের প্রতি লোকের তাদৃশ শ্রদ্ধা থাকিলে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও অন্তর্জ্জলের নিয়ম চলিত থাকিত।

পীড়িতাবস্থায় রোগীকে আশা ভরসা দেওয়া চাই। সে সময় আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনাইলে রুগ্ন ব্যক্তির প্রাণে বজ্রের মত আঘাত লাগে। অতএব, এ কুপ্রথা রহিত হইলেই মঙ্গল। ১৮৩৫ সালে কোন নিষ্ঠুর ব্যক্তি একজন গঙ্গাযাত্রীর মুখে বালি পূরিয়া দিয়াছিল। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট গঙ্গাযাত্রা করার প্রথা রহিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা বিরোধী হইয়া উঠিলেন বলিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণ হইল না।

অন্তর্জাত—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যে জাতম্, ৭-তৎ] দেহের মধ্যে জাত, মনোমধ্যে জাত (সুখ দুঃখ দ্বেষ ক্রোধ ইত্যাদি)।

অন্তর্জানু—(অব্য) [জান্বোর্মধ্যে, অব্যয়ী°] দুই হাঁটুর মধ্যভাগে। দুই হাঁটুর মধ্যে হাত রাখিয়া বৈদিক কার্য্য করিতে হয়।

---

(৩) গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়।

'গঙ্গায়াং ত্যজতঃ প্রাণান্ কথয়ামি, বরাননে।
কর্ণে তৎপরমং ব্রহ্ম দদামি মামকং পদম্।" (কাশী)
(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত ১৩৭)।

হে সুমুখি। গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিলে কি ফল হয় তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। আমি তাঁহার কর্ণে পরব্রহ্ম মন্ত্র এবং তাঁহাকে আমার পদ দান করি।

"অর্দ্ধোদকে তু জাহ্নব্যাং ম্রিয়তেঽনশনেন যঃ।
স যাতি ন পুনর্জন্ম ব্রহ্মসাযুজ্যমেতি চ।" (অগ্নিপু°)
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত ২৯৭)

অনশনে থাকিয়া দেহের অর্দ্ধেক জলে ডুবাইয়া যিনি গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না, তিনি ব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হন।

"সজলাং দেহং গঙ্গায়াং ব্রহ্মহাপি চ মুচ্যতে।" (ক্রিয়াযোগ ৩৩)
ব্রহ্মঘাতকও গঙ্গায় দেহত্যাগ করিলে মুক্ত হয়।

অন্তর্জ্ঞান—(স্ত্রী) অন্তরের বুদ্ধি। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মৃতের অথবা রোগীর রোগবিশেষে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইলেও অন্তর্জ্ঞান থাকে।

অন্তর্জ্যোতিস্—(স্ত্রী) [অন্তর্মধ্যে জ্যোতিশ্চৈতন্যস্বরূপম্, কর্ম্মধা°] পরমেশ্বর, পরমেশ্বর জ্যোতির্ম্ময়। (ত্রি) [অন্তর্মধ্যে জ্যোতিঃ নক্ষত্রং দীপ্তিঃ দৃষ্টির্বা যস্য, বহুব্রী] ২ আকাশ। ৩ যে গৃহাদির মধ্যে দীপ্তি (আলোক) আছে। ৪ যোগী। ৫ যিনি অন্তর্নেত্রদ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎকার করেন। (শতপথব্রা° ১৪.৭.৪০)

অন্তর্জ্বলন—(স্ত্রী) [অন্তঃ শরীরাভ্যন্তরস্য জ্বলনম্] শরীর মধ্যে দাহ, পিত্তাধিক্য জ্বরাদিতে অন্তর্জ্বলন হয়।

অন্তর্দগ্ধ—(ত্রি) অভ্যন্তরে দগ্ধ, মনে মনে পোড়া।

অন্তর্দধন—(স্ত্রী) [অন্তশ্চিত্তং লক্ষণয়া মনোগতবাক্যং বা দধ্যতে দীয়তে যেন অন্তর্-দধ-করণে ল্যুট্] কিণ্ব প্রভৃতি। ২ মদবীজ। ৩ যাহা খাইয়া লোকে মন বা মনের কথা দেয় অর্থাৎ সকল কথাই খুলিয়া কহে।

অন্তর্দধান—(ত্রি) যে গুপ্তভাবে রহিয়াছে।

অন্তর্দর্শন (Introspection)—অন্তর্দৃষ্টি। আমাদিগের স্ব স্ব মনোরাজ্যের প্রতি আমরা মনোনিবেশ করিতে পারি এবং সুখ, দুঃখ, প্রীতি, দ্বেষ, ইচ্ছা প্রভৃতি মনোবৃত্তিনিচয়ের প্রতিও আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া তৎসমুদয় বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাকে 'Introspection' বা 'Looking within' বলে এবং ইহাই অন্তর্দর্শন।

একে ত বহির্জগৎ হইতে মনোযোগ অপসারিত করা দুষ্কর, আবার সুখ, দুঃখ, প্রীতি প্রভৃতি পরিবর্ত্তনশীল বৃত্তিনিচয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখাও কঠিন। সুতরাং এই অন্তর্দর্শন-ক্রিয়া অতীব কঠিন।

অন্তর্দ্দশা—(স্ত্রী) [দশানামন্তর্গতা দশা] গ্রহদিগের অন্তর্গত আধিপত্য কাল। "দশান্তর্দ্দশাবিভাগাধ্যায়ঃ" (বৃহৎস°) [দশা শব্দ দ্র°]

অন্তর্দ্দশাহ—(অব্য) [দশাহস্য মধ্যে, অব্যয়ী°] দশ দিনের মধ্যে।

"অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাঞ্চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবত্তৎ স্যাদনির্দ্দশম্।" (মনু ৫.৭৯)

একটী অশৌচের দশ দিনের মধ্যে যদি আর এক অশৌচ হয়, তবে ব্রাহ্মণাদি পূর্ব্ব অশৌচের শেষ পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবেন।

এখানে দশাহ শব্দে ব্রাহ্মণাদির নিজ নিজ অশৌচকাল বুঝিতে হইবে। মূল কথা, যে জাতির পক্ষে যত দিন অশৌচের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার ভিতরে আর একটী অশৌচ ঘটিলে সেই পূর্ব্বের অশৌচেই অশৌচান্ত হইবে।

অন্তর্দহন—(ক্লী) [অন্তর্দেহমধ্যে দহনং সন্তাপঃ, ৭-তৎ] অন্তর্দাহ,জরাদি জাত দেহমধ্যস্থিত সন্তাপ। (পুং) ২ জঠরানল। ৩ ক্রোধ জন্ত গাত্রদাহ, অর্থাৎ শরীরে জ্বালা বোধ।

অন্তর্দাব—(ত্রি) দাবাগ্নি মধ্যে। "এতৎ হবিঃস্বত্তেন সহ দাবে দাবাগ্নৌ অন্তঃ মধ্যে স্থই জুহুত" (অথর্ব ৬ ৩১.১ সায়ণ)

অন্তর্দাহ—(পুং) [অন্তর্দেহমধ্যজাতঃ দাহঃ] দেহের মধ্যে দাহ, শরীরের ভিতরের তাপ। "অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্" (রামা° ২.৮৫.১৭)

অন্তর্দিশ—মধ্যবর্ত্তী দিক্। প্রাচ্যাদি ক্রমে উত্তরদিকে আসিতে মধ্যবর্ত্তী কোণাভিমুখী যে সকল দিক্।

"প্রাগন্তকবিতি সূত্রে স্থালীপাকধর্মোবিহিতঃ স্থালীপাকশব্দে শোণিতাভাবাৎ স্থালীপাক মধ্যাৎ। উদকং নিঃসার্য্য তেনোদকে নাষ্টৌ পূটান্ পূরয়িত্বা প্রাচ্যাদিক্রমেণ নমস্তে রুদ্রমন্তব ইতি প্রভৃতিভিরষ্টভিরন্তর্বাকৈর্দিক্ষন্তর্দিক্ষু সর্ব্বাসু দিক্ষু প্রক্ষেপইত্যর্থঃ।"

(মৈত্রায়ণীয়মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্য ২.৫ ৩)

অন্তর্দুঃখ—(ত্রি) খিন্নচিত্ত, দুঃখিত, উদাস।

অন্তর্দুষ্ট—(ত্রি) [অন্তর্মনসি দুষ্ট দোষযুক্ত, বহুব্রী] কুটিলমন, যাহার মন দোষযুক্ত।

অন্তর্দৃষ্টি—(ত্রি) যিনি স্বীয় আত্মাকে দর্শন করেন। আত্মদর্শনবিশিষ্ট।

অন্তর্দেশ—(পুং) প্রাচীরের মধ্যস্থিত প্রান্ত। ২ অন্তরাল দেশ। "যে দিশামন্তর্দেশেভ্যঃ" (অথর্ব ৪ ৪০.৮)

অন্তর্দ্দম—(ত্রি) [বৈদিক] বদ্ধমুখ হস্তিকাভ্যন্তরে দগ্ধ। ২ চিত্রকর্ম্মকার।

অন্তর্দ্ধা—(স্ত্রী) [অন্তর্দ্ধানং অন্তর্-ধা-ভাবে অঙ্] অন্তর্দ্ধান, তিরোধান, লুকান, ব্যবধান। "অন্তর্দ্ধাব্যবধা" (অমর) "অন্তর্দ্ধামুপযযুঃশশধাবলীষু" (মাঘ°)

অন্তর্দ্ধান—(ক্লী) [অন্তর্-ধা-ভাবে লুট্] তিরোধান, দৃশ্য পদার্থের অদৃশ্যস্থানে স্থিতি, লুকান। "অন্তর্দ্ধানং গতে রামে" (রামা° ১.১৫ ৪)

অন্তর্দ্ধান২—পৃথুরাজের পুত্র। ইঁহার একটী নাম বিজিতাশ্ব, অপর একটী নাম অন্তধি। (ভাগবত)

ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান হইবার শক্তি লাভ করেন বলিয়া ইঁহার নাম অন্তর্দ্ধান হইয়াছে।

(ভাগবত)

নরপতি পৃথুর দুইপুত্র অন্তর্দ্ধান ও হবির্দ্ধান। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনীর গর্ভে মারীচ জন্মগ্রহণ করেন। (মৎস্যপুরাণ)

বিষ্ণুপুরাণ মতে পৃথুর দুই পুত্র অন্তর্দ্ধান ও পালী। অন্তর্দ্ধানের ঔরসে ও তদীয় পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে হবির্দ্ধান জন্মগ্রহণ করেন। কূর্মপুরাণের মতে—চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় পৃথুর পুত্র। ইঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম শিখণ্ডী ও হবির্দ্ধান। (কূর্মপু°)

অন্তর্দ্ধামা—স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র অজের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম হবির্দ্ধামা। (মহাভারত)

অন্তর্দ্ধি—(পুং)[অন্তর্-ধা-কি] আচ্ছাদন। ২ ব্যবধান, অন্তর্দ্ধান, তিরোধান, লুকান, অদৃশ্য হওয়া।

"অন্তর্দ্ধাব্যবধা পুংসি ত্বন্তর্দ্ধিরপবারণং।
অপিধানতিরোধানপিধানাচ্ছাদনানি চ।" (অমর)

অন্তর্দ্ধি—বৈণ্য পৃথুর পুত্র। ইঁহার ভ্রাতার নাম পালিত। ইঁহারা দুই জনেই ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম হবির্দ্ধান।

(হরিবংশ) [অন্তর্দ্ধান দ্রষ্টব্য]

অন্তর্দ্বীপ—পুরাণ বর্ণিত একটা দ্বীপ। (মার্ক° পু° ৫৮ ৪৩)

অন্তর্দ্বার—(ক্লী) [অন্তর্গতং দ্বারম, কর্ম্মধা°] গৃহের মধ্যস্থিত গুপ্ত দ্বার। ২ জানালা, খিড়কী। "প্রচ্ছন্নমন্তর্দ্বারং স্যাৎ।" (অমর)

অন্তর্দ্বীপ—নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নবদ্বীপপরিক্রমা নামক গ্রন্থে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের নাম পাওয়া যায়—

"নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়। নবদ্বীপ নবদ্বীপ-বেষ্টিত যে হয়॥
নবদ্বীপে নবদ্বীপ গ্রাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
শ্রীসুরধুনীর পূর্ব্বতীরে। অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্ট শোভা করে॥
জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে। কোলদ্বীপাদি পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥
নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর। যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর॥"

নরহরি ঠাকুরের মতে (১) অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর), (২) সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), (৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), (৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা),—এই চারিটী গঙ্গার পূর্ব্বতীরে। (৫) কোলদ্বীপ (কুলিয়া—ইহাই অধুনা সহর নবদ্বীপ), (৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর বা রাহাতপুর), (৭) জহ্নু দ্বীপ (জাননগর), (৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মাউগাছি) এবং (৯) রুদ্রদ্বীপ (রাহুপুর)—এই পাঁচটী গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত।

যে দ্বীপটী নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে বা অন্তরে অবস্থিত তাহারই নাম "অন্তর্দ্বীপ" হইয়াছে। এই অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুরের কিয়দংশ, শ্রীনাথপুর, গঙ্গানগর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। বামনপুকুরের যে অংশ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, তাহা জলকর দহলমা ও দ্বীপের মাঠ নামে খ্যাত। কিংবদন্তী, এখানে এক সময়ে ত্রিপুরারাজ্যের এক মত্ত হস্তীকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। একত উক্ত মাঠের নামান্তর 'হাতি কাটার মাঠ' হইয়াছে। সীমন্তদ্বীপ এই অন্তর্দ্বীপের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে, গোদ্রুমদ্বীপ এই অন্তর্দ্বীপের পূর্ব্বদক্ষিণ ও দক্ষিণ দিকে ও রুদ্রদ্বীপ অন্তর্দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং পশ্চিমে ভাগীরথী প্রবাহিতা।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রমণ বিবরণে দেখা যায়—

"প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হইতে যাত্রা কৈলা আস্তে পূর্বে॥
ওহে শ্রীনিবাস এই আত্তোপুর স্থান
বহুকালাবধি লুপ্ত হইল এই গ্রাম॥
পূর্ব্বে 'অন্তর্দ্বীপ' নাম অ ছিল ইহার।
অন্তর্দ্বীপ নাম যৈছে কহি সে প্রকার॥
সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাতে এই গ্রামে যে বিলাস॥"

ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যে সুবর্ণবিহার দেখাইয়াছিলেন, সেই সুবর্ণবিহারে শ্রীনিবাসাচার্য্যকে লইয়া গিয়াছিলেন ও তথা হইতে পুনরায় মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মায়াপুরের উত্তর ও পূর্ব্বদিকের মাঠে অর্থাৎ আত্তোপুরের মাঠে দাঁড়াইলে এখনও তথা হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায়।

মায়াপুরকে কেন্দ্র ও সীমন্তদ্বীপকে ব্যাসার্দ্ধ করিয়া বৃত্ত অঙ্কন করিলে দেখা যায় যে, মায়াপুর ঐ সমস্ত স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, এবং ইহা অন্তর্দ্বীপভুক্ত। এই জন্যই সাধারণ লোকের মুখে এবং জমিদারী সেরেস্তার কাগজ পত্রাদিতে এইস্থান 'দীপের মাঠ' এবং মাউগাছির নিকট শ্রীরামপুর, রামচন্দ্রপুর ইত্যাদি স্থান 'বাহিরের দীপের মাঠ' বলিয়া এখনও প্রচারিত রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের কাজি দলন (মধ্য ২৩শ অধ্যায়) ও মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন ভ্রমণের বিবরণ (চৈ ভা° আ: ১২শ অধ্যায়) নদীয়ার ম্যাপের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে বল্লালদীঘির নিকটস্থ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুরই যে মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। [মায়াপুর দ্র°]

'ভক্তিরত্নাকরে'র লেখক নরহরি চক্রবর্ত্তী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপকে নববিধ ভক্তির পীঠস্থান এবং তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপকে 'আত্মনিবেদন'রূপ ভক্তির যোগপীঠ বলেন। শ্রীচৈতন্য পাদপদ্ম প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার "নবদ্বীপ-শতক" গ্রন্থে অন্তর্দ্বীপের অনেক মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পুরাণ ও তন্ত্রে অন্তর্দ্বীপের মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ আছে।

"অলমলমিহ নানাসাধনায়াসদুঃখৈ
র্ভবতু ভাতু চান্তর্দ্বীপমাশ্রিত্য ধন্যঃ।" (নবদ্বীপশতক ৫)

নানাপ্রকার সাধনের দুঃখ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? একমাত্র অন্তর্দ্বীপ আশ্রয় করিয়া মানব ধন্য হউক।

অন্তর্ধ্যান—(স্ত্রী) হৃদয়স্থিত গূঢ় বিচার।

অন্তর্নগর—(অব্য) [নগরস্য অন্তর্মধ্যে, অব্যয়ী°] নগরের মধ্যে। [অন্তঃ নগরম্, কর্ম্মধা] মধ্য নগর, অন্তঃপুর। "দশ ন ন অন্তর্নগরং দদর্শ" (রামা° ৫।১০।২৬)

অন্তর্নিবিষ্ট—(ত্রি) অন্তর্গত অভ্যন্তরস্থিত।

অন্তর্নিষ্ঠ—(ত্রি) অন্তর্ধ্যানে নিমগ্ন।

অন্তর্ভবন—(স্ত্রী) ভবনের অভ্যন্তরস্থ ভাগ।

অন্তর্ভাব—(পুং) [অন্তর্মধ্যে ভাবঃ প্রবেশঃ প্রবেশনং বা, ভূ ভাবে ঘঞ্] মধ্যে প্রবেশ করা, মধ্যে প্রবেশ করান। [অন্তঃ অন্তর্গতো ভাবঃ, কর্ম্মধা] মনের ভাব, অভিপ্রায়।

অন্তর্ভাবনা—(স্ত্রী) [অন্তর্গতা ভাবনা চিন্তা অন্তর্ ভূ ণিচ যুচ] শরীরের চেষ্টা ও সুখদুঃখপ্রকাশক মুখের চিহ্ন দ্বারা অপ্রকাশিত চিন্তা, অন্তঃশুদ্ধি।

ভূব শুদ্ধিচিন্তয়োঃ। (কবি কল্পদ্রুম)

অন্তর্ভাবপ্রকাশিকা— বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অন্তর্ভাববাদ—গোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত একখানি ন্যায়গ্রন্থ

অন্তর্ভাবিত—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যে ভাবিতং প্রবেশিতম্, অন্তর্ ভূ ণিচ ক্ত] মধ্য প্রবেশিত, যাহাকে মধ্যে প্রবেশ করা হইয়াছে। [ভূ চু° ণিচ ক্ত] গভীর চিন্তিত শুদ্ধান্তঃকরণ। ২ অন্তঃশুদ্ধ ভাবিতাত্মা। (রঘু ১৭৪)। শুদ্ধান্তঃকরণং' (মল্লিনাথ)।

অন্তর্ভাব্য—(স্ত্রী) [অন্তর্ ভূ ভাবে ণ্যৎ] অবশ্য মধ্যে হওয়া [অন্তর্ ভূ ণিচ যৎ] মধ্যে প্রবেশ করার যোগ্য। (অব্য) [অন্তর্ ভূ ণিচ ক্ত্বা ল্যপ্] মধ্যে প্রবেশ করাইয়া 'তমন্তর্ভাব্যৈব নিয়োগধীঃ" (স্মার্ত্ত) তাহা মধ্যে রাখিয়াই বিধিবাক্য করিতে হইবে

অন্তর্ভূত—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যে ভূতম্] মধ্যস্থিত, অন্তর্গত।

কালভাবপ্রদেশাং মন্তর্ভূতক্রিয়ান্তরৈঃ।
সর্ব্বৈরকর্ম্মকৈর্যোগে কর্ম্মত্বমুপজায়তে" (ভর্ত্তৃহরি

অন্তর্ভূমি—(স্ত্রী) ভূমির অন্তর্গত স্থান।

অন্তর্ভৌম—(ত্রি) ভূমির অন্তর্গত।

অন্তর্মদাবস্থা—(পুং) [অন্তর্দেহমধ্যে মদাবস্থা দানাবস্থা যস্য, বহুব্রী] যে হাতীর গণ্ডদেশ দিয়া মদ ক্ষরিত হয় নাই, যে হাতীর মদ ভিতরে জন্মিয়াছে।

'অন্তর্মদাবস্থ ইব দ্বিপেন্দ্রঃ" (রঘু ২।৭)।

অন্তর্মনস—(ত্রি) [অন্তঃ বহিরপ্রকাশতয়া অন্তর্হিতমেব মনো যস্য, বহুব্রী।] ব্যাকুলচিত্ত, দুর্ম্মনা, বিমনা। [অন্তর্মধ্যে নিবিষ্টং মনো যস্য।] ২ সমাহিত চিত্ত।

অন্তর্মল—(পুং) [বৈদ্যক] মলাশয়স্থ মল। ২ কোন এক অগ্নি।

অন্তর্মহানাদ—(পুং) শঙ্খ।

অন্তর্মাতৃকা—(স্ত্রী) [অন্তর্মধ্যগতাঃ ষট্‌চক্রস্থা মাতৃকা অক্ষ

বাদিপঞ্চাশদ্বর্ণাঃ, কর্মধা°।] তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রস্থ অকারাদি পঞ্চাশ বর্ণ।

অন্তর্মাতৃকান্যাস—(পুং) [অন্তঃস্থানাং অকারাদিপঞ্চাশ মাতৃকাবর্ণানাং ন্যাসঃ তত্তদ্বর্ণোচ্চারণপূর্ব্বকং তত্তন্নিবাসস্থানাদুপরি খচি অঙ্গুলিক্ষেপঃ, ৬ তৎ] শরীরমধ্যস্থ মাতৃকাবর্ণের নাম উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়া তাহাদের স্থানের উপর অঙ্গুলি নিক্ষেপ করা। কোন্ স্থলে কোন্ বর্ণের নামোচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহার বিবরণ জ্ঞানার্ণবে এইরূপ লিখিত আছে,—

"কণ্ঠপত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ।
দ্বাদশচ্ছদহৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ ॥
দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ন্যসেদ্দশ।
ষট্‌পদ্মমধ্যে লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ন্যসেচ্চ ষট্ ॥
আধারে চতুরো বর্ণান ন্যসেৎ বাদীন্ চতুর্দ্দলে।
অক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥"

ষোল দলযুক্ত কণ্ঠস্থিত পদ্মে অকারাদি ষোলটী স্বরবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ নাম উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুলিক্ষেপ করিবে। দ্বাদশদল যুক্ত হৃৎপদ্মে ককারাদি দশ বর্ণের নামে ন্যাস করিবে। নাভিস্থিত দশপত্র কমলে ডকারাদি দশ বর্ণের নামে ন্যাস করিবে। লিঙ্গমূলস্থ ষট্‌দল পদ্মে বর্গীয় বকারাদি ছয় বর্ণের নামে বিন্যাস করিবে। মূলাধারস্থিত চতুর্দ্দল পদ্মে অন্তঃস্থ বকারাদি চারিটী বর্ণের নামে ন্যাস করিবে। পরে, ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্মে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণের নামে ন্যাস করিবে।

অন্তর্মুখ—(ত্রি) [অন্তঃ পরমাত্মৈব মুখং প্রবেশোপায়ো যস্য] যে চিত্ত পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া নিবিষ্ট হইয়াছে। (স্ত্রী) [অন্তর্মধ্যস্থলে মুখং সূচীবৎ পনিঃসারকোঽগ্রভাগো যস্য] ২ ব্রণাদি কাটিবার নিমিত্ত সূচের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্র। (পুং স্ত্রী) [অন্তর্দ্দেহমধ্যে মুখং মস্তকং যস্য, বহুব্রী] ৩ কচ্ছপ। (অব্য) [মুখস্য অন্তর্মধ্যে অব্যয়ী] ৪ মুখের মধ্যে।

অন্তর্মুখী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] যোনিরোগবিশেষ।

অতিভোজনের পর স্ত্রী অনুপযুক্তভাবে শয়ন করিয়া মৈথুন করিলে অন্নপীড়া জন্য বায়ু কুপিত হইয়া যোনিমুখকে বক্র করিয়া থাকে এবং যোনির অস্থি ও মাংসে বাতবেদনা উপস্থিত হয়। সেই স্ত্রীর অতিবেদনান্বিত যোনিকে অন্তর্মুখী কহে। (চরক° যোনিব্যাপৎচিকিৎসা° ৩ অ°)

অন্তর্মুদ্র—(ত্রি) অভ্যন্তর মুদ্রাঙ্কিত। ২ যোগবিশেষ।

অন্তর্মৃত—(পুং স্ত্রী) [অন্তর্গর্ভে মৃতঃ, ৭-তৎ] গর্ভের ভিতরে মৃত বালকবালিকা। [গর্ভের ভিতরে সন্তান মরিয়া গেলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার বিবরণ প্রসব শব্দে দ্রষ্টব্য।

অন্তর্য্য (ত্রি) [অন্তর মধ্যে ভবং দিগা° যৎ] মধ্যস্থিত, মধ্যে জাত।

অন্তর্যজন—(ক্লী) [অন্তর্মনসা তন্ত্রোক্ত-কল্পিতোপচারৈর্যজনম্] মনে মনে কল্পিত উপচার দ্বারা দেবতার আরাধনা। [অন্তঃপূজা দ্র°]

অন্তর্যজনাঙ্ক—রামানন্দতীর্থ বিরচিত একখানি অন্তর্যজনবিষয়ক গ্রন্থ।

অন্তর্যাগ—(পুং) [অন্তর্মনসা যাগঃ, ৩-তৎ] মনে মনে কল্পিত উপকরণ দ্বারা পূজাহোমরূপ আরাধনা করা। [অন্তঃপূজা দ্র°]

অন্তর্যাগ২—তন্ত্রগ্রন্থভেদ

অন্তর্যাগরত্ন— প্রেমনিধি-বিরচিত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ।

অন্তর্যাম—(পুং) [অন্তর্যামঃ সংযমো যস্মাৎ, "যামো প্রহরসংযমৌ" (হেম)] গ্রহরূপ যাম নামক যজ্ঞের পাত্রবিশেষ। "অন্তর্যামমনুযন্নয়েত" (ঐতরেয়ব্রা° ২২১) [অন্তর্মধ্যে যামঃ প্রহরঃ, কর্মধা°] ২ মধ্যাহ্ন প্রহর। "দ্বৌ যামপ্রহরৌ সমৌ" (অমর)। (অব্য) [যামস্য প্রহরস্য অন্তর্মধ্যে অব্যয়ী°] ৩ প্রহরের মধ্যে।

অন্তর্যামিন্—(পুং) [অন্তঃ সর্ব্বান্তঃকরণং ব্যাপ্য যাময়তি পরিবেষ্টতে অন্তর্ যম ণিচ্ ণিনি, যম চু° বা ঘটাদি "যমকৃমি পরিবেষণে" (কবিকল্পদ্রুম)। "কৃমি যময়তি যামযতি" (কামধেনু) 'পরিবেষণমিহ পরিবেষ্টনমিতি'। (সি° কৌ) পরমেশ্বর, যিনি সকলের অন্তঃকরণ বেষ্টন করিয়া আছেন। যিনি যাহার নিকটে থাকেন, তিনি তাহার সমস্তই জানেন, অতএব পরমেশ্বর সকলের অন্তঃকরণের ভাববেত্তা। "অন্তর্যামিনং চ ইমং চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি" (শতপথব্রা° ১৪৬৭৩১) ২ বায়ু, অধ্যাত্মবায়ু সকলের দেহের মধ্যে আছে। অথবা, [অন্তর্মনসি যামং জীবহিতকরণরূপং ব্রতমস্যাস্তীতি। অন্তর্যাম-অস্ত্যর্থে ইনি] ৩ যাঁহার হৃদয়ে জীবের হিতকরণরূপ ব্রত আছে, পরমেশ্বর।

অন্তর্যামিব্রাহ্মণ—(ক্লী) [অন্তর্যামিনং পরমেশ্বরস্য জ্ঞাপকং ব্রাহ্মণং মন্ত্রেতরবেদভাগঃ] বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত ঈশ্বরনির্ণায়ক বেদের অংশবিশেষ।

অন্তর্যোগ—(পুং) গভীর বিচার।

অন্তর্লম্ব—(ত্রি) সরলকোণবিশিষ্ট।

অন্তর্লীন—(ত্রি) অন্তর্নিহিত, পরম্পরায় অনন্যস্থ (শক্তি)।

অন্তর্লোম—(ত্রি) [অন্তঃ অন্তর্গতানি আচ্ছাদিতানি লোমানি যস্য, বহুব্রী] যাহার লোম আচ্ছাদিত আছে। ২ যাহার লোম দেখা যায় না।

অন্তর্বংশ—(পুং) অন্তঃপুর।

অন্তর্বংশিক—(পুং) [অন্তর্বংশে অন্তর্বংশানাং রাজ্ঞামন্তঃপুরস্থ-কুলস্ত্রীণাং রক্ষণে নিযুক্তঃ নিযুক্তার্থে ঠক্] রাজার অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীদিগের রক্ষক (পুরুষ)। "অন্তঃপুরেত্বধিকৃতঃ স্যাদন্তর্বংশিকো জনঃ।" (অমর)

অন্তর্বণ—(অব্য) [বনস্য অন্তর্মধ্যে ণত্বং অব্যয়ী] বনের মধ্যে।

অন্তর্বতী—(স্ত্রী) [অন্তরস্যাং শালায়াং বিদ্যতে ইতি] গৃহের মধ্যস্থিতা স্ত্রীলোক।

অন্তর্বত্নী—(স্ত্রী) [অন্তরস্ত্যস্যাং গর্ভঃ, অন্তর্-মতুপ্ মস্য বঃ নুক্ আগমঃ ঙীপ্] গর্ভিণী স্ত্রী। "অন্তর্বত্নীং তস্য পত্নীম্" (রাজতরঙ্গিণী ১.৭০) "অন্তর্বত্নী চ গর্ভিণী।" (অমর)

গর্ভিণী অর্থ না বুঝাইলে 'অন্তর্বতী' এই প্রকার রূপ হইবে। অন্তর্বতী অর্থে গৃহের অভ্যন্তরস্থিতা স্ত্রীলোক বুঝায়। 'অন্তঃস্যাং শালায়াং বিদ্যতে'। ২ পতিবত্নী অর্থাৎ জীবৎপতি। অন্যথা 'পতিমতী' এই প্রকার রূপ হয় 'অন্তর্বৎপতিবতোস্তু মতুব্ বত্বে নিপাতনাৎ। গর্ভিণ্যাং জীবৎপত্যাঞ্চ বা ছন্দসি তু দীর্ঘবিধিঃ', (ত্রি) ৩ মধ্যস্থিত পদার্থবিশিষ্ট।

অন্তর্বাম—(স্ত্রী) [অন্তঃ কণ্ঠমধ্যগতৈব বমিঃ, কর্মধা। অন্তর্-টু বম-উদ্গিরণে ভাবে ইন্] উদ্গার, ঢেকুর। ২ হিক্কা। ৩ অজীর্ণ রোগবিশেষ।

অন্তর্বর্তিন্—(ত্রি) [অন্তর্মধ্যে বর্ত্ততে বৃত-ণিনি] মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থিত।

অন্তর্বসু—(পুং) সোমযাগবিশেষ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৩.২.৮)

অন্তর্বস্ত্র—(ক্লী) নীচে পরিধান যোগ্য বস্ত্র অর্থাৎ বস্ত্রান্তরালে যে বস্ত্র পরিধান করা হয়। ইংরেজীতে ইহাকে Underwear বলে।

অন্তর্বা—(ত্রি) [অন্তঃ সমীপং যাতি অন্তরঙ্গত্বাদ্ গচ্ছতি অন্তর্-বা গতি হিংসনোঃ-বিচ] পুত্র। ২ প্রতিপালিত গোরু প্রভৃতি পশু। ৩ স্নেহ হেতু যাহারা কাছে আসে।

অন্তর্বাণি—(ত্রি) [অন্তর্গতা চিত্তস্থা বিবিধশাস্ত্রাত্মিকা বাণী বাগ্ যস্য, বহুব্রী] বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত। "অন্তর্বাণিস্তু শাস্ত্রবিৎ" (অমর)। ২ পণ্ডিতশিরোমণি। "অন্তর্বাণিশিরোমণিঃ" (মুগ্ধ)

অন্তর্বাবৎ—(ত্রি) [অন্তর্বাঃ পুত্রাদিঃ সোঽস্ত্যস্য অন্তর্বা মতুপ্ মস্য বঃ] পুত্রাদি বিশিষ্ট। "অন্তর্বাবৎ ক্ষয়ং দধে" (ঋক্ ১.৪০.৭)

অন্তর্বাষ্প—(পুং) [অন্তর্গতোঽবহির্ভূতো বাষ্পো নেত্রজলম্, কর্মধা] বাহিরে অপ্রকাশিত নেত্রজল। 'অন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ' (শকু° ৪.৬৭) ২ মধ্যস্থিত নেত্রজলের ভরে বদ্ধ। (ত্রি) [বহুব্রী] ৩ নেত্রজলবিশিষ্ট।

অন্তর্বাসস্—(ক্লী) [অন্তর্বস্ত্র দ্র°]

অন্তর্বিগাহ—(পুং) [অন্তর্মধ্যে বিগাহঃ, ৭-তৎ, অন্তর্ বিগাহ-ভাবে ঘঞ্] মধ্যে প্রবেশ।

অন্তর্বিগাহন—(ক্লী) [অন্তর্মধ্যে বিগাহনম্, ৭-তৎ, অন্তর্ বিগাহ ভাবে-ল্যুট্] মধ্যে প্রবেশ।

অন্তর্বিদ্রধি—(পুং) [বৈদ্যক] জঠরাভ্যন্তরস্থ বিদ্রধিরোগ। বিদ্রধির সাধারণ নাম "ফোড়া"। সরস ফলের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট এবং দাহ, বেদনা ও পরিণামে পাকযুক্ত শোথবিশেষকে বিদ্রধি কহে। এই বিদ্রধি দুই প্রকার—বাহ্যবিদ্রধি ও অন্তর্বিদ্রধি। অন্তর্বিদ্রধি গুহ্যদেশ, বস্তিমুখ, নাভি, কুক্ষি, কুচকিস্থান, পার্শ্ব, প্লীহা, যকৃৎ, হৃদয় ও ক্লোম (পিপাসাস্থান) প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে হয়। গুহ্যনাড়ীতে বিদ্রধি হইলে অধোবায়ুর নিরোধ, বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রের অল্পতা; নাভিতে হইলে হিক্কা; উদরে বেদনার সহিত গুড় গুড় শব্দ; কুক্ষিতে হইতে বায়ুপ্রকোপ; কুচকি স্থানে হইলে কণ্ঠ ও পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা; পার্শ্বদেশে হইলে পার্শ্বসঙ্কোচ, প্লীহায় শ্বাসরোধ এবং হৃদয়ে জন্মিলে বারংবার জলপান করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে।

এই সমস্ত বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত, অন্যান্য প্রকার লক্ষণও উহাতে প্রকাশ পায়। নাভির ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ প্লীহা, যকৃৎ, পার্শ্ব, কুক্ষি, হৃদয় ও ক্লোমস্থানে যে সকল অন্তর্বিদ্রধি জন্মে, উহারা পাকিয়া ফাটিয়া গেলে পূযাদি মুখ দিয়া নিঃসৃত হয়। নাভির নিম্ন ভাগে অর্থাৎ বস্তি, গুহ্য ও কুচকি প্রভৃতি স্থানে জন্মিলে গুহ্যদ্বার দিয়া পূযাদি স্রাব হইয়া থাকে। গুহ্যদ্বার দিয়া স্রাব হইলে জীবনের আশা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা—অপক্ব অন্তর্বিদ্রধিতে শজিনা মূলের ছালের রস ও মধু পান করাইতে হয়। অথবা শ্বেত-পুনর্ণবার মূল বা বরুণের মূলের ক্বাথ পান করিতে দিবে। আকনাদির মূল মধু ও আতপ-চাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলেও অপক্ব অন্তর্বিদ্রধির উপশম হইয়া থাকে।

এই রোগে পথ্যাপথ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পথ্য—দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগ ও মসূরের ডাল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, কাঁচকলা, মোচা, সজিনার ডাঁটা ও মান-কচু প্রভৃতির ঘৃতপক্ব তরকারী। বলাদি ক্ষীণ হইলে ছাগ প্রভৃতি লঘু মাংসের রস আহার করিতে দিবে। গরম জল শীতল করিয়া পান ও মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত সেই জলে স্নান। রাত্রিকালে রুটি ও ঐ সমস্ত তরকারী আহার করিতে দিবে।

নিষিদ্ধ কর্ম—সকল প্রকার শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, পিষ্টক ও সর্ববিধ মিষ্ট দ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্নান, মৈথুন, পথপর্য্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি কার্য্য এই রোগে অনিষ্টকারক। [বিদ্রধি দ্র°]

অন্তর্বিদ্বস্—(ত্রি) আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে (দেবগণের) গমন-মার্গ যিনি অবগত।

"অন্তর্বিদ্বাঁ অধ্বনোদেবযানান্" (ঋক্ ১.৭২.৭)

অন্তর্বিপ্লব—রাজনৈতিক ওলট পালট বা রাষ্ট্রবিপ্লব। যদি কোন কারণে রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা শিল্প সম্বন্ধে আমূল কিংবা আংশিক পরিবর্ত্তন দ্রুতভাবে সম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে পরিবর্ত্তনকে অন্তর্বিপ্লব বলা হয়।

কার্লমার্কস্ অন্তর্বিপ্লব এবং জাগতিক বিপ্লব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মনোভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি অন্তর্বিপ্লবকে 'জাগতিক উন্নতির সহায়ক' বলিয়া মনে করেন।

সমগ্র মনুষ্য-সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে যে সকল উপায়-দ্বারা তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, তাহাই তাহাদের সামাজিক জীবনের সমগ্র অনুষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করে। যে সকল জাতির যাযাবরবৃত্তি, তাহারা পশুচারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের বাসস্থানের কোন স্থিরতাই থাকে না। আবার যখন মানুষ কৃষকশ্রেণীর দ্বারা ভূমি হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে শেখে, তখন তাহাদের সামাজিক সংস্থাগুলি জীবনধারণের এই নূতন প্রণালীকে সাহায্য করিবার জন্য আপনা হইতেই গড়িয়া ওঠে। যখন মানুষ হাত দিয়া জিনিষ তৈয়ারি করে, তখন তাহাদের মধ্যে দাস প্রথার প্রচলন দেখা যায়। যখন কল আবিষ্কৃত হয়, তখন স্বাধীন মজুর না হইলে চলে না। সে সময়ে দাসপ্রথা স্বতঃই লুপ্ত হয়। এইরূপে দেখা যায় যে বৃহৎ সামাজিক পরিবর্ত্তনগুলি মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। যদি দ্রব্য উৎপন্ন করিবার পদ্ধতিতে অতিশয় দ্রুত কোন পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে সমাজ এমন একটী অবস্থার উদ্ভব করিয়া লইতেছে যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানুষের ধ্যানধারণার দ্রুত-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে শিল্প-বিপ্লবের দ্বারা যখন ইংলণ্ডে এইরূপ একটী পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে, তখন দেখা যায় যে, বিলাতের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন অতি সহজে দ্রুততর সম্পন্ন হইয়াছিল। যখন কতকগুলি পরিবার কিংবা কতকগুলি লোকের সমষ্টি জমি আপনাদিগের কবায়ত্ত করিতে চেষ্টা করে, তখন জমিতে তাহাদের দখলিস্বত্ব আপনা হইতে জন্মে। এই স্বত্বকে বহুর বিরুদ্ধে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা দেশের শাসন-যন্ত্রকে অধিকার করে, কিন্তু যখন কৃষিই দেশের প্রধানতম শিল্প, তখন উৎপীড়িতের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয় তাহা মাঝে মাঝে বিদ্রোহের আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু অন্তর্বিপ্লব হেতু যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার প্রচেষ্টা তৎক্ষণাৎ আসিয়া পড়ে। তখন এক যুগের জীবিকা উপার্জ্জনের প্রধান উপায়কে একশ্রেণী হস্তগত করিয়া পরবর্ত্তিযুগের জীবিকা-উপার্জ্জনের অন্তবিধ উপায়কে আপনাদের হস্তগত করিয়া লয় এবং তাহার উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। ফরাসী দেশে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যে অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত হয়, তাহা সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করিলে এই তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে, যখন ফরাসীদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ প্রসার হইয়াছিল, তখন পর্য্যন্তও দেশের শাসনভার ভূম্যধিকারিদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। এইরূপ অবস্থায় রুসদেশেও ১৯১৭ খৃ অব্দে অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক ফরাসী বিপ্লবের সময়কার ফরাসী কৃষকদিগের সহিত ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকদিগের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ফরাসীকৃষকের অবস্থার তুলনায় অন্যান্য দেশের কৃষকের অবস্থা আরও খারাপ এবং অসহ্য ছিল, কিন্তু ফরাসীদেশে অন্তর্বিপ্লবের কারণ ইহা নহে যে কৃষকশ্রেণীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। ইহার একমাত্র বৈজ্ঞানিক কারণ এই যে, ফরাসীদেশে বহুদিন হইতে ব্যবসা বাণিজ্যজীবী একটী সম্প্রদায় ছিল। দেশের শাসন কার্য্যে তাহাদিগের কোন হাত ছিল না। ভূম্যধিকারিদিগের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ফরাসীদেশের শাসনযন্ত্র নিয়োজিত হইত।

এই অন্তর্বিপ্লবের নির্দ্দেশ অতিশয় সুদূরগামী ও গবেষণার বিষয়। এইরূপে বিপ্লবের দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের সময় মানুষের মনোভাবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শেরও সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে, কারণ যে সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা মানুষের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, সে পরিবর্ত্তনকে কখনও বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন বলা যায় না। একথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎপীড়ন যতই অসহ্য হউক না কেন, তাহা যদি সেই যুগের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে পীড়িতের উত্থান কখনই বিপ্লব-পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। কৃষকশ্রেণী মধ্যযুগে তাহাদের শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু মধ্যযুগে ইউরোপে যে পদ্ধতিতে জীবিকা-উপার্জ্জনের প্রধান উপাদান ভূমি হইতে আহৃত হইত, তাহা তৎকালে সার্ব্বজনীন পদ্ধতি ছিল, সেইজন্য উৎপীড়িত কৃষকসম্প্রদায় যতবার তাহাদের শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, ততবারই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা এবং দাবী শাসকসম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ম্মমভাবে পদদলিত হইয়াছে। সেই যুগের পটপরিবর্ত্তনের পর দেখা গেল, অপর শ্রেণীর হাতে জীবিকাউপার্জ্জনের প্রধান উপায়গুলি হস্তান্তরিত হইয়াছে।

তখন সেই শ্রেণীকে দমন করা শাসকসম্প্রদায়ের সামর্থ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছিল।

অন্তর্বিপ্লবের যথার্থ সংজ্ঞা কি—সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ নাই। কিন্তু বিপ্লব ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ বা জল্পনা চলিয়াছে। বিপ্লব-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-ভাবে আলোচনার প্রবর্তক বিখ্যাত জর্মন্-মনীষী কার্ল মার্কস্। তিনি এবং তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী এঙ্গেলের রচিত Communist Manifesto গ্রন্থে ঐতিহাসিক প্রগতির মূলসূত্র অনুশীলন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বস্তু উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন সংঘটিত হইলেই বৈপ্লবিক যুগের আরম্ভ হয় এবং পুরাতন শৃঙ্খলগুলিকে দূরে ফেলিয়া বর্তমান অর্থ-নৈতিক মুক্তির উপায়গুলি হস্তগত করা উৎপীড়িতের কর্তব্য। বিখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী কাউটস্কি বলেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লব তখনই সামাজিক বিপ্লবের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে, যখন এই বিপ্লব উৎপীড়িত শ্রেণীর প্রচেষ্টার দ্বারা সাধিত হয়। শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ প্রায়ই দেখা যায় তাহাকে কখনই বিপ্লব বলা যাইতে পারে না। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধ কখনই বিপ্লব নহে। রাজনৈতিক-বিপ্লব তখনই সামাজিক-বিপ্লবে পরিণত হয়, যখন একটী উৎপীড়িত অর্থনৈতিক-শ্রেণী জোর করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করে। কাউটস্কি উৎপীড়িত শ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতার অধিকারকে অন্তর্বিপ্লবের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করেন।

এচ্. এম. হাইণ্ডম্যানের মতের সহিত কার্লমার্কসের 'The Evolution of Revolution' মতের কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তিনি বলেন যে, ভীষণ দারিদ্র্য, নিদারুণ অন্যায়, অবিচার এবং চরম পাশবিকতা বৈপ্লবিক আন্দোলনের কারণ নহে। এই সকল কারণ ঘটিলে উৎপীড়িত জনসঙ্ঘ উৎপীড়কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে বটে, কিন্তু এই বিদ্রোহ দমন করিতে এবং বিদ্রোহিগণ আপনাদিগকে বাঁচাইবার জন্য উভয় পক্ষের অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচার এবং অনাচার সৃষ্টি করে মাত্র। তবে যে পর্য্যন্ত না অর্থ কিংবা জীবিকা উপার্জ্জনের পদ্ধতিগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়, সে পর্য্যন্ত সমাজে কোনরূপ বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে না। সামাজিক-বিপ্লব একটী শ্রেণীর মনোভাব এবং জীবন-প্রণালী পরিবর্ত্তনের প্রকৃষ্ট উপায়।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব কি? তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কিন্তু অনেক সময়ে রাষ্ট্রের প্রত্যেক উপদ্রবকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়। যদি কোন একটী লোক অথবা কোন এক শ্রেণীর লোক ছলের দ্বারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়; কিন্তু অন্তর্বিপ্লব তাহা হইতে স্বতন্ত্র। কোন দেশে যদি শ্রেণী-বিরোধ এবং শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মবিরোধজনিত অন্তর্যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে তাহাকেও বিপ্লব বলা যায় না। উৎপীড়িত শ্রেণীর দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে করায়ত্ত করাই অন্তর্বিপ্লবের মূল-কারণ।

অন্তর্বিপ্লবের আসল প্রকৃতি কি? তাহা লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান কালে যে শ্রেণী বর্তমান সামাজিক সংগঠনের ফলে সর্ব্বপ্রকারে শোষিত এবং নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের মুক্তি যে ঐতিহাসিক ধারায় অবশ্যম্ভাবী তাহা সাম্যতন্ত্রবাদের প্রবর্তক কার্লমার্কস্ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার এবং তদীয় বন্ধু এঙ্গেলের মৃত্যুর পর, কি করিয়া এই মুক্তি আনয়ন করিতে হইবে তাহা লইয়া তাঁহার মতানুসারী দিগের মধ্যে ঘোরতর বাদ প্রতিবাদ চলিতে থাকে। একদল লোক বলেন যে কার্ল মার্কস্ বিপ্লবপন্থী ছিলেন। তিনি বলের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অপর দল বলেন যে, কার্লমার্কস অত্যাচারিতদিগের পূর্ণাধিকারকে ক্রমঃবিবর্তনের দ্বারা আনয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সাম্যবাদে বিশ্বাসপরায়ণ শ্রমিক-নেতাদিগের দ্বারা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সং-অধিকার করাইয়া তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের ধনোৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সাম্যমতের প্রবর্তন করিলে বলের প্রয়োগ এবং অন্যান্য সামাজিক বিক্ষোভকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে ইহাই তাঁহাদিগের মত। যখন ইংলণ্ডে কলকারখানায় শ্রমজীবীদের জন্য দশ ঘণ্টা কাজ করিবার আইন প্রণীত হয়, তখন কার্ল মার্কস অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহারা মনে করেন যে, উক্ত জর্মন্-মনীষীর মতে রাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা সংস্কার প্রবর্তন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

যাঁহারা বিপ্লববাদ সম্বন্ধে অনুশীলনরত, তাঁহারা অন্তর্বিপ্লবকে সংস্কার (reform) হইতে পৃথক্ করিয়া দেখেন। যখন সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তখন শাসক সম্প্রদায় উৎপীড়িত শ্রেণীর মঙ্গলার্থে কিংবা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ঘটনাবিশেষে যেরূপ পরিবর্তন করিলে জনমত তাহাদিগের অনুকূল হইবে সেইরূপ পরিবর্ত্তনের প্রবর্তনা করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, ফরাসীদেশের রাজা ১৬শ লুই যদি তাঁহার মন্ত্রী ত্যুর্গোর উপদেশানুযায়ী সমস্ত সংস্কারগুলি প্রবর্তন করিতেন, তাহা হইলে ফরাসী-বিপ্লবের মতন এত বড় নিদারুণ অন্তর্বিক্ষোভ ফরাসীদেশে সংঘটিত হইত না। অপর পক্ষে দেখা যায়, রুসদেশের জার ২য় আলেকজাণ্ডার কৃষিকর্মনিযুক্ত দাসদিগকে মুক্তিদান করিয়াও রুসদেশের বিপ্লব-শক্তিকে ধ্বংস করিতে পারেন নাই। সাম্যতন্ত্রবাদিগণ সেইজন্য সংস্কারে বিশ্বাস-পরায়ণ নহেন; কারণ, তাঁহারা মনে করেন যে, উৎপীড়ক সম্প্রদায় যে সংস্কার প্রবর্তন করেন তদ্দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদেরই

ক্ষমতাকে বাড়াইয়া লইয়া থাকেন। দানের দ্বারা দাতাই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ভিক্ষুক নহে;

অন্তর্বিপ্লব সম্বন্ধে যে জটিল তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় এখনও হয় নাই। এই দ্বন্দ্বের পশ্চাতে শ্রেণীগত স্বার্থও নিহিত আছে। যাহারা শ্রমিকদলের নেতা তাহারা যে সকলেই শ্রমিক শ্রেণীর লোক তাহা নহে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় (Petit bourgeoisie class) হইতে আগত নেতারা শ্রেণীর মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারেন না। কমিউনিস্টদিগের মতে বিচ্যুতি ক বিপ্লবের বিনাশক ও কমিউনিস্ট দলের অতিশয় প্রভাব সহিত দেখা। লেনিন (ইংলণ্ড) ও সম্পাদক অন্তর্ভূক্ত বাম ও যারা অন্তর্বিপ্লবের ক্রমবিকাশ মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে সকল আন্দোলন অন্তর্বাধা, তাহা বাধা প্রাপ্ত হইলে বিপ্লব পরিণত ও বৈপ্লবিক উলট পালট কখনই কেহ ... করিতে ... না। বিপ্লব নাতাদের উদ্দীপনার সংঘটিত হয় এবং ... অঙ্কুরিত ও বর্ধিত না হইলে পর্যন্ত বৈপ্লবিক ... । ... প্রারম্ভিক ... কোন শ্রেণীর লোক ... আয়ত্ত করে তাহার কথা তিনি বলেন না। তিনি ঐ সকল বিপ্লবের কথাই বলেন, ... বিপ্লবাত্মক। ... । ... আন্দোলন ... ।

... আন্দোলন ... করিতেছিল। ... অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রতিক্রিয়ামূলক। ... প্রতিক্রিয়ামূলক সামাজিক ... সম্ভবপর হইয়াছে। জার্মানীতে হিটলারের শাসন প্রবর্তিত ... (মজুর) উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইয়াছে এবং ইটালীতে ... কর্তৃত্ব ... শ্রেণীবিরোধ ... করিয়াছে। যখন জার্মানীতে ... প্রথম মহাযুদ্ধের পর কম্যুনিষ্ট দলের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছিল, তখন হিটলার ধনী সম্প্রদায় এবং বেকার মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অধিকার করেন। এইজন্য ... প্রতিক্রিয়ামূলক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মুসোলিনী ... সাম্রাজ্য ... নানা প্রকার প্রয়াস দ্বারা ইটালীর বহুদিনের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। ... কর্তৃত্বের পশ্চাতে শ্রেণীবিশেষের সমর্থন ... বলিয়াই এস্থলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ... হইয়াছে, নতুবা ঐরূপ ঘটা সম্ভবপর হইত না।

মিশেল রালেয়া (Michel Kalea) নামক ফরাসী লেখক 'L' Idei de Revo'ution sans les Doctrines Socialitas" নামক প্রবন্ধে অন্তর্বিপ্লব সংজ্ঞার এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

১। অন্তর্বিপ্লব বলিলেই আগে হইতে একটী সামাজিক গোষ্ঠী কিংবা অনুষ্ঠানকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু এই গোষ্ঠী সমাজের একটী ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর কিছুই নহে। বিপ্লব কখনও সমগ্র সমাজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

২। সামাজিক গোষ্ঠী হইলেই বিপ্লব হয় না। ইহা বিপ্লবের একটী উপাদান মাত্র। উহা বিপ্লবের একটী আদর্শ। যে সমাজের ... আবদ্ধ করিয়াছে তাহাকে দিবার উপযোগী একটী ... তালিকা চাই। কারণ তাহারা চারিদিকের সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে।

৩। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর—বিপ্লবের তৃতীয় উপাদান—একটী সামাজিক গোষ্ঠী ও ... আদর্শ। কেবল ... আদর্শ হইলেই বৈপ্লবিক অবস্থার আবির্ভাব হয় না। বিপ্লবের পক্ষে ক্ষমতার হস্তান্তর হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অন্তর্বিপ্লবের নিয়ম।—"নিয়ম" শব্দটি বৈজ্ঞানিক অর্থে ... হইয়াছে। বিপ্লবের পর বিপ্লব ... বার বার সংঘটিত হইয়াছে। সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে কেবলমাত্র বিপ্লবের ... সম্বন্ধে ... জ্ঞান হয়, তাহা ... । বিপ্লবের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়মও আমাদের নিকটে ... প্রতিভাত হইতেছে। ... বিপ্লবই কেবলমাত্র কারণ হইতে উদ্ভূত এবং তাহারা ... একরকম ঘটনা ... সময় ... হইয়াছে, সেইজন্য উহা হইতে বিপ্লবের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা সহজ।

অন্তর্বিপ্লব শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই ঘটিয়া থাকে। কয়েক হাজার বৎসর হইতে মনুষ্য সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ক্রমশঃ এবং প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিয়াছে। সময় যতই অগ্রসর হইতেছে, সমাজের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই ... শ্রেণীবোধ (Class consciousness) বিভিন্ন স্তরের লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আপনাদের মধ্যে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে এবং তখন হইতেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। শ্রেণীবোধ যতই সুস্পষ্ট হয় ও তাহাদিগের দাবী ... ততই পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। বিপ্লবের নেতৃত্ব কেবলমাত্র ব্যক্তিগত গুণজ্ঞাপক হয় না—নেতৃত্ব শ্রেণী স্বার্থের সর্ব্ববিধ আনুকূল্যের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়। যাহারা ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করেন, তাঁহারা এই কথা ... করিয়াই জানেন এবং সর্ব্বসাধারণকে এই কথা বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন, যে যেখানে ...

রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার নেতৃত্বকে বিশ্লেষণ করিলেই, কোন শ্রেণীর আত্মবোধ এই আন্দোলনের দ্বারা প্রকটিত হইতেছে তখন তাহার যথার্থস্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে।

যে সকল বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রাচীন যুগে দাসপ্রথার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহার সকলগুলিই প্রায় স্থানীয় আন্দোলন। এই বিপ্লবগুলি কোনরূপ কার্য্যধারা পূর্ব্ব হইতে ঠিক না করিয়াই সংঘটিত হয়। ইহা অত্যাচারীদিগের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ক্রীত দাসদিগের অভ্যুত্থান। তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত এবং ক্ষুদ্র সমষ্টিগত মুক্তি। এই সকল আন্দোলনের দ্বারা উৎপীড়িত শ্রেণী জগৎ হইতে দাস প্রথা উঠাইয়া দিবার কল্পনা করিত না।

যখন সামন্তপ্রথা (feudalism) ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন যাহারা ভূমি চাষ করিত তাহারা দাসযুগের মত নিঃস্ব ক্রীতদাস ছিল না। সেই জন্য প্রাচীন যুগের অবসানের পর ও মধ্য যুগের আবির্ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের কৃষকদিগের অধিকারের সামান্য বিস্তৃতি ঘটে। ইহাদিগের মধ্যে যখন জাগরণ হইল, তখন তাহাদের দাবী কিয়ৎ পরিমাণে সুনির্দ্দিষ্ট এবং ব্যাপক ভাবে দেখা দিল। তাহারা ভাগ-বাটোয়ারায় বেশী পরিমাণে জমি এবং অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য যে সকল খাজনার পীড়নে তাহারা পূর্ব্ব হইতে ক্লিষ্ট হইতেছিল, সেই সমস্ত খাজনার রেহাই দাবী করিল। ইহার পরে, ১৬৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে বণিক সম্প্রদায় তাঁহাদের নূতন আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট ছিল এবং তাঁহারা প্রচলিত শাসনপদ্ধতি উচ্ছেদ করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। ভূম্যধিকারীদিগের স্বার্থানুকূলে যে শাসন পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজে এবং রাষ্ট্রে ক্ষমতা-বিস্তার করাই তাঁহাদিগের একমাত্র কাম্য হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা যে আন্দোলনের অবতারণা করিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি পূর্ব্ব হইতে সংকল্পিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বও তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রচার বিভাগও স্থাপিত হইয়াছিল। ফ্রান্সে নব চিন্তাধারার প্রচার ফরাসী মহাকোষকারদিগের (French Encyclopædist) দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল।

বাণিজ্যে ও শিল্পে লিপ্ত মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় (bourgeoisie) শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রাধিকার লাভ করিলেন। ইহার ফলে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত দিনমজুরদিগের সহিত ধনী-সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংঘাতের ফলে অন্তর্বিপ্লব বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হইতে লাগিল। কার্লমার্কস্ এবং এঙ্গেলের রচিত Communist Manifestoতে সর্ব্বহারা-বিপ্লবের সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর প্রথম সূচনা দেখা গেল। ধনতন্ত্রসমর্থনকারী রাজনীতিজ্ঞ লেখকগণ অন্তর্বিপ্লব সম্বন্ধে কোনও কথা লেখাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। বিপ্লবপন্থীগণ এই সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদিগের গবেষণার ফলে সামাজিক এবং রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় অনেক অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। রুসদেশে "তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক" জাগতিক বিপ্লবের কার্য্যানুশীলনে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের সামাজিক সংস্থায় যে শ্রেণীবিরোধ আত্মপ্রকাশ করিতেছে তৎসম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া লেনিন প্রতিষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটী প্রত্যেক দেশে অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ইহার ফলে, প্রত্যেক দেশেই শ্রেণীসংঘাতের ভীষণ মূর্ত্তি ক্রমশঃ অতি নিদারুণ ভাবে প্রকটিত হইতেছে। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের উদ্দেশ্য জগতে সর্ব্বহারার এককর্তৃত্ব স্থাপন। ধনতন্ত্রবাদিগণও এখন সেই জন্য চুপ করিয়া নাই। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে দিনমজুরদিগের অবস্থা প্রতিদিন যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে তাহারই প্রতিকারের জন্য নানা চেষ্টা চলিতেছে এবং যাহাতে সর্ব্বহারা মজুর সম্প্রদায় রাষ্ট্র অধিকার করিতে না পারে, তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষের একনেতৃত্বে ধনিসম্প্রদায় স্ব স্ব আত্মরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই অবস্থায় আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের বিভীষিকা এখন ধনি-সম্প্রদায়ের অতিশয় সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বর্ণাশ্রমী হিন্দুর সহিত সাম্যবাদী বৌদ্ধের সংঘাতের কথা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রেই লিপিবদ্ধ আছে। যে হিন্দু-সমাজ একদিন যাবতীয় বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে আশ্রয় দিয়াছিল এবং তাহারা যে বৌদ্ধদিগের উপর নানাপ্রকার অমানুষিক অত্যাচার করিয়া ভারত হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়াছিল, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তাহার মধ্যে যে আর কোনও অর্থনৈতিক কারণ ছিল না, একথা বিশ্বাস করা যায় না। ইউরোপেও একই যুগে অর্থনৈতিক সংঘাত কিংবা শ্রেণীর অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ধর্ম্মের আবরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভারতবর্ষেও যে তাহার অন্যথা হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

এই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ত্তমানকালে কাশীপ্রসাদ জয়সুবাল ভারতেতিহাসের শ্রেণী-সংঘাত সম্বন্ধে অজ্ঞাতসারে যে কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি দেখাইয়াছেন, মৌর্য্যসাম্রাজ্য ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্রের দ্বারা উৎসাদিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মৌর্য্যগণ যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্রাহ্মণদিগের আর্থিক সচ্ছলতা যে যাগযজ্ঞের উপরে নির্ভর করিত, তাহার বহুপ্রমাণ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার

অনুকূল ছিল না। সেই কারণ পুষ্যমিত্রের ব্রাহ্মণ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিক্রিয়ামূলক শ্রেণী স্বার্থ বিদ্যমান দেখা যায়। ইঁহার সময়ে কিংবা শুঙ্গ যুগে মনু-স্মৃতির রচয়িতা ভার্গব সুমতির আবির্ভাব হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণদিগের এই নব বিধানের দ্বারা সমাজ এবং শাসন-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। (**Jayaswal's Tagore Law Lectures, Manu and Yajnavalkya**) এই শাসনের ফলে শোষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তাহারই ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কুষানবংশের আবির্ভাব। ইঁহাদের সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই, উৎপীড়িত জনসংঘ ব্রাহ্মণদিগকে সম-ব্যবহারের দ্বারা অপমাণিত করে। তাহার প্রমাণ—গার্গ্যসংহিতা ও মহাভারতে পাওয়া যায়। ইঁহারা ব্রাহ্মণদিগের যাবতীয় মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই অন্তর্বিপ্লবের ফলে পুনরায় নাগ ও বাকাটকগণ এবং তৎপরে গুপ্তগণ শকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। পুনরায় যাগ-যজ্ঞের ধূমে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যের গগন আচ্ছাদিত হয়। কাশীতে প্রবরসেন দশাশ্বমেধ সম্পন্ন করেন এবং সর্ব্বত্র বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ-প্রতিপত্তি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহার পরও উৎপীড়িত শ্রেণীর জাগরণ মাঝে মাঝে দেখা দেয়। উত্তর ভারতে হর্ষবর্দ্ধন, এবং বঙ্গদেশে দীর্ঘকালব্যাপী যে পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার পশ্চাতে যে কৃষকশ্রেণীর সমর্থন ছিল না, তাহা কে বলিতে পারে? পালগণ বহুস্থানে দীর্ঘিকা খনন করান, তাহা হইতে ইহাই সুপ্রমাণিত হয়, যে তাঁহাদের সময়ে জন হিতকর নানারূপ অনুষ্ঠান দেশে প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের সময়ে কৈবর্ত্তবিদ্রোহও এই শ্রেণীসংঘাতের সাক্ষ্য দেয়, কারণ সমাজে যদি তাহাদের শক্তি প্রবল না হইত, তাহাদের অবস্থা যদি অতিশয় হেয় থাকিত, তাহা হইলে কখনও তাঁহারা পাল-রাজাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দুই পুরুষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত রাখিতে পারিতেন না। কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহই পালরাজাদিগের অপেক্ষাকৃত সাম্যমূলক রাষ্ট্রশাসনের পরিচায়ক।

দক্ষিণবঙ্গে যখন সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন লুপ্ত ব্রাহ্মণ্যাধিকার বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে অত্যাচার-মূলক প্রয়াস হয় তাহাতে তথাকথিত নিম্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তাহারই ফলে বঙ্গদেশে মুসলমান আক্রমণ সফল হইয়াছিল। শূন্যপুরাণে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" শীর্ষক গাথায় তাহার যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা সেন রাজাদিগের নিযুক্ত ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারীদিগের প্রবল অত্যাচারের কথা জানিতে পারি এবং ইহা হইতে বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করি, তাহা যে কেবলমাত্র অতীত সমস্যার কারণ সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে, তাহাই নহে। ইহা হইতে বর্ত্তমান যুগের হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের প্রকৃতরূপ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। কারণ বর্ত্তমান-যুগের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা পুরাতন কালের বর্ণাশ্রমী হিন্দু-বৌদ্ধ-সমস্যারই ছায়া মাত্র।

অন্তর্বিপ্লব সম্বন্ধে সর্ব্বহারা মজুরশ্রেণীর এককর্ত্তৃত্বের সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, অন্তর্বিপ্লব তখনই সংঘটিত হইতে পারে, যখন শাসকশ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া হইয়া পড়ে।

রুশদেশে প্রতিষ্ঠিত 'তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক' জগতের সর্ব্বত্রই অন্তর্বিপ্লব সংঘটন লক্ষ্য করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত। প্রত্যেক দেশই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিবার জন্য দল সংগঠন করিয়াছে। ধনী-সম্প্রদায় এবং তাহাদের ইঙ্গিতে চালিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও স্ব স্ব শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণে অতিশয় চেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন জগতের সর্ব্বত্রই শ্রেণী-সংঘাতের ভীষণ রূপ দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত।

অন্তর্বৃদ্ধি—(পুং) [বৈদ্যক] অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ [অন্ত্রবৃদ্ধি দ্র°]

অন্তর্বেগ—(পুং) অভ্যন্তরের ব্যাকুলতা বা চিন্তা। ২ অন্তরস্থ জ্বর।

অন্তর্বেদ—গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশভাগ। [দোয়াব দ্র°]

অন্তর্বেদি—(স্ত্রী) [অন্তর্মধ্যস্থা বেদিঃ পরিষ্কৃতা ভূমিঃ, কর্ম্মধা°] মধ্যস্থিত পরিষ্কৃতভূমি। (পুং) [অন্তর্গতা বেদির্যজ্ঞভূমির্যস্মিন্ দেশে] ২ যে দেশের মধ্যে পরিষ্কৃত বহু যজ্ঞভূমি আছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত, গঙ্গা এবং যমুনা এই উভয় নদীর মধ্যপ্রদেশ। [অন্তর্বেদী দ্র°] (অব্য) [বেদ্যা অন্তর্মধ্যে অব্যয়ী] ৩ বেদের মধ্যে। "অন্তর্বেদীংশ্চ-বিমলান্ (রামা° ৪.৪১ ১৪)

অন্তর্বেদী—(স্ত্রী) [অন্তর্গতা বেদির্যত্র, অন্তর্ বেদি-ঙীপ্] ব্রহ্মাবর্ত্ত। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান, দোয়াব। সাহারণপুর, মুজঃফরনগর, মীরাট, আলিগড়, আগ্রা, ইটা, এটাবা ফরুখাবাদ, কাণপুর, ফতেপুর ও আলাহাবাদ এই জেলা গুলি অন্তর্বেদীর মধ্যে আছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তাহাকে অন্তর্বেদ কহে।

অন্তর্বেধ—(পুং) [বৈদ্যক] মর্ম্মবেধ। ২ মর্ম্মপীড়া।

অন্তর্বেশিক—(ত্রি) [অন্তর্বেশে রাজান্তঃপুরে নিযুক্ত ঠক্ অনিত্যত্বাৎ বৃদ্ধিঃ] অন্তঃপুর রক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত কঞ্চুকী প্রভৃতি।

অন্তর্বেশ্মন্—(ক্লী) ভিতরের স্থান, অভ্যন্তরগৃহ।

অন্তর্বেশ্মিক—(ত্রি) [বেশ্মনো গৃহস্য অন্তর্মধ্যে নিযুক্ত ঠন্, ন বৃদ্ধিঃ] অন্তঃপুর রক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত কঞ্চুকী প্রভৃতি।

অন্তর্হনন—(ক্লী) মধ্যে আঘাত।

অন্তর্হত্য—(অব্য°) [অন্তর্-হন-ল্যপ্] মধ্যে হনন করিয়া।

অন্তর্হস্ত—(অব্য°) হস্ত মধ্যে। "সমৈতু বিশ্বতো ভগো অন্তর্হস্তং কৃতং মম" (অথর্ব্ব ৭.৫২.২)

অন্তর্হস্তীন্—(ত্রি) যাহার হস্ত বাহিরে বহির্গত নহে।

অন্তর্হাস—(পুং) [অন্তর্গতো হাসঃ, কর্ম্মধা°, অন্তর্-হস্ ভাবে ঘঞ্] গূঢ়হাস্য। ২ অপ্রকাশিত হাস্য। (ত্রি) [অন্তর্হাসো যস্য, বহুব্রী] ৩ গূঢ় হাস্যবিশিষ্ট।

অন্তর্হিত—(ত্রি) [অন্তর্-ধা-ক্ত]। গুপ্ত, তিরোহিত। "অন্তর্হিতে শশিনি" (শকু° ৪.৪১।) 'অন্তর্হিতোত্থিতাং' (মুগ্ধ)। বিভীষণ দুষ্ট রাবণ হইতে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন।

অন্তর্হৃদয়—(ক্লী) হৃদয়ের অভ্যন্তর ভাগ।

অন্তল—শ্রীবর্দ্ধনের এক রাজা।

অন্তলকিদাস্—স্পার্টাবাসী নাগরিক ও কূটনীতিবিশারদ একজন সেনাপতি। ইনি পারস্যসম্রাটের সহিত স্পার্টারাজ্যের সন্ধি স্থাপনোদ্দেশে ৩৯৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারস্যে আগমন করেন। জেনোফনের অধীন দশসহস্র গ্রীক-সৈন্যের রোমাঞ্চকর প্রত্যাবর্ত্তন গ্রীসের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা। এই ইতিহাস-বিশ্রুত ঘটনা গ্রীকদিগের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আনয়ন করে। ইহার অল্পকাল পরেই স্পার্টার সহিত পারস্য-রাজের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধের ক্ষেত্র এসিয়া-মাইনর। যদিও স্থলযুদ্ধে স্পার্টার সৈন্যবাহিনী উপর্য্যুপরি পারস্য-সৈন্যদিগকে পরাজিত করে, তথাপি নৌযুদ্ধে পারস্য-নৌবাহিনী আথেন্স হইতে পলায়িত নৌসেনাপতি কোনোনের নেতৃত্বে স্পার্টার নৌবাহিনীকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার স্বরূপ কোনোন আথেন্সের প্রাচীর এবং দুর্গাদি পুনর্নির্ম্মাণের জন্য পারস্য সম্রাটের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ-সাহায্য লাভ করেন।

এদিকে স্থলযুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারস্যরাজ গ্রীসদেশে একটী দূত প্রেরণ করেন। বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত গ্রীসে স্পার্টার মিত্রশক্তিগণ পারস্য-সম্রাটের অর্থ-সাহায্য লাভ করিয়া স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ ঘোষণার কারণ স্পার্টার ঔদ্ধত্য এবং স্বার্থপরতা। এই যুদ্ধের ফলে স্পার্টার ক্ষমতার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল এবং উত্তরোত্তর আথেন্সের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল। অগত্যা স্পার্টার একোরগণ (Ephors) অন্তলকিদাস্কে লিডিয়ার পারসিক শাসনকর্ত্তা তিরিবেজাসের নিকটে প্রেরণ করেন। প্রথমতঃ তিরিবেজাস স্পার্টার রাজদূতের কথায় কর্ণপাত করেন নাই ইহাতে হতাশ হইয়া স্পার্টানগণ পুনরায় পারসিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। এই সময়ে সাইপ্রাস্ দ্বীপের রাজা এভাগোরাসের সাহায্যে পারসিকদিগের বিরুদ্ধে আথেন্সবাসী একটী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া রাজনৈতিক বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিল। ইহাতে পারস্য-সম্রাট্ আথেন্সের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া স্পার্টার সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন। ৩৮৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে স্পার্টার একোরগণ পুনরায় অন্তলকিদাস্কে সুসায় প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ দরবারে যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইল, তাহাতে এসিয়া-মাইনরস্থ গ্রীক্-রাজ্যগুলিকে পারস্য-রাজ্যের অধীন বলিয়া স্বীকার করা হইল এবং পারস্যরাজ ঘোষণা করিলেন যে গ্রীসের বিবদমান রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে ; তাহা না হইলে পারস্য-সম্রাট্ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। ইজিয়ান সাগর-মধ্যস্থিত তিনটিমাত্র দ্বীপকে আথেন্সের অধীন করা হইল। গ্রীসদেশের বহু স্থানে এই সন্ধিটি প্রস্তরে খোদিত হয় এবং প্রকাশ্যভাবে পারস্য সম্রাট্কেই গ্রীসের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বিঘোষিত করা হইয়াছিল। এই সন্ধিকে "রাজার শান্তি" কিংবা "অন্তলকিদাসের সন্ধি" বলা হয়। গ্রীক ইতিহাসে গ্রীকদিগের পক্ষে এই সন্ধি অতিশয় অপমানজনক ব্যাপার বলিয়া গণ্য। বিনাযুদ্ধে কূটনীতির ফলে পারস্যসম্রাট্ গ্রীকদিগের অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

অন্তবৎ—(ত্রি) [অন্তো নাশঃ পরিচ্ছেদো বা অস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ] বিনাশী, নাশবিশিষ্ট। "অন্তবত্ত্ব ফলন্তেষাং" (গীতা ৭.২৩)। ২ পরিচ্ছেদযুক্ত। ৩ সীমাবিশিষ্ট। 'অন্তবৎ নাশবৎ'। (স্মার্ত্ত)। 'অন্তবদ্বিনাশি' (শাঙ্করভাষ্য)। (স্ত্রী) [ঙীপ্] অন্তবতী।

অন্তবাসিন্—(পুং) [অন্তে সমীপে বসতি অন্ত-বস-ণিনি] শিষ্য।

অন্তবেলা—(স্ত্রী) [অন্তস্য নাশস্য বেলা সীমা সময়ো বা। ৬-তৎ] শেষ সীমা। (ছান্দোগ্য উপ° ৩.১৭.৬) ২ নাশের সময়। ৩ মরণ কাল। [অন্তা চাসৌ বেলা চেতি, কর্ম্মধা°] ৪ অপরাহ্ণ, শেষ বেলা। ৫ সমুদ্রের তট।

অন্তশয্যা—(স্ত্রী) [শয়নং শয্যা-শীঙ্ ভাবে ক্যপ্, অন্তায় নাশায় শয্যা, ৪-তৎ] মরণের নিমিত্ত ভূমিশয্যা, শ্মশান। [অন্তা এব শয্যা শয়নম্, কর্ম্মধা°] ২ শেষশয্যা, মরণ।

অন্তসদ্—(ত্রি) [অন্তে সমীপে সীদন্তি গচ্ছন্তি অন্ত-সদ্-ক্বিপ্] অন্তেবাসী, শিষ্য। "তমুপাসতে গুরুমিবান্তসদঃ" (কিরাত°) ২ নিকটগামী।

অন্তস্তপ্ত—(ত্রি) অন্তরে তাপপ্রাপ্ত।

অন্তস্তাপ—(পুং) [অন্তর্ অপ্রকাশমানস্তাপঃ, কর্ম্মধা] মনস্তাপ, দেহের মধ্যস্থিত সন্তাপ।

অন্তস্তোয—(ত্রি) [অন্তর্গতং তোয়ং জলং যস্য, বহুব্রী] মেঘ, যাহার মধ্যে জল থাকে। 'অন্তস্তোয়ং'। (১ উ মে°)। জলবিশিষ্ট।। কমধ্য। মধ্যস্থিত জল।

অন্তস্ত্য—(স্ত্রী) [বৈজক] অন্ত্র।

অন্তস্থ—(পুং) [অন্তঃস্পর্শোষ্মবর্ণয়োর্মধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর্‌ স্থা-ক] স্পর্শ এবং উষ্মবর্ণের মধ্যস্থিত য র ল ব এই চারি বর্ণ। (ত্রি) ২ মধ্যস্থিত।

অন্তস্থা—(পুং) [অন্তঃস্পর্শোষ্মবর্ণয়োর্মধ্যে তিষ্ঠতি অন্তর্‌ স্থা ক্বিপ্‌] ক হইতে ম পর্য্যন্ত স্পর্শ বর্ণ, শ ষ স হ এই চারিটী উষ্ম বর্ণ, ঐ দুয়ের মধ্যস্থিত য র ল ব এই চারিটী বর্ণের নাম অন্তস্থা। অন্তঃস্থা এরূপ শব্দেরও ব্যবহার হইয়া থাকে। [অন্তস্থ দ্র°]

অন্তঃস্নেহফলা—(স্ত্রী) [বৈজক] শ্বেতকণ্টকারী।

অন্তস্পথ—(ত্রি) দরীসুষিরাদি মার্গ, অর্থাৎ উচ্চনিম্ন মার্গ। "নিপথয়োহন্তস্পথাঃ" (ঋক্‌ ৫।৫২।১০)

অন্তসসলিল—(স্ত্রী) [অন্তর্‌ অপ্রকাশমানং সলিলং জলম্‌, কমধ্য] পৃথিবীর মধ্যস্থিত জল। যে জল উপরে দেখা যায় না। গন্তপেয়া অন্তস্‌সলিলবাহিন্যায় দোষঃ (রঘু)। ইংরেজীতে Subterranean channel বলে। [অন্তঃসলিল দ্র°]। (অব্য°) [সলিলস্য অন্তম ধ্যে, অব্যয়ী] ২ জলের মধ্যে।

অন্তস্‌সংজ্ঞ—(ত্রি) চেতনাযুক্ত। "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" (মনু° ১।৪৯)

অন্তাদি—(ত্রি) [অন্তেন সহিত আদি, ৩ তৎ] অন্তের সহিত আদি। অথবা [আদিশ্চ অন্তশ্চ দ্বন্দ্বঃ, রাজদন্তাদিত্বাৎ বা পরনিপাতঃ] আদ্যন্ত।

অন্তাধারা—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কুমায়ুন জেলান্তর্গত তিব্বতীয় সীমান্তদেশের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ৩০°৩৫´উ° ও দ্রা° ৮০°১৭ পূ। ইহা হিমালয়পর্ব্বতমণ্ডলের উত্তর ভাগের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭,৫০০ ফুট উচ্চ। বৎসরের প্রায় ১১ মাস এই পথ বরফে আবৃত থাকে। আলমোরা হইতে ইহার দূরত্ব ১৫৬ মাইল।

অন্তানন্তিকা—বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক মতবাদ। ইঁহারা সৃষ্ট জগতের সসীমত্ব লইয়া বাদানুবাদ করিয়া একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ স্বীকার করেন জগৎ সসীম অর্থাৎ একই নিয়মাধীন-ভাবে ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিসৃষ্ট। অপরে ঈশ্বর-শক্তির অসীমত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহা সসীম ও অসীম শক্তির সমন্বয়ে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন। কেহ কেহ উক্ত উভয় শক্তির সত্তা স্বীকার করেন না। তাহাদের মত জগৎ স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

অন্তানল—(পুং) [অন্তস্য প্রলয়কালস্য অনলোঽগ্নিঃ ৬-তৎ] প্রলয়কালের অগ্নি। [অন্তস্য চরমকালস্য অনলঃ] ২ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অগ্নি, চিতাগ্নি।

অন্তার—(পুং) [অন্তং বনান্তপর্য্যন্তং গচ্ছতি গচ্ছতি, অন্ত-ঋ-অণ] পশুপালক।

অন্তার₂—সুপ্রসিদ্ধ সাতজন আরবী কবির অন্যতম। ইঁহার রচিত কবিতা মক্কার মন্দিরগাত্রে স্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত আছে ও ইঁহার জীবনেতিহাস ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষা হইতে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়।

অন্তালিয়া—গুজরাটের ভাওনগর রাজ্যের এক গ্রাম। এখানে অন্তালেশ্বর নামে এক স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। মন্দিরগাত্রে ১৬৫০ সংবতে (১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ এক স্মৃতি ফলক আছে।

অন্তাবশায়িন্‌—(পুং স্ত্রী) [অন্তে গ্রামান্তদেশে অবশেতে অব শী ণিনি] চণ্ডালাদি হীনজাতি, চণ্ডালাদির বাস প্রায়ই গ্রামের প্রান্তে থাকে।

অন্তাবসায়িন্‌—(পুং স্ত্রী) [অন্তে দিনান্তে অবস্যতি স্বকার্য্যাদ্বিরমতি অথবা অন্তে চরমে অবস্যতি ধনাভাবাদ্দৈন্যং প্রাপ্নোতি, অন্ত অব সা ণিনি-যুক্‌] নাপিত। "কুরিকুণ্ডিদিবাকীর্ত্তিনাপিতান্তাবসায়িনঃ।" (অমর)। [অন্তে শেষাবস্থায়াং অবসাতুং অন্তং নিবেতুং শীলং যস্য] ২ মুনিবিশেষ। [অন্তায় স্বপোষণার্থং প্রাণিবধায় অবস্যতি অধ্যবসায়ং প্রাপ্নোতি] ৩ প্রাণিজীবী (চণ্ডালাদি জাতি)।

অন্তি—(স্ত্রী) [অন্ত্যতে সম্বধ্যতে অন্ত-ই] নাট্যোক্ত জ্যেষ্ঠা ভগিনী। [অব্য] ২ সমীপ। "শতমিন্নু শরদো অন্তি দেবাঃ" (ঋক্‌ ১।৮৯)

অন্তিঅল্‌কিদাস—পঞ্জাবের ভারতীয় যবনরাজদিগের মধ্যে একজন। অনুমান ১৭৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে একটী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ইউক্রাটিডেস্‌ বাহ্লিক দেশের (Bactria) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হিন্দুকুশের দক্ষিণে অবস্থিত কএকটী প্রদেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি যখন সফলকাম হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পথে স্বীয় পুত্রের দ্বারা তিনি নিহত হন। তাঁহারই বংশে যে সকল রাজা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারাই পরে রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীন নরপতি হন। অন্তিঅলকিদাস্‌ উক্ত রাজাদিগের মধ্যে একজন। খুব সম্ভবতঃ তিনি ইউক্রাটিডেসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তক্ষশিলা এবং কপিশার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার নামে যে মুদ্রা প্রচলিত হয়, সেগুলি ইউক্রাটিডেসের প্রচলিত মুদ্রার অনুরূপ। এইগুলিতে যে ত্রিকোণাকৃতি শিরস্ত্রাণের চিত্র পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাহ্লিক দেশের যবনরাজের

মুদ্রাগুলিতেও দেখা যায়। এই শিরস্ত্রাণ ডিওস্কুরি নামক দুইটী গ্রীক দেবতার পূজার সহিত সংযুক্ত এবং মুদ্রায় এই শিরস্ত্রাণের চিত্রই ইউক্রাটিডেস-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল যবনরাজ রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র অন্তিঅলকিদাসের নামই মধ্যভারতের উৎকীর্ণ ব্রাহ্মীলিপি হইতে পাওয়া যায়। ভারতের সভ্যতার উপর যবন প্রভাব অনুমানসাপেক্ষ, কিন্তু গ্রীকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে ভারতীয় ধর্ম্ম এবং সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত বেসনগরের গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি হইতে পাওয়া যায়। এই গরুড়স্তম্ভের গাত্রে যে ব্রাহ্মীলিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে বিদিশার রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্বের সময় তক্ষশিলা-নিবাসী দিয়োর পুত্র হেলিওদোরাস্ অন্তেকীয় রাজা অন্তিঅলকিদাসের রাজদূতস্বরূপ তথায় আগমন করিয়া বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজার উদ্দেশ্যে এই গরুড়স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করেন।

অন্তিঅলকিদাসের যে সকল মুদ্রা তক্ষশিলায় পাওয়া গিয়াছে তাহাদের কতকগুলির মধ্যে তাঁহার সহিত সহযোগী স্বরূপ লিসিয়াসের নাম উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়। লিসিয়াসের সহিত অন্তিঅলকিদাসের সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই।

অন্তিওক—আরব সমুদ্রের বিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটী পুরাকালের নগরী। ইহার বন্দর সেলিউকিয়া। যখন আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য তাঁহার বিভিন্ন সেনাপতিদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়, তখন সেলিউকাস্ তাঁহার অংশের এসিয়া ভূখণ্ডের রাজধানী স্বরূপ এই নগরটী নির্ম্মাণ করেন। অপরাপর গ্রীকরাজগণ এই নামেই যোলটী নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রীকসংজ্ঞায় এই সহরটী 'আন্তিওখেইআ এপিডাফনে' নামে পরিচিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতি এবং বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে। ৩০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সেলিউকাস্ এই নগরটীর ভিত্তি ওরন্টিস্ নদীর বাম দিকে প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই এই সহরটী মিশরদেশের অন্তর্গত আলেকসান্দ্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়। প্রতীচ্য দেশীয় নরপতিদিগের অধীনে এই নগরটী বিভিন্ন বাণিজ্য পথের কেন্দ্রস্বরূপ হওয়ায় বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে।

সেলিউকাস্ জেনেরিয়াস্ নামক বাস্তুশিল্পীর দ্বারা আলেকসান্দ্রিয়ার অনুকরণে এই সহরটী নির্ম্মাণ করেন। এই সহরটী প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত এবং সেলিউকাসবংশীয় নরপতিগণ এই নগরটিকে তাঁহাদের রাজধানী স্বরূপ ব্যবহার করেন। "স্বর্ণ অন্তিওক" বলিয়া গ্রীকসাহিত্যে এই সহরটিকে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে ইহার সমৃদ্ধি এবং জাকজমকের অনুমান করা যাইতে পারে। ঘন ঘন ভূমিকম্পের জন্য এই সহরটী পুনঃ পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৪৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের ভূমিকম্পে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয়। এই সহরের অধিবাসিগণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত এবং কলহপ্রিয় ছিল। তাহারা রাজাদিগের পারিবারিক কলহ এবং দলাদলিতে যোগদান করিত।

এই সহরের অধিবাসিগণ বিভিন্ন জাতীয় ছিল। সেই জন্য রোমকগণ ইহাদিগকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু রোমের সম্রাট্গণ ইহার ভৌগোলিক সংস্থানের জন্য ইহার মর্য্যাদা বুঝিতেন। জুলিয়াস্-সিজার ৪৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এই নগরে আগমন করেন। অন্তিওকবাসিগণ অক্টেভিয়ানের পক্ষ অবলম্বন করায় তিনি এখানে মন্দির এবং সভাগৃহ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই সহরটীর সমৃদ্ধি বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ৫২৮ ও ৫৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে অন্তিওকের বিশেষ ক্ষতি হয়। সেলেউকস্-বংশীয় নরপতিগণের সময়ে এই সহরে যে দুইটী জ্ঞানী লোক বাস করিতেন, তাঁহাদের নাম আপোলোফোনিস্ এবং ফোইবাস, ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ষ্টোইক ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বপ্নবিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছেন। রোমীয় যুগে আরমানকাসের নাম খ্যাতি লাভ করে। ইনি ১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে দেহ রক্ষা করেন।

রোমক সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগে অন্তিওক খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এখানে প্রায় একলক্ষ খৃষ্টান বাস করিতেন। অন্তিওকের ধর্ম্ম-যাজক একসময় খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে একটী প্রধান পদ লাভ করেন। অন্তিওকে যে খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে তথাকার খৃষ্টানগণ খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন এবং যীশুখৃষ্ট যে মানুষ, দেবতা নহে, তাহাই তাঁহারা ঘোষণা করিতেন।

৬৩৫ খৃষ্টাব্দে আরবগণ অন্তিওক জয় করে। ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে মিশরবাসী বিবারগণ লুণ্ঠন এবং হত্যাসহকারে এই সহরটী অধিকার করেন। ইহার পর, এই নগরে আর অভ্যুত্থান হয় নাই। বর্ত্তমান অন্তাকিয়া সহর এই প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরের স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও প্রাচীনকালের সমস্ত গৌরব এখন অন্তর্হিত, তথাপি এই সহরটি এখনও বাণিজ্যের জন্য সমৃদ্ধিশালী। এই প্রদেশে তুলা, তামাক, তুঁত এবং রেশম উৎপন্ন হয়।

অন্তিওক (Antiochus)—এই নামে গ্রীক সম্রাট্ সেলেউকসের বংশীয় অনেকগুলি রাজা পশ্চিমএসিয়াতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

অন্তিওক ১ম—৩২৪ খৃঃ পূঃ হইতে ২৬২ খৃঃ পূঃ। আলেকসান্দারের একজন প্রধান সেনাপতি। অন্তিওকপুত্র সেলেউকস্ এসিয়া

অভিযান কালে উক্ত গ্রীক মহাবীরের সহগামী হন। তিনি পঞ্জাব আক্রমণে আলেকসান্দারের সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আলেকসান্দারের মৃত্যুর পরে যখন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার সেনাপতিদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, তখন সেলেউকস্ আলেকসান্দারের বিজিত এসিয়া ভূভাগ অধিকার করেন। ২৮০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি কের্সোনিসে টলেমি কেরোনাসের হস্তে নিহত হন। অন্তিওক ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সলউকাসের ঔরসে এবং অপামে নাম্নী পারস্য-রাজকন্যার গর্ভে জন্মলাভ করেন। গলজাতি এসিয়া মাইনর আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গ্রীকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য তদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে অন্তিওক সোটর (অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা) উপাধি প্রদান করে। সার্ডিস্ রণক্ষেত্রে পরাজয়ের পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সম্রাট্ হন।

অন্তিওক ২য়—ইনি প্রথম অন্তিওকের পুত্র। মিশরের রাজা যখন এসিয়া মাইনর আক্রমণ করেন। সেই সময়ে রাজমহিষী লাওডিস্ তাঁহার নিজ পুত্রকে সম্রাট করিবার সপক্ষে ষড়যন্ত্র করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। ২২৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পলাতক অবস্থায় ইনি থ্রেসে নিহত হন।

অন্তিওক ৩য়—২৪২—১৮৭ খৃঃ পূঃ। ইনি দ্বিতীয় সলিউকস কলিনিকাসের এক পুত্র এসিয়ার সাম্রাজ্য যখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক অন্তিওককে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ এবং সম্রাটের ক্ষমতা কেবলমাত্র সিরীয়া প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। অনুপযুক্ত মন্ত্রী সম্রাটের ক্ষমতা বিস্তার করিবার জন্য ভুল উপায় নির্দ্দেশ করিয়া সম্রাটের ক্ষমতাকে ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতর করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এসিয়া-মাইনরে সম্রাটের নিকট আত্মীয় অকেউস্ পেরগামানের রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করিয়া স্বীয় বংশের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হন। মিডিয়া এবং পারস্য দেশের দুইটী শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে অত্যল্পকালের মধ্যে বিদ্রোহানল প্রশমিত হয়। ইহার পর অন্তিওক পালেষ্টাইন আক্রমণ করেন। এইখানে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি মিশর সাম্রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া পড়েন। মিশরের রাজা চতুর্থ টলমির সহিত রাফিয়াতে ২১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ৩য় অন্তিওকের সংঘর্ষ হয় এবং তথায় অন্তিওক যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লেবানন পর্ব্বতের উত্তরে আসিয়া তাঁহাকে থানা দিতে হয়। তাঁহার আত্মীয় অকেউস্ এসিয়া মাইনরে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি সেই বিদ্রোহ দমন ও আর্মেনিয়ার শাসনকর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া পার্থিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সেখানকার রাজধানী অধিকার করিয়া তিনি হির্কানিয়া আক্রমণ করেন। পার্থিয়ার রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করায় অন্তিওক বাহ্লিকদেশে বিদ্রোহ দমন করিতে যাত্রা করেন। বাহ্লিকদেশে তখন ইউথিডেমাস আধিপত্য স্থাপন করিয়া অন্তিওকের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। এই দ্বন্দ্বেও অন্তিওক বিজয়ী হইলেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে সন্ধি হইল তাহাতে পরজিতের মনঃক্ষোভের কোন কারণ রহিল না। ইহার পর অন্তিওক আলেকসান্দারের প্রদর্শিত পথা অনুসরণ করিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া কাবুল দেশস্থ রাজা সুভগাসেনকে পরাজিত করিলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে অনেকগুলি হস্তী এবং অন্যান্য উপঢৌকন আনয়ন করিবার জন্য তিনি সেখানে কাইজিকাসবাসী আন্দ্রোস্ থেনেসকে রাজদূতস্বরূপ রাখিলা সিস্তান এবং কিরমান প্রদেশের মধ্য দিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অন্তিওক পূর্ব্বদেশসমূহে স্বীয় রাজকীয় ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মহদাখ্যায় বিভূষিত হন।

২০৩।৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে টলেমি (৪র্থ) এপিফেনিস মিশরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি নাবালক ছিলেন। অন্তিওক এই সুযোগ পাইয়া মাকিদনের রাজা পঞ্চম ফিলিপের সহিত সন্ধি করিয়া উভয়ের মধ্যে মিশর সাম্রাজ্য ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইলেন। এই সন্ধির ফলে গ্রীকজগতে ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ফিলিপকে তদীয় রাজ্যের সীমানায় নিবদ্ধিত করিয়া রাখিবার জন্য রোমকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। সামান্য রাজনৈতিক বিচক্ষণতা থাকিলে অন্তিওক ফিলিপের পক্ষ লইয়া রোমকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত। ফিলিপ যখন রোমকদিগের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, সেই অবসরে অন্তিওক পালেষ্টাইন আক্রমণ করিলেন। টলেমির সেনাপতি স্কোপাস এই প্রদেশটী পুনরধিকার করেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই অন্তিওক স্কোপাসকে পানিয়াসের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পালেষ্টাইন অধিকার করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে রোমক সৈন্য ফিলিপকে যুদ্ধে পরাজিত করিল। এই সময়ে সন্ধি দ্বারা তাহার ক্ষমতাকে তদীয় রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিল।

গ্রীকদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য রোমক-সেনাপতি গ্রীক-রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গ্রীসের সকল স্থান হইতে রোমক সৈন্য তুলিয়া লইলেন। ইহার ফলে অন্তিওকের সাহস বাড়িয়া গেল। ইটোলিয়ানগণ রোমের ব্যবহারে অভিমানে

ক্রুদ্ধ ছিল, তাহাদিগের প্ররোচনায় অন্তিওক গ্রীস আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এসিয়া মাইনরের উপকূলস্থ স্বাধীন গ্রীক রাজ্যসমূহ আক্রমণ করাতে এবং কার্থেজ হইতে পলাতক রোমের পরম শত্রু হানিবলকে আশ্রয় দান করিবার জন্য রোমক রাজ্যের কর্ণধারগণ অন্তিওকের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহার উপরে আবার তিনি থ্রেস আক্রমণ করেন। এবং পরে এটোলিয়ানদিগের প্ররোচনায় তদীয় সৈন্যবাহিনী লইয়া গ্রীস আক্রমণ করেন। এসিয়া বিজয়ী বীর ৩য় অন্তিওককে পরাজিত করিতে রোমের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। থার্মোপাইলের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি গ্রীস পরিত্যাগ করেন, অবশেষে ১৯০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি রোমক সেনাপতি মহাবীর স্কিপিও আফ্রিকানাসের নিকট সিপাইলাস নদীর উপর অবস্থিত ম্যাগ্নেসিয়া নামক স্থানে পরাজিত হইয়া ১৮৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আপামিয়াতে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির ফলে অন্তিওক টোরাস পর্ব্বতমালার উত্তরবস্থিত প্রদেশগুলিকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রোমকগণ এই প্রদেশগুলি তাঁহার মিত্রশক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। ১৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লুরিস্তানের যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অন্তিওক ৪র্থ—একজন গ্রীক রাজা। ইহার রাজত্বকাল ১৭৫ খৃঃপূ হইতে ১৬৪ খৃঃ পূ পর্য্যন্ত। ইনি মিশর আক্রমণ ও অধিকার করেন, কিন্তু আলেকসান্দ্রিয়া জয় করিতে সমর্থ হন নাই। গ্রীক সভ্যতা এবং তাহার গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির উপর তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। ইহুদিদের ধর্ম্মের উপর তাঁহার কোনরূপ আস্থা ছিল না। তিনি ইহুদিদিগের ধর্ম্মকে জোর করিয়া দমন করিতে যাইয়া তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেন। ইনি আর্মেনিয়া এবং মিডিয়াকে স্বকীয় বশে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬৪-৩ খৃঃ পূঃতে ৪র্থ অন্তিওক পারস্যান্তর্গত টাবি সহরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অন্তিওক ৫ম—১৬৪ খৃঃ পূ হইতে ১৬২ খৃঃ পূঃ। তাঁহার রাজত্ব কালে মন্ত্রিবর্গ রোমের অতিশয় আনুগত্য স্বীকার করেন। তাহাতে গ্রীক প্রজাপুঞ্জ তাঁহার উপরে অতিশয় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে এবং কিছু কাল পরে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে।

অন্তিওক ৬ষ্ঠ—রাজত্বকাল ১৪৫ হইতে ১৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। ট্রাইফোন নামক একজন সম্রান্ত বংশীয় প্রজার সাহায্যে ইনি সিরীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই উক্ত ট্রাইফোনের হস্তে নিহত হন। সেলেউকস্ বংশীয় রাজাদিগের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া ইহুদীগণ স্বাধীন হইয়াছিল। ইনি পরে জেরুসালেম জয় করেন। পার্থিয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযানে ইনি কয়েকবার জয়লাভ করিয়া অবশেষে ১২৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি এই বংশের শেষ শক্তিশালী নৃপতি।

অন্তিওক ৭ম—রাজ্যকাল ১৬৪—১২৯ খৃঃ পূঃ। ইনি ১৩৮ খৃঃ পূঃ সিরীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন।

অন্তিওক ৮ম—১৪১-৯৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ। ১২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অন্তিওক ৯ম ও ১০ম—৮ম অন্তিওকের বংশধর। ইঁহাদের রাজ্যকালে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই।

অন্তিওক ১১শ—মাত্র ৯৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের কয়েকমাস পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অন্তিওক ১২শ—৮৫ কিংবা ৮৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজত্ব করেন।

অন্তিওক ১৩শ—রাজত্বকাল ৬৯ ৬৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ ৬৯ খৃঃ পূঃ আর্মেনিয়ার রাজা টীগ্রানেস্ সিরীয়ার সীমানা পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন, কিন্তু রোমকগণ কর্ত্তৃক তাঁহারই রাজ্য আক্রান্ত হওয়ায় তিনি সিরীয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যখন রোমের বিখ্যাত সেনাপতি পম্পে সিরীয়াতে আসেন, তখন ১৩শ অন্তিওক তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য শাসন করিবার অধিকার পাইবার জন্য তাঁহার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু পম্পে সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সিরীয়া রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর সিরীয়া রাজ্যের স্বাধীনতা লোপ হয়।

অন্তিওপি (Antiope) গ্রীকপুরাণাখ্যানে বর্ণিত এক দেবী, অম্ফিওন ও জেথুসের মাতা। হোমর ইঁহাকে জলদেবতা অসোপাসের কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী উপাখ্যানে ইনি নিকটিয়াস্ বা লাইকাগাসের কন্যা বলিয়া উল্লিখিত।

ইঁহার রূপসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জিউস্ বাক্‌সমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইঁহাকে হরণ ও ধর্ষণ করেন। পরে সিকিওনের রাজা ইপোপিয়াস্ ইঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। লাইকাস্ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ইপোপিয়াসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া গৃহে আনয়ন করেন। তখন অন্তিওপি গর্ভবতী ছিলেন। পথিমধ্যে কিথিরোন পর্ব্বতশিখরে তাঁহার দুইটী যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ যমজের মধ্যে অম্ফিওন দেবতার ঔরসজাত এবং জেথুস রাজা ইপোপিয়াসের পুত্র।

যৌবনে আসিয়া অন্তিওপি স্বীয় খুল্লতাত-পত্নীর নির্য্যাতন ভোগ করিতে থাকেন। পরে ইলিউথেরীতে পলাইয়া যান। এই ইলিউথেরী গ্রামে ইঁহার পূর্ব্বপ্রসূত পুত্রদ্বয় এক গোপালক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে থাকে। এখানে তিনি স্বীয় পুত্র-

পাসের সহিত পরিচিত হইলেন। ইহার পর, কিছুদিন দিওনিসাসের কোপে উন্মাদগ্রস্ত হন, পরে আরোগ্য লাভ করিয়া টিথোরিয়া-বাসী ফোকাস্‌কে পাণাসাস্ পর্বতে বিবাহ করেন। এখানে তাঁহাদের উভয়ের সমাধি বিদ্যমান আছে।

২ এরেসের কন্যা ও আমেজন রাজ্ঞী হিপোলাইটের ভগিনী। থেসিউস (Theseus) তাঁহাকে বিবাহ করেন। থেসিউসের সহিত তাঁহার বিবাহ সংঘটন নানাগ্রন্থে নানাভাবে বর্ণিত আছে। দিওদোরাস বলেন, আমেজন-রাজধানী থেমিস্কির বিজয় কালে বিশালবপু থেসিউসকে দেখিয়া আমেজন-কুমারী মুগ্ধ হন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার স্বনামপ্রসিদ্ধ পুত্র হিপোলিটাস্ জন্ম গ্রহণ করেন। [থেসিউস্ ও হিপোলিটাস্ দ্র]

অন্তিক—(ত্রি) [অন্ত: সমীপ এব অন্ত-স্বার্থে-ঠন] সমীপ, নিকট। (ঋক্ ১০।৬১।২) "সমীপে ইত্যাদি উপকণ্ঠান্তিকা ভ্যর্ণা-ভ্যগ্রা" (অমর)। "অন্তিকেঽপি স্থিতা পত্যুঃ" (ভট্টি ৫।৭)।

অন্তিক$_2$—মহারাজ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যু পঞ্চপুত্রের অন্যতম। (মৎস্যপুরাণ)

অন্তিক$_3$—এক শ্রেণীর দোতালা বাড়ী। (শিল্পশাস্ত্র)

অন্তিকগতি—(স্ত্রী) নিকটে গমন বা সমীপগমন।

অন্তিকতম—(ত্রি) [অতিশয়েন অন্তিকম্ অন্তিক তমপ্] অতি নিকট। "নেদিষ্ঠমন্তিকতমম্" (অমর)

অন্তিকতা—(স্ত্রী) সামীপ্য, নৈকট্য।

অন্তিকা—(স্ত্রী) [অন্তি: নাট্যোক্তৌ জ্যেষ্ঠা ভগিনী অন্তি স্বার্থে ক টাপ্] নটের অভিনয়কালে, সে যাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলে। "অন্তিকা ভগিনী জ্যেষ্ঠা" (অমর) ২ [বৈদ্যক] সাতলা, চামরকষা। ৩ চুল্লী, উনান।

অন্তিকা—চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। (অগ্নিপুরাণ)

অন্তিকাশ্রয়—(ত্রি) [অন্তিকং সমীপম্ আশ্রয়তি অন্তিক-আ-শ্রি অচ, অন্তিক আশ্রয়ো বা যস্য] নিকটস্থ। (পুং) [কর্মধা°] অবলম্বন স্থান।

অন্তিগৃহ (ক্লী) সন্নিহিত গৃহ। "দোষে যদি বন্ত্যান্তিগৃহাৎ" (ঋক্ ১০।৯৫।৪)

অন্তিগোন (Antigone)—গ্রীকপুরাণবর্ণিত এক রাজকন্যা। থেবিসরাজ ইডিপাস্ ও আওকাষ্টের কন্যা। প্রাচীন উপাখ্যানে তাঁহার মাতার নাম ইউরিজেনিয়া পাওয়া যায়। যখন ইডিপাস জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পুত্রগণের জননী আওকাষ্টা তাঁহারও জননী, তখন তিনি স্বীয় চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক কলোনাসে নির্ব্বাসিত হন। এখানে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে আওকাষ্টা থেবিসে প্রত্যাগমন করেন এবং তদানীন্তন থেবিসরাজ ক্রীওন-পুত্র হীমন তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। ক্রীওন আওকাষ্টার জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করিলে তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন।

অন্তিগোনের জীবনকাহিনী লইয়া সোফোক্লিস্, ইউরিপাইডিস্, হাইজিনাস্ প্রভৃতি গ্রীক কবি নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

২ ফথিয়ারাজ ইউরিটিওনের কন্যা ও পেলিউসের পত্নী।

অন্তিগোনাস করিষ্টাস (Antigonus of Corystus)—ইউবিয়াবাসী জনৈক গ্রীক গ্রন্থকার। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতকে বিদ্যমান ছিলেন। পারগামসম্রাট ১ম অট্টালাসের আগ্রহে তিনি পারগামাম রাজধানীতে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। তাঁহার রচিত দার্শনিকগণের জীবনী ও "অত্যাশ্চর্য্য গল্পমালা" পাওয়া যায়।

অন্তিগোনাস গোনাটাস (Antigonus Gonatus)—মাকিদনিয়ার জনৈক রাজা (৩১৯—২৩৯ খৃঃ পূঃ)। ইনি অন্তিগোনাস সাইক্লোপের পৌত্র এবং দেমিত্রিয়স্ পোলিওরকেটিসের (Demetrios Poliorcetes) পুত্র। ২৮৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাকিদনের অধীশ্বর হন, কিন্তু ২৭৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত তিনি মাকিদনের পূর্ণ অধিকার লাভ করেন নাই। ঐ সময়ের মধ্যে মাকিদনের অধিকার লাইসিমাকাস্, সিলিউকাস্ ও টলেমী প্রভৃতির হস্তে ন্যস্ত ছিল।

উক্ত বর্ষে গল বিজয়ের পর অন্তিগোনাস্ পিতৃরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু ২৫৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত তিনি শান্তির সহিত রাজ্যশাসনের অবকাশ পান নাই। পিরাস পুত্র আলেকসান্দর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা পান।

তিনি বিদ্যোৎসাহী ও শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় অনেক দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

অন্তিগোনাস সাইক্লোপস (Antigonus Cyclops)—মাকিদনরাজ ফিলিপের পুত্র (৩৮২-৩০১ খৃঃ পূঃ)। ইনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক সেনাপতি। মাকিদনবীর আলেকসান্দরের অধীনে তিনি অনেক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার একটা চক্ষু নষ্ট হওয়ায় তিনি 'Monopthalmos' নামে আখ্যাত হন।

তাঁহার রণ-পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ ৩৩৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি ফ্রিজিয়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ৩২৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকসান্দরের মৃত্যু হইলে পম্ফিলিয়া ও লাইসিয়া প্রদেশ তাঁহার শাসনাধিকারে আইসে। এই সময়ে তিনি ও অন্তিপিতর এক

যোগে সমগ্র গ্রীকবাহিনীর অধিনায়ক হইয়াছিলেন। তিনি ইউমেনিস্‌কে যুদ্ধে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কাপাডোসিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। [অন্তিপিতর ও ইউমেনিস দ্র°]

৩১৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অন্তিপিতরের পদে পলিপার্কন (Polyperc on) মাকিদনের অভিভাবক পদে সমাসীন হইলেন দেখিয়া অন্তিগোনস্ ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। তিনি অন্তিপিতর পুত্র কাসান্দার ও মিশররাজ টলেমীর সহযোগে এসিয়াখণ্ডে স্বীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইলেন।

অন্তিগোনস্ এসিয়া খণ্ডে আসিয়া যবনাধিকৃত প্রদেশসমূহের ক্ষত্রপগণের (satrap) সহিত সম্মিলিত হইলেন। ৩১৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পারস্যরাজের বিশ্বাসঘাতকতায় ইউমেনিস্ ধৃত ও নিহত হন। পর বৎসরে তিনি সুসানগরী আক্রমণ করিয়া তথাকার ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। ৩১৫—৩১১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ধরিয়া বাবিলনের শাসনকর্ত্তা সিলিউকাসের সহিত তাঁহার উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধ হয়। শেষযুদ্ধে উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় এবং অন্তিগোনাস্ এসিয়া-মাইনর ও সিরীয়ার আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু এই সন্ধির সর্ত্ত অন্তিগোনাস্ অধিক দিন মানিয়া চলেন নাই।

এবার সিলিউকাসের বন্ধু মিশর-রাজ টলেমী ও কাসান্দারের সহিত একযোগে এসিয়া-মাইনরের উপকূলবর্ত্তী দ্বীপে আসিয়া অবতরণ করেন। ৩০৬ খৃঃ পূঃ দেমিত্রিয়াস্ সালামিসের যুদ্ধে টলেমীকে সদলে পরাজিত করিলে অন্তিগোনাস্ আপনাকে গ্রীকদিগের "রাজা" এবং স্বীয় পুত্র দেমিত্রিয়াস্‌কে আলেকসান্দরের "উত্তরাধিকারী" বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় হইতে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং মিসর-রাজ টলেমীকে পরাস্ত করিয়া সিলিউকাসের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে গ্রীক সৈন্য ও নৌবাহিনী গঠন করিতে সচেষ্ট হন।

৩০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ঐ বাহিনী লইয়া দেমিত্রিয়াস্ যখন গ্রীসে যুদ্ধবিজয়ে উৎফুল্ল, তখন সিলিউকাস্, কাসান্দার ও লাইসিমাকাস্ পরিচালিত সৈন্যদল আসিয়া অন্তিগোনাস্‌কে আক্রমণ করে। ইপসাস্ রণক্ষেত্রে ৮১ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ যোদ্ধা অন্তিগোনাস্ প্রাণত্যাগ করেন। [দেমিত্রিয়াস্ দ্র°]

অন্তিতস্—(অব্য) [অন্তি-তসিল্] অন্তিকে, নিকটে। ২ অন্তিক হইতে, নিকট হইতে। "অন্তিতো ন দূরাৎ" (ঋক্ ২ ২৭.১৩)

অন্তিনৌস্ (Antinous)—বিথিনিয়ার অন্তর্গত ক্লডিওপোলিস্ নগরবাসী একজন রোমীয় যুবক। তাঁহার অসামান্য রূপ ছিল। সম্রাট্ হাড্রিয়ান তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। ১৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের সহিত মিশরে গমন করেন এবং সম্রাটের মঙ্গল কামনায় নীলনদের জলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ তাঁহার এই প্রিয়-বয়স্যের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে ক্ষুণ্ণ হন এবং রাজ্যময় তাহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। আর্কেডিয়া, আথেন্স, বিথিনিয়া ও মণ্টিনিয়া নগরে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সম্রাট তাহার মূর্ত্তি স্থাপনান্তর উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজমুদ্রায় ও পদকে তাহার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। ভেটিকান মন্দিরে, লভারে, ভিলা আলবাণীতে কপিটোলাইন যাদুঘরে ও বার্লিনে তাহার প্রতিমূর্ত্তি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। বেশানগরের ধ্বংসাবশেষের উপর যেখানে তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার স্মরণার্থ অন্তিনোপুলিস্ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অন্তিপিতর (Antipater)—সুপ্রসিদ্ধ মাকিদন সেনানায়ক। ইনি ৩৪৬ খৃঃপূঃতে রাজা ফিলিপ কর্ত্তৃক আথেন্সে প্রেরিত হন এবং তথায় কেরোনিয়া যুদ্ধের অবসানে সন্ধি করিয়া ৩৩৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে প্রত্যাবৃত্ত হন। গ্রীকবীর আলেকসান্দরের পূর্ব্বাঞ্চলে অভিযানকালে (৩৩৪—৩২৩ খৃঃ পূঃ) ইনি প্রতিনিধি-রূপে মাকিদোনিয়ার শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ঐ সময়ের মধ্যে ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহাকে দেশের বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। ৩৩১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মেগালোপোলিসের যুদ্ধে স্পার্টান্ গর্ব্ব বিচূর্ণ করিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন।

তাঁহার প্রতিনিধিত্ব-কালে আলেকসান্দরের দাম্ভিকা মাতা ওলিম্পিয়াসের সহিত তাহার মতবিরোধ ঘটে। মাতা অন্তিপিতরের আচরণের কথা স্বীয় বীরপুত্রকে লিখিয়া পাঠান। মাতৃভক্ত পুত্রও মাতার মনস্তুষ্টির জন্য অবিলম্বে অন্তিপিতরের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া ক্রাটেরুসের হস্তে তাহা অর্পণ করেন।

৩২৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আলেকসান্দরের মৃত্যু ঘটিলে, মাকিদন সৈন্যের ভার অন্তিপিতরের হস্তে ন্যস্ত হয়। ঐ সময়ে ৩২২ খৃষ্ট পূর্ব্বে বিখ্যাত লামীয় যুদ্ধে ক্রানন রণক্ষেত্রে তিনি গ্রীকসৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উদীয়মান শক্তি খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই ক্রাটেরুস্ ও অন্তিপিতর একযোগে ইটোলীয়দিগকে দমন করিতে অগ্রসর হন। এই সময়ে এসিয়াস্থ গ্রীকবাহিনীর অধিনায়ক অন্তিগোনাস সংবাদ পাঠান যে, মিশররাজ টলেমীর সহযোগে পার্ডিকাস্ সমগ্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বরত্ব লাভের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদ পাইয়াই অন্তিপিতর ৩২১ খৃঃ পূঃতে সমুদ্র পার হইয়া এসিয়ার উপকূলে উপনীত হন। তিনি স্বীয় সেনাবাহিনী লইয়া যখন সিরীয়ায় উপনীত হইয়াছেন, তখন সংবাদ পাইলেন যে, পার্ডিকাস্‌কে তাহার বিদ্রোহী সেনারা নিহত করিয়াছে। ঐ সময়ে ইউমেনিসের সহিত যুদ্ধে ক্রাটেরুস্‌ও নিহত হন। অন্তিগোনাস্ তখন ইউমেনিস্ ও তাঁহার সহযোগী-

পান্তিকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, মাকিদনস্থ সেনাদল বিদ্রোহী হইয়াছে। তখন অন্তিপিতর কাল বিলম্ব না করিয়া অন্তিগোনাসের উপর সমগ্র বাহিনীর ভার দিয়া ৩২০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মাকিদনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। [আন্তিগোনাস্ দ্র°]

স্বদেশে ফিরিয়া অন্তিপিতর প্রথমে সেনাদলের বিদ্রোহ দমন করেন। পরে তিনি রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিবার জন্য কতকগুলি আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দারুণ উৎকণ্ঠা ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় অচিরে ৩১৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। তখন তিনি নিজের বীরপুত্র কাসান্দারের হস্তে রাজ্যভার না দিয়া বয়োবৃদ্ধ ও বিজ্ঞ পোলিপার্কোনের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। তাঁহার এই অবিবেচনার ফলে রাজ্য মধ্যে পুনরায় বিদ্বেষ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

[কাসান্দার দ্র°]

অন্তিফিলাস (Antiphilus)—একজন বিখ্যাত গ্রীক্ চিত্রকর। তিনি গ্রীক্‌বীর আলেকসান্দরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মাকিদনরাজ ফিলিপের ও মিশর-রাজ ১ম টলেমীর দরবারে অনেক চিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর এপেলেস্ তাঁহারই সমকালে চিত্রবিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা লাভ করেন। ইঁহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও উভয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রথা অবলম্বন করিয়া চিত্রাঙ্কণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। ইঁহার অঙ্কিত বিদ্রূপাত্মক চিত্রগুলি ও সাধারণ দৃশ্যাবলী আলোকান্ধকারের অপূর্ব্ব সমাবেশে চিত্রিত হইয়াছিল।

অন্তিফেনিস্ (Antiphanes)—একজন গ্রীক গ্রন্থকার। অনুমান ৪০৮ হইতে ৩৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। আলেক্সিস্ ব্যতীত মধ্য-এটিক যুগের ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন রচয়িতা।

বাল্যজীবনে ইনি আথেন্সে প্রবাসী হন এবং গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিয়া ৩৮৭ খৃঃ পূঃতে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান তিনি তিন শতাধিক প্রহসন প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন যে আথেনিউসে সংরক্ষিত তদ্রচিত প্রহসনসমূহের যে গ্রন্থ তালিকা আছে তাহার মধ্যে আনুমানিক বিশতাধিক গ্রন্থ তাঁহার লিখিত, অপরগুলি তাঁহার নামে চালাইবার চেষ্টায় অপরাপর গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল ও শিক্ষাপ্রদ এবং সকল গুলিই বিভিন্ন ভাবের সমাবেশে লিখিত।

অন্তিফোন্ (Antiphon)—গ্রীক দেশীয় একজন বাগ্মী। ইনি আটিকা প্রদেশের রামনাস্‌বাসী ছিলেন। ৪৮০ খৃঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আটিকার দশজন সুবিখ্যাত বাগ্মীর প্রাচীনতম। আথেন্সনগরে বাসকালে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া গণতন্ত্রমূলক শাসনের পক্ষপাতী হইয়া বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই আন্দোলনের ফলে ৪১১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে "চারিশতের" সভা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু পুনরায় দেশে প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে তাঁহাকে রাজদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রচারিত হয়।

অন্তিম—(ত্রি) [অন্তে শেষে ভবঃ ; অন্ত ডিমচ্] চরম, শেষ। "অন্ত্যাচ্চ" (বার্ত্তিক ৪.৩২৩)

অন্তিম₂—শেষ, সীমা। ২ মন্দিরের পার্শ্বের প্রাচীর সংলগ্ন সম চতুষ্কোণ স্তম্ভ। যাহার অধিষ্ঠানপীঠ ও বোধিকা পার্শ্ববর্ত্তী স্তম্ভ হইতে বিভিন্ন প্রকার। (মানসার)

অন্তিমকাল—(পুং) শেষ কাল, মৃত্যু সময়।

অন্তিমদশা—(স্ত্রী) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকাল।

অন্তিমাঙ্ক—(পুং) শেষসংখ্যা।

অন্তিমিত্র—(ত্রি) [অন্তি সমীপে মিত্রাণি যস্য] মিত্র যাহার সমীপবর্ত্তী।

অন্তিমেকস (Antimachus)—জনৈক গ্রীক কবি ও ব্যাকরণবিৎ। ৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। থেবিস বিজয় ও এপিগোণির যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া তিনি 'Thebais' নামক কাব্য ও পত্নীবিয়োগে "Lyde' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত হোমরের কাব্যমালার একটী সঠিক সংস্করণ পাওয়া যায়। গ্রীক সাহিত্যিকমণ্ডলী তাঁহাকে হোমরের নিম্নে আসন দান করিয়াছেন।

অন্তিয—(ত্রি) নিকট। ২ (ক্লী) নিকটস্থ স্থান।

অন্তিলোকাস্ (A tilochus)—গ্রীক পুরাণাখ্যানে বর্ণিত এক রাজপুত্র। পাইলোস্-রাজ নেষ্টর ইঁহার পিতা। ট্রয় যুদ্ধে ইনি পিতার সহিত ট্রয়নগরে গমন করেন ও হেলেনের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রণয়াকৃষ্ট হন। তিনি রণকুশলী ও উপযুক্ত সারথী ছিলেন। অকিলিস তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। পিতার প্রাণ রক্ষা করিতে তিনি মেমননের হস্তে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি হেক্টর হস্তে নিহত হন। মতান্তরে, থিম্ব্রিয়ার আপলো মন্দিরে অকিলিসের সহিত তাঁহাকে পারিস্ বলি দিয়াছেন। ইলিয়াদের অধিবাসীরা তাঁহার আত্মার তৃপ্তির জন্য সিগিয়ামস্থিত তাহার ধ্বংসস্তূপে বলি দিত। (Odyssey xxiv 72)

অন্তিবাম—(ত্রি) [অন্তি অন্তিকে বামং ধনমস্য বহুব্রী] যাহার নিকটে ধন আছে। "অন্তিবামা দূরে" (ঋক্ ৭.৭৭.৪)

অন্তিস্থেনিস (Antisthen·s)—৪৪৪—৩৬৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। একজন গ্রীক্ দার্শনিক। ইনি আত্যন্তিক দুঃখবাদমতের (Cynic School)

প্রবর্তক। তাঁহার মাতা থ্রেসীয় রমণী ছিলেন এবং আথেন্স নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যৌবনে সক্রেটিসের শিষ্য হইয়া প্রত্যহ তাঁহার উপদেশাবলী শুনিবার জন্য পিরাউস হইতে আথেন্স নগরে হাঁটিয়া আসিতেন। ক্রমশঃ সক্রেটিসের মত হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি "সর্ব্বমহি দুঃখমূলম" এবং জগৎ মায়া প্রপঞ্চ এই মতবাদ "Cynosarges" নামে প্রকাশ করেন। দার্শনিকপ্রবর দিওজেনিস ও লেয়াটিয়াস্ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

অস্ত্রী—(স্ত্রী) ছুরিকা, চনান।

অন্তু—নামান্তর অনতু, বাবিলোনীয় এক দেবী। হান স্বর্গের দেবতা অনুর পত্নী। [অনু দ্র]। রাজা খমুরাবির পূর্ব্বে, হান ইরেকে ইস্‌তর রূপে পরিচিতা ছিলেন। অনেক স্থানে অনুনিতের সহিত হান অভিন্ন বলিয়া গণ্য। অনুনিতা সমর-দেবী। [অনুনিতা দ্র°]

অনেক স্থলে অন্তু পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিত।

অন্টেরিও (অণ্টারিও—Ontario)—উত্তর-আমেরিকার কানাডা রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। ইহার পূর্ব্বদিকে কুইবেক প্রদেশ, দক্ষিণে যুক্ত প্রদেশের নিউইয়র্ক,ওহিও,মিচিগান ও উইস্‌কন্সিন, বিভাগ। পশ্চিমে মনিটোবা এবং উত্তরদিকে কিবাটীন জেলা ও জেমস্ বে নামক উপসাগর। সুপরিসর অটোয়ানদী ইহার উত্তরপূর্ব্বে, সেণ্ট লরেন্স নদী, অণ্টারিও হ্রদ, ইরাই হ্রদ, হিউরন হ্রদ ও সুপিরিয়র হ্রদ বাহিয়া পিজন নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ সীমা। এখান হইতে নৌকাপথে লেক-অফ্-দি-উড নামক হ্রদে যাওয়া যায়। ইহা মিনেসোটা ও মনিটোবাকে অণ্টারিও হইতে পৃথক্ করিয়াছে। উত্তরে ইংলিস ও আলবানী নদী জেমস্ বে পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এই প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থান ও সংগঠন দেখিয়া মনে হয়, তুষার যুগের অব্যবহিত পরেও ইহা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ভূগতত্ত্ব পণ্ডিতগণের মতবাদ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, উহার অধিকাংশ স্থানই লোকবাসের অযোগ্য এবং কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী। সমগ্র প্রদেশের লোক প্রায় দশমাংশের একাংশ স্থানে বাস করে। এখানকার অংশবিশেষে তুষারপাত ও শীতের প্রাদুর্ভাব বেশী হইলেও অন্যান্য স্থান আরামপ্রদ। এই সকল স্থানে শীতের হ্রাস হেতু তামাক, ভুট্টা এবং নানাপ্রকার ফলের চাস হইয়া থাকে।

এই প্রদেশ নদীবহুল এবং এখানে মরা বা গভীর খাদের হ্রদও অসংখ্য। তুষার-যুগের পর ধীরে ধীরে জল সরিয়া যাওয়ায় ঐ অববাহিকার গভীর খাদ সকল হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছে। প্যালিওজোয়িক যুগে উহার কতকজল সরিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। কোথাও বা উচ্চশির পর্ব্বত দেখা দিয়াছে।

উপরি বর্ণিত বৃহৎকায় হ্রদ চতুষ্টয় ব্যতীত এখানে ওয়ায়েন্, ইরোকুইস, সেণ্ট ক্লেয়ার, নিসিপিং নিপিগোনা, ব্লাক্ টার্জ্জান প্রভৃতি অসংখ্য হ্রদ আছে। এই হ্রদ গুলির কোনটী মরা, কোনটী বা জলবহুল। কিন্তু প্রত্যেকটাই নদী-সংযুক্ত হওয়া পার্ব্বত্য অববাহিকার জলরাশি বহিয়া আনিয়া সুগভীর সুপিরিয়র, হিউরন, ইরাই বা অণ্টেরিও হ্রদে আনিয়া ফেলিতেছে। ঐ নদীগুলির পার্ব্বত্য অববাহিকা গুলি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০ হইতে ৩০০ ফিট্ উচ্চ হওয়ায় মূলহ্রদে নিপতিত হইবার কিছু উত্তরে জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে এবং ঐ সকল বেগবান্ প্রপাত হইতে তাড়িত সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী নগরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে তাহা সরবরাহ করা হইতেছে। কামিনিষ্টিকুইয়া নদীর কাকেবেকা প্রপাত জলপ্রবাহে যে শক্তি আনিয়া চালিতেছে তাহাতে পোর্ট আর্থার ও ফোর্ট উইলিয়ম নগরের বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। সেণ্ট-ক্লেয়ার হ্রদ হইতে ডেট্রইট্নদী ৫৭০ ফিট উচ্চে জলরাশি চালিতেছে আবার ঐ সেণ্ট ক্লেয়ার হ্রদ হইতে উত্তর মুখে কতক জল নায়গ্রা নদী দিয়া অণ্টারিও হ্রদে পড়িতেছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ২৪০ ফিট্ উচ্চ হইলেও নায়গ্রা-সন্নিহিত পার্ব্বত্য অববাহিকায় উহার কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া এত বেগে জলরাশি নিপাতিত করিতেছে, যে নায়গ্রার প্রপাত জগতের শ্রেষ্ঠপ্রপাত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। [নায়গ্রা দ্র]

এই নায়গ্রা প্রপাতের জলবেগ হইতে শক্তি আকর্ষণ করিয়া যে তাড়িৎ প্রবাহ সংগ্রহ হইতেছে, তাহাতে নিউ ইয়র্ক, অণ্টেরিও ও টরণ্টো সহরের বৈদ্যুতিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের আরও অনেক নদীর পতনবেগ প্রবল থাকায় ঐ সকল নদী হইতে শক্তি-সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ময়দার কল, শস্য গুড়াইবার কল, পশমের কারখানা, মদ চোলাই চামড়ার কারখানা, লৌহ ও কাঠের কারখানা, কাপড় ও কাগজের কল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হইয়া থাকে।

অসংখ্য নদী ও হ্রদ এই প্রদেশ বক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় ঐ সকল কারখানার উৎপন্ন পণ্যাদি ও স্থানীয় শস্যাদি স্থানান্তরে পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যেখানে নদীপথের সুযোগ নাই সেখানে খাল কাটিয়াও নৌকাগমনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নানাস্থান দিয়া রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক-প্যাসিফিক্ রেলপথ এই প্রদেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া গবর্মেণ্ট রেলপথ ও কোম্পানী পরিচালিত কএকটী রেলপথ আছে। প্রায় প্রত্যেক নগরেই মিউনিসিপাল বোর্ড কর্ত্তৃক নগর ও তদুপকণ্ঠে ইলেকট্রিক রেলপথ পরিচালিত হইয়াছে।

এখানকার পর্ব্বতস্তরে গ্রানাইট্, নিস্, মার্ব্বল, মাইকা (অভ্র), গ্রাফাইট্, কোয়াৎ্স প্রভৃতি প্রস্তর এবং খনিমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, লৌহ, আর্সেনিক, নিকেল, পেট্রোলিয়ম, কোবাল্ট প্রভৃতি পাওয়া যায়।

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে চাঁপলেন (Champlain) নামক জনৈক ফরাসী পর্য্যটক এখানে প্রথমে আসেন। তিনি অটোয়া নদীতে অগ্রসর হইয়া কিছু দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। পরে তিনি কিছুদিন ঐখানে জর্জিয়ান উপসাগরতীরে হিউরণ ইণ্ডিয়ান জাতির মধ্যে বাস করেন (১৬১৫—১৬১৬ খৃঃ)। ঐ সময়ে রেকোলেট সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ভ্রাতৃগণ ও জেসুইট মতাবলম্বীরা এখানে আপনাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে থাকে। ১৬৪৮-১৬৫০ খৃষ্টাব্দে হিউরনদিগের সহিত ইরোকুই-জাতির বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে হিউরনগণ উৎসাদিত হইলে ফরাসী সভ্যতা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে এবং ফরাসীগণ কিংষ্টন, নায়গ্রা, মিচিলিমাকিনাক্, সল্ট সেণ্ট-মেরি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। অপরদিকে তাহাদের প্রতিযোগীরূপে হাডসন বে কোম্পানি নামক ইংরেজদল ফোর্ট আলবানী অঞ্চলে প্রসার লাভ করিতে থাকে।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা উত্তর-আমেরিকার অধিকার ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ঐ সময়ে ইণ্ডিয়ান সর্দ্দার পণ্টিয়াক ইংরেজের প্রভাব খর্ব্ব করিতে ভীষণ যুদ্ধ করে। ১৭৮২ খৃঃ অঃ রাজভক্ত ইংরেজ দল কিংষ্টন বিভাগে উপনিবেশ স্থাপন করে।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে পিটের Constitutional Act বলে উত্তর ও দক্ষিণ কানাডার এই উপনিবেশটীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং উপনিবেশিকগণ বহু ভূমি লাভ করিয়া এখানে স্বচ্ছন্দ মনে চাষ-আবাদ করিতে থাকে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এই উপনিবেশিকের সংখ্যা প্রায় ৪॥০ লক্ষেরও অধিক হইয়াছিল।

ইংরেজ-শাসনের আইন বলে এই দেশ শাসিত হইলেও ভূমির বিভাগ লইয়া ইহাদের মধ্যে অশান্তির সূচনা হইতে থাকে। কতকগুলি জমি 'Family Compact' ও কতকগুলি 'Clergy Reserve' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার উপর সেনাবিভাগে জায়গীর প্রদানার্থ কতক জমি পৃথক্ রাখিতে স্থানীয় সামরিক শাসনকর্ত্তা বদ্ধপরিকর হন। এই পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইয়া উইলিয়ম লায়ন-মেকেঞ্জী প্রমুখ কএকজন লোক রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ফলে, ১৮৩৭ খৃঃ অঃ একটী অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। দলপতি মেকেঞ্জী যুক্তপ্রদেশে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন।

কানাডা রাজ্যে এই উপদ্রব ও অশান্তি বিরাজ করিতেছে দেখিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট লর্ড ডারহামকে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রেরণ করেন। তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট বিভক্ত কানাডা রাজ্যকে পুনরায় সম্মিলিত করিয়া দেন (১৮৪১ খৃঃ)।

এই সম্মিলনের পর, এখানে দায়িত্বমূলক শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। আপার-কানাডা বা অন্তেরিও প্রদেশের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন নিম্ন-কানাডাবাসীদের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটিতে থাকে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রেলপথ বিস্তারের ফলে দেশে অর্থের অনাটন উপস্থিত হয়, এমন কি, দেশের মিউনীসিপালিটী গুলিও দেউলিয়া হইয়া যায়। American Civil War যুদ্ধের ফলে যুক্তপ্রদেশের সহিত ইহাদের আদানপ্রদানমূলক একটী বাণিজ্যসন্ধি (Reciprocity Treaty) হয়। ১৮৪৪ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উভয় দেশের বাণিজ্য পণ্য বিনিময়ে শুল্ক সংগ্রহ এত কম হইয়া যায় যে, রাজ্যশাসন ব্যাপার একরকম অচল হইয়া পড়ে। ১৮৭৩ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অলিভার মোবাটের মন্ত্রিত্বকালে ধীর মন্থরগতিতে এখানকার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে থাকে। ১৯০৫ ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কনজার্ভেটীব দল মন্ত্রিসভায় প্রবল হওয়া অবধি এখানকার বাণিজ্য, শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। [কানাডা দ্র°]

অন্তেরিও হ্রদ—উত্তর আমেরিকার বৃহত্তর হ্রদগুলির মধ্যে সর্ব্ব-পূর্ব্বদিকের হ্রদ। ইহার উত্তরে অন্তেরিও প্রদেশ এবং দক্ষিণে যুক্তরাজ্যের নিউইয়র্ক বিভাগ। ইহা লম্বে পূর্ব্বপশ্চিমে ১৮০ মাইল এবং প্রস্থে ৫৩ মাইল। হ্রদখাত ৩২৯৮০ বর্গমাইল এবং জলখাতের উপরিতল ৭২৬০ বর্গমাইল। অক্ষ° ৪৩°১১′ হইতে ৪৪°১২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°১২′ হইতে ৭৯°৪৯′ প° মধ্যে।

ইহার উত্তর-উপকূলে অন্তেরিও প্রদেশের রাজধানী টরোণ্টো নগর ও কিংষ্টন এবং পশ্চিম দক্ষিণে হামিল্টন নগর। ইরাই ও অন্তেরিও হ্রদের সংযোগক্ষেত্রে নায়গ্রানদীর সঙ্গমস্থলে বিখ্যাত নায়গ্রা-প্রপাত (Niagara Falls)। এই হ্রদবক্ষে নৌকা বা ষ্টীমার যোগে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী হইয়া থাকে। পোর্ট আর্থার হইতে সুপিরিয়ার, হিউরন, ইরাই ও অন্তেরিও হ্রদের উপর দিয়া ষ্টীমার যোগে মনট্রিল পর্য্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। নায়গ্রা প্রপাতের জলবেগ বেশী বলিয়া উহার পার্শ্বে ওয়েলাণ্ড-খাল ও মারে খাল কাটিয়া ষ্টীমার গমনাগমনের সুবিধা করা হইয়াছে। [নায়গ্রা দ্র°]

অন্তেবসৎ—(ত্রি°) [অন্তে সমীপে বিদ্যাগ্রহণার্থং বসতি অন্ত-বস শতৃ, ৭-তৎ অলুক্স°] শিষ্য, ছাত্র। "বসন্নিবান্তে বিনয়েন জিষ্ণুঃ" (ভারবি ৩২৪)

অন্তেবাসিন্—(পুঃ) [অন্তে নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থং বসতি বস-

পিনি, ৮-তৎ বা অনুক্‌স°] শিষ্য, ছাত্র। "ছাত্রান্তেবাসিনৌ শিষ্যে"। (অমর) (ত্রি) [অন্তে চতুর্বর্ণাবহিঃ, গ্রামান্তে বা বসতি] ২ চণ্ডাল। 'নিষাদশ্বপচাবন্তেবাসি-চণ্ডালপুক্কসাঃ" (অমর) (স্ত্রী) [ঙীপ্] অন্তেবাসিনী।

অন্তোদাত্ত—(ক্লী) [অন্তে শেষে উদাত্তঃ স্বরো যস্য] অন্ত উদাত্ত স্বরযুক্ত পদ।

অন্তোনিয়াস্ (Antonius)—প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যে অন্তোনিয়াবাসী কএকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। রোমের ইতিহাসে ইঁহাদের বহুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পরিচয় আছে।

১ মার্কাস অন্তোনিয়াস্ (Marcus Antonius)—১৪৩-৮৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী তৎকালে কেহ ছিলেন না তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও বক্তৃতাবলে রাজ্যের সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৭৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কন্সাল হন এবং ৯০ খৃঃ পূঃতে মার্শীয় যুদ্ধে (Marsic War) সেনাপতি ছিলেন। ৮৭ খৃঃ পূঃতে মারিয়াস ও সিনার হস্তে তিনি নিহত হন।

২ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মার্কাস অন্তোনিয়াসের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি ক্রেটিকাস্ (Creticus) নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি ৭৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ৬ষ্ঠ মিত্রদাতের (Mithradates VI) অধীনস্থ জলদস্যুদিগকে দমন করিতে আদিষ্ট হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রীটবাসীদের হস্তে পরাজিত হন এবং তাঁহার নৌ-পোতগুলি জলমগ্ন হয়।

৪ মার্কাস্ অন্তোনিয়াস্—মার্ক আণ্টনি নামে পরিচিত। ইনি ১ম অন্তোনিয়াসের পৌত্র ও অন্তোনিয়াস্ ক্রেটিকাসের পুত্র। ৮৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে জন্ম। মাতৃসম্পর্কে তিনি জুলিয়াস্ সিজরের নিকট আত্মীয় ছিলেন। তাঁহারই অনুকম্পায় এবং নিজের প্রতিভায় তিনি তাঁহার ভাবিষ্য জীবনে রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটী উজ্জ্বল রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি রোমের "ট্রায়াম্ভার' (Triumvir) বা ত্রি-শাসকের একতম পদ লাভ করিয়া জগতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী নাম রাখিয়া গিয়াছেন*।

তাঁহার মাতার পূর্ব্বস্বামী কর্ণেলিয়াস্ লেণ্টুলাস্ সুরা বাল্যাবস্থায় তাঁহাকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন। এই আদরের প্রশ্রয় পাইয়া তিনি যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন। ৫৮ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তিনি ঋণদায়ে জড়িত হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া গ্রীসে পলাইয়া যান। এখানে আথেন্স নগরীতে অবস্থান কালে তিনি তথাকার দার্শনিকমণ্ডলীর সহবাসে কিছু শিক্ষা লাভ করেন এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার চরিত্রদোষ সংশোধিত হয়।

সিরীয়ার শাসনকর্ত্তা অউলাস্ গাবিনাস্ তাঁহার বীরচরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে আরিষ্টোবুলাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে প্যালেষ্টিনে প্রেরণ করেন। ইহার পর, তিনি মিশররাজ টলেমী অউলেটীসের সহযোগিতা করিতে মিশরে যান। ৫৪ খৃঃ পূ. তিনি সিজরের সহযোগিরূপে গল-বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার বীরত্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সিজর তাঁহাকে শাসক-মণ্ডলীর পদ প্রদান করেন। ৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি সিজার কর্ত্তৃক ইতালীর ডেপুটী গভর্ণর নিযুক্ত হন।

৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে তিনি সিজরের সহিত রোমের কন্সল হন। উক্ত বর্ষে ১৫ই মার্চ্চ ষড়যন্ত্রকারীদের কৌশলে সিজর নিহত হইলে তিনি সেই সুযোগে রোমের একচ্ছত্র শাসক হইবার পথ সপান। কিন্তু তাঁহার এ উদ্দেশ্য সফল হইবার পূর্ব্বেই ইলিরিয়া হইতে সিজারের দত্তকপুত্র অক্টোভিয়ান রোমে আসিয়া উপনীত হন। তিনি অন্তোনিওর কূটতন্ত্র বুঝিতে পারিয়া স্বীয় পিতার অনুগত সৈন্যবৃন্দ লইয়া সিসাল্পাইন গল প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে অন্তোনিয়াস্ তথাকার শাসনকর্ত্তা জুনিয়াস ব্রুটাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। এখানে ৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মিউটিনার যুদ্ধে রোম-বাহিনীর সঙ্গে অন্তোনিয়াস্ পরাজিত হন, কিন্তু যুদ্ধে রোমক কন্সল অউলাস্ হির্টাস্ ও ভিবিয়াস্ পান্‌সা নিহত হওলে অক্টোভিয়ান্ ক্রুটার সব হস্তে যুদ্ধভার অর্পণ করিয়া রোমে ফিরিয়া আইসেন।

এই সুযোগে অন্তোনিয়াস্ গলরাজ্যে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এখানে তিনি লেপিডাসের সহযোগিতায় এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অক্টোভিয়ানকে দণ্ড দিতে রোম অভিমুখে অগ্রসর হন। অন্তোনিয়াস্ ও লেপিডাসের বিজয়বাহিনী রোমের সম্মুখীন দেখিয়া অক্টোভিয়ান ভীত হইয়া পড়িলেন, তিনি যুদ্ধে পরাজয় অপরিহার্য্য বুঝিয়া গোপনে তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। বোনোনিয়া নামক স্থানে তিন জনে একত্র বসিয়া রোমরাজ্য বিভক্ত করিয়া শাসন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের শাসনকালে রোমরাজ্যে বিভীষিকার স্রোত বহিয়াছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সেনা নায়কবৃন্দ নিহত এবং তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। রোমের বিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো অন্তোনিয়াসের প্রতিহিংসানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। ৪২ খৃঃ পূঃ অন্তোনিয়াস্ ও অক্টোভিয়ান ষড়যন্ত্রকারী কেসিয়াস্ ও ব্রুটাসকে ফিলিপির যুদ্ধে নিহত করিলেন। ঐ সময়ে রোমক সেনেট ও প্রজাতন্ত্র দলের

* ৬০ খৃঃ পূঃ জুলিয়াস সিজর পম্পি ও ক্রেসাস্ প্রথম ট্রায়াম্ভার। ৪৩ খৃঃ পূঃ অন্তোনিয়াস্, অক্টেভিয়াস্ (অগাষ্টস্) ও লেপিডাস্ দ্বিতীয় ট্রায়াম্ভার।

বহুলোক তাঁহাদিগের কঠোর পীড়নে ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছিল।

এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় অন্টোনিয়াস্‌কে ঋণজালে জড়িত হইতে হয়। তিনি অর্থ সংগ্রহের আশায় গ্রীকে গমন করেন এবং তথা হইতে এসিয়া-মাইনরে যান। পথিমধ্যে সাইলিসিয়া অতিক্রম কালে ৪১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী ক্লিওপেট্রার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আলেকসান্দ্রিয়া নগরে কিছুকাল ক্লিওপেট্রার সহবাসে থাকিয়া তিনি সিরীয়া-আক্রমণকারী পার্থিয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এদিকে তাঁহার পত্নী ফুলবিয়া ও ভ্রাতা লুসিয়াসের সহিত অক্টোভিয়ানের যুদ্ধ বাধে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি ইতালীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানে আসিয়া তিনি শুনিলেন তাঁহার পত্নী ফুলবিয়া নিহত হইয়াছেন। অক্টোভিয়ানের উপর তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও মনোমালিন্য বেশী দিন স্থায়ী হইল না। অক্টোভিয়ানের ভগিনী অক্টোবিয়াকে বিবাহ করিয়া তিনি অপবাদের বিরোধ মিটাইয়া লইলেন। বান্দুসিয়ম সহরে পুনরায় ত্রিশাসন-মণ্ডল গঠিত হইল। ইহাতে লেপিডাস আফ্রিকা, অক্টোভিয়ান পাশ্চম সাম্রাজ্য এবং আন্টনি পূর্ব্ব জনপদের অধীশ্বর হইলেন।

পূর্ব্বাঞ্চলে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রথমে পার্থিয়দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ৩৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি আথেন্সে আসিয়া বহু অর্থ অপব্যয় করিয়া পুনরায় ঋণগ্রস্ত হন। পরে ইতালীতে আসিয়া পুনর্ব্বার ৫ বৎসরের জন্য ত্রিশাসন মণ্ডল গঠন করিয়া সিরীয়ায় ফিরিয়া যান। এখানে আসিয়া তিনি ক্লিওপেট্রার প্রেমে এরূপ অন্ধ হইয়া পড়েন যে, তাঁহার অনুচরবর্গ তদীয় আচরণে বিরক্ত হইয়া উঠে। ৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সেনেটের অনুমোদনে ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরিত হয়। অক্‌টিয়াম যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া অন্টোনিয়াস্‌ ক্লিওপেট্রার আশ্রয়ে আগমন করেন। তিনি ৩০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মনের খেদে এখানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

অন্ত্য—(ত্রি) [অন্তে ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রোত চতুর্বর্ণ সৃষ্টৈরবসানে ভবঃ] চণ্ডাল। ২ ম্লেচ্ছ। ৩ যবনাদি। "অন্ত্যা সঙ্কঃ শ্বপচযবনাদয়ঃ'। (স্মার্ত্ত) অন্ত্য শব্দে ম্লেচ্ছ চণ্ডাল যবনাদি। "অন্তেভবা অন্ত্যা যত্তোঽধমজাতীয়া ন সন্তি"। (যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা)। যাহারা সৃষ্টির শেষে হইয়াছে, তাহারাই অন্ত্য অর্থাৎ যাহাদের হইতে অন্ত্য জাতি আর নাই।

(ত্রি) ৪ যাহারা শেষে হয় বা শেষরূপে পরিগণিত হয়। যেমন মীনরাশি, চৈত্রমাস, মতান্তরে আশ্বিনমাস। বর্ণের মধ্যে হকার। নক্ষত্রের মধ্যে রেবতী। জন্মরাশি বা জন্মলগ্ন হইতে যে কোন দ্বাদশ রাশি। নক্ষত্রে যথা—"চিত্রামিত্রমৃগান্ত্যাস্তং মৃদুগণঃ"। (জ্যোতিঃ) চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতী এই সকল নক্ষত্রে মৃদুগণ হয়। রাশিতে যথা—"জন্মাষ্টজায়ান্ত্য খ ধর্ম্মসংস্থে নিশাকরে।" প্রথম আট, সাত, দ্বাদশ, ও নবম রাশিতে চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণ হইলে তাহা দেখিতে নাই। মাসে যথা— "অন্ত্যোপান্ত্যৌ ত্রিভৌ"। (জ্যোতিঃ) আশ্বিন এবং ভাদ্রমাস তিনটী নক্ষত্রে হয়। "অন্ত্যং আশ্বিনম"। (স্মার্ত্ত)। ৫ অধম। "অন্ত্যস্বস্তভবেঽধমে"। (হেম)। [অন্তএব স্বার্থে যৎ] "অন্তো-জঘন্যং চরমমন্ত্যং'। (অমর) (স্ত্রী) ৬ মুস্তা, মুতা। (ক্লী) ৭ সংখ্যাবিশেষ। 'অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধক'। [অঙ্ক দ্র°]। গণিতশাস্ত্রোক্ত সকলের বামভাগে স্থিত অঙ্ক। (স্ত্রী) ৮ ত্রিজ্যা, পৃথিবীর অন্ত্যরেখাবিশেষ।

অন্ত্য২—একজন নরপতি। ইনি বসুদেবের অন্যতমা ভগিনী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। ইঁহার পুত্রের নাম জগৃহ। (হরিবংশ)

অন্ত্যক—(পুং) নীচ জাতীয় ব্যক্তি।

অন্ত্যকর্ম্মন্—(ক্লী) [অন্তে নাশে ভবং অন্ত্যং তচ্চ তৎ কর্ম্মচেতি কর্ম্মধা°] অন্তের কর্ম্ম, মরণকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। [অন্ত্যেষ্টি দ্র°] [অন্ত্যস্ত নিকৃষ্টবর্ণস্ত কর্ম্ম ৬-তৎ] হীনজাতির কর্ম্ম। কৃত্বা পত্নেবং অন্ত্যকর্ম্ম চ" (মনু ১১ ১৯৭)

অন্ত্যকর্ম্মদীপিকা—হরিভট্ট দীক্ষিত-বিরচিত একখানি স্মার্ত্তগ্রন্থ।

অন্ত্যকর্ম্মপদ্ধতি—একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

অন্ত্যকর্ম্মবিবোধ—ধর্ম্মশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ।

অন্ত্যজ—(পুং স্ত্রী) [অন্ত্যে জায়তে জন-ড] শূদ্র। (ত্রি) ২ অন্ত-জাতমাত্র। (পুং স্ত্রী) [অন্ত্যাৎ শূদ্রাৎ শ্রেষ্ঠবর্ণস্ত্রিয়াং জায়তে জন ড] ৩ চণ্ডাল, চণ্ডালের সদৃশ সাতটী হীন জাতি। যথা— ধোপা, মুচী, নট, বরুড, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল।

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।" (অত্রিস° ১৯৫)

অন্ত্যজ শব্দের অপভ্রংশে 'অন্তজ' এইরূপ উচ্চারিত হয়।

অন্ত্যজগমন—(ক্লী) উচ্চজাতীয় স্ত্রীর নীচ জাতীয় শূদ্রাদির সহিত সহবাস।

অন্ত্যজন্মন্—(পুং স্ত্রী) [অন্ত্যং জন্ম যস্ত, বহুব্রী] শূদ্র। "প্রতিগ্রহস্ত ক্রিয়তে শূদ্রাদপ্যন্ত্যজন্মনঃ" (মনু ১০.১১০) (ত্রি) ২ শেষ জাত।

অন্ত্যজাগমন—(ক্লী) উচ্চ জাতীয় পুরুষের নীচ জাতীয়া স্ত্রীর সহিত সহবাস।

অন্ত্যজাতি—(পুং স্ত্রী) [অন্ত্যা নিকৃষ্টা জাতিঃ, কর্ম্মধা°, অন্ত্যা জাতির্যস্ত, বহুব্রী] শূদ্র। ২ চণ্ডালাদি। "মানসৈরন্ত্যজাতি-তাম্।" (মনু ১২.৯) মানসিক পাপ করিলে অন্ত্যজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

অন্ত্যধন—(ক্লী) গণিতশাস্ত্রের কোন ক্রিয়ার অন্তিম অংশ।

অন্ত্যনার—মহাভারতযুগের একজন নরপতি। বিদূরথের দুই পুত্র—সার্বভৌম ও ঋক্ষ। সার্বভৌমের পর হইতে অন্ত্যনার দশম পুরুষ অধস্তন ইঁহার নামান্তর রন্তিনার বা মতিনার।

অন্ত্যপদ—(ক্লী) অন্তিম অথবা প্রকাণ্ড মূল।

অন্ত্যপুষ্পা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ধাতকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

অন্ত্যভ—(ক্লী) [অন্ত্যঞ্চ তৎ ভং নক্ষত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা] রেবতীনক্ষত্র। "চিত্রা মিত্রমৃগান্ত্যভং মৃদুগণঃ"। (জ্যোতি.) অন্ত্যভ অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্র সকল নক্ষত্রের অন্তে আছে বলিয়া ইহার নাম 'অন্ত্যভ' হইয়াছে। (পুং) ২ মীনরাশি, ইহ ও রাশির শেষে আছে।

অন্ত্যযুগ—(পুং) অন্তিম যুগ, কলিযুগ।

অন্ত্যযোনি—(পুং স্ত্রী) [অন্ত্যা যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য, বহুব্রী] শূদ্র। ২ চণ্ডালাদি।

"শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ" (মনু ৮ ৬৮)

অন্ত্যবর্ণ—(পুং স্ত্রী) [অন্ত্যশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্ম্মধা°] শূদ্র। ২ পদের অন্তস্থিত অক্ষর। ৩ বাক্যের অন্তস্থিত অক্ষর।

অন্ত্যবিপুলা—(স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ।

অন্ত্যানুপ্রাস—(পুং) [অন্ত্যশ্চাসৌ অনুপ্রাসশ্চেতি কর্ম্মধা°] শব্দালঙ্কারের অন্তর্গত অনুপ্রাসবিশেষ। যথা—

"ব্যঞ্জনঞ্চেদ্ যথাবস্থং সহাদ্যেন স্বরেণ তু।

আবর্ত্ত্যতেহন্ত্যযোজ্যত্বাদন্ত্যানুপ্রাস উচ্যতে।" (সা° দ°)

আদ্যস্বরের সহিত অনুস্বার, বিসর্গ বা স্বরসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ যেখানে দুই পাদের বা দুই পদের অন্তে একরূপে আবৃত্ত হয়, তাহার নাম অন্ত্যানুপ্রাস। পাদান্তে যথা—

"কেশঃ কাশস্তবকবিকাসঃ। কায়ঃ প্রকটিতকরভবিলাসঃ"।

এখানে প্রথম পাদের শেষে 'বিকাসঃ' এই শব্দের 'আসঃ' এবং পর পাদের অন্তে 'বিলাসঃ' ইহারও 'আসঃ' এ দুইটী এক প্রকার উচ্চারিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলা যায়। পদান্তে যথা—'মন্দং হসন্তঃ পুলকং বহন্তঃ'। এখানে 'হসন্তঃ' ও 'বহন্তঃ' এই দুইটী পদেরই অন্তে 'অন্তঃ' ইহা এক প্রকার উচ্চারিত হইতেছে, তাই ইহাকে পদগত অন্ত্যানুপ্রাস বলা যায়।

অন্ত্যাবসায়িন্—(পুং স্ত্রী) [অন্তে ভবং অন্ত্যং বস্ত্রাদিকং অবস্যতি গৃহ্লাতি, অন্ত্য-অব-সো ণিনি, উপপদস°] যাহারা মৃতব্যক্তির শাপড় লেপ প্রভৃতি গ্রহণ করে, নিষাদস্ত্রীতে চণ্ডালের ঔরসজাত, মুর্দ্দাফরাস। (স্ত্রী) [ঙীপ্] অন্ত্যাবসায়িনী। অঙ্গিরা মুনি সাতপ্রকার হীনজাতিকে অন্ত্যাবসায়ী কহেন।

"চণ্ডালঃ শ্বপচঃ ক্ষত্তা সূতো বৈদেহকস্তথা।

মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তৈতেহন্ত্যাবসায়িনঃ।" (অঙ্গিরা)

চণ্ডাল, শ্বপচ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহক, মাগধ ও আয়োগব, এই সাত প্রকার অন্ত্যাবসায়ী।

অন্ত্যাশ্রম—(পুং ক্লী) [অন্ত্যশ্চাসৌ আশ্রমশ্চেতি, কর্ম্মধা°] চতুর্থাশ্রম, ভিক্ষুরূপ চতুর্থ আশ্রম।

অন্ত্যাশ্রমিন্—(পুং) [অন্ত্য আশ্রমোঽস্ত্যস্য অন্ত্য আশ্রম-ইনি] চতুর্থ আশ্রমযুক্ত, ভিক্ষু।

অন্ত্যাহুতি—(স্ত্রী) [অন্ত্যা চাসৌ আহুতিশ্চেতি, কর্ম্মধ] অন্ত্যেষ্টি করা। ২ সাগ্নিকদিগের মৃত্যুর পর সংস্কারবিশেষ। "অন্ত্যাহুতিং হুতবহঃ সমিপ্রাঃ"। (ভট্টি ৩৩)

অন্ত্যক্রূর—মান্দ্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণানদীর তীরস্থিত এক গ্রামের নাম।

অন্ত্যূতি—(স্ত্রী) [অন্তি অন্তিকস্থ বা ঊতঃ রক্ষণম্, অব-ক্তিন ডট্ পক্ষে কর্ম্মণি ষষ্ঠী] আসন্ন রক্ষণ। ২ শরণ প্রাপ্তের রক্ষা। "অন্ত্যূতিং মেধোভূবম্" (ঋক ১।১৩৮।১)

অন্ত্যূর—দক্ষিণ-হায়দরাবাদের আরঙ্গাবাদ জিলার কন্নড় তালুকের অন্তর্গত একটী পুরাতন দুর্গ। খান্দেশ যাইবার পথে পর্বতের উপর অক্ষা° ২০°২৭´ উ এবং দ্রাঘি ৭৫°১৫ পূ° অবস্থিত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে একজন মহারাষ্ট্রীয় নরপতি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে উহা আহ্মদনগরের নিজামশাহী বংশের অধীন হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে মুঘল সম্রাট্ অরঙ্গজেব এই দুর্গ অধিকার করেন এবং এখানকার তোপখানা উড়াইয়া দেন।

এই দুর্গের এক ক্রোশ দক্ষিণে একটী গোলাকার স্তম্ভ আছে। উহার শিলালেখ হইতে জানা যায়, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরের অধিপতি মুর্ত্তাজা নিজাম শাহের শাসনকালে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অন্ত্যেষ্টি—(স্ত্রী) [অন্তে ভবা ইষ্টিঃ যাগাদিক্রিয়া কর্ম্মধা°] মৃত্যুর পর সাগ্নিকদিগের দেহসংস্কারাদি ক্রিয়া। নিরগ্নিদের কেবল দাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। পতিত ব্যক্তির দাহকার্য নিষিদ্ধ। ভিন্ন জাতি ও দেশাচার ভেদে কেহ কেহ মৃতদেহ গোর দেন, কেহ পচিতে দিয়া থাকেন। এই সকল শেষ ক্রিয়ার নাম অন্ত্যেষ্টি।

মৃত্যুর পর শরীর নিস্পন্দ অসাড় হয়; তখন সে মলিন মুখপানে চাহিলে পাষাণ-হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠে। আবার দুই এক দিনেই মৃতদেহ পচিতে থাকে, দুর্গন্ধে লোকের পীড়া জন্মে। তাই মানুষ মরিলে শীঘ্র শীঘ্র শব স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। মাঠে ফেলিয়া দেওয়া, জলে নিক্ষেপ করা, কিম্বা গোর দেওয়া এই গুলিই সহজ উপায়। প্রথম প্রথম অসভ্য অবস্থায় সকল জাতি তাহাই করিত। কাহারও মৃত্যু হইলে বন্ধুবান্ধবেরা হয় তাহাকে জলে

ডুবাইয়া দিত, কিম্বা মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিত, অথবা লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া দিয়া আসিত, কিন্তু মানুষ মরিলে ভূত হয়, এ আশঙ্কা অসভ্য লোকেরই অধিক। কোল, সাওতাল প্রভৃতি সমস্ত অসভ্য জাতি ভূত মানে, তাহারা ভূতের পূজা করে। সকল দেশের লোকই অসভ্য অবস্থায় ভূতকে ভয় করিয়া চলিত, এখনও চলে। তাই মৃত্যুর পর যেন ভূতের দৌরাত্ম্য না ঘটে, সে কারণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে ক্রমে দুই একটী করিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইয়া পড়িল।

... গেল। তাহার পর স্নেহ ও ভক্তি। যাহাকে ভালবাসি অষ্টপ্রহর চক্ষের উপর দেখি। ... মাত্র দেখিবার জন্য হৃদয় ... নিবিড়, ঘুমাইলে স্বপ্নেও দেখিতে পাই, বিদেশে গেলে দুই দিন না হয় তবু দুই বৎসরেও আবার একবার দেখিতে পাইব, এই ভরসায় আশাপথ চাহিয়া থাকি। কাল সে ছিল আজি নাই। মরিল ত জন্মের মত সকল সম্বন্ধ ঘুচিল, আবার যে দেখিতে পাইব সে আশা ফুরাইয়া গেল। তাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে স্নেহ ও ভক্তির জন্যও লোকে অনেক কাজ করিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ... বিশ্বাসানুসারেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নানা প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জন্মিয়াছে।

সকল জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা এক প্রকার নয়। পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, দিন দিন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে আদিম অবস্থার কতক আভাস অদ্যাপি সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

... কালের কাম্রুক জাতির ... নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল ... তাহারা পশু পালন করিত, স্থানে স্থানে তাঁবু ফেলিয়া বেড়াইত। ... স্থানের তৃণ শস্যাদি ফুরাইলে আবার অন্যত্র উঠিয়া যাইত। তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোন আড়ম্বর ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহারা সেই স্থানে মৃতদেহ ফেলিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া আবার তাঁবু ফেলিত। পূর্ব্বকালের ইথিওপিয়ার লোকে মৃতদেহ জলে ডুবাইয়া দিত। এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ঐ প্রথা চলিত আছে। ইতর জাতিরা মৃতদেহের গলায় কলসী ও দড়ি বাঁধিয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দেয়।

বোম্বাইয়ের পারসী জাতি সভ্য ও সুশিক্ষিত। ভারতে ইহাদের মত ধনাঢ্য জাতি আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু ইহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মানব জাতির প্রথমাবস্থার মত অতি সহজ উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দখ্‌মা অর্থাৎ 'নীরব মন্দির' নামে তাহাদের সৎকারের স্থানে গাঁথুনির উপর লোহার ঝাঁঝরি পাতা আছে। পারসীরা তাহাতে মৃতদেহ শোয়াইয়া আসেন। ক্রমে রৌদ্রে ও শিশিরে শরীর গলিয়া আসে এবং কাকে ও শকুনীতে মাংস খাইয়া ফেলে। শেষে দেহের অস্থিগুলি খসিয়া খসিয়া নীচের গর্ত্তের ভিতরে পড়ে। তখন সেই হাড়গুলি কুড়াইয়া গোর দেওয়া হয়।

সাইবিরিয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে কামস্কাট্‌কা উপদ্বীপ। ঐ উপদ্বীপে কামস্কাডেল নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। ইহারা মৃতদেহ পোড়ায় না, পুতিয়াও ফেলে না—কুকুরকে খাইতে দেয়। মৃতদেহ খাইতে দিবে বলিয়া তাহারা ঘরে ঘরে কুকুর পুষিয়া রাখে। কামস্কাডেলদের ধারণা এই, মৃতশরীর কুকুরে খাইলে প্রেতাত্মা পরলোকে গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে। ঐ জাতির কুকুরের একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে। তাহারা ঘেউ ঘেউ করিতে পারে না, একবারেই ডাকিতে জানে না, কিন্তু মানুষের অনেক কাজে লাগে।

কুকুর পরকালের সহায়, এ বিশ্বাস অনেক জাতিই করিয়া থাকে। গারো জাতি মৃতদেহ সৎকারের সময়ে কুকুরবলি দেয়। চিৎমাং নামক ... প্রভৃতি ...। গারোদের বিশ্বাস কুকুরবলি দিলে কুকুর তাহার আত্মা মৃতব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া প্রেতলোকে লইয়া যায়। তজ্জন্য তাহারা সৎকারের সময়ে কুকুর কাটিয়া থাকে। গ্রীনলণ্ডবাসীদের মধ্যেও কতকটা এইরূপ নিয়ম চলিত আছে। ছোট ছেলের মৃত্যু হইলে পরলোকের পথ দেখাইয়া দিবে বলিয়া তাহারা মৃতদেহের সঙ্গে কুকুর পুতিয়া রাখে।

কুকুর পরলোকের পথ দেখাইতে পারে, কেবল অসভ্য লোকেরাই এরূপ বিশ্বাস করে না। প্রাচীন আর্য্যদেরও ঠিক সেইরূপ ধারণা ছিল। আর্য্যেরা অন্ত্যেষ্টির সময়ে যমের কুকুর দুইটীকে প্রেতাত্মার পাছে হিংসা নিবারণ জন্য প্রার্থনা করিতেন (১)। যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন। একটী কুকুর তাঁহার আগে আগে যাইয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকেরাও সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, প্রেতলোকের দ্বারে কারবেরস্ নামে একটী কুকুর আছে। উহার তিনটী মাথা এবং সাপের ফণার ন্যায় লাঙ্গুল। কারবেরস্ দিবারাত্র স্বর্গের দ্বারে চৌকী দিত। প্রেতাত্মারা তাহাকে মধুর পিঠা খাইতে দিলে তবে সে স্বর্গের পথ ছাড়িয়া দেয়।

কুকুর প্রেতলোকের পথ দেখাইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ কি, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু

(১) যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসা। তাভ্যাং রাজন্ পরি দেহ্যেনং স্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬।৩।১)
হে যমরাজ! চারি চক্ষুবিশিষ্ট তোমার যে দুইটী কুকুর আছে যাহারা পথ ও তোমার পুরী চৌকী দেয় এবং যাহা দেখিয়া মনুষ্যেরা দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে এই প্রেতের কাছে দাও এবং তাহাদিগকে দিয়া এই প্রেতকে সুখে নীরোগে রাখ।

এটী মানুষের অসভ্যাবস্থার ধারণা তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে। বনবাসীরা মৃগয়া করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শিকারীদের সঙ্গে কুকুর থাকে। কুকুর তাহাদের সঙ্গের সহচর, মৃগয়ার সহায়, বিপত্তিকালের রক্ষক। সাঁওতাল, ধাঙড় এবং অসভ্য পাহাড়ী লোকেরা আপন আপন কাজে যায়, তাহাদের কুকুর বাটী ও দুধপোষ্য শিশুকে রক্ষা করে। সুতরাং এই সকল দেখিয়া অজ্ঞ লোকের মনে ধারণা হইয়া থাকিবে যে, কুকুর এ সংসারে মানুষের বিস্তর কাজে লাগিতেছে, তবে পরকালেও অবশ্য কোন উপকারে আসিতে পারে। প্রেতপুরে খাইবার জন্য মৃতদেহের সঙ্গে কেহ চাউল দেয়, কেহ মদ্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী দেয়; আমরা পিণ্ডদান করি, অসভ্য লোকেরাও তদ্রূপ প্রেতলোকের পথ চিনাইয়া দিবে বলিয়া সঙ্গে কুকুর দেয়। আর্য্যেরা যখন অসভ্য ছিলেন, সে সময়ে তাঁহারাও পারোদের মত বিশ্বাস করিতেন যে, কুকুর প্রেতপুরের পথ দেখাইয়া দিতে পারে। পরে সেই সংস্কার বংশপরম্পরায় বৈদিক কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল।

মানুষ মরিলে ভূত হয়। কাজেই ভূতের শান্তির নিমিত্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিস্তর অঙ্গ বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকালের মিশরবাসীরা মৃতদেহকে পুনঃ পুনঃ ঘুরাইয়া বাটীর বাহির করিত। কারণ মৃতদেহ ঘুরাইলে প্রেতটারও মাথা ঘুরিয়া উঠে, কাজেই সে পথ চিনিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। ব্রহ্মদেশের করেন জাতিরা মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মাকে অতিশয় ভয় করে। সৎকারের পূর্ব্বে তাহারা মসাল কিম্বা বাতি জালিয়া লয়। পরে সেই জলন্ত বাতি পরিবর্ত্তন করিতে করিতে মৃতদেহকে বেড়িয়া উল্টা দিকে প্রদক্ষিণ করে। শেষে প্রেতাত্মাকে বলে—'তুমি বাটী হইতে যাও, আমাদের অনিষ্ট করিও না'। কিন্তু ইহাতেও ভূতের আশঙ্কা একেবারে দূর হয় না। তাই কোন গ্রামের ভিতরে মনুষ্য মরিলে তাহারা সেই গ্রামখানি পোড়াইয়া ফেলে। শ্যাম এবং গ্রীনলণ্ডবাসীদের বিশ্বাস এই, মৃতদেহকে যে পথ দিয়া বাহির করা যায়, তাহার প্রেতাত্মা সেই পথ দিয়া পুনর্ব্বার বাটীতে প্রবেশ করে। তজ্জন্য শ্যামবাসীরা বাটী হইতে শব বাহির করিবার সময়ে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া একটী নূতন দ্বার করিয়া লয়, পরে সেই দ্বার আবার গাঁথিয়া দেয়। গ্রীনলণ্ডবাসীরা জানালা দিয়া শব বাহির করে। সাইবেরিয়ার লোকে মৃতদেহ বাটীর বাহির করিবার সময়ে তাহাতে গরম ঢিল ছুড়িয়া মারে। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা মৃতদেহের নখ তুলিয়া ফেলিয়া হাত পা বাঁধিয়া দেয়। কাজেই প্রেতাত্মাটা আর মাটী আঁচড়াইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বাটী আসিতে পারে না।

পূর্ব্বকালে কোন কোন দেশের লোক মৃতদেহ পোড়াইত না, পুতিয়াও ফেলিত না, কামাস্কাডেলরা মৃতশরীর কুকুরকে খাইতে দেয়, কিন্তু প্রাচীন শকদের মধ্যে কোন সম্প্রদায় মৃতদেহ আপনারাই খাইয়া ফেলিত। সে কালে দেহোমী প্রদেশেও এই কুৎসিত আচার চলিত ছিল। কাহারও মৃত্যু হইলে কুলপুরোহিত আসিয়া তাহার মাংস পোড়াইয়া খাইতেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলের কোন কোন অসভ্য জাতিরা আত্মীয় স্বজন মরিলে তাহার মাংস পোড়াইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিত।

মহাভারতে দেখা যায়, পাণ্ডবেরা আপনাদের অস্ত্র-শস্ত্র কাপড়ে জড়াইয়া একটী শমী বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। বাহিরে তাঁহারা সকলের কাছে এই রূপ রটনা করিয়া দিলেন যে, শমীবৃক্ষের উপরে শব বাঁধা থাকিল। তাই লোকে জানিত, গাছে শব ঝুলান আছে, তজ্জন্য ধনুর্ব্বাণাদি কেহ চুরি করে নাই। বোধ হয়, পূর্ব্বে এ দেশের কোন কোন জাতি গাছে শব বাঁধিয়া রাখিত তাই লোকে সে কথা সহজে বিশ্বাস করিয়াছিল। শব বাঁধিয়া রাখার প্রথা না থাকিলে পাণ্ডবদের কথা কেহ মানিত না, সকলেই উপহাস করিত। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কলচিসের লোকেরা পুরুষের মৃত শরীর গাছে ঝুলাইয়া রাখিত এবং স্ত্রীলোকদিগকে গোর দিত। অতএব ভারতবর্ষেও তদ্রূপ কোন নিয়ম চলিত ছিল, এমন অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এরূপ সন্দেহ করিবার আরও একটা কারণ আছে। সমাজে যে কোন নিয়ম অধিক কাল চলিয়া আসে, পরে তাহা একবারে উঠিয়া গেলেও তবু তাহার কিছু একটু আভাস থাকিয়া যায়। বোধ হয় পূর্ব্বে এদেশে গাছে শব বাঁধিয়া রাখিবার প্রথা ছিল, তাই বৈদিক সময়ে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অস্থিচয়ন করিয়া তাহা পলাশ কিম্বা শমী বৃক্ষে দুই এক দিন ঝুলাইয়া রাখা হইত।

ভারতবর্ষের পর্ব্বতে অনেক অসভ্যজাতি বাস করে। তাহাদের দেবতা প্রায় একরূপ, সকলেই বনস্পতি, নদী, পর্ব্বত, ভূত বাঘ প্রভৃতির পূজা করে। কিন্তু তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক প্রকার নয়। খন্দ ও ভীল জাতিরা পুরুষকে দাহ করে এবং স্ত্রীলোককে পুতিয়া ফেলে। নীলগিরির তোড়া জাতির ব্যবহার ঠিক আমাদের মত। তাহারা শিশুদিগকে গোর দেয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীপুরুষকে দাহ করে। হিমালয়ের প্রায় সকল অসভ্য লোকেরা মৃতশরীর পুতিয়া ফেলে।

মৃত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ মমতা এবং ভক্তি হইতে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার অনেক ধুমধাম এবং আড়ম্বর বাড়িয়াছে। তাহার উপর আবার প্রেতলোকের প্রতি বিশ্বাস আছে। মানুষ মরিলে কি হয়, এ সমস্যার মর্ম্ম যে জাতি যেমন বুঝিয়াছিল, প্রেতাত্মার সুখস্বচ্ছন্দতা এবং সদ্গতির নিমিত্ত তাহারা সেইরূপ এক একটা কাজের নিয়ম করিয়া গিয়াছে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে পাক করিবার পাত্র, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য, বসন ভূষণ এবং ধনুর্বাণ দেয়। প্রেতলোকে দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, কাজেই পরিধানের মৃগচর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেলে তালী দেওয়া চাই, তজ্জন্য তাহারা অতিরিক্ত কিছু চর্ম্ম গোরের ভিতর রাখে। আফ্রিকার অন্তর্গত দেহোমীর লোকে মৃত ব্যক্তির কাছে সংবাদ পাঠাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে এক এক জন ক্রীতদাসের প্রাণ নষ্ট করে। সেই চাকরের আত্মা লোকান্তরে বাটীর সমাচার লইয়া যায়। কোন কোন হাবসী সম্প্রদায় আত্মীয় ব্যক্তির অস্থি রাখিয়া দেয়। ইচ্ছা হইলে তাহারা সেই অস্থির সঙ্গে কথোপকথন করে। আন্দামান দ্বীপবাসীরা ভক্তি ও স্নেহ দেখাইবার জন্য মৃত ব্যক্তিদের মুণ্ড মালা গাঁথিয়া গলায় পরে। ভারতবর্ষের বনবাসী অসভ্য লোকেরা মৃতশরীরের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য এবং বসন ভূষণ প্রভৃতি রাখে। আমরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে মৃত ব্যক্তির মুখে পিণ্ডদান করি। শ্রাদ্ধের সময়ে স্বর্ণপাত্র রজতপাত্র এবং শয্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকি, পরিচ্ছিন্ন পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করি। অতএব দেশভেদে এবং জাতিভেদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য একপ্রকার।

সেকালে ওয়েল্‌সে একটী অদ্ভুত নিয়ম চলিত ছিল। আমাদের দেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ যেমন প্রেতপিণ্ড ভোজন করে, ওয়েল্‌স দেশে তদ্রূপ এক সম্প্রদায় পাপভোক্তা লোক ছিল। মৃতকে গোর দিবার সময় তাহারা শবের হাত হইতে একখানি রুটী লইয়া খাইত, তাহাতে প্রেতাত্মার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইত। এই রীতির কতকটা আভাস উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এবং পঞ্জাব ও কাশ্মীরাদি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। অশৌচান্তের দিন হিন্দুরা একজন ব্রাহ্মণকে কাদা ধূলা মাখাইয়া প্রেত সাজান। পরে পিণ্ডদান হইলে তাহাকে সেই পিণ্ড খাইতে দেন। এই সকল প্রেতব্রাহ্মণ ক্রিয়ার শেষে বিলক্ষণ বিদায় পাইয়া থাকে। পূর্ণিয়া অঞ্চলে শ্রাদ্ধের দিন একটী কুটীর নির্ম্মাণ করা হয়। তাহার ভিতরে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী দিয়া প্রেতনৈবেদ্য সাজান থাকে। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ এবং তাহার স্ত্রী সেই নৈবেদ্য ভোজন করিতে বসিলে গৃহস্থেরা কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। তখন অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রী কোন প্রকারে দ্বার কাটিয়া বাহির হয়।

প্রেতাত্মা বৈতরণী পার হইবে বলিয়া আমরা গোরু উৎসর্গ করি। পূর্ব্বকালের রুস এবং গ্রীস্ দেশেও কতকটা এইরূপ নিয়ম চলিত ছিল। রুসবাসীরা মৃতশরীর পুতিবার সময়ে তাহার হাতে একখানি 'চালান পত্র' লিখিয়া দিতেন। প্রেতাত্মা সেই চালান পত্র পিতরকে (Peter) দেখাইলে অনায়াসে স্বর্গে উঠিতে পারিত। গ্রীকেরা মৃতদেহকে স্নান করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধাদি মাখাইয়া দিতেন। তাহার পর উত্তম বস্ত্রালঙ্কার, মাথায় ফুলের মালা, ফুলের মুকুট পরাইয়া তাহাকে নূতন শয্যায় শোয়াইয়া রাখিতেন। গ্রীকদের বৈতরণীর নাম 'আচেরন নদ' (২)। বৃদ্ধ চারণ দেবতা সেই নদের কাণ্ডারী। প্রেতাত্মারা সেইখানে গিয়া চারণ দেবতার হাতে এক একটী রূপার মুদ্রা দিলে তিনি তাহাদিগকে আচেরন নদ পার করিয়া দিতেন। কিন্তু পারের মূল্য দিতে না পারিলে দুর্ভাগা প্রেতাত্মারা জলের ধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত। পাছে আচেরন নদের কাছে আসিয়া কোন দিন ঘাটে কিম্বা কার্বেরস কুকুর প্রেতপুরির দ্বার ছাড়িয়া না দেয়, তজ্জন্য গ্রীকদের স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মৃতদেহের মুখে একটী রূপার মুদ্রা এবং একখানি মধুর পিঠা রাখিয়া দিতেন। তাহার পর পুরমহিলারা মৃতদেহের চারিদিকে বসিয়া কাঁদিতে থাকিতেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আপনাদের বস্ত্র ও কেশ ছিঁড়িতেন।

গ্রীকেরা মৃত্যুর দিনেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন না। তাঁহারা দুই তিন দিন মড়াটীকে বাটীর ভিতর রাখিয়া নগরের বাহিরে তাহা পুঁতিয়া দিতেন। গোরস্থানে গেলে সকলকেই স্নান করিতে হইত। স্নান না করিলে কেহ দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না। তৃতীয়, নবম এবং ত্রিংশৎ দিনে পিণ্ডদান করা হইত। যাহারা মৃতদেহ পোড়াইত, তাহারা সৎকারের পর স্নান করিয়া উপবাস করিয়া থাকিত। রোমকেরা মৃতদেহ দগ্ধ করিত। জলস্পর্শ করিয়া কিম্বা অগ্নি ডিঙ্গাইলেই শুদ্ধ হইতেন। নবম দিনে সকলের অশৌচান্ত হইত। সে কালে গ্রীক এবং রোমকেরা মৃতদেহকে ভাল করিয়া সাজাইয়া পথে বাহির করিতেন, যেমন ভারতবর্ষের লিঙ্গায়ী প্রভৃতি কোন কোন জাতি মৃতদেহকে উত্তম বেশভূষা পরাইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে পথ দিয়া চলিয়া যায়।

— — —

(২) গ্রীস দেশের মধ্যে একটি আচেরন নদ আছে। ইহা আচারুসিয়া হ্রদের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আয়োনিয়ান্ সাগরে পড়িয়াছে। এলিস্ প্রদেশেও আর একটি আচেরন নদ আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম সাকুটো। পৌসেনীয়স বলেন যে মহাকবি হোমর থেস্প্রোসিয়ার আচেরন নদেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বৈতরণী নদীর জল দুর্গন্ধ এবং উষ্ণ, সর্ব্বদাই টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, এবং তাহা শোণিত ও অস্থিকেশে পরিপূর্ণ। গ্রীকদের আচেরন নদের জল কৃষ্ণবর্ণ, তিক্ত এবং সর্ব্বদাই তাহাতে বাষ্প উঠিতেছে।

চারণ দেবতা নিরানন্দ। মুখে হাসি নাই সর্ব্বদাই তিনি শোকগম্ভীর ভাবে নিরত আছেন। মুখে দীর্ঘ শুভ্র দাড়ী ঝুলিতেছে, মাথায় কেশ শুভ্র, পরিধানের বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ। ইট্রুস্কানের মতে চারণদেবতার হাতে হাতুড়ী আছে।

মিশর।

পূর্ব্বকালের মিশরবাসীদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছু অদ্ভুত রকম ছিল। তাঁহারা মৃতদেহ পোড়াইয়া কিম্বা পুতিয়া নষ্ট করিতেন না। নানা প্রকার মসলায় শরীর পাক করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া রাখিতেন। তাহাতে কোনখানের একটু মাংসও গলিয়া যাইত না; একখানি হাড়ও খসিয়া পড়িত না। মিশরবাসীদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে,—শরীর, আত্মা, জ্ঞান এবং আকার লইয়া মানুষের জীবন। এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িলে মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পরে জ্ঞান ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। আত্মা অধোলোকে গিয়া নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করে, তদ্দ্বারা তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠার পরীক্ষা হয়। অবশেষে কোথাও তিন হাজার বৎসরের পরে পুনর্ব্বার সেই জ্ঞান ও আত্মা পূর্ব্বশরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইয়া গেলে আর তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না। সে কারণ মিশরবাসীরা যত্নপূর্ব্বক মৃতদেহ রক্ষা করিয়া রাখিতেন।

মৃতদেহ প্রস্তুত করিয়া দিবার নিমিত্ত সে কালে মিশরে প্রায় ৭০০।৮০০ কারিকর ছিল। কেহ নাড়া-ভুঁড়ী বাহির করিয়া দিত, কেহ ক্ষারজলে শরীর ভিজাইত, কেহ ঔষধ পূরিত, কেহ বা রঙ্ করিত। মিশরে পুরুষ মরিলে মৃতদেহকে তৎক্ষণাৎ কারিকরদের কাছে দেওয়া হইত। স্ত্রীলোক মরিলে মড়াটা কিছু দিন ঘরে পড়িয়া থাকিত। মৃত শরীর কিরূপে রক্ষা করিতে হয় হিরোদোতস্ এবং দিওদোরস তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, ধনবান্ ব্যক্তির দেহ যে প্রণালীতে প্রস্তুত করা হইত তাহার ব্যয় অনেক। এক একটী শরীর মসলা দিয়া পাক করিতে ও সাজাইতে অন্যূন ৭২৫০৲ টাকা খরচ পড়িত। হাজদের মুর্দ্দারফরাসের মত এক্ প্রকার নীচ জাতীয় কারিকর ছিল। তাহারা মৃতদেহের বাম দিকের পাঁজরার নিচে চিরিয়া পেটের নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়া দিত। আর এক সম্প্রদায়ের মুর্দ্দারফরাস বুক চিরিয়া ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড বাহির করিত। তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোক নাকের ভিতর দিয়া বক্র লোহার শলা পুরিয়া মস্তিষ্ক বাহির করিয়া আনিত। শেষে পিচ্কারীর ভিতরে তালের তাড়ী পুরিয়া উদর, বক্ষঃস্থল এবং মস্তক পুনঃ পুনঃ ধুইয়া ফেলিলে কোথাও আর গলিত দ্রব্য পড়িয়া থাকিত না। তাহার পর পেটের মধ্যে হিরাবোল প্রভৃতি মসলা পুরিয়া উপরের চর্ম্ম সেলাই করা হইলে, অন্য কারিকরের কাছে সেই দেহ পাঠাইতে হইত। মৃতদেহ কাটিতে নাই, তাহাতে আঘাতও করিতে নাই, তজ্জন্ত এই সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গেলে মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধবেরা কপট রাগ দেখাইয়া মুর্দ্দারফরাসদিগকে ঢিল ছুড়িয়া মারিত।

অন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে প্রায় ১৬।১৭ দিন লাগিত। তাহার পর ক্ষার কর্ম্ম। এই কাজ অন্য এক সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। কারিকরেরা ক্ষার জলে ১১।২০ দিন মৃতদেহ ভিজাইয়া রাখিত। মিশরের অনেক মৃতদেহের মাংস নিটোল দেখা যায়। তাহার কারণ এই, কারিকরেরা নানা প্রকার ঔষধ পিচ্কারীদ্বারা শিরার ভিতরে পুরিয়া দিত, তাই কোন স্থান চুপ্সিয়া যাইত না। এই সকল প্রক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে নিম্নশ্রেণীর এক সম্প্রদায় পুরোহিত সেই শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাপড় জড়াইয়া দিতেন।

মিশরের এক একটী মৃতদেহ হইতে ৪ ইঞ্চ চৌড়া এবং ২৫০০ হাত লম্বা কাপড় বাহির হইয়াছে। কথিত আছে, মরিয়া গেলে মৃতদেহে জড়াইবার নিমিত্ত কাপড় লাগিবে বলিয়া সকল লোকেই জীবদ্দশায় আপন আপন জীর্ণ বস্ত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন যে, মৃত শরীরে মসলা পুরিতে এবং বস্ত্র দিয়া জড়াইতে প্রায় ৩৪।৩৫ দিন লাগিত অতএব ৭০।৭২ দিনের কমে কোন শরীর প্রস্তুত করা হইত না।

দ্বিতীয় উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ। ইহাতে ২৪৩০৲ টাকার অধিক ব্যয় পড়িত না। কারিকরেরা পেটের ভিতরে মসলা না দিয়া কেবল আল্কাতরায় পরিপূর্ণ করিত। তাহার পর ক্ষারজলে ভিজাইয়া রাখিলে ভিতরের সমস্ত গলিত পদার্থ আপনি বাহির হইয়া যাইত।

দরিদ্র লোকের অর্থ নাই। কাজেই নির্ধন ব্যক্তির শরীরের নাড়ীভুঁড়ী প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া তাহা ক্ষারজলে ডুবাইয়া রাখা হইত। তাহার পর সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া দিলে আর তাহা নষ্ট হইয়া যাইত না। এইরূপে মৃতদেহ প্রস্তুত করা হইলে পুরোহিতেরা তাহা সিন্দুকের ভিতরে রাখিয়া গোর দিতেন।

যখন মিশরদেশে থিবের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল তখন হইতেই মমির সহিত ভূর্জ্জপত্রে মৃতের কাহিনী লিখিয়া 'Book of the dead' কবরে দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। উদ্দেশ্য ইহার সাহায্যে মৃতাত্মা পরলোকে আত্মপরিচয় দিয়া সকল বিপদ্ উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই অজানা দেশে অগ্রসর হইতে পারিবে।

মৃতদেহ রক্ষণের পদ্ধতি মিশরদেশে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। শবাধারের লক্ষণ হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। প্রথম যুগের শবাধারগুলি চতুষ্কোণাকৃতি এবং পরবর্ত্তী যুগে নানাপ্রকারে চিত্রিত মনুষ্যাকার শবাধারের উদ্ভব হইয়াছিল। উন-বিংশতি রাজবংশের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাবিংশতি বংশের

যুগ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র প্রথা প্রচলিত হয়। এই যুগে মৃতের পূর্ণ-মূর্ত্তি শবকক্ষে রক্ষিত হইত। মিশর ভাষায় ইহার নাম উশাবটিউ। এইরূপ পূর্ণদেহ "মামি" রক্ষার ব্যবহার টলেমীবংশীয়দিগের অধিকারে একেবারেই পরিত্যক্ত হয়।

ইথিওপিয়া, পারস্য, কেনারীদ্বীপ, আসিরীয়া, আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশে মৃতদেহ রক্ষা করার প্রথা চলিত ছিল। কিন্তু মিশরের মত এত আড়ম্বর আর কোথায় দেখা যায় না। পারস্যের লোকেরা কেবল মোম দিয়া মৃতদেহ রক্ষা করিতেন। আসিরীয়ার লোকে মধু দিয়া রাখিতেন, তাহাতে মৃত শরীর পচিয়া যাইত না। আলেকসান্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার শরীর মধু ও মোম দিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল। এখনও অধিক দূরে মৃতদেহ লইয়া যাইতে হইলে নানাপ্রকার মসলা দিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়। আন্দামানদ্বীপে শের-আলী লর্ড মেওর প্রাণবধ করিলে তাঁহার শরীর অধিক দিন রাখিবার জন্য চিকিৎসকেরা তাহা বায়ীতৈল, মোম, সুরা, কর্পূর, সিরেবার, সোরা প্রভৃতি অনেক দ্রব্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারত

সেকালে ভারতবর্ষে সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের যেরূপ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার প্রথা ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। বৈদিক সময়ে গঙ্গাযাত্রা ছিল না, কেহ আপনার গৃহ ছাড়িয়া স্থানান্তরে মরিতে যাইতেন না। পরিবার ও আত্মীয়বর্গে বেষ্টিত হইয়া সকলেই আপন আপন বাটীতে প্রাণত্যাগ করিতেন। মৃত্যুর পরেই প্রথমে একটী হোম করা হইত। বৌধায়ন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, মৃতব্যক্তির দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে চারিবার আহুতি দিবে। কিন্তু ভরদ্বাজ আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিতে বলেন। এদিকে আশ্বলায়নীয় সূত্রে দেখা যায় যে, পিতৃমেধের প্রথম হোম এ সময়ে না করিলেও চলে।

হোম সাঙ্গ হইল, তাহার পর গৃহ হইতে জন্মের মত বিদায়ের ব্যবস্থা,—বন্ধুবান্ধবেরা যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠে একখানি খাট নির্ম্মাণ করিলেন। খাট নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কৃষ্ণসারচর্ম্ম বিছাইতেন। চর্ম্মখানির লোমের পৃষ্ঠ নিম্ন দিকে উল্টান থাকিত। আত্মীয় স্বজন আসিয়া শবের মাথা দক্ষিণদিকে রাখিয়া তাহাকে চিত করিয়া খাটের উপরে শোয়াইতেন। মৃতব্যক্তির পুত্র, শবকে একখানি নূতন কাপড় পরাইতেন এবং উপরে ছিলাযুক্ত আর একখানি নূতন কাপড় ঢাকা দিতেন (৩)। পুত্র না থাকিলে সহোদর কিম্বা কোন নিকট জ্ঞাতিকে এই কাজ করিতে হইত।

এখন ব্রাহ্মণের মড়া শূদ্রে স্পর্শ করিতে পারে না। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা তাহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন (৪)। কিন্তু পূর্ব্বে এ নিয়ম চলিত ছিল না। ব্রাহ্মণ মরিলে বাটীর চাকরেরা মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইত। কিন্তু মনুষ্য দ্বারা শব লইয়া যাইতে অসুবিধা হইলে গো-যান গাড়ীতে মৃতদেহ বহন করার প্রথা ছিল (৫)।

শ্মশানে যাইবার সময়ে পথে তিনবার মৃতদেহ নামাইতে হইত। শব নামাইয়া সঙ্গীরা তিনটী মন্ত্র পাঠ করিতেন। এই মন্ত্র দেখিলে বুঝা যায়, আর্য্যেরা প্রেতলোকের পথ চিনিবার নিমিত্ত একটা চিহ্ন করিতেন, তাহারা পথের সঙ্কেত খুঁজিতেন।

একটী মন্ত্রে লেখা আছে,—'পূষা পথ উত্তমরূপে জানেন, তোমাকে বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সুশিক্ষিত অনেক পশু আছে, তিনি ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, তিনি এখান হইতে তোমাকে পিতৃলোকে লইয়া যাইন। এবং অগ্নি তোমার সকল পুণ্যকর্ম্ম জানেন, তিনি তোমাকে লইয়া যাউন। (৬)

বাঙ্গালাদেশে এখন শব নামাইবার প্রথা নাই। ইহাকে সকলেই ভয় করিয়া চলেন। লোকের বিশ্বাস এই যে পথে মড়া নামাইলে গ্রামে মহামারী হয়। দৈবাৎ কেহ মড়া নামাইলে কিম্বা মৃতদেহ ছিঁড়িয়া পড়িলে গৃহস্থেরা দ্বারে দ্বারে সাতটা গেঁটে কড়ী এবং সাত কলসী জল ঢালিয়া দেয়।

আর্য্যেরা মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানে একটা গরু লইয়া যাইতেন। ঐ গোরুর নাম অনুস্তরণী বা রাজগবী। বুড়া গোরু পাইলেই ভাল হইত। তাহা না মিলিলে, যে গোরুর লোম, চক্ষু কিম্বা খুর কাল তাহাতেও কাজ চলিত। গোরুর অভাবে কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ তরুণ ছাগলও লইয়া যাইতেন।

(৩) "ইদং ত্বা বস্ত্রং প্রথমং ন্বাগন্। অপৈতদূহ যদিহাবিভঃ পুরা।" (তৈত্তিরীয় আ° ৬.১.১) এই বস্ত্র তোমার কাছে প্রথম আসুক। তুমি পূর্ব্বে যে বস্ত্র পরিয়া আছ, তাহা ত্যাগ কর।

(৪) "ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাচ্ছূদ্রসংস্পর্শদূষিতা।" (মনু ৫ ১০৪)
ব্রাহ্মণাদির স্বজাতি থাকিতে শূদ্র দ্বারা মৃতদেহ বহাইবে না। কারণ শূদ্র স্পর্শ করিলে সেই আহুতিদ্বারা তিনি স্বর্গ লাভ করিতে পারেন না।
বিষ্ণু যম প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিকারদের পুস্তকেও ঐ নিষেধ আছে।

(৫) "ইমৌ যুনজ্মি তে বহ্নী অসুনীতায় বোঢবে। তাভ্যাং যমস্য সাদনং সমিতীশ্চাব গচ্ছতাৎ।" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬ ১ ১, অথর্ব্ব ১৮.২.৫৬)। তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমি এই দুইটী বৃষকে গাড়ীতে যুড়িয়া দিতেছি। ইহারা তোমাকে যমের আলয়ে এবং পুণ্যাত্মাদের স্থানে লইয়া যাইবে।

(৬) "পূষা ত্বেতশ্চ্যাবয়তু প্র বিদ্বাননষ্টপশুর্ভুবনস্য গোপাঃ। স ত্বৈতেভ্যঃ পরিদদৎ পিতৃভ্যোঽগ্নির্দেবেভ্যঃ সুবিদত্রিয়েভ্যঃ।" (তৈ°আ° ৬.১ ১, ঋক্ ১০ ১৭.৩)।
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্মও প্রায় ঐরূপ

শ্মশানে গিয়া বন্ধুবান্ধবেরা আগে চিতার গর্ত্ত কাটিতেন। গর্ত্তটা বার অঙ্গুলি গভীর, পাঁচ প্রাদেশ প্রশস্ত এবং মৃতব্যক্তি মাথার দিকে সোজা করিয়া হাত ছড়াইলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে হাতের তর্জ্জনী পর্য্যন্ত যত লম্বা হয়, গর্ত্তটীও ঠিক তত বড় দীর্ঘ করা হইত। চুল কাটা হইলে তাহার উপর সকলে চিতা সাজাইতেন।

তাহার পর শবকে কামাইয়া এবং স্নান করাইয়া চিতার উপরে শোয়ান হইত। পূর্ব্বে ক[illegible] ক[illegible] স্থানে একটী আশ্চর্য্য নিয়ম চলিত ছিল। উপর [illegible] মন্ত্র থাকে। [illegible] [illegible] শতপথে [illegible] কিন্তু মন্ত্র নাই। পূণ্যার [illegible] কর্ত্তব্য নয়, এই কথা কহি [illegible] ভাঁড়া বাহির করিয়া দিলে [illegible] পূর্ণ করিতেন।

এই সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বাক[illegible] গাভীকে বধ করা হইত। [illegible] কিরূপে বধ করা হইত তাহার কোন উল্লেখ নাই কিন্তু যে ব্যবস্থা বলিয়াছে, তাহাতে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত [illegible] ঢাকা দেওয়া চাই (৭) [illegible] [illegible] হইতে [illegible] অ[illegible] ছাগ [illegible] বক্ষে বলি দিই, তাহাতে [illegible] পৃথক [illegible] পড়ে। সুতরাং পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ঢাকা [illegible] সংগ্রহ [illegible] অনিবার্য্য। তৎকালে বাস্তবিকে ক্রবাড় [illegible] কিম্বা অন্য কোন প্রকারে যাবিতেন এখন তাহা নিশ্চিত করা সুকঠিন। (৮)

তাহার পর, যজ্ঞীয় পাত্রগুলি [illegible] অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর সাজান হইত। দধি এবং ঘৃতপূর্ণ অগ্নিহোত্র-হবনী মৃ[illegible] [illegible] হইত। [illegible] ক্রব ও চক্ষে সুবর্ণ খণ্ড কিম্বা আজ্যস্রুব, প্রাশিত্র হরণ কারণ, কপালপাত্র ভাঙ্গিয়া মস্তকের উপর, ললাটের উপর এক কপাল এবং মস্তকে চমস দিবার প্রথা ছিল। আশ্বলায়নীয় সূত্রে অন্য প্রকার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। যথা,—দক্ষিণ হস্তে জুহু, বামহস্তে উপভৃৎ, দক্ষিণ পার্শ্বে স্ফ্য ছুরি বা বামভাগে অগ্নিহোত্রহবনী, দন্তে গ্রাবা, মস্তকে কপাল, বক্ষঃস্থলে ধ্রুব নাসিকায় স্রুব নাসারন্ধ্রে প্রাশিত্রহরণ, উদরে চমস ও পাত্রী জননেন্দ্রিয়ে শমি, উরুর নিম্নে উদূখল ও মুষল, উরুর উপরে অরণি এবং পায়ে সূর্প।

জলবীর মাংসও দেহের স্থানে স্থানে দিবার নিয়ম ছিল। আশ্বলায়ন তাহার [illegible] উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন— [illegible] মৃতের [illegible] [illegible] ও চক্ষে [illegible] বৃক্ক হাতে হৃদয় বক্ষঃস্থলে এবং [illegible] [illegible] ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় শবের অপরাপর অঙ্গে দেওয়া হইত।

[illegible] গাভীকে বধ করিবার সময়ে কোন বাধা ঘটিলে তাহার [illegible] ধরিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার নিয়ম ছিল। এরূপ স্থলে [illegible] সেব [illegible] চল[illegible] [illegible] ছাড়াই মৃতদেহের স্থান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লইয়া [illegible] [illegible] বধ করা হইত। এক [illegible] [illegible] ছাগটী চিতার কাঠে বাঁধিয়া দিত [illegible] [illegible] [illegible] পুড়িয়া গেলে [illegible] পলাইয়া যাইত। [illegible] সকল আয়োজন শেষ হইলে পরে মৃতব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহার হাতে [illegible] [illegible], ক্ষত্রিয়ের হাতে ধনুক, এবং বৈশ্য [illegible] হাতে [illegible] দেওয়া হইত। তাহার পর, মৃতপত্নিকা বিধবা [illegible] স্নানাদি করিয়া চিতার উপরে স্বামীর বামপার্শে শুইতেন। [illegible] আশ্বলায়ন পত্নির মস্তকের কাছে শুইতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। অগ্নি অর্পণ করিবার পূর্ব্বে ঋত্বিক কিম্বা মৃত ব্যক্তির পুত্র, সহোদর অথবা অন্য কোন নিকট কুটুম্ব কাছে আসিয়া বলিতেন—'হে প্রেত! এই নারী পতিলোক কামনা করিয়া তোমার মৃতদেহের কাছে শুইয়া আছেন। তিনি পূর্ব্বে পতিপরায়ণতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাকে ইহলোকে থাকিতে অনুমতি করিয়া প্রজা ও ধন দাও' (৯)। অবশেষে মৃতব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর, শিষ্য কিম্বা বাড়ীর পুরাতন চাকর এই কথা বলিয়া বিধবা নারীর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া আনিতেন, (১০) 'হে নারি

(৭) "পুরুষস্য সয়াবর্য্যপদঘানি মৃজমহে [illegible] যথা নো অত্র নাপরঃ পুরা জরস আয়তি (তৈ আ° ৬ ৷ ১০)

'পুরুষস্য সয়াবর্য্যবি তে প্রাণমসিস্রসম্। শরীরেণ মহীমিহি স্বধয়েহি পিতৄনুপ প্রজয়াস্মানিহাবহ (৬ ১ ২ ১১)

"ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা দেবী সতী পিতৃলোকং যদেষি। বিশ্ববারা নভসা স যাস্যাতো নো লোকান্ পয়সাপ্যায়যস্ব (৬ ২ ২)

মৃতব্যক্তির সহগামিনি রাজপত্নি! আমরা তোমার দ্বারা মৃতাত্মার পাপ হইতে এক্ষণে শোধন করিলাম, যেন জরা কিম্বা পূর্ব্বের অপর কোন পাপ আমাদের কাছে না আসিতে পারে।

হে মৃতব্যক্তির অনুগামিনি আমরা তোমার প্রাণকে শিথিল করিয়া দিলাম। তুমি শরীরের দ্বারা ভূমি প্রাপ্ত হও, স্বধা দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হও। এই পৃথিবীতে পুত্রাদি সহ আমাদিগকে রক্ষা কর।

হে প্রিয়ে (রাজপত্নি)! আমি হত হইলাম এমন কথা মনে করিও না। কারণ তুমি দেবী ও সতী এবং দ্যুলোক দিয়া পিতৃলোকে যাইতেছ। আমাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষীরপূর্ণ কর।

৮। "অথৈনং চর্ম্মণা সর্ব্বশিরসমাচ্ছাদয়েদুত্তরলোম্না প্রোর্ণোতি।" (সায়ণ ভাষ্য)

(৯) 'ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপ ত্বা মর্ত্ত্য প্রেতম্।
ধর্ম্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি।"
(তৈ° আ° ৬ ৷ ৩, অথর্ব্ব ১৮ ৷ ৩ ৷ ১)

(১০) "উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূব।" (ঋক্ ১০ ৷ ১৮)

তুমি মৃতপতির কাছে শুইয়া আছ। তুমি মৃতপতির নিকট হইতে উঠিয়া জীবিত লোকদের কাছে আইস। তোমার যিনি পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বিবাহ কর'। এই মন্ত্র পাঠ করা হইলে বিধবা নারী পতির হাত হইতে স্বর্ণাদি লইয়া চিতা হইতে উঠিয়া আসিতেন। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন যে, ঋত্বিক কিম্বা মৃতব্যক্তির পুত্র প্রভৃতি স্বর্ণ অথবা ধনুক দ তুলিয়া লইতেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে 'ইমা নারীরবিধবাঃ, (১১) ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবার পর সধবা স্ত্রীলোকেরা অঞ্জন পরিয়া সকলের অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু কোন সময় এই ক্রিয়ায় এই মন্ত্রের প্রয়োগ করা হইত সে বিষয়ে অনেক মতান্তর দেখা যায়।

ত্রিহুত এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে যে সকল অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, চিতা হইতে মৃত-ব্যক্তির স্ত্রী উঠিয়া আসিলে এই সকল সধবা নারী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাটীতে আনিতেন। বৌধায়ন লিখিয়াছেন,—"স্ত্রীণাম অঞ্জলিষু সম্পাত নবনয়ন্তীঃ নারীতি"—স্ত্রীলোকদের হাতে সম্পাত দিবার নিমিত্ত 'ইমা নারী' ইত্যাদি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। আবার আশ্বলায়নে লিখিত আছে যে,—'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরিত্যাঞ্জানা ঈক্ষেরন'—স্ত্রীলোকেরা যখন কজ্জল পরিবেন, মৃতব্যক্তির পুত্রাদি সেই সময়ে তাঁহাদের পানে চাহিয়া 'ইমা নারী' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবেন।

স্থূল কথা, এই মন্ত্র সহমরণের নহে। কিন্তু সময়ান্তরে এবং স্থানবিশেষে ইহা নানাপ্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছিল। অনেকে স্বীকার করেন যে, আশৌচান্তের দিন ক্ষৌরকার্য্যের পর স্ত্রীলোকেরা অঞ্জনাদি করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেন, সেই সময়ে ঐ মন্ত্র পাঠ করা হইত।

অন্ত্যেষ্টির সমস্ত আয়োজন হইলে, চিতায় অগ্নিকর্ত্তা অগ্নিসমর্পণ করিতেন। তাঁহাকে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হইত—'হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিও না, ইহাকে কষ্ট দিও না, কিম্বা ইহার ত্বক ও শরীর বিক্ষিপ্ত করিও না। হে জাতবেদা! ইহার শরীর পক্ক হইয়া গেলে পিতৃলোকের কাছে ইহাকে পাঠাইয়া দিও'।

'হে প্রেত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে প্রবেশ করুক, বায়ুতে তোমার আত্মা যাক, তুমি আপনার ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীতে, দ্যুলোকে, অথবা জলে, যেখানে তোমার হিত হয় সেইখানে যাও, সেইখানে তুমি ওষধি (শস্যাদি) লাভ করিয়া শরীরী হইয়া থাক। (১২)

আর্য্যেরা প্রথমে মৃতদেহকে পোতা দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে তাঁহারা দেখিলেন যে, অগ্নিই সকলের প্রধান উপাস্য দেবতা, অতএব প্রাণান্তে অগ্নিতে দেহ-সমর্পণ করিলে এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর শীঘ্রই পঞ্চভূতে মিশিতে পারে। উপরের উদ্ধৃত মন্ত্র তাহার একটী প্রমাণ। অস্থি সমাহিত করিবার সময়েও যে মন্ত্র পাঠ করিতে হইত, তাহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পঞ্চভূতে শরীর সহজে মিশাইয়া দিবার জন্য আর্য্যেরা বিশেষ যত্ন করিতেন। যথা—'পৃথিবীতে যাও, অন্তরিক্ষে যাও, দ্যুলোকে যাও, চারিদিকে যাও, স্বর্গে যাও। স্বর্গে যাও, চারিদিকে যাও,

(১১) ঋক এবং যজুর্বেদে এই মন্ত্রের একটু পাঠান্তর আছে। সায়ণাচার্য্যও উভয়ের ভাষ্য একটু একটু প্রভেদ করিয়াছেন। পরন্তু বাঙ্গালার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ এই বেদমন্ত্রের ঠিক অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তকে ঋগ্বেদের পাঠ যথা—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।

অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। (ঋক ১০ ৮ ৭)

কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটির কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে, 'সংবিশন্তু' স্থানে 'সম্বিশন্তাম্', এবং 'সুরত্না' স্থানে 'সুশেবা' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে এইরূপ পাঠান্তর দেখিয়াছেন। আবার কএকখানি হস্তলিখিত যজুর্বেদে ঠিক এই পাঠ দেখা যায়—

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সম্বিশন্তাম।

অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।"

পূর্বে যে পাঠটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার ভাষ্য অনুসরণ করিয়া দেখ সায়ণাচার্য্য যজুর্বেদে ঐ মন্ত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

'ইমা নারী—এতা স্ত্রিয়ঃ' এই সকল স্ত্রীলোক। 'অবিধবাঃ—বৈধব্যরহিতাঃ' বৈধব্যশূন্যা। 'সুপত্নী' শোভনপতিযুক্তাঃ সত্যঃ' উত্তমপতিযুক্ত হইয়া। 'আঞ্জনেন—অঞ্জনহেতুনা' অঞ্জনের নিমিত্ত। সর্পিষা ঘৃতদ্বারা 'সম্বিশন্তাম্—চক্ষুষী সংস্পৃশন্তু' চক্ষু লিপ্ত করুন। 'অনশ্রবঃ—অশ্রুরহিতাঃ' চক্ষুর জলশূন্য। 'অনমীবাঃ—রোগরহিতাঃ' রোগরহিত। 'সুশেবাঃ—সুষ্ঠু সেবিতুং যোগ্যাঃ' উত্তমরূপ সেবা করিবার যোগ্য। জনয়ঃ জায়া' জায়া। 'অগ্রে—ইতঃ পরং' ইহার পরে। 'যোনিং—গৃহং' গৃহ। 'আরোহন্তু—প্রাপ্নুবন্তু' প্রাপ্ত হউন।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ভ্রমক্রমে যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা এই,—

ইমা নার্য্যবিধবা সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।

অনশ্রবোঽনমীবা সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে।"

আবার এই মন্ত্রটী সহমরণের অনুকূলে হইবে বলিয়া এ দেশের পণ্ডিতগণ কোলব্রুক সাহেবকে যে পাঠ লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আরও অদ্ভুত। যথা —

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু বিভাবসুং।

অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে।"

(১২) "মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্। যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ।" (ঋক ১০ ১৬ ১)

"সূর্য্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাঞ্চ গচ্ছ পৃথিবীঞ্চ ধর্ম্মণা। অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধিষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ।" (তৈ° আ° ৬ ১ ৪)

স্বর্গলোকে যাও, অন্তরিক্ষে যাও, পৃথিবীতে যাও, কিম্বা জলে যাও, যেখানে তোমার মঙ্গল হইবে, সেইখানে তুমি শরীরী হইয়া শস্যাদিতে সুখে থাকিবে।' (১৩)

মৃতদেহ দগ্ধ হইলে অগ্নিদাতা চিতার উত্তর দিকে তিনটী গর্ত্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে প্রস্তর ও বালি সাজাইতেন। পরে সেই তিনটী গর্ত্ত অযুগ্ম কলসীর জলে পরিপূর্ণ করা হইত। সকলের জ্ঞাতি বন্ধুরা তাহাতে স্নান করিতেন। স্নান করা হইলে, দহনকর্ত্তা গর্ত্তের দুইধারে দুইটী পলাশশাখা পুঁতিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দড়ী দ্বারা বাঁধিয়া দিতেন। প্রথমে জ্ঞাতি বন্ধু সকলে তাহার ফাঁক দিয়া চলিয়া যাইতেন, কেবল স্বয়ং অগ্নিদাতাকে সকলের শেষে যাইতে হইত। স্নানাদির পর চিতা হইতে ফিরিয়া আসিবার দুই প্রকার নিয়ম ছিল। কোথাও, নক্ষত্র উঠিলে সকলে বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন, কোন স্থলে সূর্য্যোদয় না হইলে কেহ ফিরিতেন না। এই প্রথা এখনও অনেক স্থানে চলিত আছে।

তাহার পর অস্থিচয়ন। বাঙ্গালায় সর্ব্বসাগ্নিক ব্রাহ্মণ নাই, কাজেই এ প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কেবল, এ দেশে যে সকল মৈথিলী ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেই অস্থি চয়নের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সেকালের আর্য্যেরা শবদাহের তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে চিতায় দুগ্ধ ও জল ঢালিয়া যজ্ঞডুমুরের শাখা দিয়া নাড়িতে নাড়িতে অঙ্গার এবং অস্থিগুলি পৃথক্ করিয়া ফেলিতেন। (১৪) এইরূপে ধৌত করা হইলে অঙ্গারগুলি চিতার দক্ষিণদিকে ফেলিয়া দেওয়া হইত। পরে মৃতব্যক্তির বিধবা স্ত্রী আসিয়া একগাছি লাল ও আর একগাছি নীল সূতার অগ্রভাগে প্রস্তর বাঁধিয়া তদ্দ্বারা বাম হাতে অস্থিগুলি তুলিয়া আনিতেন। অস্থি তুলিবার সময়ে তিনি এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতেন,—'এখান হইতে উত্থিত হও। তুমি শরীর ধারণ কর। এখানে তোমার গাত্রের কিম্বা শরীরের কিছুই ফেলিয়া রাখিও না। যে স্থলে যাইতে তোমার কামনা হয় সেইখানে যাও। সবিতা দেব তোমাকে সেইখানে রাখিয়া দিন। এই তাহার একখানি অস্থি, তুমি তৃতীয় অর্থাৎ অন্য অস্থিগুলির সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রকাশমান হও। তুমি উৎকৃষ্ট স্থানে দেবতাদের প্রিয় হইয়া থাক'। (১৫)

অস্থিচয়ন করা হইলে সগুলি ধৌত করিয়া কুম্ভের ভিতরে রাখিতে হইত। কেহ কেহ কৃষ্ণসার চর্ম্ম জড়াইয়া রাখিতেন। ঐ অস্থি সোমযাজীর হইলে জ্ঞাতিরা পুনর্ব্বার তাহা পোড়াইতেন কিন্তু সোমযাজীর অস্থি না হইলে সেদিন তাহা পলাশ কিম্বা শমী গাছে ঝুলাইয়া রাখিতেন পরে সমাহিত করা হইত।

অস্থি সমাহিত করা সেকালের একটী মহৎ উৎসব ছিল। অগ্নিদাতা কুম্ভের ভিতরে অস্থি, দধি এবং সর্ব্বৌষধি দিয়া তাহার উপরে দূর্ব্বা ঢাকা দিতেন। তাহার পর একটী [illegible] চমস কিম্বা শমী বা পলাশ শাখা লইয়া [illegible] পশ্চিমে [illegible] কুম্ভ পুঁতিতে হইত। কুম্ভ পোতা হইলে [illegible] তাহার উপরে বালি, প্রস্তর ও ইষ্টক সাজাইয়া দিতেন। [illegible] প্রভৃতি সব [illegible] পাওয়া গিয়াছে। [illegible] চারি হাত [illegible] গর্ত হইল [illegible] রোপণ করিয়া তাহার [illegible] সমাধির চারিদিকে কুশ [illegible] উপরে নলগাঁকড়া পুতিয়া দিতেন।

অস্থির সঙ্গে দধি মধু এবং সর্ব্বৌষধি মিশ্রিত থাকিত ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে কি না বলিতে পারি না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আসিরীয়া প্রভৃতি দেশের লোক মধু ও [illegible] দিয়া মৃত শরীর রক্ষা করিতেন। বোধ হয় হিন্দুরাও সে কৌশল জ্ঞাত ছিলেন, তাই অস্থি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কুম্ভের ভিতরে মধু ও সর্ব্বৌষধি দিতেন।

বাবিলন।

প্রাচীন বাবিলনে শবদাহ ও কবরস্থ করিবার উভয়বিধ প্রথাই একই সময়ে প্রচলিত ছিল। সাধারণের বিশ্বাস, পরলোক নিরানন্দময় এবং মৃত্যুর পর আত্মা আবার নামক মরুময় দেশে গিয়া প্রেতলোকে অতিকষ্টে কালযাপন করে। কিন্তু শব যে প্রকারেই সৎকার হৌক না কেন, তাহাদের [illegible] পানীয় এবং বস্ত্রাদি দিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টি সমাপন করিত। মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় যাহা ব্যবহার করিত, মৃত্যুর পর তাহার দেহের সহিত সেগুলিও কবরে প্রোথিত হইত। দাহের পর

(১৩) "পৃথিবীং গচ্ছান্তরিক্ষং গচ্ছ দিবং গচ্ছ দিশো গচ্ছ সুবর্গচ্ছ। সুবর্গচ্ছ দিশোগচ্ছ দিবং গচ্ছান্তরিক্ষং গচ্ছ পৃথিবীং গচ্ছ পো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধিষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ" (তৈ° আ° ৬।১।৩)

(১৪) এস্থলে "অপরেদ্যুস্তৃতীয়াং পঞ্চম্যাং সপ্তম্যাং বা অস্থীনি সঞ্চিন্বন্তি" এইরূপ 'তৃতীয়া' 'পঞ্চমী' ইত্যাদি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব 'তৃতীয় দিবস' এরূপ প্রয়োগ কিছুতেই হইতে পারে না। বোধ হয়, এখানে তৃতীয়াদি তিথিই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। আশ্বলায়ন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, ত্রয়োদশী বা অমাবস্যাতে অস্থিচয়ন করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৌধায়নের মতে তৃতীয়া, পঞ্চমী বা সপ্তমী তিথিতে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা আবশ্যক।

(১৫) "উপতিষ্ঠ হৃতশ্মুর সন্তমস্থ মেত গাত্রমবহা মা শরীরম। যত্র ভূমিম্যা বৃণসে তত্র গচ্ছ তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু। ইদমু একমপর উত্ত এক তৃতীয়েন জ্যোতিষা সংবিশস্ব। সংবেশনস্তন্বৈ চারুরেধি প্রিয়ো দেবানাং পরমে সধস্থে।"

তাহারা চিতাভস্ম মৃৎপাত্রে রাখিত এবং সেই মৃৎপাত্রে স্বতন্ত্র আধারে পানীয় ও আহার্য্য দিত।

মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত নিপ্পুরে ভূগর্ভ হইতে এইরূপ অনেক মৃৎপাত্র বাহির হইয়াছে। লাগাস নগরের শ্মশানেও শবদাহের কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সেখানে একটি উচ্চ ইষ্টকবেদিকার উপরে মৃত্তিকার খোলে মৃতদেহ রক্ষিত এবং তাহা নরম মাটিতে লেপিয়া কাষ্ঠাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। মৃতের আগুন নিবিলে মৃতের আত্মীয় ঐ খোল ছিদ্র করিয়া মৃতদেহ সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিত। পরে ছাই বাহির করিয়া তাহা একটি মৃৎপাত্রে লইয়া মৃতের পারিবারিক শ্মশানে কবর দিত। যখানে মৃতদেহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইত না, সেখানে মৃত্তিকার আধারটিকে ইষ্টকদ্বারা গাঁথিয়া তাহাই কবর বলিয়া গণ্য করিত।

সুমের ও অক্কাদ।

সুমের এবং অক্কাদের অনেক স্থানেই শবদাহ প্রচলিত ছিল। লাগাস নগর দক্ষিণেও লোকে শবদাহ করিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, উচার সন্নিকটস্থ টে... প্রায় ৩২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে শবসমাধি হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। সেখানে ইষ্টকনির্ম্মিত খিলানের মধ্যে শবদেহ সমাধিস্থ হইত। ঐ সকল মৃতদেহের কঙ্কালের সহিত পাত্রে রক্ষিত অলঙ্কার্য্য, মৃতের ব্যবহারার্থ চিরুণি, মুদ্রা এবং স্ত্রীলোকদের কঙ্কালের সহিত কজ্জল শলাকা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। একটি নাতি উচ্চ ইষ্টকমঞ্চে মৃতদেহ রাখিয়া তাহা মাদুরে জড়ান হইত। পরে তাহার উপর পোড়া মৃত্তিকার আচ্ছাদন দিয়া তন্মধ্যে শবের (প্রেতের) ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ ভোজ্য এবং বস্ত্রাদি রাখিয়া দিত। ইহাপেক্ষা স্থূলভাবেও মৃতকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

সুমের জাতি প্রেতাত্মাকে 'গিদিম' বলিত; সেমিতিক জাতির 'এদিম্মু' কথাটিও সুমের ভাষা হইতে গৃহীত। বাবিলনের লোকেরা মনে করিত যে, প্রেতের আত্মা একটা ক্ষুদ্র দেবতা। যদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি হয়, তাহা হইলে প্রেতাত্মারা ইহলোকে আসিয়া লোকের অনিষ্ট ঘটাইতে পারে, এই ভয়ে, বাবিলনে ভূত-তাড়াইবার জন্য নানারকম মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন হয়। প্রেতলোকে আত্মার তৃপ্তির জন্য তাহারা মাসিক পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করে। মৃতের আত্মীয়স্বজন যথানিয়মে প্রেতকর্ম্ম না করিলে আত্মার ইষ্ট হয় না ইহাই বিশ্বাস।

সুমের ও অক্কাদদিগের ন্যায় ভারতে সিন্ধুপ্রদেশে 'শবদাহ ও কবর' উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ভূগর্ভ হইতে সেই অতিপ্রাচীন নিদর্শন বাহির হইয়াছে।

চীন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে পিতৃপূজার ব্যবস্থা আছে। তথায় মৃতের সংকার পিতৃপূজার প্রথম সোপান। পরলোকগত পিতা দেবতার স্থান অধিকার করেন এবং মৃত্যুর পর হইতেই তিনি পূজা লাভের অধিকারী হন। প্রাচ্যজগতে মৃতের সংকার-সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে সকল নিয়ম লক্ষিত হয় সেগুলি চীনে এবং প্রাচ্য এসিয়া ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলনের বহু পূর্ব্ব হইতে থাকিলেও, উহা পরে এই উচ্চতর ধর্ম্মের প্রভাবে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

চীনদেশে পিতৃপূজার নিয়মানুসারে যাহারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং যাঁহারা বংশ রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যয়বাহুল্যকর এবং ক্রিয়াকর্ম্মসম্বলিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধান আছে। সমাজে যাহার কোন প্রতিষ্ঠা নাই, যাহারা অপুত্রক অবস্থায় মারা যায়, যাহারা শিশু এবং অবিবাহিত, তাহাদিগের মৃত্যু হইলে, সংকার সম্বন্ধে তাহাদিগের যে ব্যবস্থা তাহা সংক্ষেপ ও অপেক্ষাকৃত আদিযুগের। এরূপ স্থলে মৃতব্যক্তিকে একটি মাদুরে জড়াইয়া সুবিধামত কোন একটি মুক্ত স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয় মাত্র। শব-সংকার সাধারণতঃ একটি নির্জ্জন পাহাড়ের চূড়াস্থিত শ্মশান ভূমিতে সমাহিত হয়। যদি কোন কারণে পথের মধ্যে শবকে নামান যায়, তাহা হইলে সেখানেই সংকারের শেষ-অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করিতে হয়।

চীনেরা বিশ্বাস করে যে, ভগবান দুইটী অশরীরী দূতকে মৃতব্যক্তির আত্মাকে যমলোকে লইবার জন্য প্রেরণ করেন। অশরীরী দূত দুইটীর মধ্যে একটী মৃতপ্রায় ব্যক্তির আত্মা, সে পথপ্রদর্শকের কার্য্য করে। যখন মৃত্যু হয়, তখন মৃতব্যক্তির পৈতৃক বাসগৃহে ও গৃহদেবতার মন্দিরে বাতি জ্বালান হয়। অতঃপর মৃতের পুত্রেরা ক্ষিতি দেবতার মন্দিরে যান এবং দূতের পাথেয় স্বরূপ একখানি কাগজের নোট পোড়াইয়া ফেলেন। চীনবাসিগণ যমকে "যামেন" বলেন।

মৃত্যু আসন্ন হইলে চীনবাসীরা শিখা বাদ দিয়া মৃত ব্যক্তির মস্তক মুণ্ডিত করে এবং তাহার হস্তপদের নখ কাটিয়া দেয়। ঐ গুলি একটী ছোট থলের মধ্যে পুরিয়া মৃতের শবাধারে রাখা হয়। এই সঙ্গে আরও দুইটি থলিতে মৃতের পড়া দাঁতগুলি এবং অন্নাদি আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্য ভরিয়া শবাধারে স্থাপন করা হয়। পাথেয় হিসাবে নোট পুড়াইয়া তাহার ছাই মৃতের হাতে দেয়। এই পাথেয়ের সাহায্যে মৃতব্যক্তি বৈতরণী পার হইতে পারে।

শবধৌত হইবার পর মৃতব্যক্তিকে চেয়ারে বসান হয়। ঐ চেয়ারটী ও একটী টেবিল পর্দার আড়ালে থাকে। এই চেয়ারে মৃতব্যক্তির পরিচয় ও তারিখ লিখিত হয়। তাও-পুরোহিতদিগের প্রস্তুত কোষ্ঠীও মৃতদেহের নিকটে রাখে। শবের সম্মুখে কাগজের ভেলা এবং সোণালী ও রূপালী কাগজের পর্ব্বত এবং পশ্চাতে 'যুবক' এবং 'কুমারী' মূর্ত্তি দেওয়া হয়। ঐগুলি মৃতের আত্মাকে 'পরীস্থানে' লইয়া যাইবার সেতু। পর্দার নিকটস্থ টেবিলে মৃতব্যক্তির জন্য নানাপ্রকার খাদ্যাদি রক্ষিত হয়।

শব-সংকারের পূর্ব্ব দিনে তাও পুরোহিত মৃতের গৃহে আগমন করিয়া প্রার্থনাদি করেন। ইহার পরে শব লইয়া শোভা যাত্রা হয়। তাহা একটী বৃহৎ ব্যাপার, কিন্তু বেশ সুনিয়ন্ত্রিত। সর্ব্বাগ্রে কাগজে 'পথ পরিষ্কার দাও' লেখা এক বিরাট্ মূর্ত্তি তৎপশ্চাৎ মৃতের জামাতা এক থালি ভাত লইয়া অগ্রসর হয়। পুত্র এবং পুত্রবধূর মস্তকে মোটা জালে বোনা শিরস্ত্রাণ থাকে, শবাধার বৃক্ষের গুঁড়ির আকারে নির্ম্মিত, তাহার উপরে বকের মূর্ত্তি। লোকে বিশ্বাস করে, এই বকই মৃত ব্যক্তির আত্মাকে উড়াইয়া স্বর্গলোকে লইয়া যাইবে। যেখানে মৃতব্যক্তির সমাধি হয়, সেখানে একটী ভোজেরও ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

শবকে কখন মাটীর উপরে রাখা হয় না। একটী পবিত্র আধারে শবস্থাপন করিয়া তাহার উপর মাটী চাপা দেওয়া হয়। প্রতিবৎসর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধদিনেও শোভাযাত্রা হইতে দেখা যায়।

শবস্থাপনের পর শবানুগমনকারীরা পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া কবরের চতুর্দ্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। সংকারের তৃতীয় দিনে শোককারীরা পুনরায় কবরের নিকট গিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করে। তদনন্তর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্মশানের বন্ধুদিগকে ভোজ দেয়। অশৌচ-ত্যাগের দিনে একটী বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালান হয় এবং সকলে সেখানে গমন করিয়া অগ্নিস্পর্শে শুদ্ধ হয় ও পরে ভোজে যোগদান করে। মৃত্যুর সপ্তম সপ্তাহের পরে জ্যেষ্ঠপুত্রকে মস্তক মুণ্ডিত করিতে হয়; ইহাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষকৃত্য।

চীন-বিজয়ের পূর্ব্বে মাঞ্চুদিগের মধ্যে মৃতের মাথায় শিখা রাখা হইত। কোরিয়ায় মৃতদেহে শিকারীর কোর্ত্তা পরান হয়। মৃতদেহ আনুষ্ঠানিক সরকারী পোষাক পরিয়া পরলোক-যাত্রা করেন, তাঁহার মাথায় লাল বোতামযুক্ত দরবারী টুপি থাকে। পরে উনপঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে শিকারের কোর্ত্তা পরিতে হয়।

চীনবাসীদিগের মতই জাপানীদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা। কারণ প্রেতের সম্বন্ধে চীনবাসীদের যেরূপ বিশ্বাস জাপানীদেরও সেইরূপ। জাপানে দুই ধর্ম্মমত প্রচলিত,—সিন্তো এবং বৌদ্ধধর্ম্ম। সিন্তোগণ পিতৃপুরুষের উপাসক। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উক্ত উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে প্রায় একই প্রকারের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়।

সিন্তো ধর্ম্মাবলম্বিগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বৌদ্ধপুরোহিত নিযুক্ত হয়। শব সংকারের পূর্ব্বে সিন্তোগণ মৃতদিগের উদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট গৃহে মৃতদেহ আনিয়া রাখে। বৌদ্ধদিগের মৃতদেহ বৌদ্ধ মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে। এই উভয় ধর্ম্মেই শোভাযাত্রা করিয়া শব আনয়ন করিবার প্রথা আছে। শববাহিগণ এবং শবানুগমনকারিগণ প্রত্যেকেই সময়োচিত গাম্ভীর্য্যে শবের অনুগমন করিয়া থাকে। উভয় সাম্প্রদায়িকগণই মন্দিরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পর্কিত পূজা এবং প্রার্থনাদি করে। যদি মৃতব্যক্তি বৌদ্ধ হয়, তাহা হইলে পুরোহিতগণ নিঃশব্দে মুদ্রা-প্রক্রিয়ায় এই কার্য্য অনুষ্ঠান করেন। সিন্তোগণ বিকৃত সংস্কৃত ভাষায় নানাপ্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে। বৌদ্ধদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পুরোহিতগণেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীরাই মৃতদেহকে স্নান করায়। বৌদ্ধ পুরোহিত মৃতের মস্তক মুণ্ডিত করে, কিন্তু সিন্তোরা তাহাদের মৃতকে জলের দ্বারা ধৌত করে এবং নাম মাত্র মস্তক মুণ্ডন করে।

সিন্তো-প্রথানুসারে রাত্রিবেলায় মৃতদেহের সংকার হয়। যখন গৃহ হইতে মৃতদেহ বাহির করা হয়, তখন গৃহের আঙ্গিনায় একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালান হইয়া থাকে। শবানুগমনকারীদিগের হস্তে মশাল প্রজ্বলিত থাকে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে মৃতের শোভাযাত্রায় জাঁকজমকের বাহুল্য দেখা যায়। সিন্তোগণ যখন মৃতদেহকে কবরে স্থাপিত করে, তখন শোককারীদিগের মধ্যে প্রত্যেকে এক কোদাল মাটি কবরে নিক্ষেপ করে। কোথাও কোথাও সিন্তোদিগের মধ্যে শবদাহের ব্যবস্থা আছে। অশৌচান্তে পুরোহিত দ্বারা তাহারা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে।

তিব্বত।

তিব্বতে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মমত প্রচারের পূর্ব্বে, প্রাচীনকালে বন্‌পা (ভূত পূজার) মত প্রচলিত ছিল এবং তাহারা মৃতদেহকে ভূপ্রোথিত করিত। বৌদ্ধমত বিস্তারের পর তাহার কতক সংস্কার ঘটিয়াছে। বৌদ্ধদের মধ্যে যাহারা লামা, তাহাদিগের মৃতদেহের অগ্নি সংকার হইয়া থাকে। এই প্রথাটি ভারতীয় বৌদ্ধদিগের অনুকৃত। ভূত পূজক তিব্বতের জনসাধারণ মৃতদেহকে অস্পৃশ্য এবং ভূতগ্রস্ত বলিয়া মনে করে।

কেবলমাত্র মৃতব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়গণ তাহাকে ছুঁইতে পারে। মৃতদেহকে ইহারা কবরস্থ করিবার সময় বৌদ্ধ-পুরোহিত বা লামা প্রভৃতিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিযুক্ত করে। তাহাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর প্রেতাত্মাকে স্বর্গলোকে পৌঁছিতে উনপঞ্চাশ দিন সময় লাগে, এই সময়ে আত্মাকে কতকগুলি নরকের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মৃত্যুর পর, পুরোহিত সপ্তাহে একবার করিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। এই মন্ত্রের সাহায্যে আত্মা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গন্তব্যপথে অগ্রসর হয়। আত্মা যদি স্বর্গে না পৌঁছিতে পারে, তাহা হইলে আত্মা অপকারী ভূতের রূপ ধারণ করে। সেই ভূত ছাড়াইবার জন্য লামা র বা প্রেতকল্পের প্রয়োজন হয়। মৃতের কক্ষে একমাত্র পুরোহিতই যাইতে পারেন। তিনি মন্ত্র পাঠের পর শবের মস্তক হইতে গাছি চুল ছিঁড়িয়া প্রেতাত্মাকে দেহ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেন। ইহার পর, মৃত দেহকে সৎকারের জন্য দেওয়া হয়। তখন মৃতের স্বগোত্রস্থ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকেও মৃতদেহ স্পর্শ করিতে দেয় না। তাহার পিতৃকুলে কেহ না থাকিলে বন্ধু পরিবারের সে গৃহীত হইতে পারে।

মৃতদেহ সংস্কারের সকল কাজই ডোমে করে। ডোমেরা মৃতদেহ ভাঙ্গিয়া দোভাঁজ করে। যদি মৃতদেহ শক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তার পর শবদেহ মৃতের পূর্বপরিহিত বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন করা হয় এবং একটী থলির মধ্যে পুরিয়া তাহাকে কক্ষের কোন একটি কোণে রাখা হয়। আবহাওয়ার গোলযোগে যদি মৃতদেহ সংকারের বিশেষ বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে অনেক সময়ে মৃতদেহকে ঘরের কাড়িতে ঝুলাইয়া রাখে। এইরূপ ঘটিলে পুরোহিতগণকে রাত্রিদিন জাগিয়া শবের পাহারা দিতে হয়। ঐ সময়ে মৃতব্যক্তির ভোজনার্থ পাত্রে সকল সময়েই চা অথবা মদ্য ভরিয়া রাখা হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের জন্য মৃতদেহকে প্রধান শোককারী দরজার নিকটে আনয়ন করে। তথায় বাক্সের আকারে নির্মিত চতুষ্কোণ শবাধারে মৃতদেহ রক্ষিত হয়। যদি প্রধান শোককারী স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে তিনি তিনবার এই শবাধারের চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করেন। ইহার পর, শববাহিগণ শব লইয়া যায়। ইহাদের পুরোভাগে পুরোহিতগণ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে এবং প্রধান পুরোহিত শবাধারের সহিত সংযুক্ত একটি বস্ত্রাংশের অগ্রভাগ ধরিয়া শববাহীদিগের অগ্রে অগ্রে যান।

তিব্বতীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথাও প্রচলিত। নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া পুরোহিত শবমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শকুনি এবং অপরাপর জন্তুদিগকে খাইতে দেয়। শকুনির দ্বারা, যদি সমস্ত মাংসখণ্ডই ভুক্ত হয় তাহা হইলে ইহাকে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক ঘটনা বলিয়া মনে করে। দেহ হইতে মাংস বিশ্লিষ্ট হইবার পর, ইহারা কঙ্কাল ভূপ্রোথিত করে। যাহারা এই দেশে অবস্থাপন্ন, তাহারা এই ভূপ্রোথিত কঙ্কালের উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন।

শবদাহ করিবার প্রথা কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর লামা এবং ধনী-দিগের মধ্যে প্রচলিত। ইহার একমাত্র কারণ, এই দেশে কাষ্ঠ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। কেবল লামা এবং তসিলামার মৃত্যু হইলে তাহাদের মৃতদেহ লবণাক্ত জলে ভিজাইয়া রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত একটী কক্ষে রাখা হয় এবং সেখানে লোকে পূজা দিতে আসে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই পূর্ণাধিকার এবং সেই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে বাধ্য। যে পর্য্যন্ত না মৃতব্যক্তির দেহ শবাধারে রক্ষিত হয়, সে পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠপুত্রকে পিতার প্রহরী থাকিতে হয়। মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য মৃতদেহ শবাধারে স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে যে পোষাকে থাকে সমাধিকাল পর্য্যন্ত তাহাকে সেই বস্ত্রে থাকিতে হয়। মৃতদেহকে শবাধারে রাখিয়া সেই পোষাক খুলিয়া সে মৃতদেহকে স্নান করাইবার জন্য পূতবারি আনিতে যায়। এই জলের মূল্য তাহারা একটী লোহার পেরেকে বাঁধিয়া নদীতে নিক্ষেপ করে। স্নানকালে মৃতদেহকে নড়াইতে চড়াইতে একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ অধিকারী। পুত্র মস্তক এবং পুত্রবধূ তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিতে সমর্থ।

শবাধারে মৃতদেহ রক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে চেয়ারে বসান হয়। পুত্রবধূ তখন মৃতের পদদ্বয় কোলে ধরিয়া থাকে। তাহার পর পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ে ধীরে ধীরে মৃতদেহ শবাধারে স্থাপন করে। পুত্রদিগের ন্যায় কন্যাগণকেও মৃতের অন্তিমশয্যায় উপস্থিত থাকিতে হয়। তাহাদের অশ্রুজলেই মৃতের জন্য স্বর্গদ্বার খুলিয়া যায়। মৃতদেহের পূতস্নান সাঙ্গ হইলে কন্যাগণ ভ্রাতৃবধূ সহ মৃত পিতার কেশ প্রসাধন করে ও শিখা বাঁধে। শবাধারের ঢাকনি পেরেক দিয়া আটিবার সময় মৃতের কন্যারা শবাধারের নীচে গিয়া দাঁড়ায়।

প্রাচীন ইউরোপে শব-সৎকার।

প্রাচীন প্রস্তরযুগে (*Palæolithic age*) ইউরোপে মৃতদেহ সৎকারের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন, বর্ব্বর যুগের হরিণ-শিকারীগণের ন্যায় সেই কালের লোকে স্বজাতির মৃতদেহ জীবজন্তুর মতন যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিত। তাহাদের কোনরূপ সৎকারের প্রয়োজনীয়তা সেই আদিম অবস্থার লোকে মনে আনিত না। সেই যুগের পর্ব্বতগুহায় নিপতিত কঙ্কালগুলি

দেখিলে মনে হয়, অকস্মাৎ পর্ব্বতগাত্র হইতে পড়িয়া তাহারা যেন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী প্রস্তর-যুগে (Neolithic age) যে সমস্ত জাতি ইউরোপে বাস করিত, তাহারা যে শব-সংকারের প্রথা অবগত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ইহারা মৃতদেহ গুহার অভ্যন্তরে সমাধিস্থ করিত। এই প্রকার কবর দিবার প্রথার নিদর্শন সুইজর্লণ্ডের পর্ব্বতাশ্রয়ে পাওয়া গিয়াছে। এই যুগের সমাধিগর্ত্তে শবাধারে তাহার প্রিয়বস্তু ও অস্ত্রাদি ভূপ্রোথিত দেখা যায়। ঐ সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যও দেওয়া হইত। এই যুগের পরে পাথরের বেড়া দিয়া কবর ঘিরিবার ব্যবস্থা হয়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে এইরূপ অনেক কবর পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন গ্রীস।

নব প্রস্তর যুগে গ্রীস্ ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী ভূমধ্যসাগরের উপকূল দেশে এবং তন্মধ্যস্থ দ্বীপসমূহে মৃতকে ভূপ্রোথিত করিবার রীতি ছিল। মাইকিনি, ক্রীট, কাইক্লাডিস্, ওরখো-মিনাস্ এবং ভাপিয়োতে এই প্রাচীন কালের অনেকগুলি কবর বাহির হইয়াছে। মহাকবি হোমরের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সেই প্রাচীন যুগে মৃতদেহকে পোড়াইবার ব্যবস্থাও ছিল। শব-দাহ প্রথার উদাহরণ স্বরূপ ইলিয়ড্-বর্ণিত পেট্রোক্লিসের সৎকারের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগে নানা দেশে যে প্রকার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া প্রচলিত আছে তাহার বিশদ পরিচয় দিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। সেইকারণ তাহা এখানে অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। এই প্রসঙ্গে আরও কএকটী বিষয় বলা আবশ্যক। কাহারও মৃত্যু হইলে নানা দেশে মৃতের দ্বারোদ্ঘাটন, মৃতের উদ্দেশে রোদন ও শোক সঙ্গীত, শবের প্রসাধন, জাগরণ, অস্পৃশ্যতা, সংরক্ষণ, বিসর্জ্জন, শবস্পর্শন, শববহন, বলিদান, শবভক্ষণ ও দাহকার্য্য প্রচলিত আছে। অতি সংক্ষেপে তৎসম্পর্কেও কিছু লিখিত হইল।

দ্বারোদ্ঘাটন।

ইউরোপের সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরাই মৃত্যুর পূর্ব্বে গৃহের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দেয়। চীনদেশে লোকেরা ছাদ ছিদ্র করে। বস্তুতাদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা আছে, ঐ সকল দেশবাসী লোকের বিশ্বাস এই যে, এইরূপ করিলে আত্মা সহজেই উড়িয়া যাইতে পারিবে। উদ্দেশ্য, আত্মা দেহ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ-পথ সম্বন্ধে কোনরূপ গোলযোগে না পড়ে। ইউরোপের কোথাও কোথাও মৃত্যু হইলে গৃহস্থিত আয়নাগুলিকে আটিয়া দেওয়া হয় এবং মৃতের মুখ দেওয়ালের দিকে করিয়া দেয়। গৃহস্থিত ঘড়ীগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, জলপাত্র হইতে জল ঢালিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে খালি করা হয়; ইহার উদ্দেশ্য এই যে আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হইবার পর, পান ও স্নানের জন্য যেন ছুটাছুটি না করে। কারণ গৃহের কোন স্থানে জল থাকিলে সেই পাত্রেতে পড়িয়া আত্মা ডুবিয়া যাইতে পারে। শবের সন্নিকটে যাহাতে আত্মার এইরূপ কোন বিপদ্ না আসে, তাহারই জন্য গ্রীসদেশেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে ফরাসীদেশের কয়েকটী প্রদেশে রুটী, মাখন ও জলভাণ্ড রাখিবার প্রথা দৃষ্ট হয়।

ক্রন্দন ও শোকসঙ্গীত

মৃত্যুর পরে ক্রন্দন জগতে সর্ব্বত্র প্রচলিত। হোটেনটোট দিগের মধ্যে মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে ক্রন্দন আরম্ভ হয় এবং সেই ক্রন্দন ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। মৃত্যুর পরে এই ক্রন্দনের বেগ এইরূপ বাড়িতে থাকে যে তাহার নিকটে কোন লোকও থাকিতে পারে না। মৃতের আত্মা এই ক্রন্দনের ভয়ে দেহ ছাড়িয়া পলায়।

আরুদ্বীপপুঞ্জে যখন কোন পরিবারস্থ লোকের মৃত্যু হয়, তখন সেই পরিবারের স্ত্রীলোকেরা অবিন্যস্ত কেশে পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে এবং শরীরে ধুলা কাদা মাখিয়া সমুদ্রতটাভিমুখে ধাবিত হয়।

সুসভ্য দেশেও এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা উন্নততর নহে মাল্টা দ্বীপে যখন কাহারও মৃত্যু হয়, তখন শোক করিবার জন্য নেউফা নামক কয়েকটী স্ত্রীলোককে তাহারা ভাড়া করিয়া আনে। মালটা দ্বীপে এই নামে পেশাদারী শোক-কারিণীও পাওয়া যায়। ইহারা লম্বা কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিয়া মৃতের গৃহে আগমন করে। পথে গৃহের আসবাব পত্র ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শবের সমীপবর্ত্তিনী হয়। শবের নিকটে আসিয়া তাহারা শবের পার্শ্বে হাটু গাড়িয়া বসিয়া মৃতের সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক গান গাইতে থাকে এবং মাঝে মাঝে তাহাদিগের দীর্ঘ কেশ হইতে কেশগুচ্ছ ছিড়ি কাটিয়া সেগুলিকে শবাধারের উপর রাখিয়া দেয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপশ্চিম উপকূলে ক্লাসাথ ইণ্ডিয়ানগণ বাস করে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, তিনদিন পর্য্যন্ত মৃতের প্রেতাত্মা ও-মা-হা নামক দানবের হস্তে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারে। এই বিপদের হস্ত হইতে প্রেতাত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা কবরের নিকট আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকে। উহাতে ও মা-হা প্রেতাত্মার নিকটে আসিতে পারে না।

শবের প্রসাধন।

মৃত্যুর পরে শবের প্রসাধন সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। মৃত্যুর পর ইহাই সর্ব্ব-প্রথম প্রেতকর্ম্ম। সাধারণতঃ মৃতদেহকে অঙ্গাদি

দ্বারা স্নান করান ও মুণ্ডন হয়। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে মৃতদেহকে চিত্রিত করিবার প্রথা আছে। এইজন্যও অনেক সময়ে লালরঙের ব্যবহার হয়। ইউরোপের নব প্রস্তর যুগের যে সকল মনুষ্যকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে সেগুলি লালরঙের দ্বারা চিত্রিত।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি মৃতদেহের বহিশ্চর্ম খসিয়া ফেলিয়া ভিতরের শ্বেতচর্মকে বাহির করিয়া মৃতদেহের সংকার করে। তাহারা মনে করে যে, মৃতব্যক্তি শ্বেত দেহ শ্বেত প্রেতাত্মা লইয়া শ্বেতমানুষাকারে জগতে প্রত্যাবর্তন করিবে।

সাধারণতঃ মৃতকে তাহার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করান হয়। অনেক সময়ে মরিয়া গেলে আত্মীয় ও বন্ধুগণ মৃতকে নূতন বস্ত্র দান করে। ইউরোপে এবং চীনদেশে প্রথা অনুসারে মৃত্যুর পূর্বেই সেই ব্যক্তি মরণের পর কি বস্ত্র পরিধান করিবে [illegible] অনেককাল হইতে তৈয়ারি করিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস [illegible] মৃতের সর্বোৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিয়া যাওয়াই উচিত। জার্মানির কয়েকটী প্রদেশে মৃতকে বিবাহের পোষাক পরান হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে অলঙ্কারাদিও দেওয়া হয়। প্রসাধন সমাপন হইলে যেরূপ আসনে শবের সংকার করা হইবে, সেইরূপ ভাবে তাহাকে রাখা হয়। তিব্বতের অধিবাসীদিগের মধ্যে মৃতদেহকে পিঁড়ির উপর আসনমুদ্রায় বসাইয়া সৎকারের প্রথা প্রচলিত দেখা যায়।

মৃতকে আহারদান।

অসভ্য জাতিরা তাহাদের মৃতকে কবরস্থ করিবার পূর্বে আহার এবং পানীয় প্রদান করে। উত্তর টংকিংএর থোএরা ও ভারতবর্ষের নানাজাতি মৃতের মুখে পিণ্ড গুঁজিয়া দেয়। মৃতকে আহার দিবার প্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। সুসভ্য ইউরোপীয়গণও মৃতকে আহার প্রদান করেন।

জাগরণ।

অনেকজাতির মধ্যে মৃতের জাগরণ প্রথা আছে। কাহারও মৃত্যু হইলে আত্মীয় স্বজন ও যাহাদিগের সহিত মৃত ব্যক্তি কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট তাহাদিগের সকলকেই সংবাদ দেওয়া হয়, কখনও কখনও দামামা বাজাইয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। আবার কখনও বা কোন কোন দেশে তোপ ছুড়িয়া এ সংবাদ সর্বত্র জানান হয়। শবদেহের প্রসাধন এবং তাহার সংকারের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান, সেই সময় শবের পাহারা দিবার ব্যবস্থা অনেক দেশেই আছে। ইংলণ্ডে এইরূপ পাহারাকে জাগরণ বলা হয়। অনেক সময়ে আত্মীয় স্বজনকে একাধিক রাত্রি মৃতের পার্শ্বে জাগিয়া থাকিতে হয়।

মৃতের অস্পৃশ্যতা।

মৃত্যু সম্বন্ধে বিভীষিকা জনসাধারণের মধ্যে অন্তর্নিহিত। তাহারা মনে করে, শব স্পর্শ করা অতিশয় গর্হিত ব্যাপার। ইহাতে যে অশৌচ হয় তাহা পলিনেশীয় জাতির 'তাপু যোগা' ইংরেজী 'টাবু' এবং গ্রীকদিগের 'আনাথেমা' শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। শবের সংস্পর্শে পাপ হয়, সেইজন্য অতি সাবধানে শবের সন্নিধানে থাকিতে হয়। শবের সংস্পর্শে যে অশুচিতা জন্মে তাহা দূর করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম আছে।

আমেরিকার যাকুৎ জাতি শব দেখিলেই ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে। মৃতদেহ কবরস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের মনে বিভীষিকা থাকে। মৃতদেহের যৎপর্য্যন্ত অগ্নি-সংকার না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষকগণ চাষের কাজ বন্ধ করিয়া রাখে। যথা এস্কিমো জাতির মধ্যে মৃত্যু হওয়ার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত নৃত্যগীত স্থগিত থাকে। আবিসিনিয়ার বারেন্মা এবং কুনাম জাতির লোকেরা কাহারও মৃত্যু হইলে চাষ ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য বন্ধ করিয়া দেয়। মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে যে পর্য্যন্ত না শব কবরস্থ হয় সেই পর্য্যন্ত অনেক জাতির মধ্যে সমস্ত কার্য্য বন্ধ করিবার প্রথা আছে।

শবভক্ষণ।

শুধু রোগের আরোগ্যের জন্য কিম্বা প্রেতবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্যই যে লোকে শবভক্ষণ করে তাহা নহে, মৃতকে সম্মানোদ্দেশ্যেও কোথায় কোথাও শবভক্ষণের প্রথা দৃষ্ট হয়। সম্মানিত ব্যক্তির মৃতদেহ কীটে ভক্ষণ করিবে তাহা তাহাদিগের নিকট মৃতের উপর অসম্মানসূচক বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য মানী ব্যক্তির শব ভক্ষণ করিয়া তাহারা তাহার সংকার সম্পাদন করে। প্রাচীন লেখকের লিখিত বিবরণীতে এই সম্বন্ধে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা অসত্য বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। হেরোদোতাস্ মস্‌সগেটে জাতিদিগের আচার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে তাহাদের মধ্যে যদি কোন লোক অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহার আত্মীয়স্বজনগণ তাহার যাবতীয় গবাদি পশুর সহিত তাহাকে হত্যা করিত এবং তাহার মাংস ভাল করিয়া রন্ধনের পর আহার করিত। এইরূপ মৃত্যুকে তাহারা উৎকৃষ্ট মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিত। এই মস্‌সগেটে জাতির বাসস্থান কাস্পীয়ান সাগরের উত্তরপূর্বে, ইহারা শক জাতির একটী শাখা। ইহাদের প্রতিবাসী ইসিডোনেদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল; যখন বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হইত তখন তাহারা তাহার মৃতদেহ এবং গবাদি পশু বলি দিয়া তাহাদের মাংস একত্র রন্ধন করিয়া ভোজ দিত। উত্তর ইরাণের দর্বীয়া

৭০ বৎসরের উপরের বৃদ্ধব্যক্তিকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিত। এইরূপ বিবরণ ষ্ট্রাবোর লেখা হইতে পাওয়া যায়।

পাদই নামক ভারতীয় একটী জাতির কথা হেরোদোতস্ লিখিয়া গিয়াছেন। এই জাতি নাকি রুগ্ন আত্মীয়কে হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিত। মাওজাতির ওয়েলেনীবি নামক শাখার মধ্যে বৃদ্ধ পিতাকে আহার করিবার প্রথা আছে। এশিয়ার ওয়েজাতিই এইরূপ করিত। কিন্তু এইরূপ প্রথার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ সুমাত্রা দ্বীপের বাট্টা জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ এবং রুগ্ন আত্মীয়কে ভক্ষণ করা একটী পবিত্র অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য। ইহারা তাহাদিগের নিকটতম আত্মীয়দিগকে এই কার্য্যের জন্য আবাহন করে, তাহারা যখন সম্মিলিত হয় তখন বৃদ্ধ লোকটী একটী বৃক্ষে আরোহণ করে এবং আত্মীয়স্বজনগণ নিম্নে দাঁড়াইয়া একটী মৃত্যুসঙ্গীত গাইতে থাকে। এই গানের পদ এইরূপ "সময় আসিয়াছে, ফল পাকিয়াছে এবং এখন তাহা পড়িবে"। তাহার পর লোকটী গাছ হইতে নামিয়া আসে। তখন তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অতিশয় সংযম এবং গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয়। মধ্য-ভারতের গোঁড়গণ রোগী এবং বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া আহার করিত। তাহারা কল্পনা করিত যে ইহা অতিশয় পবিত্র কার্য্য। মা কালী এইরূপ বলি পাইলে অতিশয় খুসী হন। অযোধ্যার বীরহোর এবং পোণ্ড জাতিদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথার প্রচলন ছিল। চীনের কবটচাও এবং উইপো জাতি বৃদ্ধের মাংস ভক্ষণ করিত। ইহারা স্ত্রীলোক খায় না, দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটী জাতির মধ্যে এইরূপ আচরণ দৃষ্ট হয়। কেবল সম্মানোদ্দেশ্যেই যে মৃত দেহকে লোকে খায়, তাহা নহে। স্নেহের প্রাবল্যে পিতামাতা কর্ত্তৃক মৃতশিশুভক্ষণপ্রথাও কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।

ভূমির উপরে সংরক্ষণ।

মাটীর উপরে মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিবার প্রথা সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মার্সাইদিগের মধ্যে কেবলমাত্র রাজা ও বৈদ্যকে পোতা হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলা চলে না যে, সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর কিংবা অসভ্য জাতিই কেবল শবকে ভূমির উপরে সংরক্ষিত করে। কালিফর্ণিয়ার উপকূলবাসী সেরিজাতি মৃতদেহকে পোতে। জরথুস্ত্রের মতাবলম্বীগণ শৃগাল, কুকুর ও গৃধিনী দ্বারা ভক্ষণের জন্য শবকে মাটীতে ফেলিয়া দেয়। এই প্রথাটি জরথুস্ত্রের পর হইতে পারসিকেরা অবলম্বন করে। ইহার পূর্ব্বে পারসিক জাতি মৃতদেহকে ভূপ্রোথিত করিত। যাহারা জরথুস্ত্রের এই বিষয়ে আদেশ অবহেলা করিত, তাহাদিগের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। সিংহলের বেদ্দাগণ মৃতদেহকে জঙ্গলে লইয়া বৃক্ষের শুষ্ক পত্রে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া আইসে।

অষ্ট্রেলিয়া এবং তাসমেনিয়ার অসভ্য আদিমজাতিদিগের মধ্যে সৎকারের নানা প্রকার প্রথা দৃষ্ট হয়। ভূমির উপর সংরক্ষণ হইতে শবভক্ষণ এবং শবদাহ তথায় প্রচলিত।

গুহার ভিতরে শব কবরস্থ করিবার প্রথা অনেক প্রাচীন জাতির মধ্যে ছিল। ইটালির বহু স্থানে পর্ব্বত গুহায় মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। য়িহুদি জাতিদিগের বাসস্থানের নিকট ম্যাকপেলার প্রাচীন গুহায় অনেক মনুষ্যকঙ্কাল অপসারিত পাওয়া গিয়াছে। এখনও প্যালেস্তাইনে য়িহুদাগণ গুহার অভ্যন্তরে মৃতদেহ সংরক্ষণ করিতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ফিলিপাইন, তাওচেচ এবং দক্ষিণ সমুদ্রের প্রবাল দ্বীপের গুহার অভ্যন্তরে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। আফ্রিকার দেশের স্থানে স্থানে মৃতদেহের সৎকারের জন্য গুহা ব্যবহৃত হইত। আমেরিকার কোন কোন ইণ্ডিয়ান জাতিও পূর্ব্বে গুহাতে মৃতদেহ নিক্ষেপ করিত। ইহার পরবর্ত্তী যুগে তাহারা দাসের জন্য গুহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎপর প্রথম প্রথম গুহার সুদূর অভ্যন্তরে মৃতদেহ রক্ষা করিত। এই সকল জাতির মধ্যে সভ্যতার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বলিয়া এখনও তাহাদের মধ্যে গুহার অভ্যন্তরে শবরক্ষণপ্রথা প্রচলিত আছে।

সাটবাকিউয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে সিকেল জাতি বাস করে। ইহাদের বাসস্থানের অনতিদূরে পাহাড়ের গুহাতে বহুসংখ্যক নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই গুহা পাওয়া যায় না, সেইজন্য অনেক দেশে মাটী খুঁড়িয়া তন্মধ্যে মৃতদেহকে রাখিয়া এইরূপে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে মৃতদেহ রক্ষা করিবার প্রথা অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল। এই প্রকার কবর ফিজিদ্বীপ, আফ্রিকা, ক্রীটদ্বীপ এবং গ্রীসের মাইকিনি প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। এইরূপ ভূগর্ভে মৃতদেহ রক্ষা করিবার খাদগুলি অতিশয় প্রাচীন এবং পৃথিবীর অনেক স্থানেই এইরূপ মৃতদেহ সংরক্ষণের প্রথা দৃষ্ট হয়।

কোন কোন জাতির মধ্যে মৃতশিশুকে মাতার কুটীরের কিংবা তাহার চৌকাঠের নিম্নে কবর দিবার প্রথা দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এইরূপ হইতে পারে যে সে সকল জাতির বিশ্বাস যে এইরূপ করিলে মৃত শিশুর আত্মা পুনরায় মাতার জঠরে জন্মলাভ করিবে। আফ্রিকা দেশের পূর্ব্ব এবং পশ্চিমাংশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। আসামের নাগাজাতি, দক্ষিণ মেক্সিকোর চোল এবং মলক্কা দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন জাতি এইরূপ

ভাবে মৃতশরীরের সৎকার করিয়া থাকে। গৃহ হইতে দূরে ভূগর্ভে কিংবা মাটীর উপরে পরিণত বয়স্কলোকের শবরক্ষা করিবার প্রথা অষ্ট্রেলিয়া বাসি আদিম জাতি, নিগ্রো এবং বান্টুদিগের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু নিগ্রো এবং বান্টুদিগের মধ্যে এই প্রথা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। ইহারা বাড়ীর কর্ত্তা মরিলে তাহাকে তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রোথিত করে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাফরীগণ গৃহপালিত পশুদিগের খোঁয়াড়ে মৃতদেহকে কবরস্থ করে। নিগ্রোদিগের মধ্যে অনেক শাখাই গ্রামে কিংবা গ্রামের নিকটে মৃতদেহকে প্রোথিত করে এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোন শাখা ও আফ্রিকার পশ্চিম বান্টুগণ তাহাদের মৃত দলপতিকে গৃহের মেঝে কিম্বা গৃহসংলগ্ন শাকসবজীর বাগানের নিচে কবরস্থ করে। আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দলপতি কিম্বা বাড়ীর কর্ত্তাকে অনেক সময়েই গৃহপ্রাঙ্গণে পুতিবার প্রথা আছে।

মাদাগাস্কার দ্বীপে অনেক জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে [illegible] এবং অন্যান্য জাতিসকল মৃতদেহকে গ্রাম হইতে অনেক দূরে কোন স্থানে কবরস্থ করে। কারণ গোরস্থান সম্বন্ধে তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ আতঙ্ক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঐ দ্বীপের বেৎসিলিও এবং হোভাস্ জাতি পথপার্শ্বে কিম্বা তাহাদের আবাসের নিকটেই মৃতদেহকে কবরস্থ করিয়া থাকে।

গণের দলপতি, বৈদ্য কিম্বা বান্টুদিগের রাজা এবং রাজবংশধরদিগের গোরস্থানকে পবিত্র ভূমি বলিয়া কেহ তাহার নিকটে যায় না। বকুমা দ্বীপের দলপতি এবং পুরোহিতকে পাহাড়ের চূড়ায় প্রোথিত করা হয়।

মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কেসার দ্বীপের প্রত্যেক গ্রামের মধ্যভাগে একটী খোলা জায়গা আছে। তাহার মধ্যভাগে '[illegible]' নামক একটা বৃহৎ বৃক্ষের নীচে এই দ্বীপের সম্ভ্রান্ত লোকের মৃতদেহ ভূ-প্রোথিত করা হয়। গ্রামবাসিগণ এই স্থানটীকে অতিশয় পবিত্র বলিয়া মনে করে এবং এই স্থানেই গ্রামের ভোজ হইয়া থাকে।

গৃহে মৃতদেহ সংরক্ষণ

বহু জাতি গৃহ মধ্যে ভূমির উপরিভাগে শব রক্ষা করে। তাহিতি দ্বীপে যে গৃহে মৃত জীবিতকালে বাস করে, সেইখানে মঞ্চোপরি তাহারা মৃতদেহ রক্ষা করিয়া থাকে। জীবিতবংশধরগণ সেই গৃহেই বাস করে। পরে মৃতের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং সেই গৃহে মৃতদেহ লইয়া যায়। ইহার পর ঐ গৃহ হইতে পুনরায় মৃতদেহকে বাহিরে আনিয়া রৌদ্রে রাখা হয়। মৃত-দেহকে দেখিবার জন্য আত্মীয়গণ সকল সময়েই যায় এবং নানারকম সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা তাহা অনুলেপন করে। মৃতের অস্থিগুলি অবশেষে পারিবারিক মন্দিরে রাখে অথবা সেগুলিকে মাটিতে পোতে। কেবল মাথার খুলিকে শরীরের অপরাংশ হইতে পৃথক করিয়া তাহা বাসগৃহের ছাদ হইতে ঝুলাইয়া রাখে।

শবদাহ।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোলোরাডো নদীর দক্ষিণ উপত্যকায় কোকোপা নামক ইণ্ডিয়ান জাতি বাস করে। ইহাদের মধ্যে যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তাহার যাবতীয় তৈজস পত্র অনাত্মীয়দিগের মধ্যে ভাগ বণ্টন জন্য একত্র করে, তৎপরে চিতা সাজাইয়া শবটীকে তাহার উপরে রাখে। যখন প্রত্যেক দাবি দারের পাওনা মিটাইয়া দেওয়া হয়, তখন মৃতদেহ তাহার উদ্বৃত্ত তৈজস পত্র এবং যে কুটীরে মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে বাস করিত, এ সমস্তই আগুন লাগাইয়া দেয়, তাহাতে অনেক সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী অপর লোকের গৃহও পুড়িয়া যায়। উত্তর নাগজাতির মধ্যে যে সকল ব্যক্তি দূর দেশে মরে, তাহাদিগকেই দাহ করা হয় এবং তৎপরে তাহাদিগের ভস্মাবশেষ তাহাদিগের নিকটতম আত্মীয় স্বজনের নিকটে পাঠাইয়া ভূ-প্রোথিত করে।

অনেক অসভ্যজাতি বিশ্বাস করে যে শব বা যাহারা ডাইনারা জীবিত লোকের অপকার করিতে পারে সেইজন্য তাহাদিগের মধ্যে শবদাহ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

শবদাহ করিবার অপর একটা কারণ যে দেহ ভস্মীভূত হইলে প্রেতাত্মা সহজে মুক্তি লাভ করে। মৃত দেহ পোড়াইয়া ফেলিলে যাহারা জীবিত থাকে তাহাদিগের কোন অপকার হয় না। এই কারণেও অনেক সময় মৃতদেহের দাহ হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মৃতদেহ ভস্মীভূত হইলে প্রেতাত্মার সহিত ইহ-লোকের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন এবং পরলোকবাসীদিগের সহিত তাহার আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। শবদাহের ইহাও অন্যতম কারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করে।

ফরাসী গায়নার ওয়ানাজাতি মৃতদেহ পোড়ায়। তাহারা বিশ্বাস করে যে, দাহ করিলে মৃতের আত্মা ধূমের উপরে চড়িয়া সহজে স্বর্গে যাইতে পারে। সুদূর ব্রহ্মের [illegible] জাতির মধ্যে যাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক তাহারা 'হতসুদিলিং' নামক পৌরাণিক পাখীর একটী পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মৃতদেহকে পুরিয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, মৃতের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য পক্ষীটীকে হত্যা করা প্রয়োজন।

জলে বিসর্জ্জন।

সাপে কামড়াইলে ভারতের নানাস্থানে মৃতদেহ জলে বিসর্জ্জন করিবার প্রথা আছে। বহু পূর্ব্বে জলে মৃতদেহ

বিসর্জ্জনপ্রথা অনেক জাতির মধ্যে ছিল। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে যখন স্কান্দেনেভিয়ার জলদস্যুগণ তাহাদের অর্ণবপোতে চড়িয়া ইউরোপের বহুস্থান লুট পাট করিতে বহির্গত হইত, তখন তাহাদিগের মধ্যে শব-সৎকার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল— জলদস্যু কোন ব্যক্তির যদি মৃত্যু হইত তখন তাহার আত্মীয়স্বজন-গণ একটী ডিঙ্গিতে শব রক্ষা করিয়া তাহা খড় দিয়া ঢাকিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিত। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কতকগুলি দেশে এবং দ্বীপে মৃতদেহ জলে সমাধিস্থ করিবার প্রথা বর্ত্তমান কালেও আছে। যাহাতে মৃতদেহ সমুদ্রচারী জীবগণ ভক্ষণ না করিতে পারে সেইজন্ত বস্ত্রে জড়াইয়া অতিশয় ভারী প্রস্তর বাঁধিয়া শব সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইত। সোলেমন দ্বীপপুঞ্জে মৃতদেহ সমুদ্র-তটের নিকটবর্ত্তী বালুস্তূপের উপরে রক্ষিত হয়। এখানকার আদিম অধিবাসীদিগের নিকট হাঙ্গর অতিশয় পবিত্র জন্তু ছিল। তাহারা মৃতদেহ হাঙ্গরের আহারের জন্ম সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিত।

শবাধার।

মৃতদেহকে বহিঃপ্রভাব হইতে বাঁচাইবার জন্ম অনেক সময়ে তাহাকে শবাধারে রাখা হইত। এই শবাধার সাধারণতঃ কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। যে সমস্ত জাতি মৃৎপাত্র তৈয়ারি করিবার প্রণালী জানে তাহারা দেহের ভস্মাবশেষকে প্রায় মৃৎ-পাত্রে রাখে। মৃতদেহকে কখন কখনও নৌকায় গাড়া হয়। গোল্ড কোস্টে এইরূপ নৌকা সেখানকার ঘাসে তৈয়ারি হয়। আবার ধনীব্যক্তিরা একাধিক শবাধার ব্যবহার করে।

মৃতের উদ্দেশ্যে দেবকৃত্য।

মৃত্যুর সময় হইতে অন্ত্যেষ্টি উৎসবের সময়—স্থান ও জাতি-ভেদে কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকার এবং সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে এই উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে বর্ষাধিক কাল লাগে। এই দীর্ঘকাল আত্মীয়-স্বজনগণ উৎসবের আয়োজন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। অন্ত্যেষ্টি উৎসবের সময় অধিকাংশ জাতির মধ্যে রাত্রিতেই নির্দ্দিষ্ট হয়। রাত্রিতে সময় নির্দ্দেশের কারণ এই যে অন্ধকারে জীবিতদিগের কোন ছায়া পড়ে না, ছায়াকেই এই সকল জাতি আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে, সেইজন্ত তাহারা মনে করে রাত্রির অন্ধকারে অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করিলে কোন ভূত-প্রেত মৃতের প্রেতাত্মাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

উত্তর আমেরিকার হোপিগণ অন্ত্যেষ্টি উৎসব রাত্রিতে সম্পন্ন করে। সারাবকের দায়াকগণের মধ্যে অতি প্রত্যুষে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথা আছে। সন্ধ্যাতে মনাবুসা জাতি প্রেতকার্য্য করে।

মৃতদেহকে স্পর্শ করা।

যদিও অনেক জাতির মধ্যে মৃতদেহ অস্পৃশ্য, স্পর্শ করিলে পাপ হয়, তথাপি অনেক জাতির মধ্যে ব্যবস্থা আছে যে শোকসন্তপ্ত কেহ যেন মৃতদেহ স্পর্শ করিলা বসিয়া থাকে।

মৃতদেহের নির্গমন।

গৃহের যে পথ দিয়া লোকে চলাফেরা করে সেই পথ ব্যতীত অপর কোন পথ দিয়া শবকে নির্গত করিবার প্রথা পৃথিবীর বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বকাব জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীনলণ্ড, আলাস্কা এবং এসিয়া মহা-দেশের সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্বপ্রান্তস্থ অসভ্যজাতি তাহাদের কুটীরের ছাদে বড় ছিদ্র করিয়া তাহা দিয়া মৃতদেহকে গৃহ হইতে বাহির করে, এইরূপ প্রথা ভারত মহাসাগরের ও দক্ষিণসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিদ্যমান। এই সকল জাতির কুটীরে কোন জানালা নাই বলিয়া মনে হয় তাহারা ছাদ কিংবা গৃহের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া শবকে বাহিরে লইয়া আসে।

পূর্ব্ব প্রুসিয়ার মাস্থর জাতি এবং বুলগারগণ বিশ্বাস করে— যে পিতামাতার একাধিক সন্তান ক্রমান্বয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহারা একই সন্তানের আত্মা, ফিরিয়া ঘুরিয়া আবার তাহারা একই মাতার গর্ভে জন্মলাভ করে। সেইজন্ত পুনরায় যাহাতে একই শিশু আসিয়া বারবার না জন্মে তাহার জন্ত তাহার শেষ মৃত শিশুটীকে জানালা দিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া আসে। তাহাদের বিশ্বাস এইরূপ করিলে যে শিশু পুনরায় আবার নবকলেবর ধারণ করিয়া মাতার নিকটে আসিতে পারিবে না। প্রেতাত্মা যাহাতে আবার না ফিরিয়া আসে তাহার জন্ত তাহারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে; জানালা দিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আনে এবং মৃতের পদযুগলকে পুরোভাগে রাখে। কিন্তু মৃতদেহ তাহার চিরপরিচিত স্বজনবর্গকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা নাও করিতে পারে। যদি শব অনিচ্ছা প্রকাশ করে, শববাহিগণ পুনরায় তাহা গৃহে লইয়া আসে, ইহার দুই তিন দিন পরে পুনরায় মৃত দেহকে লইয়া গিয়া ভূ-প্রোথিত করে।

অ্যাংযেকা দ্বীপের নিগ্রোগণের ধারণা যে যে শবকে গ্রহণ করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না, সে সকল মৃতদেহ তাহাদের অন্তিম শয্যায় যাইবার জন্ত আগ্রহান্বিত, যে শবকে বহন করা কষ্টকর তাহারা নিশ্চয়ই পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমনের বাসনা পোষণ করে। মৃতদেহকে সেইজন্ত বিদায় অভিভাষণ দেওয়া হয়, তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন জীবিত দিগের পক্ষে প্রীতিপদ হইবে না, অনেক সময়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তাহার অধিকাংশই এই উদ্দেশ্যে করা হয়।

মৃতের উদ্দেশে বলি।

তাসিতাসের 'জর্ম্মানিয়া' নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে যে,

গৃহপালিত পশুকে মৃতের উদ্দেশে বলি দিবার প্রথা এখনও কএকটী জাতির মধ্যে আছে। যখন একজন হেরোর মৃত্যু হয়, তখন তাহার প্রিয় গৃহপালিত পশুকে বলি দেওয়া হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আবেপোনেস্ জাতি তাহাদের মৃতব্যক্তির সহিত তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তি ভূ-প্রোথিত কিম্বা দাহ করিয়া থাকে। সভ্যতার আদিম অবস্থায় বোধ হয় সকলজাতির মধ্যেই ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পত্তিকে মৃতের সাহত ধ্বংস বা ভূপ্রোথিত করিবার প্রথা ছিল। এখন এই প্রথাটী কএকটী জাতিতে সীমাবদ্ধ আছে।

শবাগ্নি।

অসভ্য জাতির মধ্যে অনেক সময়ে দেখা যায় যে তাহারা মৃতব্যক্তির কবরের উপরে আগুন জ্বালাইয়া রাখে। তাহারা মনে করে আগুনের ভয়ে ভূত প্রেত পলাইয়া যাইবে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে এই প্রথাটী সাধারণ। মৃতের প্রেতাত্মা যাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিতে পারে, তাহার জন্য অষ্ট্রেলিয়ান একটী জাতি মৃতদেহ হইতে মস্তকটী কাটিয়া লইয়া তাহা কিয়ৎকালের জন্য অগ্নিতে দগ্ধ করে। মস্তকটী যখন কয়লার মতন হইয়া যায়, তখন তাহাকে তাহারা টুকরা টুকরা করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। তাহারা মনে করে, মৃতের প্রেতাত্মা কবর হইতে উত্থিত হইয়া তাহার স্বজনবর্গের নিকট ফিরিয়া আসিতে চায়, কিন্তু দেহে মস্তক না থাকায় প্রেতাত্মা তৎকালে কিছুই দেখিতে পায় না। যেহেতু তাহার মস্তক ইতিমধ্যে অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অবশেষে প্রেতাত্মা ভীত হইয়াই আপনি কবরে প্রবেশ করে এবং আর কখনও জীবিতদিগের সহিত মেলামেশা করিবার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করে না।

শবাশৌচ।

যাহারা মৃতদেহ গোর দেয়, এইরূপ প্রত্যেক জাতিরই বিশ্বাস যে প্রেতাত্মা কবরের নিকট কিংবা তাহার মধ্যে কিছুকালের জন্য বাস করে। যাহারা সৎকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের প্রত্যেকেরই অশৌচ হয়। এই অশৌচ হইতে মুক্ত হইবার জন্য অধিকাংশ স্থানে অগ্নির ধূমস্পর্শ অথবা জলে স্নান করিবার ব্যবস্থা আছে। নিউ সাউথ ওয়েলসের আদিম অধিবাসী ইউয়াহালায়র গোরস্থানেই অগ্নির ধূমে শুদ্ধ হয়। যাকুতগণ কবর-খনন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং সঙ্গে আনীত শবাধারের টুকরা টুকরা কাষ্ঠগুলি একত্র করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া তৎপার্শ্বে উপবেশন করে। যখন অগ্নির ধূমে তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে শুদ্ধ হয়, তখন তাহারা পবিত্র হইয়া কুটীরে প্রবেশ করে। পারাগুয়ের ইণ্ডিয়ান-জাতি মৃতকে কবর দিয়া আসিয়া উষ্ণ জল পান করে এবং তৎপরে উষ্ণজলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়।

ঋণশোধ।

সুসভ্য ইউরোপের ধনতান্ত্রিকদিগের মধ্যে মধ্যযুগ হইতে একটী প্রথা বর্ত্তমান যুগের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। কোন লোকের ঋণশোধ না করিয়া মৃত্যু হইলে যে পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারিগণ উত্তমর্ণদিগের ঋণ পরিশোধ না করিত, ততদিন পর্য্যন্ত মৃতদেহের কোন সৎকার হইতে পারিত না। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে শোরডিচের নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তমর্ণগণ একটী মৃতদেহকে তাহার ঋণের জন্য আটক করিয়াছিল এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ আদালত হইতে তজ্জন্য খেসারৎ আদায় করিয়াছিল। সিলেবিস্‌দ্বীপ এবং পশ্চিম-আফ্রিকায় ঋণ-পরিশোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৃতদেহের সৎকার হয় না। ফান্টিস্‌গণের মধ্যেও মৃতের ঋণ-পরিশোধের জন্য উত্তরাধিকারিগণ আইনতঃ দায়ী।

শুদ্ধীকরণ।

মৃতদেহকে গৃহ হইতে লইয়া যাইবার পর অনেকজাতি নানা উপায়ে গৃহের শুদ্ধি সম্পাদন করে। পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে বন্দুকের আওয়াজ করিয়া শুদ্ধ হয়। দক্ষিণ আমেরিকার মাকুসিগণ মৃতের কুটীরের সম্মুখে বন্দুকের গুলি ছুড়িয়া শুদ্ধ হয়। চড়ালগণের অনেক স্থানে বিশেষতঃ স্লাভ জাতির মধ্যে মৃতদেহ গৃহ হইতে বহির্গত করা হইলে তাহা বিশেষরূপে সম্মার্জ্জিত করিয়া শুদ্ধি সম্পাদন করে। হিন্দুজাতির মধ্যেও গৃহ এবং গ্রামকে বিশুদ্ধ করিবার প্রথা বিদ্যমান। ইহা সভ্যতা প্রসারের নিদর্শন।

হস্তশুদ্ধি।

প্রাচীন কালে গ্রীকদিগের মধ্যে মৃতের গৃহের দরজার নিকট একটি জলকুণ্ড রাখার ব্যবস্থা ছিল। মৃতের আত্মীয়েরা শব দেখিয়া বাহিরে আসিলে ঐ জলস্পর্শে পূত হইত। এখনও ইউরোপে মৃতসৎকারের পর মৃতের নিকট আত্মীয়গণ জল লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং ঐ জলে হাত ধুইয়া শুদ্ধ হয়।

অন্ত্যেষ্টির ভোজ।

ভোজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটী অংশ। উহা প্রথমে শবের সম্মুখেই সম্পন্ন হয়। তৎপরে মৃতের সৎকারের পরে গৃহে ফিরিয়া দ্বিতীয় বার ভোজ হইয়া থাকে। অতঃপর মৃতের অস্থি ভূ-প্রোথিত করিয়া তৃতীয়বার ভোজের সঙ্গে সঙ্গে মৃতের জন্য শোকের অবসান হয়।

গিলবার্ট দ্বীপের লোকেরা মৃতদেহ প্রসাধনকালে মৃতের উদ্দেশে ক্রন্দন করে এবং সেই সঙ্গে গৃহের বাহিরে নৃত্যের ও

ভোজের আয়োজন হয়। এইভাবে তিন দিন ধরিয়া ভোজ এবং ক্রন্দন চলিয়া পরে মৃতের সৎকার হয়। কুলাহুয়ার কৌকা উপত্যকায় মৃতদেহকে দুই মাস কাল পর্য্যন্ত শুকাইয়া রাখে।

মৃত-সৎকারের পর আইনু-জাতি উইলো গাছের শাখা দ্বারা ইনাও নামক একটী পবিত্র নিদর্শন প্রস্তুত করে, এবং তৎপরে প্রার্থনা, ভোজন এবং পানে লিপ্ত হয়। মাসুর জাতিদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে আহারাদি করে না; কিন্তু মৃত-সৎকারান্তে তাহারা এক টেবিলেই খাওয়া দাওয়া করে। অনেক জাতির মধ্যে কবরের উপরে কিংবা তাহার নিকটে ভোজ দিবার প্রথা আছে।

মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে কেইসার দ্বীপে মৃতের বাড়ীতে বিশ দিন ধরিয়া ভোজ চলে এবং নানা সুখাদ্য সেবার পর ভোজের অবসান হয়। ভোজ অনেক সময়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে না হইয়া অশৌচান্তে কিংবা শোকের নির্দ্দিষ্ট কাল পরে হইয়া থাকে।

জর্ম্মন জাতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে ভোজের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পান-ভোজনের ব্যবস্থা করে।

শ্রাদ্ধের ভোজে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের আয়োজন হইতে অনুমান হয় এই ভোজ ধর্মানুষ্ঠান-মূলক। প্রাচীন রোমকগণ অন্ত্যেষ্টি সম্পর্কিত ভোজে শিমের ব্যবস্থা করিতেন এবং বর্ত্তমান কালে ইউরোপের অনেক অংশে ইহাই ভোজের প্রধান খাদ্যরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

ওয়েল্‌স দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভলগানদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ইউরোপে এবং গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে নানাজাতীয় বিস্কুট এবং কেক শ্রাদ্ধের ভোজে ব্যবহৃত হয়। হাঙ্গারিদেশস্থ বুলগার দিগের মধ্যে মৃতকে কবরস্থ করিবার পূর্ব্বে একটী ভোজের আয়োজন হয়। ভোজ সমাপনান্তে প্রত্যেকে একটী করিয়া পাঁওরুটি দীপশিখায় দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে।

দ্বিতীয়বার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

যে সকল জাতি মৃতদেহকে ভূ-প্রোথিত করে, তাহাদিগের মধ্যে 'কবর' বা দ্বিতীয়বার অন্ত্যেষ্টি প্রথা দৃষ্ট হয়। মৃতদেহ কবরস্থ করিবার পর যে পর্য্যন্ত না তাহার অস্থিগুলি পরিষ্কৃত হইয়া তাহাদের শেষ বিশ্রামস্থানে রক্ষিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মৃতের সৎকার শেষ হয় না বলিয়া তাহারা মনে করে। যাহারা ভূমির উপরে শবদেহ রক্ষা করে, তাহারাও মৃতের অস্থিগুলি যতদিন একত্র করিয়া গ্রামের অস্থিসংস্থানে সেগুলি রক্ষিত না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে মৃতের প্রেতকর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শবরক্ষা হইতে অস্থি-পুনঃসংস্থাপন করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে।

অসভ্যজাতিদিগের অনেকের মধ্যেই বিশ্বাস যে, আত্মা মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে না। আরু দ্বীপপুঞ্জে মৃতের সমস্ত সম্পত্তিই গোরস্থানে একত্র করা হয়। তাহাদিগের মধ্যে এই প্রথা আছে যে, যে পর্য্যন্ত না শবদেহ হইতে মাংসপেশী সম্পূর্ণভাবে বিগলিত হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত আত্মীয়গণ প্রতিদিন মৃতের কবরস্থানের উপর প্রত্যহই খাদ্যাদি রাখিয়া আসিবে। তাহার পর যখন শবদেহে কেবলমাত্র অস্থি অবশিষ্ট আছে মনে হইবে, তখন তাহারা সেই অস্থিগুলি একত্র উঠাইয়া উৎসব সহকারে সেগুলি গ্রামের অস্থি-সংস্থানে লইয়া রক্ষা করিবে।

মৃতের উদ্দেশে ভোজ।

যেখানে শবদেহ অতি শীঘ্র গলিয়া যায়, সেখানে একাধিক মৃতের অস্থি একই সময়ে সংগৃহীত হইয়া তাহাদের শেষ-বিশ্রামস্থানে রক্ষিত হয়। ব্রেজিলের বোরোরো জাতিদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে। এই শেষ-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে একটী সাধারণ ভোজের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। হুরোনজাতি প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর মৃতদিগের উদ্দেশে একটী ভোজের ব্যবস্থা করে। তখন এই দ্বাদশ বৎসরে যে সকল লোক মারা গিয়াছে, তাহাদিগের সকলের অস্থি উত্তোলন করিয়া সেগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে তাহারা পরিষ্কৃত করে। তৎপরে সেগুলিকে থলি কিম্বা কম্বলের মধ্যে পুরিয়া মূল্যবান চর্ম্মে আবৃত করিয়া প্রত্যেকটীকে স্বতন্ত্র কক্ষে আনিয়া রাখে এবং পুনরায় মৃতের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করে। তৎপরে সমস্ত কঙ্কালগুলিকে একস্থানে আনা হয় এবং তাহাদিগের সম্মুখে একটী বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই ভোজের পর দিন এই সমস্ত নরকঙ্কালগুলিকে একটী গর্ত্তে অনুষ্ঠানাদি সহ প্রোথিত করে।

মৃতের প্রতিকৃতি।

মৃতের প্রতিকৃতি তৈয়ারি করিবার প্রথা অতি প্রাচীন এবং এখনও তাহা কোন কোন জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে। হিন্দুকুশের সন্নিকটবর্ত্তী কাফিরগণ প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকের মৃত্যুর এক বৎসর পরে কাঠে তাহার প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করে। এই সময়ে তাহাদিগের মধ্যে উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃটীশ কলম্বিয়ার অধিবাসী টমসন-ইণ্ডিয়ানগণ কবরের উপরে মৃতের কাষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করে। এই প্রতিমূর্ত্তিকে তাহারা মৃতের অনুরূপ করিবার জন্য অনেক প্রকার প্রয়াস পায়। এই প্রথাটী অতিশয় প্রাচীন। কারণ অনেক প্রাচীন গোরস্থানেই মনুষ্যমুখ খোদিত কাষ্ঠখণ্ড বিদ্যমান দেখা যায়। ওস্‌টিয়াক জাতির মধ্যে যাহারা সম্ভ্রান্ত, মৃত্যুর পর তাহাদিগের প্রতিকৃতি আত্মীয়স্বজনদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। অতঃপর সেই মূর্ত্তিটী তাহারা তাঁবুতে আনয়ন করে। প্রত্যেকবার খাইবার সময় তাহারা সেই মূর্ত্তিটীকে আহারের স্থানে আনয়ন করে, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার সময়ে তাহারা

তাহার কাপড় চোপড় ছাড়াইয়া দেয় এবং তাহাকে বিছানায় শয়ন করাইয়া থাকে। এইরূপে তিন বৎসর ধরিয়া তাহারা মৃতের প্রতিকৃতিকে সম্মান দেখাইয়া অবশেষে তাহার কবর দেয়।

ওজিবওয়া জাতির বিধবাগণ একটী শিশুর আকারে কাপড়ের পুটলী বাঁধিয়া বাক্সে পাশে রাখিয়া শয়ন করে। স্বামীর মৃত্যুচিহ্নস্বরূপ ইহা তাহারা এক বৎসর তাহাদের সঙ্গে রাখে। এক বৎসর পরে তাহারা ইহা পরিত্যাগ করে এবং ইচ্ছা করিলে তাহার পর আবার তাহারা বিবাহ করিতেও পারে।

[শবদাহ, সৎকার, শ্রাদ্ধ, অশৌচ প্রভৃতি শব্দ দ্র°]

অন্ত্যেষ্টি—(স্ত্রী) মৃত্যুকালীন ক্রিয়া কর্ম।

অন্ত্যেষ্টি—আশ্বলায়নোক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একখানি ধর্মগ্রন্থ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—(স্ত্রী) মৃত্যুর পর মানবের শেষ কৃত্য।

[অন্ত্যেষ্টি দ্র°]

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবিধি—মণিরাম রচিত একখানি ধর্ম গ্রন্থ। শুদ্ধিময়ূখে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পর ইহা লিখিত হইয়াছিল।

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি—আপদেবের পুত্র অনন্তরচিত একখানি গ্রন্থ। [অনন্তদেব দ্র°]

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি২—কেশব বিরচিত একখানি পদ্ধতি গ্রন্থ। কেশব গোদাবরী তীরস্থ পুণ্যস্তম্ভের অধিবাসী অনন্তভট্টের পুত্র। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের পর 'অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি' রচনা করেন।

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি৩—মহেশ্বরভট্ট রচিত একখানি ধর্মগ্রন্থ।

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি৪—রামাচার্য্য রচিত একখানি গ্রন্থ।

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি৫—একখানি স্মৃতিনিবন্ধ। হরিহর এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি ভাস্করের (নামান্তর ভানুভট্ট) পুত্র। গ্রন্থখানি 'পারস্করগৃহ্যসূত্র অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি' নামে খ্যাত। হরিহরের মতে পারস্কর গৃহ্যে একশত পদ্ধতির উল্লেখ আছে এবং তাঁহার প্রদত্ত এই পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি৬—একখানি ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহার নামান্তর 'ঔর্দ্ধদেহিকপদ্ধতি'। ইহা ভট্টনারায়ণ কর্তৃক বিরচিত। ভট্টনারায়ণ রামেশ্বরের পুত্র। [ভট্টনারায়ণ দ্র°]

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি৭—ইহারও নামান্তর 'ঔর্দ্ধদেহিকপদ্ধতি'। এই গ্রন্থ বিশ্বনাথ রচিত। বিশ্বনাথ গোপালের পুত্র।

অন্ত্যেষ্টিপ্রকাশ—ভারদ্বাজবংশীয় দিবাকর প্রণীত একখানি গ্রন্থ।

অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগ (আপস্তম্বীয়)—ধর্মশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ।

অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগ২—(হিরণ্যকেশী)—ধর্মশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ। কেশবভট্ট তাঁহার প্রণীত 'প্রয়োগমণি' হইতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [কেশব ভট্ট দ্র°]

অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগ৩—নারায়ণভট্ট প্রণীত একখানি ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। নারায়ণভট্ট বারাণসীর ভট্ট বংশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৪০-১৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার সাধারণ-প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল।

[নারায়ণ ভট্ট দ্র°]

অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগ৪—বিশ্বনাথ প্রণীত ধর্মশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আশ্বলায়নের মতানুসারে রচিত।

অন্ত্যেষ্টিপ্রায়শ্চিত্ত—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অন্ত্যেষ্টিবিধি—ত্রিকন বিরচিত আপস্তম্বীয় বিধি। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্ত্যেষ্টিসামগ্রী—ধর্ম সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অন্ত্র—(ক্লী) [অন্তাক্তে দেহো বধ্যতে অনেন অভি বন্ধনে-করণে ষ্ট্রন্, অথবা, অমাতে গুহীবাত দিনা শব্দায়তে রোগ উৎপদ্যতে ইতি বা অমি করণে ক্ত্র, ঔণাদিক। অমি-চি-মিদি শসিভ্যঃ ক্ত্রঃ। উণ্ ৪।১৬৩।]

পেটের নাড়ী। 'নাড়ীভুঁড়ী' বলিলে, সমস্ত পাকস্থলী এবং অন্ত্রকে বুঝায়। অন্ত্র শব্দের অপভ্রংশে 'আঁত'। 'আঁতমরা', 'আঁতপোড়া', 'আঁতে ঘা', 'আঁতে করতাল', বাঙ্গালার চলিত কথায় এই সমস্তপদ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'আঁতমরা'—অর্থাৎ যে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিতে পারে না, সে কারণ পেট মরিয়া গিয়াছে আর অধিক খাইতে পারে না। 'আঁতপোড়া'—যে সময়ে খাইতে পায় না, তজ্জন্য ক্ষুধা সহ্য করিয়া দিবাদিতে পেট পুড়িয়া গিয়াছে, আর ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। 'আঁতে ঘা'—অন্ত্র, দেহের একটী মর্ম্মস্থান, সেই মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগা। 'আঁতে করতাল'—বাজাইবার করতাল যেমন পাতলা, ক্ষুধায় উদর তদ্রূপ পাতলা হইয়া গিয়াছে।

মানুষের অন্ত্র উদরের দক্ষিণ দিকে পাকস্থলীর দক্ষিণ মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া শেষে অনেক ফিরিয়া ঘুরিয়া মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, পুরুষের অন্ত্র সাড়ে তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অন্ত্র তিন ব্যাম দীর্ঘ। এটী ভুল। মানুষের অন্ত্র আপন আপন হাতের ষোল হাত লম্বা। এক এক ব্যামে সাড়ে তিন হাত হয়। অতএব সাড়ে তিন ব্যামে ১২ হাতের কিছু উপর। কাজেই ঠিক হিসাবে প্রায় চারি হাত ভুল হইতেছে। গড় হিসাবে, মানুষের অন্ত্র শরীরের চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বড়।

আমরা সকল দ্রব্য খাই, তাহা অন্ননালী (œsop

দিয়া পাকস্থলীর ভিতরে আসিয়া পড়ে। মানুষের পাকস্থলী দেখিতে প্রায় ভিস্তির (মশকের) মত। কিঞ্চিৎ বামপাশের উপর

দিকে উহার একটী মুখ আছে, তাহার নাম হৃদ্‌দ্বার (Cardiac orifice)। এই মুখ দিয়া ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করে। পেটের দক্ষিণ দিকে উহার আর একটী মুখ আছে, তাহার নাম অধোদ্বার (Pylorus)। এই অধোদ্বার হইতে অন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। পাকস্থলীর ভিতর আমরসে ভুক্ত দ্রব্য কিছু কিছু পরিপাক হইলে তাহা ক্রমে অন্ত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে। মানুষের পাকস্থলীর মধ্যে একটী ভিন্ন গহ্বর নাই। কিন্তু গোরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি যে সকল জন্তু জাবর কাটে, তাহাদের পাকস্থলীতে চারিটী গহ্বর আছে। উদ্ভিজ্জীবী পশুরা কঠিন দ্রব্য খায়, কাজেই রোমন্থন না করিলে তৃণাদি ভাল রূপ পরিপাক হয় না, তজ্জন্য বিধাতা তাহাদের পাকস্থলীতে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ দিয়াছেন, ইহার বিবরণ পরে লেখা যাইতেছে।

অন্ত্র ঠিক নলের মত। শ্লৈষ্মিক, সিরস্ এবং পেশীর আবরণ দিয়া অন্ত্র গঠিত। অন্ত্রের উপরে একখানি পাতলা পাতলা আবরণ ঢাকা আছে, তাহার নাম অন্ত্রাবরক ঝিল্লি (Peritoneum)। চিকিৎসকেরা কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রথমে সমস্ত অন্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

প্রথম অংশের নাম ক্ষুদ্র অন্ত্র, (Small intestine) এবং দ্বিতীয় অংশের নাম বৃহদন্ত্র (large intestine)।

ভুক্ত খাদ্য পাকস্থলী হইতে প্রথমে ক্ষুদ্র অন্ত্রে এবং ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে যায়। সেখান হইতে শেষে পায়ুমার্গে (Rectum) গিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র অন্ত্র এবং বৃহদন্ত্রের গায়ে অনেক মাংসপেশী আছে। সেগুলি ভুক্ত খাদ্যের উপর ক্রমাগত আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা উহাকে rectum এর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

ক্ষুদ্রান্ত্র—ক্ষুদ্র অন্ত্র একটী ফাঁপা নল, ইহার নাড়ীর ভিতর ভুক্ত খাদ্য না থাকিলে ইহা চ্যাপটা থাকে। ইহা লম্বে কুড়ি ফিট্। ক্ষুদ্র অন্ত্রকে সাধারণতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা হয়—

(১) গ্রহণী (Duodenum)—পাকস্থলীর অব্যবহিত পরেই ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম অংশের নাম গ্রহণী। ইহা প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা। পিত্তকোষ (Gall-bladder) হইতে পিত্তরস এবং প্যাঙ্ক্রিয়াস্ (ক্লোম pancreas) হইতে প্যাঙ্ক্রিয়াটিক মৃ. সক পাচকরস গ্রহণীমধ্যে আসিয়া পড়ে।

পাকস্থলী হইতে অন্নমণ্ড যখন গ্রহণীতে আসে, তখন পিত্তকোষ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া গ্রহণী মধ্যে যায়। খাদ্যের স্নেহ জাতীয় উপাদান পরিপাকে ইহার দ্বারা সাহায্য হয়। প্যাঙ্ক্রিয়াসের স্নেহ পরিপাচক রসের ক্রিয়াকে ইহা সহায়তা করে।

প্যাঙ্ক্রিয়াস্ হইতে যে রস গ্রহণীতে আসে, উহা গ্রহণী মধ্যস্থ মাংস, স্নেহ ও শ্বেতসার এই তিনজাতীয় খাদ্যই পরিপাক করে। ইহার মধ্যে 'trypsin' প্রোটিনজাতীয় উপাদানও পরিপাক হয়।

(২) Jejunum—গ্রহণীর নীচে ক্ষুদ্র অন্ত্রের যে অংশ তাহার নাম শূন্যান্ত্র। ইহা আট নয় ফিট দীর্ঘ।

(৩) Ileum—জেজুনমের পর ক্ষুদ্রান্ত্রের যে শেষ অংশ ইহা প্রায় দশ এগার ফিট দীর্ঘ।

ক্ষুদ্রান্ত্রের এই কল্পিত তিনটী বিভাগ। ইহার প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটী আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকিলেও এক বিভাগ কোথায় শেষ হইয়া অন্য বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

পাকাশয়ের ন্যায় ক্ষুদ্রান্ত্রও তিনটী উপাদানে গঠিত। (ক) বহিরাংশে পেরিটোনিয়াম, (খ) মধ্যে মাংসপেশী এবং (গ) ভিতরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী

ক্ষুদ্রান্ত্রের আবরণগুলি এইরূপ—

(১) Serous coat

(২) Submucous coat

(৩) পেশীময় আবরণ (muscular coat)। ইহার মধ্যে আবার দুইটী পৃথক্ স্তর আছে—(ক) বাহিরের স্তর—লম্বা লম্ব পেশীতন্তু (longitudinal muscle fibre) দ্বারা প্রস্তুত এবং (খ ভিতরের স্তর—অধিকতর পুরু এবং গোলাকার পেশীতন্তু দ্বারা নির্ম্মিত। এই দুই স্তরের মধ্যে থাকে Auerbach's plexus।

(৪) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucous coat)—পাকস্থলীর ন্যায় ক্ষুদ্রান্ত্রের mucous membrane মধ্যে নলাকৃতি গ্রন্থি থাকায় ইহাকে মোটা দেখায়। এই গ্রন্থিগুলির নাম Crypts of Lieberkuhn।

এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অসংখ্য ঢিপির মত দেখা যায়, এইগুলিকে Villi বলে। এইরূপ অসংখ্য সূক্ষ্ম papillæ বা villi এত ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে যে উহার উপরিভাগ ভেলভেটের ন্যায় মনে হয়। সমস্ত mucous membrane টাতে আরও কতকগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকার খাঁজ দৃষ্ট হয়। তাহাদের নাম Valvulæ conniventes। ইহার মধ্যে আবার অনেক Lymphoid tissue (লসিকা-তন্তু) আছে।

Valvulæগুলি স্থায়ী খাঁজ এবং ইহাদের দ্বারা অন্ত্রমধ্যস্থিত স্থান বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেক খাঁজটি আড়ভাবে সাধারণতঃ অন্ত্রের চারিদিকে অর্দ্ধেক বা তাহার অধিক বিস্তৃত। এইগুলি duodenum এর pylorus এর প্রায় এক ইঞ্চি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখানে এগুলি তেমন স্পষ্ট নয়, এই খাঁজগুলির আকার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং যেখানে লিভার ও প্যাঙ্ক্রিয়াসের নল অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সেখানে

এইরূপ খাঁজগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জেজুনামের মধ্যভাগ হইতে এগুলি কমিয়া আসিয়াছে এবং ক্রমে ইলিয়ামের প্রায় মধ্যভাগে মিলাইয়া গিয়াছে, আর দেখা যায় না। ইহার মধ্যে কতকগুলি খাঁজ ½ ইঞ্চি গভীর এবং খুব কাছাকাছি অবস্থিত।

পূর্ব্ববর্ণিত Valvulæ conniventes এর ন্যায় villi গুলিও ক্ষুদ্রান্ত্রের বিশেষত্ব। এগুলি pylorus হইতে ileo cæcal valve পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ দেখা যায়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের তলের প্রত্যেক অংশে Valvulæ conniventes এবং উহাদের মধ্যেও এইগুলি থাকে। ইহাদের দৈর্ঘ্য ·৫ মিলি মিটার বা ততধিক। কতকগুলি সমবর্ত্তুলাকার বা বেলনাকার (cylindrical), কতকগুলি পাতার ন্যায় বা জিহ্বাকৃতিবিশিষ্ট। এই সকল villus শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উন্নতাংশ বা ঢিপি এবং এই ঢিপির মধ্যে যে reticular tissue আছে তাহার মধ্যে সরল পেশীতন্তু (plain muscle fibres); রক্তের কৈশিকজাল, এবং এক বা ততধিক রক্তরসবাহী নলিকানাড়ী Lymphatics এবং Meissner's plexus হইতে নির্গত স্নায়ুতন্তু থাকে (ne… fibrils)। এই 'অন্তরবস্তুর' (centr l core) basement membrane এর উপরিভাগ স্তম্ভের ন্যায় columnar Epithelium দ্বারা আবৃত আছে।

ইহার কেন্দ্রস্থলে দুগ্ধবাহী স্রোত (Lacteal বা lacteals) থাকে। খাদ্যের তৈলজাতীয় উপাদান পরিপাকে ইহা সহায়তা করে। রক্তের কৈশিকা-নালিগুলি epithelium এর আবরণীর নীচে জাল তৈয়ারী করিয়া আছে। খাদ্যের শ্বেতসার ও প্রো টিনজাতীয় উপাদান ইহার মধ্যে শোষিত হয়। মাংসপেশীগুলি থাকে লম্বালম্বি ভাবে, এবং ইহাদের যদি কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করা যায় তাহা হইলে villus এর retraction করিতে দেখা যায়।

যে columnar Epithelium কোষগুলি villus কে আবৃত রাখে, সেগুলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিস্থিত কোষগুলি একজাতীয়। Crypts of Lieberkuhn এর নলাকার গ্রন্থিগুলির Epithelium cells গুলিও এইরূপ। এগুলিকে বইয়ের সেলফে এক থাক্ সাজান বইয়ের মতন দেখায়।

এই সকল কোষের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি শ্লেষ্মাস্রাবী কোষ আছে, উহাদিগকে Goblet cells বলা হয়। Crypts of Lieberkuhn গুলি সরল নলাকার গ্রন্থি এবং ইহাদের মুখ villi গুলির মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের উপর যে Epithelium আছে, তাহা villi উপরিস্থিত Epithelium এর অনুরূপ এবং তাহার মধ্যে মধ্যে goblet cells আছে। কখন কখন নলগুলির গভীরতর অংশে একপ্রকার বিশেষ কোষ দেখা যায়, যাহার মধ্যে Secretion cells থাকে। এই কোষগুলিকে Cells of Paneth বলা হয়। Crypts গুলি সম্ভবতঃ খাদ্য শোষণে সাহায্য করে। Succus entericus ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

Lymphoid tissue খাদ্যনালীর (alimentary tract) সহিত সংশ্লিষ্ট। জিহ্বা এবং গলনালীর (pharynx) মধ্যে ইহা আছে। Œsophagus এর মধ্যে ইহা কমই দেখা যায়, কিন্তু পাকস্থলীর mucous membrane মধ্যে ইহার অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। অন্ত্রের mucous membrane ইহার একটী প্রধান বিশেষত্ব।

ক্ষুদ্রান্ত্রের Reticular tissuer মধ্যে ঘন সন্নিবিষ্ট nodules দেখা যায়। এই জাতীয় nodule একটী থাকিলে তাহাকে এককগ্রন্থি (Solitary gland) বলে, কয়েকটী একত্র থাকিলে তাহা দলবদ্ধগ্রন্থি (Agminated gland বা Peyer's patches) নামে অভিহিত হয়। একক গ্রন্থি ক্ষুদ্রান্ত্রের সকল স্থানেই দেখা যায়। Ileumএর নিম্নভাগে এবং সাধারণতঃ অন্ত্রের যে অংশ mesentery হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী সেইখানে দলবদ্ধ গ্রন্থিও বেশীর ভাগ দেখা যায়। ইহার উপর সাধারণতঃ villiর আবরণ থাকে না এবং উহা lymphatics এর একটী zone দ্বারা পরিবৃত।

Duodenum এবং Ileumএর এক বিশেষত্ব আছে। Duodenum এ mucous membraneএ Crypts of Lieberkuhn আছে, তাহা ছাড়া submucous coatএও একপ্রকার (compound Racemose glands) গ্রন্থি আছে, যাহাকে Bruners gland বলে। এই গ্রন্থিগুলি মাংসাশী অপেক্ষা তৃণভোজীদের duodenum এ ই বেশী দেখা যায় এবং খাদ্যনালীর এই অংশের ইহা একটী বিশেষত্ব।

Ileum এর বিশেষত্ব, উহার প্রধান Peyer's patch। টাইফয়েড রোগে এই Peyer's patch গুলিই আক্রান্ত হয়।

বৃহদন্ত্র—ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে জীর্ণ খাদ্যাবশিষ্ট বৃহদন্ত্রে আসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সন্ধিস্থানে Ileo cæcal Valve নামক একটী দ্বার আছে। এই দ্বার আবরণ দ্বারা নির্ম্মিত। এই দ্বার এমন কৌশলে স্থাপিত যে যখন ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে কোন খাদ্য বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে তখন ইহা খুলিয়া যায়, কিন্তু বৃহদন্ত্র হইতে কোন দ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্রে ফিরিয়া যাইতে পারে না।

বৃহদন্ত্রের এই কয়টী বিভাগ আছে—

(ক) Colon—ইহার সহিত আছে Cæcum ও vermiform appendix। কোলন আবার তিনভাগে বিভক্ত—ঊর্দ্ধগামী (ascending), পার্শ্ববিক্ষেপী (transverse) এবং নিম্নগামী (descending colon)

Vermiform appendixটী caecum এর [প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া থাকে, ইহার উপরে অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর (peritonium) আবরণ আছে এবং ইহার নিজের একটী mesentery থাকে। উহার গঠন caecum ও colon এর ন্যায়।

(খ) Rectum—Rectum যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে ইহার বহির্দ্বারে আছে অবশ (involuntary) পেশীনির্ম্মিত বৃত্তাকার internal sphincter।

ক্ষুদ্রান্ত্রের ন্যায় বৃহদন্ত্রের গাত্রে চারিটী স্তর আছে।

কেবল caecum এবং ঊর্দ্ধগামী ও অধোগামী colon এর কিয়দংশমাত্র অন্ত্রাবরক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। Rectum এর নিম্নাংশে কোনরূপ আবরণ নাই।

বৃহদন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অধিকতর মসৃণ এবং ইহার মধ্যে villi বা Valvulæ Conniventes নাই। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত বড় অনেক নলাকার গ্রন্থি দেখা যায় এবং অনেক mucusপূর্ণ কোষ থাকে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে যে সকল solitary lymphatic nodules দেখা যায়, সেগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং সংখ্যায় বেশী।

Rectum এর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পেশীস্তরের উপর সঞ্চালন করা যায়। ইহার উপরের অংশে পার্শ্ববিস্তারী ভাঁজ (transverse fold) এবং নিম্নাংশে লম্বালম্বী ভাঁজ (longitudinal) আছে। Rectum যখন মলদ্বারা স্ফীত হয় তখন এই ভাঁজগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়।

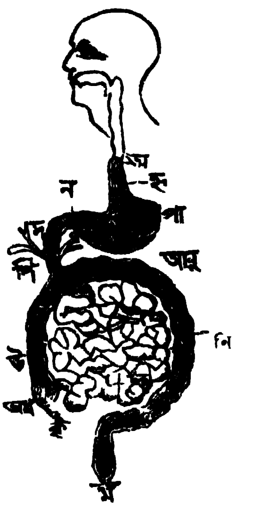
মনুষ্য এবং গো, মেষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীদের ক্ষুদ্রান্ত্রের চেয়ে বৃহদন্ত্র কিছু অধিক মোটা এবং উহার ভিতরের ফাঁকও অপেক্ষাকৃত বড়, কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুর অন্ত্র প্রায় আগাগোড়া সমান।

বৃহদন্ত্রের গায়ে অন্ধান্ত্র (caecum)।

অন্ধান্ত্র হইতে ঠিক কৃমির মত একটু উপমাংস (vermiform appendix) বাহির হইয়া আসিয়াছে। ভালুক প্রভৃতি যে সকল জন্তু শীতকালে কিছুই খায় না, কেবল ঘুমাইয়া থাকে, তাহাদের অন্ধান্ত্র নাই। মাংসাশী জন্তুর অন্ধান্ত্র ক্ষুদ্র, কিন্তু গোরু, মহিষ প্রভৃতি যে সকল পশু জাবর কাটে, তাহাদের অন্ধান্ত্র অনেকটা বড়, দেখিতে ঠিক পাকস্থলীর মত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অন্ধান্ত্র পরিপাকের একটী প্রধান সহায়।

অন্ধান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্র আরম্ভ হইয়া প্রথমে ঊর্দ্ধমুখে যকৃতের দিকে উঠিয়াছে। তাহার নাম ঊর্দ্ধগামী অন্ধান্ত্র (ascending colon)। পরে উহা দক্ষিণ দিক হইতে পেটের উপর দিক বেড়িয়া বাম পাশে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাকে অনুপ্রস্থ অন্ধান্ত্র (transverse colon) কহে। অবশেষে, উহা বাম কক্ষ হইতে নিম্ন দিকে নামিয়া মলদ্বারে পরিণত হইয়াছে। এই অংশের নাম অধোমুখ অন্ধান্ত্র (descending colon)। সমস্ত বৃহদন্ত্র প্রায় পাঁচ ফিট্ লম্বা।

আগা গোড়া সমস্ত অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থি একটী একটী করিয়া ছড়াইয়া আছে, তজ্জন্য তাহাদের নাম অসমবেত গ্রন্থি (solitary glands); এবং আর কতকগুলি গ্রন্থি ১৯।২০টী করিয়া একত্র মিলিত হইয়া আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে সমবেত গ্রন্থি (Agminated glands or Peyer's patches) কহে। ঐ সকল গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হইয়া অন্ত্রের ভিতরে



এখানে মানুষের মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্য একটী চিত্র দেওয়া গেল। অ—অন্ননালী। হৃ—অন্ননালী দিয়া পাকস্থলীর ভিতর ভুক্তদ্রব্য প্রবেশ করিবার হৃদ্দ্বার। পা—পাকস্থলী। ন—পাকস্থলী হইতে ভুক্তদ্রব্য অন্ত্রে নামিবার নিম্নদ্বার। দ—দ্বাদশাঙ্গুল্যান্ত্র। পি—পিত্তকোষ এই কোষ হইতে দ্বাদশাঙ্গুল্যান্ত্রে পিত্ত পড়ে প—এই পথ দিয়া প্যাংক্রিয়েটিক রস অন্ত্রে পড়ে। ক্ষু—ক্ষুদ্রান্ত্র। অন্ধ—অন্ধান্ত্র। কৃ—কৃমিবৎ উপমাংস। উ—ঊর্দ্ধগামী অন্ধান্ত্র। আনু—আনুপ্রস্থ অন্ধান্ত্র। নি—অধোমুখ অন্ধান্ত্র।

ম—মলদ্বার

আসিয়া পড়ে। কিন্তু সেই রসে পরিপাকক্রিয়ায় কিরূপ উপকার হয়, এখনও তাহা নিশ্চিত হয় নাই। তবে কোন কোন জন্তুর শরীর পরীক্ষা করিয়া এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে,

এ রসের সঙ্গে শ্বেতসার মিশিলে শর্করা হয়। এবং ইহা মাংস কিম্বা ডিম্ব অথবা তাহাদের মত অন্য কোন প্রোটিড্ দ্রব্যকে (protides) তরল করিয়া দেয় (peptone)। দ্বাদশাঙ্গুল্যান্ত্রের গোড়াতে কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। তাহারাও শরীরের কিরূপ উপকারে লাগে, সে কথা কেহ বলিতে পারেন না। টাইফয়েড্ জ্বরে অন্ত্রের সমবেত এবং অসমবেত গ্রন্থিই অধিক বিকৃত হয়। [অন্ত্রধর দ্র°]

অন্ত্রের ভিতর-পিঠ, আড়ে আড়ে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বেড় (valvulæ conniventes) দ্বারা মোড়া। ঐ বেড়ের উপর মকমলের শোঁয়ার মত সরু সরু সূতা (villi) পাশাপাশি সাজান আছে। কিন্তু বৃহদন্ত্রের মধ্যে ঐ সকল শোঁয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। শোঁয়াগুলির অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ আছে। কোন শোঁয়াতে কেবল একটী কোষ, আবার কোনটীতে অধিক কোষও থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহাদের নাম দুগ্ধ-কোষ (lacteals)। কারণ ভুক্তদ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে ঠিক দুগ্ধের মত দেখায়। তাহার পর অন্ত্র হইতে ঐ পাকরস (chyle) শোঁয়ার মধ্যে আকৃষ্ট হইলে কোষগুলিও তখন দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠে। তাই, তাহাদিগকে দুগ্ধকোষ কহে। শোঁয়াগুলির ভিতরেও বিস্তর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র দিয়া ভুক্ত দ্রব্যের কতক সারাংশ রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। তাহাতে শরীরের পোষণ হইয়া থাকে।

দেহের সকল স্থানেই নিয়ত রক্তসঞ্চালন হইতেছে। অন্ত্রের মধ্যেও পরিষ্কার রক্ত আসিতেছে এবং ইহার ভিতরের দূষিত রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে। হৃৎপিণ্ড হইতে যে বৃহদ্ধমনী (aorta) উদরে নামিয়া আসিয়াছে, তাহার দ্বারা অন্ত্রে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবেশ করে। পরে ভেনাপোর্টা নামক শিরা দিয়া সমস্ত অপরিষ্কার রক্ত বাহির হইয়া যায়।

আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজন করি, ক্রমে তাহা পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে প্রবেশ করে। তাহার পর ক্রমশঃ অন্ত্রের নিম্ন দিক নামিয়া শেষে তাহা মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। উপর দিক্ হইতে ভুক্তদ্রব্য ক্রমে ক্রমে নিম্নে আসিতে পারিবে বলিয়া অন্ত্রগুলি অতি আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অন্ত্রের লম্বা দিকে ও আড় দিকে দুই প্রকার পেশীসূত্র আছে। লম্বাদিকের পেশীসূত্র আড়দিকের গোলাকার পেশীর চেয়ে কিছু সরু। অন্ত্রের এত্তো গোলাকার পেশীগুলি ক্রমে কুঞ্চিত হইতে হইতে নিম্ন দিকে আসে। উহার নাম কৃমিবৎ আকুঞ্চন (peristaltic contraction)। ঐ আকুঞ্চনের চাপ পাইলে উপরের ভুক্তদ্রব্য ক্রমশঃ সরিয়া সরিয়া নিম্ন দিকে আসিতে থাকে। বৃহদন্ত্রে ফিতার ন্যায় তিনটী পেশীবন্ধন আছে। ঐ পেশীবন্ধন অন্ত্রের প্রাচীর অপেক্ষা ছোট। মলদ্বারের পেশীগুলি আংটীর মত। উহারা সর্ব্বদাই দৃঢ়রূপে কুঞ্চিত হইয়া থাকে, কেবল মল নিঃসরণের সময়ে প্রসারিত হয়। ভুক্ত-দ্রব্যের পরিপাক হইতে হইতে উহা ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে। কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত্রে তাহাতে বিষ্ঠার মত বর্ণ কিম্বা গন্ধ থাকে না। বৃহদন্ত্রে আসিলেই ক্রমশঃ উহাতে বিষ্ঠার মত বর্ণ ও দুর্গন্ধ জন্মে।

পশু, পক্ষী, সর্পাদি উরগ, ভেক, মৎস্য এবং কীট-পতঙ্গাদির পাকস্থলী ও অন্ত্র ঠিক মানুষের মত নহে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুর পাকস্থলী মানুষের চেয়ে ক্ষুদ্র এবং তাহাতে একটির বেশী গহ্বর নাই। শজারু, কাঠবিড়ালী প্রভৃতির পাকস্থলীর ভিতরে দুই তিনটী করিয়া প্রকোষ্ঠ থাকে। সিটেসিয়া নামে তিমি জাতীয় এক প্রকার মাছ আছে, তাহাদের পাকস্থলীর ভিতরে ৫।৭টী প্রকোষ্ঠ। গো, মেষ প্রভৃতি যে সকল জন্তু রোমন্থন করে, তাহাদের পাকস্থলীর ভিতরে চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠ আছে। এই চারিটী প্রকোষ্ঠের আকার, গঠন ও ক্রিয়া সমান নহে। প্রথম প্রকোষ্ঠ (Rumen) সকলের চেয়ে বড়। তৃণ শস্যাদি খাইলে ভুক্ত দ্রব্য প্রথমে এই প্রকোষ্ঠের ভিতরে আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ (Reticulum) দেখিতে ঠিক মৌচাকের মত। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকোষ্ঠ। চতুর্থ প্রকোষ্ঠের নিম্নে দ্বাদশাঙ্গুল্যান্ত্র।

পশুরা তৃণশস্যাদি গিলিয়া ফেলিলে সর্ব্বাগ্রে তাহা প্রথম প্রকোষ্ঠের ভিতরে গিয়া সঞ্চিত হয়। ঐ প্রকোষ্ঠের গা দিয়া এক প্রকার লালা নিঃসৃত হয়। ভুক্তদ্রব্য সেই লালার সঙ্গে মিশিয়া ক্রমে সরস ও কোমল হইয়া আসে। গো মেষাদি জল পান করিলে তাহা প্রথম প্রকোষ্ঠে যায় না, একেবারে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে। জাবর কাটিবার সময়ে প্রথম প্রকোষ্ঠের ভুক্তদ্রব্য অল্প অল্প করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহার পর মুখের মধ্যে উঠিয়া যায়। মুখে উঠিলে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গিলিবার পর তাহা তৃতীয় প্রকোষ্ঠে গিয়া পড়ে।

জাবর-কাটা জন্তুদের অন্ননালীর নিম্নে যে ছিদ্র আছে, তাহার গঠন অতি আশ্চর্য্য। সেই গঠনের গুণেই গো-মেষাদি পশুরা কোন দ্রব্য গিলিবার সময়ে পাকস্থলীর যে কোন প্রকোষ্ঠে হউক ইচ্ছা করিলেই তাহা ফেলিতে পারে। অন্ননালীর নিম্নমুখে ওষ্ঠের মত দুই খণ্ড মাংস আছে। ঐ ওষ্ঠ দুইটী একত্র মিলিত হইলে অন্ননালী দিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্তদ্রব্য যাইবার পথ প্রশস্ত হয়। আবার ঐ দুইটী ওষ্ঠ খুলিয়া থাকিলে, প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্তদ্রব্য প্রবেশ করে।

বিচালী, ধান, চাউল প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য গিলিলে ঐ ওষ্ঠ দুইটীর মুখ খুলিয়া যায়, কাজেই ঐ সকল দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে প্রথম প্রকোষ্ঠে গিয়া পড়ে। কিন্তু জাবর কাটিলে পর ভুক্তদ্রব্য মণ্ডের মত কোমল ও সরস হইয়া আসে, তখন উহা গিলিলে একেবারে পাকস্থলীর তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং সে সময়ে ওষ্ঠের মুখ খুলিয়া যায় না। তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতরে ভুক্তদ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিপাক হইলে শেষে চতুর্থ প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে।

উটের পাকস্থলীর দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে; তন্মধ্যে জল থাকে। ছিদ্রগুলির চারিদিক্ পেশীসূত্রে বেষ্টিত। সেই পেশীসূত্র কুঞ্চিত হইলে ছিদ্রের মধ্যে ভুক্তদ্রব্য প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল পরিপাকের সময়ে তাহাদের ভিতর হইতে অল্প অল্প করিয়া জল বাহির হইয়া আসে। তাই উষ্ট্রেরা বিলম্বে বিলম্বে জল পান করে। তাই ইহাদের শীঘ্র পিপাসা লাগে না।

গো-মেষাদির অন্ত্র বৃহদাকার,—শরীরের চেয়ে প্রায় ত্রিশগুণ বড়। ইহাদের অন্ত্রাগ্রও অতিশয় বৃহৎ, দেখিলে ঠিক পাকস্থলী বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু তাহাতে কৃমির মত উপমাংস নাই।



ক—বক্ষঃস্থলের গহ্বর। খ ডায়েফ্রাম, এইখানের আকুঞ্চন জন্ত মানুষের হিক্কা হয়। ঘ—যকৃৎ। গ—পাকস্থলী। ঘ—ক্ষুদ্রান্ত্র। ঙ—অন্ত্রাগ্র, উদ্ভিজ্জভোজীদের অন্ত্রাগ্র এত বৃহৎ হইয়া থাকে। ম—নিম্নগামী অন্ত্র। ম—মলদ্বার।

পক্ষী, ভেক এবং অন্যান্য প্রাণী যেরূপ দ্রব্য আহার করে, তাহাদের অন্ত্রাদিও তদুপযোগী হইয়া থাকে। এখানে একটী মোরগের পাকযন্ত্রের চিত্র দেওয়া গেল। অন্ননালীর নিম্নে তিনটী থলী আছে। ঐ তিনটী থলী পক্ষিজাতির পাকস্থলী। মোরগ কিছু খাইলে প্রথমে সেই ভুক্তদ্রব্য উপরের থলীতে আসিয়া পড়ে। তাহার পর দ্বিতীয় থলীতে পড়িয়া ভুক্তদ্রব্য আমরসে মিশ্রিত হয়। তৃতীয় থলী বিলক্ষণ দৃঢ়। তাহাতে অতিশয় কঠিন সামগ্রী পড়িলেও তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। বিশেষতঃ তন্মধ্যে ছোট ছোট পাথর থাকিলে খাদ্যদ্রব্য পিষিয়া ফেলিবার আরও সুবিধা হয়। তাই বিধাতা পাখীদের কেমন একটু স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়াছেন, তাহারা আহার খুঁটিয়া খাইবার সময়ে ছোট ছোট কাঁকরও কুড়াইয়া খায়। পাখীদের ক্ষুদ্রান্ত্রের এবং বৃহদন্ত্রের আকারের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু কোন কোন পাখীর অন্ত্রাগ্রের কাছে দুইটী উপমাংস, কাহারও কেবল একটী উপমাংস আছে; তাহা দেখিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের ও বৃহদন্ত্রের প্রভেদ বুঝা যায়।



বৃ—বৃষের পাকস্থলী ও দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র। অ—অন্ননালী। খ—পাকস্থলীর প্রথম প্রকোষ্ঠ। তৃণাদি কাষ্ঠ দ্রব্য খাইলে তাহা প্রথমে এইখানে সঞ্চিত হয়। ২পা—পাকস্থলীর দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ। ৩পা—পাকস্থলীর তৃতীয় প্রকোষ্ঠ। ৪পা—পাকস্থলীর চতুর্থ প্রকোষ্ঠ। দ—দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র। মো—মোরগের পাকস্থলী ও অন্ত্র। অ—অন্ননালী। ক—প্রথম থলী। খ—দ্বিতীয় থলী। গ—তৃতীয় থলী। ঘ—অন্ত্র। ঙ—কৃমিবৎ উপমাংস।

টিয়া, পায়রা, ঘুঘু প্রভৃতি যে সকল পাখী ভুক্তদ্রব্য উগারিয়া তাহা আপন আপন শাবককে খাওয়াইয়া দেয়, তাহাদের পাকস্থলীর একটী আশ্চর্য্য গুণ আছে। ঐ সকল জাতীয় পক্ষীর নিম্নপাকস্থলীর দুই দিকে দুইটী কোষ থাকে। বাচ্ছা হইলে উভয় পক্ষী ও পক্ষিণীর সেই কোষ হইতে দুগ্ধের মত এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া তাহা ভুক্তদ্রব্যে মিশ্রিত হইয়া যায়। পরে তাহা উগারিয়া শাবককে খাওয়াইলে বাচ্ছাগুলি শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হয়। বাচ্ছা বড় হইলে আর ঐ রস নিঃসৃত হয় না।

ক্ষুদ্র বেঙাচীরা জলের ছোট ছোট তৃণলতার কোমলাংশ খাইয়া প্রাণধারণ করে। এ অবস্থায় তাহাদের পাকস্থলীর গঠন লম্বা এবং অন্ত্রও বৃহদাকার। তাহা পাক দিয়া উপরে উপরে গুটান

থাকে। ক্রমে ভেক বড় হইয়া উঠিলে, উহারা কীট-পতঙ্গ ধরিয়া খায়। তখন অন্ত্রও ছোট হইয়া আসে।

মাছের শরীরের চেয়ে অন্ত্র অনেক ছোট। কোন কোন মৎস্যের অন্ত্র সোজা, আবার কোন কোন মৎস্যের অন্ত্র পাক দিয়া গুটান। কেঁচুয়া প্রভৃতি সামান্য প্রাণীর মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত একটী সোজা ছিদ্র আছে। কিন্তু ঐ ছিদ্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহাতে ভুক্তদ্রব্যের রস সহজে শোষিত হয়। অনেক প্রকার ছোট ছোট জলকীট আছে, তাহাদের মলদ্বার নাই। সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কীটাণু ধরিয়া খাইলে তাহাদের সারাংশ দেহে শোষিত হয়, পরে অসার অংশ উগারিয়া ফেলে। আবার এরূপ অনেক জলকীট আছে যে, তাহাদের মুখও নাই, মলদ্বারও নাই। শরীরের মধ্যে কোন প্রকার ছিদ্রও নাই। তাহার শিকার পাইলে তাহার চারিদিক নিজের শরীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরে, তাহাতেই শিকারের সারাংশ তাহাদের দেহমধ্যে প্রবেশ করে। [অন্যান্য বিবরণ পরিপাক শব্দে দ্র°]

যদি কোন কারণে পেটের ...উর্ধা অন্ত্র বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন। চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে রোগীকে বিশেষরূপে স্থির করিয়া রাখিবে, তাহাকে কাশিতে কিম্বা কাঁদিতে দিবে না। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি হইলে ১৪ বিন্দু আফিমের অরিষ্ট অর্দ্ধ ছটাক জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে এবং স্ত্রীলোককে ৭ বিন্দু প্রয়োগ করিবে। দুই এক বৎসরের শিশুকে আফিম প্রয়োগ করিতে হইলে বিশেষরূপ বিজ্ঞতা আবশ্যক। কিন্তু অর্দ্ধ বিন্দু কিম্বা এক বিন্দু অরিষ্ট সেবন করাইলে কোন বিঘ্ন ঘটে না। এই সকল সাবধানতা ভিন্ন, অন্ত্রে যেন কোন ধূলা না লাগে, তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিকটে চিকিৎসক না থাকিলে গৃহস্থ নিজে একটু সাহস করিয়া অন্ত্র পেটের ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারেন। অন্ত্রের যে দিক শেষে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাই প্রথমে প্রবেশ করাইতে হয়। কাজেই যে অংশ প্রথমে বাহির হইয়া আসে, তাহা সর্ব্বশেষে প্রবেশ করান আবশ্যক। অন্ত্র প্রবেশ করাইয়া পেটের উপরের চর্ম্ম সেলাই করিয়া দিবে। সরু তার দিয়া সেলাই করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার অভাবে সুতা দিয়া সেলাই করিবে। চর্ম্ম যোড়া লাগিলে ঐ তার কিম্বা সুতা খুলিয়া ফেলিবে।

ক্ষত স্থান সেলাই করা হইলে উপরে একখানি পাতলা বস্ত্র বাঁধিয়া দিবে এবং পূর্ব্বের মত রোগীকে অল্প অল্প আফিম সেবন করাইবে। তিন চারি দিন দুধ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি তরল দ্রব্য ভিন্ন কঠিন পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত নহে। কখন কখন অন্ত্রে এরূপ আঘাত লাগিলে অন্ত্রপ্রদাহ এবং পেরিটোনাইটিস্ ঘটিতে পারে। তজ্জন্য সত্বর বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। [অন্ত্রপ্রদাহ দ্র°]

অন্ত্রকূজ (পুং) [বৈদ্যক] বায়ুরোগবিশেষ। ২ নাড়ীর শব্দ। (সুশ্রুত° নি° ১ম অ°)

অন্ত্রকূজন,-অন্ত্রবিকূজন (ক্লী) [বৈদ্যক] অন্ত্রধ্বনি, পাঁতডাকা।

অন্ত্রজ্বর—(Enteric fever) অপর নাম টাইফয়েড জ্বর (Typhoid fever)। টাইফয়েড্ রোগের কারণ একরূপ আণুবীক্ষণিক জীবাণু। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ক্লেবস্ (Klebs), এবার্থ (Eberth) ও কক্ (Koch) সর্ব্বপ্রথমে এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। খাদ্য বা পানীয়ের সহিত এই জীবাণু পেটের ভিতর যায় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের শৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত উৎপাদন করে।

সংক্রমণ—খাদ্য, জল বা অন্য পানীয়ের সহিত কোনরূপে টাইফয়েড রোগের জীবাণু মিশিলে ঐ দূষিত খাদ্য যে খাইবে তাহারই টাইফয়েডে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে। পল্লীগ্রামে অনেক সময় রোগীর মলমূত্র-সিক্ত বস্ত্রাদি জলাশয়ে পরিষ্কার করা হয়, এবং উহার ফলে সেই জলে ঐ রোগের জীবাণু মিশিয়া যায়। এইরূপ দূষিত জল পান করিলে বা সেই জলে বাসন ধুইলেও রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। কলিকাতা সহরে গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের জল ব্যবহারে টাইফয়েড্ হইতে দেখা গিয়াছে। টাইফয়েড্ রোগীর সেবা করিয়া হাত না পরিষ্কার করিয়া আহার করিলেও হাত হইতে রোগের জীবাণু পেটের ভিতর যাইতে পারে। টাইফয়েড্ রোগের একটী প্রধান বাহন—মাছি। মাছি টাইফয়েড্ রোগীর মলে বিচরণ করিয়া খাদ্যে বসে এবং খাদ্য দূষিত করে। এইরূপ মাছি-বসা খাবার হইতেও অনেক সময় রোগ জন্মিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রধানতঃ তিন উপায়ে টাইফয়েড্ রোগের বিস্তার হয়—(১) দূষিত খাবার (২) অপরিষ্কৃত হাত ও (৩) মাছি।

অপরিচ্ছন্ন পল্লীতেই টাইফয়েড্ বেশী হয়। টাইফয়েড্-রোগী আরোগ্য হইবার পরও তাহার শরীরে টাইফয়েড্ জীবাণু বহুদিবস যাবৎ বাস করিতে পারে। এইরূপ লোক রোগের বাহক (Carrier) এবং ইহাদের হাতে খাওয়া বিপজ্জনক।

রোগের ব্যাপ্যকাল—টাইফয়েড্ জীবাণু মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিবার পর সাধারণতঃ দুই সপ্তাহের ভিতর এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পূর্ব্ব লক্ষণ—টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে কিছুদিন ধরিয়া রোগী দুর্ব্বলতা বোধ করে।

প্রথম সপ্তাহ—প্রথম সপ্তাহে টাইফয়েড্ রোগে জ্বর প্রত্যহ অল্প করিয়া সিঁড়ির ধাপের ন্যায় বাড়িতে থাকে। প্রথম দুই তিন দিন জ্বর খুব কমই থাকে, পরে যত দিন যায় জ্বরের উত্তাপ

তত্টা বেশী উঠিতে থাকে ও নামে কম। জর সন্ধ্যায় ১ ডিগ্রি বাড়ে এবং পরদিন প্রাতে এক ডিগ্রি উত্তাপ কমিয়া পুনরায় সন্ধ্যায় পূর্ব্বদিনের উত্তাপ অপেক্ষাও এক ডিগ্রি বেশী বর্দ্ধিত হয়। এই ভাবে উত্তাপ বাড়ে এবং সপ্তাহের শেষে সর্ব্বোচ্চ তাপ ১০৩ ১০৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে। নিম্নে একটী রোগীর জরের তাপ লিখিত হইল—

	সকাল	সন্ধ্যা
প্রথম দিন		৯৯ ডিগ্রী
দ্বিতীয় "	৯৮ ডিগ্রী	১০০°১
তৃতীয় "	৯৮ ৮	১০১
চতুর্থ "	১০০ ২	১০২ ১
পঞ্চম "	১০১	১০৩
ষষ্ঠ "	১০২	১০৩ ৪
সপ্তম "	১০২	১০৪

নাড়ী—টাইফয়েডে জরের অনুপাতে নাড়ীর গতি বাড়ে না। জিহ্বা অপরিষ্কার হয় এবং জিহ্বার অগ্রভাগ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লালবর্ণ ধারণ করে।

পেটফাঁপা—পেটের ডানদিকের নিম্নাংশ (iliac region) টিপিলে বা চাপ দিলে বায়ু নির্গমনের ন্যায় গুর্ গুর্ শব্দ হয়। পেটে বেদনা হয় ও পেট ফাঁপে। সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে।

জরের দ্বিতীয় সপ্তাহ—সাধারণতঃ ৭ হইতে ১০ দিনের মধ্যে টাইফয়েডে পেট, বুক ও পিঠের চামড়ায় গোলাপী রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা দেয়। চাপ দিলে ইহারা বসিয়া যায়। এদেশে টাইফয়েডে এই লক্ষণটী দেখা যায় না।

জর—দ্বিতীয় সপ্তাহে জর বেশী থাকে। ১০৩।৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে এবং প্রাতে ৫।১ ডিগ্রি মাত্র কমে। পেট ফাঁপা বাড়িয়া যায়।

তৃতীয় সপ্তাহ (১৪ হইতে ২১ দিন)—তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে জর বেশী থাকে; শেষের দিকে প্রত্যহ প্রাতে উত্তাপ স্বাভাবিক হইতে দেখা যায়। বর্দ্ধিত উত্তাপের পরিমাণও কম হয়। সাধারণতঃ চতুর্থ সপ্তাহে জর ছাড়িয়া যায়।

রোগনির্ণয়—টাইফয়েড্ জরের নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করে—(১) প্রথম সপ্তাহে সিঁড়ির ধাপের ন্যায় ক্রম-বর্দ্ধমান জরের উত্তাপ। (২) জরের অনুপাতে নাড়ীর গতি কম। (৩) পেটের ডানদিকের নিম্নাংশের ফাঁপ। (৪) রক্ত পরীক্ষা—ভিডাল পরীক্ষা (Vidal Test) পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য রোগ হইতে পার্থক্য

টাইফয়েড্ অবিরাম জর। সুতরাং অন্যান্য অবিরাম-জর হইতে ইহাকে পৃথক্ করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়। নিউ-মোনিয়া ও মেনিন্জাইটিস্ রোগ নির্ণয়ে বেশী কষ্ট হয় না। কালাজর অনেক সময় টাইফয়েডের মতন আরম্ভ হয়, কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করিলেই ধরা পড়ে। বাতজরে গাঁট ফুলে। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ায় রক্তপরীক্ষায় ম্যালেরিয়া-জীবাণু পাওয়া যায়। কোলাইয়ের জন্যও অনেক সময় অবিরাম-জর হয়। ছোট ছেলেদের কৃমির (round worm) জন্য অবিরাম জর হইতে দেখা গিয়াছে। যে স্থানে অবিরাম জরের কারণ অনির্দ্দিষ্ট, অনেক সময় প্রথম হইতেই তাহাকে টাইফয়েড বলিয়া ধরিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। অন্ততঃ ১০ দিন পরে রক্তের Vidal Test করিলে এ বিষয়ে মীমাংসা হইতে পারে।

রক্তপরীক্ষা—টাইফয়েড্ রোগীর রক্তে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন দেখা যায়—(১) লাল-রক্তকণিকা (R B C)—দ্বিতীয় সপ্তাহে কমিয়া যায়—(২) হিমোগ্লোবিন—লাল রক্তকণিকা যে পরিমাণে কমে, সেই অনুপাতে হিমোগ্লোবিনও কমিয়া যায়। (৩) শ্বেত রক্তকণিকা (W B C)—উপসর্গ না থাকিলে শ্বেত রক্তকণিকাও কমিয়া যায়। শ্বেত রক্তকণিকার মধ্যে আবার পলিমর্ফোনিউক্লিয়ার কোষ এবং ইয়োসিনোফাইল কমে, এবং মনোনিউক্লিয়ার কোষগুলি বাড়ে। ভিডাল পরীক্ষা (Vidal Test) দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম ভাগে করা উচিত।

উপসর্গ—জরসংশ্লিষ্ট উপসর্গ—১। পেটফাঁপা (Tympanites) —পেটফাঁপা অধিকাংশ স্থলেই থাকে। খুব বেশী পেট ফাঁপিলে শ্বাসকষ্ট হইতে পারে।

(২) আন্ত্রিক রক্তস্রাব (intestinal hæmorrhage — সাধারণতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে এই উপসর্গ হইতে দেখা যায়। পেয়ার্স প্যাচ্ (Peyer's patch) বা ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষতে রক্ত পড়ে। রক্তভেদ অল্প হইলে মলের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায় এবং রক্তের বর্ণ গাঢ় লাল বা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়। রক্তস্রাবের পূর্ব্বে উদরে বেদনা হয়, দেহের উত্তাপ ১০৩।৪ ডিগ্রি হইতে ৯৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নামিতে দেখা যায়। গাত্রচর্ম্ম শীতল ও ঘর্ম্মসিক্ত হয়, নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল হয়। কঠিন খাদ্য আহার, অত্যধিক পেট ফাঁপা ও চলাফেরা করিবার ফলে অন্ত্রের ক্ষত ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে পারে। রক্তস্রাবের ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুভ।

৩। অন্ত্রে ছিদ্র (perforation)—

সাধারণতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে এই উপসর্গ হয়। অন্ত্রপ্রাচীরের ক্ষত কম হইয়া অন্ত্র ছিদ্র হইয়া যায়।

কঠিন খাদ্য আহার, চলাফেরা, অত্যধিক পেটফাঁপা প্রভৃতি অন্ত্রে ছিদ্র হওয়ারও কারণ।

অন্ত্রে ছিদ্র হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—

(ক) উদরে বেদনা—পেটে ভয়ানক বেদনা এই সাংঘাতিক উপসর্গের সম্ভাবনা সূচনা করে।

(খ) উদরের নিম্নাংশের দক্ষিণ পার্শ্বে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে রোগী অসহ্য স্পর্শানুভূতি বোধ করে এবং ঐ স্থানে হাত দিলেই চমকিয়া উঠে। ঐ স্থান কঠিন বোধ হয়। (গ) বমন ও বমনোদ্বেগ। (ঘ) হিক্কা। (ঙ) নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ। (চ) শ্বাস প্রশ্বাস অগভীর ও দ্রুততর হয়। (জ) হিমাঙ্গ। (ঝ) রক্তপরীক্ষায় শ্বেত কণিকার আধিক্য দেখা যায়—শ্বেতকণিকার সংখ্যা ১০,০০০—১৫,০০০ র ততোধিক হয়।

(৪) উদরাময়—অনেক সময় প্রথম সপ্তাহের শেষে উদরাময় উপস্থিত হয়। দৈনিক ২।৩ বার বা তাহার অপেক্ষা বেশী মলত্যাগ হয়। সাধারণতঃ মলের বর্ণ বহুল কষা মটর ডালের ঝোলের মতন হরিদ্রাবর্ণ তরল এবং দুর্গন্ধযুক্ত। রোগ জীবাণুজ বিষই এই পেটের অসুখের কারণ।

দেহের অন্যান্য যন্ত্রঘটিত উপসর্গগুলির মধ্যে এই কয়টী প্রধান :—

(১) পিত্তকোষ প্রদাহ (Cholecystitis)

(২) মূত্রযন্ত্র সম্বন্ধীয় উপসর্গ—মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ (nephritis) হইতে পারে।

(৩) শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র সম্বন্ধীয় উপসর্গ—টাইফয়েড্ রোগে প্রায়ই বুকে কফবেশী সর্দ্দি থাকিতে (bronchitis) দেখা যায়। নিউমোনিয়া একটী খারাপ উপসর্গ।

(৪) স্নায়বীয় উপসর্গ—মেনিঞ্জাইটিস্ অনেক সময় হইতে দেখা যায়।

(৫) রক্তসঞ্চালনযন্ত্রসম্বন্ধীয় উপসর্গ—হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য হইতে পারে। কদাচিৎ শিরাপ্রদাহ হয়।

(৬) চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি—চক্ষু লাল হইতে পারে (conjunctivitis), মধ্যকর্ণের প্রদাহ হইলে কান কট কট করে।

(৭) চর্ম্মের উপসর্গের মধ্যে শয্যাক্ষত প্রধান।

নিদানতত্ব (Pathology)—টাইফয়েড্ জ্বরে মৃত ব্যক্তির দেহ-ব্যবচ্ছেদে নিম্নলিখিত অবস্থা দেখা যায়। রোগের বিভিন্ন অবস্থায় দৈহিক অবস্থার তারতম্য হয়। অন্ত্রমধ্যস্থ ক্ষতে যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহা এইরূপ—

প্রথম সপ্তাহে—অন্ত্রের ইলিয়াম (Ilium) অংশ স্ফীত হয় ও উহাতে রক্তাধিক্য দেখা যায়। Peyer's patch ও solitary follicles গুলির প্রদাহ হয় এবং ফুলিয়া বড় হয় ও উহাদের মধ্যে রক্ত জমে। পেয়ার্স প্যাচগুলি শক্ত হয় এবং বর্দ্ধিত হইয়া অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর উচ্চ হইয়া উঠে। এই সময়ে উহার রক্তাধিক্য হ্রাস হইয়া উহা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে—অন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রমের ফলে পেয়ার্স প্যাচ ক্ষতযুক্ত হয়। অন্ত্রের অন্যান্য অংশেও ক্ষত দেখা যায়।

তৃতীয় সপ্তাহে—ক্ষত আরোগ্যাবস্থায় উপনীত হয়।

ভাবী ফল (prognosis)—যথাসময়ে রোগনির্ণয়, যথোচিত চিকিৎসা এবং সেবাশুশ্রূষা হইলে ভাবীফল প্রায়ই শুভ হয়।

নিম্নলিখিত অবস্থায় ভাবীফল প্রায়ই অশুভ হয়—

(১) বয়স—২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সে রোগ হইলে অনেক সময় ভাবীফল অশুভ হয়।

(২) মদ্যপায়ীর রোগের ফল প্রায়ই অশুভ।

(৩) জীবাণুজ বিষের প্রবলতা—(ক) প্রবল জ্বর—(উত্তাপ ১০৪।১০৫ ডিগ্রি) (খ) অজ্ঞান অবস্থা ও হস্তপদের কম্পন। (গ) নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ১২০র বেশী। (ঘ) হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ ক্ষীণ। (ঙ) প্রস্রাবের অল্পতা। (চ) অত্যধিক পেটফাঁপা।

(৪) উপসর্গ—রক্ত ভেদ, অন্ত্রের নাড়ী ছিদ্র হওয়া, নিউমোনিয়া, প্রস্রাবে এলবুমিন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে ভয়ের কারণ থাকে।"

টাইফয়েডের চিকিৎসা টাইফয়েডের এমন কোন ঔষধ নাই, যাহা দিলেই ইহা আরোগ্য হইবে। কিন্তু ঔষধ না থাকিলেও, নিয়মিত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইলে, টাইফয়েড্ রোগী খুব কমই মারা যায়।

চিকিৎসার উদ্দেশ্য

টাইফয়েড্ রোগীর চিকিৎসাকালে এই কয়টী উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে হইবে :—(১) রোগীর দেহের শক্তি যাহাতে না কমিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ, রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহার উপরই নির্ভর করে। (২) দেহ হইতে রোগের বিষ যাহাতে প্রস্রাব, ঘর্ম্ম প্রভৃতির সহিত বাহির হইয়া যায়, তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। (৩) কোনরূপ উপসর্গ যাহাতে না হইতে পারে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিলে—অন্ত্রের ক্ষত হইতে রক্তপাত, অন্ত্র ছিদ্র বা উদরাময় হইবার আশঙ্কা খুব কমই হইয়া থাকে। চিকিৎসাকালে মনে রাখিতে হইবে যে, "রোগীর অন্ত্রের ভিতর ক্ষত হইয়াছে"। রোগীর শয্যাক্ষত, হাইপোষ্টেটিক নিউমোনিয়া প্রভৃতিও শুশ্রূষার দোষেই হয়। যথোচিত সেবা শুশ্রূষাই—টাইফয়েডের প্রধান চিকিৎসা। রোগীর সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা ঠিক মত যদি না হয়, তাহা হইলে হাজার ঔষধেও কোন উপকার হইবে না।

সাধারণ চিকিৎসা

(১) শান্ত-সুস্থির ভাবে বিশ্রাম।—জ্বর হইলেই রোগীকে

চলাফেরা বন্ধ করিতে ও বিছানায় শুইয়া থাকিতে বলিবে। সকল জ্বরেই এই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা উচিত। কারণ, জ্বর যখন আরম্ভ হয়—তখন বুঝা যায় না যে, উহা সাধারণ জ্বর বা টাইফয়েড্। সকল রেমিটেন্ট বা অবিরাম জ্বর—যে কারণেই হউক না কেন, যতক্ষণ তাহা অন্য রোগ বলিয়া প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ টাইফয়েডের ন্যায় চিকিৎসা করাই শ্রেয়ঃ। টাইফয়েড্ জ্বরের ভোগ—তিন সপ্তাহ হইতে ২।৩ মাস পর্য্যন্ত হইতে পারে; সুতরাং রোগীর যাহাতে অযথা নড়াচড়ায় হৃৎপিণ্ডের বলক্ষয় না হয়, সেদিক বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্য সকল জ্বরে রোগী আপনা হইতেই শয্যা গ্রহণ করে; কিন্তু টাই-ফয়েডের জ্বর প্রথমেই এত ধীরে ধীরে আরম্ভ হয় যে, প্রথম-অবস্থায় প্রায়ই রোগ ধরা পড়ে না এবং রোগী চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। এজন্য জ্বর যত সামান্যই হউক না কেন, জ্বর বোধ হইলেই—রোগীকে কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া, তখনি শয্যাগ্রহণ করিতে উপদেশ দিবে। যতদিন জ্বর থাকিবে, ততদিন রোগীকে বিছানায় শুইয়া থাকিতে হইবে, বসিতে অবধি দিবে না।

রোগী যাহাতে বিছানায় শুইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগী একান্ত অপারগ না হইলে বিছানায় মল-মূত্র ত্যাগ করিতে চাহে না। রোগীর শুচিবায়ুগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনও অনেক সময় ইহাতে আপত্তি করে। কিন্তু এই সকল ওজর আপত্তি শুনিলে চলিবে না। রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, রোগীর অন্ত্র মধ্যে ক্ষত হইয়াছে এবং উঠিয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিতে দিলে, রোগীর মৃত্যু অবধি হইতে পারে। রোগীকে প্রস্রাব করাইবার জন্য ইউরিনাল (Urinal) বা ওঁদভাবে বোতল বা মাটির সরা ব্যবহার করিতে পারা যায়। মলত্যাগের জন্য বেড্‌প্যান্ (bed-pan) বা মাটির সরা ব্যবহার করিবে।

টাইফয়েড্ রোগীর বিছানা যতদূর সম্ভব নরম হওয়া আবশ্যক। স্প্রিংয়ের খাট যদি থাকে, তাহা হইলে উহা ব্যবহার করা সুবিধাজনক। রোগীর বিছানায় গদির উপর একখানি কম্বল পাতিয়া, তাহার উপর চাদর বিছাইয়া দিবে। ইহার উপর একখানি রবারের চাদর (Rubber sheet) অথবা অয়েল্-ক্লথ দেওয়া উচিত; তাহা হইলে প্রস্রাব বা জল পড়িয়া বিছানা ভিজিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই রবারসিট্ বা অয়েল-ক্লথের উপর আর একখানি শুষ্ক চাদর বিছাইয়া দেওয়া ভাল, কারণ অয়েল-ক্লথে জল লাগিলে, মুছিলেও উহা অনেকক্ষণ ভিজা ও ঠাণ্ডা থাকে। রোগীর গায়ে একখানি লেপ বা কম্বল ঢাকা দিয়া দিবে।

টাইফয়েড্ রোগীকে নাড়ানাড়ি করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। গাড়ী, পাল্কী বা রেলে করিয়া স্থানান্তর করিতে গেলে বিপদের আশঙ্কা আছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগীর আত্মীয় স্বজন ডাক্তার ডাকিবার পয়সার অভাবে, টাইফয়েড্ রোগীকে দুই একদিন অন্তর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে বা ডাক্তারের বাড়ীতে লইয়া গিয়া দেখাইয়া আনে। কিন্তু ইহাতে যে কিরূপ অনিষ্ট হয়, তাহা তাহারা জানে না। ঔষধ না দিলে রোগীর বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু রোগীকে এইরূপে নাড়াচাড়া করিলে, রোগীর অন্ত্রের ক্ষত হইতে রক্তপাত প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া, রোগীর মৃত্যু অবধি হইতে পারে।

(২) রোগীর ঘর—বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাসপূর্ণ ঘরে রোগীকে রাখা দরকার। যিনি সেবা করিবেন, তিনি ছাড়া অন্য কেহ রোগীর ঘরে থাকিবেন না। রোগীর বিছানা, খাবার বাসন প্রভৃতি সমস্ত পৃথক্ থাকিবে, সেই সকল জিনিষ অন্য কেহ ব্যবহার করিবে না।

রোগীর মলে খানিকটা চূণ ঢালিয়া দিয়া, বেড্‌প্যান চাপা দিয়া রাখিবে—যেন উহাতে মাছি না বসিতে পায়। রোগীর মূত্রের সহিত চূণ বা ৫% কার্ব্বলিক্ এসিড লোসন মিশাইবে।

(৩) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—রোগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। তাহা হইলে শয্যাক্ষত প্রভৃতি হইবার ভয় থাকিবে না। প্রত্যহ রোগীর গাত্র ঈষদুষ্ণ জলে স্পঞ্জ করিয়া দিবে। পাছার নীচে ও পায়ের গোড়ালি প্রভৃতি যে সকল স্থানে চাপ পড়িয়া শয্যাক্ষত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানের উপর দৃষ্টি রাখিবে এবং সামান্য লাল বোধ হইলে, তখনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে। রোগীর পাছার নীচে ও পৃষ্ঠদেশে প্রত্যহ দুইবার করিয়া মেথিলেটেড্ স্পিরিট মাখাইয়া দিবে এবং তাহার পর ঐ সকল স্থানে বোরিক পাউডার মাখাইবে। রোগীর দাঁত ও মুখ প্রত্যহ সকালে ও প্রতিবার আহারের পর পরিষ্কার করিয়া দিবে।

(৪) পথ্য—টাইফয়েড্ দুই একদিনের রোগ নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রোগীকে অনেক দিন রোগ ভোগ করিতে হইবে এবং তাহার রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, রোগীর অন্ত্রের মধ্যে ক্ষত হইয়াছে এবং এরূপ পথ্য দিতে হইবে—যাহাতে অন্ত্রের ক্ষত বৃদ্ধি না পায়। রোগীর খাদ্য তরল ও সহজ-পাচ্য অথচ পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক। যে সকল খাদ্যে সারাংশ অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় অংশ (residue) বেশী থাকে এবং পরিপাকের পর যাহার অধিকাংশ মলে পরিণত হয়, সেরূপ খাদ্য দিবে না। কঠিন খাদ্যের আঘাতে অন্ত্রের ক্ষত হইতে রক্তস্রাব বা উহা ছিদ্র

পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে পারে। এজন্ত সুপাচ্য ও তরল খাদ্য দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। রোগীকে একেবারে বেশী খাইতে দিবে ন —বরং বারে বারে খাইতে দিবে। প্রত্যেকবারে চারি আউন্সের অধিক খাবার দিবে না। এইরূপে চারিঘণ্টা অন্তর খাবার দিবে, কিন্তু রোগী নিদ্রিত থাকিলে কখনো জাগাইয়া খাওয়াইবে না। পূর্ব্বে টাইফয়েড্ রোগীকে প্রায় একরূপ অনাহারে রাখা হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্ত্রের ক্ষত ছিঁড়িবার ভয়ে —অতি সাবধানতার ফলে, রোগী জ্বরে যত না হউক, পথ্যের অব্যবস্থায় কঙ্কালসার হইয়া পড়িত। এরূপ অতি সাবধানতাও বাঞ্ছনীয় নহে। টাইফয়েড্ জ্বরের ভোগ ১ হইতে ৩ মাস পর্য্যন্ত হইতে পারে; সুতরাং রোগীর শরীর যাহাতে পথ্যের অভাবে দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, তাহা দেখিতে হইবে। অবশ্য আজকাল একদল চিকিৎসক যে টোষ্ট, মাখন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেছেন, আমরা তাহার পক্ষপাতী নই।

রোগীর শরীররক্ষার উপযোগী পর্য্যাপ্ত খাদ্য দিতে হইবে। খাদ্য সুপাচ্য, অনুত্তেজক ও তরল হইলে বিপদের ভয় থাকে না। অন্ততঃ ১৫০০ ক্যালোরি (calory) উত্তাপ উৎপন্ন হয়, এরূপ পরিমাণ খাদ্য রোগী যাহাতে প্রতিদিন পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। ইউরোপীয় রোগীদের ২০০০ ক্যালোরির উপযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন।

কতকগুলি খাদ্যের তাপোৎপাদনশক্তি (ক্যালোরি—calory) নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রতি এক আউন্স খাদ্যে—ক্যালোরির পরিমাণ

দুগ্ধ	২০
নবনী (cream) .	৬০
ছানার জল ...	৮
মল্টেড্ মিল্ক ...	১১৯
চিনি (আকের চিনি, গ্লুকোজ্ এবং দুগ্ধশর্করা)	১২০
পার্ল বার্লি	১০৭
এলবুমিন্ (একটী ডিমের শ্বেত অংশ)	১৫
ডিম (একটী সম্পূর্ণ)	৭০
ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি	১০৫

রোগীকে প্রচুর জল পান করিতে দিবে। কারণ, ইহা শরীর হইতে রোগের বিষ-নিষ্কাশনে সাহায্য করে। টাইফয়েড্ রোগীকে নিম্নলিখিত পথ্যগুলি দেওয়া যাইতে পারে।

(ক) সমস্ত দিনে অন্ততঃ তিন পোয়া দুধ যাহাতে রোগীর পেটে যায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে। প্রত্যেক বারে ৪ আউন্স দুধ, অল্প চুণের জলের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে। ইচ্ছা করিলে দুধের সহিত মিছরি দিয়া মিষ্ট করা যাইতে পারে। দুধ ঈষদুষ্ণ দিবে, খুব গরম দুধ কখনো ব্যবস্থা করিবে না।

দুধ যদি সহজে পরিপাক না হয়, তাহা হইলে উহার সহিত প্রতি আউন্সে তিন গ্রেণ করিয়া সোডিয়াম্ সাইট্রেট্ (sodium citrate) দিবে। কিন্তু অন্ত্র হইতে রক্তপাতের আশঙ্কা যদি থাকে, তাহা হইলে সোডিয়াম্ সাইট্রেটের বদলে দুধের সহিত ক্যাল্সিয়াম্ ল্যাক্টেট্ মিশাইয়া দিবে।

দুধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য খুব কমই আছে। চারি আউন্স দুধে ৮০ ক্যালোরি উত্তাপ উৎপাদিত হয়। ইহার সহিত অল্প নবনী (cream) ও দুগ্ধ-শর্করা (lactose) মিশাইয়া, ইহার ক্যালোরি ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা যায়। এতদর্থে ইহা নিম্নলিখিতরূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা—

৪ আউন্স দুধ . .	৮০ ক্যালোরি
½ আউন্স ক্রিম্	২৫ ”
১ চামচ ল্যাকটোজ্	৩০ ”
মোট	১৩৫ ক্যালোরি

এই ভাবে নবনী ও শর্করা-মিশ্রিত দুধ যদি রোগীকে ৪ আউন্স মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর, মোট ৬ বার খাওয়ানো যায়, তাহা হইলে ১৩৫ × ৬ = ৮১০ ক্যালোরির মতন খাদ্য রোগী পাইবে। বাকি অভাবটুকু অন্য খাদ্য দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—মোট দৈনিক ১৫০০ ক্যালোরি দরকার।

(খ) নিম্নলিখিতরূপে পার্লবার্লি প্রস্তুত করিয়া উহা দুধের সহিত দেওয়া যাইতে পারে।

চা-চামচের দুই চামচ বার্লিদানা জলে ধুইয়া লইবে। উহার সহিত তিন পোয়া জল মিশাইয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকা দিয়া, বিশ মিনিট কাল জ্বাল দিবে এবং আধ সের জল থাকিতে নামাইয়া, বার্লির দানাগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া, বার্লির জলটুকু রাখিয়া দিবে। এই জলবার্লির সহিত সমপরিমাণ দুধ ও অল্প মিছরি মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে।

(গ) হর্লিক্স মল্টেড্ মিল্ক বা ১নং এলনবেরি ফুড রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) এলবুমিন্ ওয়াটার (Albumin water)—এলবুমিন্ ওয়াটার সহজে হজম হয় অথচ পুষ্টিকর। ইহাতে পেট ফাঁপিবারও ভয় থাকে না। প্রথমে একটী ডিমের সাদা লালার মতন অংশটুকু লইবে। তারপর ইহা একটী পরিষ্কার কাচপাত্রে ন্যাক্ড়ার উপর রাখিয়া চামচে দিয়া ঘাঁটিতে থাকিবে। ন্যাক্ড়ার ভিতর দিয়া এক প্রকার স্নেহময় পদার্থ ঐ কাচের বাটীতে পড়িবে। তারপর ইহার সহিত এক পোয়া গরম জল

মিশাইয়া বেশ করিয়া ফেটাইয়া লইবে। অতঃপর ইহার সহিত ইচ্ছামত অল্প লবণ ও চিনি অথবা কমলা লেবুর রস মিশাইয়া খাইতে দিবে। রোগী যদি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত ব্রাণ্ডি মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এলবুমিন্ ওয়াটার বেশীক্ষণ রাখিলে খারাপ হইয়া যায়। গরমের সময় চারি ঘণ্টার বেশী রাখিবে না।

(ঙ) ফলের রস।—সমস্ত দিনে একটী কমলা লেবুর রস, ১ ছটাক আঙ্গুর বা বেদানার রস বা দুইটী কচি ডাবের জল রোগীকে দিতে পারা যায়। ফলের রস ছাঁকিয়া দিবে। ইহাতে যদি পেট ফাঁপে কিম্বা অম্বল বা পাতলা বাহ্যে হয়, তাহা হইলে উহা কমাইয়া বা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে।

(চ) গ্লুকোজ্ (Glucose) বা আঙ্গুরের চিনি।—গ্লুকোজ শুধু যে একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য, তাহা নয়—ইহা দেহ হইতে রোগের বিষ-নিষ্কাশনে সাহায্য এবং হৃৎপিণ্ডের পুষ্টিসাধন করে। প্রতি-বারে ২ হইতে ৪ চা-চামচ পরিমাণে গ্লুকোজ্ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। নিম্নলিখিতরূপে প্রযোজ্য।

Re.

গ্লুকোজ্		১ ভাগ
জল	...	১০ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকিলে মলদ্বার দিয়াও গ্লুকোজ দেওয়া যায়।

(ছ) এলকোহল (alcohol)—সাধারণতঃ এলকোহল ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হয় না। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এলকোহল প্রয়োগ করা উচিত।—

(১) রোগীর জিহ্বা যদি শুষ্ক থাকে। (২) নাড়ী যদি ক্ষীণ, সঙ্কোচন দ্রুত (মিনিটে ১২০ বা তদোর্দ্ধ্বিক) বা অনিয়মিত (irregular) হয়। (৩) হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমানে এবং হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দটি (cardiac first sound) অস্ফুট বোধ হইলে, এলকোহল ব্যবহার করিবে।

জল-চিকিৎসা

শীতল জল শিরা ধমনীর উপর টনিকের ন্যায় কাজ করে, এবং ইহা দ্বারা লোমকূপগুলি পরিষ্কার হয় বলিয়া, ঘামের সহিত রোগের বিষ দূর হইবার সুযোগ পায়। ইহাতে জ্বর কমে, রোগীর ছট্ফটানি কমে, ঘুম আসে এবং রোগীর শরীর অনেক সুস্থ বোধ হয়। অনেকে সর্দ্দি থাকিলে গা মুছাইতে ভয় পান; কিন্তু এ ধারণা ভুল; সর্দ্দি থাকিলেও ঈষদুষ্ণ জলে গা ধুয়াইয়া দিতে পারা যায়। জ্বর ১০২° ডিগ্রির উপর উঠিলে মস্তকে বরফের থলি দিবে। জ্বর ১০৩° ডিগ্রির উপর উঠিলে রোগীর গা ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া দিবে। জ্বর ১০৫° বা তাহার অধিক হইলে, শীতল জল বা বরফ জল ব্যবহার করিবে। কেবলমাত্র যদি রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে অথবা অন্ত্র হইতে রক্তপাত, অন্ত্র ফুটা হইয়া যাওয়া, পেরিটোনাইটিস বা শিরাপ্রদাহের (phlebitis) লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে রোগীর গা ধুয়াইবে না।

(ক) মস্তকে বরফ প্রয়োগ।—জ্বর ১০২° ডিগ্রি বা তাহার উপর উঠিলে, তখনি মাথায় বরফ দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। রোগীর মাথার চুল ছোট করিয়া কাটিয়া বা একেবারে কামাইয়া দিলে, মাথায় বরফ দিবার সুবিধা হয়। স্ত্রীলোকের মাথার চুল কাটিবার প্রয়োজন নাই।

(খ) স্পঞ্জিং (sponging)।—রোগীর জ্বর ১০৩° ৪ ডিগ্রি বা তাহার উপর হইলে রোগীর গা ঈষদুষ্ণ বা শীতল জলে ধুয়াইয়া দিবে। গা স্পঞ্জ করিবার সময় ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিবে এবং পাখার বাতাস করিবে না। স্নানের পূর্ব্বে রোগীর বিছানায় একখানি বড় অয়েল ক্লথ বা রবার সিট পাতিয়া দিবে, তাহা হইলে আর বিছানা ভিজিবার ভয় থাকিবে না। একটী টবে কুসুম কুসুম গরম জল লইবে, এবং উহার ভিতর একখানি নরম তোয়ালে ডুবাইয়া তদ্দ্বারা রোগীর গায়ে জল লাগাইবে। প্রথমে এই ভাবে পায়ে জল লাগাইবে এবং পরে একখানি শুষ্ক তোয়ালে দিয়া পা দুটী মুছাইবে ও অয়েল ক্লথের উপরের জল মুছিয়া, পা কম্বলে ঢাকা দিবে। ইহার পর ঐ ভাবে হাত দুইটী ধুইয়া মুছিয়া দিবে। হাত ধোয়ান হইয়া গেলে বুক ও পেট ধুইয়া মুছিয়া ঢাকা দিবে। ইহার পর রোগীকে পাশ ফিরাইয়া পিঠ ধুইয়া মুছিয়া ঢাকা দিবে। সকলের শেষে মুখ ও মাথা ধুইয়া দিবে। স্পঞ্জ করিবার সময় যদি রোগীর জামা কাপড় ভিজিয়া যায়, তাহা হইলে তখনি তাহা বদলাইয়া দিবে।

স্নানের শেষে গা মুছাইয়া রোগীর পিঠের শিরদাঁড়া ও পাছার যেখানে যেখানে উঁচু হাড় আছে, সেই সকল জায়গায় একটু মেথিলেটেড্ স্পিরিট মাখাইয়া দিবে। তাহার পর বোরিক্ পাউডার মাখাইয়া দিবে। অতঃপর রোগীকে জামা পরাইয়া, গায়ে ঢাকা দিবে। তাহার পর ঘরের জানালা-গুলি খুলিয়া দিবে। জ্বর যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে দিনে তিন চারিবার এইরূপে স্পঞ্জ করাইবার প্রয়োজন হইতে পারে। জ্বর যদি ১০৫° ডিগ্রির বেশী হয়, তাহা হইলে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার না করিয়া, শীতল জল ব্যবহারই ভাল। যেখানে বরফ পাওয়া যায়, সেখানে বরফ দিয়া জল ইচ্ছামত ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহার অভাবে কূপের বা কুঁজোর ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিবে। ইহাতে যদি জ্বর না কমে, তাহা হইলে

মলদ্বারে খুব ধীরে ধীরে বরফ জলের ডুস্ (douche) দিবে। অনেকে রোগীকে বড় স্নানের টবে শোয়াইয়া গায়ে শীতল জল দিতে বলেন; কিন্তু ইহাতে বিপদের ভয় আছে।

ঔষধীয় চিকিৎসা।—টাইফয়েডের কোন ঔষধ নাই, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জ্বর কমাইবার জন্য যে সকল ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় (antipyretics), সে গুলি টাইফয়েডে প্রয়োগ না করাই ভাল। কারণ, এই ঔষধগুলি রোগীকে আরও দুর্ব্বল করিয়া দেয়। কুইনাইন প্রয়োগে টাইফয়েড্ রোগে কোন উপকার হয় না—বরং অপকারই হয়।

সকালে ডাক্তারদের ধারণা ছিল যে, জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহার দ্বারা অন্ত্রমধ্যস্থিত টাইফয়েডের জীবাণু মারিয়া ফেলা যায়। ঐ উদ্দেশ্যে লাইকার হাইড্রাজ্ পারক্লোর (Liq hydrarg perchlor), ক্লোরিন মিক্শ্চার (Chlorine mixture) প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এই সকল জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহারে কোন উপকার আশা করা যায় না। অন্ত্রগুলি কিরূপ মল ও সর্ব্বদা মলে পূর্ণ থাকে, তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, অল্প মধ্যে ১০।১৫ ফোঁটা জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়া কোন ফল হইতে পারে না। এজন্য আজকাল ক্লোরিন মিক্শ্চার, হাইড্রাজ পারক্লোরাইড প্রভৃতির ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। দিনকতক গ্যাণ্ডো সাহেবের দেখাদেখি অনেকে টিংচার ফেরি পারক্লোর (Tr ferri perchloride) সেবন করিতে দিতেন। ইহা ব্যবহারে আমি কিন্তু কোন ফল পাই নাই। যাহা হউক, কোন ঔষধে ফল না হইলেও, একটা কিছু ঔষধ না দিলে, রোগী ও তাহার আত্মীয় স্বজন সন্তুষ্ট হইবে না। আমি নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রায়ই ব্যবহার করি। ইহা ব্যবহারে রোগীর ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে দেহ হইতে কিছু বিষ বাহির হওয়ায় একটু উপকারও হইয়া থাকে।

Re

লাইকার এমন এসিটেটিস্		২ ড্রাম
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	..	২০ মিনিম
পটাসিয়াম সাইট্রেট্		১০ গ্রেণ
সিরাপ বাসক এট্ কসিলেনা কোঃ		½ ড্রাম
একোয়া সিনামন	মোট	১ আউন্স্

একত্র একমাত্রা। প্রত্যহ চারিবার সেব্য।

সর্দ্দি না থাকিলে সিরাপ বাসক এট কসিলেনা কোঃ বাদ দিবে। হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য থাকিলে এই মিক্শ্চারের সহিত ১৫ ফোঁটা করিয়া টিংচার ডিজিটেলিস্ যোগ করিবে। রোগীর যদি অরুচি থাকে বা পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়, তাহা হইলে উপরের ঔষধের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত এসিড্ মিক্শ্চারটী দেওয়া যায়।

Re

এসিড নাইট্রো মিউরেটিক্ ডাইলিউট্		১০ মিনিম
অয়েল সিনামন		২ মিনিম
লিউসিলেজ একাশিয়া		যথা-প্রয়োজন
সিরাপ বাসক এট্ কসিলেনা কোঃ		½ ড্রাম
একোয়া ক্লোরোফর্ম্ম	মোট	১ আউন্স

একত্র একমাত্রা। প্রত্যহ ৪ বার সেব্য।

অনেকে এই মিক্শ্চারটীর সহিত ১০ ফোঁটা মাত্রায় লাইকার হাইড্রাজ্ পারক্লোর মিশাইয়া দেন। এসিড নাইট্রো-মিউরেটীক ডিল ব্যবহারে পাকস্থলী ও যকৃতের কার্য্য ভাল হয় এবং ইহার কিছু সঙ্কোচক গুণ আছে বলিয়াও উপকার হইয়া থাকে। সিনামন অয়েল বায়ুনাশক এবং ইহার সামান্য পচন নিবারক গুণও (antiseptic) আছে।

টাইফয়েড্ জ্বরের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ বা উপসর্গের চিকিৎসা

টাইফয়েড্ জ্বরে কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ বা উপসর্গের চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নিম্নে এ বিষয় বলা যাইতেছে।

বিষাক্তণ (Toxæmia)

টাইফয়েড্ জীবাণুর বিষক্রিয়া হেতু অত্যধিক উত্তাপবৃদ্ধি, প্রলাপ, অচৈতন্য অবস্থা প্রভৃতি বিষাক্ততার লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ঔষধীয় চিকিৎসা অপেক্ষা, "জলচিকিৎসা" দ্বারা সমধিক সুফল পাওয়া যায়। এতদর্থে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জলপান করাইবে এবং এই সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্পঞ্জ, বা স্নানের (bath) ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে দেহ হইতে বিষ দূরীভূত হইয়া যাওয়ার সুবিধা হইয়া থাকে। রোগীকে যত বেশী জলপান করাইতে পারা যায়, ততই তাহার দেহ হইতে রোগবিষ দূরীভূত হয়। এতদর্থে ঘর্ম্মকারক ঔষধও বিশেষ উপযোগী।

অনিদ্রা—রোগীর ঘুম না হইলে শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শীতল জলে স্পঞ্জ ও মাথায় বরফ দিলে আপনা হইতে নিদ্রা হইয়া থাকে। যদি কিছুতেই নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে নিদ্রাকারক ঔষধ ব্যবহার করিবে। এতদর্থে—

Re

প্যারাল্ডিহাইড্		১ ড্রাম
সিরাপ অরেঞ্জিয়াই	...	১ ড্রাম
একোয়া	মোট	১ আউন্স

একমাত্রা। শয়নকালে একমাত্রা সেব্য।

ক্লোরাল হাইড্রেট নিদ্রাকারক হইলেও, ইহা হৃৎপিণ্ডের

অবসাদক বলিয়া আমরা ইহা ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। লুমিনাল ব্যবহার করাও উচিত নহে।

প্রলাপ—জ্বর বৃদ্ধি হইলে অনেক রোগী একটু আধটু প্রলাপ বকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। স্পঞ্জ করিলে এবং মাথায় বরফ দিলেই উহা কমিয়া যায়। অনেক সময় রোগী অনবরত খুব চিৎকার করিয়া ভুল বকিতে থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে জোর করিয়া উঠিতে যায়। এরূপ অবস্থা হইলে, তখনি তাহার প্রতিকারে মনোযোগী হওয়া উচিত। কারণ তাহা না হইলে ইহার ফলে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে পারে। এরূপ প্রলাপের প্রতিকারার্থ সর্ব্বপ্রথমে শীতল জলে স্পঞ্জ করিয়া ও মাথায় বরফ দিয়া দেখিবে; তাহাতে যদি প্রলাপ না কমে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবহার করিবে।

সোডিয়াম্ ব্রোমাইড্		১০ গ্রেণ
ক্লোরাল হাইড্রেট		১০ গ্রেণ
স্পিরিট এমন্ এরোম্যাট্		১৫ মিনিম
সিরাপ সিম্পল		½ ড্রাম
একোয়া	মোট	১ আউন্স

একত্র একমাত্রা তৎক্ষণাৎ সেব্য।

এই ঔষধেও যদি কোন ফল না হয়, তাহা হইলে হাইয়োসিন্ হাইড্রো-ব্রোমাইড্ $\frac{1}{100}$ গ্রেণ মাত্রায় (চামড়ার নীচে) ইঞ্জেকসন দিবে। এরূপ রোগীকে কখন একা রাখিবে না। রোগীর নিকট সর্ব্বদা একজন লোক রাখা আবশ্যক।

কোষ্ঠবদ্ধতা—টাইফয়েড্ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকাই ভাল। কোষ্ঠবদ্ধতার চিকিৎসার জন্য কখনও জোলাপ দিতে যাইবে না। জোলাপ দিলে ক্ষতযুক্ত অন্ত্র ছিদ্র হইয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য প্রয়োজন হইলে দুই একদিন অন্তর গ্লিসিরিন দিয়া বাহ্যে করাইবে; ইহা ব্যবহারে কোন ভয়ের কারণ নাই। এতদর্থে—

গ্লিসিরিন	১ আউন্স
ঈষদুষ্ণ জল	১ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী কাচের পিচকারির সাহায্যে মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। শিশুদের পক্ষে গ্লিসিরিন সাপোজিটারি ব্যবহার সুবিধাজনক।

উদরাময়—অধিকাংশ টাইফয়েড রোগীর প্রত্যহ ২।৩ বার বাহ্যে হইতে দেখা যায়। ইহার জন্য অবশ্য কোনরূপ চিকিৎসার আবশ্যক হয় না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিকবার বাহ্যে হইলে তখনি উহার প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। টাইফয়েডে উদরাময় এইরূপ কারণে হইতে পারে। যথা—

(ক) খাদ্যের গোলযোগবশতঃ;

(খ) অন্ত্রস্থ ক্ষতজনিত উত্তেজনা হেতু।

প্রথমে দেখিতে হইবে যে, খাদ্যের গোলযোগে এইরূপ উদরাময় উপস্থিত হইয়েছে কিনা। অনেক সময় কঠিন খাদ্য বা দুগ্ধের জন্য উদরাময় হয়। এরূপ হইলে দুধ ও অন্য সকল প্রকার কঠিন খাদ্য বন্ধ করিয়া, রোগীকে কেবলমাত্র ছানার জল, ঘোল বা এলবুমিন্ ওয়াটার দিবে। রোগীর যদি পেট ফাঁপা বা পেটে ব্যথা থাকে, তাহা হইলে উদরাময় বন্ধ করিবার জন্য ঔষধ না দেওয়াই ভাল। যদি পেটের ফাঁপ বা পেটব্যথা না থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ট্যানালবিন ৫ গ্রেণ

একমাত্রা। প্রত্যেক পুরিয়া তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য। অথবা—

বিসমাথ্ সাল্ফ কার্ব্বনাস্	১০ গ্রেণ
পালভ্ ইপিকাক কোঃ	৫ গ্রেণ

একত্র এক পুরিয়া। প্রয়োজন মত প্রত্যহ চারিবার সেব্য। পালভ্ ইপিকাক্ কম্পাউণ্ডে আফিম থাকায় যতদূর সম্ভব ইহা ব্যবহার না করাই ভাল; শিশুদের ইহা কখন দিবে না। উদরাময় কিছুতেই না কমিলে মর্ফিন্ সাল্ফেট $\frac{1}{6}$ গ্রেণ, ১ সি, সি, পরিস্রুত জলে গলাইয়া (চামড়ার নীচে) ইঞ্জেকসন দিবে। পেটের ফাঁপ থাকিলে ইহা ব্যবহার করিবে না এবং শিশুদেরও কখনও দিবে না।

অন্ত্রের ক্ষত হইতে রক্তস্রাব—দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি হইতে তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত, রোগীর অন্ত্রের ক্ষত হইতে রক্তস্রাবের ভয় থাকে। রক্তস্রাব দমনার্থ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনীয়। যথা—

(ক) বাহ্যের সহিত রক্ত দেখা দিলে তখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে অন্ত্রের ক্রমিগতি অর্থাৎ আকুঞ্চন প্রবাহ (peristalsis) যতদূর সম্ভব কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, অন্ত্রকে বিশ্রামের অবসর না দিলে, ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে না। রোগীকে চুপ করিয়া শোয়াইয়া রাখিবে এবং কোন প্রকার নাড়াচাড়া করিবে না। স্নানও বন্ধ রাখিবে।

(খ) রোগীকে কোন প্রকার খাদ্য খাইতে দিবে না। খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলে, মলদ্বারপথে গ্লুকোজ প্রয়োগ করিবে।

(গ) রক্তের সংযমনশক্তি (coagulability) বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োগ করিবে। এতদর্থে—

ক্যালসিয়াম্ ল্যাক্টেট্ ১৫ গ্রেণ

একমাত্রা। এইরূপ একটী করিয়া পুরিয়া ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর

সেবন করিতে দিবে। প্রয়োজন হইলে, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ৭½ গ্রেণ মাত্রায় ১০ সি, সি পরিস্রুত জলে দ্রব করিয়া শিরামধ্যে ইঞ্জেকসন দিবে।

(গ) রোগীর পেটের উপর বরফের থলি দিলে ভাল হয়। থলিটী একটী দোলা (cradle) হইতে এমনভাবে ঝুলাইয়া দিবে—যেন উহা পেটের উপর আল্গা বা আলতোভাবে থাকে, এবং পেটে চাপ না পড়ে। পেটের উপরে একখানি কাপড় চাপা দিয়া তাহার উপর থলি রাখিবে।

(ঘ) মর্ফিন্ ইঞ্জেকসন।—রোগীর যদি পেটের ফাঁপ না থাকে তাহা হইলে ¼ গ্রেণ মাত্রায় মরফিন সালফেট্ ১ সি, সি পরিস্রুত জলে দ্রব করিয়া তৎক্ষণাৎ চামড়ার নীচে ইঞ্জেকসন দিবে। ইহা অন্ত্রের আকুঞ্চন প্রবাহ কমাইয়া দেয় এবং তাহার ফলে, যে শিরা ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইতেছে, তাহার মুখে রক্ত জমিয়া স্রাবরোধের সুযোগ প্রদান করে। শিশুদের মরফিন দিবে না।

(ঙ) সিরাম ইঞ্জেকসন।—নর্ম্মাল হর্স সিরাম ১০ হইতে ২০ সি সি, মাত্রায় পেশীমধ্যে ইঞ্জেকসন দিলে, বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। অধুনা অনেকের মত এই যে—টাইফয়েডে অন্ত্র হইতে যে রক্তপাত হয়, তাহার কারণ টাইফয়েড্ জীবাণু নহে, ইহার সহচর ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ জীবাণু। এই কারণে নর্ম্মাল হর্স সিরামের পরিবর্তে ১০ হইতে ২০ সি, সি, এন্টিষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ সিরাম পেশীমধ্যে ইঞ্জেকসন দিলে, অনেক সময় বেশী উপকার পাওয়া যায়।

(চ) স্যালাইন।—অত্যধিক রক্তস্রাবের ফলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, রোগীর শিরামধ্যে স্যালাইন সলিউসন ইঞ্জেকসন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এই রোগে মলদ্বারে স্যালাইন ইঞ্জেকসন (রেক্টাল ইঞ্জেকসন) দেওয়া উচিত নহে। কারণ, ইহাতে অন্ত্রের আকুঞ্চন প্রবাহ (peristalsis) বৃদ্ধি হওয়ায় রক্তপাত বাড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহা ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকসনরূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেকে স্থানিক রক্তস্রাব বন্ধের জন্য এড্রেনালিন সলিউসন সেবন করিতে দেন, কিন্তু ইহাতে কোন উপকার হইতে দেখা যায় না। এমিটিন ইঞ্জেকসনও উপকারী নহে।

অন্ত্রে ছিদ্র হওয়া (perforation)। অন্ত্রে ছিদ্র হইয়াছে বুঝিতে পারিলে যদি সম্ভব হয়—তখনি রোগীর উদরে অস্ত্রোপচার করিয়া অন্ত্রের ছিদ্র সেলাই করার ব্যবস্থা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

পেটফাঁপা—নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে ইহার চিকিৎসা করা যাইতে পারে। যথা—

(ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাদ্যের গোলযোগে পেট ফাঁপে। এরূপ ক্ষেত্রে দুধ প্রভৃতি বন্ধ করিয়া ছানার জল, ঘোল, ডাবের জল প্রভৃতি দিলে পেটের ফাঁপ কমিয়া যায়।

(খ) রোগীর পেটের উপর নিম্নলিখিত উপায়ে তার্পিন তৈলের সেক (Turpentine stupes) দিলে পেট ফাঁপা অনেক স্থলে শীঘ্র কম পড়ে। প্রথমতঃ রোগীর পিঠের নীচে একখানি লম্বা ফ্লানেল পাতিবে। তারপর এক বাটী খুব গরম জলে ১ ড্রাম তার্পিনতৈল দিয়া এক টুকরা ফ্লানেল সেই জলে ভিজাইয়া লইবে। পরে ফ্লানেলটী বেশ করিয়া নিংড়াইয়া তৎক্ষণাৎ উহা পেটের উপর চাপা দিবে। ইহার পর পিঠের নীচে যে ফ্লানেলটী পাতা আছে, তাহার দুইদিক পেটের সামনে আনিয়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে পেট অনেকক্ষণ গরম থাকিবে।

(গ) মলদ্বারে গ্লিসিরিন দিয়া বাহ্য করাইবে।

(ঘ) রোগীর মূত্রগ্রন্থির কোন পীড়া যদি না থাকে তাহা হইলে ১০ ফোঁটা অয়েল টার্পেন্টিনাইন সেবন করিতে দিবে। এরূপস্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত সিনামন মিকশ্চার অথবা স্যালোল পাউডার দিলেও উপকার হয়।

(ঙ) মলদ্বারপথে রেক্টাল টিউব (Rectal tube) দিলে অন্ত্র হইতে গ্যাস বাহির হইবার সুবিধা পায় এবং তাহাতে পেটফাঁপাও কম পড়ে।

পিত্তকোষ প্রদাহ (Cholecystitis)—পিত্তকোষের প্রদাহ হইলে ১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার করিয়া হেক্সামিন সেবন করিতে দিলে উপকার হয়।

প্রস্রাবের গোলযোগ—টাইফয়েড জ্বরে অনেক সময় রোগীর মূত্রাধারে প্রস্রাব সঞ্চিত থাকিলেও উহা নির্গত হইতে দেখা যায় না। মূত্রস্থলীতে অধিকক্ষণ প্রস্রাব জমিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ ইহার ফলে মূত্রস্থলীর প্রদাহ হয়, (Cystitis) এমন কি, মূত্রস্থলী ফাটিয়া অবধি যাইতে পারে। এইরূপ প্রস্রাব বন্ধে প্রথমে রোগীর তলপেটের উপর সেঁক ও লিনসীড প্রলেপ দিয়া দেখিবে। ইহাতে যদি প্রস্রাব না হয় তাহা হইলে রবার ক্যাথিটার যথোচিত বিশোধিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রস্রাব করাইবে। এরূপ স্থলে প্রস্রাবের গোলযোগ থাকিলেও, রোগীকে ১০ গ্রেণ মাত্রায় হেক্সামিন প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

শিরাপ্রদাহ (phlebitis)—টাইফয়েডে কখন কখনও শিরাপ্রদাহের ফলে উহার মধ্যে রক্ত জমিয়া রক্ত চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়। সাধারণতঃ পায়েই এইরূপ বেশী হইতে দেখা যায়। আক্রান্ত পায়ে বেদনা হয় ও উহা আড়ষ্ট হইয়া থাকে। শিরাপ্রদাহ হইলে আক্রান্ত অঙ্গটীকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম দিতে হইবে, অন্যথা উহার নড়াচড়ার ফলে শিরার মধ্য হইতে জমাট রক্তের কুচি ছিন্ন হইয়া (embolism) রক্ত প্রবাহের সহিত

দেহের অন্য স্থানের ধমনী বন্ধ করিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হওয়াও সম্ভব। পায়ের শিরাপ্রদাহে পায়ে ইকথিয়ল, গ্লিসিরিন ও বেলেডোনাযুক্ত লিনিমেন্ট লাগাইয়া আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া—উরুসন্ধি পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ করিবে। তারপর পায়ের নীচে বালিশ দিয়া একটু উঁচু করিয়া রাখিবে, ও উহার উভয় পাশে পাশবালিস দিবে। শিরাপ্রদাহে নিম্নলিখিতরূপে ইকথিয়ল প্রয়োগ করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ইকথিয়ল	২ ড্রাম
লিনিমেন্ট বেলেডোনা	২ ড্রাম
গ্লিসিরিন	৪ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত করিয়া, উল্লিখিতরূপে আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করিবে। এই সঙ্গে রোগীকে প্রত্যহ ৩০ গ্রেণ করিয়া সোডিয়াম সাইট্রেট খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য।—টাইফয়েড জ্বরে প্রায়ই রোগীর হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। পীড়া প্রযুক্ত ইহার উৎপত্তি স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকের অবিবেচনার ফলেও, সত্বর রোগীর হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ড যাহাতে দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য অনেক অতি সাবধানী চিকিৎসক প্রথম হইতেই ডিজিটেলিস প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করেন। ইহার ফলে এই হয় যে, তাঁহারা যে ভয়ে ইহা প্রয়োগ করেন, পরিণামে সেই ভয়েরই কারণ—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। বার্থাডো সাহেব টাইফয়েডে প্রথম হইতে ডিজিটেলিস্ ব্যবহার করিতেন। আমরা কিন্তু এরূপ ভাবে ডিজিটেলিস ব্যবহার করিতে বলি না। এইরূপ প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে ডিজিটেলিস্ ব্যবহারের ফলে, কয়েক ক্ষেত্রে বিষাক্ততার লক্ষণ এবং হৃৎপিণ্ডের অতিশয় দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি।

নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও সঙ্কোচ্য এবং হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দটী (cardiac first sound) ক্ষীণ বোধ হইলে, তখনি ডিজিটেলিস্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—তৎপূর্ব্বে নহে। এতদর্থে—টিংচার ডিজিটেলিস্ ১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োজন হইলে ৪।৫ বার পর্য্যন্ত দিবে।

টিংচার ডিজিটেলিস্	১৫ মিনিম
একোয়া মেন্থ পিপ	২ ড্রাম

একমাত্রা।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবন্ধের আশঙ্কা হইলে ক্যাম্ফার ইন অয়েল ৩ গ্রেণ ইন ১ সি, সি, মাত্রায় ইঞ্জেকসন করিলে উপকার হয়।

রোগান্ত দৌর্ব্বল্যাবস্থার চিকিৎসা—(convalescence)—জ্বর একেবারে ছাড়িবার পরও দশ বার দিন রোগীকে আদৌ বিছানা হইতে উঠিতে দিবে না। এই সামান্য নিয়মটুকু পালন না করার ফলে, অনেক রোগী মারা যায়। মলমূত্র ত্যাগের জন্যও এই কয়েক দিন রোগীকে উঠিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্বের ন্যায় কয়েকদিন তরল পথ্যই রোগীকে প্রয়োগ করা উচিত। জ্বর ছাড়িলেও অন্ত্রের ক্ষত বর্ত্তমান থাকিতে পারে একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর পথ্য অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তরল পথ্য হইতে সহসা কঠিন খাদ্য পরিবর্ত্তনও করিবে না। এজন্য প্রথমে পাঁউরুটির ভিতরের অংশ দুধে বা ঝোলে ভিজাইয়া খাইতে দিবে, তারপর ক্রমশঃ পুডিং, কাঁচা ডিম, আলুসিদ্ধ প্রভৃতি দিবে। এই সকল খাদ্য হজম হইলে, সকলের শেষে ভাত দিবে।

রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলেও কিছুদিন কোনরূপ জোলাপ ব্যবহার করিবে না। কেবল লিকুইড প্যারাফিন দিতে আপত্তি নাই। অর্দ্ধ বা এক আউন্স মাত্রায় লিকুইড প্যারাফিন প্রয়োজনমত রাত্রে দিতে পারা যায়।

হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথী মতে যে যে ঔষধ যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয় নিম্নে তাহা লিখিত হইল—

বেপ্টিসিয়া টিংটোরিয়া—অতিশয় গা গরম, শব্দ শুনিলে কষ্ট ও আলো দেখিলে কষ্ট একজ্বরী, গায় লাল ফুস্কুড়ী, রাত্রিতে প্রলাপ কথা কহিতেই ঘুমাইয়া পড়া, ভয়ানক স্বপ্ন দেখা, এবং নেত্র সর্ব্বদা উদ্ধদৃষ্টিযুক্ত ও অত্যন্ত অস্থির হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মতে রোগের প্রথম অবস্থা। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে প্রায়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

ব্রাওনিয়া—প্রথমে অল্প সর্দ্দি হইয়া সর্ব্বশরীরে বেদনা ও ভার ভার বোধ হওয়া, শয়ন করিতে সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ করা, অত্যন্ত মাথাধরা, কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম, অল্প নিদ্রা, বা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কোঁৎ দেওয়া ও দীর্ঘ নিশ্বাস লওয়া, শ্বাস ফেলিতে কষ্টবোধ, সর্ব্বদা গা বমি বমি ভাব, জিভ কাটা কাটা ও শুক্না, অতি তৃষ্ণা, পেটব্যথা ও কোষ্টবদ্ধতা, জ্বরের সময় অতিশয় ঘাম ও বুক ভারী, রাত্রিতে জ্বর বৃদ্ধি ও প্রলাপ বকা চক্ষু বুজিলে ভয়, মূর্চ্ছা, রাগ, অস্থিরতা, ভয়ানক স্বপ্ন দেখা ও নিদ্রায় চমকে উঠা এইরূপ অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

রসটক্স—শীতোত্তাপ বিমিশ্রিত জ্বর, রাত্রিতে অস্থিরতা ও দিবসে নিদ্রাকুলতা, মস্তক ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম জিহ্বার অগ্রভাগে রক্ত বা ত্রিকোণ চিহ্ন, অস্থিরে পৃষ্ঠের বেদনার উপশমার্থে ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, তখন এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক। মৃদু প্রলাপ, কাষ্ঠবৎ

অস্থিরতা, পীতাভ, কপিশ দুর্গন্ধ মলবিশিষ্ট অতিসার ও রক্তাতিসার, অণ্ডপ্রদাহ, ফুসফুসপ্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

আর্সেনিক—কঠিন রোগ হইয়া নাড়ী অতি ক্ষীণ হয়, চাহনি পরিবর্ত্তিত হয়, মুখ তিক্ত হয়, বমি করে, তল পেটের ডান দিকে ব্যথা হয়, অতিপিপাসা, জল অল্প খায় ও ভেদ হয়, মাথা ধরে ও গা ঘোরে, বিড় বিড় করিয়া বকে ও ঝিমায়, জিভ্ ফাটা ও কাল, অত্যন্ত অস্থির, বিছানা ছাড়িয়া যায় একলা থাকিলে মৃত্যুভয়, গাত্র জ্বালা, কাতান, নিদ্রায় চমকিয়া উঠা, বার বার মূর্চ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস—অতিশয় ঘুম, গলা ঘড়ঘড়ানি মুখ চোক বসিয়া যাওয়া নাড়ী প্রায় না থাকা জীবনের আশা কম, হাত পায় [illegible] শীতল হইয়া যাওয়া, লাল প্রস্রাব, শরীরে ঘা বা পচুনি আরম্ভ, পচা মল, পাতলা দুর্গন্ধ রক্তবর্ণ জলের মত মল, বাতাসে [illegible] ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

[illegible] অজ্ঞান, মল ত্যাগ দিয়া কিছু [illegible], ভয়, মাথা [illegible] বিড় বিড় করিয়া [illegible], [illegible] পরন, পেট [illegible] ফুলিয়া [illegible] মত [illegible] প্রস্রাব, বারে [illegible] কেঁদে উঠা অতিশয় [illegible] জ্বালা, পাতলা [illegible] যুক্ত মল, পেট [illegible], [illegible] কাঁপ হওয়া, মাথা [illegible] বকা পড়া, [illegible], অতিশয় প্রস্রাব, [illegible] বকা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

এসিড মিউরায়াটিক—অতিশয় দুর্বল, বিছানার পায়ের দিকে সর্বদা নামিয়া যাওয়া মুখাই [illegible] কোঁতান, [illegible] অতিশয় [illegible] শুকাইয়া গেলে এই ঔষধ দিতে হইবে।

বেলেডনা যদি কখন শীত ও কম্প [illegible] বোধ হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, চক্ষের চাহনি পরিবর্ত্তিত [illegible] অত্যন্ত পিপাসা থাকে, কিন্তু জল খাইতে অনিচ্ছা, [illegible], উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা, বিছানার কাপড় টানা, মুখে ফেণা, অতি নিদ্রা বা অনিদ্রা, ভুল বকা, বিড় বিড় করিয়া বকা, কামড়াইতে যাওয়া, চেঁচান, কাঁদা, শরীর বক্র হওয়া, মাথা গরম, মুখ রক্তবর্ণ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বিকারে হাসি ও দাঁত কিড়মিড় ভূত দেখা, কাসি বুক ভারী শ্বাস কষ্ট ও দিনে দুইবার জ্বর হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

হায়োসিয়ামস—বিকার, গালি দেওয়া, শিস দেওয়া, হাসা, নাচা, চীৎকার, অজ্ঞান, চক্ষু কোটরগত, জল গিলিতে কষ্ট, ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙ্গা, ভূত দেখা, আপনা আপনি ভূতের সঙ্গে কথা বলা ও গলা ঘড়ঘড় এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

মার্কারি—অত্যন্ত ভেদ, শরীর হলুদবর্ণ হইয়া যাওয়া, আম বা রক্ত ভেদ বা আমরক্ত ভেদ, নাভিকুণ্ডল ব্যথা, পেট ফোলা, অত্যন্ত ঘাম, অস্থিরতা, ঘুম ভাল না হওয়া, অল্প পিপাসা, অল্প ও অতিশয় মাথা ব্যথা হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

ওপিয়ম—অত্যন্ত ঘুম বা অনিদ্রা, চক্ষু ও মুখ অর্দ্ধ মুদ্রিত, বিড় বিড় করিয়া বকা, ডাকিলে উত্তর না দেওয়া, এলোমেলো বকা, শক্ত মল অথবা দুর্গন্ধ অসাড়ে ভেদ ও প্রস্রাব, অচৈতন্য ভাবে থাকা, খিট্‌ খিটে স্বভাব, আনন্দ, ভয় বা লজ্জা হেতু পীড়া, বিছানা পোঁচা, কম শুনা, অল্প খুট্ খুট্ শব্দে ঘুম ভাঙ্গা, মাথা ভারী, মাথা গরম, হাত পা ঠাণ্ডা, নাড়ী অতি ক্ষীণ, হাঁ করিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুম, প্রাতে [illegible], অজ্ঞান, ডাকিলে জ্ঞান হয় না, মাথায় রক্ত উঠা বা পক্ষাঘাত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

চায়না—অত্যন্ত দুর্বল ও অধিক ঘাম হওয়া, মুখ তিত, পাতলা হরিদ্রাভ ভেদ, বুক ভারী, পেট ফোলা, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা, শীত-কাঁপানি ও অনিদ্রা, রক্ত পড়ার পর বিকার, চক্ষু বুজিলে মানুষের মত দেখা, বিছানা হইতে লাফাইতে ইচ্ছা, আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা, গালাগালি, অবাধ্যতা, যাহা ইচ্ছা খাইতে চাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

অন্ত্রশাম—(স্ত্রী) অজীর্ণ, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়া।

অন্ত্রপাচক—(ক্লী) [বৈদ্যক] স্থাবর বিষান্তর্গত বৃক্ষ সারনির্য্যাস বিষ। (সুশ্রুত কল্প ২ অ)।

অন্ত্রপ্রদাহ—(Enteritis) ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রদাহ। ইহা নানা কারণে হইতে পারে। অম্ল খাদ্য ও কুখাদ্য, বিষাক্ত দ্রব্য এবং জীবাণু-উৎপন্ন বিষ—এই সকল দ্রব্যই অন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে পারে। অন্ত্র তখন উত্তেজক পদার্থটীকে অন্ত্রমধ্য হইতে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে এবং উহার ফলে উদরাময় হয়।

অজীর্ণজনিত অন্ত্রপ্রদাহ—অতিরিক্ত লঙ্কা ও মসলাযুক্ত দুষ্পাচ্য খাদ্য, বাসি খাবার, কাঁচা বা পচা ফল প্রভৃতি আহারে অন্ত্রের উত্তেজনা হয়। খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরম খাবার খাওয়াও খারাপ। অতি ভোজনের ফলেও অন্ত্র প্রদাহ হইতে পারে।

প্রদাহ সামান্য হইলে উদরাময় আপনি কমিয়া যায় এবং প্রায়ই কোনরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। রোগ বেশী হইলে উদরাময়, পেটে যন্ত্রণা ও জ্বর অবধি হইতে পারে। বার বার পাতলা মলত্যাগ হয়, মলের বর্ণ হলদে বা মাটির মত হইতে পারে এবং প্রায়ই দুর্গন্ধযুক্ত হয়। রোগীর পেটে যন্ত্রণা হয় এবং পেটে কাহাকেও হাত দিতে দেয় না।

রোগ সামান্য হইলে উপবাস বা জল বার্লি, ছানার জল অথবা ডাবের জল ছাড়া অন্য কিছু খাইতে না দিলে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

পেটে যদি যন্ত্রণা খুব বেশী হয়, তাহা হইলে লিকুইড্ প্যারাফিন্ দিবে।

Re

লিকুইড্ প্যারাফিন্	২ ড্রাম
মিউসিলেজ্	যথা পরিমাণ
টিংচার বেলেডোনা	১০ ফোঁটা
গ্লিসারিন	½ ড্রাম
একোয়া এনিথি	মোট ১ আউন্স্

এক মাত্রা। দিনে তিন বার সেব্য।

বেলেডোনা যন্ত্রণা নাশ করে। এজন্য আফিম বা ক্লোরোডাইন্ ব্যবহার না করাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা আনে। হঠাৎ কোষ্ঠবদ্ধ করিয়া দিলে অন্ত্র-মধ্যস্থ মল ও দূষিত পদার্থ দূরীভূত হইতে পারিবে না এবং তাহার ফলে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। পেটের ভিতর হইতে সমস্ত দূষিত পদার্থ যাহাতে শীঘ্র বাহির হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিষক্রিয়ার ফলে আন্ত্রিক প্রদাহ—আর্সেনিক্, ফস্ফরসযুক্ত ইঁদুর মারা বিষ, কার্ব্বলিক্ এসিড্, করোসিভ্ সাব্লিমেট্ প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ সেবনেও অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ হয়।

এই সকল বিষ সেবনের পরে মুখ, গলা ও পাকস্থলীর মধ্যে জ্বালা করে এবং বমন ও বাহ্যে হয়। আর্সেনিক বিষাক্ততায় কলেরার ন্যায় মলত্যাগ হয়। কলেরা রোগীর মলে রক্ত থাকে না। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ—মলে রক্ত এবং তাহা হইতে ইহা ধরা সম্ভব হয়।

রোগীর মুখ ও ওষ্ঠ যদি এসিডে পুড়িয়া শাদা বা কালো হইয়া যায় বা বমনে রক্ত থাকে, তাহা হইলে বমনকারক ঔষধ কখনো দিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন ক্ষার জাতীয় ঔষধ যথা, সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট, চূনের জল প্রভৃতি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। দুধ ও কাঁচা ডিমের শ্বেতাংশও খাইতে দিবে।

বমনে যদি রক্ত না থাকে এবং মুখ না পুড়িয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে লবণজল প্রভৃতি বমনকারক ঔষধ দিবে। তাহার পর দুধ ও ডিমের শ্বেতাংশ দিবে।

দূষিত মাংস, আইসক্রিম প্রভৃতি সেবনেও এইরূপ বিষাক্ততা হইতে পারে। টোমেন্ (ptomaine) বিষাক্ততায় প্রথমেই জোলাপ দিয়া পেটের ভিতর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া দরকার। এরূপক্ষেত্রে কেওলিন্ (kaolin) প্রয়োগে উপকার দর্শে। বড় চামচের দুই চামচ পরিমাণ কেওলিন্ অল্প জলের সহিত মিশাইয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

রোগজীবাণুজনিত অন্ত্রপ্রদাহ—খাদ্যের সহিত রোগ-জীবাণু কোন উপায়ে পেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া যদি তথায় বংশবৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে জীবাণুজাত বিষের দ্বারা অন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন হয়।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে শিশুদের যে সাংঘাতিক উদরাময় দেখা যায়, তাহা অধিকাংশক্ষেত্রই জীবাণুঘটিত, যেমন ফ্লেক্সনার (Flexner), শিগা (B Shiga), গার্টনার (Gartner) প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্রে জীবাণু সংক্রমণের জন্য বিষাক্ততার ফলে দেহের তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ১০৫° বা ৬° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠিতেও দেখা যায়। অত্যধিক বমি ও মলত্যাগ হয়। রক্তে অম্ল বিষাক্ততার (acidosis) ফলে শিশুর মুখ পাংশুবর্ণ ও চক্ষু কোটরগত হয় এবং ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ে। পচনকারী জীবাণু (putrefactive organism) যদি রোগের কারণ হয়, তাহা হইলে মল ক্ষারজাতীয় ও দুর্গন্ধময় হইবে। যদি মল অম্লজাতীয় হয় এবং নীল লিটমাস কাগজ মলে দিলে লালবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বাষ্পোৎপাদনকারী জীবাণুই (gas-forming organism) রোগের কারণ। এরূপক্ষেত্রে শিশুর মলদ্বার লাল হয় ও মলে টক গন্ধ থাকে।

শিশুদের সাংঘাতিক উদরাময় চিকিৎসাকালে এই কয়টী নিয়ম মনে রাখিতে হইবে—(ক) অন্ত্রস্থ বিষাক্ত পদার্থ দূরীভূত করিতে হইবে, (খ) অন্ত্রনালীকে সুস্থ হইবার অবকাশ দিতে হইবে, (গ) অত্যধিক বমন ও মলত্যাগের ফলে দেহে জলাভাব ঘটে, এইজন্য শরীরের জলক্ষয় পূরণ করিতে হইবে, (ঘ) অম্ল বিষাক্ততার চিকিৎসা করিতে হইবে।

রোগের বিষ-দূরীকরণ—প্রথমেই জোলাপ দিয়া পেট পরিষ্কার করিয়া দেওয়া দরকার।

Re

সোডিয়াম্ সালফেট	১০ গ্রেন
সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট	১০ গ্রেন
গ্লিসারিন	১৫ ফোঁটা
একোয়া এনেথি—মোট	১ ড্রাম

একমাত্রা। এইরূপ একমাত্রা এক ঘণ্টা অন্তর মলের বর্ণ হরিদ্রাভ না হওয়া পর্য্যন্ত শিশুকে সেবন করাইবে।

অত্যধিক মলত্যাগের ফলে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে এইরূপ জোলাপ না দিয়া, লিকুইড্ প্যারাফিন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অত্যধিক বমন হইলে খুব অল্প মাত্রায় ক্যালোমেল ব্যবহারে উপকার হয়।

Re

ক্যালোমেল	$\frac{1}{8}$ গ্রেন
ক্রোয়োটন	$\frac{1}{8}$ গ্রেন।
সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট্	১ গ্রেন।

এক পুরিয়ার মাত্রা। প্রতি ঘণ্টায় এক পুরিয়া সেবন করিতে দিবে।

অন্ত্রের বিশ্রাম—তরুণ সাংঘাতিক উদরাময়ে প্রথম অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা জল ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য দিবে না। তাহার পর তরল পথ্য ব্যবস্থা করা চলিবে। যেখানে মলে টক গন্ধ আছে, তথায় বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসার-বিশিষ্ট খাদ্য দিবে না, ছানার জল দিবে। মল ক্ষারজাতীয় ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে জলবার্লি দিবে, তাহা হইলে পচনকারী জীবাণুগুলি জন্মাইতে পারিবে না।

জলক্ষয়পূরণ—শিশুকে প্রচুর পরিমাণ জলপান করিতে দিবে।

Re

সোডিয়াম্ বাইকার্ব্বনেট্	৩০ গ্রেন
লবণ	৩০ গ্রেন
স্যাকারিন	$\frac{1}{2}$ গ্রেন
জল	এক পাইণ্ট

শিশুকে মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিবে। প্রয়োজন হইলে মলদ্বার পথে লাবনিক দ্রব প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এইরূপ সাংঘাতিক অন্ত্রপ্রদাহে কখনও ধারক ঔষধ ব্যবহার করিতে নাই, কারণ তাহাতে রোগের উপশম না হইয়া, অন্ত্রনালী বিষাক্ত বায়ুপূর্ণ হয় এবং জ্বর বৃদ্ধি পায়।

হোমিওপ্যাথী মতে অন্ত্রপ্রদাহ চিকিৎসা

একোনাইট্—জ্বর ও বেদনার উপশমার্থে আরম্ভাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিক্—নাভীর চারিদিকে জ্বালাযুক্ত বেদনা, অতিশয় অবসন্নতা, বমন, তিক্তঝিল্লির প্রাচীন প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

মার্ক-করো—মল প্রবৃত্তি, কুন্থন, আম বা আমরক্ত স্রাবে বিশেষ ফলপ্রদ।

কালী-বাইক্রম—শ্বেতাভ-কপিশ জিহ্বা, গাঢ় লেপাবৃত জিহ্বা, পাণ্ডুর মল ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ দিতে হইবে।

কলোসিন্থ—ঢাকের ন্যায় উদরের স্ফীততা ও অত্যন্ত ব্যথা যুক্ত সরলান্ত্রের প্রদাহ লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

পডোফিলম্—তিক্তঝিল্লির প্রদাহ, অতিসার, পাণ্ডু, মূত্রাম্ল-প্রদাহ, গাত্রে রোগ-বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ দিতে হইবে।

ভিরাট্রাম—অতিশয় অবসন্নতা, শীতল হস্ত পদ, বিবমিষা ও বমন এবং অতিশয় পিপাসা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

এলোজ—সরলান্ত্রের প্রদাহ লক্ষণে এই ঔষধও বিশেষ ফলপ্রদ

অন্ত্রময়— ত্রি) অন্ত্রনির্ম্মিত, যাহা অন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

অন্ত্রমুখী—হিন্দুদিগের একজন দেবতা। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ইঁহার ধ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধ্যান হইতে মনে হয়, তাঁহার প্রকৃতি ও আকৃতি অতি ভীষণ। ধ্যান যথা,—

> তথৈবান্ত্রমুখী শুষ্কা শুষ্কা কার্য্যা বিশেষতঃ।
> বহুবাহুযুতা দেবী ভুজগৈঃ পরিবেষ্টিতা।
> কপালমালিনী ভীমা তথা খট্টাঙ্গধারিণী॥

অন্ত্রমুখী দেবী ভয়রূপা। তিনি বহু বাহুযুক্তা এবং সর্প-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা, তাঁহার মালা নরকপাল দ্বারা গঠিত, তাঁহার আকৃতি ভয়ঙ্কর এবং হস্ত খট্টাঙ্গযুক্ত।

অন্ত্রবল্লিকা—(স্ত্রী) দধিবল্লী লতা। (রাজনি°)

অন্ত্রবল্লী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] সোমবল্লী লতা।

অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia)—কোন কারণে অন্ত্র উদর মধ্যে আপনার স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্যত্র ঠেলিয়া আসিলে সেই স্থান ফুলিয়া উঠে, ইহাকেই আমরা অন্ত্রবৃদ্ধি বলি। যদি নাভি মধ্য দিয়া অন্ত্র ঠেলিয়া বাহির হয়, তাহা হইলে তাহাকে নাভিমূলোদ্ভূত অন্ত্রবৃদ্ধি (Umbilical hernia) বলে। শিশুদের নাভিকুণ্ডের মধ্য দিয়া অন্ত্র (গোঁড়) বাহির হইয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। কুচকির কাছে অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে বলে কুচকিতে অন্ত্রবৃদ্ধি (Inguinal hernia)। উদর প্রাচীরের কোন অংশ অস্ত্রোপচার জন্য বা অন্য কোন কারণে দুর্ব্বল থাকিলে, সেই স্থান দিয়া অন্ত্র বাহির হইয়া আসিতে পারে, তাহাকে abdominal hernia বলা হয়*। অনেক সময় অণ্ডকোষের ভিতরে অন্ত্র নামিয়া আসিতে দেখা যায়, ইহাকে অণ্ডকোষে অন্ত্রবৃদ্ধি (Scrotal hernia) বলে। কদাচিৎ কুচকির নীচে ও উরুদেশের উপরিভাগে অন্ত্র নামিয়া আইসে, ইহাই femoral hernia।

লক্ষণ—অন্ত্রবৃদ্ধির প্রথম ও প্রধান লক্ষণ আকস্মিক ভাবেই

---

* কোন কোন শিশুর জন্মকাল হইতেই অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ থাকিতে দেখা যায়। শৈশবে নাভী কাটিবার পর সেইস্থানে অন্ত্রবৃদ্ধি হইতে পারে। বয়স্ক লোকের উদরে অস্ত্রোপচার করিয়া সেলাই করিবার পর সেইস্থান দুর্ব্বল থাকিয়া যায়, আবার জন্মাবধি শারীরিক গঠনের বিকৃতির ফলেও কোন অংশ দুর্ব্বল থাকিয়া যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে জোর করিয়া ভারী জিনিষ তুলিতে গেলে অথবা কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু হইলে মলত্যাগকালে অনর্থক বেগ দেওয়ার সময় অন্ত্র ঠেলিয়া আসিতে পারে।

হয়। সাধারণতঃ মলমূত্রত্যাগকালে জোর দিবার পর বা ভারী জিনিষ তুলিবার সময় অন্ত্র ঠেলিয়া আসে এবং সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা হয়, অথবা না হইতেও পারে। অন্ত্রবৃদ্ধি সন্দেহ হইলে যে স্থান ফুলিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর অঙ্গুলি রাখিয়া রোগীকে কাশিতে বলিবে। হার্নিয়া রোগে প্রত্যেকবার কাশিবার পর অন্ত্রবৃদ্ধির স্থান আরো ফুলিয়া উঠে বুঝা যায়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে অন্ত্রকে ঠেলিয়া উদরমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করানো যায় (Reducible Hernia)। কোন কোন স্থলে অন্ত্রকে স্ব-স্থানে প্রবেশ করানো যায় না (irreducible)। যেখানে অন্ত্রকে স্ব-স্থানে প্রবেশ করানো যায় না, সেখানেই বিপদের ভয়। এরূপ ক্ষেত্রে অন্ত্র প্রদাহিত হইয়া বদ্ধ (Strangulated) হইতে পারে ; তাহার ফলে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হওয়ায় অন্ত্রের সেই স্থান পচিতে আরম্ভ হয়। এই প্রকার অন্ত্রবৃদ্ধি অত্যন্ত ভয়ানক এবং তখনই অস্ত্রোপচার না করিলে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা—শিশুদের নাভির মধ্য দিয়া অন্ত্র সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া নাভির উপর ফুলিয়া উঠিলে 'গোঁড়' বলে, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া ঠেলিয়া দিলেই উহা পেটের ভিতর চলিয়া যায়। এরূপ অন্ত্রবৃদ্ধিতে নাভির উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে, তাহা হইলে অন্ত্র আর ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে পারিবে না।

অণ্ডকোষের ভিতর অন্ত্র নামিলে রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে এবং যে দিকে অন্ত্রবৃদ্ধি হইয়াছে সেইদিকের পা কোলের কাছে টানিয়া রাখিবে। তার পর অণ্ডকোষের অগ্রে হাত দিয়া উহাকে ধীরে ধীরে উপরদিকে ও সম্মুখে ঠেলিতে থাকিবে। অনেক স্থলে এইরূপে হাত দিয়া অন্ত্র ঠেলিলেই অন্ত্র উপরে উঠিয়া যায়। যদি এই উপায়ে ফল না হয়, তাহা হইলে রোগীর মাথা শয্যার উপর নীচু করিয়া রাখিবে এবং কোমরের নীচে বালিশ দিয়া পা দুইটী উঁচু করিয়া দিবে। ইহার ফলেও কখন কখন অন্ত্র উপর দিকে চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। অন্ত্র স্ব-স্থানে চলিয়া গেলে, পেটে বন্ধনী (truss) পরাইয়া দিবে। শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে রোগীকে ট্রাস্ পরাইয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা অন্ত্র পুনরায় নামিয়া আসিতে পারে। ট্রাসে একটী প্যাড্ (pad) থাকে। হার্নিয়ায় যে গর্ত্ত দিয়া অন্ত্র ঠেলিয়া আসে, সেই গর্ত্তটীর উপর এই প্যাড দিয়া চাপ দিতে হয়, যেন অন্ত্র পুনরায় ঠেলিয়া আসিতে না পারে। ট্রাসের প্যাডটী থাকিবে হার্নিয়ার গর্ত্তের উপর এবং চর্ম্ম-বন্ধনীটী পেটের নীচে অর্থাৎ Great trochanter এবং iliac crest এর মধ্যভাগে transverse ভাবে পরাইতে হইবে। অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে অন্ততঃ বৎসর খানেক ট্রাস্ পরা উচিত।

স্থানভ্রষ্ট অন্ত্রকে যদি স্ব-স্থানে প্রবেশ করান না যায় এবং অন্ত্রবদ্ধ (strangulation) হয়, তাহা হইলে অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক। জন্মগত অন্ত্রবৃদ্ধি শৈশবেই ধরা পড়িলে, শিশুকে এক বৎসর কাল ট্রাস্ পরাইয়া দেখিবে। উহাতেও ভাল না হইলে অস্ত্রোপচার করিবে।

হোমিওপ্যাথী মতে অন্ত্রবৃদ্ধি চিকিৎসা।

একোনাইট্—অতিশয় জ্বর, অন্ত্রবৃদ্ধিতে ফোলা ও ব্যথা, মুখ তিক্ত ও পিত্ত উঠা, অতিশয় জ্বর, তলপেটে অতিশয় জ্বালা এবং অত্যন্ত ঘাম ও অস্থির হইলে এই ঔষধ দিতে হইবে।

নক্স-ভম্—অল্প বমি, নিশ্বাস ফেলিতে অধিক কষ্ট, আর সন্ধি-গন্থিতে পীড়া হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ওপিয়ম্—পেট ফুলিয়া শক্ত হইলে এবং পচা ঢেকুর বা পচা পুঁজ ইত্যাদি বমি হইলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

ভিরাট্রাম্—হাত-পা হিমের মত ঠাণ্ডা হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

সলফর—পিত্তের ঢেকুর উঠিলে ও টক বমি হইলে এই ঔষধ দিতে হইবে।

লাইকোপোডিয়ম্—ডান দেশের অন্ত্রবৃদ্ধিতে বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের অন্ত্রবৃদ্ধিতে এই ঔষধে বিশেষ ফল দর্শে।

ল্যাকেসিস্—অন্ত্রের বৃদ্ধির উপর অতিশয় লালবর্ণ, ব্যথা ও পচিবার সম্ভাবনা থাকিলে এই ঔষধ দিতে হইবে। উক্ত ঔষধ ব্যবহারে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে উপকার না হইলে উপরি উক্ত লক্ষণানুযায়ী আর্সেনিকও ব্যবস্থেয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে,—বায়ুবর্দ্ধক আহার, অত্যন্ত শীতল জলে অবগাহন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, যুদ্ধ বা লড়াই কিংবা ল্যাঙ্গট না পড়িয়া কুস্তি লড়া, কোন ভারী জিনিস তোলা বা অতিভার বহন করা, দীর্ঘপথ অতিক্রম করা, বিষম ভাবে অঙ্গ চেষ্টা প্রভৃতি হইতে অন্ত্রবৃদ্ধি হয়।

অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহ (Peritonitis)—উদর-গহ্বর মধ্যে অন্ত্রাদির উপরিভাগ একটী শ্বেতবর্ণ পাতলা পর্দ্দায় ঢাকা থাকে, এই পর্দ্দা বা ঝিল্লির (membrane) নাম অন্ত্রবেষ্ট বা অন্ত্রাবরণ (Peritonium)। এই আবরণীর প্রদাহ হইলে তাহাকে অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহ (peritonitis) বা অন্ত্রাবরক ঝিল্লির প্রদাহ বলে।

তরুণ অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ

অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ নানা কারণে হইতে পারে। সাধারণতঃ এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্, (appendicitis), পাকস্থলীর ক্ষত বা টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্রের ক্ষত, অন্ত্রাবরোধ প্রভৃতির পরিণাম

অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ। আঘাতের ফলে পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি ফাটিয়া গেলেও পরিণামে অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ হইতে পারে।

লক্ষণ—প্রথম অবস্থায় অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ অল্প পরিমাণ স্থানে আবদ্ধ থাকে; এজন্য রোগ প্রথমে ধরা পড়িলেই রোগীর পক্ষে মঙ্গল। পেটে যাতনা থাকে এবং সাধারণতঃ নাভির কাছেই তাহা পরিলক্ষিত হয়। যে স্থানে প্রদাহ হইয়াছে, সেই স্থানে হাত দিয়া চাপ দিলে লাগে এবং শক্ত বোধ হয়।

আঘাতের ফলে বা অন্য কারণে উদরমধ্যস্থ পাকস্থলী, অন্ত্র, এ্যাপেণ্ডিক্স, মূত্রের থলি (bladder) প্রভৃতি ফাটিবার ফলে অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ হইলে ভয়ের কারণ যথেষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে প্রদাহ অল্পস্থানে আবদ্ধ থাকে না এবং শীঘ্রই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দেয়—(ক) বমন—অনবরত এবং রোগীর বিনা আয়াসে বমন হয়, (খ) যাতনা থাকে, (গ) পেট ফাঁপে ও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়, (ঘ) জ্বর হয়, (ঙ) নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, (চ) শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া বক্ষস্থলে আবদ্ধ থাকে এবং পেট নড়ে না, (ছ) পেটের মাংসপেশী শক্ত অনুভব হয়, (জ) রোগী পা দুইটি হাঁটু গুটাইয়া শুইয়া থাকে, তাহার মুখ চোখ বসিয়া যায় এবং ঠোঁট নীল হইয়া যায়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্ত্রবেষ্টের প্রদাহ সাধারণতঃ অল্পস্থানে আবদ্ধ থাকে। পাকস্থলীর ক্ষত বা ফুটা হওয়ার ফলে ও এ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগের ফলে যে অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ হয়, তাহা একস্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। এরূপ স্থলে যন্ত্রণা প্রথমে নাভির কাছে আবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু পরে আক্রান্ত স্থানে দেখা দেয় এবং সেই স্থানে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। সাধারণতঃ অল্পাধিক জ্বর, বমি ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে এবং নাড়ী দ্রুত চলে। ফুলা বাড়িলে পেটের ভিতর আবের মতন অনুভব করা যায়।

ক্ষয়রোগজনিত অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ (tubercular peritonitis)—এই রোগ শিশু ও যুবকদেরই বেশী হয়। সাধারণতঃ অন্ত্র বা অন্যত্র ক্ষয়রোগ হইলে তথা হইতে রোগ অন্ত্রবেষ্টে সংক্রমিত হয়। ক্ষয়রোগে অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ হইলে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যথা—

(১) উদরী-সংযুক্ত অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ—ইহাতে অন্ত্রাবরণীর উপর ক্ষয়রোগের গুটী (tubercle) দেখা যায় এবং খড়ের মতন রঙের জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হইয়া উদরী উৎপাদন করে।

(২) তন্তুময় অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ (fibrous variety)—ইহাতে অন্ত্র ও ওমেন্টম্ (omentum) পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া যায় এবং তাহার ফলে অন্ত্রাবরোধ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

(৩) ক্ষতযুক্ত অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ—ইহাতে ক্ষত হইয়া অন্ত্র ফুটা হইতে পারে।

লক্ষণ—ক্ষয়জনিত অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহে রোগী রোগা হইয়া যায়। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় থাকে। পেটে বেদনা অল্প থাকে এবং পেটে চাপ দিলে লাগে।

চিকিৎসা—রোগের কারণের উপর চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ভর করে। উদরমধ্যস্থ যন্ত্রাদি ফাটিয়া তরুণ সাংঘাতিক অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ হইলে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

স্থানিক অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ হইলে অন্য ব্যবস্থা করা চলে—(ক) রোগীকে শয্যায় শুয়াইয়া রাখিবে। রোগীর খাটের মাথার দিক অন্ততঃ ১৫ ইঞ্চি উচু করিয়া দিবে। (খ) রোগীর পেটের উপর বরফের থলি দিবে, উহাতে অন্ত্রের আকুঞ্চন কমিয়া যন্ত্রণা হ্রাস করিবে। বরং গরম সেক দিলে অন্ত্রের আকুঞ্চন বাড়ে বলিয়া আরো বেদনা বৃদ্ধি হয়। (গ) রোগীকে মুখ দিয়া কোন খাদ্য দিবে না। কারণ খাদ্য আহারের ফলে অন্ত্রমধ্যে আকুঞ্চন-প্রবাহ (peristalsis) বৃদ্ধি পায় এবং এ্যাপেণ্ডিক্স্ প্রভৃতি ফুটা হইয়া থাকিলে ক্ষত শুষ্ক হইতে বাধা জন্মায়। (ঘ) রোগীকে পর্য্যাপ্ত জলপান করিতে দিবে। বমি হইয়া যে পরিমাণ জল উঠিয়া যায় তাহা অপেক্ষা অন্ততঃ তিন সের বেশী জল প্রত্যহ পান করা উচিত। শিরাপথে গ্লুকোজ প্রয়োগ করা আবশ্যক। (ঙ) অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ রোগে কখনও জোলাপ দিবে না।

Re

গ্লুকোজ	১ ভাগ
জল	৯ ভাগ

মলদ্বারপথে অত্যন্ত ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রয়োজন হইলে গ্লুকোজ মিশ্রিত লবণ জল শিরামধ্যেও ইঞ্জেকশন করা যায়।

Re

সোডিয়াম ক্লোরাইড	১২ গ্রেন
গ্লুকোজ ১২½ পার সেণ্ট	৬০ সি সি
পরিস্রুত জল	মোট ১ পাইণ্ট

একত্রে মিশ্রিত করিয়া শিরামধ্যে ইঞ্জেকসন্ করিবে।

উপরে লিখিত ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি রোগের উপশম না হয় তাহা হইলে অস্ত্রোপচার করিতে হইবে

হোমিওপ্যাথী মতে অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহ

একোনাইট—সর্দ্দি জনিত বিকীর্ণ প্রদাহ, অস্থিরতা, তীব্র বেদনা, গাত্রোত্তাপ, শিরঃপীড়া ও পেটফাঁপা লক্ষণে প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ কোন উপশম না হইলে ঠিক উপরি উক্ত লক্ষণানুযায়ী বেলেডোনা ব্যবহার করিতে হইবে।

ফিরোটিন্ এব—পীতল বর্ণ, বমন, মূত্র-কষ্টতাড়ী ও অভিসারে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

মারফিউরিস করোসিভাস্—আঘাত বা অস্ত্রাঘাতজনিত অন্ত্র-বেষ্টপ্রদাহে প্রথমেই এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। ইহাতে উপশম না হইলে পরে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

কলোসিন্থ—উদরের যন্ত্রাদি হইতে সম্প্রসারিত অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহে উদরের বেদনা ও পেটফাঁপা থাকিলে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

সেকেলকর্নিউটাম—প্রসবের পর অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহে এই ঔষধই বিশেষ ফলপ্রদ। উপরি উক্ত লক্ষণানুযায়ী কখন কখন ব্রাইওনিয়া ও মারকিউরিয়স্ ব্যবহার করা যায়।

সিলিসিয়া—পূয়োৎপত্তি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। পূয়োৎপত্তি লক্ষণে কখনক খন এপিসও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্ত্রাবরোধ (Intestinal Obstruction)—কোন কারণে অন্ত্রমধ্যস্থ পথ বন্ধ হইয়া যাওয়াকে অন্ত্রাবরোধ বলে।

কারণ—অন্ত্রাবরোধ নানা কারণে উপস্থিত হইতে পারে। যথা—

(ক) অন্ত্রমধ্যে অস্বাভাবিক পদার্থ, যেমন টাকা, পেরেক, খেলিবার মার্বেল প্রভৃতি (foreign bodies) বদ্ধ হইয়া গেলে অন্ত্রাবরোধ হইতে পারে।

(খ) অন্ত্রমধ্যস্থ ক্ষত শুকাইবার পর অন্ত্রনলী সঙ্কুচিত হইয়া অন্ত্রের ছিদ্র বুজিয়া যাইতে পারে (stricture)।

(গ) অন্ত্রে পাক বা প্যাঁচ লাগিয়া (kinks) পথ বন্ধ হইতে পারে।

(ঘ) অন্ত্রের কোন অংশ পরবর্তী অংশে সংযুক্ত হইয়া গেলে অন্ত্রাবরোধ হইতে পারে।

(ঙ) অন্ত্রের ভিতরে ক্যান্সার প্রভৃতি দুষ্ট আব হইলেও অন্ত্রপথ বন্ধ হয়।

তরুণ অন্ত্রাবরোধ

লক্ষণ—তরুণ অন্ত্রাবরোধের এইগুলি প্রধান লক্ষণ—

(ক) কোষ্ঠবদ্ধতা ; (খ) পেটে শূলবেদনা (colicky pains) , (গ) বমন—পুনঃ পুনঃ বমন রোগের প্রথমদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্ত এই লক্ষণটির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কখন কখন বমনের সঙ্গে বিষ্ঠা বাহির হইয়া আসে। স্বভাবতঃ অন্ত্রের আকুঞ্চন গতি উপর দিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্ন দিকে চলিয়া আসে এবং উহার চাপে ভুক্তদ্রব্য ও মল অন্ত্রের নিম্নদিকে নামিয়া যায়। কিন্তু অন্ত্রাবরোধ হইলে ঐ আকুঞ্চন গতি উল্টাইয়া যায় অর্থাৎ তখন নিম্নদিক্ হইতে উপরদিকে উঠিতে থাকে। ইহার ফলে, মল নীচে না নামিয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং শেষে মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু মল-বমন যে ইহার সাধারণ লক্ষণ নয়, একথা মনে রাখা দরকার। মল বমন শেষ অবস্থায় দেখা যায়। সুতরাং মল বমন না থাকিলে রোগ অন্ত্রাবরোধ নয়, একথা বলা যায় না। (ঘ) কোষ্ঠবদ্ধতা থাকা সত্বেও মলদ্বারপথে বায়ু নিঃসরণ হয় না। এই লক্ষণটী রোগনির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে। (ঙ) পেট ফাঁপিয়া উঠে এবং অনেক সময় পেটের উপর হইতে অন্ত্রের সংকোচন বুঝা (visible peristalsis) যায়। দৃশ্যমান আন্ত্রিক সংকোচন কিন্তু সকল সময় দেখা যায় না। (চ) পেট টিপিলে উদর মধ্যে পিণ্ডের মতন একটী জিনিষ অনুভব করা যায়। (ছ) রোগীর নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয়।

রোগনির্ণয়—৪৮ ঘণ্টার ভিতর রোগীর মলত্যাগ ও বায়ু নিঃসরণ হয় নাই, পেটে শূল ব্যথা হইতেছে এবং অনেক বার বমি হইয়াছে, এইরূপ শুনিলে তরুণ অন্ত্রাবরোধ বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। ইহার উপর, যদি পেট ফাঁপ ও দৃশ্যমান আন্ত্রিক সঙ্কুচন থাকে এবং নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, তাহা হইলে রোগ নির্ণয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

অন্যান্য রোগ হইতে পার্থক্য—কয়েকটী রোগের সহিত তরুণ অন্ত্রাবরোধের গোলযোগ হইতে পারে। এই রোগগুলি হইতে তরুণ অন্ত্রাবরোধ কিরূপে নিদ্ধারিত করা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

(ক) পাকস্থলীর গোলযোগ—দুষ্পাচ্য খাদ্য আহারের ফলেও পেট ফাঁপে, পেটে যন্ত্রণা ও বমন হয়। কিন্তু ইহার যন্ত্রণা হয় বক্ষাস্থির (sternum) ঠিক নীচে (কড়ার কাছে) এবং নাভির উপরিভাগে। বাহির হইতে আন্ত্রিক সংকোচন কখনও দেখা যায় না।

(খ) অন্ত্রবৃদ্ধি (strangulated hernia)—হার্নিয়ার স্থান গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই অন্ত্রবৃদ্ধি হইলে ধরা পড়িবে।

(গ) মল আটকাইয়া (fæcal impaction)—কখন কখন অন্ত্রাবরোধের মতন লক্ষণ দেখা দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে অঙ্গুলি দ্বারা মলদ্বার পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে কঠিন মল অনুভব করা যাইবে। ডুস দিয়া মল বাহির করিয়া দিলে উপকার হইবে।

(ঘ) অন্ত্রমধ্যে অন্ত্রাংশ প্রবেশ (intussusception)—অন্ত্রের ভিতর উহারই এক অংশ প্রবিষ্ট হইলেও অন্ত্রের পথ বন্ধ হইয়া যায়। এই রোগেও মধ্যে মধ্যে অসহ্য বেদনা হয় এবং মলদ্বার হইতে আম ও রক্ত বাহির হইতে থাকে। প্রায় অর্দ্ধেক স্থানে সসেজ (sausage) আকারের আব অনুভব করা যায়। এই রোগ শিশুদেরই হয়। শিশু যন্ত্রণার মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে এবং পেটের ভিতর পা গুটাইয়া রাখে।

চিকিৎসা—প্রথম অবস্থায় রোগ ধরা পড়িবামাত্র অস্ত্রোপচার

করা উচিত। প্রথম অবস্থায় অস্ত্রোপচার করিলে শতকরা পঞ্চাশের বেশী রোগী বাচিয়া যায়।

অন্ত্রাবরোধ নির্ণয় হইলে কখনও জোলাপ দিবে না। বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিলে অন্ত্রে ফুটা হইয়া মৃত্যু হইতে পারে।

রোগের প্রকৃতি যদি ঠিক বুঝা না যায়, তাহা হইলে মলদ্বার পথে ঈষদুষ্ণ লবণজল ধীরে ধীরে ডুস দিবে। যদি কোন কারণে অস্ত্রোপচার সম্ভব না হয় তাহা হইলে যন্ত্রণা উপশমের জন্ত মর্ফিন্ সালফেট ¼ গ্রেন ইন্ ১ সি. সি. ইঞ্জেকসন দিবে।

পুরাতন অন্ত্রাবরোধ—আব, ক্ষতজনিত সঙ্কোচন (stricture) প্রভৃতি নানা কারণে পুরাতন অন্ত্রাবরোধ হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে বৃহদন্ত্রের মধ্যে ক্যান্সারই (cancer) ইহার প্রধান কারণ।

রোগী ক্রমবর্দ্ধমান কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটের শূলবেদনায় কষ্ট পায় এবং কখন কখন বমিও হয়। রোগীর শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায়। রোগীর মলদ্বার ডুস্ দ্বারা ধৌত করিয়া খাদ্যের সহিত বিস্মাথ্ সেবন করিতে দিবে (bismuth meal) এবং তাহার পর এক্স রে করিলে দোষগুণ ক্যান্সার দেখা যাইবে।

রোগের প্রথম অবস্থায় তরল পথ্য. এনিমা এবং যন্ত্রণার জন্ত বেলেডোনা প্রয়োগ করিবে।

মল নির্গমনের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে অস্ত্রোপচার ব্যতীত আর উপায় থাকে না।

হোমিওপ্যাথিক মতে অন্ত্রাবরোধ

একোনাইট। অন্ত্রাবরোধজনিত সমগ্র নিম্নোদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও তীব্র বেদনা সহ অন্ত্রের প্রদাহ, বমন, মল ও মূত্রত্যাগে অসমর্থতা, উদরের স্ফীততা, জ্বালা, উত্তপ্ততা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। উক্ত লক্ষণানুযায়ী কখন কখনও এই ঔষধের পরে বেলেডোনাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নক্সভমিকা। দীর্ঘকাল ব্যাপী আহারের দোষ, অধিক মসলা যুক্ত দ্রব্য আহার, উত্তেজক পানীয় পান জনিত অন্ত্রাবরোধে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

থুজা অক্সি ডেন্টেলিস। অন্ত্রাবরোধ, অক্ষুধা, ঢেকুর, পেট-ফোলা ও ডাকা, পেটের ভিতরে কিছু নড়ে বেড়ান বোধ, মলদ্বারে বেদনাযুক্ত অর্শ ও জ্বালা, মূত্রপথে জ্বালা, আর অল্প অল্প মূত্র, প্রস্রাবের পর ফোটা ফোটা মূত্র ও প্রমেহ প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

প্লম্বম্। পাকাশয়ে চাপ ও আক্ষেপ; নিম্নোদরের কাঠিন্য, নাভী প্রদেশে তীব্র বেদনা, তলপেট যেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, পেট-কোলা ও দুর্নিবার কোষ্ঠবদ্ধতা, অঙ্গের অবশতা ও দুর্ব্বলতা, বমন, বিষাদ ও অন্ত্রাবরোধ লক্ষণে এই ঔষধ দিতে হইবে।

অন্ত্রশিলা—(স্ত্রী) একটী নদী। (বিষ্ণুপু°) এই নদী বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত হইয়াছে। অন্তঃশিলা পাঠান্তর। ২ অপভ্রংশে অন্তঃশিলা—শিলার ভিতর বহা, ভূগর্ভবাহী জল নালী। ৩ যাহার পেটে পেটে দুষ্টামী।

অন্ত্রস্রজ—(স্ত্রী) অন্ত্রমালা। এই মালা ভগবান নৃসিংহদেব ধারণ করেন।

অন্ত্রাদ—(পুং) [বৈদ্যক] আন্ত্রিক ক্রিমি।

অন্ত্রালজী, অন্ধ্রালজী—(স্ত্রী) বাতশ্লেষ্মজ ক্ষুদ্র রোগবিশেষ।

লক্ষণ—ঘন, অবক্র, উন্নত, মণ্ডলাকার ও অল্পপূয়যুক্ত যে পিড়কা উদ্ভূত হয় তাহাকে অন্ত্রালজী অথবা অন্ধ্রালজী কহে। (সু° নি° ১৩ অ°)

অন্ত্রী—(স্ত্রী) শরীর মধ্যস্থ নাড়ীবিশেষ। [বৈদ্যক] ২ বৃদ্ধদারক লতা।

অন্ধুক—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অন্ত্র।

অন্ধিগ—বোম্বাই প্রদেশের একজন পল্লব-নৃপতি। দেওলী-শিলালেখে লিখিত আছে, রাজা ৩য় কৃষ্ণ, কাঞ্চী ও তাঞ্জোর প্রদেশ জয় করিয়া ইঁহাকেও সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অন্থেষ্টেরিয়া—(Anthesteria), ডিওনিসাসের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত আথেন্সবাসীর একটী মহোৎসব। প্রতিবৎসর অন্থেষ্টেরিওন মাসের (ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ) ১১ই হইতে ১৩ই তারিখ পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী এই উৎসব হয়। এই সময়ে দ্রাক্ষাক্ষেত্রসমূহে নূতন ফুল ফুটে এবং ভবিষ্যতে ভাল আঙ্গুর ও মদ্য প্রস্তুত হইবে এই আশায় গ্রীকগণ ডিওনিসাসের প্রীত্যর্থে পূজা দেয়। ঐ সময়ে ডিওনিসাস্ ও মৃত পিতৃপুরুষদিগকে মদ্য উৎসর্গ করিবার জন্ত পুরাতন মদ্যের একটী পিপা খোলা হয়। প্রথম দিনের উৎসবকে পিথোইজিয়া (Pithoigia) বলে। ঐ দিন সকলে মদ্য পাত্রাদি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে। তিন বৎসরের অধিক বয়স্ক বালকেরাও ঐ সময়ে পুষ্পসজ্জা করিয়া বসন্তোৎসবে মাতিয়া উঠে। দাস, ক্রীতদাস এবং গৃহস্থ সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় দিনের নাম চোই (choes)। ঐ দিন একটী বৃহত্তর পাত্রে মদ্য ঢালিয়া সকলে মদ্যপান করে এবং নানারূপ সাজে সজ্জিত হইয়া ডিওনিসাসের মন্দিরে ও বান্ধবগণের গৃহে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যায়। ঐ দুই দিন সকলে অত্যন্ত কুরুচির পরিচয় দেয়। পরে তাহা দুষ্ট প্রেতের ফল ভাবিয়া তাহারা উহার জন্ত শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠানও করে।

তৃতীয় দিনের নাম চৈত্রী (Chytri)। ঐ দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডে মদ্য ঢালিয়া পিতৃপুরুষদিগকে উৎসর্গ করা হয়। ঐ সময়ে

যমের (Hermes, God of the lower world) ও প্রেতের আত্মার তৃপ্ত্যর্থে দাইল-সিদ্ধ পিণ্ডস্বরূপ দেওয়া হয়। এই উৎসবে যোগদান করিতে পূর্ব্ব হইতে লোকেরা সাজসজ্জা করিয়া মহলা দিয়া থাকে।

অন্দ—(পুং) বন্ধন।

অন্দ খুই—আফগান-তুর্কীস্থানের অন্তর্গত একটী নগর। খাঁ উপাধি-ধারী এক সর্দ্দারের শাসনভুক্ত। পরোপনিসস্ ও অক্ষু নদীর মধ্যস্থিত উচ্চ ভূ-খণ্ডের উপর ইহা অবস্থিত।

১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান বোখারা-রাজের শাসনাধীন ছিল। উক্ত বর্ষে মহম্মদ খাঁ ৪ মাস অবরোধের পর এই স্থান অধিকার ও লুণ্ঠন করেন; কিন্তু খাঁ সাহেব আপনাকে বাঁচাইবার জন্ত আফগানিস্থানের আমীরের শরণাপন্ন হন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রুস-সীমান্ত নির্দ্দেশ-কমিসন ইহাকে আফগান-রাজ্য ভুক্ত করেন। এই স্থান উর্ব্বর হইলেও বালুকাময় প্রস্তরে পূর্ণ। জল স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। বিচ্ছু ও মাছি বিশেষ উপদ্রবকর।

অন্দন—[দেশজ] অন্ধ লোক।

অন্দর—(পারসী) মধ্য, ভিতর। মধ্যে, যথা—'এই জমার অন্দরে। ২ অন্তঃপুর, যথা—অন্দর-মহল।

অন্দর—মান্দ্রাজের দক্ষিণ কণাড়া জেলার একটী ঘাট। অক্ষা° ১৩° ২০′ ১৫″ উ° ও দ্রা° ৭৫° ৪′ ৩০″ পূ°। ইহা মহিসুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অন্দালুসিয়া (আন্দালুসিয়া = Andalusia)—দক্ষিণ স্পেনের একটী বিস্তীর্ণ বিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৩৭৭৭ বর্গ-মাইল। ইহার উত্তর সীমায় এষ্ট্রেমদুরা ও নিউ কাষ্টাইল, পূর্ব্বে মার্সিয়া ও ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও অতলান্তিক মহাসমুদ্র এবং পশ্চিমে পর্ত্তুগাল রাজ্য। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ।

ইহা এক সময়ে সামরিক-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল এবং এখনও সামরিক বিভাগের শাসনাধীন (A captaincy General)। একজন সেনাপতি এখানকার শাসনকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। তবে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইহাকে অলমেরিয়া, কেডিজ, কর্ডোভা, গ্রাণাডা, জায়েন্, হুয়েলভা, মালাগা ও সেভিল্ নামে ৮টী প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক নগরেই তত্তৎবিভাগের বিচারাদালত প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই ভূভাগের প্রায় চারিদিকেই পাহাড়; কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যেখানে গোয়াডেল্ কুইভার নদী অতলান্তিক মহাসাগরে নিপতিত হইয়াছে, সেইদিকে পাহাড় নাই। কিন্তু অবশিষ্টাংশের উত্তরপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪ শত ফিট উচ্চ। চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের পাদভূমি উচ্চ-নীচ হইলেও সমগ্র বিভাগটী সমতল এবং অধিকাংশ স্থানই উর্ব্বরা; আবার উহার মধ্যে লবণময় অনুর্ব্বরদেশও আছে এবং তথায় লবণময় হ্রদও বিদ্যমান। গোয়াডেল্-কুইভার নদী জায়েন-প্রদেশের গিরিমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে আসিয়া কেডিজ উপসাগরে নিপতিত হইয়াছে। উক্ত পর্ব্বতমালার মধ্যে সেরা নেভাডা সর্ব্বোচ্চ, উহার মলহাসেন শিখর ১১৪২১ ফিট এবং বেলেটা ১১১৪৮ ফিট উচ্চ। জায়েন হইতে অলমেরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত গিরিমালা 'Andalucia Alta' নামে পরিচিত।

অন্দালুসিয়ার প্রাচীন ইতিহাস স্পেনরাজ্যের ইতিহাস হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। এই পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত সমুদ্রপ্রান্তস্থিত প্রদেশ একটী খণ্ডরাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। উহার বাণিজ্য ও শিল্পের নিদর্শন ব্যতীত ইতিহাস সঙ্কলনের আর কোন উপায় নাই। গোয়াডেল্-কুইভার নদীর উপত্যকা ভূমি প্রাচীন বাইবেলে Tarshish নামে এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের ইতিবৃত্তে Tartessus নামে বর্ণিত আছে।

এখানে বৈদিক যুগের পণি বণিক্‌গণ (Phoenicians) বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তৎকালের অগদীর বন্দর ১১০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে উহা গদীর এবং তৎপরে কেডিজ্ নামে আখ্যাত হয়। ৫১৬ খৃঃপূঃতে কার্থেজীয় বণিক্‌দল তাহাদের বেলিয়ারিক-দ্বীপস্থ উপনিবেশ হইতে এখানে আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। অতঃপর গ্রীক-বণিক্‌গণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত অক্ষেব, কাল্‌পি ও মলাকা প্রভৃতি নগরে স্থানীয় ইবেরীয়গণ পণ্যদ্রব্য আনিয়া বিক্রয় করিত।

পিউনিক যুদ্ধের (Punic wars) অবসানে এখানকার শাসনকর্ত্তৃত্ব কার্থেজীয় হস্ত হইতে রোমের হস্তে হস্তান্তরিত হয়। ২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এখানে রোমক-সভ্যতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। রোমকগণ গোয়াডেল্-কুইভার নদীকে বিটিস্ নামে উল্লেখ করিতেন, তদনুসারে অন্দালুসিয়া বিটিকা প্রদেশ নামে আখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে ভাণ্ডাল, সুএবি ও ভিসি গথগণ এই প্রদেশ আক্রমণ করে। এই ভাণ্ডাল জাতির নাম হইতে এতৎ প্রদেশ ভাণ্ডালুসিয়া ও পরে অন্দালুসিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ মনে করেন মুরজাতির অন্দালোস (পশ্চিম-দেশ) শব্দ হইতে এই প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে।

৭১১ খৃষ্টাব্দে মুরগণ এই প্রদেশ অধিকার করে। সেভিল জায়েন, কর্ডোভা ও গ্রাণাডা প্রদেশ লইয়া একটী মুসলমানরাজ্য স্থাপিত হয়। এই ইসলামীয় সভ্যতা তৎকালে উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করিয়াছিল। ইউরোপের কোন দেশই তৎকালে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসের চর্চ্চায় এতাদৃশ উন্নত ছিল না। তাহাদের জগদ্বিখ্যাত স্থাপত্য-নিদর্শন আজিও

সেভিলের গিরালডা ও অলকাজার, কর্ডোভার মেজকুইটা এবং গ্রানাডার অলহাম্ব্রা ধর্মমন্দির ও প্রাসাদে নিবদ্ধ আছে। এরূপ উজ্জ্বলতর স্থাপত্যশিল্প পৃথিবীর আর কোথাও নাই বলিলেও চলে। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে গ্রানাডার যুদ্ধে এখানকার মুসলমানশক্তির অবসান হয় এবং ধীরে ধীরে এখানে স্পেনীয় শাসন প্রবর্তিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতকে এখানকার অধিবাসীগণ স্থাপত্য শিল্পের গৌরব ভুলিয়া গিয়া চিত্রশিল্পে মনোনিবেশ করে। বেলাসকোয়েজ ও মুরিলো প্রমুখ প্রখ্যাত চিত্রকরগণ এই সময়ে আবির্ভূত হইয়া অন্দালুসিয়ার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শতক কাল ধরিয়া ফিনিশীয়, কার্থেজীয় রোমক ও গ্রীক সহবাসে থাকিয়া এখানকার অধিবাসীরা একটী মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়। তৎপর বহু বৎসর স্পেনদেশীয়গণের সংমিশ্রণে ইহারা আপনাদের দৈহিক গঠন শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলে। ইহাদের বর্ণ, নয়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে স্বতঃই প্রাচ্যদেশীয়ের সুন্দর ছায়া অনুভূত হয়। ইহারা বলিষ্ঠগঠন খর্বকায় ও দীর্ঘাকৃতি, রমণীগণের কেশ ও বর্ণ এবং কজ্জলশোভিত নয়নপ্রান্ত দেখিলে ইহাদিগকে উত্তর ও মধ্য ইউরোপের অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক এবং সম্পূর্ণ প্রাচ্যপ্রভাবসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। ইহাদের গীত নৃত্য এবং কতকগুলি প্রচলিত আচার প্রাচ্যদেশীয়ের অনুকরণে সৃষ্ট বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। [মুর ও স্পেন দ্র]

অন্দি—কোলাহান অঞ্চলের (সিংহভূম) অধিবাসী হো জাতির মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার বিবাহ। হোদিগের মধ্যে সাধারণতঃ ছয় প্রকার বিবাহ প্রচলিত—(১) অন্দি (২) দিকু অন্দি, (৩) অপরতিপি-অন্দি, (৪) অনদের (৫) হেরাম চেতং অন্দি এবং (৬) সঙ্গ অন্দি।

হো বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পিতামাতা বা অপর অভিভাবক তাহার বিবাহ স্থির করিবার জন্য একজন 'দূতম' অর্থাৎ ঘটক নিযুক্ত করে। ঘটক ভাবী বরের পিতার সম্পত্তির অনুরূপ পণের ও যৌতুকের মূল্য নির্দ্ধারণ করে। ক'নের পিতা বা অভিভাবকই বরের পিতা বা অভিভাবকের নিকট হইতে পণ ও যৌতুকের দাবী করে। এই পণ নির্দ্ধারণ ব্যাপারে উভয়ের সামাজিক মর্য্যাদা, কখনও বা ক'নের সৌন্দর্য্য, বিচার করিয়া দেয় যৌতুকের মূল্য স্থির করা হয়। 'অন্দি' বিবাহে বর ও ক'নের মতামত লওয়া হয় না, অভিভাবকগণই সমস্ত স্থির করেন, তথাপি 'দূতম' প্রায়ই ছেলে ও মেয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানে, তাহারা পরস্পরকে পছন্দ করিয়াছে কি না?

বিবাহের কথাবার্ত্তা মোটামুটি স্থির হইলে, ক'নের পিতার গৃহে বরের আত্মীয় ও বান্ধবদিগের আগমনার্থ শুভদিন স্থির করা হয়। এই উপলক্ষে স্ত্রীপুরুষ সকলেই আসিয়া থাকে। বর নিজেও এই সঙ্গে আসে। ইহারা সকলে আসিবার সময় মদ্য, ছাগ, চাউল, মুরগী বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি লইয়া আসে। গৃহে আসিলে ক'নের পিতা ইহাদিগকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করে। অভ্যাগতগণ উঠানে আসন গ্রহণ করিলে পর বাটীর দুইজন স্ত্রীলোক তাহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়। অনন্তর বিশ্রাম ও পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করিয়া তাহারা শুভাশুভলক্ষণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ আগমন সময়ে পথে যাহা দৃষ্ট হইয়াছে তাহা বিবাহের অনুকূল কি প্রতিকূল তাহাই আলোচনা করে। লক্ষণ শুভ হইলে সত্বরই বিবাহ স্থির হয়। অশুভ হইলে দেবদেবীর প্রীত্যর্থে বলি উৎসর্গ করা হয়। যদি লক্ষণ বেশী অশুভ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত কারণে বিবাহ স্থগিত রাখা হয়। তখন দুই একটী শালপত্র লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে উহা দ্বিখণ্ডিত করে। তদনন্তর সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে আবার ঐ বিবাহের কথাবার্ত্তা নূতন করিয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে। হো জাতি এই সকল শুভাশুভ লক্ষণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। কতকগুলি লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

শুভ—

(১) পথে পশুচারণ দর্শন।

(২) গ্রামে বা গ্রামাভিমুখে চলিত শব দর্শন।

(৩) গাভী ও বৎসের পরস্পর আহ্বানসূচক ধ্বনি।

(৪) পূর্ণকুম্ভ দর্শন।

(৫) সর্প কর্তৃক পথ অতিক্রমণ দর্শন।

(৬) খেঁকশিয়াল দর্শন।

অশুভ—

(১) বরপক্ষীয়গণ কন্যার পিত্রালয়ে গমনকালে যদি দেখিতে পায়, কোন বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইয়া পথের দক্ষিণপার্শ্বে পতিত হইয়াছে, তাহা হইলে গমনকারীদের কাহারও অনিষ্ট হইবে এইরূপ সূচনা করে, আর যদি ভগ্নশাখা পথের বামপার্শ্বে পতিত হয়, তবে কন্যাপক্ষের কাহারও অমঙ্গল হইবে ইহাই বুঝায়।

(২) গমনকারীদের পুরোভাগে শৃগাল পথ অতিক্রম করিতেছে দেখিলে অশুভ হয়।

(৩) গমনকারীদের দক্ষিণে বা বামে ভস্ম বা জঞ্জাল নিক্ষেপ।

(৪) পুরুষের পক্ষে স্কন্ধে এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে মস্তকে ইন্ধন (কাষ্ঠ) বহন।

(৫) গর্ত্ত হইতে সর্পের বহিরাগমন দর্শন।

(৬) পুরুষের বামে বা পশ্চাতে হাঁচি অশুভ, সম্মুখে বা দক্ষিণে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহার বিপরীত।

(৭) পূর্ণকুম্ভ লইয়া স্ত্রীলোকের গমন দর্শন।

(৮) পথিপার্শ্বে কুকুর বা শূকরের ধ্বনি শ্রবণ।

যাহা হউক, উপরি উক্ত লক্ষণ যদি শুভ সূচনা করে, তাহা হইলে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বিবাহসম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা কহে। তরুণেরা নৃত্যগীতে রাত্রি কাটায়। বর-ক'নেও নৃত্যগীতে যোগ দেয়।

পরদিবস গোময়লিপ্ত অঙ্গনে আসরে সকলে উপবেশন করে। মধ্যস্থলে বর ক'নেকে শাল পাতার ভাণ্ডে করিয়া 'হাঁড়িয়া' মদ প্রদান করে। ক'নে যদি বিবাহে সম্মত হয় তবে উহা গ্রহণ করে এবং নিজ আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করিয়া নিজে কিয়দংশ পান করে। তৎপরে কন্যা কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'হাঁড়িয়া' বর ঐরূপ গ্রহণ ও বিতরণ করে। বর ও ক'নের মধ্যে একজন যদি উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে বিবাহের সর্ত্ত আবার পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যাখ্যানকারীর ইচ্ছার অনুকূল করিতে চেষ্টা করে। সাধারণতঃ ক'নেই ঐরূপ প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। অনেক সময় যৌতুক বেশী দিতে চাহিলেই ক'নে 'হাঁড়িয়া' আবার গ্রহণ করে। কখনও বা কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণকে বরের গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়। বর ও কন্যার সম্মতি হইলে পুনর্ব্বার শুভলক্ষণ অনুসারে দিন স্থির করিয়া কন্যার আত্মীয়স্বজন বরের গৃহে আগমন করিয়া যৌতুক দ্রব্য পরীক্ষা করে। পরে বিবাহের দিন স্থির হয়।

বিবাহের দিন প্রাতে বরের কতিপয় আত্মীয় কন্যার পিতার গৃহ হইতে কন্যাকে বরের গৃহে লইয়া আসে। এদিকে বর তীর-ধনু হস্তে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া লোকজনসহ প্রদোষে গ্রামের সীমায় কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণের সম্মুখীন হয়। উভয় পক্ষে এক কপট যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিরা পরস্পরের প্রতি কটু ও অশ্রাব্য বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে। যুদ্ধে কন্যাপক্ষীয়গণ পরাজয় স্বীকার করে। তখন নববধূকে বন্দিনীর ন্যায় বরের গৃহে লইয়া আলিপনাযুক্ত বিবাহস্থলে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসান হয়। বিবাহ মণ্ডপটী বংশদণ্ড এবং জম্বুশাখা দ্বারা নির্ম্মিত। দেউরি (পুরোহিত) প্রথমে সিংবোঙা ও অপরাপর দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রপাঠ করে। পূর্ব্ব হইতেই বর ও কন্যা তৈলহরিদ্রার অনুলেপনে সজ্জিত থাকে। এখন কন্যার মস্তকে পুনরায় তৈলদান করা হয়। একটী মৃৎপাত্রে অন্ন পাক করিয়া তাহার কিয়দংশ পুরোহিত পিতৃপুরুষকে উৎসর্গ করে। অবশিষ্টাংশ পাত্রায় করিয়া বর ও কন্যাকে দেওয়া হয়। তখনই কন্যা বরের পত্নী ও পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। অনন্তর বর বধূর সখী ও বান্ধবীদের সভায় আগমন করিয়া হাস্য-পরিহাসে যোগদান করে। বিবাহের পর 'জমেসিন' উৎসব হয়। ইহাই বধূ-দৌ-পাত্ত বা বরের গৃহে সর্ব্বপ্রথমে আহার্য্য গ্রহণ পর্ব্ব। (হো দ্র°)

অন্দিকা—(স্ত্রী) [অদি বন্ধনে ণ্বুল্] নাট্যোক্ত জ্যেষ্ঠা ভগিনী। নাটকের অভিনয় কালে যাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করা যায়। ২ অম্বিকা। ৩ চুল্লী।

অন্দিকা$_2$—(স্ত্রী) যজ্ঞীয় অগ্নিগৃহ অর্থাৎ যে গৃহে যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।

আন্দিজান—রুসাধিকৃত তুর্কীস্থানের ফর্গানা প্রদেশের অন্তর্গত একটী নগর। শির দরিয়া নদীর বামকূলে ১৬৩০ ফিট অধিত্যকা ভূমে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে খোকন্দের খানেরা বাস করিত। এখানে তুলার বিস্তৃত কারবার আছে এবং কার্পাস-বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য কএকটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আন্দিজানা বণিকেরা এই তুলা মধ্য এসিয়ার নানা স্থানে লইয় বিক্রয় করে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এখানকার লোকেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। নগরীর পুনরায় পূর্ব্ববৎ উন্নতি হইয়াছে। ট্রান্স কাস্পীয় রেলপথের পূর্ব্বসীমা এইখানে শেষ হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

অন্দিগু—অঙ্গিরা বংশীয় একজন মহর্ষি। ইনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেক ঋক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আন্দিপত্তি—মাদ্রাজের মদুরা জেলাস্থিত একটী গিরিশ্রেণী। ইহা সর্ব্বসমেত ৫৫ মাইল বিস্তৃত ত্রিবঙ্কুর-পর্ব্বতমালা হইতে ইহার আরম্ভ। ৫৫ মাইলের শেষ ১৫ মাইল নাগমলয় নামে পরিচিত এই পাহাড়গুলির সর্ব্বোচ্চ শিখর ৩০০০ ফুট। ইহাতে জনমানবের নিবাস নাই। এখানে নানা জাতীয় হরিণ, বন্য বৃষ, শূকর, চিতা প্রভৃতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব। অনেক সময় বন্য হস্তীও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধান শিখর—অক্ষা° ৯°৫৬ উ° এবং দ্রা° ৭৭° ৪৪´৩০" পূ°।

অন্দিপত্তি$_2$—মাদ্রাজের মদুরা জেলাস্থিত এক নগর। অক্ষা° ১০ উ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪০ পূ°। অধিবাসীর অধিকাংশই কৃষিজীবী। ইহা মদুরার ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অন্দিপত্তি পাহাড়ের উত্তর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এখানে একটী প্যাগোডা আছে।

অন্দিয়ার—মাদ্রাজ প্রদেশের কোয়ম্বাতোর জেলাস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ১১° ৩৪ ৪৫" উ° এবং দ্রা° ৭৭° ৩৭ ৪৫" পূ°। অধিবাসীর অধিকাংশই কৃষিজীবী। ইরোড়-রেলষ্টেশন হইতে ৩০ মাইল ও ভবানী নগর হইতে ১২ মাইল দূরে ভবানী নদীর উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটী কসবা ছিল। এই নগরের মধ্যস্থানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

অন্দু, অন্দ্র (স্ত্রী) অন্দুক, অন্দ্রক—(পুং) পাদালঙ্কারবিশেষ। ২ হস্তিপাদবন্ধনের শৃঙ্খল।

অন্দুজার—দক্ষিণ স্পেনের জায়েন প্রদেশের একটী নগর। গোয়াডেল্-কুইভার নদীর দক্ষিণ-কূলে অবস্থিত। এখানে মাদ্রিদ্ কর্ডোভা রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। অলকারাজ নামক সচ্ছিদ্র মৃদ্ভাণ্ডের জন্ত এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। স্থানীয় লোকে এক প্রকার সাদামাটী দিয়া উহা প্রস্তুত করে। উহাতে পানীয় জল শীতল ও বিশুদ্ধ হয়।

অন্দোলন—(ক্লী) প্রকম্পন, দোলন।

"গুরুগিরীন্দ্রজাপ্রণয়মন্দরান্দোলনাৎ" (কথাসরিৎ ৯৬)

অন্দোসাইডেস্—(Andocides), গ্রীসের আটিক প্রদেশের একজন বাগ্মী। ৪৪০ খৃঃ পূঃ বিদ্যমান ছিলেন।

অন্ধ্রক—বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত এক জন রাজা। (বিষ্ণুপুরাণ)

অন্দ্রাদা—(Diego de Paiva de Andrada), একজন খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ (১৫২৮-১৫৭৫)। পর্ত্তুগালের অন্তর্গত কোইম্ব্রা নগরে জন্ম (১৫২৮ খৃঃ)। তাঁহার পিতা রাজা ৩য় জনের প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

১৫৬২ খৃষ্টাব্দে ট্রেণ্ট নগরের সভায় তিনি রাজা সিবাষ্টিয়ানের দূতরূপে সম্মানলাভ করেন। ১৫৬২ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মার্টিন চিমনিট্জেব ও লুথারীয় সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিয়া 'De Societatis Jesu Origini' ও 'De Concil orum Auctoritate' এবং 'Defensio Tridentinae Fidei" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাডা তাহার পর্ত্তুগীজভাষায় লিখিত ৩ খণ্ড উপদেশাবলী পাওয়া যায়।

২ একজন ঐতিহাসিক (১৫৮৬—১৬৬০ খৃঃ)। উক্ত অন্দ্রাদার ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহার রচিত Chauleidas কাব্য ও Casamento Perfeito নামক উপন্তাস পাওয়া যায়।

অন্দ্রাদা-ই-সিল্‌ভা (Andrada E Sylva, Bonifacio Jozo D')—ব্রেজিলবাসী জনৈক রাজনীতিবিদ্ ও প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে রাও-জেনিরোর সন্নিকটস্থ ভিলা দা সণ্টোস্ (Villa de Santos) নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি কোইম্ব্রা কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক এবং অল্পকাল মধ্যেই "Inspecter General of Portuguese mines" নিযুক্ত হন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি লিস্বন একাডেমীর স্থায়ী সম্পাদক-পদ লাভ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ছুটী লইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন এবং শেষজীবন এখানে স্বচ্ছন্দে কাটাইবার বাসনায় তিনি ব্রেজিলের শাসনকর্ত্তা ডম্ পিড্রোকে অনুরোধ করেন, যেন আর তাঁহাকে লিস্বন্ দরবারে ফিরিয়া না যাইতে হয়। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে পিড্রো ১৮২১ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহাকে মন্ত্রীপদ (Minister of the Interior and of Foreign Affairs) দান করেন। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক অভিমত মন্ত্রিসভাব অনুমোদিত না হওয়ায় তাঁহাকে পদচ্যুত ও ফ্রান্সে নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৮২৯ খৃঃ তিনি পুনরায় ব্রেজিলে ফিরিয়া আইসেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজদ্বেষী অপরাধে দণ্ডিত করা হয় এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে নিক্‌থেরয় নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অন্দ্রিওসি (Antoine Francois Andreossy)—একজন খ্যাতনামা ফরাসী সেনাপতি ও রাষ্ট্রনীতিবিৎ (১৭৬১ ১৮২৮ খৃঃ)। তাঁহার পিতা ফ্রাঙ্কই অন্দ্রিওসী ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি ইতালী পরিত্যাগ করিয়া লাঙ্গুএডক খাল কাটান জন্ত ফরাসীদেশে আগমন করেন। এখানে কাষ্টেলনৌডারী নগরে আন্তয়েনের জন্ম হয়। তিনি মেট্জ নগরের সামরিক বিদ্যালয়ে (Artillery School) বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৭৮১ খৃঃ সেনাবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সম্মানীত অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত হইয়া নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সহিত মিশর অভিযানে গমন করেন। এখানে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করায় তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে একটী ডিভিসনের জেনারেল হন এবং রাজদূত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী-পক্ষের দূত রূপে ভিয়েনায় যান এবং অষ্ট্রিয়ার সহিত বিরোধে লিপ্ত হন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনার শাসনকর্ত্তা (Military Governor) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ফরাসী স্বার্থ বজায় রাখিতে কনষ্টাণ্টিনোপলে দূতরূপে প্রেরণ করা হয়

বোনাপার্টের সহিত যুদ্ধে ও রাজনৈতিক সম্বন্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, তিনি বিদ্যানুশীলনে পরাঙ্মুখ হন নাই। Quelques idees relatives a' l'usage de l'artillerie dans l' attaque et la defense des places, Essai sur le tir des projectiles creux (১৮১৬), Campagne sur le Main et la Rednitz de l' armee gallo batave (১৮০২), Operations des pontonniers en Italie 1795-1796 (১৮৪৩), Histoire du canal du Midi (১৮০৪), প্রভৃতি গ্রন্থরচনা করেন। ইহা ভিন্ন কনষ্টাণ্টিনোপলে ও মিশরে অবস্থান কালে তিনি উভয় দেশের যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনলক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা 'কৃষ্ণসাগরের বৈজ্ঞানিক বিবরণ ও শরীর হ্রদ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অন্দ্রিনী, গাম্বাত্তিস্তা (Giambattista Andreini),—ফ্রান্সিকো অন্দ্রিনী ও ইসাবেলার পুত্র (১৫৭৮—১৬৫০ খৃঃ)।

ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতামাতার নাট্য কলানৈপুণ্য দর্শন করিয়া তিনিও কালে একজন প্রতিভাবান্ হাস্যরসিক নাট্যকার (Comedian) হইয়া উঠেন। প্যারি নগরবাসী এই কৌতুক কলাবিদ্‌কে লেলিও (Leylio) নামে অভিহিত করিতেন। ফরাসীরাজ ১৩শ লুই এই যুবক হাস্যামোদীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাহার রচিত কতকগুলি নাটক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে L' Adamo, The Penitent Magdalene ও The Centaur সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার রচিত L' Adamoর ছায়া লইয়া মহাকবি মিল্টন তাঁহার Paradise Lost গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করেন।

অন্ড্রিনী, ফ্রান্সেস্কো (Francesco Andreini)—ইতালীবাসী জনৈক খ্যাতনামা নাট্যকলাবিদ্। পিষ্টোইয়া নগরে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা ৪র্থ হেনরীর মহিষী মেরী-ডি মেডিসির প্রীত্যর্থে প্যারি নগরে যাইয়া স্বীয় অভিনয়কলা প্রদর্শন করেন। তাঁহার পত্নী ইসাবেলা অন্ড্রিনী (১৫৬২-১৬০৪) স্বামীসহ একই রঙ্গমঞ্চে যে নাট্যকলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যশোভাতি সমগ্র ফ্রান্সে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে লায়ন্স নগরে তাঁহার মূর্ত্তিযুক্ত পদকের নিম্নে "Acterna fama" কথা লিখিত হইয়াছিল।

ইসাবেলা অন্ড্রিনী বিদুষী রমণী ছিলেন। তাঁহার রচিত Mirtilla গ্রন্থ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত গীতাবলী ও কবিতাগুলি ১৬০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার কবিতামালা প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি আইজাক ডু রিয়ারের অনুকরণে লিখিত।

অন্ড্রিয়া গিওবনী (Andrea Giovanni),—ইতালীবাসী জনৈক ধর্ম্মতত্ত্ব-সংস্কারক। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের নিকটবর্ত্তী মুগেলো নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে বোলোনায় থাকিয়া ধর্ম্মনীতি (Canon laws) অভ্যাস করেন। তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় তৎকৃত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ পায়। বিদ্যাবলে তিনি যথাক্রমে পাদুয়া, পাইসা ও বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে বোলোনা সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার রচিত A Gloss on the Sixth Book of Decretals, Glosses on the Clementines, Commentary on the Rules of Sextus, De Sponsalibus et Matrimonio প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অন্ড্রিয়া ডেল্ সর্টো—ফ্লোরেন্সবাসী জনৈক চিত্রশিল্পী। ১৪৮৭ হইতে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত কএকখানি Fresco-painting আজিও ইতালীয় চিত্রশিল্পের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। Baptism of Christ, Nativity of the Virgin, Baptist preaching in the Desert, John baptizing, Pieta, Faith, Charity, Birth of the Baptist, Madonna del Sacco, the Holy family, Laura প্রভৃতি চিত্রশিল্পের চরম উৎকর্ষ। মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল প্রভৃতি চিত্রকরের চিত্র হইতে এই চিত্রগুলি কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

অন্দ্রী, কার্ল (Karl Andree),—একজন জর্ম্মাণ ভৌগোলিক। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাণস্উইক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। জেনা, গটিনজেন ও বার্লিন নগরে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Bremer Handelsblatt নামক পত্রিকা সম্পাদন করিতে থাকেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভূগোল ও জাতিতত্ত্ব শিক্ষা ব্যপদেশে তিনি লিপ্‌জিক ও পরে ড্রেসডেনে গমন করিয়া তত্তানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদিত Globus পত্রিকা প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। ১৮৬৭-১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Geographie des Welthandels প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত Nordamerika in geographischen und geschichtlichen Umrissen ও Geographische Wanderungen যথাক্রমে ব্রান্সউইক ও ড্রেসডেন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অন্দ্রী রিচার্ড (Richard Andree)—জর্ম্মাণীর জনৈক জাতিতত্ত্ববিদ্। কার্ল অন্দ্রীর পুত্র। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ফেব্রুয়ারী জন্ম। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রিচার্ড জাতিতত্ত্বের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন এবং তাঁহার প্রতিভা শতমুখী হইয়া উঠে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার Ethnographische Parallele und Vergleiche নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার দেশবাসী সমস্ত জাতির জাতিগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইহা ছাড়া, তিনি দেশের প্রাকৃতিক বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়া Physikalisch Statistische Atlas des deutschen Reiches' নামক একখানি মানচিত্র সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Allgemeine Handatlas পুস্তকের প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। তৎপরে তিনি উহার আরও কএক সংখ্যা প্রকাশ করেন। পিতার মৃত্যুর পর, তিনি কিছুকাল Globus নামক ভৌগোলিক-পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

অন্দ্রী, সলোমন অগাষ্ট (Salomon August Andree)—সুইডেনবাসী একজন স্থাপত্যবিৎ। বেত্তার হ্রদের তীরবর্ত্তী গ্রেন্না নগর তাহার জন্মস্থান। সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোলম

টেকনিকাল কলেজে সাধারণ শিক্ষার উপযোগী হইয়া, পরে বায়ুমণ্ডলে পরিভ্রমণার্থ তদুপযোগী শিক্ষা প্রয়াসী হন। অনন্তর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উত্তরমেরু প্রদেশে পরিভ্রমণের জন্য তিনি পাইল ও দড়ি সাহায্যে নিজের আবশ্যকমত একটী বেলুন গঠন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, আবশ্যক বুঝিলে তিনি ঐ দড়ির সাহায্যে অবতরণ করিতে পারিবেন। দুএকবার বৃথা চেষ্টার পর, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের স্পিট্জবর্জেন দ্বীপের সমীপবর্ত্তী ডেভিস দ্বীপ হইতে তিনি বলে উত্তরমেরু আবিষ্কারে আকাশমার্গে উড্ডীন হন। কিন্তু ঐ দলের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তাঁহা দর অন্বেষণে পরবর্ত্তী দুই বৎসরে যে যে দল উত্তরমেরু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল তাহাদের অভিযানে উত্তরমেরু সান্নিধ্যে অবস্থিত বহুস্থানের তত্ত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে।

অন্দ্রেসি, জুলিয়াস (Julius (Gyula) Andrassy),—হাঙ্গেরীর জনৈক রাজনৈতিক। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর অন্তঃপাতী কাসানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কাউণ্ট কারোলী অন্দ্রেসি। অতি সুকুমার বয়সেই তিনি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ তাঁহাকে হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। এই পদে বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সামরিক ও বৈদেশিক বিভাগের কর্তৃত্ব তাঁহার নিজের হস্তে ছিল। এই কারণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন ফরাসী ও জর্ম্মণীতে যুদ্ধ বাধে, তখন তিনি নিরপেক্ষ থাকিয়া অষ্ট্রিয়া রাজ্যের স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় অষ্ট্রিয়া ইউরোপীয় রাজন্য সঙ্ঘের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হয়। তিনি বার্লিন ভিয়েনা, সেণ্টপিটার্সবর্গ ও ভেনিসে পর পর সভা করিয়া ইউরোপীয় রাজন্যবৃন্দকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই রাজনৈতিক দক্ষতার ফলে ইউরোপীয় মানচিত্রের পরিবর্ত্তন এবং খৃষ্টান ও মুসলমান রাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই সাম্যাবস্থা সংস্থাপন করিতে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা Andrassy Note নামে প্রখ্যাত।*

সান ষ্টেফানোর সন্ধি-সর্ত্তে রুসিয়ার প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও যাহাতে রুসরাজ অষ্ট্রিয়ার কোন ক্ষতি করিতে না পারেন এই উদ্দেশ্যে অন্দ্রেসি বৃটীশ ও জর্ম্মণ গবর্মেণ্টের সহিত একমত হইয়া শেষ-মীমাংসার জন্য ইউরোপীয় কংগ্রেসের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। তদনুসারে তাঁহারই নেতৃত্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে এক কংগ্রেস আহূত হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জর্ম্মণির সহিত বিপদে ও সম্পদে সহায়তা করণার্থ একটা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহাতেও তিনি অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর স্বার্থ সুদৃঢ় করিতে ভুলেন নাই।

ইহার পর, তিনি দেশের হিতকর বহু কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সংস্কারার্থ তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হয়, এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে থাকে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তিনি তৎকালের পাশ্চাত্য রাজনৈতিক-গগনের একটী উজ্জ্বলতর নক্ষত্র ছিলেন।

অন্দ্রোক্লিস (Androclus)—একজন রোমক ক্রীতদাস। রোম-সম্রাট্ টাইবেরিয়াসের রাজ্যকালে জীবিত ছিলেন। অলাস্ গেলিয়াস্ (Aulus Gellius) ইহার সম্বন্ধে একটী গল্প লিখিয়া গিয়াছেন।

অন্দ্রোক্লিস্ বাল্যজীবনে ক্রীতদাসরূপে কোন ধনী রোমকের গৃহে নিযুক্ত হয়। কঠোর প্রকৃতি প্রভুর উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সে দেশ হইতে পলাইয়া আফ্রিকার একটী পর্ব্বত গুহায় লুকাইয়া থাকে। একদা ঐ গুহা মধ্যে একটা সিংহ আসিয়া প্রবেশ করে। ঐ সিংহের পদে কাঁটা ফুটিয়াছিল এবং তাহা ফুলিয়া পড়িয়াছিল। প্রাণভয়ে ভীত অন্দ্রোক্লিস্ যখন বুঝিতে পারিল সিংহ তাহার প্রাণনাশে উদ্যত নহে, বরং আপন যন্ত্রণার অবসান করিতে তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে, তখন সে উঠিয়া আসিয়া ঐ কাঁটা বাহির করিয়া দিল। যন্ত্রণার লাঘব হইলে সিংহটী ধীরে ধীরে গুহা হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

কালে অন্দ্রোক্লিস্ ও সিংহটী ধরা পড়ে। যখন রাজদণ্ডে দণ্ডিত অন্দ্রোক্লিস্কে এম্পিথিয়েটারে সিংহের সম্মুখে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন কৃতজ্ঞ পশু তাহাকে নিহত করিয়া ভক্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে সাদরে গাত্রলেহন করিয়াছিল। (Aelian, De Nat An Vii 48)

অন্দ্রোজ—গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী দ্বীপ। ইউবিয়া হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং তেনোস্ হইতে ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহা লম্বে ২৫ মাইল এবং চওড়ায় ১০ মাইল। এই দ্বীপের অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতময়। উপত্যকা ভূমিতে ফলের বাগান ও শস্যের চাষ আছে। পার্ব্বত্য নদী গুলিতে যথেষ্ট জল পাওয়া যায়। ইহা বর্ত্তমানে গ্রীসের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত।

অন্দ্রোজ রাজধানী দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলভাগে স্থাপিত। প্রাচীন রাজধানী পালিওপোলিস্ নগরীর ধ্বংসাবশেষ পশ্চিম উপকূলে বিদ্যমান। এই নগরাংশে বাকাসের একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

* Hertslet, Map of Europe by Treaty

প্রাচীনকালে এই দ্বীপে আইওনীয় জাতির বাস ছিল। উহারা মুখ্যতঃ ইরেট্রিয়ার অধীন থাকিলেও খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দে বলবীর্য্যে ও ব্যবসা বাণিজ্যে সম্যক্ সমুন্নত হইয়াছিল এবং কাল্দীয়দিগের অধিকারে নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ৪৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পারস্যরাজ যরক্সেকে (Xerxes) ইহারা গ্রীস্‌বিজয়ে নৌ-বাহিনীর দ্বারা সাহায্য করে। পরবর্ত্তিকালে পারসিকগণের সহিত ইহারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া বিশেষভাবে নির্জ্জিত হয় এবং কিছু কাল আথেন্সের ডেলীয় সঙ্ঘের (Delian League) অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, উহারা কখনও সঙ্ঘের আনুগত্য স্বীকার করে নাই (৪৪৭ খৃঃ পূঃ)।

৪১১ খৃঃপূঃতে ইহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং আথেনীয় সেনাবাহিনীকে রণক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। হেলেনীয় অধিকারে ইহা সীমান্তবর্ত্তী দেশরূপে পরিগণিত হইয়াছিল তৎকালে এখানে ইজিয়ান সমুদ্রতীরস্থ প্রবেশরক্ষার্থ মাকিদন ও মিশররাজের দুইটী সম্মিলিত নৌ-বাহিনী ছিল। ৩৩৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মাকিদন রাজ অন্তিপিতর (Antipatri) এখানে দুর্গ স্থাপন করিয়া সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ৩০৮ খৃঃপূঃ রাজা ১ম টলেমী ইহাদিগকে গ্রীসের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন।

২৬৬ ২৬৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের ক্রেমোনিডীয় যুদ্ধে ইহা পুনরায় মাকিদনের অধীন হয়। ২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রোমক, পার্গামীয় ও রোডীয় রণপোত মিলিতভাবে অন্ড্রোজ আক্রমণ ও জয় করে। ১৩৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ইহা পার্গামাসের অধীন থাকে। তৎপরে রোম-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১২০৭ হইতে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভেনিসের তত্ত্বাবধানে দানো ও সোমারিবা বংশের অধীনে ইহা শাসিত হয়। অতঃপর তুর্কের সুলতানগণ এখানকার কর্ত্তৃত্ব করেন।

অন্ড্রোনিকাস্—গ্রামবাসী জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। সাইরেষ্টে ইহার বাস ছিল এবং ১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইহার স্থাপিত Horologium নামক বায়ু-মন্দির আজিও আথেন্স নগরীতে বিদ্যমান আছে ইহা অষ্টকোণবিশিষ্ট এবং ইহার উচ্চ শিরে স্তম্ভের উপরে পিত্তলের ট্রিটনের মূর্ত্তি স্থাপিত।

অন্ড্রোনিকাস্—একজন গ্রীক দার্শনিক। অনুমান ৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রোডস্ দ্বীপে বাস করিতেন। টাইরানিয়ন হইতে প্রাপ্ত অরিষ্টটল্ ও থিওফ্রাষ্টাসের দার্শনিক উক্তি সকল তিনি ধারাবাহিকরূপে গ্রথিত করিয়া একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহা ছাড়া, ঐ সকল অভিব্যক্তির দার্শনিক ব্যাখ্যাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অন্ড্রোনিকাস্ ১ম—(Andronicus I) পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের জনৈক সম্রাট্। তিনি Comnenus নামেও পরিচিত। ১১৪১ খৃষ্টাব্দে সেলজুক তুর্কগণ তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এক বর্ষ পরে তিনি মুক্ত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা সম্রাট মানুএলের নিকট কনষ্টাণ্টিনোপলে আগমন করেন এবং তৎকর্ত্তৃক সেনা বিভাগে নিযুক্ত হন।

তিনি রাজকুমারী ইউডোকসিয়াকে বিবাহ করিয়া ১১৫২ খৃষ্টাব্দে সাইলিসিয়া বিজয়ে গমন করেন ও মোপসুয়েষ্টিয়া বিজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। পর বৎসর সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যাপারে ধৃত হইয়া তিনি কারারুদ্ধ হয়েন। দ্বাদশবর্ষ পরে ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে কারামুক্ত হইয়া তিনি রুস যুবরাজ যারোস্লাভের আশ্রয়ে কীভ নগরে পলাইয়া আসেন। এখান হইতে রুস সেনা সংগ্রহ করিয়া তিনি সম্রাট্ মানুএলের সাহায্যকল্পে হাঙ্গেরীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধজয়ে সম্রাট তাহার পূর্ব্বদোষ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে সাইলিসিয়ার গবর্ণর করিয়া পাঠান। হাঙ্গেরীর যুবরাজ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হইবে জানিয়া অন্ড্রোনিকাস্ মনে মনে অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু রাজরোষ হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় অন্তিওকপতি রেমণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখান হইতে রেমণ্ডের কন্যা ফিলিপাকে হরণ করিয়া তিনি জেরুসালেম্-রাজ অমলরিকের আশ্রয়ে পলাইয়া আইসেন। পরে এখান হইতে স্বীয় শ্যালিকা থিওডোরাকে কৌশলে ভুলাইয়া দামাস্কাসের সুলতানের দরবারে সমুপস্থিত হন, কিন্তু এখানে অবস্থান নিরাপদ নহে বুঝিয়া, তিনি থিওডোরাকে সঙ্গে লইয়া পারস্য, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক ত্রেবিজন্দে আসিয়া বাস করেন। এখানে তাঁহার সহিত তদ্দেশবাসীর কএকবার যুদ্ধ হয়। তাঁহার অনুপস্থিত কালে তাঁহার শত্রুপক্ষ থিওডোরা ও তাহার পুত্রদ্বয়কে বন্দী করিয়া কনষ্টাণ্টিনোপলে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর অন্ড্রোনিকাস্ অনুনয়-বিনয় দ্বারা থিওডোরাকে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণসাগরের উপকূলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

১১৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মানুএলের মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র ২য় অলেক্সিয়াস্ সম্রাট্ হন। কিন্তু তিনি নাবালক বিধায় তাঁহার মাতা মেরিয়া শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময়ে রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল শাসনে প্রবীণেরা বিরক্ত হইয়া উঠেন। এই অবসরে অন্ড্রোনিকাস্ স্বদলবলে আসিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। দুই বৎসর কঠোর হস্তে রাজ্য শাসন করিবার পর ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশবাসীর অপ্রিয় হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের হস্তে ধৃত ও নিহত হন।

অন্ড্রোনিকাস্ ২য় (Andronicus II, Palaeologus)—পূর্ব্ব

রোম-সাম্রাজ্যের একজন সম্রাট্ (১২৬০-১৩৩২ খৃঃ)। তিনি মাইকেল পেলিওলোগাসের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তিনি দুর্ব্বল-প্রকৃতি ও অলস ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে ওসমান-চালিত তুর্কসেনা বিথনিয়া অধিকার করে। অন্দ্রোনিকাস্ তৎকালে উপায়ান্তর না দেখিয়া রোজার নামক জনৈক স্পেনদেশীয় যোদ্ধার সাহায্যে তুর্কদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। রোজারের উদ্ধত সেনাদল থ্রেস ও মাকিডোনিয়া আক্রমণ করে এবং আথেন্স ও থেবিস্ অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে কুপিত হইয়া অন্দ্রোনিকাস্ পুত্র ৯ম মাইকেল রোজারকে ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে নিহত করে। ১৩২০ খৃঃ হইতে ১৩২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত অন্দ্রোনিকাস্ স্বীয় প্রপৌত্রের (মাইকেলের পুত্র) সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। শেষোক্ত বর্ষে তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে মাইকেল-পুত্র ৩য় অন্দ্রোনিকাস্ নামে রাজা হন। ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অন্দ্রোনিকাস্ ৩য়—পূর্ব্ব রোম-সাম্রাজ্যের জনৈক অধীশ্বর। তিনি ২য় অন্দ্রোনিকাসের পুত্র মাইকেলের পুত্র। ১৩২৮খৃঃ পিতামহ ২য় অন্দ্রোনিকাস্ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিলে ৩য় অন্দ্রোনিকাস্ রাজ্যারোহণ করেন। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই চতুর্দ্দশবর্ষকাল তিনি তুর্কদিগের সহিত অহরহঃ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি থেসলী ও ইপিরাস এবং লেসবস ও চিয়স জেনোয়া বাসীর নিকট হইতে কাড়িয়া লন।

অন্দ্রোমাকী—(Andromache), গ্রীক পৌরাণিক আখ্যানে বর্ণিত রাজকন্যা। থেবীরাজ ইটিওনের (Eetion) কন্যা ও হেক্টরের পত্নী। অকিলিসের হস্তে তাঁহার পিতা সপ্তভ্রাতাসহ বন্দী হন এবং অকিলিস্ তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার মাতা বন্ধনমুক্ত হইলেও আর্টিমিসের হস্তে নিহতা হইয়াছিলেন।

ট্রয়যুদ্ধে তাঁহার স্বামী হেক্টর অকিলিসের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। নগর অধিকারের পর তাঁহার পুত্র অষ্টিয়ানাক্সকে দুর্গ-প্রাকার হইতে নিক্ষেপ করা হয়। যুদ্ধশেষে বিজেতাগণ যখন বন্দীকৃত বিপক্ষদিগকে বিভাগ করিয়া লয়েন তখন অন্দ্রোমাকী অকিলিসের পুত্র পিরাউসের নিওপ্টোলেমাসের ভাগ্যে পতিত হন। অন্দ্রোমাকীর রূপমুগ্ধ অকিলিসপুত্র তাঁহাকে এপিরাসে লইয়া যান। এখানে তাহার তিনটী পুত্র জন্মে। ডেলফীর যুদ্ধে নিওপ্টোলেমাস নিহত হইলে তিনি স্বীয় পত্নী ও রাজ্য হেক্টরের ভ্রাতা হেলেনাসের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। (Virgil, Æn. III)

এই তৃতীয় স্বামীর মৃত্যু হইলে অন্দ্রোমাকী কনিষ্ঠ পুত্র পার্গামসকে সঙ্গে লইয়া এসিয়ামাইনরে আসেন। পার্গামাস এখানে স্বনামে নগর প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাকবি হোমর তাঁহাকে কোমলপ্রাণা ও স্নেহময়ী জননীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যে উৎপীড়িত হইয়াও তিনি বিচলিত হন নাই। অষ্টিয়ানাক্সের মৃত্যুদৃশ্য এবং হেক্টরের নিকট হইতে অন্দ্রোমাকীর বিদায় বিবরণ (Iliad vi) প্রাচীন ভাস্করশিল্পে প্রতিফলিত হইয়া ভাবরাজ্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে।

অন্দ্রোমিডা (Andromeda),—ইথিওপীয়রাজ সিফিউস্ ও কাসিওপিয়ার (Cepheus and Cassiopeia) কন্যা। গ্রীক পৌরাণিক আখ্যানে বর্ণিত আছে, রাণী কাসিওপিয়া আপনাকে নেরিদের অপেক্ষা সৌন্দর্য্যময়ী জ্ঞান করিতেন। ইহাতে কুপিত হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ পোসিডন (Poseidon) তদ্রাজ্য বন্যা প্লাবিত করেন। ঐ প্লাবনে এক সামুদ্রিক রাক্ষস রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য ও পশু নাশ করিতে থাকে। তখন আমোনের দৈববাণী (Oracle of Ammon) হয়, যতক্ষণ না রাজা স্বীয়-কন্যা অন্দ্রোমিডাকে রাক্ষসকরে অর্পণ করিবেন, ততক্ষণ দেশবাসী শান্তি পাইবে না। তখন বাধ্য হইয়া রাজা প্রিয়কন্যা অন্দ্রোমিডাকে সাগরতীরে একটী পাহাড়ের উপর বাঁধিয়া রাখিয়া আসেন।

ঠিক ঐ সময়ে, গর্গণকে হত্যা করিয়া পার্সিউস্ ফিরিতেছিলেন তিনি অন্দ্রোমিডাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া এবং ইহার কারণ পরিজ্ঞাত হইয়া রাক্ষসকে নিহত করেন। তিনি অন্দ্রোমিডাকে বিবাহ করিবেন মনস্থ করিলে, অন্দ্রোমিডার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত স্বামী ফিনিউস আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান। উভয়ে যুদ্ধারম্ভ হয়। গর্গনের মুখদর্শনে ফিনিউস্ প্রস্তরীভূত হন। তখন পার্সিউস্ অন্দ্রোমিডাকে বিবাহ করিয়া আর্গসের অন্তর্গত টীরিন্সে লইয়া যান। তাঁহার সন্ততিবর্গ পার্সিডি নামে খ্যাত হয়। (Ovid, Metam IV)

আন্দ্রোমিডার মৃত্যু হইলে অথেনা দেবী (Athena) তাঁহাকে লইয়া উত্তর আকাশে পার্সিউস্ ও কাসিওপিয়ার পার্শ্বে নক্ষত্ররূপে স্থাপন করেন। সোফোক্লিস, ইউরিপাইডিস এবং পরে কর্ণেলী অন্দ্রোমিডার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভাস্করগণ উহা হইতে উপাদান সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

টলেমী, টাইকোব্রাহি, হেবেলিয়াস্ প্রভৃতি অন্দ্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের উল্লেখ করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্ হার্টউইগ (C E A Hartwig) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিহারিকা মণ্ডলে Nova Andromedæ নামে নূতন তারকা আবিষ্কার করেন। R Andromedæ একটী পরিবর্ত্তনশীল তারকা। Biela's Comet নামক

ধূমকেতুতে Andromedids নামে জ্যোতির্ময় উল্কাসমষ্টি এই নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে আলোক পায়। [উল্কা ও নিহারিকা দ্র°]

অন্ড্রোসিয়ন (Androtion),—একজন গ্রীক্ বাগ্মী ও বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্। অনুমান ৩৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ডেমস্থেনিসের সমসাময়িক ও আইসোক্রেটীসের শিষ্য। ডেমস্থেনিস ও আরিষ্টটল তাঁহার বাগ্মিতার প্রশংসা করিয়াছেন।

ইনি রাজকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। দেশবাসীর অসন্তোষ নিবন্ধন মেগারায় নির্ব্বাসিত হন। এখানে অবস্থানকালে তিনি Atthis নামে এটিকা প্রদেশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন।*

অন্দবার—মেবারের একটী দুর্গ। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে (হিজরা ৮২১) সুলতান মুবারক শাহ বাহাদুর নাদিরের পৌত্রদ্বয় অন্দু ও কন্দুকে আক্রমণ করিলে দুই ভ্রাতা এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান অন্দবার ধ্বংস করিয়া তাঁহাদিগকে আসেরাবে বিতাড়িত করিয়া দেন। অতঃপর তাঁহারা বশ্যতা স্বীকার করেন।

অন্ধ—(ত্রি) [অন্ধ- অচ্, অথবা, অবিদ্যমানং ধ্যানং দর্শনমস্মিন্] চক্ষুর্বিহীন, যে দুইটী চক্ষুতেই দেখিতে পায় না। এক চক্ষে দেখিতে না পাইলে তাহাকে কাণ কহে। চলিত কথায় তাহাকে আমরা 'কাণা' বলি। দুই চক্ষে দেখিতে না পাইলে তাহাকে অন্ধ কহে। কিন্তু চলিত বাঙ্গালায় এই দুই শব্দের অর্থে বিশেষ কিছু প্রভেদ করা হয় না।

অন্ধ দুই প্রকার। কোন কোন লোক জন্মান্ধ, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তাহারা দুই চক্ষেই দেখিতে পায় না। বৈদ্যেরা বলেন ঋতুর তিন দিনের মধ্যেই গর্ভসঞ্চার হইলে গর্ভিণীর সাধ পূরণ না করিলে অন্ধ সন্তান জন্মে। গর্ভের ভিতরে সন্তান কি কি কারণে অন্ধ হয়, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এখনও একথার কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। অন্য প্রকার অন্ধ জন্মাবধি নয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোন সময়ে কোন প্রকার রোগে বা অন্য কোন কারণে চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। কিরূপে দর্শনজ্ঞান জন্মে এবং চক্ষুর কোন্ কোন্ স্থান নষ্ট হইলে মনুষ্যাদি অন্ধ হয়, তাহার বিবরণ চক্ষু শব্দে দেখ। আমাদের শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের নিমিত্ত মানুষ অন্ধ হয়। জাত্যন্ধ ব্যক্তি বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

অজ্ঞানান্ধ অর্থাৎ যাহার জ্ঞান নাই, অজ্ঞতা দ্বারা যে অন্ধ হইয়া আছে। দিবান্ধ—যে দিবাভাগে দেখিতে পায় না, যেমন পেচকাদি। মেষ, বৃষ এবং সিংহকেও দিবান্ধ কহে। রাত্র্যন্ধ—যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না। যেমন কপোত প্রভৃতি পক্ষী। অনেক মনুষ্য বিশেষ পীড়াবশতঃ রাত্রিকালে দেখিতে পায় না। মিথুন, কর্কট এবং কন্যারাশিকেও রাত্র্যন্ধ কহে। বর্ণান্ধ—যে সবুজ প্রভৃতি বর্ণ দেখিতে পায় না। [রাত্র্যন্ধ ও বর্ণান্ধের বিবরণ চক্ষু দ্র°]

২ অন্ধ শব্দে পরিব্রাজকবিশেষকে বুঝায়। যিনি চলিবার সময় কেবল পায়ের নিকটের পথ দেখিতে দেখিতে যান, দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না।

৩ অন্ধতীতি অন্ধ ক্লী° জোষণ-দ্বিচ্-অচ্। অন্ধকার। ৪ অজ্ঞান। ৫ জল।

অন্ধ্—বেরারবাসী নিম্নশ্রেণীর এক কৃষিজীবী জাতি। বেতুল, আকোলা ও বুলধানা জেলায় ইহাদের বাস দেখা যায়। ইহারা সুপ্রাচীন অন্ধ্ররাজ্যবাসী বলিয়া লোকে ইহাদিগকে অন্ধ্রদেশের নামানুসারে অন্ধ্ নামে অভিহিত করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, ইহাদিগকে এই দেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, ইহাদের মধ্যে মেন্দারী, পরদেশী, আড়িয়া প্রভৃতি থাক্ দেখিয়া মনে হয়, ইহারা বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কিচেনের বেরার আদম সুমারীর বিবরণীতে দেখা যায় যে, এখনও হায়দরাবাদ হইতে পেনগঙ্গা (বেনগঙ্গা) নদী অতিক্রম করিয়া অন্ধজাতীয় অনেক লোক এ ইহাদের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে।

ইহাদের মধ্যে বড়জাতি ও ছোটজাতি নামে দুইটী শাখা আছে। উভয় শাখাভুক্ত নরনারী একত্র আহার করে বটে, কিন্তু পরস্পরে বৈবাহিক আদান প্রদান করে না। বড়জাতিরা আপনাদের শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ অন্ধ বলিয়া মনে করে। ইহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে বাজিরিয়া, শিরসী, কুমারে, দুকারে, তিভারে, বাঘমারে প্রভৃতি কএকটী শ্রেণী আছে। ঐ নামগুলি পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদির নাম হইতে সংগৃহীত। ইহাদের আপনাপন থাকের মধ্যে বিশেষতঃ খুড়-তুতো ভাইবোনে বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহাদিগকে কন্যাদান নিষিদ্ধ নহে। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে শিশুকন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল। এখন অনেকে বয়স্থা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। কন্যার উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইলে সে বিবাহের পরই স্বামিগৃহে যায়। বিবাহপ্রথা কুন্বি জাতির মত। মাঘ, ফাল্গুন বা জ্যৈষ্ঠমাসে সাধারণতঃ ইহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। ধনী ব্যক্তিরা ৫।৭টীর অধিক স্ত্রীও রাখিতে পারে। স্ত্রীলোকে পতিত্যাগ ও পুনর্বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু ভিন্ন দেবকের বা স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না। অবিবাহিতা বালিকা যদি স্বজাতির মধ্যে অথবা কোন উচ্চবর্ণের যুবকের সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়া গর্ভিণী হয়, তাহা হইলে বিধবা-বিবাহপ্রথায় বিবাহিত হইতে পারে। এতদ্দেশের মধ্যে এই যে বিবাহকালে তাহাদের

* Vide—L' Attide di Androzione lun papare di Oxyrhynchos by Gaetano de Sanctis, 1908

পা-ধৌত করিয়া দেওয়া হয় না, অথবা কুমারীদিগের ন্যায় তাহাদিগকে অলক্তক বা সিন্দুর রঞ্জিত করা হয় না।

অনেক সময় অন্ধ রমণীরা মহার, মাঙ্গ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির লোকদের সহিত গুপ্তপ্রণয়ে আসক্ত হয়, কিন্তু ধরা পড়িয়া গেলে সামাজিক দণ্ড দিয়া, অথবা স্বজাতিকে ভোজ দিয়া স্ব-সমাজে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে।

ইহারা মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। মাটিতে পুতিবার সময় মৃতের মস্তক দক্ষিণমুখী করিয়া রাখে, এবং মুখে মন্ত্রোচ্চারিত পিণ্ড বা পঞ্চরত্ন না দিয়া কেবল একটু চিনি ও জল দেয়। ইহারা মুরগী, শূকর, বিড়াল, ইঁদুর, সর্প প্রভৃতির মাংস খায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহারা এই সকল নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে না। ইহারা কুন্‌বি, মালি বা কোলি জাতির অন্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু গোঁড়দিগের হাতে খায় না।

গ্রাম্য-পঞ্চায়ৎ দ্বারা ইহাদের সামাজিক অপরাধের বিচার হইয়া থাকে। পঞ্চায়তের প্রধান 'মহত্তরিয়া' নামে খ্যাত। কোপাড়িয়া ও ডুকারিয়া তাহার অধীনস্থ কর্মকারক। ডুকারিয়া দোষী ব্যক্তিকে পঞ্চায়তে ডাকিয়া আনে, তাহার পর তাহার অপরাধের বিচার হয়। দোষ সাব্যস্ত হইলে দোষীর উপর যে অর্থদণ্ড করা হয় তাহার কিয়দংশ মহত্তরিয়া পায়। কোপাড়িয়াকে একখানি বস্ত্র দেওয়া হয় এবং ডুকারিয়া ভোজের জন্য আনীত মৃত্তাও পাইয়া থাকে।

ইহারা কৃষিকার্যে যেমন পটু, শীকারেও তেমনি সিদ্ধহস্ত। হরিণ, খরগোস, শূকরছানা ও নীলগাই ইহারা বেশ সুকৌশলে জাল দিয়া ধরে, এবং কখন কখন পাথর ছুঁড়িয়া বা লাঠি দ্বারা তাহাদিগকে মারে। ইহারা নদীতে মাছ ধরিয়াও খায়। ইহাদিগের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিলে মনে হয়, এককালে ইহারা অনার্য্য ছিল। সভ্য হিন্দুদিগের সাহচর্য্যে আসিয়া হিন্দুর আচার ব্যবহারের অনেকটা নকল করিতে শিখিতেছে। ইহারা জাতবালকের মরাঠী নাম রাখে। কখন কখন পরে নিজের ইচ্ছামত সুমিষ্ট নাম ধরিয়া ডাকে।

অন্ধ৬ (অউন্ধ)—দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী জায়গীর। অক্ষা° ১৭°৬′১৫″ হইতে ১৭°৩৪′১৫″ উ° এবং দ্রা° ৭৪°১৬′১৫″ হইতে ৭৪°৫২′৩০″ পূ° মধ্য। ভূ-পরিমাণ—২১৩ বর্গমাইল। উৎপন্ন দ্রব্য—গম, তুলা, মাখন, তৈল প্রভৃতি। স্থানীয় অধিপতি হিন্দু ব্রাহ্মণ। এই অধিপতির বংশ-পরম্পরা গত উপাধি—পন্থ-প্রতিনিধি। 'পন্থ-প্রতিনিধি' অর্থে রাজার প্রতিনিধি। শিবাজী তাঁহার কএকজন অধীনস্থ শাসককে এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি উহা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

অন্ধ৭—বোম্বাই প্রদেশস্থ অন্ধরাজ্যের একটী নগর। সাতারার ২৬ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩২′৪৫″ উ° এবং দ্রা° ৭৪°২২′৩০″ পূ°।

অন্ধ৮—অক্লিনা নামক নদী। (দেবীভাগবত ৮.১১)

অন্ধক১—(পুং) [অন্ধ-এর অন্ধঃ স্বার্থে কন] বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মমতার গর্ভে এবং উতথ্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তিনি বৃহস্পতি-শাপে জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম দীর্ঘতমা। (মহাভারত আ°)। ২ দেশবিশেষ। ৩ স্থানবিশেষ। ৪ ভুবুক। (কাঁচাধনে) ৫ অন্ধ।

অন্ধক২—দৈত্যবিশেষ। দিতির গর্ভজাত কশ্যপের পুত্র। ইঁহার সহস্র হস্ত, সহস্র মস্তক, দ্বিসহস্র বাহু ও দ্বিসহস্র চরণ ছিল। কশ্যপ-পত্নী দিতির বহুপুত্র দেবগণ কর্তৃক বিনষ্ট হইলে দিতি পুনরায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া রুদ্র বা অন্য দেবগণের অবধ্য এক তনয় প্রার্থনা করেন। তদনুসারে কশ্যপ অঙ্গুলি দ্বারা দিতির উদর স্পর্শ করিলে এই তনয় প্রসূত হয়। এই মহাসুর দ্বিসহস্র চক্ষু থাকিলেও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অন্ধের ন্যায় চলিতেন বলিয়া 'অন্ধ' নামে অভিহিত হন। ইনি সর্বদাই কু-কার্য্যে রত থাকিতেন ও বলপূর্বক লোকদিগের ধনরত্ন ও স্ত্রী কন্যা অপহরণ করিতেন। অপ্সরাদিগকে লইয়া ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতেন। মুনি-ঋষিরা ইহার ভয়ে ক্রিয়াকর্ম কিছুই করিতে পারিতেন না। ইহার উপদ্রবে দেবতারাও যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইতেন। উৎপীড়িত দেবতারা বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হন। তাঁহারই পরামর্শে দেবতারা মহর্ষি নারদের নিকট সদুপায় গ্রহণ করিতে যান। ফলে, মহর্ষি নারদ সাধারণের অগম্য দেবাদিদেবের মন্দার পর্বতস্থিত উদ্যানজাত মন্দার পুষ্পের মালা গলায় পরিয়া একদিন অন্ধকভবনে গমন করেন। তখন দৈত্যরাজ নারদের মুখে সেই সুগন্ধি মাল্যের পরিচয় অবগত হইয়া পুষ্প সংগ্রহের জন্য মন্দার পর্বতে গমন করেন। পর্বতের উপরিস্থিত উদ্যানে তখন উমা ও মহাদেব রতি-ক্রীড়ারত ছিলেন। অন্ধককে অসময়ে তথায় উপস্থিত দেখিয়া মহাদেব তাঁহাকে বধ করেন। (হরিবংশ) ইহার পুত্র বক ও আড়ি। (পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড)

২ এক মুনি। রাজা দশরথ মৃগয়া করিতে গিয়া ইঁহার একমাত্র পুত্র সিন্ধুকে আরণ্যগজভ্রমে শব্দভেদী বাণে বধ করেন। রাজা মৃত পুত্রকে লইয়া আশ্রমে আগমন করিয়া মুনি-দম্পতীকে আকস্মিক বিপদের কথা বলিলে, মুনি ও তাঁহার পত্নী পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া বহুক্ষণ বিলাপ করেন। অতঃপর মুনি রাজাকে বলিলেন, মহারাজ একটা চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি ও আমার পত্নী পুত্রসহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া পুত্রশোক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি

পাই। চিতা প্রস্তুত হইলে মুনি দশরথকে অভিশাপ দেন, যে পুত্র শোকের নিদারুণ জ্বালায় তাঁহারও মৃত্যু হইবে। রাজা দশরথ তখনও অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং অভিসম্পাত শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন, আপনি আমাকে যে শাপ দিলেন তাহা আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইল, কারণ এখনও আমার পুত্র মুখ দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। ইহার পরে রাজা দশরথ তিন জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বীয়রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (অধ্যাত্মরামায়ণ, রঘুবংশ)

৩ যদুবংশীয় মহারাজ সাত্বতের অন্যতম পুত্র। ইঁহার কুকুর, ভজমান, শুচি ও কম্বলবর্হিষ নামে চারি পুত্র জন্মে। (লিঙ্গপুরাণ)

অগ্নিপুরাণমতে—যদুবংশীয় অন্তুর পুত্র সাত্বত এবং তৎপুত্র অন্ধক। (অগ্নিপু°)

৪ সোমবংশীয় রাজা দুর্দ্দমের পুত্র। ইঁহার চারিপুত্র কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজা। (কূর্ম্মপুরাণ)

৫ দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের পুত্র। মহাদেবের আরাধনা করিয়া দৈত্যপতি এই পুত্র লাভ করেন। ইনি পার্ব্বতীকে হরণ করিতে গিয়া মহাদেবের হস্তে নিগৃহীত হন। অবশেষে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে তিনি স্বীয় উদারতায় ক্ষমা করিয়া ইহাকে আপনার গণের মধ্যে গ্রহণ করেন। (কূর্ম্মপুরাণ)

৬ যদুবংশীয় রাজা সাত্বতের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে যে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার অপর ভ্রাতাদের নাম ভজমান, মহাভোজ, বৃষ্ণি ও দেবাবৃধ। ইঁহার ঔরসে ও পত্নী কাশ্যদুহিতার গর্ভে কুকুর, ভজমান, শমীক ও বলগর্ব্বিত নামে চারিপুত্র জন্মে। (কূর্ম্মপু) [কুকুর দ্র°]

৭ চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের ঔরসে ও তদীয় পত্নী বিরজার গর্ভে যে ছয়টী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার অপর ভ্রাতাদের নাম—যতি, যযাতি সংযাতি, আয়াতি ও বিযাতি। (লিঙ্গপু°)

৮ যদুবংশীয় রাজা ক্রোষ্টার পুত্র যুধাজিতের অন্যতম পুত্র। ইঁহার ভ্রাতার নাম বৃষ্ণি। (হরিবংশ)

৯ সূর্য্যবংশীয় রাজা ভীমের পুত্র। পুত্রের নাম রেবত। (হরিবংশ)

১০ যদুবংশী শ্বফল্কের পুত্র [অক্রূর দ্র°]

১১ যযাতির বংশে দনুর তনয়। অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি। (ভাগবত)

১২ পুরাণবর্ণিত এক মহাদৈত্য। ইনি দেবগণকে সুমেরু পর্ব্বত হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেবগণ ইহার প্রতিকার মানসে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে সঙ্গে লইয়া শিবের আশ্রয়প্রার্থী হন। দৈত্যরাজ অন্ধক এই সময়ে মহাদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহাদেব অসুরকে শূলে বিদ্ধ করেন। অসুর-রক্ত ভূমিতে পতিত হওয়ায় অসংখ্য অসুর সৃষ্ট হয়। অসুরকুল ধ্বংস করিতে মহাদেব স্বীয় মুখ হইতে যোগীশ্বরী, মহেশ্বর হইতে মাহেশ্বরী, বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণবী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণী, কুমার হইতে কৌমারী, ইন্দ্র হইতে ঐন্দ্রী, যম হইতে যমদণ্ডধারিণী এবং বরাহ হইতে বারাহী প্রভৃতি মাতৃকাগণ সৃষ্ট করিয়া অসুররক্ত ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই তাহা পানের ব্যবস্থা করেন। (বরাহপুরাণ)

অন্ধক,—প্রাচীন আর্য্যগণের একটী শাখা। সাত্বতপুত্র অন্ধকের বংশধরগণ অন্ধক নামে পরিচিত হন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

"অন্তর্ব্বত্নেষু বৈদর্ভ্যাং ভজমেত্যাং পুরুষতঃ।
ঐক্ষ্বাকী চাভবদ্ভার্য্যা অস্তোস্ত্তায়মজায়ত ॥
সাত্বতঃ সত্বসংযুক্তঃ সাত্বতাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
ইমাং বিসৃষ্টিং বিজ্ঞায় জ্যামঘস্ত মহাত্মনঃ ॥
প্রজাবানেতি সাযুজ্যং রাজ্ঞঃ সোমস্য ধীমতঃ।
সাত্বতান সত্বসম্পন্নান কৌশল্যা সুষুবে সুতান্।
ভজিনং ভজমানঞ্চ দিব্যং দেবাবৃধং নৃপ ॥
অন্ধকঞ্চ মহাভোজং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্।"

(মৎস্যপু° ৪৪ ৪৪-৪৮)

পুরুযানের পুত্র অন্ত, তাঁহার পুত্র সাত্বত। এই সাত্বত হইতে ভজিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ, অন্ধক, মহাভোজ ও বৃষ্ণি প্রভৃতি যদুনন্দনগণ জন্মগ্রহণ করেন।

বিষ্ণুপুরাণেও সাত্বতের এই কয় পুত্রের উল্লেখ আছে। (৪.১৩১) পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে লিখিত আছে "ঋষ্যন্ধক বৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ" (৪ ১ ১১৪) ও "রাজন্যবহুবচনদ্বন্দ্বেঽন্ধকবৃষ্ণিষু" (৬ ২ ৩৪) মহাভারতে বৃষ্ণি অন্ধক প্রভৃতি সংঘ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে বৃষ্ণি, অন্ধক, লিচ্ছবি ও মল্লগণ ব্রাত্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা ঐতিহাসিক যুগে কুরুপঞ্চালগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমান্তে বাস করিত। অনেকে মনে করেন ইহারা আর্য্যগণের প্রথম দল, পরে পুরুভারত অর্থাৎ কুরুপঞ্চালগণের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে ছড়াইয়া পড়েন। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে ভরত সাত্বতগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করেন। (শতপথব্রাহ্মণ ১৩.৫.৪ ২১)। ভরত গঙ্গা ও যমুনার তীরে যজ্ঞ করেন। সম্ভবতঃ সাত্বতগণ ঐ স্থানের নিকটেই বাস করিতেন।

[সাত্বত, যদু, বৃষ্ণি দ্র]

অন্ধকক্ষয়কর—(পুং) [অন্ধকানাং যাদবানাং ক্ষয়কৃঃ নাশকঃ

৬-তৎ] বিষ্ণু, যিনি যাদবদিগকে নষ্ট করিয়াছেন। [অন্ধকস্য দৈত্যবিশেষস্য ক্ষয়করঃ] ২ মহাদেব।

অন্ধকঘাতিন্—(পুং) শিব। অন্ধক নামক দৈত্যের নিহন্তা।

অন্ধকমৃত্যুজিৎ—(পুং) [অন্ধকঃ অসুরবিশেষঃ, মৃত্যুর্মরণং চ তৌ জয়তি অন্ধক-মৃত্যু-জি-কিপ্, উপপদস°] মহাদেব, যিনি অন্ধকদৈত্য ও মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। "মদনান্তকমৃত্যুজিৎ" (নৈষধ ৪।৭১)

অন্ধকরিপু—(পুং) [অন্ধকস্য রিপুঃ শত্রুঃ, ৬-তৎ] মহাদেব, যিনি অন্ধক নামক দৈত্যকে নষ্ট করিয়াছিলেন। ২ শ্লেষ-কাব্যাদিতে অন্ধকারনাশক চন্দ্রসূর্য্যাদিকেও বুঝায়।

অন্ধকরু—অন্ধকের পুত্র। (ব্রহ্মপুরাণ) [ক্রোষ্টা দ্র°]

অন্ধকবর্ত্ত—(পুং) [অন্ধক ইব বর্ত্ততে বৃত-অচ্] পর্ব্বত-বিশেষ।

অন্ধকবৃষ্ণি—(পুং) অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশজাত সন্তানগণ।

অন্ধকাক—(পুং) কাকের আকৃতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পক্ষিবিশেষ।

অন্ধকান্তক—অন্ধক নামে মহা বলশালী দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেব এই নামে অভিহিত হইয়াছেন।

অন্ধকার—(পুং) [অন্ধং করোতীতি কৃ-অণ্। উপপদস°] তিমির, তমঃ। ন্যায়মতে তেজোময় দ্রব্যের অভাবরূপকেই অন্ধকার বলে। যথা "নীলং তমোধাবতীতি" এখানে নীল-রূপবান্ ও ধাবনাদি ক্রিয়াযুক্ত দ্রব্যবিশেষকেই বুঝাইতেছে। মীমাংসকেরা বলেন, চক্ষুদ্বারা আলোকের প্রত্যক্ষ হয় অতএব আলোকের সহকারিত্ব চক্ষুতে যেরূপ বিদ্যমান, তদ্রূপ অন্ধকারেরও পেচকাদির প্রত্যক্ষহেতু সহকারিত্বের অভাব হইল না। অতএব ইহাও একপ্রকার পদার্থ।

২ আলোকের অভাব। অন্ধকার শব্দের অপভ্রংশে 'আঁধার' শব্দ প্রচলিত আছে। "অন্ধকারোঽস্ত্রিয়াং ধ্বান্তং তমিস্রং তিমিরং তমঃ" (অমর)। "বলবানন্ধকারঃ" (মৃচ্ছকটিকম্) ও রাজবল্লভ অন্ধকারের এই কএকটী গুণ লিখিয়াছেন—ইহা ভয়, দৃষ্টি এবং তেজের অবরোধক। ইহা তিক্ত। অন্ধকারে সকল ব্যাধি জন্মে। "ভয়দৃষ্টিতেজোঽবরোধকরঃ রোগজনকশ্চ" (রাজনি°)

প্রায় সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ কেবল অন্ধকারে আবৃত ছিল। তাহার পর, ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি হইতে ক্রমে সূর্য্য চন্দ্র তারকাদি সৃষ্টি হইলে জগৎ আলোকময় হইয়াছিল। (মনু ১.৫-৯)

অন্ধকারক—(পুং) ক্রৌঞ্চদ্বীপের অন্তর্গত দেশবিশেষ। ইহা প্রাবরক ও মুনি নামক দেশের মধ্যে অবস্থিত। এখানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ বাস করেন। তাঁহারা সকলেই গৌরবর্ণ।

অন্ধকারক২—ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি রাজা দ্যুতিমানের অন্যতম পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র রাজা দ্যুতিমান্। কুশল, মন্দগ (মন্দগতি) উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সাতটী দ্যুতিমানের পুত্র। তিনি পুত্রগণকে তৎতৎ নামীয় বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। (বিষ্ণুপুরাণ)

অন্ধকারময়—(ত্রি) [অন্ধকার-প্রাচুর্য্যে ময়ট্] অত্যন্ত অন্ধকার-যুক্ত। (কথাসরিৎ ৪৫১)

অন্ধকারবাদ—নৃসিংহশাস্ত্রি-প্রণীত ন্যায়বিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অন্ধকারি—(পুং) [অন্ধকস্য দৈত্যবিশেষস্য অরিঃ শত্রুঃ ৬-তৎ] মহাদেব। ইনি অন্ধক নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ২ মেঘে অবস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্য।

অন্ধকাসুর—পুরাণবর্ণিত অসুরভেদ। শিবপুরাণে অন্ধকাসুরের এইরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি বিবৃত হইয়াছে—

"গর্জ্জো বভূবাথ করালবক্ত্রো ভয়ঙ্করঃ ক্রোধপরঃ কৃতঘ্নঃ।
অন্ধো বিরূপী জটিলশ্চ কৃষ্ণো নরেতরো বৈকৃতিকঃ সুরোষা।
গায়ন্ রুদন্ প্রহসন্ নৃত্যমানো বিলেলিহানো ঘরঘোরঘোষঃ॥"

অন্ধ বা অন্ধকাসুরের মুখ করাল ও মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর। তিনি ক্রোধপর কৃতঘ্ন, চক্ষুহীন, বিকৃতরূপী, জটামণ্ডিত, কৃষ্ণবর্ণ, নর হইতে বিভিন্ন এবং ঘন লোমবিশিষ্ট। কখনও গান করিতেছেন কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন ও কখনও নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার জিহ্বা লেলিহান এবং গলার স্বর অত্যন্ত কর্কশ।

অন্ধকূপহত্যা—১৪৬ জন ইংরেজকে একটী ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া বাঙ্গালার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার আদেশে যে লোমহর্ষণ-কাণ্ড সাধিত হয়, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যা নামে প্রসিদ্ধ এবং ইংরেজ-লেখকের ইতিহাসে ইহা "Black Hole Tragedy" নামে কথিত। ইষ্টইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের একটী ক্ষুদ্র অন্ধকারগৃহ এই বন্দিশালা-রূপে গৃহীত হইয়াছিল।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে পরামর্শ দেন, যেন ইংরেজ বণিক্‌গণ কলিকাতার সন্নিকটে দুর্গ নির্ম্মাণ ও সেনাসংগ্রহ না করে। এই কারণে সিরাজ প্রথম হইতেই ইংরেজদিগের উপর নজর রাখিয়াছিলেন। ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ বা কৃষ্ণদাস জগন্নাথ-দর্শনের ছলনায় কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হইয়াছে দেখিয়া,

সিরাজ বিরক্ত হইলেন এবং কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে কলিকাতায় অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে আদেশ করিলেন।

কলিকাতায় কোম্পানীর কর্মচারিগণ সিরাজের সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, অধিকন্তু, তাহারা দুর্গ-সংস্কার করিতেছেন শুনিয়া সিরাজ মাতামহের অন্তিম উপদেশ স্মরণ করিয়া ড্রেক সাহেবকে পত্রপাঠ দুর্গসংস্কার বন্ধ রাখিতে ও নগর-প্রাকার নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়া-অভিযানকালে রাজমহলের নিকট ড্রেক সাহেবের পত্রোত্তর সিরাজের হস্তে পৌঁছিল। তাহার মর্ম এই যে 'প্রাকার-নির্মাণের কথা মিথ্যা কেবল গঙ্গাতীরস্থ গোলাবর্ষীর স্থানে স্থানে সংস্কার করা হইতেছে মাত্র।'

নবাব সে কথা বিশ্বাস করিলেন না। ইহা ইংরেজদিগের চাতুরী মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ কাশিমবাজারস্থ কুঠি আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ অধ্যক্ষ ওয়াট্স্ ও অন্যান্য কর্মচারিগণকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা এই মর্মে এক 'মুচলিকা' স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন যে, 'ইংরেজগণ কলিকাতায় দুর্গ প্রাচীর চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন।' ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সিরাজ উদ্দৌলা পুনরায় কলিকাতা আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

নবাবের কলিকাতা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য কোম্পানীর কর্মচারিগণ বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন ইংরেজগণ নবাবকে বাধা দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান হইতে সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ ও চন্দননগরের ফরাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কিছু ফল হইল না দেখিয়া অবশেষে ইংরেজগণ আপনারাই কলিকাতারক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। কলিকাতায় এই সময়ে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্য ছিল, তজ্জন্য দেশীয় সৈনিকের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে হইল। কিন্তু তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় কোম্পানীর কর্মচারিগণ কলিকাতার নিকটস্থ নবাবের টানার দুর্গ অবরোধের চেষ্টা করিলেন। বহু চেষ্টাতেও তাঁহারা সফলকাম হইতে পারিলেন না। অতঃপর তাঁহারা কলিকাতায় কৃষ্ণবল্লভ ও অমিচাঁদকে (আমীরচাঁদ) বন্দী করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাগবাজারের অদূরস্থ চিৎপুর প্রাকার ও সেতুর নিকট ইংরেজ-সৈন্য কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নবাব-সৈন্য কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের অরক্ষিত স্থান দিয়া কলিকাতায় প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে দুর্গের দিকে ধাবিত হইল। তাহা দেখিয়া দুর্গের বাহিরের তোপমঞ্চ হইতে ইংরেজ ও গোলন্দাজ-সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল।

তাহার পর কোনরূপে দুর্গরক্ষার সাময়িক ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ মহিলা ও শিশুগণকে নৌকাযোগে জাহাজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক প্রভৃতি পলাইয়া ফলতার নিকট জাহাজে আশ্রয় লইলেন।

এই সময় দুর্গমধ্যে পর্তুগীজ ও আর্মানী ব্যতীত ১৭০ জন ইংরেজ-সৈন্য ছিল। তাহারা পরামর্শ করিয়া ড্রেক প্রমুখ পলায়িত কর্মচারিগণকে পদচ্যুত করিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে হলওয়েল সেনানায়ক নিযুক্ত হইল।

হলওয়েল মুষ্টিমেয় ইংরেজ ও দেশীসৈন্য লইয়া দুর্গরক্ষায় ব্যর্থ হইলেন। নবাব-সৈন্য দুর্গ অধিকার করিল। অপরাহ্ণে সেনাপতি ও অমাত্যবর্গসহ নবাব দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দুর্গে প্রবেশ করিয়া নবাব ইংরেজদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন এবং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যে কলিকাতা সহরের অনেকগুলি অট্টালিকা ধ্বংস করিতে হইয়াছে, তাহার জন্য নবাব দুঃখপ্রকাশ ও ইংরেজদিগের নিন্দা করেন। অতঃপর তিনি বন্দী অমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে মুক্তি দেন। তাঁহার আদেশে বন্দী হলওয়েল সাহেবকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সঙ্গে আর্মানী ও পর্তুগীজগণকে নিরাপদে দুর্গ হইতে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। এই সময়ে নবাবের সৈন্যগণ লুটপাট করিয়া বেড়াইতেছিল।

এই অবসরে কয়েকজন ইংরেজ-সৈন্য কোম্পানীর কর্মচারিগণের পরিত্যক্ত আবাসগৃহ হইতে মদ্য-সংগ্রহ করিয়া সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং নবাবের সৈন্যগণকে প্রহার করে। নবাবের সৈন্যগণ এই কথা নবাবের কর্ণগোচর করিলে নবাব তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন এবং সেনাপতি মাণিকচাঁদের উপর দুর্গরক্ষার ভার দিয়া বিশ্রামার্থ শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। মাণিকচাঁদ বন্দীদিগকে যথাস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য স্বীয় অধীনস্থ রক্ষীদিগকে আদেশ দেন।

অপরাধীদিগকে দুর্গমধ্যে যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখা হয়, হলওয়েলের লেখনীতে তাহার নাম 'Black-hole' বা অন্ধকূপ। তাহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট ও প্রস্থে ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি। তাহাতে দুইটী মাত্র জানালা ছিল। ঐ জানালা দুইটী লোহার গরাদে দ্বারা আবদ্ধ। এই অন্ধগৃহ মধ্যে বন্দিগণকে জোর করিয়া প্রবেশ করান হয়। বন্দীদিগের মধ্যে অনেকগুলি আহত ও কয়েকটী স্ত্রীলোক ছিল। আষাঢ়ের দারুণ গ্রীষ্মে পিপাসায় ও শ্বাসরোধ হইয়া বন্দিগণের অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য ইহাকে 'অন্ধকূপহত্যা' বলা হইয়াছে।

এই অন্ধকূপহত্যার লোমহর্ষণকাহিনী ও বন্দীদিগের সংখ্যা লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কলিকাতার কর্মচারী হলওয়েল সাহেবও এই বন্দীদিগের মধ্যে একজন। তিনি যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে, বন্দীদিগের সংখ্যা ১৪৬ জন এবং সকলেই ইউরোপীয়। প্রচণ্ড গরমে ও পিপাসায় কাতর হইয়া বন্দিগণ জোর করিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। তাহার পর হলওয়েল সাহেব একজন বৃদ্ধ জমাদারকে ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া বন্দীদিগকে দুইটী পৃথক্ গৃহে আবদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন। জমাদার একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার অক্ষমতা জানায়। কিন্তু হলওয়েল তাহাকে অধিক অর্থ দিতে স্বীকার করেন, সে বারেও সে ফিরিয়া আসিয়া জানায় যে নবাব নিদ্রিত, তাঁহাকে এসময়ে জাগাইবার সাহস কাহারও নাই। নবাবের অনুমতি ব্যতীত তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা অসম্ভব।'

বন্দিগণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

হলওয়েল ফল্তা হইতে ডিরেক্টরগণকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্বীকার করিয়াছেন যে, ৮ই জুন তারিখে দুর্গে মাত্র ৭০ জন ইউরোপীয় ছিল। অতঃপর, যুদ্ধের পূর্ব্বে ৬৫ জন ইউরোপীয় ভলান্টিয়ার সৈন্য তাহাদের দলে ভর্ত্তি হয়। ড্রেকপ্রমুখ ইংরেজ কর্মচারী দুর্গ পরিত্যাগ করিলেও* অফিসার, ভলান্টিয়ার সৈন্য ও "মিলিশিয়া" লইয়া ১৭০ জন মাত্র লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে সকলেই ইউরোপীয় কি না, তাহাও তিনি উল্লেখ করেন নাই। ২০শে জুন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ১৭০ জনের মধ্যে ২৫ জন নিহত ও ৭০ আহত হইয়াছিল। অনুচরদিগের মধ্যেও ১৪ জন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই তারিখে কাপ্তেন গ্রান্ট নবাবের কলিকাতা অধিকারের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে, দুর্গ অধিকারের পূর্ব্বে ৫০ জন ইউরোপীয় হত হইয়াছিল। কাপ্তেন গ্রান্ট স্বয়ং ড্রেক সাহেবের সহিত দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর, দুর্গ অধিকার করিয়া নবাবের সৈন্যগণ লাল-কোর্ত্তা পরিহিত যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই কাটিয়া ফেলে সেই সঙ্গে লেফ্টেনান্ট ব্লাগ নিহত হইয়াছিলেন।

তাহার পর, মিসেস্ মাসে ই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে মিঃ উইলিয়াম ডেভিস্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে মিঃ জন কুক কমিটির নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মেনীয়গণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে তাহারা স্ব স্ব আবাসস্থানে চলিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে ২১ জন ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়ও পলায়ন করে।

হলওয়েল সাহেব তাঁহার বর্ণনার পরিশিষ্টে অন্ধকূপে মৃত ব্যক্তিদিগের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে মাত্র ৫৪ জনের নাম আছে এবং জীবিতব্যক্তিদের মধ্যে ১১ জনের নাম দিয়াছেন।

সৈয়দ গোলাম হোসেনের মুতাক্ষরীণ গ্রন্থে অন্ধকূপ-হত্যার আদৌ উল্লেখ নাই। হাজি মুস্তাফা নামধারী সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মুতাক্ষরীণের অনুবাদের টীকায় লিখিয়াছেন, তিনি সমসাময়িক বাঙ্গালীদের নিকট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, কলিকাতার অধিবাসীরাই অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ জানিত না।

সমসাময়িক পত্রাদিতেও অন্ধকূপহত্যার বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিগট সাহেব সিরাজ উদ্দৌলাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। ক্লাইবের পত্রেও তাহার উল্লেখ নাই। আলিনগরের সন্ধিতেও অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই।

সিরাজ উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করার যে সব কারণ লর্ড ক্লাইব ডিরেক্টরগণকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ নাই। মীরজাফরের সহিত ইংরেজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে ইংরেজগণ কড়ায়-গণ্ডায় সমস্ত ক্ষতিপূরণের হিসাব করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধকূপহত্যার উল্লেখ করেন নাই।

অন্ধকূপের আয়তন লইয়াও মতভেদ আছে। অন্ধকূপের আয়তন সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সেই প্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রভৃতিদের পরিমাণ ১৬ হইতে ২০ ফিটের মধ্যে ছিল। পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে জানা যায়, ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট্ ও প্রস্থে ১৪ ফিট ১০ ইঞ্চি মাত্র। এই গৃহে ১৪৬ জন লোকের সংস্থান অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

অন্ধকূপহত্যায় সিরাজের কতটা হাত ছিল। নবাব অন্ধকূপে বন্দীদিগকে রক্ষা করা সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। একথা হলওয়েল সাহেব স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। মাণিকচাঁদ স্বয়ং অন্ধকূপের সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। অন্ধকূপের আয়তন কত বড় বা তাহাতে কতজন বন্দী থাকিতে পারে, তাহা ২১ জন ইংরেজ সৈনিক ব্যতীত কেহই জ্ঞাত ছিলেন না।

উপরি উক্ত বিবরণ আলোচনা করিলে মনে হয়, পরবর্ত্তিকালে ঐতিহাসিকগণ অন্ধকূপহত্যা অতিরঞ্জিতভাবেই চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন।

* [illegible] ৩৫ জন [illegible] কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হলওয়েল তাহার বন্ধু উইলিয়ম ডেভিস্‌কে যে পত্র লেখেন, তাহাতেই প্রথম অন্ধকূপ-হত্যার পরিচয় পাওয়া যায়। পলাশী-যুদ্ধের পর, যখন ইংলণ্ডের লোকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে দোষারোপ করিতে থাকে, তখনই এই পত্রখানি জনসমাজে প্রচারিত হয়। হলওয়েল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সাইরেন্ নামক জাহাজে বসিয়া অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন।

অন্ধকূপে নিহত ব্যক্তিগণের স্মৃতি-রক্ষার্থ হলওয়েল সাহেব নিজব্যয়ে যে স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা 'কাসটম্‌স্-হাউস্' নির্ম্মাণকালে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তাহাতে হলওয়েলের মতানুসারেই অন্ধকূপে নিহত ব্যক্তিগণের কয়েকজনের নাম ও অন্ধকূপহত্যার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল মৃতব্যক্তিদিগের দেহ পরদিন প্রভাতে একটী গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন তিনি পুনরায় সেই স্মৃতিস্তম্ভটী নির্ম্মাণ করান। অদ্যাবধি সেই স্তম্ভ লালদীঘির (Dalhousie Square) উত্তরপশ্চিম কোণে অবস্থিত আছে এবং তাহারই পশ্চিমে রাস্তার অপর পারে জেনারল পোষ্টাফিস ও কলেক্টারি-বিল্ডিংএর মধ্যে অন্ধকূপ কারাগৃহের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

পূর্ব্বে জেনেরাল পোষ্ট-অফিসের উত্তরপশ্চিম কোণে প্রাচীর থাকায় রাস্তা হইতে অন্ধকূপের পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত না। লর্ড কর্জ্জন সেই প্রবেশদ্বারটী ভাঙ্গিয়া লোহার শিকের খোলা দরজা প্রস্তুত করাইয়া ঐ স্থানটী পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী করিয়া দেন।

পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকার ভিত্তিগাত্রে নিম্নলিখিত প্রস্তরফলক সংগ্রথিত আছে—

The marble pavement below this spot
was placed here
by Lord Curzon,
Viceroy and Governor-General of India
in 1901.

To mark the site of the prison in old Fort William known as the Black Hole, in which 146 British inhabitant of Calcutta were confined on the night of the 20th June, 1756, and from which only 23 came out alive.

[সিরাজ-উদ্দৌলা, কলিকাতা, ফোর্ট উইলিয়ম, অমিচাঁদ, মাণিকচাঁদ, কৃষ্ণবল্লভ, হলওয়েল ও ড্রেক দ্র°]

(Vide Orme's History of th- Indostan Vol. II. pp. 4977 ; Early Records of British India by—J. T Wheeler pp. 227—242 ; The Indian Records series—Bengal in 1756—1757. Vol.I. pp. lxxxvi—xciv, xcvi, xcvii, ci, cxxxiii, 43, 47, 50, 62, 66, 88, 89, 103, 108, 115, 160 168, 186, 190, 191, 194, 200, 230, 232, 264 304 ; Vol. II. 1, 27, 58, 70,71, 788,6, 124, 182, 274, 350, 462, 463 ; Vol. III. 70, 71, 74, 79, 87, 103, 105, 108-110, 130, 131-155, 170, 171, 225, 2427 Indian Record Series—Old Fort William—Vol. I. xvii, xxii, xxiii, xxv, xxvii, xxx, xxxi, xxxv, 228 n3 ; Vol. II pp. 59, 64, 80, 98, 107-111, 184, 189, 190, 198, 203, 204, 211-220, 223, 224, 225-246 ; Stewart's History of Bengal ; Holwell's India Tracts, Thurnton's History of the British Empire Letter from J. Z. Holwell Esq. to W.M. Davis Esq from board the Syren Sloop, the 28 February 1757 (Printed in Holwell's India Tracts), History of India—Beveridge, Parker's Evidence before the Hon'ble East India Company.)

অন্ধঙ্করণ—(ত্রি) [অনন্ধমন্ধং কুর্ব্বত্যনেন চার্থে-কৃ করণে খ্যুন] শোক প্রভৃতি, যাহাতে মানুষ অন্ধ। "অন্ধঙ্করণঃ শোকঃ।' (মুগ্ধবোধ)

অন্ধতমস্—(ক্লী) [অন্ধয়তি অন্ধ-ণিচ্-অচ্ তাম্যতি অস্মিন ইতি তম-অসচ্ তমস্] অন্ধঞ্চ তৎ তমশ্চেতি অন্ধস্ত কর্ম্মধা। অতিশয় অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। "ধ্বান্তে গাঢ়েঽন্ধতমসং" (অমর) ২ অন্ধকারযুক্ত নরকবিশেষ।

অন্ধতা—(স্ত্রী) দৃষ্টিশক্তিহীনতা। [বৈদ্যক] ২ পিত্তরোগ।

অন্ধতামস—(ক্লী) [তমএব তামসং স্বার্থে প্রজ্ঞাঃ অণ্ অন্ধঞ্চ তৎ তামসঞ্চেতি কর্ম্মধা°] অতিশয় অন্ধকার।

অন্ধতামিস্র—(ক্লী) [তমিস্রা তমঃসমূহঃ তমিস্রৈব তামিস্রং স্বার্থে অণ্। অন্ধঞ্চ তৎ তামিস্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°] নিবিড় অন্ধকার। (পুং ক্লী) [অন্ধং অন্ধকারং তামিস্রং যত্র, বহুব্রী] ২ নরক-বিশেষ। মনুর মতে দ্বিতীয় নরক। যথা—

"তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরবরৌরবৌ।
নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেবচ॥" (মনু ৪.৮৮)

তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, নরক, কালসূত্র, মহানরক ইত্যাদি একবিংশতি নরক আছে।

৩ পঞ্চপ্রকার অজ্ঞানতার অন্তর্গত একটী অ-জ্ঞান। শরীর

নষ্ট হইলে, আত্মা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, এরূপ নাস্তিক বুদ্ধি।

অন্ধত্ব—(ক্লী) [অন্ধস্য ভাবঃ ত্ব প্রত্যয়] চক্ষুহীনত্ব। দৃষ্টিশক্তির হীনতা। জন্মগত অথবা অন্য কোন কারণে দেখিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলে অন্ধত্ব (blindness) আসে।

বিগত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে মোট ৩৫ কোটী ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৬০১ ৭০ জন অন্ধ অর্থাৎ প্রতি লক্ষ লোকের ভিতর ১৭০ জন অন্ধ। ইহার মধ্যে ২৮৪ ৭৪১ জন পুরুষ ও ৩১৬ ৬২৯ জন স্ত্রীলোক। বাঙ্গালা দেশের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটীর অধিক। ইহার মধ্যে ৩৭,৭৯৯ জন অন্ধ, অর্থাৎ প্রতি লক্ষে ৭৩ জন চক্ষুহীন। ইহার ভিতর ২০,০৭০ জন পুরুষ এবং ১৭ ২২৮ জন স্ত্রীলোক।

অন্ধত্বের কারণ—কোন কোন লোক জন্মান্ধ। [illegible] ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তাহারা দুই চক্ষেই দেখিতে পায় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পরও [illegible] চক্ষু নষ্ট হয় [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] অন্ধত্বের [illegible]। [illegible] সূর্য্যালোক [illegible] এবং ধূলা [illegible] এবং বেশী [illegible]। [illegible] অন্ধ হয় প্রধান [illegible] চক্ষুর [illegible] উপদংশ, গনোরিয়া, বসন্ত, ট্রাকোমা এবং চক্ষের [illegible] ও [illegible]। [illegible] চক্ষু [illegible] অন্ধত্ব [illegible]। [illegible] সংক্রামক [illegible] চক্ষু [illegible] অন্ধত্ব হইতে পারে।

কেরাটোম্যালেসিয়া (Keratomalacia) বাঙ্গালা দেশে—[illegible] শিশুদের মধ্যে খুব দেখা যায় [illegible] এবং [illegible] হয়।

বসন্তরোগে চক্ষের ভিতর ক্ষত হইলে চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়।

উপদংশ রোগের ফলে অনেক লোক অন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতা প্রভৃতি সহরে উপদংশ রোগের প্রাদুর্ভাব [illegible]।

গনোরিয়া বা প্রমেহ রোগাক্রান্ত মাতার গর্ভজাত শিশুর জন্মের পর চক্ষে পুঁজ (ophthalmia neonatorum) হইতে পারে এবং চিকিৎসা না হইলে শিশুর দৃষ্টিশক্তি চিরকালের জন্য চলিয়া যায়।

ট্রাকোমা (Trachoma) ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে সচরাচর দেখা গেলেও বাঙ্গালীদের মধ্যে এই রোগ খুব কম দেখা যায়। বঙ্গদেশে প্রবাসী মাড়ওয়াড়ী ও পশ্চিম ভারতবাসী মুসলমানদের মধ্যে এই রোগ অপেক্ষাকৃত বেশী।

[illegible] কলেরার পর দৃষ্টিশক্তিলোপ হইতে কখনও কখনও দেখা যায়।

কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে শতকরা ১০ জনের চক্ষু আক্রান্ত হয় এবং তাহার ফলে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া অসম্ভব নয়।

পল্লীগ্রামে হাতুড়ে চক্ষু চিকিৎসকের ঔষধ চক্ষে লাগাইয়া চক্ষুর [illegible] ও পরিণামে অন্ধত্ব হওয়ার উদাহরণ প্রায়ই পাওয়া যায়।

[illegible] চক্ষে ছানি হইলে ছানিটী (opaque lens) বাহির [illegible] চক্ষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় [illegible] (couching of cataract) [illegible] চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়।

পরিষ্কার অধিক [illegible] সংযম ব্যবস্থা করিলে অন্ধত্ব নিবারণ করা যায়। উপদংশ [illegible] ও বিসমাথ ইঞ্জেকসন দি[illegible] । [illegible] মাতার গনোরিয়া থাকিলে জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুর চক্ষে [illegible] সিলভার [illegible] দিলে [illegible] থাকে না। কেরাটোম্যালেকিয়া রোগ [illegible] এবং কডলিভার আয়েল সেবন ইহার একমাত্র চিকিৎসা। কেরাটোম্যালেকিয়ার প্রথম অবস্থায় [illegible] সেবন করাইলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

[illegible] ও [illegible] করা উচিত নয়।

[illegible] কোন লক্ষণ (চোখের সামনে [illegible]) [illegible], তখনই চিকিৎসা করিবে। সঁ্যাতসেঁতে জায়গায় চাউল জমা করিয়া রাখিলে চাউলে সাদা সাদা একরকম [illegible] চাউলে এক [illegible] fungus জন্মে। [illegible] এইরূপ দূষিত চাউল [illegible] সংক্রামক [illegible] কারণ। সংক্রামক শোথ হইলে ভাত বন্ধ করিয়া লাল আটার রুটী বা লুচি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। সম্ভব হইলে রাঁচি, হাজারিবাগ, মধুপুর প্রভৃতি শুষ্ক স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলে সুবিধা হয়। অল্প পরিমাণে কলাই ছোলা বা মটর প্রত্যহ খাইতে দিবে। উপযুক্ত চক্ষুচিকিৎসক দ্বারা চক্ষুর tension পরীক্ষা করা আবশ্যক। টেনসন বর্দ্ধিত হইলে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হইতে পারে। সময়ে অস্ত্রোপচার করিলে চক্ষু নষ্ট হইবার ভয় থাকে না।

চক্ষে ছানি হইয়া দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে, ছানি কাটাইয়া চশমা লইলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আইসে।

অন্ধধী—(ত্রি) জ্ঞানচক্ষুহীন, যাহার জ্ঞানচক্ষু নাই।

অন্ধনদ—বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদের একটী প্রাচীন নাম। (ভাগ° ৫ ৯)

অন্ধপুর—একটী প্রাচীন নগর। সেরিবানিজ জাতকে এই সহরের কথা আছে।

অন্ধপূতনা—(স্ত্রী) [অন্ধস্য মুগ্ধবালস্য পূতনা তন্নাম্নী রাক্ষসীব ৬-তৎ] শিশুরোগবিশেষ।

সাধারণতঃ অত্যন্ত শিশু অবস্থায় ছেলেদের যে রোগ হয়, যাহাকে চলতি ভাষায় 'পেঁচোয় পাওয়া' বলা হয়, তাদৃশ শিশু রোগ। ইহাতে শিশু অনবরত কাঁদিতে থাকে, জ্বর, পেটের অসুখ, বমি, হিক্কা, কাস প্রভৃতি দেখা দেয়, গাত্র দিয়া অম্ল গন্ধ নির্গত হয়, কেবল মাটিতে শুইয়া থাকিতে চায়।

বৈদ্যক মতে, এই রোগের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"যো দ্বেষ্টি স্তন্যমতিসারকাসহিক্কাচ্ছর্দীভির্জ্বরসহিতাভিরর্দ্যমানঃ। দুর্বর্ণঃ সততমধঃশয়োঽম্লগন্ধিস্তং ব্রুবতে ভিষজোঽন্ধপূতনার্ত্তম্।" (সুশ্রুত উত্তর° ২৭ অ) অর্থাৎ যে শিশুর জ্বর, বমী, অতিসার দ্বারা কাস ও হিক্কায় পীড়িত হইয়া স্তনদুগ্ধে অরুচি হয়। তৎপরে বিবর্ণতা এবং সর্ব্ব শরীরে অম্লগন্ধযুক্ত ও ভূমিতে যদি শয়ন করে তাহা হইলে তাহাকে "অন্ধপূতনা" নামক বালরোগ বলে। ইহার প্রতিকার—তিক্ত (নিম্ব) পত্রসিদ্ধ জলে স্নান এবং সুরাদি তৈল ও পিপ্পল্যাদি ঘৃত সেবন।

অন্ধমূষা—(স্ত্রী) পারদভস্ম করিবার মুচি। ইহা 'বজ্রমূষা' নামক ঔষধ পাকের একপ্রকার যন্ত্র। বৈদ্যকমতে, ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—ইহার আকৃতি গোরুর স্তনের ন্যায়। ছিদ্রবিশিষ্ট, গভীর ও নিঃসারণযোগ্য। ইহার একভাগ বল্মীক মৃত্তিকা, দুই ভাগ দগ্ধতুষ, এক ভাগ পুরাণ লৌহমল অর্থাৎ মণ্ডুর, আর এক ভাগ শ্বেত প্রস্তর কেশপ্রমাণ চূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধের দ্বারা পেষণ করিবে। তার পর অন্ততঃ দুই প্রহর দৃঢ়ভাবে মর্দ্দন করিবে ও নীরসভাবে পেষণ করিয়া সেই কল্কের দ্বারা নিরোধ করিবে। ইহাই অত্যুত্তম পারদসাধিকা অন্ধমূষা। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

অন্ধমূষিকা—(স্ত্রী) [অন্ধং দৃষ্ট্যভাবং মুষ্ণাতি মুষ-ণ্বুল্] দেবতাড় বৃক্ষ।

অন্ধম্ভবিষ্ণু—(ত্রি) [অনন্ধোঽন্ধো ভবতি ভূ চ্ব্যর্থে খিষ্ণুচ্] যে অন্ধ নহে সে অন্ধ হইতেছে।

অন্ধম্ভাবুক—(ত্রি) [অনন্ধোঽন্ধো ভবতি চ্ব্যর্থে ভূ খুকঞ্] যে অন্ধ নহে, সে অন্ধ হইতেছে।

অন্ধযষ্টিপদ্ধতি—শ্রৌতমতোক্ত একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ।

অন্ধরগাঁও—মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলায় অবস্থিত একটী সহর। এখানে কার্পাস সূতা উৎপন্ন হয় এবং একটী সরকারী বিদ্যালয় আছে অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কবীরপন্থী হিন্দু মুসলমান এবং পাহাড়িয়া জাতি।

অন্ধরাত্রি—(ত্রি) অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি, আঁধার রাত্রি।

অন্ধরাত্রী—(স্ত্রী) সূর্য্যের এক পত্নী। ইনি ইন্দ্রিয়ানগ্রহকারিণী রমণীরূপে কথিতা। (অথর্ব্ব ১৯.৪৯.৮)

অন্ধবন—একটী উপবন। শ্রাবস্তীর মধ্যে অবস্থিত। (সংযুক্তনিকায় ৫ম খণ্ড)

অন্ধবর্ত্মন্—(পুং) [অন্ধং অন্ধকারময়ং বর্ত্ম পন্থা যস্মিন্] যেখানে সূর্য্যের কিরণ যায় না, বায়ুর সপ্তম স্কন্ধ।

অন্ধস্—(ক্লী) [অদ্যতে ভক্ষ্যতে অদ্-উণ্] অন্ন, ওদন। "প্রাশ্নাং-শীষ যজ্যবে অন্ধসঃ" (ঋক্ ৫ ৪১.৩; অথর্ব্ব ৬.২.২)

২ সীমলতা। ৩ তৃণাচ্ছাদিত ভূমি। ৪ অন্ধকার, আঁধার। "মাত্র্যাশ্চন্দ্রো অভিদেব শস্ত্রয়ে" (ঋক্ ১.১৪ ৭)

অন্ধা—[দেশজ] অন্ধকার, আঁধার। ২ অন্ধ, দুই চক্ষুহীন।

অন্ধার—[দেশজ] অন্ধকারাচ্ছন্ন, আলোকরহিত।

অন্ধাহি—(পুং স্ত্রী) [অন্ধে জলে অন্ধস্য জলস্য বা অহিঃ সর্প ইব, ৭ বা ৬-তৎ] কুঁচে মাছ। "অন্ধাহিকেনাঙ্কবিত্তোকে" (ঐতরেয়ব্রা° ৩.২৬) ২ অন্ধসাপ।

অন্ধাসুর—একজন সামন্ত। ইনি অন্ধাপুর বা বর্ত্তমান অনন্তপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। [অনন্তপুর দ্র°]

অন্ধাহুলী—(স্ত্রী) আহুলী নামক শিম্বাফল। ২ বনস্পতিবিশেষ।

অন্ধিকা (স্ত্রী) [অন্ধয়তি অন্ধ প্রেরণে ণিচ্ ণ্বুল্] দ্যূতক্রীড়া, পাশাখেলা। "অন্ধিকা দ্যূতভেদে চ রজন্যামপি যোষিতি।" (মেদিনী) ২ সর্ষপী, খঞ্জনিকা নামক পক্ষিবিশেষ। ৩ ছল, কৈতব। ৪ সিদ্ধ। "অন্ধিকা কৈতবেঽপি স্যাৎ সর্ষপী সিদ্ধয়োরপি" (হেমচন্দ্র) ৫ মিশ্র। ৬ রাত্রি। ৭ স্ত্রীবিশেষ। ৮ চক্ষুরোগবিশেষ।

আন্ধিয়ার—[দেশজ] অন্ধকার। ২ মেঘ বা ধূলিতে আঁধারযুক্ত।

আন্ধিসান্ধি—[দেশজ] সং যোগ দেশ, দুইটী বস্তু সংযোগের অগ্রভাগ। ২ অনুসন্ধান, উদ্দেশ, আভাষ।

অন্ধীকৃত—(ত্রি) অন্ধ হওয়া বা অন্ধ করা। ২ অবিবেকীকৃত।

অন্ধীকৃতাত্মন্—(ত্রি) বিচার বিষয়ে যে অন্ধ, বিচারবিমূঢ়।

অন্ধীভূত—(ত্রি) অন্ধ হওয়া, যে অন্ধ হইয়াছে।

অন্ধু—(পুং) [অম-উণ্ কু ধুমাগমশ্চ] কূপ। ২ (পুং) চিহ্ন, লিঙ্গ। ৩ নিম্নদেশের কূপল।

অন্ধুল—(পুং) [অন্ধ-উলচ্] শিরীষ বৃক্ষ। ২ শিরীষ ফুল। শিরীষ ফুল দেখিলে বিয়োগী অন্ধ প্রায় হয়, তজ্জন্য ইহার নাম 'অন্ধুল' হইয়াছে।

অন্ধুকভট্ট—একজন স্মার্ত্ত। ইনি অনুমান ১০৩০ হইতে ৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। জীমূতবাহনের কালবিবেক নামক গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে।

অন্ধ্র—(পুং) [অন্ধ-রন্] দক্ষিণদেশ। প্রাচীন কালে উড়িষ্যার দক্ষিণে তৈলঙ্গ প্রভৃতি দেশকে অন্ধ্র বলা হইত।

"জগন্নাথাদূর্দ্ধভাগাদর্ব্বাক্ শ্রীভ্রমরাম্বরাৎ
তাবদন্ধ্রাভিধো দেশ ইত্যুক্তঃ"। (বাচস্পত্য)

কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর অন্তর্বর্ত্তী ভূভাগ অন্ধ্র, তেলেঙ্গ দেশ বা তেলিঙ্গানা নামে পরিচিত। ইহা বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত এবং তামিল দেশ হইতে স্বতন্ত্র। যুগে যুগে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে দেশের সীমান্ত পরিবর্ত্তিত হয়। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দের (শকাব্দ ১২৮০) শ্রীরঙ্গ তাম্রশাসনে তিলঙ্গ দেশের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে উহার পশ্চিমে মহারাষ্ট্র, পূর্ব্বে কলিঙ্গ, দক্ষিণে পাণ্ড্য ও উত্তরে কান্যকুব্জ রাজ্য ছিল। সুতরাং অন্ধ্র বা তেলেঙ্গ দেশ বলিতে সাধারণতঃ উপরি নির্দ্দিষ্ট ভূভাগ হইতে বৃহত্তর স্থানই বুঝাইত। বর্ত্তমান গোদাবরী, কৃষ্ণা ও গুণ্টুর জেলা অন্ধ্র দেশের অন্তর্গত ছিল।

বৈদিক সাহিত্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই (৭।১৮।২) অন্ধ্রদিগের সর্ব্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র ঋষি শুনঃশেপকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করায় তাঁহার ৫০ জন পুত্র ঐ কার্য্য অনুমোদন না করিয়া তৎপ্রতি বিরুদ্ধ চরণ করেন এবং তজ্জন্য তিনি উঁহাদিগকে অভিশাপ করেন। এই অভিশাপের ফলে তাঁহারা আর্য্যবসতির সীমান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাধ্য হন। অভিশপ্ত পুত্রগণ অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর প্রভৃতি দস্যু জাতির স্রষ্টা। অন্ধ্রদিগের উৎপত্তির এই ইতিহাস বৈদিক সাহিত্য হইতে পাওয়া যাইতেছে। মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় অন্ধ্ররাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্লিনি সম্ভবতঃ মেগাস্থেনিসের (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক) অধুনা লুপ্ত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে অন্ধ্র-রাজ্যের সৈন্যবিভাগে ১০০,০০০ পদাতিক, ২০০০ অশ্বারোহী ও ১,০০০ হস্তী ছিল। রাজ্যের এই বৃহৎ সেনানী পরিচালনের ক্ষমতা ছিল, তাহা যে, একদা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতাপশালী বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঃপর অন্ধ্রদেশ যে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যাধীন ছিল, তাহা তদীয় ত্রয়োদশ গিরিলিপি হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। অশোকের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে অন্ধ্রগণও সম্ভবতঃ পাটলিপুত্রের কেন্দ্রীয় শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাসের সহিত পুরাণোক্ত অন্ধ্রবংশ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে অন্ধ্রজাতীয় রাজগণের এক দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভে (১৮৫ খৃঃ পূঃ) মৌর্য্যবংশের শেষরাজা বৃহদ্রথের উচ্ছেদসাধন করিয়া তাঁহার শুঙ্গবংশীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই বংশ ১১২ বৎসর রাজত্ব করিলে খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতকে দ্বিতীয় পাদে (৭৩ খৃঃ পূঃ) মন্ত্রী বাসুদেব দেবভূতিকে পরাস্ত করিয়া কাণ্ববংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজত্বকাল ২৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। তৎপরে কাণ্ববংশীয় সুশর্ম্মা এবং শুঙ্গবংশের অবশিষ্ট প্রতিনিধিগণের ধ্বংসসাধন করিয়া অন্ধ্র সিমুক স্বীয় বংশের আধিপত্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। সিমুকের শক্তি জয় ও সাম্রাজ্যস্থাপনের কথা পুরাণকারগণ বর্ণন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন।—

"কাণ্বায়নমথোদ্ভৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তম্।
শুঙ্গানাঞ্চৈব যচ্ছেষং ক্ষপিত্বা তু বলীয়সঃ॥
শিশুকোহন্ধ্রজাতীয়ঃ প্রাপ্স্যতীমাং বসুন্ধরাম্॥"

এই শ্লোকে সিমুকের নামই 'শিশুক' আকারে দেওয়া হইয়াছে।

অন্ধ্ররাজগণের নামের তালিকা সমস্ত পুরাণেই একরূপ নয়। যদিও বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে যে এই বংশে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ জন নরপতি রাজত্ব করিবেন, তথাপি রাজগণের যে নাম তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার সংখ্যা উক্ত পুরাণগুলির কোনটিতেই ১৭ বা ১৮ হইতে ২৫ এর উর্দ্ধে নয়। অন্যপক্ষে, মৎস্যপুরাণে যদিও রাজার সংখ্যা মোটামুটিভাবে ১৯ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি এই পুরাণের কোন কোন পুঁথিতে ৩০টী রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। পুরাণে রাজগণের শুধু যে নামই পাওয়া যাইতেছে তাহা নহে, সেই সঙ্গে প্রত্যেকের রাজত্বকালও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ অনুসারে অন্ধ্ররাজগণের পরবর্ত্তিত ৪৬০ বৎসর স্থায়ী ছিল; বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে এই বংশের আয়ু ৪ হইতে ৪৫৬ বর্ষ স্থায়ী। দেখা যাইতেছে, পুরাণরচয়িতাগণ রাজগণের পূর্ণ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে প্রায় একই মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু নামের তালিকা সংযোগ কালে বিভিন্ন সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। পৌরাণিক ইতিহাস সঙ্কলয়িতা পার্জিটার সাহেবের সিদ্ধান্ত এই যে অন্ধ্রবংশে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ জন রাজার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহারা এই ১৩ বৎসর শুভ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ৩০টী রাজার নাম রাজত্বের ক্রম অনুযায়ী নিম্নে দেওয়া হইতেছে, তৎসঙ্গে প্রত্যেকের রাজত্বকালও প্রদর্শিত হইল:—(১) সিমুক ২৩ বর্ষ, (২) কৃষ্ণ ১০, (৩) শ্রী শাতকর্ণি ১ (৪) পূর্ণোৎসঙ্গ ১৮, (৫) স্কন্ধস্তম্ভি ১৮, (৬) [২য়] শাতকর্ণি ৫৬, (৭) লম্বোদর ১৮, (৮) আপীলক ১২, (৯) মেঘস্বাতি ১৮, (১০) স্বাতি ১৮, (১১) স্কন্দস্বাতি ৭, (১২) মৃগেন্দ্র স্বাতিকর্ণ ৩, (১৩) কুন্তল স্বাতি-

র্ণ ৮, (১৪) স্বাতিকর্ণ ১, (১৫) পুলুমাবি ৩৬ (১৬) অরিষ্টকর্ণ ২৫, (১৭) হাল ৫, (১৮) মন্তলক বা পত্তলক ৫, (১৯) পুরীন্দ্রসেন বা পুরিকষেণ ২১, (২০) সুন্দর শাতকর্ণি ১১, (২১) চকোর ½ বৎসর, (২২) শিবস্বাতি ২৮, (২৩) গৌতমীপুত্র ২১, (২৪) পুলোমা ২৮, (২৪অ) শাতকর্ণি ২৯, (২৫) শিবশ্রী পুলোমা ৭, (২৬) শিবস্কন্দ শাতকর্ণি ৩, (২৭) যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি ২৯, (২৮) বিজয় ৬ (২৯) চণ্ডশ্রী শাতকর্ণি। ১০, ৩০ পুলোমাবি ৭ বর্ষ।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল উহার ২৪অ সংখ্যক নাম সম্বন্ধে গোলযোগ আছে। এই নামটি বায়ুপুরাণের একটি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ পুরাণকার গৌতমীপুত্রের রাজত্বকাল প্রথমে ২১ বৎসর ব্যাপক লিখিয়া পরে সেই ভুল সংশোধন করিতে গিয়া দ্বিতীয়বার শাতকর্ণির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ২৪অ'র পরবর্তী রাজা শিবশ্রী হয়ত শাতকর্ণি নামে পরিচিত ছিলেন, যদিও পুরাণে তাঁহার নাম সাধারণতঃ 'শিবশ্রী পুলোমা' অথবা 'পুলোমা শিবশ্রী' আকারে পরিদৃষ্ট হয়। পুরাণে প্রদত্ত রাজবংশের তালিকাকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে ঐতিহাসিক পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে। ইঁহারা যে সকলেই এক রাজবংশের সহিত মূলতঃ যুক্ত ছিলেন তাহা নাও হইতে পারে। অধীন রাজপুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা স্থানীয় শাসনে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাম যে ঐ তালিকার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই, তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা যাইতে পারে না। এক রাজার একাধিক নাম থাকিলে তাহাও পরবর্তী যুগে বিভিন্ন রাজার নামরূপে বিবেচিত হইয়া তালিকার আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে।

প্রাচীন মুদ্রা ও লিপি এবং টলেমির ভূগোল (খৃষ্টীয় ২য় শত কের মধ্যভাগে রচিত) হইতেও অন্ধ্র রাজগণের ইতিহাসের কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। পুরাণ হইতে এই বংশের যে ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে, তাহা অবিকল্পিত নয়। অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাবলীর সহিত ইহার ঐক্য লক্ষ্য করিলেই তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাচীন লিপিতে সিমুক, কৃষ্ণ, শ্রী শাতকর্ণি (পুরাণোক্ত তৃতীয় নাম), গৌতমীপুত্র শ্রী শাতকর্ণি, বাসিষ্ঠীপুত্র শ্রী পুলোমাবি, শ্রী-যজ্ঞ শাতকর্ণি, বাসিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি, বাসিষ্ঠীপুত্র চতরপন শাতকর্ণি, শ্রী শিবমক সদ (শাত?), বাসিষ্ঠীপুত্র চণ্ড স্বাতি, এই সকল রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন লিপিতে ইঁহাদিগকে 'অন্ধ্রবংশীয়' না বলিয়া শাতবাহন-বংশ জাতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরাণপ্রদত্ত নামগুলির মধ্যে কয়েকটীর সহিত উক্ত নামসমূহের একত্ব সপ্রমাণ করা দুঃসাধ্য নহে। টলেমির ভূগোলে সমসাময়িক রাজা পোলেমেয়সের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ প্রাচীন লিপি ও পুরাণোক্ত গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির পুত্র (বাসিষ্ঠীপুত্র) পুলুমাবি। এতদ্ব্যতীত অন্ধ্রবংশ কর্তৃক প্রচলিত যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে, শ্রী-শাত (৩য় রাজা?) পুলুমাবি যজ্ঞ, গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি, রুদ্র, কৃষ্ণ শাতকর্ণি প্রভৃতি রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে শ্রী রুদ্র শাতকর্ণির পরিচয় পুরাণ বা লিপিতে পাওয়া যায় নাই। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে ইনি যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাণবর্ণিত অন্ধ্রবংশই যে মোটামুটিভাবে অনুশাসনোক্ত 'শাতবাহনকুল' সে বিষয় সন্দেহ পোষণ করিবার কোন কারণ নাই।

অন্ধ্ররাজগণের কথা আলোচনা করিতে গিয়া, যে প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা এই—যদিও ইঁহারা পুরাণে অন্ধ্রজাতীয় বলিয়া পরিচিত তথাপি অন্ধ্রদেশের সহিত ইতিহাসের প্রথমভাগে ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রমাণের অভাবেই অনেকেই মনে করিতেন শাতবাহন বংশের উৎপত্তি সম্ভবতঃ অন্ধ্রদেশে নয়। [illegible] প্রথমতঃ অন্ধ্রদেশীয় কোন রাজবংশের অধীনে অন্তত্র শাসনকার্য্যে (অন্ধ্রভৃত্য নামে) নিযুক্ত ছিলেন, পরে (সম্ভবতঃ পুরাণোক্ত ২৪ সংখ্যক রাজা পুলুমাবির সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে) অন্ধ্র দেশ ইঁহাদের করগত ও প্রধান কর্মক্ষেত্ররূপে পরিণত হইলে পুরাণকারগণ ইঁহাদিগকে 'অন্ধ্রবংশীয়' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। এই বংশের প্রাচীনতর কালের লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি সমস্তই দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রেই পাওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে অন্ধ্রদেশের সহিত যে ইঁহাদের সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অমরাবতী, চিন্না, কোদাবলি ও ম্যাকদণি প্রাপ্ত যথাক্রমে বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবি, শিবমক শাত, গৌতমীপুত্র যজ্ঞ শ্রী শাতকর্ণি, বাসিষ্ঠীপুত্র চন্দ্র স্বাতি ও পুলুমাবির লিপি হইতেই প্রমাণিত হয়। অন্ধ্রদেশ হইতে প্রাপ্ত বাসিষ্ঠীপুত্র শিবশ্রী শাতকর্ণি, বাসিষ্ঠীপুত্র শ্রী চন্দ্র স্বাতি, গৌতমীপুত্র-শ্রী-যজ্ঞ শাতকর্ণি, ও শ্রীরুদ্র শাতকর্ণি (?) রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা হইতেও এই তথ্যই প্রকাশিত হইতেছে। টলেমির যুগে (বাসিষ্ঠীপুত্র) পুলুমাবির রাজধানী গোদাবরী নদীতীরে স্থিত বৈঠান বা বর্ত্তমান পৈঠান (নবনর? প্রাচীন প্রতিষ্ঠান) ছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত বেল্লারীজিলাস্থিত আদোনি তালুকে শাতবাহনবংশীয় শ্রীপুলুমাবির যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে শাতবাহনিহারের

উল্লেখ আছে। পল্লবরাজ শিবস্কন্দবর্ম্মার হীরহড়াগল্ল তাম্রশাসনে উল্লিখিত সাতাহানি রট্ঠ (রাষ্ট্র) ও উক্ত সাতবাহানিহারের একত্ব অনুমেয়। সম্ভবতঃ বেল্লারী জেলার অধিকাংশ এই স্থানের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার নামের সহিত 'সাতবাহন' নামের স্পষ্ট সাদৃশ্য থাকায় ইহাকেই সাতবাহন বংশের প্রাচীনতর কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কেহ কেহ প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এ সমস্যার মীমাংসা সহজসাধ্য নহে। বৌদ্ধজাতকে তেলবাহা নদীতীরস্থ অন্ধ পুরের উল্লেখ আছে। এই নদী ও বর্ত্তমান তেল বা তেলিঙ্গিরী নদী এক বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে আন্ধ্রদেশ ... বর্ত্তমান ... বলিয়া ... 'কয়দংশ' বুঝ ইত। কিন্তু এ মত ... সাতবাহন-বংশের উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয় ... প্রাচীন বাঙ্গালা ... মধ্যদেশের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত ... সাত ... থাকার কথা উল্লিখিত আছে। ... উক্ত ... নির্ণীত হয় নাই।

৯৭ খৃঃ অঃ ফরাসী বিদ্ পণ্ডিত Przyluski ... এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ... চেষ্টা করিয়াছেন। 'সাতবাহন' ও 'সাতকর্ণি' শব্দ Austro Asiatic (মুণ্ড) ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে ... অর্থ ... করিয়াছেন। ... অঞ্চলের অন্তর্গত ... করওয়ার নামক স্থানে (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বনবাসী বা প্রাচীন ... অন্তর্গত) চুটুকডানন্দ ও মুড়ানন্দ উপাধিধারী দুই রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাণাড়ি, বনবাসী ও মহিসুরের শিমোগা জেলায় ... প্রাপ্ত লিপি হইতে রাজা হারিতীপুত্র বিষ্ণুকড়চুটু সাতকর্ণি নাম সংগৃহীত হইয়াছে। সাতবাহনবংশের ইতিহাসমতে শেষদশায় সম্ভবতঃ এই মহিসুরদেশে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত চুটুকডানন্দ ও মুড়ানন্দের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি না তাহাও বিবেচ্য। বাস্তবতঃ যখন ইঁহাদের প্রভাব প্র ... প্রমাণ সংযুক্ত মহিসুরে ... পাইয়াছে, তখন বোধ হয় ইঁহারা একই পরিবারভুক্ত এবং সাতবাহন-বংশের স্থানীয় শাখার অন্তর্গত হইতে পারেন। ... মুড়ানন্দের সহিত মুণ্ডাগণের সম্বন্ধ নির্ণয় অসম্ভব ... Przyluski সাহেবের সিদ্ধান্তের সহিত এই তথ্য সকল মিলাইয়া দেখিলে 'Austro Asiatic' জাতির সহিত 'সাতকর্ণি'দিগের সংস্রব কি, তাহা অনুমান করা যায় না। এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তিও উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া ইহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ভারতে আর্য্যেতর জাতির মধ্যে অশ্বপূজার প্রচলন থাকা অসম্ভব নয়। এই সম্প্রদায়ের সহিত সাতবাহন-বংশের হয়ত বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অশ্বপূজা ভারতের অনেকস্থানে এখনও প্রচলিত আছে (Advance Pr c & Notic s of the A S B, Feb 1936, p 8 9)। বার্ণেট সাহেব অশোক অনুশাসনে উল্লিখিত 'সাতিয়পুত্রের' সহিত 'সাতকর্ণি' নামের সাদৃশ্যের প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 'সাতিয়পুত্র' অশোকের সাম্রাজ্যের বহির্ভূত ছিলেন, কিন্তু ইনি চোল ও পাণ্ড্য রাজের ন্যায় সম্রাটের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই মত গৃহীত হইলে দেখা যাইবে যে, অশোকের যুগেও সাতকর্ণি উপাধিধারী রাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ 'অন্ধ্র'দের সহিত যুক্ত হন নাই, কারণ তাঁহার অনুশাসনে লিখিত আছে যে, অন্ধ্রগণ তাঁহার সাম্রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিলেন। এই 'অশ্বপুত্র'দিগের পঞ্জাবস্থিত Assakenoi, কিংবা গোদাবরীতীরবাসী অস্সক (পালি) দলের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল কি না ... হইতে 'বটশ্বক' নামযুক্ত যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অশ্বক জাতি কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া ... অনুমান করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যে সাতবাহন রাজগণের উৎপত্তি যে গল্প পাওয়া যায় তাহা হইতেও প্রতীতি জন্মে যে, ইঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্যবংশসম্ভূত ছিলেন না। কথাসরিৎসাগরের এক উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, সাতবাহন বা শালিবাহন রাজা কোন এক যক্ষের ঔরসে ও মুনিকন্যার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। জিনপ্রভ সূরির তীর্থকল্পে লিখিত আছে যে, প্রতিষ্ঠান (বর্ত্তমান পৈঠান) বাসী এক ব্রাহ্মণদুহিতার গর্ভে এবং নাগশেষের ঔরসে শালিবাহন বা সাতবাহনের উৎপত্তি। এই শালিবাহন উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া ৭৮ খৃঃ অব্দে নিজ নামে এক সনের (শকাব্দ) প্রবর্ত্তন করেন। শকাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গল্প যে সংবাদ বহন করিতেছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য এখনও স্বীকৃত হয় নাই।

অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজবংশ ঠিক কোন সময়ে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ আছে। কদম্ব ও ইক্ষ্বাকুগণের অভ্যুদয়ে খৃঃ তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে অন্ধ্রবংশের লোপ হয়। যদি পৌরাণিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে খৃষ্টজন্মের প্রায় ২ শত বৎসর পূর্ব্বে অন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠার তারিখ ধরিতে হইবে। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পুরাণে এই বংশের স্থিতিকাল

৪৫০ বর্ষ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানাঘাট পর্বত গুহায় খোদিত এই বংশের প্রাচীনতম যে লিপি পাওয়া গিয়াছে বুহ্‌লর সাহেব উহাতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রাচীনত্ব বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। নানাঘাটে প্রাপ্ত লিপিতে শাতবাহন-বংশীয় (১) সিমুক, (২) 'দক্ষিণাপথপতি' শাতকর্ণি শ্রী, তদীয় পত্নী নায়নিকা দেবী ও ইঁহাদের দুই পুত্র বেদিশ্রী ও শক্তি শ্রীমান বা হকুসিরির (শক্তিকুমার ?) নাম উল্লিখিত আছে। পুরাণের তালিকা-অনুসারে নানাঘাট-লিপির প্রথম সংখ্যক রাজা অন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

অক্ষরতত্ত্বের বিচারে যদি নানাঘাট-লিপির তারিখ খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের হয়, তাহা হইলে ঐ তারিখ হইতে তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে সংঘটিত অন্ধ্রবংশের পতনের সময় পর্য্যন্ত ৪৫০ বৎসরের ব্যবধান সহজেই পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু সিমুক কাণ্ব-বংশের ধ্বংসকারক হইলে তিনি কিছুতেই খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে জীবিত থাকিতে পারেন না, খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতকেই তাঁহার কাল নির্ণয় করিতে হয়।

ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ হাতীগুম্ফায় কলিঙ্গরাজ খারবেলের লিপি হইতে জানা যায়, ইনি শ্রী শাতকর্ণি নামক এক রাজার সমসাময়িক ছিলেন। বহু ঐতিহাসিকের মতে, ইনি ও নানাঘাট-লিপির শাতকর্ণি অভিন্ন ব্যক্তি। বর্ত্তমান প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে অনেকেই অক্ষরতত্ত্বের আলোচনা করিয়া বুহ্‌লর সাহেবের ধারণাই সমর্থন করিয়াছেন।

দুইটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধে জয়সবাল ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে খারবেল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ বা প্রথম শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। এদিকে পৌরাণিক তালিকার ষষ্ঠ নাম ২য় শাতকর্ণির সহিত কেহ কেহ খারবেলের প্রতিদ্বন্দ্বী শাতকর্ণির একত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং খারবেলের তারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আসল কথা, যদি নানাঘাট-লিপির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বুহ্‌লর সাহেবের মন্তব্য মোটামুটি নির্ভর-যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই তর্কযুদ্ধের অনেকটা অবসান হইতে পারে। পর খার-বেলের লিপিতে উল্লিখিত শ্রীশাতকর্ণি কে ? সে সম্বন্ধে ভিন্নভাবে আলোচনা করিলে সত্য উদ্ধারের পন্থা একটু সহজ হইবে। সিমুক যদি খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম শতকের শেষভাগে অন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে খৃষ্টীয় ৩য় শতকের মধ্যকাল পর্য্যন্ত সময় তিনশত বৎসরের কম হয় এবং পুরাণনির্দ্দিষ্ট এই বংশের মোট স্থিতিকাল বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

উত্তরভারতের ইতিহাসের সহিত শাতবাহন-বংশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ কি প্রকার ছিল, তাহা স্থির করিবার উপায় দুর্লভ। সুতরাং সিমুককে কাণ্ববংশের উচ্ছেদকর্ত্তা-রূপে বর্ণনা করিয়া পুরাণকারগণ কি ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য হয় না। পূর্ব্ব-মালবের অন্তর্গত বিদিশা (বর্ত্তমান ভিল্‌সা) নামক স্থানে রাজা শ্রী শাতকর্ণির এক লিপি পাওয়া গিয়াছে। শুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে তৎপুত্র অগ্নিমিত্র এই বিদিশারই শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সম্ভবত. কাণ্ববংশের পতনের পর, সে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র পাটলিপুত্র ছিল এবং তাহার কোন কোন অংশ পরবর্ত্তী যুগে অন্ধ্রসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। এই কারণে অন্ধ্রবংশকে পুরাণকারগণ কাণ্ববংশের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ভ্রমক্রমে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক কাণ্ববংশের পতনের বহু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইলেও ইঁহাকেই সেই বংশের উচ্ছেদকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সিমুকের পরে যাঁহার নাম পাওয়া যাইতেছে, তিনি কৃষ্ণ। কোন কোন পুরাণের মতে ইনি সিমুকের ভ্রাতা। নাসিকের একটী অনুশাসনে এই রাজার নামোল্লেখ আছে। ইঁহার পর সিমুকের পুত্র শ্রী-শাতকর্ণি রাজ্যলাভ করেন। ইনি অঙ্গীয় কুলবর্দ্ধন এক মহারঠিন কন্যা নায়নিকার (নাগনিকা) পাণিগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ইঁহার মৃত্যু হইলে বিধবা মহিষী অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমার বেদিশ্রীর নামে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই বেদিশ্রী, বোধ হয়, পরে পূর্ণোৎসঙ্গ নামগ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিয়া ছিলেন। কারণ পুরাণে শাতকর্ণির পরবর্ত্তী রাজ পূর্ণোৎসঙ্গ 'বেদিশ্রী' নামধারী কোন রাজার উল্লেখ নাই।

তৃতীয় রাজা শাতকর্ণি ও তদীয় পত্নীর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের ইতিহাস একরূপ অজ্ঞাত রহিয়াছে। গৌতমীপুত্রের দুইটী লিপি নাসিক (প্রাচীন ত্রিরশ্মি পর্ব্বত) গুহায় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের তারিখ যথাক্রমে ১৮ ও ২৪ বর্ষ। কার্লির পার্ব্বত্য (প্রাচীন নাম বলুরক) গুহায় অষ্টাদশ বর্ষে উৎকীর্ণ একটী লিপিও সম্ভবতঃ ইঁহারই রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল ইঁহার পুত্র বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির রাজত্বকালের উনবিংশ বর্ষে উৎকীর্ণ নাসিকে যে লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা সাধারণতঃ গৌতমীপুত্রের প্রশস্তিরূপেই গণ্য হইয়া থাকে। এই লিপিতে গৌতমীপুত্রের শাসনভুক্ত দেশসমূহের নাম আছে এবং ইনি কোন কোন শত্রু বিজয় করিয়াছিলেন তাহার আভাসও ইহাতে

পাওয়া যায়। ইঁহার শাসন সময়ে দাক্ষিণাত্যে শক ও পহ্লব জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি ইঁহাদিগকে দমন করিয়া অন্ধ্রবংশের প্রতিষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। নাসিক-প্রশস্তিতে ইনি 'শকযবনপহ্লবনিসূদন' আখ্যায় মণ্ডিত হইয়াছেন এবং উহার আবার এক স্থানে ইনি খহরাতবংশ নিঃশেষরূপে ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে ক্ষত্রপ (Satrap) নহপানের নেতৃত্বে এক বৈদেশিক সামন্তবংশ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, Periplus of the Erythrean Sea নামক গ্রন্থের লেখক ম্যাম্বেরস অথবা ম্যাম্বেনস নামে যাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন তিনিই নহপান এবং কাহারও কাহারও মতে উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত ইঁহার রাজধানী মিন্নগর বর্ত্তমান মান্দাসোর বা প্রাচীন দশপুর। জুন্নারে অবস্থিত অযমের লিপি হইতে জানা যায় যে, ৪৬ বর্ষে (৭৮+৪৬=১২৪ খৃঃ অঃ) ইনি মহাক্ষত্রপ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ বর্ষের পর নহপান যে জীবিত ছিলেন তাহার কোন সঠিক প্রমাণ নাই অন্যদিকে নাসিকের নিকটে অবস্থিত জগলথেম্ব নামক স্থানে যে বহুসহস্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলি নহপানের রাজত্বকালেই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। পরে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি সেই সকল মুদ্রার উপর নহপানের স্থানে নিজ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাঁহারই নামে পুনঃপ্রচলন করিয়াছিলেন। সুতরাং নহপানের রাজ্য যে গৌতমীপুত্রের হস্তগত হইয়াছিল, ইহাই তাহা সপ্রমাণ করে। মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনা করিলে বুঝা যায়, যে সময় নহপান উক্ত মুদ্রাগুলি প্রচলন করিয়াছিলেন সেই সময় হইতে যে সময় গৌতমীপুত্র পরিবর্ত্তিত আকারে উহাদের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার ব্যবধান স্বল্প। বিশেষতঃ যে 'খহরাত' আখ্যা নহপানের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে, গৌতমীপুত্রের প্রশস্তিতে তিনি সেই খহরাত বংশের ধ্বংসকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। নাসিকের ১৮ বর্ষে উৎকীর্ণ গৌতমীপুত্রের এক লিপি হইতে জানা যায় যে, নাসিক জিলার (প্রাচীন গোবর্দ্ধন) কোন এক ক্ষেত্র ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে নহপানের জামাতা ঋষভদত্তের অধিকারে ছিল, কিন্তু পরে ইহা গৌতমীপুত্রের হস্তগত হইয়াছিল। এই সকল কারণে মনে হয়, ১২৪ খৃঃ অব্দের অনতিকাল পরে এই বৈদেশিক রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। দাক্ষিণাত্যে যে শকপহ্লবগণের অভ্যুদয়ে শাতবাহন রাজগণের ক্ষমতা বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়া গৌতমীপুত্র নিজ বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তিনি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর যে বংশের ২৩ সংখ্যক নৃপতি ১২৪ খৃঃ অব্দের পরেও জীবিত ছিলেন সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিলে নিশ্চয়ই ভুল করা হইবে। অবশ্য এই স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, নহপানের রাজত্বকালের যে সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উল্লিখিত তারিখগুলি শকাব্দের নহে, বিক্রমাব্দের। এই মত অনুসারে নহপানের শেষ তারিখ ৪৬ বর্ষ খৃষ্টীয় ১১ বা ১২ অব্দের সমসাময়িক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই যুগের ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। নাসিক প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির রাজধানী পোতলিতে ছিল। তিনি অশক (অশ্মক, এই দেশে গোদাবরী নদী প্রবাহিত), মূলক (পৈঠান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান), সুরাষ্ট্র, কুকুর (সম্ভবতঃ পারিপাত্র বা পশ্চিম-বিন্ধ্যের সমীপবর্ত্তী দেশ), অপরান্ত (উত্তরকোঙ্কণপ্রদেশ), অনুপ (নর্ম্মদানদী প্রবাহিত মাহিষ্মতী বা বর্ত্তমান মান্ধাতা), বিদর্ভ (বেরার) এবং আকর-অবন্তি (পূর্ব্ব ও পশ্চিম মালব) প্রভৃতি দেশের অধীশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্যে ঋক্ষবান (সাতপুরা পর্ব্বত), পারিপাত্র (পশ্চিম বিন্ধ্য) বিন্ধ্য, সহ্য (সহ্যাদ্রি বা পশ্চিম ঘাট), কৃষ্ণগিরি (কৃষ্ণ শৈল), মলয় (পশ্চিমঘাটের দক্ষিণাংশ) মহেন্দ্র (ত্রিবাঙ্কুর পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ শ্রেণী) পর্ব্বতপুঞ্জ অবস্থিত ছিল।

নহপানের জামাতা ঋষভদত্তের একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, মালবগণ উত্তমভদ্র নামক ক্ষত্রিয়গণকে অবরুদ্ধ করিলে ইনি শ্বশুরের আদেশে অবরোধকারী শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। নাসিক-প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রের ক্ষত্রিয়-বিজয়ের কথা আছে। নহপানের সহিত এই শাতবাহনরাজের শত্রুতার আভাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। নাসিক প্রশস্তির ক্ষত্রিয়গণ অর্থে উত্তমভদ্রদিগকে বুঝাইবে কি না, তাহা বিবেচনা ও সাপেক্ষ। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে নহপান অন্ধ্রবংশাধিষ্ঠিত মালবের বিরুদ্ধে উত্তমভদ্র নামধেয় ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন স্বীকার করিতে হয়। সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি এই সময়ে মালবজাতির (রাজপুতনায় ?) সপক্ষে ছিলেন। ঋষভদত্তের অনুশাসনে অবশ্য তাঁহারই জয়ের কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু ইহা সত্য হইলেও, বিজয় ক্ষণস্থায়ী হইবারই সম্ভাবনা, কারণ শীঘ্রই গৌতমীপুত্র খহরাতবংশ নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় উত্তমভদ্রের সহিত রাজন্য জনপদের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহারও বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে। রাজন্য জনপদ নামাঙ্কিত কতিপয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে এই ক্ষত্রিয় জনপদ পূর্ব্ব-রাজপুতনায় অবস্থিত ছিল। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ঋষভদত্তের রাজপুতনাস্থিত পুষ্কর নামক স্থানে যাইবার সংবাদও তাঁহার লিপিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে, গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি ও তৎপুত্র বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবি একত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি আছে। নাসিক-গুহা লিপিতে উল্লিখিত বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবির পিতামহী গৌতমী বলশ্রী যে গুহা ভদ্রায়ণীয় নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়কে দান করিয়াছিলেন সেই গুহার কথা (গৌতমীপুত্রের রাজত্বের) ২৪ বর্ষে উৎকীর্ণ লিপিতেও আছে। এই সময় সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র অসুস্থ ছিলেন, এইজন্য অনুশাসনে তাঁহার মাতাকে 'জীবিতসুতা' (যাঁহার পুত্র জীবিত আছেন) বলা হইয়াছে। এই লিপিতে ভদ্রায়ণীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। পুত্রের মৃত্যুর পর পৌত্র পুলুমাবির রাজত্বকালে বলশ্রী ঐ গুহা পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধসম্প্রদায়কে অর্পণ করেন। গৌতমীপুত্র একদা মহিষুরস্থ বৈজয়ন্তীতে যুদ্ধার্থ উপস্থিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ নাসিক জিলায় বেণকটক নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌতমীপুত্রের মৃত্যুর পর শাতবাহনবংশের শক্তি ক্রমশঃ লোপ পায়।

এই সময়ে পশ্চিমভারতে আর এক শকবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কচ্ছ প্রদেশে ১৩০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে এই শক ক্ষত্রপবংশের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই বংশের প্রসিদ্ধ নেতা রুদ্রদামন ১৫০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বেই মহাক্ষত্রপ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ইঁহার জুনাগড় (কাঠিয়াবাড় প্রদেশে) পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ উক্ত তারিখের লিপি হইতে জানা যায় যে, শাতবাহন সাম্রাজ্যের কএকটী প্রদেশ—পূর্ব্ব ও পশ্চিম মালব, অনুপ, সুরাষ্ট্র, কুকুর, ও অপরান্ত তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, রুদ্রদামন শাতকর্ণি নামক রাজাকে দুইবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিধন সাধন করেন নাই। কণেরিতে প্রাপ্ত লিপিতে বাসিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণির মহাক্ষত্রপ রুদ্র (রুদ্রদামের) কন্যার পাণিগ্রহণের কথা আছে। কাহারও কাহারও মতে এই বাসিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি ও গৌতমীপুত্রের পুত্র পুলুমাবি অভিন্ন ব্যক্তি এবং ইনি জুনাগড় লিপিতে উল্লিখিত রুদ্রদামের জামাতা (জামাতা)। আর একটী মত অনুসারে ইনি শিব-শ্রী-শাতকর্ণি, সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্রের অপর এক পুত্র এবং ইনি বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবির মৃত্যুর পর অন্ধ্র-বংশের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

রুদ্রদামের আক্রমণে অন্ধ্রবংশের যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ করিবার ক্ষমতা এই বংশে আর কাহারও হইল না। দাক্ষিণাত্য হইতে শাতবাহন বংশের ক্ষমতা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া অন্ধ্রদেশে কিছুকাল সমাবদ্ধ রহিল। যজ্ঞ-শ্রী শাতকর্ণি এই বংশের শেষ শক্তিমান রাজা।

কোলাপুর হইতে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাসমূহ হইতে তিনটি রাজার নাম সংগৃহীত হইয়াছে:—(১) বাসিষ্ঠীপুত্র বিলিবায়কুর, (২) মাঢরীপুত্র শিবলকুর ও (৩) গৌতমীপুত্র বিলিবায়কুর। টলেমির ভূগোলে বৈলিয়কোরসের রাজধানী হিপ্পোকোরের উল্লেখ আছে। বৈলিয়কোরস ও বিলিবায়কুর সম্ভবতঃ একার্থক। এই তিনটী রাজাকে শাতবাহন-বংশের অধীন কোলাপুরের কোন স্থানীয় রাজবংশের সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়াই বোধ হয় সমীচীন। উত্তর মহিসুরস্থিত চিতলদুর্গ জিলায় সদকন কডুলদের কতিপয় মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। 'সদকন' নামে 'শাতক' শব্দের ইঙ্গিত রহিয়াছে। অনুমান হয়, এই প্রণাব পদস্থ ব্যক্তিগণ শাতবাহন রাজগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মহারথ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানাঘাট-লিপিতে 'মহারথীর' নাম আছে। ইঁহার সহিত অশোক-অনুশাসনের 'রাসটিকের' সহিত সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। যাঁহারা মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারা শাতবাহন বংশের অধীন হইলেও বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন।

শাতবাহন বংশের পূর্ব্ব-ইতিহাস যাহাই হউক, এই বংশের রাজগণ পরবর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন তাহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। নাসিক গুহালিপিতে গৌতমীপুত্র 'একব্রাহ্মণ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং ইহাও কথিত আছে যে, ইনি বর্ণসঙ্করের গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের লিপির ভাষা প্রাকৃত। ইঁহাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় শাতবাহন-রাজগণ অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহু ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের তালিকা নানাঘাট-লিপিতে আছে। এই সকল যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পুরোহিতদিগকে বিস্তর দক্ষিণা দান করা হইত। গ্রাম, অলঙ্কার, কার্ষাপণ (প্রাচীন রৌপ্যের নাম), সুবর্ণ (মুদ্রার নাম), হিরণ্য, গাভী প্রভৃতি দক্ষিণাস্বরূপ প্রদত্ত হইত এবং যজ্ঞে উপস্থিত সাধারণ লোকদিগকে নানা পুরস্কারদানে আপ্যায়িত করা হইত। এইভাবে তৎকালে তাঁহারা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিস্তারের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই যুগে লোকপাল, ইন্দ্র, বরুণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি দেবতা ইঁহাদের উপাস্য ছিলেন। উত্তরকালে অন্ধ্ররাজগণ ভদ্রায়ণীয় (ভদ্রায়নীয়) মহাসাঙ্ঘিক প্রভৃতি বৌদ্ধভিক্ষুদিগের বাসের জন্য পর্ব্বতগাত্রে অনেক গুহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য গ্রাম ও ভূমি দান করিয়াছিলেন। ঐ বংশের বদান্যতা ও ধর্ম্মোৎসাহে যে বৌদ্ধ শিল্পের

সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা ইঁহাদের রাজত্বকালে নির্মিত গুহাগুলি হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বহির্ভারতের সহিত সম্বন্ধ-রক্ষা করিবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল। টলেমির যুগে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে) মাইসলস (কৃষ্ণা নদীর মোহনায় অবস্থিত কণ্টকশৈল নামক স্থান) তাঁহাদের বাণিজ্য বন্দর ছিল। গুন্টুর জিলা স্থিত নাগার্জুনকোণ্ডায় আবিষ্কৃত ইক্ষ্বাকু-বংশের খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের উৎকীর্ণ লিপিতে কণ্টকশৈলের নাম পাওয়া গিয়াছে। বহির্ভারতে মালাক্কা বা প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে যাইতে হইলে ইহারই নিকটবর্তী স্থান হইতে জাহাজ ধরিতে হইত। করমণ্ডল তীর হইতে এক জাতীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর জাহাজের চিত্র অঙ্কিত এবং ঐ জাতীয় মুদ্রার একটিতে শ্রীপুলুমাবির নাম থাকা অসম্ভব নয়। সাতবাহন রাজত্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে উন্নতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য নয়। আজও আন্ধ্রশিল্প, আন্ধ্রসাহিত্য, আন্ধ্রমুদ্রা প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।*

অন্ধ্র২—রাজা বৃহদশ্বের পুত্র। ইহার পুত্রের নাম যুবনাশ্ব। বৃহদশ্ব ছিলেন রাজা ককুৎস্থের প্রপৌত্র। (বায়ুপুরাণ)

২ কারাবর স্ত্রী ... এবং বৈদেহ পুরুষের ঔরসজাত অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। ...

* দ্রষ্টব্য গ্রন্থ ও প্রমাণপঞ্জী—

1. Luders' List of Brahmi Inscriptions (Epigraphia Indica, X, App.)
2. Archæological Survey of Western India Report, X
3. Cunningham, Bhilsa Topes.
4. Rapson, Catalogue of the Coins of the Andhra Dynasty, etc.
5. V. A. Smith, Early History of India
6. Pargiter, Dynasties of the Kali Age
7. Cambridge Early History of India
8. J. Dubreuil Ancient History of the Deccan.
9. Memoirs of the A. S. B. No. X
10. H. C. Raychaudhuri—The Political History of Ancient India
11. Dinesh C. Sarkar, Successors of the Sātavāhanas in the Eastern Deccan (Calcutta University)
12. Dinesh C. Sarkar, The Early Pallavas
13. Indian Antiquary, 1918, 1919.
14. K. C. Chattopadhyaya, Journal of the Asiatic Society, 1934.
15. J. R. A. S. 1929
16. Epigraphia Indica, VII, VIII, XIV, XVIII
17. R. G. Bhandarkar, Early History of the Deccan.
18. Archæological Survey of the Southern India, Report, I

অন্ধ্র৩—দাক্ষিণাত্যের স্বনামপ্রসিদ্ধ হিন্দুজাতির একটী শাখা।

অন্ধ্র৪—মাদ্রাজের বিজাগাপটম জেলাস্থিত একটী রাজ্য। অক্ষাং ১৮°২০´ ৪৫´ উ: এবং দ্রাঘিং ৮৩°১৫´ পূ:। আয়তন—৩০১৪ একর। জয়পুরের কোন রাজা এই স্থান বর্তমান জায়গীরদারদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই জায়গীরদারগণ বিজিয়ানাগ্রাম রাজবংশের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ।

অন্ধ্রক—একজন রাজা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি উপস্থিত ছিলেন। (মহাভারত) ২ বসুমিত্রের পুত্র, একজন রাজা। (ব্রহ্মাণ্ডপু: ৯৯.৩৩৯)

অন্ধ্রক২—কিষ্কিন্ধা প্রদেশের একজন রাজপুত্র। মহোদধির পুত্র প্রতিবিন্দু এবং প্রতিবিন্দুর পুত্র কিষ্কিন্ধ ও অন্ধ্রক। এক সময়ে বিজয়ার্ধ পর্বতে অরিঞ্জয়ের রাজকুমারী মন্দোদরীর স্বয়ম্বর হয়। ঐ সভায় রাজকুমার কিষ্কিন্ধ ও অন্ধ্রক এবং লঙ্কারাজ বিদ্যুৎজিহ্ব উপস্থিত হন। রাজকন্যা কিষ্কিন্ধের গলায় মালাদান করিলে লঙ্কাপতি ঈর্ষাবশে তাঁহাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি অন্ধ্রকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। (জৈনপুরাণ)

অন্ধ্রজাতিক—মৌলিক অন্ধ্রজাতির জ্ঞাতিকুটুম্বাদি। আত্মীয়তা সূত্রে ইহারা মূল অন্ধ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অন্ধ্রদেশ—দক্ষিণভারতের একটী প্রাচীন জনপদ। বর্তমানে তেলিঙ্গানা নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে যেখানে তেলুগু ভাষা প্রচলিত, সেই স্থান সংস্কৃতগ্রন্থে অন্ধ্র বা অন্ধ্রদেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং তথাকার লোক অন্ধ্র বা আন্ধ্র নামে পরিচিত। [দ্রাবিড় ও অন্ধ্র শব্দ দ্র:]

অন্ধ্র-দ্রাবিড়-ভাষা—দক্ষিণভারতে প্রচলিত তামিল ও তেলুগু ভাষা। ইহা গৌড়ীয় হইতে ভিন্ন।

অন্ধ্রভাত্য—অন্ধ্ররাজবংশীয়। [অন্ধ্রভৃত্য দ্র:]

অন্ধ্রভৃত্য—দাক্ষিণাত্যের কাণ্ববংশীয় রাজা সুশর্মার ভৃত্য। ইহার প্রকৃত নাম শিপ্রক বা সিমুক। ইনি অন্ধ্রদেশবাসী ছিলেন বলিয়া অন্ধ্রভৃত্য নামে আখ্যাত হন। রাজা ইহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এই কারণ সকলেই ইহার নাম না ধরিয়া অন্ধ্রভৃত্য বলিত। পরে ইনি স্বীয় প্রভু কাণ্বরাজকে নিহত করিয়া রাজ্যলাভ করেন। ইঁহার বংশ 'অন্ধ্রভৃত্য' বংশ নামে পরিচিত। (মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ)

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ও পুলুমাবির অভ্যুদয়কালে এই বংশ অন্ধ্ররাজবংশ বা সাতবাহন-রাজবংশ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অন্ধ্রবাক—প্রাচ্যদেশীয় জনপদবিশেষ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৬.১২২)

অন্ধ্র ব্রাহ্মণ—অন্ধ্রদেশবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। [আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ দ্র:]

অন্ধ্রালজী—(স্ত্রী) যে ফোড়ায় পূঁয নির্গত হয় না। ক্ষুদ্র

রোগবিশেষ, ইহা কফবাতজ ব্যাধি। লক্ষণ—ঘন, অবক্র, উন্নত, মণ্ডলাকার ও অল্পপূয়যুক্ত যে পিড়কা উদ্ভূত হয় তাহাকে অজ্রালজী কহে। ইহার অপর নাম অন্ত্রালজী। (সুশ্রুত নি° ১৩ অ.)

অজ্রী—অজ্রজাতীয়া স্ত্রী।

অন্ন—(ক্লী) [অদ্যতে প্রাণ্যতে অন প্রাণনে ন ; অদ্-কর্মণি ক্ত] ওদন। সিদ্ধ করা চাউল। ভাত। ইহার পর্য্যায়—ভক্ত, অন্ধ, জিম্বা, দীদিবি, ভিস্‌সা, ক্রূর, অষ্ট, কশিপু, জীবাতু, কূর, আপূপিক, জীবন্তি ও প্রসাদন। যব, গম প্রভৃতি অপক্ব শস্য পাক করা মিঠাই প্রভৃতিকেও অন্ন বলা যায় ; যেমন—পক্বান্ন, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। ২ জল। কারণ জল বিনা কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না। "অদ্যতে প্রাণ্যতে প্রজাভিঃ। ন হি কদাচিদপি জলেন বিনা জীবন্তি প্রাণিনঃ ইতি" (দুর্গাচার্য্য)

৩ ধ্রুবদিজাত দ্রব্যসমূহ। ৪ পৃথিবী। (পুং) ৫ সূর্য্য। ৬ উপভোগ্যা স্ত্রী, পশু, স্থাবর-জঙ্গমাদিও অন্ন নামে খ্যাত ; মনু প্রভৃতি প্রাচীনেরা একথা বলেন।

অন্ন বা ভাত পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ লোকের প্রধান খাদ্য। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কোচীন, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর চাউল জন্মে ; কাজেই ঐ সকল দেশের লোক অন্ন খাইয়াই জীবন ধারণ করে।

চাউলে শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, প্রোটিন, ফ্যাট্ ও লবণের অংশ অত্যন্ত কম। কলে-মাজা চাউলে প্রোটিন্ ও ফ্যাট্ (চর্ব্বি) আরও কম থাকে এবং চাউলের ভ্রূণও (কোণা) বাদ যায়।

ঢেঁকিতে ধান ভাঙিবার সময় প্রথমবারে বহিরাবরক বা তুঁষ উঠিয়া যায় ; ইহাকে বলে 'আকাঁড়া' বা 'আড়ং ছাঁটা' চাউল। দ্বিতীয়বার ভাঙিলে চাউলের উপরের পাতলা লাল আবরণ (pericarp) উঠিয়া যায়, এইরূপ চাউলকে 'কাঁড়া' চাউল বলে। লাল আবরণের নীচে একটা পাতলা আবরণ আছে, উহাই 'কুঁড়ো' (polishings)। ঢেঁকিতে দুইবার ভাঙিলেও এই কুঁড়ো ঠিক থাকে। চাউলের মধ্যে কুঁড়ো খুব পুষ্টিকর জিনিষ ; কলে মাজিলে এই কুঁড়োও বাদ যায়।

ছাঁটাই হিসাবে চাউলে যে পরিমাণ শ্বেতসার, প্রোটিন ও ফ্যাট্ পাওয়া যায় নিম্নে তাহা লিখিত হইল।—

	শ্বেতসার	প্রোটিন	ফ্যাট্
ঢেঁকিছাঁটা চাউল	৭২.৪৯	৭.০৭	৩.৩০
কলে মাজা চাউল	৭৩.৩৭	৬.৫৬	২.৫০
চাউলের কুঁড়ো	৩১.৪০	১৫.৬৭	২০.৮৭

চাউলের কুঁড়ো পুষ্টিকর হইলেও আমরা অজ্ঞতার ফলে উহা পাখীকে খাওয়াই এবং নিজেদের জন্য 'খাজে' অংশটী রাখি।

ঢেঁকিতে কাঁড়া চাউলের অন্নই ভোজন করা উচিত। রৌদ্রে শুকান আতপ চাউলের ভাতও উত্তম। কলে মাজা চাউলে ভিটামিন খ থাকে না এবং এইরূপ চাউলের অন্ন অধিক দিন খাইলে বেরিবেরি হয়। জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে বেরিবেরি খুব দেখা যায়। ঢেঁকিতে ছাঁটা চাউলের অন্ন খাইলে বেরিবেরি হয় না। বেরিবেরি রোগে পায়ে যন্ত্রণা ও পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত হইতে পারে। আমাদের দেশে বেরিবেরি কম দেখা যায়। বাঙ্গলা দেশে যে সংক্রামক শোথ হইতেছে, তাহা বেরিবেরি নয় এবং বোধ হয়, 'মইসা-ধরা' দূষিত চাউল ভোজনের ফলে উহার উৎপত্তি।

সংক্রামক-শোথ রোগে পেটের গোলযোগ হয়, হাত-পা ফোলে ও হৃৎ-পিণ্ডের দোষ হইতে পারে। পুরাতন চাউলের ভাত সহজ-পাচ্য। পোকাধরা বা মইসা-ধরা বা শুমো চাউলের ভাত কখনো খাওয়া উচিত নয়। ভাত রাঁধিবার পর ভাতের ফেন-গালিয়া ফেলা অনুচিত। ভাইটামিন্ খ জলে গলিয়া যায় বলিয়া ভাত সিদ্ধ করিয়া মাড় ফেলিয়া দিলে ইহা সেই সঙ্গে বাহির হইয়া যায় এবং এইজন্য ভাতের ফেনের সঙ্গে ভাইটামিন খ ও অন্যান্য সারপদার্থ বাহির হইয়া থাকে। কুকারে ভাত রাঁধিলে ফেন গালিতে হয় না। ফেন না গালিলে যদি অসুবিধা হয় তাহা হইলে ফেন ফেলিয়া না দিয়া দাইলের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবে।

ভেতো জাপানী আজ পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী জাতি। বাঙ্গালীও ভাত খায়, কিন্তু কত দুর্ব্বল। জাপানীরা ফেন-শুদ্ধ ভাত রাঁধে ; কলে-মাজা চাউল খায় না। বাঙ্গালী কলে-মাজা সিদ্ধ চাউলের ভাতের ফেন গালিয়া খায়। তাহার ফলে ভাইটামিন ও সারপদার্থ অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ফেনশুদ্ধ ঢেঁকিছাঁটা চাউলের অন্নই উৎকৃষ্ট।

ভাতে শ্বেতসার অধিক পরিমাণে থাকায় এক মাত্র অন্নভোজনে দেহের সম্যক্ পুষ্টিসাধন হইতে পারে না। এজন্য চর্ব্বিজাতীয় উপাদানের অভাব পূরণের জন্য আমরা ভাতের সঙ্গে ঘি মাখি এবং প্রোটিনজাতীয় উপাদানের অভাব দূর করিতে উহার সহিত ডাইল মাখিয়া খাই, অথবা মাছ দিয়া ভাত খাই।

সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গ বাঙ্গালী দিনে এক পোয়া চাউলের ভাত আহার করে। অন্ন শ্বেতসারপ্রধান হইলেও মানুষের বাঁচিবার পক্ষে ইহার সহিত প্রোটিন জাতীয় এবং ফ্যাট্ জাতীয় খাদ্য আহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অন্নভোজনে রক্তের কারণ করে ; কারণ উহার তন্ত আছে। দুগ্ধ ও তরিতরকারী কায়বর্দ্ধক ; এজন্য ভাতের সঙ্গে এইগুলি খাওয়া উচিত।

অন্ন অপেক্ষাকৃত লঘু পথ্য এবং গরম দেশের লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শুষ্ক 'কড়কড়ে' ভাত শীঘ্র পরিপাক হয় না। জলে ভিজান বাসি ভাতকে 'পান্তা ভাত' বলে।

রোগীর পথ্যে অন্ন ব্যবহার—নূতন চাউল অপেক্ষা পুরাতন চাউলের অন্ন লঘুপাক। এইজন্য পুরাতন চাউলের অন্ন রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। অন্ততঃ সাত আট মাসের পুরাতন চাউল ব্যবহার করা উচিত।

অন্নের মণ্ড—পুরাতন চাউল অর্দ্ধ ছটাক, জল এক সের, একটা আবৃত মাটীর হাঁড়িতে ফুটাইবে, চাউল উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে একখণ্ড পাতলা কাপড়ের মধ্যে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। অল্প লবণ বা চিনি সহযোগে সেবন করিতে দেওয়া যায়। উদরাময় রোগে ইহা একটী উত্তম পথ্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত ক্ষুদের মণ্ড একটী হিতকর পথ্য। পুরাতন চাউলের ক্ষুদ চারি তোলা লইয়া দুই সের জলের সহিত জ্বাল দিবে, যখন ক্ষুদ সম্পূর্ণ গলিয়া যাইবে, তখন নামাইয়া রাখিবে। উহার উপরিস্থিত স্বচ্ছ জলের ন্যায় অংশের নাম ভাতের মণ্ড। উহার মধ্যস্থিত অংশে মণ্ড ও জলীয়াংশ উভয়ই থাকে, ঐ অংশের নাম পেয়া। নিম্নাংশে কেবল কাদার ন্যায় মাড় থাকে এবং তাহাকে বলে বিলেপী। লেবুর রস, লবণ বা চিনি মিশাইয়া এইগুলি খাওয়া যায়। অন্নের মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী পুষ্টিকর খাদ্য, ইহাদের মধ্যে মণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা লঘুপথ্য।

বহুমূত্র রোগে প্রস্রাবে চিনি বাহির হইতে থাকিলে ভাত প্রভৃতি শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অন্নস্থ শ্বেতসার পরিপাকের পর চিনিতে পরিবর্ত্তিত হয়। প্যানক্রিয়াস্ রুগ্ন থাকায় এই চিনির চরম পরিণতি হইতে পারে না এবং প্রস্রাবের সহিত অপরিবর্ত্তিত চিনি বাহির হইয়া যায়। এইজন্য বহুমূত্র রোগে অন্ন নিষিদ্ধ। যখন প্রস্রাবে চিনি আর বাহির হইবে না তখন এই বিধি-নিষেধের কড়াকড়িও কমাইতে হইবে এবং অল্প অল্প করিয়া শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে রোগীকে ভাত সহ্য করাইয়া লইতে হয়। এই সময় অন্নাহারের ফলে প্রস্রাবে চিনি অধিক বহির্গত হইতেছে কি না সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বে একবার বহুমূত্র হইলে রোগীকে আর কখনও ভাত খাইতে দেওয়া হইত না। ইনসুলিন আবিষ্কারের পর বহুমূত্র-রোগের চিকিৎসায় পথ্য-ব্যবহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং প্রস্রাবে চিনি না থাকিলে পরিমিতভাবে অন্নাহার করিতে বাধা নাই।

বিলাতে অন্ন হইতে শ্বেতসার প্রস্তুত হয়। তাঁতীরা এবং ধোপারা সেই শ্বেতসার লইয়া বস্ত্রে মাড় দিয়া থাকে।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে অন্নের গুণ,—স্নিগ্ধ, বলকর, অগ্নিবৃদ্ধিকর, মূত্রকর এবং ধারক ও লঘুপথ্য। নূতন অন্ন শ্লেষ্মাজনক, স্বাদু, শীতল, মাংসবৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক। পুরাতন অন্ন—বিরস, রুক্ষ, সুপথ্য এবং আগ্নেয়। অতিশয় উষ্ণ অন্ন ভোজন করিলে বল নষ্ট হয়। শুষ্কান্নকে চলিত কথায় আমরা 'কড়্‌কড়ে ভাত' বলি। কড়্‌কড়ে ভাত শীঘ্র পরিপাক হয় না। অতিশয় সিদ্ধান্ন শরীরের গ্লানিকর এবং অসিদ্ধান্ন অর্থাৎ শক্ত ভাত গুরুপাক। বৈদ্যেরা বলেন যে, উষ্ণ অন্ন শীতল জলে ধৌত করিয়া ভোজন করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়। পর্য্যুষিত অর্থাৎ জলে ভিজান বাসী ভাতকে সচরাচর আমরা 'পান্তা ভাত' বলি। পান্তা ভাত রুক্ষ এবং ত্রিদোষজনক। ভাজা চাউলের অন্ন লঘুপাক ও আগ্নেয়। দ্রবান্ন তৃপ্তিজনক, লঘুপাক ও ধারক। ইহাতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নষ্ট হয়। তরলান্ন খাইলে ঘর্ম্ম ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোম। এতদ্দ্বারা তৃষ্ণা গ্লানি, শরীরের দুর্ব্বলতা এবং কুক্ষিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। দুগ্ধের সঙ্গে অন্ন মিশ্রিত করিয়া খাইলে চক্ষুরোগ নাশ হয়। পিত্ত ও রক্তদোষ এবং জ্বর বিদূরিত হইয়া বলবৃদ্ধি করে। ঘোলের সঙ্গে অন্ন মিশ্রিত করিয়া খাইলে শ্রম, অর্শ ও অরুচি নষ্ট হয় এবং আহারে বিলক্ষণ তৃপ্তি জন্মে। নানাবিধ পীড়াবশতঃ মূত্রযন্ত্রে উগ্রতা জন্মিলে চিকিৎসকেরা অন্নের মণ্ড ব্যবস্থা করেন। পুরাতন চাউল অর্দ্ধ ছটাক, এক সের জল, একটী আবৃত পাত্রে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া বস্ত্রের মধ্যে মর্দ্দন করিতে করিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই মণ্ডে কিঞ্চিৎ শর্করা মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। জ্বররোগে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে ইহার সঙ্গে মাংসের ঝোল মিশ্রিত করিয়া পথ্য দিলে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়। গম, যব প্রভৃতি শস্যের অপেক্ষা অন্নে গ্লুটেন অংশ অল্প পরিমাণে আছে, তজ্জন্য ইহা অধিক অন্তরুৎসিক্ত হয় না। কাজেই রোগীর উদর স্ফীত হইয়া থাকিলে, অন্নের মণ্ডে আর অধিক পেট ফাঁপে না। কিন্তু বহুমূত্ররোগীর পক্ষে অন্ন সুপথ্য নহে। বহুমূত্ররোগীর প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি নির্গত হয়। এ দিকে অন্নেও শ্বেতসার অত্যন্ত অধিক। উদরে পরিপাকের সময় ঐ শ্বেতসার চিনি হইয়া যায়, তজ্জন্য বহুমূত্র-রোগে অন্নভোজন অতিশয় কুপথ্য।

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অন্ন অপেক্ষা পিষ্টক অষ্টগুণ পুষ্টিকর, পিষ্টক অপেক্ষা দুগ্ধ অষ্টগুণ পুষ্টিকর, দুগ্ধ অপেক্ষা মাংস অষ্টগুণ পুষ্টিকর, মাংস অপেক্ষা ঘৃত অষ্টগুণ পুষ্টিকর; ঘৃত অপেক্ষা তৈল মর্দ্দনে আটগুণ পুষ্টিবৃদ্ধি পায়। কিন্তু তৈল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে।

অন্ন২—একজন সেনাপতি। আল্হণদেবের 'সূক্তিমুক্তাবলী' গ্রন্থে লিখিত আছে, যাদববংশীয় নৃপতি ভিল্লম গুর্জ্জররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মুঞ্জ ও অন্নকে পরাজিত করিয়াছিলেন। [ভিল্লম দ্র°]

অন্ন—মাদ্রাজের দাসরি, গবর, গোল্লা, কোণ্ডা, দোয়া, মজল, পৈদি প্রভৃতি জাতির উপাধি।

অন্নকাম—(পুং) ১ ভোজনাভিলাষী, ক্ষুধাতুর। ২ যে অন্ন বাঞ্ছা করে।

"স ইদ্ভোজো যো গৃহবে দদাত্যন্নকামায়" (ঋক্ ১০ ১১৭ ৩)

অন্নকাল—(পুং) ভোজনকাল, খাইবার সময়।

অন্নকিট্ট—(ক্লী) [অন্নে কিট্টং মলম্] অন্নমল।

অন্নকূট—(পুং) পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত অন্নরাশি। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কোন কোন সম্প্রদায় বিবিধ খাদ্য দ্বারা পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভগবানের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া থাকেন, তাহাই 'অন্নকূট' নামে অভিহিত। দেবতার প্রসাদ-স্বরূপ এই অন্ন সাধারণে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।

"অন্নকূটাশ্চ বহবো দৃশ্যন্তে পর্ব্বতোপমাঃ"। (রামায়ণ)

৺কাশীধামে অন্নপূর্ণার মন্দিরে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত এই অন্নকূট পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৃন্দাবন, পুরীধাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থে উক্ত তিথিতে দেব-বিগ্রহের সম্মুখে পর্ব্বতপ্রমাণ অন্নের স্তূপ সাজাইয়া দেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক এই উৎসব সমাধা করিতেও দেখা যায়।

হিন্দুজাতির অন্নদান-ধর্ম্ম মহাপুণ্যজনক। এই কারণ বিশিষ্ট দেবতার সমক্ষে পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ন নিবেদন করিয়া তাহা প্রসাদস্বরূপ সাধারণে বিতরণ করিবার ব্যবস্থায় এই অন্নকূট উৎসবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাণে অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। [অন্নদান দ্র°]

অন্নকূট—মথুরার একটী শৈল, বর্ত্তমানে গিরিরাজ নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা অন্নকূট নামে অভিহিত। অন্নকূটের উত্তরসীমায় গোবর্দ্ধনের মানসগঙ্গা সরোবর। এই অন্নকূটই গিরি-গোবর্দ্ধন নামে সুপরিচিত। এই পাহাড়টী বেলে পাথরের এবং প্রায় ৪।৫ মাইল লম্বা। ইহা গোবর্দ্ধন সহরের নিকটে অক্ষা° ২৭° ২৮′ হইতে ২৭° ৩১′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৬′ হইতে ৭৭° ২৯ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সমতল ভূমি হইতে ইহা খাড়াভাবে উঠিয়া উত্তরপূর্ব্বে এবং দক্ষিণপশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার উচ্চতা গড়ে ১০০ ফুট।

শাস্ত্রে আছে, ইন্দ্র যজ্ঞাংশ না পাইয়া অতিশয় কুপিত হন এবং মেঘ ও পবনের সাহায্যে ব্রজবাসিগণকে পীড়িত করিতে উদ্যোগী হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ তখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সপ্ত অহোরাত্র অঙ্গুলির অগ্রে ধারণ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রিগণ এই পাহাড়কে পরম ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। [গোবর্দ্ধন দ্র°]

অন্নকোনদন্ন—বুদ্ধদেবের প্রথম পঞ্চজন শিষ্যের অন্যতম। মহাবগ্গ হইতে জানিতে পারা যায় যে বুদ্ধদেব বোধিতরুতলে সম্বোধি লাভ করিয়া বারাণসীধামে মৃগদাব বনে প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন। এইস্থানে তিনি অন্নকোনদন্ন, ভদ্দিয়, বপ্প, অস্সজি ও মহানাম নামক পঞ্চ শিষ্যকে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

অন্নকোম্নেনা (Anna Comnena)—একজন বিদুষী রোমরাজকন্যা। সম্রাট অলেক্সিয়াস্ কোম্‌নেনাসের দুহিতা। ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার যত্নে কোমনেনা কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিতা হইয়া উঠেন। তিনি "Alexiad" নামে তাঁহার পিতার রাজ্যকালের (১০৮১ ১১১৮ খৃঃ) একখানি ইতিহাস গ্রীকভাষায় প্রণয়ন করেন। রমণী রচিত ইহাই প্রথম ইতিহাস। থুসিডাইডিস্, পলিবিয়াস্ ও জেনোফনের লেখনীর অনুকরণে তিনি তাঁহার ভাষা উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

অন্নকোষ্ঠ, অন্নকোষ্ঠক—(পুং) [অন্নস্য কোষ্ঠঃ ৬-তৎ] ধান্য প্রভৃতি শস্য রাখিবার স্থান। ভুঁড, মরাই, ডোল, কুঠি, গোলা কক্কই ইত্যাদি নামে স্থানভেদে প্রচলিত। ২ শস্যাদি রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তিকার ভিতরে ছোট ঘর।

অন্নক্ষেত্তর—[দেশজ] অন্নক্ষেত্রের অপভ্রংশ। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য যেখানে আছে। অন্নসত্রের চলিত ভাষা।

অন্নগতি—(স্ত্রী) প্রাণীমাত্রের কণ্ঠস্থ নালীবিশেষ। এই নালীর মধ্য দিয়া খাদ্য ও জল উদরে যাইয়া থাকে। (সুশ্রুত ১ ৩০৭ ১৮

অন্নগন্ধি—(পুং) অতিসাররোগভেদ। [অতিসার দ্র°]

অন্নগুন্দি—স্থানভেদ। [অনগুণ্ডি দ্র°]

অন্নচক্র—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে সমুৎপন্ন পুত্র। ইনি অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড)

অন্নচিকিৎসা—একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ।

অন্নছত্র—(পুং) ক্ষুধাতুর দরিদ্র যেখানে অন্ন পায়। ৺কাশীধাম প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে অনেক অন্নছত্র আছে। [অতিথিশালা ও ধর্ম্মশালা দ্র°]

অন্নজ—(ক্লী) তিন দিনের বাসি অন্নমণ্ড।

অন্নজল—(পুং) ভোজ্যদ্রব্য ও পান করিবার জল। ২ শ্রাদ্ধকালে প্রেতের উদ্দেশে যে ভোজ্য ও জলপূর্ণ তৈজসাধার দান করা হয়, তাহাকেও 'অন্নজল' বলা হইয়া থাকে।

অন্নজা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] একপ্রকার হিক্কারোগ। এই রোগের লক্ষণ এই প্রকার:—হঠাৎ জল ও অন্ন অত্যধিক আহার করিলে বায়ু কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধগ হয় এবং হিক্কা হইতে থাকে। এইরূপ হিক্কা 'অন্নজা' নামে অভিহিত।

"কলায়ৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনলঃ। ক্ষিকর্ত্তুর্দ্ধা গা ভূত্বা তাং বিত্তাদন্নজাং ভিষক্॥' (ভাবপ্র°)

অন্নজাত—(ত্রি) [অন্নজ দ্র°]

অন্নাজ—জৈমিনীয়-সূত্রটীকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

অন্নজিৎ—(ত্রি) বিজয়ের দ্বারা যে অন্ন লাভ করিয়া থাকে। ২ জয়লব্ধ অন্ন। "বাজজিৎ" (শতপথব্রা° ৫ ১ ৪ ১৫) ৩ অন্নকে যে জয় করিয়াছে।

অন্নজীবন—(ত্রি) অন্নই যাহার জীবন, যিনি অন্ন খাইয়া জীবন ধারণ করেন। (শতপথব্রা° ৭ ১ ১ ২০)

অন্নজীবী—(ত্রি) অন্নগত প্রাণ, যিনি অন্ন আহার করিয়া জীবিত থাকেন।

অন্নতেজস্—(ত্রি) অন্নের শক্তি, অন্নবল। "বাজ্যাঃ কমোসি সপত্নহা প্রাণসংশিতঃ"। (অথর্ব্ব ১০ ৫ ৩৪)

অন্নদ—(পুং) [অন্নং দদাতি অন্ন-দা-ক] অন্নদাতা, যিনি অন্ন দান করিয়া থাকেন।

বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ। (মনু ৪ ২২৯)

অন্নদা—অন্নপূর্ণার অপর একটী নাম। ইনি সমস্ত জীবকে আহার দেন বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। [অন্নপূর্ণা দ্র°]

অন্নদাকল্প—একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ।

অন্নদাচরণ খাস্তগীর—একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বঙ্গভাষায় ডাক্তারী ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীচিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

অন্নদাতা—(পুং) যিনি অন্ন দান করেন। [অন্নদান দ্র°]

অন্নদান—(পুং) অন্ন দান করা বা ভোজনার্থ অন্ন দেওয়া। দানগ্রহণকারীকে অন্নসম্প্রদান করাকেই 'অন্নদান' বলে। এই অন্নদানের ব্যবস্থা প্রত্যেক ধর্ম্মেই দেখা যায় এবং অনেক স্থলে ইহা শাস্ত্র-বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত।

প্রাচীন ভারতে এই অন্নদান আদর্শ স্থানীয় ছিল। হিন্দুদের শাস্ত্রাদিতে এই অন্নদানের কথা বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ আছে। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই পিতৃপুরুষদিগকে অন্ন, জল প্রভৃতি দান করিতে হয়। [শ্রাদ্ধ দ্র°] শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে, জলদাতা তৃপ্তিলাভ করেন এবং অন্নদাতা অক্ষয় সুখ লাভ করেন। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে দেখা যায়, প্রজাপতি ইহার দেবতা। এই অন্নদানে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপক্ষয় হয় এবং অন্নদাতা নিখিল পাপাধার হইলেও পবিত্রতা লাভ করিয়া স্বর্গবাস করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুরাণে অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। মানব অন্নদান করিলে উত্তমগতি লাভপূর্ব্বক সর্ব্ব-কামনা উপভোগ-ক্ষম হইয়া সুখে কালাতিপাত করে।

মহাভারতে লিখিত আছে, অন্নদানকারী মানব পশু, পুত্র, ধন, প্রাণ ও রূপ প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকেন। মহাভারতকার আরও বলেন যে শ্রান্ত ও ক্ষুধিতকে অন্নদান করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে। দাতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে অন্নদানকালে সঙ্কল্পপূর্ব্বক দান করিবেন।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, অন্নদানকারী ব্রহ্মহত্যাদি দুষ্কর পাপ হইতে মুক্ত হন। উক্ত গ্রন্থে অন্নদানের বিশেষ প্রশংসা আছে। ইহা শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া পরিগণিত। অন্নদান করিলে মানবের পুণ্য, যশঃ, আয়ুঃ, বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, যে অন্নদান করে, সে পর্ব্বত, নদী, বাপী, পৃথিবী প্রভৃতি সম্প্রদানের ফললাভ করে। ক্ষুধাতুরকে যে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত অন্নদান করে, সে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয়। কারণ এই অন্নে চন্দ্রলোক, বরুণলোক, যমলোক, কুবেরলোক, গোলোক ও ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠিত আছে। সালঙ্কৃত কন্যা, হস্তী, অশ্ব, ধনরত্ন প্রভৃতি দান করিলেও অন্নদানের ষোল ভাগের এক ভাগ ফল হয় না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে বিদ্বান ব্রাহ্মণ যে পরিমাণ অন্ন গ্রাস করিয়া থাকেন, অন্নদানকারী তৎসমগ্র ক্রতুর ফললাভ করিয়া থাকেন। সামসংহিতায়ও এইরূপ অন্নদানের অনেক প্রশংসা দেখা যায়।

কূর্ম্মপুরাণে অন্নদানের বিশেষ নিয়ম দেখা যায়, গৃহস্থকে (অর্থাৎ যাহাদের ঘরে হাঁড়ী আছে) সিদ্ধ অন্নদান অপেক্ষা আমান্ন দান করিলে দানকারী উত্তম গতি লাভ করিবে। কারণ গৃহস্থ সেই আমান্ন দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ সাধন করিতে পারে। শিবপুরাণে সামান্যভাবে অন্নদানের ফল লিখিত আছে। অন্ন হইতে জীবের জন্ম, দেবতা এই অন্নের অভিলাষী এবং শ্রাদ্ধ ভিন্ন এই দানের পাত্রাপাত্র নির্দ্দেশ করা যায় না। যজমান উদকপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া ও পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক অন্নদান করিবেন।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, বুভুক্ষু যখনই অন্ন যাচ্ঞা করিবে তখনই ব্যঞ্জনযুক্ত উষ্ণ ও অক্লিষ্ট অন্ন দিবে। ইহাতে অন্নদাতা তিন কোটী কল্পকাল স্বর্গলোকে অবস্থান করিবেন।

অন্নদান সকল দানের সার। অন্নদানের এইপ্রকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত থাকায় হয়তো অন্নদাতা পরবর্ত্তিকালে দেববিগ্রহের সমক্ষে পর্ব্বতপ্রমাণ অন্নস্তূপ (ব্যঞ্জনাদি সহ) উৎসর্গপূর্ব্বক জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। এই অন্নদান-কার্য্য অতীব পুণ্যকর এবং পুণ্যকামীর আকাঙ্খাপূরণার্থেই অন্নকূট পর্ব্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। [অন্নকূট দ্র°]

অন্নদান—একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র।

অন্নদানমাহাত্ম্য—পদ্মপুরাণে মুনিবর বামদেব সুবাহু রাজাকে অন্নদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা—অন্নজলদানে মর্ত্ত্যগণ মহাসুখ ভোগ করেন। এই দানে তাঁহাদের স্বর্গ ভোগ হয় এবং তাঁহারা পাতকপীড়িত হন না। মানব'ণ জীবৎ-কালে দান করিতে কুণ্ঠিত হইলেও মরণকাল উপস্থিত হইলে কিছু না কিছু দান করিয়া থাকেন। অগ্রে সজল অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য। অন্নজল, সুচ্ছত্র, উপানহ, সুন্দর জলপাত্র, ভূমি ও কাঞ্চন এবং ধেনু এই অষ্টপ্রকার দান যিনি করেন, স্বর্গে তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হয় না। অন্নদানে পরকালে ক্ষুধার্ত্ত হইতে হয় না। অন্নদাতা নিত্যই তৃপ্তিমান্ হইয়া থাকেন।

(পদ্মপু° ভূমিখণ্ড ৬৭ অ:)

মহাদেব নারদকে অন্নদানের এইরূপ মহিমা বর্ণন করিয়াছেন—অন্নদানের তুল্য দান নাই। কারণ অন্নই সর্ব্বভূতের প্রাণস্বরূপ। অন্নদানে সর্ব্বধর্ম্ম লাভ হয়। যে নর পিতৃগণ, বিপ্র ও অতিথিকে অন্নদ্বারা পরিতুষ্ট করে, তাহার সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয় ও সে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করে। অন্নদাতা বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার সর্ব্বকামফলদ বৃক্ষরাজি দ্বারা শোভিত ভবন, হৈম বাপী, সুশোভন দীর্ঘিকা সকল, ভক্ষ্য-ভোজ্যময় শৈল, বিবিধ বস্ত্রাভরণ, ক্ষীরসরিৎ, আজ্যপর্ব্বত, শুভ্র প্রাসাদ-রাজি এবং কনকোজ্জ্বল শয্যা লাভ হয়। (পদ্মপু° উত্তরখণ্ড, ১৭ অ:)

অন্নদানী মল্লিকার্জ্জুন—মহিসুর রাজ্যের চঙ্গাল রাজবংশের কুলদেবতা। হুনসুর তালুকের বেত্তাড়পুর পাহাড়ে ইঁহার মন্দির আছে।

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল—একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। ঘোষাল মহাশয় "অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' 'শ্রীদাম-উম্মাদ বা ব্রজলীলা', 'গরুড়ের স্বর্গ-বিজয় বা অমৃত-হরণ','কনোজকুমারী', 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ বা অর্জ্জুন-পরাভব' ও 'সুধন্বা-উদ্ধার' প্রভৃতি যাত্রার পালা রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—নিবাস তেলেনিপাড়া। ইনি 'প্রশ্নচতুষ্টয়' নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন (১৮৫৫ খৃ:)। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেও তিনি এই বৎসরে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। "শকুন্তলা" গীতাভিনয়, রচনা কাল ১৮৬৫ খৃ:। তদানীন্তন] Hindoo Patriot পত্রে (২২ এ মে ১৮৬৫), ইহা সরল ও সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রথম অপেরা পুস্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অন্নদামঙ্গল—একখানি বাঙ্গালা কাব্য। কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বিরচিত। ইহা মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীর অনুকরণে লিখিত। অন্নদামঙ্গল রচনা করিবার সময় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জনৈক ব্রাহ্মণকে লেখক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নীলমণি সমাদ্দার নামক জনৈক গায়ক মধ্যে মধ্যে গানের সুর দিতেন এবং অন্নদামঙ্গলের পালা কণ্ঠস্থ করিয়া রাজসভায় গান করিতেন।

অন্নদামঙ্গলের ভিতরে দক্ষযজ্ঞ, শিববিবাহ, কাশীখণ্ড, হরি-হোড়ের বৃত্তান্ত, বিদ্যাসুন্দর এবং মানসিংহের যশোহর-বিজয় প্রভৃতি বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক ১৬৭৪ শকে রচিত হইয়াছিল।

"বেদলয়ে ঋষিরসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

অন্নদামঙ্গল বিবিধ ছন্দে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। ইহাতে মহারাজ মানসিংহের বাঙ্গালাবিজয়প্রসঙ্গে বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্যের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। [ভারতচন্দ্র দ্র°]

অন্নদায়—[দেশজ] অন্নের অভাব, অন্নকষ্ট।

অন্নদাস—(পুং) [অন্নেন পালিতো দাসঃ] পেটভাতা চাকর। [দাস দ্র°]

অন্নদাসুন্দরী দাসী—অবলাবিলাপ নামক কবিতাপুস্তক রচয়িত্রী (১২৭৯ সাল)। পিতা, মাতা, স্বামী, ভ্রাতা ও সহোদরার বিয়োগ-ব্যথা প্রশমিত করিবার আশায় তিনি অবসর সময়ে এই পদ্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

অন্নদেব (অন্নম্ দেও)—একজন রাজপুত সর্দ্দার। ইঁহার বংশধরগণ চন্দ্রবংশী বলিয়া পরিচিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৪শ শতকে বরঙ্গল হইতে বস্তারে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। ইঁহার কুলদেবীর নাম দন্তেশ্বরী। শাঙ্কিনী ও ডাকিনী নদীর সঙ্গম-স্থলে এই দেবীর মন্দির অবস্থিত। খোন্দগণ এখানে নরবলি দিত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্মেণ্ট রাজাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া নরবলি রহিত করেন।

অন্নদেবতা—(পুং) অন্নের দেবতা, প্রজাপতি। (শুদ্ধিতত্ত্ব) উত্তরভারতের বহুস্থানে শরৎকালে গৃহে ধান্য আছড়াইয়া স্তূপ করে, পরে অন্নদেবতার পূজা দেওয়া হয়।

অন্নদেবর ভুপাল, দক্ষিণভারতের গোদাবরী জেলার জনৈক সামন্তরাজ।

অন্নদেবী—অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাজপুতগণ আহারে উপ-বেশন করিয়া প্রথমে অন্নদেবীকে উৎসর্গ করিয়া পরে অন্নাহার করিয়া থাকেন।

অন্নদোষ—(পুং) [অন্নেন অন্নভোজনপ্রতিগ্রহাদিনা বা জাতো দোষঃ, ৩-তৎ] অভক্ষ্যান্ন ভক্ষণজনিত পাপ। পতিতাদির অন্ন

প্রতিগ্রহ জন্ত পাপ। অখাদ্যভোজনজনিত দোষ। "আলস্যা-দন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।" (মনু ৫.৪)

২ কুপথ্যদ্বারা ধাতুবৈষম্য বা ধাতুবিকৃতি।

অন্নদ্রবশূল—(পুং ক্লী) শূলরোগবিশেষ। অপর • ৭ পরিণাম-শূল। [বিশেষ বিবরণ পক্তিশূল দ্র°]

অন্নদ্বেষ—(পুং) ক্ষুধার অভাব, ভোজন করিতে অনিচ্ছা।

অন্নধ্বংস—[দেশজ] অন্নক্ষয়, অন্ননাশ, অন্ন ধ্বংস হইয়া যাওয়া ২ বিনা কাজে বা উপকারে অন্যের অন্ন খাওয়া।

অন্ননাড়ী—কণ্ঠের নিম্ন প্রদেশে আমাশয় পর্য্যন্ত অন্নজল নিগমনার্থ যে নাড়ী আছে, তাহাকে অন্ননাড়ী বলে।

অন্নপক্তি—(স্ত্রী) অন্নপাক, অন্নসাধন।

"শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে" (মনু ৯ ১১)

অন্নপতি—(পুং) ভোজনের কর্ত্তা বা ঈশ্বর, প্রজাপতি। (মানব-গৃহ্যসূত্র ১২০২) ২ শিব, সাবিত্রী ও অগ্নির উপাধি।

অন্নপাক—(পুং) [অন্নস্য পাকঃ। ৬-তৎ] তণ্ডুলাদি সিদ্ধ করা। ভাত রাঁধা। পক্বস্থালীতে অন্নের পরিপাক হওয়া।

আমরা সচরাচর যেরূপ অন্ন ভোজন করি, তাহা পাক করা কঠিন নহে। দ্বিগুণ জলের সঙ্গে হাড়ীতে চাউল ফুটাইলেই ভাত হয়। হাড়ীতে জল থাকিলে এবং সর্ব্বত্র সমান তাপ লাগিলে ভাতগুলি এককালে সুসিদ্ধ হয়। এমন স্থলে, হাঁড়ীর একটী ভাত টিপিয়া দেখিলেই সমস্ত অন্ন সিদ্ধ হইয়াছে কি না বুঝা যায়। কিন্তু হাঁড়ীর কোন দিক উচ্চ হইয়া থাকিলে সকল দিকে সমান জল থাকে না এবং উনানের এক দিকে জ্বাল লাগিলে হাঁড়ীর সমস্ত অন্ন এককালে সুসিদ্ধ হয় না। এইরূপ অর্দ্ধেক সিদ্ধ ও অর্দ্ধেক অসিদ্ধ ভাতকে 'পাশচাল' বলে। একটী সংস্কৃত শ্লোকে আছে—

"স্থালীস্থাস্তণ্ডুলা এতে সর্ব্বে বিক্লিত্তিভাগিনঃ।
সমকালাগ্নিসংযোগভাগিত্বাৎ প্রতিপন্নবৎ।"

একটী চাউল সিদ্ধ হইলেই হাঁড়ীর সমস্ত চাউল সিদ্ধ হইয়াছে উহাই নিশ্চিত হয়। কারণ সমস্ত চাউলে এক সময়ে অগ্নির জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে।

নূতন চাউল অল্পক্ষণ ফুটে, তজ্জন্য নূতন তণ্ডুলে অন্ন রাঁধিতে হইলে অল্প জল দেওয়া চাই। পুরাতন চাউল অধিকক্ষণ না ফুটিলে অন্ন সুসিদ্ধ হয় না, সে কারণ পুরাতন চালের অন্ন রাঁধিতে হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক জল লাগে। আমরা সচরাচর অন্নপাকের পর ফেন গালিয়া ফেলি। কিন্তু অন্নে মাপ মাপ ফেন রাঁধিতে হইলে অল্প জল দেওয়া আবশ্যক। চাউলের উপর প্রায় পাঁচ অঙ্গুলি জল রাখিলে অন্ন সুসিদ্ধ হয়, অথচ ফেন গালিয়া ফেলিতে হয় না। ফেনের সহিত অন্নভোজন করাই কর্ত্তব্য, তাহাতে দেহের পুষ্টি সাধন হয়।

উদরাময়াদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিমিত্ত মৃদু সন্তাপে অন্নপাক করিবে। ইহাকে সচরাচর 'গোবর ভাত' কহে। গোল করিয়া অল্প উচ্চ ঘুঁটের উপর সাজাইবে। পরে সেই পণে আগুন দিয়া তাহার উপরে অর্দ্ধের জলপূর্ণ রন্ধনের ভাঁড় বসাইবে জল গরম হইতে থাকিলে, এদিকে সরু পুরাতন চাউল জলে সঙ্গে পাধারে ইত্যাদি। জলের গা কিঞ্চিৎ ক্ষয় হইয়া গেলে তাহা ভাঁড়ে ফেলিয়া ঢাকা দিবে। অনেকক্ষণ ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া অন্ন সিদ্ধ হইলে ভাঁড় নামাইয়া রাখিবে। এইরূপ অন্ন বিলক্ষণ লঘু পথ্য।

মোগল প্রভৃতি কোন কোন জাতি নানাবিধ মসলা দিয়া অনেক প্রকার অন্নপাক করেন। সেরূপ অন্ন গুরুপাক, কিন্তু খাইতে বিলক্ষণ মুখপ্রিয়। নিম্নে এক প্রকার মোগলাই অন্ন পাকের প্রণালী লিখিত হইতেছে—

সরু ও পরিষ্কার পুরাতন আতপ চাউল এক সের। উত্তম ঘৃত এক পোয়া। একটী পাথরে চাউল ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন শেষ হইলে, কুঙ্কুম অর্দ্ধ তোলা, লবঙ্গ সিকি তোলা, ছোট এলাচ সিকি তোলা, দারুচিনি সিকি তোলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেল কুচি ২ তোলা, পেস্তা ২ তোলা এবং আদা ২ তোলা একত্র চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিবে পরে আবৃত পাত্রে পাতলা আঁকনীর (মসলা সিদ্ধ) জলে সেই চাউল মৃদুসন্তাপে ফুটাইবে। অন্ন কতক সিদ্ধ হইয়া আসিলে হাঁড়ী নামাইয়া তাহার উপরে ও চারি দিকে অঙ্গার সাজাইয়া দিবে, তাহা হইলে অন্ন ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া সুসিদ্ধ হইবে।

২ আমাদের শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধের অন্নপাক করিবার নিমিত্ত সপিণ্ডই অধিকারী। অন্য কেহ পাক করিতে পারে না।

পাকস্থলীতে কিরূপে অন্নপরিপাক হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ অন্ন শব্দে দেখ।

অন্নপাত্র—[দেশজ] অন্নপূর্ণ পাত্র বা ভাণ্ড।

অন্নপান—(ক্লী) [অন্নেন ভক্ষ্যদ্রব্যেণ সহ পানং পানীয়ম্ ৩-তৎ] অন্নের সহিত পানীয় দ্রব্য। [অন্নঞ্চ পানঞ্চ দ্বন্দ্বঃ। ২ অন্ন প্রভৃতি নানা প্রকার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এই ভক্ষ্য দ্রব, এবং দুগ্ধ, জল ইত্যাদি পানীয় দ্রব্য। [অন্নস্য ভক্ষ্যদ্রব্যস্য পানম্ উপভোগঃ রক্ষণং বা] ভক্ষ্যদ্রব্যের উপভোগ, ভক্ষ্যদ্রব্যের সেবন।

অন্নপানবিধি—সুষেণবিরচিত একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ।

অন্নপানি—[দেশজ] অন্নজল। চলিত দানাপানি।

অন্নপূর্ণা—(স্ত্রী) [অন্নং পূর্ণং যয়া, বহুব্রী] ভগবতীর মূর্ত্তি-বিশেষ। কাশীশ্বরী; এই দেবী কাশীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্যূন ১৫০০ বৎসর গত হইল কাশীতে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। [কাশী দ্র°।] তাহার পর এক্ষণে বাঙ্গালার নানা স্থানে চৈত্র মাসে, বারয়ারী উৎসবে এবং নবান্নে লোকে মাটীর অন্নপূর্ণা গড়িয়া পূজা করে।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি কেন হইয়াছিল, ইহার কারণ এই—একদিন হরগৌরীর মধ্যে দম্পতীকলহ ঘটিয়াছিল। সেই কলহেই এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়।

শিব সহজে ভাঙ্গড় ভোলা,—লোকের দ্বারে ভিখারী। ভিক্ষুকের সুখ কখনও নাই; হয় ত কোন দিন ভিক্ষা মিলিল, নয় ত মিলিল না, উপবাস করিয়া থাকিতে হইল। তাই, দিনের মধ্যে অষ্টপ্রহর গৌরীর সঙ্গে কন্দল হইত। একদিন শিব ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন, সকল দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন,—ত্রিভুবনে কোথাও ভিক্ষা মিলিল না। এখানে মহামায়া আপনার মায়া প্রকাশ করিয়া কাশীতে অন্নপূর্ণা হইয়াছেন। যাহার নিজের ঘরে অন্ন নাই তিনি জগতের লোককে অকাতরে অন্ন বিলাইতেছেন। শেষে শঙ্কর আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত। পদ্মাসনা অন্নপূর্ণা, এক হাতে অন্নব্যঞ্জনাদির থালা, দক্ষিণ হস্তে হাতা, সম্মুখে পঞ্চানন মহেশ্বর অন্নদার কাছে অন্নভিক্ষা লইতেছেন। সেই বিচিত্র প্রণয় প্রতিমা এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি।



অন্নপূর্ণা

ইনি হিন্দুদিগের এক প্রধান দেবতা, শৈবদেবগণের অন্তর্ভুক্ত। ইনি শক্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি পার্ব্বতীর একটী রূপভেদ বলিয়া কল্পিত। বহু তন্ত্র ও পুরাণাদি গ্রন্থে ইঁহার ধ্যান আছে। ঐ ধ্যান হইতে অন্নপূর্ণা দ্বিভুজা এবং চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে বর্ণিত দেখা যায়। পুরশ্চর্য্যার্ণব (প ৮৭৫) নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত ধ্যানটী পাওয়া যায়—

"তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশাং বালেন্দুকৃতশেখরাং।
নবরত্ন-প্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমপ্রভাং॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং মীনাক্ষীং কলশস্তনীং।
নৃত্যন্তমীশমনিশং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যানিতম্বিনীম।
অন্নদাননরতাং নিত্যং ভূমিশ্রীভ্যাং নমস্কৃতাম॥
দুগ্ধান্নভরিতং পাত্রং সব্রং বামহস্তকে।
দক্ষিণে তু করে দেব্যা দর্বীং ধ্যায়েৎ সুবর্ণজাম্॥"

অন্নপূর্ণাদেবীর বর্ণ তপ্ত সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পায়। তাঁহার মুকুট নবরত্নের প্রভায় দীপ্ত এবং তাঁহার অঙ্গ কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণশালী। তিনি বিচিত্র বসনভূষণে শোভিত, তাঁহার চক্ষু মৎস্যের ন্যায় এবং তাঁহার স্তনযুগল কলসের ন্যায়। তিনি তাঁহার পতির নৃত্য দেখিয়া দেখিতে পরমানন্দ মগ্ন, তাঁহার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল ও অক্ষিদ্বয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নিতম্ব মেখলাভূষিত, তিনি সর্ব্বদা অন্নদান নিরত এবং ভূমিদেবী ও শ্রীদেবী কর্তৃক নমস্কৃত। তাঁহার বামহস্তে রত্নখচিত পাত্র পরমান্নে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সুবর্ণনির্ম্মিত হাতা বিরাজিত।

[illegible]
তাহাতে মূর্ত্তির বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। ... জ্যোতিষার্ণব পুস্তকে যে ধ্যান আছে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

চন্দ্রার্দ্ধমৌলিং দ্বিভুজাং ত্রিনেত্রাং
শূলাক্ষমালাধরণীং ভুজঙ্গাম।
এণাসনস্থাং ভুজগোপবীতীং
তামন্নপূর্ণাং হৃদয়ে স্মরামি॥

আমি হৃদয়ে সেই অন্নপূর্ণাদেবীকে স্মরণ করি, যিনি মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করেন, যিনি দ্বিভুজা এবং ত্রিনেত্রা, যাঁহার করে শূল ও অক্ষমালা বিরাজ করে, যিনি মৃগের চর্ম্মোপরি উপবিষ্টা থাকেন এবং যাঁহার যজ্ঞোপবীত সর্পদ্বারা নির্ম্মিত।

ইহা ছাড়া, শ্রীতত্ত্বনিধিতে অপর একটী ধ্যান পাওয়া যায়, সেই ধ্যান অনুযায়ী দেবী অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা এবং তাঁহার চারি হস্তে পাশ অঙ্কুশ অভয় ও বরদ মুদ্রা আছে। অপর সর্ব্ববিষয়ে চতুর্ভুজা অন্নপূর্ণার সহিত দ্বিভুজা অন্নপূর্ণার কোন পার্থক্য নাই।

বাঙ্গলায় অন্নপূর্ণা পূজায় এইরূপ ধ্যান প্রচলিত আছে,—

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম।
নৃত্যন্তমিন্দুসকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥

অন্নপূর্ণা দেবী রক্তবর্ণা, বিচিত্র বসন পরিহিতা, তাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে, তিনি সর্ব্বদা অন্নবিতরণ করিতেছেন, তাঁহার শরীর স্তনভারে নম্র হইয়া পড়িয়াছে

তিনি নৃত্যপরায়ণ এবং চন্দ্রখণ্ডভূষিত মহাদেবকে দেখিয়া আনন্দিতা হইয়াছেন। সেই ভবদুঃখ-হারিণী ভগবতীকে ভজনা করি।

বাঙ্গালায় চৈত্রমাসের শুক্ল-অষ্টমীতে ধুমধামে অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে। আমাদের অন্নপূর্ণা নামের সঙ্গে লাটিন 'অন্ন-পেরেন্না' দেবীর নামের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। রোমকদের এই অন্নপেরেন্না দেবীও অন্ন বিতরণ করিতেন। রোমবাসীরা আভেণ্টাইন পর্ব্বতে গেলে এই দেবী তাঁহাদিগকে অন্ন দিয়াছিলেন। আমাদের অন্নপূর্ণাপূজার ন্যায় রোমকদের অন্নপেরেন্না দেবীর পূজাও চৈত্র মাসে হইত। বাবিলনেও অন্ন নামে এক দেবী ছিলেন।

অন্নপূর্ণাকল্প—রুদ্রযামলের একাংশ।

অন্নপূর্ণাকল্পলতা—বজ্ররাজবিরচিত একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ।

অন্নপূর্ণাকল্পবল্লী—শিবরামেন্দ্র সরস্বতী বিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অন্নপূর্ণাকবচ—ভৈরবীতন্ত্রোক্ত কবচভেদ।

অন্নপূর্ণাদশক—অন্নপূর্ণার একটী স্তোত্র।

অন্নপূর্ণা দাস—শনিদেবের পাঁচালী-রচয়িতা। এই শনিদেবের পাঁচালী ১০৬ পদসংখ্যা বিশিষ্ট একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক। ইহা ত্রিপুরা জেলা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ভণিতায় "গুরুর চরণ স্মরি অন্নপূর্ণা দাসে। প্রচারিতে শনির পূজা নাচারিতে ভাসে॥"

অন্নপূর্ণানবরত্নমালিকা—শঙ্করাচার্য্য-রচিত একখানি গ্রন্থ।

অন্নপূর্ণাপঞ্চরত্ন—অন্নপূর্ণা পূজাসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অন্নপূর্ণাপটল—তন্ত্রোক্ত অন্নপূর্ণা পূজাসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অন্নপূর্ণাপদ্ধতি—একখানি অন্নপূর্ণা পূজাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

অন্নপূর্ণাপূজন—অন্নপূর্ণা পূজার একখানি গ্রন্থ।

অন্নপূর্ণাশতক—অন্নপূর্ণাস্তোত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অন্নপূর্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র—শিবরহস্যোক্ত অন্নপূর্ণাদেবীর স্তোত্রবিশেষ।

অন্নপূর্ণাসহস্রনাম—নিগমকল্পে এই স্তোত্র পাওয়া যায়।

অন্নপূর্ণাস্তুতি—গুণনিধি বিরচিত একটী অন্নপূর্ণার স্তোত্র।

অন্নপূর্ণাস্তোত্র—বেদব্যাস-বিরচিত একটী স্তোত্র। বৃহৎস্তোত্র-রত্নাকরে ইহা শঙ্করাচার্য্য রচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

অন্নপূর্ণেশ্বরী—(স্ত্রী) [অন্নপূর্ণা চাসৌ ঈশ্বরী চ কর্ম্মধা°] ভৈরবীবিশেষ। ২ শিবপত্নী, অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণোপনিষদ্—(অন্নপূর্ণেশ্বর্য্যুপনিষদ্) একখানি উপনিষদ্ গ্রন্থ। বিশ্বাধিষ্ঠান ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন

অন্নপূর্ব্বা—(স্ত্রী) দুর্গার নামান্তর।

অন্নপেয়—(পুং) বাজপেয় যজ্ঞ। (শতপথব্রা° ৫.১.৩.৩)

অন্নপেরেন্না (Anna Perenna), প্রাচীন রোমকদিগের এক দেবী। ভার্জিলের বর্ণনায় ইনি কার্থেজের রাণী ডিডোর ভগিনী। ভগিনীর মৃত্যুর পর, ইনি ইতালীতে পলাইয়া আসেন। এখানে ইনি ইনিয়াসের বিশেষ প্রিয়-পাত্রী হইয়া পড়েন। তাহাতে লাবিনীয়ার অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মে। ডিডোর প্রেতাত্মা স্বপ্নে দেখা দিয়া অন্ন-পেরেন্নাকে সাবধান করিয়া দেন, কিন্তু ইনি নামিসিয়া নদীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে তিনি অন্নদাদেবীরূপে পূজিতা হইতে থাকেন। ফ্লামিনিয়া (Via Flaminia) পথের ধারে সংরক্ষিত এক বৃক্ষবনে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে দেবীর উদ্দেশে একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। দেশবাসী সাধারণে এই উৎসবে যোগদান করিয়া দেবীর উদ্দেশে বলি দিত ও ব্যভিচারে মত্ত থাকিত। (Ovid Fasti III) মাক্রোবিয়াস্ লিখিয়াছেন যে, বর্ষ ভালরূপে অতিবাহিত হইবে বলিয়া দেশবাসী মহানন্দে দেবীর পূজায় যোগদান করিতেন। (Sat 1.12 6.)

১৫ই মার্চ্চ বসন্তকালে এই দেবীর পূজা হইত, আমাদের দেশেও বসন্তকালে চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণাদেবীর পূজা হইয়া থাকে। [অন্নপূর্ণা দ্র°]

অন্নপোলিস্ (আনাপোলিস্)—আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত মেরীলণ্ড কাউণ্টির একটী বন্দর ও প্রধান নগর। চেসাপিক বে নামক উপসাগর হইতে দুই মাইল দূরে সেভার্ন নদীতটে অবস্থিত। এখানে বাল্টীমোর, অনাপোলিস ও মেরীলণ্ড-ইলেক্ট্রিক রেলপথ ও বালটীমোর-অনাপোলিস্-ষ্টীম লাইন থাকায় জল ও স্থলপথে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

এখানে ইউ এস্ নেভাল একাডেমী ও সেণ্ট জন কলেজ আছে। ইহার অন্তর্গত মাকডাউএল হল নামক প্রাসাদ সর্ব্বজনবিদিত। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই কলেজ মেরিলণ্ড য়ুনিভার্সিটীর সংশ্লিষ্ট শিল্প ও বিজ্ঞান-বিদ্যাগারে পরিণত হইয়াছে।

১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া হইতে বিতাড়িত পিউরিটান্ মতাবলম্বী খৃষ্টানগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। পরে ইহা প্রোক্টার্স টাউন, সেভার্ন টাউন, ও আনে অরুণ্ডেল টাউন নামে বিঘোষিত হয়। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী আনের নামানুসারে ইহা আনাপোলিস বা অন্নপোলিস্ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের মধ্যভাগ হইতে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত এইস্থান উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় বাণিজ্যের উন্নতি বিধানকল্পে এখানে Annapolis Convention এর অধিবেশন হয়। উহাতে কার্য্যকরী কোন প্রস্তাবের মীমাংসা হয় নাই; কেবল ফিলাডেল্ফিয়ায় পুনরায় কনভেনশান বসাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফিলাডেলফিয়া-কনভেনশান হইতে আমেরিকা সম ফিডারেশনের (যুক্তরাজ্যের) বর্ত্তমান শাসনধারা (Constitutio of the United States) নিরূপিত হইয়াছিল।

অন্নপ্রাশন—(ক্লী) [প্রথমং অশনং প্রাশনম্, অন্নানাং প্রাশনং বিধানেন প্রথমভক্ষণম্, ৬-তৎ] ছয় মাসে বা আট মাসে বিধানপূর্ব্বক বালকের প্রথম অন্নভক্ষণ। ইহা হিন্দুদের দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত একটী সংস্কার। যাহাদের যেরূপ কুলাচার আছে, তদনুসারে কেহ ছয় মাসে, কেহ বা আট মাসে বালকের অন্নপ্রাশন দিয়া থাকেন। চলিত ভাষায় ইহাকে 'ছেলের ভাত' বলা হয়।

"ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম।

এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১ ১২)

ছয় মাসে সন্তানের অন্নপ্রাশন করিবে, কুলাচার ক্রমে চূড়া-সংস্কার করিবে। এই সংস্কার-কার্য্য দ্বারা শুক্রশোণিত-জাত পাপ নষ্ট হয়।

মনুও অন্নপ্রাশনের এইরূপ কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—

"চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।

ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে॥" (মনু ২ ৩৪)

পুত্রের যেমন ছয় মাসে ও আট মাসে অন্নপ্রাশনের বিধি রহিয়াছে, কন্যারও সেইরূপ পঞ্চম কিম্বা সপ্তম মাসে অন্নপ্রাশনের বিধান আছে। ছয় মাসে বালকের চন্দ্রশুদ্ধি হইলে, রিক্তা (চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী) ভিন্ন তিথিতে, শুক্লপক্ষে, বুধ, রবি, শুক্র, সোম, বা বৃহস্পতিবারে এবং অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, মঘা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই সকল নক্ষত্রে অন্নপ্রাশন বিহিত। কৃত্যচিন্তামণির মতে—দ্বাদশী, সপ্তমী, নন্দা, রিক্তা এবং পাঁচ পর্ব্ব অন্নপ্রাশনে নিষিদ্ধ। নক্ষত্রবেধ অর্থাৎ সপ্তশলাকাবেধও নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নাড়ী কাটিবার পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম, এগার দিনে নামকরণ ও চারিমাসে নিষ্ক্রমণ সংস্কার করা উচিত। কিন্তু এখন এ সকল ক্রিয়ার আর চলন নাই। অন্নপ্রাশনের সময়ে পূর্ব্বাপর ঐ সংস্কারগুলি করা হয়। আবার অনেকের অন্নপ্রাশনও হয় না, ব্রাহ্মণ হইলে যজ্ঞোপবীতের সময়ে ঐ ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করা হয়।

অন্নপ্রাশনাদি শুভকর্ম্মের প্রথমে নান্দীশ্রাদ্ধ করিতে হয়। তাহার পর মহী গন্ধাদি দ্বারা অধিবাস। [অধিবাস দ্র°] বোধ হয় দেহের দোষখণ্ডন করা এবং শরীরকে সুবাসিত ও সুসজ্জিত করাই অধিবাসের উদ্দেশ্য।

অন্নপ্রাশনের সময়ে দাঁত বাহির হইলে স্ত্রীলোকেরা তাহা অমঙ্গল জ্ঞান করেন। তজ্জন্য অন্নপ্রাশনের সময়ে আগে কুকুরের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া অথবা জাতককে ঘোড়ায় চড়াইয়া সেই দোষ খণ্ডন করা হয়। এটী স্ত্রী-ব্যবহার মাত্র। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র চলিত নাই।

তাহার পর শিশুকে স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। তখন অন্নদাতা শিশুকে কোলে করিয়া খই, কড়ী সন্দেশ লাড়ু, পয়সা প্রভৃতি ছড়াইতে ছড়াইতে কিয়দ্দূর গমন করেন; এদিকে নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে থাকে।

খই ছড়ান হইলে নানা প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন সজ্জিত পাত্রের কাছে আসনে বসিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ছেলের মুখে অন্ন দেওয়া হয়। সন্তানের পিতা ভিন্ন কোন জ্ঞাতি, মাতুল, অথবা অন্য আত্মীয় ছেলের মুখে অন্ন দেন। তাহার পর আচমন শেষ হইলে ছেলের সম্মুখে দোয়াত, কলম, পুস্তক, মুদ্রা, সিন্দুর কৌটা প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য সাজাইয়া দেওয়া হয়। লোকের এইরূপ বিশ্বাস য সন্তান প্রথমে যাহাতে হাত দেয়, চিরকাল [illegible] থাকে।

মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্রভাষ্যে অন্নপ্রাশনের এইরূপ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

"অথান্নপ্রাশনম্। পঞ্চমে ষষ্ঠে বা মাসি পয়সি স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা স্নাতমলঙ্কৃতমহতেন বাসসা প্রচ্ছাদ্যান্নপতেঽন্নস্য নো দেহীতি হুত্বা হিরণ্যেন প্রাশয়েদন্নাৎ পরিস্রুত ইত্যৃচা। বস্ত্র সুবর্ণে পঙ্করাণ্যায়ুধানি দর্শয়েৎ। যদীচ্ছেত্তদুপসংগৃহ্নীয়াৎ। ততো ব্রাহ্মণভোজনম্। বাসো দক্ষিণা ইতি।" (মানবগৃহ্যসূত্র ১ ২০ ১ ৬)

অন্নপ্রাশন—ধর্ম্মশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ। ২ সামবেদের একখানি পরিশিষ্ট।

অন্নপ্রাশনপ্রয়োগ—গৃহ্যসূত্রোক্ত অন্নপ্রাশন সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অন্নবুভুক্ষু—(ত্রি) অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছুক, অন্নভক্ষণাভিলাষী।

অন্নব্রহ্ম—(ক্লী) অন্নই ব্রহ্ম, অন্নরূপ ব্রহ্ম।

অন্নভক্ত—(ত্রি) [অন্নার্থং ভক্তঃ সেবকঃ, ৩ তৎ] অন্নদ্বারা পালিত দাস। ২ যে কেবল অন্ন (ভাত) খাইতে ভাল বাসে।

অন্নভক্ষণ—(ক্লী) ভাত খাওয়া।

অন্নভাগ—(পুং) ভক্ষ্যদ্রব্যের অংশ। "সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ" (অথর্ব্ব ৩ ৩০ ৬)

অন্নভুজ—(ত্রি) যে অন্ন ভোজন করে, অন্ন-ভক্ষক। (মহাভা° ১২ প)

অন্নভুক্তি—(স্ত্রী) অন্নভোজন।

অন্নভোক্তৃ—(ত্রি) [অন্ন-ভুজ-তৃচ্] যে অন্ন ভোজন করে। ২ সমাজের মধ্যে যে সকল লোক পরস্পরের অন্ন-ভোজন করে।

অন্নম্ভট্ট—কাত্যায়ন-প্রাতিশাখ্য ব্যাখ্যান-রচয়িতা। ইনি সুমঙ্গলের শিষ্য। ২ কৈয়টকৃত মহাভাষ্যপ্রদীপের টীকাকার।

অন্নম্ভট্ট—দাক্ষিণাত্যবাসী একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, ত্রিকুমলা-

চার্য্যের পুত্র। ইনি তত্ত্ববোধিনীটীকা, তর্কসংগ্রহ, তর্কসংগ্রহ-দীপিকা, ন্যায়পরিশিষ্টপ্রকাশ, মিতাক্ষরা নাম্নী ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি ও সুবোধিনী বা সুধাসার নামে সোমেশ্বরকৃত ন্যায়সুধার টীকা রচনা করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি রাণকোজ্জীবিনী নামেও খ্যাত। ইনি স্বরচিত তর্কসংগ্রহের 'অন্নম্ভট্টীয়' নামে একখানি টীকা রচনা করেন।

অন্নম্ভট্টীয়—অন্নম্ভট্ট বিরচিত তর্কসংগ্রহের একখানি টীকা।

অন্নম্ বর্ম্মার পূর্ব্বভাগস্থ আনামরাজ্য। [আনাম দ্র°]

অন্নমদেব—মধ্য ভারতের বস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বস্তার রাজ্যের নৃপতিগণ চন্দ্রবংশীয় রাজপুত। প্রবাদ আছে, অন্নমদেব মহেশ্বরী দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া বস্তার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর নিকট হইতে তিনি একখানি তরবারি লাভ করিয়াছিলেন ঐ তরবারি তথায় অদ্যাবধি পূজিত হইয়া থাকে। [বস্তার দ্র°]

অন্নমদেবরায়—দক্ষিণ-ভারতের জনৈক সামন্তরাজ।

অন্নমন্ত্রীশ্বর—দাক্ষিণাত্যের জনৈক সামন্ত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলাস্থিত দ্রাক্ষারামে ইঁহার উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে।

অন্নময়—(পুং) [অন্নস্য বিকারঃ অন্ন বিকারার্থে ময়ট্] স্থূল শরীর। (ত্রি) ২ অন্ন বিকৃতি মাত্র। ৩ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত অন্ন।

অন্নময়কোষ—(পুং) [অন্নময়স্য কোষ ইব, ৬-তৎ] স্থূলশরীর, যে শরীর অন্নদ্বারা পরিপুষ্ট। বৌদ্ধদর্শনের মতে 'অন্নময়কোষ' পঞ্চস্কন্ধের অন্তর্গত রূপস্কন্ধ। বেদান্তের মতে, পঞ্চকোষের প্রথম কোষই 'অন্নময়কোষ'। "এতমন্নময়মাত্মানম" (তৈত্তিরীয়োপ° ২.৮)

অন্নমরাজপেট—মান্দ্রাজের বিজাগাপটম জেলান্তর্গত একটী গ্রাম। পূর্ব্বে বিজয়নাগ্রাম রাজবংশের এক শাখা এখানে বাস করিতেন। এই শাখায় শ্রীবেণুগোপাল স্বামী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে একটী বৃহৎ প্যাগোডা আছে।

অন্নমল—(ক্লী পুং) [অন্নস্য মলঃ মলং বা, ৬-তৎ] অন্নের নিঃসারিত রস, ফেন। ২ মণ্ড। ৩ পৌষ্টিমণ্ড। ৪ কাঁজি। ৫ আমানি।

"সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ" (মনু ১১ ৯৪)

পাপের নাম মল এবং সুরাও মল ; সেই হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি সুরাপান করিবে না।

অন্নয়াচার্য্য (অন্নার্য্য)—দাক্ষিণাত্যের শ্রীশৈলবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি জিজ্ঞাসাদর্পণ ও বিরোধনিরোধ-ভাষ্যপাদুকা নামে শ্রীভাষ্যটীকাপ্রণেতা শ্রীনিবাসের অগ্রজ ও গুরু ছিলেন। ইনি অন্নার্য্য নামেও পরিচিত।

অন্নয়ামাত্য—দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কৌণ্ডিন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত। ইনি রাজমন্ত্রিত্ব করিতেন বলিয়া অন্নয়ামাত্য নামে পরিচিত ছ০। ইঁহার পুত্র দেশয়ামাত্য মন্ত্রিমত্তর ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন পুত্রও পরে কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন।

অন্নয্য রেড্ডি—দাক্ষিণাত্যের রেড্ডিবংশীয় জনৈক সামন্ত। কৃষ্ণা জেলার ভাড়বালি গ্রামে ইঁহার একখানি শিলালিপি আছে।

অন্নরস—(পুং) [অন্নস্য রসঃ সারাংশঃ স্বাদো বা] ভুক্ত অন্নের সারাংশ, জঠরানল দ্বারা অন্ন পরিপাক হইয়া যে অংশ দুগ্ধবৎ রূপপ্রাপ্ত হয়। ২ অন্নের স্বাদ।

অন্নরসময়—(পুং ক্লী) অন্নরসযুক্ত, অন্নরসের দ্বারা নির্ম্মিত, অন্নের সারাংশ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত।

"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈত্তিরীয়োপ ২ ১ ২)

অন্নলিপ্সা—(স্ত্রী) ভোজনেচ্ছা, খাইতে অভিলাষ।

অন্নবট্টি—উত্তর-কণাড়ার বনবাসী নগরের ৯ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৪°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১১ পূঃ। এখানে কৈটভেশ্বর শিবের একটী সুন্দর মন্দির আছে।

অন্নবৎ—(ত্রি) অন্নশালী, যাহার অন্ন আছে। "অন্নবানসন বক্তিভায়োপজগ্মুষে।" (ঋক ১০ ১১৭ ২ , অথর্ব্ব ১৮ ৪ ২১)

অন্নবরম্—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত নরসারুপেট নগরের পশ্চিমে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে।

অন্নবরম্—কৃষ্ণা জেলার বাপট্‌লা তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার গোপালস্বামীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

অন্নবস্ত্র—(ক্লী) জীবন ধারণের আবশ্যকীয় বস্ত্র, খাদ্য ও পরিধেয়।

অন্নবহনালী—(স্ত্রী) (Alimentary canal) গলনলী হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত নলী। অন্নাদি ভুক্তদ্রব্য যে নলীপথে প্রবেশ করিয়া উদরে যায়।

অন্নবহা—(স্ত্রী) গলস্থ ধমনীদ্বয়। ইহার মধ্য দিয়া পেটের ভিতর অন্ন, জল প্রভৃতি ভুক্তদ্রব্য গমন করে। (সুশ্রুত)

অন্নবাহিস্রোতস্—(স্ত্রী) গলার নলী, যে নলীর ভিতর দিয়া অন্নাদি খাদ্যবস্তু উদরে যায়।

অন্নবিকার—(পুং) [অন্নস্য বিকারঃ বিকৃতিঃ, ৬ তৎ] রক্ত প্রভৃতি সপ্তধাতু। ২ রেতঃ। ৩ শুক্র। (তৈত্তিরীয় উপ° ২.১) ৪ অত্যধিক অন্ন ভোজন হেতু অজীর্ণ, পেটের অসুখ।

অন্নবিদ্—(ত্রি) যিনি ভোজন-সামগ্রীর বিষয় অবগত আছেন। যাহার অ. রে খাদ্য বস্তু আছে। "কার্ষীবণা অন্নবিদো ন বিদ্বা" (অথর্ব্ব ৬.১১৬.১)

অন্নবিপাকনাড়ী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অন্ননাড়ী, যে নাড়ীতে অন্নের পরিপাক হয়।

অন্নশেষ—(পুং) ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট অন্ন, অন্ন ভোজনাবশেষ।

অন্নসংস্কার—(পুং) ভোজন সামগ্রী অর্পণ করা, ভোজ্য বস্তুর পবিত্রতা সম্পাদন করা।

অন্নসত্র—(ক্লী) অন্নছত্র, যেখানে ক্ষুধাতুর কাঙ্গালীরা ভোজ্যদ্রব্য দান প্রাপ্ত হয়।

অন্নসমুদ্রম্—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলায় একটী প্রাচীন জনস্থান। এখানে তাঞ্জোররাজ প্রতাপসিংহের উৎকীর্ণ শিলাফলক বিদ্যমান আছে।

অন্নহর্ত্রী—(স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্যাহরণকারী, যে খাবার জিনিষ হরণ করিয়া লয়।

অন্নহুড়—[দেশজ] যে অন্নের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, অন্নের ভিখারী।

অন্নহোম—(পুং) অশ্বমেধ যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হোমবিশেষ।
"আজ্যাঃ শক্তবঃ ধানাঃ লাজাঃ।" (শতপথব্রা° ১৩২ . .)

অন্নহোম,—অন্ন বা চরু দ্বারা যে হোম আচরিত হয়।
(তৈত্তিরীয় ১৭ . ০)

অন্না—(স্ত্রী) ধাত্রীমাতা। শৈশবে যে দুগ্ধাদি পান করায়, চলিত ধাই মা। ২ স্বর্ণ ও রৌপ্য গলাইবার যন্ত্রবিশেষ।

অন্না—(সেণ্ট অন্ন্)। বেথলেহামের পুরোহিত মথনের কন্যা। জোয়াচিমের সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহারই গর্ভে যীশু খৃষ্টের মাতা মেরীর জন্ম হয়। কথিত আছে যে, ৭১০ খৃঃ অব্দে তাঁহার দেহ প্যালেষ্টাইন হইতে কনষ্টাণ্টিনোপলে লইয়া সমাহিত করা হয়। কিন্তু ১২১০ খৃঃ অব্দে, লুই দে ব্রুই তাঁহার মস্তক উত্তোলন করিয়া চ্যাট্রেসে কবর দেন। আবার জর্ম্মণীর অন্তর্গত ডুরেনের লোকেরা বলে যে, তাহাদের দেশে অন্নাদেবীর মস্তক সমাহিত আছে। উর্থির গির্জ্জাতেও না কি তাঁহার মস্তক সমাহিত করা হইয়াছিল। রোমান ক্যাথলিকেরা অন্নাদেবীর স্মরণার্থে প্রতিবৎসর ২৬শে জুলাই উৎসব করিয়া থাকেন। গ্রীক চার্চের অন্তর্ভুক্ত খৃষ্টানগণ এই উৎসব ৯ই ডিসেম্বর সম্পন্ন করেন।

অন্না অমালিয়া—(Anna Amalia), জনৈক বিদুষী জর্ম্মণ রাজকন্যা। ব্রানস্বুইক রাজ ১ম চার্লসের কন্যা ও সক্স-ভিমার (Saxe Weimar) ডিউকের পত্নী। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র চার্লস্ অগাষ্টাসের অভিভাবক স্বরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (The Seven Years' War) ইউরোপের রাজন্যগণ ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার চেষ্টায় রাজ্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। ভিলণ্ড (Wieland), হার্ডার (Herdar), গেটে (Goethe), সীলার (Scheller) প্রভৃতি জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দ তাঁহার দরবার উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। গেটে "Zum Andenken der Furstin Anna Amalia" কবিতায় এই রাজকুমারীর গুণগাথা বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন।

অন্নাকাল—(পুং) যে সময়ে শস্যাদি জন্মে না, শস্যহীন কাল, দুর্ভিক্ষের সময়।

অন্নাচ্ছাদন—(ক্লী) অন্ন ও বস্ত্র, খোরাক পোষাক।

অন্নাজিদত্ত—মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর জনৈক রাজস্বসচিব। ইনি ১৬৬৮ হইতে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিবাজীর অধিকৃত রাজ্যসমূহের ভূমি দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করেন। ইনি অন্নাজী দত্ত নামেও পরিচিত।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট অরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে শিবাজী মহারাজ যখন দিল্লীগমন করেন, তখন তিনি তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে কল্যাণ হইতে কাণ্ড পর্য্যন্ত কোঙ্কণ ভূভাগ ও দাভোল সুবার ভার অন্নাজীর উপর ন্যস্ত করিয়া যান। অবশিষ্ট মাবোপন্ত পিঙ্গলে ও আবাজী সোণদেবের কর্তৃত্বে অর্পণ করেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণপতি অন্নাজিদত্ত শম্ভাজীর সিংহাসনাধিকার বিরোধিতা করায় তৎকর্ত্তৃক নিহত হন।

অন্নাজিপন্ত—মহারাষ্ট্রবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি পূর্ব্বে শিবাজীর মাবলী সেনাদলে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে শিবাজীর শিবিরে সৈন্যকের সঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি মোগলহস্তে বন্দী হইয়া গিঞ্জী দুর্গে অবরুদ্ধ হন, কিন্তু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে কৌশলে পলায়ন করিয়া পথে পথে গান গাহিতে গাহিতে নির্ব্বিরোধে চলিয়া আসেন।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি পরশুরাম সাতারা আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে একদল মোগল পদাতিক সাতারার অবরোধ উন্মোচনার্থ অগ্রসর হইতেছিল। পথিমধ্যে তাহারা হাস্যরসিক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পায় এবং সন্ন্যাসীর গানে ও গল্পে মোহিত হইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া সাতারা দুর্গে আগমন করে।

অন্নাজিপন্ত এখানে আসিয়া মোগল সেনার উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা উপলব্ধি করেন এবং পূর্ব্ব বিশ্বস্ত মাবলী বন্ধুগণের সাহায্যে দুর্গ উদ্ধার করিতে পারিবেন ভাবিয়া ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকেন। পরশুরাম ত্র্যম্বককে সাতারা অবরোধে নিযুক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহার অভিলাষ গোপনে তাঁহার নিকট জানাইয়া পাঠান এবং একদল

মাবলা সেনাকে গোপনে দুর্গমধ্যে আশ্রয় দেন। পরে সুযোগ বুঝিয়া তিনি দুর্গমধ্যস্থ সমস্ত মোগল সৈন্যকে নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অন্নাজীর্ণ—(ক্লী) [বৈদ্যক] ভুক্ত অন্নের পরিপাক না হওয়া। ২ শূলরোগবিশেষ।

অন্নাদ—(ত্রি) [অন্নমত্তি অদ [illegible] বাহুলকাৎ, উপপদস] অন্নভোজী, যাহারা একমাত্র অন্নই খায়। "যো অন্নাদো অন্নপ তঃ (অথর্ব ১১।৭) ২ শুদ্ধ [illegible]। "[illegible] অন্নাদ্যায়াদধে" (শুক্লযজুঃ ৭৫) ৩ পাপীর অন্নভোজনে যে অন্নকর্ত্তা তাহার পাপ সংক্রমিত হয়। "অন্নাদে [illegible] নাই" [illegible] ৮।৩১৭)

অন্নাদ,—শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র। [illegible] নির্বিন্দর গর্ভে ইহার জন্ম। (শ্রীমদ্ভাগবত)

অন্নাদন—(ক্লী) অন্নভোজন করা, খাওয়া।

অন্নাদায—(ত্রি) অন্নগ্রহণ করা। [illegible] ১১৬৮)

অন্নাদিন্—(ত্রি) [অন্ন [illegible]] অন্নভক্ষণশীল [illegible]। "[illegible] বর্জিতং [illegible] নৈবান্নদা [illegible]" [illegible] ২।১৪৮

অন্নদোষ—[illegible]

অন্নপ্রকৃতি—একজন গ্রন্থকার। 'অন্নপ্রকৃতি' নামে ইহার রচিত একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অন্নাকৃতায—একখানি গ্রন্থ। [অ [illegible] শব্দ দ°]

অন্নাদ্য—ক্লী) [অন্ন [illegible]] অন্নাদ্য, অন্নই [illegible]। "[illegible]" (অথর্ব ১২।৫।৩) ২ আদ্য অন্ন ভোজন ও উপযুক্ত [illegible]। "[illegible] অন্নাদ্যায়াদধে।" (শুক্লযজুঃ ৩৫, ঐতরেয়ব্রা° ৭।৩।২) [অন্নম আদ্যং যস্য, বহুব্রী] অন্ন প্রভৃতি [illegible], সাধারণ ভোজন সামগ্রী।

অন্নাদ্যকাম—(পুং) যে খাদ্য কামনা করে, খাদ্যকামী। (শতপথব্রা° ৫.৫.১.১২)

অন্নাধিপতি—বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এক দেবতা। ইঁহাকে কৌস্তুভী, পীতাম্বর ও বামন বলা হইয়াছে, একজন ইঁহাকে বিষ্ণুরই মূর্তিভেদ কল্পনা করা হয়। 'ঈশানশিবগুরুদেব পদ্ধতি' (প ২৫৭) নামক তন্ত্রগ্রন্থে নিম্নোক্ত ধ্যানটী পাওয়া যায়—

"ক্ষীরোদেন্দুমৃণালকুন্দধবলঃ পদ্মেন্দুবিম্বাননো
হস্তাভ্যাং দধিভক্তচূর্ণচষকং [illegible] চ পূর্ণামৃতম্।
বিভ্রন্মৌলিবিচিত্রহারকবকাঙ্গাভূষিতঃ কৌস্তুভী
[illegible] প্রসন্নবদনঃ পীতাম্বরো বামনঃ॥"

[illegible], পীতাম্বর ও বামনরূপী অন্নাধিপতি দেবতা ক্ষীর-[illegible] চন্দ্র [illegible], পদ্মের নাল বা কুন্দপুষ্পের ন্যায় ধবলবর্ণ, তাঁহার আনন [illegible] ন্যায়, সুগোল ও সুন্দর। তিনি [illegible] থাকেন, তাহাতে দধি ও ভাত [illegible] অমৃতপূর্ণ কুম্ভ বিরাজমান। তাঁহার অঙ্গ মুকুট, হার, কবকাদি [illegible] শোভিত এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণি দ্বারা [illegible]।

অন্নায়ুস—(ত্রি) [অন্নমায়ুর্যস্য, বহুব্রী] অন্ন খাইয়া যে প্রাণধারণ করে, অন্নজীবী। "স [illegible] যথাব্রিমায়ুর্জ্জা [illegible]" ঐতরেয়ব্রা° ৭।১০)

অন্নার্থিন্—(ত্রি) যে অন্নের কামনা করে, অন্নপ্রার্থী।

অন্নাবৃধ—(ত্রি) [অন্নং বর্দ্ধ [illegible] অন্ন বৃধ ক্বিপ্] অন্নবর্দ্ধক, যে [illegible] বর্দ্ধন করে। "অন্নাবৃধং প্রতি চ [illegible]" (ঋক্ ১০।১৪)

অন্নাশন (ক্লী) [অন্নস্য অশনং বিধানেন আস্বাদনম্] অন্নপ্রাশন। [অন্নপ্রাশন দ°]

অন্নাশয—(পুং) [অন্নস্য আশ [illegible]] অন্নের আধার, উদর।

অন্নাহারিন্—(ত্রি) যে অন্ন আহার করে, অন্নভক্ষক।

অম্বিগেরি—[illegible] একটী নগর। [illegible] ক্রোশ [illegible] অক্ষা° ১৫°২৫´ উঃ [illegible] দ্রা° ৭৫°২০´ পূঃ [illegible] নগরের মধ্যস্থলে [illegible] ইহা কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত ও ৭৬টী স্তম্ভযুক্ত। [illegible] অনেক পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে। [illegible] এই শিব জগনাচার্য্যের কীর্ত্তি। [illegible] একটী মেলা হয়।

স্থানীয় [illegible] দিবে ১০১৯ শক এবং অমৃতেশ্বর মন্দিরে ১০৭০ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখিয়া মনে হয় মন্দিরটী বহু প্রাচীন। চালুক্যরাজ ২য় তৈলপ এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে কলচুড়ি সর্দার বিজ্জল পশ্চিম চালুক্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া অম্বিগেরিতেই [illegible] পাট স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে ইহা নিপানী সর্দার বংশের জায়গীর ভুক্ত হয়। পরে ১৮০৯ খৃঃ অঃ ইংরেজ গবর্মেণ্ট উহা খাস করিয়া লন।

অম্বিয়ুর—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার একটী

গণ্ডগ্রাম। বিল্লপুরম্ হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায় ও রাজা সদাশিব রায়ের সামন্ত মহুরাপতি বিশ্বনাথ নায়কের এবং অচ্যুতেন্দ্র দেবরায়ের সময়ে উৎকীর্ণ কএকখানি শিলালিপি আছে। শিলালিপিগুলি ১৫২০ খৃঃ হইতে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উৎকীর্ণ এবং দেবমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উক্ত রাজাদের ভূমিদান সূচনা করিতেছে। স্থানীয় শিবমন্দিরটী অনেক বল্লুরাজের নির্ম্মিত

অন্নোদকাদিদানমাহাত্ম্য—পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের ৬৭ অধ্যায়ে এবং উত্তরখণ্ডের ১৭ অধ্যায়ে অন্ন ও পানীয় জলদানের মাহাত্ম্য এবং অন্নদাতার অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্ন দানকালে ব্রাহ্মণশূদ্রের ভেদ বিচার করিতে নাই। [অন্নদান দ্র]

অন্নোনা (Annona), রোমকপুরাণ বর্ণিত ধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর রূপান্তর। আমাদের দেশে সারদেশ্বরী অন্নদা ও রোমকদিগের অন্নোনা একই কল্পনা। রোমকশিল্পে অন্নোনার যে সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে তাহাতে এই মূর্ত্তির সহিত সিরীসের (Ceres) মূর্ত্তি একযোগে অঙ্কিত। হস্তে প্রাচুর্য্যের চিহ্ন ফলফুল ভারাবনত বৃন্তশীর্ষ ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে অর্ণবপোত অঙ্কিত রোমক সাম্রাজ্যের কতকগুলি মুদ্রায়ও অন্নোনার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ঐ মূর্ত্তির একপার্শ্বে ধান্যপরিমাপক কাঠা ও অপর পার্শ্বে জাহাজের গলুই চিহ্ন চিত্রিত আছে। দেবীর এক হস্তে ধানের শীষ ও অপর হস্তে ফলপুষ্প। কোন কোন দেবীর হস্তে বাণিজ্যের প্রতীক হাল ও লঙ্গর আছে।

প্রাচীন রোমকেরা ধান্যের বিশেষ সমাদর করিত। দেশবাসিগণ যাহাতে সহজে ও স্বল্পমূল্যে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে রোমক সাধারণতন্ত্র বিভিন্ন স্থান হইতে সমুদ্র পথে পোতসাহায্যে ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। ৪৮০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে যে স্বতন্ত্রকর্মচারী (Ædile, ধান্যের ব্যবস্থার জন্য নিযুক্ত হইতেন, তাঁহার পদের স্বতন্ত্র অর্থ ছিল 'praefectus annone'। রোমদেশে এই ধান্য দান-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও হইয়াছিল। ১২৩ খৃঃ পূঃ গ্রাকাস্ (Gracchus) ও ৫৮ খৃঃ পূঃ ক্লডিয়াস্ (Clodius) স্বল্পমূল্যে ও বিনা পণে ধান্যদানের জন্য আইন (Corn Laws) বিধিবদ্ধ করেন। সম্রাট্ অগাষ্টাসের রাজ্যকালে 'praefectus annone' ধান্য সরবরাহ পরিদর্শন করিতেন। সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ধান্যই অন্ন, সেই অন্নদাত্রী দেবী অন্নোনা রোমকসমাজে চিরকাল পূজার্হা ছিলেন। রোমকগণ উন্নতির ও সভ্যতার শীর্ষ সীমায় আরোহণ করিলেও কখন অন্নোনাকে সম্মান দান করিতে ভুলেন নাই। খৃষ্টীয় ৩য় শতকে ধান্যদানের পরিবর্ত্তে রুটী দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অন্য—(ত্রি) [অন-যক্ ঔণাদিকঃ] ভিন্ন ইতর, পৃথক্ "অন্তো বদন্তজিত্ত্রযুধৰ্ম্মাঃং" (মনু ৮ ৭৮) ২ তাহা হইতে ভিন্ন তদিতর। "মাংসঞ্চ মধুনশ্চৈব যচ্চান্যৎ" (মনু ৮ ৩২৮)

৩ অপর, প্রথম ভিন্ন, অর্থাৎ দ্বিতীয়। অন্যাদনড্বহং (ঐতরেয়ব্র ৩২) ৪ পর, শত্রু "ধনস্পৃহত্র সহমানো ইস্তান (ঋক্ ৩ ৪৬ ২, মনু ৪ ৬৬) ৫ অধিক, শ্রেষ্ঠ, আরও। "অন্যে যজ্ঞাঃ চান্যানি সামানি বিবিধানি চ (মনু ১১ ২৭৫) ৬ অপর সকল। ৭ অন্যবক্ষ অসদৃশ। ৮ দুই ভিন্ন, এক, অন্যতর অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাঃ" (মনু ১ ৮৫)

অন্য,—বরিষ্ঠার গর্ভজাত শত গন্ধর্ব্বের অন্যতম। ইঁহার পত্নীর নাম ভাসী। (বায়ুপুরাণ)

২ কাব্যের ঔরসে ও গৃহপত্নী দনার গর্ভে যজ্ঞানুষ্ঠ ভার্গববংশীয় যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন ইঁনি তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার অপর একাদশ জন দেবতার নাম—ভুবন অন্য মত ক্রতু, শবা মূর্দ্ধা, ব্যাঘ্র, বাজয় প্রসব অজ ও অধিপতি (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৫ ৮)

৩ বায়ুগণের অন্যতম। (ব্রহ্মাণ্ডপু ৬৯ ৪৬)

অন্যক—(পুং) [অন্য অল্পার্থে কন] অন্য শব্দের কুৎসার্থে প্রয়োগ করিতে হইলে 'অন্যক' এইরূপ পদ হইবে। তন্মূলে "বাজকা ইন্দ্রকে বকে" (ঋক্ ৮ ২১.১৮)

অন্যকাম (ত্রি) [অন্যং অন্যান বা কাময়তে ...] যে অন্য বস্তু কামনা করে, বিভিন্ন বস্তুকামী। (বাজ ৫ ৮)

অন্যকারুক—(পুং) [অন্যং বিকৃতং করোতি কৃ উণ্ ... স্বার্থে কন] বিষ্ঠামল। ২ যে অন্য প্রকার করে।

অন্যকাক্ষা—(স্ত্রী) একপ্রকার কীট যাহা জঠর মধ্যে থাকে মলকীট, ক্রিমি।

অন্যকৃত—(ত্রি) [অন্যেন অন্যস্য বা কৃতঃ, ৩ বা ৬ তৎ অন্য কর্ত্তৃক কৃত অথবা অপরের কৃত। মা ব এনো অন্যকৃতং ভুজেম (ঋক্ ৬ ৫১ ৭)

অন্যক্ষেত্র—(ক্লী) [অন্যস্য ক্ষেত্রং] অন্যের ক্ষেত্র অর্থাৎ সীমা, পররাষ্ট্র। "স্তেনো হবাং নয়থা পরস্যাদন্যক্ষেত্রে" (অথর্ব্ব ৩ ৭ ৫)

২ (ত্রি) ব্যভিচারী, অন্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পরবনিতায় যে গমন করে।

অন্যগ—(ত্রি) [অন্যত্র গচ্ছতীতি, অন্য গম-ড] অন্যত্রগামী যে অন্য স্থানে গমন করে। ২ ব্যভিচারী, যে পরস্ত্রী গমন করে। "বণিজাং তু কুলস্ত্রীব স্থিরা লক্ষ্মীরনন্যগা" (কথাসরিৎ ২১ ৫৬)

অন্যগামিন্—(ত্রি) [অন্য-গম্-ণিনি] অন্যস্থানে যে গমন করে। ২ ব্যভিচারী। "চেতসা নান্যগামিনা" (গীতা ৮ ৮)

অন্যগোচরা—দেবাসুর সংগ্রামে যে সকল মঙ্গলদায়িনী মাতৃকা

দব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সাহায্য করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

অন্যগোত্র—(ত্রি) অপর গোত্র, ভিন্ন গোত্র।

অন্যচ্চ—(অব্য°) আরও, ভিন্নও। ২ অপরপক্ষ।

অন্যচিত্ত—(স্ত্রী) [অন্তৎ অন্তথাভূতং চিত্তম্, কর্মধা°] বিষয় আলোচনায় অসমর্থচিত্ত। [অন্যৎ অন্তথাভূতং চিত্তং যস্য, বহুব্রী] ২ অন্যমনস্ক।

অন্যজ—(ত্রি) অপর কর্তৃক জাত, দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা জাত। ২ ভিন্নস্থানে জন্ম।

অন্যজন্মন্—(ত্রি) দ্বিতীয় জন্ম, পরজন্ম।

অন্যজাত—(ত্রি) [অন্যেন জাতং, ৩ তৎ] অন্যের দ্বারা জাত অনৌরস। "ন শেষো অগ্নে অন্যজাতম্" (ঋক্ ৭ ৪ ৭)

অন্যৎ- (অব্য) ইহা স্বরাদি অব্যয় মধ্যে পঠিত হইয়াছে। অন্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। ২ ভিন্ন, অপর, পৃথক।

অন্যৎকাম—(ত্রি) অপর বস্তুকামী। যে পৃথক বস্তু কামনা করে।

অন্যৎকারক—(ত্রি) [অন্যস্য কারকঃ ৬ তৎ, দুক্] "অষষ্ঠ্যতৃতীয়াস্থস্যান্যস্য দুগাশীরাশাস্থাস্থিতোৎসুকোতিকারকরাগচ্ছেষু" (পা ৬ ৩ ৯৯) 'কারকে ছেচ নায়মিষ্যতে'। অন্যস্য কারকঃ অন্যৎকারকঃ'। (সি° কৌ)] যে অন্য কার্য্য করে।

অন্যৎক্রী—(ত্রি) পাঠের আদিতে যে ভুল করে, পড়ার আগে যে ভুল করিয়া থাকে।

অন্যতম—(ত্রি) [অন্য ডতমচ] অনেকের মধ্যে নির্দ্ধারিত এক বস্তু বা ব্যক্তি। "অপত্যানাম্তমং বেদম্ (মনু ১১ ৭৮)

পাণিনি দুইটী সূত্র করিয়াছেন—"কিংযত্তদো নির্দ্ধারণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ্" (৫ ৩ ৯২)। "বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্" (৫ ৩ ৯৩) দুই বস্তুর মধ্যে একটীকে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে কিম্, যৎ এবং তৎ এই প্রাতিপদিকের উত্তর ডতরচ্ প্রত্যয় হয় এবং অনেকের মধ্যে একটীকে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে জাতি পরিপ্রশ্নবিষয়ে উহাদের উত্তর ডতমচ প্রত্যয় বিকল্পে হইয়া থাকে। এই দুই সূত্রে অন্য প্রভৃতি সর্ব্বনামের কথা উল্লিখিত নাই। তজ্জন্য কৈয়ট বলেন যে, অন্য শব্দের সর্ব্বনাম কার্য্য হইতে পারে না। কিন্তু এ আপত্তি গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। কাশিকাকার ডতরচ্ প্রত্যয় দ্বারা অন্যতর শব্দ সাধিয়াছেন এবং ইহার সর্ব্বনাম সংজ্ঞাও করিয়াছেন।

অন্যতর—(ত্রি) [অন্য-ডতরচ্] দুই ব্যক্তির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট এক ব্যক্তি বা বস্তু। "স বৈ কপালানামেবান্যতর উপদধাতি" (শতপথব্রা° ১২.১১ ঐতরেয়ব্রা° ৩৪৮) ২ (অব্য) অন্যত্র, অন্যস্থানে। [অন্যতম দ্র°]

অন্যতরস—(অব্য) [অন্যতর সপ্তম্যর্থে তসিল] অন্যতর হইতে দুইয়ের ভিতর নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি হইতে।

'অন্যতরতআজ্যং কুর্য্যাদথজ্যাহোপরিষ্টাৎ (শতপথব্রা° ১ ৭ ৪ ১০)

অন্যতরতোদন্ত—(স্ত্রী) অন্য দন্তবিশিষ্ট প্রজা। "অন্যতরতোদন্তাঃ প্রজাঃ" (শতপথব্রা° ১ ৬ ৩ ২২)

অন্যতরাভাব—'ঘটো বা পটো বা নাস্তি' বলিলে অন্যতরাভাব বুঝায়। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব বা পটত্ব বা অন্যতরত্ব। [অভাব দ্র]

অন্যতরেদ্যুস—(অব্য) [অন্যতরস্মিন্নহনি এদ্যুস্] অন্যতর দিবসে, অন্য দিনে।

অন্যতস—(অব্য) [অন্য সপ্তম্যর্থে তসিল্] অন্য হইতে ইত্যাদি। 'যাজ্যাস্ত্বেব সিংহোবাপ নশ্যন্ত্যত ইতি স্থিতিঃ। (মনু ৪ ৩৩)

অন্যতস্ত্য—(ত্রি) [অন্যতঃ অন্যস্মিন্ স্বেতরপক্ষে তপঃ অন্যতস্-ত্যপ্] শত্রু, সপত্ন। ২ স্বপক্ষ ভিন্ন জাত।

"স য এতমেবমপাস্ত জিকুর্হাপরাজিষ্ণুর্ভবত্যন্যতস্ত্যজায়ী" (শতপথব্রা° ১৪ ৫ ১ ৬)

অন্যতোবাত—(পং, একপ্রকার নেত্ররোগ। বৈদ্যক ইহার এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে—গ্রীবাদেশের পশ্চাদ্ভাগ, কর্ণ, শির, হনু স্থিত বায়ু, অথবা দেহের অন্য কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্থিত বায়ু ভ্রু বা নেত্রে যদি বেদনা উৎপাদন করে, তাহা হইলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। (মাধবনিদান)

অন্যত্তর—(অব্য) [দশস্থ] অন্যস্থানে, অপর জায়গায়।

অন্যত্র—(অব্য) [অন্যস্মিন্ অন্য-ত্রল] অন্য কালে। "অন্যত্র জন্মনি" (র ম) ৬ ১০১ ১৮) ২ অন্যদেশে। "বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্" (মনু ২ ১৬৮) ৩ অন্য বিষয়ে, অন্যকর্ম্মে। "নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্" (রামা° ২ ১০৫ ১০।

অন্যত্রমনস—(পুং) [অন্যত্র মনঃ যস্য স বহুব্রী] যাহার মন অন্যবিষয়ে। অন্যমনস্ক, অমনোযোগী। "অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্" (শতপথব্রা° ১৪ ৪ ৩ ৮)

অন্যত্বভাবনা—(স্ত্রী) অন্যত্র চিন্তা। জৈনশাস্ত্রের মতানুসারে জীবাত্মার শরীর হইতে ভিন্ন কল্পনা।

অন্যথা—(অব্য) [অন্য প্রকারে থাল] অন্য প্রকার। "ন ত্বা বয়ন্তে অন্যথা বদিৎসসি" (ঋক্ ৪ ৩২.৮) 'প্রকার বচনে থাল্' (পা ৫ ৩ ২৩) প্রকারার্থে বর্ত্তমান কিম্ শব্দের উত্তর স্বার্থে থাল্ প্রত্যয় হয়] ২ নিষ্কারণ। "গচ্ছেনয়দি ক্রমতমন্যথা" (মনু ৮ ৯০) ৩ বিতথ ৪ মিথ্যা। "যদি নান্যথা মনসে" (হিতোপ° ২১.২২) ৫ অভাব। ৬ দুই। "অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসঃ" (মনু ৫.৩১)

অন্যথাকারম্—(অব্য) [অন্যথা-ণমুল] যে কার্য্য যেরূপ

করিতে হয় তাহার অন্যথা। "অন্যথৈবং কথমিত্থংসু সিদ্ধাপ্রয়োগশ্চেৎ" (পা ৩.৪.২৭) কৃ ধাতুর কোন অর্থ না থাকিলে, অন্যথা, কথং, এবং ইত্থং এই চারি অব্যয় শব্দের পরস্থিত কৃ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রত্যয় হয়। কৃ ধাতুর অর্থ থাকিলে অন্যথাকৃত্বা এইরূপ হইবে।

অন্যথাখ্যাতি—(স্ত্রী) [অন্যথা অন্যরূপেণ খ্যাতিঃ খ্যাতিঃ জ্ঞানম্] ভ্রমাত্মক জ্ঞান। ২ অপ্রকৃত বস্তুকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া বিশ্বাস। যেমন, রজ্জু সর্প নহে, অথচ রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান না হইয়া যে সর্পজ্ঞান হয়, এই মিথ্যা জ্ঞানকে অন্যথাখ্যাতি বলা যায়। শরীর আত্মা নহে। আত্মা এবং শরীর দুই পৃথক্ পদার্থ। এমন স্থলে যদ্যপি বলা যায়—আমি গৌরবর্ণ। তাহা হইলে ইহাকে ভ্রমাত্মক জ্ঞান অর্থাৎ অন্যথাখ্যাতি বলা যাইবে। কারণ আমি এরূপ বলিলে আমার আত্মা কেহ বুঝায়, অতএব আত্মা কখন গৌরবর্ণ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমার দেহ গৌরবর্ণ। পুনশ্চ হ্রদে বহ্নি থাকে না। অতএব হ্রদ বহ্নিমান্, এমন বিশ্বাস করিলে তাহাকে ভ্রমাত্মক জ্ঞান বলা যায়। সুতরাং এরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানকে অন্যথাখ্যাতি কহে।

মীমাংসকগণ ভ্রম মানেন না। তাঁহারা এরূপ জ্ঞানকে 'অসংসর্গাগ্রহ' বলেন। তাঁহারা, 'হ্রদো বহ্নিমান্' এমন কথা বলিলে হ্রদ এবং অগ্নি উভয়ই বিদ্যমান আছে, এরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু হ্রদে বহ্নি আছে, এরূপ জ্ঞান স্বীকার করেন না। পরন্তু হ্রদ ও বহ্নির সংসর্গ ভাব জ্ঞান হয় না। তজ্জন্য ইহার নাম অসংসর্গাগ্রহ।

ইহা নৈয়ায়িক এবং ভট্ট মীমাংসকের মত। প্রকৃত ভ্রম একটি বিশিষ্ট জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান নহে। ইহাতে বিশেষ্য ও বিশেষণ জ্ঞান দুইটি যথার্থ হইলেও উভয়ে মিলিয়া যে বিশিষ্ট জ্ঞানটি হয়, তাহা যথার্থজ্ঞান নহে। যেমন, শুক্তি দেখিয়া 'ইহা রজত' এইরূপ সামান্য জ্ঞান হইলে তাহার চাকচিক্য, রজত সদৃশ বর্ণ এবং রজতে চাকচিক্যাদি থাকায় এটা কি, এই অনুসন্ধানের ফলে জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ বশতঃ ইহাতে রজতের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। অতঃপর ইহা রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান হয়। অর্থাৎ ইহা রজত এইরূপ জ্ঞান হয়। এস্থলে 'এই' পদবাচ্য বিশেষ্য এবং রজতত্ব প্রকার বা বিশেষণ, এই বিশেষ্য বিশেষণ মিলিয়া ইহা 'রজত' এইরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞান হয়। যাহা যেরূপ তাহা তদ্রূপে খ্যাত না হইয়া অন্যরূপে খ্যাত হওয়ায় ইহার নাম অন্যথাখ্যাতি বলা হয়। এমতে 'নেদং রজতং' এই বাধজ্ঞান কালে শুক্তির সহিত রজতত্বের সম্বন্ধের বাধ হয়, অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মীর সামানাধিকরণ্য প্রতীতিটি নষ্ট হয় এবং বৈয়ধিকরণ্য প্রত্যয় হয় মাত্র, অন্যথাখ্যাতিবাদী উক্ত সকল খ্যাতিই খণ্ডন করেন। [অদ্বৈতবাদদর্শনের অন্তর্গত অন্যথাখ্যাতি পরিচয় দ্রষ্টব্য।]

অন্যথাখ্যাতিতত্ত্ব বা অন্যথাখ্যাতিবিচার—জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন রচিত একখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ।

অন্যথানুপপত্তি—(স্ত্রী) [অন্যথা অন্যপ্রকারেণ অনুপপত্তিঃ] মীমাংসক মতে, অন্য প্রকারে উপপত্তির অভাব অর্থাৎ সিদ্ধান্তের অভাব। যেমন,—ঐ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটী দিবাতে ভোজন করে না। মানুষ ভোজন না করিলে কখনই হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং এই অনুপপত্তি জ্ঞান হইতে হৃষ্টপুষ্ট মানুষটী তবে রাত্রিতে ভোজন করে, ইহা স্থির হইতেছে।

মীমাংসকেরা এই অনুপপত্তিজ্ঞানকে অর্থাপত্তিপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। ন্যায়মতে, অর্থাপত্তি অতিরিক্ত প্রমাণ নহে, ইহা কেবল অনুমান মাত্র। কারণ, হৃষ্টপুষ্ট মানুষটী রাত্রে ভোজন করে কি না, তাহা প্রত্যক্ষ কেহ দেখে নাই। 'কভু ভোজন না করিয়া অনাহারে থাকিলে শরীর শুষ্ক হয়, আবার ভোজন করিলে শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই ইহার শরীরের পুষ্টতা দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছে যে, সে রাত্রিতে ভোজন করে।

অন্যথাভাব—(পুং) [অন্যথা অন্যরূপেণ ভাবঃ] যাহার যেরূপ ভাব তাহার সেই ভাবের অন্যথা হওয়া, ভাবান্তর।

"বহূনাং ব্যক্তীনামেকদেশেনান্যথাভাবঃ" (পাণিনি ৫.৪.৫৩)

২ পরিবর্তন, ব্যভিচার।

অন্যথাভূত—(ত্রি) [অন্যথা অন্যপ্রকারেণ ভূতঃ] প্রকারান্তর প্রাপ্ত, একরকম অন্যরকম হওয়া, দ্বিতীয় প্রকার হওয়া।

অন্যথাবৃত্তি—(স্ত্রী) [অন্যথা অন্যরূপেণ বৃত্তিঃ] অন্যথাস্থিত, অন্যপ্রকার হইয়া যাও॥

অন্যথাসিদ্ধ—(ত্রি) [অন্যথা অন্যপ্রকারেণ সিদ্ধম, ৩-৩২।] যে পদার্থ অন্যপ্রকারে সিদ্ধ হয়। ন্যায়দর্শন মতে, যে পদার্থ না থাকিলেও কার্য অন্য প্রকারে সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ পদার্থকে সেই কার্যের অন্যথাসিদ্ধ কহে। যেমন, কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে। কিন্তু ঘট প্রস্তুত করিবার মাটী গর্দ্দভাদি বহন করিয়া থাকে। ঐ গর্দ্দভ দ্বারা মাটী বহন না করাইলেও অন্য প্রকারে মাটী আনা যাইতে পারে। তজ্জন্য গর্দ্দভ অন্যথাসিদ্ধ। এই অন্যথাসিদ্ধের ধর্মকে অন্যথাসিদ্ধি কহে।

কোন কার্য্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত পূর্ববর্ত্তী যে যে পদার্থ নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ যে পদার্থ থাকিলে সেই কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং না থাকিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ পদার্থকে কারণ কহে। সেই কারণের একটী বিশেষ ভেদই উক্ত অন্যথাসিদ্ধিরূপ ধর্ম। সেই ধর্ম যাহাতে থাকে তাহাই অন্যথাসিদ্ধ। সুতরাং কারণ ভিন্ন সকল পদার্থকেই অন্যথাসিদ্ধ বলা যায়।

অন্যথাসিদ্ধ পাঁচ প্রকার। ১ম—কারণ, বৃত্তি বা কারণতাব-চ্ছেদকরূপ ধর্ম্ম। যেমন, দণ্ড দিয়া চাক ঘুরাইলে ঘট নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য দণ্ড ঘটের কারণ হইতে পারে, কিন্তু দণ্ডের যে ধর্ম্ম দণ্ডত্ব, তাহা ঘটের কারণ হইতে পারে না। তজ্জন্য দণ্ডত্বকে অন্যথাসিদ্ধ বলা যায়।

২য়—কারণের গুণ। যেমন দণ্ডের কাল কি শ্বেতবর্ণ, কিম্বা অন্যপ্রকার গুণ ঘটের কারণ হইতে পারে না। তজ্জন্য কারণের গুণ অন্যথাসিদ্ধ।

৩য়—যে পদার্থে কারণত্বজ্ঞান করিতে হইলে অন্য পদার্থের কারণত্ব জ্ঞান আবশ্যক করে। যেমন, আকাশে ঘটের কারণত্ব জ্ঞান করিতে হইলে শব্দের কারণত্ব জ্ঞান অপেক্ষা করে। সুতরাং আকাশ অন্যথাসিদ্ধ।

৪র্থ যাহাতে কারণত্ব জ্ঞান করিতে হইলে কারণের কারণত্ব জ্ঞান অপেক্ষা করে। যেমন, কুম্ভকার ঘটকে নির্ম্মাণ করে। এস্থলে কুম্ভকারকে ঘটের কারণ বলা যায় কিন্তু কুম্ভকারের পিতা না থাকিলে কুম্ভকারের জন্ম হইত না। সুতরাং কুম্ভকারের পিতা কারণের কারণ। তজ্জন্য ইহাকে অন্যথাসিদ্ধ বলা যায়।

অন্যথাসিদ্ধি—(স্ত্রী) [অন্যথা অন্যপ্রকারেণ সিদ্ধিঃ ৩ তৎ] অন্যপ্রকারে সিদ্ধি। ২ হেতুর দোষ, হেতুর আভাস বিশেষ।

অন্যথাসিদ্ধিবিচার—একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ।

অন্যথাস্তোত্র—(ক্লী) নিন্দাসূচক স্তোত্র। যে স্তোত্র নিন্দা-স্বরূপে রচিত হয় তাহাকে অন্যথাস্তোত্র কহে।

অন্যদর্থ—(পুং) [অন্যশ্চাসৌ অর্থঃ প্রয়োজনঞ্চেতি, কর্ম্মধা°] ভিন্নার্থ। "অর্থে বিভাষা।" (পা ৬।৩।১০০) অর্থ শব্দ পরে থাকিলে অন্য শব্দ স্থানে বিকল্পে দুগাগম হয়। অতএব অন্যার্থ এবং অন্যদর্থ এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধিই হইতে পারে।

অন্যদা—(অব্য) [অন্যস্মিন কালে দা] অন্যকালে। "অন্যদা জগাত রাম ইত্যয়ং শব্দ উচ্চারিত এব মামগাৎ। (রঘু ১১।৭৩) ২ অন্য সময়ে, তদ্ব্যতিরিক্তকালে। ৩ এককালে, একদা। ৪ প্রাককালে, পূর্ব্বকালে। "অন্যদা ভূষণং পুংসঃ ক্ষমা লজ্জেব যোষিতঃ।" (মাঘ° ২।৪৪) ["সর্ব্বৈকান্য কিং যত্তদঃ কালে দা (পা ৫।৩।১৫) কালার্থে সপ্তম্যন্ত সর্ব্ব, এক, অন্য, কিং, যদ্ ও তদ্ এই সকল শব্দের উত্তর স্বার্থে দা প্রত্যয় হয়।]

অন্যদাশা—(স্ত্রী) [অন্যা চাসৌ আশা চেতি কর্ম্মধা°, দুক] অন্য আশা, অপর আকাঙ্ক্ষা। ২ অন্যদিক্। [অন্যৎকারক দ°]

অন্যদাশিস—(স্ত্রী) [অন্যা চাসৌ আশীশ্চেতি কর্ম্মধা, দুক] অন্য আশীর্ব্বাদ, দ্বিতীয় আশীর্ব্বাদ।

অন্যদাস্থা—(স্ত্রী) [অন্যস্মিন আস্থা, ৭-তৎ] অন্য আস্থা, অন্য-বিষয়ে যত্ন।

অন্যদাশ্রিত—(ত্রি) [অন্যমাশ্রিতঃ ২-তৎ, দুক] অন্যরূপ প্রাপ্ত, ভিন্নভাবে প্রাপ্ত।

অন্যদীপানয়নন্যায়—(পুং) কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদীপের স্থলে তৎ-কর্ম্মসাধনক্ষম অন্য দীপ আনিয়া স্থাপনের যে বিধি আছে তাহাকে অন্যদীপানয়নন্যায় বলে।

"প্রজ্বলমূর্ত্তিমন্যদীপানয়নন্যায়েন আনীয় পুরতঃ একান্তমূর্ত্তিং বিভাবৎ রশ্মিভিঃ পঞ্চোপচারং পূজাম্" (সাধনমালা)

অন্যদীয়—(ত্রি) [অন্যস্যেদং পক্ষা° ছ দুক্‌চ] অন্য সম্বন্ধী, পরকীয়।

অন্যদুৎসুক—(ত্রি) [অন্যস্মিন উৎসুকম ৭ তৎ, দুক] অন্য বিষয়ে উৎসুক, অন্যবিষয়ে উৎকণ্ঠিত।

অন্যদুর্ব্বহ—(ত্রি) অন্য হইতে অসহনীয়, সহ্য করিতে অক্ষম।

অন্যদ্যুতি—(স্ত্রী) [অন্যা চাসৌ উতিশ্চেতি কর্ম্মধা°, দুক] অন্য রক্ষা, দ্বিতীয় রক্ষা।

অন্যদেবতা—(ত্রি) অন্যদেবতায় সমর্পিত। অপর প্রকার পূজাকারী

অন্যদেশীয়—(লি) অন্যদেশের পরদেশের, পরদেশী।

অন্যদ্রাগ—(পুং) [অন্যস্মিন রাগঃ ৭-তৎ, দুক] অন্য বিষয়ে অনুরাগ অপর কথায় আসক্তি।

অন্যধর্ম্ম—(পুং) পৃথক পৃথক ধর্ম্ম, যাহা ব গুণ বিভিন্ন

অন্যধী—(ত্রি) ঈশ্বরে যাহার মতি নাই, যে ভগবানে অনুরক্ত নহে।

অন্যনাভি—(ত্রি) ভিন্ন পরিবার।

অন্যপর—(ত্রি) অন্য বিষয়ে আগ্রহান্বিত, অপর বিষয়ে অনুরক্ত।

অন্যপুষ্ট—(পুং-স্ত্রী) [অন্যয়া মাতৃভিন্নয়া পুষ্টঃ পালিতঃ] কোকিল। (ত্রি) ২ অন্যভৃৎ, অন্যদ্বারা পালিত। 'সর্ব্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুম্ব-দ্ভাবঃ (বার্ত্তিক পা ২।১।৫১) পদের সহিত প্রত্যয়ের যোগ বা সমাস বৃত্তি, তাহাতে সর্ব্বনামের পুংবদ্ভাব হয়। (স্ত্রী টাপ্) অন্য-পুষ্টা। "অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা" (কুমার ১।৪৫)

অন্যপূর্ব্ব—(পুং) [অন্য পুরুষঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ সা। অর্শ আদি° অচ্ আকারলোপঃ] অন্যপূর্ব্বার বিবাহকর্ত্তা। ২ পুনর্ভূপতি। ৩ অন্যে বিবাহিতা স্ত্রীকে যে পুনর্ব্বার বিবাহ করে।

অন্যপূর্ব্বা—(স্ত্রী) [অন্যোঽন্যপুরুষঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ বহুব্রী] পূর্ব্বপতি মরিলে বা অকর্ম্মণ্য হইলে যে স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার বিবাহ করে। ২ বাগদত্তা কন্যা।

অন্যভাব—(পুং) [অন্যবিধোভাবঃ, কর্ম্মধা°] প্রকৃত অবস্থার ব্যতিক্রম, অন্য প্রকার ভাব।

অন্যভৃৎ—(পুং স্ত্রী) [অন্যৈঃ মাতাপিতৃভিন্নৈভ্রিয়তে অন্য-ভৃ-কর্ম্মণি-ক্বিপ্ তুগাগমঃ] যে অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত, কোকিল। (ত্রি) ২ যে অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। যথা কর্ণ প্রভৃতি।

অন্যভৃত—(ত্রি) [অন্যৈঃ মাতাপিতৃভিন্নৈর্ভৃতঃ পুষ্টঃ, ৩-তৎ] পিতামাতা আত্মীয় স্বজন ভিন্ন অন্যের দ্বারা লালিত পালিত, কোকিল, কর্ণ প্রভৃতি। (ত্রি) ২ অন্য প্রতিপালিত, যে অন্যের কাছে প্রতিপালিত হয়।

অন্যমনস্—(ত্রি) [অন্যস্মিন স্ববিষয়াতিরিক্তবিষয়ে মনো যস্য বহুব্রী] উৎকণ্ঠিত হইয়া যে অন্য বিষয় চিন্তা করে, যে বৃথা চিন্তা করে, যাহার মন প্রকৃত বিষয়ে নিবিষ্ট নহে। "যচ্চ নান্যমনা রামঃ" (রামা° ৫ ৩৫.২ ; ঐতরেয়ব্রা° ২ ৬)

অন্যমনস্ক—(ত্রি) [অন্যস্মিন্ স্ববিষয়াতিরিক্তে বিষয়ে অন্যস্যাং ক্রিয়ায়াং বা মনশ্চিত্তং যস্য বহুব্রী কপ্] চঞ্চল চিত্ত। ২ প্রকৃত বিষয়ে যাহার মন নিবিষ্ট নহে। অন্যমনা। "শেষাদ্বা" (পা ৫ ৪ ১৫৩) যে শব্দের উত্তর অন্য কোন সমাসান্তের বিধান নাই সেই সকল শব্দের উত্তর বিকল্পে কপ্ প্রত্যয় হয়।

অন্যমাতৃজ—(পুং স্ত্রী) [অন্যস্যাঃ স্বভিন্নায়া মাতুর্জায়তে জন-ড ৫-তৎ] যে অন্য মাতা হইতে জাত, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (স্ত্রী) (টাপ্) অন্যমাতৃজা বৈমাত্রেয় ভগিনী। "সংসৃষ্টো নান্যমাতৃজঃ" (দায়ভাগ)। কেবল সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে ধন পাইবে এরূপ নহে, কিন্তু অসংসৃষ্ট সহোদরও ধন পাইবে।

অন্যরঙ্গ—দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ বা গৃহের চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী মণ্ডপাকারে রঙ্গমঞ্চ। (মানসার)

অন্যরাজন্—(ত্রি) যাহার অন্য রাজা, যে অন্য রাজার অধীন। "অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি" (ছান্দোগ্যোপ° ৭.২৫ ২)

অন্যরাষ্ট্রীয—(ত্রি) অন্য রাষ্ট্রের সহিত যাহার সম্বন্ধ, ভিন্ন রাজ্যের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে। (শতপথব্রা° ৫.৩.৪ ৯)

অন্যরূপ—(পুং) অন্য রূপ, ভিন্ন বেশ, পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যবেশ ধারণ করা। "কৃতান্যরূপা" (কথাসরিৎসা° ২৫.১৯১) ২ জীর্ণ। "পুনরন্যরূপা অসি ত্বং বিন্দু" (ঋক্ ১০.১.৪)

অন্যরূপিন্—(ত্রি) যাহার অন্যরূপ আছে, ভিন্নবেশধারী। (কথাসরিৎসা° ১৬.৪৪)

অন্যর্হি—(অব্য) অন্য হইলে, ভিন্ন বিষয়ে।

অন্যলিঙ্গ—(ত্রি) [অন্যস্য স্বভিন্নস্য বিশেষ্যস্যেতি যাবৎ, লিঙ্গমিব লিঙ্গং পুংস্ত্বাদি যস্য বহুব্রীহৌ বা কভাবঃ] বিশেষ্যের লিঙ্গভাগী শব্দ, যে শব্দের নিজের কোন লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট নাই। (ক্লী) [কর্ম্মধা°] ২ অন্যচিহ্ন।

অন্যলিঙ্গক—(ত্রি) [অন্যস্যেব লিঙ্গং পুংস্ত্বাদি চিহ্নং বা যস্য, বহুব্রী] বিশেষ্যের লিঙ্গ-ভাগী শব্দ। ২ অন্যচিহ্নযুক্ত। [অন্যমনস্ক দ্র°]

অন্যবর্ণ—(ত্রি) অন্যবর্ণের, ভিন্ন রঙের, যাহার বর্ণ অন্য প্রকার। "ত্বং সর্গো বহুধা বি চক্রে যথাবিদ আত্মন্নন্যবর্ণাম্" (অথর্ব্ব ১২ ৩ ৫৪)

অন্যবর্দ্ধিত—(ত্রি) অন্যের দ্বারা বর্দ্ধিত, কোকিল। [অন্যপুষ্ট দ্র°]

অন্যবাদিন্—(পুং স্ত্রী) [অন্যৎ অন্যথা বদতি অন্য বদ্-ণিনি, উপপদ স°] হীনপ্রতিজ্ঞবাদী, হীনপ্রতিজ্ঞ প্রতিবাদী, বিচারস্থলে যাহাদের পক্ষ হীন হইয়াছে।

"অন্যবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থায়ী নিরুত্তরঃ।
আহূতপ্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥" (নারদীয়সং ১৯ ১২)

১—যাহারা পূর্ব্বে একরূপ বলিয়া পরে আর একরূপ বলে
২—যাহারা প্রতিপক্ষের সাক্ষ্যাদি ক্রিয়াতে দ্বেষ করে।
৩—যাহারা বিচারের সময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত না থাকে।
৪—যাহারা বিচারকের প্রশ্নে নিরুত্তর হয়।
৫—রাজপক্ষের লোক ডাকিলে যাহারা পলায়।
এই পাঁচ প্রকারের নাম হীন পক্ষ।

অন্যবাপ—(পুং) অন্যের দ্বারা পালিত, কোকিল।
"অন্যবাপোঽর্দ্ধমাসানামৃশ্যো ময়ূরঃ" (শুক্লযজুঃ ২৪ ৩৭)

অন্যবিবর্দ্ধিত—(পুং স্ত্রী) [অন্যৈঃ স্বমাতাপিতৃভিন্নৈঃ কাকাদিভিরপরৈর্বা বিবর্দ্ধিতঃ ৩-তৎ] কোকিল। ২ অন্য বর্দ্ধিত। যেমন কর্ণাদি। [অন্যয়া বিবর্দ্ধিতঃ] এরূপ ব্যুৎপত্তি করিলেও পুংবদ্ভাব হইয়া অন্যবিবর্দ্ধিত এইরূপ হইবে।

অন্যবীর্য্যজ—(পুং) অন্য বীর্য্য হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, ভিন্নবীর্য্যজাত।

অন্যব্রত—(ত্রি) [অন্যদন্যবিধং শ্রুতিস্মৃত্যোরননুযায়ি ব্রতং কর্ম্ম নিয়মো বা যস্য, বহুব্রী] যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে। ২ অসুরাদি। "অন্যব্রতমমানুষমযজ্বানমদেবযুম্" (ঋক ৮,৫৯,১১) ৩ যথেচ্ছাচারী মনুষ্য।

অন্যশাখ—(পুং) [অন্যা স্বভিন্না শাখা বেদভাগবিশেষো যস্য বহুব্রী] স্বভিন্নবেদের শাখাধ্যায়ী, যাহার যে শাখা তদ্ভিন্ন শাখাপাঠক।

অন্যশাখক—(পুং) যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মত্যাগী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, ধর্ম্মচ্যুত।

অন্যসঙ্গম—(পুং) অপরের সহিত মিলন। ২ অন্যস্ত্রীর সহিত সঙ্গমকারী অর্থাৎ মৈথুনাসক্ত ব্যক্তি।

অন্যসম্ভোগদুঃখিতা—(স্ত্রী) যে স্ত্রীলোক পরস্ত্রী সম্ভোগচিহ্নিত স্বামীকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হয়।

অন্যসাধারণ—(পুং) [অন্যেন সাধারণ সম নঞ্ ৩-তৎ] অন্যের সমান। (ত্রি) [অন্যেন সাধারণং সমানং, ৩ তৎ] ২ অনেকের স্বত্ববিশিষ্ট বস্তু, যাহাতে নিজের ও অন্যের স্বত্ব আছে।

অন্যসুরতিদুঃখিতা—(স্ত্রী) [অন্যসম্ভোগদুঃখিতা দ°]

অন্যস্ত্রীগ—(পুং) যে অন্যস্ত্রীর নিকট গমন করে, অন্যস্ত্রী-সম্ভোগকারী। (মনু ৮ ৩৮৬)

অন্যাদৃক—উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্যতম। (ব হ্মপুরাণ) [বহু° দ্র]

অন্যাদৃক্ষ—(পুং) [অন্য ইব পশ্যতি কর্ত্তরি কস্ প্রত্যয়] অন্য প্রকার। "অদেঃ কসম্মদক্ষন্যঃ" (বাৰ্ত্তিক ৩ ২ ৬০) "আ সর্ব্ব নাম্নঃ" (পা ৬ ৩ ৯১) দৃশ ধাতুর উত্তর কস প্রত্যয় হয়। দৃশ, দৃশ প্রত্যয় পরে থাকিলে সর্বনাম স্থানে আকার আদেশ হয়। স্ত্রী অন্যাদৃক্ষী। ক্লীবলিঙ্গও হইবে।

অন্যাদৃশ—(পুং) [অন্য ইব পশ্যতি অন্য দৃশ্ কর্ত্তরি ক্বিন্] অন্যদৃশ। অন্যপ্রকার, অন্যের মত। [অন্যামপি পুরা ৬ ৯০ গম্ভীতি] ২ যে অন্য জন্য দেখে। "ঈদৃক্ চান্যাদৃক্ চ সদৃক্ চ (শুক্লযজুঃ ১৭ ৮০) "কিন প্রত্যয়স্য কুঃ (পা ৮ ২ ৬২) পদের অন্ত বিষয়ে, কিন অন্ত শব্দের অন্ত্যাদেশ কবর্গ হয়। ইহাতে সু ভ্যাম ভিস ভ্যস সুপ্ এই সকল বিভক্তি পরেই অন্ত্যাদেশ কবর্গ হইবে। যথা অন্যাদৃক অন্যাদৃগ। অন্যাদৃগ্ভ্যাং অন্যাদৃগ্ভ্যঃ। অন্যাদৃক্ষু অন্য বিভক্তি পরে থাকিলে পদান্ত না বলিয়া কবর্গ ও অন্ত্যাদেশ হইতে পারিবে না তথা অন্যাদৃশৌ অন্যাদৃশঃ এইরূপ পদ হইবে

অন্যাদৃশ—(ত্রি) [অন্য ইব পশ্যতি অন্য দৃশ কর্ত্তরি কঞ্, অন্যমিব দৃশ্যতে ইদম ইতি কর্ম্মণি টক্] অন্যরূপ, অন্য প্রকার, অন্যের মত। "ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতি" (ছান্দোগ্যোপ° ৪ ১৪ ২) 'ত্যদাদিষু দৃশো অনালোচনে কঞ।' (পা ৩ ২.৬০) ত্যদাদি উপপদের পর অনালোচন অর্থে দৃশ্ ধাতুর উত্তর কঞ্ এবং ক্বিন প্রত্যয় হয়। (স্ত্রী) অন্যাদৃশী।

অন্যাধীন—(ত্রি) অন্যের অধীন, পরায়ত্ত, যে অপরের উপর ভরসা রাখে।

অন্যান্তর—(ত্রি) যাহার অন্তরীত অন্তর অর্থাৎ মন, অন্তরমনীভূত। [দেশজ] ২ অন্যস্থানে, অন্যত্র।

অন্যান্য—(ত্রি) অন্যে অন্যে, পরস্পর। ২ আর আর অপরাপর।

অন্যান্যোপদেশ—(পুং) অন্যের কথন, অন্যোক্তি। ২ অন্যোপদেশ, অপরের উপদেশ।

অন্যাপদেশশতক—নীলকণ্ঠ দীক্ষিত-রচিত একখানি কাব্যগ্রন্থ। ২ মধুসূদন দ্রুত রচিত অপর একখানি কাব্যগ্রন্থ। ৩ জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ রচিত 'ভামিনীবিলাস' গ্রন্থের প্রথমাংশ।

অন্যায়—(পুং) [ন্যায়ঃ অভ্রেষঃ কল্পঃ দেশরূপং সমঞ্জসং বিচারঃ সঙ্গতিঃ ঔচিত্যং প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চপ্রতিপাদকবাক্যঞ্চ এতেষামভাব ইতি অভাবার্থে নঞ্ তৎ] ১ ধর্ম্মাতিক্রম। "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।" (মনু ২ ১০) ২ অপরাধ, দোষ। "যথাহতঃ সম্পতেন্নরেষ্বন্যায়বর্ত্তিষু" (মনু ৭ ১৬) ৩ অস্থানরূপ। ৪ দণ্ডবিরুদ্ধ ভাব। যথাদন্যায়মাচরেৎ (বাল্মী° ২ ৫৩ ১৮) ৫ অসামঞ্জস্য। ৬ অবিচার। ৭ অসঙ্গতি ৮ অনৌচিত্য। ৯ পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের অভাব। (ত্রি) নাস্তি ন্যায়ো যস্য, বহুব্রী ১০ অন্যায্য। ১১ কলহাদি। ১২ ন্যায়ের প্রণালীবহির্ভূত।

অন্যায়ত—কাশ্যপের ঔরসে ও দক্ষ দুহিতা দনীর গর্ভে ভার্গবংশীয় যে দ্বাদশ জন যাজ্ঞিক দেবতা জন্মগ্রহণ করেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (বায়ুপুরাণ)

অন্যায়ধর্ম্মচরিত—একখানি সংস্কৃত কাব্য।

অন্যায়পঞ্চক—একখানি নীতিবিরুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ।

অন্যায়ী—(ত্রি) যে অন্যায় করে, দোষী, অপরাধী।

অন্যায্য—(ত্রি) [ন্যায় দনপেতং ন্যায্যং ন ন্যায্যম্, নঞ্ তৎ] ন্যায়যুক্ত নহে, অযুক্ত। ২ অনুচিত।

অন্যার্থ—(পুং) [অন্য শ্চাসৌ অর্থ শ্চেতি কর্ম্মধা বা দ্বন্দ্বঃ] ১ ভিন্ন অর্থ ২ ভিন্ন অভিধেয়। ৩ ভিন্ন প্রয়োজন। ৪ ভিন্ন ধন। ৫ ভিন্ন বস্তু। (ত্রি) [অন্যোঽর্থঃ অভিধেয়ঃ বাচ্যঃ প্রয়োজনং বা যস্য বহুব্রী] ৬ ভিন্ন অর্থের (বাচ্যের) বাচক শব্দ, অন্য অর্থের প্রতিপাদক, অন্য অর্থ নির্দ্দেশক শব্দ। ৭ অন্য প্রয়োজনক কার্য্য। "অথাচান্যার্থয়া বৈ বস্তু ন প্রতিপত্তিষু" (অমর)

অন্যাশা—(স্ত্রী) [অন্যস্য অন্যা বা আশা, ৬ তৎ] অন্যের আশা, অন্যের বাঞ্ছা। ২ অন্য স্ত্রীর আশা।

অন্যাশিস্—(স্ত্রী) [অন্যস্য অন্যয়া বা অন্যেন অন্যয়া বা আশিস্] অন্যের আশীর্ব্বাদ অন্যকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ।

অন্যাশ্রয়ণ—(ক্লী) পিতৃসম্পত্তির ন্যায় যে সম্পত্তি অন্যের অধিকারে আইসে।

অন্যাসক্ত—(ত্রি) যে অপরে আসক্ত। যে অন্যবস্তুর অভিলাষী। ২ অন্য রমণীতে অনুরক্ত।

অন্যাসন—[দেশজ] অনুসন্ধান, খোঁজ।

অন্যাশ্রিত—(ত্রি) [অন্যেন অন্যয়া বা আশ্রিতঃ, ৩ তৎ] অন্য-কর্ত্তৃক স্থিত অন্যে যাহাকে রাখিয়াছে।

অন্যূন—(ত্রি) [ন ন্যূনং নঞ্-তৎ] যাহা ন্যূন নহে, কম নহে। "ততো এবৈতদন্যূনং ভবতি" (শতপথব্রা° ২ ১ ১ ৩) ২ নিশ্চিত নহে। "হীনন্যূনাবূনগর্হ্যৌ (অমর)

অন্যূনাধিক—(ত্রি) [ন্যূনঞ্চ অধিকঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ, ন্যূনাধিকং ন ন্যূনাধিকং, নঞ্‌-তৎ] ন্যূন ও অধিক নহে। বেশী কম নহে, ঠিক সমান। "সর্ব্বমন্যূনাধিকম্‌" (রামা° ৬।১৬।৭৪)

অন্যূনাতিরিক্ত—(ত্রি) [ন অতিরিক্তম্‌ অনতিরিক্তং ন্যূনঞ্চ অনতিরিক্তঞ্চ ন্যূনানতিরিক্তং, ততো নঞ্‌-তৎ যদ্বা অন্যূনম্‌ অনতিরিক্তং বিশেষণযোঃ কর্ম্মধা°] ন্যূন বা অধিক নহে, বেশী কম নহে, সমান সমান। "সমানপ্রবরত্বং সংখ্যা সংজ্ঞয়োরন্যূনানতিরিক্তত্বেন" (স্মার্ত্ত)

অন্যেদ্যু—(অব্য) অন্যদিন, অপর দিবস।

অন্যেদ্যুক—(ত্রি) যাহা অন্য দিবসে হইবে।

অন্যেদ্যুজ্বর—(পুং) একদিন অন্তর একদিন জ্বর হওয়া, পালাজ্বর

অন্যেদ্যুষ্ক—(ত্রি) [অন্যেদ্যুঃ অন্যস্মিন্নহনি ভব কন সঞ্চ] অন্য দিবসে জাত। ["ইদুপধস্য চাপ্রত্যয়স্য" (পা ৮।৩।৪১) প্রত্যয় ভিন্ন ইকার ও উকার উপধ এরূপ বিসর্গের স্থানে মূর্দ্ধন্য ষকার হয়।]

অন্যেদ্যুস্—(অব্য) [অন্যস্মিন্নহনি অন্য এদ্যুস্‌, অন্য দিবসে। "যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতি তৃতীয়কায় নমো অস্তু তক্মনে" (অথর্ব্ব ১।২৫।৪, ৭।১১৬।২)

অন্যোকস্—(পুং) অন্যাশ্রয়, অন্যাবলম্বন। "ইমং গোষ্ঠং প্রবিবেশান্যোকাঃ" (অথর্ব্ব ১২।২।৪)

অন্যোক্তি—(স্ত্রী) অন্যাপদেশ, যাহার উক্তি অন্য বিষয়ের বলিয়া বোধ হয়।

অন্যোক্তি₂—একখানি সংস্কৃত কাব্য।

অন্যোক্তিকণ্ঠাভরণ—চন্দ্রচূড়রচিত একখানি কাব্য।

অন্যোক্তিমুক্তালতাশতক—একখানি সংস্কৃত কাব্য। কবি শম্ভু ইহার রচয়িতা। শম্ভু কাশ্মীরেশ্বর হর্ষদেবের অধীনে ১০৮৯—১১০১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

অন্যোক্তিমুক্তাবলী—সোমনাথবিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অন্যোক্তিশতক—১ অনিরুদ্ধ পুত্র মোহনশর্ম্ম-বিরচিত একখানি কাব্য। ২ বীরেশ্বর ভট্টবিরচিত একখানি কাব্য। ৩ সোমনাথ-রচিত একখানি কাব্য।

অন্যোঢা (স্ত্রী) [অন্যেন ঊঢ়া, ৩-তৎ] অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। ২ পরকীয়া নায়িকাবিশেষ।

অন্যোৎসুক—(ত্রি) [অন্যেন উৎসুকং, ৩-তৎ ভূগতাবঃ] অন্য কর্ত্তৃক উৎকণ্ঠিত, অপরের জন্য উৎসুক।

অন্যাপ্তি—(স্ত্রী) [অন্যস্য উতিঃ] অন্যের রক্ষা, অপরকে বাঁচান।

অন্যোদর্য্য (পুং) [অন্যস্যাঃ মাতৃভিন্নায়া উদরে ভবঃ, উদর যৎ] একপিতৃক বিভিন্নমাতৃক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। যাহাদের পিতা এক, কিন্তু পৃথক পৃথক্‌ মাতা, তাদৃশ ভ্রাতা। "অন্যোদর্য্যস্তু (যাজ্ঞ° ২।১৩৯)

অন্যোন্য—(ত্রি) [অন্য কর্ম্মব্যতিহারে (একরূপক্রিয়াকরণে) দ্বিত্ব° পূর্ব্বপদে সুক্‌] পরস্পর, উভয়ে। "অন্যোঽন্যং হিনস্য" (শতপথব্রা° ১১।৮।৫) "কর্ম্মব্যতিহারে সর্ব্বনাম্নো দ্বে বা চ" (বার্ত্তিক পা ৮।১।১২) একরূপ ক্রিয়া করণ বুঝাইতে সর্ব্বনা শব্দের দ্বিত্ব হয়, দ্বিত্ব হইলেও সর্ব্বনামের কার্য্য হয়। "অন্যোন্যস্মৈ দত্তং" (সি কৌ)। পরস্পর উদ্দেশে দত্ত। পূর্ব্বপদে সুক্‌ অন্যো এ প্রকার রূপসিদ্ধি হইয়াছে।]

অন্যোন্যকলহ—(পুং) পরস্পরে ঝগড়া, উভয়ের কলহ

অন্যোন্যঘাত—(পুং) পরস্পরের যুদ্ধ, দুইজনে মারামারি

অন্যোপক্ষনযন—(পুং) পরস্পরে একজনকে অন্যের পক্ষে আ…

অন্যোন্যভেদ—(পুং) পরস্পরে শত্রুতা, অন্যো … কৃত মূলক ভেদ।

অন্যোন্যমিথুন—(পুং) অপরে অপরে সংযোগ, পরস্পর মিল।

অন্যোন্যবিভাগ—(পুং) পিতৃ সম্পত্তি পরস্পরে আপোষে … করিয়া লওয়া।

অন্যোন্যবৃত্তি—(পুং) পরস্পরের বৃত্তি, এক অপরের উপর পড়া বিস্তার করা।

অন্যোন্যব্যতিকর—(পুং) পারস্পরিক কার্য্য, সম্বন্ধ … ক্রি

অন্যোন্যসদৃশ—(ত্রি) পরস্পরে সমান আকৃতি।

অন্যোন্যসাপেক্ষ—(ত্রি) একে অন্যের অপেক্ষা করা অর্থ বিলম্ব করা।

অন্যোন্যাধ্যাস—(পুং) [অন্যে ইন্যস্মিন অন্যোঽন্যে … অধ্যাসঃ আরোপঃ ৬ তৎ] বেদান্তমতসিদ্ধ পরস্পর অন্যতাদাত্ম্য আরোপ। যেমন,—অন্তঃকরণের চেতনের আরোপ এবং চেতনে অন্তঃকরণের আরোপ।

অন্যোন্যাপহরিত—(ত্রি) পরস্পরে অপহৃত, একে অন্যের দ্রব্য চুরি করা।

অন্যোন্যাভাব—(পুং)[অন্যোঽন্যস্মিন অন্যোঽন্যাভাবঃ ৬ ত] ভেদ। তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবকে ভেদ কহে

তাদাত্ম্য—ইহা একটী সম্বন্ধবিশেষ। কোন পদার্থ আপনাতে আপনি যে সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ কহে। যেমন ঘটে ঘট আছে, পটে পট আছে ইত্যাদি।

প্রতিযোগিতা—যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগী কহে যেমন ঘটের অভাবের প্রতিযোগী ঘট। পটের অভাবের প্রতিযোগী পট। ঐ প্রতিযোগীর ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতা কহে। নৈয়ায়িকেরা কোন কার্য্যবিশেষের সুবিধার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক একটী পদার্থে অপর পদার্থ সম্বন্ধবিশেষে অবস্থিতি করে। এক প্রকার সম্বন্ধে কোন পদার্থ নানা স্থানে থাকিতে পারে না। যেমন,—সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে ঘট অবস্থিতি করে। কালে কালিক সম্বন্ধে ঘট অবস্থিতি করে। ঘট নিজের অবয়বে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। আর ঘট আপনাতে আপনি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে।

যে সম্বন্ধে, যে পদার্থ যেখানে না থাকে, সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থের অভাব সেখানে থাকে। তজ্জন্য প্রতিযোগিতাতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিতে হয়।

'সংযোগেন ঘটো নাস্তি'—এমন কথা বলিলে, ঘটে যে প্রতিযোগিতা আছে, সেই সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। 'সমবায়েন ঘটো নাস্তি'—এমন কথা বলিলে সেই প্রতিযোগিতা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। তদ্রূপ 'ঘটো ন'—ঘট নহে, এমন কথা বলিলে ঘটের ভেদরূপ অভাব বুঝায়। ঐ ভেদের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। কদাচ অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না এবং অন্য কোন অভাবের প্রতিযোগিতাও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যদি ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তাদাত্ম্য ভিন্ন অন্য সম্বন্ধও হয়, তবে ঘটের ভেদ ঘটে থাকিতে পারে। কারণ অন্য সম্বন্ধে ঘটে ঘট থাকে না, সুতরাং তাহার অভাব থাকিতে পারে।

পূর্বোক্ত তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা যে অভাবের হয়, বহুব্রীহি অর্থে ক প্রত্যয়ান্ত 'প্রতিযোগিতাক' এই শব্দে সেই অভাবকেই বুঝায়। পরে 'প্রতিযোগিতাক' এই শব্দের সহিত 'অভাব' এই শব্দের কর্মধারয় সমাস করিলে 'প্রতিযোগিতাকাভাব' এই পদ সিদ্ধ হয়।

ভিন্ন শব্দে, ভেদ যাহাতে থাকে তাহাকে বুঝায়। যেমন 'ঘট ভিন্ন'—এমন কথা বলিলে, ঘটের ভেদ যাহাতে আছে এমন পদার্থকে বুঝায়। ঘটের ভেদ ঘটে থাকে না, তজ্জন্য ঘটকে বুঝায় না,—ঘটের অন্য দণ্ড, চাক প্রভৃতি সকল পদার্থকে বুঝায়। [অভাব দ্র°]

অন্যোন্যাশ্রয়—(ত্রি) [অন্যোন্যম্ আশ্রয়তি আ-শ্রি-অচ্] তর্কবিশেষ। ইহা একটী দোষ। স্বগ্রহ-সাপেক্ষ গ্রহসাপেক্ষ গ্রহকত্ব যদি স্বতে থাকে, তবে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়। অর্থাৎ স্বজ্ঞান করিতে হইলে যে জ্ঞান অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানের প্রতি যদি পুনরায় স্বজ্ঞান অপেক্ষা করে, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটে। এখানে স্বপদে ঘট পট প্রভৃতি কোন একটী পদার্থ ধরিয়া যদি এমন কথা বলা যায় যে, 'দণ্ডজন্যকে ঘট কহে, ঘটজন্যকে দণ্ড কহে'—তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটে। কারণ, ঘট জ্ঞান করিতে হইলে দণ্ড-জ্ঞান আবশ্যক। আবার দণ্ডের জ্ঞান করিতে হইলে পুনর্ব্বার স্বপদে ঘটের জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছে। সেইরূপ, অভাব কি?—ভাব ভিন্ন। অর্থাৎ যাহা ভাব নহে তাহাকেই অভাব বলা যায়। ভাব কি?—অভাব ভিন্ন, অর্থাৎ অভাব না হইলেই তাহাকে ভাব বলা যায়। এইরূপ অভাব জানিতে হইলে ভাব জানা চাই এবং ভাব জানিতে হইলে অভাব জানা চাই। অতএব এস্থলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটিল।

স্বাপেক্ষাপেক্ষিতত্ব নিবন্ধন যে অনিষ্ট-প্রসঙ্গ তাহাই অন্যোন্যাশ্রয়, অর্থাৎ যাহা কাহারও অপেক্ষিত সেই অপেক্ষিতকে অপেক্ষা করিয়া যদি তাহা উৎপন্ন বা স্থিত জ্ঞান হয়, তবে তাহা অন্যোন্যাশ্রয় বা উভয়ত্রস্বাপেক্ষাত্মক তর্ক হয়। ইহাও আত্মাশ্রয়ের ন্যায় উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রাপ্তিভেদে ত্রিবিধ। এস্থলে উৎপত্তিগণ অন্যোন্যাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত। যেমন—"যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যঃ স্যাৎ (আপাদক) তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ (আপাদ্য)" অর্থাৎ যদি এই ঘটটী এই ঘটজন্য যে বস্তু যথা—ঘট-রূপাদি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তবে এই ঘট হইতে ভিন্ন হয়। এস্থলে "যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যঃ স্যাৎ' ইহার অন্তর্গত এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্ব আপাদক বা ব্যাপ্য এবং "তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" ইহার অন্তর্গত এতদ্‌ঘটভিন্নত্ব বা এতদ্‌ঘট-ভেদ আপাদ্য বা ব্যাপক হয়। এখন এখানে এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্ব থাকে, কারণ জনক ও জন্য অভিন্ন হয় না। সুতরাং ব্যাপ্যারোপের দ্বারা ব্যাপকারোপ হওয়ায় এস্থলে তর্কের সামান্য লক্ষণটী প্রযুক্ত হইল। এইরূপ আরোপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ কারণ—এই ঘট কখন এই ঘট হইতে ভিন্ন হয় না। ভিন্ন বলিলে প্রত্যক্ষ বাধ হয়। যাহা হউক, ইহার মূলে যে সংশয় হইয়াছিল, তাহার মূলে যে বিধিকোটিক ও নিষেধকোটিক অনুমান দুইটী ছিল; তাহার মধ্যে প্রথমটী এই—

"অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যঃ" (প্রতিজ্ঞা)

"এতদ্‌ঘটত্বাৎ বা এতৎ ভিন্নত্বাভাবাৎ" (হেতু)

ইহা হইল উক্ত সংশয়ের বিধিকোটিক অসদনুমান। ইহার সাধ্য হইল এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্ব এবং হেতু হইল এতদ্‌ঘটত্ব বা এতদ্‌ ঘটভিন্নত্বাভাব। এখানে সাধ্যটী পক্ষ এই ঘটে থাকে না, তথাপি থাকে কি না, এই বাধ-সংশয় হওয়ায় উক্ত তর্কটী তাহা নিবারণ করিল। কারণ এই ঘটকে এই ঘটজন্যজন্য বলিলে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া যায়। তাহা অনভীষ্ট কারণ প্রত্যক্ষবাধিত আর তাহা জানাই আছে। দ্বিতীয় অনুমানটী এইরূপ—"অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাববান্" (প্রতিজ্ঞা) "এতদ্‌ঘটত্বাৎ বা এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাবাৎ" (হেতু), ইহা হইল উক্ত সংশয়ের নিষেধকোটিক অনুমান। এখানে সাধ্য এতদ্‌ঘটজন্য-

অন্যত্বাভাব এবং হেতু এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাব বা এতদ্‌ঘটত্ব। এই হেতুটী সাধ্যের ব্যাপ্য বটে, তথাপি ব্যাপ্য কি না, এই সন্দেহ হয়। আর তাহার ফলে সাধ্যটী পক্ষে আছে কি না, তাহার সংশয় হয়। কিন্তু হেত্বাভাব যে এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাবাভাব অর্থাৎ এতদ্‌ঘটভিন্নত্ব তাহা, সাধ্যাভাব যে এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাবাভাব অর্থাৎ এতদ্‌ঘটজন্য জন্যত্ব তাহার ব্যাপক বলিয়া নিশ্চয় থাকায় এবং হেতু এতদ্‌ঘটত্বটী পক্ষ এই ঘটে থাকায় এবং হেত্বাভাবটী পক্ষে না থাকায় হেত্বাভাবের ব্যাপ্য যে সাধ্যাভাব তাহা আর পক্ষে থাকিল না, অর্থাৎ সাধ্য এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাব পক্ষ এই ঘটে থাকিল, সুতরাং উক্ত প্রকার তর্কদ্বারা উক্ত ব্যভিচার সংশয় নিহত হইল।

এখানে উক্ত তর্কমধ্যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইতেছে, তাহা এই—এখানে মূল প্রথম ও দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্যদ্বয় এতদ্‌ঘট-জন্যজন্যত্ব এবং এতদ্‌ঘটজন্যজন্যত্বাভাব। ইহারা তাহাদের অংশবিশেষ এতদ্‌ঘট সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ হয় এবং সেই এতদ্‌ঘটটী আবার এতদ্‌ঘটজন্য জন্যত্ব সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ হয়। কারণ, এই ঘটকে এই ঘটজন্য জন্য বলা হইতেছে। এই ঘটটীই এখানে পক্ষ এবং ইহাই আবার সাধ্যের অংশ, ইহাই স্বপদবাচ্য। সুতরাং স্বতে যাহা অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকেই আবার স্ব অপেক্ষা করিল। অতএব এস্থলে 'ক' 'খ'কে অপেক্ষা করে এবং 'খ' 'ক'কে অপেক্ষা করে। এই জাতীয় সম্বন্ধটী এই ঘট এবং এই ঘটজন্য-জন্যত্বের মধ্যে হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় হইল। আর এই অন্যোন্যাশ্রয়টী দোষ হওয়ায় এই ঘটটী আর এতদ্‌ঘটজন্য জন্য হইবে না। আর সেই দোষটী এতদ্‌ঘট ভেদরূপ আপত্তির দ্বারা প্রদর্শিত হইল। আত্মাশ্রয় মধ্যে ক খ-কেই অপেক্ষা করে আর ইহাতে ক খকে এবং খ ক-কে অপেক্ষা করে ইহাই (প্রভেদ তর্ক)।

অন্যোন্যাশ্রিত—(ত্রি) এক অন্যের আশ্রিত পরস্পর সহায়পর।

অন্ধ—হায়দরাবাদ রাজ্যস্থিত সিলোড় তালুকের একটী সহর। ইহা শিওনী হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে অন্ধা নদীর তীরে অবস্থিত। এখান হইতে খামগাঁও ও জলগাঁয় তুলা রপ্তানী হয়। এখানে একটী দেবমন্দির আছে। উহার ছাদ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং স্তম্ভোপরি প্রতিষ্ঠিত। ঐ সকল স্তম্ভ সুচারু কারুকার্য্যশোভিত। এখানে প্রতিবৎসর একটী মেলা হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জাফরাবাদ হইতে একদল রোহিলা আসিয়া সহর ধ্বংস করে।

অন্বক্ষ (ত্রি) [অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্ অনুগতম্, অতিক্রা° তৎ।] প্রত্যক্ষ। ২ অনুপদ। ৩ অনুগত, পশ্চাদ্‌গামী।

"অন্বগন্বক্ষমনুগোঽনুপদং ক্লীবমব্যয়ং"। (অমর)

"সীতাং চারোপযাবক্ষম্" (রামা° ২৫২৬৯)

(অব্য) [অক্ষ্‌ঃ সমীপং অব্যয়ী টচ্ সমা°] ৪ চক্ষুর নিকটে। "অব্যয়ী শাবে শরৎ প্রভৃতিভ্যঃ" (পা ৫ ৪ ১০৭) অব্যয়ীভাব সমাসে শরৎ প্রভৃতি শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়। শরদাদি-গণের মধ্যে "প্রতিপরসমনুভ্যোঽক্ষ্ণঃ" (কাশিকা)। প্রতি, পর, সম অনু এই চারি অব্যয়ের পরস্থিত অক্ষি শব্দের উত্তর টচ্ প্রত্যয় হয়। এই সকল অব্যয়ের পর পথিন শব্দের উত্তরও টচ প্রত্যয় হইয়া থাকে।

অন্বক্ষরসন্ধি—(স্ত্রী) বেদে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের একপ্রকার সন্ধি।

অন্বগ্‌ভাব—(পুং) [অন্বচো ভাবঃ, ৬-তৎ] পশ্চাদ্‌গমন, পশ্চাদ্‌গামিত্ব, পশ্চাদ্‌গমন। (পাণি° ৭ ৪ ৬৪)

অন্বচ্—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ অঞ্চতি অনু-অঞ্চ ক্বিন্] অনুগামী, পশ্চাদ্‌গামী। "স্ত্রি প্রতীচো অনুচঃ পরাচঃ (ঋক্ ১ ১০ ৬ অথর্ব্ব ১০ ১০ ১০) । ঋত্বিগ্‌দধৃক্‌স্রগ্‌দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজিক্রুঞ্চাঞ্চ। (পা ৩.২ ৫৯) ঋত্বিজ্ দধৃষ স্রজ্ দিশ্ উষ্ণিহ্ অঞ্চু (অঞ্চ) যুজ ক্রুঞ্চ এই সকল শব্দ কিন্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। "কিন্ প্রত্যয়স্য কুঃ। (৮ ২ ৬২) কিন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের পদান্তে কবর্গ আদেশ হয়।] (স্ত্রী) দীপ। অনূচী। সমানবন্ধু অমৃতে অনূচী ভাবাঃ" (ঋক ১ ১১৩ ২) (অব্য) অনুমান। অনুপদ পশ্চাৎ "গণশ্চ গির্য্যালয়মপ্যগচ্ছন্"। (কুমার ৭ ৭১)

অন্বন্—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ বাতি গচ্ছতি অনু বা ৮ প্র সাধু। অনুগামী, পশ্চাদ্‌গামী, যে পশ্চাদ্‌গমন করে।

অন্বয়—(পুং) [আবর্ত্তি জন্ম প্রাপ্নোতি জনপরম্পরয়া অস্মিন্ অনু-ইণ্ অধিকরণে অচ্] বংশ। 'সন্ততিগোত্রজননকুলান্যভিজনান্বয়ৌ। বংশোঽন্ববায়ঃ সন্তানঃ" (অমর) "শোত্রিয়স্যান্বয়েৈব বিশুদ্ধাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।" (মনু ৩৮৪) ২ আনুকূল্য। ৩ কার্য্য কারণের অনুসরণ, অনুগতি। ৪ কার্য্যজনক যে কারণ, তাহার কার্য্যে স্থিতি। ন্যায়মতে, যখন সম্বন্ধে কারণ কার্য্য থাকে, সেই স্থিতির নাম অন্বয়। কারণ থাকিলে কার্য্য থাকে, এইরূপ সম্বন্ধ। যেমন দণ্ড, চক্র, জল এবং সূত্র থাকিলে ঘট হয়। 'ঘটপটৌ।' ঘট এবং পট এখানে ঘটে এবং পটে যে সাহিত্য সম্বন্ধ তাহার নাম অন্বয় এবং 'ঘট নানয়।' ঘট আন। 'দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি।' দাত্রদ্বারা ধান্য ছেদন করিতেছে। এখানে ঘট এবং দ্বিতীয়া বিভক্তিতে, দাত্র ও তৃতীয়া বিভক্তিতে যে সম্বন্ধ তাহার নাম অন্বয়। 'ঘটঃ পটশ্চ' ঘট এবং পট এ দুইটী নিরপেক্ষ পদ, এই দুয়ের যে সম্বন্ধ তাহার নাম অন্বয়।

"পরস্পরনিরপেক্ষাণামেকস্মিন্নন্বয়ঃ সমুচ্চয়ঃ" (সি° কৌ°) ৫ পরস্পর নিরপেক্ষ পদ সকলের এক পদার্থে যে অন্বয় তাহার নাম সমুচ্চয়। ৬ ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক থাকে, ইহাও

একরূপ অন্বয়। যেমন ধূম থাকিলে অগ্নি থাকে। ৭ অনুবৃত্তি। "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ" (ভাগবত ১ ১ ১) 'যদন্বয়-শব্দেনানুবৃত্তিঃ'। (স্বামী) কিম্বা অন্বয় শব্দে অনুবৃত্তি। ৮ প্রত্যক্ষ। "স্যাৎসাহসং ত্বন্বয়বৎ"। (মনু ৮ ৩৩২) দ্রব্যস্বামি-সমক্ষং'। (কুল্লূক) স্বামীর সাক্ষাতে অপহরণের নাম সাহস। (ত্রি) ৯ অনুগত মাত্র। "নিরন্বয়জনে বনে" (ভট্টি ৫ ৬৬) ১০ সাংখ্যের মতে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য বা ব্যাপকের নিরন্তর সম্বন্ধ বা অবিনাভাব অন্বয় শব্দের ভাব। ১১ কাব্যাদির শ্লোক বা পদ্যকে অর্থসামঞ্জস্য রাখিয়া গদ্যে রূপান্তর করণের নাম অন্বয়।

অন্বয়জ্ঞ—(ত্রি) যে বংশধারা জানে, কুলজ্ঞ।

অন্বয়প্রক্রিয়া—বাক্যান্তর্গত পদসমূহ বিশেষ্য বিশেষণভাবে সম্বদ্ধ হইলে পদার্থসমূহের মধ্যে অন্বয়জ্ঞান জন্মে। এই অন্বয়-জ্ঞানই বাক্যার্থের জ্ঞান বলা হয়। এমন কি, তিঙন্ত পদকেও বিশেষণরূপে পরিণত করিতে হয়। যেমন 'রামোগচ্ছতি' এই বাক্যের 'গচ্ছতি' এই তিঙন্ত পদকে গমন ক্রিয়াবান এইরূপ একটী বিশেষণ পদে পরিণত করিলে গমন-ক্রিয়াবান রামঃ এই আকারে পরিণত করিলে যে অন্বয়বোধ হয়, তাহাই বাক্যার্থবোধ। ইহাতে 'রামঃ' পদটী বিশেষ্য এবং গমন-ক্রিয়াবান পদটী বিশেষণ। এইরূপ ভিন্ন বিভক্ত্যন্ত কারক-পদগুলিকেও বিশেষ্য-বিশেষণে পরিণত করিবার পর বাক্যার্থ বোধ হয়। ইহার কারণ, প্রত্যেক ব্যবহারোপযোগী জ্ঞানই প্রকার বা বিশেষণবিশিষ্ট হয়। নিষ্প্রকারক জ্ঞান দ্বারা ব্যবহারই হয় না। এজন্য বাক্যান্তর্গত পদগুলিও বিশেষ্য-বিশেষণরূপে এক জাতীয় হইলে অন্বয়বোধ জন্মিয়া থাকে। এখন বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে একই বিভক্তি থাকে বলিয়া সেই এক বিভক্তি দেখিয়া তাহাদিগকে একত্র করা হয়, আর তৎপরে তাহাদের মধ্যে কে বিশেষণ ও কে বিশেষ্য তাহা স্থির করা যায়। তাহার পর বাক্যার্থ জ্ঞান আইসে। বস্তুতঃ এই জন্য সেই এক-বিভক্ত্যন্ত পদসমূহের একত্র সংগ্রহ করাই অন্বয় বলিয়া উক্ত হয়। অবশ্য ইহা অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় স্থলেই প্রযুক্ত। [শব্দপ্রমাণ দ্র°]।

অন্বয়বৎ—(ত্রী) সম্বন্ধযুক্ত, বংশযুক্ত, যাহার বংশ আছে। "স্যাৎ সাহসন্ত্বন্বয়বৎ" (মনু ৮.৩৩২)

অন্বয়বোধ—(পুং) [অন্বয়স্য আকাঙ্ক্ষাদিনা পরস্পরপদসম্বন্ধস্য বোধো জ্ঞানং যেন, বহুব্রী; যদ্বা আকাঙ্ক্ষিতভিন্নভিন্নপদে আকাঙ্ক্ষিতভিন্নভিন্নপদস্য অন্বয়ং সম্বন্ধং বোধয়তি অন্বয়-বুধ্-ণিচ্-অপ্ উপপদস°] শব্দ-জ্ঞানজন্য শব্দে বোধরূপ অনুভববিশেষ। অন্বয়জ্ঞানক্রিয়া ও বিশেষ্য-বিশেষণাদির যে রূপে অন্বয় হয় [illegible]ই জ্ঞান।

অন্বয়বোধিনী—কবিচূড়ামণি চক্রবর্ত্তিরচিত 'ভাগবতপুরাণটীকা' নামক একখানি টীকাগ্রন্থ।

২ কবিচূড়ামণি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে রচিত শ্রীধরকৃত 'বেদস্তুতি' নামক গ্রন্থের একখানি টীকা।

অন্বয়লাপিকা—কৃষ্ণপতি শর্ম্ম বিরচিত কুমারসম্ভবের একখানি টীকা। ২ এই নামে ইঁহার রচিত রঘুবংশের একখানি টীকা পাওয়া যায়।

অন্বয়বাদ—গদাধর বিরচিত একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ।

অন্বয়ব্যতিরেকি—গদাধর-বিরচিত একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ।

অন্বয়ব্যতিরেকিন্—(ত্রি) [অন্বয়ব্যতিরেকৌ বিদ্যেতেঽস্য ইনি] সাধ্যের সাধক হেতুবিশেষ। যদ্দ্বারা সাধ্যের নিশ্চয় হয় যেমন বহ্নিসাধ্যে পর্ব্বতে ধূম হেতু। সেই ধূম অগ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতাদিতে অন্বয়ের (অগ্নিস্থিতি জ্ঞানের) হেতু এবং অগ্নির অভাববিশিষ্ট জলহ্রদাদিতে ব্যতিরেকের (অগ্নির অভাব জ্ঞানের) হেতু অনুমান, অর্থাৎ অনুমিতির হেতু তিনপ্রকার—অন্বয় ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবল-ব্যতিরেকী।

যেখানে হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি উভয় থাকে সেখানে অন্বয় ব্যতিরেকী অনুমান হয়। যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' এই স্থলে হেতু ধূমে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি এই উভয়ই আছে। কারণ অন্বয় দৃষ্টান্ত মহানসাদিতে যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি এইরূপ অন্বয়ব্যাপ্তি আছে এবং ব্যতিরেক দৃষ্টান্তে জলহ্রদে যখানে বহ্নির অভাব সেখানে ধূমের অভাব এইরূপ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিও আছে।

অন্বয়ব্যাপ্তি—(স্ত্রী) [অন্বয়েন ব্যাপ্তিঃ ব্যাপনং সর্ব্বদা স্থিতি ৩ তৎ] যেখানে ধূম থাকে, সেই স্থানেই অগ্নি এইরূপ ব্যাপ্তি (স্থিতি)। সাধ্যের অভাববিশিষ্ট না থাকিয়া সাধ্যের অধিকরণে থাকার নামই ব্যাপ্তি এবং সেই ব্যাপ্তি যে হেতুতে থাকে। থাকিলেই সেখানে অগ্নি থাকে, এইরূপ জ্ঞানের উদাহরণ ন্যায়শাস্ত্রে বিস্তর আছে। কিন্তু এ উদাহরণ ভ্রমাত্মক। ধূম থাকিলে সেখানে অগ্নি থাকিতে পারে না। একটা আধারে ধূম ধরিয়া রাখিলে সেখানে অগ্নি থাকিতে পারে না। কিন্তু অগ্নি থাকিলে সেখানে অল্প বা অধিক ধূম অবশ্যই থাকিবে।

অল্প কথায় সাধ্যাভাবাদবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি। ইহার অর্থ—সাধ্যের অভাবের যে অধিকরণ তাহা তাহাতে না থাকাই ব্যাপ্তি। কিন্তু কেবলান্বয়ী অনুমিতির স্থলে অর্থাৎ 'ঘটটী প্রমেয় যে হেতু তাহা অভিধেয়' এরূপ স্থলে এই লক্ষণ হয় না। এজন্য অন্যরূপ লক্ষণ যাহা বলিতে হয় তাহা—প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ যে হেতুসমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য সেই সাধ্য সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। অর্থ

প্রতিযোগীর সহিত একসঙ্গে থাকে না, অথচ হেতুর সহিত একসঙ্গে থাকে যে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রতিযোগী নহে এরূপ যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সহিত হেতুর একত্র থাকাই ব্যাপ্তি।

অন্বয়াগত—(ত্রি) [অন্বয়াৎ বংশপরম্পরায়াৎ আগতঃ, ৫-তৎ] দায়-প্রাপ্তধনাদি। (পুং) [অন্বয়াৎ বিদেশস্থবংশাদাগতঃ] ২ বিদেশস্থ বংশ হইতে আগত কোন জাতি।

অন্বয়ার্থপ্রকাশিকা—একনাথ ভট্ট-বিরচিত দেবীমাহাত্ম্যের একখানি টীকা। ২ রামতীর্থ-বিরচিত সংক্ষেপ শারীরকের একখানি টীকা।

অন্বয়িন্—(ত্রি) [অন্বয়ঃ সম্বন্ধাদিরস্ত্যস্য ইনি] শাব্দবোধের উপযোগী সম্বন্ধবিশিষ্ট। ২ অন্বয়যুক্ত। [অন্বয়োঽনুগমনং সোঽস্ত্যস্যেতি ইনি] ৩ পশ্চাদগামী। [অন্বয়ো বংশাদিঃ সোঽস্ত্যস্তি ইনি] ৪ প্রাগুক্ত বংশাদি বিশিষ্ট। (স্ত্রী) ঙীপ্ অন্বয়িনী। (পুং) অন্বয়ব্যাপ্তিযুক্ত হেতু।

অন্বয়ী—(স্ত্রী) একবংশ, সম্বন্ধী।

অন্বর্ত্তিতৃ—(পুং) অনুমোদয়িতা, যে অনুমোদন করে। ২ সমর্থক। "অন্বর্ত্তিতাবরুণো মিত্র" (ঋক্ ১০ ১০৯ ২)

অন্বর্থ—(ত্রি) [অর্থম্ অনুগতং, অতিক্রা° তৎ] অর্থযুক্ত, ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট শব্দ। "অথৈব সোঽভূদন্বর্থঃ"। (রঘু ৪.১২) (ত্রি) ২ যথার্থ অর্থ, মৌলিক অর্থ।

"নাম্নান্বর্থেন বিখ্যাতো যো মনোরথদায়কঃ"

(কথাসরিৎ° ২২ ১৮)

অন্বর্থগ্রহণ—(ক্লী) অন্বর্থের গ্রহণ, মূলার্থের গ্রহণ।

অন্বর্থচুম্বন—(ক্লী) ওষ্ঠসম্পুট দ্বারা ওষ্ঠসম্পুট গ্রহণ করিয়া পীড়ন করতঃ যে চুম্বন তাহাকে অন্বর্থচুম্বন বলে। [চুম্বন দ্র°]

অন্বর্থসংজ্ঞা—(স্ত্রী) মৌলিক অর্থযুক্ত নাম, যথার্থ অর্থসংযুক্ত সংজ্ঞা।

অন্ববকীরণ—(ক্লী) উপর্য্যুপরি ছড়ান, পর পর ছড়াইয়া রাখা।

অন্ববচর—(পুং) পশ্চাদ্গমন, পরে যাওয়া।

অন্বল (অনবল বা অনন্তহল্লী)—দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর জেলার একটী গ্রাম। ইহা কলাদগি সহরের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে অনন্ত, মারুতি এবং রামলিঙ্গের তিনটী মন্দির আছে। অনন্তমন্দিরটী চতুষ্কোণ, ইহার মণ্ডপ বা স্তম্ভ নাই। মন্দির মধ্যে কৃষ্ণমর্ম্মরে ক্ষোদিত অতি সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তির মস্তকে শেষনাগের ফণা ছত্রাকারে বিরাজিত, নাভিপদ্মে ব্রহ্মা ও পাদদেশে লক্ষ্মী। এই অনন্তনাগ হইতেই এই স্থানের নাম অনবল হইয়াছে। উক্ত কৃষ্ণপ্রস্তর খণ্ডের ঊর্দ্ধাংশে বিষ্ণুর দশাবতার মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ইহার নিকটে অপর একখণ্ড প্রস্তরে একটী অজ্ঞাত মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। বিষ্ণুমন্দিরটীর ছাদ চতুষ্কোণ। মন্দিরটী দ্বিতল। উপরের তলটী সম্মুখভাগে দ্বারবিহীন ও উন্মুক্ত। প্রবাদ আছে উপরতলে পূর্ব্বে একটী লিঙ্গ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ স্থান লিঙ্গ শূন্য। নিম্নতলস্থ বিষ্ণুমন্দিরের দ্বার বেলগামস্থ দুর্গমধ্যস্থ প্রধান জৈনমন্দিরের অনুরূপ। দ্বারের উপর কোন কারুকার্য্য দৃষ্ট হয় না। মারুতি মন্দিরটী আধুনিক। এখানেও বিশেষ কারুকার্য্য কিছু নাই। রামলিঙ্গের মন্দিরস্থ লিঙ্গটী অতি সুন্দর। লিঙ্গের চতুষ্কোণ পাদপীঠ কোন বৃহত্তর মন্দির হইতে আনীত হইয়া এখানে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে চিঞ্চনীর গোবিন্দ রাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় অনবল ইংরেজ রাজের অধিকারে আসে।

অন্ববসর্গ—(পুং) [অনু-অব সৃজ্ ঘঞ্ অবসর্গম্ ইচ্ছানুরূপানুজ্ঞাম অনুগতঃ, অতিক্রা° তৎ, যদ্বা অনু অনুরূপম অবসৃজ্যতে কার্য্যং ক্রিয়তে অনেন অনু-অব-সৃজ করণে ঘঞ্] যাহা ইচ্ছা তাহা কর এইরূপ আদেশ। "অপিঃ পদার্থসম্ভাবনান্ববসর্গ গর্হ সমুচ্চয়েষু" (পা ১ ৪ ৯৬) পদার্থ সম্ভাবনা অন্ববসর্গ সমুচ্চয় এই সকল অর্থে অপি এই অব্যয়ের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। অপি স্তুহি। অন্ববসর্গঃ কামচার নুজ্ঞা। (সি° কৌ°)

অন্ববসিত—(ত্রি) দৃঢ় আবদ্ধ, বাধ্য।

অন্ববায়—(পুং) [অন্ববায্যতে জনিত্বা সম্বধ্যতে অস্মিন অনু অব অয় অধিকরণে ঘঞ্, অন্ববেয়ান্ত জনিত্বা সম্বধ্যতে অস্মিন অনু অব-ইণ অধিকরণে অচ বা, অন্বেতি দেহসম্বন্ধং প্রাপ্নোতি অনু-অব-ইণ-কর্ত্তরি-অচ বা] বংশ, সন্তান। "বংশোঽন্ববায় সন্তানঃ।" (অমর)

অন্ববায়ন—(ক্লী) পশ্চাদনুসরণ, পরে গমন।

"নাষ্ট্রাণাং রক্ষস মনন্ববায়নায়" (শতপথব্রা° ৬ ° ১৫)

অন্ববেক্ষা—(স্ত্রী) [অনু অব ঈক্ষ অ টাপ্] ১ অপেক্ষা। ২ অনুরোধ। "শক্রমুক্তান্ববেক্ষয়া" (রামা ২ ৫১ ১৫) গুরোশ্চ হল (পা ৩,৩,১০৩) গুরুবিশিষ্ট হলন্ত ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় হয় এবং তাহা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে।

অন্বষ্টকা—(স্ত্রী) [অশ্নন্তি ভুঞ্জতে পিতরো যস্যাং সা অষ্টকা "ইষ্যশিভ্যাস্তকন" (উণ্ ৩.১৪৮) ইষ ধাতু ও অশ ধাতুর উত্তর তকন্ প্রত্যয় হয়। অষ্টকাম অনুগতা অতিক্রা° তৎ] শ্রাদ্ধের কালবিশেষ। মুখ্য চান্দ্র অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের তিন, কৃষ্ণাষ্টমীতে তিনটী অষ্টকা শ্রাদ্ধ হয়। তাহার পর তিন কৃষ্ণ নবমীতে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধের বিধান আছে। 'পিতৃংশ্চৈবাষ্টকাস্বচ্চে নিত্যামন্বষ্টকাসু চ" (মনু ৪.১৫০)

অন্বষ্টকা,—একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

অন্বষ্টক্য—(ক্লী) অষ্টকাদিনে কৃত শ্রাদ্ধ। [অন্বষ্টকা দ্র°]

অন্বষ্টমদিশ—(অব্য) [উত্তরতঃ অষ্টমী° দিশম অনুলক্ষীকৃত্য, অচ্ স°] পশ্চিমোত্তর কোণ, বায়ুকোণ।

"উত্তরাভিমুখোঽন্বষ্টমদিশং" (আহ্নিকতত্ত্ব)

অন্বস্ত—(ত্রি) বস্ত্রবয়নযন্ত্রের ভিতর (তাঁতের মধ্যে) নিয়মিত ভাবে সূত্রবাহী যন্ত্রের (মাকুর) গমনাগমন।

অন্বহ—(অব্য) [অহ্নি অহ্নি বীপ্সার্থে অব্যয়ী° অচ্ স°] "নপুংসকাদন্যতরস্যাম্" (পা ৫.৪.১০৯) দিনে দিনে, প্রত্যহ। "পূর্ব্বো ত্র্যহ আগ্নেয়মেব প্রথমেঽহন্যৈন্দ্রং দ্বিতীয়ে সৌর্য্যং তৃতীয় এবমেবান্বহম" (শতপথব্রা° ৪.৫.৪.১১)

অন্বহন্—(অব্য) [অহ্নি অহ্নি বীপ্সার্থে অব্যয়ী°] দিনে দিনে, প্রত্যহ।

অন্বাখ্যান—(ক্লী) [অনু পশ্চাৎ আখ্যানম্, অনু-আ খ্যা ল্যুট।] তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার জন্য পুনর্কার ব্যাখ্যা, ভালরূপে তাৎপর্য্য-প্রকাশ। "ভিন্নায়ৈ প্রায়শ্চিত্তিক্রিয়াস্মিন্নন্বাখ্যানে" (শতপথব্রা° ৬.৫.২.২২)

অন্বাচয়—(পুং) [অনু প্রধানস্য পশ্চাৎ আচীয়তে বাধ্যতে উদ্দিশ্যতে বা অনু-আ-চি কর্ম্মণি অচ্] আনুষঙ্গিক। ২ প্রধান উদ্দেশ্যের অন্তর্গত সামান্য উদ্দেশ্য। "অন্যতরস্যানুষঙ্গিকত্বেঽন্বাচয়ঃ" (সিদ্ধান্তকৌ°)

অন্বাচয়শিষ্ট—(ত্রি) ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত 'চ'কার বিশেষ। এই 'চ'কার থাকিলে বিধি এবং বিধেয় এই দুই কার্য্যের কেহ কাহাকে অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ বিধিও হইতে পারে, বিধেয়ও হইতে পারে। নিজের ইচ্ছাধীন একটী বিষয় অপরটীকে অপেক্ষা না করিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে।

"একো বিধির্বিধেয়স্তু কার্য্যদ্বয়স্তু পরস্পরনিরপেক্ষত্বমন্বাচয়শিষ্টত্বম" (কাতন্ত্রব্যাকরণ।)

অন্বাচিত—(ত্রি) দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ২ নিকৃষ্ট।

অন্বাজে—(অব্য) [অনু পশ্চাৎ আ সমাৎ অযতি জয়যুক্তা ভবন্তি প্রাণিনো যেন, অনু-আ-জি বিভক্তিপ্রতিরূপকে নিপাতনাৎ] "উপাজেঽন্বাজে।" (পা ১ ৪ ৭৩) দুর্ব্বলের বলাধান, বলহীনের বলপ্রাপ্তি।

অন্বাদিষ্ট—(ত্রি) পুনরায় নিয়ন্ত্রণ করণ। ২ পশ্চাৎ আদিষ্ট।

অন্বাদেশ—(পুং) [অনু পশ্চাৎ আদেশঃ, অনু-আ দিশ্-ঘঞ্, "ইদমোঽন্বাদেশেঽশনুদাত্তস্তৃতীয়াদৌ" (পা ২ ৪ ৩২)] অনুকথন, এক জনের সম্বন্ধে এক কথা বলিয়া অন্য কার্য্যের নিমিত্ত তৎসম্বন্ধে আর এক কথা বলা। যেমন, ইনি ব্যাকরণ পড়িয়াছেন, ইহাকে বেদ অধ্যয়ন করান।

অন্বাধান—(ক্লী) [অনু আধীয়তে অনু-আ-ধা-ভাবে ল্যুট্] হোমের বহ্নিস্থাপনের পরে তাহার উপরে দুই চারিখানি সমিধ্ কাষ্ঠ প্রদান। "অগ্ন্যন্বাধানমধ্বর্য্যুর্যজমানো বা"। (কাত্যা° শ্রৌ° ২১২)

অন্বাধি—(পুং) [অনু পশ্চাৎ আধিঃ প্রত্যর্পণং অনু আ-ধা-কি] নিজের নিকটে রক্ষিত ধন অন্যের হাতে দিয়া স্বামীর নিকট প্রেরণ। গচ্ছিত ধন অপর লোক দ্বারা তাহার স্বামীর নিকটে পাঠান। ২ পশ্চাৎ পীড়া। ৩ পশ্চাৎ মনোব্যথা। "পুংস্যাধির্মানসীব্যথা" (অমর)

অন্বাধেয়—(ক্লী) [বিবাহস্য পশ্চাৎ আধেয়ং লব্ধম্, অনু আ ধা যৎ এব্ধম] বিবাহের পরে স্ত্রী ভর্ত্তৃকুল, পিতৃমাতৃকুল, আত্মীয় স্বজন হইতে, অথবা ভর্ত্তার নিকট ও পিতামাতার নিকট হইতে যে ধন লাভ করে, তাহার নাম অন্বাধেয়।

"বিবাহাৎ পরতো যত্তু লব্ধং ভর্ত্তৃকুলাৎ স্ত্রিয়া।
অন্বাধেয়ং তদুক্তন্তু লব্ধং বন্ধুকুলাত্তথা।
ঊর্দ্ধং লব্ধন্তু যৎ কিঞ্চিৎ স ক্কাবাৎ প্রীতিতঃ স্ত্রিয়া।
ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ব্বা অন্বাধেয়ন্তু তদ্ভৃগুঃ।" (মিতাক্ষরা)

অন্বাধ্যা—(পুং) দেবযোনিবিশেষ। "তস্মা সান্নয়া আশাপালা অবৈত দৈবা আশাঃ সাধ্যা অন্বাধ্যাঃ' (শতপথব্রা° ১৩.৪.২.১৬)

অন্বান্ত্র—(ত্রি) অন্তরের মধ্যে, হৃদয়ে।

অন্বান্ত্র্য—(ত্রি) [অন্ত্রক্রমেণ অন্ত্রেষু ভবং] শরীরের মধ্যস্থিত অন্ত্রে অনুক্রমে যাহাদের জন্ম হয়, ক্রিমি।

"অন্বান্ত্র্যং শীর্ষণ্যমাথো" (অথর্ব্ব ২ ৩১ ৪)

অন্বায়তন—(অব্য) [আয়তনস্য মধ্যে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী] যজ্ঞ-গৃহের মধ্যে। (ত্রি) [আয়তনম অনুগতম, অতিক্রা° তৎ] ২ যজ্ঞগৃহের অনুগত, যজ্ঞগৃহপ্রাপ্ত। "চৈত্যমায়তনং তুল্যে"। (অমর)।

অন্বায়ত্ত—(ত্রি) [অনু পশ্চাৎ যত্নম আয়ত্তীকৃতঃ] অনুগত। "যজ্ঞে যজ্ঞে ন্বায়ত্তঃ"। (শব্দকৌমুদী)

অন্বারব্ধ—(ত্রি) [অনু পশ্চাদারব্ধঃ, অনু আ-রভ-ক্ত] কৃতস্পর্শ। ২ পশ্চাৎ স্পৃষ্ট, পশ্চাৎ লেগে থাকা। ৩ যাহা পরে আরব্ধ হইয়াছে।

"বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণীতি বায়ন্তি যূপমন্বারব্ধম্'
(কাত্যা শ্রৌ° ৬ ৩ ১২)

অন্বারভ্য—(ত্রি) [অনু আরভ্যতে অনু আ-রভ কর্ম্মণি যৎ] "পাবদুপধাৎ' (পা ৩ ১ ৯৮) স্পর্শের যোগ্য। ২ এক সঙ্গে আরম্ভের যোগ্য। "তদাহুঃ নৈষ যজমানেনান্বারভ্যো মৃত্যবে হ্যেতং নয়ন্তি"। (শতপথব্রা° ৩ ৮ ১ ১০) ৩ পশ্চাৎ আরম্ভন। (অব্য ল্যপ্) ৪ আরম্ভ করিয়া।

অন্বারম্ভ—(পুং) [অনু সহ পশ্চাদ্বা আরম্ভঃ] পশ্চাৎ আরম্ভ। "গৃহপত্যন্বারম্ভঃ" (কাত্যা শ্রৌ° ১২ ১ ১৪)

অন্বারম্ভণ—(ক্লী) সংস্পর্শ, পরস্পর সংলগ্ন।

অন্বারম্ভণীয়া—(স্ত্রী) যজ্ঞবিশেষের আদিক্রিয়া। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪.৫.২২)

অন্বারম্ভণীয়া,—বৌধায়ন মত-সম্মত একখানি গ্রন্থ।

অন্বারম্ভণীয়াপ্রয়োগ—আপস্তম্বীয় একখানি গ্রন্থ।

অন্বারম্ভণীয়াহৌত্র- নাগদেবকীয় একখানি গ্রন্থ।

অন্বারম্ভণীয়েষ্টি—বৌধায়ন-সম্মত যাগবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অন্বারূঢ়—(ত্রি) [অনু-আ-রুহ-ক্ত] অধিরূঢ়। ২ যে পরে আরোহণ করিয়াছে।

অন্বারোহণ—(ক্লী) [অনু-পশ্চাৎ আরোহণং অনু-আ-রুহ-ভাবে ল্যুট্] পশ্চাৎ আরোহণ। ২ স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর মৃত দেহের সহিত, অথবা তাঁহার ব্যবহার্য্য বস্ত্র-পাদুকাদি লইয়া চিতারোহণ। স্বামীর মরণের পর চিতায় আরোহণ।

"ভর্ত্তরি মৃতে ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণংবা"। (বিষ্ণু° স°)

অন্বারোহিণী—(স্ত্রী) [অনু সহ পশ্চাদ্বা আরোহতি ভর্তৃচিতাং, অনু-আ-রুহ-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্ পত্ব] ২ যে স্ত্রী ভর্ত্তার মৃত শরীরের সহিত চিতায় আরোহণ করে। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পাদুকাদি লইয়া চিতায় আরোহণ করে।

"তদন্বারোহিণী বধ্যাত্তস্মাৎ সা নাত্মঘাতিনী" (স্মৃতি)

অন্বাসন—(ক্লী) [অনু-আস-ভাবে ল্যুট্] পশ্চাৎ উপবেশন দ্বারা সেবা। ২ অনুশোচন। ৩ শিল্পাদিগৃহ।

অন্বাসিত—(ত্রি) [অনু-আস কর্ম্মণি ক্ত সোপসর্গত্বাৎ সকর্ম্মকঃ] পশ্চাৎ উপবিষ্ট দ্বারা সেবিত। ২ পশ্চাৎ বসিয়া অগ্রে কৃত 'অন্বাসিতমরুন্ধত্যা' (রঘু ১.৫৬)

অন্বাসীন—(ত্রি) পশ্চাৎ বা ক্রমিক ভাবে উপবেশন করা, ক্রমোপবিষ্ট, বা পশ্চাদুপবিষ্ট।

অন্বাস্যমান—(ত্রি) একসঙ্গে উপবেশন, একসাথে বসা।

অন্বাহার্য্য—(ক্লী) [অনু পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞস্য পশ্চাৎ, যদ্বা অনু অন্নপ্রাশনাদি শুভকর্ম্ম লক্ষীকৃত্য অথবা অনু ক্রমশঃ পশ্চাৎ কিংবা অনু মাসি মাসি আহ্রিয়তে অনুষ্ঠীয়তে অনু-আ-হৃ-কর্ম্মণি ণ্যৎ] অমাবস্যার শ্রাদ্ধ। "এতাং দর্শপূর্ণমাসয়োর্দক্ষিণামন্বাহার্য্যমিত্যাচক্ষতে"। (শতপথব্রা° ১.২.৩.৫) সাগ্নিকেরা পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞের পরে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করেন, এবং নিরগ্নিকেরা মাসে মাসে অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করেন, এইজন্য উহার নামও অন্বাহার্য্য হইয়াছে। অন্নপ্রাশনাদি শুভকর্ম্ম উপলক্ষে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়, তজ্জন্য বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের নামও অন্বাহার্য্য। সকল কার্য্যের পশ্চাৎ দক্ষিণাদান করিতে হয়, তজ্জন্য দক্ষিণার নামও অন্বাহার্য্য।

"যৎ শ্রাদ্ধং কর্ম্মণামাদৌ যাচান্তে দক্ষিণা ভবেৎ।
আমাবস্যং দ্বিতীয়ং যদন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ।"
(কাত্যায়নসংহিতা)

সকল শুভ কার্য্যের আদিতে যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। সকল কার্য্যের শেষে যে দক্ষিণাদান করিতে হয় এবং অমাবস্যা তিথিতে দ্বিতীয়বার যে শ্রাদ্ধ, তাহার নাম অন্বাহার্য্য। "পিতৃণাং মাসিকং শ্রাদ্ধং অন্বাহার্য্যং বিদুর্বুধাঃ।" (মনু ৩.১২৩)

অন্বাহার্য্যক—(ক্লী) [অন্বাহার্য্যমেব স্বার্থে কন্] মাসে মাসে কর্ত্তব্য অমাবস্যার শ্রাদ্ধ।

"পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মাসানুমাসিকং।" (মনু ৩.১২২)

অন্বাহার্য্যপচন—(পুং) [অন্বাহার্য্যং দক্ষিণত্বেন বিহিতম্ অন্নং পচ্যতে অনেন পচ্ করণে ল্যুট্] দক্ষিণাগ্নি। (শতপথব্রা° ২.১.৪.৬) ২ অগ্নেয়বিধানে স্থাপিত অগ্নি। ৩ যে অগ্নিতে অন্বাহার্য্যের অন্ন পাক হয়।

অন্বাহিক—(ত্রি) দৈনন্দিনসম্ভব, প্রাত্যাহিক।

অন্বাহিত—(ক্লী) [অনু আহিতং অনু আ-ধা কর্ম্মণি ক্ত] কৃতাধ্যাধান, অগ্নিস্থাপনের পরে যাহাতে দুই চারি গাছি সমিধ্ প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। ২ পশ্চাৎ আরোপিত। ৩ গচ্ছিত ধন স্বামীকে দিতে অন্যের হস্তে অর্পণ।

অন্বিচ্ছা—(স্ত্রী) [অনু ইষ্ ভাবে শ অবর্ণস্ত স্ত্রীত্বাৎ টাপ্ যগভাবো নিপাত্যতে] পশ্চাদিচ্ছা, পরে অভিলাষ। [অন্বেষণা শব্দে দ্রষ্টব্য]

অন্বিত—(ত্রি) [অনু-ইণ-ক্ত] ১ অনুগত। ২ যুক্ত। ৩ সম্বন্ধবিশিষ্ট। ৪ অন্বয়যুক্ত। [কর্ম্মণি ক্ত] ৫ অগ্রে গত। ৬ অপর কর্তৃক যে অনুগমন, তদাশ্রিত। "অন্বিত্য স্ত্রৈঃ সবর্গৈঃ বর্ত্মিতঃ।" (রঘু ৩২৮)। [অন্ব সিত দ্র°]

অন্বিতা—অপ্সরোভেদ। হাহা নামক গন্ধর্ব্বের পত্নী। (বায়ুপুরাণ)

অন্বিতাভিধানবাদ—প্রাভাকর-মীমাংসকদের একটী মতবাদ। এমতে পদের দ্বারা পদার্থের স্মরণ হয় এবং তৎসঙ্গে স্ব-পদার্থের সংসর্গেও স্মরণ হয়। ইহাতে পদেই দুইটী শক্তি থাকে, একটী স্মারক শক্তি, যাহা জ্ঞাত হইয়া পদার্থের স্মরণ করাইয়া দেয়। অপরটী অন্বয়ের অনুভাবক-শক্তি, ইহা স্বরূপতঃ থাকিয়াই অর্থাৎ জ্ঞাত না হইয়াই বাক্যার্থরূপ অন্বয়ের বোধক হয়, সুতরাং এমতে অন্বিত বাক্যই বাক্যার্থ বোধগম্য করাইয়া থাকে, অর্থাৎ পদার্থ জ্ঞান অন্বয়-জ্ঞান উৎপাদন করাইয়া বিরত হয়। এমতে এজন্য বাক্যই প্রমাণ হয় এবং বাক্যস্ফোটও স্বীকৃত হয়।

অন্বিষ্ট—(ত্রি) [অনু-ইষ্-ক্ত বা অনু-যজ্-ক্ত] অন্বেষিত, যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে। ২ পূজিত।

অন্বীতি—(ত্রি) [অনু ই-ক্তিন্] মমতার দ্বারা অনুকূলতা প্রাপ্ত।

"প্রেতিনা ধর্মণা ধর্মং জিন্বান্বিত্যা দিবা" (শুক্লযজুঃ ১৫.৬)

অন্বীক্ষণ—(ক্লী) [অনু ঈক্ষণং] পর্য্যালোচনা, মনঃসংযোগপূর্ব্বক দর্শন। (অমর)

অর্থাক্ষা—(স্ত্রী) [অনু পশ্চাৎ ঈক্ষা পাণিনি অনু ঈক্ষ-অ] পর্য্যালোচনা। ২ তর্কবিদ্যা।

অন্বীত—(ত্রি) [অনু ই কর্ত্তরি ক্ত] অনুগত, অনু প্রাপ্ত।

অন্বীপ—(ত্রি) [অনুগতা আপো যত্র স্থানাদৌ অচ্‌, অনু আপ ঈত্বং] জলানুগত স্থান। দেশ বাচক হইলে অনুপ এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। (পা ৬।৩।৯৮)

অন্বীশ—একজন রুদ্র। (অগ্নিপুরাণ)

অন্বৃচম্—(অব্য) ঋক, ঋগনু

তাসামৃক্ষো বলুরশ্বেবাষচম (শতপথব্রা° ৬।২।১।৫)

অন্বেষ (পুং) [অনু ইষ্ ভাবে ঘঞ] অন্বেষণ। অনুসন্ধান ত্বয়ান্বেষমধুক ... (শব্দরত্না)

অন্বেষক—(ত্রি) যে অন্বেষণ করে, অনুসন্ধানকারী।

"এমাগান্বেষকাস্তত্ৰা বামদূতাঃ প্লবঙ্গমাঃ। (রামা° ৪।৬ ... ২)

অন্বেষণ (ক্লী) [অনু ইষ ভাবে ল্যুট] অনুসন্ধান, গবেষণ।

অন্বেষণা—(স্ত্রী) [অনু পশ্চাৎ এষণা ইষ যুচ টাপ্ "ইষেব ...চ্ছ ...বুক্তকৰাঃ (বার্ত্তিক ৩।৩।১০৭)] অনুনয়। 'গবামন্বেষণায়" (ঋক্ ১।১... ২ ...বায়াবা ...পদার্থের ... সমর্থন, গবেষণা। 'অন্বেষণা পর্য্যেষণা পর্যেষ্টিশ্চান্বেষণা।' (অমর)

অন্বেষিত—(ত্রি) [অনু ... ইষ ... কর্ম্মণি ক্ত] গবেষিত কৃত অনুসন্ধান।

অন্বেষিতৃ—(ত্রি) [অন্বেষিতু শীলমস্য, অনু ইষ শীলার্থে তৃচ্, ৮।৮] অন্বেষণকর্ত্তা। ["তীষ সহ লুভ রুষ রিষঃ।" (পা ৭।২।৪৮) ইষ সহ, লুভ, রুষ, রিষ, এই কয় ধাতুর তকারাদি আর্দ্ধধাতুক স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। এই সূত্রে উল্লিখিত ইষ ধাতুর ইচ্ছা অর্থ বুঝ লেই বিকল্পে ইট হয়। গাত অর্থ বুঝাইলে দিবা দ গণীয় ইষ ধাতুর উত্তর নিত্য ইট হইয়া থাকে। যথন, এেষিত, এেষিতৃ প্রেষিতব্যম ইত্যাদি।] (স্ত্রী) [ঋন্নেভ্যো ঙীপ্] অন্বেষিত্রী।

অন্বেষিন্—(ত্রি) [অন্বিষতি অনুসন্ধত্তে অনু ইষ কর্ত্তরি ণিনি] গবেষক। ২ অন্বেষণকর্ত্তা। "শিবসা চরণান্বেষী (রামা° ৫।৯১।২০) (স্ত্রী ঙীপ্) অন্বেষিণী।

অন্বেষ্টব্য—(ত্রি) [অন্বে ষতুম অর্হম অন্বিষ্যতে যদা তব্য] অনুসন্ধেয়, অনুসন্ধান করিবার যোগ্য। 'অন্বেষিতব্য' এ প্রকার রূপও হয়। "অন্বেষ্টব্যা হি বৈদেহ্যা রক্ষপার্শ্বং সহায়তা" (রামা° ২।৪৬।৯)

অন্বেষ্টা—(পুং) অন্বেষণকর্ত্তা, যে অনুসন্ধান করে

অন্বেষ্টৃ—(ত্রি) [অনু-ইষ-শীলার্থে তৃচ্ বা ইড়ভাব] অনুসন্ধানকারী, অন্বেষণকর্ত্তা, যে অনুসন্ধান করে।

"অন্বেষ্টারো ব্রাহ্মণাস্ত ভবন্তি শতশো মহীম্।"(নলোপাখ্যান ১৬।২৬)

অন্বেষ্য—(ত্রি) অন্বেষণযোগ্য, যাহাকে অন্বেষণ করা উচিত।

"অন্বেষ্যা মহিষা সীতা রাঘবস্য" (রামা° ৪।৪১।৭৬)

অন্দমন্—পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটী দ্বীপ। পাপুয়ার লোকেরা ... দ্বীপে বাস করে। ঐ সকল লোকে সমুদ্রের ধারে জলের মধ্যে খুঁটা পুতিয়া তদুপরি উপর কুটীর নির্ম্মাণ করে। এ কুটীর তাহাদের বাসস্থান। কুটীরের চারিদিকে ভড় গাছের নিবিড় ... বেষ্টন করিয়া থাকে, তজ্জন্য সেখানে জাহাজাদি ভিড়িতে পারে না। অন্দমন্‌বাসীরা সাধারণতঃ দেখিতে বেশ সুশ্রী। তাহাদের দেহ সুগঠিত, হস্ত, পদ ও অন্যান্য অবয়বের পরিমাণ সমান। তাহাদের চক্ষু ঠিক মৃগের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও প্রসারিত। দাঁতগুলি মুক্তার মত সাজানো, নাক খাঁদা নয়, তিল ফুলের মত ... একটু বাঁকান, ওষ্ঠও বড় মন্দ নহে। ফলতঃ সুশ্রী লোকেরা তাহাদিগকে বুদ্ধিমান ও শান্তস্বভাব বলিয়া বোধ হয়। ইহারা চুলগুলি গোছাইয়া মাথার উপর দিকে চূড়া করিয়া বাঁধে।

অন্সি (অনসি)—মধ্য এসিয়ার তাতার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী ... জনপদ। এই স্থান খোটেন ও কাসগরের সমীপবর্ত্তী। ... অধিবাসী বলিয়া এখানকার লোকেরা অনসি বা ... পরিচিত ছিল। ইহারা চীনাধিকারে সৈন্য ... লইয়া ... উপনীত হয় এবং তথাকার বৌদ্ধ বিহার ... অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট করে। [পর্বত ও শাকদ্বীপ দ্র°]

অন্সিলোন্—(Ancillon Charles) জনৈক ফরাসী ঐতিহাসিক। ডেভিড অন্সিলোনের পুত্র। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে মেটজ্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্সে অস্থায়ী কালে রাজা ১৪শ লুইর দরবারে হিউগেনট ব... প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ফ্রান্স ... পিতার নিকট বার্লিনে যান এবং তথাকার রাজা ফ্রেডরিক কর্ত্তৃক "Juge et directeur de colonie de Berlin" পদে নিযুক্ত হন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "Academie des nobles" নামক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্র্যাণ্ডেনবর্গে সমাশ্রিত ফরাসীদিগের বিচারপতি হইয়াছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'Histoire de l'etablissement des François refugiés dans les etats de Brandebourg' (Berlin 1690) তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অন্সিলোন্২—(Johann Peter Freidrich Ancillon), প্রসিয়াবাসী জনৈক ঐতিহাসিক এবং বিখ্যাত রাজনৈতিক। চার্লস্ অন্সিলোনের প্রপৌত্র। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন নগরে তাঁহার জন্ম হয়।

জেনেভা নগরে থাকিয়া তিনি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন এবং বার্লিনস্থ ঔপনিবেশিক ফরাসী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্য নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার খ্যাতি জনসমাজে পরিব্যাপ্ত হয় এবং রাজানুগ্রহে তিনি সামরিক-বিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

অতঃপর সুইজর্লণ্ড ও ফ্রান্স পরিভ্রমণ করিয়া তিনি যে বহু দর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে Melanges de litterature et de philosophie নামে প্রকাশিত হয়। অনন্তর তিনি Tableau des revolutions du system politique de l' Europe depuis le XVe "siecle" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপুত্রগণের ও পরে যুবরাজের (পরে ফ্রেডারিক উইলিয়ম ৪র্থ) গৃহশিক্ষক হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রিন্স হার্ডেনবর্গ তাঁহাকে প্রুসিয়ার রাজতন্ত্র সংগঠনার্থ মন্ত্রিপদে নিয়োগ করেন। ১৮১৭ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য পদে নিযুক্ত থাকিয়া শাসন-সংক্রান্ত কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। শেষে ঐ বর্ষে কাউণ্ট বার্ণষ্টফ (Count Bernstorff) কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। রাজকার্য্যে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিয়া ১৮২৪ খৃঃ তিনি "Nouveaux essais de politiqu et de philosophie" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তিনি প্রুসিয়ার রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে তিনি মেটারনিকের (Metternich) সহযোগিতায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যে "Vienna Final Act" সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার অসাধারণ নিদর্শন।

অম্বোঘাট (অম্বাঘাট)—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কণাড়া জেলায় অবস্থিত সহ্যাদ্রি শৈলের উপরিস্থ একটী গিরিসঙ্কট। কারণাড় হইতে ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং সুপা নগর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। কারবাড় (করবাড়) হইতে সুপা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ৪০ মাইল দীর্ঘ একটী রাস্তা আছে। দেশীয় বণিকগণ স্ব স্ব নীয় পণ্য গো-শকটে ঐ পথে লইয়া যায়।

সহ্যাদ্রির মূলে কাদড়া ও গোটেগলি নামক গ্রাম। কাদড়া হইতে অনস গ্রাম ৪ মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত। কাদরা হইতে অনসী গোঘানে আসা হয়। মধ্যপথে সুপী যাইবার পথের ধারে ভোকর্পীগিরি সঙ্কট, কুম্ভারবাড়ে কুম্ভ্রা সঙ্কট এবং চাপোলীর পথে দিগ্‌পী সঙ্কট অবস্থিত। এই পথে সাধারণতঃ শাল, হরীতকী, নারিকেল প্রভৃতি বনজাত পণ্যসমূহ একগ্রাম হইতে অন্যগ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্ব্বে এই পার্ব্বত্য পথ খুব সরু ছিল। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থব্যয়ে উহার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

অন্সেলট্—(অন্সেলো।—Jacques Arsene Francois Polycarpe Ancelot), একজন ফরাসী নাট্যকার ও সাহিত্যিক। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে হাবার (Havre) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সামান্য শিক্ষার্জ্জন করিয়া তিনি নৌ বিভাগে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের রাজ-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

১৮১৬ খৃঃ অঃ তিনি Warwick নামক নাটক, তিনবর্ষ পরে পঞ্চ অঙ্কে সমাপ্ত "Louis ix" বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন রাজা ১৮শ লুই তাঁহার গ্রন্থের রচনানৈপুণ্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে ২০০০ ফ্রাঙ্ক বৃত্তি স্থির করিয়া দেন। ইহার পর Le Maire du palais ও Feisque রচনা করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রুসিয়া গমন করেন এবং তদ্দেশে যে সকল ঘটনা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইয়াছিল সেই সকল চিত্র অবলম্বন করিয়া তিনি Olga, ou l' orpheline russe নামক নাটক, Marie de Brabant নামক কবিতা এবং L' Homme du monde নামক উপন্যাস লিখেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তিনি পরে রঙ্গালয়ে অভিনয়ার্থ নাট্যাকারে পরিণত করেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Elisabeth d' Angleterre প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর তাঁহার রাজদত্ত বৃত্তি বন্ধ হয় এবং ঐ সঙ্গে তাঁহাকে মিউডোন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল।

অতঃপর ১০ বৎসর কাল তিনি রঙ্গালয়ের জন্য গীতিনাট্য (Vaudeville) ও ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়া কালাতিপাত করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Maria Padilla নামক বিয়োগান্ত নাটক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের রচনাকৌশল ও লিপি পারিপাট্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে French Academyর সদস্য-পদ দান করেন। ইহার পর, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী গবর্মেণ্টের আদেশে রাজদূতরূপে টিউরিন, ফ্লোরেন্স, ব্রুসেলস্ প্রভৃতি নগরে গমন করেন এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত তত্তদ্দেশের গবর্মেণ্টকে একটী আন্তর্জাতিক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

অপ্—(স্ত্রী) [ইন্দ্রেণ আপ্যাঃ, যা আপ্নোতীতি বা আপ্ ব্যাপ্তৌ কর্ম্মণি কর্ত্তরি বা কিপ্ হ্রস্বঃ। "আপ্নোতেহ্রস্বশ্চ" (উণ্ ২।৫৮) আপ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয় হয় এবং উপধা হ্রস্ব হইয়া থাকে। কিম্বা আপ্নোতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং জগৎ, আপ্যন্তে বা প্রাণিভিঃ। অপ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। কিন্তু বেদে এই শব্দ একবচনান্ত। "অপ্ তৃন্ তৃচ্ স্বস্ নপ্তৃ, নেষ্টৃ, ত্বষ্টৃ, ক্ষত্তৃ হোতৃ পোতৃ প্রশাস্তৃণাম্"

(পা ৬.৪.১১) অপ্ এবং তৃচ প্রত্যয়ান্ত স্বসৃ, নপ্তৃ, নেষ্টৃ, ত্বষ্টৃ, ক্ষত্তৃ, হোতৃ, পোতৃ, প্রশাস্তৃ, অসম্বুদ্ধি ভিন্ন সর্ব্বনাম পরে এই সকল শব্দের উপধা দীর্ঘ হয়। "অপো ভি" (পা ৭.৪.৪৮) ভকারাদি প্রত্যয় পরে থাকিলে অপ্ শব্দের প স্থানে তকার হয়।]

১ জল। "যথা গৌরো অপাকৃতম" (ঋক্ ৮ ৪.৩) ২ অন্তরিক্ষ। "দিবো অম্নাঃ পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ২.৩৮.১১) ৩ জলস্থানদেবতা, অভিমানিদেবতা। "শং তে অগ্নিঃ সহাদ্ভিঃ" (অথর্ব্ব ২.১০.২) ৪ কর্ম্ম। "বৃষণা হরী ইন্দ্রমপ্স বক্ষতঃ" (ঋক্ ৮ ৪.১৪) "অপস্‌শব্দঃ সকারান্তঃ কর্ম্মবচনঃ।" (সায়ণ)

যাস্ক এক শত একটী জলের নাম দিয়াছেন। যথা, ১—অর্ণঃ। ২—ক্ষোদঃ। ৩—পদ্ম। ৪—নভঃ। ৫—অম্ভঃ। ৬—কবন্ধ। ৭—সলিল। ৮—বাঃ। ৯—বন। ১০—ঘৃত। ১১—মধু। ১২—পুরীষ। ১৩—পিপ্পল। ১৪—ক্ষীর। ১৫—বিষ। ১৬—রেতঃ। ১৭—কশঃ। ১৮—জন্ম। ১৯—বৃবূক। ২০—বুস। ২১—তুগ্র্যা। ২২—বর্ব্বুর। ২৩—সুক্ষেম। ২৪—ধরুণ। ২৫—সিরা। ২৬—অরবিন্দ। ২৭ ধ্বস্মন্বৎ। ২৮—জামি। ২৯—আয়ুধ। ৩০—ক্ষপঃ। ৩১—অহি। ৩২—অক্ষর। ৩৩—স্রোতঃ। ৩৪—তৃপ্তি। ৩৫—রস। ৩৬—উদক। ৩৭—পয়ঃ। ৩৮—সরঃ। ৩৯—ভেষজ। ৪০—সহ। ৪১—শবঃ। ৪২—যহঃ। ৪৩—ওজঃ। ৪৪—সুখ। ৪৫—ক্ষত্র। ৪৬—আবয়াঃ। ৪৭—শুভ। ৪৮—যাদু। ৪৯—ভূত। ৫০—ভুবন। ৫১—ভবিষ্যৎ। ৫২—মহৎ। ৫৩—অপ্। ৫৪—ব্যোম। ৫৫—যশঃ। ৫৬—মহঃ। ৫৭—সর্ণীক। ৫৮—স্বৃতীক। ৫৯—সতীন। ৬০—গহন। ৬১—গভীর। ৬২—গম্ভর। ৬৩—ঈম্। ৬৪—অন্ন। ৬৫—হবিঃ। ৬৬—সদ্মন্। ৬৭—সদন। ৬৮—ঋত। ৬৯—যোনি। ৭০—ঋতের যোনি। ৭১—সত্যঃ। ৭২—নীর। ৭৩—রয়ি। ৭৪—সৎ। ৭৫—পূর্ণ। ৭৬—সর্ব্ব। ৭৭—অক্ষিত। ৭৮—বর্হিঃ। ৭৯—নাম। ৮০—সর্পিঃ। ৮১—অপঃ। ৮২—পবিত্র। ৮৩—অমৃত। ৮৪—ইন্দু। ৮৫ হেম। ৮৬ স্বঃ। ৮৭ সর্গ। ৮৮—শম্বর। ৮৯—অম্বর। ৯০—বপুঃ। ৯১—অম্বু। ৯২—তোয়। ৯৩—তুয়। ৯৪—কুপীট। ৯৫—শুক্র। ৯৬—তেজঃ। ৯৭—স্বধা। ৯৮—বারি। ৯৯—জল। ১০০—জলাষ। ১০১—ইদম। (জলের আর একটী নাম ইরা)।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জলের একশত একটী নাম রহিয়াছে কিন্তু বেদে অপ শব্দেরই ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়। ঋগ্বেদের মধ্যে ঋষিরা পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রের কাছে জলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। জলকে তাঁহারা ইন্দ্রের প্রসাদ বলিয়া মানিতেন। তাই, 'ইন্দ্রাৎ প্রাপ্তা ইতি আপঃ',—অর্থাৎ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তাঁহারা জলকে অপ বলিতেন। বোধ হয়, ইহাই জলের প্রথম নাম, তজ্জন্য বৈদিক ভাষায় অপ শব্দের এত অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার আরও একটী কারণ আছে। সৃষ্টির প্রথমে জগৎ জলময় ছিল, এ প্রবাদ সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই প্রসিদ্ধ। সেই কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহারা প্রথমে জলকে অপ বলিয়া ডাকিতেন।

আর্য্যেরা নিশ্চিত করিয়া বলিয়াছেন যে, সর্ব্ব প্রথমে অপ অর্থাৎ জলের সৃষ্টি হইয়াছিল। "আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্" (ঋক ১০ ১২১.৭ বাজসনেয়স° ২৭২৫, অথর্ব্ব ৪.২৬)। যখন অপ্ এই বিশ্বে প্লাবিত হইয়াছিল, সে সময়ে তাহাদের গর্ভাধান হইয়াছিল এবং তাহারা অগ্নিকে প্রসব করিয়াছিল।

"যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্" (ঋক্ ১০.১২১.৮, বাজসনেয়স° ২৭.২৬) যিনি আপনার মহিমার দ্বারা অপ্ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে দক্ষতা ছিল এবং তাহারা যজ্ঞকে উৎপাদন করিয়াছিল।

"আপো হ বৈ ইদমগ্রে" (শতপথব্রা° ১১.১ ৬.১)

প্রথমে এই জগতে কেবল অপ ছিল।

"অপোহগ্রে বিশ্বমাবন্ গর্ভং দধানা" (অথর্ব্ব ৪ ২.৬)। প্রথমে অপ্ বিশ্বকে আবৃত করিয়াছিল, এবং তাহাতে গর্ভাধান হইয়াছিল।

"সোঽপোঽসৃজত বাচ এব লোকাদ্বাগেবাস্য সাঽসৃজত সা ইদং সর্ব্বমাপ্নোদ্ যদিদং কিঞ্চ। যদাপ্নোৎ তস্মাদাপঃ যদবৃণৎ তস্মাদ্বাঃ" (শতপথব্রা° ১১১.১ ৯)

বাক্‌রূপ লোক হইতে তিনি অপ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাক্ই তাঁহার। তাহা সৃষ্টি [illegible] হইয়াছিল। তাহা এই সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল। ইহা [illegible] জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অপ। ইহা সমস্ত জগৎ আবৃত করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'বাঃ'।

ব্রহ্মা প্রথমে অপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মনুসংহিতাতেও একথা লিখিত আছে। "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" (মনু ১৮) অন্যান্যজাতিরও এইমত। এখনও বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে যেরূপ মীমাংসা করিতেছেন, তদ্বারা আর্য্যদের মত অনেকটা স্থাপিত হয়। কোন কোন সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, প্রথমে পৃথিবী তরল ও উষ্ণ ছিল, তাহার পর ক্রমে ইহার উপরিভাগ শক্ত ও শীতল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার অ[illegible]র এখনও শক্ত হয় নাই, পূর্ব্বের ন্যায় অনেকটা তরল ও উষ্ণ আছে। [সৃষ্টি দ্র°]

অপ শরীরকে পবিত্র করে, তজ্জন্য বৈদিক ঋষিরা অপকে

পূজা করিতেন। "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু" (ঋক ১০ ১৭ ১০)। অপ মাতার স্বরূপ, তাঁহারা আমাদিগকে পবিত্র করুন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবম সূক্তে কেবল অপেরই স্তব করা হইয়াছে। আর এক স্থানে লিখিত আছে, কবিরা বিবস্বতের সদনে অপ্ সকলের উত্তম মহিমা কীর্ত্তন করুন। "প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ (ঋক ১০ ৭৫ ১) অন্ত একটী ঋকে অপকে ভেষজ এবং সকল পদার্থের মাতৃস্বরূপ বলা হইয়াছে। "ওমানমাপো মানুষীরমৃক্তং ধাত তোকায় তনয়ায় শং যোঃ। যূয়ং হি ষ্ঠা ভিষজো মাতৃতমা বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতো জনিত্রী. (ঋক ৬ ৫০ ৭)

অপ—(অব্য) [ন পাতি পা-ক] উপসর্গবিশেষ। ইহা নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১ অনাদর। ২ ভ্রংশ। ৩ ত্যাগ। ৪ অসাকল্য। ৫ বৈরূপ্য ৬ নঞর্থ। ৭ অপকৃষ্ট ৮ বর্জ্জন, বিয়োগ। ৯ বিপর্য্যয়। ১০ বিকৃতি। ১১ চৌর্য্য। ১২ নির্দ্দেশ। ১৩ হর্ষ। ["অপ পরী বর্জ্জনে।" (পা ১ ৪ ৮৮) বর্জ্জন অর্থে অপ ও পরি শব্দের কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয় এবং তাহার যোগে পঞ্চমী হইয়া থাকে। 'অপ হরেঃ'। অর্থাৎ হরিকে বর্জ্জন করিয়া।]

অপ,—দ্বাদশ মন্বন্তরীয় প্রসিদ্ধ দেবতা হরিত, রোহিত, সুমনা, সুকর্ম্মা ও সুপার নামক পঞ্চদেবগণ মধ্যে অপদেবতা হরিত গণভুক্ত দশ দেবতার অন্যতম। ২ বরুণদেবের নামান্তর। ৩ অত্রিভার্য্যা অনসূয়ার পুত্রভেদ। (লিঙ্গপু°) ৪ সূর্য্যের অগ্রগামী দ্বাদশ রাক্ষসের অন্যতম।

অপওষো—অবেস্তা ও জরথস্ত্রীয় মতে অনাবৃষ্টিরূপ দৈত্য। ইনি বৃষ্টির দেবতা তিস্‌ত্রয়ের পরম শত্রু। তিস্‌ত্রয় অপওষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ধরায় জল আনয়ন করিয়া উর্ব্বরতার ও শস্যাদি উৎপাদনের উপযোগী করিয়া দেন। ইহারা ভারতীয় বৃত্র ও ইন্দ্রের অনুরূপ।

অপক—(পুং) জল, বারি, উদক, তোয়।

অপকরণ—(ক্লী) অনিষ্ট আচরণ, দুরাচার। ২ ব্যতিক্রম, বিপরীত আচরণ।

অপকরুণ—(ত্রি) [অপগতা করুণা যস্য] ক্রূর, নৃশংস, নিষ্ঠুর, যাহার করুণা নাই।

অপকর্তৃ—(ত্রি) [অপ বিপর্য্যয়ং করোতি কৃ-তৃচ্] অনিষ্টকারী। (স্ত্রী ঙীপ) অপকর্ত্রী।

অপকর্ম্মন্—(ক্লী) [অপকৃষ্টং কর্ম্ম, প্রাদিস°] দুষ্কর্ম্ম, মন্দকর্ম্ম। "সদ্বৃত্ত চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ" (মনু ৮ ৪) [বহুব্রী] (ত্রি) ২ দুষ্কর্ম্মশীল। [স্ত্রী টাপ] অপকর্ম্মা। ["ডাবুভাভ্যাং মন্যতরস্যাম্" (পা ৪.১ ১৩) মন্ অন্ত ও অন অন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর ডাপ্ হয়। বহুব্রীহি সমাসে বিকল্পে ডাপ্ হইয়া থাকে।]

অপকর্ষ—(পুং) [অপ-কৃষ্ ঘঞ্ ভাবে] হীনতা, অপকৃষ্টতা। "উৎকর্ষাপকর্ষাক্ষ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ।" (মনু ১০ ৪২, ৯ ৩২৯) ২ নিম্নে আকর্ষণ। ইহার বিপরীত শব্দ উৎকর্ষ।

আকর্ষণ। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কোন ক্রিয়াদি করা। যেমন, সম্বৎসর পরে সাপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা উচিত। কিন্তু কোন কারণবশতঃ ঐ শ্রাদ্ধ সম্বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে করিলে তাহাকে 'অপকর্ষ' সপিণ্ডীকরণ কহে।

অপকর্ষক—(ত্রি [অপকর্ষতি অপ কৃষ কর্ত্তরি ণ্বুল] অপকর্ষ প্রাপ্তকারক। "দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ (সাহিত্যদর্পণ ১ ১৮) [অপ কৃষ ণিচ ণ্বুল] ২ যে অপকর্ষ করায়।

অপকর্ষণ (ত্রি) [অপকর্ষতি অপচরতি অপ কৃষ নন্দ্যাদি কর্ত্তরি ল্যু] অপহারক। "ন চাস্তি সদৃশং তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষণম্" (সুশ্রুত ২ ১৩৯৮) [অপ কৃষ ভাবে লুট্] ২ অপহরণ। ৩ নিম্নে আকর্ষণ। ৬জ.পক্ষং নাম পরতেজো হ্যপকর্ষণম্" (রামা° ১২১১৮) ৪ গ্রহণ। ৫ দূরীকরণ।

অপকর্ষ সমাজাতি—তর্কের ধারাবাহিক শব্দ। ইহা ২৪ প্রকার। অপকর্ষসমা জাতি অসদুত্তর জাতীয় চতুর্ব্বিংশতি মধ্যে ৪র্থ প্রকার। বাদী কোন ধর্ম্মীতে কোন হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহার গৃহীত ধর্ম্মীতে বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাব আপত্তি করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম অপকর্ষ সমাজাতি। যেমন—বাদী যদি বলেন "আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্ট্রবৎ" প্রতিবাদী যদি উত্তর করেন— 'আত্মা অপরিচ্ছিন্নঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ লোষ্ট্রবৎ অর্থাৎ সক্রিয় লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত বলে বাদী যদি আত্মাকে সক্রিয় বলেন, তবে সেই লোষ্ট্রের পরিচ্ছিন্নত্ব ধর্ম্মবশতঃ আত্মার অপরিচ্ছিন্ন ধর্ম্মের অপকর্ষ বা অপলাপ হইবে না কেন? ঐরূপ বাদী যদি বলেন—'শব্দো ঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ'। প্রতিবাদী যদি বলেন—'শব্দোঽশ্রাবণঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ' তাহা হইলেও অপকর্ষসমাজাত্যুত্তর হইবে।

অপকলঙ্ক—(পুং) ঘোর কলঙ্ক। ২ নিন্দা।

অপকল্মষ—(ত্রি) নিষ্কল্মষ, যাহার বিন্দুমাত্র পাপ বা কলঙ্ক নাই।

অপকাম—(পুং) [অপকৃষ্টঃ কামঃ কামনা প্রাদিস°] মন্দ কামনা। [অপগতঃ কামো যস্য যত্র যস্মাদ্বা, বহুব্রী] ২ যাহার কামনা নষ্ট হইয়াছে, কিম্বা যাহাতে কাম নষ্ট হইয়াছে অথবা যে বস্তু হইতে কামনা নষ্ট হইয়াছে। "ন্বস্তুঃ শত্রোরপ কামং কৃণোতি" (ঋক ৬ ৭৫ ২) (অব্য) [কামস্যাভাবঃ অব্যয়ী।] ৩ অপগত কাম।

অপকার—(পুং) [অপ কৃ-ভাবে ঘঞ্] মন্দকরণ, অনিষ্ট, হানি। ২ দ্বেষ। "অপকারং কমিব তে করোতি" (রামা° ২৩৮৯) অপকার শব্দের বিপরীত উপকার।

অপকারক—(ত্রি) যে অপকার করে, অনিষ্টকারী, দ্বেষকারী।

অপকারগির্—(স্ত্রী) [অপকারেণ দ্বেষেণ ক্রোধেন বা গীর্য্যতে গৄ কিপ] অপকারার্থক বাক্য, ভয় দেখাইয়া ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করিয়া ভর্ৎসনা করা।

অপকারতা—(স্ত্রী) অনিষ্টতা, শত্রুতা।
"ন স্বরাম্যনৃতং কিঞ্চিন্নস্বরাম্যপকারতাম্।" (নলোপাখ্যান ২১.১২)

অপকারিন্—(পুং) [অপ-কৃ কর্ত্তরি ণিনি] যে অনিষ্ট করে, অনিষ্টকারী। "স্ববীর্য্যেণৈব তান্ শিষ্যান্ মানবানপকারিণ" (মনু ১১ ৩১) ইহার বিপরীত শব্দ উপকারী। (স্ত্রী) অপকারিণী।

অপকীর্ত্তি—(স্ত্রী) নিন্দা, অপযশ, অযশ, বদনাম।

অপকুঞ্জ—(পুং) অনন্তনাগের কনিষ্ঠভ্রাতার নাম। (হরিবংশ)

অপকৃত (ত্রি) [অপ কৃ-কর্ম্মণি ক্ত] যাহার অনিষ্ট করা হইয়াছে। 'পশ্য শত্রুম্ন কৈকেয়্যা লোকস্যাপকৃতং মহৎ"। (রামা° ২৮১৫) ইহার বিপরীত শব্দ উপকৃত।

অপকৃতি—(স্ত্রী) [অপ-কৃ ক্তিন ভাবে] অপকার। ২ দ্বেষ অনিষ্ট চিন্তন।

অপকৃত্য—(স্ত্রী) [অপকৃষ্টং কৃত্যম্, প্রাদিস°। বা অপ-কৃ ক্রিয়া° ক্যপ] দুষ্কর্ম্ম। অপকৃত্যা—২ অনিষ্ট। ৩ অপকার।

অপকৃষ্ট—(ত্রি) [অপ কৃষ ক্ত] নীচ, নিকৃষ্ট, হীন। 'পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে" (মনু ৫১৬১) ইহার বিপরীত শব্দ উৎকৃষ্ট।

২ অপসারিত। 'স তারভূমৌ বিহিতোপকার্য্যামানায়িভিস্তামপকৃষ্টনক্রাম।" (রঘু ১৬৫৫) ৩ আকর্ষণীকৃত, আকৃষ্ট। ৪ নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে সম্পিণ্ডন।

৫ নিম্নে আকৃষ্ট। কোন ক্রিয়াদি যে সময়ে করা কর্ত্তব্য, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কৃত।

অপকৃষ্টচেতন—(ত্রি) হীনচেতন, নিকৃষ্ট চেতন, যাহার চেতনা লুপ্ত হইয়াছে।

অপকৃষ্টজাতি—(স্ত্রী) নিকৃষ্টজাতি, হীনবর্ণ, ছোট জাত।

অপকৃষ্টতা—(স্ত্রী) নিকৃষ্টতা, হীনতা, অধমতা।

অপকৌশলী—(স্ত্রী) সমাচার, খবর।

অপক্তি—(স্ত্রী) [পক্তিঃ পচ্ ক্তিন ভাবে ততোঽভাবার্থে নঞ্-তৎ] পাকের অভাব। ২ অজীর্ণ, পরিপাক না হওয়া, বদহজম। ["স্থা গা পা পচো ভাবে।" (পা ৩৩৯৫) এই সকল ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্তিন প্রত্যয় হয়।]

অপক্রম—(পুং) [অপ ক্রম-ভাবে ঘঞ্] পলায়ন। অপযান। প্রদ্রাব, উদ্দ্রাব, সন্দ্রাব, বিদ্রব, দ্রব। [অপক্রম্যতে অস্মাৎ অপ ক্রম-অপাদানে ঘঞ্, অপগতঃ ক্রমো যস্মাৎ, বহুব্রী] (ত্রি) ২ যেখান হইতে ভ্রষ্ট বা নিঃসৃত হয়, যেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। [অপগতঃ ক্রমো, প্রাদিস°] (পুং) ৩ ক্রমশূন্য, অক্রম, অবিধি, অশক্তি। ৪ অপরিপাটী। ৫ অচলন [ক্রমস্যাভাবঃ, অব্যয়ী°] (অব্য) ৬ ক্রমের নাশ। ['অপক্রম' এ প্রকার রূপও হয়। আর ক্রম ধাতুর পর ক্তি ঘঞাদি প্রত্যয় থাকিলে বিকল্পে ইট হয়। "ক্রমশ্চ ক্তি" (পা ৬৪১৮)] "অপক্রমাচ্চ হৈবৈবামেতদ্বিভয়াং চকার" (শতপথব্রা° ৪৩৩.১)

অপক্রমণ—(ক্লী) [অপ ক্রম-ভাবে ল্যুট্] পলায়ন। ন ব অস্মেন যজ্ঞাদপক্রমণম°স্ত" (শতপথব্রা° ৩৫১১৫।

অপক্রামিন্ (ত্রি) [অপ ক্রম কর্ত্তরি ণিনি] যে পলায়ন করে "তংস্বমনপক্রামিণং কুরুতে (শতপথব্রা° ৫৩১১)

অপক্রাম—(পুং) পলায়ন, বাহিরে গমন। "যজ্ঞস্যাভিক্রান্ত্যা অনপক্রামায় (ঐতরেয়ব্রা° ১২৬)

অপক্রিয়া—(স্ত্রী) [অপ-কৃ ভাবে শ। "কৃঞঃ শ চ" (পা ৩১০০) কৃ ধাতুর উত্তর শ হয়, এবং চকার হেতু ক্যপ ও ক্তিন প্রত্যয়ও হইয়া থাকে।] ১ কুকর্ম্ম। ২ অপকার। ৩ দ্বেষ

অপক্রোশ—(পুং) [অপ ক্রুশ ঘঞ্] নিন্দা, ভর্ৎসনা।

অপক্রোশন—(ক্লী) [অপ ক্রুশ ভাবে ল্যুট্] নিন্দা। ২ বৃথা আস্ফালন।

অপক্ব—(ত্রি) [ন পক্বম্, পচ-ক্ত। "পচো বঃ (পা ৮২৫২) পচ্ ধাতুর পর ক্ত প্রত্যয়ের স্থানে ব হয়।] যাহা পাকা নহে, কাঁচা। ২ অপরিণত। ৩ অসিদ্ধ, অপক্ক। (সুশ্রু° ১৬২৮)

অপক্বকদলী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অপক্ব রম্ভা, কাঁচা কলা।
বৈদ্যক নিঘণ্টুর মতে—অপক্বকদলী কাষ্ঠবদ্ধকারক, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ এবং রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণানাশক এবং মেহ, চক্ষুরোগ, রক্তাতিসার ও জ্বরনাশক।

অপক্বক্ষীর—(ক্লী) অপক্বদুগ্ধ, কাঁচা দুধ। ইহার গুণ—ক্লেদকারক, শৈত্যবর্দ্ধক ও গুরুপাক।

অপক্বতা—(স্ত্রী) অসিদ্ধতা, অপক্কতা। (সুশ্রুত ১৩৩.৫) ২ পক্ব বুদ্ধির অভাব।

অপক্ববুদ্ধি—(ত্রি) যাহার বুদ্ধি পরিপক্ব নহে, কাঁচা বুদ্ধি।

অপক্বমাংস—(ক্লী) [বৈদ্যক] অসিদ্ধ মাংস, কাঁচা মাংস।
বৈদ্যকনিঘণ্টুর মতে—অপক্বমাংস রক্তবৃদ্ধিকারক ও বাতাদি দোষজনক।

অপক্ববস্তু—(ক্লী) [বৈদ্যক] অসিদ্ধ বস্তু, কাঁচা দ্রব্য।

অপক্বাশিন্—(ত্রি) যে রন্ধন না করিয়াই খাদ্যদ্রব্য খায়। ২ রাক্ষস, খেচরাদি।

অপক্ষ—(ত্রি) [নাস্তি পক্ষো যস্য, বহুব্রী] পক্ষশূন্য, যাহার সহায় কেহ নাই। ২ যাহার পাখা নাই।

অপক্ষতা—(স্ত্রী) পক্ষহীনতা। ২ সহায়হীনতা।

অপক্ষপাত—(পুং) [পক্ষে আশ্রিতে ন পাতঃ অপেক্ষা] নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতের অভাব, সমদৃষ্টি।

অপক্ষপাতিন্—(ত্রি) [ন পক্ষপাতিন পক্ষ-পত-ণিনি] যে পক্ষপাতী নহে, সমদর্শী।

অপক্ষিত—(ত্রি) যে ক্ষীণ হইয়াছে, কৃশ।

অপক্ষিপ্ত—(ত্রি) যাহা ক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহা ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে।

অপক্ষীণ—(ত্রি) অতিশয় কৃশ, ক্ষীণ।

অপক্ষেপণ—(ক্লী) [অপক্ষিপ্যতে অপ-ক্ষিপ -ভাবে ল্যুট্] অধঃপাতন, নীচে ফেলিয়া দেওয়া।

অপগ—(ত্রি) বহিষ্করণ, বহির্গমন। 'যথা মন্নাপগাসঃ" (অথর্ব্ব ১৩৪৫)

অপগণ্ড—(পুং) [গণ্ডো বৃদ্ধো বৈপরীত্য র্থে প্রাদিস° অথবা নঞর্থে অপ] এই শব্দ অপোগণ্ড, পোগণ্ড এ প্রকারও হইয়া থাকে। [মহেশ্বর ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, "অপকৃষ্টং গচ্ছতীতি অপোগণ্ডঃ পৃষোদরাদিঃ"] "পোগণ্ডো বিকলাঙ্গকঃ" (রত্নকোষ)। "পৌগণ্ডো বিকলাঙ্গঃ স্যাদিতি" (হলায়ুধ)

অত্যল্প শিশু। যে শিশুর হস্তপদ দৃঢ় হয় নাই। নিতান্ত অজ্ঞান শিশু। ২ বিকলাঙ্গ। অপগণ্ড শব্দের অপভ্রংশে অপোগণ্ড বা অবগণ্ড বলা হয়।

অপগত—(ত্রি) [অপ-গম-কর্ত্তরি-ক্ত] মৃত। ২ গত। ৩ দূরীভূত। ৪ অপযাত। ৫ পলায়িত। ৬ রহিত। "অহং অপগতো বৃথা চিহ্নৈস্তৈর্ব্রাতিরং হতম্" (রামা° ৪.৮৫১)

অপগতব্যাধি—(ত্রি) রোগমুক্ত, যাহার ব্যাধি নিরাময় হইয়াছে।

অপগম—(পুং) [অপ-গম ভাবে ঘঞ্ 'নোদাত্ত' ইতি ন বৃদ্ধিঃ] প্রস্থান। ২ নাশ। ৩ পলায়ন। "কতিপয়দিবসাপগমে" (কথাসরিৎসা° ২১১৪৭)

অপগমন—(ক্লী) [অপ গম ভাবে ল্যুট্] নাশ। ২ অপসরণ, প্রস্থান। ৩ পলায়ন।

অপগর—(পুং) [অপ-গ নিন্দনে-ভাবে অপ] নিন্দন।

"অভিগরাপগরৌ। আক্রোশত্যেকঃ প্রশংসত্যপরঃ"

(কাত্যায়নশ্রৌ° ১১৭৪)

অপগর্জ্জন—(ক্লী) বৃথা গর্জ্জন, আড়ম্বর সহকারে বৃথা আস্ফালন।

অপগার্জ্জত—(ত্রি) গর্জ্জনরহিত। ২ কৃতবৃথাগর্জ্জন। (কথাসরিৎ ১৯২৪)

অপগল্ভ—(পুং) [অপগতো গল্ভো যস্মাৎ সোঽপগল্ভঃ] বীরত্ববিহীন, একপাশে থাকা। ২ কাঁচা। ৩ অকারণ ৪ অব্যুৎপন্ন ইন্দ্রিয়। "নমো মধ্যমায় চাপগল্ভায়" (শুক্ল যজুঃ ১৬.৩২)

অপগা—(ত্রি) [অপগচ্ছতি নিষ্পদ্যতে অপ-গম বিট্] পলায়নকর্ত্তা, অপযানকর্ত্তা। ["জনসনখন ক্রমগমো বিট্" (পা ৩২.৬) "বিড বনোরনুনাসিকস্যাৎ" (পা ৬.৪.৪১) জনাদি ধাতুর উত্তর বিট্ প্রত্যয় হয়। বিট্ প্রত্যয় হইলে ধাতুর অনুনাসিক স্থানে আকার হয়।]

(স্ত্রী) [অপ গম ড। অপাং সমূহো আপং তেন গচ্ছতি, সমূহে অণ্। গমেৰ্ডঃ অপগেতি হ্রস্বাদিরপি।" বিস্তাদগারমাগাবরপগামাপগাম্ (দ্বিরূপকোষঃ)] ২ জলশালিনী নদী, আপগা। "নগাপগা" (মাঘ ২১০০)

অপগারম্, অপগোরম্—(অব্য) [অপ-গুরী উদ্যমনে ণমুল্] "অপগুরো ণমুলি।" (পা ৬১৫৩) ণমুল পরে থাকিলে অপ পূর্ব্বক উদ্যমনার্থক গুরী ধাতুর এচ স্থানে বিকল্পে আকার আদেশ হয়। "অস্যাপগারং যুধ্যন্তে। অস্যাপগোরং যুধ্যন্তে।"] উদ্যমনে।

অপগোপুর—(ত্রি) সদরে প্রবেশদ্বার ভিন্ন, যাহা সদর দরজা নহে।

অপগোহ—(পুং) [অপ-গুহ-ঘঞ্] গোপন। ২ তিরোধান। "স বিদ্বাঁ অপগোহং কনীনাম" (ঋক ২১৫৭)

অপগ্রহ—(পুং) প্রতিকূল গ্রহ। ২ যাহার গ্রহ অনুকূল নহে।

অপঘন—(পুং) [অপহন্যতে শস্ত্রপ্রভৃতিভির্যেন অপ-হন করণে অপ্ নিপাত্যতে] অঙ্গ, শরীরের অবয়ব। ২ হস্তপদ। ["অপঘনোঽঙ্গম" (পা ৩৩৮১) অঙ্গ অর্থাৎ শরীরের অবয়ব বুঝাইলে অপ পূর্ব্বক হন স্থানে নিপাতনে ঘন আদেশ হইয়া থাকে।]

অপঘন শব্দে শরীরের সকল অবয়বকে বুঝায় না। হস্ত পদকেই বুঝাইয়া থাকে। "স চেহ ন সর্ব্বঃ কিন্তু পাণিঃ পাদশ্চ-ত্যাহুঃ।" (সি° কৌ°) [অপ অপগতো ঘনো মেঘো যস্মাৎ, বহুব্রী] ৩ শরৎকাল। [অপগতো ঘনঃ] (ত্রি) ২ মেঘশূন্য।

অপঘাত—(পুং) [অপকৃষ্টং হন্যতে অপ-হন-ভাবে ঘঞ] অপমৃত্যু, অপহনন, রোগাদি ভিন্ন জলে ডুবিয়া, আগুনে পুড়িয়া, গলায় দড়ী দিয়া ইত্যাদি প্রকারে মরণ।

অপঘাত মৃত্যু দুই প্রকার—ইচ্ছাধীন ও আকস্মিক। দৈববিপাক বশতঃ কেহ জলে ডুবিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে মরিলে যথানিয়মে তাহার প্রেতকার্য্যাদি হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষপান করিয়া, কিম্বা গলায় দড়ী দিয়া অথবা

অন্য কোন প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলে আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে কোন কালে তাহার সদ্গতি হয় না। তাহার অগ্নিক্রিয়া অশৌচগ্রহণ এবং তর্পণাদি সমস্তই নিষিদ্ধ। আত্মঘাতীর দেহ গাছের তলায় কিম্বা কোন তীর্থস্থানে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। কেহ ঐরূপ পাপকারীকে দাহ করিলে, তাঁহাকে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হয়। তাহাতে অশক্ত হইলে সে চারিটী ধেনু কিম্বা তন্মূল্য তুল্য রৌপ্যাদি উৎসর্গ করিবে। আত্মঘাতীর জন্য অশ্রুপাত করিতে নাই। তাহার পুত্রাদিকে নারায়ণবলি দিতে হয়। নারায়ণবলি না দিলে যাবজ্জীবন সে অশুচি থাকে। [নারায়ণবলি দ্র]

অপঘাতক—(পুং) [অপহন্তি অপ হন ণ্বুল্] বিনাশক।

অপঘাতিন্—(ত্রি) [অপ-হন কর্তরি ণিনি] অপঘাতকর্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্। অপঘাতিনী।

অপঘৃণ—(ত্রি) [অপগতা ঘৃণা যস্য] নির্দয় ২। নির্লজ্জ।

অপচ—(পুং) [পচ্ ন পচোঽস্য পচ্ অচ্] পাক করিতে অশক্ত। [অচকাবশক্তৌ" (পা ৬।২।১৫৭) নঞ্ পূর্বক অশক্ত অর্থে অচ্ এর অন্ত স্বর উদাত্ত হয়। অন্যত্র [ন পচতীতি পচ্ অচ্] যে পাক করে না। পাচক নহে। সং অপচ পরিব্রাজক।

অপচয়—(পুং) অপ চি-অচ] ক্ষতি, অপচয়। 'একাপচয়েন (কাত্যায়ন-শ্রৌ ৮।৩।২) ২ অপহরণ। ৩ ক্ষয়। ৪ ব্যয়।

'ভিন্নাস্থাপচয়ং যাতি ব্যাধের্মূলং ন্যাসেনতঃ'। (সুশ্রুত ২।৫৩,১৮)

অপচয় (Loss, waste)—নাশ, হ্রাস, ক্ষয়, ক্ষতি, অত্যন্ত ব্যয়, অপহরণ, অপগম, অভাব। ইহার বিপরীত শব্দ উপচয়।

সাধারণতঃ অপচয়ের অর্থ ক্ষতি বা লোকসান। আয়—ব্যয় =লাভ বা অপচয়। যখন ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিকতর হয়, আয়—ব্যয়=বিযুক্ত ( ), এই চিহ্ন অপচয় নির্দেশ করে। সাধারণতঃ ব্যবসায় অপচয় নির্ণয় করা হয় ক্রয়ের ক্রয় মূল্যের উপর লাভ এবং ক্ষতি অন্তর্কর্ম হিসাবে, কিন্তু এই লাভ, লোকসান সম্পূর্ণরূপে বিক্রয়মূল্যের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ, যদি প্রত্যেকটী চেয়ার পাঁচ টাকা হিসাবে ক্রয় করিয়া, চার টাকা হিসাবে বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে বিক্রয়মূল্য—ক্রয়মূল্য= লাভ বা অপচয়। যথা ৪ – ৫ = –১ অর্থাৎ অপচয় নির্দেশ করিতেছে, অর্থাৎ প্রত্যেকটীতে ১ টাকা ব্যবসায় অপচয় হইতেছে।

কৃষিকার্য্যে জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাসমূলক সূত্র (i e Law of Diminishing productiveness) যখন কোন দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, তখন মূলধন এবং শ্রমিক (Capital and labour[১]) দ্বিগুণ করিলে, জমি দ্বিগুণভাবে ফলবতী হয় না, অর্থাৎ, জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধি করিতে হইলে, মূলধন এবং শ্রমিক তুল্যমূল্য (proportional) অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি করাই কর্মকুশলতার পরিচায়ক। অতএব, এই ক্ষেত্রে বেশী শ্রমিক (এবং মূলধন) ব্যবহার করিলে, লভ্যাংশ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে এবং অবশেষে কৃষকের ক্ষতির সম্ভাবনা হয়। এক কথায় বলিতে হইলে, কম টাকা মূলধনে যেরূপ আয় হয়, বেশী টাকায় সেই হারে লাভ পাওয়া যায় না।

আমদানী ও রপ্তানির মূলসূত্র (Law of Supply and Deman[d]) —দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য এরূপ করিতে হইবে যাহাতে আমদানী এবং রপ্তানি সমতামূলক হয়, "The price of commodities must be such as to equalise the demand with the supply"[২]। বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে রপ্তানি আমদানীর অনুরূপ হয় এবং আমদানী বৃদ্ধি হইলে আমদানী মূল্য (supply-price) রপ্তানি মূল্যের (demand-price) অধিক হইবে ও আমদানী হ্রাস হইলে আমদানী মূল্য রপ্তানি মূল্য অপেক্ষা কম হইবে[৩]। [আমদানী ও রপ্তানী দ্র°]

ব্যাঙ্ক কিংবা বিক্রয় ব্যবসায় অপচয় বা ক্ষতি পূরণ করে। যে কোনও কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার পন্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। যখন কৃষিজীবীর ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিকতর হয়, তখন তাহার অপচয়ের জন্য ঋণ পাইবার জন্য ক্রেডিট ব্যাঙ্ক (credit bank) হইতে ঋণ লওয়া ভিন্ন আর উপায় থাকে না[৪]। [ব্যাঙ্ক দ্র°]

(১) মার্শালের Principles of Pol. E., Vol 1, pp 217, উদ্ধৃত ব্য।

(২) আমদানী ও রপ্তানির বিষয় Political Economy by Millicent Garrett Fawcett, L L D, হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

(৩) Outlines of Political Economy by S J Chapman,

(৪) উক্ত বিষয়ের বিবরণ Article in Manchester Examiner, Feb 189? 'Rural Banks in Italy' and Journal of Statistical Society, Dec 189? হইতে সংগৃহীত

এই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী উল্লেখযোগ্য। Article on Agricultural Credit Banks, by Mr R Yerburgh, M P reprinted from Mark Lane Express Almanac, 1895 and also Reports from Her Majesty's Representatives Abroad on the Raiffeisen System, Commercial No 6, 189? [illegible] Reports of the Irish Agricultural Organisation Society, Limited, for 1902 and 1910 also Ireland in the New Century by the Rt Hon Sir H Plunkett

Economics of Industry, by Prof and M Marshall, pp 23 also Co-operative Agricultural Credit in Germany and Switzerland, 190?, by H de F Montgomery, Department of Agriculture and Technical Instruction for Ireland

মূলধন ও শ্রমিক (Capital and labour[৫]) :—আরও দুই এক প্রকারে ব্যবসা বাণিজ্যে অপচয় হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন ব্যবসা করিতে হইলে তাহার আয়োজন-প্রয়োজনানুসারে গৃহাদি, যন্ত্রাদি এবং দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপকরণ (raw materials) আবশ্যক, সেই গুলি ব্যতীত কিছু অর্থও শ্রমিক নিযুক্ত করিতে আবশ্যক হয় (wages fund), এই অর্থ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত :—প্রথমতঃ যাহা বস্তুতঃ কার্য্যকরী হইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করে (productive labour) এবং দ্বিতীয়তঃ যাহা ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা উৎপাদন বৃদ্ধি করে না (unproductive labour) এবং এইজন্যই ইহাকে অপচয় বলা হয়, কিন্তু তথাপি ইহা ব্যতীত ব্যবসাও চলিতে পারে না।

বাণিজ্য সমবায় ও শৃঙ্খলা—ব্যক্তিগত বা জাতিগত অপচয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া সমবায় কার্য্য নিষ্পাদন এবং সমদর্শিতা সংরক্ষণ। ইহাই ফ্রান্সের উন্নতির মূলীভূত কারণ। গডিন (M Godin) ফ্যামিলিস্টার সমাজ ('Society of the Familistere[৬]) গঠন করিয়া ফ্রান্সের শিল্পজগতে এক নূতন আলোক আনিয়া দিয়াছেন। গডিনের মত, মনুষ্য-সমাজকে অভাবনীয় অপচয় বা লোকসান হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের সমদর্শী হইবে। শান্তিতে কার্য্য করিতে হইবে এবং এই প্রকারে তিনি অনেক প্রকার কুটিল প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমাধির উপর তাঁহার একটী সারকথা প্রকাশ পাইয়াছে,—"to respect, protect, devel p all numan life over all the world by the worship of work and peace and by the love of hum ity' ব্যবসা শৃঙ্খলা (business organisation) না থাকিলে ক্রয় বিক্রয়ের শৃঙ্খলা (market organisation) থাকিতে পারে না এবং শৃঙ্খলার অভাবে যে কোনও ব্যবসা ক্রমশঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

সম্প্রতি আমাদের দেশেও ব্যবসা পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য সমবায়নীতির (co-operati n[৭]) উপর দেশের নেতাগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ব্যক্তিগত অপচয় (আর্থিক) কেন্দ্রীভূত হইয়া সমাজগত ও পরে জাতিগত হইয়া দাঁড়ায় এবং আর্থিক অবনতি হইলে কোন সমাজ বা দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায় না। এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্যই অর্থবিজ্ঞান ও অর্থনীতির উদ্ভব হইয়াছে।

অপচরিত—(ক্লী) [অপকৃষ্টং চরিতম্, প্রাদিস°] মন্দ আচরণ, দুষ্ট চরিত্র।

"আর্য্যে কিমৎপ্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধাম্"।

(শকুন্তলা)

অপচায়—(পুং) হানি, ক্ষয়, লোকসান, ঘাটতি।

অপচায়িত—(ত্রি) [অপ-চায় পূজায়াম্ ক্ত] পূজিত। ["অপচিতশ্চ" (পা ৭ ২ ৩০) অপ পূর্ব্বক চায় ধাতুর নিষ্ঠা প্রত্যয়ে বিকল্পে নিপাতনে চি ৎ হয়।]

"অর্হিতে নমস্যিতং নমসিতমপচায়িতার্চিতাপচিতম্" (অমর)

অপচার—(পুং) [অপ চর্ ভাবে ঘঞ্] অহিত আচরণ। "মমাপচারশঙ্কয়া" (শকুন্তলা) ২ স্বধর্ম্মের ব্যতিক্রম। ৩ কুপথ্য সেবা। (সুশ্রুত ১ ১৮ ৯) ৪ অপকার। ৫ বিনাশ। ৬ কর্ম্মলোপ দোষ।

অপচারিন্—(ত্রি) [অপ চর তাচ্ছীল্যাদিষু কর্ত্তরি ণিনি] যে অহিতাচরণ করে। (সুশ্রুত ১ ৩৭ ১৭) [স্ত্রিয়াং ঙীপ্] অপচারিণী ব্যভিচারিণী। "ভার্য্যাপচারিণী" (মনু ৮ ৩১৭)

অপাচি (অপাচ) উত্তরআমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ান জাতির আথাপস্কান শাখাভুক্ত একটী জাতি। দক্ষিণ পূর্ব্ব আরিজোনা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম মেক্সিকো প্রদেশে ইহাদের বসবাস। ইহাদের মধ্যে আনবৈপা, চিরিকাহুয়া, কায়োতেরো, ফরাওনে, গিলেনো, ম্লানেরো, মেস্কালেরো মিম্ব্রেনো, মোগলোন, নৈবা, তোন্তকুন ও তেতিসী নামে কয়েকটী স্বতন্ত্র থাক আছে। ইহারা বড়ই দুর্দ্ধর্ষ, শক্তিশালী ও যুদ্ধপ্রিয়। ইংরেজ উপনিবেশের প্রারম্ভ হইতেই প্রায় ইহাদের সহিত প্রবাসী ইউরোপীয়দিগের যুদ্ধ বাধিত। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চিরিকাহুয়া থাকের অপাচিরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইহারা আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। উপনিবেশিক গবর্মেণ্ট ইহাদিগকে ফ্লরিডা ও আলাবামায়

(৫) শ্রমিক সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতে দ্রষ্টব্য—Thornton on Labour, pp 84-95 Cairnes Leading Principles of Political Economy pp 218, 219 and Prof H Sidgwick's Principles of Political Economy, Chap VIII, Book II

(৬) গডিনের উক্তি Times, Jan 6, 1886 also Associated Homes, by Mr E Vansittart Neale and also Twenty years of Co-partnership at Guise, translated by Mr Aneurin Williams প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত।

৭। সমবায় নীতি সম্বন্ধে এই কয়েকটী পুস্তক উল্লেখযোগ্য—Co op rative Production by Benjamin Jones Clarendon Press, Oxford 1894 and Co operative workshops in Great Britain, 1895, by Thomas Blandford and the Formation of the Hebden Bridge Society by Joseph Greenwood

অন্তরিত করিয়া দেশে শান্তি আনয়ন করেন। এখানে উহারা সামরিক বন্দী হিসাবে বাস করিতে থাকে। বর্ত্তমানে অপচিরা অরিজোনা, নিউমেক্সিকো ও ওকলাহোমায় বসবাস করিতেছে।

'অপচি' নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং বৈদেশিকগণের প্রদত্ত। ইহারা নিজদিগকে 'ইন্দে' অর্থাৎ 'লোক' নামেই অভিহিত করে। বর্ত্তমানে অরিজোনা অঞ্চলে বাস করিলেও পূর্ব্বে ইহারা আরও উত্তরে বাস করিত। বোধ হয় খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগেই ইহারা উত্তর অঞ্চল হইতে এখানে নামিয়া আসিয়াছে।

ইদানীং অপচিরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সপরিবারে স্থায়ীভাবে বাস করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহারা যাযাবর ছিল।

আথাপস্কানগণ এক সময় উত্তর মহাসাগর হইতে নিউ মেক্সিকো এবং প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পরিভ্রমণ করিত। ইহাদের সর্ব্বদক্ষিণ ভাগেই এই অপচি জাতির বাস ছিল। সেকালে শিকার ও লুণ্ঠাপহরণই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল, কদাচিৎ কেহ চাষবাসও করিত। অধুনা ইহারা জলপ্রবাহের সমীপস্থ গ্রামসমূহে বাস করে। তথায় ইহারা গ্রীষ্মকালে কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন করে এবং শীতকালে বৃক্ষবহুল অঞ্চলে গিয়া কুটীরে বাস করে। অপচিরা শস্য উৎপাদন করে এবং শস্য হইতে 'সিজউইন' নামক মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। এতদ্ভিন্ন ইহারা নানা-প্রকার বন্য ফল, মূল, বাদাম, পশুপক্ষীর মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে। মৎস্য এবং মৎস্যাশী পক্ষী ইহারা কদাচ ভক্ষণ করে না।

যাযাবর স্বভাবের জন্য এবং অন্যান্য জাতির সংমিশ্রণ হেতু অপচিদের শারীরিক কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ ইহারা পুষ্টদেহ ও শক্তিশালী। শীতকালে ইহারা হরিণের চামড়ার 'পার্কা' বা কামিজের মত পোষাক পরিত। মাথার চুলগুলি চামড়ার পটী দিয়া পিছন দিকে সরাইয়া বাঁধিত। রমণীগণ হরিণচর্ম্মের তৈয়ারী স্কন্ধের উপর হইতে বাহুতল পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া পরিধান করিত। আর কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত হরিণের চামড়া দিয়া ঢাকিত। বালিকা এবং অনূঢ়া স্ত্রীলোক পশ্চাদ্দিকে বেণী বাঁধিত। কড়ি ও বীজনির্ম্মিত হার ও মাকড়ি তাহাদের অলঙ্কার মধ্যে ছিল। কপাল চিবুক (এবং গণ্ডেও) তাহারা নানা আকারের উল্কি পরিত, এখন সেরূপ উল্কির প্রচলন নাই।

অপচিদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত। স্বামী সাধারণতঃ একে একে তাহার শ্যালিকাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী এক বৎসর মধ্যে অপর স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু অশৌচকালের মধ্যে দেবর ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে। মাতাপিতা অথবা নিকট বান্ধবগণই বিবাহ স্থির করে। এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকিলে প্রত্যেক স্ত্রী স্বীয় পুত্র কন্যাসহ স্বতন্ত্র কুটীরে বাস করে। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকারা বেশ সাধ্বী ভাবে থাকে। বিবাহ হইলে জামাতা শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে বা কথা বলিতে পারে না।

স্ত্রীগণই সংসারের সকল কার্য্য করে—শস্যরোপণ ও সংরক্ষণ, ভারবহন ইত্যাদি। বর্ত্তমানে সহরে, সামরিক ঘাটিতে বা বণিকদল প্রভৃতির নিকট খড়, শস্য ও কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়াই ইহারা প্রধানতঃ জীবিকার্জ্জন করে। গৃহাগত বন্ধুবান্ধবদিগকে ইহারা বিশেষ যত্ন ও আপ্যায়ন করিয়া থাকে। ইহাদের বর্শা চালনা উল্লেখযোগ্য। গৃহশিল্পকার্য্যের মধ্যে নানা আকারের ঝুড়িবুনা ইহাদের একটী ব্যবসা।

ইহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত কোন ধর্ম্মমত নাই। ভূতপ্রেতের পূজা ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইহারা দ্রব্য উৎসর্গ করে। উপবাস ও শারীরিক নিগ্রহও করিয়া থাকে। ঝটিকা, বৃষ্টি, পর্ব্বত, সাগর প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের এক একজন অধিষ্ঠাতৃদেবতা কল্পনা করে। ইহারা পূর্ব্বদিক কোথায়ও বা সর্পশৃগাল-ভল্লুকাদি প্রাণীদের উদ্দেশ্যে দ্রব্যোৎসর্গও করে। পীড়া হইলে চিকিৎসক বা ওঝাকে ডাকে। তাহাদের বিশ্বাস ব্যাধিমাত্রই ভূতপ্রেতাদি দুষ্টযোনির কার্য্য।

পর্ব্বতের পাদদেশস্থ ভূমিতে অথবা পর্ব্বতগাত্রের গহ্বরসমূহে ইহারা মৃতদেহকে প্রোথিত করে। মৃতদেহকে ইহারা কেবলমাত্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত করে। পরে উহা সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি তৃণ ও কাষ্ঠখণ্ড চাপাইয়া দেয় এবং সর্ব্বোপরি প্রস্তরখণ্ড দিয়া ঢাকিয়া দেয়। কখনও কখনও পুরুষের সমাধিস্থানের উপরে একখানা কুঠার, অথবা কোদালি দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকের সমাধিস্থানের উপরে একটা ঝুড়ি রাখিয়া দেয়।

অপচিকীর্ষা—(স্ত্রী) [অপ-কৃ-সন-ভাবে স্ত্রিয়াম্ অ, "অ প্রত্যয়াৎ" (পা ৩।৩।১০২)] অপকার করিবার ইচ্ছা, ক্ষতি করিতে যাহার ইচ্ছা আছে, অপকারী।

অপচিকীর্ষু—(ত্রি) [অপ-কৃ-সন-উ, "সনাশংসভিক্ষ উঃ" (পা ৩।২।১৬৮)] অপকার করিবার ইচ্ছা।

অপচিৎ—(ত্রি) [অপ-চি-ক্বিপ] যে অপচয় করে, অপকারী। "ইতস্তা সর্ব্বা নশ্যন্তু বাকা অপচিতামিব"। (অথর্ব্ব ৬।২৫।১)

অপচিত—(ত্রি) [অপ-চায়-ক্ত] পূজিত। [অপ-চি-ক্ত] ২ ক্ষতিবিশিষ্ট, ব্যয়িত।

অপচিতি—(স্ত্রী) [অপ-চায়-ক্তিন "ক্তিনি নিত্যমিতি বক্তব্যম্" (বার্ত্তিক পা ৭।২।৩০)] পূজা। "দধদিন্দ্রিয়মূর্জ্জমপচিতিং স্বধাম্"

(শুক্লযজু: ২১ ৫৮) ২ প্রজারূপ। "পাদুর্থেহপচিতিঃ" (শুক্লযজু: ২০.৯) [অপ-চি-ক্তিন্] ৩ হানি, ব্যয়। ৪ নিষ্কৃতি।

অপচিতি,—মরীচির ঔরসে তৎপত্নী সম্ভূতির গর্ভে একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা উৎপন্ন হয়। অপচিতি ঐ কন্যাগণের কনিষ্ঠা।

অপচিতিমৎ—(ত্রি) পূজাযুক্ত। ২ নিষ্কৃতিমান্। ৩ হানিযুক্ত। ৪ ব্যয়বান (কাত্যায়নশ্রৌ° ৩৩.৫)

অপচী—(স্ত্রী) [অপকৃষ্টং পচ্যতেহসৌ পচ্ কর্ম্মকর্ত্তরি অচ্, নঞ্-তৎ গৌরাদি° ঙীপ্] গণ্ডমালার উপর ব্রণবিশেষ। (সুশ্রুত ১.২৮৭.১৪।)

অপচীয়মান—(ত্রি) [অপ চি কর্ম্ম কর্ত্তরি শানচ্] অপক্ষীয়মান-বিনাশশীল, নষ্টপ্রাপ্ত।

অপচ্ছত্র—(ত্রি) ছত্রহীন, যাহার ছাতা নাই। "অপচ্ছত্রেণ শিরসা" (কথাসরিৎ-১৯.১১৩) ২ ছেঁড়া ছাতা।

অপচ্ছায—(পুং) [অপগতা ছায়া দেহস্য প্রাণ বা যস্য তুবঃ। প্রাদি বহুব্রী] দেব। ২ উপদেব। এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে দেবতার শরীরের ছায়া নাই। সেই প্রবাদানুসারে কবিরাও দেবতাকে ছায়াহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ত্রি) ৩ ছায়া-হীন, নিষ্প্রভ, শরীরের কান্তিহীন।

অপচ্ছেদ—(পুং) হানি, বিঘ্ন, বাধা।

"উদপাত্রাপচ্ছেদঃ" (কাত্যায়নশ্রৌ° সূ° ২৫ ১১.৭)

অপচ্যব—(পুং) [অপ-চ্যুঙ্ গমনপতনয়োঃ ভাবে অপ্] নির্গমন। "যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যং চ শিক্ষতে" (ঋক্ ১২৮.৩)। ২ অপসরণ। ৩ অপকরণ।

অপচ্যুত—(পুং) [অপ-চ্যুঙ্ গমনপতনয়োঃ কর্ত্তরি ক্ত] ক্ষরিত। ২ নষ্টপ্রায়।

অপজগ্ধ—(পুং) [অপ-অদ্-ক্ত] ভক্ষিত না হওয়া, যাহা খাওয়া হয় নাই।

অপজয়—(পুং) [অপ-জি-অচ্।] পরাজয়, পরাভব।

অপজয্য—(ত্রি)জয়ের অনুপযুক্ত, যে জয় করিতে অক্ষম।

অপজর্গুরাণ—(ত্রি) [অপ-গৃ-যঙ্-লুক্-তাচ্ছীল্যে চানশ্। "তাচ্ছীল্যেবয়োবচনশক্তিষু চানশ্" (পা ৩.২.১২৯)] আচ্ছা-দনাদি মোচনশীল।

অপজাত—(পুং) কুমার্গগামী বালক। ২ অধম পুত্র। (পঞ্চতন্ত্র ১.৪৪১) ৩ নিকৃষ্ট জাত।

অপজান—[দেশজ]—মহাপ্রস্থান, মৃত্যু।

অপজিঘাংসু—(ত্রি) যে নিষ্ঠুরভাবে হিংসা করিতে ইচ্ছুক। নির্দ্দয়ভাবে হত্যাকারী। "যঃ পাপ্মানমপজিঘাংসুঃ" (ঐতরেয়ব্রা৪.৫)

অপজ্ঞান—(পুং) অস্বীকার। ২ গুপ্তাকরণ।

অপটাক্ষেপ—(পুং) নেপথ্যাবরস্থিত তিরস্করিণীর অপসারণ। দৃশ্যপট উত্তোলন, সিন তোলা। (শকুন্তলা)

অপটান্তর—(ত্রি) [নাস্তি পটেন আচ্ছাদনরূপ অন্তরং ব্যবধানং যত্র, নঞ্-বহুব্রী] যাহার মধ্যে পটমাত্রও ব্যবধান নাই। ২ সংসক্ত। ৩ অব্যবহিত। ৪ পদান্তর। "সংসক্তে ত্বব্যবহিত-মপদান্তরমিত্যপি"। (অমর ৩.২ ১৭)।" "পটান্তরমিত্যপি তৎটীকায় মহেশ্বর।

অপটী—(স্ত্রী) [অল্পঃ পটঃ পটী ন পটী, নঞ্-তৎ] বস্ত্র প্রাবরণ, কানাৎ, তাম্বু, যবনিকা, পর্দ্দা।

অপটীক—(ত্রি) [নাস্তি পটী যস্য কপ্, বহুব্রী] প্রাবরণশূন্য। [অপগতা টীকা যস্য ইবঃ]২ টীকাশূন্য পুস্তক।

অপটীক্ষেপ—(পুং) [অপট্যা যবনিকায়াঃ ক্ষেপঃ, ৬-তৎ] যবনিকাপাত নহে। নাটকাভিনয়ের সময়ে অর্দ্ধবিশেষ সমাপ্ত হইলে নূতন অভিনেতাদের প্রবেশের পূর্ব্বে যবনিকা ফেলিতে হয়; কিন্তু সেই যবনিকা না ফেলিয়া সসম্ভ্রমে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ। (শকুন্তলা)

অপটু—(ত্রি) [ন পটুর্যঃ, নঞ্-তৎ] ব্যাধিত। ২ রোগী। ৩ কার্য্যাকুশল নহে। ৪ পটুতারহিত।

অপটুতা—(স্ত্রী) পটুতার অভাব, অকুশলতা।

অপড়—[দেশজ] যে পতিত হয় না, অজেয়, অটুট। ২ যে রোগে পতিত হয় না।

অপণ্ডিত—(ত্রি) অশিক্ষিত, মূর্খ।

অপণ্য—(ত্রি) [ন পণ্যং বিক্রেয়ম্ অপ্রাশস্ত্যে, নঞ্-তৎ। পণ-যৎ নিপাতনাৎ পণ্যঃ। "অবদ্যপণ্যবর্য্যা গর্হ্যপণিতব্যানি-রোধেষু" (পা ৩.১.১০১) পণ্য অর্থাৎ বিক্রেয়, ব্যবহর্ত্তব্য। নিপা-তনে রূপসিদ্ধি না হইলে ণ্যৎ প্রত্যয় দ্বারা 'পাণ্য' এই প্রকার রূপ হইত। পাণ্য শব্দের অর্থ স্তুতি করিবার যোগ্য।] অপণ্য অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য অবিক্রেয়। জাতি বিশেষকে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন, ব্রাহ্মণেরা লবণ, পক্বান্ন, মধু, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল, গন্ধদ্রব্য, লাক্ষা, রক্তবস্ত্র, গুড়, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না।

অপতন্ত্রক—(পুং) [অপগতং তন্ত্রং যত্র কপ্] বায়ুরোগ-বিশেষ। ধনুষ্টঙ্কার। বৈদ্যক মতে—কুপিত বায়ু ঊর্দ্ধগ হইয়া হৃদয়, শির, ও শঙ্খ স্থানে পীড়া প্রদান এবং সমস্ত দেহটীকে নত ও আক্ষিপ্ত করিয়া স্তব্ধ, ক্লান্ত, নিঃসংজ্ঞতা, শ্বাসরোধ এবং কপোতের ন্যায় যদি রোগী কূজন করিতে থাকে তাহা হইলে এই রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। (সুশ্রুত ১.২৫৫.১১)

অপতর্পণ—(ক্লী) [অপগতং তর্পণং ভোজনাদিকম্ অপ-তৃপ-ভাবে ল্যুট্] লঙ্ঘন, রোগজন্য উপবাস। (সুশ্রুত ২.৩.১৪) ২ তৃপ্তির অভাব। [অপগতং তর্পণং যস্য, বহুব্রী] ৩ তৃপ্তিশূন্য।

অপতানক—(পুং) [অপ-তন-কর্তৃরি ণ্বুল] বাতরোগবিশেষ। বৈদ্যক মতে—এই রোগে প্রথমেই দৃষ্টিশক্তি ও জ্ঞান নাশ হয় এবং কণ্ঠস্থানে অব্যক্ত কূজন হইতে থাকে। অতঃপর বায়ু কর্তৃক হৃদয় আক্রান্ত হইলে মূর্চ্ছা এবং বায়ু হৃদয়ে থাকিলে রোগীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। (সুশ্রুত ১.২৫৪ ৩)

অপতানকিন্—(ত্রি) তন্দ্রোগযুক্ত। (সুশ্রুত ২.৪১ ১৩)

অপতি—(পুং) [ন বিদ্যতে পতিঃ স্বামী যস্য স] অনিয়ন্ত্রিত। ২ নায়কহীন, যাহার পরিচালক নাই।

"য ইমাং সংবিদুৎ সত্যপতিঃ স্বপতিম্" (অথর্ব ৮ ৬ ১৬)

৩ অনুপযুক্ত পতি বা ভর্ত্তা।

অপতিক—(ত্রি) যাহার নায়ক নাই, স্বামিবিহীন। অধি-নায়ক-হীন। (নিরুক্ত ৩.৫)

অপতিকা—(স্ত্রী) [নাস্তি পতির্যস্যাঃ, বহুব্রী, "নদ্যৃতশ্চ" (পা ৫ ৪.১৫৩)] যে স্ত্রীর পতি নাই।

অপতিঘ্নী—(স্ত্রী) যে স্ত্রী পতিকে হনন করে না। "অঘোরচক্ষুর-পতিঘ্ন্যেধি" (ঋক ১০ ৮৫ ৪৪) ২ যে স্ত্রী পতিঘাতিনী নহে। "ইন্দ্রাপতিঘ্নীং পুত্রিণীমাসজ্যন্" (অথর্ব ১৪ ১.৬২)

অপতীর্থ—(পুং) মন্দতীর্থ, দোষদুষ্ট তীর্থ।

অপত্নী—(স্ত্রী) [অবিদ্যমানঃ পতির্যস্যাঃ, বহুব্রী ; "বিভাষা সপূর্ব্বস্য" (পা ৪ ১ ৩৪) "ঋন্নেভ্যো ঙীপ্" বলিয়া অপত্নী এবং অপতি এই দুই প্রকার রূপসিদ্ধিই হইতে পারে।] পতিহীনা, যে স্ত্রীলোকের স্বামী নাই। ২ অনুপযুক্তা পত্নী।

অপত্নীকাধান—নীলকণ্ঠ-বিরচিত একখানি গৃহ্যসূত্রসম্মত গ্রন্থ।

অপত্নীকাধাননির্ণয়—একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

অপত্নীক—(পুং) [নাস্তি সন্নিধানে, কর্ম্মযোগ্যা, জীবিতা বা পত্নী যস্য কপ্] যাহার স্ত্রী গৃহে নাই। ২ যাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। ৩ যাহার স্ত্রী যাগাদি ক্রিয়া করণে কিম্বা সন্তানোৎপাদনে অক্ষমা। "তদাহুরপত্নীকোঽপ্যগ্নিহোত্রমাহরেৎ" (ঐতরেয়ব্রা° ৭ ৯ ;)

অপত্য—(ক্লী) [অপ তনোতেঃ পা ভর্ত্তা-যক্ নিপাত্যতে ; 'তনোতেষ্টিলোপঃ" "অঘ্ন্যাদয়শ্চ" (উণ্ ৪ ১১১)] যদ্দ্বারা বংশ-লোপ হয় না, পুত্রকন্যা প্রভৃতি সন্তান। "হোতা নিষত্তো মনোরপত্যে" (ঋক ১.৬৮.৭)

অপত্যকাম—(ত্রি) পুত্র-কামনাকারী, সন্তানকামী।

অপত্যজীব—(পুং) [বৈদ্যক] পুত্রজীববৃক্ষ, চলিত জিয়া-পুতা গাছ।

অপত্যতা—(স্ত্রী) অপত্যশূন্যতা, সন্তানের ভাবের অভাব। "তদপত্যতয়া"। (মনু ৩.১৬)

অপত্যদা—(স্ত্রী) [অপত্যং সন্তানোৎপাদনহেতুং গর্ভং দদাতি অপত্য-দা-ক টাপ্] [বৈদ্যক] গর্ভদাত্রী লতা। যাহা সেবন করিলে গর্ভসঞ্চার হয়। (ত্রি) ২ মন্ত্রাদি দৈবক্রিয়া, যাহাতে গর্ভ হয়।

অপত্যপথ—(পুং) [অপত্যস্য গর্ভাৎ তন্নিঃসরণস্য পন্থাঃ, অচ্ স°] যোনি। (সুশ্রুত ১.২৭৮ ৪)

অপত্যবৎ—(ত্রি) পুত্রতুল্য। ২ সন্তানযুক্ত, যাহার সন্তান আছে, পুত্রবান। "তৎপ্রজাবদপত্যবৎ" (অথর্ব ১২ ৪ ১)

অপত্যবিক্রয়—নিজ সন্তান বিক্রয় রূপ দুষ্কর্ম। দুর্ভিক্ষের সময়, অথবা দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া লোকে পুত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রে নিন্দিত। এই অপত্যবিক্রয়ের ফলে ক্রীত-দাসপ্রথার উৎপত্তি।

অপত্যবিক্রয়ী—(পুং) যে নিজের সন্তান বিক্রয় করে, সন্তান-বিক্রেতা।

অপত্যশত্রু—(স্ত্রী) [অপত্যমেব শত্রুর্যস্যাঃ, বহুব্রী] কর্কট, কাঁকড়া। কাঁকড়ার গর্ভে সন্তান হইলে সেই বাচ্চারা মাতৃদেহ খাইয়া ফেলে।

অপত্যসাচ্—(পুং স্ত্রী) [অপত্যৈঃ সন্তানৈঃ সচতে সম্বধ্যতে অপত্য সচ-ণ্বি] অপত্যসমবেত, সন্তানযুক্ত। (ঋক ১ ১১৭ ২৩)

অপত্যসিদ্ধিকৃৎ—(পুং) পুত্রজীব বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

অপত্র (পুং) [নাস্তি পত্রং পর্ণং পক্ষো বা যস্য] বাঁশের কোঁড় বা অঙ্কুর। ২ স্খলিতপত্র বৃক্ষ। ৩ পক্ষশূন্য পক্ষী।

অপত্রপ—(ত্রি) [অপগতা ত্রপা লজ্জা যস্য দুষ্টঃ, বহুব্রী] লজ্জাহীন, যাহার লজ্জা নাই।

অপত্রপণ—(ক্লী) লজ্জিত হওয়া, ত্রপান্বিত হওয়া। (নিরুক্ত ৩ ২১)

অপত্রপা—(স্ত্রী) [অপরাৎ অন্যতঃ ত্রপা লজ্জা] অন্য হইতে লজ্জা, অপর হইতে লজ্জা। (বহুব্রী) ২ স্ত্রীলোক। (বামা° ৪.৩০ ১৭)

অপত্রপিষ্ণু—(ত্রি) [অপ-ত্রপ তচ্ছীলার্থে কর্তৃরি ইষ্ণুচ্ "অলং-কৃঞ্ নিরাকৃঞ্ প্রজনোৎপচোৎপতোন্মদরুচ্যপত্রপ। বৃতুবৃধুসহচর ইষ্ণুচ্।" (পা ৩ ২ ১৩৬)] স্বভাবতঃ লজ্জাশীল, লাজুক।

অপত্রস্ত—(ত্রি) ভয়ভীত।

অপথ—(ক্লী) [ন পন্থাঃ অপ্রাশস্ত্যে, নঞ্ তৎ] কুপথ। "পূষা পরস্তাদপথং বঃ কৃণোতু" (অথর্ব ৬.৭৩ ৩ ; ৫.৩১.১০ , ১০.১.১৬) "অথৈতদপথমিবৈতি যদেতাং দিশমেতি" (শতপথব্রা° ৭.২ ১ ১৯ , ঐতরেয়ব্রা° ৪ ৪) ২ যোনি। "পথো বিভাষা।" (পা ৫ ৪.৭২) "অপন্থাস্বপথং তুল্যে"। (অমর)। ["অপথংনপুংসকম্" (পা ২.৭ ৩) কৃতসমাসান্ত অপথ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। নাস্তি পন্থাঃ সুন্দরমার্গঃ যত্র, বহুব্রী অচ্ স° নিত্যম্] ৩ যেখানে উত্তম পথ নাই। (অব্য) [পথোঽভাবঃ অব্যয়ী]। ৪ পথের অভাব।

অপথগামিন্—(ত্রি) যে কুপথে গমন করে, কুমার্গগামী। ২ অসন্মার্গগামী, যে পাপের পথে যায়।

অপথপ্রপন্ন—(ত্রি) প্রাপ্তকুমার্গ, যে খারাপ পথে গিয়াছে।

অপথিন্—(পুং) [ন পন্থাঃ, নঞ্ তৎ, বা অপ্রত্যয়াভাবঃ, এখানে কৃতসমাসান্ত নহে বলিয়া পুংলিঙ্গই থাকিবে] কুপথ।

অপথ্য—(ক্লী) [ন পথ্যম্, নঞ্ তৎ] পথ্য ভিন্ন, অহিত। "অকার্য্যং কার্য্যসংকাশমপথ্যং পথ্যসন্মিতম্" (রামা° ২১০৯২) ২ যেরূপ আহার বিহারাদি করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং তজ্জন্য পীড়া জন্মে না, তাহাকে সুপথ্য কহে। তাহার বিরুদ্ধাচরণের নাম অপথ্য বা কুপথ্য। (সুশ্রুত ১.৭২.১৬) সাধারণতঃ, নূতন অন্ন, পর্য্যুষিত অন্ন, মাংস, দধি, পিঠা, রশুন ও পলাণ্ডু, পোলাও, বিরুদ্ধদ্রব্য, অতিভোজন, রাত্রিকালে অধিক ভোজন, দিবানিদ্রা, অতি মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ রোধ, অতিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অগ্নি ও রৌদ্রসেবন প্রভৃতি অতিশয় অপথ্য।

অপথ্য,—যাহা সুপথ্য নহে। জীবনযাত্রা পথের অনুকূল অর্থাৎ যাহার দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষ হয়, এইরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ আহারই সুপথ্য। আহার ও বিহার মনুষ্যগণের প্রকৃতিভেদে পৃথক, অবস্থাভেদে পৃথক, কালভেদে পৃথক্ এবং দেশভেদে পৃথক। এই পার্থক্য না মানিয়া আহার-বিহার করা অপথ্য মধ্যে পরিগণিত।

অবস্থাভেদে পথ্যাপথ্য—একই দ্রব্য শরীরের বা রোগের অবস্থাভেদে পথ্য বা অপথ্য হইয়া থাকে যথা, পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে মধুর রস ও শীতল জল প্রভৃতি পথ্য, ইহাই আবার কফপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর। এইরূপ শুঁঠ, মরিচ ও উষ্ণজল প্রভৃতি কফপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে পথ্য এবং ইহাই আবার পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে অপথ্য।

সাধারণ অপথ্য—(১) যেরূপ আহারবিহারে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আহার বিহার সেই রোগে অপথ্য। (২) যে কালে যেরূপ আহার-বিহার হিতকর, সেকালে তাহার বিপরীত আহার বিহার অপথ্য। (৩) যে ব্যক্তি যেরূপ আহার বিহারে অভ্যস্ত, তাহার বিপরীত আহার-বিহার সেই ব্যক্তির পক্ষে অপথ্য। (৪) শীতপ্রধান দেশের আহার-বিহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপথ্য, এইরূপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আহার-বিহার শীতপ্রধান দেশে অপথ্য। (৫) যে জাতি যেরূপ আহার-বিহারে অভ্যস্ত, তাহার বিপরীত আহার-বিহার সে জাতির পক্ষে অপথ্য; যথা,—বাঙ্গালীর ডালরুটী হিন্দুস্থানীর মাছভাত বা বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীর সাহেবের মত আহার-বিহার অপথ্য। (৬) শিশুর পক্ষে যুবার মত আহার বিহার বা যুবার পক্ষে শিশুর মত আহার-বিহার অপথ্য। (৭) অকালে আহার-বিহার। (৮) সামর্থ্যের অতিরিক্ত আহারবিহার। (৯) কোনদিন কম, কোন দিন বেশী আহার-বিহার। (১০) দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ, কিন্তু রাত্রি-জাগরণ করিলে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ নহে। (১১) বিরুদ্ধ আহার বিহার যথা,—দুগ্ধের সহিত লবণ বা মৎস্য মাংস, পিত্ত প্রকৃতির রৌদ্রসন্তাপ বা অগ্নিসন্তাপ, স্থূলব্যক্তির পরিশ্রমহীনতা বা ক্ষীণ ও কৃশ ব্যক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রভৃতি। (১২) পূর্ব্বভুক্ত আহার জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন। (১৩) বাসী রাখিয়া ভোজন বা আহার করিয়াই পুনরায় আহার। (১৪) ভোজনের পরেই পথপর্য্যটন। (১৫) মল মূত্রাদির বেগরোধ প্রভৃতি অপথ্য।

প্রকৃতিভেদে অপথ্য—

(১) বাতপ্রকৃতির অপথ্য—নিম জাম, ছাল, মটর উচ্ছে, কাঁকরোল, তালশাঁস, পত্রশাক, বাঁশের কেঁড়, শুষ্কমাংস, মধু, কষায় তিক্ত, কটু ও রুক্ষ দ্রব্য, শীতল অন্নপান প্রভৃতি অপথ্য। চিন্তা রাত্রিজাগরণ, উপবাস, ব্যায়াম, অধিক কথা বলা, হস্তী অশ্বাদি যানে আরোহণ, অধিক স্ত্রীসহবাস, শোক, ভয়, পথভ্রমণ, ধমকানো প্রভৃতি বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর।

(২) পিত্ত প্রকৃতির অপথ্য—কুলখিকলায় মাংস, তিল বস্তু, গুড়, শিম সির্কা, হিং, দধি, সর্ষপ, গোঁড়ালেবু কুল, তৈলপান, উষ্ণজল, কটু লবণ, অম্ল ও উষ্ণদ্রব্য অপথ্য। ধূম, সূর্য্য রৌদ্র, মৈথুন, ক্রোধ, পথপর্যটন, হস্তী অশ্বাদি যানে গমন, ব্যায়াম, বিরুদ্ধভোজন প্রভৃতি পিত্ত প্রকৃতি ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর

(৩) শ্লেষ্ম প্রকৃতির অপথ্য—দিবানিদ্রা অধিকস্নান, নূতন চাউল, মাষকলায়, পুঁইশাক পাকাকাটাল, মৎস্য, মাংস, গুড় চিনি, খেজুর, নারিকেল, ছানা, দধি, দুগ্ধ, ঘোল, মিষ্টদ্রব্য, অম্ল, লবণ, গুরু, শীতল ও তরল দ্রব্য অপথ্য।

রোগভেদে অপথ্য—

(১) নবজ্বরে অপথ্য—স্নান, বিরেচন, মৈথুন, কষায়রস ব্যায়াম, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, দুগ্ধ, ঘৃত, দাল, মৎস্যাদি, তক্র, সুরা, মধুর রস গুরু ও তরলদ্রব্য, অন্ন, পূর্ব্ববায়ু বা প্রবল বায়ু সেবন ভ্রমণ ও ক্রোধ অপথ্য।

(২) সান্নিপাতিক বা সংক্রামক জ্বরে অপথ্য—কঠিন ও গুরু পাক দ্রব্য, ঘৃত, দাল, অন্ন, কটু ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য, ভ্রমণ, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত জলপান প্রভৃতি অপথ্য।

(৩) পুরাতন জ্বরে অপথ্য—বমির বেগধারণ, দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তঘর্ষণ, অননুকূল দ্রব্যভোজন, অতিভোজন, ব্যায়াম, মৈথুন শীতল জলে স্নান, ভ্রমণ, বিরুদ্ধ, বিদাহী ও গুরুদ্রব্য আহার, দূষিত জলপান, ক্ষারদ্রব্য, অন্ন, শাক, অঙ্কুরিত শস্য, লেবু,

পান, তরমুজ, ডেলো-মাঙ্গার, আড়মৎস্য, তিল-কল্ক, পিষ্টক ও অভিষ্যন্দ-জনক দ্রব্য অপথ্য।

(৪) অতিসার রোগে অপথ্য—অধিক জলপান, স্নান, রাত্রি-জাগরণ, ধূমপান, নস্যগ্রহণ, তৈলমর্দন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দুগ্ধ ও মৎস্য মাংসাদি একত্র ভোজন, গম, মাষকলায়, যব, বেতোশাক, শিম, ওল, সজিনাশাক বা ডাঁটা, কাঁঠাল, সুপারী, কুমড়া, লাউ, কুল, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্‌, রশুন, দধির মাত, বাসিজল, নারিকেল, সকল প্রকার পত্রশাক, সারক দ্রব্য, লঙ্কা ও সরিষার ঝাল এবং গুরুপাক দ্রব্য প্রভৃতি অপথ্য।

(৫) প্রবাহিকা (আমাশয়), রক্তাতিসার ও রক্তামাশয় রোগে অপথ্য—স্নান, রাত্রিজাগরণ, অধিক জলপান, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, নস্যগ্রহণ, ধূমপান, পরিশ্রম রৌদ্র-সেবন, গোধূম, যব, কলায়, মাষকলায়, শিম, আদা, পুঁইশাক, বেতোশাক, লাউ, কুমড়া, সজিনা, আলু, ওল, মূলা প্রভৃতি কন্দ ও শাক, সর্ব্বপ্রকার পত্রশাক, পাণ, ইক্ষু, কুল, কাঁকুড়, সুপারি, রশুন, সির্কা, দূষিতজল, লঙ্কা বা সরিষা, সারকদ্রব্য, কিস্‌মিস্‌, আঙ্গুর, অধিক অম্ল বা লবণরসযুক্ত দ্রব্য সর্ব্বপ্রকার পিষ্টক এবং গুরুপাক দ্রব্যমাত্রই অপথ্য।

(৭) অর্শরোগে অপথ্য—মৎস্য (বিশেষতঃ ইলিশ, চিংড়ি, পাকাপোনা প্রভৃতি), ও অন্য আনূপ মাংস, দধি, পিষ্টক, ঝাল, শিম, বাঁশের কোঁড়, লাউ, পুঁইশাক, পাকা আম, লঙ্কা বা সরিষার ঝাল ও অধিক মসলাযুক্ত তরকারী, অধিক জলপান, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, বিরুদ্ধদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, রৌদ্রসেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রী-সহবাস ও অশ্ব বা হস্তীপৃষ্ঠে ভ্রমণ, উবু হইয়া বসা, এবং অর্শোবৃদ্ধিকারক অন্নাদি ভোজন প্রভৃতি অপথ্য।

(৮) অজীর্ণ রোগে অপথ্য—দংঘন জোলাপ লওয়া, মল-মূত্রের বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, অসময়ে আহার, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতে আহার করা, অধিক জলপান, রৌদ্রে ভ্রমণ, দাল বা ডালে প্রস্তুত দ্রব্য (যথা—বড়ী বড়া প্রভৃতি), পুঁইশাক, পিষ্টক, ছানা, দুগ্ধ, সরবৎ, বরফ, অধিক ঝাল ও মসলাযুক্ত গুরুপাক দ্রব্য প্রভৃতি অপথ্য।

(৯) ক্রিমিরোগে অপথ্য—মাংস, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, পিষ্টক, মাষকলায়, পত্রশাক, তরলদ্রব্য, দিবানিদ্রা, অম্ল ও মধুর দ্রব্য অপথ্য।

(১০) পাণ্ডুকামলা প্রভৃতি রোগে—পত্রশাক, শিম, মাষ-কলায়, সর্ষপ, হিং, পান, সুরা, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লবণরস, অম্লরস, গুরু-পাকদ্রব্য, ও বিদাহী দ্রব্য অপথ্য। শোথযুক্ত বা প্রবল পাণ্ডু-রোগে লবণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

(১১) রক্তপিত্তরোগে অপথ্য—ব্যায়াম পথপর্য্যটন, রৌদ্র-সেবন, তীক্ষ্ণ-ক্রিয়া, ক্রোড, মলমূত্রাদির বেগধারণ, চঞ্চলতা, হস্তী-অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, স্বেদ, রক্তস্রাব, ধূমপান, স্ত্রী-প্রসঙ্গ, ক্রোধ, কুলথকলায়, গুড়, বেগুন, তিল, মাষকলায়, সর্ষপ, দধি, ক্ষারদ্রব্য, কৌপজল, তাম্বুল-সেবন, লিম্ব, মদ্য, রশুন, শিম, বিরুদ্ধ ভোজন, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্তদ্রব্য, বিদাহি দ্রব্য প্রভৃতি অপথ্য।

(১২) রাজযক্ষ্মা, ক্ষত বা ক্ষয় রোগে অপথ্য—পাণ, তরমুজ, কুলত্থিকলায়, মাষকলায়, বাঁশের কোঁড়, শিম, কাঁকরোল, রশুন, হিং, পত্রশাক, তিক্ত, কষায়, অম্ল ও কটু দ্রব্য, রুক্ষ অন্নপান, বিদাহি-দ্রব্য, বিরেচন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বলপ্রকাশ করিয়া কোন কার্য্য করণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম ও স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণ অহিতকর।

(১৩) কাস, শ্বাস, হিক্কা ও স্বরভেদ রোগে অপথ্য—মৎস্য, কন্দশাক, লাউ, পুঁইশাক, সর্ষপতৈল, ভৃষ্টদ্রব্য, রুক্ষ, বিদাহী ও বিষ্টম্ভিদ্রব্য, গুরু ও শীতল অন্নপান, পরিশ্রম, ধূম, ধূলা, বায়ু ও রৌদ্রসেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং দুষ্টদুগ্ধ অপথ্য।

(১৪) তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা ও মদাত্যয় রোগে অপথ্য—গুরুপাক দ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, অম্ল, লবণ, কষায় ও কটু দ্রব্য, তীক্ষ্ণ দ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, পত্রশাক, পাণ, হিং, মধু, দোল প্রভৃতি অপথ্য। ক্রোধ, রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম, হস্তী-অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, পথপর্য্যটন প্রভৃতি ও এই রোগে অনিষ্টকর।

(১৫) উন্মাদ ও অপস্মার রোগে অপথ্য—মৎস্য, পত্রশাক, তেলাকুচা, উচ্ছে, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য, তিক্তদ্রব্য প্রভৃতি, চিন্তা, শোক, ক্রোধ, পরিশ্রম, স্ত্রী-সহবাস, ক্ষুধা, নিদ্রা, তৃষ্ণা প্রভৃতির বেগধারণ অহিতকর।

(১৬) বাতব্যাধিতে অপথ্য—চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম, উপবাস, স্ত্রী-সহবাস, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, পথভ্রমণ, মুগ, ছোলা, শিম, যব, বাঁশের কোঁড়, কেশুর, তালশাঁস, সুপারী, পত্রশাক, যজ্ঞডুমুর, উচ্ছে, ঠাণ্ডা লাগান, ক্রোধ এবং গুরুভোজন, শীতল জল, কষায়, কটু ও তিক্ত দ্রব্য অপথ্য। পক্ষাঘাত অর্দ্দিত প্রভৃতিতে অধিক স্নান নিষিদ্ধ।

(১৭) বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে অপথ্য—দিবানিদ্রা, রৌদ্র ও অগ্নিসেবন, ব্যায়াম মৈথুন, মাষকলায়, কুলত্থিকলায়, দধি, ইক্ষু, মূলা, দুগ্ধ, গুড়, ছাতু, অধিক লবণ, মদ্য, অম্লদ্রব্য, কটুদ্রব্য, গুরু-দ্রব্য, নূতন চাউলের অন্ন, আনূপ ও ঔদক মাংস প্রভৃতি অপথ্য।

(১৮) বাত ও আমবাত রোগে অপথ্য—গুরু, শীতল, তরল ও স্নিগ্ধদ্রব্য, দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষকলায়, পিষ্টক, দূষিত জল, পূর্ব্ববায়ুসেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, অসময়ে ভোজন এবং বিরুদ্ধ ভোজন আমবাত রোগে অপথ্য।

(১৯) শূল, গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগে অপথ্য—গুরু-মাংস, পাকামূলা, পাকামৎস্য, দাল বা দালে প্রস্তুত সকল প্রকার খাদ্য, তিক্ত ও কষায় দ্রব্য, শীতলদ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য, রাত্রিজাগরণ, ব্যায়াম, স্ত্রীসহবাস, ক্রোধ, শোক ও মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি অপথ্য।

(২০) হৃদ্রোগে অপথ্য—পাকা পত্রশাক, গুরু, উষ্ণ, কষায়, তিক্ত ও অম্লদ্রব্য, বমি, মল, মূত্র, তৃষ্ণা ও শ্বাস প্রভৃতির বেগধারণ, ব্যায়াম, ক্রোধ, বহুভোজন প্রভৃতি অপথ্য।

(২১) মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী রোগে অপথ্য—মৎস্য, লবণ, আদা, হিং, তিল, লঙ্কা, সর্ষপ, বাঁশের কাড়, পান, রুক্ষ দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য, মৈথুন, পরিশ্রম, তেলেভাজা খাদ্য, অম্লদ্রব্য প্রভৃতি অপথ্য।

(২২) নানাবিধ প্রমেহ রোগে অপথ্য—অধিক মাংস, পিষ্টক, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, লাউ, কুমড়া, ভাতশাস, ইক্ষু, শিম, নূতন চাউলের অন্ন, দধি মধুর, অম্ল ও লবণ রসাত্মক দ্রব্য, বিরুদ্ধভোজন, স্ত্রীসহবাস, দিবানিদ্রা, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা এবং মূত্রবেগধারণ প্রভৃতি অনিষ্টকর।

(২৩) মধুমেহ বা বহুমূত্র রোগে অপথ্য—মৎস্য, মাংস, আলু, সর্ব্বপ্রকার মিষ্টদ্রব্য, অধিক তরকারী, লঙ্কা বা সরিষার ঝাল, দধি, আহারের সময় বা পরে অধিক জলপান, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, তিক্ত, কষায় ও কটুদ্রব্য, গুরুভোজন, স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি অপথ্য।

(২৪) গণোরিয়া বা বিষজ মেহরোগে অপথ্য অধিক মৎস্য মাংস, দুগ্ধ, গুড়, চিনি, কলায়ের ডাল, পত্রশাক, দধি, অম্ল ও লবণ রসাত্মক দ্রব্য, পথভ্রমণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্ত্রীসহবাস, মূত্রবেগধারণ প্রভৃতি অপথ্য।

(২৫) মেদোরোগে অপথ্য—দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, চর্ব্বি, মৎস্য, মাংস, মিষ্টদ্রব্য গোধূমকৃতখাদ্য, দুগ্ধজাত ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি, মাষকলায়, নূতন চাউলের অন্ন, আহারের পর অধিক জলপান, স্নেহদ্রব্য, দিবানিদ্রা, পরিশ্রমরাহিত্য, স্নান প্রভৃতি অপথ্য।

(২৬) কার্শ্যরোগে অপথ্য—স্থূল ব্যক্তির পক্ষে যাহা অপথ্য কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহা পথ্য এবং স্থূলব্যক্তির পক্ষে যাহা পথ্য কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহা অপথ্য।

(২৭) শোথ ও উদররোগে অপথ্য—গ্রাম্য, আনূপ ও ঔদক মাংস, মৎস্য, শুষ্কশাক, নূতন চাউল, দধি, ভাজা যব, গুরুপাক দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য, দিবানিদ্রা, দূষিত বায়ু সেবন, জলপান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, পথভ্রমণ প্রভৃতি এবং লবণ অতীব অপথ্য।

(২৮) বৃদ্ধি (কুরণ্ড) ও শ্লীপদ (গোদ) রোগে অপথ্য—পিষ্টক, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর, দধি, গুড়, চিনি, আনূপমাংস, গুরুদ্রব্য, চিনি, শ্লীপদবহুল স্থানের দূষিত জল, পিচ্ছিলদ্রব্য, লবণদ্রব্য এবং গুরুপাক দ্রব্য অপথ্য।

(২৯) উপদংশ, ফিরিঙ্গ (Syphilis) ও ভগন্দর রোগে অপথ্য—দিবানিদ্রা, মৈথুন, পরিশ্রম, গুড়, ঘোল, গুরুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য প্রভৃতি অপথ্য। ভগন্দররোগে ক্ষতস্থান পূরিয়া উঠিলেও একবৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কুপথ্য সেবন এবং হস্তী অশ্বাদির পৃষ্ঠে গমন নিষিদ্ধ।

(৩০) ভগ্নরোগে অপথ্য—রুক্ষ, কটুলবণ ও অম্লদ্রব্য, ব্যায়াম, রৌদ্রসেবন, মৈথুন প্রভৃতি অহিতকর।

(৩১) বিদ্রধি, ব্রণশোথ, ব্রণ (ক্ষত), সদ্যোব্রণ, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগে অপথ্য—নূতন চাউল, তিল, মাষকলায়, কুলথি কলায়, জাঙ্গলভিন্ন অপর মাংস, দুধ, ছানা, ক্ষীর, গুড়, পত্রশাক, কটু, অম্ল ও লবণ রস, গুরুপাকদ্রব্য, অত্যন্ত শীতলদ্রব্য, শীতল জল, মৈথুন, ব্যায়াম, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, ধূম, ধূলা, রৌদ্র ও বৃষ্টির জল প্রভৃতি অহিতকর।

(৩২) অম্লপিত্ত, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ রোগে অপথ্য—নূতন চাউলের অন্ন, তিল মাষকলায়, কুলথিকলায়, দধি, পিত্তপ্রকোপক দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, মলমূত্রাদির বেগধারণ প্রভৃতি অপথ্য।

(৩৩) বীসর্প, বিস্ফোট (বিষফোড়া) ও মসূরী (বসন্ত) রোগে অপথ্য—কল্মশাক, মাষকলায়, কুলথিকলায়, আনূপমাংস, মৎস্য, লবণ অম্ল, কটুদ্রব্য, বিরুদ্ধ ভোজন, রৌদ্র, দূষিত জল, দূষিত বায়ু, পরিশ্রম, ক্রোধ প্রভৃতি অহিতকর।

(৩৪) নাসারোগ, মুখরোগ ও কর্ণরোগে অপথ্য—আনূপ মাংস, মৎস্য, দধি দুগ্ধ, গুড়, মাষকলায়, গুরুদ্রব্য, দিবানিদ্রা, হিম লাগান, ধূম ও ধূলিসঙ্কুল বায়ুসেবন, অধিক স্নান প্রভৃতি অপথ্য। মুখরোগে মুখ নীচু করিয়া শোয়া ও কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ, মাথায় জল ঢালা, কাণ চুলকান, ভূমিতে শয়ন এবং স্যাৎস্যেতে ও অন্ধকারগৃহে বাস বিশেষ অনিষ্টকর।

(৩৫) নেত্ররোগ ও শিরোরোগে অপথ্য—ক্রোধ, শোক, মল, মূত্র, বায়ু, অশ্রু, নিদ্রা ও বমির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিযোগে ভোজন, রৌদ্র, ধূম ও ধূলা লাগান, অধিক কথা বলা, পত্রশাক, দধি, মৎস্য, জাঙ্গলভিন্ন অন্য মাংস, তীক্ষ্ণ, কটু ও উষ্ণদ্রব্য প্রভৃতি অপথ্য। নেত্ররোগে সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করা উচিত নহে।

(৩৬) স্ত্রীরোগে অপথ্য—ঋতুকালে ঠাণ্ডা লাগান, শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য, অধিক স্বামিসহবাস, উষ্ণ ও রুক্ষদ্রব্য অপথ্য

(৩৭) গর্ভিণীর অপথ্য—অধিক পরিশ্রম, অধিক মৈথুন, ভার

বহন, করিয়া কাপড় পরা, রাত্রি জাগরণ, রাত্রিতে ভ্রমণ, পথচলা, দিবানিদ্রা, কঠিন স্থানে বসা, উবু হইয়া বসা, শোক, ক্রোধ, ভয়, মানসিক উদ্বেগ, কলহ, অসময়ে আহার, উপবাস বা রাত্রিতে অনাহার, মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, উষ্ণ তীক্ষ্ণ গুরু বিষ্টম্ভী দ্রব্য, উপবাস, প্রত্যহ তিক্ত, অম্ল, লবণ, কটু ও কষায় দ্রব্য আহার অহিতকর।

(৩৮) প্রসূতির অপথ্য—পরিশ্রম, মৈথুন, বিরুদ্ধভোজন, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভী দ্রব্য ভোজন, অসময়ে ভোজন এবং কফবর্দ্ধক দ্রব্য অপথ্য। স্যাঁৎসেঁতে স্থানে থাকা, ময়লা কাপড় ও জামা ব্যবহার, ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরে আগুন জ্বালাইয়া রাখা প্রভৃতি অত্যন্ত অনিষ্টকর।

(৩৯) সূতিকা রোগে অপথ্য—রুক্ষ, উষ্ণ, বিদাহী দ্রব্য, বিষ্টম্ভী, নূতন চাউলের অন্ন, মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, উপবাস, অধিক পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ ও গুরুপাক দ্রব্য অপথ্য।

(৪০) বালরোগে অপথ্য—মানবগণের জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে যে সমস্ত অপথ্য লিখিত হইয়াছে বালকেরও জ্বর, অতিসার প্রভৃতি সমস্ত রোগে সেইগুলি অপথ্য। অত্যন্ত বিস্বাদ, অপ্রিয় খাদ্য, উপবাস, গুরুপাক, একসঙ্গে বেশী পরিমাণে খাওয়ান বিশেষ অহিতকর।

অপথ্যজ্বর—(পুং) [বৈদ্যক] কুপথ্য ভক্ষণ ও জনিত জ্বর। এই জ্বর হইলে অতিরিক্ত গাত্রদাহ, অত্যন্ত শীতবোধ, শিরোব্যথা, কোষ্ঠবৃদ্ধি ও অত্যধিক মলপাত অথবা সমধিক কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া থাকে।

অপথ্যনিমিত্ত—(ত্রি) অপথ্য দ্বারা উৎপন্ন, কুপথ্য ভক্ষণজনিত।

অপথ্যভুজ—(ত্রি) যে কুপথ্য ভোজন করে, কুপথ্যভোজী।

অপদ্—(ত্রি) [ন পদ্যতে জায়তে পদ-কর্ম্মণি ক্বিপ্ নঞ্-তৎ] অজ্ঞেয়। "গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে" (শতপথব্রা° ১৪.৮ ১৫.১০) ২ যাহা জানিতে পারা যায় না। ৩ পাদশূন্য, যাহার চরণ নাই। "অপাদশীর্ষা গুহমানঃ" (ঋক্ ৪.১.১১)

অপদ—(ক্লী) [ন পদম্ অপ্রাশস্ত্যে নঞ্] কুৎসিত স্থান। "অপদে নম্রতা" (কথাসরিৎ ২৬ ২৩) ২ সুপ্ তিঙন্ত ভিন্ন, যাহার উত্তর সুপ্ কিম্বা তিঙ্ নাই। (ত্রি) [নাস্তি পদং যস্য, বহুব্রী] ৩ আশ্রয়হীন, আশ্রয়শূন্য, নিরাশ্রয়। "কপোতোলূকাভ্যমপদম" (অথর্ব ৬.২৯.২)

অপদক্ষিণ—(অব্য) দক্ষিণ ভিন্ন, বাম দিক। (কাত্যায়নশ্রৌ° ৪.১৩.১২)

অপদম—(ত্রি) যে আত্মাকে দমন করিতে অক্ষম। ২ অস্থির সম্পত্তিশালী।

অপদরুহা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বন্দায়া, বান্দরা।

অপদব—(ত্রি) দাবাগ্নিমুক্ত, যে বনাগ্নি হইতে মুক্ত।

অপদবাপদ—(ত্রি) যে দবাগ্নির বিপদ্ হইতে মুক্ত, দাবানলীয় বিপন্মুক্ত।

অপদস্থ—(ত্রি) পদচ্যুত, যে কর্ম্মস্থান হইতে পদস্খলিত হইয়াছে।

অপদান—(ক্লী) [অপ-দৈপ শোধনে-করণে ল্যুট্] প্রশংসনীয় কার্য্য। ২ মহৎ কার্য্য। ৩ অবদান। ৪ বৃত্তকর্ম্ম। ৫ শোধন। ৬ ভূতপূর্ব্ব চরিত্র। ৭ প্রশস্ত কর্ম্ম। "বৃত্তং কর্ম্ম ভূতপূর্ব্বং চরিত্রং তদবদানম্' (অমর) "প্রশস্তকর্ম্ম বা। অপদানমিত্যপি পাঠঃ" (মহেশ্বর)

অপদান্তর—(ত্রি) [নাস্তি পদান্তরং ব্যবধানমত্র বহুব্রী] সংযুক্ত, অব্যবহিত। (ক্লী) ২ অভিন্নপদ। [অপটান্তর দ্র°]

অপদার্থ—(ত্রি) পদার্থরহিত, যাহাতে পদার্থ অর্থাৎ বস্তু নাই। ২ যে মনুষ্যত্বরহিত, অমানুষ।

অপদিশ—(অব্য) [দিশোর্মধ্যে দিগ্দ্বয়োর্মধ্যভাগে ইতি যাবৎ শরদা° টচ্। অব্যয়ী° "অব্যয়ীভাবশ্চ" (পা ১.১.৪১) "হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপাদিকস্য" (পা ১.২.৪৭)] দিকোণ, বিদিক্, দুই দিকের মধ্যে অর্থাৎ কোণ, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি কোণ বা কোণে। [অব্যয় দ্র°] "ক্লীবাব্যয়ং ত্বপদিশং দিশোর্মধ্যে বিদিক্ স্ত্রিয়াম্" (অমর)

অপদিষ্ট—(ত্রি) [অপ-দিশ কর্ম্মণি ক্ত] কথিত। ২ প্রযুক্ত।

অপদী—(স্ত্রী) [নাস্তি পাদৌ যস্যাঃ, বহুব্রী "কুম্ভপদীষু চ" (পা ৫ ৪ ১৩৯)] পাদরহিত স্ত্রী, যে স্ত্রীর পা নাই।

অপদেবতা—(স্ত্রী) দৈত্য, দানব, রাক্ষস, ক্রূর দেবতা। [বৈষ্ণক] ২ পিশাচাদি।

অপদেশ—(পুং) [অপ-দিশ-ঘঞ্] স্থান। ২ নিমিত্ত। ৩ লক্ষ্য। ৪ শঠতা। "ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ" (মনু ৪.১৯৮ , ৫ স্বরূপাচ্ছাদন। "হেত্বপদেশে" (নিরুক্ত ১ ৪) ৬ উপদেশ। "দীক্ষাসু চাপদেশাৎ" (কাত্যায়নশ্রৌ° ২২.১.১৪ ৭ অপকৃষ্ট দেশ।

অপদেশিন্—(ত্রি) যে অন্য রূপ পরিগ্রহ করে, অন্যবেশধারী। (কথাসরিৎ ২৪.১২১)

অপদেশ্য—(ত্রি) [অপ-দিশ কর্ম্মণি ণ্যৎ] ছলপূর্ব্বক কথা বলা। ২ অনুচিত স্থানে জাত। "অপদিশ্যাপদেশ্যম্" (মনু ৮.৫৪)

অপদোষ—(ত্রি) নিষ্কলঙ্ক, যাহার কোন অপবাদ নাই, অপবাদহীন।

অপদ্রব্য—(ক্লী) [অপকৃষ্টং দ্রব্যম, প্রাদিস° "বা কৃষ্টভাগো লোপঃ" "প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ" (বার্ত্তিক পা ২.২ ২৪)]

অপকৃষ্ট দ্রব্য, মিশ্রণ, ময়লা, কুৎসিত সামগ্রী।

"অদূষিতানাং দ্রব্যাণাং দূষণে ভেদনে তথা" (মনু ৯.২৮৬)

"অদুষ্টদ্রব্যানামপদ্রব্যপ্রক্ষেপেণ" (কুল্লূক)

২ কৃত্রিমলিঙ্গ। ইহার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত সভ্যদেশে প্রচলিত আছে। ভারত, বাবিলন, গ্রীস, রোম, মিশর, প্রাচীন আরব প্রভৃতি দেশে সর্ব্বত্রই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। বাৎস্যায়ন কামসূত্রে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। কামসূত্রের পারদারিকাধিকরণে আন্তঃপুরিকাপ্রকরণে লিখিত আছে—

"নান্তঃপুরাণাং রক্ষণযোগাৎ পুরুষসন্দর্শনং বিদ্যতে পত্যুশ্চৈকত্বাদনেকসাধারণত্বাচ্চাতৃপ্তিস্তস্মাত্তানি যোগত এব পরস্পরং রময়েয়ুঃ।"

"ধাত্রেয়িকাং সখীং দাসীং বা পুরুষবদলংকৃত্যাকৃতিসংযুক্তৈঃ কন্দমূলফলাবয়বৈরপদ্রব্যৈর্বা স্বভাবাভিপ্রায়ং নিবর্ত্তয়েয়ুঃ।"

অর্থাৎ অন্তঃপুরিকাগণের রক্ষার ব্যবস্থা থাকায় অপর পুরুষের দর্শন ঘটিয়া উঠে না। আবার অনেকগুলি রমণীর একটী মাত্র পতি থাকায় তাহাদিগের তৃপ্তি হয় না। সেইজন্য তাহারা পরস্পর পরস্পরকে তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করে।

কিরূপে?—ধাত্রীকন্যা বা সখীকে পুরুষের ন্যায় বা পুরুষাঙ্গের ন্যায় আকৃতিযুক্ত কদলীপ্রভৃতির কন্দ, তালকেতকী প্রভৃতির মূল, তিতলাউ, কাকুড় প্রভৃতি ফল সংশোধন করিয়া কিম্বা অপদ্রব্য সকলের দ্বারা সাজাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবে।

"রাজানশ্চ কৃপাশীলা বিনাঽপি ভাবযোগাদাযোজিতাপদ্রব্যা যাবদর্থমেকয়া রাত্র্যা বহ্বীরপি গচ্ছন্তি।"

নৃপতিগণ কামার্ত্তা স্ত্রীসকলের উপর কৃপাপরবশ হইয়া সম্প্রয়োগেচ্ছা না থাকিলেও কটিদেশে অপদ্রব্য আবদ্ধ করিয়া যতক্ষণ স্ত্রীর তৃপ্তি না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক রাত্রিতে বহুস্ত্রীতে অভিগমন করিয়া থাকেন।

ইহা ব্যতীত বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—

"অপদ্রব্যাণি চ সবিশেষং নীচরতে"

নীচরতে অর্থাৎ শশজাতীয় পুরুষের সহিত বড়বা বা হস্তিনী জাতীয়া রমণীর কিংবা বৃষজাতীয় পুরুষের সহিত হস্তিনীজাতীয়া রমণীর সম্প্রয়োগে ঠিক সমরতের উপযুক্ত করিয়া অপদ্রব্য ব্যবহার করিবে।

কামসূত্রের সাম্প্রয়োগিকাধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাৎস্যায়ন অপদ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, চণ্ডবেগা রমণীকে তৃপ্ত করিতে হইলে রতারম্ভকালে হস্ত বা অঙ্গুলী দ্বারা মর্দ্দন বা ক্ষোভন করিতে হয় এবং রসপ্রাপ্তি আসন্ন বুঝিয়া যন্ত্রযোগ করিতে হয়। [অঙ্গুলীরত দ্র°] স্বভাবতঃ মন্দবেগ অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তির উত্তেজনা বিলম্বে ঘটিয়া থাকে, বৃদ্ধ, মেদস্বী ও পূর্ব্ব রতির জন্য রতশ্রান্ত ব্যক্তি রাগ আনয়ন করিবার নিমিত্ত ঔপরিষ্টকের আশ্রয় লইতে হয়। যদি তাহাতেও শুষ্কলিঙ্গ উচ্ছ্রিত না হয় তখন অপদ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়।

অনেকস্থলে ঐ সকল ব্যক্তির রাগ প্রত্যানীত হইলেও চণ্ডবেগার তৃপ্তিসাধনে অসমর্থ হইয়া থাকে, তখন অপদ্রব্যের ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

এই সকল অপদ্রব্য বা কৃত্রিমলিঙ্গ সাধারণতঃ সুবর্ণ, রজত, তাম্র, লৌহ, গজদন্ত বা গোমহিষাদির শৃঙ্গ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বাভ্রব্যের মতে জতু বা লাক্ষা অথবা সীসক নির্ম্মিত অপদ্রব্য মৃদুতা হেতু সাধনস্পর্শ সূচনা করে এবং প্রবেশকালে শীতলস্পর্শ হইলেও কর্ষকালে ঘর্ষণশীল হওয়ায় অত্যন্ত উত্তেজক। বাৎস্যায়ন বলেন, প্রয়োজনানুসারে কাষ্ঠনির্ম্মিত অপদ্রব্যও ব্যবহৃত হয়। লিঙ্গপ্রমাণানুসারে ছিদ্রবিশিষ্ট ও বিন্দুধারা কর্কশগাত্র একপ্রকার বলয় (ring or cylinder) লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহার নাম "বলয়"। এইরূপ দুইটী বলয় দুইটী বিশিষ্ট সন্ধিস্থানে আবদ্ধ থাকিলে তাহাকে 'সংঘাটী' বলে। ঐরূপ তিন বা ততোধিক বলয় লিঙ্গের পরিমাণ ব্যাপিয়া থাকিলে তাহাকে 'চূড়ক' বলা হয়। যদি সীসক বা ঐরূপ পদার্থনির্ম্মিত একটী লতা সমস্ত লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে 'একচূড়ক' বলে।

অনন্তর বাৎস্যায়ন অন্যপ্রকার অপদ্রব্যের কথা বলিতেছেন—

"উভয়তো মুখচ্ছিদ্রঃ স্থূলকর্কশবৃষণগুটিকাযুক্তঃ প্রমাণবশযোগী কট্যাং বদ্ধঃ কঞ্চুকো জালকং বা॥"

অর্থাৎ এইরূপ বলয়াকার অপদ্রব্যের যে দিক দিয়া লিঙ্গ প্রবেশ করান যায়, সেইদিকের উভয়পার্শ্বে দুইটী ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রে সূত্র বাঁধিয়া কটীতে আবদ্ধ করিতে হয়। জাল বা বর্ম্মের ন্যায় এই অপদ্রব্য লিঙ্গরক্ষা করিয়া থাকে; তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্থূল, কর্কশ ও বর্ত্তুলাকৃতি গুটিকাসংযুক্ত (সূত্রাদি দ্বারা) থাকে এবং লিঙ্গ-প্রমাণানুসারে তাহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ইহার অভাবে অলাবু বা তিতলাউ শুকাইয়া তাহার চোঙ্গা বা বাঁশের চোঙ্গা তৈল ও কষায় দ্রব্য দ্বারা সুভাবিত অর্থাৎ উত্তম করিয়া পাকাইয়া সূত্র দ্বারা কটিতে আবদ্ধ করিবে এবং মসৃণ কাষ্ঠগুটিকা বা আমলকীর বীচি দিয়া মালা গাঁথিয়া তাহার গাত্রে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া দিবে।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত অপবিদ্ধযোগ অর্থাৎ অবিদ্ধলিঙ্গে যোজিতব্য বিষয় বলা হইল।

দাক্ষিণাত্যে বালকদিগের কর্ণবেধের ন্যায় লিঙ্গবেধ হইয়া

থাকে। যুবাদিগেরও শিরা বদ্ধ দিয়া লিঙ্গ তির্য্যগ্‌ভাবে শস্ত্রদ্বারা ভেদ করা হয় এবং যতদিন রক্তস্রাব হয় ততদিন জলে থাকিতে হয় এবং যাহাতে ঐ ছিদ্র বন্ধ না হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। একদিন অন্তর কাষায়দ্রব্য দ্বারা ক্ষতের শোধন করিতে হয় (antiseptic)। বস্ত্র এবং কুটজনির্ম্মিত শঙ্কু, ছোট ছোট কাঠী ঐ ক্রমবর্দ্ধমান ছিদ্রে বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। মধুযুক্ত যষ্টিমধু দ্বারা সাধারণতঃ লেপন করা হয়। তাহার পর, সীসকনির্ম্মিত পাত দিয়া বন্ধ করিতে হয় এবং ভল্লাতক তৈল মাখাইয়া রাখিতে হয়। ইহা ব্যতীত বাৎস্যায়ন অনেক প্রকার আকারবিশিষ্ট অপদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"বৃত্তসেকতো বৃত্তযুক্তখলকং কুসুমকং কণ্টকিত কঙ্কাস্থিগজকবকম ষষ্ঠতলকং ভ্রমরকং শৃঙ্গাটকম অন্যানি চোপায়তঃ কর্ম্মতশ্চ তৎকর্ম্ম সহং চৈষাং বৃক্ষকলত্বা যথাস্ব স্যাতিতি।"

রতিরহস্য, অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতি কামশাস্ত্রে অপদ্রব্যের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন বলয় দিয়া যে সকল অপদ্রব্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা কৃত্রিমলিঙ্গ নহে, পরন্তু উহা লিঙ্গের স্থর্য্যশক্তিবর্দ্ধক প্রয়োগ বা যন্ত্র।

দাক্ষিণাত্যে জাভা সুমাত্রা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের মধ্যে এইরূপ লিঙ্গবেধের ব্যবস্থা আছে। অস্থি বা ঐরূপ কোন কণ্টক লিঙ্গের গাত্রে তির্য্যগ্‌ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেয়, যাহাতে সঙ্গমের সময় অত্যধিক ঘর্ষণজন্য শীঘ্রই স্ত্রীলোকের রসপ্রাপ্তি ঘটে। অনেক দেশে ছাগের দিবার অক্ষিপল্লব লিঙ্গমুণ্ডের নিম্নে বাঁধিয়া বা সংযুক্ত করিয়া রাখে যাহা সঙ্গমের মধ্যে যথেষ্ট ঘর্ষণ দ্বারা সুখোৎপত্তি করিতে সমর্থ হয়।

ইউরোপে কৃত্রিম লিঙ্গের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সভ্যদেশ সমূহে ইহার সবিশেষ প্রচলন ছিল। এজেকিএল (Ezekiel) বলিয়াছেন—বাবিলনের প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি বা প্রস্তরচিত্রসমূহের মধ্যে এইরূপ যন্ত্র উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগের লেসবস দ্বীপের রমণীগণ গজদন্ত বা সুবর্ণনির্ম্মিত অপদ্রব্য রেশম বা কার্পাসসূত্রসাহায্যে কটীদেশে বন্ধন করিত। আরিষ্টোফানিস্ তাঁহার 'লিজিসট্রাটা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মিলেশীয় রমণীগণ ওলিবস্ (olibos) বা চর্ম্মনির্ম্মিত কৃত্রিমলিঙ্গ ব্যবহার করিত। বৃটিশ মিউজিয়ামে পল্লি হইতে আনীত একটী পাত্রের গাত্রে অঙ্কিত একটী গণিকার (Hataira) হস্তে ঐরূপ একটী যন্ত্র লক্ষিত হয়। নেপল্‌সের মিউজিয়মে ঐরূপ বহুচিত্র রক্ষিত আছে। হেরণ্ডাস্ (Herandas) রচিত নাটিকা (mime)র মধ্যে দুইটি রমণীর মধ্যে অলিবস্ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তাহাতে একজন রমণী ইহাকে "সুখের স্বপ্ন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মধ্যযুগে ধর্ম্মযাজকগণ পুনঃ পুনঃ ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। তথাপি ইহার ব্যবহার বন্ধ হয় নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পর, ইহার বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে ফর্টিণি নামক সীয়েনাবাসী ঔপন্যাসিক Nouvelle de Novizi গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কাচনির্ম্মিত এক প্রকার যন্ত্র ঈষদুষ্ণজলপূর্ণ করিয়া ধর্ম্মযাজিকাগণ (nuns) কামকণ্ডূতি নিবারণ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিত। তিনি বলেন, বিধবাগণ বা যে সকল রমণী গর্ভনিরোধ করিতে চাহিত, তাহারাও ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিত। ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে মাসটন তাঁহার ব্যঙ্গ কাব্যে লিখিয়াছেন, কিরূপ লুসিয়া তাঁহার স্বামীর ঈষদুষ্ণ শয্যা অপেক্ষা একটী কাচনির্ম্মিত যন্ত্র পছন্দ করিত।" খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে ফরাসী দেশেও ঐরূপ কাচের যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

ল্যাটিন ভাষায় এই অপদ্রব্যের নাম ফালাস্ (phallus) বা ফাসিনাম (fascinum), ফরাসী দেশে ইহাকে গোদমিশ (gode miche) বলে। ইতালীদেশে ইহার নাম পাসাটেম্পো (passatempo) বা দিলেত্তো (diletto)। ইংলণ্ডে ইহার সাধারণ নাম ডিলডো (dildoe)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের সুরসিক মাটিভাক বা বাস্তাগের গ্রন্থে গোদমিশের উল্লেখ আছে। হতভাগিনী সম্রাজ্ঞী মারী আঁতে নোয়াৎএর (Marie Antonoitte) বিরুদ্ধে ফরাসী সাহিত্যে বহু কুৎসা রচিত হইয়াছিল। তাহার একটী গ্রন্থের নাম রোয়াল গোদমিশ (Royal godemiche)। জর্ম্মণ গ্রন্থকার ডুবেন (Dubren) হিনসের (Heinse) গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জর্ম্মণীর অভিজাত বংশীয়া রমণীগণ একপ্রকার অপদ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহার নাম সামথানস্ (samthanse)। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে ডিলডোর বহুল প্রচলন ছিল। আর্কেনহোলস্ (Archanholtz) বলেন যে, যে সময়ে প্রকাশ্যরীতে এই দ্রব্য গোপনে বিক্রয় হইত, সে সময়ে লিস্‌টার স্কোয়ারে একটী দোকানে মিসেস্ ফিলিপ নাম্নী কোন রমণী ইহা প্রকাশ্যে বিক্রয় করিত। ১৮৩৫ সালে জন বী লিখিয়াছেন যে প্রথমে ইহার নাম ছিল ডিল ডো (dil doe) এবং তাঁহার সময়ের পূর্ব্বকালেও ইহার অধিক প্রচলন ছিল।

ফরাসী দেশে অষ্টাদশ শতাব্দের মাদাম গুর্দা নাম্নী এক গণিকাশালাধিকারিণী (brothel-keeper) কোঁসোলাতিয়র (conlsoateur) বা অপদ্রব্যের একটী পাইকারী ব্যবসা চালাইত। তাহার মৃত্যুর পর, তাহার চিঠিপত্রের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলার পত্র পাওয়া গিয়াছিল যাহাতে ঐ দ্রব্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গার্নিয়ার (Garnier) লিখিয়াছেন যে, আধুনিক যুগে ফরাসীদেশে শক্ত ও লাল রঙের রবারের

নির্ম্মিত হুবহু পুরুষাঙ্গের অনুরূপ একটী যন্ত্র নির্ম্মিত হইত এবং তাহাতে রসপ্রাপ্তিকালে বিসৃষ্টি করিবার জন্য ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ বা ঐরূপ কোন তরল পদার্থ রাখিবার ব্যবস্থাও ছিল।

শুনা যায়, তুরস্কদেশীয় রমণীগণ একরূপ অপদ্রব্য ব্যবহার করেন এবং স্মার্ণা দেশে ইহা প্রকাশ্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। বোমান সাহেব বলেন, জানজিবারের অন্তঃপুরসমূহে আবলুস কাষ্ঠ বা গজদন্তনির্ম্মিত অপদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। তাহার অন্তঃসুষির মধ্য দিয়া ঈষদুষ্ণ জল বিসৃষ্টি করা যায়। ঐ দেশের লোকে বলে ইহা আরবদেশ হইতে এখানে আনীত হইয়াছে।

যখন স্পেনবাসীগণ প্রথম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিজকায়া নামক স্থানে উপনীত হয়, তখন তাহারা দেখে যে, সেই দেশের রমণীগণ হস্তমৈথুনের পক্ষপাতী। তাহারা কৃত্রিম লিঙ্গাদি ও অন্যান্য উপায়ে তাহাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। জাকোবের মতে বলিদেশীয় মহিলাগণের মধ্যে এই কুপ্রথার অত্যধিক প্রচলন আছে এবং তাহারা মোম নির্ম্মিত অপদ্রব্য লইয়া বহুক্ষণ নির্জ্জনে কামবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে।

জাপানী মহিলাগণ তাহাদের কুপ্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; তাঁহারা পাৎলা পিত্তলের চাদরে দুইটী পারাবতাণ্ডের ন্যায় গোলক নির্ম্মাণ করেন। উহার একটীর ভিতর শূন্য থাকে এবং অপরটীর ভিতর একটা ধাতুনির্ম্মিত গুলি থাকে বা কিছু পারদ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন তাহার ভিতর এরূপ কয়েকটী ধাতুখণ্ড দেওয়া হয় যাহা নড়াইয়া দিলে গোলকটী অনবরত কাঁপিতে থাকে। এই শেষোক্ত গোলকটীর নাম "ছোট্ট মানুষ"। এই দুইটী গোলক হাতের উপর রাখিলে দেখা যায় যে, সে দুইটী অনবরত নড়িতেছে। শূন্য-গর্ভ গোলকটী প্রথমে ভগাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া জরায়ু পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দেওয়া হয়, তাহার পর অপরটী প্রবেশ করাইয়া দেয়। জঙ্ঘা ও জঘনস্থলীর সামান্য চালনায় বা জঘন এবং জঙ্ঘার স্বতঃসঞ্জাত চালনায় বা স্ত্রী-অঙ্গের স্বতঃসঞ্জাত চালনায় ধাতুর গুলিটী বা পারদ নড়িতে থাকে। ইহাতে কামুকী রমণীর স্বতঃসুখানুভূতি হয়। এই গোলকটীর নাম 'রিন্-নো তামা' ইহা ভগাদের মধ্যে কাগজের ছিপি দিয়া আবদ্ধ থাকে। অধিকাংশ সময় রমণীগণ দোলা বা রকিং চেয়ারে বসিয়া দোল খাইতে খাইতে গোলকদ্বয়ের কম্পনজনিত সুখানুভব করে। এই সুখ ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া পরে চরম অবস্থায় উপনীত হয়। এই যন্ত্রের নাম সাধারণ অবস্থাপন্ন রমণীগণ জানে বটে কিন্তু বিলাসিনী গেইশা এবং গণিকাগণের মধ্যেই ইহার সমধিক প্রচলন। ইহার ব্যবহার এখন চীন অন্নাম প্রভৃতি অনেক প্রাচ্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। জাপানী রমণীগণ প্রায়শই কাগজ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত এঙ্গি [engi) নামক কৃত্রিম লিঙ্গ ব্যবহার করিয়া থাকে। জেকোলস্ (Jacoles) বলিয়াছেন, অৎজে দেশীয় তরুণীগণ মোমের অপদ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। চীনদেশে সূক্ষ্ম স্বর্ণ ও লোহিতাভ রজন বা জতুনির্ম্মিত অপদ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদেশে প্রাচ্যদেশ হইতে রিন্নো তামার ব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল, ইহাকে ফরাসীগণ "পম্‌দামুর" (pomnes d' amvur) বা 'প্রেমের গুলি' আখ্যা দিয়াছিল। বাৎস্যায়ন বলেন, স্ত্রীরাজ্য ও কোশল দেশীয় রমণীগণই সর্ব্বাপেক্ষা অপদ্রব্য ব্যবহার করে। বৃটিশ কলম্বিয়ায় একটা গল্প প্রচলিত আছে যে একটা বৃদ্ধারমণী একটা যুবতীর সহিত শৃঙ্গনির্ম্মিত অপদ্রব্য সাহায্যে রতিক্রীড়া করিয়াছিল। [অকুলীরত, ঔপরিষ্টক রাগ দ্র°]

(গ্রন্থপঞ্জী—বাৎস্যায়ন-কামসূত্রম্ ৫ ৬ ১ ২; ৪, ৬ ৫ ২৭, ২ ৬ ৬, ৭.২.১-২৮, Ezekiel Ch XVI V 17, Aristophanes—Lysistrata V 109; Herondas—Private conversation, Burchard—Penitential, chap 142 3; Nouvello dei Novizi by Fertini—7th ch, Novella XXXIX., Marie Anternette—Libertine, p 312, Havelock Elis—Psychology of Sex, Vol. 1)

অপদ্রাবক—(ত্রি) অপসারক, যে অপকর্ষণ করে, অপকর্ষণকারী।

অপদ্বার—(ক্লী) [অপকৃষ্টং দ্বারম্, প্রাদি বহুব্রী] মলদ্বার, যোনি। "অপদ্বারৈর্বীক্ষিতে নির্ব্বিষাস্থু" (সুশ্রুত ২ ২৪৫ ৭)

অপধা—(স্ত্রী) [অপ নিষেধার্থে ধা-ভাবে অঙ্] নিরোধ, অবরোধ। "গো উদাজদপধা বলস্য" (ঋক্ ২.১২ ৩)

অপধূম—(ত্রি) ধূমরহিত, যাহার ধূম নাই।

"কৃশানুরপধূমত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ প্রভাকরঃ" (রঘু ১০.৭৪)

অপধ্যান—(ক্লী) [অপকৃষ্টং ধ্যায়তে অপ-ধ্যৈ-ভাবে-ল্যুট্] অনিষ্টচিন্তন, পরের মন্দ ভাবনা করা। ২ বিরুদ্ধ চিন্তন।

অপধ্বংস—(পুং) [অপধ্বংস্যতে অপ-ধ্বন্‌স-ভাবে ঘঞ্] নাশ। "পথামপধ্বংসেনৈষিদ্রোবস্ত্রেণ" (অথর্ব্ব ৪ ৩৫) ২ অপমান। ৩ ধিক্কার। ৪ নিন্দা। ৫ অপঘাত। ৬ ক্ষরণ।

অপধ্বংসজ—(ত্রি) [অপধ্বংস-জন-ড] বর্ণসঙ্কর, কর্ণাদি, যাহার মাতৃকুল হইতে পিতৃকুল নীচ।

"শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।"

(মনু ১০.৪১)

অপধ্বংসিন্—(ত্রি) [অপধ্বংসয়তি অপ-ধ্বন্স-ণিচ্-ণিনি] যে বিনাশ করে। [অপ-ধ্বংস-ণিনি] ২ যে নষ্ট হয়। "সর্ব্বৈনসামপধ্বংসি জপ্যম্" (অমর)

অপধ্বস্ত—(ত্রি) [অপ-ধ্বন্স-ক্ত] পরিত্যক্ত। ২ নিন্দিত। ৩

চূর্ণীকৃত। ৪ বিকৃত। "মূর্খ অপধ্বস্তোহসি" (মৃচ্ছকটিক)

অপধ্বান্ত—(ক্লী) [অপকৃষ্টং ধ্বান্তং ধ্বনিতম্ অপ-ধ্বনস-ভাবে ক্ত ইড়ভাব] যে শব্দে কাঁসরের শব্দ আচ্ছাদিত হয়। (ছান্দোগ্যোপ° ২ ২২.১)

অপনয—(পুং) [অপ-নী-অচ্] দূরীকরণ। ২ খণ্ডন। ৩ দুষ্ট নীতি। "নয়াপনয়কোবিদ" (রামা° ৪ ১০ ১৬) ৪ অপকার। ৫ স্থানান্তরে লওয়া। 'শুল্কাপনয়:" (কাত্যা° শ্রৌ°২৫ ৪.৩৩)

অপনযন—(ক্লী) [অপ নী-ল্যুট] খণ্ডন। ২ দূরীকরণ। 'শ্রমাপনয়নৈ:" (রামা° ১ ৫৬ ১০) [করণে ল্যুট্] অপকারসাধন। "আত্মনশ্চাপনয়নং চিন্তয়ন" (রামা° ৭.৬৪ ১১) (ত্রি) [অপগতং নয়নং যস্য, বহুব্রী] ৩ নয়নহীন।

অপনস—(ত্রি) [অপগতা নাসিকা যস্য, বহুব্রী, নসাদেশশ্চ অচ্ "নাসিকায়া: সংজ্ঞায়াম্নসক্ষুলাৎ" (পা ৫ ৪ ১১৮)] যাহার নাসিকা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, যে নাসিকাহীন হইয়াছে। "চকারাপনসং মুখম" (ভট্টিকাব্য ৫ ৩১)

অপনামন্—(ক্লী) দুর্নাম, মন্দনাম। (পা ৬ ২ ১৮৭)

অপনিদ্র—(ত্রি) নিদ্রারহিত, নিদ্রাহীন, যাহার নিদ্রা নাই।

অপনির্ব্বাণ—(ত্রি) যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত।

অপনীত—(ত্রি) [অপ-নী ক্ত] অতিক্রান্ত, অপসারিত, খণ্ডিত, দূরীকৃত।

অপনুত্তি—(স্ত্রী) [অপ নুদ ক্তিন] দূরীকরণ, খণ্ডন।
"অমুক্তনিষ্কৃতীনাস্ত পাপানামপনুত্তয়ে' (মনু ১০ ২১০)

অপনুদ—(ত্রি) [অপ নুদ ক] দূরীকারক যে খণ্ডন করে। (রামা ২ ১ ৭৮)

অপনোদ—(পুং) [অপ নুদ ভাবে ঘঞ] খণ্ডন, দূরীকরণ।
বহ্মহত্যাপনোদায় (মনু ১১ ৭৫)

অপনোদক—(ত্রি) যে অপনোদন করে, অপনোদনকারী।

অপনোদন—(ক্লী) [অপ নুদ ল্যুট] দূরীকরণ, খণ্ডন।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং সর্ব্বপাপাপনোদন:
(মনু ১১ ২১৫ ; ১১ ২৫২)

অপনোদ্য—(ত্রি) অপনোদনার্হ, অপনোদনের উপযুক্ত, ক্ষালনোপযোগী। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫ ৪৩)

অপন্ন—(ত্রি) [পত ক্ত নিপাতনাৎ, নঞ তৎ] অপতিত।

অপণ্ণকজাতক—প্রাচীন কালে কাশীরাজ্যের রাজধানী বারাণসী নগরে বহ্মদত্ত নামে এক রাজা বাস করিতেন। ঐ সময়ে বোধিসত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বংশোচিত ব্যবসা বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়া নানা দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বারাণসীতে এক মূর্খ বণিকপুত্র বাস করিত।

একদা বোধিসত্ব বারাণসীর যাবতীয় পণ্য ৫০০ শকটে বোঝাই করিয়া বাণিজ্যার্থ বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইলে, দেখিয়া মূর্খ বণিক পুত্রও ৫০০ শকট বোঝাই করিল এবং এক সঙ্গে রওনা হইতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ব চিন্তা করিলেন এই সহস্র শকট লইয়া একরাস্তা ধরিয়া যাওয়া অতীব কষ্টকর, কারণ পথে একসঙ্গে এতলোকের আবশ্যকীয় খাদ্য ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করা অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত দ্বিসহস্র বলদের জন্য তৃণসংগ্রহও কঠিন। সুতরাং দুই দলের পৃথক ভাবে যাওয়াই শ্রেয়। এই ভাবিয়া বোধিসত্ব স্বীয় বাসনা মূর্খ বণিকপুত্রকে জানাইলেন এবং বলিলেন, ভাই। হয় তুমি আগে রওনা হও, নতুবা আমায় যাইতে দাও। মূর্খ বণিকপুত্র মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল অগ্রে রওনা হওয়ায় অনেক সুবিধা। বলদেরা পথে যথেষ্ট ঘাস পাইবে, শকটারোহিগণ শাক সামগ্রী ও তরিতরকারী পাইবে এবং সর্ব্বাগ্রে গেলে পণ্য দ্রব্যেরও উপযুক্ত মূল্য বা নির্দিষ্ট মূল্য লাভ হইবে। এই ভাবিয়া সে বলিল, ভাই আমি অগ্রে যাওয়াই স্থির করিয়াছি।

এদিকে বোধিসত্ব ভাবিলেন, পশ্চাতে যাওয়া ভাল। কারণ প্রথম দলের লোকেরা পূর্ব হইতে রাস্তার শকটের চাকা ... পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে এবং জল ভাব হইতে ... কূপ খনন করিয়া জল লইবে। পক্ষান্তরে ... বলদেরা ... আমার লোকেরা নূতন শাক ... পাইবে ... সমস্ত নবতৃণ ভক্ষণ করিবে ... পানীয় জল লাভ করিবে আমার পাক্ষেও তাই, ... পণ্য দর করিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইবে। ... স্থির করিয়া বলিলেন, ভাই সেই ভাল তুমি অগ্রে রওনা হও।

মূর্খ বণিকপুত্র সেই ক্ষণেই রওনা হইয়া পথ এবং লোকালয় ছাড়িয়া অরণ্য প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এ জঙ্গলের প্রথম ভাগে দস্যুগণ বাস করে। তৎপরে হিংস্র ব্যাঘ্রাদির বাস। তৎপশ্চাৎ জলহীন মরুভূমি চতুর্থভাগ দৈত্যগণের বাসস্থল। অতঃপর খাদ্যোপযোগী ফল মূল বিবর্জিত গভীর অরণ্যানী। মূর্খ বণিকপুত্র বনের চতুর্থভাগ অতিক্রম করিয়া মরুপথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে প্রচুর পানীয় সংগ্রহ করিয়া লইল। কিন্তু দৈত্যগণের ছলনায় পানীয়পূর্ণ পাত্রগুলি পরিত্যাগ করায় মরুভূমি মধ্যে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল। তখন দৈত্যের অনুচর তাহাকে ও তাহার লোকগুলিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

ইহার দেড় মাস পরে বোধিসত্ব রওনা হইলেন। দৈত্যপতি পূর্ব্ববৎ উহাকেও ভুলাইতে আসিল। বলিল অদূরে কুমুদ কহ্লারপূর্ণ সুবৃহৎ জলাশয় রহিয়াছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দৈত্যপতির দহ ছায়াহীন দেখিয়া

তিনি তাহাকে ভূতযোনি বলিয়া সন্দেহ করিলেন এবং বলিলেন জলাশয়ের নিকটে না পৌঁছাইয়া আমি এক বিন্দুজলও পরিত্যাগ করিব না। দৈত্যপতি অন্তর্হিত হইলে তিনি অনুচরগণকে সাবধান করিয়া দিলেন ও বলিলেন বৃষ্টি হইলে মেঘ দেখিতে পাইতাম, বাতাসে শীতলতা অনুভব করিতাম, তাহা ছাড়া দেখিতেছি উঁহার ছায়া নাই, সুতরাং তোমরা আমার বিনা অনুমতিতে বনের কোন ফল মূল গ্রহণ করিও না এবং জলের অপব্যয় করিও না। অতঃপর তাহারা কিয়দ্দূর গিয়া পূর্ব্বযাত্রী সানুচর বণিকপুত্রের ও বৃষাদির কঙ্কাল দেখিতে পাইলেন এবং সাবধানে সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া পরিত্যক্ত দ্রব্যপূর্ণ শকটগুলি লইয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয়পূর্ব্বক বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

অপন্নকসুত্ত—মজ্ঝিম-নিকায়ের অন্তর্গত সূত্রবিশেষ। তথাগত নির্জ্জনতা প্রিয় সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশিষ্ট গুণের আলোচনা করিয়া দেখিলেন উভয়ের ধর্ম্মের পার্থক্য অনেক—এক কথায় বলিতে গেলে উভয়ের ধর্ম্ম বিপরীত-পন্থী। এই দুই ধর্ম্মকে প্রকৃত ধর্ম্ম না বলিয়া সদ্ধর্ম্মকেই প্রকৃত-ধর্ম্ম বলিয়া ইহার গুণকীর্ত্তন করেন। (মজ্ঝিমনিকায়)

অপমগৃহ—(ত্রি) অংকিত গৃহ, য গৃহ নষ্ট হয় নাই।
(শুক্লযজুঃ ৬ ২৪)

অপপ—বৌদ্ধ নরকবিশেষ। অভিধর্ম্মকোষ ও চৈনিক বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, অপপ বিচিত্র পদ্মাদিতে পরিপূর্ণ। নানাজাতীয় উৎপল বা পদ্ম হইতে অপপের নামকরণ হইয়াছে। বৌদ্ধগণ অপপকে শাস্ত্রমতে নরক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

অপপাঠ—(পুং) [অপ অপকৃষ্টং পঠ্যতে অসৌ অপ-পঠ কর্ম্মণি ঘঞ্] যে শব্দের যেরূপ উচ্চারণ করা উচিত তাহার অন্যথাকে অপপাঠ বলে। ২ ভিন্নার্থ লিপি। "দ্বাদশাপপাঠা অস্য জাতাঃ" (পা ৪.৪ ৬৪) [ভাবে ঘঞ্] ৩ অশুদ্ধ পঠন।

অপপাত্র—(ক্লী) [অপ অপকৃষ্টং পাত্রং ব্যক্তিঃ প্রাদিস°] হেয় ব্যক্তি, নিন্দিত মনুষ্য। (ত্রি) [অপকৃষ্টং পাত্রং ভাজনং যস্য যেন যস্মাৎ বা] চণ্ডালাদি। চণ্ডালাদি যে পাত্রে ভোজন করে তাহা অশুদ্ধ হইয়া যায় এজন্য চণ্ডালাদির নাম অপপাত্র। "অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ (মনু ১০.৫১)

অপপাত্রিত—(ত্রি) [অপকৃষ্টং পাত্রং ভাজনং সঞ্জাতমস্য অপপাত্র-তারকাদি° ইতচ্] যাহারা ভোজন বা পান করিলে যে পাত্র অশুদ্ধ হয়, পতিত। উৎকট দোষের জন্য জ্ঞাতিরা যাহাদের অন্ন-জল পরিত্যাগ করিয়াছে। "অপপাত্রিতস্য রিক্থ-পিণ্ডোদকানি নিবর্ত্তন্তে" (আপস্তম্ব)

অপপাদত্র—(ত্রি) পাদুকাহীন, যাহার জুতা নাই।

অপপান—(ক্লী) নিকৃষ্ট পান, অনুচিত পান, খারাপ মদ্যাদি পান।

অপপিত্ব—(ক্লী) অপগমন, কুৎসিত গমন, অনিষ্ট-গমন।
'পুত্রা অপপিত্বং চিকিতুর্ন প্রপিত্বম' (ঋক ৩ ৫৩ ২৪)

অপপূত—(পুং) যাহার নিতম্ব দেশের গঠন ভাল নহে।
(পা ৬ ২ ১৮৭)

অপপ্রজাতা—(স্ত্রী) যে স্ত্রীর গর্ভপাত হইয়া গিয়াছে, নষ্টগর্ভা স্ত্রী। (সুশ্রুত ২ ১৯৮ ২১)

অপপ্রদান—(ক্লী) খারাপ দান, ঘুস দেওয়া।

অপপ্রয়োগ—(ত্রি) অশুদ্ধ প্রয়োগ, অসাধু শব্দপ্রয়োগ।

অপপ্রোষিত—(ক্লী) যে মন্দভাবে প্রোষণ করিয়া চলিয়া যায়, দুষ্টভাবে গমনকারী।
"মনসৈবাস্যানপপ্রোষিতং ভবতি" (শতপথব্রা° ১১ ৩ ১ ৫)

অপবর্হিস্—(ত্রি) [অপ অপগতং বর্হির্যত্র বহুব্রী] বর্হিস্ হোম-রহিত, যে যাগে বর্হিস্ হোম নাই। ২ যাহাদের বর্হিস্ হোম নাই।
"সোহপবর্হিষশ্চতুরঃ প্রযাজ যজতি" (শতপথব্রা° ৩ ৬ ১ ২৩)

অপবাহুক—(পুং) যাহার বাহু খারাপ হইয়া গিয়াছে নষ্টহস্ত।

অপভয়—(ত্রি) [অপগতং ভয়ং যস্য বহুব্রী] যাহার ভয় দূর হইয়াছে, ভয়হীন, ভয়শূন্য। "ততঃ প্রহস্যাপভয়ঃ পুরন্দরং" (রঘু ৩ ৫১)

অপভর্তৃ—(পুং) [অপ অপকৃষ্টো ভর্ত্তা, প্রাদিস°] মন্দ ভর্ত্তা, নিকৃষ্ট স্বামী।
"অপভর্ত্তা রপসো দৈব্যস্য" (ঋক ২ ৩৩ ৭)

অপভী—(ত্রি) [অপগতা ভীর্ভয়ং যস্য বহুব্রী] ভয়শূন্য, আশঙ্কা রহিত, নির্ভয়।

অপভীতি—(ত্রি) [অপগতা ভীতির্ভয়ং যস্য, বহুব্রী] নির্ভয়, নির্ভীক, ভয়রহিত।

অপভূতি—(স্ত্রী) [অপ অপকৃষ্টা ভূতির্বিভূতিঃ, প্রাদিস°] অপকৃষ্ট বিভূতি, মন্দ সম্পত্তি। "যমমী পুরোদধিরে ব্রহ্মাণমপভূতয়ে" (অথর্ব্ব ৫ ৮ ৫)

অপভ্রংশ—(পুং) [অপ-ভ্রন্শ ঘঞ্] ক্ষরণ, গলিয়া পড়া। "অত্যারূঢির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশনিষ্ঠা" (শকু° ৪ ৪৫)। [অপ-ভ্রংশতি বা অপভ্রংশতে অপ-ভ্রন্শ-কর্ত্তরি অচ্] ২ সাধু শব্দের বৈলক্ষণ্যযুক্ত শব্দ। যেমন মৎস্য সাধুশব্দ, মাচ ইহার অপভ্রংশ। "আভীরাদিগিরঃ কাব্যেষপভ্রংশগিরঃ স্মৃতাঃ" (দণ্ডী)

অপভ্রংশ,—অমরকোষে অপভ্রংশের ধাতুগত পর্য্যায়শব্দ—গ্রাম

ভাষা ও অপভাষা। অপভ্রংশ শব্দের অর্থ 'পতন' কিন্তু সাধারণতঃ ভাষাবিশেষ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অপভ্রংশ শব্দের উল্লেখ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আছে—"একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ তদ্‌যথা গৌরিত্যস্য শব্দস্য গাবী গোণী গোতা গোপোতালিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ।" সুতরাং এখানে সংস্কৃত শব্দের অপভ্রষ্ট ব্যবহারের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। এই অর্থে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'বিভ্রংশ' বা 'বিভ্রষ্ট' শব্দ ব্যবহৃত দেখা যায়। ভরত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া দেশভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে দেশভাষা ও অপভ্রংশ একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে বলভীর রাজা ধরসেন তাঁহার এক শিলালিপিতে অপভ্রংশে রচিত কাব্য-উল্লেখ করিয়াছেন—

"সংস্কৃতপ্রাকৃতাপভ্রংশভাষাত্রয়প্রতিবদ্ধপ্রবন্ধরচনা'।

এখানে যে অপভ্রংশ শব্দদ্বারা ভাষাবিশেষকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দণ্ডীর কাব্যাদর্শেও অপভ্রংশ শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—

"তদেতদ্বাঙ্ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চেত্যাহুরার্য্যাশ্চতুর্বিধং॥" (কাব্যাদর্শ ১ ৩২)

খৃষ্টীয় ৯ম শতকে রুদ্রট তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে অপভ্রংশ ভাষাসমূহের আরও বিশদ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মতেও অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে বিভিন্ন ভাষা ও তাহারও নানাভেদ আছে—যথা মহারাষ্ট্রী, মাগধী, পৈশাচী ও শৌরসেনী। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের সিদ্ধহেমচন্দ্র নামক গ্রন্থে অপভ্রংশ ভাষার বিস্তৃত বিবরণ ও ব্যাকরণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী দুই একখানি গ্রন্থে অপভ্রংশ শব্দের উল্লেখ থাকিলেও ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে প্রাকৃত ভাষাসমূহ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের পূর্ব্বে অপভ্রংশ রূপ গ্রহণ করে নাই। ঐ সময় হইতে অনুমান খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতক পর্য্যন্ত এই অপভ্রংশ ভাষাই নানা প্রদেশে কথ্য ভাষা ছিল। হয়ত একাদশ শতকের কিছু পূর্ব্ব হইতেই কথ্য ভাষায় অপভ্রংশরূপ বদলাইতে সুরু হইয়াছে ও প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে প্রাদেশিক ভাষা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অপভ্রংশভাষায় রচিত সাহিত্যও পাওয়া গিয়াছে। জৈন অপভ্রংশে (শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত) বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—যথা ধনবালের ভবিসত্তকহা, সন্ময়মঞ্জুরি, তিসট্ঠি মহাপুরিস গুণালঙ্কার ইত্যাদি। বাঙ্গলা ও মগধের নানাস্থানে খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকে অপভ্রংশ ভাষায় বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার কতকগুলি সম্পূর্ণ ও খণ্ডিত গ্রন্থ কিছুদিন পূর্ব্বে নেপালে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়। ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর হাজার বৎসরের পুরাতন বাঙ্গলা গান—ইহার মধ্যে সরহপাদ ও কাহ্নপাদের দোহাকোষ নামক গ্রন্থই অপভ্রংশ হইতেছে; প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "দোহাকোষ" এবং নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজে ডাকার্ণব দ্রষ্টব্য)। এই সকল গ্রন্থ মগধে রচিত হইলেও ইহার ভাষা মাগধী অপভ্রংশ নয়, শৌরসেনী অপভ্রংশ। মাগধী অপভ্রংশের নমুনা বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতা নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মাগধী অপভ্রংশ হইতে আসামী, বাঙ্গলা, উড়িয়া, মৈথিলী, মাগধী ও ভোজপুরিয়া প্রভৃতি অর্দ্ধমাগধী অপভ্রংশ হইতে আওধী, বাঘেলী প্রভৃতি, শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে কনৌজী, হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা প্রভৃতি মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ হইতে মরাঠী, কোঙ্কণী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান কালের প্রাদেশিক ভাষাগুলির প্রত্যেকটাই কোন না কোন অপভ্রংশ হইতে ও অপভ্রংশ ভাষাগুলি কোন না কোন প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত।

খৃষ্টীয় ১২শ শতকে পণ্ডিত শেষকৃষ্ণ তাঁহার প্রাকৃতচন্দ্রিকায় এইরূপ ২৭টী অপভ্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন—

"মহারাষ্ট্রী তথাবন্তী সৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকী মাগধী চৈব ষড়েতা দাক্ষিণাত্যজাঃ॥
ব্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ।
বার্ব্বরাবন্ত্যপাঞ্চালটাকমালবকৈকয়াঃ॥
গৌড়োড্রদৈবপাশ্চাত্যপাণ্ড্যকৌন্তলসৈংহলাঃ।
কালিঙ্গ্যপ্রাচ্যকর্ণাটাঃ কাঞ্চ্যদ্রাবিড়গৌর্জ্জরাঃ॥
আভীরো মধ্যদেশীয় সূক্ষ্মভেদব্যবস্থিতাঃ।
সপ্তবিংশত্যপভ্রংশা বৈতালাদিপ্রভেদতঃ॥"

মহারাষ্ট্রী, অবন্তী, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকী ও মাগধী এই ছয়টী দাক্ষিণাত্যদেশ জাত। এই ছয়টী হইতে ব্রাচণ্ড, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্ব্বর, আবন্ত্য পাঞ্চাল, টাক, মালব, কৈকয়, গৌড়, উড্র, দৈব, পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, সৈংহল, কালিঙ্গ্য, প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চ্য, দ্রাবিড়, গৌর্জ্জর, আভীর, মধ্যদেশীয় ও বৈতালাদিভেদে ২৭টী অপভ্রংশ; ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে।

অপভ্রংশিত—(ত্রি) বিকৃত, বিকারপ্রাপ্ত, যাহার বিকৃতি হইয়াছে।

অপভ্রষ্ট—(ত্রি) চ্যুত, প্রকৃতির বিপর্য্যয়, পতিত, যাহা অন্য প্রকার হইয়াছে।

"এসো চিত্ত শ্ব মজ্জাও ইত্যপভ্রষ্টবক্রয়া গিরা"

(কথাসরিৎ ১৭ ১৪১)

অপম—(ত্রি) [অপকৃষ্টরূপেণ মীয়তে গণ্যতে অপ মা-ক বাহু°] অপকৃষ্ট রূপে জাত। ২ নিকৃষ্টজাতি। "অনাশোশ্চিদবিত্তারাপমস্ত চিৎ" (ঋক্ ১০ ৩৯৮) [অপমীয়তে ভূগোলস্থ কার্য্যবিশেষায় পরিমীয়তে] ৩ ভূগোলের উপবিম্ব সূর্য্য গমনের বক্ররেখ। (Ecliptic)

"অহীনামপমা রথ স্বাণুমাবদথার্থৎ (অথর্ব ১০ ৪ ১)

অপমজ্যা—(স্ত্রী) [অপমস্ত ধনুরাকৃতিক্ষেত্র জ্যা মৌর্ব্বী] ভূগোলের ক্রান্তিবৃত্ত নামক জীবা, ভূগোলের বক্ররেখাবিশেষ, সূর্য্য-গমনের কল্পিত রেখা। (Ecliptic)

অপমণ্ডল—(ক্লী) [অপ অপক্রান্তং মণ্ডলাৎ ভূমণ্ডলাৎ নিরাদি তৎ, "নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা" (বার্ত্তিক পা ১ ৪ ৭৯)] ক্রান্তিবৃত্ত, খগোলের বলয়াকার রেখাবিশেষ।

অপমন্যু—(ত্রি) দুঃখরহিত, য দুঃখের বাহিরে, অদুঃখিত।

অপমর্দ্দ—(পুং) [অপ মৃদ ঘঞ্] বিলোড়ন, আন্দোলন।

"হয়হস্তিকরীশাভ্যামপমর্দ্দঃ কৃতো মহান"

(রামা° ৩২ ৭)

অপমর্শ—(পুং) [অপ মৃশ ঘঞ] নিন্দা। ২ অপহরণ। ৩ স্পর্শ।

অপমান—(পুং) [মন্যতে ভাবে করণে বা ঘঞ্ অপগতো মানঃ, প্রাদিস°] অনাদর। (ক্লী) [অপমীয়তে যেন অপমা করণে ল্যুট্] ২ হতমান, অবজ্ঞা।

"নাপমানঃ প্রয়োক্তব্যঃ কামক্রোধকৃতঃ ক্বচিৎ

(রামা° ১ ১২ ১৪)

অপমানিত—(ত্রি) [অপমানং সঞ্জাতমস্য, তারকাদি° ইতচ] যাহার অপমান করা হইয়াছে, অনাদৃত।

অপমানিন্—(ত্রি) যাহাতে অপমান আছে, অনঙ্কার্হ, অপমানী। "ভবজাপমানী" (সুশ্রুত ২ ১৬৯ ১৮)

অপমান্য—(ত্রি) নিন্দনীয়, অপমানযোগ্য, তিরস্কারের উপযোগ্য।

অপমার্গ—(পুং) [মার্গ্যতে অন্বিষ্যতে গম্যতে বা যেন মার্গ করণে ঘঞ্ অপকৃষ্টো মার্গঃ পন্থাঃ, প্রাদি স] কুৎসিত পথ।

অপমার্জ্জন—(ক্লী) [অপ-সর্ব্বতোভাবেন মার্জ্জনং অপ মৃজ ভাবে ল্যুট্ বৃদ্ধিঃ "মৃজের্বৃদ্ধিঃ (পা ৭ ২ ১১৪)] সংশোধন। (কাত্যা° শ্রৌ° ৯১০ ৫) ২ অধোদেশের মার্জ্জন। ৩ পাত্রাদি পরিষ্কার করা। "প্রোক্ষিতাভ্যামপমার্জ্জানম-প্রোক্ষিতাভ্যাম্" (শুক্লযজুঃ ৭ ১২ মহীধর)

অপমিত—(ত্রি) [অপ মা মাঙবেঙ বা ক্ত অ ইত্বম 'অতি ভূতি মাহামিতি ক্ষিতি।" (পা ৭ ৪ ৪০)] অবজ্ঞাত, অনাদৃত, যাহার অপমান করা হইয়াছে। ২ অপরিমিত। ৩ অপরিবর্ত্তিত।

অপমিত্য—(ত্রি) ঋণ, উত্তমর্ণ হইতে অধমর্ণ যে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাকে অপমিত্য কহে।

"অপমিত্যমপ্রতীত্তং যদস্মি" (অথর্ব ৬ ১১৭ ১)

অপমিত্যক (**আপমিত্যক**)—(ক্লী) [অপমিত্য বিনিময়েন আপ্তং অপ মা ল্যপ অপমিত্য ততো নিবৃত্তার্থে কক "অপমিত্য যাচিতাভ্যাং কককনৌ (পা ৪ ৪ ২১)] নিয়ম। ২ বিনিময়, পরিবর্তে কোন দ্রব্য বদল করিয়া যাহা পাওয়া যায়। ৩ ঋণ। "অপমিত্যকং পরিবর্ত্তো বিনিময়ঃ' (মেদিনী)

অপমুখ—(ক্লী) [অপ অপকৃষ্টং পরাভবদুঃখাৎ ম্লানং মুখম, প্রাদিস°] পরাবৃত্ত মুখ, ফিরান মুখ। (বি) [বক্তী] ২ ম্লান মুখযুক্ত, পরাঙ্মুখ। (পা° ৬ ২ ১৮৬)

অপমূর্দ্ধন্—(ত্রি) [অপ অপগতো মূর্দ্ধা মস্তকং যস্য, বহুব্রী] মস্তকরহিত, যাহার মাথা নাই। "অপমূর্দ্ধকলেবরম" (অমর)

অপমৃত্যু—(পুং)] অপ উদবন্ধনাদিনা অপকৃষ্টো মৃত্যু মরণং] গলায় দড়ী দিয়া মরণ জলে ডুবিয়া মরণ, বিষ খাইয়া মরণ। ২ পীড়াভিন্ন অস্বাভাবিক মৃত্যু।

"আয়ুর্দ্দেহি অপমৃত্যুপরিহারেণ (শুক্লযজুঃ ৩১০ মহীধর)

অপমৃত্যুঞ্জয়শান্তি—একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহা শৌনক কর্ত্তৃক লিখিত।

অপমৃত্যুপরিহারকস্তোত্র—অপমৃত্যুপরিহারকামনার কয়েকটী স্তোত্র।

অপমৃষিত—(ক্লী) [অপ মৃষ-ক্ত] অস্পষ্ট বাক্য, উচ্চারণহীন কথা। "অপমৃষিতং বাক্যং অবিস্পষ্টমিত্যর্থঃ" (সিদ্ধান্তকৌ°) (ত্রি) ২ অপমর্ষিত কাব্য। "মৃষস্তিতিক্ষায়াং (পা ১ ২ ২০)

অপযশ—(পুং) লাঞ্ছনা, অপকীর্ত্তি দুর্ণাম। ২ যাহার যশ নষ্ট হইয়াছে, নিন্দালাঞ্ছন।

অপযশস—(ক্লী) [অপ অপকৃষ্টং যশঃ প্রাদিস°] অকীর্ত্তি। "অপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা (ভর্ত্তৃহরি ২ ৪৫) (ত্রি) ১ [অপ গতং যশো যস্য যস্মাৎ বা বহুব্রী] কীর্ত্তিশূন্য, যশোহীন, নিন্দিত।

অপযশস্কর—(ত্রি) [যশঃ করোতি যশস্ কৃ-হেতৌ ট ; ততো অপ ন যশস্করঃ বিরোধে নঞ] অকীর্ত্তির হেতু, নিন্দাকারী, অখ্যাতিকর।

অপযাত—(ত্রি) প্রযাত, প্রস্থিত। ২ পলায়িত।

অপযাতব্য—(ত্রি) প্রযাতব্য, প্রস্থিতব্য "অপযাতব্যং নক্তং গুপ্তমিতব্যা" (কথাসরিৎ ১৩৯)

অপযান—(ক্লী) [অপ যা ভাবে ল্যুট] পলায়ন, অপক্রম। "অপ

যানেঽপি চ ভবান্ সমর্থোলঘুবিক্রমঃ" (রামা° ৩৪০২৯) [যায়তে যেন বা করণে ঘুট্ অপকৃষ্টং যানং যানং প্রাদিস°] হীনবাহন, মন্দ বাহন।

অপযোগ—(পুং) কুযোগ, কুসময়, মন্দক্ষণ।

অপর—(ক্লী) [ন প্রিয়তে পূর্য্যতে বা কর্ম্মাদি সম্যক সম্পন্নতে যেন যস্মাৎ বা পৃ পূ বা করণে অপাদানে বা অপ্ "ঋদোরপ" (পা ৩ ৩৫৭)] ১ হস্তীর পশ্চাদ্ভাগের পা। "বদ্ধাপরাণি" (মাঘ ৫ ৪৮)। ২ কৃষ্ণপক্ষ। "পক্ষৌ পূর্ব্বাপরৌ শুক্লকৃষ্ণৌ" (অমর)। (ত্রি) ৩ অধুনা, সম্প্রতি, একণে। ৪ অর্ব্বাচীন, অজ্ঞ, নিকৃষ্ট। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম" (গীতা ৭৫)

৫ পরদেশবর্ত্তী, পশ্চিমদেশবর্ত্তী। "ঘৃতাচীরস্তরা পূর্ব্বমপরক্ক কতুম" (ঋক ১০.১৩৯ ২)। (স্ত্রী) ৬ অপরদিক। ৭ পরকালবর্ত্তী ভিন্ন, ইত্যা। ষড়্ বংশো ধনবোঽপরে (মনু ১.৬১)

["পূর্ব্ব ইত্যাদি" (পা ১ ১ ৩৮) জস্ পরে থাকিলে পূর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয় ব্যবস্থা অর্থে। "স্বাভিধেয়াপেক্ষোঽবধিনিয়মো ব্যবস্থা (সিদ্ধান্তকৌ°)। শব্দার্থের সীমা অবধারণের নাম ব্যবস্থা। "সর্ব্বাদীনি সর্ব্বনামানি" (পা ১ ১ ২৭) সর্ব্বাদির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। এই সূত্রদ্বারা নিত্য সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে। কিন্তু ঙসি ও ঙি বিভক্তিতে অপরস্মাৎ অপরাৎ। অপরস্মিন অপরে। এইরূপ দুটী দুটী পদ হইবে। 'পূর্ব্বাদিভ্যো নবভ্যো বা" (পা ৭ ১ ১৬) পূর্ব্ব আদি নয়টী শব্দের উত্তর ঙসি ও ঙি স্থানে বিকল্পে স্মাৎ ও স্মিন আদেশ হয়।]

৮ উদয়াচল হইতে দূরদেশের নাম পর ও নিকটের নাম অপর। যে কালের মধ্যে অধিক সূর্য্যক্রিয়া থাকে তাহার নাম পর। আর যে সময়ের মধ্যে অল্প ক্রিয়া থাকে তাহাকে অপর কহে। [অপরত্ব দ্র°] অপর কালের উদাহরণ যথা—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ" (গীতা ৪ ৪)

পরে তোমার জন্ম এবং পূর্ব্বে সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে। (ত্রি) ৯ অল্প দেশে স্থিতরূপ ব্যাপ্য। সামান্য পদার্থের আর এক নাম জাতি। ন্যায়মতে সামান্য পদার্থ দুই প্রকার।—পর ও অপর। যে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে থাকে, তাহা সেই জাতি অপেক্ষা অপরা হয়। যেমন পটত্ব পটত্বাদিরূপ জাতি দ্রব্যত্বরূপ জাতি অপেক্ষা অল্পদেশে আছে, অর্থাৎ দ্রব্যত্ব ঘটপট সকল দ্রব্যেই আছে। কিন্তু পটত্ব কেবল ঘটে আছে। এজন্য দ্রব্যত্ব অপেক্ষা ঘটত্ব অপরা জাতি হইল। এই প্রকার ঐ দ্রব্যত্ব জাতিও সত্ত্বা অপেক্ষা অপরা জাতি। কারণ সত্ত্বা জাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থে আছে এবং দ্রব্যত্ব কেবল দ্রব্যে আছে।

১০ নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ। যেমন "অপরা ঋগ্বেদযজুর্ব্বেদসামবেদাথর্ব্ববেদ-শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দো-জ্যোতিষ-মিতি।" এই সমস্ত গুলি অপরা অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

অপরকর্ম্মন্—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবিষয়ক একখানি স্মার্ত্ত গ্রন্থ।

অপরকর্ম্মবিধান—একখানি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্মার্ত্ত গ্রন্থ।

অপরকান্যকুব্জ—(ত্রি) কান্যকুব্জের এক অংশ, এক অর্দ্ধ ভাগ (পা ৭ ৩ ১৪)

অপকায—(পুং) দেহের অংশ, শরীরের একার্দ্ধ, কায়ের এক ভাগ।

অপরকাল—(পুং) অন্য সময়, অন্যাবসর। 'অপরকালত্ব" (কাত্যা°শ্রৌ° ৫ ৪ ৩০)

অপরকৃষ্ণীয—কৃষ্ণভট্ট-বিরচিত একখানি স্মার্ত্ত গ্রন্থ।

অপরক্ত—(ত্রি) [অপ-রঞ্জ ভাবে ক্ত, অপগতং রক্তং অনুরাগো যস্য, বহুব্রী] বিরক্ত, অনুরাগশূন্য। [কর্ত্তরি ক্ত অপগতং রক্তং শোণিতং যস্য যস্মাৎ] ২ রক্তশূন্য। [অপগতো—রক্তো—লোহিত বর্ণোঽপগতং রক্তং কুঙ্কুমং রক্তচন্দনং নীলীবর্ণযুক্তং বা যস্মাৎ, বহুব্রী] ৩ লোহিত বর্ণশূন্য। স্বাসাপরক্তাধর" (শকুন্তলা) কুঙ্কুমশূন্য, রক্তচন্দনহীন নীলীবর্ণবিহীন। "রক্তং স্যাৎ কুঙ্কুমে তাম্রে প্রাচীনামলকেঽসৃজি। অনুরাগিণি নীল্যাদি রঞ্জিতে লাক্ষিতেঽন্যবৎ'। (বিশ্ব)।

অপবর্ক্রিয়া—ধর্ম্মশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ।

অপবগযা—মহাবস্তু হইতে জানিতে পারা যায়, বুদ্ধদেব পঞ্চ ও বর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট আপনার ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য উরুবিল্ব হইতে বাহির হন। তখন তাঁহারা বারাণসীধামে বাস করিতেছিলেন। উরুবিল্ব হইতে তিনি গয়ায় যান তথা হইতে অপবগয়ায় যান নাগরাজ সুদর্শন কর্ত্তৃক পূজিত হন। তিনি এই স্থানে আগমন করেন। তৎপরে তিনি বৈশালীতে যান। এইস্থান হইতে তিনি চন্দ্রচীন সহরে যান। এইখানে তিনি উপক নামক আজীবককে বলেন যে তিনি গুরুর সাহায্য না লইয়াই বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

অপবগাঙ্গেয—চোহানরাজ ৪র্থ বিগ্রহরাজের পুত্র। ইঁহার অপর নাম অমরগাঙ্গেয়, গঙ্গপাল, গঙ্গদেব এবং অমরগঙ্গ। বিগ্রহরাজের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই ইঁহার মৃত্যু হয়। পৃথ্বীরাজবিজয় গ্রন্থে (৮ম সর্গ) লিখিত আছে—

"সুতোঽপ্যপরগাঙ্গেয়ো নিস্নেহস্ত বিবিস্মৃতা।
নন্দিতং ববিবংশস্য পৃথ্বীরাজেন গঙ্গা" ॥(৫৪)

[বিগ্রহরাজ দ্র°]

অপরগোদান—(ক্লী) মহামেরুর পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী কোন দেশ।

অপরগোদান—বৌদ্ধ দেশবিশেষ। বৌদ্ধ ভৌগোলিকপদ্ধতিতে

মহাসাগর হইতে মেরুর উৎপত্তি হইয়াছে। উহার চতুর্দিকে গোলাকার পর্ব্বতমালাবেষ্টিত। প্রত্যেকটী পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে সমুদ্র এবং এই সমুদ্রদ্বারা একটী পর্ব্বত অপর পর্ব্বত হইতে স্বতন্ত্র। পর্ব্বতগুলির পরে সুবিশাল মহাসাগরে চারিটী দেশ—দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পূর্ব্বে পূর্ব্ববিদেহ, উত্তরে উত্তরকুরু ও পশ্চিমে অপরগোদান। তিব্বতে অপরগোদানকে নুব-বা-লগ স্প্যোদ বলা হয় কিন্তু তথায় উহার ভৌগোলিক নাম গোদা। বৌদ্ধশাস্ত্রে অপরগোদানকে অপরগোদানীয় বা অপরগোযানও বলে। এই দেশ গোলাকার। ইহার তিনটী দিক্ আছে; প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৭৫০০ পোরিষ বা ২৫০০ লীগ। স্থানীয় অধিবাসী মনুষ্যের আয়ু ৫০০ বৎসর এবং উচ্চতা ১৬ ফিট্ পর্য্যন্ত।

অপরগোয়ান—একটী দেশ। সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে লিখিত আছে, এই অপরগোয়ান দেশ হাজার যোজন বিস্তৃত।
(সুমঙ্গলবিলাসিনী ২.৩২৩ পৃঃ)

অপরচীন—(পুং) অন্যভাবে পরিচিত, অপরের দ্বারা পরিচিত। (রামা° ৪.৪৪.১৪)

অপরজ—(পুং) [অপরস্মিন্ পশ্চাৎ কালে জায়তে জন-ড, ৭তৎ] পরকালজাত। ২ রুদ্রবিশেষ।
"পূর্ব্বজায় চাপরজায় চ নমঃ" (শুক্লযজুঃ ১৬.৩২)

অপরজন—(ত্রি) পশ্চিম-দিগ্‌বাসী, যে পশ্চিম দিকে বাস করে। "আজানেয়ানপরজনে" (কাত্যা° শ্রৌ° সূ° ২২.২.২৩)

অপরজস্—(ত্রি) [অপগতং রজো রেণুর্ধূলিঃ রক্তং রজোগুণো বা যস্মাৎ, প্রাদি বহুব্রী] রেণুশূন্য, ধূলিরহিত। ২ রক্তশূন্য। (স্ত্রী) ৩ বিগতঋতুকা স্ত্রী। ৪ রজোগুণাতীত।

অপরজস্ক—(ত্রি) [অপগতং রজো-রেণুর্ধূলিঃ রক্তং গুণ-বিশেষো বা যস্য যস্মাদ্বা, প্রাদি বহুব্রী] রেণুরহিত, ধূলিশূন্য। ২ রক্তহীন। ৩ রজোগুণবর্জ্জিত। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ ঋতুরহিতা স্ত্রী।

অপরত—(ত্রি) বিরত, কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত।

অপরতা—(স্ত্রী) আপন। পরতা অর্থাৎ ভিন্নতারহিত। ২ শত্রুতা-ভিন্ন।

অপরতাল—(পুং) রামায়ণে বর্ণিত হিমালয়স্থ জনপদবিশেষ। (রামা° ২.৬৮.১২)

অপরতি—(ত্রি) [অপগতা রতিঃ রাগো রতং বা যস্য। প্রাদি বহুব্রী] অনুরাগশূন্য। ২ মৈথুনরহিত। ৩ বিরতি, বিরাগ।
"রতিঃস্মর-স্ত্রিয়াং রাগে রতে" (হেম)

অপরতিপি (অন্দি)—সিংহভূম জেলাবাসী হো জাতির মধ্যে প্রচলিত এক প্রকার বিবাহ। কন্যাকে লইয়া পলায়ন বা অপহরণ দ্বারা যে বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহাই অপরতিপি অন্দি। হো-দের মধ্যে কন্যার পণ খুব বেশী, সেই জন্য এই প্রকার বিবাহ ইহাদের সমাজে অনেক হয়। কোথাও প্রণয়ী ও প্রণয়িনী গোপনে পলায়ন করিয়া স্বামি-স্ত্রীবৎ বাস করে। কোথাও বা প্রণয়ী তাহার প্রেমাস্পদকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া রাখে। সমাজে কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে না। পরে স্ত্রীর সন্তান জন্মিলে স্বামী স্ত্রীর পিতা বা অভিভাবককে কন্যাপণ দিয়া থাকে। তখন সমাজে ভোজ দেওয়াও আবশ্যক হয়।

অপরতী—(স্ত্রী) ব্যভিচারিণী, স্বেচ্ছানুযায়ী যে উপপতি করে।

অপরত্র—(অব্য) [অপরস্মিন্ কালে দেশে বা অপর-ত্রল্] অপরকালে। অপরদেশে। [অন্যত্র দ্র°]

অপরত্ব—(স্ত্রী) [অপরস্য ভাবঃ অপর ভাবে ত্ব] অপরের ভাব। অপরের ধর্ম্ম। বৈশেষিক গুণবিশেষ।

পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার—দৈশিক ও কালিক। দৈশিক পরত্ব দূরত্ব। দৈশিক অপরত্ব নিকটত্ব। কালিক পরত্ব জ্যেষ্ঠত্ব, অপরত্ব কনিষ্ঠত্ব। দৈশিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি অধিক সূর্য্য-সংযোগব্যবধানজ্ঞান ও অল্প সূর্য্যসংযোগব্যবধান জ্ঞান হইলে হয়। যেমন পাটলিপুত্র হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর অর্থাৎ দূর এবং পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগ অপর অর্থাৎ নিকট। এস্থলে কাশী ও পাটলিপুত্র এই উভয়ের মধ্যে যত সূর্য্য-সংযোগ আছে, পাটলিপুত্র ও প্রয়াগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক সূর্য্য-সংযোগ আছে, এজন্য পাটলিপুত্র হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগে পরত্ব জ্ঞান হইল এবং পাটলিপুত্র হইতে কুরু-ক্ষেত্র অপেক্ষা প্রয়াগে অপরত্ব জ্ঞান হইল। কালিক পরত্ব ও অপরত্বের উৎপত্তি অধিক সূর্য্যক্রিয়া ব্যবহিত উৎপত্তি জ্ঞান ও অল্প সূর্য্যক্রিয়াব্যবহিত উৎপত্তি জ্ঞান হইলে হয়। যেমন কনিষ্ঠের উৎপত্তিকাল মধ্যে যত সূর্য্যক্রিয়া হইয়াছে, তদপেক্ষা জ্যেষ্ঠের উৎপত্তি কালমধ্যে অধিক সূর্য্যক্রিয়া হইয়াছে, এই জ্ঞান হইলে জ্যেষ্ঠে পরত্বজ্ঞান ও কনিষ্ঠে অপরত্বজ্ঞান হয়। দৈশিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি মূর্ত্ত পদার্থে হয়। কালিক পরত্বাপরত্বের উৎপত্তি জন্য পদার্থে হয়। এজন্য উহার সমবায়িকারণ মূর্ত্ত ও জন্য। অসমবায়ি-কারণ মূর্ত্তের সহিত পূর্ব্বাদি দিকের সংযোগ ও জন্যের সহিত কালের সংযোগ, নিমিত্তকারণ ও পূর্ব্বোক্ত দ্বয়ত্ব জ্ঞান এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলে ঐ পরত্বাপরত্বের নাশ হয়।

অপরদক্ষিণ—(অব্য) [অপর চ দক্ষিণা চ অব্যয়ী°, পূর্ব্বপদস্য পুংবদ্ভাবঃ, পরপদস্য ক্লীবত্বাৎ হ্রস্বঃ—"তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ" (পা ২.১.১৭)]। পশ্চিম ও দক্ষিণের মধ্যস্থিত কোণ, নৈর্ঋত কোণ।

অপরদিশা—(পুং) পশ্চিমদিক্।

অপরনন্দা—অলকানন্দার নামান্তর। [অলকানন্দা দ্র°] ইহা একটী পৌরাণিক দেশ। কৈলাস পর্ব্বতের অলকার দুই পার্শ্বে নন্দা ও অলকানন্দা বা অপরনন্দা অবস্থিত [মহা° বনপ ১০৯ অ°, ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৩ অ°]

অপরনিদাঘ—(পুং) গ্রীষ্মকালের শেষ, গ্রীষ্মাবশেষ।

অপরপক্ষ—(পুং) [অপরশ্চাসৌ পক্ষশ্চেতি কর্ম্মধা°] শেষপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ। (শতপথব্রা° ৬।৭।৪।৭, বৃহদারণ্যকোপ° ১১।৫ নিরুক্ত ৬।১১) "পক্ষৌ পূর্ব্বাপরৌ শুক্লকৃষ্ণৌ (অমর)। "অপরপক্ষে যদহঃ সম্পদ্যতে অমাবস্যায়াঃ বিশেষেণ।" (নিগম) কৃষ্ণপক্ষে যে কোন তিথিতেই শ্রাদ্ধ করিতে পারে, অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে বিশেষ ফল হয়। ("পূর্ব্বঃ পক্ষো দেবানামপরঃ পক্ষঃ পিতৃণাম্।" (শ্রুতি)। শুক্লপক্ষ দেবতাদের, কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের। ব্রহ্মা প্রথমে শুক্লপক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে তিনি কৃষ্ণপক্ষের সৃষ্টি করেন বলিয়া ইহার নাম অপরপক্ষ হইয়াছে। যথা ব্রহ্মপুরাণে,—

"চৈত্রে মাসি জগদ্ব্রহ্মা সসর্জ্জ প্রথমেঽহনি।
শুক্লপক্ষে সমগ্রন্তু তদা সূর্য্যোদয়ে সতি॥"

[পিত্রুদ্দেশ্যকদানায় নাস্তি পরঃ শ্রেষ্ঠো যস্মাৎ স চাসৌ পক্ষশ্চেতি।] মুখ্যচান্দ্র ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষ গৌণচান্দ্র আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ।

"নভস্যস্যাপরে পক্ষে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে।
নৈব নন্দাদিবর্জ্জং স্যান্নৈব বর্জ্জ্যা চতুর্দ্দশী।" (কৃষ্ণাজিনি)

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতি তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। তাহার নন্দাতে (প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠীতে) এবং চতুর্দ্দশীতেও শ্রাদ্ধ করিবার নিষেধ নাই। অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ, প্রেতপক্ষ, পিতৃপক্ষ অপরপক্ষের শাস্ত্রে কয়েকটি বচন আছে এবং উহার প্রতি তিথিতে তর্পণ করিতে হয়।

অপরপক্ষীয়—(ত্রি) অপর পক্ষের, ভিন্নপক্ষের, শত্রুপক্ষের।

অপরপঞ্চাল—(পুং) [অপরশ্চাসৌ পঞ্চালশ্চেতি, কর্ম্মধা] পঞ্চালদেশের পশ্চিমাংশ, পশ্চিম পঞ্চাল। (পা ৬।২।১০৩) [পঞ্চাল দ্র°]

অপরপর—(ত্রি) আর এক, দ্বিতীয়, কোনও। (পা ৬।১।১৪৪)

অপরপর্য্যট—(পুং) রামায়ণ-বর্ণিত দেশবিশেষ। ঐল নামক গ্রামের নিকটে প্রবাহিত নদীর পরপারে ঐ গ্রাম বর্ত্তমান ছিল। (রামা° ২।৭১।৩)

অপরপ্রয়োগ—আপস্তম্বীয় আশ্বলায়ন ও শৌনকমতাবলম্বী, তিন খানি স্মার্ত্ত গ্রন্থ।

অপরপ্রয়োগকারিকা—আশ্বলায়নীয় একখানি স্মৃতিবিষয়ক কারিকা।

অপরপ্রয়োগদর্পণ—শ্রীনিবাস রাঘবাচার্য্য রচিত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

অপরপ্রয়োগসার—একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

অপরবল—(ত্রি) উদ্ধতস্বভাব, বলী, বলবান।

অপরভাব—(পুং) একতাভিন্ন, অন্যপ্রকার ভাব, বিভিন্ন প্রকার ভাব। (নিরুক্ত ১৩)

অপরমন্দার—জনপদভেদ। মন্দারের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। [মন্দার দ্র°]

অপরঞ্চ—[দেশজ] ইহা ভিন্ন, অপর কিছু, আরও।

অপররাত্র—(পুং) [অপরং রাত্রেঃ একদেশিতৎ অচ্ স°] রাত্রির শেষ। রাত্রির শেষভাগ 'অপররাত্রঃ'। (মুগ্ধ°) "অহঃ সর্ব্বৈকদেশসংখ্যাতপুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ" (পা ৫।৪।৮৭) ['রাত্রাহ্নাহাঃ পুংসি' (পা ২।৪।২৯) দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ সমাসে রাত্রান্ত, অহ্নান্ত এবং অহান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ হয়।]

অপরলোক—(পুং) স্বর্গ। ২ পরলোক। ৩ অন্য লোক।

অপরব (পুং)। [অপকৃষ্টো রবঃ অপ রু-অপ্, প্রাদি স°] অকীর্ত্তি, অপযশ।

অপরবক্ত্র (স্ত্রী) [অপরং বক্ত্রাৎ] বক্ত্র হইতে ভিন্ন বৃত্ত। এক প্রকার ছন্দ ছন্দোমঞ্জরীতে লিখিত অর্দ্ধসম বৃত্তবিশেষ।

"অযুজি ননরলা গুরুঃ সমেতদপরবক্ত্রমিদং নজৌ জরৌ"। (ছন্দোমঞ্জরী ১৪)

অপরবৎ—(ত্রি) অশেষ যুক্ত অসীম, অনন্ত। "তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বম-পরবৎ" (শতপথব্রা ১০।৭।৫।১)

অপরবর্ষা—(স্ত্রী) বর্ষা ঋতুর অন্তিম ভাগ, বর্ষাকালের শেষ।

অপরবল্লভ—(পুং) অপরের প্রিয়, অন্য যাহার প্রিয়।

অপরবিদেহ—বর্ত্তমান রংপুর দিনাজপুরের প্রাচীন নাম। (ললিতবিস্তার)

অপরাবধি—আপস্তম্বীয় মতানুযায়ী একখানি শ্রৌতকল্পের গ্রন্থ।

অপরবৈরাগ্য—(স্ত্রী) [বিরাগ এবং বিরাগ ভাবের্-যৎ ততোঽপরঞ্চ তদ্বৈরাগ্যঞ্চেতি কর্ম্মধা] আর এক বৈরাগ্য। পতঞ্জলি মুনি-কথিত বৈরাগ্যবিশেষ।

অপরশ—[দেশজ] স্পর্শের অযোগ্য, অস্পৃশ্য, অশুচি।

অপরশরৎ—(স্ত্রী) শরৎকালের শেষভাগ, শরৎ ঋতুর অন্তিম ভাগ।

অপরশিঙ্গভট্টীয়—শিঙ্গভট্ট বিরচিত একখানি স্মৃতি-প্রয়োগ।

অপরসক্থ—(স্ত্রী) উরুদেশের পশ্চাদ্ভাগ।

অপরসূত্র—আপস্তম্বীয় একখানি গ্রন্থ।

অপরসৈনিয়—বৌদ্ধধর্ম্মের একটী মতবাদ। সম্রাট্ অশোকের পরে এই মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

ডা. বিমলাচরণ লাহা তাঁহার "A History of Pali Literature" পুস্তকের প্রথমখণ্ডে অভিধর্ম্মপিটকের কাল নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, একথা যথার্থ যে অভিধর্ম্ম-পিটকের সাতখানি পুস্তকই সর্ব্বজনাবদিত ছিল, বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীরা যত্নের সহিত উহা পাঠ করিত এবং হিমালয় বিহারে উহা পঠিত হইত। যখন খৃষ্টীয় প্রথম শতকে মিলিন্দ পনহ রচিত হইয়াছিল এবং সিংহলের রাজা ওট্টগামণী রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময় এই পুস্তকগুলি লিখিত-পালি ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তর্গত ছিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে, অভিধর্ম্ম পিটক পুস্তকরচন কাল কতদূর পশ্চাতে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। তৃতীয় বা পঞ্চম অভিধর্ম্ম পুস্তকখানি অশোকের যুগে লিখিত হইয়াছে বলিয়া একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই পুস্তকের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, কথাবত্থু যেই সময় রচিত হইয়াছে সে সময় বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্যদেশের সীমা অতিক্রম করে নাই অর্থাৎ মধ্যদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে মাত্র। বুদ্ধঘোষের ভাষ্য কথাবত্থু হইতে জানিতে পারা যায় যে, হেমবত, উত্তরাপথক, বাজিরিয়, বেতুল্লক, অন্ধক, পূর্ব্বশেলিয় ও অপরশেলিয় মতের কথাও ইহাতে আছে। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, অশোকের সময় কথাবত্থুর শেষ হয় নাই—তাহার পরেও কথাবত্থুর রচনা চলিয়াছিল। অশোকের সময় ইহার রচনা আরম্ভ হইয়াছিল বটে কিন্তু পরবর্ত্তী বৌদ্ধ মতবাদগুলি প্রচলনের পর ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অভিধম্ম-পিটকের প্রথম পুস্তক হইতে সম্ভবতঃ "পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি" এবং শেষ পুস্তক হইতে কথাবত্থু"।

অপরস্পর—(ত্রি) [পর কর্ম্মব্যতিহারে (একজাতীয় ক্রিয়া করণে) দ্বিত্ব° পূর্ব্ব পদে স্যুঃ কস্কাদি° বিসর্গ সত্ব, ততো ন পরস্পরং। ৬ তৎ] পরস্পর নহে। (ক্লী) [অপরশ্চ পরশ্চ ক্রিয়া সাতত্যে সুট্ নিপাতাতে] ২ ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ। সর্ব্বদা ক্রিয়া। (ত্রি) ৩ সর্ব্বদা ক্রিয়াবিশিষ্ট। অপরস্পরাঃ সার্থা গচ্ছন্তি। সন্ততমবিচ্ছেদেন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এক কালীন গমন বুঝাইলে সুট হইবে না, তাহাতে অপরপরা গচ্ছন্তি এইরূপ হইবে। "অপর স্পরা ক্রিয়া সাতত্যে।" (পা ৬ ১ ১৪৪)

অপরস্বস্তিক—(ক্লী) পশ্চিম চক্রবাল, পশ্চিমদিঙ্মণ্ডল। ২ আকাশের পশ্চিমাংশ।

অপরহেমন্ত—(পুং) শীতের প্রারম্ভ, হেমন্তের শেষ।

অপরহৈমন—(ত্রি) [অপরহেমন্তে ভবম্ অপর-হেমন্ত ভবার্থেহণ, তলোপঃ উত্তরপদবৃদ্ধিশ্চ] হেমন্তের শেষ জাত। শেষ হেমন্তে জাত। "সর্ব্বত্রাণ চ তলোপশ্চ" (পা ৪।৩।২২)

অপরা—(স্ত্রী) [পিপর্ত্তি গুরুং যথাবৎ পালয়তি পৃ পালনে কর্ত্তরি অপ্ স্ত্রীত্বাৎ টাপ্ পরা, নাস্তি পরা গুরুপ্রতিপালিকা যস্যাঃ, নঞ্ বহুব্রী] যাহা অপেক্ষা গুরুপ্রতিপালিকা স্থান আর নাই, জরায়ু। অথবা [অপং গুরুং রাতি গৃহ্নাতি রা ক টাপ্, -যদ্বা পৃ পূর্ত্তৌ ভাবে অপ টাপ্ পরা, নাস্তিপরা পূর্ত্তি অবয়বস্য যস্যাঃ] সন্তানের অবয়ব পূরণে যে স্থান অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টস্থান নাই। জরায়ুতেই প্রথমে অবয়বের পূরণ হয়। [অন্তঃসত্ত্বা দ্র°]।

"অর্ব্বাচীনেঽপরং প্রাহুর্জরায়ৌ চাপরাষপি" (বিশ্ব)।

উদয়াচল হইতে অধিক দূরবর্ত্তী পশ্চিম দিক্। [নাস্তি পরা শ্রেষ্ঠা যস্যাঃ] যাহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই।

অপরাগ—(পুং) [রঞ্জনং রঞ্জ্যতেঽনেন বা রঞ্জ-ভাবে করণে বা ঘঞ্ নলোপো বৃদ্ধিঃ কুত্বঞ্চ। অপ অপগতো রাগঃ প্রাদি স°] বিরাগ। "অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ" (মনু ৭ ১৫৪) "ঘঞি চ ভাবকরণয়োঃ।" (পা ৬ ৪ ২৭) [অপগতো রাগো যস্য যস্মাদ্বা, প্রাদি বহুব্রী] ২ লোহিতাদি রঙহীন। ৩ গান্ধারাদিরাগরহিত। ৪ ক্লেশরহিত। ৫ অনুরাগশূন্য। ৬ মৎসরহীন "রাগঃ স্যাল্লোহিতাদিষু। গান্ধারাদৌ ক্লেশাদিকাঽনুরাগে মৎসরে নৃপে" (হেম)।

অপরাগ্নি—(পুং) [অপরশ্চ অগ্নিশ্চ দ্বন্দ্ব ১ ব°] গার্হপত্য অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি। (কাত্যা°শ্রৌ° সূ° ৪ ১৩ ১২) [অপরস্যা দূরদিশঃ পশ্চিমদিশো বা অগ্নিঃ। ৬ তৎ ১-ব°]। দূরের অগ্নি, পশ্চিম দিকের অগ্নি, নিকটের অগ্নি (বাচস্পতি)।

অপরাঙ্গ—(ক্লী) [অপরস্য রসাদেরঙ্গং। ৬ তৎ] গুণীভূত ব্যঙ্গ কাব্যবিশেষ। "অগূঢ়পরস্যাঙ্গম" (কাব্যপ্র°) আর একটী রসাদির অঙ্গ যেখানে অব্যক্ত না থাকে। "অয়ং স রশনোৎকর্ষী ইত্যাদি" এই হাতখানি আমার চন্দ্রহার ধরিয়া টানিত। এখানে করুণরস-প্রধান হইলেও শৃঙ্গার রসও বেশ ব্যক্তরূপে বুঝা যাইতেছে। এখানকার শৃঙ্গার রস অপর করুণ রসের অঙ্গ হইয়াছে।

অপরাঙ্মুখ—(ত্রি) [পরাক্ মুখং যস্য তৎ পরাঙ্মুখং ততো নঞ্-তৎ] অনিবৃত্ত। ২ কর্ত্তব্যবিষয়ে বিমুখ নহে। (স্ত্রী) [সাঙ্গত্বাৎ ঙীপ] অপরাঙ্মুখী।

অপরাচ্—(ত্রি) [পরা অঞ্চতি নিবর্ত্ততে পরা অঞ্চ-ক্বিন্ ন লোপে পরাচ্। ন পরাচ্ নঞ্-তৎ]। অনিবৃত্ত, অপরাঙ্মুখ। "ঋত্বিগিত্যাদি।" (পা ৩ ২ ৫৯) (স্ত্রী) ঙীপ্ পরাচী।

অপরাজিত—(পুং) [পরা জি-ক্ত ন পরাজিতঃ নঞ্-তৎ]। বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ ঋষিবিশেষ। (ত্রি) ৪ পরাজিত নহে। "বসুমাদং জেতারম পরাজিতং" (ঋক্ ৫ ২৫ ৬) "অয়ং লোকঃ প্রিয়তমো দেবানাম পরাজিতঃ" (অথর্ব ৫.৩০ °১৭) 'অপরাজিতোঽস্ম্যতে হরে'। (হেম)।

৫ দূর্ব্বা। ৬ শেফালিকা। ৭ জয়ন্তীবৃক্ষ। ৮ অসনবৃক্ষ। ৯ শঙ্খিনীবৃক্ষ। ১০ হবুষা বৃক্ষ। ১১ শণপর্ণী।

অপরাজিত (অপরাজিৎ)—দাক্ষিণাত্যের শিলাহার-রাজবংশের অনৈক নৃপতি। ইঁহার পিতার নাম ১ম বজ্রদেব। ইঁহার দুইপুত্র, ২য় বজ্রদেব ও অরিকেশরী। ভের নামক স্থানে অপরাজিতের একখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপির তারিখ ৯১৯ শকাব্দ (৯৯৭ খৃষ্টাব্দ) এই লিপিতে অপরাজিৎ 'বিরুদ্ধকরাম' বিরুদে উল্লিখিত। অপরাজিতের পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বজ্রদেব ও তৎপর তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র অরিকেশরী রাজত্ব করেন। [শিলাহার দ্র°]

অপরাজিত$_2$—মেবারের প্রসিদ্ধ গুহিলবংশীয় একজন রাজা। ইঁহার বংশধর আজ পর্যন্ত মেবারের রাণারূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইনি শিলাদিত্য বা শিলরাজের ত্যক্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার সামোলিলিপি ৭০৩ বিক্রমসংবতে উৎকীর্ণ দেখা যায়। কিন্তু অপরাজিতের সহিত শিলাদিত্য বা শিলের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। উদয়পুরের অপর একখানি প্রস্তরলেখ অপরাজিত কর্তৃক ৭১৮ বিক্রমসংবতে (৬৬১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়।

অপরাজিত$_3$—একজন শ্রুতকেবলী, জৈনদিগের পঞ্চ শ্রুতপারগ (শ্রুতকেবলীর) মধ্যে ইনি তৃতীয়। পঞ্চ শ্রুতকেবলীর নাম—নন্দী নন্দীমিত্র, অপরাজিত, গোবর্দ্ধন, ও ভদ্রবাহু। [শ্রুতকেবলী দ্র°] ভাণ্ডারকরের রিপোর্টে প্রদত্ত দিগম্বর-সম্প্রদায়ের তালিকায় জৈন নন্দী হিন্দুদেবতা বিষ্ণুর রূপান্তর বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

অপরাজিত$_4$—একজন কবি। ইনি 'মৃগাঙ্কলেখকথা' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। 'কর্পূরমঞ্জরী' গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকর্তা রাজশেখর ইঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অপরাজিতপৃচ্ছা—ভবদেব লিখিত একখানি স্থাপত্য (শিল্প) বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির কতকাংশ এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে (৬২৯ নং) সংরক্ষিত আছে। এই গ্রন্থ 'জ্ঞানরত্নকোষ' নামেও পরিচিত। তন্ত্রের আদর্শে গ্রন্থখানি লিখিত, তবে ইহার বক্তা শিব নহেন, বিশ্বকর্ম্মা। ইহাতে ৩৫টী সূত্র আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি অপর গ্রন্থ হইতে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে মাত্র। এই সকল সূত্রে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পের আলোচনা আছে।

অপরাজিতরক্ষিত—একজন প্রাচীন কবি।

অপরাজিতবাস্তুশাস্ত্র—বিশ্বকর্ম্মবিরচিত একখানি বাস্তুশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ।

অপরাজিতা (স্ত্রী) [ন পরাজিতা, নঞ্-তৎ, ন পরৈঃ শত্রুভিঃ আ সম্যক্ জিতা, ৩-তৎ, ন পরাজিতং পরাজয়ো যস্যাঃ, নঞ্-বহুব্রী°] দুর্গা। বিজয়া দশমীর দিবসে অপরাজিতা দুর্গার পূজা হয় বলিয়া বিজয়া দশমীর নাম অপরাজিতা।

২ ঈশানকোণ। "ন পরাজয়ন্ত সৈষা দিগপরাজিতা" (ঐতরেয়ব্রা° ১৪)

৩ এক প্রকার ছন্দ। যাহার প্রতি চরণে চৌদ্দটী অক্ষর থাকে, সেই বৃত্তের নাম অপরাজিতা। "ননরসলঘুগৈঃ স্বরৈরপরাজিতা" (বৃত্তরত্নাকর)। যে বৃত্তের প্রথমে দুইটী নগণ পরে ক্রমে রগণ এবং সগণ, তৎপরে একটী লঘু, তৎপরে যদি একটী গুরুস্বরযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহার নাম অপরাজিতা।

৪ বাতক। ৫ শীতল। ৬ রক্তনিয়া ঘাস।

"আম্বাতকঃ শীতলোঽপরাজিতাঽশনপর্ণ্যপি" (অমর)

৭ জয়ন্তীবৃক্ষ। ৮ অশনপর্ণী। ৯ স্বল্পফলা। ১০ শেফালী। ১১ শমীবিশেষ। ১২ শঙ্খিনী। ১৩ হবুষাবিশেষ।

[অপরাজিত দ্র°]

[অ. বিষ্ণুঃ পরাজিততুল্যবর্ণত্বা যয়া ৩ বহুব্রী] ১৪ অপরাজিতা নামক লতা ও তাহার ফুল।

অপরাজিতার বৈজ্ঞানিক নাম Clitoria ternatia। এই লতা ও পুষ্প ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখা যায় এবং লোকে সখ করিয়া বাগানে রোপণ করে। ইহার ফুল নীল ও শ্বেতবর্ণ।

ইহার পর্য্যায়—আস্ফোতা গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা, বক্ষী, অশ্বখুরী, শ্বেতা, শ্বেতস্পন্দা, গবাদনী, আদ্রকর্ণী, কটভী, দধিপুষ্পিকা, গর্দ্দভী, সিতপুষ্পী, শ্বেতস্পন্দা, ভদ্রা, সুপুত্রী, বিষহন্ত্রী। নগপর্য্যায়—কর্ণী অর্থাৎ পর্ব্বতের যত প্রকার নাম আছে তাহার সঙ্গে কর্ণী যোগ করিলে অপরাজিতা কে বুঝায়। অশ্বাহ্বা দশপুরা।

শ্বেত অপরাজিতার অন্য নাম শ্বেতগিরিকর্ণিকা ও অশ্বক্ষুরা এবং নীল অপরাজিতার নাম নীলা কর্ণিকা ও বিষ্ণুক্রান্তা। হিন্দী—সফেদ কোয়েল ও নীলকোয়েল, মহারাষ্ট্রী—গোকর্ণী, কাষ্ঠা পর্টরী গুজরাটী—গরণী, কর্ণাটী—বিলীয় গিরিকর্ণিকে, নীলগিরিকর্ণিকে, তেলঙ্গী—গণ্টনা, অন্ধ্রদেশীয়—কারুনয় কোদা, নীল দিন্তানা।

নানা বৈদ্যকগ্রন্থে অপরাজিতা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব পাওয়া যায়। চরকে লিখিত আছে অপরাজিতা সর্পবিষের একটী উপকারী ঔষধ দর্ব্বীকর বা ফণাধর সর্প দংশন করিলে বিষ্ণুবাবক, নিসিন্দামূলের ছাল ও শ্বেত অপরাজিতার মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—মধু ও ঘৃতসংযোগে নীল অপরাজিতার মূলের ছাল সাতদিন সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

চক্রদত্তের মতে—শ্বেত-অপরাজিতার মূলের রস তণ্ডুলো-

দকের সহিত মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃতযোগে পান করিলে ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয়।

শ্বেত অপরাজিতার মূল গব্য ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া গলগণ্ড রোগীকে পান করাইতে হয়। গলগণ্ডে ইহা বিশেষ উপকারী।

বঙ্গসেনের চিকিৎসা সারসংগ্রহে লিখিত আছে—শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূলের ছাল উষ্ণজলে পেষণ করিয়া পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।

হারীত বলিয়াছেন—শ্লীপদে অপরাজিতার মূলের প্রলেপ দিতে হয়।

সুশ্রুতে বিষধর সর্প দংশনের চিকিৎসায় অন্য দ্রব্যের সহিত অপরাজিতার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (সুশ্রুত)

রাজনিঘণ্টু, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে অপরাজিতার বিশেষ গুণ লিখিত আছে।

অপরাজিতার লতার পাতা, বীজ, শিকড় ও ছাল আমাদের নানা কাজে লাগে। অপরাজিতার বীজে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। উহা একপ্রকার তিক্তাস্বাদ, উহাতে অম্লাক্ত রেজিন (resin), ট্যানিক এসিড ও গ্লুকোজ আছে। শিকড় জোলাপের (jalap) ন্যায় বিরেচক। শিকড়ের আরক মূত্রকারক।

ব্যবহার বিধি—

(১) আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে শোথ ও উদরী রোগে ইহা বিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধ, ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূল দুই আনা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। অপরাজিতার মূল ৵০ আনা, শ্বেত পুনর্ণবার পাতার রস অর্দ্ধ তোলা, মধু যথা প্রয়োজন; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেব্য। পাতার ফাণ্ট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(২) প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে—গণোরিয়া হইলে প্রস্রাবের সঙ্গে পূঁয বাহির হয়, এইরূপ অবস্থায় শ্বেত অপরাজিতার কাঁচা শিকড় ব্যবহারে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে উপকার হয়। শ্বেত অপরাজিতার কাঁচা শিকড়—৵০ আনা, কাবাবচিনি—/০ আনা, মিছরি—অল্প, জল—যথা পরিমাণ একত্র বাটিয়া পান করিতে দিবে।

(৩) শূল ব্যথায়—খাদ্যের গোলযোগের ফলে শূলব্যথা হইলে অপরাজিতামূলের রস মধুর সহিত সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া উপকার দর্শিতে পারে।

(৪) সর্পদংশনে—অপরাজিতার মূলের ছাল সুশ্রুত ও চরক ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার থরনটনও ইহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। অপরাজিতার রস সেবনে বমন হয় বটে, কিন্তু ইহা যে সর্পাঘাতের বিষ নষ্ট করিতে সমর্থ এরূপ মনে হয় না।

(৫) আধকপালে রোগে—আধকপালে হইলে শ্বেত অপরাজিতার কাঁচা শিকড়ের রস লইয়া নস্যের ন্যায় নাসিকার ভিতরে টানিয়া লইতে পারা যায়।

(৬) গলক্ষতে—গলদেশে ক্ষত হইলে, অথবা সর্দ্দির ফলে স্বরভঙ্গ হইলে অপরাজিতার কাথ দিয়া কুল্লী করিতে দেওয়া হয়। অপরাজিতা পাতা—২৲ তোলা, জল—অর্দ্ধসের সিদ্ধ কর এবং আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লও। অল্প গরম থাকিতে ব্যবহার করিবে।

(৭) কর্ণমূলস্ফীতিতে—কর্ণমূল ফুলিলে অপরাজিতার পাতা লবণ জলের সহিত বাটিয়া কর্ণমূলের চারিদিকে গরম গরম প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

(৮) চর্ম্মরোগে—খোস পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে অপরাজিতার তৈল ব্যবহার করা হয়। অপরাজিতার লতা ও পাতা—২ ছটাক, কাঁচা হলুদ—১ ছটাক, সরিষার তৈল—১ পোয়া একত্র অগ্নিতাপে পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। এই তৈল চর্ম্মরোগে ব্যবহার্য্য।

চরকে অপরাজিতার মূলেরই বিশেষ আদর। ইহার চূর্ণ মৃদুবিরেচক, সুকুমার শিশুদিগকেও নির্ব্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়। খোস পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে অপরাজিতার কাণ্ট খাইলে উপকার হয়।

আমাদের দেশে পালাজ্বর পীড়ায় যোগী, সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য লোক অনেক প্রকার অব্যর্থ মতের ঔষধ দিয়া থাকেন। পালা রোগের পক্ষে অপরাজিতা একটী বিশেষ হিতকর টোটকা ঔষধ। আশ্বিন মাস শেষ হইলে মকর-সংক্রান্তির দিন অতি প্রত্যুষে ধান্যের ক্ষেত্রে গিয়া যে ধানের ফুল হইয়াছে, তাহার নয়টী ছোট ছোট মূল তুলিয়া আনিবে এবং সেই সঙ্গে এক ঘটী পরিষ্কার জলও আনিবে। পরে সেই মূল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছিঁড়িয়া কিঞ্চিৎ পাকা রম্ভার ভিতরে পুরিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। ঔষধ খাওয়া হইলে রোগী উক্ত ঘটীর তিন গণ্ডূষ জল খাইবে এবং মস্তকের উপর বাকি জল ঢালিয়া দিবে। রোগী যে রম্ভার ভিতরে করিয়া ঔষধ সেবন করিবেন, জন্মাবচ্ছিন্নে সে রম্ভা আর কখন খাইবেন না। তাহার পর ঔষধ সেবন করা হইলে, শ্বেত অপরাজিতার পাতার রস উপরি উপরি তিন দিন নাকে টানিয়া লইবে। ইহাতে প্রায় সমস্ত রোগীই নিশ্চিত আরোগ্য লাভ করে।

সর্পাঘাতেও অপরাজিতা প্রভূত উপকার করে। অন্যান্য প্রকরণের সঙ্গে ইহার অর্দ্ধপোয়া রস সেবন করাইলে রোগী বমন করিতে থাকে, তাহাতে বিষ নষ্ট হয়। [সর্পাঘাত দ্র°]।

অনেকে বলেন যে কালদানার সহিত অপরাজিতার বীজের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কালদানার বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও টোল খাওয়া।

অপরাজিতার মূল স্নিগ্ধ, মূত্রকারক ও মৃদুরেচক এবং জ্বর, খুংড়িকাসি, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্, উদরী, শোথ ও প্লীহা যকৃতাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ব্যবহৃত হয়। অপরাজিতার মূলের কাথ স্নিগ্ধ বলিয়া 'লিষিয়ার' ন্যায় মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবহৃত হয়। আধ-কপালে রোগে কাঁচা মূলের রস নস্য লইলে উপকার দর্শে। অপরাজিতা মূলের তরলসার ত্বরিত রেচক। ইহা কালাদানা, গুলবাসবীজ ও জোলাপের উত্তম প্রতিনিধি।

কেহ কেহ বলেন, বমন করাইয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া দিবার জন্য খুংড়ি কাসিতে অপরাজিতার মূল ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা ত্বরিতবিরেচক, ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ উহার ব্যবহারে রোগীর পেট কামড়ায় ও বারংবার মলত্যাগের ইচ্ছা হয়।

ডাক্তার এন্সিলি বমন করাইবার জন্য প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। ডাক্তার ওয়াসানসী বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী নামক ঔষধগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে বমন করাইবার নিমিত্ত অনেক স্থলে অপরাজিতা প্রয়োগ করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন রোগীর বমন অথবা বমনোদ্বেগ হয় নাই। ডাক্তার মুদিন সেরিফ্ বলেন যে মূত্রাশয়ে উগ্রতা জন্মিলে অপরাজিতার ফাণ্ট সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

অপরাজিতা লতা বা বৃক্ষ উদ্যানের প্রাচীরাদি আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়। উদ্যানশোভার জন্য অনেকে প্রাচীরে, প্রবেশদ্বারে বা কুঞ্জাদিতে অপরাজিতার লতা লাগাইয়া দিয়া থাকেন। অপরাজিতার পাতা ছোট ছোট এবং অনেকটা গোলাকার, লতা হইতে একটী বৃন্ত বা বোঁটা বাহির হইয়া তাহার দুই পাশে জোড়া জোড়া পাতা হয় এবং বোঁটার আগায় একটী পাতা থাকে। এইরূপে প্রতি বোঁটায় অযুগ্ম সংখ্যক পত্র থাকে। অপরাজিতা বকফুলের ন্যায় বিষমদল। অপরাজিতাফুল এক জায়গায় কতকগুলি জন্মে না, দূরে দূরে এক একটী ফুল হইয়া থাকে। অপরাজিতার শিম বা শুঁটী চ্যাপ্টা ও তাহার ভিতরের বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও চিক্কণ। অপরাজিতার মূলের ছালই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

অপরাজিতাপূজাপ্রয়োগ—অপরাজিতাপূজার একখানি গ্রন্থ।

অপরাজিতামন্ত্র—অপরাজিতাপূজার মন্ত্রবিশিষ্ট একখানি গ্রন্থ।

অপরাজিতা সিতাতপত্রা—বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। ইঁহার তিনটী মুণ্ড, ছয় হস্ত, তন্মধ্যে দক্ষিণপার্শ্বের তিনটী হস্তে চক্র, অঙ্কুশ ও ধনু এবং বামপার্শ্বের তিনটী হস্তে শ্বেত বজ্র, তূণ ও তর্জ্জনীপাশ। ইনি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। ইঁহার পূজার জন্য একটী সাধন নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ সাধনে "বৈরোচননায়কাম্" শব্দ দৃষ্টে মনে হয়, ইনি ধ্যানী বুদ্ধ বৈরোচনদেবের নায়কারূপে পরিগণিত। ইঁহার স্বভাব মধুর, কিন্তু চক্ষুদ্বয় ক্রোধব্যঞ্জক। ইঁহার ধ্যান—

"সিতাতপত্রাপরাজিতাং ভগবতীং ত্রিমুখাং ষড়্ভুজাং, প্রতিমুখং ত্রিনয়নাং, শুক্লনীলারুণদক্ষিণবামমুখীং, চক্রাঙ্কুশধনুর্ধারীদক্ষিণকরাং, সিতবজ্রসরপাশতর্জ্জনীধরবামকরাং সক্রোধদৃষ্টিকাং সর্ব্বগ্রহবিধ্বংসিনীং দিব্যালঙ্কারবস্ত্রবতীং বৈরোচননায়কাং ধ্যায়েৎ"

(সাধনমালা)



সিতাতপত্রা অপরাজিতা।

সিতাতপত্রা অপরাজিতা বৌদ্ধতন্ত্রের অপর অপরাজিতা হইতে বিভিন্ন। সিতাতপত্রার মস্তকের উপর মুকুটোপরি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি থাকে, অপর অপরাজিতায় উহা দেখা যায় না।

অপরাজিতাস্তোত্র—স্কন্দপুরাণান্তর্গত অপরাজিতার একটী স্তোত্র। ২ অপরাজিতাদেবীর নারদরচিত একটী স্তোত্র।

অপরাজিষ্ণু—(ত্রি) অজিত, অজেয়, যাহাকে জয় করা যায় না। (শতপথব্রা° ১৪৫১৬)

অপরাদিত্য—কোঙ্কণের শিলাহার বংশীয় একজন নৃপতি। এই বংশের ১ম রাজা কপর্দ্দী হইতে অধস্তন ১৪শ পুরুষে নৃপতি অনন্তদেবের নাম পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী ছয় জন রাজার মধ্যে দুই জনের নাম অপরাদিত্য।

অনন্তদেবের পর রাজা ১ম অপরাদিত্য। ইঁহার দানলিপির ১০৬০ শকাব্দ (১১৩৮ খৃষ্টাব্দ)। মঙ্খপ্রণীত 'শ্রীকণ্ঠচরিতে' কোঙ্কণরাজ ১ম অপরাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। উহা হইতে

জানা যায়, রাজা অপরাদিত্য সুর্পারক হইতে তেজকণ্ঠ নামক জনৈক পাণ্ডিতকে কাশ্মীরের এক পণ্ডিতসম্মেলনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অপরাদিত্য ২য়—ইঁহার নামাঙ্কিত চারিখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে একখানি ১১০৬ শকে ও দুইখানি ১১০৯ শকে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। চতুর্থ লিপিখানিতে কোন তারিখ নাই।

ইঁহার বংশে পরবর্ত্তী নৃপতি কেশিদেব অপরার্কের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, এই অপরার্ক ২য় অপরাদিত্যেরই নামান্তর। যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রের উপর 'অপরার্ক' নামে টীকা সম্ভবতঃ ইনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ টীকার শেষে লিখিত আছে—'কীর্ত্তিমান্ বিদ্যাধরের বংশধর শিলাহার-রাজ জীমূতবাহনের কুলোদ্ভব অপরাদিত্যপ্রণীত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ের টীকা সমাপ্ত হইল।' [শিলাহার দ্র°]

অপরাদ্ধ—(ত্রি) [অপ-রাধ কর্ত্তরি ক্ত] অপরাধী। ২স্বকার্য্যে অক্ষম। ৩ স্খলিত।

অপরাদ্ধপৃষৎক—(পুং) [অপরাদ্ধো লক্ষ্যাৎ স্খলিতঃ-পৃষৎকো বাণো যস্য] ঠিক লক্ষ্য বিঁধিতে অসমর্থ, যাহার বাণ লক্ষ্যে লাগে না, যে নিশান করিয়া বাণ মারিতে পারে না।

"অপরাদ্ধপৃষৎকোঽসৌ লক্ষ্যাদ্ যশ্চ্যুতসায়কঃ" (অমর)

অপরাদ্ধি—(স্ত্রী) অপরাধ, অন্যায়কার্য্য, বিপর্য্যয় করণ।

"এতং চাতুম্প্রাশ্য যোদনং পচেৎপরাদ্ধিরেব"

(শতপথব্রা° ২.১.৪.৬)

অপরাদ্ধৃ—(ত্রি) [অপ-রাধ-তৃচ্] অপরাধকর্ত্তা। ২ নিজের উচিত কার্য্যে অক্ষম। [(স্ত্রী) ঙীপ্] অপরাদ্ধ্রী।

অপরাধ—(পুং) [অপ-রাধ-ঘঞ্] নিজের উচিত কার্য্যের অকরণ। ২ আগস্। ৩ দণ্ডযোগ্য কর্ম্ম করা। "সাপরাধো চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ" (মনু ৮.১২৬) ৪ মন্যু।

দুষ্কর্ম্ম অন্ত দোষ, ক্রটী, পাপ, প্রচলিত নিয়মলঙ্ঘন, রাজবিধির বিরুদ্ধাচরণ, ইত্যাদি অপরাধ। সাধারণতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিয়ম, সামাজিক নিয়ম, নৈতিক নিয়ম এবং রাজনিয়মের অন্যথা-চরণ করিলে অপরাধ হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণই ধর্ম্মাপরাধ (Religious offence)। কলিকালে গোহত্যা. নরবলি, ইত্যাদি হিন্দুদের পক্ষে ধর্ম্মাপরাধ। ধর্ম্মনিষিদ্ধ কর্ম্মমাত্রই 'পাপ' নামে অভিহিত। ধর্ম্মাপরাধের সহিত নৈতিক অপরাধের (moral offence) সম্পর্ক আছে। নৈতিক-জীবনে মানবের উন্নতি না হইলে ধর্ম্মোন্নতি সম্ভবপর হয় না। ধর্ম্মোন্নতি নৈতিক উন্নতি-সাপেক্ষ, কিন্তু নৈতিক উন্নতি ধর্ম্মোন্নতিনিরপেক্ষ নয়। বিখ্যাত দার্শনিক জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল নৈতিক জীবনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াও, নাস্তিক অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদী (Atheist) হইয়াছিলেন। ঈশ্বর সকল ধর্ম্মের কেন্দ্র; কিন্তু ষ্টুয়ার্ট্ মিল, ঈশ্বরের সত্তার বিষয় অস্বীকারকে কোনও প্রকার অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।[১]

নৈতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নৈতিক অপরাধ; যথা,—মিথ্যা কথা বলা, কপটাচরণ ইত্যাদি; সমাজভেদে এবং দেশকালভেদে এই নৈতিক অপরাধেও তারতম্য দেখা যায়।

সমাজের শৃঙ্খলা এবং শান্তির নিমিত্ত রাজকীয় নিয়মের আবশ্যক। এই রাজকীয় নিয়মাবলীর ব্যতিক্রম রাজনৈতিক অপরাধ। সমাজে যাবতীয় মানব যেরূপভাবে বাস করিলে সুবিধা জনক হয়, সকলকেই তাহার অনুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হওয়া চাই। যে ব্যক্তি সেই নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক হইবে না বা স্বভাবদ্বারা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিবে, সেই অপরাধী (রাজনৈতিক) বলিয়া গণ্য হইবে।

স্যার জেম্‌স্ ষ্টিফেন্ (Sir James Stephen) এই অপরাধ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—যে কর্ম্ম না করিলে বা করিতে অসম্মত হইলে আইনতঃ শাস্তি হওয়া উচিত,তাহাই রাজনৈতিক অপরাধ; তাঁহার নিজের ভাষায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন,—"Some act or omision in respect of which legal punishment may be inflicted on the person who is in default whether by acting or omitting to act"[২] এইরূপ নিয়ম-তন্ত্র না থাকিলে সমাজে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

দেশকালপাত্র-ভেদে এই সকল রাজনৈতিক নিয়মেরও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা মনোবিজ্ঞান-সম্মত, যে শৈশবাবস্থা হইতেই অনেক শিশু অপরাধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করে; তাহারা শৈশবকালে চুরি, মিথ্যা কথা বলা এবং রাগের বশীভূত হওয়ায় ইচ্ছাদ্বারা অনেক সময় চালিত হইয়া থাকে। সকল দেশেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম অপরাধ করিয়া

(১) ষ্টুয়ার্ট মিলের নীতি এবং অপরাধ সম্পর্কে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য যথা,—

A. Bain, John Stuart Mill, a criticism, 1882, H. Lauret, Philosophie de St. Mill, 1886, C. Douglas, J.S.Mill. a study of his Philosophy, 1895, J. Watson, Comte, Mill and Spencer 1895, H. Taine, Le Positivisme anglais, Etude sur J.S. Mill, 1864,

(২) Encyclopedia Britannica .XI. Ed. vol. VII, pp. 447 448, 449. এবং 'Crime' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

থাকে। পুরুষেরা স্ত্রীলোক অপেক্ষা বেশী অপরাধ করিয়া থাকে। এই সকল অপরাধ করিবার গোপন ইচ্ছা (criminal mindedness) প্রবল থাকে, যেখানে লোকে অনাহারক্লিষ্ট হয় চৈত্তিক এবং শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে অনুন্নত, নিরন্তর রোগক্লিষ্ট এবং পাপেচ্ছাপ্রণোদিত লোকেরাই সাধারণতঃ অপরাধী হয়।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে মনুষ্যসমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই রাজনিয়মে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা এবং কারাগৃহের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই কারাবাস দুষ্কর্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সংশোধন করে কি না এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণকে ভীতি প্রদানার্থ 'কারাবাসশাস্তি' দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে অপরাধী শিশুদিগের (Juvenile Offenders) নৈতিক চরিত্র সংশোধনার্থেও Reformatory র ব্যবস্থা হইয়াছে।

অধুনা মনুষ্যসমাজে স্ত্রী নির্য্যাতনরূপ অপরাধ অত্যধিক প্রকাশ পাইতেছে এবং দুর্দ্দান্তের হস্তে 'স্ত্রীমর্য্যাদা' হানির সংখ্যাও দিন দিন সকল দেশেই অধিক হইতেছে।

অপরাধক্ষমাস্তোত্র—শঙ্করাচার্য্যবিরচিত একটী স্তোত্র।

অপরাধভঞ্জন—(পুং) অপরাধহর্ত্তা, অপরাধনাশকর্ত্তা, যে অপরাধ নাশ করিয়া থাকে।

অপরাধভঞ্জনস্তোত্র—শঙ্করাচার্য্যরচিত একটী স্তোত্র।

অপরাধয—(ত্রি) অপরাধং যাতি প্রাপ্নোতি অপর + যা-ক] অপরাধপ্রাপ্ত। অপরাধয় শব্দ বাক্যাদিগণ মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

অপরাধসুন্দরস্তোত্র—শঙ্করাচার্য্য বিরচিত একটী স্তোত্র।

অপরাধস্তোত্র—শঙ্করাচার্য্যরচিত একটী স্তোত্র।

অপরাধিন্—(ত্রি) [অপরাধ-ণিনি] অপরাধযুক্ত, দণ্ডার্হ। (রামা° ৫ ৯১৮) [(স্ত্রী) ঙীপ] অপরাধিনী।

অপরান্ত—(পুং) [অপরস্যাঃ পশ্চিমায়া দিশঃ অন্তঃ সমীপভূতো দেশঃ] দেশবিশেষ ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্ত, পাশ্চাত্য দেশ।

(৩) এ সম্বন্ধে Encyclopædia Britannica, 11th Edition, Vol VII pp 448—449, 'Crime' নামক প্রবন্ধ এবং নৈতিক ও রাজনৈতিক অপরাধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।—A Mac Donald, Criminology (New York 1900) E Ferri, La Sociologie criminelle, trans, Ferrier (Paris 1905) উক্ত পুস্তকগুলিতে অপরাধ সম্বন্ধে অনেক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। কারাবাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে F. Carpenter, Prisons, Police and Punishment (1905) উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক নিয়ম সম্বন্ধে G. Marc, Femmes criminelles (Paris 1904), Encyclopaedia, 11th Edition vol VII. pp, 464, 'Criminology' 'Criminal Law pp 404 দ্রঃ।

রুদ্রদামের ১৫০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ গির্ণারলেখে পশ্চিম প্রান্তে অপরান্তের উল্লেখ আছে। টলেমি অরিয়ক (Ariake = অপরান্ত) চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুই অংশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী ও অপর দুই অংশ সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত। সমুদ্রতীরে অবস্থিত উত্তরাংশে ঠানা ও কোলাবা জেলা এবং দক্ষিণাংশে রত্নগিরি ও উত্তর-কণাড়া জেলা। অপর দুই অংশের উত্তরে গোদাবরী-প্রবাহিত উত্তর-ভূভাগ এবং উহার দক্ষিণাংশ নিজাম রাজ্যের যে অংশে কণাড়ী ভাষাভাষীরা বাস করে, সেই অংশ।

মহাভারত আদি পর্ব্ব (২১৮ অধ্যায়) ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৫৭ অধ্যায়) এই সমস্ত স্থানেই অপরান্ত বলিয়া উল্লিখিত। যখন উত্তর-কোঙ্কণ অন্ধ্রদিগের অধীন ছিল, তখন রাজা রুদ্রদামের অধিকৃত অপরান্ত প্রদেশ ছিল মহী ও নর্ম্মদার উত্তর প্রদেশ

অপরান্তক—ভারতের পশ্চিমস্থ একটী প্রদেশ উত্তর গুজরাট, কাঠিয়াবাড়, কচ্ছ ও সিন্ধু প্রদেশ ইহার অন্তর্গত। পালি গ্রন্থে ইহার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা আছে।

অপরান্তিক— কোঙ্কণ ও মলবারের প্রাচীন নাম। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮ শ ৪১) Ptolemy ইহাকে অরিয়ক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ দিকে উহা প্রসারিত ছিল। রঘুবংশে (৪ ৫৩) মুরলানদীর সান্নিধ্যে ইহার অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা সহ্যাদ্রি বা পশ্চিম-ঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপর একটী মতান্তরে দেখা যায় যে, অপরান্তক মহী নদী হইতে গোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ডাঃ ভাণ্ডারকর উত্তর কোঙ্কণকেই অপরান্ত বলেন এই অপরান্তের রাজধানী শূর্পারক। শূর্পারকের বর্ত্তমান নাম সুপার। উহা বসেনের নিকট অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক ভগবানলাল ইন্দ্রজী বলেন অপরান্ত বা অপরান্তিক ভারতের পশ্চিম সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দেশ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকায় ভট্টস্বামী কোঙ্কণ ও অপরান্তিককে অভিন্ন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণে অপরান্তদেশ ও শূর্পারকের উল্লেখ আছে

অপরাপরণ—(পুং) সন্তানহীন, অপুত্রক, যাহার সন্তান হয় নাই। "অপ্রজসং করোত্যপরাপরণো ভবতি" (অথর্ব্ব ১২ ৯ ৭)

অপরার্ক—(পুং) [অপরো দ্বিতীয়োঽর্কঃ সূর্য্য ইব, উপমিতিসমা°] একখানি স্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থ। শিলাহার রাজ অপরার্ক অথবা অপরাদিত্য বিজ্ঞানেশ্বরের সময় বা কিছু পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় ১১৩৪ হইতে ১১৫০ অব্দের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির একখানি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এই সময় ইনি কোঙ্কণ প্রদেশান্তর্গত 'পুরী' নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার এই নিবন্ধের প্রমাণ

স্মৃতিচন্দ্রিকা, চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি, মদনপারিজাত প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

ভাষ্যখানি 'যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ' নামে পরিচিত ছিল অপরার্ক নামক ভাষ্যের কথা বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত নাই। শিলাহাররাজ অপরার্ক উক্ত ভাষ্যগ্রন্থে নিজে জীমূতবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

কেহ কেহ এরূপ মতও প্রকাশ করেন যে উক্ত জীমূতবাহন এবং দায়ভাগপ্রণেতা জীমূতবাহন একই ব্যক্তি। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ শিলাহারবংশের পূর্ব্বপুরুষ কোঙ্কণ দেশবাসী ক্ষত্রিয় এবং দায়ভাগপ্রণেতা জীমূতবাহন গৌড় দেশান্তর্গত পারিভদ্র গ্রামবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

অপরার্দ্ধ—(ক্লী) [ন পরার্দ্ধম্ নঞ্ তৎ] পরার্দ্ধ নহে, পরার্দ্ধ সংখ্যা নহে। (পুং) [অপরোঽর্দ্ধঃ, কর্ম্মধা°] ২ অপর খণ্ড। (ক্লী) ৩ অপর সমান অংশ।

অপরাবর্ত্তিন্—(ত্রি) [পরাবর্ত্ত + পরাবৃত্ত ণিনি পরাবর্ত্তী ততো নঞ্ তৎ] পরাঙ্মুখ নহে। কার্য্য সমাপ্তি না করিয়া নিবর্ত্ত নহে। [(স্ত্রী) ঙীপ্] অপরাবর্ত্তিনী।

অপরাহ্ণ—(পুং) [অপরমহ্নঃ একদেশিস° টচ্ অহ্ন আদেশ ণত্ব] দিবসের শেষ ভাগ। "সর্ব্বস্মিন উদ্যতাপরাহ্ণে" (অথর্ব ৯১০৫)

শ্রুতিমতে দিবা দুই ভাগে বিভক্ত শেষভাগ হইতেছে অপরাহ্ণ। যে মতে দিবা তিন ভাগে বিভক্ত তন্মতে দিবার শেষ তৃতীয় ভাগ অপরাহ্ণ। অমরসিংহের মতেও দিবা ৩ ভাগে বিভক্ত—

"প্রাহ্ণাপরাহ্ণমধ্যাহ্ণাস্ত্রিসন্ধ্যম্" (অমর)

লোকে শেষবেলাকেই অপরাহ্ণ বলিয়া থাকে। কিন্তু ঋষিরা কার্য্যবিশেষের জন্য যে দিন তিন মুহূর্ত্তে এক একটী ভাগ নিরূপণ করিয়া দিনকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহার চতুর্থ ভাগের নাম অপরাহ্ণ। ঐ অপরাহ্ণ শ্রুতি ও স্মৃতি সকল মতেই পিতৃকার্য্যে প্রশস্ত। দিনের পাঁচটী ভাগ। যথা ১ম প্রাতঃকাল, ২য় সঙ্গব, ৩য় মধ্যাহ্ন, ৪র্থ অপরাহ্ণ ও ৫ম সায়াহ্ন। এই মুখ্য অপরাহ্ণের অপ্রাপ্তি হইলে, ঋষিরা আর একটী গৌণ অপরাহ্ণ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"অপরাহ্ণে তু সংপ্রাপ্তে অভিজিদ্রৌহিণোদয়ে" (স্মৃতি)

শ্রুতির মতে ও লৌকিকে যদিও সায়াহ্ন অপরাহ্ণের মধ্যে পড়িয়া যায়, তাহা পিতৃকার্য্যের অযোগ্য কাল। "রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু"। (স্মৃতি) সায়াহ্ন তিন মুহূর্ত্ত, তাহার নাম রাক্ষসী। আর তাহা সকল কার্য্যেই নিন্দিত।

অপরাহ্ণক—(ত্রি) [অপরাহ্ণে ভবম্ অপরাহ্ণ ভবার্থে বুন্ "পূর্ব্বাহ্ণাপরাহ্ণার্দ্রামূলপ্রদোষাবস্করাদ্বুন্" (পা ৪.৩.২৮)] অপরাহ্ণে জাত, শেষ বেলায় জাত। "পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্" (স্মৃতি) অপরাহ্ণের কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণে করিবে।

অপপরাহ্ণতন—(ত্রি) [অপরাহ্ণে ভবং ট্যুল্ তুট্ চ "বিভাষা পূর্ব্বাহ্ণাপরাহ্ণাভ্যাম্" (পা ৪.৩.২৪)] অপরাহ্ণে জাত।

অপরিকলিত—(ত্রি) [ন পরিকলিতম্ নঞ্ তৎ] অদৃষ্ট। ২ অকৃত।

অপরিক্রম—(ত্রি) [নাস্তি পরিক্রমো যস্য, বহুব্রী] উদ্যোগরহিত। "জানন্নপি চ কিং কুর্য্যাদশক্তশ্চাপরিক্রমঃ" (রামা° ২।৬৩।৫২)। (পুং) [ন পরিতঃ ক্রমঃ ক্রমণম্ অভাবার্থে নঞ্ তৎ] ২ সকল দিকে গমনের অভাব। (ত্রি) [ন পরিগতঃ ক্রমম্ নঞ্ তৎ] ৩ ক্রম পরিগত নহে, অপরিপাটিক, পরিপাটীহীন।

অপরিক্রাম—(পুং) বাহিরে না যাওয়া, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকা। (কাত্যা° শ্রৌ° ৩।৫।৪)

অপরিক্লম—(ত্রি) শুষ্ক, নীরস।

অপরিক্লিষ্ট—(ত্রি) [পরি ক্লিশ ভাবে ক্ত, নাস্তি পরিক্লিষ্টং ক্লেশো যস্য, বহুব্রী] অনায়াসসাধ্য, যাহা করিতে কোন কষ্ট নাই। [কর্ত্তরি ক্ত নঞ্ তৎ] ২ ক্লেশশূন্য, যাহার ক্লেশ নাই।

অপরিগণিত—(ত্রি) পরিগণনার ঊর্দ্ধে, অনির্দ্দিষ্ট, বাক্যাতীত।

অপরিগণ্য—(ত্রি) অগণিতব্য, যাহা গণনা করা যায় না।

অপরিগত—(ত্রি) [ন পরিগতম্ নঞ্ তৎ] অজ্ঞাত অপরিচিত, অজানা। ২ অপ্রাপ্ত।

অপরিগৃহীত—(ত্রি) [ন পরিগৃহীতম্ নঞ্ তৎ] অস্বীকৃত, অগৃহীত। ২ অজ্ঞাত। ৩ অপ্রাপ্ত।

অপরিগ্রহ—(পুং) [পরিগ্রহ-ভাবে অপ্, নঞ্ তৎ] পরিগ্রহের অভাব। ২ জ্ঞানের অভাব। ৩ স্বীকারের অভাব। [পরিগৃহ্যতে ধর্ম্মকার্য্যার্থং স্বীক্রিয়তে কর্ম্মণি অপ্ পরিগ্রহঃ স্ত্রী, নাস্তি পরিগ্রহঃ স্ত্রী সংসারীয়দ্রব্যং বা যস্য, বহুব্রী। "গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ" (পা ৩।৩।৫৮)] ৪ স্ত্রীরহিত। ৫ পরিব্রাজক। "পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ" (কুমার ১।৫৩) ৬ পরিচারকহীন। [পরিগৃহ্যতে দ্রব্যং স্বস্বাম্যসম্বন্ধীক্রিয়তে যেন পরিগ্রহো মূল্যং নাস্তি পরিগ্রহো মূল্যং যস্য, বহুব্রী] ৭ অমূল্য। [নাস্তি পরিগ্রহো মূলং যস্য] ৮ নির্ম্মূল। ৯ পাতঞ্জলোক্ত যম (সংযম)। "অহিংসাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহে যমঃ" (পাত° সূ°) অহিংসা, চৌর্য্যের অভাব, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ (গৃহকার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের অগ্রহণ, এইগুলি সংযম)।

অপরিচয়—(ত্রি) পরিচয়ের অভাব, বার্তালাপ জিজ্ঞাসাদির অভাব।

অপরিচিত—(ত্রি) [পরি-চি ক্ত, নঞ্‌ তৎ] অনুশীলিত ভিন্ন অনমুশীলিত, অজ্ঞাত পরিচিত ভিন্ন, যাহার পরিচয় জানা নাই।

অপরিচেয়—(ত্রি) যাহা সংগ্রহ করা যায় না, যাহা অমিল, যাহার সংগতি করিতে অপারক।

অপরিচ্ছদ—(ত্রি) [নাস্তি পরিচ্ছদো যস্য, অপাংশুলো, নঞ্‌ বহুব্রী] আবরণ বস্ত্রাদি উপকরণযুক্ত। ২ মন্দ পরিচ্ছদবিশিষ্ট। ৩ দরিদ্র। "বিপ্রশালিনীয কিঞ্চিৎ পুত্রাংসসংতাপরিচ্ছদাঃ (ভাগ ৮৪০৫)

অপরিচ্ছন্ন—(ক্লী) [পরি-ছদ ক্ত নঞ্‌ তৎ] অপরিষ্কৃত, ধাতুগুণ্ড্যাদির হত, ময়লাযুক্ত।

অপরিচ্ছিন্ন—(ক্লী) [পরি-ছিদ্‌ ক্ত, নঞ্‌ তৎ] ১ পরিচ্ছিন্ন, সীমাশূন্য। ২ কূটস্থচৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম। (ত্রি) ৩ ব্যবধানরহিত নিত্য। ৪ সীমারহিত সমুদ্র ও আকাশাদি।

অপরিচ্ছেদ—(পুং) [পরি ছিদ ঘঞ্‌ অভাবার্থে নঞ্‌ তৎ] পরিচ্ছেদের অভাব, ইয়ত্তার অভাব। (ত্রি) [নঞ্‌ বহুব্রী] ইয়ত্তাশূন্য।

অপরিজ্ঞান—(ক্লী) [ন পরিজ্ঞানম্‌ অভাবে নঞ্‌ তৎ] তত্ত্ব বিবেকের অভাব, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। (ত্রি) [নঞ্‌ বহুব্রী] ২ তত্ত্বজ্ঞানরহিত, পরমার্থজ্ঞানশূন্য।

অপরিজ্যানি—(পুং) যাহা পরিণামে নিশ্চয়কে অপগম করে ক্ষণস্থায়ী যাহা দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকে না। 'হুতোপহুতা পরিজ্যানিঃ (ঐতরেয়ব্রা ৭ ২১)

অপরিণত—(ত্রি) [পরি নম ক্ত, নঞ্‌ তৎ] অপরিপক্ব ... পরিণাম। যেরূপ হওয়া উচিত তাহা অপ্রাপ্ত, অন্যপ্রকারপ্রাপ্ত। ২ বক্রদন্তপ্রহারশূন্য হস্তী। "তীর্যগ্দন্তপ্রহারস্তু গজঃ পরিণতঃ স্মৃতঃ (হলায়ুধ)

অপরিণয়—(পুং) [পরিণীয়তে স্ত্রী পুরুষ যেন নীকরণে অচ্‌, পরিণয়ো বিবাহঃ ন পরিণয়ঃ, নঞ্‌ তৎ] বিবাহের অভাব, অবিবাহিত।

অপরিণাম—(পুং) [ন পরিণামঃ অভাবে নঞ্‌ তৎ] পরিণামের অভাব, পরিপক্বতার অভাব। (ত্রি) ২ পরিপক্বতাশূন্য।

অপরিণামদর্শিন্‌—(ত্রি) অসাবধান, যে ভবিষ্যৎ দেখে না।

অপরিণীত—(ত্রি) [পরিণীয়তে স্ম বিবাহসংস্কারেণ পরিগৃহ্যতে স্ম পরি-নী-ক্ত, নঞ্‌-তৎ] বিবাহসংস্কারহীন, কৌমার্যবস্থাযুক্ত।

অপরিতোষ—(পুং) [ন পরিতোষঃ অভাবে নঞ্‌-তৎ] সন্তোষের অভাব, অতৃপ্তি, নিরানন্দ।

অপরিপক্ব—(ত্রি) [ন পরিপক্বম্‌, নঞ্‌-তৎ] পরিপক্ব নহে। পাকা নহে, কাঁচা, সুপক্ব নহে। ২ অব্যুৎপন্ন। ৩ কার্যাক্ষম।

অপরিপর—(ত্রি) পর্যাবস্থাতারহিত। "অপরিপরেণ পথা যম রাজ্ঞঃ (অথর্ব ১৮২৪৬)

অপরিমাণ—(ক্লী) [অভাবে নঞ্‌-তৎ] পরিমাণের অভাব, ইয়ত্তার অভাব। [নঞ্‌ বহুব্রী] ২ অপরিমিত।

বৈজ্ঞানিক মতে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, এই পৃথিবীর অনেক জিনিসেরই আমরা সূক্ষ্মভাবে পরিমাণ করিতে পারি না, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে, এই পৃথিবীর সাগর জল একত্র করিলে, তাহা অসংখ্য নয় কিন্তু অপরিমেয় অর্থাৎ আমরা তাহা সূক্ষ্মভাবে পরিমাণ করিতে পারি না, কিন্তু তথাপি ইহা স্থূলভাবে পরিমাণ করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় রহিয়াছে।

পৃথিবীর ওজন (weight) নির্ণয় করিতে পারা যায় [d = m/v], ইহাতে পৃথিবীর আয়তন প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ধরিতে গেলে ইহাও অমিত। আমাদের সাধারণ কার্যের জন্য এ উপায় জিনিষ আমরা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লই।

ব্যবহারিক গণিতশাস্ত্র (applied mathematics) এবং তাহার মূলসূত্র সাপেক্ষবাদ (Relativity principle) দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় যে, প্রাকৃতিক জগতে কোন উপাদানের কোন বস্তু আমরা সূক্ষ্মভাবে পরিমাণ করিতে পারি না। পৃথিবীর কথা ছাড়িয়া, এমন কি গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য নক্ষত্রাদি আমাদের সূক্ষ্মজ্ঞানের বহির্ভূত। বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এবং ... রচনা ... গুলির সাহায্যে সত্যের সন্ধানে সর্বদাই ধাবিত কিন্তু ইহা এখনই বলিতে পারা যায় না যে বিজ্ঞান পৃথিবীর সকল দ্রব্য পরিমাপ করিতে পারিবে তবে অবস্থাভেদে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিক জগতে সত্যের সন্ধান মানবজাতিকে উন্নত করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক চেষ্টা ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকারে ফলবতী হইতেছে। সকল দ্রব্য সূক্ষ্মভাবে বিচার করা এবং সূক্ষ্মভাবে পরিমাণ করা মানবের সাধ্যাতীত হইলেও কোন কোন স্থানে ফলবতী হইয়া থাকে।

অপরিমাণ শব্দ সাধারণতঃ আমরা স্থূলজগতের দ্রব্যসমূহের সম্পর্কে ব্যবহার করি।

অপরিমিত—(ত্রি) [ন পরিমিতম্‌, নঞ্‌ তৎ] ইয়ত্তারহিত। পরিমাণশূন্য, অনন্ত, অসীম, অগণিত। "অপরিমিতমেব যজ্ঞমাপ্নোত্যপরিমিতম্‌" (অথর্ব ৯৫২২)

অপরিমিত—আকাশমণ্ডলের (free space) কথা চিন্তা করিলে অসীমতা মনে হয়, ইহার পরিমাণ এবং আয়তন মানব জ্ঞানে

অতীত। বস্তুতঃ ইহা একপ্রকার অসীম, ইহাই জ্ঞানজগতের চরম সিদ্ধান্ত। আমাদের বাস্তব জগতের যাবতীয় জিনিষ, যাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি তাহার মূল এবং আদিকারণ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাও অপরিমিত।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি পরিমাণ করিবার সহায় মাত্র, কিন্তু ইহা আকাশমণ্ডল এবং অসীমের জ্ঞান দিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি যাহা সত্যের সন্ধানে ধাবমান তাহারও ইয়ত্তা করা যায় না, মানব এই তথ্যগুলির কতিপয় লইয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে এবং পরে তাহা লিপিবদ্ধ করে।

আকাশস্থিত গ্রহ উপগ্রহ এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই পরিমাণাতিরিক্ত। তাহাদের ইতিহাস ক্রমশঃ বিজ্ঞানজগতে প্রকাশ পাইতেছে।

অপরিমিতায়ু—নামান্তর অমিতায়ু। তিব্বতীয় ভাষায় ইহাকে সে দপগ মেদ বলা হয়। ভারতে আস্তিক্যবাদী বৌদ্ধগণের ক্রমবিকাশে এক শ্রেণীর অমানুষিক রহস্যময় বুদ্ধ পূজার আবির্ভাব হয়। অপরিমিতায়ু এই বুদ্ধগণের মধ্যে অন্যতম। অপরিমিতায়ু অর্থে অপরিমিত বা অনন্তজীবন। মধ্য যুগে ইহার পূজা ভারতবর্ষে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগে নির্মিত বৌদ্ধ পীঠস্থানের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রায়ই ইঁহার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বত এক শ্রেণীর উপাসক ছিলেন, তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন বলিয়া অপরিমিতায়ুর পূজা করিতেন। তিব্বতের প্রায় প্রত্যেক মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতীয়গণ ইঁহার নামে রক্ষাকবচও পরিধান করেন। পর্ব্বতের গাত্রদেশেও ইহার উল্লেখ থাকে। লামাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভোজে অপরিমিতায়ু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অপরিমিতায়ু ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভের অনুরূপ বা রূপ অমিতাভ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। অমিতাভ পশ্চিম স্বর্গ সুখাবতীতে উপবিষ্ট। অমিতাভের যে ভঙ্গী অপরিমিতায়ুরও সেই ভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। তবে সন্ন্যাসীরূপ না করিয়া—ইঁহার মাথায় মুকুট পরিশোভিত করা হয়। এই মুকুট ত্রয়োদশ অলঙ্কার দ্বারা শোভিত। ইঁহার এক হস্তে অমৃতের পাত্র—সেই অমৃত দানে ইনি জীবগণকে আয়ু দান করেন। প্রাচীন ভারতের অষ্ট মঙ্গল প্রতীকের মধ্যে ইহা অন্যতম। অপর হস্তে পবিত্র জলধারা। ইনি বেদীর উপর উপবিষ্ট।

[গ্রন্থপঞ্জী—E Schlagintweit, Buddhism in Tibet, London 1868, P 129, L A Waddell, Buddhism of Tibet, Lond 1894, P 348, 352, 444, Lhasa and its Mysteries, Lond, 1905, P 86, 214, 398]।

অপরিমেয়—(ত্রি) [ন পরিমাতুং শক্যম্ নঞ্‌ তৎ] পরিমাণ অশক্য, ইয়ত্তারহিত, অগণিত।

অপরিম্লান—(পুং) [ন পরিম্লায়তি ম্লৈ, পরি ম্লৈ-কর্ত্তরি-ক্ত [নঞ্‌ তৎ] রক্তবর্ণ। [বৈদ্যক] ২ আমলা গাছ। (ত্রি) [নঞ্‌ বহুব্রী] ৩ ম্লানশূন্য, যাহা ম্লান নহে।

অপরিযাণি—(স্ত্রী) বাহিরে ভ্রমণ না করা, বহির্দ্দেশে পর্য্যটন না করা। (পা ৮৪২৯)

অপরিলোপ— পুং) পরিলোপ না করা, নষ্ট না করা।

অপরিবর্ত্তনীয়—(ত্রি) পরিবর্ত্তনের অযোগ্য, যাহা পরিবর্ত্ত করা যায় না।

অপরিবাদ্য—(ত্রি) যাহা পরিবাদযোগ্য নহে।

অপরিবিষ্ট—(ত্রি) [পরি-বিশ ক্ত, নঞ্‌ তৎ] বেষ্টনশূন্য অব্যাপ্ত। "অপরিবিষ্টমাস্যমুতৈবাস্ত (ঋক ২ ১৩৮) [পরিবিষ্ট পরিবেশনম আহারীয়দ্রব্যাদানং ন পরিবিষ্ট পরিবেশনম, নঞ্‌-তৎ] পরিবেশনশূন্য যাহাকে অন্নাদি পরিবেশন করা হয় নাই।

অপরিবৃত—(ত্রি) [ন পরিবৃতম, নঞ্‌ তৎ] অবেষ্টিত, অনাচ্ছাদিত, অনাবৃত। যে স্থান চন্দ্রাতপাদি দ্বারা ঢাকা হয় না। "তত্রাপরিবৃতং ধান্যম" (মনু ৮২৩৮) বৈদিক মতে অপরীবৃত এই প্রকাররূপও হইবে, তাহার অর্থ অসংস্পৃষ্ট। অপরিবৃ না বসতি প্রচেতাঃ" (ঋক ২১০৩)

অপরিশেষ—(পুং) [ন পরিশেষঃ, নঞ্‌-তৎ] পরিশেষাভাব অয়ত্তারাহিত্য। [নঞ্‌ বহুব্রী] ২ চরমশূন্য।

অপরিষ্কার—(পুং) [ন পরিষ্কারঃ অভাবে নঞ্‌ তৎ] মার্জ্জনাদি শোধন সংস্কারের অভাব (নঞ্‌ বহুব্রী) ২ মার্জ্জনাদিশূন্য অপরিচ্ছন্ন।

অপরিষ্কৃত—(ত্রি) যাহা পরিষ্কার হয় নাই, ময়লা জড়ানো।

অপরিষ্টি—(স্ত্রী) [অপগতা রিষ্টিঃ হিংসা যত্র অপ বৈপরীত্যে রিষ হিংসায়াং ক্তিন] পূজা। সাত্ত্বিক পূজাতে কোন হিংসা নাই।

অপরিসমাপ্তি—(স্ত্রী) [ন পরিসমাপ্তিঃ অভাবে নঞ্‌ তৎ] সমাপ্তির অভাব, ইয়ত্তার অভাব। (ত্রি) [নাস্তি পরিসমাপ্তির্যস্য, নঞ্‌ বহুব্রী]২ পরিসমাপ্তিশূন্য। (বৃহদারণ্যকোপ° ৬২৭)

অপরিসর—(পুং) [পরি-সৃ অপ, ন পরিসরঃ, নঞ্‌ তৎ] বিস্তারের অভাব, প্রচারের অভাব। (ত্রি) ২ বিস্তার শূন্য।

অপরিস্কন্দ—(ত্রি) যে চলিতে ফিরিতে অক্ষম, অলড়। জড়।

অপরিহরণীয়—(ত্রি) [পরিহর্ত্তুং শক্যং পরি-হৃ শক্যার্থে অনীয়র্ ন পরিহরণীয়ম্, নঞ্‌ তৎ] পরিহারের অশক্য, ত্যাগের অযোগ্য।

অপরিহার—(স্ত্রী) অনিবারণ অবর্জ্জন।

অপরিহারিত—(ত্রি) অনিবারিত, অবর্জিত, অত্যাজ্য।

অপরিহার্য্য—(ত্রি) [পরিহর্ত্তুং শক্যং পরি-হৃ শক্যার্থে ণ্যৎ ন পরিহার্য্যম্, নঞ্-তৎ] পরিহারের অশক্য, ত্যাগের অযোগ্য।

অপরিহ্বৃত—(ত্রি) অহিংসিত, পরাক্রান্তের ও হিংসার অযোগ্য। "বজ্রবাহবুরপরিহ্বৃতা দধিরে" (ঋক্ ১০ ৬৩.৫)

অপরীক্ষিত—(ত্রি) [পরি-ঈক্ষ-ক্ত ন পরীক্ষিত° সম্যগালোচিতম্, নঞ্-তৎ] সম্যক্ আলোচিত নহে, যাহার পরীক্ষা করা হয় নাই।

"অপরীক্ষিতং ন কর্ত্তব্যং কর্ত্তব্যং সুপরীক্ষিতম্" (বেতালপঞ্চ° ১৫ ৫)

অপরীত—(ত্রি) [পরি-ইণ-ক্ত ন পরীতম, নঞ্-তৎ] সকল দিকে যাহা ব্যাপ্ত নহে, অপরিগত, অপ্রাপ্ত।

"দিবো ন যস্য রেতসো দুঘানাঃ বস্তি শবসাপরীতাঃ"(ঋক্ ১ ১০০ ৭)

অপরান্ত—উত্তরদেশীয় জনপদবিশেষ। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৪৪ অ°)

অপরুষ্—(ত্রি) [অপ অপগতা রুট ক্রোধো যস্য, বহুব্রী] বিগত ক্রোধ, যাহার ক্রোধ নাই।

অপরুষ—(ক্লী) [ন পরুষং নিষ্ঠুরম্, নঞ্ তৎ] অনিষ্ঠুর। (ত্রি) [নাস্তি পরুষং গ্রন্থির্যস্য] ২ গ্রন্থিশূন্য, পর্ব্ব রহিত, গাঁটহীন। [অপ অপগতা রুষা ক্রোধো যস্য, বহুব্রী] ৩ বিগত ক্রোধ, ক্রোধরহিত

অপরূপ—(ক্লী) [অপ উৎকৃষ্টম আশ্চর্য্যং বা রূপম, প্রাদিস°] আশ্চর্য্য রূপ, সুন্দর রূপ। (ত্রি) [অপ উৎকৃষ্টম্ অপকৃষ্ট° বা রূপং সৌন্দর্য্য° যস্য, বহুব্রী] ২ সুন্দর রূপযুক্ত, সৌন্দর্য্যশালী। ৩ কুরূপ, কুৎসিত। "ততোঽপরূপং জায়তে" (অথর্ব ১২ ৪ ৯)

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—একজন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা, ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার নাড়ু গ্রাম। পিতামহেরা সাত সহোদর—'সাতভাই মুখুজ্জে' নামে পরিচিত ছিলেন। পিতামহ ভগবান মুখোপাধ্যায় মহেশপুরে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করেন। মহেশপুর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। সন ১২৮২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ মহেশপুরে অপরেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

অপরেশ বাবুর বয়স যখন পাঁচ কি ছয় বৎসর, সেই সময় বিপ্রদাস বাবু নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "কৃষিতত্ত্ব" কাগজের সম্পাদক হইয়া কলিকাতায় আসেন। সে সময় তিনি পাইকপাড়ায় থাকিতেন। টালার মুখুজ্জে-বাড়ীর পাশে একটী পাঠশালা ছিল, এই পাঠশালায় অপরেশচন্দ্রের বর্ণপরিচয় আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে বিপ্রদাস বাবু কলিকাতায় আসেন। সে সময় মাণিকতলায় বাসা ছিল।

কলিকাতায় আসিয়া অপরেশ বাবু ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ সালে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল, পরে মেট্রোপলিটানে ভর্ত্তি হন, এখানে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে কার্ত্তিকী অমাবস্যার দিন তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। এই বৎসরেই তিনি স্বর্গীয় মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের আত্মীয় ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভ্রাতার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্তের সখের থিয়েটারী আখড়ায় যাতায়াত আরম্ভ করেন। শ্যামপুকুরের মাঠের উপর একটা ঘরে আখড়া ছিল। তাঁহারা বীণা থিয়েটার ভাড়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদের থিয়েটার করা ঘটিয়া উঠে নাই। এই সময় মণীন্দ্র বাবুর নিকট অপরেশচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় হাতে খড়ি হয়। তিনি প্রভাকরে নিয়মিত লিখিতে আরম্ভ করেন। মণীন্দ্র বাবুই তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া



অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যান, তাহারই ফলে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের (রাখাল মহারাজের) নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপর তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। এই সময় তিনি 'প্রয়াস' পত্রেও প্রবন্ধ লিখিতেন।

থিয়েটার আখড়ায় যাতায়াতে পিতা বিরূপ হওয়ায় তিনি পশ্চিম অঞ্চলে পলায়ন করেন। কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান, তথা হইতে রাণীগঞ্জ, পরে জামালপুর, পাটনা, ভাগলপুর, কাশী, আলাহাবাদ প্রভৃতি ঘুরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, এবং পুনরায় আখড়ায় যোগ দেন।

অপরেশচন্দ্র কিছুদিন হোরমিলার কোম্পানীর অফিসে চাকুরি করিয়াছিলেন। চাকুরির স্থায়িত্ব ছিল প্রায় ছয় বৎসর। এই

সময় ইলিসিয়াম থিয়েটারের সখেরদলে মধ্যে মধ্যে তিনি অভিনয় করিতেন। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে অপরেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল।

সন ১৩১১ সালে তিনি মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের পরামর্শে মিনার্ভায় যোগদান করেন। সন ১৩১৬ সালে অপরেশ চন্দ্র গ্রীণ থিয়েটার নাম দিয়া নিজেই এক থিয়েটার খোলেন কিন্তু লোকসান হওয়ায় পুনরায় মিনার্ভায় ফিরিয়া আসেন। সন ১৩২১ সালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই বৎসরেই তাঁহার প্রথম নাটক 'রঞ্জিলা' মিনার্ভায় অভিনীত হয়। তাহাই তাঁহার নাট্যকাররূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ। অতঃপর আহুতি, শুভদৃষ্টি, ও রাগানুজ মিনার্ভায় অভিনীত হয়। ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অপরেশচন্দ্র ষ্টারে যোগদান করেন। গিরীন্দ্র মল্লিক তখন ষ্টারের সত্ত্বাধিকারী। দেড় বৎসর পরে মল্লিক মহাশয় থিয়েটার ছাড়িয়া দিলে অপরেশ বাবু নিজেই ষ্টার থিয়েটার চালাইয়াছিলেন। তাঁহার উর্ব্বশী, দুর্ব্বাসার শাপ, কথী লক্ষন, ছিন্নহার, বাসবদত্তা ও অযোধ্যার বেগম অভিনয়ের পর ষ্টার থিয়েটার আর্টথিয়েটার লিমিটেডের হস্তগত হয়। অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জ্জুন নাটক লইয়া ১৩৩০ সালের বিজয়া দশমীর দিন আর্টথিয়েটার লিমিটেড প্রথম অভিনয় আরম্ভ করেন। কর্ণার্জ্জুন একাধিক্রমে দুই শতাধিক রজনী সগৌরবে অভিনীত হইয়া দর্শকগণকে আনন্দ দান করিয়াছিল। অপরেশচন্দ্রের ইরাণের রাণী, নন্দিনী, শ্রীকৃষ্ণ, পুণ্ডরীক, ধ্রুব, চণ্ডীদাস, রামভক্তি, শকুন্তলা, শ্রীগৌরাঙ্গ, নাগর মুকুন্দ, পদ্মাপুত্র, প্রভৃতি নাটক ষ্টারে অভিনীত হইয়াছিল। অপরেশ বাবুর রামচন্দ্র নাটক মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হয়। তাঁহার ওস্তাদ উপন্যাস এবং রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর নামে অনেক পুস্তক আছে।

অপরেশচন্দ্রের ভাষা চমৎকার নাটকের উপাদান এবং চরিত্রবিশ্লেষণে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি নিপুণ অভিনেতা এবং দক্ষ অভিনয় শিক্ষকরূপেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩৪১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ এই প্রসিদ্ধ নট নাট্যকার অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

অপরেদ্যুস—(অব্য) [অপরস্মিন্নহনি এদ্যুস্] অপর দিন।

"পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুর্ব্বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে (মনু ৩।১৮৭)

অপরৈকাদশী—জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষে অপরানামিকা একাদশী অনুষ্ঠেয়। এই একাদশী পালন করিলে লোকে পুত্রলাভ করে ও যশস্বী হয়। ব্রহ্মহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা, ভ্রূণহত্যা, পরাপবাদ, পরস্ত্রীগমন, কূটসাক্ষ্যদান, কূটবেদপঠন, স্বধর্মচ্যুতি, গুরুনিন্দা, প্রভৃতি পাপ এই একাদশী পালনে নিবারিত হয়। মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান করিলে, কাশীধামে শিবরাত্রির উপবাস করিলে, গয়াধামে পিতৃগণের পিণ্ডদান করিলে, বৃহস্পতির সিংহরাশিতে অবস্থান সময়ে, গৌতমীতীর্থে স্নান করিলে, কেদার বদরী গমন করিলে, অথবা সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রতীর্থে গজ, অশ্ব ও হেমদান সহকারে যজ্ঞ করিলে যে ফল লাভ হয়, অপরৈকাদশী পালন করিলে তদ্রূপ ফল লাভ হয়। ইহা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।

(পদ্মপু উত্তরখ° ৩১ অ

অপরোক্ষ—(অব্য) [অক্ষ্ণঃ পরং পরোক্ষং ন পরোক্ষমপরোক্ষম নঞ্ অব্যয়ী°] প্রত্যক্ষ, বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞান। ২ পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের অজ্ঞানরূপ আবরণ নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বদা প্রকাশমান এজন্য তিনি ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ না হইলেও অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ)। "অপরোক্ষং চ তস্মাত্ত সম্বন্ধমুপোপদয়ং (বামা° ৬ ২ ১৮) (ত্রি [অপরোক্ষানুভূতি অণাদি° অচ] ও প্রত্যক্ষের বিষয়।

প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্মের জ্ঞান পরোক্ষ কি অপরোক্ষ, এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান অনেক স্থলেই পরোক্ষ। পুরাকালে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ অপরোক্ষজ্ঞান এবং সাধনার বলে যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট পরোক্ষজ্ঞান মাত্র। তাহার জ্ঞান পরোক্ষভাবে অর্জ্জন করিতেছি। কখনও জ্ঞানীজন যাবতীয় বস্তু আমরা দেখি এবং যাহার বিষয় শ্রবণ করি সেই সমুদয়ের জ্ঞান অপরোক্ষ। সাধারণ মানবের যে জ্ঞান ও বিষয়ের জ্ঞান অপরোক্ষ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরব্রহ্মের জ্ঞান অর্থাৎ পরব্রহ্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা পরব্রহ্ম দর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরোক্ষ। কারণ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বরদর্শনই মানবের চরম জ্ঞান ও লক্ষ্য।

বৈজ্ঞানিকগণের জড়বস্তুর জ্ঞান অপরোক্ষ। তাঁহারা কোনও তথ্য পরীক্ষা না করিয়া স্বীকার করিবেন না। একটী তথ্য পরীক্ষাদ্বারা স্বীকৃত হইলে অপর সূত্রগুলি অনুমান দ্বারা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। এই প্রকার জ্ঞানই অপরোক্ষ। বিজ্ঞানজগৎ অপরোক্ষজ্ঞানের পক্ষপাতী। যে কোনও সাধনারই মূল অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহাই চরম কারণ, ইহাতে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা কম।

'অনুভূতি'কে মানবের জ্ঞেয় বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে অপরোক্ষানুভূতিই চরম জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। অপরোক্ষানুভূতিই ('immediate feeling' non relational felt unity) অপরোক্ষজ্ঞানসাপেক্ষ। এতদ্ব্যতীত শব্দপ্রমাণদ্বারা যে জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়, তাহাও অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া গণ্য করা হয় আনুমান সিদ্ধ জ্ঞানও অপরোক্ষ জ্ঞানের রূপান্তর মাত্র।

[অনুভূতি দ্র°]

অপরোক্ষচূড়ামণি—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অপরোক্ষমতানুসূত্রিকা—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অপরোক্ষানুভব শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ। ইহা 'অপরোক্ষানুভূতিসুধার্ণব' নামেও খ্যাত। বিদ্যারণ্য, শঙ্করাচার্য্য, বালগোপাল, চণ্ডেশ্বর বর্দ্ধন (অনুভবদীপিকা) প্রভৃতি ইহার এক একখানি দীপিকা রচনা করিয়াছেন।

অপরোক্ষানুভব₂—বাসুদেবেন্দ্র-বিরচিত একখানি বেদান্তগ্রন্থ।

অপরোক্ষানুভূতি₁—(স্ত্রী) [অপরোক্ষা চাসৌ অনুভূতিশ্চেতি কর্ম্মধা°] প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান।

ইহার অর্থ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার। যাহা পরোক্ষ নয় তাহাই অপরোক্ষ। অনুভূতি শব্দের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং যাহা সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানস্বরূপ বস্তু, তাহাই অপরোক্ষানুভূতি। এই অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থকার শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান। "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। সুতরাং অপরোক্ষানুভূতিস্থলে অনুভবকর্ত্তা, অনুভাব্য বিষয় এবং অনুভব এই ত্রিপুটী ভেদ থাকে না। এ সময়ে অখণ্ডৈকরূপ ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান থাকে।

দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতে বিষয়শূন্য অনুভব হয় না, অর্থাৎ নির্ব্বিষয় জ্ঞান স্বীকার করা হয় না। কিন্তু অদ্বৈতমতে তাহা স্বীকৃত হয়। আলোকরশ্মি নিরুপাধি হইলে দৃশ্য হয় না। দৃশ্যবস্তুর সংযোগেই তাহা দৃশ্য হয়, তাহা স্বয়ং অদৃশ্যই থাকে। অদ্বৈতমতে কিন্তু অদৃশ্য হইলেও তাহার স্বপ্রকাশত্ব অস্বীকার করা হয় না। এইজন্য নির্ব্বিষয়-জ্ঞান অদ্বৈতমতে স্বীকার করা হয়।

অপরোক্ষানুভূতি₂—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত একখানি গ্রন্থ। ইহাতে একশত চুয়াল্লিশটী শ্লোক আছে। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর-কৃত অপরোক্ষানুভূতিদীপিকা নামক ইহার একখানি উপাদেয় টীকা আছে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় রাজযোগ। জ্ঞানমার্গে যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থের মত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ আর নাই। ইহাতে হঠযোগ, ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগের একটী অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখা যায়। এই গ্রন্থে রাজযোগের ১৫টী অঙ্গের উল্লেখ আছে। যথা ১ যম, ২ নিয়ম, ৩ ত্যাগ, ৪ মৌন, ৫ দেশ, ৬ কাল, ৭ আসন, ৮ মূলবন্ধ, ৯ দেহসাম্য, ১০ দিক্‌স্থিতি, ১১ প্রাণ সংযম, ১২ প্রত্যাহার, ১৩ ধারণা, ১৪ আত্মধ্যান ১৫ সমাধি। এই যোগাঙ্গ সকল অবলম্বন করিয়া যথানিয়মে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই মঠাধিকারীরাও আপন শ্রেয়ঃ সাধন করিতে পারেন। যথা,

"যমোহি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্‌স্থিতিঃ॥
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥"

এমতে যম প্রভৃতি শব্দের অর্থ পাতঞ্জলদর্শনোক্ত যম প্রভৃতি শব্দের অর্থের সঙ্গে ঐক্য হয় না। পাতঞ্জলে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে যম বলা হইয়াছে। কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে—

"সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ॥"

অর্থাৎ আকাশাদি দেহান্ত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান করিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করাই যম।

এই প্রকার নিয়ম আসন প্রাণায়ামাদি সমস্ত যোগাঙ্গগুলিরই জ্ঞানপর ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞানপথে সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই অবলম্বনীয়। [রাজযোগ দ্র°]

অপরোক্ষানুশ্রুতি—শঙ্করাচার্য্যবিরচিত একখানি গ্রন্থ।

অপরোধ—(পুং) [অপ রুধ-ভাবে ঘঞ্] রুদ্ধ করা, বন্ধ করা, আটকান। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৪ ৩ ৭১)

অপর্টো—(Oporto) পর্ত্তুগাল রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ও প্রধান বন্দর এবং অপর্টো জেলার বিচারসদর। ডুরো নদীর মোহানা হইতে ৩ মাইল অভ্যন্তরে নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত নগরাংশ 'Villa Nova de Gaia' নামে খ্যাত। অক্ষা° ৪১° ৮' উ, দ্রাঘি° ৮° ৩৭' পশ্চিম। ইহা বাণিজ্যপ্রধান এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিসবনের সমতুল্য। পর্ত্তুগালের প্রধান তিনটী রেলপথের মধ্যে একটী রেলপথ লিস্‌বন হইতে, একটী ভালেনশা ও একটী বার্কা দা আল্‌বা হইতে আসিয়া এখানে সংযুক্ত হইয়াছে। উহাদ্বারা গুইমারী ব্রাগা, কোরুনা, মিণ্ডেলা, মাদ্রিদ, পর্য্যন্ত বহু বাণিজ্যপ্রধান নগরে যাতায়াতের সুবিধা ঘটিয়াছে। নদীর মোহানা এখন বালুচরে ভরিয়া উঠায় বড় বড় জাহাজ অপর্টো নগরে পণ্য লইয়া আসিতে পারে না। এই কারণ, সমুদ্রোপকূলে নগরোপকণ্ঠে লিক্সোইস্ নামক নগর ভাগে স্বতন্ত্র পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। সাও জোয়াও দাফোজ নামক স্থানে একটী দুর্গ এবং সমুখস্থ জলগর্ভস্থ শৈলোপরি একটী 'লাইট্ হাউস' আছে।

নদীর উত্তরতীরে প্রাচীন নগরের দৃশ্য সুন্দর। পথধারে অট্টালিকাদি সুন্দর দৃশ্য। দক্ষিণকূলে ভিলা নোভার বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রসিদ্ধ পোর্ট নামক মদ্য প্রস্তুত হয়। দুইটী

সহরে যাতায়াতের সুবিধার্থ 'মেরিয়া পায়া' ও 'ডোম লুই' নামক সেতু আছে। এখানে খৃষ্টীয় ১২৩৮ অব্দে স্থাপিত একটী ধর্ম্মমন্দির আছে। ঐ স্থানে ভিসিগথদিগের একটা দুর্গ ছিল, আজিও তাহার নিদর্শন উহাতে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন ভিসিগথরাজ থিওডোসী কর্ত্তৃক ৫৫৯ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট মার্টিনের স্মৃতি স্থাপনার্থ এই গির্জ্জাটী প্রথমে নির্ম্মিত হয়। তৎপরে রোমক শিল্পে উহার জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। এ ছাড়া নোয়া সনহোরা ও সাও ফ্রান্সিস্‌কের গির্জ্জার অভিনব শিল্প-সৌন্দর্য্য উল্লেখ যোগ্য।

এখানকার মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, অপেরা হাউস, হাসপাতাল, বুল-রিং ও ক্রীষ্টাল-প্যালেস দর্শনযোগ্য। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে শিল্প-প্রদর্শনীর জন্য কাট ও লৌহযোগে এই স্ফটিক-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই বন্দরের ইতিহাস অতি প্রাচীন। রোমকদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে ইহা পোর্টাস্ কালে, গাইয়া বা কা গা নামে পরিচিত ছিল। ডুরো নদীর দক্ষিণকূলে এরূপ বাণিজ্য প্রধান নগর তৎকালে এতদ্দেশে ছিল না। পরবর্ত্তীকালে নদীর উত্তর তীরে আলানীগণ (The Alani) কষ্ট্রাম নোভাম (Castrum Novum) নামে নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করে। ৫৪০ খৃষ্টাব্দে ভিসিগথ্‌রাজ লিওভিজিল্ড এই নগর অধিকার করেন। ৭১৬ খৃষ্টাব্দে মুরগণ উহা কাড়িয়া লয়। তৎপরে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে রোমক অধিকারে ইহা পর্টুকালিয়া (Portucalia) রাজধানীরূপে গণ্য হয়। মুরগণ এই নষ্ট্রভ্রষ্ট রাজ্য পুনসংস্কার করিয়া কিছুদিন রাজ্য-শাসন করেন, কিন্তু ১০৯২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উহা খৃষ্টান রাজগণের শাসনভুক্ত হয়। ১৬২৮ ও ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বিষম করভারে নিপীড়িত পর্ত্তুগালবাসী রাজদ্রোহী হয়। পুনরায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মদ্যের ব্যবসা করায়ত্ত করায় রাজা ও প্রজার মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসিদিগের বিরুদ্ধে দেশবাসীর দণ্ডায়মান হয়। এই সময়ে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যার্থ ডুরো নদীর মোহানায় আসিয়া সমুপস্থিত হন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ওয়েলিংটনের হস্তে ফরাসি সেনাপতি মার্শাল সল্ট পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলাইতে বাধ্য হন। ১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দের অবরোধে অপর্টোর বিশেষ ক্ষতি হয়। ডম পেড্রো এই সময়ে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া শত্রুগণকে বিতাড়িত করেন। ১৮২০, ১৮২৬, ১৮৩৬, ১৮৪২, ১৮৪৬-৪৭, ১৮৯১, এবং ১৯০৭-১৯০৮ খৃষ্টাব্দের রাজনৈতিক আন্দোলনে অপর্টো আপনার অঙ্ক বজায় রাখিয়া অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন। [পর্ত্তুগাল দেখ]

অপর্ণা—(স্ত্রী) [নাস্তি পর্ণং গলিতপত্রমপি ব্রতকালে জীবিকা যস্যাঃ, বহুব্রী] পার্ব্বতী, দুর্গা। দুর্গা গিরিরাজগৃহে জন্ম লইয়া শিবের আরাধন সময়ে গলিতপত্রও ভক্ষণ করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার একটী নাম অপর্ণা হইয়াছে। "অপর্ণা পার্ব্বতী দুর্গা"। (অমর) এই নিমিত্ত পুরাবিদ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অপর্ণাও বলিয়া থাকেন।

২ হরিবংশে লিখিত আছে যে, মেনকা পিতৃগণের মানস-কন্যা। হিমালয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। পরে, হিমালয়ের ঔরসে এবং মেনকার গর্ভে অপর্ণা, একপর্ণা এবং একপাটলা নামে তিনটী কন্যা জন্মে। সেই তিন ভগিনী কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একপর্ণা, গাছের কেবল একটী করিয়া পাতা খাইতেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম একপর্ণা হইয়াছে। কনিষ্ঠা ভগিনী একপাটলা প্রত্যহ কেবল একটী করিয়া পাটলা ফল ভক্ষণ করিতেন, তাই লোকে তাঁহাকে এক-পাটলা কহে। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠা অপর্ণা একটী পত্রমাত্রও ভক্ষণ করিতেন না, সে কারণ তাঁহার অপর্ণা নাম হইয়াছে।

মেনকা কন্যার এ প্রকার কঠিন তপস্যা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জননীর প্রাণে সন্তানের ক্লেশ সহে না, তজ্জন্য তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন—'উ মা'—তুমি ওরূপ করিও না। সেই অবধি অপর্ণার নাম উমা হইয়াছে।

মহাদেবের সঙ্গে অপর্ণার বিবাহ হইয়াছিল। অসিতদেবল, একপর্ণার পাণিগ্রহণ করেন এবং জৈগীষব্যকে একপটেলা বরণ করিয়াছিলেন। (হরিবংশ)

৩ লিঙ্গপুরাণের মতে—হিমালয়ের পত্নী মেনকা প্রথম পার্ব্বতী ও পরে অপর্ণা, একপর্ণা ও পাটলা নাম্নী চারিটী কন্যা প্রসব করেন।

৪ মৎস্যপুরাণের মতে—পর্ব্বতরাজের স্ত্রী মেনকার গর্ভে প্রথমে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ নামে দুইটী পর্ব্বত জন্মে, পরে উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা জন্মগ্রহণ করে।

৫ চতুষষ্টি যোগিনীর একটীর নাম অপর্ণা।

৬ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে অর্দ্ধ নরনারীরূপধারী এক রুদ্রের উৎপত্তি হয়। তার পর ব্রহ্মার আদেশে উক্ত রুদ্রের দেহবিভক্ত করিয়া নর অংশ হইতে একাদশ রুদ্র এবং নারী অংশ হইতে স্বাহা স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, অপর্ণা, উমা, একপর্ণা প্রভৃতিকে উৎপন্ন করা হয়।

৭ শ্রীকৃষ্ণের কোন সখী। (পদ্মপু° পাতালখণ্ড)

[ন সন্তি পর্ণানি পত্রাণি যস্যাঃ বহুব্রী] যাহার পত্র নাই। পত্রশূন্য লতাদি।

অপর্ণি—(পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক এক ঋষি। (মৎস্যপু°)

অপর্ত্তু—(ত্রি) [অপ অপগত ঋতুর্যস্ত, বহুব্রী] যে দেশে

বসন্তাদি সকল ঋতু নাই। "যত্র বিজায়ন্তে যাবিজ্ঞপর্ত্তুঃ" (অথর্ব্ব ৩,২৮১) (স্ত্রী) [অপগত ঋতুঃ স্ত্রীকুসুমং যস্যাঃ। বহুব্রী] অপগতরজস্কা স্ত্রী, যে স্ত্রীর আর রজঃ নিঃসরণ হয় না।

"ঋতুস্ত্রীকুসুমেষ্বপি বসন্তাদিষু" (বিশ্ব)

অপর্য্যন্ত—(ত্রি) [নাস্তি পর্য্যন্তো মর্য্যাদা যস্য, বহুব্রী] অসীম, ইয়ত্তারহিত, অনন্ত। "তদৈতত্তাবচ্ছত° সংবৎসরাস্তাবদমৃত মনন্তমপর্য্যন্তম্‌" (শতপথব্রা° ১০।১।৫।৪)

অপর্য্যাপ্ত—(ত্রি) [পরি-আপ-ক্ত, নঞ তৎ] অযথেপ্সিত ২ অসমর্থ। ৩ অসম্পূর্ণ। ৪ স্বকার্য্যে অক্ষম। ৫ অপরিচ্ছিন্ন ৬ ইয়ত্তারহিত। "অপর্য্যাপ্তসহস্রভানুনা" (মাঘ ১২৭)

অপর্য্যাপ্তি—(স্ত্রী) [ন পর্য্যাপ্তিঃ, অভাবে নঞ তৎ] অপরিচ্ছেদ। ২ অসামর্থ্য। "অপর্য্যাপ্তাবুত্তুং প্রাপ্তি" (স্মৃতি)। ৩ একজন মারিতে আসিলে তাহার আঘাত নিবারণ না করা।

অপর্য্যায—(পুং) [ন পর্য্যায়ঃ, নঞ-তৎ] পরিপাটির অভাব, অনবসর। ২ অক্রম, ক্রমের অভাব। ৩ আনুপূর্ব্বীর অভাব, অনুক্রমের অভাব। [নঞ বহুব্রী] ৪ পরিপাট্যাদিশূন্য।

অপর্য্যুষিত—(ত্রি) [ন পর্য্যুষিতম্‌, নঞ-তৎ] অভিনব, সদ্যোজাত, বাসী নহে। "অপর্য্যুষিতৈর্নিষ্ঠিতৈঃ প্রাপ্তিকৈর্দ্ধিত নির্দ্ধিতৈঃ (নরসিংহপু°)।

অপর্ব্বক—(ত্রি) যাহার পর্ব্ব নাই। ২ সংযোগহীন, যোড়া না থাকা। (শতপথব্রা° ১১।১।৬।৭২)

অপর্ব্বদণ্ড—(পুং) [নাস্তি পর্ব্ব গ্রন্থির্যস্য, স-দণ্ড ইব উপমিতিঃ°] শরকাণ্ড নামক শর। তাহাদের দণ্ডে গাঁইট নাই বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে। ২ একপ্রকার ইক্ষুদণ্ড।

অপর্ব্বন্—(ক্লী) [ন পর্ব্ব, নঞ তৎ] পর্ব্বভিন্ন। "বাজন বিবিণা অপর্ব্বন" (ঋক্‌ ৪।১৯।৩) চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এই সকল তিথি এবং এতদ্ভিন্ন সংক্রান্তি পর্ব্ব।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।

পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ (স্মৃতি)

(ত্রি) [নাস্তি পর্ব্ব গ্রন্থিঃ গ্রন্থপ্রকরণং পরিচ্ছেদো বা যস্য] ২ গ্রন্থিশূন্য দণ্ডাদি, গাঁইটহীন লাঠি প্রভৃতি। ৩ পরিচ্ছেদ শূন্য গ্রন্থাদি।

অপল—(ক্লী) [অপ অপক্রমঃ লাতি গৃহ্নাতি (নিবারয়তি) যেন যস্মিন বা অপ লা করণে অধিকরণে বা ক] পলায়ননিবারক লাঠি, গোঁজ, কীলক। লাঠি ধরিলে সেদিক্ দিয়া পলায়ন করা যায় না, গোঁজে বাঁধিলেও গোরু প্রভৃতি পলাইতে পারে না, এজন্য লাঠির এবং গোঁজের নাম অপল। [নাস্তি পলং মাংসং পরিমাণবিশেষো বা যস্য, বহুব্রী] ২ মাংসহীন। ৩ চারি তোলা অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ।

অপলক্ষণ—(ক্লী) দুষ্টলক্ষণ, মন্দ চিহ্ন, দোষের দাগ।

অপলপন—(ক্লী) থারাপ বা মিথ্যা কথন, অযথা-কথা। ২ কাকুক্তি। ৩ অস্বীকার।

অপলপিত—(ত্রি) অস্বীকৃত, মিথ্যা-ভাষিত।

"রাজাদেয়মপলপিতমষ্টগুণম্‌ (মনু ৮।৪০০ কুল্লুক)

অপলাচী—উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতির সাক্ষোজীয় শাখা ভুক্ত একটী জাতি। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দ হইতে ইহারা অপলাচী উপসাগর ও ফ্লোরিডার সমুদ্রোপকূলে বাস করিয়া আসিতেছে। অনুমান ১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্পেন দশীয় ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ ইহাদের মধ্যে আসিয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তাহারা ইহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ অনেকগুলি গির্জ্জাও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভে ইহারা ইংরেজ প্রবাসীগণের বিরুদ্ধাচরণ করায় ইংরেজগণ ইহাদের বাসভূমি আক্রমণ করে। যুদ্ধে গির্জ্জা সকল ভস্মীভূত, ধর্ম্মাচার্য্য নিহত এবং সহস্রাধিক অপলাচী ক্রীতদাসরূপে নীত হইয়াছিল।

অপলাপ—(পুং) [অপ মিথ্যারূপং লপনং অপ লপ ভাবে ঘঞ্] স্থিত পদার্থেরও অস্থিতরূপে কথন। ২ নিহ্নব। ৩ অস্বীকার করা। [অপ লপ্যতে কুৎসিতব্যবহারনিবারণায় পুত্রাদিঃ অপ-ভাষ্যতে (তিরস্ক্রিয়তে) যেন অপ-লপ করণে ঘঞ] ৪ স্নেহ, প্রেম। পিতামাতা স্নেহ হেতুই পুত্রাদির নিকৃষ্ট ব্যবহার বারণের জন্য ভর্ৎসনা করেন এবং তুই' বা 'র' ইত্যাদি নিকৃষ্ট সম্বোধনাদি করিয়া থাকেন। ৪ বাণবিশেষ। (সুশ্রুত ১।২৯।১৯)

অপলায়ন—(ক্লী) পলায়নহীন, যুদ্ধে পলায়ন করিতে জানে না। ২ অপরাঙ্মুখীভাব। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌ (গীতা ১৮।৪৩)

অপলাল—(পুং) একজন রাক্ষস। ২ একটী নাগের নাম।

অপলাশ—(ত্রি) যাহার পাতাপত্র নাই, নিষ্পত্র।

অপলাষিকা—(স্ত্রী) [অপ লষ ইচ্ছায়াং পর্য্যায়ে ণ্বুচ্ প্রাদিসঃ] তৃষ্ণা। ২ অভিলাষা। পর্য্যায়ার্হণোৎপত্তিষু ণ্বুচ্ (পা ৩।৩।১১১)

অপলাষিন্—(ত্রি) [অপ অপকর্ষে লষ্ কান্তৌ ইচ্ছায়াং বা তাচ্ছীল্যাদিষু কর্ত্তরি ণিনুম্] অপকৃষ্ট বিষয়লালসাযুক্ত। কুৎসিতকামযুক্ত। [স্ত্রী ঙীপ অপলাষিণী। "অপে চ লষঃ (পা ৩।২।১৪৪।]

অপলাষুক—(ত্রি) [অপ অপকর্ষে লষ-তাচ্ছীল্যাদিষু কর্ত্তরি

উকঞ্‌] অনুচিত ধনতৃষ্ণাযুক্ত। "লষ পত পদ স্থা-ভূ বৃষ হন কম গম্‌-শৃভ্যা উকঞ্‌" (পা ৩ ২ ১৫৪)

অপলোক (পুং) অপকীর্ত্তি, অপবাদ, অপযশ, বদনামী।

অপল্যূলন—(ক্লী) [ন পল্যূলনং পবিত্রকরণং পল্যূল পবিত্রীকরণে অদন্তচু° ল্যুট্‌, নঞ্‌-তৎ] স্নানাদি মার্জ্জন দ্বারা শৌচাভাব।

অপল্যূলনকৃত—(ত্রি) যে অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে, মলীকৃত, গর্হিত কর্ম্মকৃত। (শতপথব্রা° ৩.১২১৯)

অপবক্তৃ—(পুং) অপবাদকারী, অপলাপকারী।

"উতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ" (ঋক ১২৪৮)

অপবৎ—(ত্রি) [অপ. কর্ম্ম ততশ্চ মতুপ্‌ ব দ সলোপঃ মস্ত বত্ব] কর্ম্মযুক্ত, যাহাতে কর্ম্ম আছে। ২ দুগ্ধযুক্ত।

অপুপবানপব ইন্দ্রক রহ সীদতু" (অথর্ব্ব ১৮ ৪ ২৪)

অপবন—(ক্লী) [অপকৃষ্টং স্বল্পত্বাৎ বনম, প্রাদি তৎ] উপবন, কৃত্রিম বন।

অপবরক—(পুং) [অপব্রিয় ত অপ বৃ অপ্‌ ততঃ সংজ্ঞায়াং বুন] অন্তঃপুর, গর্ভাগার ২ প্রকোষ্ঠ। ৩ শয়নাগার। ৪ মাঝের ঘর।

অপবরণ—(ক্লী) [অপ-বৃ ভাবে ল্যুট্‌] অনাবরণ, আবরণ দূর করা, পর্দা উঠা বা খোলা।

অপবর্গ—(পুং) [বৃজ্যতে ত কর্ম্মসূত্রে ভাবা ইহা অপ বৃজ ঘঞ্‌-কুত্বম] ১ মোক্ষ, মুক্তি। "জ্ঞানেন চাপবর্গঃ" (সাংখ্য কা°) [অপ বৃজ ভাবে ঘঞ্‌] ২ ত্যাগ, দান। [অপ বৃজ সম্প্রদানে ঘঞ] ৩ কর্ম্মফল, ফলপ্রাপ্তি। "কৃতাপবর্গ" (কাত্যা শ্রৌ° ২২৭) ৪ ক্রিয়ার সমাপ্য, ক্রিয়ান্ত, কার্য্য সমাপ্তি, পূর্ণতা।

পাণিনির একটী সূত্র আছে। "অপবর্গে তৃতীয়া" (পা ২ ৩ ৬) অপবর্গ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি বুঝাইতে কাল এবং অধ্বন বাচক শব্দের উত্তর অত্যন্ত সংযোগার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ৪ কীটের বিষোৎপন্ন রোগবিশেষ। "দংশিবাপ্যাপকর্ষণমপবর্গ" (সুশ্রুত ২৫৫৮।)

অপবর্জন—(ক্লী) [অপ বৃজ ল্যুট] দান। ২ মোক্ষ। ৩ ত্যাগ। ৪ নির্বাণ।

অপবর্জ্জিত—(ত্রি) [অপ বৃজ ক্ত] যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। ত্যক্ত, দত্ত, পরিহৃত।

অপবর্ত্তক—(ত্রি) [অপ বৃত ণিচ ণ্বুল] ১ যে রাশিদ্বারা অন্য দুই বা ততোধিক রাশিকে ভাগ করিলে কিছুই ভাগাবশিষ্ট থাকে না, তাহাকে ঐ সকল রাশির অপবর্ত্তক কহে যথা—২ অঙ্ক ৬ ও ৮ অঙ্কের অপবর্ত্তক। কারণ ৬ এবং ৮ অঙ্ককে ২ দ্বারা ভাগ করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

অপবর্ত্তন—(ক্লী) [অপ বৃত-ণিচ ল্যুট্‌] পরিবর্ত্তন। ২ আন্দোলন। ৩ সংক্ষেপ, লাঘব। ৪ অঙ্কশাস্ত্রমতে ভাজ্য ভাজক উভয়েরই তুল্যরূপ কোন অঙ্কদ্বারা বিভাজন। [অপ-বৃত ল্যুট্‌] ৫ অপহরণ। ৬ গ্রহণ। "ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দারাপবর্ত্তনম্‌" (মনু ৯৭৯)। ৭ বক্রীকরণ। (সুশ্রুত ২ ৯১ ১৪)

অপবর্ত্তিত—(ত্রি) [অপ-বৃত ণিচ ক্ত] পরিবর্ত্তিত। ২ আবর্ত্তিত। ৩ ব্যাবর্ত্তিত, বক্রীকৃত।

অপবর্ত্ত্য—(ত্রি) [অপ বৃত ণ্যৎ] অন্য রাশি দ্বারা যে রাশিকে বিভক্ত করিলে কিছুই ভাগাবশিষ্ট থাকে না, তাহাকে সেই রাশির অপবর্ত্ত্য কহে। যেমন ১২ রাশি ৪ অঙ্কের অপবর্ত্ত্য।

অপবাদ—(পুং) [অপ বদ ভাবে ঘঞ্‌] নিন্দা, অপযশ, কুৎসিত বাদ। "কিন্তু লোকাপবাদো বলবান্‌ মতো মে" (রঘু ১৪৪০) ২ বিশ্বাস। ৩ প্রণয়। ৪ মিথ্যা বাক্য। ৫ আদেশ। "অপবাদেন পত কিনীপতেশ্চচার" (কিরাত ১৪২৭) [অপ বদ করণে ঘঞ্‌] ৬ বিশেষ বিধি। যেমন, পাণিনি একটী স্থানে বিধি করিয়াছেন যে, "পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ" (৩৩১১৮) সংজ্ঞা বিষয়ে পুংলিঙ্গ পারে ঘ প্রত্যয় বিহিত হয়। তাহার পর এই বিশেষ বিধি করিলেন যে, "হলশ্চ" (পা ৩৩১২১) হলন্ত ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় হয়। এস্থলে ঘঞ্‌ প্রত্যয় বিশেষ বিধি হইল বলিয়া ইহাকে ঘ প্রত্যয়ের অপবাদ বলা যায়। পুনশ্চ, যদি এমন কথা বলা যায় যে, 'কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না,'—তাহা হইলে ইহাকে সামান্য বিধি বলা যায়। এই সামান্যবিধিদ্বারা জীবহিংসা নিষেধ করা হইতেছে। কিন্তু পুনর্ব্বার যদি এ কথা বলা যায় যে, 'যজ্ঞের নিমিত্ত পশুবধ শ্রেষ্ঠ', তাহা হইলে এটী বিশেষ বিধি হইল। এই বিশেষ বিধি দ্বারা প্রাণিবধের ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। "অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ" (কুমার ২২৭)

[অপ বদ্‌-করণে ঘঞ্‌] ৭ বেদান্তমতে মিথ্যাভূত পদার্থের নিবারণার্থ উপদেশবিশেষ। ৮ যদ্দ্বারা বাধা দেওয়া যায়, বাধক। [অপ-বদ কর্ম্মণি ঘঞ্‌] ৯ কুৎসিত বাদ্য, যে বাদ্যদ্বারা ব্যাধেরা মৃগদিগকে বঞ্চনা করে (মাঘ ৬৯)

"অবর্ণাক্ষেপনির্বাদপরীবাদাপবাদবৎ।
উপক্রোশো জুগুপ্সা চ কুৎসা নিন্দা চ গর্হণে।
অপবাদো তু নিন্দাজ্ঞে।' (অমর)

অবর্ণ অর্থাৎ অপ্রশংসা, আক্ষেপ, নির্বাদ পরিবাদ, উপক্রোশ, জুগুপ্সা, কুৎসা, নিন্দা, গর্হণ, আজ্ঞা এই সকল শব্দ অপবাদ শব্দের পর্য্যায়। অপবাদ স্থানে অববাদ শব্দও চলিত আছে। "অপবাদস্তু নিন্দায়ামাজ্ঞা বিশ্রম্ভয়োরপি" (মেদিনী)

১০ অপ-প্রলাপ, নিরসন, প্রত্যাখ্যান।

অপবাদক—(ত্রি) [অপ-বদ ণ্বুল্] সামান্ত শাস্ত্র হইতে বিশেষ শাস্ত্রের ব্যবস্থাপকবিশেষ শাস্ত্র। ২ নিন্দক। ৩ নিরাসক। ৪ প্রতিরোধক। ৫ অবশস্কর।

অপবাদকর—(ত্রি) [অপবাদং করোতি অপ-বাদ-কৃ-ট] অপবাদকারী। ২ খলব্যক্তি।

অপবাদিত—(ত্রি) নিন্দিত, যাহার অপবাদ হইয়াছে।

অপবাদিন্—(ত্রি) [অপ-বদ্-ণিনি] অপবাদকর্ত্তা, যে অপবাদ করে, নিন্দাকারী।

অপবারক—(পুং) আচ্ছাদন, আবরণ। ২ যবনিকা, পট-ব্যবহিত রঙ্গমঞ্চ।

অপবারণ—(ত্রি) [অপ-বৃ-ণিচ্ নন্দ্যাদি° ল্যু] ব্যবধায়ক, যদ্দ্বারা আড়াল করা যায়। (ক্লী) [অপ বৃ ভাবে ল্যুট্] ২ ব্যবধান [আধারে ল্যুট] ৩ অন্তর্দ্ধি। বস্ত্রাদিতে আচ্ছাদন।

"অন্তর্দ্ধা ব্যবধা পুংসি ত্বন্তর্দ্ধিরপবারণম্।
আচ্ছাদনে সম্পিধানমপবারণমিত্যুভে" (অমর)

অপবারিত—(ত্রি) [অপ বৃ ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত] আচ্ছাদিত, যাহাকে আড়াল করান হইয়াছে। ২ ব্যবধাপিত। ৩ বর্জ্জিত। ৪ অন্তর্হিত। (ক্লী) [অপ বৃ-ণিচ্ ভাবে ক্ত]। ৫ অপ্রকাশ, অপবারণ।

অপবারিতক—(ক্লী) [অপবারিত স্বার্থে কন্] অপ্রকাশ, প্রচ্ছন্ন, যাহা অপসারণ না করিলে প্রকাশ করা যায় না, যাহা পর্দার আড়ালে।

অপবারুক—(পুং) [অপ-বৃ-বাহুলকাৎ উকঞ্] প্রস্তর, পাষাণ।

অপবার্য্য—(অব্য) [অপ বৃ ণিচ্-ল্যপ্] আচ্ছাদন করিয়া, গোপন করিয়া। নাট্যোক্তিতে, অন্য ব্যক্তি যেন শুনিতে না পায়, এরূপ অস্ফুটস্বরে গোপন করিয়া। যেমন, "অরুন্ধতী। অপবার্য্য সহর্ষবাষ্পম্।" (উত্তরচরিত ৪ অ°)।

অপবার্য্যদ—(ত্রি) যে অপবার্য্য অর্থাৎ আচ্ছাদন দেয়, আচ্ছাদনকারী।

অপবাস—(পুং) [অপসৃত্য বাসঃ] অপসরণ, পলায়ন, অপগমন "অপবাসে নক্ষত্রাণামপবাসঃ" (অথর্ব ৩।৭)

অপবাহ—(পুং) [অপসার্য্য বাহঃ স্থানান্তরপ্রাপণম্] এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া। ২ অনুমান। ৩ বৃত্তরত্নাকর লিখিত এক প্রকার বর্ণ বৃত্ত। তাহার লক্ষণ "মোনাঃ ষট্ সগগিতি যদি নব রস রস শর যতিযুক্তমপবাহাখ্যম্।" অর্থাৎ যাহার প্রথমে একটী মগণ, তাহার পর ক্রমে ছয়টী নগণ, তাহার পরে সগণ, তাহার পরে দুইটী গগণ থাকে এবং নবম, পঞ্চদশ, একবিংশ, ও ষড়্‌বিংশ অক্ষরে যদি যতি পড়ে, তবে সেই বৃত্তকে অপবাহ কহে।

অপবাহক—(ত্রি) যে এক স্থান হইতে কোন বস্তু বা জীব স্থানান্তরে লইয়া যায়। ২ মন্দবাহক।

অপবাহন—(ক্লী) [অ-বহ-ণিচ্-ল্যুট্] পরদেশ হইতে স্বদেশে আনয়ন, এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রাপণ।

অপবাহিত—(ত্রি) স্থানান্তরিত, যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়া হইয়াছে।

অপবাহুক—(পুং) এক প্রকার বাহুস্তম্ভ রোগ। বায়ু কুপিত হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগ হইলে বাহু শুষ্ক হইয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয়।

অপবাহ্য—(ত্রি) [অপ-বহ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ] দূর করিবার যোগ্য। (অব্য) [অপ-বহ-ণিচ ল্যপ্]। ২ দূরীভূত করাইয়া। "ভর্ত্তা নাপবাহ্যঃ পুরাতনম্" (রামা° ২।৭৫।১৬)

অপবিক্ষত—(বি) ক্ষতহীন, যাহাতে ক্ষত চিহ্ন নাই, অপগত ক্ষত চিহ্ন। ২ মলিনতাহীন, নির্ম্মল।

"অপবিক্ষতকোমলঃ • • প্রিয়াধরঃ" (শকুন্তলা)।

অপবিঘ্ন—(ত্রি) [অপগতো বিঘ্নো যস্মাৎ, বহুব্রী] বিঘ্নশূন্য, বাধাবহিত। "শতং ক্রতূনামপবিঘ্নমাপ সঃ" (রঘু৩।৩৮) দিলীপরাজ নিরানব্বইটী যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিলেন।

অপবিত্র—(ত্রি) [ন পবিত্রং শুদ্ধম্]। পবিত্রতাশূন্য, অশুদ্ধ, অশুচি। ২ দূষিত, গর্হিত। ৩ অকৃতশৌচাদি, মলিন।

অপবিত্রতা—(স্ত্রী) অশুচিতা, অশুদ্ধতা, মলিনতা।

অপবিদ্ধ—(ত্রি) [অপ ব্যধ-ক্ত] প্রক্ষিপ্ত, ত্যক্ত। ২ চূর্ণিত। ৩ প্রত্যাখ্যাত। ৪ নিরস্ত, নিবারিত। ৫ প্রেরিত। "অপবিদ্ধগদঃ" (কুমার ২।২২) অর্থাৎ গদা ত্যাগকারী। ৬ দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এক প্রকার পুত্র। মাতাপিতা আপনার সন্তানকে পরিত্যাগ করিলে সেই বালককে যদি পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায় তবে তাহাকে অপবিদ্ধ কহে।

"মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং পরিগৃহ্ণীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে।" (মনু ৯।১৭১)।

৩ অতিবিদ্ধ, বিকৃত। "মুদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ" (রামা° ২।৯৪।২৪)

অপবিদ্যা—(স্ত্রী) [প্রাদি-তৎ] অপকৃষ্ট বিদ্যা। ২ বৌদ্ধাদির বিদ্যা। ৩ বেদান্তাদির প্রসিদ্ধ অবিদ্যা।

অপবিষ—(ত্রি) যাহাতে বিষ নাই, যাহা বিষাক্ত নহে। ২ অপকারক বিষ। ৩ লতাভেদ।

অপবিষা—(স্ত্রী) [অপগতং বিষং যস্যাঃ] নির্ব্বিষা নামে এক প্রকার ঘাস।

অপবিষা, অতিবিষা, নির্ব্বিষা প্রভৃতি শব্দে ঠিক কোন্ গাছকে বুঝায়, সে বিষয় অনেক গোল দেখা যায়। কোন কোন মতে আতইশ (Aconitum heterophylum, Caltha Nirbisha

Hamiltonii) গাছেরই অপবিষা প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। বনহলুদ (Curcuma aromatica), শটি (Curcuma Zedoaria), নিমুখা (Cissampelos Pareira), শ্বেতগোক্ষুরী (Kylingia monocephala) প্রভৃতি বৃক্ষ অপবিষা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। রাজনির্ঘণ্টে অপবিষা শব্দের পর্য্যায়ে নির্বিষা তৃণ, বিষহা, বিষাপহা, বিষহন্ত্রী, বিষাভাবা, অবিষা, বিষবৈরিণী এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

সচরাচর আমরা মুস্তার মত এক প্রকার ঘাসকে অপবিষা কিম্বা নির্বিষা বলিয়া থাকি। মুস্তার মূলে যেরূপ গেঁড় হয়, নির্বিষার সেরূপ হয় না। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহা কটু ও শীতল। ইহাতে কফ, বাত, ব্রণ, রক্তদোষ এবং নানা প্রকার বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

অপবিষ্ণু—(ত্রি) যেখানে বিষ্ণু নাই, বিষ্ণুরহিত।

অপবীণ—(ত্রি) যেখানে খারাপ বীণা আছে ২' বীণাহীন। ৩ খারাপ বীণা।

অপবীরবৎ—(ত্রি) বীরভাব ভিন্ন; খড়্গাদি বীরোচিত বেশ রহিত। "উতাপবীরবাহ্বাধা (ঋক্ ১০ ৬০ ৩)

অপবৃত্তি—(স্ত্রী) সমাপ্তি শেষ। ব্যতিক্রম।

অপবৃত্ত—(ত্রি) [অপ বৃত ক্ত] সমাপ্ত। "অপবৃত্তে কর্ম্মণি বামদেব্যগানং শান্ত্যর্থম" (বাচস্পত্যধৃত গোভিল) ২ বিপরীত, উল্টান।

অপবেধ—(পুং) [অপকৃষ্টঃ বেধঃ, প্রাদি° তৎ] কোন দ্রব্যের অনুচিতস্থানে বেঁধা, মণি নামক স্থান বেঁধা।

"মণীনামপবেধে চ দণ্ড উত্তমসাহসম্" (মনু)

অপব্যয়—(পুং) অপকৃষ্টঃ ব্যয়ঃ [প্রাদি° তৎ] দুষ্কর্ম্মে অর্থব্যয়। ধনাদির অপরিমিত ব্যয়। (ত্রি) [অপগতো ব্যয়ঃ ক্ষয়ো যস্য, বহুব্রী] ২ যাহার ক্ষয় নাই। অবিনশ্বর।

যে অর্থ ব্যয় কোন ফলদান করে না বা কাহারও উপকারে আসে না, তাহাকেই অপব্যয় করা বলে। সামাজিক ভদ্রাচার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে এবং তাহার যে অংশ সমাজের কল্যাণ সাধন করে না তাহা অপব্যয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। হাসপাতাল, পান্থনিবাস ইত্যাদি স্থাপন করিবার জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন এবং সেই অনুমোদিত অর্থের কিয়দংশ অকারণ ব্যয় হয়। সেইরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই ব্যয়িত অর্থ সম্পূর্ণরূপ ফল দেয় না, অতএব ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে কোনও মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে কিছু না কিছু অর্থের অপব্যয় আছে। ইহার ভিতর রহস্য এই যে, কৃতি যতই বিবেচক ব্যক্তি হউন না কেন, তাঁহার অপব্যয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। কাহারও অপব্যয় কম হয় এবং কাহারও তাহা সামর্থ্যের গণ্ডি পার হইয়া তাহার আর্থিক শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়, আর্থিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক এবং সামাজিক অবনতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

একের পক্ষে যাহা অপব্যয়, অপরের পক্ষে তাহা অপব্যয় না হইয়া আমোদের কারণ হয়। বড় বড় নগরে প্রতিনিয়তই প্রভূত অর্থ চলচ্চিত্রাগারে, নাট্যমন্দিরে ব্যয়িত হইতেছে। কাহারও পক্ষে ইহা আমোদজনক, আবার কাহারও পক্ষে ইহা অপব্যয় জনিত কষ্টের কারণ। দেশের দুরবস্থা, অন্নাভাব এবং দুরদৃষ্ট বেকারদলের আর্ত্তনাদ শুনিয়াও অভিনয়দর্শনাদি ব্যাপারে ব্যয়কে সাধারণে অপব্যয় বলিয়া গণ্য করে না

দেশের অবস্থা এবং ঐ সম্বন্ধীয় আলোচনাগুলি বিবেচনা করিলে স্বতঃই মূল্যবান ধাতুসমূহের অপব্যয়ের কথা মনে আসে। সাধারণতঃ ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি কখনই স্বভাবতঃ নষ্ট হয় না। ইহা একদেশে অপব্যয়িত হইয়া অন্যদেশে গিয়া তথায় লোকের এবং রাজ্যের উন্নতি সাধন করে। এইভাবে একদেশের অর্থ অন্যদেশে প্রবেশ করে। জাপানে আমোদ-প্রমোদের দ্রব্য অনেক প্রস্তুত হইতেছে এবং সেইগুলি দেশবিদেশে চালান যাইতেছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে অনেক অর্থ জাপান শোষণ করিতেছে; এরূপ অন্যদেশের কথাও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

আজকাল অন্যদেশের দ্রব্য চালান আসিলে তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্ণমান ধার্য্য হয়। স্বর্ণের সহিত বাণিজ্যদ্রব্যের এই সম্পর্ক। এখন, যে সকল বিলাসের জিনিষ বা যে দ্রব্য দেশের কোনও উপকার সাধিত হয় না, তাহা যদি বিদেশে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে সেই দ্রব্য কিনিলে টাকার অপব্যয় হয়, তাহাতে দেশের টাকা বিদেশে চলিয়া যায়।*

অপব্যয়মান—(ত্রি) [অপ বি-অয়-শানচ] যে অপলাপ করে যে অপব্যয় করে।

অপব্যয়িত—(ত্রি) [অপ ব্যয় ক্ত] অপরিমিত ভাবে ব্যয়িত, কুকার্য্যে ব্যয়িত, অসৎকাজে খরচ।

অপব্যয়িন্—(ত্রি) অপব্যয়কারী, বৃথা ব্যয়ী।

অপব্রত—(ত্রি) [অপগতং ব্রতং নিয়মাদিকং যস্য] অপগত কর্ম্ম, নষ্টব্রত। (স্ত্রী) [প্রাদি তৎ], অপকৃষ্ট ব্রত।

"অনুব্রতায় রন্ধয়মপব্রতান" (ঋক্ ১ ৫১ ৯)

* এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করা কর্ত্তব্য—Journal of the Royal Statistical Society, Sept 1901, by Mr Wynard Hooper, "The Recent Gold Production of the World" Encyclopaedia Britannica, 11th edition, Article on "Gold" স্বর্ণ ও ধাতু সম্পর্কে সবিশেষ জানিতে হইলে Some Statistical bearing on Bi-metallism by Mr T Barr Robenson, Journal of the Statistical Society, Sept 1895 দ্রষ্টব্য।

অপশকুন—(পুং, স্ত্রী) দুর্নিমিত্ত, দুর্লক্ষণ।

অপশঙ্ক—(ত্রি) [অপগতা শঙ্কা যস্য, বহুব্রী] নির্ভয়, শঙ্কারহিত। (স্ত্রী) [প্রাদি তৎ] ২ মন্দ শঙ্কা।

অপশদ, অপসদ—(পুং) [অপ-শদ-সদ বা কর্ত্তরি অচ্] নীচ, অধম মনুষ্য।

অপশব্দ—(পুং) [অপ অপকৃষ্টঃ শব্দঃ, প্রাদি-তৎ] ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ অসংস্কৃত শব্দ। ২ গ্রাম্য ভাষা। ৩ আভীরাদি নীচজাতির কথা। ৪ অপভ্রংশ শব্দ।

"অজ্ঞযোচ্চারিতাঃ শব্দা অপশব্দা ইতীরিতাঃ" (হরিবংশ)

অপশব্দখণ্ডন—একখানি বৈশেষিক গ্রন্থ।

অপশব্দনিরাকরণ—জগদ্ধর-বিরচিত একখানি ব্যাকরণ।

অপশব্দাখ্যকাব্য—একখানি কাব্য। [কবিরহস্য দ্র°]

অপশব্য—(ত্রি) [পশবে হিতং পশু-হিতার্থে যৎ পশব্যং, ন পশব্যম নঞ্ তৎ] পশুবৃদ্ধিবিঘাতক, যাহাতে পশু বৃদ্ধি হয় না।

"অপশব্যো তু বা ঈশ্বরা" (তাণ্ড্যব্রা°)

অপশম—(পুং) অন্ত, শেষ। ২ শান্তিহীন, যাহাতে শান্তি নাই।

অপশিরস—(ত্রি) মস্তকরহিত, কবন্ধ। ২ অনুন্নত মস্তিষ্ক।

অপশু—(পুং) [ন পশুঃ, অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ] গো অশ্ব ভিন্ন পশু। [নাস্তি পশুর্যস্য, বহুব্রী] পশুহীন।

"অপশুর্বা এষ যদারণ্যোনৈতস্য" (শতপথব্রা°)

অপশুচ্—(ত্রি) [অপগতা শুক্ শোকো যস্য, বহুব্রী] অপগত-শোক। (পুং) ২ শোকহীন আত্মা। "ক উত্তমঃ শ্লোকগুণানু-বাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা অপশুগ্নাদিতি" ভাগবতে এই প্রকার পাঠ কল্পনা করিয়া শ্রীধরস্বামী "অপশুগাত্ম" এইপ্রকার ব্যাখ্যা করেন।

অপশুহন্—(ত্রি) যে পশুঘাতী নহে, যে পশুবধ করে না।

"অভ্রাতৃঘ্নীং বরুণাপশুঘ্নীং বৃহস্পতে" (অথর্ব্ব ১৪.১ ৬২)

অপশোক—(ত্রি) [অপগতঃ শোকো যস্য, বহুব্রী] অপগত শোক, শোকহীন। (পুং) ২ শোকশূন্য আত্মা। [অপগতঃ শোকো যেন] ৩ অশোক বৃক্ষ।

অপশ্চাৎ—(অব্য) [ন পশ্চাৎ] পশ্চাৎ নহে, পশ্চাৎ ভিন্ন, পরে নহে। [পশ্চাৎ দ্র°]

অপশ্চাত্তাপিন্—(ত্রি) [ন পশ্চাৎ তপতি পশ্চাৎ-তপ ণিনি। নঞ্ তৎ] যে পশ্চাৎ তাপ করে না। "অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্ নরকান্ যান্তি দারুণান্।" (স্মৃতি) যে পাপ করিয়া পরে সেই জন্য তাপ না করে, সে ভয়ঙ্কর নরক সকল প্রাপ্ত হয়।

অপশ্চাদ্দঘ্বন্—(ত্রি) সর্ব্বাগ্রগামী, যে পরে গমন করে না, পশ্চাদ্গামী নহে। "অরাজ্যায় অপশ্চাদ্দঘ্বনে" (ঋক্ ৬.৪২ ১)

অপশ্চিম—(ত্রি) [ন পশ্চিমং বিরোধে নঞ্-তৎ] অগ্রিম, পশ্চাতে নহে।

"কশ্চাপশ্চ মহাভাগস্তেষামাসীদপশ্চিমঃ" (রামা° ৩.২০.৯)

অপশ্য—(ত্রি) [পশ্যতীতি দৃশ-শ পশ্য, ন পশ্যম নঞ্-তৎ] অদর্শক, যে দেখিতে পায় না। লৌকিকে অদর্শী এইরূপ প্রয়োগই হইবে। "অক্ষা অপশ্যা ন দভন্নভিখ্যা" (ঋক্ ১ ১১৮ ৫)

অপশ্যৎ—(ত্রি) না দেখিয়া, না জানিয়া, না বুঝিয়া।

"একেশং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চমপশ্যন্নধিতিষ্ঠসি" (ঋক্ ১০ ১৩৫ ৩)

অপশ্যনা—(স্ত্রী) দেখা ভিন্ন, অদর্শনা।

অপশ্রয—(পুং) [অপ শ্রি অচ্] উপাশ্রয়। "সমাসাদ উদ্গী-থোহপশ্রয়ঃ" (অথর্ব্ব ১৫ ৩ ৮) ২ আস্পদ, স্থান।

অপশ্রী—(ত্রি) [অপগতাঃ শ্রীঃ সৌন্দর্য্যাদিরস্য যস্মাৎ, বহুব্রী] শোভাবিহীন, সৌন্দর্য্যহীন, খারাপ চেহারা। অপশ্রীক এইরূপ পদও হইতে পারে। "কুসুমবনমপশ্রি" (মাঘ° ১১ ৬৪)

অপশ্লিষ্ট—(ত্রি) [অপগতং শ্লিষ্টং শ্লেষো যস্মাৎ, অপ-শ্লিষ-ক্ত, বহুব্রী] শ্লেষশূন্য। ২ সংসর্গহীন, বিযুক্ত, আলিঙ্গন-রহিত।

অপশ্বাস—(পুং) পঞ্চবায়ুর অন্যতম।

অপষ্ট—(ক্লী) [অপ স্তৈ-ক পৃ° যলোপঃ] অঙ্কুশের অগ্র। "অপষ্টমঙ্কুশস্যাগ্রম" (হেম)

অপষ্ঠ—(ত্রি) [অপক্রম্য তিষ্ঠতি অপ স্থা ক] পলায়ন করিয়া স্থিত, কিঞ্চিৎ যাইয়া দণ্ডায়মান

অপষ্ঠু—(অব্য) [অপ বৈপরীত্যে তিষ্ঠতি অপ-স্থা উণ্ কু সুনামাদিষু চেতি ষত্বম্] প্রতিকূল, বিরূপ। "অপ দুঃসুষুষুঃ" (উণ্ ১ ২৫) ২ বিপরীত, নিয়ম নির্দ্দোষ, শোভন। (পুং) ৩ কাল। (অব্য) ৪ বাম, প্রতিকূল।

অপষ্ঠব, অপষ্ঠুল—(ত্রি) [অপ স্থা কুবচ্ বা লষম] প্রতি-কূল, বিপরীত।

অপস্—(ক্লী) [আপ্নোতি সমস্তং ব্যাপ্নোতি আপ অসুন্ হ্রস্বো বা মুড়ভাবঃ] জল। "তমী° হিরণ্যপসো যথা" (ঋক্ ৯ ১০৭ ১৩) "আপ্নোজলং হ্যপোপি স্যাৎ" (উ° কো°)। ২ কর্ম্ম। "দমূনসো অপসো যে সুহস্তা" (ঋক্ ৫ ৪২ ১২) ৩ কর্ম্মবিশিষ্ট। "রথং ন ক্রত্বো অপসা" (ঋক্ ৪ ২ ১৪) (ত্রি) ৪ প্রাপ্ত। "আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াম্" (উণ ৪ ২০৭) যাস্ক অপঃ অর্থাৎ কর্ম্মাখ্যার এই কএকটী পর্য্যায় করিয়াছেন—অপস্, অপ্নস্, দংসস্, বেষ, বেপস্, বিষ্টী, ব্রত, কর্ব্বর, শক্ম, ক্রতু, করণ, করণ, করস্ করতী, করিক্রৎ, চক্রৎ, কর্ত্ত, কর্ত্তোঃ, কর্ত্তবৈ, কৃত্বী, ধী, শচী, শমী, শিমী, শক্তি, শিল্প।

অপসদ—(ত্রি) [অপকৃষ্ট ইব সীদতি অপ-সদ-অচ্] অধম, নীচ। "বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথগ্জনঃ। নিহীনোঽপসদো জাল্মঃ"। (অমর) (পুং স্ত্রী) ২ উত্তম বর্ণ পুরুষ ও অধমবর্ণ স্ত্রীজাত বর্ণসঙ্কর। মনুসংহিতার মতে—ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে এবং বৈশ্যের শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনে যে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহারা 'অপসদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অপসম—(অব্য) [সম য়া অত্যয়ঃ অব্যয়ী] বৎসরাত্যয়ে, বৎসরের নাশে। তিষ্ঠদ্গু প্রভৃতীনি চ" (পা ২ ১ ১৭)

অপসর—(পুং) [অপ সৃ ভাবে অপ] ১ অপযান, পলায়ন। [অপসরত্যপগচ্ছতি স্বস্বমনেন অপ সৃ-করণে অপ] ২ দান। ৩ বিক্রয়। ৪ অপসরণ। ৫ প্রতিগ্রহ। নিরয়েয়োঽনপসরঃ প্রাপ্তঃ" (মনু ৮ ১৯৮) ৬ স্থানান্তর গমন। অপসর শব্দের ব্রজবুলিতে 'অপছর' এইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

সব ঋষি আবৃত, অপছর নাচত,

কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কলনে। ('বস্তাপ ৩)

অপসরণ—(ক্লী) [অপ সৃ ভাবে ল্যুট্] অপযান, পলায়ন। "অথেতোঽনপসরণাৎ সপত্নানস্তুদস্ত (শতপথব্রা° ১৯৩.১)

অপসর্গ—(পুং) [অপ সৃজ ভাবে ঘঞ্] ত্যাগ, বর্জ্জন।

অপসর্জ্জন—(ক্লী) [অপ সৃজ ভাবে ল্যুট] বর্জ্জন। ২ দান। ৩ মোক্ষ।

অপসর্প—(পুং) [অপসর্পতি গুপ্তং চরতি অপ-সৃপ্ কর্ত্তরি অচ্] গুপ্তচর, হরকরা। "যথার্হবর্ণঃ প্রণিধিরপসর্পশ্চরঃ স্পশঃ (অমর) [ভাবে ঘঞ] ২ অপসরণ, চলিয়া যাওয়া।

অপসর্পণ—(ক্লী) [অপ সৃপ ভাবে ল্যুট্] অপযান, পলায়ন। ২ পশ্চাৎ গমন। (রাগা° ৬ ৯২ ৯)

অপসর্পিত—(ত্রি) পশ্চাদ্গত, যে পরে গমন করিয়াছে।

অপসল—(ত্রি) [অপ সল-কর্ত্তরি অচ্] অপসব্যতা প্রাপ্ত।

অপসলবি—(অব্য) [অপ সল বা° অবি] তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থান, পিতৃতীর্থ। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তরা অপসলবি অপসব্যং বা তেন পিতৃভ্যো নিদধাতি (ব্রাহ্মণ)

অপসব্য—(ক্লী) [অপক্রান্তং সব্যাৎ,] দেহের দক্ষিণ ভাগ। "অপসব্যম্ দক্ষিণম" (অমর) ২ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থানরূপ পিতৃতীর্থ। [অপগতং ভূমৌ পাতিতত্বাৎ ভগ্নপ্রায়ং সব্যম্, প্রাদিস°] ৩ ভূমিতে পতিত ভগ্নপ্রায় বামাঙ্গ। (ত্রি) [অপ বৈপরীত্যে সু ভাবে-বৎ সব্যং গতিঃ] ৪ বিপরীত। ৫ দক্ষিণ দিকে স্থিত। "অপসব্যমথো কৃত্বা" (মনু ৩ ২১৪)

অপসব্যবৎ—(ত্রি) দেহের দক্ষিণভাগযুক্ত, ভগ্ন বামাঙ্গশালী।

অপসার—(পুং) [অপ সৃ ণিচ্ অচ্] দূরীকরণ, বহিষ্করণ। ২ সঞ্চালন। ৩ অপনয়ন।

অপসারণ—(ক্লী) [অপ সৃ ণিচ্ ল্যুট্] দূরীকরণ, বহিষ্করণ। ২ চালান, অপনয়ন। ৩ বাহির করিয়া দেওয়া।

অপসারিত—(ত্রি) [অপ সৃ-ণিচ্ ক্ত] উৎসারিত, দূরীকৃত। ২ চালিত। ৩ বিতাড়িত। ৪ যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপসিদ্ধান্ত—(পুং) [অপক্রান্তঃ সিদ্ধান্তাৎ] যদ্রূপ সিদ্ধান্তের স্থিরতা আছে তাহার অন্যথারূপ দোষ।

কোন শাস্ত্রকারের অভ্যুপগত (সম্মত) অর্থ স্বীকার করিয়া সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘনদ্বারা যে অন্য কথার প্রসঙ্গ করা হয়, তাহার নাম অপসিদ্ধান্ত।

এক সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিবাদীর কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া সেই নিজ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধমত অবলম্বনে যদি উত্তর দেওয়া হয়, তবে অপসিদ্ধান্ত হয়। যেমন সাংখ্য সদ্বস্তুর বিনাশ হয় না এবং অসতের উৎপত্তি হয় না এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া যদি বলেন 'এই ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতিক' (প্রতিজ্ঞা)—যেহেতু বিকারসমূহের সমন্বয় দেখা যায়—(হেতু), যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত শরাবাদি একপ্রকৃতিক (উদাহরণ) এই ব্যক্তভেদ সেই প্রকার সুখদুঃখমোহান্বিত (উপনয়), সুতরাং ব্যক্ত জগৎ একপ্রকৃতিক —(নিগম)। ইহাতে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক যদি বলেন, প্রকৃতি ও বিকৃতির লক্ষণ কি? উত্তরে সাংখ্যকার বলিবেন যে, পদার্থের একটী ধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে একটী ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়। সেই পদার্থটী প্রকৃতি, যেমন ঘট শরাবের পক্ষে মাটী, আর যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়, তাহার বিকৃতি, যেমন ঘট শরাবাদি। ইহাতে সাংখ্য শরাবাদির বিকৃতরূপ অসতের আবির্ভাব স্বীকার করিলেন এবং মৃত্তিকারূপ সতের বিনাশ স্বীকার করিলেন। এজন্য সাংখ্য মতে অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান হইল।

অপসৃপ্তি—(স্ত্রী) বাহিরে গমন, অপসরণ।

অপসোপান—(পুং) [অপক্রান্তঃ অতিক্রান্তঃ সোপানম অকারেণ, অতিক্রা° তৎ] হস্তিনখ। ২ বহির্দ্বারের সম্মুখস্থ মৃত্তিকাস্তূপ।

অপস্কম্ভ—(পুং) [অপস্কভ্যতে বিধার্য্যতে অন্তরিক্ষ ইতি] ক্রমুক বৃক্ষ, পূগবৃক্ষ। গয়া অশ্বথ, গুঁড়গাছ। ২ বাণ, তীর। "অপস্কম্ভস্য শল্যান্নিরবোচমহ ম্"(অথর্ব ৪ ৬.৪) ৩ দৃঢ়ীকরণ।

অপস্কর—(পুং) [অপ কৃ অপ্ রথাঙ্গে নি° সুট্] অক্ষ, যুগ, চক্র ইত্যাদি রথের অবয়ব। ধরণীকোষে, অপস্কর শব্দের অর্থে গুহ

হার এবং বিষ্ঠাও লিখিত আছে; কিন্তু তাহা হইলে পাণিনির সূত্র ব্যর্থ হয়। "অপস্করো রথাঙ্গম্" (পা ৬.১.১৪৯) রথাঙ্গ বুঝাইলে অপস্কর শব্দে সুট্ হয়। কিন্তু রথাঙ্গ না বুঝাইলে অপকার এই প্রকার রূপ হইবে। স্থলবিশেষে অপস্কর শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখা যায়। [বৈদ্যক] মলদ্বার, পুরীষ।

অপস্খল—(পুং) বাহিরে লাফান। ২ বহির্দ্দেশ হইতে ভিতরে লাফান। "অপস্খল ইব হস" (শতপথব্রা° ১.৭.৩.২৬)

অপস্তম্ভ—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বক্ষ হইতে দুইদিকে বাহুদ্বয়গামী শিরামর্ম্মবিশেষ। এই শিরাদ্বয়ের মধ্যেই প্রাণবায়ু অবস্থান করিয়া থাকে। (সুশ্রুত ১.৩৪৯ ২০)

অপস্তম্ভিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] শিবলিঙ্গিনী লতা।

অপস্নাত—(ত্রি) [অপকৃষ্টম অমঙ্গলার্থত্বাৎ মৃতম্ উদ্দিশ্য স্নাতম, প্রাদি-তৎ] মৃত উদ্দেশ্যে স্নাত, মৃতদেহ দাহ করিয়া যাহারা স্নান করিয়াছে। ২ বিদেশস্থ জ্ঞাতি মরণ সংবাদ শ্রবণে স্নানকারী। (পুং স্ত্রী)। ৩ স্নান-সংস্কারের নিমিত্ত স্থাপিত মৃত। (ক্ষীরস্বামী)

অপস্নান—(ক্লী) [অপকৃষ্টং স্নানাৎ, নিরা° তৎ] স্নানাবশিষ্ট জল। যে কোন পাত্রস্থিত জলে কেহ স্নান করিয়াছে। "উদ্বর্ত্তনমপস্নানং বিণ্মূত্রে রক্তমেব চ" (মনু ৪.১৩২)

অপস্পতি—(পুং) উত্তানপাদের এক পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

অপস্পশ—(ত্রি) [স্পশত্তে বাধতে পরান্ প্রভুশত্রূন্ পীড়য়ন্তীতি বা, প্রভুশত্রুপক্ষীয়যথার্থবর্ণমন্ত্রণাং সংগৃহ্ণাতি বা স্পশ-পচাদ্যচ্, স্পশো গূঢ়চরঃ সোঽপগতো যস্মাৎ, বহুব্রী] গূঢ়চর শূন্য। [স্ত্রিয়াং টাপ্] অপস্পশা।

২ শাস্ত্রারম্ভসমর্থক উদাহরণসংগ্রহশূন্য শব্দবিদ্যা।

অপস্পর্শ—(ত্রি) স্পর্শ করা। ২ যোনি। (সুশ্রুত ২ ৩৯৭ ২০)

অপস্পৃশ্—(ত্রি) সমীপস্থ হইয়া স্পর্শ করা। "অহিংসন্তীরপস্পৃশঃ" (ঋক্ ১০ ২২.১৩)

অপস্ফিগ—(ত্রি) অপকৃষ্ট নিতম্বদেশ, বিকৃত কটিদেশ। [স্ফিগ দ্র°]

অপস্ফুর (অপস্ফুরৎ)—(ত্রি) অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ, সমধিক বর্দ্ধনশীল। (ঋক্ ৮.৫৮.১০)

অপস্মার—(পুং) [অপস্মারয়তি স্মরণমপগময়তি অপ-স্মৃ-ণিচ্ পচাদ্যচ্, অপ অপগতঃ স্মারঃ স্মরণং যেন বা] অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ত্রিশ প্রকার ব্যভিচারের অন্তভম। (সা° দ° ৩ অ°)

অতীত অর্থের বিশিষ্ট জ্ঞানই স্মৃতি এবং অপ শব্দের অর্থ বর্জন, ইহাতে পূর্ব্বজ্ঞানের বর্জ্জন হয় বলিয়াই ইহার নাম অপস্মার। ২ রোগবিশেষ, মৃগীরোগ, মূর্চ্ছাবিশেষ। (সুশ্রুত ৩.৫৩৭.১১) এই রোগে মূর্চ্ছা ঘটে।

বৈদ্যক—অপস্মার রোগে বৈদ্যেরা কএকটী মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে, মূর্চ্ছাকালে নিম্নলিখিত ধূপ প্রয়োগ করিলে কিছু উপকার করিতে পারে। নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনি, কীট (বিছা), সর্প ও কাক ইহাদের যথাসম্ভব ঠোঁট, পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা ধূপ দিলে আক্ষেপাদির শান্তি হয় এবং শীঘ্র চৈতন্য হইয়া থাকে।

অন্তর্ভাবস্থায় দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস, তৈলের সহিত রসুনের রস এবং মধুর সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস সেবন করিলে কোন কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল সুস্থ থাকে।

এই রোগে বৃহৎ ছাগাদি তৈল, মাসতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি পাক তৈল মাখাইবে এবং বৃহৎ ছাগাদি ঘৃত, চতুর্ম্মুখ এবং যে সকল ঔষধে দস্তা, তাম্র ও রৌপ্য আছে তাহাতেই ফল দর্শে। সচরাচর নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত—গব্য ঘৃত ৪ সের প্রথমে মূর্চ্ছা করিয়া লইবে। তাহার পর গোময় রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, গব্য-দুগ্ধ ৪ সের, গব্যদুগ্ধের দধির মাত ৪ সের, এই সকল দ্রব্য ২।৩ দিন অন্তর অন্তর ক্রমশঃ ঘৃতের সহিত পাক করিবে।

কাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চি ছাল, ছাতিম ছাল, আপাঙ্গের মূল, নাল বৃক্ষ, কটকী, সোঁদাল ফল, ডুমুর ফল, কুড়, দুরালভা, প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের। এই কাথ ঘৃতের সহিত পাক করিবে।

কল্কার্থ—বামুনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু ভেউড়ীমূল, হিজল বীজ, গজপিপ্পলী, অড়হর ফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরতা, চিতামূল, শ্যামলতা, অনন্তমূল, বক্তরোড়া, গন্ধতৃণ, ময়না ফল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা। ঘৃতের সহিত পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া মাটির পাত্রে রাখিবে। গব্য দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধতোলা ঘৃত প্রত্যহ সেবন করিলে অপস্মার রোগ নিবারণ হয়।

চণ্ডভৈরব—পারদ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল গন্ধক মনঃশিলা, রসাঞ্জন, এই সমস্ত দ্রব্য সমানাংশে লইয়া একত্র গোমূত্রের সঙ্গে মর্দ্দন করিবে, তাহার পর পুনর্ব্বার দ্বিগুণ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে অল্পক্ষণ পাক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ৫ রতি। হিঙ্গু, লবণ, কুড়চূর্ণ ঘৃত ও গোমূত্রের সঙ্গে সেবন করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, অপস্মার রোগে কুষ্মাণ্ড ঘৃত, পলঙ্কষাদ্য তৈল, মহাচৈতস ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

ডাক্তারী মতে—অপস্মার (Epilepsy) রোগে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং দেহের সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ হইতে থাকে; তাহাকে মৃগীরোগ বলে।

মস্তিষ্কের উপরিভাগে যে কর্ম্মকেন্দ্র (motor centres in the cortex) আছে, তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে, পেশীগুলির

আক্ষেপ (convulsion) হয়। এই আক্ষেপ মস্তিষ্কের কর্টেক্সের দোষে হয়, না ইহা অস্বাভাবিক উত্তেজনার [illegible], তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

কারণ—মৃগীরোগ নিম্নলিখিত কারণে হইতে পারে—

(১) বংশগত মস্তিষ্কের দৌর্বল্য, পিতামাতা বা পূর্ব্বপুরুষের মৃগীরোগ, উন্মাদের ছিট্ প্রভৃতি থাকিলে সন্তান-সন্ততির মৃগী রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে।

(২) রোগের ফলে মস্তিষ্কের আকারগত পরিবর্ত্তন—উপদংশ-জনিত পুরাতন মেনিন্‌জাইটিস ও মস্তিষ্কের মধ্যে স্রাব হইলে মৃগী হইতে পারে।

(৩) আঘাতের ফলে—মাথায় আঘাত লাগিয়া মৃগী হইতে পারে। আঘাতের ফলে অস্থির টুক্‌রা মস্তিষ্কের ভিতরে খোঁচা লাগিতে পারে, অথবা করোটীর ভগ্ন অস্থি জুড়িয়া যাইবার পর সেই স্থানে অস্থি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আক্ষেপ কোন অংশে সীমাবদ্ধ থাকে।

(৪) উত্তেজনা—অনেক সময় হঠাৎ মৃগী দেখা দেয়। বহির্জগতের সহিত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর অস্বাভাবিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে মৃগী হওয়া অসম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর বুদ্ধিবৃত্তি কম, অথবা কঠিন মস্তকের রোগে ভুগিয়াছিল।

প্রকারভেদ—মৃগী রোগ তিন প্রকার—(১) সাধারণ মৃগী রোগ—এইরোগে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে আক্ষেপ হয় (Grand Mal)।

(২) ক্ষণস্থায়ী অজ্ঞানতা সহ সামান্য আক্ষেপযুক্ত মৃগীরোগ (Petit mal)।

(৩) স্থানিক আক্ষেপযুক্ত অজ্ঞানতাবিহীন মৃগীরোগ (Jacksonian Epilepsy)।

লক্ষণ—সামান্য মৃগীরোগ (Mild form of petit mal)। অনেক সময় মূর্চ্ছার পূর্ব্বে রোগী কতকগুলি পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারে। এই সকল পূর্ব্ব-লক্ষণ সকল ক্ষেত্রে সমান নয়।

এইরূপ মৃগীরোগে শরীরের আক্ষেপ বা খেঁচুনি না থাকিতে পারে। রোগী পড়িতেছে বা অন্য কোন কাজ করিতেছে, হঠাৎ থামিয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মুখ বিবর্ণ ও চক্ষে স্থির দৃষ্টি (vacant look) দেখা গেল। এই সময়ের কোন কথা রোগীর মনে থাকে না।

কঠিন মৃগীরোগ (grand Mal)—সাধারণতঃ মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে রোগী চিৎকার করিয়া পড়িয়া যায়; কোন কোন ক্ষেত্রে চীৎকার করে না। কেহ যেন হঠাৎ ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল এইভাবে ভূপতিত হয় এবং অজ্ঞান হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ, হাত পা সর্ব্বাঙ্গে ঘন ঘন আক্ষেপ হইতে থাকে। কখন কখন শরীরের একপার্শ্বেই বেশী আক্ষেপ হয়। দাঁত-কপাটি লাগে এবং কখন কখন এই অবস্থায় রোগী দন্তদ্বারা জিহ্বা কাটিয়া ফেলে। মুখ দিয়া ফেন নির্গত হয়। মূর্চ্ছাবস্থায় রোগী মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলিতে পারে।

অজ্ঞানাবস্থায় সাধারণতঃ ২।৩ মিনিট কাল থাকে এবং যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসে রোগীর কিছুই মনে থাকে না।

ঘন ঘন ফিট্ হইলে মূর্চ্ছাভঙ্গে রোগী উন্মত্ত হইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে ২।৪ দিন এই ভাবে থাকিতে দেখা যায়।

রোগনির্ণয়—মৃগীরোগের সহিত হিষ্টিরিয়ার তুলনা হইতে পারে

(ক) হিষ্টিরিয়া মূর্চ্ছিত রোগীর কিছু কিছু জ্ঞান থাকে মৃগীরোগে আদৌ জ্ঞান থাকে না।

(খ) হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর উদরের মধ্যে হইতে একটী 'গুল্ম' বা উপর দিকে ঠেলিয়া উঠে এইরূপ মনে হয়, কিন্তু মৃগীরোগে এইরূপ অনুভব হয় না।

(গ) হিষ্টিরিয়া রোগী অনেকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া থাকিতে পারে, মৃগী রোগে রোগী অধিকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া থাকে না।

উপসর্গ—পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ ঘটিলে বুদ্ধির জড়তা হয়। কদাচিৎ কেহ কেহ উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত হইয়া থাকে।

কঠিন মৃগীরোগের চিকিৎসা

আক্ষেপের চিকিৎসা মৃগী রোগীর মূর্চ্ছা হইলে তখনি রোগীকে সুবিধাজনক স্থানে শোয়াইয়া দিবে। অজ্ঞানাবস্থায় যাহাতে তাহার শরীরে কোন প্রকার আঘাত না লাগে তাহার ব্যবস্থা করিবে। গলদেশে চাদর বা অন্য কিছু জড়াইয়া থাকিলে খুলিয়া দিবে। অজ্ঞানাবস্থায় দন্তদ্বারা জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবার ভয় আছে। এজন্য রোগীর মুখের ভিতরে জিহ্বা প্রবেশ করাইয়া দাঁতের নীচে এক খণ্ড কর্ক (cork) দিবে।

প্রয়োজন হইলে ক্লোরোফর্ম বা এমিল নাইট্রাইটের গন্ধ শুঁকাইয়া ফিট্ উপশম করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

রোগী যখন ভাল থাকে সেই সময়ের চিকিৎসা—(১) অনেকস্থলে উত্তেজনার পরই আক্ষেপ হয়, এজন্য কিরূপ উত্তেজনার ফলে ইহার উৎপত্তি, তাহা জানা দরকার। সম্ভব হইলে দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনার কারণগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে। দুঃখ, শোক, চিন্তা, বিপদ, আপদ প্রভৃতি উত্তেজনার কারণ। রোগী যাহাতে প্রফুল্ল থাকে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। অতিরিক্ত অধ্যয়ন বা মানসিক চিন্তা করিতে দিবে না। মদ, তামাক প্রভৃতি নেশা পরিত্যাগ করা দরকার। রাত্রে অল্পাহার করা উচিত। অধিক স্ত্রী সহবাস অনুচিত। কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে দিবে না।

অন্ত্রে কৃমি, চক্ষুপীড়া প্রভৃতি কখন কখন মৃগীরোগের উত্তেজনার

কারণ হইয়া দাঁড়ায়। স্ত্রীলোকদের জরায়ু ও ডিম্বাধারের রোগ মৃগীর উত্তেজক হইতে পারে। এইরূপ কোন রোগ বর্ত্তমান থাকিলে তাহার চিকিৎসা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

(২) মূর্চ্ছা বন্ধের ঔষধ—

(ক) ব্রোমাইড—সোডিয়াম ব্রোমাইড, এমন্ ব্রোমাইড বা পটাসিয়াম ব্রোমাইড উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। দিনে অন্ততঃ ৩০ গ্রেণ ব্রোমাইড আধ গ্লাস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খালিপেটে সেবন করিতে দিবে। রাত্রে মূর্চ্ছা হইলে, শয়নের পূর্ব্বে একবার দিবে। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে যদি ফিট্ হয়, তাহা হইলে রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ১৫গ্রেন মাত্রায় এবং পরদিন সকালে ১৫ গ্রেন ব্রোমাইড দিবে। অনেক সময় ব্রোমাইড সেবনে পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ হয় এবং গায়ের চর্ম্ম লাল (rash) হইয়া উঠে। এরূপ হইলে এই ঔষধ বন্ধ করিবে।

(খ) সোহাগা (borax)—ব্রোমাইডের সহিত অনেক স্থলে ১০ গ্রেন মাত্রায় সোহাগা প্রয়োগ করা হয়—বিশেষতঃ রাত্রিকালীন মূর্চ্ছায়।

(গ) ক্যাল্সিয়াম্ ল্যাক্টেট্—ক্যাল্সিয়াম্ ল্যাক্টেট্ ৫ হইতে ১০ গ্রেন মাত্রায় ব্রোমাইডের সহিত প্রয়োগ করা হয়।

(ঘ) বেলেডোনা—বেলেডোনা ১০ ফোটা মাত্রায় দিনে দুই তিনবার দেওয়া যায়। বেলেডোনার বিষক্রিয়ার লক্ষণ (গলায় শুষ্কতা ও দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত) উপস্থিত না হয়, এইভাবে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

Re/-

সোডিয়াম ব্রোমাইড ১০ গ্রেন
সোডিয়াম বাইবোরেট—১০ গ্রেন
টিংচার বেলেডোনা—১০ মিনিম
সিরাপ সিম্পল—½ ড্রাম
একোয়া এনিসি—মোট ১ আউন্স

এক মাত্রা। একমাত্রা দিনে দুইবার সেব্য।

(ঙ) লুমিন্সাল (Luminal)—দৈনিক ১ গ্রেন পর্য্যন্ত এই ঔষধ সকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করান যায়। লুমিন্সাল ব্রোমাইডের সহিতও দেওয়া যায়।

Re/-

ল্যুমিন্সাল সোডিয়াম ১ গ্রেন
সোডিয়াম ব্রোমাইড ৫ গ্রেন
লাইকাম আর্সিনেকেলিস ২ মিনিম
ইন্‌ফিউশন চিরেতা—মোট ১ আউন্স

এক মাত্রা। একমাত্রা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেব্য। শিশুদের পক্ষে ⅛ হইতে ¼ গ্রেন যথেষ্ট।

সামান্য মৃগীর (petit mal) চিকিৎসা—এই সকল ক্ষেত্রে ব্রোমাইড ব্যবহার উচিত নয়; ইহাতে ফিট্ দমন হয় না, বরং রোগীর দৈহিক ও মানসিক বিকার উপস্থিত হয়। টিংচার বেলেডোনা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

স্থানিক অপেক্ষাযুক্ত মৃগীর চিকিৎসা—(Jacksonian Epilepsy)—মস্তিষ্কের কোন অংশে আঘাতের ফলে মৃগীরোগ হইলে, করোটী-অস্থি ফুটা করিয়া (trephine) সেইস্থানে বিদ্ধ ভগ্ন অস্থিখণ্ড প্রভৃতি বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। [মৃগী দ্র°]

অপস্মারনাশিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অপস্মার রোগের প্রতিষেধক বটিকাভেদ।

অপস্মারপুরুষ—শিবমূর্ত্তির পদতলে অবস্থিত এক অসুর। সুপ্রভেদাগম তন্ত্রে ইহার উৎপত্তি বর্ণিত আছে। শিব একদা দিগম্বর হইয়া মেরুপর্ব্বতের সানুদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। ঐ সময়ে ঋষি-পত্নীরা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কামাভিভূত হন। ইহাতে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রবলে সর্প, কৃষ্ণমৃগ, অপস্মার পুরুষ, পরশু, সণ্ড, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা শিবকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন। এই সকল সৃষ্ট প্রাণী শিবের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলে তিনি তাহাদের বিভিন্ন অঙ্গে ধারণ করেন এবং অপস্মার পুরুষকে তিনি পদতলে দলিত করেন। তদবধি অপস্মার-পুরুষ শিবের পদতলে স্থান পায়।

অপস্মারিন্—(ত্রি) [অপস্মারোঽস্ত্যস্য অপস্মার অস্ত্যর্থে ইনি] স্মৃতিভ্রংশ। ২ অপস্মাররোগযুক্ত, যাহার মৃগীরোগ আছে। (মনু ৩.৭)

অপস্মৃতি—(স্ত্রী) বিস্মরণ, ভুলিয়া যাওয়া, স্মরণ না হওয়া। ২ নষ্টস্মৃতি।

অপস্য—(ত্রি) [আপ-উস্ অসুন্ হ্রস্বঃ অপস্ কর্ম্ম তস্মিন্ সাধুঃ অপস্ সাধ্বর্থে যৎ] সাধুকর্ম্মকারী, সৎকর্ম্মেচ্ছু। "অভিষ্টিমপস্যং ন স্বর্ণম্" (ঋক্ ১০.৮৯.২) ২ বিশসনাত্মক কর্ম্মেচ্ছু। "বিশ্বা যদনবিতিরপস্যাৎ" (ঋক্ ১.১২১.৭) ৩ (পুং) বায়ু, পবন। (শুক্লযজুঃ ১৩.৫৩)

অপস্যতি—(পুং) স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র উত্তানপাদ হইতে ধর্ম্মনন্দিনী সুনৃতার গর্ভে অপস্যতি, অপস্যন্ত, কীর্ত্তিমন্ত ও ধ্রুব নামে চারি পুত্র জন্মে। (মৎস্যপু° ৪.৩৫)

অপস্যু—(ত্রি) [অপঃ কর্ম্ম ইচ্ছতি অপস্-ক্যচ্ উ] কর্ম্মেচ্ছু, যে কর্ম্মের ইচ্ছা করে। "শতং ধারা অপস্যুবঃ" (ঋক্ ৯.৫৬.২) [সুপ আত্মনঃ ক্যচ্" (পা ৩.১.৮) "ক্যাচ্ছন্দসি" (পা ৩.২.১৭০)

বেদ বিষয়ে ক্যচ্ ক্যন্ ক্যঙ্ এই সকল প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় হয়।]

অপস্যোষ—(পুং) অঙ্গিরসবংশীয় মুনিবিশেষ। (মৎস্যপু° ১৪ ১০৮)

অপস্বর—(অব্য) [বৈদ্যক] স্বাভাবিক স্বর হইতে অপভ্রংশ, স্বরভঙ্গ বা ক্ষীণস্বর।

অপস্বান্ত—যদুবংশীয় নৃপতি নিয়ের পৌত্র এবং শত্রুজিতের পুত্র। ইনি শত্রুজিতের একশত পুত্রের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন।

অপহ—(ত্রি) [অপ-হন ড] অপঘাতকর্ত্তা, যে হনন করে। "সুপরীক্ষিতমন্ত্রাদ্যমদ্যাম্নৈর্বিষাপহৈঃ (মনু ৭ ২১৭) ["অপে ক্লেশতমসোঃ (পা ৩ ২ ৫০) ক্লেশ এবং তমস্ কর্ম্মোপপদের পর অপ পূর্ব্বক হন ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। স্ত্রীলিঙ্গে—অপহা।]

অপহত—(ত্রি) [অপ-হন ক্ত] বিনষ্ট, বিনাশিত।

অপহতপাপ্মা—(ত্রি) পাপমুক্ত, পাপশূন্য, যাহার সকল পাপ দূরীভূত হইয়াছে। "য আত্মাপহতপাপ্মা" (শ্রুতি)

অপহতি—(স্ত্রী) [অপ হন ক্তিন] অপহনন, বিনাশ, নাশন।

"ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি
(ছান্দোগ্যোপ° ৮ ১২ ১)

অপহন্—(ত্রি) [অপ হন ক্বিপ্] বিনাশক।

অপহন্তৃ—(ত্রি) যে অপঘাত করে, অপঘাতী। (শতপথব্রা ১১৪৬)

অপহর—(ত্রি) [অপহরতি অপ-হৃ কর্ত্তরি অপ্] অপহরণকর্ত্তা বিনাশকর্ত্তা।

অপহরণ—(ক্লী) [অপ হৃ ল্যুট্] স্তেয়, চুরি করা। ২ নিজে ভোগ করিবার ইচ্ছায় অন্যের দ্রব্য গোপন করা। "নিক্ষেপস্যাপহরণম্" (মনু ১১ ৫৮) ও "স্থিত ধনের অপহরণ।"

শূলপাণি এবং জীমূতবাহন সাধারণের দ্রব্য গোপন করাকে অপহরণ বলেন না। বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা অপহরণ। "রাজ্যাপহরণেন চ"। (চণ্ডী)

অপহরণীয়—(ত্রি) [অপহর্ত্তুমর্হম্ অপ হৃ অর্হ্যার্থে অনীয়র] অপহরণের যোগ্য। যাহা অপহরণ করিলে দোষ বা দণ্ডের বিধি নাই।

"বানস্পত্যং মূলফলং দার্ব্বগ্ন্যর্থং তথৈব চ।
তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ॥" (মনু ৮ ৩৩৯)

গৌতম বলেন, যে স্থানে বেড়া নাই সে স্থানের লতার ও বৃক্ষের পুষ্প ও ফল নিজের জন্য গ্রহণ করিতে পারে।

"নীরুধবনস্পতীনাং পুষ্পাণি স্ববদাদীত ফলানি চাপরিবৃতানাম্" (গৌতম)

মনুর মতে—যাহার হাতে পাথেয় নাই, এরূপ দ্বিজ পথিক না চাহিয়া পরের ক্ষেত্র হইতে দুইগাছি ইক্ষুদণ্ড এবং দুইটা মূল লইলে দণ্ডার্হ হয় না।

"দ্বিজোঽধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তির্দ্বাবিক্ষূ দ্বে চ মূলকে।
আদদানঃ পরক্ষেত্রান্ন দণ্ডং দাতুমর্হতি (মনু ৮ ৩৪১)

পূর্ব্ব কালের এই ব্যবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তখন শাসনের এতটা কঠোরতা ছিল না। সে কালে মানুষ বিলাসী ছিল না, কিন্তু সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। এখন পরের ক্ষেত্রে কেহ হস্ত অর্পণ করিলে বিচারালয় তাহার শাস্তি হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রাচীন ভারতবাসীরা এ কঠিন নিয়ম জানিতেন না। তাঁহাদের ক্ষেত্র সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, তাই পথিক প্রভৃতি কিছু গ্রহণ করিলে কখনও তাহাতে ক্ষতিবোধ করিতেন না।

অপহর্ত্তা—(পুং) চোর, অপহরণকারী। যে হরণ করিয়া পরদ্রব্য অপহরণ করে।

অপহর্তৃ—(ত্রি) [অপ হৃ-তৃচ্] অপহারক, যে অপহরণ করে "নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারমনিক্ষেপ্তারমেব চ" (মনু ৮ ১৯০) (স্ত্রী) ঙীপ। অপহর্ত্রী।

অপহস্ত—(পুং) [বহিরপগমনার্থঃ হস্তঃ, প্রাদিস°] গলহস্ত, অর্দ্ধচন্দ্র, গলায় হাত। (ত্রি) [অপসারণার্থম্ উদ্যতো হস্তো যস্য] ২ দত্তগলহস্ত যাহার গলায় হাত দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপহস্তক—(ক্লী) প্রহননভেদ। চণ্ডবেগা রমণীর রাগমোচন করাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার প্রহননের ব্যবস্থা কামশাস্ত্রে আছে, "অপহস্তক" ইহার অন্যতম। কামসূত্রকার বলিয়াছেন—"যুক্তযন্ত্রায়াঃ স্তনান্তরেঽপহস্তকেন প্রহরেৎ" (২ ৬ ১১) নাগর সর্ব্বস্বের ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদের টিপ্পনীতে কামসূত্রের টীকা এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে—"তত্র চ যুক্তযন্ত্রায়াঃ স্তনান্তরে প্রসৃতাঙ্গুলিনা হস্তপৃষ্ঠেন (যত্র রেখা ভবন্তি তেন) তাড়নং অপহস্তকং। হিংকারমুপাংশু কুর্য্যাৎ। ইহা হইতে বোধ হয়, অঙ্গুলী সকল প্রসারিত করিয়া হস্ততল অর্থাৎ যে দিকে হস্তরেখা থাকে সেই দিক দিয়া স্তনযুগলের মধ্যে প্রহার করাকে অপহস্তক বলে। কামসূত্রকার আরও বলিয়াছেন—"মন্দোপক্রমং বর্দ্ধমানক্রমম্ পরিসমাপ্তেঃ। তত্র হিংকারাদীনামনিয়মেনাভ্যাসেন বিকল্পেন চ তৎকালমেব প্রয়োগঃ", অর্থাৎ আরম্ভ কালে ধীরে ধীরে আঘাত করিবে। ক্রমশঃ যেমন রাগ বৃদ্ধি পাইবে তেমন জোরে জোরে বা ঘন ঘন আঘাত করিবে এবং রাগমোচনকাল পর্য্যন্ত আঘাত করিতে থাকিবে। এই আঘাতকালে হিংকারাদি সপ্ত প্রকার শব্দ ধীরে ধীরে বা ঘন ঘন করিতে থাকিবে। অপহস্তক প্রয়োগে চণ্ডবেগারও শীঘ্র রাগমোচন হইয়া থাকে। বর্ত

রহস্য, অনঙ্গরঙ্গ, রতিরত্নপ্রদীপিকা ও কামপ্রবোধ প্রভৃতি অনেক কামশাস্ত্রে অপহস্তকের উল্লেখ আছে। রতিরহস্যে লিখিত আছে "রোদনধ্বনিকরী করাহতিং হৃৎপ্রযোজ্যমপহস্তকং বদুঃ। (১০ ৫৭) [প্রহনন তাড়ন, বিকৃত, করতাড়ন দ্র°]

অপহস্তিত—(ত্রি) [অপহস্তঃ ক্রিয়তে স্ম অপ হস্ত ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত] গলহস্ত দ্বারা নিঃসারিত। যাহাকে গলায় হাত দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপহান—(অপহায়ন) (ত্রি) ত্যাগকরণ, বর্জ্জন।

অপহানি—(স্ত্রী) ত্যাগ। ২ ক্ষতি।

অপহায—(অব্য) পরিত্যাগ করিয়া, বর্জ্জন করিয়া।

অপহার—(পুং) [অপ হৃ ঘঞ্] চৌর্য্য, অপহরণ। (মনু ৮ ৩৩২ কুল্লূক) ২ ছেদন বা কর্ত্তন দ্বারা দূরীকরণ। (রামা° ৭৪০ ১৮)

৩ অপনয়ন, দূরীকরণ। ৪ ভঙ্গ, চ্যুত। (প্রবোধচন্দ্র ৮১ ৫) ৫ অপচয়। ৬ হরণ। ৭ সংগোপন। (জীমূতবাহন)

৮ পুনর্ব্বার গ্রহণ। ৯ অর্থস্বামীর অনুপযুক্ত ব্যয়। ১০ পতির উপকারবর্জ্জিত, স্বামীর অনুপযুক্ত। স্ত্রীলোক কখনও স্বামীর দরকার ব্যতীত ধনব্যয় করিতে পারিবে না। অপহারশ্চ বংশানামুদ্দ্বর্ত্তি (জীমূতবাহন)

অপহারক—(ত্রি) [অপহরতি অপ হৃ কর্ত্তরি ণ্বুল্] চৌর্য্যকারী, অপহরণকর্ত্তা। "দ্বিবিধাংস্তস্করান বিদ্যাৎ পরদ্রব্যাপহারকান" (মনু ৯ ২৫৬) ২ সঙ্গোপক, অপলাপী। "স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ" (মনু ৪ ২৫৫) ৩ স্থানান্তরে আকর্ষণকারী। জালাপহারকান" (হিতোপদেশ) অপহারক দুই প্রকার। (১) অপ্রকাশে অপহারক, যথা চোর প্রভৃতি। (২) প্রকাশে অপহারক, যেমন স্বর্ণকার প্রভৃতি। ৪ অপসরণকর্ত্তা। ৫ নাশকারী, নাশক।

অপহারবর্ম্মচরিত—দশকুমারচরিতের অন্তর্গত অপহারবর্ম্মার চরিত্র কথা। ইহা গদ্যকাব্য। বাসবদত্তায় শিবরাম ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অপহারিন্—(ত্রি) [অপ হৃ ণিনি] অপহর্ত্তা, অপহরণকর্ত্তা। ২ অপহরণশীল, আকর্ষক। "ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু" (মনু ২ ৮৮)

৩ বিনাশকারী, ধ্বংসকারী। (রামা° ৫ ৬৬ ১০) (স্ত্রী, ঙীপ্) অপহারিণী।

অপহার্য্য—(ত্রি) চুরির উপযোগী, যাহা সহজে চুরি করা যায়।

অপহাস—(পুং) [অপ অপ্রয়োজনে হাসঃ অপ-হস ঘঞ্] অকারণ হাস্য, যে হাসির কোন কারণ নাই। ২ অত্যন্ত হাসি।

অপহাস্য—(ত্রি) বৃথাহাস্য, অযথাহাস্য। ২ অতিশয় হাস্য। "ত্বয়া যদপহাস্যং মে কৃতং" (রামা° ২.২৭ ২) ৩ উপহাস্য, তাচ্ছিল্য।

অপহিংকার—(ত্রি) 'হিং'কার-রহিত সামগান, যে সামগানে হিং শব্দ নাই। "গায়ত্রেণাপহিংকারেণ তুষ্টুবিরে' (শতপথব্রা ২২ ৪ ১১)

অপহৃত—(ত্রি) যাহা হৃত হইয়াছে, যাহা চুরি গিয়াছে।

অপহেলা—(স্ত্রী) অবহেলা, ঘৃণা, হেয় জ্ঞান। ২ তিরস্কার।

অপহ্নব—(পুং) [অপ হ্নু অপ্] অপলাপ, কোন বিষয় জানিয়া গোপন করা। স্থায়ী বস্তুর অস্থায়িরূপে কথন। অপহ্নব দুই প্রকার, শব্দগত ও অর্থগত। শব্দগত যথা,—কেহ যদি এমন কথা বলে যে, 'সে আমার শত মুদ্রা ধারে'। বাদীর এই কথায় প্রতিবাদী যদি এ প্রকারে উত্তর দেয় যে, 'শত মুদ্রা মিথ্যা'। তাহা হইলে ইহাকে শব্দগত অপহ্নব বলা যাইবে কারণ এখানে শব্দ দ্বারা প্রকৃত বিষয় গোপন করা হইতেছে।

অর্থগত যথা,—তুমি কি কলিঙ্গদেশে বাস করিতে? এই প্রশ্ন শুনিয়া কেহ যদি এমন উত্তর করে যে, 'না আমি কখন কলিঙ্গদেশে যাই নাই। তাহা হইলে ইহাকে অর্থগত অপহ্নব বলা যাইবে, কারণ কলিঙ্গদেশে গমন না করিলে তথায় কখন বাস করা সম্ভব হয় না।

'অপহ্নবে বহুধনস্য দহীত্যুক্তস্য সংসদি (মনু ৮ ৫২)

অপহ্নুত—(ত্রি) [অপহ্নূয়তে স্ম অপ হ্নু কর্ম্মণি ক্ত] কৃতাপহ্নব বস্তু, যে বস্তুর অপলাপ করা হইয়াছে, যাহার বস্তু চুরি করা হইয়াছে। ২ স্থানান্তরে নীত। ৩ অপসারিত। ৪ অপচিত।

অপহ্নুতি—স্ত্রী [অপ হ্নু ক্তিন] অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত অর্থালঙ্কারভেদ। সাধারণতঃ বস্তুর সত্যের অপলাপ করিয়া একটী অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া দাঁড় করায়, তখন এই 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার হইয়া থাকে।

দণ্ড্যাচার্য্য, 'কাব্যাদর্শ' নামক অতি প্রাচীন আলঙ্কারিক গ্রন্থে এই অলঙ্কারের লক্ষণ এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন— যে কোন প্রকৃত অর্থাৎ বস্তুর রূপ গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদিরূপ ধর্ম্মের অসত্যতা প্রমাণ করিয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অর্থাৎ অসত্যের প্রতিষ্ঠা করিলে এই অলঙ্কার হয়। (কাব্যাদর্শ ২ ৩০৪)

কাব্যপ্রকাশের মতে—উপমেয়ের অসত্যতা প্রমাণ করিয়া উপমানকে সত্য বলিয়া যদি প্রমাণিত করা যায়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে। (কাব্যপ্র° ১০ ৬০) এই মতে— 'অপহ্নুতি' দুই প্রকার।

(১) নঞ্ শব্দের আকর্ষ হইতে যদি অন্য অর্থ প্রকাশ করে। (২) একার্থক অনেক শব্দদ্বারা যদি অপ্রাকৃত অর্থ প্রকাশ পায়।

"শ্লেষঃ স বাক্যে একস্মিন্ যত্রানেকার্থতা ভবেৎ।"(কাব্যপ্র°১০ ৬৪)

সাহিত্যদর্পণের মতে—প্রকৃত পদার্থের প্রতিষেধ করিয়া সেই স্থলে তদ্রূপ অন্য কোন পদার্থ স্থাপনের নাম অপহ্নুতি। "প্রকৃতং প্রতিষিধ্যান্যস্থাপনং স্যাদপহ্নুতিঃ"। (সাহিত্যদ° ১০ ৬৮৩)

অপহ্নুতি অলঙ্কার দুই প্রকার। কোন স্থলে আগে প্রকৃত বিষয়ের অপলাপ করিয়া পরে অন্য বিষয়ের আরোপ। কোথাও বা আরোপের পর শেষে অপলাপ করা।

অপলাপের পর আরোপ করা যথা—

"নেদং নভোমণ্ডলমম্বুরাশির্নৈতাশ্চ তারা নবফেনভঙ্গাঃ।
নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ ফণীন্দ্রো নাসৌ কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারিঃ।"

এখানে আগে প্রকৃত আকাশকে গোপন করিয়া পরে তাহার এক একটী বস্তুর স্থানে অন্য বস্তুর আরোপ করা হইয়াছে।

আরোপ করিয়া তাহার পর অপলাপ —

"এতদ্বিভাতি চরমাচলচূড়চুম্বিহিণ্ডীরপিণ্ডরুচিশীতমরীচিবিম্বম্।
উজ্জ্বালিতস্য রজনীং মদনানলস্য ধূমং দধৎ প্রকটলাঞ্ছনকৈতবেন।

এখানে প্রথমে প্রকৃত বিষয়ের অপহ্নব না করিয়া পরে কলঙ্কে ধূমের আরোপ করা হইয়াছে।

গোপনীয় কোন অর্থ কোনরূপে প্রকাশ করিয়া যদি শ্লেষের দ্বারা কিম্বা অন্য কোনরূপে তাহার অন্যথা করা যায়, তবে তাহাও এক প্রকার অপহ্নুতি অলঙ্কার।

"গোপনীয়ং কমপ্যর্থং দ্যোতয়িত্বা কথঞ্চন।
যদি শ্লেষেণান্যথা বান্যথয়েৎ সাপ্যপহ্নুতিঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০ ৬৮৪)

"কালে বারিধরাণামপতিতয়া নৈব শক্যতে স্থাতুম্।
উৎকণ্ঠিতাসি তরলে? নহি নহি সখি। পিচ্ছিলঃ পন্থাঃ।

কোন রমণী আপনার প্রিয় সখাকে বলিলেন—'সই বর্ষাকালে অপতিতারূপে (পতিশূন্য ভাবে) থাকা যায় না'। এই কথা শুনিয়া সখী জিজ্ঞাসিলেন, 'চঞ্চলে! কেন, তুমি কি উৎকণ্ঠিতা হইয়াছ'? রমণী বলিলেন,—না সখি, তাহা নয়, বলি বর্ষাকালে বৃষ্টিবা পিছল হয়, তাই পতিত না থাকা যায় না'।

এখানে, পতি বিনা থাকা যায় না, এই গোপনীয় ভাব যে শব্দদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, আবার সেই শব্দেরই শ্লেষার্থ দ্বারা অন্যভাব প্রকাশ করা হইল।

শ্লেষশূন্য যথা—"ইহ পুরোঽনিলকম্পিতবিগ্রহা মিলতি কা ন বনস্পতিনা লতা। স্মরসি কিং সখি' কান্তরতোৎসবং? ন হি ঘনাগমরীতিরুদাহৃতা।"

কোন রমণী আপনার সখীকে কহিলেন,—'এই বর্ষাকালে সম্মুখবর্ত্তিনী বায়ুকম্পিত কোন্ লতা না বৃক্ষের সহিত মিলিতেছে'? এই কথা শুনিয়া সহচরী জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কি কান্তের রতোৎসব (রতিকালের উৎসব) স্মরণ করিতেছ? তাহাতে সেই রমণী উত্তর করিলেন,—না সখি। আমি বর্ষাকালের রীতিই কহিতেছি'।

'বৃক্ষের সঙ্গে লতা মিলিত হইতেছে'—এতদ্দ্বারা পতিসহবাস সুখ প্রকাশ করিয়া বিরহিণী রমণী পুনর্ব্বার বর্ষাকালের রীতির উল্লেখ করিলেন। সুতরাং প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া অন্য ভাব প্রকাশ করা হইল।

অপহ্নুবান—(ত্রি) [অপ-হ্নু-শানচ্] চৌর্য্যকর্ত্তা, চোর, চোর। ২ অপনয় কর্ত্তা। ৩ সঙ্গোপক। ৪ অপলাপকর্ত্তা। "অপহ্নুবানস্য"। (নৈষধ ১ ৪৯)।

অপহ্নূয়মান—(ত্রি) [অপ-হ্নু-কর্ম্মণি শানচ্ যক্ চ] অপনীয়মা- যে বস্তুর অপলাপ করা হইয়াছে। ২ স্থানান্তর রক্ষিত। ৩ অপহৃত। ৪ সঙ্গোপিত।

অপহ্রাস—(পুং) হ্রাসকরণ, পূর্ণাংশের কিয়দংশ কম করা। (সুশ্রুত ২ ২২১ ১৮)

অপহ্রিয়মাণ—(ত্রি) [অপ হৃ কর্ম্মণি শানচ যচ্ ঋকারস্য রিঙ্] চৌর্য্যধন। ২ অপলপ্যমান। ৩ সঙ্গুপ্যমান, যে বস্তুর সঙ্গোপন হইতেছে।

অপাংক্ষয—(পুং) [ক্ষি নিবাসগত্যোঃ অচ্ ক্ষয়ঃ অপাং জলানাং ক্ষয়ঃ স্থানম, ৬ তৎ, অপাং ক্ষয়োঃ গতিঃ যস্মিন, বহুব্রী। অলুক্‌স°] নেত্র, চক্ষু। কেহ কেহ ইহাকে পৃথক্ পদ করেন।

অপাংজ্যোতিস—(ক্লী) [৬ তৎ অলুক্‌স°] বিদ্যুৎ। কেহ কেহ ইহা ভিন্ন-পদরূপে গ্রহণ করেন।

অপাংনপাৎ, অপান্নপাৎ—(পুং) [ন পাতয়তি পত ণিচ ক্বিপ] মধ্যস্থান দেবতা, যজ্ঞের দেবতাবিশেষ।

যাস্ক বত্রিশটী দেবতার গণমধ্যে অপাংনপাৎ গ্রহণ করিয়াছেন।

অপাংনপ্ত্রিয, অপান্নপ্ত্রিয—(ত্রি) [অপাংনপাৎ দেবতা অস্য অপান্নপ্তৃ দেবতার্থে ঘ] অপান্নপাৎ দেবতার পূজক।

আপাংনপপ্ত্রীয়, অপান্নপ্ত্রীয—(ত্রি) [অপাংনপাৎ দেবতা অপান্নপ্তৃ-ছ] অপান্নপাৎ দেবতার পূজক, অপান্নপাৎ দেবতাকে দিবার নিমিত্ত ঘৃতাদি।

অপাংনাথ—(পুং) [৬ তৎ অলুক স°] সমুদ্র, জলপতি।

অপাংনিধি—(পুং) [নিধীয়তে অস্মিন ধা অধিকরণে কি, অপাং জলানাং নিধিঃ স্থানম, ৬ তৎ অলুক্‌স°] সমুদ্র। (মাঘ ৩ ৩৯)। [অপাং জলানাং নিধিরিব] ২ বিষ্ণু।

অপাংপতি—(পুং) [পাতি রক্ষতি পা উণ্-ডতি,—পতিঃ, অপাং জলানাং পতিঃ, ৬-তৎ অলুক্‌স°] সমুদ্র। ২ বরুণ।

অপাংপাথস্—(ক্লী) [অপাং জলানাং পাথঃ সারঃ, ৬-তৎ অলুক্‌স°] অন্ন, চাউল।

অপাংপিত্ত—(ক্লী) [৬-তৎ বা অলুক্‌স°] অগ্নি।

অপাংপুরীষ—(ক্লী) [অপাং জলানাং পুরীষং মলম্, ৬-তৎ অলুক্‌স°] শৈবাল, শেওলা।

অপাংযোনি—(স্ত্রী) [যু-উণ্-নি, যোনিঃ অপাং জলানাং যোনিঃ কারণম্, ৬-তৎ অলুক্‌স°] সমুদ্র।

অপাংবৎস—(পুং) চিত্রা নক্ষত্র হইতে পাঁচ অংশ উত্তরে অবস্থিত একটী তারকার নাম।

অপাংশুলা—(স্ত্রী) [পন্‌শ-উণ্-কু দীর্ঘশ্চ পাংশুঃ ব্যোভিচার-দোষশ্চ সোঽস্ত্যস্যাঃ সিধ্মাদি° লচ্, টাপ্, নঞ্-তৎ] পতিব্রতা।

অপাংসুলা—(স্ত্রী) [পনস-উণ্ কু দীর্ঘশ্চ পাংসুঃ ব্যোভিচার-দোষশ্চ সোঽস্ত্যস্যাঃ সিধ্মাদি° লচ্ টাপ্, নঞ্-তৎ] পতিব্রতা স্ত্রী।

অপাংসদন—(ক্লী) [অপাং জলানাং সদনং স্থানম্, ৬ তৎ অলুক্‌স°] আকাশ। ২ স্বর্গ। ৩ সূর্য্য। কেহ কেহ অপাং এবং সদন এইরূপ দুইটী বিভিন্ন পদ গ্রহণ করে।

অপাংসধস্থ—(পুং) [৬-তৎ অলুক্‌স°] আকাশ। কেহ কেহ একটী পদ স্বীকার না করিয়া দুইটী বিভিন্ন পদ গ্রহণ করেন।

অপাংসধিস—(ক্লী) [৬ তৎ অলুক্‌স°] পাত্র, কর্ণ।

অপাংসমুদ্র (পুং) [অপাং সমুদ্রঃ স্থানম্, ৬ তৎ অলুক্‌সঃ] মন, চিত্ত।

অপাক্—(ত্রি) পূর্ব্বদিগ্‌ভিন্ন, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্। (ঋক ১৫৬ ১১)

অপাক—(পুং) [পচ-ঘঞ্ পাকঃ, ন পাকঃ, নঞ্-তৎ] পাকের অভাব, ভুক্তান্নাদির পাকের অভাব। অন্ন প্রভৃতি খাইলে যদি পরিপাক না হয়, তবে তাহাকে অপাক কহে। [ন বিদ্যতে পাকো যস্মিন] ২ অপাকজনক অজীর্ণতারোগ। (ত্রি) [নাস্তি পাকো যস্য, বহুব্রী] ৩ আম, অসিদ্ধ, অপচন তণ্ডুলাদি। [পাকো মূর্খঃ শিল্লার্থে নঞ্-তৎ] ৪ প্রাজ্ঞ, বিদ্বান। ৫ পাক অন্ন তদ্ভিন্ন, অনন্ন। ৬ অশিশু। ৭ অজরা। ৮ অনিষ্পাত্তি। ৯ অক্লেদ।

মনুষ্যের সাধ্য এবং অসাধ্যভেদে পাক দুই প্রকার। জল ও অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা তণ্ডুলাদি পাক মনুষ্যের সাধ্য। মনুষ্যের অসাধ্য পাকও দুই প্রকার। যেমন, কালক্রমে বৃক্ষলতায় ফলাদির পাক এক প্রকার এবং জঠরাগ্নি দ্বারা ভুক্ত অন্নাদির পাক অন্য প্রকার।

অজীর্ণ বা অপাক হইবার প্রধান কারণ,—যে কোনও খাদ্য (কঠিন) চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া হয় এবং চর্ব্বণ করিবার সময় খাদ্যদ্রব্য লালার (Saliva) সহিত মিশ্রিত হয়। এই লালা একপ্রকার রস এবং তাহা স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ড (Salivary glands) হইতে নির্গত হয়। এই লালার ভিতর টায়ালিন (ptyalin) নামে একপ্রকার নাইট্রোজেন-সংযুক্ত দ্রব্য আছে এবং ইহাই খাদ্যের সহিত সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ও পরিপাকের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া না খাইলে খাদ্যদ্রব্য লালার সহিত সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত হইতে পারে না এবং ফলে পাকস্থলীতে তাহার পরিপাক হয় না। সাধারণতঃ এই ভাবেই অজীর্ণ রোগ আসিয়া পড়ে। যাহারা অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন এবং যাহাদের স্বভাবতঃই অপাক হইয়া থাকে, চিকিৎসকেরা তাহাদের খাইবার সময় উত্তমরূপে খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া খাইতে উপদেশ দেন। এইরূপ উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বদাই খাদ্যদ্রব্য লালার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া খাওয়াই বিধেয়।

অপাক হইলে মনুষ্যের শরীরে যে কোন রোগ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার কারণ বহুদিন পর্য্যন্ত অপাক হইলে শরীরস্থ রক্তের জীবাণু (Red corpuscles) কমিয়া গিয়া জীবনীশক্তির (vitality) হ্রাস হয়। এই জীবনীশক্তিই রোগের হস্ত হইতে মনুষ্যকে নিষ্কৃতি দিবার একমাত্র কর্ণধার। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অপাক হইলে নানারোগের উৎপত্তি হইতে পারে এবং যাহাতে অপাক না হয় তজ্জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করা উচিত।

ইহা ব্যতীত, অপাক হইবার আরও কএকটী কারণ আছে—গুরুপাক ভোজন ও উপযুক্ত আহার-বিহারের অভাব। এই সম্পর্কে একটী কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, আমাদের পাকস্থলীটী একটী পাক করিবার যন্ত্রবিশেষ। এই পাকস্থলীর মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস্ (HCl) নির্গত হয়, এই অম্ল ব্যতীত আরও দুই চারি প্রকার রস পাকস্থলীতে নির্গত হইয়া পাকস্থলীর খাদ্য দ্রব্যকে জীর্ণ করে। খাদ্যদ্রব্য পরিপাককালীন উক্ত পাকস্থলীর গ্যাস্‌ট্রীক্ রসের (Gastric juice) সহিত মিশ্রিত হয় এবং এই গ্যাস্‌ট্রীক্ রস পাকস্থলীর গ্ল্যাণ্ড হইতে নির্গত হয়। ইহা এক প্রকার তরল পদার্থ (the digestive liquid secreted by the glands of the stomach) যাহা পরিপাকের বিশেষ সাহায্য করে। উক্ত প্রথার ব্যতিক্রম হইলেই অপাক হয়। যাহাদের পাকস্থলীতে সম্যক রস নির্গত (secretion) না হয়, তাঁহারাই স্বভাবতঃ অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অতিশয় রাত্রিজাগরণও অজীর্ণের আর একটী কারণ। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা বলিতে হইবে যে, সাধারণতঃ অপাকই যাবতীয় রোগের মূল কারণ। [অজীর্ণ দ্র°]

অপাকচক্ষস্—(পুং) যাহার দৃষ্টিশক্তি অল্পদূরবর্ত্তী নহে, সুদূরদৃষ্টি-সম্পন্ন। ২ যাহার কিরণ বহুদূরবর্ত্তী, দূরবর্ত্তিপ্রভ।

"কমু বিদস্ত সেনয়াঘৈরপাকচক্ষসঃ" (ঋক্ ৮.৭৫.৭)

অপাকজ—(ত্রি) [ন পাকাজ্জায়তে জন-ড, নঞ্-তৎ] পাকজ ভিন্ন। বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে তাহা পাকজ নহে, অতি উষ্ণ নহে। অতি শীতল নহে।

অপাকরণ—(ক্লী) [অপ-আ-কৃ ল্যুট্] প্রত্যাদেশ, নিরাকরণ। ২ নিষেধ। ৩ শোধন, শুদ্ধি। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪ ২ ৩৫)

অপাকরিষ্ণু—(ত্রি) [অপ-আ-কৃ-বা° ইষ্ণুচ্] দূরীকরণশীল, অপসারণক্ষম, নিবারণশীল। "বর্ণঃ স্বর্ণাপকরিষ্ণুঃ" (ভর্তৃহরি ২.৫)

অপাকর্ত্তোস্—(অব্য) [অপ-আ-কৃ-তুমর্থে তোসুন্] অপাকরণের জন্য, নিরাকরণার্থ।

অপাকর্ম্মন্—(ক্লী) [অপ-আ-কৃ-মনিন] নিবাস, নিবাকরণ। [অনপাকর্ম্মন্ দ্র°]

অপাকশাক—(ক্লী) [ন পচ্যতেঽসৌ অপাকঃ পাকানর্হ্য ইত্যর্থঃ, তথাভূতঃ শাকো যস্য] আর্দ্রক, আদা। আদার মূলই পাকের যোগ্য। আদার শাক পাকের যোগ্য নহে।

অপাকা—(অব্য) প্রভূত জ্ঞানশালী, পণ্ডিত।

"যং যং রথমিন্দ্র মেধসাতয়েঽপাকা" (ঋক্ ১.১২৯.১)

অপাকাৎ—(অব্য) সমীপে নহে, দূরে। ২ পক্বপ্রজ্ঞা, পাকা বুদ্ধি। "গব্যন্তমপাকাচ্চিত্তমন্তি" (ঋক্ ৮.২ ৩৫)

অপাকিন্—(ত্রি) [পাকোঽস্ত্যস্য পাক-ইনি, নঞ্-তৎ] পাকশূন্য, অপাক। (সুশ্রুত ১ ৩০৮.২)

অপাকীর্ণ—(ত্রি) অপাকৃত, ত্যক্ত, নিরস্ত। (কুমার ৫.২৮)

অপাকৃত—(ত্রি) [অপ-আ-কৃ-ক্ত] নিবাকৃত। (মাঘ ১৫ ৩৩) ২ দূরীকৃত। ৩ শোধিত।

অপাকৃতি—(স্ত্রী) [অপ-আ-কৃ-ভাবে ক্তিন্] নিরাকরণ। (ঋক্ ৮.৪৭ ২) ২ অপসারণ। ৩ শোধন।

অপাকৃত্য— অব্য) [অপ-আ-কৃ-ল্যপ্] নিরাকরণ করিয়া। ২ শুধিয়া।

অপাকেস্থ—(ত্রি) পাকশালাস্থিত। ২ কুম্ভকারগৃহস্থিত।

"অপাকেস্থাঃ প্রহাসিনঃ" (অথর্ব ৮.৬.১৪)

অপাক্তাৎ—(অব্য) অধোদিগ্‌জাত। ২ অপর দিগ্‌জাত, পশ্চিম দিগ্‌জাত। (ঋক্ ৭ ১০৪.১৯) [উদক্তাৎ দ্র°]

অপাক্রিয়া—(স্ত্রী) [অপ-আ-কৃ-ভাবে শ টাপ্] ১ অপাকরণ। ২ অপসারণ। ৩ শোধন।

অপাক্ষ—(ক্লী) [অপনতম্ অনুপগতম্ অক্ষম্ ইন্দ্রিয়ম্, অতিক্রা° তৎ] ইন্দ্রিয়ের নিকট জাত, প্রত্যক্ষ। (ত্রি) ২ প্রত্যক্ষের বিষয়।

অপাঙ্‌ক্তেয়—(ত্রি) [সদ্ভিঃ সহ পংক্তিভোজনমর্হতি অর্হার্থে ঢক্, ততো নঞ্-তৎ] সাধুগণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজনের অযোগ্য। ২ আশিতোলা স্বর্ণচোর। ৩ পতিতাদি। ৪ ক্লী। ৫ নাস্তিক। ৬ ভণ্ড জটাদিধারী। ৭ যে বেদ বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন না করে। ৮ যজ্ঞাদি বিষয়ে যোগ্যতাহীন। ৯ ধূর্ত্ত, শঠ। ১০ সঙ্করজাতি। ১১ চিকিৎসক। ১২ পূজারি ব্রাহ্মণ। ১৩ মাংসবিক্রয়ী। ১৪ লৌহাদি নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয়কারী প্রভৃতি অনেক রূপ অপাংক্তেয় আছে। (মনু ৩ ১৬৭)

অপাঙ্‌ক্ত্য—(ত্রি) [সাধুভিঃ সহ ভোজনে ন পংক্তিমর্হতি, নঞ্-তৎ] অপাংক্তেয়। সাধুর সহিত একপংক্তিতে ভোজনের অযোগ্য, পঙ্‌ক্তি ছাড়া। (মনু ৩ ১৭৩)

অপাঙ্‌ক্ত্যোপহত—(ত্রি) পতিত মনুষ্যের উপস্থিতিতে বা সংস্পর্শে অপবিত্র বা ভ্রষ্ট।

অপাঙ্গ—(পুং) [অপাঙ্গতি তির্য্যক্ চলতি নেত্রং যত্র অপ-অঙ্গ ঘঞ্] নেত্রের প্রান্ত, চক্ষুর কোণ। (ত্রিকাণ্ডশেষ ৩ ৫.৫) [অপ অজ্যতে ললাটাদি শুভ্যতে যেন অপ-অঞ্জ করণে ঘঞ্] ২ তিলক, ফোঁটা। ৩ কণ্টকের জন্য অপকৃষ্টাঙ্গ। ৪ অপামার্গ, আপাংগাছ। ৫ মদন, কামদেব। (ত্রি) [অপ অপগতমঙ্গং যস্য, বহুব্রী] ৬ অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ। (স্ত্রী) অপাঙ্গী, অঙ্গহীনা স্ত্রী।

অপাঙ্গক—(পুং) [অপ অপকৃষ্টমঙ্গং যস্য কপ্] অপামার্গ, অপাং। (পুং) [স্বার্থে কন] ২ নেত্রান্ত, চক্ষুর কোণ। (ত্রি ৩ অঙ্গহীন।

অপাঙ্গদর্শন—(ক্লী) [অপাঙ্গেন নেত্রপ্রান্তেন দর্শনম্, ৩-তৎ] কটাক্ষ, ঠারদৃষ্টি।

অপাঙ্গদেশ—(পুং) চক্ষুর কোণ, নেত্রপ্রান্ত।

অপাঙ্গনেত্র—(ক্লী) [অপাঙ্গপর্য্যন্তং নেত্রম্, মধ্যপদলোপি-কর্মধা°] দীর্ঘনেত্র। (ত্রি) [অপাঙ্গপর্য্যন্তং নেত্রং যস্য] দীর্ঘনেত্রযুত।

অপাচ্—(ত্রি) [অপ অঞ্চতি অপ-অঞ্চ-ক্বিপ্] অপগমনকর্ত্তা। ২ যে চলিয়া যায়। [অপভ্রংশরূপতয়া অঞ্চতি অঞ্চ-ক্বিপ্] ৩ অপ্রকাশার্থ।

অপাচী—(স্ত্রী) দক্ষিণ দিক্, পশ্চিম দিক্।

অপাচীতরা—(স্ত্রী) উত্তরদিক্।

অপাচীন—(ত্রি) [অপাচ্যাং দক্ষিণস্যাং দিশি অপাচি অপ্রকাশে বা ভবং খ] দক্ষিণ দিকে জাত। ২ অপ্রকাশমান। (ঋক্ ৭.৬.৪) ৩ বিপরীত। ৪ বিপর্য্যস্ত। অবাচীন এই প্রকার পাঠও হয়।

অপাচ্য—(ত্রি) [অপাচি দক্ষিণস্যাং দিশি ভবম্ অপাচ ভাবার্থে যৎ] দক্ষিণ দিকে জাত পদার্থ। (ঐত°ব্রা° ৮.১৪) ২ পাশ্চাত্ত্য।

অপাটব—(পুং) [পটোর্ভাব পটু ভাবে অণ্ পাটবং ন বিদ্যতে পাটবং যস্মিন, বহুব্রী] রোগ। (ক্লী) [নঞ্-তৎ] ২ পটুতার অভাব। (ত্রি) [নাস্তি পাটবং যস্য, বহুব্রী] ৩ পটুতাশূন্য।

অপাঠ্য—(ত্রি) পাঠের অনুপযোগী, যাহা পাঠের উপযুক্ত নহে।

অপাণিগ্রহণ—(পুং) অবিবাহিত অবস্থা, কৌমার।

অপাণিপাদ—(ত্রি) হস্তপদবিহীন, যাহার হস্ত ও পদ নাই।

অপাতক—(ত্রি) যাহাতে পাতক নাই, পাতকশূন্য।

অপাতুরিয়া (Apaturia—আপাতুরিয়া)—প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী উৎসব। আইওনীয়দিগের অধিকৃত প্রত্যেক নগরেই বৎসরান্তে একবার এই উৎসব হইত। আথেন্সনগরীতে পায়নেপসিয়ন্ মাসে (অক্টোবর-নবেম্বর) তিনদিন ধরিয়া এই উৎসব চলিত এবং আটিকাবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক উৎসবে যোগদান করিত।

এই উৎসবানুষ্ঠানের উপাখ্যান এইরূপ—অনুমান ১১০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এটিকারাজ থাইমিটীসের সেনাপতি মেলান্থাসের সহিত বিওটীয়ারাজ জান্থাসের একটী যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে মেলান্থাস্ কৌশলে স্বীয় শত্রুকে হারাইয়া দেন। পরে উভয় পক্ষের মিলন হয়। এই ঘটনা স্মরণে এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। উভয় স্থানবাসীর মধ্যে সখ্যতা-স্থাপনই এই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

উৎসবের প্রথম দিন দোর্পিয়া নামে খ্যাত। ঐদিন সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ একস্থানে আহার-বিহারে মত্ত হয়। দ্বিতীয় দিন অনার্হিসিস্, ঐ দিন জিউস্ ফ্রাটিয়াসের ও আথেনার পূজা এবং গো বলি দেওয়া হইত। তৃতীয় দিন কুরিওটিস—ঐদিন গত-উৎসবের পর জাত সন্তানদিগকে সভায় আনা হয় এবং ভ্রাতৃমণ্ডলীর সমক্ষে তাহার নাম লেখাইয়া সন্তানের বৈধত্ব রক্ষার ব্যবস্থা হয়। তারপর দেবতার সমক্ষে বালকদিগের কেশ মুণ্ডন করা হয় এবং দেবতার পূজায় ছাগবলি দেওয়া হইয়া থাকে।

অপাত্ত—(ক্লী) [অপ আ-দা-ক্ত] প্রাপ্ত।

অপাত্র—(ক্লী) [পাতি রক্ষতি পা উণ্ ত্রন পাত্রম, নঞ্ তৎ] শ্রাদ্ধাদির অন্ন প্রভৃতি ভোজনের অযোগ্য। ২ বিদ্যা ও কন্যা দান-কার্য্যে অক্ষম। (কথাসরিৎ ২৪ ২৬) ৩ অভাজন। ৪ বিদ্যাদিহীন। ৫ তীরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নহে। ৬ স্রুবাদি ভিন্ন। ৭ পত্র ভিন্ন। ৮ রাজমন্ত্রিভিন্ন। ৯ অযোগ্য পাত্র।

অপাত্রকৃত্যা—(স্ত্রী) অযোগ্য পাত্রের কারণ, দানাযোগ্য পাত্রই যাহার কারণ। "সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম।" (মনু ১১.১২৬)

অপাত্রদায়িন্—(ত্রি) যে অপাত্রে দান করে, যে দানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে।

অপাত্রভৃৎ—(ত্রি) যে অপাত্রকে পালন করে, যে অযোগ্য ব্যক্তিকে ভরণপোষণ করে।

অপাত্রবর্ষিন্—(ত্রি) যে অযোগ্য পাত্রে বর্ষণ করে, যে অপাত্রে দানকারী। "নাপাত্রবর্ষী স্যাৎ" (বিষ্ণুস° ৩ ৩৪)

অপাত্রীকরণ—(ক্লী) [পাত্রং দানাদিসম্প্রদানম্ অপাত্রং দানাদ্যং ন অর্হং ক্রিয়তেঽনেন অপাত্র কৃ করণে ল্যুট্ চ্বি ঈত্ব] নিন্দিত প্রতিগ্রহাদি জনিত পাপবিশেষ। শাস্ত্রোক্ত নব প্রকার পাপের মধ্যে চতুর্বিধ পাপ। যথা—যাহাদের ধন গ্রহণ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহাদের ধনগ্রহণজন্য পাপ। ২ বসবাণিজ্য। ৩ শূদ্রের সেবা। ৪ মিথ্যাকথন। (মনু ১১.৬৯)।

অপাদ্—(ত্রি) [নাস্তি পাদোঽস্য, বহুব্রী অন্তলোপস°] পাদশূন্য, যাহার পা নাই।

অপাদান—(ক্লী) [অপ অপগমনে (চলনে) অবধিত্বেন আদীয়তে গৃহ্যতে (গণ্যতে) অপ-আ-দা কর্ম্মণি ল্যুট্] ব্যাকরণসিদ্ধ কারক বিশেষ। (পা ১ ৪ ২৪) যে অবধি হইতে বিভাগাদি হইবে অর্থাৎ যাহা হইতে চলিত পতিতাদি বুঝাইবে তাহারই নাম অপাদান কারক। (অপায় শব্দের অর্থ বিভাগ, বিশ্লেষ ইত্যাদি এবং ধ্রুব শব্দের অর্থ অবধি)। "অপাদানে পঞ্চমী" (পা ২.৩ ২৮) অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

"নির্দ্দিষ্টবিষয়ং কিঞ্চিদুপাত্তবিষয়ন্তথা।
অপেক্ষিতক্রিয়ঞ্চেতি ত্রিধাপাদানমিষ্যতে।" (ভর্তৃহরি)
"প্রস্তসাধ্যক্রিয়ং যৎ স্যান্নির্দ্দিষ্টবিষয়ন্তু তৎ।
উহ্যসাধ্যক্রিয়ং যৎ স্যাদুপাত্তবিষয়ন্তু তৎ।
অপেক্ষিতক্রিয়ন্তৎ স্যাৎ যৎ ক্রিয়াশূন্যমেব হি।
(মুগ্ধবোধটীকায় রামতর্কবাগীশ)

প্রস্তাবের মধ্যেই যাহার ক্রিয়া শুনা যায় তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয় অপাদান। যেমন, 'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি'। বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে। এইখানে পতন ক্রিয়া বাক্যের মধ্যেই শুনা যাইতেছে। যাহার অশ্রুত ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া বাক্যের সঙ্গতি করিতে হয় তাহার নাম উপাত্তবিষয় অপাদান। যেমন, 'ঘনাদ্বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। ঘনান্নিঃসৃত্য বিদ্যুদ্বিদ্যোততে'। বিদ্যুৎ মেঘ হইতে বাহির হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এখানে প্রথম বাক্যে 'নিঃসৃত্য' এ পদটি ছিল না, পরবাক্যে তাহার অধ্যাহার হইল। যাহা ক্রিয়াশূন্য তাহার নাম অপেক্ষিতক্রিয় অপাদান। যেমন, 'কুতোভবান'? আপনি কোথা হইতে? এই প্রশ্নে আসিতেছেন এ ক্রিয়া নাই, অথচ তাহার অর্থ অপেক্ষিত-রূপে বোধ হইতেছে; তজ্জন্য ইহার উত্তর দিতে হইলে, 'পাটলি-

পুত্রাৎ'। পাটলীপুত্র হইতে। এইরূপ অপেক্ষিত অর্থাৎ ক্রিয়া শূন্যই প্রয়োগ হইবে।

অপাদান কারকে একাদশ প্রকার অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। ১ যাহা হইতে অপায় অর্থাৎ বিশ্লেষ হয় যথা—'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি।' বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে। ২ যাহা হইতে ভয় হয়। যথা—'ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি।' ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে। ৩ যাহা হইতে জুগুপ্সা হয়। যথা— পাপাৎ জুগুপ্সতে ধীরঃ।' ধীর ব্যক্তি পাপ হইতে বিরত হইতেছে। ৪ যাহা হইতে পরাজয় হয়। যথা—'সিংহাৎ পরাজয়তে হস্তী।' সিংহ হইতে হস্তী পরাজিত হইতেছে। ৫ যাহা হইতে প্রমাদ জন্মে যথা—'ধর্ম্মাৎ প্রমাদ্যতি নীচঃ' ধর্ম্ম হইতে নীচ ব্যক্তির প্রমাদ হইতেছে। ৬ যাহা হইতে আদান হয় যথা—'নৃপাৎ ধনমাদত্তে বিপ্রঃ' রাজা হইতে বিপ্র ধন পাইতেছেন। ৭ যাহা হইতে জন্ম হয়। যথা—'পিতুঃ পুত্রো জায়তে।' পিতা হইতে পুত্র জন্ম লইতেছে। ৮ যাহা হইতে নিবারণ পাওয়া যায় যথা—'ব্যাঘ্রাৎ গাং রক্ষতি গোপঃ' গোপালক ব্যাঘ্র হইতে গোদিককে রক্ষা করিতেছে। ৯ যাহা হইতে বিরাম হয়। যথা—'জপাৎ বিরমতি বিপ্রঃ।' জপ হইতে বিপ্র বিরত হইতেছেন। ১০ যাহা হইতে অন্তর্হিত হয়। যথা—'গুরোরন্তর্দ্ধত্তে শিষ্যঃ।' গুরু হইতে শিষ্য অন্তর্হিত হইতেছে ১১ যাহা হইতে বারণ করা হয়। যথা—'যবেভ্যো গাং নিবারয়তি'। যব হইতে গরুকে নিবারণ করা হইতেছে

অপাধ্বন্—(পুং) কুপথ, খারাপ রাস্তা।

অপান—(ক্লী) [অপানিতি বিষ্ঠাদি অপসারয়তি অপ আ + অন] যোগীরা মলদ্বার দ্বারা জল আকর্ষণ করেন, এজন্য উহার নাম অপান। (পুং) [অপ অধোগমনে + আনিতি জীবতি প্রাণী যেন অপ অন-প্রাণনে ঘঞ্]। ২ অধোবায়ু। ৩ কর্ম্ম। (গীতা ৫ ২৭) [অপ-অন ভাবে ঘঞ] ৩ বহির্গত প্রাণবায়ুর অন্তঃপ্রবেশন। শরীরস্থিত পাঁচ বায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ।

যাহা অধোমার্গে অর্থাৎ বায়ু ও উপস্থ বা মল ও মূত্রকে নিঃসারিত করে—তাহার নাম অপান

জীবশরীরে যে প্রাণশক্তি আছে, যাহা বায়ুর ন্যায় নিরন্তর গতিশীল বলিয়া উহাকে বায়ু বলা হয়। একই ব্যক্তি যেমন বহুবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়া বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় তেমন একই প্রাণবায়ু সর্ব্বশরীরের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বিভিন্ন কর্ম্মের কর্ত্তৃরূপে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, যথা প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণাদির পরিচয় প্রসঙ্গ ক্রমে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে, এখানে কেবল অপানের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

অপানবায়ু বৃহদন্ত্র, বৃক্ক বস্তি বৃষণ বীজকোষ এবং গর্ভাশয় প্রভৃতির কর্ম্মের প্রবর্ত্তক অপানবায়ু যে নাড়ীতে বিচরণ করে, তাহার মূলদেশে সুষুম্না কাণ্ডের অনুকটিক ভাগের অভ্যন্তরে এবং অধিপার্শ্বক নাড়ীচক্রেও অপানবায়ুর স্থান।" (প্রত্যক্ষশারীরম্ ১ ভাঃ ১২ অং) ইহা আধুনিক শারীরতত্ত্ববিজ্ঞানের মত। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ এই সব সম্যক্ অবগত ছিলেন, তাহা সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় এবং শ্রুতি পুরাণাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রুত বলেন "পক্বাধানালয়োহপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্ সমীরণঃ শকৃন্মূত্রশুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ॥" (সুঃ নিঃ ১ম অ) অর্থ পক্বাশয়ে সমীরণ অপান বায়ুর স্থান এই অপান বায়ু যথাকালে মল, মূত্র শুক্র গর্ভ ও আর্ত্তব প্রভৃতিকে আকর্ষণ করে এবং অধোভাগে অপসারিত করে।

শ্রুতি বলেন—"পায়ূপস্থেহপানম" অর্থাৎ পায়ু ও উপস্থে অপান বায়ু অবস্থান করে। মহাভারতে আছে,—

"পিবেজ্জলানি ভিন্নানি নাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্
অপানয়তি অপানোহয়ম্
মূত্রমেঢ্রে চ পায়ৌ চ উরুবঙ্ক্ষণজানুষু
জঙ্ঘোদরে কৃকাট্যাং চ নাভিমূলে চ তিষ্ঠতি"

ইহার ভাবার্থ— ভুক্ত ও পীত পদার্থ সকলের সারাংশ গৃহীত হইলে উহাদের যে অসারাংশ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মল ও মূত্রে পরিণত হয়, অপানবায়ু তাহাদিগকে অধোমার্গে নির্গত করিয়া দেয়। সেই অপানবায়ু, শিশ্ন, পায়ু, মেঢ্র, [illegible] জানু, জঙ্ঘা, উদরের অধরাংশ, কটী, পদ ও নাভিমূলে অবস্থান করে, অর্থাৎ এই সকল স্থানের যাবতীয় ক্রিয়া অপানবায়ুর দ্বারা সম্পাদিত হয়।

প্রত্যেক বায়ুর ত্রিবিধ শক্তি এবং সংস্থান কয়ও ত্রিবিধ যথা—জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রাণ উহাদের মধ্যে প্রাণ প্রধান। যেহেতু কর্ম্ম ও জ্ঞানশক্তি প্রাণের অন্তর্গত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্পাদন করে। প্রাণ, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে কেহ কখন কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারে না। যেহেতু উহাদের আধারভূত সত্ত্বাদি গুণত্রয় ও পরস্পর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ অতএব পক্বাশয়, মূত্রাশয়, গুহ্য ও কটিদেশ পর্য্যন্ত অবস্থিত প্রাণশক্তি, কর্ম্মশক্তি, ও অনুভব বা জ্ঞানশক্তি সবই অপানের অধীন। সেজন্য অপানবায়ু কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যগত বিবিধ ব্যাধিসকল উৎপন্ন হয়। "কুপিতশ্চ রোগান্ কুর্য্যাৎ বস্তিগুদাশ্রয়ান্" (সুশ্রুত নিঃ ১০ অঃ)

অর্থাৎ কুপিত অপান তত্রত্য পাপ, কফ ও মল এই [illegible] বিপথে চালিত করে। এতদ্ভিন্ন অপান বায়ু পিত্ত [illegible] সংযুক্ত হইলে, পক্বাশয়, কটী, গুহ্য প্রভৃতি স্থানে দাহ ও উষ্ণতা [illegible] রক্ত-প্রদর, রক্তমূত্র প্রভৃতি রোগ সকলও উৎপন্ন করে। অপান বায়ু কফের দ্বারা আবৃত হইলে, অধঃকায়ের গুরুত্ব [illegible] [illegible] ও শোথ প্রভৃতি হইয়া থাকে (সুশ্রুত [illegible] ১ অ)।

কুপিত অপান বায়ু [illegible] উপশম জন্য [illegible] প্রয়োগ [illegible] বিবেচনা পদ্ধতি এবং সংক্রান্ত রোগসমূহের প্রকৃতি ও লক্ষণাদি [illegible] করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অপানদ্বার—([illegible]) [illegible] বায়ু নিঃসরণ করে [illegible] ৭ ১৫)

অপানাদেশ—(পু) [[illegible]] [illegible], [illegible]।

অপানীত (ত্রি) [illegible] | [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible]। ২ [illegible] [illegible] (ত্রি) [অপনীত [illegible]]

[illegible]

অপানপবন—([illegible]) অপান [illegible] বায়ু [illegible]

অপানেন্দ্রিয়—([illegible]) [illegible] [illegible] করে, [illegible] [illegible] অপানং [illegible] [illegible] ৪)

অপানভূৎ—(স্ত্রী) যে অপান বায়ু ধারণ করে [illegible] [illegible] ৮১ [illegible])

অপানৃত—(ত্রি) মিথ্যা [illegible], [illegible]।

অপানৃতকথং [illegible] [illegible] ([illegible] ৮ ৮

অপান্তরতমস্—(পু) [অন্তরে তমঃ অন্তর [illegible] [illegible] অপ অপ [illegible] আন্তরতম [illegible] [illegible] বা যজ্ঞ বহুব্রী] বেদাৰ্থপ্ৰকাশক [illegible]।

অপাপ—(ত্রি) [পাপ বর্জিত [illegible] পাপ [illegible] [illegible] কলুষ [illegible] [illegible]] পাপহীন [illegible] [illegible] ([illegible]) ([illegible]) [পাপশূন্য [illegible]] ২ [illegible] [[illegible]] ৩ [illegible]

অপাপকাশিন্ (ত্রি) [illegible] পাপকাশিন অপাপকাশিন [illegible]] [illegible] পাপরূপ [illegible]।

"যা [illegible] [illegible] ([illegible])

অপাপকৃৎ—(ত্রি) যে পাপ করে না [illegible]।

অপাপন্থী—[illegible] [illegible] [illegible] এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] বিশ্বাস আছে। মুসলমান [illegible] [illegible]। প্রবাদ আছে একবার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এই সম্প্রদায়ের অনেক আচার্য্য অনাবৃষ্টি হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible], সীতাপুর ও [illegible] জেলার বহুলোক এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত [illegible]। [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে [illegible] বিভিন্ন নহে।

অপাপপুরী—[illegible] জিলার [illegible] মহকুমায় একটী স্থান। [illegible] [illegible] মহাবীর স্বামী সমাধিস্থ আছেন। এখানে [illegible] মন্দির বর্তমান এবং ইহা জৈনদের একটী তীর্থস্থান। ইহার [illegible] নাম পাবাপুরী।

অপাপবস্যস—(ত্রি) [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] ([illegible] ৮২ ৩) ২ [illegible]। ৩ [illegible] [illegible] আছে।

অপাপবিদ্ধ—(ত্রি) [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অপামনগাৰ—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুত্র। [illegible] অধিকার [illegible] [illegible] ছিল এই [illegible] অপামনগার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপামনগার [illegible] [illegible] [illegible] প্রাচীনকাল হইতেই [illegible] Die [illegible] Periode, p. 31)

অপামার্গ—(পু) [অপ মৃজ [illegible] অপমার্গ [illegible] দীর্ঘশ্চ] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] ([illegible] ১)

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] লিখিত [illegible],—

"[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] নরকপীড় [illegible]

[illegible] [illegible]"

[illegible] চতুর্দ্দশী [illegible] [illegible] নরকভীত

লোকেরা স্নান করিবে এবং মস্তকের উপরে আপাঙের পল্লব ঘুরাইবে।

মস্তকের উপর অপামার্গ পল্লব ঘুরাইবার মন্ত্র এই—

"শীতলোকসমাযুক্ত সকণ্টকদলান্বিত।

হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥"

অপামার্গ বা অপাঙ্ গাছ পল্লীগ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা নিম্ন ভূমিতেই জন্মিয়া থাকে। বর্ষার প্রথমে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বৃষ্টির জলে বাড়িতে থাকে। শীতে ইহার ফুল ও ফল ফলিয়া থাকে, গ্রীষ্মে ফল পাকার সঙ্গে সঙ্গে গাছ মরিয়া যায়। অপামার্গের চারা দুই হইতে আড়াই হাত আন্দাজ বড় হইয়া থাকে। অপামার্গের পাতার বোঁটা অতি ছোট, পাতার দুই পাশ চড় খেলান, পাতার উপর সূক্ষ্ম সাদা সাদা লোমের মত হইয়া থাকে। অপামার্গের শাখা চারিকোণবিশিষ্ট। অপামার্গের মঞ্জরী দীর্ঘ ও কর্কশ, এই জন্য ইহার এক নাম খরমঞ্জরী। রক্ত অপামার্গের পাতার আগায় রক্তের ফোঁটার মত দাগ থাকে এবং তাহার শাখাও লাল রংয়ের। অপামার্গের ফুল লাল ও বেগুনে রংয়ে মিশ্রিত সেই জন্য ইহাকে মযূরক বলিয়া থাকে। ফুল ফুটিবার সময় ঊর্দ্ধমুখ থাকে, পরে ক্রমশঃ পাশের দিকে হেলিতে থাকে। ফল পাকিয়া তাহা নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে। অপামার্গের ফলের ভিতর লম্বা লম্বা কটা রংয়ের বীজ থাকে, ইহাকে "অপামার্গতণ্ডুল" বা আপাঙের চাল বলিয়া থাকে, তাহার আস্বাদ তিক্ত।

আপাঙের সংস্কৃত পর্য্যায়—শৈখরিক, ধামার্গব, মযূরক, প্রত্যক্পর্ণী, কীশপর্ণী, কিণিহী, খর মঞ্জরী, শৈখরেয়, অধঃমার্গব, কেশপর্ণী, স্থলমঞ্জরী, প্রত্যক্পুষ্পী, ক্ষারমধ্য, অধোঘণ্টা, শিখরী, দুর্গ্রহ, অঘশল্য, কাণ্ডীরক, মর্কটী, দুরভিগ্রহ, বাশির, পরাক্পুষ্পা, কণ্টী, মর্কটপিপ্পলী, কটুমঞ্জরিকা, অঘাট, ক্ষবক, পাণ্ডুকণ্টক, নাগাকণ্টক, কুব্জ। চলিত কথায় ইহাকে আপাং, চিড়্চিড়্ বা চড়্চড়ে কহে।

অপমার্গের লাটিন নাম Achyranthes aspera ইহার হিন্দি নাম 'চিরচিটা,' 'লটজীরা,' 'ওঙ্গা,', মহারাষ্ট্রী নাম 'আঘাড়া,' গুজরাটী নাম 'অঘেড়ো', কর্ণাটী নাম 'উত্তরণে' 'চিচিরা', তেলেগু নাম 'দুচ্চিনিকে', অন্ধ্র নাম 'অংকম' এবং কাশী নাম 'খারকমগোতা'।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে আপাং তিক্ত, কটু এবং উষ্ণ। ইহা সারক ও বান্তিকর। ইহার দ্বারা কফ, অর্শঃ, কণ্ডু, উদরাময় এবং বিষ নষ্ট হয়। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা ইহার নানা প্রকার গুণ অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা কটু ও মূত্র-বিরেচক। উদরী, শোথ, অর্শঃ, ফোড়া এবং কণ্ডু প্রভৃতি রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার ফল ও পাতার রস বান্তিকর। সেবন করাইলে শৃগাল, কুকুর ও সাপের বিষ নষ্ট হয়। 'ফার্ম্মাকোপিয়া ইণ্ডিকা' নামক পুস্তকে ডাক্তার টণার, লিখিয়াছেন যে আপাং সর্পাঘাতে উপকার করিয়া থাকে। এ দেশের সর্প বৈদ্যেরা, সর্পাঘাত হওয়ার পরে আপাঙের সমস্ত গাছ মরিচের সঙ্গে বাটিয়া রোগীর সর্বাঙ্গে মাখাইয়া দেন এবং কচি পাতার রস অর্দ্ধপোয়া খাইতে দিয়া থাকেন। ঐ রস সেবন করাইলে কিয়ৎকাল পরেই অত্যন্ত বমন হয়। কাহারও কাহারও ভেদও হইয়া থাকে। একবার সেবন করাইলে যদ্যপি ভেদ বমি না হয়, তবে অল্প কাল পরে, পুনর্বার অর্দ্ধপোয়া রস সেবন করাইবে, কিন্তু কেবল আপাঙের রস সেবন করাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না, ইহার সঙ্গে ক্ষতস্থানের উপরে তিন চারিটা তাগা বাঁধিবে, মস্তকে শীতল জলধারা ঢালিবে এবং কাপড়ের দড়া পাকাইয়া ক্ষত অঙ্গে জোরে আঘাত করিবে। কেহ কেহ ক্ষতস্থান ছুরী দ্বারা চিরিয়া তাহাতে আপাঙের প্রলেপ দেন। তাহাতেও না কি ভেদ বমন উদ্রেক হয়।

মঙ্গল নেভেন বলেন—আপাঙের শাখার কাছে গিরগিট বোলতা প্রভৃতি বিষাক্ত পতঙ্গ আসিতে পারে না, আসিলে তাহাদের ইন্দ্রিয়স্তম্ভ হয়, সুতরাং আর কামড়াইতে পারে না। ডাক্তার শর্টের মতে, বৃশ্চিক প্রভৃতি কীটের দংশনে অপাং মহৌষধ। আমাদের দেশে কাহাকেও বোলতা কিম্বা বৃশ্চিকাদি কামড়াইলে লোকে সেই দষ্টস্থানে আপাং বাটিয়া দেয়।

পাগলা শৃগাল, কুকুরাদি কামড়াইলে জলাতঙ্ক হইবার পূর্ব্বে আপাঙ একটী মহৌষধ। প্রথমে দংশনের পর, ক্ষতস্থান ছুরী দ্বারা উত্তমরূপে চিরিয়া তাহার উপরে কাঁচা আপাঙের প্রলেপ দিবে। ইহার কতকটা দাহিকা শক্তি আছে, সে জন্য প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানে অনেকটা বিষ নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে ৩।৪ দিন অন্তর প্রাতঃকালে অর্দ্ধপোয়া আপাং পাতার রস সেবন করাইবে। তদ্ভিন্ন, সপ্তাহ অন্তর আপাঙের ভাবনা দিবে। এইরূপ চিকিৎসায় কিছু দিন রাখিয়া আহারের সঙ্গে রোগীকে যথেষ্ট গব্য ঘৃত খাওয়াইবে। প্রথমাবস্থা হইতে এই প্রকার যত্ন না করিলে প্রায় অসাধ্য জলাতঙ্ক ঘটিতে পায় না।

শোথ এবং অর্শোরোগের পক্ষে আপাঙের ফাণ্টই অধিক প্রশস্ত। পত্র ও মূল ২ ড্রাম, উষ্ণ জল এক পোয়া। আবৃত পাত্রে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া ঐ ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেবন করাইবে।

পুরাতন ঐকাহিক জ্বরে, জ্বরের পালার দিন প্রত্যুষে হাতে আপাঙের মূল বাঁধিয়া দিলে জ্বর নিবারণ হয়। অনেকস্থলে

স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াবিকার জন্যই পালা জ্বর ঘটে। সেই সকল স্থানে এ প্রকার ঔষধে ফল দর্শে।

কণ্ডুরোগ (খোস, পাচড়া, চুলকনা ইত্যাদি) কাঁচা হলুদের সঙ্গে সমস্ত আপাং গাছ বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে কণ্ডুরোগ নিবারণ হয়। পুরাতন ক্ষতরোগে আপাং মহৌষধ। সর্ষপতৈল এক পোয়া, আপাঙ্গের মূল এক ছটাক, মেটে সিন্দুর এক কাঁচ্চা। প্রথমে ঘুঁটের পোড়ে পিতলের বাটীতে তৈল চড়াইবে। মৃদু সন্তাপে তৈল নিস্ফেন হইলে প্রথমে তাহাতে সিন্দুর, তাহার পর আপাঙ্গের মূল ছেঁচিয়া নিক্ষেপ করিবে। মূলগুলি ভাজা ভাজা হইলে তৈল নামাইয়া লইবে। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া তাহাতে প্রত্যহ ৩।৪ বার এই তৈল লাগাইলে ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়।

'পঞ্জাব প্লাণ্ট' নামক পুস্তকে ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন যে, প্রমেহ রোগে এবং শিশুদের উদরবেদনায় আপাং সেবন করাইলে উপকার হয়। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্তের মতে, দুষ্ট ক্ষতাদির পক্ষে আপাঙ্গের ক্ষার প্রশস্ত। তিলতৈল এবং আপাঙ্গের ক্ষার একত্র পাক করিয়া কাণে দিলে ... ... হইতে পূয়নিঃসরণ নিবারিত হয়।

হরিতাল ভস্ম করিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীরা আপাঙ্গের ক্ষারজলে সপ্তাহকাল হরিতাল ভিজাইয়া রাখেন। তাহাতে শঙ্খবিষের দোষ নষ্ট হয়।

নানা বৈদ্যক গ্রন্থে অপামার্গের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

চরক মতে—শিরোবিরেচক (যে বস্তুর নস্য লইলে নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মস্রাব হয় তাহাকে শিরোবিরেচক বলে) বস্তুর মধ্যে অপামার্গতণ্ডুল শ্রেষ্ঠ। (চরক সূ° ২৫ অ°)

সুশ্রুত মতে—পিত্তরক্তার্শরোগী প্রত্যহ অপামার্গমূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক মধুসহ পান করিবে (চি. ৬ অ:) ক্রিমিতে স্নেহবস্তির পর শিরীষ ও অপামার্গের রস মধু সহ পান করিবে। (উ° ৪৫ অ°)

চক্রদত্তমতে—কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে, অপামার্গ পত্রের রস প্রচুর পরিমাণে ক্ষতমুখে সেচন করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। (ব্রণশোথচি°)

অপামার্গের অন্তর্ধূমদগ্ধ ক্ষারের কাথ ও কল্কদ্বারা তিল-তৈল যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নষ্ট হয়। (চক্রদত্ত কর্ণরোগচি°)

নূতন লোচনোৎকোপে অর্থাৎ চোক উঠিলে—তামার পাত্রে দধির মাতের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া উহাতে অপামার্গমূল ঘর্ষণ করিবে। এই বস্তুদ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে, নূতন চোকউঠা ভাল হয়। (চক্রদত্ত নেত্ররোগচি°)

ভাবপ্রকাশ মতে—বিসূচিকায় অপামার্গমূল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। (ভাবপ্র° মধ্যখণ্ড)

শার্ঙ্গধর বলেন—অপামার্গের বীজ তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক পান করিলে রক্তার্শ নিবৃত্তি পায়।

বঙ্গসেন মতে—শ্বেতবেড়েলার মূলের ছাল ৭ তোলা, অপামার্গ-মূল ২ তোলা একত্র করিয়া /১৷৷৵০ জল এবং /৷৷/০ গব্যদুগ্ধ সহ কাথ প্রস্তুত করিবে। /৷৷/ থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পেয়। ইহা প্রবল উন্মাদরোগে প্রাতে সেব্য। (উন্মাদচি°) বেড়েলা এবং অপামার্গমূল কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল আশু ব্রণের রোধক। (আশু ব্রণ ধিকার)

হারীত মতে—কাকজঙ্ঘা ও অপামার্গের কাথ সেবনে অনেত্রের নিদ্রা হয়। (চি° ১৬ অ), অপামার্গ ও কোকিলাক্ষের কাথ দ্বারা বাষ্পস্বেদ, কিম্বা উহাদের পিণ্ডস্বেদ শোথরোগীর হিত কর। (চি° ২৬ অ°)

চরক সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে ক্রিমিঘ্ন ও বমনোপগর্গে অপা মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন। চরকোক্ত অর্শচিকিৎসায় অপা-মার্গের উল্লেখ নাই। শাখে 'ময়ূরকং নাগধিকাং সমূলাং' পাঠে অপামার্গের প্রয়োগ আছে। সুশ্রুতোক্ত অর্শ চিকিৎসায় অপা-মার্গের উল্লেখ নাই। চক্রদত্তের শিরার্শচিকিৎসায় ও রক্তার্শচিকিৎসায় অপামার্গের ব্যবহার আছে। শোথে অপামার্গের উল্লেখ নাই। চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে বাস্তিকদ্রব্য মধ্যে অপামার্গের ব্যবহার দেখা যায়। বিমানের ৭ম অধ্যায়ে ক্রিমিঘ্ন পথ্যোপদেশ কালে অপামার্গের স্বরস শালি তণ্ডুলের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। চরকোক্ত উন্মাদ চিকিৎসায় "শিষ্টাতুপামপাঙ্গ" ইত্যাদি পাঠে অঞ্জনার্থ অপা-মার্গ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু সেবনার্থে ব্যবহার নাই। সুশ্রুতের উন্মাদচিকিৎসায় অপামার্গের উল্লেখ নাই। কিন্তু সুশ্রুত শিরোবিরেচনবর্গে অপামার্গ পাঠ করিয়াছেন। (সূ° ৩৯ অ:) সুশ্রুত সূত্রস্থানের ১১শ অধ্যায়ে ক্ষারপ্রস্তুত জন্য যে সকল উদ্ভিদের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে অপামার্গের উল্লেখ আছে। অপামার্গ ব্রণে হিতকর, এই জন্য ইহার নাম "কিণিহী" বা ব্রণহন্তা।

অপামার্গের ফলে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশ (potash) সম্বলিত ক্ষার আছে। অমরকোষের টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন "অপামার্জ্জত্যনেন"। অপামার্গ সঙ্কোচক মূত্রকারক এবং রসায়ন। পূর্ব্বোল্লিখিত রোগ সকল ব্যতীত ইহা রজঃস্রাবে, অতিসারে এবং রক্তাতিসারে সেব্য। অপামার্গের ক্ষার জলোদর, চর্ম্মরোগ ও গলগণ্ডাদিতে প্রযোজ্য। অপামার্গের রস দন্তশূলের একটী ঔষধ। অল্প দৃষ্টিতে অপামার্গের কল্কের প্রলেপ হিতকারী।

অপামার্গের লৌকিকপ্রয়োগ—দৈব ঔষধরূপে অনেককে অপামার্গের মূল প্রয়োগ করিতে দেখা যায়, যথা—

১। শ্বাসে—অপামার্গমূল কালজীর সহ গঙ্গাজলে বাটিয়া একদিন মাত্র সেবা এবং নাকে বুকে ও পিঠে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিতে হয়। মাত্রা—অপুষ্প অর্থাৎ যাহার ফুল হয় নাই, এইরূপ অপামার্গমূল ১টা। কৃষ্ণজীরা ৵ আনা পথ্যাপথ্য—আজীবন গুড় ও দধি।

২। বিষমজ্বরে—অপুষ্প অপামার্গমূল ১টা মাদুলীতে পুরিয়া রবিবারে ধারণ করিতে হয়।

৩। মৃতবৎসায়—১টী অপুষ্প অপামার্গমূলকে ৭ খণ্ড করিতে হইবে। একটী ঘুর ঘুরে পোকাকে হলুদের জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে, তার পর মৃত পোকাটীর গায়ে ৭ খণ্ড অপামার্গমূলের ১টী খণ্ডকে ৭ বার বুলাইতে হইবে এবং ৭ খণ্ড মূলের মধ্যে যে খণ্ড মূলের স্পর্শে পোকাটী বাঁচিয়া উঠিবে সেই খণ্ডটী মাদুলীতে পুরিয়া মৃতবৎসা নারীর গলায় ধারণ করাইবে এবং সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পরেই সেই মাদুলী জাত সন্তানের গলায় দিতে হইবে।

৪। অম্লশূলরোগে—১টী অপুষ্প অপামার্গের মূল, একদিন মাত্র, কিছু চিড়ের সহিত চিবাইয়া খাইবে।

৫। চোকের পাতা উঠিয়া গেলে—অপামার্গের মূল তাম্রপাত্রে বাসিজলে ঘষিয়া কজ্জলের মত করিয়া চোকে কাজল দিতে হয়। প্রায় সপ্তাহকাল প্রয়োগে চক্ষু নীরোগ হয়।

৬। কামলায়—একটী অপুষ্প অপামার্গমূল ৵ আনা ৫ গোলমরিচ সহ জলে বাটিয়া একবার মাত্র সেব্য।

দ্রষ্টব্য—দৈব ঔষধ জানাইয়া প্রয়োগ করিলে রোগীর বিশ্বাস শিথিল হয়, সেজন্য প্রয়োগ কর্তার উচিত রোগীকে না জানাইয়া উহা প্রয়োগ করা।

আপাং গাছের ভস্মের মধ্যে পটাসিয়াম্ লবণ (বাইকার্ব্বনেট ও কার্ব্বনেট) এবং খুব সামান্য পরিমাণে লৌহ ও এলুমিনিয়াম পাওয়া গিয়াছে।

আপাংভস্ম বিশ্লেষণের ফল—

পটাসিয়াম বাইকার্ব্বনেট—৩৬.২, পটাসিয়াম কার্ব্বনেট—১৩.৮, জান্তব পদার্থ—২০.০, জলীয়াংশ—১৪.৫, লৌহ—৪.০, এলুমিনিয়াম অক্সাইড্—৩.৫, অন্যান্য—৮.০।

ক্রিয়া—আপাঙের মধ্যে পটাসিয়াম লবণ থাকায় ইহা মূত্রকারক এবং জ্বরঘ্ন।

আপাঙের তরলসার লইয়া ভেকের হৃৎপিণ্ডের উপর আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত করে। এক আউন্স লবণজলে ৪৫ গ্রেন আপাং চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া এই তরলসার প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

মাত্রা—আপাঙের টাট্‌কা রস—২ হইতে ৩ ড্রাম, তরলসার ২ আউন্স, বীজ ৩০ গ্রেন।

বাহ্য প্রয়োগ—খোস পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগে আপাং গাছ কাঁচা হলুদের সহিত বাটিয়া মাখিতে দেওয়া হয়।

বিছা বা বোলতা কামড়াইলে আমাদের দেশে সেই দষ্টস্থানে আপাং বাটিয়া দেয়।

এদেশের সর্প-বৈদ্যেরা, সর্পাঘাতের পরে সমূল আপাঙের গাছ মরিচের সঙ্গে বাটিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দেয় এবং উহার কাঁচাপাতার রস অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে খাইতে দিয়া থাকে। আপাঙের রস সেবনে খুব বমন ও কখন কখন ভেদ হয়। সর্পদষ্ট স্থানের উপরে তিন চারিটী তাগা বাঁধিবে এবং ছুরি আগুনে পোড়াইয়া দষ্টাবা ক্ষতস্থান চিরিয়া তথায় আপাঙের প্রলেপ দিবে। লেখক সর্পবিষের উপর আপাঙের ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু দেখা যায় যে, সর্পবিষ নষ্ট করিবার ইহার কোন ক্ষমতা নাই। শৃগাল কুকুর কামড়াইলে দষ্টস্থানে কেহ কেহ কাঁচা আপাঙের প্রলেপ এবং আভ্যন্তরিক প্রয়োগে আপাঙের রস পান করিতে দেয়।

শোথ রোগে—শোথ রোগে আপাঙের ফাণ্ট ব্যবহৃত হয়। পত্র ও মূল ২ ড্রাম গরম জল এক পোয়া। আবৃত পাত্রে ৩ ঘণ্টা ভিজাইয়া ঐ ফাণ্ট অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

অর্শ রোগেও আপাঙের ফাণ্ট সেবন করিতে দেওয়া হয়। উদরাময়েও আপাং মূলের ফাণ্ট কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পুরাতন চাতুর্থক জ্বরে (Quartan fever)—আপাং পাতা কৃষ্ণজীরার সহিত মাড়িয়া সেবন করিতে দেওয়া হয়।

কাশির জন্য—এক চিমটা আপাং মূল চূর্ণ ও সামান্য মরিচের গুঁড়া মধু দিয়া মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে।

হাঁপানিতে—আপাংভস্ম মধুসহ সেবন করিতে দেওয়া হয়।

অপামার্গক্ষার—(পুং) বৈদ্যকোক্ত অষ্টবিধ ক্ষারের অন্তর্গত এক প্রকার ক্ষার। ইহাতে গুল্মশূল নাশ করে।

অপামার্গক্ষারতৈল—(ক্লী) অপামার্গক্ষারজতৈলঃ [কৃতকাচ্ছেন সাধিতং তিলজং তৈলম্, ৩ তৎ] চক্রদত্তোক্ত কর্ণরোগের তৈলবিশেষ বিধক্তকে এই তৈলপাকের এইরূপ নিয়ম পাওয়া যায়:—তিল তৈল ৪ অংশ অপামার্গক্ষার ২ অংশ ও জল ১৬ অংশ একুশ বার পরিস্রাবণ করিয়া ক্ষারবারি প্রস্তুত করিবে (মতান্তরে ক্ষারপরিমাণ ১৬ ও জলের পরিমাণ ১৯)

অপামার্গক্ষার ১৬ অংশ ও জল ২৪ অংশ একবিংশতিবার পরিস্রাবণ করিয়া তাহাতে ১৬ অংশ তৈল শোধন হইতে পারে এই আশঙ্কায় জলে আলোড়ন করিয়া অপামার্গক্ষার কল্ক দিবে। তখন পিণ্ডাকৃতি কল্ক দ্রব্য হইতে ভিন্ন যে তৈল তাহাই গ্রহণ করিবে, কিন্তু ঐ কল্কদ্রব্য হইতে ছাঁকিয়া তৈল গ্রহণ করিবে না।

অপামার্গজটা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] আপাংগাছের মূল। ইহা সর্ব্বজ্বরবিনাশক। জ্বর হইলে আপাংগাছের মূল বাম হাতে বাঁধিয়া রাখিলে আর জ্বর হয় না।

অপামার্গতণ্ডুল—(পুং) [বৈদ্যক] অপামার্গের বীজ, আপাংগাছের বীচি।

অপামার্গতৈল—(স্ত্রী) [৬-তৎ] চক্রদত্তোক্ত কৃমিঘ্ন তৈল।

অপামার্জ্জন—শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে কুশাগ্রদ্বারা গাত্রমার্জ্জন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—শিখায় শ্রীধর শিখাধোভাগে শ্রীকর, কেশে হৃষীকেশ, মূর্দ্ধায় নারায়ণ, উর্দ্ধস্রোত্রে বিষ্ণু, ললাটে জলশায়ী, ভ্রূযুগে বিষ্ণু, ভ্রূমধ্যে হরি, নাসিকাগ্রে নরসিংহ, কর্ণদ্বয়ে অর্ণবেশয়, চক্ষুর্দ্বয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ, নেত্রাধোদ্বয়ে ভূধর, কপোলদ্বয়ে কল্কিনাথ, কর্ণমূলে বামন, শঙ্খযুগে শঙ্খী, বদনে গোবিন্দ, দন্তপংক্তিতে মুকুন্দ, জিহ্বায় বাক্‌পতি, হনুতে রাম, কণ্ঠে বৈকুণ্ঠ, বাহুমূলে বলঘ্ন, অংসদ্বয়ে কংসঘাতী, ভুজদ্বয়ে অজ, করযুগে শার্ঙ্গপাণি, করাঙ্গুষ্ঠে সঙ্কর্ষণ, অঙ্গুলিপংক্তিতে গোপ, বক্ষে অধোক্ষজ, হৃদয়মধ্যে শ্রীবৎস, স্তনদ্বয়ে অনিরুদ্ধ, উদরে দামোদর, নাভিতে পদ্মনাভ, নাভিনিম্নে কেশব, মেঢ্রে ধরাধর, গুহ্যে গদাগ্রজ, কটীতে পীতাম্বর, উরুযুগে মধুদ্বিট্‌, পিণ্ডকদ্বয়ে মুরদ্বিট্‌, জানুতে জনার্দ্দন, গুল্‌ফে ফণীশ, ক্রমযুগে ত্রিবিক্রম, পাদাঙ্গুষ্ঠে শ্রীপতি, পদতলে ধরণীধর, রোমকূপসমূহে বিষ্বক্‌সেন, মাংসে মৎস্য, মেদে কূর্ম্ম, বসামধ্যে বরাহ, অস্থিসমূহে অচ্যুত, মজ্জায় দ্বিজপ্রিয়, শুক্রে শ্বেতপতি, সর্ব্বাঙ্গে পরমাত্মা—এইপ্রকারে ন্যাস করিয়া নিজকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে ভাবনা করিবে। অনন্তর শুদ্ধ সমূলাগ্র কুশ গ্রহণ করিয়া ঐ কুশাগ্র দ্বারা সর্ব্বগাত্রমার্জ্জন করিবে। তৎসহ "ওঁ নমঃ শ্রীপরমার্থায় পুরুষায় মহাত্মনে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ এবং বিহিত স্তোত্র পাঠ করিবে।

পুরাকালে মহামুনি পুলস্ত্য দাল্‌ভ্য ঋষিকে এই বিধি কহিয়াছিলেন—অপামার্জ্জন দ্বারা পুত্রকামার্থসিদ্ধি হয়। যে দ্বিজ দিনে একবার বা সন্ধ্যাদ্বয়ে ইহা পাঠ করেন, তাঁহার আয়ু বল ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ের রাজ্য, ব্রাহ্মণের বিদ্যা ও শূদ্রের ভক্তি লাভ হয়। ইহা পঠনে বা শ্রবণে সামবেদপাঠের ফল লাভ ও অখিল পাপরাশি অচিরে বিনষ্ট হয়। যে বিষ্ণুভক্ত ইহা ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করেন, ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তকালে তিনি বিষ্ণুপদলাভ করেন। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ রোগ নিবারিত হয়। (পদ্মপু°, উত্তরখণ্ড, ৪৬ অ)

অপামার্জ্জনস্তোত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবর্ণিত একটী স্তোত্র।

অপামিয়া—পশ্চিম-এসিয়াখণ্ডে গ্রীক্‌-সাম্রাজ্যাধিকারে প্রতিষ্ঠিত কএকটী নগর। এক সময়ে রাজধানীরূপে ও বাণিজ্যসম্পদে এই নগরগুলি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১ ওরাণ্টিস্ নদীর উপত্যকা-ভূমে প্রতিষ্ঠিত একটী নগর। যবনরাজ সিলিউকাস্ নিকেটর স্বীয় পত্নী অপামার নামে এই নগর স্থাপন করেন সিলিউকীদ বংশের আধিপত্যকালে এখানে ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল এবং গ্রীক্ অশ্বসাদী সৈন্যের একটী প্রধান আড্ডা ছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পারস্যরাজ ২য় চস্‌রোজ এই নগর ধ্বংস করেন। পরে আরবীয়দিগের অধিকারে উহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়া ফামিয়া নামে খ্যাত হয়। ১১৫২ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ইহার কতক ধ্বস্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মযুদ্ধকারী (Crusaders) ইউরোপীয় রাজগণ যখন এখানে ছিলেন, তখনও ইহার সমৃদ্ধি বজায় ছিল। পর্ব্বতোপরি প্রাকারবেষ্টিত যে নগরভাগ সংকালে বিদ্যমান ছিল, তাহা এক্ষণে কলাৎ এল্-মুদিক নামক ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে

২ ফ্রিজিয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অন্তিওকাস্ সোটর (Antiochus Soter) তাঁহার মাতা অপামার নামে এই নগর স্থাপন করেন। মার্স্যা নদী পর্ব্বতীয় অববাহিকা ত্যাগ করিয়া সমতল ক্ষেত্রে যেখানে মাইন্ডার নদীতে মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলে নগরটী স্থাপিত ছিল। সিলিউকীদ্ বংশের প্রাদুর্ভাবকালে এই নগর রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে এই নগর গ্রীক্ ও রোমক এবং গ্রীক্ ও হিব্রু সভ্যতার কেন্দ্ররূপে বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

রাজা অন্তিওকাস দি গ্রেট এইখানে সেনাসংগ্রহ করিয়া ম্যাগ্নেসিয়ায় রোমক বাহিনীকে পরাভূত করেন এবং উহার দুই বর্ষ পরে সিলিউকিদবংশীয় রাজগণের সহিত রোমক সম্রাটের যে সন্ধি হয়, তাহা এই নগরে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। অতঃপর ইহা পার্গামেনিয় রাজবংশের অধিকারে আইসে এবং ১৩৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইহা পুনরায় রোম-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার পর, রাজা ৫ম মিত্রদাত (Methradates V) রোম সরকার হইতে এই নগর মূল্যদানে ক্রয় করিয়া ১২০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত শাসন করেন। নানা যুদ্ধে মিত্রদাত-বংশের অধঃপতন ঘটিলেও স্থানীয় য়িহুদী ও ইতালীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা এখানকার বাণিজ্য অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়াছিল। ৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিলার আধিপত্যকালে এখানে একজন রোমক ধর্ম্মাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এসিয়ায় রোমক অধিকারে সকলেই তাঁহার অনুশাসন মানিয়া চলিত।

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শাসন-বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। তৎকালে এখানে একজন বিশপ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও নগরবাসীরা ধর্ম্মহীন হইয়া পড়ায় উত্তরোত্তর শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, স্থানীয় বাণিজ্য-সমৃদ্ধিরও সম্যক্ হ্রাস ঘটিয়াছিল এবং সেনা-নিবাসটী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

১০৭০ খৃষ্টাব্দে তুর্কজাতি ইহা অধিকার করে এবং খৃষ্টীয় ১৩শ শতকের পরবর্ত্তী বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা মুসলমানদিগের শাসনাধীন থাকে। যতদিন মাইন্দ্‌রের পথ দিয়া বণিক্-সম্প্রদায় পণ্য লইয়া যাতায়াত করিত, ততদিন এই নগরের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। কালে যখন কন্‌ষ্টান্টিনোপলের (ইস্তাম্বুল) দিকে বাণিজ্য পণ্য লইবার নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হয়, তখন ধীরে ধীরে এখানকার সমৃদ্ধিও খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা হারাইয়া লোকে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে একটী দারুণ ভূমিকম্পে নগরটী ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইয়া যায়।

পারস্যের অধিকারে ইহা গভীর জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল এবং পারস্য-রাজগণ এখানে শীকারে আগমন করিতেন। বর্ত্তমানে ইহা স্মীর্ণা হইতে রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। এখানে স্থাপত্য-শিল্পের যে সকল ধ্বস্ত নিদর্শন রহিয়াছে, তাহার মধ্যে গ্রীক ও রোমক যুগের বহু শিলালিপি পাওয়া যায়।

৩ ইউফ্রেটিশ্ নদীর বামকূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। আসুর-লিপিতে এই স্থান তিল্-বর্শিপ্ নামে উল্লিখিত। বর্ত্তমান নাম বিরেজিক্। [বিরেজিক্ দ্র°]

৪ বিথ্‌নিয়ার অন্তর্গত মার্লিয়া বা মীর্লি (Myrlea) নামক স্থান। রাজা ১ম প্রুসিয়াস্ এই নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া অপামিয়া নাম দেন। বর্ত্তমান নাম মুদানিয়া। ইহা ব্রুসার বাণিজ্য-বন্দর ছিল। [মুদানীয়া দ্র°]

৫ তাইগ্রীস নদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। ষ্টিফেনাস্ ও প্লিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৬ পার্থিয়ার অন্তর্গত যবনাধিষ্ঠিত একটী নগর। রাঘী নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল।

অপায়—(পুং) [অপ ইণ্-অচ্] বিভাগজনক ক্রিয়া। ২ নাশ। ৩ অপগম। "সূর্য্যাপায়ে" (মেঘ° উ° ১৭)

অপায়₂—বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত চতুঃসংখ্যক লোক বা ভুবন। এই চারিটীর নাম 'নরক' 'পেতলোক' (প্রেতলোক), 'অসুরলোক' ও 'তিরচ্ছান' (তির্য্যক্ বা পশুলোক)। প্রাণিগণের বিচরণার্থ স্বর্গভেদ একত্রিংশ লোক বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; তন্মধ্যে অপায়লোক সর্ব্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত।

অপায়-লোকের অন্তর্গত চারিটী ভুবনের মধ্যে নরকই সর্ব্ব-নিম্নে অবস্থিত। প্রধান নরক আটটী। তাহাদের নাম সঞ্জীব, কাল-সূত্র, সঙ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন ও অবীচি। অবীচি আবার এই আটটীর মধ্যে সর্ব্বনিম্ন। (অঙ্গুত্তরনিকায়, মহাবস্তু-অবদান ও মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থে নরকের বিস্তৃত বিবরণ আছে)। আটটী প্রধান নরক ব্যতীত 'লোকান্তরিত' নরক এবং অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র নরকও উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে উপর্য্যুক্ত আটটী উক্ত নরক ব্যতীত অপর আটটী শীতল নরকের নাম পাওয়া যায়; উহাদের নাম অর্ব্বুদ, নিরর্ব্বুদ, অটট, হহব, হুহব, উৎপল, পদ্ম ও মহাপদ্ম। (দিব্যাব-দান ও মহাব্যুৎপত্তি)। আরও অনেক নরকের নাম কারণ্ড-ব্যূহাদি গ্রন্থে বিবৃত আছে।

নরকের উর্দ্ধে যমলোক, ইহা তির্য্যক-যোনিজ প্রাণীর আবাস স্থল। তদূর্দ্ধে প্রেতলোক, এখানে ভূত-প্রেতগণ বাস করে। ইহার উর্দ্ধে অসুরলোক, ইহা রাহু-প্রমুখ অসুরগণের নিবাস-ভূমি। উক্ত চারিটী লোক একত্র 'অপায়লোক' বলিয়া অভিহিত। এখানে পাপিগণের শাস্তিবিধান হইয়া থাকে। ললিতবিস্তর গ্রন্থে তিনটী অপায়লোক উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের নাম প্রদত্ত হয় নাই।

অপায়িন্—(ত্রি) [অপায়োঽস্ত্যাস্তীতি অপায়-ইনি] অপায়যুক্ত। ২ বিয়োগশীল, নশ্বর, বিনাশী।

অপার—(ত্রি) [পরমেব অণ্ পারঃ নাস্তি পারং যস্য, বহুব্রী] ১ পারশূন্য; পাররহিত। ২ যাহা দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ৩ অতিশয় মর্য্যাদাশালী। ৪ অতলস্পর্শ। ৫ যাহার ভিন্ন পার অতি দূরবর্ত্তী। ৬ অনুত্তার্য্য, যাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ৭ অধিক। (ঋক্ ৫.৮৭.৬, [পার তীর কর্ম্মসমাপ্তৌ জুহোত্যাদিরদন্তঃ—ঘঞ্ অচ্ বা ইতি পারম্ অন্তম্ অবিদ্যমানং পারমন্তং যস্য, বহুব্রী] ৮ নদ্যাদির প্রথম পার। আবার এইরূপ শব্দও ব্যবহৃত হয়। নিঘণ্টুতে 'অপারে' এইরূপ দ্বিবচনান্ত পদ চব্বিশটী দ্যাবাপৃথিবী নামের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। (দেশজ) ৯ অত্যন্ত, বেশী। ১০ প্রচুর।

অপারক—(ত্রি) যে কার্য্য সাধন করিতে পারে না, কার্য্য-সাধনে অসমর্থ।

অপারগ—(ত্রি) [ন পারং গচ্ছতি পার-গম্-ড] যে পারদর্শী নহে। ২ অক্ষম। চলিত ভাষায় 'অপারক' কথিত হয়।

অপারণীয়—(ত্রি) পারের অযোগ্য, দুস্তরণীয়।

অপারপার—(ক্লী) যাহা পার হওয়া যায় না। ২ যাহার পরপারে যাওয়া কঠিন, দুস্তর।

অপারমার্থিক—(ত্রি) যাহা সত্যের বাহিরে, মিথ্যা। ২ যাহা পরমার্থিক নহে।

অপারা—(স্ত্রী) [নাস্তি পারং শক্তি সীমা অস্যো বা যস্যাঃ, বহুব্রী] অসীমশক্তি। ২ দুর্গা। "ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা" (চণ্ডী) ৩ পৃথিবী।

অপারী—(স্ত্রী) [ন পারী, নঞ্‌-তৎ] পুরভিন্ন। ২ পরাগ ভিন্ন। ৩ পাত্রী ভিন্ন। ৪ গাভু ভিন্ন। ৫ হস্তীর পাদবন্ধন ভিন্ন।

অপার্জিত—(ত্রি) দূরীকৃত, যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে

অপার্ট, জুলিয়াস—(Julius Oppert), জর্মণবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে হামবর্গ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা জর্মণিবাসী য়িহুদী ছিলেন।

হিডেলবর্গ, বন ও বার্লিন নগরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কিএল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। তৎপর বৎসরে তিনি ফ্রান্সে গমন করেন ও তথাকার লাভল ও রাইমস্‌ (Laval and R ims) বিদ্যালয়ের জর্মণ-অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

জার্মণীতে অবস্থানকালে প্রাচীন সর্বহিত দশসমূহের ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষণে তাঁহার বাসনা বলবতী হয়। পঠদ্দশায় তিনি প্রাচ্যবিদ্যা (Oriental Studies) সম্পর্কীয় অনেক গ্রন্থ আলোচনার সুযোগ পান। এখানে অধ্যাপনার অবকাশে তিনি ঐ সকল গ্রন্থ বিশেষ গবেষণার সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মহামতি ফ্রেসনেল (Fresnel) প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন স্থাপত্যনিদর্শন সংগ্রহার্থ মিসোপোটেমিয়া যাত্রা করেন। অপার্ট এই সুযোগে তাঁহার সহগামী হন। এখানে আসিয়া তিনি অসুর ও কাল্দীয় জাতির বাসভূমি পরিদর্শনান্তে বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানে তাঁহার সংগৃহীত উপাদানগুলির মধ্যে কোণলিপিতে উৎকীর্ণ শিলাফলকগুলি (Cuneiform inscription) গবেষণাপূর্ব্বক পাঠ করিয়া তাহার প্রকৃত বিবরণ 'Dechriffiement des inscriptions Cuneiformes' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৮৬১ খৃঃ)।

ইতিমধ্যে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী নগরীস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের (National Library) অন্তর্ভুক্ত ভাষাশিক্ষা সম্পর্কীয় বিদ্যাগারে (School of Languages) সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এই সময়ে সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হইলেও তিনি অধিকাংশ সময় আসুরীয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহ হইতে আবিষ্কৃত বর্ণনিচয় লইয়া পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন। তাহার ফলে তিনি অসুর-ভাষার সহিত তুরাণীয় লিপিমালার সামঞ্জস্য নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অভিযানে সংগৃহীত উপাদান হইতে অসুর ও কাল্দীয় (Assyria & Chaldea) দেশের একখানি ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে College de France নামক বিদ্যালয়ের আসুর-শব্দতত্ত্ব ও স্থাপত্য-শিল্প সংক্রান্ত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইহার কিছু পরে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মিডিয়া দেশের পুরাতত্ত্ব ও ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ 'Le Peuple et la langue des Medes' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আসুরীয় দেবতত্ত্ব (Mythology), ব্যবহারবিদ্যা (Jurisprudence) ও পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত আসুরীয় সভ্যতার সংস্রব সম্বন্ধে কএকখানি পুস্তক লিখেন। তাঁহার রচিত "Elemen s de la grammair Assyrienne (১৮৬৮ খৃঃ), L' Immortalite de l'ame chez les Chaldeens (১৮৭৫), 'Salomon et ses successeurs' (১৮৭৭), এবং মেনাটের সহযোগে 'Doctrines Juridiques de l' Assyrie et de la Chaldee (১৮৭৭ খৃঃ) নামক গ্রন্থগুলি তাঁহাকে "আসিরীয়তত্ত্ববিদ" আখ্যা প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ আগষ্ট প্যারি নগরে এই জ্ঞানবীরের মৃত্যু হইয়াছে।

অপার্ণ—(ত্রি) [অপ অদ্ ক্ত আনট্] অভার্ণ, সমীপ, নিকট। "অপার্ণং গ্রামাৎ" (নিরুক্ত ৯২৯) (ত্রি) ২ সমীপবর্ত্তী।

অপার্থ—(ত্রি) [অপ-অপগতোঽর্থোঽভিধেয়ো ধনং বস্তুপ্রয়োজনং নিবৃত্তিৰ্বা যস্য, বহুব্রী] নিরর্থক, ব্যর্থ। ২ অভিধেয়শূন্য। ৩ ধনহীন। ৪ বস্তুরহিত। ৫ নিষ্প্রয়োজন। ৬ অনিবৃত্ত। (সুশ্রুত ২।৪৫।২) [ন পার্থঃ, নঞ্‌-তৎ] ৭ পার্থ নহে।

অপার্থক—(ত্রি) যাহা গ্রাহ্য নহে অগ্রাহ্য।

"অতো যদন্যদ্বিষমং ব্রুয়াৎ তদপার্থকম্" (মনু ৮.৭৮)

অপার্থক—তর্কশাস্ত্রোক্ত ২২ প্রকার নিগ্রহস্থানের এক প্রকার। বাদী বা প্রতিবাদী যেখানে পরস্পরের মধ্যে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও সান্নিধ্য-রহিত অর্থাৎ অনন্বিতার্থক পদসমূহ প্রয়োগ করেন, তথায় ইহা ঘটে। ইহা দুই প্রকার—পদাপার্থক ও বাক্যাপার্থক।

'শঙ্খঃ ঘটঃ পটঃ নিত্যানিত্যং চ প্রমেয়ত্বাৎ'। 'দশ দাড়িমানি ষড়পূপাঃ' এখানে কাহার সহিত কাহার অন্বয় হইবে বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া সমুদায়ের অর্থবোধ হয় না। এরূপ বাক্য যিনি প্রয়োগ করিবেন তাঁহার অপার্থক নিগ্রহ স্থান হইবে।

অপার্থকরণ—(স্ত্রী) মোকদ্দমায় মিথ্যা হেতুবাদ করা।

অপাল—(ত্রি) [পালয়তি রক্ষতি পাল-ণিচ্-অচ, পালো রক্ষকো নাস্তি পালো যস্য, বহুব্রী] পালক-রহিত, রক্ষকশূন্য।

অপালঙ্ক—(পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Cassia fistula)

অপালম্ব—(পুং) [অপ অপকৃষ্টেন হীনেন আলম্ব্যতে অপ আ-লম্ব-কর্ম্মণি ঘঞ্] শকটের পশ্চাদ্ভাগ, গাড়ীর পিছনদিক।

অপালা—(স্ত্রী) অত্রিঋষির ব্রহ্মবাদিনী কন্যা। ইনি অত্রি প্রভৃতি ঋষির ন্যায় ঋগ্বেদের ৮ মণ্ডলের ৯১ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়া ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। এই সূক্তে সর্ব্বসমেত ৭টী মন্ত্র পাওয়া যায়। উহার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র পংক্তি ছন্দে এবং অপর পাঁচটী অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য (৮।৯১।১) ঋক্‌র ভাষ্যে অপালা-সম্বন্ধে একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক বৃত্ত লিখিয়াছেন—

পুরাকালে অত্রিঋষির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী অপালা কোন কারণ বশতঃ চর্ম্মরোগাক্রান্ত হওয়াতে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিতা অত্রিঋষির আশ্রমে অবস্থান করেন এবং চর্ম্মরোগ হইতে পরিত্রাণকামনায় বহুদিন ইন্দ্রের তপস্যা করিয়াছিলেন।

একদিন অপালা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সোমরস ইন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়, অতএব ইন্দ্রকে আমি সোমরস দান করিয়া সন্তুষ্ট করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি নদীতীরে গমন করিলেন ও তথায় স্নান করিয়া সোমরস প্রাপ্ত হইলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় পথে তিনি তাহা চিবাইয়া খাইয়া ফেলিলেন।

খাইবার সময় তাঁহার দন্তে সোমঘর্ষণজাত শব্দ উত্থিত হয়। ইন্দ্র তাহাকে সোমাভিষব পাষাণের ধ্বনি মনে করিয়া অপালার নিকট আগমন করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখানে কি সোম অভিষুত হইতেছে?' অপালা বলিলেন—'আমি স্নান করিতে আসিয়া এখানে সোম দেখিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছি ও সোম ভক্ষণকালে দন্তঘর্ষণে যে ধ্বনি হইয়াছে আপনি তাহাই শুনিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া তখন ইন্দ্র ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মবাদিনী অপালা বলিলেন 'আপনি ত গৃহে গৃহে যাইয়া সোম খাইয়া থাকেন, এখন সোমপান না করিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? আপনি আমার মুখে দংষ্ট্রার দ্বারা অভিষুত যে সোম আছে, তাহাই পান করুন।' তার পর ইনি নিজের মুখস্থিত সোমকে বলিলেন,—'হে সোম! তুমি সমাগত ইন্দ্রের জন্য প্রথমে ধীরে ধীরে পরে দ্রুত বহির্গমন কর।'

তার পর ইন্দ্র অপালাকে কামনা করিয়া তাঁহার মুখে দন্তদ্বারা অভিষুত যে সোম ছিল, তাহা পান করিলেন। সেই সময় অপালা ইন্দ্রকে বলিলেন—'চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি, এখন ইন্দ্র আমার সহিত সঙ্গত হইলেন।' তখন ইন্দ্র বলিলেন—'তোমার যাহা অভিলাষ তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।' অপালা বলিলেন—'আমার পিতার মস্তক কেশবিহীন, তাঁহার ক্ষেত্রে ফল উৎপন্ন হয় না এবং আমার গুহ্যদেশে লোম নাই, আপনি আমাদের এই সকল দোষ খণ্ডন করুন।' ইহা শুনিয়া ইন্দ্র তাঁহার পিতার দুইটী দোষ অগ্রেই দূর করিলেন এবং অপালাকে নিজের রথ, শকট ও যুগের ছিদ্র দিয়া তিনবার আকর্ষণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার দোষদুষ্ট চর্ম্ম তিন বার উন্মুক্ত হইল।

প্রথম বারের চর্ম্ম হইতে শল্যকের উৎপত্তি হইল। দ্বিতীয় বারের চর্ম্ম হইতে গোধার উৎপত্তি ও তৃতীয়বারের চর্ম্ম হইতে কৃকলাসের উৎপত্তি হইল। তখন ব্রহ্মবাদিনী অপালার বর্ণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত হইল।

এই পুরাতনী কথার বিস্তৃত বিবরণ শাট্যায়ন ব্রাহ্মণে আছে। (নিরুক্ত অ ৬।)

অপালাপমস্ম—(স্ত্রী) [বৈদিক] পৃষ্ঠভাগ ও পঞ্জরের মধ্যবর্তী ভাগ।

অপালি—(ত্রি) মধুমক্ষিকা-ভিন্ন, যেখানে মৌমাছী নাই।

অপাবন—(ত্রি) অপবিত্র, অশুদ্ধ, অশুচি, মলিন।

অপাবর্ত্তন—(ক্লী) [অপ-আ-বৃত-ল্যুট্] উচ্চ নীচ ভূম্যাদিতে পতিত হইয়া লুণ্ঠন, উলটী পালটী করা, গড়াগড়ি দেওয়া। ২ অপাকরণ, নিরাকরণ, নিবারণ, অস্বীকার, নিষেধ।

অপাবৃত (ত্রি) [অপ অপক্রান্ত আবৃতাৎ আবরণাৎ, নিঃ তৎ, যদ্বা অপ নিষেধে আবৃতম্] অনাবৃত অনাচ্ছাদিত উদ্‌ঘাটিত, আবরণ সরান। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।৬।১১) (পুং) ২ স্বতন্ত্র, স্বাধীন। ৩ আবৃত, পিহিত, আবরণযুক্ত।

অপাবৃতি—(স্ত্রী) [অপ-আ-বৃ-ক্তিন্] আবরণ, নিবারণ। ২ আবরণ সরান (ঋক্ ৮।৫৫।৩)

অপাবৃত্ত—(ত্রি) [অপ-আ-বৃত-ক্ত] অপবর্ত্তিত। পরাবৃত্ত, নিবৃত্ত। ২ লুণ্ঠিত। গড়াগড়ি দেওয়া। (রামা° ২।১২।৫৯)

অপাবৃত্তি—(স্ত্রী) [অপ-আ-বৃত-ক্তিন্] উদ্বর্ত্তন, ফিরে আসা। ২ নিবৃত্তি। ৩ লুণ্ঠন, গড়াগড়ি দেওয়া।

অপাশ্যা—(স্ত্রী) অল্প সংখ্যক পাশ বা ফাঁস। (পা ৬।২।১৫৬)

অপাশ্রয়—(পুং) [অপ-আ-শ্রি অচ্] মধ্য উঠানের আবরণ ছত্রাতপাদি, চাঁদোয়া। ২ মধ্যাঙ্গন। "পর্য্যঙ্কতাপাশ্রয়ে" (কাদম্বরী) (ত্রি) [অপ অপগত আশ্রয়ো যস্য, বহুব্রী] ৩ আশ্রয়হীন। (বামা° ৫।১১।১৯)

অপাশ্রিত—(ত্রি) বিরক্ত, বিরাগী, ত্যাগী।

অপার্ষ্ঠ—(ত্রি) [অপ-আ-স্থা-ক অপষ্ঠা° বৎ°] অপাশ্রিত, নিরত।

২ পলায়িত। (পুং) ৩ তীরের দণ্ড। (স্ত্রী) ৪ রস নিঙড়াইবার পর নীরস সোমলতা।

"অপাষ্ঠং নি গিরতি তাং ন পক্ষোতি নিগিরণ" (অথর্ব ৫।১০।৭)

অপাষ্ঠবৎ—(ত্রি) শাল্যযুক্ত। "অপাষ্ঠবিষিনৈয়েদন্তে" (ঋক্ ১০।৮৪।৩৪)

অপাষ্ঠু—(পুং) [অপ নিষেধে আতিষ্ঠতি গচ্ছতি অপ-আ স্থা উণ্ ডু অযথা° যত্ন] যে এক স্থানে থাকে না। ২ বাল ৩ বালক।

অপাসঙ্গ—(পুং) [অপা সজ্যতি তিষ্ঠতি বাণা অস্মিন অপ আ সঞ্জ অধিকরণে ঘঞ] তূণ, তূণী, যুদ্ধের সময়ে বাণ রাখিবার আধারবিশেষ। ২ উপাসঙ্গ।

অপাসন—(ক্লী) [অপ অস্যতে অপ অস্ ল্যুট] অপসারণ, দূরীকরণ, ফেলিয়া দেওয়া। ২ বধ ৩ প্রহার। (কাত্যা শ্রৌ° ৭।৭।১১)

অপাসরণ—(ক্লী) দূরীকরণ। ২ হনন।

অপাসবী—(অপাসব) জোং প্রাবকদিগের আসন

অপাস্ত—(ত্রি) যত্নহীন, তেজহীন।

অপাসিত—(ত্রি) [অপ অস ণিচ্-ক্ত] অপসারিত, দূরীকৃত করা। হত। ২ ত্যক্ত।

অপাস্থ—(ত্রি) প্রাণহীন, মৃত।

অপাস্তৃত—(ত্রি) [অপ আ স্তৃ ক্ত] দূরীকৃত, ক্ষা। ২ পতিত, পলায়িত, যে সরিয়া গিয়াছে।

অপাস্ত—(ত্রি) [অপ-অস ক্ত] ১ ক্ষিপ্ত। ২ নিরস্ত ৩ দূরীকৃত "সংচ্ছন্নিতবিভ্রমা গণিকরপাস্তস স্বানিতঃ" (মালবিকাগ্নিমিত্র) ৪ খণ্ডিত।

অপাস্য—(অব্য) [অপ অস্ ল্যপ] ক্ষেপণ করিয়া ত্যাগ করিয়া। "সুবাণপাস্য" (মাঘ ১।৪৬)

অপাহরণ—(ক্লী) [অপ আ হৃ ল্যুট্] আকর্ষণ, অপনোদন।

অপি—(অব্য) [ন পিবতি অর্থান্ নাশয়তি পা ডুন ইন আকার লোপশ্চ] ১ প্রশ্ন। ২ শঙ্কা। ৩ গর্হা। ৪ সমুচ্চয়। ৫ যুক্ত পদার্থ। ৬ অল্প পদার্থ। ৭ সন্দেহ। ৮ কামচারক্রিয়া। ৯ সম্ভাবনা।

যেহ অর্থাৎ নিন্দার্থে অপি, যথা—"অপি সিঞ্চেৎ পলাণ্ডম্" সে পলাণ্ডুতে জলসেক করে। সমুচ্চয়ার্থে, যথা—"স্ত্রিয়ঃ পালয় পুত্রমপি" স্ত্রী এবং পুত্রকেও পালন কর। প্রশ্নার্থে যথা—"অপি জানাসি কিঞ্চিৎ ত্বম্?" তুমি কি কিছু জান? শঙ্কার্থে, যথা—"অপি চৌরো ভবেৎ।" কি জানি যদি চোর হয়। সম্ভাবনার্থে, যথা—"অপি স্থাণুং জয়েদ্রামঃ" যদি এমন হয় যে, রাম শিবকে জয় করেন।

সম্ভাবনা দুই প্রকার। (১) শক্য বিষয়ে উদ্ভব। (২) শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশের নিমিত্ত অত্যুক্তি। এই দুই প্রকার সম্ভাবনা অর্থে লিঙ্ হয়। "সম্ভাবনেঽলমিতি চেৎ সিদ্ধাপ্রয়োগে" (পা ৩।৩।১৫৪) যাহা প্রত্যক্ষ গোচর নহে, তেমন বিষয়ে প্রচুর যোগ্যতা বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লিঙ্ প্রত্যয় হয়। যেমন,—"অপি পর্বতং শিরসা ভিন্দ্যাৎ" মস্তক দ্বারা পর্বতকে ভেদ করিতে পারেই। ১০ অনিয়ম, নিয়মরাহিত্য। "অন্যেভ্যোঽপিদৃশ্যতে" (পা ৩।২।১৭৮) এখানে অপি শব্দ হ্রস্ব, দীর্ঘ, সম্প্রসারণ প্রভৃতি কোথায় হইবে, কোথায় হইবে না, এরূপ সুশৃঙ্খল না থাকায় 'অনিয়ম' অর্থ হইল। ১১ আশীর্ব্বাদ। ১২ পক্ষান্তর, পুনরায়। "রামোঽপি সহ বৈদেহ্যা (রঘু ১২।২০) ১৩ নিশ্চয়ার্থক, অমোঘার্থক। "অব বোধং গতস্তুষ্টবুদ্ধিগ্রসিত্বং করসপ্রমপি" (কিরাতার্জ্জুনীয়ম্) ১৪ যদি "শৈবলেনাপি রম্যম্" (শকু° ১।১৮) ১৫ সম্পূর্ণার্থ, সাকল্যার্থ। 'এষামপি লোকানাম' (বানা° ১।২১।১১) ১৬ অনির্ব্বচনীয়তা। "ক্বচিৎ কিমপি দর্শয়ম্" (উত্তররামচরিত ২।০৮) ১৮ পাদপূরণেও ব্যবহার হইয়া থাকে।

ক্রিয়ার সহিত যোগ থাকিলে অপি শব্দের উপসর্গ সংজ্ঞা হয় (পা ১।৪।৫৮) কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা বুঝাইলে অপি শব্দের উপসর্গ সংজ্ঞা হয় না। সেই নিমিত্ত তাহার পরস্থিত ধাতুর সকার মূর্দ্ধন্য হয় না। (পা ১।৪।৯১)

সর্পিষোঽপি স্যাৎ" (সি° কৌ°)

ঘৃতের বিন্দু হইতে পারে। এখানে অপি উপসর্গ না হওয়ায় সকার ষ হয় না। আর এখানে সম্ভবনায় লিঙ হইয়াছে। এস্থলে অপি শব্দ দ্বারা বিন্দুরূপ পদার্থের উপস্থিতি হইল বলিয়া উহা পদার্থের উদাহরণ এবং বিন্দুর সহিত সর্পিস এই পদের অবয়ব অবয়বি ভাব সম্বন্ধ ষষ্ঠী হইয়াছে, কর্ম হয় নাই। সম্ভাবনা যথা—"অপি স্তুয়াদ্বিষ্ণুং" (সি° কৌ°) বিষ্ণুকে স্তব করিতে পারে, এখানে বাক্য ও মনের অগোচর বিষ্ণুকে স্তব করিতে পারে এই বাক্য দ্বারা শক্তির উৎকর্ষ প্রকাশ হেতু ইনি স্তব করিতে পারেই এইরূপ অত্যুক্তি অর্থাৎ অসত্য অর্থের সম্ভাবনা হইল। "সম্ভাবনং শক্ত্যুৎকর্ষমাবিষ্কর্ত্তুমত্যুক্তিঃ (সি° কৌ°)। অন্ববসর্গে (কামচারাভ্যনুজ্ঞায়) যথা—"অপি স্তুহি। অন্ববসর্গঃ কামচারাভ্যনুজ্ঞা (সি° কৌ°) স্তব কর বা যাহা ইচ্ছা তাহা কর। গর্হায় (নিন্দায়), যথা, "ধিগ্দেবদত্তমপি স্তুয়াদ্বৃষলম" (সি° কৌ°)। দেবদত্তকে ধিক্, যে হেতু সে শূদ্রের স্তব করে। সমুচ্চয়ে যথা—"অপি সিঞ্চ অপি স্তুহি" (সি° কৌ°) জলসেক কর, স্তবও কর, অর্থাৎ উভয়ই কর।

এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, অপি শব্দ নিপাত, তবে

পাণিনিসূত্রে (১৪৯৬) অপি: এরূপ সুবন্ত থাকিবার কারণ কি? যেহেতু, নিপাত অব্যয়ের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় বিভক্তির লুকই হইতে পারে। কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রাচীন আচার্য্যেরা মীমাংসা করিয়াছেন, চাদি ও প্রাদি স্বার্থে নিপাত হয় না। এখানে অপি অর্থাৎ অপি শব্দ এইরূপ স্বীয় অর্থ মাত্রকে বুঝাইতেছে বলিয়া ইহা নিপাত নহে। "চঃ শব্দ ইত্যাদৌ নামার্থত্বাত্তেনসাকাঙ্ক্ষ কারকাদিঃ স্বপর ত্বায়াং ন নিপাতঃ কিন্তু নামৈব" (জগদীশ) চঃ শব্দ ইত্যাদি স্থলে চকারাদি নামার্থের (শব্দের) অভেদরূপে আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট। এখানে চ এই স্বীয় অর্থের বোধক হওয়ায় নিপাত হইল না।

পাণিনি অপি শব্দের যোগে আর কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন। যথা—"গর্হায়াং লড়পি জাত্বোঃ" (পা ৩।৩।১৪২) নিন্দার্থে অপি ও জাতু শব্দের যোগে কালত্রয়ে লট হয়। "অপি জায়াস্ত্যজসি জাতু গণিকামাধৎসে, গর্হিতমেতৎ" (সি কৌ°) তুমি পত্নীকে পরিত্যাগ করিতেছ, বেশ্যাকে গ্রহণ করিতেছ, ইহা বড় গর্হিত কার্য্য।

উতাপ্যোঃ সমার্থয়োর্লিঙ্" (পা ৩।৩।১৫২) তুল্য অর্থ উত ও অপি শব্দের যোগে লিঙ্ হয়। "উত অপি বা হন্যাদ্ধ্রুবং হবিঃ' এখানে উত ও অপি শব্দের অতিশয় রূপ তুল্য অর্থ। "উত দণ্ডঃ পতিষ্যতি। অপি-ধাস্যতি দ্বারম" (সি° কৌ°)। এখানে উত শব্দের অর্থ প্রশ্ন, অপি অর্থ রোধ দুইয়ের সমান অর্থ না হওয়ায় লিঙ্ হয় নাই। যেস্থানে অপি শব্দের যোগে বিভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই স্থলে অপি শব্দের প্রশ্ন প্রভৃতি অর্থ বুঝায়? যথা—"অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎ কুশম" (কুমার ৫।৩৩)

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ। (সি° কৌ°)

ভাগুরি অব এবং অপি এই দুই উপসর্গের আদিস্থিত অকারের লোপ ইচ্ছা করেন। যথা পিধানং অপিধানং।

গণ রত্নে অপির আর তিনটী অর্থ লিখিত আছে। যথা—আশীর্ব্বাদ, মরণ ও ভূষণ।

অপিকক্ষ—(অব্য) [কক্ষে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ী°] কক্ষপ্রদেশে। ২ বাহুমূলে, বগলে। ৩ লতায়। ৪ কচ্ছে (জলের প্রান্তে)। ৫ শুষ্কবনে। ৬ তৃণে।

অপিকক্ষ্য—(ত্রি) [অপিকক্ষং সন্ধানং যৎ] কক্ষ প্রদেশ দ্বারা সন্ধানযোগ্য প্রবর্গ বিদ্যা নামক রহস্যবিশেষ।

অপিকর্ণ—(ক্লী) [অপিগতং কর্ণম্, অতিক্রা° তৎ] সমীপবর্ত্তী, নিকটবর্ত্তী।

অপিগত—(ত্রি) যে ভিতরে গিয়াছে, নিকটে আসিয়াছে।

অপিগীর্ণ—(ত্রি) [অপি গীর্য্যতে স্ম অপি গ-কর্ম্মণি ক্ত য় ইর দীর্ঘশ্চ ৩৩ঃ নত্বঞ্চ] কথিত, বর্ণিত। ২ প্রশংসিত, স্তুত।

অপিগু—(পুং) [অপি গম-ডু] জ্ঞান। অপিগুর্ব্বত্তিং নঃ। সত্য বা যজ্ঞং বা (নিগম)

অপিগৃহ্য—(ত্রি) [অপিগৃহ্যতে গৃহ বেদে ক্যপ্] প্রতিগ্রহের যোগ্য, যাহা গ্রহণ করা যায়।

অপিগ্রাহ্য—(ত্রি) [অপিগৃহ্যতে অপিগ্রহ লোকে কর্ম্মণি ণ্যৎ] প্রতিগ্রহের যোগ্য, যাহা প্রতিগ্রহ করা যায়।

অপিচ—(অব্য) আরও। কিন্তু অর্থ আনন্ত্য। সাকল্য। অনেকে অপি ও চ এইরূপ পৃথক পদ কহেন।

অপিচ্ছিল—(ত্রি) [ন পিচ্ছিলম, নঞ্-তৎ] গাঢ়, অপিচ্ছল, যাহা পিচ্ছল নহে। চলিত ভাষায় পিচ্ছলকে পেছোল কহে।

অপিজ—(ত্রি) [অপি জলক্রীড়াবিষয়ে জায়তে অপি জন ড, অলুক্‌স° বেদে অপ শব্দস্যৈকত্বম] জ্যৈষ্ঠমাস। জ্যৈষ্ঠমাসে লোকে জলক্রীড়া করিয়া থাকে বলিয়া তাহার ঐ নাম হইয়াছে (শুক্লযজুঃ ৯২০)

অপিণ্ড—(ত্রি) পিণ্ডরহিত, পিণ্ডহীন।

অপিৎ—(স্ত্রী) [আপো জলানি ইতো গতা যস্যাঃ, বহুব্রী, অপ ইণ কিপ তুগাগমঃ, বেদে হ্রস্ব] জলরহিতা নদী। (ঋক্ ১৮২।১) (পুং) এতি গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ইণ কিপ তুক ইৎ, নাস্তি পইৎ যস্য, বহুব্রী] ২ ব্যাকরণ সম্মত প্রত্যয়বিশেষ।

অপিতু—(অব্য) [অপি তু দ্বন্দ্ব] বাদ অর্থবাচক। ২ কিন্তু অর্থেও ইহার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। অনেকে অপি ও তু এইরূপ পৃথক পদ বলেন।

অপিতৃ—(পুং) পিতা ভিন্ন, যে পিতা নহে। ২ পিতৃহীন।

অপিতৃক—(ত্রি) যাহা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি পিতৃ বর্গের নিজস্ব নহে, পৈতৃক ভিন্ন।

অপিত্র্য—(ত্রি) যাহা পিতৃপুরুষের নহে।

অপিত্ব—(ক্লী) [ভাগিনোঽপি ত্বরন্তে ত্বরাং কুর্ব্বন্তি যস্মৈ অপি ত্বর-ড] ভাগ, ধনবিভাগ, লোকে ধনবিভাগের নিমিত্তই নিতান্ত ত্বরা করিয়া থাকে। (শতপথব্রা° ১৮৩২২)

অপিত্বিন্—(ত্রি) [অপিত্বং ধনমস্ত্যাস্তীতি অপিত্ব-ইনি] (স্ত্রী) ঙীপ্ অপিত্বিনী। ভাগবিশিষ্ট, ভাগযুক্ত। (শতপথব্রা ১৮৩২৪)

অপিধান—(ক্লী) [অপি ধা-ল্যুট্] আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাকা। (অমর) এখানে বিকল্পে অপির অকার লোপ হয় নাই। অকারের লোপ হইলে পিধান এরূপও হইবে। (ত্রি) [অপি-ধা করণে ল্যুট্] ২ আচ্ছাদনসাধন বস্তু, যাহার দ্বারা ঢাকা যায়।

(ঋক্ ১.৫১.৪) ভোজন করিয়া অমৃত আচ্ছাদনের নিমিত্ত এক একবার জল পান করিবে। "ভুক্তামৃতাপিধানার্থং পিবেত্তোয়ং সকৃৎ" (বিষ্ণুপুরাণ)

অপিধানবৎ—(ত্রি) আবরণযুক্ত। ২ আচ্ছাদন-সাধন বস্ত্র-যুক্ত।

অপিধি—(পুং) [অপিধীয়তে তৃপ্তিপর্য্যন্তং দীয়তে অপি-ধা-কি] তৃপ্তি পর্য্যন্ত দত্ত, দানে যে বস্তু পাইলে তৃপ্তি হয়, তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রার্থন। (ঋক্ ১.৫১.৪)

অপিনদ্ধ—(ত্রি) [অপি-নহ ক্ত] পরিহিত, যাহা পরিধান করা হইয়াছে। অকারের লোপ হইলে ঐ অর্থে পিনদ্ধ এরূপ প্রয়োগও হইবে। ২ বস্ত্রাচ্ছাদিত সেনা।

"আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপিনদ্ধবৎ" (অমর)

অপিপাল—একজন গ্রন্থকার। ইনি দেহনপালের পুত্র, ত্রিবিক্রমের পৌত্র ও মকরন্দ পালের প্রপৌত্র। ইনি 'অপিপাল-কারিকা' ও 'অপিপালপদ্ধতি' বা 'শূদ্রপদ্ধতি' নামক গ্রন্থপ্রণেতা। গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দন ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। ১৪৪২ শকাব্দে (১৫২১ খৃষ্টাব্দে) লিখিত ইঁহার গ্রন্থের অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

অপিপালকারিকা—ধর্ম্মশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ। রঘুনন্দনের 'মলমাসতত্ত্বে' ইহার উল্লেখ আছে।

অপিপালপদ্ধতি—ধর্ম্মশাস্ত্রীয় একখানি গ্রন্থ। নামান্তর 'শূদ্র পদ্ধতি'। অপিপাল কর্ত্তৃক প্রণীত। রঘুনন্দনের 'শ্রাদ্ধতত্ত্বে' ও গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়া কৌমুদী' গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে 'অপিপালপদ্ধতি' রচিত হয়।

অপিপাস—(ত্রি) সফলকাম, যাহার আশা সিদ্ধ হইয়াছে। (শতপথব্রা° ১৪.৭.২.২৮)

অপিপ্রাণ—(ত্রি) [অপি প্র-অন-অচ্] সর্ব্বদা চেষ্টমান। (স্ত্রী) অপিপ্রাণী। (ঋক্ ১.১৪৬.১১)

অপিবদ্ধ—(ত্রি) যাহা বাঁধা হইয়াছে।

"অপিবদ্ধানি বৈদেহ্যাঃ পূর্ব্বং চৈত্তানি কাননে"।

(রামা° ৩.৬৮ ৪২)

অপিবান্যবৎসা—(স্ত্রী) [অপিপ্রাপ্তোঽন্যবৎসো যস্যাঃ সা] যে গাভী অন্য বৎস প্রাপ্ত হইয়াছে। [অভিবান্যবৎসা দ্র°]

অপিভাগ—(ত্রি) যাহার ভাগ হয়, ভাগযোগ্য।

"যা দেবতা অপিভাগাস্তা ভাগধেয়েন ব্যর্দ্ধয়েৎ"

(শতপথব্রা° ১৩.৩.৫.১)

অপিয়ান্ (Oppian)—সাইলিসিয়া বাসী একজন যবনকবি। তাঁহার পিতা নুসিয়াস্ ভেরুসের প্রকোপে পড়িয়া মাল্টা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হন। ভেরুসের মৃত্যুর পর, অনুমান ১৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম পরিদর্শনে আসেন এবং স্বরচিত কবিতামালা সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াসকে উপহার দেন। সম্রাট্ তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া এত পুলকিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কবিতার প্রতিছত্রের জন্য ১টী করিয়া স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দেন। ৩০ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২ সিরীয়ার অন্তর্গত অপামিয়াবাসী জনৈক যবনকবি। ইনি সম্রাট্ কারাকাল্লাকে স্বীয় কাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

অপিয়াস, গায়াস (Oppius, Gaius)—একজন রোমক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। ইনি রোমের ডিক্টেটর জুলিয়াস্ সিজারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিত কালে ইনিই রোমের শাসন-সম্পর্কীয় সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে ইনি ও ইঁহার সহযোগী কর্ণেলিয়াস্ বলবাস্ রোমে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। ইনি সিজার ও সিপিওর জীবন-বৃত্ত লিখিয়াছিলেন। জুলিয়াস্ সিজরের স্পেন, আফ্রিকা ও আলেকসান্দ্রিয়ার বিজয়াভিযানের ইতিবৃত্ত ইঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। কোন কোন যুদ্ধে ইনি সিজরের সঙ্গে ছিলেন।

অপিব্রত—(ত্রি) [অপি-সংসৃষ্টং ব্রতং কর্ম্মভোজনং নিয়মো বা যেন, বহুব্রী] জ্ঞাতির অবিভক্ত ধন, যে ধনদ্বারা জ্ঞাতিরা পরস্পরে কার্য্য, ভোজন বা ব্রত নিয়ম করিতে পারে। (কাত্যায়নশ্রৌত° ৮.৬.৩৬)

অপিশর্ব্বর—(অব্য) [শর্ব্বর্য্যা রাত্রেঃ অপি প্রাদুর্ভাবঃ প্রাদুর্ভাবে অব্যয়ী বাহু° অচ্ স°] শর্ব্বরীর মুখ, প্রদোষ। (ঋক্ ৩.৯.৭)

অপিশল—(পুং) [অপি-নিশ্চিতং শলতে ধর্ম্মপথেনৈব চলতি অপি-শল-পচাদ্যচ্] মুনিবিশেষ। [অপিশলস্য অপত্যং পুমান্ ইঞ্ আপিশলিঃ] ২ অপিশলের পুত্র আপিশলি, ইনি একজন প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, তাই বোপদেব কবিকল্পদ্রুম রচনা করিবার প্রথমে লিখিয়াছেন—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলীশাকটায়নঃ।

পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

এই আপিশলি পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ে আপিশলীর নামে সূত্র করিয়াছেন। (পা ৬.১.৯২)

অপিশস্—(স্ত্রী) শস্য কর্ত্তন, ক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া আনা। (ঐতরেয়ব্রা° ২.৬)

অপিশুন—(ত্রি) যে নিন্দুক নহে, সৎ।

অপিষ্টুত—(ত্রি) স্তুত, প্রশংসিত।

অপহিত—(ত্রি) [অপি-ধা-ক্ত] আচ্ছাদিত, আবৃত। "ভুক্ত-

মপিহিতবারম্" (রঘুবংশ)। অকারের লোপ হইলে পিহিত পদও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [অপি ধা°]

অপীচ্য—(ত্রি) [অপি চায়তে সম্যক্ত্বং প্রাপ্নোতি অপি চায় ড উপসর্গদীর্ঘশ্চ] ১ অতি সুন্দর। "অপীচ্য দর্শনং সৌম্যং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্"। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) ২ নিগূঢ়, অন্তর্হিত। "যদাবিবদপীচ্যং দেবাসো অস্তি দুষ্কৃতম্" (ঋক্ ৮।৪৭।১৩) ৩ গুহ্য, গুপ্ত। "যুবানাং মরুত্বাণাং পীচ্যম্" (ঋক্ ৮।৩৯।৬) ৪ অপ্রকাশ।

অপীজূ—(ত্রি) [অপি জু গতৌ কিপ্ ধাতোরুপসর্গস্য চ দীর্ঘত্বম্] প্রেরক। "উষাসানক্তা জগতামপীজুবা" (ঋক্ ২।৩১।৫)

অপীড়ন—(ক্লী) পীড়ন না করা, পীড়ন ভিন্ন। ২ নম্রতা। ৩ কৃপা।

অপীড়যৎ—(ত্রি) পীড়াযুক্ত নহে, দুঃখ বা কষ্টবিহীন।

অপীত—(ত্রি) [অপ-ইণ ক্ত] ১ নিঃ পাপ, বিলীন। (ক্লী) [ভাবে ক্ত] ২ বিলয়, অপ-গমন। (পুং) [ন পীতঃ, নঞ্-তৎ] ৩ পীতবর্ণ ভিন্ন। (ত্রি) [ন পীতঃ (বর্ণ) যস্য] ৪ পীতবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ বিশিষ্ট। [ন পীতম্, নঞ্-তৎ] ৫ যাহা পীত নহে যে বস্তু পান করা হয় নাই। (স্ত্রী) [ন পীতা, নঞ্ তৎ] হরিদ্রা ভিন্ন।

অপীতি—(স্ত্রী) [অপি ইণ্ ক্তিন্] বিলয়, অপগম, প্রলয়। [অপি ইয়তে গম্যতে যত্র, অপি-ইণ্ (আধারে) ক্তিন] ২ যুদ্ধ। [ন পীতিঃ, নঞ্ তৎ] ৩ পান ভিন্ন। ৪ ঘোড়াভিন্ন।

অপীত্বা (অব্য) পান না করিয়া।

অপীনস—(পুং) [আপ নিশ্চিতম্ ঈষতে গম্যতে (ক্ষীয়তে) নাসিকা যেন, বহুব্রী অপি ঈ দিবাং কিপ্, অপী নাসিকা অচ্ নসাদেশশ্চ] পীনসরোগ, পীনস রোগে নাসিকা ক্ষয় পায়। (সুশ্রুত ৩।৬৯।৩)

অপীয়ৎ—(অব্য) নিকটে আসিয়া, সমীপে আগমন করিয়া।

অপীযত—(ত্রি) যে সমীপে আগমন করিয়াছে, সমীপাগত।

অপীবৃত—(ত্রি) আচ্ছাদিত, যাহা আবৃত হইয়াছে।

অপীব্য—(ত্রি) অতিসুন্দর।

অপুংস—(পুং) [ন পুমান, নঞ্ তৎ] নপুংসক, ক্লীব। (মনু ৩।৪৯)

সন্তান উৎপাদন সময়ে পুরুষের শুক্র অধিক থাকিলে পুত্র জন্মে, স্ত্রীর বীর্য্য অধিক থাকিলে কন্যা জন্মে; আর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বীর্য্য যদি সমান হয়, তবে ক্লীব বা যমজ সন্তান জন্মে। উভয়েরই ক্ষীণ বীর্য্য বা অল্প বীর্য্য হইলে গর্ভ হয় না।

অপুংস্কা—(স্ত্রী) [নাস্তি পুমান্ যস্যাঃ, বহুব্রী, কপ্ টাপ্] পতিরহিত স্ত্রী, পুরুষহীন স্ত্রী। (ভট্টি ৫।৭)

অপুংস্ত্ব—(ক্লী) ক্লীবত্ব, পুরুষত্ববিহীন।

অপুচ্ছ—(ত্রি) [নাস্তি পুচ্ছং লাঙ্গুলং যস্য] পুচ্ছহীন, লাঙ্গুলহীন, যাহার লেজ নাই।

অপুচ্ছা—(স্ত্রী) [নাস্তি পুচ্ছঃ অগ্রভাগো যস্যাঃ] শিখরহীন। ২ শিংশপা বৃক্ষ।

অপুচ্ছাঙ্কুর—(পুং) ভেক প্রভৃতি যে সকল জন্তুর পুচ্ছ নাই, মস্তক ও হাঁ বড়, পশ্চাৎ পাদের অপেক্ষা সম্মুখের পা ক্ষুদ্র, তজ্জন্য লাফাইতে বিলক্ষণ পটু। (প্রকৃতিবোধ)

অপুণ্য—(ক্লী) [পুণাতি শোধয়তি পূঞ্ উণ্ যমুক হ্রস্বশ্চ, ন পুণ্যং বিরোধে নঞ্-তৎ] পাপ। (ত্রি) [নাস্তি পুণ্যং যস্মিন যস্য বা বহুব্রী] ২ পুণ্যরহিত, পুণ্যহীন।

অপুণ্যকৃৎ—(ত্রি) [অপুণ্যং পাপং করোতি অপুণ্য-কৃ কিপ তুগাগমঃ] পাপকারী, যে পুণ্য করে না।

অপুত্র—(পুং স্ত্রী) [পুনাতি জন্মনা পিতরং শোধয়তি পূঞ ডণ ষ্ট্রন পুত্রঃ, নাস্তি পুত্রো যস্য, বহুব্রী] পুত্রহীন। (মনু ৯।১২৭)

পুত্রহীন ব্যক্তি এই বিধানে কন্যাকে পুত্রিকা (দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পুত্রবিশেষ) করিবে। এই কন্যায় গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সে যেন আমার শ্রাদ্ধ করে। ২ যাহার পুত্র মরিয়া গিয়াছে। (স্ত্রী) অপুত্রা, পুত্ররহিতা স্ত্রী। যাহার পুত্র জন্মে নাই। যাহার পুত্র হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে।

অপুত্রা নারী ভর্ত্তার শয়ন প্রতিপালন করিবে এবং শ্বশুর বাটীতে থাকিবে।

অপুত্রক—(ত্রি) [নাস্তি পুত্রো যস্য বহুব্রী] যাহার পুত্র নাই, পুত্রহীন। ২ মৃতপুত্রক। (কথাসরিৎ ১৩।৫৭)

অপুত্রতা—(স্ত্রী) পুত্রহীনতা, সন্তানরাহিত্য।

অপুত্রা অপুত্রিকা—(স্ত্রী) পুত্ররহিতা স্ত্রী, যে নারী পুত্রহীন।

অপুনপ্রাপ্য—(ত্রি) পুনর্মিলনের অযোগ্য। যেখানে পুনরায় মিলন অসম্ভব।

অপুনর্—(অব্য) [ন পুনঃ, নঞ্-তৎ] পুনর্ব্বার ভিন্ন, সকৃৎ। (ঋক্ ১০।৬৮।১০)

অপুনরন্বয়—(ত্রি) যে পুনরায় আগমন করিবে না। ২ মৃত।

অপুনরাবর্ত্তন—(ক্লী) নির্ব্বাণমোক্ষ। ২ পুনর্গমনহীন।

অপুনরাবৃত্তি—(স্ত্রী) [ন পুনঃ আবৃত্তিঃ ভবে আগমনং যস্মাৎ, বহুব্রী] নির্ব্বাণমুক্তি (ত্রি) ২ পুনর্গমনশূন্য। (অব্য) [অভাবে অব্যয়ী] পুনরাবৃত্তির অভাব।

অপুনর্দীয়মান—(ত্রি) যাহা পুনরায় দেওয়া হয় নাই। (অথর্ব্ব ১২।৫।৬)

অপুনর্ভব—(পুং) [ন পুনর্ভবতি উৎপদ্যতে যস্মাৎ অপুনর্-ভূ অপাদানে অপ্] মোক্ষ। [ন পুনর্ভবতি যেন করণে অপ্

নঞ্-তৎ] ২ পুনর্জন্মের অভাব। ৩ প্রশমন, নির্বাণ। (ত্রি) [নাস্তি পুনর্ভবঃ পুনরুৎপত্তির্যস্য, বহুব্রী] ৪ জ্ঞানযুক্ত। ৫ মুক্ত। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—

"অব্রহ্মাদ্রিদিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ"

গঙ্গাতীর হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে যাহারা বাস করে, তাহারা স্বর্গে যায় এবং সেই স্থানে যাহারা মরিতে পারে তাহাদের আর জন্ম হয় না।

অপুনর্ভাব—(পুং) যাহার মনে পুনর্বার ভাব উৎপন্ন হইবে না। (প্রবোধচন্দ্রোদয় ১০৮.১)

অপুনীত—(ত্রি) অপবিত্র, যাহা শুদ্ধ নহে। ২ দোষযুক্ত।

অপুরাণ—(ত্রি) [ন পুরাণম্, নঞ্-তৎ] পুরাতন ভিন্ন, নূতন।

অপুরাতন—(ত্রি) যাহা পুরাতন নহে, নূতন।

অপুরুষ—(ত্রি) পুরুষ ভিন্ন।

অপুরুষার্থ—(পুং) যে বিধান যাজকের লাভার্থ নহে। ২ আত্মার অপ্রধান অভিপ্রেত।

অপুরোদন্ত—(ত্রি) যে সকল প্রাণীর মুখের সম্মুখে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ছেদক দন্ত নাই। যথা পিপীলিকাভুক প্রাণি। (Edentate)।

অপুরোঽনুবাক্যক—(ত্রি) পুরোঽনুবাক্যবিহীন, যে বাক্যের অগ্রে অনুবাক্য নাই। (শতপথব্রা° ১১ ৪.১ ১২)

অপুরোরুক্—(ত্রি) পুরোরুগ্‌শূন্য, যাহাতে পুরোরুক্ নাই

"তং বা অপুরোরুক্কং গৃহ্ণাতি" (শতপথব্রা ৪ ২ ৩১)

অপুলিয়া—ইতালীর পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন কালাব্রিয়া বিভাগের সন্নিহিত একটী প্রদেশ। সাম্নাইট্ জাতির 'অপুলী' শাখা এখানে বাস করিত বলিয়া এইস্থান অপুলিয়া নামে খ্যাত হয়। [অপুলী দ্র°]

দীর্ঘকাল রোমক-শাসনে নিপীড়িত হইয়া ইহাদের শক্তি ক্ষয় হইয়া পড়ে এবং পরবর্ত্তিকালে তাহারা রাজাদেশে দেশান্তরে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। এক সময়ে যে অপুলিয়ার বিস্তৃত প্রান্তরে ১০।১২ লক্ষ ছাগ চরাইবার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে সেইস্থান তস্করশালী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। রাজার নির্দ্দেশ অনুসারে এবং সভাভাবিভাগের অনুরোধে এই প্রদেশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। লুসারিয়ার একটী সেনানিবাস স্থাপিত হয় এবং বেরিয়াসে একটী পোতাশ্রয় গঠিত হইয়াছিল।

সম্রাট্ অগাষ্টাসের সময় হইতে এখানকার উন্নতি সাধিত হয়। হানিবেলের দৌরাত্ম্য ও তাহার পরবর্ত্তী যুদ্ধে স্থানীয় সমৃদ্ধির হ্রাস ঘটে। সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনের সময় পর্য্যন্ত এই স্থান একজন Correctoı দ্বারা শাসিত হইত। ৬৬৮ খৃষ্টাব্দে লম্বার্ডগণ এই স্থান অধিকার করে। খৃষ্টীয় ১০ম শতকে বাইজান্টাইন সম্রাট্‌গণ এই স্থান জয় করিয়া লন। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণগণ অপুলিয়া জয় করেন। ১০৫৯ খৃঃ এই স্থান একজন ডিউকের শাসনে রক্ষিত হয়। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে উহা সিসিলী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় অবশেষে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উহা ইতালীর শাসনে আসে।

বর্ত্তমানে অপুলিয়া ফোগিয়া, বারি ও লেসি নামে তিনটী প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে এড্রিয়াটিক সাগর, দক্ষিণ-পূর্ব্বে টরণ্টো উপসাগর, দক্ষিণে বাসিলিকাটা এবং পশ্চিমে কাম্পানিয়া ও আব্রুজি। ভূ পরিমাণ ৭৩৭৬ বর্গ মাইল। ভূমিভাগ সমতল প্রান্তর, পর্ব্বতীয় ভূমি এবং স্বল্পজল হ্রদমালায় সমাচ্ছন্ন।

কেরিগ্নোলা, সেভেরো, মণ্টি এঞ্জেলো, সান সাভো, লুসেরা, বারি, আল্ট্রামুরা, বারলেট, কোরাটো, মলফেটা, আন্দ্রিয়া, বিস্কেগ্‌লী, বিটণ্টো, কানোসা কণ্ডো, টারলিজ্জি, আলতামুরা, মনোপোলি, গিওইয়া দেল্ কোলি, টারাণ্টো, মার্টিনা ফ্রাঙ্কা অসট্রুনি, ফ্রাঙ্কাভিলা ফনটান, কেগলী মেসাপিকা, লেসে, গালাটিনা, গালীপোলি ও মান্দুরিয়া নামক সমৃদ্ধিশালী নগরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমানে বিস্কেগ্‌লী, বারি, টরণ্টে, বারলেটা, মলফেটা ও গালিপোলিতে বাণিজ্য-বন্দর স্থাপিত আছে। ব্রিন্দিসী হইতে ফ্রান্সের ক্যালে ও তথা হইতে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে যাইবার রেলপথ বিস্তৃত আছে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী রেলপথ এখানে বিস্তৃত থাকায় এখানকার আমদানী-রপ্তানির বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছে। অশ্ব-গবাদি পশু, নানারূপ শস্য, জলপাই তৈল, বাদাম তৈল, লেবু, কমলা ও তামাকুর বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

অপুলিয়াস্, লুসিয়াস্ (Lucius Apuleius)—প্লেটোর মতাবলম্বী জনৈক দার্শনিক। তিনি একজন বিখ্যাত বাগ্মী ও আলঙ্কারিক ছিলেন। নিউমিডিয়ার অন্তর্গত মদোরস্ নগরে ১২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে কার্থেজে ও পরে আথেন্স নগরীতে আসিয়া বিদ্যার্জ্জন করেন। ইহার পর বিভিন্ন জাতির ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা-মানসে তিনি এসিয়াখণ্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন।

নানাদেশ পরিভ্রমণান্তে তিনি রোমে প্রত্যাগত হইয়া ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর তিনি উত্তর আফ্রিকার ট্রিপলী রাজ্যে আসিয়া ইমিলিয়া পিউডেন্টিলা নাম্নী এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মনোমত না হওয়ায় তিনি সমাজে নিন্দাই হন। প্রোকন্সাল ক্লডিয়াস্ ম্যাক্সিমাসের সমক্ষে তিনি আত্মদোষস্খালনার্থ আত্মপক্ষসমর্থক এক আর্জ্জি পেশ করেন, তাহা 'Apologia'

নামে খ্যাত। উহা তাঁহার জ্ঞান ও গবেষণার চরম নিদর্শন। অতঃপর তিনি কার্থেজ নগরীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এখানে তিনি রোমক ধর্ম্মমন্দিরের ধনাধ্যক্ষ ও সর্ব্বকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার দর্শন ও অলঙ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা তাঁহাকে পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে সমুন্নীত করিয়াছিল।

তাঁহার রচিত Metamorphoses, Florida, On the God of Socrates, De Platone et Ejus Dogmate ও De Mundo প্রভৃতি গ্রন্থ ধর্ম্মমত সম্বন্ধে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান। এতদ্ভিন্ন তিনি নানাছন্দে কতকগুলি কবিতা এবং শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ কার্থেজ এবং রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য নগরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

অপুলী—ইতালীর পূর্ব্ব উপকূলবাসী একটী প্রাচীন জাতি। ইহারা প্রাচীন সমনাইট জাতির একটী শাখা। উক্ত তীর উপকূলে আসিয়া ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পরে আয়াপিজীয় জাতির সহিত মিলিত হইয়া একজাতিতে পরিণত হয়।

ছাগল ও গোমেষাদি পালন এবং তাহা দূরদেশে বিক্রয় ইহাদের প্রধান কারবার ছিল। গার্গানাস্ ও আব্রুজীর পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ইহারা ছাগ সংগ্রহ করিয়া আনিত এবং অপুলিয়ার মাঠে চরাইত। খৃঃ পূঃ ৪র্থ ও ৩য় শতকে রোমকেরা অপুলিয়া অধিকার করিলে ইহারা জমির কর দিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং যে সকল মেষপালক ইহাদের মেষ চরাইত, তাহাদের অধিকাংশই ক্রীতদাসরূপে গৃহীত হইয়াছিল। ইহারা কালে (১৮৫ খৃঃ পূঃ) এতদূর দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে যে, রাজ্যশাসন সংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং ঐ সময়ে তাহারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে রোমক সৈন্য কর্ত্তৃক প্রায় ৭ হাজার অপুলী বিনষ্ট হয়। (Livy, XXXIX 29)

ইতালী যখন 'Social war' নামক যুদ্ধে ব্যাপৃত তখনও একবার ইহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে রাজা ১ম আফন্‌সো আইনদ্বারা ইহাদের স্থানান্তরে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য করেন। ১৮৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ঐ ভাবে তাহারা দল ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের চরণভূমি সাধারণ লোকে খরিদ করিয়া লইয়াছে।

অপুষ্ক—(ত্রি) নিম্ব, নীচ। ২ অগ্রজ (?) ।

অপুষ্ট—(ত্রি) [ন পুষ্ট কর্ম্মণি ক্ত। পুষ্টম্, নঞ্ ৬৯] অক্ষপোষণ, যাহাকে পালন করা হয় নাই। ২ দুর্ব্বল। ৩ খাদ্যাদি উত্তমরূপ পরিপক্ব না হইলে তাহাকেও অপুষ্ট কহে। অপুষ্ট শব্দের চলিত কথায় সচরাচর আমরা অপুরুষ্ট বলিয়া থাকি। ইহা অপরিপুষ্ট শব্দের অপভ্রংশ।

আমাদের শরীর পোষণ করিবার নিমিত্ত অনেকগুলি পদার্থের প্রয়োজন হয়, আমিষজাতীয় পদার্থ (protiens), শ্বেতসার (starch) শর্করা (sugar, carbo hydrate), ক্যালসিয়াম ফস্ফেট (Ca_3 (Po)$_2$), লবণ (salt) চর্ব্বি ও তৈলজাতীয় দ্রব্য (oil and fat), নাইট্রোজেন সংযুক্ত খাদ্য (nitrogenous food) এবং ভাইটামিন প্রধান। আমিষজাতীয় পদার্থ দৈহিক শক্তি এবং জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যদ্রব্য (মাখন, দুগ্ধ ইত্যাদি) মেদ বৃদ্ধি করিয়া শরীর পোষণ করে। শর্করা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং লবণ ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না। যবক্ষার (নাইট্রোজেন) সংযুক্ত খাদ্যাদি আমাদের শরীর পালনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ক্যালসিয়াম ফস্ফেটদ্বারা আমাদের অস্থি (bone) পুষ্টি হয় এবং ফস্ফেট জাতীয় দ্রব্য আমাদের মস্তিষ্ক পোষণ ও সতেজ করে। অস্থিচর্ম্মসার দেহ হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেহের অভ্যন্তরে পড়িয়াছে সুতরাং উক্ত পদার্থগুলির যে কোনও একটীর অভাব হইলে শরীর অপুষ্ট হয়, শ্বেতসার বিনা আমরা থাকিতে পারি না, ইহার অভাব হইলে শরীর অপুষ্ট হইয়া নানা প্রকার রোগের আবাসভূমি হইয়া পড়ে।

আমিষজাতীয় পদার্থ চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে এবং চক্ষুর শিরাগুলিকে সতেজ এবং কর্ম্মঠ (active) করিয়া দেয়। ইহার অভাব হইলে, মস্তিষ্ক এবং চক্ষু ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পোষণের জন্য এক একটী দ্রব্যের প্রয়োজন এবং ঐ প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইলে শরীরের কোন না কোন অংশ অপুষ্ট হয়।

শস্য এবং ফল পরিপুষ্টতার সম্বন্ধেও এই একই কথা, ভূমি উর্ব্বর অর্থাৎ লবণ সংযুক্ত না হইলে এবং উপযুক্ত পরিমাণ জল না পাইলে শস্য উত্তমরূপ উৎপন্ন হয় না। পুষ্পলতাদি যত্ন না পাইলে বিশেষ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় না। এই পৃথিবীতে উদ্ভিদ জগতের এবং মানবাদি প্রাণীবর্গের উপযুক্ত আহার আছে। খাদ্যের অভাব ঘটিলে সেই সেই উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর দেহ অপুষ্ট হইবে, ইহাই সাধারণ বৈজ্ঞানিক নিয়ম। প্রাণীমাত্রেরই দেহ পুষ্ট করিতে হইলে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যাদির প্রয়োজন।

অপুষ্টতা—(স্ত্রী) [অপুষ্টস্য ভাবঃ ভাবার্থে তল্ টাপ্] অপুষ্টের ধর্ম্ম। ২ কাব্যের অর্থ দোষ। প্রকৃত বস্তুর অনুপকারীর নাম অপুষ্টতা। (সাহিত্যদ° ৭।৫৭৬) যথা—

"বিলোক্য বিততে ব্যোম্নি বিধুং মুঞ্চ রুষং প্রিয়ে" (সাহিত্যদ°) হে প্রেয়সি! বিস্তৃত আকাশে চন্দ্রকে দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ কর। এখানে বিতত (বিস্তৃত) শব্দটী প্রিয়ার মানভঙ্গের প্রতি কোনই উপকারী নহে। এখানে ইহার অর্থ ব্যর্থ হইতেছে।

অপুষ্টত্ব—(স্ত্রী) [অপুষ্টস্য ভাবঃ ভাবার্থে ত্ব] অপুষ্টের ধর্ম। ২ কাব্যের অর্থদোষবিশেষ। প্রধান বিষয়ের অনুপকারীকে অপুষ্টত্বদোষ কহে। (সাহিত্যদ° ৭ পরি°)

অপুষ্প—(পুং) [ন সন্তি পুষ্পাণ্যস্য, বহুব্রী] বনস্পতি। পুষ্প ব্যতিরেকে যাহাদের ফল হয়—যেমন ডুমুর প্রভৃতি।

"বাচ্যং শুশ্রুবাং অফলামপুষ্পাম।" (ঋক্ ১০৭১৫)

যাহাদের ফুল হয় না অথচ ফল হয়, সেই সকল বৃক্ষের নাম বনস্পতি। (অব্য) [পুষ্পস্যাভাবঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ অব্যয়ী° বা] ২ পুষ্পের অভাব।

অপুষ্পফল—(পুং) [অপুষ্পফলদ দ্র°]

অপুষ্পফলদ—(পুং) [অপুষ্পেন পুষ্পাভাবেনাপি ফলং দদাতি অপুষ্প ফল-দা ক] পুষ্পব্যতিরেকে ফলপ্রদ বৃক্ষ। যেমন ডুমুরাদি। ২ পনস বৃক্ষ, কাটাল গাছ। (ত্রি) ৩ হেতু ব্যতিরেকে ফলদানকর্ত্তা। এ অর্থ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে, কিন্তু লক্ষণাসিদ্ধ।

অপুস—(স্ত্রী) আকৃতি।

অপূজক—(ত্রি) যে পূজা করে না। ২ অযত্নকারী, অনাদরকর্ত্তা।

অপূজা—(স্ত্রী) [পূজায়া অভাবঃ অভাবে নঞ তৎ] পূজার অভাব। ২ অনাদর। ৩ অসম্মান। ৪ কুৎসিত পূজা। ৫ অবিধানে অর্চনা।

অপূজিত—(ত্রি) [ন পূজিতম, নঞ তৎ] পূজিতভিন্ন। ২ অনাদৃত। ৩ অবজ্ঞাত।

অপূজ্য—(ত্রি) পূজার অযোগ্য, যাহা পূজা করা অনুচিত।

অপূত—(ত্রি) [ন পূতম্, নঞ্-তৎ, ন পূ ক্ত বা ইড়ভাবঃ] পবিত্রভিন্ন। ২ অশুচি। (শতপথব্রা° ১৩.১১১) ৩ সংস্কারহীন, ব্রাত্য মনু ২৪০) [ব্রাত্য শব্দ দ্র°]

অপূপ—(পুং) [পূয়তে শোধ্যতে পূ বাহুলকাৎ উপ পপূ পঃ, ন পূপঃ, নঞ্-তৎ অত্র নঞ্ সাদৃশ্যে] তণ্ডুল বা গোধূমাদিচূর্ণ নির্ম্মিত পিষ্টক। ২ পুরোডাশ, হবির্বিশেষ। (ঋক ১০৪৫৯)

অপূপনাভি—(পুং) যাহার নাভির নিম্নে পিষ্টক আছে অথবা পিষ্টক দ্বারা সজ্জিত। (অথর্ব্ব ১০৯৫)

অপূপময়—(ত্রি) পিষ্টকযুক্ত, অপূপপূর্ণ। (পা ৫৪২১)

অপূপবৎ—(ত্রি) অপূপ সদৃশ, পিষ্টকের মত। (ঋক ৩৫২১)

অপূপাদি—(পুং) [অপূপ ইতি শব্দঃ আদির্যস্য গণস্য, বহুব্রী] পাণিন্যুক্ত ছ ও যৎ প্রত্যয়ের প্রকৃতিভূত শব্দসমূহ।

অপূপাপিহিত—(ত্রি) অপূপের দ্বারা আবৃত, পিষ্টকে ঢাকা (অথর্ব্ব ১৮৩৬৮)

অপূপাষ্টকা—(স্ত্রী) [অপূপস্য তদ্দানস্য অষ্টকা, ৬ তৎ] আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাষ্টমী। আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাষ্টমী তাহার নাম অষ্টকা। পিতৃ উদ্দেশে দানের নিমিত্ত তিনটী অষ্টকা (অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার পর তিনটী কৃষ্ণাষ্টমী) অমাবস্যার ন্যায় গণ্য হয়। আদ্য অষ্টকার শ্রাদ্ধ অপূপ দিয়া করিবে। ২ অষ্টকাতে বিহিত শ্রাদ্ধ।

অপূপীয—(ত্রি) পিষ্টকসম্বন্ধীয়। (পা ৫১৪)

অপূপ্য—(পুং) [বেদক] গোধূমচূর্ণ, ময়দা।

অপূরণী—(স্ত্রী) [ন পূর্য্যতে মধ্যে ছিদ্রকরণাৎ পূর কর্ম্মণি ল্যুট্ ঙীপ্, নঞ্-তৎ] শাল্মলী বৃক্ষ, শিমূল গাছ। শিমূল গাছের গোড়া ঠিক গোল হয় না। ২ কার্পাস বৃক্ষ। ৩ পূরণী অর্থক প্রত্যয় ভিন্ন।

অপূর্ণ—(ত্রি) [পূর ণিচ্ ক্ত নি° পূ° ন পূর্ণম্, নঞ্-তৎ] ঊন, সম্পূর্ণ নহে, পূরণাভাব।

"চক্রমপূর্ণম" (কাত্যায়নশ্রৌত° ৪১৫)

অপূর্ণকাল—(ত্রি) [ন পূর্ণঃ কালো যস্য, বহুব্রী] যাহার যে কালের মধ্যে পূরণ হওয়া উচিত সেই কাল সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত। (পুং) [কর্ম্মধা°] ২ পূর্ণ কাল নহে।

অপূর্ণকালজ—(ত্রি) অসময়ে জাত। ২ অনুচিত কালে উৎপন্ন। ৩ কাঁচা।

অপূর্ণতা—(স্ত্রী) পূর্ণতার অভাব। ২ অপক্কতা।

অপূর্ণভূত—(পুং) অসমাপ্ত ভূতকাল, অপূর্ণ অতীত কাল।

অপূর্য্যমাণ—(ত্রি) যাহা পূর্ণ না হইয়াছে, যাহা পূরিত নহে।

অপূর্ব্ব—(ত্রি) [সুন্দরতয়া কুৎসিততয়া বা নাস্তি পূর্ব্বং পূর্ব্বভূতং যস্য যস্মাদ্বা বহুব্রী, ন পূর্ব্বং দৃষ্টং বা] আশ্চর্য্য। (নৈষধ ৫৭১) ২ কুৎসিত। ৩ অবিদিত, অজ্ঞাত। ৪ পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত। (ত্রি) [নাস্তি পূর্ব্বঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যস্য, বহুব্রী] ৫ হেতুশূন্য। (ত্রি) [ন পূর্ব্বং, নঞ্-তৎ] ৬ পূর্ব্বকালাদি ভিন্ন। দিক দেশ এবং কালবাচী পূর্ব্ব শব্দ সর্ব্বনাম। তৎপরে নঞ্-তৎপুরুষ করিলে অপূর্ব্ব শব্দও সর্ব্বনাম হইবে। বৃত্তি বিষয়ে ইহার পুম্ভাব হইবে। [অনন্তরজ দ্র°] (পুং) [নাস্তি পূর্ব্বং পূর্ব্ববর্ত্তী যস্য] ৮ পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের পূর্ব্ববর্ত্তী আর কেহই নাই। (শতপথব্রা° ১৪৫৫১৯) (স্ত্রী) [পূর্ব্বং ন দৃষ্টম] ৯ স্বর্গজনক শুভাদৃষ্ট ও নরকজনক দুরদৃষ্ট। [ন বিদ্যতে পূর্ব্বং

ইন্দ্রিয়ং যস্যাঃ অপূর্ব্বম্] ১০ যাহার পূর্ব্বে আর কোন ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান ছিল না। (শুক্লযজুঃ ৩৭২।)

শাস্ত্র [illegible] পূর্ব্বে থাকে না বলিয়া অদৃষ্টের নাম অপূর্ব্ব। ধর্ম্মকার্য্য ও পাপকার্য্য করিবার পর তাহার ফল স্বর্গ বা নরক হয় [illegible]। এস্থলে [illegible] ফলের দ্বারস্বরূপ অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, উক্ত অপূর্ব্ব হইতে যথাকালে [illegible] ফল ঘটিয়া থাকে। স্মৃতিবেত্তারা কলিকাপূর্ব্ব এবং পরমাপূর্ব্ব এই দুই প্রকার অপূর্ব্ব কহেন। [illegible] কলিকাপূর্ব্ব হওয়ায় তাহা হইতে [illegible] পরমাপূর্ব্ব জন্ম এবং সেই পরমাপূর্ব্বকে প্রত্যক্ষ নাশের কারণ হয়। মতান্তরে তিনটী অপূর্ব্ব স্বীকার করেন। যথা—১ প্রধান পূর্ব্ব (পরমাপূর্ব্ব), ২ অঙ্গাপূর্ব্ব ও ৩ কলিকাপূর্ব্ব।

[illegible] অপূর্ব্ব জন্মে, [illegible] (পরমাপূর্ব্ব)। [illegible] অপূর্ব্ব জন্মে, তাহার নাম অঙ্গাপূর্ব্ব [illegible] ক্রিয়াসমূহে যে অপূর্ব্ব জন্মে, তাহার নাম [illegible] ব্রীহি (ধান্য) প্রোক্ষণাদি সংস্কার। [illegible] অঙ্গাপূর্ব্ব পরমা [illegible] যদি [illegible] প্রধানাপূর্ব্ব [illegible] অপূর্ব্ব [illegible] এইরূপ [illegible] অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্বকরণ—[illegible] শুক্লধ্যান [illegible] দুই প্রকার [illegible] বিকশিত হয় এবং সংক্ষেপে [illegible] অপূর্ব্ব [illegible] গুণস্থান হইতে [illegible] শুক্ললেশ্যা ব্যতীত অপর সকল [illegible] লেশ্যা তিরোহিত হয়। এই গুণস্থানে [illegible] পূর্ব্বে কখনও হয় নাই বলিয়া ইহার নাম অপূর্ব্বকরণগুণস্থান। [গুণস্থান, কষায়, ধ্যান, লেশ্যা চরিত্রমোহনীয় দ্রষ্টব্য]

অপূর্ব্বকর্ম্মন্—(ক্লী) যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম। কারণ যাহার ফল পূর্ব্বে অবিদিত।

অপূর্ব্বতা—(স্ত্রী) [অপূর্ব্বস্য ভাবঃ ভাবার্থে তল্] প্রমাণান্তরের দ্বারা যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা লাভ করা যায় না তাহার ধর্ম্মবিশেষ। ২ তাৎপর্য্যাবধারণের হেতুবিশেষ। ইহা তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের তৃতীয় প্রকার। প্রমাণান্তরের অনধিগত বিষয়ই অপূর্ব্ব। গ্রন্থাদি মধ্যে যে বিষয়টীকে নূতন বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং অন্যত্র যে [illegible] ইহাতে মাত্র বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে এইরূপ ভাব বর্ণিত, তাহাই অপূর্ব্বতা। [illegible] উল্লেখ করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকে [illegible] অপূর্ব্ব [illegible]

অপূর্ব্ববৎ—[illegible]

অপূর্ব্ব[illegible]

অপূর্ব্বপাতক — [illegible]

অপূর্ব্বভাবনোপপত্তি— [illegible]

অপূর্ব্ব [illegible]

অপূর্ব্বরূপ— [illegible] তাহার [illegible]

অপূর্ব্ববৎ [illegible] ২ [illegible]

অপূর্ব্ব [illegible] অপূর্ব্ব [illegible]

অপূর্ব্ববাদ—[illegible] গ্রন্থ।

অপূর্ব্ববাদরহস্য—মথুরানাথরচিত একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ। ২ মথুরানাথকৃত অনুমানচিন্তামণি-টীকার একাংশ। ৩ শব্দপরিচ্ছেদ-রহস্যের কতকাংশ।

অপূর্ব্ববিধি—(পুং) [বিধীয়তেঽনেন বি ধা করণে কি অপূর্ব্বে প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তে অপূর্ব্বস্য প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তস্য বা বিধিঃ বিধায়কং বাক্যম্, ৭-বা ৬-তৎ] যাহা অন্য কোন প্রমাণে পাওয়া যায় নাই, তাহার প্রাপক বাক্যই অপূর্ব্ববিধি। লিঙাদি পদ বোধনীয় শব্দ। যথা,—"স্বর্গকামো যজেত" যাহার স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা আছে, তিনি যাগ করিবেন। (যজ্ ধাতুর উত্তর লিঙের প্রথম পুরুষের এক বচনে 'যজেত' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে)। পূর্ব্বে আর কোন বাক্যেই স্বর্গের সাধন যজ্ঞের প্রাপ্তি ছিল না, ইহাই তাহার প্রাপক হইল বলিয়া এই বাক্যের নাম অপূর্ব্ববিধি। যাহা অন্য কোন প্রমাণে পাওয়া যায় না, তাহার প্রাপক বাক্যই বিধি। 'বিনিয়োগবিধিরপ্যপূর্ব্ববিধিনিয়মবিধিপরিসংখ্যা-বিধিভেদাত্রিধা" (গদাধর)। [বিধি দ্র°]

অপূর্ব্বীয়—(ত্রি) দূর অথবা অপ্রত্যক্ষ কর্ম্মফল সম্বন্ধীয়। ২ অপূর্ব্ব সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

অপূর্ব্বেণ—(অব্য) পূর্ব্বভিন্ন, পর।

"অপূর্ব্বেণোষিতা বাচঃ" (অথর্ব্ব ১০ ৮ ৩৩)

অপূর্ব্ব্য—(ত্রি) [ন পূর্ব্বম্ অর্হতি যৎ নঞ্ তৎ] পূর্ব্বানর্হ, পূর্ব্ব কার্য্যে বা পূর্ব্ব বিষয়ে অযোগ্য। (ঋক্ ১ .৩৪ ৬)

অপৃক্ত—(ত্রি) [পৃচ্-ক্ত, নঞ তৎ] অসম্বদ্ধ, অসংযুক্ত। (শুক্লযজুঃ ১ ১০২)

অপৃণৎ—(ত্রি) সমস্থানে যে দান না দেয়। ২ কৃপণ, অদাতা।

"অবহন্নীন্ প্র বৃহাপৃণতঃ" (ঋক্ ৬ ৪৪ ১১)

অপৃথক্—(অব্য) [ন পৃথক্ পূর্ব্বপিত্ত্যাযুজেন সহ নঞ্ সমাসাদ-ব্যয়ম্] সহযোগ, সহিত।

অপৃথগ্ধর্ম্মশীল—(ত্রি) যে পৃথক্ ধর্ম্ম আচরণ করে না, সম ধর্ম্মশালী।

অপৃথগ্দর্শী—(ত্রি) যে সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখে, যাহার নিকট ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নাই।

অপৃষ্ট—(ত্রি) যে জিজ্ঞাসিত নহে, যাহার সহিত বাক্যালাপ হয় নাই।

অপেক—(পুং) [বৈদ্যক] দুরালভা।

অপেক্ষণ—(ক্লী) অপেক্ষা করণ, বিলম্বকরণ। ২ আশা, অভিলাষ। ৩ রক্ষণ, পালন। [চলিত] ৪ অপেক্ষা, দেরি। ৫ দর্শন।

অপেক্ষণীয়—(ত্রি) [অপ-ঈক্ষ-কর্ম্মণি অনীয়র্] অপেক্ষার যোগ্য, যাহাকে অপেক্ষা করিতে হয়, অনুরোধের যোগ্য। ৩ প্রতিপাল্য।

অপেক্ষা—(স্ত্রী) [অপ ঈক্ষ-ভাবে অ-টাপ্] আকাঙ্ক্ষা, এক পদে আর একটী পদের অন্বয় থাকা। ২ সম্বন্ধি ভিন্ন ও কারক ভিন্ন পদের অপেক্ষা থাকিলে, বৃত্তি (পদের সহিত প্রত্যয়ের যোগ ও সমাস) হয় না। যেমন, 'পুত্রম্ ইচ্ছতি'। পুত্র ইচ্ছা করিতেছে। এই বাক্যে 'পুত্রকাম্যতি' এই পদ হইবে। এস্থলে 'পুত্র' এই শব্দের উত্তর কাম্যচ্ প্রত্যয় হইতে পারে কিন্তু 'প্রবীরং পুত্রম ইচ্ছতি'। এস্থলে পুত্র শব্দের সহিত প্রবীর এই বিশেষণ পদের আকাঙ্ক্ষা (অপেক্ষা) রহিয়াছে বলিয়া 'প্রবীরং পুত্রকাম্যতি' এরূপ পদ হইবে না। সমাসে, যথা—"রাজ্ঞো মাতঙ্গাঃ"। এখানে ষষ্ঠী সমাস হইয়া 'রাজ-মাতঙ্গা' এইরূপ পদ হইতে পারে। কিন্তু "ঋদ্ধস্য রাজমাতঙ্গাঃ" এরূপ সমাস হইবে না। কারণ, বৃত্তির একদেশ যে রাজপদ তাহার সহিত ঋদ্ধ এই পদের আকাঙ্ক্ষা (অপেক্ষা) রহিয়াছে। যদি সম্বন্ধিপদের সহিত বা কারকপদের সহিত আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে সমাস হইবে। যথা,—'চৈত্রস্য দাসভার্য্যেয়ম্'। এই স্ত্রীলোকটী দাসের ভার্য্যা। এখানে কাহার দাসের ভার্য্যা, এই আকাঙ্ক্ষার ষষ্ঠ্যন্ত সম্বন্ধী চৈত্রপদ থাকিলেও দাসভার্য্যা এই সমাসের ভঙ্গ হইল না। এইরূপ স্থলের নিমিত্তই—'সাপেক্ষত্বেপি গমকত্বাৎ সমাসঃ'। (মল্লিনাথ)। অপেক্ষা থাকিলেও সম্বন্ধিপদে স্বীকার হেতু সমাস হইল। এইরূপ কারকপদের সহিত অপেক্ষা থাকিলেও সমাস হইবে। যথা,—'দূনচক্ররথো যথা'। এখানে যথা এই কারকপদের সহিত দূন এই বৃত্তির এক দেশের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও 'দূনচক্ররথ' এই সমাসের ভঙ্গ হয় নাই।

৩ ন্যায়োক্ত জ্ঞানের স্থিতির এবং উৎপত্তির প্রযোজকতা। যে জ্ঞান করিতে হইলে যাহার জ্ঞান অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞান সেই জ্ঞানের প্রযোজক হইবে এবং যাহার স্থিতি ও উৎপত্তি যাহার স্থিতি ও উৎপত্তিকে অপেক্ষা করে, সেই স্থিতি ও উৎপত্তি সেই স্থিতি ও উৎপত্তির প্রযোজক হয়। যেমন ঘটের জ্ঞান করিতে হইলে যদি ঘটের জ্ঞান অপেক্ষা করে, তবে ঘটের জ্ঞানের প্রযোজক ঘট-জ্ঞান হয় এবং ঘটস্থিত যদি ঘট-স্থিতি ব্যতীত না হয়, তবে ঘটস্থিতির প্রযোজক ঘট-স্থিতি হয় এবং ঘটের উৎপত্তি যদি ঘটের উৎপত্তিকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে ঘটের উৎপত্তির প্রযোজক ঘটের উৎপত্তি হয়। পরস্পর অপেক্ষা-যুক্ত জ্ঞান হইলে তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়। [অন্যোন্যাশ্রয় দ্র°] তাহার লক্ষণ যথা, "স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ-গ্রহকত্বমন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্"। এখানে গ্রহ শব্দের অর্থ জ্ঞান স্বজ্ঞানের

অপেক্ষাযুক্ত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অপেক্ষাযুক্ত যদি আবার সেই প্রথম জ্ঞান হয়, তবেই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ ঘটিয়া থাকে। শ্রুতিবাক্যে অন্য কোন বাক্যের অপেক্ষা থাকে না। অপেক্ষাশূন্য প্রবর্ত্তক বাক্যই শ্রুতি।

৪ স্পৃহা। (মনু ৬.৪১)। ৫ অনুরোধ। (রঘু ১৯৪) ৬ অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা। (শান্তিশতক ৪ ১৫) ৭ অবধান। (রত্নাবলী ১.১৬) ৮ আলোচনা, বিচারণা। (মেঘ পূ° ১৭) ৯ কামনা, অনুরূপত্ব। "দণ্ডশ্চ তৎসমং বাচ্যে" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২২৬) ১০ আদর, প্রযত্ন। (হিতোপ) ১১ সম্মান। ১২ অনুসন্ধানের জন্য অবস্থান। (ভট্টি ৭.৪৯) [চলিত] ১৩ তুল্যার্থক অর্থ। চলিত—'চেয়ে' ইত্যাদি অর্থে অপেক্ষা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৪ দেরি, বিলম্ব। ১৫ কাহারও আশাপথ চাহিয়া থাকা।

অপেক্ষাকৃত—(দেশজ) পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, তদবস্থা হইতে কিছু পার্থক্যবিশিষ্ট।

অপেক্ষাবুদ্ধি—(স্ত্রী) [অপেক্ষয়া যুক্তা সহ না বুদ্ধিঃ, ৩ তৎ] এক একটী করিয়া বহু একের বুদ্ধি। "সাপেক্ষাবুদ্ধিরিষ্যতে" (ভাষাপ°)

অপেক্ষাবুদ্ধিজ—(ত্রি) [অপেক্ষাযুক্তায়া বুদ্ধ্যাঃ জায়তে অপেক্ষাবুদ্ধি-জন-ড, ৫-তৎ] ন্যায়শাস্ত্রোক্ত দ্বিত্ব আদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যাবিশেষ, দুই হইতে শেষ সংখ্যা পর্য্যন্ত।

অপেক্ষাবুদ্ধেরনেকত্বসংখ্যাহেতুত্ববিচার—একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ।

অপেক্ষিত—(ত্রি) [অপ-ঈক্ষ কর্ম্মণি-ক্ত] অপেক্ষাযুক্ত (প্রবোধচন্দ্রোদয় ৩৪ ১৫) ২ আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট।

অপেক্ষিতব্য—(ত্রি) অপেক্ষার যোগ্য, বিলম্বের যোগ্য।

অপেক্ষিতব্যাখ্যান—উত্তররামচরিতের একখানি টীকা। ভট্টনারায়ণ ইহার রচয়িতা।

অপেক্ষিতা—(স্ত্রী) [অপেক্ষিণো ভাবঃ অপেক্ষিন-তল্-টাপ্] অপেক্ষাকারীর ভাব, অর্থিত্ব। "প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া" (কুমার ৩১)

অপেক্ষিতার্থদ্যোতিনী—একখানি টীকা গ্রন্থ। নারায়ণ ইহার টীকাকার। মদনরত্নপ্রদীপের প্রায়শ্চিত্তোদ্দ্যোত অংশে ইহার উল্লেখ আছে।

অপেক্ষিন্—(ত্রি) [অপেক্ষতে অপ-ঈক্ষ-ণিনি] অপেক্ষাকারী, অপেক্ষাবিশিষ্ট। (রামা° ৫.৮৬.৮) ২ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। "তৎকৃতানুগ্রহাপেক্ষী"। (কুমার ২ ৩৯) (স্ত্রী ঙীপ্) অপেক্ষিণী।

অপেক্ষ্য—(ত্রি) [অপ ঈক্ষ-ণ্যৎ] অপেক্ষণীয়। (অব্য) অপ-ঈক্ষ-ভাবে ল্যপ্] ২ অপেক্ষা করিয়া। "তদানপেক্ষ্য।" (কুমার ৫.১৮)

অপেত—(ত্রি) [অপ-ইণ কর্ত্তরি ক্ত] ১ অপগত, অপসৃত। ২ পলায়িত।

অপেতভী—(ত্রি) ভয়রহিত, নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, যাহার শঙ্কা বা ভয় নাই।

অপেতরাক্ষসী—(স্ত্রী) [অপেতঃ অপগতঃ রাক্ষস ইব পাপং যস্যাঃ যয়া বা, বহুব্রী, ঙীপ] তুলসী। (রাজনি°)। [যদ্বা অপেতঃ অপগতঃ রাক্ষসো বিষ্ণুসান্নিধ্যায় যয়া, বহুব্রী] ২ তুলসীমঞ্চ। তুলসী যেখানে থাকে, বিষ্ণুও সেই স্থানেই থাকেন। কাজেই, বিষ্ণুর ভয়ে রাক্ষসগণ তুলসীর নিকট হইতে পলাইয়া যায়।

তুলসী বৃক্ষ সম্বন্ধে আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে—দূর্ব্বা পাপ নাশ করে, ধাত্রী পাতকহরণ করে, হরিতকী নীরোগ করে ও তুলসী উক্ত তিন প্রকার দোষই নাশ করিয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বদোষ হরণ করিয়া থাকে।

[যদ্বা অপেতা রাক্ষসী দংষ্ট্রা যস্যাঃ] ৩ যাহার বড় দাঁত নাই। [অথবা অপেতা রাক্ষসা চণ্ডানাম বৃক্ষবিশেষঃ কর্ম্মধা°] ৪ অপগতচণ্ডাগাছ।

অপেন্দ্র—(ত্রি) ইন্দ্র ব্যতীত, ইন্দ্রভিন্ন। ২ যে স্থানে অথবা যে কার্য্যে ইন্দ্র নাই। (শতপথব্রা° ১.৬.৩৬)

অপেয়—(ত্রি) [ন পীয়তে ন-পা যৎ, নঞ্ তৎ] পানের অযোগ্য, যাহা পান করিতে নাই। ২ যাহা পান করা শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ।

আমাদের শাস্ত্রে অনেকগুলি অপেয় দ্রব্যের উল্লেখ আছে। যে সকল দ্রব্য পান কিম্বা বিক্রয়াদি করিলে পাপ জন্মে, তাহা অপেয়। মদ্য প্রধান অপেয়। ইহা পান, কিম্বা দান অথবা গ্রহণ করিলে পাপ হয়। নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলির গুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, সেই সকল সামগ্রী পান করিলে পীড়া জন্মে। তাই, শাস্ত্রকারেরা তাহা পানাদি করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দুগ্ধের সঙ্গে লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে না। দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গেলেও পান করা নিষিদ্ধ। গাভীর বাছুর হইলে দশদিন পরে তাহার দুগ্ধ পান করিবে। দশদিনের পূর্ব্বে গাভীদুগ্ধ অত্যন্ত গুরুপাক থাকে, খাইলে উদরাময়াদি রোগ জন্মে, সে কারণ বিচক্ষণ শাস্ত্রকারেরা তাহা অপেয় বলিয়া ধরিয়াছেন। আধুনিক চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, দুগ্ধ অধিকক্ষণ পড়িয়া থাকিলে বায়ু সহযোগে তাহাতে নানা প্রকার বিষজ কীট মিশ্রিত হয়। সুতরাং নষ্ট দুগ্ধ খাইলে বিষ-ভোজন করা হয়। দুগ্ধে লবণ মিশাইলে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সুবিজ্ঞ বৈদ্যেরা কহেন, পরিণামে তাহাতে কুষ্ঠাদি রোগ জন্মিতে পারে।

কুকুরের উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে নাই। অজ্ঞানতা বশতঃ পান করিলে, শঙ্খপুষ্পী নামক লতার সঙ্গে দুগ্ধ পাক করিয়া তিন দিন তাহা পান করা চাই। স্ত্রীর উচ্ছিষ্ট জল পান করাও নিষিদ্ধ। ইহার ঠিক কারণ কি, বলিতে পারা যায় না।

শূদ্রের উচ্ছিষ্ট জল পান করিতে নাই। পান করিলে কুশমূলের সঙ্গে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তিন দিন কেবল তাহাই পান করিয়া থাকিবে। অন্য কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

কুকুরে যে পাত্র স্পর্শ করিয়াছে, তেমন পাত্রের জল কিম্বা যে জল শুক্র, বিষ্ঠা অথবা মূত্রাদিতে দূষিত হইয়াছে তাহা অপেয়। পান করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হয়। তাহার অভাবে এক কাহন বার পণ কড়ি উৎসর্গ করা চাই।

চণ্ডালের কূপে কিম্বা ভাণ্ডে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জল পান করিবে না। কোন কারণে সেই অপেয় জল পান করিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে সান্তপন ব্রত প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের প্রাজাপত্য ব্রত করা উচিত। বৈশ্যের প্রাজাপত্যের অর্দ্ধ এবং শূদ্রের পক্ষে একপাদ প্রাজাপত্য প্রশস্ত। তাহাতে অশক্ত হইলে ইহার অনুকল্প ব্যবস্থাও আছে। চণ্ডালে জল স্পর্শ করিলে কিম্বা দুগ্ধাদি পাক করিয়া দিলে তাহাও অপেয়।

এখন আমাদের মনে এই সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণাদিতে প্রভেদ কি? ব্রাহ্মণ জল স্পর্শ করিলে তাহা অপেয় হয় না, চণ্ডালের এত কি অপরাধ যে তাহারা জল স্পর্শ করিলে তাহা অপেয় হইয়া যায়? এ স্থলে একটী ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বকালের শাস্ত্রকারেরা অনেক বুঝিয়াই তৎকালোচিত এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে কালে চণ্ডালাদি নীচ জাতি পথিকদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত কূপাদিতে বিষ ফেলিয়া রাখিত। তৃষ্ণাতুর পথিকেরা সেই জল পান করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলে দস্যুরা তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলাইয়া যাইত। এখনও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলাদি প্রদেশে নীচজাতিরা নানাপ্রকার কৌশলে পথিকদিগকে ধুতূরা খাওয়াইয়া দেয়। ধুতূরার বিষে সকলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে দুষ্টেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়া যায়। যে সকল নীচজাতি স্বভাবতঃ এত নিষ্ঠুর ও অবিশ্বাসী তাহাদের হাতের দ্রব্য পান ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

যম বলেন, কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, ফলসম্ভূত স্নেহবস্তু ম্লেচ্ছাদির ভাণ্ডে থাকিলে তাহা অপেয় হয়। কিন্তু ভাণ্ড হইতে ঢালিয়া লইলে তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। জাবাল, শাতাতপ ও শঙ্খমুনির মতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নূতন পাত্রস্থ জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তৈল, ইক্ষুরস, গুড়, ঘোল ও মধু প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কোন দোষ হয় না।

শাস্ত্রকারেরা বামহস্তে পাত্র ধরিয়া জল পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। লঘুহারীতের মতে জলসত্রের জল, কূপ হইতে সকলে যে কলসী করিয়া জল তুলে তাহার জল, দ্রোণ প্রভৃতি যে পাত্র দ্বারা ক্ষেত্রে জল সেক করে তাহার জল, তলবার প্রভৃতি অস্ত্রের খাপের মধ্যস্থিত জল অপেয়। যম বলেন, ঐ সকল পাত্রের জল ভূমিতে ঢালিয়া পুনর্ব্বার তাহা পাত্রে তুলিয়া লইলে পান করা যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

অঙ্গিরার মতে, মলমূত্র সংসৃষ্ট কূপের জল পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। যদ্যপি তাদৃশ কূপের জলে মলমূত্রের স্বাদ বা গন্ধ না থাকে তথাপি প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। বিষ্ণু বলেন যে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে বিষ্ঠাদির সংসর্গ থাকিলে তাহার জল অপেয়। কিন্তু বৃহৎ জলাশয়ের যে দিকে মলমূত্র থাকিবে, সেই দিকেরই জল পান করিবে না। অন্য ঘাটের জল ব্যবহার করিতে দোষ নাই। বিষ্ণু আরও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে কোন কূপে কুকুরাদি পঞ্চনখ প্রাণী মরিলে, কিম্বা তাহাতে শ্লেষ্মা, রক্ত ও উচ্ছিষ্টাদি ফেলিলে তাহার জল পান করা অনুচিত। ব্রাহ্মণাদি কোন জাতি তাদৃশ কূপের জল পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইবেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দুই রাত্রি উপবাস ও পঞ্চগব্য পান করা প্রশস্ত। বৈশ্যজাতি একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য খাইবেন। শূদ্রেরা দিবাতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে পঞ্চগব্য খাইলেই শুদ্ধ হইতে পারে। কূপের মধ্যে পঞ্চনখ জন্তুর মাংস পচিয়া গলে আপস্তম্ব আরও কিছু কঠিন নিয়ম করিয়াছেন। তিনি বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের ছয়দিন উপবাস করা চাই। মানুষের মৃতদেহে জল দূষিত হইলে তাহাও পান করিবে না। জ্ঞানপূর্ব্বক পান করিলে বারদিন উপবাস করা আবশ্যক।

গোদোহনপাত্রের জল, মসকের জল, ঘানির জল, দুগ্ধমিশ্রিত জল শিল্পীরা শিল্প কার্য্য করিতে কোন দ্রব্যে যে জল দেয় তাহা এবং স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধেরা অপ্রত্যক্ষে যে জলে কোন অসদ্ব্যবহার করে তাদৃশ জল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

চর্ম্মভাণ্ড দ্বারা উদ্ধৃত জল, কপের দ্বারা উদ্ধৃত জল এবং অপবিত্র বস্তুর সঙ্গে যে জলের ধারা লাগিয়াছে, তাদৃশ জলের পরিমাণ যদি এত অধিক হয় যে, তাহাতে একটী গোরুর তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে, তবে অন্য জল না পাইলে আপৎ

কালে তাহা ফুটিতে ফেলিয়া পান করা যাইতে পারে. তাহাতে দোষ হয় না।

বর্ষাকালে বৃষ্টির জল তিন দিন পরে পান করা যায়। অকালে বৃষ্টির জল দশ দিন পর্য্যন্ত অপেয়। যদি ইহার মধ্যে কেহ পান করে, তবে শাস্ত্রানুসারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। বৃষ্টির জল এবং শূদ্রের আনীত জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেবপূজা ও পিতৃতর্পণাদি বৈধকর্ম্ম কিছুই করিবে না। তাদৃশ জলপান করাও নিষিদ্ধ। গঙ্গা, যমুনা, গুপ্তজাতা সরস্বতী প্রভৃতি সমুদ্রগামিনী নদী ও শোণ প্রভৃতি নদ ভিন্ন আর সকল নদীই শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে রজস্বলা হয়। তজ্জন্য সেই সকল নদীতে স্নান বা তাহার জল পান করিতে নাই। সমুদ্রের জলও অপেয়।

মনু প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রসবের পর দশদিন পর্য্যন্ত গো, মহিষ ও ছাগলের দুগ্ধ পান করিতে নাই। তদ্ভিন্ন, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি যে সকল পশুর খুর চেরা নহে তাহাদের দুগ্ধ অপেয়। মহিষ ভিন্ন অন্য কোন বন্য পশুর দুগ্ধ পান করা উচিত নহে। ছাগল ভিন্ন আর যে সকল পশুর কেবল দুইটী করিয়া বাঁট আছে, তাহাদের দুগ্ধ পান করা অকর্ত্তব্য। বাছুর মরিয়া গেলে কিম্বা গর্ভগ্রহণের নিমিত্ত গাভী ষাঁড়ের কাছে থাকিলে তাহার দুগ্ধ পান করিবে না। গরু প্রভৃতির দুগ্ধ শুদ্ধ, কিন্তু স্তনে ক্ষত থাকিলে অথবা কোন পশুকে মদ্যাদি পান করাইলে তাহাদের দুগ্ধ পান করিতে নাই।

যাহার দুধ বাঁট হইতে আপনিই ক্ষরিত হয় এবং যে গোরুর দুইটী বাছুর, তাহাদের দুগ্ধ অপেয়। মানুষের দুগ্ধও দুহিয়া পান করিতে নাই। শঙ্খের মতে দীর্ঘকাল ঐ সকলের দুধ পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। শাতাতপের মতে, পুনঃ পুনঃ উটের কিম্বা মানুষের দুধ পান করিলে ব্রাহ্মণাদির পুনর্ব্বার উপনয়নের সহিত তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

গোতম বলেন, মাটা তোলা দুধ এবং মাখন গলাইলে যে শিঠা পড়ে তাহা, তৈল বাহির করা খইল অত্যন্ত সার বাহির করা জলের ন্যায় ঘোল ও সারাংশ উদ্ধৃত করিলে অসার মাংস প্রভৃতি কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না।

শূলপাণির মতে, কপিলা গোরুর দুধ পান করিলে সচ্চরিত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ধাতুবৈষম্যজনক কতকগুলি অপেয় আছে, তাহার অধিকাংশই কুপথ্যে পরিগণিত। বর্ষাকালের জলে গাঙ্গেয় ও সামুদ্র এই দুইটী গুণ হয়। তন্মধ্যে গাঙ্গেয় জল পান করিতে নিষেধ নাই। সামুদ্র জলের চিহ্ন, বিকৃত বর্ণ এবং ফেনযুক্ত, সেই জল অপেয়। কীট, মূত্র, বিষ্ঠা, ডিম্ব ও শব প্রভৃতির মলে দূষিত, তৃণ ও বৃক্ষের পতিত পত্র দ্বারা দুর্গন্ধ, ঘোলা ও বিষযুক্ত বর্ষাকালের জলে স্নান করিলে বা তাহা পান করিলে, বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক রোগ জন্মে। যে জল শৈবালাদিতে আচ্ছাদিত এবং যাহাতে চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ বা বাতাস লাগে না, সেই বিরস ও বিবর্ণ জলের নাম ব্যাপন্ন। ব্যাপন্ন জল স্নান ও পানাদির পক্ষে নিষিদ্ধ। তাদৃশ জল ব্যবহার করিলে শোথ, পাণ্ডুরোগ, চর্ম্মরোগ, অপরিপাক, শ্বাসকাস, প্রতিশ্যায় (পীনস), শূল, গুল্ম উদরী এবং অন্যান্য অনেক উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়। যে নদী পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হয়, তাহার জল স্বভাবতঃ ভারি, অতএব তাহা ব্যবহার্য্য নহে।

সহ্যপর্ব্বত ও বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে যে সকল নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল ব্যবহার করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে। মলয় পর্ব্বতজাত নদীর জল ব্যবহার করিলে উদরের মধ্যে কৃমি হয়। মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর জল ব্যবহার করিলে শোথ ও উদরী রোগ হইয়া থাকে। হিমালয়জাত নদীর জল ব্যবহার করিলে হৃদ্‌রোগ, মেদ, শিরোরোগ, শোথ ও গলগণ্ড হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম অবন্তীর জল ব্যবহার করিলে শ্বাসকাস জন্মে। পূর্ব্বোক্ত সামুদ্র জল এবং কাঁচা মাংসাদিতে দুর্গন্ধ-যুক্ত এবং ঘোলা জল ব্যবহার করিলে অনেক দোষ হয়। দুষ্ট পদার্থ মিশ্রিত জল এবং বহু জল অনুপকারী। রোগবিশেষে শীতল জল অপেয়। যথা—পার্শ্বশূল, পীনস, বাতরোগ, শোথ, জড়তা, কোষ্ঠরোগ, নবজ্বর, হিক্কা প্রভৃতি পীড়ায় বৈদ্যমতে শীতল জল নিষিদ্ধ।

অপেরা—(Opera), শব্দটী ইতালী ভাষা হইতে গৃহীত—অর্থ কার্য্য। পরে উহা সঙ্গীত-শিল্পের কার্য্যধারায় রূপান্তরিত হইয়া অভিনয়-ব্যাপারে পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অপেরা বলিলে অধিক সঙ্গীতদ্বারা অভিব্যক্ত নাটককেই বুঝায়। নাট্যাভিনয় বিবিধ—ভাব-বিকাশ ও ভাষাদ্বারা অভিব্যক্ত মনোভাব প্রকাশ নাটকেই (Drama) হয়। নাটকে আবশ্যকমত সঙ্গীত-থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে; কিন্তু যে নাটকে সঙ্গীত দ্বারা মনের কথা প্রকাশিত হয়, তাহাই Opera বা Music-drama। আমাদের দেশে উহাকে গীতি-নাট্য বলে। [নাটক দ্র°] "অপেরা" শব্দটি পাশ্চাত্য জগৎ হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। উহার বহুল ব্যবহার নিবন্ধন পাশ্চাত্য জগতের অপেরার বা গীতি নাট্যের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে প্রদত্ত হইল—

প্রাচীন গ্রীকদিগের বিয়োগান্ত নাটকসমূহে এবং অবতারের অভিব্যক্তি-মূলক অভিনয়ে (Miracle plays) সঙ্গীত ও বাদ্যের

প্রচুর সমাবেশ থাকিলেও উহাকে গীতি-নাট্যের (Opera) ইতিহাসের প্রথম সোপান বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের শেষভাগে ফ্লোরেন্সের চেষ্টায় নাট্য ও সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ওরাজিও ভেক্কী (Orazio Vecchi) এম্ফিপার্নাসো (Amfiparnasso) নামে একখানি নাটক রচনা করেন। উহা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ স্ব স্ব সঙ্গীত পৃথক্ ভাবে গান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের গানের সুরের রেশ রাখার জন্য দৃশ্যপটের পশ্চাতে গায়কদল সুর-যোজনা (দোহারকি) করিত। ইহা কতকটা কীর্ত্তনগান বা পাঁচালিকারদের গানের মত ছিল।

[কীর্ত্তন ও গান দ্র]

এই কীর্ত্তনযুগের অবসানে মণ্টিভার্ড (Monti Verde) কর্তৃক সঙ্গীত ও বাদ্য-সংস্কারের নবযুগের অবতারণা হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের প্রারম্ভে লোকের রুচি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, কাহারও আর পুরাতন প্রথার সঙ্গীত রুচিকর হয় নাই। ১৬০২-১৬২৪ খৃঃ অঃ মণ্টিভার্ড রচিত Orfeo, Arianna, Il Combattimento di Tranciedi e Clorinda নামক গীতি-নাট্য লোকের রুচি বদলাইয়া দেয়।

এই সময় হইতে হেণ্ডেল, গ্লাক ও মোজার্টের সময় (১৭৫০ খৃঃ) পর্য্যন্ত অপেরার ক্রমশঃ উন্নতিসাধন হইতে থাকে। D Cimarosa ও Rossini-র সময় ফরাসী অপেরা পূর্ণ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। উহা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে গীত ও নাটকের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। Cherubini, Wagner, Lully, Meyerbeer, Mehul প্রভৃতি অপেরার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে ফরাসী দেশে Grand Opera-র সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার প্রবর্ত্তক একজন ইটালীবাসী বিদেশী এবং সংস্কর্ত্তা একজন জর্ম্মান।

কাল সহকারে এই অপেরার অভিনয় নানারূপ রূপান্তরিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার নাম ও অভিনয়-প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

(১) Secco recitative—ইহাতে বক্তাগণ কথাগুলি সুর যোগে উচ্চারণ করিত এবং সেই সঙ্গে হার্পসিকর্ড (harpsichord) বাজান হইত।

(২) Accompanied recitative—ইহাতে অভিনেতৃগণের ভাবভঙ্গি ও কথাবার্ত্তায় সুর থাকিত এবং কথা বা গানের সঙ্গে বাদ্য বাজিত।

(৩) Melo-drama—গীতি-নাট্য। কোমল রসাত্মক। বাদ্য সহযোগে গীতদ্বারা অভিনীত। Mid-Summer Night's Dream নামক গ্রন্থাভিনয়ে মেণ্ডেলসোহন (Mendelssohn) যে বাদ্য ও সংগীত যোজনা করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থখানিকে অপেরার উৎকৃষ্ট আকার দান করিয়াছিল।

(৪) Opera buffa—ইতালীদেশীয় বিদ্রূপাত্মক অপেরা। দ্রুত সুর করিয়া প্রত্যেক অভিনেতা গান করে।

(৫) Opera Seria—Secco-recitative ভাবে গীত। ইহার মূলবিষয় প্রাচীন গ্রীক ও রোমক পুরাণাংশ হইতে সংগৃহীত কোন বিশেষের বর্ণনা।

(৬) Singspiel—জর্ম্মণ দেশীয় অপেরা। ইহা প্রহসনাত্মক ও করুণ-রসাত্মক গীতিনাট্য, তবে অভিনয়ভাগের সকল সাধারণ কথায় প্রকাশিত।

(৭) Opera comique—ইহা ফরাসীদেশীয় অপেরা। জর্ম্মণ দেশীয় সিংস্পিএল মত। তবে ইহার প্রারম্ভ কোনরূপ বাদ্যরব থাকে না। 'Anacreon' নামক গ্রন্থ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাদ্যযোগে অভিনীত হয়, তবে বাচনিক অভিব্যক্তি থাকায় ইহা Opera comique-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৮) Grand opera—ফরাসীজাতির রচনা। ইহার প্রথমেই বাদ্যারম্ভ এবং সঙ্গীতের সুর বাঁধা থাকে।

(৯) Opera-bouffe—হাস্যরসাত্মক ইতালী opera buffa-র ফরাসী সংস্করণ। নাট্য ও সঙ্গীতের সমাবেশ [illegible]। ইহা Opera Comique হইতে উৎকৃষ্ট।

Finale—কোন নাট্য অপেরার [illegible] উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত প্রতি অঙ্কের শেষ [illegible] সমাপন থাকে।

(১১) Introduction—পৌরাণিক প্রস্তাবনামূলক [illegible] অবকাশসূচক বাদ্য [illegible]।

(১২) Leit-motif—নাটকের [illegible] ও অভিব্যক্তি [illegible] চরিত্র-বৃন্দের অভিনয়ের সাথে বাদ্য সংযোগ। ইহা music drama নামে অভিহিত। গ্রন্থের [illegible] যথনই অঙ্গ কথায় মূলবিষয়ের অবতারণা করা হয়, সেই খানেই বাদ্য যন্ত্র অগ্রসর হইয়া পড়ে।

যুগ পরিবর্ত্তন এবং লোকের অভিরুচি অনুসারে অপেরার সঙ্গীত সমাবেশের পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও, বর্ত্তমান সময় অপেরার প্রকৃত সঙ্গীত শিল্পের গুরুত্ব কোমল মধুর গানের অভিনয়ে। Bizet এর Carmen নামক অপেরায় উহা পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। Debussy রচিত 'Pelleas et Melisande' গ্রন্থে বাদ্য-স্রোতে 'atmospheric' প্রভাব যথেষ্ট। ফ্লোরেন্স হইতে মণ্টিভার্ড, গোসেক হইতে গ্লাক এবং লিস্‌জ্ট হইতে ওয়াগনার অপেরায় যে রূপ দান করিয়া গিয়াছেন

কালের রুচি অনুসারে তাহার সঙ্গীতের ইতর-বিশেষ ঘটিলেও মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য গীতিনাট্যের প্রভেদ ঘটে নাই। [যাত্রা, কীর্ত্তন, ঝুমুর, ঢপ, পাঁচালী প্রভৃতি শব্দ বঙ্গীয় অপেরার পরিচয় দ্রষ্টব্য।]

অপেলব—(ক্লী) [ন পেলবম্, নঞ্-তৎ] অবিরল, ঘন।

অপেশল—(পুং) [ন পেশলঃ বিরোধে নঞ্-তৎ] অদক্ষ, অচতুর, অনিপুণ, অপটু। ২ সুন্দর নহে। ৩ কুশল ভিন্ন। ৪ রম্য নহে।

অপেশস্—(ত্রি) পেশ-শিল্প, রূপের অভাব, যাহার কোন রূপ বা বেশ নাই। 'কৃণ্বনপেশো অপেশসে' (ঋক্ ১৬৩)

অপেশী—(স্ত্রী) [ন পেশী, নঞ্-তৎ] পক্ষীর ডিম ভিন্ন। ২ সূক্ষ্ম মাংস ভিন্ন।

অপেহিকটা—(স্ত্রী) [অপেহি অপগচ্ছ কট ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াম্, ময়ূরব্যংসক সং] কটের সম্বোধনযুক্ত অপগমনের আদেশবিশিষ্ট ক্রিয়াবিশেষ। রে কট! (দাস) ছুট যা, এরূপ বলিতে হয় যে ক্রিয়াতে সেই ক্রিয়ার নাম অপেহিকটা। এখানে কট শব্দে ভৃত্য। যে স্বামীর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করে।

অপেহিপ্রকসা—(স্ত্রী) সর্ব্বসাধারণ জন ভিন্ন উৎসব, যে উৎসব সর্ব্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত নহে।

অপেহিবাণিজা—(স্ত্রী) বণিক্‌ভিন্ন উৎসব, ব্যবসায়ীর জন্য যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অপেহিবাতা—(স্ত্রী) বায়ুনাশক ঔষধবিশেষ। যে ঔষধ সেবন করিলে কোন বায়ুর উপদ্রব বিদূরিত হয়।

অপৈঠর—(ক্লী) [ন পৈঠরম্, নঞ্-তৎ] স্থালীপাক সম্বন্ধযুক্ত ব্যঞ্জন নহে।

অপৈতামহক—(ত্রি) [পিতামহাদাগতং পিতামহ-বুঞ্ পৈতামহকং ন পৈতামহকং, নঞ্-তৎ] যাহা পিতামহ হইতে আগত নহে।

অপৈতৃক—(ত্রি) [পিতুরাগতং পিতৃ-ঠঞ্ পৈতৃকম্, নঞ্-তৎ] যাহা পিতা হইতে প্রাপ্ত নহে, যাহা পিতৃসম্বন্ধীয় নহে। ২ নিজের উপার্জ্জিত।

অপৈশুন—(ক্লী) [পিংশতি খলত্বেন সূচকত্বেন বা আত্মানং জোতয়তি পিশ অবয়বে মৃচাদি উন্ উনন, পিশুনস্য ভাবঃ পিশুন-অণ্ পৈশুনং ন পৈশুনম্ অভাবে নঞ্-তৎ] পৈশুনের অভাব, খলতার অভাব। ২ সূচনার অভাব। (ত্রি) [নাস্তি পৈশুনং যস্য, বহুব্রী] ৩ খলতাশূন্য। ৪ সূচনাশূন্য।

অপৈশুন্য—(ক্লী) [পিশুনস্য ভাবঃ পিশুন-ভাবে ষ্যঞ্ পৈশুন্যং ন পৈশুন্যম্, নঞ্-তৎ] পৈশুন্যের অভাব, খলতার অভাব। ২ সূচনার অভাব। (ত্রি) [বহুব্রী] ৩ খলতাশূন্য। ৪ সূচনাশূন্য।

অপোগণ্ড—(পুং) [ন পসি কর্ম্মাক্ষমতয়া দ্রব্যস্পর্শেঽপি গচ্ছতি পস্ ভাবে ক্বিপ্-গম্ উণ্ ড, নঞ্-তৎ] যে কর্ম্মে অক্ষমতা বশতঃ দ্রব্য স্পর্শও করিতে পারে না, কর্ম্মে অক্ষম। ২ বালক। ৩ অতি ভীত, ইহাকেও কর্ম্মমাত্রে ত্যাগ করিবে; কারণ ভীত ব্যক্তিকে সৎকার্য্যরূপে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহাকে লজ্জিত হইয়া থাকিতে হয়। [যদ্বা অপসি কর্ম্মণি অগণ্ডঃ অধীরঃ] ৪ বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গের ধর্ম্মকার্য্যে অধিকার নাই।

যথা দিপঙ্গু এবং যাহাদের চক্ষু, কর্ণ, ও মুখ, এই তিন অঙ্গ নাই অর্থাৎ দেখেন না, শিশুকথা শ্রবণ করেন না, ... সেইরূপ বালক এবং কাণা, কালা ও মূকেরাও সেইরূপ বালক তাহাদের ধর্ম্মকার্য্যে অধিকার নাই।

[ন পোগণ্ডঃ নঞ্-তৎ] ৫ পনর বৎসরের অধিক বয়স্ক। "পোগণ্ডঃ ষোড়শবর্ষীয়বালকঃ।" (বর্ম্ম ৮।১৪৮, কুল্লুক) [অপো অবনমিত ভক্তিযুক্তঃ গণ্ডঃ চিহ্নং যস্য, বহুব্রী] ৬ ত্রিবলিযুক্ত মধ্যদেশ। [যদ্বা নাস্তি পোগণ্ডঃ অনুৎপন্নশ্মশ্রুরূপে লো যস্মাৎ বহুব্রী] যে বয়স অপেক্ষা আর শ্মশ্রু (দাড়ি) বাহির হইল না এখ যায় না। বালকের ষোল বৎসর অপেক্ষা আর পবিত্র গণ্ড হয় না। অতএব পূর্ব্ব কৃত স্মার্ত্ত বৃৎপত্তি এবং এই বৃৎপত্তির দ্বারা পোগণ্ড ও অপোগণ্ড এই উভয় শব্দে ষোল বৎসর বয়স্ক বুঝাইতেছে।

অপোজ্ঝাম—[অপোজ্ঝাম দ্র]

অপোঢ—(ত্রি) [অপ-বহ-ক্ত] নিরস্ত, ত্যক্ত, যাহা নিরস্ত বা ত্যক্ত হইয়াছে।

অপোদক—(ত্রি) [অপ অপগতম্ উদকং জলং যস্মাৎ, বহুব্রী] যাহার মধ্য হইতে জল বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে নাই। (ঋক্ ১।১১৬।৩) [অপ অপকৃষ্টম্ উদকং যস্মাৎ] ২ যদ্দ্বারা জল অপকৃষ্ট হইয়া যায়। ৩ গরশৈবালাদি। (অথর্ব্ব ৫।১৩।৩)

অপোদিকা—(স্ত্রী) [অপ অপকৃষ্টম্ উদকং যয়া] যদ্দ্বারা জল অপকৃষ্ট হইয়া যায়। ২ কলম্বী লতা, কলমী লতা। [অপ অপনস্যং (বর্ণং) রক্তবর্ণত্বেন অপকৃষ্টং বা ফলেষু উদকং যস্যাঃ] ৩ যাহার ফলে জল বদ্ধ থাকে বা যাহার ফলে রক্তবর্ণ অপকৃষ্ট জল থাকে পূতিকা, পুঁই।

অপোদিত্য—(ত্রি) সম্পূর্ণরূপে বহির্গত বা পরিত্যক্ত। "ইতরথৈব কুর্য্যুঃ পথ এব নাপোদিত্যাম্" (শতপথব্রা° ১১৫।৭।৯)

অপোদ্ধার্য্য—(ত্রি) উঠাইয়া লইবার যোগ্য, যাহা তুলিয়া লওয়া উচিত। "অনপোদ্ধার্য্যা আহুতয়ঃ"। (শতপথব্রা° ১১।১।৬।৩৫)

অপোনপাৎ—(পুং) জল হইতে উৎপন্ন অগ্নি। ২ অগ্নির নামান্তর।

অপোনাপ্তৃ,ন—(ত্রি) [অপোনপাৎ দেবতা অস্য অপোনপাৎ [illegible]] অপোনপাৎ দেবতাকে দিবার ঘৃতাদি।

অপোনপ্ত্রিয—(ত্রি) [অপোনপাৎ দেবতা অস্য অপোনপাৎ [illegible]] অপোনপাৎ দেবতাকে দিবার ঘৃতাদি। (ঐত [illegible] ১২)

অপোময—(ত্রি) [অপো জল: [illegible]] [illegible]

[illegible] (Opossum [illegible]) [illegible]

[illegible] Di [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] পাওয়া [illegible] লুকাইয়া থাকে এবং [illegible] বাহির [illegible] জীবন-ধারণ [illegible] সম্ভব হয়। এক কালে ৬টা হইতে [illegible] প্রসব করে। [illegible] রাখে। [illegible] দিন [illegible] থাকার পর [illegible] সমর্থ হয় [illegible] বাহির [illegible]

[illegible] D marsupialis বা Marsupials বলে। [illegible] আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিষুব-বৃত্তের সন্নিকট [illegible] D marsupialis cancrivora শ্রেণীর অপোজামগুলি [illegible] বিশিষ্ট এবং প্রধানতঃ কাঁকড়া খাইয়াই উহারা জীবন ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে Metachirus ও Philander নামে আরও দুইটী শ্রেণী আছে। প্রথমোক্ত শ্রেণী স্বল্পরোমা এবং শেষোক্ত প্রকারের অপোজাম (D lanigara) রোম বহুল, কিন্তু পুচ্ছদেশে আদৌ লোম বা আঁইস নাই।

ক্ষুদ্রকায় অপোজামেরা Mormosa (Micoureus বা Gryma comy) শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা বড় ইন্দুর অপেক্ষা বড় হয় না। গাত্রবর্ণ লাল। মধ্য- মক্সিকো হইতে দক্ষিণ ব্রেজিল পর্য্যন্ত স্থানে এই জাতীয় (D murina) অপোজাম দেখা যায়। মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম ব্রেজিল, পেরু ও বলিভিয়া প্রদেশে এই শ্রেণীর আর একপ্রকার অপোজাম (D cinerea) আছে। [illegible]

ইন্দুরের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার অপোজামগুলি 'Peramys' বা ক্ষুদ্র অন্তর্নিহিত। ইহাদের গাত্র ও পুচ্ছ স্বল্প লোমবিশিষ্ট।

ইহা ছাড়া [illegible] ত্রিবর্ণ [illegible] (Three Striped) [illegible] অপোজাম (D americana) আছে। [illegible]

D [illegible] D [illegible] D domestica D [illegible]

[illegible] D [illegible] Di [illegible]



পোসম

অপেক্ষা [illegible] 'Phalanges' [illegible]

[কেসের দ্র°]

জলজ অপোজাম (Water opossum) নামে অপর আর একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর অপোজাম [Chironectes minimus] আছে। ইহাদের অঙ্গুলি [illegible] এবং পদদেশ গাঢ় পিঙ্গল বর্ণ রোম দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ইহারা জলের উপর দিয়া সাঁতরাইয়া যাইতে পারে।

অপোহ—(পুং) [অপ-উহ ঘঞ্ ভাবে ক] ত্যাগ। ২ অভ্যাবৃত্তি, তাহার নিষেধ নাই। [অপ [illegible] উৎকর্ষঃ প্রাদি তৎ] ৩ অপর তর্ক নিবারণ নিমিত্ত বিপরীত তর্ক।

অপোহন—(ক্লী) ত্যাগ। [illegible] (গীতা ১৫ ১৫)

অপোহনীয—(ত্রি) [অপ উহ অনীয] অবশ্য কৃত তর্কের নিরাস করি তর্কের যাহা। (ক [illegible] ২৬২১)

অপোহিত—(ত্রি) ত্যক্ত, যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। ২ তর্ক নিরাসের জন্য বিরুদ্ধ তর্ক।

অপোহ্য—(ত্রি) [অপ-ঊহ্-গত্যাদৌ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ] অপগমনীয়। ২ ত্যাজ্য। (মনু ১১.১৪৫) (অব্য) [অপ-বহ্-ল্যপ্] ৩ দূরীভূত করিয়া।

অপৌরুষ—(ত্রি) [পুরুষস্য ভাবঃ কর্ম বা পুরুষ-অণ্ পৌরুষং তদভাবঃ] বিক্রমশূন্য। (স্ত্রী) [পৌরুষস্য অভাবঃ অভাবার্থে নঞ্-তৎ] ২ পৌরুষের অভাব, বিক্রমের অভাব।

অপৌষ্কল্য—(ত্রি) দৃঢ়তার অভাব, শিথিলতা।

অপ্চর—(ত্রি) [অপ্ চরতি চর্-ট] জলচর জন্তু। (মনু ৭.৭২) স্ত্রী-অপ্চরী।

অপ্ত—(ত্রি) প্রাপ্ত, যাহা পাওয়া গিয়াছে। ২ জলসম্বন্ধীয়, জলীয়।

অপ্তত্ত্ব—জল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জয়াখ্য-সংহিতায় লিখিত আছে সাধক সমাধিকালে সবীজ অপ্তত্ত্ব অবগত হইয়া আসন প্রাণায়ামাদি করিবেন।

অপ্তস্—(স্ত্রী) যজ্ঞীয় কর্ম, যে কর্ম যজ্ঞে প্রয়োজন হয়।

অপ্তু—(পুং) [আপ্নোতি জীবো যং আপ-উণ্-তুন্-হ্রস্বশ্চ] শরীর। ২ সূক্ষ্মরূপ সোম। ৩ যজ্ঞীয় পশু। (শতপথব্রা° ৩.৬.৩.৮)

অপ্তুর্—(পুং) [অপ্ জলদানবিষয়ে তুতোর্ত্তি ধাবতি তুর্ তুরো কিপ্] জলদায়ক ইন্দ্র। (ঋক্ ২.২১.৫) ২ জলদায়ক অগ্নি। (তৈত্তিরীয়সংহিতা ৫.৩৫)

অপ্তুর্য্য—(স্ত্রী) [অপ্তুরো ভাবঃ বাহু° বেদে যৎ, জলপ্রেরকের ধর্ম, জলপ্রেরকত্ব। (ঋক্ ৩.১.২৮)

অপ্তোর্যাম—(পুং) [অপ্তোঃ শরীরস্য যাপকত্বাদ্ যাম ইব অনুষ্ঠান°] অগ্নিষ্টোমাদ যাগবিশেষ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১০.৯.২৬) সোমযাগের ন্যায় ইহার সকল অনুষ্ঠান এবং অতিরাত্র হইতে ৩টী স্তোত্র ও শস্ত্র অধিক ব্যবহার্য্য। এই যজ্ঞে হোতা মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক পঠনীয়। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে, অপ্তোর্যাম যাগ ব্রহ্মার উত্তরমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। (বিষ্ণুপুরাণ ১.৫.৫৮)। (আশ্বলায়নশ্রৌত° ৯.১১)

অপ্তোর্যাম—আপস্তম্বীয় ও বোধায়নীয় মতানুসারী সোমযাগ-বিষয়ক গ্রন্থ।

অপ্তোর্যামপ্রয়োগ—নৃসিংহরচিত ঋগ্বেদীয় একখানি শ্রৌত গ্রন্থ।

অপ্তোর্যামশস্ত্র—একখানি শ্রৌতশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ।

অপ্তোর্যামসপর্ব্বহোতৃসত্রক—যাগযজ্ঞবিষয়ক একখানি গ্রন্থ।

অপ্তোর্যামহোত্র—একখানি বোধায়নীয় যজ্ঞবিষয়ক গ্রন্থ।

অপ্ত্য—(ত্রি) [অপ্তৌ শরীরে ভবঃ যৎ বেদে উলোপঃ] অপত্য, সন্তান। (ঋক্ ১.১২৪.৫)

অপ্ন—(পুং) অধিকার, সম্পত্তি-দখল। ২ কার্য্য, যজ্ঞীয় কর্ম। ৩ বংশ, পুত্রপৌত্রাদি সন্তানসন্ততি। ৪ আকার, আকৃতি, রূপ। ৫ জল। (ঋক্ ২.২৩.৯)

অপ্নঃস্থ—(ত্রি) [অপ্নসি কর্ম্মণি তিষ্ঠতি অপ্নস্-স্থা-ক, ৭-তৎ] কর্ম্মে অধিকৃত। (ঋক্ ৬.৬৭.৩)

অপ্নরাজ—(পুং) [অপ্নসাং কর্ম্মণাং রাজা টজস্ত ৬-তৎ, বেদে স্ লোপঃ] কর্ম্মপ্রেরক, যে কার্য্যে নিয়োগ করে। (ঋক্ ১০.১৩২.৭)

অপ্নবান—(পুং) [অপ্নসা কর্ম্মণা বানং সম্ভক্তিৰ্যস্য, বহুব্রী, স্ লোপঃ] ভৃগুবংশীয় ঋষিবিশেষ।

২ বাহু। অপ্নস্ শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়, সুতরাং অপ্নবান শব্দে কর্ম্মক্ষম বাহুকেও বুঝাইয়া থাকে। (নিরুক্ত)

অপ্নস্—(স্ত্রী) [আপ্নোতি প্রলয়সময়ে সমস্তং ব্যাপ্নোতি আপ্-উণ্-অসুন্-হ্রস্ব নুট্ চ] জল। ২ কর্ম্ম। (ঋক্ ১.১১৩.২০) [আপ্নোতি অনেন সর্ব্বান্ কামান্ পিতা, আপ্যতে বা মহতা পুণ্যেন] ৩ অপত্য। ৪ রূপ। ৫ প্রাপ্তব্য। (ঋক্ ১০.১০৬.১)

অপ্নস্বৎ—(ত্রি) [অপ্নস্ অস্ত্যস্য অপ্নস্-অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য বঃ] কর্ম্মযুক্ত (ঋক্ ১.১২৭.৬) ২ জলযুক্ত। (স্ত্রী) অপ্নস্বতী। কর্ম্মযুক্তা। “অপ্নস্বতী মম ধীরস্ত” (ঋক্ ১০.৪২.৩)

অপ্পখণ্ডেরাও—পঞ্জাবের অন্তর্গত জেলায় রেবারি নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের সামন্ত নৃপতি। ইনি সিন্ধিয়া রাজ্যের অধীন শাসন-কর্ত্তা ছিলেন।

অপ্পণ আচার্য্য—একজন বৈদান্তিক। ইনি আনন্দতীর্থকৃত ভাষ্যের তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বিবরণ নামক টীকাপ্রণেতা।

অপ্পতি—(পুং) [অপাং জলানাং পতিঃ, ৬-তৎ] বরুণ। ২ সমুদ্র। (মনু ৩.৮৭)

অপ্পদীক্ষিত—নারায়ণস্তবরাজ-রচয়িতা।

অপ্পনাভম্ম—মহিসুররাজবংশের একজন রাজা।

অপ্পনরসিংহ—দাক্ষিণাত্যের পল্লববংশীয় একজন রাজা।

অপ্পয়দীক্ষিত—(মাদুর)। একজন গ্রন্থকার। ইনি ‘প্রায়শ্চিত্ত বিধি’ রচনা করেন। সম্ভবতঃ ইনি গৌরমায়ূরের অধিবাসী অপ্পাদীক্ষিত।

অপ্পয়দীক্ষিত—রঙ্গরাজ অধ্বরীর পুত্র। ইনি পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। নৃসিংহ আশ্রমের নিকট পরাজিত হইয়া অপ্পয় অদ্বৈতমতে দীক্ষিত হন। ইনি প্রথমে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং কাশীবাসী হইয়াছিলেন। প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর বেদান্তদর্শনে ইঁহার বিষয় লিখিত আছে। [অপ্যয় দীক্ষিত দ্র°]

অপ্পাজী সুর—কর্ণাটের রায়দুর্গ ও নরগুণ্ড দুর্গের অধিপতি। মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজী মৃত্যুকালে উক্ত দুর্গদ্বয়ের শাসনভার অপ্পাজী সুরের হস্তে দিয়া যান। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আরঙ্গজেব অপ্পাজীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্গ দুইটী অধিকার

করেন। তাহার প্রায় ১৫ বৎসর পরে রায়রাও দাদাজী নামক এক ভৃত্য অপ্পাজীর কৌশলে ঐ দুর্গ মুসলমান হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। তখন অপ্পাজী পুনরায় ঐ দুর্গের অধিনায়ক হন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হওয়ায় রায়রাওয়ের হস্তে পুনরায় দুর্গের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে অপ্পাজীর মৃত্যু হয়। রায় রাওয়ের বংশধরগণ তৎপরে রামদুর্গ এবং নরগুণ্ড দুর্গ শাসন করেন। [রামদুর্গ দ্র°]

অপ্পাদীক্ষিত—'কৌমুদীপ্রকাশ' নামে একখানি ব্যাকরণ ও 'গৌরীমায়ূরমাহাত্ম্য' নামক চম্পূকাব্যপ্রণেতা।

অপ্পাবাজপেয়িন্—নীতিমঞ্জরীব্যাখ্যাকার।

অপ্পাশাস্ত্রী—একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি অপ্পাশাস্ত্রি বাদার্থ ও চিত্রবাদ নামে দুইখানি ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ এবং নবদ্বীপবিলাস ও সারস্বতাদর্শ নামে দুইখানি নাটক রচনা করেন।

অপ্পা সাহেব—একজন মহারাষ্ট্র নায়ক। দ্বিতীয় রাঘোজী ভোঁসলের ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮১৬ খৃঃ তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের সম্মতিক্রমে নাগপুর পতি বালা সাহেবের অভিভাবক নিযুক্ত হন। রাজ্য লোভে ১৮০৮ খৃঃ বালা সাহেবকে হত্যা করিয়া তিনি নাগপুর রাজ্য অধিকার করায় ইংরেজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। পরে পলাইয়া কিছুদিন আসীরগড়ে গোপনবাসের পর পঞ্জাবকেশরী রণজিত সিংহের আশ্রয় লাভ করেন। [নাগপুর দ্র°]

অপ্পা সাহেব—সাতারা রাজ প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা শাহজী নামে পরিচিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্মেণ্ট রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহাকে সাতারার মসনদে অভিষিক্ত করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর সাতারা ইংরেজ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়।

অপ্পাসূরি—শব্দরত্নাবলী নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

অপ্পিত্ত—(ক্লী) [অপাং জলানাং পিত্তমিব] অগ্নি। ২ চিত্রা গাছ। (রাজনি°)

অপ্পেকোড়ু—মান্দ্রাজের ভিজাগাপটম জেলার সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৭°৪০ উ°, দ্রা° ৮৩°২৫ পূ°। সোমেশ্বর নামক শিবমন্দিরের জন্য অপ্পেকোড়ু প্রসিদ্ধ।

অপ্য—(ত্রি) [অপামিদং তত্র সাধু সংজ্ঞায় ৪।২।১২] জল সংযুক্ত, জল সম্বন্ধী। (ঋক্ ৯।৮৬।৪৫) [আপ্যতে প্রাপ্যতে আপ কর্ম্মণি ণ্যৎ বেদে হ্রস্বঃ] ২ পাইবার যোগ্য। (ঋক্ ২।৭৮) ৩ কার্য্যে কুশল, যে কার্য্য সক্ষম। (ঋক্ ১।১৪৫) ৪ যে যজ্ঞীয় কর্ম্মে সম্বন্ধ রাখে।

অপ্যচ—(ত্রি) যে পৌঁছিয়াছে। ২ যে ভিতরে গিয়াছে।

অপ্যয়—(পুং) [অপি-ইণ-ভাবে অচ] অপগমন, চলিয়া যাওয়া। ২ নাশ। ৩ বিলয়। (গীতা ১১।২) [অপ্যতি বহির্গচ্ছতি অস্মাৎ অপাদানে অচ্] ৪ পক্ষপুচ্ছসন্ধি, যেখান হইতে পক্ষীর পাখা বা লেজ বাহির হয়। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৭।৬।৭)

অপ্যয়দীক্ষিত—নামান্তর অপ্পয়্যদীক্ষিত বা অপ্পয়দীক্ষিত। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের শেষভাগে কাঞ্চীর নিকটবর্ত্তী অড়প্পলম গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রঙ্গরাজদীক্ষিত বা রঙ্গরাজাধ্বরিন। ধর্ম্মরাজদীক্ষিত ইঁহার শিষ্য ছিলেন। তাতযজ্বন কর্ণাটকুলজাত ইঁহার মাতুল ছিলেন। অদ্বৈতনির্ণয়, অধিকরণমালা, অমরকোষব্যাখ্যা, আত্মার্পণস্তুতি বা শিবপঞ্চাশিকা, আনন্দলহরীটীকা, উপক্রমপরাক্রম, চতুর্ম্মতসারসংগ্রহ বা নয়মণিমঞ্জরী, চন্দ্রকলাস্তুতি জয়োল্লাসনিধি চিত্রমীমাংসা, তত্ত্বমুক্তাবলী, তপ্তমুদ্রাখণ্ডন, তপ্তমুদ্রাঙ্কখণ্ডন, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, দশকুমারচরিতসংগ্রহ, ধর্ম্মমীমাংসাপরিভাষা, নক্ষত্রমালা নক্ষত্রবাদাবলী, নয়মযূখমালিকা, ন্যায়সংগ্রহমালা, ন্যায়রক্ষামণি, পঞ্চরত্নী, পঞ্চরত্নস্তব, পঞ্চরত্নবিবৃতি, পাদুকাসহস্রটীকা প্রবোধচন্দ্রোদয়টীকা, ব্রহ্মতর্কস্তব ও তাহার বিবরণ, ভক্তিশতক, ভারত তাৎপর্য্যসংগ্রহ, মধ্বমতখণ্ডন, মধ্বমুখমর্দ্দন ও তাহার টীকা, মধ্বমতবিধ্বংসন, রত্নত্রয়পরীক্ষা, রসিকরঞ্জিনী, রামানুজমতখণ্ডন, রামায়ণ তাৎপর্য্যনির্ণয়, রামায়ণ তাৎপর্য্যসংগ্রহ, রামায়ণ-ভারত সারসংগ্রহ, রামায়ণসার, রামায়ণসারসংগ্রহ, রামায়ণসারস্তব, বরদরাজস্তব, বসুমতীচিত্রসেনাবিলাস নাটক, বাদনক্ষত্রমালিকা, বিধিরসায়ন ও তাহার টীকা, বিধিরসায়ন সুখোপজীবিনী, বিষ্ণুতত্ত্বরহস্য, বীরশৈববৃত্তিবার্ত্তিক, বেদান্তকল্পতরুপরিমল, বৈরাগ্যশতক শান্তিশতক শারীরক ন্যায়রক্ষামণি, শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, শিবকর্ণামৃত, শিবতত্ত্ববিবেক শিবপুরাণতামসত্বখণ্ডন, শিবাদ্বৈতনির্ণয়, শিবাদ্বৈতমণিদীপিকা শিবানন্দলহরীচন্দ্রিকা, শিবার্কমণিচন্দ্রিকা শিবোৎকর্ষমঞ্জরী, শৈবকল্পদ্রুম, সিদ্ধান্তরত্নাকর, হংসসন্দেশটীকা, হরিবংশসারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন।

স্তোত্রাদি—বিষ্ণুপক্ষে—বরদরাজস্তব শ্রীকৃষ্ণধ্যানপদ্ধতি। শিবপক্ষে—শিবানন্দলহরী, শিখরিণীমালা ও তদ্ভাষ্য শিবতত্ত্ববিবেক। শাক্তপক্ষে—দুর্গাচন্দ্রকলাস্তুতি। (সূর্য্যপক্ষে) আদিত্যস্তোত্ররত্ন প্রভৃতি ইঁহার রচিত।

বিজয়নগররাজ বেঙ্কটের অনুরোধে ইনি কুবলয়ানন্দ নামক একখানি আলঙ্কারিক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

অপ্যয়ন—(ক্লী) সংযোগ, সম্বন্ধ। ২ সম্ভোগ, সহবাস।

অপ্যায্য—আচার নবনীত প্রণেতা। ইনি রাজা শাহাজীর রাজ্যকালে ১৬৮৪—১৭১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

অপ্য(প্প)য্য দীক্ষিত, চির—'চিত্রমীমাংসা' নামক অলঙ্কারগ্রন্থ প্রণেতা।

অপ্যধম্—(ত্রি) সমীপ, নিকট, দূর নহে। "তানপ্যধর্মাগীপ্রস্থ জ্ঞাঃ" (শতপথব্রা° ৩৬।২৮)

অপ্যাজীভট্ট—রামগীতার ও শিবগীতার সুবোধিনী নাম্নী টীকা রচয়িতা। ইনি অয্যা দীক্ষিত নামেও প্রসিদ্ধ।

অপ্যো দীক্ষিত—একজন পণ্ডিত। ইনি নীলকণ্ঠ-চম্পূ প্রণেতা নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের পিতামহ।

অপ্রকট—(ত্রি) [ন প্রকটং নিরাবৃতং নঞ্ তৎ] অপ্রকাশিত, গুপ্ত, অপ্রকাশিত।

অপ্রকটিত—(ত্রি) [ন প্রকটিতং নিরাবৃতং নঞ্ তৎ] অপ্রকাশিত, গুপ্ত।

অপ্রকম্প—(পুং) [প্র-কম্প চলনে-ভাবে ঘঞ্ প্রকম্পঃ ন প্রকম্পঃ অভাবে নঞ্ তৎ] চলনাভাব। (ত্রি) [নাস্তি প্রকম্পো যস্য, বহুব্রী] ২ চলনহীন, কম্পশূন্য।

অপ্রকম্পতা—(স্ত্রী) দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব।

অপ্রকর—(ত্রি) উক্ত ভাবে কার্য্য সম্পাদন করে না। যে ভাল কাজ করে না।

অপ্রকরণ—(ক্লী) অপ্রধান বিষয়, যাহা প্রকরণ অর্থাৎ তৎকালিক প্রসঙ্গের বিষয় নহে।

অপ্রকর্ষ—(পুং) [প্রকর্ষাৎ প্র কৃষ-ভাবে ঘঞ্ প্রকর্ষঃ ন প্রকর্ষঃ বিরোধে নঞ্-তৎ] অপকর্ষ, শ্রেষ্ঠতার অভাব। (ত্রি) [নাস্তি প্রকর্ষো যস্য বহুব্রী] ২ প্রকর্ষশূন্য।

অপ্রকর্ষিত—(ত্রি) অতিশয় ভিন্ন, অতিশয়িত। ২ অদ্বিতীয়, অপ্রতিহত, যাহার সমান দ্বিতীয় নাই। ৩ উৎকর্ষতাহীন।

অপ্রকল্পক—(ত্রি) যাহা অবশ্য করণীয় তাহা যে কল্পনা করে না। বৃথা-কল্পনাকারী।

অপ্রকাণ্ড—(পুং) [ন প্রকৃষ্টঃ কাণ্ডঃ স্কন্ধো যস্য, বহুব্রী] গুল্ম, ঝিণ্টী প্রভৃতি বৃক্ষ, ঝাটী প্রভৃতি ক্ষুদ্র গাছ। যে সকল গাছের গুঁড়ি বড় নয়। [নঞ্-তৎ] ২ স্কন্ধভিন্ন অপ্রকাণ্ড, স্কন্ধ ভিন্ন, গাছের মূলের (শিকড়ের উপরিভাগ এবং শাখার নিম্নভাগ ভিন্ন) গুঁড়ি ভিন্ন। ৩ স্থূল ভিন্ন। ৪ ক্ষুদ্র, ছোট, অল্প। ৫ চলিত কথায় প্রকাণ্ড শব্দে 'বৃহৎ' 'বড়' ইত্যাদি বুঝায়। যথা—প্রকাণ্ড ব্যাপার। অতএব অপ্রকাণ্ড শব্দে যাহা বৃহৎ নহে এইরূপ বুঝাইতে পারে।

অপ্রকাশ—(পুং) [ন প্রকাশঃ অভাবে নঞ্ তৎ] প্রকাশাভাব, গোপন। (ত্রি) [নাস্তি প্রকাশো যস্য বহুব্রী] ২ প্রকাশশূন্য। মনু ৮।২৫১। (অব্য) ৩ গোপনে, নির্জনে

অপ্রকাশক—(ত্রি) যে প্রকাশ করে না বা যাহা প্রকাশ নহে। ২ অন্ধকার। ৩ যে বাধা দেয়।

অপ্রকাশ্য—(ত্রি) [প্র কাশ ণিচ্ অর্হার্থে কর্মণি যৎ প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং নঞ্ তৎ] প্রকাশ করিবার অযোগ্য, গোপনীয় ২ বিশেষরূপে গোপনীয়, শাস্ত্রকারেরা কতকগুলি বিষয় সর্ব্বদা অপ্রকাশ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

'চৌরাঙ্ক: মৈথুনং মন্ত্রো গৃহচ্ছিদ্রঞ্চ বঞ্চনম্।
আয়ুর্দ্ধনাপমানং স্ত্রী ন প্রকাশ্যানি সর্ব্বথা।' (কাশীখণ্ড)

অপ্রকৃত—(ত্রি) [ন প্রকৃতং প্রস্তাবিতং যথার্থো বা নঞ্ তৎ] অপ্রস্তাবিত, অপ্রাসঙ্গিক। ২ অযথার্থ। [প্রকৃতিঃ স্বভাবোহস্ত্যস্য অর্শ আদি° অচ্ ততো নঞ্ তৎ] ৩ স্বভাবহীন। ৪ অপ্রকৃত অর্থাৎ ভয়াদিযুক্ত।

অপ্রকৃতি—(স্ত্রী) [ন প্রকৃতিঃ নঞ্ তৎ] প্রকৃতি ভিন্ন, কার্য্য, কারণ ভিন্ন সাংখ্যোক্ত পুরুষ। ২ ব্যাকরণোক্ত প্রকৃতি ভিন্ন প্রত্যয়। ৩ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ভিন্ন বিকৃতি। (ত্রি) [প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ সা নাস্ত্যস্য, বহুব্রী] প্রকৃতিশূন্য, স্বভাবহীন পাগল প্রভৃতি।

অপ্রকৃতিক—(ত্রি) [নাস্তি প্রকৃতিঃ স্বভাবো যস্য, বহুব্রী কপ] প্রকৃতিশূন্য, স্বভাবরহিত।

অপ্রকৃতিস্থ—(ত্রি) [প্রকৃতৌ স্বভাবে তিষ্ঠতি প্রকৃতিস্থঃ ক প্রকৃতিস্থঃ অপ্রকৃতিস্থম, নঞ্ তৎ] রোগ বা ভয়াদিতে স্বভাবচ্যুত।

অপ্রকৃষ্ট—(ত্রি) [ন প্রকৃষ্টং বিরোধে নঞ্ তৎ] নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অধম। (পুং) ২ কাক।

অপ্রক্লৃপ্ত—(ত্রি) [অপ্র কৃপ-ক্ত কল্পনাদন: প্রকৢপ্ত অপ্রক্লৃপ্ত নঞ্ তৎ] কল্পিত ভিন্ন যাহা উচিত তদ্বিষয়। "অপ্রক্লৃপ্ত পুষ্পাঙ্কাদিনা" (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৭২)

অপ্রকেত—(ত্রি) অস্পষ্ট, যাহাকে বুঝা শক্ত।

'অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম' (ঋক্ ১০।১২৯)

অপ্রক্ষত—(ত্রি) [প্র-ক্ষি ভাবে ক্ত দীর্ঘশ্চাভাবান্ন ক্ষতঃ নাস্তি প্রক্ষিতং প্রক্ষয়ো যস্য বহুব্রী] ক্ষয়রহিত, অক্ষয় [illegible] (ঋক্ ১।১৫৮)

অপ্রখর—(ত্রি) অপ্রতীক্ষ্ণ, প্রখরং প্রখরতা [illegible] নঞ্ তৎ] অতীক্ষ্ণ। ২ মৃদু।

অপ্রগম—(ত্রি) অগ্রগামী, যাহার গমনকালে কেহ বাধা দিতে পারে না।

অপ্রগল্ভ—(ত্রি) অপ্রগল্ভ, সহিষ্ণু, যে সহ্য করিতে পারে। অপ্রগল্ভতা।

অপ্রগাধ—(ত্রি) অতি গভীর, অগাধ

অপ্রগীত—(ত্রি) উচ্চৈঃস্বরে গীত হয় নাই, গান গাইবার সময় উচ্চস্বরে স্বর ভাঁজে নাই।

অপ্রগুণ—(ত্রি) [ন প্রকৃষ্টো গুণঃ অঙ্গঃ উপকরণং কার্য্যসামর্থ্যং যস্য] অঙ্গশূন্যকর্ম্ম, উপকরণরহিত, কার্য্যে অক্ষম, ব্যাকুল। (পুং) [নঞ্‌ তৎ] ২ প্রকৃষ্ট গুণের অভাব। ৩ অঙ্গ, উপকরণাদি ভিন্ন।

অপ্রগ্রাহ—(ত্রি) অপ্রতিহত, স্বাধীন। যাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না।

অপ্রচক্ষশ—(ত্রি) যাহা দেখা যায় না। ২ কুৎসিত, কুরূপ, বদ চেহারা। (অথর্ব্ব ৮৬.৬)

অপ্রচরিত—(ত্রি) যাহা প্রচলিত নহে। ২ ব্যবহারবর্জ্জিত।

অপ্রচলিত—(ত্রি) প্রচলিত ভিন্ন। ২ যাহার চলন নাই।

অপ্রচুর—(ত্রি) যাহা প্রচুর নহে, অল্প, তুচ্ছ, কম।

অপ্রচেতস—(ত্রি) [ন প্রকৃষ্টং চেততি জানাতি ন প্র চিত উং অসুন] অজ্ঞান। (ঋক্‌ ১ ১২০ ১) [নাস্তি প্রকৃষ্টং চেতো চিত্তং যস্য বহুব্রী] ২ অজ্ঞান প্রকৃষ্ট জ্ঞানশূন্য। (পুং) [ন প্রচেতাঃ নঞ্‌ তৎ] ৩ বরুণ ভিন্ন।

অপ্রচ্ছন্ন—(ত্রি) যাহা অপারক্কার নহে। ২ স্পষ্ট। ৩ অনাচ্ছাদিত।

অপ্রচ্যুত—(ত্রি) যাহা নড়চড় নহে। ২ অপতিত, যাহা চ্যুত নহে। (ঋক্‌ ২ ২৮৮)

অপ্রজ—(ত্রি) [ন প্রজায়তে ভার্য্যাগর্ভে পুত্ররূপেণ প্র জন ড] অজাত যাহার সন্তান হয় নাই। (মহাভাং) ২ বন্ধ্যা নিঃসন্তান। (ঋক্‌ ১২১৫) [ন প্রজায়তে আত্মজরূপেণ প্র জন ড নঞ্‌ তৎ] ৩ জনশূন্য যাহাতে লোকজন নাই।

অপ্রজস্ত্র—(ত্রি) সন্তানরহিত, যাহার সন্তানাদি হয় নাই।

"নএকে সিনীভুজং কমকে অপ্রজস্ত্রয়ঃ" (ঋক্‌ ১০ ৭১ ৯)

অপ্রজস—(পুং স্ত্রী) [নাস্তি প্রজা সন্ততিঃ যস্য যস্যা বা, সমাসান্ত বহুব্রী] প্রজারহিত সন্তানরহিত, নিঃসন্তান। (অথর্ব্ব ৭ ৩৫)

অপ্রজস্তা—(স্ত্রী) সন্তানরাহিত্য, অপত্যহীনতা। (অথর্ব্ব ৯ ২ ৩)

অপ্রজস্ত্রীধন—(ক্লী) [অপ্রজায়া অপত্যরহিতায়াঃ স্ত্রিয়া ধনং, ষষ্ঠী তৎ] সন্তানরহিতের স্ত্রীধন। অপ্রজস্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্ম্যাদিষু চতুর্ষ প (যাজ্ঞং)। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, প্রাজাপত্য এই চারি বিবাহে বিবাহিত নিঃসন্তান স্ত্রীর ধনে ভর্ত্তার অধিকার।

অপ্রজা—(স্ত্রী) [প্রকৃষ্টং জায়তে পক্ষং সন্তানং প্র জন ড, ন প্রজা সন্তানং যস্যাঃ, বহুব্রী] অপত্যরহিতা স্ত্রী নিঃসন্তান স্ত্রী।

অপ্রজাত—(ত্রি) নিঃসন্তান যাহার পুত্রাদি হয় নাই।

অপ্রজাতা—(স্ত্রী) [প্রকৃষ্টং জাতং (অপত্যং) যস্যাঃ, সা প্রজাতা ন প্রজাতা কদাপি ন জাতাপত্যা] যাহার গর্ভ হয় নাই তাদৃশ কন্যা, বন্ধ্যা।

অপ্রণীত—(ত্রি) [প্র নী ক্ত প্রণীতং ন প্রণীতং, নঞ্‌ তৎ] অসম্পন্ন, অকৃত। ২ অক্ষিপ্ত। ৩ অপ্রবেশিত। (ক্লী) ৪ যে অগ্নি বেদবিধানে সংস্কৃত নহে।

অপ্রৎ—(ত্রি) যে বহন করে না। ২ নির্ধন, দরিদ্র।

অপ্রতর্ক্য—(ত্রি) [ন প্রতর্কয়িতুং শক্যং ন প্রতর্ক শক্যার্থে যৎ, নঞ্‌ তৎ] বিশেষ চিহ্নাদি না থাকায় অনুমানদ্বারা জানিতে অশক্য যাহা তর্কদ্বারা জানিতে পারা যায় না ২ অবর্ণনীয়, অভাবনীয়।

অপ্রতা—(ত্রি) [প্র দাধ সন্তানপালনয়োঃ ক্বিপ যলোপঃ, নাস্তি প্রতাঃ বিস্তারো যস্মাৎ, বহুব্রী] অতি বিস্তীর্ণ। (ঋক্‌ ৮ ৩২ ১৬)

অপ্রতাপ—(পুং) প্রতাপের অভাব ২ তুচ্ছতা।

অপ্রতি—(ত্রি) [নাস্তি প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিঃ প্রতিদ্বন্দ্বী বা যস্য বহুব্রী] অতি উৎকৃষ্ট, অপ্রতিরূপ অসদৃশ অনুপম। (ঋক্‌ ৫.৩২ ৩) [নাস্তি প্রতি প্রতিদানং (বিনিময়ো) যস্য] ২ যাহার বদল নাই অপ্রতিদ্বন্দ্বীরহিত। (অব্য) ৩ অতিতীব্র, দ্রুত।

অপ্রতিকর—(ত্রি) [প্রতি সাদৃশ্যে কৃ কর্ত্তরি অচ প্রতিকরং ন প্রতিকরং নঞ্‌ তৎ] অসদৃশকারী, বিপরীতকারী, বিশ্বস্ত। (পুং) [প্রতি কৃ ভাবে অপ প্রতিকরঃ প্রক্ষেপঃ ন প্রতিকরঃ অভাবে নঞ্‌ তৎ] ২ প্রত্যপেণাভাব। (ত্রি) [বহুব্রী] ৩ প্রতিক্ষেপশূন্য।

অপ্রতিকর্ম্মন্—(ত্রি) [ন শক্যতে প্রতিকর্ম্ম প্রতিক্রিয়া (প্রতিকারঃ) যস্য, বহুব্রী] প্রতিকর্ম্ম করিতে অশক্য, যাহার প্রতিকার করা যায় না। (বা (১৭৮ ২) (ত্রি) [নাস্তি প্রতিকর্ম্ম সদৃশকর্ম্ম যস্য বহুব্রী] ২ অসদৃশ কর্ম্মকারী, যাহার সদৃশ কর্ম্ম কেহ করিতে পারে না।

অপ্রতিকার—(পুং) [প্রতি কৃ ঘঞ্‌ উপশমঃ বা দীর্ঘ ভাবঃ প্রতিকারঃ ন প্রতিকারঃ অভাবে নঞ্‌ তৎ] প্রতিকারের অভাব, উপশমের অভাব। (ত্রি) [বহুব্রী] ২ প্রতিকারহীন ৩ প্রতিকার করিতে অশক্য। (অব্য) [অভাবে অব্যয়ীং] ৪ প্রতিকার ব্যতীত। বিকল্পে উপসর্গের দীর্ঘ হইলে অপ্রতীকার এরূপ প্রয়োগ হয় অর্থ একরূপ থাকে।

অপ্রতিকার্য্য (ত্রি) যাহার প্রতিকার করিতে না পারা যায়, বিপরীত উপশম না।

অপ্রতিক্রিয়—(পুং স্ত্রী) [নাস্তি প্রতিক্রিয়া প্রতিকারো যস্য,

বহুব্রী] প্রতিকারশূন্য প্রতিকারহীন। ২ প্রতিকারে অক্ষম।

অপ্রতিক্রিয়া—(স্ত্রী) [প্রতিক্রিয়া প্রতিকারঃ ন প্রতিক্রিয়া অভাবে নঞ্-তৎ] প্রতিকারাভাব, উপশম না হওয়া। [নাস্তি প্রতিক্রিয়াঽস্যাঃ, বহুব্রী, দ্বস্বেঽপি স্ত্রীত্বাৎ পুনঃ টাপ্] ২ প্রতিকারশূন্য। ৩ প্রতিকার করিতে অশক্য।

অপ্রতিগ্রাহ্য—(ত্রি) [প্রতিগ্রহীতুং যোগ্যং প্রতি-গ্রহ অর্হার্থে-ণ্যৎ প্রতিগ্রাহ্যং ন প্রতিগ্রাহ্যং নঞ্-তৎ] প্রতিগ্রহের অযোগ্য। যাহা প্রতিগ্রহ করিতে নাই। যেমন স্বর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য। অদৃষ্টের নিমিত্ত ত্যক্ত দ্রব্যের স্বীকারকে প্রতিগ্রহ বলে। (মনু ১১ ২৫৪)

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে 'অসৎ শূদ্রের দ্রব্য অপ্রতিগ্রাহ্য, জ্ঞানপূর্ব্বক তাহা দুইবার গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞানপূর্ব্বক তাদৃশ দ্রব্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। সৎ শূদ্রাদির স্থলে যাহার অন্নাদিভোজন করিলে যে প্রায়শ্চিত্ত হয়, প্রতিগ্রহ করিলেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, পরন্তু ব্রাহ্মণ আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শূদ্রাদির দ্রব্য গ্রহণ করিলে দোষভাগী হইবে না।'

অসৎপ্রতিগ্রহের বস্ত জলে নিক্ষেপ করিবে, অথবা গুরুর নিকটে অনুমতি লইয়া ব্রহ্মচারীকে দিবে। তাহার পরে যেখানে যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত আছে, তাহা করিবে। তীর্থ বা কোন পুণ্য ক্ষেত্রে বা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালে প্রতিগ্রহ করিতে নাই। নিন্দিত ব্যক্তির ধন অপ্রতিগ্রাহ্য। চণ্ডালাদির ধন গ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়। এজন্য তাহা প্রতিগ্রাহ্য নহে। রজকের দ্রব্য অপ্রতিগ্রাহ্য। তাহা গ্রহণ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হয়। পতিতের বস্ত গ্রহণ করিতে নাই, গ্রহণ করিলে চান্দ্রায়ণ করা কর্ত্তব্য।

যাহারা শূকর খায়, যেমন হাড়ি ডোম প্রভৃতি এবং ব্যাধ, নিষাদ, রজক, নট, চর্ম্মকার ইহাদের বস্ত অপ্রতিগ্রাহ্য, গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করা শাস্ত্রসম্মত।

মনুর মতে ইহাদের প্রদত্ত শয্যা, গৃহ, কুশ, চন্দন, পাত্র, ফুল, ফল, দধি ভক্ষ্য ধন, মৎস্য, মাংস দুগ্ধ এবং শাক ত্যাজ্য নহে। সুমন্তু বলেন অভোজ্যান্ন চণ্ডালাদির বাগানের ফুল, ফল, শাক, তৃণ, কাষ্ঠাদি, তড়াগের জল, গোষ্ঠস্থ দুগ্ধ গ্রহণ করিলে দোষ হয় না।

কুলটা স্ত্রী, নপুংসক এবং পাতক প্রভৃতি ঐ সকল দ্রব্য বাটীতে আনিয়া দিলেও, তাহা গ্রহণ করা যায় না। তদ্ভিন্ন অন্ত পাপী বাটীতে ঐ সকল দ্রব্য আনিয়া দিলে গ্রহণ করিতে ক্ষতি নাই।

কাশীখণ্ডের মতে, গন্ধ, পুষ্প কুশ, শয্যা, শাক, মাংস, দুগ্ধ দধি, মণি, মৎস্য, গৃহ, ধান, ফল, মূল, মধু, জল, কাষ্ঠ প্রভৃতি বাটীতে আনিয়া দিলে গ্রহণ করা যায়।

অপ্রতিঘ—(ত্রি) [প্রতিহন্তি প্রতি-হন্-ড] প্রতিঘ শব্দে প্রতিঘাত ও ক্রোধকে বুঝায়। [নাস্তি প্রতিঘোঽস্য বহুব্রী] যাহার ক্রোধ নাই, প্রতিঘাতশূন্য, অপ্রতিঘন্দ্ব। (মনু ১২ ২৮) অনুকূল, অভিমুখ।

অপ্রতিঘাত—(ত্রি) প্রতিঘাতশূন্য, [অপ্রতিঘ দ্র°]

অপ্রতিদ্বন্দ্ব—(ত্রি) [প্রতিগতং প্রাপ্তং দ্বন্দ্বং বিরোধং স্পর্দ্ধাং বা। অতিক্রা° তৎ] বিরোধপ্রাপ্ত নহে। ২ স্পর্দ্ধাযুক্ত নহে। [প্রতিদ্বন্দ্ব, নঞ্ তৎ] ৩ প্রতিস্পর্দ্ধাশূন্য। [প্রতিগতং দ্বন্দ্বং সহচরেণ যুগলম, অতিক্রা° তৎ ততো নঞ্] ৪ সহচরশূন্য, সম্বন্ধরহিত।

অপ্রতিদ্বন্দ্বিন্—(ত্রি) [প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী স নাস্ত্যস্য, বহুব্রী] বিরোধরহিত, প্রতিপক্ষশূন্য।

অপ্রতিধুর—(ত্রি) ভার অথবা শকটবহনে যে অদ্বিতীয় অদ্বিতীয় ভারবাহী। এই বিশেষণ প্রায় অশ্বতেই দেখা যায় (শতপথব্রা° ১৩ ৪ ২ ১)

অপ্রতিধৃষ্টশবস—(ত্রি) অসীম শক্তিশালী, যাহার শক্তি কেহ সহ্য করিতে পারে না। (ঋক্ ১৮৪ ২)

অপ্রতিধৃষ্য—(ত্রি) অপ্রতিহত, যাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। (শুক্লযজুঃ ৩৮ ৭)

অপ্রতিপক্ষ—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিপক্ষঃ 'বপক্ষঃ সদৃশো বা যস্ত] বিপক্ষহীন, অপ্রতিযোগী। ২ অসদৃশ। ৩ বিনিময়দানে অক্ষম, যে পরিবর্ত্তনীয় দ্রব্য দিতে অযোগ্য।

অপ্রতিপত্তি—(ত্রি) [প্রতিপত্তিঃ গৌরবাদিঃ ন প্রতিপত্তিঃ অভাবে নঞ্ তৎ] গৌরবের অভাব, অপ্রাপ্তি, অপ্রবৃত্তি, অপ্রাগল্‌ভ্য, বাধের অভাব। ২ নিশ্চয়ের অভাব। ৩ অস্বীকার। ৪ অ-গ্রহণ। ৫ পদপ্রাপ্তির অভাব। ৬ স্ফূর্ত্তির অভাব (ত্রি) [বহুব্রী] ৭ গৌরবাদিশূন্য।

অপ্রতিপদ্—(ত্রি) [প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি জানাতি বা প্রতি পদ ক্বিপ প্রতিপদ্, ন প্রতিপৎ, নঞ্-তৎ] বিকল। (শুক্লযজুঃ ৩০ ৮) ২ নির্ব্বন্ধ, যে কাহারও সহিত বিবাদ করে না।

[প্রতিপদ্যতে পশ্চাৎ পদমেব প্রাপ্যতে প্রতি-পদ্ ক্বিপ প্রতিপদ প্রথমতিথিঃ ন প্রতিপৎ নঞ-তৎ] ৩ প্রথমতিথি নহে। ৪ অচেতন।

অপ্রতিপন্ন—(ত্রি) [প্রতিপদ্যতে স্ম প্রতি পদ্ কর্ম্মণি ক্ত প্রতিপন্নম, ন প্রতিপন্নম, নঞ্-তৎ] অজ্ঞাত। ২ অস্বীকৃত। ৩ অপ্রাপ্ত। ৪ অনভিযুক্ত।

অপ্রতিপ্রশ্রব্ধ—(ত্রি) অক্ষয়। ২ অনেক, যাহার শেষ নাই

অপ্রতিবন্ধ—(ত্রি) [ন প্রতিবদ্ধম্, নঞ্-তৎ] অনিরুদ্ধ, যাহা বদ্ধ নহে। উচ্ছৃঙ্খল।

অপ্রতিবন্ধ—(পুং) বাধার অভাব। (ত্রি) ২ যাহার পর কোন বাধা চলে না।

অপ্রতিবল—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিবলঃ প্রতিপক্ষো যস্য, নঞ্-বহুব্রী] অত্যন্ত প্রবল। ২ বিপক্ষশূন্য। (রামা° ৬।১০।৫৫)

অপ্রতিব্রুবৎ—(ত্রি) বিরুদ্ধ কথা না বলা। যে বিপক্ষে বলে না। "সজাতৈরিদ্বোঽপ্রতিব্রুবদ্ভিঃ" (অথব ১৮৩)

অপ্রতিভ—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিভা নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা যস্য] অপ্রত্যুৎপন্নমতি, যাহার উপস্থিত বুদ্ধি নাই। ২ প্রতিভাশূন্য। ৩ স্ফূর্তিরহিত। ৪ লজ্জিত। ৫ অধৃষ্ট। ৬ অপ্রস্তুত। অপ্রতিভ শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালার অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা এবং সামান্য লোকেরা অপ্রতিভ' কহিয়া থাকে। যেমন, 'তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়াছেন।' কবির গানেও 'অপ্রতিভ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—'শ্যাম অপ্রতিভ হয়ে, দুয়ারে দাঁড়ায়ে, রাত ওথা যেও না'।

অপ্রতিভা—(স্ত্রী) [নাস্তি প্রতিভা...] এই শব্দের সমাসে প্রথমে 'অপ্রতিভ' এই প্রকার হ্রস্বান্ত রূপ হইবে, তাহার পর স্ত্রীলিঙ্গে টাপ করিলে অপ্রতিভা এই প্রকার রূপসিদ্ধ হইয়া থাকে। ২ প্রতিভাশূন্য স্ত্রী। লজ্জিতা স্ত্রী। (কাশ্যা° শ্রৌত ১৪।৫।১)

[ন প্রতিভা অভাবে নঞ্-তৎ] ৩ প্রতিভার অভাব। ৪ প্রাগলভ্যের অভাব। ৫ স্ফূর্তির অভাব। বাদী ও প্রতিবাদীর প্রশ্ন উপস্থিত হইলে বাদী যে বাক্যবোধ করে তাহার খণ্ডনের দোষ বুঝিতে পারিলেও তবু না জানি বিচারে কি হয় এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রতিবাদীর তৎকালীন স্ফূর্তির অভাবরূপ নিগ্রহবিশেষ।

অপ্রতিভান্বিত—(ত্রি) [ন প্রতিভান্বিতম্, নঞ্-তৎ] অপ্রগল্ভ। প্রতিভাহীন। ২ অপ্রত্যুৎপন্নমতি। ৩ অধৃষ্ট। ৪ লজ্জিত।

অপ্রতিম—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিমা সাদৃশ্যং প্রতিচ্ছায়া প্রতিনিধির্বা যস্য, নঞ্-বহুব্রী] অনুপম, অসদৃশ। ৪ প্রতিনিধিরহিত।

অপ্রতিমঃ—(পুং) উত্তম মনুর ত্রয়োদশ পুত্রের মধ্যে এক পুত্র। এই ত্রয়োদশ পুত্র হইতেই ক্ষত্রিয়বংশ বিস্তার লাভ করে। (মৎস্যপু ৯২ অ°) ২ তুলনার অধিক।

অপ্রতিমন্যমান—(ত্রি) জিঘাংসায় অশক্ত। (অথর্ব ১১।১।১১)

অপ্রতিমা—(স্ত্রী) [প্রতিমায়াঃ প্রতিকৃতেঃ দন্তবদ্ধস্য গজাঙ্কুশস্য বা অভাবঃ, অভাবে নঞ্-তৎ] প্রতিমার অভাব, ছবির অভাব। ২ উপমার অভাব। ৩ দন্তবন্ধের অভাব। ৪ হস্তীর সদৃশত্বের অভাব।

অপ্রতিমান—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিমানং প্রতিকৃতির্যস্য, নঞ্-বহুব্রী] প্রতিকৃতিরহিত। ২ প্রতিনিধিরহিত। ৩ প্রতিবিম্বশূন্য। (স্ত্রী) [নঞ্-তৎ] নিয়ভাগ নহে।

অপ্রতিমৌজা—দশম মনু ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির এক জন ঋষি। (বিষ্ণুপু°)

অপ্রতিযত্ন—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিযত্নং যত্র] অকৃত্রিম, স্বাভাবিক।

অপ্রতিযোগিন্—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিযোগী সদৃশো যস্য, নঞ্-বহুব্রী] অনুপম, অসদৃশ।

[নঞ্-তৎ] ২ অভাবের সম্বন্ধী নহে। যে বস্তুর অভাব বলা যায়, সেই বস্তু তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগী। যথা—'ঘটের অভাব'—এমন কথা বলিলে ঘটই সেই অভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ঘট ভিন্ন পট প্রভৃতিকে অপ্রতিযোগী বলা যায়।

অপ্রতিরথ—(পুং) [প্রতিকূলো রথো যস্য প্রতিরথঃ, নাস্তি স যস্য, নঞ্-বহুব্রী] প্রতিযোদ্ধশূন্য যাহার বিপক্ষ নাই। (স্ত্রী) [নাস্তি প্রতিরথো মঙ্গলজননে তুল্যো যস্য] ২ যাহার সমান মঙ্গলজনক আর নাই। ৩ যাত্রা। ৪ সামবেদের অবয়ব। ৫ মঙ্গল। ৬ পুরুবংশের রাজবিশেষ। তিনি রন্তিনারের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ) ৭ অপ্রতিরথ সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন পরিচয় দেখা যায়। ভাগবতের মতে পুরুবংশীয় রন্তিনারের তনয় সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ, এবং অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, তৎপুত্র মেধাতিথি। (ভাগ°) ৮ বায়ুপুরাণ মতে রন্তিনারের স্ত্রী সরস্বতী ত্রসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিন পুত্র এবং গৌরী নাম্নী এক কন্যা প্রসব করেন। অপ্রতিরথের পুত্র ধুর্য্য, তৎপুত্র কণ্ঠ। ৯ ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি ১০ম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে ইন্দ্র ও অপ্বা সম্বন্ধে কতকগুলি ঋক প্রকাশ করিয়াছেন।

অপ্রতিরব—(ত্রি) [প্রতিকূলো রবঃ প্রতিরবঃ প্রতিবাক্যম্ স নাস্তি যত্র, বহুব্রী] অবিরোধ ভোগ। এই দ্রব্য আমার, ইহাতে তোমার স্বত্ব নাই, এ প্রকার বিরোধ বাক্য যে বিষয়ে থাকে না। মিতাক্ষরা লিখিয়াছেন যে, বিংশৎসর পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে অপ্রতিরব অর্থাৎ অবিরোধ-ভোগ থাকিলে পূর্ব্ব স্বামীর তাহাতে স্বত্বের হানি হয়।

অপ্রতিরূপ—(পুং) [নাস্তি প্রতিরূপঃ তুল্যরূপোঽস্য, বহুব্রী] যাহার তুল্য নাই, অসদৃশ। (শতপথব্রা° ১৪।৪।১।২)

অপ্রতিরূপকথা—(স্ত্রী) [নাস্তি প্রতিরূপা প্রত্যুত্তরীভূতাকথা যস্যাঃ, বহুব্রী] যে কথার উত্তর নাই।

অপ্রতিলব্ধকাম—(ত্রি) অসিদ্ধাভিলাষ, যাহার আশা পূরণ হয় নাই।

অপ্রতিবীর্য্য—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিকূলং বীর্য্যং যস্য, বহুব্রী] যাহার পরাক্রম কেহ রোধ করিতে পারে না। (রামা° ৪।৩৫।৪)

অপ্রতিশাসন—(স্ত্রী) [ন প্রতিশাসনম্, নঞ্-তৎ] ১ আহ্বান পূর্ব্বক প্রেরণের অভাব। [নাস্তি প্রতিশাসনং যেন যস্মৈ বা] ২ যিনি ডাকিয়া প্রেরণ করেন নাই। যাহাকে ডাকিয়া প্রেরণ করা হয় নাই। [নাস্তি প্রতি সদৃশং শাসনং যস্য] ৩ যাহার সদৃশ শাসন অন্য কাহার নাই।

অপ্রতিশ্রয়—(ত্রি) [নাস্তি প্রতিশ্রয় আশ্রয়ো যস্য, বহুব্রী] নিরাশ্রয়। [নাস্তি প্রতিশ্রয়ঃ সভা যত্র] ২ যেখানে সভা নাই।

অপ্রতিশ্রব—(পুং) [ন প্রতিশ্রবঃ অভাবে নঞ্-তৎ] অঙ্গীকারের অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ২ অঙ্গীকারহীন।

অপ্রতিশ্রুৎ—(স্ত্রী) [প্রতিশ্রয়তে প্রতি-শ্রু-ক্বিপ্, তুগাগমঃ প্রতিশ্রুৎ, ন প্রতিশ্রুৎ, অভাবে নঞ্-তৎ] প্রতিধ্বনির অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ২ প্রতিধ্বনিশূন্য।

অপ্রতিশ্রুত—(ত্রি) [ন প্রতিশ্রুতম্] অঙ্গীকৃত নহে। অঙ্গীকারহীন।

অপ্রতিষিদ্ধ—(ত্রি) [ন প্রতিষিদ্ধম্, নঞ্-তৎ] অনিষিদ্ধ।

অপ্রতিষেধ—(পুং) প্রতিষেধের অভাব, নিষেধের অভাব।

অপ্রতিষ্কুত—(ত্রি) [প্রতি-স্কুঞ্ আপ্রবণে ষবর্ত্তেনাত্যর্থাৎ ক্ত। অয়োপদেশত্বাদ্ব্যত্যয়েন ষত্বম্] অস্ত্রের দ্বারা অপ্রতিগত। ২ যুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারা অপ্রতিহত, অপ্রতিস্খলিত। (ঋক্ ১.৫২.৬)

অপ্রতিষ্ঠ—(স্ত্রী) [নাস্তি প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মিসমত্বং ধাম যস্য, বহুব্রী] ১ অন্য ধামরহিত, স্বীয় ধামে স্থিত ব্রহ্ম। [নাস্তি প্রতিষ্ঠা যস্য] (ত্রি) ২ অপ্রতিষ্ঠিত, অনাশ্রয়। ৩ নিষ্ফল। (মনু ৩.১৮০) ৪ গৌরবশূন্য। ৫ যে যাগের বা ব্রতাদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ৬ যাহা চারি অক্ষরের পদ নহে। (পুং) ৭ বিষ্ণু। (অভাবে নঞ্-তৎ) ৮ প্রশংসার অভাব।

অপ্রতিষ্ঠা—(স্ত্রী) অস্থিরতা। ২ অপকীর্ত্তি। ৩ অপমান।

অপ্রতিষ্ঠান—(ত্রি) সুদৃঢ় ভূমিবিহীন। যে ভূমি শক্ত নহে। (স্ত্রী) ২ স্থিরতার অভাব। (অথর্ব ১১.৪.২)

অপ্রতিষ্ঠিত—(ত্রি) অনভিষিক্ত। ২ স্থিতিশূন্য, অনির্দ্দিষ্ট। (পুং) ৩ বিষ্ণু।

অপ্রতিসংক্রম—(ত্রি) বিভক্ত, মলযুক্ত নহে।

অপ্রতিসংখ্য—(ত্রি) [ন প্রতীতা সংখ্যা যস্য গৌণে হ্রস্বঃ] এক একটী করিয়া যে সকল বস্তুর সংখ্যা বিশেষরূপে নিশ্চিত করা যায় না। (স্ত্রী) ২ অপ্রতিসংখ্যা—বিশেষ বুদ্ধির অভাব।

অপ্রতিসংখ্যানিরোধ—(পুং) [ন প্রতিসংখ্যয়া বুদ্ধ্যা নিরোধঃ নঞ্-তৎ] বৌদ্ধদের কল্পিত অবুদ্ধি দ্বারা ভাবের বিনাশ।

অপ্রতিহত—(ত্রি) [ন প্রতিহতম্, নঞ্-তৎ] বিনষ্ট নহে। ২ অনভিভূত, অব্যাহত। ৩ আশান্বিত, আশাপ্রদ। (স্ত্রী) ৪ নিরবয়ব ব্রহ্ম।

অপ্রতিহতনেত্র—(ত্রি) বৌদ্ধদের একজন দেবতা। ইহার নেত্র কোন সময় মুদিত হয় না।

অপ্রতীক—(ত্রি) [নাস্তি প্রতীকঃ শরীরম্ একদেশো বা যস্য, নঞ্ বহুব্রী] একদেশরহিত। ২ সম্পূর্ণ। (স্ত্রী) ৩ নিরবয়ব ব্রহ্ম।

অপ্রতীকার—(পুং) প্রতীকারবিহীনতা, বিরোধরাহিত্য। (ত্রি) দমনের অযোগ্য, দমনাতীত। "জরাং চৈবাপ্রতীকারাম" (মনু ১২.৮০)

অপ্রতীকারিন্—(ত্রি) যাহাতে প্রতীকার নাই। [অপ্রতিকারিন্ দ্র°]

অপ্রতীক্ষ—(ত্রি) [নাস্তি প্রতীক্ষা যস্য গৌণে হ্রস্বঃ, বহুব্রী] যে কাহারও অপেক্ষা করে না। (স্ত্রী) [অভাবে নঞ্-তৎ] ২ অপ্রতীক্ষা—প্রতীক্ষার অভাব। (শতপথব্রা° ৫.২.৩.৪)

অপ্রতীক্ষা—(স্ত্রী) প্রতীক্ষার অভাব, বিলম্ব না করা।

অপ্রতীত—(ত্রি) [প্রতি-ইণ-ক্ত প্রতীতং, ন প্রতীতম্ নঞ্-তৎ] ২ অজ্ঞাত। (ঋক্ ৩.৪৩.৭) ২ অবিশ্বস্ত। (ঋক্ ৫.৪২.৬) ৩ অপ্রথিত, বিখ্যাত নহে। ৪ হৃষ্ট নহে। ৫ পলায়িত নহে। ৬ পশ্চাৎ অপ্রদত্ত। ৭ অনিষ্পত্তি। (ঋক্ ৪.৫০.৯)

অপ্রতীতত্ব—(স্ত্রী) [কাব্যের দোষবিশেষ। সহজ রচনায় কঠিন সংজ্ঞাব্যবহাররূপ দোষ। ২ যাহার অর্থ সহজে বুঝা যায় না।

অপ্রতীতি—(স্ত্রী) [ন প্রতীতিঃ নঞ্-তৎ] অবিশ্বাস। ২ জ্ঞানের অভাব।

অপ্রতীত্ত—(ত্রি) [প্রতি-দা-ক্ত প্রতীত্তম্ ন প্রতীত্তম্, নঞ্-তৎ] অপ্রতিদত্ত, যাহা দত্ত নহে।

অপ্রতীপ—(ত্রি) [ন প্রতীপম্, বিরোধে নঞ্-তৎ] অনুকূল। [প্রতীপ দ্র°]

অপ্রতীপদর্শিনী—(স্ত্রী) [প্রতীপং প্রতিকূলং পশ্যতি প্রতীপ-দৃশ-ণিনি স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্] স্ত্রী। স্ত্রীজাতি সকলই প্রতিকূল দেখে বা মনে মনে প্রতিকূল ভাবে। [ন প্রতীপদর্শিনী, নঞ্-তৎ] প্রতীপদর্শিনী নহে। স্ত্রীর অভাব।

অপ্রতুল—(স্ত্রী) [ন প্রতুলম্] প্রকৃষ্ট পরিমাণের অভাব। [নাস্তি প্রকৃষ্টা তুলা যস্য ধনাদেঃ, বহুব্রী] (ত্রি) ২ যে ধনাদির উৎকর্ষ নাই।

অপ্রত্ত—(ত্রি) [প্র-ভু দাঞ্ দানে ক্ত, ততো নঞ্] এখানে দা ধাতুর স্থানে তকার আদেশ হইয়াছে। অপ্রদত্ত। (স্ত্রী) অপ্রত্তা।

অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যা থাকিতে বিবাহিতা কন্যা মাতৃধন পায় না।

অপ্রত্যক্ষ—(অব্য) [অক্ষ্ণোঃ প্রতি অব্যয়ী টচ্ প্রত্যক্ষম্, ন প্রত্যক্ষম্, নঞ্ অব্য] অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অভাব। (ত্রি) [প্রত্যক্ষমস্যাস্তি অর্শআদিত্বাদচ্ প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবিষয়ং ন প্রত্যক্ষম্ নঞ্-তৎ] প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত। পরমেশ্বর।

অপ্রত্যক্ষতা—(স্ত্রী) অনুভবশূন্যতা, অনুভব রাহিত্যের অভাব।

অপ্রত্যক্ষদ্রব্য—যে সকল দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না তাহাদিগকে অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য বলে। যথা—পরমাণু, দ্ব্যণুক, বা আকাশ, কাল দিক্ ও মনঃ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য।

অপ্রত্যক্ষশিষ্ট—(ত্রি) অস্পষ্টভাবে শিক্ষিত, পরিষ্কাররূপে শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়া।

অপ্রত্যনীক—(পুং) একপ্রকার কাব্যের অলঙ্কার। এই অলঙ্কারে রিপু জয় করিয়া তাহার দ্রব্য সম্পৎ তুচ্ছ মনে না করা।

অপ্রত্যয—(পুং) [ন প্রত্যয়ঃ নঞ্-তৎ] অবিশ্বাস। "বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ"। (শকুন্তলা) ২ অনধীন। ৩ অশপথ। ৪ অজ্ঞান। ৫ অহেতু। ৬ অশ্রদ্ধা। [নঞ্-বহুব্রী] ৭ অবিশ্বস্ত। জ্ঞানশূন্য।
৮ ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয় (প্রকৃতি কিম্বা প্রাতিপদিক) নহে।

অপ্রত্যযস্থ—(ত্রি) ব্যাকরণে যে প্রত্যয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকে।

অপ্রত্যাখ্যাত—(ত্রি) যে বিরোধ করে নাই। যাহার নিকট হইতে কেহ ফিরিয়া যায় না।

অপ্রত্যাখ্যান—(ক্লী) প্রত্যাখ্যান না হওয়া।

অপ্রত্যাখ্যেয—(ত্রি) [প্রতি-আ-খ্যা অহার্থে যৎ প্রত্যাখ্যেয়ম্ ন প্রত্যাখ্যেয়ম্, নঞ্-তৎ] অপরিহার্য্য, অত্যাজ্য।

অপ্রত্যূত—(ত্রি) অনাক্রান্ত, যেখানে ধ্বস্তাধ্বস্ত হয় নাই।

অপ্রথিত—(ত্রি) অপ্রকাশিত, অজ্ঞান। ২ অজ্ঞাত। ৩ অলক্ষিত।

অপ্রদীপ্তাগ্নি—(পুং) সংগ্রহণী রোগ; ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইলে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অপ্রদুগ্ধ—(ত্রি) অনুপর্য্যন্ত দোহনশূন্য। (ঋক্ ৩।৫৫।১৬)

অপ্রদৃপিত—(ত্রি) নিরভিমান, গর্ব্বরহিত। ২ অপ্রতিহত, (চৈতন্য) (ঋক্ ১।৭৪।২)

অপ্রধান—(ক্লী) [ন প্রধানম্, নঞ্-তৎ] প্রধান নহে, গৌণ। ২ উপসর্জ্জন, উৎকৃষ্ট নহে। ৩ প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ। (কাত্যা° শ্রৌত° ১।৭।১৫) ৩ প্রকৃতি ভিন্ন। ৪ মন্ত্রী ভিন্ন। ৫ পরমাত্মা নহে। একত্বভিন্ন।

অপ্রধানতা—(স্ত্রী) অধীনতা, নীচতা।

অপ্রধৃষ্য—(ত্রি) [ন প্রধর্ষিতুং শক্যং প্র-ধৃষ্ শক্যার্থে ক্যপ প্রধৃষ্যং ন প্রধৃষ্যম্, নঞ্-তৎ] যাহাকে পরাভব করা যায় না।

অপ্রপদন—(ক্লী) শরণের অযোগ্য স্থান। যে স্থান আশ্রয়ের উপযুক্ত নহে। (শতপথব্রা° ১২।৩।১)

অপ্রপন্ন—(ত্রি) [ন প্রপন্নম্, নঞ্-তৎ] অপ্রাপ্ত, অনাগত অজ্ঞাত।

অপ্রবল—(ত্রি) বলবিহীন, যাহার শক্তি নাই।

অপ্রভ—(ত্রি) প্রভাশূন্য, যাহার কিরণ নাই।

অপ্রভু—(ত্রি) শক্তিশূন্য, অযোগ্য, অসমর্থ। (ঋক্ ২।১১)

অপ্রভুত্ব—(ক্লী) শক্তির অভাব, সামর্থ্যের হ্রাসত্ব।

অপ্রভূত—(পুং) অপর্য্যাপ্ত, কম, অল্প।

অপ্রভ্রাত—(স্ত্রী) নিরুপায়, অযত্ন। (ঋক্ ১০।১২৪।৭)

অপ্রমত্ত—(ত্রি) [ন প্রমত্তম্। বিরোধে নঞ্ তৎ] সাবধান, অনবধানশূন্য। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে অনবধানরহিত। (শতপথব্রা° ৩১২।২২) [প্র-মদ ভাবে ক্ত প্রমত্তং প্রমাদঃ তন্নাস্তি অস্য, নঞ্-বহুব্রী] ২ বিজ্ঞ। (ত্রি) ৩ মদ্যাদি দ্বারা মাতাল নহে।

অপ্রমত্তগুণস্থান—জৈন দর্শনোক্ত চতুর্দ্দশ গুণস্থানের অন্যতম। ইহা সপ্তম গুণস্থান। সাধুরাই ইহা লাভ করিতে সমর্থ। ইহাতে প্রমাদ থাকে না, তবে সংজ্বলনকষায় এবং নোকষায় বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে ধর্ম্মধ্যান অতি প্রবল হয় এবং শুক্ল ধ্যানের আরম্ভ হয়। ৭ম গুণস্থানের স্থিতিকাল এক অন্তর্মুহূর্ত্ত। ইহাতে মাত্র তেজ পদ্ম ও শুক্ললেশ্যা হইয়া থাকে। [গুণস্থান, কষায়, ধ্যান দ্র°]

অপ্রমদ—(ত্রি) আনন্দরহিত, যে প্রসন্ন নহে।

অপ্রময—(পুং) [প্রমীয়তে প্র-মী-অচ্ প্রময়ঃ বেদে ন আত্বম্, ততো নঞ্ তৎ] অপ্রমেয়, অসীম। (শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৭।২।১১)

অপ্রমা—(স্ত্রী) অমান্য নিয়ম, যে রীতি পালনের অযোগ্য। ২ ভ্রমমূলক জ্ঞান।

অপ্রমাণ—(ক্লী) [ন প্রমাণম্। বিরোধে নঞ্-তৎ] প্রমাজ্ঞান ভিন্ন ভ্রমাত্মক বাক্য। যে বাক্য বেদ কিম্বা স্মৃতি প্রভৃতির বিরুদ্ধ। অসম্ভব বাক্য, যাহার প্রমাণ নাই, যেমন জলে শিলা ভাসিতেছে। [নাস্তি প্রমাণং যস্য নঞ্-বহুব্রী] প্রমাণশূন্য।

অপ্রমাণবিদ্—(ত্রি) যে প্রমাণ জানে না।

অপ্রমাণশুভ—(পুং) বৌদ্ধদের মঙ্গলরূপ একজন দেবতা। ২ সমধিক মঙ্গলকারক ব্যক্তি।

অপ্রমনাভ—(পুং) একজন শোভাযুক্ত বৌদ্ধ দেবতা। ২ নিখিল শোভাসম্পন্ন ব্যক্তি।

অপ্রমাণিক—(ত্রি) অধিকার রহিত, পদভ্রষ্ট।

অপ্রমাদ—(পুং) [ন প্রমাদঃ, নঞ্ তৎ] প্রমাদের অভাব, অনবধানের অভাব। (রামা° ৩২৩৬) (ত্রি [নঞ্ বহুব্রী] ২ ভ্রমশূন্য, প্রমাদরহিত। (অব্য) ৩ ভুল রহিতে, প্রমাদ শূন্যে।

অপ্রমাদিন্—(ত্রি) [প্রম স্তুতি প্র মদ্ ণিনুণ, ততো নঞ্ তৎ] প্রমাদী নহে। (মনু ২ ১১৫)

অপ্রমায়ুক—(ত্রি) [প্রমিণোতি প্রক্ষিপতি প্র-ডু মিঞ্ পক্ষেপণে [কৃ-বা পা উং ১১] ইতি উণ প্রত্যয়ঃ, প্রমায়ুঃ। আয়ে যুক স্বার্থে কন প্রমায়ুকঃ, ততো নঞ্-তৎ] দীর্ঘ, হ্রস্ব নহে। (অথর্ব্ব ১৯ ৪৪ ৬)

অপ্রমিত—(ত্রি) [ন প্রমিতম প্র-মা ক্ত] অপরিমিত, অজ্ঞাত। অনুপলব্ধ।

অপ্রমীয—(ত্রি) [প্র মা-বাহুলকাৎ ণ, যক আত ঈত্বং প্রমীয়ম, নপ্রমীয়ম, নঞ্ তৎ] অপ্রতিমেয়। অপরিচ্ছেদ্য। 'ইহা এইরূপ' এ প্রকার নিশ্চিত করিতে অশক্য।

অপ্রমূর—(ত্রি) [প্র মুচ বৈচিত্ত্যে ক্ত। নিষ্ঠায়াং উত্বম, ইট্ চ লোপদীর্ঘাঃ, চকারস্ত বেধঃ নকো নঞ্] (দেবরাজ) অমূঢ়, অমূর্চ্ছিত। (ঋক্ ১০০২)

অপ্রমৃষ্ট—(ত্রি) [প্র মৃশ ক্ত প্রমৃষ্টং ন প্রমৃষ্টম্ নঞ্ তৎ] যাহা সহ্য হয় না। অক্ষান্ত। [প্র মৃজ-ক্ত প্রমৃষ্টম্] ততো নঞ তৎ] ২ অদৃষ্ট। ৩ অশুদ্ধ। [প-মৃশ ক্ত প্রমৃষ্টম্ নঞ্ তৎ] ৪ অজ্ঞাত। অবিবেচিত।

অপ্রমৃষ্য—(ত্রি) [প্র মৃষ ক্যপ্ প্রমৃষ্যং, ন প্রমৃষ্যম নঞ্ তৎ] যাহার নাশ করা যায় না। (ঋক্ ৬ ২০ ৭)

অপ্রমেয—(ত্রি) [প্রমাতুং জ্ঞাতুং পরিমাতুং বা যা।। প্র-মা-যৎ, অত এবং প্রমেয়ং, ন প্রমেয়ং অপ্রমেয়ং, নঞ-তৎ] ১ অপরিচ্ছেদ্য, অর্থাৎ যাহাকে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই পরিচ্ছেদ ত্রিবিধ, যথা—বস্তু-পরিচ্ছেদ, দেশ পরিচ্ছেদ ও কাল-পরিচ্ছেদ। এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ যাহাতে নাই, তাহাই অপরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ অপ্রমেয়। ২ অপরিক্ষেপ্য, যাহা ক্ষেপণ করিবার অযোগ্য।

"ধনুর্দ্ধাণ্ডিবমপ্রমেয়ম্" (মহাভা° বন° প°)

৩ যাহা প্রমা জ্ঞানের বিষয়, তাহা প্রমেয়, তাহা হইতে যাহা ভিন্ন তাহাই অপ্রমেয়। প্রমা শব্দের অর্থ যথার্থ-জ্ঞান, যাহার যেমন অর্থ, তদ্রূপ জ্ঞানের নাম যথার্থ জ্ঞান। ন্যায়মতে, ইহা "তদ্বতি তৎপ্রকারিকা" অর্থাৎ যেটী যদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহাকে তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান তাহাই প্রমা। যেমন ঘটে ঘটত্ব বলিয়া যে জ্ঞান তাহাই প্রমা জ্ঞান। সুতরাং তন্মতে অপ্রমা অর্থ "তদভাববতি তৎপ্রকারিকা", অর্থাৎ যে ধর্ম্ম যাহাতে নাই তাহাকে সেই ধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাকে অপ্রমা বলে। যেমন রজ্জুতে সর্প বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা অপ্রমা, কিন্তু এই অপ্রমার যে বিষয়, তাহা অপ্রমেয়। এরূপ অর্থ এই অপ্রমেয় পদের করা হয় না, কিন্তু গৌতমের মতে প্রমেয় দ্বাদশটী পদার্থ, যাহা তদ্ভিন্ন তাহাই অপ্রমেয়। সেই দ্বাদশটী পদার্থ এই—

"আত্মা শরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃ প্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাব-
ফলদুঃখাপবর্গাস্তুপ্রমেয়ম্ ।" (ন্যায়দর্শন ১ ১ ৯)

অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ এবং অপবর্গ এই দ্বাদশটী প্রমেয়, তদ্ভিন্ন সকলই অপ্রমেয়।

কিন্তু ন্যায়মতে, যাবৎ বস্তুই প্রমেয় হয় বলিয়া অপ্রমেয় বলিতে কোন বস্তুকেই পাওয়া যায় না। এজন্য এস্থলে প্রকৃষ্টং মেয়ং প্রমেয়ং এরূপ অর্থ করিয়া অপ্রমেয় বলিতে এতদ্ভিন্ন বস্তু পাওয়া গেল। অভিপ্রায় এই যে, গৌতমোক্ত এই দ্বাদশটী পদার্থের বিশেষ জ্ঞান অপবর্গের জন্য প্রয়োজন, এতদ্ভিন্ন পদার্থের জ্ঞান অপবর্গসাধক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু তথাপি [illegible] মোক্ত অর্থ নামক চতুর্থ প্রমেয়ের মধ্যে কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থ প্রবিষ্ট আছে, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। অন্য [illegible] মতে, এস্থলে অর্থ পদের অর্থ ইন্দ্রিয়ার্থবর্গ অর্থাৎ রূপরসগন্ধ স্পর্শাদিকে বলা হইয়াছে। অতএব গৌতমের মতেও [illegible] পক্ষে যাবৎ পদার্থকেই গ্রহণ করিতে পারা যায় [illegible] সকলেই মোক্ষসাধনের উপযোগী নহে।

সুতরাং ন্যায়মতে অপ্রমেয় শব্দের প্রথম অর্থ উক্ত দ্বাদশটী প্রমেয় পদার্থ ভিন্ন পদার্থ এবং দ্বিতীয়ার্থ অপদার্থ অর্থাৎ যাহা পদ প্রতিপাদ্য নহে।

বেদান্তমতে, যাহা প্রমাজ্ঞানের বিষয়, তাহাই প্রমেয়, অর্থাৎ প্রমাণজন্য জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাই প্রমেয়, আর তদ্ভিন্ন যাহা তাহাই অপ্রমেয়। বেদান্তপরিভাষাকার প্রমার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'স্মৃতিব্যাবৃত্তং প্রমাত্বমনধিগতাবাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বং,
স্মৃতিসাধারণং ত্ববাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানত্বম" (বেদান্তপরি)

অর্থাৎ স্মৃতিকে যদি প্রমা না বলা যায়, তাহা হইলে যাহা অনধিগত এবং অবাধিত বিষয়, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই প্রমা। আর যদি স্মৃতিকেও প্রমা বলা যায়, তাহা হইলে যাহা অবাধিত বিষয়

বষয়ক জ্ঞান তাহাই প্রমা। এই প্রমার যাহা বিষয় তাহাই প্রমেয়। সুতরাং ন্যায়ের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রভৃতি আর প্রমা নহে। কিন্তু তাহা যথার্থজ্ঞান বলিয়া বেদান্তমতে প্রমা হইল। কারণ ন্যায়মতে প্রমাণজন্য জ্ঞানই প্রমা। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য তাহা জন্য নহে। বেদান্তমতে প্রমাপদে যথার্থ জ্ঞানের একদেশ বুঝায়। সুতরাং অপ্রমাও যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে।

যাহা হউক, বেদান্তমতে যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপরিচ্ছেদ্য তাহাই অপ্রমেয়। যথা—"অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত" (গীতা ২ ১৮) এই শ্লোকের অপ্রমেয় পদের টীকায় ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যস্যেত্যর্থঃ" এবং (গীতা ১১ ৪৭) "দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম" এই বাক্যেও ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"অপ্রমেয়ম—ন প্রমেয়ম্ প্রমাণশক্যাপরিচ্ছেদ্যমিত্যর্থঃ। আর গীতার (১১ ৪২) শ্লোকের টীকায় তিনি অপ্রমেয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"অপ্রমেয়ং প্রমাতীতম"।

নানা উপনিষদেও অপ্রমেয় শব্দের উল্লেখ দেখা যায়—বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪ ৪ ২০) আছে—একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ম"। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এখানে বলিয়াছেন—যস্মাদেক এব ব্রহ্ম অপ্রমেয়ম অপ্রমেয়ং সর্বৈকত্বাৎ অন্যেন হি অন্যৎ প্রমীয়তে ইদং তু একমেব, অতঃ অপ্রমেয়ম। মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৫ ৭) আছে 'অচিন্ত্যোঽপ্রমেয়ো' সেখানেও পূর্বের ন্যায় অপ্রমেয় শব্দের অর্থ পাওয়া যায় আর ব্রহ্মবিন্দুপনিষদের একটি শ্লোকে "অপ্রমেয়মনাদ্যং চ" পাওয়া যায়, সেখানেও পূর্ববৎ অপ্রমেয় শব্দের অর্থসঙ্গতি হইল। সুতরাং যাহাকে কেহ প্রমাণ দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে আনিতে পারে না অর্থাৎ যাহা প্রমাণাতীত তাহাই অপ্রমেয়। বেদান্তমতে যে বলা হইয়াছে প্রমাণের দ্বারা যাহা অপরিচ্ছেদ্য তাহাই অপ্রমেয় এই প্রমাণ ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। উক্তরূপ ষট প্রমাণের যাহা অতীত তাহাই অপ্রমেয়। কাজেই অপ্রমেয় পদে প্রমাণাতীত ব্রহ্মকেই বুঝা যায়। কারণ প্রথমতঃ দেখিতে পাই, তিনি অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ' (কঠোপনি° ৩ ১৫) এই শ্রুতির বাক্যানুসারে তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিচয়ের বাহিরে, যে হেতু তাঁহার রূপ নাই, তিনি অরূপ।

দ্বিতীয়তঃ তিনি অনুমান প্রমাণেরও অযোগ্য, কারণ তাঁহার ব্যাপ্তিলিঙ্গাদি নাই। শ্রুতিও এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃহ° আ° ৪ ৩ ১৫)

অর্থাৎ, এই পুরুষ সংশ্লেষশূন্য অর্থাৎ সম্বন্ধহীন। সম্বন্ধই অনুমানের কারণ। হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ দ্বারাই লোকে অনুমান করে, এখন পুরুষ অসঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধহীন হওয়ায় অনুমান আর হইতে পারিল না।

তৃতীয়তঃ তিনি উপমানেরও অগম্য, কারণ সাদৃশ্যজ্ঞান উপমানের কারণ, তাঁহার সদৃশ কোন কিছুই নাই, সেজন্য তিনি উপমান প্রমাণগম্যও নহেন।

আর চতুর্থ প্রমাণ অর্থাপত্তিদ্বারাও তাঁহাকে প্রমাণিত করা যায় না, কারণ নির্দিষ্ট কোন বস্তু ব্যতিরেকে অনুপপদ্যমান যে অর্থ তাহাকেই সাধারণতঃ অর্থাপত্তি প্রমাণ ধরিয়া লওয়া যায়, কিন্তু সেই নির্দিষ্ট বস্তুর অতিরিক্ত ভিন্ন বস্তু থাকে নাই অতএব অর্থাপত্তি প্রমাণও ব্যর্থ হইল।

পঞ্চম প্রমাণ অনুপলব্ধি ব্রহ্মজ্ঞাপনে অসমর্থ, কারণ যেখানে অভাবের জ্ঞান কেবল প্রমাণ হইয়া থাকে সেথায় এই প্রমাণদ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়, কিন্তু পরব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, তিনি সর্বদা ভাবস্বরূপ, অতএব অভাবরূপে নিরূপিত হইল অতএব এ প্রমাণও ব্যর্থ হইল।

আর ষষ্ঠ প্রমাণ শব্দও বিধিমুখে পরব্রহ্ম জ্ঞাপনে অসমর্থ। কারণ পরব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ যে শক্তি সেই শক্তিরই সম্পূর্ণ অভাব এই সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে (কেনোপনি° খণ্ড ৫ ৮)

অর্থাৎ যাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না এবং যাঁহা হইতে বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম তুমি তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে কিন্তু যাঁহাকে উপাসনা করা যায়, তিনি পরব্রহ্ম নহেন। অতএব তিনি শব্দমুখে প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন না—ইহাই বলা হয়।

লক্ষণার দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, কারণ লক্ষণা হইয়াছে শক্য সম্বন্ধরূপ, কিন্তু পরব্রহ্মে ত কোন সম্বন্ধেরই প্রবৃত্তি নাই। অতএব লক্ষণায়ও তিনি অগম্য।

বাদী বলেন। আচ্ছা পরব্রহ্মের গুণবৃত্তিসমূহ শ্রুতিগোচর নহে। যথা "বাঙ্মন ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ। কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে" অর্থাৎ অনির্দেশ্য নিগুণ ব্রহ্মে গুণবৃত্তিসমূহ কি করিয়া সম্ভব হয়? অপরে বলেন, শ্রুতিসমূহ সৎ ও অসতের সাক্ষাৎ প্রমাণ। অতএব প্রমাণের অগোচর থাকায় কিরূপে তাঁহার সিদ্ধি হয়? কাজেই তিনি অপ্রমেয়। আর কি প্রকারেই বা "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং বেদ" (বৃঃ আ° উ°৩ ৯ ২৬) এই শ্রুতিবাক্য "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে ব্রহ্মের

533-II

যে উপনিষদ্বেদ্য উক্ত হইয়াছে, এই উক্তিই বা কি ভাবে সমর্থিত হইল?

যদি বলি শাস্ত্রজনিত বুদ্ধিই ব্রহ্মের প্রতিপাদক, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ অসঙ্গত কারণ বলিয়া মনে হয়। যেহেতু, শাস্ত্রজন্য অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয়ই তিনি। কিন্তু তিনি তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যের বিষয় কখনও হইতে পারেন না। এস্থলে শাস্ত্রকার এই মত সমর্থন করিয়াই বিশেষভাবে বলিয়াছেন,—

"ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্।

ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা॥" (বেদান্তসার)

অর্থাৎ, শাস্ত্রকারেরা এই ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যত্বকেই নিরাস করিয়াছেন, কেবল ব্রহ্মে যে অজ্ঞান-বুদ্ধি সেই অজ্ঞানকে নাশ করিবার জন্য ব্যাপ্তিরূপ বৃত্তি অপেক্ষিত হইয়াছে। অতএব, তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যবিষয়ক না হওয়াতে 'অপ্রমেয়' শব্দ ব্রহ্মবাচক বলিয়া ধার্য্য হইল।

পূর্ব্বে শাস্ত্রকারগণের যে মত শ্লোকাকারে উক্ত হইয়াছে, এখানে তাহারই সারাংশ বিবৃত হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তিতে যে চিদাভাস প্রতিফলিত হয় ইহা তদ্বিষয়ক বলিয়া মনে হয়। যেমন ঘট-পটাদির তদাকার-বুদ্ধি চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইলে সাধারণ ঘটপটজ্ঞান সমুদিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই জ্ঞান মোটেই সম্ভব হয় না। কারণ তিনি স্বয়ম্প্রকাশ, অন্য প্রমাণদ্বারা তাঁহাকে জানা অসম্ভব। পরন্তু, উপসংহারে এখানে এইটুকু বলা যায়, স্বকীয় অজ্ঞাননাশের নিমিত্তই বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তি শব্দজনিত ও উপনিষদ্বেদ্য। অতএব, পূর্ব্বোক্ত উভয় শ্রুতিরই এখানে সামঞ্জস্য হইল।

পদ্মপাদের মতে, শব্দ হইতেও অখণ্ডাকার 'দশমস্ত্বমসি'র ন্যায় কোন অভিনব মনোবৃত্তি উদিত হয় ও সেই মনোবৃত্তির বিষয়ত্ব হেতুই ব্রহ্মের শাস্ত্রবেদ্যতা। এখানে "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃ° আ° ৪ ৪.১৮) তিনি মনের দ্বারা দৃশ্য হইলেও "তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যোত্থং জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্" এই বাক্যানুসারে মনঃসংস্কার করিতে সমর্থ যে শাস্ত্র এখানে তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মে শাস্ত্রবৃত্তি-বেদ্যতাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনোবৃত্তিগম্য হইলেই যে ব্রহ্মে অপ্রমেয়ত্বের হানি হইবে তাহাও বলিতে পারা যায় না, কারণ অসংস্কৃত মনোবিষয়ত্বের হেতুই তাহাকে নিরাশ করিয়াছে।

আর "অবাঙ্মনসো গোচরম্" (বেদান্তসার) এই বাক্যের যাহা তাৎপর্য্য তাহাও সেখানে সম্পূর্ণ সহায়ক।

আবার মনোবিষয়ত্বের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা শুধু অজ্ঞাননাশের অভিপ্রায়ে। অতএব, তদবচ্ছিন্ন যে চিদাভাস তদ্বিষয়ত্বের অভাব হইতেই ব্রহ্মের অপ্রমেয়তা সিদ্ধ হইল। আরও "যন্মনসা ন মনুতে যেন মনোহমতম্" (কেনোপনি. ১.৫) এই শ্রুতিবাক্যদ্বারাও সেই সেই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।

পুনরায় যদি এরূপ আপত্তি উপস্থিত হয় যে, ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা—এইরূপ অনুমান করি, তাহাতে ও বাস্তবিক 'কূটস্থ' ব্রহ্মজ্ঞান অনুমানগম্যত্ব হইতে পারে না। পরন্তু, শ্রুতিপ্রমাণত্ব হেতু তিনি যে উপনিষদ্বেদ্য এই উক্তিই সমর্থিত হইল এবং ইহার সমাধানে মননাদি যে শ্রুতিবাক্য তাহার তাৎপর্য্য অবধারণদ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মাকাররূপ চিদ্বৃত্তি সমুদিত হয়। অতএব অপ্রমেয় শব্দ যে ব্রহ্মবাচক সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নৈয়ায়িক সম্প্রদায় এস্থলে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মের গুণবৃত্তিসমূহ নির্ণয় করা অসম্ভব। কাজেই তিনি অপ্রমেয়। সুতরাং ব্রহ্মে অপ্রমেয়ত্বের স্থিরসিদ্ধান্তে কোন ব্যাঘাত হইল না।

অপ্রমেয়দেবক্ষেত্রমাহাত্ম্য—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অপ্রমেয়নবমালিকা—একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ।

অপ্রমেয়াত্মন্—(পুং) দুরধিগম্য আত্মসম্পন্ন ব্যক্তি। ২ মহাদেব।

অপ্রমেয়ানুভাব—(ত্রি) অনন্তশক্তিশালী, যাহার সমান শক্তিসম্পন্ন নাই।

অপ্রযত—(ত্রি) [প্র-যম-ক্ত প্রযতঃ, অভাবে নঞ্-তৎ] অপবিত্র।

অপ্রযত্ন—(পুং) [প্র-যত-নঙ্ প্রযত্নঃ, অভাবে নঞ্-তৎ] প্রকৃষ্ট যত্নের অভাব। [নাস্তি প্রযত্নো যস্য, বহুব্রী] প্রয়াসশূন্য, যত্নরহিত। (মনু ৬.২৬)

অপ্রযাণি—(স্ত্রী) [ন প্র-যা-অনি] শাপে জীবনাভাব। [অজীবনি দ্র°]

অপ্রযাবম্—(অব্য) অনবরত, সর্ব্বদা। ২ লাগিয়া থাকা। "অহরহরপ্রযাবং ভরন্তঃ" (শুক্লযজুঃ ১১.৭৫)

অপ্রয়াস—(পুং) সুখ দুঃখের অভাব, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য।

অপ্রযুক্ত—(ত্রি) [প্রযুজ্যতে স্ম প্র-যুজ্-ক্ত প্রযুক্তম্, নঞ্-তৎ] নিযুক্ত নহে। "অপ্রযুক্তপ্রযুক্তো বা স কর্ত্তা নামকারকঃ" (রামতর্কবাগীশ)

অপ্রযুক্ততা, অপ্রযুক্তত্ব—(স্ত্রী) অলঙ্কার-শাস্ত্রের দোষ-বিশেষ। অলঙ্কার শাস্ত্রে শব্দাদি যে রূপ প্রয়োগ করিতে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার অপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ করিলে এই দোষ হয়। যেমন পদ্ম পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়ই হয়, কিন্তু কবিগণ উহা পুংলিঙ্গে ব্যবহার করেন না এবং ব্যবহার করিলে তাহা অশুদ্ধ হয় না, উহা কেবল কবি-প্রসিদ্ধির বিরুদ্ধ কাজ করা হয় মাত্র।

অপ্রযুচ্ছৎ—(ত্রি) অনবসরে সতর্ক হওয়া, অসময়ে সাবধান হওয়া। 'অপ্রযুচ্ছন্নপ্রযুচ্ছন্নিরগ্নে' (ঋক্ ১ ১৪৩.৮)

অপ্রযুত—(ত্রি) [প্র-যু মিশ্রণে অমিশ্রণে চ ক্ত, নঞ্-তৎ] পৃথকরূপে যুক্ত। ২ অপৃথক্ রূপে যুক্ত। (ঋক্ ৭.০০২)

অপ্রযুত্বন্—(ত্রি) [প্র-যু-পৃথগ্ ভাবে-কনিপ্ তুগাগমঃ, নঞ্-তৎ] পৃথগ্‌ভূত নহে, যাহা এক। (ঋক্ ৬ ৪৮.১০)

অপ্রযোগ—(পুং) [প্র যুজ্-ঘঞ্ প্রয়োগঃ, নঞ্-তৎ] প্রয়োগের অভাব, অনুল্লেখ।

অপ্রলম্ব—(ক্লী) [ন প্রলম্বম্, নঞ্-তৎ] অবিলম্ব, শীঘ্র। (ত্রি) [নঞ বহুব্রী] অবিলম্বযুক্ত।

অপ্রবর্ত্তক—(ত্রি) কার্য্যভীরু। ২ যে কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করে না।

অপ্রবর্ত্তন—(ক্লী) অপ্রবৃত্তি শীলতা। ২ কার্য্যে উৎসাহ না দেওয়া।

অপ্রবর্ত্তিন্—(ত্রি) [ন প্রবর্ত্ততে ন প্রবর্ত্তিতুং শীলমস্য ইতি বা প্র বৃত ণাচ্ছীল্যে ণিনি] প্রবৃত্তিশীল নহে। ২ সন্তত, বিচ্ছেদরহিত।

অপ্রবীণ—(ত্রি) অজ্ঞান, অচতুর, মূর্খ।

অপ্রবীত—(ত্রি) [প্র-বী প্রজনাদিষু ক্ত প্রবীতম্, নঞ্-তৎ] অজাত, গর্ভধারণ হেতু যে স্ত্রীর সার বিগত হয় নাই। (ঋক্ ৭৭২) ২ অকামিকা স্ত্রী, নবীনা স্ত্রী।

অপ্রবৃত্ত—(ত্রি) যাহা আবদ্ধ নহে। যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই।

অপ্রবৃত্তি—(স্ত্রী) অপ্রগমন। ২ কার্য্য হইতে নিস্পৃহ থাকিবার ভাব। ৩ অনুৎসাহ। বৈদ্যক মতে—মল-মূত্রাদির দমন।

অপ্রবৃদ্ধ—(ত্রি) যে অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। যে বড় হয় নাই।

অপ্রবেদ—(ত্রি) [নাস্তি প্রবেদঃ প্রকৃষ্টলাভো যস্য] দুর্লভ। ২ মৌন, যে কথা বলে না। (শতপথব্রা° ১৭১৫)

অপ্রশংসনীয়—(ত্রি) প্রশংসার অযোগ্য, যাহা প্রশংসা করা উচিত নহে।

অপ্রশস্ত—(ত্রি) [ন প্রশস্তম্ নঞ্-তৎ] প্রশস্তভিন্ন, অপকৃষ্ট। ২ দুষ্ট। ৩ নিন্দিত, বিগর্হিত। ৪ ক্ষীণ। (ঋক ১ ১৬৭ ৮) ৫ অসৎ, অশ্রেষ্ঠ।

অপ্রসক্ত—(ত্রি) [প্র-সঞ্জ-ক্ত প্রসক্তম্, নঞ্-তৎ] মনোযোগ রহিত, আগ্রহ-বর্জ্জিত। ২ প্রসঙ্গরহিত। ৩ অসম্বদ্ধ।

অপ্রসক্তি—(স্ত্রী) [প্র-সঞ্জ ক্তিন্, প্রসক্তিঃ, অভাবে নঞ্-তৎ] প্রসঙ্গের অভাব। [নঞ্ বহুব্রী] ২ প্রসঙ্গশূন্য। ৩ আগ্রহশূন্য। ৪ আসক্তিহীন।

অপ্রসঙ্গ—(পুং) [প্র-সঞ্জ ঘঞ্ প্রসঙ্গঃ, অভাবে নঞ্-তৎ] সম্বন্ধের অভাব (ত্রি) [নঞ বহুব্রী] ২ সম্বন্ধশূন্য। ৩ সঙ্গতিহীন।

অপ্রসন্ন—(ত্রি) [ন প্রসন্নম্ নঞ্-তৎ] আবিল, স্বচ্ছ নহে। ২ অতুষ্ট। ৩ স্ফূর্ত্তিরহিত। ৪ অপ্রসন্ন চিত্ত।

অপ্রসন্নতা—(স্ত্রী) প্রসন্নতার অভাব।

অপ্রসব—(ত্রি) প্রসবরহিত। (পুং) ২ প্রসবের অভাব।

অপ্রসবধর্ম্মিন্ (ত্রি) যে প্রসব ধর্ম্মী নহে।

অপ্রসহ্য—(ত্রি) সহনের অযোগ্য, যাহা সহ্য করা যায় না।

অপ্রসাদ—(পুং) অকৃপা, দয়া না করা। ২ প্রসন্নতাহীন।

অপ্রসাদ্য—(ত্রি) [প্রসাদয়িতুং যোগ্যম, প্র-সদ্-ণিচ যোগ্যার্থে যৎ প্রসাদ্যম, নঞ্-তৎ] প্রসন্ন করাইবার অযোগ্য।

অপ্রসাহ—(পুং) [প্রসহ্যতে অভিভূয়তে প্র সহ কর্ম্মণি ঘঞ্ প্রসাহঃ, নঞ্-তৎ] অনিষ্ট করিলেও যে অভিভূত হয় না।

অপ্রসিদ্ধ—(ত্রি) [প্র-সিধ ক্ত প্রসিদ্ধম, নঞ্-তৎ] অনিষ্পন্ন। ২ বিখ্যাত নহে।

অপ্রসিদ্ধপদ—(ক্লী) অপ্রচলিত শব্দ, যে শব্দের প্রচলন নাই।

অপ্রসূত—(ত্রি) নিঃসন্তান, বন্ধ্যা, যাহার সন্তানাদি হয় নাই।

অপ্রসৃত—(ত্রি) [ন প্রসৃতম্, নঞ্-তৎ] প্রসরশূন্য, বিস্তার শূন্য। ২ অশিক্ষিত।

অপ্রস্তুত—(ত্রি) [ন প্রস্তুতম, নঞ্-তৎ] অনিষ্পন্ন। ২ অপ্রক্রান্ত, আরম্ভশূন্য। ৩ প্রকরণের অপ্রাপ্ত। ৪ অপ্রশংসিত। সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি—'তিনি অপ্রস্তুত হইয়াছেন।' অর্থাৎ তিনি অপ্রতিভ বা অপ্রশংসিত হইয়াছেন।

অলঙ্কার শাস্ত্রে, যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হয়, তাহাকেই 'প্রস্তুত' কহে। কাজেই, যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হয় না তাহাকেই 'অপ্রস্তুত' কহে। যেমন—সুন্দরীর রূপের পানে চাহিলে চম্পকফুলের লজ্জা হয়। এখানে সুন্দরীর রূপের বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, অতএব রূপকে প্রস্তুত বলা যায় এবং চম্পকের কথা অপ্রস্তুত।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা—(স্ত্রী) [অপ্রস্তুতস্য অপ্রাকরণিকস্য অভিধানেন প্রস্তুতস্য প্রশংসা আক্ষেপঃ। অপ্রস্তুতেন প্রস্তুতস্য প্রশংসা ব্যঞ্জনং মধ্যপদলোপী ৬-তৎ। অথবা প্রস্তুতব্যঞ্জকম অপ্রস্তুতকথনম] অর্থালঙ্কারবিশেষ। যাহা প্রস্তুত অর্থাৎ যাহার বিষয় বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কোন বিষয়ের বর্ণনা করিলে যদি প্রস্তুতের অর্থাৎ প্রাকৃত আরব্ধ বিষয়ের বর্ণনা করা হয়, তবে তাহাকে 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা' অলঙ্কার কহে।

"কচিদ্বিশেষঃ সামান্যাৎ সামান্যং বা বিশেষতঃ।
কার্য্যান্নিমিত্তং কার্য্যঞ্চ হেতোরথ সমাৎ সমম্॥
অপ্রস্তুতাৎ প্রস্তুতঞ্চেদ্‌গম্যতে পঞ্চধা ততঃ।
অপ্রস্তুতপ্রশংসাস্যাৎ।" (সাহিত্যদর্পণ ১০.৭০৬)

অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার পাঁচ প্রকার। যথা—১ কার্য্য-

প্রকাশের অভিপ্রায়ে কারণের বর্ণনা। ২ কারণ প্রকাশের অভিপ্রায়ে কার্য্যের বর্ণনা। ৩ বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে সামান্য বিষয়ের বর্ণনা। ৪ সামান্য-বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ-বিষয়ের বর্ণনা। ৫ তুল্য বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে তুল্য বিষয়ের বর্ণনা।

১। কার্য্য বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে কারণের বর্ণনা। যথা—

"প্রবাসে আছেন সুখে মম প্রাণেশ্বর।
কাকের সমান সেথা কোকিলের স্বর।"

পতি প্রবাসে গিয়াছেন, বাটী ফিরিয়া আসিতেছেন না, এই কার্য্য বর্ণনা করাই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু সেই প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া, যে দেশে পতি বাস করিতেছেন, তথাকার কোকিলদের কুহুস্বর কাকের ডাকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পতি কেন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন না, সেই কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ বিরহিনী নারী যেখানে বাস করিতেছেন, তথায় কোকিলের রবে সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। প্রবাসে যথানে তাঁহার পতি আছেন, সেখানকার কোকিলের রব মিষ্ট হইলে তিনি অবশ্য মুগ্ধ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

২।—কারণ বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে কার্য্যের বর্ণনা। যথা—

"হিমকর পেখি, আনত কর আনন,
বহুত করুণা পথ হেরি।
নয়ন কাজর দেই, লিখই বিধুন্তুদ,
তা সঞে কহত হি টেরি॥"

রাধিকা কৃষ্ণবিরহে মলিন হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আকাশে তিনি চন্দ্র দেখিতে পাইলেন। অমনি তিনি চক্ষের কর্জ্জলে রাহু আঁকিয়া ক্রোধে চন্দ্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন।

চন্দ্র দেখিয়া রাধিকার বিরহানল অধিক প্রজ্বলিত হইয়াছিল। অতএব রাধিকার মনঃকষ্ট বৃদ্ধি হইবার কারণ বর্ণনা করাই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু সেই প্রকৃত বিষয় ত্যাগ করিয়া রাধিকা চন্দ্রকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত রাহু আঁকিয়াছিলেন, এই কার্য্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব রাহু উল্লিখিত হওয়ায় চন্দ্রই রাধিকার অধিক দুঃখের কারণ তাহা ব্যক্ত হইল।

৩।—বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে সামান্য বিষয়ের বর্ণনা। যথা—

"পাদাহতং যদুত্থায় মূর্দ্ধানমধিরোহতি।
স্বস্থাদেবাপমানেপি দেহিনস্তদ্বরং রজঃ।' (সা° দ°)

যে ধুলা পদদ্বারা মাড়াইলে উড়িয়া মস্তকের উপর পড়ে, সেই অচেতন ধূলি অপমানিত হইলেও চেতন এবং সন্তুষ্ট দেহী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমাদের অপেক্ষা ধূলি শ্রেষ্ঠ, এই বিশেষ প্রস্তুত প্রকাশ করা বক্তার অভিপ্রেত। কিন্তু তাহা দেহী সামান্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সামান্যাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪।—সামান্য বর্ণনা করিতে গিয়া বিশেষ বর্ণনা। যথা—

"স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্।
বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।"

এই মালা যদি প্রাণনাশিনী, তবে আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে নষ্ট করিতেছে না কেন? অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন আধারে বিষও অমৃত হয়, কোথাও অমৃতও বিষ হইয়া থাকে।

এখানে, কোথাও অহিতকারী বস্তু হিত করিয়া থাকে এবং কোথাও হিতকর বস্তু অহিত করিয়া থাকে এই সামান্য প্রস্তুত বিষয় বলিতে গিয়া বিষ এবং অমৃত এই বিশেষ অপ্রস্তুত কথিত হইয়াছে।

৫।—তুল্য বিষয়ের বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে তুল্যের বর্ণনা ইহা দুই প্রকার। তাহার মধ্যে একটী শ্লেষমূলক এবং আর একটী সাদৃশ্যমূলক। শ্লেষমূলক প্রয়োগ স্থলে সমাসোক্তি অলঙ্কারের ন্যায় কোথাও কেবল বিশেষণ পদের শ্লেষ হইয়া থাকে। অন্যত্র আবার শ্লেষ অলঙ্কারের ন্যায় বিশেষ্য এবং বিশেষণ এই উভয় পদের শ্লেষও দেখা যায়। বিশেষণ পদের শ্লেষে যথা—

"সহকারঃ সদামোদো বসন্তশ্রীসমন্বিতঃ।
সমুজ্জলরুচিঃ শ্রীমান প্রভূতোৎকলিকাকুলঃ।

এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ। একটী অর্থ আম্র বৃক্ষের পক্ষে অন্য অর্থ নায়কের পক্ষে। আম্রবৃক্ষের পক্ষে যথা,—

এই সহকার বৃক্ষ সর্ব্বদাই সৌরভযুক্ত এবং বসন্তকালের পল্লবাদিতে সুশোভিত। ইহা উজ্জল কান্তিযুক্ত ও সুশ্রী এবং প্রচুর মুকুলে পরিপূর্ণ।

নায়কের পক্ষে—'সদামোদঃ'—সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত। বসন্তশ্রীসমন্বিতঃ' বসন্তকালের উপযুক্ত বেশভূষাতে শোভিত। 'সমুজ্জলরুচিঃ' শৃঙ্গারাভিলাষযুক্ত। 'প্রভূতোৎকলিকাকুলঃ' অতিশয় উৎকণ্ঠিত।

কোন নায়িকা অপ্রস্তুত আম্রবৃক্ষ উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথাগুলি বলিল, কিন্তু তাহার সেই সমস্ত কথা গুলির শ্লেষার্থদ্বারা প্রস্তুত নায়কের প্রতীতি হইতেছে। তজ্জন্য ইহাকে শ্লেষমূলক 'অপ্রস্তুত-প্রশংসা' অলঙ্কার বলা যায়।

বিশেষ্য শ্লেষ যথা—

"পুংস্ত্বাদপি প্রবিচলেদ্ যদি যন্তধোপি
যায়াদ্ যদি প্রণয়নে ন মহানপি স্যাৎ।
অভ্যুদ্ধরেত্তদপি বিশ্বমিতীদৃশীয়ং
কেনাপি দিক্প্রকটিতা পুরুষোত্তমেন।'

এই শ্লোকের শ্লেষবাক্যে বিষ্ণু এবং রাজা এই উভয়কে বুঝাইতেছে। যথা—

যদি পুরুষভাব হইতেও বিচলিত হন (অর্থাৎ যদ্যপি স্ত্রী লোকের ভাব ধারণ করেন), যদ্যপি অধোগামী হন (অর্থাৎ যদি পাতালে প্রবেশ করেন), যদি যাচ্ঞা বিষয়ে মহৎ না হন (অর্থাৎ যদ্যপি খর্ব্ব হন), তথাপি জগৎ উদ্ধার করেন এই কি এক অনির্ব্বচনীয় নীতি পুরুষোত্তম প্রকাশ করিয়াছেন।

এক পক্ষে এইরূপ ভাব বুঝাইতেছে যে, ক্ষীরোদ সাগরের কূলে সুধা বিতরণ করিবার সময় বিষ্ণু মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, জলপ্লাবিত জগৎকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তিনি বরাহরূপে পাতালে গমন করিয়াছিলেন, বলিরাজের অপহৃতরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিবার সময়ে তিনি বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব এই সকল বিশেষণদ্বারা বিশেষ্য বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে।

অপর পক্ষে,—রাজা যদি পরাক্রমহীন হন, অধম নীতি অবলম্বন করেন, বা যাচ্ঞার জন্য মহিমাশূন্য হন, তথাপি স্বরাজ্য উদ্ধার করেন, এই নীতি ... কোন ... প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে যে শ্লেষবাক্য বা বিশেষ করিয়া অপ্রস্তুত বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে, সেই শ্লেষ বাক্যদ্বারা বিশেষ করিয়া প্রস্তুত রাজাকে বুঝাইল। এই হেতুকে বিশেষ্যার্থ বা শ্লেষমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার বলা যায়।

সাদৃশ্যমূলক। যথা—

একঃ কপোতপোতঃ শতশঃ শ্যেনাঃ ক্ষুধাভিধাবন্তি।
অম্বরমাবৃতিশূন্যং হরি হরি শরণং বিধেঃ করুণা।'

একটী কপোত শিশু, কিন্তু শত শত শ্যেনপক্ষী ক্ষুধায় তাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে। আকাশে কোন আবরণ নাই হায় এখন বিধাতার করুণাই একমাত্র শরণ।

এখানে নিঃসহায় অপ্রস্তুত কপোত শত্রুর প্রতি কথিত এই বাক্যগুলি তৎসদৃশ প্রস্তুত কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি উল্লিখিত হইতেছে।

সাদৃশ্যমূলক অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার বৈধর্ম্যেও হয়। যথা—

ধন্যাঃ খলু বনেবাতাঃ কহ্লারস্পর্শশীতলাঃ।
রামমিন্দীবরশ্যামং যে স্পৃশন্ত্যনিবারিতাঃ।'

রাম বনবাসে গেলে দশরথ খেদ করিয়া বলিতেছেন,— রক্তোৎপলযুক্ত সুগন্ধ জল কর্ত্তৃক শীতল সেই বনবাতাস ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ রামচন্দ্রকে অনিবার স্পর্শ করিতেছে, তাহারাই ধন্য।

এখানে দশরথ, রামকে আর কোলে করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিতে পারিতেছেন না, ইহাই উল্লেখ করা কবির উদ্দেশ্য। অতএব দশরথের কথা না বলিয়া বনের বাতাস রামকে স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেছে, এইরূপ উল্লিখিত হইল, সুতরাং এতদ্দ্বারা দশরথ রাজা ধন্য নহেন বলা হইতেছে।

বাক্যার্থের সম্ভব, অসম্ভব এবং ইহাদের উভয়রূপতা ভেদে সাদৃশ্যমূলক অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার তিন প্রকার। উপরে যে উদাহরণ লিখিত হইয়াছে তাহা সম্ভব বিষয়ের।

অসম্ভব যথা—

কাকিলোহহং ভবান কাকঃ সমানকালিমাবয়োঃ।
অন্তরং কথয়িষ্যন্তি কাকলীকোবিদাঃ পুনঃ।"

আমি কোকিল আর আপনি কাক, আমাদের দুই জনেরই শরীর সমান কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু আমাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে, তাহা সুস্বর মধুরাস্ফুট ধ্বনিবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন।

এখানে প্রস্তুত কোন ব্যক্তিদ্বয় না থাকিলে কাক ও কোকিলে বাক্য কথন সম্ভব হইতে পারে না।

বাক্যার্থ সম্ভব ও অসম্ভব উভয়রূপতা বিষয়ে যথা—

অন্তশ্ছিদ্রাণি ভূয়াংসি কণ্টকা বহবো বহিঃ।
কথং কমলনালস্য মাভূবন্ ভঙ্গুরা গুণাঃ।

যাহার মধ্যে অনেক ছিদ্র আছে, বাহিরে বিস্তর কণ্টক আছে, সেই পদ্মনালের গুণগুলি অর্থাৎ সূতাগুলি ছিঁড়িতে পারা যায় না কেন?

এখানে কবির প্রকৃত বর্ণনার বিষয় এই যে,—যে ব্যক্তির বহু ছিদ্র অর্থাৎ অনেক দোষ আছে, যাহার বহু কণ্টক অর্থাৎ অনেক শত্রু আছে তাদৃশ মনুষ্যের গুণ অর্থাৎ যশঃ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রস্তুতের আরোপব্যতিরেকে অপ্রস্তুত কমল নালের ভিতরের সূত্রচ্ছেদন সম্ভব নাই। কণ্টকচ্ছেদনে ভেতুব সম্ভব আছে।

অপ্রহত—(ত্রি) [ন প্রহন্যতে স্ম হলাদিভিঃ প্র হন-ক্ত, নঞ্-তৎ] অকৃষ্ট ভূমি, খিলা জমি, পতিত জমি। যাহা মাড়ান হয় নাই। লাঙ্গলাদিদ্বারা যে জমিতে চাষ দেওয়া হয় নাই, আচোট জমি। ২ নূতন বস্ত্রবিশেষ। ৩ প্রহৃতভিন্ন, যাহাকে মারে নাই।

অপ্রহন্—(ত্রি) [ন প্রহন্তি প্র হন কিপ, নঞ্-তৎ] অনুগ্রাহক, যে দয়া করে। (ঋক ১৷৬৩৷৪)

অপ্রহিত—(ত্রি) অপ্রেরিত। ২ যাহা বাহিরে প্রেরিত হয় নাই।

"প্রহেতারমপ্রহিতম্ (ঋক ৮৷৮৮৷৭)

অপ্রাকরণিক—(ত্রি) [প্রকরণে ভবং ঠক প্রাকরণিকম, নঞ্

তৎ] যাহায় প্রস্তাব করা হয় নাই। ২ যাহা গ্রন্থের অংশ বিশেষে নাই।

অপ্রাকৃত—(ত্রি) [প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য ইদম্ অণ্, নঞ-তৎ] অনৈসর্গিক, অসামান্য। ২ সংস্কৃত। ৩ বিশেষ। ৪ ঐশ্বরিক।

অপ্রাগ্র্য—(ত্রি) [ন প্রাগ্র্যম্ নঞ্ তৎ] অপ্রধান, অধম।

অপ্রাচীন—(ত্রি) নূতন, নব। ২ বৃদ্ধ নহে, অর্ব্বাচীন। ৩ যে পূর্ব্বদিকের নহে, পশ্চিমদেশীয়।

অপ্রাজ্ঞ—(ত্রি) অশিক্ষিত, মূর্খ। ২ চৈতন্যশূন্য।

অপ্রাজ্ঞতা—(স্ত্রী) শিক্ষার অভাব। ২ বুদ্ধিহীনতা।

অপ্রাণ—(ত্রি) জীবনীশক্তি-রহিত, বিগতপ্রাণ মৃত। (অথর্ব ৮।২।৯)

অপ্রাণৎ—(ত্রি) মৃত প্রাণহীন। (অথর্ব ১০।৮।১১)

অপ্রাণিন্ (ত্রি) প্রাণবিহীন। "পাণি বা যদি বাপ্রাণি"। (মনু ৪।১১৭)

অপ্রাধান্য—(ক্লী) নীচতা, প্রাধান্যের অভাব।

অপ্রাপ্ত—(ত্রি) [ন প্রাপ্তম্, নঞ তৎ] অলব্ধ। ২ যাহা প্রমাণান্তরে পাওয়া যায় নাই। ২ অনুপস্থিত।

অপ্রাপ্তকাল—(ত্রি) [ন প্রাপ্তঃ কালো যস্য] অপ্রাপ্ত সময়। (ক্লী) ২ বাদীর বাক্যস্থ নামক দোষবিশেষ। ৩ অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক।

অপ্রাপ্তকাল,—বেদান্তের বিশেষ নিগ্রহস্থান। ইহা ২২ প্রকার। যেখানে কোন পক্ষ ন্যায়াবয়বসমূহ উল্টপাল্টা বলা হয়, সেখানে তাহার এই নিগ্রহস্থান হয়। যদি কেহ বলেন 'শব্দত্বাৎ শব্দঃ অনিত্য' ইত্যাদি, তাহা হইলে এস্থলে হেতুবাক্য অগ্রে এবং প্রতিজ্ঞাবাক্য পরে বলায় উক্ত দোষ ঘটে।

অপ্রাপ্তপ্রাপক—(পুং) [অপ্রাপ্তং প্রাপয়তি বোধয়তি প্র আপ ণিচ ণ্বুল্, ৬-তৎ] প্রমাণান্তর দ্বারা পাওয়া যায় না এরূপ যাগাদি বোধক লিঙাদি শব্দ।

অপ্রাপ্তযৌবন—(ত্রি) যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হয় নাই। ২ তরুণ, নাবালক।

অপ্রাপ্তব্যবহার—(ত্রি) [ন প্রাপ্তঃ ব্যবহারযোগ্যঃ কালো যস্য] যে বালক ব্যবহার জানে না। ষোড়শবর্ষের অনধিক বয়স্ক বালক, নাবালক। নারদ ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"গর্ভস্থৈঃ সদৃশো জ্ঞেয় আষ্টম বৎসরাৎ শিশুঃ।
বাল আষোড়শাৎ বর্ষাৎ পোগণ্ডোঽপি নিগদ্যতে।
পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিত্রোরৃতে।'

অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিশুকে গর্ভস্থের ন্যায় বিবেচনা করিবে। ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল কিম্বা পোগণ্ড বলা যায়। তাহার পর মানুষ ব্যবহারজ্ঞ হইয়া থাকেন। পরে পিতামাতা মরিয়া গেলে তিনি স্বতন্ত্র হয়েন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, নাবালকদের ধন কেহ ব্যয় করিবে না। তাহা বন্ধু কিম্বা মিত্রগণের কাছে গচ্ছিত রাখিবে।

অপ্রাপ্তা—(স্ত্রী) [ন প্রাপ্তঃ বিবাহকালো যস্যাঃ উত্তরপদলোপ।] কুমারী। বালিকা যার বিবাহকাল উপস্থিত হয় নাই।

অপ্রাপ্তাবসর—(ত্রি) অনবসরবাধিত যাহার উপযুক্ত সময় আসে নাই। ২ ঋতুবর্জিত।

অপ্রাপ্তি—(স্ত্রী) [ন প্রাপ্তিঃ, অভাবে নঞ-তৎ] অলাভ, যাহা পাওয়া যায় নাই। ২ যে জ্ঞান প্রামাণান্তরদ্বারা পাওয়া যায় নাই। ৩ অসম্ভব। ৪ অনুপলব্ধি। (ত্রি) [নাস্তি প্রাপ্তি যস্য বহুব্রী] ৫ লভ্যশূন্য।

অপ্রাপ্তিসমা—২৪ প্রকার জাতি বা অসদুত্তরের মধ্যে একপ্রকার। বাদীর কথিত হেতু তাহার সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সাধ্যের সহিত জন্য জনক বা জ্ঞাপ্য জ্ঞাপক সম্বন্ধ দ্বারা সম্বন্ধপ্রাপ্ত না হইয়া যদি সাধ্যের সাধক হয়, সেরূপ মনে করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুটী সাধ্যের সাধক নহে বলেন, তবে বাদীর উত্তর অপ্রাপ্তিসমা জাত্যুত্তর হয়। যথা—

বাদী—"আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতু গুণবত্ত্বাৎ লোষ্ট্রবৎ।

প্রতিবাদী— হেতু ক্রিয়া হেতু গুণবত্ত্বের সহিত সাধ্যের জন্য জ্ঞাপক বা জন্য জনক সম্বন্ধ স্বীকার করিলে হেতু যখন আছে, ইহা জানা থাকে, সেরূপ সাধ্যও থাকেই আছে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত স্বীকার করিতে হয়, আর তজ্জন্য অনুমান নাই। এজন্য হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ নাই। ইহা যদি বাদী বলেন, তবে কি হেতু গুণবত্ত্ব সক্রিয়ত্বের সাধক হয়। সেই হইলে প্রতিবাদীর এই উত্তর অপ্রাপ্তিসমা জাত্যুত্তর হয়। এখানে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইল।

অপ্রাপ্য—(ত্রি) [ন প্রাপ্যম্, নঞ তৎ] দুষ্প্রাপ্য, অপ্রাপণীয়, যাহা পাইবার যোগ্য নহে।

অপ্রামাণিক—(ত্রি) [প্রমাণে সিদ্ধং প্রামাণিকং নাস্তি বা ঠঞ্ নঞ তৎ] যাহা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ নহে। ২ প্রমাণ অনভিজ্ঞ ৩ প্রমাণরহিত, মিথ্যা, অযৌক্তিক। (স্ত্রী ঙীপ্) অপ্রামাণিকী।

অপ্রামাণ্য—(ক্লী) [ন প্রামাণ্যম্, অভাবে নঞ্ তৎ।] প্রমাণের অভাব। [বহুব্রী] ২ প্রামাণ্যশূন্য।

অপ্রামি—(ত্রি) [প্রকর্ষেণ অম্যতে হিংস্যতে প্র অম ণিচ কর্ম্মণি ইন্ নঞ্ তৎ] অহিংসিত

অপ্রামিসত্য—(ত্রি) অপ্রতিহত সত্যসম্পন্ন, ধ্রুব সত্যশালী। (ঋক ৮।৫০।৪)

অপ্রায়ত্য—(ক্লী) অশুদ্ধি।

অপ্রায়ু—(ত্রি) [প্র আ যু মিশ্রণে বাহুলকাৎ কু প্রায়ুঃ, নঞ-তৎ]

অপ্রগত মনস্ক, অপ্রমাদী। ২ যে যায় না। "অপ্রায়ুবো বক্ষণাঃ (ঋক ১৮৯১)

অপ্রায়ুস—(ত্রি) [ন প্ররত প্রগত বা আয়ুর্যস্য] প্রকৃষ্ট আয়ুঃ নহে, গতায়ুঃ নহে। "অপ্রায়ুসে দিবাকরাৎ" (ঋক ১।১২৭।৫)

অপ্রাসঙ্গিক—(ত্রি) প্রসঙ্গশূন্য, যাহাতে প্রসঙ্গ নাই। ২ অনাবশ্যক।

অপ্রিয়—(ত্রি) [ন প্রিয়ম্ বা প্রীণাতি ন প্রী ক] অপ্রীতিকর। ২ অনভীষ্ট অনীপ্সিত। ৩ অসুহৃৎ। ৪ শত্রু। ৫ যক্ষাদ্য

অপ্রিয়বাদিন্—(ত্রি) যে অপ্রিয় কথা বলে অপ্রিয়বাদী।

অপ্রিয়া—(স্ত্রী) শৃঙ্গীমৎস্য শিঙি মাছ। (ত্রি) ২ প্রিয়া নহে।

অপ্রীতি—(স্ত্রী) প্রীতির অভাব অসদ্ভাব। ২ পীড়া রোগ।

অপ্রীতিকর—(ত্রি) অসন্তুষ্ট। ২ অসন্তোষপ্রদ।

অপ্রীত্যাত্মক (ত্রি) পীড়ামূলক দুঃখপূর্ণ।

অপ্রেতরাক্ষসী—(স্ত্রী) প্রেতা প্রাপ্ত রাক্ষসাম অন্যা ন। তুলসী বৃক্ষ।

অপ্রেমন্ (স্ত্রী) দুঃখ, ঈর্ষা।

অপ্রেষ—(পুং) যে প্রেম মত্ত বা প্রার্থনা করে না।

অপ্রোট—(পুং) ভারত জ নামক পক্ষী।

অপ্রোষিতবস—(ত্রি) অনুবর্গ ন সমীপস্থিত। (ঋক ৮।৪।১১)

অপ্রৌঢ়—(ত্রি) নিরভিমান, গর্বরহিত। ২ যে প্রৌঢ় নহে।

অপ্রৌঢ়া (স্ত্রী) অবিবাহিতা কন্যা। ২ যে কন্যার বিবাহ হইয়াছে, অথচ অল্প বয়স।

অপ্লব (ত্রি) নৌকাশূন্য যথা নৌকাদির বাধা নাই। ২ সংপ্লবরহিত। (বাং ১৪২২)

অপ্লব্য—(ত্রি) [অপ বর্জনে অপবর্যা অপগায় যস্মিন্ সুখং প্রাপ্নোতি] দুঃখ নিবারণ অপ হেতু উপসর্গের অন্ত্যস্বরের লোপ হইয়াছে। ২ ব্যাধি। (স্ত্রী) [টাপ অপ্ন, আপ ন বহুলকাৎ না পুংবোধ হ্রস্বঃ] ৩ প্রাপ্য।

অপ্বা—(স্ত্রী) [আপোতি আপ বন] বায়ু। ২ ব্যাধি। ৩ ভয়। (ঋক ১০।১০৩।১২)

অপ্স—(স্ত্রী) [আপ বাহুলকাৎ স] রূপ। ২ রস

অপ্সর—(পুং) জলে গমনকারী এক প্রকার জীব।

অপ্সরদেবী—মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের পত্নী। ইঁহার গর্ভে মহারাজ আদিত্যবর্দ্ধন জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের রাজগণ সূর্য্যের উপাসক ছিলেন। হর্ষের বাংশখেরা তাম্রলেখা হইতে জানা যায়, ইনি ৬২৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

অপ্সরঃপতি—(পুং) [অপ্সরস পতিঃ ৬তৎ] স্বর্গবেশ্যাদিগের পতি। ২ ইন্দ্র।

অপ্সরস—(স্ত্রী) [অদ্ভ্যঃ সরন্তি অপ সৃ অসুন] স্বর্গের বেশ্যা। সমুদ্রমন্থন কালে ইহারা জল হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া ইহাদের এই নাম হইয়াছে। অপ্সরস্ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। কিন্তু কচিৎ একবচনান্ত প্রয়োগও দেখা যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে ইহাদের সংখ্যা ষাট কোটী। ষষ্টি কোট্যো ভবন্ অপ্সরসাং সুবর্চসাঃ কিন্তু ষাট কোটী নাম কুত্রাপি দেখা যায় না। ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা উর্ব্বশী তিলোত্তমা, সুকেশী মিশ্রকেশী মঞ্জুঘোষা অলম্বুষা বিশ্বাচী, পঞ্চচূড়া, প্রম্লোচা অধ বিদ্যুৎপর্ণা মহারূপা পূর্ণচিত্তা সুনাম্নী মহারঙ্গবা বিদ্যুৎপর্ণা, অবলা বক্ষণা, কর্ণিকা সুবাহু সুরতা সুরসা সুপ্রিয়া, অতিবাহু, চিত্রলেখা, সুরজিৎ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়।

বেদে ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে, প্রজাপতির মাংস হইতে অরুণ। ক্রতুগণ এবং বালখিল্যগণ জন্ম গ্রহণ করেন। সেই অবশিষ্ট মাংস অর্দ্ধ পরিণত জল হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন— দেবগণ এইরূপ হউক ? অমনি দেবগণ স্বপুত্র পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল। ইহার উক্তি। অথাকৃঃ ক্রতুকপরিষ্টাদুৎপাদযাৎ। দর্বাদি দেবাংশিপি দেবাসুরাঃ পিতরঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চোদ তিষ্ঠন। সাঙ্খ্যায়ন (১৩৭)

অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে, অপ্সরোগণ গন্ধর্ব্বদের স্ত্রী। ঋগ্বেদে পুরূরবা উর্ব্বশী সংবাদে প্রথমে ইহাদের কুলকামিনীগণকে ভুলাইয়া লইয়া যাইত এবং অপহরণ করিয়া পরে তাহারা সমুদ্রে বাস করে। ইহারা অপ্সরোবংশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উর্ব্বশী তাহাদিগের মধ্যে প্রধানা সুন্দরী। ইহারা ভবন হইতে তপস্যা আরম্ভ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে বিরহ করিত এবং ইন্দ্র ইহাদিগকে তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত প্রায় সর্ব্বত্রই স্বর্গে বিদ্যাধরীদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। ঋগ্বেদে (৭।৩৩।১৩) লিখিত আছে যে, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল।

অথর্ব্ববেদে আরও লিখিত আছে, কিন্তু তাহারা মায়াবিনী, ইচ্ছা করিলে নানা রূপও ধারণ করিতে পারে। অথর্ব্ববেদে দেখা যায় ইহাদের পাশা খেলায় অতিশয় আসক্তি। মনে করিলে ইহারা মানুষকে পাগল করিতে পারে। পূর্ব্বে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মানুষকে যেমন ভূতে পায়, তদ্রূপ অনেককে অপ্সরায় পাইয়া থাকে। অপ্সরাতে পাইলে লোক উন্মত্ত হইয়া উঠে। অতএব ভূতে পাওয়া রোগীকে অপ্সরায় পাওয়া বলিত।

অপ্সরাগণ অক্ষক্রীড়ায় এরূপ প্রবীণ ছিল যে, বৈদিক সময়ে জুয়া খেলিতে বসিলে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে।

"যদ্বস্তাভ্যাং চকৃম কিল্বিষাণি অক্ষাণাং গত্নুমুপলিপ্সমানাঃ।
উগ্রম্পশ্যে উগ্রজিতৌ তদদ্যাপ্সরসাবনুদত্তামৃণং নঃ।
(অথর্ব ৬।১১৮।১)

হে উগ্রম্পশ্যে এবং উগ্রজিৎ অপসরা, আমরা পাশা খেলিতে গিয়া হস্তদ্বারা যে পাপ করিয়াছি অদ্য সেই ঋণ শোধ কর।

পুনশ্চ, অথর্ববেদে (৪।৩৮।১৪)
'উদ্ভিন্দতীং সঞ্জয়ন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম।
গ্লহে কৃতানি কৃণ্বানামপ্সরাং তামিহ হুবে।
বিচিন্বতীমাকিরন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম।
গ্লহে কৃতানি গৃহ্নানামপ্সরাম।
যায়ৈঃ পরিনৃত্যত্যাদদানা কৃতং গ্লহাৎ।
সা নঃ কৃতানি সীষতী প্রহামাপ্নোতু মায়য়া।
সা নঃ পয়স্বত্যৈতু মা নো জৈষুরিদং ধনম
যা অক্ষেষু প্রমোদন্তে শুচং ক্রোধঞ্চ বিভ্রতী।
আনন্দিনীং প্রমোদিনীমপ্সরাং তামিহ হুবে।

আমি অক্ষক্রীড়াপ্রবীণা অপ্সরাকে এখানে আহ্বান করি, তিনি উচ্ছেদ করেন, জয়লাভ করেন এবং অক্ষক্রীড়ায় দান জিতিয়া থাকেন। আমি অক্ষক্রীড়াপ্রবীণা অপ্সরাকে এখানে আহ্বান করি, তিনি চয়ন করেন ও ছড়াইয়া দেন, এবং তিনি অক্ষক্রীড়ায় দান জিতিয়া থাকেন। যিনি অক্ষ লইয়া নৃত্য করেন, যিনি অক্ষক্রীড়ায় বাজি জিতিয়া থাকেন, তিনি আমাদিগকে লাভবান করুন এবং বাজি জিতিয়া দিউন। তিনি প্রচুর খাদ্য লইয়া আমাদের কাছে আসুন। উহারা যেন আমাদের সেই ধন জিতিয়া না লন। আমি এখানে আমোদিতা অপসরাকে আহ্বান করি তাঁহারা অক্ষক্রীড়ায় আনন্দলাভ করেন, তাঁহারা শোক এবং ক্রোধ ধারণ করেন।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে যে, সমুদ্রমন্থনকালে পারিজাতক্রম সমুত্থানের পর ষষ্টিকোটী অপসরোগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহারা সকলেই রূপৌদার্য্যগুণোপেত, দেবদানবগণের সমান এবং লোকমনোহারী। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৯ম অধ্যায়ে দেবসৃষ্টিপ্রসঙ্গে গন্ধর্ব ও অপসরা সৃষ্টির কথা আছে। গ্রন্থান্তরে এই অপ্সরোগণ গন্ধর্বদিগের পত্নীরূপে কল্পিত। ইঁহারা স্বর্বেশ্যা, ইন্দ্রসভার নর্ত্তকী এবং গীতবিদ্যানিপুণ।

ভারতীয় হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তর প্রতিমার সহিত অনেকস্থলে অপ্সরোগণের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশ স্থলেই মূর্ত্তির চামর ব্যজনকারিণী। বৈদিক নির্ম্মিত দেবতার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি অপ্সরামূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহারা সহাস্যমুখী, সুন্দরবদনা, বিশাল স্তনশালিনী, প্রশস্ত নিতম্বা, পীনজঘনা ও মুষ্টিমেয়মধ্যা বলিয়া বর্ণিত। অনেক সূর্য্যমূর্ত্তি ও শিবমূর্ত্তির পার্শ্বে চামরহস্তে দণ্ডায়মান অপ্সরার মূর্ত্তি দেখা যায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে নির্ম্মিতির বিশেষ বিবরণ আছে। [নির্ম্মিতি দ°]

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে কশ্যপের স্ত্রী মুনি অপ্সরোগণকে প্রসব করেন। কালিকাপুরাণের মতে কশ্যপের স্ত্রী কপিলার গর্ভে অমৃত, গো, ব্রাহ্মণ মুনি, অপ্সরা প্রভৃতি জন্মলাভ করে। হরিবংশের মতে কশ্যপের পত্নী স্বসা হইতে অপ্সরোগণের উৎপত্তি [কশ্যপ দ°]

অপ্সরস্তীর্থ—(পুং ক্লী) [অপ্সরসাং তীর্থঃ, ৬ তৎ] তীর্থবিশেষ [অপ্সরোভিঃ প্রত্যাবর্ত্তিতস্তীর্থঃ। অপ্সরোভিঃ গঙ্গাজলাবতার তীর্থবিশেষো বা] অপ্সরা কর্তৃক দৃষ্ট কোন তীর্থ অথবা অপসরোদের গঙ্গাজলে নামিবার সিঁড়ি বা ঘাট। যাহা পরে তীর্থরূপে গৃহীত হইয়াছে। অথবা [অপ্সরসামিব তীর্থ দর্শনং যস্যাঃ সা] দেখিতে অপ্সরার মত। স্ত্রীসংস্থ অপ্সরস্তীর্থবাৎ। (শকুন্তলা)

অপ্সর—(স্ত্রী) [অপ্‌সু স্মরণে অচ অপ্সর রূপম, অপ্সরাদের ... হেতু উক্ত রূপ লাভ ... একবচনে ও সকারের লোপ ... কারের ... হইল ...] যাহা দেব অপেক্ষা অন্য কাহারও রূপ নাই।
[অথবা, অপ্সং রূপং ... অপ্‌ কুল দিয়া ... স্বর্গের বেশ্যা, বিদ্যাধরী।

অপ্সরাপতি—(পুং) অপ্সরার অধিপতি (অথর্ব ৪ । ... শিখণ্ডী নামক গন্ধর্ব।

অপ্সরায়মাণ—(স্ত্রী) [... মত অপ্সরার আচরণ করে এই অর্থে অপ্সরস্ শব্দ কর্ত্তৃবাচ্যে ...] অপসরার ন্যায় সুন্দরী।

অপ্সব (ত্রি) [অপ্‌সু ... জলবসমূহ সমুদ্র। " । অপ্সবর্ণব চিত্রবাধসত্তে ... মহয়ে সুমিত্রাঃ (ঋক ১০।৬৫।৩)

অপ্সব্য—(পুং) [অপ্‌সু জলে ...] জলস্থানে ভব।

অপ্সস—(ক্লী) [ন প্সাতি প্সা অসুন ... আকার লোপঃ] রূপ। "অপ্সসাপ্সো অর্দ্ধয়সংশুষ্কভান্তু (ঋক ৬।৪৯।২) ২ কপোল।

অপ্সা—(ত্রি) [অপো জলং নিসনোতি দদাতি অপ সন বিচ] জলদ যা, যে জলদান করে। "মুক্তাপ্সা বৃক্ষং ... (ঋক ১।৯১।২১)

অপ্সু—(ত্রি) [প্সা ... প্সু রূপং নাস্তি প্সু যস্য বহুব্রী] রূপহীন। [... বহুব্রী] ২ অসুর
মা ত্বা বয়ং সহসাবন্নবীরা মাপ্সবঃ পরিষদাম" (ঋক ৭।৪

অপ্সুক্ষিৎ—(ত্রি) [অপ্সু অন্তরিক্ষে ক্ষিয়তি নিবসতি অপ্সু-ক্ষি ক্বিপ অলুক্‌সমাস] অন্তরিক্ষবাসী দেবতাদি। (ঋক ১।১৩৯।১১)

অপ্সুচর—(ত্রি) [অপ্সু চরতি [illegible] অলুক্‌সমাস] জলচর।

অপ্সুজ—(ত্রি) [অপ্সু জলে অন্তরিক্ষে [illegible] অলুক্‌সমাস] জলজাত। ২ অন্তরিক্ষজাত।

অপ্সুজা—(পুং) [অপ্সু জায়তে জন বিট, অলুক্‌সমাস] অশ্ব। ২ বেতসলতা। (ত্রি) ৩ জলজাত। (ঋক ৮।৪।২৮)

অপ্সুজিৎ—(ত্রি) [অপ্সু অসুরান্ জি ক্বিপ অলুক্‌সমাস] অসুরজেতা দেবতাদি। (ঋক ৮।১৩।২)

অপ্সুমৎ—(ত্রি) [অপ্সু আপঃ জলানি [illegible] অলুক্‌সমাস] জলসংযুক্ত আধারাদ্যুক্ত। ২ [illegible]। ৩ অপ্সম্বন্ধীয়। "তদাপ্যায়স্বাপ্সুমতঃ" ([illegible])

অপ্সুযোগ—(পুং) [অপ্সু [illegible]] [illegible] (অথর্ব ১০।৫।৫)

অপ্সুযোনি—(ত্রি) [অপ্সু [illegible] অলুক্‌সমাস] জলজাত। ২ অশ্ব। (শতপথব্রা° ১৩।[illegible])

অপ্সুবাহ—(ত্রি) যে জলে সাক্ষাৎ বহন করে। [illegible]

অপ্সুষদ—(ত্রি) [অপ্সু জলে [illegible] সদ [illegible]] [illegible] অগ্নি। (ঋক [illegible])

অপ্সুষোম—(পুং) [অপ্সু [illegible] অলুক্‌সমাস] জলপূর্ণ সোমপাত্র। [illegible] (শতপথব্রা° [illegible])

অপ্সুসংশিত—(পুং) [অপ্সু [illegible] সংশিত, অলুক্‌সমাস] জলে তীক্ষ্ণীভূত বিষ্ণুর [illegible] (অথর্ব ১০।৫।৩৩)

অফল—(ত্রি) [নাস্তি ফলং যস্য, বহুব্রী] নিষ্ফল। ১ বৃক্ষাদিতে ফল হয় না, বাড়া যাহা। "[illegible] পুষ্পাণ" (ঋক ১০।৭১।৫) ২ যে কার্য্যাদিতে ইষ্টলাভ হয় না। ৩ নিরর্থক। (পুং) ৪ ঝাবুকবৃক্ষ, ঝাউগাছ। [নাস্তি ফলানি বৃষণৌ যস্য] ৫ ফলের ন্যায় অণ্ডকোষ যাহার নাই, অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র। রামায়ণের আদিকাণ্ড ৪৮ সর্গে লিখিত আছে যে, অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে ইন্দ্রকে গৌতম ঋষি এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন—'দুর্ম্মতে তুই বিফল হ'। মুনির এই শাপে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের মুষ্ক খসিয়া পড়িল। তাই ইন্দ্রকে বিফল বা অফল বলা যায়।

৬ মেষ। মেষের মুষ্ক লইয়া ইন্দ্রের মুষ্ক পুনর্ব্বার গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ভেড়াকে অফল অর্থাৎ মুষ্কশূন্য বলা হয়। ৭ নিষ্প্রয়োজন।

অফলকাঙ্ক্ষিন্—(ত্রি) যে ফলের আকাঙ্ক্ষা করে না।

অফলতা—(স্ত্রী) ফলশূন্যতা, নিষ্প্রয়োজনীয়তা।

অফলপ্রেপ্সু—(ত্রি) পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছুক, প্রত্যাপকারী।

অফলা—(স্ত্রী) [অফল টাপ] ভুঁই আমলা। ২ ঘৃতকুমারী। ৩ বাঁজা স্ত্রী বৃক্ষ। ৪ লবুকার [illegible] বৃক্ষ।

অফলিত—(ত্রি) যাহা ফলে না বা যাহার ফল হয় নাই।

অফল্গু—(ত্রি) [বিরোধে নঞ্‌, তৎ] যাহা ফল্গু নহে, উৎকৃষ্ট।

অফাইত (Ophites)—একটী প্রাচীন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। ইহাদের মত [illegible] ভিন্ন প্রাচীন খৃষ্টান গ্রীক ও প্রাচ্য জাতীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সংযোগে সমুৎপন্ন। তৎকালে ইহারা "নয়াসেনী" নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। হিপোলিটাস্, ইরেনিয়স্, ওরিগেন ও এপিফেনিয়াস্ এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা [illegible] বিলন, মিশর, গ্রীক ও ভারতবাসীর মধ্যে অনন্তরূপী নাগের উপাসনা প্রচলিত দেখিয়া সর্পের পূজা করিত। তাহারা জগদীশ্বরকে [illegible] আদিম [illegible], তাঁহার মানস পুত্র দ্বিতীয় মানব এবং প্রকৃতির সত্তা অনুভব করিয়া জগতের দেবত্বের ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ঐ ত্রিমূর্ত্তি সহযোগে তৃতীয় মানব খৃষ্টের (Christ) উৎপত্তি হয়। খৃষ্ট তাঁহার মাতা প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যীশুখৃষ্টরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন। আত্মদানে ধরাবাসীকে পাপনিমুক্ত করিয়া যীশু পুনরায় খৃষ্টরূপে স্বর্গ গমন করেন এবং [illegible] (The Gnostics and their Remains)

অফির (Ophir)—প্রাচীন যুগের একটী প্রসিদ্ধ জনপদ। এখানে প্রচুর সোণা পাওয়া যাইত বাইবেলের যেমন স্বর্ণপ্রস্থ [illegible] উল্লেখ আছে, বাইবেল গ্রন্থেও সেইরূপ আফর জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। (Job xxii 24) সলোমনের ফিনিসীয় বণিকগণ এখান হইতে স্বর্ণ আনিয়া আপনাপন প্রভুর [illegible] করিত। (I Kings ix 28, ঐ স্বর্ণ তাঁহারা দেবমন্দির [illegible] রক্ষা করিতেন (I Chron xxix 4)

ফিনিসীয় বণিকগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে আসিয়া আরবের সবা নামক স্থান হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু বস্তুতঃ এই অফির জনপদ কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রথায় নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। জোসেফাস প্রভৃতি গ্রীক ভৌগোলিকগণ সুদূর ভারতেই অফিরের অবস্থান নির্ণয় করেন। কারণ, তৎকালে অফিরে পোত লইয়া গমনাগমনে সলোমনের বণিকদলের ৩ মাস লাগিত এবং তাহারা চন্দনকাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, মণি প্রভৃতি লইয়া আসিত। (I Kings, X 11, 22)

বর্ত্তমানে পঞ্জাবের অন্তর্গত 'সৌবীর' জনপদ বাইবেলোক্ত 'অফির' বলিয়া মনে হয়। [সৌবীর দ্র°]

অফুল্ল—(ত্রি) [ন ফুল্ল, নঞ্‌ তৎ] প্রফুল্ল নহে, যাহা প্রস্ফুটিত হয় নাই।

অফেন—(ক্লী) [নিষ্ক্রান্তং ফেনং নির্য্যাসো যস্য] অহিফেন। (ত্রি) [নাস্তি ফেনং যস্য] ২ ফেনরহিত। (মনু ২ ৬১)

অফেনফল—(ক্লী) অহিফেনফল, পোস্তদানার ঢেঁড়ি।

অফেল—(ক্লী) অহিফেন, আফিং।

অফ্‌জল উদ্দীন্, মীর—সুরাটের একজন নবাব। ২১ বর্ষকাল নবাবী তক্তে সমাসীন থাকিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি গতাসু হন।

অফ্‌জল উদ্দৌলা—হায়দরাবাদের নিজাম নবাব নাসীর উদ্দৌলার পুত্র। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ইনি হায়দরাবাদ মসনদে আরোহণ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইংরেজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং উত্তরাধিকার আইনের সর্ত্তে ইঁহার নাবালক পুত্রকে নিজামের সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

অফজল খাঁ—একজন মুসলমান কবি। পূর্ণনাম মীর মুহম্মদ আফজল। মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজ্যকালে ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। কবিত্ব প্রতিভার জন্য ইনি বাদশাহের অনুগ্রহে "সবিৎ" উপাধি লাভ করেন। পারস্য ভাষায় ইঁহার রচিত প্রায় ৫০০০ দিবান পাওয়া যায়।

অফ্‌জল খাঁ, —ইনি মোগল সম্রাট আকবর বাদশাহের মন্ত্রী ও আইন ই আকবরী-প্রণেতা শেখ আবুল ফজলের পুত্র। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ইনি বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইঁহার পূর্ণ নাম শেখ আবদর রহমান। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে আগরায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

অফ্‌জল খাঁ, —আসল নাম মোল্লা সুকর উল্লা। ইনি সিরাজবাসী আবদুল হকের পুত্র। সিরাজ হইতে দক্ষিণ ভারতে আগমন করিয়া ইনি খাঁ খানান আবদুর রাহিম খাঁর সৌজন্যে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহের সহিত পরিচিত হন এবং আমীর উপাধি লাভ করেন। শাহ জহানের রাজ্যকালে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ওয়াজিরাৎ ই-কুল পদ লাভ করেন এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুকম্পায় ৭০০০ সৈন্যের মনসবদারী ও ৪০০০ অশ্বারোহীর সেনানায়ক হইয়াছিলেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইনি একজন কবিও ছিলেন। কবিত্বের জন্য ইনি 'অল্লামী' উপাধি প্রাপ্ত হন। আগ্রা নগরে যমুনার বামকূলে চিনি রৌজায় ইঁহার সমাধি আছে।

অফ্‌জল খাঁ, —মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সেনাপতি। ইনি মহারাষ্ট্র কেশরী শিবাজীর ঔদ্ধত্য খর্ব্ব করিতে দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন। [আফ্‌জল খাঁ দ্র°]

অফরাসিয়াব্—প্রাচীন তুরাণরাজ্যের একজন নরপতি। ইঁহার পিতার নাম পশ্‌হঙ্গ। ইনি পারস্যের পেশদাদী বংশীয় রাজা নৌজারকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পারস্য সিংহাসন অধিকার করেন। দ্বাদশবর্ষ পারস্য শাসন করিবার পর, ইনি পারস্যের কৈয়ানীয় বংশীয় রাজা কৈ খসরুর হস্তে পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন। [পারস্য দ্র°]

অফ্‌রান্—তুহফ-উস্ সনাই প্রণেতা একজন মুসলমান কবি। ইনি শাহাবাদপুরবাসী ছিলেন। প্রকৃত নাম কলান্দর বকস।

অফ্‌রীন্—শাহ ফাকর উল্লা নামক লাহোরবাসী একজন মুসলমান কবি। ইনি গুজর জাতীয় ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি একখানি দিবান ও হীর্ ব রাঞ্ঝা নামক কাব্য রচনা করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৪১ খৃঃ) ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

অফ্‌শোষ্—একজন মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম মীর আলী। ইনি লক্ষ্ণৌবাসী এবং সুপ্রসিদ্ধ আসফ উদ্দৌলার পুল্লতাত নবাব ইস্‌হাক খাঁর সভায় প্রতিপালিত হইতেন। অতঃপর ইনি মীর্জ্জা জবান বখ্‌তের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অনুকম্পায় মীর আলী ইংরেজ প্রতিনিধি লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সহিত পরিচিত হইয়া কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্সী নিযুক্ত হন। আরাইশ-ই মহফিল ও গুলিস্তানের একখানি উর্দ্দু অনুবাদ ইনি সংকলন করিয়া যান। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

অফ্‌সর (অফ্‌সড)—গয়া জেলার নবাদা মহকুমায় একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৫°৪ উ. এবং দ্রাঘি° ৮৬°৪০ পূঃ। দরিয়াপুর পার্ব্বতী হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে একটী সুবৃহৎ বরাহাবতারের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ।

বরাহের সর্ব্বশরীরে রোমকূপের অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক অর্চ্চনারত ঋষির মূর্ত্তি দেখা যায়। নারীরূপা ধরিত্রী বরাহের একটী দন্ত আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মানা। মূর্ত্তিটী ধূসর বর্ণের বালুক প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। মূর্ত্তিশিল্পের গঠন ধারা হইতে ইহা গুপ্তযুগে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। ইহার সম্মুখে যে স্তূপ আছে তাহা একটী পুরাতন বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ঐ মন্দিরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, অনুমান ৬০০ খৃষ্টাব্দে মগধের পরবর্ত্তী গুপ্তবংশীয় রাজা আদিত্যসেন ঐ বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্দির সান্নিধ্যে আরও কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে। চীন পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থে অফ্‌সরের উল্লেখ না থাকায় মনে হয় এইস্থানে পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য ছিল না। ঐ মূর্ত্তিসমূহ হিন্দুদিগেরই কীর্ত্তি এবং এই গ্রামে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের বাস ছিল।

অফ্‌সরস—(স্ত্রী) অপ্সরা, বিদ্যাধরী। (পা ৮৩৪৮)

অব—অব [ভ্বা° পর° প°] গমন করা।

অবকা—ফিলিপাইন দ্বীপের একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার বল্কলদ্বারা বস্ত্রনির্মিত হইয়া থাকে। আন্দামান দ্বীপ ও আরাকান প্রদেশে এই বৃক্ষের বহুল চাষ দেখা যায়। (হিন্দী বিশ্বকোষ)

অবদ্ধ—(ত্রি) [বন্ধ-ক্ত, নঞ্-তৎ] অসম্বদ্ধ, অনর্থক কথা, প্রকৃতের অনুপযোগী বাক্য। ২ অর্থশূন্য বাক্য। ৩ অসংযত। ৪ স্বাধীন, মুক্ত। [স্বার্থে কন] 'অবদ্ধক' এই প্রকার রূপও প্রচলিত আছে।

অবদ্ধমুখ—(ত্রি) [ন বদ্ধং সংযতং মুখং মুখব্যাপারং বাক্যং যস্য, বহুব্রী] দুর্মুখ, অপ্রিয়বাদী। ২ যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া কথা কহে না।

অবধ—(পুং) [ন বধঃ তাড়নং দণ্ডঃ প্রাণনাশনং বা, অভাবে নঞ্-তৎ] তাড়ন বা দণ্ডাদির অভাব। ২ প্রাণ বিয়োগের অভাব।

অবধা, অবাধা, আবাধা,—(স্ত্রী) [ন বধ্যতে আবাধ্যতে চাস্যাতে লম্বেন] ত্রিভুজের মধ্যে লম্ব (perpendicular) টানিলে তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি। এই সমুদায় ত্রিভুজের কালি করা যায়। [ত্রিভুজ ও কালি দ্র°]

অবধার্হ—(ত্রি) বধের অনুপযুক্ত, যাহাকে বধ করা উচিত নহে।

অবধির—(ত্রি) যে বধির নহে, শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন। (ঋক ৮ ৪৫ ৭)

অবধ্য—(ত্রি) [বধমর্হতি হন-যৎ বধাদেশো বধ্যম, নঞ্-তৎ] প্রাণদণ্ড করিবার অযোগ্য, যেমন স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণাদি।

[বন্ধ—বাহুলকাৎ ক্যপ্ বধ্যম্, নঞ্-তৎ] ২ অনর্থক বাক্য।

অবধ্যভাব—(পুং) পবিত্রতা, শুদ্ধতা।

অবন্ধক—(স্ত্রী) [বধ্যতে ঋণমস্তত্র আধীয়তে বন্ধঃ] আপনার ধন অন্যত্র বাঁধা রাখিলে তাহাকে বন্ধ কহে। [ন নাস্তি যত্র বহুব্রীহি সমাসে ক্যপ্] ২ যে ঋণ গ্রহণে বাঁধা রাখা দ্রব্য নাই। ৩ ব্যক্তিবিশেষ।

অবন্ধন—(ত্রি) বন্ধনবিহীন, মুক্ত।

অবন্ধু—(ত্রি) বন্ধুহীন, যাহার বন্ধু নাই। "বয়ং হি ত্বা বন্ধুমন্তমবন্ধবো বিপ্রাস ইন্দ্র যেমিম" (ঋক্ ৮.২১.৪)

অবন্ধুকৃৎ—(ত্রি) যে শত্রু উৎপাদন করে। (অথর্ব্ব ৪ ১৯ ১) ২ বিরোধকারী।

অবন্ধুর—(ত্রি) [ন বন্ধুরম্, নঞ্-তৎ] উচ্চ-নীচ নহে। ২ নম্র নহে। ৩ সুন্দর নহে।

অবন্ধ্য—(ত্রি) [ন বন্ধ্যমফলম] বন্ধ্যা নহে। ফলের সময়ে যে বৃক্ষাদিতে ফল জন্মে, সফল, ফলেগ্রহি, অমোঘফলোদয়। "পিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং" (রঘু ১ ৮৬)

অবন্ধ্র—(ত্রি) বন্ধনরহিত। (অথর্ব্ব ৪ ১৬.৭)

অবর (স্ত্রী) [বৈদ্যক] অন্তর্বস্ত্র, ভিতরের কাপড়। ২ আসামের পর্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। [আবর দ্র°]

অবল—(স্ত্রী) [ন বলম অভাবে নঞ্-তৎ] বলের অভাব। ২ উৎকর্ষের অভাব। [নাস্তি বলং যস্য, বহুব্রী] ৩ দুর্ব্বল। (মনু ৯ ২২৯) (পুং) [নাস্তি বলং যস্মাৎ, বহুব্রী] ৪ বরুণা-বৃক্ষ। (স্ত্রী) অবলা নারী। "আমি সহজে অবলা, তার মা অচলা, তর্ক করতে পারি না"।

অবলধন্বন্—(ত্রি) দুর্ব্বল ধনুযুক্ত। যিনি দুর্ব্বল হস্তে ধনু ধারণ করেন। (অথর্ব্ব ৩ ১৯.৭)

অবলা—(স্ত্রী) স্ত্রীলোক। ২ বৌদ্ধমতে দশটী পৃথ্বীর একতম।

অবলাবল—(পুং) মহাদেব, শিব। ২ স্ত্রীলোকের সহায়ক। ৩ স্বামী বা ভর্ত্তা।

অবলাস—(ত্রি) ক্ষয়রোগরহিত। (অথর্ব্ব ৮ ২ ১৮)

অবলিমন্—(পুং) [বলস্য ভাবঃ ইমনিচ্ বলিমন ততো বিরোধে নঞ্-তৎ] পীড়াদির নিমিত্ত শরীরের দুর্ব্বলতা।

অবলীয়স্—(ত্রি) অতিশয় দুর্ব্বল। (শতপথব্রা° ১.৩.২.১৪)

অবল্য—(ক্লী) দুর্ব্বলতা, পীড়া। (বৃহদারণ্যকোপনি° ৪.৪.১)

অবহু—(ত্রি) অনেক নয়, অল্পসংখ্যক।

অবহ্বক্ষর—(ত্রি) যেখানে অধিক বর্ণ নাই।

অবাধ—(পুং) [ন বাধঃ অভাবে নঞ্-তৎ] বাধার অভাব, প্রতিবন্ধের অভাব। [নাস্তি বাধো যস্য, বহুব্রী] (ত্রি) ২ বাধশূন্য, পীড়াশূন্য। ৩ অনিবারিত। ৪ নিরর্গল, অনর্গল, উচ্ছৃঙ্খল। ৫ উদ্দাম, অনিয়ন্ত্রিত, নিরঙ্কুশ।

অবাধক—(ত্রি) [ন বাধকঃ, নঞ্-তৎ] বাধক নহে, সগুণ। (কথাসরিৎসা° ২৬ ৮০) [নাস্তি বাধো যস্য বহুব্রীহি সমাসে বা ক্যপ্] ২ বাধশূন্য।

অবাধা—(স্ত্রী) ত্রিকোণাধারের অংশ।

অবাধিত—(ত্রি) [ন বাধিতম্] বাধিত নহে। ২ যথার্থ। (ঋক ১০.৯২.৮)

অবাধ্য—(ত্রি) [ন বাধ্যতে প্রতিরুধ্যতে অপোদ্যতে বা বাধ-ণ্যৎ, নঞ্-তৎ] অপ্রতিরোধ্য, অনধীন।

অবাল—(ত্রি) [ন বালম, নঞ্-তৎ] বাল নহে।

অবালিশ—(ত্রি) তরুণের মত, অবালের মত।

অবালুক -(পুং) [বৈদ্যক] পানীয়ালুক।

অবালেন্দু—(পুং) পূর্ণচন্দ্র। (রঘু ৬ ৫৩)

অবাহ্য—(ত্রি) বাহ্যভিন্ন। ২ অন্তঃকরণ। (রঘু ১৪.৫০)

অবিন্ধন—(পুং) [আপ এব ইন্ধনমুদ্দীপনসাধনমস্য, বহুব্রী।] বাড়বানল।

অবিন্ধ্য—(পুং) রাবণের একজন মন্ত্রী। ইনি অত্যন্ত শিক্ষিত, শিষ্ট ও বৃদ্ধ ছিলেন। সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া রামচন্দ্রের সহিত মৈত্রীস্থাপনের জন্য রাবণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অবিভীবস—(ত্রি) নির্ভয়, "এষ ... অভিভূয়া ..." (ঋক্‌ ৯৫৩২)

অবিলা—(স্ত্রী) [বৈদিক] ... ।

অবুদ্ধ—(ত্রি) [বুধ কর্ত্তরি ... বুদ্ধম, নঞ্‌-তৎ] বোধে অবিষয়ীভূত। ... ।

অবুদ্ধত্ব—(স্ত্রী) মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা।

অবুদ্ধি (স্ত্রী) [বুধ ক্তিন বুদ্ধিঃ, ... নঞ্‌ তৎ] জ্ঞানের অভাব। (মনু ৩১০৪) (ত্রি) [নঞ্‌ বহুব্রী] ২ বুদ্ধিহীন। (রামা° ৪১২৩)

অবুদ্ধিপূর্ব্বক—(ত্রি) [অবুদ্ধিঃ পূর্ব্বা যস্য, বহুব্রী] যথার্থ বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। ... ২ মূর্খতার সহিত।

অবুধ—(পুং) [... বুধঃ, অপ্রাশস্ত্য বিরোধে বা নঞ্‌ তৎ] পণ্ডিত নহে। ২ অপকৃষ্ট পণ্ডিত। ৩ মূর্খ। (শতপথব্রা ১৪৭২১৪)

অবুধ্য, অবোধ্য—(ত্রি) [বৈদিক ভাষায় বুধ ক্যপ, এবং লৌকিক ভাষায় ... উভয় রূপসিদ্ধি হয়] জানিতে অশক্য। (ঋক্‌ ৪ ...)

অবুধ্যমান—(ত্রি) যে জাগ্রত হয় না, শায়িত। (ঋক্‌ ১১১৪১০)

অবুধ্ন—(স্ত্রী) [... বুধ্নং ... নাস্তি ... যস্য] অন্তরীক্ষ। (ঋক্‌ ১২৪৭) (ত্রি) ২ মূলশূন্য।

অবোধ—(ত্রি) [নাস্তি বোধো যস্য, বহুব্রী] অজ্ঞান। (পুং) [... নঞ্‌ তৎ] ২ বোধের অভাব। (প্রবোধচন্দ্রোদয় ৬৯.১০)

অবোধগম্য—(ত্রি) [বোধেন গম্যং গ্রাহ্যম, নঞ্‌ তৎ] জ্ঞানের অগম্য, জ্ঞানের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায় না।

অবোধনীয়—(ত্রি) বুঝিবার অযোগ্য, যাহা বুঝা যায় না। ২ যে জাগ্রত নহে, নিদ্রিত

অব্জ—(স্ত্রী) [অপ্‌সু জলে জায়তে অপ্‌ জন ড, ৭-তৎ] পদ্ম। ২ দশার্ব্বুদ অর্থাৎ একশত কোটী (১০০০,০০,০০০০০) সংখ্যা। ৩ তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তু। (পুং স্ত্রী) ৪ শঙ্খ। (পুং) ৫ চন্দ্র। ৬ ধন্বন্তরি। ৭ নিচুলবৃক্ষ। ৮ কর্পূর। (ত্রি) ৯ জলজাত দ্রব্য। (মনু ৫.১১২)

অব্জকর্ণিকা—(স্ত্রী) [অব্জস্য কর্ণিকা, ৬-তৎ] পদ্মফুলের ভিতরের সর্বস্থিকা, পদ্মের পাপড়ীর মধ্যস্থিত ঝুমকাবেষ্টিত ফলের আধার যাহা কোমল হয়।

অব্জকেশর—(পুং) [বৈদ্যক] পদ্মকেশর, পদ্মের রেণু।

অব্জজ—(পুং) [অব্জাৎ বিষ্ণোর্নাভিপদ্মাৎ জায়তে অব্জ জন ড ৫ তৎ] ব্রহ্মা। (ত্রিকাণ্ডশেষ ১১২৬) পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জন্ম লইয়াছিলেন। ২ জ্যোতিষমতে যাত্রার যোগবিশেষ।

অব্জবান্ধব—(পুং) [অব্জানাং বান্ধবঃ, ৬ তৎ] সূর্য্য। কবিদিগের মধ্যে এই প্রবাদ আছে যে, সূর্য্যকে দেখিলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তজ্জন্য সূর্য্যকে কমলিনীকান্ত প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

অব্জবীজভৃৎ—(পুং) [বৈদ্যক] শ্বেতকরবীবৃক্ষ।

অব্জভোগ—(পুং) [অব্জস্য শঙ্খস্য ভোগঃ অবয়ব ইব ভোগো যস্য, বহুব্রী] শঙ্খের মত আকার বরাটক, কড়ী। [অব্জস্য পদ্মস্য ভোগঃ ভোজ্যাংশঃ ৬-তৎ] ২ পদ্মের মূল যে অংশ লোকে ভোজন করে। ৩ শালুক, পদ্মের কন্দ বা গোঁড়।

অব্জযোনি—(পুং) [অব্জং বিষ্ণোর্নাভিপদ্মং যোনিঃ জন্মস্থানং যস্য, বহুব্রী] ব্রহ্মা।

অব্জবাহন—(পুং) [অব্জস্য চন্দ্রস্য বাহনং ধারণং যস্য বা অব্জবৎ শুক্লং বাহনং বৃষভং যস্য বা, বহুব্রী] চন্দ্রচূড় শিব। (ত্রিকাণ্ডশেষ ১১৪৬) (স্ত্রী) [অব্জং কমলং বাহনং আসনং যস্যাঃ] ২ কমলাসনা লক্ষ্মী।

অব্জস—(স্ত্রী) [আপ্যতে জন্মতঃ আপ-অসুন্‌ জুট্‌ হ্রস্বশ্চ] রূপ।

অব্জস্থিত—(পুং) [অব্জে বিষ্ণোর্নাভিপদ্মে স্থিতঃ স্থা ক্ত] ব্রহ্মা।

অব্জহস্ত—(পুং) [অব্জং পদ্মং হস্তে যস্য] সূর্য্য। সূর্য্যের ধ্যানে লিখিত আছে যে, তিনি পদ্মের উপরে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার হস্তে পদ্ম আছে।

অব্জা—(ত্রি) [অপ্‌সু জায়তে জন বিট্‌ ৭ তৎ] জলজাত। ২ মহী, পৃথিবী।

"অব্জামুক্‌থৈরহিং গৃণীষে" (ঋক্‌ ৭ ৩৪ ১৬)

অব্জাহ্ব—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বালক, শিশু।

অব্জিৎ—(ত্রি) জলদেবতা। (ঋক্‌ ২.২১ ১)

অব্জিনী—(স্ত্রী) [অব্জানাং সমূহঃ অব্জ ইনি স্ত্রীত্বাৎ ঙীপ্‌] পদ্মসমূহ। [অব্জমস্যা অস্তি ইনি] ২ পদ্মলতা, পদ্মের ঝাড়।

অব্জিনীপতি—(পুং) [অব্জিন্যাঃ পদ্মসমূহস্য পতিঃ, ৬-তৎ] সূর্য্য।

অব্দ—(পুং) [আপো দদাতি দা-ক, ৬-তৎ] মেঘ। [অবতি সীমানং রক্ষতি অব-দন্‌] ২ বর্ষপর্ব্বতবিশেষ। ৩ মুস্তক, মুথা। ৪ সম্বৎসর।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই এক একটী অব্দ বা সংবৎসর প্রচলিত আছে। সময়ের সীমা নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত অব্দ আবশ্যক। চীনেরা আপনাদিগকে অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাসে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা অতিশয় পুরাতন বলা যায়। কিন্তু অব্দ লিখিবার প্রথা চলিত থাকিলে আধুনিক ঘটনাকে পুরাতন বলা কঠিন। সে কারণ পূর্ব্বে চীনদেশে যে পুস্তকে অব্দ সমুদায় লিখিত ছিল, ২২০ খৃষ্ট পূর্ব্বে তথাকার সম্রাট্ সেই সকল পুস্তক পোড়াইয়া দিলেন। তদ্ভিন্ন যে সকল পণ্ডিত সেই সমস্ত অব্দ অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও তিনি জীবন্ত পুতিয়া ফেলেন।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষেও কাল লিখিবার প্রথা ছিল। জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইলে সত্য ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগ বিভাগ করা হইয়াছিল। তাহার পর, ব্রাহ্ম, দিব্য, পিত্র্য, প্রাজাপত্য বার্হস্পত্য, সৌর, সাবন, চান্দ্র এবং নাক্ষত্র এই নয় প্রকার অব্দ নির্দ্ধারিত করিবার উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। [তত্তৎ শব্দ দ্র°] কিন্তু যুধিষ্ঠির সময় হইতেই প্রকৃত অব্দ রাখিবার প্রথা চলিত হইতে থাকে। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল হইতে যে অব্দ প্রচলিত হয়, তাহার নাম যুধিষ্ঠিরাব্দ। কলির গতাব্দও অনেক স্থলে লিখিত আছে। শ্বেতবরাহ কল্পাব্দ, কলির গতাব্দ, সংবৎ, শকাব্দ সন, ফসলী, বিলায়তি, হিজরা, মগী এবং খৃষ্টাব্দ প্রভৃতি অনেক প্রকার অব্দ বাঙ্গালার পঞ্জিকায় লিখিত দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্গালা [illegible] ইংরেজী অব্দ এবং সাল অধিক প্রচলিত হইয়াছে, কেবল সংস্কৃত কাজে সংবৎ ও শকের চলন আছে।

ব্রাহ্ম।—৪৩২০০০০ লৌকিক বৎসর চারিযুগের পরিমাণ। ইহাকে ১০০০ দ্বারা গুণ করিলে ব্রহ্মার এক দিনমান হয়। সুতরাং উহাকে দুই দিয়া গুণ করিলে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ লৌকিক বর্ষে ব্রহ্মার এক এক অহোরাত্র। পরে ঐ রাশিকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে এক ব্রাহ্ম অব্দ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৮৬৪০০০০০০০ × ৩৬০ = ৩১১০৪০০০০০০০০ বর্ষে ব্রহ্মার এক অব্দ হয়। "দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রাহ্মঃ কল্পৌ তু তৌ নৃণাম্"। (অমর)

দিব্য।—লৌকিক দ্বাদশ মাসে অর্থাৎ এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন হয়। সুতরাং এক বৎসরকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে এক দৈব বর্ষ হইয়া থাকে। "মাসেন স্যাদহোরাত্রঃ পৈত্রো বর্ষেণ দৈবতঃ।" (অমর) অতএব ৩৬০ লৌকিক বৎসরে দেবতাদের এক বর্ষ।

পিত্র্য।—৩০ তিথিতে এক লৌকিক মাস হয়। এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন হইয়া থাকে। অতএব ৩০ তিথিকে ৩৬০ দ্বারা গুণ করিলে পিতৃলোকের এক বর্ষ হয়। ৩৬০ × ৩০ = ১০৮০০ চান্দ্রদিনে এক পিত্র্যবর্ষ।

প্রাজাপত্য।—মন্বন্তরেরই আর একটী নাম প্রাজাপত্য। অতএব চারি যুগের পরিমাণকে ৭১ দিয়া গুণ করিলে প্রাজাপত্য বর্ষ নিশ্চিত হইতে পারে। "মন্বন্তরং তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ।" (অমর) ৪৩২০০০০ × ৭১ = ৩০৬৭২০০০০ বৎসরে এক প্রাজাপত্য অব্দ হয়।

বার্হস্পত্য।—বৃহস্পতির উদয় ও অস্ত অনুসারে বর্ষ গণিত হয়। বার্হস্পত্য অব্দ ১২ বার প্রকার। যথা—

১ কৃত্তিকা কিম্বা রোহিণী এই দুই নক্ষত্রের কোনটীতে বৃহস্পতির উদয় অথবা অস্ত হইলে তাহাকে কার্ত্তিক বর্ষ কহে।

২ মৃগশিরা কিম্বা আর্দ্রা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে মার্গশীর্ষ বর্ষ কহে।

৩ পুনর্ব্বসু কিম্বা পুষ্যা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে পৌষ বর্ষ কহে।

৪ অশ্লেষা কিম্বা মঘা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহাকে মাঘ বর্ষ কহে।

৫ পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী কিম্বা হস্তা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম ফাল্গুন বর্ষ।

৬ চিত্রা কিম্বা স্বাতি ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম চৈত্র বর্ষ।

৭ বিশাখা কিম্বা অনুরাধা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম বৈশাখ বর্ষ।

৮ জ্যেষ্ঠা কিম্বা মূলা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম জ্যৈষ্ঠ বর্ষ।

৯ পূর্ব্বাষাঢ়া কিম্বা উত্তরাষাঢ়া ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম আষাঢ় বর্ষ।

১০ শ্রবণা কিম্বা ধনিষ্ঠা ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম শ্রাবণ বর্ষ।

১১ শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ কিম্বা উত্তরভাদ্রপদ ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম ভাদ্র বর্ষ।

১২ রেবতী, অশ্বিনী কিম্বা ভরণী ইহাদের মধ্যে কোন নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় কিম্বা অস্ত হইলে তাহার নাম আশ্বিন বর্ষ। [বার্হস্পত্য ও সর্ব্বজিতের দ্র°]

সৌর।—এ দেশের প্রাচীন গণনানুসারে ৩৬৫ দিনে এক সৌর বৎসর হয়। সুতরাং ৩৬৫ দিনে সৌর অব্দ হইয়া থাকে। ইহাতে মতান্তর আছে।

সাবন।—সূর্য্যের এক উদয় কাল হইতে অপর উদয় কাল

পর্য্যন্ত এক সাবন দিন। সুতরাং ৩৬৫ সৌর দিনে এক সাবন বর্ষ হয়।

চান্দ্র।—চন্দ্রের দৈনিক গতি ১৩ অংশ ২০ কলা। সূর্য্যের দৈনিক গতি ১৩ অংশ ৫৯ ক° ৮ বি° ১০ অনুকলা। প্রাতঃকালে চন্দ্রের সংক্রমণ হইলে ৩৫৪ দিন ১৮ দণ্ডে এক চান্দ্র বর্ষ হয় এবং রাত্রিতে সংক্রমণ হইলে ৩৫৫ দিনে চান্দ্র বর্ষ হইয়া থাকে।

নাক্ষত্র।—৩৬০ নাক্ষত্র দিনে নাক্ষত্র সাবন বর্ষ হয়।

আমাদের পুরাণাদির মতে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভগবান বিষ্ণু শ্বেতবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। জ্যোতির্বিদ্‌দিগের গণনানুসারে (আজি ১৪৪৩ সালে) ১৯৭, ২৯, ৪৮, ৯৮৭ বৎসর গত হইল বিষ্ণু বরাহ অবতার হন এবং ১৯৫৫৮৮৪৯৮৭ বৎসর গত হইল বরাহরূপী ভগবান্ দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্বেতবরাহকল্পাব্দের পরিমাণ সকলসমেত ৪৩২০০০০০০০ বৎসর।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে রবিবারে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়। সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০ বৎসর। ভাদ্র-মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে শুক্রবারে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি। ইহার পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর। মাঘমাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি। ইহার পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর।

মনুসংহিতার মতে, মনুষ্যদের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র হয়। চারি সহস্র দৈব বৎসরে সত্য যুগ হইয়া থাকে। তিন সহস্র দৈব বৎসরে ত্রেতা যুগ। দুই সহস্র দৈব বৎসরে দ্বাপর যুগ এবং এক সহস্র দৈব-বৎসরে কলিযুগ। এই চারিযুগের দ্বাদশ সহস্র গুণে দেবতাদের এক যুগ হয়। দৈবযুগের দুই সহস্র গুণে ব্রহ্মার অহোরাত্র হইয়া থাকে।

রাজতরঙ্গিণীর মতে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু-পাণ্ডবেরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব কলিকাতায় ৫০৩৭ ৬৫৩=৪৩৮৪ বৎসর গত হইল যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে এই অব্দ ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কাশ্মীর প্রভৃতি অনেক স্থানে চলিত ছিল।

ইতিহাসে অনেক বিক্রমাদিত্যের নাম দেখা যায়। যাহার নামে সংবৎ চলিয়া আসিতেছে, তিনি কোন্ বিক্রমাদিত্য, সে বিষয়ে সময়ে সময়ে অনেক বিরোধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বোধ হয়, মালবগণই প্রথমে বিক্রমসংবৎ প্রচলন করেন। সংবৎ অব্দ চান্দ্রমাসের হিসাবে গণিত হইয়া থাকে। খৃষ্ট অব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে এবং কলির ৩০৪৪ বৎসর গত হইলে এই অব্দ স্থাপিত হয়। এখন ১৯৯৩ সংবৎ চলিতেছে। গুজরাটে, উত্তরভারতে ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে সংবৎ অধিক চলিত। [সংবৎসর ও মালব অব্দ দ্র°]

শকরাজের সময় হইতে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, শালিবাহনের মৃত্যুর পরে শকাব্দ আরম্ভ হয়। কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চিত মীমাংসা করা সুকঠিন। এখন ১৮৫৮ শকাব্দ চলিতেছে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শকাব্দ অধিক চলিত।

ভারতবর্ষে মৌর্য্যযুগ হইতে পরাক্রান্ত বিভিন্ন বংশের আধিপত্য কালে তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্য সংবৎসর প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের শিলালেখ বা তাম্রশাসনে সেই সেই অব্দ বা সংবৎসরে উক্ত হইয়াছে। (সেই সকল বিভিন্ন অব্দের নাম ও পরিচয় সংবৎসর শব্দে বিবৃত হইয়াছে।) [সংবৎসর দ্র°]

মুসলমান নরপতিগণের আমলে তিন প্রকার অব্দ চলিত হইয়াছে। যথা—১ বাঙ্গালার সাল, ২ বিলায়তী ও ৩ ফসলী।

বাঙ্গালার প্রচলিত সাল মুসলমানী হিজিরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালা সাল ১৩৪৩ এবং হিজিরা ১৩৫৫। এ প্রকার প্রভেদ হইবার কারণ এই, মুসলমান বৎসর চান্দ্র মাসে গণিত, কিন্তু এখানকার সাল সৌরমাসে গণিত হইতেছে। তাই হিজিরা হইতে আমাদের বাঙ্গালা সাল প্রায় ১২ বৎসর তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। চান্দ্র বৎসর অপেক্ষা সৌর বৎসর প্রায় ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট অধিক। সুতরাং পশ্চাদ্ দিকে গণনা করিয়া আসিলে বাঙ্গালা সাল এবং হিজিরা ইংরেজি ষোড়শ শতাব্দে সমান ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর সুলতান হোসেন শাহ বাঙ্গালা সাল প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

বারাণসীতে পারসী ভাষায় লিখিত একখানি সরকারী কাগজ পাওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল যে, আমীর তৈমুরের সময় হইতে আকবরের রাজ্যভারগ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ দেশে তিন প্রকার অব্দ প্রচলিত ছিল—হিজিরা, তুর্কী এবং জালালী। মুসলমানদের মতানুসারে তুর্কী অব্দ সৃষ্টির পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অব্দ দ্বাদশ বর্ষাবৃত্তিতে গণিত হয় অর্থাৎ ১২ বার বৎসর অন্তর অন্তর ইহার এক একটী অব্দ হইয়া থাকে। ৪৬৪ হিজিরার ৫ই শ্রাবণ হইতে জালালী অব্দ আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে নানাপ্রকার অব্দ প্রচলিত। আবার কোন বৎসর চান্দ্র মাসে গণিত হয়, কোন বৎসর সৌর মাসে গণিত হয়। ইহাতে রাজস্ব আদায়ের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত। সম্রাট আকবরের কর্ম্মচারীরা সম্রাটকে এ বিষয়ে [illegible] জানাইলে।

সম্রাট্ এই বিশৃঙ্খলার প্রতীকারের নিমিত্ত ভারতবর্ষের উত্তরে যে সকল স্থানে সম্বৎ অব্দ প্রচলিত ছিল, সেখানে ফসলী অর্থাৎ ফসলের অব্দ চলিত করিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই অব্দ ৯৬৩ হিজিরা মাঘ মাস (১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খৃঃ অব্দ) হইতে অকবরের রাজত্বের দুই বৎসর পরে আরম্ভ হইয়াছিল। সেই হিসাবে এখন ফসলী অব্দ ১৩৪৩ চলিতেছে। সেই সময়েই দক্ষিণ প্রদেশে ১২ই ভাদ্র হইতে বিলায়তি অব্দ প্রচলিত করা হইয়াছিল। এখন বিলায়তি অব্দ ১৩৪৩।

মহম্মদ ৬২২ খৃঃ অব্দে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন। সেই সময় হইতে হিজিরা অব্দ আরম্ভ হইয়াছে। এই অব্দ চান্দ্র মাসে গণিত হইয়া থাকে। হিজিরা অব্দ, মহম্মদের ঠিক পলায়নের দিন হইতে গণিত হয় নাই, ফলতঃ তাঁহার পলায়নের ৬৮ দিন পূর্ব্ব হইতে ইহা গণিত হইয়া আসিতেছে। কোরেশীয়গণ মহম্মদের প্রাণবিনাশ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। মহম্মদ, আবুবকরকে লইয়া মক্কার নিকটে একটী নির্জ্জন গিরিগুহায় তিন দিন লুকাইয়া থাকিলেন। পরে ৯ই রবিয়া (২২এ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃঃ অঃ) তিনি সেখান হইতে মদিনায় প্রস্থান করেন। কিন্তু হিজিরা অব্দ, তাঁহার পলায়নের পূর্ব্বে, ১লা মহরম মাস (৬২২ খৃঃ অব্দ, ১৬ই জুলাই, শুক্রবার) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ ১৫ই জুলাই হইতে হিজিরা অব্দ গণনা করিয়া থাকেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় খলিফা ওমার এই অব্দ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার পঞ্জিকায় যে মগী অব্দ লিখিত হয়, এখন ১২৯৮ মগী চলিতেছে। আরাকান প্রদেশ মগদেশ নামে বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে এখানে পরাক্রান্ত চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশ যে অব্দ চালাইয়া ছিলেন, তাহা মগদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় বলিয়া 'মগী' নামে প্রথিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্য অব্দ প্রচলিত আছে। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমার তিথিতে চৈতন্যের জন্ম। সেই সময় হইতে এই বর্ষ গণনা করা হইয়াছে। এখন ৪৫১ চৈতন্য অব্দ চলিতেছে। কোন কোন পঞ্জিকার মধ্যে রাজেন্দ্র অব্দও লিখিত থাকে। ইহা নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সময় হইতে গণিত হয়।

মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে শাহুর নামে এক অব্দ চলিত আছে। ৭৪৩ হিজিরায় (১৩৮২ খৃঃ অব্দে ৬ই জুন, বৃহস্পতিবার) তোগলক শাহ এই অব্দ স্থাপিত করেন।

পূর্ব্বে গুজরাট অঞ্চলে বল্লভী সংবৎ চলিত ছিল। সোমনাথে এবং অন্যান্য স্থানে এই অব্দের উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, ৩৭৫ সম্বৎ (৩১৮ খৃঃ অব্দ) হইতে বল্লভী অব্দ চলিত হয়। শেষে ৮০২ সম্বতের পরে আর ইহার চলন ছিল না।

দেবদ্বীপে শিবসিংহ সম্বতের চলন হইয়াছিল। ১১৬৯ সম্বতে (১১১৩ খৃঃ অব্দে) গোহিলেরা এই অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন।

মালব, মঙ্গলোর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে পরশুরাম অব্দ প্রচলিত আছে। কলিযুগের ১৯৩৫ বৎসর (১১৭৬ খৃঃ পূঃ) অতীত হইলে যখন সূর্য্য কন্যারাশিতে গমন করেন, আশ্বিন মাসে সেই সময় হইতে এই অব্দ প্রথম স্থাপিত হয়। ইহা সহস্র বৎসর পরিবৃত্তিতে গণিত হইয়া থাকে। এই অব্দের ৯৭৭ বৎসরের প্রথমে তৃতীয় পরিবৃত্তি শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন ১৭২৩ শকের ১লা আশ্বিন (১৮০০ খৃঃ অব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর) ছিল।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গ্রহপরিবৃত্তি নামে আর একটী অব্দ চলিত আছে। ৯০ বৎসর অন্তর ইহার পরিবৃত্তির গণনা হইয়া থাকে অর্থাৎ নব্বুই বৎসর অন্তর ইহার এক একটী অব্দ হয়। ইহার বর্ষ গণনার প্রণালী নূতন প্রকার। মঙ্গলের ভ্রমণ ১৫ গুণ, বুধের ভ্রমণ ২২ গুণ, বৃহস্পতির ভ্রমণ ১১ গুণ, শুক্রের ভ্রমণ ৫ গুণ, শনির ভ্রমণ ২৯ গুণ এবং সূর্য্যের ভ্রমণ ১ গুণ, এই সকল একত্র মিলিত করিলে একটী বর্ষ হয়। ৩০৭৮ কলির গতাব্দে (২৪ খৃঃ পূঃ) এই অব্দের আরম্ভ হইয়া থাকিবে। খৃষ্ট অব্দের সঙ্গে ইহার পরিবৃত্তির মিলন করিতে হইলে খৃষ্টাব্দে ২৪ যোগ করিয়া পরে সেই সমষ্টিকে ৯০ দিয়া বিভাগ করিলে পরিবৃত্তি নির্দ্ধারিত হইবে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে, তিব্বত, চীন এবং এসিয়ার অন্যান্য স্থানে বৃহস্পতিচক্র নামে এক প্রকার অব্দ প্রচলিত ছিল। ঐ অব্দ এখনও এসিয়ার কোন কোন স্থানে চলিত আছে। ৬০ ষাট বৎসর স্থির করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে বৃহস্পতির সঞ্চার গণনা করা হয়। তাহার মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত, জ্যোতিস্তত্ত্বের মত এবং তৈলঙ্গের মতই অধিক চলিত।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে, বৃহস্পতির ৩৬৪,২২০,০০০ গতি নির্দ্ধারিত আছে। গুরুর এক সৌর বৎসরের গতি স্থির করিলে প্রায় এক রাশি (১ রা—২১′ ৪″) হয়। তজ্জন্য এক বৃহস্পতি বর্ষের ঠিক্ পরিমাণ (অর্থাৎ রাশি চক্রের সমস্ত এক রাশিতে ভ্রমণকাল) ৩০° ২′ ০৪″ : ৩৬৫ দিন ১৫ ঘটী ৩১ পল :: ৩০° : ৩৬১ দি· ঘটী ৫ পল। অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৩৬৫ দিনে সূর্য্য ১২ বারটী রাশি একবার ভ্রমণ করিয়া আসেন, আর একটী রাশিতে ভ্রমণ করিতে বৃহস্পতির কিঞ্চিৎ অধিক ৩৬১ দিন লাগে; ইহাই বৃহস্পতি-চক্রাব্দ। [বৃহস্পতিচক্র দ্র°]

নেপালে শক এবং সম্বৎ এই উভয় অব্দই চলিত আছে। তদ্ভিন্ন 'নেবারী' নামে আর একটী অব্দেরও প্রচলন দেখা যায়। নেপালে ১০০৬ বৎসর পূর্ব্বে এই অব্দ স্থাপিত হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষে প্রবল পরাক্রান্ত নানা রাজবংশের রাজত্বকালে নানা 'রাজকীয় সংবৎসর' প্রচলিত হইয়াছে। তাহাদের বিস্তৃত তালিক সংবৎসর শব্দে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে গ্রীস দেশের অন্তর্গত এলিস্ প্রদেশের ওলিম্পিয়া নামক ক্ষেত্রে গ্রীসবাসীরা নানা প্রকার ক্রীড়া করিতেন। চারি বৎসর অন্তর অন্তর ঐ মহোৎসব সম্পন্ন হইত। এই উৎসব হইতে ওলিম্পিয়াদ নামক অব্দের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টের জন্মের ৭৭৬ বৎসর পূর্ব্বে ১লা জুলাই হইতে এই অব্দের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। ইহার পর, রোমকগণের নির্ম্মাণকাল হইতে আর একটী অব্দ প্রচলিত হইয়াছে। এই নগর ঠিক কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সকলের মত সমান নহে। কাহারও মতে ৭৫৭ খৃঃ পূর্ব্বে, কাহারও মতে ৭৫০ খৃঃ পূর্ব্বে, কাহার মতে ৭৫১ খৃঃ পূর্ব্বে। আবার কেহ কেহ বলেন, খৃষ্ট জন্মের ৭৫২ বৎসর পূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল এবং উক্ত বর্ষের ২১এ এপ্রেল হইতে রোমকগণের অব্দ গণিত হয়।

এখন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী দেশ মধ্যে সর্ব্বত্রই খৃষ্টাব্দ চলিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যে যে স্থানে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদের অধিকার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, সে সকল স্থানেও খৃষ্টাব্দের চলন দেখা যায়। কোন সময় হইতে খৃষ্টাব্দ চলিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বিরোধ অনেক। কেহ কেহ বলেন, যীশু খৃষ্টের জন্মের পর হইতেই খৃষ্টাব্দ গণনা করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেকে ২৫শে মার্চ্চ হইতে খৃষ্টাব্দ গণনা করিতেন। ১১০০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণ প্রভৃতি দেশে খৃষ্টের জন্মদিন হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হইল।

অতি প্রাচীনকালে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা পৃথিবীর সৃষ্টির সময় হইতে একটী অব্দ গণনা করিতেন। কিন্তু কতকাল হইল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, বাইবেল দেখিয়া তাহা নিশ্চিত করা সুকঠিন। হিব্রু, সমারিটান এবং সেপ্টুয়াজিন্ট, বাইবেলের এই তিন প্রকার প্রামাণিক পুস্তক দেখিয়া সৃষ্টির কাল নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু এই তিনখানি পুস্তকে মতের সামঞ্জস্য নাই, অতএব বাইবেল দেখিয়া সৃষ্টির কাল নিশ্চিত করা বিড়ম্বনামাত্র। দিবিগ্নোল অন্ততঃ দুইশত প্রকার গণনা দৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৩৪৮৩ বৎসরের ন্যূন নহে এবং ৬৯৮৪ বৎসরের অধিক নহে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সচরাচর খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৪০০৪ বৎসরই গৃহীত হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিদেরা এই কাল্পনিক উক্তি উড়াইয়া দিয়া থাকেন। [ভূতত্ত্ব দ্র°]

ইহুদীদিগের অব্দ এখানকার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মত নহে। ইঁহারা মুসাকে ভক্তি করেন, কিন্তু যীশুখৃষ্টকে মৃশা বলিয়া মানেন না। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের ত্রাণকর্ত্তা এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। এজন্য ইহুদী জাতির মধ্যে খৃষ্টাব্দের চলন নাই। ইস্রেলাইটরা মিশর হইতে যে সময়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বের হরিপদ সংক্রান্তি হইতে ইহুদীরা একটী বর্ষ গণনা করেন। অতঃপর নিশান বা আবিব মাসে শত্রুর হস্ত হইতে তাঁহারা মুক্তি পাইলে পুনরায় বিষুবপদসংক্রান্তি হইতে আর একটী বর্ষ গণনা করা হয়। অতঃপর এই ঘটনার প্রসঙ্গে খৃঃ পূঃ ১৬২ বৎসর হইতে একটী অব্দ চলিয়া আসে। কাহারও মতে ২০১ খৃঃ পূঃ বৎসর হইতে ঐ অব্দ চলিয়া আসিতেছে। এই অব্দ ৮৪ বৎসর পরিবৃত্তিতে চলিয়া থাকে। ইহুদীদের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির অব্দও চলিত আছে। তাঁহাদের মতে খৃষ্ট জন্মের ৩৭৬০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পারস্য দেশে মহম্মদের অব্দ চলিত নাই। তৃতীয় এজদগুর্দ রাজা হইয়া ৬৩২ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুন হইতে একটী নূতন অব্দ চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে ৩৬৫ দিনে উহার এক একটী বৎসর হইত। কিন্তু ইহাতে ক্রমশঃ বৎসরের গোল হইতে লাগিল। তাই ১০৭৯ খৃঃ অব্দে খারাসানের সুলতান জালালুদ্দীন মালেক শাহ বর্ষ গণনা সংশোধন করিয়া মলমাসের হিসাব গ্রহণ করেন। এই অব্দ এখনও ভারতবর্ষের পারসী জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু পারসীরা সর্ব্বত্র এক সময় হইতে বর্ষ গণনা করেন না। কোথাও সেপ্টেম্বর, কোথাও বা অক্টোবর মাস হইতে তাঁহারা বৎসর গণনা করিয়া থাকেন।

খৃষ্ট জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে হ্যাঙ্গ সম্রাটের রাজত্বকালে চীনদেশে দুই প্রকার বৎসর চলিত ছিল। রাজকীয় কার্য্যাদি চান্দ্র বৎসরের হিসাবে সম্পন্ন করা হইত, আর জ্যোতিষের কার্য্য সৌর বৎসরের হিসাবে চলিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে চীনেরা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সৌর বৎসর গণনা করিতেন। আমাদের দেশে অহোরাত্রকে যেমন প্রহর, দণ্ড প্রভৃতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে, চীনদেশের নিয়ম সে প্রকার নহে। তাঁহারা অহোরাত্রকে ১০০ কে'তে বিভাগ করিতেন। এক এক কে'র পরিমাণ ১০০ মিনিট এবং প্রত্যেক মিনিটের পরিমাণ ১০০ সেকেণ্ড। কিন্তু আজি কালি ইংরেজি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

চীনে ৬০ ষাট বৎসর পরিবৃত্তিতে দিন, চন্দ্র ও বর্ষগণনা করা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৩৫৭ বৎসর হইতে ঐ পরিবৃত্তির আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব

১৬৩ বৎসর হইতে বর্ষ-গণনার নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। প্রত্যেক নূতন সম্রাটের অভিষেক কাল হইতে এক একটী নূতন বর্ষ গণনা করা হয় এবং অব্দেরও নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সকল অব্দকে চীনভাষায় 'নিন হো' কহে।

সিংহল, আবা, পেগু, শ্যাম প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ অব্দ চলিত ছিল। অদ্যাপি অনেকে ঐ অব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে শেষ জিন মহাবীরের মোক্ষ হইতে একটী জৈন অব্দ প্রচলিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে সমুদ্ররাজ একটী অব্দ প্রচার করেন। এই অব্দ শকাব্দের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেখানকার বর্ত্তমান অব্দ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরব্ধ। ইহা পপ্পচান বা হন দ্বারা স্থাপিত। গৌতমের পিতামহ অঞ্জন খৃঃ পূঃ ৬৯১ অব্দে একটী অব্দ স্থাপিত করেন, ইহাও তথায় প্রচলিত আছে। [সংবৎ ও সংবৎসর দ্র°]

অব্দ—(পুং) [বৈদ্যক] মুস্তা, চলিত মুথা। ২ নাগরমুস্তা, চলিত নাগরমুথা। (ক্লী) ৩ অভ্রক।

অব্দতন্ত্র—(ক্লী) একখানি জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ।

অব্দনাদ—(পুং) [বৈদ্যক] মেঘনাদক্ষুপ, কাঁটানটে।

অব্দনাদা—(স্ত্রী) অশ্বিনীলতা। ২ ভেকী।

অব্দপ—(পুং) [অব্দং পাতি পা ক] বর্ষাধিপ।

অব্দয—(অব্য) জলদানের ইচ্ছার নিমিত্ত, জলদানে অভিলাষ। "অব্দয়া চিন্মুহুরা ভাকুনীবৃতঃ"। (ঋক্ ৫।৫৪)

অব্দবাহন—(পুং) [অব্দো মেঘো বাহনমস্য] ইন্দ্র। ২ শিব।

অব্দশত—(ক্লী) শতাব্দ একশত অব্দ।

অব্দসহস্র—(ক্লী) সহস্রাব্দ, সহস্রবর্ষকাল।

অব্দসার—(পুং) [বৈদ্যক] [অব্দস্য মস্তকস্য সারঃ রসাদিঃ] একপ্রকার কর্পূর।

অব্দার্দ্ধ—(ক্লী) অর্দ্ধ বর্ষ।

অব্দি—(পুং) মেঘ, বাদলা।

অব্দিমৎ—(ত্রি) [অপাং দানং দা বাহুলকাৎ ভাবে কি, অব্দিঃ জলো অস্ত্যর্থে মতুপ্] জলদানবান্। (ঋক্ ৫।৪২।১৪)

অব্দুর্গ—(ক্লী) [অদ্ভিঃ বেষ্টিতং দুর্গম, শাকপার্থিবাদি তৎ] জল বেষ্টিত দুর্গ।

অব্দৈবত—(ত্রি) [আপো দেবতা যস্য, বহুব্রী] জলোপাসনার মন্ত্রবিশেষ। "অব্দৈবতৈর্জলৈরেবতেন"। (মনু ৮।১০৬) ২ জলাদিবতাক পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র।

অব্ধি—(পুং) [আপো নীরাণি ধীয়ন্তেঽস্মিন্ ধা আধারে কি, উপপদ স°] সমুদ্র। ২ সরোবর। (কথাসরিৎ° ১২।১১৩) ৩ সপ্তসংখ্যা।

অব্ধিকফ—(পুং) [অব্ধেঃ সমুদ্রস্য কফ ইব] সমুদ্রফেন। বৈদ্যকে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে এই প্রকার লিখিত আছে।—ইহা চক্ষুর শীতলতা উৎপাদক, পটলাদি রোগনাশক, বিষদোষনাশক, কর্ণশূলহর এবং কফ, কণ্ঠরোগ ও পিত্তদোষ দমনকারী।

অব্ধিজ—(পুং) [অব্ধৌ সমুদ্রে জায়তে জন-ড, ৭ তৎ] চন্দ্র। ২ শঙ্খ। (দ্বিবচন) ৩ অশ্বিনীকুমার। (ত্রি) ৪ সমুদ্রজাত। (স্ত্রী) অব্ধিজা লক্ষ্মী।

অব্ধিজা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] সুরা মদ। ২ লক্ষ্মী।

অব্ধিঝষ—(পুং) সমুদ্রের মৎস্য।

অব্ধিডিণ্ডীর—(পুং) সমুদ্রের ফেনা।

অব্ধিদ্বীপা—(স্ত্রী) [অব্ধিসংখ্যাতা লবণাদিসপ্তসংখ্যাতা দ্বীপা যস্যাঃ] সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। (ত্রিকাণ্ডশেষ ২।১।১)

অব্ধিনগরী—(স্ত্রী) [অব্ধৌ সমুদ্রসমীপে নগরী] দ্বারকা। (ত্রিকাণ্ড ২।১।১৫) [দ্বারকা দ্র°]

অব্ধিনবনীতক—(পুং) [অব্ধের্নবনীতমিব ইবে প্রতিকৃতৌ কাপ্‌ কন] চন্দ্র। ২ যষ্ঠী নৌতের প্রতিকৃতি, যাহা সমুদ্রের নবনী বলা যায়।

অব্ধিফল—(ক্লী) [বৈদ্যক] সমুদ্রজাত একপ্রকার ফল। ২ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে জাত একপ্রকার প্রসিদ্ধ ঔষধি। বৈদ্যকে ইহার গুণ বর্ণিত আছে। এই ফল কটু ও উষ্ণকারক, বাতনাশক, ভূতাদি বাধানাশী ত্রিদোষ ও দাবানল-দোষহর এবং কফ ও আম ক্ষরণ নিবারণকারী।

অব্ধিফেন—(পুং) [অব্ধেঃ ফেনঃ, ৬ তৎ] সমুদ্রফেন।

অব্ধিমণ্ডূকী—(স্ত্রী) [অব্ধিং মণ্ডয়তি মণ্ড-উক গৌরাদি ঙীপ, ৬ তৎ] শুক্তি, সমুদ্রের ঝিনুক, যাহাতে মুক্তা জন্মে।

অব্ধিবৃক্ষ—(পুং) [বৈদ্যক] শাখিমূলবৃক্ষ।

অব্ধিশয—(পুং) [অব্ধৌ শেতে শী-অধিকরণে অচ্, ৭ তৎ] সমুদ্রস্থ বটপত্রশায়ী বিষ্ণু।

অব্ধিসার—(পুং) মুক্তাদি, সমুদ্রস্থিত রত্ন।

অব্ধিহিণ্ডীর—(পুং) সমুদ্রফেন।

অব্ধ্যগ্নি—(পুং) [অব্ধৌ সাগরে স্থিতঃ অগ্নিঃ] বাড়বানল।

অব্বাস—মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের খুড়া। [আব্বাস দ্র°]

অব্‌ভক্ষ—(পুং) [আপো ভক্ষয়তি অপ্-ভক্ষ ণ, উপপদস°] সর্পবিশেষ। (ত্রিকাণ্ড° ১।২।৫) (ত্রি) ২ যে কেবল জল ভক্ষণ করে। (স্ত্রী) অব্‌ভক্ষা।

অব্‌ভক্ষণ—(ক্লী) শুধু জল পান করিয়া থাকিলে যে অনশন হয় তাহা।

অব্‌ভ্র, অভ্র—(ক্লী) [আপো বিভর্ত্তি ভৃ ক, অথবা, অভ্র গতৌ অচ্] মেঘ। ২ গগন, আকাশ। [বৈদ্যক] ৩ মুথা। ৪ ত্রিদিব। ৫ স্বর্ণ। ৬ ধাতুবিশেষ। [এই ধাতুর বিশেষ বিবরণ অভ্র

শব্দে দ্র°] [ন ভ্রাজতে বর্ষাসু মলিনবর্ণত্বাৎ নঞ্-পূর্ব্বাৎ-ভ্রাজ্-ক্ত] ৭ বর্ষাকালে মলিনতা হেতু যাহা শোভা পায় না।

অব্ভ্রংলিহ, অভ্রংলিহ—(পুং) পর্ব্বত, পাহাড়। ২ বায়ু। (ত্রি) ৩ গগন স্পর্শী।

অব্ভ্রক, অভ্রক—(পুং) [অব্ভ্রমিব প্রতিকৃতিঃ অভ্র কন] মেঘের প্রতিনিধি অর্থাৎ অভ্র ধাতু। ২ গিরিজ। ৩ অমল।

অব্ভ্রংকষ, অভ্রংকষ—(পুং) [অব্ভ্রং মেঘং কষতি শোষয়তি কষ খচ্] পর্ব্বত। ২ বায়ু। (ত্রি) ৩ গগনস্পর্শী, অতিশয় উচ্চ।

অব্ভ্রপিশাচ, অভ্রপিশাচ—(পুং) [অব্ভ্রে গগনে পিশাচ ইব] রাহু। চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রহণের সময়ে গ্রাস করে বলিয়া রাহুকে অভ্রপিশাচ কহে।

অব্ভ্রপুষ্প, অভ্রপুষ্প—(ক্লী) [অভ্রস্য পুষ্পমিব শুভ্রত্বাৎ] জল। (পুং) [অভ্রমিব পুষ্পমস্য, বহুব্রী] ২ বেতস বৃক্ষ, বেতগাছ।

অব্ভ্রমাতঙ্গ, অভ্রমাতঙ্গ—(পুং) [অভ্রাধিপঃ মাতঙ্গঃ শাক° তৎ] ঐরাবত। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে ঐরাবত মেঘের নায়ক।

অব্ভ্রমু, অভ্রমু—(স্ত্রী) [অভ্রাধিপে ঐরাবতে মাতি মা ডু] ঐরাবত হস্তীর স্ত্রী। ২ পূর্ব্বদিগ্‌হস্তীর স্ত্রী।

অব্ভ্রমুবল্লভ, অভ্রমুবল্লভ—(পুং) [অভ্রমোঃ বল্লভঃ পতিঃ ৬ তৎ] ঐরাবত হস্তী।

অব্ভ্ররোহস্, অভ্ররোহস্—(পুং) [অভ্রাৎ মেঘগর্জ্জনাৎ রোহতি রুহ অসুন] বৈদূর্য্যমণি। কুমারসম্ভবে লিখিত আছে যে, নব মেঘ শব্দদ্বারা বৈদূর্য্যমণি উৎপন্ন হয়। "বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দা দুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব" (কুমার ১২৪)

অব্ভ্রি, অভ্রি—(স্ত্রী) [অভ্র গতৌ ইন] নৌকাদির মল পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাঠের কোদাল।

অব্ভ্রিয, অভ্রিয়—(ত্রি) [অভ্রে ভবঃ ঘ] মেঘভব। ২ আকাশীয়।

অব্ভ্রোত্থ, অভ্রোত্থ—(ক্লী) [অভ্রাৎ মেঘঘর্ষণাৎ উত্তিষ্ঠতি। অভ্র-উৎ স্থা-ক] বজ্র। ২ বিদ্যুৎ। (ত্রি) ৩ অভ্রজাত দ্রব্য।

অব্রহ্মচর্য্য—(ক্লী) [ন ব্রহ্মচর্য্যম্, বিরোধে নঞ্ তৎ] মৈথুনাদি। ২ ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী কার্য্য। [নাস্তি ব্রহ্মচর্য্যং যত্র, বহুব্রী] (ত্রি) ৩ ব্রহ্মচর্য্যরহিত। (নিরুক্ত ৪ ১৯)

অব্রহ্মচর্য্যক—(ক্লী) [বৈদিক] মৈথুন, লম্পটতা। (ত্রিকাণ্ড° ২ ৭ ৩১)

অব্রহ্মণ্য—(ক্লী) [ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণোচিতকর্ম্মণি অহিংসাদৌ সাধু যৎ, বিরোধে নঞ্-তৎ] ব্রহ্মকর্ম্মে অসাধু। যে ব্রহ্মকার্য্য জানে না। ২ হিংসা। ৩ হিংসাজনক বাক্য। "অব্রহ্মণ্যমহ্রুক্তোহজীবঃ" (কথাসরিৎ° ৪ ১১১) ৪ নাট্যোক্তিতে—'ও বধ্য নহে'—এ প্রকার বলা। ৫ অবধবাক্য, অবধোক্তি।

অব্রহ্মতা—(স্ত্রী) যোগ অথবা বিশুদ্ধ ঈশ্বরজ্ঞানের অভাব। "মা তে ইন্দ্র তে বয়ং তুরাষাড়যুক্তাসো অব্রহ্মতা" (শুক্লযজুঃ ১০.২২)

অব্রহ্মন্—(ত্রি) সাধনভজনবিহীন বা জ্ঞানশূন্য, যে সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম করে না।

"নাব্রহ্মাণো মঘবানং সুতাসঃ" (ঋক্ ৭ ২৬ ১)

অব্রহ্মবিদ্—(ত্রি) যাহার ব্রহ্মজ্ঞান নাই, ব্রহ্মকে যে জানে না।

অব্রাহ্মণ—(পুং) [ন ব্রাহ্মণঃ, অপ্রাশস্ত্যে নঞ্ তৎ] অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহে। শাস্ত্রে ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের বিষয় কথিত আছে—১ রাজার অন্নপালিত, ২ যে বাণিজ্য করে, ৩ বহুযাজক, ৪ গ্রামযাজক, ৫ গ্রাম্য বা নাগরিক সকল লোকেই কার্য্যবিশেষে যাহাকে বরণ করে তাদৃশ ব্রাহ্মণ, ৬ যে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে না। (শতপথব্রা° ৪ ১.৪ ৬)

[সাদৃশ্যে নঞ্-তৎ] ২ ব্রাহ্মণ সদৃশ। ৩ ব্রাহ্মণভিন্ন অন্যজাতি, যেমন শূদ্র প্রভৃতি।

"অব্রাহ্মণোত্র শূদ্রঃ"। (মনু ৮ ৩৫৯)

অব্রাহ্মণ্য—(ক্লী) পবিত্রতার নাশ, ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের হানি।

"যথাযুক্তমতো নাব্রাহ্মণ্যম্" (আশ্বলায়নশ্রৌত ৯৩)

অব্রুবৎ—(ত্রি) যে কথা বলে না, যে বাক্যালাপ করে না।

অব্রূকৃত—(ক্লী) [ন ব্রুবে কৃতম্] বাক্য-প্রতিরোধক।

অব্লিঙ্গ—(ত্রি) [অপাং লিঙ্গং বোধনসামর্থ্যং যত্র] জলরূপার্থ প্রকাশক অব্-দেবতাক মন্ত্র। (জ্ঞানকো° ৩৩০)

অব্বিন্দু—(পুং) অশ্রু, নয়নজল।

অভক্ত—(ত্রি) [ভজ সেবায়াং বিভাগে চ কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ক্ত, নঞ্ তৎ] সেবক নহে। ২ বিভাগ করা নহে। (ঋক্ ১ ১২৭ ৫) ৩ যে ভক্তিপূর্ব্বক দেবার্চ্চনাদিতে নিরত নহে।

অভক্তচ্ছন্দ—(পুং) [বৈদিক] অন্ন ভক্ষণে অরুচি, অন্নে অশ্রদ্ধা।

অভক্তরুচ্—(স্ত্রী) বুভুক্ষার অভাব, ক্ষুধা না থাকা।

অভক্তি—(স্ত্রী) [ভজ্-ক্তিন্ ভক্তিঃ, অভাবে নঞ-তৎ] ভক্তির অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ২ যাহার ভক্তি নাই।

অভক্তিমৎ—(ত্রি) ভক্তিবিহীন। ২ অবিশ্বাসী।

অভক্ষণ—(ক্লী) [ভক্ষ লুট্ ভক্ষণম্, নঞ্ তৎ] ভক্ষণের অভাব। ২ উপবাস।

অভক্ষ্য—(ত্রি) [ভক্ষিতুমযোগ্যং ভক্ষ-ণ্যৎ, নঞ্-তৎ] শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভোজন-দ্রব্য। ২ অখাদ্য। ৩ পলাণ্ডু, লশুন প্রভৃতি কোন কোন দ্রব্য স্বভাবতঃ অখাদ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। [অখাদ্য দ্র°]

অভক্ষ্যভক্ষণ—(ক্লী) নিষিদ্ধ খাদ্যভোজন। (ত্রি) ২ যে নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিয়াছে।

অভক্ষ্যভক্ষ্যপ্রকরণ—ভক্ষ্যাভক্ষ্যনির্ণায়ক একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

অভগ—(ত্রি) আনন্দশূন্য, হতভাগ্য। (অথর্ব ৫.৩১.১১)

অভগ্ন—(ত্রি) ভগ্নভিন্ন, যাহা ভাঙ্গে নাই। ২ বিক্ষেপবিহীন।

অভঙ্গ—(পুং) [ন ভঙ্গঃ, নঞ্-তৎ] ভঙ্গের অভাব। ২ পলায়নের অভাব। (ত্রি) [নাস্তি ভঙ্গো যত্র, বহুব্রী] ৩ শ্লেষমূলক শব্দালঙ্কারবিশেষ। ৪ মরাঠী ধর্মগীত। ৫ সম্পূর্ণ, অখণ্ড। ৬ ক্রমবিশিষ্ট।

অভঙ্গ—(পুং) সত্রাজিতের চারিপুত্রের অন্যতম। ইঁহার ভঙ্গকার, শিনীবাল ও যুযুধান নামে তিন ভ্রাতা ও সত্যভামা নাম্নী এক ভগিনী ছিল। এই সত্যভামাই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। (পদ্মপু° সৃষ্টি°)

অভঙ্গুর—(ত্রি) [ভঞ্জ-ঘুরচ্ ভঙ্গুরম্, নঞ্-তৎ] যাহা ভাঙ্গেনা। ২ স্থির।

অভদ্র—(ক্লী) [ভদি-রক, ভদ্রম্, নঞ্-তৎ] সুখ নহে, দুঃখ (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ২ অমঙ্গল, অমঙ্গলকর, অমঙ্গলাশ্রয়।

অভদ্রতা—(স্ত্রী) অমঙ্গলাশ্রয়তা। ২ অশিষ্টতা, অসভ্যতা।

অভদ্রা—(স্ত্রী) রাজর্ষি ভদ্রাশ্বের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ভদ্রা, জলদা, মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অনলা, তামরসা ও বরক্রীড়া নামে ইঁহার অপর নয়জন ভগিনী ছিল। ইঁহারা সকলেই অত্রি ঋষির পত্নী,ইঁহাদের মধ্যে কেবল ভদ্রার গর্ভে চন্দ্রের জন্ম হয় ও অন্যান্য সকলের গর্ভে যে সমস্ত মুনিপুত্র জন্মগ্রহণ করে তাহারা সকলেই 'স্বস্ত্যাত্রেয়' নামে বিখ্যাত। [অত্রি দ্র°]

অভয়—(ক্লী) [ন ভয়ম্, অভাবে নঞ্-তৎ] ভয়ের অভাব। (মনু ৭.২০১) (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ২ যাহা হইতে ভয় নাই। ৩ পরমাত্মা। (শতপথব্রা° ১৪.৭.১.২২) ৪ তত্ত্বজ্ঞান। [নঞ্ বহুব্রী] ৫ ভয়শূন্য, যাহার ভয় নাই। (ঋক্ ১০.৯২.১৪) ৬ সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য। (ঋক ২.৪১.১২) ৭ ধর্ম্মের পুত্রবিশেষের নাম অভয়, ইনি দয়াগর্ভজাত।

দেব দেবী প্রভৃতির ধ্যানে 'অভয়বরদ' এই প্রকার প্রয়োগ অনেক দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে হস্তে দেবী বর এবং অভয় দিতেছেন অর্থাৎ হাত তুলিয়া বলিতেছেন যে—'ভয় নাই'। অভয় শব্দের স্থানে 'অভীতি' শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যেমন, 'পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং' অর্থাৎ, যাহার হস্তে পরশু, মৃগ, বর এবং অভীতি অর্থাৎ অভয় আছে। কেহ কাহারও হস্তে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হইলে সচরাচর বলিয়া থাকেন,—'আমাকে অভয় দিউন' অর্থাৎ—'তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, এইরূপ আশ্বাস দিউন'। অভয়চরণ, অভয়পদ—অর্থাৎ যে চরণে বা যে পদে শরণ লইলে কোন ভয় থাকে না।

(ক্লী) ৮ বেণার মূল। ৯ ত্রাণ। (পুং) ১০ আত্মনিষ্ঠ। ১১ যান্ত্রিক যোগবিশেষ।

অভয়$_2$—(পুং) দক্ষদৌহিত্র দক্ষের দয়া নাম্নী কন্যার গর্ভে জন্ম। ২ মনুবংশীয় ইধ্মজিহ্ব নামক নরপতির সপ্ত পুত্রের অন্যতম। ইনি প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত স্বীয়নামানুরূপ অভয়বর্ষের রাজা ছিলেন। (ভাগবত) ৩ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির নাম। (মৎস্যপু°) ৪ ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম।

অভয়$_3$—মগধরাজ বিম্বিসারের এক পুত্র। তিব্বতীয় বিনয়পিটক বা 'দুল্‌ব' গ্রন্থে ইঁহার বৃত্তান্ত এইরূপ উল্লিখিত আছে—বৈশালী নগরে মহানামন্ নামধেয় এক লিচ্ছবিজাতীয় ব্যক্তি বাস করিত। তাহার উদ্যানে আম্রকুঞ্জমধ্যে এক কদলী বৃক্ষ হইতে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা আবির্ভূতা হন। ঐ কন্যার নাম আম্রপালী। বিম্বিসার আম্রপালীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া বৈশালী নগরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত অবস্থান করেন। আম্রপালীর গর্ভে রাজার একটী পুত্র জন্মে। অনন্তর আম্রপালী উক্ত পুত্রকে মগধে তাঁহার পিতার নিকটে প্রেরণ করেন। পুত্র নির্ভয়ে পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিল। এজন্য বিম্বিসার বলিলেন "এই বালক ভয় কাহাকে বলে জানে না।" এই হেতু বালকের নাম হইল 'অভয়'।

অভয়কলশ—এক জৈন সাধু ও গ্রন্থকার। ইনি সর্ব্বদেবসূরির শিষ্য। সংবৎ ১৩৯৪ অব্দে ইনি স্বীয় গুরুর উপদেশ প্রচারের জন্য একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অভয়কুমারগণি—একজন জৈন সাধু। ইনি ১১৯১ সংবতে 'ধর্ম্মোপদেশমালাবৃত্তি' রচনাকালে উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা বিজয়সিংহ সূরিকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

অভয়কৃৎ—(ত্রি) [অভয়ম্ করোতি কৃ-কিপ্, ৬-তৎ] ত্রাণকর্ত্তা, অভয়দাতা। [ন ভয়কৃত, নঞ্-তৎ] ২ ভয়ঙ্কর নহে, সৌম্য।

অভয়গিরি—বিহার প্রদেশের কোন এক প্রাচীন স্থান, ইহা 'অভয়পুর' নামে প্রসিদ্ধ।

অভয়গিরি$_2$—সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধপুরের এক বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার। সিংহলরাজ বট্টগামনির এক নাম ছিল অভয়। অভয়বট্টগামনি খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতকে সিংহলে রাজত্ব করিতেন। তিনি অনুরাধপুরের বিখ্যাত স্তূপের সন্নিকটে একটী বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই উক্ত স্তূপ এবং বিহার অভয়গিরি নামে পরিচিত। এই স্তূপটী অতি উচ্চ, অনুরাধপুরে যে সকল দর্শনীয় বস্তু আছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। ইহার তলদেশে বুদ্ধদেবের কতকগুলি স্মারকদ্রব্য রহিয়াছে।

অভয়গিরি-বিহারের প্রতিষ্ঠা হইতেই এখানকার শ্রমণগণ এবং মহাবিহারের শ্রমণগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। মহাবিহার অভয়গিরি বিহারের ২১৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যক্তিগত ছিল; পরে ইহা সাম্প্রদায়িক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নৃপতি মহাসেনের রাজত্বকালে (২৭৫-৩০২ খৃষ্টাব্দ) মহাবিহার উঠিয়া যায় এবং তত্রত্য দ্রব্যসামগ্রী অভয়গিরি বিহারে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই মহাবিহার মঠটী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সিংহল-রাজবংশের দীর্ঘ রাজত্বকালে ইহা স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল। [অনুরাধপুর দ্র°]

অভয়গিরি (দগোবা)—সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধপুরের একটী দগোবা। ইহার নিকটেই জেতবনবিহার অবস্থিত। [অভয়গিরি৷ দ্র°]

অভয়গিরিবাসিন্—(পুং) কাত্যায়নের এক শিষ্য।

অভয়গিরিবিহার—অভয়গিরির উপরিস্থিত বৌদ্ধ ধর্মক্ষেত্র-বিশেষ। [অনুরাধাপুর দ্র°]

অভয়ঙ্কর—(ত্রি) [ভয়-কৃ-খচ্, ভয়ঙ্করম্, বিরোধে নঞ্-তৎ] ভয়ঙ্কর নহে, সৌম্য। (ঋক্ ১০.১৫২,২)

অভয়ঙ্কৃৎ—(স্ত্রী) দ্বিবচনান্ত। [অভয়ং কুরুতঃ কৃ-ক্বিপ্ বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ মুমাগমঃ] দ্যুলোক এবং পৃথিবী। (শতপথব্রা° ১.৯.১.৬)

অভয়চন্দ্র—(পুং) রাজকুলগচ্ছসম্ভূত এক প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য। ইঁহার শিলালেখ হইতে জানা যায় ৩০ লৌকিকাব্দে (৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ২ একজন জৈন সাধু। ইনি 'প্রক্রিয়াসংগ্রহ' নামে শাকটায়ন ব্যাকরণের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

অভয়চন্দ্র—একজন জৈনাচার্য্য। ইনি শাকটায়নের মতানুসারে 'প্রক্রিয়াসংগ্রহ' নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন।

অভয়চরণ—একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাওলা।

অভয়চরণসেন—ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'অবিচারের দশ আইন' নামক বিধবা বিবাহ ও সামাজিক সংস্কারবিষয়ক প্রস্তাব রচয়িতা (১৮৫৫ খৃঃ)।

অভয়চরণসেনগুপ্ত—কাশীখণ্ডের অনুবাদক।

অভয়চাঁদ—মবিদ শাহ প্রণীত 'দবিস্তান্-ই-মজাহিব' গ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি সুফী কবি সরমদের প্রিয় শিষ্য ও অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ইনি জাতিতে বণিয়া এবং ইঁহার জন্মস্থান সিন্ধু দেশের ঠাটা বা টাটা নামক সহর। সরমদ ইঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সে অনুরাগ ছিল পবিত্র, স্বর্গীয়। সরমদ তাঁহার একটী রোবাইয়াতে লিখিয়াছেন—"আমি জানিনা এই জগতে আমার ঈশ্বর অভয়চাঁদ অথবা অপর কেহ।" অভয়চাঁদ নিজেও কবি ছিলেন। তিনি বাইবেলের সৃষ্টিখণ্ডের প্রথমাংশ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন, উহা 'দবিস্তান্' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ১০৭১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের আদেশে সরমদ নিহত হন; তাহার কিছুকাল পরেই উদয়চাদের মৃত্যু হয়। [সরমদ দ্র°]

অভয়চাঁদ,—বৈশ রাজপুতগণের একজন পূর্ব্বপুরুষ। বৈশ্ রাজপুতগণ এক সময়ে যুক্ত প্রদেশের বৈশ্‌বারা অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নামানুসারেই ঐ স্থান বৈশ্‌বারা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [বৈশ্‌বারা দ্র°] খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে অভয়চাঁদ এবং নির্ভয়চাঁদ দাক্ষিণাত্যের মুঙ্গী-পাটন হইতে যুক্ত প্রদেশে আগমন করিয়া অর্গলের গৌতম রাণীকে অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তার অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। তৎপরে অর্গলরাজ অভয়চাঁদকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে দৌণ্ডিয়া খেরা নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। অভয়চাঁদের ১০ম অধস্তন পুরুষ তিলকচাঁদ প্রায় ১৪০০ খৃঃ অব্দে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। [তিলকচাঁদ দ্র°]

অভয়জাত—(পুং) [অভয়ায় জাতঃ] গর্গাদিগণমধ্যে পঠিত মুনিবিশেষ।

অভয়ডিণ্ডিম—(পুং) [অভয়ায় স্বযোধভয়াভাবায় ডিণ্ডিমঃ] আপনার পক্ষের যোদ্ধাদিগকে অভয় দিবার নিমিত্ত যুদ্ধের ঢক্কা বিশেষ। (ত্রিকাণ্ডশেষ ১১১২৩)

অভয়তিলকগণি—একজন জৈন সাধু। ইনি ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্ররচিত গুজরাতের চালুক্য এবং সোলঙ্কি রাজবংশের ইতিহাস পুনরায় লিখিয়াছিলেন।

অভয়দ—(ত্রি) [অভয়ং দদাতি দা-ক, ৬-তৎ] ত্রাণকর্ত্তা। ২ বিষ্ণু।

অভয়দ—(পুং) পৌরব বংশীয় মনস্যুর তনয় অভয়দ, ইঁহার পুত্রের নাম সুদ্যুম্ন। (বিষ্ণুপু°) হরিবংশের মতে অভয়দের পুত্রের নাম সুধন্বা। কল্কিপুরাণের মতে ইঁহার পুত্রের নাম উরুক্ষয়। [উরুক্ষয় দ্র°]

অভয়দক্ষিণা—(স্ত্রী) [অভয়ায় ত্রাণায় দেয়া দক্ষিণা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°] বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে ধনাদি দান। শূদ্রাদির নিকট হইতেও ব্রাহ্মণে অভয়দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে অপ্রতিগ্রাহ্যগ্রহণের দোষ হয় না। "সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্" (মনু ৪.২৪৭)

অভয়দত্ত—মালবপতি যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধনের কোন বিচক্ষণ মন্ত্রী।

অভয়দা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] ভূমী আমলকী, চলিত ভুঁই আমলা।

অভয়দান—(স্ত্রী) ত্রাণসূচক বচন।

অভয়দানসার—একখানি ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থ। বেঙ্কটনাথ ইহার রচয়িতা। বেঙ্কটাচার্য্য বিরচিত 'অভয়প্রদানসার' নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অভয়দেবসূরি—একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য এবং টীকাকার। ইনি নিগোদষট্‌ত্রিংশিকা, পুদ্গলষট্‌ত্রিংশিকা, জয়তিহুয়ণস্তোত্র, নবতত্ত্বভাষ্য, সন্মতিভাষ্য এবং জ্ঞাতাধর্ম্মকথাবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

জ্ঞাতাধর্ম্মকথাবৃত্তির টীকায় ইনি এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইনি রাজসম্মানিত ও শাস্ত্রপরায়ণ পল্লীবলিবংশে নমড় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নেমড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাহড়, তৎপুত্র সহদেব ও সহদেবের পুত্রের নাম জয়দেব। জয়দেবের দুই স্ত্রী ছিল। বড় জনের নাম লক্ষ্মী ও ছোটজনের নাম নায়িকী। নায়িকীর গর্ভে অনেক পুত্রসন্তান হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ধনেশ্বর। ধনেশ্বরের ঔরসে ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীত্রীর গর্ভে অরসিংহ, লাহড় ও অভয়কুমার জন্মগ্রহণ করে। এই শেষোক্ত অভয়কুমারই 'অভয়দেব' নামে প্রসিদ্ধ হন। সম্ভবতঃ খৃঃ ১২ শতাব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

২ বৃহৎখরতরগচ্ছের ৪১শ পট্টাচার্য্য। ইঁহার পিতার নাম ধনদেব ও মাতার নাম ধনদেবী। ইনি ধারানগরে জন্মগ্রহণ করেন। জৈনদের তৃতীয় হইতে একাদশ অঙ্গের টীকা ইনি রচনা করিয়াছিলেন।

অভয়দেবসূরি$_{2}$—এক জৈন গ্রন্থকার। ইনি গুণাকরসূরির সমসাময়িক ছিলেন। অনুমান ১৪৪২ সম্বতে ইনি সরস্বতীপত্তনে 'ভক্তামরস্তোত্রটীকা' গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ইনি ১৪৫১ সম্বতে 'তিজয়পহুত্তস্তোত্র' নামে অপর একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

অভয়দেবসূরি—বিজয়চন্দ্রসূরির শিষ্য ও দেবভদ্রসূরির গুরু। ইনি জিনশেখরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ছিলেন। জিনশেখরের পর পদ্মচন্দ্র, পদ্মচন্দ্রের পর বিজয়চন্দ্র ও বিজয়চন্দ্রের পর অভয়দেব। ইনি দ্বিতীয় অভয়দেব নামে পরিচিত। ইঁহারই আমলে রুদ্রপল্লিয়গচ্ছ বিশেষ উন্নতিলাভ করে। ১২০৪ সম্বতে রুদ্রপল্লিতে জিনশেখরাচার্য্য কর্ত্তৃক 'রুদ্রপল্লীয় খরতরগচ্ছ' প্রতিষ্ঠিত হয়। [জিনশেখর দ্র°]

অভয়দেব-রচিত জয়ন্তবিজয়কাব্য ১২৭৮ সম্বতে রচিত হয়। ইনি বারাণসী বা কাশীর অধিপতির নিকট হইতে "বাদীসিংহ" উপাধি প্রাপ্ত হ'ন।

অভয়দেবসূরি—একজন জৈন সাধু। ইনি গুজরাটের অধিপতি কর্ণের নিকট হইতে মালাধারী উপাধি পাইয়াছিলেন (সংবৎ ১১২০-৫৫)। সৌরাষ্ট্রের নৃপতি খেঙ্গারের সময়ে ইনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। সৌরাষ্ট্র নৃপতিকে ইনি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইনি জয়সিংহসূরির শিষ্য ও হেমচন্দ্রসূরির গুরু। ইনি সহস্রাধিক ব্রাহ্মণকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। আজমীরের নিকটবর্ত্তী 'মেড়তা' নামক নগরে ইনি একটী মন্দির স্থাপন করাইয়াছিলেন।

অভয়দেবসূরি —বাদগচ্ছের প্রদ্যুম্নসূরির শিষ্য। ইনি একজন প্রসিদ্ধ তর্কশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। ইনি 'বাদমহার্ণব' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'পার্শ্বনাথচরিত্রে'র রচয়িতা মাণিক্যচন্দ্র ইঁহার অধস্তন নবম পুরুষ। ১২৭৬ সম্বতে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সিদ্ধসেনসূরির সংবৎ ১২৪২ অব্দে লিখিত তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন—'বাদমহার্ণব' রচয়িতা অভয়দেবসূরি মাণিক্যচন্দ্রের নবম পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

অভয়দেবসূরি—বৃহৎ খরতরগচ্ছের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহারই রচিত নয়টী অঙ্গের টীকা গ্রন্থনিচয় হইতে ইঁহাকে সাধারণতঃ 'নবাঙ্গ-বৃত্তিকৃৎ' নামে বর্ণিত দেখা যায়। ইনি ধারায় জন্মগ্রহণ করেন। ধারার প্রসিদ্ধ বণিক ধনের ঔরসে ধনদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। পূর্ব্বে ইঁহার নাম ছিল অভয়কুমার। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি আচার্য্য পদ লাভ করিয়াছিলেন। সংবৎ ১১৩৭ অব্দে ইনি বর্দ্ধমান সূরির অনুরোধে জিনেশ্বর সূরি কর্ত্তৃক 'সূরি' পদ লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে এই ঘটনা ১১৩৯ সম্বতে হইয়াছিল মনে করেন। অভয়দেব নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—

১। স্থানাঙ্গে'র টীকা গ্রন্থ। সংবৎ ১১২০ অব্দে অনহিল পত্তনে বণিক্ অচ্ছুপ্তের গৃহে পণ্ডিতগণের এক সভার জন্য ইহা রচিত হইয়াছিল। এই পণ্ডিতগণের নায়ক ছিলেন দ্রোণাচার্য্য। অজিত সিংহাচার্য্যের শিষ্য যশোদেবগণি দ্রোণাচার্য্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন [Weber II, 1 & Indische Studien, XVI, p 277]।

২। 'সমবায়াঙ্গের' টীকা গ্রন্থ। ইহাও 'স্থানাঙ্গে'র টীকাগ্রন্থ—একই স্থানে রচিত হইয়াছিল।

৩। 'ভগবতীসূত্রের টীকা'। অণহিলপত্তনে বণিক্ গৃহে সংবৎ ১১২৮ অব্দে অভয়দেব ইহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

৪। 'জ্ঞাতাধর্ম্মকথাঙ্গে'র টীকা। সংবৎ ১১২০ অব্দে অভয়দেব ধবলক্কা নামক স্থানে ইহা প্রণয়ন করেন।

৫। 'উপাসকদশা', 'অন্তকৃদ্দশা' ও 'অনুত্তরোপপাতিকে'র টীকাগ্রন্থ।

৬। 'প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গের' টীকা। অভয়দেব স্বীকার করিয়াছেন যে, দ্রোণাচার্য্য পরিচালিত পণ্ডিত সঙ্ঘের পুনরনুষ্ঠানে ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল।

৭। 'বিপাকসূত্রে'র টীকা। জৈনশাস্ত্রে বিপাকসূত্রকে একাদশ অঙ্গ বলা হয়।

৮। 'উভয়সূত্রের টীকা'। ইহাতে দ্রোণাচার্য্য পরিচালিত পণ্ডিতসঙ্ঘের পুনরুল্লেখ আছে।

৯। 'আরাহনপকরণ' বা 'আরাধন প্রকরণ'।

১০। হরিভদ্র রচিত 'পঞ্চাশকে'র টীকাগ্রন্থ। 'বিচারামৃত সংগ্রহে' অভয়দেব কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচনার উল্লেখ আছে। সংবৎ ১১২৪ অব্দে অভয়দেব ধবলকপুরে (ধলক) ইহা রচনা করিয়াছিলেন।

১১। জয়তীহয়ণস্তোত্র। ১১১১ সংবতে ইহা রচিত হইয়াছিল।

অভয়নন্দী—জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের জনৈক টীকাকার।

অভয়নৃসিংহরস—(পুং) [বৈদ্যক] একপ্রকার রসৌষধ। অতিসার এবং গ্রহণী রোগে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। মাত্রা একটী কুলের পরিমাণ। অনুপান জীবকচূর্ণ ও মধু। বৈদ্যকে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এই প্রকার বর্ণিত আছে—হিঙ্গুল, ত্রিকটু, বিষ, জীরক, টঙ্কনরস, গন্ধক এবং অভ্র প্রত্যেকের সমান অহিফেন মিশ্রিত করিয়া নিমের রসে মর্দ্দন করিলে এই রস প্রস্তুত হইবে।

অভয়পত্র—(ক্লী) রক্ষা করার নিমিত্ত চিঠি, রক্ষালিপি।

অভয়পুর—বিহার প্রদেশের কোন প্রাচীন স্থান। এই নামানুসারেই মজরৌত-গোয়ালাদের এক শাখা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

অভয়প্রদান—রামানুজমতানুযায়ী একখানি ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থ। বরদাচার্য্য ইহার রচয়িতা। ২ ভয় নাই এইরূপ আশ্বাস দান।

অভয়প্রদানসার—বরদরাজ-রচিত একখানি ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থ। বেঙ্কটনাথ-রচিত 'অভয়দানসার' নামে অপর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

অভয়মুদ্রা—(স্ত্রী) অভয়নামক মুদ্রা। তন্ত্রোক্ত একপ্রকার মুদ্রা। এই মুদ্রা করিবার সময় যে কোন হাতে করিতে হইলে উহা ঈষৎ উন্নত করিয়া করতল বক্র করিয়া সম্মুখ দিকে ধরিতে হয়। উহাতে অঙ্গুলীগুলি প্রসারিত ও ঊর্দ্ধোন্নত হইবে। এই মুদ্রা বরদা মুদ্রার বিভিন্নরূপ। বরদা মুদ্রার করতল নিম্নদিকে রাখিতে হয়; অঙ্গুলীগুলিও নিম্নদিকে প্রসারিত হয়। চপেটদান মুদ্রা আর একটু বিভিন্ন রকমের। উহাতে করতল পার্শ্বভাগে প্রদর্শিত হয়—চপেটাঘাত করিবার সময় ঠিক যে প্রকার হস্তভঙ্গী করা হয়, উহা তাহারই অনুরূপ। বজ্রঘণ্টিক লোকেশ্বর, সর্ব্বশোক-তমোনির্ঘাতলোকেশ্বর প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতাদের দেখা যায়।

অভয়রাম—বৃন্দাবনের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল।

অভয়বাচ—(স্ত্রী) [অভয়ার্থা বাক] ভয় নাই, এইরূপ আশ্বাসবাক্য।

অভয়সনি—(ত্রি) যে শরণ দেয়, আশ্রয় দাতা। (শুক্লযজুঃ ১৯।৪৮)

অভয়সিংহ—যোধপুরের জনৈক রাজা। ইনি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পিতা রাজা অজিৎসিংহ রাঠোরকে নিহত করিয়া রাজপদ লাভ করেন। ঐ সময়ে সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন সম্রাটের দৌর্ব্বল্য ও শাসনবিশৃঙ্খলা অবগত হইয়া সরবলন্দ খাঁ বিদ্রোহী হন এবং গুজরাত অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য সম্রাটের আদেশে সর্দ্দার অভয়সিংহ রাঠোর প্রেরিত হন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে সরবলন্দ পরাজিত হইলে অভয়সিংহ গুর্জ্জরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গুজরাতের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক মুবারিক উল মুলকের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। মহারাজ সিদ্ধপুরে আসিলে সফদরখাঁ ও জবান্ মর্দ্দ খাঁ তাঁহার সহিত সসৈন্যে মিলিত হয়। তখন এই মিলিত সৈন্যের সাহায্যে রাজা অদালজে মুবারিজ উল্ মুলক্‌কে আক্রমণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং মুবারিজ অহম্মদাবাদ ত্যাগ করিয়া যান। ঐ সময়ে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বখৎসিংহ যোধপুর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বিষ প্রয়োগে অভয়সিংহের মৃত্যু ঘটে এবং তৎপুত্র বিজয়সিংহ গুজরাতের রাজা হন।

ইঁহার রাজ্যকালে ১৭২৪ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে করণ-কবি 'সূর্য্যপ্রকাশ' নামে একখানি রাঠোর বংশের ইতিহাস রচনা করেন। উহা ৭৫০০ শ্লোকে বিরচিত। ইহাতে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ (১৬৩৮ ১৬৮১ খৃঃ) হইতে রাজা অভয় সিংহের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত রাঠোর বংশের ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে।

অভয়সূরি—এক জৈন সাধু। দেবেন্দ্রাচার্য্যের 'চন্দ্রপ্রভচরিত্রের শেষে একটী প্রশস্তিতে ইঁহার যশোগান করা হইয়াছে।

অভয়সোম—এক জৈন সাধু। খরতরগচ্ছের জিনভদ্রসূরির শিষ্য ও হর্ষরাজের গুরু। হর্ষরাজ জিনবল্লভসূরির 'সঙ্ঘপট্টকে'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

অভয়া—(স্ত্রী) [নাস্তি ভয়ং যস্যাঃ, বহুব্রী] শক্তিমূর্ত্তি। ২ ভগবতীর সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্ত্তিবিশেষ। ৩ শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্যদ্বয়ের শঙ্কা হইতে দেবগণকে অভয়দান করিবার নিমিত্ত দুর্গার শরীরকোষ হইতে কৌষিকী উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য নাম অম্বিকা। দেবগণকে তিনি অভয় দিয়াছিলেন বলিয়া অভয়া নামে খ্যাত হন। পুষ্পতীর্থে 'অভয়া' নামে বিখ্যাতা পার্ব্বতী। (পদ্মপু° সৃষ্টি°)

৪ হরীতকী রাজবল্লভের মতে,—চম্পাদেশের হরীতকী। ইহার পাঁচটী শির। এই হরীতকী নেত্ররোগে প্রশস্ত। ৫ শ্বেত নিশুন্দী। ৬ মঞ্জিষ্ঠা। ৭ জয়ন্তী। ৮ জয়া। ৯ মৃণাল।

অভয়াচরণ—'বেণকুমার বা কানকো কুমারের' পাঁচালী রচয়িতা ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম।

অভয়াচরণদাস (অন্ধ)—ভগবৎচিন্তালহরী ও ভগবৎচিন্তা কলিকা পুস্তক ও সঙ্গীতরচয়িতা।

অভয়াদ্য—(পুং) [অভয়া হরীতকী আদ্য যস্য] বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত মোদকবিশেষ। হরীতকী, পিপুলমূল, মরীচ, শুঠ, দারুচিনি, তেজপাত, পিপুল, মুতা, বিড়ঙ্গ, আমলকী, প্রত্যেক ২ তোলা, দন্তীমূল ৬ তোলা, শর্করা ১২ তোলা, শ্বেত তেউড়ী ১৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তাহার পর মধু মিশাইয়া ৩২টী মোদক করিবে। প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত ২।৩টী মোদক সেবন করিলে ২। ৩ বার বিরেচন হয়। শীতল জলের সহিত একটী মোদক সেবন করিলে বিরেচনা না হইতে পারে। ইহা কৃমি ও অগ্নিমান্দ্যরোগের খুব উত্তম ঔষধ।

কৃষ্ণতেউড়ী কদাচ ব্যবহার করিবে না। উহা অতিশয় বিরেচক এবং বিষক্রিয়া জনক। আবশ্যক হইলে উক্ত মোদক আরও সেবন করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রতি মাত্রায় তেউড়ীর পরিমাণ যেন ১।০ তোলার বেশী না হয়।

অভয়াদ্যাবলেহ—(পুং) [বৈদ্যক] অতিসারাধিকারে প্রযোজ্য এক প্রকার অবলেহ ঔষধ।

অভয়ানন্দ—আনন্দপূর্ণ মুনির গুরু।

অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—'দ্বৈতাদ্বৈতবাদবিচার' নামক ন্যায় বিষয়ক গ্রন্থ ও 'নলদময়ন্তী' নামক নাটক রচয়িতা। (১৮৫৫ খৃঃ)

অভয়ারিষ্ট—(পুং) অর্শ চিকিৎসার একপ্রকার অরিষ্ট। এই ঔষধ প্রস্তুতের উপাদান বৈদ্যকে এই প্রকার উল্লেখ আছে—হরীতকী ১২॥ শরাব, দ্রাক্ষা ৬।০ শরাব, মধুক পুষ্প ১০ পল, বিড়ঙ্গ ১২ পল, জল ২৫৬ শরাব, শেষ ৬৪ শরাব, গুড় ১২।০ শরাব. একত্রে মিশাইয়া গোক্ষুরাদিচূর্ণ ২ পল উহার সহিত মিশাইতে হইবে।

অভয়ালবণ—(স্ত্রী) পালিতা ছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সিজের ছাল, আপাঙ্, চিতামূল, বরুণ ছাল, গণিয়ারি ছাল, শ্বেতপুনর্নবা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাপরমালী, কুড়চি ছাল, মোথালতা, গাধা পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া তিলের কাঁচ্‌কের জাল দিবে। পরে হাড়ীর সমস্ত দ্রব্য ভস্ম হইয়া গেলে তাহার দুই সের ক্ষার ৬৪ সের জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। শেষে ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকা হইলে পুনর্ব্বার সেই ক্ষার-জল পরিষ্কার হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের, হরীতকীচূর্ণ ১ সের, এবং গোমূত্র ১৬ সের দিয়া সিদ্ধ করিবে। গাঢ় হইলে নামাইয়া তাহার সঙ্গে কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ, হিঙ, যমানী, কুড় এবং শঠীচূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। ইহা প্লীহা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। প্রাতঃকালে শীতল জলের সঙ্গে সেবন করিবে। উদরাময় থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

তিলের শুষ্ক গাছকে কাঁচ্‌কে কহে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে কৃষ্ণতিলের কাঁচ্‌কেই প্রশস্ত। তাহার অভাবে কাঠতিলের গাছ। তদভাবে সরিষার গাছ অনেকে ব্যবহার করেন।

অভয়াবটী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] গুল্মবিকারের এক প্রকার বটী। কানকত্ত ফল অর্থাৎ জয়পাল আর শিবা হরীতকী দ্বারা এই বটী প্রস্তুত করিতে হয়।

অভয়াষ্টক—(ক্লী) বৈদ্যকে ইহাকে অষ্ট হরীতকীভক্ষণ বলিয়া থাকে।

"যে পূর্ব্বমত্তাদশনাদিতো যে
যে চাপি ভুক্তান্তু তথা স্বপৎসু।
অষ্ট গ্রহে গাদভয়াষ্টকস্তু
ত্রিসপ্তরাত্রেণ পুনর্যুবা স্যাৎ॥" (প্রয়োগামৃত)

অর্থাৎ ভোজনের পূর্ব্বে ও ভোজনের সময় ২টী, আর ভোজনান্তে দুইটী এবং শয়নকালে ৩টী সেবন করিলে একুশ দিনে গতযৌবন মনুষ্য পুনরায় যৌবনলাভ করিয়া থাকে।

অভয়াসুন্দরীদেবী - সঙ্গীতরচয়িতা। ' বাস বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরের নিকট লক্ষ্মীনারায়ণ নামক গ্রাম।

অভর্তৃকা—(স্ত্রী) অবিবাহিত স্ত্রীলোক। ২ বিধবা, যাহার স্বামী বর্ত্তমান নাই।

অভব—(পুং) [ভূ-অপ্‌ ভব উৎপত্তিঃ, অভাবে নঞ্‌-তৎ] জন্মের অভাব। "মত্ত এব ভবাভবৌ" (গীতা) ২ বিনাশ। (রামা° ৫৮৯৩১) [নঞ্‌-বহুব্রী] ৩ মোক্ষ। (ভারবি° ১২.৩৬)

অভবনীয়—(ত্রি) যাহা হইবার নহে।

অভবন্মতযোগ—(পুং) কাব্যশাস্ত্রে শব্দ সংযোজনা প্রণালীর একপ্রকার দোষ।

অভব্য—(ক্লী) [ভূ-যৎ ভব্যম্, অপ্রাশস্ত্যে নঞ্‌ তৎ] অমঙ্গল। ২ দুর্ভাগ্য। (ত্রি [নঞ্‌-বহুব্রী] ৩ দুর্ভাগ্যবান্‌। (ভারবি° ১৭.৫১) ৪ অসাধু অশিষ্ট। (রামা° ৩.৩৬.১৬) ৫ অশান্ত, অশিষ্ট। ৬ যাহা হয় না। ৭ আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব।

অভস্ত্র—(ত্রি) যাহার কাছে চর্ম্মনির্ম্মিত অগ্নির উদ্দীপক যন্ত্র (হাপর) নাই।

অভস্ত্রকা—(স্ত্রী) যে চর্ম্মনির্ম্মিত অগ্নির উদ্দীপক যন্ত্র (হাপর) উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় নাই।

অভাগ—(পুং) [ভজ কর্ম্মণি ঘঞ্ কুত্বম্ ভাগঃ, অভাবে নঞ্ তৎ] অংশের অভাব। (ঋক্ ১০.৮৩.৫) [নাস্তি ভাগোঽংশো যস্য, নঞ্-বহুব্রী] ২ অংশশূন্য। ৩ পূর্ণ। ৪ যে বিষয়াদি বিভাগ করা হয় নাই। (মনু ৯.২১৩)

অভাগিন্—(ত্রি) [ন ভাগী, নঞ্-তৎ] যে বিষয়ের অংশ পাইবার অধিকারী নহে। শাস্ত্রে আছে ক্লীবপুত্রাদি পিতৃসম্পত্তির ভাগ পায় না। ২ ভাগ্যরহিত, দুর্ভাগ্য। ৩ ভাগশূন্য।

অভাগিয়া (অভাগীয়া)—[দেশজ] ভাগ্যহীন, পুণ্যহীন, দুষ্কর্ম্মকারী।

অভাগী—[দেশজ] ভাগ্যহীনা নারী, পোড়া-কপালী, হতভাগিনী। সচরাচর বাঙ্গালী স্ত্রীলোক নিজের কথঞ্চিৎ দৈন্য উপস্থিত হইলে কহিয়া থাকে—"অভাগী যে দিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়"

অভাগ্য—(ক্লী) [ভজ-ণ্যৎ কুত্বম্, অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ] মন্দভাগ্য। (রাম° ২.৭২.২৭) (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] মন্দ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি। ইহার অপভ্রংশে অভাগা শব্দ চলিত আছে।

অভাজন—(ক্লী) [অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ] মন্দ পাত্র, অনাধার, অসৎপাত্র। ২ মূঢ়।

অভার্য্য—(পুং) [নাস্তি ভার্য্যা তৎসম্বন্ধো বা যস্য, বহুব্রী, গৌণে দুঃখঃ] যাহার স্ত্রী নাই। ২ শাস্ত্রে যাহাদের ভার্য্যা নিষেধ আছে, যেমন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

অভাব—(পুং) [ভূ ভাবে ঘঞ্ ভাবঃ ; নঞ্-তৎ।] ভাব নহে, অবিদ্যমান, না থাকা। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে 'অভাব' নামক স্বতন্ত্র পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যদ্যপি বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক ছয়টী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মোক্ষ সাধিত হয় ইহা বলা হইয়াছে এবং অভাব নামক স্বতন্ত্র পদার্থের উল্লেখ করা হয় নাই এবং প্রশস্তপাদ তৎকৃত 'পদার্থধর্ম্মসংগ্রহেও' অভাবের উল্লেখ করেন নাই,তথাপি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। উদয়নাচার্য্য পদার্থধর্ম্মসংগ্রহগ্রন্থের টীকা কিরণাবলী নামক অতি প্রামাণিক গ্রন্থে পদার্থগণনা প্রসঙ্গে অভাবের অনুল্লেখের কারণ দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'এই সমস্ত পদার্থের প্রধানভাববশতঃ উদ্দেশ করা হইয়াছে, অভাবেরও স্বরূপ আছে'। কিন্তু তাহার জ্ঞান প্রতিযোগীর জ্ঞানজন্য হয় বলিয়া, অভাবের নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অভাব তুচ্ছ (নিঃস্বরূপ), ইহা সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে। ন্যায়লীলাবতীকার শ্রীবল্লভাচার্য্যও বলিয়াছেন, 'অভাবও বক্তব্য, কারণ ইহারও নিঃশ্রেয়সোপযোগিতা আছে, কারণাভাবে কার্য্যের অভাব হয় ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ এবং তাহাতে ইহার উপযোগিতাও সিদ্ধ হইতেছে'। বৈশেষিকসূত্রবিবৃতিকার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও—'পদার্থ ছয়টী ইহা ভাব পদার্থেরই কীর্ত্তনমাত্র, বস্তুতঃ অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা মুনির অভিপ্রেত' এই উক্তিদ্বারা অভাবের পদার্থত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা সূত্রকার কণাদ মুনির অভিপ্রেত—ইহা "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ" (বৈশেষিক সূত্র ১ ২.১ ('কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে,'। "ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ" বৈ সূ° ৯.১.১), উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, কারণ তখন কার্য্যের ক্রিয়া বা গুণের ব্যপদেশ হয় না—অর্থাৎ যদি ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ হইত, তাহা হইলে 'ঘট আছে, ঘট রূপবান্ এইরূপ ব্যপদেশ হইতে পারিত, তাহা হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে 'ঘটাদি কার্য্যের অভাব থাকে' ইহা মানিতেই হইবে'। এই সূত্রদ্বারা প্রাগভাব কণাদমুনির সম্মত তাহা প্রতীত হইতেছে। এইরূপ "সদসৎ" (ঐ ৯.১.২। সৎ ও অসৎ হয়—অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমান হইলেও মুদ্গর প্রহারাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়—এই সূত্রের দ্বারা ধ্বংসরূপ অভাব সিদ্ধ হইতেছে। "সচ্চাসৎ" (৯.১.৪) 'সৎ ঘটাদি ও পটাদিরূপে অসৎ বলিয়া প্রতীত হয়'—এই সূত্রে ঘট ও ঘটভিন্ন পটাদি পদার্থের তাদাত্ম্যের (ঐক্যের) অভাব প্রতিপাদিত হইতেছে। এই তাদাত্ম্যাভাবেরই নামান্তর অন্যোন্যাভাব। "যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ" (৯.১.৫) 'পূর্ব্বোক্ত অভাবত্রয় হইতে বিলক্ষণ যে অসত্ত্ব অর্থাৎ অভাব তাহা অত্যন্তাসত্তা বা অত্যন্তাভাব' এই সূত্রে অত্যন্তাভাব লক্ষিত হইতেছে। অভাব সূত্রকার-সম্মত পদার্থান্তর এবিষয়ে অভাবের প্রত্যক্ষজ্ঞান কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা নিরূপণ করিতে সূত্রকার যে সমস্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক (৯.১.৬—৯ বৈঃ সূঃ এবং ১০ম সূঃ) শঙ্করমিশ্রকৃত উপস্কার ও জয়নারায়ণকৃত বিবৃতি সহকারে পর্য্যালোচনা করিবেন। বাহুল্যভয়ে আমরা ঐ সূত্রসমূহের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলাম না। শ্রীধরাচার্য্যও তাঁহার ন্যায়কন্দলীতে অভাবকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং সূত্রে 'অভাবের' অনুল্লেখের কারণ অভাবের ভাবপরতন্ত্রতা নিবন্ধন 'অভাব নাই' ইহা সূত্রকারের অভিপ্রায় নহে। অভাবের জ্ঞান ভাবপদার্থরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না। এইজন্য অভাব ভাবপরতন্ত্র। কিন্তু তাহা হইলেও অভাবের স্বতন্ত্র পদার্থত্ব মানিতে

হইবে—ন্যায়কন্দলীকারের ইহাই আশয়। ("অভাবস্ত পৃথগন্থপদেশঃ, ভাবপারতন্ত্র্যাৎ, নত্বভাবাৎ' ন্যা° ক° ৭ পৃ°)

যদ্যপি বৈশেষিক দর্শনের টীকাকারগণ সকলেই একবাক্যে অভাবকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে পদার্থের সংখ্যা সাতটাই সিদ্ধ হইতেছে, তথাপি প্রাচীন দার্শনিকগণ বৈশেষিকগণকে ষটপদার্থবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও সাংখ্যপ্রবচন সূত্রের বাক্য উপস্থাপিত করিতেছি, 'ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড্‌ভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অন্যে অধিকাঃ শতং সহস্রং বা অর্থা ন কল্পয়িতব্যা ইতি নিবারকো হেতুরস্তি (ব্রহ্মসূত্র শারীরকভাষ্য—২।২।১৭) ও 'ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ' (সাংখ্যসূত্র ১।২৫) দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী বৈশেষিক দর্শনাচার্য্য শিবাদিত্য তাঁহার সপ্তপদার্থী নামক গ্রন্থে অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থের নাম 'সপ্তপদার্থী' ও ইহার পরিচায়ক।

অক্ষপাদপ্রণীত ন্যায়সূত্রে অভাব স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া সমর্থিত হইয়াছে। যদ্যপি অভাব নামক পৃথক্ প্রমাণ নৈয়ায়িক স্বীকার করেন না, তথাপি প্রমেয়রূপে অভাবের সত্তা ন্যায়সূত্রভাষ্যে স্বীকৃত হইয়াছে। অভাব যদি তুচ্ছ হইত, তাহা হইলে তাহা জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হইতে পারিত না। কিন্তু তাহার বস্তুপরিচ্ছিত্তি হেতুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন কাহাকেও আদেশ করা যায়—'অলক্ষিত বস্ত্রগুলি আনয়ন কর', তখন সে লক্ষিত (চিহ্নিত) বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে কোন চিহ্ন আরোপ হয় নাই, এরূপ বস্ত্রই লইয়া আসে। এস্থলে লক্ষণের অভাবই বস্ত্রবিশেষের পরিচায়ক হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রধ্বংসাভাবকেই কেবলমাত্র অভাব বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া প্রাগভাবকেও অভাব বলিয়া ভাষ্য, বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকাকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরে প্রাগুৎপত্তের অভাবোপপত্তেশ্চ" (ন্যা সূ° ২।২।১২)—এই সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব ভেদে দ্বিবিধ অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিককারও এই দ্বিবিধ অভাবই স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়ভাষ্য ও বার্ত্তিকে এতদতিরিক্ত অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব সমর্থিত হয় নাই। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র চতুর্বিধ অভাবেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভাষ্য ও বার্ত্তিকে যে অভাবদ্বৈতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য প্রধ্বংসাভাবমাত্রবাদীর প্রতি প্রাগভাবের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা মাত্র। বস্তুতঃ অভাবদ্বৈতের অর্থ তাদাত্ম্যাভাব ও সংসর্গাভাব। সংসর্গাভাব আবার প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাবভেদে ত্রিবিধ। তাহা হইলে সাকল্যে চতুর্ব্বিধ অভাব সিদ্ধ হইতেছে। ("অভাবদ্বৈতমিতি প্রকৃতাপেক্ষম। প্রকৃতং প্রধ্বংসমাত্রবাদিনং প্রতি প্রাগভাবপ্রতিপাদনম। পরমার্থতস্তু প্রথমমভাবদ্বৈতং তাদাত্ম্যাভাবঃ সংসর্গাভাবশ্চেতি। সংসর্গাভাবোঽপি প্রাক্‌প্রধ্বংসাত্যন্তাভাবভেদেন ত্রিবিধ ইতি চতুর্ব্বিধা অভাবস্ত ইতি" তাৎপর্য্যটী ২.২.১২)

শিবাদিত্য স্বকৃত সপ্তপদার্থী গ্রন্থে চতুর্বিধ অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাগভাব অনাদি ও সান্ত বস্তু, সাদি অনন্ত বস্তু প্রধ্বংসাভাব, অনাদি অনন্ত সংসর্গাভাব অত্যন্তাভাব, তাদাত্ম্যনিষেধ অন্যোন্যাভাব। আকাশাদি বস্তু অনাদি হইলেও তাহার অন্ত নাই বলিয়া তাহাতে প্রাগভাবের লক্ষণ যায় না। ঘটাদি সাদি হইলেও অন্তহীন হয় না বলিয়া তাহাতেও ধ্বংসের লক্ষণ অতিপ্রসক্ত হয় না। নিত্যবস্তু মাত্রেই অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু তাহা অভাব নহে বলিয়া তাহাতে অত্যন্তাভাবের লক্ষণ যায় না। তাদাত্ম্যাভাব সংসর্গাভাব হইতে ভিন্ন, কারণ সংসর্গ ও তাদাত্ম্য ভিন্ন।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে অভাব বস্তু ও স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা স্বীকৃত হইয়াছে দেখা গেল। কিন্তু অন্য দার্শনিকগণের অভাব সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি খুব স্পষ্ট। ভাট্ট মীমাংসকগণ যদিও অভাবের বস্তুত্ব স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহারা অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না। বস্তু মাত্রেই স্বরূপে সৎ ও পররূপে অসৎ। ভাব ও অভাব একই বস্তুর অংশ। কখনও ভাবের, কখনও বা অভাবের, কখনও বা উভয়ের প্রতীতি হয়। দধি নিজরূপে ভাবাত্মক, আবার দুগ্ধকে অপেক্ষা করিয়া অভাবরূপে প্রতীত হয়। আর যখন সাবধারণপ্রতীতি হয়, যেমন 'গৃহে দেবদত্তই আছে' 'ইহা স্থাণুই' (পুরুষ নহে), তখন অভাবানুবিদ্ধ ভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত বস্তুজ্ঞানেই ভাব ও অভাবাংশ তুল্যভাবেই বর্ত্তমান থাকে। তবে কখনও ভাবাংশের কখনও বা অভাবাংশের প্রাধান্য উপলক্ষিত হয় মাত্র। অভাব অবস্তু ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, 'ইহা নাই' এই জ্ঞানের দ্বারা অভাবের বস্তুত্ব সাধিত হইতেছে। জ্ঞান আছে, তাহার বিষয় নাই ইহা অসম্ভাব্য। আর, অভাবের প্রাগভাবাদিরূপে চতুর্ব্বিধ ভেদ উপলব্ধ হয় এবং এই উপলব্ধিই কার্য্যকারণবিভাগের হেতু। যদি প্রাগভাবাদির উপলব্ধি না হইত, তাহা হইলে ইহা কারণ ইহা কার্য্য এরূপ বিভাগ করা যাইত না। যাহা পূর্ব্বে অবস্থিত থাকিয়া পরে থাকে না, তাহা কারণ এবং যাহা পূর্ব্বে না থাকিয়া পরে উৎপন্ন হয় তাহা কার্য্য— এইরূপ জ্ঞানের দ্বারাই কার্য্য ও কারণ নির্ণীত হয়। যদি অভাবের বস্তুতঃ প্রাগভাবাদিরূপ ভেদ না থাকিত, তাহা হইলে কার্য্য কারণভাবও অজ্ঞাত হইয়া পড়িত। আর যাহার বিভাগজ্ঞান হয়, তাহা অবস্তু ইহা হইতে পারে না আর এক কথা—যেমন ভাব পদার্থের অনুগতবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি

হইয়া থাকে, তেমনই অভাবেরও অনুগতবুদ্ধি হয়—প্রাগভাবাদি চতুর্বিধ ভেদেই অভাবরূপ এক বস্তুর জ্ঞান অস্বীকার করা যাইতে পারে না এবং অভাবের ভেদও অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং যেমন প্রতীতির বলে ভাবপদার্থের বস্তুত্ব স্বীকার করা হয়। তেমনই অভাবপদার্থেরও বস্তুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ভাব ও অভাব তুল্যরূপেই প্রমার বিষয়। ভাবজ্ঞান প্রমা, অথচ অভাবজ্ঞান অপ্রমা ইহা বলিবার কোন কারণ নাই। অভাবজ্ঞানের যদি বাধ হইত, তাহা হইলে অভাবজ্ঞানকে ভ্রম বা আরোপ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব অভাবকেও বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য অভাবের জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রমাণবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় বটে, এবং আমরা পরে এ বিষয়ে মতভেদের সারাসারত্ব বিচার করিব। কিন্তু তাই বলিয়া অভাবের বস্তুত্ব অপলাপ করা সঙ্গত হইবে না। ভাট্ট মীমাংসকগণ ইহা বলেন।

প্রাভাকরগণ অভাব বলিয়া কোন বস্তু স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভাবই একমাত্র বস্তু এবং একটী ভাব পদার্থ অপর ভাবপদার্থকে অপেক্ষা করিয়া অভাবরূপে অভিহিত হয়। কিন্তু অভাব কেবল ব্যপদেশ মাত্র, ইহা বস্তু নহে। সুতরাং অভাব জ্ঞানের প্রমাণ কি ইহাও বিচারের বিষয় হইতে পারে না। আমরা অভাবের প্রামাণ্যবিচারপ্রসঙ্গে প্রাভাকর ও বৌদ্ধসৌত্রান্তিকের মত আলোচনা করিব। এখন যাঁহারা অভাবের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের যুক্তি পরীক্ষা করিব। অভাব অধিকরণ স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে, ইহা অধিকরণাত্মক, ইহা প্রাভাকর, সাংখ্য ও বেদান্তিগণ বলিয়া থাকেন। এখন আপত্তি হইতে পারে, যদি অধিকরণ হইতে অভাব অতিরিক্ত না হয়, তাহা হইলে 'ভূতলে ঘটের অভাব আছে' এই বাক্যের কোন অর্থ হয় না। কারণ ভূতলরূপ অধিকরণে অভাবের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। অধিকরণ ও আধেয় কখনও এক হইতে পারে না। কিন্তু অভাবাবস্তুত্ববাদী বলেন, এ আপত্তির কোন সারবত্তা নাই। কারণ নৈয়ায়িক এক অভাবে অপর অভাবের জ্ঞানে আধারাধেয় ভাবের প্রতীতি হইলেও অনবস্থাভয়ে আধেয় অভাবকে অধিকরণাত্মক অভাব হইতে ভিন্ন বলেন না এবং এ নিমিত্ত ঘটাভাবে বহ্ন্যভাব এবং বহ্ন্যভাবে জলাভাব ইত্যাদি অনন্ত অভাবকে ঘটাভাব স্বরূপই বলেন এবং ঘটাভাবের প্রতিযোগী বহ্নি প্রভৃতি হইতে পারে ইহা বলেন। তাহা হইলে যেমন অভাবাধিকরণক অভাব স্থলে একই অভাবে আধারাধেয়ভাবের প্রতীতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, অধিকরণাত্মক অভাববাদীর মতেও সেইরূপে আধারাধেয়ভাবের প্রতীতি সিদ্ধ হইতে কোন বাধা হইবে না। এখন আবার আপত্তি হইতে পারে—'ভূতলে ঘট নাই' 'ভূতল-ঘটাভাবশালী' এইরূপ বোধে অভাব কখনও ভূতলের বিশেষ্য কখনও বা বিশেষণরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। ঈদৃশ স্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণকে ভূতলের স্বরূপ বলা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইবে। যদি তাহা হইত, তবে 'দণ্ডী দেবদত্ত' এই জ্ঞানে দণ্ডরূপ বিশেষণকেও দেবদত্তের স্বরূপে অন্তর্ভাব করা যাইতে পারিত। নৈয়ায়িকের এই যুক্তি আপাততঃ সমীচীন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইবে। অভাবের বস্তুত্ব সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ 'ঘটাভাববদ্' ভূতল এইরূপ বিশিষ্ট বোধকেই প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করেন। অভাব বিশিষ্ট বুদ্ধি বিশেষণ বিশেষ্য ও সম্বন্ধকে বিষয়রূপে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়, যেমন দণ্ডী এই জ্ঞান দণ্ড, দেবদত্ত ও সংযোগ সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়। বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রই বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধকে অবগাহন করে। অতএব অভাববিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা বিশেষণরূপে অভাবের সিদ্ধি হইতেছে। অভাবের সহিত অধিকরণেও বৈশিষ্ট্য (বিশেষণবিশেষ্যভাব) রূপ সম্বন্ধ ও এই অনুভব বলেই সিদ্ধ হইতেছে। এখন এই বৈশিষ্ট্যরূপ সম্বন্ধ নিত্য হইলে ঘটানয়নের পরও ঘটাভাব বুদ্ধি হইবে। আর যদি অনিত্য হয়, তবে অভাবও ভূতলের অনন্ত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে এই ভয়ে নৈয়ায়িকগণ ঘটাভাব ও ভূতলের সম্বন্ধ অভাববুদ্ধি কালীন ভূতলাদি অধিকরণ স্বরূপ বলিয়াই নির্দেশ করেন, ইহার অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

এখন অভাব ও ভূতলের বৈশিষ্ট্য নামক সম্বন্ধকে ঘটানুপলব্ধি কালিক ভূতল স্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া নৈয়ায়িকগণ বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পক্ষে যে সমস্ত দোষের প্রসক্তি হয়, তাহা পরিহার করিলেন। কিন্তু যদি অভাবকে ঘটানুপলব্ধিকালিক ভূতল স্বরূপ বলিয়াই কল্পনা করা হয়, তবে অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন থাকে না এবং অভাবও ভূতলের সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয় না। কাজেই অভাববাদীর মতে যে কল্পনাগৌরব হয় তাহারও অনায়াসে পরিহার হইয়া যাইবে। নৈয়ায়িকগণ অত্যন্তাভাব নিত্য ইহা অস্বীকার করেন। ভূতলে ঘটাভাব নিত্য হইলে ঘটসত্তাকালে ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ঘটবত্তাবুদ্ধি ঘটাভাব বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হয়, যদিও ঘটাভাব ভূতলে নিত্য বিদ্যমান, তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না—এইরূপ প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব কল্পনা করিয়া অত্যন্তাভাবের নিত্যত্ব রক্ষা করেন। কিন্তু তুল্যযুক্তিতে বৈশিষ্ট্যকে পৃথক্ সম্বন্ধ মানিলেও কোন অনুপপত্তি হইবে না। বৈশিষ্ট্য নিত্য হইলেও ঘটবত্তাজ্ঞান ঘটাভাববত্তা জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ইহা কল্পনা করিলে বৈশিষ্ট্যজ্ঞানের নিত্য আবির্ভাব হয় না ইহার সমাধান হইতে পারে। তাহা হইলে অভাব ও বৈশিষ্ট্য উভয়কেই স্বীকার

করিতে হইবে।" আর যদি বৈশিষ্ট্যের ন্যায় অভাবকেও অধিকরণ স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে অভাব নামক স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না এবং তাহাতে মীমাংসক প্রভৃতির মতের লাঘব হয়।

আরও বক্তব্য এই যে লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা বস্তু সিদ্ধ হয় ইহা সর্ববাদিসম্মত কথা। কিন্তু অভাবের কোন অদুষ্ট লক্ষণ হইতে পারে না। (১) ভাবভিন্ন অভাব এইরূপ লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ একটী ভাব (ঘট) অপরভাব (পট) হইতে ভিন্ন হইলেও তাহা অভাবাত্মক হয় না। (২) ভাবের অনধিকরণ অভাব ইহাও সমীচীন লক্ষণ নহে। কারণ, অনধিকরণ শব্দের অর্থ—অধিকরণত্বের অভাব যাহাতে বিদ্যমান কিম্বা অধিকরণভিন্ন কিন্তু ভেদ অন্যোন্যাভাবস্বরূপ। কাজেই অভাবের দ্বারাই অভাবের লক্ষণ করা হইতেছে এবং তাহাতে আত্মাশ্রয়দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। (৩) ভাববিরোধী বস্তু অভাব—ইহাও দুষ্ট লক্ষণ। যদি 'ভাববিরোধী'—এই শব্দের অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ভাবের বিরোধ হয়, তবে ঘটরূপভাব ও পটরূপভাবের বিরোধী হওয়ায়, ভাবেও অভাবলক্ষণ অতি প্রসক্ত হইবে। আর যদি সর্বভাববিরোধই অভিপ্রেত হয়, তবে অভাবেও লক্ষণ যাইবে না। কারণ ঘটাভাবও সর্বভাববিরোধী হয় না—ঘটাভাবের অধিকরণে পট প্রভৃতিও থাকিতে পারে। যদি তাদাত্ম্যবিরহ-বিরোধ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ হয়, তবে ঘট ও পটের তাদাত্ম্যরহিত হওয়ায় ঘটও অভাবাত্মক হইবে। (৪) যাহা ভাবের সহিত স্বভাবতঃ অর্থাৎ সম্বন্ধান্তরকে অবলম্বন করিয়া ভাবের সহিত সম্বদ্ধ হয়, তাহা অভাব—এইরূপ লক্ষণ করিলেও নিস্তার নাই। কারণ সমবায় ও ভাবের সহিত স্বভাবতঃ সম্বদ্ধ এবং এই লক্ষণ সমবায়ে অতিব্যাপ্ত হইবে। (৫) নাস্তিবুদ্ধির বিষয় অভাব—ইহাও সুলক্ষণ নহে, কারণ নাই এই জ্ঞানবিশিষ্ট বুদ্ধি যেমন, 'ভূতলে ঘট নাই' ইহা বিশিষ্টবুদ্ধি এবং এই বিশিষ্টবুদ্ধির বিষয় ঘট ও ভূতলও হইতেছে। প্রতিযোগী ও অনুযোগী ছাড়া যাহা নাস্তিবুদ্ধির বিষয় তাহা অভাব—ইহাও বলা যাইতে পারে না—কারণ প্রতিযোগী ও অনুযোগী লক্ষণরহিত ইহা আমরা দেখাইব। (৬) অস্তিবুদ্ধির অবিষয় অভাব ইহাও বলা যাইতে পারে না। অবিষয় শব্দের অর্থও অভাবঘটিত এবং তাহাতে আত্মাশ্রয়দোষ দুর্নিবার হইতেছে। আর তাহা ছাড়া—ভূতলে ঘটাভাব আছে এইরূপ বাক্যের দ্বারা অভাব ও অস্তিবুদ্ধির বিষয় হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে। (৭) প্রতিযোগীকে অপেক্ষা করিয়া যাহার জ্ঞান হয়, তাহা অভাব ইহাও বলা যায় না। কারণ হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব, পিতৃত্ব প্রভৃতি ভাববস্তু ও প্রতিযোগীর সাহায্যে নিরূপিত হয়। (৮) নির্বিকল্পক বুদ্ধির যাহা অবিষয় তাহা অভাব ইহাও দুষ্ট লক্ষণ।" কারণ ঘটত্ব প্রভৃতিও নির্বিকল্পক বুদ্ধির বিষয় নহে, কম্বুগ্রীবাদি সংস্থানের জ্ঞান না হইলে ঘটত্বের জ্ঞান হয় না। আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব এই ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞান হইলেই ব্রাহ্মণত্বের জ্ঞান হয়। কাজেই এই লক্ষণের ঈদৃশ ভাবপদার্থে অতিব্যাপ্তি হইবে। (৯) যাহা ভাবলক্ষণরহিত, তাহা অভাব ইহাও দুষ্ট লক্ষণ। কারণ, রাহিত্যশব্দের অর্থই অভাব এবং অভাবের দ্বারা অভাবের লক্ষণ হইতেছে বলিয়া আত্মাশ্রয়দোষ অপরিহার্য্য। তাহা ছাড়া, কিঞ্চিৎ ভাবলক্ষণরহিত হইলেই অভাব হয় না, ঘটেও পটরূপ ভাবের লক্ষণ নাই, কিন্তু ঘট অভাবাত্মক ইহা নৈয়ায়িকও বলেন না। আর যদি সর্বভাবলক্ষণের অভাব যাহাতে থাকে, তাহাই অভাব—এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে সর্বভাবলক্ষণাভাবরূপ অভাবে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ এই অভাবে নিজের অভাব না থাকায়, তাহা সর্বভাবলক্ষণাভাবের অধিকরণ হইবে না। কোন বস্তুই নিজের অধিকরণ হয় না। তত্তদভাববিশেষের অধিকরণ ইহা বলিলেও উক্ত দোষ অপরিহার্য্য হইবে, কারণ ঐ অভাব বিশেষে নিজের সত্তা না থাকায়, তাহা অভাব লক্ষণাক্রান্ত হইবে না। আর যদি তত্তৎ অভাবকে অন্যপ্রকার অভাব বলা যায়, তাহা হইলে সমস্ত অভাবে অনুগত অভাবপ্রতীতি হইবে না।

যাহা হউক—দেখা গেল অভাবের লক্ষণ হইতে পারে না—কারণ অভাবের লক্ষণ করিতে হইলেই তাহা অভাবজ্ঞানসাপেক্ষ হইবে এবং সেজন্য তাহা আত্মাশ্রয়দুষ্ট হইবে। ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকর্ত্তা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন "দ্রব্যাদিষট্কান্যোন্যাভাববত্ত্ব" এইরূপ অভাবের লক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও পরীক্ষাক্ষম নহে। দ্রব্যাদি ষট্পদার্থনিরূপিত ভেদ [illegible] যাহাতে আছে, তাহাই অভাব ইহাই এই লক্ষণবাক্যের আপাততঃ তাৎপর্য্য। যদি দ্রব্যাদি প্রত্যেক পদার্থের ভেদকে অভাব বলিয়া ধরা যায়, তবে গুণাদিতে অভাব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। আর যদি ছয়টী পদার্থের সমূহকে অবলম্ব করিয়া ঈদৃশ সমূহ হইতে ভিন্ন পদার্থকে অভাব বলা হয়, তবে দ্রব্যাদি প্রত্যেক পদার্থে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, প্রত্যেক পদার্থ ষট্পদার্থসমূহ হইতে ভিন্নই হইয়া থাকে। পদার্থষট্ক ইহার অর্থ ছয়টী পদার্থের সমূহ এবং ইহার অবচ্ছেদক সংখ্যা। ষট্ত্ব সংখ্যা কোন একটী দ্রব্যে না থাকিয়া ছয়টী দ্রব্যেই মিলিয়া থাকে এবং এইরূপ মিলিয়া থাকার নাম নৈয়ায়িকগণ ব্যাসজ্যবৃত্তিত্ব' বা 'পর্য্যাপ্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। [illegible] সংখ্যাবৃত্তিধর্ম পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধেই বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব 'দ্রব্যাদিষট্ক' বলিতে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে ষট্ত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট দ্রব্যাদিকেই বুঝিতে হইবে এবং ঈদৃশ দ্রব্যাদি

হইতে ভিন্ন প্রত্যেক পদার্থই হইতে পারে। যদি দ্রব্যগুণ প্রভৃতি ছয়টী পদার্থ হইতে যাহা ভিন্ন অর্থাৎ যে পদার্থে দ্রব্য প্রতিযোগিক ভেদ, গুণপ্রতিযোগিক ভেদ ইত্যাদি ক্রমে ছয়টী পদার্থের ভেদ আছে তাহাই অভাব ইহা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে বক্তব্য যে ব্যক্তির ছয়টী পদার্থের জ্ঞান নাই, তাহার অভাবজ্ঞান হইবে না। ভাবযাবদ্ভিন্ন অর্থাৎ যাবদ্ ভাব পদার্থ হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা অভাব ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ যাবদ্ভাবের জ্ঞান অসম্ভব এবং ভাবত্বপুরস্কারে সমস্ত ভাবের জ্ঞান মানিয়া লইলেও ঈদৃশ ভাবত্ববিশিষ্ট পদার্থের ভেদ মীমাংসকগণের মতে অপ্রসিদ্ধ। কারণ যদি অভাব বলিয়া ভাবভিন্ন পদার্থ মানা যায়, তবেই এরূপ ভেদজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে এবং এই ভেদ-জ্ঞান সিদ্ধ হইলে 'অভাবরূপ' বস্তু সিদ্ধ হইবে। ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ পরিস্ফুট। আরও বক্তব্য এই যে ভেদ নৈয়ায়িকের মতে অন্যোন্যাভাব এবং অন্যোন্যাভাব অভাববিশেষ। ভাবান্যোন্যাভাব অভাব ইহা বলিলে অন্যোন্যাভাবকে অবলম্বন করিয়া অভাবের সিদ্ধি এবং অভাবের সিদ্ধি হইলে অন্যোন্যাভাব-রূপ অভাববিশেষের সিদ্ধি হইবে। ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ পরিস্ফুট। আর যদি অন্যোন্যাভাবের ভাবান্যোন্যাভাবরূপ লক্ষণ করা যায়, তাহাতে আত্মাশ্রয়দোষ অপরিহার্য্য হইবে।

কোন কোন নব্য নৈয়ায়িক লক্ষণ করিয়াছেন—সমবায় কিম্বা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে সত্তার অভাবই অভাবপদবাচ্য। সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থে সত্তা সমবায় সম্বন্ধে না থাকিলেও সামান্যাদির অধিকরণে সত্তা থাকে বলিয়া সামান্যাদিতে সত্তার সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অভাব নাই। কাজেই অভাবের লক্ষণ তাহাতে অতিব্যাপ্ত হয় না। কিন্তু এই লক্ষণও আত্মাশ্রয় দুষ্ট। যে অভাব জানে না সে সত্তাভাব কিরূপে জানিতে পারে? সত্তার জ্ঞান না হইলে তাহার অভাবজ্ঞানও হইবে না। আর সমস্ত অভাবজ্ঞানে সত্তাজ্ঞান হইয়া থাকে ইহাও অনুভববিরুদ্ধ কল্পনা। সত্তাভাবরূপ অভাবও সত্তাভাবাত্মক হইবে বলিয়া তাহার জ্ঞানে সত্তাভাবরূপ অভাবের জ্ঞান কারণ হইবে এবং দ্বিতীয় সত্তাভাবেও ঐ দোষ প্রসক্ত হইবে। এইরূপে তৃতীয়াদি অভাবেও উহা কারণ হওয়ায় অনবস্থাদোষ বজ্রলেপবৎ দুষ্পরিহর হইবে। কেহ কেহ বলেন, 'সত্তাভাবরূপ' অভাবের স্বরূপতঃই জ্ঞান হয়, সত্তারূপ প্রতিযোগীর জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। 'ঘট নাই' বলিলে প্রতি-যোগিরূপে সত্তার জ্ঞান হয় না। অভাবকে অভাবস্বরূপে অর্থাৎ ইহা অভাব এইরূপে জানিতে হইলে প্রতিযোগীর জ্ঞান পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক। অন্যত্র অভাবের স্বরূপতঃই জ্ঞান হয়। ইহা না স্বীকার করিলে অন্ধকারের জ্ঞান হইতে পারে না, কারণ অন্ধকার আলোকের অভাবরূপে জ্ঞাত হয় না। কিন্তু এইরূপ উক্তি কল্পনা মাত্র, অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীর জ্ঞান না হইলে হইতে পারে না। কাজেই যদি 'অভাব' সত্তারূপ প্রতিযোগীর অভাবমাত্র হয় তবে অভাবজ্ঞানে সত্তার জ্ঞান কারণ হইবে। অন্ধকার আলোকা-ভাবস্বরূপ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। মীমাংসকগণ ইহাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন।

অতএব দেখা গেল, অভাবের নির্দুষ্ট লক্ষণ হইতে পারে না। প্রাগভাবাদিরও কোন লক্ষণ দোষবর্জ্জিত হইতে পারে না—ইহা উক্ত যুক্তিতে সহজে অনুমিত হইবে।

আমরা বাহুল্যভয়ে প্রাগভাবাদির লক্ষণসমূহের বিচার করিলাম না। জিজ্ঞাসু পাঠক আকর গ্রন্থ দেখিবেন। এখন অভাবজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিব। অভাবজ্ঞানের উৎপত্তি বিচার করিতে হইলে অভাবজ্ঞানের করণ অর্থাৎ প্রমাণ বিচার করিতে হইবে। নৈয়ায়িক মনে করেন অভাব প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ। প্রতিযোগী যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। কাজেই ঘট ও ঘটাভাব উভয়ই চাক্ষুষ। যখন চক্ষুঃ উন্মীলিত করিতেই 'ভূতলে ঘট নাই' এইরূপ প্রতীত হয়, তখন তাহা চাক্ষুষই হইবে। এখন এই অভাবের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কি প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে? নৈয়ায়িকগণ বলেন, অভাবের সহিত চক্ষুর সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ অভাব দ্রব্য নহে। সমবায়ও অসম্ভবপরাহত, কারণ অভাব গুণ নহে। অভাবেরও সহিত ভূতলেরও তুল্য যুক্তিতে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধও ঘটে না। কিন্তু তাহা না হইলেও অতিরিক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া অভাবের প্রত্যক্ষতা সিদ্ধ হইতে পারে। নৈয়ায়িকের এই উক্তির প্রতিবাদে ভাট্টমীমাংসক বলেন, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবরূপ সম্বন্ধ তখনই স্বীকার করিতে পারা যায়, যখন অন্য একটী সম্বন্ধ তাহার পশ্চাতে থাকে। বিশেষণের স্বরূপ বিচার করিতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। বিশেষণ কি যাহা বিশেষ্যের সহিত সম্বদ্ধ। দণ্ডী দেবদত্ত এইরূপ প্রত্যয়ে দণ্ড বিশেষণ হইতেছে, কারণ দণ্ড দেবদত্তের সহিত সংযোগসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। 'ঘট নীল' এইরূপ ব্যবহারে নীল বিশেষণ, কারণ নীলের সহিত ঘটের সমবায়সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ না থাকিয়া যদি কোন কিছু কাহারও বিশেষণ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়, তবে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবের নিয়ামক থাকিবে না এবং ব্যবহার-বিপ্লব অপরিহার্য্য হইবে। অতএব কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মীকে বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করিতে হইলে তাহার পশ্চাতে বিশেষণীভূত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মীর সহিত বিশেষ্যের স্বতন্ত্র সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে কিন্তু অভাবের সহিত ভূতলাদির তাদৃশ প্রসিদ্ধ কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব অভাব ভূতলের বিশেষণ হইতে পারে না এবং

তাহা হইলে ভূতলের সহিত চক্ষুর সংযোগ সম্বন্ধ ঘটিয়া পড়ে ঘটাভাবের সহিত বিশেষণতারূপ সম্বন্ধ হইবে ইহা বলা যাইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত অভাবের সম্বন্ধ না ঘটায় অভাব প্রত্যক্ষবিষয় হয় ইহা বলা যায় না, কারণ, প্রত্যক্ষের হেতু ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ।

আর একটা আপত্তি হইতেছে এই যে অভাবজ্ঞান বিশিষ্ট-জ্ঞান—ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল এইরূপ জ্ঞানই অভাবজ্ঞানের স্বরূপ। বিশিষ্টজ্ঞানমাত্র বিশেষণজ্ঞান জন্য। বিশিষ্ট জ্ঞান সবিকল্পক এবং সবিকল্পকপ্রত্যক্ষমাত্র নির্বিকল্পকজ্ঞান জন্য। যদি ঘটাভাব ভূতলের বিশেষণ হয়, তবে এই বিশেষণের নির্বিকল্পক জ্ঞান পূর্ব্বে থাকা আবশ্যক। কিন্তু অভাব কখনও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। প্রতিযোগীর জ্ঞান-ব্যতিরেকে অভাবের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। কাজেই অভাব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে নৈয়ায়িকের এই মত অগ্রাহ্য।

তাহা হইলে অভাবজ্ঞানের করণরূপে প্রমাণান্তর স্বীকার করিতেই হইবে। এই প্রমাণান্তরকে মীমাংসকগণ অনুপলব্ধি বা অভাব প্রমাণ বলেন। ইহার স্বরূপ কি এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে অধিকরণের প্রত্যক্ষ হইলে এবং প্রতি-যোগীর স্মরণ হইলে, মানস নাস্তিতাজ্ঞান হয়। অর্থাৎ নাস্তিতা বা অভাবের জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক হয় না ইহা প্রত্যক্ষভিন্নজাতীয় জ্ঞান। যেমন অনুমিতি একটা স্বতন্ত্রজাতীয় জ্ঞান, অভাবজ্ঞানও প্রত্যক্ষ, অনুমা প্রভৃতি হইতে ভিন্নজাতীয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

যদ্যপি চক্ষুঃ উন্মীলিত হইবার পরই ঘট নাই এরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, তথাপি ঘটাভাব চক্ষুরিন্দ্রিয়বেদ্য ইহা বলা যাইতে পারে না। অধিকরণের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অভাবও প্রত্যক্ষী-কৃত হইতেছে বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র। কারণ অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। অনুপলব্ধি অর্থে যোগ্যানুপ-লব্ধি বুঝিতে হইবে। বিষয় ও বিষয়াধীন সন্নিকর্ষ ব্যতিরিক্ত উপলব্ধির সামগ্রী থাকিলেই যোগ্যতা সংঘটিত হয়। এই যোগ্যতাজ্ঞান অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের সহকারী হইয়া থাকে। অনুপলব্ধি কিন্তু স্বয়মজ্ঞাত হইয়াই অভাবজ্ঞানের কারণ হয়। কারণ অনুপলব্ধিও উপলব্ধির অভাব মাত্র এবং উপলব্ধির অভাব জানিতে হইলে অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণান্তরের অপেক্ষা হইবে এবং ইহাও অভাবস্বরূপ বলিয়া আবার অনুপলব্ধিরূপ অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করিবে। তাহা হইলে অনবস্থা দোষ অপরি-হরণীয় হইবে।

উদয়নাচার্য্য স্বকৃত ন্যায়কুসুমাঞ্জলিনামক গ্রন্থে অভাবের প্রত্যক্ষত্বসিদ্ধির অনুকূলে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন ভূতলে ঘটাভাব আছে এইরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বলিয়াই অনুভূত হয় এবং এই অনুভবের কোন বাধক না থাকায় ইহা যথার্থ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। আর এককথা—মীমাংসক-গণ ইন্দ্রিয় অধিকরণ গ্রহণে ব্যাপৃত থাকে এবং তাহার অভাব-গ্রহণে কোন ব্যাপার হয় না ইহা বলেন। কিন্তু 'কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে' এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। এখন শ্রোত্রে-ন্দ্রিয় অধিকরণ জ্ঞানে ব্যাপৃত হয় এবং অধিকরণের প্রত্যক্ষত্ব-নিবন্ধন শব্দধ্বংসের প্রত্যক্ষত্বভ্রম হয় ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ আকাশরূপ অধিকরণ স্বরূপতই অতীন্দ্রিয়। আরও বক্তব্য অভাবজ্ঞানে অধিকরণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কোন উপযোগিতা নাই। বায়ুতে রূপ নাই ইহা চক্ষুষ্মানই অনুভব করেন, অথচ চক্ষুঃ বায়ুগ্রহণে অনুপযুক্ত। অতএব অধিকরণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অভাব জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। অধিকরণপ্রত্যক্ষ অভাবজ্ঞানের কারণ ইহা স্বীকার করিলে ভূতলে ঘট নাই এইরূপ জ্ঞানও হইবে না। কারণ, ঘট নাই ইহার অর্থ ঘট সংযোগ নাই। সংযোগের আধার ঘট ও ভূতল উভয়েই। যদি অধিকরণরূপে ভূতলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অভাব জ্ঞানের কারণ হয়, তবে ঘটের প্রত্যক্ষজ্ঞান হওয়া উচিত কারণ ঘটও অধিকরণ। অতএব অধিকরণপ্রত্যক্ষ অভাব জ্ঞানের কারণ হয় না ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর তাহা হইলে ইন্দ্রিয় অধিকরণপ্রত্যক্ষে উপক্ষীণ হইয়া যায় এবং অভাবগ্রহণে তাহার ব্যাপার নাই ইহা মীমাংসকগণ কিরূপে বলিতে পারেন। অপর কথা—অজ্ঞাতকরণজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে—যেমন রূপজ্ঞান চক্ষুরিন্দ্রিয়জন্য এবং ইন্দ্রিয়মাত্রই অজ্ঞাত। অনুপলব্ধি যখন অজ্ঞাত থাকিয়া অভাবজ্ঞানের করণ হয়, তখন অভাবজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইবে। আর বাহ্য বিষয়ানুভবে মন ভাবাত্মক-করণাবিষ্ট হইয়াই প্রবৃত্ত হয়—যেমন রূপানুভব করিতে হইলে মন চক্ষুরাবিষ্ট হইয়া প্রবৃত্ত হয়।

মীমাংসকগণ কিন্তু এই সমস্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন না। বায়ুতে রূপাভাব জ্ঞান অন্ধের হয় না, চক্ষুষ্মানেরই এরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে ইহা সত্য এবং চক্ষুঃ বায়ুরূপ অধিকরণগ্রহণে উপক্ষীণ হয় না ইহাও অসন্দিগ্ধ। তথাপি রূপাভাবকে চাক্ষুষ বলা যাইতে পারে না। কারণ, যোগ্যতাসম্পাদনের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনিয়ত বস্তুব্যতিরিক্ত উপলব্ধিসামগ্রীর অবস্থান যোগ্যতার ঘটক। উক্ত যোগ্যতা আছে কি না ইহার নিশ্চয়ার্থ ইন্দ্রিয় ব্যাপৃত হয়। যেমন 'বায়ুতে রূপ নাই'—ইহা জানিতে হইলে রূপোপলব্ধির কারণ আলোক প্রভৃতি আছে কি না ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার আবশ্যক। তথাপি রূপোপলব্ধির অনুৎপত্তি হয় বলিয়া বায়ুতে রূপাভাবজ্ঞান হয়। এই রূপানুপলব্ধি অজ্ঞাত হইয়াই রূপাভাবের জ্ঞান উৎপাদন করে। বায়ুতে রূপাভাব জ্ঞান আনুমানিক—ইহা নব্যমীমাংসক নারায়ণভট্ট স্বীকার করেন না। কাজেই অনুপলব্ধিলিঙ্গক অভাবানুমানে উদয়নকর্তৃক ন্যায় কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে যে সমস্ত দূষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আকাশে মুষ্টিহননের ন্যায় বিফল হইতেছে। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহার বিচার করিলাম না। অবশ্য বহ্ন্যভাবের দ্বারা ধূমাভাব অনুমিত হয়, কিন্তু বহ্ন্যভাবজ্ঞান অনুপলব্ধি প্রমাণজন্য। প্রাথমিক অভাবজ্ঞান অনুমানের দ্বারা সম্পাদিত হয় না—ইহা আমরা দেখাইব। তবে একটী অভাবের দ্বারা অন্যের অভাব অনুমিত হইতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। নব্যমীমাংসকগণের মতে অনুপলব্ধি কখনও অনুমিতির কারণ হয় না। তাহা হইলে দেখা গেল বায়ুতে রূপাভাব আছে এইরূপ জ্ঞানেও ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতানিশ্চয়েই উপক্ষয় হইয়া থাকে। কাজেই উদয়নের যুক্তি মীমাংসকগণের মতখণ্ডনে পর্য্যাপ্ত হইল না। আর অভাবজ্ঞানের প্রত্যক্ষপ্রতীতি যথার্থ, যেহেতু ইহার বাধক নাই, এই যুক্তিও অসার। যেহেতু প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ না থাকায়, উহা কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে? আর অভাবজ্ঞান অনুপলব্ধিরূপ অজ্ঞাত করণজন্য হওয়ায় তাহা প্রত্যক্ষাত্মক হইবে এইরূপ ব্যাপ্তি মীমাংসক স্বীকার করেন না। স্মৃতি সংস্কারজন্য কিংবা সংস্কারসহকৃত মনোজন্য হইয়া থাকে এবং সংস্কার কিংবা মন উভয়েই অজ্ঞাতকরণ। অথচ স্মৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। আর এই ব্যাপ্তির মূলে কোন অনুকূল তর্ক না থাকায় ইহা ব্যাপ্ত্যাভাস মাত্র। নৈয়ায়িকের অপর যুক্তি ভাবকরণাবিষ্ট মন বাহ্য পদার্থানুভবে কারণ হয় এবং ঘটাভাব প্রভৃতির জ্ঞানেও ভাবাত্মক করণাবিষ্ট মন কারণ হইবে, অনুপলব্ধিরূপ অভাবাত্মকপ্রমাণসহকারে হইবে না। ইহাও মূলশৈথিল্যদুষ্ট এবং সৎপ্রতিপক্ষিত। 'অভাবজ্ঞান ইন্দ্রিয়ভিন্ন করণজন্য, অনুমেয়াভাবজ্ঞানবৎ' এইরূপ প্রত্যনুমানও সুলভ। বাহ্যভাবপদার্থজ্ঞানেই এই ব্যাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে। আর উদয়ন যে এই ব্যাপ্তির অনুকূলে বিপক্ষবাধক তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও অন্যোন্যাশ্রয়দুষ্ট। উদয়ন বলেন, যদি অজ্ঞাতকরণক জ্ঞান ইন্দ্রিয় জন্য না হয়, তবে তাহা অকারণক হইবে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমিতি রূপোপলব্ধির অজ্ঞাতকরণকত্বরূপ হেতুর অনুসন্ধানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহা অবাধক তর্ক। রূপোপলব্ধিরূপ কার্য্যের দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অনুমিতি হয়—তাহার গ্রাহক ইতরবাধসহকৃত অন্বয়ব্যতিরেকজ্ঞান। কাজেই ইহা মোটেই অনিষ্টপ্রসঞ্জক হইল না বলিয়া তর্কাভাস। আর যদি স্মৃতি মনঃকরণক হয় তবে তাহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলিতে বাধা কিসে? যদি প্রত্যক্ষভিন্ন জ্ঞান ও অজ্ঞাতকরণজন্য হয় তবে উদয়নের ব্যাপ্তিও টিকিল না।

উদয়নের অপর যুক্তি অভাবজ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য, যে হেতু অভাবভ্রম ইন্দ্রিয়-দোষ জন্য। ভ্রম যে করণের দ্বারা উৎপাদিত হয়, প্রমাও সেই করণের দ্বারা উৎপাদিত হয় ইহা সিদ্ধ। ভূতলে ঘট থাকিলেও চক্ষুর দোষে ঘটাভাব জ্ঞান হয়। যখন ইন্দ্রিয়দোষ অভাবভ্রমের কারণ হয়, তখন অদুষ্ট ইন্দ্রিয় অভাবপ্রমার কারণ ইহা স্বীকার করা উচিত। কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন—ইন্দ্রিয় যোগ্যতানিশ্চয়সম্পাদনের নিমিত্ত হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়দোষ যোগ্যতাভ্রমের কারণ হয়। যোগ্যতাভ্রম হইলে অভাবজ্ঞান অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণের দ্বারাই সাধিত হয়। দেখা গেল অভাবের প্রত্যক্ষত্ববিষয়ে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের বিপ্রতিপত্তি বেশ স্পষ্ট।

মীমাংসকের অন্য আপত্তির সংক্ষেপে বিচার করিব। অভাববিশিষ্ট জ্ঞান এবং বিশিষ্টপ্রত্যক্ষজ্ঞান বিশেষণের নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য হয়। কিন্তু অভাবের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না এবং সে কারণে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানও অসম্ভব। নৈয়ায়িক ইহার উত্তরে বলেন যে বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রই বিশেষণজ্ঞানজন্য ইহা হইতে পারে না। অভাবজ্ঞান বিশেষণের নির্বিকল্পক জ্ঞান জন্য নহে। সসম্বন্ধিক পদার্থের প্রত্যক্ষে এই নিয়ম চলে না। অতএব মীমাংসকের এই আপত্তি প্রবল নহে।

যাক—বৌদ্ধসৌত্রান্তিক বলেন অভাব অনুপলব্ধিলিঙ্গক অনুমিতির বিষয়। কিন্তু কুমারিলভট্ট দেখাইয়াছেন অভাব অনুমেয় হইতে পারে না। ঘটাভাবের সাধক কে হইতে পারে? ঘট বা ভূতল কেহই নহে, কারণ তাহাদের ঘটাভাবের সহিত ব্যাপ্তি নাই; আর অভাব নিয়মতঃ অনুমেয় ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ, অনুমিতি ব্যাপ্তিগ্রহজন্য এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান কালে অভাবের জ্ঞান যদি অনুমিত্যাত্মক হয়, তবে তাহার উপপত্তির জন্য অপর ব্যাপ্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা হইবে এবং অনবস্থা অপরিহার্য্য হইবে। যদি ঘটানুপলব্ধির দ্বারা ঘটাভাবের অনুমিতি হয়—ইহা স্বীকার করা যায়—তাহা হইলেও নিস্তার নাই। কারণ ঘটানুপলব্ধির সহিত ঘটাভাবের ব্যাপ্তি কার্য্যকারণাত্মক কিংবা তাদাত্ম্যাত্মক সম্বন্ধমূলক নহে। যদি প্রতিযোগিরহিত ভূতলোপলব্ধিকে ঘটানুপলব্ধি বলা হয়, তাহাতেও দোষ অপরিহার্য্য। কারণ প্রতিযোগী নাই এই জ্ঞান না হইলে অভাবজ্ঞান হইবে না। অথচ প্রতিযোগী নাই ইহাই অভাবজ্ঞান। কাজেই প্রাথমিক অভাবজ্ঞান অননুমেয় ইহাই বলা উচিত ও আবশ্যক। ধর্মোত্তর ইহা উপলব্ধি করিয়া প্রাথমিক অভাবজ্ঞান অননুমিত্যাত্মক ইহা

স্বীকার করেন। তবে অভাব ব্যবহার অর্থাৎ তুচ্ছতর অভাবজ্ঞান যোগ্যানুপলব্ধির অনুসন্ধানসাপেক্ষ এবং ইহা নৈয়ায়িকের মতে তর্ক ও বৌদ্ধমতে প্রসঙ্গানুমান। 'ঘট নাই' যেহেতু ঘট যোগ্য অথচ উপলব্ধ হইতেছে না। যাহা যোগ্য অথচ উপলব্ধ হয় না, তাহা অভাবব্যবহারের বিষয়। এইরূপ প্রসঙ্গানুমানের দ্বারাই অভাবব্যবহার সাধিত হয়। তাই ধর্মোত্তর বলিয়াছেন যে অনুপলব্ধি অভাবের সাধক না হইলেও অভাবব্যবহারের সাধক। কিন্তু এইরূপ স্বপক্ষসমর্থন কুমারিলের খণ্ডনের সারবত্তা স্বীকার করিয়া লইতেছে। প্রভাকর অভাব নাই এবং অভাবজ্ঞানও নাই ইহা বলেন। বৌদ্ধ যদিও অভাবের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না এবং এ বিষয়ে প্রভাকরের সহিত একমত, তথাপি অভাবজ্ঞান স্বীকার করেন এবং অভাবজ্ঞান বস্তুশূন্য বলেন। কিন্তু প্রভাকর বিষয়ব্যতিরেকে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না কাজেই অভাববিষয়ক জ্ঞানও স্বীকার করেন না। উভয়ের মধ্যে কিন্তু চিন্তারবিশেষ মিল আছে—সুধীগণ চিন্তা করিবেন।

অভাব সম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে এবং বহু আলোচনা হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা [illegible] জিজ্ঞাসু পাঠক—এ বিষয় লেখক প্রণীত—'Buddhist Philosophy of Universal Flux' গ্রন্থের চরম অধ্যায় Negative Judgment পাঠ করিলে বৌদ্ধ ও অন্যান্য বাদিগণের বিস্তৃত মতালোচনার সহিত পরিচয় সম্পাদন করিতে পারিবেন।

অভাব—(পুং) স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজ উন্নেতার পুত্র। ইহার পুত্রের নাম উদ্গাতা। (বরাহপু°)

অভাবনা—(স্ত্রী) বিচারের অভাব, যাহাতে বিচার নাই। ২ চিন্তাশূন্যতা, চিন্তার অভাব।

অভাবনীয়—(ত্রি) [ভূ-ণিচ্-অনীয়র্, নঞ্-তৎ] অচিন্তনীয়, যে বিষয় চিন্তা করা যায় না। ২ যাহা উৎপাদন করা যায় না, অনুৎপাদনীয়।

অভাবপদার্থ—(পুং) ভাবরহিত বস্তু। [অভাব দ্র°]

অভাবপ্রমাণ—(ক্লী) ভাবরহিত প্রমাণ। যে কার্য্যে যে প্রমাণ দেওয়া যায়, সেই প্রমাণ সেই কার্য্যে অনুপযোগী হইলে তাহাকে অভাবপ্রমাণ কহে। কোন কোন নৈয়ায়িক কারণের অভাব সত্ত্বেও কার্য্য প্রমাণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গৌতম এই অভাবপ্রমাণকে মানেন না।

অভাবসম্পত্তি—(স্ত্রী) [অভাবস্য মিথ্যাভূতস্য সম্পত্তিঃ, ৬ তৎ] মিথ্যাভূত পদার্থজ্ঞান। ২ অধ্যাস, যেমন শুক্তি দেখিয়া রজত ভ্রম। [অধ্যাস দ্র°]

অভাবিত—(ত্রি) অকৃতভাবনা, যাহা মনে মনে ভাবনা করা হয় নাই।

অভাবিন্—(ত্রি) যাহা হইবার নহে।

অভাষণ—(ক্লী) [অভাবে নঞ্-তৎ] ভাষণাভাব, মৌনভাব।

অভি—(অব্য) [ন ভাতি স্বয়ং শব্দান্তরযোগং বিনা ভা-বাহুলকাৎ কি] সমন্তাৎ অর্থ, সকলদিক্। ২ উভয়ার্থ। ৩ লক্ষণ। ৪ বীপ্সা। ৫ ইত্থম্ভাব। ৬ ধর্ষণ। (অভির এই ছয়টী অর্থ পুরুষোত্তম দেব লিখিয়াছেন)। ৭ পূজা। ৮ ভৃশার্থ (অতিশয়ার্থ)। ৯ ইচ্ছা। ১০ সৌম্য (মাধুর্য্য)। ১১ আভিমুখ্য (সাম্মুখ্য)। ১২ সৌরূপ্য। ১৩ বচন। ১৪ আহার। ১৫ স্বাধ্যায়। (অভির এই নয়টী অর্থ গণরত্নে দৃষ্ট হয়)।

পূজায়,—'ত্বামহমভিবন্দে'। তোমাকে আমি বন্দনা করি। ভৃশার্থে,—'পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং।' পরের দ্রব্যে অতিশয় অভিনিবেশ। ইচ্ছায়,—'কামোঽভিলাষঃ।' কামতোঽভিকঃ। সৌম্যে—'অভিজাতবাচি'। মধুর ভাষিণীতে। আভিমুখ্যে,—'অভ্যপেত্য'। সম্মুখে যাইয়া। বচনে,—'অভিধত্তে'। বলিতেছে। আহারে,—'অভ্যবহৃতঃ' ভক্ষিত। স্বাধ্যায়ে,—'বেদাভ্যাসঃ'। বেদের অভ্যাস।

বস্তুতঃ অভির পরে যে শব্দ থাকে তাহারই অর্থ প্রকাশ পায়। অভি সেই অর্থের দ্যোতক মাত্র।

অপি শব্দের ন্যায় অভিরও ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ থাকিলে উপসর্গসংজ্ঞা এবং গতিসংজ্ঞা হয়। "অভিরভাগে" (পা ১.৪.৯১) ভাগ ভিন্ন লক্ষণ ইত্থম্ভূতাখ্যান এবং বীপ্সা এই সকল অর্থে অভি কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয় অর্থাৎ লক্ষণাদি অর্থে অভির সহিত যে শব্দের যোগ থাকিবে তাহাতে কর্ম্ম হইবে এবং তাহার পরস্থিত ধাতুর সকার ষত্ব হইবে না। লক্ষণে—'হরিমভিবর্ত্ততে'। হরিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। ইত্থম্ভূতাখ্যানে—'ভক্তো হরিমভি'। ভক্ত হরিবিষয়ে ভক্তিবিশিষ্ট। বীপ্সায়—'দেবং দেবম্ অভিসিঞ্চতি'। সকল দেবতার মাথায় জল দিতেছে। ভাগার্থ হইলে তাহার যোগে কর্ম্ম হইবে না এবং ষত্ব হইবে। যথা, 'ভাগে কিং ? যদত্র মমাভিষ্যাৎ তদ্দীয়তাং'। (সি° কৌ°) এখানে আমার যে ভাগ আছে তাহা দাও। [লক্ষণ ইত্থম্ভূতাখ্যান প্রভৃতির অর্থ অনু শব্দে এবং অভি এই অব্যয়ের উক্তব বিভক্তি থাকার কারণ অপি শব্দে দ্র°]

অভিংহ-জাতক,—বারাণসী ধামে ব্রহ্মদত্ত যখন রাজা ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিতেন। ঐ সময়ে একটী কুকুর রাজার হস্তিশালায় যাইয়া প্রত্যহ হস্তীর ভুক্তাবশিষ্ট তণ্ডুলাদি আহার করিত। এইরূপ নিত্য হস্তিশালায় আসায় কুকুরের প্রতি হস্তীর ভালবাসা জন্মিল। কুকুরটী তাহার শুণ্ডে চড়িয়া খেলা করিলে সে বিরক্ত হইত না।

একদিন গ্রামবাসী জনৈক লোক আসিয়া মাহুতের নিকট হইতে ঐ কুকুরটী ক্রয় করিয়া লইয়া গেল। সেই অবধি কুকুর

আর হস্তিশালায় না আসায় হস্তীর আহারনিদ্রা ত্যাগ হইল। রাজা তখন বোধিসত্ত্বকে ইহার কারণ নির্দেশার্থ পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্ব হস্তিশালায় আসিয়া তত্ত্বানুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, কুকুরটী না থাকায় সম্ভবতঃ প্রণয়বিরহে হস্তী কাতর হইয়াছে। মাহুতকে কুকুরটী কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানিতে পারিলেন অপর লোকে উহা লইয়া গিয়াছে। তাহার বাসস্থান মাহুতের অজ্ঞাত এবং সহজে উহাকে পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া তিনি এই ব্যাপার রাজাকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া রাজা আদেশ করিলেন, অবিলম্বে রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও 'যে গ্রামবাসী এই কুকুর লইয়াছে, সে যদি সত্বর উহাকে ছাড়িয়া না দেয় তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।' এই কথা শুনিয়া গ্রামবাসী ভয়ে কুকুরটী ছাড়িয়া দিল। কুকুরও তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া হস্তিশালায় আসিয়া হস্তীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। হস্তীও প্রথমে তাহাকে খাওয়াইয়া পরে নিজে আহার করিল।

প্রাজ্ঞ মন্ত্রী বোধিসত্ত্বের পশুচরিত্রও অজ্ঞাত নহে অনুধাবন করিয়া রাজা তাঁহাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

অভিক—(ত্রি) [অভিকাময়তে অভি-কন্] কামুক, মৈথুনেচ্ছা-বিশিষ্ট। (রঘু ১৯৪) [অনুক দ্র°]

অভিকরণ—(স্ত্রী) প্রভাব, ক্ষমতা। ২ যাদু করা, মোহন।

অভিকাঙ্ক্ষা—(স্ত্রী) [অভিকাঙ্ক্ষ্যতে অভি কাঙ্ক্ষ-ভাবে অ টাপ্] অভিলাষ, বাঞ্ছা। (সুশ্রুত ২৪৮৮১৩)

অভিকাঙ্ক্ষিত—(ত্রি) [অভিকাঙ্ক্ষ্যতে স্ম অভি-কাঙ্ক্ষ কর্ম্মণি ক্ত] অভিলষিত, বাঞ্ছিত, লিপ্সিত।

অভিকাঙ্ক্ষিন্—(ত্রি) [অভিকাঙ্ক্ষতে অভি কাঙ্ক্ষ ণিনি] অভিলাষযুক্ত, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, যে আকাঙ্ক্ষা করে। (মনু ৪৯১)

অভিকাম—(ত্রি) [অভিকাময়তে অভি কম ণিচ্ অচ্] কামমান, ইচ্ছুক। (পুং) [ভাবে ঘঞ্] ২ অভিলাষ। (ছান্দোগ্যোপনি ৮১২) (ত্রি) [অভিকামাদাগতং ঠঞ্ আভিকামিকঃ] ৩ অভিলাষ হেতু প্রাপ্ত।

আভিকামিক—(ত্রি) অভিলাষযুক্ত, ইচ্ছাবিশিষ্ট।

অভিকাল—(পুং) রামায়ণোক্ত প্রাচীন একটী নগরী। (রামা° ২৬৮১৭)

অভিকৃতি—(স্ত্রী) একপ্রকার বৈদিক ছন্দঃ। (ঋক্ ১১২৭৭ সায়ণ)

অভিকৃত্বন্—(ত্রি) [অভি কৃ বামপ্ তুগাগমঃ] আভিমুখ্যকারী, যে সম্মুখে আসে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিকৃত্বরী। (অথর্ব ২৮২)

অভিক্লৃপ্ত—(ত্রি) [অভি কৢপ্-ক্ত] সম্পন্ন। ২ নিয়ত প্রকাশিত। ৩ সম্মুখে প্রকাশিত। (কঠোপনি° ৬৯)

অভিক্রতু—(পুং) [অভিমুখোন ক্রতুঃ যুদ্ধকর্ম্ম যস্য বহুব্রী] বলবান। যিনি যুদ্ধ কর্ম্ম করিতে সমর্থ। (ঋক্ ৩.৩৪১০)

অভিক্রন্দ—জয়জয়কার, উচ্চরব।

অভিক্রম—(পুং) [অভি-ক্রম ভাবে ঘঞ ন বৃদ্ধিঃ] আরম্ভ। (গীতা ২৪০) ২ আরোহণ। ৩ যুদ্ধের নিমিত্ত শত্রুর সম্মুখে গমন। [কর্ম্মণি ঘঞ্] ৪ আরব্ধ। [অভিক্রমতে ক্রমতে বা অস্মিন্নিতি অধিকরণে ঘঞ্] ৫ যুদ্ধ।

অভিক্রমণ—(স্ত্রী) নিকটে আগমন, পার্শ্বে আগমন।

অভিক্রান্ত—(ত্রি) আগত, প্রাপ্ত, লব্ধ। ২ আক্রমিত। ৩ আরব্ধ, কৃত আরম্ভ।

অভিক্রান্তি—(স্ত্রী) [অভি-ক্রম-ক্তিন] অভিক্রম, উপক্রম। (ঐতরেয়ব্রা ১২৬)

অভিক্রান্তিন্—(ত্রী) [অভিক্রান্তমনেন ইষ্টাদি° ইনি] উপক্রম কর্ত্তা, উদ্যোগকর্ত্তা।

অভিক্রামম্—(অব্য) [অভি-ক্রম-আভীক্ষ্ণ্যে ণমুল] অভিমুখে গমন করিয়া। (কাত্যা° শ্রৌ° ৩২.২১)

অভিক্রোশ—(পুং) [অভি ক্রুশ ভাবে ঘঞ্] নিন্দা।

অভিক্রোশক—(ত্রি) [অভি ক্রুশ-ণ্বুল্] নিন্দক। (শুক্লযজুঃ ৩০২০, মহীধর) ২ আক্রোশক।

অভিক্ষত্তৃ—(ত্রি) [অভি ক্ষদ্ তৃচ্] হিংসক, যে হিংসা করে। (ঋক্ ১২১৮) (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিক্ষত্ত্রী।

অভিক্ষদ—(ত্রি) [অভি ক্ষদ-অচ] হিংসক, যে হিংসা করে। (ঋক্ ৬৫০১)

অভিক্ষিপৎ—(ত্রি) অগ্রে গমন করা, যে সকলের আগে যায়।

অভিখ্যা—(স্ত্রী) [প্রকর্ষেণ কথ্যতে আহূয়তেঽনয়া অভি খ্যা প্রকথনে অঙ্, আলোপঃ টাপ্ চ] অভিধান। ২ শোভা। ৩ কীর্ত্তি। (ঋক্ ১১৪৮৫) ৪ নাম। ৫ মাহাত্ম্য। ৬ প্রজ্ঞা। যাস্ক একাদশটী প্রজ্ঞার পর্য্যায় করিয়া তাহার মধ্যে অভিখ্যা শব্দ ধরিয়াছেন। [অভি খ্যা ক্বিপ্] ৭ প্রসিদ্ধ। ৮ যে অভিমুখে যায়। (ঋক্ ৮২১৫)

অভিখ্যাত—(ত্রি) প্রসিদ্ধ, খ্যাত, যাহা সর্ব্বজনপ্রচারিত।

অভিখ্যাতৃ—(ত্রি) [অভিখ্যাতি অভি খ্যা তৃচ] যে বলে। ২ যে গমন করে। ৩ যে দেখে। (ঋক্ ৪১৭১৭) (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিখ্যাত্রী।

অভিখ্যান—(স্ত্রী) খ্যাতি যশ, নাম।

অভিগচ্ছৎ—(ত্রি) গমন, প্রক্রমণ, যাওয়া।

অভিগত—(ত্রি) [অভি গম ক্ত] আনুকূল্য প্রাপ্ত। ২ সেবিত। ৩ অভিমুখগত।

অভিগন্তব্য—(ত্রি) [অভি গম তব্য] অভিগম্য, যাহার কাছে যাওয়া যায়। ২ যাহাকে সেবা করিতে হয়।

অভিগন্তৃ—(ত্রি) [অভি গম-তৃচ্] যে যুদ্ধের নিমিত্ত অভিমুখে গমন করে। ২ আনুকূল্য হেতু যে গমন করে। (শতপথব্রা° ৪১৮১) (স্ত্রী) ঙীপ্‌ অভিগন্ত্রী।

অভিগম—(পুং) [অভি গম-অপ্‌] অভিমুখে গমন। ২ অনুকূলা হেতু গমন। (মনু ৫।১) ৩ স্ত্রীসঙ্গ। (পু° ১ম ৫০) [অভিক্রম দ°]

অভিগমন—(ক্লী) [অভি গম-ল্যুট্‌] অভিমুখে গমন, আনুকূল্য হেতু গমন। ২ স্ত্রীসঙ্গ, বণিতা সম্ভোগ। (রঘু ১১।১২) ৩ রামানুজ বৈষ্ণবদিগের মতানুসারে ভগবানের পাঁচ প্রকার উপাসনার এক প্রকার। পাঁচ প্রকার উপাসনা যথা— অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় এবং যোগ। দেবালয় এবং দেবপ্রতিমাকে পরিষ্কার করা ও সুসজ্জিতাদি করাকে অভিগমন কহে।

অভিগম্য—(ত্রি) [অভিমুখগমন গম্য শক্যার্থ, অভি গম শক্যার্থে যৎ] অভিমুখে গমন করিতে শক্য, যেখানে অভিমুখে গমন করা যায়। (রামা° ৩।৭৫।৫৮) (অব্য) [অভি গম ল্যপ্‌] ২ অভিমুখে গমন করিয়া। ৩ স্ত্রীসঙ্গ করিয়া।

অভিগর—(পুং) [অভি-গৄ-স্তুতৌ অপ্‌] সমীপে স্তব। ২ প্রশংসাসূচক স্তোত্র। (শুক্লযজুঃ ৮।৪৭)

অভিগর্জ্জন—(ক্লী) ভীষণ চীৎকার অত্যন্ত কোলাহল। (রামা ১।৩।৩১)

অভিগামিন্‌—(ত্রি) [অভিমুখে অভি গম ণিনি] অভিগমনকর্ত্তা। ২ যে স্ত্রীসংসর্গ করে। (মনু ৩।৪৫)

অভিগীত—(ত্রি) [অভি গৈ শব্দে অভি গৈ ক্ত] অনুকরণের নিমিত্ত স্তব। ২ সমীপে স্তব।

অভিগুপ্তি—(স্ত্রী) [অভি গুপ রক্ষণে-ক্তিন্‌] অভিরক্ষণ। (শতপথব্রা° ১২।৫।২০)

অভিগূর্ণ—(ত্রি) [অভি গুর-ক্ত। উক্ত। ২ অভ্যস্ত।

অভিগূর্ত্ত—(ত্রি) [অভি গুর ক্ত বদে নত্বাভাবঃ] হিংসিত। ২ উদ্যত, কথিত। (শুক্লযজুঃ ২।৩৭)

অভিগূর্ত্তি—(স্ত্রী) [অভি গুর-ক্তিন্‌] সঙ্কল্প। ২ উদ্যম। (ঋক্‌ ১।১৬২।৬)

অভিগৃহীত—(ত্রি) ধৃত, যাহা ধরিয়াছে, যাহা গ্রহণ করিয়াছে।

অভিগৃহীতপাণি—(ত্রি) [আনুকূল্যার্থং গৃহীতঃ পাণিঃ হস্তো যেন, বহুব্রী] আনুকূল্য পাইবার নিমিত্ত যে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকে।

অভিগেষ্ণু—(ত্রি) [অভি-গৈ ইষ্ণুচ্‌] সমীপে গায়ক। ২ যে ভাল গান করে। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।৩)

অভিগোপ্তৃ—(ত্রি) [অভি সর্ব্বতোভাবেন গোপায়তি অভি-গুপ-তৃচ্] সকল প্রকারে রক্ষক, যে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। (শতপথব্রা° ১।৭।৪।১৮)

অভিগ্রস্ত—(ত্রি) [অভি গ্রস্‌ ক্ত] আক্রান্ত, যাহাকে শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। ২ কবলীকৃত, ভক্ষণের নিমিত্ত যাহাকে মুখের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩ অভিপন্ন।

অভিগ্রহ—(পুং) [অভি গ্রহ অপ্‌] লুঠ করা, প্রকাশ্য হরণ। ২ অভিযোগ, নালিশ। ৩ অভিমুখে উদ্যম। ৪ গৌরব। ৫ যুদ্ধ।

অভিগ্রহণ—(ক্লী) [অভি গ্রহ ল্যুট্‌] লুঠ করা। ২ অভিযোগ, নালিশ। ৩ সম্মুখে উদ্যম। ৪ গৌরব ৫ যুদ্ধ।

অভিঘট—(পুং) এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। পূর্ব্বকালে ইহার খুব প্রচলন ছিল।

অভিঘর্ষণ—(ক্লী) [অভি ঘৃষ ভাবে ল্যুট্‌] পরস্পরের যোগে ঘর্ষণ ২ দুইটী পদার্থের পরস্পর মর্দ্দন।

অভিঘাত—(পুং) [অভি হন ভাবে ঘঞ্‌] নিঃশেষরূপে হনন, সমূল নাশ। ২ তাড়ন। (কুমা ৭।৪৯) [অভিহন্যতেঽনেন করণে উদ্দিষ্টার্থে বাহুলকাৎ ঘঞ্‌] ৩ দুইটী বস্তুতে পরস্পর আঘাত লাগিলে শব্দ হয়, যেমন দুই হাতে জোরে সংযোগ করিলে তালির শব্দ হইয়া থাকে। (মনু ১২।৭) বৈশেষিকেরা, শব্দের কারণ সেই সংযোগকে অভিঘাত কহেন। (ত্রি), অভিঘাতোঽস্ত্যস্য অর্শ আদি° অচ্‌] ৪ অভিঘাতযুক্ত। বেদাদিতে কবর্গ প্রভৃতি বর্গের পূর্ব্বস্থিত চতুর্থ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ সমুদায় ক্রমানুসারে পরস্থিত বর্ণের এক একটী, ও তিনটী বর্ণে সংযুক্ত করা। ৫ নিদান মতে—দণ্ডাদির আঘাত।

অভিঘাতক—(ত্রি) [অভিহন্তি অভি হন ণ্বুল্‌] শত্রু রিপু। ২ যাহারা সংযোগকারক ৩ সমূলনাশক। 'তদভিঘাতকে হেতৌ (সাংখ্যকারিকা)

অভিঘাতজ্বর—(পুং) [বৈদ্যক] একপ্রকার অভিঘাত অর্থাৎ আঘাতজনিত আগন্তুক জ্বর।

চরকে ইহার এই প্রকার লক্ষণ পাওয়া যায়,—আঘাত হইলেই আঘাতজ বায়ু দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া যদি বেদনাযুক্ত শোথ এবং বিবর্ণতার সহিত জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা কেই অভিঘাতজ জ্বর বলিয়া থাকে।

অভিঘাতি—(পুং) [অভিঘাতয়তি অভি-হন-স্বার্থে ণিচ্‌ ইন্‌] রিপু, শত্রু।

অভিঘাতিন্‌—(ত্রি) [অভিহন্তি অভি-হন্‌ ণিনি] শত্রু। ২ নাশক। ৩ অভিঘাতসংযোগকারক (সুশ্রু° ৫।৮।১৫) [অভিঘাতয়তি অভি হন ণিচ্‌ ণিনি ৪ শত্রু যে নাশ করায়।

অভিঘার—(পুং) [অভিঘার্য্যন্তে অভিতোহস্মৌ সিচ্যন্তে অভি-ঘৃ সেচনে ণিচ্-ভাবে ঘঞ্] হোম। ২ ঘৃতের সংস্কার-বিশেষ। [কর্ম্মণি ঘঞ্] ৩ সিচ্যমান ঘৃত।

অভিঘারণ—(ক্লী) [অভিতো ঘারণং জলাদিভিঃ সিঞ্চনা সেচনং, অভি-ঘৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্] ঘৃতাদির সংস্কারবিশেষ।

(কাত্যা° শ্রৌ° ৩৩.৯)

অভিচক্ষণ—(পুং স্ত্রী) [অভিচষ্টে অভি-চক্ষ-ল্যু] অভিবিচক্ষণ, কর্ম্মকুশল। (অথর্ব ৬ ১২১২) ২ চৈতন্য, রক্ষার উপায়। ৩ মন্ত্রৌষধি।

অভিচক্ষ্য—(ত্রি) সর্ব্বত্র প্রশংসিত, যাহার সর্ব্বত্র গুণ গান করা হয়।

অভিচর—(ত্রি) [অভিতঃ আজ্ঞাপালনার্থং সম্মুখে চরতি অভি-চর-অচ্] ভৃত্য। ২ সম্মুখে আগত। (স্ত্রী) [ঙীপ্] অভিচরী।

অভিচরণ (ক্লী) [অভি-চর ল্যুট] শত্রু মারণের নিমিত্ত বিহিত শ্যেনযাগাদি, মারণাদি ক্রিয়া।

অভিচরণীয—(ত্রি) [অভিচরণমর্হতি, অভি-চর-ছ] ১ শত্রুকে মারিবার জন্য অভিচার করা আবশ্যক। (শতপথব্রা° ১২ ৭ ১ ১)

অভিচরৎ— ত্রি) শত্রু মারিবার মারণাদি ক্রিয়া, যে ক্রিয়া করিলে শত্রু প্রভৃতিকে মারা যায়।

অভিচরিষ্ণু—(স্ত্রী) মারণ স্তম্ভনাদি আভিচারিক ক্রিয়া।

অভিচার—(পুং) [আভিমুখ্যেন বিঘ্নাদ্যুৎপাদনার্থং চার আচরণং, অভি চর ভাবে ঘঞ্] হিংসাকর্ম্ম। অভিচার শব্দে বিপদ্ নিবারণ এবং তজ্জন্য যাগযজ্ঞাদি বা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কাম্য সিদ্ধি বুঝায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মন্ত্র বা গুপ্ত ক্রিয়ার দ্বারা এইরূপ শত্রুমর্দ্দন বা অভীষ্ট সিদ্ধিতে বিশ্বাস দেখা যায়। এখনও ভারতে এবং ভারতের বাহিরে এইরূপ বিশ্বাস এবং তন্মূলক ক্রিয়া কর্ম্মাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতিপ্রাচীন যুগ হইতেই অভিচারে ভারতবর্ষীয়দিগের বিশ্বাস। ঋগ্বেদেই আমরা সপত্নীর আধিপত্য বিনাশের জন্য মন্ত্রোচ্চারণ দেখিতে পাই (১০.১৫৯ সূ°) এবং অলক্ষ্মী বিতাড়নের জন্যও মন্ত্রব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় (১০.১৫৫ সূ°)। এ ছাড়া শত্রুদমনের জন্য মন্ত্র ও যাগযজ্ঞাদি ঋগ্বেদের বহু স্থানে আছে। অথর্ব্ববেদে বিপদ্নিবারণ, রোগ বিতাড়ন, শত্রুদমন প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে নানাবিধ মন্ত্রের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অথর্ব্ববেদের একটী সূক্ত (৪ ১৮ সূ°) শত্রুর অভিচার নিবারণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐরূপ আর দুই একটী (৫ ১৪ ৫ ৩১) শত্রুর মায়া বা যাদু বা অভিচার নিবারণে প্রযুক্ত হইত। ঐরূপ—৫.৩০ সূক্ত রোগভয়নিবারণার্থ প্রযুক্ত। কতকগুলি সূক্ত রাজাদের সুখ সমৃদ্ধি যাহাতে চিরকাল স্থায়ী হয় তজ্জন্যই ব্যবহৃত হইত। ঐরূপ বন্ধ্যাদোষ বিদূরণ, শত্রুবিনাশ (১১.১০) শত্রুর বাক্‌শক্তিরোধ, সভায় বিপক্ষ বশীকরণ, স্ত্রীলোকের অনু-রক্তিলাভ, দুঃস্বপ্নের ভয় নিবারণ, নানা দুষ্কর্ম্মের কুফল নিবারণ প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে বহু সূক্ত রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কোনও বিলাতী পণ্ডিতের মতে অথর্ব্ববেদের যাদু ও ভেষজ এই দুইটী প্রধান অংশ। আঙ্গিরসেরা এই যাদু বা অভিচার কর্ম্মে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। অথর্ব্ববেদের সংশ্লিষ্ট কৌশিকসূত্রে এই সমস্তের বিশদ ব্যাখ্যা ও ক্রিয়াপদ্ধতি দেওয়া আছে। ঐরূপ সামবিধান ব্রাহ্মণেও অভীষ্ট স্ত্রীলোক বা শত্রু বশীকরণের, সৌভাগ্যোদয়ের, শত্রুকে স্থানভ্রষ্ট করিবার, শত্রুকে সবংশে নিধন করিবার, শত্রুসৈন্য একেবারে ধ্বংশ করিবার এবং বিপক্ষের অভিচার-ক্রিয়া নিষ্ফল করিবার জন্য বহু ক্রিয়া বিশদরূপে বর্ণিত আছে। এমন কি, কি ভাবে শত্রুর প্রাণনাশ করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে একটী প্রক্রিয়া দেওয়া আছে। এই সমস্ত ব্যাপার এত বিস্তৃত যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার বিশদ বর্ণনা অসম্ভব। কৃষ্ণ ধান্যের চাউলের পিটুলির দ্বারা শত্রুর একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে অগ্নিতে সেঁকিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে "প্রমন্দিনে" এই মন্ত্র গান করিয়া ঐ মূর্ত্তি ক্ষুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া উহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে হইবে। তবে হোম বা ক্রিয়ায় কোনরূপ ত্রুটি হইলে ক্রিয়াকারী নিজে মরিয়া যাইবে। ঐরূপ কোন স্ত্রীপুরুষকে বশীভূত করিতে হইলে তাহার একটী প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া "অচ্ছাবাক" সাম গান পূর্ব্বক আহুতি দিতে হইবে। এইরূপ বহু প্রক্রিয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ গুলির মধ্যে বা তৎপরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থাদিতে দেখা যায়।

প্রাচীন ইজিপ্ট, রোম, আসীরীয়া প্রভৃতি নানাস্থানে এইরূপ অভিচারের প্রচলন ও লোকের ঐ বিষয়ে বিশ্বাস ছিল। রোমকেরা শত্রুনিপাতের জন্য তাহার মোমের মূর্ত্তি করিয়া আগুনে গালাইয়া ফেলিত। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শত্রুকে একেবারে বিনাশ করা যায় এ বিশ্বাস বহু ইউরোপীয় জাতির মধ্যে দেখা যায়। অথর্ব্ববেদের মধ্যে এই অভিচার বা যাদু সম্বন্ধে যে বহু মন্ত্র আছে, তাহার উল্লেখ ও উদাহরণ আগেই দেওয়া হইয়াছে। কালক্রমে ভারতবর্ষে অভিচারাদি ক্রিয়ার উপর লোকের আস্থা ক্রমে দৃঢ়তর হয়। প্রাচীন ও মধ্য যুগের কাব্যনাটকাদি বা কথা-সাহিত্যে এইরূপ অভিচারের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। কথাসরিৎসাগর বা মুদ্রারাক্ষসাদি গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে। কল্হনের রাজতরঙ্গিণীতে অভিচার বশতঃ কাশ্মীরের বহু রাজা বিনষ্ট হন এ প্রসঙ্গ আছে। বৈদিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যে অনেক লোক ভিন্ন জাতীয় লোকের

আচার-ব্যবহার অবলম্বন করে, অবৈদিক বিশ্বাস ও ক্রিয়া ধর্ম্ম সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে এবং উহার ফলে আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রের বহু গ্রন্থে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিধ্বংশন, প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের বিস্তৃত বর্ণনা ও প্রয়োগপ্রণালী দেওয়া আছে। পরবর্ত্তী যুগে ধূমাবতী, বগলা, চণ্ডোগ্র শূলপাণি প্রভৃতি বহু উগ্র দেবতার অর্চ্চনার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যগুলি নিন্দিত ও নিকৃষ্ট হইলেও তান্ত্রিকেরা ইহা হইতে বিরত হন না। অগ্নিপুরাণাদি কএকখানি পুরাণে ষটকর্ম্মের বিশদ বিবরণ আছে, এ ভিন্ন অসভ্য জাতি ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সাধারণতঃ কৃষ্ণপক্ষাদির অন্ধকার রাত্রিতে, শ্মশানাদি স্থানে এবং বিভোৎসার প্রভৃতি অশুচি উপকরণে এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এদেশবাসী এই সমস্ত ব্যাপারকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখে এবং লোকের সংস্কার এতই দৃঢ় যে সময়ে সময়ে ডাইন, গুণী, যাদুকারী বা অভিচারকারী এই সন্দেহে ভ্রান্ত সংস্কারের বশে লোকে এইরূপ শত্রুর দমনের জন্য কঠোর অপরাধ করিয়া থাকে। প্রতি বৎসরই বহুলোক এই ব্যাপারে জড়িত হইয়া দণ্ডিত হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা এই সমস্ত অভিচারক্রিয়ার ভয়ে সততই ব্যস্ত থাকেন এবং সংসারে কোনরূপ উপদ্রব হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্বামীর সহিত বিবাদ, মৃতবৎসা রোগ, বা মূর্চ্ছাদি রোগ হইলে শত্রুর বা কোন হিংস্র স্ত্রীলোকের অভিচারই যে ঐ গুলির মূল ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। প্রতিকারার্থ তাঁহারা হয় কোন রূপ শাস্ত্রীয় শান্তি কর্ম্ম করিয়া থাকেন বা কোন গুণী, ফকির অথবা রোজার আশ্রয় লন।

তন্ত্রে ছয় প্রকার অভিচারের উল্লেখ আছে। যথা,—১ মারণ, ২ মোহন, ৩ স্তম্ভন, ৪ বিদ্বেষণ, ৫ উচ্চাটন, ও ৬ বশীকরণ। ১ মারণ ক্রিয়াদিদ্বারা কাহার প্রাণ নষ্ট করা। ২ মোহন—কাহারও মনকে ভুলান। পূর্ব্বে রাজসভা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে কোন কোন ব্যক্তি এক একটী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া যাইতেন। লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, প্রভুরা তদ্দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন। ৩ স্তম্ভন,—মন্ত্রপ্রভৃতিদ্বারা অস্ত্র, অগ্নি প্রভৃতির শক্তি নষ্ট করা। পূর্ব্বে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এমন মন্ত্র ও ঔষধাদি আছে, যদ্দ্বারা শরীরে অস্ত্রাঘাত লাগে না, আগুন দিলে পুড়িয়াও যায় না। ৪ বিদ্বেষণ—দুই জনের পরস্পর অতিশয় প্রণয় আছে, কিন্তু বিশেষ ক্রিয়াদিদ্বারা তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া বিরোধ জন্মাইয়া দেওয়া। ৫ উচ্চাটন—মন অস্থির করিয়া দেওয়া। উন্মত্ত করিয়া দেওয়া। ৬ বশীকরণ—স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে বশীভূত করা।

১ মারণ—পূর্ব্বে মারণ অনেক প্রকারে করা হইত। এখনও কোন কোন স্থানে অজ্ঞলোকের মধ্যে এই ক্রিয়া চলিত আছে। তন্ত্রসারের মতে মারণ প্রক্রিয়া এইরূপে করিতে হয়। প্রথমে যথানিয়মে দেবীর পূজা হোমাদি করিবে। তাহার পর বধ্য শত্রুর নাম ধরিয়া খড়্গ অভিমন্ত্রিত করা আবশ্যক। "ওম্ বিরূপে রূপিণি চণ্ডিকে বৈরিণমমুকং দেহি দেহি স্বাহা।" পরে একটী ছাগল লইয়া 'ছাগাদিকমমুকোসি'—এইরূপে শত্রুর নাম করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে। এই প্রকরণ শেষ হইলে ছাগলের মুখের তিনস্থান রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া শত্রুর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তাহার মন্ত্র এই, "ওম্ অয়ং স বৈরী যো মে দ্বেষ্টি তদিমং পশুরূপিণং বিনাশয় মহাদেবি ক্ষেং ক্ষেং খাদয় খাদয়।" এই মন্ত্র পাঠ করা হইলে ছাগলের মাথায় পুষ্প দিয়া তাহার পূজা ও বলিমন্ত্র পাঠ করিবে। পরে এই মন্ত্র পড়িয়া বলিকে উৎসর্গ করিতে হয়,—"অদ্যাশ্বিনে মাসি মহানবম্যাং অমুকগোত্রো-ঽমুকদেবশর্ম্মা অমুকশত্রুনাশায় ইমং ছাগং অমুকদৈবতং ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" অতঃপর,—"আং হ্রুং ফট্‌"—এই মন্ত্র পড়িয়া বলিকে ছেদন করিবে। "এতদ্রুধিরং দুর্গায়ৈ নমঃ"—এই বলিয়া রক্ত ও মস্তক দিয়া শেষে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গের মাংস দিয়া হোম করিলে তৎক্ষণাৎ শত্রুর প্রাণ নষ্ট হয়।

তান্ত্রিক লোক এবং সাধারণ দুষ্টব্যক্তিরা এখনও মারণাদি অভিচার করিয়া থাকে। কথিত আছে, শতভিষা নক্ষত্রে রাত্রি দুই প্রহর সময় জলে ডুবিয়া শত্রুর নাম করিয়া যাঁতি দ্বারা এক চাপে একটী সুপারি কাটিলে শত্রুর প্রাণ নষ্ট হয়। আমরা প্রাচীন লোকদের মুখে গল্প শুনিয়াছি, পূর্ব্বে যাহারা মারণাদি অভিচার ক্রিয়া করিত, রাজা এবং বাঙ্গালার জমিদারেরা সে সকল লোককে দণ্ড দিতেন।

২ মোহন—তান্ত্রিক লোক হোম, মন্ত্র এবং ঔষধাদিদ্বারা কাহাকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। কথিত আছে সধবা স্ত্রীর চিতাভস্ম, বুড়ীগোপাল এবং অগুরু চন্দন একত্র মিশাইয়া বাম হাতের প্রদেশিনী কিম্বা কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বারা কপালে ফোটা করিলে, তাহাকে দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়।

৩ স্তম্ভন—তান্ত্রিক লোকে নানা প্রকার চাতুরী করিয়া কাহার বাক্‌স্তম্ভন, কাহারও হস্তাদি স্তম্ভন, শত্রুসৈন্যের আগমন স্তম্ভন প্রভৃতি অভিচার করিতেন। অগ্নিস্তম্ভনের প্রক্রিয়া এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে,—বেলের আটা এবং জোঁক একত্র পেষণ করিয়া তাহা হস্তে লাগাইলে অগ্নিস্তম্ভন হয়। স্তম্ভন অভিচার শীতকালে করা প্রশস্ত, ইহাই তান্ত্রিকদিগের মত।

৪ বিদ্বেষণ—বিদ্বেষণক্রিয়া গ্রীষ্মকালে পূর্ণিমা তিথিতে মধ্যাহ্নসময়ে করিতে হয়। যাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে

হইবে, মহিষ এবং ঘোড়ার বিষ্ঠা গোমূত্রে গুলিয়া তাহাতে সেই সকল লোকের নাম লিখিলে শীঘ্রই বিরোধ ঘটে।

৫ উচ্চাটন—তন্ত্রের মতে, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমীতে শনিবার হইলে, সেই দিন এই ক্রিয়া করিতে হয়। এই অভিচার-ক্রিয়ার দেবতা দুর্গা। চুলের সূতা করিয়া ঘোড়ার দাঁতের মালা করিতে হয়। তাহার পর দুর্গার পূজাদি করিয়া যাহার নামে ঐ মালার জপ করিবে, অবিলম্বে তাহার উচ্চাটন ঘটিয়া থাকে।

৬ বশীকরণ—তান্ত্রিকেরা স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করেন। কোন কোন স্ত্রীলোকেও পুরুষকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত তাম্বূল প্রভৃতির সঙ্গে ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। এই কুক্রিয়াদ্বারা অনেক সময়ে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। কথিত আছে, বামুনহাটী, বচ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু এবং নাগকেশর পানের সঙ্গে স্ত্রীলোককে খাওয়াইলে সে বশীভূত হয়। শ্বেত অপরাজিতার মূল গোরচনার সঙ্গে বাটিয়া যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, শতবার তাহার নাম স্মরণ করিয়া কপালে ফোটা কাটিবে; ইহাতে রাজা, প্রভু, স্ত্রীলোক, শত্রু এবং অন্যান্য সকলেই বশীভূত হয়।

অভিচারক—(ত্রি) যে অভিচার করে, মারণাদি ক্রিয়াকারক।

অভিচারকল্প—(পুং) [অভিচারস্য সাধনং কল্পঃ, মধ্যপদলোপী ৬-তৎ] অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত গ্রন্থবিশেষ। ইহাতে অভিচার ক্রিয়ার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

অভিচারণীয়—(ত্রি) অভিচারের যোগ্য, মারণাদি ক্রিয়ার যোগ্য।

অভিচারিত—(ত্রি) কৃত অভিচার কর্ম্ম, নিষ্পন্ন মারণাদি ক্রিয়া।

অভিচারিন্—(ত্রি) [অভিচরতি অভি চর-ণিনি] অভিচারকর্ত্তা, যে শ্যেনযাগ করে। (অথর্ব্ব ১০.১৯) (স্ত্রী) [ঙীপ] অভিচারিণী।

অভিচৈদ্য—(পুং) শিশুপালের অপর নাম।

অভিচ্ছায়—(ত্রি) [অভিগতং ছায়াং, অতিক্রা°-তৎ] ছায়া প্রাপ্ত। [অভিমুখীকৃতা ছায়া যস্য, বহুব্রী] ২ যাহার সম্মুখে ছায়া আসিতেছে। (অব্য) [ছায়ায়া অভিমুখং, অব্যয়ী°] ৩ ছায়াভিমুখ। ছায়াকে সম্মুখ করিয়া, ছায়ার দিকে। (অথর্ব্ব ১৩.১৫৭)

অভিজ—(ত্রি) চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন।

অভিজন—(পুং) [অভিজায়তে অস্মিন অভি-জন-অধিকরণে ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ] যে দেশে জন্ম হয়, জন্মভূমি। (রামা° ৫.১৯.৩২) ২ কুল। (মনু ৪ ১৮) [অভিমতোজনঃ প্রাধান্যাৎ, প্রাদিস°] ৩ কুলশ্রেষ্ঠ। (গীতা ১৬.১৫)। ৪ অভিমত উৎপত্তিস্থান, পূর্ব্ব-বান্ধব সম্বন্ধীয় দেশ, পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান। ৫ যাহা হইতে জন্ম হয় পিত্রাদি পূর্ব্বপুরুষ। [অভিজায়তে সৎপুরুষো ভবতি যেন করণে ঘঞ্] ৬ যশ, কীর্ত্তি। (ত্রি) [অভিজনাদাগতং অণ্ আভিজনং] ৭ বংশ সম্বন্ধ হইতে আগত। ৮ অভিমত জন অর্থাৎ কুলশ্রেষ্ঠ। ৯ পরিজন, পোষ্যাদি। ১০ ইচ্ছানুকূল জন্ম। (মনু ১.১০০) ১১ বংশের আভিজাত্য।

অভিজনবৎ—(ত্রি) অভিজনযুক্ত, উচ্চ অথবা উত্তম কুলযুক্ত। (রামা° ২.৭২.১৬)

অভিজনিতু—(স্ত্রী) জন্মগ্রহণকারী, যে জন্মের জন্য হয়। (শতপথব্রা° ৩.১.২ ২১)

অভিজয়—(পুং) বিজয়, হারাইয়া দেওয়া।

অভিজাত—(ত্রি) [অভিমতং জাতং জন্ম যস্য, বহুব্রী] কুলীন। (রঘু ১৭৪) ২ পণ্ডিত, বুধ। "সংকীর্ণং নাভিজাতেষু নাপ্রবুদ্ধেষু সংস্কৃতম্" (বৃদ্ধশাতাতপ) ৩ ন্যায্য। "অভিজাতং নমু এব ব্যবিত" (শকুন্তলা) ৪ শ্রেষ্ঠ। ৫ মনোহর, মধুর। (কুমার ১৪৫) (ক্লী) [অভিজাতস্য ভাবঃ ষ্যঞ্, আভিজাত্যং] ৬ কৌলীন্য। ৭ স্বভাবজাত, সহজ। ৮ জাত। ৯ অভিলক্ষ্য সহকারে জাত। (গীতা ১৬.৩) ১০ শ্রেষ্ঠ। ১১ শ্লাঘ্য, পূজ্য। ১২ বিনীত, বিনয়ী। ১৩ সম্বৃদ্ধ।

অভিজাততা—(স্ত্রী) কৌলীন্য, বংশের মর্য্যাদা।

অভিজাতি—(স্ত্রী) [অভি অভিমতা জাতির্জননং, প্রাদিস°] প্রশস্ত বংশে জন্ম। (ত্রি) [অভিমতা জাতিঃ জন্ম যস্য, বহুব্রী] উৎকৃষ্টজন্মা, সার্থকজন্মা।

অভিজিঘ্রণ—(ক্লী) নাসিকাদ্বারা কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ লওয়া, গন্ধ শোঁকা।

অভিজিৎ—(ত্রি) [আভিমুখ্যেন জয়তি শত্রূন্ অভি-জি-কিপ্ তুগাগমঃ] অভিমুখ হইয়া শত্রুজয়কারী। [অভিতো জয়ত্যনেন করণে কিপ্] ২ সকল দিকে জয়সাধন। [অভিজয়তি উদ্ধাধঃ স্থিতা অপরাণি নক্ষত্রাণি কর্ত্তরি কিপ্] ৩ নক্ষত্রবিশেষ। ইহা তিনটী তারাবিশিষ্ট। দেখিতে শিঙ্গাড়ার মত। ব্রহ্মা ইহার অধিপতি।

রাশিচক্রে ৩৬০ অংশ। ইহাতে ২৭ নক্ষত্র। ৩৬০কে ২৭ ভাগ করিয়া প্রতি ৮০০ কলায় এক এক নক্ষত্র গণিত হয়। এই সমবিভাগে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের ভোগকালকে ৪ ভাগ করিয়া তাহার শেষ চতুর্থাংশ এবং শ্রবণা নক্ষত্রের পরিমাণকে ১৫ ভাগ করিয়া তাহার প্রথম ভাগকে অভিজিৎ নক্ষত্র বলে। যদি নক্ষত্রমান ৬০ দণ্ড হয় তবে উত্তরাষাঢ়ার ১৫ দণ্ড এবং শ্রবণার ৪ দণ্ড এই ১৯ দণ্ড অভিজিৎনক্ষত্রের পরিমাণ।

কোন কোন মুনি বিবাহযাত্রাদির ফলনির্ণয় করিবার জন্য রাশিচক্রকে অসমান ২৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া অভিজিতের জন্য একটী ভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই ভাগানুসারে অভিজিতের পরিমাণকলাদি ২৫৪।১৮। যদি ৮০০ কলায় ৬০ দণ্ড নক্ষত্রমান গ্রহণ করা যায় তবে কলাদি ২৫৪।১৮ তে ১৯ দণ্ডের কিছু বেশী হয়। উত্তরাষাঢ়ার ভোগ শেষ হইলে অভিজিতের ভোগ আরম্ভ। অভিজিতের ভোগ শেষ হইলে শ্রবণার ভোগ আরম্ভ হয়। অভিজিৎনক্ষত্রের অধিপতি বিরিঞ্চি। বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য যে সপ্তশলাকা-চক্র গণিত হয় তাহাতে অভিজিতের সহিত রোহিণীর বেধ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অভিজিতে বা রোহিণীতে চন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন গ্রহ থাকিলে অভিজিতে বা রোহিণীতে বিবাহ হইতে পারে না ইহাতে সপ্তশলাকা দোষ হয়।

অভিজিৎ নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি কান্তিমান, সজ্জনপ্রিয়, বিনয়ী, সুকীর্ত্তি, সুবেশ, দেবব্রাহ্মণে ভক্তি, স্পষ্টভাষী ও নিজবংশে শ্রেষ্ঠ হয়। (শব্দকল্পদ্রুমধৃত কোষ্ঠীপ্রদীপ)

দিনমানের ১৫ ভাগের এক ভাগকে মুহূর্ত্ত বলে। দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্তের নাম অভিজিৎ মুহূর্ত্ত, ইহার নামান্তর কুতুপ মুহূর্ত্ত। অভিজিৎ-মুহূর্ত্তে শ্রাদ্ধের প্রশস্ততা কীর্ত্তিত হইয়াছে। (মৎস্যপুরাণ) অভিজিৎ ক্ষণে দক্ষিণ দিকে যাত্রা নিষিদ্ধ। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[আভিমুখ্যেন পশ্চিমাবস্থিতাং ছায়াং জয়তি প্রাগাদিগ্‌গামিনীং করোতি বা অভি-জি-কিপ্] পশ্চিমদিকের ছায়ার পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া আসিবার কাল। দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত কুতুপ কাল। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—অভিজিৎ এবং রৌহিণ ক্ষণ গৌণ অপরাহ্ণ প্রাপ্ত হইলে তৎকালে অম্বর অর্থাৎ পিতৃ উদ্দেশে যাহা প্রদত্ত হয়, তাহার কখন ক্ষয় হয় না। যাত্রা করিবার লগ্নবিশেষ। অগ্নিষ্টোম যাগাঙ্গ যাগবিশেষ। পঁচিশ দিন অধিক পাঁচ মাস। পঁচিশ দিন অধিক পাঁচ মাসে কর্ত্তব্য অতিরাত্র যাগাদি।

[অভিজিতোঽপত্যম্ অভিজিৎ-অণ্ ততো যঞ্] আভিজিত, অভিজিতের পুত্র।

অভিজিৎ₂—(পুং) যদুবংশোদ্ভব বেবতের পুত্র বিদ্বান ও তাঁহার পুত্র অভিজিৎ। ইঁহার পুত্রের নাম পুনর্ব্বসু। (বায়ুপু°) ২ যদুবংশীয় নরীর পুত্র অভিজিৎ, ইঁহারও পুত্রের নাম পুনর্ব্বসু। নরীর পিতার নাম তিত্তিরি। (পদ্মপু° সৃষ্টি°) [তিত্তিরি দ্র°] ৩ অন্ধকবংশীয় নৃপতি ভবের পুত্র। ইঁহার পুত্রের নামও পুনর্ব্বসু। (বিষ্ণুপু°) [পুনর্ব্বসু দ্র°] ৪ কূর্ম্মপুরাণের মতে ইনি যদুবংশীয় আনকদুন্দুভির পুত্র ও ইঁহার পুত্রের নাম পুনর্ব্বসু। (কূর্ম্মপু°) [আনকদুন্দুভি দ্র°] ৫ চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত সঙ্গীতকলাভিজ্ঞ নলের পুত্র অভিজিৎ, ইঁহার পুত্র বভ্রু। (লিঙ্গপু°) ৬ অঙ্গিরাবংশোদ্ভব মহর্ষি অভিজিৎ একজন গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। (মৎস্যপু°) ৭ যদুবংশোদ্ভব তিত্তিরির পুত্র পুনর্ব্বসু ও তাঁহার পুত্র অভিজিৎ ইঁহার আহুক ও আহুক নামে দুই যমজ পুত্র ছিল। (ব্রহ্মপু°)

অভিজিত—(পুং) [অভিজীয়াৎ অজ্ঞান্ অভি-জি সংজ্ঞায়াং ক্ত] অর্দ্ধরাত্র সম্বন্ধীয় মুহূর্ত্ত।

অভিজিতি (স্ত্রী) [অভি-জি-ভাবে ক্তিন্] অভিজয়, সর্ব্বপ্রকারে জয়। (ঐতরেয়ব্রা° ৮ ৯)

অভিজ্ঞ—(ত্রি) [অভিজানাতি অভি-জ্ঞা-ক] নিপুণ। (রামা° ৪ ৩৫ ২৫) ২ পণ্ডিত। (রামা° ৪.৩৮ ৪৩) ৩ জ্ঞানাশ্রয় (রঘু° ৭ ৬১)

অভিজ্ঞা—(স্ত্রী) [অভি জ্ঞা অঙ্ টাপ্] প্রথমে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ২ স্মৃতি, পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া মনে যে দৃঢ় সংস্কার হইয়া থাকে, তাহাকে অভিজ্ঞা কহে।

অভিজ্ঞাত— (ত্রি) [অভিজ্ঞায়তে স্ম অভি-জ্ঞা কর্ম্মণি ক্ত] পূর্ব্ব পরিচিত যে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে সংস্কার জন্মিয়া আছে, প্রতীত, জানিত। ২ যুত। (রামা° ৫ ২৯ ১)

অভিজ্ঞাত₂—(পুং) মনুবংশজ নৃপতি যজ্ঞবাহুর সপ্তপুত্রের একতম। ইনি স্বকীয় নামানুসারে শাল্মলী দ্বীপের অন্তর্গত অভিজ্ঞাত বর্ষের অধিপতি ছিলেন। (ভাগবত)

অভিজ্ঞাতার্থ—(পুং) নিগ্রহস্থানবিশেষ, বাদীর অফল কথা ও যে কথা বুঝা যায় না এরূপ কথাকেই অভিজ্ঞাতার্থ বলে।

অভিজ্ঞান—(ক্লী) [অভিজ্ঞায়তে (জ্ঞাতুং শক্যতে) অনেন অভি-জ্ঞা করণে ল্যুট্] চিহ্ন। (রঘু ১২ ৬২) ২ যাহা দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্ব বিষয় স্মরণ হইতে পারে এরূপ চিহ্ন, স্মারক চিহ্ন (রামা° ৫.৩২ ৬৪) [ভাবে ল্যুট্] ৩ নিশ্চয়জ্ঞান।

অভিজ্ঞানপত্র—(ক্লী) স্মৃতিলেখ, সাক্ষ্যপত্র, সনদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল—(ক্লী) [অভিজ্ঞানং অঙ্গুরীয়দর্শনেন পূর্ব্ববিবরণস্মরণং শকুন্তলায়া যত্র বহুব্রী, গৌণে হ্রস্বঃ, অথবা অভিজ্ঞান শকুন্তলমধিকৃত্য কৃতা আখ্যায়িকা ইতি অণ্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্] অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ মহাকবি কালিদাস ইহা রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র মেনকাকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে একটী কন্যা জন্মে। মেনকা কন্যাকে বনে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলে। কএকটী শকুন্ত (পক্ষী) উহাকে পাখা ঢাকা দিয়া রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ঐ কন্যার নাম শকুন্তলা হইল। তাহার পর কণ্বমুনি সেই কন্যাকে প্রতিপালন করিলেন।

ক্রমে শকুন্তলার যৌবন কাল উপস্থিত হইল। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে নাই,—সোমতীর্থে গিয়াছেন। এই সময়ে দুষ্মন্ত রাজা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্বনিয়মে বিবাহ করিলেন। দুষ্মন্ত মহারাজচক্রবর্ত্তী, অন্তঃপুরে অসংখ্য রাজমহিষী। মৃগয়া করিতে গেলেও সেখানে তাঁহার সঙ্গে পুষ্পমালাভূষিত যবনকন্যা গিয়া থাকে। তিনি তপোবনে আসিয়া বল্কলধারিণী ঋষিকন্যাকে গোপনে বিবাহ করিয়া গেলেন। অতএব নিজ নগরে ফিরিয়া গেলে শকুন্তলাকে ক দিন মনে থাকিবে? পাছে তাঁহাকে ভুলিয়া যান তাই স্মরণের নিমিত্ত আপনার হাতের অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া শকুন্তলাকে দিলেন।

মহারাজ আপনার নগরে ফিরিয়া গেলেন, এখানে শকুন্তলা এক মনে আপনার প্রাণপতিকে ভাবিতেছেন, দুষ্মন্তের ধ্যানে তিনি ডুবিয়া আছেন—বাহিরে জ্ঞান নাই। এমন সময়ে দুর্ব্বাসা অতিথি হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত। শকুন্তলা তাঁহার অভ্যর্থনাও করিলেন না। তজ্জন্য দুর্ব্বাসা মুনি ক্রোধে এই শাপ দিলেন,—'তুমি যাহাকে ভাবিতেছ, সে তোমাকে ভুলিয়া যাইবে।' এই অভিশাপে শকুন্তলার হস্ত হইতে শচীতীর্থে অঙ্গুরীয় পড়িয়া যায়। কিছুদিন পরে মহারাজ সেই অঙ্গুরীয় পাইয়া যখন শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন।

অঙ্গুরীয়দ্বারা অভিজ্ঞান অর্থাৎ শকুন্তলার স্মরণ হইয়াছে যাহাতে এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' রূপসিদ্ধি হইয়াছে। কালিদাস সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার নামও অভিজ্ঞানশকুন্তল।

সাধারণের ব্যবহারানুসারে এই নাটক সাত অঙ্কে সমাপ্ত। ইহাতে একটী শুদ্ধ বিষ্কম্ভক, একটা বিষ্কম্ভক এবং একটী প্রবেশক আছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র শকুন্তলা এবং দুষ্মন্ত রাজা। মূল আখ্যায়িকাটী মহাভারত হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু মহাভারতের শকুন্তলায় এবং কালিদাসের শকুন্তলায় প্রভেদ অনেক। কালিদাস শকুন্তলার নাম হইতে পুস্তকখানির নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে ইহাকে নায়ক-প্রধান নাটক বলা কর্ত্তব্য। ইহার গল্প প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত। ১ শকুন্তলার বিবাহ, ২ শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান এবং ৩ দুষ্মন্তের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন। নাটকখানির চতুর্থ অঙ্ক অতিশয় উৎকৃষ্ট ভঙ্গিয় আভোপান্ত আখ্যায়িকাতে মনুষ্যচরিত উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। য়ুরোপেও এই পুস্তকের অনেক অনুবাদ হইয়াছে,—সকলেই আদর করিয়া থাকেন। দুষ্মন্ত রাজা যে রূপ ধার্ম্মিক ও প্রবীণ, কালিদাস তাঁহার চরিত্র আঁকিতে গিয়া একটু দোষ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন এ পুস্তকের আর কোথাও দোষ নাই। কিন্তু দুষ্মন্তের চরিত্রে যে দোষ দেখা যায়, সে দোষ কালিদাসের নয়,—কালিদাসের সময়ের দোষ। [শকুন্তলা ও কালিদাস দ্র°]

অভিজ্ঞু—(ত্রি) [অভিতঃ সম্মুখে জানুনী অস্য বহুব্রী] যে সম্মুখে হাঁটু রাখিয়া বসিয়া থাকে। (ঋক ১৭২৫)

অভিডীন—(স্ত্রী) যাহা ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়াছে, উড়িয়া গিয়াছে।

অভিতপ্ত—(ত্রি) অত্যন্ত তপ্ত, সন্তাপযুক্ত। (কুমার ৫২৪) ২ অভিমুখে তাপযুক্ত। (ঋতুসংহার ৪১৪) ৩ শোকে পীড়িত, দুঃখপ্রাপ্ত। (রামা° ২৫৭১৫) ৪ অভিজ্বলিত, দগ্ধ।

অভিতরাম্—(অব্য) [অভি প্রকর্ষে তরপ আম্] অতিশয় অভিমুখ্য, শনৈঃ শনৈঃ আভিমুখ্য, অত্যন্ত সম্মুখীন হওয়া, অল্পে অল্পে সম্মুখীন হওয়া (শতপথব্রা° ১৫৩৬)

অভিতস—(অব্য) [অভি-তসিল] সামীপ্য। (রামা° ১১৪) ২ আভিমুখ্য। ৩ উভয়ার্থ। ৪ শীঘ্রতা। ৫ সাকল্য। ৬ উভয়তঃ। (ছান্দোগ্যোপনি° ১১৪) অভিতস্ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়।

অভিতাডিত—(ত্রি) যাহাকে প্রহার করিয়াছে, যাহাকে মারিয়াছে।

অভিতাপ—(পুং) [অভি তপ ঘঞ] অতিশয় সন্তাপ। (কথাসরিৎ ২৫১৫৪) ২ সংক্ষোভ, উদ্বেগ, উপপ্লব ৩ সর্ব্বাঙ্গ তাপ। ৪ অত্যজ্বর, টাইফয়েড ফিবার (সুশ্রুত ২৩১২১৮)

অভিতাম্র—(পুং) [অভি তম ঔণাদিক রক্ দীর্ঘশ্চ] অতিশয় তাম্র, অত্যন্ত তাম্র বর্ণ। (ত্রি) ২ অতিশয় তাম্রবর্ণবিশিষ্ট (কথাসরিৎ ১৪৩০)

অভিতিগ্মরশ্মি—(অব্য) সূর্য্যের নিকট, সূর্য্যাস্ত পের কাছে

অভিতৃপ্ত—(ত্রি) অতিতৃপ্ত, পরিপূর্ণকাম, পূর্ণ আশা।

অভিতোভাব—(পুং) উভয় পার্শ্বস্থিত অবস্থা।

অভিতোমুখ—(ত্রি) [অভিতো মুখমস্য, বহুব্রী] সকল দিকে যাহার মুখ। যেমন ব্রহ্মা।

অভিতোরাত্র—(অব্য) রাত্রির নিকট, অথবা রাত্রিশেষ। (শতপথব্রা° ১২৪৩১০)

অভিতোস্থি—(ত্রি) অস্থিপরিবেষ্টিত, হাড়ে ঘেরা। (শতপথব্রা ৪.২১১৯)

অভিত্তি—(স্ত্রী) ভিত্তিশূন্য, অখণ্ডতা। (শুক্লযজুঃ ১১৬৪)

অভিদক্ষিণ—(অব্য) দাক্ষিণ্যাভিমুখে, দক্ষিণ দিকে। (কাত্যা° শ্রৌ° ৬৩.২৬)

অভিদর্শন—(স্ত্রী) [আভিমুখ্যেন দর্শনং, অভি-দৃশ ভাবে ল্যুট] অভিমুখে দর্শন। ২ সম্মুখে দর্শন। (মহী ১.২৭৪)

অভিদষ্ট—(ত্রি) দশন-ক্ষত, চর্ব্বিত।

অভিদাপন—(স্ত্রী) মর্দ্দন, পদাঘাত, আক্রমণ, প্রমথন।

অভিদিগ্ধ—(ত্রি) লিপ্ত, আভিমুখ্যে প্রলিপ্ত, সম্মুখে প্রলিপ্ত।

অভিদিপ্সু, অভিধিপ্সু—(ত্রি) [অভি-দম্ভ-সন্ উ] অভিভবনের ইচ্ছাযুক্ত, পরাভবের ইচ্ছাযুক্ত। "বিশ্বা ইদর্য্যো অভিদিপ্সোঃ মৃধোবৃহস্পতির্বিববর্হা রথাংইব" (ঋক্ ২।২৩।১৩)

অভিদিষ্ট—(ত্রি) সঙ্কেতিত, সঙ্কেতে জ্ঞাপিত, ইসারায় জানান।

অভিদুষ্ট—(ত্রি) ভ্রষ্ট, দূষিত, কলঙ্কিত।

অভিদূতি—(অব্য) দূতির দিক, দূতির নিকট।

অভিদূষিত—(ত্রি) আহত, যাহা দূষিত অর্থাৎ ক্ষত হইয়াছে।

অভিদ্যু—(ত্রি) আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা, ব্যোম মার্গে কৃতাবলোকন। (পুং) ২ অর্দ্ধমাস, একপক্ষ। (ঋক্ ১।১৭৪।২)

অভিদ্রব—(পুং) [অভি দ্রু অপ্] বেগে গমন।

অভিদ্রবণ—(ক্লী) [অভি-দ্রু-ল্যুট্] বেগে গমন।

অভিদ্রা—(স্ত্রী) [অভি দ্রা অঙ্] পলায়ন। ২ অভিধ্যায়ণপদ্ধতি।

অভিদ্রুগ্ধ—(ত্রি) আহত, আক্রান্ত, যাহা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে।

অভিদ্রুত—(ত্রি) আক্রান্ত, পলায়মান, যে অপক্রান্ত হইয়াছে।

অভিদ্রুত্য—(অব্য) আক্রমণ করিয়া মারামারি করিয়া।

অভিদ্রুহ্—(ত্রি) [অভি সম্প্রতি অভি দ্রুহ্ কিপ্] অপকারক। (ঋক্ ১।১১৩।৯)

অভিদ্রুহ্যমাণ—(ত্রি) যে আহত অথবা পীড়িত করিয়া গিয়াছে।

অভিদ্রোহ—(পুং) [অভি দ্রুহ্ ঘঞ্] আক্রোশ, অনিষ্টচিন্তন, অপকার। (ঋক্ ৭।৮৯।৫)

অভিধম্ম—(পালি) [অভিধর্ম্ম দ্র°]

অভিধম্মসংগহ—পালিভাষায় বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের একখানি পুস্তক। এই পুস্তকখানি প্রায় ৮০০ বৎসর বর্ম্মা ও সিংহলে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা একখানি 'অথসার' (অর্থসার)। ইহার রচয়িতার নাম অনুরুদ্ধ। ইনি সিংহলের জনৈক স্থবির (থের) ছিলেন এবং সিংহলরাজ বট্টগামনীর রাণী সোমদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিংহলের বিহারে বসিয়া কারিকা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এই কথায় আস্থা স্থাপন করেন না, কারণ রাজা বট্টগামনীর রাজত্ব-কাল খৃঃ পূর্ব্ব ৮৮ হইতে ৭৬। পুস্তকখানি এত প্রাচীন হইতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে অনুরুদ্ধ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পরে ও খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

অভিধম্মাবতার—অভিধর্ম্মের একখানি পালি ভাষ্য সিংহলের মহাবিহারের প্রসিদ্ধ থের বুদ্ধদত্ত ইহার রচয়িতা। ইনি প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক, চোড় রাজ্যের কাবেরী প্রদেশের ইনি অধিবাসী ছিলেন। উরগপুরে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। উরগপুরের আধুনিক নাম হইতেছে উরৈয়ুর (B M Barua, Religion of Asoka, Bhandarkar, Asoka, 2nd Ed, p 42,) ইনি কলম্ব (কদম্ব) বংশের রাজা অচ্যুত কণ্ঠের সময় প্রাদুর্ভূত হন, ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ কন্হদাস (কৃষ্ণদাস) বা বেণ্হুদাস (বিষ্ণুদাস) মঠে রচিত হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস বা বিষ্ণুদাস দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কারক ছিলেন, ইনি কাবেরী নদীর তীরে বাস করিতেন। বুদ্ধদত্ত পালিভাষায় নিম্নলিখিত পাঁচখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন—

(১) উত্তর বিনিচ্ছয়, (২) বিনয় বিনিচ্ছয়, (৩) অভিধম্মাবতার, (৪) রূপ অরূপ বিভাগ। এই কয়খানি 'অথসার' এবং (৫) মধুরত্থবিলাসিনী 'বুদ্ধবংশের' ভাষ্য। বিনয় বিনিচ্ছয় হইতে জানিতে পারা যায় যে যখন ইনি সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন সেই সময় বুদ্ধঘোষও ভারত হইতে সিংহলে যাইতেছিলেন। ভারতবর্ষের বৌদ্ধভিক্ষুরা ইঁহাকে সিংহলের ভাষ্য গুলির পালিতে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। বুদ্ধঘোষের পাণ্ডিত্যের কথা বুদ্ধদত্ত পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধঘোষকে বলেন আপনার ভাষ্যগুলির রচনা শেষ হইলে আমাকে পাঠাইয়া দিবেন আমি ঐ গুলির সংক্ষিপ্ত সার করিয়া দিব এই কথামত বুদ্ধঘোষ 'অভিধম্ম' ও 'বিনয়' শেষ করিয়া বুদ্ধদত্তের নিকট পাঠাইয়া দেন। ফলে আমরা 'বিনয় বিনিচ্ছয়' ও 'অভিধম্মাবতার' পাইতেছি।

অভিধম্মাবতার গদ্যে ও পদ্যে রচিত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে—চিত্ত, নির্ব্বাণ, চেতসিক, আরম্মণ (অবধারণ), বিপাক চিত্ত (মনোযোগী হইবার ফল), পঞ্ঞত্তি (প্রজ্ঞাপ্তি) ইত্যাদি

অভিধর্ম্ম—(পালি অভিধম্ম) নবাঙ্গ বৌদ্ধশাসনের "ব্যাকরণ" অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। পরে বৌদ্ধশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম। সূত্র বা সূত্রান্তগুলি বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বচন বলিয়া গৃহীত হয়। বুদ্ধের যাহা কিছু ধর্ম্মোপদেশ আছে, তাহা সমস্তই সূত্রপিটকে নিহিত। বুদ্ধদেব কেবল ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, তিনি এক ভিক্ষুসঙ্ঘ গঠন করেন। এই সঙ্ঘ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুদের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদির শৃঙ্খলার জন্য বহু নিয়মের প্রচলন করেন। এই নিয়মাদি সঙ্কলিত করিয়া যে যে গ্রন্থ হইয়াছে, তাহা বিনয়পিটক নামে অভিহিত। সূত্র ও বিনয় ব্যতীত তিনি আর কিছু প্রচার করেন নাই। সে জন্য অনেকে অভিধর্ম্ম পিটককে বুদ্ধবচন বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, সূত্রাদি বুদ্ধবচনসমূহে "এবং ময়া শ্রুতং" এইরূপ বাক্য প্রত্যেক সূত্রের প্রারম্ভে থাকে, কিন্তু অভি-ধর্ম্মে তাহা নাই। এইরূপ যুক্তির নিরাকরণ করিবার উপায়

থাকিলেও একটী প্রবাদ আছে যাহাতে অভিধর্ম্ম বুদ্ধের শিষ্যদের রচিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। প্রবাদটী এই,—বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অভিধর্ম্মের সুকঠিন বিষয়াদি প্রচার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ঐ গভীর চিন্তাপূর্ণ ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি তেমন কাহারও ছিল না। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি একবার ত্রয়স্ত্রিংশলোকে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মাতাকে শিক্ষা দিবার উপলক্ষে দেবতাদের মধ্যে অভিধর্ম্ম প্রকাশ করেন। পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিয়া শারীপুত্রকে ঐ ধর্ম্মের মাতৃকা বা সারাংশ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন। কথিত আছে যে শারীপুত্র পরে ঐ মাতৃকা বিশদাকারে প্রচার করেন এবং সেই উপদেশসমূহ সঙ্কলিত হইয়া অভিধর্ম্ম পিটকের উৎপত্তি হয়।

যাঁহারা অভিধর্ম্ম পিটককে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বলিয়া প্রমাণ করিতে চান্‌, তাঁহারা বলেন যে, প্রথম সঙ্গীতিতে আনন্দ যে সূত্র-পিটক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষুদ্রকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত অভিধর্ম্ম পিটক। ঐ সময়ে সূত্রপিটক ধর্ম্মপিটক বা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইত এবং অভিধর্ম্ম তাহারই অন্তর্ভুক্ত ছিল; সেজন্য অভিধর্ম্মকে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। তখন অভিধর্ম্মকে মাতৃকা বলা হইত। উহা বুদ্ধবচন বলিয়া স্বীকার করিবার আর একটী কারণ এই যে, মাতৃকাগুলি যখন বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত তাহা শারীপুত্রের দ্বারা বিবৃত হইলেও উহা বুদ্ধবচন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অথশালিনীর (পৃঃ ২৯) মতে অভিধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞদের বাস্তবিক ধর্ম্মকথিক বলা উচিত।

যাহা হউক, এখন অভিধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহা দেখা যাক। অভিধর্ম্মের "অভি" এই উপসর্গের জন্য বলা যাইতে পারে ধর্ম্মের বিশেষার্থই 'অভিধর্ম্ম'। বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ধর্ম্ম' এই কথাটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শনের যতকিছু বিষয়ের আলোচনা হয় তাহা প্রায় সকল গুলিকেই "ধর্ম্ম" বলা হয়। অভিধর্ম্মের "ধর্ম্ম" অর্থে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম বুঝায় না। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে যে সমস্ত দার্শনিক বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে সেই-গুলিকে "ধর্ম্ম" বলে এবং ঐ সমস্ত ধর্ম্মের বিশদ ব্যাখ্যাই অভিধর্ম্মের উদ্দেশ্য। সূত্রে বা সূত্রান্তে ঐ সকল বাক্যের ব্যাখ্যা যে নাই তাহা বলা যায় না তবে অভিধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐ বাক্য-সমূহের বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার। অথশালিনীর (পৃঃ ২১, ২২, ২৪) ও অভিধর্ম্মকোশব্যাখ্যার (পৃঃ ৯, ১০) মতে এই যে, অভিধর্ম্মে প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ঐ শিক্ষাদ্বারা অনুশয়াদির ক্ষয় এবং প্রতিসংবিদাদির ও পরমার্থজ্ঞান লাভ হয়। সূত্রপিটকে দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশধাতু, দ্বাদশাঙ্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতির উল্লেখ ও সাধারণ ব্যাখ্যা এবং অনেকস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে; কিন্তু উহা পাঠে ধর্ম্মগুলির সঠিক উপলব্ধি সকলের না হইতে পারে ইহাই আশঙ্কা করিয়া বুদ্ধের শিষ্যগণ অভিধর্ম্ম রচনা করেন এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের যথাসম্ভব এবং নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ কার্য্যে বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য কাত্যায়ন বিশেষ পটু ছিলেন, কিন্তু তিনি যে সমস্ত ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন তাহা সূত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বাস্তবিকপক্ষে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের বহু দিন পরে এই অভিধর্ম্ম পিটকের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। প্রথম প্রমাণ এই যে, যে দুইটী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে সমতা পরিলক্ষিত হয় না, যে সমতা বৌদ্ধ সম্প্রদায়দ্বয়ের সূত্র ও বিনয়পিটকে পরিলক্ষিত হয়, তাহা উক্ত সম্প্রদায়ের প্রাপ্ত অভিধর্ম্ম গ্রন্থাদির মধ্যে পাওয়া যায় না। ঐ দুই সম্প্রদায়ের সূত্র ও বিনয়-পিটকে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ শাখার এক সম্প্রদায় (সর্ব্বাস্তি-বাদী) তাঁহাদের অভিধর্ম্ম গ্রন্থাদির নাম সহ তাঁহাদের প্রণেতাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ যাহারা অভিধর্ম্মকে বুদ্ধ-বচন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই আবার ইহাও স্বীকার করেন যে, অভিধর্ম্মের একখানি গ্রন্থ "কথাবত্থু" তৃতীয় সঙ্গীতিতে মৌদ্গল-পুত্রের দ্বারা রচিত হয়। অন্যান্য প্রমাণ দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। উপরি লিখিত প্রমাণগুলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে অভিধর্ম্ম বুদ্ধের রচিত নহে, অন্ততঃ তাঁহার নির্ব্বাণের এক বা দুই শতাব্দ পরে রচিত হইয়া থাকিবে। এখন অভিধর্ম্মের প্রত্যেক গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ের সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

১ ধম্মসঙ্গনী—চিত্তোৎপাদকাণ্ডাদি চারিকাণ্ডে বিভক্ত। অর্থাৎ কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু ও লোকোত্তর চিত্ত, কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃতাদি ভেদে কত প্রকারের হইতে পারে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের ধ্যানের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত ক্রমশঃ কামলোক হইতে রূপলোকে যায় এবং রূপলোক হইতে অরূপলোকে যায়। অরূপলোকের পর নির্ব্বাণের সাক্ষাৎকার হয়। সেজন্য অরূপলোকের পরে চিত্তের অবস্থাকে লোকোত্তর বলিয়া থাকে। এইরূপে ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর মনোভাব বিশ্লেষণ করাই ধম্মসঙ্গনীর মূল উদ্দেশ্য।

২ বিভঙ্গ—এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য প্রত্যেক ধর্ম্মের ও অনুধর্ম্মের সঠিক বিবরণ দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিষয় তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমে সূত্রান্তভাজনীয় ব্যাখ্যা, তাহার পর অভিধর্ম্মভাজনীয় ও পরে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ব্যাখ্যা দেওয়া

হইয়াছে। ইহাতে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, সত্য, ইন্দ্রিয়, প্রত্যা যাকার, স্মৃত্যুপস্থান, সম্যক্‌প্রধান, ঋদ্ধিপাদ, বোধ্যঙ্গ, মার্গ, ধ্যান অপ্রামাণ্য, শিক্ষাপদ, প্রতিসংবিৎ, জ্ঞান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাদি কাহাকে বলে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপরোক্ত দুই গ্রন্থের মধ্যে প্রথম গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের যত কিছু পারিভাষিক কথা আছে তাহা সমস্তই একত্র করা হইয়াছে তাহাতেই উহার নাম "ধম্মসঙ্গণী"। দ্বিতীয় গ্রন্থে ধর্ম্ম সমূহের বিশ্লেষণ বা বিভঙ্গ করা হইয়াছে তাহাতেই উহার নাম "বিভঙ্গ" হইয়াছে।

৩। ধাতুকথাপ্রকরণ—অভিধর্ম্মের এই তৃতীয় গ্রন্থে নূতন কিছু বলিবার নাই। কেবলমাত্র যে সমস্ত ধর্ম্ম উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে বিচার করা হইয়াছে, যেমন রূপস্কন্ধ বলিলে কোন স্কন্ধ, কি কি আয়তন, ব কতগুলি ধাতু গৃহীত হয় এবং কোন কোন স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু গৃহীত হয় না, ঐরূপ শ্রোত্রায়তন বলিলে কোন কোন স্কন্ধ আয়তন ও ধাতু গৃহীত হয় এবং কোনগুলি হয় না এই ভাবে প্রত্যেক ধর্ম্মকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। সংগৃহীত, অসংগৃহীত, সম্প্রযুক্ত, ও বিপ্রযুক্ত এই চারিদিক চৌদ্দ প্রকারে স জাইয়া প্রত্যেক ধর্ম্ম।

৪। পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি—মানুষের স্বভাব কত প্রকারের হইতে পারে তাহারই বিশ্লেষণ এই পুস্তকে করা হইয়াছে।

৫। কথাবত্থু—এই গ্রন্থে স্থবিরবাদ মত স্থাপন করিবার জন্য অন্যান্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। নানা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত জানিবার ইহাই একমাত্র পালি গ্রন্থ।

৬। যমক—এই শাস্ত্রে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দুই ভাবে দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব উল্লিখিত পাঁচখানি গ্রন্থ পড়িয়া যে সব সন্দেহ থাকিতে পারে তাহাদের দূরীকরণ এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

৭। পট্‌ঠান (প্রস্থান)—ইহাই অভিধর্ম্মের সপ্তম বা শেষ গ্রন্থ। ন্যায়শাস্ত্রের যে চব্বিশ প্রকার ভাব বিষয়ের বিচার হইয়া থাকে তাহারই বিশদ ব্যাখ্যা।

অভিধর্ম্মকোশব্যাখ্যা—নেপালে সংরক্ষিত একখানি বিখ্যাত প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের উপর যশোমিত্র নামক জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিতের রচিত টীকা। 'অভিধর্ম্মকোশ' নামক দর্শন গ্রন্থখানির মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে। অভিধর্ম্মকোশ গ্রন্থের সংস্কৃত ব্যাখ্যা 'অভিধর্ম্মকোশ-ব্যাখ্যা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল অভিধর্ম্মকোশ' গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ৫ম শতকের শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল।

চীন ও তিব্বতী ভাষায় লিখিত ইহার যে সংস্করণগুলি পাওয়া যায় তন্মধ্যে চীনভাষায় লিখিত সংস্করণই প্রাচীনতম। যে খানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহা ৫৬৩-৫৬৭ খৃষ্টাব্দে পরমার্থ নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্ত্তৃক লিখিত হয়। উহারই অব্যবহিত পরবর্ত্তী সংস্করণ ৬৫১-৬৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক যুয়ন চুয়ঙ্‌ কর্ত্তৃক রচিত হয়।

অভিধর্ম্মকোশ গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে ৬০২টী কারিকায় বৌদ্ধধর্ম্মের সারমর্ম্ম বিবৃত, দ্বিতীয় ভাগে পূর্ব্বোক্ত কারিকাসমূহের বৃত্তি বা টীকা। আটটী অধ্যায়ে 'ধাতু', 'ইন্দ্রিয়', 'লোক', 'অনুশয়' (প্রবৃত্তি), 'আর্য্যপুদ্গল', 'জ্ঞান', 'সমাধি ও 'পুদ্গল' এই আটটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বসুবন্ধু হীনযান সম্প্রদায়ের সর্ব্বাস্তিবাদিগণের মতানুসারী ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার রচিত গ্রন্থখানি সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছিল। 'অভিধর্ম্মকোশব্যাখ্যা' প্রণেতা যশোমিত্র সৌত্রান্তিক মতাবলম্বী। চীন জাপানের মহাযানীরা এই শমস্ত গ্রন্থখানি যত্নে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অভিধর্ম্মকোশ অবলম্বন করিয়া বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাহাতে যশোমিত্রের পূর্ব্বে স্থিরমতি, গুণমতি ও বসুমিত্র ইহার টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সগুলি এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বর্ত্তমান। 'অভিধর্ম্মকোশ' গ্রন্থের এরূপ অনন্যসাধারণ লোকপ্রিয়তার কারণ এই যে, গ্রন্থকার বসুবন্ধু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের দুরূহ দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করিয়া প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করেন ও ঐ গুলির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন।

অভিধর্ষণ—(ক্লী) [অভিমুখেন ধর্ষণং, অভি-ধৃষ ভাবে লুট্‌] ১ নিষ্পীড়ন। ২ আক্রমণ। ৩ ভূতাদির আবেশ, ভূতাদিতে পাওয়া। (পুং) [কর্ত্তরি লু] ৪ ভূতগ্রস্ত।

অভিধা—(স্ত্রী) [অভি-ধা ভাবে অঙ্‌] ১ কথন। ২ শব্দনিষ্ঠ অর্থ বোধজনক শক্তিবিশেষ। [অভিধীয়তে অনেন করণে অঙ্‌] ৩ বাচক শব্দ। ৪ ভট্টমতে ফলজনক ব্যাপাররূপ শব্দনিষ্ঠ ভাবনাবিশেষ। ৫ অলঙ্কারশাস্ত্রমতে যদ্দ্বারা সঙ্কেতিত অর্থ বুঝায় এরূপ শব্দের শক্তিবিশেষ। "তত্র সঙ্কেতিতার্থস্য বোধনাদ-গ্রিমাভিধা। (সাহিত্যদ°) তাহাদের মধ্যে সঙ্কেতিত অর্থ বুঝাইয়া দেয় বলিয়া অভিধা প্রধান।

অভিধাতব্য—(ত্রি) যাহা বলার অথবা নামের যোগ্য যাহা বলা উচিত।

অভিধাধ্বংসিন—(ত্রি) যে নিজের নাম ধ্বংস করে, যে নিজের বদনাম করে।

অভিধান—(ক্লী) [অভি-ধা ভাবে লুট্‌] কথন। ১ অভি-

দাঁতে কথাতে অনেক করণে দৃষ্ট] ২ নাম। ৩ ধ্বনি নির্ঘোষ। ৪ শব্দের অর্থপ্রকাশক গ্রন্থবিশেষ।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি অভিধান চলিত আছে তাহার মধ্যে কতকগুলি পুস্তকেরই অধিক আদর। অমর সিংহ-বিরচিত নানার্থবর্গযুক্ত নামলিঙ্গানুশাসন। এই পুস্তক সচরাচর অমরকোষ নামে প্রসিদ্ধ। মহেশ্বর-বিরচিত বিশ্বপ্রকাশ, হেমচন্দ্র বিরচিত অভিধানচিন্তামণি, হলায়ুধ প্রণীত রত্নাবলী, পুরুষোত্তম দেব বিরচিত ত্রিকাণ্ডশেষ, তাঁহার রচিত আর একখানি পুস্তকের নাম হারাবলী, মেদিনীকর প্রণীত নানার্থশব্দকোষ, অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী, মাতৃকানিঘণ্টু, শাশ্বত, একাক্ষরকোষ, অব্যয়কোষ, ক্ষপণরচিত কল্পদ্রুকোষ, ধরণীকোষ, উণাদিকোষ, শব্দার্ণব, শব্দাব্ধি প্রভৃতি। [কোষ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

সংস্কৃত অভিধানে তিন প্রকার বিষয় আলোচিত হইয়াছে—পর্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। একটী জিনিষের যতগুলি নাম থাকে, সেগুলি একত্র করিলে পর্য্যায় হয়, একশব্দের নানারূপ অর্থ থাকিলে তাহার নাম নানার্থ হয়, অভিধানের যেভাগে শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা হয়, তাহার নাম লিঙ্গ। সংস্কৃত ভাষায় নিঘণ্টু পর্য্যায় সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ; ইহা বেদের অঙ্গ। নানার্থের উপর অনেক প্রাচীন পুস্তক আছে তাহার মধ্যে নানার্থশব্দরত্ন নামে কালিদাসের একখানি প্রাচীন পুস্তক উল্লেখযোগ্য, লিঙ্গ সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক রচনা করেন আচার্য্য বররুচি।

সংস্কৃত অভিধানের মধ্যে অমরকোষের নাম অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ এই অভিধানে পর্য্যায়, নানার্থ এবং লিঙ্গ এই তিন প্রকার বিভাগই আছে। পূর্ব্বে অভিধান মুখস্থ করিবার রীতি ছিল, অমরকোষের মতন অভিধান মুখস্থ করিতে ছাত্রের সাত আট বৎসর লাগিত।—সংস্কৃতভাষায় যদিও অসংখ্য অভিধান রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে অমরকোষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর হইয়াছিল। এই অভিধানের চল্লিশটীর অধিক টীকা ও পরিশিষ্ট আছে। বাঙ্গলায় অমরকোষের যে সকল টীকা রচিত হয় তাহাদের মধ্যে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বানন্দ বন্দোপাধ্যায়-কৃত "টীকাসর্ব্বস্ব" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দশখানি টীকা দেখিয়া এই টীকা লিখিত হয়। এই টীকায় প্রায় ২০০ শত সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। ১৪৩৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালী বৃহস্পতি-রচিত "পদচন্দ্রিকা" উল্লেখযোগ্য। এই লেখক গৌড়ীয় সুলতানের কাছে "রায়মুকুট" উপাধি লাভ করেন। অমরকোষ অভিধানের তিনটী বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উহার অপর আর এক নাম "ত্রিকাণ্ড"। অমর-কোষের একটী পরিশিষ্ট আছে, উহার নাম "ত্রিকাণ্ডশেষ"। এই পরিশিষ্ট একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের দ্বারা লিখিত। এই বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম পুরুষোত্তমদেব, ইনি সর্ব্বানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। ইনি অমরকোষের পর যত শব্দ চলিত হইয়াছিল, তাহাদের একটা 'চলন্তিকা' লিখিয়াছেন।

পুরুষোত্তম একজন বড় শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ভাষা সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক লেখেন। ইনি একখানি ক্ষুদ্র অভিধানও লিখিয়াছিলেন, সেই পুস্তকের নাম "হারাবলী"। এই ছোট অভিধান লিখিবার জন্য তিনি ২ বৎসর খাটেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের বাড়ীতে তিনি পড়িয়া থাকিতেন, তাঁহার লিখিত অভিধান অতিশয় প্রয়োজনীয়। যে সকল শব্দ চলিত ছিল অথচ উঠিয়া যাইতেছে তাহারই অর্থ করা এই অভিধানের উদ্দেশ্য। পুরুষোত্তম আর একটা কাজ করিয়া গিয়াছেন, অনেকে উচ্চারণ ধরিয়া বানান করিত, আবার অনেকে পুরাণ বানান ধরিয়া বানান করিত এইজন্য অনেক গোলমাল হইত। সংস্কৃত শব্দ "সংবৎ, ভারত বর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে কিন্তু সাধারণে এই শব্দটিকে "সম্বৎ" বলিত, আবার অক্ষরভেদেও অনেক গোলমাল হইত। সেকালে বাঙ্গলায় খ ক্ষ এবং ষ একই রকমে লেখা হইত—কোথাও ষ কে খ লিখিত, কোথায় ষ-কে ক্ষ লিখিত, আবার খ-কে ষ লিখিত বা ক্ষ লিখিত। সুতরাং গোলযোগ বাড়িয়া যাইত। এই সকল গোলযোগ যাহাতে না হয় তাহার জন্য পুরুষোত্তম 'বর্ণযোজনা' বলিয়া বানানের একখানি বই লেখেন।

সংস্কৃত অভিধান বলিলেই বুঝিতে হইত যে অভিধানখানি মুখস্থ করিতে হইবে, কিন্তু ইউরোপে এখন আর অভিধান মুখস্থ করিতে হয় না। শব্দগুলি বর্ণমালা অনুসারে সাজান থাকে, অভিধান খুলিয়া অনায়াসেই শব্দ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইংরাজেরা বাঙ্গালায় আসার পর হইতেই এইরূপ বর্ণমালানুক্রমে অভিধান লিখিবার চেষ্টা হয়। কোলব্রুক সাহেব একবার অমরকোষ ছাপান এবং তাহার শেষে বর্ণমালানুসারে এক পরিশিষ্ট দেন, তাহাতে অমরকোষের সব শব্দ থাকে, এদেশীয় অভিধানে ইহাই বোধ হয় বর্ণমালানুক্রমের প্রথম ব্যবহার। তাহার পর লীভন সাহেব এক বাঙ্গালার অভিধান লেখেন, তাহাতে বাঙ্গালা শব্দগুলি বর্ণমালা অনুসারে সাজান থাকে। লীভন সাহেব বোধ হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র, পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট বাঙ্গালা শেখেন, তাই তাঁর বাঙ্গলা ভাষাটা পণ্ডিতী ভাষা সংস্কৃত শব্দেরই অভিধান, কারণ পণ্ডিত মহাশয়েরা মনে করিতেন চলতি ভাষার অভিধান হয় না, কিন্তু সে সময়কার প্রথিত পণ্ডিত ৺রামকমল সেন মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়দিগের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তিনি চলিত শব্দ এবং অপ্রচলিত শব্দ দুই লইয়া এক প্রকাণ্ড অভিধান লেখেন, কিন্তু এই অভিধান

আর পাওয়া যায় না। উক্ত দুই খানি গ্রন্থই ১০০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। তাহার পর বাঙ্গালায় অনেক অভিধান হইয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত অভিধান বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইয়াছে, যেমন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'শব্দসার'। স্কুল বুক সোসাইটি একখানি ছোটখাট বাঙ্গালা অভিধান লেখাইয়াছিলেন, সেখানি খুব ভাল হইয়াছিল, কিন্তু এখন দুষ্প্রাপ্য। বটতলা হইতে 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' নামে একখানি অভিধান বাহির হইয়াছিল, সে খানি এখন বাজারে পাওয়া যায় না। বটতলা হইতে আরও অনেক অভিধান বাহির হইয়াছিল তাহাও এখন প্রচলিত নাই। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি অভিধান লিখিয়াছিলেন "প" অক্ষর পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছিল কিন্তু তাহার পর তিনি অভিধান লেখা ছাড়িয়া দেন

এখন অনেকগুলি অভিধান প্রচলিত আছে যথা, ৺রামকমল বিদ্যালঙ্কারের 'প্রকৃতিবাদ অভিধান', সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান', শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাঙ্গালা শব্দকোশ', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'। প্রথম দুই খানি প্রধানতঃ সংস্কৃত শব্দের অভিধান, তৃতীয়টী কেবল বাঙ্গালা শব্দের চতুর্থটীতে সংস্কৃত অসংস্কৃত দুই রকম শব্দই আছে। সুবলচন্দ্রের ছোট একখানি অভিধান আছে কিন্তু তাহাতে অসংস্কৃত শব্দ নাই বলিলেই হয়। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'চলন্তিকায়' সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত উভয় প্রকারের শব্দ আছে। বিশ্বভারতী হইতে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'শব্দকোষ' প্রকাশ করিতেছেন। [ভারত ও ভারতের বাহিরে যে সকল প্রধান প্রধান কোষ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ 'কোষ' শব্দে দ্রষ্টব্য]

অভিধানক—(ক্লী) শব্দ, কোলাহল, কলকল শব্দ।

অভিধানপদীপিকা—পালিভাষায় একখানি অভিধান। পালিভাষায় লিখিত যে কয়খানি কোষ গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে এখানি প্রাচীনতম। সিংহলের পালিভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণই ইহা রচনা করেন। সংস্কৃত অমরকোষের আদর্শে ইহা রচিত হইয়াছে। অমরকোষ-রচয়িতা অমরসিংহ একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অমরকোষের ন্যায় এই পালি অভিধানেও শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র আছে। অভিধর্ম্ম পুস্তকগুলিতেও কোন কোন নিকায়ে শব্দের অর্থ আভিধানিক নিয়মে লিখিত হইয়াছে।

এই অভিধানখানি থের মোগল্লান রচনা করেন। প্রসিদ্ধ সিংহল রাজ পরাক্রমবাহুর রাজত্বের সময় ইহা প্রথম প্রচারিত হয়।

পুস্তকখানি খগোল সম্বন্ধীয়, পৃথিবী সম্বন্ধীয় এবং নানা বিষয়ক বস্তু সম্বন্ধীয় তিনটী বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগ আবার অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তৃতীয়খণ্ডের শেষ দুই পরিচ্ছেদে সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দ ও অব্যয়শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

অভিধানমালা—একখানি কোষগ্রন্থ। রায়মুকুট ও ভট্টোজি দুইজনে মিলিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন।

অভিধানী—(স্ত্রী)[অভি ধা করণে ল্যুট্] বন্ধন দড়ী। (অথর্ব৮ ১০ ২)

অভিধামূলা—(স্ত্রী) [অভিধা শক্তিবিশেষো মূলং যস্যাঃ] অলঙ্কারমতে, ব্যঞ্জনা বৃত্তিবিশেষ। এ স্থলে 'অভিধাশ্রয়া' এরূপ শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

> 'অভিধা লক্ষণামূলা শব্দস্য ব্যঞ্জনা দ্বিধা।
> অনেকার্থস্য শব্দস্য সংযোগাদ্যৈর্নিয়ন্ত্রিতে।
> একত্রার্থেঽন্যধীহেতুর্ব্যঞ্জনা সাভিধাশ্রয়া।" (সাহিত্যদর্পণ)

ব্যঞ্জনাবৃত্তি—অভিধামূলা এবং লক্ষণামূলা এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে অনেকার্থ শব্দের একটী অর্থ, সংযোগাদিদ্বারা নিয়মিতরূপে প্রতিপাদিত হইলে তাহাতে অন্য আর একটী অর্থ যে কারণে বুঝায় তাহাকে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা বলে। প্রথমে সংযোগাদিদ্বারা নিয়মিত অর্থ বোধ করাইয়া অভিধাশক্তি নিবৃত্ত হইলে পরে বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা অন্য অর্থের বোধ হয় বলিয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব অর্থের বোধ না হইলে পরের অর্থের বোধ হয় না, এ জন্য উহাকে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা কহে যেমন রাম লক্ষ্মণ বলিলে সাহচর্য্য হেতু প্রথমে দশরথপুত্রকেই বুঝায়, পরে পর্য্যালোচনা দ্বারা রাম শব্দে অন্য রামকেও বুঝায়, কিন্তু পূর্ব্ব বোধ না হইলে এ পরবোধটী হয় না বলিয়াই এস্থলে অভিধামূলা ব্যঞ্জনা বলিতে হইবে।

অভিধায়ক—(ত্রি) [অভি ধা ণ্বুল্] বাচকশব্দ। যেমন ঘটের বাচক ঘট এই শব্দ। শব্দের উচ্চারক।

অভিধায়িন্—(ত্রি) [অভি ধা ণিন যুক্] শব্দপ্রয়োগকর্ত্তা। (রামা° ৫ ১৪ ১১) (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিধায়িনী।

অভিধাবক—(ত্রি) [অভি-ধাব জবে ণ্বুল্] সম্মুখ হইয়া বেগে গমনকর্ত্তা।

অভিধাবন—(ক্লী) শীঘ্র গমন, অন্বেষণ, আক্রমণ।

অভিধিৎসা—(স্ত্রী) [অভি-ধা সন্-অ টাপ্] কহিবার নিমিত্ত ইচ্ছা, বিবক্ষা।

অভিধৃষ্ণু—(ত্রি) [অভি-ধৃষ ক্নু] অত্যন্ত ধর্ষক, নিষ্পীড়নকারী, আস্ফালনকর্ত্তা।

> "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পশূনভিধৃষ্ণুতমঃ" (শতপথব্রা° ৩ ৯.১.১২)

অভিধেয়—(ত্রি) [অভি-ধা কর্ম্মণি যৎ] বাচ্যার্থ, সঙ্কেতযুক্ত অর্থ। "আবিকারান্মোহোঽভিধেয়বৎ প্রতীয়তে" (সা° দ°)

অভিধ্যা—(স্ত্রী) [অভি-ধ্যৈ চিন্তনে অঙ্ টাপ্] পরধনহরণেচ্ছা।

২ বিষয়প্রার্থনা। ৩ চিন্তা, আলোচনা। "অভিধ্যোপদেশ চ" (সাংখ্যসূত্র) ৪ জিজ্ঞাসা।

অভিধ্যাতব্য—(ত্রি) [অভি-ধ্যৈ-তব্য] সর্ব্বদা চিন্তনীয়।

অভিধ্যান—(ক্লী) [অভি-ধ্যৈ ল্যুট] পুনঃ পুনঃ পর ধনে অভিনিবেশ, হরণেচ্ছা। ২ বিষয়প্রার্থনা। ৩ আলোচনা। (শ্বেতাশ্বতরোপনি° ১১০)

অভিধ্যায়ৎ— ত্রি) ইচ্ছুক, যাচক।

অভিধ্যায়মান—যে ধ্যান করে, যাতে ধ্যান আছে।

অভিনত—(ত্রি) আনমিত, আভুগ্ন।

অভিনদ্ধ—(ত্রি) [অভি নহ-ক্ত] সর্ব্বথা বদ্ধ।

অভিনদ্ধাক্ষ—(ত্রি) বদ্ধনেত্র, অবরুদ্ধ নয়ন।

অভিনন্দ—(পুং) [অভি নন্দ ঘঞ্] সন্তোষ। ২ প্রতিপাদ্যের গুণকথন দ্বারা আনন্দ। ৩ প্রশংসা। ৪ অমসুখ। (ছান্দোগ্য° উপ° ৫৮১) ৫ সন্তোষজনক। ৬ চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর। [অভিনন্দন দ্র°] (ত্রি) ৭ উৎসাহ প্রদর্শন দ্বারা প্রবর্ত্তক। [অভিতো নন্দঃ দুঃখাভাবো যত্র, সপ্তমী] ৮ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। পরমেশ্বরে সর্ব্বদাই আনন্দ থাকে এজন্য তাঁহার নাম অভিনন্দ। সচ্চিদানন্দ, সদানন্দ, নিত্যানন্দ ইত্যাদি।

অভিনন্দ, কবি—একজন প্রাচীন কবি। গৌড়াভিনন্দ নামে পরিচিত। ইনি 'রামচরিতম্' নামে একখানি মহাকাব্য প্রণয়ন করেন*। ইঁহার পিতার নাম শতানন্দ। প্রাচীন নানা কাব্যসংগ্রহে এবং কোঙ্কণরাজকবি সোড্ঢলের 'উদয়সুন্দরী কথা'য় ইঁহার শব্দবিন্যাসচাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা আছে। কবি নিজ গ্রন্থে স্বীয় পৃষ্ঠপোষক পালবংশীয় যুবরাজ হারবর্ষকে নানা বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন গ্রন্থের একস্থলে তাঁহাকে 'কাব্যকলাকুতূহলী' বলা হইয়াছে। এই কাব্যরসিক নৃপতির অনুগ্রহেই অভিনন্দের কবিখ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল।

কবির মতে হারবর্ষ নৃপতির পিতৃনাম বিক্রমশীল। কবি তাঁহার রাজাকে 'বিক্রমশীলজন্ম', "বিক্রমশীলনন্দন" প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। বিক্রমশীল-বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষু জিনরক্ষিত তদ্রচিত স্রগ্ধরাস্তোত্রটীকায় 'শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেবমহাবিহার' শব্দে বিক্রমশীলা বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপাল দেব বিক্রমশীলা বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত। সুতরাং 'বিক্রমশীল দেব' মহারাজ ধর্ম্মপাল দেবেরই নামান্তর। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, 'বিক্রমশীলনন্দন' ধর্ম্মপালসুত দেবপাল ভিন্ন অপর কেহ নহেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষ পাদে অথবা নবম শতকের প্রথমার্দ্ধের কোন সময়ে কবি অভিনন্দ জীবিত ছিলেন। [ধর্ম্মপাল ও পালবংশ দ্র°]

কাশ্মীরকবি ক্ষেমেন্দ্ররচিত সুবৃত্ততিলকে কবির অনুষ্টুভ প্রীতির উল্লেখ আছে। সূক্তিমুক্তাবলী ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতি নামক সংগ্রহগ্রন্থে অমর, অচল, অভিনন্দ ও কালিদাসকে কবিযশপ্রাপ্তির অধিকারী বলা হইয়াছে।

অভিনন্দ₂—একজন বাঙ্গালী কবি। ইনিও গৌড়দেশীয় ছিলেন বলিয়া 'গৌড়াভিনন্দ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার রচিত 'কাদম্বরীকথাসার' ও 'যোগবাশিষ্ঠসার' নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থের কতকাংশ 'মোক্ষোপায়সার' নামে পরিচিত।

ন্যায়মঞ্জরীবৃত্তিকার জয়ন্ত কবির পিতা। পিতামহের নাম কান্ত, প্রপিতামহ কল্যাণস্বামী এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহ শক্তিস্বামী। এই শক্তিস্বামী সুপণ্ডিত এবং কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় রাজা মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। শক্তিস্বামীর পিতার নাম মিত্র এবং পিতামহের নাম শক্তি। এই শক্তিই গৌড়দেশ হইতে কাশ্মীরে যাইয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন। আদিবাস গৌড়দেশে ছিল বলিয়া শক্তির বংশধরগণ কাশ্মীরে গৌড়ীয় বলিয়া পরিচিত হন এবং কবি অভিনন্দ ও 'গৌড়াভিনন্দ' নামে খ্যাতিলাভ করেন।

ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্ততিলক, ধ্বন্যালোকলোচন এবং উজ্জ্বল দত্ত কৃত উণাদিবৃত্তিগ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে। তিনি বালরামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা কবি রাজশেখরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে ভবভূতি, বাণ, কমলায়ুধ, কেশট ও বাক্‌পতি প্রভৃতি কবির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অভিনন্দন—(ক্লী) [অভি-নন্দ-ভাবে ল্যুট্] সন্তোষ। ২ অনুমোদন। [ণিচ্ ল্যুট্] ৩ সন্তোষ নিমিত্ত প্রশংসা করা (ত্রি) [কর্ত্তরি ল্যু] ৪ আনন্দজনক। ৫ উৎসাহপ্রবর্ত্তক প্রশংসাকারী।

অভিনন্দন₂—চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর। ইঁহার পিতা সম্বররাজ এবং মাতা সিদ্ধার্থা দেবী। ইঁহার জন্ম তিথি বৈশাখী শুক্ল চতুর্থী। বিমানের নাম জয়ন্ত, মাঘীশুক্লা দ্বিতীয়ায় মিথুন রাশিস্থিত পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে আটমাস আটাইস দিন গর্ভ বাসান্তে ইক্ষ্বাকু বংশে অযোধ্যারাজ্যে ইঁহার জন্ম। ইঁহার চিহ্ন বানর শরীরমান ৩৫০ ধনু, আয়ুমান ৫০০০০০০, বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়। ইনি যথাসময়ে বিবাহ করেন এবং পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। বাল্যকালেই ইঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি অযো

* Gaekwar Oriantal Series, No XLVI

† Bhandarkar's Report, 1888-91 p xlxi.

ধ্যায় মাঘী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আঠারো বৎসর অযোধ্যায় থাকিয়া পৌষীকৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষমূলে ইঁহার জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ইঁহার পর কায়োৎসর্গান্তে চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সমেতশিখরে ইনি মোক্ষলাভ করিয়া ছিলেন। ইঁহার প্রথম গণধরের নাম বজ্রনাভ ও প্রথম আর্য্যার নাম অজিতা ছিল।

অভিনন্দনীয়—(ত্রি) [অভি নন্দ ণিচ্ অনীয়র্] প্রশংসনীয়। ২ অনুমোদনদ্বারা প্রবর্ত্তনীয়।

অভিনন্দা—(স্ত্রী) প্রসন্নতা, ইচ্ছা, খুশী।

অভিনন্দিত—(ত্রি) [অভি নন্দ ণিচ্ ক্ত] প্রশংসিত। ২ অনুমোদনদ্বারা প্রোৎসাহিত।

অভিনন্দিন্—(ত্রি) [অভি নন্দ-ণিনি] সন্তোষশীল। [প্রেরণে ণিচ্ ণিনি] ২ অনুমোদনদ্বারা উৎসাহবর্দ্ধক। (রামা ১৩৯৫) (স্ত্রী) ঙীপ —অভিনন্দিনী।

অভিনন্দ্য—(ত্রি) [অভি নন্দ ণিচ যৎ] প্রশংসনীয়। (রঘু ৫৩১) (অব্য) [অভি-নন্দ ণিচ ল্যপ্] প্রশংসা করিয়া।

অভিনভ্য—(অব্য) মেঘ অথবা আকাশের নিকট। (ঋক ১০ ১১৯।১২)

অভিনম্র—(ত্রি [অভিমুখেন নম্রং নতম্ প্রাদিস] অভিমুখে নত। সম্মুখে নত।

অভিনয়—(পুং) [অভিনয়তি হৃদ্গতভাবান প্রকাশয়তি অভি নী কর্ত্তরি অচ] হৃদ্গত ক্রোধাদিভাবের অভিব্যঞ্জক শরীরচেষ্টা [ভা ব অচ্] ২ অঙ্গাদি চেষ্টাদ্বারা হৃদ্গত ভাবব্যঞ্জনাকে অভিনয় বলে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাক্যদ্বারা ভাবব্যঞ্জনার নাম অভিনয়। রূপকাদি দৃশ্যকাব্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাক্যদ্বারা ভাবব্যঞ্জনায় হৃদ্গতভাব পরিস্ফুট হইয়া দর্শকদের বোধগম্য যাহাতে হয় তাহাকে অভিনয় বলে। অঙ্গবাক্য ও ভাবাদির অনুকরণে অভিনেয় বস্তুর প্রকাশ। তৎপর্য্যায় ব্যঞ্জক। (অমর)

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে চতুর্বিধ অভিনয়ের উল্লেখ আছে। যথা—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক।

"আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব হ্যাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
চত্বারোঽভিনয়া হ্যেতে বিজ্ঞেয়া নাট্যসংশ্রয়া॥"

এই চারিটী মুখ্যতঃ অভিনয়ের প্রাণস্বরূপ। সাত্ত্বিক অভিনয়ের স্থান সর্ব্বোচ্চে। সাত্ত্বিক অভিনয়ের লক্ষণ—

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণতা, অশ্রু ও তন্ময়ে সংজ্ঞাশূন্যতা এই আটপ্রকার লক্ষণকে সাত্ত্বিক বলে। সাত্ত্বিক লক্ষণের সহিত ভাবের মিশ্রণ হইলেই রসের উৎপত্তি হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে ধর্ম্মবৃত্তি প্রবৃত্তিদায়ক রসভাবই প্রকৃত অভিনয়।

"রসা ভাবা হ্যভিনয়াঃ ধর্ম্মবৃত্তিপ্রবৃত্তয়ঃ।"

ভাবসমূহের ব্যঞ্জনাতেই রসের স্ফূর্ত্তি হয়। তাই প্রকৃতপক্ষে ভাবই অভিনয়ের প্রাণ।

অভিনয়ে প্রাচীনকালে চারিটী প্রবৃত্তি চারিটী বৃত্তি এবং চারিটী রীতি ছিল। চারিটী প্রবৃত্তি যথা—আবন্তী, দাক্ষিণাত্য, ওড্রমাগধ, এবং পাঞ্চালমধ্যমা। গৌড়ীয়, পাঞ্চালী, দাক্ষিণাত্য ও বৈদর্ভী রীতি এই চারি প্রকার রীতি এবং ভারতী সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী এই চারিটী বৃত্তির উপরে অভিনয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আছে—

"ভারতী সাত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা।
চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতা যাসু নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্।"

রাজশেখর প্রণীত কাব্যমীমাংসায় কাব্যপুরুষ ও কাব্যসুন্দরীর পরিণয়সূত্রে এই বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও রীতির সুন্দর বর্ণনা আছে। এই উপাখ্যানের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি কোন কোন প্রদেশে কোন কোন রীতি, প্রবৃত্তি ও বৃত্তিতে অভিনয় প্রচলিত ছিল। সঙ্গীতসংযুক্ত লোকবৃত্তান্ত লইয়া নাকে অভিনয় করিত। অভিনয়ে জনচিত্তমুগ্ধকারী বিশিষ্ট অঙ্গবিক্ষেপ থাকা চাই। রামায়ণী, মহাভারতীয় ও পৌরাণিকযুগে অভিনয় সমাজে আদৃত হইত অভিনয়কে কোন কোন স্থলে সমাজ বলিয়া উল্লেখ আছে। অশোকের প্রথম গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে "প্রজাহিতব্যং ন চ সমাজো কটব্যো বহুকং।" কিম্বা "বহুকং সমাজম্ হি পশতি দেবনং প্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা।" বৌদ্ধযুগেও সমাজ অর্থে অভিনয় বুঝাইত এবং রঙ্গশালাকে সমাজমণ্ডপ বলিত।

ভরত-নাট্যশাস্ত্রে অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যায় অভিনয় পঞ্চাঙ্গ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের যুগে অভিনয় পঞ্চাঙ্গমূলক ছিল মালবিকাগ্নিমিত্রনাটকে নাট্যাচার্য্য গণদাস বলিতেছেন—

ইদানীমেব পঞ্চাঙ্গাভিনয়মুপদিশ্য ময়া বিশ্রমার্থমভিহিতা দীর্ঘিকাবলোকনগবাক্ষগতা প্রবাতমাসেবমানা তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ এখনই আমি পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট অভিনয়ের শিক্ষা দিয়া তাহাকে বিশ্রামের আদেশ করায় বাতায়নে বসিয়া দীর্ঘিকা দর্শন করিতে করিতে স্নিগ্ধবায়ু সেবন করিতেছে।

নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়ের কৌশলই সর্ব্বপ্রধান। "প্রয়োগপ্রধান হি নাট্যশাস্ত্রম্।" সাজসজ্জার আড়ম্বর চাই, কিন্তু অঙ্গ সৌষ্ঠবের সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত করিতে হইলে সাজসজ্জা যত কম থাকে ততই ভাল। যথা "সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবাভিব্যক্তয়ে বিরলনেপথ্যয়োঃ পাত্রয়োঃ

প্রবেশহস্ত।' কালিদাসের সময়ে অনন্ত অভিনয়ের লক্ষণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীতে লক্ষিত হইয়াছে—

"অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতসম্যগর্থঃ
পাদন্যাসো লয়মনুগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনির্মৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ
ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব॥'

অর্থাৎ অঙ্গের ভঙ্গীর দ্বারা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বাক্যের সম্যক অভিপ্রায় সুব্যক্ত হইয়াছে। রসে তন্ময় হওয়ায় লয়ানুগত পাদন্যাস সহজে চলিতেছে, নৃত্যকালে হস্তপদচালনায় শাখা-যোনির মৃদু অভিনয়ে সর্ব্ব প্রকার ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবটী এত সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে যে অন্য কোনও বিঘ্নকারী ভাব আসিয়া কোনও ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। অথচ অভিনয় বস্তুতে আগাগোড়া একটা রাগপ্রবাহ চলিয়াছে।

ভরত মতঙ্গ প্রভৃতি ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে অভিনয়ের গৌরব গাথা গাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন দেবতারাও অভিনয় দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হন। অভিনয়দর্শনে স্বতঃই তাঁহাদের চিত্তে আনন্দের উদয় হয়। জগতে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞাপেক্ষা অভিনয়যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। অন্য যজ্ঞ প্রভৃতির ফল অনুমেয় ও অদৃষ্ট, কিন্তু অভিনয়ের ফল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং প্রত্যক্ষ। এই কারণেই অভিনয়যজ্ঞ দেবতাদের একান্ত ঈপ্সিত ও নয়নবিনোদনস্বরূপ, নাট্যাচার্য্য গণদাসের দ্বারা মহাকবি কালিদাসও এই কথাই বলাইয়াছেন—

'দেবানামিদমামনন্তি মুনয়ঃ কান্তক্রতুং চাক্ষুষং।
রুদ্রেণেদমুমাকৃতব্যতিকরে সাঙ্গে বিভক্তং দ্বিধা
ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে।'
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধকম্॥"

অর্থাৎ মুনিগণ বলিয়াছেন যে, নয়নমনোহর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচর বলিয়া দেবতারা এই যজ্ঞে আনন্দিত হন। নটরাজ রুদ্রদেব একাঙ্গে উমার সহিত একাত্মরূপে মিলিত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু নাট্যে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াও আবার একীভূত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক এবং নানারসযুক্ত লোকচরিত্র নাট্যেই দেখিতেই পাওয়া যায়। বিভিন্ন রুচির লোকদিগকে একমাত্র নাট্যাভিনয় সমভাবে আনন্দ বিতরণ করিতে পারে। অভিনয় দেখাইয়া যাহারা জীবিকা-ধারণ করিত তাহারা পণ্যজীবী বণিকের মত সমাজে হেয় ছিল। ষোড়শ শতাব্দে কবিকর্ণপূরও বলিয়াছেন যে নটের শিক্ষা প্রণালী ও অভিনয় কেবল তাহার উদরগহ্বর পরিপূর্ত্তির জন্য। কিন্তু যাহারা অভিনয় দেখাইয়া কোনও প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতেন না—তাঁহারা সমাজে সম্মানিত ছিলেন। অভিনয়ের পথ কুসুমাবৃত নয় বরং দুর্গম ও কঠোর।

অভিনয়ে কণ্ঠস্বর সর্ব্বপ্রধান। অভিনয়ে কণ্ঠস্বর বিকৃত হইলে দর্শকদের চিত্তে বিরক্তির উৎপাদন করিয়া থাকে। অভিনয়ে যে চরিত্রের ভূমিকা লইয়া অভিনেতা বা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিবেন সে চরিত্রের বিষয়ে তাহার তন্ময়চিত্তে ধ্যান থাকা আবশ্যক। অভিনেতাকে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইবে। অন্তর্দৃষ্টি রাখিতে হইলে অন্তর্বৃত্তিসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়। নতুবা পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে বড় বড় দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। পরে নিজের কল্পিত মনোবৃত্তির সহিত তুলনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বঙ্গের স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন যে 'কেবল হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনই হাবভাব নহে। সৈনিক পুরুষ কথা কহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে কহিতে অন্য মনে তরবারিমুখে ব্যূহ রচনা করিতেছে। মালিনী কথা কহিতে কহিতে অঙ্গুলী ভঙ্গীতে মালা গাঁথে। কেরাণী কথা কহিতে কহিতে অন্য মনে অঙ্গুলি দিয়া কি লেখে। প্রেমিক মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—সুন্দরবস্তু দেখিয়া অন্যমনা হয়। বালক চলিতে চলিতে ডিগবাজী খায়, গায়ক শিষ দেয়, বা অঙ্গে তাল বাজায়। এই সকলের প্রতি অভিনয়ের সময়ে অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক কল্পনাসহায়ে দর্শকদিগকে কল্পনারাজ্যে আনাই অভিনয়ের প্রধান লক্ষ্য। এইজন্য অভিনয়ে তিনটী বিষয়ের আবশ্যক। প্রথম চরিত্র-বিষয়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যান, দ্বিতীয়—ধ্যানানুসারে অভ্যাস ও শিক্ষা এবং তৃতীয় সজ্জা। ভূমিকানুসারে সাজসজ্জায় ভূষিত হইলে অভিনয়ে কতকটা সফলতার সাহায্য করিয়া থাকে। চরিত্রানুগত আকার, স্বভাবপ্রদত্ত কণ্ঠস্বর এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা না থাকিলে অভিনেতা বা অভিনেত্রী কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন না। অভিনয়ের গুণে কবি জয়শ্রীমণ্ডিত হন, কারণ অভিনয়ে নাটকের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় এবং প্রতিভাশালী অভিনেতা বা অভিনেত্রী কল্পনাসহায়ে এমন নূতনভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন যে স্বয়ং কবি বা নাট্যকার তাহা দেখিয়া বিস্মিত হন। বঙ্গদেশে আধুনিক রঙ্গালয়ে এই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাশ্চাত্য দেশে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন যাত্রাভিনয়ে অভিনয় গীতিবহুল ছিল এবং ভাব অপেক্ষা শুধু রসেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রাভিনয়ে অবশেষে রসের মাত্রা এত অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল যে তাহাতে চরিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না পাইয়া আনন্দের পরিবর্ত্তে

হাস্ত ও বিরক্তির উৎপাদন করিতে লাগিল। এইসব অভিনয়ে মুখোসের ব্যবহার চলিতে লাগিল। উৎকল ও দক্ষিণ প্রদেশে যাত্রা এবং নাট্যাভিনয়ে এখনও মুখোসের ব্যবহার চলিতেছে। অবশ্য আধুনিক রঙ্গভূমির প্রভাবে এবং দর্শকদের রুচির পরিবর্তনে অনেক প্রাচীন অভিনয় প্রভাবান্বিত হইতেছে। রঙ্গভূমি বা নাট্যমণ্ডপ, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট ও অঙ্কবিভাগে প্রাচীন ভারতীয় অভিনয়বিদ্যার উন্নত অবস্থারই পরিচায়ক। দাক্ষিণাত্যে অভিনয় নৃত্যবহুল এবং গীতিবহুল, বঙ্গদেশে এবং সুদূর উত্তর পশ্চিমেও ইহার প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকল ও দক্ষিণ প্রদেশে নৃত্যের দ্বারা ভাব পরিস্ফুট হয় এবং চরিত্রের ভাব ও রস নৃত্য ও গীতের দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র হউন কিম্বা রাক্ষসরাজ রাবণই হউন অথবা ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষি হউন, সকলকে নাচিয়া নাচিয়া গাইতে হইবে। এই সকল প্রদেশের অভিনয়ে নৃত্যের দ্বারা ভাবের ব্যঞ্জনা করিবার প্রয়াস থাকে। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কিম্বা কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবে যে অভিনয়ের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতি ও প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন। একটী ভাব ও রসকে কেন্দ্র করিয়া অভিনয়ের ধারা প্রবাহিত। নানা ভাবরসাত্মক প্রত্যক্ষ লোক-চরিত্রের অভিনয় সেখানে নাই—আছে শুধু—একটা ভাব ও রসের আতিশয্য। যাত্রায় ইহারই অনুকরণ চলিল কিন্তু ক্রমে তাহা হাস্যকর অভিনয়ে পরিণত হইল। অবশেষে যাত্রার নাম শেষে দাঁড়াইল গীতাভিনয়।

উৎকলের রায় রামানন্দ এবং আসামে শঙ্কর দেব তাঁহাদের রচিত নাটকের অভিনয়ে গীত ও নৃত্যের প্রাধান্য দিয়াছেন। ভাবের আধ্যাত্মিক মাধুর্য্যে ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাসৌন্দর্য্যে তাহা পরিপূর্ণ। অভিনয়ে সেই মাধুর্য্যরস দেখাইবার চেষ্টা হইত। নাট্যালঙ্কারকে ও নাট্যাভিনয়কে তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে "রামলীলা" প্রায় এই ধরণের অভিনয়। দর্শকেরা অভিনয়কে উপলক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ ভাব প্রবাহে ভাসিয়া যাইত। অভিনয় ভাল হইলে উত্তম নতুবা দর্শকেরা তাহার বড় অপেক্ষা করিত না। কখন্ দূতী আসিতেছে, দূতী আসিয়া মথুরায় নব ভূপতি বৃন্দাবনচন্দ্রকে কি বলিল, শ্রীরাধার বিরহ ও সখীদের খেদ উক্তি শুধু আবৃত্তি বা গীত হইলেই দর্শকেরা নয়নজলে ভাসিয়া যাইত। তাই অভিনয়ের উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ চরম অবনতির পথে চলিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য রঙ্গালয়ের প্রভাবে নটচূড়ামণি কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু-শেখর, গিরিশচন্দ্র, অমৃত বসু, মহেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, কাপ্তেন বেল এবং শিশির ভাদুড়ী প্রভৃতির উদ্ভব হইল, লোকে বুঝিতে শিখিল প্রকৃত অভিনয়বিদ্যা কাহাকে বলে। এই অভিনয়বিদ্যার অনুকরণ ও প্রভাব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যাভিনয় পুনরুজ্জীবিত হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যদেশেও তাহার আদর ও অনুকরণ চলিতেছে।

মানুষ আদিম যুগে হাবভাব ও কথাবার্ত্তার দ্বারা তাহার মনের ভাব ও হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করিত। সমাজবদ্ধ হইলে মানুষ কোন পর্ব্বাহে, উৎসবে এবং আনন্দব্যাপারে নৃত্য-গীতে তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইত। আমোদ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মানুষের দোষগুণগুলি নকল করিয়া কেহ কেহ দেখাইত। আরিষ্টোটলের মতে মানুষ শিশু-কাল হইতেই নকল করিতে শিখে—ইহা মানুষের সহজাত সংস্কার। মানুষ যেমন নকল করিতে ভালবাসে তেমন অপরের নকল দেখিয়া আমোদ পায়। এই নকলবিদ্যার প্রকাশ পায় হাবভাব ও গলার আওয়াজে। আবার তাহার উপরে সাজ-সজ্জা করিলে নকলাভিনয় বেশ জমিয়া উঠে। সাজসজ্জা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হাবভাব প্রকাশ এবং কণ্ঠস্বর—মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। এই অনুকরণের অভ্যাস হইতেই প্রকৃত অভিনয়বিদ্যার সৃষ্টি হইল। নকল চরিত্রের অভিনয় করিতে করিতে লোকে ঘটনার পারম্পর্য্যে তাহা দেখাইতে শিখিল। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ধরণের মানুষের অনুকৃতি, সমাজের পদস্থ ব্যক্তি বা রাজকর্মচারীদের অনুকরণ এবং অতিমানব মহাপুরুষদের জীবনলীলা এবং অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্গস্থ দেবদেবীদের জয়গীতি প্রচারে প্রকৃত নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি। ইহাই পাশ্চাত্ত্য মনীষিদের মত।

পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্রের আলঙ্কারিকেরাও বলেন যে অঙ্গভঙ্গী অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভাবের অভিব্যক্তিই অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য। অভিনেতার আকার, চালচলন, মুখভঙ্গী এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ভাববিকাশের জন্য কতকগুলি নিয়ম-কানুন আছে। রুচিবিজ্ঞানে কোনগুলি প্রকাশ করিবার উপযোগী এবং কোনগুলি আনন্দদায়ক তাহা অভিনয়সম্বন্ধে আইনকানুনের দ্বারাই বোঝা যায়। মনের বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রকাশে এবং ভাবসমূহের মিশ্রণে বাহ্য ও মানসিক প্রবল উত্তেজনায় ও মনোবৃত্তির আবেগে, শোকে, আনন্দে, রোগে, স্বাস্থ্যে, জাগরণে বা বিচরণে, নিদ্রা বা স্বপ্নে, ব্যাকুলতায় বা উন্মত্ততায়, অবসাদে বা মৃত্যুতে, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন বয়ঃক্রমে ও বিভিন্ন প্রকৃতিতে—জাতি, বংশ ও শ্রেণীভেদের বিশেষত্বে ভাবের অভি-ব্য, কিরূপ ভাবে প্রকাশ পাইলে যথার্থ স্বাভাবিক ও রুচি-বিজ্ঞানের উপযোগী হয় তাহা এই সকল বিধিনিষেধের দ্বারা শিখিতে পারা যায়। মুখোস-ধারী অভিনেতার অভিনয়ে মুখে

ভাব ব্যক্ত করিবার কোন সুযোগ নাই শুধু একমাত্র শরীরের চেষ্টায় অঙ্গভঙ্গীতে তাহাকে ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইতে হয়। কোন কোন সময়ে আংশিক ভাবে তাহাও নিষিদ্ধ। প্যান্টোমাইন জাতীয় নাটকের বাচিক অভিনয়ের স্থান নাই, শুধু সাজ সজ্জা ও ভঙ্গীই ভাব পরিস্ফুট করিবার একমাত্র উপায়। অপেরায় বাচিক অভিনয়ের স্থান অতি অল্প পরিসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। বাচিক অভিনয়ে নাট্যালঙ্কারের সূত্রানুসারে অভিনেতার বাগ্মিতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। বাগ্মীর ন্যায় অভিনয়ে উচ্চারণ, সুরের পরিবর্ত্তন, উচ্চারণকালে পদ বা শব্দের অংশবিশেষে ঝমক বা জোর, সুরে উচ্চারণ ধ্বনির নিয়মানুগত আবৃত্তি এবং ছন্দ, তাল ও লয়ে কথোপকথন—সব নাট্যসূত্রানুযায়ী হওয়া চাই। ছন্দোবদ্ধ কবিতার আবৃত্তি বা পদ্যময় অথবা ভাবব্যঞ্জক গদ্যের উচ্চারণে নাট্যসূত্রের বিধিদ্বারা অভিনয়ে পরিচালিত হইতে হইবে। আবার স্বগতোক্তিতে, কথোপকথনে, বিবরণের বর্ণনায় এবং ভাবপ্রধান বা রসপ্রধান পদগুলির আবৃত্তিতে যে সব বিশেষ বিশেষ নাটকীয় নিয়ম প্রচলিত আছে তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সাজসজ্জার প্রয়োজন অভিনয়ে বেশী। বাহ্য দৃশ্যপট ও অভিনেতার পোষাক-পরিচ্ছদ অভিনয়ের সঙ্গে মিশিয়া একটা অপূর্ব্ব আনন্দরসে সমগ্র দর্শকের চিত্ত অভিসিঞ্চিত হয়।—সুশোভিত রঙ্গভূমির কারুকার্য্য ও চারু সৌন্দর্য্য, সুচিত্রিত দৃশ্যপট পত্র-পুষ্প ও আলোক সজ্জা যেমন নাট্যশালাকে উজ্জ্বল করে তেমনি অভিনেতার উপযোগী বেশ-ভূষা অভিনয়কে উজ্জ্বল করিয়া থাকে। এই সকল সাজ-সজ্জা, আলোকমালা, নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং বাচিক অভিনয়ের মিশ্রিতফলে দর্শকদের চিত্তে কল্পনালোকের এক অপূর্ব্ব ছবি জাগিয়া উঠে, যেখানে শোকে, দুঃখে, করুণে ও অদ্ভুত; বীভৎস ও রৌদ্ররসের সকল অবস্থায় এক অনাস্বাদিত আনন্দের আস্বাদ পায় যাহা অনির্ব্বচনীয় ও অবর্ণনীয়।

চীন।

চীনের অভিনয়ে দৃশ্যপটের আড়ম্বর নাই কিন্তু সাজসজ্জার চটক আছে। গীত ও নৃত্যবহুল অভিনয় তথায় প্রচলিত। মুখোসের ব্যবহার অভিনয়ে বেশী। প্রাচীনকালে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়া অভিনয় শিক্ষা দিত, কিন্তু চীন-সম্রাট্ খিয়েন লং একদিন অভিনয় দেখিতে গিয়া একজন অভিনেত্রীকে পছন্দ করেন। তিনি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া উপপত্নী রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। উক্ত ঘটনার পর হইতে বালক বা নপুংসকের দ্বারা স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হয়। ভারতবর্ষের যাত্রাধরণে ইহাদের অভিনয়। রাজা রাণী দৌবারিক মন্ত্রী প্রজা সকলেই রঙ্গস্থলে গান গায়। ওয়ান ওয়াং চীন জয় করিলে প্যান্টোমাইন জাতীয় নাটকের অভিনয়ই বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওয়ানটী বড় বড় নাটক রচনা করিলে অভিনয়ে তাহা দেখাইতে সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত হইত। অভিনয় দেখিয়া চীনজাতি তখন এত আনন্দিত হইয়াছিল যে তাহারা নাটককে বলিত চুয়েন খি অর্থাৎ শান্তি ও উন্নতির আনন্দ ভাণ্ডার। সাং বংশের রাজত্ব-কালে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে চুঁয়েন খি নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "হিখির" নাম রাখিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কিন এবং ইউয়েন বংশের রাজত্ব সময়ে নাটকগুলির নাম হইল 'ইউয়েনপিয়া' অর্থাৎ সাহিত্যবিজ্ঞান। সাহিত্যের মর্য্যাদা পাইলেও অভিনয় যেমন ছিল তেমনই রহিল। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চীন-অভিনয় লোককে চঞ্চল করিয়া তোলে।

জাপান।

জাপানে নৃত্য হইতে নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি। জাপানীদের বিশ্বাস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত রোধ করিতে এবং পৃথিবীর বৃত্তিকাগহ্বর কপাট করিতে সাধারণে নৃত্যই যাদুমন্ত্র বিশেষ। হাতা কায়াত নামক জনৈক চীন জাপানে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথায় বসবাস করে। ইনি জাপানী নাটক রচয়িতা ও নাট্যাভিনয়ের প্রবর্ত্তক। কিন্তু দ্বাদশ শতকে জেনজী নাম্নী একজন অভিনেত্রী প্রকৃতপক্ষে জাপানী নাটক ও অভিনয়ের জন্মদাত্রী। ইনি পুরুষের বেশে তরবারি সহ নৃত্য করিতেন। ইহাই তাঁহার অভিনয়ের বিশেষত্ব ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সারুওয়াকার কারজা বুরো এডো সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয় স্থাপন করিয়া নাট্যাভিনয় প্রবর্ত্তন করেন। পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত জাপানীরা অভিনয় দেখিতে নাট্যশালায় যান না। অভিনেতারা তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া অভিনয় দেখাইয়া আসে। স্বদেশের গৌরব-বর্দ্ধক নাটকাভিনয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও যোগদান করিয়া থাকেন। দৃশ্যপট ইহারা বহন করিয়া লইয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ হইয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে অভিনয় বন্ধ হয়। অভিনেতারা সকলেই পুরুষ।

গ্রীস।

ইউরোপে গ্রীসদেশই নাট্যাভিনয়ের আদিতীর্থ। ক্ষেত্র হইতে কৃষিজাত শস্যাদি গৃহভাণ্ডারে রক্ষিত হইলে প্রাচীন গ্রীক ও আথিনিয়ানেরা কোনও দেবদেবীর সম্মুখে অভিনয় করিত। দিওনিসাসের পূজার উৎসবে অথবা সামাজিক ভোজে গ্রামে গ্রামে অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্যগীত বাদ্যে অভিনয় হইত। যে দেব বা দেবীর পূজা হইত তাঁহারই মহিমা বর্ণনা করা অভিনয়ের উদ্দেশ্য ছিল। ডোরিয়া বাসীদের অনুকরণে গানগুলি সমবেত

মিলিত কণ্ঠে গীত হইত। এই গানের নাম ছিল 'কোরাস্'। ডোরিয়া-অধিবাসীরা সৈনিকদের অঙ্গবিক্ষেপের ও গতিবিধির অনুকরণে আঙ্গিক অভিনয় করিত এবং তাহাদের সমরসঙ্গীতের নকল করিয়া সকলে মিলিয়া গান গাইত। বাঁশী বাজাইয়া বা অন্ত কোন বাদ্যসহ ডোরিয়া-বাসীদের অভিনয় চলিত। গ্রীক ও আথিনিয়ানেরা মিলিত কণ্ঠের গীতের অনুকরণে কোরাসের প্রবর্তন করিয়া নাট্যাভিনয় করিত। এই কোরাসের যিনি মূল গায়ক হইতেন তিনি উদ্দিষ্ট দেবদেবীর মহিমাসূচক গাথা আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। যে ভাব লইয়া এই আবৃত্তি হইত—সেই ভাবের ধারায় 'কোরাস' গান হইত। থেস্পিস্ এই অভিনয়ের পরিবর্তন সাধন করিয়া একটী অভিনেতার আবির্ভাব করান। সে অভিনেতাকে বলিত 'হিপোক্রিট্'। হিপোক্রিট কোরাসের মূল গায়কের সহিত দিওনিসাসের নানা গৌরবসূচক আখ্যায়িকার আলোচনা করিত। এস্কাইলাস্ আবার আরও একজন অভিনেতার প্রবর্তন করেন। তাঁহার করুণরসাত্মক নাটকগুলি তিনজনে অঙ্গভঙ্গী হাবভাবসহ কথোপকথন ছলে আবৃত্তি করিতেন। কোরাসের দল গীত গাইয়া অভিনয়ে ভাবের জমাট বাঁধিয়া দিত। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ইউরিপাইডিস্ কোরাস্ অভিনয়ের আমূল পরিবর্তন করেন। তিনি অভিনেতাদের দিয়া নাটকগুলি অভিনয় করাইতেন এবং যখন তাহারা পরিশ্রান্ত হইত তখন কোরাসের দল গান গাইয়া অভিনয় চালাইত।

গ্রীকদের নাট্যাভিনয় মুক্ত-আকাশতলেই হইত এবং রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে দিওনিসাসের বেদী প্রতিষ্ঠিত থাকিত। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট বা মন্দিরাদি কাঠের পরদায়, কিম্বা বস্ত্রের উপর অঙ্কিত করিয়া লইত। [রঙ্গমঞ্চ দ্র°]

গ্রীসে একপ্রকার প্রহসন বা সঙের অভিনয় প্রচলিত ছিল। তাহা গ্রাম্য পর্বাহে বা উৎসবে অনুষ্ঠিত হইত। নির্বাক্ অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গীতে লোকের অনুকরণ করিয়া তাহারা শ্রোতাদের হাসাইত। কখনও কখনও অশ্লীল নৃত্যগীত ভাবভঙ্গীতে গ্রাম্য-লোকেরা মাতিয়া উঠিত। এই সব গ্রাম্য অভিনয়ের নাম ছিল 'কমেডি'। সুপ্রসিদ্ধ ম্যাগ্নেস (Magnes) এই সব কমেডির রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন। [প্রহসন দ্র.] কিন্তু আরিষ্টোফানিস প্রকৃত প্রস্তাবে কমেডি নাটকের স্রষ্টা। তিনি শ্রেণীগত চরিত্রের শ্লেষাভিনয় দেখাইতেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেন যে একেবারে তাহা তাঁহাদের মর্মস্থানে বিঁধিত। দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট্ আলেক্সান্দরের মৃত্যুর পর প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে নাট্যাভিনয়ের সমধিক প্রচলন হয়। বিজয়ী রাজার জয়গাথা দৃশ্যপট সহ অভিনীত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে লোকে অভিনয়বিদ্যার অনুশীলন করিতে শিখিল। গ্রীক্ আলঙ্কারিক আরিষ্টোটল নাট্যসূত্র রচনা করিলেন। নাট্যাভিনয় তাঁহার নির্দ্দেশমত সমগ্র ইউরোপে চলিল।

রোম।

গ্রীসের পরেই রোমে নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের উন্নতি সাধিত হয়। প্রথমে নৃত্য-গীত ভাঁড়ামি প্রভৃতির দ্বারা হাস্যরস উৎপন্ন করাই রোমক অভিনয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মোৎসবে কিম্বা বিবাহ উপলক্ষে অথবা অপর কোন আমোদ-প্রমোদে এইসব নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইত। দক্ষিণ ইটালীর অধিবাসীদের কল্পিত চরিত্র লইয়া হাস্যজনক অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে অভিনেতারা মুখে মুখে স্বরচিত ছড়া, কবিতা ও কথাবার্ত্তার আবৃত্তি করিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহারা নিজেরা গান বাঁধিয়া বিভিন্ন সুরে গাইত। গ্রীক অভিনয়ের প্রভাবেও রোমকজাতি আপনার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। এইসব নাচ-গানে বাঁশী বাজিত। এই অভিনয়ের নাম 'স্যাটুরে' (saturae) ছিল। স্যাটুরের আসল অর্থ রাখালদের ছাগচর্ম। হাস্যোদ্রেক করিত বলিয়াই লোকে এই সব অভিনয়ের এইরূপ নামকরণ করিয়াছিল। পরে ইহার পরিবর্তন ঘটায় এট্রুস্কান (Etruscan) অভিনেতারা। দৃশ্যপটের সাহায্যে তাহারা অভিনয় করিত। লোকে তাহাদিগকে 'লুডিওনেস' নামে ডাকিত এবং দৃশ্যপটকে 'লুডি সেনিসি' (ludi scenici) বলিত। এই নাট্যসম্প্রদায় 'হিষ্ট্রিওনেস' (Istriones) নামে সমগ্র রোমে পরিচিত ছিল। স্যাটুরের অভিনয়ে দর্শকেরা স্বাদ উপভোগ করিত। কোথাও কোথাও মিমি (mimi) প্রহসন নাটকসমাপ্তির পর জুড়িয়া দিত। লিবোরিয়াস প্রভৃতি কমেডি নাটক-রচয়িতা নাট্য সাহিত্যে মিমির স্থান দিয়াছেন। মিমি অভিনয়ে নৃত্যগীত অপেক্ষা অঙ্গভঙ্গীর অভিনয় বেশী। সার্কাসের ক্লাউন (ভাঁড়) কতকটা মিমিজাতীয়। নির্বাক্ অভিনয় অর্থাৎ প্যান্টোমাইমের যোগে মিমি হস্তর ভাঁড়ামির খোলস ত্যাগ করিয়া পৌরাণিক ইতিবৃত্তের প্রধান প্রধান চরিত্র লইয়া অভিনয় দেখাইত।

এণিয়াস, পাকুভিয়াস, এক্কিয়াস, সেনেকা, প্লটাস এবং টেরেন্স প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ রোমক নাট্যকারেরা উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়া অভিনয়বিদ্যার জ্ঞান ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া সমগ্র জাতির মধ্যে তাহা বিকিরণ করিয়া দিয়াছিলেন। বংশীবাদকের সম্মুখে বালক গায়ক দাঁড়াইয়া গাইত এবং অভিনেতা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভাবভঙ্গী-সহ আবৃত্তি করিত। কোরাসের দল রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং মাঝে মাঝে তাদের অভিনয় হইত। অভিনয়ের আদিতে প্রস্তাবনা এবং সমাপ্তিতে উপসংহারের কবিতা আবৃত্তি হইত।

কোনও কোন সময়ে অভিনেতারা মুখোস পরিয়া অভিনয় করিত। যে চরিত্রের ভূমিকা লইয়া অভিনয় হইত—তাহার বয়স বোঝা যাইত পরচুলার বিভিন্নতায়। বিয়োগান্তক অভিনয়ে অভিনেতারা চাপকানের মত আপাদলম্বিত গাত্রাবরণ পরিধান করিত, উহার কিনারাগুলি বেগুণে রংয়ে উজ্জ্বল ছিল। খুব সম্ভ্রান্ত লোকেরাই এইরূপ পোষাক পরিত।

খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশে নাট্যাভিনয় ও রঙ্গালয় কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। খৃষ্টীয় পুরোহিতেরা ভালমন্দ বিচার না করিয়া সকল প্রকার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা অভিনেতাদের মঙ্গলের জন্য কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে রাজী হইতেন না। কিন্তু সর্ব্বহারার দল পথে পথে পর্য্যটন করিয়া অভিনয় দেখাইত এবং পাশ্চাত্যদেশে নাট্যাভিনয় ইহাদের দ্বারাই ক্ষীণ ভাবে সঞ্জীবিত ছিল। কিন্তু চতুর্থ শতকে শেষভাগে ধর্ম্মযাজকেরাই নানাস্থলে খৃষ্টলীলার অভিনয় দেখাইয়া খৃষ্টের পবিত্র জীবন এবং তাঁহার বাণী ও উপদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। গ্রীক ও রোমকাভিনয়ের আদর্শানুযায়ী এই সকল অভিনয় প্রদর্শিত হইত। চতুর্থ শতকে সেণ্ট-গ্রেগরীর নাজীয়াঞ্জেন হইতে গাণ্ডার-শেমের সেণ্ট্ বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ভুক্ত রোট্‌সবিথা (Hrotsvitha) নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী অভিনয়ের জন্য খৃষ্টীয় দশম শতকে একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাবে নবম হইতে দ্বাদশ শতকে নূতন নাট্যতরঙ্গ জর্ম্মণী, ফ্রান্স এবং অবশেষে ইংলণ্ডে গিয়া পৌছায়। খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী, কিম্বা ধর্ম্মযাজকদের যত্নে ও শিক্ষায় ছোট ছোট বালকবালিকারাও অভিনয় করিত। এই সব অভিনয় ক্রমশঃ এত জমিয়া উঠিয়াছিল যে গির্জ্জার ভিতরে দর্শকদের স্থান সংকুলান হইত না। সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য ক্রমশঃ এই সব অভিনয়গুলিকে হাস্যরসের উদ্দীপক করিতে রং তামাসা, প্রহসনমূলক চরিত্র ও তৎকালোচিত নৃত্যের সংযোজনা করিতে হইত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতকে ইউরোপের সর্ব্বত্র নাট্যাভিনয় হইতে থাকে। নানাস্থানে অভিনয় দেখাইবার জন্য পেশাদারী সম্প্রদায় গঠিত হয়। তাহারা নানা দৃশ্যপট সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে বহন করিত। এইজন্য একটী চারি চাকা যুক্ত ও দুইটী ঘর সমন্বিত গাড়ী থাকিত। উক্ত দুইটী ঘরের একটী,উচ্চতল অপরটী। নিম্নতলরূপে ব্যবহৃত হইত। নিম্নতলের ঘরটী তাহাদের প্রেক্ষাগৃহস্বরূপ ছিল। উক্ত ঘরে তাহারা ভূমিকানুযায়ী সাজসজ্জায় ভূষিত হইত এবং উচ্চ কক্ষটী রঙ্গমঞ্চের কাজ করিত। কক্ষটীর চারিদিক্ মুক্ত থাকাতে তাহাদের অভিনয় দর্শকেরা অনায়াসে দেখিতে পাইত। প্রত্যেক রাস্তার রাস্তায় এক একটী দৃশ্য লইয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইত। কোথায় অভিনয় হইবে জানিবার জন্য যখন সকলে ব্যস্ত হইত তখন তাহারা একস্থানে সকল দৃশ্যপট দেখাইত। এই সকল অভিনয়ের প্রারম্ভে একজন প্রস্তাবনা আবৃত্তি করিয়া ঘোষণা করিত কোন বিষয়ের অভিনয় হইবে। ফ্রান্স দেশে আবার মঞ্চ ত্রিতল সমন্বিত ছিল। নিম্নতল তলটী অন্ধকারময় নরকরূপে প্রদর্শিত হইত। এই সব অভিনয়ে হৃদয়দ্রবকারী করুণ রসের সঞ্চার করিবার চেষ্টা থাকিত, আবার লোকদের হাসাইবার জন্য অমার্জ্জিত ভাষায় রঙ্গরসিকতা ও অশ্লীলতাও করা হইত। এই সকল পেশাদারী অভিনেতারা বেশীর ভাগই মূর্খ। তাই সুরুচিসঙ্গতভাবে অভিনয় প্রদর্শিত হইত না। পঞ্চদশ শতকে সমগ্র ইউরোপে একটা রেনেসাঁ বা পুনরুত্থানের যুগ আসিয়াছিল। সর্ব্বত্র অভিনয়েরও একটা উন্নতি দেখা যাইত। সমগ্র ইউরোপে লাটিন ভাষার প্রচলন হওয়ায় নাট্যাভিনয়ও লাটিন ভাষায় হইতে লাগিল। ইটালীতে পুনরুত্থানযুগে কোরাসের আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর থাকিল না। সপ্তদশ শতক পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে কোরাসের দল মাঝে মাঝে গাইত, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কোরাস্ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল। Maffei, Alfriri, Foscolo, Manzoni, Pellico,ও Micolini ইটালীর নাট্য-ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। অভিনয় ভাব ও আবৃত্তির স্ফুরণের কলাকৌশলে পরিণত হইল। কমেডি ও Pastoral নাটকে অভিনয়ের রূপান্তর ঘটিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছায়া ইটালীর গীতাভিনয়ে অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রতিফলিত করিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অপেরার নৃত্যগীতে ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ ও অভিব্যক্তি অভিনয়ে ফুটিয়া উঠিল। Soprano, Contralto, Alto, Falsetto প্রভৃতি Oratoriaতে সুরের উঁচু নীচু পরদায় ভাবের স্ফূর্ত্তি আনিয়াছিল। Santa Maria Maggoireস্থিত oratoryতে এই অভিনব অভিনয় করিত হইয়াছিল, তাই এই অভিনয়ের নাম Oratorio হইয়াছে।

ফ্রান্স।

ইউরোপে রেনেসাঁ বা পুনরভ্যুদয়যুগের পূর্ব্বে ফ্রান্সে নাট্যাভিনয়ের বিশেষ প্রচলন ছিল না, তাই গ্রীক, ইটালী ও স্পেনের মত নাট্যকলার বিশেষ কোন অনুশীলন বা উন্নতি সাধিত হয় নাই। ক্লিওপেট্রা ক্যাপটিভ (Cleopatre Captive) অভিনয়ে নাট্যকার যুদের (Pleiad) অন্যান্য সভ্যদিগকে লইয়া ইহার অভিনয় করেন। রোনসাঁ (Ronsaid) প্রকৃত পক্ষে ফরাসী অভিনয়ের জনক, ইহারই শিষ্য Stephen Jodelle প্রভৃতির সহযোগে Pleid নাট্যদল গঠিত হয়। ইটালীর নাট্যকার Senecaর অনুকরণে রচিত হওয়ায় ইহাতে ভূত প্রেত ও কোরাসের অভিনয় ছিল। নবম চার্লসের রাজত্ব কালে কিয়েডল

(Filleul) ইটালীয় Pastoraleএর ঢঙে অভিনয় প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মযাজকেরা তখন খৃষ্টীয় নাট্যাভিনয়েও Pastoraleএর নৃত্যগীত ও হাবভাব মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। মনক্রেষ্টেঁ (Monchestian) সুদীর্ঘ ও অস্বাভাবিক বক্তৃতায় আড়ম্বর অভিনয়ে সংযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার গার্ণিয়ার (Gaınier) তাঁহার নাটকাবলীতে অভিনয়ে হাবভাবসমন্বিত সুন্দর কথোপকথনের ভঙ্গী দ্বারা ফ্রান্সের নাট্যকলায় একটা নূতন যুগের অবতারণা করেন। Corneilleর পূর্ব্বে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীর ও স্পেনের নাট্যাভিনয় ফরাসীদের আদর্শ ছিল। Corneille প্রকৃত প্রস্তাবে ফরাসী নাট্যাভিনয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। কাহারও অনুকরণ না করিয়া খাঁটী দেশীভাবে তিনি নাটক রচনা করায় অভিনয়ে ফরাসীপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। Racine, Voltaire, Talma, Rachael এবং Molliere প্রভৃতি ফরাসী নাট্যজগতের এক একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং ফরাসী নাট্যকলা ও নাট্যাভিনয়ে ইঁহারাই প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে Theatre Francais বা Comedie Franciase একমাত্র নাট্য রঙ্গশালা ছিল, কিন্তু নেপোলিয়ন-যুগের আবির্ভাবে এক প্যারীতে পঞ্চাশটী নাট্যশালা হইল। উনবিংশ শতকে প্রারম্ভে আইন পাস হইল যে প্যারীতে আটটীর বেশী রঙ্গালয় থাকিতে পারিবে না। Vigny, Musset, Merimee, Ponsard, Augier এবং Scribe প্রভৃতি দ্বারা অভিনয়ের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সঙ্গীতে ভাবের উদ্দীপনা ব্যক্ত করিতে ফরাসী অভিনয় অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। Beethovenএর সঙ্গীতাভিনয় জগতে চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

স্পেন।

স্পেন দেশে প্রাচীনকাল হইতেই নাট্যাভিনয়ের প্রচলন ছিল। নৃত্যগীত হাবভাব সহ অভিনীত হইত। কিন্তু রেনেসাঁর পরে প্রকৃত অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। আর, ডি, কোটো ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে Celestina নাটকে প্রথম রীতিমত রঙ্গাভিনয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জে ডি লা এনজিনা (J D La Encina) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা গ্রাম্য চরিত্র কথোপকথন Eclogues নামে, রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে B D T Naharro ইটালীর অভিনয়ের আদর্শ প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিয়া দেন। ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নাটক ছাড়া অপর বিষয় অভিনয় দেখাইতে দিতেন না। স্পেনে সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্য রাজপথে নাট্যমঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার সহযোগী ছিল লোপ ডি রুয়েডা নামক একজন বৈজ্ঞানিক মিস্ত্রি, ও পুস্তকবিক্রেতা টিমেনেডা (Timeneda) ইঁহারা পর্য্যটনকারী অভিনেতা সম্প্রদায়ের অভিনেতা ও নাট্য রচয়িতা। অস্থায়ী মঞ্চে নাটকের অভিনয় রাজপথে দেখান হইত। অধিকারী তাঁহার থলিতে সাজসরঞ্জামাদি লইয়া বহন করিতেন। নাটকীয় হাবভাবে দুই তিন জন মেষপালক ও মেষপালিকার ভূমিকায় বাচকাভিনয় চলিত। তাহার মাঝে মাঝে সঙ্ ও প্রহসন থাকিত। Lope স্বয়ং নিগ্রোস্ত্রী ও বিস্কেবাসীর অভিনয় এমন সুন্দরভাবে নকল করিয়া অভিনয় করিত যে দর্শকেরা হাসিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিত। কিন্তু এই অভিনয়ে ইটালীয় নাট্যকলার প্রভাব খুব বেশী ছিল। লোপ ডি ভেগা স্পেনদেশে সর্ব্বপ্রধান নাটকরচয়িতা ছিলেন। ইনি অনবরত নাটক রচনা করিয়া স্পেনের জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া অভিনয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সময় অচিন্ত্যপূর্ব্ব ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা সমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ আঙ্গিক হাবভাব, বীরত্বের নির্ঘোষ, জাতীয় গৌরবের স্ফূর্ত্তি, মানব হৃদয়ের আবেগের সফল অভিব্যক্তি, আত্মসম্মানের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি, প্রতিহিংসার গৌরব, প্রতীকের পূজা সংযত হাস্যকৌতুক ও ভাঁড়ামি, অভিনয়ের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। প্রকৃত নাট্যকলার প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি স্পেনে একটী নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকে স্পেনে ফরাসী নাট্যকলার প্রভাব আসিয়া পড়ে। তথাপি আজ পর্য্যন্ত স্পেনীয় অভিনয়ে জাতীয় ভাব বজায় আছে।

জর্ম্মণী।

গ্রাম্য নৃত্যগীতসহ আঙ্গিক অভিনয় প্রকৃত নাট্যাভিনয়ের আদিম অবস্থা। মধ্যযুগে শ্রমভাগে নুরেমবার্গ এবং অন্যান্য সহরের ওস্তাদ নায়কের দলই অভিনয় দেখাইত। রেনেসাঁর পর পণ্ডিতের দল জর্ম্মণ ও লাটিন ভাষায় বাইবেলের আখ্যানমূলক নাট্যাভিনয়ের প্রচলন করিয়াছেন। লুথারের আবির্ভাবে সংস্কার যুগে নুরেমবার্গের পাদুকানির্ম্মাতা (চর্ম্মকার) হানসাচ জনপ্রিয় অভিনয়ের প্রবর্ত্তক। কিন্তু এইসব অভিনয়ের ঘটনা পরম্পরায় ভাবের অভিব্যক্তি ছিল না,— ছিল শুধু বাক্‌চাতুর্য্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালী ও স্পেনের নাট্যকলার অনুকরণে জর্ম্মণ অভিনয় হইত। ইংরাজ অভিনেতার দল দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের অভিনয় দেখাইত। ইহারাও বার্লিন, ড্রেসডেন, কাসেল, ওবলোন প্রভৃতি সহরে ঘুরিয়া বেড়াইত। জর্ম্মণ অভিনেতারা ইহাদের অনুকরণ করিত। ভ্রমণকারী বিদেশী নাট্যসম্প্রদায় হাস্যকৌতুক এবং অঙ্গ চাতুর্য্যের অভিনয়দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিত। মুখোসের সাহায্যে দিনকতক জর্ম্মণীতে অভিনয় চলিতে লাগিল। এই

সব অভিনয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় আকৃষ্ট হইতেন না। জনসাধারণেই প্রকৃতপক্ষে এইসব অভিনয়ের দর্শক। তাহাদের রুচির তৃপ্তি সাধন করা জর্মণ নাট্যসম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ পর্য্যন্ত জর্মণ রঙ্গমঞ্চের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। বিদেশীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণ ছাড়া নিজস্ব কিছু ছিল না। শিক্ষিত সম্প্রদায় যোগদান না করাতে অভিনয় ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল ও রুচি-বিগর্হিত হইতেছিল। জে, বেলথেন দিন কতক প্রকৃত অভিনয়-বিভার প্রচলন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ফ্রেডেরিকা কারোলিনা নুএবর নাম্নী একজন জর্মণ-অভিনেত্রী এই উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত রোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লিপজিগে একটী নাট্যসম্প্রদায়ের মালিক হন। তিনি রঙ্গমঞ্চে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত অভিনয়ের পার্থক্য করিয়াছিলেন এবং অসংযত চরিত্রের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। নুএবরের এই সংস্কারকার্য্যে অধ্যাপক গোট্‌সেড্ সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরাসী বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটকের আদর্শে ভাল ভাল নাটকের অভিনয় করিতে তিনি উক্ত অভিনেত্রীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে অভিনয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়। এই সব অভিনয়ে ফরাসী প্রভাব প্রবল ছিল। প্রবীণ প্রতিভাশালী সাহিত্যিকেরা ক্রমশঃ নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহারা রঙ্গালয়ে অভিনয়ের উপযোগী হইবে কি না তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না। Schlegel, Gellert এবং Holberg অভিনয়ের অভিব্যক্তির উপর নির্ভর করিতেন। এইরূপে লিপ্‌জিগে অভিনয় বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তাহা লিপ্‌জিগের রীতি বলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই স্থান হইতে একফ (Echkof) অভিনয় বিদ্যার যশঃ সৌরভে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে আমোদিত করেন। তাঁহাকে সকল জর্মণীর গ্যারিক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। গ্যারিক অপেক্ষা নিম্নতর অবস্থা হইতে একফ উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মানজনক আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। নাম, যশ, এবং মানমর্য্যাদায় তিনি জর্মণীর সকলের নিকট সমাদৃত হন। জর্মণীর অভিনয়-বিদ্যাকে তিনি জগতের চক্ষে আদর্শরূপে ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকে লেসিং (Lessing) তাঁহার Hamburgische Dramaturgie গ্রন্থে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিনেতাদের অভিনয়-কলাকৌশলের সমালোচনা করিয়া জর্মণীর অভিনয়-নাট্যসূত্রের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি গোট্‌সেড্ প্রদর্শিত ফরাসী নাট্যাভিনয়ের নিয়মাবলীকে খণ্ডন করিয়া গ্রীক্ ও ইংলণ্ডের সেক্সপীয়রের আদর্শের পার্থক্য দেখাইয়া নাট্যকলায় সেক্সপীয়রকে শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন। Echkofএর পরে Schroder জর্মণ রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়রের নাটকাবলী অভিনয় করিয়া সর্ব্বসাধারণের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোটে (Goethe) ও শিলারের (Scheller) নাটকাবলী রঙ্গালয়ের সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্যপটের চাকচিক্যকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল—তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ বাচিক অভিনয়ের প্রবর্ত্তনে। জর্মণীকে জাতীয়ভাবে উদ্দীপিত করিতে শিলার সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভেইমার রঙ্গালয়ের নাম তাঁহার নবভাবের প্রেরণায় চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। আজও জর্মণীর অভিনয়-বিভায় তাই একটা জাতীয় ছাপ দেখা যায়। জাতীয় সংস্কৃতির সহিত অন্যান্য দেশের বহুবিধ কলাকৌশলের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া জগতে জর্মণ নাট্যাভিনয় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

ওলন্দাজ, ডিনেমার, ফিনল্যাণ্ড, এবং নরওয়েবাসীর প্রতিবেশী জাতিসমূহের নাট্যকলায় অনুকরণ করিত। অভিনয়-বিভায় তাঁহাদের নিজস্ব কিছু নাই। জর্মণ, ফরাসী ও ইংলণ্ডের প্রভাবই বেশী। তবে স্টেটাবনিফ ও নরওয়ের ইব্‌সেন ও বার্গাসোঁ নূতন ধরণের নাটক লিখিয়া অভিনয়ে ভাবব্যঞ্জনারই প্রাধান্য দিয়াছেন। আজ সমগ্র জগতে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

রুশিয়া।

রুসে অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্যগীত হইয়া থাকে।—পুতুল নাচের মত 'vertep' প্রদর্শিত হইত। ইহাতেই রুসজাতির অভিনয় তৃষ্ণা মিটিয়া যাইত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দ্রুমারকফ্ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে রুসজাতির সম্মুখে নাট্যাভিনয়ের উচ্চ কলাকৌশল উপস্থিত করেন। আমোদ-প্রমোদে আধুনিক যুগে রুস রঙ্গমঞ্চে সামাজিক রঙ্গরসিকতা, আঙ্গিকাভিনয় ও হাবভাবসহ নৃত্য সর্ব্বজনপ্রিয়।

ইংলণ্ড।

ইংলণ্ডে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মত হাবভাবসহ নৃত্য ও আঙ্গিক অভিনয় প্রচলিত ছিল। রাজপথে পর্য্যটনকারী অভিনেতার দল চলন্ত দ্বিতল বা ত্রিতল কক্ষসমন্বিত রঙ্গমঞ্চ সাজসরঞ্জাম সহ বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া অভিনয় দেখাইত। পরে রোমক ও ফরাসীদিগের প্রভাবে বাইবেলের আখ্যানমূলক নাটকের অভিনয় চলিত হয়। পরে সর্ব্বসাধারণের ভিতর রূপক নাট্য প্রচলিত হইয়াছিল। পাপ পুণ্য প্রভৃতি এক একটী চরিত্রের অভিনয় হইত। এলিজাবেথের রাজত্বকালে অভিনয়-বিভায় বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। সুলেখক নাট্যশিল্পীদের রচনা প্রভাবে অভিনেতারা অভিনয়ের কলাকৌশল দেখাইতে শিখিল। মূক অভিনয় ও মুখোস পরিয়া অভিনয় আদিম যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার সেক্সপীয়র নিজে অভিনয়

করিতেন। স্বয়ং হ্যামলেট্ অভিনয়ে প্রেতাত্মার ভূমিকা লইতেন। ইহাতে কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সেক্সপীয়রের অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু নাট্যকলা-বিশারদেরা জানেন যে, হ্যামলেটের প্রেতাত্মার অভিনয়ই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—কেন না মূকাভিনয়ে ইঙ্গিতের দ্বারা অস্পষ্ট ছায়ায় ভাবের সম্যক্ অভিব্যক্তি করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভাবমাধুর্য্যের ও বিভিন্ন রসের বিকাশ সেক্সপীয়রের অঙ্কিত চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ভূমিকা লইয়া অভিনয় করা সহজ নহে। আধুনিক যুগের মত সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্যপটের এত বাহুল্য ছিল না। আমাদের দেশের যাত্রার মতই ইংলণ্ডে রঙ্গাভিনয় হইত। লোকে দিবালোকেও নাট্যাভিনয় দেখিত। দুইখানি দৃশ্যপট সম্বল ছিল। পরে, সহরের উপকণ্ঠে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে—উন্নত সাজসরঞ্জাম ও দৃশ্যপটের সাহায্যে অভিনয় চলিতে থাকে। রাজনৈতিক কলহে ষোড়শ শতকে কিছুদিন অভিনয় বন্ধ ছিল। ইহার পর অভিনেতার দল দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। একদল লর্ড চেম্বারলেনের এবং অপর দল লর্ড এডমিরালের অধ্যক্ষতায় রহিল। ইঁহারা রঙ্গালয় প্রদর্শনের ক্ষমতা-পত্র পাইলেন। চেম্বারলেনের দল ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কসাইডে গ্লোব থিয়েটার স্থাপন করিলেন। এই দলে এলিজাবেথীয় যুগের দুই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা রহিলেন। একজন জগদ্বিখ্যাত সেক্সপীয়র, অপর বারবেজ্। গ্রীক, ইটালী, ফরাসী ও জর্ম্মণ নাট্যকলার প্রভাব ইংলণ্ডেও আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই সকল প্রণালীকে আয়ত্ত করিয়া ইংরেজ অভিনেতৃসম্প্রদায় চরিত্রে নিজস্ব ভাব ফুটাইয়া তুলিলেন। ইংলণ্ডের অভিনয় তৎকালে সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু এই সব অভিনয়ে অভিনেত্রীর ভূমিকা বালক, কিশোর ও নবযুবকেরা লইত। কদাচিৎ কোন অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিলে তাহাকে মুখোস পরিয়া করিতে হইত। যেন কেহ তাহার পরিচয় না পায়। ফরাসী ও স্পেনীয় অভিনেতারা ইংলণ্ডে অভিনয় করিয়া যাইতেন। কখনও কখনও ফরাসী অভিনেত্রীরাও আসিত। কিন্তু সেক্সপীয়র, বারবেজ, হেমিঙ্গ, এল্লিয়ন, লিউইন, টেলার প্রভৃতি অভিনেতারা যে অভিনয়-কৌশল দেখাইয়াছিলেন তাহাই ইংরেজ অভিনেতাদের আদর্শস্বরূপ ছিল। বিদেশীয় অভিনেতারা তাহাদের সে আদর্শকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। রুচি বাগীশদের যুগে (Puritanism) নানাবিধ বিধি-নিষেধ থাকিলেও অভিনয় একেবারে বন্ধ হয় নাই। গ্রাম্য মেলায় "ড্রলস্" (Drolls) নামক প্রহসনের অভিনয় চলিত। তবে নাট্যকলার কিছু অধোগতি হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে Sir Wliam Davenant রঙ্গাভিনয় পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকে গ্যারিক অভিনয়ের অভিব্যক্তি এত সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, হাবভাবসহ সুন্দর আবৃত্তি ও ভাব ব্যঞ্জনাই অভিনয়ের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আর্ভিং প্রভৃতি উনবিংশ শতকে সে ভাবকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে অপেরা প্রভৃতির যুগ আসিয়া পড়িল। নৃত্যগীতের আদর বেশী হইল। হৃদ্‌কম্পকারী দৃশ্য ও ঘটনার অবসানে—melodrama নাটকের স্থান অধিকার করিল। বর্ত্তমান গদ্যময় নাটকে নীরব গম্ভীর ভাব বা মৃদুহাস্যের অভিনয় চলিল। শেষে বর্ত্তমান যুগে বায়স্কোপে ফিল্ম অভিনয়ে ভাবের অভিব্যক্তিই প্রধান অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে এবং বর্ত্তমানে রঙ্গশালার নাট্যাভিনয়ের আদর চলিয়া যাইতেছে। [বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের পূর্ণ ইতিহাস ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, রঙ্গালয় ও যাত্রা শব্দে এবং বায়স্কোপ শব্দে দ্র°]

অভিনব—(পুং) [অভি-নূ-ভাবে অপ্] আনুকূল্যের নিমিত্ত স্তব। (ত্রি) [অভিমতঃ প্রশস্তঃ নবম্, প্রাদিস°] ২ প্রথমোদ্ভূত, নূতন। (মাঘ ৩ ৩৬) ৩ অনুভবশূন্য।

অভিনবকামেশ্বর—রসৌষধবিশেষ। ইহা সেবনে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় বলশালী হয়। (রসরত্নাকর)

অভিনবকালিদাস—(নব কালিদাস) 'সংক্ষেপশঙ্করজয়'-প্রণেতা মাধবাচার্য্যের উপাধি। ২ অভিনব কালিদাস নামধারী জনৈক সংস্কৃত কবি। ইনি অভিনব ভারতচম্পূ ও ভাগবতচম্পূ নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। ৩ শৃঙ্গারকোষভাষ্যরচয়িতা। ইনি কাশুপ অভিনব কালিদাস নামেও প্রসিদ্ধ।

**অভিনবগুপ্ত, —শৈবদিগের একজন আচার্য্য। ইনি মন্ত্রদ্বারা শিবপূজাপদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন।

অভিনবগুপ্ত২—একজন আলঙ্কারিক। ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থের নাম 'ধ্বন্যালোকলোচন'। ইনি আরও অনেক অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষ ভাগে ও একাদশ শতকের প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত নামেও ইনি পরিচিত।

অভিনবগুপ্ত৩—জনৈক বৌদ্ধ দার্শনিক। খৃষ্টীয় নবম শতকে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, শঙ্করাচার্য্য ইঁহার সহিত বিচার করিয়াছিলেন। ইনি 'তন্ত্রসার' এবং 'তন্ত্রালোক' নামে দুইখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করেন।

অভিনবগুপ্ত৪—জনৈক কাশ্মীরী গ্রন্থকার। ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রের 'অভিনবভারতী' নামক উৎকৃষ্ট টীকা ইঁহার রচিত।

অভিনবচন্দ্রার্ঘবিধি—(পুং) দ্বিতীয়ায় চন্দ্রোদয়ের সময় অনুষ্ঠেয় একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

অভিনবতামরস—(ক্লী) [অভিনবং নূতনং তামরসং পদ্মম্, কর্ম্মধা°] নূতন পদ্ম। ২ বার অক্ষরের বৃত্তিবিশেষ।

অভিনবধর্ম্মভূষণাচার্য্য—একজন গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'ন্যায়দীপিকা'।

অভিনব নৃসিংহ ভারতী আচার্য্য—শঙ্করাচার্য্যের শৃঙ্গেরি মঠের ২৪শ ও ২৮শ মহন্তের নাম। পশ্চিম ঘাটের তুঙ্গভদ্রার নিকট শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মঠ আছে। ইঁহারা সেই স্থানের মঠধারী হইয়া শিষ্যদিগকে শৈব-ধর্ম্মে উপদেশ করিতেন।

অভিনবভট্টবাণ—বীবনারায়ণচরিতকাব্যপ্রণেতা।

অভিনবযৌবন—(ত্রি) নবীনযুবা, নূতন যৌবনশালী (পুরুষ)।

অভিনববৈয়াকরণ—(পুং) নূতন ব্যাকরণাধ্যায়ী, যে নূতন ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

অভিনবশঙ্করাচার্য্য—রুদ্রভাষ্য রচয়িতা।

অভিনবশাকটায়ন—শব্দানুশাসন রচয়িতা জনৈক বৈয়াকরণ।

অভিনবশুক্রাচার্য্য—অভিনব শঙ্করাচার্য্যের নামান্তর।

অভিনবষড়শীতি—সুব্রহ্মণ্য-প্রণীত অশৌচ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। সুব্রহ্মণ্যের পিতার নাম বেঙ্কটেশ। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের পরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। সুব্রহ্মণ্য নিজেই 'ধর্ম্মপ্রদীপিকা' নামক গ্রন্থে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। কৌশিকাদিত্যের 'চন্দ্রিকা', 'মাধবীয়' ও 'ষড়শীতি'র উল্লেখ ইহাতে আছে।

অভিনবীভূত—(ত্রি) যাহা পুনরায় আরম্ভ করা হইয়াছে। ২ পুনঃ সংস্কৃত।

অভিনবোদ্ভিদ্, অভিনবোদ্ভিদ—(পুং) [অভিনবং উদ্ভিনত্তি অভিনব-উদ্-ভিদ্-কিপ্ ক বা] অঙ্কুর। উদ্ভিদের যে অংশ নূতন বাহির হইয়াছে।

অভিনহন—(ক্লী) [অভি নহ-ভাবে ল্যুট্] সমীপে বন্ধন। ২ দৃঢ় বন্ধন। "অভিনহনং প্রমুচ্য" (ছান্দোগ্য° উ° ৬।১৪।২)

অভিনাসিকাবিবর—(অব্য) নাসিকাবিবরের সমীপে, নাকের গর্ত্তের ধারে।

অভিনিধন—(ত্রি) [অভিগতং নিধনং মরণম্, অতিক্রা° তৎ] নাশোন্মুখ, মরণোন্মুখ। (অব্য) [নিধনাবসানয়োরাভিমুখ্যম্, অব্যয়ী°] ২ মরণের আভিমুখ্য, সমাপ্তির আভিমুখ্য কোন কার্য্য। (ক্লী) ৩ মরণকালে পাঠ্য সামবেদবিশেষ, কোন কার্য্যের সমাপ্তিকালে পাঠ্য সাম। (কাত্যা° শ্রৌত° ২৫।১৪।১৫)

অভিনিধান—(ক্লী) [আভিমুখ্যেন নিধানং অভি নি-ধা ভাবে ল্যুট্] অভিমুখ করিয়া রাখা, সম্মুখ করিয়া স্থাপন করা। (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।১।৩১) ২ সুস্রাব্য গুঞ্জন।

অভিনিপীড়িত—(ত্রি) অত্যন্ত দুঃখী, যে অতিশয় পীড়িত হইয়াছে, যে খুব দুঃখ পাইয়াছে।

অভিনিযুক্ত—(ত্রি) অধ্যাসিত, ব্যাপ্ত, আশ্রিত।

অভিনির্জ্জিত (ত্রি) স্বায়ত্তীকৃত, যাহাকে নিজের অধীনে আনা হইয়াছে, যে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

অভিনির্ম্মিত—(ত্রি) খচিত, যাহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

অভিনির্ম্মুক্ত—(পুং) [অভিতঃ সর্ব্বতঃ নির্নিশ্চয়েন নিদ্রাবশাৎ শয়নাদিবশাদ্বা সায়ন্তনকর্ম্মণো নির্ম্মুক্তো বিযুক্তঃ, মধ্যপদলোপী ৫-তৎ] সূর্য্যের উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে ব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তি শয়ন করে। ২ নিদ্রাবশতঃ সায়ন্তন কর্ম্মহীন ব্রহ্মচারী। (মনু ২।২২১) (ত্রি) ৩ সূর্য্যাস্তকালে নিদ্রিত। ৪ পরিত্যক্ত।

অভিনির্যাণ—(ক্লী) [অভি লক্ষীকৃত্য শত্রূন্ নির্নিশ্চয়েন যানং গমনম্, অভি নির যা ল্যুট্] যুদ্ধযাত্রা, শত্রুজয়েচ্ছায় সৈন্যের সহিত গমন।

অভিনির্বৃত্ত—(ত্রি) [অভি নির্ বৃত ক্ত] নিষ্পন্ন, সিদ্ধ।

অভিনির্বৃত্তি—(স্ত্রী) [অভি নির্ বৃত ক্তিন] নিষ্পত্তি।

অভিনিবর্ত্ত—(পুং) [অভি নি বৃত ভাবে ঘঞ্] সম্মুখে নিবৃত্তি। (শতপথব্রা° ১২।৮।২।৩০)

অভিনিবর্ত্তম্—(অব্য) [অভি-নি বৃত ণমুল্] বারংবার নিবৃত্ত হইয়া।

অভিনিবিষ্ট—(ত্রি) [অভি-নি-বিশ-ক্ত, অভি নি বিশ কর্ত্তরি ক্ত] অভিনিবেশযুক্ত। (রামা° ৫।১।২৬) ২ মনোযোগী। ৩ আগ্রহযুক্ত (মাঘ ১৬।৪৭) ৪ চিন্তায় ব্যগ্র, চিন্তায় প্রবিষ্ট। "নিদ্রাক্রোশপমানাদেবমধীরাভিনিবিষ্টতা" (সাহিত্যদ° ৩।১৫৬) ৫ অনন্যগ্র। ৬ অনুপ্রবিষ্ট।

অভিনিবিষ্টতা- (স্ত্রী) অভিনিবেশযুক্ত হইবার ভাব। ২ মনোযোগিতা। ৩ আগ্রহযুক্ততা। ৪ চিন্তার ব্যগ্রতা।

অভিনিবেশ—(পুং) [অভিতো নিবেশ অভি-নি বিশ ঘঞ্] আসক্তি। (কুমার ৫।৭) ২ শাস্ত্রাদিতে প্রবেশ। ৩ নির্বন্ধ। ৪ প্রণিধান। ৫ মনঃসংযোগবিশেষ। ৬ যোগশাস্ত্রমতে মরণে ভয়জনক অজ্ঞানবিশেষ, দেহাদি অনিত্য হইলেও মরণ না ঘটুক এইরূপ মরণনিবারণার্থ আগ্রহবিশেষ।

অভিনিবেশিন্—(ত্রি) [অভিনিবিশতে অভি নি বিশ ণিনি] আসক্তিযুক্ত। ২ আগ্রহবিশিষ্ট। ৩ মনোযোগী। ৪ অনুরাগী। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিনিবেশিনী (সাহিত্যদ° ৩।১৩৪)

অভিনিশ্চিত—(ত্রি) যে সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়াছে।

অভিনিষ্কারিন্—(ত্রি) [অভিতো নিঃশেষেণ করোতি অভি-নিস্ কৃ ণিনি] সম্মুখে নিঃশেষরূপে কার্য্যকারী। (অথর্ব ১০।১।৩১)

অভিনিষ্কৃত—(ত্রি) বিরুদ্ধাচারিত, কৃত বিরুদ্ধাচরণ।

অভিনিষ্ক্রম—(পুং) [অভি-নিস্-ক্রম-ঘঞ্] অভিমুখে গমন। [অভি-নিস্ ক্রম ল্যুট] ২ অভিনিষ্ক্রমণ—অভিগমন।

অভিনিষ্ক্রান্ত—(ত্রি) [অভি-নিস্-ক্রম-কর্ত্তরি ক্ত দীর্ঘশ্চ] নির্গত।

অভিনিষ্টান, অভিনিস্তান—(পুং) [অভি-নিস্ স্তন-ঘঞ্ শব্দসংজ্ঞায়াং বা ষত্বম্] বিসর্জ্জনীয়, বিসর্গ। "নাম চাস্মৈ দধ্যুর্ঘোষবদাদ্যন্তরন্তস্থমভিনিষ্টানান্তম্"। (গৃহ্যসূত্র) ২ বর্ণ, অক্ষর।

অভিনিষ্পতন—(ক্লী) [অভিতো নিষ্পতনম্ অভি-নিস্-পত-ল্যুট্] আভিমুখ্যে নির্গমন। ২ সম্মুখে গমন। ৩ অভিপতন।

অভিনিষ্পত্তি—(স্ত্রী) [অভি সম্যগ্রূপেণ নিষ্পত্তিঃ অভি-নিস্-পদ ক্তিন্] সম্পত্তি, যে রূপে যাহার সিদ্ধি হওয়া উচিত সেইরূপে সিদ্ধি বা নিষ্পত্তি। ২ উৎপত্তি।

অভিনিষ্পন্ন—(ত্রি) [অভি নিস্-পদ-ক্ত] সম্পন্ন, সিদ্ধ।

অভিনিহ্নব—(পুং) অস্বীকার, গোপন।

অভিনীত—(ত্রি) [অভিনীয়তে স্ম অভি-নী-ক্ত] ন্যায্য, যুক্ত। ২ ভূষিত। ৩ অতি সংস্কৃত। ৪ পূজিত। ৫ ক্রোধন, ক্রোধী। ৬ হস্তাদি চেষ্টাদ্বারা যাহার অনুকরণ করা হইয়াছে। ৭ সম্মুখে প্রাপিত। ৮ কৃপালু, দয়ালু। ৯ যাহার অভিনয় হইয়াছে।

অভিনীতি—(স্ত্রী) [অভিনীয়তে অনয়া অভি-নী-ক্তিন্] প্রিয়বাক্যাদিযুক্ত যুক্তি। "সম্পূর্ণং স্ফুটনীতিহেতুকম্" (কিরাত° ১৩৬) ২ সম্মুখে পাওয়ান। ৩ দেহাদিদ্বারা রূপাদির অনুকরণ। ৪ অভিনয়। ৫ মিত্রতা, সভ্যতা, কৃপা। (অব্য) [নীত্যা আভিমুখ্যম্, অব্যয়ী°] ৬ নীতির আভিমুখ্য, নীতিতে উন্মুখ।

অভিনীয়মান—(ত্রি) যে নিকটে লইয়া যায়, যে দ্বারে লইয়া যায়।

অভিনেতব্য—(ত্রি) [অভিনীয়তে অভি নী-তব্য] দেহ চেষ্টাদিদ্বারা অনুকরণীয়, অভিনেয়। ২ সম্মুখে প্রাপণীয়। (ক্লী) [ভাবে তব্য] ৩ অভিনয়ের যোগ্য।

অভিনেতা—(পুং) যে অভিনয় করে, নাটকের পাত্র, অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা যে অভিনয় করে, নট।

অভিনেতৃ—(ত্রি) [অভিনয়তি হস্তাদিচেষ্টয়া পূর্ব্বভূতভাবং ব্যঞ্জয়তি অভি-নী-তৃচ্] অভিনয়ে দেহাদিচেষ্টা দ্বারা পূর্ব্বভূত কোন প্রসিদ্ধ বিষয়ের অনুকরণকর্ত্তা, অভিনয়কারী। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিনেত্রী। অঙ্গভঙ্গ্যাদির দ্বারা অভিনয়-প্রদর্শনকারিণী স্ত্রী, নটী।

অভিনেয়—(ত্রি) [অভিনীয়তে অভি নী কর্ম্মণি যৎ] দেহাদি চেষ্টা দ্বারা অনুকরণ। "দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্" (সাহিত্যদ°) ২ অভিমুখে প্রাপণীয়, সম্মুখে পাওয়াইবার যোগ্য।

অভিন্ন—(ত্রি) [ভিদ্যতে স্ম ভিন্নম্, নঞ্-তৎ] একরূপতাপ্রাপ্ত, পূর্ব্বাপর একরূপে স্থিত। "বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ।" (শকু°) ২ অবিদলিত, যাহাকে মাড়ান নাই। ৩ অবিদারিত, যাহা কেহ ভেদ করে নাই। ৪ যাহা ভাঙ্গে নাই, অপৃথক্। (ঋক্ ৬২৮২) ৫ দৃঢ়। (কাত্যা. শ্রৌ° ২৬.৭৮৪) (পুং) ৬ গণিতশাস্ত্রের মতে পূর্ণাঙ্ক।

অভিন্নতা—(স্ত্রী) অখণ্ডতা, পূর্ণতা, অভিন্নাবস্থা।

অভিন্নপদ—(পুং) এক প্রকার শ্লেষ অলঙ্কার।

অভিন্নপরিকর্ম্মাষ্টক—(ক্লী) পূর্ণাঙ্ক কার্য্য সম্বন্ধীয় আট প্রকার নিয়ম।

অভিন্নপুট—(পুং) [অভিন্নং ভেদরহিতং পুটং যস্য] নব পল্লব। ২ মধুক পুষ্প, মউল ফুল। ৩ পদ্ম। "দূর্ব্বাযবাঙ্কুরপ্লক্ষবগভিন্নপুটোত্তরান" (রঘু ১৭।১২)

অভিন্নাত্মন্—(ত্রি) অভিন্নহৃদয়, অভেদাত্মা।

অভিন্যাস—(পুং) [অভিন্যস্যতে বহিঃক্রিয়তে শরীরাভ্যন্তরস্থ উষ্মা যেন অভি নি-অস্ করণে ঘঞ্] সন্নিপাত জ্বর, মূর্চ্ছাযুক্ত জ্বর। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের বিকারজনিত যে জ্বর তাহা সান্নিপাতিক জ্বর নামে খ্যাত। সান্নিপাতিক জ্বরের অনেক প্রকার ভেদ আছে। অভিন্যাস তাহাদের অন্যতম। ইহা অতীব দুঃসাধ্য, এমন কি অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাধারণতঃ সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষজনিত জ্বরে তিনটী দোষই সমান ভাবে কুপিত হয় না। কিন্তু অভিন্যাসে সকল দোষই সমান ও প্রবল ভাবে কুপিত হয়, তাহার ফলে দেহের উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ মস্তক যাহা সকল ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূমি তাহাই বিশেষ ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে, তাহার ফলে মানুষের কর্ম্ম ও জ্ঞানশক্তি বিলুপ্ত হয়, সেজন্য রোগী নিশ্চেষ্টভাবে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে এবং কিছু দেখিতে পায় না, কাণে শুনিতে পায় না, এমন কি নিজের শরীরের প্রতি তাহার অভিমান বা বাহ্যসংজ্ঞাও বিলুপ্তপ্রায় হয়। কিন্তু প্রবলদোষের বিকারের ফলে বিকৃত প্রাণশক্তির ক্রিয়া চলিতে থাকে। তখন রোগীর বাহ্যজ্ঞান বিরত হইলেও আভ্যন্তরজ্ঞান পরবশ হইয়া দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে সেজন্য রোগীর মস্তক সর্ব্বদা সঞ্চালিত হইতে থাকে, অন্তরের অব্যক্ত যন্ত্রণা কাতর কূজনের দ্বারা প্রকাশ পায় এবং রোগী অজ্ঞাতভাবে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে।

দেহগত ক্ষয়ের পূরণের নিমিত্ত শারীর প্রকৃতি আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণ করে, সেজন্য সুস্থাবস্থায় ক্ষুধা ও পিপাসা হইয়া থাকে। যখন কুপিত দোষের দ্বারা দেহে প্রবল জ্বর উৎপন্ন হয় তখন তাহার পরিপাকশক্তির অভাবে দেহস্থ রসধাতু পরিপাক প্রাপ্ত হয় না এবং সর্ব্বদেহব্যাপী বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হওয়ার ফলে দেহে যে বিকার উৎপন্ন হয় তাহাতে দেহের কোন ধাতুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, এইরূপ অবস্থার নাম 'সাম্যাবস্থা'। এই সাম্যাবস্থার দোষ ও দূষ্য কাহারই পরিপাক না হওয়ার ফলে দেহরক্ষার

নিমিত্ত আহার্য্য পানীয়ের অভাব হয় না, সেজন্য রোগীর ক্ষুধা বা পিপাসার উদয় হয় না। অভিন্যাস জ্বরে রসের বিকৃতি বা সামাবস্থা অত্যন্ত প্রবল ও দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয়। সামাবস্থায় বিকৃত আমরস বিষতুল্য (Toxin) হইয়া থাকে, সেই বিষোপম আমরস কুপিত বায়ুকর্তৃক সর্ব্বদেহে ও মনোভূমিতে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ বিকল হইয়া যায়। এমন কি, অভিন্যাস-জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেহ কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। সুশ্রুত বলেন, এই অভিন্যাস-জ্বরকে "হতৌজাঃ সান্নিপাতিকঃ" বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ওজোধাতুই জীবনীশক্তি। অভিন্যাসে সেই জীবনীশক্তি নাশ প্রাপ্ত হয়।

যেখানে তিনটি দোষই সমানভাবে কুপিত হয়, তথায় প্রথমে কফের প্রতীকার করা উচিত। কিন্তু কফের প্রতীকার করিতে গিয়া অপর দোষদ্বয়ের বৃদ্ধি বা কোপ যাহাতে না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। কফ প্রতীকারের জন্য সর্ব্বপ্রথমে সৌভাগ্যবটী, কস্তুরী-ভৈরব, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র-রস, শ্রীবেতালরস, উদকমঞ্জরী, সন্নিপাতভৈরব বা মৃতসঞ্জীবন রস, ইহাদের মধ্যে কোন একটী ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। পাচনের মধ্যে কারব্যাদি, শৃঙ্গ্যাদি বা মাতুলুঙ্গাদি পাচন অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ এরূপক্ষেত্রে চতুর্দ্দশাঙ্গ বা অষ্টাদশাঙ্গ পাচন প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

কফপ্রধান সন্নিপাত বা অভিন্যাস-জ্বরে, কফ প্রশমনের নিমিত্ত এবং রোগীর সংজ্ঞা সম্পাদনের জন্য অঞ্জন, নস্য, নিষ্ঠীবন বা কবল ধারণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য, যেখানে রোগীকে ডাকিলে বা ডাকাডাকি করিলে সাড়া দেয় সেইখানেই কবল প্রভৃতি প্রয়োগ করা চলিতে পারে, নতুবা অঞ্জন ও নস্য প্রয়োগের দ্বারা রোগীকে তাৎকালিক প্রবুদ্ধ করিয়া কবল প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়। অভিন্যাস-জ্বরে সর্পবিষঘটিত সূচিকাভরণ, অঘোরনৃসিংহরস, কালাগ্নিভৈরব প্রভৃতি তীব্র শক্তিসম্পন্ন ঔষধসকল প্রয়োগের ফলে রোগীর জীবন রক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বিশেষতঃ কলিকাতায় কবিরাজগণের মধ্যে সর্পবিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগ বিশেষ দৃষ্ট হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার অন্যতম কারণ বোধ হয়, অভিন্যাস-গ্রস্ত রোগী সাধারণতঃ ডাক্তারগণের দ্বারাই চিকিৎসিত হইয়া থাকে। এই সকল রোগে কবিরাজী চিকিৎসা কতদূর যে সুফলপ্রদ তাহা যাহারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন বা করাইয়া থাকেন, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন। একমাত্র কারব্যাদি পাচন ও অঘোরনৃসিংহরসের দ্বারা আটটি অভিন্যাস-গ্রস্ত রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। সর্পবিষঘটিত ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা প্রণালীর একটু বিশেষত্ব আছে, তাহা অভিজ্ঞ বৃদ্ধ বৈদ্যগণের নিকট শিক্ষা করা উচিত। [বিষপ্রয়োগ দ্র°] এই অভিন্যাস জ্বরে যে ঔষধ ও পাচন প্রভৃতির নামোল্লেখ করা হইল সে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ মাত্রেই বিবৃত আছে। এবং এ ক্ষেত্রে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, সর্পবিষঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। হাতে ক্ষত থাকিলে এতাদৃশ ঔষধ প্রস্তুত করা বিপজ্জনক, যেহেতু সুস্থদেহে রক্তের সহিত সর্পবিষ সংযোগ যেরূপ মৃত্যুদায়ক, প্রবল সান্নিপাতিক বা অভিন্যাস জ্বরে সেরূপ নহে, অধিক উপকারক।

অভিপঠিত—(ত্রি) কৃত অভিধান, যাহার নাম পঠিত হইয়াছে।

অভিপতন—(ক্লী) আক্রমণ, অবরোধ। ২ আগমন। ৩ নিপাতন, পড়িয়া যাওয়া।

অভিপত্তি—(স্ত্রী) [অভি পদ-ক্তিন] নিষ্পত্তি।

অভিপদ্ম—(ত্রি) পদ্ম অপেক্ষা অধিক সুন্দর অতিশয় নাম রূপ।

অভিপন্ন—(ত্রি) [অভি-পদ-ক্ত] ১ অপরাধযুক্ত। ২ বিপদগ্রস্ত। ৩ আক্রান্ত। ৪ সম্মুখে গত। ৫ অভিভূত, পীড়িত। ৬ পলায়িত।

অভিপরাত—(ত্রি) আবেষ্টিত, অভিভূত, গ্রস্ত।

অভিপিত্ব—(ক্লী) [অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্তঃ। অভি আপ ভাবে ঔণাদিক ত্বন্] অভিপতন। ২ সম্মুখ পতন। ৩ আগমনকাল। (শুক্লযজুঃ ১১।১৬) ৪ অভিমত প্রাপ্তি। (ঋক ৪।১৬।১) ৫ অভিত প্রাপ্তি, সম্মুখে বা সকল দিকে প্রাপ্য। (ঋক ১।৮৩।৬) [কর্ম্মণি ঔণাদিক ত্বন্] ৬ অভিপন্ন। (ঋক ১।১৮৬।১) ৭ অভিগন্তব্য। (ঋক ১।১৮৬।৬) অভিপ্রাপণ (ঋক ৭।১৮।৯) ৮ আসন্নকাল। (ঋক ১।১২৬।৩) অভিপ্রাপ্ত কাল। (ঋক ১।১৮৯।৭) ১০ সন্ধ্যা। ১১ প্রভাত। ১২ যজ্ঞ, যাগ।

নিরুক্তে 'প্রাপিত্বে' এই শব্দের টীকায় দেবরাজযজ্বন লিখিয়াছেন, 'প্রপূর্ব্বাদাপ্নোতের্নিষ্ঠায়াং প্রাপ্তশব্দস্য প্রাপিত্ব-ভাবঃ। যদ্বা, 'ইত্বনাদয়োঽপ্যন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে'—ইতি ইত্বন প্রত্যয়ে বাহুলকাদ্ আপ্নোতেরাকারলোপঃ। পিত্ব শব্দ অ সন্নার্থঃ। প্রকৃষ্টদেশকালয়োঃ প্রাপ্তিঃ প্রপিত্বে ইতি।'

অর্থাৎ, প্র পূর্ব্বক আপ ধাতুর উত্তর প্রথমে ক্ত প্রত্যয় বিধান করিলে প্রাপ্ত এই প্রকার রূপ হইবে, কিন্তু বেদে বর্ণাগম ও বর্ণ-বিপর্য্যয় হওয়ায় 'প্রপিত্ব' এই প্রকার রূপ হইয়াছে। অথবা উণাদি প্রত্যয়ের,—অন্যত্রও ইত্বন্ হইয়া থাকে,—এই সূত্রানুসারে আপ ধাতুর উত্তর বাহুলক বিধিদ্বারা ইত্বন প্রত্যয় ও আকারের লোপ করিলে পিত্ব শব্দ সিদ্ধ হয়। পিত্ব

শব্দের অর্থ আসন্ন। প্রকৃষ্ট রূপ দেশ ও কালের প্রাপ্তিকে প্রপিত্ব কহে।

আভিপিত্ব শব্দও উক্ত প্রণালীতে সিদ্ধ হইতে পারে।

অভিপীড়ন—(ক্লী) অভিচার, যাদুকরণ।

অভিপীত—(ত্রি) জলভুষ্টি, অমূপ, জলসিক্ত।

অভিপুষ্প—(পুং) [অভিতঃ পুষ্পমস্য, বহুব্রী] সকল দিকে পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষ। (রামা° ৬.৯৩.১৮)

অভিপূজিত—(ত্রি) সম্মানিত, আদৃত। ২ প্রশস্ত। ৩ সম্মত।

অভিপূরণ—(ক্লী) [অভ্যাসেন অভিতো বা পূরণম্, প্রাদিস°, অভি পূর-ল্যুট] অভ্যাসহেতু পূরণ, সকল দিকে পূরণ। (কাত্যা° শ্রৌ ২৪ ৩.৩৩)

অভিপূর্ব্ব—(অব্য) একের পর এক, একএক করিয়া। (অথর্ব ১১ ২.২২)

অভিপ্রজ্ঞা—(স্ত্রী) [অভিতঃ সর্ব্বদা প্রজ্ঞা চিন্তনম্, প্রাদিস°, অভি প্র জ্ঞা-অঙ্ টাপ্] সর্ব্বদা চিন্তা করা। (ঐত° উপ° ২.৫)

অভিপ্রণয়ন—(ক্লী) [অভিতঃ প্রণয়নং সংস্কারঃ, অভি-প্র-নী-ল্যুট] বেদবিধানে অগ্ন্যাদির সংস্কার।

অভিপ্রণীত—(ত্রি) [অভিতঃ … প্র-নী-ক্ত] সর্ব্বথা সংস্কৃত, যথাবিধানে সংস্কৃত। (পুং) ২ বেদবিধানে সংস্কৃত অগ্নি। "যথাধ্বরে বহ্নিরভিপ্রণীতঃ" (ভট্টি ১৪)

অভিপ্রতপ্ত—(ত্রি) অতিশয় উষ্ণ। ২ শুষ্ক। ৩ জ্বর অথবা বেদনায় ক্লান্ত।

অভিপ্রতারিন্—(পুং) কাক্ষসেনের অনৈক বংশধর। (ছান্দোগ্যোপ° ৪ ৩৫)

অভিপ্রভঙ্গিন্—(ত্রি) সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ। (ঋক্ ৮ ৪৫ ৩৫)

অভিপ্রমুর্ (স্ত্রী) [অভিপ্রমুহ্যতি আহুতিদানেন অগ্নিং বেষ্টয়তি, অভি-প্র-মুহ-ক্বিপ্] জুহূ, আহুতি দিবার পাত্রবিশেষ (ঋক্ ১০. ১১৫ ২)। (ত্রি) ২ পূর্ণ রূপের দ্বারা আবেষ্টিত। ৩ নাশক, যে নাশ করে।

অভিপ্রবর্ত্তন—(ক্লী) [অভিতঃ প্রবর্ত্তনম্ অভি-প্র-বৃত্-ল্যুট্] সকল দিকে প্রবৃত্তি। ২ সকলদিকে প্রবৃত্তি-সম্পাদন। (সুশ্রুত২.২৭০.১০)

অভিপ্রশ্নিন্—(ত্রি) প্রশ্নেচ্ছু, প্রশ্নাভিলাষুক। (শুক্লযজুঃ৩০.২০)

অভিপ্রহত—(ত্রি) [অভি প্র-হন্-ক্ত] আহত, আঘাত-প্রাপ্ত।

অভিপ্রাণন—(ক্লী) [অভি প্র-অন-ল্যুট্] নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস।

অভিপ্রাতর্—(অব্য) [অতিশয়ং প্রাতঃ] অতিশয় প্রত্যূষ, অতিপ্রভাত। (শতপথব্রা° ১৪.৯.৪.১৮)

অভিপ্রাপ্তি—(স্ত্রী) [আভিমুখ্যেন প্রাপ্তিঃ, প্রাদিস°] অভিমুখে প্রাপ্তি, সম্মুখে প্রাপ্তি। (নিরুক্ত ৩.১৫)

অভিপ্রায—(পুং) [অভিপ্রৈতি অভিগচ্ছতি কার্য্যসিদ্ধিমনেন অভি প্র ইণ-করণে অচ্] ছন্দ। ২ আশয়। (মনু ৭.৫৭) ৩ ভাব, আকূত। [অভিপ্রৈয়ন্তে যোকার্থকাঙ্ক্ষিভিঃ কর্ম্মণি অচ্, প্রলয়কালে অভিপ্রৈতি জগদস্মিন্ আধারে বা অচ্] ৪ বিষ্ণু। [অভিপ্রৈতি কর্ত্তরি-পচাদ্যচ্] (ত্রি) ৫ অভিগামী। (পা ১.৩ ৭২) ৬ অভিবাচ্য।

অভিপ্রী—(ত্রি) [অভিপ্রীণাতি অভি-প্রী-ক্বিপ্]। যে সকল প্রকারে তর্পণ করে, প্রীতিকারক। (ঋক্ ৯.৩১ ৩)

অভিপ্রেত—(ত্রি) [অভিপ্রেয়তেস্ম অভি-প্র-ইণ্-ক্ত] অভিলষিত, বাঞ্ছিত, অভীষ্ট।

অভিপ্রেত্য—(ত্রি) [অভিপ্রেয়তে অভি-প্র-ইণ্-ক্যপ্ তুগাগমঃ] অভিপ্রেতব্য, অভিপ্রায়ণীয়, অভিলষণীয়। (অব্য) [অভি-প্র-ইণ্-ল্যপ্] অভিপ্রায় করিয়া, উদ্দেশ করিয়া।

অভিপ্রেপ্সু—(ত্রি) [অভিপ্রাপ্তুমিচ্ছুঃ, অভি-প্র-আপ্-সন-উ] পাইবার নিমিত্ত ইচ্ছুক। (মনু ৮.২৮১)

অভিপ্রোক্ষণ—(ক্লী) [অভি সর্ব্বতঃ প্রোক্ষণং সংস্কারবিশেষঃ] সকল দিকে জলাদিদ্বারা প্রক্ষেপরূপ বৈধসংস্কার।

অভিপ্লব—(পুং) [অভিপ্লবন্তে স্বর্লোকমভিগচ্ছন্তি অভি-প্লু-গত্যৌ অচ্] প্রাজাপত্য নামক আদিত্যসকল। (শতপথব্রা° ১২ ২ ২ ১০) ২ বর্ষসাধ্য গবাময়ন যজ্ঞের প্রতিমাসীয় চব্বিশ দিনের মধ্যস্থিত চারিটী ছয় দিন, অর্থাৎ চব্বিশকে চারি ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগে ছয় দিন পড়ে, তাহার এক এক অংশের ছয়দিন সময়। ৩ ছয় দিনসাধ্য স্তোমাদি পাঠসাধক গবাময়নাঙ্গ যাগ-বিশেষ। [ভাবে অপ্] ৪ উপপ্লব, উপদ্রব। ৫ সকল দিকে লম্ফন, সকল দিকে সন্তরণ, সকল দিকে গমন। [অভিপ্লবে বিহিতঃ ঠক্ আভিপ্লবিক] ৬ উক্ত ছয় দিনে বিহিত সামাদি।

অভিপ্লুত—(ত্রি) [সম্যক্ প্লুতম্ অভি-প্লু-ক্ত] সকল দিকে ব্যাপ্ত। ২ সকল প্রকারে সিক্ত, জলসেকযুক্ত। ৩ অভিভূত।

অভিবল—(ক্লী) ছদ্মবেশে কোন স্থানে মিলনের ইঙ্গিত। গুপ্ত পরিচ্ছদে কোন জায়গায় দেখা করিবার সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

অভিভঙ্গ—(ত্রি) [অভিতো ভঙ্গো যস্মাৎ, বহুব্রী] ভঙ্গের কারণ। (ঋক্ ২ ১২.২) [অভিতো ভঙ্গো যস্য] ২ ভঙ্গশীল। (পুং) ৩ সকল প্রকারে ভঙ্গ।

অভিভব—(পুং) [অভি-ভূ অপ্] পরাজয়। (রঘু ৪ ২১) ২ তিরস্কার, অনাদর। (গীতা ১ ৪১) ৩ রোগাদিদ্বারা জড়ীভাব, জড় হওয়া। ৪ যোগ। (ত্রি) ৫ শক্তিসম্পন্ন, বলশালী।

অভিভবন্—(ক্লী) [অভি-ভূ ল্যুট্] অভিভব, পরাজয়। ২ রোগাদিদ্বারা জ্ঞানরোধ। (মনু ৬.৬২)

অভিভবনীয়—(ত্রি) পরাজয়ের যোগ্য।

অভিভা—(স্ত্রী) [অভি-ভা-অঙ্] অভিভব, পরাজয়। (ঋক্ ২.৪২ ১) ২ সকল দিকে দীপ্তি।

অভিভার—(পুং) [অভি-ভৃ ঘঞ্ ; অভি অতিশয়িতো ভারো যস্য, বহুব্রী] অতিভারযুক্ত। (শতপথব্রা° ৩.৪.৪.৮)

অভিভাবক—(ত্রি) [অভিভবতি অভি-ভূ-ণ্বুল্] অভিভবকারী, পরাজয়কারী। ২ তিরস্কারকারী। ৩ অভিভাবকারী। ৪ চলিত বাঙ্গালায়—আত্মীয়-স্বজন, তত্ত্বাবধায়ক, মুরুব্বি প্রভৃতিকে অভিভাবক কহে।

অভিভাবন—(ক্লী) বিজয়, পরাজয়, হারাইয়া দেওয়া।

অভিভাবিতৃ—(ত্রি) [অভি-ভূ-তৃচ] যে তিরস্কার করে। ২ যে পরাজয় করে। (স্ত্রী) অভিভাবিত্রী।

অভিভাবিন্—(ত্রি) [অভিভবতি অভি-ভূ-ণিনি] যে তিরস্কার করে। ২ যে পরাজয় করে। "সর্ব্বতেজোভিভাবিনা" (রঘু ১.১৪) (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিভাবিনী।

অভিভাবুক—(ত্রি) [অভি-ভূ উকঞ্] যে তিরস্কার করে। ২ যে পরাজয় করে। ৩ যে জড়বৎ করিয়া দেয়।

অভিভাষণ—(ক্লী) [অভিতো ভাষণম্, প্রাদিস°] আভিমুখ্যে কথন, সম্মুখে বলা। (রামা° ৫ ২৯.৯)

অভিভাষিত—(ত্রি) কথিত, নিবেদিত, কৃত অভিভাষণ।

অভিভাষিন্—(ত্রি) [আভিমুখ্যেন ভাষতে অভি-ভাষ-ণিনি] আভিমুখ্যে কথক, যে সম্মুখ হইয়া বলে। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিভাষিণী। "স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণম্" (রঘু ১৭.৩১)

অভিভাষ্য—(ত্রি) অভিভাষণীয়, কথনীয়। (রামা° ২ ১৪.৭)

অভিভূ—(ত্রি) [অভিভবতি অভি-ভূ-ক্বিপ্] অভিভাবক। ২ পরাজয়কারী। ৩ তিরস্কারক। (ঋক্ ৮ ৭৮.৬)

অভিভূত—(ত্রি) [অভি ভূ-ক্ত] কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, কি করা যায় এই নিশ্চয়বিহীন। ২ পরাভূত। (ভট্টিকাব্য ২.২৭ ৩ ব্যাকুল।

অভিভূতি—(স্ত্রী) [অভি-ভূ-ক্তিন্] পরাভব, পরাজয়। ২ অবজ্ঞা। (ত্রি) [অভিভবতি কর্ত্তরি-ক্তিচ্] ৩ অভিভাবক। ৪ পরাজয়কারী। (কাত্যা° শ্রৌত° ২৫.১৪.১৬ ৫ মানের লাঘব, মানভঙ্গ।

অভিভূত্যোজস্—(ক্লী) উৎকৃষ্ট শক্তি, খুব জোর। (ত্রি) ২ উৎকৃষ্ট শক্তিসম্পন্ন। (ঋক্ ৩.৩৪.৬)

অভিভূয়—(ক্লী) [অভি-ভূ ভাবে ক্যপ্] সকল দিকে হওয়া। ২ সকল প্রকারে হওয়া। (অথর্ব্ব ১৯.৫৭.৩) [অভি-ভূ-ল্যপ্] ৩ তিরস্কার করিয়া।

অভিভূবন—(ত্রি) [অভিভবতি অভি-ভূ-কর্ত্তরি বাহুলকাৎ ক্বনিপ্] অভিভাবক। ২ তিরস্কারক। ৩ পরাজয়কারক। (স্ত্রী) ঙীপ্ অভিভূবরী। (ঋক্ ১০.১২৯.৬)

অভিমণ্ডন—(ক্লী) শৃঙ্গার, যুগলমিলন। ২ প্রতিপাদন, সমর্থন।

অভিমণ্ডিত—(ত্রি) বিভূষিত, অলঙ্কৃত।

অভিমত—(ত্রি) [অভিমন্যতে স্ম, অভি-মন-ক্ত] অভিমানের বিষয়ীভূত, যাহার উদ্দেশে অভিমান করা হইয়াছে। ২ সম্মত। ৩ আদৃত। ৪ অভীষ্ট। (ভট্টিকাব্য ১ম সর্গ) (ক্লী) [ভাবে ক্ত] ৫ অভিমান, মিথ্যাজ্ঞান।

অভিমতি—(স্ত্রী) [অভি-মন্-ক্তিন্] অভিমান। ২ মিথ্যাজ্ঞান। ৩ আদর। ৪ সম্মান। ৫ অভিলাষ।

অভিমনস্—(ত্রি) [অভিমুখং সম্পাদনোন্মুখং মনো যস্য, বহুব্রী কার্য্য করিতে উন্মুখ, কার্য্য করিতে উদ্যত। (রামা° ২ ৭৪ ৩২) ২ তৃপ্ত, তুষ্ট। ৩ উৎকণ্ঠিত।

অভিমন্তব্য—(ত্রি) [অভিমন্যতে অভি-মন কর্ম্মণি তব্য] জ্ঞাতব্য ২ যাহাকে অধিক মান করা যায়।

অভিমন্তু—(স্ত্রী) আঘাত করা, নাশ করা। (শতপথব্রা° ১২ ৫.১.১৬)

অভিমন্তৃ—(ত্রি) [অভি-মন তৃচ্] যে অভিমান করে। (মনু ২ ১৪) ২ যে সম্ভাবন করে।

অভিমন্তোস—(অব্য) [অভি-মন-তোসুন] অভিমানবার বিষয়ানুরাগী করিবার নিমিত্ত, অভিমত করিবার নিমিত্ত।

অভিমন্ত্র—(ক্লী) [অভি-মন্ত্র-চুরা° অচ্] মীমাংসকোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দর্শনাদি সংস্কারবিশেষ।

অভিমন্ত্র্•—ওষধিদ্বারা অশ্বদিগকে স্নান করাইবার মন্ত্র। (মৈত্রায়ণীয় গৃহ্যসূত্রভাষ্য ২৬.৫)

অভিমন্ত্রণ—(ক্লী) [অভি-মন্ত্র চুরা° ল্যুট্] মীমাংসকোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দর্শনাদি সংস্কারবিশেষ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৬ ১.১০ ২ সম্বোধন, আমন্ত্রণ। ৩ অভিশপন।

অভিমন্ত্রিত—(ত্রি) মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত, মন্ত্র দিয়া যাদু করা।

অভিমন্ত্র্য—(ত্রি) [অভি-মন্ত্র চুরা° যৎ] অভিমন্ত্রণীয়, গোপনে পরামর্শনীয়। [অভি-মন্ত্র-ল্যপ্] ২ মন্ত্রণা করিয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া।

অভিমন্থ (অধিমন্থ)—(পুং) [অভি-অধি বা মথতি নেত্রম্ নেত্ররোগবিশেষ। "দৃষ্টেরেবৈতমভিমন্থৈরল্পাপ্রাপনক্রিয়াবতাম্। তাব অভিমন্থাঃ স্যুর্নয়নে তীব্রবেদনাঃ" (মাধবনিদান) [ভাবে ঘঞ্ ২ অতিশয় মন্থন। (অব্য) "[মন্থাভিমুখ্যম্, অব্যয়ী°] ৩ মন্থন দণ্ডের সম্মুখে, মন্থনদণ্ডের সমীপে। যথা,—"অভিমন্থ বর্ত্ততে নবনীতম্।"

অভিমন্যু—(পুং) [অভিগতঃ প্রাপ্তঃ যুদ্ধসময়ে মন্যুঃ ক্রোধো যস্য, বহুব্রী, অথবা অভিলক্ষীকৃত্য অভিযোদ্ধারমিতি শেষঃ মন্যুঃ ক্রোধো যস্য বহুব্রী, অথবা অভি অতিশয়ো মন্যুঃ শোকো যস্মাৎ, ৫-বহুব্রী] ক্রোধবিশিষ্ট। ২ প্রথিতনামা ভারতযোদ্ধা অর্জ্জুনপুত্র। শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়। অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভজাত। ইনি মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের কন্যা উত্তরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভারত-যুদ্ধকালে অভিমন্যু অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দেন। স্বীয় পিতার নিকট হইতে তিনি শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য রণপাণ্ডিত্যই তাঁহাকে বীরের আসন দান করিয়াছিল।

অর্জ্জুনের অনুপস্থিতিতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, প্রভৃতি বীর-বৃন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও গুরুকল্প দ্রোণাচার্য্যের রচিত ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া কৌরব সৈন্যসাগর মথিত করিতে পারিলেন না, তখন অপমানে ও লজ্জায় নত হইয়া যুধিষ্ঠির বালক অভিমন্যুকে ব্যূহ ভেদ করিতে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অভিমন্যু নিশ্চয়ই পিতার নিকট ব্যূহভেদপ্রকরণ শিক্ষা করিয়াছেন।

জয়দ্রথ ব্যূহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন দেখিয়া অভিমন্যু ব্যূহ আক্রমণপূর্ব্বক অবিলম্বে কৌরব পক্ষীয় অনেক রাজন্যকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন, তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সপ্তরথী একত্র মিলিত হইয়া অন্যায় সমরে অভিমন্যুকে নিহত করেন। ঐ সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। তাহার গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম হয়। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়। (মহাভারত)

৩ স্বায়ম্ভুব মনুর মানস পুত্র। বেদে অজন্ম হেতু তেত্রিশ জন অজিত দেবগণের উৎপত্তির কথা আছে। অভিমন্যু তাঁহাদের মধ্যে একজন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩১৭)

৪ বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, চাক্ষুষ মনুর পুত্রের নামও অভিমন্যু। তিনি নবলার গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন। রাধিকার স্বামী আয়ানেরও পূর্ব্বনাম অভিমন্যু।

৫ কাশ্মীরে একজন অভিমন্যু রাজা ছিলেন। অভিমন্যু রাজার সময়ে সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় প্রবল ছিল। মহারাজ অভিমন্যু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ চন্দ্রাচার্য্য ইঁহারই সভায় বিদ্যমান ছিলেন। চান্দ্রব্যাকরণ ইঁহারই রচিত। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধেরা রাজ-সভায় আসিয়া সর্ব্বদাই পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিতেন এবং নীলপুরাণের কুৎসা করিয়া বেড়াইতেন। তজ্জন্য নাগজাতি ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বৌদ্ধকে বিনষ্ট করে। কথিত আছে, শেষে কশ্যপ-বংশের চন্দ্রদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই সকল উপদ্রব নিবারণ করেন। রাজা অভিমন্যু কাশ্মীরে অভিমন্যুপুর নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬ কাশ্মীররাজ ২য় অভিমন্যু ৮৮০ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ক্ষেমগুপ্তের পুত্র। বাল্যকালেই তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

৭ দক্ষিণ কোশলের একজন নৃপতি। ইনি জনমেজয়ের পুত্র বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র এবং রাজা উদ্যোতকেশরীর পিতামহ। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইনি উড়িষ্যারও রাজা ছিলেন। কিন্তু কএকখানি শিলালিপি বিচার করিয়া দেখিলে অভিমন্যু একজন বা দুই জন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন ইহা অবধারণ করা কঠিন।

৮ জনৈক রাষ্ট্রকূটরাজ। ৯ একজন কবি।

অভিমন্যুক—(পুং) কূর্ম্মপুরাণ-মতে চাক্ষুষ মনুর পত্নী নড়লার গর্ভে অভিমন্যুকাদি দশ পুত্র জন্মিয়াছিল। (কূর্ম্মপু°) হরিবংশ ও অগ্নিপুরাণের মতে ইহারই নাম অভিমন্যু।

অভিমন্যুপুর—(ক্লী) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। (রাজতর° ১ ১৭৫)

অভিমন্যুরাজন্—প্রশ্নপ্রকাশ-রচয়িতা।

অভিমন্যুস্বামিন্—(পুং) কাশ্মীরের অন্তর্গত অভিমন্যু প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির ও তাহার অধিদেবতা। (রাজতর° ৬.২৯৯)

অভিমর—(পুং) [আভিমুখ্যেন ম্রিয়ন্তে সৈন্যাঃ যত্র, অভি মৃ-অধিকরণে অপ্] যুদ্ধস্থান, রণক্ষেত্র। [করণে অপ্] ২ ভয়, নিজের সৈন্যপক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা। [অভিম্রিয়তে যস্মাৎ অপাদানে অপ্] ৩ মরণব্যাপার, বধ। ৪ বন্ধন। [অভিমুখীভূয় ম্রিয়তে কর্ত্তরি অচ্] ৫ মরণার্থ প্রস্তুত স্বসৈন্য। ৬ ধনলোভে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা হস্তীর বা ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়।

অভিমর্দ্দ—(পুং) [অভি-মৃদ ভাবে ঘঞ্] চর্ব্ব করা। ২ নিষ্পীড়ন, বিপক্ষ কর্ত্তৃক মর্দ্দন। [অধিকরণে ঘঞ্] ৩ যুদ্ধ। ৪ মদ্য। (ত্রি) [কর্ত্তরি অচ্] ৫ মর্দ্দনকর্ত্তা।

অভিমর্দ্দন—(ক্লী) [অভি-মৃদ ভাবে ল্যুট্] পীড়ন। ২ চূর্ণন।

অভিমর্দ্দিন্—(ত্রি) যে পীড়া দেয়, কষ্টদায়ী। (রামা° ৪.১৭.৪০)

অভিমর্শ, অভিমর্ষ—(পুং) [অভি-মৃশ বা মৃষ ভাবে ঘঞ্] স্পর্শ, ধর্ষণ। "পরাভিমর্শো ন তবাস্তি" (কুমার ৫.৪৩)

অভিমর্শক, অভিমর্ষক—(ত্রি) [অভি-মৃশ-বা-মৃষ ণ্বুল্] যে স্পর্শ করে। ২ যে পরাভব করে। (রামা° ১.৭.১৪)

অভিমর্শন, অভিমর্ষণ—(ক্লী) [অভি-মৃশ-বা-মৃষ-ল্যুট্] স্পর্শ, ছোঁয়া। ২ ধর্ষণ, পরাভব।

অভিমাতি—(ত্রি) [অভিময়তে অভি-মেঙ-কর্ত্তরি ক্তিন্ ন ইৎবম্] ঘাতক। (শুক্লযজুঃ ১২.৫) (পুং) ২ শত্রু। (শুক্লযজুঃ ৯.৩৭) ৩ পাপ্মা, পাপ।

অভিমাতিজিৎ—(ত্রি) শত্রু-জয়কারী, অরিবিজয়ী, যে শত্রু জয় করিয়াছে। (শুক্লযজুঃ ২৭.৩)

অভিমাতিন্—(পুং) [অভি-মেঙ্-ভাবে ক্ত, অভিমাতমনেন অভিমাত-ইন্] শত্রু। (ঋক্ ১.৮৫.৩)

অভিমাতিষাহ্—(ত্রি) [অভিমাতিং শত্রুং সহতে অভিমাতি সহ-ণ্বি বৎবম্] শত্রুজিৎ, যিনি শত্রু জয় করিতে পারেন। (ঋক্ ৬.৭.৩)

অভিমাতিষাহ—(ত্রি) [অভিমাতিং শত্রুং সহতে অভিমাতি সহ-অণ্, উপপদস°] শত্রুজিৎ। (অথর্ব্ব ৫.২০.১১)

অভিমাতিহন্—(পুং) শত্রুসংহারকর্ত্তা, যে অরিকে সংহার করে। (ঋক্ ৩.৫১.৩)

অভিমান—(পুং) [অভি-মন্-ঘঞ্। ১ আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে জ্ঞান। অন্য অপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করা। "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ" (গীতা ১৬.৪) ২ মিথ্যা গর্ব্ব, বলাদি দর্প, অর্থাৎ অকারণ গর্ব্ব করা। ৩ প্রণয়। ৪ হিংসা। ৫ ধনগর্ব্ব, ধন ও ঐশ্বর্য্যাদির নিমিত্ত গর্ব্ব। "সংকল্পযোনেরভিমানভূতম্" (কুমারস° ৩.২৫) ৬ সপ্রণয় ক্রোধ অর্থাৎ যেখানে স্নেহের আদান-প্রদান থাকে, তথায় মনের মিলের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিজন্য ব্যতিক্রমভাবই আদরের অভিমান। যথা।—

'আমি তাই অভিমান করি, আমায় করেছ সংসারী।'

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধার যে সপ্রণয় ক্রোধ, তাহাকেও অভিমান বলা যায়। ৭ স্বরূপ জ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান শব্দের অর্থ—'তদভাববতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানম্' অর্থাৎ তাহার অভাব সত্ত্বেও যে 'তাহা আছে' এইরূপ জ্ঞান। যেমন শুক্তিতে রজতের জ্ঞান, মূর্খে পণ্ডিত বলিয়া বুদ্ধি ইত্যাদি। বৈশেষিকেরা বলেন—অভিমান শব্দে আত্ম-ধর্ম্ম বুঝায়। পাতঞ্জল ও বৈদান্তিকেরা বলেন—অভিমান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। "অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।" (সাংখ্যকা°)

তর্ককৌমুদীর মতে,—অভিমান অর্থে অহঙ্কার। যেমন আমি আলোচনা করিয়াছি, আমার যাহা মত, আমি ইহা করিতে পারি, আমার জন্য এই সমস্ত বিষয়, এখানে আমি ছাড়া অন্য কেহ অধিকার করিতে সমর্থ নহে ইত্যাদি রূপ যে অভিমান তাহা অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া ইহাকে অহঙ্কার বলা যায় এবং এই অহঙ্কারেকেই অবলম্বন করিয়া বুদ্ধি চালিত হয়। অন্তঃকরণ বৃত্তি ভেদে ত্রিবিধ ইহা সাংখ্যাদির মত। বৈদান্তিকেরা ইহা চারি প্রকার বলিয়া স্বীকার করেন—"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে" (শাঙ্করভাষ্য)

আরও শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—যেমন ধনাভিমানী ধনি-গৃহস্থের ধন অপহৃত হইলে বিশেষ দুঃখ হয় না, সেইরূপ রিক্তধন ব্যক্তির ধনাভিমান নাই, কিন্তু ধন-সম্পত্তি অপহরণজন্য তাহার দুঃখ হওয়াই সম্ভব। যাহার কুণ্ডল আছে, তাহার যেমন কুণ্ডলাভিমান দুঃখ সমুপস্থিত হয় না; কিন্তু কুণ্ডলহীন ব্যক্তির কুণ্ডল অপহরণজন্য দুঃখ হইয়াই থাকে।

[অভিতোমানঃ কর্ম্মধা°] ৯ শৃঙ্গার রসের একটী অবস্থা। "বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধোমতঃ। স চ পূর্ব্বরাগমানপ্রবাসাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ। মানঃ কোপঃ স তু দ্বেধা প্রণয়েষ্যাসমুদ্ভবঃ দ্বয়োঃ প্রণয়মানঃ স্যাৎ প্রমোদে সুমহত্যপি" (সা° দ° ৩.১৯৮) [মান দ্র°] ১০ বৈরনির্য্যাতন, শত্রুদমন। "অভিমান ধনস্যগত্বরৈঃ" (ভারবি° ২.১৯) ১১ চাক্ষুষমন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। [চাক্ষুষ দ্র°]

অভিমানিন্—(ত্রি) গর্ব্বযুক্ত, দৃপ্ত, অভিমানবিশিষ্ট। (কথাসরিৎ° ৭.৪৩)

অভিমানী—রৈবত মনুর সময়ে সপ্তর্ষির এক ঋষি। মতান্তরে ইঁহার অপর নাম কৃতি। (পদ্মপু°, সৃষ্টি ৭.১০১)

অভিমানুক—(ত্রি) [অভি-মন-বাহুল° উকঞ্] অভিমানবিশিষ্ট, বাধ করিতে শক্ত। (শতপথব্রা° ২.৬.২.৬)

অভিমায়—(ত্রি) [মায়াম্ অবিদ্যাম্ অভিগতম্, অভিক্রা° তৎ] ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য, অজ্ঞানহেতু কি কর্ত্তব্য এই নিশ্চয়রহিত। ২ অভিভূত।

অভিমিত্র—(পুং) ঊনপঞ্চাশ মরুদ্গণের একতম। (ব্রহ্মাণ্ড পু° ৬৭.১২৩) [মরুদ্ দ্র°]

অভিমিহ্, অভিমেহ্—(ত্রি) [অভিমহ্যতে সিচ্যতে, বেদে ক্যপ্ লোকে ণ্যৎ] যাহার সম্মুখে মলমূত্রাদি ত্যাগ করা যায়।

অভিমীলিত—(ত্রি) অবরুদ্ধ, বদ্ধ, যাহা চক্ষুর দৃষ্টির বহির্ভূত।

অভিমুখ—(ত্রি) [অভিগতং মুখম্, অভিক্রা° তৎ] সম্মুখপ্রাপ্ত। ২ সম্মুখ। [অভিগতং মুখং যস্য, বহুব্রী] ৩ কর্ম্ম করিতে উদ্যত। "প্রাতঃ প্রায়াণাভিমুখায় তস্মৈ" (রঘু ৫.২৯) ৪ উপস্থিত হয়, যে নিকটে যায়। (মনু ২.১৯৭) ৫ যে ইচ্ছা রাখে, অভিলাষী। ৬ প্রবল। (কুমার ২.১৯) ৭ অনুকূল। ৮ সমক্ষ। (ভারবি ৬.৪৬) ৯ আলপনপর। (রামা° ২.১৯.৩৪) ১০ আরব্ধ, কৃতারম্ভ। (বিক্রমোর্ব্বশী ৪.১৩) ১১ অবসন্নতাপ্রাপ্ত। (অব্য) [মুখমভিলক্ষীকৃত্য, অব্যয়ী°] ১২ অভিমুখ, সম্মুখ।

অভিমুখী—(স্ত্রী) বৌদ্ধ মতানুসারে দশ পৃথিবীর মধ্যে এক পৃথিবী।

অভিমুখীকরণ—(ক্লী) [ন অভিমুখঃ অভিমুখঃ ক্রিয়তে অনেন অভিমুখ-চ্বি-কৃ-করণে-ল্যুট্] সম্বোধন। সম্বোধন পদ উচ্চারণ

করিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতা অভিমুখ হয়, এজন্ত অভিমুখীকরণ শব্দ সম্বোধনকে বুঝায়। (পা ২ ৩ ৪৭)

অভিমুখীভাব—(পুং) [অনভিমুখস্ত অভিমুখস্বরূপো ভাবঃ ভবনম্, অভিমুখ চ্বি ভূ ভাবে ঘঞ্] আভিমুখ্য। ২ কার্য্যের অনুকূলতা। ৩ ক্রিয়াতে উত্তম। [অভিমুখ-ভূ-ণিচ্-ভাবে ঘঞ্] অভিমুখ করান।

অভিমূর্চ্ছিত—(ত্রি) বিক্ষিপ্ত। ২ মোহিত। ৩ ব্যগ্র, বিধুর, আকুল, মূঢ়, বিহ্বল, সংক্ষুব্ধ। ৪ প্রান্ত, উন্মত্ত।

অভিমৃষ্ট—(ত্রি) [অভি-মৃশ বা মৃষ-ক্ত] স্পৃষ্ট, যাহাকে স্পর্শ করা হইয়াছে। ২ পরাভূত, পরাজিত, ধর্ষিত। ৩ মিলিত, সংস্পৃষ্ট। [ভাবে ক্ত] ৪ স্পর্শ করা। (ত্রি) [মৃজ ক্ত] ৫ মার্জনাযুক্ত, শুদ্ধ।

অভিমেধক—(ত্রি) [অভি মিধ ণ্বুল্] সর্ব্বপ্রাপ্তিসাধন বাক্য-বিশেষ, যে বাক্য বলিলে সকলই পাওয়া যায়। (স্ত্রী) [টাপ্ অত ইত্বম্] অভিমেধিকা।

অভিমেধিকা—(স্ত্রী) বাণসদৃশ বাক্য, তীরের ন্যায় তীব্র উক্তি। ২ অশ্লীল বচন। ৩ শাপ, অভিশাপ। (শতপথব্রা° ১৩৫২৮)

অভিম্লান—(ত্রি) [অভিতো ম্লানম্, অভি ম্লৈ ক্ত] অতি মলিন। ২ অপ্রসন্ন। ৩ বিশীর্ণ

অভিযাচন—(ক্লী) [অভি যাচ ল্যুট] অভিমুখে প্রার্থনা, সম্মুখ হইয়া প্রার্থনা। (রামা° ২ ৫৫ ৬)

অভিযাচিত—(ত্রি) সম্মুখে প্রার্থিত।

অভিযাতি—(পুং) [আভিমুখ্যেন যাতিঃ যুদ্ধার্থং গতিঃ, অভি-যা বাহুলকাৎ অতি] রিপু, শত্রু। (স্ত্রী) [ভাবে ক্তিন্] ২ যুদ্ধার্থ গমন।

অভিযাতিন্—(পুং) [অভিযাতমনেন অভি-যা ভাবে ক্ত তত ইষ্টাদি° ইনি] শত্রু।

অভিযাতৃ—(পুং) [অভিমুখং যুদ্ধার্থং যাতি অভি যা তৃচ্] শত্রু। রামা° ২ ১ ২১। (ত্রি) ২ অভিমুখগমনকারী।

অভিযান—(ক্লী) [অভি-যা ল্যুট্] ১ যুদ্ধযাত্রা। ২ অভিগমন।

অভিযায়িন্—(ত্রি) [আভিমুখ্যেন যাতি অভি যা ণিনি] অভি-মুখে গমনকারী, যে সম্মুখ হইয়া যায়। (রঘু ১২ ৪৩)

অভিযুক্ত—(ত্রি) [অভিযুজ্যতে স্ম অভি যুজ-ক্ত] ১ অন্ত কর্তৃক রুদ্ধ। ২ তৎপর, আসক্ত। ৩ প্রতিবাদী, যাহার নামে নালিশ করা হয়, আসামী, প্রত্যর্থী। (যাজ্ঞবল্ক্য° ২ ৯) ৪ পরাক্রান্ত। (মাঘ ২.১০১) ৫ অভিযোগী। (গীতা ৯ ২২) ৬ অভিনিবেশিত, একাগ্র। ৭ অপ্রমত্ত, সাবধান। (উত্তররাম ৩ ৩০) ৮ কুশল, নিপুণ। ৯ পণ্ডিত, জ্ঞানবান্। ১০ দূষিত, দোষযুক্ত। ১১ রিপু কর্তৃক অবরুদ্ধ। ১২ আক্রান্ত।

অভিযুধন্, অভিযুজন্—(ত্রি) [অভি যুজ্ ক্বনিপ্, বেদে পৃ° মুধন্] ১ অভিযোক্তা, অভিযোগকারী, যে অভিযোগ করে, নালিশকারক। (ঋক্ ৬.৪৫ ১৫) (পুং) ২ আঘাত, আক্রমণ। ৩ শত্রু, রিপু। লৌকিক ভাষায় অভিযুজন এই প্রকার রূপ হইবে। (স্ত্রী) ঙীপ্। অভিযুজরী।

অভিযুজ্—(ত্রি) [অভিমুখং যুনক্তি অভি-যুজ-ক্বিপ্] যে অভিযোগ করে, যে নালিশ করে। (ঋক্ ৬ ২৫.২) ২ আক্রমণ, যুদ্ধ।

অভিযোক্তব্য—(ত্রি) [অভিযোক্তুং শক্যম অভি-যুজ-তব্য] যাহার নামে নালিশ করা যাইতে পারে। ২ অভিমুখে যোগ-নীয়। ৩ নিষেধ্য, যাহাকে নিষেধ করা উচিত। (মনু ৮ ৫০)

অভিযোক্তৃ—(ত্রি) [অভিমুখং যুনক্তি অভি-যুজ-তৃচ্] অভি-যোগকর্ত্তা, বাদী, যে নালিশ করে, ফরিয়াদী। (মনু ৮ ৫২) ২ যুদ্ধার্থ আক্রমণকর্ত্তা।

অভিযোগ—(পুং) [অভিতো রাজসমীপে যোগঃ যোজনম্, অভি যুজ্ ঘঞ্] ১ অন্ত কর্তৃক অপকার নিবারণ করিবার নিমিত্ত বা ক্ষতিপূরণের জন্য রাজার নিকটে বিজ্ঞাপন, নালিশ। ২ যুদ্ধার্থ আক্রমণ। ৩ শপথ, দিব্য। ৪ উদ্যোগ। ৫ আগ্রহ। ৬ অভিনিবেশ। (রামা ৪ ২৯ ২৫) ৭ অপকার করিবার উদ্দেশে আক্রমণ। (কুমার ৭ ৫০) ৮ দোষারোপ। ৯ পরাভব, পরাজয়। (ভারবি ২ ৪৬) ১০ অধ্যবসায়। ১১ অপরাধ। (যাজ্ঞ° ২ ৯)

অভিযোগিন্—(ত্রি) [অভিতো রাজাদিসমীপে যুনক্তি স্বদুঃখমাবেদয়তি অভি-যুজ-বাহুলকাৎ ঘিণুন্] অভিযোগকর্ত্তা, বাদী, যে নালিশ করে। (যাজ্ঞবল্ক্য° ২ ১১) ২ আক্রমণকর্ত্তা।

অভিযোগ্য—(ত্রি) আক্রমণ করিবার যোগ্য, যাহার অভিযোগ করা যায়।

অভিযোজন—(ক্লী) [অভি-পুনঃপুন যোজনম্] যোজিত পদার্থের দৃঢ়তার নিমিত্ত পুনর্ব্বার যোজন, ভাল করিয়া যোগ দেওয়া। "অভিযোজনং নাম পুনর্যোজনম্" (শতপথব্রা° ৯.৪ ২ ১১)

অভিরক্ষণ—(ক্লী) [অভিতো রক্ষণম] সকল দিক রক্ষা। মন্ত্রাদি দ্বারা সকল দিকে শ্বেতসরিষা প্রভৃতি ছড়াইয়া রাক্ষসাদি হইতে বৈধ কর্ম্মের রক্ষা করা। পূর্ব্বকালে যজ্ঞাদি কার্য্য উপস্থিত হইলে রাক্ষসাদি আসিয়া ঘৃত প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য খাইয়া যাইত এবং যজ্ঞ ভঙ্গ করিত। তজ্জন্ত ঋষিরা মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক শ্বেতসরিষাদি ছড়াইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিতেন। এখনও ডাইন ও ভূত তাড়াইবার সময়ে লোকে শ্বেতসরিষা ছড়াইয়া থাকে। [অভি রক্ষ-অ টাপ্] অভিরক্ষা। মন্ত্রাদিদ্বারা যজ্ঞ প্রভৃতি রক্ষা করা। (ভারবি ১ ১৮)

অভিরক্ষিত—(ত্রি) [অভিতো রক্ষিতম্, প্রাদিস°] সকল দিকে রক্ষিত।

অভিরক্ষিতৃ—(ত্রি) [অভিতো রক্ষতি অভি-রক্ষ-তৃচ্] সকল দিকে রক্ষাকর্ত্তা, সকল প্রকারে রক্ষাকর্ত্তা। (মনু ৭.৩৫)

অভিরঞ্জিত—(ত্রি) রাগরঞ্জযুক্ত, লোহিত, লাল বর্ণ বিশিষ্ট।

অভিরত—(ত্রি) [আভিমুখ্যেন অভিশয়ং রতম্, অভি-রম-ক্ত] আসক্ত। ২ প্রীতিযুক্ত। ৩ নিযুক্ত।

অভিরতি—(স্ত্রী) [অভিতো রতিঃ, প্রাদিস' ; অভি-রম-ক্তিন্] অতিশয় আসক্তি। (রঘু ৯৭)

অভিরমণ—(ক্লী) অনুরাগ, সন্তোষ। ২ অভিলাষানুরূপ মৈথুন।

অভিরম্য—(ত্রি) [অভিরম্যতে অভি-রম যৎ] রমণীয়, মনোরম। (অব্য) [অভি-রম ল্যপ] ২ রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া। [মকারের লোপ এবং তুগাগম হইলে অভিরত্য এই প্রকার রূপও হইতে পারে।]

অভিরাজ্—(ত্রি) [অভিতো রাজতে অভি-রাজ-কিপ্] অধিক দীপ্তিশীল। ২ অধীশ্বর, মুখ্য রাজা।

অভিরাজ—(ত্রি) যে সর্ব্বত্র রাজ্যবিস্তার করিয়া শাসন করে, যাহার আদেশানুসারে সকল রাজ্য শাসিত হয়।

অভিরাদ্ধ—(ত্রি) [অভিতো রাদ্ধম্, অভি-রাধ্-ক্ত] সর্ব্বথা সিদ্ধ, সকল প্রকারে নিষ্পন্ন। ২ সেবিত।

অভিরাম—(পুং) [অভিরম্যতে অনেন অস্মিন্ বা অভি-রম করণে অধিকরণে বা ঘঞ্] সুন্দর। ২ প্রিয়। ৩ মনোজ্ঞ। (রামা ৫.১১.৮) ৪ উড়িষ্যার তেলীদিগের একটী থাক।

অভিরাম গোস্বামী—শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-সহায়কগণের মধ্যে দ্বাদশ অন্তরঙ্গের অন্যতম। অনন্তসংহিতা ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে—বৃন্দাবনের শ্রীদাম শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অভিরাম গোস্বামী।

নাভাজী কৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থের অনুবাদে উল্লিখিত আছে—

"শ্রীমান্ শ্রীদাম শ্রীল অভিরাম কেল।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই বাঁশী বাজাইল॥"

অভিরাম রামদাস নামেও পরিচিত। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেম রাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী॥" (আদি, ১০ম পরি)

পুনশ্চ—"শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে দিল গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥" (চৈ.চ, আদি,১১শ)

এই জন্যই অভিরাম গোস্বামী মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত ও নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত বলিয়া দুই গণেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

লোচনানন্দ ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এবং অন্যান্য কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে অভিরামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অভিরাম-লীলামৃত, পাটপত্তন, অভিরামশাখানির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে অভিরামের লীলাকাহিনী বর্ণিত আছে। কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই অভিরাম স্বীয় পত্নী মালিনীসহ পূর্ব্ব দেহেই গৌরলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ভক্তিরত্নাকর (৪র্থ তরঙ্গ) হইতে জানিতে পারি, খানাকুল কৃষ্ণনগরের পথে একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে বলিতেছেন—

"অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যারে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জন পাষণ্ড॥
নিত্যানন্দ আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যার কৃপা মনোহর॥
ওহে শ্রীনিবাস কিত কহিব তোমারে।
জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্র ঘরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্যগীত বাদ্যে বিশারদ নিরুপম॥
প্রভু নিত্যানন্দ বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥
শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব কত কহিতে না জানি।
ওহে শ্রীনিবাস শ্রীঠাকুর অভিরাম।
কৃষ্ণলীলা কালে এহো প্রসিদ্ধ শ্রীদাম॥"

ইহা হইতে অভিরামের বিপ্রগৃহে জন্ম ও বিপ্রগৃহে বিবাহের কথা জানা যাইতেছে। অভিরাম ও মালিনীর পিতামাতার নাম পাওয়া যায় না। মনে হয় শ্রীপাট খানাকুল অভিরামের জন্মভূমি। অভিরামলীলামৃতকার লিখিয়াছেন গোসাঞী অভিরাম রত্নাকরে স্নান করিতে গেলে নদীজলে তাঁহার কৌপীন ভাসিয়া যায়। তাই গোসাঞীর অভিশাপে ঐ নদীর নাম কাণানদী হইয়াছে।

"রত্নাকর নদী সেই সদা প্রবাহিত।
গোসাঞীর কৌপীন সেই হরে আচম্বিত॥"

গোসাঞী সাপ দিলেন—

"দ্বারকেশ্বর ব'লে নাম কেহ না কহিবে।
কাণা নদী ব'লে তোমা সবাই ডাকিবে॥"

কথিত আছে, অভিরামের প্রণাম কেহ সহ্য করিতে পারিত না। যে বিগ্রহে দেবত্ব নাই, সেই বিগ্রহ ধাতু ও প্রস্তরনির্ম্মিত হইলেও ফাটিয়া যাইত। নিত্যানন্দ প্রভুর ক্রমান্বয়ে সাতটী পুত্র অভিরামের প্রণামে সূতিকাগারেই ইহধাম ত্যাগ করেন। বীরভদ্র এই প্রণাম সহ্য করিয়া জীবিত ছিলেন।

অভিরাম গোস্বামীর হাতে সর্ব্বদা একটী চাবুক থাকিত।

বৈষ্ণবগ্রন্থে এই চাবুক "জয়মঙ্গল" নামে পরিচিত। কাহাকেও কৃপা করিতে হইলে তিনি এই চাবুক মারিয়া শক্তি সঞ্চার করিতেন।

"ঘোড়ার চাবুক নাম জয়মঙ্গল।
তাহা মারি লোকে করে প্রেমায় বিহ্বল॥" (অনুরাগবল্লী)

ভক্তিরত্নাকরে (৪র্থ তরঙ্গ) বর্ণিত হইয়াছে—শ্রীনিবাস আচার্য্য অভিরামগৃহে গমন করিলে তিনি শ্রীনিবাসকে কয় কড়া কড়ি দিয়া স্বপাকে ভোজন করিতে বলেন এবং রন্ধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুইজন অতিথিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীনিবাস অতিথিদের পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিলেন, পরে অভিরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিবাসকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া অভিরাম তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য "জয়মঙ্গল" চাবুক মারেন। তিনবার আঘাতের পর—

"মালিনী কহয়ে ধৈর্য্য ধরহ গোসাঞী।
কৈলে অনুগ্রহ যে তাহার সীমা নাই॥
শ্রীনিবাস বালক নারিব স্থির হৈতে।
প্রেমে মত্ত হৈলে কার্য্য নারিবে সাধিতে॥"

অভিরাম খানাকুলে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন।

'বাড়ীর পূর্ব্বেতে রামকুণ্ড খোদাইতে।
শ্রীমূর্ত্তির ছলে কৃষ্ণ হইলা সাক্ষাতে॥
শ্রীগোপীনাথ নাম পরম মোহন।
অশেষ বিশেষরূপে করেন সেবন॥"

বর্ত্তমান মন্দিরে এখন বলরাম, মদনমোহন, গোপীনাথ, ব্রজবল্লভ, ও শ্রীগোপাল শালগ্রাম শিলার পূজা হয়। এই মন্দিরে একটী নৃত্যাবেশমূর্ত্তি পূজিত হইতেছে, পূজকগণ ইহাকে অভিরামের বিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'নিত্যানন্দবংশ-বিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া শ্রীদামকে আহ্বান করিলে গোবর্দ্ধন হইতে অভিরামদেব বাহির হইয়া আসেন, তাঁহার সাড়ে সাত হাত মূর্ত্তি সঙ্কুচিত করিয়া নিত্যানন্দ সাড়ে চারি হস্তে পরিণত করেন।

খানাকুলের প্রাচীন নবরত্ন-মন্দির ১১৮১ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্দির ১২২৯ সালে নির্ম্মিত। শুনিলাম স্থানীয় মৎস্যজীবী ধীবরেরা স্বজাতির মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক ১২৬৩ সালে নাটমন্দিরটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই বংশধরগণ গত ১৩২০ সালে উহার পুনঃ সংস্কার করাইয়াছেন। সম্মুখের পুষ্করিণী 'অভিরামকুণ্ড' নামে খ্যাত। এই কুণ্ডেই গোপীনাথ-বিগ্রহ বাহির হইয়াছিলেন।

অভিরামের কোন সন্তানাদি ছিল কি না জানা যায় না। বর্ত্তমান সেবাইতগণ বোধ হয় তাঁহার শিষ্য বংশধর। বর্ত্তমানে ইঁহারা ৩৬ ঘরে বিভক্ত। হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার নানাস্থানে অভিরামের শাখাভুক্ত গোস্বামিগণের বাস।

অভিরামদাস,—'গোবিন্দবিজয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা।

অভিরামদাস,—'পাট-পত্তন' বা 'অভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয়' নামক গ্রন্থরচয়িতা। এই গ্রন্থখানি 'পাট-নির্ণয়' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

অভিরাম মিশ্র,—'অশ্বমেধপর্ব্ব' (বাঙ্গলায় জৈমিনি ভারত) রচয়িতা।

অভিরাম দ্বিজ,—শ্রীলক্ষ্মীব্রতপাঁচালি রচয়িতা

অভিরামপাণ্ড্য—পাণ্ড্যবংশীয় একজন রাজা, পূর্ব্ব নাম অতিবীর-রাম পাণ্ড্য এবং ইঁহার পুত্রের নাম রামাভিরাম পাণ্ড্য। ইঁহাদের উৎকীর্ণ দানলিপি গ্রন্থ অক্ষরে লিখিত, কিন্তু ভাষা সংস্কৃত।

অভিরামবিদ্যালঙ্কার—একজন বৈয়াকরণ। ইনি গোয়ীচন্দ্র কৃত সংক্ষিপ্তসারটীকার বৃত্তি রচনা করেন।

অভিরুচি—(স্ত্রী) [অভি অতিশয়া রুচিঃ, প্রাদি স°, অভি-রুচ-ইন] অতিশয় রুচি, অতিশয় দীপ্তি। (গীতা ২।৫০)

অভিরুচির—(ত্রি) অতিশয় মনোরম, খুব মনোজ্ঞ, 'নখুত সুন্দর। (রামা° ৩।৭৯।৫)

অভিরুত—(ত্রি) মুখরিত, যাহা হইতে শব্দ বাহির হয়। ২ কূজিত, সুস্বর, মধুর কূজন।

অভিরুতা—(স্ত্রী) সঙ্গীতের একপ্রকার মূর্চ্ছনা। ২ পক্ষীর কূজন।

অভিরূপ—(ত্রি) [অভিরূপয়তি সর্ব্বং রূপবিশিষ্ট° করোতি অভি চুরা° রূপ-ণিচ্-অচ্] মনে হয়। ২ প্রিয়। ৩ পণ্ডিত। (শত-পথব্রা° ৯।২।৩।৬) (পুং) [অভি উৎকৃষ্ট° রূপং যস্য] ৪ কন্দর্প। ৫ চন্দ্র। ৬ বিষ্ণু। ৭ শিব।

অভিরূপপতি—(পুং) সুন্দর পতি, মনোমত স্বামী।

অভিরোগ—(পুং) জিহ্বায় কৃমি পড়িবার রোগ। যে রোগে জিহ্বায় কীট জন্মে। সাধারণতঃ এই রোগ পশুদেরই দেখা যায়।

অভিরোধ—(পুং) [অভি-রুধ-ঘঞ্] পীড়ন।

অভিলক্ষিত—(ত্রি) চিহ্নিত, সঙ্কেতিত, যাহাতে ইঙ্গিতযোগ্য চিহ্ন আছে।

অভিলক্ষ্য—(ত্রি) [অভিলক্ষ্যতে শরাদিবেধার্থং অভিশরেন দৃশ্যতে অভি-চুরা° লক্ষ ণিচ্ যৎ ণিচ্ লোপঃ] শরব্য, যাহাকে শর প্রভৃতি মারিতে হইবে। ২ উদ্দেশ্য। (অব্য) [লক্ষ্যম্ শরব্যম্ আভিমুখ্যাম্, অব্যয়ী°] ৩ শরব্যের সমীপে, লক্ষ্যের সম্মুখে। [(অব্য) ল্যপ্] ৪ লক্ষ্য করিয়া।

অভিলঙ্ঘন—(ক্লী) [অভি-লঙ্ঘি ভাবে ল্যুট্] উল্লঙ্ঘন।

অভিলষণ—(ক্লী) উৎকণ্ঠা, স্পৃহা, লালসা, ইচ্ছা।

অভিলাষকরোগ—(পুং) বাতব্যাধিবিশেষ। এক প্রকার বাতের অসুখ।

অভিলষিত—(ত্রি) [অভিলষ্যতে স্ম অভি-লষ-কর্ম্মণি ক্ত] ইষ্ট, বাঞ্ছিত। (ক্লী) [ভাবে ক্ত] ২ অভিলাষ, ইচ্ছা।

অভিলষিতব্য—(ত্রি) [অভি-লষ তব্য] অভিলষণীয়, কাম্য।

অভিলষিতার্থচিন্তামণি—(বা মানসোল্লাস) একখানি প্রসিদ্ধ নীতিগ্রন্থ। চালুক্য নৃপতি ভূলোকমল্ল সোমেশ্বরদেব (১১২৭-১১৩৮) এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহা স্থাপত্য, রাজনীতি, ক্রীড়া-কৌতুক প্রভৃতি বিষয়ক এক সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ।

অভিলাপ—(পুং) [অভিলপ্যতে মানসং কথ্যতে অনেন, অভি-লপ-করণে ঘঞ্] ১ শব্দবাক্য। [ভাবে ঘঞ্] ২ কথন। "তদভাবাভিলাপাচ্চ" (শা° সূ°) ৩ আপনার জ্ঞানসূচক বাক্য। যেমন এখানে ঘট নাই ইহা আমি জানি এবং এই ঘট—ইহা আমি জানি ইত্যাদি।

অভিলাব—(পুং) [অভি-লূয়তে অভি লূ ভাবে ঘঞ্] ছেদন।

অভিলাষ—(পুং) [অভি-লষ ঘঞ্] ইচ্ছা। ২ লোভ। ৩ অনুরাগ। সারসুন্দরী প্রভৃতি অমরটীকায় 'অভিলাস' এই প্রকার দন্ত্য সকারান্তও গৃহীত হইয়াছে।

অভিলাষক—(ত্রি) [অভি-লষ-ণ্বুল্] অভিলাষকারী।

অভিলাষিন্—(ত্রি) [অভিলষতি অভি-লষ ণিনি] অভিলাষশীল, অভিলাষকারী। (স্ত্রী) ঙীপ অভিলাষিণী। (রঘু ২৬)

অভিলাষুক—(ত্রি) [অভিলষিতুং শীলমস্য অভিলষতি বা, অভি-লষ-বাহুলকাৎ উকঞ্] অভিলাষযুক্ত। (ভারবি ১১ ১৮)

অভিলিখিত—(ত্রি) পত্রারূঢ়, ন্যস্তাক্ষর, লেখ্যারোপিত, যাহাতে অক্ষর লিখিত হইয়াছে।

অভিলীন—(ত্রি) সংলগ্ন, যাহা মিশিয়াছে। ২ যাহা হৃদয়ে নিহিত হইয়াছে। ৩ যাহা বক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে।

অভিলুপ্ত—(ত্রি) উদ্বিগ্ন। ২ তাড়িত। ৩ যাহাতে আঘাত লাগিয়াছে।

অভিলেখন—(ক্লী) যাহাতে অক্ষর ন্যস্ত হইয়াছে, দত্তাক্ষর শিলাফলকাদি।

অভিবচন—(ক্লী) সত্যবচন, প্রতিজ্ঞা, সত্যশপথ।

অভিবদন—(ক্লী) [অভি অনুকূলং বদনং কথনম্, প্রাদিতৎ°] ১ অনুকূল বাক্য, নিজ বাক্যের পোষক বাক্য। (কুমারস° ৬ ২) (ত্রি) [অভি অনুকূলং বদনং বাক্যং মুখং বা যস্য, বহুব্রী] ২ অনুকূলবাদী। ৩ প্রসন্নমুখ। (অব্য) [বদনস্য মুখস্য অভি-মুখায়, অব্যয়ী°] ৪ মুখের সম্মুখে, মুখের কাছে।

অভিবন্দন—(ক্লী) [অভিতঃ সর্ব্বতঃ আভিমুখ্যেন বা বন্দনম্, প্রাদিতৎ°] সকল দিকে প্রণতি। ২ সম্মুখে প্রণাম। (রামা° ২.৫২ ৩০)

অভিবয়স্—(ত্রি) [অভিমতং বয়ঃ, প্রাদিতৎ°] অভিমত বয়স, বিবাহাদির সময়ে বরের বয়স অধিক বা কম না হইলে তাহার অভিমতবয়স্ বলা যাইতে পারে। (ঋক্ ১০ ১৬০ ১) [অভিমতং সম্মতং বয়ো যস্য, বহুব্রী বা কর্ম্মধা°] ২ প্রকৃষ্ট বয়স্ক।

অভিবর্ত্তিন্—(ত্রি) [অভিতঃ অভিমুখেন বা বর্ত্ততে, অভি বৃত ণিনি] সম্মুখবর্ত্তী, সম্মুখ হইয়া গামী। (রামা° ৬ ৮৮ ৩৫)

অভিবর্ষক—(ত্রি) [অভিতো বর্ষতি অভি বৃষ ণ্বুল, প্রাদি তৎ°] সকল দিকে বর্ষণকারী।

অভিবর্ষণ—(ক্লী) [অভিতো বর্ষণম্, প্রাদিতৎ°] সকল দিকে বর্ষণ। (আশ্বলায়নশ্রৌ° ১২ ৮)

অভিবর্ষিন্—(ত্রি) [অভিতো বর্ষতি, অভি-বৃষ-ণিনি] সকল দিকে বর্ষণকারী। (রামা ১ ২৮ ২২) [(স্ত্রী) ঙীপ অভিবর্ষিণী।]

অভিবহন—(ক্লী) অভিমুখে বহন, নিকট অথবা ধারে বহন। (নিরুক্ত ৪ ১৬)

অভিবাঞ্ছিত—(ত্রি) অভিলষিত, যাহা বাঞ্ছা করিয়াছে।

অভিবাহ—(ত্রি) [আভিমুখ্যেন গাহতে গচ্ছতি, অভি গাহ] ভৃত্য, দাস। [(স্ত্রী) ঙীপ্] অভিবাহী, অভিগামী।

অভিবাত—(অব্য) বায়ুর ধারে, বায়ুর অনুকূলে।

অভিবাদ—(পুং) [অভিমুখো বাদঃ আশীর্ব্বাদরূপং বাক্যং যেন, বহুব্রী, অভি বদ-করণে ঘঞ্] সম্মুখে প্রণাম। (মনু ২ ১২০) [অভিমুখো বাদঃ বাক্যম্, প্রাদিতৎ] ২ পরুষ বাক্য, কঠিন বাক্য।

অভিবাদক—(ত্রি) [অভিবাদয়তি অভি চুরা°-বদ ণ্বুল] সম্মুখে প্রণতিকারী বন্দক।

অভিবাদন—(ক্লী) [অভি পূজায়াং বদনং হ্যামহমভিবাদয়ে ইত্যাদিরূপং কথনম্, প্রাদিতৎ, অভি চুরা° বদ ণিচ ল্যুট্] পূজার্থ কথা। গৌরবসূচক বাক্য। যেমন আমি আপনাকে অভিবাদন করি।

পদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম। পদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণামও মঙ্গল বাক্যের কারণ। "সমেতু পাদগ্রহণমভিবাদনমিত্যপি" (অমর)। বাক্য দ্বারা প্রণাম। যাহার হাতে সমিধ, জল, জলের কলস, ফুল, অন্ন, কুশ, অগ্নি, কমণ্ডলু এবং অন্যবস্তু থাকে তাহাকে অভিবাদন করিতে নাই। কিম্বা যিনি জপ বা যজ্ঞ করিতেছেন, অথবা জলে দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাকেও অভিবাদন করিতে নাই।

মনুসংহিতায় এই অভিবাদন সম্বন্ধে অনেক বিধি নিষেধ দেখা যায়। মনুর আগতপ্রায় এরূপ জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আসিলে যুবক প্রত্যুদ্গমন, শুশ্রূষা ও অভিবাদন করিবে। এরূপ বৃদ্ধকে অভিবাদনাদি করিলে আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত অভিবাদনাদি করিবার পর স্বীয় পরিচয় প্রদান করিবে। অভিবাদন করিলে যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ 'অভিবাদন কি' ইহা না বুঝে, তাহাদিগকে ও স্ত্রীলোকদিগকে কেবল নিজেকে অভি দেখাইয়া 'আমি এই' এইরূপ বলিবে। অভিবাদন কার্য্যে যে নাম প্রযুক্ত হইবে, তাহার অন্তে 'ভো' শব্দ প্রয়োগ করিবে। ঋষিগণ বলিয়া থাকেন নামের শেষে যে ভোশব্দ ব্যবহার করা হয় তাহাও অভিবাদনের প্রতীক। অভিবাদনকালে ব্রাহ্মণ 'দীর্ঘায়ু হও, সৌম্য' ইত্যাদিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিবে। যে বিপ্র অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন জানে না, বিদ্বান ব্যক্তি এরূপ অজ্ঞ বিপ্রকে প্রণাম করিবে না, কারণ সেই ব্রাহ্মণ শূদ্রের তুল্য। অগ্রজাত ও সমানবয়স্ক ব্রাহ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে ক্ষেম ও শূদ্রকে নীরোগ জিজ্ঞাসা করিবে। অধিকন্তে যাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত এরূপ ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও নাম ধরিয়া অভিবাদন করা উচিত নহে। এস্থলে 'আপনি' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। যে পরস্ত্রীর সহিত রক্তের সম্বন্ধ নাই তাহাকে আপনি, সুভগে, ভগিনী প্রভৃতি সম্বোধন দ্বারা অভিনন্দন করিবে। বয়ঃকনিষ্ঠ মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর প্রভৃতি আসিলে তৎক্ষণাৎ 'এই আমি' বলিয়া আসন হইতে উঠিবে। মাসী, মামী, শ্বশ্রূমাতা, পিসিমা প্রভৃতিকে গুরুপত্নীর ন্যায় অভিবাদন করিবে। ভ্রাতৃবধূ বয়োজ্যেষ্ঠা হইলে প্রতি দিবসই পাদবন্দনাদিদ্বারা তাঁহাকে অভিবাদন করিতে পারা যায়। কিন্তু জ্ঞাতিসম্পর্কীয়া পূজনীয়া স্ত্রীলোকগণের পাদবন্দনাদি মাত্র প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে একবার করা উচিত। পিতৃভগিনী (পিসিমা) মাতৃভগিনী (মাসিমা) এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে (দিদি) মাতার ন্যায় অভিবাদন করিবে। কিন্তু নিজের গর্ভধারিণী জননী যে ইঁহাদের অপেক্ষা অধিক পূজ্যা ইহা স্মরণ রাখা উচিত। বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও একগ্রামবাসী বিপ্র দিগকে হিত ব্যক্তির সহিত বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিবে। নৃত্যগীতাদি কলাবিৎ ব্যক্তি পঞ্চ-বৎসরের জ্যেষ্ঠ হইলেও সখার ন্যায় আচরণ করিবে। শ্রোত্রিয়ের সহিত তিন বৎসরের বড় হইলেও বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিবে। সমবয়স্ক সপিণ্ড-জ্ঞাতির সহিত সখ্যসম্বন্ধ করিবে। দশবর্ষ বয়ঃক্রম ব্রাহ্মণকে শতবর্ষ বয়ঃক্রম ক্ষত্রিয়ও পিতার ন্যায় অভিবাদনাদি করিবে। বিত্ত পিতৃব্যাদি জ্ঞাতি বন্ধু, বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রৌত ও স্মার্ত্তসম্মত কর্ম্ম এবং বেদবিদ্যা এই কয়টী ক্রমিকভাবে একটী অপরটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। এই বিত্তাদি পাঁচ প্রকার কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে যাহার যে কারণ থাকিবে তিনি তদনুযায়ী অভিবাদনাদির যোগ্য হইবেন। যেমন—বিত্তবান্ অপেক্ষা পিতৃব্যাদি শ্রেষ্ঠ, এরূপ পিতৃব্যাদি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ অধিক মান্য। উত্তরোত্তর এইরূপে মান্যতা স্থির করিতে হইবে। কিন্তু শূদ্রও যদি দশমী (অতিবৃদ্ধ) অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণও তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিবে। চক্রযুক্ত যানারোহী, নব্বই বৎসরের অধিক বয়ঃক্রমশালী বৃদ্ধ, রোগী, ভারবাহী, স্ত্রীলোক, স্নাতক ও রাজা ইঁহাদিগকে অতি যত্ন সহকারে অভিবাদনাদি করিয়া যাইবার জন্য পথ প্রদান করিবে এবং ইঁহাদের মধ্যে রাজা ও স্নাতক অধিক মান্য এবং রাজা অপেক্ষা স্নাতক অধিক পূজ্য বলিয়া গণ্য করিবে। (মনু ২ ১২০-১৩৯)

বিষ্ণুসংহিতায় অভিবাদন বিষয় এই প্রকার বিধি নিষেধ দেখিতে পাই, যে—রাজা, ঋত্বিক, শ্রোত্রিয়, অধর্ম্মনিবারণকারী উপাধ্যায়, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতিকে আচার্য্যের ন্যায় অভিবাদনাদি করিবে এবং ইঁহাদের সবর্ণা পত্নী, মাতৃস্বসা (মাসিমা), পিতৃস্বসা (পিসিমা) ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং বয়ঃকনিষ্ঠ শ্বশুর, পিতৃব্য, মাতুল ও ঋত্বিক্‌কে দেখিলে কেবল প্রত্যুত্থান দ্বারাই অভিবাদন করিবে। হীনবর্ণা গুরুপত্নী দেখিলে দূর হইতেই অভিবাদন করিবে, পাদস্পর্শাদি করিবে না। গুরুপত্নীর গাত্রসেবা, চক্ষুতে কজ্জলাদি দান, কেশসংযমন (চুল বাঁধা), এবং পদ ধৌত প্রভৃতি করিবে না। (বিষ্ণুসংহিতা ৩২ ১-৬)

এই প্রকার দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অভিবাদনের বহুবিধ বিধি-নিষেধ পাওয়া যায়। গৌতম সংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং বৌধায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও অভিবাদন বিধি দেখা যায়। সাধারণতঃ আমরা দেশাচার যাহা বুঝি তদনুসারে যেখানে যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, সেখানে তদনুরূপ অভিবাদনাদি করা উচিত। যে গুরুপত্নী যুবতি, তাঁহার পাদস্পর্শ করা উচিত নহে। কারণ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যতীত যুবতি স্ত্রীলোকের পাদস্পর্শাদি যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। মনুও এই মত সমর্থন করিয়াছেন— "গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।" (মনু ২ ২১২) অতএব লৌকিক নিয়মানুযায়ী অভিবাদনাদি করা উচিত। [নমস্কার ও প্রণাম দ্র]

অভিবাদিত—(ত্রি) সগৌরবে প্রণত, যাহাকে সম্মানের সহিত প্রণাম করিয়াছে।

অভিবাদ্য—(ত্রি) [অভি পূর্ব্ব বদ-ণিচ্‌ যৎ] অভিবাদনের যোগ্য, যাহাকে প্রণাম করা কর্ত্তব্য। (মনু ২ ২১২)

অভিবাদ্য—(ত্রি) [অভি বদ-সম্বন্ধে কর্ম্মণি ণ্যৎ] সম্যক্ ভজনার যোগ্য।

অভিবাদ্যবৎসা—(স্ত্রী) যে গাভী অপর বৎসকে নিজের বৎস মনে করিয়া দুগ্ধপান করায়। (ঐতরেয়ব্রা° ৭ ২)

অভিবাস—(পুং) আচ্ছাদন বস্ত্র, ঢাকিবার কাপড়।

অভিবাসস্—(অব্য) [বাসস উপরি অব্যয়ী°] পরিহিত বস্ত্রের উপরিভাগ, কাপড়ের উপরে। (শতপথব্রা° ১.৩.১.১৪)

অভিবাহ্য—(ত্রি) [অভি-বহ-কর্ম্মণি ণ্যৎ] সকল দিকে বা সকল প্রকারে বহনীয়। (স্ত্রী) [ভাবে ণ্যৎ] ২ সর্ব্বতো বহন। "হব্যকব্যাভিবাহ্যায়" (মনু ১ ৯৪)

অভিবিখ্যাত—(ত্রি) লোকপ্রসিদ্ধ, যে সকল দেশে পরিচিত।

অভিবিজ্ঞপ্ত—(ত্রি) বিঘোষিত, সূচিত, যাহা সকল স্থানে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অভিবিধি—(পুং) [অভি সমন্তাৎ বিধিঃ ব্যাপনম্, অভি-বি-ধা-কি] ব্যাপ্তি। মর্য্যাদাকেও ব্যাপ্তি কহে,—কিন্তু তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, অবধিভূতকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যাপ্তি তাহার নাম মর্য্যাদা। যেমন, 'নদীং যাবদরণ্যানি'। নদী পর্য্যন্ত বন। এখানে অবধিভূত নদীকে ত্যাগ করিয়া ব্যাপ্তি বুঝাইল। অভিবিধি যথা,—'আষোড়শাদুপনয়েৎ।' ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে উপনয়ন দিতে পারে। এখানে সম্পূর্ণ ষোলবৎসর কালের ব্যাপ্তি বুঝাইতেছে।

অভিবিনীত—(ত্রি) যাহাকে সকলভাবে শাসন করা যায়। ২ সুশীল, সুবোধ। ৩ সাধু, সচ্চরিত্র।

অভিবিমান—(পুং) [অভিতঃ বিশেষেণ মানং দ্বাদশাঙ্গুলরূপ-পরিমাণং যস্য, বহুব্রী] পরমাত্মা, পরব্রহ্ম।

অভিবিশঙ্কিন্—(ত্রি) ভয়ভীত, যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে।

অভিবিশ্রুত—(ত্রি) সুপ্রসিদ্ধ, খুব বিখ্যাত।

অভিবীক্ষিত—(ত্রি) সন্দৃষ্ট, যে সম্পূর্ণভাবে দেখিয়াছে।

অভিবীক্ষ্য—(অব্য) দেখিয়া। ২ বুঝিয়া।

অভিবীর—(পুং) বীর কর্ত্তৃক আবেষ্টিত ব্যক্তি, যাহার সম্মুখভাগে বীর পুরুষ রহিয়াছে। (ঋক্ ১০.১০৩.৫)

অভিবৃত—(ত্রি) ব্যাপৃত, উদ্ধৃত, যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অভিবৃত্ত—(ত্রি) গত, যে চলিয়া গিয়াছে। ২ যাহা মিটিয়াছে। ৩ যে ঘুমাইয়াছে।

অভিবৃত্তি—(স্ত্রী) [অভি-বৃত-ক্তিন্] সর্ব্বথা গমন, অভিগমন।

অভিবৃদ্ধ—(ত্রি) বিস্তারিত। ২ সমৃদ্ধ, যাহা বাড়িয়াছে।

অভিবৃদ্ধি—(স্ত্রী) সমৃদ্ধি। (মনু ৭ ১০৯)

অভিবৃষ্ট—(ত্রি) সিক্ত, যেখানে বর্ষণ হইয়াছে।

অভিবেগ—(পুং) বিচার, তুলনা, মনন।

"অসৎস্থ মে জরিতঃ সাভিবেগো" (ঋক্ ১০.২৭.১)

অভিব্যক্ত—(ত্রি) [অভি-বি-অঞ্জ কর্ম্মণি-ক্ত] ফলোন্মুখীভূত। "তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্" (যাজ্ঞবল্ক্য) ২ অভি-ব্যক্তিযুক্ত, প্রকাশিত। ৩ সাংখ্যাদিমতসিদ্ধ আবির্ভাবযুক্ত।

অভিব্যক্তি—(স্ত্রী) [অভি-বি-অঞ্জ-ক্তিন্] প্রকাশ। ২ সাংখ্যাদিমতসিদ্ধ সূক্ষ্মরূপে স্থিত কারণের কার্য্যরূপে আবির্ভাব, একরূপে স্থিত পদার্থের অন্যরূপে প্রকাশ।

অভিব্যঙ্গ্য—(ত্রি) প্রকাশ্য, যাহা প্রকাশ করিবার যোগ্য।

অভিব্যঞ্জক—(ত্রি) [অভিব্যনক্তি প্রকাশয়তি অভি-বি-অঞ্জ-ণিচ্-ণ্বুল্] প্রকাশক। ২ অলঙ্কারশাস্ত্রমতে, ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা প্রকাশক। এই ব্যঞ্জনা অভিধামূলা ও লক্ষণামূলাভেদে দুই প্রকার। অভিধামূলা ব্যঞ্জনা সংযোগাদিভেদে বহুপ্রকার দৃষ্ট হয়। যেমন 'শঙ্খচক্রো হরিঃ' এখানে শঙ্খচক্র শব্দের যোগে হরি শব্দের অর্থ বিষ্ণুই হইল। আর 'অশঙ্খচক্রো হরিঃ' এখানে শঙ্খচক্র বিয়োগেও হরি শব্দের অর্থ বিষ্ণু হইল। সুতরাং হরি শব্দের অর্থ যে বিষ্ণু হইতেছে তাহার অভিব্যঞ্জক শঙ্খচক্র শব্দ। [ব্যঞ্জনা দ্র°]

অভিব্যাদান—(স্ত্রী) নিয়ন্ত্রিত শব্দ। ২ অভিন্ন শব্দের পুনরায় আবৃত্তি।

অভিব্যাধিন্—(ত্রি) আঘাতকারী, অতি কষ্টদায়ক।

(অথর্ব্ব ১.১৯.১)

অভিব্যাপক—(ত্রি) [অভিতো ব্যাপ্নোতি অভি-বি-আপ-ণ্বুল্] সকল দিকে ব্যাপক। যে সকল অবয়ব ব্যাপিয়া থাকে যেমন আকাশ বৃক্ষাদির সকল অবয়বের ব্যাপক। ব্যাকরণ-শাস্ত্রমতে তিন প্রকার আধারের মধ্যে এক প্রকার। "ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকোঽভিব্যাপকশ্চেত্যাধারস্ত্রিধা" (সি° কৌ°) অর্থাৎ আধার তিন প্রকার, ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক এবং অভি-ব্যাপক। যাহা সকল অবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে এরূপ আধারকে অভিব্যাপক কহে। যেমন,—'ফুলে কোমলতা আছে'—এমন কথা বলিলে, ফুলের সকল অবয়ব ব্যাপিয়া কোমলতা আছে, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। [অধিকরণ ও আধার দ্র°]

অভিব্যাপ্ত—(ত্রি) সম্মিলিত, যাহা মিলিত হইয়াছে। ২ যাহা সকলত্র ব্যাপিয়া আছে।

অভিব্যাপ্তি—(স্ত্রী) [অভি-বি-আপ্ ভাবে ক্তিন] সকল দিকে ব্যাপন, সকল অবয়বে ব্যাপ্তি। (পা ৫ ৪.৫৩)

অভিব্যাপ্য—(ত্রি) [অভিব্যাপ্যতে অভি-বি-আপ-কর্ম্মণি ণ্যৎ] সকল অবয়বে ব্যাপনীয়। [(অব্য) ল্যপ্] ২ সকল অবয়বে ব্যাপিয়া। (সুশ্রুত)

অভিব্যাহার—(পুং) [অভি-সৌম্যঃ ব্যাহার উক্তিঃ, অভি-বি আ-হৃ-ঘঞ্] প্রশস্ত উক্তি, ভাল কথা। ২ উচ্চারণ।

অভিব্যাহারিন্—(ত্রি) উচ্চারণকারী, যে উচ্চারণ করে।

অভিব্যাহৃত—(ত্রি) উচ্চারিত, যাহা উচ্চারণ করা হইয়াছে।

অভিভঙ্গ—(পুং) আক্রমণ, যুদ্ধ, মারামারি কাটাকাটি।

"বাধাং ভিন্নঃ শকাশতোঽভিভঙ্গৈরপাবপঃ" (ঋক্ ১.১০৩.৪)

অভিশংসক—(ত্রি) অভিযোগকারী, যে নালিশ করে। ২ অপমানকারী, যে অপমান করে। ৩ যে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে, যে গালিমন্দ দেয়।

অভিশংসন—(ক্লী) [অভিতঃ শংসনং ক্রোধবচনম্ অভিত আরোপ্যাপবাদো বা, অভি-শন্স-ল্যুট্] অপবাদ। ২ পরুষ বাক্য প্রয়োগ। ৩ আক্রোশ। (মনু ৮.২৬৮)

অভিশঙ্কা—(স্ত্রী) [অভিতঃ শঙ্কা, প্রাদিতৎ°, অভি-শঙ্ক-ভাবে অ টাপ্] সর্ব্বথা শঙ্কা, সকল প্রকারে আশঙ্কা। ২ সংশয়। ৩ ভ্রম। (ত্রি) [অভিতঃ শঙ্কা যস্য বহুব্রী] ৪ সর্ব্বথা শঙ্কাযুক্ত। [অভিশঙ্কতে অভি-শঙ্ক-অচ্] ৫ সর্ব্বথা শঙ্কাকারী, শঙ্কাযুক্ত। (রামা' ৬.৬৬.২৬)

অভিশঙ্কিত—(ত্রি) শঙ্কাযুক্ত, ভয়ভীত।

অভিশপ্ত—(ত্রি) [অভিশপ্যতে স্ম, অভি-শপ কর্ম্মণি ক্ত] অভিশাপগ্রস্ত, যে অভিশাপ পাইয়াছে। ২ অভিযুক্ত, যাহার উপরে অভিযোগ আনা হইয়াছে। ৩ নিন্দিত।

অভিশব্দিত—(ত্রি) [আভিমুখ্যেন শব্দিতম্] সম্মুখে আহূত, সম্মুখে কথিত।

অভিশস্—(ত্রি) [অভি-শন্স-কিপ্] সর্ব্বথা আক্রোশকারী। ২ সর্ব্বথা অপবাদকারী। (ঋক ১০.১৬৪ ৩)

অভিশস্ত—(ত্রি) [অভিশস্যতে স্ম অভি-শন্স-ক্ত] মিথ্যাপবাদিত। [অভি-শস্ বধে-ক্ত] ২ হিংসিত, আক্রান্ত। (ক্লী) [শন্স-শস্ বা ভাবে ক্ত] ৩ আক্রোশ, অপবাদ, হিংসন, অভিশাপ।

অভিশস্তক—(ত্রি) [অভিশস্তে অভিশাপে ভবং কন] দেবতা কিম্বা ব্রাহ্মণাদির অভিশাপজন্য জ্বরাদি। (সুশ্রুত ১.৮৯.১৯)

অভিশস্তি—(স্ত্রী) [অভি-শন্স ক্তিন] অভিশাপ। ২ অপবাদ। ৩ হিংসা। ৪ হিংসার হেতু। [আভিমুখ্যেন শাস্তির্বাচনম] ৫ প্রার্থনা। (অথর্ব্ব ১২.৫ ৬)

অভিশস্তিচাতন—(পুং) অভিশাপ নিবারণ। (ঋক্ ৩.৩.৬)

অভিশস্তিপা—(পুং) যে অভিশাপ অথবা অপবাদ হইতে রক্ষা করে। (ঋক্ ৬.৫২.৩)

অভিশস্ত্য—(ত্রি) [অভিশস্তিম অভিশাপম্ অর্হতি যৎ] অভিশাপার্হ। ২ হিংসার যোগ্য।

অভিশস্তৃ—(পুং) শত্রু, হানিকারী, ক্ষতিকারক।

অভিশাস্ত্র—(স্ত্রী) অনুগ্রহ, কৃপা, দয়া।

"পুত্রেতি মধুরাং বাণীমভিসান্ত্বপুরস্কৃতাম্" (রামা' ৫ ৫৬.৪৪)

অভিশাপ, অভীশাপ—(পুং) [অভি-শপ-ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ] অভিসম্পাত, আক্রোশবাক্য। ২ মিথ্যাপবাদ।

অভিশাপজ্বর—(পুং) অভিশাপ হইতে জাত জ্বর, মন্দমানিজাত জ্বর।

অভিশিরোগ্র—(ত্রি) [শিরসোঽভিমুখম্ অগ্রমস্য, বহুব্রী] ঊর্দ্ধদিকে মূল এবং নিম্নদিকে মাথা ঈদৃশ বৃক্ষাদি।

অভিশীত—(ত্রি) অত্যন্ত শীতল, খুব ঠাণ্ডা।

অভিশীন—(ত্রি) ঘনীভূত, যাহা গাঢ় হইয়াছে।

অভিশোক—(পুং) [অভিলক্ষীকৃত্য কর্ম্মণি শোকঃ, প্রাদিতৎ°] কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কৃতশোক। (অথর্ব ৬.২৫.৩) (ক্লী) [শুচ-ল্যুট্] অভিশোচন, অভিশোক।

অভিশোচ—(ত্রি) চমৎকৃত, প্রদীপ্ত, যাহা চকমক করে।

"অভিশোচানপ্ ত্ব্যোতযমায়কান" (অথর্ব্ব ৪.৩৭ ১০)

অভিশোচযিষ্ণু—(ত্রি) স্বভাবতঃই যে চকমক করে। (অথর্ব্ব ৬.২০ ৩)

অভিশ্রব, অভিশ্রাব—(পুং) [অভি শ্রু অপ্ বেদে ঘঞ্] সর্ব্বথা শ্রবণ, সকল দিকে শ্রবণ।

"ঋতং দিবেত দবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায়" (ঋক ১ ১৮৫ ১০)

অভিশ্রবণ—(ক্লী) কোন বৈদিক মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করা।

অভিশ্লেষণ—(ক্লী) বন্ধন, বেষ্টন, রজ্জু, বন্ধনের বস্ত্রাদি।

অভিশ্বস—(ত্রি) যে উপরে শ্বাস ত্যাগ করে, অন্যের ধারে যে শ্বাস ফেলে। "জঠবাদভিশ্বসো দিবে দিবে সহৃরি" (ঋক্ ১০ ৯২.৮)

অভিশ্বাস—(পুং) উদ্গার, শ্বাসত্যাগ।

অভিশ্বৈত্য—(ত্রি) [অভি অপগতং শ্বৈত্যং স্বভাবস্য শুচিত্বং যস্য, বহুব্রী] শুদ্ধ চরিত্র, যাহার পবিত্র স্বভাব।

অভিষক্ত—(ত্রি) দলিত, পরাজিত, অভিশপ্ত, নিন্দিত।

অভিষঙ্গ—(পুং) [অভিতঃ সঙ্গো মিলনম আসক্তি বা যেন, বহুব্রী, অভি-সঞ্জ-ঘঞ্] শপথ। ২ আক্রোশ। ৩ পরাভব। ৪ আসক্তি। "নববিভ্রমাভিসঙ্গাৎ" (মাঘ ৭ ৬৮) ৫ ব্যসন, দুঃখ। ৬ পূর্ণসংযোগ, সম্পূর্ণ মিলন। ৭ সঙ্গতি, সহযোগ। ৮ আলিঙ্গন, বাহুবেষ্টন। ৯ ভূতাদিতে পাওয়া।

অভিষঙ্গজ্বর—(পুং) ভূতাদির আবেশ হইতে আগন্তুক এক প্রকার জ্বর। এই জ্বর ছয় প্রকার। মাধবনিদানে লিখিত আছে—অভিঘাত এবং অভিচার ও অভিশাপ বশতঃ যে আগন্তুক জ্বর হয় তাহাকে 'অভিষঙ্গজ্বর' কহে। আরও সুশ্রুতে লিখিত আছে—কাম, ক্রোধ, শোক ও ভয়দ্বারা অভিশক্ত এবং ভূতাভিষঙ্গদ্বারা যে জ্বর হয় তাহাকে অভিষঙ্গজ্বর কহে।

অভিষঙ্গা—(স্ত্রী) কোন বৈদিক বাক্য।

অভিষব—(পুং) [অভি-সু-অপ্] যজ্ঞের স্নান। ২ নিষ্পীড়ন। ৩ সন্ধান। ৪ বাকড় প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে মদ্য প্রস্তুত হয়, যব, তণ্ডুল, গুড়, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে যাহা ভিজাইলে ফুটিয়া মদ হয়, মদ্য প্রস্তুতের কার্য্যবিশেষ। ৫ সোমলতার রসপান,

সোমলতা ছেঁচা। ৬ স্নান। [সূয়তে স্নায়তে অস্মিন্ অধিকরণে অপ্] ৭ যজ্ঞ।

বৈদিক সময়ে ঋষিরা শকটে করিয়া সোমলতা আনিতেন। তাহার পর সেই লতা প্রস্তরের উপরে রাখিয়া অন্য প্রস্তরদ্বারা ছেঁচিতেন। উত্তমরূপে ছেঁচা হইলে ভেড়ার চর্ম্মের মশকের ভিতর তাহা পুরিয়া টিপিয়া রস বাহির করা হইত। মশকে চর্ম্মের লোমের দিক ভিতরে থাকিত। পরে সেই রস পুনর্ব্বার চর্ম্মের আধারে ছাঁকিয়া লইলে পরিষ্কার হইত। ঋষিরা সোমরস কুম্ভের ভিতর রাখিয়া তাহাতে যব, চিনি প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করিতেন। তাহাতে অম্লকষায়িত হইয়া মদ্য প্রস্তুত হইত। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭.৬.২৮)

অভিষবণ—(ক্লী) [অভি-সু-ল্যুট্] যজ্ঞাঙ্গস্নান। ২ নিষ্পীড়ন। ৩ মদ্য প্রস্তুতের ক্রিয়াবিশেষ। ৪ সোমলতার রস পান।

অভিষবণী—(স্ত্রী) সোম নিষ্পীড়নের যন্ত্র। (অথর্ব্ব ৯.৬.১)

অভিষবণীয়—(ত্রি) সোম নিষ্পীড়ন যোগ্য যন্ত্র, যে যন্ত্র দ্বারা সোমলতা হইতে রস বাহির করা যায়।

অভিষহ্য—(ত্রি) [অভি-সহ-যৎ] সহিতে শক্য, যাহা সহ্য করিতে পারা যায়। ২ বলপূর্ব্বক, জোর করিয়া।

অভিষাচ্—(ত্রি) [অভি-সচ্ স্বার্থে ণিচ্-ক্বিপ্] সম্মুখ হইয়া বন্ধন করিতে সমর্থ। ২ অভিভাবুক। (ঋক্ ৬.৬৩৯)

অভিষাবক—(পুং) যে সোমলতা নিষ্পীড়ন করে।

অভিষাবকীয়—(ত্রি) অভিষাবকসম্বন্ধীয়, সোম নিষ্পীড়নকারীয়।

অভিষাহ, অভীষাহ্—(ত্রি) [অভি-সহ-ণি স্বার্থে-ণিচ্-ক্বিপ্ বা] শত্রুদমনকারী। ২ সহনকারী।

অভিষিক্ত—(ত্রি) [অভিষিচ্যতে স্ম অভি-সিচ্-ক্ত] বিধিপূর্ব্বক স্থাপিত, প্রতিমাপ্রতিষ্ঠাকালে, রাজার রাজ্যভার পাইবার সময়ে ও শুভকার্য্যে তীর্থজলাদিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক স্থাপিত। ২ স্নাত।

অভিষিষেণয়িষু—(ত্রি) সৈন্য সহ আগমন করিতে ইচ্ছুক।

অভিষুক—(পুং) কাবুল রাজ্যে জাত পেস্তা গাছ। (সুশ্রুত)

অভিষুত—(ত্রি) [অভিষূয়তে স্ম, অভি-সু-ক্ত] নিষ্পীড়িত। ২ কৃতাভিষব সোমাদি। ৩ যে সোম দ্বারা যজ্ঞ করা হইয়াছে। (ক্লী) ৪ কাঞ্জিক, কাঁজি, আমানি।

অভিষুবিক্রান্ত—(পুং) মাধবী সুরা।

অভিষেক—(পুং) [অভিষেচনং অভি-সিচ-ভাবে ঘঞ্] যথাবিধানে শান্তির নিমিত্ত সেচন। (শতপথব্রা° ৫.৩.৫.৬) অধিকারপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্নান। মন্ত্রাদি দ্বারা মস্তকে জলসেকপূর্ব্বক মার্জ্জন। কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষে শান্তিস্নান। যেমন বিজয়া দশমীর দিন শান্তিজল গ্রহণ। পুরশ্চরণের অন্তর্গত মন্ত্রদ্বারা মস্তকে জলপ্রক্ষেপরূপ তৃতীয় কার্য্য। দীক্ষাগ্রহণের সময় দশ প্রকার সংস্কারের মধ্যে পঞ্চম সংস্কার। যথা গৌতমীয়ে,—

"জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনং তথা।
অথাভিষেক বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ।"

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন, মন্ত্রের এই দশ প্রকার সংস্কার।

মন্ত্রাভিষেকের প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—স্বর্ণ কিম্বা তাম্রাদি পাত্রের উপরে প্রথমে স্বরব্যঞ্জনভেদে মাতৃকাগুলি কুঙ্কুমাদি দ্বারা লিখিবে। পরে তাহার উপরে তালপত্রাদি রাখিয়া তাহাতে কুঙ্কুমাদি দ্বারা সারি সারি করিয়া মন্ত্র লিখিবে। শেষে,—অমুকবর্ণমভিষিঞ্চামি নমঃ—এই মন্ত্র একবার কিম্বা তিনবার অথবা আটবার উচ্চারণ করিয়া কুঙ্কুমলিখিত মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে অশ্বত্থ পল্লবদ্বারা অভিষেক করিবে।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা করিতে হইলে মধু দিয়া অভিষেক করিতে হয়। বিষ্ণুমন্ত্রে কর্পূরযুক্ত জল প্রশস্ত। শিবমন্ত্রে ঘৃত কিম্বা দুগ্ধ দেওয়া চাই।

শিবলিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠা এবং দোলযাত্রাদি উৎসবেও অভিষেকের পদ্ধতি আছে। কিন্তু সকল ক্রিয়ার অভিষেকের দ্রব্য সমান নহে।

দোলযাত্রায় অভিষেক দ্রব্য এইগুলি,—শীতল জল, গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, কুশের জল, শঙ্খের জল, চন্দনের জল, কুঙ্কুমের জল, ফুলের জল, ফলের জল, চন্দন ও আমলকী একত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপন এবং সুগন্ধি জল। এই সকল দ্রব্যদ্বারা আট বার স্নান করাইবে। তাহার মধ্যে দ্বিতীয় বার স্নানের সময়ে অভিষেক দ্রব্যের সঙ্গে দুগ্ধ মিশাইবে। পঞ্চমবারে ঘৃত এবং অষ্টম বারের সময়ে তাহাতে মধু সংযোগ করা আবশ্যক। শেষে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে গন্ধোদক, তীর্থজল, গঙ্গাজল, বল্মীক-জল, সর্ব্বৌষধি জল, সহস্রধারা জল, ঘটের জল এই সকল দ্রব্য দিয়া অভিষেক করিবে।

দুর্গাপূজার অভিষেকে এই সকল দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয়,—আমলকী বাটার সঙ্গে হরিদ্রামিশ্রিত প্রলেপন, শুদ্ধ জল, শঙ্খের জল, গঙ্গাজল, গন্ধোদক, পঞ্চগব্য, কুশের জল, পঞ্চামৃত, শিশিরের জল, মধু, ফুলের জল, ইক্ষুরস, সাগরের জল, সর্ব্বৌষধি-মহৌষধি-জল, পঞ্চকষায় জল, অষ্টমৃত্তিকা, ফলের জল, উষ্ণজল, সহস্রধারা জল, বৃষ্টি-মন্দাকিনী-সরস্বতী-সাগর-পদ্মরেণুমিশ্রিত-নির্ঝর সর্ব্বতীর্থ-শুদ্ধজল এই আট প্রকার জলপূর্ণ অষ্ট কলসী। এই আট প্রকার কলসীর জলে স্নান করাইবার সময়ে আট প্রকার বাদ্য বাজাইবার ও রাগালাপ করিবার বিধি আছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবীপুরাণ এবং কালিকাপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্য ও রাগরাগিণীর নাম দেখা যায়।

বৃহন্নন্দিকেশ্বরের মতে এই সকল রাগরাগিণীতে গান করা চাই—১ মালসী, ২ দেবকীরী, ৩ বারাড়ী, ৪ দেশাল, ৫ বাহুলী, ৬ ভৈরবী, ৭ গুর্জরী, ও ৮ বসন্ত। দেবীপুরাণের মতে—১ বারাড়ী, ২ মালবগৌড়, ৩ মালব, ৪ দেশাল, ৫ মালসী, ৬ ভৈরবী, ৭ বসন্ত, ও ৮ কোড়া। কালিকাপুরাণমতে,—১ মালব, ২ ললিতা, ৩ বিভাষা, ৪ ভৈরবী ৫ কোড়া, ৬ বরাড়ী, ৭ বসন্ত, ও ৮ ধানসী।

বাদ্যের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর মতে,—১ মঙ্গলোৎসব, ২ ভুবনবিজয়, ৩ বিজয়, ৪ রাজ্যাভিষেক, ৫ মধুরী, ৬ করতাল, ৭ বংশী, ৮ পঞ্চশব্দ। দেবীপুরাণ মতে,—১ ইন্দ্রবিজয়, ২ মঙ্গলবিজয়, ৩ দেবোৎসব, ৪ ঘনতাল, ৫ মধুকর, ৬ ঢক্কা, ৭ শঙ্খ, ৮ মৃদঙ্গ। কালিকাপুরাণমতে,—১ বিজয়, ২ দুন্দুভি, ৩ বংশী, ৪ ইন্দ্রাভিষেক, ৫ শঙ্খ, ৬ পঞ্চশব্দ, ৭ বিজয়।

রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত এই কএকটি দ্রব্য কথিত হইয়াছে,— মৃগচর্মাস্তীর্ণ অলঙ্কৃত স্বর্ণভদ্রাসন, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থানের জল, সমস্ত পুণ্যনদীর জল, পূর্ব্বমুখী নদীর জল, পশ্চিমমুখী নদীর জল, তির্য্যঙ্মুখ নদীর জল, সকল দ্রব্যের জল, ক্ষীরিবৃক্ষপ্রবালপদ্ম নীলপদ্ম প্রভৃতি মিশ্রিত কাঞ্চন কুম্ভপূর্ণ জল, রুচক, রোচনা, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধি, পুণ্যতীর্থমৃত্তিকা, পুণ্যতীর্থজল, মঙ্গলদ্রব্য, মণিদণ্ডযুক্ত শ্বেতচামরব্যজন, মাল্যভূষিত, শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেতবৃষ, শ্বেতাশ্ব, বৃহৎ হস্তী, উত্তম অলঙ্কারভূষিত অষ্ট কন্যা, সকল প্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত বন্দী।

অভিষেকের পূর্ব্বদিনে গণেশ ও মাতৃকাদির পূজা করিয়া নান্দীকার্য্য সম্পন্ন করিবে। রাজা এবং রাণী উপবাস করিয়া থাকিবেন। পরদিনে পুরোহিত, অমাত্য এবং সামন্তদিগকে লইয়া স্নানাদির পরে মণি, কাঞ্চন, পৃথিবী, পুষ্প প্রভৃতি স্পর্শ করা হইলে রাজা ও রাণীকে ব্যাঘ্রচর্ম আচ্ছাদিত আসনে বসাইবেন। তাহার পর অগ্নিস্থাপন করিয়া পলাশাদি সমিধ্ দ্বারা ঘৃতের আহুতি দিবেন। শেষে ঋত্বিগ্গণ, অমাত্য প্রভৃতি সকলকে লইয়া অষ্টকন্যাপরিবৃতা রাজ্ঞীসহ রাজাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেক করা হইলে সকলে রাজা ও রাণীর কপালে কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরী প্রভৃতির তিলক দিবেন।

রাজসিংহাসনে আরোহণকালে রাজাকে এবং যৌবরাজ্যে নিয়োগকালে যুবরাজকে যে কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তত্তৎপদে অধিষ্ঠিত করা যায় তাহাই অভিষেক নামে খ্যাত। এই অভিষেক প্রক্রিয়ায় কতকগুলি বৈদিক কর্মপদ্ধতি মন্ত্রযোগে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অষ্টম প্রপাঠকের রাজসূয়যজ্ঞ প্রসঙ্গে অভিষেকবিধি বিবৃত আছে। মহর্ষি গোভিল ও আশ্বলায়ন 'অভিষেকমন্ত্র' সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতায়। (১৮ ১১ ২৪) অভিষেক, জলসংস্কার প্রভৃতি ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ আছে। [রাজ্যাভিষেক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র]

অভিষেকশালা—(স্ত্রী) যে গৃহে রাজার অভিষেক হইয়া থাকে।

অভিষেকার্দ্রশিরস—(ত্রি) অভিষেকের দ্বারা অভিষিক্ত মস্তক।

অভিষেকাহ—(পুং) যে দিনে অভিষেক হইয়া থাকে।

অভিষেক্তৃ—(ত্রি) [অভিষিঞ্চতি অভি-ষিচ্-তৃচ্] অভিষেককর্ত্তা। (শুক্লযজুঃ ১০ ১১) (স্ত্রী) ঙীপ্-অভিষেক্ত্রী।

অভিষেক্য—(ত্রি) [অভিষেক্তুমর্হঃ অভি-সিচ-ণ্যৎ কুত্বম্] অভিষেকের যোগ্য। (কাত্যা° শ্রৌ° ২০ ২.২৬)

অভিষেচন—(ক্লী) [অভি-সিচ ভাবে ল্যুট্, করণে ল্যুট্] অভিষেকদ্রব্য, জল ও ঘৃতাদি। (ত্রি) [অভিষেচনে হিতং ঠঞ্ আভিষেচনিকম্] অভিষেকদ্রব্য ও যন্ত্রাদি। (মনু ৮৩)

অভিষেচনীয—(ত্রি) [অভি-সিচ-কর্ম্মণি অনীয়র্] অভিষেকের যোগ্য, যাহাকে অভিষেক করা উচিত। (শতপথব্রা° ১৩ ৪ ২.১৭)

অভিষেচনায়স—(পুং) এক প্রকার যজ্ঞ, যাহা রাজার অভিষেক সময়ে সম্পন্ন হয়।

অভিষেচিত—(ত্রি) অভিষিক্ত, কৃত অভিষেক, যাহার অভিষেক করা হইয়াছে।

অভিষেণ—(পুং) সেনা সমভিব্যাহারে জয়েচ্ছু ব্যক্তির শত্রু সমীপে গমন। (ঋক্ ৬ ৪৪ ১৭)

অভিষেণন—(ক্লী) [অভি-সেনা ণিচ্ ল্যুট্ বত্বং ণত্বঞ্চ] যুদ্ধের নিমিত্ত জয়েচ্ছু ব্যক্তির সেনার সহিত শত্রুর সম্মুখে গমন। ২ সম্মুখে বাণ সন্ধান।

অভিষেণায়ু—(ত্রি) সসৈন্যে গমনেচ্ছু, যে সৈন্যের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করে।

অভিষ্টন—(পুং) [অভিতঃ স্তঃ অভি-স্তন-অচ্] সিংহনাদ, গর্জ্জন। (ঋক্ ১৮০ ১৪)

অভিষ্টব—(পুং) প্রশংসা, গুণগান।

অভিষ্টি, অভীষ্টি—(ত্রি) [ইজ্যতে ইষ্যতে বা অনয়া, অভি-যজ্ বা ইষ ক্তিন] অভিলষিত, যাহার যাগ কর্ত্তব্য। (ঋক্ ১ ৯ ১) (পুং, ২ অভিলাষ। ৩ সহায়ক, রক্ষক। ৪ রক্ষা করিবার উপযুক্ত পূজ্য ব্যক্তি। ৫ আক্রমণকারী, যে মারামারি কাটাকাটি বাধায়। ৬ শত্রুপরাজয়কারী, সম্পূর্ণভাবে শত্রু দমনে যে সমর্থ। ৭ (স্ত্রী) সাহায্য, রক্ষা। ৮ যজ্ঞ। ৯ যজ্ঞীয় গীত। ১০ সাহায্যার্থ উপস্থিতি।

অভিষ্টিকৃৎ—(ত্রি) সহায়ক, যে সাহায্য করে। (ঋক্ ৪ ১১ ৪)

অভিষ্টিদ্যুম্ন—(ত্রি) আনন্দদায়ক, যাহা আরাম দেয়। (ঋক্ ৪ ৫১ ৭)

অভিষ্টিপা—(ত্রি) শত্রু হইতে যে রক্ষা করে। (ঋক্ ২ ২০ ২)

অভিষ্টিমৎ—(ত্রি) অভিলষণীয়। (ঋক্ ১ ১১৬.১১)

অভিষ্টিশবস্—(ত্রি) যে ব্যক্তি সাহায্যদান করে। (ঋক্ ৩ ৫৯.৮)

অভিষ্টুৎ—একজন নৃপতি ইনি বশিষ্ঠের পরামর্শে সবিতার যজ্ঞ করিয়া ভূমি লাভ করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মপু°)

অভিষ্টুত—(ত্রি) [অভি-স্তু-ক্ত] প্রশস্ত। ২ প্রশংসিত। ৩ বর্ণিত, স্তুত।

অভিষ্টুবৎ—(ত্রি) প্রশংসাপরায়ণ, যে কেবল প্রশংসা করে।

অভিষ্ণাত—বিশ্বামিত্রের পুত্র হিরণ্যাক্ষ হইতে অভিষ্ণাত, যাজ্ঞবল্ক্য ও অঘমর্ষণ নামে তিন পুত্র জন্মিয়া ছিল। (হরিবংশ)

অভিষ্যৎ—(ত্রি) বিনাশক, হিংসক, যে দ্বেষ করে।

অভিষ্যন্দ, অভিস্যন্দ—(পুং) [অভি-স্যন্দ-ভাবে ঘঞ্] ১ অভিবৃদ্ধি। ২ অধিক স্ফীততা। ৩ স্রবণ, জলাদির ক্ষরণ, জল পড়া। [আধারে ঘঞ্] ৪ নেত্ররোগবিশেষ। (সুশ্রুত)

চক্ষের ভিতরে ধূলা, কীট, ঘর্ম্ম প্রভৃতি বাহিরের কোন দ্রব্য উড়িয়া পড়িলে, উগ্র বাষ্পাদির তেজ লাগিলে, প্রখর রৌদ্র, ধূম, পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর দিকের বায়ু অথবা অতি শীতল বায়ু প্রভৃতি লাগিলে, সর্ব্বদা সূক্ষ্ম বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিলে, বর্ষা ও শীতকালে রাত্রির বায়ু লাগাইলে, অতিশয় মদ্যপান, অতি মৈথুন, অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ, অধিক বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোরোগ, অতিশয় ক্রোধ প্রভৃতি কারণ বিদ্যমান থাকিলে অভিষ্যন্দরোগ জন্মিতে পারে। 'Opthalmia, Supurative inflamation of the eye', প্রভৃতি রোগ এখানে এক সঙ্গে গৃহীত হইয়াছে।

বৈদ্যক পুস্তকে অভিষ্যন্দ রোগ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—বাতজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত এবং রক্তজনিত। ফলতঃ, এই পীড়া কোথাও সহজ এবং কোথাও অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। চক্ষু অল্প বা অধিক রক্ত বর্ণ, ভিতরে ধূলা পড়িবার মত কর্ কর্ করিতে থাকে, অল্প বা অধিক জল পড়ে, ইহাকে সচরাচর 'চোখ্ উঠা' (Conjunctivitis ; Simple Opthalmia) বলা যায়। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহা বাতজনিত অভিষ্যন্দ।

কফজনিত অভিষ্যন্দ (Opthalmia cum catarrho, catarrhal opthalmia) পূর্ব্ব হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহাতে চক্ষুর ভিতরে তীক্ষ্ণ সূচিবেধের মত সর্ব্বদাই যেন বিঁধিতে থাকে ; চক্ষের পাতার নিম্নে বালুকা প্রভৃতি পড়িলে যেরূপ কর্ কর্ করে, সেই প্রকার যন্ত্রণা হয়, সর্ব্বদাই অত্যন্ত জল ও পূঁয়ের মত রস পড়িতে থাকে ; রাত্রিতে পিচুটীতে চক্ষু বদ্ধ হইয়া যায় ; কণিনিকা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং স্ফীত হইয়া উঠে। ঐ রক্তবর্ণের মধ্যে সরু সরু রেখা দেখা যায়। এই রোগ কিঞ্চিৎ সংক্রামক।

পিত্ত ও রক্তজনিত অভিষ্যন্দ—পূয়জনক প্রদাহ (Opthalmia purulenta ; Purulent opthalmia)। এই পীড়া অতিশয় কঠিন ও কষ্টকর। প্রথমে চক্ষু অল্প চুলকাইতে থাকে, তাহার পর অত্যন্ত কর্ কর্ করে ও ভিতরে বেদনা বোধ হয় ; কোথাও চক্ষুর ভিতরে যেন হঠাৎ কীটাদি পড়িল এইরূপ বোধ হয় এবং দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। চক্ষুর পাতা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে ; প্রথমে চক্ষের জল, তাহার পর পূয়মিশ্রিত জল পড়ে, কণিনিকা রক্তবর্ণ হয় ; মস্তক বেদনা করে, শরীর উষ্ণ এবং নাড়ী বেগবতী হয়। মধ্যে মধ্যে বমন ও বমনোদ্বেগ হইয়া থাকে।

চক্ষুরোগে মাদক দ্রব্য সেবন, অধিক মানসিক চিন্তা, রাত্রি জাগরণ ; রৌদ্র, ধূম, শীতল বায়ু, পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের বায়ু সেবন ; অধিক মৈথুন, মৎস্য, শাক, অম্ল, ঝাল, গুরুপাকদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

শালী, যব, গম, ছোলা, মুগ, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, ঘৃতপক্ব দ্রব্য, তিক্ত রস প্রভৃতি পথ্য চক্ষুরোগে প্রশস্ত। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, রোগী সর্ব্বদা এরূপ যত্ন করিবে। কেশ, চক্ষু, দেহ, পরিধেয় বস্ত্র এবং শয্যাদি সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার রাখিবে।

চিকিৎসা—সামান্য পীড়াতে প্রথমাবস্থায় চক্ষুর উপরে উষ্ণ জলের স্বেদ, অথবা জলে পোস্তের ঢেঁড়ী সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। স্তন-দুগ্ধের সঙ্গে সাকার রস মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর ভিতরে দিলে ফল হয়। বৈদ্যেরা রসোত ও স্তন দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দেন। সন্ন্যাসীরা তাম্র-পাত্রে দুগ্ধ ও দারুহরিদ্রা ; কিম্বা হরীতকী, কামিনীকাষ্ঠ ও বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত তাম্রপাত্রে ঘসিয়া চক্ষুর ভিতরে প্রলেপ দিতে বলেন। এলোপাথী মতে, অর্দ্ধ ছটাক গোলাপ জল, ২॥ রত্তি ফট্‌কিরি এবং ২॥ রত্তি সল্‌ফেট্ অব্ জিঙ্ক্ একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর ভিতরে দিবে। হোমিওপাথী চিকিৎসকেরা একোনাইট্ ১২ ডা°, কিম্বা বেলেডোনা ১২ ডা° ২।১ বিন্দু পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেন। ফলতঃ যে কোন ঔষধ হউক না কেন, একটু কালবিলম্ব না হইলে পীড়ার প্রতীকার হয় না।

পূয়জনক প্রদাহের প্রথমাবস্থাতে চক্ষুর ভিতরে ও উপরে কাষ্টকী প্রয়োগ করিবে। চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত গোলাপ-জল অর্দ্ধ ছটাক, কাষ্টকী অর্দ্ধগ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ চারি পাঁচ বার চক্ষুর ভিতরে দিবে। গোলাপজল অর্দ্ধ ছটাক, কাষ্টকী ১৫ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর পাতার উপরে উত্তমরূপে লাগাইবে এবং তুলা ও বস্ত্রদ্বারা চক্ষু বাঁধিয়া রাখিবে। সেবনের নিমিত্ত কুইনাইন, লৌহ ও পার্থিবাম্ল প্রশস্ত। উপদংশ ও প্রমেহ রোগীর এবং শিশুদেরও এই প্রকার রোগ ঘটে। চক্ষুর যে কোন পীড়া হউক না, সত্বর সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইবে।

অভিষ্যন্দনগর—(ক্লী) [অভিষ্যন্দেন প্রধাননগরাভিবৃদ্ধ্যা কৃতং নগরম্] শাখানগর। প্রধান নগরে অধিক লোক হইলে, উদ্বৃত্ত লোকদ্বারা স্থাপিত নূতন নগর।

অভিব্যাজনরমণ—(স্ত্রী) [৬-তৎ] রতিভিজান।

অভিব্যাজবমন—(স্ত্রী) [৬-তৎ] নগরের অতিরিক্ত লোকদিগের নিঃসারণ।

অভিব্যান্দিন্, অভিস্যন্দিন্—(ত্রি) [অভিব্যান্দতে অভিস্যন্দিনি, অপ্রাণি কর্ত্তরি বা বত্বম্] যে সকল দিকে ক্ষরিতেছে।

অভিব্যান্দিরমণ—(স্ত্রী) পরিসর, উপকণ্ঠ, সহরের আসপাসের গ্রাম। ২ উপনগর, যে ক্ষুদ্র সহর বড় সহরের নিকটেই আছে।

অভিরঙ্গ—(পুং) [অভিরজ্যতে অভি-রঞ্জ-ঘঞ্] উৎকট রাগ। ২ অতিশয় অনুরাগ। ৩ আহংবুদ্ধি। (রামা° ৬ ১০০ ২১)

অভিসংযোগ—(পুং) অত্যন্ত ঐক্য, নৈকট্য সম্বন্ধ।

অভিসংরব্ধ—(ত্রি) [অভি-সম-রভ-ক্ত] ক্রুদ্ধ।

অভিসংবৃত—(ত্রি) আচ্ছাদিত, পরিচ্ছদবিশিষ্ট।

অভিসংবৃত্তি—(স্ত্রী) [অভি-সম বৃত্-ক্তিন] ব্যবহার। ২ অভিনিষ্পন্ন।

অভিসংস্ত্যান—(ত্রি) ঘনীভূত, যাহা গাঢ় হইয়াছে।

অভিসংশ্রয—(পুং) [অভিতঃ সংশ্রয়ঃ, প্রাদিস° অভি-সম-শ্রিঞ্ অচ্] সর্ব্বথা আশ্রয়। (রামা° ৪.৫৫ ১৬)

অভিসংসার—(পুং) [অভিতঃ সম সম্যক্ সরতি গচ্ছতি, অভি সম সৃ ঘঞ] জগৎ। ২ দলবদ্ধ হইয়া আগমন। (অব্য) [সংসারস্যাভিমুখ্যম, অব্যয়ী°] ৩ সংসারের অভিমুখ। [অভি-সম-সৃ ণমুল অভিসংসারম্] ৪ অভিগমন করিয়া। (শতপথব্রা°১১.২ ৭ ১২)

অভিসংস্কার—(ত্রি) ভাবনা, কল্পনা, বাসনা, সঙ্কল্প।

অভিসংস্তব—(পুং) উৎকট প্রশংসা, অত্যন্ত স্তুতি।

অভিসংস্তুত—(ত্রি) অতিশয় প্রশংসিত।

অভিসংহত—(ত্রি) নিয়োজিত, সংগঠিত, যাহা জুড়িয়াছে।

অভিসংহিত—(ত্রি) [অভি-সম্-ধা-কর্ম্মণি কর্ত্তরি বা ক্ত] কোন ফলের উদ্দেশ্যে কৃত। ২ অভিসন্ধির বিষয়। ৩ অভিসন্ধিকর্ত্তা।

অভিসংক্রুদ্ধ—(ত্রি) আত্মামর্ষ, যাহার রাগ হইয়াছে, কুপিত।

অভিসংক্ষিপ্ত—(পুং) অভিমুখে নিক্ষিপ্ত।

অভিসংক্ষেপ—(পুং) বোধ, মতি, বুদ্ধি।

অভিসংখ্যেয়—(ত্রি) অনুমেয়, আনুমানিক নিরূপণীয়, নির্ণয়যোগ্য

অভিসঙ্গ—মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো ফ্রি ষ্টেটের অধিবাসী এক জাতি। মেঙ্গবেটুগণ এক সময়ে ইহাদের উপর আধিপত্য করিত। এক্ষণে পরস্পরে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু মেঙ্গবেটুদিগের প্রবর্ত্তিত আচার ব্যবহার এখনও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

অভিসংগুপ্ত—(ত্রি) রক্ষিত, যাহাকে রক্ষা করা হইয়াছে।

অভিসঞ্চারিন্—(ত্রি) অস্থির, চঞ্চলমতি। (নিরুক্ত ১.৬)

অভিসঞ্জাত—(ত্রি) উৎপন্ন, উৎপাদিত, নির্ম্মিত।

অভিসত্বন্—(ত্রি) বীরপুরুষগণ যাহাকে ঘিরিয়াছে। (ঋক্ ১০.১০৩.৫)

অভিসন্তত—(ত্রি) বিস্তৃত, বিস্তৃত, প্রসারিত।

অভিসন্তপ্ত—(ত্রি) অতিশয় আতঙ্কিত, ব্যথিত, পীড়িত।

অভিসন্তাপ—(পুং) [অভি-সম্-তপ্-ভাবে ঘঞ্] অভিসন্তাপ। [অভিসন্তপ্যতেঽস্মিন্ অধিকরণে ঘঞ্] ২ যুদ্ধ। [অভিসন্তাপ্যতেঽনেন অভি-সম্-তপ্-ণিচ্ করণে অচ] ৩ অভিশাপ।

অভিসন্ত্রস্ত—(ত্রি) অতিশয় ভয়ভীত, যে খুব ভয় পাইয়াছে।

অভিসন্দষ্ট—(ত্রি) সংকোচিত, সম্পীড়িত, দলিত।

অভিসন্দেহ—(পুং) বিনিময়, পরিবর্ত্ত, ওলটপালট। ২ জননেন্দ্রিয়।

অভিসন্ধক—(ত্রি) [অভি-সম্-ধা-ক স্বার্থে কন্] পরের গুণ সহ্য করিতে না পারিয়া অপেক্ষাকারী, পরগুণাসহিষ্ণু। (মনু ৪ ১৯৫ কুল্লূক)

অভিসন্ধা—(স্ত্রী) [অভি-সম্-ধা-ভাবে অঙ্] ১ অভিসন্ধি। ২ ফলোদ্দেশ। ৩ বঞ্চনা। ৪ বচন,কথন। (ছান্দোগ্যোপ° ৬.১৬.১)

অভিসন্ধান—(স্ত্রী) [অভি-সম্-ধা ল্যুট্] পর বঞ্চন। ২ ফলোদ্দেশ। (রামা° ৫.১৫ ২১) ৩ অভিসন্ধি।

অভিসন্ধায—(পুং) [অভি-সম্-ধা বাহুলকাৎ ণ, ঘঞ্ বা] অভিসন্ধি। ২ ফলাদির উদ্দেশ। [(অব্য) ল্যপ্] ৩ ফলাদির উদ্দেশ করিয়া।

অভিসন্ধি—(পুং) [অভি সম্-ধা-ভাবে কি] ফলাদির উদ্দেশ, অভিসন্ধান। (কুমার ৬.৪৭) ২ অভিপ্রায়।

অভিসন্ধিকৃৎ—(ত্রি) প্রয়োজনানুসারে কৃত। (কুমার ৬ ৪৭)

অভিসন্ধিত—(ত্রি) [অভিসন্ধা জাতা অস্য তারকাদি. ইতচ্] উদ্দেশবিশিষ্ট, অভিসন্ধির বিষয়।

অভিসন্ধিতা—(স্ত্রী) কলহান্তরিতা নায়িকাভেদ।

অভিসন্নদ্ধ—(ত্রি) অলঙ্কৃত, সুসজ্জিত

অভিসময়বজ্র—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের যোগসমাধির অবস্থাবিশেষ; ইহা অভিভবনবজ্র সমাধির পরের অবস্থা। ভগবান্ তথাগত এই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। (গুহ্যসমাজতন্ত্র ২প°)

অভিসমবায—(পুং) সম্বন্ধ, সঙ্গতি।

অভিসম্পত্তি—(স্ত্রী) [অভি-সম-পদ-ক্তিন্] সকল দিকে সম্পত্তি। ২ একরূপ দ্রব্যের অন্য রূপ হওয়া।

অভিসম্পাদ্—(স্ত্রী) [অভি অতিশয়া সম্পৎ, প্রাদিস°] অধিক সম্পত্তি, অধিক ধন। ২ পূর্ণসম্পদ্‌বিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ৭.২.২.৬)

অভিসম্পাদ্য—(অব্য) [সম্পাদমভিলক্ষীকৃত্য টজন্ত অব্যয়ী°] সম্পদকে অভিলক্ষ্য করিয়া।

অভিসম্পন্ন—(ত্রি) পরিপূর্ণ। ২ পরিপূর্ণরূপে সফল।

অভিসম্পরায়—(পুং) ভবিষ্যৎকাল, আগামীকাল।

অভিসম্পাত—(পুং) [অভি সাম্মুখ্যেন সম্পততি সমন্তাৎ ইতি, আধারে ঘঞ্] যুদ্ধ। [ভাবে ঘঞ্] ২ পতন। [সম্পততি বিপত্তি অনেন করণে ঘঞ্] ৩ অভিশাপ।

অভিসম্বদ্ধ—(ত্রি) সম্মিলিত। ২ প্রণয়যুক্ত।

অভিসম্বন্ধ—(পুং) [অভিতঃ সম্বধ্যতে, অভি-সম্-বন্ধ-ঘঞ্, প্রাদিস°] অধিক সম্বন্ধ। ২ বিশিষ্ট বুদ্ধির হেতু। বাক্যাদিতে আকাঙ্ক্ষিত পদের অন্বয়। ৩ স্পর্শ। ৪ দাম্পত্য সম্পর্ক। (মনু ৫.৬৩)

অভিসম্বাধ—(ত্রি) অতিশয় সংবদ্ধ, নিবদ্ধ।

অভিসম্বোধিবজ্র—বুদ্ধের সমাধির অবস্থাভেদ। (গুহ্যসমাজতন্ত্র ১পঃ) কোন কোন গ্রন্থে 'অভিসম্বোধিনয়বজ্র' আছে।

অভিসম্মুখ—(ত্রি) সমক্ষ, সম্মুখ। ২ যাহার চেহারা সামনে আছে। ৩ আদরপূর্ব্বক দেখা। (শতপথব্রা° ৯.৪.৩.৮)

অভিসর—(পুং) [অভিতঃ সরতি অভি-সৃ-অ] সহায়, অনুচর।

অভিসরণ—(ক্লী) [অভিতঃ সরণম্, প্রাদিস°] অভিগমন, সম্মুখে গমন। ২ নায়কের অনুরাগহেতু নায়িকার জন্য সঙ্কেত স্থানে গমন। অথবা নায়িকার অনুরাগহেতু নায়কের জন্য সঙ্কেত স্থানে গমন, অনুসরণ, অভিসার।

অভিসরণ—(ত্রি) অভিমুখে গমনকর্ত্তা। ২ আক্রমণকারী।

অভিসর্গ—(পুং) সৃষ্টি, নির্মাণ।

অভিসর্জন—(ক্লী) [অভি-সৃজ-ভাবে ল্যুট্] দান। ২ বধ। ৩ উৎসর্গ।

অভিসর্তৃ—(ত্রি) আক্রমণকারী। (ঐতরেয়ব্রা° ৩০.১৪)

অভিসায়ম্—(অব্য) [সায়ম্ সায়ঃ, আভিমুখ্যে সায়স্ অব্যয়ী°] সন্ধ্যাকালাভিমুখে।

অভিসার—(পুং) [অভি সরতি শত্রুন্ অভি-সৃ-ঘঞ্]। যুদ্ধ। ২ বল। ৩ সহায়। ৪ নায়কের অনুরাগ হেতু নায়িকার জন্য সঙ্কেতস্থানে গমন। অথবা নায়িকার অনুরাগ হেতু নায়কের জন্য সঙ্কেতস্থানে গমন। ৫ সম্মিলন। ৬ আক্রমণ, রণযাত্রা। ৭ একপ্রকার সংস্কার। ৮ সংস্রবেদ। [কর্ত্তরি ঘঞ্] ৯ অনুচর।

অভিসার২—প্রাচীন তক্ষশিলা রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত একটী প্রাচীন পার্ব্বত্য রাজ্য। ইহা একটী পৌরাণিক জনপদ। ভদ্দেশবাসী জাতির জাতিও অভিসার নামে পরিচিত ছিল। (ভারত° ভীষ্ম° ৯.৫৩ ও মার্ক° পু° ৫৮.৫১) এই জনপদ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজপুরী বা রাজৌরী-ষ্টেট এই ভূভাগের অন্তর্গত। সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ লইয়া রাজপুরী বা রাজৌরী দার্ব্বাভিসারের অন্তর্গত। কাশ্মীর রাজ্যের পঞ্চ ও মভদেরা জিলা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন তক্ষশিলার নিকটে পর্ব্বতের মধ্যে এই রাজ্য অবস্থিত। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদক ষ্টেইন সাহেব দেখাইয়াছেন যে "দার্ব্বাভিসার" (অর্থাৎ দার্ব্ব+অভিসার) রাজ্য ঝিলাম ও চিনাব নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। অনেকের মতে ইহা প্রাচীন কম্বোজ রাজ্যের একটী অংশ। আলেক্সান্দারের সমসাময়িক এই দেশের নৃপতি একজন কূট-রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। মাকিদন-সম্রাটের বিজয়বাহিনী নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি দর্প লইয়া আলেকসান্দারের শরণাগত হইবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যখন বীরবর পুরুর সহিত আলেকসান্দারের যুদ্ধ বাধিল তখন তিনি গোপনে পুরুর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

আলেকসান্দারের ভারত আক্রমণকালে তক্ষশিলার সহিত অভিসার রাজ্যের বিবাদ ছিল। আলেকসান্দার ভারত পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় অভিসারের নৃপতিকে একজন ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিয়া যান এবং উরস রাজ্যের উপরও তাঁহার প্রভাব রহিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান।

অভিসারিকা—(স্ত্রী) [অভিসরতি অভিসারয়তি বা সঙ্কেতস্থানম্ অভি-সৃ-ণ্বুল্, ণিচ্ ণ্বুল্ বা] স্বীয়াদি ষোল প্রকার নায়িকা মধ্যে অষ্টবয়োবিশিষ্ট অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। নায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া যে নায়িকা সঙ্কেতস্থানে গমন করে। যে নায়িকা নায়ককে সঙ্কেতস্থানে পাঠাইয়া দেয়।

> "স্বামীর সঙ্কেতস্থলে যে করে গমন।
> তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ॥
> নিকট সঙ্কেত সময় আইল,
> শুনে রসময়ী যুবতী গাইল,
> ধরি ধনুঃশর মদন আইল,
> চলে নিধুবনে কামিনী॥" (ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী)

অভিসারিকা নায়িকার চেষ্টা চারি প্রকার। যথা,—সময়োচিত বেশভূষা,লজ্জা, বুদ্ধির নিপুণতা এবং কপট সাহসাদি। রসমঞ্জরীতে তিন প্রকার অভিসারিকার উল্লেখ আছে—দিবাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা এবং অন্ধকারাভিসারিকা।

অভিসারিন্—(ত্রি) [অভি সাম্মুখ্যেন সরতি গচ্ছতি অভি-সৃ-ণিনি] যে সম্মুখে গমন করে। ২ অনুচর। [(স্ত্রী) ঙীপ্] অভিসারিণী, অনুচরী। ৩ বৈদিকছন্দোবিশেষ। [অভিসারিণী দ্র°]

অভিসারিণী—(স্ত্রী) অনুসারিণী, অনুচরী। ২ নিজের প্রিয়ের সহিত মিলন-কামনায় গমনপরায়ণা স্ত্রী। ৩ এক প্রকার বৈদিক ছন্দ। এই ছন্দের দুই পাদ বৈরাজ ও দুই পাদ জগতীছন্দে নিবদ্ধ থাকে। (ঋক্ ১০.২৩.৫)

অভিসম্পিন্ন—(ত্রি) যাহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছে।

অভিসৃত্য—(অব্য) সমীপে উপস্থিত হইয়া।

অভিসৃষ্ট—(ত্রি) [অভিসৃষ্যতে স্ম, অভি-সৃজ-ক্ত] দত্ত, উৎসৃষ্ট, যাহার উৎসর্গ করা হইয়াছে।

অভিসেবন—(ক্লী) সম্যক্ অভ্যাস, উৎকৃষ্ট সেবা। (সুশ্রুত)

অভিস্কন্দ—(পুং) আক্রমণ, ধাবন। ২ আক্রমণকারী। (অব্য) ৩ আক্রমণদ্বারা। (অথর্ব ৫ ১৪.১১)

অভিস্নেহ—(পুং) অনুরাগ, প্রেম, উৎকণ্ঠা।

অভিস্ফুরিত—(ত্রি) পূর্ণরূপে প্রসারিত।

অভিস্বর্—(ক্লী) [স্বৃ-শব্দে-বিচ্ স্বঃ, অভিতঃ স্বঃ স্বরণং শব্দো বা যত্র] অতিশয় স্বরযুক্ত স্তোত্রবিশেষ, অধিক শব্দযুক্ত স্তব। ২ আহ্বান, নামগ্রহণ। ৩ সম্মুখে আহ্বান। (ঋক্ ২ ২১৫)

অভিস্বর—(পুং) [অভি স্বৃ-অপ্] সম্মুখে পাঠান।

অভিস্বর্ত্তৃ—(পুং) আমন্ত্রণকারী, আহ্বানকারী। ২ প্রশংসাপরায়ণ।

অভিহিত—(ত্রি) [অভি-হন-ক্ত] অভিঘাত সংযোগযুক্ত। ২ তাড়িত। ৩ গুণিত। ৪ সত্তপ্ত, প্রজ্বলিত। ৫ যাহা লাগিয়াছে। ৬ অবরুদ্ধ, যাহা আটকাইয়াছে।

অভিহতি—(স্ত্রী) তাড়ন, মারপিট। ২ গুণন।

অভিহর—(ত্রি) যে উঠাইয়া নিয়া যায়।

অভিহরণ—(ক্লী) [অভি হৃ ল্যুট্] সম্মুখে আহরণ, সম্মুখে আনা। ২ বিবাহাদিতে যৌতুকদান। (মনু ১১ ৪৩)

অভিহর্ত্তৃ—(পুং) অভিহরণকর্ত্তা, যে উত্তোলন করিয়া নিয়া যায়। ২ ধর্ষক।

অভিহব—(পুং) [অভি-হ্বে-অপ্] সম্মুখে আহ্বান। ২ যজ্ঞ।

অভিহস্য—(ত্রি) [অভি-হস্-যৎ] উপহসনীয়, উপহাসের বিষয়। (অথর্ব ৬ ৩০ ২) (অব্য) [অভি হস্ ল্যপ্] ২ উপহাস করিয়া।

অভিহার—(পুং) [অভি হৃ ঘঞ্] অপকার করিবার ইচ্ছায় সম্মুখে যাইয়া আক্রমণ। ২ সম্মুখে হরণ। ৩ আলিঙ্গন। ৪ মেলন। ৫ চৌর্য্য, চুরি করা। ৬ অভিযোগ ৭ বন্ধন। ৮ কবচ ধারণ।

অভিহাস—(পুং) হাস্য, বিনোদোক্তি, প্রহসন।

অভিহিত—(ত্রি) [অভি ধা-ক্ত] ভাষিত, উদিত, জল্পিত, আখ্যাত, লপিত। ৪ কৃত অভিলাষ। (ক্লী) ৫ নাম, বর্ণন, শব্দ।

অভিহিতা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] জলপিপ্পলী, কাঁচড়া দাম।

অভিহিতান্বয়—(পুং) প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, কোন বাক্যের প্রথমে প্রত্যেক পদগুলির অর্থ বুঝিতে পারিলে তাহার পর বাক্যার্থের অন্বয় বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ইহাও আবার তাৎপর্য্যাখ্য বৃত্তিসাপেক্ষ। এখনকার নৈয়ায়িকেরা তাহাকে সংসর্গমর্য্যাদা বলেন। প্রথমে সকল পদার্থের বোধ হইলে পর, বাক্যার্থের অন্বয় হয় বলিয়া প্রাচীনেরা ইহাকে অভিহিতান্বয় বলেন। মীমাংসকদের মতে, প্রথমে ক্রিয়া ও কারকের অন্বয়বোধ হয়, পরে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়।

অভিহিতান্বয়বাদিন্—(পুং) [অভিহিতানাম্ অভিধয়া লক্ষণয়া বা পদোপস্থাপিতানাম্ অর্থানাম্ অন্বয়ং পরস্পরসম্বন্ধং বদতি অভিহিতান্বয়-বদ-ণিনি, উপপদস°] প্রাচীন নৈয়ায়িক, যাঁহারা প্রথমে প্রত্যেক পদের অর্থবোধ স্বীকার করিয়া পরে বাক্যার্থের অন্বয়বোধ স্বীকার করেন

অভিহিতি—(স্ত্রী) কথন, বর্ণন।

অভিহুতি—(স্ত্রী) [অভি-হ্বে-ক্তিন্, সম্প্রসারণং দীর্ঘশ্চ] অভিমুখে আহ্বান, ডাকা। [অভি হ্বৃ ক্তিন্ পৃ° সাধুঃ] ২ কুটিল স্বভাব। (নিরুক্ত ৫.২৮)

অভিহ্রুৎ—(ত্রি) [অভি হ্রু-কর্ম্মণি অভি বেধে পৃ° ন তণঃ] সম্মুখ হইয়া যাহাকে হরণ করা যায়। ২ অভিমুখে কুটিল। (ঋক্ ১ ১৮৯ ৬) (স্ত্রী) ৩ পতন, পরাজয়।

অভিহ্রুতি—(স্ত্রী) কুটিলস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি। (ঋক্ ১ ১৬৬ ৮)

অভিহ্বর্—(ত্রি) [অভি হ্বৃ-বিচ্] কুটিলগমনকারী। [অভি-হ্বৃ-কর্ম্মণি অপ্] ২ গন্তব্য দেশাদি। (অথর্ব ৬ ৭৬ ৩)

অভিহ্বৃৎ—(ত্রি) [হ্বৃ কৌটিল্যে কর্ত্তরি অভি] সম্মুখ হইয়া কুটিল কর্ম্মকারী।

অভী—(ত্রি) [নাস্তি ভীর্ভয়ং যস্য, বহুব্রী] নির্ভয়, ভয়শূন্য। (মনু ৯ ৬৩)

অভীক—(ত্রি) [অভি কন দীর্ঘশ্চ] কাময়মান, কামুক। ২ ইচ্ছুক। ৩ ক্রূর। ৪ উৎসুক। ৫ সমীপ। (ঋক্ ১ ১১৮ ৫) [নাস্তি ভীর্যস্য অভী কপ্] ৬ নির্ভীক, ভয়শূন্য, সাহসী। [অভি ইণ কীকন আভিমুখ্যম্ এতি] ৭ সংগ্রাম। ৮ আসন্ন। (পুং) [আঙ্-ইণ্ কক্] ৯ আগত। (ঋক্ ৭ ৮৬) ১০ কবি। ১১ স্বামী।

অভীক্ষ্ণ—(ত্রি) [অভি ক্ষ্ণু-তেজনে-বাহুলকাৎ ড দীর্ঘশ্চ, আভিগতং ক্ষণং বা পৃ° সাধুঃ] সন্তত। ২ ভৃশ, অতিশয়। (ক্লী) ৩ ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য, বারম্বার। (রামা° ২ ৭১.৮)

অভীক্ষ্ণম্—(অব্য) [অভি ক্ষ্ণু বাহুল° ডম্ পৃ° দীর্ঘঃ] পুনঃ পুনঃ। ২ নিত্য। ৩ শশ্বৎ।

অভীপ্সুৎ—(ত্রি) উৎকণ্ঠিত, উৎকণ্ঠাযুক্ত।

অভীজ্য—(ত্রি) বলিদানকারী, যাহাকে বলিদান দেওয়া যায়। (পুং) ২ দেবতা।

অভীত—(ত্রি) [অভি-ইণ-ক্ত] অভীগত, প্রাপ্ত। [ন ভীতম্, নঞ্ তৎ] ২ ভীত নহে। (রামা° ২ ৬০.৭)

অভীতি—(ত্রি) [নাস্তি ভীতির্যস্য, বহুব্রী] নির্ভয়, ভয়শূন্য। (স্ত্রী) [অভাবে নঞ্-তৎ] ২ ভয়ের অভাব। ৩ অভয়দায়ক মুদ্রাবিশেষ। [অভি-ইণ্ ক্তিন্] ৪ অভিগমন। (ঋক্ ৪ ৩০ ০) [অভি-ইণ্-কর্ম্মণি-ক্তিন্] ৫ সমীপ।

অভীতিস্তব—বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য্য বিরচিত প্রার্থনাসূচক এক স্তব। শ্রীরঙ্গম্ হইতে মুসলমানদের নিষ্কাশিত করিবার জন্য ইহাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

অভীত্বন্—(পুং ক্লী) অগ্রগমন, আক্রমণ। (শুক্লযজুঃ ১১.৭৭)

অভীদ্ধ—(ত্রি) প্রজ্বলিত, দ্যুতিমান্, চকচকে।

অভীপৎ—(ত্রি) [অভি-পৎ-কিপ্ পূর্ব্ব দীর্ঘঃ] অভিগমন কর্ত্তা, যে অভিগমন করে। (পুং) ২ তড়াগ, যেখানে পুঞ্জীভূত জল থাকে। ৪ কৃপা, দয়া।

অভীপতস্—(ত্রি) আভগমনবান্, যে অভিগমন করে। (ঋক ১.১৬৪.৫২)

অভীপ্সিত—(ত্রি) [অভি-আপ্-সন-ক্ত] অভীষ্ট, অভিলষিত, বাঞ্ছিত।

অভীপ্সু- (ত্রি) [অভ্যাপ্তুমিচ্ছুঃ অভি-আপ্-সন-উ] অভিলাষুক।

অভীম—(ত্রি) [বিভেত্যস্মাৎ ভী-মক্ ভীমঃ ততো নঞ্-তৎ] অর্জ্জুনের অগ্রজ নহে, ২ ভয়ানক নহে, ভয়ঙ্কর নহে।

অভীমান—(পুং) [অভি-মন-ঘঞ্ বা দীর্ঘ] [অভিমান দ্র°]

অভীমোদ—(পুং) হর্ষ, আনন্দ।

অভীযু—উনপঞ্চাশ মরুদ্গণের অন্যতম। (বায়ুপু°)

অভীর—(পুং) [আভিমুখ্যেন ইরয়তি প্রেরয়তি গাঃ অভি-ঈর্-অচ্] গোপ, গয়লা, যাহারা দৌড়াদৌড়ি করিয়া গোরুর পাল ফিরায়। (আভীর দ্র°]

অভীরণী—(স্ত্রী) দুন্দুভ সর্প।

অভীরাজী—(স্ত্রী) এক প্রকার বিষাক্ত কীট। (সুশ্রুত)

অভীরী—(স্ত্রী) অভীর জাতির ভাষা, গোপদিগের ভাষা। [আভীরী দ্র°]

অভীরু—(ত্রি) [বিভেতি ভী-ক্রু, ভী-ক্রুকন। ভী-ক্রু-কন্] ভয়শীল নহে, ভীরু নহে। (ঋক ১.৮৭.৬)। ২ নির্ভয়, ভয়হীন। (পুং) ৩ ভৈরব। ৪ শিব। (স্ত্রী) [বা উঙ্-অভীরূ অভীরু) ৪ শতমূলী।

অভীরুণ—(ত্রি) [অভি-রু-বাহু°-উনন্ দীর্ঘ] সম্মুখ। (শুক্লযজুঃ ৬ ১৭) ২ নির্ভয়।

অভীরুপত্রী—(স্ত্রী) [ন ভীরূণি ভীরুবৎ ন সঙ্কুচিতানি পত্রাণ্যস্যাঃ, বহুব্রী, জাতিত্বাৎ ঙীপ্] শতমূলী।

অভীল—(ক্লী) কষ্ট। ২ ভয়ঙ্কর। (ত্রি) ৩ ক্লেশযুক্ত। ৪ ভয়যুক্ত।

অভীলাপ—(পুং) অভিমুখে কথন-রূপ শব্দ।

অভীলাপলপ্—(পুং) অতিশয় কথন, বেশী বকা বকি করা। (অথর্ব ১১.৮.২৫)

অভীবগ—(পুং) অভিমুখগমন। ২ অভিমুখ বহুব্যক্তি। (অথর্ব ৩.৫.২)

অভীবর্ত্ত—(পুং) ব্রহ্মসাম, ব্রহ্মস্তোত্রবিশেষ। শত্রু যখন আক্রমণ করে তখন এই স্তোত্র পাঠ্য। [অভি-বৃত-কর্ত্তরি ঘঞ্ উপসর্গদীর্ঘঃ] ২ সংবৎসর। (শুক্লযজুঃ ১৪.২৩)। ৩ সূক্তবিশেষ। (আশ্বলায়ন° ৩.১২) ৪ অভিমুক্তিসাধন ঘৃতাদি। (ঋক্ ১০ ১৭৪ ১) ৫ সর্ব্বব্যাপকত্ব। ৬ যাত্রা। ৭ আক্রমণ। ৮ বিজয়।

অভীবর্ত্ত২—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি নরপতি সম্বন্ধে কতিপয় ঋক্ রচনা করিয়াছেন। (ঋক ১০.১৭৪.১)

অভীবৃৎ—(ত্রি) সর্ব্বব্যাপী, যে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে।

অভীবৃত—(ত্রি) আচ্ছাদিত, আবেষ্টিত, ঢাকা।

অভীশু—(পুং) রশ্মি। (ঋক ৫ ৪৪ ৪) ২ বাহু (নিরুক্ত ৩ ১) ৩ অঙ্গুলি।

অভীশুমৎ—(পুং) সূর্য্য। (মাঘ ১৬.৫০) (ত্রি) ২ দ্যুতিমান্।

অভীষঙ্গ—(পুং) পরাভব। ২ শপথ, দিব্য। ৩ ব্যসন আসক্তি। ৪ ভূত ডাইন প্রভৃতিতে পাওয়া। ৫ আক্রোশ।

অভীষাহ্—(ত্রি) পরাভবকারী। (স্ত্রী) ২ প্রকৃত শক্তি, সমধিক সামর্থ্য। (ঋক ৭.৪ ৮)

অভীষু—(পুং) [অভি-ইষ কর্ম্মণি কু] কিরণ। ২ অশ্বরজ্জু। ৩ প্রগ্রহ, লাগাম। (শিশুপাল ১ ২২) ৪ কাম। ৫ অনুরাগ।

অভীষ্ট—(ত্রি) [অভি-ইষ-ক্ত] বাঞ্ছিত, বল্লভ, হৃদ্য, প্রিয়, অভীপ্সিত। [অভি-যজ-ক্ত] ২ পূজিত।

অভীষ্টগন্ধক—(ত্রি) মাধবীলতা।

অভীষ্টতা—(স্ত্রী) হৃদ্যতা, প্রিয়তা।

অভীষ্টদেবতা—(স্ত্রী) অভিলষিত দেবতা, ইষ্টদেব।

অভীষ্টলাভ—(পুং) অভিলষিত পদার্থের প্রাপ্তি, ঈপ্সিত বস্তুলাভ।

অভীষ্টা—(স্ত্রী) রেণুক গন্ধদ্রব্য। ২ তাম্বূল, পাণ। ৩ গৃহস্বামিনী, গৃহিণী।

অভুক্ত—(ত্রি) অভক্ষিত বস্তু, যাহা ভোজন করা হয় নাই। ২ যাহার ফল ভোগ করা হয় নাই। ৩ উপবাসী।

অভুক্তমূল—(ক্লী) যে কালে জন্মিলে সন্তান পিতৃধন ভোগ করিতে পায় না। জ্যেষ্ঠার শেষ চারি দণ্ড এবং মূলার আদি চারি দণ্ড। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের শেষ দুই ঘটিকা এবং মূলানক্ষত্রের প্রথম দুই ঘটিকার নাম অভুক্তমূল। তৎকালে সন্তান জন্মিলে তাহার মৃত্যু হয়, অতএব তাহার জাতকফলাদি গণনা করিবে না।

অভুজ্—(ত্রি) [ভুজ-কিপ্ নঞ্-তৎ] অভক্ষক (ঋক্ ১০ ৯৫.১১)

অভুজ—(ত্রি) বাহুবিহীন, যাহার বাহু নাই।

অভুজিষ্য—(পুং স্ত্রী) যে আত্মদাস অথবা ভৃত্য নহে।

অভুঞ্জৎ—(ত্রি) যে পালন করে না, অপালনপর। (ঋক ৮.১.৬)

অভু—(পুং) বিষ্ণু, নারায়ণ। নারায়ণ অযোনিসম্ভূত বলিয়া অভু।

অভূত—(ত্রি) [ন ভূতম্, নঞ্-তৎ] অতীত কাল নহে, অতীত হয় নাই। ২ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত নহে। ৩ পিশাচাদি নহে। ৪ জন্ত নহে। ৫ মিথ্যাভূত। ৬ অবিদ্যমান।

অভূততদ্ভাব—(পুং) কোন বস্তুর পূর্ব্বে যে ভাব ছিল না, পরে সেই ভাবপ্রাপ্তি। যেমন, দুগ্ধ তরল পদার্থ,—ঘন নহে। কিন্তু ক্ষীর ঘন। তাই ক্ষীরকে 'ঘনীভূত পয়ঃ' বলা যায়। দুধের ঘন ভাব ছিল না, পরে ঘনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকেই 'অভূততদ্ভাব' কহে।

অভূতপূর্ব্ব—(ত্রি) যাহা পূর্ব্বে হয় নাই।

অভূতপ্রাদুর্ভাব—(পুং) পূর্ব্বে যে বিষয় প্রকাশ হয় নাই তাহার প্রকাশ, অপ্রকাশিত পূর্ব্ব বস্তুর প্রকাশ।

অভূতরজস্—(পুং) রৈবত মন্বন্তরীয় দেবতার নাম। (হরিবংশ)

অভূতশত্রু—(ত্রি) রিপুরহিত, যাহার রিপু নাই।

অভূতাভিনিবেশ—(পুং) মিথ্যা বস্তুতে সত্য কল্পনা, মিথ্যা বস্তুতে সত্য বস্তুর আরোপ।

অভূতি—(স্ত্রী) উৎপত্তির অভাব। (শতপথব্রা° ১৪.৪ ২.২২) ২ সম্পত্তির অভাব। (ত্রি) ৩ ঐশ্বর্য্যশূন্য। ৪ সম্পত্তিহীন। (অথর্ব ১৬.৭.১) ৫ শক্তিহীন।

অভূতোপমা—(স্ত্রী) দশপ্রকার উপমার অন্তর্গত উপমাবিশেষ। এই উপমাতে উপমানের গুণবর্ণনা করা হয় না।

অভূম—(পুং) জৈনমতে শূদ্র।

অভূমন্—(পুং) [বহু ইমানিচ্] [নঞ্-তৎ] অধিক নহে, অল্প।

অভূমি—(স্ত্রী) অনাশ্রয়, অপাত্র, অবিষয়। ২ অপ্রশস্ত ভূমি। (ত্রি) [নাস্তি ভূমির্যস্য-বহুব্রী] ৩ ভূমিশূন্য, স্থানশূন্য।

অভূমিঃ—অশ্বিনীর গর্ভজাত অক্রূরের পুত্র। (পদ্মপু°)

অভূমিজ (ত্রি) ভূমিজাত নহে, যাহা ভূমিতে জন্মে না। ২ আকাশাদিতে জাত জলাদি, মেঘাদি। ৩ অপ্রশস্ত ভূমিতে জাত ধান্যাদি। (সুশ্রুত)

অভূয়িষ্ঠ—(ত্রি) অধিক নহে, অল্প।

অভূষ—(ত্রি) বেশভূষারহিত, যে সজ্জিত হয় নাই।

অভৃত—(ত্রি) যাহার ভাড়া দেওয়া হয় নাই। (মনু ৮ ২৩১)

অভৃশ—(ত্রি) অনধিক, ন্যূন, কিঞ্চিৎ।

অভেদ—(পুং) [অভাবে নঞ্-তৎ] ভেদের অভাব। ২ ঐক্য। ৩ সংগঠন। (গীতা ১.২৩) সংগঠন। [নাস্তি ভেদো যত্র বহুব্রী] (ত্রি) ৪ অভিন্ন। ৫ নির্বিশেষ।

অভেদক—(ত্রি) অভিন্ন, নির্বিশেষ, যাহা ভেদক নহে।

অভেদবাদিন্—(পুং) যে ভেদ মানে না, অভেদসমর্থক।

অভেদ্য (ত্রি) [ভিদ শক্যার্থে ণ্যৎ ভেত্তুম্, নঞ্-তৎ] ভেদ করিতে অশক্য, যাহা ভেদ করা যায় না। (রামা° ৩৭ ২০) (ক্লী) ২ হীরক, হীরা। হীরাকে কোন ধাতু দ্বারা ভেদ করা যায় না, তজ্জন্য হীরার নাম অভেদ্য। ৩ যাহার গুপ্ত মর্ম্ম বুঝা যায় না।

অভোক্তব্য—(ত্রি) যাহা উপভোগের অযোগ্য। ২ অভোজ্য।

অভোগ—(পুং) আনন্দের অভাব। ২ ভোগরহিত।

অভোগঘ্ন—(ত্রি) যাহারা হবির্দ্বারা দেবতাদের তৃপ্তিবিধান করে না তাহাদের বিনাশকারী। (ঋক্ ১.৬৪.৩)

অভোজ—(পুং) আনন্দনিগ্রহ, দেবতাকে বলি না দেওয়া।

অভোজন—(ক্লী) ভোজনের অভাব, উপবাস।

অভোজ্য—(ত্রি) অভক্ষ্য। ২ চণ্ডালাদি যে সকল জাতির অন্ন ভোজন করিতে নাই। (মনু ৪.২২০) [অখাদ্য দ্র°]

অভোজ্যান্ন—(ত্রি) যাহার অন্নভোজন উচিত নহে। (মনু ১১ ১৫২)

অভৌতিক—(ত্রি) যাহার পঞ্চভূতের সহিত সম্বন্ধ নাই।

অভৌম—(ক্লী) ভূমিজাত নহে। ২ আকাশাদি-জাত জলাদি।

অভ্যক্ত—(ত্রি) [অভি-অন্জ-ক্ত] আপাদমস্তক তৈলাক্ত।

অভ্যক্ষ—(ক্লী) [অভি-অশ্ বৃৎ অক্ষম্, অভিতঃ অক্ষম্, প্রাদি-স°] সর্ব্বথা অখণ্ড। ২ তিলকল্ক, খৈল।

অভ্যগ্নি—(পুং) ঐতশকের কোন পুত্র। (অব্য) ২ অগ্নির দিকে, আগুনের ধারে।

অভ্যগ্র—(ত্রি) আসন্ন, নিকট। ২ নূতন।

অভ্যঙ্ক—(ত্রি) আচর চিহ্নিত, যে চিহ্ন সম্প্রতি করা হইয়াছে।

অভ্যঙ্গ—(পুং) [অভি-অন্জ করণে ঘঞ্ কুত্বঞ্চ] আপাদমস্তক তৈলাদি মর্দ্দন। তৈলাদি মাখা, [করণে ল্যুট্] ৪ তৈলাদি। অভ্যঙ্গ শব্দের অপভ্রংশে আ ভাঙ্ শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন—তিনি আভাঙ্ করিয়া তৈল মাখিয়াছেন। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে মস্তকে দত্ত তৈল যখন সর্বাঙ্গসঙ্গত হইবে ও তৈল-স্রোতে বাহুদ্বয় তর্পিত হইবে তখন তাহাকে অভ্যঙ্গ বলা যায়। সুশ্রুতসংহিতায় ইহার গুণ সম্বন্ধে এইরূপ পাওয়া যায়—বৃক্ষে জলসেক করিলে যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তৈলাদি স্নেহ বস্তু দেহে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে ধাতু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অভ্যঞ্জন—(ক্লী) [অভি অঞ্জ-ভাবে ল্যুট্] তৈল মর্দ্দন। ২ চক্ষে কাজল দেওয়া। ৩ কাজলে প্রস্তুত দ্রব্য। [অভি-অঞ্জ-ণিচ্ ল্যুট্] ৪ তৈল মাখাইয়া দেওয়া। ৫ বেশ, ভূষণ।

অভ্যঞ্জনীয়—(ত্রি) [অভি অঞ্জ কর্ম্মণি অনীয়র্] গায়ে মাখিবার চন্দনাদি। মর্দ্দন করিবার তৈল-ঘৃতাদি।

অভ্যতীত—(ত্রি) মৃত, মরা।

অভ্যধিক—(ত্রি) [অভি অতিশয়ম্ অধিকম্, প্রাদিস°] অধিক-পরিমাণ। ২ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতি উৎকৃষ্ট। (রামা° ৫.৮২ ১০)

অভ্যধ্ব—(অব্য) [অধ্বন অভিমুখ্যম্, টজন্ত-অব্যয়ী] পথের ধারে।

অভ্যনুজ্ঞা—(স্ত্রী) [অভি-অনু-জ্ঞা-অঙ] অনুমতি। ২ পৃথক্ করণ। ৩ আজ্ঞা, হুকুম। (রঘু ২.৬৯)

অভ্যনুজ্ঞাত—(ত্রি) [অভি-অনু-জ্ঞা-ক্ত] কোন বিষয়ে নিয়োজিত।

অভ্যনুজ্ঞান—(ক্লী) [অভি-অনু-জ্ঞা ল্যুট্] অনুজ্ঞা, অনুমতি (রামা° ১.৩১৪)

অভ্যনূক্ত—(ত্রি) [অভি অনু-ব্রূ-বচ বা ক্ত] প্রকাশ্য রূপে কথিত নহে।

অভ্যন্ত—(ত্রি) আতুর, পীড়িত।

অভ্যন্তর—(ক্লী) অন্তরাল, মধ্যস্থান, (রঘু ৩.৯) ২ উভয়ের মধ্যে। ৩ অন্তঃকরণ। (ত্রি) [অভ্যন্তরে ভবঃ অণ্ আভ্যন্তরম্] ৪ অন্তঃকরণস্থ। (অব্য) ৫ অন্তরে।

অভ্যন্তরক—(পুং) অন্তরঙ্গ মিত্র, প্রাণের সখা।

অভ্যন্তরকলা—(স্ত্রী) গুপ্ত বা বিলাসসম্বন্ধীয় বিদ্যা, গোপনে যে কলাবিদ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

অভ্যন্তরায়াম—(পুং) একপ্রকার ধনুষ্টঙ্কাররোগ। এই রোগে অত্যন্ত কুপিত বলবান্ বায়ু অঙ্গুলি, বক্ষ, হৃদয়, গলদেশ প্রভৃতি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করিয়া স্নায়ুসমূহকে আকর্ষণপূর্ব্বক মানবকে ধনুকের মত নত করিয়া ফেলে। (নিদান)

অভ্যন্তরারাম—(ত্রি) [অভ্যন্তরে পরমাত্মনি আরমতি রমকর্ত্তরি অচ্] আত্মারাম, আত্মজ্ঞ, যোগী।

অভ্যন্তরীকরণ—(ক্লী) অভিষেক, প্রতিষ্ঠা। ২ অন্তরঙ্গ বন্ধু করা।

অভ্যন্তরীকৃত—(ত্রি) মধ্যস্থাপিত, অন্তস্থ। ২ অভিষিক্ত। ৩ অন্তরঙ্গতা সম্পাদন করা।

অভ্যমন—(ক্লী) [অভিতঃ অমনং অম-গত্যাদৌ ভাবে ল্যুট] অভিগমন। (নিরুক্ত ৬.১২) ২ রোগ।

অভ্যমনবৎ—(অব্য) আক্রমণ করিয়া, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া। ২ রোগে। (নিরুক্ত ৬.১২)

অভ্যমিত—(ত্রি) [অভি-অম কর্ম্মণি ক্ত] রুগ্ন, পীড়িত।

অভ্যমিত্র—(অব্য) শত্রুর অভিমুখ্য, শত্রুর সম্মুখ।

অভ্যমিত্রীণ—(পুং) বীরত্বপূর্ব্বক শত্রুর সম্মুখগামী যোদ্ধা।

অভ্যমিন্—(ত্রি) [অভি-অম-কর্ত্তরি ণিনি] রোগযুক্ত। ২ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পীড়নকর্ত্তা।

অভ্যয়—(পুং) [অভিতঃ সর্ব্বথা অয়ঃ গমনম্, প্রাদিস° অভি ই-অচ] নিকটগমন। ২ প্রবেশ। ৩ অপগম। ৪ অস্তময়, অস্ত যাওয়া।

অভ্যরি—(অব্য) শত্রুর প্রতি, অরির বিরুদ্ধ।

অভ্যর্কবিম্ব—(অব্য) সূর্য্যমণ্ডলের সমীপে, সূর্য্যের ধারে।

অভ্যর্চৎ—(ত্রি) পূজা করা, অর্চ্চনা করা।

অভ্যর্চ্চন—(ক্লী) [অভি-অর্চ্চ-ল্যুট্] সকল প্রকারে পূজা। ২ অনুকূল করিবার জন্য পূজা। (রামা° ২.৬৭.২৩)

অভ্যর্চিত—(ত্রি) সর্ব্বভাবে পূজিত, সুপ্রশংসিত।

অভ্যর্চ্য—(ত্রি) [অভি-অর্চ-কর্ম্মণি ণ্যৎ] সর্ব্বথা পূজনীয়। (রঘু ১০.৪১) [(অব্য) ল্যপ্] ২ পূজা করিয়া।

অভ্যর্ণ—(ত্রি) [অভি-অর্দ্দ-কর্ম্মণি ক্ত অদূরার্থে ইড়ভাবঃ] সমীপ, নিকট, অন্তিক। (ক্লী) ২ সামীপ্য, অন্তিকতা।

অভ্যর্থনা—(স্ত্রী) [অভি-অর্থ চুরা° অর্থ ভাবে যুচ্] সর্ব্বথা প্রার্থনা। (কুমার ১.৫৩) চলিত বাঙ্গালায় সমাদর করা। যেমন—তিনি সমাগত ব্যক্তির যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনীয়—(ত্রি) [অভি-অর্থ চুরা° অর্থ-গৌণে-কর্ম্মণি-অনীয়র্] সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। (গীতা ২.৫৯) ২ অভ্যর্থনার যোগ্য।

অভ্যর্থিত—(ত্রি) [অভি-অর্থ-চুরা°-অর্থ-গৌণে-কর্ম্মণি-ক্ত] প্রার্থিত, যাচিত। ২ যাহাকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। ৩ সর্ব্বথা প্রার্থনা।

অভ্যর্থিন্—(ত্রি) সর্ব্বথা প্রার্থনাকারী, যে সকল সময়ে প্রার্থনা করে। ২ যাচক। (কথাসরিৎসা° ২০.৬০)

অভ্যর্থ্য—(ত্রি) [অভি-অর্থ চুরা°-অর্থ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ] প্রার্থনীয়। (রঘু ১০.৪১) (অব্য) ল্যপ্] ২ অভ্যর্থনা করিয়া।

অভ্যর্দ্দিত (ত্রি) [অভি-অর্দ্দ-ক্ত] অতিশয় পীড়িত।

অভ্যর্দ্ধ—(ত্রি) [আভ ঋধু বৃদ্ধৌ ণিচ্-অচ্ ণি লোপঃ] সম্যক প্রকারে বর্দ্ধন। ২ সমীপ, নিকট। (ক্লী) ৩ সামীপ্য, নৈকট্য। ৪ পার্শ্বে স্থিতি। (শতপথব্রা° ৪.২.৭৭)

অভ্যর্দ্ধযজ্বন্—(ত্রি) [অভ্যর্দ্ধ-যজ্-ঙ-নিপ্] যিনি ধন আহরণ করিয়া অর্পণ করেন। ২ যিনি স্তোতৃবর্গকে ধনদান করেন। (ঋক ৬.৫০.৫)

অভ্যর্ষ—(পুং) [আভ ঋষ গতৌ ঘ] অধোগমন।

অভ্যর্হণ—(ক্লী) [অভি-অর্হ-ভাবে ল্যুট্] সর্ব্বথা পূজা (স্ত্রী। [অভি চুরা°-অর্হ-যুচ-টাপ্ অভ্যর্হণা] পূজা, সর্ব্বথা অর্চনা।

অভ্যর্হণীয়—(ত্রি) [অভি অর্হ অনীয়র্] পূজনীয়। (মনু ৯.২৩)

অভ্যর্হিত—(ত্রি) [অভি-অর্হ-পূজায়াং ক্ত] পূজিত। ২ উচিত।

অভ্যলঙ্কৃত—(ত্রি) সর্ব্বভাবে মণ্ডিত, সুসজ্জিত।

অভ্যবকর্ষণ—(ক্লী) [অভি-অব-কৃষ-ভাবে ল্যুট্] শল্যাদির উদ্ধার, বিদ্ধ বাণাদি উৎপাটন।

অভ্যবকাশ—(পুং) অসংবৃত স্থান, যে জায়গা খোলা আছে।

অভ্যবদান্য—(ত্রি) অনুদার, কৃপণ। (শতপথব্রা° ১৪.৯১.১০)

অভ্যাবর্ত্তী—মহর্ষি চয়মানের পুত্র। ইন্দ্র ইঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া বরশিখের পুত্রগণকে এবং বরশিখতনয় বৃষবানের বংশধরদিগকে নিহত করিয়াছিলেন।

অভ্যবস্কন্দ—(পুং) [অভি-অব স্কন্দ ঘঞ্] শত্রুর আক্রমণ। ২ দুর্ব্বল করিবার জন্য শত্রুকে প্রহার করা। ৩ প্রহারমাত্র। ৪ অভ্যাসাদন। ৫ প্রপাত। ৬ আক্রমণ। ৭ অববোধ।

অভ্যবহরণ—(ক্লী) [অভি-অব-হৃ ল্যুট্] ভোজন, আহার।

অভ্যবহার—(পুং) [অভি-অব হৃ-ঘঞ্] ভোজন। (মনু ৩.৫৯)

অভ্যবহার্য্য—(ত্রি) [অভ্যবহ্রিয়তে অভি-অব-হৃ ণ্যৎ] ভোজনের যোগ্য, ভোজনীয়। (বাল্মী ৪ ৫০ ১১) (ক্লী) ২ আহার।

অভ্যবহিত—(ত্রি) প্রণমিত, নিক্ষিপ্ত।

অভ্যবহৃত—(ত্রি) [অভ্যবহ্রিয়তে স্ম, অভি-অব-হৃ ক্ত] ভক্ষিত।

অভ্যবায়ন—(ক্লী) [অভি-অব-ইণ অয় বা ল্যুট্] অভিমুখে অপযান। ২ অপগমন। ৩ পলায়ন। (শতপথব্রা° ১.৮.৫ ১০)

অভ্যাবেত—(ত্রি) মগ্ন। ২ নিবিষ্ট। ৩ ব্যাপৃত। ৪ লীন। ৫ আসক্ত।

অভ্যশন—(ক্লী) প্রাপ্তি। ২ উপস্থিতি। (নিরুক্ত ২ ১৫)

অভ্যসন—(ক্লী) [অভি-অস-ল্যুট্] অভ্যাস। ২ পুনঃপুনঃ এক রূপ ক্রিয়া করা। ৩ বারংবার আবৃত্তি। (রঘু ১৮৮)

অভ্যসনীয়—(ত্রি) অভ্যাসযোগ্য। ২ বারংবার পাঠযোগ্য।

অভ্যসূয়—(ত্রি) অসূয়াকারী। [অভ্যসূয়ক দ্র]

অভ্যসূয়ক—(ত্রি) [অভি-অসূ অসূঞ্ কণ্ড্বাদি যক ণ্বুল্] অত্যন্ত অসূয়াকর্ত্তা। ২ সাধুব্যক্তির গুণে দোষের আরোপক, সাধুর গুণে দোষদাতা। (গীতা ১৬ ১৮)

অভ্যসূয়া—(স্ত্রী) [অভি-অসূ-উপতাপে-অস্ অসূঞ্ বা কণ্ড্বাদি এক প্রত্যয়াস্তাৎ অ-টাপ্] পরগুণে দোষারোপ। (রঘু ৭২)

অভ্যস্ত—(ত্রি) [অভি-অস্-ক্ত] বারংবার একরূপ কার্য্যের আবৃত্তিযুক্ত। ২ শিক্ষিত। (রঘু ১.৮) ৩ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ধাতুর সংজ্ঞা ভেদ—(১) ধাতুর দ্বিত্ব হইলে ধাতুর অভ্যস্ত সংজ্ঞা হয়। (২) অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগকে অভ্যাস বলে। সুতরাং অভ্যস্ত বলিতে অভ্যস্ত ধাতুর পরভাগকেই বুঝায়। (৩) অভ্যস্ত সংজ্ঞা করিলে পূর্ব্বভাগের আদিস্বরের পরের অংশের লোপ হয়। (৪) অভ্যস্ত ধাতুর অভ্যাসের অর্থাৎ পূর্ব্বভাগের দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়। (৫) ব্যঞ্জনাদি ধাতুর পূর্ব্বভাগের আদি ব্যঞ্জনবর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হয়। স্বরাদি ধাতুরও পূর্ব্বভাগের আদি স্বর মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হয়। (৬) অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগে বর্গের দ্বিতীয়বর্ণ থাকিলে প্রথম এবং চতুর্থ বর্ণ থাকিলে তৃতীয় বর্ণ হয়। (৭) অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগস্থিত ক ও খ স্থানে চ এবং গ ও ঘ স্থানে জ হয়, যথা, চখাদ, জগাদ। (৮) অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগে হ থাকিলে, তাহার স্থানে জ হয় যথা, জহাস। (৯) অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগস্থিত ঋস্থানে অ হয়। যথা, সসার, ননর্ত্ত। (১০) অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে অন্ত্য ব্যঞ্জন বর্ণের লোপ হয়, যথা, তস্রাব, শিশ্লেষ।

(১১) অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগে স্ক, স্খ, শ্চ, ষ্ট, ষ্ঠ, স্ত, স্থ, স্প, স্ফ থাকিলে আদি বর্ণের লোপ হয়। যথা, চস্খাল, তস্তম্ভ, পুস্ফোর।

(১২) অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগস্থিত ই ঈ স্থানে ইয়্, উ ঊ স্থানে উব্ হয়। যথা, ই—যায়=ইয়ায়।

(১৩) অভ্যস্ত ধাতুর অন্তস্থিত লঙের অন স্থানে উস্ হয়; ঐ উস্ পরে থাকলে অভ্যস্বরের গুণ হয়। যথা, অজুহ—অন্=অজুহবুঃ।

অভ্যস্তময—(পুং) যে অনুসারে সূর্য্য অস্ত যায়। ২ সূর্য্যাস্তকাল।

অভ্যস্তমিত—(ত্রি) সূর্য্যাস্তের সময় শয়নকারী।

অভ্যাকর্ষ—(পুং) সম্মুখে আকর্ষণ। ২ (কুস্তিতে) তাল ঠোকা।

অভ্যাকাঙ্ক্ষিত—(ত্রি) [অভি আ-কাঙ্ক্ষ-কর্ম্মণি ক্ত] ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত। (ক্লী) [ভাবে ক্ত] ৩ মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা নালিশ।

অভ্যাক্রাম—(অব্য) নিকটে পদার্পণ করিয়া। ২ পার্শ্ব দিয়া নির্গমন করিয়া। (অথর্ব্ব ১০.৭.৪২)

অভ্যাখ্যাত—(ত্রি) মিথ্যারূপে অভিযুক্ত।

অভ্যাখ্যান—(ক্লী) [অভি আ-খ্যা ল্যুট্] মিথ্যা অভিযোগ। ২ মিথ্যা দোষ।

অভ্যাগত—(পুং) [অভি-আ-গম কর্ত্তরি ক্ত] অতিথি, অন্য স্থান হইতে আগত। (ত্রি) ২ সম্মুখে আগত।

অভ্যাগম—(পুং) [অভি আ-গম আধারে অপ্] যুদ্ধ। ২ রণস্থল। [কর্ম্মণি অপ্] ৩ অন্তিক, সমীপ। [করণে অপ্] ৪ বিরোধ। [ভাবে অপ্] ৫ অভ্যুত্থান। ৬ অভিঘাত। ৭ সম্মুখে আগমন।

অভ্যাগমন—(ক্লী) [অভি- আ-গম ল্যুট্] সম্মুখে আগমন, অভিমুখে উপস্থিত। ২ অভ্যুত্থান।

অভ্যাগারিক (পুং) অভ্যাগারে গৃহগতপুত্রাদিপোষণাদিকর্ম্মণি নিযুক্তঃ ঠন্] গৃহগত পুত্রাদি পোষণরূপ কার্য্যে নিযুক্ত। ২ পুত্রাদি পালনের নিমিত্ত যত্নবান।

অভ্যাঘাত—(পুং) [অভি-আ-হন ঘঞ্] আঘাত, তাড়ন। [করণে ঘঞ্] ২ আদ্যভেব উপদেশ। (মনু ৯.২৭২)

অভ্যাঘাতিন্—(ত্রি) [অভি-আ-হন তাচ্ছিল্যে ঘিনুণ্] হিংসাশীল। ২ আঘাতকারী।

অভ্যাচার—(পুং) [অভি-আ-চর-ঘঞ্] সর্ব্বতোভাবে আচরণ। (অথর্ব্ব ১০.৩.২) ২ আক্রমণ, বাধা।

অভ্যাজ্ঞায—(পুং) [অভি-আ জ্ঞা ঘঞ্ যুক্ চ] অভিজ্ঞান, পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয়ের ঠিক অনুরূপ জ্ঞান। (পুং) ২ আজ্ঞা, আদেশ। (শত° ব্রা° ৯.৫ ১.৫৭)

অভ্যাতান—(পুং) [অভি-আ-তন-ঘঞ্] অত্যন্ত বিস্তার।

অভ্যাতানহোম—শ্রৌতযজ্ঞের সংশ্লিষ্ট অথবা স্বতন্ত্র প্রকারে অনুষ্ঠেয় হোমবিশেষ। (তৈত্তিরীয়স° ৩ ৪ ৪ ৬)

অভ্যাত্ত—(পুং) [অভি-অত সাতত্যে কর্ত্তরি ক্ত , বদে নিপাতনাৎ সিদ্ধম্] সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর। (ত্রি) [অভি আ দা-ক্ত] ২ গৃহীত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে।

অভ্যাত্ম—(ত্রি) আপনার নির্দ্দেশ বা অভিমুখে, আপন অঙ্কে গ্রহণ। (অব্য) ২ আপনার দিকে বা অংশে। (আশ্ব° গৃহ্য ১ ১৭)

অভ্যাত্মপর—(অব্য) অধিক পরিমাণে আপনার দিকে।

অভ্যাদান—(ক্লী) [অভি-আ-দা-ল্যুট] গ্রহণ। ২ আরম্ভ।

অভ্যাধান—(ক্লী) [অভি-আ-ধা-ল্যুট্] সর্ব্বথা মন্ত্রাদিদ্বারা অগ্ন্যাদির আধান, যথাবিধানে অগ্ন্যাদি স্থাপন। (শতপথব্রা° ১৩৩১৮) ২ সংস্থাপন, প্রতিষ্ঠা।

অভ্যান্ত—(পুং) [অভি-অম-ক্ত] রোগযুক্ত। ২ নিপীড়িত।

অভ্যাপত্তি—(স্ত্রী) [অভি-আ পদ্-ক্তিন] অভিমুখে আগমন, সম্মুখে যাওয়া।

অভ্যাপাত—(পুং) বিপদ্। ২ বাধা, বিঘ্ন।

অভ্যামর্দ্দ—(পুং) [অভি আ-আধারে ঘঞ্] যুদ্ধ, রণ। [ভাবে ঘঞ] ২ নিপীড়ন।

অভ্যাযংসেন্য—(ত্রি) [অভি-আ যম-বাহু° সন্] অভিতো নিয়ন্তব্য, সর্ব্বথা নিয়মের যোগ্য। (ঋক ১ ৭৪ ১) ২ যাহাকে অধীনে আনা যায়।

অভ্যারম্—(অব্য) নিকট। (ঋক্ ৮ ৬১ ১১)

অভ্যারম্ভ—(পুং) [অভি আ রভ ঘঞ্-নুম] প্রথম আরম্ভ। (শতপথব্রা° ১৩ ৪ ১ ২)

অভ্যারূঢ—(ত্রি) [অভি আ রুহ ক্ত] অতি আরূঢ় ২ যে অধিকদূর উঠিয়াছে। ৩ বৃদ্ধ।

অভ্যারোহ—(পুং) [অভি আ রুহ ঘঞ] অভিমুখে আরোহণ। [আভিমুখ্যেনারুহ্যতে দেবতারোহণেন করণে ঘঞ] ২ মন্ত্রজপবিশেষ। (শতপথব্রা° ৭৩৪৯) ৩ একস্থান হইতে অন্যত্র স্থানপরিবর্ত্তন। ৪ উন্নতি, উন্নয়ন।

অভ্যারোহণীয়—(ত্রি) [অভি-আ-রুহ্-অনীয়র্] আভিমুখ্যে আরোহণীয়, আরোহণের যোগ্য। (আশ্ব° শ্রৌ° ৯ ০)

অভ্যারোহ্য—(ত্রি) আরোহণের যোগ্য।

অভ্যাবর্ত্ত—(ত্রি) [অভি-আ-বৃৎ-কর্ত্তরি অচ্] পুনঃপুনঃ আবর্ত্তমান্। ২ যে পুনঃপুনঃ আইসে। (পুং) [ভাবে ঘঞ] ৩ অভিমুখ আবৃত্তি। (ত্রি) [অভি-আ-বৃত-ণিচ কর্ম্মণি অচ্] ৪ বারবার আবর্ত্তনীয়, আবৃত্তিকরণের যোগ্য। (শতপথব্রা° ১৫.৩.১৬)

অভ্যাবর্ত্তিন্—(ত্রি) [অভি-আ-বৃত-ণিনি] সর্ব্বদা স্থিতিশীল। (ঐতরেয়ব্রা° ৬ ১৮) (পুং) ২ বেদোক্ত চয়মান রাজপুত্র। (ঋক ৬ ২৭ ৫)

অভ্যাবৃত্ত—(পুং) [অভি-আ বৃৎ-ক্ত] আভিমুখ্যে আনীত হোমসম দ্রব্য। (শুক্লযজুঃ ১ ৫৮) (ত্রি) ২ বারবার অভ্যস্ত, বারবার আবৃত্তিযুক্ত।

অভ্যাবৃত্তি (স্ত্রী) [অভি আ বৃত ক্তিন্] বারবার অভ্যাস, বারবার আবৃত্তি।

অভ্যাশ—(পুং) [আভিমুখ্যেন আশুতে ব্যাপ্যতে ইহনেন অভি আ অশূ ব্যাপ্তৌ-করণে ঘঞ] নিকট ২ শীঘ্র। (ছান্দোগ্যোপনি° ১ ১ ১২) ৩ অভিব্যাপন, অভিব্যাপ্তি। ৪ ফল। (অব্য) ৫ নিকট, সমীপ।

অভ্যাশে—(অব্য) সমীপে, নিকটে।

অভ্যাস—(পুং) [আভিমুখ্যেন আস্যতে ক্ষিপ্যতে পদাদি যত্র অভি আ-অস্ক্ষেপে আধারে ঘঞ] নিকট, সমীপ। ২ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন, বারবার আলোচনা। (কুমার ৫ ৬৫) ৩ এক প্রকার ক্রিয়ার বারবার করণ ৪ বেদাদির আবৃত্তি। (১ ২ ৫ ৪) [কর্ম্মণি ঘঞ] ৫ ব্যাকরণোক্ত দ্বিরুক্ত ধাতু রূপদ্বয়ের পূর্ব্বভাগ। ৬ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি, বার বার অনুশীলন। (মনু ১২ ৭৪) ৭ সাধন, সামরিক অনুশীলন। ৮ শিক্ষা। ৯ ধনুর্বিদ্যার অনুশীলন। ১০ কাব্যে শব্দ শ্লোকের পংক্তি বা অন্তিম শ্লোক। ১১ যোগশাস্ত্রে চিত্তের সাত্ত্বিক ভাবের জন্য যত্ন। (পাতঞ্জল ১২ ১১ গণিতশাস্ত্রে গুণন, পূরণ।

অভ্যাস—মনোবিজ্ঞান মতে—কার্য্যটী সম্পন্ন করিতেছি, কিন্তু বিনা প্রয়ত্নেই সম্পন্ন হইতেছে। কার্য্যের বিভিন্ন অংশগুলি জ্ঞান বিবেচনার দ্বারা আর ভাবিয়া দেখার আবশ্যক হয় না, অথবা কার্য্য সম্পাদনের প্রতি মনোনিবেশ রাখিবারও প্রয়োজন হয় না। ইচ্ছা মাত্রেই কার্য্যটী সম্পাদিত হয়। একজন আমায় দেখিয়া মাথা নোয়াইল, এবং আমিও তৎক্ষণাৎ মস্তক অবনত করিলাম। এই যে সাদরে মস্তক অবনত করা, এই ব্যাপারের জন্য আমার জ্ঞাতসারে কোন ইচ্ছারও উদ্রেক হইল না, অথচ আমি মাথা নোয়াইলাম। ইহারই নাম অভ্যাস।

পুনঃপুনঃ কোন কার্য্য সম্পাদন করিলে স্নায়বিক কম্পসমূহ সহজ অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই হেতু অভ্যাস জন্মানর পর যখন ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে থাকে তখন আর আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রতি মনোযোগ অর্পণের প্রয়োজন হয় না। কার্য্যটী যেন আপনিই সম্পাদিত হয়। কার্য্য করায় এই যে একটা সহজভাব আসে ইহার কারণ হইতেছে যে আমাদের দৈহিক ইন্দ্রিয়, মাংসপেশী ও অন্তঃকরণ তদনুকূলে বিভাবিত হইয়া যায়। অভ্যস্ত কার্য্য সম্পাদনের সময় মাংসপেশীতে আর জোর

দিতে হয় না। মাংসপেশীগুলি আপনিই সেই অনুকূলে কার্য্য করে।

দৈহিক ইন্দ্রিয় ও মাংসপেশীর কথা হইল বাহ্যিক বিষয়। অভ্যাস জন্মিলে দেখা যায় ইহা ব্যতীত আমাদিগের অন্তঃকরণে কতকগুলি সম্বন্ধ যেন একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া যায়। কোনও কাম্য বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছা উদ্রেক হওয়া মাত্রই কতকগুলি কার্য্য আমরা পর পর অবলীলাক্রমে করিয়া ফেলি। পৃথক পৃথক কার্য্যের প্রতি আর আমাদের মনোযোগ দিতে হয় না। ইহার কারণ এই যে—কার্য্যগুলির মধ্যে মনে একটী সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। মনে কার্য্যগুলি একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে রহিয়াছে। সূত্রে টান পড়িলেই যেন কার্য্যসমূহ আপনা আপনিই হইয়া যায়।

ইহা যে সম্বন্ধ স্থাপন ইহা যে শুধু দৈহিক ইন্দ্রিয় ও মাংসপেশীর ক্রিয়ার মধ্যে থাকে তাহা নহে পরন্তু বাহ্যিক বস্তুর সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন হইয়া যায়। যথা, আমার পকেটে চাবি থাকে। যখন আমার গৃহের নিকট যাই, চাবি বাহির করিয়া গৃহের দ্বারে সংলগ্ন তালা খুলিয়া থাকি, প্রত্যহ এই কার্য্য করিতে করিতে অভ্যাসটী গঠিত হয়, তখন দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র অজ্ঞাতসারেই আমি পকেটে হাত দিই, এবং অজ্ঞাতসারেই হয়ত তালাটী খুলিয়া ফেলি। এস্থলে তালা, চাবি আমার দৈহিক ইন্দ্রিয় ও মাংসপেশীসমূহ—সকলগুলির মধ্যেই মনে একটী সম্বন্ধ স্থাপন হইয়া গিয়াছে।

আবার এমনও ঘটিতে পারে, ঘটনাচক্রে অন্যের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছি এবং অভ্যাসবশতঃ পকেটে হাত দিয়া চাবি বাহির করিয়া হয়ত সেই দ্বারে সংলগ্ন তালায় লাগাইয়া দিয়াছি, কিন্তু অভ্যাসস্থলে এতাদৃক ভ্রমের কারণ কি? কারণ হইতেছে, বাহ্যিক বস্তু বিষয়ে, অর্থাৎ দ্বারের এবং তালার পর্য্যালোচন বিষয়ে মনোযোগের স্বল্পতা। শুধু অভ্যাসে কেন, সংসার বিষয়েও এমন ভ্রান্তি ঘটিতে পারে। সংস্কারবশে কোন কোন প্রাণী তাহাদের ডিম্বগুলি নিরাপদস্থানে সুরক্ষিত করিয়া রাখে। কখন দেখা যায় ভুল করিয়া অপেক্ষাকৃত স্থানে হয়ত একটী প্রাণী ডিম্ব রাখিল। ইহারও কারণ, প্রাণীটী তাড়াতাড়ি সংস্কারবশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে না রাখিয়া একটী ভুলস্থানে ডিম্ব রাখিয়াছে।

আবার অভ্যাসের বশেও আমরা ভুল করিতে পারি, সৈন্যগণকে 'অ্যাটেনশন' বলিলে তাড়াতাড়ি তাহারা সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হয়, একজন সৈন্য আহারে বসিয়াছে, খাদ্য মুখে দিবার জন্য হাতে লইয়াছে, এমন সময় একজন আমোদপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া উঠিল 'অ্যাটেনশন্'। আর সৈন্যটীও খাদ্য ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অভ্যাসবশে কাজটী করার পর তখন তাহার ভুলটী বুঝিতে পারিল।

দুইটী বা ততোধিক বাহ্যিক ঘটনা আমাদের মনের মধ্যে সম্বন্ধ করিয়া দেয়, এবং এই প্রকারে একটী অভ্যাসের সৃষ্টি হয় আমি হয়ত যখন প্রাতঃকালে টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বস্ত্র পরিধান করি সেই সময়ে টেবিলের উপর হইতে ঘড়িটী লইয়া প্রত্যহই দম দিয়া থাকি। যখন এই বিষয়ে অভ্যাস জন্মিয়াছে, তখন আর ভাবিয়া চিন্তিয়া ঘড়িটী লইতে হয় না। কাপড় পরা হইলে আপনিই ঘড়টী লইব এবং অজ্ঞাতসারেই দম দিব।

অভ্যাসের দোষ ও গুণ দুইই রহিয়াছে, অভ্যাসের দোষ হইতেছে এই যে, ইহা আমাদের বিকাশকে বাধা দেয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। এতদিন ১৯০৫ সাল গেল, তার পর যেই ছত্রিশ সাল পড়িল আপনাকে লিখিতে হইবে ১৯৩৬। কিন্তু আপনি কলম ধরিলে অভ্যাসবশে দু'চার বারও হয়ত ভুল করিয়া লিখিবেন ১৯৩৫ সাল। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যাহা অভ্যাস আছে তাহাতেই আমাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় নিবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে সুতরাং অভ্যাস মাত্রেই বিকাশের বাধা সূচনা করিতেছে।

পক্ষান্তরে অভ্যাসের অসীম প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে শিশুগণকে দেখা যায় কোনও কাম্য বস্তু আহরণ করিতে তাহারা বহু সময় ব্যয় করে বস্তুটীকে দেখা, ধীরে ধীরে সন্তর্পণে যাওয়া, হস্ত প্রসারণ করা—এই সব কার্য্য মনোনিবেশের সহিত করিতে শিশুর বহু সময় ব্যয়িত হয়। যদি আমাদের অভ্যাস না জন্মিত এবং আমাদের জীবনের প্রতিকার্য্য শিশুর কার্য্যকলাপের ন্যায় ভাবিয়া চিন্তিয়া মনোযোগ সহকারে করিতে হইত তাহা হইলে জীবনে আমরা কয়টী কার্য্য করিতে পারিতাম? সুতরাং দেখা যাইতেছে অভ্যাস না জন্মিলে সংসার চলিতে পারে না।

পাতঞ্জলের মতে —যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের নিরোধ সম্ভবপর হইতে পারে। আমাদিগের চিত্তনদী উভয়দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কখন কল্যাণের দিকে বহে, কখন বা পাপের দিকেও বহে যখন এই নদী কৈবল্যমুখী থাকে তখনই কল্যাণবহা, আর যখন সংসারমুখী থাকে তখন পাপবহা অর্থাৎ এই নদীতে কখন বিবেকস্রোত বহে, কখনও বা বিষয়স্রোত বহে। বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত ক্ষীণ করা যাইতে পারে, এবং বিবেকদর্শনের অভ্যাসদ্বারা বিবেকস্রোতকে প্রকাশিত করা যাইতে পারে।

চিত্ত হইতে রাজসবৃত্তি ও তামসবৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া চিত্তকে কর্ত্রীভূত করিবার প্রযত্নই অভ্যাস। দীর্ঘকাল নিরন্তর আচরিত হইলে এই অভ্যাস অভ্যস্ত হয়। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য,

বিদ্যা ও শ্রদ্ধার দ্বারা এই অভ্যাস সুসম্পন্ন হয়। যোগশাস্ত্রে এই হইল অভ্যাসের সংজ্ঞা। ব্যাকরণ মতে অভ্যস্ত ধাতুর পূর্ব্বভাগকে অভ্যাস বলে। [অভ্যস্ত দ্র°]

অভ্যাসকলা—(স্ত্রী) যোগের অঙ্গবিশেষ। ইহাতে আসন ও প্রাণায়ামের একতা আনয়ন করিতে হয়।

অভ্যাসনিমিত্ত—(ক্লী) ব্যাকরণোক্ত দ্বিত্বের কারণ।

অভ্যাসযোগ—(পুং) সর্ব্বদা এক বিষয় চিন্তাদ্বারা জাত সমাধি জীবাত্মার পরমাত্মায় যোগ, অভ্যাসদ্বারা কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ। (গীতা ১২ ৯)

অভ্যাসব্যবায—(পুং) দ্বিরাক্ষরের উৎপত্তিহেতু অবকাশ।

অভ্যাসাদন—(ক্লী) [অভি আ সদ ণিচ লুট্] শস্ত্রাদিদ্বারা শত্রুকে নিরসন করা, শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা। ২ শত্রুর সম্মুখে গমন। ৩ নিকটে স্থাপন।

অভ্যাহত—(ত্রি) আহত। ২ বাধিত।

অভ্যাহনন—(ক্লী) আঘাত ২ বধ। ৩ স্তম্ভন। ৪ মারামারি

অভ্যাহার—(পুং) [প্রাদিস°] অপকার ইচ্ছায় সম্মুখে যাইয়া আক্রমণ। ২ সাক্ষাৎ চৌর্য্য। ৩ অভিযোগ, নালিশ। ৪ কণ্ঠাদি ধারণ। ৫ আলিঙ্গন। ৬ মেলন। ৭ অভিমুখে আনয়ন। ৮ ভক্ষণ, খাওয়া।

অভ্যাহার্য্য—(ত্রি) ভোজন করিবার যোগ্য।

অভ্যাহিত—(ত্রি) [অভি-আ ধা ক্ত] মন্ত্রাদিদ্বারা যথাবিধানে যে বহ্নির সংস্কার করা হইয়াছে।

অভ্যুক্ত—(ত্রি) সংক্ষেপে উক্ত, সাক্ষাতে উক্ত। ২ প্রকাশিত।

অভ্যুক্ষণ—(ক্লী) [অভি উক্ষ সেচনে লুট্] সেচন, অধোমুখ হস্তদ্বারা সেচনরূপ সংস্কারবিশেষ। ২ করতল উত্তান করিয়া যে জলসেক করা হয়, তাহাকে প্রোক্ষণ বলে। অধোমুখ হাত উপুড় করিয়া জলসেকের নাম অভ্যুক্ষণ এবং হাত বাঁকাইয়া জলসেকের নাম অবোক্ষণ। মীমাংসক দ্রব্যনিষ্ঠ সেচ অভ্যুক্ষণাদি সংস্কারকে অদৃষ্টবিশেষ বলেন।

অভ্যুক্ষিত—(ত্রি) [অভি উক্ষ ক্ত] যে পাত্র হাতে অভ্যুক্ষণ করা হইয়াছে।

অভ্যুক্ষ্য—(ত্রি) [অভি উক্ষ-অর্হার্থে ণ্যৎ] অভ্যুক্ষণের যোগ্য। [(অব্য) ল্যপ্] ২ উপুড়হস্তদ্বারা জলের ছিটা দিয়া।

অভ্যুচিত—(ত্রি) যথোপযুক্ত, রীতিসম্মত। ২ সাধারণ, যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে।

অভ্যুচ্চগামিন্—(ত্রি) অতিশয় উচ্চে গমনকারী। ২ বৃক্ষভেদ। (ললিতবি° ৭ ১৬৭)

অভ্যুচ্চয়—(পুং) [অভি-উদ্ চি-অচ্] বৃদ্ধি। (ভট্টি ২৮)

অভ্যুচ্ছ্রিত—(ত্রি) অধিরোপিত। ২ উন্নীত। ৩ উপরি নিযুক্ত

অভ্যুৎক্রুষ্ট—(ত্রি) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণাদ্বারা প্রশংসিত।

অভ্যুৎক্রোশন—(ক্লী) উচ্চশব্দে ঘোষণা।

অভ্যুত্থান—(ক্লী) [অভি উদ্ স্থা লুট্] কাহাকেও আদর করিবার জন্য আসন হইতে দাঁড়ান। ২ প্রত্যুদ্গমন, অগ্রসর হইয়া কাহাকে আদরপূর্ব্বক আনয়ন। ৩ উদ্যম। ৪ উদ্ভব। (গীতা ৪ ৭) ৫ সম্মানের জন্য উঠিয়া দাঁড়ান। ৬ উত্থান মাত্র

অভ্যুত্থায়িন্—(ত্রি) [অভি-উদ্-স্থা-ণিনি যুক্] উন্নতিশীল। ২ দণ্ডায়মান, যে দাঁড়াইয়া আছে। (স্ত্রী) ঙীপ্। অভ্যুত্থায়িনী

অভ্যুত্থিত—(ত্রি) [অভি উদ-স্থা ক্ত] অভিবাদনের নিমিত্ত যে দাঁড়াইয়াছে। ২ পূজ্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষার জন্য আসন হইতে উত্থিত। ৩ অভিমুখে উদ্যত।

অভ্যুত্থিতাশ্ব—দশরথবংশজাত এক নৃপতি।

অভ্যুত্থেয—(ত্রি) [অভি-উদ্ স্থা উপ স্বৃটত্বাৎ যৎ] অভিবাদন যাহার অভিবাদনের নিমিত্ত আসনাদি হইতে উঠিতে হয়।

অভ্যুৎপতন—(ক্লী) [অভি উদ্ পত লুট্] সম্মুখভাবে উৎপতন। ২ উল্লম্ফন, উদ্গমন। (রঘু ২ ২৭)

অভ্যুদয—(পুং) [অভি উদ ইণ্ অচ্] অভীষ্ট কর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। ২ বৃদ্ধি, উন্নতি। (মনু ১ ১৪) বিবাহ। ৩ জন্মান্তর হইলেও। ৪ বৃদ্ধি নিমিত্ত শ্রাদ্ধ। মনুসংহিতার আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ স্থলেও অভ্যুদয় পদের প্রয়োগ আছে। (মনু ৩ ২৮) ৫ অভ্যুদয় সাধন হইলেও। ৬ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। ৭ আরম্ভ ৮ আনন্দ, আহ্লাদ। ৯ দেবযোগ [আভ্যুদয়িক দ্র]

অভ্যুদযার্থক -(ত্রি) অভ্যুদয়নিমিত্ত শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সকল মঙ্গল কর্ম্মের পূর্ব্বেই করিবার বিধান আছে। কিন্তু পুংসবন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কর্ম্মে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবার বিধান নাই

অভ্যুদযিন্—(ত্রি) উদয় প্রাপ্ত হইতেছে, উন্নতিশীল।

অভ্যুদযেষ্টি—(স্ত্রী) অগ্ন্যাধেয় যাগবিশেষ।

অভ্যুদানযন—(ক্লী) [অভি উদ আ নী-লুট] আগ্নেয় অভিমুখে আনয়ন।

অভ্যুদাহরণ—(ক্লী) [অভি উদ্ আ হৃ লুট] অভিমুখে কথন, সম্মুখ হইয়া বলা। ২ অভিমুখ হইয়া উৎক্ষেপণ। ৩ কোন পদার্থের বিপরীত ভাবে নিদর্শন।

অভ্যুদিত (ত্রি) [অভি উৎ ইণ ক্ত] যে ব্রহ্মচারী নিদ্রাবশতঃ প্রাতঃকালের বৈধ কর্ম্ম করেন নাই। (শতপথব্রা° ১১ ৭) ২ সর্ব্বাংশে উদিত। ৩ প্রকাশিত। ৪ কথিত, যাহা বলা হইয়াছে। ৫ যাহা উৎসবের ন্যায় প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

অভ্যুদীরিত—(ত্রি) [অভি উদ্-ঈর ক্ত] সম্মুখে কথিত। ২ যাহা উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। (ক্লী) [ভাবে ক্ত] ৩ কথন।

অভ্যুদগ—(ত্রি) উন্নতির পথে উদ্গমনকারী।

অভ্যুদগত—(ত্রি) বিস্তৃত। ২ যে অভ্যর্থনার জন্য গিয়াছে। ৩ উত্থিত।

অভ্যুদগতরাজ—(পুং) বৌদ্ধকল্পবিশেষ।

অভ্যুদগম—(ক্লী) [অভি উদ্‌-গম-অপ্‌] অভ্যুত্থান, উন্নতি, উদ্ভব। (কথাসরিৎ° ২৪ ১২২) ২ যে অভ্যর্থনার্থ উঠিয়া দাঁড়ায়।

অভ্যুদগমন—(ক্লী) [অভি উদ্‌-গম ল্যুট্‌] উদ্গমন, ঊর্দ্ধে উঠা। ২ উন্নতি। ৩ উদ্ভব।

অভ্যুদ্দৃষ্ট—(ক্লী) অভিমুখে দৃষ্ট। ২ দর্শনে চর ... ৩ উদয়।

অভ্যুদ্দৃষ্টা—(স্ত্রী) সঙ্গীয় সংস্কারবিশেষ। (কামিতকৌবা° ৭ ৭)

অভ্যুদ্ধৃত—(ত্রি) [অভি-উদ্‌-হৃ-ক্ত] যজ্ঞ ... আনীত, ... যাজ্ঞায় কেহ কোন দ্রব্য আনিয়া দিলে তাহাকে অভ্যুদ্ধৃত ... ২ অভ্যর্থনা করিয়া প্রদত্ত। [অভি-উদ্‌ধৃ] ৩ অভিমুখ হইয়া সঞ্চালন দ্বারা ধৃত, উত্তোলিত।

অভ্যুদ্যত—(ত্রি) [অভি উদ্‌ যম ক্ত] উদ্যুক্ত, উপক্রম বিশিষ্ট, ... কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ২ অযাচিত অর্থ কোন ... কর্ত্তৃক আনীত। (মনু ৪ ২৪৭) ২ অভিমুখে স্থাপিত। (মনু ৪ ২৪৮) ৪ অভিমুখে ... পর্য্যন্ত সংকল্প।

অভ্যুদ্দৎ—(ত্রি) জলসিক্ত। ২ অভিবিসিক্ত। ৩ প্রক্ষালিত।

অভ্যুন্নত—(ত্রি) [অভি উদ্‌ নম কর্ত্তরি ক্ত] সম্যক্‌ উন্নত। ... উচ্চ। (কুমার ১ ১)

অভ্যুপগত—(ত্রি) [অভি-উপ-গম-ক্ত ...] স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত, যাহা স্বীকার করা হইয়াছে। ২ নিকটে ... সম্মুখে উপস্থিত। ৩ অকৃত যাহা করা হয় নাই (... ১১৮) ৫ অনুমিত, নিৰ্দ্ধারিত। ৬ প্রাপ্ত, লব্ধ। (রঘু ...)

অভ্যুপগন্তব্য—(ত্রি) নিকটে যাইবার ...।

অভ্যুপগম—(পুং) [অভি-উপ গম-অপ্‌] সমীপগমন। ২ সম্মিলন ... ন্যায়শাস্ত্রীয় চার প্রকার সিদ্ধান্তের মধ্যে এক প্রকার। ... করিয়া ... সন্দেহ করিলে তাহাকে এই অভ্যুপগম-সিদ্ধান্তের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। ৩ প্রতিজ্ঞা। ৪ ... । ৫ আশ্রয়। ৬ সংগমন।

অভ্যুপগমিত—(ত্রি) অঙ্গীকৃত ... সম্মতি ... নিয়মিতের ... যুক্ত দাস।

অভ্যুপপত্তি—(স্ত্রী) [অভি উপ পদ্‌ ক্তিন্‌] আনুকূল্য নিবারণ ... সম্পাদনরূপ অনুগ্রহ। ২ সান্ত্বনা, প্রবোধ। ৩ সম্মতি। ... স্ত্রীর গর্ভাধান।

অভ্যুপপদ্য—(অব্য) [অভি উপ পদ্‌ ক্ত্বা] ১ সান্ত্বনা ... । ২ অনুগ্রহের নিমিত্ত।

অভ্যুপ... —... অনুগ্রহ ... ।

অভ্যুপযুক্ত—(ত্রি) নিযুক্ত। ২ ব্যবহৃত।

অভ্যুপশান্ত—(ত্রি) নির্ব্বাপিত, প্রশমিত, যাহা ঠাণ্ডা হইয়াছে।

অভ্যুপস্থিত—(ত্রি) সহিত। ২ অনুযুক্ত। ৩ পরিবৃত।

অভ্যুপাকৃত—(ত্রি) অংশগ্রহণার্থ আহূত

অভ্যুপায—(পুং) [অভি উপ ইণ্‌ অচ্‌] স্বীকার। ২ অধিক উপায়।

অভ্যুপাবৃত—(ত্রি) সমীপাগত, নিকটে উপস্থিত।

অভ্যুপেত—(ত্রি) [অভি উপ-ইণ-ক্ত] অভিমুখ হইয়া সমীপে গত। ২ অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত।

অভ্যুপেতব্য—(ত্রি) সম্মুখে ... যাইতে ... । ২ স্বীকার্য্য ... ।

অভ্যুপেতার্থকৃত্য—(ত্রি) অভিলষিত অর্থ সম্পাদনার্থ বিহিত অভিনয়ে নায়কের চরিত্র স্ফুটতর করণার্থে স্বীকৃত।

অভ্যুপেত্য—(ত্রি) [অভি-উপ ইণ ল্যপ্‌ তুগাগমঃ] অভি গমনীয়। (অব্য) [ল্যপ্‌] ২ স্বীকার করিয়া। ৩ সমীপে যাইয়া।

অভ্যুপেত্যা—(স্ত্রী) [অভি-উপ ইণ্‌ ভাবে ল্যপ্‌ টাপ্‌] সেবা।

অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষ (স্ত্রী) দাসত্ব করিতে স্বীকার করিয়া তাহা অকরণরূপ বিবাদবিশেষ। ভৃত্য কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী করিলে সেই কার্য্য অবহেলার নিমিত্ত প্রভু ও ভৃত্যের পরস্পর বিবাদ।

অভ্যুপেয—(ত্রি) অঙ্গীকার্য্যযোগ্য। ২ সঙ্গম করিতে সমর্থ।

অভ্যুষ, অভ্যূষ—(পুং) [অভি-উষ ...] ... কর্ম্মণি ... পলিকা, যব গম প্রভৃতির রুটী। [...] ২ অন্ন ... ৩ ভাজা কলাই [ভাবে ...] ৪ ... অন্নদগ্ধ। [...] ৫ অভ্যো... র অর্থ। খোলায় কলাই, মটর প্রভৃতি ভাজিলে যখন চটপট শব্দ করে, সেই অবস্থার ভাজা কলাইকে অভ্যুষ কহে।

রাজনিঘণ্টুতে অভ্যূষের এইরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে, মধুর, গুরু, রোচক, শ্লেষ্মকারী, শ্লেষ্মা ... ও পিত্তবৃদ্ধিকর। অঙ্গারে ... ভাজা হইলে আগ্নেয়, বায়ুবৃদ্ধিকর, ... ও বলকর।

অভ্যুষিত—(ত্রি) [অভি বস ক্ত] যে সম্মুখে থাকে। ২ যে একত্র বাস করে (রামা° ৩ ১১ ২)

অভ্যূহ্য—(অব্য) তর্ক দ্বারা ফল ... স্থাপন করিয়া। ২ ক্রমশ সংযোগ করিয়া। উল্লেখ ... করিয়া।

অভ্যূঢ—(ত্রি) নিকটে আনীত। ২ যুক্তিদ্বারা মূলনিষ্কাশন।

অভ্যূহ—(পুং) [অভি উহ ঘঞ্‌] তর্ক। ২ অসম্পূর্ণ ... সম্পূর্ণতা সাধন। ৩ বৃদ্ধি। (নিরুক্ত ১৩ ১২)

অভ্যূহনীয়, অভ্যূহ্য—(ত্রি) [অ ... অভি উহ অনীয়র্‌ যৎ বা] তর্কণীয়।

অভ্যেত্য—(অব্য) সম্মুখে উপস্থিত হইয়া।

অভ্যেষণ—(ক্লী) ইচ্ছা। ২ আক্রমণ, পশ্চাদ্ধাবন।

অভ্র—(ক্লী) [অব্‌ অচ] মেঘ (ঋক্‌ ১৭৯ ২) ২ মুস্তক মুস্তা

ও আকাশ। (রঘু ১৩.৭৭) ৪ উপধাতুভেদ। ভারতবর্ষ, সাইবিরিয়া, পেরু, মেক্সিকো, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি নানাস্থানের পার্ব্বতীয় প্রদেশে এই উপধাতু জন্মে। সচরাচর দেখিতে কাচের মত পরিষ্কার ও শ্বেতবর্ণ। কোন কোন জাতীয় অভ্রে কেবল সিলিকা ৪৭—৬৭ ভাগ, ম্যাগ্নেসিয়া ৩০—৩৫ ভাগ এবং জল ২—৬ ভাগ আছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতীয় অভ্রে লোহ, ম্যাঙ্গেনিজ্, ক্রোম, ক্লোরিন প্রভৃতি পদার্থও বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল পদার্থের মধ্যে শ্বেত, ধূসর, সবুজ, রক্তবর্ণ, কটা, কৃষ্ণবর্ণ এবং কচিৎ পীতবর্ণ অভ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অভ্র চটচটে, কোন জাতীয় অভ্র বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপক এবং অনেক অভ্রই ভাঙ্গিলে স্তরে স্তরে উহার পর্দা খুলিয়া আসে। অভ্র অত্যন্ত পাতলা। সচরাচর ৩০০,০০০ ইঞ্চের অধিক পুরু হয় না। অনেক খনিতে দুই হাত ব্যাসের বড় বড় অভ্র পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষার দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য যথেষ্ট অভ্র ব্যবহৃত হয়। সাইবিরিয়া, পেরু, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে জানালায় কাচের সার্সির পরিবর্ত্তে অভ্র লাগান হইয়া থাকে। শীতোষ্ণতার পরিবর্ত্তনে অভ্র ধাতুর গুণের কিছুই ব্যতিক্রম হয় না কিন্তু কাচের গুণের অনেক ব্যতিক্রম ঘটে। তজ্জন্য লণ্ঠনেও ভাল অভ্র লাগাইতে পারা যায়। প্রাচীর উজ্জ্বল ও সুশ্রী দেখাইবে বলিয়া অনেক দেশের স্থপতি অভ্রচূর্ণ দিয়া দেউল রঙ্ করে। ভারতবর্ষের অম্বর প্রভৃতি নানা স্থানের অট্টালিকার ভিতরের ছাদে রক্তবর্ণ, সবুজবর্ণ প্রভৃতি অনেক প্রকার তাম্রের উপর অভ্র ঢাকা আছে। ইহাতে রাজ প্রাসাদের বিশেষ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। কামান প্রভৃতির গভীর শব্দের প্রতিঘাতে কাচ ঝন্ ঝন করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু অভ্র ভাঙ্গে না, তজ্জন্য ইহা রণপোতের সার্সিতেও লাগান হইয়া থাকে। এ দেশের মালীরা রাস, দোল, বিবাহ প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎসবে অভ্রের ঝাড়, গ্লাস ফানস ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। অভ্রে অনেক প্রকার খেলানাও প্রস্তুত হয়। আবীর ও ফাগের সঙ্গে কেহ কেহ অভ্র চূর্ণ মিশ্রিত করে।

অভ্র (mica)—এক শ্রেণীর খনিজ পদার্থ, নানা জাতীয় অভ্র এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধসূত্রও বিদ্যমান। সেই হেতু অভ্রগুলিকে সাধারণতঃ এক পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়। এতন্মধ্যে কএকটীর ব্যবহারই খুব বেশী প্রচলিত, তাই ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক দিয়াও ঐগুলির মূল্য যথেষ্ট। অভ্র শ্রেণীর মধ্যে প্রধান কএকটীর নাম—মাস্কোবাইট্, বিওটাইট্, ফ্লোগোপাইট্ এবং লেপিডো লাইট্। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে পরে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

খনিজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Mineralogical characters) — অভ্রের বিশেষত্ব হইল ইহা পরতে পরতে গঠিত থাকে, অথচ পরতগুলি বেশ সহজে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। পরতগুলি অত্যন্ত পাতলা, বেশ নমনীয়—বাঁকা চোরা করিয়া ছাড়িয়া দিলে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভাঙ্গে না। অভ্রগুলির স্ফটিকপাত হয় প্রায় মনোক্লিনিক (monoclinic) পদ্ধতিতে। অবশ্য অনেক সময়েই দেখিতে ঐগুলি রম্বোহেড্রেল বা অর্থোরম্বিকের মত। অভ্রের স্ফটিকগুলি আবার বেশীর ভাগই পরস্পর পরস্পরের উপর বেশ চাপিয়া থাকে।

অভ্রের পাতলা পরতের উপরে ভোঁতা সূচ জাতীয় কিছু দিয়া আঘাত করিলে ছয়টী রশ্মিযুক্ত তারকার ন্যায় ফাটল স্পষ্ট প্রকাশ পায়, রশ্মিগুলি প্রায় ৬০° কোণে পরস্পরকে কর্ত্তিত করে (intersect), তন্মধ্যে এক জোড়া রশ্মিরেখা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হয় এবং এই রেখাযুগল স্ফটিকের প্লেন ও সিমেট্রির সহিত সমান্তরাল রেখায় থাকে। এই ধরণের আর এক প্রকার ষড় রশ্মি মণ্ডলীর উৎপত্তি হয় যদি প্রথমোক্ত তারকা ক্ষেত্রে আবার ভোঁতা একটা কিছু দিয়া ধীরে ধীরে চাপিয়া ছিদ্র করিবার চেষ্টা করা যায়। এইখানে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমে যে ষড়রশ্মিযুক্ত তারকার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার বিভিন্ন রশ্মি-রেখার মধ্যে যে কোণের সৃষ্টি হয় তাহা পরবর্ত্তী রশ্মি রেখাগুলি দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। যে সমতলে সহজে অভ্রের পরতগুলি বিভক্ত করা যায়, তাহার সহিত এই ফাটলগুলি (বা রশ্মি রেখা) সমকোণে মিশিয়া যায়, স্ফটিকের পার্শ্বগুলি স্পষ্ট না থাকিলে এই ফাটলগুলির সাহায্যে অভ্রের পরত সমূহ যে স্ফটিকাকার তাহা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। খনির মধ্যে মাটীর চাপ পড়িয়া অনেক সময়ে অভ্রের গাত্রে ফাটলের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্ফটিকের পার্শ্বানুসরণে এই ফাটলের উৎপত্তি, ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইহার মূল্যও তখন বড় কিছু থাকে না।

আলোক-প্রতিফলন গুণ (optical characters) বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বিভিন্ন জাতীয় অভ্রের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ত্তমান আছে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কোন জাতীয় অভ্রেরই বর্ত্তনাঙ্ক খুব বেশী নহে, বর্ত্তনাঙ্কের গড় প্রায় ১৫৮—১৬০ হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বি-বক্রণ বা ডবল রিফ্র্যাক্শন অত্যন্ত প্রবল দেখা যায় (০০৪—০°০৫) এবং ইহা বিয়োগাত্মক। দৃক্ অক্ষ সমূহের মধ্যবর্ত্তী কোণগুলির পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান দৃষ্ট হয়, মাস্কোবাইট্ ও লেপিডোলাইটের বেলা এই কোণ ৭০° ৫০° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং বিওটাইট্ ও ফ্লোগোপাইটের বেলা হয় ১০°—০°। বিওটাইট্ ও ফ্লোগোপাইটের দৃক্-অক্ষ কার্য্যতঃ একাক্ষিক। যে সকল সূক্ষ্ম রেখা দৃক্-অক্ষগুলিকে দ্বিধা বিভক্ত

কারণ সেই রেখাগুলি অভিলম্ব হইতে পাদতলের দিকে দুই এক ডিগ্রির বেশী প্রায়ই বক্র হয় না, সেই জন্যই অভ্রের সম্ভেদ ফলকাকে (cleavage flake) সমতাপাদক অণুবীক্ষণে (polarizing microscope) পরীক্ষা করিলে এমন একটী রূপ চোখে পড়ে যাহা হইতে অভিসারী আলোকরশ্মি উৎসারিত হইয়াছে। দৃক্-অক্ষের তল স্ফটিকের সিমেট্রি প্লেনের উপরে লম্বরূপে (as perpendicular), অথবা উক্ত প্লেন বা তলের সহিত সমান্তরাল থাকে। ইহা লক্ষ্য করিয়া দুই জাতীয় অভ্রের পার্থক্য নিরূপিত হয়। মাস্কোবাইট, লেপিডোলাইট, প্যারাগোনাইট এবং এনোমাইট নামক এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য বিওটাইট্ প্রথম জাতীয় অভ্রের অন্তর্ভুক্ত, আর অপর জাতীয় অভ্রের অন্তর্গত হইল জিনওয়ালডাইট্, ফ্লোগোপাইট্, লেপিডোমিলেন এবং সমস্ত বিওটাইট্। যে সকল অপেক্ষাকৃত গাঢ় বর্ণের তাহার ভিতর দিয়া দেখিলে এক এক দিক দিয়া এক এক রকমের রং দেখা যায়।

বিভিন্ন জাতীয় অভ্রের বহিরাকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। মাস্কোবাইট্ জাতীয় কতকগুলি অভ্র বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ, আবার ইহাদের মধ্যে হরিদ্রা বর্ণের ও শ্যামবর্ণের আভাও কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় এবং লালাভ স্বচ্ছ অভ্রও দেখিতে পাওয়া যায়। লেপিডোমিলেন জাতীয় অভ্রগুলি অস্বচ্ছ এবং ইহাদের বর্ণ কটা ও কালো হয়। প্রথমোক্ত জাতীয় অভ্রের পরতগুলির পৃষ্ঠে মুক্তাধবল ঔজ্জ্বল্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং লেপিডোমিলেন জাতীয় অভ্রের পরত পৃষ্ঠে ধাতুর দীপ্তি দৃষ্ট হয়। অভ্রের পাতগুলিতে অনেক সময় রঙ্গীন বলয় বা লহরী দেখিতে পাওয়া যায়, পরতাভ্যন্তরীণ ফাটলগুলির পৃষ্ঠে আলোক ব্যাহত হয় বলিয়া এইরূপ বলয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় অভ্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭ ও ৩.১ এর মধ্যে। অভ্রের কাঠিন্য ২ হইতে ৩ এর মধ্যে হয়, মসৃণ অভ্র পরতের উপরে নখ দিয়াও আঁচড় কাটা যায়। উত্তাপ এবং তড়িৎ-পরিবাহনের (conduction) পক্ষে অভ্র সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য। অভ্রের এই বিশিষ্ট গুণের সুযোগ লইয়া বৈদ্যুতজগতে ইহার বহু প্রকার ব্যবহার চলিত আছে। অন্যান্য খনিজ পদার্থও অনেক সময়ে ইহার সহিত সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়, অভ্রের মধ্যে গার্নেটের (garnet) চ্যাপটা স্ফটিক, কোয়ার্টজের (quartz) অতি সূক্ষ্ম পরদা এবং সূচ্যাকৃতি টার্মালীন ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য নহে। পরতাবলিষ্ট অভ্রের পাতে লাল, কালো ইত্যাদি নানা প্রকার দাগ লাগিয়া অনেক সময়ে ইহাকে অব্যবহার্য্য বা অপকৃষ্ট করিয়া ফেলে, কোন কোন সময়ে লৌহ অক্সাইডের ডালপালা যুক্ত বৃক্ষাকৃতিও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয় সূক্ষ্ম সূচ্যাকৃতি কতকগুলি দাগ অনেক সময়ে উক্ত প্রকার অভ্রে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দাগগুলি এক প্রকার টাইটনিয়ম ডাইঅক্সাইডের বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কোন প্রকার আঘাতের ফলে যে রশ্মিগুলির উৎপত্তি হয় তাহাদের সহিত এই ধরণের (সূচ্যাকৃতি) রেখা সমূহ সমান্তরালভাবে সজ্জিত থাকে, ফলে বহু অভ্রে এক প্রকার "তারকাচিহ্ন" দেখা যায়—ফ্লোগোপাইটেই অবশ্য ইহা বেশী দৃষ্ট হয়। মোম বাতি জাতীয় কোন অপ্রখর আলো এই প্রকার অভ্রের সম্মুখে ধরিয়া অভ্র পাতখানির মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিলে অভ্যন্তরে ষড়রশ্মিযুক্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

রাসায়নিক সংবৃত্তি (chemical composition)—অভ্রের রাসায়নিক সংবৃত্তি অতীব জটিল এবং বহুবিধ। সর্ব্বপ্রকার অভ্রই প্রধানতঃ এলুমিনিয়ম্ সিলিকেট্, এবং সাধারণতঃ অর্থোসিলিকেট্, অধিকন্তু ইহার সহিত এলকেলি বা ক্ষারিক পদার্থ (পটাসিয়ম, সোডিয়ম্, লিথিয়ম, কোন কোন ক্ষেত্রে—যদিও খুবই কম—রুবিডিয়ম এবং সিজিয়ম) মিশ্রিত থাকে, ক্ষারিক উদজন এবং কোন কোন জাতীয় অভ্রে মেগ্নেসিয়ম, ফেরাস্ ও ফেরিক্ লৌহও মিশ্রিত পাওয়া যায়, ক্রোমিয়ম, মেঙ্গানিজ এবং বেরিয়মও কচিৎ কোন ক্ষেত্রে মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ফ্লোরিনকেও অভ্রের একটী বিশিষ্ট উপাদানরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কখন কখন টাইটনিয়মও বিদ্যমান থাকে।

সাঙ্কেতিক সূত্রের সাহায্যে নিম্নে বিভিন্ন জাতীয় কতকগুলি অভ্রের সংবৃত্তি নির্দ্দেশ করা গেল। ইহাদের মধ্যে কতগুলির সংবৃত্তি সম্বন্ধে সঠিক বলা না গেলেও ইহারা আসল পদার্থের খুবই কাছাকাছি হইবে। নিম্নোক্ত সাঙ্কেতিক সূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে অভ্রগুলিকে দুইটী পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে, যেমন—এল্কেলি অভ্র (পটাশ অভ্র ইত্যাদি) এবং ফেরোমেগ্নেসীয় অভ্র—এইগুলিকে আবার স্থূলভাবে পাতলা আর গাঢ় বর্ণযুক্ত—এই দুই পর্য্যায়েও বিভক্ত করা যায়।

মাস্কোবাইট (muscovite) বা পটাশ অভ্র (potash mica)	$H_2KAl_3(SiO_4)_3$
প্যারাগোনাইট (paragonite) বা সোডা অভ্র (soda mica)	$H_2NaAl_3(SiO_4)_3$
লিপিডোলাইট (lepidolite) বা লিথিয়া অভ্র (lithia mica)	$KLi[Al(OH,F)_2]Al(SiO_3)_3$
জিন্ওয়ালডাইট (zinnwaldite) বা লিথিয়ম্ লৌহ অভ্র (lithium iron mica)	$(K,Li)_3[Al(OH,F)_2]FeAl_2Si_5O_{16}$
ফ্লোগোপাইট (phlogopite) বা মেগ্নেসিয়া অভ্র (magnesia mica)	$[H,K,(Mg,F)]_3Mg_3Al(SiO_4)_3$
বিওটাইট (biotite) বা মেগ্নেসিয়ম্-লৌহ অভ্র (magnesium-iron mica)	$(H,K)_2(Mg,Fe)_2[Al,Fe_2(SiO_4)_3]$

মাস্‌কোবাইটে জল থাকে শতকরা প্রায় ৪ হইতে ৬ ভাগ ; কিন্তু অন্যান্য জাতীয় অভ্রে জল এতটা থাকে না। এই জল অবশ্য অতি বেশী তাপমানে দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অতএব ইহাকে দেহগঠনের জল বিশেষ (water of constitution) বলা হয় এবং ইহা ক্লোরিনকে অপসারিত করিয়া হাইড্রক্সিল-রূপে বিদ্যমান থাকে।

আর এক প্রকার অভ্রও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা রস্‌কোলিট নামে খ্যাত। ইহাতে ভেনেডিয়ম্ (V_2O_3—শতকরা ৩০ ভাগ) অনেকাংশে এলুমিনিয়মের স্থান দখল করিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ ঈষৎ কটা শ্যামল বর্ণের বহু কুচার (scaly) সমষ্টিরূপে পাওয়া যায় ; কেলিফর্ণিয়া, কলোরেডো এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণের খনিতে টেলুরাইডের সহিত ইহা নিবিড়ভাবে সংমিশ্রিত থাকে।

বিবৃতি (occurrence) :—আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত নানা প্রকার পদার্থের মধ্যে অভ্র অন্যতম প্রধান উপাদান। এতদ্ব্যতীত অনেক রকমের খনিজ সিলিকেট আছে যাহার নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটে, এই সকল খনিজ সিলিকেটের বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে অভ্রও একটী। দুই কারণে সিলিকেটগুলির এইরূপ পরিবর্তন হয়— একটী হইল ঋতুপরিবর্তনজনিত বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অবস্থার ফলে, আর দ্বিতীয় কারণ হইল সিলিকেটগুলি আশপাশের নানাপ্রকার পদার্থের সংস্পর্শে আসে এবং ভূগর্ভে নানা রকমের আলোড়নের ফলে বিভিন্ন অবস্থার চাপ পড়ে বলিয়া সিলিকেটগুলির এই সকল পরিবর্তন ঘটে।

মাস্‌কোবাইট্ ও বিওটাইট্ সাধারণতঃ সিলিসিয়স্ রকসমূহে (siliceous rocks) দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ফ্লোগোপাইট আবার বিশেষ করিয়া কেলকেরিয়স্ রক্ সমূহে বেশী দেখা যায়। উৎকৃষ্ট স্ফটিকাকার অভ্রের নমুনা বিওটাইটের উজ্জ্বল স্ফটিকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় ; ইটালীর অন্তর্গত ভিসুভিয়স্ আগ্নেয়গিরির মঁতে সোমা নামক শৃঙ্গ হইতে উৎক্ষিপ্ত চুণা-পাথরগুলিতে যে গহ্বর থাকে, সেই গহ্বরসমূহের ভিতরে এই বিওটাইট্ জমাটবাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। মাস্‌কোবাইটের এক প্রকার বড় বড় পাত বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে। গ্রেনাইট্ (granite), নাইস (gneiss—এক প্রকার স্তরবিভক্ত প্রস্তর বিশেষ ; ইহা প্রধানতঃ কোয়ার্ট্‌জ, ফেল্‌স্‌পার এবং অভ্রের সংযোগে উৎপন্ন হয়) অথবা শ্লেট পাথর সদৃশ স্তরবিশিষ্ট অভ্রের অভ্যন্তরস্থ কাটলের মধ্যে এক রকমের পাতলা পরতের মত বিস্তৃত অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন সাধারণ স্ফটিকাকৃতি পিগ্‌মেটাইটের সহিতই কেবল ইহাকে থাকিতে দেখা যায়। এইরূপে প্রাপ্ত পরতগুলিতে ফেল্‌স্‌পার, কোয়ার্টজ এবং অভ্র মিশ্রিত তো থাকেই, কোন সময়ে আবার টারমেলিন, বেরাইল্ এবং গারনেট্ জাতীয় অন্যান্য স্ফটিকাকার খনিজ পদার্থও কমবেশী মিশ্রিত দেখা যায়। ভারতবর্ষ, আমেরিকার অন্তর্গত দক্ষিণ ডেকোটা, কলোরেডো ও আলাবামা এবং ব্রেজিলান্তর্গত গয়-আজ, বাহিয়া ও মিনাস গেরিস্ প্রভৃতি বহু স্থানে অভ্রের নিমিত্ত ইহা খনি হইতে কাটিয়া তোলা হয়। সিংহল ও কানাডার বাজারে যে সকল অভ্র সাধারণতঃ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি প্রধানতঃই ফ্লোগোপাইট্; কিন্তু এই দুইটী স্থানে ইহার অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। ভারতীয় খনিতে যে অভ্র সংগৃহীত হয় তাহা সাধারণতঃ মাস্‌কোবাইট্। বেহার প্রদেশস্থ হাজারিবাগ এবং মাদ্রাজ প্রদেশের নেল্লোরই ভারতীয় অভ্রের প্রধান প্রাপ্তিস্থান। হাজারিবাগের অভ্রে রুবির ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নেল্লোরের অভ্র বেশীর ভাগই শ্যামলাভ। নেল্লোরস্থ আইনিকুর্তি খনিতে দৈর্ঘ্যে ১৪'।১৫ ফুট ও প্রস্থে ৯'।১০'ফুট অভ্র থাকবাঁধা পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ × ২৪ ইঞ্চি পরিমিত চতুষ্কোণ পাত এখানকার খনি হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। পাতগুলির বিশেষত্ব এই যে অতিশয় বড় হইলেও প্রায়শঃই ইহাতে কোন প্রকার চিড় বা খুঁত থাকে না।

ব্যবহার—প্রাচীন কাল হইতেই অভ্র মানবসমাজে পরিচিত। দূরতম অতীতেও যে ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মিশর, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে যে অতি পূর্বকালেও অভ্র ব্যবহৃত হইত তাহা বর্তমান যুগের পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।[১] ভারতবর্ষে নানা প্রকারের সাজসজ্জায় অভ্র ব্যবহারের প্রমাণ ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়[২], ইহা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন।[৩] ঔষধাদিতে অভ্র-ভস্মের ব্যবহার প্রাচীনকালেও এদেশে প্রচলিত ছিল[৪] এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আরও নানা প্রকারে ইহা ভারতীয় লোকের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করিত[৫]।

অভ্র স্বচ্ছ এবং আগুনের উত্তাপে বা হঠাৎ তাপমানের পরি-

(১) J. R. Partington—*Origins and Development of Applied Chemistry*, 1935, pp 103, 108 & 341—342.

(২) Sir P. C. Roy—*A History of Hindu Chemistry* Vol 1, 1903, pp 81—82.

(৩) H. S. de Schmid—*Mica, its Occurrence Exploitation and uses*, Ottawa, 1912, p.302; G.W Colles—*Mica and the Mica Industry*, Philadelphia, 1906, p. 85 ; F.Cirkel—*Mica, its Occurrence, Exploitation and uses* Ottawa, 1905, p.85.

(৪) ও (৫) Sir P. C. Roy—*loc. cit.*

বর্ত্তনে ইহা অবিনষ্ট থাকে বলিয়া চৌভ ও লণ্ঠনের গবাক্ষে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার হয়; এতদ্ব্যতীত চুল্লীর অভ্যন্তর দেখিবার নিমিত্ত যে ছিদ্র থাকে তাহাতে এবং আলো'র গ্যাস-বার্নারের চিমনীতে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। এক সময়ে ঘরের জানালায়ও কাচের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার নানা দেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। রুশ যুদ্ধজাহাজের পোর্ট হোলে (port holes) অভ্র ব্যবহৃত হইত, তখন ইহা "মাস্কোবি কাচ" নামে অভিহিত হইত। লণ্ঠনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রসম্বলিত ছোট উজ্জ্বল অভ্রের টুকরা নানা প্রকার সৌন্দর্য্যের সজ্জারূপে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। চূর্ণীকৃত অভ্র প্রাচীর কাগজ (wall-paper) প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, খেলনা, রঙ্গমঞ্চের পট ইত্যাদি চক্‌চকে ও ঝক্‌মকে করিবার জন্যও অভ্রচূর্ণের প্রভূত ব্যবহার চলিত আছে। কাগজ এবং রঞ্জক বস্তু প্রস্তুত করিতেও অভ্রচূর্ণের আবশ্যক হইয়া থাকে। অভ্রের পাতের উপরে চিত্রাঙ্কণও চলিতে পারে এবং ভারতবর্ষে তন্নিমিত্ত ইহার প্রচলন বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ল্যানটার্ণ স্লাইড, ফটোগ্রাফিক ফিল্‌ম ইত্যাদির নিমিত্ত অভ্রের প্রভূত ব্যবহার হইয়া থাকে। দলিলাদি এবং ঐতিহাসিক নথিপত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত অভ্রের প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক জগতের যে সকল পরীক্ষণীয় এবং পরীক্ষিত নমুনা (বা specimen) স্পিরিটে সংরক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত নরম বলিয়া সহজে কুঞ্চিত হইয়া পড়ে তাহাদিগকে অভ্রের উপরে সাঁটিয়া রাখা হয়।

উত্তাপ-পরিবাহনের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া বয়লার এবং বাষ্পনলের আবরণরূপে অভ্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় অভ্র যে ভাবে অম্লের ক্রিয়া প্রতিহত করিতে পারে তাহার বিচার করিয়া বিভিন্ন অভ্রের আরও বহু প্রকার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

বর্ত্তমান যুগে অভ্রের খুব বেশী ব্যবহার হয় তাড়িতযন্ত্রাদিতে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তড়িৎপরিবাহনের পক্ষে অভ্র অনুপযোগী, সেই হেতু তড়িৎরোধের নিমিত্ত ইহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। ডায়নামোর আর্ম্মেচার প্রস্তুত করিতে এবং অন্যান্য তাড়িত যন্ত্রাদিতে নমনীয় মসৃণ অভ্রের পাত বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে মাস্কোবাইট এবং ফ্লোগোপাইটেরই আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ফ্লোগোপাইটের বর্ণহীন স্বচ্ছ পাত প্রায় দুষ্প্রাপ্য; তাই বৈদ্যুতিক কারকর্মের নিমিত্তই একমাত্র ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অভ্রের আরও অন্যান্য বহু প্রকার ব্যবহার আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পটাসিয়ম অভ্রের একটী উপাদান বিশেষ; তাই জমির সাররূপেও অভ্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। লিথিয়ম এবং রুবিডিয়ম অভ্রে বিদ্যমান থাকে—ইহা আমরা দেখিয়াছি, লিথিয়মের এবং রুবিডিয়মের লবণ প্রস্তুত করিতেও অভ্রের প্রচুর ব্যবহার হয়।

খনি খনন ইত্যাদি:—খনি হইতে অভ্র উদ্ধার করা বর্ত্তমান যুগের শ্রমশিল্পের একটী সমস্যা। ভারতবর্ষের অভ্রখনির প্রতি এক্ষণে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে, যদিও এখানে খনি হইতে যে ভাবে অভ্র উত্তোলিত হয় তাহা অত্যন্ত সেকেলে এবং তাহাতে অপচয় হয় খুব বেশী।[1] সম্প্রতি অবশ্য খনি-খনন-ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং আরও অধিকতর উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

যে কোন প্রকার খনিই হউক না কেন পাতের আকারে খুব অল্পই অভ্র কাটিয়া তোলা যায়—সাধারণতঃ শতকরা দশ ভাগের বেশী বড় একটা পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে খনি হইতে যে সকল বাজে জিনিস উঠিত তাহার প্রায় সবটাই ফেলিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে কুচা অভ্রেরও যথেষ্ট চাহিদা বাড়িয়াছে—ইহা চূর্ণ করিয়া রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদিতে প্রচুর ব্যবহারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে এক প্রকার অবস্থান্তরিত অভ্র "ভার্মিকুলাইট" (vermiculite) নামে পরিচিত—ইহা প্রধানতঃ মাইকেসাস (micaceous) জাতীয় খনিজ অভ্র। কিছু দিন আগে এইরূপ কএকটী অভ্রের খনি লোকের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছে। সম্প্রতি কলোরেডো ও মোনটানাতে প্রচুর অভ্রের আবিষ্কার হইয়াছে, ফলে তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই আবিষ্কারের ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা লোকচক্ষুর সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই ভার্মিকুলাইটের প্রধানতম বিশেষত্ব এই যে তাপযোগে ইহা খুব বেশী পরিবর্দ্ধিত হয়, এই পরিবর্দ্ধন (expansion) একমুখী এবং সমচ্ছেদের (cleavage) সহিত সমকৌণিক (at right angles)।

পরিবর্দ্ধন কালে ইহার ঘনমান মূল ঘনমানের ষোল গুণ

---

(১) Sir T. H. Holland, "The Mica deposits of India", *Memoirs of the Geological Survey of India*, Vol. XXXI, 1902, pp. 11-121 দ্রষ্টব্য।

অন্যান্য আলোচ্য গ্রন্থাদি—

(1) *Encyclopedia Britannica* 14th edition 1929, Vol 15, pp 405—407

(2) *A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry* (by J W Mellor), Vol. VI, 1930, pp 604-628.

(3) *Mica* (Imp Mineral Resources Bureau, London), 1922.

পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ইহার বর্ণেরও পরিবর্ত্তন ঘটে, এই পরিবর্ত্তন হয় উত্তাপের পরিমাণ অনুযায়ী এবং যে সময় কাল মুক্ত বাতাসে উন্মোচিত থাকে তদনুসারে। পরিবর্ত্তনটা ঘটে অভ্রের মধ্যে যে লৌহ আছে তাহাতে অম্লজনের যোগ হয় বলিয়া—ইহাই প্রচলিত ধারণা। কাজেই যে পরিমাণ অম্লজন গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় এই পরিবর্ত্তনও তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। উক্তরূপ পরিবর্দ্ধিত অভ্র অত্যুৎকৃষ্ট উত্তাপরোধক এবং ইহাতে শব্দতরঙ্গের গতিও নিরুদ্ধ হইয়া শব্দ বিলীন হইতে পারে, ইহা দ্বারা রঞ্জক বস্তু প্রস্তুত করারও সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদ্যকমতে অভ্র চারি প্রকার। যথা, পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ এবং বজ্র। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত বজ্র উৎপাদিত করেন। সেই বজ্র হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া পর্ব্বতে পতিত হয়। তাহাতেই অভ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তজ্জন্য আজও এই লোকপ্রসিদ্ধ আছে যে, মেঘ গর্জ্জন হইলে অভ্র উৎপন্ন হয়। লোকে আরও এই কথা বলিয়া থাকে যে, মেঘ হস্তিরূপে শালপাতা খাইয়া থাকে। শালপাতা খাইবার সময়ে তাহাদের মুখ দিয়া লাল পড়ে। সেই স্বচ্ছ লালে অভ্র উৎপন্ন হয়। রসেশ্বরে লিখিত আছে যে, গৌরীর রজ হইতে অভ্রক ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন,—শ্বেতবর্ণ অভ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র। ইহার মধ্যে রৌপ্য মুক্তাদিতে শ্বেতবর্ণ অভ্র বিহিত। রসায়নে রক্তবর্ণ, স্বর্ণাদিতে পীতবর্ণ এবং রোগাদিতে কৃষ্ণবর্ণ অভ্র প্রশস্ত।

পিনাক অভ্র আগুনে নিক্ষেপ করিলে উহার সমস্ত পর্দ্দ খুলিয়া যায়। ইহা ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে। দর্দ্দুর অভ্র অগ্নিতে ফেলিলে তাহার গায়ে গোল গোল কুণ্ডলী উঠে ও এক প্রকার শব্দ হয়। এই অভ্র খাইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। নাগাভ্র আগুনে ফেলিলে সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ উঠে। ইহা খাইলে ভগন্দর রোগ জন্মে। বজ্রাভ্র দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। ইহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার কোন ভাবান্তর ঘটে না, তজ্জন্য ইহা সকল অভ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উত্তর পর্ব্বতে যে সকল কৃষ্ণ অভ্র জন্মে, তাহাই বিশেষ গুণকর। দক্ষিণ পর্ব্বতের অভ্র তত গুণকর নহে। কৃষ্ণাভ্রে সমস্ত ব্যাধি ও জ্বর নষ্ট হয় এবং ইহা সেবন করিলে অকালমৃত্যু ঘটে না। কিন্তু অন্যান্য ধাতুর মত অভ্রও শোধিত না করিয়া সেবন করিতে নাই। পার্ব্বতীয় প্রদেশে কিম্বা যে সকল পাথুরিয়া স্থানে মৃত্তিকার ভিতরে অভ্রের খনি আছে, সেখানকার জলপান করিতে নাই। পান করিলে অনেক প্রকার উৎকট পীড়া জন্মে।

অভ্র জারিত করিবার প্রণালী—প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ অভ্র আগুনে পোড়াইয়া কাঁচা গব্য দুগ্ধে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া কেহ কেহ একবার করেন, কেহ কেহ ৫।৭ বার করিয়া থাকেন। তাহার পর অভ্র ধুইয়া লইয়া তাহার সমস্ত স্তর পৃথক্ করা হইলে, পাতিলেবুর রস ও চেলুনী এবং নটিয়ার শাকের রসে তাহা আট দিন ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর একগুণ উক্ত শোধিত অভ্র ও তাহার একচতুর্থাংশ শালিধান্য একত্র কম্বলে জড়াইয়া তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহা হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে বিশুদ্ধ অভ্রকণা কম্বলের ছিদ্র দিয়া গলিয়া আসে। তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইবে, ইহাকে ধান্যাভ্র কহে।

ধান্যাভ্র আকন্দ আটার সঙ্গে প্রস্তরের খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া চাকী বাঁধিবে। পরে ঐ চাকী আকন্দের পাতায় জড়াইয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ সাতবার আকন্দ-আটায় মর্দ্দন করিয়া সাতবার পাক করা হইলে শেষে বটের ঝুরীর রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া তিনবার পূর্ব্বের মত গজপুটে পাক করিতে হয়। পাক করা শেষ হইলে ইহাকে জারিত অভ্র কহে।

জারিত অভ্র ও তাহার সমান অংশ গব্যঘৃত একত্র মিশাইয়া লৌহপাত্রে পাক করিবে। ঘৃত নিঃশেষিত হইলে পাত্র নামাইবে। ইহাকে অমৃতীকরণ কহে। এইরূপ প্রস্তুত করা অভ্র কষায়, মধুর শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, এবং ইহাতে ত্রিদোষ, ব্রণ, মেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদরী ও গ্রন্থিরোগ এবং কৃমি নষ্ট হয়। মাত্রা ১-৬ রতি। মধুর সঙ্গে সেবন করিবে। বৈদ্যেরা জারিত অভ্রের সঙ্গে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করেন।

অভ্রংলিহ—(পুং) [অভ্রং গগনং লেঢ়ি স্পৃশতি অভ্র লিহ খশ্ মুম্] বায়ু। (ত্রি) ২ অতিশয় উচ্চ, গগনস্পর্শী। (রঘু ১

অভ্রকসত্ত্ব—(পুং) ইস্পাত। ২ পাকা লোহা।

অভ্রঙ্কষ—(পুং) পর্ব্বত। ২ বায়ু। [অভ্রংকষ দ্র°]

অভ্রজ—(ত্রি) অভ্রজাত দ্রব্য। ২ অভ্রের দ্বারা বা সংমিশ্রণে প্রস্তুত দ্রব্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গে অভ্রজা। (অথর্ব্ব ১ ১২ ৩)

অভ্রতুঙ্গেশ্বর—হিমালয়স্থ একটী শিবলিঙ্গ। (হিম° খ° ৮ ৯১)

অভ্রনাগ—(পুং) ঐরাবত।

অভ্রনামক—(পুং) [বৈদ্যক] মুস্তা, মুথা।

অভ্রপথ—(পুং) গগনমার্গ, বিমান, শূন্যপথ।

অভ্রপিশাচ—(পুং) রাহু।

অভ্রপুষ্প—(স্ত্রী) বেতগাছ। (Calamus Rotang)।

অভ্রপ্রুষ্—(স্ত্রী) মেঘ হইতে ক্ষরিত জলবিন্দু। "অনপ্রুষো ন বাচা প্রুষা বসু।" (ঋক্ ১০ ৭৭ ১)

অভ্রম—(পুং) ভ্রমের অভাব। ২ ভ্রমণের অভাব। (ত্রি) [নাস্তি ভ্রমো যস্য যত্র বা বহুব্রী] ৩ অভ্রান্ত, ভ্রমশূন্য।

অভ্রমতী—(স্ত্রী) আনর্ত্ত বা কাঠিয়াবাড় প্রান্তে প্রবাহিত একটী প্রাচীন নদী। (স্কন্দপু° নাগরখ° ১১৮.৪৪)

অভ্রমাংসী—(স্ত্রী) আকাশমাংসীলতা, জটামাংসী।

অভ্রমাতঙ্গ—(পুং) ঐরাবত।

অভ্রমালা—(স্ত্রী) মেঘসমূহ, মেঘশ্রেণী।

অভ্ররূপ—শিবের সংহারমূর্ত্তির (ক্রোধাভিব্যক্তি) অন্যতম মূর্ত্তি।

অভ্ররোহ, অভ্ররোহস—(পুং) বৈদূর্য্যমণি। (Lapis lazuli) [অব্‌ভ্ররোহস্ ভ্র°]

অভ্রলিপ্ত—(ত্রি) মেঘাচ্ছাদিত।

অভ্রলিপ্তী—(স্ত্রী) অল্প মেঘযুক্ত আকাশ।

অভ্রবটিকা—(স্ত্রী) রসৌষধবিশেষ। জ্বরাতিসার রোগে ইহা প্রযোজ্য। রসরত্নাকরে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত আছে।

রাজনিঘণ্ট্‌ গ্রন্থেও গ্রহণী রোগে ব্যবহার্য্য অন্য একপ্রকার অভ্রবটিকা প্রস্তুতের উল্লেখ আছে।

অভ্রবর্ষ--(পুং) মেঘ কর্ত্তৃক সিচ্যমানস্থান। [ভাবে ঘঞ্‌] ২মেঘবর্ষণ।

অভ্রবাটিক, অভ্রবাটিকা—(পুং স্ত্রী) আম্রাতক বৃক্ষ। আমড়াগাছ। আমড়াপাতা ঝরিয়া পাড়লে তখন বৃক্ষ কেবল শূন্য দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তজ্জন্য ইহাকে অভ্রবাটিক কহে।

অভ্রশিরস—(ক্লী) আকাশ যাহার মস্তক।

অভ্রসার—(পুং) ভীমসেনী কর্পূর।

অভ্রাজ—(ত্রি) উজ্জ্বল নহে। ২ সামগানদ্রষ্টা এক ঋষি।

অভ্রাতৃ, অভ্রাতৃক—(ত্রি) যাহার ভ্রাতা নাই। (নিরুক্ত ৩৪)

অভ্রাতৃব্য—(ত্রি) ভ্রাতুষ্পুত্রহীন। ২ শত্রুরহিত। (শতপথব্রা° ৫ ১৩১২)

অভ্রান্ত—(ত্রি) ভ্রান্তিশূন্য, প্রমাদ-রহিত।

অভ্রান্তবুদ্ধি-(ত্রি) বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাসম্পন্ন, যাহার বুদ্ধি বিকৃত হয় নাই।

অভ্রান্তি—(স্ত্রী) [ভ্রম-ক্তিন্, নঞ্‌-তৎ] ভ্রান্তির অভাব, প্রমাদের অভাব। ২ ভ্রমণাভাব। (ত্রি) [বহুব্রী] ৩ ভ্রান্তি শূন্য।

অভ্রাবকাশ—(পুং) [অভ্রম আকাশমেব অবকাশঃ অবসরঃ] আকাশ ভিন্ন অন্য আবরণ নহে। (মনু ৬ ২৩; কুল্লুক)

অভ্রাবকাশিক, অভ্রাবকাশিন্—(ত্রি) [অভ্রাবকাশঃ অস্ত্যস্য ইনি স্বার্থে কন্ বা] আকাশ ভিন্ন অন্য আবরণবিশিষ্ট নহে, কেবল আকাশাবরণযুক্ত। (মনু ৬ ২৩)

অভ্রাম্র—(ক্লী) কুঙ্কুম। ২ কেশর।

অভ্রিখাত—(ত্রি) কাষ্ঠদণ্ডের পাবড়ী বা গ্রন্থিতে খোদাইবিশিষ্ট।

অভ্রিত—(ত্রি) মেঘাচ্ছন্ন।

অভ্রিয—(ত্রি) মেঘসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ বিদ্যুৎ, বিজলী। (ক্লী) ৩ সৌদামিনীযুক্ত মেঘসমূহ।

অভ্রেষ—(পুং) [ভ্রেষ চলনে ঘঞ্‌ ততো নঞ্‌-তৎ] ন্যায্য, উচিত। (ত্রি) ২ চলন শূন্য।

অভ্রেষ্—(পুং) তালুরোগবিশেষ। ইহাতে রক্তলোহিত ও শোণিতোত্থ শোথ এবং সঙ্গে সঙ্গে তীব্রবেদনা ও জ্বর বিদ্যমান থাকে।

অভ্র্য—(পুং) নগ্ন সাধু। যে সন্ন্যাসী বা ফকির উলঙ্গ থাকে।

অভ্ব—(ত্রি) [আ সমন্তাৎ ভবতি বিস্তৃতে আ-ভূ-বাহুলকাৎ ক, উপসর্গহ্রস্বশ্চ] মহৎ। ২ ভীষণ। (ক্লী) ৩ জল। (ঋক ১ ৬৩.১) ৪ মেঘ। ৫ নির্ভর। ৬ রাক্ষস। ৭ অপূর্ব্ব শক্তি। ৮ ঘোর বিপত্তি। ৯ প্রখরতা। (পুং) ১০ শক্তিশালী শত্রু।

অম, আম—(পুং) [অম গতৌ অচ্ ঘঞ্ বা] প্রাণ। (বৃহ° আ° ৬ ৪ ২০) ২ সেবক। (শুক্লযজুঃ ১৩৯) ৩ বল। (ঋক্১ ৬৬ ৪) ৪ অপক্ক ফলাদি। [আম অচ ঘঞ্ বা] ৫ রোগ। ৬ সাথী, সঙ্গী।

অমগ্ন—(পুং) [ন মগ্নং যস্য, বহুব্রী] একটী সাগরের নাম। কুশদ্বীপের অন্তর্গত জ্বালামুখ পর্ব্বতে ভাস্বান রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার ভগিনী অস্তমর্দাকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। মায়াদেবী নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। অস্তমর্দা ইহাতে গর্ব্বিতা হইয়া বলিলেন যে,—'ত্রিভুবনের লোক এখন আসিয়া আমার পূজা করুক। আমি বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর সদৃশ। দেহান্তে আমি নক্ষত্র লোকে গিয়া বাস করিব'।

এই গর্ব্বিত বাক্যে মায়াদেবী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিলেন। তিনি বৈশ্বানরকে ডাকিয়া তপোবনে আগুন লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু তপোবনে বিষ্ণু তাঁহাদের সহায়। চক্রপাণি মায়া করিয়া একটী পর্ব্বত হইলেন। সেই পর্ব্বতের গুহার ভিতর রাজা ও তাঁহার ভগিনী লুকাইয়া থাকিলেন। তজ্জন্য সেই স্থানকে স্থানাচ্ছাদিত বা পরিরক্ষিত কহে। মায়াদেবী পুনর্ব্বার প্রবল ঝড় উঠাইয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু পুনর্ব্বার বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া তাহার শুঁড়ী ও শাখাদ্বারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। ঐ স্থানকে রক্ষিত স্থান কহে। ইহাতেও মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। পরিশেষে মায়াদেবী, অস্তমর্দাকে ধরিয়া একটী সাগরের জলে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় অস্তমর্দা ডুবিয়া গেলেন না, উপরে ভাসিতে লাগিলেন। সেই হইতে উহার জলে কোন বস্তু নিঃক্ষেপ করিলে তাহা ডুবিয়া যায় এবং এ স্থান অমগ্না নামে বিখ্যাত হইল।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা অনুমান করেন যে, রাজা মিসরের ওর প্রদেশে তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন, এবং আস্ফাল্-টাইটিস্ সাগরের নাম অমগ্ন। এই মীমাংসা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারা যায় না।

অমঙ্গল—(পুং) [মঙ্গ-অলচ্ মঙ্গলম্, নাস্তি মঙ্গলং প্রয়োজনং যস্মাৎ বহুব্রী] এরণ্ডবৃক্ষ। এরণ্ডবৃক্ষে সার নাই, তজ্জন্য উহা কোন কাজে লাগে না। (ত্রি) ২ মঙ্গলশূন্য, অকুশল। (ক্লী) [নঞ-তৎ] ৩ মঙ্গল নহে। (কুমার ৫ ৬৫) ৪ অশুভ, অশুভসূচক লক্ষণাদি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বিস্তর অশুভ লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে দিবসে শৃগালের ডাক, কুকুরের রোদন, রাত্রিতে কালপেঁচার ডাক, দাঁড়কাকের ডাক, গৃহে গৃধ্রপতন, যাত্রাকালে শূন্য বা শূন্যকুম্ভ, তৈল, লবণ, অস্থি, কার্পাস, কচ্ছপ, কুকুর, ছিন্নকেশ, নখ, মল, দেবল ব্রাহ্মণ, গ্রামযাজক, শশক, গোধা, বিষ, তেলী, ব্যাধ, নপুংসক, সাপুড়িয়া প্রভৃতি অমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

অমঙ্গল্য—(ত্রি) [নঞ্ তৎ] অমঙ্গলজনক।

অমজের—গুজরাতের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভোপাবরের পলিটিকাল এজেন্টের কর্তৃত্বাধীন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার রাজা স্বীয় সিপাহীদল সঙ্গে লইয়া পলিটিকাল এজেন্ট হাচিন্‌সনাকে আক্রমণ করেন।

অমণ্ড—(ত্রি) [মন ড মণ্ডঃ, নাস্তি মণ্ডো যস্য, বহুব্রী] যাহার মাড় নাই, মাড়শূন্য ভাত প্রভৃতি। ২ ভূষণহীন। (পুং) ৩ এরণ্ড বৃক্ষ।

অমণ্ডিত—(ত্রি) অশোভিত। ২ ভূষিত নহে।

অমত—(পুং) [অম-অন্তচ] রোগ। ২ মৃত্যু। ৩ কাল। (শতপথব্রা° ১৪ ৬ ৭ ৩১) ৪ রেণু, ধূলি। (পুং) ৫ সম্মত নহে। ৬ অজ্ঞাত।

অমতপরার্থ—(ত্রি) প্রধান বিষয়ে অসম্বদ্ধ, প্রকৃত তাৎপর্য্য রাখিতে অশক্ত।

অমতি—(পুং) [অম অতি] কাল। ২ চন্দ্র। ৩ দণ্ড। (স্ত্রী) ৪ দীপ্তি। ৫ রূপ। (ঋক্ ৭ ৭৭ ১) ৬ আত্মময়ী মতি (ত্রি), ৭ দুষ্ট। [মিন্ ক্তিন্ অভাবে নঞ্ তৎ]। ৮ জ্ঞানাভাব ৯ অপ্রশস্ত বুদ্ধি। [নঞ বহুব্রী] ১০ জ্ঞানহীন।

অমতীবন্—(ত্রি) [অমতিরপ্রশস্তা বুদ্ধিস্তদ্বা বস্তুতে বনিপ্ দীর্ঘঃ] অপ্রশস্ত বুদ্ধিযুক্ত। (ঋক্ ৮ ১৯ ২৬) ২ দরিদ্র, নিধন।

অমত্ত—(ত্রি) [ন মত্তম্, নঞ্ তৎ] যে মাদকদ্রব্য সেবনে মত্ত নহে। ২ সাবধান।

অমত্র—(ক্লী) [অমতি অন্নং যত্র, অম-অত্রন্] ভোজনপাত্র, ভাজন। চলিত ভাষায় অমির্ত্তি কহে। অমির্ত্তি শব্দে জলপাত্রকে বুঝায়। ২ অহিংসিত। ৩ অপরিমিত। [অম গত্যাদৌ অত্রন] (ত্রি) ৪ শত্রুর অভিভাবক। (ঋক্ ৩ ৩৬ ৪) ৫ গমনশীল। (ঋক্ ১ ৬১ ৯) (ক্লী) ৬ বল। (ঋক্ ৬ ২৪ ৯)

অমত্রিন্—(ত্রি) বলবান্। ২ পাত্রাধিকারী। (ঋক্ ৬ ২৪ ৯)

অমৎসর—(পুং) [মদ-সরন্ মৎসরঃ, ততো নঞ্-তৎ] হিংসার অভাব। [নঞ বহুব্রী] ২ মাৎসর্য্যরহিত, দ্বেষশূন্য।

অমদ—(ত্রি) বিষণ্ণ, নিরানন্দ। ২ গর্ব্বরহিত। ৩ উন্মাদচিহ্ন।

অমধব্য—(ত্রি) সোমমাধুর্য্যের অযোগ্য। যাহা সোমের ন্যায় সুমধুর নহে। (ঐতরেয়ব্রা° ২ ২০)।

অমধুর—(ত্রি) কটু। ২ যাহা মিষ্ট নহে। ৩ বংশীস্বরের ১৭ দোষের অন্তর্গত একটী দোষ।

অমধ্যম—(ত্রি) যাহা মধ্যস্থ নহে বা যাহা মাঝখানে পড়ে নাই। ২ যাহা মধ্যম নহে, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে সমান। (ঋক্ ৫ ৫৯ ৬)

অমধ্যস্থধার্ম্মিণী—(স্ত্রী) যে চেতন ও জড় এই উভয় মধ্যে অনুবর্ত্তিনী নহে।

অমন (অম্মন)—দেবগিরির যাদববংশীয় জনৈক রাজা। তাহার জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপিতা মহাদেব (উগ্রসার্ব্বভৌম) ১২৬০ হইতে ১২৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেবগিরি শাসন করেন। শেষোক্তবর্ষে পিতার মৃত্যুর পর অমন রাজা হন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র রামচন্দ্র (রামদেব) তাঁহাকে বলপূর্ব্বক রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

অমনস—(ত্রি) [নাস্তি প্রশস্তত্বাৎ কার্য্যক্ষমং মনো যস্য] কার্য্যক্ষম মনোহীন, যেমন বালকাদি। (ছান্দোগ্যোপনি° ৫ ১ ১১) ২ মনোবৃত্তিশূন্য যোগী প্রভৃতি। (শতপথব্রা° ১৪ ৬ ৮ ৮) [নঞ কপ] ৩ অন্যমনস্ক, যাহার মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট আছে। ৪ অগৃহীত মন। ৫ স্নেহ-শূন্য। (পুং) ৬ যোগসাধনের গ্রন্থবিশেষ।

অমনস্ক—(ত্রি) মনঃশক্তি সংযুক্ত নহে, অন্যমনস্ক, ইচ্ছাশক্তি রহিত। ২ অচেতন, বেহুঁস। (কঠোপ° ৩ ৭)

অমনস্কযোগবিবরণ—যোগবিষয়ক একখানি গ্রন্থ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ রাখিয়া যোগসাধনাই ইহার মূল বিষয়।

অমনস্বিন্—(ত্রি) অজ্ঞান। ২ অমনুষ্যধর্ম্মা।

অমনাক্—(অব্য) অধিক, অন্যূনরূপ।

অমনি—(স্ত্রী) [অম অনি] গতি। ২ পথ।

চলিত বাঙ্গলায় বিনা মূল্যে, তৎক্ষণাৎ, রিক্তহস্তে, শুধু বা কেবল এই সকল অর্থে অমনি ও অম্নি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন — তিনি এই দ্রব্যটী অমনি বা অম্নি পাইয়াছেন, অর্থাৎ বিনামূল্যে। ‘দড় বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক’। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ। ‘ভিখারীরে অমনি বা অম্নি ফিরাইতে নাই’ অর্থাৎ রিক্তহস্তে। ‘হরিপ্রেম কি অমনি মুখের কথা?’ অর্থাৎ শুধু বা কেবল কি মুখের কথা? এই ‘অমনি’ শব্দ ‘এমন’ অর্থাৎ ‘এই মত’ শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দীতে প্রচলিত আছে—‘ইঁলতয়ে মিল গেট’। অর্থাৎ বিনাপরিশ্রমে, বিনা ব্যয়ে, শুধু শুধু ইত্যাদি

অমনুষ্য—(পুং) [অভাবে নঞ্-তৎ] মনুষ্য ভিন্ন পশু, দেবতা, বৃক্ষাদি। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।১৭) [অপ্রাশস্ত্যে নঞ্-তৎ] ২ মনুষ্যোচিত গুণশূন্য।

অমনোগত—(ত্রি) [ন মনোগতম্ নঞ্-তৎ] অনভিপ্রেত।

অমনোজ্ঞ—(ত্রি) যাহা মনোগত নহে, চিত্তের অপ্রিয়, অনীপ্সিত।

অমনোনীত—(ত্রি) [ন মনোনীতম্ নঞ্-তৎ] মনঃপূত নহে, অনভিপ্রেত অনীপ্সিত।

অমনোযোগ—(পুং) [অভাবে নঞ্-তৎ] মনোযোগের অভাব, অবধানের অভাব। [নঞ্ বহুব্রী] ২ অন্যমনস্ক, মনোযোগশূন্য।

অমনোরম্য—(ত্রি) অমনোহর।

অমন্তব্য—(ত্রি) মন্তব্য বা মতামত প্রকাশের অযোগ্য। ২ যে বিষয়ে ধ্যান বা খেয়াল থাকে না।

অমন্তু—(ত্রি) [মন তুন মন্তুঃ নঞ্ ত] [illegible]। (ঋক্ [illegible] ২২৮) [নাস্তি মন্তুঃ অপরাধো যস্য] ২ নিরপরাধ।

অমন্ত্র—(ত্রি) [নাস্তি মন্ত্রো বেদপাঠো যস্মিন্ কর্ম্মণি, বহুব্রী] বেদপাঠশূন্য। (পুং) ২ মন্ত্রশূন্য কর্ম্মাদি (মনু ৩।১২১)

অমন্ত্রবিদ—(ত্রি) অবেদজ্ঞ। ২ যিনি [illegible]। ([illegible]) (পুং) ৩ পুরুবংশীয় একব্যক্তি। [illegible]। (মৎস্যপুরাণ)

অমন্দ—(ত্রি) পটু। ২ উৎকৃষ্ট, ভাল। ৩ তীব্র, তীক্ষ্ণ। ৪ [illegible], অংশ। (ঋক্ [illegible]) ৫ প্রধান। ৬ বৃক্ষবিশেষ।

অমন্যমান—(ত্রি) অবজ্ঞা করে, অমান্যকারী। ২ [illegible] করিতে পারে না। (ঋক্ [illegible]) ৩ অশাস্ত্রীয়।

অমন্যুত—(ত্রি) মনোমধ্যে ক্রোধ আপাদনকারী। (অথর্ব ১২ [illegible] ১)

অমম—(পুং) ভাবী উৎসর্পিণীর দ্বাদশ জিন বা অর্হৎ।

অমম২—(ত্রি) [নাস্তি মম ইত্যভিমানঃ গৃহাদিষু যস্য, বহুব্রী] মমতাশূন্য, গৃহাদির প্রতি যাহার মমতা নাই, উদাসীন। (মনু ৬।২৬)

অমত্রি—(ত্রি) অক্ষম। ২ অমর। (অথর্ব ৮।২।২৬)

অমর—(পুং) [মৃ অচ্ মরঃ ততো নঞ্ তৎ] দেবতা। ([illegible] ১৪৬.৮৮) ২ কুলিশ বৃক্ষ। ৩ পারদ। ৪ অস্থিসংহার বৃক্ষ। ৫ মরুদ্গণবিশেষ। দক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মের [illegible] পত্নী মরুত্বতীর গর্ভে অমর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। (মৎস্যপু°) ৬ জরায়ু। ৭ সিজ বৃক্ষ। ৮ বিবাহের [illegible] নক্ষত্রাংশে। ইহাতে অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা, স্বাতী, অনুরাধা, শ্রবণ, এবং রেবতী নক্ষত্র আছে। ৯ সোমগিরির অন্তর্গত সরোবরবিশেষ। ইহাকে অমর বা দেবসরোবরও কহে। [নঞ্ বহুব্রী] ১০ মরণশূন্য। (স্ত্রী) অমরা—১১ [illegible] ১২ গুড়ুচী। ১৩ দূর্ব্বা। ১৪ বাকণীবৃক্ষ। ১৫ মহানীলীবৃক্ষ। ১৬ ঘৃতকুমারী।

অমর২—অমরকোষ অভিধানরচয়িতা। অমরসিংহ নামে পরিচিত। প্রবাদ আছে—ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় থাকিতেন। ইনি প্রাচীন গুপ্তযুগে সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। [অমরকোষ দ্র°]

অমর৩—কারকণ্টক নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

অমর৪—(অমরা)—কচ্ছ রাজ্যের রাজধানী ভোজ (ভুজ) হইতে ২৪ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে গজনীর কাসিম নামা জনৈক আমীরের কবর আছে। প্রবাদ, খৃষ্টীয় ১৪শ শতকে ইনি পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণে আইসেন। তৎকালে কচ্ছের সম্মা বংশীয় রাজার হস্তে ইনি নিহত হন। ইঁহার স্মৃতির উদ্দেশে এখানে প্রতিবৎসর চৈত্র মাসের প্রথম সোমবারে একটী মেলা বসে। ঐ মেলাটী কারা কাসিমের মেলা নামে খ্যাত। কাসিমের সমাধি মন্দিরের সম্মুখে যে দীর্ঘিকা আছে তাহার নাম [illegible]। অনেকে অনুমান করেন কাসিম একজন সাধক ছিলেন।

অমরকণা—(স্ত্রী) গজপিপ্পলী, বড় পিপুল।

অমরকণ্টক—[illegible] জেলার [illegible] প্রদেশে ছত্রিশগড়ের উত্তরস্থ [illegible]পুরের অন্তর্গত একটী পর্ব্বতের অংশ। জব্বলপুরের ৮০ ক্রোশ পূর্ব্বে এই পর্ব্বত অবস্থিত। [illegible] এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অমরকণ্টক মধ্য ভারতের বাঘেলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত রেওয়া রাজ্যের সাতপুরা পর্ব্বতমালার মধ্যে [illegible]। ইহার অধিত্যকাভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৮৯৩ ফিট উচ্চ। পবিত্রসলিলা নর্ম্মদা নদী এই পর্ব্বতাংশ হইতে উদ্ভূত হওয়ায় [illegible]। একটী পুণ্য তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাই কালিদাসের মেঘদূতের 'আম্রকূট', (১।১৭) স্কন্দপুরাণে নর্ম্মদা অমরকণ্টক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। (রেবাখণ্ড ২১ অ) অমরকণ্টক হইতে [illegible] নর্ম্মদা [illegible] প্রথম পতিত হইয়াছে সেই স্থানকে কপিলধারা বলা হয়। কপিল[illegible] একটী [illegible] (২১অ.), [illegible] (৭৫ অঃ) অমরকণ্টক ও অপর একটী স্থানের উল্লেখ আছে। [illegible] কার্য্য [illegible]। পুরাণমতে অমরকণ্টক [illegible] তীর্থ, এখানে স্নান করিলে কুরুক্ষেত্র হইতেও দশগুণ ফল হয়। (পদ্মপু° সৃষ্টিখ° ১২০)। কর্কটজাতক ও চিত্রসম্ভূতজাতক হইতে জানিতে পারা যায় [illegible] অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে নর্ম্মদা নদী উৎপন্ন হইয়া [illegible] পতিত হইয়াছে।

এখানে [illegible]টী পুণ্য ক্ষেত্র আছে। তীর্থযাত্রিগণ নিকটস্থ ঐ সকল স্থানে [illegible] করে এবং পূজা দিয়া [illegible]। এই তীর্থগুলির মধ্যে নর্ম্মদার উৎপত্তির অব্যবহিত পরে যে কপিলধারা নামে প্রপাত

আছে, তাহাই মহাপুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত। এখানে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের পদচিহ্ন আছে। শোণনদের উৎপত্তিস্থান শোণমুণ্ডা একটী প্রধান তীর্থস্থান।

কপিলধারার সন্নিকটে এবং অন্যান্য তীর্থে ও দূরবর্তী অধিত্যকাপৃষ্ঠে অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে চেদিরাজ কর্ণদেবের (১০৪০—৭০ খৃঃ) নির্ম্মিত কপিলধারার নিকটস্থ মন্দিরটী শিল্পকলার নিদর্শন। ইহার গর্ভগৃহ ত্রিপত্রাকারে নির্ম্মিত এবং সম্মুখস্থ মণ্ডপ একটী ছাদের দ্বারা পরস্পরে সংলগ্ন। যে সকল স্তম্ভের উপর মণ্ডপের ছাদ বিলম্বিত, উহাতে শিল্পচিত্রের আধিক্য না থাকিলেও গুরুগাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। ইহার শিখরদেশ খজুরাহো মন্দিরের অনুকরণে গঠিত।

নর্ম্মদার জলরাশি বর্তমানে যে খাদ হইতে প্রবাহিত হইতেছে তাহা আদি উৎপত্তিস্থান নহে, ইহারই অদূরে প্রাচীন খাদগর্ত দেখা যায়, উহা প্রায় ভরিয়া উঠিতেছে। উক্ত কর্ণদেবের স্থাপিত মন্দির অপেক্ষা নর্ম্মদাবাঈ মন্দিরটী প্রাচীন। দুঃখের বিষয় এই যে, মন্দিরটীর পুনঃপুনঃ সংস্কার হওয়ায় উহার গাত্রে পুরু কলির ছোপ পড়িয়াছে, সেই কারণে উহার প্রাচীনত্বের নিদর্শনী কোন ফলকলিপি আবিষ্কার সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

বেঙ্গল-নাগপুর-রেলপথের বন্ধী-বিলাসপুর শাখার পাণ্ডোল ষ্টেশন হইতে ২৫ মাইল পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিলে এই স্থানে আসা যায়।

২ রেবারাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২২°৪১ উ° এবং দ্রাঘি° ৮১°৪৬´ পূ°। রেলষ্টেশন হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হেতু নর্ম্মদার উৎপত্তি ক্ষেত্রে অবস্থিত এই গ্রামের বিশেষ উন্নতি হইতেছে। নর্ম্মদার প্রপাত এখানকার একটী দেখিবার জিনিস।

অমরকণ্টিকা—(স্ত্রী) শতাবরী।

অমরকণ্ঠ—মহিম্নস্তোত্রের টীকারচয়িতা।

অমরকন্দ—(পুং) কন্দবিশেষ।

অমরকা, (আমরকা)—বোম্বাইর সৌরাষ্ট্র জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সেনাবাস। ত্রৈকূটক মহারাজ দহ্রসেন এইস্থানে বিজয়লাভ করিয়া ২০৭ অব্দে একখানি দানলিপি উৎকীর্ণ করেন।

অমরকান্ত—সংস্কৃত একাক্ষরনামমালা-রচয়িতা।

অমরকালিক—(পুং) বৃশ্চিকালী, বিছুটী। ২ সিংহনাদ গুগ্গুলু।

অমরকাষ্ঠ—(স্ত্রী) দেবকাষ্ঠ, দেবদারু।

অমরকুসুম—(স্ত্রী) লবঙ্গ। জ্বরযোগে প্রযোজ্য ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরসে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অমরকূটপর্ব্বত—পর্ব্বতবিশেষ অমরকণ্টক। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই পর্ব্বতকে অমরকণ্টক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। (মেঘদূত-পাখা ৩ পৃঃ)

অমরকোট—সিন্ধুদেশস্থ থর ও পার্কার জেলার একটী তালুক। অক্ষা° ২৪°৪৯´ ও ২৫°৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৯°৩০´ ও ৭০°১৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৪৬১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ লক্ষ। ইহার সদর অমরকোট। বাজরা এখানকার প্রধান উৎপন্ন শস্য। তালুকের অর্দ্ধাংশ থর জেলার অন্তর্গত, এই অংশের চাষবাসের জন্য বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করিতে হয়। থর ওয়াহ্ খালের জলধারা অপরার্দ্ধের কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে।

অমরকোট$_2$—সিন্ধুদেশস্থ থর ও পার্কার জেলার সদর সহর, অক্ষা° ২৫°২১´উ° দ্রাঘি° ৬৯°৪৬´পূঃ। থর মরুভূমির পূর্ব্বাংশে যে সকল বালির পাহাড় আছে, তাহারই প্রান্তে এই সহর অবস্থিত। নার নদী হইতে একটী খাল বাহির হইয়া অমরকোট পর্য্যন্ত আসিয়া একটী বৃহৎ সরোবরে শেষ হইয়াছে। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের ছোর ষ্টেশন অমরকোটের সহিত ৩৪ ক্রোশ লম্বা একটী রাস্তাদ্বারা সংযুক্ত। সহরের মধ্যস্থলে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ৫০০ ফুট একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। দুর্গটী নাকি ৭০০ বৎসরের পুরাতন। তালপুর মীরগণের অধিকারকালে এখানে ৪ শত সৈন্য অবস্থান করিত। বর্তমানে স্থানীয় সরকারী আফিস আদালতগুলি এই দুর্গ সীমার মধ্যে অবস্থিত। অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। খাদ্যশস্য ঘৃত, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, তামাক, তুলা, রং, শুষ্কফল, পশম, তৈল প্রভৃতি পণ্যের ক্রয়বিক্রয় এখানে হইয়া থাকে। বস্ত্রনির্ম্মাণ এই সহরের প্রাচীন শিল্প।

কথিত আছে, সুমরা রাজপুতবংশীয় অমর নামক এক ব্যক্তি অমরকোট সহর স্থাপন করেন। স্থাপনকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নাই। হিন্দুস্থান হইতে সিন্ধু যাইবার প্রধান বর্ত্মের পার্শ্বে অমরকোট অবস্থিত। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ আকবর এই সহরে জন্মগ্রহণ করেন। যে স্থানে তিনি ভূমিষ্ঠ হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তথায় একখানি উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ জয় করিবার কালে আকবর এই সহরের মধ্য দিয়া গমন করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে যোধপুর রাজগণের অধিকার হইতে অমরকোট তালপুর মীরগণের হস্তে আইসে তৎপর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ইহার মালিক হন। অমরকোটের ১। ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে একটী মহাদেব মন্দির আছে। বহু তীর্থযাত্রী তথায় আগমন করিয়া থাকেন। অমরকোটে প্রাইমারি ও টেকনিক্যাল স্কুল, দাতব্য ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে।

অমরকোষ—(পুং) [অমরসিংহেন প্রণীতঃ কোষোঽভিধানম্] অমরসিংহ-প্রণীত অভিধানবিশেষ। ইহা ত্রিকাণ্ডে ও অষ্টাদশবর্গে বিভক্ত। কেহ কেহ ইহাকে ত্রিকাণ্ড বা লিঙ্গানুশাসনও কহেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা এই অভিধান আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন। ইহার বর্গগুলি যথাক্রমে এইরূপে বিভক্ত করা হইয়াছে—

—স্বর্গবর্গ। ২—পাতালবর্গ। ৩—ভূমিবর্গ। ৪—পুরবর্গ। ৫—শৈলবর্গ। ৬—বনৌষধিবর্গ। ৭—সিংহাদিবর্গ। ৮—মনুষ্যবর্গ। ৯—ব্রহ্মবর্গ। ১০—ক্ষত্রিয়বর্গ। ১১—বৈশ্যবর্গ। ১২—শূদ্রবর্গ। ১৩—পালিবর্গ। ১৪—বিশেষ্য নিঘ্নবর্গ। ১৫—সংকীর্ণবর্গ। ১৬—নানার্থবর্গ। ১৭—অব্যয়বর্গ। ১৮—লিঙ্গাদি সংগ্রহবর্গ। মহেশ্বর মল্লিনাথ, নীলকণ্ঠ, ভোজরাজ, বামদেব, ভরতমল্লিক, রামতর্কবাগীশ, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকে ইহার টীকা করিয়াছেন।

অমরগড় (অমরাব গড)—বর্দ্ধমান বিভাগের গোপভূমির প্রান্তস্থিত একটী প্রাচীন নগর। সদ্গোপবংশীয় মহারাজ মহেন্দ্রনাথ এখানে রাজত্ব করিতেন। ইনি অমরগড় সুদৃঢ় করিবার জন্য চারিটী সুদীর্ঘ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উহাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্টিগোচর হয়।

অমরগড়২—পাতিয়ালা রাজ্যের একটী নিজামত, অক্ষা° ৩০°১৫′ ও ৩০°৫৯ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৯ ও ৭৬°৪২ পূ° মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৮৫৮ বর্গমাইল। এই নিজামতে বসি পৈল ও সরহিন্দ নামক তিনটী সহর এবং ৮০৫ খানি গ্রাম আছে। বসি ইহার সদর। অমরগড় নিজামতে তিনটী তহশীল আছে উহাদের নাম ফতেগড়, সাহেবগড় ও অমরগড়।

অমরগড়৩—পাতিয়ালার অমরগড় নিজামতের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটী তহশীল। ইহার ক্ষেত্রফল ৩৩৭ বর্গমাইল। ধুরি ইহার সদর, রাজপুর ভাটিণ্ডা এবং লুধিয়ানা জাখল রেলপথের সংযোগস্থলে এই নগর অবস্থিত।

অমরগাঙ্গেয়—দেবগিরির যাদববংশীয় জনৈক রাজা। ইঁহার পিতার নাম মল্লুগি। হেমাদ্রির বিবরণ অনুসারে মল্লুগির তিন পুত্রের নাম পাওয়া যায়, যথা—অমরগাঙ্গেয় অমরমল্লুগি ও ভিল্লম। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে ভিল্লমের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ এক লিপিতে অমর গাঙ্গ ও কর্ণ নাম উল্লেখ আছে এবং ভিল্লম ক (১১৮৭ ১১৯১খৃঃ) কর্ণের পুত্র বলা হইয়াছে। অমরগাঙ্গেয় তাঁহার পিতা মল্লুগির পরে রাজত্ব করেন। [দেবগিরি ও যাদববংশ দ্র°]

অমরগোল—বোম্বাই প্রদেশের ধারবাড় জেলার হবলী পরগণায় একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে মহামণ্ডলেশ্বর ২য় জয়কেশের নামে লিখিত একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মহামণ্ডলেশ্বর খৃষ্টীয় ১১১৯ হইতে ১০২৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গ্রামমধ্যে ভগ্নাবস্থায় নিপতিত একটী শিবমন্দির আছে। উহার দ্বারদেশ ও স্তম্ভোপরি নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়।

অমরচন্দ্র—১ পরিমল নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ২ বিবেকবিলাস রচয়িতা। ইনি খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে বিদ্যমান ছিলেন।

অমরচন্দ্র২—এক জৈন গ্রন্থকার। ইনি 'সম্যক্ত্বকুলক'-রচয়িতা।

অমরচন্দ্র৩—এক জৈন সাধু ও গ্রন্থকার। বায়ড়গচ্ছীয় জিনদত্তসূরির শিষ্য। ইনি 'জিনেন্দ্রচরিতে'র রচয়িতা। 'জিনেন্দ্রচরিত' 'পদ্মানন্দকাব্য'রূপেও অভিহিত হইয়া থাকে। অভয়চন্দ্র জিনদত্তসূরির শিষ্য। অমরচন্দ্র তদীয় বন্ধু অরিসিংহলিখিত অসমাপ্ত 'কাব্যকল্পলতা' শেষ করেন এবং সমস্ত পুস্তকটীর একটী টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকাগ্রন্থের ইনি নাম দেন 'কবিশিক্ষাবৃত্তি'। ইনি 'ছন্দোরত্নাবলী' 'কলাকলাপ' ও 'বালভারত' গ্রন্থও রচনা করেন। অমরচন্দ্র ও অরিসিংহ উভয়েই সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়েই পত্তনের নৃপতি বিশালদেবের সময়ে তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একত্র বাস করিতেন।

অমরচন্দ্র গণি—এক জৈন সাধু। ইনি বিবেকসমুদ্রগণির শিষ্য। বিবেকসমুদ্রগণি তপাগচ্ছের প্রধান আচার্য্য সোমসুন্দরের শিষ্য। ১৮১৮ সংবতে ইনি 'উপদেশমালাবচূরি'র অনুবাদ করেন।

অমরচন্দ্র দত্ত—নিবাস মৈমনসিংহ, ইনি বহুদিন মৈমনসিংহের 'চারুমিহির' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এতদ্ব্যতীত ইনি সঞ্জীবনী পত্রিকারও মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহার রচিত 'লহরী' ও 'অরূপা' দুইখানি গ্রন্থ আছে। ইনি মৈমনসিংহের সিটি কলিজিয়েট স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

অমরচন্দ্র সূরি এক জৈন সাধু। ইনি শান্তিসূরির শিষ্য। শান্তিসূরির পর ইনি তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শান্তিসূরি নাগেন্দ্রগচ্ছের মহেন্দ্রের স্থান পাইয়াছিলেন। সিদ্ধরাজ অমরচন্দ্রকে 'সিংহশিশুক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সিদ্ধরাজ সংবৎ ১১৫০ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার পরে হরিভদ্রসূরি ইঁহার স্থান অধিকার করেন, হরিভদ্রসূরির স্থান বিজয়সেন সূরি লাভ করেন। বিজয়সেনসূরি 'ধর্ম্মাভ্যুদয়'মহাকাব্যের রচয়িতা উদয়প্রভসূরির গুরু।

অমরচিন্তা (অমরচাকুর)—হায়দরাবাদ রাজ্যে রায়চুর জেলার পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত একটী সংস্থান বা নিজামের অধীন করদরাজ্য। ইহাতে ৬৯টী গ্রাম আছে। আত্মাকুর ইহার সদর। ক্ষেত্রফল ১৯০ বর্গমাইল। অমরচিন্তা অতি প্রাচীন হইলেও ইহার উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস নাই। আত্মাকুরের দুর্গ বেশ সুরক্ষিত, রাজা এথায় বাস করেন। কৃষ্ণানদী অমরচিন্তার দক্ষিণ সীমা দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং গড়োয়াল সংস্থানকে ইহা হইতে পৃথক্ করিতেছে। অমরচিন্তা ও আত্মাকুরে অতি সুন্দর মস্‌লিন কাপড়ের ধুতি কম্বল, পাগড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

অমরজ—(পুং) । অমর জন ড] ১ খদির বৃক্ষ, কালস্কন্ধ খদির, গুয়েবাবলা। ২ দেবদারু। ৩ নদীবট।

অমরজী—রাজপুতনাবাসী একজন কবি। ঐতিহাসিক টডের রাজস্থান গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে।

অমরণ—(স্ত্রী) মরণবিহীন, অমরতা অনশ্বরতা, নিত্যতা।

অমরতটিনী—(স্ত্রী) দেবনদী। ২ গঙ্গানদী। (ভর্তৃহরি° ৩৮৭)

অমরতরু—(পুং) দেবদারু। ২ অর্কাদি।

অমরত্ব—(স্ত্রী) দেবতার ভাব বা ধর্ম। ২ অক্ষয়ত্ব, অবিনশ্বরত্ব।

অমরদত্ত—বোম্বাই প্রদেশের খম্বাৎ প্রান্তের একজন শাসনকর্তা। ইঁহার পূর্বপুরুষ ধন্দল রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যস্থ রণস্তম্ভগড়ের অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতকে আলাউদ্দীন খিলজী যখন রণস্তম্ভগড় লুণ্ঠন করেন, তখন ধন্দল রাজপুতনা ত্যাগ করিয়া খম্বাতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারই বংশধর অমরদত্ত খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে মোগল-সম্রাট্ শাহজাহানকে একখানি হীরক উপহার দেন। তাহাতে প্রীত হইয়া সম্রাট ইঁহাকে রাজা উপাধিসহ দরবারে স্থান দান করেন। ইনি এক পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। ঐ পুত্রের সহিত মুর্শিদাবাদের শেঠ মাণিকচাঁদের কন্যার বিবাহ হয়। ২ জনৈক প্রাচীন শব্দকোষ রচয়িতা।

অমরদারু—(পুং স্ত্রী) [অমরাণাং প্রিয়ং দারু, শাক° তৎ] দেবদারু বৃক্ষ। ২ তৈলদেবদারু বৃক্ষ, সরলাদেবদারু।

অমরদাস—মণিপ্রভা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

অমরদাস,—শিখগণের ৩য় গুরু। (১৪৭৯ ১৫৭৪)। নানক ও অঙ্গদের ন্যায় ইনিও ক্ষাত্র কুলে ভল্লে মহকুমায় ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী গুরুদ্বয় শিখদিগের মধ্যে গুরুভক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়া এক মহাজাতি সংগঠনের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। অমরদাস তাঁহার নিজের জীবনে সংযম ও পবিত্রতার আদর্শ দেখাইয়া সেই জাতিকে আরও উন্নত করিতে প্রয়াস পাইলেন। ধর্মের মধ্যে তিনি এক উদার মত পোষণ করিতেন। ভগবানের চক্ষে সকল জীবই সমান—সকল মনুষ্যের মধ্যে ভাই ভাই সম্বন্ধ এই কথা তিনি অহরহঃ প্রচার করিতেন। তাঁহার উপদেশকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সর্বাগ্রে জাতিভেদ উঠাইয়া দিলেন। লঙ্গর বা পাকশালায় যেমন একত্র আহার গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া শিখদিগের মধ্যে এক অপূর্ব মিলন একতার সঞ্চার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গুরু অমরদাস প্রত্যেক শিখকে এক সঙ্গে আহার গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদিগকে এক নূতন জাতীয় শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ পঞ্জাবের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তৎকালে জাতিভেদ ভুলিয়া সকলকে এক সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করাই ছিল জাতীয় জীবন রক্ষার পক্ষে সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় কার্য্য। শিখজাতি যে ভবিষ্যতে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল-সম্রাট্গণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা এই রূপ একসঙ্গে বসিয়া আহারগ্রহণের দ্বারা অজ্ঞাত ঐক্যভাবের জন্য। গুরু অমরদাস বলিতেন যদি কেহ যদি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত হইতেন তাহা হইলেও একথা কখনই ভুলিতেন না যে রন্ধনশালার কোন দ্রব্য স্পর্শদোষে দুষ্ট হয় না। মন পবিত্র থাকিলে সকল আহার্য্যই পবিত্র। তিনি হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতেন। কেহ যদি এইরূপ আহার করিতে অস্বীকার করিতেন তবে তাঁহার সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। যে ব্যক্তি অন্যলোককে তাহার ভাই বলিয়া মনে না করিয়া দূরে রাখিতে চাহিত, তাহার সহিত অমরদাস কোন সংস্রব রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না।

প্রেমই ছিল তাঁহার শিক্ষার সার উপদেশ। প্রেমের দ্বারাই মুক্তি পাওয়া যায় অন্য কিছুর দ্বারা নহে—এই কথা গুরু অমরদাস তিনি বারংবার প্রচার করিতেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে সংযম শিক্ষা দিতেও ত্রুটী করিতেন না। একদিন যখন গুরু অঙ্গদের পুত্র দাতু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া লাথি মারিয়া আসন হইতে ফেলিয়া দিলেন, তখন তিনি কেবল এই বলিলেন মহারাজ আমায় ক্ষমা করুন, আমার এই শক্ত বুড়া হাড় আপনার কোমল পা লাগিয়া না জানি আপনার কতই ব্যথা লাগিয়াছে। তিনি সমস্ত আত্মসংযমের এমন শিক্ষা দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদান করিতেন যে জাতি যে সংযমে অভ্যস্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। তাঁহার কন্যা বিবি ভানি ও জামাতা ভাই জেঠার জীবন আলোচনা করিলে গুরুর সংযমশিক্ষা যে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

এই সময়ে মোগল বাদসাহ আকবর শিখজাতিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার উদার ধর্মনীতির গুণে শিখজাতি তখন মুক্ত হইয়াছিল। সাধারণ মুসলমানেরা কিন্তু শিখদিগকে বহুপ্রকারে উত্যক্ত করিত। যখন শিখেরা মৃৎপাত্রে করিয়া রন্ধনশালার জন্য কূপ হইতে জল আনিতে যাইত, তখন মুসলমানেরা পাথর ছুঁড়িয়া ঐ সকল কলসী ভাঙ্গিয়া দিত। শিখেরা গুরুর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে ছাগচর্মে নির্মিত জলপাত্র ব্যবহার করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু উহাও যখন তাহারা তীরদ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। তখন তাহারা পুনরায় আসিয়া গুরুকে এ বিষয়ে নিবেদন করিল। গুরু তখন তাহাদিগকে কাঁসার কলসী ব্যবহার করিতে বলিলেন। কলসগুলিও মুসলমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল না। এইরূপে অশেষবিধ অত্যাচার করায় শিখ জাতির পক্ষে ঐ সমস্ত সহ্য করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু গুরু তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য ও সংযমের বাণী শুনাইয়া শান্ত হইতে আদেশ দিলেন। শিখজাতি যে তখন মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই

তাহার কারণ সম্রাট্ আকবর স্বয়ং তাহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এরূপস্থলে ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদিগের সহিত শিখদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অমরদাস বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না। সম্রাট্ আকবর স্বয়ং গুরু অমরদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তখনও কিন্তু গুরু তাঁহার নিয়ম শিথিল করেন নাই—হরিপুরের হিন্দুরাজার সহিত আকবরকে একসঙ্গে বসাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন। পরে হরিদ্বারে যখন কোন কারণবশতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, তখন আকবর তাহা প্রশমন করিবার জন্য অমরদাসকে আহ্বান করেন। গুরু অমরদাস নিজে যাইতে পারিলেন না—প্রিয় শিষ্য ও জামাতা রাম দাসকে প্রেরণ করিলেন। রামদাস সম্রাটের উপদেশ লইয়া হরিদ্বারে গমন করেন ও হিন্দুদিগকে শান্ত করেন। এই ঘটনা হইতে শিখ ও মুসলমান সম্রাটের মধ্যে যে সদ্ভাব ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। পরবর্তী মোগল সম্রাট্গণের অত্যাচারই এই সংযত ও ধর্মপরায়ণ শিখজাতিকে অস্ত্রগ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

সমাজসংস্কারেও অমরদাস হস্তক্ষেপ করেন। বাদশাহ্ আকবর সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধ ছিলেন। বোধ হয়, তিনি গুরু অমরদাসের নিকট হইতে সতীদাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উপদেশ পান। গুরু বলিয়াছেন যে যাহারা স্বামীর সহিত আগুনে পুড়িয়া মরে, তাহারা সতী নহে, কিন্তু যাহারা স্বামীর বিরহেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহারাই যথার্থ সতী। আর যাহারা বিনীত ও সামান্য ভাবে জীবনযাপন করিয়া অহরহঃ তাহাদের স্বামীর কথা মনে করিয়া যথার্থ ক্লেশের সহিত জীবনধারণ করে, তাহারাও প্রকৃত সতী। যাহারা স্বামীর স্মৃতিকে পূজা করিতে পাইল না তাহারা কিসের সতী? তিনি রমণী ও পুরুষকে সমভাবে দেখিতেন এবং নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি অবরোধপ্রথারও যে ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তাহা তাঁহার হরিপুরের রাজার প্রতি উপদেশ হইতে জানা যায়। এইরূপ নারীর গৌরব প্রচারের ফলে শিখজাতি নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করিল। পূর্ব্বে বিদেশীর আক্রমণের সম্মুখে যাহারা রমণীদিগকে ফেলিয়া নিজের প্রাণ লইয়া পলায়ন করিত, তাহারাই অমরদাসের শিক্ষার ফলে নারীর সম্মানরক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন দিতে আর বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিল না।

নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দনদাস তাঁহার কতকগুলি অনুচর লইয়া শিখ-সম্প্রদায়ের একটী স্বতন্ত্র শাখা সংগঠন করেন। নানকনা-সাহেবে নানকের জন্ম হয় বলিয়া ইহারা তাহাকেই শিখধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু সাধারণ শিখেরা এই মত মানিয়া লয় নাই। তাহারা গুরু অঙ্গদের অধীনে স্বতন্ত্র ভাবে জীবনযাপন করিত। গুরু অমরদাস শ্রীচন্দনস্থাপিত উদাসী সম্প্রদায়কে ধর্ম্মে শিথিল বলিয়া মূল শিখদিগের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে 'নানকনাসাহেবের গুরুদ্বারের' সহিত সাধারণ শিখেরা যেন কোন সংস্রব না রাখে। এইরূপে অমরদাসের সময়ে শিখদিগের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় হইল। উদাসীরা বিবাহাদি করিত না, অমরদাস যদি ইহাদিগকে শিখদিগের সহিত পৃথক্ করিয়া না দিতেন, তবে অবিবাহিত জীবনযাপনের সংক্রামতা ইহাদের মধ্যেও আসিয়া পড়িত, ফলে শিখ ধর্ম্মের শৈশবেই মৃত্যু হইত। অমরদাস তাঁহার বিজ্ঞানপত্তাবে এই বিপদ্ হইতে শিখধর্ম্মকে মুক্ত করেন।

ভাই জেথা গুরু অমরদাসের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে আসিয়া স্বীয় চরিত্রগুণে গুরুকে মুগ্ধ করেন। গুরু তাঁহার প্রতি এত দূর প্রীত হন যে তাঁহার হস্তে নিজ কন্যা বিবি ভানিকে সম্প্রদান করেন। এই নবদম্পতী গুরু সেবায় নিজেদের প্রাণমন সমস্তই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত সাধারণ ভাবে জীবনযাপন করিতেন। গুরুও যখন বাওয়ালী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তখন এই দম্পতী নিজেরা মাথায় করিয়া কাঠ বহিয়া লইয়া যাইতেন। এই সকল সদ্গুণের জন্য অমরদাস ভাই জেথাকে 'রামদাস' নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে গুরুপদ দিয়া যান। অমরদাস দ্বাবিংশ বর্ষ গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অমরদেব— একজন জৈন সাধু। কথিত আছে, ইনি মহাদেবকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহারই আদেশমত বোধগয়াস্থ অশোকনির্ম্মিত একটি বিহারকে শিবমন্দিরে পরিবর্ত্তিত করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে ইনি শৈবধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। বোধগয়ায় আবিষ্কৃত ১০০৫ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলকে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

অমরদ্রু—(পুং) বিটখদিরবৃক্ষ, গুয়ে বাব্লা।

অমরদ্বিজ—(পুং) [অমরাণাং দেবানাং পূজকঃ দ্বিজঃ, শাক-তৎ] দেবল ব্রাহ্মণ, পূজারী ব্রাহ্মণ।

অমরনাথ—(পুং) দেবতাদিগের রাজা, ইন্দ্র।

অমরনাথ,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত থানা জেলার একটী গ্রাম। ইহার নিকটে শিলালেখযুক্ত শিবমন্দির আছে। উহা ৯৮২ শকে নির্ম্মিত।

অমরনাথ,—কাশ্মীরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত স্বনামখ্যাত তীর্থ। এখানে মহাদেবের যে স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ আছে তাহার নাম অমরনাথ বা অমরেশ্বর। প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় এখানে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। অন্ত

সময়েও যে সাধুসন্ন্যাসী বা ভক্তেরা এখানে না যায় তাহা নহে। তবে সাধারণতঃ শ্রাবণী পূর্ণিমায়ই যাত্রী সমাগমের সময়।

অমরনাথে যাইবার পথ অত্যন্ত দুর্গম। কাশ্মীররাজের চেষ্টায় এই দুর্গমতা কতকটা কমিয়াছে, কিন্তু এখনও নগরাজ হিমালয়ের এই অংশের অনেকস্থলে তুষারাবৃত পার্বত্যপথ সঙ্কীর্ণ এবং যথেষ্ট ভয়সঙ্কুল।

অমরনাথ যে উপত্যকায় অবস্থিত তাহার উচ্চতা গড়ে ১৩০০০ ফুট হইবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে স্থানে স্থানে ১৫।১৬ হাজার ফুট উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে রওনা হইয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীর্থ অতিক্রম করার পর অমরনাথে পৌঁছান যায়। কিন্তু এই সকল তীর্থের অধিকাংশেরই এখন বিশেষ প্রসিদ্ধি বা আদর নাই। যাত্রীরা সাধারণতঃ কএকটী বিশেষস্থানে অবস্থান ও দর্শনাদি করিয়া অমরনাথের পথে অগ্রসর হন। পর্ব্বের সময় যাত্রীদের অগ্রে অগ্রে অমরনাথের ছড়ি যায়। এই ছড়ি রৌপ্যমণ্ডিত দুইটী লাঠি দ্বারা প্রস্তুত। কোন এক ধর্মসম্প্রদায় ইহার মালিক। যাত্রীরা পহলগাঁও নামক স্থান পর্য্যন্ত ছড়ির অগ্রেও যাইতে পারেন, কিন্তু তাহার পরে ছড়িই অগ্রে অগ্রে চলে। ছড়ি পৌঁছিবার পূর্ব্বে কেহ অমরনাথের গুহায় প্রবেশের অধিকার পায় না।

শ্রীনগর হইতে প্রায় ১৮ মাইল আসিবার পর একটী প্রাচীন কালের সমৃদ্ধ স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার নাম অবন্তীপুর। রাজা অবন্তিবর্ম্মা (৮৫৫—৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) এখানে একটী প্রকাণ্ড শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান।

ইহার পর দর্শনীয় স্থান অনন্তনাগ। এখানে কাশ্মীরের মহারাজের একটী মহকুমার আফিসাদি অবস্থিত। সাধারণতঃ যাত্রীরা এইস্থানেই অমরনাথের ছড়ির সঙ্গে মিলিত হন। অনন্তনাগও একটী তীর্থস্থান। এখানে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে নির্গত জলের কুণ্ড আছে। শীতল ও গন্ধকযুক্ত গরমজলের কুণ্ড দুইই দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীরা কেহ কেহ এই উপলক্ষে কএক মাইল দূরবর্ত্তী অচ্ছিবল নামক সুন্দর বাগানটী দেখিয়া আসে। এখানে কৃত্রিম জলপ্রপাত ও নিকটেই ট্রাউট মৎস্যের সরবরাহ আছে।

অনন্তনাগ হইতে প্রায় ৬ মাইল অগ্রসর হইলে মাটান নামক স্থান পাওয়া যায়। মার্ত্তণ্ড শব্দ হইতে 'মাটান' নামের উৎপত্তি। বর্ত্তমান পল্লী হইতে কিছু দূরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দিরের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাতেই দর্শককে বিস্মিত হইতে হয়। বিশেষ বিবেচনার সহিত মন্দিরের স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। সূর্য্যমূর্ত্তি এখন নাই কিন্তু মন্দিরের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, বৃহৎ প্রবেশদ্বার, সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ, সেকালকার শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি দর্শককে অপূর্ব্ব প্রীতি প্রদান করে। মন্দিরে যাইতে পথে গিরিনিঃসৃত জলধারা দেখিতে পাওয়া যায়।

মাটানের অপর এক নাম মচ্ছিভবন। প্রকাণ্ড কুণ্ডে মাছ জিয়াইয়া রাখা হয়। তীর্থযাত্রীর এখানেও স্নানদানাদির ব্যবস্থা আছে, কিছু দূরে একটী সুদীর্ঘ গুহা—তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে আলোক লইয়া যাওয়া আবশ্যক। কোন যোগী নাকি গুহার মধ্যে ধ্যানস্থ থাকিতেন এবং সেখানেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মাটানে অমরনাথের বহু পাণ্ডার বাসস্থান। যাত্রীরা সাধারণতঃ ইহাদিগের নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হন।

যাত্রীদিগকে মাটান হইতে যাইতে হয় পহলগাঁও। রাস্তার স্থানে স্থানে একদিকে উচ্চ পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। পহলগাঁও একটী প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যাবাস। এই স্থান পর্য্যন্ত মোটর গাড়ী বাস্ বা টঙ্গায় আসিতে পারা যায়, পহলগাঁওএর সমীপবর্ত্তী অমরগঙ্গা বা শেষনাগ নদীর তীরে অনেক যাত্রী তাঁবু খাটাইয়া রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেন। এই নদী বহু উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে।

পহলগাঁও হইতেই বিশেষভাবে অমরনাথের পথের আরম্ভ। অধিকাংশ যাত্রীই এখান হইতে পদব্রজে, কেহ কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ বা দাণ্ডীতে পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত হইয়া চলেন। খরস্রোতা নদীর মধ্যে অবস্থিত শৈলবিশিষ্ট গণেশবল এখান হইতে কএক মাইল দূরে

পহলগাঁও হইতে কএক ঘণ্টা চলিলেই চন্দনবাড়ী নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। স্থানটী ৯৫০০ ফুট উচ্চে সুতরাং বিলক্ষণ শৈত্যবিশিষ্ট। যাত্রীদিগের জন্য এখানে সাময়িক ভাবে আশ্রয়ের ব্যবস্থা থাকে।

চন্দনবাড়ী হইতে বায়ুযান পর্য্যন্ত রাস্তা বড়ই কঠিন—পাথরের উপর দিয়া সঙ্কীর্ণ ও আঁকাবাঁকা ভাবে ১৫০০০ ফুট ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে। চন্দনবাড়ীতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হয়, কারণ ইহার পরই তুষারের জন্য গাছপালার অভাব। অবশ্য পর্ব্বের সময় কাশ্মীর সরকারের লোক এখানে এবং ইহার পরেও জ্বালানী কাঠের সুবিধা করিয়া দেয়। পথে অনেক স্থানেই তুষারের উপর দিয়া চলিতে হয়। 'পিশুঘাটী' ও জজপাল পার হইয়া বায়ুযানে পৌঁছিতে হয়। যাইতে যাইতে শেষনাগ হ্রদের সুন্দর দৃশ্য চক্ষুতে পড়ে—অনেক ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী এই হ্রদে পিতৃপুরুষের ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বায়ুযানে প্রচুর তুষারপাত হয়, কিন্তু প্রবল বায়ুতে তাহা উড়াইয়া লইয়া যায়। সময়ে সময়ে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় অথবা প্রচণ্ড শীতে এখানে লোককে প্রাণ হারাইতে হয়।

এখান হইতে আবার তুষারযুক্ত দুর্গম গিরিবর্ত্ম ধরিয়া যাইতে হয়—পঞ্চতরঙ্গিণী বা পঞ্চতরণী নামক স্থানে। পাঁচটী নদী

এখানে অবস্থিত বলিয়া স্থানটির এই নাম হইয়াছে। অমরনাথ এখান হইতে প্রায় ৬ মাইল। চড়াই উৎরাই করিয়া এই পথ পার হইতে হয়। বরফ গলিয়া পড়ার ভয় থাকে বলিয়া এই পথও খুব বিপজ্জনক। পায়ের তলায় পাথর পড়িয়া যাওয়ার ভয়ও আছে।

ইহার পর গুহা—গুহার নিকটেই একটী ছোট নদী। এখানেই অমরগঙ্গার আরম্ভ। এই নদীতে স্নান করিয়া যাঁহারা বেশী ভক্ত তাঁহারা উলঙ্গ অবস্থায় ঠাকুরদর্শন করেন। তবে সকলের পক্ষে এই ব্যবস্থা নহে। গুহার মুখ প্রায় ৮০ ফুট উচ্চ—প্রসার ও গভীরতা নাকি প্রায় ১০০ ফুট। গুহার মধ্যে তিনটী বরফস্তূপকে মহাদেব, পার্ব্বতী ও গণেশ বলিয়া পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকে। অনেক স্থান হইতে জল ঝরে এবং স্থানে স্থানে কপোত উড়িতে দেখা যায়। কপোত উড়িলেই পাণ্ডারা যাত্রা সফল হইয়াছে বলে। মহাদেবের লিঙ্গটীর উচ্চতা শ্রাবণমাসে প্রায় ৪ ফুট পরিমিত হয়। কথিত আছে, শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া এই শুভ্রকান্তি লিঙ্গের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পূর্ণিমায় পূর্ণাবয়ব হয়। তাহার পর আবার ক্রমশঃ আকৃতি হ্রাসের ফলে অমাবস্যায় দেবদেব একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। একথা কতদূর ঠিক তাহা পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ কেহ এখানে একসঙ্গে বেশীদিন থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন ইহা জমাটবাঁধা প্রস্রবণের জল। কিন্তু স্বয়ং মহাদেব এখানে তুষারলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন এই বিশ্বাসবলেই এত ভক্ত এই দুর্গম তীর্থে আসিয়া থাকেন।

অমরনাথের যাত্রীদিগকে কাশ্মীররাজসরকার নানা প্রকারে সাহায্য করেন—বিশেষতঃ সাধু-সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে যাতায়াতের পথ ঠিক রাখা, স্থানে স্থানে আশ্রয়ের বন্দোবস্ত, খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, দরিদ্রদিগের জন্য কম্বল ও পাদুকার ব্যবস্থা, রোগীর পরিচর্য্যা প্রভৃতি। ইহা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় এবং প্রচণ্ড হিমে বা প্রকৃতির বিপর্য্যয় শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষাকারী ধর্ম্মপ্রাণ লোককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

অমরনাথ রায়চৌধুরী—এক কবি। শ্রীহট্টের অন্তর্গত ব্রহ্মচাল পরগণার নন্দনগর গ্রামে জন্ম। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় রাধানাথ রায়চৌধুরি মহাশয় 'পদ্মপুরাণ' নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি নষ্ট হইলে তিনি পুনরায় নবোদ্যমে "পদ্মপুরাণ" রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১২৭৭ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে, প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মধ্যম পুত্র, অমরনাথ রায়চৌধুরি মহাশয় অবশিষ্ট অংশ রচনা করিয়া সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত করেন।

অমরপক্ষ—(পুং) পিতৃপক্ষ।

অমরপতি—(পুং) [অমরাণাং দেবানাং পতিঃ রাজা, ৬-তৎ] ইন্দ্র, দেবরাজ।

অমরপদ—(পুং) স্বর্গ। দেবতাদিগের বাসভূমি। ২ নির্ব্বাণ, মোক্ষ।

অমরপাল—বাঙ্গালার পালবংশীয় একজন নরপতি। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতে ইনি মহারাজ দেবপালের পুত্র। (ভ° ব্রহ্মখ° ২০.৪০)

অমরপুর—বর্ম্মাদেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা ঐরাবতী নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, এই নগর ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটী মন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহার চারিদিক্ ২৫০টী হলকরা কাঠের স্তম্ভে সুশোভিত। মন্দিরের ভিতরে বৃহদাকার ধাতুময় বুদ্ধের মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে অমরপুরের চারিদিকে ২০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর ছিল। উহা দৈর্ঘ্যে ৭০০০ ফিট ছিল বলিয়া লোকের অনুমান। ১৮১০ খৃঃ অব্দে অগ্নি লাগিয়া নগর বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ভূমিকম্পে ইহার বিস্তর ক্ষতি হয়। বর্ম্মার প্রাচীন রাজাদের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও নগরের মধ্যস্থলে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অমরপুর নগর আধুনিক নহে। এই রাজধানী অনেক দিনের প্রাচীন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ইহার কেবল নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। টলেমি আবা নদের দুইটী শাখার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দুইটী নগরের নাম উরথেনা এবং নর্দন। উরথেন শব্দ—রাথন শব্দের অপভ্রংশ। উহাই অমরপুরের প্রাচীন নাম। ইহাকে পূর্ব্বে আবা ও রত্নামরকোট বলা হইত। কিন্তু প্রকৃত আবা নগর ও অমরপুরে প্রভেদ আছে। বর্ম্মদেশে এই রীতি চলিত ছিল যে, কোন নূতন রাজা রাজপদে অভিষিক্ত হইলে তিনি পূর্ব্বের নগর হইতে উঠিয়া আবার একটী নূতন স্থানে আপনার রাজধানী করিতেন। এই প্রথানুসারে আবা হইতে অমরপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

অমরপুষ্প—(পুং ক্লী) ১ বৃক্ষ। ২ পুগফল, সুপারী। ৩ কাসতৃণ। ৪ আম্র। ৫ কেতকী। ৬ তালমখানা। ৭ গোখরু।

অমরপুষ্পক—(পুং) কল্পবৃক্ষ। ২ কাশতৃণ, কেশে।

অমরপুষ্পিকা—(স্ত্রী) সোয়াগাছ (Anethum sowa)। ২ অধঃপুষ্পীবৃক্ষ। (রত্নমালা) ইক্ষুগন্ধা। ৩ কাংস।

অমরপ্রখ্য—(ত্রি) অমরসদৃশ। ২ দেবতার ন্যায়।

অমরপ্রভ—এক জৈন সাধু ও গ্রন্থকার। ইনি আনন্দসূরির শিষ্য ছিলেন। প্রায় সংবৎ ১৩৪৪ অব্দে ইনি বর্দ্ধসূরির নিকট ‘কল্প - সূ’র ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অমরপ্রভসূরি—এক জৈন সাধু ও গ্রন্থকার। ইনি বাচনাচার্য্য

দেবসুন্দরের অনুরোধে মানতুঙ্গসূরির লিখিত 'ভক্তামরস্তোত্রে'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কুমুদচন্দ্ররচিত 'কল্যাণমন্দির'স্তোত্রের টীকাকার গুণসাগর বলিয়া থাকেন যে, তিনি সাগরেন্দ্র বা সাগরচন্দ্রের স্থান অধিকার করেন।

অমরপ্রভু—অমরদিগের রাজা। ২ ইন্দ্র। ৩ বিষ্ণু।

অমরপ্রসাদসূরি—একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য।

অমরবেল—(স্ত্রী) আকাশবল্লীলতা।

অমরভর্ত্তা—(পুং) দেবতাদিগের পালয়িতা। ২ ইন্দ্র।

অমরমল্ল—নেপালের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি রাজা সূর্য্যমল্লের পুত্র এবং রাজা শিবসিংহের পিতামহ ছিলেন।

অমর মল্লুগী—দাক্ষিণাত্যের মল্লুগী বংশীয় এক নৃপতির পুত্র। গোবিন্দরাজের মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র কালীয় বল্লাল রাজা হইয়াছিলেন।

অমর মাণিক্য—ত্রিপুরার একজন স্বাধীন নরপতি। ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ত্রিপুরা-রাজ-কুল-তিলক মহারাজ ধন্য মাণিক্যের পৌত্র এবং দেব মাণিক্যের পুত্র।

অমর মাণিক্যের জন্ম কথা রহস্যে আবৃত। ইনি দেব-মাণিক্যের কোন মহিষীর গর্ভজাত পুত্র নহেন। মহারাজ দেব-মাণিক্য একদা নৌকাযোগে ত্রিপুরার অন্তঃপাতী কৈলাছড়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে নদীর উজান দিকে যাইতেছিলেন। তিনি গ্রামের একগৃহে একটী পরমাসুন্দরী রমণীকে একহস্তে কেশগুচ্ছ ধরিয়া রৌদ্রের দিকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। সদ্য-স্নাতা রমণী চুল শুকাইতেছিলেন।

রাজা এই রমণীর রূপে মুগ্ধ হইলেন, তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন,—ইনি ত্রিপুরা-সেনাপতি রণাঙ্গ-মর্দ্দন-নারায়ণের অধীনস্থ হাজরা উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সৈনিকের স্ত্রী। হাজরা তখন গৃহে ছিলেন না—যুদ্ধার্থ চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। দেব মাণিক্য স্বীয় নৌবাহিনীকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া কয়েকজন পরিকরের সঙ্গে কৈলাছড়ায় রহিয়া গেলেন। হাজরা-পত্নীর সম্মতিক্রমে রাজা সেই সৈনিকের বাড়ীর পার্শ্বে শিবির স্থাপন করিলেন। ফলে, রাজার ঔরস ও হাজরা-পত্নীর গর্ভে এক বালক জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল রাম-দাস। পাঁচ বৎসর পরে হাজরা গৃহে ফিরিয়া এই শিশুকে রাজ-পুত্র জানিয়া যত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন—এমন কি স্ত্রীর প্রতি কোন বিরূপতা করিল না।

এই বালক যখন ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক, তখন তৎকালীন নৃপতি বিজয় মাণিক্য সমস্ত অবগত হইয়া ইঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্য গোপী-প্রসাদ নামক একব্যক্তিকে জাতিহীন অবস্থা হইতে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ধূর্ত্ত শিরোমণি গোপী-প্রসাদ রাজার একটা বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল যে রাজা উহাকে প্রধান সেনাপতির পদ দিয়া "গোপীপ্রসাদ নারায়ণ" উপাধি দিয়াছিলেন এবং ইহা ছাড়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ অনন্তের সঙ্গে গোপীপ্রসাদের পরমা সুন্দরী কন্যা জয়া-দেবীর বিবাহ সম্পাদিত করিয়াছিলেন।

বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর গোপীপ্রসাদ স্বীয় জামাতা অনন্ত মাণিক্যের প্রধান মন্ত্রী হইলেন এবং গদাভীম নামক এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া অনন্ত মাণিক্যকে নিহত করিলেন। এই নিদারুণ কার্য্যের পর গোপী-প্রসাদ স্বয়ং 'উদয়-মাণিক্য'। উপাধি ধারণ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাণী জয়াদেবী দারুণ মনস্তাপে সহমৃতা হইতে প্রস্তুত হইলে তাঁহার পশুপ্রকৃতি পিতা তাঁহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন।

উদয় মাণিক্য ও তৎপুত্র জয় মাণিক্য কএক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে ত্রিপুরার গৌরব সঙ্কুচিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা ত্রিপুরা-রাজ্য হইতে চট্টগ্রাম বল-পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিল। ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে মুসলমানদিগের যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে ৪০০০০ ত্রিপুর-সৈন্য নিহত এবং চট্ট-গ্রাম তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে। পিতাপুত্র উভয়েই অত্যাচারী ও নৃশংসপ্রকৃতির ছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে জয় মাণিক্য তদীয় সেনাপতি রণচতুর নারায়ণের হস্তে নিহত হন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিজয় মাণিক্যের পর উদয় মাণিক্য ও জয় মাণিক্য এই দুই রাজা ত্রিপুরারাজবংশের কেহ নহেন—ইঁহারা বাহিরের লোক। এই দুই উপদ্রব উন্মূলিত হইলে পুনরায় প্রাচীন রাজ-বংশের কোন যোগ্য বংশধরের খোঁজ পড়িয়া গেল। দেব মাণিক্যের ঔরস-জাত সেই রামদাসকে প্রজাগণ অভিনন্দন করিয়া লইয়া আসিয়া রাজতক্তে বসাইল। ইনিই 'অমরমাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

অমর মাণিক্য রাজা হইয়া প্রথমেই প্রসিদ্ধ "অমরদীঘি" খনন করিতে আদেশ দিলেন। এই দীঘি শুধু তাঁহার নামের ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে খনিত হয় নাই, ইহা তাঁহার একটা রাজনৈতিক চাল স্বরূপে গণ্য। তিনি বলিলেন, "এই বিরাট দীর্ঘিকা খনন করিতে বহু সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হইবে, সুতরাং ত্রিপুরার চতুষ্পার্শ্বের রাজাদিগকে জানান হউক, যে তাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের দেশের মজুর পাঠাইয়া ত্রিপুরার সাহায্য করুন।" এই অমরদীঘির খননকার্য্য দস্তুর মত একটা রাজসূয় যজ্ঞে দাঁড়াইয়াছিল। যে যে রাজা ও রাজতুল্য ব্যক্তিরা এই ব্যাপারে ত্রিপুরায় মজুর

পাঠাইয়াছিলেন, মন্ত্রিগণ অমর মাণিক্যের নিকট তাহার ফর্দ উপস্থিত করিলেন,– তাহা এইরূপ :—বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়—১০০, বাকলার বসু জমিদার ৭০০, সাতৈল গোয়ালপুরের গাজি—১০০০, অষ্ট-গ্রামের জমিদার ৫০০, বানিয়াচঙ্গের দেওয়ান ৫০০, রণ-ভাওয়ালের রাজা ১০০০, সরাইল হইতে ইসা খাঁ (মসনদ আলি) ১০০০, ভুলুয়ার (নোয়াখালির) রাজা ১০০০। কবিচন্দ্রের পুত্র সুবুদ্ধি বিশ্বাস এই কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উপরি উক্ত ৩১০০ মজুরের হিসাব দিলেন। মন্ত্রীরা বলিলেন, দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে প্রায় সকলেই,—কেহ বহুমান ও আনুগত্য দেখাইয়া, কেহ বা ভয়ে ভয়ে আমাদের অনুরোধ পালন করিয়াছেন। কেবল মাত্র শ্রীহট্টের পাঠান রাজা ফতে খাঁ কোন মজুর পাঠান নাই।

"বহুদূরের ভুঞাগণ আমার সম্মান করিয়াছেন কিন্তু ত্রিপুরার উপান্ত ভাগে অবস্থিত হইয়া (শ্রীহট্ট) আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছে—ইহার শাস্তি ফতেখাঁ অবশ্য পাইবে।" এই বলিয়া অমর মাণিক্য প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্প করিলেন।

যুবরাজ রাজধরের উপর রাজার আদেশ হইল তুমি ২২ হাজার সৈন্য লইয়া শ্রীহট্টে অভিযান কর। জতুয় নামক গ্রামে ফতেখাঁর দুই সেনাপতি মুচ্ছে লস্কর ও সিদ্ধিরাম রাজধরের হস্তে বন্দী হইলেন। রাজধরের সঙ্গে একশত বাইশজন সেনাপতি ছিলেন, তাঁহাদের নাম অদ্ভুত কিন্তু গৌরবব্যঞ্জক। কয়েক জন সেনাপতির নাম এইস্থানে দেওয়া গেল :—'গবরূপ ... ' 'গজরূপ নারায়ণ' 'রণভীম নারায়ণ' 'বলাসিংহ নারায়ণ' ... বাহু নারায়ণ' 'গজসিংহ নারায়ণ' 'অর্জ্জুন নারায়ণ' ... নারায়ণ' 'ত্রিবিক্রম নারায়ণ' 'শত্রুমর্দ্দন নারায়ণ' প্রভৃতি ... সকল যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে কোন সেনাপতির কি বিষয়ে কৃতিত্ব ছিল রাজমালায় তাহার উল্লেখ আছে। সমর প্রতাপ নারায়ণ ... অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, গজ নারায়ণ ব্যূহরচনায় ... ছিলেন। এই সকল সেনাপতির ... দ্বাদশ বঙ্গ (বারভুঞা) সহ ... সম্রাট গৌড়েশ্বর আতঙ্কিত থাকিতেন।

গরুড়াকৃতি ব্যূহ রচনা করিয়া ত্রিপুর সৈন্য ফতেখাঁর পাঠান সৈন্য বিধ্বস্ত করিল। ত্রিপুর সৈন্যের সঙ্গে দুই সহস্র ঢালী ছিল। ইহাদের বিক্রম গতিতে পায়ের চারি সহস্র নূপুর বাজিয়া উঠিয়া রণোন্মাদনা বাড়াইত। এই সময় বারভুঞার অন্যতম প্রধান ভুঞা ঈশা খাঁ মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক উপক্রত হইয়া অমর মাণিক্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইনি এই সামরিক অভিযানে যুবরাজ রাজধরের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। কতকদূর স্থলপথে যাওয়ার পর, ঈশা খাঁ ও ত্রিপুর-সৈন্য নৌকাপথে চলিতে লাগিল। সুরমা নদীর উজান পথে বিরাট ত্রিপুর-বাহিনী শ্রীহট্টে প্রবেশ করিল। পাঁচ শত যুদ্ধনিপুণ অশ্বারোহী পাঠান ত্রিপুর-সৈন্যের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ত্রিপুরার হস্তী আরোহী সৈন্যরা ফতেখাঁর শত শত পদাতিক সৈন্য নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল। ফতেখাঁর অপূর্ব্ব সাহসী ও রণনিপুণ অশ্বারোহী সৈন্যগণ হস্তীদের দুর্ব্বার গতি প্রতিরোধ করিতে পারিল না। গোয়বাণী গ্রামে ত্রিপুর ও পাঠান সৈন্যের যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়, তাহাতে পাঠানেরা সম্যকরূপে পরাজিত হইয়াছিল। ফতেখাঁর বহু কামান ঈসা খাঁ দখল করেন, মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধকালে ঈসা খাঁ সেগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ফতেখাঁকে যুবরাজ রাজধর প্রার্থিত অভয় দিলেন, তিনি আসিয়া ত্রিপুরার অমর মাণিক্যের শরণ লইলেন। ত্রিপুরেশ্বর ফতেখাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইলে, দরবারে তাঁহাকে রাজজামাতা দয় বন্ত নারায়ণের পার্শ্বে বসিতে স্থান দিলেন। প্রধান সেনাপতির সম্মান ত্রিপুরার রাজ দরবারে ফতেখাঁ তাহাই প্রাপ্ত হইলেন। ফতেখাঁর রাজধানীতে অবস্থানকালে ৫০টী উৎকৃষ্ট খাটক সর্ব্বদা তাঁহার শয়নাদির জন্য পাইতেন এবং যখন পাঠান রাজ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, তখন বিদায়কালে অমর মাণিক্য তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া একটী শ্রেষ্ঠ হস্তী ও পাঁচটা সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী অশ্ব ও বহু মূল্যবান পোষাক এবং খেলাৎ দান করিলেন। এইভাবে ফতে খাঁ রাজধানী উদয়পুর হইতে স্ব ... শ্রীহট্ট ... ফিরিয়া আসিলেন। ফতেখাঁর ... মুচ্ছে লস্কর এই সময় ত্রিপুরার বন্দীশালা হইতে মুক্ত হইলেন।

... রাজধর শ্রীহট্ট জয় করিয়া 'শ্রীহট্টবিজয়ী' ... কাব ... এক ... এই বিজয়বার্ত্তা ... ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে অমর মাণিক্যের ... একটী পর্ব্ব ঘটেন। যুবরাজ ... উপলক্ষে ... নামে এক ... শ্রীহট্টে খনন করিয়াছিলেন।

... ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে অমর দীঘির খননকার্য আরম্ভ করা হয় এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ ... এই দীঘির খনন শেষ ... এই দীঘিতে নাগযষ্ঠী জলেতে পুঁতিয়া রাজা "অমর সাগর" ... পূর্ব্বক উৎসর্গ করিলেন। বাঙ্গালার এই সকল দীঘি খনন ব্যাপারে যে কত অর্থব্যয় হইত, কত উৎসব ও আমোদ প্রমোদ এবং যজ্ঞকার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দীঘির এই খনন ব্যাপার যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে তাঁহাদের ছবি মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ঐ সোসাইটির অধ্যক্ষ ... মহাশয়ের আনুকূল্যে আমি আমার গল্পগীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম।

তাহারা ইহা চিরকাল স্মরণ রাখিতেন। এই দীঘির প্রান্তে মহারাজ অমর মাণিক্য একটী প্রস্তরের মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহাতে জগন্নাথযুক্ত সংস্থাপিত হইয়াছিল। বহু নৃত্যগীত, বাদ্যভাণ্ড ও আমোদ-প্রমোদ কএকমাস ব্যাপিয়া চলিল এবং বিগ্রহের ব্যয়ের জন্য চৌদ্দখানি গ্রাম সমর্পিত হইল। এই গ্রামগুলি এখন একটী সুবৃহৎ পল্লীতে পরিণত হইয়া "চৌদ্দগ্রামে" পরিচিত হইয়াছে। ত্রিপুরার এই চৌদ্দগ্রাম এখন একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এইস্থানে মহারাজ অমর মাণিক্য স্বয়ং বার মাসে বারটী ধর্ম্মোৎসব সম্পাদন করিতেন। প্রত্যেক মাসে যাত্রা প্রভৃতি আমোদের প্রবাহ চলিত। এইস্থানে মহারাজ তুলা-পুরুষ করিয়া মহারাণীর সঙ্গে "কল্পতরু" হইয়া মুক্তহস্তে দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইস্থানেই মহারাজের দরবারে সর্ব্বদা দুই শত সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। বাঙ্গালা দেশের নানা পল্লীতে যে সকল অতিকায় দীঘি বা সরোবর এখন একান্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে, তাহা এক সময়ে উৎসব স্নান, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দানধ্যান, পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।

এই অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে আমরা বার ভূঞার অন্যতম প্রধান ভূঞা 'ইসা খাঁ'র প্রথম জীবনের খাঁটি ইতিহাস জানিতে পারি। তাঁহার বংশধরেরা শেষকালে যে ভাবে তাঁহাকে আকবরের প্রিয়পাত্ররূপে কল্পনা করিয়া "মছনদ আলী" উপাধি মোগল দরবার হইতে প্রাপ্তির একটী দাবী খাড়া করিয়াছেন তাহা একান্ত অসার। আমি পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার ভূমিকায় ও নানা স্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমান ঐতিহাসিকগণও এই সকল গল্প-গুজব বিশ্বাস করেন না। আবুল ফজল এই উপাধির কথা বলেন নাই। এককালে ত্রিপুর-রাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া শেষে ইসা খাঁ কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানেরা যে কারণেই হউক ত্রিপুরার প্রাচীন ঋণ একবারে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সকল জোড়া-তালী ও রিপুকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা বিচার করিবার উপযুক্ত স্থান বিশ্বকোষ নহে। আমরা রাজমালা প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসে যাহা পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

ইসা খাঁ প্রথমতঃ ত্রিপুরার সরাইল গ্রামে বাস করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। কিন্তু মোগলেরা তাঁহাকে একটী দিনও সোয়াস্তিতে থাকিতে দেন নাই। মোগল কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি অমর মাণিক্যের শরণাপন্ন হন। ত্রিপুরেশ্বর তাঁহার বিবিধ গুণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা অতি গুরুতর ছিল। তিনি ত্রিপুরার সৈন্য লইয়া মোগলদের সঙ্গে লড়াই করিবেন, এই আশায় রাজদরবারে আবেদন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ রাজমন্ত্রী ও উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে তিনি বশীভূত করিলেন, কিন্তু মোগল-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত সৈন্য দিতে রাজাকে সম্মত করা বড় কঠিন ছিল। তাজ খাঁ ও বাজ খাঁ নামক ত্রিপুরার দুই প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পরামর্শে উজিরকে হস্তগত করিয়া ইসা খাঁ মহারাণীর স্তন-ধৌত জল খাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যে মহাদেবী তাঁহার ধর্ম্মমাতা। ইসা খাঁর নানারূপ সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে রাণী অতিশয় প্রীত হইলেন এবং মূলতঃ তাঁহার প্রভাবে ও উজিরের চেষ্টায় মহারাজ অমর মাণিক্য ইসা খাঁর সঙ্গে উজীর সিংহ-সম্বের অধীনে ৫২ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। ইহারা মোগলদিগকে সরাইল হইতে হটাইয়া দিল। এই সময় ত্রিপুরেশ্বর ইসা খাঁকে "মচলান্দানি" উপাধি ও বহু খেতাব ও খেলাৎ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে সরাইল পরগণায় ৪২টী গ্রাম ছিল এবং উহার অধিকাংশ স্থান ব্যাঘ্রভল্লুক প্রভৃতি বন্যপশুনিষেবিত ভীষণ অরণ্যে পূর্ণ ছিল। যুবরাজ রাজধর এই স্থানটী শিকারের পক্ষে অতি উপযোগী স্থান বলিয়া মনোনীত করাতে শেষে ইসা খাঁকে সরাইল ছাড়িয়া জঙ্গলবাড়ী গ্রামে বাস স্থাপন করিতে হইয়াছিল। তথায় রাম হাজরা ও লক্ষ্মণ হাজরা নামে দুই প্রতাপশালী দলপতি ছিল। ইহাদিগকে সহসা বিগ্রহর রাত্রে আক্রমণ করাতে, ইহারা আপনাদের গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন, এবং ইসা খাঁ জঙ্গলবাড়ী হস্তগত করেন। সরাইল ত্যাগের পর হইতে ইসা খাঁর সঙ্গে ত্রিপুরার আর কোন প্রকার সংস্রবের কথা ত্রিপুরার ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

এই সময়ে একবার ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) রাজা দুর্ল্লভ রায়ের সঙ্গে অমর মাণিক্যের যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে দুর্ল্লভ রায়ের তিনশত রণনিপুণ অশ্বারোহী পাঠান সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়। শূরবংশীয় এই রাজা অমর মাণিক্যকে যে স্পর্দ্ধাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর তাহার সম্পূর্ণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। ভুলুয়া জয় করিয়া রাজা বাকলার (বাখরগঞ্জের) দিকে অভিযান করেন। তথাকার রাজা কন্দর্প রায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন এবং অমরমাণিক্য তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া লন। লুণ্ঠিত সম্পত্তির মধ্যে গো, মেষ, ছাগ, এমন কি, মানুষ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই। এই সমস্তই রাজা বিক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। গরুগুলি ৪ পণ, ছাগ দুই পণ এবং মানুষ এক কাহন মূল্যে বিক্রীত হইল। এই যুদ্ধে ফতে খাঁর শ্রীহট্ট-সৈন্যের কতক কতক রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। রাজা পারিতোষিক হিসাবে এই মানুষ-বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাহাদিগকে দান করিলেন।

বিজয় মাণিক্য পূর্ব্ববঙ্গে বিজয়-অভিযান করিয়া পদ্মাতীরবর্ত্তী সুবৃহৎ ভূভাগ ত্রিপুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি সোনারগাঁ, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ত্রিপুরার বৈজয়ন্তী উড্ডীন

করিয়া ছিলেন। ইসা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ভূঞারাজগণ ত্রিপুরার আনুগত্য স্বীকার করেন

রাজা অমর মাণিক্য ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয়ার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার আরাকানের যুদ্ধ ভীষণ হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যদলে বিস্তর ফেরাঙ্গী (পর্তুগিজ) সৈন্য ছিল। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়া রাজা আরাকানে প্রবেশ করেন। ফেরাঙ্গীরা কৃতঘ্নতা করিয়া মগদের সঙ্গে যোগদান করায়, মগেরা কৌশলক্রমে ত্রিপুর-সৈন্যের রসদ বন্ধ করিয়া দিল। সহস্র সহস্র ত্রিপুর সৈন্য অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং তাহারা পশ্চাৎ দিকে হটিয়া যাইয়া কর্ণফুলী নদীর তীরে পুনরায় উপনীত হইয়াছিল। মগেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল, তাহাতেও বহু ত্রিপুর-সৈন্য নিহত হইল, কিন্তু এবার যুবরাজ রাজধর, কুমার অমর দুর্লভ ও সেনাপতি প্রতাপ-নারায়ণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মগদিগকে তাড়া করিলেন এবং অমিতবিক্রমে শত্রু শিবির আক্রমণ করিলেন। মগসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে যাইয়া রাজার কনিষ্ঠ কুমার অমরদুর্লভ দুইটী সহচর সঙ্গে রণোন্মাদনায় শত্রু সেনের মাঝে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। মধ্যাহ্ন গগনের ভাস্কর ক্রমে ক্রমে পশ্চিম আকাশে গড়াইয়া পড়িল, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তখনও রাজার দুলাল অমরদুর্লভ-নারায়ণ বা তাঁহার সহচর দুইটীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। যুবরাজ রাজধরের আজ্ঞায় রণক্ষেত্রে মশাল লইয়া সৈন্যেরা প্রত্যেক শব ও কর্ত্তিত মুণ্ড দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও তাঁহাদের খোঁজ মিলিল না। রাজধর ভ্রাতার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সহসা "সন্ধ্যাকালে দেখে শোয়াব আসে তিনজন। রক্তেতে ভূষিত অঙ্গ না চিনে তখন॥" অবশেষে ভ্রাতা ও তাঁহার পরিকরদ্বয়কে চিনিতে পারিয়া যুবরাজ আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন তাঁহাদের তিনজনের খড়্গ শোণিতে লিপ্ত, যুদ্ধের প্রবল উৎসাহে ও অবিরত শত্রু সংহার করিয়া তাহা করতলে আটকাইয়া গিয়াছে—তাহা মুষ্টি হইতে মুক্ত করা যায় না। "উষ্ণ জল দিয়া তারা হস্ত পাখালিল। তিন শোয়ারের হস্তের খড়্গ খসাইল।"

মগবিজয়ের পর অমর মাণিক্য যুবরাজ রাজধরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উড়িষ্যা বিজয়ের সঙ্কল্প করিলেন। এইজন্য উড়িষ্যার দূত প্রেরিত হইল। উড়িষ্যার রাজা অমর মাণিক্যকে লিখিলেন, তাহার রাজ্য কখনই ত্রিপুরার অন্তর্গত হইবে না, তবে উভয় রাজ্যের সম্প্রীতি ও সন্ধি ক্রমে আগামী বৎসরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

এদিকে ত্রিপুরার চারিদিকে অমঙ্গলের ছায়া-পাতের সূচনা দেখা যাইতে লাগিল। পল্লীবাসীরা জগন্নাথের মঠে বলভদ্রের চক্রের তলে গণ্ড ভাসিতেছে দেখিল। উহার অব্যবহিত পরে কেল্লার গড়ে মগগণ সেকেন্দর সাহার অধীনে বিদ্রোহী হইল। রাজপুত্রগণ বিপুল বাহিনী লইয়া সেকেন্দর সাহার সম্মুখীন হইলেন। রণোন্মত্ত গজরাজ কামানের গুলির আঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পৃষ্ঠদেশ হইতে মহারাজ কুমার ঝুঝার সিংহকে ফেলিয়া দিল ও হত্যা করিল। যুবরাজ রাজধরও আহত হইলেন। কিন্তু মগদের দুর্গে অলক্ষিতে বহু সহস্র সৈন্য ছিল, তাহারা আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া ত্রিপুরার বিরাট বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। কথিত আছে, রণক্ষেত্রে ত্রিশ হাজার বন্দুক পড়িয়াছিল। সেকেন্দর জয়ী হইয়াও রাজকুমার ঝুঝার সিংহের অপঘাত মৃত্যুতে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অমর মাণিক্যের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমারের মৃত্যুতে অমর মাণিক্য ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, আমার এক পুত্র হত হইয়াছে, আর কয়েক পুত্র জীবিত আছে, তাঁহাদের সকলেই যদি বিনষ্ট হয়, তবুও আমি প্রতিশোধ লইব। কিন্তু পরবর্ত্তী যুদ্ধে সেকেন্দরের হস্তে ত্রিপুরেশ্বরের দুর্গতির চরম হইল। বহু সৈন্য লইয়া মগরাজ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ইহাপুর দুই লক্ষ মগ সৈন্য ত্রিপুরবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিল, তাহারা বৃদ্ধ ও প্রবীণ ত্রিপুর সেনাপতিদের অঙ্গ হইতে আভরণ কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিল এবং ক্রমশঃ উদয়পুর রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আদমসাহ নামক মগদিগের বিদ্রোহী একজন রাজপুরুষ অমর মাণিক্যের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের এই দুরবস্থার সময় সেকন্দরসাহ পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি অমর মাণিক্যকে জানাইয়াছিলেন, ত্রিপুরেশ্বর যদি আদম-খাঁকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, তবে সেকন্দর উদয়পুর রাজধানীর দিকে সঙ্কল্পিত অভিযান পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু পুত্র-শোকে জর্জ্জরিত ত্রিপুররাজ কিছুতেই স্বীয় অভিমান ও ক্ষত্রিয়-নীতি ত্যাগ করিলেন না:—

"সেকেন্দর সাহা স্থানে লিখে নৃপ পুনি।
শরণাগত আদম সাহা না দিব কখনি।
ক্ষাত্রিয়বংশেতে জন্ম হয়েছে আমার।
তুমি মগ কি জানিবে আমা ব্যবহার॥
দৈবযোগে এক পুত্র যুদ্ধেতে মরিছে।
আর দুই পুত্র আমা প্রধান যে আছে॥
তাহা দুই যুদ্ধে যদি মরে কদাচিত।
তথাপি আদমে আমি না দিব নিশ্চিত॥"

যুদ্ধে হারিয়া অমর মাণিক্য রাজধানী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন,

কিন্তু নিজের বিপুল ঐশ্বর্য্য ভূপ্রোথিত করিয়া রাখিয়া গেলেন। রাজা বহু সংখ্যক থলিয়া কড়ি দিয়া পূর্ণ করিয়া রাজভাণ্ডারে সারি সারি রাখিয়া গেলেন। সেকেন্দর সাহ রাজার ফন্দী বুঝিতে পারিয়া উদয়পুরে ঢোল পিটাইয়া দিলেন, রাজা যেখানে তাঁহার ধন-সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছেন তাহার সন্ধান যে দিতে পারিবে, তাহাকে বিশেষ রূপ পুরস্কৃত করা হইবে। চতুর্দ্দশ দেবতার দুই-জন পুরোহিত ("দেওড়াই") সেই লুকায়িত ধনের সন্ধান দিল, সেকন্দর তাহাদিগকে এই বলিয়া লুব্ধ করিয়াছিলেন, যে ধন পাই-লেই তিনি তাহাদের মধ্যে ত্রিপুর রাজ্য ভাগ করিয়া দিবেন। রাজপদলুব্ধ এই কৃতঘ্নদ্বয়ের সাহায্যে সেকেন্দর সমস্ত ধন লুণ্ঠন করিলেন এবং দুই দেওড়াইকে ভৎসনা করিয়া রিক্তহস্তে বিদায় করিয়া দিলেন। তৎপর কুড়া মধী নামক এক সেনাপতির হস্তে উদয়পুর রাজধানীর ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। মগরাজ লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন লুণ্ঠন করিয়াই চলিয়া গেলেন, যুদ্ধ আর বেশী গড়াইল না। মগেরা ১৫ দিন মাত্র উদয়পুরে অবস্থিতি করিয়াছিল (১৫৭৮ খৃঃ)।

রাজার এই পরাজয় ও দুঃসময়ের সুবিধা লইয়া তাঁহার শ্যালক ছত্রসিংহ উজীর ছাম্বুল-নগরে কুকীদের মধ্যে বিদ্রোহ জন্মাইয়া ত্রিপুরার রাজ-পদ পাইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। এই দুই উজীর মহারাজ্ঞীর সহোদর ছিলেন এবং এক সময়ে তাঁহাকেও লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া ছিলেন। অমর মাণিক্যের সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ছত্রসিংহ রাজসকাশে আনীত হইলেন।

মহারাজ্ঞী বলিলেন এই দুই ভ্রাতার পরামর্শে আমার প্রিয় পুত্র যুঝার সিংহ নিহত হইয়াছে। রাজার মৃত্যু হইলে আমার অপর পুত্রদ্বয়কে বধ করিয়া রাজ্য দখল করিবে, আমার ভ্রাতার এই উদ্দেশ্য, ইহাকে এখুনি বধ কর। অমর মাণিক্য একবার ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াও রাণীর কথায় উত্তেজিত হইয়া ছত্র সিংহের বধ-আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সেনাপতি চন্দ্রসিংহের উপর তাহাকে হত্যা করিবার হুকুম হইল, রাজার শ্যালককে তিনি বধ করিতে অসম্মত হইলেন। তৎপর সেনাপতি আশু-নারায়ণের উপর আদেশ হইল ছত্রসিংহকে মনু নদের তীরে লইয়া হত্যা করিতে। আশুনারায়ণও রাণীর ভ্রাতাকে বধ করিতে অস্বীকার করিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেনাপতি চন্দ্র দর্পের উপর সেই আদেশ হইল। চন্দ্রদর্প মনু নদের তীরে মড়লাঘাতে ছত্রসিংহের মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিলেন।

১৬১১ খৃঃ অব্দের আষাঢ় মাসে রাজা ও রাণী পুত্রশোকে ও এই দুই আত্মীয়ের মৃত্যুতে অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া পড়িলেন। রাজা এই পৃথিবীতে বাসকরা পাপের ফল মনে করিতে লাগিলেন। বড়বক্র ও মনু নদের সঙ্গম স্থলে চন্দ্রগ্রহণের সময় যে ব্যক্তি তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিংবা স্নান করে, সে চন্দ্রলোকে গমন করে ইত্যাদি কথা রাণীকে বলিয়া তথায় যাওয়ার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। এই সময় রাজা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ-ধরকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া মহারাজ্ঞীর সহ মনু-বড়বক্র সঙ্গম স্থলে যাত্রা করিলেন। আষাঢ় মাস নদনদী কূলে কূলে ভরা। রাজা রাজ্ঞীর সঙ্গে নৌকাবিহারের জন্ত প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু রাণী বুঝিতে পারিলেন না, রাজার উদ্দেশ্য শুভ নহে। বহু নৌকা বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া রাজার ডিঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজা মনু নদের ছয় দণ্ড পথ উজাইয়া তীরবর্ত্তী শিলাবহুল এক কান্তার দেখিয়া শরীররক্ষীদের কাহাকেও না লইয়া একাকী তীরে উঠিলেন। বৃহৎ এক শিলাতলে আফিম খাইয়া পুনরায় তিনি নৌকায় ফিরিলেন, দুই প্রহর রাত্রিকালে রাজ্ঞীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতি বহু স্বগণবেষ্টিত মহারাজ অমর মাণিক্য মহাপ্রয়াণ করিলেন। মহাবীর, মহাদাতা, পণ্ডিতচূড়ামণি, শরণাগতসহায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত, বিপদে সম্পদে অবিচলিত ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্য এই ভাবে অমরধামে চলিয়া গেলেন, (১৬১১ খৃঃ) মহাদেবী রাজার সঙ্গে সহমৃতা হইলেন।

অমর মাণিক্য—একজন সঙ্গীতরচয়িতা। ২ একজন জৈন সাধু। ইনি মতিবর্দ্ধনের শিষ্য ও সাধুকীর্ত্তির গুরু।

অমরমালা—(স্ত্রী) একখানি প্রাচীন কোষগ্রন্থ।

অমররত্ন—(ক্লী) স্ফটিক।

অমররাজ—(পুং) দেবরাজ, ইন্দ্র।

অমররাজশত্রু—(পুং) ইন্দ্রের শত্রু। ২ বৃত্রাসুর। ৩ রাবণ।

অমরলোক—(পুং) স্বর্গ।

অমরলোকতা—(ত্রি) অমরধর্ম্মত্ব। ২ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি। ৩ মোক্ষ-প্রাপ্তি। (মনু ২.৫)

অমরবল্লরী—(স্ত্রী) আকাশবল্লী লতা। (Cassyta Filiformes)

অমরবল্লী—(স্ত্রী) আকাশবল্লী, আলগলতা, আলগোচ লতা। ২ আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত এক প্রকার সালসা।

অমরবাড়—মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। নরসিংহপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত।

অমরবিজয়—রাজপুতনায় অন্তর্গত কোড়াগড় রাজ্যের একজন রাঠোর বংশীয় রাজা। জনশ্রুতি এই, ইনি ষোল হাজার পরমার রাজপুতকে নিহত করিয়া কোড়াগড় রাজ্য অধিকার করেন। ইহার বংশধরগণ কোড়া-কামধ্বজী উপাধিতে পরিচিত।

অমরশক্তি—(পুং) একজন রাজা। (পঞ্চতন্ত্র ৫.১১)

অমরসরিৎ—(স্ত্রী) [অমরে স্বর্গে প্রবাহিতা সরিৎ, ৭-তৎ ৬-তৎ বা] মন্দাকিনী, স্বর্ণদী।

অমরসর্ষপ—(পুং) দেবসর্ষপ, রাই

অমরসাগর—এক জৈন সাধু। ইঁনি অঞ্চলগচ্ছের কল্যাণসাগরের শিষ্য। অঞ্চলগচ্ছের পট্টাবলী হইতে জানা যায় যে, উদয়পুরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সংবৎ ১৭০৫ অব্দে দীক্ষা, সংবৎ ১৭১৪ অব্দে খম্বাতে আচার্য্যপদ ও সংবৎ ১৭১৮ অব্দে ইনি তোজে গচ্ছাধিপপদ প্রাপ্ত হ'ন। সংবৎ ১৭৬২ অব্দে ধোলক নামক স্থানে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ইঁহার স্থান বিদ্যাসাগর লাভ করেন। ইঁহার গুরু কল্যাণসাগরকে অনেক সময় সিদ্ধসিন্ধুসূরিও বলা হয়। সিদ্ধসিন্ধু চন্দ্রকুলস্থ বিধিপক্ষগচ্ছের ধর্ম্মমূর্ত্তির শিষ্য ছিলেন।

অমরসিংহ—(পুং) অমরকোষ-অভিধানের রচয়িতা। প্রবাদমতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন। [অমর দ্র°]

অমরসিংহ (মহারাণা)—রাজপুত-বীরকেশরী মহারাণা প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি বহু যুদ্ধে পিতার পার্শ্বচররূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের বিরুদ্ধাচারী হইয়া রাণা প্রতাপকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, অমরসিংহও সেই বিপদের দিনে পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহার কষ্ট অপনোদনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

প্রতাপ মৃত্যুকালে অমরকে নিকটে ডাকিয়া শপথ করাইয়া লন যেন সে 'রাজপুতবৈরি মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে।' প্রতাপের মৃত্যুর পর অমরসিংহ মেবাররাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং ঐ সময় হইতে আট বৎসর জীবিত থাকিলেও বাদশাহ্ আর রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সচেষ্টিত হন নাই। এই অবসরে অমরসিংহ আপনাকে শত্রুশূন্য মনে করিয়া ক্রমশঃ বিলাসী হইয়া পড়েন এবং পিতার নিকট প্রতিশ্রুত ক্লেশকর কুটীরবাস পরিত্যাগ করিয়া উদয়সাগরতীরে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া বিলাসব্যসনে দিন যাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর বাদশাহ রাজপুতনা আক্রমণ করেন। মেবারপতি যুদ্ধ অনিবার্য্য বুঝিয়া এবং অধীনস্থ অশিক্ষিত রাজপুত সৈন্যের সাহায্যে যুদ্ধের ভাবী ফল ভয়াবহ আশঙ্কা করিয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তখনও বীরপ্রাণ রাজপুত-সর্দ্দারেরা যাঁহারা প্রতাপের সঙ্গে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজপুতজাতির পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা প্রতাপের নিকট আপনাদের অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া সালুম্ব্রা সর্দ্দার গোবিন্দ সিংহকে আপনাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাদের অনুরোধে অমরসিংহও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

দেবীর নামক স্থানে উভয়পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মোগল সেনাপতি রাজপুতের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। ইহাতেও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া সম্রাট্ পুনরায় আবদুল্লার অধীনে মোগলসৈন্য প্রেরণ করেন। ১৬৬৬ সংবতে রণপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং আবদুল্লা পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

ইহাতে জাহাঙ্গীরের ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠে। তিনি রাজপুতশক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য এক রাজনৈতিক চাল চালিলেন। ঐ সময়ে সগরসিংহ নামক প্রতাপের এক ভ্রাতা মোগলপক্ষে ছিলেন। বাদশাহ্ তাঁহাকে জঙ্গলাকীর্ণ চিতোরগড়ের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। চিতোর দুর্গের দুর্দ্দশা দেখিয়া বৃদ্ধ সগরের হৃদয়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি চিতোর অমরসিংহের হস্তে সমর্পণ করিয়া আত্মহত্যাদ্বারা আপনার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ইহাতে সম্রাটের ভবিষ্যৎ কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল।

অতঃপর ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর স্বীয় পুত্র পরবেজকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া বহু মোগল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। খেমনেরের বিশাল রণপ্রাঙ্গণে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধেও পরবেজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

ইহার পর, জাহাঙ্গীর-পুত্র খুরম (শাহজাহান) মোগলসেনার অধিনায়ক হইয়া আগমন করেন। তখন রাজপুতসেনা হতবল হইয়া পড়িয়াছে। রাণার পুত্র কর্ণসিংহ এইবার স্বল্পসংখ্যক রাজপুত সৈন্য লইয়া শাহজাদা খুরমের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে রাজপুতগণ পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সন্ধি অন্তে খুরম বীরের সম্মান রাখিয়া উদয়পুর-রাজ্য অমরসিংহকে প্রত্যর্পণ করিলেন; কিন্তু অমর সিংহাসন পুনর্গ্রহণ না করিয়া পুত্র কর্ণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে রাণা অমরসিংহের মৃত্যু হয়।



মহারাণা অমরসিংহ।

রাণা অমরসিংহের সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে উত্যক্ত হইয়া জাহাঙ্গীর রাণা অমরসিংহ ও তৎপুত্র কর্ণের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার আগ্রাস্থিত উদ্যানের আসনতলে সংগ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ আসন "ঝারোকা দর্শন" নামে খ্যাত।

প্রত্যহ লোকে ঐ স্থানে সম্রাট্দর্শনে আসিয়া সমবেত হইত। শেষ যুদ্ধের সন্ধির পর সম্রাট্ ঐ মূর্ত্তি দুইটী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। ১৬৫৪ সংবতে (১৫৯৮ খৃঃ) উৎকীর্ণ রাণা অমরসিংহের একখানি দানলিপি পাওয়া যায়।

অমরসিংহ—যোধপুরের রাঠোরবংশীয় রাজা গজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পরে নাগোর প্রদেশের সামন্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তিনি অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ও সাহসী ছিলেন এইজন্ত তিনি সকল যুদ্ধে পিতার পার্শ্বচর হইয়া গমন করিতেন।

প্রজাবৃন্দ তাঁহার উগ্র-স্বভাবের জন্ত বিরক্ত হইয়া মহারাজ গজসিংহের নিকট রাজপুত্রের অত্যাচারকথা নিবেদন করেন। তদনুসারে রাজা ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। নির্ব্বাসিত অমরসিংহ তখন স্বীয় অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে বাদশাহ্ দরবারে যাইয়া তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হন। বাদশাহ্ তাঁহার বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাও উপাধিসহ তিন হাজারী মনসবদার করিয়া দেন এবং নাগোর প্রদেশের স্বাধীন শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন।

কিছুদিন দিল্লীতে থাকিয়া তিনি নাগোর গমন করেন। শাহ্‌জাহান কোন কারণে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া অর্থদণ্ড করেন। ঐ দণ্ড আদায়ের জন্ত মীরবক্সী সলাবৎ খান্ সম্রাটের আদেশে নাগোর গমন করেন; কিন্তু উদ্ধতস্বভাব অমরসিংহ সম্রাটের আদেশ অমান্ত করিয়া সলাবৎখাঁকে স্বীয় অধিকার হইতে তাড়াইয়া দেন।

সলাবতের মুখে অমরসিংহের ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাইয়া বাদশাহ্ তাঁহাকে খাস-দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ জারী করেন। অমরসিংহ দরবারে আসিয়া প্রথমেই শাহজাহান্ সমক্ষে সলাবৎ খাঁকে আক্রমণ ও হত্যা করিলেন (১৬৪৪ খৃঃ) এবং স্বীয় হস্তস্থিত তরবারি সম্রাটের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ তরবারি স্তম্ভে লাগিয়া খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়।

অমরসিংহের এইরূপ আচরণদর্শনে বিরক্ত হইয়া সম্রাট্ তাঁহার প্রাণনাশের আদেশ দেন। আগ্রার প্রবেশদ্বারের যেখানে অর্জ্জুন গৌড় তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা আজিও 'অমরসিংহকা দরবাজা' নামে খ্যাত।

অমরসিংহ—রাজপুতনায় জয়শালমের রাজ্যের একজন রাজা। ইনি রাবল সুনকর্ণের মধ্যমপুত্র মালদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র এবং রাবল সুবলসিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর অমরসিংহ রাজপদে সমাসীন হন। এই সময়ে বলুচীগণ জয়শালমের রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে। অমর সসৈন্তে গমন করিয়া তাহাদের গতিরোধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বলুচীগণ পলায়ন করে।

ইহার কিছু পরে, হুর-বংশীয় রাজপুতগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হন। ক্রমে বলোত্তের রাঠোররাজ সুন্দরদাস তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাহারা আজনগর ও জয়শালমীর আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলে অমরসিংহ স্বীয় সামন্তসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে রাঠোর-সৈন্ত পরাস্ত হয়। কিন্তু বিকানেররাজ অনূপসিংহের আদেশে পুনরায়



রাজা অমরসিংহ।

রাঠোরের জয়শালমের আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধেও অমরসিংহ জয়লাভ করেন এবং শত্রুপক্ষের সীমাস্থ কয়েকটী নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবন্ত রাজ্যারোহণ করেন।

অমরসিংহ ২য় রাণা—মেবারের এক রাণা। ১৬৯৮-১৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উদয়পুর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে তিনি জয়পুর ও যোধপুরের নরপতিদ্বয়ের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি আদানপ্রদানের এক চুক্তি করেন, কিন্তু তাহাতে তিনি উদয়পুরের রাজকন্তার গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হইবে বলায় পুনরায় বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সুযোগে মরাঠাগণ নির্দ্দয়ভাবে মেবার লণ্ডভণ্ড করিয়া ছিল। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মণ্ডলগড় পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সংগ্রামসিংহ রাজা হন।

উদয়পুরের অহার গ্রামে রাণা ২য় অমরসিংহের 'মহাসতী' সমাধির স্তম্ভ আছে। উহার শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসার্হ।

অমরসিংহ—একজন কবি। ইঁহার রচিত অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে।

অমরসিংহ—(আমীর সিংহ) তঞ্জোরের মরাঠাবংশীয় অনেক রাজা। বাবাজী ভোঁসলের বংশধর। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় অগ্রজ তুলাজীর মৃত্যুর পর ইনি তঞ্জোর সিংহাসনে আরোহণ

করেন, কিন্তু তাঁহার বিশৃঙ্খল শাসনে বিরক্ত হইয়া ইংরেজরাজ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন।

অমরসিংহ—পাতিয়ালার একজন রাজা, শার্দ্দূলসিংহের পুত্র। ইনি রাজা অমরাসিংহ নামেও খ্যাত ছিলেন।

অমরসিংহ রাণা—চিতোরবাসী রামপজল সিংহের পুত্র। ১০২৮ হিজিরায় ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

অমরসিংহ—বারাণসীবাসী জনৈক কবি। কাব্যপ্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ তিনি 'খুসগো' উপাধি লাভ করেন। কোয়েল জেলায় তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং অবসর ক্রমে কাব্য রচনা করিয়া সাধারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার রচিত 'অকবরের প্রাসাদ পরিচয়', 'তাজমহলের ইতিহাস' এবং 'তর্জমা বাহার দানিশ্' নামে বাহার দানিশের কাব্যানুবাদ প্রশংসার্হ। মোল্লা জাদা উর্দ্দু ভাষায় 'ইজ্হার দানেশ' নামে যে বাহার দানেশের অনুবাদ করেন, তাহা ঐ শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র।

অমরসিংহ—মাথুর কায়স্থবংশীয় একজন পণ্ডিত। ইহার পুত্র লক্ষণ লক্ষ্মণোৎসব নামে একখানি আয়ুর্ব্বেদবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

অমরসিংহ—একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। বোপদেবকৃত কবিকল্পদ্রুমে ইহার উল্লেখ আছে। [অমর দ্র°]

অমরসিংহ ঠাপা—নেপালের একজন গোর্খা সেনাপতি। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় অধীনস্থ গোর্খা সেনা লইয়া পঞ্জাবের অন্তর্গত মলাবন দুর্গে আশ্রয় লন। ইংরেজ সেনাপতি জেনারল অক্টরলোনী সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে সমগ্র পশ্চিম হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে বিতাড়িত করেন। তাঁহার অপরিসীম সাহস, যুদ্ধকৌশল ও বাহুবল ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপালযুদ্ধের সময়ে তিনি অক্টরলোনী সাহেবকে অনেকবার বিপদ্ গ্রস্ত করিয়াছিলেন। শেষে বিলাসপুরের রাজা ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করায় গোর্খা সেনারাও ইংরেজের বশীভূত হয়। ইহার পর তিনি ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের সন্ধি অনুসারে তাঁহাকে নেপালে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অমরসিংহ দ্বিজ—সত্যনারায়ণ-কথা-রচয়িতা।

অমরসুন্দরী—বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত রসৌষধবিশেষ। ইহা জ্বরাধিকারে বিশেষ উপকারী। ত্রিকটু, ত্রিফলা, গ্রন্থিক, রেণুকা, অনল, মৃত লৌহ, পারদ, বিষপত্র ও নাগেশ্বর সমভাগে লইয়া তাহার চূর্ণ দ্বিগুণ পরিমাণ গুড়ের সহিত সংমিশ্রিত করিয়া একতোলা পরিমাণ গুড়িকা প্রাতে সেব্য। (প্রয়োগামৃত)

অমরস্ত্রী—(স্ত্রী) স্বর্গের অপ্সরা। ২ দেবনারী।

অমরহ্রদ—একটী প্রাচীন হ্রদ বা কুণ্ড। থানেশ্বরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে চন্দনাল গ্রামে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে অমৃতকূপ নামে পরিচিত এবং কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্থমধ্যে পরিগণিত।

অমরা—(স্ত্রী) ঘৃতকুমারী। ২ গৃহকন্যা। ৩ দূর্ব্বা। ৪ গুড়ূচী। ৫ ইন্দ্রপুরী। ৬ দূর্ণা। ৭ জরায়ু। ৮ ইন্দ্রবারুণী বৃক্ষ। ৯ নীলীবৃক্ষ। ১০ মহানীলী বৃক্ষ। ১১ নাভিনালা।

অমরাঙ্গনা—(স্ত্রী) অপ্সরা। ২ দেবস্ত্রী।

অমরাচার্য্য—(পুং) দেবগুরু, বৃহস্পতি।

অমরাদেবী—রাজা মহোসধের মহিষী। বোধিসত্ত্ব মহোসধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (মিলিন্দপঞ্হো)

অমরাদ্রি—(পুং) সুমেরু।

অমরাধিপ—(পুং) দেবরাজ, ইন্দ্র। (রামা° ২.৭৪.১৯)

অমরাপগা—(স্ত্রী) গঙ্গা।

অমরাপাতনার্থযোগ—(পুং স্ত্রীলোকের প্রসবের পর যদি স্বতঃই ফুল না পড়ে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধান কল্পে সর্ষপতৈলের সহিত তিতলাউ, সাপের খোলস, ঘোষাফল এবং সর্ষপ এ সমস্ত দ্রব্যের ধূপ যোনির মধ্যে প্রদান করিলে খুব শীঘ্র ফুল পতিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অমরাপুর—কাঠিয়াবাড়ের একটী ক্ষুদ্র তালুক। ইহা উপলেত হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে এবং কুটীয়ানা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। সেতা এবং মালিক উপাধিকারী মুসলমান তালুকদারগণ এখানকার অধিপতি। ইহারা পূর্ব্বে রাঠোরবংশীয় রাজপুত ছিলেন, পরে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহারা বলিয়া থাকেন যে, আলি শের নামক ইঁহাদের এক পূর্ব্বপুরুষ গুজরাতের রাজপ্রতিনিধি ফখর্ উদ্দৌলা বা ফখর্ উদ্দিন্ খাঁর নিকট হইতে ১৭৪৫-৬ খৃষ্টাব্দে অমরাপুর তাম্ কর জায়গীর প্রাপ্ত হন। আলি শের হইতে বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মালিক ইব্রাহিম খাঁ
|
আলি শের
|
জিয়া ভাই
|
দোস্তু ভাই
|
ফতে খাঁ — জিয়াভাই — সলাবৎ খাঁ
|
আমদু ভাই (ফতে খাঁর পুত্র) — আজম ভাই (জিয়াভাইর পুত্র) — মহম্মদ খাঁ (সলাবৎ খাঁর পুত্র)

অমরা · এবং পরজা এই দুইটী গ্রাম লইয়া এই তালুক গঠিত। অমরাপুর পাহাড় অমরাপুর গ্রামের প্রায় ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৭৫ ফুট উচ্চ।

অমরাপুর—বর্ম্মার মান্দালয় জেলার একটী বিভাগ। অক্ষা° ২১° ৪৭´ হইতে ২২°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৬° ০´ হইতে ৯৬°১৫´ পূঃ মধ্য। ক্ষেত্রফল ৮৫ বর্গমাইল। অমরাপুর ইহার সদর। মান্দালয় জেলায় এক মান্দালয় নগর ছাড়া এখানকার লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই সহর বিভাগের দক্ষিণস্থ গ্রামসমূহে রেশমের বস্ত্র তৈয়ারী হয়। এখানে মিয়্তন্গে নদীর তীরে প্রকাণ্ড আম্রকানন বিদ্যমান। দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে বর্ষাকালে জলপ্লাবন হয় এবং নিম্নভূমিতে যে সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে জল জমিয়া থাকে, তথায় 'মর্য়িন্' ধান্ত রোপণ করা হয়। এখানে প্রায় ৪০ বর্গমাইল জমিতে ধান্তের চাষ হইয়া থাকে।

অমরাপুর—বর্ম্মার মান্দালয় জেলার অন্তর্গত অমরাপুর মহকুমার সদর। অক্ষা° ২১°৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৬°৩´ পূঃ। এই সহর ইরাবতী নদী এবং তোংথমন হ্রদের মধ্যবর্ত্তী স্থলে একটী উচ্চ এবং শুষ্ক ভূভাগে অবস্থিত। প্রাচীন অমরাপুর নগর হ্রদের উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল, এখন তথায় রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গের ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন অতি সামান্তই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাসাদের প্রাচীরচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান, উহা উত্তরদিকে প্রায় সিকি মাইল বিস্তৃত। দুর্গের পরিখা এখনও বিদ্যমান। যেখানে প্রাসাদ অবস্থিত ছিল, এখন তথায় কৃষিক্ষেত্র হইয়াছে। উহার প্রতি কোণে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ এক একটী প্যাগোডা ছিল। অমরাপুর নগর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজা বোদ্বপয়া কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে রাজা এইস্থান রাজধানীরূপে নির্ব্বাচিত করেন। এই অমরাপুরেই বোদ্বপয়া বৃটিশ-রাজদূত ক্যাপ্টেন সাইম্সকে অভ্যর্থনা করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মরাজ বগ্যিদব অমরাপুর হইতে আবা নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা থারাবড্ডি পুনরায় এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তৎপরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মিন্দন মান্দালয় নগরীতে রাজধানী লইয়া যান। ইহার পর আর কখন অমরাপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় নাই।

অমরাপুরে বহু তেঁতুল ও আম গাছ দৃষ্ট হয়। অমরাপুর হইতে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যাতায়াত জন্ম অনেকগুলি ইষ্টক এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু আছে। তন্মধ্যে তোংথমন হ্রদের উপর দিয়া যে সেতুটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম উ বিন তাদা, উহা ১০০০ গজ লম্বা। সহরের চতুর্দ্দিকে বহু প্যাগোডা অবস্থিত, তন্মধ্যে পাতোদবৃগ্যি প্যাগোডাই সর্ব্বপ্রধান। উত্তর বর্ম্মায় ইহার ন্যায় সুদৃশ্য ও বৃহদায়তন প্যাগোডা আর নাই। ইহা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বগ্যিদব্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানকার আরও কতিপয় প্যাগোডা উল্লেখযোগ্য।

এই স্থানের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ। জৈরবাদী মুসলমান এবং অল্প সংখ্যক হিন্দুও এখানে আছে। এখানকার শিল্পকার্য্য—রেশম এবং কার্পাসের সূতা কাটা ও নানাপ্রকার বয়ন, বাঁশের সুন্দর সুন্দর দ্রব্য ও পাদুকা নির্ম্মাণ। বহু ধীবর এবং কৃষিজীবী এখানে বাস করে। তামাক, সিম, পেঁয়াজ, চিনাবাদাম এবং অন্যান্ত শস্ত এখানে উৎপন্ন হয়। রেঙ্গুন মান্দালয় রেলপথের একটী শাখা লাইন অমরাপুর দিয়া গিয়াছে।

অমরালয়—(পুং) দেবতাদিগের বাসভবন, স্বর্গ।

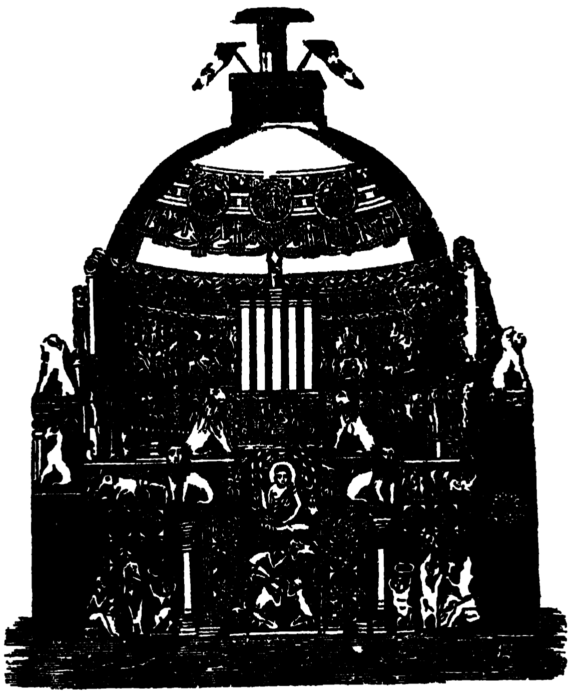
অমরাবতী—(স্ত্রী) ইন্দ্রালয়। এই নগর বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সুমেরুপর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এখানে জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ কিছুই নাই। ইন্দ্রপুরে দেবতারা বাস করেন। এখানে সুরভি ধেনু, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, অপ্সরা এবং নন্দনকানন প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে নন্দনকাননে মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ এবং হরিচন্দন এই পাঁচটী বৃক্ষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। অলকানন্দা ইন্দ্রপুরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দেবরাজ ইন্দ্র এখানকার অধীশ্বর। বোখারা প্রভৃতি স্থানের নিকটে 'ইন্দরালয়' নামে একটী স্থান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাহাই প্রাচীন ইন্দ্রালয় বা অমরাবতী এবং অলকানন্দার আধুনিক নাম অক্সস্। বেদ ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে অসুরেরা ইন্দ্রের সঙ্গে অনেকবার বিরোধ করিয়াছিল। বোধ হয়, ইন্দ্রের বাসভূমি প্রভৃতি কাড়িয়া লইবার নিমিত্তই তাহারা পুনঃ পুনঃ বিরোধ করিয়া থাকিবে।

অমরাবতী—মান্দ্রাজের গুণ্টুর জেলার অন্তর্গত সত্তেনপল্লী তালুকের একটী প্রাচীন স্থান। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরে অক্ষা° ১৬° ৩৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°২২´ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার ১ মাইল উত্তরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অন্ধ্ররাজগণের রাজধানী ধরণীকোট অবস্থিত ছিল। এখানকার বৌদ্ধ স্তূপ প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এই স্তূপ ৩০ হাত উচ্চ দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে মৃত্তিকাতলে লুকায়িত ছিল, তখন লোকে ঐ স্থানকে 'আলোকস্তূপ' বলিত। তৎপরে স্থানীয় এক রাজা ঐ স্থান খনন করান। প্রথমে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী পেটিকা পাওয়া যায়, উহাতে মুক্তা এবং আর কএকটী প্রাচীন নিদর্শন ছিল। খননে যে সকল মার্ব্বেল পাথরের ভাস্করশিল্প পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই অজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক নানাস্থানে নীত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) কর্ণেল মেকেঞ্জী এই স্থান পরিদর্শন করিয়া এই সকল ভাস্করশিল্পের একটী বিবরণ Asiatic Researches পত্রিকায় (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশ করেন। তখনও লোকে এই সকল শিল্পনিদর্শন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিতেছিল। মেকেঞ্জি সাহেব ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার এই স্তূপ পরিদর্শন করেন এবং শিল্পনিদর্শনগুলির নক্সা প্রস্তুত করেন। ১৮৪০

খৃষ্টাব্দে স্যার ওয়াল্টার ইলিয়ট স্তূপের কিয়দংশ খনন করাইয়া কতকগুলি মার্বেলের জিনিষ মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেন। তাহার কএক বর্ষ পরে উক্ত মার্বেলের জিনিষগুলি ইংলণ্ডে প্রেরিত ও বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হয়। তৎপর ডাঃ ফার্গুসন্ এবং মিঃ রবার্ট্ সিউয়েল ঐগুলির সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাহার পরে সরকারী আদেশক্রমে সমস্ত স্তূপটী খনন করা হয়। ফলে একটী প্রস্তরমণ্ডিত গোলাকৃতি বর্ত্ম আবিষ্কৃত হয়, উক্ত বর্ত্মের উভয় পার্শ্ব মার্বেল পাথরের ভাস্করশিল্পে পূর্ণ। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে চারিটী স্তম্ভশোভিত তোরণ, এস্থলে পূর্ব্বে যে দাগোবা অবস্থিত ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। উল্লিখিত মার্বেল বেষ্টনীর স্তম্ভ, পাদপীঠ, কার্ণিস্ প্রভৃতিতে অতি আশ্চর্য্য শিল্পকৌশল সাহায্যে বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী এবং নানাবিধ বৌদ্ধ চিহ্ন প্রদর্শিত আছে। ফার্গুসন সাহেবের মতে সূক্ষ্ম

অমরাবতীর নিকটে নগরক বলিয়া যে গ্রাম আছে, তাহাই সম্ভবতঃ ফা-হিয়ানের 'না-কি'। ডাঃ বার্জেস্ বলেন, অমরাবতী চৈত্যই যুয়ন চুয়াঙের পূর্ব্বশৈল সঙ্ঘারাম। 'ধম্মপদখকথা' গ্রন্থে অমরাবতীর উল্লেখ আছে। কথিত আছে, বুদ্ধদেব প্রাক্তন জন্মে এই নগরস্থ কোন এক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল সুমেধ।

একণে অমরাবতী দাক্ষিণাত্যের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও মথুরা ও সারনাথের ন্যায় শিল্পসম্পদে পূর্ণ। হিন্দুপ্রাধান্যে যে সময়ে মথুরায় যমুনাতীরে ও সারনাথে গঙ্গাসান্নিধ্যে হিন্দু-স্থাপত্যের প্রভূত কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, সেই যুগে দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণাতীরে অমরাবতীতে কুষণযুগের গান্ধারশিল্পের অত্যদ্ভুত স্থাপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এক সময়ে অমরাবতীই ধরণীকোট বা ধন্যকটক নামক প্রাচীন মহানগরী বলিয়া প্রখ্যাত



অমরাবতী শিলাপটে একটী স্তূপ।

শিল্পচাতুর্য্যে এই সকল ভাস্কর্য্য ভারতে অতুলনীয়। অনেকগুলি ব্রাহ্মী লিপি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাঃ বার্জেস্ কতকগুলি লিপির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

ছিল। এখানে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কএকটী খৃষ্টপূ ২য় শতকে স্থাপিত।

শিলালিপি হইতে জানা যায়, এখানকার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ

স্তূপটীর মূলাংশ খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে নির্মিত হইয়াছিল এবং উহার কতক কতক অংশ ১৫০ হইতে ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঠিত হইয়া স্তূপটীর অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতক পর্য্যন্ত ইহার পূর্ণশ্রী সংরক্ষিত ছিল। পরে উহা পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হইলেও ক্রমে সৌন্দর্য্যহীন হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের শেষ ভাগে অথবা ১৯শ শতকের প্রারম্ভে স্থানীয় কোন ভূম্যধিকারী উহা হইতে গৃহনির্মাণোপযোগী বহুতর মাল-মসলা পাইবার আশায় উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং কতকগুলি মার্বেল প্রস্তরের চিত্র শিল্পবিশিষ্ট শিলাপট্ট লইয়া চুণ পোড়াইবার উদ্যোগ করেন।

বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ দেখিলে প্রমাণিত হয় যে, শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ প্রস্তর-পট্টকদ্বারা গঠিত রেলিংসহ সমগ্র স্তূপটীর ব্যাস ১৯২ ফুট এবং উহার পরিধি প্রায় ৬০০ ফুট ছিল। প্রাচীরটী ঊর্দ্ধে ১৩।১৪ ফুট হইবে। মূলস্তূপটী ঐরূপ শিল্পপূর্ণ প্রস্তর-পট্টক দ্বারা আবৃত ছিল এবং উহারও ব্যাস ১৬২।০ ফুট। রেলিং (Railing) বা স্তূপের নিম্নভাগে যে সকল প্রস্তরপট্টক বিলম্বিত ও গ্রথিত আছে, তাহার নিম্নদেশে নানা জীবচিত্র এবং উপরের দিকে গোলক ও অর্দ্ধগোলকের মধ্যে এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী ফাঁকে ফাঁকে নানা রূপে অবস্থিত মনুষ্যমূর্ত্তি ও অশ্বারোহী মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। প্রাচীর স্তম্ভে সংযোজিত ৩টী পাথরের টানা আছে। সকলগুলিতেই কিছু না কিছু শিল্প উৎকীর্ণ। প্রবেশদ্বারে সিংহলদেশীয় মন্দিরের অনুকরণে চন্দ্রকান্তশিলা (moonstone) আছে, কিন্তু উহার শিল্প সিংহলীয় শিল্প হইতে বিভিন্ন। ইহাতে যে সকল সিংহমূর্ত্তি এবং স্থাপত্যকলাপূর্ণ মনুষ্যচিত্র উন্নতাকারে উৎকীর্ণ দেখা যায়, তাহাদের গঠন অনেকটা অশোকযুগের এবং আসীরীয় বা পারস্য শিল্পের মত মনে হয়। প্রস্তর পট্টকের উপরিভাগে কার্ণিসের নীচে যে সকল মনুষ্যমূর্ত্তি ও শিল্পচিত্র আছে, তাহা অত্যধিক হওয়ায় শিল্পমাধুর্য্য যেন কতকটা নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে মনে হইবে, শিল্পী এই সকল সমাধান করিতে তাঁহার অঙ্কজ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

প্রাচীরের স্তম্ভের তলদেশে গোড়ার নিম্নভাগে এবং উপরে অর্দ্ধগোলাকার চক্রে প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প শিল্পকলায় সন্নিবেশিত আছে। রেলিংএর উপরিভাগের প্রস্তরখণ্ডে যে অনন্যসাধারণ চিত্র অঙ্কিত দেখা যায় তাহা দেখিলে গ্রীকচিত্রের ইরোটের নগ্নচিত্রের কথা মনে পড়ে; শিল্পী তাঁহার মূর্ত্তিকে ভারতীয় ছাঁচ-ভূষিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

বেষ্টনের গাত্রে যে সকল চতুষ্কোণ স্তম্ভযুক্ত ফলক বিদ্যমান, তাহাতে বোধি বৃক্ষের ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। মথুরার চিত্রের মধ্যেও এরূপ চিত্রিত প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। উহার স্থানে স্থানে যে চারিদল পুষ্পের চিত্র অঙ্কিত আছে তাহা গান্ধারশিল্পের অনুরূপ। খোটান ও পশ্চিম ভোটপ্রান্ত হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

অন্যান্য শিল্পচিত্রের মধ্যে বিভিন্নাকারে খোদিত পদ্মলতা, পদ্ম ও মকরমূর্ত্তি এবং হংসাদি পরিশোভিত সপদ্মপুষ্করিণী উল্লেখযোগ্য। এগুলি গান্ধারশিল্পের ধরণে খৃষ্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতকে উৎকীর্ণ বলিয়া মনে হয়। অজন্তার ১০নং গুহায় ইহার প্রতিচ্ছবি চিত্রিত আছে।

এখানে যোগাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি এবং মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি ব্যতীত আরও কয় প্রকার বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি দুইটী



মর্ম্মরপ্রস্তরে বুদ্ধ মূর্ত্তি।

৬ ফুট ৪ ইঞ্চ লম্বা। উহাদের দেহ মর্ম্মরপ্রস্তরের গাত্রবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত, কিন্তু কাপড়ের ভাঁজগুলি এরূপ সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত যে দেখিলেই মনে হয়, পাথরে এরূপ কাপড়ের ভাঁজ কাটিয়া তোলা বিস্ময়জনক ব্যাপার।

চীন-পরিব্রাজক য়ুয়ন চুয়াং দাক্ষিণাত্যের যে দুইটী সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন, অমরাবতী তাহারই অন্যতম। 'এই

সুবিস্তৃত অট্টালিকা শিল্পসমৃদ্ধিতে পূর্ণ এবং ইহার প্রাকৃত সৌন্দর্য্যও যথেষ্ট ছিল।'

অমরাবতী—প্রাচীন কম্বোজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চম্পারাজ্যের শাসনাধীন একটী প্রদেশ এবং তাহার শাসনকেন্দ্র। এখানে ১১৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়হরিবর্ম্মার রাজত্বকালে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। বিশেষ কৌশলে স্বীয় সেনাদল পরিচালন করিয়া তিনি বিপ্লবী রাষ্ট্রপতি বংশরাজ ও তাঁহার অধীন যবনসেনাদিগকে পরাজিত করিয়া শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর রাজা জয় ইন্দ্রবর্ম্মা দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে রাজপুরপতি বিজয় বিষয় অধিকার করিয়া লন এবং পরে সমগ্র চম্পারাজ্য অধিকার করিয়া একচ্ছত্র রাজপাট স্থাপন করেন। রাজা চন্দ্রবর্ম্মা উপায়ান্তর না দেখিয়া অমরাবতীতে পলাইয়া আসেন। কিন্তু রাজা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান এবং শেষে তাঁহার নিধন সাধন করেন।

ইহার পর, রাজা সূর্য্যবর্ম্মদেব শ্রীবিজয়ানন্দন সমগ্র চম্পার অধীশ্বর হন এবং ১১৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১১৯৩ ও ১১৯৪ খৃঃ অঃ কম্বোজপতি তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য সেনাদল প্রেরণ করেন। কম্বোজসেনাপতি জয়মহাবিজয় তাঁহার হস্তে পরাজিত হন।

শেষোক্ত বর্ষে রাজা শ্রীবিজয়ানন্দন অন্ন-রাজদরবারে দূত প্রেরণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতা ও বলবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পান। ইহার ৪ বৎসর পরে রাজ্যারোহণকল্পে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন সম্রাটের নিকট স্বীয় রাজ্যাধিকারের ছত্রপত্র আনাইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

বিগত কম্বোজ-যুদ্ধের পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষে অমরাবতী শ্রীহীন হইয়া পড়ে। ধ্বস্ত অট্টালিকা ও দেবমন্দিরাদি পুনর্নির্ম্মাণার্থ রাজা শ্রীবিজয়ানন্দন অমরাবতীতে আগমন করেন। এই সময়ে শ্রীশানভদ্রেশ্বর মন্দির সংস্কৃত ও হেকক-হর্ম্ম্য নামক প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অধিককাল রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে কম্বোজরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত হইয়া কম্বোজরাজসকাশে নীত হন। কম্বোজরাজের অনুগ্রহে সূর্য্যবর্ম্মা কিছুকাল সেনাপতির কার্য্য করিয়া পরে অন্ন (অ.ন) রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন।

ইহার পর শতাব্দকাল অমরাবতী বা চম্পার রাজপাটের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৩৯০-১৪০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে জয়সিংহবর্ম্মদেব রাজত্ব করেন। ইনি চন্দ্রবংশীয় ও বৃত্ত শাখা সম্ভূত। ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি বীরভদ্রবর্ম্মদেব পরে রাজা হন। ইনি ৩২ বৎসর রাজ্যশাসনের পর অভিষেককালে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রবর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৪০২ খৃষ্টাব্দে অন্নম্-সৈন্য চম্পা আক্রমণ করে। নবীন রাজা ভদ্রবর্ম্ম স্বীয় সেনাপতিকে অন্নম্ সৈন্যের গতিরোধ করিতে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে সেনাপতি নিহত হইলে রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া যুদ্ধ স্থগিত করিবার প্রস্তাব করিয়া উপঢৌকনাদি সহ স্বীয় মাতুলকে অন্নম-সেনাপতির নিকট পাঠান। এই সূত্রে সুসমৃদ্ধ ইন্দ্রপুর প্রদেশও শত্রুকরে সমর্পিত হয় এবং শত্রুপক্ষের পীড়াপীড়িতে তিনি অমরাবতী নগরী প্রত্যর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে ভদ্রবর্ম্মা চীনসম্রাটের নিকট নিজ দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া দূত প্রেরণ করেন।

অন্নম্-রাজদরবারের এইরূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া চীনসম্রাট্ ভদ্রবর্ম্মার সাহায্যার্থ একটী নৌবাহিনী ও সেনাদল প্রেরণ করেন। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে অন্নমদিগকে পরাজিত করিয়া চীনসৈন্য অমরাবতী পুনরুদ্ধার করে। তদবধি অমরাবতীর ইতিহাস চম্পার ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট।

প্রাচীনকালে চম্পারাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরাংশ অমরাবতী, এই বিভাগে সমৃদ্ধিশালী অমরাবতী ও ইন্দ্রপুর নগরী নামের অনুরূপ সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত ছিল। উহা এক্ষণে যথাক্রমে কুয়াঙ্গ নম ও দোঙ্গ দুওঙ্গ নামে পরিচিত। মধ্যভাগ "বিজয়" নামে আখ্যাত; এক সময়ে বিজয়ই সমগ্র চম্পা রাজ্যের রাজধানী ছিল। বিখ্যাত শ্রীবিনয় বন্দর এই বিজয়ে অবস্থিত। দক্ষিণে পাণ্ডুরঙ্গ, ইহা বর্ত্তমান ফন রানহ ও বিনহ থুয়ান উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রধান নগর বীরপুর বা রাজপুর। এক সময়ে এই রাজপুর সমগ্র চম্পারাজ্যের রাজধানী রূপে গণ্য ছিল।

এক সময়ে অমরাবতী বলিলে সমগ্র চম্পারাজ্য বুঝাইত। ইহার প্রাচীন শ্রীগৌরব এখানকার কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন হইতেই বুঝা যায়। [বিশেষ বিবরণ চম্পা শব্দে দ্রষ্টব্য]

অমরাবতী (অমরৌতী)—বেরার প্রদেশস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২০°২৫´ ও ২১°৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°১৬´ ও ৭৮°২৯´ পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ৪৬৯১ বর্গমাইল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ইহার সীমা ছিল উত্তরে ইলিচপুর তালুক এবং বেতুল জেলা, পূর্ব্বে ওয়ার্দ্ধানদী, দক্ষিণে বেওটমল, ধারহোয়া ও মংরুল তালুক এবং পশ্চিমে অকোলা ও দরিয়াপুর তালুক। ১৯০৫ সালে ইলিচপুর জেলা অমরাবতীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং মুর্ত্তাজাপুর তালুকটী অমরাবতী হইতে অকোলা জেলার সহিত সংযুক্ত করা হয়।

অমরাবতী প্রায় ৮০০ ফুট উচ্চ একটী সমতল ভূ-ভাগ।

এখানকার মাটী শক্ত ও কাল। ক্ষুদ্র এক শ্রেণী পাহাড় চান্দুর ও অমরাবতী সহরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত আছে। উচ্চতা সমতলভূমি হইতে ৪০০।৫০০ ফুট।

পূর্ণা নদী গাবিলগড় পাহাড়ের দক্ষিণাংশ হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণমুখী হইয়া অমরাবতীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং দরিয়াপুর ও মুর্ত্তাজাপুর তালুক দুইটাকে বিভক্ত করিয়া অকোলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। বেম্ব্লা নদী কারঞ্জ-বিবির নিকটে উৎপন্ন হইয়া বক্রগতিতে উন্ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কএকটা ক্ষুদ্র নদী পূর্ব্বমুখে ওয়ার্দ্ধা নদীতে পড়িয়াছে।

এখানে যে সকল বন্য জন্তু দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে নানা জাতীয় হরিণ, বরাহ, চিতাবাঘ, নীলগাই প্রভৃতি প্রধান, ব্যাঘ্র কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

অমরাবতী পয়ানঘাট উপত্যকার অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং পয়ানঘাটের সর্ব্বত্রই একরূপ জলবায়ুর প্রাদুর্ভাব। গ্রীষ্মকালে এখানে অতিশয় উত্তাপ অনুভূত হয়, কিন্তু রাত্রিতে বেশ শীতল হইয়া থাকে। যে মাসে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ তাপমানযন্ত্রে যথাক্রমে ১১৫° ও ৭৬° ডিগ্রী দেখা গিয়াছে। বর্ষাকালে প্রায়ই সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ ৯৬° ডিগ্রী ও সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ ৭০° ডিগ্রী দেখা যায়। শীতকালে উত্তাপ প্রায়ই ৯০° ডিগ্রী ও ৫৫° ডিগ্রীর মধ্যে থাকে। এখানে বৎসরে গড়ে ৩৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

অমরাবতীর প্রাচীন ইতিহাস বেরার প্রদেশের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। [বেরার শব্দ দ্র°]। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বেরারকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব্ব-বেরারে অমরাবতী, এলিচ্‌পুর ও উন জেলা এবং অমরাবতী উহার সদর। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উন জেলা অমরাবতী হইতে স্বতন্ত্র হয়। ইলিচ্‌পুর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বতন্ত্র করা হয়, পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উহাকে পুনরায় অমরাবতী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৭ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বেরার দুইটী কমিশনারের অধীন ছিল এবং অমরোতী পূর্ব্বভাগের সদর ছিল।

এখন অমরাবতী জেলায় ১৪টী সহর এবং ১৬১২টী গ্রাম আছে। জেলার লোকসংখ্যা ৯৪১৬০৪। প্রধান প্রধান সহরের লোকসংখ্যা যথা—অমরোতী ৪৬৮০২ (অমরোতীক্যাম্প ১০২৬৮), এলিচ্‌পুর ২৮৫৯২, বদ্‌নেরা ১০৬৬৬, অঞ্জনগাঁও ১১৫৯৭, ওয়ারুদ ১০০১০।

অমরাবতী (অম্‌রোতী)—বেরার প্রদেশস্থ অমরাবতী জেলার সদর তালুক। অক্ষা° ২০°৪১´ ও ২১°১২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°৩২´ ও ৭৮°২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৬৭২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা—এই তালুকে অম্‌রোতী (৪৬৮৩২), বদনেরা ১৩৬৬৬), খোলাপুর ও বালগাঁও নামে কএকটী সহর এবং ২৫৯টী গ্রাম আছে। অম্‌রোতী এখানকার সদর।

অমরাবতী (অমৃরৌতি)—বেরার প্রদেশস্থ অমরাবতী জেলা ও তালুকের প্রধান নগর। এখানে অম্বাদেবী বা অম্বা ভবানীর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। প্রবাদ যে, রুক্মিণী এখানে ভবানীর পূজা করিয়াছিলেন। মাহীকান্থার অম্বা-ভবানী মন্দির সম্পর্কে অনুরূপ প্রবাদ আছে। [অম্বা-ভবানী দ্র°] ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে গাবিলগড় অধিকৃত হইবার পর লর্ড ওয়েলেস্‌লি এখানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। সহরটী ২০ ২৫ ফুট উচ্চ ও ২।০ মাইল দীর্ঘ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। পিণ্ডারী দস্যুদের আক্রমণ হইতে সহরের ব্যবসায়িগণকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮০৭ সালে নিজাম সরকার উক্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন।

অমরাবতী সহরের ৩ মাইল দূরে অমরাবতী সিভিল ষ্টেশন (ক্যাম্প্‌)। দুইটীর মিউনিসিপ্যালিটী পৃথক্ পৃথক্। পূর্ব্বে অমরাবতী বেরারের সদর ছিল। এখনও ইহা বেরারের রাজস্ব-বিভাগের সদর। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বেরার হায়দরাবাদ রাজ্য হইতে মধ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, তখন বেরারের বিচার-বিভাগীয় কমিশনারের আদালত অমরাবতী হইতে নাগপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৯৩১ সালের আদম সুমারিতে অমরাবতী সহর ও ক্যাম্পের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৪৬৮০২ এবং ১০২৬৮ হইয়াছে।

অমরাবতীতে কএকটী প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে। একটী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও একটী কলেজ বর্ত্তমান। এখানে দুইটী দাতব্য ঔষধালয় এবং একটী স্ত্রীলোকের হাসপাতাল (লেডি ডাফরিন হাসপাতাল) আছে। সহরে তুলা ছাড়াইবার ও তুলা বস্তাবন্দী করিবার জন্য কতকগুলি কারখানা আছে। প্রধানতঃ এই সহর হইতেই বেরারের উৎপন্ন তুলা রপ্তানী হইয়া থাকে।

অমরাবতী—বোম্বাইয়ের পুণা জেলার একটী গ্রাম, করহা নদীর বামতীরে অবস্থিত। গ্রামটী প্রাচীরবেষ্টিত। বারামতী সহর ইহার এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরদিকে একটী সুদৃঢ় দুর্গ বর্ত্তমান। এই দুর্গে একটী বৃহৎ কামান আছে। উহা আকারে বিজাপুরের বৃহত্তম কামানের তুল্য। অমরাবতীর অপর নাম মেদাদ।

অমরি—(দেশজ) হাওদা। হাতীর উপর বসিবার আসন ও তাহার উপরে আচ্ছাদন থাকিলে তাহাকে অমরি কহে। ইহাকে আমারি বা আমীরিও কহে।

অমরু—(পুং) একজন রাজা। ইনি অমরুশতক নামক কবিতা প্রণয়ন করেন।

অমরুক্ত—(ত্রি) বায়ুরহিত, নিষ্কম্প।

অমরুফল—(ক্লী) উত্তরদেশপ্রসিদ্ধ ফলবিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার গুণ শীতল, মলস্রবকর। এই ফল সেবন সারক, দাহ, রক্তপিত্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাশ্মরী নাশক। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

অমরেজ্য—(পুং) দেবগুরু বৃহস্পতি।

অমরেন্দ্রতরু—(পুং) দেবদারুবৃক্ষ। ২ নিশুণ্ডী ধূপ।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল বাগবাজারে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম। চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাটী তাঁহার পৈতৃক বাসভবন। উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র ৺দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার পিতা এবং স্বনামধন্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার মধ্যমাগ্রজ।

চোরবাগানের বাটীতে যাত্রা ও থিয়েটার দেখিয়া তাঁহার অন্তরে বাল্যেই অভিনয়ে আগ্রহ জন্মে। বাড়ীর অদূরস্থ ষ্টার-থিয়েটারে "নসীরাম" প্রভৃতি অভিনয় দেখিয়া তাঁহার মনে অভিনেতা হইবার বাসনা জাগিয়া উঠে। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয়ের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি অযথা অর্থব্যয় করিবার চেষ্টায় পৈতৃক সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইলেন।



অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই সূত্রে তাঁহার স্বতন্ত্র মঞ্চে স্বাধীনভাবে অভিনয় করিবার আশা ফলবতী হইল। অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে পলাশী-যুদ্ধে সিরাজের ভূমিকায় দেখা দিলেন, ইহা তাঁহার সখের নটরূপে রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয়।

পিতৃসম্পত্তি নষ্ট করিয়া এবং প্রভূত অর্থ অপব্যয় করিয়া অমরেন্দ্র কএকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহিত বিশিষ্টভাবে পরিচিত হইলেন। ঐ সময়ে একটী দল গঠন করিয়া তিনি বিশেষ উৎসাহে এমারেল্ড থিয়েটারে 'ক্লাসিক থিয়েটারে'র উদ্বোধন করেন। এই ক্লাসিকে পলাশীর যুদ্ধ, হারানিধি ও হরিরাজ নাটকে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অমরেন্দ্র যে যশ অর্জন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে সেই সময়কার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা বলিলেও চলে।

নাট্যজগতে আসিয়া অমরেন্দ্রের ভাগ্যবিপর্য্যয় নানাদিকে নানাভাবে হইয়াছিল। তিনি কখনও রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারী, কখন অভিনেতা, কখন বা ম্যানেজার হইয়া কার্য্য চালাইয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নামে যে কয়খানি নাটক প্রকাশিত হয় নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

ক্লাসিকে অভিনীত—

১ হরিরাজ*—নাটক	২ শিবরাত্র—গীতিনাট্য
৩ কাজের খতম—পঞ্চরং	৪ নির্ম্মলা—গীতিনাট্য
৫ মজা—নক্সা	৬ দুটীপ্রাণ—গীতিনাট্য
৭ ফটিক জল—নাটিকা	৮ থিয়েটার—পঞ্চরং
৯ শ্রীকৃষ্ণ—গীতিনাট্য	১০ শ্রীরাধা—ঐ
১১ ভক্তবিটেল—পঞ্চরং	১২ মানকুঞ্জ—গীতিনাট্য
১৩ এস যুবরাজ—রূপক	১৪ চাবুক—পঞ্চরং

১৫ দোললীলা—গীতিনাট্য

গ্রাণ্ড থিয়েটারে অভিনীত—

১৬ ঘুঘু—পঞ্চরং বা প্রহসন

১৭ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ—রূপক

ক্লাসিকে ২য় বারে—

১৮ প্রণয় না বিষ—নাটক

মিনার্ভায় অভিনীত—

১৯ দলিতা ফণিনী—নাটিকা

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

২০ কেয়া মজেদার—রঙ্গনাট্য

২১ আশাকুহকিনী—নাটিকা

গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত—

২২ জীবনে মরণে—নাটিকা

২৩ আহা মরি—পঞ্চরং

* এই নাটকখানি প্রথমে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু রচনা করেন। পরে তাঁহার পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অমরেন্দ্রনাথ অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য কিছু অদলবদল করিয়া নিজ নামে ছাপাইয়া ছিলেন।

ষ্টার থিয়েটারে ২৪ বার অংশগ্রহণের পর—

২৪—কিস্‌মিস—রঙ্গনাট্য

২৫ বোক শোধ—ঐ

২৬ বড় ভালবাসি—গীতিনাট্য

২৭ প্রেমের জেপলিন—রঙ্গনাট্য।

বাল্যরচনা উষা নামক গীতিনাট্য এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নামক নাটক কোন থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত 'আদর' ও 'অভিনেত্রীর রূপ' নামে দুইখানি উপন্যাস পাওয়া যায়। কামিনীকাঞ্চন, রাণীভবানী, জীবনসন্ধ্যা, কমলাকান্ত, প্রেমের বাঁধন প্রভৃতি পুস্তকগুলি তিনি নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তিনি "সৌরভ" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। যৌবনে 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে তাঁহার অধিনায়কতায় এবং ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ ভাগে তিনি "নাট্যমন্দির" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সংস্রবদোষে অমরেন্দ্রনাথের চরিত্র প্রশংসার্হ না হইলেও তাঁহার দানশীলতা যথেষ্ট ছিল। অভাবগ্রস্তকে তিনি কখনও বিমুখ করেন নাই। অকারণ রাত্রিজাগরণ ও কুসংসর্গদোষে অকালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শরীরে রোগ সত্ত্বেও ২৫এ অগ্রহায়ণ আরঙ্গজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ অভিনয়। ২১এ পৌষ ১৩২২ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

অভিনেতারূপে অমরেন্দ্রনাথ যে নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভূপেন্দ্রবাবুর রচিত 'Sign of the cross নাটকে তাঁহার বিদেশীয় মার্কাসের অভিনয়ে পরিস্ফুট। তাঁহার চেহারা, বেশবিন্যাস ও অভিনয়পারিপাট্য দেখিয়া কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ দর্শক বলিয়াছিলেন,—"Mr Dutt, yon are Garic of all natious" ভূপেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় একথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অমরেশ—(পুং) ইন্দ্র, দেবরাজ। (রামা° ৬ ৭৫ ৩)

অমরেশ্বর—(পুং) অমরদিগের ঈশ্বর, ইন্দ্র। (রঘু ১৯ ১৫) ২ শিব।

অমরেশ্বর২—ওঙ্কারনাথের অপর পার্শ্বে নর্ম্মদার দক্ষিণতীরস্থ এক প্রাচীন তীর্থ। (শিবপুরাণ, ১ম খণ্ড, ৩৮ অ°, স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড) খাণ্ডোবা হইতে ৭২ মাইল উত্তর পশ্চিমে এবং মর্ট্টোক রেলওয়ে ষ্টেশনের ১১ মাইল পূর্ব্বে অমরেশ্বর ওঙ্কার বা ওঙ্কারক্ষেত্র অবস্থিত। অমরেশ্বর দ্বাদশ আদি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। (শিবপুরাণে ২য় খণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ অ°)

অমরেশ্বর৩—শিবার্চ্চনপদ্ধতির রচয়িতা।

অমরোত্তম—(ত্রি) অমরশ্রেষ্ঠ।

অমরোপম—(ত্রি) অমরসদৃশ, দেবতুল্য।

অমর্ত্ত—(ত্রি) অমর, মরণধর্ম্মশূন্য। (ঋক ৫ ৩৩ ৬) ২ মনুষ্য নহে।

অমর্ত্ত্য—(ত্রি) [স্বার্থে যৎ, নঞ্‌ তৎ] মরণশূন্য, মরণরহিত। (ঋক্ ১ ৪৪ ১) ২ স্বর্গীয়। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে অগ্নি, সোম, উষা, ও অশ্বিদ্বয়কে 'অমর্ত্ত্য' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

অমর্ত্ত্যভুবন—(ক্লী) স্বর্গ, দেবলোক।

অমর্দ্দিত—(ত্রি) অনিষ্পেষিত। ২ অনভিভূত।

অমর্দ্ধৎ—(ত্রি) অহিংসক। (ঋক্ ৫ ৪৩ ১)

অমর্ম্মজাত—(ত্রি) যাহা মর্ম্মজাত নহে। ২ দৃঢ় অঙ্গে যাহার উৎপত্তি হয় নাই। ৩ অস্থি বা অস্থিগ্রন্থি যাহার সুদৃঢ় নহে।

অমর্ম্মন্—(ত্রি) গ্রন্থিরহিত। ২ অবিদিত মর্ম্মস্থান। ৩ যাহার গোপনীয় মর্ম্ম অন্যের অজ্ঞাত। (ঋক্ ৩ ৩২ ৪)

অমর্ম্মবেধিন্—(ত্রি) প্রধান অঙ্গের অহিংসক, যিনি মর্ম্মে আঘাত দেন না।

অমর্য্যাদ—(ত্রি) সীমারহিত। ২ সম্মানরহিত। রামা° ২ ৩৫ ১১)

অমর্য্যাদা—(স্ত্রী) সীমারাহিত্য। ২ সম্মানশূন্যতা। ৩ উচিত অর্চ্চনার উল্লঙ্ঘন। ৪ প্রাগল্‌ভ্য, নির্লজ্জতা। ৫ অতিপ্রসঙ্গ। ৬ অবিনয়।

অমর্ষ—(পুং) ক্রোধ, অক্ষমা। (গীতা ১২ ১৫) ২ অধৈর্য্য। ৩ সহনশীলতার অভাব। ৪ সাহস। ৫ অলঙ্কারশাস্ত্রমতে ব্যভিচারী ভাববিশেষ। (ত্রি) ৬ অসহিষ্ণু, যে সহ্য করিতে পারে না।

অমর্ষজ—(ত্রি) ক্রোধজাত। ২ অধৈর্য্য বা ঘৃণা হইতে উৎপন্ন।

অমর্ষণ—(ত্রি) ক্রোধী। ২ অসহন। (ক্লী) [ভাবে ল্যুট্] ৩ ক্রোধ, অক্ষমা। (রঘু ৩ ৫৩)

অমর্ষবৎ—(ত্রি) ক্রোধযুক্ত, ক্রোধবিশিষ্ট।

অমর্ষহাস—(পুং) ক্রোধের পরিহাস, ক্রোধের হাস্য।

অমর্ষিত—(ত্রি) [মৃষ-ক্ত মর্ষিতম্, নঞ্‌ তৎ] ক্রুদ্ধ, ক্ষমাবান নহে। (রামা° ৬ ২৮ ৬)

অমর্ষিন্—(ত্রি) ক্রোধী। (রামা ৫ ৬২ ৩)

অমল—(ক্লী) অভ্র। ২ সাতলা বৃক্ষ। ৩ সমুদ্রফেন। ৪ কর্পূর। ৫ রৌপ্যমাক্ষিক। ৬ পিত্ত। ৭ কতকবৃক্ষ। ৮ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৯ পবিত্রতা। ১০ পরমাত্মা। [নাস্তি মলমস্য নঞ্‌ব্রী] (ত্রি) ১১ নির্ম্মল। ১২ দোষরহিত।

অমল২—একজন প্রাচীন কবি।

অমলগর্ভ—(পুং) একজন বোধিসত্ত্বের নাম।

অমলচন্দ্রগণি—এক জৈন গ্রন্থকার। ইনি ১১৫৪ সংবতে দেবভদ্রসূরির 'কথারত্নকোষে'র প্রথম অনুলিপি করিয়াছিলেন।

অমলতা—(স্ত্রী) নির্ম্মলতা, দোষহীনতা।

অমলদীপ্ত—(পুং) [বৈদ্যক] কর্পূর।

অমলনের—বোম্বাইএর খান্দেশ জেলান্তর্গত উক্ত নামধেয় সব

ডিভিসনের প্রধান নগর, ধুলিয়া বা ধুলেনের ২১ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ও আগ্রা হইতে বোম্বাইয়ের পথের এক মাইল দূরে বোরি নদীর বামতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°১´৪৫´´ উঃ, দ্রা° ৭৫°१ ১৫´´ পূ°।

অমলপতত্রিন্—(ত্রি) বন্য কুক্কুট। বনকুক্কুটের পালক দেখিতে খুব সুন্দর, তজ্জন্য ইহাকে অমলপতত্রী বলে।

অমলমণি—(পুং) স্ফটিক। ২ কর্পূরমণি, কর্পূরগন্ধযুক্ত এক মণি।

অমলরত্ন—(ক্লী) স্ফটিক।

অমলা—(স্ত্রী) লক্ষ্মী। ২ ভূম্যামলকী। ৩ সাতলা বৃক্ষ। ৪ নাভিনাল। ৫ আমলা। ৬ মহাভারতের মতে রোহিণীর কন্যা বাম্যা, বিমলা ও সমস্ত গাভী। ক্রোধের কন্যা সুরভি রোহিণীর নাম। অমলা হইতে পিণ্ডফল, সপ্তবৃক্ষ ও শুকী নাম্নী একটী কন্যার জন্ম হয়।

অমলাজ্ঝাটা—(স্ত্রী) ক্ষুদ্রাত্রী, ভুঁই আমলা।

অমলাত্মন্—(পুং) বিশুদ্ধান্তঃকরণ যোগী। (ত্রি) ২ যাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল।

অমলানক—(ক্লী) অম্লানপুষ্প, বিকশিত পুষ্প।

অমলানন্দ—পঞ্চপাদিকাদর্পণ নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা।

অমলানন্দ ব্যাসাশ্রম—অনুভবানন্দের শিষ্য। ইনি রাজা কৃষ্ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে ইনি বেদান্তকল্পতরু নামে বাচস্পতি মিশ্রের ভামতীর টীকা এবং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের শাস্ত্রদর্পণ নামে একখানি টিপ্পনী রচনা করেন।

অমলাপুরম্—মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গোদাবরী জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৬°৩৪´২০´´ উ°, দ্রা° ৮২°২´৪০´´ পূ°। গোদাবরী নদীর ব দ্বীপে অবস্থিত। কথিত আছে—এই স্থানে পাপ নাই, সেইজন্য ইহার নাম অমলাপুরম হইয়াছে।

অমলিগ্রাম—একটী প্রাচীন গ্রাম ও দেবস্থান। স্কন্দপুরাণান্তর্গত অমলিগ্রামমাহাত্ম্যে এখানকার দেবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

অমলিন—(ত্রি) নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল।

অমলিয়ার—গুজরাটের মাহীকান্থার অন্তর্ভুক্ত এক করদরাজ্য। অক্ষা° ২২°৫৯´—২৩°২১´ উ°; দ্রা° ৭১°৪৪´—৭৩°১৪´ পূ°। প্রধান উৎপন্ন শস্য ধান্য, যব প্রভৃতি। স্থানীয় অধিপতি হিন্দু ও জাতিতে খাগকোলি বংশীয়। বংশপরম্পরায় প্রথম বংশধরই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অধিকারসূত্রে কোন সনদ নাই।

অমলিয়ার, —বোম্বাইএর মাহীকান্থার করদরাজ্য অমলিয়ার প্রধান নগর। ইহা আহ্মদাবাদের ৩৪ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°১৩´ উ°, দ্রা° ৭৩°৫´২০´´ পূ°।

অমবৎ—(ত্রি) সহায়যুক্ত। [অম রোগস্ততো মতুপ্] ২ রোগবান্। ৩ যত্নবান্। ৪ ভীষণ, ভয়ঙ্কর। ৫ শক্তিশালী। (ঋক্ ১.৩৮.৭) ৬ (অব্য) ভীষণরূপ হইতে।

অমবা—যুক্তপ্রদেশান্তর্গত গোরখপুর জিলার একখানি গ্রাম। এই গ্রাম গোরখপুর সহর হইতে ৩৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এখানে প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মজুরদের বাসই অধিক। ইহার পার্শ্বদেশে গণ্ডক নামে একটী প্রকাণ্ড নদী আছে।

অমাবপ্নু—(ত্রি) বিভিন্ন দিক্ গমনশীল, নিম্নোচ্চগামী।

অমস—(পুং) অম-অসচ্] কাল। ২নির্ব্বোধ। ৩ রোগ। ৪ অজ্ঞান।

অমসৃণ—(ত্রি) কঠোর, অসমান।

অমস্তু—(ক্লী) দধি, দই।

অমহত—(ত্রি) রোগ ক্লিষ্ট, রোগের দ্বারা পীড়িত।

অমহন—(ত্রি) রোগাদি নিবারক, যাহার দ্বারা রোগাদি নিবারিত হয়।

অমহীয়ু—অঙ্গিরার বংশজাত ঋগ্বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা একজন ঋষি। ইনি সোমের স্তবসূচক কতিপয় ঋক্ প্রকাশ করিয়াছেন।

অমা—(অব্য) [মা-কা মা, ন মা] সহ। (ঋক্ ২.৩৬.১) ২ নিকট। ৩ ভবনে, গৃহে। (স্ত্রী) ৪ অমাবস্যা। ৫ চন্দ্রের ষোলকলা। ৬ মহাকল। [ন মীয়ন্তে অস্যৌ মা কর্ম্মাণি যিপ] (ত্রি) ৭ পরিমাণশূন্য। ৮ অপক্ক, কাঁচা। ৯ দুর্গা। (পুং) ১০ আত্মা। ১১ গৃহ। (ঋক্ ২.৩৮.৩) [অন্যা ন সমাপ্তে চন্দ্রলোকাৎ অত্র অন অ ধারে ঘঞ্] ১২ হত লাভ। (ঋক্ ৫.৬০.৫৮) ১৩ পশুর নেত্রতারকা।

অমাংস—(ত্রি [নাস্তি মাংসং যস্য, বহুব্রী] দুর্ব্বল। (ত্রি) ২ মাংসভিন্ন অন্য বস্তু।

অমাংসৌদানক (ত্রি) যে মাংসবিশিষ্ট অন্নের সহিত যে সম্বন্ধ রাখে না।

অমাক্ত—(ত্রি) মিলিত, সহাগত।

অমাজু(জ্)র—(ত্রি) যাবজ্জীবন গৃহনিবাস। ২ মাতাপিতার সহিত একত্র বাসকারিণী স্ত্রী। (ঋক্ ১০.৩৯.১)

অমাৎ—(ত্রি) অমিত, অপরিমিত। (ঋক্ ৫.৫৩৮) (অব্য) নিকটে, ধারে।

অমাত—বিহার প্রদেশের অধিবাসী একটী জাতি। ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং সাধারণতঃ কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অনেক অমাত উচ্চবর্ণের হিন্দুর ভৃত্যরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। এই কারণে অমাতদের দুইটী শ্রেণী বা 'পঙৎ' হইয়াছে। এক শ্রেণীর নাম ঘরবাহত, অপরটীর নাম বাহিওত। ঘরবাইত অমাতদিগের অপর নাম রাউত। কৃষিই ইহাদের একমাত্র জীবিকা। ইহারা অপরের গৃহে ভৃত্যরূপে থাকিতে পায় না, থাকিলে 'পঙৎ' হইতে চ্যুত হইতে হয়। বাহিয়ৎ অমাতগণ সমাজের চক্ষে কিছু ন্যূন। চাকরীই ইহাদের প্রধান পেশা। তবে অনেকে চাষবাসদ্বারাও জীবিকার্জ্জন করে; বাহিওত শ্রেণী অপেক্ষা ঘরবাইতগণ প্রধান। প্রথমে সকল অমাতই ঘরবাইত ছিল। বাহিওত

শ্রেণী পরে আসিয়া মিশিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই যে ঘরবাইতদের মধ্যে লারবাড়, নরহন, পটইবার, পরবধাব প্রভৃতি 'দিহ্' অর্থাৎ থাক আছে। এই সকল 'দিহে'র মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু বাহিওতদের মধ্যে এবম্বিধ কোন দিহ্ নাই। একই পূর্ব্বপুরুষবংশীয় দুইজনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে যদি সাত পুরুষ ব্যবধান হইয়া থাকে এবং ভিন্ন স্থানবাসী হয়, তবে খুল্লতাত বা মাতুলবংশের সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয় বংশের বিবাহ হইতে পারে। বহুবিবাহ অমাতদের সমাজে নিন্দনীয় নহে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। পতিবিয়োগ হইলে অমাতরমণী সাধারণতঃ দেবরকেই বিবাহ করে, এবং স্থলবিশেষে অপর ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু মৃত স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারে না।

ধর্ম্ম এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ইহারা সমস্তরের অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ন্যায়। অধিকাংশ অমাত শাক্ত এবং কালীর উপাসক। মৈথিলী ব্রাহ্মণগণই ইহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যাপারে পৌরোহিত্য করেন। অমাতেরা বহু দেবদেবীর পূজা করে। তন্মধ্যে কএকটীর বিষয় বলা হইতেছে। পক্ষ-দেবতার (ভবানীর অপর রূপ) পূজা পান, সুপারি, পায়সান্ন, কদলী, পিষ্টক প্রভৃতি দ্বারা করা হয়। গোরৈয়া শূকর-বলিতে তৃপ্ত থাকেন। সোখার পূজায় পিষ্টক উৎসর্গ করা হয় এবং রুটি ও মিষ্টান্নদ্বারা বন্দীর পূজা করা হইয়া থাকে। এই সকল পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণ নাই, পুরোহিতেরও কোন দরকার হয় না। পূজান্তে নৈবেদ্য সামগ্রী সমবেত ব্যক্তিরাই ভোজন করে। শূকর-বলিতে শূকর প্রোথিত করিয়া ফেলে। বাহিওত অমাতদের ফেকুরাম বলিয়া এক কুল দেবতা আছেন। এই দেবতার পূজা মহা ধূমধামে হয়।

অমাতদের কাহারও মৃত্যু হইলে মৃতদেহ দাহ করা হয়। সম্ভব হইলে মৃতের অস্থিভস্ম সংগ্রহ করিয়া গঙ্গায় বা অপর কোন পবিত্র নদীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মৃত্যুর চতুর্দ্দশ দিবসে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। আট মাসের কম বয়স্ক শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দগ্ধ করে না, প্রোথিত করে। তুলসী বৃক্ষকে ইহারা পূজা করিয়া থাকে।

অমাতের হাতের জল ব্রাহ্মণাদি হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহারা অপর জাতির হস্তের মিষ্টান্ন ও জল খাইয়া থাকে, কিন্তু কেবল নিজ জাতি এবং ব্রাহ্মণের হস্তে অন্নগ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক অমাত, বিশেষতঃ ঘরবাইত শ্রেণীর অনেকে ব্রাহ্মণদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে না। অমাতগণ ছাগ, হরিণ, শশক, পায়রা, বন্য কুক্কুট, মৎস্য (শল্কযুক্ত) প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত খাদ্য খাইয়া থাকে। অনেক অমাত নিরামিষাশী, সাধারণে ইহাদিগকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে।

দারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরেই বেশী অমাতের বাস। বালেশ্বর, সারণ, চম্পারণ প্রভৃতি জেলায় ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প।

অমাতৃক—(ত্রি) হীনমাতৃক। ২ যাহার মাতা নাই।

অমাত্য—(পুং) [অমা-সহ বসতি-ত্যপ্] মন্ত্রী, সচিব। ২ যিনি শান্ত, বিনীত, কার্য্যকুশল, সৎকুলীন, শুভলক্ষণযুক্ত, শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকেই রাজার অমাত্যের যোগ্য বলিয়া থাকেন। (মনু ৭.১৪৫) ৩ অভিন্ন গৃহের পরিজন। [মন্ত্রী ও সচিব দ্র°]

অমাত্র—(পুং) অপরিমিত, ইয়ত্তাশূন্য। ২ পরমাত্মা। ৩ তুরীয় ব্রহ্ম। (ত্রি) ৪ অসীম গগনাদি। ৫ পরিচ্ছেদশূন্য। (ঋক্ ১.১০২ ৭) ৬ অকার মাত্রাবিশিষ্ট।

অমান—(ত্রি) মানরহিত, যাহার পরিমাণ নাই। ২ নিরভিমান, যাহার অভিমান নাই। ৩ অপ্রতিষ্ঠিত, যাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

অমাননা—(স্ত্রী) আদরের অভাব, সম্মানের অভাব। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] মানশূন্য, গৌরবহীন।

অমানব—(ত্রি) অপৌরুষেয়, অমানুষ। ২ অতিমর্ত্ত্য, মানবশক্তি।

অমানস্য—(স্ত্রী) যাহা মনে ভাল লাগে না। ২ দুঃখ, পীড়া।

অমানিন্—(ত্রি) লজ্জাশীল, নম্র।

অমান্য—(ত্রি) অমাননীয়, অনাদরণীয়।

অমাপ—(ত্রি) অসীম, যাহার কিছু মাপ করা হয় নাই।

অমামসী, অমামাসী—(স্ত্রী) যে তিথিতে সূর্য্যের সহিত এক রাশিতে চন্দ্র থাকেন, অমাবস্যা।

অমায়—(ত্রি) মায়াশূন্য। ২ কৃপাহীন। ৩ কপটতারহিত। ৪ অবিদ্যাহীন। (স্ত্রী) ৫ ব্রহ্ম। (শতপথব্রা° ১১৫৪২) ৬ শাম্বরী-বিদ্যারহিত। ৭ ঐন্দ্রজালবিদ্যাশূন্য। ৮ পীতাম্বরশূন্য, বস্ত্রশূন্য। ৯ পরিমাণশূন্য, ইয়ত্তাশূন্য।

অমাযৎ—(ত্রি) যাহার পরিমাণ নাই, অপরিমিত।

অমায়া—(স্ত্রী) ভ্রমের অভাব। ২ সত্যজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান। ৩ শৌচ।

অমায়ু—(পুং) এক পৌরাণিক রাজা। পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। [অমাবসু দ্র°]

অমার—(পুং) জীবন, প্রাণ।

অমার্গ—(পুং) মার্গের অভাব, পথের অভাব। (ত্রি) ২ হীন পথ, বিপথ।

অমার্জ্জিত—(ত্রি) অশুদ্ধ, অপরিষ্কৃত।

অমাল—দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ জেলায় একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ২০০ বর্গ-মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার হইবে।

এখানকার সর্দার একজন ভীল জাতীয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের অধিকারী। দত্তকগ্রহণের কোন ক্ষমতা নাই। ইহা ধজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

অমাবসী—(স্ত্রী) [অমা-বস্-অপ্ ঘঞ্ বা পৃ° সাধু, ততো গৌরা° ঙীপ্।] অমাবস্যা। "অমাবস্যপ্যমাবসী" (শব্দার্ণব)

অমাবসু—(পুং) এক পৌরাণিক রাজা। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্ম। ইঁহার আয়ু, বিশ্বাবসু, শতায়ু, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু নামে আরও পাঁচ ভাই ছিল। [পুরূরবা দ্র°] মতান্তরে ইনি আয়ুর পুত্র বলিয়া কথিত। [অচ্ছোদা দ্র°] অমাবসুর পুত্রের নাম ভীম। (মহাভা° ও বিষ্ণুপু°) ২ বলকাশ্ব নামক নরপতির পৌত্র ও কুশের পুত্র। কুশাশ্ব, কুশনাভ ও অমূর্ত্তরয়নামে ইহার অপর তিন ভ্রাতা ছিল। (বিষ্ণুপু°) ৩ পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে অমাবসুর এই প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়।—ইনি অগ্নিষাত্তা পিতৃগণের একতম। অগ্নিষাত্তা পিতৃগণের অচ্ছোদা নাম্নী একটী সুন্দরী মানসী কন্যা ছিল। তিনি অমাবসুর রূপে মুগ্ধ হইয়া অমাবসুকে পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন হইতে অমাবসু পিতৃকুলের তৃপ্তিপ্রদ বস্তু যে দিন দান করিয়া অক্ষয় ফললাভ করে সেই অমাবস্যা নামে বিখ্যাত হন। [অমাবস্যা দ্র°]

অমাবস্যা—(স্ত্রী) [অমা-সহ বসতোঽস্যাং চন্দ্রার্কৌ অমা-বস-অধিকরণে ণ্যৎ] কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চদশ তিথি। আমরা প্রতিদিন কোন না কোন স্থানে কোন না কোন সময় রাত্রিতে আকাশে চন্দ্রকে দেখিতে পাই, কেবল একদিন করিয়া চন্দ্রকে আকাশে দেখিতে পাই না। সেদিন চন্দ্র কি আকাশে থাকে না? থাকে। তবে রাত্রিতে থাকে না, দিনে সূর্য্যের অন্তরালে থাকে। যে দিন রাত্রিতে আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না, সে দিনকে আমরা অমাবস্যা বলি।

চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই, কারণ চন্দ্র নিজে জ্যোতিষ্ময় নহে। সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রের উপর পতিত ও প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকে জ্যোতির্ম্ময় করে, তাই আমরা রাত্রিতে চন্দ্রকে আকাশে দেখিতে পাই। কিন্তু প্রতি রাত্রিতে সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের উপর সমানভাবে পড়ে না। পনর দিনে পনর রূপে পড়ে। যে পনর দিন চন্দ্রের বৃদ্ধি হয় সেই পনর দিন চন্দ্রের উপরে পতিত সূর্য্যরশ্মির পরিমাণ অনুসারে পনর তিথিতে বিভক্ত হয়। তাহার পঞ্চদশ দিনে চন্দ্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এই সময় চন্দ্র সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে সূর্য্য হইতে দূরে থাকে এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী থাকে। তারপর আর পনর দিনে চন্দ্র সূর্য্যের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই ক্ষয়প্রাপ্ত অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় অংশ কম হইতে থাকে। পনর দিনে এইরূপ কমিতে কমিতে যে দিন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমসূত্রে আইসে সেইদিন সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ পৃথিবীর দিকে থাকে তাহার উপর পড়িতে পায় না, তাই আমরা সেদিন রাত্রিতে চন্দ্রকে দেখিতে পাই না, এইজন্য সেই দিনের তিথির নাম অমাবস্যা। এইদিন চন্দ্র সূর্য্যের সমসূত্রে থাকে, তাই চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ পৃথিবীর দিকে থাকে সেই স্থলে সূর্য্যালোক পড়িতে পারে না।

অমাবস্যা শব্দের অর্থ আলোচনা করিলেই আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারি। অ-মা অর্থ (মা পরিমাণ অর্থে) যাহা মাপ করা যায় না। সেইদিন চন্দ্র যেখানে থাকে অর্থাৎ যেদিন চন্দ্রে মাপ করিবার মত সূর্য্যরশ্মি পতিত হইতে পারে না সেই দিনের তিথির নাম অমাবস্যা। ইহার আর এক অর্থ—অমা অর্থ সহ বা নিকট বা সমীপ। যেদিন চন্দ্র সূর্য্যসহ বা সূর্য্যের সমীপে বাস করে সেই দিন চন্দ্রের উপর সূর্য্যরশ্মি পড়ে না তাই সূর্য্যসহ বাস করা অর্থে ঐ তিথির নাম অমাবস্যা রাখা হইয়াছে। অমরকোষে লিখিত আছে—"অমাবস্যাস্বমাবাস্যা দর্শঃ সূর্য্যেন্দুসঙ্গমঃ।"

অর্থাৎ অমাবস্যার নাম অমা, অমাবস্যা, অমাবাস্যা, দর্শ এবং চন্দ্রসূর্য্যসঙ্গম। সুতরাং অমাবস্যা তিথির দিন চন্দ্র যে সূর্য্যের সহিত বা সমীপে থাকে এবং সেই সামীপ্য বা সঙ্গম জন্য যে চন্দ্রের উপর সূর্য্যরশ্মি পড়িতে না পাইয়া অমাবস্যা হয় তাহা আর্য্য ঋষিগণ অতি প্রাচীন কালেই জানিতেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

"অমাখ্যরশ্মৌ বসতি অমাবস্যা ততঃ স্মৃতা"। (২.১২.৮)

অর্থাৎ সূর্য্যের অমাখ্য রশ্মিতে যে দিন বাস হয় সেই দিনকে অমাবস্যা বলে। এই অমাখ্য রশ্মিকে (অ-মা) পরিমাপ করা যায় না। গোভিল ঋষিও এই কথাই বলিয়াছেন—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ পরঃ সান্নিকর্ষঃ অমাবাস্যেতি।"

অতএব সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে সমসূত্রে যে দিন চন্দ্র থাকে সে দিন মানুষ চন্দ্রকে দেখিতে পায় না, তাই সে দিনের তিথিকে অমাবস্যা বলে।

অমাবস্যার দুইটী নাম আছে—সিনীবালি ও কুহূ। যে অমাবস্যাতে চন্দ্রের উপর সূর্য্যরশ্মি কিঞ্চিৎ (১ কলা) পড়ে সেই দিনের অমাবস্যাকে সিনীবালি বলে। আর যে দিন একেবারেই পড়ে না সে দিনের নাম কুহূ। অতিপ্রাচীন কালে আর্য্যগণ এই বিভাগ করিয়াছেন, তাই ঋগ্বেদে আমরা সিনীবালি নাম পাই। কুহূ নাম ঋগ্বেদে নাই, তৎপরিবর্ত্তে "গুঙ্গু" নাম পাই। গৃৎসমদ ঋষি ২য় মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ৬ ঋকে বলিয়াছেন—

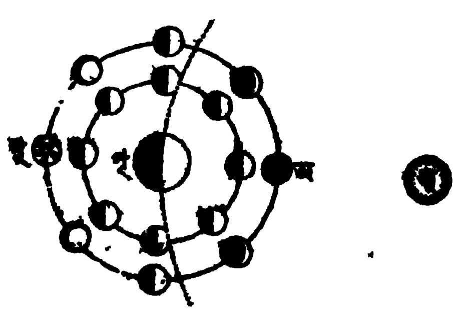
"সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবী দিদিড্ঢি নঃ॥"

অর্থাৎ হে পৃথুস্তুকা সিনীবালি। তুমি দেবগণের ভগিনী, প্রদত্ত হব্য সেবা কর, এবং আমাদের অপত্য উপচিত কর।

পৃথুষ্টুক অর্থ এখানে (পৃথ্-উব-তুক্) পৃথিবী সন্তানজাত সিনীবালি হইবে। চন্দ্র যে পৃথিবীসন্তান তাহা আর্য্যগণ জানিতেন। (ঋক্ ৫৪০৭)। [গ্রহণ দ্র°] সেই চন্দ্র হইতে জাত বা পুষ্ট যে সিনী (সিন অর্থে গ্রাস অর্থাৎ গ্রাসকারী) অন্ধকার যাহা চন্দ্রকে (বল অর্থাৎ) ধারণ করে তাহার নাম সিনীবালি। স্বসা অর্থ এখানে সু-অস্ অর্থাৎ উত্তমরূপে ক্ষিপ্ত বা পরিত্যক্ত। "দেবানাম্" অর্থ দীপ্তি বা রশ্মিসমূহের, সুতরাং এই ঋকের অর্থ হইবে, "হে পৃথিবী সন্তান সহজাত বা পুষ্ট সিনীবালি, তুমি সূর্য্যরশ্মিসমূহের পরিত্যক্ত। হে দেবী। প্রদত্ত হব্য দ্বারা তৃপ্ত হও এবং আমাদের প্রজা অর্থাৎ সন্তানগণকে বর্দ্ধিত কর। ইহাতে বুঝা যায় যে চন্দ্রই সিনীবালি অর্থাৎ অন্ধকারদ্বারা আবৃত হইবার কারণ। চন্দ্রের গতিদ্বারাই সিনীবালির জন্ম। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসিলে যে দিন চন্দ্রে কলা নির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়, অবশিষ্ট সম্পূর্ণ চন্দ্রই অন্ধকারদ্বারা আবৃত হয়, সেই দিনের তিথির নাম সিনীবালি অমাবস্যা।

এই সূক্তের ৮ম ঋকে গুঙ্গু শব্দ আছে। সায়ণ বলেন কুহুকেই গুঙ্গু বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ঋগ্বেদের সময় কুহু নাম সম্ভবতঃ হয় নাই, গুঙ্গু নাম হইয়াছিল। কুহু অর্থ কু পৃথিবী—হা ত্যাগ করা অর্থাৎ চন্দ্র পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া কুহ অর্থাৎ কোথায় যায়, তাই চন্দ্রের এই অদর্শনের নাম কুহু অর্থাৎ যাহা লোককে চক্ষুর অন্তরালে গিয়া বিস্ময়াবিষ্ট করে। সিনীবালি অমাবস্যায় চন্দ্র একটু দেখা যায়, কিন্তু কুহু অমাবস্যাতে কিছুই দেখা যায় না, তাই চন্দ্র কোথায় গেল বলিয়া লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়।

উপরে আমরা দেখিলাম চন্দ্র যে দিন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আইসে সেই দিন অমাবস্যা হয়। নিম্নের চিত্র দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে—



চিত্রের সূ সূর্য্যমণ্ডল, অ অমাবস্যার চন্দ্র, পূ পূর্ণিমার চন্দ্র এবং পৃ পৃথিবী বুঝিতে হইবে। বিন্দু বিন্দু রেখাদ্বারা পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র সূর্য্য এবং পৃথিবী মাসে দুইবার করিয়া সমসূত্রে আইসে। যে দিন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমসূত্রে আইসে সেই দিন চন্দ্রে সূর্য্যকিরণ পড়িতে পায় না, তাই আমরা চন্দ্রকে দেখিতে পাই না, অমাবস্যা হয়। আর যে দিন পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের সমসূত্রে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আইসে সেই দিন আমরা পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাই, তাহার নাম পূর্ণিমা। [চন্দ্র দ্র°]

অমাবস্যার দিন পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রে থাকায় যদি সূর্য্যের উপর চন্দ্রের ছায়া পড়ে তবে সূর্য্যগ্রহণ হয়। অথচ প্রতি অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ সমতল নহে। সমতল হইলে প্রতি মাসেই সূর্য্যগ্রহণ হইত। কিন্তু চন্দ্রের কক্ষ সমতল পৃথিবীর কক্ষ সমতলের সহিত বক্রভাবে অবস্থিত, এই উভয় সমতলের মধ্যবর্ত্তী কোণের পরিমাণ প্রায় ৫ ডিগ্রি ৮ কলা ৪০ বিকলা। এই জন্য চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন পৃথিবীর পথের উপরে যায়, কখন বা নীচে যায়। এই সময় যখন চন্দ্র পৃথিবী পথের উপর তির্য্যক্‌ভাবে পার হয়, ঐ দিন অমাবস্যা হইলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। অমাবস্যার সময় চন্দ্র যদি স্বীয় কক্ষপাত হইতে ১৫॥০ ডিগ্রি পরিমিত স্থানের ভিতর থাকে তবে সূর্য্যগ্রহণ অবশ্যই ঘটিবে। ১৮॥০ ডিগ্রির বেশী দূরে থাকিলে গ্রহণ হওয়া অসম্ভব।

সৌর ও চান্দ্র এই দুই প্রকার মাস গণনা করা হয়। এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্র এক মাস ২৯ দিনে হয়। সূর্য্যের এক রাশি ভ্রমণ করিতে যতদিন লাগে তাহাই সৌর মাস। এক বৎসরে ৩৬৫ দিনে সূর্য্য ১২ রাশি ভ্রমণ করে, কিন্তু চন্দ্রের ৩৫৪ দিন লাগে। সৌর অপেক্ষা প্রায় ১১ দিন চান্দ্র বৎসর কম হয়। [মাস ও বর্ষ দ্র°]

প্রতি বৎসর যে ১১ দিন কম হয়, আর্য্যগণ তিন তিন বৎসর পরে এক চান্দ্রমাস বেশী ধরিয়া এই অধিকমাস বা মলমাস গণনা করেন। সৌর বৎসরের যে মাসে দুইদিন অমাবস্যা পড়ে তাহাকেই মলমাস বা অধিমাস বা অতিরিক্তমাস বলে। ঐ অতিরিক্ত মাস বাদ দিয়া পুনরায় চান্দ্রবৎসর আরম্ভ হয়। হিন্দুগণ এই মাসে কোন ধর্ম্মকার্য্য করেন না। [মলমাস দ্র°]

পশ্চিম প্রদেশে চান্দ্রমাস গণনা করা হয়। চান্দ্রমাস দুই প্রকার—সুদি ও বদি, পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাসকে সুদি বলে এবং অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মাসকে

বলি বলে। যদি মাস অনুসারে মলমাস ধরিয়া ঠিক চান্দ্র ১৩ মাস হয়।

মহাভারতের সময় অমান্ত মাস গণনা প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে মাস গণনা আরম্ভ হইত এবং অমাবস্যাতে মাস শেষ হইত। অমান্ত মাসের প্রথমে শুক্লপক্ষ বলিয়া মুখ্য চান্দ্রমাস এবং পূর্ণিমান্ত মাসের প্রথমে কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া গৌণ চান্দ্র মাস বলে। মহাভারতে বনপর্ব্বে (৮৪ অ°) পূর্ণিমান্ত মাস গণনারও উল্লেখ আছে। বেদাঙ্গজ্যোতিষে মাস অমান্ত তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণেও প্রথমে শুক্ল পরে কৃষ্ণপক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে সুতরাং তখন অমান্তমাস গণনা হইত।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে সমুদ্রজল অত্যধিক স্ফীত হয় এবং নদীর জল অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

স্মৃতিমতে অমাবস্যার দিন তৈলমর্দ্দন, ক্ষৌরকর্ম্ম, মৎস্যমাংস ভক্ষণ ও স্ত্রীসম্ভোগ নিষেধ। এই দিন শস্যতৃণাদি কর্ত্তন নিষেধ। পুষ্যা নক্ষত্রে, জন্মনক্ষত্রে ব্যতিপাতে বা বৈধৃতি যোগের দিন অমাবস্যা হইলে ঐ দিন নদীতে স্নান করিলে সাতকুল পবিত্র হয়। মঙ্গলবারে অমাবস্যায় নদীতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। সোমবারে সিনীবালি বা কুহূ অমাবস্যা হইলে মৌন হইয়া নদীতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। মুখ্যচান্দ্র পৌষের অমাবস্যাতে যদি রবিবার ও ব্যতিপাত যোগ হয় আর শ্রবণা নক্ষত্র হয় তবে ঐদিন অর্দ্ধোদয়যোগ হয় [অর্দ্ধোদয় দ্র]

পৌষ মাঘমাসে মূলানক্ষত্রযুক্ত সোমবারে অমাবস্যা হইলে নারায়ণী যোগ হয়। এই যোগে কেহ তথায় নদীতে স্নান করিলে পিতৃকোটিকুল উদ্ধার পায়।

অমাবস্যাই শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল সমস্ত পিতৃমাসব কৃষ্ণপক্ষীয় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ অমাবস্যাতেই করিতে হয়। অমাবস্যা শ্রাদ্ধের প্রশস্ত কাল অপরাহ্ণ। দিনকে পাঁচ ভাগ করিলে তাহার চতুর্থ ভাগের নাম অপরাহ্ণ, সেই সময় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। উভয় দিনে মুখ্য অপরাহ্ণ না পাইলে পরদিন অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত রূপ গৌণ অপরাহ্ণেও শ্রাদ্ধের বিধান আছে। সৌর আশ্বিন মাসের অমাবস্যাকে মহালয়া কহে। মহালয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে উনিশটী পিণ্ড দান করিতে হয়। তাহার নাম ষোড়শ পিণ্ডদান কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার নাম দীপান্বিতা। দীপান্বিতায় শ্রাদ্ধের পরে উল্কাদান করিতে হয়। প্রতিমাসে অমাবস্যার একএকটী ব্রতও প্রচলিত আছে

অমাবস্যা তিথিতে জন্মিলে জাতক ক্রূর, সাহসিক, কৃতঘ্ন, ত্যাগশীল ও চোর হয়। সিনীবালি অমাবস্যাতে জন্মিলে গৃহস্থের মধ্যে মনুষ্য দূরে থাক, পশু বা পক্ষীও যদি সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে সে গৃহস্থ ইন্দ্রতুল্য হইলেও অচিরাৎ লক্ষ্মীহীন ও অধঃপতিত হয়।

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডের ৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে—'সোমনাথ' নামে যে সকল প্রসিদ্ধ লোক আছে, অগ্নিষাত্তা নামে বিখ্যাত যজ্বা পিতৃগণ ঐ লোকে বাস করেন। অচ্ছোদা নাম্নী তাঁহাদের এক মানসী কন্যা ছিল। পূর্ব্বে পিতৃগণ তাঁহার নামানুসারে 'অচ্ছোদ' নামে এক সরোবর নির্ম্মাণ করেন। অচ্ছোদা দিব্য সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। পিতৃগণ তাঁহাকে তুষ্ট হইয়া কেবল দানার্থ আগমন করিলে সেই দিব্যরূপধারী, দিব্যমাল্য ও অনুলেপনমণ্ডিত মন্মথপ্রতিম পিতৃগণের মধ্যে অমাবসুকে দেখিয়া অচ্ছোদা অত্যন্ত কামাতুরা হন। তাঁহার সঙ্গ কামনা করিলেন। এই ব্যভিচারকালে তপস্বিনী অচ্ছোদা যোগভ্রষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে তিনি ধরা স্পর্শ করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে ভূতলে গমন করিতে হইল। অমাবসু স্বীয় ধৈর্য্যবলে অচ্ছোদার পাণিগ্রহণেচ্ছা করিলেন না। তজ্জন্য তিনি তখন হইতে পিতৃগণের প্রীতিকরী যজ্ঞবস্তুর অক্ষয় ফলদাত্রী অমাবস্যা নামে বিখ্যাত হইলেন।

এদিকে তপঃক্ষয় দীনা অচ্ছোদা অধোমুখে পিতৃগণের নিকট আত্মসমৃদ্ধি প্রার্থনা করিলে পিতৃগণ ভাবী দেবকার্য্যের বিষয় আলোচনা করিয়া সেই মনস্তাপে অচ্ছোদাকে বাক্য কহিলেন—"হে বরবর্ণিনি! স্বর্গে বুধগণ দিব্য দেহে যে কিছু কর্ম্ম করেন সেই দেহেই তাঁহারা ফল ভোগ করিয়া থাকেন। দেবাদি কৃত কর্ম্মের ফল সেই দেহে না হইয়া জন্মান্তরে প্রাপ্ত হয়। অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে তোমাকে মৎস্যকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। পিতৃগণের নিকট ব্যভিচার হেতু তুমি নীচকুলে প্রাপ্ত হইবে। সেই জন্মের পর তুমি বসুরাজের কন্যা হইয়া পুনরায় দুর্লভ দেবলোক প্রাপ্ত হইবে। পরাশরের ঔরসে (মৎস্যকন্যারূপিণী) তোমার গর্ভে বদরবহুল দ্বীপে বাদরায়ণ নামে এক পুত্র হইবে। তিনি একাকী বেদ শতভাগে বিভক্ত করিবেন। অনন্তর সেই দেহে পৌরবান্বয়জ প্রখ্যাতকীর্ত্তি রাজা শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুইটী ক্ষত্রজ পুত্র প্রসব করিবে। তুমি মর্ত্ত্যে সত্যবতী এবং পিতৃলোকে নিত্য সর্ব্বকাম পূর্ণকারিণী আয়ু আরোগ্যদায়িনী অষ্টকা নাম প্রাপ্ত হইবে ভবিষ্যতে অপরলোকে তুমি পুণ্যতোয়া সরিদ্বরা অচ্ছোদা নামে নদীরূপ লাভ করিবে।" পিতৃগণ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন অচ্ছোদাও চরিত্রানুরূপ ফল ভোগ করিতে লাগিলেন (পদ্মপু° সৃষ্টি° ৯ ১২-৩১)

অমাবাস্যক—(ত্রি) অমাবস্যার বা এই উৎপন্ন।

অমাষ—(ত্রি) মুদ্গবিহীন, যাহাতে মাষকলায় নাই।

অমাহট—এক নাগ। ধৃতরাষ্ট্র নামক নাগরাজের বংশে ইহার জন্ম। জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞসময়ে ইহার মৃত্যু হয়। (মহাভা°)

অমি—হাপরা হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত এক গ্রাম। এখানে ভবানীর মন্দির আছে। ইহা ৫২ পীঠের অন্যতম পীঠ।

অমিত—(ত্রি) [ন মিতম্, নঞ্-তৎ] পরিমিত নহে, অপরিচ্ছিন্ন, ইয়ত্তারহিত। (ঋক্ ১০.৫৬.৫) ২ অজ্ঞাত। ৩ অনবধারিত, যাহা ভুল হইয়াছে। ৪ অপরিস্কৃত। ৫ এক প্রকার অলঙ্কার। কেশবের মতে যখন সাধন হইতে সাধকসিদ্ধির ফল পাওয়া যায় তখনই এই অলঙ্কার হইয়া থাকে।

অমিত, —হোয়শালরাজ বল্লালদেবের পুত্র রাজা ২য় নরসিংহদেবের প্রধান মন্ত্রী। ইনি স্বীয় পুত্র বল্লালের সাহায্যে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

অমিত, —রৈবত মনুর সময়ের একজন গণদেবতা। (কূর্ম্মপু°) ২ লিঙ্গপুরাণের মতে—ইনি সোমবংশীয় নরপতি জয়ের পুত্র।

অমিতক্রতু—(পুং) অসীম প্রজ্ঞাসম্পন্ন, যাহার খুব জ্ঞানবুদ্ধি আছে। (ঋক্ ১.১০২.৬) ২ অসীম শক্তিশালী।

অমিতগতিসূরি—একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য। সম্ভবতঃ ১০২৫ বিক্রমসংবতের কিছু পূর্ব্বে ইঁহার প্রাদুর্ভাব। ইঁনি বিদ্বান্ ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় স্বরচিত গ্রন্থাদিতে স্পষ্টভাবে দিয়াছেন। ইঁহার রচনা সরল, সুখবোধ্য, খুব মধুর ও ভাবগম্ভীর। ইনি 'ধর্ম্মপরীক্ষা' নামক একখানি গ্রন্থ মাত্র দুই মাসের মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন—

"অমিতগতিরিবেদং স্বস্য মাসদ্বয়েন।
প্রথিতবিশদকীর্ত্তিঃ কাব্যমুদ্ভূতদোষম্॥"

ইঁহার রচিত আরও অনেক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়—১ সুভাষিতরত্নসন্দোহ, ২ শ্রাবকাচার, ৩ ভাবনাদ্বাত্রিংশতি, ৪ পঞ্চসংগ্রহ, ৫ জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, ৬ চন্দ্রদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, ৭ সার্দ্ধদ্বয়দ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি ৮ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি, ৯ যোগসারপ্রাভৃত। ইহার মধ্যে পঞ্চসংগ্রহ নামক গ্রন্থে অমিতগতির প্রশস্তিমধ্যে লিখিত আছে—'যে সময় মহারাজ সিন্ধুপতি (ভোজের পিতা) রাজ্য পালন করিতেন, তখন মাথুরসঙ্ঘে প্রভূত কীর্ত্তিশালী মাধবসেন নামে প্রসিদ্ধ একজন আচার্য্য হইয়াছিলেন, যাঁহার গৌতম গণধরসম বিদ্বান শিষ্য অমিতগতি এই পঞ্চসংগ্রহ নামক সম্পূর্ণ গ্রন্থ কর্ম্মসমিতির প্রখ্যাপনের জন্য রচনা করিয়াছিলেন।

১০৫০ সংবতে সুভাষিতরত্নসন্দোহ রচনাকালে অমিতগতি মুঞ্জের রাজ্যকাল ও স্বগুরুর সময়ে সিন্ধুল মহারাজের রাজ্যকাল উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মপরীক্ষাগ্রন্থের প্রশস্তিমতে মাধবসেনেরই শিষ্য অমিতগতি।

অমিততোসল—দক্ষিণাপথের অন্তর্গত এক জনপদ। সেই জনপদের মধ্যে তোসল নামে একটী নগরীরও উল্লেখ আছে। (গণ্ডব্যূহ)

অমিতদ্যুতি—(ত্রি) অসীম প্রভান্বিত।

অমিতধ্বজ—(পুং) চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্মধ্বজের পুত্র।

অমিতধ্বজ, —জনৈক পরাক্রান্ত দানব। (মহাভা°)

অমিতনাথ—বৌদ্ধ দেবতাভেদ। সাধনমালাতন্ত্রে লিখিত আছে,—অমিতনাথ প্রমুখ সকল তথাগতগণ বীণাদি ষোড়শ দেবীসমন্বিত। তত্ত্বকুরুকুল্লাসাধনে অমিতনাথ প্রমুখ পঞ্চ-তথাগতকে পঞ্চামৃত, কর্পূর, কুঙ্কুম, কস্তুরী ও গন্ধজলপূর্ণ কলস লইয়া অভিষেক করিতে হয়। (সাধনমালা)

অমিতপ্রভ—যোগশতভাষ্য নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।

অমিতবজ্রপ্রভাবশ্রী—বৌদ্ধসমাধিভেদ। তথাগত অমিতবজ্রসমাধিতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বজ্রসমাধির পরিচয় গুহ্যসমাজতন্ত্রে বিবৃত আছে। (গুহ্যসমাজতন্ত্র ১ম পঃ)

অমিতবিক্রম—(পুং) [অমিতঃ বিক্রমঃ শৌর্য্যমস্যেতি বহুব্রী] বিষ্ণু। (ত্রি) ২ বহুবিক্রমশালী, অধিক শৌর্য্যসংপন্ন।

অমিতবীর্য্য—(পুং) সমধিক বলশালী। (অথর্ব ১৯.৩৪.৮)

অমিতসম্ভববজ্র—বৌদ্ধসমাধিভেদ। ভগবান্ অমিতায়ু বুদ্ধ এই সাধন করিয়াছিলেন। (গুহ্যসমাজতন্ত্র)

অমিতাক্ষর—(ত্রি) অনিয়ত অক্ষরবিশিষ্ট, যাহার অক্ষর নির্দ্দেশ করা যায় না। (নিরুক্ত ১.৯)

অমিতাভ—(পুং) সাবর্ণি মন্বন্তরীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং রৈবত মন্বন্তরের প্রথম শ্রেণীর দেবতা। (ত্রি) ২ অসীম প্রভাসম্পন্ন।

অমিতাভ, —বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত এক ধ্যানী বুদ্ধ। বৌদ্ধ তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ইনি সুখাবতী স্বর্গে শান্তিময় ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। ভদ্রচক্র পরিচালন করেন বলিয়া অভিহিত। ইনি সৃষ্টি করেন না বা কোন কার্য্য করিবার জন্য নিজেকে উদ্বুদ্ধ করেন না। ইঁহারই বোধিসত্ত্বরূপ পদ্মপাণি সৃষ্টির জন্য নিজ শক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকেন। অমিতাভ পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া অবস্থান করেন। ইহাকে চতুর্থ ধ্যানী বুদ্ধরূপে নেপালে ইঁহার পূজা করিয়া থাকে। ইহার দুই হস্তের করতল ক্রোড়দেশে ন্যস্ত, সমাধিমুদ্রা বা ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত। ইহার বর্ণ লোহিত এবং বাহন দুইটী ময়ূর। ইনি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর উপবেশন করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে ইঁহাকে অমিতায়ু বা অপরিমিতায়ুও বলা হইয়া থাকে [অমিতায়ু, অপরিমিতায়ু দ্র°] অমিতাভ হইতে উৎপন্ন দেবগণ মধ্যে

মহাবল ও সপ্তশতিক হয়গ্রীব দেবতা এবং কুরুকুল্লা, ভৃকুটী ও মহাসিতবতী দেবী প্রধান।



অমিতাভ।

ইনি সৃষ্টিকামী আদিবুদ্ধের মানসপুত্র। ইঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা 'প্রবৃত্তিকর্ম্মা' বলিয়া বিদিত এবং ইঁহারা এক এক জনে এক একটী বোধিসত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ পাঁচ জন বোধিসত্ত্ব সৃষ্টিকর্ম্মা" নামে প্রথিত। অমিতাভের পুত্ররূপে পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব আবির্ভূত হন। ইনি বর্ত্তমান মন্বন্তরের অধিপতি ও জগদ্ব্রহ্মের নিয়ামক।

স্বয়ম্ভূপুরাণে লিখিত আছে, অমিতাভ লোহিতবর্ণ। আদি-বুদ্ধ ইঁহাকে সুখলোকের পশ্চিমাংশের আধিপত্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। সাধনমালায় বর্ণিত আছে, শাস্ত্রজ্ঞান হইতে অমিতাভের উদ্ভব। তিনি জলের উৎপাদক এবং রসাস্বাদন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য কালে পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর, চতুর্ভুজ লোকেশ্বর খসর্পণ লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি যে সকল বৌদ্ধদেবমূর্ত্তি প্রস্তরে প্রস্তুত হইয়াছিল তাঁহাদের মুকুটে ধ্যানী বুদ্ধরূপে অমিতাভ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

অমিতাভ মঞ্জুশ্রী—বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বাগীশ্বরভেদ। ইঁহারও একটী মুখ ও দুইটী হাত। সমাধিমুদ্রা বা ধ্যানমুদ্রায় ইঁহার হস্তদ্বয় ক্রোড়দেশে সংবদ্ধ। ইনি সিংহের উপর প্রভু অমিতাভকে বহন করিয়া থাকেন এবং ইঁহার মস্তকস্থ মুকুটের উপর অমিতাভ রক্ষিত। ইঁহার বেশভূষায় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। অনেক সময় ইঁহাকে বাগীশ্বর বলা হইয়া থাকে।

অমিতাভ মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি ভারতবর্ষে কচিৎ দেখা যায়। নেপালের বুদ্ধনাথ মন্দিরে একটী অমিতাভ মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহার ধ্যান সাধনমালায় এইরূপ আছে—

"দ্বিভুজৈকমুখং সিতং বজ্রপর্য্যঙ্কোপরি সমাধিমুদ্রাহস্তং অশেষ-কুমারাভরণভূষিতং পঞ্চচীরং মঞ্জুশ্রীভট্টারকং ভাবয়েৎ বজ্র-জিহ্বোপরি অমিতাভং বুদ্ধং ভাবয়েৎ। (সাধনমালা—ধর্ম্মশঙ্খ সমাধিসাধন)

অমিতাভ লোকেশ্বর—বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত লোকেশ্বরভেদ। ইঁহার একটী মুখ ও দুইটী হাত এবং ইনি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে চৌরী ও বাম হস্তে একটী চক্র।

অমিতায়ুঃ—এক ধ্যানী বুদ্ধ। [অমিতাভ দ্র°]

অমিতায়ুঃসূত্র—সুখাবতীব্যূহের নামান্তর। [সুখাবতীব্যূহ দ্র°]

অমিতাশন—(পুং) [অমিতম্ অশ্নাতি প্রলয়সময়ে অমিত অশ ল্যু] সর্ব্বভক্ষক পরমেশ্বর। ২ বহ্নি। (ত্রি) [অমিতম অশনং যস্য বহুব্রী] ৩ অপরিমিতভোজী, অতিভোজী।

অমিতাশনা—(স্ত্রী) কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে বহু কল্যাণদায়িনী মাতৃকা তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন। ইনি তাঁহাদের একতমা। (মহ ৯)

অমিতৌজস—(ত্রি) [ওজ-অসুন ওজস্ অমিতম্ ওজো যস্য, বহুব্রী] অপরিমিত বলশালী। (ঋক্ ১ ১১ ৪)

অমিতৌজা—বিদর্ভদেশের এক অধিপতি। নরপতি সত্যব্রত ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া ইঁহার পত্নীকে হরণ করেন, এইজন্য সত্যব্রতের পিতা ত্রয্যারুণ তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। পিতার অভিশাপে তখন তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। (লিঙ্গপু°)

অমিত্র—(ক্লী) [অম উণ্ ইত্র] মিত্র নহে, শত্রু। (ঋক্ ৬ ৪৪ ১৭)

অমিত্রখাদ—(পুং) শত্রুখাদক, যে শত্রুকে ধ্বংস করে। (ঋক্ ১০ ১৫২ ১) অমিত্রখাদ দেবরাজ ইন্দ্রের একটী নাম।

অমিত্রঘাত—(ত্রি) শত্রুঘাতী। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই শব্দ আছে (১২১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে "অমিত্রাণাং হন্তা" এইরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে (ঐত ব্রা° ৮ ১৭

২ (পুং) মৌর্য্যবংশীয় এক নৃপতির নাম। মৌর্য্যবংশের স্থাপয়িতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের নামান্তর বা বিরুদ। অথিনৈওস্ (Athenaios) ইঁহাকে Amitrochates নামে এবং ষ্ট্রাবো ইঁহাকে Sandracottusএর পুত্র Allitrochades বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (বিন্দুসার দ্র°)

অমিত্রজিৎ—(পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবর্ণরাজের পুত্র। মৎস্য পুরাণে অমরজিৎ, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে 'অমিত্রজিৎ' নাম দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতে ইঁহার পুত্রের নাম বৃহদ্রাজ। ২ ভাগবতের মতে ইনি সগরবংশীয় নরপতি সুতপার পুত্র। ইঁহারও পুত্র বৃহদ্রাজ। ৩ ভাগবতে অন্যত্র দেখা যায়—সূর্য্যবংশীয় সুমতির পুত্র তৈজস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ। (ত্রি) ২ শত্রুজয়কারী।

অমিত্রদম্ভন—(ত্রি) যে শত্রুর অনিষ্টসাধন করে। (ঋক্ ৪.১৪.৪)

অমিত্রসহ—(ত্রি) রিপুজয়শীল, বলবান্।

অমিত্রসাহ—(ত্রি) [অমিত্র-সহ-অণ্] শত্রুজেতা, বলবান্। (অথর্ব ১.২০.৪)

অমিত্রসেনা—(স্ত্রী) শত্রুসেনা। (অথর্ব ৫.২০.৬)

অমিত্রহন্—(পুং) শত্রুঘাতী। (ঋক্ ১০.৮৩.৩)

অমিত্রাক্ষর—বাঙ্গালা কবিতায় প্রচলিত একটী নূতন ছন্দ। এই ছন্দের প্রতি পঙ্ক্তির শেষ অক্ষরের সহিত অপর পঙ্ক্তির শেষ অক্ষরের মিত্রতা বা মিল নাই। ইংরাজীতে ইহাকে 'Blank verse' বলে। ইহা চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ, কিন্তু কোন পঙ্ক্তিরই শেষ দুই অক্ষরের মিল নাই, অথচ যতি, লয় ও শব্দস্বরের উদাত্ত অনুদাত্তভাব সমভাবে বিদ্যমান আছে, এজন্য অমিত্রাক্ষর নাম দেওয়া যায়। আমাদের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথমে বাঙ্গলা কবিতায় প্রচলিত করেন। তিনি ইংরেজ মহাকবি মিল্টন, বায়রণ প্রভৃতির কাব্য পাঠ করিয়া তদনুকরণে এই ছন্দের আমদানী করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই কারণে ইহা "মাইকেলী ছন্দ" নামেও কথিত হয়। [মধুসূদন দত্ত দ্র°]

অমিত্রায়ুধ—(ত্রি) শত্রুর অভিভবকারী। ২ যাহা শত্রুকে দমন রাখিতে সমর্থ। (ঋক্ ৩.২৯.১৫)

অমিত্রিন্—(ত্রি) বিপক্ষ, বিদ্বেষী ব্যক্তি, যে মিত্রতা রাখে না। (ঋক্ ১.১২০.৮) (স্ত্রী) অমিত্রিণী।

অমিত্রিয়—(ত্রি) প্রতিকূল শত্রু। (ঋক্ ৬.১৭.১) এই অর্থে অমিত্র্য পদও হয়।

অমিথিত—(ত্রি) অপ্রকাশিত। ২ অপ্রকোপিত। (ঋক্ ৮.৪৫.৩৭) ৩ যে শপীকৃত নহে।

অমিথ্যা—(স্ত্রী) মিথ্যা নহে। (রঘু. ১৪.৬) (অব্য) সত্য-সত্য।

অমিন্—(ত্রি) [অম-ইনি] গমনশীল। ২ রোগী, পীড়িত।

অমিন—(ত্রি) অহিংসিত, বিনষ্ট নহে। (ঋক্ ৬.১৯.১ ২ ভীষণ, ভয়প্রদ। ৩ অপরিমাণ।

অমিনৎ—(ত্রি) যাহা হিংসাযুক্ত নহে। (ঋক্ ১.১২৪.২) ২ অবিদারিত।

অমিয়—(প্রাকৃত) অমৃত। "অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূর্ণিমা শশী।"

অমিল—(ত্রি) পার্থক্য, পরস্পরের মনোভাবের মিলন না হওয়া। ২ বিরোধ।

অমিলাতক—(স্ত্রী) বেলফুল। (হলায়ুধ)

অমিলাতকা—(স্ত্রী) মহারাজতরুণীপুষ্পবৃক্ষ, চামেলী। ২ বেলফুল। (রাজনি°)

অমিলিত—(ত্রি) অসংসৃষ্ট, পৃথক্।

অমিশ্র—(ত্রি) সংযোগশূন্য। ২ অভিসন্ধিরহিত। ৩ যাহা মিশ্র নহে, খাঁটী।

অমিশ্রণ—(স্ত্রী) মিশ্রণের অভাব।

অমিশ্ররাশি—(পুং) গণিতশাস্ত্রের ১ হইতে ৯ সংখ্যা পর্য্যন্ত। ২ যে রাশিকে বিভিন্ন গুণীতকদ্বারা ভাগ করিয়া আর বিভাগ করা যায় না।

অমিশ্রণীয়—(ত্রি) মিশ্রণের অযোগ্য।

অমিশ্রিত—(ত্রি) মিশ্রণশূন্য। যে ধাতুতে অপর কিছু মিশ্রিত নাই। ২ বিশুদ্ধ।

অমিষ—(স্ত্রী) [অম ভোগে-কর্ম্মণি টিষচ্] লৌকিক সুখ। ২ ভোগ্য বস্তু। ৩ অকপট, অকৃত্রিম। ৪ অসত্য, মিথ্যা। (ত্রি) [নাস্তি মিষম্ছলং যস্য যত্র বা, বহুব্রী] ৫ ছলশূন্য।

অমীত—(ত্রি) [মী বধে-কর্ম্মণি ক্ত মীতম্, নঞ্-তৎ] অহিংসিত। ২ শত্রু, দুর্মন্।

অমীতবর্ণ—(ত্রি) অহিংসিতবর্ণ। (ঋক্ ৪.৫১.৯) ২ অম্লান বর্ণযুক্ত, যাহার রঙ্ ফিকা হয় না।

অমীমাংসা—(স্ত্রী) অধ্যাহার বা অনুসন্ধানের অভাব। কোন তর্কের শেষ নিষ্পত্তি না হওয়ার অবস্থা।

অমীমাংস্য—(ত্রি) অধ্যাহার বা শেষ নিষ্পত্তিহীন। ২ অনুসন্ধানের অযোগ্য।

অমীর (পারসী)—[আমীর দ্র°]

অমীরচন্দ্র পণ্ডিত—ভাবিজ্ঞানগ্রন্থ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থপ্রণেতা।

অমীব—(ত্রি) [অম রোগে-ঈব] রোগ। (শুক্লযজুঃ ৯.. ২ হিংসিত। ৩ পাপ। ৪ দুঃখ। ৫ প্রেত, শয়তান।

অমীবচাতন—(ত্রি) [অমীবং রোগং চাতয়তি চত যাচনে ণিচ্-ল্যু] রোগনাশক। (ঋক্ ১.১২.৭) ২ শত্রুঘাতক। (স্ত্রী) [গৌরাদি ঙীপ্] অমীবচাতনী।

অমীবহৎ—(ত্রি) রোগনাশক। (ঋক্ ১.১৮.২) ২ শত্রুঘাতক। [অমীবচাতন দ্র°]

অমীবা—(স্ত্রী) রোগ। (ঋক্ ১.১৮৯.৩) [অমীব দ্র°]

অমুক—(ত্রি) [অদস্-টেরকচ উঃ মশ্চ] অদস্ শব্দের অর্থ। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২.৮৭) চলিত ভাষায় 'ফলনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অমুক্ত—(ত্রি) মুক্ত নহে। সবদ্ধ। ২ জন্মমরণে আবদ্ধ। ৩ অস্ত্র, তরবারি। মারিবার সময় তরবারি ছুরি প্রভৃতি হস্তে আঁটিয়া ধরিতে হয় বলিয়া অমুক্ত বলা হয়।

অমুক্তহস্ত—(ত্রি) অনুদার। ২ সহ ব্যয়শীল নহে। (স্ত্রী) অমুক্তহস্তা। (মনু ৫.১৫০)

অমুক্তি—(স্ত্রী) মুক্তি বা মোক্ষের অভাব। ২ স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার অভাব।

অমুখ—(ত্রি) মুখরহিত।

অমুখ্য—(ত্রি) অপ্রধান। ২ অধীন।

অমুগ্ধ—(ত্রি) অনাকুল, অব্যগ্র। (শতপথব্রা° ৩.৭.১.২২) ২ যে মুগ্ধ নহে, অবিচলিত।

অমুচ্—(ত্রি) মুক্তিহীন। (শতপথব্রা° ১২.৪.১৬)

অমুটী (স্ত্রী) ভূত, ডাইন। (অথর্ব ১৬.৬১০)

অমুতস—(অব্য) [অমুষ্মাৎ অদস্ তসিল উঃ মশ্চ] উহা হইতে। ২ পরলোক হইতে। (ঋক্ ১.১৭৯.৪)

অমুত্র—(অব্য) [অমুষ্মিন অদস্ ত্রল উঃ মশ্চ] পরকালে। (শতপথব্রা° ১.৭.৩.৯) ২ ঐ স্থানে।

অমুত্রত্য—(ত্রি) পরকালভব পরকালপ্রাপ্ত।

অমুত্রভূয়- (স্ত্রী) [অমুত্র ভূ ভাবে ক্যপ] পরকালের ধর্ম। (শুক্লযজুঃ ২১.৯) ২ মৃত্যু।

অমুথা—(অব্য) [অমুনা প্রকারেণ অদস্ থাল] সেই বা ঐ প্রকার (শতপথব্রা ৩.৪ ১০)

অমুদ্র্যচ্—(ত্রি) অদস্ শব্দের অর্থ যেরূপ এইরূপ অমুদ্রচ শব্দের অর্থ 'তাহাকে প্রাপ্ত' ও বুঝায়।

অমুদ্রক্ষ—(ত্রি) তাহার পূজক।

অমুমুযচ্—(ত্রি) অদস্ শব্দের অর্থ প্রাপ্ত।

অমুমুযক্ষ—(ত্রি) তাহার পূজক। উহাকে যে পূজা করে।

অমুয়া—(অব্য) ঐ মার্গে। (ঋক্ ৪.১৮.১)

অমুরাথ—তুরস্কের কএকজন সম্রাটের নাম। প্রকৃত নাম মুরাদ। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ উহাকে বিকৃতরূপে অমুরাথ (Amurath) লিখিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর (বিজয়পুর) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল মুজফ্‌ফর য়ুসুফ আদিলশাহ আনাতোলিয়ার তুর্কসম্রাট্ ২য় অমুরাথ বা আঘা মুরাদের পুত্র।

অমুর্হি—(অব্য) ঐ দিন বা ঐ সময়ে। ২ তৎকালে। (শতপথব্রা)

অমুবৎ, অমোবৎ—(অব্য) [অমুষ্যেব অদস্-বতি] তাহার ন্যায়।

অমুষ্য—(ত্রি) প্রসিদ্ধ। ২ খ্যাতনামা।

অমুষ্যকুল—(স্ত্রী) [অলুক্ ৬-তৎ] প্রসিদ্ধকুল। ২ প্রসিদ্ধকুলের ভাব, কৌলীন্য।

অমুষ্যায়ণ—(পুং) বিখ্যাত বংশের উৎপন্ন অপত্য। আমুষ্যায়ণ পদও হয়।

অমূক—(ত্রি) মূক বা বোবা নহে। ২ বক্তা। ৩ বাচাল। ৪ প্রবীণ।

অমূঢ—(ত্রি) অলুপ্তসংজ্ঞা। ২ বুদ্ধিমান। ৩ অকাতর।

অমূদৃক্ষ—(ত্রি) [অমুমিব পশ্যতি অসাবিব দৃশ্যতে বা অদস্দৃক্ষ অথবা দৃশ্-কস্] এ ব্যক্তি দেখিতে যেন তাহার মত বা উহার মত। স্ত্রীলিঙ্গে অমূদৃক্ষী।

অমূর—(ত্রি) মূঢ় নহে, মোহশূন্য। (ঋক্ ১.৬৮.৪)

অমূর্ত্ত—(ত্রি) [মূর্চ্ছ ক্ত চ্ছ লোপঃ মূর্ত্তং ন মূর্ত্তম, নঞ্-তৎ] মূর্ত্ত নহে, অবয়বশূন্য, আকাররহিত, অপরিচ্ছিন্ন, পরিমাণশূন্য। (শতপথব্রা° ১৪.৫.৩.১) (পুং) ২ শিব।

অমূর্ত্তগুণ—(পুং) [অমূর্ত্তস্য গুণঃ, ৬-তৎ] অমূর্ত্ত আকাশাদির গুণাবশেষ।

অমূর্ত্তরজস্—রামায়ণবর্ণিত একজন প্রাচীন রাজা। ইনি কুশের পুত্র মহিষী বৈদর্ভীর গর্ভজাত, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ। ধর্ম্মারণ্যের নিকট ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য স্থাপন করেন।

অমূর্ত্তরথ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি কুশের পুত্র। (বিষ্ণুপু°) ২ যযাতিবংশীয় রাজা রন্তিনারের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম মনস্বিনী। (মৎস্যপু)

অমূর্ত্তরযা—একজন প্রাচীন রাজা। ইনি জগদ্বিখ্যাত যজ্ঞকারী রাজা গয়ের পিতা।

অমূর্ত্তসাদ—, অমূর্ত্তসাদাখ্য—শিবমূর্ত্তিভেদ। বাতুলশুদ্ধাগম-তন্ত্রে শিবোৎপত্তি প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে যে, আদিশক্তির দশমাংশ হইতে সদাশিবতত্ত্বের উদ্ভব হয়, ইনি অমূর্ত্তসাদাখ্য বা ঈশান নামে প্রখ্যাত। পরাশক্তির ন্যায় আদিশক্তি অমূর্ত্ত হওয়ায় তৎসমুদ্ভূত দ্বিতীয়তত্ত্ব অমূর্ত্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সদাশিব তত্ত্বগুলি বড়ই জটিল এবং পরস্পরে পরস্পরের সাহচর্য্যে উদ্ভূত। যেমন শিবসাদ হইতে অমূর্ত্তসাদ এবং অমূর্ত্তসাদ হইতে মূর্ত্তসাদ (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হন।

অমূর্ত্তি—(ত্রি) [মূর্চ্ছ ক্তিন মূর্ত্তিঃ নাস্তি মূর্ত্তির্যস্য, নঞ্-বহুব্রী] মূর্ত্তিশূন্য, আকৃতিহীন। (পুং ২ গগনাদি। ৩ বিষ্ণু। "অমূর্ত্তির-নঘোঽচিন্ত্যঃ" (বিষ্ণুস°)

অমূর্ত্তিমৎ—(ত্রি) [মূর্ত্তি মতুপ্ ন মূর্ত্তিমৎ, নঞ্-তৎ] যাহার মূর্ত্তি নাই। ২ গগনাদি ৩ বিষ্ণু।

অমূল—(ত্রি) [নাস্তি মূলং যস্য, বহুব্রী] আদিকারণশূন্য, যাহার গোড়া নাই। (শতপথব্রা ২.৩.১.১০) ২ মূলশূন্য বৃক্ষ। (স্ত্রী) [মূলাভাবাৎ ন ঙীপ টাপ্, অমূলা] ৩ অগ্নিশিখা বৃক্ষ।

অমূলক (ত্রি) [নাস্তি মূলং যস্য কপ্ বহুব্রী] আদিকারণশূন্য। ২ নির্মূল। ৩ প্রমাণাদি রহিত। ৪ মিথ্যা।

অমূলা—(স্ত্রী) অগ্নিশিখাবৃক্ষ, ইষলাঙ্গুলিয়া।

অমূল্যচরণ বসু—একজন চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক। 'নব্য-ভারত' মাসিক পত্রে ইঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট ইঁহার জন্ম হয়। পাঠ্যাবস্থায় ইঁহার মেধাশক্তি বিশেষভাবে বিকাশিত হইয়াছিল।

প্রায় সকল পরীক্ষাতেই ইনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী। বিদেশীয় প্রণালীতে দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণে ইনি অগ্রদূতস্বরূপ ছিলেন। দেশের অনেক জনহিতকর কার্য্যের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাত্র ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অমৃক্ত—(ত্রি) অশোধিত, অপ্রকাশিত। (ঋক্ ৯ ৬৯.৫) ২ অহিংসিত। (ঋক্ ৭.৩৭.১)

অমৃণাল—(ক্লী) লামজ্জক, শ্বেত উশীরবৃক্ষ ২ বেণারমূল।

অমৃত—(ত্রি) [মৃঙ্-ক্ত, নঞ্-তৎ] জীবিত, যে মরে নাই। ২ মরণশূন্য। (শতপথব্রা° ২ ২.২৮) ৩ যে মরে না, অবিনাশী। (গীতা ১৪.২৭) ৪ সুন্দর, প্রিয়। (পুং) ৫ দেবতা। (শুক্ল-যজুঃ ৩৩.৪০) ৬ ইন্দ্র। ৭ সূর্য্য। ৮ প্রজাপতি। ৯ আত্মা। ১০ বিষ্ণু। ১১ শিব। ১২ ধন্বন্তরি। ১৩ পারদ। ১৪ বনমুদ্গ। ১৫ বারাহী নামক মহাকন্দশাক। (ক্লী) [ভাবে ক্ত] ১৬ জল। (ছান্দোগ্যোপ° ৬ ৫ ৪) ১৭ ঘৃত। (মাঘ ২.১০৭) ১৮ সমুদ্র। ১৯ নবনীতক। ২০ যজ্ঞের অবশিষ্ট দ্রব্য পুরোডাশাদি। (মনু ৩.২৮৫) ২১ স্বর্ণ। (শুক্লযজুঃ ৩৪.৫১) ২২ দুগ্ধ। ২৩ অন্ন। ২৪ আস্বাদযুক্ত দ্রব্য। ২৫ রোগনাশক ঔষধ। ২৬ বিষ। ২৭ বৎসনাভ। ২৮ ধন, টাকা পয়সা। ২৯ মুক্তি, মোক্ষ। ৩০ অম্বষ্ঠ। ৩১ দেবগণ। ৩২ বৈকুণ্ঠ, স্বর্গ। ৩৩ সোমরস। ৩৪ অহ-রত্ন, হীরকাদি। ৩৫ অযাচিত দান। (মনু ৪.৩) ৩৬ ভোজন। ৩৭ মিষ্টান্ন। ৩৮ চমৎকার, চমকপ্রদ। ৩৯ বার এবং তিথি-ঘটিত এক প্রকার যোগ। ৪০ বার এবং নক্ষত্রঘটিত যোগ-বিশেষ। ৪১ মাহেন্দ্র প্রভৃতি যোগের অন্তর্গত এক যোগ। [অমৃত-যোগ দ্র°] ৪২ ব্রহ্ম। ৪৩ অমৃততুল্য। ৪৪ পঞ্চ মহাযজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন। (গীতা ৪.৩১) (স্ত্রী) ৪৫ গুড়ূচী। ৪৬ ইন্দ্রবারুণী। ৪৭ জ্যোতিষ্মতী লতা। ৪৮ গোরক্ষদুগ্ধা। ৪৯ অতিবিষা। ৫০ রক্তত্রিবৃৎ। ৫১ দূর্ব্বা। ৫২ আমলকী। ৫৩ হরীতকী। ৫৪ তুলসী। ৫৫ পিপুল। ৫৬ স্থূলমাংস হরীতকী। ৫৭ সুরা, মদ।

(ক্লী) [ভাবে ক্ত মৃতং, নাস্তি মৃতং মরণমনেন, নঞ্-বহুব্রী] ২ অমৃত, পীযূষ। (রঘু ৮.৪৬) কথিত আছে যে, পৃথুরাজের ভয়ে পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দেবতারা ইন্দ্রকে বৎস করিয়া সুবর্ণপাত্রে সেই গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করেন। তাহাতে পৃথিবীর স্তন হইতে অমৃতরূপ দুগ্ধ বাহির হয়। পরে দুর্ব্বাসার শাপে সেই অমৃত সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল। শেষে দেবাসুর ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিলে অমৃত পুনর্ব্বার উত্থিত হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে অমৃত পান করিলে জরা, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই ঘটে না।

অমৃত, —ধর্ম্মের ঔরসে ও মরুত্বতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। অগ্নি, চক্ষু, জ্যোতি ও মিত্র প্রভৃতি আরও কয়েক সহোদরের নাম পাওয়া যায়। (হরিবংশ)

ভাগবতের মতে ইনি প্লক্ষদ্বীপের অন্তর্গত অমৃতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার পিতা মনুবংশীয় নরপতি ইধ্মজিহ্ব। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা কপিলা অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা প্রভৃতিকে প্রসব করেন। (কালিকাপু°)

বায়ুপুরাণ মতে অমৃত নামে এক মহর্ষি ব্রহ্মার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে অঙ্গিরসের পুত্র অমৃত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।

অমৃত—পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে—কদাচিৎ ইন্দ্র দুর্ব্বাসার শাপে শ্রীহীন হইলে ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর উপদেশে দেব-দানব উভয়ে মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করেন। মন্থন কার্য্য সমাপ্ত হইলে সাগর হইতে প্রথমে সুরপূজিতা কামধেনু সুরভী, তৎপরে বারুণী ও পারিজাত প্রভৃতি নন্দন তরু, তৎপরে অপ্সরাগণ এবং বিষের উদ্ভব হইল। সর্ব্বশেষে অমৃত পূর্ণ কমণ্ডলুহস্তে শ্বেতাম্বরধর ভগবান ধন্বন্তরি আবির্ভূত হন। তখন দৈত্যগণ বলপূর্ব্বক সেই কমণ্ডলু গ্রহণ করিলে বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তিতে অসুরগণের নিকট হইতে তাহা উদ্ধার করেন এবং অমৃত বণ্টনের ছলে দেবগণের ভাগেই সমস্ত পরিবেশন করেন।

এই অমৃত মন্থনের ঘটনা রামায়ণেও ঐরূপ লিখিত আছে।

বাইবেল এবং ইউরোপীয় পুরাণ মতে অমৃতের প্রতিশব্দ এমব্রোসিয়া (Ambrosia)। ইহা দেবগণের পানীয় এবং যাঁহারা অমর তাঁহারাও ইহা পান করিয়া থাকেন। রচার (W H Roscher) মনে করেন যে, এই নেকটার এবং এমব্রোসিয়া এক প্রকার মধু এবং ইহার অমরত্ব ও পবিত্রতা দানের ক্ষমতা আছে।

গ্রীক মতে এবং প্রসিদ্ধ কবি হোমারের মতেও অমৃত (Nectar) দেবতাগণের পুষ্টিকর পানীয়। হোমার নেকটার এবং এমব্রোসিয়ার মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে নেকটার পানীয় এবং এমব্রোসিয়া খাদ্যদ্রব্য। কিন্তু এল্‌ক্ম্যান-নেকটার (Alcman nectar) খাদ্যরূপে বিবেচিত হয়। এই দুই প্রকার দ্রব্যই সুগন্ধি।

প্রবাদ আছে যে এই প্রকার অমৃত (Nectar and Ambrosia) স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহারা খাদ্য এবং পানীয়রূপে বিবেচিত হইল। এই প্রকার মধুকে কেহ কেহ শিশির (dew) বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন।

অমৃতক—(ক্লী) পীযূষ।

অমৃতকন্দা—(স্ত্রী) কন্দগুড়ূচী। (বৈদ্যকনি°)

অমৃতকর—(পুং) চন্দ্র।

অমৃতকল্পরস—অজীর্ণাধিকারোক্ত রসৌষধভেদ। শুদ্ধ পারদ ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া তদর্দ্ধ শুদ্ধ বিষ এবং তাহার সমান টঙ্কণ মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে তিন দিন ভাবনা দিবে। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

অমৃতকাঞ্চী—যদুবংশীয় রাজা ভোজের মহিষী। ইঁহার গর্ভে কুকুর, ভজমান, শ্যাম ও কম্বলবর্হি জন্মগ্রহণ করেন। (পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড) [কম্বলবর্হি দ্র°]

অমৃতকুণ্ড—(স্ত্রী) অমৃতপাত্র। ২ সাধুসন্ন্যাসীর পাত্রবিশেষ। ইহার পবিত্র জল মৃত ব্যক্তির গাত্রে সিঞ্চন করিলে মৃত পুনরুজ্জীবিত হয় এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

অমৃতকুণ্ডলী—(স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। চান্দ্রায়ণের শেষে হরিগীতি পাঠকালে দুইটী পদের মিলন হইলে এই ছন্দ হয়। ২ বাদ্যবিশেষ।

অমৃতকেশব—কাশ্মীরস্থ একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির। রাণী অমৃতপ্রভা ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (রাজত° ৪ ৬৫৮)

অমৃতক্ষার—(স্ত্রী) নিশাদল।

অমৃতগতি—(স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রত্যেক চরণে এক নগণ, এক জগণ ও পুনরায় এক নগণ এবং শেষে গুরু অক্ষর থাকিবে। কোন কোন স্থলে ইহাকে অমৃতমতী বলা হয়।

অমৃতগর্ভ—(পুং) জীব। (অথর্ব্ব ৬ ৪৬ ১) ২ ব্রহ্ম। ৩ নিদ্রা। ৪ অমৃতপূর্ণ, যাহার অন্তরে অমৃত পূরিত আছে।

অমৃতগুড়িকা—(স্ত্রী) অজীর্ণরোগে প্রযোজ্য বটিকাবিশেষ।

অমৃতঘট—(স্ত্রী) অমৃতকুম্ভ। দক্ষিণামূর্ত্তি শিবের সম্মুখস্থ বাম হাতে একটী অমৃতভাণ্ড থাকে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপু°)

অমৃতচন্দ্রসূরি—এক জৈন সাধু ও গ্রন্থকার। ইনি সংবৎ ৯৬২ অব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি কুন্দকুন্দাচার্য্য-রচিত 'সময়সারে'র এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকাগ্রন্থের নাম 'আত্মখ্যাতি'। এ ছাড়া প্রবচনসারটীকা, পঞ্চাস্তিকায়টীকা, তত্ত্বার্থসার, পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায় ও তত্ত্বদীপিকা, এই ৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

অমৃতচিতি—(স্ত্রী) অমরত্বপ্রদায়ক যজ্ঞীয় অগ্নিরক্ষার্থ ইষ্টকসঞ্চয়। (শতপথব্রা° ১০ ১.৪.২)

অমৃতচিত্র—শাক্যবুদ্ধের পিতৃষ্বসা অমৃতার পুত্র। মতান্তরে ইনি কল্যাণবর্দ্ধন নামে পরিচিত।

অমৃতজ—(ত্রি) পীযূষ হইতে উৎপন্ন। ৩ সুধাসম্ভব।

অমৃতজটা—(স্ত্রী) জটামাংসী।

অমৃতজা—(স্ত্রী) হরীতকী। (বৈদ্যকনি°)

অমৃততরঙ্গিণী—(স্ত্রী) চন্দ্রের জ্যোৎস্না। মলয়সমীরে চাঁদের কিরণলহর খেলে বলিয়া জ্যোৎস্না অমৃততরঙ্গিণী নামে খ্যাত।

অমৃতত্ব—(স্ত্রী) মুক্তি। (ঋক্ ৫ ৪.৯) ২ অমৃতের ভাব।

অমৃতদত্ত—একজন প্রাচীন কবি।

অমৃতদীধিতি—(পুং) চন্দ্র।

অমৃতদেব—একজন প্রাচীন কবি।

অমৃতদেব ভট্টাচার্য্য—বিষয়তারহস্যপ্রণেতা।

অমৃতদ্যুতি—(পুং) চন্দ্র।

অমৃতদ্রব—(ত্রি) অমৃতক্ষরণ।

অমৃতধার—(ত্রি) অমৃতবহনকারী।

অমৃতধারা—(স্ত্রী) অমৃত বিস্তার। ২ গড়ান অমৃতের ধারা। ৩ আট অক্ষরে প্রথম পাদ ও দশ অক্ষরে দ্বিতীয় পাদযুক্ত ছন্দোবিশেষ।

অমৃতধ্বনি—(স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ। ইহাতে ২৪ মাত্রা এবং প্রথমে একটী দোহা থাকে। ইহাতে ছয় চরণ, প্রত্যেক চরণে তিন তিন করিয়া যমক পড়ে এবং দ্বিত্ব বর্ণের প্রয়োগস্থলে শব্দের গুরুত্ব অনুভূত হয়। প্রায় বীররসেই ইহার অধিক প্রয়োগ দেখা যায়।

অমৃতনাথমিশ্র মহামহোপাধ্যায়—একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইনি মাণিকশর্ম্মার পুত্র। ইঁহার রচিত গ্রন্থনিচয়—কৃত্যসারসমুচ্চয়, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বসার ও বাদসারসমুচ্চয়।

অমৃতনালিকা—(স্ত্রী) কর্পূরনালিকাবিশেষ। ২ পক্কান্নবিশেষ।

অমৃতপ—(পুং) [অমৃতং সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতং পাতি রক্ষতি অসুরেভ্যঃ পা রক্ষণে ক] বিষ্ণু। সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিলে দৈত্যেরা তাহা লইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই অমৃত দেবতাদের নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বিষ্ণুর নাম অমৃতপ অর্থাৎ অমৃতের রক্ষকর্ত্তা। [অমৃত-পা পানে ক] ২ দেবতা। (ত্রি) ৩ অমৃততুল্য মধু প্রভৃতি পানকর্ত্তা। ৪ কশ্যপের পত্নী দনুর গর্ভজাত দানবভেদ। (মহাভা°)

অমৃতপক্ষ—(পুং) অগ্নি। অগ্নি সকল বস্তুকে দগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়া ফেলে, কিন্তু স্বর্ণকে নষ্ট করিতে পারে না। বরং সুবর্ণের গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া দেয়, এজন্য অগ্নির নাম অমৃতপক্ষ হইয়াছে। ২ সোণার ন্যায় বর্ণের পাখাযুক্ত পক্ষী। (শতপথব্রা° ৯ ৪.৪.৫)

অমৃতপাঠক—এক স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। ইনি সখারামের পুত্র। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'সংস্কারপদ্ধতি'। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের পরে ইনি জীবিত ছিলেন।

অমৃতপ্রভ (লোকেশ্বর)—বৌদ্ধ দেবতাভেদ। একমুখ, দুই হস্ত এবং পদ্মাসনে বজ্রপর্য্যঙ্ক মুদ্রায় উপবিষ্ট। তিনি দক্ষিণ হস্তে

দুইটী বজ্র ক্রোড়ের উপর এবং বাম হস্তে পদ্মনাল ধরিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন মূর্ত্তিতে বাম হস্ত বক্ষের উপর সংন্যস্ত।



অমৃতপ্রভ।

অমৃতপ্রভা—সাবর্ণি মন্বন্তরের এক দেবতা। (ভাগবত)

অমৃতপ্রভা,—কাশ্মীরের এক রাণী ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজ-কন্যা। কাশ্মীরপতি মেঘবাহনকে স্বয়ম্বরসভায় ইনি মাল্যদান করেন। (রাজত°)

অমৃতপ্রাশ—কাশ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের মহোপকারী ঘৃতবিশেষ। গব্য ঘৃত /৪ সের অল্প হরিদ্রাসংযোগে মূর্চ্ছা করিয়া ১৫ দিন রাখিয়া দিবে। পরে কাথার্থ সুপক্ব আমলকীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষুরস, নপুংসক ছাগমাংসের কাথ, ছাগ-দুগ্ধ প্রত্যেক /৪ সের। সাতদিন অন্তর অন্তর এক একটী দ্রব্য ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, বেণার মূল, জীবন্তী, শুঁঠ, শঠী, শালপাণি, চাকুলে, মাষাণী, মুগানী, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, কণ্টিকারি, বৃহতী, শ্বেতপুনর্ণবা, যষ্টিমধু, আলকুশী বীজ, শতমূল, ঋদ্ধি, পরুষ ফল, বামুনহাটীর মূল, মনেকা, শিঙ্গাড়া, ভূমি আমলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পিপুল, বেড়েলা, কুলের বীজের শাঁস, আখরোট, বাদাম, পিণ্ডীখেজুর, ফলসা, প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সিদ্ধ হইলে কল্ক দ্রব্য ছাঁকিয়া শীতল ঘৃতে মধু /২ সের, চিনি /৬।০ সের ; মরিচচূর্ণ, দারুচিনিচূর্ণ, বড় এলাচচূর্ণ, তেজপত্রচূর্ণ, এবং নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধ পল একত্র মিশ্রিত করিবে।

প্রকারান্তর—গব্য ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ নপুংসক ছাগলের মাংস ১২॥ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে ; অশ্বগন্ধা কাথার্থ ঐরূপ, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। ৭ দিন অন্তর এক একটী দ্রব্য ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। কল্কার্থ শ্বেত-বেড়েলামূল, যব, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধনে, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, মৃগনাভি, আলকুশী বীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, জাতীপুষ্প, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, জৈত্রী ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলা-কুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ডুমুর, প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সিদ্ধ হইলে কল্ক দ্রব্য ছাঁকিয়া শীতল ঘৃতে এক সের চিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা।

এই সমস্ত ঘৃত অল্প উষ্ণ দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করিতে হয়। ইহাতে সকল প্রকার কাসরোগ, ধ্বজভঙ্গ, দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে এবং শরীর পুষ্ট, বুদ্ধির তেজোবৃদ্ধি ও কন্দর্পের ন্যায় কলেবর হইয়া থাকে।

অমৃতপ্রাশাবলেহ—(পুং) রাজযক্ষ্মা অধিকারোক্ত একপ্রকার অবলেহ। বৈদ্যকে এই অবলেহ প্রস্তুতের এই প্রকার বিধান আছে—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ধাত্রী, মঞ্জিষ্ঠা, প্রত্যেকে সমান এবং বট, অশ্বত্থ, উডুম্বর, ও পাকুড় এই সমস্ত বৃক্ষের ছাল প্রত্যেকের সমান অংশ লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া পুনরায় মনক্কা, কিশমিস, চন্দন, খস, নীলকমল, পদ্মকাষ্ঠ, মধুক, লবঙ্গ, অনন্তমূল, কাশ্মরী, গন্ধ-তৃণ প্রত্যেকে সমান করিয়া এই সমস্ত দ্রব্যের কল্ক প্রস্তুত করিয়া ১৪ সের ঘৃতের সহিত পাক করিবে। যখন সমস্ত দ্রব্য সুসিদ্ধ হইবে তখন ২ সের মধু ও ২ সের চিনি এবং দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, ও নাগকেশর এই সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকের অর্দ্ধপল পরিমিত চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহাকে অমৃত প্রাসাবলেহ বলে। প্রতিদিন এই ঔষধ নিয়মিত সেবন করিলে রাজযক্ষ্মারোগ আরোগ্য হয়।

অমৃতফল—(ক্লী) রুচিফল। ২ নাসপাতি। ৩ পেঁপে। (পুং) ৪ পটোলবৃক্ষ। ৫ পারাবত বৃক্ষ। (স্ত্রী) ৬ আমলকী বৃক্ষ। ৭ দ্রাক্ষালতা।

অমৃতফলা—(স্ত্রী) দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। ২ কিসমিস, মনেকা। ৩ আমলকী। ৪ লঘুখর্জ্জুর, ছোট খেজুরের গাছ।

অমৃতবন্ধু—(পুং) চন্দ্র। ২ দেবমাত্র।

অমৃতবাজার—বাঙ্গালার যশোর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। স্থানীয় ভূম্যধিকারী 'অমৃতবাজারপত্রিকা' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়গণের মাতা অমৃতময়ীর নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ হয়। অক্ষা° ২৩°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°৬´ পূঃ। [অমৃতবাজার-পত্রিকা দ্র°]

অমৃতবাজার-পত্রিকা—সর্ব্বজন-সমাদৃত বাঙ্গালার একখানি প্রধান সংবাদপত্র। ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে (ইংরেজী ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে) যশোহর সহরের ১২ মাইল পশ্চিমে স্বচ্ছসলিলা কপোতাক্ষী নদীর তীরে পলুয়া

মাগুরা (আধুনিক অমৃতবাজার) নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে "অমৃতবাজার-পত্রিকা"র জন্ম হয়। ইহার পরিচালকগণ ছিলেন হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল এবং তাঁহাদের অগ্রজ বসন্তকুমার। ইঁহারা জন্মাবধি পল্লীগ্রামে বাস করিয়া পল্লীবাসী সকল শ্রেণীর লোকদিগের সহিত ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করিয়া এবং তাহাদের সকল অভাব অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া তাহাদিগের সুখদুঃখের ভাগী হইয়াছিলেন। ঘোষভ্রাতারা বুঝিয়াছিলেন, লোকের অবস্থার সম্যক্ উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা কিছুতেই ঘুচিবে না, আর অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য বিশেষ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা নিজগ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়, শিল্প-কৃষি ও নৈশ বিদ্যালয়, নারী-শিক্ষা মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর, সেবা সমিতি, ব্যায়ামাগার, দরিদ্রভাণ্ডার, হাটবাজার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত এবং গ্রাম্য রাস্তা ঘাট, জলনিকাশের পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নিজ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বসন্তকুমার ও তাঁহার ল্রা[illegible] বুঝিয়াছিলেন, যভাবে তাঁহারা ২।৪ খানি গ্রামের উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, সেভাবে সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সমগ্র দেশবাসীকে উন্নত করিতে হইলে সম্ভবতঃ সংবাদপত্রের মধ্য দিয়াই তাহা করিতে পারা যায় কিন্তু এই ধারণা তখনও তাঁহাদের মনে তেমন বদ্ধমূল হয় নাই। বিশেষতঃ সামান্য পল্লীগ্রাম হইতে সংবাদপত্র প্রকাশিত করিবার মত অর্থ ও সামর্থ্য তাঁহাদিগের ছিল না বলিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহারা আরও বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ তাহাদের প্রকৃত অবস্থা এবং তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ ও প্রতিকারের উপায় তাহাদিগকে জ্ঞাত করা তদপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। একমাত্র প্রচারের দ্বারাই ইহা সুফল হইতে পারে, আর এই প্রচারকার্য্য সংবাদপত্রের সাহায্যে করিতে পারিলে অনায়াসেই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু একটী বিশেষ কারণে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের এই ধারণা ঠিক কি না। তাঁহারা দেখিলেন দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত যে কএকখানি সংবাদপত্র সে সময় চলিতেছিল তাহার অধিকাংশ পত্রের কলেবর ধর্ম্ম, সমাজ, হাস্যকৌতুক বা সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ থাকিত,—দেশের ও দেশবাসীর কিসে মঙ্গল হইবে এবং তাহাদিগের প্রকৃত অভাব অভিযোগ কি, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বা আলোচনা তাহাতে থাকিত না।

যাহা হউক, এই সময় একটী ঘটনা ঘটিল যাহাদ্বারা সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশের লোককে সুশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হইল। ইং ১৮৫৮ সালে নীলকরদিগের অত্যাচারে যশোহর ও তন্নিকটস্থ জেলাসমূহের কৃষককুল বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় যশোহর সহরের নিকটবর্ত্তী চৌগাছা নামক গ্রামের বিশ্বাসেরা প্রজাদিগের সাহায্যার্থে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া প্রজাদিগের দ্বারা নীলকরদিগের বিরুদ্ধে যশোহর আদালতে অনেকগুলি মোকদ্দমা রুজু করেন, কিন্তু ইহাতে কৃষকেরা কোন সুফল পায় নাই।

শিশিরকুমার তখন যশোহর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিলেন। নীলকরঘটিত একদ্দমা লইয়া সহরে বেশ একটু আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক শিশিরকুমারও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় আদালতে উপস্থিত হইয়া মকদ্দমার বিবরণ শুনিতেন। শেষে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দাদাদের সহিত পরামর্শ করিয়া শিক্ষকের কার্য্য ছাড়িয়া দিলেন, এবং কৃষককুলের উপকারার্থে মনপ্রাণ নিয়োগ করিলেন। অতঃপর শিশিরকুমারের সুপরামর্শ ও অভয়বাণীদ্বারা দেখিতে দেখিতে নীলের চাষ বন্ধ হইয়া আসিল এবং ক্রমে প্রজাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

এই সময় নীলকর-প্রপীড়িত প্রজাদিগের দুরবস্থার হৃদয়বিদারক কাহিনী হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে প্রকাশিত হইত। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক শিশিরকুমার এই সকল লিখিয়া পাঠাইতেন এবং হিন্দু পেট্রিয়টের তৎকালীন কর্ণধার প্রাতঃস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইগুলি যত্ন সহকারে আপনার কাগজে প্রকাশ করিতেন এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই সম্বন্ধে তীব্র ভাষায় লেখনী চালনা করিতেন।

ক্রমে শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর দৃষ্টি এই দিকে পড়িতে লাগিল। তাঁহারা এই সকল কাহিনী পাঠ করিয়া বিচলিত হইলেন এবং এই সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। জনকএক সদাশয় ইংরেজও এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তাহার ফলে পার্লিয়ামেন্টে পর্য্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা হইল।

বসন্তকুমার ও তাঁহার ভ্রাতারা হিন্দু পেট্রিয়ট মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। এই সময় তাঁহাদের পূর্ব্বের ভুল ধারণা দূর হইল,—সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশের ও দেশের মঙ্গল প্রকৃতই যে সাধিত হইতে পারে তাহা তখন তাঁহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা এতদিন তাঁহারা মনোমধ্যেই পোষণ করিতে ছিলেন, এখন তাহা প্রবলবেগে তাঁহাদের

সকলের মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিল। তখন তাঁহারা সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সময়ে আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতার জন্য তাঁহারা কোন প্রকারে কিছু টাকা যোগাড় করিলেন। সমস্ত সাজসরঞ্জামসহ একটী প্রেস ক্রয় করার পক্ষে এই টাকা যথেষ্ট নহে জানিয়াও শিশিরকুমার ২৫০ টাকা লইয়া কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে গিয়া কএকদিনের চেষ্টায় একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রেস সরঞ্জামসহ অতিসস্তায় হস্তগত করিলেন।

প্রেস তো যোগাড় হইল, তখন ইহা চালাইবার ব্যবস্থা কি করা যাইবে, তাহাই হইল শিশিরকুমারের বিশেষ চিন্তার বিষয়। কারণ কলিকাতা হইতে প্রেসের লোকজন লইয়া যাওয়া বিশেষ ব্যয়সাধ্য। শেষে তিনি স্থির করিলেন, আর কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া প্রেসসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নিজে শিখিবেন এবং গ্রামে গিয়া লোক শিখাইয়া লইবেন। তখন একটী ছাপাখানার মালিকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সেই ছাপাখানায় দিবারাত্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অক্ষর সাজান হইতে ফর্ম্মা ছাপান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য মোটামুটী শিক্ষা করিলেন। তাহার পর ছাপাখানার সরঞ্জামসহ শিশিরকুমার নৌকাযোগে বাটীতে আসিলেন।

প্রথমে গ্রাম্য সূত্রধরের সাহায্যে কাঠের প্রেসটী মেরামত করিয়া খাটান হইল। তারপর শিশিরকুমার কএকটী যুবককে অক্ষর সাজান হইতে কাগজ ছাপান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যগুলি শিখাইতে লাগিলেন। ছাপাখানার কার্য্যগুলি মোটামুটী ঠিক হইয়া গেলে, প্রথমেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ও কৃষিবিষয়ক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল, ইহার নাম দিলেন "অমৃত-প্রবাহিণী পত্রিকা," আর সম্পাদকীয় ভার লইলেন বসন্তকুমার নিজে, ইচ্ছা থাকিল ক্রমে রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিবেন।

কিছুকাল "অমৃত-প্রবাহিণী" নিয়মিত বাহির হইবার পর বসন্তকুমার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া সকলে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কাগজ বন্ধ রাখিতে হইল। চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইল না, কিন্তু পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে একদিন বসন্তকুমারের অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। তিনি তখন ভ্রাতাদের বলিলেন, "বড় সাধ ছিল দেশের কিছু কাজ করব, তা তো হ'য়ে উঠলো না। তোমরা আমার সেই সাধ পূর্ণ করে আমাকে সুখী ক'রো।" ১২৭৩ সালের ১২ই চৈত্র বসন্তকুমার পরলোকগত হইলেন।

অগ্রজের মৃত্যুতে তিন ভাই মুহ্যমান হইলেও তাঁহার শেষ কথাগুলি লইয়া প্রায়ই তাঁহারা আলোচনা করিতেন। ক্রমে তাঁহারা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন; এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার ইচ্ছানুসারে দেশের ও দশের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করিবার জন্য একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সত্বর বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু একটী বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন, স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে না পারিলে সকল কথা খুলিয়া বলা ও গবর্ণমেন্টের কার্য্যকলাপ সরলভাবে সমালোচনা করা সম্ভবপর হইবে না। আর স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ে আলোচনা না করিলেও দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হওয়া অসম্ভব।

ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহাদের পিতার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় এই বৃহৎ পরিবারের ভার তাঁহাদের উপর পড়িল। সংসার চালাইবার জন্য তাঁহাদের তিন ভ্রাতাকে চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বসন্তকুমারের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তৎকালীন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মনরো ও তাঁহার সহযোগী মিঃ ওকিনালী (যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন) সাহেবদ্বয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার ইনকমট্যাক্সের এসেসরের কার্য্য গ্রহণ করেন। সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে চালাইতে হইলে চাকুরী ছাড়িতে হইবে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন।

শিশিরকুমার ও হেমন্তকুমার প্রথমে মনরো ও ওকিনালী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা সমস্ত কথা শুনিয়া নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহারা অচল অটল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তাঁহাদের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "এই কার্য্যে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য পাইবে।" পরে তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া ও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যও করিয়াছিলেন। সাহেবেরা ভাবিয়াছিলেন এই সংবাদপত্রের দ্বারা তাঁহারা নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইবেন। কিন্তু পরে তাঁহাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

ঘোষ ভ্রাতারা তখন ছাপাখানা গোছাইয়া লইলেন। সংবাদপত্র বাহির করিবার মত সাজ সরঞ্জামাদি কলিকাতা হইতে আনীত হইল। যে সকল দ্রব্যাদি সর্ব্বদা আবশ্যক হইতে পারে তাহা বাটীতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। কার্য্যের সুবিধা হইবে বুঝিয়া শিশিরকুমার ছাপার কালি প্রস্তুত করিলেন, কালি ভালই হইল। সুতরাং কলিকাতা হইতে কালি আনিবার আর প্রয়োজন হইল না; কাগজের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে গিয়া কাগজ-প্রস্তুতপ্রণালী শিখিয়া আসিলেন, কিন্তু আবশ্যকমত কাগজ তৈয়ার হইল না। অক্ষরাদিও অনেক সময় অভাব হইবে বুঝিয়া অক্ষরঢালা যন্ত্র ও অক্ষরের ছাঁচ আনিলেন। কখনও কখনও এরূপ অক্ষরের আবশ্যক হইত যাহার ছাঁচ আন

হয় নাই, সেই ছাঁচ বাটীতেই প্রস্তুত করিয়া লইতেন, এবং তদ্দ্বার মোটামুটি কাজ চলিয়া যাইত। আবার কোন অক্ষরের বিশেষ অভাব হইলে এবং তাহা প্রস্তুত করিতে না পারিলে প্রবন্ধ হইতে সেই অক্ষরটী বাদ দিবার জন্ত উহা অন্যরূপ করিয়া লিখিয়া লইতেন। অক্ষর যোজনা করা, কাগজ ছাপা, কালি [illegible] প্রভৃতি শিশিরকুমার পূর্ব্বেই শিখিয়াছিলেন এবং গ্রামস্থ কয়েক জনকে শিখাইয়াও লইয়াছিলেন

সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া বসন্তকুমারের মৃত্যুর এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৭৪ সালের ফাল্গুন মাসে ডিমাই ৮ পৃষ্ঠা একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অমৃতবাজারের অমৃতপ্রবাহিণী প্রেস হইতে প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার অক্ষর যোজনা হইতে কাগজছাপা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য কয়েকজনকে লইয়া শিশিরকুমারকেই করিতে হইল। এই সমস্ত কার্য্য পরবর্ত্তী সময়েও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে করিতে হইত। কারণ ডিমাই ৮ পৃষ্ঠা একখানি খবরের কাগজ নিয়মমত প্রতি সপ্তাহে ছাপা করিবার মত লোকজনের ব্যবস্থা তখনও করিতে পারেন নাই। তাহার পর কেহ অনুপস্থিত থাকিলে কিম্বা কোন চাপ [illegible] পড়িলে শিশিরকুমারকে দিবারাত্র খাটিতে হইত।

কাগজের নাম রাখা হইল “অমৃতবাজার-পত্রিকা”। জননী অমৃতময়ীর নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্ত পোলেবা গ্রাম [illegible] গ্রাম, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি [illegible] অমৃত বাজার [illegible], এইবার [illegible] অমৃতময়ীর নাম বিজড়িত করিয়া [illegible]।

শিশিরকুমারের [illegible] নীলকরদিগের অত্যাচার [illegible] সম্বন্ধে ইংরাজী [illegible] প্রবন্ধ লিখেন, [illegible] পাঠ করিয়া অনেকে মুগ্ধ হন [illegible] সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা [illegible] পড়িতেন [illegible]। এদেশীয় অনেকেই অমৃতবাজার-পত্রিকার প্রাণ [illegible] তাহার কর্ণধারকে [illegible]।

এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবার [illegible] নিকটবর্ত্তী [illegible] সবডিভিসানাল অফিসার ইহার সম্পাদক [illegible] বিরুদ্ধে মানহানির মকদ্দমা করেন। [illegible] কুমার সম্পাদকের দায়িত্ব বিজড়িত করিয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু [illegible] তাঁহাকে সম্পাদক বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারায়, প্রকাশক [illegible] মানহানিকর প্রবন্ধলেখকের পথ [illegible] এক বৎসর কারাদণ্ড হয়।

উহার অল্পদিন পরেই সেই মানহানিকর প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি গোপন করার অভিযোগে আবার শিশিরকুমার অভিযুক্ত হন।

[illegible] ৭২ খৃঃ [illegible] কলিকাতা হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহা বাঙ্গলা ও ইংরাজী মিশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ১৮৭৮ খৃঃ প্রেস আইন (Vernacular Press Act) জারী হইলে, এক রাত্রির মধ্যেই অমৃতবাজার-পত্রিকা ইংরাজী [illegible] হইল এবং ১৮৯১ খৃঃ ইহা ‘Age of Consent Bill’ সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের আকার ধারণ করিল। ইহা পুরাপর দুর্ব্বলকে রক্ষা এবং জনসাধারণের স্বাধীনতার বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে।

[illegible] খৃঃ সম্পাদকীয় [illegible] কনস্পিরেসি মামলা” সম্বন্ধে সমালোচনা প্রকাশকালে [illegible] আদালতে চলিতেছিল [illegible] সম্পাদকরূপে এবং তড়িৎকান্তি বিশ্বাস উক্ত পত্রিকার প্রকাশকরূপে অভিযুক্ত হন, এই মামলায় [illegible] ও প্রকাশক খরচাসহ [illegible] রেহাই পান।

১৯০৭ খৃঃ [illegible] লাল ঘোষ, গোপাললাল ঘোষ, [illegible] কান্তি [illegible] পত্রিকার ডিরেক্টররূপে এবং তড়িৎকান্তি [illegible] প্রকাশকরূপে অভিযুক্ত করা হয়। ইহাতে [illegible] জাস্টিস্ [illegible] জাস্টিস্ [illegible] জাস্টিস্ মুখার্জ্জি, জাস্টিস্ চিটী [illegible] জাস্টিস্ [illegible] চরিবার সময় পত্রিকার [illegible] প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহাতে ইমপিচমেন্ট [illegible] ছিল কিন্তু এবারেও [illegible] প্রমাণ করিতে না পারায় [illegible] টাকা [illegible] হয়।

১৯১২ [illegible] খৃঃ [illegible] এই পত্রিকায় [illegible] ও সেজ [illegible] (Military and [illegible] Asram) সমালোচনা। [illegible] প্রেস [illegible] ১৯১০ [illegible] প্রেস [illegible] অনুসারে ৫০০০ টাকা [illegible] পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট [illegible] হয়।

[illegible] “Arrest of M Gandhi : More outrage” ও ‘To Whom Does India Belong’ নামে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ [illegible] এই প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে ১৯২০ খৃঃ [illegible] এপ্রিল প্রকাশিত হয়। অতঃপর পুনরায় ১০০০০ টাকা [illegible] রূপে [illegible] গ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] উক্ত আইন তুলিয়া লইবার পর ঐ ১০০০০ টাকা [illegible] বর্ত্তমান সম্পাদক শিশিরকুমারের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রকাশক তড়িৎকান্তি বিশ্বাস [illegible] ১৯২৮ খৃঃ ‘Doglas Murder

Case" এর সমালোচনায় অভিযুক্ত হইয়া ৫০০ টাকা করিয়া জরিমানা দেন।

অতঃপর 'প্রেস্-অর্ডিন্যান্সে' পত্রিকা প্রেসের রক্ষক (Keeper of the "Patrika Press") এবং প্রকাশকের নিকট ৩০০০৲ টাকা বেঙ্গল-গবর্ণমেন্ট আদায় করেন।

১৯০৫ খৃঃ ২৩শে মার্চ তারিখে পত্রিকায় "Calcutta High Court" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে হাই-কোর্টের সম্বন্ধে সমালোচনা থাকায় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বর্ত্তমান সম্পাদক এবং ৺তড়িৎকান্তি বিশ্বাস তৎকালীন পত্রিকা-প্রকাশক অভিযুক্ত হয়েন। এই "Amrita Bazar Patrika" Contempt of Court Caseএর বিচারে একটী "Special Bench of the Calcutta High Court" নিযুক্ত হয় এবং বিচারে সম্পাদকের এবং প্রকাশকের যথাক্রমে তিন মাস এবং এক মাস কারাদণ্ড হয়।

লর্ড নর্থব্রুকের সময় বরোদা রাজ্যের তৎকালীন অধিপতি মহারাজ মল্লাররাও গাইকোবাড়কে এবং তৎপরে লর্ড ডাফ্‌রিণের সময় কাশ্মীরের মহারাজকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। ইঁহাদিগের এবং ভূপালের বেগম ও অন্যান্য কএকটী দেশীয় রাজ্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় অনেক লেখালিখি হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গিলঘিট্‌ নামক স্থান বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা হয়। সেই গোপনীয় দলিল অমৃতবাজার-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় গবর্ণমেন্ট 'Official Secret Act' নামক একটী আইন জারী করিতে বাধ্য হন।

লর্ড রিপনের সময় 'অমৃতবাজার-পত্রিকার' কর্ণধার মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের প্রযত্নে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রথম প্রচলিত হয়।

অমৃতবান্—স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ অজয় হেতু অজিতদেব-গণ নামে খ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে অমৃতবান দিবিমান নামক দেবগণের অন্তর্ভুক্ত। ইনি বীর্য্যবান্ ও মহাবল ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অমৃতভল্লাতকঘৃত—(ক্লী) ভেলা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত কুষ্ঠাদি রোগের উপযোগী ঘৃতবিশেষ। ৮ সের সুপক্ক ভেলা ইটের গুঁড়ির মধ্যে ফেলিয়া অন্য একখানি ইটের দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিবে। ঘর্ষণ করিবার সময়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। হাতে আটা লাগিলে সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু বাহির হইতে পারে এবং শরীর ফুলিয়া উঠে। উত্তমরূপে ঘর্ষণ করা হইলে ঝুড়ী কিম্বা ডালির মধ্যে রাখিয়া জলে পুনঃপুনঃ ধৌত করিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সমস্ত ভেলা বাঁতির দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া কাটিবে। তাহার পর ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে সেই কাথ ছাঁকিয়া ৮ সের গোদুগ্ধের সঙ্গে সিদ্ধ করিবে। ২ সের থাকিতে নামাইয়া ক্ষীরের অংশ ছাঁকিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট কাথ ৮ সের গব্য ঘৃতের সঙ্গে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া রাখিবে। তাহার পর শীতল হইলে ৪ সের পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা বা ততোধিক, অল্প দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে আহারবিহারের কোন বিধি-নিষেধ নাই, ইহা প্রাতে সেবনীয়। ইহাতে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয় এবং কুষ্ঠাদি নানা রোগ ধ্বংস হইয়া বল, বীর্য্য ও বুদ্ধি শক্তি প্রবল হয়।

অমৃতভল্লাতকাবলেহ—(পুং) কুষ্ঠাধিকারোক্ত এক প্রকার অবলেহ। বৈদ্যকে প্রস্তুতবিধি এইরূপ পাওয়া যায়—প্রথমে ১০ সের ভেলার ত্বক (ছাল) খুলিয়া ১ মণ জলে ক্ষেপণ করিবে এবং ১০ সের শুড়্‌চী কুটিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। তারপর ১ সের ঘৃত, ২০ সের দুগ্ধ, ৫ সের চিনি, ২৷০ সের মধু, মিশাইয়া একটী পাত্রে রাখিবে এবং আস্তে আস্তে মৃদুতাপে পাক করিবে। যখন সমস্ত দ্রব্য মিলিত হইবে তখন অতিবিষা, শুড়্‌চী, কাকুচী, দন্ত্য (চাকন্দাগাছ), নিমের ছাল, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, মঞ্জিষ্ঠা, গোলমরিচ, নাগরমুথা, কণা, যমানী, সৈন্ধব, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, পর্পট, তেজপত্র, বাল বা জটামাংসী, খস্, ও চন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটীর অৰ্দ্ধপল করিয়া চূর্ণ করিয়া ইহা মিলিত দ্রব্যের সহিত পুনরায় মিলাইবে। ইহাকেই অমৃত-ভল্লাতকাবলেহ বলে। প্রতিদিন বিশুদ্ধ জলের সহিত একপল করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে শরীরস্থ যাবতীয় কুষ্ঠরোগ নির্ম্মূল হইয়া থাকে এবং কুষ্ঠাদি রোগের মূল যে সমস্ত কীট আছে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হয়।

অমৃতভল্লাতকী—(স্ত্রী) একপ্রকার রসায়নযোগ। যতগুলি পাকা ভেলা ততগুলি ইষ্টকচূর্ণের সহিত মিলাইয়া খুব রগড়াইবে, তারপর জলে ধুইয়া বায়ুতে শুকাইবে। যখন ভাল করিয়া শুকাইয়া যাইবে তখন ভেলাগুলিকে ইষ্টকচূর্ণ হইতে পৃথক করিয়া যে পরিমাণ ভেলা হইবে তাহার চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে। যখন চারি ভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন আবার নামাইয়া তাহার চতুর্গুণ দুগ্ধে পাক করিবে। এবারও একচতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঘৃত দিয়া পাক করিবে। যখন পাক সুসিদ্ধ হইবে তখন নামাইয়া যতটুকু দ্রব্য তাহার অৰ্দ্ধপরিমাণ চিনি মিশাইয়া খুব আলোড়ন করিবে। তারপর একটী পাত্রে উহা সাতদিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে।

অন্যভাবে ইহার পাকপ্রণালী এইরূপ—পক্ক ভেলা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া (চিরিয়া) চতুর্গুণ জলে পাক করিবে। একচতুর্থাংশ শেষ থাকিতে নামাইয়া চতুর্গুণ দুগ্ধে পাক করিয়া পরে একচতুর্থাংশ থাকিতে সমান ঘৃতে পাক করিবে। যখন খুব

না হইবে, তখন ১৬পল মিশ্রী অথবা চিনি মিশাইয়া কাচ পাত্রে ৭দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া পরে ইহা সেবন করিবে।

অমৃতভারতী—সুবোধিকা নামে সারস্বত ব্যাকরণ টিপ্পনী-প্রণেতা।

অমৃতভুজ—(পুং) [অমৃত-ভুজ-কিপ, ৬ তৎ] দেবতা। (ত্রি) [অমৃতমযাচিতং যজ্ঞাবশিষ্টাং বা ভুঙ্‌ক্তে] ২ অযাচিত অথচ অন্য কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাহেতু আনীত বস্তুর ভক্ষক। ৩ যজ্ঞের শেষান্নভোক্তা।

অমৃতভূ—(ত্রি) জন্মমরণশূন্য।

অমৃতমঞ্জরী—(স্ত্রী) গোরক্ষদুগ্ধা নামক ক্ষুপবিশেষ। ২ সাগান্ন জ্বরে দেয় রসৌষধভেদ। হিঙ্গুল, মরিচ, টঙ্ক, পিপ্পলী বিষ, ও জৈত্রী এই সকল দ্রব্য সমভাগ। চূর্ণ করিয়া জম্বীর লেবুর রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিতে হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

অমৃতমণ্ডুর—(পুং) পরিণামশূলে প্রদেয় রসৌষধ বিশেষ। শুদ্ধ লৌহ ৮ পল, শতাবরীরস, দুগ্ধ, ঘৃত ও দধি প্রত্যেক ৮ পল একত্র পাচন করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। (বসবরত্নাকর)

অমৃতমতি—(স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। [অমৃতগতি দ্র°]

অমৃতমন্থ—(পুং) দুগ্ধাদির মন্থ।

অমৃতমন্থন—(স্ত্রী) দুগ্ধ বা দধির মন্থনরূপ প্রক্রিয়া [অমৃত দ্র]

অমৃতময়—(ত্রি) অমর। ২ অ, [illegible]। ৩ অমরণধর্ম্মা (পুরুষ)। (শতপথব্রা ১৪।৫।৫।১ ভা) স্ত্রীলিঙ্গে অমৃতময়ী। ৪ সুধার ন্যায় আস্বাদবিশিষ্ট।

অমৃতমালিনী—(স্ত্রী) দুর্গাদেবীর নামান্তর

অমৃতমুখী—এক দেবী। [illegible] তন্ত্রে এই দেবীর উল্লেখ আছে।

অমৃতযোগ—(পুং) বার ও নক্ষত্রঘটিত যোগবিশেষ। ১ বার এবং তিথিঘটিত যোগবিশেষ। যথা—রবি এবং সোমবারে পূর্ণা, মঙ্গলবারে ভদ্রা, বুধ ও শনিবারে নন্দা, বৃহস্পতিবারে জয়া, এবং শুক্রবারে রিক্তা হইলে তাহাকে তিথ্যমৃতযোগ কহে। ৩ গ্রন্থভেদে [illegible] মধ্যে মাহেন্দ্র আদির অন্তর্গত যোগবিশেষ। [তিথ্যমৃতযোগ ও নক্ষত্রামৃতযোগ দ্র°]

অমৃতরশ্মি—(পুং) চন্দ্র।

অমৃতরস—(পুং) অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু বস্তু। (ভট্টিহরি ৩।৭৭) [৬ তৎ] ২ সুধারস। ৩ পরমাত্মা।

অমৃতরসা—(স্ত্রী) কপিলাদ্রাক্ষা। ২ অন্নরসা, জাঁদোরসা।

অমৃতরাও—একজন মরাঠা সর্দ্দার এবং পেশবে বাজীরাওর ধর্ম্ম ভাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইনি হোলকরের সহায়তায় পুণার গদীতে অধিষ্ঠিত হন। বিখ্যাত মরাঠা সর্দ্দার রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) ইঁহার পিতা ছিলেন। মহাদজী রাও সিন্ধের পত্নীগণের সহিত ১৭৯৮ খৃঃ সিন্ধেরাজের বৈষয়িক বিরোধ লইয়া মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে সিবাজী রাও ঘাটগে তাঁহাদিগকে বন্দী ক[illegible]। এই ব্যাপার রাজবংশের অপমানজনক বিবেচনা করিয়া সিন্ধেরাজের অশ্বারোহী সেনাপতি তাঁহাদের উদ্ধার করিয়া অমৃতরাওর শিবিরে প্রেরণ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাটগে তাঁহাকে পুণার পথে আক্রমণ করিয়া তাঁহার কিয়দংশ শিবির ধ্বংস করিয়া দেন। মরাঠাদিগের এই আত্মকলহ এবং মহাদজীর মহিষীদিগের ব্যবস্থা অবশেষে ১৮০০ খৃঃ যশোবন্ত রাও হোলকরের মধ্যস্থ মিটিয়া যায়

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যশোবন্তরাওর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া বাজীরাও বসই পলাইয়া যান। এই সময়ে হোলকর-[illegible] অমৃতরাও [illegible] আসিয়া পুণা দখল করেন, কিন্তু [illegible] নিজে হোলকরের সাহায্য নগর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হন।

[illegible] বাজীরাওর সাহত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয়। উক্ত ইতিহাসে 'বসাই সন্ধি' নামে খ্যাত। [illegible] পেশবের দুর্ব্বলতা এবং [illegible] আধি[illegible] দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি ও কর্ণেল স্টিভেন্সন [illegible] অতিক্রম করিয়া গোদাবরী তীরে সমাগত হন। অমৃতরাও [illegible] বুঝিয়া [illegible] যান এবং তথা হইতে নাসিকে আসিয়া নগর লুণ্ঠন করেন। অতঃপর তিনি ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া কএকটী যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে লড়াই করিয়াছিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া [illegible]

ইহার পর অমৃতরাও [illegible] নদীতে এবং কয়েকবর্ষ বুন্দেলখণ্ডে বাস করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। [বাজীরাও দ্র]

অমৃতবাগ—রাষ্ট্রকূটসর্দ্দার [illegible] পিতা। ইনি লাটদেশের অধিপতি [illegible] সমকালীন ছিলেন (সংবৎ ৯৪০)।

অমৃতলতা—(স্ত্রী) গুড়ূচী। ২ অমরলতা।

অমৃতলতিকা—(স্ত্রী) গুড়ূচী। [অমৃতলতা দ্র°]

অমৃতলাল বসু—প্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য ও নাটককার। ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ, রবিবার রামনবমী তিথিতে ৮০।১ কর্ণ ওয়ালিশ ষ্ট্রীটে তাঁহার জন্ম এবং ১৩৩৬ সালের ১৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার ১ শ্যামস্কোয়ার (গাউপ) ভবনে মৃত্যু হয়। পঞ্চদশ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পানিহাটির প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী জয়নারায়ণ ঘোষের পৌত্রীর সহিত অমৃতলালের বিবাহ হয়।—তাঁহার স্ত্রী এখনও জীবিত।

অমৃতলালের পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বসু। কৈলাসচন্দ্র গতযুগের বিখ্যাত পণ্ডিত কাপ্তেন ডি. এল্ রিচার্ডসনের এক

সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। ইনি প্রথমে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে কিছুদিন সহকারী শিক্ষক এবং পরে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার পর বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। কৈলাসচন্দ্র অধিকদিন জীবিত ছিলেন না, অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অমৃতলাল তখন ১১।১২ বৎসরের বালক মাত্র। কৈলাসচন্দ্রের যে সকল ছাত্র জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় W. C Banarjee, চন্দ্রনাথ বসু, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অমৃতলালের শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল পিতৃপ্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ে (বর্ত্তমান নাম শ্যামবাজার এ ভি স্কুল)। এখানকার পাঠ শেষ করিয়া তিনি হিন্দুস্কুলে দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতেই অমৃতলালের চিকিৎসাবিদ্যা শিখিবার ইচ্ছা ছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই তিনি হোমিওপাথী চিকিৎসায় আকৃষ্ট হইয়া কাশীধামে গমন করেন এবং তাঁহার পিতৃবন্ধু, সে যুগের বিখ্যাত হোমিওপাথ, লোকনাথ মৈত্রের নিকট হোমিওপাথী শিক্ষা করেন। কাশীতে হোমিওপাথী শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি বাঁকিপুরে চিকিৎসা করিতে থাকেন। এই বাঁকিপুরে অবস্থানকালেই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য অমৃতলালের হইয়াছিল। অমৃতলাল ১৩১৭ সালের সাহিত্য পত্রে "Looking Backward" নামক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন যে ১৮৭২ খৃঃ নভেম্বর মাসে বাঁকিপুর হইতে ফিরিয়া একদিন প্রাতঃকালে যদি শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের ভিতর প্রবেশ না করিতেন তাহা হইলে হয় তিনি চিকিৎসক হইতেন বা খুল্লতাতের ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়া ভবিষ্যতে ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন, কিন্তু নট যে হইতেন না ইহা নিশ্চয়। যে ব্যাপারে অমৃতলালের জীবনের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত হইল তাহা এইরূপ:—বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে অমৃতলাল একবার করিয়া তাঁহার পুরাতন বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে অবৈতনিক শিক্ষকের কার্য্যও করিতেন। তাঁহার তখনকার ছাত্রদের মধ্যে অনারেবল ভূপেন্দ্র নাথ বসু, রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অমৃতলাল তাঁহার প্রবন্ধে যে দিনের উল্লেখ করিয়াছেন সেইদিন তিনি শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার বন্ধু ধর্ম্মদাস সুর তথায় শিক্ষকতা করিতেছেন। ধর্ম্মদাস বাবু অমৃতলালকে দেখিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া রসিক নিয়োগীর ঘাটে নিয়োগীদের বৈঠকখানায় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফীর সমীপে উপস্থিত করিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরও অমৃতলালের বাল্যবন্ধু। তিনি অমৃতলালকে বলিলেন যে তাঁহাদের "নীলদর্পণ" নাটকের মহলা চলিতেছে এবং আর কয়েক সপ্তাহ পরে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় হইবে, কিন্তু যাঁহাকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল তিনি চলিয়া যাওয়ায় অভিনয়ের বড়ই অসুবিধা হইতেছে—অমৃতলালই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি এই ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারেন। অমৃতলাল তখন চিকিৎসা ব্যবসা সুরু করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে একজন নামকরা চিকিৎসক হইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, সুতরাং তিনি বিস্তর ওজর আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু অর্দ্ধেন্দুশেখর কিছুই শুনিলেন না, তিনি অমৃতলালকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করাইয়া তবে ছাড়িলেন। ১৮৭২ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর শনিবার অমৃতলাল সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা লইয়া প্রথম পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। উনিশ বৎসর বয়সে অমৃতলালের যে নটজীবন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পূর্ণসমাপ্তি ঘটিল সাতাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যুর সহিত—কারণ মৃত্যুর চারি দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি তাঁহারই রচিত পুস্তক "বিবাহ বিভ্রাট"এর ছায়াচিত্র সংস্করণে গোপীনাথের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন।

অমৃতলাল একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার অভিনয় ছিল সুন্দর সংযত এবং স্বাভাবিক। অভিনয় বিষয়ে তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখরের শিষ্য ছিলেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু তাঁহার "বিলাত ভ্রমণ" পুস্তকের একস্থলে স্বদেশবাসী প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের অভিনয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে সেই সকল অভিনেতাদের অভিনয় দেখিবার কালে তাঁহার কেবলই অমৃতলালকে মনে পড়িত। যদিও রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম করিতে হইত বলিয়া তিনি খুব বেশী অভিনয় করিবার অবসর পাইতেন না বা সকল সময় খুব বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন না, তথাপি যাঁহারা অমৃতলালের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা কত উচ্চাঙ্গের ছিল। অমৃতলাল তাঁহার দীর্ঘ নট জীবনে যে সকল ভূমিকায় অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে মিঃ সিং, দোকড়ি দালাল, তিনকড়ি মামা, পূর্ণচাঁদ, নসীরাম, রমেশ, বেহারী খুড়ো, নেতাই, কৃষ্ণকান্ত (ছায়াচিত্রে) উল্লেখযোগ্য।

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলালের তুলনা ছিল না। ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষরূপে তিনি তথায় নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সংযমের

উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেন, তাহা জগতের যে কোন রঙ্গালয়ের পক্ষেই গৌরবের হইতে পারিত। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে অমৃতলাল যখন "গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটারের অধ্যক্ষ হন তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর, সেই সময় উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তথাকার ডাইরেক্টর ছিলেন।

"গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র অধ্যক্ষ থাকার সময় "গজদানন্দ' ও The Police ot Pig and Sheep প্রহসনদ্বয় অভিনয় করিয়া অধ্যক্ষ অমৃতলাল এবং ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন এবং "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামক নাটকখানির অশ্লীলতার অজুহাতে পুলিশ ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। বইখানি অশ্লীলতাবর্জিত হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথকে একমাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, কিন্তু হাইকোর্টে আপীল করিয়া উভয়ে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর উপেন্দ্রনাথ দাস বিলাত চলিয়া যান। অমৃতলালও সেই সময় বিলাত যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন এ বিষয়ে তাঁহাকে বাধা দেন। কিন্তু সেই সময় ভারতবর্ষ ত্যাগের সঙ্কল্প তাঁহার এইরূপ দৃঢ় হইয়াছিল যে পুলিশের চাকুরী গ্রহণ করিয়া ১৮৭৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে পোর্টব্লেয়ারে গমন করেন। পোর্টব্লেয়ারে এক বৎসর থাকিবার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

যে সকল প্রতিভাবান সাহিত্যিকের রচনাসম্ভারে বঙ্গভাষা বর্তমান সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে অমৃতলাল তাঁহাদের অন্যতম। অমৃতলাল তাঁহার বাইশ বৎসর বয়সে প্রথম নাটক রচনা করেন "হীরকচূর্ণ"—তাহার পর ৩১ বৎসর বয়সে "বিবাহ বিভ্রাট" রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অমৃতলালের সাহিত্যিক দান বিরাট এবং বিচিত্র। বিদ্রূপাত্মক রচনায় এবং রসরচনায় তিনি অপরাজেয় ছিলেন, বস্তুতঃ এবিষয়ে গ্রীক সাহিত্যিক Aristophanes এবং ফরাসী সাহিত্যিক Molier এর সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। বিদ্রূপাত্মক এবং রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেও তাঁহার অন্যান্য রচনা সাহিত্যিক এবং সমালোচকসমাজে যথেষ্ট সমাদরলাভ করিয়াছে। অমৃতলালের সকল রচনাতেই এমন একটা বিশেষ Style বা লিখনভঙ্গী আছে যাহা তাঁহার সমসাময়িক বা পরবর্তী কোন লেখকের রচনাতেই পাওয়া যায় না—এই Style বা ভঙ্গীটা তাঁহার একেবারে নিজস্ব। অমৃতলাল একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার অল্পাবস্থায় রচিত কাব্যগ্রন্থ "অমৃত-মদিরা" এবং বহু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতাবলী বাঙলার রসিকজনকে আনন্দদান করিয়াছে। অমৃতলালের কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন সেগুলি প্রাক্ বৃটিশ যুগে রচিত, যে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র এবং যে যুগের শেষ কবি ঈশ্বরগুপ্ত। অমৃতলাল তাঁহার সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে নিম্নলিখিত নাটক, প্রহসন এবং বিদ্রূপাত্মক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন:—(১) হীরকচূর্ণ নাটক (২) বিজয় বসন্ত (৩) হরিশ্চন্দ্র (৪) আদর্শবন্ধু (৫) তরুবালা (৬) খাস দখল (৭) নব-যৌবন, (৮) ব্যাপিকা বিদায় (৯) যাজ্ঞসেনী (১০) চাটুয্যে বাড়ুয্যে (১১) চোরের উপর বাটপাড়ি (১২) ডিস্‌মিস্ (১৩) কৃপণের ধন (১৪) যাদুকরী (১৫) বিবাহ বিভ্রাট (১৬) কালাপানি (১৭) বাবু (১৮) সাবাস আটাশ (১৯) সাবাস বাঙ্গালী (২০) রাজা বাহাদুর (২১) গ্রাম্য বিভ্রাট (২২) বৌমা (২৩) অবতার (২৪) বাহবা-বাতিক (২৫) তিল তর্পণ (২৬) একাকার (২৭) সম্মতি-সঙ্কট (২৮) নবজীবন (২৯) তাজ্জব ব্যাপার (৩০) বন্দে মাতরম (৩১) ব্রজলীলা (গীতি-নাট্য) (৩২) বিলাপ (গীতিনাট্য) (৩৩) বৈজয়ন্তবাস (স্মৃতিনাট্য)।

উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করিতে অমৃতলাল সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলি তিনি নাটকে রূপান্তরিত করিয়া গিয়াছেন:—

বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ ও বিষবৃক্ষ, এবং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা (সরলায় রূপান্তরিত)। চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ এবং বিষবৃক্ষের নাটকরূপ "বসুমতী সাহিত্য-মন্দির" হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু স্বর্ণলতার নাটকরূপ সরলা পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত হয় নাই। পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলি নাটকে রূপান্তরিত করা ব্যতীত অমৃতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম এবং রমেশচন্দ্রের জীবনপ্রভাত নাটকে রূপান্তরিত করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটিকাখানি অমৃতলাল বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া গিয়াছেন। এই অনুবাদ অধুনালুপ্ত "নাট্যমন্দির" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার কোন অভিনয় হয় নাই।

অমৃতলাল বহু লেখকের নাটকরচনায় সহযোগিতা করিয়াছেন। এই সকল রচনার মধ্যে গিরিশচন্দ্রের "বেল্লিক বাজার", ক্ষীরোদপ্রসাদের "সপ্তম প্রতিমা" এবং বেহুলাপ্রণেতা শ্রীযুক্ত হরনাথ বসুর 'পাঞ্জাব গৌরব" উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ বেল্লিক বাজার প্রহসনখানি গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলাল একসঙ্গে বসিয়া রচনা করেন এবং ইঁহাদের লেখকের কার্য্য করেন বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র। "সপ্তম প্রতিমা" এবং "পাঞ্জাব গৌরব' পুস্তক দুইখানির বহু অংশই অমৃতলালের রচনা। "সপ্তম প্রতিমা" নাটকে অমৃতলালরচিত গীতগুলি "বসুমতী-র সাহিত্যমন্দির" হইতে প্রকাশিত অমৃত-গ্রন্থাবলী চতুর্থ ভাগে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

নাটক, প্রহসন, গীতি-নাট্য, ব্যঙ্গ-নাট্য প্রভৃতি রচনা ব্যতীত অমৃতলাল তাঁহার সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে বহু চিন্তাশীল প্রবন্ধ,

অভিজ্ঞান, রসালাপ, গল্প, উপন্যাস কবিতা, গান প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই রচনাগুলি মাসিক বসুমতী, মাসিক বঙ্গবাণী, ভারতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, নাট্যমন্দির, ওডো বৈ, [illegible], বঙ্গনিবাসী, বাঙ্গালী, দৈনিক বসুমতী সাপ্তাহিক বসুমতী, বঙ্গবাসী, আত্মশক্তি, বাঙলার কথা, নাচঘর, আনন্দবাজার প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল রচনার মধ্যে যেগুলি পুস্তকাকারে তাহার কিয়দংশ বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত 'অমৃতগ্রন্থাবলী''র চতুর্থ ভাগে [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রকাশিত আধুনিক রচনাবলী হইতে সঙ্কলন করিয়া ১৯২৩ খৃঃ 'কৌতুক যৌতুক' নামে এক সংগ্রহপুস্তক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত তাঁহার বহু রচনাই এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

কলিকাতা [illegible] পাড়া [illegible] সম্বন্ধে [illegible] রচিত অমৃতলালের [illegible] সহিত [illegible] আছে ইহারাই [illegible] হিসাবে [illegible] মূল্য [illegible]।

অমৃতলাল প্রাচীন বাঙলার অনুষ্ঠান এবং পার্ব্বণগুলির প্রতি চির শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং এই অনুষ্ঠানগুলিকে বজায় রাখিতে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। প্রাচীনের প্রতি এই অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই অমৃতলাল তাঁহার সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া নিয়মিতভাবে সবের ছড়া সুন্দরভাবে লিখিতে পারিয়াছেন। অমৃতলাল-রচিত এই ছড়াগুলির কিছু "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" হইতে প্রকাশিত "অমৃত গ্রন্থাবলী" ৪র্থ ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে, বাকি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই

অমৃতলালের লিখিবার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট এবং বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সে ক্ষমতা নষ্ট হয় নাই। অনেক রচনা তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন বা রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, কারণ অমৃতলাল কোন কিছু লিখিতে হইলে 'লেখকের' সাহায্য লইতেন—আপন হাতে তিনি খুব অল্পই লিখিতেন, এবং বহুস্থলে এই লেখকের অভাবেই তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অমৃতলালের অসম্পূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লীলাপ্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত কাব্যগ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমৃতলালের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বাল্য লীলা নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙলা রচনার ন্যায় অমৃতলালের ইংরাজী রচনা অধিক না হইলেও তাহা অতীব সুন্দর। এই ইংরাজী রচনাতেও অমৃতলাল তাঁহার যথেষ্ট রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাতেও তাঁহার একটী নিজস্ব style দেখা যায়। অমৃতলালের এই সকল রচনা "Forward" 'Liberty" "Servant" "Daily News" "Calcutta Review" "Calcutta Municipal Gazette' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা পৃথগভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অমৃতলাল রঙ্গমঞ্চের বহু উপকার সাধিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রঙ্গালয় এবং অভিনেতাদের সামাজিক সম্মানলাভে সহায়তা করা অন্যতম। এক সময় বাঙালীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ অভিনেতা ও রঙ্গমঞ্চের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিত এবং [illegible] অভিনেতারা সমাজ হইতে [illegible] দূরে সরিয়া থাকিতেন। অভিনেতা এবং বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যবধান অপসারিত করিয়া [illegible] প্রথম [illegible] গড়িয়া তুলেন। বস্তুতঃ রঙ্গরঙ্গালয়কে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন অমৃতলাল। [illegible] করিয়াছেন তাহা তাঁহার সমসাময়িক আর কেহ [illegible] করেন নাই বা ভবিষ্যতে করিবেন কি না সন্দেহ। [illegible] রঙ্গালয়কে সম্মান দিবার জন্যই অমৃতলাল তাঁহার [illegible] তাকে রঙ্গালয়ের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখেন নাই। [illegible] রঙ্গালয়ের প্রাচীরের বাহিরে বৃহত্তর সমাজের সহিত [illegible] ছিলেন—সমাজের সকল গৌরবের কার্য্যে অগ্রণী হইয়া [illegible] সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই সম্মানে [illegible] সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অমৃতলাল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" ও 'সাহিত্য সভা" নামক দুই প্রতিষ্ঠানের বন্ধু ছিলেন ও আজীবন ইহাদের উন্নতিসাধনে যত্ন করিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল তিনি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র একজন পুরাতন সভ্য ছিলেন। অমৃতলাল "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের' মূল ও সাহিত্যশাখার সভাপতি ও "বাহিরে সাহিত্য সম্মিলনে'র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। অমৃতলালকে বক্তারূপে লাভ করা যে কোন প্রতিষ্ঠানেরই গৌরবের বিষয় ছিল

অমৃতলাল ছিলেন শিক্ষকের পুত্র এবং তিনি নিজেও ছিলেন আজীবন শিক্ষক—কি সমাজে, কি রঙ্গালয়ে, কি বিদ্যালয়ে। সেই জন্য সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অসীম—বিশেষতঃ পিতৃপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার বাল্যশিক্ষাস্থান শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলটীর প্রতি তাঁহার স্নেহভালবাসার অন্ত ছিল না। তিনি দীর্ঘ বাইশ বৎসরেরও অধিককাল এই বিদ্যালয়টীর প্রথমে সহকারী সম্পাদক এবং পরে সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারই যত্নে এবং চেষ্টায় এই পুরাতন মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং নিজস্ব গৃহে

সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়টীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অমৃতলালের শেষ জীবনের কীর্ত্তি এবং ইহার জমীক্রয় এবং বাটীনির্ম্মাণ উপলক্ষে তিনি তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মিগণের সহিত জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন।



অমৃতলাল বসু।

নট ও নাট্যকাররূপে জীবন আরম্ভ করিলেও অমৃতলালের প্রতিভার স্ফুরণ নানা দিকে হইয়াছিল। তিনি অসাধারণ বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক, সদালাপী এবং সামাজিক ছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের' সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্তর সুরেন্দ্রনাথের সহিত রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন, যদিও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি নিজস্ব স্বাধীন মত পোষণ করিতেন। অমৃতলালের আর একটী বিশেষ গুণ ছিল তাঁহার উচ্চাঙ্গের বৈঠকী আলাপ, (Conversazione) করিবার ক্ষমতা; ইহাতে তাঁহার সমকক্ষ তাঁহার সমকালবর্ত্তিদিগের মধ্যে অতি অল্পই ছিল। অমৃতলালের চরিত্রে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা বা নীচতা ছিল না, ইহা অমৃতলালের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। মানুষকে আনন্দদান করাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র এবং সাংসারিক ও মানসিক সহস্র দুঃখকষ্টের ভিতরেও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। শিল্পী অমৃতলাল সুন্দরের উপাসক ছিলেন, জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও শোভন অমৃতলাল তাহাই ভালবাসিতেন। তাঁহার শিল্পপ্রিয় মনের আভিজাত্য তাঁহার আচারে ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, পোষাকে এবং পরিচ্ছদে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। অমৃতলালের হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল; পরের দুঃখ তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। যদিও বাঙলার প্রাতঃস্মরণীয় দানবীরদের ন্যায় দান করিবার মত তাঁহার অর্থের প্রাচুর্য্য ছিল না, তথাপি অমৃতলালের নিকট কেহ কিছু চাহিয়া বিফলমনোরথ হন নাই। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ১৯০৬ খৃঃ যখন সমস্ত পূর্ব্ব এবং উত্তর-বাঙলায় দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া জনসাধারণের মধ্যে হাহাকারের সঞ্চার করিয়াছিল তখন অমৃতলাল দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ২৫।৩০ হাজার টাকারও অধিক তথায় প্রেরণ করেন। অমৃতলালের দানের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি খাটী দেশী শিল্প ও শিল্পীর পৃষ্টপোষকতায় মুক্তহস্ত ছিলেন। অমৃতলালের চরিত্রের আর একটী বিশেষত্ব এই যে বাঙালী জাতি ও বাঙলাদেশ বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাঙলার প্রতি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং নিজে বাঙালী বলিয়া বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেন। অমৃতলাল বলিতেন "আমি সেই বাঙালী যে বাঙলার ব্যাঘ্র এবং সর্পকেও ভালবাসে" ইহা হইতেই অমৃতলালের দেশভক্তি যে কতটা আন্তরিক ছিল তাহা উপলব্ধি করা যায়।

অমৃতলাল রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্য ও কৈশোরে যে পারিপার্শ্বিকের ভিতর লালিত পালিত হন তাহা সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মজীবনের অনুকূল। কিন্তু যৌবনে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়া প্রতিমা পূজাকে পৌত্তলিকতা জ্ঞান করিতে থাকেন। রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। এই সময় গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে এক নূতন পথের সন্ধান দেন এবং তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ইহার পর হইতে আজীবন তিনি হিন্দুধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। পরম শ্রদ্ধার সহিত হিন্দুধর্ম্ম পালন করিলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ছিল না—এবং কখন কোন প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন —সকল ধর্ম্মের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

কএকবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেও অমৃতলালের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল এবং বৃদ্ধবয়সেও জরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। স্বাস্থ্য ভাল থাকায় তিনি খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন এবং বৃদ্ধবয়সেও কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করেন নাই। অমৃতলাল প্রায়ই উপবাস করিতেন এবং তিনি বলিতেন যে নিয়মিত উপবাস করার নিমিত্ত তিনি সুস্থ থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সামাজিক ও সাহিত্যিক সম্মানলাভ করা ব্যতীত অমৃতলাল বসু হতো তাঁহার প্রতিভার দানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "জগত্তারিণী পদক" লাভ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-

পিতাদের তাঁহাকে একবার [illegible] নিযুক্ত করেন।

প্রতি মানুষেরেই কোন না কোন একটি সখ থাকে। অমৃতলালেরও তাহা ছিল। তাঁহার জীবনের প্রধান দুইটি সখ ছিল—পুস্তক এবং বাগান। অমৃতলাল আজীবন [illegible] ছিলেন এবং গ্রন্থপাঠ তাঁহার একটা নেশা ছিল। এই নেশা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি আজীবন [illegible] সহস্র পুস্তক ক্রয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অমৃতলাল তাঁহার প্রাচীন বয়সে যখন কএক বৎসর অন্ধ হইয়া যান সেই সময় রক্ষণাবেক্ষণ অভাবে [illegible] বহু পুস্তক নষ্ট হইয়া যায়। মৃত্যুকালে [illegible] লাইব্রেরী তিনি রাখিয়া যান তাহা তাঁহার পুত্র [illegible] করেন। গাছপালাতেও অমৃতলাল বহু অর্থব্যয় করেন। কলিকাতাতেই থাকিতেন—[illegible] এক [illegible] ছিল—[illegible] গাছ করিয়া, প্রায় ২০০০ টব করিয়াছিলেন। শ্যামবাজার [illegible] স্কুলের প্রাঙ্গণে আঙ্গুর [illegible] চটা জমীতে ধান দিয়াছিলেন। [illegible] বিস্তীর্ণ জমী ক্রয় করেন এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে গাছপালা লাগাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বহুদিন পাখী পুষিবার সখ ছিল এবং বুলবুলবক্ষা প্রভৃতি বৃন্দাবন পক্ষী তাঁহার গৃহশোভা বর্দ্ধন করিত। ইহা ছাড়া দেশ বিদেশের মুদ্রা ডাকটিকিট, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন। একবার [illegible] করিবার সখ হয় এবং বহু অর্থব্যয়ে আপেরা অয়েল" নামে এক তৈল প্রস্তুত করেন, কিন্তু খরচ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় তুলিয়া দিতে বাধ্য হন।

অমৃতলালের চারিটী পুত্র ও চারিটি কন্যার [illegible] দুইটীর শৈশবে এবং দুইটীর বিবাহের পর মৃত্যু হয়। বর্ত্তমানে অমৃতলালের তিন পুত্র জীবিত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রী [illegible] (ভেটাৰিনারি সার্জ্জন)

অমৃতলোক (পুং) স্বর্গ

অমৃতবটক—(পুং) সন্নিপাতাতিসারে প্রদ তব্য ঔষধ বি শ

অমৃতবটী—(স্ত্রী) অগ্নিমান্দ্য অধিক রোক্ত এক প্রকার বটিকা। ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রন্থে ইহার এই প্রকার প্রস্তুত প্রণালী—বি ২ তোলা, কড়ি [illegible] তেজ, [illegible] মর্দ্দন করিয়া মুগের মত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

অমৃতবপুস—(পুং) [বহুব্রী] চন্দ্র। সূর্য্য অপনার কিরণ দ্বারা চন্দ্রের সুধা রূপ অমৃত বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহাতে কৃষ্ণপক্ষের পর চন্দ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, চন্দ্রের শরীর অমৃতময়। তিনি আপনার দেহের অমৃতময় শীতল জলীয় কণা দ্বারা উদ্ভিদগণকে বর্দ্ধিত করেন। কালমাধবীয় গ্রন্থে চন্দ্রোৎপত্তি সম্বন্ধে [illegible] প্রথম [illegible] একটী কলি চন্দ্রের [illegible] ভক্ষণ করিয়া থাকে। [illegible] অগ্নি ভক্ষণ করেন [illegible] [illegible] তৃতীয়ে সলিলাধিপ [illegible] [illegible], ষষ্ঠ [illegible], সপ্তমী [illegible], অষ্টমী [illegible] পান, [illegible], একাদশী [illegible], [illegible] পিতৃগণ ত্রয়োদশী [illegible] ধনাধ্যক্ষ কুবের, চতুর্দ্দশীতে পশুপতি [illegible] কলা প্রজাপতি পান করেন এবং অবশিষ্ট [illegible] কলা [illegible] প্রবেশ করে। তখন অমাবস্যাতে চন্দ্রের কলায় [illegible] প্রতিপালন হইয়া থাকে এবং সেই ওষধিগত [illegible] অবশিষ্ট কলা গোগণ গ্রাসগ্রহণ ও জলপান কালে খায় [illegible]। তারপর উক্ত কলা গোদুগ্ধে পরিণত হয় এবং ঐ দুগ্ধের [illegible] [illegible]গণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। আহুতি প্রদান [illegible] চন্দ্র ক্রমে ক্রমে আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। দিনে দিনে এক কলা করিয়া বাড়িতে বাড়িতে পূর্ণিমাতে আবার [illegible] পূর্ণ হয়।

অমৃতবর্ত্তিকা—(স্ত্রী) মূত্রাশ্মরীরোগোক্ত একপ্রকার রসায় [illegible] ঔষধ। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—ত্রিফলা [illegible] [illegible], গুলঞ্চ, চিতমূল [illegible] [illegible] [illegible], প্রত্যেক [illegible] ২ পল করিয়া চূর্ণ [illegible] দেশীর ও ২৫ সহিত একত্র [illegible] প্রস্তুত করিবে। আহারের পূর্ব্বে [illegible] সন্ধ্যার সময় [illegible] করিয়া বটি শীতল পানীয়ের সহিত সেবন করিবে। ইহা [illegible] বীর্য্য ও হস্তিসংযোগ হত হয়।

অমৃতবর্ষ—(পুং) অমৃতবৃষ্টি, অমৃতবর্ষণ

অমৃতবল্লরী—(স্ত্রী) গুড়ূচী। [illegible]

অমৃতবল্লী—(স্ত্রী) গুলঞ্চ [illegible], [illegible] ইহা [illegible] অমৃতবল্লী কহে। [illegible] লিখিত আছে—ইহা [illegible] [illegible] একপ্রকার বিশেষ [illegible]। আস্বাদ [illegible] [illegible]

অমৃতবাকা—(স্ত্রী) একপ্রকার পক্ষী

অমৃতবিন্দু পনিষদ্—অথর্ব বেদের একখানি উপনি

অমৃতসংযাব—(স্ত্রী) [illegible] যবচূর্ণ প্রস্তুত পক্কার [illegible] প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই, প্রথমে যবচূর্ণ ঘৃতদ্বারা পাক করিয়া নূতন পাত্রে রাখিবে। পরে গোলমরিচ ও চিনি এবং কর্পূরের সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা বিলক্ষণ সুস্বাদু ও স্নিগ্ধ।

অমৃতসঙ্গম (পুং) খর্পরিকা, খাপর।

অমৃতসঞ্জীবনী (স্ত্রী) গোরক্ষদুগ্ধী নামক ক্ষুপ।

অমৃতসম্ভবা (স্ত্রী) গুড়ূচী, গুলঞ্চ।

অমৃতসমুদ্রসম্ভববক্তৃ [illegible] [illegible] ১৩০]

অমৃতসর পঞ্জাব প্রদেশের [illegible] বিভাগের এক জেলা। অবস্থা অক্ষা ৩১° ১০´ হইতে ৩২° ৩´ উঃ, দ্রাঘি ৭৪° ৩০´ ও ৭৫° [illegible] পূঃ [illegible]। ভূপরিমাণ ১৫৭৬ বর্গ মাইল। এই জেলার [illegible] উত্তর-পশ্চিম সীমায় রাবী নদী শিয়ালকোট হইতে [illegible] পূর্ব সীমায় বিয়াস নদী কপূর্থলা রাজ্য হইতে [illegible] বাখিয়াছে। ইহার উত্তর পূর্বে গুরুদাসপুর [illegible] দক্ষিণ পশ্চিমে লাহোর জেলা।

[illegible] দক্ষিণ তীরে ভূমিভাগ উচ্চ, [illegible] স্থানে ৭০ [illegible] উচ্চ বালির পাহাড় আছে। এখান হইতে ভূমি ক্রমে নিম্ন [illegible] হইয়া রাবী নদীর তীরে আসিয়া মাত্র ২১৩ ফুটের মধ্যে [illegible]। উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের যতটুকু গ্র্যাণ্ড্‌-ট্রাঙ্ক [illegible] দক্ষিণে পড়িয়াছে তাহার নাম মানঝা।

অমৃতসর জেলা সমতল, মাঝারের মধ্যস্থল দিয়া এক সারি বালির পাহাড় এবং সমতল ভূভাগের মধ্য দিয়া [illegible]। গুরুদাসপুর হইতে [illegible] জল আনাইবার জন্য কতকগুলি খাল খনিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে [illegible] কোন কোন স্থানে [illegible] প্রচুর বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। [illegible] বৃক্ষ অল্প পরিমাণে জন্মে।

[illegible] শূকর [illegible] পাখী [illegible] সংখ্যায় দৃষ্ট হয় [illegible] হাঁস [illegible] জাতীয় [illegible] পক্ষী, সারস, [illegible] প্রভৃতি পক্ষী [illegible]। [illegible] মৎস্য [illegible]।

[illegible] এখানকার গ্রীষ্ম [illegible] প্রভৃতি [illegible]

[illegible] অমৃতসর [illegible]

[illegible] খৃষ্টাব্দে [illegible]।

[illegible] শিখ [illegible] তাহাদের [illegible] গুরু অঙ্গদ (মৃত্যু ১৫৫২) [illegible] গুরু অমরদাস (মৃত্যু ১৫৭৪) এই জেলায় বাস করিতেন। [illegible] রামদাস (মৃত্যু ১৫৮০) অমরদাসের জামাতা ছিলেন। তিনিই অমৃতসর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। বাদশাহ্ আকবর কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমিভাগের উপর তিনি এই নগর পত্তন করেন। এইখানে তিনি অমৃতসরস্ নামে এক সরোবর খনন করাইয়া তাহার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটী দ্বীপের উপরে একটি মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়া যান। [illegible] গুরু অর্জ্জুন উক্ত মন্দির সম্পূর্ণ করেন। ক্রমে এই স্থান জনাকীর্ণ নগরীতে পরিণত হয়। গুরু অর্জ্জুন ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরে মোগল কারাগারে বন্দী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দের অধিনায়কত্বে শিখগণ মোগলদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। হরগোবিন্দ পঞ্জাব হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ১৬৪৪-৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরে [illegible] গুরু গোবিন্দের অধীনে শিখেরা যুদ্ধবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গুরুগোবিন্দের প্রিয়শিষ্য বান্দা অমৃতসরে প্রত্যাগমন করিয়া শিখগণকে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন। এই সময় হইতে অমৃতসর শিখ যোদ্ধাদিগের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। নাদিরশাহের অভিযানের পর লাহোরের শাসনকর্ত্তা জাকারিয়া খাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও উৎপীড়িত হইয়া শিখগণ কিছুকাল শান্তভাবে থাকে। পরে এখানে রামরৌনী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মীর মন্নুর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে। আহ্মদ শাহের দ্বিতীয়বার আক্রমণের সুযোগে শিখগণ অমৃতসরের চতুপার্শ্বস্থ স্থান অধিকারে প্রয়াস পায়। ঐ সময়ে আদীনা বেগ দুর্গ ভাঙ্গিয়া দিলে শিখগণ উহা পুনর্নির্ম্মাণ করে। পরে তৈমুর শাহ উহা ভাঙ্গিয়া পবিত্র সরোবরে নিক্ষেপ করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ বরনালার যুদ্ধে শিখদিগকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় অমৃতসর নগর ধ্বংস করেন, মন্দিরটী বারুদদ্বারা উড়াইয়া দেন, পবিত্র সরোবর বুজাইয়া গোহত্যা করিয়া স্থান অপবিত্র করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সরহিন্দের যুদ্ধে জয়ী হইয়া শিখেরা পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পুনর্ব্বার মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং পঞ্জাবের রাজধানীরূপে অমৃতসরের প্রাধান্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। শিখদের [illegible] আখড়া এখানে [illegible]। পরে যখন [illegible] রাজ্য বিভাগ হইল, তখন অমৃতসর জেলার অধিকাংশ [illegible] অধীনে যায়। অবশেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জেলা মহারাজ রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২য় শিখযুদ্ধের পর পঞ্জাব প্রদেশ ইংরেজ অধীনে আসিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নারোয়াল তহশীলকে অমৃতসর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিয়ালকোট জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অমৃতসর জেলায় ৫টী সহর ও ১০৪২টী গ্রাম আছে। তন্মধ্যে অমৃতসর, তরণতারণ, মজিঠা, জন্দিয়ালা গুরু এই কয়েকটী সহর। জেলার লোকসংখ্যা ১১১৭১২০, তন্মধ্যে ৮২১০০৮ জন পল্লীতে এবং ২৯৬১১২ জন সহরে বাস করে। মুসলমান, হিন্দু ও শিখগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী। তাহাদের অনুপাত মোটামুটী এইরূপ :—শতকরা মুসলমান ৪৬, হিন্দু ২৮, শিখ ২৬। পঞ্জাবী

ও গুরুমুখী এখানকার প্রচলিত ভাষা। উর্দ্দূ এবং হিন্দীও ব্যবহৃত হয়।

জলসেচনের জন্য অনেকগুলি খাল থাকায় অনাবৃষ্টিবশতঃ শস্যহানি এখানে প্রায়ই ঘটে না। অধিকাংশ ভূভাগই রক্তাভ পীত মৃত্তিকাময়। গমই প্রধান উৎপন্ন শস্য। ছোলা এবং যবও এখানে উৎপন্ন হয়। হৈমন্তিক শস্যের মধ্যে ভুট্টা, ধান্য, তুলা, কলাই ও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। বারি দোয়াব খালের লাহোর মইন কসুর ও সোব্রাওন শাখা হইতে প্রায় ৫০০ বর্গমাইল জমিতে জল সরবরাহ হয়। পাকা কূপ হইতেও চাষের জন্য প্রভূত জল লওয়া হয়, এই নিমিত্ত ১২।১৪ হাজার পাকা কুয়া এবং প্রায় ৪ শত কাঁচা কুয়া আছে। রাবি এবং বিয়াস্ নদীদ্বয় হইতেও ক্ষেত্রে জল সরবরাহ হয়। অমৃতসরে 'দেওয়ালী' ও 'বৈশাখী' মেলায় বহু গবাদি গৃহপালিত পশু বিক্রয় হইয়া থাকে।

অমৃতসরে পূর্ব্বে উত্তম শাল প্রস্তুত হইত। আজকাল এখানে হাতে চালান তাঁতের সুন্দর কার্পেট তৈয়ারী হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রীত হয়। এখানকার রেশমবস্ত্রও প্রসিদ্ধ। কাঠ ও হস্তিদন্তের খোদাইকার্য্য, তাম্রশিল্পের পাত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতিও এখানকার উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়। অমৃতসর সহরে কার্পাস হইতে উৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অমৃতসর সহর পঞ্জাবের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল ব্যবসায়কেন্দ্র। এখানে খাদ্যশস্য, চাউল, চিনি, তৈল, লবণ, তামাক, কাঁচা তুলা, বিলাতী তৈয়ারী মাল, সূতা, শাল, রেশম কম্বল, ধাতুদ্রব্য, কাচ, রং প্রভৃতি আমদানী হয়। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে গম, শাল, কার্পেট, তুলার কাপড়, পিত্তলের বাসন, সোনারূপার জিনিষ প্রভৃতি প্রধান। আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ বার্ষিক গড়ে অনুমান ৩ কোটী এবং রপ্তানী অনুমান ২॥০ কোটী টাকা।

নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের প্রধান শাখা এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। অমৃতসর সহর হইতে উহার দুইটী শাখা লাইন পাঠান-কোট ও পট্টী পর্য্যন্ত গিয়াছে। রেলপথের পার্শ্ব দিয়াই গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড্ চলিয়া গিয়াছে। অমৃতসর অজনালা ও তরণ তারণ পাকা রাস্তাদ্বারা সংযুক্ত।

জেলার শাসনভার একজন ডেপুটী কমিশনারের হস্তে ন্যস্ত। তাঁহার সাহায্যার্থ কতিপয় একষ্ট্রা-এসিষ্টাণ্ট-কমিশনার নিযুক্ত আছেন। তিনটী তহ্‌শীলে এই জেলা বিভক্ত, অমৃতসর, অজনালা ও তরণ-তারণ। প্রতি তহশীলে একজন তহশীলদার ও নায়েব-তহশীলদার আছেন। রাজস্ব ও ফৌজদারী বিচার বিভাগ ডেপুটি-কমিশনারের হস্তে, দেওয়ানী বিচারবিভাগ ডিষ্ট্রিক্ট জজের হস্তে।

অমৃতসর—পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার এক তহ্‌শীল। অক্ষা° ৩১°২৯´ ও ৩১°৫১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৪২ ও ৭৫°২৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৫৪৬ বর্গমাইল। ইহার পূর্ব্বে বিয়াস নদী কপূরথালা রাজ্য হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। লোকসংখ্যা ৫৯৪৪১০। অমৃতসর, মজিঠা, জাণ্ডিয়ালা ও গুরু এই চারিটী এই তহশীলের শহর।

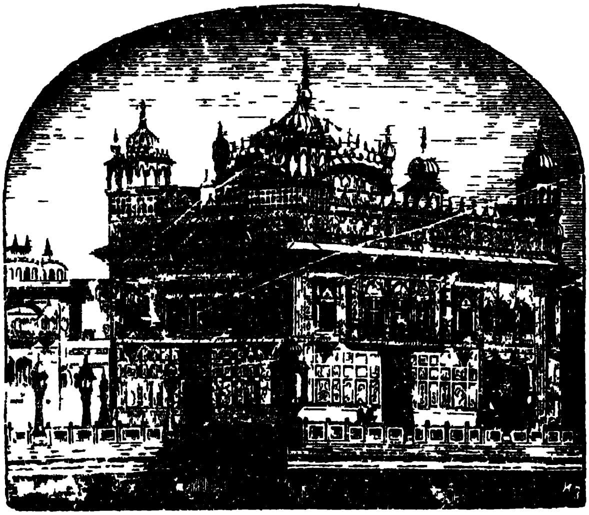
অমৃতসর—পঞ্জাব প্রদেশস্থ অমৃতসর জেলার প্রধান সহর। অক্ষা ৫১°৩৮ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৫৩´ পূঃ। লাহোর নগরের ৩৩ মাইল পূর্ব্বে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথ ও গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডের পার্শ্বে এই সহর অবস্থিত। ১৯৩১ খৃঃ ইহার লোকসংখ্যা ছিল ২৬৪৮৪০। মুসলমান হিন্দু ও শিখগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী। মুসলমানের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তন্নিম্নে হিন্দু ও তৎপরে শিখ।

বারি দোয়াবের মধ্যভাগে এক নিম্নপ্রদেশে এই সহর অবস্থিত। দোয়াবখাল ইহার এক মাইলের মধ্যে। বর্ষাকালে ইহার অনেকস্থান জলমগ্ন হইয়া থাকে। সহরস্থ অমৃতসর নামক সরোবর এবং তৎসন্নিহিত স্বর্ণমন্দির শিখদিগের ধর্ম্মকেন্দ্র ও অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পূজিত। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গুরু রামদাস এই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আক-বরের নিকট হইতে ৫০০ বিঘা জমি লাভ করেন। এই জমির উপরে তিনি অমৃতসর নামক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া তন্মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপে মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া যান। গুরু অর্জুন উহা শেষ সম্পূর্ণ করেন। ক্রমে শিখকেন্দ্ররূপে এইস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মুসলমানগণ কএকবার ঐ মন্দির ধ্বংস করে।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ শাহের প্রস্থানের পর শিখকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয় এবং তখন হইতেই অমৃতসর স্বাধীন শিখজাতির রাজধানীরূপে জনাকীর্ণ নগরীতে পরিণত হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ বহু অর্থব্যয়ে মন্দির অলঙ্কৃত করেন এবং সোনার গিল্‌ট করা তামার পাতে মন্দিরের ছাদ ও গম্বুজ ঢাকিয়া দেন। এই সময়েই ভঙ্গী সর্দ্দারদের হস্ত হইতে অমৃতসর রণজিৎ সিংহের হস্তে আইসে।

ক্রমে অমৃতসর শিখরাজ্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠে। মন্দিরের খ্যাতি শুনিয়া বহুস্থান হইতে এখানে লোকজন আসিতে থাকে। প্রথমে এখানে দুইটী ধর্ম্মমেলা আরম্ভ হইল—বৈশাখী মেলা ও দেওয়ালী মেলা। পরে এই মেলা বহুবিধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অনেক কাশ্মীরী তন্তুবায় এখানে আসিয়া শাল নির্ম্মাণ ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করে। শুধু শাল বলিয়া নহে, অন্যান্য ব্যবসায়েও অমৃতসর পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়। বোখারা, কাবুল ও কাশ্মীর হইতে বণিক্‌দল অমৃতসরের মেলায় পণ্য ক্রয়বিক্রয়ার্থ আসিতে থাকে। এক সময়ে অমৃতসরে ৪০০০ তাঁত চলিত। ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মন্ যুদ্ধের পর হইতে অমৃতসর শালের

চাহিদা কমিয়া যায়। তাঁতের সংখ্যা কমিয়া ১০০০ দাঁড়ায়। তৎপরে আফগানিস্থান হইতে আমদানী কার্পেটের অনুকরণে অমৃতসরে নানাবিধ সুন্দর ও মূল্যবান কার্পেট প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই কার্পেট এখন সর্ব্বত্র আদৃত। এখানকার রেশম-একও শালে ও ভারতের বাহিরে নানাস্থানে রপ্তানী হয়।



অমৃতসরের মন্দির।

খালসা কলেজ, মিশন কলেজ ও হিন্দুসভা কলেজ ব্যতীত এখানে কতকগুলি হাইস্কুল মিড্‌ল স্কুল আছে। এ সকলই পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্ট হয়। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল, ক্লার্বিক্যাল ও কমার্শিয়াল স্কুল মিউনিসিপ্যালিটির পৃষ্টপোষিত। অমৃতসরে একটী সেনা নিবাস আছে।

অমৃতসরোবর—মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলায় নন্দিদুর্গ শৈল মালার অধিত্যকাস্থ একটী সুদীর্ঘ সরোবর বা পার্ব্বতীয় জলখাত। গাঙ্গবংশের অভ্যুদয় হইতে ১১শ শতকে চোল রাজগণের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত ইহা একটী পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত এবং সোপান নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহারই অদূরস্থ শৈলশিখর হইতে পালর ও অর্কাবতী নদী পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। [নন্দি দুর্গ দ°]

অমৃতসহোদর—(পুং) ঘোটক, ঘোড়া।

অমৃতসার—(পুং) [অমৃতস্য দুগ্ধস্য সারঃ, ৬-তৎ] ঘৃত। ২ নবনীত, মাখন। ৩ চক্রদত্তোক্ত লৌহ পাকবিশেষ।

অমৃতসারজ—(পুং) [অমৃতমিব সারঃ তস্মাৎ জায়তে জন-ড, ৫-তৎ] গুড়। ২ নবরাজখণ্ড। ইহা সেবনে তৃষ্ণা, অস্র, দাহ, রক্ত ও পিত্তদোষ নষ্ট হয়।

অমৃতসারজা—(স্ত্রী) শর্করা, চিনি।

অমৃতসূ—(পুং) [অমৃতং কিরণরূপং সূতে নির্কিরতি সূ-ক্বিপ্] চন্দ্র। [অমৃতানাং দেবানাং সূঃ প্রসূতিঃ, ৬ তৎ] ২ দেবমাতা, অদিতি।

অমৃতসোদর—(পুং) [অমৃতস্য পীযূষস্য সোদরঃ একস্থানোৎপন্নত্বাৎ, ৬-তৎ] উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। সমুদ্র মন্থনের সময়ে অমৃতের সঙ্গে সেই ঘোড়া উঠে সেজন্য তাহার নাম অমৃতসোদর। ২ ঘোটকমাত্র।

অমৃতস্রবা—(স্ত্রী) [অমৃতমিব স্রবতি স্রু-পচাদ্যচ্, টাপ] রুদন্তীলতা। ২ রামমাংস লতা। (পুং) [ভাবে অপ্, ৭-তৎ] ৩ অমৃতক্ষরণ।

অমৃতস্রুৎ—(ত্রি) যাহা হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়।

অমৃতহরীতকী—(স্ত্রী) অজীর্ণ রোগের এক প্রকার ঔষধ। বৈদ্যকে এই ঔষধপ্রস্তুতের বিধি এইরূপ—ধনিয়া, জীরা, মুতা, পঞ্চলবণ, যমানী, আমঠপত্র, লবঙ্গ, ত্রিকটু, প্রত্যেকের সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া যে পরিমাণ হইবে, তৎসমগুণ হরীতকীচূর্ণ মিশাইলে এই ঔষধ হইবে। (সারকৌমুদী)

রাগামৃতের মতে ১০০টী হরীতকী তক্রের (ঘোলের) মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে; যখন সমগ্র হরীতকী ফুলিয়া উঠিবে,

তখন বীজগুলি খুলিয়া ফেলিবে এবং বড় যব, পিপুল, পিপুলমূল, চব্য, চিত্রকমূল, শুঁঠ, মরিচ এই সমস্ত দ্রব্যের সমান চূর্ণ, পঞ্চলবণ, হিঙ্গুল, যবক্ষার, জীরা, কালজীরা ও বনযমানী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া হরীতকীর মধ্যে বীজস্থানে পূরিয়া দিবে। ইহাকে অমৃতহরীতকী বলে। অতি দুঃসাধ্য অজীর্ণ রোগেও ইহা অমৃততুল্য ফল দান করিয়া থাকে।

অমৃতা—(স্ত্রী) [ন মৃতং মরণমনয়া টাপ্] গুলঞ্চ। ২ ইন্দ্রবারুণী। ৩ জ্যোতিষ্মতী। ৪ গোরক্ষদুগ্ধা। ৫ অতিবিষা। ৬ লাল তেউড়ী। ৭ দূর্বা। ৮ আমলকী। ৯ হরীতকী। ১০ তুলসী। ১১ পিপুল। ১২ স্থূলমাংস হরীতকী। ১৩ সুরা। ১৪ সূর্য্যের কিরণ। ১৫ কাষ্ঠধাত্রীবৃক্ষ। ১৬ মদিরা। ১৭ পারাবতপদী। লতা কটুকী। ১৮ কৃষ্ণাতিবিষা। ১৯ রক্তত্রিবৃতা। ২০ সিদ্ধিনী। ২১ নীলদূর্বা। ২২ শ্বেতদূর্বা। ২৩ নাগরবল্লী, পাণ। ২৪ রাস্না। ২৫ গরুড়বল্লী। ২৬ সূর্য্যপ্রভা। ২৭ বৎসকা। ২৮ কদম্বভৃঙ্গী। ২৯ স্ফটিকারিকা।

অমৃতা—অনশ্বার পত্নীর নাম অমৃতা। ইঁহার পুত্র পরীক্ষিৎ। অনশ্বার পিতার নাম বিদূরথ। (মহাভা°)

২ পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে—পার্ব্বতী বিষ্যকন্দরে এই নামে অভিহিতা হন। (পদ্মপু°)

৩ বরাহপুরাণের মতে—কোন এক সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনজনের মিলিত দৃষ্টিশক্তি হইতে ত্রিকলা নামে একটী কন্যার উৎপত্তি হয়। কিন্তু পুনরায় তিনজনের অনুরোধে ঐ কন্যাটী ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবী বহুকাল তপস্যা করিয়া মন চঞ্চল হয় এবং কএকটী সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যার আবির্ভাব হয়। বৈষ্ণবী মন্দরপর্ব্বতে থাকিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সেই কন্যাগণের মধ্যে অমৃতা একজন প্রধান।

৪ অপ্সরাগণের মধ্যে জল হইতে যাহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাদের নাম অমৃতা। (বায়ুপু°)

৫ শক দ্বীপের অন্তর্গত সপ্তগঙ্গার অন্যতম। (মৎস্য পু ১২২.৩০)

অমৃতা—শাক্যরাজ সিংহহনুর কন্যা এবং রাজা শুদ্ধোদনের ভগিনী।

অমৃতাংশু—(পুং) [অমৃতমিব তৃপ্তিকরাঃ অংশবো যস্য, বহুব্রী] চন্দ্র।

অমৃতাংশূদ্ভব—(পুং) [অমৃতাংশোশ্চন্দ্রস্য উদ্ভবঃ উৎপত্তি—যস্মাৎ] বিষ্ণু। ২ সমুদ্র। ৩ অত্রিনেত্র। (ত্রি) [অমৃতাংশোশ্চন্দ্রাৎ উদ্ভবঃ, ৫-তৎ] ৪ চন্দ্র হইতে জাত।

অমৃতাক্ষর—(ত্রি) অক্ষয় অমর; যে মরে না বা ভ্রষ্ট হয় না।

অমৃতাখ্যগুগ্গুলু—(পুং) বাতরক্ত রোগের এক প্রকার ঔষধ। চক্রদত্তে এই ঔষধের প্রস্তুতবিধি এই প্রকার—গুড়ূচী ২ শরাবক, গুগ্গুল ১ শরাবক, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ শরাবক ৬৪ শরাবক জলে পাক করিবে। যখন একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিবে তখন নামাইয়া কিছুকাল রাখিয়া আবার পাক করিবে। তাবপর ঘনভাব হইলে অল্প উষ্ণ থাকিতে দন্ত্যাদিচূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা ও ত্রিবৃৎচূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া খুব আলোড়ন করিয়া মিশাইয়া দিবে। (চক্রদত্ত)

অমৃতাখ্যলোহ—(পুং, ক্লী) রক্তপিত্তাধিকারোক্ত একপ্রকার লৌহ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—গুড়ূচী, ত্রিবৃতা, দন্তী, শ্রাবণী, খদির, বৃষ, চিত্রক, ভৃঙ্গরাজ, কোকিলাক্ষ, কমলকন্দ, পুনর্ণবা, বলা, সাহঞ্জন, ইক্ষুমূল, বৃদ্ধদারক, গবাক্ষী, পীবরী, কন্দ, চই, পিপুলমূল, কুষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণযষ্টিকা এই সমস্ত দ্রব্য এক পল করিয়া ১৬ সের জলে পাক করিবে। যখন ২ সের অবশিষ্ট থাকিবে তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। পুনরায় ১ সের ত্রিফলা ২ সের জলে পাক করিবে। যখন একসের কাথ থাকিবে তখন নামাইয়া শোধিত লৌহ ১৬ পল, শোধিত অভ্র ৪ পল, গুড় ৮ পল, গুগ্গুলু ২ পল, ঘৃত ১ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র মিলাইয়া পাক করিবে। যখন পাক সুসিদ্ধ হইবে তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল হইলে মধু ৮ পল, শোধিত স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ ২ পল, শিলাজতু ৪ তোলা প্রত্যেক দ্রব্য মিলাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে।

অমৃতাগুগ্গুলু—(পুং) কুষ্ঠাধিকারোক্ত এক প্রকার ঔষধ। ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—

গুলঞ্চ ১২৷৷° সের, দশমূল ১২৷৷° সের, আকনাদি, মূর্ব্বামূল, বেড়েলা, কটুকী, দারুহরিদ্রা, এরণ্ডমূল, প্রত্যেক দ্রব্য ১° পল, শ্লথ পোট্টলিবদ্ধ বহেড়া ১°° টা, হরীতকী ২°°টা, আমলকী ১°°টা, এবং দোলাস্থ পোট্টলিবদ্ধ গুগ্গুলু ২ সের এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ১৯২ সের জলে পাক করিলে ২৪ সের থাকিতে নামাইবে। এই কাথে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ঐ গুগ্গুলু ২ সের গুলিয়া দিবে ও ঘৃত ২ সের মিশ্রিত করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমস্ত বীজরহিত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া ঐ কাথে দিয়া সমস্ত একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে গুলঞ্চের রস, শুঁঠচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ প্রত্যেক ২পল প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠব্যাধি, বাতরক্ত প্রভৃতি রক্তদুষ্টিজনিত রোগের উপশম হইয়া থাকে।

অমৃতাগুগ্গুলু—(পুং) রাজযক্ষ্মারোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসরত্নাকরে ইহার প্রস্তুতবিধি এইরূপ—১ সের গুড়ূচী ও ত্রিফলা প্রত্যেকে ৷৷° সের ১৬ সের জলে পাক করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। যখন গাঢ় হইয়া যাইবে তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে দন্তী, গুড়ূচী, ব্যোষ (শুঁঠ, মরিচ,

পিপুল) বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, এই সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধপল করিয়া চূর্ণ মিশাইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে।

চরকের মতে অন্য প্রকার দেখা যায়—গুড়ূচী ২ সের, গুগ্‌গুলু ১ সের, আমলকী ১ সের, বিভীতকী ১ সের, পুনর্ণবা ১সের, হরীতকী ১ সের, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র কুটিয়া ৩২ সের জলে পাক করিবে। ইহা হইতে একচতুর্থাংশ (৮ সের) কাথ প্রস্তুত করিবে। যখন কাথ সুসিদ্ধ হইবে এবং খুব ঘন হইবে, তখন নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে দন্তী, গুড়ূচী, ব্যোষ, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা প্রভৃতি দ্রব্যের ৪ তোলা করিয়া চূর্ণ ও ২ তোলা ত্রিবৃৎচূর্ণ মিশাইয়া পাক শেষ করিবে। রোগীর বলাবল দেখিয়া মাত্রা ঠিক করিবে।

অমৃতাঙ্কুরলৌহ—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। একটী প্রস্তরপাত্রে ঐ কজ্জলী রাখিয়া তাহার উপর একটী তপ্ত তাম্রপাত্র ধরিয়া রাখিবে, যাহাতে কজ্জলীর সহিত উক্ত তাম্রপাত্র না লাগে। তপ্ত তাম্রপাত্রের উত্তাপে কজ্জলী কিঞ্চিৎ তাপপ্রাপ্ত হইবে। পরে উহার সহিত ১ তোলা সোহাগা মিশ্রিত করিয়া মুষামধ্যে পুরিয়া কিছু অগ্নিতাপ দিবে। কেহ কেহ কজ্জলীর পরিবর্ত্তে রসসিন্দুর ব্যবহার করেন। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত লৌহভস্ম ১পল, তাম্রভস্ম ১ পল, জেলার মুটী ১ পল, অভ্রভস্ম ১ পল, গুগ্‌গুলু ১ পল ও ঘৃত ১৬ পল সংযুক্ত করিবে। ২ সের ত্রিফলা, ১৬ সের জলে পাক করিয়া, ৪ সের থাকিতে নামাইয়া যে কাথ হইবে, সেই কাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমষ্টি পাক করিবে। শেষ পাকের সময় হরীতকীচূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা এবং আমলকীচূর্ণ ১২ তোলা, ৮মাসা প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে। ইহা লৌহপাত্রে এবং লৌহদণ্ড দ্বারা পাক করিতে হয়। মাত্রা—প্রথমতঃ ১রতি পরে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

অসমান মাত্রায় ঘৃত ও মধুসহ মিশাইয়া নারিকেলজল বা দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ইহা সেবনীয়। ইহা সেবনে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হইয়া অগ্নিবল বীর্য্য ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

অমৃতাদি—(পুং) মসূরিকাধিকারোক্ত এক প্রকার ঔষধ। ভৈষজ্য রত্নাবলীতে লিখিত আছে—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র মুতা, ছাতিমছাল, খদির, কৃষ্ণবেত্র, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল আধ সের, শেষ এক পোয়া। ইহা সেবন করিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডূ, বসন্ত, শীতপিত্ত ও জ্বর প্রশমিত হয়।

এই প্রস্থে স্ত্রীরোগাধিকারে অন্য প্রকার অমৃতাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে—গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝাঁটিমূল, গন্ধভাদুলিয়া, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মুতা এই সমস্ত দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা, জল আধ সের, শেষ এক পোয়া, প্রক্ষেপ মধু আধ তোলা দিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অতি দুরারোগ্য সূতিকারোগও আরোগ্য হয়।

অমৃতাদিবটী—(স্ত্রী) এক প্রকার বটিকা ঔষধ। ইহা কফ, ত্রিদোষ এবং অগ্নিমান্দ্যরোগে প্রযোজ্য। ভাবপ্রকাশে জ্বরচিকিৎসায় ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—

বিষ ২ ভাগ, কড়িভস্ম ৬ ভাগ, এবং মরিচ ৯ ভাগ, উপযুক্ত জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে।

অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু—(পুং) মেদোরোগাধিকারোক্ত এক প্রকার ঔষধ। এই ঔষধ সেবন করিলে পিড়কা, স্থূলতা ও ভগন্দর রোগ উপশমিত হয়। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—গুলঞ্চ ১ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়চিছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ, গুগ্‌গুলু ৮ ভাগ, এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিতে হয়।

অমৃতাদ্যঘৃত—ঘৃত /৪ সের, আমলকী রস /৪ সের, জল ১২ সের পাক করিবে। পরে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঁঠ, বেড়েলা, বাসক, সোন্দাল, শ্বেতপুনর্ণবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটকী, শতমূলী, পিপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ড, বৃদ্ধদারক, মুতা ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃত ভোজ্য বা পানীয় বস্তুর সহিত পান করিতে হয়। ইহাতে বাতরক্ত, শূল, আমবাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ বিনষ্ট এবং বর্ণ ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

অমৃতাদ্যচূর্ণ—(ক্লী) আমবাতরোগে প্রযোজ্য একপ্রকার চূর্ণ। ভাবপ্রকাশ মধ্যভাগে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত আছে—গুড়ূচী, নাগরমুতা, গোক্ষুর মুণ্ডিতিকা (বড় থুলকুড়ি) এবং প্রত্যেকের সমানভাগ চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।

অমৃতাদ্যতৈল—(ক্লী) গলগণ্ড রোগের এক প্রকার তৈল ঔষধ। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত আছে—তিল তৈল ৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, নিমছাল, গুড়কামাই, কালিয়াকড়া, কুড়চির ছাল, পিপুল, বেড়েলা, বেত ও দেবদারু সর্ব্বসমেত ১ সের, এই তৈল পান করিলে গলগণ্ডরোগের দমন হয়।

অমৃতানন্দ—১ এক বৌদ্ধগ্রন্থকার। ইনি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মকোষসংগ্রহের রচয়িতা ২ ‘অলঙ্কারসংগ্রহ’ প্রণেতা।

অমৃতানন্দতীর্থ—তাৎপর্য্যদীপিকা, তারকোপদেশব্যবস্থা, পরমপদনির্ণায়ক, শাণ্ডিল্যভূষণ, শিবতত্ত্ববিবেক শিবরত্নাবলীব্যাখ্যা, হরিহরবোধ নির্বাচন ও অমৃতানন্দীয় নামক বেদান্তগ্রন্থ প্রণেতা।

অমৃতানন্দনাথ—একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। ইঁহার রচিত

তত্ত্বদীপন, অজ্ঞানবোধিনীটীকা, ও যোগিনীহৃদয়দীপিকা আছে। ইনি কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' সংশোধন করিয়াছিলেন।

অমৃতাঙ্কস—(পুং) [অমৃতম অঙ্কঃ অন্নমিব তৃপ্তিকরং যেষাম্] দেবতা।

অমৃতাফল—(স্ত্রী) [অমৃতাগা. ফলম, ৬ তৎ] পটোল। ২ কদ বেল। ৩ রুচিফল. নাস্পাতি।

অমৃতাভ লোকেশ্বর—বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত এক দেবতা। ইঁহার একটী মুখ ও দুইটী হস্ত। ইনি বজ্রপর্য্যঙ্ক ভঙ্গিতে পদ্মের উপর উপবিষ্ট। ইঁহার ক্রোড়দেশে দুইটী বজ্র রক্ষিত। দক্ষিণ হস্তে ইনি বজ্র ধারণ করিয়া আছেন। ইঁহার বামহস্তে একটি জলপাত্র।

অমৃতায়মান—(ত্রি) [অমৃতমিব আচরতি অমৃত-ক্যঙ্-শানচ] অমৃততুল্য। (রঘু ২৬১)

অমৃতারিষ্ট—বৈদ্যকোক্ত অরিষ্টভেদ। গুলঞ্চ ১২॥০ সের, মিলিত দশমূল ১২॥০ সের ২০৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ কাথে ৩৭॥০ সের গুড়, কৃষ্ণজীরা ২ সের, ক্ষেৎপাপড়া এক পোয়া, ছাতিমছাল, শুঠ পিপুল, মরিচ, মুথা, নাগেশ্বর, কটকী, আতইচ, ইন্দ্রযব, প্রত্যেকে ১ পল, উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পরে ১ মাস কাল আবদ্ধ মুখ ভাণ্ড রাখিবে। ইহাতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

অমৃতার্ণব—অতিসারাধিকারোক্ত এক প্রকার রস। ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে লিখিত আছে—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, লৌহ, গন্ধক, সোহাগার খই, শঠী, ধনিয়া, বালা, মুতা, আকনাদি, জীরা, আতইচ ইহাদের প্রত্যেকে এক তোলা করিয়া লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ধনিয়া, জীরা, সিদ্ধি শালবীজচূর্ণ, মধু, ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল জল, কদলী মূলের রস, মোচরস অথবা কণ্টকারীর রসের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার অতীসার ও অন্যান্য অনেক রোগ নিরাময় হইয়া থাকে।

অমৃতার্ণবরস—(পুং) কাসনাশক এক প্রকার রসৌষধ। এই ঔষধ গুড়ূচী এবং পদ্মকাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। (রসরত্নাকর) ইহার প্রস্তুতবিধি এই রূপ পাওয়া যায়—রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রসগন্ধ, ত্রিকটু, অমৃতা, পদ্মক, ক্ষৌদ্র এবং বিষতুল্য দ্রব্যের চূর্ণ একত্র সমান ভাগ লইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে দেখা যায়—পারা, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, মধু, বিষ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। এই ঔষধ বাতকাসে প্রয়োগ করিতে হয়।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে এই নামে এক প্রকার বাজীকরণ ঔষধ পাওয়া যায়। ৪ ভাগ সূতভস্ম, ৮ ভাগ লৌহভস্ম, অভ্রভস্ম ৬ ভাগ এবং ৫ ভাগ গন্ধক। ভস্মজ দ্রব্য এবং ত্রিফলার কাথে ভাবনা দিবে। শিগ্রুবহ্নিকটুকাথের দ্বারা পৃথক ভাবে আবার সাতবার ভাবনা দিবে। সমস্ত দ্রব্যের তুল্য পরিমাণ কণা এবং পুরাতন গুড় মিশাইয়া লইবে। মাত্রা নিষ্ক পরিমিত।

অমৃতার্ণবলৌহ (পুং) কুষ্ঠাধিকারের এক প্রকার লৌহ। রসরত্নাকরে—ইহার এইরূপ প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, সমান ভাগে চূর্ণ করিবে এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধ পরিমাণ শিলাজতু, গুড়ূচী এবং স্বরস (আর্দ্রদ্রব্যাপেষণজ রস) দিয়া বারম্বার ভাবনা দিবে। তারপর তিনবার শুষ্ক ঘৃতে মর্দ্দন করিবে। ৭ রতি ১ মাষা মধু দিয়া লেহন করিবে। (রসরত্নাকর)

অমৃতাবটিকা—(স্ত্রী) সদ্যোব্রণঘ্ন এক প্রকার বটিকা। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—গুড়ূচী পটোল মূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, কৃমিঘ্ন, এই সমস্ত দ্রব্যের সমান পরিমাণ চূর্ণ ও সমস্ত চূর্ণের সমান গুগ্গুল মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। (রসরত্নাকর)

দ্বিতীয় প্রকার অমৃত বটিকার নাম বৃহৎ অমৃতাবটিকা। এই ঔষধ ব্রণরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। প্রস্তুত প্রণালী—

গুড়ূচী ১০০ পল, দশমূল ১০০ পল, পাঠা, মূর্ব্বা, বলা, অতিবলা, এরণ্ডমূল, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকে ১০ পল করিয়া, হরীতকী ১০০ পল, বহেড়া ২০০ পল আমলকী ৩০০ পল, এই সমস্ত দ্রব্য দুই দ্রোণ পরিমিত জলে একবার সিদ্ধ করিয়া রাখিবে ৭ ১ প্রস্থ গুগ্গুলুর পুটুলী বাঁধিয়া ঐ জলের ভিতরে দিবে। পরদিন গুগ্গুলুর সহিত সমুদায় দ্রব্য পাক করিবে। যখন একচতুর্থাংশ বাথ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া শুধু গুগ্গুলু গুলি গাল করিয়া পাক করিবে। পুনরায় সমস্ত দ্রব্য একটী লোহার পাত্রে পাক করিবে। যখন খুব ঘন হইয়া যাইবে তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। ইহার পর শীতল হইলে ত্রিফলা, ত্রিবৃতা, দন্তী, ব্যোষ, গুড়ূচী, অশ্বগন্ধা, বিড়ঙ্গ, চব্রক, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, নাগকেশর, এই সমস্ত প্রত্যেক দ্রব্যের এক পল করিয়া চূর্ণ এই কাথের সহিত মিশাইয়া পাক শেষ করিবে। ইহার মাত্রা ৮ মাষা।

অমৃতাশ—(পুং) [অমৃতে জলে আ সম্যক্রূপেণ শেতে প্রলয় কালে, অমৃত-আ-শী ড] বিষ্ণু। [অমৃতম্ অশ্নাতি অমৃত-অশ-অণ] ২ দেব।

অমৃতাশন—(পুং) [অমৃতম্ অশ্নাতি অমৃত-অশ-ল্যু অমৃতম্ অশনং যস্য ইতি বা] দেবতা।

অমৃতাশ্ম—(পুং) [অমৃতো জীবকঃ অশ্মা, উপস্তকর্মধা°] প্রস্তরবিশেষ। ২ জীবিত প্রস্তর। একরূপ পাথর আছে, তাহা প্রাণীর ন্যায় জলে ভাসিয়া বেড়ায়।

অমৃতাষ্টক—(পুং) পাচনবিশেষ। গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন এবং মুতা সমস্ত মিলিত ২ তোলা, তাহার ১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অষ্টমান সিকি অংশ থাকিতে নামাইয়া অৰ্দ্ধ তোলা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা পান করিলে 'পক্তশ্লেষ্মজ্বর, দাহাস, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারণ হয়। (বৈ° র° জ্বরচিকি°)

অমৃতাসঙ্গ—(ক্লী) [অমৃতস্য নিমন্তের আসঙ্গো যত্র, বহুব্রী] এক প্রকার তুঁতে, খর্পরিকা তুঁতে। ২ অঞ্জন।

অমৃতাসঙ্গম—(পুং) খর্পরতুথ, তুঁতে।

অমৃতাসু—(ত্রি) [অমৃতা বিয়োগরহিতা অসবঃ প্রাণা যস্য, বহুব্রী] যাহার প্রাণ বিয়োগ হয় না, দীর্ঘজীবী। (অথর্ব্ব ৫.১.১)

অমৃতাহরণ—(পুং) [অমৃতং পীযূষম আহরতি, অমৃত-আ-হৃ ল্যুট্] অমৃত-হরণকারী গরুড়। [অধিবিদ্যা দ্র°]

অমৃতাহ্ব—(ক্লী) [অমৃতম্ আহ্বয়তে তুল্যাস্বাদফলত্বেন স্পর্দ্ধতে, অমৃত-আ-হ্বে-ক] নাসপাতি বৃক্ষ। বৈদ্যকে ইহার এই প্রকার গুণ বর্ণিত হইয়াছে—এই ফল গুরু, বাতঘ্ন, স্বাদু, ত্রিদোষঘ্ন। মুঙ্গল (মুঙ্গের) অঞ্চলে এই ফল প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। ২ গজমুক্তা।

অমৃতাহ্বয়তৈল—(ক্লী) বাতরক্ত রোগের এক প্রকার তৈল ঔষধ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—গুড়ূচী, মধুক, ত্রপঞ্চ-মূল, বৃহতী, কণ্টকারী, পৃশ্নিপর্ণী, গোক্ষুর, পুনর্নবা, রাস্না, এরণ্ড-মূল, ও জীবনীয়—এই সমুদায় দ্রব্যের প্রত্যেক ১০০ পল, বলা ৫০০ পল, কোল, বিল্ব, যব, মাষ, কুলত্থ—এই সমস্ত ১ আঢ়ক, ত্তক কাশ্মর্য্য ১ দ্রোণ, ১০০ দ্রোণ পরিমিত জলে জাল দিবে, যখন ৪ দ্রোণ শেষ থাকিবে তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া ছাঁকিবে পরে ১ দ্রোণ তৈল এবং পঞ্চগুণ দুগ্ধ মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। তৎপরে চন্দন, খস, কেসর, পত্র, এলাইচ, অগুরু, কুঠ, তগর মধুযষ্টিকা—এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকে ৩ পল করিয়া, মঞ্জিষ্ঠা অৰ্দ্ধপল চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া তৈল পাক শেষ করিবে। (ভাব-প্রকাশ—মধ্যভাগ)

অমৃতেশ—(পুং) অমৃতের ঈশ্বর, শিব

অমৃতেশয়—(পুং) [অমৃতে জলে শেতে অমৃত-শী-অচ্, অলুক্স°] বিষ্ণু প্রলয়কালে জলে শুইয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম অমৃতেশয়।

অমৃতেশ্বর—মহিসুররাজ্যের অমৃতপুর নগরস্থ একটী শিবমন্দির। এখানকার শিবমূর্ত্তি গজাসুর সংহারমূর্ত্তি নামে কথিত এবং ষোড়শ-হস্তবিশিষ্ট। ষোলটী হাতের কতকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে কয়টী আছে তাহাতে পাশ, দণ্ড, ত্রিশূল, অক্ষমালা ও কপাল বিরাজিত দেখা যায়। দুই হস্তে হস্তিচর্ম্ম ধারণ করিয়া রহিয়া-ছেন। মূর্ত্তির উপরিভাগে যে 'প্রভামণ্ডল' চিত্রিত আছে তাহাও যেন হস্তিচর্ম্মের উপরে খোদিত। মূর্ত্তিটীর দক্ষিণদিক হইতে বামদিক পর্য্যন্ত অষ্ট দিক্‌পাল মূর্ত্তি, দক্ষিণে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও বামে ষড়্‌ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। বিষ্ণু দুই হস্তে বেণুবাদনতৎপর এবং অপর চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। ঐ হস্তিচর্ম্মের উপরেই দেবী ও গণেশ, শিব, নন্দী ও ভৃঙ্গী স্বতন্ত্র ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। মূলমূর্ত্তির মাথায় জটামুকুট ও গলায় কপালমালা এবং অঙ্গে নানাভূষণ উৎকীর্ণ। মূর্ত্তিটী সুন্দর ও সুচারু কলাশিল্পে খোদিত হইয়াছে।

অমৃতেশ্বর মন্দির—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা নগরে মুথা নদীর তীরে পুণা সহরের শনিবার-পেট বিভাগে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ শিবমন্দির। ২য় পেশওয়া বাজীরাও বল্লালের (১৭২১-১৭৪০ খৃঃ) ভগিনী এবং আবাজী নরায়ণপতিকরের পত্নী ভিউবাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা ১২ হইতে ২১ ফিট্ উচ্চ প্রস্তরবেদীর উপর প্রস্তরদ্বারা গঠিত। ইহা নিরেট পাথরে তৈয়ারী। নদীর প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার ভিত্তি অনেক উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত। পূর্ব্বপার্শ্বে একটী সোপানশ্রেণী। মন্দিরের শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত বহির্দ্বারে বৃষমূর্ত্তি।

অমৃতেশ্বর—(পুং) শিব। ২ দেবতা।

অমৃতেশ্বররস—(পুং) যক্ষ্মা রোগের এক প্রকার রসৌষধ। পারা ভস্ম ও গুলঞ্চের সত্ত্ব, লৌহ, মধু, ঘৃত, সমান ভাগে মিশাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ যক্ষ্মা এবং যাবতীয় কাশরোগের পক্ষে অমৃততুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। সেবনের মাত্রা ৬ রত্তি। (প্রয়োগামৃত)

অমৃতেষ্টকা—(স্ত্রী) যজ্ঞীয় এক প্রকার ইষ্টক। "হিরণ্যশল্কাইহেকে কুর্ব্বন্তি অমৃতেষ্টকা ইতি বদন্তো ন তা অমৃতেষ্টকা ন হি তানি প্রত্তশীর্ষাণি" (শত° ব্রা° ৬.২ ১.৩৮)

অমৃতোত্থা—(স্ত্রী) সুধামূলা, সালম্-মিছার।

অমৃতোৎপন্ন—(ক্লী) [অমৃতং বিষমিব উৎপন্নম্, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°] খর্পরীতুথ, খর্পরীতুঁতে।

অমৃতোৎপন্না—(স্ত্রী) মক্ষিকা, মৌমাছী। মৌমাছী ফুল হইতে মকরন্দ আহরণ করিয়া চাকে মধুসঞ্চয় করে বলিয়া, মৌমাছিকে অমৃতোৎপন্না কহে।

অমৃতোদন—শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আনন্দ ও দেবদত্ত ইঁহার দুই পুত্র। মহাবংশ মতে মহানাম নামে ইঁহার

অপর এক পুত্র ছিলেন। তিনিই জ্যেষ্ঠ। ইঁহারা সকলেই গৌতম বুদ্ধের অনুগত ও ভক্ত ছিলেন।

তিব্বতীয় বিনয়-পিটক বা দুল্‌ব গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, শাক্য-বংশীয় নৃপতি সিংহহনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, অমৃতোদন এবং দ্রোণোদন নামে চারি পুত্র ছিলেন। শুদ্ধোদনের পুত্র গৌতমবুদ্ধ, অমৃতোদনের পুত্র আনুরুদ্ধ, আনন্দ এবং দেবদত্ত। পালি জাতকে অন্য প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়। তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেবদত্তের পিতার নাম সুপ্রবুদ্ধ এবং তিনি যশোধরার ভ্রাতা।

কপিলাবস্তুর ন্যগ্রোধারামে বুদ্ধদেব অমৃতোদনকে এবং তৎসহ অপর ৭৫০০০ শাক্যবংশীয়কে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইঁহার পুত্র আনন্দ বুদ্ধপুত্র রাহুলের সমবয়স্ক ছিলেন। অমৃতোদন দৈবজ্ঞের নিকট শুনিয়াছিলেন, আনন্দ ভগবান বুদ্ধের সেবক এবং পার্শ্বচর হইবেন। সেই অবধি তিনি উভয়ের মধ্যে যাহাতে সাক্ষাৎ না হয় সেই চেষ্টা করিতেন। দৈবক্রমে একদিন বুদ্ধদেব স্বয়ং অমৃতোদনের গৃহে উপস্থিত হন, সেই সময় আনন্দ এবং বুদ্ধদেবের মধ্যে দেখা হয়। আনন্দ তখনই বুদ্ধের অনুগামী হন। অমৃতোদনও পুত্রকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন।

অমৃতোদ্ভব—(স্ত্রী) [অমৃতং বিষমিব উদ্ভবতি অমৃত-উদ্ ভূ অচ্] খর্পরীতুথ তুঁতে। [অমৃতং মৃত্যুঞ্জয়ং শিবমিতি যাবৎ উদ্ভবতে প্রাপ্নোতি ভক্তদেহত্বেন অমৃত উদ্ ভূ-অচ্] (পুং) ২ বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ। ৩ ধন্বন্তরি।

অমৃতোদ্ভবা—(স্ত্রী) আমলকী, আমলা। ২ নাগবল্লী, পাণ।

অমৃতোপম —(স্ত্রী) খর্পরীতুথ, তুঁতে।

অমৃতোপহিতা—(স্ত্রী) তোপচিনি নামক দ্রব্য।

অমৃত্যু—(পুং) মৃত্যুর অভাব, অমরণ। (ত্রি) অমর, যে কখন মরে না (ঋক্ ১০ ৯৪ ১১) ও অমরত্ব প্রদানকারী।

অমৃধ্—(ত্রি) [মৃধু উন্দনে বাহুলকাৎ ক্বিপ্ তাদৃশো নঞ্ তৎ] অহিংসিত যাহাকে কেহ হিংসা করে নাই। (ঋক্ ১ ৩৭ ১১)

অমৃষা—(অব্য) [নঞ্ তৎ] মিথ্যা নহে, সত্য (বৃহ° আ° ব° ৩ ৯ ২৮)

অমৃষ্টভৃজ্জ—(ত্রি) বিশুদ্ধ, নির্ম্মল।

অমৃষ্য—(ত্রি) সহনের অযোগ্য, যাহা সহ্য করা যায় না।

অমেক্ষণ—(ত্রি) মেক্ষণশূন্য।

অমেঘ—(ত্রি) মেঘরহিত।

অমেত—রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত অমেত নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা° ২৫ ১৮´ উঃ, দ্রাঘি ৭৩°৫৬´ পূঃ। উদয়পুর নগরের প্রায় ৫০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে বনাস্ নদীর শাখা চন্দ্রভাগার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। সহরটী প্রাচীর বেষ্টিত। এখানকার রাজা মেবারের প্রসিদ্ধ চন্দ্রাবত (শিশোদীয়) বংশীয় রাজপুত এবং তাঁহার উপাধি 'রাবত'।

অমেথিয়া—রাজপুতদিগের একটী শ্রেণী। লক্ষ্ণৌ জেলার অমেথি পরগণা হইতে অমেথিয়া নামের উৎপত্তি। স্যর্ এইচ্ এম্ ইলিয়ট্ সাহেব মনে করেন ইহারা চৌহান রাজপুতগণের বচ্ছল গোটী বা বচ্ছগোটী শাখার সহিত অভিন্ন। মিঃ ডাব্লিউ, সি, বেনেট্ ইহাদের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন—ইহারা চামার-গৌড়দিগের শাখান্তর্গত এক ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণগণ যখন ক্ষত্রিয়ো সাদন করেন তৎকালে এক গর্ভবতী ক্ষত্রিয়রমণী চামারের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তথায় সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। ইহাই চামার গৌড়দের উৎপত্তির বিবরণ। প্রবাদ যে, অমেথিয়া-গণ প্রথমে শিউপুরীতে, পরে কালিঞ্জর দুর্গে বাস করে। সৈয়দ সালারের ভারত আক্রমণের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে রায়পাল সিংহ নামক এক ব্যক্তি কালিঞ্জর ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ জেলার অমেথি পরগণায় গিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ বলেন, ক. অযোধ্যা প্রদেশের কোন একটী বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হন এবং বলপূর্ব্বক দেশ জয় করিয়া ও তাঁহার রাজাকে বধ করেন। রায়পাল সিংহ যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি হইল 'অমেথিয়া'। উক্ত যুদ্ধের প্রায় শতবর্ষ পরে ডিঙ্গুর শাহ, রাম সিংহ এবং ... নামে তিন ভ্রাতা অমেথি ত্যাগ করিয়া জগদীশপুরে আসিয়া তথায় মুসলমান দের সহিত তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ হয় ... বেরেলী অঞ্চলে প্রচলিত একটী প্রবাদে জানা যায়, অমেথিয়াগণ সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্ণৌ হইতে আসেন। অপর একটী প্রবাদ আছে, ইঁহারা প্রথমে দাবকার নিকটস্থ শিউপুরে বাস করিতেন। পরে এখান হইতে কানপুরের নবকনারায়ণ নামক স্থানে ও অবশেষে ... আগমন করে। কাহারও মতে, 'অমেথিয়া' ... অপভ্রংশ—এই মত গ্রাহ্য নহে।

অমেথী১,—যুক্তপ্রদেশের সুলতানপুর জেলার একটী তহশীল। এই তহশীলে অসল ও অমেথী এই দুইটী পরগণা আছে। ইহা অক্ষ ২৬°১ ও ২৬°২০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৭৭ ও ৮২ ৪ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৩৬৬ বর্গমাইল।

অমেথী২,—যুক্তপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার মোহনলালগঞ্জ তহশীলের এক সহর। অক্ষা° ২৬°৪৫ উঃ, দ্রাঘি ৮১ ২ পূঃ। লক্ষ্ণৌ সুলতানপুর রাস্তার উপরে অবস্থিত। সহরটী প্রাচীন। প্রবাদ যে, সৈয়দ সালারের একজন কর্ম্মচারী পূর্ব্বে এই সহরের মালিক ছিলেন। পরে অমেথিয়া রাজপুতদিগের অধীনে থাকিয়া ইহা প্রায় ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে শেখদিগের হস্তে যায়। তদবধি স্থানটি ইস্‌লামধর্ম্মের একটী কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত। একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধুপুরুষ এইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ওয়াজিদ আলী শাহের রাজত্বকালে অমেথীনিবাসী মৌলবী আমীর আলি

অযোধ্যায় হনুমানগড় আক্রমণ করেন, কিন্তু বারবাকী জেলায় রাজসৈন্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। অমেথী সহরে "আমেরিকান্ মেথডিষ্ট্ মিশনে"র একটী শাখা ও তৎসংলগ্ন একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এখানে বস্ত্র-নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অমেথীর লোকসংখ্যা ৫০৭৭।

অমেদস্ক—(ত্রি) মেদরহিত, দুর্ব্বল।

অমেধস্—(ত্রি) [নাস্তি মেধা ধীর্যস্য, নঞ্ বহুব্রী] যাহার ধারণাশক্তি অল্প, যাহার কিছুই স্মরণ থাকে না। ২ মূর্খ। ৩ ক্ষিপ্ত, পাগল।

অমেধ্য—(ত্রি) [ন মেধ্যং পবিত্রং বিয়োগে নঞ্-তৎ] অপবিত্র, অশুচ। ২ যাহা অপবিত্র হইয়াছে। (ক্লী) ৩ বিষ্ঠা।

অমেধ্যকুণপাশিন্—(ত্রি) কুণপভক্ষক, যে মৃতের মাংস খায়। ২ অখাদ্যমাংসভোজী।

অমেধ্যতা—(স্ত্রী) অপবিত্রতা, অশুচতা।

অমেধ্যযুক্ত—(ত্রি) মলিন, কলুষ।

অমেধ্যলেপ—(পুং) পুরীষের প্রলেপ, অপবিত্র বস্তুর প্রলেপ।

অমেন—(পুং) বিপত্নীক, যাহার স্ত্রী মরিয়াছে। (ঋক্ ৫৩১২)

অমেনি—(ত্রি) [মি-নি-মেনি, নঞ্-তৎ] পরিচ্ছেদের অভাব, ইয়ত্তার অভাব। (অথর্ব্ব ৫৬৯)

অমেয়—(ত্রি) [ন মেয়ম্, নঞ্-তৎ] ইয়ত্তা করিতে অশক্য। ২ জ্ঞানের অশক্য। (রঘু ১০১৮)

অমেয়াত্মন্—(ত্রি) মহানুভাব, উদারচেতা।

অমেরেতাদ্, অমেরদাদ্—অবস্তা-বর্ণিত এক দেবী। ইনি ধন ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি হোর্কতাদ্ ও অমেরেতাদ্ নামেও পরিচিত এবং শস্যাদি ও ফলের উৎপাদক। হোর্কতাদ্ অর্থে সম্পূর্ণতা এবং অমেরেতাদ্ অর্থে অমরত্ব বুঝায়। ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ণতা রক্ষার প্রতীকরূপে ইঁহাদের যুগল বিকাশ এবং এই কারণে দুইটী নাম যুগ্মভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

পহলবী যস্নের ৩১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, হোর্কতদ্ ও অমেরেতাদ্‌কে কর্ত্তব্যপরায়ণবোধে অহুরমজ্দ্ তাঁহাদের উভয়ের উপর সৎকর্ম্মসাধনের ভার দিয়াছিলেন।

অমেষস্পেণ্ত (অমেষাস্পেন্দ)—স্বর্গীয় মঙ্গলকামী দেবদূত। ইঁহারা অমরধামে অমরত্বকামী আত্মার মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির আত্মা সানন্দে অহুরমজ্দ্ সকাশে ও অমেষস্পেণ্ত-লোকে গমন করিতে সমর্থ হন। (অবস্তা গাথা, ও বেন্দিদাদ্)

বেন্দিদাদ্ ও অন্য-অবস্তার স্থানে স্থানে ইঁহাদের অমেষাস্পেন্দ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইঁহারা অমর, সত্যের প্রতিপালক এবং সুন্দর ব্যবস্থাপক, স্বর্গগমনকারীর ইঁহারা মঙ্গলসাধক এবং যে লোকে ইঁহারা বাস করিয়া থাকেন তাহা অমেষস্পেণ্তলোক নামে আখ্যাত। (বেন্দিদাদ্ ১৯)

অমেষ্ট—(ত্রি) যাহাকে গৃহে বলিদান করা হইয়াছে, যাহাকে ঘরে কাটিয়াছে। (শুক্লযজুঃ ১০২০)

অমোক্য—(ত্রি) বন্ধনের অযোগ্য, যাহাকে বাঁধা যায় না। (অথর্ব্ব ৩৬৫)

অমোঘ—(ত্রি) [ন মোঘং নিষ্ফলং, নঞ্-তৎ] সফল, অব্যর্থ। (কুমার ৩৬৬) (পুং) ২ নদবিশেষ। ৩ বিষ্ণু। (শতপথব্রা° ১৭৩১৮) (স্ত্রী) ৪ পটোল-লতা, পলতা। ৫ হরীতকী। ৬ বিড়ঙ্গ।

অমোঘ২—নামান্তর অমোঘবজ্র। ইনি সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিত। ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইনি চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন ও তাঙ বংশের রাজপুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন। ইনি ইঁহার অলৌকিক শক্তির দ্বারা একটী বন্যহস্তীর দলকে পোষ মানাইয়াছিলেন। ইনি সাধারণে বহু যাদুমন্ত্র প্রকাশ করেন ও মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য উৎসবের প্রচলন করেন। ইনি 'মঞ্জুশ্রীপরিপৃচ্ছাসূত্র' গ্রন্থের রচয়িতা।

অমোঘ৩—শিবগণ চণ্ডেশ্বরের হস্তধৃত বাণবিশেষ।

অমোঘ আচার্য্য—একজন পণ্ডিত। ত্রিবিক্রমদেব লোকপ্রদীপে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

অমোঘচণ্ড—বৌদ্ধদেবতাভেদ (সাধনমালায় ত্রিসময়রাজসাধন)

অমোঘচাঁদ—পঞ্জাবের বসহরবাজ্যের অধীন কণেঠী সামন্ত রাজ্যের একজন রাজা। ইনি জাতিতে রাজপুত এবং কুমহার সেনের রাণার আত্মীয়। [কণেঠী দ্র°]

অমোঘজাপ—বৌদ্ধশাস্ত্র কথিত বুদ্ধের সমাধিসাধনের স্তব বিশেষ (গুহ্যসমাজতন্ত্র ১৩শ

অমোঘজ্ঞান—বৌদ্ধসমাধিগত অমোঘনামক বিশেষ জ্ঞান। (গুহ্যসমাজতন্ত্র ১৫শ)

অমোঘদণ্ড—(পুং) শিব, ইনি অপরাধের দণ্ড দিতে কখনো ভুলেন না বলিয়া ইঁহার নাম অমোঘদণ্ড।

অমোঘদর্শিন্—(পুং) একজন বণিক।

অমোঘদেব—একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

অমোঘপাশ লোকেশ্বর—বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত লোকেশ্বরভেদ। ইঁহার চারিটী মুখ ও আটটী হস্ত। ইনি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। ইঁহার দক্ষিণের চারিটী হাতে বজ্র, তরবারি, অঙ্কুশ ও ধনু এবং বাম দিকের চারিটী হস্তে ঘণ্টা, ত্রিদণ্ডী, পাশ ও তীর (শর) আছে। [পর পৃষ্ঠায় চিত্র দ্র°]

অমোঘভাব—সাধনমালাতন্ত্রোক্ত বৌদ্ধ দেবতাভেদ। মঞ্জুবজ্র সাধনে ইঁহার উল্লেখ আছে। (সাধনমালা)



অমোঘপাশ লোকেশ্বর।

অমোঘভূতি—কৌণিন্দ বা কুণিন্দ নামক জনপদের জনৈক রাজা। অম্বালা ও শাহরানপুর অঞ্চলে ১৫০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০ খৃষ্টাব্দের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে রাজা 'অমোঘভূতি'র নাম পাওয়া যায়। গণতন্ত্রভুক্ত কৌণিন্দনায়কগণ পূর্বতন অমোঘভূতি রাজার নাম স্মরণ পর পর মুদ্রাঙ্কণ করিয়া গিয়াছেন। এই মুদ্রাগুলি গ্রীক মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল।

অমোঘরজ—বৌদ্ধ দেবতাভেদ। (সাধনমালা)

অমোঘবজ্র—উত্তরভারতবাসী একজন বৌদ্ধ শ্রমণ। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ৭৪৬ হইতে ৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন রাজ্যে বাস করিয়া বৌদ্ধিক মতবাদ প্রচার করেন। ইনি চীনে থাকিয়া সর্বসমেত ৭৭ খানি তন্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উষ্ণীষচক্রবর্তী তন্ত্র, গরুড়গর্ভতন্ত্র ও বজ্রকুমারতন্ত্রের নাম পাওয়া যায়।

অমোঘবর্ষ—দাক্ষিণাত্যের মালখেড (মান্যখেট) প্রদেশের কএকজন রাজা। ইঁহারা রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা দন্তিবর্মার বংশধর। এই বংশের রাজা ৩য় গোবিন্দের (প্রভূতবর্ষ বিক্রম) পুত্র ১ম অমোঘবর্ষ পিতার মৃত্যুর পর ৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। চালুক্যদিগকে পরাভূত করিয়া ইনি মান্যখেট নগরীর জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। শিলালিপি হইতে ইঁহার অতিশয়ধবল, ১ম নৃপতুঙ্গ, মহারাজ শর্ব, মহারাজ ষণ্ড ও শ্রীবল্লভ বিরুদ এবং মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, ভট্টার, পরমভট্টারক, পৃথিবীবল্লভ এবং শ্রীপৃথিবীবল্লভ উপাধি দৃষ্ট হয়।

রাজা ২য় অমোঘবর্ষ—ইনি মহারাজ ২য় জগত্তুঙ্গের পুত্র এবং তৎপত্নী গোবিন্দাম্বার গর্ভজাত। ইনি ত্রিপুরীর কলচুরি রাজকন্যা কুণ্ডকদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি অল্পকালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজা ৩য় অমোঘবর্ষ—৩য় কক্ক (৩য় কর্ক) কক্কল বা কর্কর নামে পরিচিত। শিলালিপিতে ইনি ৩য় বল্লভ নরেন্দ্রনামে উক্ত হইয়াছেন। ইনি চোল ও পাণ্ড্য রাজগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু ৯৭৩-৪ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমচালুক্যরাজ ২য় তৈল কর্তৃক নিহত হন। রাজা ২য় তৈল ইঁহার কন্যা জাকলাদেবীকে বিবাহ করেন। তদবধি মান্যখেটে চালুক্যবংশের অভ্যুদয় হয়। [রাষ্ট্রকূট দ্র]

অমোঘবিক্রম—(ত্রি) অব্যর্থবীর্য্য যাহার শক্তি অপ্রতিহত।

অমোঘসম্ভবা বৌদ্ধ দেবতাভেদ। নেপালে ইঁহার ধ্যান বিহিত হইয়াছে।

অমোঘসিদ্ধ (অমোঘসিদ্ধি)—বৌদ্ধতন্ত্রে বর্ণিত এক ধ্যানী বুদ্ধ। আদিবুদ্ধের পুত্র। ইঁহা হইতে লোকেশ্বরের উৎপত্তি। অনেক ক্ষেত্রে ইনি ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভের অপররূপ বলিয়া অভিহিত হন এবং অমিতাভের পরে ইঁহার উৎপত্তি হইয়াছিল। [অমিতাভ শব্দে অমিতাভের চিত্র দ্রঃ] নেপালের বৌদ্ধগণ ইঁহাকে পঞ্চম ধ্যানী বুদ্ধরূপে পূজা করিয়া থাকেন। ইঁনি অভয়মুদ্রায় উপবিষ্ট। ইঁহার বামহস্তের করতল ঊর্দ্ধদিক্ করিয়া ক্রোড়দেশে রক্ষিত এবং দক্ষিণহস্ত অভয়প্রদানের ভঙ্গিতে উত্তোলিত। ইঁহার বর্ণ সবুজ এবং ইনি উত্তরদিকে মুখ করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। ইঁহার বাহন—দুইটী গরুড় এবং ইঁহার মস্তকে 'বিশ্ববজ্র' অবস্থিত। 'বিশ্বরাজ' যুগল বা দুইটী বজ্রের প্রতীক স্বরূপ কখনও কখনও ইঁহার মাথার উপর পশ্চাদ্ দিক হইতে সপ্তফণাবিশিষ্ট সর্পকে ছত্র ধরিতে দেখা যায়। এইরূপ স্থলে ইঁহার সম্মুখে একটী চতুষ্কোণ গর্ত দৃষ্ট হয় উহা জলাশয় বা পুষ্করিণীর প্রতিরূপ বিশেষ। উহাতে উক্ত সর্প অবস্থান করিয়া থাকে। (সাধনমালা—ত্রিসময়রাজসাধন)

অমোঘা—(স্ত্রী) দেবাসুর যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য অনেক মাতৃকা আসিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতমা। (মহাভাº) ২ হরিবর্ষবাসী শান্তনু নামে একজন তপোনিষ্ঠ মুনি হিরণ্যগর্ভমুনির কন্যা অমোঘাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মার বীর্য্য স্খলন হয়। সেই বীর্য্য শান্তনু পান করিয়া স্বীয় স্ত্রী অমোঘাতে অভিষেক করেন। এই বীর্য্য ধারণ করিয়া অমোঘা জলরাশি প্রসব করেন। সেই জলই ব্রহ্মকুণ্ডতীর্থে পরিণত হয়। (কালিকাপুº) পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে এই বিবরণ কিছু বিভিন্নাকারে পাওয়া যায়।

অমোঘা—(স্ত্রী) পরবল, অপ্রতিহত শক্তি। ২ হরীতকী। ৩ বিড়ঙ্গ। ৪ শ্বেতপাটলা।

অমোঘাক্ষী—(স্ত্রী) সাবিত্রী দেবী বিপাশাতীর্থে এই নামে প্রখ্যাতা।

অমোঘাগ্র—বৌদ্ধ দেবতাভেদ। (গুহ্যসমাজতন্ত্র ১২পঃ)

অমোচন—(ক্লী) মুক্তির অভাব। ২ বন্ধন।

অমোচিত—(ত্রি) আবদ্ধ, যাহা বাঁধা রহিয়াছে।

অমোত—(ক্লী) [বো-ক্ত উত্তম অমা সহ উত্তম] অচ্ছিন্ন স-দশ বস্ত্র যুগ্ম, অচ্ছিন্ন ছিলাযুক্ত এক যোড়া কাপড়। (অথর্ব্ব ৯ ৫ ১৪) ২ যে বস্ত্রের বয়নকার্য্য গৃহে হইয়াছে।

অমোতক—(পুং) গৃহপালিত শিশু। ২ বস্ত্রকারক, তন্তুবায়।

অমোতপুত্রকা—(স্ত্রী) গৃহপালিতা বালিকা।

অমোদ—বোম্বাই প্রদেশের ভরোচ জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত একটী তালুক। অক্ষা° ২১°৫১´ হইতে ২২°৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪১´ হইতে ৭৩°৪´ পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ১৭৬ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় ধাধর নদী প্রবাহিত। নদীকূলবর্ত্তী স্থান বনমালাসমাকীর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে চাষের অনুপযোগী। অপরাংশ তুলা চাষের উপযোগী কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাপূর্ণ। প্রায় অর্দ্ধেকের উপর জমিতে তুলা উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত তালুক বা উপবিভাগের বিচার-সদর। ধাধর নদী হইতে ১ মাইল দক্ষিণে এবং ভরোচ নগর হইতে ২৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°০´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭২°৫২´ পূঃ। এখানে ক্ষুর, ছুরি প্রভৃতি লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রের ও তুলার কারবার আছে। এখানে স্থানীয় ভূম্যধিকারী ঠাকুরের প্রাসাদ বিদ্যমান। দুইটী ইংরাজী স্কুলে বালকদের এবং একটী স্কুলে বালিকাদের পাঠের ব্যবস্থা আছে।

অমোলব—বিহার প্রদেশের চম্পারণ জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। বেঙ্গল ও নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলপথের মুজঃফরপুর-ভিখনাঠোরী শাখায় একটী ষ্টেশন আছে।

অমোসি—অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলায় একটী নগর। লক্ষ্ণৌ সহর হইতে ৮ মাইল এবং বিজনৌর হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার স্বত্বাধিকারী চৌহানবংশীয় রাজা। খৃষ্টীয় ১৫শ শতকে ভর জাতির হস্ত হইতে স্থানীয় সর্দ্দারবংশের পূর্ব্বপুরুষ এই স্থান অধিকার করিয়া লন। বর্ত্তমান অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু ও কৃষিজীবী।

অমোহক—(ক্লী) মৎস্যপুরাণবর্ণিত এক পিতৃতীর্থ। এখানে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা তিথিতে যথারীতি পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে হয়। (মৎস্যপু° ১৯১.১০৪)

অমৌন—(ক্লী) নিঃশব্দের অভাব। ২ আত্মজ্ঞান।

অমৌলিক—(ত্রি) মূলশূন্য, যাহার গোড়া নাই। ২ মিথ্যা। ৩ অযথার্থ।

অম্ঝেরা মধ্য ভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী জেলা। বিন্ধ্যপর্ব্বতের জঙ্গলাকীর্ণ ঢালু পাদভূমে অবস্থিত। ভূ পরিমাণ ১৩০১ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২২°৫´ হইতে ২২°৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪ ৪০ হইতে ৭৫°৪৬´ পূঃ মধ্যে। সমগ্র জেলাটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮০০ ফুট উচ্চ। এখানে চাষ বাসের উপযোগী ভূমি নাই, এই কারণে লোকসংখ্যাও কম।

অম্ঝেরা ও বাকানের নামক গ্রামে এখানকার সদর কাছারী আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে ৪৬৪ খানি গ্রাম আছে। অধিকাংশ ভূমিই জায়গীর রূপে প্রদত্ত। রাজস্ব ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। ২ অম্ঝেরা জেলার সদর। অক্ষা° ২২°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪ পূঃ। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদমূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৯০ ফুট উচ্চে ধারারাজ্য হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

যোধপুররাজ মালদেও রাঠোরের পুত্র রাজা রামসিংহ খৃষ্টীয় ১৬শ শতকে এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। পরে উহা একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার রাজা বক্তাবরসিংহ বিদ্রোহী হন। পরে তিনি ধৃত ও ইন্দোরে নিহত হন এবং তাঁহার রাজ্য সিন্দেরাজকরে সমর্পিত হয়।

অম্দপুর (আমেদপুর)—বেরার প্রদেশের বুল্দানা জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। বুল্দানা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে ১০ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। এই গ্রামের অদূরে দক্ষিণে একটী গণ্ডশৈল আছে। ঐ শৈলোপরি প্রস্তরচত্বরে ভবানী দেবীর মন্দির আছে। পর্ব্বতের কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্বের শৈলাংশের উচ্চতা অধিক হওয়ায় তাহার ছায়াপাতে মন্দিরের মণ্ডপ ও দেবমূর্ত্তি সদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। ইহা ছাড়া মন্দিরের আশেপাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত একটী সুবৃহৎ দেবমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিলে মনে হয় পূর্ণ মূর্ত্তিটী এক সময়ে ৭ ফুটের অধিক ছিল।

অম্রস্—(অব্য) অজ্ঞাতসারে। ২ বর্ত্তমান সময়ে। ৩ অগ্রে অগ্রে। (অথর্ব্ব ৮ ৬ ১৯)

অম্নের,—দাক্ষিণাত্যের বেরার প্রদেশের মর্শি তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। জাম ও বর্দ্ধানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এইস্থান একসময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। স্থানীয় জায়গীরদার ও নিজামের সহিত এখানে একটী যুদ্ধ হয়। তদবধি স্থানীয় সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়াছে। এখনও সাত হাজার মুসলমানের কবর সেই পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। নদীতীরে একটী প্রাচীন মহাদেবের মন্দির আছে।

অম্নের₂—বেরারের অন্তর্গত ইলিচপুর জেলার উত্তরস্থ মেলঘাট পর্ব্বতে একটী দুর্গ ও তৎপাদমূলস্থ নগর। অক্ষা° ২১°৩১´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৬°৪৯´৩০´´ পূঃ। গঙ্গা ও তাপ্তী নদীর সঙ্গমমুখে

ত্রিকোণাকার ভূমির উপর এই দুর্গ নির্মিত ছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং দুর্গস্থিত কামানাদি স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এখন ইহার পশ্চিম কোণে মুসলমান আমলের একটী বৃহৎ মসজিদ্ স্থানীয় শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

অম্ব—(পুং) [অম্ব-ঘঞ্, অচ্ বা] সম্বোধন। ২ গমন। ৩ পিতা। ৪ শব্দ। ৫ বেদ। (ক্লী) ৬ নেত্র। ৭ জল (অব্য) ৮ সুষ্ঠু, সাধু।

অম্ব, —হায়দরাবাদ রাজ্যের বীরজেলার একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ১৭৪২ বর্গ মাইল। অম্বনগর ও তৎসংলগ্ন মোমিনাবাদ সেনা-নিবাস এখানকার বিচার-সদর। ইহার উত্তরাংশ পর্ব্বতময় এবং মাঞ্জরানদী দক্ষিণে প্রবাহিত থাকিয়া ওসমানাবাদ হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়াছে।

২ হায়দরাবাদ রাজ্যের বীর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৮°৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২৪´ পূ°। এই নগরের মধ্য দিয়া জীবন্তীনদী প্রবাহিত। নদীর দক্ষিণ-পশ্চিমে মোমিনাবাদ পল্লী। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী সেনানিবাস স্থাপন করা হয়।

অম্বের শঙ্কর জৈনগণ অনেক চালুক্যবংশীয় সামন্তরাজের বংশধর বলিয়া পরিচিত এবং ইহারাই শঙ্কর লিঙ্গায়ত নামে বিদিত।

নগর-পরিখার একটী কুণ্ডায় দেবগিরির যাদবরাজ সিংঘন কর্তৃক নির্ম্মিত একটী মন্দির ও উহাতে ১২৪০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কতকগুলি ভগ্নপ্রায় গুহামন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। জীবন্তীর্থ বা খোগাই মন্দিরটী সমধিক প্রসিদ্ধ। উহার নাটমন্দির ৯০ × ৪৫ ফুট পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে এবং উহার ছাদ চারি শ্রেণী স্তম্ভরাজির উপর বিরাজিত আছে।

অম্ব, —উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্বাধীন তানাবল বিভাগের একটী গণ্ড গ্রাম। সিন্ধুনদের পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪°১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫৫´ পূঃ। স্থানীয় রাজা অম্বের নবাব বলিয়া 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত। তিনি শীত ঋতুতে এখানে বাস করিয়া থাকেন।

এই জায়গীর হাজারা জেলার পার্ব্বত্য ভূভাগ লইয়া গঠিত। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাব অধিকার করিয়া এই জায়গীর স্থানীয় নবাবকে পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে অধিকার দিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অগ্রোর উপত্যকাবাসীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিলে স্থানীয় নবাব যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই জায়গীর ব্যতীত তিনি তানাবল প্রদেশ স্বাধীনভাবে শাসন করিয়া থাকেন।

অম্বক—(ক্লী) [অম্বতি দূরস্থমপি বস্তু আপ্নোতি অম্ব-ণ্বুল্] নেত্র। (কুমার ৩।৪৪) ২ তাম্র। (পুং) ৩ পিতা। ৪ বকুলবৃক্ষ।

অম্বক, —একজন প্রাচীন কবি।

অম্বকগ্রাম—দক্ষিণ ভারতের নাসিক জেলায় একটী গ্রাম। পশ্চিম চালুক্যরাজ ২য় কীর্ত্তিবর্ম্মা বটনগর বিষয়ের অন্তর্গত এই গ্রাম এক ব্রাহ্মণকে দান করেন। ৮০৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ রাজার তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ আছে।

অম্বগাঁও—মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার একটী পরগণা। ভূ পরিমাণ ১২১২ বর্গমাইল।

২ উক্ত পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২০° ৩৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫৯´৩৫´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম এখন শ্রীভ্রষ্ট। সমগ্র অম্বগাঁও পরগণা পর্ব্বতময় ও জঙ্গলে পূর্ণ। কেবল বেণগঙ্গা ও তাহার শাখা প্রশাখা প্রবাহিত দেশভাগ কৃষিকার্য্যের উপযোগী। মার্কণ্ডী, গড়চিরোলী ও চামরশী এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। চাউল, তসর ও অরণ্য জাত নানা দ্রব্য এখানকার পণ্যসম্ভার। পূর্ব্ব উপকূল হইতে এখানে প্রকৃত লবণ আমদানী হইয়া থাকে। পরগণার উত্তরাংশ-বাসী অধিবাসিবৃন্দ মরাঠী এবং দক্ষিণাংশ বাসীরা তেলুগু ভাষায় কথা কহে।

অম্বচোর জাতক—ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা, বোধিসত্ব তখন দেবরাজ শক্ররূপে স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময় বারাণসীর অদূরবর্ত্তী নদীতীরস্থ আম্রবনে এক ভণ্ড যোগী বাস করিত। সে আম্রকাননের পরিদর্শকরূপে থাকিয়াও নিজে পক্ক আম্র ভক্ষণ করিত এবং গোপনে আম্র অপহরণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিলাইয়া দিত।

এই সময়ে স্বর্গরাজ্যে থাকিয়া দেবরাজ শক্র চিন্তা করিতে ছিলেন জগতে সংসারাশ্রমে থাকিয়া কেহ পিতৃভক্তি, দীনে দয়া ও দৈবকার্য্য সাধন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে, কেহ বা তদ্বিপরীত অসৎ অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিয়া পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, কোথাও যোগাচরণরত সন্ন্যাসী অথবা যজ্ঞকর্ম্মে লিপ্ত পুরোহিত আপনার স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট, আবার কোথাও বা ভণ্ডসন্ন্যাসীরা চৌর্য্য, প্রতারণা ও নারীর সতীত্বনাশচেষ্টায় নিয়ত চাতুরীজাল বিস্তার করিতেছে।

এইরূপ নিকৃষ্টতর জীবের অনুসন্ধানে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কাশীধামের এক আম্রবনে এই শ্রেণীর এক ভণ্ডসাধু রহিয়াছে। এ ব্যক্তি পুরোহিতের নিত্যকরণীয় যাজনক্রিয়া না করিয়া কেবল আম্রক্ষেত্রের রক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে।

শক্র এই দুর্ব্বৃত্তকে দণ্ড দিতে মনঃস্থ করিয়া স্বীয় দৈবশক্তি-প্রভাবে আম্রবন এরূপ আলোড়িত করিলেন যে, সন্ন্যাসী আসিয়া যেন বুঝে যে চোরগণ তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে বাগানের আম্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ ভণ্ডযোগী যখন ভিক্ষা করিয়া বাগানে ফিরিয়া আসিল, তখন এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়া

এবং অনতিবিলম্বে সমাগত চারিজন শ্রেষ্ঠিকন্যাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, তোমরা কেন আমার বাগানের আম্র পাড়িয়া খাইয়াছ ও শপথ করিতে বলিল। তখন তাহাদের মধ্যে তিনজনে এই শপথ করিল যে যদি আম্র লইয়া থাকি তাহা হইলে আমরা স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা থাকিব। কিন্তু চতুর্থী কন্যা বলিল, যে তোমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিয়াছে সে যেন চন্দনচর্চিত, মাল্যবিভূষিত ও সুন্দর বসনভূষায় সজ্জিতা হইয়া নবস্বামী সমাগমের জন্য আকুল হয়।

পরে সাধু উক্ত শ্রেষ্ঠী কন্যাদিগকে বাগান হইতে বিদায় দিলে শক্র ভীষণরূপ ধারণ করিয়া সেখানে অবতীর্ণ হইলেন এবং ভণ্ড সাধুকে সেই বাগান হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

অম্বজাতক—ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন তখন কোন এক বিশেষ জ্বরে তাঁহার পুরোহিতবংশ নির্বংশ হইয়া যায়। কেবল একটী মাত্র পুত্র সেই সময়ে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পায়।

অতঃপর ঐ বালক তক্ষশীলায় গমন করিয়া সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এক অধ্যাপকের নিকট বিদ্যার্জন করিতে থাকে। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে সে নানাদেশ পর্য্যটনার্থ আচার্য্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে এবং সীমান্তবর্তী এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঐ গ্রামে তখন চণ্ডালজাতি বাস করিত এবং বোধিসত্ত্ব তাহাদের মধ্যে সর্বতত্ত্বদর্শী সাধুরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তিনি যাদুবিদ্যাপ্রভাবে আম্রবৃক্ষে ফল ধরাইতে পারিতেন। তিনি ঐ পক্ক ফল খাইতেন এবং কতকগুলি ভারে করিয়া বিক্রয়ার্থ গ্রামে লইয়া আসিতেন। ইহা হইতে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবিকার্জন হইত।

বোধিসত্ত্বের আম্রআনয়ন ও বিক্রয় লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণকুমার স্থির করিল, নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রবলে এই ব্যক্তি আম্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমাকে ইহার নিকট হইতে যে কোন উপায়েই হউক এই মন্ত্র শিক্ষা করিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিল। এই সময়ে বোধিসত্ত্বপত্নী প্রসূতা হইল, সে তখন কিছুমাত্র ঘৃণা না করিয়া প্রসন্ন মনে সূতিকাগৃহের কার্য্যাদি সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্বপত্নী তাহার স্বামীকে বলিল, দেখ। উচ্চবংশজাত হইয়াও এই কুমার সম্ভবতঃ মন্ত্রলাভের প্রত্যাশায় এইরূপ ঘৃণ্যকার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। ইহাকে তোমার মন্ত্রটী শিক্ষা দেওয়া উচিত।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ইহা আমি অনেকদিন বুঝিয়াছি। কিন্তু এই বালক মন্ত্ররক্ষা করিতে পারিবে না। যদি পারিত তাহা হইলে ইতঃপূর্বেই সে যখন সারারাত্রে আমার পদ কোলের উপর রাখিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছিল, তাহার পরই দিতাম।

পত্নীর নির্বন্ধাতিশয়ে ও একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া বোধিসত্ত্ব ঐ ব্রাহ্মণ-বালককে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখ। তোমার সেবায় আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। তোমাকে আমি এই আম্রজননমন্ত্র শিখাইয়া দিব, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি তুমি কোন রাজার সমক্ষে এই অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইতে যাও, এবং সেখানে আমার ন্যায় চণ্ডালের নিকট শিখিয়াছ স্বীকার না করিয়া কোন ব্রাহ্মণ সাধুর নিকট শিক্ষা করিয়াছ বলিয়া প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার মন্ত্রচ্যুতি ঘটিবে।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার অঙ্গীকার করিল, 'সে সর্বত্র তাঁহাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে, কদাচ অন্য কথা বলিবে না।' এই বলিয়া সে মন্ত্রলাভান্তে গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বারাণসীতে আগমন করিল এবং অসময়ে আম্র বিক্রয় করিয়া বহু অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে উদ্যানপাল ঐ আম্র সংগ্রহ করিয়া রাজাকে উপহার দিল। রাজা ঐ সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত আম্র খাইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন এবং উদ্যানপালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সে কোথা হইতে এরূপ উৎকৃষ্ট আম্র সংগ্রহ করিয়াছে।

উদ্যানপাল রাজাকে ব্রাহ্মণবালকের কথা নিবেদন করিলে, রাজা ঐ বালককে রাজদরবারে আনিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বালক রাজসভায় সমানীত হইলে রাজা বলিলেন, 'হে বালক। তুমি যে আম্র দাও সেই আম আমাকে আনিয়া দিও। আমি তোমাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিব। আর যদি তুমি রাজদরবারে কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে চাও, তাহাও আমি তোমায় দিতে পারি।'

ক্রমে ঐ বালক রাজার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিল। রাজার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে স্বীকার করিল যে মন্ত্রবলেই সে আম্রবৃক্ষে ফল জন্মাইয়া সদ্য পক্ক ফল প্রস্তুত করিতে জানে।

সে কোথায় ও কাহার নিকট এইরূপ অলৌকিক মন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে এই কথা রাজা জানিতে চাহিলে ব্রাহ্মণবালক লজ্জা ভয়ে চণ্ডালের কথা উল্লেখ না করিয়া জানাইল যে তক্ষশীলায় অবস্থানকালে সে কোন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যের নিকট এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিল। এই মিথ্যা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মন্ত্র ভ্রংশ ঘটিয়া গেল।

কিছুদিন পরে রাজার পুনর্বার আম্র ভক্ষণের বাসনা হইল। তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। কিন্তু এবার তার পূর্বের ন্যায় আম্র জন্মিল না। পুনঃ পুনঃ

মন্ত্রস্খলন ঘটিতে লাগিল। তখন রাজাকে প্রবোধ দিবার জন্য ব্রাহ্মণবালক বলিল, আজিকার দিন সম্ভবতঃ গ্রহগণের বিরুদ্ধ-সংযোগ আছে, সেইজন্য বোধ হয়, আম্র-প্রজনন ক্রিয়া কার্য্যকরী হইল না।

ইহার পর, উপর্য্যুপরি দুই তিনবার মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ কুমার যখন আম্র জন্মাইতে পারিল না, তখন সে বড় লজ্জিত এবং মিথ্যা বলিয়া আর রাজাকে বঞ্চনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে তখন প্রকৃত কথা রাজাকে নিবেদন করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল।

রাজা শুনিয়া তাহাকে তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন—'নির্ব্বোধ তুমি নিজের বুদ্ধির দোষে এই অমূল্যধন হারাইলে, শিক্ষণীয় বিষয় যাহা শিখিয়াছিলে তাহার সহিত জন্মের সম্বন্ধ কি? তুমি কেন মিথ্যা বলিলে? ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, অথবা শূদ্র, চণ্ডাল বা পুক্কশ যাহার নিকট হইতে কোন কিছু শিক্ষা করা যায়, সেই প্রধান গুরু।"

অতঃপর রাজা সেই মন্দভাগ্যকে রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'পুনর্ব্বার সেই গুরুর কাছে যাও, তাঁহার পদানত হইয়া পুনরায় মন্ত্র ভিক্ষা কর। যদি তোমার ভাগ্যে ঐ অপূর্ব্বধন মিলে।'

রাজার লাঞ্ছনায় ও তিরস্কারে বিমূঢ় হইয়া সেই ব্রাহ্মণবালক পুনরায় গুরুর অন্বেষণে তক্ষশীলাপ্রান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তখন তাহাকে অদূরে সমাগত দেখিয়া পত্নীকে বলিলেন, দেখ। সেই ব্রাহ্মণকুমার মন্ত্র হারাইয়া পুনরায় এখানে মন্ত্রলাভের প্রত্যাশায় আসিতেছে।

ব্রাহ্মণকুমার নিকটে আসিয়া গুরুকে অভিবাদন করিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, বৎস। কি জন্য পুনরায় এখানে আসিয়াছ। তোমাকে ত' আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার মন্ত্ররক্ষা ঘটিবে না। নির্ব্বোধ, মূর্খ, বৃথাগর্ব্বিত, মিথ্যাবাদী, অকৃতজ্ঞ ও অসংযমীর পক্ষে মন্ত্ররক্ষা দুষ্কর। একবার জীবনোপায়ের পথ পাইয়াও নষ্ট করিলে, তোমার মত অর্ব্বাচীনের কিছুই হইবে না। তুমি চলিয়া যাও, আমার নিকট আর কিছু প্রাপ্তির আশা করিও না।

বোধিসত্ত্ব এইপ্রকার বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলে সে বড়ই মর্ম্মাহত হইল এবং এইরূপ লাঞ্ছিত জীবন দুর্ব্বহ বোধ করিয়া বনগমন করিল। এখানে অনাদৃত অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

অম্বজাতক—ব্রহ্মদত্ত যে সময়ে বারাণসীধামে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে উত্তরদেশে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া হিমালয় পাদমূলে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হন। এখানে ক্রমে তাঁহার ৫০০ শত শিষ্য জুটিয়াছিল।

তৎকালে হিমালয় প্রদেশে ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হয়। জীবজন্তু মহাকষ্টে নিপতিত দেখিয়া একজন যোগী একটা বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহার অভ্যন্তর কাটিয়া ডোঙ্গা প্রস্তুত করিল। পরে উহাতে জল সংগ্রহ করিয়া জীবজন্তুকে খাওয়াইতে লাগিল।

জলপানে আকৃষ্ট হইয়া পশুগণ দলে দলে সেখানে আসিয়া সমবেত হইতেছে দেখিয়া যোগীর আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল। সে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ফলমূলাহরণ ভুলিয়া পানীয় সংগ্রহে ব্যাপৃত রহিল। তাহা দেখিয়া পশুগণ চিন্তা করিল, এই ঋষি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত্ত। সে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাদের অভাব মোচন করিতেছে। সুতরাং আমাদেরও তাহার অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অতএব, অদ্য হইতে সে যখন জলপানার্থ এখানে আসিবে, তাহারা সাধ্যমত ফল সংগ্রহ করিয়া ঐ ঋষির জন্য আনিবে।

পশুগণ একমত হইয়া তখন ঋষির জন্য আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। একদিনেই প্রায় বিশতাধিক শকটের অধিক ফল সংগৃহীত হইল। সেখানে মাত্র চারি শত অবশিষ্ট রহিয়া গেল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন দেখ, একজনের সৎকারের জন্য কত যোগীর ভোজ্য আহৃত হইল। তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে সৎকার্য্য করিয়া যাও, উপযুক্ত ফল পাইবে। তিনি বলিলেন হে ভ্রাতৃগণ আশায় বুক বাঁধিয়া কার্য্য করিয়া যাও, কখন সাহসহীন হইও না। যে উপবাস দ্বারা নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিয়াও তোমার উপকার করে তাহাকে কখন ভুলিও না। তাহা হইলে তোমরা আশাতিরিক্ত ফল পাইবে।

অম্বজী ইঙ্গলিয়া—একজন মহারাষ্ট্র সর্দ্দার। তিনি সিন্ধেরাজের মন্ত্রিত্ব করিয়া বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন এবং গোহদের রাণার রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজরূপে গণ্য করিতে সচেষ্টিত হন।

এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ার রাজের অধীনতা অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিতে যত্নবান হন এবং আপনার শক্তিবৃদ্ধি করিতে স্বজাতীয় রাজার সহিত সন্ধি করেন।

উক্ত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয়। সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে গোয়ালিয়ার দুর্গ ও তাহার উত্তরস্থ তদধিকৃত সমগ্র ভূভাগ ইংরেজ হস্তে এবং গোহদ-রাজ্য গোহদের রাণাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। অম্বজী অবশিষ্ট ভূ-সম্পত্তির রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন।

সন্ধিসূত্রে গোয়ালিয়র দুর্গ ইংরেজের করতলগত হইয়াছে জানিয়া জেনারেল লেক অবিলম্বে দুর্গ দখল করিতে কর্ণেল

হোয়াইটকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু দুর্গাধিকারী দুর্গ সমর্পণে অস্বীকৃত হইলে পুনরায় উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধে। ইংরেজের কামানের গোলায় দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইংরেজসৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করে।

অম্বটঠ—পোক্খরসাতি বা পুষ্করসাতীর প্রধান শিষ্য। বুদ্ধদেব যে সম্মান পাইতেছেন, প্রকৃত তাহা তাঁহার প্রাপ্য কিনা জানিবার জন্য ইহার গুরু তথাগতের নিকট ইহাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি বহু চেষ্টা করিয়াও বুদ্ধদেবকে পরাজিত করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া গুরুর নিকট ফিরিতে বাধ্য হন। ইনি প্রচার করেন যে বিহারে অবস্থান করিয়া কেহই শ্রমণধর্ম্মপালন করিতে পারে না। (সুমঙ্গলবিলাসিনী) [অম্বটঠসুত্ত দ্র°]

অম্বটঠ-সুত্ত (পালি)—(সংস্কৃত নাম অম্বষ্ঠসূত্র) পালি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত এক প্রাচীন সূত্রগ্রন্থ। দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে রচিত এই পালি গ্রন্থে অম্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণের ও তৎকালীন ব্রাহ্মণগণের সামাজিক অবস্থার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে অম্বষ্ঠসূত্র হইতে তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল—

একদা ভগবান্ বুদ্ধদেব কোশলরাজ্যে ইচ্ছানকল নামক বনে বিহার করিতেছিলেন। সেই সময়ে তথায় পুষ্করসাতী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অম্বষ্ঠ নামে পণ্ডিত ও ত্রিবেদজ্ঞ এক শিষ্য ছিলেন। বুদ্ধদেবের আগমনের পর তাঁহারা শুনিলেন যে দ্বাত্রিংশ-লক্ষণাক্রান্ত এক মহাপুরুষ তথায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শনার্থ অম্বষ্ঠ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ বাদানুবাদের পর অম্বষ্ঠ নানারূপ পুরুষবাক্যে বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভগবান্ অম্বষ্ঠকে পাপপরায়ণ বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে শ্রমণ গৌতম! তুমি পাপী, তোমার বংশ ক্রূরস্বভাব ও কর্কশ। শাক্যগণ নীচ ও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তিশূন্য, ব্রাহ্মণদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে না; ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শাক্যদের ঈদৃশ ব্যবহার অনুচিত।

বুদ্ধদেব বলিলেন হে অম্বষ্ঠ! শাক্যগণ তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন—একদিন আমি আমার আচার্য্য পুষ্করসাতীর কোন কার্য্য উপলক্ষে শাক্যগণের বিশ্রামাগারে গমন করিয়াছিলাম, তখন শাক্য ও শাক্যকুমারগণ উচ্চ আসনে বসিয়া কৌতুক করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া কেহই বসিবার জন্য অনুরোধ করিল না। ইহাতে বুদ্ধদেব বলিলেন, শকুন যেমন নিজের আসনে বসিয়া যথেচ্ছা আচরণ করে, সেইরূপ কপিলবস্তু নগর শাক্যদিগের, তাহারা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে। এইরূপ সামান্য কারণে তোমার রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। অম্বষ্ঠ বলিলেন, হে গৌতম। বর্ণ চারিটী ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। ইহার মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রাহ্মণদিগের পরিচারক. এই নিমিত্তই শাক্যগণ ব্রাহ্মণ হইতে হীন, ইহাদের ঈদৃশ ব্যবহার অনুচিত।

ইহাতে ভগবান্ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই তরুণ অম্বষ্ঠ অতি মূর্খ, কারণ সে শাক্যদিগকে নীচ বলিয়া নিন্দা করিতেছে। এইক্ষণে ইহার গোত্র কি জিজ্ঞাসা করা উচিত। হে অম্বষ্ঠ তোমার গোত্র কি? আমি 'কৃষ্ণ' গোত্র হইতে উৎপন্ন। বুদ্ধদেব বলিলেন, তোমার মাতৃ ও পিতৃকুলের বংশপরম্পরার নাম ও গোত্র স্মরণে প্রতীয়মান হয় যে, শাক্যগণ তোমাদের প্রভুস্থানীয় ছিল ও তোমরা শাক্যদিগের দাসীপুত্র। শাক্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর পুত্রকে রাজ্য দিতে ইচ্ছা করিয়া জ্যেষ্ঠ কুমারগণকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করেন, তাঁহারা রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া হিমন্ত প্রদেশে শাকবনে বাস করিতেছিলেন; তাঁহারা জাতীয় পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত যথোচিত বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে রাজা অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কুমারগণ কোথায় বনবাস করিতেছেন। ইহাতে অমাত্যগণ কুমারদিগের অবস্থা যথাযথ বর্ণনা করিলেন।

রাজা আপনা আপনি বলিলেন যে, কুমারগণের আচরণ শক্য অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত। ইহা হইতে শাক্যগণের উৎপত্তি ও তাঁহারাই শাক্যগণের পূর্ব্বপুরুষ। ইক্ষ্বাকুরাজের দিশা নামে এক দাসী ছিল, সেই কৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিল। সেই নবজাত শিশু জন্মমাত্র মাতাকে তাহার পাচ প্রকার গর্ভমল পরিষ্কার করিবার জন্য বলিল ও সেই শিশু আরও বলিল যে, সে তাহাদের অনেক উপকারে আসিবে। হে অম্বষ্ঠ! এক্ষণে মনুষ্য যেমন পিশাচকে পিশাচ বলিয়া থাকে, তদ্রূপ 'কৃষ্ণকে' সকলে পিশাচ বলিয়া জানিত। ইহা হইতে কাষ্ণায়ন গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই শিশু কৃষ্ণগোত্রের আদিপুরুষ।

এইরূপ হে অম্বষ্ঠ! তোমার পিতৃ-মাতৃ-কুলের পূর্ব্ব-পুরুষগণের নাম ও গোত্র স্মরণ করিলে দেখা যায় যে তোমরা শাক্যগণের দাসীপুত্র। অম্বষ্ঠকে এইরূপ বলাতে সমাগত জনবৃন্দ এইরূপ বলিল, হে ভগবন্ গৌতম! আপনি অম্বষ্ঠকে বালক ও মূর্খ দাসীপুত্র বলিয়া তাহার গৌরবের লাঘব করিবেন না। অম্বষ্ঠ সদ্বংশজাত ও কুলপুত্র। ভগবান বলিলেন, তোমরা যদি অম্বষ্ঠকে নীচকুলজাত দাসীপুত্র ও আমার সহিত বাদ প্রতিবাদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে তোমরাই আমার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর কর, আর যদি তোমরা মনে কর, অম্বষ্ঠ উচ্চকুল জাত, তাহা হইলে আমার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর

করিতে বল। ভগবান্ অম্বষ্ঠকে বলিলেন, এইবার তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান কর। তুমি কি কখন কোন মহল্লোক, বৃদ্ধব্রাহ্মণ কিংবা তোমার আচার্য্য ও প্রাচার্য্যগণ হইতে কখন কি শুনিয়াছ, যে কোথা হইতে কার্ষ্ণায়ন গোত্র উৎপন্ন হইয়াছে ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষই বা কে? ইহাতে অম্বষ্ঠ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, হে গোতম, আপনি যাহা বলিয়াছেন আমি তদ্রূপ শুনিয়াছি। ইহাতে সমবেত জনমণ্ডলী নানাপ্রকার নিন্দা প্রকাশ করিতে ও বলিতে লাগিল যে, সে কুলপুত্র নহে, নীচবংশোৎপন্ন ও শাক্যগণের দাসীপুত্র। উপস্থিত জনগণের ঈদৃশ মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধদেব অম্বষ্ঠের আদি পুরুষ 'কৃষ্ণ' ঋষির এক উপাখ্যান তাহাদের নিকট উল্লেখ করেন, ও রাজা ইক্ষাকু যে তাঁহাকে কন্যা দান করেন এই প্রসঙ্গে সে কথাও বলেন।

ভগবান্ জিজ্ঞাসা করেন, হে অম্বষ্ঠ! যদি ক্ষত্রিয়কুমার ব্রাহ্মণকন্যার সহিত সহবাস করে ও তাহাদের সহবাসে যদি পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পুত্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জল বা আসন প্রাপ্ত হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, উহাই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বেদমন্ত্র প্রদান করে কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহাই হয়। ব্রাহ্মণকন্যার সহিত তাহার বিবাহাদি হয় কি না? অম্বষ্ঠ বলিল তাহাই হয়। তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা যায় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হয় না, কারণ তাহার মাতৃকুল ক্ষত্রিয় নহে।

বুদ্ধদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সেইরূপে কোন ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত ব্রাহ্মণকুমারের সহবাস কালে পুত্রলাভ হইলে, সেই পুত্রও পূর্ব্বোক্তরূপ সকল বিষয়ের অধিকারী হইয়া রাজসিংহাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল তাহা হয় না, কারণ তাহার পিতা ক্ষত্রিয় নহে। বুদ্ধদেব বলিলেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ তাহা অপেক্ষা হীন।

বুদ্ধদেব বলিলেন, যদি কোন ব্রাহ্মণকে কোন অপরাধের নিমিত্ত তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, তবে সে ব্রাহ্মণমধ্যে জল ও আসন পাইবার অধিকারী হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, হয় না। যজ্ঞ, শ্রাদ্ধে ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে তাহাকে ভোজন করান হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল হয়। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দেয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহাও হয় না। ব্রাহ্মণকন্যার সহিত তাহার বিবাহাদি হয় কি না? তাহাও হয় না।

বুদ্ধদেব বলিলেন, ক্ষত্রিয়গণ যদি কোন কারণে কোন ক্ষত্রিয়কে দেশ হইতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে জল বা আসন পায় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহারা পাইবে। যজ্ঞে শ্রাদ্ধাদিতে তাহাকে ভোজন করান হয় কি না। অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হয়। ব্রাহ্মণ তাহাকে মন্ত্রদান করিবে কি না? ও ব্রাহ্মণকন্যার মধ্যে তাহার বিবাহাদি হইবে কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল তাহা হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিলেন, কোন ক্ষত্রিয় যখন এইরূপ মুণ্ডিত মস্তকে দেশ হইতে বিতাড়িত হয়, সে তখন অত্যন্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। দেখা যাইতেছে, তাদৃশ হীনাবস্থায়ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"।*

---

*"অথ খো ভগবা অম্বট্ঠং মাণবং আমন্তেসি—'তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ, খত্তিয়-কুমারো ব্রাহ্মণকঞ্ঞায় সদ্ধিং সংবাসং কপ্পেয্য। তেসং সংবাসমন্বায় পুত্তো জায়েথ। যো সো খত্তিয়কুমারেন ব্রাহ্মণকঞ্ঞায় পুত্তো উপ্পন্নো অপি নু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি?' 'লভেথ ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুণে বা তি?' 'ভোজেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি?' 'বাচেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু'স্স ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি?' 'অনাবটং হি'স্স ভো গোতম।'

অপি নু নং খত্তিয়া খত্তিয়াভিসেকেন অভিসিঞ্চেয্যুং তি?

নো হেতং ভো গোতম। 'তং কিস্স হেতু?' মাতিতো হি ভো গোতম অনুপপন্নো তি।'

তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ, ইধ ব্রাহ্মণকুমারো খত্তিয়-কঞ্ঞায় সদ্ধিং সংবাসং কপ্পেয্য।

তেসং সংবাসং অন্বায় পুত্তো জায়েথ। যো সো ব্রাহ্মণকুমারেন খত্তিয়কঞ্ঞায় পুত্তো উপ্পন্নো অপি নু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি। 'লভেথ ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুণে বা তি?' 'ভোজেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি?' 'বাচেয্যুং ভো গোতম।'

'অপি নু'স্স ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি? অনাবটং হি'স্স ভো গোতম।

অপি নু খত্তিয়া খত্তিয়াভিসেকেন অভিসিঞ্চেয্যুং তি? 'নো হেতং ভো গোতম।' 'তং কিস্স হেতু?' 'পিতিতো হি ভো গোতম অনুপপন্নো তি।'

'ইতি খো অম্বট্ঠ ইত্থিয়া বা ইত্থিং করিত্বা পুরিসেন বা পুরিসং করিত্বা খত্তিয়া বা সেট্ঠা হীনা ব্রাহ্মণা। তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ। ইধ ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণং কিস্মিঞ্চিদেব পকরণে খুরমুণ্ডং করিত্বা অস্সপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেয্যুং। অপি নু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি?

'নো হীদং ভো গোতম।' অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুণে বা তি?

'নো হীদং ভো গোতম।' 'অপি নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি?' 'নো হীদং ভো গোতম।' 'অপি নু'স্স ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি?' 'আবটং হি'স্স ভো গোতম।'

'তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ, ইধ খত্তিয়া খত্তিয়ং কিস্মিঞ্চিদেব পকরণে খুরমুণ্ডং করিত্বা অস্সপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেয্যুং।

অম্বহ্‌তো—যুক্ত প্রদেশের সাহারানপুর জেলার একটী নগর। সাহারানপুর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৫১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২২´৩৫´´ পূঃ। পীরজাদাবংশীয় সৈয়দ মুসলমানগণ এখানকার ভূম্যধিকারী। এই বংশের এক আদিপুরুষ শাহ আবুল মআলী খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁহার সুন্দর সমাধিমন্দির আজিও এই স্থানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনের দুইটী মস্‌জিদ এখনও বিদ্যমান।

পীরজাদার বংশীয়গণ আজিও নিষ্কর পীরোত্তর-ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের এক ঘর এখনও স্থানীয় দুর্গে বাস করেন। মোগল অধিকারে এখানে মোগল সেনার একটী ছাউনি ছিল। নগরের রাস্তাগুলি ভাল।

অম্বদারীঘাট—[অম্বাঘাট] বোম্বাই প্রদেশস্থ কোঙ্কণের একটী গিরিসঙ্কট। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মুয়াজ্জিম মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধ করিতে ৪০ হাজার অশ্বারোহী সেনা লইয়া এখানে ছাউনী করিয়াছিলেন। সুরাট হইতে প্রেরিত মোগল-বাহিনীর রসদ মরাঠা নৌবাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হওয়ায় বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অম্বাঘাটে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পরে সুযোগ বুঝিয়া তিনি বাড়গড়ের সন্নিকটে চলিয়া আসেন। [মরাঠা ও শম্ভাজী দ্র°]

অম্বদেব—এক জৈন সাধু। ইনি উদ্দ্যোতনসূরির প্রধান শিষ্য। নেমিচন্দ্রসূরিরও ইনি শিষ্যরূপে কথিত।

অম্বপালীবন—বৈশালীর নিকটস্থ একটী উপবন। দীঘনিকায়ে আছে—যখন বুদ্ধদেব নাতিকা হইতে বৈশালীতে গমন করেন তখন তিনি বৈশালীর অম্বপালীবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। অম্বপালী রাজার সভা-নর্ত্তকী ছিল। একদিন অম্বপালী জানিতে পারিল যে তথাগত তাহার বৈশালীর বাগানে আসিয়াছেন। বুদ্ধদেবকে দেখিবার জন্য গমন করিল। তিনিও তাহার নিকট ধর্ম্ম-প্রচার করিলেন। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া সে এতদূর আহ্লাদিত হইয়াছিল যে আসিবার সময় তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। লিচ্ছবিরা যখন জানিতে পারিল যে বুদ্ধদেব বৈশালীর অম্বপালীবনে বাস করিতেছেন, তখন তাহারা তাহাদের গৃহে বুদ্ধদেবের আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য অম্বপালীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। অম্বপালী কিন্তু তাহাদের সে অনুরোধ রক্ষা করে নাই। এই বারবনিতার গৃহেই বুদ্ধদেব নানা উপচারে ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার পর অম্বপালী বুদ্ধদেব ও তাঁহার ভিক্ষুসঙ্ঘকে এই "আরাম" দান করে এবং তিনিও বারবনিতার নিকট হইতে দানগ্রহণে কোনরূপ কুণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। এইস্থানে বুদ্ধদেব বহুদিন বাস করিয়া নূপগ্রামে গমন করেন। (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড ৯৫-৯৮ পৃঃ, বিনয়পিটক ১ম খণ্ড, ২৩১-২৩৩ পৃঃ).

অম্বপালী—বৈশালীর এক নাবারী। রাজার আম্রকাননে আম্র বৃক্ষের তলদেশে তাহার জন্ম হয়। এই বেশ্যা অত্যন্ত সুশ্রী ছিল। তাহার রূপবহ্নিতে অনেক রাজপুত্রই মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রণয়াভিলাষী হন, অবশেষে এই নারী রূপজীবী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তথাগত ও সংঘকে উৎসর্গ করে। অম্বপালী আপনার পুত্রকে যখন সদ্ধর্ম প্রচার করিতে দেখে, তখন গণিকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানধারণায় মনোযোগ দিয়া শীঘ্রই অর্হত্ত্ব লাভ করে।

অম্বয়না—ভারত মহাসাগরস্থ মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ওলন্দাজ বণিক্ সম্প্রদায় বাণিজ্য ব্যপদেশে আসিয়া এখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে দুর্গ স্থাপন করিয়া ইহাকে ওলন্দাজ সরকারের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়।

ইংরেজ বণিকগণও এখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ওলন্দাজদিগের সহিত সান্ধিপূর্ব্বক এক কুঠী নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু ওলন্দাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদের বাণিজ্যপথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতে থাকে। ক্ষুন্নমনোরথ ইংরেজগণ গোপনে ওলন্দাজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে মনে করিয়া ওলন্দাজ-দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গস্থিত ৯ জন জাপানী সৈন্য, ১জন পর্ত্তুগীজ ও অম্বয়নার ইংরেজ এজেন্ট কাপ্তেন গেব্রিএল টাওয়ারসন প্রমুখ ১২ জন ইংরেজ কর্ম্মচারীকে নিহত করেন। ইহা ইতিহাসে "অম্বয়নার হত্যাকাণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

অম্বযা—(স্ত্রী) মাতা। ২ উত্তমা স্ত্রী। ৩ অম্বুবাহিনী (নদী)। (কৌষীতকী উপ°)

অম্বর—(ক্লী) [অম্বতে শব্দায়তেঽস্মিন্ মেঘাঃ, অম্বি-শব্দে (কৃদরাদয়শ্চ উণ্ ৫৪১) ইতি অরচ্ প্রত্যয়াত্তো নিপাত্যতে] আকাশ। ২ অভ্রক। ৩ বস্ত্র। ৪ অভ্র ধাতু। ৫ কার্পাস।

অপি নু খো অম্বট্ঠ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি? 'লভেথ ভো গোতম' অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং, সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুনে বা তি?

'ভোজেয্যুং ভো গোতম' অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি? 'বাচেয্যুং ভো গোতম। 'অপি নু স্স ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি? "অনাবটং হি স্স ভো গোতম।" 'এত্তাবতা খো অম্বট্ঠ খত্তিয়ো পরমনিহীনতং পত্তো হোতি যং নং খত্তিয়া খুরমুণ্ডং করিত্বা ভস্মপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেন্তি। ইতি খো অম্বট্ঠ যদা পি খত্তিয়ো পরমনিহীনতং পত্তো হোতি তদা পি খত্তিয়া বা সেট্ঠা হীনা ব্রাহ্মণা।"

(অম্বট্ঠসুত্ত, ৩।১।২৪ ২°)

৬ ওষ্ঠ। ৭ পাপ। ৮ অম্বুরি নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। এই গন্ধ দ্রব্য তামাকে দিলে তাহাকে আমরা 'অম্বুরি তামাক' বলি।

অম্বর, —জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী। বর্ত্তমান জয়পুর নগর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে অবরল্লী পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। মহারাজ মানসিংহ এই নগর সুরম্য প্রস্তর অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়াছিলেন।

অম্বর সহরের চলিত নাম আমের। কেহ কেহ ইহাকে ধুন্ধুর এবং অম্বকেশ্বরও বলিয়া থাকেন। এই নগর প্রথমে কে স্থাপিত করেন, স কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। আমের এবং আমেরের নিকটবর্ত্তী স্থানে মিনা নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। মিনারের ভীলদের সঙ্গে মিনা জাতির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। পূর্ব্বে এখানে স্থানে স্থানে মিনাদের এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। অধিক সম্ভব অম্বরও একটী মিনা রাজধানী। তাহার পর ইহা কিরূপে মানসিংহের পূর্ব্বপুরুষদের হাতে আসিয়া পড়ে, সে বৃত্তান্ত বড় স্পষ্ট নহে।

জয়পুরের রাজারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। ইঁহারা রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশের সন্তান। কুশ হইতে গণনা করিয়া আসিলে এখন এক শত একচল্লিশ পুরুষ চলিতেছে। প্রথমে কুশবংশের জনৈক রাজা অযোধ্যা হইতে আসিয়া শোণনদের নিকটে একটী পর্ব্বতের উপরে রোহতস্ গড় নামে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এইখানে কুশবংশের রাজারা কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা এখান হইতে গিয়া লাহোরের সন্নিকটে সিন্ধু এবং পঞ্চনদের কাছে কছুয়া গড়ে কিছুকাল রাজত্ব করেন। আবার ২৭৫ খৃঃ এখান হইতে ২৫ ক্রোশ পশ্চিমে গোয়ালিয়রে রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। শেষে ২৯৫ খৃঃ নল নামে জনৈক রাজা বুন্দেলখণ্ডে গিয়া নরবর রাজ্য সংস্থাপন করেন।

কুশরাজ হইতে বত্রিশ পুরুষ চলিয়া গেল। তাহার পর সোঢাসিংহ নরবরের রাজা হইলেন। ইঁহার পুত্রের নাম দুলহ রাও। সোঢাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজ্য দিলেন না। তাঁহাকে নরবর হইতে দূরীভূত করিলেন। দুলহ রাও তখন নিতান্ত শিশু। ৯৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি আপনার মাতার সঙ্গে জয়পুর হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে মিনাদের খো নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অধিক বলা হইয়াছে, ক্ষুধায় ও পথশ্রমে শিশুর দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। হতভাগিনী জননী পুত্রকে একটী নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া নিজে আহার অন্বেষণ করিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন শিশু ধূলায় নিদ্রিত,—মাথার উপরে এক বৃহৎ সর্প ফণা মেলিয়া আছে। প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। একদিন যিনি রাজরাণী ছিলেন, আজি তিনি পথের ভিখারিণী। অন্ধের যষ্টি এক শিশুসন্তান সম্বল, অদৃষ্ট দোষে তাহাও বুঝি ফুরায়। দুর্ভাগবতী জননী কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের দিকে ছুটিলেন। সাপটী শব্দ পাইয়া চলিয়া গেল। দূর হইতে জনৈক ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার দেখিয়া রাণীকে বলিলেন—'তুমি ভয় করিও না। দেখিবে, শীঘ্রই এই পুত্র রাজ্যেশ্বর হইবেন'। তাহার পর দুঃখিনী জননী আপনার সন্তানকে লইয়া খো নগরের মধ্যে মিনা সর্দ্দারের পাচক নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে, পরিশেষে দুলহ রাও মিনা সর্দ্দারকে না কি প্রাণনষ্ট করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন। তাহার মত জয়পুর হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে দোসা নগরের সর্দ্দারের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। দোসারাজ অপুত্রক ছিলেন, সেজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর দুলহ রাও রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।

প্রবাদ আছে যে দুলহ রাও মিনা প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি সসৈন্যে হত হন। পরে রাত্রিতে অম্বা অর্থাৎ মাতা ভগবতী সদয় হইয়া দুলহ রাওকে বাঁচাইয়া দিলেন। মিনারা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। দেবীর বরপুত্র দুলহ রাও অম্বরে অম্বা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, দুলহ রাওয়ের পুত্র কঙ্কল রাও অম্বর জয় করিয়াছিলেন। আবার কাহারও মতে, মৈদল রাও নামে তাঁহার জনৈক পুত্র অম্বর জয় করেন। মৈদল হইতে আঠার পুরুষ পরে বিহারী বা বাহার মল্লের জন্ম হয়। বাহার মল্ল বাবরের এক জন প্রিয়পাত্র ছিলেন। হুমায়ুনও তাঁহাকে 'মনসব' অর্থাৎ পাঁচ হাজারী সেনাপতি করেন। মানসিংহ এই বিহারীমল্লের সন্তান। ইনিই অম্বর নগর সুরম্য অট্টালিকা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন

কেহ কেহ বলেন 'অম্বা' দেবীর নাম হইতে এই সহরকে লোকে অম্বর বা আমের কহে। 'আমের' অম্বর শব্দের অপভ্রংশ। অম্বরে অম্বকেশ্বর নামে একটী শিবালয় আছে, সেজন্য অনেকে একথাও বলিয়া থাকেন যে, অম্বকেশ্বর হইতে এই সহরের নাম অম্বর হইয়াছে। ধুন্ধুর বা ধন্ধুবর নামের কারণ লোকে এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে গলতা পাহাড়ে ধুন্ধুনামে এক দৈত্য বাস করিত। তাহারই নাম হইতে এই প্রদেশকে সকলে ধুন্ধুর কহে। [জয়পুর শব্দে অম্বর রাজবংশের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এই পার সহর অম্বর। নির্জ্জন নিভৃত স্থানে, দুই দিকের পর্ব্বতের কোলে এই সুরম্য রাজভবন,—যেন অমরাবতীর সকল সৌন্দর্য্য দিয়া সাজান হইয়াছে। জয়পুরের ঈশান কোণের ফটক দিয়া বাহির হইয়া উত্তর মুখে যাইতে হয়। বরাবর প্রশস্ত পাকা পথ। এই দিক্ দিয়া পূর্ব্বে সকলে দিল্লীতে যাতায়াত করিত।

ফটকের বাহিরের কিঞ্চিৎ বামভাগে জয়পুরের পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী চমুর ঠাকুরের প্রাসাদ। পথের দুই দিকে পর্ব্বতমালা, বিস্তীর্ণ শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে। গ্রীষ্মকালে এখানকার পাহাড়ের গায়ের তরু গুল্ম শুকাইয়া যায়; আবার বর্ষার জলধারা পাইলে তাহারা পুনর্ব্বার মঞ্জরিত হইয়া উঠে। তখন নগরের শোভার সঙ্গে তরুলতাও হাসিতে থাকে।

দুই পাশে পর্ব্বতের নিম্ন স্থানে স্থানে গভীর হ্রদ; তাহাতে কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তু সকল ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, কেহ কেহ সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে। দক্ষিণ দিকে মানসাগর। গ্রীষ্মকালে এই স্থান বেশ সুশীতল ও মনোহর হয়। কিন্তু আজি-কালি এখানে বারমাস জল থাকে না। তাহার পর কিঞ্চিদ দূরে বামভাগে চন্দ্রবাগ। পথের ধারে ধারে দেশী বিলাতী নানা জাতীয় গাছ শাখা মেলিয়া ছায়া করিয়া আছে। দক্ষিণ দিকে রাণীদের ছত্রী, বামপাশে অন্যান্য লোকের সমাধি। রাণীদের সমাধিগুলির কতক গাঁথা হইয়াছে, কতক গাঁথা হয় নাই; ছাদ অসম্পূর্ণ,—উপরে চূড়া নাই। রাজারা স্ত্রীলোকদের ছত্রী সম্পূর্ণ করেন না। রাস্তার ধারে এক একটী ক্ষুদ্র দেবালয় এবং পথিকদের বিশ্রাম-স্থানও আছে। অম্বরের বাহিরে ঘাটের নিম্নে প্রসিদ্ধ 'কালা মহাদেবের' মন্দির। প্রবাদ আছে যে, মহারাজ মানসিংহ এই মহাদেবকে যশোহর হইতে আনিয়াছিলেন।

ক্রমে দুই ক্রোশ পথ ফুরাইল, বাকি এক ক্রোশ। কিন্তু এই এক ক্রোশ হাঁটিবার শ্রম এক যোজনের চেয়ে বেশী। সোজা ঢালু পথ ক্রমে ক্রমে উপর দিকে উঠিয়াছে; তাঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া যাইতে হইলে বেহারাদিগকে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়। চারিজন বেহারা তাঞ্জাম কাঁধে বহন করে, দুইজনে সম্মুখের বাঁট ধরিয়া টানে, আর দুই জনে দুই পাশে ধরিয়া থাকে, তবে উপরে উঠিতে পারা যায়। নামিবার সময়েও এইরূপ কষ্ট। উট, হাতী, ঘোড়া, গোরু প্রভৃতি বলবান পশুরাও ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া উঠিতেছে আর নামিতেছে।

এইরূপ দুরারোহ পথ দিয়া কিছু কম অর্দ্ধ ক্রোশ উঠিয়া আবার নামিতে হয়। তাহার পর অম্বর সহর। প্রথমে বামভাগে 'দিলারাম' বাগ। এই উদ্যানে নানাবিধ ফল ফুলের গাছ; মধ্যস্থলে অনেকগুলি জলের ফোয়ারা; পশ্চিম দিকে অট্টালিকা। বাগানে পালে পালে বন্য ময়ূর চরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ গাছের উপর হইতে দীর্ঘ পুচ্ছ ঝুলাইয়া দিয়া চাহিয়া আছে, কেহ মাটীর উপর ছায়ায় শুইয়া ঘুমাইতেছে; কেহ বা চাঁদসাজান পাখা ছড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। কাছে যাও, শঙ্কা নাই। জয়পুরের মহারাজের আজ্ঞায় এ প্রদেশে মনুষ্যকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। দিলারাম বাগানের পশ্চিম-পাশে মহৎ সরোবর।

এই উদ্যান হইতে বাহির হইয়া একটী পথ উত্তর দিকে জয় নগরে চলিয়া গিয়াছে, আর একটী পথ কিঞ্চিদ্ দূরে পশ্চিমে রাজ-প্রাসাদের দিকে আসিয়াছে। সহরে আর কিছুই নাই, কত-কালের ধুমধামের পর নগর এখন ঘুমাইয়া আছে, হাটবাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এইখানে উৎকৃষ্ট বন্দুক এবং নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হইত। এখনও সেই সকল অস্ত্র জয়পুরের রাজ-বাটীতে রহিয়াছে; দেখিলে বিলাতী অস্ত্র অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। মহারাজ মানসিংহের হাতের লাঠী এইখানে প্রস্তুত হইয়াছিল। বিধাতার হাতের নৈপুণ্য সন্ধ্যার আকাশে, আর কতকটা ময়ূরের পাখায়; মানুষের হাতের নৈপুণ্য মানসিংহের সামান্য একগাছি লাঠীতে,—জগতে এমন সুন্দর আর কিছুই নাই। লাঠীর উপরে চলকরা; কত রঙ্, কত চিত্র বিচিত্র! প্রায় তিনশত বৎসর হইতে চলিল, আজও নূতন, আগাগোড়া সৌন্দর্য্য-ভরা,—এখনও কেমন ঢল ঢল করিতেছে। সে কালে এই নগরে অন্যান্য আরও অনেক শিল্প কাজের উন্নতি হইয়াছিল।

এখন অম্বরের শিল্পীরা জয়পুরে উঠিয়া আসিয়াছে। এখানে আর ধনী লোক নাই কেবল সামান্য অবস্থার প্রজারাই কষ্টে-সৃষ্টে বাস করে। দোকানে ভাল খাদ্য সামগ্রী মিলে না, কেবল ছোলা ভাজা, গম, যব, ছাতু প্রভৃতি সামান্য দ্রব্যই পাওয়া যায়। তবে কোন কোন দোকানে ক্ষীরের মিষ্টান্নও মিলে।

অম্বরের রাজ-প্রাসাদ উচ্চ পর্ব্বতের নিম্নে একটী উন্নত স্থানে নির্ম্মিত। ইহার পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ সরোবর। এই সরো-বরের নিকটে দিলারাম বাগ, তাহার পর রাজপথ। রাজপথের পূর্ব্বদিকে আর একটী পর্ব্বতমালা। রাজবাটীর দক্ষিণে উচ্চ পাহাড়ের উপরে বিখ্যাত জয়গড়। মানসিংহের ভ্রাতা জগৎ-সিংহের পৌত্র মহারাজ মির্জ্জা জয়সিংহ এই কেল্লা সম্পূর্ণ করিয়া-ছিলেন। জয়গড়ে মানসিংহের বহুমূল্য সম্পত্তি ভাণ্ডারে বন্ধ আছে। দ্বারে মোহর করা। সেই ভাণ্ডার কাহারও খুলিবার অনুমতি নাই। জয়পুরের স্বয়ং মহারাজও তাহা চক্ষে দেখিতে পান না। মিনারা অম্বর-রাজবংশের পরম বিশ্বাসী প্রজা। পূর্ব্বে তাহারা রাজপুতনার চারিদিকে চুরি ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত, কিন্তু এখানকার রাজাদের কখন কোন ক্ষতি করে নাই। অম্বরের সমস্ত রাজভাণ্ডার এখনও এই মিনা জাতির হাতে আছে। তাহারা অষ্টপ্রহর সেই সম্পত্তি চৌকী দেয়। মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গালা জয়ের পর এক অত্যুচ্চ বিজয়-স্তম্ভ এই জয়গড়ে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ আজও বিনষ্ট হয় নাই।

রাজ-বাটীর পশ্চিমে কিঞ্চিদ্ দূরে উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রাচীন

কুন্তলগড়। এই গড় হাজার বৎসরের পুরাতন, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চারিদিকে জঙ্গল গজাইয়াছে। ভিতরে বাঘ ও বন-শূকর লুকাইয়া থাকে। কুন্তলগড়ের আরও উপরে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ইহাও অতিশয় প্রাচীন। উত্তরদিকের প্রাচীরের কাছে একটা বৃহৎ মস্‌জিদ্ আছে। আজমীর হইতে যাতায়াতের সময়ে অনেক মুসলমান সম্রাট্ এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

নীচের পথ হইতে রাজ প্রাসাদ অনেক উচ্চে অবস্থিত। কিন্তু উপরে উঠিবার বেশ পথ আছে। হাতী ঘোড়া অথবা পাল্কী প্রভৃতিতে চড়িয়া অক্লেশে উপরে যাওয়া যায়। প্রথমেই পূর্ব্ব মুখে প্রশস্ত দীর্ঘ সিংহদ্বার। দ্বারের উপরে ইংরেজী ঘড়ী। সিপাহীরা দরজায় দাঁড়াইয়া অষ্টপ্রহর চৌকী দিতেছে। এই দ্বার দিয়া পশ্চিমমুখে প্রবেশ করিলে রাজবাড়ীর প্রথম মহলের প্রশস্ত উঠান। পূর্ব্বে এইখানে হাতীর লড়াই ও অন্যান্য অনেক প্রকার ধুম হইত। তাহার পর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গিয়া আর একটু উঠিতে হয়। উঠিলেই সম্মুখে যশোহরেশ্বরী কালীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার দ্বার, বামদিকে মহারাজের দেওয়ানখানা।

২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকী হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন যশোহর নগর। এইখানে প্রতাপাদিত্য রাজার রাজধানী ছিল। এই যশোহরের আর কিছুই নাই, নগর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক স্থান বনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাজা প্রতাপাদিত্য দিল্লীর বাদশাহকে মানিতেন না। এই সময়ে বাঙ্গলা দেশে বিদ্রোহ দমন করিতে বাদশাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ সসৈন্যে বাঙ্গলায় আসিলেন। প্রবাদ প্রতাপাদিত্য পরাস্ত হইলেন। স্বদেশে যাইবার সময়ে মানসিংহ যশোহরের শিলাদেবীকে লইয়া গিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই শিলাদেবী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেবীর সেবার জন্য মহারাজ দশ ঘর পূজারীও লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা যশোরেশ্বরীর পূজা করিতেছেন। এই ব্রাহ্মণদের অনেক আত্মীয় ব্যক্তি বেশ কৃতবিদ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিদ্যাধর। বর্ত্তমান জয়পুর সহর নির্ম্মাণ করিবার সময় তিনিই নক্সা করিয়া দেন। সেই নক্সা দেখিয়া এই অপূর্ব্ব নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। মানসিংহ শিলাদেবীকে লইয়া আসিলে কচুরায় আর একটা প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া যশোহরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধুমঘাটের দেবালয়ে আজও সেই শিলাদেবী বর্ত্তমান আছেন। *

এখানে যশোহরেশ্বরীর একখানি ছবি দেওয়া হইল। দেবী অষ্টভুজা,—মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। কটিদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত বাগবার ঢাকা থাকে, তাই সিংহ প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। দেবী বামদিকের হস্তে ঢাল, ধনু ও মহিষাসুরের



অম্বরের শিলা দেবী

জিহ্বা ধরিয়া আছেন। আর একটী হস্তে [illegible] ফুল [illegible] দিয়া রাখে। বোধ হয় পূর্ব্বে হস্তে চক্র ছিল। দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, তীর ও ত্রিশূল, আর একটী হস্তে কি অস্ত্র আছে, দেখিলে ঠিক চিনিতে পারা যায় না। বোধ হয় দা। এই হাত বর ও অভয় দিতেছে। কিন্তু [illegible] গোল করিয়া [illegible] অঙ্গ [illegible] হস্তে নিয়া থাকেন।

* গৌড়ের সুলতান দাউদের পতনকালে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার [illegible] বসন্তরায় সুন্দরবনের জঙ্গল কাটাইয়া যশোহর নগর [illegible] করাইয়াছিলেন। [illegible] রাজা [illegible] পরে প্রতাপাদিত্য তাঁহার পিতৃব্য [illegible] দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ধুমঘাটে আর একখানি পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া সেইখানে নিজ রাজত্ব করিতেন।

শিলাদেবী সম্বন্ধে আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে। কমল খোজা নামে একজন সৈনিক পুরুষ রাজার সরকারে থাকিতেন। ধুমঘাটের নিকটে মাঠের মধ্যে একটী জঙ্গলে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে আলো হইয়া উঠিত। কমল খোজা তাহা দুই দিন দেখিলেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে একদিন রাখালেরা গোরু তাড়া দিয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা ঢিপির উপরে কেহ কালী সাজিয়াছে কেহ পূজারী হইয়া ফুল বিল্বপত্র দিয়া কালীর পূজা করিতেছে। কোন রাখাল পাঁঠা সাজিয়া হাড়িকাঠে গলা দিয়া পড়িল। এক জন বালক তাহার হাত এক জন বালক তাহার পা টানিয়া ধরিল অন্য এক জন

দেবীর মস্তকের উপরে পশ্চাদ্দিকে গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং কার্ত্তিকের মূর্ত্তি। এই প্রতিমা পাষাণময়ী, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ; জানি না, কিজন্য বামভাগে মুখ একটু বক্র করিয়া আছেন। এ কথার গল্প অনেক। কেহ কেহ বলেন, মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে প্রতাপাদিত্য সঙ্কটে পড়িয়া দেবীর কাছে স্তব করিয়াছিলেন; কিন্তু যশোরেশ্বরী তাহা শুনিলেন না, রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইলেন। তাই দেবীর মুখ বামদিকে একটু বক্র হইয়া আছে। ভারতচন্দ্রও লিখিয়াছেন,—

"শিলাময়ী নামে, ছিলা তাঁর ধামে,
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া,
তাহারে অকৃপা করি॥"

এই গেল এক মত। আর এক প্রবাদ আছে,—পূর্ব্বে মানসিংহের সময়ে শিলাদেবীর নিকটে প্রত্যহ নাকি নরবলি হইত। কিছু দিন পরে সেই কুপ্রথা রহিত হইয়া যায়। তজ্জন্য দেবী রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন। শেষে মহারাজ জয়সিংহ স্বপ্নে এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিয়া প্রত্যহ একটী করিয়া ছাগবলি দিতে লাগিলেন। এখনও সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কেবল আশ্বিন মাসের মহাষ্টমীতে এবং বাসন্তীপূজার সময়ে অধিক জাঁক হয়। ঐ দুই উৎসবে জয়পুরের মহারাজ স্বয়ং পূজা দেখিতে যান, সঙ্গে প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং অনেক কর্ম্মচারী গিয়া থাকেন।

বলিদান মন্দিরের ঠিক সম্মুখে হয় না। দেবীর মুখ বামদিকে একটু বক্র বলিয়া বলিদানও মন্দিরের বামপাশে হয়। মিনারাই প্রত্যহ বলিদান করে; কিন্তু মহাষ্টমীতে এবং বাসন্তী-পূজার সময় অসংখ্য মহিষ ও ছাগ বলি হয়। তখন সর্দ্দারেরা নিজেই তলবার দিয়া বলিদান করেন।

শিলাদেবীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া একটু পূর্ব্বমুখে গেলে আর একটী সিংহদ্বার. ইহার কপাট পিত্তলের পাতে মোড়া। এখানেও প্রহরী আছে। মহারাজের অনুমতি-পত্র না দেখাইলে প্রহরীরা এখানকার পথ ছাড়িয়া দেয় না।

এই পথ দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে বিস্তীর্ণ বাধান উঠান। উঠানের পূর্ব্বদিকে প্রসিদ্ধ দেওয়ানখানা। ইহাতে চল্লিশটী রক্তবর্ণ পাথরের থাম; থামের গায়ে শ্বেতবর্ণ পলস্ত্রা লাগান। উপরের সমস্ত ছাদ খিলান করা। মহারাজ মানসিংহ এইখানে দরবার করিতেন। প্রথমে থামের গায়ে পলস্ত্রা ছিল না। কথিত আছে, এই দেওয়ানখানা নাকি আকবরের 'দেওয়ান-ই-আমের' অনুকরণ করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সম্রাট্ এই কথা শুনিয়া আমেরে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেন। এখানে মানসিংহও পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ পাইয়াছিলেন। সেজন্য তিনি শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত থাম শ্বেতবর্ণ পলস্ত্রাদ্বারা ঢাকা দিয়া ফেলিলেন। কাজেই সম্রাটের লোকেরা আসিয়া আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না। দেওয়ানখানার পাশে পূর্ব্বদিকে কএকটী ছোট ছোট কুঠারী আছে।

তাহার পর দক্ষিণদিকে আর একটী পিত্তলের দরজা। এই দরজা দিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। মধ্যস্থলে প্রশস্ত উঠান। উঠানে মনোহর উপবন; ফল ধরিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, বাতাসে গাছের শাখা দুলিতেছে। ইহার পূর্ব্বদিকে আর একটী বৃহৎ দালান। এই দালানের প্রস্তরে তাজমহলের নিপুণ হাতের শিল্প-কৌশল। ঘরের কারিগরী দেখিলে সেই দিকে চক্ষু স্থির হইয়া থাকে, নড়িতে চায় না। থামগুলি শ্বেত পাথরের, তাহাতে ফুল কাটা; ফুলের উপরে প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। ছাদ খিলান করা। খিলানের নিম্নেও

কামার হইয়া একগাছা হোগলা দিয়া তাহার গলায় আঘাত করিল। অমনি দুই খণ্ড,—কাটিয়া মাথা একদিকে আর দেহ অন্য দিকে পড়িয়া ধড়্ফড়্ করিতে লাগিল। রাখালেরা ভয়ে দিগ্বিদিক্ ছুটিয়া পলাইল। কমল খোজা এই সংবাদ পাইয়া জঙ্গলের ভিতর গিয়া দেখেন,—সত্যই বটে. একগাছা হোগলায় রক্তমাখা রহিয়াছে, রাখালের শরীর সেই খানে পড়িয়া আছে। তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে রাখালের আশ্চর্য্য মৃত্যুর বিবরণ এবং রাত্রিকালে আলোর কথা জানাইলেন। প্রতাপাদিত্য সেই মৃতদেহ সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাত্রিতে নিজে কমল খোজার কাছে সিংহদ্বারে থাকিলেন। রাত্রি দুই প্রহর, গভীর নিশীথকাল; দেখেন, আকাশ হইতে একটা জ্যোতিঃপুঞ্জ নামিয়া বনের ভিতরে পড়িল। রাজা কমল খোজাকে সঙ্গে লইয়া দেখিতে গেলেন। কিন্তু বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দুইজনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন এই আকাশবাণী হইল—আমি তোমার ইষ্টদেবতা। তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি। কল্য এই টিপী খনন করিলে আমার মূর্ত্তি পাইবে। আমি তাহাতে অধিষ্ঠান করিব. তুমি সেই মূর্ত্তির পূজা করিতে থাকিবে! আর তোমার প্রজা রাখাল মরে নাই, সে তাহার জননীর কাছে ঘুমাইয়া আছে।

রাজা সজ্ঞান হইয়া চাহিয়া দেখেন, বনে আর কিছুই নাই। দৈববাণী কেবল স্বপ্নের মত তাঁহার একটু একটু মনে পড়িতে লাগিল। তিনি প্রথমে সিন্দুকের কাছে আসিয়া দেখেন তাহাতে মৃত রাখালের শরীর নাই. সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে! কমল খোজাকে লইয়া রাখালের বাটীতে গেলেন, দেখেন বাস্তবিক সে জননীর কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছে। পর দিন প্রাতঃকালে মহারাজ জঙ্গলের ভিতরের টিপী খনন করাইতে লোক লাগাইলেন। কিঞ্চিৎ খনন করিলেই একটী শিলাময়ীমূর্ত্তির গলদেশ পর্য্যন্ত বাহির হইল। তখন দেবী আকাশবাণীদ্বারা এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে আর খনন করিও না। এইখানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আমার পূজা করিতে থাক।

শিলাদেবীর উৎপত্তির কথা এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ধুমঘাটে এখনও সে পাষাণমূর্ত্তি রহিয়াছে, ইহাই প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত শিলাদেবী। মানসিংহ দেবীকে অম্বরে লইয়া যান নাই।

জানালার মাথার অনেক চিত্র-বিচিত্র রঙ, তাহার উপরে কাচ বসান। নীচে একজন মানুষ দাঁড়াইলে উপরে কত মানুষ; হাত নাড়িলে প্রতিবিম্বের সঙ্গে সঙ্গে উপরে কত হাত নাড়িতে থাকে।

এই দালানের উত্তরদিকে একটী ছোট দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে মানসিংহের স্নান করিবার হাম্মাম্, তাহার পর পশ্চিমদিকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়া গেলে দেবার্চ্চনার ঘর। স্নানের ঘরে শ্বেত-প্রস্তর দিয়া চৌবাচ্ছা গাঁথা। তাহার ধারে ধারে জল-প্রণালী। স্নানের পর সহসা গায়ে শীতল বাতাস লাগাইতে নাই, সেজন্য হাম্মাম্ হইতে উঠিয়া অতি অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পূজার ঘরে যাইতে হয়।

পশ্চিমদিকের নিম্ন তলায় গ্রীষ্মকালে রাণীরা আসিয়া বসিতেন। এখানে জলের ফোয়ারা ও জলপ্রণালী আছে। উত্তরদিকে নিম্নতলা হইতে উপরে উঠিবার নিমিত্ত সিঁড়ি নাই। আগাগোড়া প্রশস্ত ঢালুপথ, তাহাতে উঠিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। উপরের ঘরে অনেক প্রকার চিত্র-বিচিত্র করা; একস্থানে মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি নগর আঁকা আছে। গঙ্গা যমুনার জলে মাছ খেলিয়া বেড়াইতেছে; মন্দিরের মধ্যে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; বিচারালয়ে বিচারপতিরা বসিয়া বিচার করিতেছেন—চিত্রে এইরূপ কত বিবরণ দৃষ্ট হয়। শিলাদেবীর পূজার সময়ে সেকালে রাণীরা উপর হইতে উৎসব দেখিতেন, সে কারণ দেওয়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ কাটা আছে। তাহার পর পূর্ব্বদিকে নিম্নের দালানের উপরে আর একটী ছোট দালান। ইহা শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। এখানকার ঘরগুলির এক একটী নাম আছে। কোনটীর নাম 'জয়মন্দির', কোনটীর 'সোহাগমন্দির', কোনটীর নাম 'যশোমন্দির', কোনটীর গায়ে 'সুখমন্দির' এইরূপ লেখা রহিয়াছে। উপরের দালানে রাণীদের দরবার হইত।

উপরের ছাদে গিয়া দাঁড়াইলে সকলি মনোহর। যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই অপূর্ব্ব দৃশ্য। বাটীর নিম্নে পূর্ব্বদিকে সরোবর; তাহার মধ্যস্থলে দ্বীপ। দ্বীপের উপর মনোহর উদ্যান। উত্তরদিকে ভগ্ন নগর; মধ্যে মধ্যে দেবালয়; দক্ষিণদিকে অতি দূরে সুরম্য জয়পুর সহর, পূর্ব্ব-পশ্চিমে পাহাড়,—ইচ্ছা করে সেইখানে দিবারাত্র কেবল চক্ষু ভরিয়া চারিদিকের শোভা দেখি।

আবার উঠানে নামিয়া দক্ষিণদিকে যাও,—রাণীদের অন্তঃপুর। কিন্তু রাণীদের ঘর বলিয়া এখানে তেমন বড় অট্টালিকা নাই। উপরে নিম্নে সারি সারি ছোট ছোট সামান্য কুঠারী, তাহাতেই রাণীরা বাস করিতেন। উঠানে একটী নাটমন্দির আছে, এবং জলক্রীড়ার নিমিত্ত একটী হৌজ ও কএকটা ফোয়ারা আছে। উত্তর দ্বারের নীচের একটী ঘরে গৌরীদেবীর মন্দির ছিল। সেইখানে রাণীরা গৌরীপূজা করিতেন। রাণীদের গৌরীপূজার নিয়ম অদ্যাপি চলিত আছে।

আমেরের রাজবাটীর সৌন্দর্য্য আজও কিছুই নষ্ট হয় নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন সেদিন এই সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ঘরের ভিতরের দরজায় হাতীর দাঁত বসান ছিল, এখন সে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কচিৎ কোন কপাটে কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পূর্ণ বৃদ্ধির সময়ে মানসিংহ এই সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি যে বাটীতে থাকিতেন, তাহা অতি সামান্য। সদর বাটীর পশ্চিম দ্বার দিয়া নামিয়া সেই পুরাতন রাজবাটীতে যাইতে হয়। সদর বাটীর পশ্চিম দ্বার দিয়া অনেকটা নিম্নে নামিতে হয়। নীচে অপ্রশস্ত পথ। পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকের পাহাড়ের গায়ে নগরবাসীদের ছোট ছোট ঘর ছিল। এখন সেই সকল ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন খানে দুই একটী ভাঙ্গা প্রাচীর উচ্চ হইয়া আছে, কোন খানে প্রাচীরের সমস্ত পাথর খসিয়া পথের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনকার গৃহের সমস্ত গাথনী কাঁচা। রাজবাটীরও পশ্চাদ্ দিক্ হইতে কাঁচা গাথনী দেখিতে পাওয়া যায়। পাথুরে মাটীর কাদা দিয়া ছোট বড় পাথর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু এই কাঁচা গাথনীও বেশ দীর্ঘ কালস্থায়ী। তিন শত বৎসরের ঘর আজও নষ্ট হয় নাই।

নিম্নের পথ দিয়া উত্তরমুখে গেলে দক্ষিণভাগে বিগ্রহের একটী উচ্চ মন্দির। তাহার পর আর কিঞ্চিৎ উত্তরে রত্নাকরের বাসস্থান। রত্নাকর অম্বররাজের কুলগুরু ছিলেন। এই বাটীর এখন আর কেহ বাস করে না, ইহার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে। বামভাগের উচ্চ পাহাড়ের পশ্চিমদিকে রত্নাকরের ছত্রী, খড়ম এবং রত্নাকরসাগর আছে। রত্নাকরসাগর দেখিতে অতি সুরম্য সরোবর, স্থানটীও অতি মনোহর। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ঐ সরোবরের কূলে তাঁহার ভস্ম সমাহিত করা হইয়াছিল। এই ছত্রী সেই সমাধিস্থান।

আর একটু উত্তরে গিয়া তাহার পর বামদিকে উঠিতে হয়। এখানকার পথ অত্যন্ত উচ্চ নীচ। বামদিকে কিঞ্চিদ্ দূরে গেলে সম্মুখে নৃসিংহদেবের মন্দির। এই মন্দিরের উঠানের পশ্চিমদিকে 'হিন্দোলা' মঞ্চ। মহারাজ জয়সিংহের মহিষী সৌদামিনী রাণী এই দোলমঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মঞ্চের গায়ে একখানি শ্বেতপাথরে উৎসর্গের সম্বৎ-দিন প্রভৃতি খোদিত আছে।

উঠানের পূর্ব্বদিকে সূরসিংহের গৃহ। সূরসিংহের সঙ্গে অম্বর-রাজবংশের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা ঠিক বলা সুকঠিন। তিনি মিনাদের সর্দ্দার, কিম্বা মানসিংহের কোন পূর্ব্বপুরুষ।

হয়ত দুই তিনটী নাম ছিল, সে কারণ এই নামের গোল হইয়াছে—এ সকল কথার ঠিক মীমাংসা করাও সুকঠিন। কিন্তু সুরসিংহ মানসিংহের বিশেষ কোন আত্মীয়, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে অম্বররাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, এই সুরসিংহের গাটীতেই অদ্য বধি জয়পুর রাজবংশের রাজতিলক হইয়া থাকে এবং সেই সময়ে রাজাদের মাথায় সুরসিংহের ছত্র ধরিতে হয়।

সুরসিংহের বাটী অতি সামান্য। উঠান সংকীর্ণ, উপর-তলের ঘর অত্যন্ত ক্ষুদ্র, উপরে উঠিতে হইলে বিপদ, কারণ সিঁড়ি নিতান্ত ছোট ও সোজা। মহারাজ যে ঘরে বসিয়া সভা করিতেন, তাহার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটী বেদী আছে, উহাই সুরসিংহের রাজসিংহাসন। এই ঘরের উত্তরদিকের দালানে পূজারী ব্রাহ্মণেরা এবং অনেকগুলি ছোট ছোট দেবমূর্ত্তি রাখিয়া দিয়াছেন। দেবমূর্ত্তিগুলির নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

রাজবাটীর দক্ষিণদিকে বালাবাই রাণীর মন্দির। বালাবাই সুরসিংহের মহিষী। প্রবাদ আছে—সুরসিংহ এবং বালাবাই দুই জনেই নাকি গুটিকাসিদ্ধ ছিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহারা বিমানে চড়িয়া শূন্যপথে পুরীতে জগন্নাথদেব দর্শন করিতে যাইতেন। কিন্তু মহারাজ একথা রাণীকে কখন বলেন নাই, রাণীও কখনও কথার ছলে ইহার গন্ধ বাষ্প রাজাকে জানিতে দেন নাই। কাজেই একথা পরস্পর কেহই জানিতেন না। পরে একদিন জগন্নাথদেবের মন্দিরের দ্বারে রাণী রাজাকে দেখিতে পাইয়া ভয় ও লজ্জায় সঙ্কুচিত হইলেন। কিন্তু রাণীর মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল, রাজা আপনার মহিষীকে চিনিতে না পারিয়া শিষ্টাচারবশতঃ বলিলেন,—'ভয় কি বাছা। লজ্জা করিও না—তুমি কন্যার সমান, স্বচ্ছন্দে প্রতিমা দর্শন কর'। জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাণী গৃহে আসিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে কন্যা সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে আপনার শয়নগৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না। বালাবাই কন্যা, এবং নাই পত্নী, অতএব এই মন্দিরের নাম 'বালাবাই' হইয়াছে।

[illegible]সিংহের পূর্ব্ব-পার্শ্বে মহারাজ মানসিংহের পূর্ব্ব বাসস্থান। ইহা একটি ভবন সামান্য ধনী লোকের গৃহের মত। ইহাতে কোন প্রকার কারিগরি কিম্বা শ্রী সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না। এখন অট্টালিকার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাদশাহের নিকট মানসিংহের দিন দিন প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, সৌভাগ্যলক্ষ্মী দিন দিন প্রসন্না হইয়া উঠিলেন, সেই সময় অম্বরের প্রসিদ্ধ রাজবাটী নির্ম্মাণ করা হইল।

রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া আবার পূর্ব্বের পথ দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমমুখে গেলে বাম দিকে শ্বেত প্রস্তরের 'অম্বকেশ্বর' মহাদেব। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, কাহারও মতে এই মহাদেবের নাম হইতেই সহরের নাম অম্বর হইয়াছে। তাহার পর বৃদ্ধ বটগাছের শাখার নীচু দিয়া আরও একটু উত্তরদিকে গেলে একটী বৃহৎ চৌবাচ্ছা। ইহার কিঞ্চিৎদূরে পশ্চিমদিকে ভৈরবনাথের মনোহর পীঠস্থান। গ্রীষ্মকালে এই স্থানটী অতিশয় মনোহর। চারিদিকে বটপত্র ছায়া করিয়া আছে, নিম্নে রৌদ্রের লেশমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার ভিতরের একখানি প্রস্তর হইতে ভৈরবনাথের মূর্ত্তি খুদিয়া বাহির করা। তাই লোকে ইহাকে অনাদিলিঙ্গ কহে। ভৈরবনাথের সর্ব্বাঙ্গে সিন্দূর মাখান। এখান হইতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপথে নগরের ভিতর দিয়া আসিলে জয়পুরের রাজপথ পাওয়া যায়।

অম্বরখানা—পূণা সহরের একটী প্রাচীন প্রাসাদ। সহরের 'কসবা পট' নামক বিভাগে ইহা অবস্থিত। মহারাষ্ট্র নৃপতি শাহাজী তাঁহার মহিষী জিজাবাই ও পুত্র শিবাজীর বাসের জন্য পূণা দুর্গের দক্ষিণে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ইহা অতিশয় সুদৃঢ়। ইহাতে অনেকগুলি ভূগর্ভ নিহিত প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহার কতকগুলি এখনও বর্ত্তমান। শিবাজী ও তাঁহার মাতা কএক বৎসর দাদাজী কোণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে এই প্রাসাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহা 'লাল মহাল' নামে পরিচিত ছিল পরে পেশবাদিগের আমলে অম্বরখানা (গজরথ-ভবন) নাম হয়।

অম্বরগ—(ত্রি) আকাশগামী।

অম্বরদ—(পুং) কার্পাস বৃক্ষ।

অম্বরদি—কোলহাপুরে প্রবাহিত কাদম্বীনদীর একটী শাখা, সহ্যাদ্রিশাত্র হইতে নিঃসৃত। অম্বরদি গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এই নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহাদের জল রাশিতে বর্ণানদী পুষ্ট। [বর্ণা দ্র°]

অম্বরনাথ—(অমরনাথ) বোম্বাইয়ের থানা জেলার অন্তর্গত কল্যাণ তালুকে অবস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৯°১২ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩°১০′ পূঃ। ইহা বোম্বাই হইতে ৩৮ মাইল দূরে এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেল পথের ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের পূর্ব্বদিকে একটি সুদৃশ্য উপত্যকা মধ্যে একটী প্রাচীন হিন্দু মন্দির বর্ত্তমান। উহার ভাস্কর্য্য উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরে ৯৮২ শকাব্দে (১০৬০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ কল্যাণের চালুক্যরাজগণের সামন্ত নৃপ কোঙ্কণাধিপতি চিত্তরাজদেব মহামণ্ডলেশ্বরের পুত্র মাম্বাণরাজ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটী পশ্চিমমুখী, কিন্তু

নাভাগের তনয় অম্বরীষ। অম্বরীষের পুত্র বিরূপ। (বায়ুপু° ৮৮ ৬) হরিবংশের মতে, মধুবংশীয় উৎকলের পুত্র অম্বরীষ। ইহার পৃষ্ঠক এবং দণ্ডক নামে আরও দুই ভ্রাতা ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইনি একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া কথিত। ইনি অঙ্গিরসের তেত্রিশজন পুত্রের অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্যত্র পাওয়া যায়, পুলহের পত্নী ক্ষমা হইতে ইহার জন্ম। বায়ুপুরাণের মতে ইনি কদ্রুর নাগপুত্রগণের অন্যতম। কূর্মপুরাণের মতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি মান্ধাতার তিন পুত্রের অন্যতম।

অম্বরীষ,—কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিতপুত্র। তিব্বতীয় বিনয়পিটক বা দুল্‌বগ্রন্থে ইঁহার উপাখ্যান এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—ইনি প্রসেনজিতের পুত্র বিরূধকের সমবয়স্ক ছিলেন এবং পরে বিরূধক রাজা হইলে তাঁহার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অম্বরীষ চতুর্বেদ এবং জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

একদা বিরূধক ও অম্বরীষ কপিলবাস্তু নগরীতে শাক্যোদ্যানে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। এই স্থানে শাক্যদের সহিত বিরূধকের কলহ হয় এবং তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। এইজন্য তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া শাক্যগণকে বিনাশ করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন।

প্রসেনজিতের মৃত্যুর পরে বিরূধক সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার মন্ত্রী অম্বরীষ তাঁহাকে উক্ত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন বিরূধক শাক্যদিগের বিরুদ্ধে সসৈন্য অভিযান করিলেন। এদিকে ভগবান বুদ্ধের উপদেশে শাক্যগণ প্রাণিহত্যায় বিরত থাকিলেও অম্বরীষের কুমন্ত্রণায় বিরূধক বহু শাক্যকে নিহত করিলেন। তখন বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে এই কথা বলিলেন যে বিরূধক ও অম্বরীষ সপ্তাহান্তে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে ও অবীচি নরকে গমন করিবে।

দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিরূধক অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অম্বরীষ তাঁহাকে সলিলমধ্যে এক উদ্যানবাটিকা নির্মাণ করিয়া তথায় সপ্তদিবস অতিবাহিত করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে কার্য্য করা হইল। রাজা, অম্বরীষ ও রাজপুরনারীগণ নবনির্ম্মিত উদ্যানবাটিকায় গিয়া অবস্থান করিলেন। সপ্তমদিবসে যখন তাঁহারা শ্রাবস্তিনগরে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন একখানি কাচের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই অগ্নিতে বিরূধক ও অম্বরীষ দগ্ধ হইলেন। নারীগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল।

অম্বরৌকস্—(পুং) [অম্বর আকাশ ওকঃ স্থানং যস্য, বহুব্রী] দেবতা। (কুমার ৫।৭১)

অম্বল—(দেশজ) অম্লরসমিশ্রিত ব্যঞ্জন। ২ অম্লরোগ। [অম্ল দ্র°]

অম্বল—(উম্বলয়) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লারী জেলার কূড়লিগি তালুকের একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রস্তরশিল্পশোভিত একটী প্রাচীন শিবমন্দির এবং মন্দিরপ্রাকারে কালপাথরে কণাড়ী ভাষায় একখানি দানলিপি উৎকীর্ণ আছে।

অম্বলট্ঠিকা—রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যপথে অবস্থিত একটী উপবন। দীঘ নিকায়ের অন্তর্গত পরিনিব্বাণসুত্তান্তে বুদ্ধদেবের রাজগৃহ হইতে কুশীনারা ভ্রমণের বৃত্তান্তে তাঁহার বিশ্রামস্থানের মধ্যে এই উপবনের নাম পাওয়া যায়।

অম্বলপুলই—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যস্থ অম্বলপুলই তালুকের সদর ও সহর। অক্ষা° ৯°২৩' উঃ ৭৬°২২' পূঃ। আলেপ্পী সহর ইহার ৩০ মাইল উত্তরে এবং একটী খালদ্বারা ইহার সহিত সংযুক্ত। এখানকার কৃষ্ণস্বামীর মন্দিরে বহু তীর্থযাত্রীর আগমন হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই সহর অম্বলপুলই নামক এক স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী ছিল। কোটমালয়ের নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণবংশীয় চম্পকেরী রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের উপাধি ছিল দেবনারায়ণ, এইবংশের এক নৃপতি ত্রিবাঙ্কুরের বিরুদ্ধে কায়নকুলমের রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের মন্ত্রী রাম অয্যন দলবাই তাঁহাকে বন্দী করিয়া অম্বলপুলই রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

অম্বলবাসি—মান্দ্রাজপ্রদেশ, কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুররাজ্যবাসী এক প্রসিদ্ধ জাতি। ১৯১১ সালের লোকগণনায় ইহাদের লোকসংখ্যা ৩০৪০৬ ছিল। পূর্ব্বে ইঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, এক্ষণে যজ্ঞোপবীত ধারণ না করায় অন্তজজাতির মধ্যে গণ্য হয়। কেহ কেহ এখনও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এইরূপ শ্রেণীভেদ দেখা যায় যথা,—অড়িকল চাক্কিয়ার, নাম্বিয়ার, নবিস্‌সন, পুষ্পজি, পত্তুপত্তন, পিড়ারুদ্রি বা পিড়ারার।

মূলে ব্রাহ্মণ হইলেও ভদ্রকালীর পূজার্চ্চনার জন্য ইহাদিগের সম্মান হ্রাস হয়। তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে উপনয়ন উঠিয়া যায়। নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইহারা দশদিন অশৌচ পালন করে। এসময় কেবল শাকান্ন আহার করিয়া থাকে।

অম্ববন—একটী বন। দীঘনিকায় হইতে জানিতে পারা যায় যে একসময় বুদ্ধদেব রাজবৈদ্য জীবকের অম্ববনে বাস করিয়াছিলেন. এই স্থানেই মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। দীঘ-নিকায় হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে যখন বুদ্ধদেব রাজগৃহ হইতে কুশীনারায় গমন করেন, তখন তিনি ককোত্থিনদী পার হইয়া অম্ববনে গিয়াছিলেন। সংযুত্তনিকায় হইতে জানিতে পারা যায় যে বহু মহাত্মা অম্ববনের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। অম্ববন যে আম্রবনের তুল্য ছিল, তাহা সুমঙ্গল-বিলাসিনীতে বর্ণিত আছে।

অম্বষ্ঠ—(পুং) [অম্ব-স্থা-ক (অম্বাম্বগোভূমিসব্যাপদ্বিত্রিকুশেকুশঙ্কুমঙ্গিপুঞ্জিপরমেবর্হির্দিব্যগ্নিভ্যঃ স্থঃ। পা ৮৩৯৭) এই সূত্রানুসারে অম্ব শব্দের শেষে স্থ স্থলে ষ্ঠ হইয়া অম্বষ্ঠ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'অম্বষ্ঠ' শব্দের অর্থ 'অম্ব—পিতা+স্থা—স্থিত অর্থাৎ যিনি পিতার স্থানে থাকেন অর্থাৎ পিতৃস্থানীয়।

স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, স্মার্ত্তনিবন্ধ ও প্রাচীন বৈদেশিকগণের লিখিত বিবরণী হইতে নানাপ্রকার অম্বষ্ঠজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। অম্বষ্ঠ কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও ক্ষত্রিয়, কোথাও বৈশ্য, কোথাও শূদ্রবর্ণ এবং কোথাও হীন বর্ণসঙ্কর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

স্মৃতির মত

গৌতম ধর্মসূত্রে লিখিত আছে—

'অনুলোমা-অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণাম্বষ্ঠোগ্রনিষাদ-দৌষ্মন্তপারশবাঃ॥" (৪৮)

অর্থাৎ অনন্তরজ, একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ ক্রমে জাত অনুলোমজই সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্মন্ত ও পারশব জাতি।

বৌধায়নধর্ম্মসূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণো বৈশ্যায়ামম্বষ্ঠঃ শূদ্রায়াং নিষাদঃ।"(১৩)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রাতে নিষাদ।

মনুসংহিতায় আছে—

"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।" (১০।৮)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ নামক জাতি হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্যে (১০।৮) আছে—

'একান্তরা ব্রাহ্মণস্য বৈশ্যা তত্র জাতোঽম্বষ্ঠঃ স্মৃত্যন্তরে ভৃজ্জকণ্টক ইত্যুক্তঃ।"

ব্রাহ্মণের একান্তরা বৈশ্যা তাহাতে জাত অম্বষ্ঠ, স্মৃত্যন্তরে ভূর্জ্জকণ্টক নামে উক্ত।

উক্ত শ্লোকের কুল্লুকভট্টের টীকায় (১০।৮) আছে—"কন্যাগ্রহণমত্র উঢ়ায়ামিত্যস্যাকাঙ্ক্ষাং বিবাহেষ্বেবিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটীকৃতত্বাচ্চ। ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামূঢ়ায়ামম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে।"

কন্যাগ্রহণহেতু এখানে বিবাহিতা বুঝিতে হইবে। বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ জন্মিয়াছে একথা যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতার (১০।২১) শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি পুনরায় লিখিয়াছেন,—

"স হ্যনুলোমত্বাদপাপাত্মা অয়ং চাসংস্কৃতাত্মনো ব্রাত্যাজ্জাতোঽনধিকারিত্বাদযুক্তং।"

ঐ জাতি অনুলোম বলিয়া পাপাত্মা নহে। তবে অসংস্কৃতাত্মা। ব্রাত্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা বৈদিক কার্য্যাদিতে অনধিকারী।

যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥" (১।৯১)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাস্ত্রীগর্ভে অম্বষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে নিষাদ বা পারশব উৎপন্ন হইয়াছে।

ঔশনস ধর্মশাস্ত্রে আছে—

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেৎ তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ॥৩১
ধ্বজিনী জীবিকা বাপি অম্বষ্ঠাঃ শস্ত্রজীবিনঃ॥"

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যাতে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ কৃষিজীবী, আগ্নেয়বৃত্তিক এবং ধ্বজা ধরাই জীবিকা। অম্বষ্ঠেরাই শস্ত্রজীবী।

নারদের মতে (১২।১০৭।১০৮)—

"অম্বষ্ঠো মাগধশ্চৈব ক্ষত্তা চ ক্ষত্রিয়াত্মজঃ॥
অম্বষ্ঠোগ্রৌ তথা পুত্রাবেবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
একান্তরস্তু চাম্বষ্ঠো বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ সুতঃ॥
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ তদ্বৎ নিষাদো নাম জায়তে।
শূদ্রা পারশবং সূতে ব্রাহ্মণাদ্বস্তুতং সুতম্॥"

অম্বষ্ঠ, মাগধ ও ক্ষত্তা ক্ষত্রিয়াত্মজ হইতেছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে অম্বষ্ঠ, ক্ষত্তা ও উগ্রজাতি। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে একান্তর অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে ঐরূপ নিষাদ নামক জাতি এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে পারশব পুত্রের উৎপত্তি।

মনুটীকাকার রামচন্দ্র (১০।৭) লিখিয়াছেন—

"নৃপকন্যায়াং বৈশ্যে উৎপন্নে শূদ্রে উৎপন্নে সতি উভৌ অম্বষ্ঠৌ ভবতঃ।"

বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে দুই প্রকার অম্বষ্ঠ হয়।

স্মার্ত্ত রামচন্দ্র আবার "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসনম্" এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"অম্বষ্ঠানাং শূদ্রাদম্বষ্ঠা জাতাঃ চিকিৎসনং শাস্ত্রং বৈদ্যকং"।

অর্থাৎ অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা অর্থাৎ বৈদ্যকশাস্ত্রই উপজীবিকা। এই অম্বষ্ঠগণ শূদ্র হইতে উৎপন্ন।

মনু অপসদ অম্বষ্ঠের বৃত্তিনির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন—

"যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥
সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।"

নাটমন্দিরের উত্তরে ও দক্ষিণে দ্বার আছে। নাটমন্দির ২২½ ফুট × ২২½ ফুট। উহার স্তম্ভ চারিটী সূক্ষ্ম তক্ষণ কার্য্যে শোভিত। প্রত্যেকটীর শিল্পকার্য্য বিভিন্ন প্রকার। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে গৃহতলে আংশিকভাবে প্রোথিত একটী শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। মন্দিরের বহির্ভাগও সুন্দররূপে খোদিত। তথায় একটী ত্রিমস্তক পুরুষ ও তাহার সম্মুখে জানুপাতিয়া উপবিষ্টা একটী স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি, বোধ হয় হর ও পার্ব্বতী। বিমানগৃহের দক্ষিণ পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী কালীমূর্ত্তি। এখানকার শিল্পকার্য্য এ প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে একটী মেলা হয়।

অম্বরপেট—হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত অত্রাফ-ই-বালদা জেলার একটী খাস তালুক। ইহা 'শর্ক' অর্থাৎ 'পূর্ব্ব' তালুক বলিয়াও পরিচিত। জায়গীরসহ ইহার ভূপরিমাণ ১৫০ বর্গমাইল। এই তালুকের মধ্যে অনেকগুলি জলাশয় এবং তাহার নিকটে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র আছে।

অম্বর মালিক, (মালিক অম্বর)—ইতিহাস প্রসিদ্ধ একজন মুসলমান সেনাপতি। মালিক অম্বর হাবসী নামে প্রসিদ্ধ। ইনি আবিসিনীয়াবাসী ক্রীতদাস ছিলেন। ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসিয়া স্বীয় অসীম অধ্যবসায় ও শৌর্য্যে দাক্ষিণাত্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহের পুত্র রাজকুমার দানিএল আহম্মদনগর অধিকার করিলে মালিক অম্বর ও সর্দ্দার রাজু মিয়ান আপনাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের অপরাংশ বিভাগ করিয়া লন এবং বাহাদুর নিজাম শাহের সিংহাসনে সুলতান ২য় মুর্ত্তাজা নিজাম শাহকে বসাইয়া উষা দুর্গ ও কএকখানি গ্রাম মাত্র দান করেন। মুর্ত্তাজা নিজাম শাহ নামে মাত্র রাজা ছিলেন। তাঁহারা উভয়ই মূলতঃ দক্ষিণ-ভারতের নিয়ন্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সময়ে আকবর বাদশাহের অন্তিম সময়ে সুলতান সেলিম ও সুলতান খসরু বিদ্রোহ হইলে দিল্লীর মোগল সরকারে বিষম শাসন-বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে অম্বর স্বীয় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত আহম্মদনগর প্রদেশ অচিরে আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লন। জাহাঙ্গীরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মালিক অম্বরের ঔদ্ধত্য দমন করিতে পুনঃ পুনঃ দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রেরণ করেন; কিন্তু সকলেই অম্বরের হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। অবশেষে যখন যুবরাজ শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে আইসেন, তখন অম্বর তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া মোগলদিগের অধিকৃত প্রদেশ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং তৎপরবর্ত্তিকাল হইতে তিনি মোগল দরবারের অনুগত থাকেন। [জাহাঙ্গীর ও শাহজহান দ্র°]

১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং দৌলতাবাদে তাঁহার অভিরুচি নির্ম্মিত সুবিখ্যাত সমাধি মন্দিরে তাঁহার দেহ কবরস্থ করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র ফত্তেখাঁ অহমদ নগর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। [ফত্তেখাঁ দ্র°]

অম্বরযুগ—(ক্লী) যুগ্মবস্ত্র। ২ ধুতি ও পাছুটী। ৩ ঘাঘরা ও উড়ানি।

অম্বরশৈল—(পুং) আকাশচুম্বী পর্ব্বত বা শৈলশিখর।

অম্বরস্থলী—(স্ত্রী) ভূমি। ২ পৃথিবী।

অম্বরহ—হায়দরাবাদ রাজ্যস্থ আওরাবাদ জেলার এক তালুক। ভূপরিমাণ ৯১২ বর্গমাইল। ইহার সদর অম্বরহ। গোদাবরী নদী এই তালুকের দক্ষিণাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

অমরা—(স্ত্রী) কার্পাস বৃক্ষ।

অম্‌রাতক—(পুং) আম্রাতক বৃক্ষ।

অম্‌রান্ত—(পুং) বস্ত্রের প্রান্তভাগ। ২ ক্ষিতিজ। ভূমির যে অংশ আকাশে মিশিয়াছে। দিগ্বলয়।

অম্‌রিয়া—বেহারবাসী ব্রাহ্মণদিগের একটী শ্রেণী। [ব্রাহ্মণ দ্র°]

অম্‌রীপ—(স্ত্রী) আম্রাতক বৃক্ষ [আম্রাতক দ্র°]

অম্‌রীষ—(পুং ক্লী) [অম্ব্যন্তে ভর্জ্জনকালে শব্দায়তেঽত্র অম্বি ঈষন্ রকারাগমো নিপাত্যতে] ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনা খোলা (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।৭।১৬) ২ সূর্য্য। ৩ বিষ্ণু। ৪ শিব। ৫ যুদ্ধ। ৬ কিশোর। ৭ অনুতাপ। ৮ নরকবিশেষ। ৯ আমড়া

অম্‌রীষ, — পুং) সূর্য্যবংশীয় নরপতি প্রশুশ্রুকের পুত্র। রামায়ণে আছে, অযোধ্যাপতি অম্বরীষ একসময়ে যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র ছল করিয়া যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিলেন। তখন পুরোহিতেরা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—"হে নরেশ্বর। যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে, আপনার দুর্নীতিতেই এই যজ্ঞ নষ্ট হইল। হে পুরুষশার্দ্দূল। যে রাজা যজ্ঞ রক্ষা করিতে অসমর্থ, যজ্ঞবিঘ্নজনিত দোষ সকল তাঁহাকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং একটী নর বলি প্রদান করিয়া এই দোষের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত অথবা অবিলম্বে সেই যজ্ঞীয় পশুর অনুসন্ধান করিয়া আনা উচিত।" পুরোহিতদের কথা শুনিয়া অম্বরীষ সহস্র সহস্র গবীর বিনিময়ে একটী নরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও না পাইয়া ভৃগুতুঙ্গ নামক স্থানে আসিয়া, তপোবলে দেদীপ্যমান ব্রহ্মর্ষি ঋচীককে পত্নী ও পুত্রগণের সহিত সমাসীন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে সভক্তি প্রণামপূর্ব্বক কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন—"মহাভাগ ভৃগুনন্দন! আমি যজ্ঞার্থে একটী মনুষ্যপশু ক্রয় করিবার জন্য সকল দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু তাদৃশ যজ্ঞীয় বলি লাভ করি নাই। যদি আপনি শতসহস্র গাভীমূল্যে একটী পুত্র বিক্রয় করেন, তবে আমি পরম কৃতার্থ হই।" নৃপতির কথা শুনিয়া মহর্ষি ঋচীক বলিলেন—"রাজন।

আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না।" কারণ সে শ্রাদ্ধাধিকারী বলিয়া আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন, সুতরাং অবিক্রেয়। ঋচীকপত্নী বলিলেন—"কনিষ্ঠ পুত্র আমার অত্যন্ত প্রিয় উহাকে আমি দিব না।" ঋষি ও ঋষিপত্নী উভয়ে এইরূপ বলিলে মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ বলিলেন—"রাজন্! আমার পিতা ও মাতা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অবিক্রেয় বলিয়াছেন; সুতরাং মধ্যম পুত্র আমি বিক্রেয়, আপনি আমাকে লইয়া যান। ইহা শুনিয়া নরপতি অম্বরীষ বহুকোটী সুবর্ণমুদ্রা এবং অনেক মূল্যবান্ রত্নাদি প্রদান করিয়া আদরপূর্ব্বক শুনঃশেফকে রথে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইবার পর মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহারা পুষ্করতীর্থে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন পরিশ্রম ও পিপাসায় কাতর শুনঃশেফ স্বীয় মাতুল বিশ্বামিত্রকে তথায় মুনিগণের সহিত তপস্যারত দেখিয়া অশ্রু-অবরুদ্ধকণ্ঠে তদীয় ক্রোড়ে পতিত হইয়া বলিলেন, "হে শুভদর্শন মুনিপুঙ্গব। জ্ঞাতি-বান্ধবের কথা আর কি বলিব, আমার মাতাপিতাও আমায় ভালবাসেন না, আমি এখন অনাথ, আমি আপনার শরণাগত, আপনি করুণা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন"। ইহা শুনিয়া মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র করুণার্দ্র হৃদয়ে তাঁহাকে সান্ত্বনা-প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় পু॰॰॰॰ বলিলেন, "পুত্রগণ। তোমাদের পিতার পরকালের মঙ্গলের জন্য তোমরা এই রাজার যজ্ঞবলি হইয়া এই মুনিবালকের প্রাণরক্ষা কর। যেহেতু, তোমরা সকলেই সুকৃতকারী ও ধর্মপরায়ণ।" ইহা শুনিয়া মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতি পুত্রগণ পরিহাস সহকারে বলিল, "বিভো। আপনি কি প্রকারে স্বীয় পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তির পুত্রকে পরিত্রাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আমরা দেখিতেছি, উহা আত্মমাংস ভক্ষণের ন্যায় অতীব গর্হিত কর্ম।" ইহা শুনিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্রোধাকম্পিত লোচনে পুত্রগণকে বলিলেন—"তোমরা যখন নির্ভয়ে আমার বাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক ধর্মবিগর্হিত এইরূপ কথা বলিলে তখন তোমরা বশিষ্ঠপুত্রদিগের ন্যায় মুষ্টিক জাতিতে বহু বার জন্মগ্রহণ ও কুক্কুর-মাংসভোজী হইয়া সম্পূর্ণ সহস্রবর্ষ পৃথিবীতে বিচরণ কর।" এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া শুনঃশেফের বিঘ্ন-নিবারণার্থ রক্ষা-বিধানমন্ত্র পাঠ করিয়া বলিলেন—"মুনিপুত্র। তুমি যখন অম্বরীষের যজ্ঞে রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপিত হইয়া বৈষ্ণব যূপে পবিত্র পাশদ্বারা আবদ্ধ হইবে, তখন আমার মন্ত্রে অগ্নিকে স্তব করিবে এবং এই দিব্যগাথা গান করিবে, তাহা হইলে তুমি তোমার অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে।" এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে গাথাটী শিখাইয়া দিলেন। অতঃপর শুনঃশেফ অম্বরীষের সহিত যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া বিশ্বামিত্রের উপদেশানুরূপ কার্য্য করিলে বাসব ও বিষ্ণু উভয়ে সমধিক তুষ্ট হইয়া শুনঃশেফকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিলেন। মহারাজ অম্বরীষও যজ্ঞের বহুগুণ ফললাভ করিলেন। (রামা° ৬১-৬২ অ°)

লিঙ্গপুরাণে অম্বরীষের অন্য একটী বিবরণ আছে—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কুর পত্নী পদ্মাবতী কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নারায়ণকে সন্তুষ্ট করেন। নারায়ণ স্বপ্নে তাঁহাকে একটী ফল প্রদান করিয়া খাইতে বলেন। উহা খাইয়া যথাসময়ে তিনি অম্বরীষকে প্রসব করেন। অম্বরীষ জন্ম হইতেই পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। এই অম্বরীষের শ্রীমতি নামে এক পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল। এক সময়ে নারদ ও পর্ব্বতঋষি উভয়ে ঐ কন্যাটীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। অম্বরীষ বলিলেন, 'কন্যা যাহাকে বরণ করিবে, আমি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।' এদিকে নারায়ণের কৌশলে পর্ব্বত ও নারদ ঋষি বিবাহসভায় উপস্থিত হইলে, নারদের মুখ গোলাঙ্গুল বানরের ন্যায় এবং পর্ব্বতের মুখও বানরের তুল্য হইল। কন্যা রাজসভায় মাল্যহস্তে বরণ করিতে আসিয়া ঋষিদ্বয়কে দেখিয়া সভয়ে বলিল, 'পিতা ইহারা ত মনুষ্যাকৃতি বানর, আমার ভয় করিতেছে।' ইত্যবসরে নারায়ণ দিব্যকান্তি পুরুষের বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীমতি তাঁহার গলায় মাল্য প্রদান করিলেন। নারায়ণ তৎক্ষণাৎ শ্রীমতিকে লইয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। (লিঙ্গপু° উত্তরভা° ৫অ°)

অম্বরীষ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আর একটী বিবরণ পাওয়া যায়। এক সময়ে অম্বরীষ পূর্ব্বদিন একাদশীর উপবাস করিয়া পরদিন দ্বাদশীর পারণ করিতে যাইবেন এমন সময় উগ্রতপা দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হইলেন ও আহার্য্য প্রার্থনা করিয়া তিনি 'অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিয়া আসি' বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হওয়ায় এবং দ্বাদশী আর থাকে না দেখিয়া, রাজা পুরোহিতের অনুমতি লইয়া বিষ্ণুপাদোদক পান পূর্ব্বক ব্রতের নিয়ম রক্ষা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্ব্বাসা মুনি ফিরিয়া আসিলেন এবং রাজা বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়াছেন শুনিয়া ক্রোধে জটা ছিঁড়িয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই জটা হইতে প্রকাণ্ড এক দৈত্য উদ্ভূত হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র তথায় উপস্থিত হইয়া দৈত্যকে বিনাশপূর্ব্বক দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। দুর্ব্বাসা অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অম্বরীষের নিকট যাইতে বলিলেন। তখন পুনর্ব্বার দুর্ব্বাসা অম্বরীষের আতিথ্য স্বীকার করিয়া সে যাত্রা পার পাইলেন। (ব্রহ্মবৈ°)

এই উপাখ্যানটী কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে ভাগবতেও দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতে,—নরপতি নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র বিরূপ। বায়ুপুরাণ মতে বৈবস্বতবংশীয় নরপতি

দ্বিজাতির মধ্যে যাহারা অপসদ ও অপধ্বংসজ তাহারা দ্বিজগণের নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। (ইহাদের মধ্যে) সূতজাতির বৃত্তি অশ্বসারথ্য ও অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসাবৃত্তি।

এখানে কুল্লূকভট্ট এইরূপ টীকা করিয়াছেন—"যে দ্বিজানামানুলোম্যেন উৎপন্নাঃ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতা ইতি তেষামপি পিতৃতো জঘন্যত্বেনাপসদশব্দেন প্রাগভিধানাৎ যে চাপধ্বংসজাঃ প্রতিলোমজাস্তে দ্বিজাতেরূপকারকৈরেব নিন্দিতৈর্বক্ষ্যমাণৈঃ কর্ম্মভিৰ্জীবেয়ুঃ। সূতানামশ্বদমনযোজনাদিরথসারথ্যং জীবনার্থং। অম্বষ্ঠানাং রোগশান্ত্যাদিচিকিৎসা।" (মনুটীকা ১০ ৪৬-৪৭)

অর্থাৎ যাহারা দ্বিজাতির অনুলোমে উৎপন্ন হইয়াছে সেই ছয় জন অপসদ বলিয়া অভিহিত। কারণ তাহারা জন্মদাতা পিতা দ্বিজাতি হইতে অধম বলিয়াই 'অপসদ' শব্দে গণ্য হইয়াছে। আর যাহারা প্রতিলোমজাত তাহারা অপধ্বংসজ বলিয়া অভিহিত এবং দ্বিজাতির উপকারকস্বরূপ বক্ষ্যমাণ নিন্দিত কর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। সূতজাতি অশ্বের দমন, যোজন প্রভৃতি রথের সারথির কর্ম্ম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবে। আর অম্বষ্ঠ জাতি রোগের শান্তি প্রভৃতি চিকিৎসা কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

মনুটীকায় (১০.৪৬) নন্দনাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অথ দস্যূনাং সাধারণীং বৃত্তিমাহ। যে দ্বিজানামপসদা ইতি। অপসদাঃ চৌর্য্যজাতা অনুলোমজাঃ অপধ্বংসজাঃ প্রতিলোমজাঃ সূতাদয়ঃ অনুলোমজেষপ্যনন্তরাঃ পুত্রব্যতিরিক্তা অম্বষ্ঠাদয়শ্চ সজাতীয়েষপি কুণ্ডগোলকাদয়শ্চ দ্বিজানামেব কর্ম্মভির্দ্বিজার্থৈরেব কর্ম্মভিঃ চিকিৎসাশ্বসারথ্যাদিভিবর্ত্তয়েয়ুর্জীবেয়ুঃ।"

দস্যুদিগের সাধারণ-বৃত্তি বলা যাইতেছে। দ্বিজাতির মধ্যে যাহারা অপসদ অর্থাৎ চৌর্য্যজাত (ব্যভিচারজাত) অনুলোমজ অম্বষ্ঠাদি এবং অপধ্বংসজ বা প্রতিলোমজ সূতাদি। অনুলোমজ হইলে অনন্তর পুত্র ছাড়া অম্বষ্ঠাদি এবং স্বজাতিতে জন্ম হইলেও কুণ্ডগোলকাদি দ্বিজজাত বলিয়াই চিকিৎসা-অশ্বসারথ্যাদি নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

বেদব্যাস মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ৪৯ অধ্যায়ে অম্বষ্ঠকে 'অপধ্বংসজ' বলিয়া ধরিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর 'অপধ্বংসজ' শব্দের "ব্যভিচারজাত" অর্থ করিয়াছেন। (যাজ্ঞবল্ক্যটীকা ১.৯০) মনুটীকায় (১০.১৩) সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণও লিখিয়াছেন,

"বিপ্রাদ্বৈশ্যায়াং যথাম্বষ্ঠো যথা বা ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রায়ামুগ্রঃ পুত্র আনুলোম্যেন জাতোঽপ্যনন্তরস্ত্রীজাতপুত্রাপেক্ষয়া নিন্দিতস্তথা বৈশ্যাদ্বিপ্রায়াং জাতো বৈদেহঃ শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতশ্চ ক্ষত্তা। অনন্তরপ্রতিলোমজাতাপেক্ষয়ৈকান্তরিতজাতত্বান্নিন্দিত ইত্যর্থঃ যথা স্মৃতৌ নিন্দিতাবিতি শেষঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যার গর্ভজ অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজ উগ্রপুত্র অনন্তরস্ত্রীজাত পুত্রাপেক্ষা নিন্দিত, এইরূপ বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত বৈদেহ, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াজাত ক্ষত্তাও নিন্দিত, অনন্তরজ-প্রতিলোম অপেক্ষা একান্তরজ প্রতিলোমগণ নিন্দিত। কারণ স্মৃতিতে আছে, অম্বষ্ঠ ও উগ্র উভয় জাতিই নিন্দিত।

স্মার্ত্ত কমলাকর তাঁহার 'শূদ্রকমলাকর' বা 'শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণেনোগ্রকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
স করোতি মনুষ্যাণাং চিকিৎসাং রোগিণামপি॥
বিপ্রাৎ বৈশ্যাজঃ ক্ষত্রাৎ শূদ্রাজশ্চ ইতি দ্বৌ অম্বষ্ঠৌ।"

ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্রকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতি হইয়াছে এই জাতি মনুষ্য ও অপর রোগিগণের চিকিৎসা করিয়া থাকে। আরও দুই প্রকার অম্বষ্ঠ আছে,—ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাগর্ভজাত।

মহাভারত ও পুরাণাদির মত

বিষ্ণুপুরাণে আছে (৩য় কাণ্ড ২ অংশ)

"সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা।
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতং সদা।
সমীপতো মহাভাগ হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাঃ॥"

সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব, শাকলদেশবাসী, মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসিক প্রভৃতি এই সকল নদীতীরে বাস করে ও জলপান করে।

মহাভারতে আছে (সভা ৩২অ°)—

"তান্ দশার্ণান্ স জিত্বা চ প্রতস্থে পাণ্ডুনন্দনঃ।
শিবীংস্ত্রিগর্ত্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চকর্পটান্॥

অর্থাৎ পাণ্ডুনন্দন নকুল দশার্ণদিগকে এবং শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, ও পঞ্চকর্পটদিগকে জয় করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সভাপর্ব্বে আরও লিখিত আছে—

"অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ।" (সভা ৫১অ)

অর্থাৎ অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, বস্ত্রপ ও পহ্লব এই সকল ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরের জন্য শত শত ধন আহরণ করিয়াছেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (১০ ৩০-৩৯) লিখিত আছে—

"অয়মন্তঃ সঙ্করো হি বেণস্য বর্ণগঃ পুরা।
বৈশ্যাং সমুপসংগম্য চক্রেঽন্তরপি সঙ্করম্॥
তস্মাদম্বষ্ঠনামা তু সঙ্করোঽয়ং প্রজায়তে।
অস্যাভিজস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ।
যেনাসৌ সংস্কৃতো ভূত্বা পুনর্জাত ইবাস্ত চ॥

ব্যাস উবাচ।

ইক্ষ্বাকু তে দ্বিজগণাঃ স্বপ্নং নাসত্যাদস্রকৌ।
তয়োরনুগ্রহাদ্বিপ্র দয়াবন্তো দ্বিজাতয়ঃ
আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুত্রক।
তেনাসৌ পাপমুক্তোঽভূদম্বষ্ঠাখ্যাভিসংযুতঃ॥
চাক্ষুষগণয়ো কৃত্বা বিপ্রাণাং শিরসাকরোৎ।
প্রণম্য ভক্তিতো বিপ্রান সোঽম্বষ্ঠো বিপ্রসত্তম।
কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ ব্রাহ্মণাশ্চ তদাব্রুবন॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করাত্তম।
তানি কুত্রাপি যত্নানি গহীত্বা কুশলী ভব॥
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যসি॥
ইত্যুক্তৈস্তৈস্তদাম্বষ্ঠস্তেভ্যোঽভূত কৃতবানভূৎ।"

ও ভূপতে। এই আর এক সঙ্কর, এই জাতিও পূর্ব্বে বেদের বহির্ভূত ছিল। ব্রাহ্মণ বৈশ্যাতে উপগত হইয়া এই সঙ্করের জন্মদান করিয়াছিলেন। তাহা হইতে এই সঙ্করের নাম অম্বষ্ঠ হইয়াছে। বিপ্র হইতে ইহার জন্ম ইহার কোনরূপ সংস্কার করা আমাদের কর্ত্তব্য। যদ্দ্বারা সংস্কৃত হইয়া পুনর্জ্জাতের মত হউক। ব্যাস কহিলেন, বিপ্রগণ এই বলিয়া অশ্বিনীকুমার যুগলকে স্মরণ করিলেন অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে দয়াবান বিপ্রগণ অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদ দিয়া 'বৈদ্য' নামকরণ করিলেন। তখন হইতে সে জাতির অম্বষ্ঠখ্যাতিও রহিল। তাঁহারা সুন্দর মতি ধরিয়া ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলে বিপ্রগণ বলিতে লাগিলেন, হে বর্ণসঙ্করগণের প্রধান। আমরা যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে দিতেছি চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া কুশলে থাক। তোমরা শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তদুপযোগী বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহিলে অম্বষ্ঠগণ 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত হইয়াছে, যথা—

"ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সঙ্করাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনাঃ॥" (১০।১৮)

হে বিপ্রেন্দ্র। শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে করণ এবং বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠ হইল এই সঙ্কর বলিয়া গণ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে (১০।৪৩।২–৮) অম্বষ্ঠ হস্তিপক বা মাহুত রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্নাগমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণো হম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্॥
বদ্ধা পরিকরং শৌরিঃ সমূহ্য কুটিলালকান্।
উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া॥
অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম্।
নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন হস্তিপক-চালিত কুবলয়াপীড় হস্তী তথায় রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বীরবেশে কুটিল অলকাজাল বিস্তার করিয়া মেঘনাদসদৃশ গম্ভীর বাক্যে হস্তিপককে কহিলেন, ওহে অম্বষ্ঠ। আমাদের দুইজনকে শীঘ্র পথ ছাড়িয়া দাও, নচেৎ হস্তীর সহিত তোমাকে যমালয়ে পাঠাইব।

পদ্মোত্তরীয় কায়স্থোৎপত্তি বা 'চিত্রগুপ্তকথা' প্রসঙ্গে এইরূপ পাওয়া যায়—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মাথুরাশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যা শৈকসেনাশ্চৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাখ্যাঃ নব দ্বিজ।
পুত্রান বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।"

চিত্রগুপ্তের বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। গৌড়, মাথুর, ভট্টনাগর সেনক, অহিষ্ঠান শ্রীবাস্তব্য, শৈকসেন এবং অম্বষ্ঠ চিত্রগুপ্তের এই নবপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে চিত্রগুপ্ত সর্ব্বশাস্ত্রে কুশল জানিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ

অম্বষ্ঠগণ প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহাভারত সভাপর্ব্ব (৫২।১৪) হইতে ইহাদের সামাজিক প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়। পাণিনির ৪।১।১৭০ সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি অম্বষ্ঠ দেশের অধিবাসিবর্গকে 'আম্বষ্ঠ্য' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। অম্বষ্ঠগণের ক্রমশঃ পরিবৃদ্ধি এক শাখার পঞ্জাবে রাজপাট স্থাপনের কথা পুরাণে আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'আম্বষ্ঠ্য' নামক নৃপতির উল্লেখ আছে—পর্ব্বত ঋষি ও নারদ ঋষি তাঁহার রাজ্যের ... কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাঁহাকে মহাভিষেক করিলে, তিনি যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।২১)

আলেকসান্দারের ভারতাভিযানকালে পশ্চিম ভারতে বলসমৃদ্ধ অম্বষ্ঠ জাতির কথা তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের বিবরণী হইতে পাওয়া যায়। অম্বষ্ঠের মধ্যে প্রথমে রাজতন্ত্র ছিল। পরে শিবি, যৌধেয় প্রভৃতি জাতির ন্যায় গণতান্ত্রিক হইয়া পড়ে। দিওদোরাসের (XVII 102) গ্রন্থে অম্বষ্ঠগণ Sambastai এবং কোথাও Sabastanoi নামে এবং আরিয়ান Ambastoi শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমী ঐ জাতিকে অম্বুটৈ (Ambutai)

বলিয়াছেন। আলেকসান্দরের সময় ইহারা সিন্ধু প্রদেশের উত্তরাংশে ও অকেসিনেরও দক্ষিণে বাস করিতেন। (Mc Crindle's Invasion of India by Alexand-r the Great, p 155) কার্ত্তিয়াস লিখিয়াছেন—অম্বষ্ঠজাতি গণতান্ত্রিক (democratic) ছিল। ইহাদের বাট হাজার পদাতি, ছয় হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ শত যুদ্ধরথ ছিল। ইহারা তৎকালে ভারতের কোনজাতি অপেক্ষা হীনবল ছিল না। ইহাদের সৈন্য-সংখ্যা হইতে বুঝা যায় যে ইহারা একটী বীর জাতি। ইহারা বীরত্বে প্রসিদ্ধ এবং রণকুশল তিনজন সেনানায়ককে আপনাদের পরিচালকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। (Curtius, BK. IX. ch 8)

মহাবীর আলেকসান্দর ইহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দিওদোরাসের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, প্রবীণ মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে "যুদ্ধ করিব না" স্বীকারে অম্বষ্ঠগণ আপনাদের মধ্য হইতে ৫০ জন নাগরিক নির্ব্বাচিত করিয়া দূতরূপে আলেকসান্দরের সকাশে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, মাকিদন-বীর তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিবেন।

অম্বষ্ঠগণের মন্ত্রণাসভা "গণ" বা "সঙ্ঘ" নামে অভিহিত হইত। ইহার উপরে তাঁহাদের একটী 'বৃদ্ধ' পরিচালিত সভাও ছিল। উহাকে গ্রীকগণ Council of Elders বলিয়াছেন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন, পত্তলের (পোত্তল—বর্ত্তমান হায়দরাবাদ, সিন্ধু) বৃদ্ধসভার মন্ত্রণা চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া গণ্য হইত এবং অম্বষ্ঠগণ তাঁহাদের মত ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন।

অম্বষ্ঠ জাতির বাসভূমির দক্ষিণে গ্রীকদিগের লিখিত Sodrai জাতির বাসভূমি ছিল। সিন্ধুবাসী এই জাতিকে অধ্যাপক লাসেন 'শূদ্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু অনেকের মতে গ্রীক 'শোদরই'=শৌদ্র। ইহা সম্ভবতঃ পাণিনীয় (৪.২.৪) গণপাঠভুক্ত শৌদ্রায়ণ জাতি।

শিবদাস সেন চরকসংহিতার টীকায় লিখিয়াছেন—

"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মবন্ধুজঃ।
অম্বষ্ঠদেশবাসিত্বাদম্বষ্ঠসংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্ম-বন্ধুজ অম্বষ্ঠ (অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ) বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদজ্ঞান হইতে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইলে বৈদ্য হন; অম্বষ্ঠ দেশে বাসহেতু ইহারা অম্বষ্ঠ নামে কথিত।

উক্ত বিভিন্ন ধর্মসূত্র ও বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র এবং নানা পুরাণ ও স্মার্ত্ত নিবন্ধকারদিগের গ্রন্থ হইতে নানা প্রকার অম্বষ্ঠের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্য কন্যার গর্ভে জাত অম্বষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে বিধিপূর্ব্বক বিবাহিত বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পুরাণ ও মহাভারত বর্ণিত অম্বষ্ঠজনপদবাসী ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ পাইতেছি। তাঁহাদের সংস্পর্শে জাত অম্বষ্ঠগণ নারদসংহিতায় ক্ষত্রিয়াম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষত্রিয়কন্যাতে ৩য় প্রকার অম্বষ্ঠের কথা নারদ-সংহিতায় পাওয়া যায়। এরূপ বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে ৪র্থ প্রকার, শূদ্র হইতে এইরূপ ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ৫ম প্রকার এবং অন্যভাবে ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্যভিচার দ্বারা বৈশ্যার গর্ভে ৬ষ্ঠ প্রকার অম্বষ্ঠ হইয়াছে। তাহারা মনুসংহিতায় অপসদ ও মহাভারতে অপধ্বংসজ বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। মেধাতিথি এইরূপ একপ্রকার অম্বষ্ঠকে স্মৃত্যন্তরে ভূর্জ্জকণ্টক বলিয়া ধরিয়াছেন। মেধাতিথির মতে ইহারা অসংস্কৃতাত্মা ব্রাত্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া বৈদিক কার্য্যে অনধিকারী। এই জাতিকে ৭ম প্রকারের অম্বষ্ঠ বলা যাইতে পারে।

কমলাকর আরও তিন প্রকার অম্বষ্ঠের সন্ধান দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্রকন্যার গর্ভে একপ্রকার অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ও ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত এক প্রকার অম্বষ্ঠ, সুতরাং আমরা দশপ্রকার অম্বষ্ঠের সন্ধান পাইতেছি।

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ম্।
তথৈব ব্রাহ্মণস্ত্ব ভাবৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণাৎ। (৪৮অ°)

ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র হইবে সেও নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ। এইরূপ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতেও ব্রাহ্মণ হইবে। সুতরাং এই বচন অনুসারে বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এইরূপে অম্বষ্ঠ জনপদবাসী অম্বষ্ঠগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এ ছাড়া অপর অম্বষ্ঠগণ অপসদ বা অপধ্বংসজ হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ঐরূপ সমাজবাহ্য অম্বাটন বা অম্বষ্ঠদিগের বাস আছে। এই জাতি সম্বন্ধে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের দেওয়ান পেস্কার সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখিয়াছেন, "In their dress, ornaments and festivals they do not differ from the Malayala Sudras, of whom according to the Keralolpatti, they form one of the lowest sub-divisions. The niece is the rightful wife of the

* কথিতোক্তির 'অম্বিষ্ট' নামে পরিচিত। [অম্বষ্ঠী দ্র°]

son, and the daughter that of the nephew. Among the Ampattans (Ambastham) fraternal polyandry seems to be common."†

অর্থাৎ বেশ ভূষা ও উৎসবাদিতে মলয়াল শূদ্রগণের সহিত ইহাদের কোন পার্থক্য নাই। কেরলোৎপত্তি মতে এই জাতি নীচতম শূদ্রমধ্যে গণ্য। ভাগিনেয়ীই উপযুক্ত পুত্রবধূ এবং কন্যা ভাগিনেয়ের বধূ হইবার উপযুক্ত। এই অম্বষ্ঠজাতির মধ্যে বহু ভ্রাতায় মিলিত হইয়া সাধারণতঃ এক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে।

ত্রিবাঙ্কুরে এই জাতি হীন নাপিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং ক্ষৌরকর্ম্মই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের কথ্যভাষা মলয়ালম।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অম্বষ্ঠ কায়স্থের বাস আছে। তাঁহারা চিত্রগুপ্তের পুত্র ভিমবানের বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ গির্ণার পাহাড়ে গিয়া বাস করেন। তথায় অম্বাদেবীর পূজা করিতেন বলিয়া 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া পরিচিত হন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অম্বষ্ঠের দেশ ছিল। সেইস্থানে পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন বলিয়া তাঁহারা অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। [কায়স্থশব্দে বিস্তৃত আলোচনা দ্র°]

বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়কালে ত্রিবেদজ্ঞ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সময়ে পালি ভাষায় ঐ ব্রাহ্মণ 'অম্বট্‌ঠ' নামে পরিচিত ছিলেন। পালি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বট্‌ঠসুত্তে এই ব্রাহ্মণের বিশেষ পরিচয় আছে। [অম্বট্‌ঠসুত্ত দ্র°]

চরকের প্রাচীন টীকাকার শিবনাথ সেনের উক্তি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ হইতে জাত, অম্বষ্ঠদেশে বাস হেতু অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত।

বাঙ্গলায় বৈদ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও কেহ বা বৈশ্য বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ অম্বষ্ঠত্ব আদৌ স্বীকার করেন না। [বৈদ্যজাতি শব্দে বিস্তৃত আলোচনা দ্র°]

অম্বষ্ঠকী—(স্ত্রী) [অম্বষ্ঠং কার্য্যতি রোগবিনাশায় গ্রহণার্থমাহ্বয়তি অম্বষ্ঠ-কৈ-ক ঙীপ্] লতাবিশেষ। ২ আকনাদি। ইহার এই কএকটী পর্য্যায় দেখা যায়—পাঠা, অম্বষ্ঠা, কুচেলী, পাপচেলিকা, একষ্ঠীলা, রসা, তিক্তা, প্রাচীনা, একোশিকা, বৃকা, বৃদ্ধকর্ণী, স্থাপনা, শ্রেয়সী, রসা, বনতিক্তিকা, অবিদ্ধকর্ণী, অবিদ্ধকর্ণা, অম্বষ্ঠিকা, যূথিকা, বিদ্ধকর্ণিকা, দীপনী, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, দেবী, বৃত্তপর্ণী।

এই লতা, দেখিতে ঠিক সরু জলকের মত। জলকের চেয়ে পাতা ছোট, ডাঁটাও সরু; কিন্তু গঠনের কোন প্রভেদ নাই। বাঙ্গালার বনে জঙ্গলে বিস্তর জন্মে। [ইহার গুণ ও ক্রিয়া আকনাদি শব্দে দ্র°]

অম্বষ্ঠা—(স্ত্রী) [অম্বা-স্থা-ক] ক্ষুপবিশেষ। অম্বাড়া। পর্য্যায় বালিকা, বালা, শঠাম্বা, অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা, মাচিকা, দৃঢ়বল্কা, মযূরিকা, গন্ধপত্রী, চিত্রপুষ্পী, শ্রেয়সী, মুখবাচিকা, ছিন্নপত্রী, ভূরিমল্লী, মাগধী পাঠা, চাক্রেয়ী এবং যূথিকা। এই লতা হিমালয়পর্ব্বতে জন্মে। ইহা কষায়। সেবন করিলে কফ, বাতরোগ ও কণ্ঠরোগ নষ্ট হয় এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি ও আহারে রুচি হইয়া থাকে।

অম্বষ্ঠাদি—(পুং) পাঠাদিগণভুক্ত বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত ঔষধিবিশেষ। অম্বষ্ঠা, ধাতকী, কুসুম, সমঙ্গা, কট্‌ফল, মধুক, বিল্ব, পেশী, লোধ্র, সাবরলোধ্র, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ ও পদ্মকেশর। ইহারা পক্বাতীসার-নাশক, সন্ধানীয়, পিত্তে হিতকর এবং ব্রণরোপণকারী।

অম্বষ্ঠিকা—(স্ত্রী) [অম্বষ্ঠা এব স্বার্থে কন্ হ্রস্ব ইত্বম্] আকনাদি। ২ বামনহাটীকেও অম্বষ্ঠিকা কহে।

অম্বষ্ঠী—(স্ত্রী) কটুকাভেদ। ইহা একপ্রকার কটুকী।

অম্বসণ্ড—একটী প্রাচীন গ্রাম। অধুনা যেখানে গিরিয়েক অবস্থিত সেই খানেই এই প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত ছিল। দীঘনিকায় হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজগৃহের পূর্ব্বে অম্বসণ্ড নামে এক ব্রাহ্মণবাস গ্রাম ছিল। অম্বসণ্ডের উত্তরদিকে ইন্দ্রশালা গুহা অবস্থিত।

অম্বসরসরা—সোণপুর রাজ্যের একটী প্রাচীন গ্রাম। বর্ত্তমানে অম্বসরভিত নামে পরিচিত এবং বৌধ হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নৃপতি রণভঞ্জের একটী তাম্রশাসনে এই গ্রামের উল্লেখ আছে।

অম্বহট্টা (অম্বহাটা)—যুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলার নকুড় তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯°৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২০ পূঃ। সুলতান ফিরোজশাহ তোগলক এই নগর স্থাপন করেন এবং স্বনামে ফিরোজাবাদ নাম রাখেন।

মোগল অধিকারে এখানে মোগল সম্রাট্‌দিগের একটী সেনানিবাস ছিল। মোগল অধিকারেই বর্ত্তমান নগরের সমৃদ্ধি। সম্রাট্ হুমায়ুনের রাজত্বকালে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী মসজিদ স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্ব নির্ম্মিত অপর একটী মসজিদও এখানে আছে।

সৈয়দবংশীয় পীরজাদা বংশধর কোন মুসলমান এখানকার ভূম্যধিকারী। উক্ত বংশের শাহ আবদুল মদাদী এখানকার খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতকে বিদ্যমান

† Census Report of Travancore, 1901, by N. Subrahmanya Aiyar M. A., M. B., C. M., Part. 1. p. 271.

দন। তাঁহার পতুজযুক্ত সমাধিমন্দির আজিও স্থানীয় বলিয়া প্রচার করিতেছে।

অম্বহতা—উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলাস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে।

অম্বা—(স্ত্রী) অম্বতি শব্দং গচ্ছতি অম্ব-অচ্ স্ত্রীত্বাদাকারঃ] লৌকিক ভাষায় অম্বা শব্দের সম্বোধনে 'অম্ব' এই প্রকার হ্রস্ব হইয়া থাকে। যেমন,—অম্ব, অক্ক, অল্ল।

বৈদিক প্রয়োগে অম্বা শব্দের সম্বোধনে 'অম্বে' এই প্রকার রূপ হইবে। বহুবিষয়ে অম্বে অম্বালে শব্দ অপিকে শব্দের পূর্ব্বে প্রকৃতিবৎ থাকে অর্থাৎ অকার পরে একাদেশ হয় না। (পা ৬ ১.১৮)

২ মাতা। (রামা° ২.১২৮) নাট্যোক্তিতেও মাতা, পূজনীয়া স্ত্রী অথবা প্রাচীনা স্ত্রীলোককে অম্বা কহে। (সাহিত্যদ° ৬.১৫৬) ৩ দুর্গা। ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে অম্বা দেবীর পূজা হয়। সেখানকার সকল গ্রামে ইহার এক নাম নহে। অম্মা, অম্মনী, অম্বা, অম্মন, অম্মাম, মৎ-কালী-অম্মা, পূত্তী অম্মা, কালী অম্মা, মতিয়া অম্মা, পলেরী অম্মা এইরূপ অনেক নাম। মহারাষ্ট্রের পল্লি-গ্রামেও অম্মা (অম্বা) দেবীর পূজা হয়। দেবীর বিশেষ কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। পুরোহিতেরা এক এক প্রস্তরে তৈলসিন্দুর মাখাইয়া পুষ্প দিয়া তাঁহার পূজা করেন এবং ছাগমেষাদি বলি দেন। গ্রামে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতির উপদ্রব ঘটিলে এই গ্রাম-দেবতার পূজার অধিক ধুম হইয়া থাকে।

৪ কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা। মহাভারতে অম্বার বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়,—শান্তনুনন্দন মহারাজ চিত্রাঙ্গদ লোকান্তরিত হইলে ভীষ্মদেব মাতা সত্যবতীর আদেশানুসারে বিচিত্রবীর্য্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য সদ্বংশজ সুন্দরী কন্যার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে কাশীরাজের অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে তিন কন্যার স্বয়ম্বরসভা আহুত হইলে ভীষ্মদেব উঁহাদের অশেষ রূপ লাবণ্যাদির কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র-বীর্য্যের বিবাহের নিমিত্ত নিজেই সেই সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি কন্যা বীর্য্যশুল্কা শুনিয়া কন্যা তিনটীকে রথে আরোহণ করাইয়া সমাগত মহীপালদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন ও সকলকে বার বার পরাস্ত করিয়া তিন কন্যার সহিত নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন এবং সত্যবতীর অনুমতিক্রমে তিন কন্যার সহিতই বিচিত্র বীর্য্যের বিবাহের আয়োজন করিলেন। তখন কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ব্রীড়াবনত হইয়া ভীষ্মদেবকে বলিল—"হে ভীষ্মদেব! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, এক্ষণে আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করুন। আমি পূর্ব্বে শাল্ব-পতিকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তিনিও নির্জ্জনে পিতার অজ্ঞাত-সারে আমাকে বরণ করিয়াছেন; এখন আমি অন্যকে প্রার্থনা করিলে দ্বিচারিণীদোষে পতিতা হইব।" ইহা শুনিয়া ভীষ্মদেব শাল্বরাজের নিকট যাইতে তাহাকে আদেশ করিলেন। অম্বা শাল্বরাজ সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি ইহা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন যে—"তুমি অন্য কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছ, এখন আর তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ ইহাতে আমার কুলমর্য্যাদার হানি হইবে।" এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলে পুনরায় ভীষ্মের সমীপে আসিয়া বিবাহার্থ অনুরোধ করিল। কিন্তু ভীষ্মদেব চির কৌমার্য্য ব্রত উল্লঙ্ঘন করিলেন না। ইহাতে অম্বা সমধিক ব্যথিত ও লজ্জিত হইল ও অবিলম্বে তপস্বিগণের আশ্রমে যাইয়া তাঁহাদিগকে অকপটে নিজের দুরবস্থার কথা শুনাইল এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন সন্ন্যাসিগণ অম্বাকে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে বিরত করিয়া পুনরায় পিত্রালয়ে যাইতে উপদেশ দিলেন। অম্বা তাহাতে স্বীকৃতা না হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অম্বার মাতামহ রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং অম্বার বিবরণ শুনিয়া সমধিক দুঃখিত হইলেন ও তাহাকে নানা আশ্বাস প্রদান করিয়া পরশুরামের নিকট যাইতে অনুমতি করিলেন। অম্বা পরশু-রামের নিকটে সমস্ত আত্মবিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল এবং ভীষ্মকে সংহারের জন্য সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রথমতঃ পরশুরাম কিছুতেই অস্ত্রধারণ করিতে স্বীকার করিলেন না। অবশেষে অকৃতব্রণ নামক ঋষির অনুরোধে বলিলেন, "ভীষ্ম যদি আমার আদেশ না রাখে তাহা হইলে তাহাকে মন্ত্রিপরিজনের সহিত সংহার করিব।" কিন্তু কঠোর সত্য ব্রত ভীষ্মদেব অন্যাসক্তচিত্তা অম্বাকে কিছুতেই পরশুরামের অনুরোধে গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর পরশুরাম ও ভীষ্মে ত্রয়োবিংশ দিবস পর্য্যন্ত ভীষণ সংগ্রাম হইল, কিন্তু কিছুতেই পরশুরাম ভীষ্মকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। তৎপরে দেবতা ও ঋষি দের অনুরোধে ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। পরশুরামও ভীষ্ম অজেয় বুঝিয়া দেবতাদের অনুরোধে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন। তখন অম্বা অনন্যোপায় বুঝিয়া শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। শিব তাহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া ভীষ্মবধের বর প্রদান করিলেন। অনন্তর অম্বা অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিল। এই অম্বাই পরে দ্রুপদনন্দিনী শিখণ্ডিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতযুদ্ধে ভীষ্মবধের কারণ হইয়াছিল। (মহাভা° উদ্যো° ১৭২.১৯৭অ°)

অম্বাগঙ্গা—(স্ত্রী) সিংহলদ্বীপে প্রবাহিতা একটী নদী।

অম্বাগড়—মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার একটী ভূ-সম্পত্তি। অক্ষা° ২০°৩৫′ হইতে ২০°৫১′২০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩১′১৫″ হইতে ৮০°৫২′ পূঃ মধ্য। ভূ পরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল। সমগ্র ভূমিরাশীটা

পর্ব্বতময় ও জঙ্গলাকীর্ণ, কেবল রায়গড়ের দিকে কতক চাষবাস আছে। এখানে উৎকৃষ্ট লৌহখনি আছে। অধিবাসীরা গোঁড় ও গোলী জাতীয়।

অম্বাগড় চৌকী এখানকার প্রধান নগর। এখানকার সর্দার জেলার তৃতীয় সর্দার বলিয়া কথিত।

অম্বাজম্বন্—(ক্লী) জীর্ণভেদ।

অম্বাজী ইঙ্গলে—একজন মহারাষ্ট্র সর্দার। ইনি গোয়া-লিয়রের সিন্ধেরাজ মহাদজী সিন্দের অধীনে ১৭৮৪ খৃঃ সেনানায়ক ছিলেন। পরে রাজার অনুগ্রহে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দে পক্ষে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সহিত যে সন্ধি হয় তাহাতে তিনি গোহদ রাজ্য ইংরেজ করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। [গোয়ালিয়র দ্র°]

অম্বাজীদুর্গ—মহিসুর রাজ্যস্থ কোলার জেলার চিন্তামণি তালুকে অবস্থিত এক খণ্ডশৈল। অক্ষা° ১৩°২৫´উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৭´ পূঃ। ইহা ৪৩৯৯ ফুট উচ্চ। টিপু সুলতান দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া এইস্থান সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরেজদের অধীন হয়।

অম্বাজী পুরন্দরে—একজন মরাঠা সর্দার। ইনি জাতিতে দেশস্থ ব্রাহ্মণ। ধনাজী যাদবের অধীনে ইনি প্রথমে সাসবড়ের কুলকর্ণী ও দেশপাণ্ডের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ ধনাজী যাদবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। অম্বাজী ও বিশ্বনাথ ঐ সময়কার মহারাষ্ট্র বিভ্রাটে ধনাজীর বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। জিঞ্জিরার সিদ্দিগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বালাজী বিশ্বনাথ কোঙ্কণের কারকুণ পদ ছাড়িয়া স্বীয় প্রভুর নিকট আসিতে বাধ্য হন। তদবধি বিশ্বনাথ ও অম্বাজী ধনাজীর পার্শ্বচররূপে কার্য্য করিতেছিলেন।

ঐ সময়ে শাহু দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন। তারাবাই তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য ধনাজী যাদবকে আদেশ দেন। তদনুসারে পুরন্দর ও বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া ধনাজীযাদব শাহুর গতিরোধে অগ্রসর হন। অবশেষে উভয়পক্ষে সন্ধি হয়।

ধনাজী যাদব মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় অনুচরদ্বয়কে রাজা শাহুর প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়া যান। বালাজী বিশ্বনাথ ঐ সময়ে দমাজী নামে জনৈক থোরাত দস্যুসর্দারকে পরাজিত করায় এবং কাহ্নোজী আঙ্গ্রের সহিত সন্ধিস্থাপনে সমর্থ হওয়ায় শাহুর বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠেন। এই কার্য্যে অম্বাজী বাজী-রাওর সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীনিবাস প্রতিনিধির সহিত কোঙ্কণে অভিযান করেন।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে অম্বাজী মল্হার তুকদেবকে শাহুর মুতালিকী দিবার জন্য কাশীযাত্রা করেন। পরে তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পেশবে বাজীরাওর কার্য্যে লিপ্ত হন।

অম্বাড়া, অম্বালা—(স্ত্রী) মাতা।

অম্বাতীর্থ—মহিসুর রাজ্যের কদুর জেলায় অবস্থিত কলশপর্ব্বতের উপত্যকায় প্রবাহিত নদীর একটী স্নানঘাট। এখানে পর্ব্বো-পলক্ষে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসে। এই তীর্থের নিকটে একটী শিলাখণ্ডে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, মাধ্বমতপ্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য এক হস্তে ঐ শিলাখণ্ড উত্তোলন করিয়া এখানে আনিয়া বসাইয়া দেন।

অম্বাদ—নিজামরাজ্যের হায়দরাবাদ বিভাগের উত্তর-পশ্চিমস্থ একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ৮৬০ বর্গমাইল। অম্বাদ, জামখেড়, রোহিলগড়, বিহামণ্ডপ, গুণসোজী ও একটুনী নামক নগর ছাড়া ২৪১ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পাথ্রী, পুর-ভানী, জালনাপুর, নসিপুর, পৈঠান ও অম্বাদ তালুক লইয়া অম্বাদ জেলা গঠিত হয়। ইহার ৪ বৎসর পরে এখানকার বিচারসদর আরঙ্গাবাদে স্থানান্তরিত হইলে অম্বাদ জেলা পুনরায় একটী তালুকে পরিণত হয়।

ইংরেজহস্তে মরাঠাগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে অম্বাদ জেলা প্রভৃতি কএকটী স্থান ইংরেজের শাসনাধীন হয়। পরে উহা নিজামের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল। নিজাম এখানকার শাসন কার্য্য সুপরিচালিত করিবার জন্য ইহাকে একটী সরকারে বিভক্ত করেন এবং বেহ্মল, ফুলমবেরী, হস্থল, বদুজ, চিখলী, জালনা, রাক্ষসভবন ও বদনাপুর জেলায় ইহা বিভক্ত হইয়া পড়ে।

২ নিজাম রাজ্যের আরঙ্গাবাদ জেলার একটী প্রধান নগর ও বিচার সদর, অম্বাদ তালুকের মধ্যস্থলে ক্রমোচ্চ নিম্ন পর্ব্বত সানুদেশে অবস্থিত। প্রবাদ, অম্বনামে এক হিন্দু রাজপুত্র স্বনামে এই নগর স্থাপন করেন। তিনি রাজকার্য্যে বিরক্ত হইয়া অবশেষে নগরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত এক পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে থাকেন। ঐ গুহা আজও তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঐ স্থানে এক্ষণে একটী সুন্দর মন্দির বিরাজ করিতেছে এবং তাহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। ঐ দুর্গে স্থানীয় তালুকদার বাস করেন এবং বিচারাদালত বসে। মন্দিরের সন্নিকটে বৎসরে ১০ দিনব্যাপী এক মেলা হয় এবং সহস্র সহস্র যাত্রী ঐ মেলায় সমাগত হইয়া থাকে। তুলা ও নানাপ্রকার শস্য এখানকার প্রধান ব্যবসায়।

অম্বাপাটক—গুজরাতপ্রান্তস্থিত একটী গ্রাম। দুর্গাভট্টের পুত্র এবং রাষ্ট্রকূট নরপতি কর্কের সমর-সচিব নারায়ণ এই নগরের জৈন মন্দিরের ব্যয়-বহনার্থ কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।

অম্বাপুরম্—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লীজেলার উদৈয়ার পালৈয়ম্ তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। উদৈয়ার পালৈয়ম্

হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি জৈন মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। উহা দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে এখানে জৈন ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একটা ভগ্ন শিবমন্দির স্থানীয় হিন্দু-প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে।

অম্বাপেট—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার একটী ভূ-সম্পত্তি। এখানকার ভূম্যধিকারীকে ১৬১৪ পাউণ্ড পেশকস্ দিতে হয়।

অম্বাপ্রসাদ—সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি পদ্মাকরের এক পুত্র। ইনিও সুপণ্ডিত ছিলেন।

অম্বা ভবানী—গুজরাটের এক প্রসিদ্ধ মন্দির ও তীর্থস্থান। ইহা মহীকাণ্ঠা রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। আরাবল্লী পর্ব্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে আরাসুর পাহাড়, এখানে সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থানের সন্নিকটেই এই পুণ্যস্থান বিদ্যমান। ইহার পনের মাইল দক্ষিণে দান্তা। অম্বাভবানীর আদি বিবরণ জানা যায় নাই। বোধ হয় 'অম্বা' হিন্দুদের আগমনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়দের পূজিত কোন দেবতা ছিলেন। 'অম্বা' দেবীর নামে অনেক মন্দির ভারতের নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। হিন্দু বিজেতৃগণ আদিম অধিবাসীদিগকে জয় করিয়া 'অম্বা' দেবীকে তাঁহাদের ভবানীর সহিত অভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বলভীপুরের সমৃদ্ধিকালেও এই তীর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ রাসমালায় লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, বলভীপুরের পতনকালে নৃপতি শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী অম্বাভবানী তীর্থে অবস্থান করিতেছিলেন। রাসমালার অপর একস্থানে লিখিত আছে, এই স্থানে শিশু কৃষ্ণের কেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। আরও প্রবাদ আছে, কৃষ্ণ যখন রুক্মিণীকে হরণ করেন, তখন পথিমধ্যে রুক্মিণী এখানে দেবীর পূজা করিতেছিলেন। যাহাই হউক, এই তীর্থ যে বহু প্রাচীনকালের তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এখানকার পথ অতি দুর্গম। উপত্যকা ও পর্ব্বতের উপর দিয়া তীর্থে যাইবার রাস্তা। এখানে সর্ব্বদাই বিস্তর যাত্রিসমাগম হয়। বৎসরে তিনবার এখানে উৎসব হয়, তদুপলক্ষে আরও অধিক যাত্রীর আগমন হয়। ভাদ্রমাসে দেবীর জন্মোৎসব হইয়া থাকে। 'নবরাত্র' উপলক্ষে দান্তার রাজা এখানে উপস্থিত হইয়া দেবীর অর্চ্চনায় যোগদান করেন। তিনি চামর দিয়া দেবীকে ব্যজন করেন এবং যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপরে পূজান্তে উপস্থিত দীনদের নিমিত্ত মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। পশু এবং মদ্যও দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়া থাকে।

প্রধান মন্দিরটী দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে ২০ ফুট করিয়া এবং ১৯ ফুট উচ্চ। ইহা মার্ব্বেল পাথরে তৈয়ারী। ইহার মধ্যস্থলে প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি। ইহাতে ভাস্কর্য্যের কোন নৈপুণ্য নাই। কথিত হয়, নাগর ব্রাহ্মণগণই ইহার নির্ম্মাতা, কিন্তু নির্ম্মাণসময় অজ্ঞাত। কতকগুলি খৃঃ ১৬শ ষোড়শ শতকের দানলিপি উৎকীর্ণ আছে। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে লিখিত আছে, রাজাধিরাজ রাণাজীর রাজত্বসময়ে একজন বণিক্ পুত্রকামনা করিয়া মন্দিরের একটী অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন; দেবীর বরে তাঁহার পুত্রলাভ হইয়াছিল। মানসরোবর নামে নিকটস্থ একটী চৌবাচ্চার গায়ে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ তারিখ এবং রাও ভারমলের রাণীর নাম লিখিত আছে। লোকে ইহাকে মহারাণা শ্রীমল্লদেবের সরোবর বলে। সিদ্ধপুরের ঔদীচ্য ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের পৌরোহিত্য করেন। দান্তার রাজা মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক এবং মন্দিরের সকল আয় তাঁহারই প্রাপ্য। পূর্ব্বে শিরোহীর রাওগণও এই আয়ের অংশ পাইতেন। অম্বাভবানীর দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে কোটেশ্বর মহাদেবের মন্দির। যে সকল তীর্থযাত্রী অম্বাভবানী দর্শনে গমন করে, তাহাদিগকে কোটেশ্বর দর্শন করিতে হয় এবং অপর সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থানে স্নান করিতে হয়।

অম্বাভোণা—সম্বলপুর জেলার বরগড় উপবিভাগের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। বারীঘাট হইয়া গো-শকটে বড়গড় হইতে এখানে আসা যায়। এখানে প্রাচীন সম্বলপুর রাজগণের এক প্রাসাদ ও দুর্গ ছিল। এখনও ঐ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার কেদারনাথের শিবমন্দিরটী প্রাচীন ও প্রস্তরনির্ম্মিত। সম্বলপুররাজ রাজা জৈতসিংহের দেওয়ান দক্ষিণরায় উহা নির্ম্মাণ করান।

অম্বালা—পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা ৩০°২´ হইতে ৩১° ১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°১৯´ হইতে ৭৭°৩৬´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ১৮৫১ বর্গমাইল। এই জেলাটী শতদ্রু নদী হইতে যমুনা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শতদ্রু নদীর দ্বারা হোসিয়ারপুর জেলা হইতে অম্বালা জেলা যেমন একদিকে বিভক্ত হইয়াছে, অপরদিকে আবার তেমনি যমুনা নদী ইহাকে সাহরাণপুর জেলা হইতে পৃথক করিয়া উভয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে. এই জেলার উত্তর-পূর্ব্ব সীমানায় কতকগুলি দেশীয় করদরাজ্যের সীমা, সেগুলি যথাক্রমে নালাগড়, পাতিয়ালা, সিরমুর এবং কলসিয়া; দক্ষিণে কর্ণাল জেলা, পশ্চিমে পাতিয়ালা এবং লুধিয়ানা জেলার সীমানা। প্রায় দুই অংশেই এই জেলাটী বিভক্ত, ইহার প্রধান অংশটী যমুনানদী এবং ঘগ্গরের মধ্যে অবস্থিত। এই জেলার মধ্যে তিনটী তহশীল আছে, শিবালিক পাহাড় হইতে যে সমতল ভূমি পশ্চিমের দিকে নামিয়া গিয়াছে, তাহাই লইয়া অম্বালা জেলার এই অংশ। এই সমতলভূমিটী উর্ব্বর এবং নদীর চড়া পড়িয়া ইহার উপরিভাগের ভূমি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু মাঝে

মাঝে পার্ব্বত্য নদীর জল এখানে প্লাবন আনিয়া দেয়, এবং সেইজন্য অনেক সময়ে শস্যাদি নষ্ট হয় বলিয়া মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অম্বালা জেলার এই অংশের ৯০ বর্গমাইলের একটী পার্ব্বত্যভূমি আছে, ইহার নাম মোর্ণি ইলাক। এই জেলার অপর বিভাগের নাম রূপর, ইহার মধ্যে রূপর এবং খরর তহশীল আছে। এই অংশটী অতিশয় উর্ব্বর, এবং এখানে চাষবাস হয়, এই মহকুমা অনেকস্থানে অরণ্যসঙ্কুল এবং অসংখ্য আম্রবাটিকায় পূর্ণ। কিন্তু ইহার দক্ষিণাংশ অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। ঘগ্‌গর নদী হইতে খাল কাটিয়া যদিও ইহার উর্ব্বরতাশক্তি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি এই স্থানটী জলা বলিয়া, এখানে লোকের বসতি কম। এই জেলার অন্তর্গত কালকা এবং কাশোলী সেনানিবাস এই জেলার ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই জেলার সীমায় শতদ্রু এবং যমুনা নদী, এই নদীর তলভূমি বৃহৎ প্রস্তরাকীর্ণ, কোথাও বা বালুময় এবং কোথাও বা ইহা কঙ্করময়, এই জেলার ভিতর দিয়া অসংখ্য মনুষ্যহস্তখাত খাল চলিয়া গিয়াছে। ঘগ্‌গর নদী সিরমুর নামক স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, এই জেলার অন্তর্গত মোর্ণি ইলাকের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পাতিয়ালা রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু অম্বালা সহরের নিকট এই নদীটী আবার বৃটিশ রাজ্য স্পর্শ করিয়া অম্বালা জেলার সীমান্ত দিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই জেলায় আরও কতকগুলি নদীর নাম তংরি বালিয়ালি, সিস্তান বালি মুখক এবং সোম্ব।

অম্বালাজেলার একটি ক্ষুদ্র অংশ হিমালয়ের পাদদেশান্তর্গত ভূভাগের খণ্ড মাত্র, অপরাংশ সিন্ধু এবং গঙ্গা নদীর চড়াপড়া জমি। এই জেলার সর্ব্বত্র একপ্রকারের গাছ গাছড়া পাওয়া যায়। ইহার দক্ষিণভাগটী গঙ্গানদীর উত্তরস্থ সমতল ক্ষেত্রের অংশ বিশেষ, উত্তরপূর্ব্বে শিবালিক পর্ব্বতমালা। এই জেলা হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত কশৌলী ৫০০০ ফুট উচ্চস্থ হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত। এখানে পাহাড়ী গাছ এবং জীব জন্তু দেখা যায়।

এই জেলায় বাঘ কখনও কখনও দেখা যায়। মণি ইলাকে ভল্লুক, চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঘ প্রভৃতি হিংস্রজন্তুও বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। সাম্বর, চিতল এবং কাকরজাতীয় হরিণ এই জেলার অনেকস্থানে দেখা যায়। সমতলভূমিতে নাং জাতীয় হরিণ পাওয়া যায়।

সমতলভূমির আবহাওয়া বিশেষ মন্দ নয়। কিন্তু পর্ব্বতের সন্নিকটে আছে বলিয়া ইহার আবহাওয়া মাঝে মাঝে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। শীতকালের গড়পড়তা উত্তাপ ৩৯°৪৫ ডিগ্রিতে নামে এবং গ্রীষ্মকালের উত্তাপ ৭৭°৫৫°এ বাড়ে। কাশোলী ধূলার জন্য পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। এখানে জ্বরেই বেশী লোকের মৃত্যু হয়।

এই জেলা তিনটী প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত, সেইজন্য এই জেলায় বৃষ্টিপাতের সমতা দৃষ্ট হয় না। রূপর মহকুমায় গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ২৮ ইঞ্চি কশৌলীতে ৬১ ইঞ্চি। এই জেলায় যদিও এই বিষয়ে বিশেষ অসমতা লক্ষিত হয় তথাপি সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টিপাতের অভাব কোন বৎসরেই এখানে হয় না, কিন্তু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের ২০ বৎসরের বৃষ্টির হিসাব খতাইয়া দেখা যায় যে প্রতিবৎসরে এই জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জগাধ্রিতে বারিপাত ৮৭ ইঞ্চি হয় এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে দাদুপুরে সর্ব্বাপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত হয়, সেই বৎসরে এইখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ০°৩৩ ইঞ্চির অধিক হয় নাই।

বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন চুয়াঙের বিবরণীতে এই জেলার সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, এই দেশটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং তখনকার দিনে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল স্রুঘ, জেনারেল কানিংহাম জগাধ্রির নিকট বর্ত্তমান সুঘ নামক গ্রামের প্রাচীন স্রুঘের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে তাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম হইতে আগত ভারত আক্রমণকারী বিজয়ী সৈন্যের অভিযানের পথপার্শ্বস্থ এই জেলাটী ইতিহাসে বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু সিরহিন্দের সংলগ্ন স্থান বলিয়া অম্বালার উল্লেখ মুসলমান ইতিহাসে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ইহার নাম ইতিহাসে প্রথম উল্লিখিত দেখা যায়। শতদ্রুর দক্ষিণতটে কতকগুলি ছোট ছোট শিখরাজ্য গড়িয়া উঠে, সেই সময় হইতে স্থানীয় ইতিহাসে অম্বালার নাম প্রায় পাওয়া যায়।

মোগলসাম্রাজ্য দক্ষিণে মহারাষ্ট্রশক্তি এবং উত্তরে আফগান দিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে। এই সময় শিখজাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পঞ্জাব হইতে লুণ্ঠনের দ্বারা তাহাদিগের ক্ষমতা দক্ষিণদিকে বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে শতদ্রুর দক্ষিণে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে মরাঠাশক্তি যখন ইংরাজ বণিকদিগের নিকট পরাভূত হইল, তখন দেখা গেল শিখলুণ্ঠনকারিগণ পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা প্রভৃতি কএকটী নাতিবৃহৎরাজ্য শতদ্রুর দক্ষিণে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পঞ্জাবে রণজিৎসিংহের অধীনে শিখশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া সবিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। যখন সমগ্র পঞ্জাব পঞ্জাবকেশরীর করতলগত হইল, তখন তিনি ১৮০৮ খৃঃ অব্দে শতদ্রু নদী পার

হইয়া এই নদীর দক্ষিণতটস্থ শিখরাজ্যগুলির নিকট হইতে করের দাবী করেন। পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ প্রভৃতি শিখরাষ্ট্রগুলি সমবেত হইয়া ইংরাজের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া রণজিৎসিংহ শতদ্রুর দক্ষিণস্থ শিখরাজগুলিকে রেহাই দিলেন। ইহার পর যতদিন রণজিৎসিংহ জীবিত ছিলেন, তিনি সন্ধির সর্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। শিখরাজ্যগুলি এখন হইতে ইংরাজদিগের অধীনে আসিয়া দীর্ঘ যন্ত্রণাভোগান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন। ১৮১১খৃঃ অব্দের ঘোষণাদ্বারা ইহাদের সরকারের সম্বন্ধ নির্ণীত হইল, এই দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাদের নিজেদের এলাকায় যদিও শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিলেন, কিন্তু এখন হইতে তাঁহাদিগকে ভারতের বড়লাটের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইল। অম্বালায় তাঁহারই প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাঁহারই উপদেশমত এই শিখরাজগণকে নিজেদের রাজ্যশাসন করিতে হইত। ইঁহাদিগের নিকট হইতে কোন কর লেওয়া হইত না এবং কোন সৈন্যবাহিনীর খরচ যোগাইবার ভারও তাঁহাদের উপর দেওয়া হয় নাই; সন্ধিপত্রে এই সকল রাজগণ যুদ্ধ হইলে ভারত সরকারকে তাঁহাদের সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবেন এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। যদি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া কোন রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার রাজ্য ইংরাজ সরকারে চলিয়া যাইবে এইরূপ সর্তও সন্ধিসূত্রে সংযুক্ত হইল।

প্রথম শিখযুদ্ধের সময় শতদ্রু অভিযানে ভারত-সরকার শিখরাজাদিগের নিকট হইতে যে পরিমাণে সাহায্যের আশা করিয়াছিলেন তাহা পান নাই, বিবেচনা করিয়া কতকগুলি শাসনসংস্কারদ্বারা সরকার তাঁহাদিগের অনেকগুলি ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন। এই সকল সংস্কারের দ্বারা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরাজাদিগের রাজ্যে আপনাদিগের সর্ব্বময় কর্তৃত্বের লোপ পাইল। অম্বালায় পলিটিকাল এজেন্টের (Political Agent) পরিবর্তে একজন কমিশনার নিযুক্ত হইল। অম্বালায় শান্তিরক্ষার ভার ইউরোপীয় পুলিশের উপর ন্যস্ত করা হয়, রাজাদিগের রাজ্যের আয় যদিও তাঁহাদেরই হাতে রহিল, তথাপি রাজস্ব নির্দ্ধারিত রহিবার ভার বৃটীশ গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারীদিগের উপরে অর্পিত হইল। এই সকল পরিবর্তনের পর শতদ্রুর দক্ষিণতটস্থ শিখ রাজাদিগের ক্ষমতা অতিশয় কমিয়া গেল, কিন্তু ইহার ফলে অম্বালার সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ১৮৫৭খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় অম্বালা জেলার স্থানে স্থানে সামান্য গণ্ডগোল হয়, এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত এই জেলার শান্তিরক্ষার জন্য ইংরাজ সরকারকে বিশেষ উদ্বেগের সহিত দিন কাটাইতে হয়। ৮৬২ খৃঃ অব্দে থানেশ্বর জেলা হইতে তিনটী পরগণা লইয়া অম্বালা জেলার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে কালকা ও কশৌলিকে অম্বালা জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া ইহাকে বিশেষ পরিবর্দ্ধিত করা হয়।

এই জেলা ডেপুটি-কমিশনারের শাসনাধীনে আছে, ইঁনি ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করেন, দেওয়ানি মোকদ্দমার জন্য একজন পৃথক্ বিচারক আছেন কিন্তু ইহাদের উপর অম্বালা সিভিল-ডিভিসনের জজ আছেন। ডেপুটি-কমিশনারের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন সহকারী কিংবা অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন রূপর মহকুমার হাকিম, তাঁহারই সমপদস্থ আর একজন এই জেলার কোষাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। পঞ্জাবের ইষ্টার্ণ-রেলের ডেপুটি-ইনস্পেক্টার জেনারেলের কার্য্যালয় অম্বালায়।

১৮৭১খৃঃ অব্দে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৮৩১,৪৫০, কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গণনায় ৬৯১৪৭৭ হয়।

শতদ্রুর দক্ষিণতটস্থ বৃটীশ সরকারের অধিকৃত ভূভাগের রাজস্বের ইতিহাস ভারতের অপরাপর দেশের মতন। মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতীয় কৃষকবর্গের যে দুর্দশা হয়, তাহাই তাহাদের বর্তমান অবস্থার কারণ বলা যাইতে পারে। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে যে সময় শিখ দলপতিগণ শতদ্রু নদী উত্তীর্ণ হইয়া জোর জুলুম করিয়া এই ভূভাগটী অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লয়, তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত চাষীদিগের উপর রাজকর নির্দ্ধারিত করে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই অংশটী ইংরাজদিগের অধিকৃত হয়, তখন ইংরাজ বড়-ভূম্যধিকারীকে উৎখাত করিয়া তাঁহাদিগের জায়গা-জমি দখল করিয়া নূতন করের ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বে যাহাদিগকে চাষের অংশ উৎপন্ন ধান্যের দ্বারা কর স্বরূপ দিতে হইত, তাহাদিগকে এখন হইতে টাকায় রাজস্ব দিতে হইল। এই রাজস্বের হার যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ইহার জন্য অম্বালা জেলায় অসন্তোষের বৃদ্ধি হয়। ১৮৪৭ হইতে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত ইংরাজগণ সমগ্র জেলার রাজস্ব নির্দ্ধারণের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, যে বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয় তাহাই যে সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান কারণ তাহা অনেকে স্বীকার করেন। সেইজন্য সিপাহী বিদ্রোহের দমনের পরে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই জেলা ৫টী তহসীলে বিভক্ত হয় যথা—অম্বালা, খরর, জগাদ্রি, নারায়ণঘর, এবং রূপর, এই গুলির প্রত্যেকটির নাম ইহাদের শাসনকেন্দ্রীয় সহর অনুসারে হইয়াছে। এই গুলির

মধ্যে একমাত্র রূপর তহশীল ছাড়া অপরাপর তহশীল গুলিতে একরূপ কঠিন মাটী আছে যে কেবল প্রচুর বৃষ্টিপাত না হইলে এই সব স্থানে চাষ হওয়া অসম্ভব। এই জেলাতে যে সকল স্রোতস্বিনী আছে, তাহারা অধিকাংশই পার্ব্বত্য, গ্রীষ্মকালে সেগুলি শুকাইয়া যায়। দুই প্রকার সর্ত্তে এই জেলার অধিকাংশ জমির বিলি হইয়াছে, ঐ দুই সর্ত্তের নাম পাত্তিদারী এবং ভাইকরা, জমিদারী সর্ত্তে এই জেলার ৭০ বর্গ মাইল জমি অধিকৃত আছে।

এই জেলার প্রধান শস্য যব। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে খাকি রংএর তুলার চাষ প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কৃষকগণ এই তুলা অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইত বলিয়া সাধারণ তুলারই চাষ করে।

এই জেলার মোট লোকসংখ্যা ৭৪২৯০২, ইহার মধ্যে ১৩১৭৬৪ লোক সহরে আর ৬১১১৩৪ জন লোক গ্রামে বাস করে। রাজস্ব সম্বন্ধে যে নূতন ব্যবস্থা হয়, এই রাজস্বের হার, তদানীন্তন সময়ের কৃষির দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের বর্দ্ধিত মূল্যের অস্ত যে অতিরিক্ত ছিল তাহা বলিয়া মনে হয় না, শুকনা জমির খাজনা গড়পড়তা এক টাকা তিন আনার হারে এবং জল জমির" খাজনা গড়পড়তা তিন টাকা দশ আনায় নির্দ্ধারিত হইল।

অম্বালা (তহশীল)—অম্বালা জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে অক্ষা ৩০°১′ হইতে ৩০°৯′ উঃ এবং ৭৬°৩৩′ ও দ্রাঘি° ৭৭°১০ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই তহশীলটী ৩৬৯ বর্গমাইল। অম্বালা সহর ইহার শাসনকেন্দ্র। ইহাতে ২৯২টী গ্রাম এবং একটী সহর আছে। এই তহশীলের লোকসংখ্যা ২০২৫২৫, ইহার মধ্যে ১১৫০০৬ পুরুষ এবং ৮৭৫১৯ জন স্ত্রীলোক। এই তহশীলের নিম্ন মৃত্তিকা শক্ত কর্দ্দমময়, উপবিভাগে নদীর চড়া মাটীর দ্বারা আবৃত।

অম্বালা (সহর)—অম্বালা জেলা ও অম্বালা তহশীলের শাসনকেন্দ্র, ইহার অক্ষা° ৩০°২১ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৬′ পূঃ। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এবং নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ ও দিল্লী-অম্বালা কালকা রেলওয়ের সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ১০৭৭ মাইল ও বোম্বাই হইতে ১১০৫ এবং করাচী হইতে ৮৪৮ মাইল।

ভারতবর্ষের মধ্যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেনানিবাস বলিয়া অম্বালার প্রসিদ্ধি। এই সেনানিবাসের তত্ত্বাবধানে যিনি থাকেন তাঁহার উপাধি লাহোরবিভাগের জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং। তাঁহার অধীন একটী অশ্বারোহী সৈন্যদল, একদল বৃটিশ সৈন্য এবং দুইটী ভারতীয় সৈন্যদল আছে।

দেশীয় সহরটী সেনানিবাস হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ-রেলওয়ের উপরে অবস্থিত। লোকে উপকথায় বলিয়া থাকে অম্ব নামক কোন একজন লোক এই সহরটীর প্রতিষ্ঠা করেন সেইজন্য ইহার নাম অম্বালা হইয়াছে, সম্ভবতঃ নামটীর উৎপত্তি আম্রবাটিকা হইতে হইয়াছে।

১৮২৩ খৃঃ অব্দে অম্বালার অধিকারী ভারত-সরকারের হস্তে আসে, তাহার পূর্ব্বে ইহার কোন প্রতিষ্ঠাই ছিল না, এই সময় হইতে এই সহরটী বৃটিশ সরকারের নিযুক্ত একজন এজেন্টের স্থান হয়। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে এখানে সেনানিবাস স্থাপিত হয়, এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অম্বালা জেলার শাসনকেন্দ্র হওয়াতে দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। দেশীয় সহরের নিকটে সরকারী কর্ম্মচারীর গৃহ এবং অফিস, কাছারী, একটী জেল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত। এই সহরটী বাণিজ্যের কেন্দ্রে এবং তুলা এবং শস্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের একটী প্রধান স্থানে স্থাপিত বলিয়া ইহার সমৃদ্ধি। আদা এবং তেঁতুল এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। ১৮৬৭ খৃঃ এই স্থানে একটী মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়। এই সহরটীর লোকসংখ্যা ৮৬৫৯২; ইহার মধ্যে পুরুষ ৫১৫২৩ এবং স্ত্রীলোক ৩৫০৬৯। এই সহরে হিন্দু, শিখ, জৈন, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বাস। ইহাদের মধ্যে হিন্দুই সংখ্যায় অধিক।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে অম্বালা জনপদের উল্লেখ আছে।

অম্বালাপুলৈ—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ১২১ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও বিচার সদর। আলপুরী (অলেপ্পী) বন্দর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং একটী খালদ্বারা পরস্পরে সংযোজিত। অক্ষা° ৯°২৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২২ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই তালুক কোটমালুরের চম্পক শ্রীবংশীয় নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরাজ কর্ত্তৃক স্বাধীন ভাবে শাসিত হইত। এই রাজবংশ দেবনারায়ণ উপাধিতে পরিচিত। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় কোন রাজা ত্রিবাঙ্কুররাজ্যের বিরুদ্ধে কায়ংকুলম সর্দ্দারের সাহায্য করায় রাজমন্ত্রী রাম অয্যান দলবাই চম্পকশ্রীরাজকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাঁহার সামন্ত-রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের অধীন হয়। এখানকার কুমারস্বামীর মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পবিত্র স্বরূপে গণ্য। প্রতিবৎসর এখানে বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

অম্বালিক—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলায় একটী গণ্ডগ্রাম। কাণেড়ি (কনহেরী) গুহালিপি হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ২০০ হইতে ৩০০ শতকের মধ্যে এখানে একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। উহার মালমশলার কতকাংশ লইয়া স্থানীয় অম্বরনাথ (অমরনাথ) মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। [অম্বরনাথ দ্র°]

অম্বালিকা—(স্ত্রী) [অম্বালিকা অম্বালা-স্বার্থে কন হ্রস্বঃ ইত্বম] মাতা। ২ অম্বষ্ঠা। ৩ পুদিনা। ৪ পাঠা, আকনাদি। ৫ কাশী-রাজের কনিষ্ঠা কন্যা। স্বয়ম্বরসভা হইতে ভীষ্ম ইঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়া বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে বিচিত্র-বীর্য্যের মৃত্যু হইলে ইঁহারই গর্ভে ব্যাসের ঔরসে পাণ্ডুরাজের জন্ম হয়। [অম্বা দ্র°]

অম্বালী—বড়োদার জিলার উপরিভাগে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার দত্তমুনির মাতা অনুসূয়া দেবীর মন্দির সমধিক বিখ্যাত। উক্ত দত্তমুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিত্বের অবতাররূপে কল্পিত। প্রবাদ আছে, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি ঐ মন্দিরের তলদেশস্থ মৃত্তিকা বা দেবীর স্নানজল অঙ্গে লেপন করে তাহা হইলে তাহার রোগযন্ত্রণা অনেক পরিমাণে উপশম হয়। কুষ্ঠরোগগ্রস্তগণ এই বিশ্বাসে দলে দলে এখানে আসিয়া থাকে। ঐ সকল লোকের ভয়াবহ রোগের আক্রমণ হইতে সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য মহারাজ গাইকোবাড় একটী কুষ্ঠাশ্রম নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সাধারণের উপকারার্থে মহারাজদত্ত একটী অন্নছত্র এখানে আছে।

অম্বাবাই—কোলাপুরের একটী প্রসিদ্ধ মন্দির। কোলাপুর সহরের বহুসংখ্যক মন্দিরের মধ্যে এই মন্দির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাকে মহালক্ষ্মীর মন্দিরও বলা হইয়া থাকে। ইহা একটী অতি প্রাচীন মন্দির। ইহার প্রধান অংশটী পিত্তল এবং কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত। মন্দিরের গম্বুজ এবং চূড়াগুলি সঙ্কেশ্বরনিবাসী শঙ্করাচার্য্য নির্মিত বলিয়া শুনা যায়। জৈনগণ বলিয়া থাকেন অম্বাবাই-মন্দির পূর্ব্বে জৈনমন্দির ছিল এবং এখানে পদ্মাবতী দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন, পরে উহা হিন্দুমন্দিরে পরিণত হইলে উহার গম্বুজ ও চূড়াগুলি নির্মিত হয়। মন্দিরের স্থাপত্যকার্য্য উক্ত প্রবাদেরই সমর্থক। চূড়া ও গম্বুজের নির্মাণরীতি নিম্নাংশের সহিত সুসামঞ্জস্য নাই। নিম্নাংশ তক্ষণকার্য্যশোভিত এবং ইহাতে দ্বাদশ শতকে নির্মিত কর্ণাট প্রদেশস্থ জৈনমন্দিরের শিল্পরীতি সুপ্রকট। ইহার দ্বারোপরি গণপতির মূর্ত্তি নাই, কিন্তু প্রাচীর এবং গম্বুজের গাত্রে সুখাসনে উপবিষ্ট বহু প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই সকল হইতে মনে হয়, পূর্ব্বে ইহা জৈনমন্দির ছিল। মেজর গ্রেহাম লিখিয়াছেন, ১৪শ ও ১৫শ শতকে মুসলমান অত্যাচারের সময়ে অম্বাবাইয়ের মূর্ত্তিটী কোন নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল। দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে (১৭২২ খৃষ্টাব্দে) শম্ভাজী মহারাজ (১৭১২-১৭৬০ খৃষ্টাব্দ) ঐ মূর্ত্তিকে বর্ত্তমান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরটী হেমাদপন্থী আদর্শে নির্ম্মিত। প্রধান দ্বার মন্দিরের পশ্চিমদিকে। অপর তিন দিকে তিনটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। উত্তরদিকের দরজায় একটী বড় ঘণ্টা আছে, উহা অহোরাত্রমধ্যে পাঁচবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাজান হয়। পূর্ব্বদিকের বড় গম্বুজের নিম্নে অম্বাবাইয়ের মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত। উত্তর ও দক্ষিণের ছোট দুইটী গম্বুজের নিম্নে মহাকালী ও মহাসরস্বতীর মূর্ত্তি বিরাজিত। প্রধান মূর্ত্তিটীর চতুষ্পার্শ্বে একটী ঘুরান পথ আছে, তথায় সর্ব্বদা দীপ প্রজ্বলিত রাখা হয়। মন্দিরের নির্মাণে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। লোকপ্রবাদ শুনা যায় যে, মন্দির নির্মাণে যে প্রস্তর লাগিয়াছিল তাহার সমান ওজনের স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ অর্থ এই কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য মন্দিরের উচ্চাংশ নির্মাণে নাকি এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। দাজী পণ্ডিতের রাজত্বকালে (১৮৩৮-১৮৪৩ খৃ:) মন্দিরের সম্মুখস্থ বৃহৎ হলটী নির্ম্মিত হয়। প্রধান মন্দিরের চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর, উহার মধ্যে দত্তাত্রেয়, বিঠোবা, কাশী বিশ্বেশ্বর, রাম, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতার কয়েকটী মন্দির আছে। মন্দিরে ৪ খানি দেবনাগরী লিপি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ২ খানির তারিখ যথাক্রমে ১১৪০ শকাব্দ (১২১৮ খৃ:) ও ১১৫৮ শকাব্দ (১২৩৬ খৃ:)। বহু দূরদেশ হইতে যাত্রিগণ এই মন্দিরে আসিয়া থাকে। ৪২ জন পূজারী মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। প্রতি শুক্রবার রাত্রিকালে অম্বাবাইয়ের মূর্ত্তি দোলায় করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করান হয়। চৈত্রী পূর্ণিমায় দেবীর নিলমূর্ত্তিকে শোভাযাত্রা সহ সহরের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। আশ্বিনী শুক্লাপঞ্চমীতে মূর্ত্তিকে পূর্ব্ববৎ শোভাযাত্রাসহ সাত ক্রোশ দূরস্থ টেম্বলাই মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় অনূঢ়া কন্যা দেবীর উদ্দেশ্যে কুষ্মাণ্ড উৎসর্গ করে। এতদ্ব্যতীত আশ্বিনী পূর্ণিমাতেও উৎসব উপলক্ষে মন্দির আলোকমালায় সজ্জিত হয়।

অম্বাসমুদ্রম্—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লীর একটী তালুক। ভূ পরিমাণ ৫১৯ বর্গমাইল এখানে সর্ব্বসমেত ৯২টী গ্রাম ও একটী নগর। তাম্রপর্ণী নদী এই তালুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে ৪১৫ মাইল দূরে সারিবার নদী যথায় ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের তাম্রপর্ণীর অংশ 'পাপনাশন' তীর্থরূপে পরিচিত। প্রতিবৎসর বহুযাত্রী এখানে স্নান করিতে সমাগত হয়।

অম্বাসমুদ্রম নগর এখানকার বিচার সদর। অক্ষা° ৮°৪২ ৪৫ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৭°২৯´১৫˝ পূ:। এখানকার প্রধান মন্দির অগস্ত্যেশ্বর কোবিলের দ্বারমুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভোপরি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

অম্বাসমুদ্রম্ নগর ব্যতীত এই তালুকের মধ্যে আলভিয়ুর, আম্বুর, আর্য্যাঙ্কুরিচী, ব্রহ্মদেশম, কল্লিডেকুরুচি, পাপনাশন, রাবণসমুদ্রম শর্ম্মাদেবীশিবশৈলম, তিরুমলাপুরম, তিরুপুড়ে মরুদুর, বৈরাবিকুলম্ ও বীরবনল্লুর প্রভৃতি স্থানে বহু মন্দির ও শিলালেখ দৃষ্ট হয়। পাপনাশনের মন্দির এখানকার সর্ব্ববৃহৎ। [পাপনাশন দ্র°]

অম্বাসমুদ্রম্—তিন্নেবেল্লী জেলার অম্বাসমুদ্রম তালুকের সদর। অবস্থান অক্ষা° ৮°৪২˝ উ: দ্রাঘি° ৭৭°২৭ উ:। ইহা তাম্রপর্ণী নদীর বামতীরে তিন্নেবেল্লী সহরের ২০ মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত।

অম্বাহ্‌টা—যুক্তপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার নকুর তালুকে অবস্থিত এক সহর। অক্ষা° ২৯°৫২´উ:, দ্রাঘি° ৭৭°২০´ পূ:। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। পূর্ব্বে ফিরোজশাহ

তোঘলক্ এখানে একটী মোগল সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তৎকালে এইস্থানের নাম ছিল ফিরোজাবাদ। বর্ত্তমান সহরটী আধুনিক। এখানে দুইটী মস্‌জিদ আছে। একটি ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে, অপরটী বাদশাহ হুমায়ুনের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। শাহ্ মাবুল ম-আলীর (১৭শ শতকে মৃত) সমাধিমন্দিরটী প্রসিদ্ধ। ইহা সুন্দর গম্বুজ ও মিনার দ্বারা সুশোভিত।

অম্বি—(স্ত্রী) জল। ২ স্ত্রী, মাতা, ধাত্রী প্রভৃতি।

অম্বিক (অম্বিগ)—বোম্বাই প্রদেশের কোঙ্কণ বিভাগের অধিবাসী মৎস্যজীবী জাতিবিশেষ। ইহারা প্রধানতঃ কণাড়া জেলার কারবার, অঙ্কোলা, কামতা ও হনোবরের সমুদ্রকূলে বাস করে। খেপলা জাল ফেলিয়া মাছ ধরা ছাড়া ইহারা নৌকার মাঝি, মুটে ও পালকী-গাড়ীটানার কার্য্য করে।

ইহারা অন্ন ও মৎস্যমাংস খায়। ভোজাদিতে মৎস্য ও তাড়ি ইহাদের আনন্দদায়ক খাদ্য ও পেয়। সর্ব্বসাধারণে মস্তক মুণ্ডন করিয়া টিকি রাখে, দাড়ি কামায়, কিন্তু গোঁফ রাখে। বেশভূষা বিশেষ কিছু নাই। স্ত্রীলোকেরা গায়ে জামা দেয় না, কেবল কাপড় পরে। অলঙ্কারের মধ্যে গলায় হার, নাকে নথ, কানে দুল, হাতে চুড়ি এবং হাত ও পায়ের আঙ্গুলে আংটী পরা ইহাদের অভ্যাস। পূজা পার্ব্বণে ইহারা হলদে ও সাদা ফুলে আপনাদের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে।

ইহারা বিনয়ী, সরলচিত্ত ও কর্ম্মঠ। সমুদ্রতীরে নৌকা করিয়া অথবা সমুদ্রকূলে বেড়াইয়া ইহারা বালে, রামপান, মেন্দী বা দণ্ডজাল এবং হাটজাল বা কৈবালে নামক জাল ব্যবহার করিয়া থাকে। জাল বুনিবার সূতা শণ হইতে মেয়েরাই কাটে এবং সময় সময় পুরুষদের সহিত জালও বুনে। ইহারা দিনে খেপলা ফেলিয়া মাছ ধরে। চাঁদনীরাতে নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায় এবং তালপত্রের মশাল জালিয়া নৌকায় রাখে। ঝড়ে, বাতাসে বা বৃষ্টির দিনে ইহারা সমুদ্রে যায় না, নদীতেই মাছ ধরে, কখন বা ঘরে বসিয়া জাল বুনে। জেট্‌কা, অম্বা ও বোলরা নামক গ্রাম্যদেবতার পূজায় ইহারা ছাগ ও মোরগ বলি দেয়। চৈত্রে শিম্‌গা, আষাঢ়ে আষাঢ়ী একাদশী, ভাদ্রে নারি-পূর্ণিমা, আশ্বিনে দশেরা এবং কার্ত্তিকে দীপালি ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ইহাদের প্রধান পর্ব্বদিন।

শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্য ইহাদের ধর্ম্মগুরু। জৈসী ও হবিগ ভাটেরা ইহাদের গৃহকর্ম্মে পৌরোহিত্য করে। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা শবদেহ দাহ করে; কোথাও বা পুতিয়া রাখে। জন্ম ও মৃত্যুতে ইহারা অশৌচ পালন করে এবং অশৌচকাল অন্তে গৃহে গোময় লিপ্ত করিয়া এবং পুরোহিতের আনীত তীর্থজল স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়।

জাতবালক বা বালিকা মন্দভাগ্যের সূচনাকারী বুঝিতে পারিলে ইহারা তাহাকে বিলাইয়া দিত। কোন কোন স্থলে কন্যাকে নাচওয়ালী বা বেশ্যার নিকট বিক্রয় করিত; কিন্তু ইংরেজ শাসনে এই কুপ্রথা রহিত হইয়াছে।

জন্মদিন হইতে দ্বাদশদিনে ইহাদের জাতাশৌচ যায়। ঐদিন আত্মীয় কুটুম্বকে ভোজ দেওয়ার পর গৃহের কর্ত্তা জাত-বালকের নামকরণ করে। ৯ হইতে ১২ বর্ষে ইহারা কন্যার বিবাহ দেয়। বিবাহোৎসব ৫ দিন থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে বরের পিতাকে ক'নের জন্য পাণ, সুপারী, তামাক ও ফুল পাঠাইতে হয়। ঐ ফুল পাঠাইয়া ক'নেকে সাজান এবং পাণ ও সুপারী হাতে দেওয়া হয়। বিবাহের দিনে বর ও ক'নেকে স্ব স্ব গৃহে সধবা রমণীরা হরিদ্রা মাখায় ও গান করে। তৎপরে হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া বরযাত্রসহ বর ক'নের বাড়ী আসে। এই সময়ে বর পাণ ও সুপারী হস্তে লইয়া তুলসীতলায় যাইয়া প্রণাম করিয়া বিবাহোদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বরকে লইতে তাহার শ্যালক বা অন্য কোন আত্মীয় আসে এবং সেই বরের মাথায় তালপাতার ছাতা ধরিয়া যায়। ক'নের বাড়িতে আসিলে বরের পা ধুইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে তাহাকে নারিকেল-পত্রাচ্ছাদিত এক মণ্ডপে বসান হইয়া থাকে। বর উপবিষ্ট হইলে, মাতুল বা মামাত ভাই ক'নেকে সেই মণ্ডপে আনে এবং একখানি বস্ত্রের আড়ালে রাখে। তখন পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে থাকে। তদনন্তর কাপড়ের আড়াল খানি সরাইয়া লওয়া হয় এবং 'চারি চক্ষের' সম্মিলন হইলে পুরোহিতদত্ত দুই ছড়া মালা পরস্পরে হাতে লইয়া পরস্পরের গলায় 'বদল' করে। ঐ সময়ে ক'নের মাতা ও পিতা বরক'নের হাতে জল ঢালিয়া দেয়, মাতুল আসিয়া 'গাঁইটছড়া' বাঁধে এবং বরের মাতা বা কোন নিকট আত্মীয় স্ত্রী আসিয়া ক'নের গলায় বিবাহবন্ধন মাল্য পরাইয়া দেয় এবং বিবাহিতা রমণীরা দম্পতির মাথায় চাউল ছড়াইয়া আলোক বর্ত্তি লইয়া বরণ করে। বিবাহের পরদিন কন্যার গৃহে অভ্যাগতদিগকে একটী ভোজ দেওয়া হয়। তৎপরে বরক'নে স্বগৃহে গমন করে এবং সুপারি লইয়া "কড়ি-খেলার" ন্যায় একটী খেলা হয়, তারপর আত্মীয় কুটুম্বগণকে ভোজ দিয়া তুষ্ট করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে বরের পিতার হস্তে কন্যার ভার দিয়া কন্যাপক্ষীয়গণ ফিরিয়া আসে। বালিকার পুষ্পোৎসব অন্তে নববস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা আছে এবং ঐ উপলক্ষে স্বজাতীয় রমণীগণের এক ভোজ হইয়া থাকে।

মৃতের, আত্মার তৃপ্তির জন্য তাহার সমবয়স্ক কোন ব্যক্তিকে ভোজ ও নববস্ত্র দিতে হয়। বৎসরের দ্বাদশ মাসে ত্রয়োদশ দিনে

ঐরূপ বস্ত্র দান ও ভোজের ব্যবস্থা আছে। বৎসরান্তে মৃত আত্মার স্বর্গগমন সিদ্ধ হয় এবং তৎপরে প্রতি মহালয়াপর্কে তাহার তর্পণ শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

ইহাদের সামাজিক বিবাদ ভঞ্জনের জন্ত দলপতি বা মণ্ডলের কাছে যাইতে হয়। ঐ দলপতি 'বুধবন্ত' বা মেত্রী নামে পরিচিত। 'বুধবন্ত'পদ বংশপরম্পরাগত। ইহাদের মীমাংসা অমান্ত করিলে জাতিপাতের ভয় আছে।

অম্বিকা—(স্ত্রী) [অম্বৈব অম্বা-স্বার্থে কন্ হ্রস্বঃ ইত্বম্] মাতা। ২ দুর্গা। ৩ জৈন দেবীবিশেষ। ৪ কট্‌কী। ৫ অধ্বা, পুদিনা। ৬ বারাকল বৃক্ষ। ৭ খর্পরী তুথ, তুঁতে। ৮ আমলকী। কাশী-রাজের মধ্যমা কন্তা। স্বয়ম্বর-সভা হইতে ভীষ্ম ইঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিয়া বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর ইঁহার গর্ভে ব্যাসের ঔরসে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল। [অম্বা দ্র°]

অম্বিকা—বোম্বাই প্রদেশের সুরাট জেলায় প্রবাহিতা একটী নদী। বাঁসদা শৈল হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা পশ্চিমমুখে বরোদারাজ্যে প্রবেশ করিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া চিখলী ও জালালপুরের বালুকাময় প্রান্তরপথে ধাবিত হইয়া পূর্ণানদীর ১৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মোহানা হইতে ৬ মাইল দূরে অম্বিকার উপর রেল যাতায়াতের জন্ত একটী সেতু নির্ম্মিত আছে, উহা লম্বে ৮৭৫ ফুট।

যেখানে কাবেরী ও খরেরা নামক শাখানদীদ্বয় অম্বিকায় আসিয়া নিপতিত হইয়াছে সেইখান হইতেই অম্বিকা খরস্রোতা হইয়া খাড়ির আকার ধারণ করিয়াছে। মোহানা হইতে ৬ মাইলে অবস্থিত বিলিমোরায় বড় বড় জাহাজ যায়; কারণ জোয়ারের সময় জল ২২ ফুট উচ্চ হয়; কিন্তু ভাঁটার সময় নদী মুখে যে চড়া জাগিয়া উঠে তাহার উপর ৩৪ ফুটের অধিক জল থাকে না। কাবেরী ও খরেরা নদীর উপরেও সেতু আছে।

অম্বিকা কাল্‌না—বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলাস্থ একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। কালনা মহকুমার সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [কাল্‌না দ্র°]

অম্বিকাচরণ মজুমদার—নিখিল ভারত মধ্যপন্থী কংগ্রেস দলের একজন নেতা। ফরিদপুর জেলায় সেনদিয়া গ্রামে ১২৫৭ সাল ২৩ পৌষ(৬ই জানুয়ারী ১৮৫১ খৃঃ) জন্ম। ইনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বরিশাল জেলাস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে B. A. পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১৮৭৩ খৃঃ মেট্রোপলিটন ইনিষ্টিটিউসনে অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি তথাকার হেড মাষ্টার পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে।

শিক্ষকতা-কালে তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফরিদপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চেষ্টায় ফরিদপুরে People's Association স্থাপিত হয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Indian National Congress স্থাপিত হওয়া অবধি তিনি কংগ্রেসের সংস্রবে ছিলেন। বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথক্‌করণ তাঁহার রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত তিনি এই বিষয়ে বক্তৃতাদান ও প্রবন্ধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৪ খৃঃ লর্ড রিপন কর্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদত্ত হইলে অম্বিকাচরণ ফরিদপুরে মিউনীসিপালিটী গঠিত করেন এবং তদবধি ২০ বৎসর কাল তিনি উহার সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মুখ্যতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় ফরিদপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরিদপুর টাউন হল নির্ম্মাণেও তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। মিউনীসিপালিটীর Chairman থাকা কালে তিনি ফরিদপুরে 'জলের কল' স্থাপনের সূচনা করেন।

অম্বিকাচরণের আন্দোলনের ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে জুরিপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময়ে তিনি ঢাকা বিভাগের মিউনীসি-পালিটী সমূহের প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃঃ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধ করিতে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হয়, অম্বিকাচরণ তাহারও সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে জাতীয় মহা সমিতির ৩১শ অধিবেশনে অম্বিকাচরণ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

অম্বিকাচরণ Indian National Evolution নামে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি জাতীয় মহাসমিতির উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। সন ১৩২৯ সালের ১৪ই পৌষ (ইং ২৯ ডিসেম্বর ১৯২২ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রাজনৈতিক মহলে Grand old man of Faridpur নামে পরিচিত।

অম্বিকাচরণ রায়—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক এবং বেহালার খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী দুর্গাপ্রসাদ রায়ের পুত্র। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণস্থ বেহালা গ্রামে পৈতৃক বাস-ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন।

তাঁহার ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ রাজা গজেন্দ্রনাথ রায় জাহাদীর

বাদশাহের রাজত্বকালে দিল্লী দরবারে মন্ত্রিত্ব করিতেন। পরে তদ্বংশীয় কোন ব্যক্তি দমদমার নিকট আনন্দপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের শেষভাগে বর্গীর অত্যাচারে তাঁহারা আনন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া বেহালা গ্রামে পলাইয়া আসেন, তদবধি তাঁহারা এখানেই বাস করিতেছেন।

শিক্ষা সমাপনের পর, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অম্বিকাচরণ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং স্বীয় অধ্যবসায়ে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের আপীল বিভাগের প্রধান অনুবাদকের পদ লাভ করেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে নিজ কৃতকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি এবং তৎসহ একখানি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি সাউথ সুবর্ব্বন মিউনীসিপালিটীর সংস্পর্শে আসিয়া ও উক্ত মিউনীসিপালিটীর চেয়ারম্যান হইয়া বহু জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি সাধারণের উপকারার্থে স্ব-ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন, পুষ্করিণী খনন ও অন্যান্য হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—সুরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন।

অম্বিকাদত্তব্যাস—বারাণসীবাসী একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। হিন্দীভাষার উন্নতিকল্পে ইনি বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়া হিন্দী সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জুবিলী উপলক্ষে 'ভারত-সৌভাগ্য' নামে একখানা নাটক রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মধুমতী উপন্যাসকে তিনি হিন্দীভাষায় অনুবাদ করিয়া যান।

অম্বিকাপতি—(পুং) অম্বিকার স্বামী। ২ শিব।

অম্বিকাপুত্র—(পুং) ধৃতরাষ্ট্র।

অম্বিকাপ্রসাদ—একজন হিন্দী কবি। বেহার প্রদেশের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলায় ইঁহার বাস ছিল। ইনি ভোজপুরী ভাষায় বহু গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। অনেকস্থলে গীতের রচনা উৎকৃষ্টতর না হইলেও গ্রন্থকারের মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল, বুঝা যায়।

অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী—একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক। ইঁনি প্রথমে 'ভারতমিত্র' এবং পরে 'স্বতন্ত্র' পত্রের সম্পাদকতা করেন। ইঁনি একখানি সুন্দর হিন্দী ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন।

অম্বিকাপ্রসাদ মিশ্র—বৈধহিংসার্দ্ধতিমির-মার্ত্তণ্ডোদয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বেত্তিয়ার মহারাজ শ্রীরাজেন্দ্র কিশোর সিংহের আদেশানুসারে ইনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম গয়াদত্ত।

অম্বিকেয়, অম্বিকেয়ক, আম্বিকেয়—(পুং) কার্ত্তিক। ২ ধৃতরাষ্ট্র। (মহাভা° ৩.৪.৪) [অম্বিকেয়ক, সংজ্ঞায়াং কন্] ৩ গণেশ।

অম্বিকেশ্বর—রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অম্বর রাজধানীস্থ একটী প্রধান শিবমন্দির। মন্দিরটী শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ। অনেকে অনুমান করেন, অম্বিকেশ্বর শিবলিঙ্গের নাম হইতে অম্বরনগরের নামকরণ হইয়াছে।

অম্বিলিকৈ—মান্দ্রাজ বিভাগের মদুরা জেলার পালনি তালুকের একটী গণ্ডগ্রাম। পালনি সদর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে সুব্রহ্মণ্য দেবের একটী মন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে কএকখানি শিলালিপি দেখা যায়।

অম্বিবলী—বোম্বাই প্রদেশের ঠানা জেলার একটী গ্রাম। গ্রামের অর্দ্ধ মাইল দূরে কল্যাণ হইতে ১৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং কোটালীগড় নামক গিরিদুর্গের উত্তরে অম্বিবলীগুহা অবস্থিত। উলহাসনদীর কূলে পর্ব্বতপাদমূলে ২০ ফুট উচ্চ স্থানে এই বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ডাঃ বর্গেস্ অনুমান করেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ অব্দ হইতে ১০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হয়।

গুহাটী একটী চতুষ্কোণ দালান। ৪২ ফুট লম্বা, ৩৯ ফুট চওড়া এবং খাড়াই ১০ ফুট। উহাতে ৪টী কুঠুরী আছে। তিনদিকের পর্ব্বতগাত্রে উহার তিনটী প্রবেশদ্বার। মধ্যের বা দক্ষিণের দ্বারপথের সম্মুখে ৩১' × ৫'১০" একটী বারান্দা। বারান্দার হেলান ছাদ স্তম্ভোপরি রক্ষিত। উহার গঠন ও শিল্পনৈপুণ্য নাসিকগুহার অনুরূপ। মধ্যের স্তম্ভ দুইটী ৮ পল এবং পার্শ্বের দুইটী ১৬ পল। গুহার পশ্চাদ্ভাগে ছয়টী ছোট কুঠুরী, উহার তলভাগ গাঁথা, তাহাতে শিল্পচিত্র উৎকীর্ণ। এই গুহা পরবর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবমন্দিরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে একজন সাধু থাকিতেন। তাঁহার হোমের ধূমে গুহার অভ্যন্তর ও বারান্দায় কালীর ছাপ পড়িয়াছে। প্রবেশদ্বারের বামদিকে বারান্দার ২য় স্তম্ভে পালিভাষায় একখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। মধ্যের স্তম্ভ দুইটীর গাত্রে কতকগুলি অস্পষ্ট বর্ণলিপি দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহার পাঠোদ্ধার সুকঠিন।

অম্বীর—বোম্বাই প্রদেশের কর্ণাটক জেলার কোলহাপুররাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। চারণ গ্রামের নিকট ইহা বর্ণা নদীতে মিলিত হইয়াছে।

অম্বু—(ক্লী) [অম-উ বুণাগমশ্চ] জল। (মনু ১০.১০৩) ২ বালক। ৩ পুনর্ণবা তৈল। ৪ বালা নামক ঔষধ। ৫ লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থান। ৬ চারি সংখ্যা। ৭ রস, দ্রবপদার্থ। (ঋতুস° ১.৮) (পুং) ৮ জলের কাঠিন্যভাব। শিলা, বরফ।

অম্বু—(পুং) শ্বেতার্ক-মন্দার। ২ রক্ত এরণ্ড।

অম্বুকণ—(পুং) জলকণা, শীকর। 'অম্বুকণা' এ প্রকার রূপও হয়।

অম্বুকণ্টক—(পুং) কুম্ভীর। ২ শিঙ্গাড়া, পানিফল।

অম্বুকন্দ—(পুং) শৃঙ্গাটক, পানিফল।

অম্বুকিরাত—(পুং) কুম্ভীর।

অম্বুকীশ—(পুং) শিশুমার, শুশুক, জলজন্তুবিশেষ। ২ গোধা।

অম্বুকুক্কুটিকা (অম্বুকুক্কুটী)—(স্ত্রী) জলকুক্কুটী, পানকৌড়ী।

অম্বুকূর্ম্ম—(পুং) শুশুক। ২ গোধা।

অম্বুকৃষ্ণা—(স্ত্রী) জলপিপ্পলী।

অম্বুকেশর—(পুং) ছোলঙ্গ বৃক্ষ।

অম্বুক্রিয়া—(স্ত্রী) অন্ত্যেষ্টিসংস্কার।

অম্বুগ—(ত্রি) জলে গমনকারী, যে জলে থাকে।

অম্বুঘন—(পুং) বর্ষণশিলা, তুষার।

অম্বুচর—(ত্রি) জলচর।

অম্বুচামর—(স্ত্রী) শৈবাল, শেওলা।

অম্বুচারিণী—(স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী।

অম্বুচারিন্—(ত্রি) [অম্বু-চর-ণিনি, ৭-তৎ] জলচর। (স্ত্রী) ঙীপ্ অম্বুচারিণী।

অম্বুজ—(ক্লী) [অম্বুনি জলে জায়তে জন-ড, ৭-তৎ] পদ্ম। ২ সারসপক্ষী। ৩ চন্দ্র। ৪ কর্পূর। ৫ হিজল বৃক্ষ। (পুং-ক্লী) ৬ মৎস্যাদি। ৭ জলবেতস। ৮ বজ্র। ৯ (ত্রি) জলজাতমাত্র। (রামা° ৪.২৫.২৪) ১০ শঙ্খ। ১১ বজ্র।

অম্বুজ—কার্ত্তিক দেবসেনাপতিপদে বৃত হইলে তাঁহার সাহায্যার্থ বরুণগণ যে সমস্ত অনুচরবর্গ নিয়োগ করেন, অম্বুজ তাঁহার অন্যতম। (রামায়ণ)

অম্বুজ—একজন কবি। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। ইনি নীতি-বিষয়ক কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছেন।

অম্বুজন্মন্—(ক্লী) [অম্বুনো জন্মাস্য, বহুব্রী] পদ্ম। ২ সারস পক্ষী। (পুং ক্লী) ৩ শঙ্খ।

অম্বুজভূ—(পুং) কমলযোনি, ব্রহ্মা।

অম্বুজবদনা—এক অপ্সরা। (লিঙ্গপু°)

অম্বুজস্থ—(ত্রি) পদ্মাসনে আসীন। ২ দেবতামাত্র।

অম্বুজাক্ষী—অপ্সরাবিশেষ। (দেবীপুরাণ)

অম্বুজামলকী—(স্ত্রী) জলজাত আমলকী, ভুঁই আমলা।

অম্বুজাসন—(পুং) ব্রহ্মা। ২ সূর্য্য। [কর্ম্মধা] ৩ পদ্মাসন। ৪ যোগের আসনবিশেষ।

অম্বুজাসনা—(স্ত্রী) লক্ষ্মী।

অম্বুট—(পুং) অশ্মন্তকবৃক্ষ, পাহাড়ী শিরীষ।

অম্বুটিয়া—বাঙ্গালার দার্জ্জিলিঙ্গ জেলায় অবস্থিত একটী গ্রাম। দার্জ্জিলিঙ্গ-টী কোম্পানী ১৮৬০ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানে চা বাগান প্রস্তুত করেন। ইহার প্রশস্ত সমতল ময়দান দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি দেবী এখানে একটী ঘোড়-দৌড়ের মাঠ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অম্বুতস্কর—(পুং) সূর্য্য। ইনি অন্যের অলক্ষ্যে আতপতাপে সমুদ্রজল শোষণ করেন বলিয়া এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অম্বুতাল—(পুং) শৈবাল, শেওলা।

অম্বুদ—(পুং) [অম্বু দদাতি অম্বু-দা-ক] মেঘ। (রঘু ৩.৫৩) ২ মুস্তা

অম্বুদ—একজন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ইনি সোমলতা নিষ্পীড়ন-প্রস্তরের স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ রচনা করিয়াছেন।

অম্বুধর—(পুং) [অম্বু-ধৃ-অচ্] মেঘ। (রঘু ৬.৪৪) ২ নাগরমুস্তা। ৩ ভদ্রমুস্তা।

অম্বুধি—(পুং) [অম্বু-নি ধীয়তেঽত্র অম্বু-ধা অধিকরণে কি] সমুদ্র। (কথাসরিৎ ৪-৪৩) ২ জলপাত্র। ৩ চারি সংখ্যা।

অম্বুধিপ্রসবা—(স্ত্রী) [অম্বুধিমিব প্রকৃষ্টং প্রসূতে অম্বুধি-প্র-সূ-অচ্ টাপ্] ঘৃতকুমারী।

অম্বুধিফেন—(পুং) সমুদ্রের ফেনা।

অম্বুধিস্রবা—(স্ত্রী) গৃহকন্যা, ঘৃতকুমারী।

অম্বুনাম—(ক্লী) তৃণবিশেষ, ২ বালা।

অম্বুনিধি—(পুং) [অম্বুনঃ নিধিঃ, ৬-তৎ] সমুদ্র। (মাঘ ৫.৩১)

অম্বুপ—(পুং) [অম্বুনি পাতি রক্ষতি পিবতি বা অম্বু-পা-ক] জলাধিপ, বরুণ। (রামা° ৭.৩.১৮) ২ সমুদ্র। ৩ চক্রমর্দ্দক, চাকুন্দাগাছ। ৪ বরুণদেবতাধিষ্ঠিত শতভিষানক্ষত্র। (ত্রি) ৫ যে জলপান করে।

অম্বুপত্রা—(স্ত্রী) [অম্বুনি শীকরাঃ পত্রে যস্যাঃ, বহুব্রী] উচ্চটা বৃক্ষ। [ঙীপ্ চ] অম্বুপত্রী। অম্বুপত্রিকা পদও হয়।

অম্বুপদ্ধতি—(স্ত্রী) বর্ষাধারা।

অম্বুপাত—(পুং) বর্ষাপাত।

অম্বুপ্রসাদ—(স্ত্রী) [অম্বুনি প্রসাদয়তি অম্বু-প্র-সদ্-ণিচ্-অণ্। উপপদ স°] কতক বৃক্ষ, নির্ম্মলী ফলের গাছ। ইহার ফল ঘসিয়া জলে দিলে ঘোলা জল পরিষ্কার হয়।

অম্বুপ্রসাদন—(ক্লী) [অম্বুনি প্রসাদয়তি অম্বু-প্র-সদ-ণিচ্-ল্যু, ৬-তৎ] কতকফল, নির্ম্মলীফল।

অম্বুপ্রসাদনফল—(ক্লী) নির্ম্মলীফল।

অম্বুভৃৎ—(পুং) [অম্বুনি বিভর্ত্তি অম্বু-ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ] মেঘ। ২ মুস্তা। ৩ সমুদ্র। ৪ অভ্র ধাতু। (ত্রি) ৫ ঘটাদি জলপাত্র

অম্বুমৎ—(ত্রি) [অম্বুনি সন্ত্যস্মিন্ অম্বু-অস্ত্যর্থে মতুপ্] বহু জল-যুক্ত স্থান। [ঙীপ্ অম্বুমতী] ২ নদীবিশেষ।

অম্বুময়ুরক—(পুং) জলাপামার্গ।

অম্বুমাত্রজ—(পুং) [অম্বুমাত্র-জন-ড ৭-তৎ] শামুক, শামুক।

অম্বুমুচ্—(পুং) [অম্বুনি মুঞ্চতি অম্বু-মুচ্-কিপ্, ৬-তৎ] মেঘ। (ভারবি ৫.১২) ২ মুস্তা।

অম্বুর—(পুং) [অম্ব-বাহুল' উরন] দ্বারের অধঃকাষ্ঠ, গোবরাট, চৌকাঠের নীচের কাঠ।

অম্বুরাজ—(পুং) সমুদ্র। ২ বরুণদেব। ৩ জলের অধিপতি।

অম্বুরাশি—(পুং) [অম্বুনাং রাশয়ো যত্র ; বহুব্রী] সমুদ্র। (রঘু ৬.৫৭) ২ সলিলসমূহ।

অম্বুরুহ্—(ক্লী) [অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু-রুহ-কিপ্] পদ্ম। (মাঘ ৩.১১) ২ সারস পাখী।

অম্বুরুহ—(পুং ক্লী) [অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু রুহ ক, ৭ তৎ] পদ্ম। (বামা° ৪ ১০ ৪২) ২ যাহা জলে জন্মে।

অম্বুরুহা—(স্ত্রী) [অম্বুরুহ অর্শ আদি° অচ্ টাপ্] স্থলপদ্ম গাছ।

অম্বুরুহিণী—(স্ত্রী) [অম্বুরুহমস্ত্যাস্যাঃ অম্বুরুহ-মত্বর্থে ইনি ঋন্নেভ্যো ঙীপ্] পদ্মলতা। ২ পদ্মসমূহ।

অম্বুরোহিণী—(স্ত্রী) পদ্মিনী।

অম্বুরোহিন্—(ক্লী) [অম্বুনি জলে রোহতি অম্বু রুহ-ণিনি] পদ্ম। ২ সারসপক্ষী।

অম্বুবল্লিক—(পুং) কালিশাক।

অম্বুবল্লিকা—(স্ত্রী) কারবেল্লী। করেলা।

অম্বুবাচী—(স্ত্রী) [অম্বু বাচয়তি তর্ষণং সূচয়তি অম্বু-বচ° বচ, ণিচ্-অণ্ ণিচ্ লোপঃ। উপপদ-স° ঙীপ্] যে সময়ে সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকে, সেই স্থিতিকালের নাম অম্বুবাচী। সূর্য্যের মৃগশিরা নক্ষত্র ভোগের পর তিন দিন বিশ দণ্ড মাত্র ঐ স্থিতকাল। ঐ সময়ে পৃথিবী নাকি ঋতুমতী হইয়া রজঃস্বলা হন। রাজমার্ত্তণ্ডে লিখিত আছে, "মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্রপাদে অম্বুবাচী ঋতুমতি খলু পৃথ্বী"। "ঋতুমতীতি মুখবমার্থম্।" (কাশী) সূর্য্য মাসে দুই নক্ষত্র ও এক পাদ ভোগ করেন। তাই বৈশাখ মাসে অশ্বিনী ও ভরণী এই দুই নক্ষত্র এবং কৃত্তিকার এক পাদ সূর্য্যের ভোগ হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, সম্পূর্ণ রোহিণী ও মৃগশিরার দুই পাদ সূর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। পরে আষাঢ় মাসের প্রথমের ছয় দিন চল্লিশ দণ্ডে মৃগশিরার শেষ দুই পাদ সূর্য্যের ভোগ হয়। তাহার পরে য তিন দিন বিশ দণ্ড পর্য্যন্ত সূর্য্য আর্দ্রার প্রথম পাদে থাকেন, তাহারই নাম অম্বুবাচী। সেই সময় হইতে বর্ষা [illegible], তাই লোকে ইহাকে অম্বুবাচী কহে। [illegible] হইয়াছে—

"প্রাবৃটকালে সমারাতে রৌদ্র [illegible]
নাড়ীবেধসমাযোগে জলযোগং বদ [illegible]"

সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রে গমন করিলে যখন [illegible] সময়ে নাড়ীবেধ হইলে আমি তোমাকে জলযোগ অর্থাৎ বর্ষাকালের যোগ বলিব।

জ্যোতিষে লিখিত আছে, যে বারের যে সময়ে সূর্য্য মিথুনে (আষাঢ়ে) গমন করেন, পুনর্ব্বার সেই বারের সেই সময়ে প্রায়ই অম্বুবাচী হয়। অম্বুবাচীতে বেদ ও বেদাঙ্গের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। তাহাতে ভূমি কর্ষণ করিতে নাই। শৌচের নিমিত্ত অনেকে তোলা মাটী ব্যবহার করেন। যতি, বিধবা, ব্রতস্থ ব্রাহ্মণ ইঁহাদের কেহই স্বপাক বা পরপাক ভক্ষণ করেন না। ভক্ষণ করিলে চণ্ডালের ভোজনের পাপ হয়। অম্বুবাচীর মধ্যে বিধবাদিগকে অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া তাঁহারা প্রদীপ প্রভৃতিও স্পর্শ করেন না। অম্বুবাচী পড়িবার পূর্ব্বে তাঁহারা খৈ প্রভৃতি ভাজিয়া রাখেন। অম্বুবাচীর তিন দিন তাঁহারা তাহাই ভোজন করেন। অনেকে আবার ফলমূল খাইয়া থাকেন। কেহ বা মিষ্টান্ন, দধি ও ময়দার বাসি খাবার খান। "নাহিভাদ্দুগ্ধপানতঃ" (স্মৃতি) অম্বুবাচীতে দুগ্ধ পান করিলে সর্পভয় থাকে না।

কামরূপে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে অম্বুবাচী পর্ব্বে বিশেষ উৎসব হয়। ঐ সময়ে দেবীপীঠে চেলীর বস্ত্র দেওয়া হইয়া থাকে। সকলের বিশ্বাস পীঠরক্তে সিক্ত ঐ বস্ত্র সৌভাগ্যপ্রদ। [কামাখ্যাত°]

অম্বুবাচীত্যাগ—(পুং) অম্বুবাচীনিবৃত্তি, আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১৩শ দিবস।

অম্বুবাচীপ্রদ—(ক্লী) আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ১০ম দিবস।

অম্বুবারিণী—(স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী, স্থলকমল।

অম্বুবাসিন্—(ত্রি) [অম্বুনি জলপ্রবাহে দেশে বসতি অম্বু-বস-ণিনি, ৭-তৎ] পাটলা বৃক্ষ। (ত্রি) ২ জলবাসী।

অম্বুবাসী—(স্ত্রী) পাটলা বৃক্ষ।

অম্বুবাহ্—(পুং) মেঘ। ২ মুস্তা

অম্বুবাহ—(পুং) [অম্বুনি বহতি অম্বু বহ-অণ্, উপপদস°] মেঘ। (মেঘ ৬৩° ৩৮) ২ মুস্তা। ৩ অভ্রধাতু। ৪ হ্রদ। ৫ জলবহনকারী। ৬ সতের (১৭) সংখ্যা।

অম্বুবাহিন্—(ত্রি) [অম্বুনি বহতি দধাতি অম্বু-বহ-ণিনি, ৬-তৎ] জলপাত্র। (পুং) ২ মেঘ। ৩ মুস্তা।

অম্বুবাহিনী—(স্ত্রী) [অম্বুনি বহতি স্থানান্তরং নয়তি, অম্বু-বহ-পৌনঃপুন্যে ণিনি,৬ তৎ] দ্রোণী, শস্যক্ষেত্রে জল দিবার পাত্রবিশেষ।

অম্বুবিহার—(পুং) [নি-ষ্ঠ ঘঞ্ বিহারঃ অম্বুনি জলে বিহারঃ, ৭ তৎ] জলক্রীড়া। সন্তরণাদি। (ত্রি) ২ জলক্রীড়াযুক্ত।

অম্বু-স্রবা—(স্ত্রী) [অম্বুনঃ স্রবণং বি স্রু-অচ্] ঘৃতকুমারী। [illegible] হইতে জল বাহির হয়।

[illegible]—(পুং) [অম্বুজাতো [illegible], শাক° তৎ] জলবেতস, [illegible] পদ্ম। [illegible], বিদুল, [illegible]। (অমর)

অম্বুশিরীষিকা—(স্ত্রী) [অম্বুজাতঃ অতঃ শিরীষঃ অল্পার্থে কন্

শ্রীবাং ইবম্] জলশিরীষ। পর্য্যায় শিরীষিকা, চিটিপিকা, দুর্ব্বলা, বারি-শিরীষিকা। ইহাতে ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ এবং অর্শ নষ্ট হয়।

অম্বুশুক্তি—(স্ত্রী) জলশুক্তি।

অম্বুসংরোধ—(পুং) [অম্বুনি সংরুধ্যতেঽস্মিন্ অম্বু-সম্-রুধ-আধারে ঘঞ্] সমুদ্র।

অম্বুসরণ—(ক্লী) [অম্বু সৃ ল্যুট্] জলপ্রবাহ।

অম্বুসরি—যবদ্বীপের এক পৌরাণিক রাজকন্যা। ইনি রাজা ত্রিপ্রেভার পৌত্র পুলসরের পত্নী। অস্তিনারাজ দশবাহুর পুত্র সুয়ানুত্তন তাঁহার নবজাত পুত্রের জন্য অম্বুসরিকে ধাত্রী নিযুক্ত করেন। ঐ শিশুর মাতা সন্তানপ্রসবের পরেই গতাসু হইয়াছিলেন। ধাত্রী রূপে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে অম্বুসরি সুয়ানুত্তনকে দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন যে, তাঁহার রাজত্বকাল অতীত হইলে অম্বুসরি রাজ্যের কর্ত্রী হইবেন। প্রতিজ্ঞানুসারে অম্বুসরি রাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং স্থানীয় ৪১৫ অব্দে পুত্র অবিয়সকে ঐ রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অবিয়সের (ব্যাস) তিন পুত্র—দ্রেষ্টরত (ধৃতরাষ্ট্র), পাণ্ডুদেব নত ও রামবিদর (বিদুর)।

অম্বুসর্পিণী—(স্ত্রী) [অম্বুনি জলে সর্পতি গচ্ছতি অম্বু-সৃপ-ণিনি, ৭-তৎ] জলৌকা, জোঁক।

অম্বুসাদন—(ক্লী) নির্ম্মলীবীজ।

অম্বুসারা—(স্ত্রী) কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ।

অম্বুসাহ্ব—(পুং) কুন্দপুষ্প ক্ষুপ, কুন্দপুষ্পের ঝাড়।

অম্বুসেচনী—(স্ত্রী) [অম্বুনি সিচ্যন্তে নৌকাতঃ অনয়া অম্বু-সিচ-করণে ল্যুট্, ৬-তৎ] নৌকা হইতে জল ছেঁচিয়া ফেলিবার কাষ্ঠময় পাত্র, সেঁউতী, কাস্তো।

অম্বুকৃত—(ক্লী) [অনম্বু অম্বুকৃতম্ অম্বু চি-কৃ-ক্ত] নিষ্ঠীবনযুক্ত বাক্য। যে বাক্য বলিতে বলিতে মুখ হইতে থুথু বাহির হয়। (ত্রি) ২ অশ্লীল আলাপ করা, যেখানে অশ্রাব্য আলাপ হইয়াছে।

অম্বুর—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর অর্কাট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ইহা অক্ষা° ১২ ৫০´২৫´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৪´৩০´´ পূ°। এই নগর বেল্লুর হইতে ৩০, বঙ্গলোর হইতে ৭৯ এবং মাদ্রাজ হইতে ১১২ মাইল। কড়পনাথম নামক ঘাটীর পাদদেশে ও পালার নামক নদীর দক্ষিণে এই নগর অবস্থিত। এখান হইতে বেল্লুর ও সলেম পর্য্যন্ত উত্তম রাস্তা গিয়াছে। রেলষ্টেশন হইতে ১½ ক্রোশ দূর। অম্বুরদুর্গ পর্ব্বতশিখর নগর পশ্চাতে বিদ্যমান। এখানে ঘৃত, তৈল ও নীল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এখানে রেলপথ হইলে নদীপথে মালের সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। অম্বুরদুর্গ পর্ব্বতের উপরে কেল্লা আছে। ১৭৫০ খৃঃ এই কেল্লার নিকটে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধে মুজফ্ফর জঙ্গ কর্তৃক আর্কটের নবাব আনবর উদ্দীন পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৭৬৮ খৃঃ মাদ্রাজের ১০০ পদাতিক সৈন্য এই কেল্লাটীকে খুব বীরত্বের সহিত রক্ষা করিয়াছিল। বিংশ বর্ষ পরে হায়দার আলী ভীষণ যুদ্ধ করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। কিন্তু মঙ্গলুরের সন্ধি অনুসারে পুনরায় আপোষে নিষ্পত্তি হয়। ১৭৯২ ও ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে এই কেল্লায় সৈন্য রাখা হয় এবং শত্রুগণের গতিবিধি বন্ধ করা হয়।

অম্বুরদুর্গ (অম্বুর দুর্গম্)—মাদ্রাজের উত্তর অর্কাট জেলার গুড়িয়াতম্ তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অম্বুর রেল ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলমান অধিকারে এখানে পার্শ্ববর্ত্তী কৈলাসগিরি শৈলশিরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে একটী বিস্তৃত গুহা দৃষ্ট হয়। এক সময়ে ঐ গুহা বারুদখানারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখানে একটী দেবমন্দিরও আছে।

অম্বুরপেট—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সলেম জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২২°৪৭´১৫´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৫´১৫´´ পূর্ব্বে এই নগর অবস্থিত। ইহা বনিয়মবাড়ীর সহরতলী।

অম্বুলী—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা জেলার একটী ছোট ঘাটী। এই ঘাটীর সমীপস্থ রাস্তা দিয়া অম্বুলী হইতে পালু যাতায়াত করা যায়। ঐ পথে জুন্নর হইতে কল্যাণ নগরে যাওয়া সুবিধা আছে।

অম্বুলুপালী—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কোড রাজ্যের অম্বুলুপালী তালুকের এক নগর। অক্ষা° ৯°২৩´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৬°২৪´৩০´´ পূ°। এখানে এপ্রেল মাসে খুব জাঁকজমকের সহিত এক মেলা বসিয়া থাকে। ১৭৫৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এখানে চেম্বগচারী নৃপতিদের রাজধানী ছিল।

অম্বেগাঁও—নাসিক জেলার একটী গ্রাম। দিন্দোরীর ১৩ মাইল পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। এখানে সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত হেমাদ পন্থী মহাদেবের একটী মন্দির আছে।

অম্বেলা—পেশাবর জেলার উত্তর-পূর্ব্ব সীমার বহির্দ্দেশে অবস্থিত এক গিরিবর্ত্ম। ইহা বুনের জেলার অন্তর্গত। অক্ষা° ৩৪°২৪´ উঃ দ্রাঘি° ৭২°৩৮ পূঃ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এখানে যে যুদ্ধবিগ্রহ হয় তাহা ইতিহাসে 'অম্বেলা অভিযান' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁর সেনাপতি সৈয়দ আহম্মদ খাঁ পেশাবর সীমান্তে য়ুসুফজাই পাঠানদের মধ্যে বাস করিতে থাকেন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই রণজিৎ সিংহ নৌশেরায় পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে শিখের সৈয়দ আহম্মদকে পেশাবর উপত্যকা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সৈয়দ আহম্মদ প্রথমে সোয়াৎ, পরে বুনের নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। ১৮২৯ সালে তিনি পেশাবর আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার পাঠান

অনুচরগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হাজারা জেলার বালাকোট নামক স্থানে তাড়াইয়া দেয়। এইখানে শিখসর্দার শেরসিংহ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহার পক্ষীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা উৎমানজাই-যুসুফজাই পাঠানদের বাসস্থান সিত্তানা গ্রামে বাস স্থাপন করিল। সোয়াতের পীর বা ধর্মগুরুর আদেশে ধর্মান্ধ পাঠানগণ এখানে একটী দুর্গ নির্মাণ ও উপনিবেশ স্থাপন করে। পঞ্জাব বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত হইয়াছেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের করদ অম্বরাজ্যের খাঁকে আক্রমণ করে। গবর্ণমেণ্ট একদল সৈন্য পাঠাইয়া ইহাদিগকে দমন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহারা মর্দানের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের শিবির আক্রমণ করিলে দ্বিতীয়বার একদল ইংরেজ সৈন্য গিয়া ইহাদিগকে দমন করে। আক্রমণকারী পাঠানগণ তখন সিত্তানা ছাড়িয়া দিয়া মহাবন পর্ব্বতের উত্তরস্থ মালকা নামক স্থানে বাস করিতে সম্মত হয়। কিছুকাল পরে তাহারা মালকা হইতে লুঠতরাজ করিতে থাকে এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সিত্তানা অধিকার করে। তখন পেশবার ও হাজারা হইতে দুই দল সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। প্রথম দলে সার নেভিল চেম্বারলেনের অধীনে ৯০০০ সৈন্য অম্বেলা গিরিপথ অধিকার করিয়া সিত্তানা আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে চামলা উপত্যকা দিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হয়। কিন্তু বুনের এবং সোয়াতের পাঠানগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। অবশেষে বহুকষ্টে ইংরেজ সৈন্য চামলা উপত্যকা দিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। এই সংঘর্ষে ইংরেজ পক্ষে ২০ জন সেনানী (১৬ জন বৃটীশ, ৪ জন দেশীয়) ও ২১৯ জন সৈন্য নিহত হয় এবং ৬৭০ জন সৈন্য আহত হয়। যাহা হউক, অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। বিদ্রোহী পাঠানদের প্রধান আড্ডা মালকা বিধ্বস্ত হয়। তদবধি এখানে আর কোন উৎপাত হয় নাই।

অম্বোলাড়দুর্গ—কোঙ্কণ প্রদেশস্থ রত্নাগিরি জেলার একটী দুর্গ। রাজাপুর নদীর মোহনার সন্নিকটে উপসাগরের কূলে অবস্থিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অধিক উচ্চ নহে। উত্তর ও পশ্চিমদিক গড়খাই বেষ্টিত। দুর্গটী বর্ত্তমানে একটী ধ্বংসস্তূপ মাত্র—প্রাকার, কক্ষ, ছাদ কিছুই অবশিষ্ট নাই।

অম্বোলী—বোম্বাই প্রদেশের সাবন্তবাড়ী রাজ্যের অন্তর্গত একটী স্বাস্থ্যাবাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৭০০ ফুট উচ্চ ঘাট পর্ব্বতমালার প্রান্তভাগে অবস্থিত। অক্ষাং ১৫°৫৮ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৮°৪ পূঃ। এখান হইতে দুইটী রাস্তা রামঘাট ও মহাদেবগড়ের অভিমুখে গিয়াছে। গ্রামের অবস্থা ভাল। স্বাস্থ্যান্বেষীদিগের বাসের জন্য অনেকগুলি বাড়ী আছে। ইংরেজ পলিটিকাল এজেণ্ট এখানে থাকেন। স্থানটী স্বাস্থ্যপ্রদ এবং দৃশ্যও মনোরম।

অম্ব্য—(পুং) গায়ক, যে গান করিতে পারে।

অম্ল—(পুং) [অবি-ক্ল] অম্লরস। (ত্রি) ২ অম্লরস-বিশিষ্ট। ইহার অপভ্রংশ অম্বল শব্দ আমরা চলিত ভাষায় ব্যবহার করি। দধি প্রস্তুত করিবার অম্লকে আমরা 'দম্বল' বলিয়া থাকি।

অম্ভস—(ক্লী) [আপ্নোতি বিশ্বং ব্যাপ্নোতি আপ অসুন, হ্রস্বঃ নুম ভশ্চ] জল। (রঘু ১৮৯) ২ বহুবচনে—দেব, মনুষ্য এবং পিতৃলোককে বুঝায়। ৩ বাল নামক ঔষধ। ৪ লগ্ন হইতে চতুর্থ রাশি। ৫ বৈদিক ছন্দোবিশেষ। ৬ আকাশ। ৭ চারিসংখ্যা। [অম্ভ উদকমনয়োরস্তি, মত্বর্থীয়স্য লুক] ৮ দ্যুলোক ও পৃথিবী লোক। ৯ সাংখ্যের মতে এক প্রকার আধ্যাত্মিক তুষ্টি। (তত্ত্বকৌমুদী)

অম্ভঃপা—(পুং) চাতকপাখী।

অম্ভঃসার,অম্ভসসার—(ক্লী) [অম্ভসাং সারং শ্রেষ্ঠম, ৬-তৎ] মুক্তা।

অম্ভঃসূ, অম্ভসসূ—(পুং) [অম্ভাংসি জলানি সূতে অম্ভস্ সূ-ক্বিপ্] ধূম, ধূঁয়া। ধূঁয়া হইতে মেঘ হয়, তাহার পর মেঘ হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাই ধূঁয়াকে অম্ভঃসূ কহে। ফলতঃ ধূঁয়া দগ্ধ পদার্থের জলীয়াংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অম্ভঃস্থ—(ত্রি) জলযুক্ত। ২ যাহা জলে থাকে।

অম্ভসাংনাথ—(পুং) [অম্ভসাং জলানাং নিধিঃ, অলুক সং ৬ তৎ] সমুদ্র। (মাঘ ১২০)

অম্ভসাকৃত—(ত্রি) জলের দ্বারা কৃত, জলনিষ্পন্ন।

অম্ভৃণী—(স্ত্রী) বৈদিক শব্দ, চিত্রা ভেদ। ইনি স্তুক্ত সম্পর্কে দেব কিয়দংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অম্ভ্রণ—(পুং) [অম কিপ অম, ততো ভৃ-বাহুলক ল্যু] মৃত। ২ ভয়ঙ্কর শব্দ। (ঋক ১।১৩৩৫) ৩ সোমরস প্রস্তুত করিবার পাত্র। (শুক্লযজুঃ ১৯২৭) ৪ একজন ঋষি। ইনি বাকের পিতা। (ত্রি) ৫ শক্তিশালী।

অম্ভোজ—(ক্লী) [অম্ভসি জলে জায়তে অম্ভস্-জন ড, ৭-তৎ] পদ্ম। (রামা ৫।৩৬।১২) ২ সারস পক্ষী। ৩ চন্দ্র। (পুং) ৪ কর্পূর। (পুং ক্লী) ৫ শঙ্খ। (ত্রি) ৬ জলজাত মাত্র।

অম্ভোজখণ্ড, অম্ভোজষণ্ড, অম্ভোজসণ্ড—(পুং) পদ্মসমূহ। (মাঘ ১১।৬৪)

অম্ভোজজন্মন্—(পুং) [অম্ভোজে পদ্মে জন্ম যস্য বহুব্রী] চতুর্মুখ, বিষ্ণুর নাভিপদ্মজাত ব্রহ্ম।

অম্ভোজনাল—(পুং) পদ্মের নাল।

অম্ভোজযোনি—(পুং) [অম্ভোজং হরিনাভিপদ্মং যোনিঃ উৎপত্তিস্থানং যস্য, বহুব্রী] ব্রহ্মা। (প্রবোধচন্দ্র দয় ১৪১)

অম্ভোজা—(স্ত্রী) যষ্টিমধুলতা।

অম্ভোজিনী—(স্ত্রী) [অম্ভোজানাং সমূহঃ অম্ভোজ-সমূহার্থে ইনি ঙীপ্] পদ্মসমূহ। (গীতা ২.১৫) পদ্মলতা। ২ পদ্মযুক্তদেশ।

অম্ভোদ—(পুং) [অম্ভো জলং দদাতি অম্ভস্-দা-ক] মেঘ। (রামা° ৫ ৪০ ৭) ২ মুস্তা। (ত্রি) ৩ জলদানকর্ত্তা।

অম্ভোধর—(পুং) [অম্ভো জলং ধরতি অম্ভস্ ধৃ অচ্] মেঘ। (ঋতুসংহার ২ ১) ২ মুস্তা। ৩ সমুদ্র।

অম্ভোধি—(পুং) [অম্ভাংসি ধীয়ন্তেঽস্মিন, অম্ভস্ ধা-আধারে কি] সমুদ্র। (মাঘ ২ ১০০)

অম্ভোধিপল্লব—(পুং) প্রবাল। প্রবাল সমুদ্রে জন্মে।

অম্ভোধিবল্লভ—(পুং) প্রবাল, পলা।

অম্ভোনিধি—(পুং) [অম্ভসঃ নিধিঃ ৬-তৎ] সমুদ্র। (কুমার৫১ ২০)

অম্ভোরুহকেশর—(ক্লী) পদ্মকেশর, পদ্মের রেণু।

অম্ভোরা—মধ্যপ্রদেশের নাগপুর বিভাগের ভাণ্ডারা জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। বেণগঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত চৈতন্যেশ্বরের মন্দির ও হরিহরস্বামীর সমাধির জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। এখানে বৎসরে তিনবার মেলা হয় এবং নাগপুর ও ভণ্ডারা হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ঐ মেলায় নিকটবর্ত্তী স্থানজাত নানা পণ্য বিক্রীত হয়। মন্দিরের ব্যবস্থা একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত।

অম্ভোরাশি—(পুং) [অম্ভসাং রাশিঃ যত্র বহুব্রী] সমুদ্র।

অম্ভোরুহ—(ক্লী) [অম্ভসি রোহতি অম্ভ-রুহ ক, ৭ তৎ] পদ্ম। ২ সারস পক্ষী। (ত্রি) ৩ জলজাতমাত্র। (পুং) বেতস, বেত্র।

অম্মকুড়ুগ—গুজরাট প্রদেশান্তর্গত কাবেরী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানবাসী এক পুরোহিত সম্প্রদায়। পূর্ব্বে লোকে ইহাদের ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত বলিয়াই মনে করিত, এখন বিশ্বাস অন্যরূপ।

অম্মণদেব—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাণাড়া জেলার অন্তর্গত মানখেড়ের এক রাষ্ট্রকূট নৃপতি, অর্জ্জুনের পুত্র চেদীর মহারাজ কোক্কল ইঁহার পিতামহ। ইঁহার কন্যার সহিত মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। নৌসরী তাম্রফলক অনুসারে—৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৪ বৎসর পরে রাজা কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

অম্মপটম্—মান্দ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত পট্টুকোট্টই তালুকের একটী সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর। অক্ষা° ১০ ১ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১৫′ পূঃ। এখান হইতে চাউল ও জীবিত পশু প্রধানতঃ সিংহলে রপ্তানী হয় এবং নানাস্থান হইতে ধান্যের আমদানী হইয়া থাকে। সিংহলের চা-বাগানে এখান হইতে সপ্তাহে দুইবার কুলী প্রেরিত হয়।

অম্মপেট—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সলেম জেলার এক নগর। অক্ষা° ১২°৯′১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪১′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

অম্ময়—(ত্রি) [অপাং বিকারাদি অপ্-ময়ট্ প স্থানে মঃ] জলের বিকার। ২ ফেনাদি। ৩ প্রচুর জল। (রঘু ১০ ৫) ৪ জলের অবয়ব।

অম্মায়ানায়কনুর—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলার ডিণ্ডিগল তালুকের অন্তর্গত এক রাজ্য। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে যে লড়াই হইয়াছিল, উহাতে ডিণ্ডিগল চাঁদ-সাহেবের হাতে আসিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলি যখন লড়াই করিয়াছিলেন, তখন এই রাজ্য তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল। ইংরাজের অধিকারে এই রাজ্যের কর বার্ষিক হাজার টাকা মাত্র ধার্য্য হয়। এই নগরে দক্ষিণ ভারত রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে।

অম্মাল—'বেদান্তবিলাস' নামক নাটকরচয়িতা।

অম্মুগী—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত কল্যাণ রাজ্যের কান কচ্চুড়ি নৃপতি। ইনি সিন্ধুরাজের পুত্র। মহিসুরের অন্তর্গত হরিহর নামক স্থানে যে শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে—এই রাজ্য কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইনি শিবের অবতার স্বরূপ ছিলেন বলিয়া লোকের ধারণা। কোন ব্রাহ্মণী হইতে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল।

ইনি কালঞ্জর নামক স্থানে এক নরমাংস-ভক্ষণকারী রাজাকে বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণ মধ্যভারতের ডাহল প্রান্ত রাজ্যের অধিপতি হন। এই বংশের কতিপয় রাজা রাজ্য শাসন করিবার পর শেষে কন্নর রাজা হন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল—বিজ্জল ও সিন্ধুরাজ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিজ্জল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ সিন্ধুরাজের চারি পুত্র ছিল,—অম্মুগী, শঙ্খবর্দ্ধন, কন্নর এবং জোগম। ইঁহাদিগের মধ্যে অম্মুগী প্রথম রাজ্য পাইয়াছিলেন। অম্মুগীর পর জোগম সিংহাসনে আরোহণ করেন। জোগমের পুত্র পরমাডি। পরমাডির পুত্র বিজ্জল যখন রাজা হন, তখন এই শিলালেখ উৎকীর্ণ হয়।

অম্যক্—(অব্য) নিকটে, ধারে।

আম্র (পুং) [অম্যতে সৌরভেন দূরাৎ জ্ঞায়তে অম রক] আম্র বৃক্ষ। আম্রের ফল বা পাতা শুকাইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়।

আম্র বা আম (Mangifera indica) ইহার চলিত নাম আম বা আঁব। ছোটনাগপুরে নাগাপর্ব্বতে এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণে ইহা পূর্ব্বে আপনিই জন্মাইত। এখন ভারতবর্ষের সকল স্থানেই এই গাছ রোপণ করা হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর ফল হইয়া থাকে।

আম্র শব্দের এই কএকটী পর্য্যায় দেখা যায়—অম্র, আম্র, চূত, রসাল, সহকার, কামরস, কামবল্লভ, কামাঙ্গ, কীরেষ্ট,

মাদবক্রম, ভৃঙ্গাভীষ্ট, সীধুরস, মধুলী, কোকিলোৎসব, বসন্তদূত, অম্রফল, মোদাখ্য, মন্মথালয়, মধ্বাবাস, সুমদন, পিকরাগ, নৃপপ্রিয়, প্রিয়াম্বু, কোকিলাবাস, মাকন্দ, ষট্পদাতিথি, মধুব্রত, বসন্তদ্রু, পিকপ্রিয়, স্ত্রীপ্রিয়, গন্ধবন্ধু, অলিপ্রিয়, মদিরাসখ।

ভারতবর্ষই আম্রের জন্মস্থান। ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছ, শীতপ্রধান দেশে আঁবগাছ জন্মে না। অল্প লবণাক্ত সরস মৃত্তিকাতে আঁবগাছ অধিক তেজ করে, নীরস বেলে ও কাঁকুরে মাটীতেও ইহা জন্মিয়া থাকে। আঁটীর চারা, গুলকলম এবং যোড়-কলম এই তিন প্রকারে আঁবের গাছ রোপণ করা হয়। পূর্ব্বে দেশে আঁটি পুতিয়াই সকলে আমগাছ করিত। তাহার পর ইউরোপীয়দের নিকট আমরা কলম করিতে শিখিয়াছি। আটির গাছ বিলক্ষণ বড় ও সতেজ হয়, কলমের গাছ তাদৃশ বড় ও তেজস্কর হয় না। ভাঙ্গা প্রাচীরের মাটী এবং শুষ্ক পাঁকমাটী আম গাছের গোড়ায় দিলে গাছ অধিক তেজ করিয়া উঠে। ডাক-পুরুষের বচন আছে,—'গোড়ে গোবর আমে মাটী। নারিকেলের শিকড় কাটি।'

আমাদের নিম্ন বঙ্গে পৌষ মাসের শেষে আমের মুকুল বাহির হইতে আরম্ভ হয়; মাঘ মাসে কোন গাছে মুকুল বাহির হইতে বাকি থাকে না। মুকুল ফুটিলে তাহাতে বৃষ্টির জল লাগিলে পোকায় জ্বলিয়া যায়, সুতরাং আর ফল ধরে না। মাঘ মাসের শেষে এবং ফাল্গুন মাসে ছোট ছোট আম ধরে। তাহাকে আমরা কড়ুয়া বলি। কোন কোন স্থানের লোক তাহাকে গুটী কহে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে প্রায় সমস্ত আঁব পাকিয়া যায়। কিন্তু ভাগল-পুর, মালদহ হইতে পশ্চিমের সকল স্থলে মাঘ, ফাল্গুন মাসে মুকুল ধরে এবং আষাঢ় মাসে আঁব পাকিতে আরম্ভ করে। প্রবাদ মিথিলার অন্তর্গত মংরাউনীতে কবি কালিদাস এক সময়ে ছিলেন এবং তিনি মালবদেশেও থাকিতেন। তাঁহার মেঘদূতে এই কারণ আষাঢ় মাসে আম্র সুপক্ব হইয়াছিল, ইহা লিখিত হইয়াছে। অতএব ঐ দুই স্থানের যেখানেই তিনি মেঘদূত রচনা করিয়া থাকুন, আষাঢ় মাসে তথায় আম্র পরিপক্ব হইয়া থাকে। "ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ।" পূর্ব্ব মে° ১৮) ইহাতে মল্লিনাথ লিখিয়াছেন, 'আষাঢ়ে বনচূতাঃ ফলানি পচ্যন্তে চ মেঘ-বাতেন ইত্যাশয়ঃ।' ইহাতে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, অন্যান্য আম্র ইহার পূর্ব্বে পরিপক্ব হয়। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায়, বিশেষ কতকগুলি গাছ ভিন্ন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে আষাঢ় মাসেই আম্র পাকিয়া থাকে। ফলতঃ বাঙ্গালা দেশের চেয়ে সেখানে অনেক পরে আম পরিপক্ব হয়। বোম্বাইয়ের, মালদহের এবং লেঙ্গড়া আমের সকলে অধিক আদর করিয়া থাকেন। কলিকাতার দক্ষিণে এবং আসাম প্রভৃতি অনেক স্থানে আম্র পরিপক্ব হইবার সময়ে তাহার ভিতরে কীট জন্মে। কতক আম্রের কসীর ভিতরে এক প্রকার পতঙ্গ হয়, পাকা আম কাটিলে সেই কীট ভোঁ করিয়া উড়িয়া যায়। এ প্রকার কীট জন্মিলে আমের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হয় না। কিন্তু অন্য প্রকার কীট অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পরিপক্ব আম্রে তাহা কীল কীল করিয়া নড়িতে থাকে। এ প্রকার কীট জন্মিলে, সে আম্র খাইতে পারা যায় না। এই সকল পরাঙ্গপুষ্ট বাহির হইতে সূক্ষ্ম ছিদ্রদ্বারা আমের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহার পর বড় হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে কচি আম কষায়, রুচিকর, ঈষৎ অম্ল, সুগন্ধি, [illegible] বায়ু, রক্ত ও পিত্তবৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে কফ এবং অনেক প্রকার রোগও নষ্ট হইয়া থাকে। অপক্ব বড় আম পিত্তকর।

পাকা আমের অনেক গুণ। লোকে কথায় বলিয়া থাকে—'যদি পাই আমের রসী, খাই না খাই গায়ে ধরী।' সুমিষ্ট পাকা আম্র সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। তাহাতে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। খাইলে বর্ণ, রুচি, শরীরের কান্তি বল এবং মাংসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পাকা আঁব মধুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া খাইলে ক্ষয়রোগ, প্লীহা, বাতশ্লেষ্মা প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়ায় উপকার দর্শে। দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে, বাত ও পিত্ত নষ্ট হয় এবং অগ্নিবল ও বর্ণ-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দুগ্ধসংযুক্ত আম্র শীতল, সুস্বাদু, স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও অল্প বিরেচক। বাত-পিত্তাদি রোগে ইহা হিতকর। ইহাতে শুক্র, রক্ত এবং বল বৃদ্ধি হয়।

পাকা আম্রের প্রধান গুণ এই, ইহাতে বিলক্ষণ কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে, তজ্জন্য অনেক রোগেই ইহা হিতকর। গৃহস্থেরা কচি আম্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া রাখে। শিশুদের উদরাময় হইলে তাহার ক্বাথ খাইতে দিলে ২।৩ দিনেই উপকার দর্শে। আঁবের কচি পাতা, মূল এবং কষ ও সঙ্কোচক। সে কারণ জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে উদরাময় রোগ নষ্ট হয়। পশ্চিমদেশের দরিদ্র লোকে পাকা আঁবের কসী আগুনে পোড়াইয়া খায়। কসীচূর্ণ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া অনেকে তাহাতে রুটী প্রস্তুত করে। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা আমের কসী, শুঁঠ এবং কাঁচা বেল একত্র সিদ্ধ করিয়া রক্তামাশয় এবং উদরাময় রোগে ব্যবস্থা করিয়া বিলক্ষণ উপকার হইতে দেখিয়াছেন। নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িলে, কসীর রস নাকে নস্য লইলে রক্ত বন্ধ হয়। ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়াতে লিখিত হইয়াছে যে, আঁবের কসীতে প্রচুর পরিমাণে গ্যালিক এসিড আছে। ইহাতে কৃমি নষ্ট হয় এবং বাধক ও অর্শরোগে ইহার ক্বাথ খাইলে রোগী সুস্থ হইয়া আসে। বৈদ্য রাজবল্লভের মতে, ইহাতে তৃষ্ণা, সর্দ্দি, মেহ এবং অতিসার নষ্ট হয়। আম্রের মুকুল রুচিকর এবং অগ্নিদীপন।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা কহেন যে, কচি আঁব এবং কচি আঁবের কসী চক্ষুপ্রদাহে, কণ্ঠরোগে এবং হাঁপানী কাসিতে বিশেষ উপকার করে। কচি পাতা শুকাইয়া তামাকের মত তাহার ধুঁয়া হুঁকায় টানিয়া সেবন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও কণ্ঠরোগের প্রতিকার হয়। ডাক্তার আন্সিলি কহেন যে, আমগাছের আটা, লেবুর রস অথবা তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগে লাগাইলে উপকার হয়। আম্রের তক্তা তাদৃশ কঠিন এবং স্থায়ী নহে, তবু সাধারণ লোকে ইহার কপাট প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কাপড়ে রঙ্ করিবার পূর্ব্বে অনেকে আঁবের পাতার ও ছালের কষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে অনেকেই অপক্ক আম শুকাইয়া রাখে। তাহাকে আমরা আমচুর বা আম্সী বলি। পক্ক আমের রস পাতলা করিয়া শুকাইলে তাহাকে আমসত্ব কহে। সর্ব্বদা রৌদ্রে দিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখিলে আম্সী ও আমসত্ব বারমাস থাকে, তাহাতে পোকা লাগিতে পারে না। কিন্তু আমচুর হরিদ্রা এবং লবণ মিশ্রিত না থাকিলে বর্ষাকালে কীটাদিতে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বভাবতঃ যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু, সে সকল লোক নিত্য আমচুর ও আমসত্ব খাইলে পেটের উদ্বেগ কমিয়া আসে।

বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত আম্রখণ্ড অতি উপাদেয় সামগ্রী। ইহাতে নেত্ররোগ, বায়ুরোগ, অম্লপিত্তজনিত রোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, মেহ প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়া নষ্ট হয়, এবং দেহের কান্তি ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই,—সুমিষ্ট আম্রের রস কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ রস ৮২ সের, পরিষ্কার চিনি /৮, গব্য ঘৃত /৪, শুঁঠচূর্ণ /১, মরীচচূর্ণ/॥০, পিপুলচূর্ণ /।০, দুগ্ধ /৮, মূর্চ্ছিত ঘৃতের সঙ্গে সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে, পিপুলমূল, মুতা, চৈ, ধনে, জীরে, কৃষ্ণজীরে, শঠী বড় এলাইচ, দারুচিনি, ও তালিশপত্র, সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া প্রত্যেক দ্রব্য /॥০ সের লইবে। তত্রমুঞ্জবীজ, লবঙ্গ, নাগকেশর, চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ২৪ তোলা, খাঁটী মধু /৪ সের। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে আম্রের রস মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের ভাঁড়ে রাখিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক। মাত্রা ২ তোলা, ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধের সঙ্গে সেবন করিবে।

আমাদের বঙ্গদেশের অনেকস্থানে আঁবের আচার 'কাসুন্দী' প্রস্তুত হয়। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ—প্রথমে সরিষা ও হরিদ্রা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে ঐ দুই দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া লইবে। তাহার পর অপক্ক আম্র ১০ সের, উপরের ত্বক্ এবং ভিতরের কসী ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। পাকা তেঁতুল ৩ সের, আঁটি কাটিয়া ফেলিবে। তাহার পর সরিষাচূর্ণ ২ সের এবং হরিদ্রা অর্দ্ধ সের, আম্র ও তেঁতুলের সঙ্গে একত্র ঢেঁকিতে কুটিবে। কুট্টিত হইলে তাহা হাঁড়ীর ভিতর তুলিয়া রাখিবে। চারিদিন পরে আবার উহার সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ১০ সের আম্র ও ৩ সের তেঁতুল কুটিবে। এক সপ্তাহ পরে পুনর্ব্বার উহার সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ১০ সের আম্র ও ৩ সের তেঁতুল ও ২॥০ সের লবণ একত্র কুটিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া মিশ্রিত করিবে। এই আচার হাড়ীর ভিতরে পুরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিলে ইহা পচিয়া যায় না। ইহা মুখরোচক ও আগ্নেয়। ইহাতে অন্নের ব্যঞ্জন পাক করিলে তাহা খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়। বাঙ্গালার স্থানবিশেষ আরও অন্যান্য অনেক প্রকার কাসুন্দী প্রস্তুত হয়।

পশ্চিমদেশের আচারও খাইতে রুচিকর। তাহা এইরূপে প্রস্তুত করিতে হয়।—আঁবের ভিতরে বাকড়া বাঁধিলে এক একটী আমকে চারি খণ্ড করিয়া কাটিবে। তাহার ভিতরের অর্দ্ধখণ্ডের কসী ফেলিয়া দিবে, অর্দ্ধেক কসী রাখিবে। পরে পাথরের পাত্রে সেই সকল আম্রে উত্তমরূপে সৈন্ধব লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে দিবে। জল নিঃসৃত হইলে তাহা গালিয়া ফেলিবে। এই প্রক্রিয়া তিন দিন করিতে হয়। শেষে গুঁড়া করা ছোট মেথী, কৃষ্ণজীরে, মৌরী এবং অর্দ্ধ কুটা লঙ্কা ও কতকগুলি আস্ত লঙ্কা—এই সমস্ত মসলার অনুমান অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ প্রত্যেক আম্রের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া খাঁটী সরিষার তৈলে আঁবগুলি ভিজাইয়া রাখিবে এবং তাহার উপরেও কিঞ্চিৎ ঐ সকল মসলা এবং সৈন্ধব লবণ ছড়াইয়া দিবে। তাহার পর হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে ইহা রৌদ্রে দেওয়া আবশ্যক। কিছুদিন পরে আম্র জরিয়া গেলে আচার প্রস্তুত হয়। ইহাকে মসলা সংযুক্ত "আঁবতেল" বলা হয়। কাঁচা আম কুচি কুচি কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তৈলে রাখিলে আর এক প্রকারে আঁবতেল হয়। এতদ্ভিন্ন মিষ্ট সংযোগে আমের "মিষ্টি আম্শি" ও মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পাকা আম্রের মোরব্বাও খাইতে সুস্বাদু। কিন্তু ইহাতে বিলক্ষণ কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। যে আঁবে আদৌ আঁশ নাই এবং পাকিলে কঠিন থাকে, তাহা বড় বড় করিয়া কাটিয়া প্রথমে ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইবে। পরে তাহা মিশ্রিতরসের মত গাঢ় চিনির রসে ফেলিয়া ভাঁড়ে তুলিয়া রাখিবে। আঁবের মোরব্বা অধিক দিন থাকে না। [আম্র দ্র°]

অম্রগন্ধিহরিদ্রা—(স্ত্রী) আম্রহরিদ্রা, আম হলুদ

অম্রৎবেল—কাথিয়াবাড়ের ভাবনগর রাজ্যস্থ কুণ্ডলা সহরের ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে একটী 'পালিয়া' (সতী স্তম্ভ) বিদ্যমান আছে। ইহার সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপঃ—আনোয়ার শাহ নামক একজন বুখারী সৈয়দ এই স্থানের মালিক ছিলেন। তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলাল সিদ্দি

নিশ নিয়া গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ রমণী'ক বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে। রমণীর স্বামী প্রতিবাদ করিলে উক্ত দুর্বৃত্ত তাহার প্রাণনাশ করে। সতী রমণী স্বামীর সহমৃতা হন। তাঁহার চিতার উপরেই এক পালিয়া নির্ম্মিত হয়। উক্ত সতীস্তম্ভে যে ফলক উৎকীর্ণ তাহাতে ১০৪২ সংবতের ভাদ্র শুক্লা দশমী শনিবার তারিখ দৃষ্ট হয়। উক্ত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধার্থ জুনা-সাবড়ের বালা-রাজপুতগণ রাত্রিকালে গ্রাম আক্রমণ করিয়া জ্বালাইয়া দেয় এবং সৈয়দ ও সিদ্দি উভয়কে নিহত করে। তৎপরে খৃষ্টীয় ১৫শ শতকে খুমানগণ এই গ্রামে পুনরায় বসতি স্থাপন করে এবং ইহার নাম অম্রৎবেল রাখে।

অম্রবেতস—(পুং) অম্লবেতস।

অম্রাত—(পুং) আমড়াগাছ।

অম্‌রেলী—বরোদা রাজ্যের অমরেলী প্রান্তস্থ একটী তালুক বা বিভাগ। অক্ষা° ২১°২০ হইতে ২১°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২ হইতে ৭১°২১′ পূঃ। ক্ষেত্রফল ২২৮ বর্গমাইল। অমরেলী জেলা ও ওখমণ্ডল লইয়া এই তালুকটী গঠিত। ইহাতে ৫৮ খানি গ্রাম আছে। অমরেলী একটী উর্ব্বর সমতল ভূভাগ। এখানকার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও উর্ব্বর। শত্রুঞ্জী নদী এই তালুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উক্ত শত্রুঞ্জীর উত্তরতীরস্থ ভূমিভাগই অধিকতর উর্ব্বর। ইহার মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল জলবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কএকটী নদী প্রবাহিত থাকায় ক্ষেত্রসমূহ শ্যামল শস্যাচ্ছাদিত। জোয়ার, বাজরা, গম, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য।

অম্‌রেলী₂—বরোদা রাজ্যস্থ অমরেলী প্রান্তের অন্তর্গত অমরেলী তালুকের প্রধান নগর এবং বিচার সদর। অক্ষা° ২১ ৩৬ উঃ দ্রাঘি ৭১ ১৫ ১৫ পূঃ। ইহা বরোদা হইতে ১৩৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ও অহ্মদাবাদ হইতে ১৩২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ভাব নগর পোরবন্দর-রেলপথের চিতল ষ্টেশন এখান হইতে ১০ মাইল দূর। থেবী নদীর তীরে অমরেলী নগর অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ছিল, অধুনা তাহা ভগ্ন। নগরটী প্রাচীন, ইহার পূর্ব্ব নাম অমরবল্লী। নাগনাথের মন্দির ফলকে এই নাম উৎকীর্ণ দেখা যায়। ইহার অপর নাম গীর্ব্বাণপল্লী। প্রাচীন নগরের জুনা-কোট নামক দুর্গ এখন সরকারী জেলখানা রূপে ব্যবহৃত হয়। অমরেলী প্রান্তের প্রধান সহর বলিয়া এখানে দেওয়ানী (জজ) আদালত, ফৌজদারী আদালত, ও অন্যান্য অফিস আছে, এ ছাড়া এখানে হাঁসপাতাল, লাইব্রেরী, প্রেস ও কতিপয় উচ্চ এবং মধ্য বিদ্যালয় আছে। কএকটী তাঁত এখানে চলিয়া থাকে, কাপড়ে রং করা এবং রূপার জিনিষও কিছু কিছু তৈয়ারী হয়। অমরেলী কাথিয়াবাড়ের তুলার ব্যবসায়ের একটী প্রধান কেন্দ্র। বরোদার রেসিডেন্টের সহকারীরূপে বোম্বাইয়ের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একজন কর্ম্মচারী অম্‌রেলীতে অবস্থান করেন। এখানকার কামনাথ ও ত্র্যম্বকনাথ মন্দির এবং জুনা মসজিদ প্রসিদ্ধ।

অম্‌রেলী প্রান্ত—বরোদা রাজ্যের একটী 'প্রান্ত' বা জেলা, কাথিয়াবাড়ে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১২৪৫ বর্গমাইল। ইহা ১৭টী ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত। ইহার দুইটী প্রধান ভাগ যথা—(১) ওখমণ্ডল—অক্ষা° ২২°৫ হইতে ২২°৩৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯°৫ হইতে ৬৯°২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কাচ্ছ উপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে রন নামক লবণাক্ত জলাভূমি নাভানগর হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতেছে। (২) অম্‌রেলী, ধারি, খাম্ভা, কোদিনার, দামনগর ও সিয়ানগর এই ৬টী তালুক—অক্ষা° ২০ ৪৫ হইতে ২২°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭০°৪১ হইতে ৭১°৫৫ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। অমরেলী ধারি ও দামনগর তালুক পরস্পর সংলগ্ন। ইহাদের উত্তর ও পশ্চিমে জেৎপুর ও জুনাগড়, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে গোহেলবার। কোদিনার তালুকের দুইদিকে সমুদ্র ও গির নামক পার্ব্বত্য বনভাগ, অপর দুইদিকে জুনাগড়। ওখমণ্ডল একটী সমতল ও বালুকাময় ভূভাগ। ধারি তালুকে এক সারি পাহাড় আছে উহার চারিটী অংশ যথা,—সরকলা রাজমল, নন্দিবেল ও লাপল। ইহাদের উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২১০০ ফুটের মধ্যে।

আম্র, তেঁতুল, বেল, বট, অশ্বত্থ, সিজ প্রভৃতি বৃক্ষ এ অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। এখানকার মৃত্তিকা অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণ ও উর্ব্বর। সিয়ানগর তালুকটী আংশিকভাবে জলাময়। ইহার বালুকাময় প্রান্তরে গমের চাষ হয়। ধারি তালুকের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত হাল্কা এবং গির ভূভাগের দিকে উহা লালবর্ণ। জোয়ার, বাজরা, গম, মাটকলাই, ছোলা, চিনা, তুলা, ইক্ষু, ধান্য, তামাক, মরিচ, প্রভৃতি এ অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য। গিরের গো এবং মহিষ এবং কাথিয়াগড়ের অশ্ব প্রসিদ্ধ।

অমরেলী প্রান্তের শিল্পকার্য্য নিম্নলিখিত কতিপয় দ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কার্পাস বস্ত্র বয়ন, (ধারি এবং দামনগরে) সস্তা রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের উপর জরির কাজ, (অমরেলী তালুকে) অল্প পরিমাণ রূপার কাজ (ধারিতে), লোহার কাজ (ধারি তালুকস্থ চলালি নামক স্থানে) ও মৃৎশিল্প। অমরেলী, কোদিনার, দ্বারকা, দামনগর ও ধারি এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে রেলপথের অধিক বিস্তার হয় নাই। তবে ভাবনগর গণ্ডাল জুনাগড় পোরবন্দর রেলপথ হইতে নানাস্থানে উৎকৃষ্ট রাস্তা গিয়াছে। কোদিনার, দ্বারকা ও বেয়ৎ এখানকার বন্দর।

এই প্রান্তে ছয়টী মিউনিসিপ্যালিটী আছে—অমরেলী, দামনগর, ধারি, কোদিনার, দ্বারকা ও বেয়ৎ। অম্‌রেলী ও দ্বারকায় উচ্চ

বিদ্যালয় ও এংলো-ভার্ণাকুলার স্কুল আছে। এখানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

অমরেলী প্রান্তের তালুক ৯টী—অমরেলী (২২৮ বর্গমাইল), ভীমকাট (৪ বর্গমাইল), দামনগর (১০৭ বর্গমাইল), সিয়ানগর (৫২ বর্গমাইল), ধারি (২৬৭ বর্গমাইল), খাম্বা (১১৫ বর্গমাইল), কোদিনার (২০৪ বর্গমাইল), ওখামণ্ডল (২৬৮ বর্গমাইল), বেয়ৎ শঙ্খোধর (৪ বর্গমাইল)।

সেনাপতি খণ্ডে রাও ধাবাড়ে এবং তাহার সহকারী ১ম দামাজী গায়কবাড়ের সময় হইতেই মহারাষ্ট্রীয়গণ কাথিয়াবাড় আক্রমণ করিতে থাকেন। ২য় দামাজী গায়কবাড়ের (১৭৭২-৬৮) শাসনকালে এই প্রদেশের অধিকাংশ মরাঠী দের হস্তগত হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে গায়কবাড় ও পেশবা উভয়ে কাথিয়াবাড়ের অধিপতি হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গায়কবাড় স্বীয় সৈন্য সাহায্যে সমগ্র অধিকৃত প্রদেশের রাজস্ব আদায় করিতেন। তৎপরে পেশবা ও গায়কবাড় স্বতন্ত্রভাবে রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার পতন হয়। তখন ইংরেজ গবর্মেণ্ট পেশবার অংশের মালিক হন। (কাথিয়াবাড় দ্র°)

অম্ল—(ক্লী) [অম বাহুল° ক্ল] তক্র, ঘোল। (পুং) ২ রসবিশেষ, টকরস। (ত্রি) ৩ অম্লরসযুক্ত।

অম্ল দুই প্রকার—পার্থিবাম্ল এবং ঔদ্ভিজ্জাম্ল। লবণ, গন্ধক, যবক্ষার প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য হইতে যে অম্ল প্রস্তুত হয়, তাহাকে পার্থিবাম্ল কহে। ইহার অপর নাম দ্রাবক। উদ্ভিদ্ হইতে যে অম্ল সংগৃহীত হয়, তাহার নাম উদ্ভিজ্জাম্ল। উদ্ভিজ্জের নীলবর্ণের সঙ্গে অম্লরস মিশ্রিত হইলে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তাই কাপড়ে কিম্বা কাগজে জবাফুল ঘসিয়া তাহাতে নেবুর রস দিলে রক্তবর্ণ হয়। অনেক প্রতারক ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে ছুরীতে জবাফুল ঘসিয়া রাখে। তাহার পর প্লীহারোগী আসিলে সে একটী নেবুর ভিতরে সেই ছুরী বিঁধিয়া দিয়া নেবুটী টিপিয়া ধরে আর টস্ টস্ করিয়া রক্তবর্ণ রস পড়ে। তখন সে অজ্ঞলোকদিগকে বুঝাইয়া দেয়, মন্ত্র দ্বারা প্লীহা কাটা গিয়াছে, সেজন্য রক্ত পড়িতেছে। অম্লের মধ্যে কড়ি কিম্বা কোন প্রকার অস্থি এবং রৌপ্য বা স্বর্ণ ধাতু ফেলিয়া রাখিলে জরিয়া যায়। অঙ্গারবাষ্পযুক্ত ক্ষারদ্রব্যের সঙ্গে অম্ল মিশ্রিত করিলে তাহা উচ্ছলিত হইয়া উঠে। অধিক বা তেজস্কর অম্লরস দাঁতে লাগিলে 'দাঁত টকিয়া' যায়। তখন কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে কষ্ট হয়। দাঁত টকিলে শক্ত মিষ্ট দ্রব্য চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন, যাঁহারা অঙ্গার প্রভৃতি ক্ষারদ্রব্যে প্রত্যহ দাঁত মাজেন, অল্প অম্লরসেই তাঁহাদের দাঁত টকিয়া যায়।

জল মিশ্রিত না করিয়া দ্রাবক সেবন করিতে নাই সেবন করিলে অন্ননালী পুড়িয়া যায় এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। অল্পমাত্রায় অম্লরস সেবন করিলে পাচক ও বলকর হয়। আমরা আহারের পর অম্লের ব্যঞ্জন খাইয়া থাকি, তাহা পরিপাকের পক্ষে উপকারী। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি, প্রত্যহ কিম্বা অধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জাম্ল খাইবে না। তাহাতে রক্তের লালকণা নষ্ট হয় এবং শরীর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিছুমাত্র অম্লরস না খাইলে অরুচি এবং অজীর্ণ রোগ জন্মে। সুপথ্যের মধ্যে নেবু এবং আমড় প্রশস্ত। কোন কোন দিন চাপ্‌দা এবং পুরাতন তেঁতুল খাইতে পাওয়া যায়। নবজ্বরে অম্ল সেবন করিলে পিপাসা রক্তের উষ্ণতা এবং জ্বরের তেজ কম হইয়া আসে। পুরাতন জ্বর প্রভৃতি রোগে পার্থিবাম্ল হিতকর।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে অম্ল—রুক্ষ, শীতল, বায়ুনাশক ও স্নিগ্ধ। কটু রসের চেয়ে ইহা অধিক তেজস্কর। ইহাতে জিহ্বা এবং দন্তের উদ্বেগ জন্মে। পণ্ডিতেরা শাক এবং অম্লের এক প্রকার দোষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইহাতে শরীর, রক্ত, চক্ষু সকলই দূষিত হয়। এতদ্বারা তেজ ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে অম্ল সকল রোগের আকর। তজ্জন্য ইহা পরিত্যাগ করিবে। [শাক দ্র°]

অম্ল—(acid)—সাধারণভাবে যে কোন টক পদার্থই অম্ল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু রসায়নশাস্ত্রে ইহা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। কোন পদার্থে যখন উদজান থাকে, আর সেই উদজানকে বিতাড়িত করিয়া যদি কোন ধাতু তাহার স্থানে সন্নিবেশিত হইতে পারে এবং এইরূপ সন্নিবেশনের ফলে যদি লবণ উৎপন্ন হয়, তবে সেই পদার্থকে অম্ল কহে। অতএব সোজাসুজিভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে অম্লকে উদজানোৎপাদক লবণ বলা যাইতে পারে। এতদপেক্ষা ব্যাপকভাবে আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে অম্লকে 'প্রোটন[১] দাতা' (টি এম লাউরী[২] বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ যে পদার্থ 'ইলেক্‌ট্রন' বা তড়িদণু বির্জ্জিত উদজান পরমাণু 'প্রোটন গ্রাহক' বা ক্ষারকে (base) দান করিতে পারে, সেই পদার্থকে অম্ল আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অম্লের বিশেষত্বের মধ্যে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে,

(১) উদজান কেন্দ্রের (Hydrogen nucleus) প্রোটন্ নামকরণ প্রথম করেন র দারফোরড্ (Brit Ass 1920)

শতীশ নাথ রায় মহাশয় 'প্রোটন্‌কে পরমাণু নামে অভিহিত করিয়াছেন [প্রকৃতি, ১১শ বর্ষ, পৃঃ ৪৫১ (১৩৪১)]। এতদ্সম্বন্ধে কোন প্রকার যুক্তিতর্ক না তুলিয়া আমরা 'Proton'কে 'প্রোটন' বলিব এবং 'atom'কে 'পরমাণু' বলিব।

(২) Trans Farad Soc, Vol. 18, pp 285-295 (1923) দ্রষ্টব্য।

ক্ষার জাতীয় পদার্থ, কোন কোন ধাতু ইত্যাদি ইহাতে গলিয়া যায়, ক্ষারিক দ্রব্যাদি (alkalies) শমিত (neutralized) হয়, এবং লিট্মাস্ জাতীয় নীল ও বেগুনী বর্ণের উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি রং বদলাইয়া রক্তবর্ণ হইয়া পড়ে।

প্রাচীনকালে অম্ল সম্বন্ধে খুব সম্ভব অতি সামান্য জ্ঞানই ছিল। সুরাসার বা মদকে নাড়া চাড়া না করিয়া অমনি ফেলিয়া রাখিলে ভিনিগার (বা অপরিচ্ছন্ন (impure) এসেটিক অম্ল) উৎপন্ন হয়, এই ভিনিগারের সহিত গ্রীক ও রোমকগণ পরিচিত ছিল। অম্লাত্মক পদার্থের মধ্যে ইহা একটী বিশিষ্টরূপ বলিয়া তাহারা মনে করিত। অপরাপর কএকটী অম্লের সহিত পরিচয় ঘটে এল্কেমির যুগে। এই সকল পদার্থের মূল গঠন সম্বন্ধে একটী সাধারণ ধারণায় উপনীত হইবার সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করেন প্যারাসেলসাস্ (Paracelsus)। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, অম্লের মধ্যে একটা প্রধান অম্ল উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা অম্লাত্মক পদার্থ সমূহের অম্লত্ব ও দ্রাবকগুণের নিমিত্ত দায়ী। বেচার (Becher) অনুরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন এবং তিনি সেই মূল উপাদানের নামকরণ করেন 'acidum primogenium', এবং তাঁহার মতে ইহা পেরাসেলসাস্ উক্ত "ক্ষিতি" ও "অপ্" দ্বারা গঠিত। প্রায় সেই একই কালে বয়েল বহু প্রকার অম্লের পরীক্ষা করিয়া তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিপাদিত করেন।

ভস্মীকরণ (calcination) ও দহন (combustion) প্রণালীর ক্রমস্ফুটিত ব্যাখ্যার উৎপত্তির ফলে সালফিউরস্, ফস্ফরিক্, অঙ্গারাম্ল প্রভৃতি যে সকল অম্ল দহন সাহায্যে উৎপন্ন হয় সেই সব বহু অম্ল সম্বন্ধে ধারণা জন্মে যে ঐগুলিকে যৌগিক পদার্থ রূপে গণনা করা যাইতে পারে। এই প্রকার ধারণা প্রায় লাভোসিয়ার সময় পর্য্যন্ত অম্লত্বের প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিয়াছে। লাভোসিয়া যখন তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন যে অম্লজনই অম্লোৎপাদক মৌলিক পদার্থ, তখনই কেবল পূর্ব্বোক্ত ধারণা উপেক্ষিত হইল। লাভোসিয়া দেখিলেন সাধারণভাবে ধাতব ব্যতিরেকে প্রায় সমুদায় মৌলিক পদার্থকে পুড়াইলে অম্লের উৎপত্তি হয়। ডেভি, গে-লুসাক ও থেনার্ড বহু গবেষণার পর যখন দেখিলেন যে, ক্লোরিন্ ও হাইড্রোক্লোরিক্ এবং হাইড্রো সাইনিক অম্লের বেলায় অম্লত্বগুণ উৎপাদনের নিমিত্ত অম্লজন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তখন আবার লাভোসিয়ার মতবাদও অগ্রাহ্য হয়। ডেভি এবং প্রায় একই সময়ে ডিউলঙ্ নির্দ্দেশ করেন যে, অম্লোৎপাদনের নিমিত্ত অম্লজনের আদৌ প্রয়োজন নাই, বরং অম্লের অম্লত্বগুণের নিমিত্ত দায়ী উদজন।

ডাল্টনের সিদ্ধান্ত অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলি প্রধানতঃই সমসংখ্যক পরমাণু লইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তের জন্য মীমাংসিতও হয় যে, এক পরমাণু পরিমাণ ধাতুর সহিত এক পরমাণু অম্লজনের সংযোজনার ফলে ধাতব অক্সাইডের উৎপত্তি হয়। ডাল্টনের এই পরিকল্পনাকে সরলভাবে আরও কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল—তাহাতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে একটী ধাতব অক্সাইডের কণা এক কণা অম্লের সংযোগে একটী শমিত লবণ কণা উৎপাদন করে। এইরূপ সিদ্ধান্ত গে-লুসাক (Gay Lussac) ও লিওপোল্ড্ মেলিন (Leopold Gmelin) সমর্থন করেন এবং বার্জিলিয়স্ও (Berzelius) ইহা স্বীকার করিয়া লন, ফলে সমস্ত অম্লই একভাস্মিক (monobasic) বলিয়া মানিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। পরে ফস্ফরিক্ অম্লগুলি লইয়া টমাস্ গ্রাহাম্ (Thomas Graham, 1833) যে সকল গবেষণা করেন তাহার ফলে উক্ত মতবাদের অসারত্ব প্রমাণিত হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে, অর্থো—, পাইরো—এবং মেটা ফস্ফরিক্ অম্লগুলি যথাক্রমে ৩,২ এবং ১টী করিয়া "basic water" বা "ভাস্মিক জলের" অণু (যাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা বিয়োজিত করিয়া ধাতব অক্সাইড্ দ্বারা স্থলাভিষিক্ত করা যাইতে পারে) এবং একটী ফস্ফরিক অক্সাইডের (P_2O_5) অণুদ্বারা গঠিত। গ্রাহাম যতখানি করিয়াছিলেন তাহার উপর লীবিগ্ আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন। তিনি সিট্রিক (citric), টার্টারিক্ (tartaric), সাইন্যুরিক্ (cynuric), কোমেনিক্ (comanic) ও মেকোনিক্ (meconic) প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ অম্ল সম্বন্ধে গবেষণা করেন, এই সকল গবেষণার উপসংহারে বহুভাস্মিকতার হেতু সম্বন্ধে তিনি মীমাংসা করেন যে, বিভিন্ন ধাতব অক্সাইডের মিশ্র লবণের (mixed salts) অস্তিত্বই ইহার কারণ, এবং পরিশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, অম্লগুলি উদজনযুক্ত কতগুলি বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ, এবং এই প্রকারের পদার্থসমূহ হইতে ধাতুর ক্রিয়াদ্বারা উদজন অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ধাতু সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, "শমিত লবণগুলি অন্য কিছু নহে—ঐগুলি উদজনের তুল্যাংশে ধাতুযোগে উদজন অপসৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ মাত্র।"

লীবিগ্ প্রবর্ত্তিত উদজন তত্ত্ব এবং বহুভাস্মিকত্ববাদই আধুনিক মতবাদের মূল ভিত্তি। একটী বহুভাস্মিক অম্লে একাধিক উদজন পরমাণু থাকে, এই উদজন পরমাণুগুলি ধাতুদ্বারা অপসারিত হইতে পারে। অধিকন্তু এই প্রকার অম্লের উদজন সম্পূর্ণরূপে ধাতুদ্বারা অপসৃত করা যায়, উদজন-পরমাণু সর্ব্বৈব অপসৃত হইয়া সামান্য লবণ (normal salt) উৎপাদন করে; উদজন আংশিক অপসৃত করিয়া অম্লাত্মক লবণ পাওয়া যায়, আর উদজনগুলি

বিভিন্ন ধাতুদ্বারা অপহৃত হইয়া যৌগিক লবণ উৎপাদন করে (লবণ দ্র°)। উদাহরণ স্বরূপে এস্থলে ত্রিক্ষারিক অম্লথোফস্ফরিক্ অম্লের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন—

সামান্য লবণ	অম্লাত্মক লবণ		যৌগিক লবণ
Na_3PO_4	Na_2HPO_4,	NaH_2PO_4,	$Na(NH_4)HPO_4$
সোডিয়ম ফস্ফেট ;	অম্লাত্মক সোডিয়ম ফস্ফেট,		সোডিয়ম এমোনিয়ম্ হাইড্রোজেন ফস্ফেট্ (মাইক্রোকস্মিক লবণ)

অম্ল সম্বন্ধে এই সকল পূর্ব্ববর্ণিত ধারণার উৎকর্ষ সাধিত হয় সুইডিশ্ পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ এস্ এ আরহেনিয়সের (১৮৮৭) তাড়িত বিশ্লেষণের (electrolytic dissociation) উপর ভিত্তি করিয়া। এস্থলে এই তাড়িত বিশ্লেষণ তত্ত্বের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। পরে এই বিশ্লেষণ তত্ত্বের মূলনীতির আলোচনা করিলে বিষয়বস্তুর ধারণা করিয়া লওয়া সহজ হইবে।

ভ্যানট্ হফ্ (Van't Hoff) দেখিতে পাইলেন যে এক শ্রেণীর কতগুলি যৌগিক পদার্থ আছে যেইগুলির চর্ম্মান্তর্বাহী চাপ (osmotic pressure) বাষ্প চাপের সূত্রানুরূপ হইয়া থাকে, এবং আর এক শ্রেণীর বহু পদার্থের বেলা দেখা যায় যে তাহাদের চর্ম্মান্তর্বাহী চাপ সকল সময়েই অত্যন্ত বেশী হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, যদি আমরা 'আদর্শ দ্রাবণ' (ideal solutions) সম্বন্ধে বিবেচনা করি, তাহা হইলেও তাহাতে এমন কতগুলি ঘটনার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যেইগুলিকে আভোগেড্রো সূত্রের আদিতর তথাকথিত ব্যতিক্রমের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপে এস্থলে এমোনিয়ম্ ক্লোরাইডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমোনিয়ম ক্লোরাইডের বাষ্পের চাপ আভোগেড্রোর সূত্র অনুসারে যাহা হওয়া উচিত পরীক্ষাদ্বারা বাস্তবিক পক্ষে তাহা হইতে অনেক বেশী হয় দেখা গিয়াছে। দ্রাবণের বেলাও সেইরূপ দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই চর্ম্মান্তর্বাহী চাপ অসম্ভব রকম বেশী হইয়া পড়ে। এমোনিয়ম ক্লোরাইডের বেলা দেখা গিয়াছে যে, বাষ্পাবস্থায় হাইড্রোক্লোরিক্ অম্ল এবং এমোনিয়া পরস্পর বিশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া বাহ্যতঃ চাপের এইরূপ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে; দ্রাবণের বেলায়ও আমরা স্বভাবতঃই তদ্রূপ অনুমান করিতে পারি যে অনুরূপ বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু ভ্যানট্ হফ্ নিজেই আবার বলিতেছেন যে দ্রাবণে এই প্রকারের ব্যতিক্রম অধিকতর বেশী সংখ্যক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এমন সব পদার্থের বেলা এইরূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় যে, সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ বিশ্লেষণের কথা অনুমান করাও শক্ত।

ভ্যানট্ হফ্ বাষ্প চাপ এবং চর্ম্মান্তর্বাহী চাপের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া যে সাধারণ মতবাদের প্রচার করেন তাহাতে বিশেষ করিয়া যে সকল ব্যতিক্রমের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহাতে আরহেনিয়সের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ভ্যানট্ হফ যে সকল ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেন তাহার ব্যাখ্যা করে আরহেনিয়স্ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বাষ্পের বিশ্লেষণ হেতুই এভোগেড্রো সূত্রের সবিশেষ ব্যতিক্রম হয়।

এইরূপে আরহেনিয়স্ ভ্যানট্ হফের সাধারণ মতবাদের ব্যতিক্রম সমূহের ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়া অনেক দ্রবীভূত কতগুলি পদার্থের বিশ্লেষণ অনুমান করিয়া লন।

আমরা জানি চর্ম্মান্তর্বাহী চাপ দ্রাবণের সমাহৃত অণুর সমানুপাতিক (proportional), অপর কথায় বলিতে গেলে দ্রবীভূত কণার সংখ্যার উপর চর্ম্মান্তর্বাহী চাপ নির্ভর করে। যদি কোন পদার্থের বেলা চর্ম্মান্তর্বাহী চাপ অসম্ভব রকম অতিরিক্ত দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে সমাহৃত আত্মার অনুপাতে যত সংখ্যক কণা অনুমান করা যাইতে পারে নিশ্চয়ই তদপেক্ষা বেশী সেই দ্রাবণে নিশ্চয় রহিয়াছে। কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক অম্ল পটাশিয়ম হাইড্রক্সাইড এবং পটাশিয়ম ক্লোরাইডের বেলা এইরূপ অতিরিক্ত চাপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থের অণুগুলি হইতে যত অংশ আশা করা যায় তদতিরিক্ত সংখ্যক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িবে কল্পনাই বাস্তবিকরূপে করা যায় না।

আরহেনিয়স্ এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন। মীমাংসা করিতে যাইয়া তিনি ক্লসিয়স্ (Clausius, 1857) প্রস্তাবিত মতবাদের শরণাপন্ন হইলেন। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কিঞ্চিৎ অম্ল মিশ্রিত জলের মধ্য দিয়া অতি ক্ষুদ্র তাড়িৎ সঞ্চালন করিলে এক প্রান্তে উদজান ও অপর প্রান্তে অম্লজান উদ্গম হয়। আর এই অবস্থায় দ্রাবণের মধ্যে কেবল যদি অণুই বিদ্যমান থাকে, তবে সেই অণু বিশ্লেষণোপযোগী তাড়িতপ্রবাহ অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় যতটা তাড়িতশক্তি অণু বিশ্লেষণে আবশ্যক তদপেক্ষা অনেক ক্ষীণতর প্রবাহে জলের তাড়িতবিশ্লেষণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব জলের কতক না অম্লের কতক কতগুলি অণু নিশ্চয়ই তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালনের পূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। আরহেনিয়সের এই সিদ্ধান্ত দ্বারা তাড়িত বিচ্ছেদ্য পদার্থগুলির দ্রাবণে যে অত্যধিক চর্ম্মান্তর্বাহী চাপ দেখিতে

(৩) Zeitschrift fur physikalische Chemie, Vol 1 p. 500 (1887)

(৪) Z physik Chem, Vol 1 p 831 (1887).

পাওয়া যায় তাহারও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অপর দিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে ঠিক এই ধরণের কথাই প্লাঙ্ক[৬] (Planck) বলিয়াছেন। কিন্তু এই অণুগুলি যে তাহাদের উপাদান 'পরমাণুতে' বিচ্ছিন্ন থাকিবে তাহা নহে—ক্লসিয়স্‌ও এইরূপ দাবী করেন নাই। তাঁহার মতে এই সকল অণু কতগুলি অংশে বিভক্ত থাকে, এই অংশগুলিকে তিনি 'আয়ন' নামে অভিহিত করেন। প্রত্যেকটী আয়নই হয় যোগাত্মক না হয় বিয়োগাত্মক তাড়িতযুক্ত থাকে। এক একটী আয়ন তাড়িতযুক্ত এক একটী পরমাণুও হইতে পারে, আবার পরমাণুগুচ্ছও হইতে পারে।

এই রকমের মতবাদ কিছুদিন পূর্ব্বে রসায়নবিদ্ উইলিয়মসনও প্রকাশ করিয়াছিলেন[৬]। ক্লসিয়সের মতবাদ ও উইলিয়মসনের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল—ক্লসিয়সের মতে কতিপয় অণু আয়নে বিভক্ত হয়, আর উইলিয়মসন অনুমান করেন বেশীর ভাগ অণুই বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে। কিন্তু ইহাদের উভয়ের মতবাদই গুণনির্দ্দেশক (qualitative) মাত্র। আরহেনিয়স্‌ই সর্ব্বপ্রথম পরিমাণনির্দ্দেশক (quantitative) মতবাদ প্রচার করেন।

অমিশ্র হাইড্রোক্লোরিক্ অম্লে কাদাচ তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চালন সম্ভব নহে, এবং শুধু জলের বেলাও এইরূপই হইতে দেখা যায়, কিন্তু উভয়কে যখন মিশ্রিত করা হয়, তখন সেই মিশ্রিত দ্রাবণে তড়িত সহজেই সঞ্চালিত হইতে পারে। আরহেনিয়সের কল্পনা সূত্রানুসারে এই উদজনক্লোরাইড্ দুইটী 'আয়নে' বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে—একটী যোগাত্মক উদজন আয়ন (H^+ বা $H^{\cdot}$ দ্বারা লিখিত হয়), এবং অপরটী বিয়োগাত্মক ক্লোরিন্ আয়ন (Cl' বা Cl^- দ্বারা চিহ্নিত হয়)[৭]। ইহাদের প্রত্যেকটি তড়িত সঞ্চালনের পক্ষে সাহায্য করে, জলীয় দ্রাবণে উদজন আয়নের আস্তিত্বে প্রতি অম্লের সমস্ত মৌলিক গুণাগুণ আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তিও উত্থাপিত হইয়াছে। (১) ক্লোরিন আয়নে মৌলিক ক্লোরিনের কোন বিশেষ গুণই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং (২) উদজন ও ক্লোরিন পরস্পরের সহিত অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয় এবং সংযোজনের কালে প্রভূত উত্তাপের উদ্ভব হইয়া থাকে; এমতাবস্থায় কেবল জলে গলনের ফলে তাহাদের বিভিন্ন আয়নে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কি-ই বা হেতু থাকিতে পারে? পদার্থ বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে কঠিন লবণগুলিও আয়নে বিভক্ত হয়[৮]। এতদ্ব্যতীত আরহেনিয়স্ তাঁহার স্বপক্ষে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণও যথেষ্ট পাইয়াছেন[৯]।

আধুনিক প্রচলিত পরমাণুর তড়িদাণবিক গঠনের ধারণাদ্বারা এ পর্য্যন্ত যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহা অনেকাংশে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে [পরমাণু দ্র°]। এই মতানুসারে ক্লোরিন পরমাণুতে সাতটী ভ্যালেন্সি তড়িদণু বা ইলেক্ট্রন্ (electron) রহিয়াছে, ক্লোরিন পরমাণুটি উদজন পরমাণুর একমাত্র তড়িদণুটি গ্রহণ করিয়া আটটী তড়িদণু সম্বলিত হইয়া স্থায়িত্বের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তখন উহা বিয়োগাত্মক তাড়িতযুক্ত হয় এবং উদজন পরমাণু তাহার তড়িদণুহীন অবস্থায় যোগাত্মক তাড়িতযুক্ত হয়[১০]। সুতরাং এই সকল আয়ন তাহাদের মৌলিক পদার্থ হইতে মূলতঃ বিভিন্ন গুণভূষিত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উদজন ক্লোরাইডের অম্ল গুণের উদ্ভবের নিমিত্ত দ্রাবক (এস্থলে জল) অপরিহার্য্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহাতে এতদ্বিষয়ে দ্রাবকের প্রয়োজনীয়তার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই। এচ্-ই আর্মষ্ট্রঙ এই অসঙ্গতির প্রতি অর্থপূর্ণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন[১]। লাপ্‌ওয়ার্থ্[১২] গোল্ড্‌স্মিট্[১৩] ও লাউরি[১৪] প্রভৃতি মনীষিগণও এই অসঙ্গতি দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মতামত সাধারণভাবে সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উদজন আয়ন একাধিক দ্রাবক-অণুর সহিত সহযোগিতায়

(৫) Ann. Physik, Vol 32, p, 162 (1887), Z Physik Chem, Vol, 1, p 577 (1887).

(৬) Ann Chem. V01 77, p 37 (1851) J Chem Soc, Vol 4, p 110 (1852)

(৭) আয়নগুলির নির্দ্দেশের জন্য যে সঙ্কেত [যোগাত্মক (°) বা (+) এবং বিয়োগাত্মক (´) (−) ব্যবহৃত হয় তাহা অস্‌ওয়াল্ড্ প্রস্তাব করেন। [See Grundriss der Allgemeinen Chemie, Leipzig, 1909, p 441, cf. Walker, Chem, News., Vol, 84 p, 192 (1901)].

(৮) cf B Cabrera, Anal Fis Quim, Vol. 16, p 186 (1914)

(৯) Arrhenius, Faraday Lecture, J, chem, Soc, Vol, 105, p, 1414 (1914), Gibbs Address, J, Am. Chem, Soc, Vol, 34 p, 353 (1912), Trans Farad Soc, Vol. 15, p 10 (1919)

(১০) London F, Naturwissenschaften Vol 26 p 516-529 (1929).

(১১) Proc Roy Soc, Vol 103 (A), p 610 (1923)

(১২) J chem Soc Vol 79, p 1266 (1901).

(১৩) Annalen, Vol 437, p. 194 (1924).

(১৪) Lecture to the Institut international de chimie Solvay, April, 1929 cf, Bull. Soc. Chim, Vol 36. pp. 815 & 905 (1924) & Vol. 39, p, 203 (1929)

কএকটী যোগাত্মক আয়নের উৎপাদন করে, এই আয়নগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরল হইতে পারে OH_3^+। এ স্থলেও মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ আবার অম্লের বিশেষ বিশেষ অম্লগুণ এই ধরণের জটিল আয়নের উপর আরোপিত করিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ এই সকল গুণাগুণ উদজন আয়ন সমূহের অতিশয় ক্ষুদ্রাংশের (very minute portion of hydrogen ions) উপর আরোপিত করেন। তাঁহাদের মতে ঐ সকল ক্ষুদ্রাংশ স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকে এবং দ্রাবকের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ সহযোগিতা গ্রহণ করে না।

শোষণ বর্ণচ্ছত্র (absorption spectra) এবং অম্লের মৌলিক গুণাগুণসমূহ, অম্লের এস্টারগুলি, তাহাদের তরল দ্রাবণ ও লোণা দ্রাবণ প্রভৃতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বিশ্বাস জন্মে যে অমিশ্র বা সমাহৃত অম্লের সংগঠন (structure) এস্টারের সংগঠনানুরূপ (এ হানট্‌স্‌ কে শেকার)[১৫]। ইহা অম্লজনসম্বলিত অম্লগুলির বেলাই বেশী প্রকটিত হয়। অথচ তরল জলীয় দ্রাবণে অম্লের সংগঠন দেখা যায় তাহাদের লবণের অনুরূপ। হানট্‌স্‌ অমিশ্র অম্লকে ছদ্ম অম্ল 'pseudo acid' নাম দিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা সংগঠনের বিশেষ ধরণের পরিবর্ত্তনের পরেই কেবল মাত্র যথার্থ অম্লের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। বিস্তৃতভাবে বলিতে গেলে সংগঠনের বিশেষ রকম পরিবর্ত্তন না হইলে অম্লের যে সকল গুণ স্পষ্টতঃ আমরা দেখিতে পাই তাহা পরিস্ফুট হয় না। সংগঠনের এইরূপ পরিবর্ত্তন শেকার প্রদত্ত আদর্শ হইতে বুঝা যাইবে।

$$[{}^{O}_{O}{>}NOR]\quad [{}^{O}_{O}{>}NOH]\quad [{}^{O}_{O}{>}N{-}O]H\quad [{}^{O}_{O}{>}N{-}O]Na.$$

$$[{}^{Cl}_{R}{>}O]\quad [{}^{Cl}_{H}{>}O]\quad [O{-}Cl]H\quad [O{-}Cl]Na$$

এস্টার   সমাহৃত অম্ল   তরল অম্ল   লবণ

উল্লিখিত আদর্শ অবশ্য কাল্পনিক নক্সা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই স্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে অমিশ্র অত্যন্ত সমাহৃত অম্লগুলি অনেক ক্ষেত্রে ধাতুর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার দেখিতে পাওয়া যায়। ভি এচ্‌ ভেলী অমিশ্র নাইট্রিক্‌ অম্লের গুণাগুণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার শোষণ বর্ণচ্ছত্র ইহার বাষ্পীভূত অবস্থা বা এস্টারেরই অনুরূপ, কিন্তু উক্ত বর্ণচ্ছত্র তরল দ্রাবণের শোষণ বর্ণচ্ছত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নাইট্রিক অম্লের তাড়িত বিশ্লেষণ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ রাও[১৬] বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া এই উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন যে, দ্রাবণের তরলতা যত বেশী বৃদ্ধি করা যায় যুক্ত নাইট্রেট্‌ আয়নের সংখ্যাও তত বেশী বৃদ্ধি পায়। নাইট্রেট্‌ লবণের বেলাও তিনি অনুরূপ ফলই পাইয়াছেন। হাইড্রোব্রোমিক ও হাইড্রোআওডিক্‌ অম্লের বেলায়ও হানট্‌স্‌ (১৯২৫ খৃঃ) অনুরূপ ব্যাপারই দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাতে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, জলীয় দ্রাবণে অম্লগুলি কাল্পনিক "হাইড্রকসোনিয়ম্‌" মূলকের লবণ মাত্র। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে—$[H_3O]Br$, হাইড্রকসোনিয়ম ব্রোমাইড্‌; $[H_3O]NO_3$, হাইড্রকসোনিয়ম নাইট্রেট্‌। অতিশয় সমাহৃত অম্ল হইতে "নাইট্রোনিয়ম" লবণ পৃথক হওয়াতে হানট্‌সের মত সমর্থনও পাইয়াছে। এই ধরণের আরও দুই একটী লবণের নাম উল্লেখযোগ্য। নাইট্রোনিয়ম ডাইপারক্লোরেট—$[N(OH)_3][ClO_4]_2$, নাইট্রোনিয়ম্‌ মনোপারক্লোরেট্‌—$[NO(OH)_2]ClO_4$ প্রভৃতি লবণ সদৃশ স্ফটিকাকার স্থায়ী যৌগিক পদার্থগুলি সমাহৃত পারক্লোরিক্‌ বা নাইট্রিক্‌ অম্ল হইতে যথাক্রমে পুনঃস্ফটিকপাতন (recrystallisation) দ্বারা উদ্ধার করা যাইতে পারে। অধিকন্তু সমাহৃত নাইট্রিক অম্ল ও গন্ধকাম্লের মিশ্রণের মধ্য দিয়া অনায়াসে তাড়িত সঞ্চালন করা যাইতে পারে অথচ অমিশ্র অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে দুইটীর কোনটীই তাড়িত সঞ্চালনের পক্ষে তেমন সহায়ক নহে। ইহা হইতে দ্রাবণে লবণ সদৃশ যৌগিক পদার্থের অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য দান করিতেছে বলিয়া মনে হয়। $[N(OH)_3][HSO_4]_2$ ও $[NO(OH)_2][HSO_4]$ পারক্লোরেটেরই অনুরূপ এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ওএবার কর্ত্তৃক পৃথকীকৃত নাইট্রোনিয়ম্‌ পাইরোসালফেট্‌—$[N(OH)_3]S_2O_7$ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কথারই সমর্থন করিতেছে। তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে উপরোক্ত উক্তি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সমাহৃত নাইট্রিক্‌ অম্লে খানিকটা পরিমাণ নাইট্রোনিয়ম নাইট্রেট্‌—$[N(OH)_3](NO_3)_2$ থাকে।

উদ্ভিজ্জ অম্ল :—উদ্ভিজ্জ অম্লের (organic acid) অম্লগুণ প্রধানতঃ কার্ব্বক্সিল্‌ গুচ্ছ—$COOH$ নামক একশক্তিক গুচ্ছের অস্তিত্বের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। ইহার উদজন পরমাণুটী ধাতুদ্বারা অপসারিত করিয়া লবণ উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং সুরাসার-মূলক (alkyl radical) দ্বারা উক্ত উদজন পরমাণু অপসারিত হইয়া এস্টার উৎপাদন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে উদ্ভিজ্জ অম্লের অম্লত্ব কারবক্সিল গুচ্ছের উপরে নির্ভর করে; অতএব ইহার ভাস্মিকতা ও কারবক্সিল গুচ্ছের সংখ্যাদ্বারাই নির্ণিত হইবে[১৭]। কতগুলি

(১৫) Z, anorg Chem. Vol 97, p 285 (1919), ibid, Vol. 98, p. 70 (1919 .

(১৬) Proc. Roy Soc. vol 127 (A), p 289 (1930)

(১৭) Hantzsch Berichte des deutschen chemischen Gesellschaft, vol. 50, p. 1422 (1917) দ্রষ্টব্য।

উদ্ভিজ্জ অম্ল আছে যেইগুলি হাইড্রক্সি অম্ল নামে পরিচিত। এই হাইড্রক্সি অম্লগুলিও উক্ত কারবক্সিল্—গুচ্ছসবলিত অম্ল ব্যতীত আর কিছু নহে, কেবল তাহাতে একটী অতিরিক্ত হাইড্রক্সিল্ গুচ্ছ (hydroxyl group)—OH বিদ্যমান থাকে, যথা, $CH_2(OH).COOH$—গ্লাইকলিক্ বা হাইড্রক্সি এসেটিক্ অম্ল। এইরূপ এল্ডিহাইড্‌ অম্ল, কিটোন অম্ল প্রভৃতি আরও কতকগুলি অম্ল আছে; এইগুলিতে হাইড্রক্সি অম্লের হাইড্রক্সিল্ গুচ্ছের ন্যায় যথাক্রমে এল্ডিহাইড্‌ গুচ্ছ—HCO এবং কিটোন্ গুচ্ছ—CO বিদ্যমান থাকে, যেমন, HCOCOOH (গ্লাই-অক্সিলিক্ অম্ল), CH_3 CO. CO OH (পাইরুবিক্ অম্ল)।

উদ্ভিজ্জ অম্লের এলিফেটীক ও এরোমেটিক এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা নিম্নোক্তভাবে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এলিফেটিক অম্লগুলি মুক্তবন্ধন (openchain) হাইড্রোকারবন্ হইতে পাওয়া যায়, আর এরোমেটিক্ অম্লগুলি পাওয়া যায় বৃত্তাকারে সন্নিবিষ্ট হাইড্রোকারবন কেন্দ্র হইতে। মূল হাইড্রোকারবনের প্রকৃতি অনুসারে এক ভাস্মিক এলিফেটিক অম্লগুলির শ্রেণী ভাগ করা হইয়া থাকে। মিথেন এবং ইহার সমমূলক পদার্থসমূহ (homologues) "প্যারাফিন" বা "মেদাম্ল" (fatty acid) ধারার অম্লের উৎপাদন করে, এই শ্রেণীর অম্লগুলি "$C_nH_{2n+1}COOH$" ধরণের সাংকেতিক সূত্রদ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইথিলিন এক্রিলিক্ অম্লশ্রেণীর—$C_nH_{2n-1}COOH$—উৎপাদন করে। প্যারাফিন শ্রেণীর দ্বিভাস্মিক অম্লগুলির সাধারণ সাংকেতিক সূত্র হইল $C_nH_{2n}[COOH]_2$; এই শ্রেণীর অম্লের উদাহরণ স্বরূপে মেলনিক্ $[CH_2(COOH)_2$, সাক্সিনিক $[COOH.CH_2CH_2.COOH]$ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে পূর্ব্বোল্লিখিত সাংকেতিক সূত্রগুলি হইতে সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, সমাবয়বিক সংযোজনা উদ্ভূত জটিলতা অঙ্গার পরমাণু সমূহের বন্ধনী যত দীর্ঘ হইবে ততই বাড়িয়া চলিবে। এই সকল বিষয়ে বিশদভাবে এস্থানে আলোচনা করা সম্ভব নহে; জৈব রসায়ন সম্বন্ধে যে কোন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতেই এতদ্বিষয়ে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

উদ্ভিজ্জ অম্লোৎপন্ন লবণের সংশ্লেষণ (Synthesis of salts of Organic Acids)—কারবন্ অক্সাইড্‌, কার্‌বনমনক্সাইড্‌ প্রভৃতি অঙ্গারের বিভিন্ন অক্সাইড্‌ হইতে যে সকল ক্ষেত্রে কার্‌বক্সিল্ গুচ্ছ পাওয়া যাইতে পারে, সেই সকল ক্ষেত্রেই যে সংশ্লেষণ-কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজে হইতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। নিম্নে এই প্রকারের কএকটী অতি সহজে সংশ্লিষ্ট লবণের সংশ্লেষণপ্রথার উল্লেখ করা গেল।

১। ৩৫০°-৩৭০°C তাপমানে উত্তপ্ত সোডিয়ম্ ধাতুর উপর দিয়া কারবন্-ডাইঅক্সাইড্‌ প্রবাহিত করিলে সোডিয়ম্ অক্সেলেট্ উৎপন্ন হয়; ২। সিক্ত কারবন্-ডাইঅক্সাইড্‌ এবং পটাশিয় পরস্পরের যোগাযোগে পটাশিয়ম্ ফর্মেট্ সংশ্লেষণ চলিতে পারে; ৩। এরোমেটিক অম্ল গুলির সংশ্লেষণ চলিতে পারে কার্‌বন-ডাইঅক্সাইড, সোডিয়ম এবং কোন একটি ব্রোমিন সাব্‌ষ্টিটিউশন ডেরিভেটিভের পারস্পরিক ক্রিয়াদ্বারা; ৪। কার্‌বন্ ডাইঅক্সাইড্‌ এবং সোডিয়ম ফিনোলেটের পারস্পরিক ক্রিয়াদ্বারা এরোমেটিক্ হাইড্রক্সি অম্ল-সমূহের সংশ্লেষণ করা যাইতে পারে। ২০০—২২০°C তাপমানে সোডিয়ম্ হাইড্রক্সাইড্ বা সোডা লাইম হইতে সোডিয়ম্ ফরমেট্ সংশ্লেষণ করিতে কার্‌বন-মনক্সাইড্ অংশ গ্রহণ করে, এবং ১৬০°—২০০°C তাপমানে সোডিয়ম্ মিথক্সাইড্ ও সোডিয়ম ইথক্সাইড্ হইতে যে যথাক্রমে সোডিয়ম এসিটেট্ ও সোডিয়ম্ প্রপিয়নেট্ সংশ্লেষণ দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহাতেও কার্‌বনমনক্সাইডের প্রয়োজন। অ্যালুমিনিয়ম্ ক্লোরাইডের বিদ্যমানে এরোমেটিক্ হাইড্রোকারবন্-গুলির উপর কার্‌বনিল্ ক্লোরাইডের ক্রিয়াদ্বারা এরোমেটিক্ গুচ্ছের মধ্যে কার্‌বক্সিল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়; এই প্রক্রিয়ায় এসিড্ ক্লোরাইড্‌ও উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা সঙ্গে সঙ্গে জলে বিশ্লিষ্ট হইয়া অম্লের সৃষ্টি করে। পটাশিয়ম্ সায়েনাইডের সহিত হেলোজেন সাব্‌ষ্টিটিউশন্ ডেরিভেটিভ্ বা কোন একটি সাল্‌ফনিক্ অম্লের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে নাইট্রাইলের উৎপত্তি হয়, তাহার সজলবিচ্ছেদন প্রক্রিয়ায় প্রথমে এসিড্ এমাইড্ ও পরে অম্ল উৎপন্ন হয়।

এলিফেটিক্ ও এরোমেটিক্ উভয় শ্রেণীর মৌলিক সুরাসার এবং এল্‌ডিহাইড্ সমূহ অম্লজনযোগে অতি সহজেই অম্লের উৎপাদন করে; এই অম্লগুলির অঙ্গার-পরমাণুর সংখ্যা একই থাকিয়া যায়, যথা,—

$R.CH_2OH$—R CHO—R CO OH। এরোমেটিক্ এল্ডিহাইডের বেলা "কানিসারোর প্রতিক্রিয়ার" সাহায্যেও অম্ল উৎপাদিত হইতে পারে। এরোমেটিক অম্ল-সমূহের অম্লজনযোগে সংশ্লেষ-প্রথার একটী প্রধান উপায় হইল এলিফেটিকের পার্শ্ব বন্ধনীযুক্ত হাইড্রোকার্‌বন হইতে, যেমন—টলোইন বা মিথাইল-বেনজিন হইতে বেনজোইক্ অম্ল উৎপন্ন হয়: জাইলিন্ বা ডাইমিথাইল-বেনজিন হইতে মিথাইল বেনজোইক্ এবং থেলিক্ অম্ল উৎপাদিত হয়। কিটোন্ সমূহ, সেকেণ্ডারি সুরাসারগুলি (Secondary alcohols) এবং টারশিয়ারি সুরাসার সমুদায় (tertiary alcohols) অম্লজনযোগের ফলে কতগুলি অম্লের মিশ্রণের সৃষ্টি করে। অপরিপৃক্ত (unsaturated) অম্লগুলি

পটাশের সহিত বিগলনের ফলে দ্বি-সংযোগস্থলে (at the double linkage) বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটী অম্লের সংমিশ্রণের উৎপাদন করে।

গ্রিগনার্ড্ প্রক্রিয়ার সাহায্যে[১৮] এবং মেলনিক্ এস্টারও এসিটোএসেটীক্-এস্টার অবলম্বনে উদ্ভিজ্জ অম্লগুলির সংশ্লেষণ চলিতে পারে। পটাশিয়ম্ ইথাইল্ সাক্সিনেট্ দ্রাবণ [$K_2OC.(CH_2)_2 CO_2 C_2 H_5$] তাড়িতবিশ্লেষণ করিলে K_2OC— অংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া অবশিষ্ট $(CH_2)_2CO_2.C_2H_5$ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া $(CH_2)_4 (CO_2.C_2 H_5)_2$ ধরণের এস্টার উৎপাদন করে। এই প্রকার উপায়েই কোন ধাতব লবণ ও এস্টারের মিশ্রণকেও তাড়িত-বিশ্লেষণপ্রথায় অবশিষ্ট কেন্দ্রাংশের সংযোগে সাধন করা যাইতে পারে; যেমন, পটাশিয়ম্ এসিটেট্ এবং পটাশিয়ম্ ইথাইল্ সাকসিনেট্ উৎপাদন করে—$CH_3.CH_2.CH_2.CO_2.C_2 H_5$।

অম্লক—(পুং) মাক্সার বৃক্ষ, মাদার গাছ, লকুচ বৃক্ষ।

অম্লকরঞ্জ—(পুং) একপ্রকার করঞ্জ, টককরঞ্জা।

অম্লকা—(স্ত্রী) পালকশাক, পালংশাক। ২ পলাশীলতা।

অম্লকাঞ্জিক—(ক্লী) কাঞ্জিক, কাঁজি।

অম্লকান্ত—(ক্লী) লবণ তৃণ।

অম্লকূচি—(পুং) [বৈদ্যক] একপ্রকার বৃক্ষ।

অম্লকেশর—(পুং) বীজপূর। ২ মাতুলুঙ্গ, গোঁড়ানেবু। ৩ ডালিম।

অম্লকেশরী—(পুং) অম্লরসনিম্বুক, গোঁড়ানেবু।

অম্লকোশ—(পুং) তিন্তিড়ীবৃক্ষ।

অম্লগোরস—(ক্লী) অম্লতক্র, টক ঘোল।

অম্লচাঙ্গেরী—(স্ত্রী) চাঙ্গেরীভেদ, টক আমরুল।

অম্লচূক্রিকা—(স্ত্রী) অম্লশাক, চুকাপালং।

অম্লচূড়—(পুং) অদশাক, চুকাপালং। ২ তেঁতুলের অম্বল।

অম্লজন বা অক্সিজেন (oxygen):—অম্লজনের আবিষ্কারের কথা বলিতে গেলে লাভোশিয়া কর্ত্তৃক দহনের যে মূল কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সময়ে যাইয়া উপনীত হইতে হয়; মূলতঃ তাঁহার আবিষ্কৃত দহন হেতুর সহিত অম্লজনের আবিষ্কারের একটা প্রকৃষ্ট সম্বন্ধসূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। সিডল্লিউ শিলির পরীক্ষাগারের যে খসড়া পুস্তক ষ্টক্হলমস্থ রয়েল্ একাডেমি অব্ সায়েন্সেসে (Royal Academy of Sciences) সংরক্ষিত আছে তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি অম্লজন আবিষ্কার করিয়াছিলেন ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দেরও কিছু আগে। শিলি সিক্ত লৌহের উখার গুঁড়া (iron filings), ফস্ফরস্ প্রভৃতি কোন একটী পাত্র দিয়া ঢাকিয়া খানিকটা জলের উপরে রাখিয়া দিয়াছিলেন, এবং তথায় ছিল বাতাস; অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তিনি ফস্ফরস্, উদজন ও মোমবাতি জ্বালাইয়াও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ পরীক্ষার পরে যতটা জল সেই পাত্রের ভিতরে প্রবেশ করে তাহার ঘনমান তিনি মাপিয়া দেখিয়াছেন, এবং তাহাতে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, বাতাসের ঘনমানের কতকাংশ কমিয়া গিয়াছে।

শিলি গন্ধক প্রভৃতির নষ্ট বায়ু (lost air) নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তখন অগ্নি বায়ু (fire air) বা অম্লজন এবং ফ্লজিস্টন এই দুই পদার্থের যোগাযোগে উত্তাপের সৃষ্টি, এইরূপ অনুমান করিয়া লইয়া তিনি ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে দুই রকমের আকর্ষণ থাকায় অগ্নি-বায়ু প্রথমে গন্ধকের ফ্লজিস্টনের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরে যে পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহার কাচের সূক্ষ্ম ছিদ্র (pores) পথে নির্গত হইয়া গিয়াছে। তিনি যখন তাহা ধরিতে পারিলেন না, তখন কাজেকাজেই আর তাঁহার পক্ষে বাতাসের বিভিন্ন উপাদানগুলির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হইয়া উঠিল না। তখন তিনি আবার এমন একটী বায়ুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন যাহা গন্ধক, ফস্ফরস্ প্রভৃতির প্রতি সাধারণ বাতাসের মতই আচরণ করিতে পারে এবং সাধারণ বাতাসের মতই দহনসাধ্য পদার্থগুলি হইতে ফ্লজিস্টন আকর্ষণ করিয়া লইবার সেই বিশিষ্ট গুণ যাহাতে বর্ত্তমান আছে। এই প্রচেষ্টার ফলে তিনি যাহার সন্ধান পাইলেন তাহাকে তিনি Fearluft (অগ্নি-বায়ু) বা 'fire air' আখ্যা দান করেন। এই অগ্নি-বায়ু তিনি পাইলেন নাইটার ও গন্ধকাম্ল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উত্তাপ দিয়া; ইহাতে যে বায়বীয় পদার্থের উদ্ভব হইল তাহাতে তিনি দেখিলেন মোমবাতি বেশ উজ্জ্বলভাবে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি জ্বলিয়া যায়। লাল পারদ অকসাইড্, কৃষ্ণ-মেঙ্গানিজ অকসাইড্, নাইটার প্রভৃতি উত্তপ্ত করিয়া বহুতর উপায়ে তিনি তাঁহার সেই অগ্নি-বায়ু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, যে সকল পদার্থ দহন করিলে বাতাসের কতকাংশ গ্রহণ করিয়া লইতে সমর্থ সেই সকল পদার্থ উক্ত অগ্নি-বায়ুও শোষণ করিতে পারে। ইহা হইতে তিনি বলেন যে, যে বায়ু অবলম্বনে সাধারণ বাতাসে আগুন জ্বলে এই

(১৮) এতদ্বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রবন্ধাদি আলোচনা করা যাইতে পারে:—
Bodroux. Comptes remdus de l' Academie des Sciences, vol. 138, pp. 92 & 700 (1904).

(১) রসায়নবিদ্ জে-ডব্লিউ মেলর প্রণীত "A comprehensive treatise on Inorganic and Theoretical chemistry, 1927, vol. 1, p 344 হইতে সংগৃহীত।

(২) loc cit.

অগ্নি-বায়ু তাহা ব্যতীত আর কিছু নহে, দুইটির মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, সাধারণ বাতাসে উহা অপর আর একটী এমন বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে যাহার দাহ্য বস্তুগুলির প্রতি কোন প্রকার আকর্ষণ নাই, ফলে তাহাতে দ্রুত এবং তীব্র দহনের বাধা মাত্র সৃষ্টি হয়।

ফ্লজিস্টনের কল্পনার ফলেই সম্ভবতঃ শিলি কিছু ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিলেন। দহনকালে দাহ্য বস্তু যে বাতাস হইতে কিছু একটা শোষণ করিয়া লয় তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। দহনের পরে বাতাসের যে অংশ পড়িয়া রহিল তাহাকে তিনি 'verdorbene luft'—দুষ্ট বায়ু বা 'vitiated air' নামে অভিহিত করেন। শিলি দেখিলেন যে, তাঁহার সেই দুষ্ট বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণ বাতাস অপেক্ষা কিছু কম, আর অগ্নি-বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী।

কিন্তু শিলি তাঁহার এই সকল পরীক্ষার বিবরণ তখন প্রকাশ করেন নাই, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পরীক্ষার বিবরণ প্রথম প্রকাশ করিলেন(৩)। ইতোমধ্যে জোসেফ্ প্রিস্‌টলি আবার স্বতন্ত্রভাবে সেই একই বায়ু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু ইহার নামকরণ করিলেন ফ্লজিস্টন-বিরহিত বায়ু (dephlogisticated air(৪))।

তিনি আরও বলেন যে পরবর্তী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি এই বায়ুর প্রকৃতি যথেষ্ট সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। একভাগ নাইট্রিক্ অক্সাইডের সহিত এই নূতন বায়ুর দুই ভাগ মিশ্রিত করিয়া দেখিলেন যে, সেই নূতন বায়ুর আচরণ সাধারণ বাতাসেরই মত।

প্রিস্‌টলি নিজে বলিয়াছেন যে, উক্ত ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনরূপ মনে হয় নাই যে এই নূতন বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরে জন মেওর অনুকরণে ইঁদুরের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন, এবং দেখিতে পান যে, সাধারণ বাতাসে যতক্ষণ সম্ভবপর তদপেক্ষা অধিককাল এই নূতন বায়ুতে জীবন ধারণ করা যাইতে পারে। প্রিস্‌টলি ইহাতে মনে করিলেন যে বাতাস নাইট্রিক্-অম্ল ও ক্ষিতির সংমিশ্রণ মাত্র।

এই সকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অম্লজানের তথাকথিত আবিষ্কারক প্রিস্‌টলি এবং শিলি—ইঁহাদের কাহারই এই বায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বা সঠিক ধারণা ছিল না। তাঁহারা কেবল কতগুলি কল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইগুলি এখন আমরা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই জানি। তবে এই পর্য্যন্ত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ পর্য্যন্ত প্রিস্‌টলির কোনরূপ সন্দেহ ছিল না যে, নূতন বায়ুর গুণাগুণ সমস্তই ছিল সাধারণ বাতাসের অনুরূপ। এই সময়ে আবার এ-এল লাভশিয়া প্রিস্‌টলির নিজের নিকট এই নূতন বায়ুর কথা শুনিয়া বিভিন্ন ভাত্বিক পদার্থ এবং ধাতুগুলের সহিত ইহার যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা স্থির করেন। লাভশিয়ার সিদ্ধান্তের আলোচনা কালে ডব্লিউ ভি হারকোর্ট বলিয়াছেন যে, প্রিস্‌টলির পরীক্ষায় এই বায়ুর যে গুণ ধরা পড়ে নাই তাহাই এ এল লাভশিয়ার হাতে পড়িয়া অত্যাবশ্যকভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠে এবং রসায়নের ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় ঘটনা।

ইহারও প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে দার্শনিকগণ নাইটার এবং বাতাসের মধ্যে কিছু একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন, অবশ্য তৎসম্বন্ধে তখন কোন প্রকার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এন-হেন্‌শর(৬) মত কেহ কেহ মনে করিতেন যে, নাইটার এবং বাতাসের এই সাদৃশ্যের কারণ হইল বাতাসে যথার্থই নাইটারের কণা বিস্তৃত রহিয়াছে, তাঁহারা বলিতেন, "বাতাস সর্ব্বত্র এক প্রকার উদ্বায়ী নাইটারে পূর্ণ" ("the air is everywhere full of a volatile kind of nitre")। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে রবার্ট বয়েলও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফ্রি-হোবস্ মনে করেন যে, নাইটার এমন কতকগুলি লবণ মণ্ডলে গঠিত যাহাতে বাতাস পূর্ণ রহিয়াছে। আর হুকের আবার বিশ্বাস ছিল যে, বাতাসের যে অংশের নিশ্চিত বাতাস দহনসাধ্য পদার্থগুলির দ্রাবকরূপে (as solvent) পরিণত হইয়াছে, সেই অংশ সম্পূর্ণ এক না হইলেও সল্টপিটারে যাহা স্থিরবদ্ধ রহিয়াছে তাহারই অনুরূপ ("like, if not the same, with that which is fixed in saltpetre.)। তৎপর মেও পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়া দেন যে, বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান যে বায়ু বিভিন্ন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া দহন ব্যাপার সংঘটিত করে, তাহা নাইটারের উপাদান বিশেষের সহিত সম্পূর্ণ একরূপ, কারণ (১) বায়ুমণ্ডলে ঐ লবণ (নাইটার) উৎপন্ন হয়, (২) বিভিন্ন পদার্থের দহনকালে যে সকল ব্যাপার ঘটে তাহা উভয়ের বেলাই এক প্রকার। উদাহরণস্বরূপে তিনি দেখাইয়া দেন যে, নাইটার, নাইট্রিক্-অম্ল প্রভৃতি সমস্ত জিনিষেরই অম্লাত্মক উপাদানটী একই পদার্থ উৎপাদন করে।

(৩) *Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer*, Upsala, 1777.

(৪) J Priestley, *Experiments and Observations on Different kinds of Air*, London, p. 29—103 [1775]

(৫) , *Mag.* (3), Vol 28, p. [illegible]8 [1846]

(৬) N. Henshaw, *Aero-chalinos* [illegible], London, 1664.

এল্‌কেমি যুগের পাণ্ডিতগণও অম্লজনের সহিত পরিচিত ছিলেন কি না তাহা লইয়া ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে মনে হয় যে অতি প্রাচীনকালেও এই বায়ু লোকের জানা ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জোসিমস্ (Zosimus[৭]) বলিয়াছিলেন, "Take the soul of copper which is borne upon the water of mercury, and disengage an aeriform body".

এফ্‌ হোএফারের (F. Hoefer[৮]) মতে এই "water of mercury" দ্বারা নিশ্চয়ই তরল পারদকে বুঝান হইতেছে, এবং "soul of copper" লাল মারকিউরিক অক্সাইড্‌ ব্যতীত আর কিছু নহে; বাতাসে রাখিয়া পারদ উত্তপ্ত করার ফলে পারদের উপরে এই মারকিউরিক অক্সাইড্‌ ভাসিয়া উঠিয়াছে। যদি তাহাই হয় তবে "soul of copper" উত্তপ্ত করিলে যে "aeriform body" উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা অম্লজন ব্যতীত আর কিছু নয়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে আবার কোহাউসেন[৯] "white dove" এর উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত আছে যে "white dove" বিরহিত হইলে বায়ুমণ্ডলের বাতাস শ্বাস-প্রশ্বাসের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বয়েল্‌[১০] এক নিবন্ধে বলিয়াছেন যে, কর্‌নেলিয়স্ ড্রেবেল (Cornelius Drebell) এক রকম ডুবো জাহাজ (submarine) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাহাতে যাত্রাকালে সঙ্গে এক প্রকার রাসায়নিক তরল পদার্থ লইয়া গিয়াছিলেন; এই পদার্থটী ছিল তাঁহার এই নৌযাত্রার প্রধান রহস্য। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস যখন দূষিত হইয়া উঠিত, তখন সেই তরল পদার্থের পাত্রটী উন্মোচিত করিয়া বাতাসে সেই অতি প্রয়োজনীয় প্রাণ-বস্তুটী সরবরাহ করিয়া বাতাসকে আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিতেন।

তথাপি দেখা যায় পি-এক্ ডি সুলট্‌জ্‌বেক্[১১] ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দেও জানিতেন যে লাল মারকিউরিক অক্সাইড্‌ উত্তাপের যোগে 'স্পিরিট' পরিত্যাগ করিয়া দেয়; ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে কারডেন্‌ এবং ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ওলাউস্ বোরিচিয়স্[১৩] সলটপিটারে উত্তাপ যোগে "flatus" পাইয়াছিলেন। ইহা হয় অম্লজন না হয় নাইট্রাস্ অক্সাইড্‌ বায়ু হইবে, এবং কারডেন্ নিজেই বলিতেছিলেন যে এই বায়ু অগ্নির পুষ্টি সাধন করে এবং তাপোজ্জ্বল কাষ্ঠখণ্ডকে পুনঃপ্রজ্বলিত করে। ইহার কএক বৎসর পরে রবার্ট বয়েল্ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এই বায়ু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ষ্টিফেন হেল্‌স্ (Stephen Hales) আবার ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে এই বায়ু প্রস্তুত করেন, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পি বায়েন্ অধঃপাতিত (precipitated) মারকিউরিক অক্সাইড্‌ বকযন্ত্রে (retort) রাখিয়া তাপযোগে ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্পাদিত প্রিস্‌ট্‌লি এবং শিলির পরীক্ষার বহু পূর্ব্বে চীনা বিশেষজ্ঞগণ অম্লজন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সত্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়[১৪]।

প্রাচীন ভারতে অবশ্য অম্লজন পৃথক্ করিবার চেষ্টা নাই বা পৃথক্‌ভাবে অম্লজনের অস্তিত্ব জানা ছিল এমন কোন নিদর্শন নাই; কিন্তু বাতাসে রাখিয়া পুড়াইলে লৌহ ইত্যাদির সহিত যে কোন একটী নূতন উপাদান যুক্ত হয়, তাহা জানা ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে[১৫]।

সাধারণ গুণাগুণ:—অম্লজন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহা বাতাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারী; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.১০৫২৩। অম্লজন জলে অতি সামান্য গলে; তাই জলচর প্রাণী-সমূহের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করা সম্ভবপর হইতে পারে। অম্লজন নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত রাসায়নিকগণ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেন 'O'; ইহার পারমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) ১৬.০০ এবং পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) হইল ৮। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অম্লজন প্রায় সমুদায় মৌলিক পদার্থের সহিতই সংযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় থাকিলে, অর্থাৎ যদি জলীয় বা জলাংশ না থাকে, তাহা হইলে অপর কোন পদার্থের সংস্পর্শে অম্লজনের কোনরূপ ক্রিয়া দেখা যায় না। স্বর্ণ এবং প্লাটিনম্ শ্রেণীর 'আদর্শ ধাতু' বা 'নোব্‌ল্ মেটাল'গুলি (noble metal)

(৭) *A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry*, vol. I, p. 346 হইতে সংগৃহীত।

(৮) *Histoire de la Chimie* Paris. vol. 2, p. 271 (1843).

(৯) J. H. Cohausen, *Hermippus redivivus*. Trankfort, 1742.

(১০) Robert Boyle. *New Experiments on Physico-mechanical touching the Spring of Air*, London, 1660.

(১১) P. Eck de Sultzback. *Theatrum Chemicum*, Argentorati vol. 4. p. 1007 (1622).

(১২) J. Cardan, *De rerum varietate*, Basil, p. 668 1557.

(১৩) *Philosophical Works*, London. vol. 2. p. 633 1725.

(১৪) J. Klaproth, *Mem. Imp. Acad. St. Petersburg*, vol 2. p. 476 (1810).

এতৎসম্পর্কে W. Duckworth. *Chemical News*, vol. 53, p. 250 (1886) দ্রষ্টব্য।

(১৫) Sir P. C. Roy, *A History of Hindu Chemistry*, vol. 1. p. 46. 1903.

ব্যতীত প্রায় সকল ধাতু বা ধাতব মৌলিক পদার্থই অম্লজনের মধ্যে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে অম্লজনযুক্ত হয়। এস্থলে এতদ্দেশে প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুসারে লৌহ-জারণ প্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। লৌহজারণ লৌহের সহিত অম্লজনযোগ ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছু নহে[১৬]।

বিস্তৃতি :—পৃথিবীতে যত মৌলিক পদার্থ আছে তন্মধ্যে অম্লজনের বিস্তৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এমন কি অন্যান্য সমস্ত পদার্থ একত্র করিলে যতটা হয়, কেবল অম্লজনের পরিমাণই প্রায় ততটা হইবে। বায়ুমণ্ডলের শতকরা ২১ ভাগমাত্র হইল অম্লজন, জল বিভিন্ন উপাদানের ওজনের নয় ভাগের আট ভাগ হইল অম্লজন, এবং ভূমণ্ডলের উপরিস্থিত অর্দ্ধ মাইল বা এক চতুর্থাংশ ক্রোশ গভীর যে প্রস্তরাবরণ রহিয়াছে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক ওজনই হইল অম্লজন। বৃদ্ধিমান লতা গুল্ম গাছগাছড়া অঙ্গারাম্লজন বা কার্ব্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে আপন দেহপুষ্টির নিমিত্ত অঙ্গার আত্মসাৎ করিয়া লইয়া অম্লজন পরিত্যাগ করে। প্রাণিগণের শ্বাস প্রশ্বাসের উপযোগী ইহাই একমাত্র বায়ু।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ড্রপার[১৭] দেখান যে সূর্য্যের মধ্যে অম্লজন বিদ্যমান আছে। ট্রাওব্রিজও[১৮] বিশ্বাস করেন যে, সূর্য্যে মুক্ত অম্লজন রহিয়াছে।

প্রস্তুত প্রণালী :—অম্লজন প্রস্তুতের বহুতর উপায় রহিয়াছে, সকলগুলির বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে দেওয়া সম্ভবপর নাহে, তবে মোটামুটিভাবে কতকগুলি লিপিবদ্ধ করা গেল।

মারকিউরিক অক্সাইড্ এবং পটাসিয়ম ক্লোরেট হইতে উত্তাপযোগে অম্লজন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এইরূপ উত্তাপের সাহায্যে মেঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, লেড ডাই অক্সাইড, বেরিয়ম ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বহু অক্সাইড্ হইতে অম্লজন পাওয়া যায়। পটাসিয়ম নাইট্রেট্ বা সোডিয়ম নাইট্রেট হইতেও অম্লজন পাওয়া যাইতে পারে, তবে তাহাতে নাইট্রোজেন বা নাইট্রোজেন-অক্সাইড মিশ্রিত থাকে[১৯]।

আরক্তত্তপ্ত ইটের টুকরা বা খোলামকুচির উপর দিয়া গন্ধকাম্লের বাষ্প (vapour of sulphuric acid) প্রবাহিত করিয়া নিলে অম্লজন, সালফার-ডাই-অক্সাইড্ এবং জল উৎপন্ন হয়। $2\,H_2SO_4 = 2H_2O + 2SO_2 + O_2$। উৎপন্ন দ্রব্যগুলি জলে অথবা সোডিয়ম হাইড্রক্সাইড ধৌত করিলে সালফার ডাই অক্সাইড আটক থাকিয়া যায়, অম্লজন বাহির হইয়া আসে। এই উপায়ে ডেভিল ও ডিব্রে অম্লজন প্রস্তুত করিয়াছিলেন[২০]।

পটাসিয়ম বা সোডিয়ম পারমেঙ্গানেট উত্তপ্ত করিলেও বেশ নির্ম্মল অম্লজন উৎপন্ন হইতে পারে। কিউপ্রিক মেটাবোরেট, $Cu\,B_2O_4$, প্রায় ১০০০° তাপমানে অম্লজন পরিত্যাগ করে, $12\,CuB_2O_4 = 6\,Cu_2\,2B_2O_3 + 3O_2 + 10B_2O_3$।

বহু ডাই অক্সাইড আছে যাহা হইতে বায়ুমণ্ডলের সাধারণ তাপমানেও জল অথবা লবণ অম্লের প্রতিক্রিয়ায় অম্লজন উৎপন্ন হইতে পারে। সোডিয়ম পারঅক্সাইড জলের সংস্পর্শে সোডিয়ম হাইড্রক্সাইড এবং অম্লজনে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে $2Na_2O_2 + 2H_2O = 4\,NaOH + O_2$। এতদ্সঙ্গে মেঙ্গানিজডাই-অক্সাইডের জাতীয় যোগবাহীর সহায়তা লইলে প্রতিক্রিয়া কিঞ্চিৎ দ্রুততর হয়। সোডিয়ম পারঅক্সাইড এবং মেঙ্গানিজ-ডাই অক্সাইড একত্র মিশ্রণ করিয়া 'অক্সোন' * নামে বিক্রয় হয়। 'অক্সিলিথ' নামের আর একটী মিশ্রিত পদার্থ ও প্রয়োজনমত অম্লজন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বাজারে পাওয়া যায়; ইহা জলের সংস্পর্শে আসিলে বিচ্ছিন্ন হইয়া অম্লজন উৎপাদন করে $CaOCl_2 + H_2O + Na_2O_2 = Ca(OH)_2 + 2\,NaCl + O_2$।

মেঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড[২১], ক্রোমিক অম্ল বা পটাসিয়ম-ডাইক্রোমেট, পটাসিয়ম-পারমেঙ্গানেট—ইহাদের যে কোন একটীর সহিত গন্ধকাম্ল উত্তপ্ত করিলে অম্লজন পাওয়া যাইতে পারে। তবে নির্ম্মল অম্লজনের আবশ্যক হইলে এই প্রথার তত প্রয়োগ হয় না। কেবল অক্সিডাইজিং এজেন্টের যখন প্রয়োজন হয়, তখনই ইহার বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে।

জলীয় বাষ্প এবং ক্লোরিন অত্যুত্তপ্ত নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া নিলে অম্লজন পাওয়া যাইতে পারে[২২] $2\,Cl_2 + 2\,H_2O = 4\,HCl + O_2$।

একণে বায়ুমণ্ডলের যে অম্লজন রহিয়াছে তাহা কি উপায়ে

(১৬) Sir P C Roy pp cit pp 111 & 263—264

(১৭) H. Draper *Am Jour Science* 3 vol *14* p 50 1877

(১৮) J. Trowbridge, *Phil Mag* (5) vol 41 p 450 [1896]; ibid 6, vol p 156 [1902]

(১৯) J. Lang, *Pogg Ann* Vol 118, p 282 1863

(২০) H St C Deville & H Debray, *Compt Rend*, vol 51 p 822 1860

* "The trade name for a mixture of fused sodium peroxide with a small quantity of manganese dioxide is Oxone"—J W Mellor *Op Cit* p 353

† *Oxylith* is a compressed mixture of sodium peroxide with about 62 per cent of dry chlorid of lime"—*loc cit.*

(২১) A Vogel *Jour prakt Chem* 1 vol 1 p 949 1834

(২২) W H Balmain *Jour Pharm* vol 2 p. 499 (1842)

প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। বায়ুমণ্ডলের অম্লজান সংগ্রহ করার প্রথার মধ্যে অন্যতম প্রধান উপায় হইল বাতাস হইতে এমন কোন বস্তুর সহিত অম্লজানযুক্ত করিতে হইবে, যাহা হইতে উপযুক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা অম্লজান উদ্ধার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং সেই বস্তুটী পুনরায় অম্লজানযোগের উপযোগী হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় কুড়ি বৎসরকালব্যাপী ব্রিন বা বেরিয়ম-পারঅক্সাইড প্রথায়ই বাণিজ্যোপযোগী অম্লজান প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। এই প্রথায় বেরিয়ম-মনক্সাইড্‌কে ১০০০° F ফারেন্‌হিট্ তাপমান পর্য্যন্ত উত্তাপ দেওয়া হয়; তাহাতে এই মনক্সাইড্ বাতাস হইতে অম্লজান শোষণ করিয়া বেরিয়ম-ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। ১৬০০° তাপমানে বেরিয়ম-ডাইঅক্সাইড্ যে অম্লজান শোষণ করিয়া লইয়াছিল তাহা মুক্ত করিয়া দিয়া ডাইঅক্সাইড্ আবার মনক্সাইডে পরিণত হয়। প্রথমে পূর্ব্বোল্লিখিত মত উপায়ে অম্লজান প্রস্তুত করা হইলেও পরবর্ত্তী কালে ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তখন তাপমান ১২০০° F ফারেন্‌হিটে স্থির রাখিয়া চাপের পরিবর্ত্তন করিয়া অম্লজানযোগ ও অম্লজানবিয়োগ কার্য্য সাধিত হইত। ইহাতে কিন্তু শতকরা ৯৪ অংশের বেশী অমিশ্র অম্লজান পাওয়া যাইত না।

পরবর্ত্তী কালে এই প্রথা পরিত্যক্ত হইয়া লিনডের প্রথার প্রচলন হইয়াছে অধিক। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লিনডে তরল বায়ুতে পরিশোধন-প্রথার (rectification process) প্রয়োগ করিয়া শতকরা ৯৮·৫ অংশ অমিশ্র অম্লজান উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইহাতে উৎপাদনের ব্যয়ও কমই পড়িল। এই প্রথায় বাতাসকে প্রথমে অঙ্গারাম্লজান মুক্ত করিয়া লওয়া হয়; পরে চাপ বৃদ্ধি করিয়া সঙ্কুচিত করিয়া ঠাণ্ডা করা হয়, তৎপরে তাহাতে পুনরায় সম্প্রসারিত হইতে দেওয়া হয়। এই সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে বাতাস তরলীকৃত হইয়া পড়ে। [বায়ু দ্র°]। তৎপর এই তরলীকৃত বায়ু হইতে আংশিক তির্য্যক্‌পাতন (fractional distillation) প্রথায় অম্লজান উদ্ধার করিয়া লওয়া হয়। এই প্রথায় অম্লজান প্রস্তুতের ব্যয় ব্রিন-প্রথার অর্দ্ধেকেরও কম পড়ে। তাই অচিরেই ব্রিন-প্রথা লোপ পাইয়া যায়। তদ্ব্যতীত তরল-বায়ু পরিশোধন প্রথায় যে অম্লজান পাওয়া যায় তাহার শুদ্ধতাও শতকরা ৯৮।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আবার ইহারও উন্নতি সাধিত হয়। এই উৎকর্ষের ফলে তরল বাতাস হইতে অম্লজান ও নাইট্রোজেন উভয়কেই পৃথক্ করিয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছে, এবং অম্লজানের নির্ম্মলতাও শতকরা ৯৯·৫-এ উন্নীত হইয়াছে, নাইট্রোজেনের নির্ম্মলতাও শতকরা ৯৯-এর উপরে পাওয়া যায়।

জলে নাইট্রোজেন অপেক্ষা অম্লজান দ্রব হয় বেশী সহজে এবং অধিক পরিমাণে। মেলেট[৫০] যথেষ্ট চাপের সাহায্যে জলে দ্রবীভূত বাতাস পাম্প করিয়া অম্লজান উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাড়িতবিশ্লেষণ প্রথায় জল হইতেও অম্লজান প্রস্তুত করা যাইতে পারে। [উদজান দ্র°]।

নানা উপায়ে যে অম্লজান প্রস্তুত করা হয়, তাহা সাধারণতঃ ১০০-১৫০ বায়ু-চাপে ইস্পাতের চোঙ্গীতে পূরিয়া বাজারে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। এইরূপে ইস্পাতের চোঙ্গীতে পূরিয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দেশে অম্লজান প্রস্তুত করা হইয়াছে প্রায় ৫০০০ ০০০ ০০০ ঘনফুট[৫১]।

অম্লজান তরলীকৃতও হইতে পারে। তরল অম্লজানের বর্ণ ঈষৎ নীল, ইহা—১৮২ ৯°C তাপমানে ফুটিতে আরম্ভ করে।

তরল উদজানে রাখিয়া উদ্বায়ী করিলে এবং ঠাণ্ডা করিলে তরল অম্লজানকে কঠিন আকারে পরিণত করা যায়। কঠিন অম্লজানের বর্ণ নীলাভ, এবং ইহা -২৯১°C তাপমানে গলিতে থাকে।

অম্লজানের অস্তিত্ব নিরূপণ :—কোন বায়বীয় পদার্থে অম্লজান মিশ্রিত আছে কিনা তাহা নির্দ্ধারণের বহু উপায় রহিয়াছে। তন্মধ্যে অতি প্রচলিত এবং প্রামাণিক উপায়ের দুই একটী সম্বন্ধেই এখানে উল্লেখ করা গেল।

(১) হাইড্রোক্লোরিক অম্লে কিউপ্রাস্-ক্লোরাইড্ দ্রাবণ অম্লজানের অস্তিত্ব নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অম্লজানের সংস্পর্শে উক্ত বর্ণহীন দ্রাবণ কিউপ্রিক্-অক্সিক্লোরাইড্ গঠন-হেতু বাদামি-সবুজ বর্ণে পরিণত হয়। (২) পাইরোগেলের এল্‌কেলিন দ্রাবণ অতি সহজে অম্লজান শোষণ করিয়া লইয়া গাঢ় বাদামি বর্ণের এক প্রকার দ্রাবণে পরিবর্ত্তিত হয়। (৩) হাইড্রোক্লোরিক অম্লে ক্রোমাস্-ক্লোরাইড দ্রাবণ এবং (৪) ফেরাস্‌টার্‌ট্রেটের এল্‌কেলিন দ্রাবণ ও অম্লজান শোষণ করে।

অক্সাইড্ :—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বহুতর মৌলিক পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া অম্লজান অক্সাইড্ উৎপাদন করে। এস্থানে অক্সাইড্‌গুলি প্রস্তুত করিবার বিভিন্ন প্রণালীর বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে, কেবল সাধারণ কএকটী প্রথারই উল্লেখ এখানে করা হইবে। প্রথমতঃ ধাতব অক্সাইড্ হইতে আরম্ভ করা যাক্।

উত্তপ্ত বাতাসে তপ্ত করিলে বহু ধাতু অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অক্সাইডের সৃষ্টি করে, যেমন টিন $Sn+O_2 \leq SnO_2$

(৫০) J. T A Mallet, *Dingler's Jour.* vol. 199. p. 112. 1871.

(৫১) *Encyclopædia Britannica* 14th ed., vol. 16, p. 100:

(ক্রৌমিক-অক্সাইড্)। ধাতব নাইট্রেট্‌কে প্রখর অগ্নিতে ভস্ম করিলে অক্সাইড উৎপন্ন হয়—

$2Cu(NO_3)_2 = 2CuO$ (কপার্ অক্সাইড্) $+ 4NO_2 + O_2$।

$4Cr(NO_3)_3 = 2Cr_2O_3$ (ক্রোমিয়ম অক্সাইড্) $+ 12NO_2 + 3O_2$। ক্যাল্‌সিয়ম কার্ব্বনেট প্রভৃতি কার্ব্বনেটগুলিকে ভস্ম করিলেও অক্সাইড্ পাওয়া যায় $CaCO_3 = CaO + CO_2$। তবে বেরিয়ম ও ষ্ট্রন্‌শিয়ম কার্ব্বনেটকে ভস্ম করিবার আগে অঙ্গার চূর্ণ বা প্রদীপের ঝুল মিলাইয়া লইলে ভাল। কোন ধাতব লবণের দ্রাবণে কোন একটী ক্ষারিক হাইড্রক্সাইড দ্রাবণ বা জল মিশ্রিত এমোনিয়া ঢালিয়া দিলে প্রথমে যে হাইড্রক্সাইড্ অধঃপাতিত হয় তাহা ভস্ম করিলেও অক্সাইড্ পাওয়া যাইতে পারে, যেমন, $FeCl_3 + 3NaOH = Fe(OH)_3 + 3NaCl$ এবং $2Fe(OH)_3 = Fe_2O_3 + 3H_2O$।

অনেক মৌলিক পদার্থ আছে, সেইগুলি হইতে আবার একাধিক রকমের অক্সাইড্ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারের অক্সাইডগুলির মধ্যে লৌহ, মেঙ্গানিজ কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ধাতুগুলির এক প্রকার অক্সাইড্ হইল ... ইহা পুনরায় ভস্মীকৃত হইলে আরও অম্লজন গ্রহণ করিয়া R_2O_3 ধরণের সেস্কুই অক্সাইড গঠিত হয় এবং এইগুলি আরও বেশী অম্লজনের সহিত RO_2 ধরণের অক্সাইড উৎপাদন করে। মেঙ্গানিজ Mn_2O_7 শ্রেণীর অক্সাইড ও সৃষ্টি করে।

কতকগুলি পদার্থ আছে সেইগুলি সাধারণ তাপমানে অম্লজনের সহিত আপন আপনি সংযুক্ত হইয়া থাকে। বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড্ বায়ু বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে অম্লজন গ্রহণ করিয়া খদিরবর্ণ নাইট্রোজেন পারঅক্সাইডে (NO_2) পরিণত হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে ক্ষারিক ধাতু, ফেরাস্ ও মেঙ্গানস্ হাইড্রক্সাইড্ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অম্লজনযোগ এত তীব্রভাবে হইতে থাকে যে অত্যধিক উত্তাপের নিমিত্ত আগুন জ্বলিয়া উঠে, উদাহরণ স্বরূপে হাইড্রোজেন ফস্ফাইড্ (P_2H_4), সিলিকন-হাইড্রাইড্ (Si_2H_6), জিঙ্ক্ ইথাইল [$Zn(C_2H_5)_2$] প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ব্যবহার:—জীব জগতে শ্বাস প্রশ্বাসের নিমিত্ত অম্লজন অপরিহার্য্য, ইহা মানুষ মাত্রেরই জানা আছে। তাহা ছাড়া আরও বহু প্রকারে অম্লজনের ব্যবহার হইয়া থাকে। মিশ্রিত তরল অম্লজন এবং পেট্রোলিয়ম প্রবল বিস্ফোরকরূপে (explosive) ব্যবহৃত হইতে পারে।

উদজনের সহযোগিতায় অক্সি হাইড্রোজেন ব্লোপাইপে (oxyhydrogen blowpipe) অম্লজন ব্যবহৃত হয়, লৌহাদি জোড়া লাগাইবার জন্য, ধাতু প্রভৃতি কাটিবার নিমিত্ত অক্সি-এসিটিলিন ব্লো পাইপে (oxyacetylene blowpipe) এসিটিলিনের সহিতও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। সবমেরিন প্রভৃতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিমিত্ত অম্লজনের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কাগজ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সূতির কাপড় প্রভৃতি দিয়া যে একপ্রকার মণ্ডবৎ পদার্থ প্রস্তুত করা হয়, তাহার বিবর্ণতা দূর করিবার নিমিত্তও অম্লজনের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

অম্লজম্বীর (পুং) গোঁড়ালেবু। ২ জম্বীরবৃক্ষ।

অম্লটক—(পুং) অশ্মন্তকবৃক্ষ, অম্ল কুচাই। এই বৃক্ষের দ্বারা ব্রাহ্মণদের ব্যবহার্য্য মেখলা তৈয়ার করা যায়।

অম্লতা—(স্ত্রী) অম্ল আস্বাদ, টক।

অম্লত্বক্—(পুং) পিয়াল বৃক্ষ।

অম্লদোলক (পুং) চুক্র, টকপালং।

অম্লদ্রব্য—(ক্লী) জম্বীরাদির রস।

অম্লনায়ক—(পুং) অম্লবেতস।

অম্লনিম্বুক—(পুং) মহাম্লনিম্বুক, গোঁড়ালেবু।

অম্লনিশা—(স্ত্রী) শঠীবৃক্ষ, অম্লহরিদ্রা।

অম্লপঞ্চফল—(ক্লী) কুল, দাড়িম, তেঁতুল, চুক্র এবং অম্ল রস যুক্ত ফল অথবা জম্বীর, নারঙ্গা, অম্লবেতস, তেঁতুল এবং বীজপূর এই পাঁচ ফল। [পঞ্চমূল দ্র°]

অম্লপত্র—(পুং) অশ্মন্তক বৃক্ষ। ২ দণ্ডালুক, খাম আলু। ৩ ক্ষুদ্র পত্রক তুলসী বৃক্ষ।

অম্লপত্রক—(পুং) চেংড়া। ২ অশ্মন্তকবৃক্ষ, অম্ল কুচাই। ৩ অম্ল লোণিকা, আমরুল।

অম্লপর্ণ—(ক্লী) শুক্ল ভেরণ্ডা।

অম্লপত্রিকা (স্ত্রী) চাঙ্গেরী ক্ষুদ্র মুনী।

অম্লপত্রা—(স্ত্রী) পলাশীলতা। ২ চাঙ্গেরী। ৩ ক্ষুদ্রাম্লিকা, ক্ষুদ্র মুনী।

অম্লপনস—(পুং) [অম্লঃ অথচ পনসঃ, কর্ম্মধা°] মান্দার, লিকুচ বৃক্ষ।

অম্লপর্ণিকা (অম্লপর্ণী)—(স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ। ২ স্বর্ণপর্ণী। বৈদ্যকে ইহার গুণসম্বন্ধে লিখিত আছে—ইহা সেবন করিলে কফশূল রোগ নিরাময় হইয়া থাকে।

অম্লপাদপ—(পুং) বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল গাছ।

অম্লপিত্ত (ক্লী) এক প্রকার পিত্তজনিত কঠিন রোগ। মাধবনিদানে এই রোগের লক্ষণ এইরূপ পাওয়া যায়—বিরুদ্ধ ভোজন, বিদাহী, ভর্জ্জিত দ্রব্য পিত্ত প্রকোপক দ্রব্য সেবন, মাষকলায় প্রভৃতির অন্ন ভোজন ... বিরুদ্ধ খাদক দ্রব্য প্রভৃতি সেবনদ্বারা পিত্ত অত্যন্ত কুপিত হইলে অম্লপিত্ত রোগের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ এই

রোগে ভুক্ত অন্নের অপরিপাক, শ্রান্তিবোধ, বমনের উদ্বেগ, তিক্ত অম্লোদ্গার, দেহের ভারবোধ, ভোজনের কিছুক্ষণ পরেই বুক এবং গলা জ্বালা ও অরুচি এই প্রকার লক্ষণাদি দেখা যায়। প্রধানতঃ এই রোগ দুই প্রকার—ঊর্দ্ধগ ও অধোগ। অধোগ অম্লপিত্তে হরিদ্বর্ণ, পীতবর্ণ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণযুক্ত অতিদুর্গন্ধ মল নির্গত হয়, এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্ঞানের বিপরীতভাব, বমন বেগ, কোঠোৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্মনির্গম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পীতবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে—হরিদ্বর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, আরক্ত বা রক্তবর্ণ, অত্যন্ত অম্ল আস্বাদযুক্ত, মাংস-ধোয়া জলের ন্যায়, অত্যন্ত পিচ্ছিল, নির্ম্মল, কফসংযুক্ত, এবং কটু, তিক্ত প্রভৃতি বিবিধ আস্বাদবিশিষ্ট বমন হইয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্যের বিদগ্ধ অবস্থায় অথবা অভুক্তাবস্থায়ও কোন কোন সময় তিক্ত বা অম্ল বমন হয় ও উদ্গার প্রভৃতি ঐ রূপ তিক্ত অম্ল আস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ ইহাতে কণ্ঠ, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে দাহ এবং শিরোবেদনা, হাত পা জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, অত্যন্ত অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর, কণ্ডূ, অনেক পিড়কার উৎপত্তি ও অন্যান্য নানাবিধ রোগের আক্রমণ উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই রোগ অধিক দিন না হইলে আশু যত্নের সহিত চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইতে পারে, তবে দীর্ঘকালজাত অম্লপিত্ত চিকিৎসার অসাধ্য। অনেকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে অতি কষ্টসাধ্য চিকিৎসার দ্বারা সেই রোগ নিরাময় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অম্লপিত্ত আবার তিন প্রকার—বাতাত্মক, শ্লেষ্মাত্মক ও বাতশ্লেষ্মাত্মক। এই স্থলে বক্তব্য যে বিবেচক চিকিৎসকগণ অতি সূক্ষ্ম প্রণিধানপূর্ব্বক দোষলক্ষণাদি নির্দ্ধারণ করিবেন।

বাতাত্মক অম্লপিত্তে—কম্প, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গাত্র ঝিম ঝিম করা, দেহের অবসাদ, শূলবেদনা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, জ্ঞানের বিলোপ, মনোমোহ ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

শ্লেষ্মাত্মক অম্লপিত্তে—কফ নিষ্ঠীবন, দেহের ভারবোধ ও জড়তা, অরুচি, শীতানুভব, অবসন্নভাব, বমি, শ্লেষ্মদ্বারা মুখের লিপ্ততা, অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলতা, কণ্ডূ, নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। বাতশ্লেষ্মাত্মক অম্লপিত্তে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক উভয়বিধ লক্ষণই দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা—সাধারণতঃ অম্লপিত্ত রোগে বমন, মৃদুবিরেচন, স্বেদক্রিয়া, অনুবাসন প্রভৃতি যথাস্থলে প্রযোজ্য। চিরজাত অম্লপিত্তে নিরূহণ (পিচকারী) দেওয়া উচিত এবং রোগের ব্যবস্থা দেখিয়া ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব্বোক্ত অধোগ অম্লপিত্তে বিরেচন এবং ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে বমন করান উচিত। শ্লেষ্মাত্মক অম্লপিত্তে পটোলপত্র, নিম্বপত্র, মদনফল, মধু ও সৈন্ধব লবণদ্বারা বমন করাইবে। বিরেচন দরকার বোধ করিলে মধু ও আমলকীরসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। সাধারণতঃ এই রোগে তিক্তপ্রধান আহার ও পানীয় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। মিষ্ট দ্রব্যের সহিত যব ও গোধূমের খাদ্য সেবন করিবে। কিন্তু অধিক লবণ, কটু ও অম্ল প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য সংযুক্ত করিবে না।

বাতাত্মক অম্লপিত্তে—চিনি ও মধুর সহিত খইচূর্ণ আহার করিবে। কণ্ড ও বমন নিবারণের জন্য শুঁঠ ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা, জল অর্দ্ধসের জ্বাল দিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, শেষ ১ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই কাথ পান করাইবে।

অগ্নিমান্দ্য ও শূল প্রভৃতি নিবারণের জন্য পটোলপত্র, শুঁঠ, ধনিয়া, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ ১ পোয়া দিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। অগ্নিমান্দ্য, শূল দাহ ও বমি নিবারণের জন্য—পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ, কটকী, প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা করিয়া, জল অর্দ্ধসের, শেষ ১ পোয়া দিয়া কাথ করিয়া সেবন করাইবে।

অম্লপিত্তে, বমি ও অরুচি নিবারণের জন্য—যব, পিপুল, পটোলপত্র, মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ এক পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহা পান করাইবে।

ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক ঔষধের উল্লেখ আছে। এখানে কএকটী ঔষধের নাম প্রদত্ত হইল—দশাঙ্গ, পঞ্চনিম্বাদিচূর্ণ, অবিপত্তিকরচূর্ণ পিপ্পলীখণ্ড, বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড, গুলীখণ্ড, শতাবরীঘৃত, নারায়ণঘৃত, পিপ্পলীঘৃত, সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদক অম্লপিত্তান্তকমোদক, সর্ব্বতোভদ্রলৌহ, পানীয়ভক্তবটী, পানীয়ভক্তবটিকা, বৃহৎ ক্ষুধাবতীগুড়িকা, স্বল্প ক্ষুধাবতীগুড়িকা, লীলাবিলাস, অম্লপিত্তান্তকলৌহ, পঞ্চাননগুড়িকা, ভাস্করামৃতাভ্র, ত্রিফলামণ্ডুর, শ্রীবিল্বতৈল প্রভৃতি। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী অন্যান্য ঔষধ যথারীতি দেওয়া আবশ্যক।

পথ্য—সাধারণতঃ এই রোগে শালিতণ্ডুল, যব, গোধূম, মুগ, জাঙ্গল মাংসের যূষ, শৃতশীতল জল, চিনি ও মধুযুক্ত ছাতু, বেল, করলা, পটোল, ঝিঙ্গা বেতের অগ্রভাগ, পাকা কুমড়া, মোচা, বাস্তুক শাক, কয়েত বেল, দাড়িম, আমলকী ও সমস্ত তিক্ত দ্রব্যই পথ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

অপথ্য—নূতন তণ্ডুলের অন্ন, কফপিত্তজনক দ্রব্য, বমির বেগধারণ, তিল, মাষকলাই, তৈল, মহিষদুগ্ধ, কাঁজি, অধিক লবণ, অম্ল ও কটু দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, দধি ও মদ্য অম্লপিত্ত রোগে বর্জ্জন করিবে।

এলোপাথী ডাক্তারি মতে অম্লপিত্তরোগে (hyperchlorhydria) পাকস্থলীর মধ্যে অম্লরসের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু পাকস্থলীর

রসে স্বভাবতঃ শতকরা যে পরিমাণ hydrochloric acid থাকা উচিৎ, উহার পরিমাণ তদপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কি না সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। অনেকে মনে করেন যে পাকস্থলীর পাচক রসের অতি নিঃসরণ ইহার কারণ। পাচকরস অস্বাভাবিক ভাবে অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইলে (hypersecretion) সঙ্গে সঙ্গে এসিডের পরিমাণও স্বতঃই অধিক হইবে। রসাধিক্য ও এসিডের পরিমাণের আধিক্যজনিত লক্ষণ প্রায় একরূপ।

লক্ষণ—আহারের এক বা দুই ঘণ্টা পরে অম্লপিত্ত রোগের লক্ষণসমূহ উপস্থিত হয়। উপরপেটে ভারবোধ হয় ও জ্বালা করে এবং প্রায়ই অম্লাস্বাদ বোধ হয়। কখন কখন বমন হয় এবং বমন হইলে যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে। বমনে অম্লগন্ধ পাওয়া যায়। ক্ষুধা প্রথমে স্বাভাবিক থাকে এবং আহারের পূর্ব্বে অনেক সময় শরীর ঝিম ঝিম করে বলিয়া মনে হয়।

পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ক্ষত হইলে (gastric and duodenal ulcer) পাচক রসের অতি নিঃসরণজনিত লক্ষণ গুলি খুব উগ্রভাবে দেখা যায়।

উপসর্গ—বহুদিন যাবৎ অম্লপিত্ত রোগে ভুগিলে পাকস্থলীর প্রদাহ (gastritis) উপস্থিত হইতে পারে। প্রদাহের ফলে কখন কখন পাকস্থলীর নিম্নমুখের (pylorus) আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং পরিণামে পাকস্থলের আকার বর্দ্ধিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

চিকিৎসা—অম্লপিত্তরোগে ক্ষারজাতীয় ঔষধ ব্যবহারে উপকার হয়। অম্ল ও ক্ষার বিপরীতধর্ম্মী, অতিরিক্ত পরিমাণে অম্ল নিঃসৃত হইলে ক্ষার প্রয়োগে উহা নিষ্ক্রিয় হইবে। সোডিয়াম বাইকারবোনেট, ম্যাগনেসিয়াম কারবোনেট এবং খড়িটা (ক্রিপেয়ারেটা) ক্ষারজাতীয় ঔষধগুলির মধ্যে উত্তম। অতিরিক্ত অম্লরস নিঃসরণের জন্য পেটে যন্ত্রণা হইলে আহারের এক বা দুই ঘণ্টা পরে ক্ষারজাতীয় ঔষধ দিতে হইবে।

> সোডিয়াম বাইকার্বোনেট—১০ গ্রেন
> সোডিয়াম সাইট্রেট—৫ গ্রেন
> অ্যাকোয়া অ্যানিসি—মোট ১ আউন্স

এক মাত্রা।

এইরূপ এক মাত্রা ঔষধ আহারের এক বা দুই ঘণ্টা পরে সেব্য। গরম জলে এক চা চামচ পরিমাণ সোডিয়াম বাইকারবোনেট মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও উপকার হয়।

খড়ির গুঁড়া অম্লপিত্ত রোগের একটী সুলভ ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে রাত্রে শয়নকালে ইসবগুল খাইতে দিবে।

পথ্য—যে সকল খাদ্য আহার করিলে পাচক রস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় সেগুলি যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিতে হইবে। লঙ্কা ও অন্যান্য উত্তেজক মশলা ব্যবহার করিবে না। অধিক মশলাযুক্ত তরকারি ব্যবহার করিবে না। প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পর এক গেলাস শীতল জল পান করিলে উপকার হয়।

হোমিওপ্যাথীমতে অম্ল রোগে যে অবস্থায় যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম—শুষ্ক ঢেকুর বা হেঁচকি, পিত্ত বা টক উঠা, মুখ তিক্ত, ক্ষুধার অভাব, কাল রক্ত বা পিত্ত বমন রাত্রি ২টার সময় বা আহারান্তে অতিশয় পেটজ্বালা, পেটফোলা ও ব্যথা লক্ষণে এই ঔষধ।

ক্যালকেরি-কার্বনিকা—আহারের পর মুখে অম্ল বা গরম জল উঠা, অম্লপিত্ত লাগা ও শক্ত, পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ, খাদ্যে অরুচি। যাহা খায় তাহা তখনই উঠে। আহারের পর বুক জ্বালা অম্ল বমন (বিশেষ লাগে রাত্রি উঠিবার সময়) ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ।

কণন্ড—মুখ তিক্ত, মল তিক্ত লাগা, পেট ফোলা ও পেটে ভারবোধ, ১০।১৫ মিনিট পরে ব্যথা বৃদ্ধি, শূল বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ।

নক্সভমিকা—মুখের স্বাদ মিষ্ট বা তিক্ত, আহারের বা দুগ্ধ পানের পর অম্ল বা তিক্ত ঢেকুর উঠা, হেঁচকি বা বমি, রাত্রে বমি, পেট ব্যথা ও জ্বালা। পেটের ভিতর খিঁচ খিঁচ আর একগুঁয়ে হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ।

রোবিনিয়া—বাস্পোদগার সংযুক্ত অম্ল রোগে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

কার্বো ভেজ—বৃদ্ধদিগের অজীর্ণ সংযুক্ত অম্লরোগে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়। বক্ষঃস্থলে চাপবোধ, অতিশয় অম্ল ও অত্যন্ত হৃৎস্পন্দন, দুর্গন্ধি বায়ুনিঃসরণ, অম্ল ও দুর্গন্ধময় অতিসারে ফলপ্রদ।

চায়না—মুখে প্রথম মিষ্ট, তার পর অম্ল, তার পর তিক্ত, অরুচি, অম্ল ঢেকুর, রক্ত বমন, বুকে বেদনা, আহারের পর নীচেকার পেট ভারী, ফাঁপ ও শক্ত হওয়া এরূপ লক্ষণে এই ঔষধ।

পালসেটিলা—মাংসের স্বাদ বা বিস্বাদযুক্ত মুখ, কখন কখন তিক্ত, টক বা মিষ্ট মুখ, পেট ফাঁপা, বমি উঠা, বাহ্যে ছোটা, বুক জ্বালা, আমাশা, অম্লজল ও মিষ্ট জল বমন। গুরুপাক দ্রব্য বা তৈলঘৃতাদি আহারজনিত অম্ল রোগে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে।

লাইকোপোডিয়াম—অতিশয় বাতাধ্মান, দুর্ব্বলতা অল্পপরিমাণ আহারের পরে ও তন্দ্রালুতা ও পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ, অম্লোদগার, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের মূত্রে লিথিক এসিড অধঃপতিত ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ।

মার্ক সল—আহারান্তে যন্ত্রণা, স্বাদবৈলক্ষণ, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস পিত্ত প্রকোপ, কোষ্ঠবদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল ও বিমর্ষতা লক্ষণে এই ঔষধ।

নক্সভমিকা—আহারান্তে তিক্ত ঢেকুর, বুক জ্বালা, হেঁচকি অম্ল ঢেকুর, পেট ফোলা, বমন, পিত্ত উঠা বমন আসা কিন্তু বমন না হওয়া, পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট সেঁটে ধরা, ভার

ঘুম না হওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিদাহ, অম্লরাগ প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ।

সংক্ষেপ—আহারের পর মুখে অম্ল তিক্ত স্বাদ, দুর্গন্ধ বা অম্লগন্ধ, গলার নলীর মধ্যে জ্বালা, তাহার জন্য অস্বস্তি বোধ, অম্ল ঢেকুর গলা পর্য্যন্ত উঠিয়া উঠা। প্রাতে মুখে পচা স্বাদ, ক্ষুধামান্দ্য বা অতি ক্ষুধা, আহারের পর তিক্ত ঢেকুর, পেটব্যথা, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধ বায়ু ত্যাগ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহেয়।

অম্লপিত্তান্তকমোদক—অম্লপিত্তাধিকারোক্ত এক প্রকার মোদক। ভৈষজ্যরত্নাবলী মতে প্রস্তুত প্রণালী—শুঠ ৮ পল, পিপুল ৮ পল, মুগ বিচূর্ণ ৮ পল, ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ২ সের, এই সমস্ত দ্রব্য বিধিমত পাক করিবে। তার পর লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, যমানী, কুকশিমা, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক, সৈন্ধব, হবুষ, শটী, মদনফল, কটফল, জটামাংসী অভ্র, বঙ্গ, রূপা, তালিশপত্র, নাগকেশর, মুস্তা, বংশলোচন, পিপুলমূল, শুণ্ঠী, শতমূলী, শীতল চিনি মূল, জায়ফল, জয়িত্রী, কাঁকলা, মুরা, পিপুল কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেডেলা, গুলঞ্চ, অপাঙ্গবীজ, গোক্ষুরবীজ, চন্দন, দেবদারু, লৌহ, কাঁসা প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া ও স্বর্ণভস্ম ১ তোলা দিয়া প্রক্ষেপ দিবে। এই মোদক সেবন করিলে অম্লপিত্ত, মূর্চ্ছা, দাহ, বমন প্রভৃতি নিবারিত হয়।

অম্লপিত্তান্তকলৌহ—অম্লপিত্তাধিকারোক্ত এক প্রকার লৌহ। ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে প্রস্তুত বিধি—রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, হরীতকীচূর্ণ, এই সমস্ত দ্রব্য সমান করিয়া মর্দ্দন করিবে ও ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে যাবতীয় উপসর্গ সহ অম্লপিত্তরোগ নিরাময় হয়।

অম্লপুষ্পিক—(স্ত্রী) অম্লশাক বৃক্ষ, বুনো শণ।

অম্লফল—(পুং) তেঁতুল গাছ। (পুং) ২ আম গাছ।

অম্লফলা—(স্ত্রী) কর্ম্মরিকা। মহারাষ্ট্র দেশে ইহা কে 'লবুকম্বাব' বলিয়া থাকে।

অম্লবদর—(পুং) অম্লকোলিকা, টককুল।

অম্লবন্ধ্যা—(স্ত্রী) অম্লসকন্ধ, টক উডচ।

অম্লভেদন—(পুং) টক পালং।

অম্লমাবাষ—(পুং) অম্লশাকবিশেষ, অম্লল নটিয়া। গুণ—দোষ কোপন, মধুর ও পটু।

অম্লমিতি (Acidimetry)—অম্লমিতির সাহায্যে অম্লাত্মক দ্রাবণের শক্তি (Strength of an acid) নিরূপণ করা হয়। অম্লমিতি সম্যকরূপে জানিতে হইলে অম্ল, ক্ষার ও ক্ষারিক পদার্থসমূহের গুণ এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগ বিয়োগাদিতে কিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে বা কি প্রকার দ্রব্যাদি স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয়, তাহারই বিজ্ঞান সম্মত তথ্যগুলি আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

অম্ল পদার্থ (Acid) মাত্রেরই একটী উপাদান থাকিবে ইহা উদজান, হাইড্রোজেন (Hydrogen, H_2)। যাবতীয় ধাতুর উপরই অম্লের এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং উক্ত ক্রিয়ার ফলে অম্লের উদজান আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইয়া যায় এবং তাহার স্থান ধাতু অধিকার করিয়া বসে। ধাতব পদার্থ অম্লের হাইড্রোজেন অংশ তাড়াইয়া উহার বাকী অংশের সহিত যুক্ত হইয়া, অবলীলাক্রমে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে, তাহাকে রসায়নশাস্ত্রে লবণ (Salt) বলা হয়। অতএব এই ক্রিয়ার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এই যে, অম্লের হাইড্রোজেন পুনর্স্থাপনীয়, (Replaceable) অর্থাৎ যাহাকে অপসারণ করা যাইতে পারে। সাধারণ লবণ, সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ (Common salt, Sodium Chloride, Na Cl) এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে,

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

ক্ষার অম্ল লবণ জল

অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে অম্ল + ক্ষার = লবণ + জল। ক্ষারিক দ্রব্যাদি (Alkalies) এবং ক্ষার (Base) অম্লের দ্বারা শমিত হয় (neutralised)। ফরমিক এসিড্ (H CO OH) পিপীলিকার হুলে বিদ্যমান আছে এবং তজ্জন্যই উহা শরীরে দংশন করিলে জ্বালা করে, এই জ্বালা নিবারণ করা যাইতে পারে যদি দংশনের অব্যবহিত পরেই ক্ষত স্থানে কোন ক্ষার বা ক্ষারিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয় যথা,—এমোনিয়াম্ হাইড্রক্সাইড্ (Ammonium Hydroxide, NaOH), উপরোক্ত দ্রব্য ক্ষত স্থানের অম্লকে শমিত করে। পিপীলিকার হুলের আভ্যন্তরিক এই অম্ল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই, পিপীলিকা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চোলাই নির্য্যাস বাহির করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। [অম্ল দ্র°]

ক্ষার ও ক্ষারিক পদার্থ—অম্লের বিপরীত গুণসম্পন্ন দ্রব্যকে আমরা ক্ষারিক পদার্থ (Alkali) বলি, যথা—চুণ। ইহার দ্বারা অম্ল শমিত হয়। ক্ষার জাতীয় পদার্থ হস্তের সংস্পর্শে একরূপ পিচ্ছিল ভাব আনিয়া দেয়। ক্ষার লিটমাসের (Litmus) লালবর্ণ নীল করিয়া দেয়, ইহা তৈল ও চর্ব্বি জাতীয় ময়লাকে পরিষ্কার করিতে পারে। অম্ল ও ক্ষার কিম্বা ক্ষারিক পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিলে, অম্লের অম্লত্ব (Acid property) এবং ক্ষারের ক্ষারত্ব নষ্ট হয়।

ক্ষারের ধর্ম—ক্ষার জাতীয় পদার্থ সাধারণতঃ (এবং ক্ষারিক পদার্থ) ধাতু ও অম্লজানের (oxygen, O_2) মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ (Chemical Compound) বিশেষ। উহারা জলে দ্রব হয় এবং

ঐ সকল দ্রব্যে হাত দিলে পিচ্ছিল বোধ হয়। ইহারা লাল লিট্‌মাস্‌কে নীল করে। তীব্র ক্ষারের মধ্যে কষ্টিক্ পটাস্ (Potassium Hydroxide, KOH) এবং কষ্টিক্ সোডা (Sodium Hydroxide, $NaOH$) উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে, ক্ষার দ্বারা অম্ল সম্পূর্ণরূপে শমিত হয় এবং এই ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কএকটী দ্রব্য ব্যবহার করা হয় যথা, লিট্‌মাস্ (Litmus), ফিনল্‌থলিন (Phenolphthalein), মিথাইল অরেন্‌জ (Methyl orange), ইহাদিগকে নির্দ্দেশক (Indicator) বলা হয়। অম্লমিতির রাসায়নিক অনুশীলনে উক্ত নির্দ্দেশক গুলির বর্ণপরিবর্ত্তন দেখিয়া (change of colour) অম্ল ও ক্ষারে শমিত হইবার যথার্থ অবস্থা (Exact point of neutrality) নির্ণয় করা হয়।

প্রমাণ দ্রাবণ (প্র) [Normal Solution N]—যদি অম্ল অথবা ক্ষারের কোনও নির্দ্ধারিত পরিমাণ, কোনও দ্রাবণের নির্দ্দিষ্ট ঘনমানের (volume) মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই দ্রাবণকে শক্তি নির্দ্ধারিত দ্রাবণ (A Standard Solution) বলা হয়। অম্লমিতিতে সচরাচর গৃহীত দ্রাবণকে প্রমাণ দ্রাবণ [Normal Solution (N)] বলা হয়, প্রমাণ অর্থে বিশিষ্ট পরিমাণ নির্দ্দেশ করে। ইহা পরিমাণ মূলক। এক লিটার (1000 c c[1]) অম্ল অথবা ক্ষারের দ্রাবণের মধ্যে যত ওজন (গ্রাম্ gramme[2]) অম্ল বা ক্ষার থাকিলে এক গ্রাম্ হাইড্রোজেন পাওয়া যায় (যাহা অম্ল বা ক্ষার হইতে নিষ্কাশিত করিতে পারা যায়, 'Replaceable') তাহাকে নির্দ্দিষ্ট আণবিক গ্রাম (Gramme Equivalent) বলা হয় এবং সেই দ্রাবণকে নির্দ্দিষ্ট-শক্তিমান দ্রাবণ (প্র) বলা হয়, রাসায়নিক সমশক্তিকে (Chemical Equivalent) গ্রামে প্রকাশ করিলে আমরা নির্দ্দিষ্ট আণবিক গ্রাম্ (Gram equivalent) পাই। অম্ল অথবা ক্ষারের একলিটার দ্রাবণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অম্ল বা ক্ষার বিদ্যমান থাকিলে অর্থাৎ এক নির্দ্দিষ্ট আণবিক গ্রাম থাকিলে (One gram equivalent weight of an acid or alkali) তাহাকে প্রমাণ দ্রাবণ বা (প্র) দ্রাবণ [Normal solution (N)] বলা হয়। এইরূপ ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের একদশমাংশ একলিটার দ্রাবণের মধ্যে থাকিলে তাহাকে দশম-প্রমাণ দ্রাবণ, ($\frac{প্র}{১০}$) দ্রাবণ, (Decinormal solution, $\frac{N}{10}$) বলা হয়।

উদাহরণ—(১) এক লিটার (1000 c c) হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের (HCl) প্রমাণ দ্রাবণের মধ্যে ৩৬.৫ গ্রাম্ প্রকৃত অম্ল (HCl) থাকিবে।

(২) এক লিটার (1000 c c) সোডিয়ম্ হাইড্রক্সাইডের ($NaOH$) প্রমাণ দ্রাবণের মধ্যে ৪০ গ্রাম্ প্রকৃত সোডিয়াম্ হাইড্রক্সাইড্ থাকিবে।

(৩) এক লিটার (1000 c c) সোডিয়ম্ হাইড্রক্সাইডের দশম প্রমাণ দ্রাবণের ($\frac{প্র}{১০}$) (Decinormal, ($\frac{N}{10}$) $NaOH$) মধ্যে $\frac{৪০}{১০}$ = ৪ গ্রাম সোডিয়াম্ হাইড্রক্সাইড্ থাকিবে।

নিয়ম—(১) ক্ষার বা ভাস্মিক পদার্থের প্রমাণ দ্রাবণের (Normal solution) যে কোনও আয়তন দ্বারা অম্লের প্রমাণ দ্রাবণের সেই আয়তন শমিত (neutralised) হইবে।

(২) অম্লের দশম প্রমাণ-দ্রাবণের $\frac{প্র}{১০}$ কোনও আয়তন ক্ষার বা ভাস্মিক পদার্থের দশম প্রমাণ-দ্রাবণের সেই আয়তনের সহিত ক্রিয়া করিয়া শমিত হইবে।

অম্লমিতির মূল-সূত্র :—অল্প কথায় বলা যাইতে পারে যে, অম্ল ও ক্ষারের শক্তি (strength) সমান হইলে, উহারা দ্রাবণের সমান সমান আয়তনকে পরস্পর শমিত করিবে। পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে তদনুসারে আর এক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় যে—

একলিটার (প্র) দ্রাবণ ≡ ১০ লিটার $\frac{প্র}{১০}$ দ্রাবণ ≡ ২ লিটার $\frac{প্র}{২}$ দ্রাবণ ≡ ১০০ লিটার $\frac{প্র}{১০০}$ দ্রাবণ

অম্ল ও ক্ষার শমিত হইলে,—

$$\frac{\text{অম্লের শক্তি}}{\text{ক্ষারের শক্তি}} = \frac{\text{ক্ষার দ্রাবণের ঘনমান}}{\text{ক্ষার শমিত হইবার নিমিত্ত যত ঘনমান অম্লের দ্রাবণ ব্যবহৃত হইয়াছে।}}$$

যে দ্রাবণের শক্তি জানা আছে তাহার ফোঁটা ফোঁটা, অন্য যেটীর শক্তি জানা নাই, তাহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা দ্বারা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হইবে এবং শেষোক্ত দ্রাবণের (অর্থাৎ যাহার শক্তি জানা নাই) মধ্যস্থ নির্দ্দেশকের (Indicator) বর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া শমিতাবস্থা নির্ণয় করা যায়।

অম্ল দ্রাবণের উপর তড়িতের ক্রিয়া :—অম্ল দ্রাবণের মধ্যদিয়া

(১) ৪° সেন্টিগ্রেড্ তাপমানে এক গ্রাম্ জল যে আয়তন অধিকার করে তাহাই এক কিউবিক সেন্টিমিটার (1 cubic Centimetre, 1 c c) এবং সংক্ষেপে ১ সি সি বলা হয়।

(২) ৪° সেন্টিগ্রেডে এক কিউবিক সেন্টিমিটার জলের ওজনকে এক গ্রাম্ বলা হয়। গ্রাম্ ওজনের পরিমাণ, এবং কিউবিক সেন্টিমিটার আয়তনের পরিমাণ

তড়িৎ সঞ্চালিত হইবে, আর মধ্যস্থ উদজন (hydrogen) পরীক্ষা যন্ত্রের বিয়োগী প্রান্তে (Cathode) উদ্ভূত হইবে এবং অম্লের অবশিষ্ট উপাদানটী সংযোগী প্রান্তে (Anode) পাওয়া যাইবে। এই ক্রিয়াকে জড়পদার্থের তাড়িৎ-বিশ্লেষণ[৩]—(Electrolysis) বলা হয়।

এসিডের হাইড্রোজেন সর্ব্বদাই বিয়োগী প্রান্তে (Cathode) উদ্ভূত হয়। এই প্রকার সামান্য লবণেরও[৪] বিশ্লেষণ হয় যথা, NaCl $\leq Na^{\cdot}+Cl'$ অর্থাৎ সামান্য লবণ আয়নে[৫] বিভক্ত হয়। দ্রাবণে কোন দ্রব্য দ্রব হইলে, তাহাকে দ্রাব্য (Solute) বলা হয়। এই দ্রাবণে যদি তড়িৎ সঞ্চালিত করা যায় তাহা হইলে, দ্রাব্য ও দ্রাবণের তাড়িত বিচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ দেখা যায়; তড়িতের রাসায়নিক শক্তিই এইরূপ বিচ্ছেদের মূলীভূত কারণ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অম্লের ক্ষারত্ব (Basicity of Acids) :—অম্লে কত সংখ্যা পৃথকীকরণশীল (Replaceable) হাইড্রোজেন পরমাণু (atoms) অম্লের এক অণুর মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহা নির্ণয় করিয়া অম্লের ক্ষারত্ব নির্দ্ধারিত করা হয়। যে অম্লের অণুতে একটী পৃথকীকরণশীল হাইড্রোজেন্ পরমাণু আছে তাহাকে একভাস্মিক (monobasic) অম্ল বলা হয়; এইরূপ অম্লের এক অণুর মধ্যে হাইড্রোজেনের দুইটী পরমাণু থাকিলে দ্বিভাস্মিক (dibasic) এবং তিনটী থাকিলে, ত্রিভাস্মিক (tribasic) অম্ল বলা হয়। অম্লের পৃথকীকরণশীল সকল হাইড্রোজেন্ পরমাণুই কোন ধাতুর দ্বারা দূরীভূত হইলে তাহাকে সামান্য লবণ (normal salt) বলা হয় যথা, সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ (NaCl), পোটাসিয়াম সাল্‌ফেট্ (K_2SO_4) এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ সাল্‌ফেট্ ($MgSO_4$)

ক্ষারের অম্লত্ব (Acidity of a Base)—একভাস্মিক অম্লের (monobasic acid) যতগুলি অণু ক্ষারের এক অণুর সহিত ক্রিয়া করিয়া, লবণ ও জল উৎপন্ন করিবে, তাহাই ক্ষারের অম্লত্ব। সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড্ (NaOH) একাম্ল-ক্ষার (mon-acid base) কারণ ইহার এক অণু, হাইড্রোক্লোরিক্ এসিডের এক অণুকে শমিত করিবে। [$NaOH+HCl=NaCl+H_2O$] এইরূপ ক্যাল্‌সিয়াম্ হাইড্রক্সাইড্ দ্ব্যম্ল ক্ষার [di acid base, $Ca(OH)_2$] কারণ, [$Ca(OH)_2+2\ HCl=CaCl_2+2H_2O$]। অম্লমিতি উক্ত প্রথাদ্বারাই অম্লের ক্ষারত্ব এবং ক্ষারের অম্লত্ব নির্ণয় করে। একভাস্মিক অম্ল (monobasic acid) এবং একাম্ল ক্ষারও (mon-acid base) উক্তভাবেই নির্দ্ধারিত করা হয়।

অম্লমূলক—(স্ত্রী) বৃষিত কাঞ্জিকপকমূলক, পুরাতন কাঞ্জিক বৃক্ষের পাকা মূল।

অম্লমেহ—(পুং) পিত্তজন্য একপ্রকার মেহরোগ। এই রোগে অম্লরসের গন্ধ মেহন হয়।

অম্লরস—(পুং) [অম্লশ্চাসৌ রসশ্চেতি কর্ম্মধা] অম্লরস, টকরস। (ত্রি) ২ অম্লরসবিশিষ্ট।

অম্লরুহা—(স্ত্রী) মালব দেশজাত নাগবল্লী। রাজনির্ঘণ্টের মতে, ইহা উগ্র, মধুর ও রুচিকর। ইহাতে দাহ, ও পিত্তগুল্ম নষ্ট হয় এবং অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অম্ললোণিকা, অম্ললোণী—(স্ত্রী) আমরুল লতা। বস্ত্রাদিতে লোহের বা অন্য কোন কষায় চিহ্ন লাগিলে ইহাতে উঠিয়া যায়। ইহাতে কফ, বায়ু ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অম্লবতী—(স্ত্রী) আমরুললতা। ২ ক্ষুদে মুনী।

অম্লবর্গ—(পুং) অম্লরসপ্রধান দ্রব্যসমূহ। প্রধান অম্লদ্রব্যের নাম যথা,—দাড়িম্ব, আমলকী, মাতুলুঙ্গ, আম্রাতক, কপিত্থ, করমর্দ, বদর, কোল, তেঁতুল, কোশাম্র, ভব্য, পারাবত, বেত্রফল, লকুচ, অম্লবেতস, দন্তশঠ, দধি তক্র, সুরা, শুক্ত, সৌবীরক, তুষোদক, এবং কাঞ্জিক। বাস্তবিক স্বাদতঃ বিচার করিতে গেলে অম্লরসাত্মক দ্রব্যমাত্রই অম্লবর্গের অন্তর্গত।

অম্লবল্লী—(স্ত্রী) ত্রিপর্ণিকা নামক কন্দবিশেষ। যাহার গেঁড় হইতে অম্লরসযুক্ত লতা হয়।

অম্লবাটক—(পুং) আম্রাতকবৃক্ষ, আম্‌ড়াগাছ।

অম্লবাটিকা—(স্ত্রী) নাগবল্লী। ২ একপ্রকার পাণ।

অম্লবাতক—(পুং) আম্রাতকবৃক্ষ, আমড়াগাছ।

অম্লবাস্থক—(পুং) চাঙ্গেরী, আমরুল।

অম্লবাস্তুক—(পুং) শাকবিশেষ, টকপালঙ্, চুক্র। ২ অম্লবেতস।

অম্লবিদুল—(পুং) অম্লবেতস।

অম্লবীজ—(স্ত্রী) তেঁতুল, বৃক্ষাম্ল।

---

(৩) তাড়িত বিশ্লেষণ এবং বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ব্লাঙ্ক্ ও আরহেনিয়াস্ অনেক গবেষণা করেন। M. Le. Blank, Zeitschr Phys chem, 8, p. 299 1891 S Arrhenius, Zeitschr.-Phys. Chem., 1, p 631 1887 "Lehrbook der Elektro- hemie."

(৪) লবণ,—ক্ষারবিশিষ্ট সোডা, ক্ষারপদার্থবিশেষ লবণ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার—সৌবর্চ্চল (লবণবিশেষ সোরা), সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ এবং সামুদ্র ক্ষারোদক লবণাত্মক এবং লবণোদক ক্ষারক। সুতরাং লবণ প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষারের পরিচায়ক।

(৫) আয়ন (ion) এবং দ্রাবণে আয়নের গতি (migration of the ions) সম্বন্ধে হিটর্ফ্ (Hittorf) অনেক গবেষণা করিয়াছেন। আয়ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত W. Hittorf, Pogg Ann., 89, 98, 103, 106 1853 1857 হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে Sir J. J Thomson and E. Rutherford, Phil. Mag, 42, p. 392. 1896 উল্লেখযোগ্য।

অম্লবৃক্ষ—(স্ত্রী) তেঁতুল।

অম্লবেতস—(পুং) স্বনামখ্যাত ক্ষুপ। চলিত—অম্লবেতস, টক-পালং, চুক্র। থৈকল। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Rumex vesicarius, ইহার হিন্দী নাম "অমলবেৎ"। কোচবিহার অঞ্চলে ইহাকে "থৈকড়" বলে, ইহার মহারাষ্ট্রী নাম "চুকা", গুজরাটী নাম "অম্লবেত"; ফার্সী নাম "তুর্ষক"। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ—গুল্মহা, শঙ্খদ্রাবী, মাংসদ্রাবী এবং রক্তদ্রাবী।

অম্লবেতসের গাছ হুগলী অঞ্চলের মাদার এবং পূর্ব্ববঙ্গের ড্যাকল বা ডহুয়া গাছের অনেকটা অনুরূপ। অম্লবেতসের গাছ বড় বড় হয় এবং পাতা চওড়া ও কর্কশ। আষাঢ় মাসে ফুল ফুটে এবং শরৎকালে ফল পাকিয়া থাকে। কাঁচা ফল সবুজ রংয়ের, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। গঠন অনেকটা নাসপাতির মত কিন্তু তাহা অপেক্ষা আকারে অনেক বড়। কোচবিহারে লোকে থৈকল ফল কাটিয়া আমচুরের (আমসী) মত রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে। কেহ কেহ সরিষার তৈলে ভিজাইয়া সেই তৈল বায়ুপ্রশমনার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে। থৈকল ফল অত্যন্ত অম্ল।

চরকে অম্লবেতস সম্বন্ধে লিখিত আছে—"অম্লবেতসং ভেদনীয়-দীপনীয়ানুলোমিকবাতশ্লেষ্মপ্রশমনানাম্" (সূঃ ২৫ অ°) চরক অম্লবেতসকে হৃদ্যবর্গমধ্যে ধরিয়াছেন (সূঃ ৪ অ°)। চরকে গুল্মচিকিৎসায় অম্লবেতসের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"পুষ্করব্যোষধান্যাম্লবেতস""তিন্তিড়িকাম্লবেতসৈঃ""শটীপুষ্করহিঙ্গ্বম্লবেতস" (চিঃ ৫অ°) সুশ্রুতও গুল্মচিকিৎসায় অম্লবেতসের ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন যথা—"হিঙ্গুসৌবর্চ্চল অম্লবেতসৈঃ" "হিঙ্গ্বম্লবেতসাজাজী" (উঃ ৪২ অ°) অগ্নিমান্দ্যের ঔষধ প্রসিদ্ধ ভাস্করলবণে অম্লবেতস ব্যবহার হয়। চক্রদত্তের সংগ্রহে হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, কাঙ্কায়নগুড়িকা ও রসোনাদ্যঘৃত প্রভৃতি গুল্মরোগের ঔষধে অম্লবেতসের ব্যবহারের কথা লিখিত আছে।

বঙ্গসেন প্লীহারোগে অম্লবেতস ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন যথা—"অম্লবেতসসংযুক্তঃ শিগ্রুক্বাথঃ সসৈন্ধবঃ। পীতপ্লীহোদরং হন্তি পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ"। (উদরচিঃ) অর্থাৎ সজিনা মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অম্লবেতসচূর্ণ এবং পিপুল ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্লীহারোগীকে সেবন করাইলে উদরের প্লীহা কমিয়া যায়।

অন্যান্য বৈদ্যক গ্রন্থে অম্লবেতসের গুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—ইহার আস্বাদ অত্যধিক অম্লরসযুক্ত, কষায় ও উষ্ণ। ইহা সেবনে বাত, কফ, অর্শ, গুল্ম ও অরুচিদোষ দূর হয়। অন্যত্র লিখিত আছে—ইহা লঘু, দীপন, ভেদন, হৃদ্রোগ, শূল ও গুল্মনাশক এবং পিত্ত, রোমাঞ্চ, কফ, বিমূত্র, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাশ, অজীর্ণ, বমন ও বাতকফজ রোগসমূহকে নাশ করে। ইহাদ্বারা ছাগমাংস পর্য্যন্ত গলিয়া যায়। (রাজবল্লভ, ভাবপ্র°)

অম্লশাক—(পুং) চুক্র, টক-পালং। ২ অম্লযুক্ত শাক। ৩ বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল। গুণ—অম্ল আস্বাদ, বাত, দাহ ও শ্লেষ্মনাশক।

অম্লশাকাখ্য—(স্ত্রী) চুক্র, টক-পালং।

অম্লষ্ঠী—(স্ত্রী) চাঙ্গেরী, আমরুল।

অম্লসরা—(স্ত্রী) নাগবল্লীভেদ, একপ্রকার পাণ।

অম্লসার—(পুং) চুক্র, চুকপালং। ২ নিম্বুক। ৩ হিন্তাল। (স্ত্রী) ৪ কাঞ্জিক, আমানি।

অম্লসারক—(স্ত্রী) চুক্র নামক একপ্রকার কাঞ্জিক।

অম্লস্তম্ভনিকা—(স্ত্রী) তিন্তিড়ী, তেঁতুল।

অম্লহরিদ্রা—(স্ত্রী) আম-হরিদ্রা, শটীবৃক্ষ, আমহলুদের গাছ।

অম্লা—(স্ত্রী) তিন্তিড়ী, তেঁতুল। ২ চাঙ্গেরী, আমরুল। ৩ বন-মাতুলুঙ্গ। ৪ অম্লবেতস। ৫ বর্ষাবৃক্ষ, বর্ষামল্লিকা।

অম্লাক্ত—(ত্রি) অম্লীকৃত, যাহা অম্লরসাত্মক হইয়াছে।

অম্লাঙ্কুশ—(পুং) চুক্র, টকপালং।

অম্লাটন—(পুং) মহাসহাবৃক্ষ, একপ্রকার কাঁটা। চলিত—আয়না। গুণ—কষায়, মধুর, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য এবং স্নিগ্ধ। (ভাবপ্রকাশ) ২ গর্ভবেদনাহর যোগ, গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে বেদনানিবারক একপ্রকার ঔষধ।

অম্লাতক—(পুং) অম্লবেতস, চুক্র, চুকপালং।

অম্লাতকী—(স্ত্রী) পলাশীলতা।

অম্লাদান—(পুং) কুরুণ্টক বৃক্ষ।

অম্লাদি—(পুং) তিন্তিড়ী, তেঁতুল। ২ চুক্র নামক পত্রশাক।

অম্লাধ্যুষিত—(পুং, স্ত্রী) সর্ব্বগতাক্ষিরোগ। এই রোগে চক্ষু প কিয়া উঠে, লালা পড়ে, সর্ব্বদা জ্বালা-যন্ত্রণা করে এবং জল পড়ে। (মাধবনিদান) ২ ...কর্ণনিম্বুক, নারঙ্গনেবু।

অম্লান—(পুং) অমলা বা আঁ... ফুলের গাছ। ২ মহাসহা। ৩ ঝিণ্টিবিশেষ। ৪ বন্ধুজীববৃক্ষ, বান্ধুলীবৃক্ষ। (ত্রি) ৫ ম্লান নহে, প্রফুল্ল। (স্ত্রী) ৬ পদ্ম।

অম্লানা—(স্ত্রী) মহাসেবতী পুষ্পবৃক্ষ, বড় বনসেউতী।

অম্লানি—(স্ত্রী) বল, স্ফূর্ত্তি। (ত্রি) ২ বিকশিত, প্রফুল্ল।

অম্লানিন্—(ত্রি) স্বচ্ছ, প্রকাশমান।

অম্লানিনী—(ত্রি) [অম্লানাং সমূহঃ, ইনি] পদ্মসমূহ।

অম্লাম্রা—(স্ত্রী) চাঙ্গেরী, আমরুল শাক।

অম্লায়নী—(স্ত্রী) মল্লিকাভেদ।

অম্লিকা—(স্ত্রী) তিন্তিড়ী, তেঁতুল। ২ মাচিকা, পুদিনা। ৩ পলাশী-লতা। ৪ শতাম্লিকা। ৫ কুদ্রাম্লিকা। ৬ আম্রফল। ৭ অম্ল-উদ্গার।

অম্লিকাপানক—(ক্লী) তিন্তিড়াপানক, তেঁতুলপানা। পাকা তেঁতুল জলে মর্দন করিয়া চিনি, মরিচ, লবঙ্গ ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া পানা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে অম্লিকাপানক বলে। ইহা সেবনে বাতরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বভাগ)

অম্লিকাবটক—(পুং) বটকবিশেষ। প্রথমে তেঁতুল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। যখন উহা জলে ফুলিয়া উঠিবে তখন ভাল করিয়া মর্দন করিয়া রস বাহির করিবে। তারপর উহাতে তেজপাতা, লবণ, মরিচ এবং অন্যান্য মসলা মিশাইয়া বড়াগুলি উহাতে ডুবাইবে। ইহা ভক্ষণে অরুচি নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ)

অম্লিমন্—(পুং) অম্লতা, টকভাব।

অম্লিয়ারা—বোম্বাই প্রদেশের মহীকাণ্ঠা এজেন্সীর অধীন একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। উহার প্রধান নগর অম্লিয়ারা অক্ষা° ২৩°১৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫′ পূঃ ও আহ্মদাবাদ হইতে ১৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও মস্‌জিদ্ আছে। অদূরে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

অম্লী—(স্ত্রী) চাঙ্গেরী, আমরুল লতা। ২ চুক্রিকা, টক্‌পালঙ্। ৩ তিন্তিড়ী, তেঁতুল।

অম্লীকাফল—(ক্লী) তিন্তিড়ীফল। গুণ—গুরু, উদ্দীপন, ভেদন, তৃষ্ণায়, লঘু ও কফবাতরোগে সুপথ্য। (বাগ্‌ভট সূত্রস্থান)

অত্রিসংহিতায় লিখিত আছে—কাঁচা তেঁতুল ভক্ষণে অম্ল, পিত্ত, আম ও দাহ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু পাকা তেঁতুল ভক্ষণে আম, বাত ও শূল নিবারণ করিয়া হৃদয় শীতল হয়।

অম্লায়—(পুং) অম্লবেতস।

অম্লোটক—(পুং) অশ্মন্তক বৃক্ষ, অম্লকুচাই।

অম্লোটজ—(পুং) চাঙ্গেরী, বড় আমরুল।

অম্লোত্তম—(পুং) দাড়িম, ডালিম বেদানা ইত্যাদি।

অম্লোদ্‌গার—(পুং) অম্লরসসংযুক্ত উদ্গার, যে উদ্গার উঠিলে অম্ল বোধ হয়। চলিত অম্বল ওঠা।

অম্লোহ—পঞ্জাব প্রদেশের নাভা রাজ্যের একটী জেলা বা নিজামৎ। ভূপরিমাণ ২৯১ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩০°১৫′ হইতে ৩০°৪২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৭′ হইতে ৭৬°২৪′ পূঃ মধ্যে।

এখানকার অধিকাংশ জমিই 'পবাধ' অর্থাৎ সেচ জলের পলিতে সমধিক উর্ব্বরা। সর্হিন্দ্‌ খালের জলে সিক্ত হওয়ায় জমিতে নানা শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও বনমালা সমাচ্ছন্ন। ইহা অম্লোহ, ভাদসন ও নাভা উপবিভাগে বিভক্ত। অম্লোহ গ্রামটী বিশেষ সমৃদ্ধ। এখানে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা বাস করিয়া থাকেন।

অয়—(পুং) [ঈয়তে প্রাপ্যতে ওতমনেন ইণ করণে অচ্] পূর্ব্ব জন্মে কৃত শুভকর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মে যে কার্য্য করিলে পরজন্মে সুখ হয়। ২ শুভদায়ক দৈব। (মনু ৪ ২৬) ৩ বিধান। [এতি জয়মনেন ইণ্-করণে অচ্] ৪ এক দুই ইত্যাদি অঙ্কযুক্ত খেলিবার কড়ী বা পাশটী, পাশা। (শতপথব্রা° ৫ ৪.৪.৬) [যন্তি শারাঃ দ্যূতসাধনোপকরণানি অস্মিন্ আধারে অচ্] ৫ পাশক্রীড়ার ঘড়ে চালিবার বিচিত্র ছক্। (ছান্দোগ্য উপ° ৪ ১.৪) ৬ চারিবিন্দুযুক্ত (::) পাশকের ভাগ। ৭ চারিসংখ্যা। ৮ একপ্রকার নরক। ৯ অয়ন, গমন। ১০ প্রদক্ষিণ করিয়া গমন। [অয়তে অয়-কর্ত্তরি পচাদ্যচ্] (ত্রি) ১১ গমনকর্ত্তা। (ঋক্ ৬.৬৬.৫)

অয়—সপ্ত বশিষ্ঠপুত্রের অন্যতম। হবীন্দ্র, সুকৃত, মূর্ত্তি, আপ, জ্যোতি, অয় ও স্মর এই সাতজন স্বারোচিষ মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ছিলেন। (মৎস্যপু°) [আপ দ্র°] ২ অষ্টবসুর অন্যতম। অয়, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস ইঁহারা অষ্টবসু। অয়ের চারি পুত্র—বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ও মুনি। (শিব-ধর্ম্ম) [অনল ও অপরাজিত দ্র°]

অয়ং—(অব্য) এই।

অয়ঃপান—(ক্লী) নরকবিশেষ। যে নরকে গেলে যমদূতেরা পাপীকে তরল অগ্নিবর্ণ লৌহ পান করাইয়া দেয়। (গরুড়পু°)

অয়ঃপ্রতিমা—(স্ত্রী) লৌহ-প্রতিমা, সূর্ম্মী, স্থূণা।

অয়ঃশঙ্কু—এক দানব। দৈত্যপতি বলির সেনাপতি। (হরিবংশ) বামনরূপী বিষ্ণুহস্তে নিহত হয়। (ব্রহ্মপু°)

২ কেকয়দেশের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি। হরিবংশে অয়ঃশিরা, অয়ঃশঙ্কু, অশ্বশিরা, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্ নামে পাঁচজন কেকয়দেশীয় নরপতির উল্লেখ আছে। ইঁহারা মহাবল ও মহাসুর বলিয়া কথিত। (হরিবংশ)

অয়ঃশয়—(ত্রি) লৌহনির্ম্মিত। ২ লৌহাসনে শয়নকারী।

অয়ঃশিরা—দৈত্যপতি বলির একজন সেনাপতি। বামনরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। (হরিবংশ ও ব্রহ্মপু°)

২ কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে উৎপন্ন এক দানব। (কালিকাপু°) [অয়ঃশঙ্কু দ্র°]

অয়ঃশীর্ষণ—(ত্রি) লৌহময় শিরাবিশিষ্ট।

অয়ঃশূল—(ক্লী) [ঋক্ৰাদি করণে অয়সঃ শূলমিব, ৬-তৎ] লৌহ-নির্ম্মিত তীক্ষ্ণ অস্ত্রবিশেষ। ২ অপরাধীর প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত লৌহ-কীলক। ৩ তীক্ষ্ণ উপায়। ৪ শূলরোগ।

অয়ঃস্থূণ—(ত্রি) লৌহস্তম্ভবিশিষ্ট। ২ একজন ঋষি।

অয়ঃকণপ—(ক্লী) লৌহকণপানকারী, যে যন্ত্র গর্ভস্থ লৌহকণ তীরের ন্যায় ছুড়াইয়া দেয়; একপ্রকার বন্দুক্।

(মহাভা° ১.২২৭.২৫)

অয়কেন—(Rudolf Eucken) রুডল্‌ফ অয়কেন জার্ম্মাণবাসী

একজন দার্শনিক। জিনা প্রদেশ তাঁহার জন্মস্থান। জার্মানের দর্শন জগতে যতদিন পর্য্যন্ত হেনরী বার্গসোঁ অবতরণ করেন নাই, ততদিন রুডোলফ্ অয়কেনই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তিনি তাঁহার দর্শনের ভিতর দিয়া জগৎকে নূতন একটা তত্ত্ব দান করিয়া গিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম মানবজাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। তিনি যে মতবাদ আবিষ্কার ও আলোচনা করিয়াছেন তাহার নাম "জ্ঞানময় কর্ম্মবাদ (spiritualistic activism)। অয়কেন মনে করেন যে আমাদের জীবন স্বতঃ কর্ম্মশীল। কর্ম্ম ছাড়া আমাদের এক মুহূর্ত্তও চলে না। কিন্তু এই কর্ম্ম করিবার একটা পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিই ধর্ম্মনীতি। এই স্থাবরজঙ্গমময় নিখিলবিশ্বের যে কর্ম্ম-পদ্ধতি তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন তিনিই সত্যলব্ধ। কাজেই মানবের কর্ম্ম কখনও বিচারমূলক নয়, পরন্তু নীতি বা ধর্ম্ম-মূলক। এই ধর্ম্ম বা নীতি বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে যে মানিতেই হইবে তাহা অয়কেন বিশ্বাস করেন না। তিনি কর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাই তিনি "কাল" এবং "বিবর্ত্তনে" বিশ্বাস করেন। কিন্তু, ডারুইন হইতে ক্রমাগত সূত্রে বাহির হইবার মত যে বিবর্ত্তন তাহা অয়কেন মানেন না। তিনি বিচারবাদের (intellectualism) ঘোর বিরোধী। পরন্তু বিজ্ঞানপ্রসূত যে নিত্য নূতন অভাবনীয় বিবর্ত্তন তাহাই মাত্র তিনি বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার সহ চিন্ময় অদ্বৈতবাদ দ্বারা তিনি যে এই জগৎ সম্বন্ধে কোন একটা নৈয়ায়িক সমাধান (logical solution) দিতে চাহেন না, বরং ইহজীবনের বিভিন্নতাকে একতা এক স্বীকার করিতে রাজী আছেন একথা তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টধর্ম্মকে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানই অয়কেনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জীবনকে উন্নত করিবা ভাবনের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করিয়া দেওয়াই খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রধানতম শিক্ষা। চেতনাময় জীবনের উৎকর্ষ সাধনই মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। অয়কেনও তাঁহার দার্শনিক যুক্তিজালের সাহায্যে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন।


অয়কেন।

অযকূটজাতক—ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা, তাঁহার প্রধান মহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব যুবরাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি সর্ব্ব বিদ্যায় সুপণ্ডিত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকেন।

ঐ সময়ে বারাণসীতে হিন্দুদেবদেবীর বহুল পূজা প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেক মন্দিরে দেবতার সম্মুখে জীবিত ছাগের বলি দেওয়া হইত। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব প্রচার করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে জীবিত পশু বলি হইবে না। যক্ষগণ বলির অংশ হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং অবশেষে তাহারা হিমালয়শিখরে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিল যে কোন প্রকারেই হউক বোধিসত্ত্বকে বিনাশ করা ভিন্ন ইহার প্রতীকারের উপায় নাই। তখন সাধারণের সম্মতিক্রমে ভীষণ দর্শন এক যক্ষ বোধিসত্ত্বকে সংহার করিতে আগমন করিল। সে গম্বুজাকৃতি এক লৌহগদা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দ্বিপ্রহর রজনীতে বোধিসত্ত্বের শিয়রদেশে সমুপস্থিত হইল এবং সুযোগ বুঝিয়া বোধিসত্ত্বকে নিহত করিবে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে স্বর্গে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শক্র দারুণ উত্তাপ অনুভব করিলেন। ইহার কারণ অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়া জ্ঞান-চক্ষে তিনি দেখিতে পাইলেন যে মর্ত্ত্যধামে বোধিসত্ত্বকে হত্যা করিতে এক মহাপাপী যক্ষ উত্তপ্ত লৌহদণ্ড লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তদ্দণ্ডেই তিনি স্বীয় বজ্র উত্তোলন করিয়া যক্ষের শিরোদেশ লক্ষ্য করিলেন,—যক্ষ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব যক্ষকে গদাহস্তে শিরোদেশে দেখিলেন বটে, কিন্তু শক্রকে দেখিতে পান নাই, পক্ষান্তরে যক্ষ বজ্রহস্ত শক্রকে দেখিতে পাইতেছে। তবে বিজড়িত হইয়া বোধিসত্ত্বকে দণ্ডায়মানের কারণ এইরূপ বলিল, হে মহারাজ! আমি আপনাকে রক্ষা করিতে আসি নাই। মারিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া এই গদা লইয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু শক্রের ভয়ে আপনাকে কিছু করিতে সাহস হইতেছে না।

শক্রের ভয়ে যক্ষ পলাইয়া গেল। যাইবার সময় সে বোধিসত্ত্বকে বলিয়া গেল, হে মহারাজ! আজ হইতে আমরাও আপনার হিতাচরণ করিব। দেবগণ তাঁহার স্বর্গে অক্ষে তাহার প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিয়া কি করিবে।

অযক্ষ্ম—(ত্রি) নীরোগ, নীরোগ। (শুক্লযজুঃ ১৬।৪) [নাস্তি যক্ষ্মা রোগবিশেষো যস্য] ২ অযক্ষ্মা, ক্ষয়রোগশূন্য। ৩ স্বাস্থ্যকর জল বায়ু। ৪ অনুপদ্রব, অত্যাচারবর্জ্জিত। (শুক্লযজুঃ ১৬।১১)

অযক্ষ্মকরণ—(ত্রি) স্বাস্থ্যকর।

অযক্ষ্মতাতি—(স্ত্রী) ক্ষয়রোগহীনতা। স্বাস্থ্য।

অযক্ষ্মত্ব—(ক্লী) ক্ষয়রোগবর্জ্জিতের ভাব।

অযক্ষ্মমাণ—(পুং) বলিদানে অশঙ্কা।

অযজনীয়—(ত্রি) যজ্ঞে অনাদর পাইবার অযোগ্য। ২ নিন্দিত।

অযজুষ্ক—(ত্রি) যজুর্বেদীয় পদবিরহিত।

অযজ্ঞ—(ত্রি) [নাস্তি যজ্ঞো যস্য, নঞ্-বহুব্রী] অকৃত যজ্ঞ, যে যজ্ঞ করে না। (ঋক্ ৭.৮.৩) ২ অনার্য্য। ৩ অব্রাহ্মণ। (পুং) ৪ যজ্ঞের অভাব। ৫ অনুত্তম। (মনু ৩.১২০)

অযজ্ঞক—(ত্রি) যজ্ঞের অযোগ্য।

অযজ্ঞদত্ত—(পুং) যজ্ঞদত্তের সদৃশ নহে। দুর্বৃত্ত যজ্ঞদত্ত।

অযজ্ঞসাচ্—(ত্রি) যে যজ্ঞ করে না। যজ্ঞভঙ্গকারী।

অযজ্ঞিয়—(ত্রি) [যজ্ঞম্ অর্হতি যজ্ঞ ঘ যজ্ঞিয়ং ততো নঞ্-তৎ] যজ্ঞে দিবার অযোগ্য বস্তু। ২ যে যজ্ঞ করিতে অসমর্থ।

অযজ্যু—(ত্রি) [যজতি যজ যুচ্, নঞ্-তৎ] যাগকর্ত্তা নহে, অধ্বর্যু নহে। ২ যে যজ্ঞের বিঘাতক, যজ্ঞনাশকারী। (ঋক ১.১৩১.৪)

অযজ্বন্—(পুং) [বিধিনা ইষ্টবান্ যজ-ক্বনিপ্ যজ্বা, নঞ্-তৎ] অকৃতযজ্ঞ, যিনি যজ্ঞ করেন নাই। (মনু ১১.১৪)

অয়ণাচার্য্যসূনু—অয়ণাচার্য্যের পুত্র। ২ বিষ্ণুমাহাত্ম্যপদ্ধতি-রচয়িতা, ইনি আপনাকে এই নামে পরিচিত করিয়াছেন।

অযৎ—(ত্রি) নিশ্চেষ্ট।

অযত—(ত্রি) [যম ক্ত যতঃ ততো নঞ্-তৎ] অকৃতযম, নিয়মহীন। ২ যিনি ইন্দ্রিয় দমনে অশক্ত। [যততে যত-অচ্ নঞ্-তৎ] ৩ যত্নশূন্য। (গীতা ৬ ৩৭)

অয়তি—রাজা নহুষের অন্যতম পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে, রাজা নহুষের যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয় পুত্র ছিল। ভাগবতে অয়তি স্থলে বিয়তি এবং ধ্রুবের পরিবর্ত্তে কৃতি নাম দৃষ্ট হয়।

অযতেন্দ্রিয়—(ত্রি) ইন্দ্রিয়কে সংযম করিতে অশক্ত।

অযত্ন—(পুং) [ন যত্ন অভাবে নঞ্-তৎ] যত্নের অভাব, আয়াসাভাব। (মনু ৫ ৪৭) (ত্রি) [নাস্তি যত্নো যস্য, নঞ্-বহুব্রী] ২ যত্নশূন্য। (রঘু ৪ ৫৫)

অযত্নকারিন্—(ত্রি) আয়াসশূন্য। ২ চিন্তারহিত। ৩ শিথিল।

অযত্নকৃত—(ত্রি) সরল, সহজ বা প্রকৃতরূপ হইতে উৎপন্ন। স্বতঃপ্রবর্ত্তিত।

অযত্নজ—(ত্রি) বিনা চেষ্টায় জাত। সহজভাবে উৎপন্ন। [অযত্নকৃত দ্র°]

অযত্নতস্—(অব্য) চেষ্টা বিনা। আপনাআপনি।

অযত্নবৎ- (ত্রি) নিশ্চেষ্ট। অকর্ম্মণ্য। ২ শিথিল।

অযত্নসাধ্যা, ‡ সুসাধ্যা, সুখসাধ্যা—যে রমণী অল্প চেষ্টাতেই নায়কের প্রতি অনুরাগিণী হয় কামশাস্ত্রে তাহাকে অযত্ন সাধ্যা রমণী বলে। বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে[১] অযত্নসাধ্যা রমণীর একটী বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন। অযত্নসাধ্যা নায়িকা পরদারা। একের স্ত্রী অন্যের প্রতি কোন্ কোন ক্ষেত্রে সহজেই অনুরক্ত হইয়া থাকে তাহা বিবেচনা করিয়া বাৎস্যায়ন এই তালিকা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নের পর কোক্কোক, প্রভৃতি অন্যান্য কামশাস্ত্রকারগণ বাৎস্যায়নকেই অনুসরণ করিয়া এই অযত্নসাধ্যা রমণীর এক একটী তালিকা দিয়াছেন। এই সকল পরবর্ত্তী কামশাস্ত্রকারগণ রমণীগণের অনুরাগ লক্ষণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২]।

বাৎস্যায়ন বলেন, নিম্নলিখিত সকল রমণী অভিযোগমাত্রসাধ্যা অর্থাৎ প্রেমনিবেদনমাত্রেই নায়কের প্রতি অনুরাগবতী হইয়া থাকে,—

১। দ্বারদেশাবস্থায়িনী অর্থাৎ যে রমণী সর্ব্বদা গৃহদ্বারে অবস্থিত হইয়া পথিকদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করে।

২। প্রাসাদাদ্রাজমার্গাবলোকিনী অর্থাৎ যে রমণী প্রাসাদের উপর হইতে সর্ব্বদাই রাজপথ নিরীক্ষণ করে।

৩। তরুণপ্রাতিবেশ্যগৃহে গোষ্ঠীযোজনী অর্থাৎ অল্প বয়স্ক প্রতিবেশীর গৃহে গিয়া প্রায়ই গীতবাদ্যাদি আমোদে যোগ দিয়া থাকে।

৪। সততপ্রেক্ষিণী অর্থাৎ যে সর্ব্বদাই নায়ককে দর্শন করিতে চায়।

৫। প্রেক্ষিতা-পার্শ্ববিলোকিনী অর্থাৎ চোখাচোখি হইলে যে রমণী চোখ ফিরাইয়া অপাঙ্গে দর্শন করিয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার রমণী স্বভাবচপলা অর্থাৎ স্বামীর অনুরাগ সত্ত্বেও নূতনত্বের ইচ্ছায় বা চঞ্চল স্বভাববশতঃ পরপুরুষকে কামনা করিয়া থাকে।

তাহার পর বাৎস্যায়ন বলিতেছেন পাতিগৃহসুখ বঞ্চিতা রমণীগণের কথা—

৬। নিষ্কারণং সপত্ন্যা অধিবিন্না অর্থাৎ অকারণে[৩] যাহার স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে সেই রমণী ক্ষোভে দুঃখে পরপুরুষকে অভিলাষ করিয়া থাকে সুতরাং সে অভিযোগমাত্রসাধ্যা।

৭। ভর্ত্তৃদ্বেষিণী—যে রমণী স্বামী গুণবান্ সত্ত্বেও তাহার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণা।

৮। ভর্ত্তৃবিদ্বিষ্ট—যে রমণীকে তাহার স্বামী বিদ্বেষ করিয়া থাকে।

এই দুই প্রকার রমণীর বিবাহিত জীবন সুখময় নহে। ইহার বহুবিধ কারণ থাকিতে পারে। ইউরোপে seperation বা divorce প্রথা বর্ত্তমান। সেদেশে তরুণ তরুণীর 'Court ship' করিয়া বিবাহ হয় তাহা সত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদ শতকরা অন্ততঃ ১০টী ক্ষেত্রে হইয়া থাকে এবং স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য অন্ততঃ শতকরা ৫০টী ক্ষেত্রে হয়। আমাদের দেশে Courtship প্রথা প্রচলিত নাই তাহা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

(১) কামসূত্র—৫.২.৫১।

(২) অনঙ্গরঙ্গ—৮.১৯—২৪, রতিরহস্য—৪.২৬, ২৭; পঞ্চসায়ক—৪.২৭, নাগরসর্ব্বস্ব—১৪ ২ ৫।

(৩) ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিবেদন করিবার কএকটী কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। [অধিবেদন দ্র°]

স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে ঘরকন্না করিয়া থাকে। তাহার কারণ আমাদের দেশের আচার-ব্যবহার ও শিক্ষায় স্ত্রীকে স্বামীর অনুগতা করিতে প্রবৃত্ত করে অর্থাৎ স্ত্রী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীন সত্ত্বা ভুলিয়া গিয়া স্বামীর ইচ্ছানুবর্তিনী হয়। যে সব ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর স্বভাব ও ইচ্ছা কিছুতেই মিশ খায় না, সে সব ক্ষেত্রে ক্রমে বিদ্বেষের সূত্রপাত হয়। এই সকল স্বামিদ্বেষিণী বা স্বামীকর্তৃক বিদ্বিষ্টা রমণী সহজেই পরপুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হয়।

৯। পরিহারহীনা অর্থাৎ যাহাকে অনাদর দেখাইলেও নিবৃত্ত হয় না। এই নারী স্বভাবতঃই পরপুরুষাভিলাষিণী।

১০। নিরপত্যা অর্থাৎ সন্তানহীনা। রমণীগণ বহুকারণে সন্তানহীনা হয়। কেহ কেহ স্বভাববন্ধ্যা, কেহ কোন শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন বন্ধ্যা, কেহ বা স্বামীর যৌন ব্যাধির জন্য সন্তান হইতে বঞ্চিতা হয়, এই সকল রমণীগণ স্বভাবতঃই সন্তানবতী হইতে ইচ্ছা করে এবং মনে করে স্বামীর সন্তান জন্ম দিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাহারা পরপুরুষের সঙ্গ কামনা করে। অনেকক্ষেত্রে স্বামীর সহবাসে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ না করিয়া রমণীগণ সন্তানবতী হইতে পারে না, তাহাদিগের প্রায়ই হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্মে। অনেক বন্ধ্যানারীর এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

১১। জ্ঞাতিকুলনিত্যা—অর্থাৎ যে রমণী নিয়ত জ্ঞাতিগৃহে বাস করিয়া থাকে। স্বামীর দারিদ্র্য বা অন্য কোন কারণে যদি রমণী নিয়ত পিতৃগৃহে বা অন্য কোন আত্মীয়ের গৃহে বাস করে তাহার মনে স্বামীর প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর অক্ষমতার জন্য, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর অধীনে না থাকায় স্বাতন্ত্র্যাভিলাষিণী হওয়ার জন্য।

১২। বিপন্নাপত্যা—অর্থাৎ মৃতবৎসা, যে রমণীর সন্তান বাঁচে না বা যে মৃত সন্তান প্রসব করে সে পুত্রকামনায় পরপুরুষে উপগমন করিয়া থাকে।

১৩। গোষ্ঠীযোজিনী—যে রমণী নিজ গৃহে বা সখীর গৃহে গোষ্ঠী অর্থাৎ মজলিস করিতে ভালবাসে।

১৪। প্রীতিযোজিনী—অর্থাৎ যে নায়কের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসে বা যে নায়কের প্রতি প্রীতিশালিনী।

১৫। কুশীলবভার্য্যা—নট বা নর্ত্তকের স্ত্রী। পুরাকালে নট বা নর্ত্তকগণের স্ত্রী অনেকটা বেশ্যার মত ছিল; তাহারা পরপুরুষাভিগমন করিলে তাহাদের স্বামিগণ তাহাতে বিরক্ত হইত না। অনেক ক্ষেত্রে এই নটসকল স্ত্রীর ব্যভিচারদ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিত, সেইজন্য লোকে তাহাদিগকে জায়াজীবী বলিত।

১৬। মৃতপতিকা বালা—অর্থাৎ বালবিধবা; বালবিধবা রমণী অল্পদিন স্বামীর ঘর করায় অতি অল্প ক্ষেত্রে তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইতে পারে। তাহার উপর যৌবন আসন্ন হইলে বয়োসুলভ যৌনক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠে, সুতরাং বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন করা তাহার ভার হইয়া পড়ে, অনাস্বাদিত রসের আস্বাদ পাইতে সে চঞ্চলা হইয়া উঠে, তখন সে অভিযোগমাত্রসাধ্যা হয়।

১৭। দরিদ্রা—দরিদ্রা রমণী অর্থলোভে নায়কের প্রতি অনুরাগিণী হয়।

১৮। বহুপভোগা—অর্থাৎ যে রমণী বহু ভোগ কামনা করে অথচ স্বামীর অবস্থা অনুসারে সেরূপ ভোগ বিলাস তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না, সে রমণী বহু ভোগান্বিত দাতার সামান্য অভিযোগেই তৎপ্রতি অনুরক্তা হইয়া থাকে।

১৯। জ্যেষ্ঠভার্য্যা বহুদেবরিকা—যে রমণীর বহু দেবর আছে, এরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী প্রায়ই সমবয়স্ক নবীন দেবরের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া থাকে।

২০। বহুমানিনী ন্যূনভর্তৃকা—যে রমণী বহুমানবতী অর্থাৎ কুলে, শীলে, অবস্থায় বা রূপে স্বামী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞাশীলা হয় তাহাকে অতি অল্প আয়াসেই তুল্যমানযুক্ত পুরুষ অভিযোগ করিতে পারে।

২১। কৌশলাভিমানিনী ভর্ত্তুর্মৌর্খ্যেণ উদ্বিগ্না—কলাকৌশল বিদগ্ধা অর্থাৎ শিক্ষিতা রমণী মূর্খপতির প্রতি অবজ্ঞাশীলা হয়, নিজের তুল্য শিক্ষিত পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, সুতরাং সহজেই তাদৃশ পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হয়।

২২। অবিশেষজ্ঞতয়া লোভেন—যে রমণীর স্বামী কোন কোন বিশেষ বিষয়ে অজ্ঞ সেই সেই বিষয়ে যে লোক জ্ঞানী, রমণী জ্ঞানলোভে সেই লোকের প্রতি অনুরাগিণী হয়। যেমন কোন রমণীর স্বামী গান গাহিতে জানে না, রমণীর ইচ্ছা সে গান শিক্ষা করে, এরূপ ক্ষেত্রে কোন সুগায়ক সহজেই ঐ রমণীর প্রণয়লাভ করিতে পারে।

২৩। কন্যাকালে যত্নেন বরিতা কথংচিদলব্ধাঽভিযুক্তা—নায়ক অনূঢ়া অবস্থায় কোন রমণীকে প্রেম নিবেদন করিয়া থাকিলে সে পরে কোন কারণে অপরের বিবাহিতা হইলে সেই রমণী নায়কের অল্প চেষ্টাতেই নায়কের প্রতি অনুরাগিণী হয়।

২৪। সমানবুদ্ধিশীলমেধাপ্রতিপত্তিসাত্ম্যা—নায়কের সমান বুদ্ধি স্বভাব মেধা প্রতিপত্তি ও পক্ষাতশালিনী রমণী সহজেই নায়কের প্রতি অনুরাগিণী হয়।

২৫। প্রকৃত্যা পক্ষপাতিনী—অর্থাৎ স্বভাবতঃ যে নায়কের প্রতি পক্ষপাতিনী অর্থাৎ স্নেহশীলা।

২৬। অনপরাধে অবমানিতা—বিনা দোষে যে স্বামী কর্তৃক অবমানিতা হয়।

২৭। তুল্যরূপাভিঃশ্চাধঃকৃতা—যে নারীর স্বামী তাহাকে

উপেক্ষা করিয়া তাহারই তুল্য রূপবতী সপত্নীকে অধিক আদর করে সে নারী দুঃখে ক্ষোভে অপর পুরুষ কামনা করে।

২৮। প্রোষিতপতিকা—যাহার স্বামী বহুকাল বিদেশে গিয়াছে।

২৯। ঈর্ষালুপূতিবাস[৪]-ক্লীবদীর্ঘসূত্র-কাপুরুষ কুব্জ বামন-বিরূপ-মণিকার গ্রাম্য দুর্গন্ধিরোগিযুক্ত ভার্য্যা—যাহার স্বামী অকারণে স্ত্রীকে সন্দেহ করে, যে নারীর স্বামী দেহ পরিষ্কার করে না, অঙ্গহীনের স্ত্রী, ক্লীব, অলস, কাপুরুষ কুব্জ, বামন ও কুৎসিৎ ব্যক্তিদিগের স্ত্রী স্বামীর প্রতি তাদৃশ অনুরাগিণী হয় না, তাহারা অযত্নসাধ্যা। সেকালে মণিকারের স্ত্রী স্বভাবতঃ স্বৈরচারিণী হইত, সুতরাং সে অযত্নসাধ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রাম্যনারী নাগরকের অযত্নসাধ্যা। যাহার শরীরে দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহার স্ত্রী, চিররুগ্ন ব্যক্তির স্ত্রী এবং বৃদ্ধের স্ত্রী এই সকল রমণীগণ স্বামী সহবাসে সুখী হয় না বলিয়া অতি অল্প অভিযোগেই পরপুরুষে আসক্ত হয়।

বাৎস্যায়ন যে সকল অযত্নসাধ্যা স্ত্রীর তালিকা দিয়াছেন তাহারা যে সকল ক্ষেত্রেই অভিযোগমাত্রসাধ্যা এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম করা যায় না, তবে অনেক ক্ষেত্রে বাৎস্যায়নের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইহার মূল কারণ এই সকল রমণীগণ নানা কারণে একান্তপতিপ্রাণা হইতে পারে না। স্বামী যখন দেহে ও মনে স্ত্রীকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না তখন স্বতঃই স্ত্রীর বহির্মুখ আকর্ষণ হয়। কেবলমাত্র দৈহিক পরিতৃপ্তি বা কেবলমাত্র মানসিক পরিতৃপ্তি রমণীর মনকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দান করিতে পারে না, সুতরাং যখন একের অভাব হয় তখন অন্য বিষয়ে তৃপ্তিসাধন হইলেও নারী পরপুরুষাভিলাষিণী হইয়া থাকে।

বাৎস্যায়নের পরবর্তী কামশাস্ত্রকারগণের মধ্যে কোক্কোক তাঁহার রতিরহস্যে বাৎস্যায়নের সূত্রের পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।[৫] কল্যাণমল্ল কোকের রচিত কিছু অংশ লইয়া এক স্থানে তাঁহার তালিকা শেষ করিয়াছেন।[৬] পঞ্চসায়কে অযত্নসাধ্যার স্থলে

(৪) বারাঙ্গনা হইতে নূতন ক মহত্র এর মূলে দেবে ০কায় ৫৮ক শা আছে। যশোধর 'চোক্ষ' অর্থে "শা • যশধ" বলিয়াছেন কল্যাণমল্লচিত 'ব্যস্ত শব্দ আছে তাহার অর্থ অন্তহীন এই পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

(৫) ঈর্ষ্যাবিবাদিনী নৃপালপার্শ্ব বিলোকিতেন চ। রূপাধিকা দুঃখ্যা বা বিরূপত্যা বিরূপরোষপরিস্ফুটা সপ্রত্যক্ষা সঙ্গ্যা গোষ্ঠীশ্না দুঃখপত্যা পতিবর্বিচ্ছিন্নাপরদেশা চ দুষ্টা সম্মতা চ। বালান্যপক্ষিকা বা বহুপত্নীকা রিক্তা চ। পূর্বপার্শ্বরহমানা মৃদুবাকোধেকিপ্রকলাকুশলা। স্রোতা বহুদেবরকা প্রোষিতভর্তৃকা প্রকৃতা সমানাঃ ভঃ। নিত্য অ্যাতুরুলারপ্রতার্ব্য মানা শ্যুনা চ। কর্তাকারে বহু দারা নাত বুচে গলি কপ দোষ। বা যোবন্যাভিযুক্তা প্রবৃত্তিবিদা চ বা বামন। চারপাবিরূপবামনদুর্গকস্ত্রমযুক্তাগিণাং ভার্য্যা। কুপুরুষবৃদ্ধক্লীবপ্রমদা এতা অযত্নসাধ্যাঃ স্যুঃ। (র তিরহস্য ৬ ২৯—৩৪)

(৬) "নির্লজ্জা বিধবা কলাসু কুশলা গোষ্ঠীপরা দুর্ভগা রতিবহুলকঠোরবামন জড়ৈরেকাপত্যা বা কু বা। বহুবাদিনী লক্ষাচিত্তপলা বন্ধ্যা মহামানিনী। ন্যাগা জনী মহাবিরহিণী স্থাঃ সুখোপায়াঃ।' (অনঙ্গরঙ্গ ৮ ১৮)

সুখসাধ্যা শব্দের প্রয়োগ আছে।[৭] অনঙ্গরঙ্গে অল্পসাধ্যা শব্দ যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে তাহার অর্থ যে নারী অল্পেই রতিকালে তৃপ্তিলাভ করে। [অল্পসাধ্যা দ্র°] কামপ্রবোধে অযত্নসাধ্যা ও অল্পসাধ্যার মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই।[৮] নাগরসর্বস্বেও অযত্নসাধ্যার একটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে।[৯] [দারক্ষণ দ্র°]

অযথা—(অব্য) বিশৃঙ্খলরূপে, অনুপযুক্তরূপে, ঠিক নিয়মানুসারে নহে। (বি) [নাস্তি যথা তুল্যযোগ্যতা যস্য যত্র বা, বহুব্রী] ২ অযোগ্য। ৩ অযত্ন।

অযথাতথ—(ত্রি) [যথা যে গাং তথা ন ভবতি, নঞ্‌ তৎ, অযথা, যাহা যে নিমিত্ত করিতে হয়, তন্নিমিত্ত তাহা না করা, যে কার্য, যরূপে করা কর্তব্য, সেরূপে না করা। (মনু ৩ ২৪০) ২ অনুপযুক্ত। (স্ত্রী) অযথাতথ্য, অযথাতথ্য—অযথার্থের ভাব (অব্য) নিরর্থকরূপ।

অযথাতথ্য (স্ত্রী) অনুরূপতার অভাব। অযুক্ততা। ২ ঔচিত্য রহিত। ৩ অযোগ্যতা। ৪ অসদৃশতা।

অযথাদ্যোতন—(স্ত্রী) অনপেক্ষিত বিষয়ের সূচনা।

অযথাপূর্ব—(ত্রি) অভূতপূর্ব। ২ অদৃষ্টপ্রতিম।

অযথাবল—(অব্য) আপন বলের বিপরীত। অসদৃশ শক্তিসম্পন্ন।

অযথামাত্র—(ত্রি) যথোপযুক্ত মাত্রাহীন। মাপের বিপরীত

অযথামুখীন—(ত্রি) বিপরীতমুখী। ২ মুখ ঘুরাইয়া যা।

অযথার্থ—(ত্রি) [নাস্তি যথা অর্থঃ যস্য, নঞ্‌ বহুব্রী, যথার্থ ভূত। ২ অনুগতার্থ। (মুদ্রার ক্ষস ১৪) (পুং) [বিবাদে নঞ্‌ তৎ] ৩ যথার্থ নহে।

অযথার্থজ্ঞান—(স্ত্রী) যাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। ২ মিথ্যা জ্ঞান।

অযথার্থবুদ্ধি (ত্রি) অর্থ ব্যভিচারে অপ্রমাজ্ঞানত জ্ঞান। (তর্ক

অযথার্থানুভব—(পুং) অপ্রমাণ অনুসন্ধেয় অর্থ। (সিদ্ধ মু১

অযথাবৎ—(অব্য) [যথাযোগ্যং রূপমর্হতি অহার্থে বতি যথাবৎ নঞ্‌ তৎ] অনুরূপ যথোচিত নহে। (গীতা ১৮ ৭১)

অযথাশাস্ত্রকারিন্ (ত্রি) শাস্ত্রানুসারে যে কর্ম করে না ২ অন্যায় কর্মকারী। ৩ অধার্মিক

অযথেষ্ট—(অব্য) [ইষ্টমনতিক্রম্য যথেষ্টং ততো নঞ্‌ তৎ] ইচ্ছানুরূপ নহে। (বি) [অল্প আদি অচ্‌] ২ অল্প।

(৭) "প্রোষিতকান্ত বন্দিতা বহুত্যা বন্ধ্যাক্ষপত্যা তথা, রক্তা স্বৈরপরা স্বকগ্রামন শয়া প্রিয় শালিনী। সত্যোষিতদরিদ্রলেবকবধূ রোগার্তিসম্পীড়িতা নূন নিষ্কৃতি দূতিকাভি দিতা রমা ভিন্নাত্নোৎসবে।' (পঞ্চসায়ক ৪ ২২)

(৮) "রক্তাম্বরবরত যথেচ্ছগমনা গানাঘ্র শিল্পজ্ঞা বন্ধ্যাসহগাতিদীর্ঘবিবহা ম সস্পৃতা স্থলা। মাতাপুষ্পাবিরামকে নববপো প্রেরাচ্যকালে নরেণ চোৎপন্ন মচাতুর গলা নাযত্নসাধ্যা বলা। (কামপ্রবোধ ২.৩৭

(৯) সব্যাবীর্য্যানুকুব্যাক্লিষ্টদিষ্টবাসিনাম। স্ত্রিয়ো বাত্যা দিগংশুকাক্যনাখ্যা প্রকীর্তিতাঃ" (নাগরসর্বস্ব ১০৩)

অযথোচিত—(ত্রি) অনুপযুক্ত, যাহা যোগ্যানুরূপ নহে।

অয়ন—(ক্লী) [অয়-ইণ্ বা ভাবে ল্যুট্] গমন। ২ সূর্য্য এবং চন্দ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন। [অয্যন্তে ঈয়তে বা অনেন করণে ল্যুট্] ৩ পথ। [অয্যন্তে ঈয়তে বা অস্মিন আধারে ল্যুট্] ৪ গৃহ। ৫ আশ্রয়। ৬ স্থান। ৭ তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে।

৮ অয়ন নামক সংক্রান্তি। "অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাম্"। (স্মৃতি) ৯ উক্ত অয়নসাধন শাস্ত্র। ১০ সৈন্যনিবেশরূপ ব্যূহ-প্রবেশের পথ। ১১ রাশিচক্রের ক্রান্তিবৃত্তারম্ভ স্থানবিশেষ। ১২ অংশ। [এতি সূর্য্যো দক্ষিণামুত্তরাং বাত্র আধারে ল্যুট্] ১৩ সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণদিকে গমনের কাল। ১৪ অয়নান্ত নামী দেবতার যাগবিশেষ।

অয়ন₂—পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে যেখান হইতে উত্তর মেরুও সমদূরে অবস্থিত তাহার নাম নিরক্ষপ্রদেশ। এই নিরক্ষপ্রদেশে পূর্ব্বপশ্চিমে একটী রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। এই রেখার নাম নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুবরেখা। এই রেখার উত্তরে ২৩°২৮´ তেইশ ডিগ্রী আটাইশ মিনিট দূরে একটী রেখা কল্পনা করা হইয়াছে, এই রেখার নাম কর্কটক্রান্তি (tropic of cancer)। এইরূপ বিষুব রেখার দক্ষিণে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট দূরে আর একটী রেখা কল্পনা করা হইয়াছে তাহার নাম মকরক্রান্তি (tropic of capricorn) সূর্য্য বিষুবরেখার উত্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত যায়; তাহার উত্তরে আর যায় না। ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া বিষুবরেখার দক্ষিণে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত যায়, তাহার দক্ষিণে আর যায় না। তথা হইতে ফিরিয়া আবার উত্তরে কর্কট ক্রান্তি পর্য্যন্ত যায়।

অগস্ত্য ঋষি এই কর্কটরেখার স্থান চিহ্নিত করিয়াছিলেন। মহাভারতে বনপর্ব্বে ১০৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'বিন্ধ্যপর্ব্বত সূর্য্যের গতি রোধ করিয়াছিল, অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্য পর্ব্বতকে অবনমিত করিয়াছিলেন' অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্ব্বত পার হইয়া উজ্জয়িনীর প্রায় ২৫।৩০ মাইল উত্তর দিয়া সূর্য্যের উত্তরগতির সীমাস্বরূপ কর্কট-রেখার প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন। কবি কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন—"অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং দিগুত্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।" (১৬.৪৪) অর্থাৎ 'সূর্য্য উত্তরদিকে অগস্ত্যচিহ্নিত অয়নরেখার নিকটবর্ত্তী হইয়া নিবৃত্ত হইলে' ইত্যাদি। সুতরাং কবি কালিদাসের সময় পর্য্যন্ত লোকে এ তত্ত্ব জানিত। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্ব্বতকে অবনমিত করিয়াছিলেন শুনিয়া এখন সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থ করিলে কত বড় একটী প্রাচীন গৌরবজনক তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই কর্কটক্রান্তি নারায়ণগঞ্জের উত্তর দিয়া রাঁচির উত্তর ও কাটনি ষ্টেসনের নিকট দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে অবস্থিত। সূর্য্য এই রেখাকে অতিক্রম করিয়া উত্তরে যায় না।

দীর্ঘতমা ঋষি ঋগ্বেদে বলিয়াছেন—

"প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥" (১।১৫৪।২)

অর্থাৎ যে হেতু সেই বিষ্ণু বীর্য্যদ্বারা বা বিক্রমদ্বারা বীরের ন্যায় মৃগে অর্থাৎ মকরে কুচরে অর্থাৎ কর্কটে এবং পর্ব্বতে অর্থাৎ বিষুবরেখাতে অবস্থিতি করে। যে মহাত্মার পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে।

৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সায়ণানুগত অর্থ—'যে হেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর হিংস্র গিরিশায়ী অরণ্যজন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।' এই অর্থ দ্বারা এই ঋকের প্রকৃত ভাব প্রকাশিত হয় নাই। আমরা উপরে দেখিয়াছি মৃগ অর্থাৎ মকররেখা, কুচর অর্থাৎ (কু নিন্দনীয় চর গমন করা) কর্কটরেখা এবং গিরি অর্থ বিষুবপ্রদেশ। বিষুব বা নিরক্ষ প্রদেশ অত্যন্ত স্ফীত এজন্য "গিরি' বলা হইয়াছে। বিষ্ণু অর্থাৎ সূর্য্য প্রতিবৎসর এই তিন স্থানে পদক্ষেপ (ত্রিপাদ-ক্ষেপ) করে।

বিষ্ণুপুরাণে এই ঋকের প্রকৃত মর্ম্মার্থ পাওয়া যায়—

'যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি যৈরসৌ শৃঙ্গবান স্মৃতঃ॥৬৮
দাক্ষিণ্যঞ্চোত্তরঞ্চৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা।
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে॥৬৯
মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রেয় বিষুবৎ স্থিতঃ।
তদা তুল্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ।"৭০
(বিষ্ণুপুরাণ ২ অংশ ৮ অ°)

অর্থাৎ শ্বেত বর্ষের উত্তরদেশে যে শৃঙ্গবান নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার তিনটী শৃঙ্গ আছে, এই সকল শৃঙ্গের অস্তিত্বে এই পর্ব্বত শৃঙ্গবান নামে খ্যাত হইয়াছে। একটী শৃঙ্গ দক্ষিণে (মকর বা মৃগরেখা), একটী শৃঙ্গ উত্তরে (কর্কট বা কুচর রেখা), এবং অপরটী মধ্য; ঐ মধ্য শৃঙ্গই বৈষুবত। সূর্য্য শরৎ এবং বসন্তকালের মধ্যে সেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন। সূর্য্য মেষের প্রথম দিনে এবং তুলার প্রথম দিনে বিষুবৎ নামক শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া অহোরাত্র পরিমাণ সমান করিয়া থাকেন।

প্রতিবৎসর সূর্য্য দুইবার এই বিষুবরেখা পার হন। সেই দুইদিন দিবারাত্রি সমান হয়। তাহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে ২৮৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের লিখিত মত—সূর্য্য মেষের আদিতে ও তুলার আদিতে থাকিয়া দিবারাত্রি সমান করিয়াছেন।

ইহাতে অনুমান হয় যে, ২৮৫ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরাণের বর্ত্তমান সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে।

১.১৫৪২ ঋকে আমরা কুচর ও মৃগ নামক দুই রাশির নাম পাইতেছি, ঋগ্বেদে আরও রাশির নাম আছে, তবে 'রাশি' শব্দ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, 'রাশিচক্র আর্য্যগণের আবিষ্কৃত নহে, কারণ বেদে রাশি শব্দ নাই, বাবিলোনবাসিগণ রাশি আবিষ্কার করিয়াছেন।' ঋগ্বেদের প্রমাণে সে কথা টিকে না। সম্ভবতঃ মেরুপ্রদেশে বাসকালেই আর্য্যগণ অন্য উপায় না থাকায় বাধ্য হইয়া বৃহস্পতির গতি গণনার জন্য চক্রকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৃহস্পতি এক এক মিথুন বা মেরুপ্রদেশে এক অহোরাত্র ভ্রমণ করে। এইরূপ ১২ মিথুনে এক চক্র ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে আইসে। ইহার এক এক ভাগ বৃহস্পতির এক এক মাস, তাই বৃহস্পতিকে ঋগ্বেদে (৭ ৯৩ ৬) "শগ্মাস" বলে। পরে আর্য্যগণ দক্ষিণে আসিলে সম্ভবতঃ এই ১২ ভাগই রাশি নামে কথিত হইয়া থাকিবে। বেদে "চিতি" শব্দ আছে, চিতি অর্থ রাশি। স্তম্ভ, স্তোম ইত্যাদি শব্দও রাশিবাচক।

দীর্ঘতমা ঋষির ১.৫৪.২ ঋক্ হইতে আমরা জানিতে পারিলাম আর্য্যগণ বৈদিক কালেই স্থির করিয়াছেন সূর্য্য মৃগ বা মকররাশি হইতে উত্তরে কুচর রেখাতে গমন সময়ে একবার এবং তথা হইতে দক্ষিণে মৃগ বা মকর রেখাতে গমন সময় একবার প্রতিবৎসর এই দুইবার বিষুবরেখা অতিক্রম করেন। এই দুই সময়কে বিষুব সংক্রমণ বলে। উত্তরে যাইবার সময় বসন্তকালে যে বিষুবসংক্রমণ হয় তাহার নাম মহাবিষুবসংক্রমণ এবং দক্ষিণে অবতরণ সময় শরৎকালে যে বিষুবসংক্রমণ হয় তাহার নাম জলবিষুবসংক্রমণ।

সূর্য্যের এই গতি ঠিক নহে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি প্রতিবৎসর সূর্য্য কর্কটক্রান্তি হইতে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত যাতায়াত করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য এইরূপ যাতায়াত করেন না, পৃথিবীই যাতায়াত করে। [পৃথিবী দ্র°] সূর্য্য ঠিক একস্থানেই থাকেন। উত্তরায়ণ শেষে পৃথিবীর কর্কটক্রান্তিই সূর্য্যের সম্মুখে সমান্তরালে আইসে, আবার দক্ষিণায়নের শেষে পৃথিবীর মকরক্রান্তিই সূর্য্যের সমান্তরালে আইসে, কিন্তু আমরা দেখি সূর্য্যই এইরূপ যাতায়াত করিতেছেন। বুঝিবার ও বলিবার সুবিধার জন্য সকল দেশেই এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বলে "সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, সূর্য্য উদয় হইতেছে" ইত্যাদি। কেহ এরূপ বলে না যে পৃথিবী সূর্য্যের দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে বা পৃথিবী সূর্য্য হইতে অন্তরালে যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে (২ অংশ, ৮ অ°) লিখিত আছে—

"যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥১৪
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥"১৫

অর্থাৎ যাহারা যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায় তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, সেই স্থলেই তাহার অস্ত কথিত হয়। সর্ব্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যের উদয় ও অস্ত নাই, রবির দর্শন অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত।

ভারতবাসী আর্য্যগণও পৃথিবীর গতি আছে জানিয়াও বলিবার সুবিধার জন্য সূর্য্যের গতি কল্পনা করিয়াছেন এবং রবিপথ বা পৃথিবীকক্ষকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিয়া মাপিয়াছেন। সূর্য্যের এই গতিই অয়নগতি।

ঋগ্বেদে (১ ১৫৫.৬) দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন—

"চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবং ॥"

অর্থাৎ সূর্য্য চারিটী (চারিগুণ) নব্বই অর্থাৎ (৯০ × ৪)৩৬০ নামবিশিষ্ট গমনশীল বৃত্তাভাস চক্রে বিশেষ সুরক্ষিত গতিতে গমন করেন। বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট অকুমার যুবা (সূর্য্য) অংশদ্বারা পরিমিত হইতে হইতে প্রতিদিন যজ্ঞে (অর্থাৎ কর্ম্মে) আগমন করেন অর্থাৎ উদয় হন।

দীর্ঘতমা ঋষি আর এক স্থানে (১.১৬৪.৪৮ ঋক্) বলিয়াছেন—

"দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ত্সাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ।"

অর্থাৎ এক চক্র দ্বাদশ পরিধি ও তিন নাভি, কে তাহার গতি বোধ করিতে পারে। সেই সচল (চক্রে) ৩৬০টী শঙ্কুর (খুটার) ন্যায় সহগামী (অংশ) স্থাপিত হইয়াছে। তাহারা চলাচল নহে।

প্রথমোক্ত ঋকে আমরা ৪ গুণ নব্বই পাইয়াছি। এই চারিটী নব্বই গণনা করা অন্য কোথাও সম্ভব নহে। আর্য্যগণ মেরু প্রদেশে বাসকালে দেখিয়াছেন সূর্য্য বিষুবরেখার উত্তরে উদয় হইয়া আকাশের চারিদিকে স্ক্রুপাকের ন্যায় পাক খাইয়া ক্রমে ৯০ পাকে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত আসিয়াছে, আবার ৯০ পাকে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত নামিয়া অস্ত গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত মেরু প্রদেশে রাত্রি হয় নাই। ক্রমাগত সূর্য্য উদয় থাকিয়াই আকাশের চারিদিকে পাক খাইয়াছে। এইরূপে তাঁহারা ২ + ৯০ (৯০ + ৯০ = ১৮০) পাইয়াছেন। বিষুবরেখার দক্ষিণে সূর্য্য নামিয়া গেলে সূর্য্যের অদর্শন হেতু তথায় রাত্রি হইয়াছে। তখন আমাদের মতই রাত্রিকালে তথাকার আকাশে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের নক্ষত্র ও গ্রহ দেখা গিয়াছে। তাহারা আমাদের দেশের মত পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায় না। দিনে সূর্য্য যেমন আকাশের চারিদিকে পাক খাইয়াছে, ইহারাও তদ্রূপ

আকাশের চারিদিকে পাক খাইতেছে। তাঁহারা আরও দেখিলেন একটী বৃহৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র সূর্য্যের মত আকাশের চারিদিকে পাক খাইতেছে। তাঁহারা দীপ্তি অর্থে এই নক্ষত্রের নাম রাখিলেন "তিষ্য"। তাঁহারা সূর্য্যের যেমন পাকসংখ্যা গণনা করিয়াছেন, তেমনি তিষ্যের পাকসংখ্যা গণনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন তিষ্য নক্ষত্রও ৯০ পাকে কর্কটক্রান্তি পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার ৯০ পাকে নামিয়া আসিলে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। এইরূপে দিনে দুই ৯০ এবং রাত্রিতে দুই ৯০ এই চারি নব্বই তাঁহারা মেরু প্রদেশেই পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণে নামিয়া আসিয়াও তাঁহারা এই চারিটী ৯০ অর্থাৎ (৯০ X ৪) ৩৬০ পাকে সূর্য্যকে ঠিক পূর্ব্বস্থানে যাইতে দেখিলেন। বুঝিলেন মেরুপ্রদেশে তাঁহারা এক দীর্ঘ দিনে ও রাত্রিতে যাহা দেখিয়াছেন, এখানে ৩৬০ দিনে তাহাই দেখিলেন। এইজন্য এই উপায়ে তাঁহারা চক্রকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিলেন।

১ ১৬৪ ৪৮ ঋকে "দ্বাদশ প্রধয়ঃ" অর্থাৎ ঐ চক্রের ১২টী পরিধি পাওয়া গিয়াছে। মেরুপ্রদেশে বাসকালে আর্য্যগণ দেখিলেন "তিষ্য"নক্ষত্র হইতে একটী উজ্জ্বল গতিশীল গ্রহ ক্রমাগত সরিয়া যাইতেছে। আর্য্যগণ এই গ্রহের নাম রাখিলেন বৃহস্পতি। স্মরণ রাখিবার জন্য তিষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির জন্ম ধরিলেন। আজিও হিন্দুশাস্ত্র এই ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

তাঁহারা দেখিলেন বৃহস্পতি তিষ্য নক্ষত্র হইতে বাহির হইয়া মেরুপ্রদেশের এক এক দিবারাত্রিতে কিয়দ্দূর সরিতে সরিতে ১২ অহোরাত্রে ঘুরিয়া আবার তিষ্য নক্ষত্রের নিকট আসিল। এইরূপে তাঁহারা মেরুপ্রদেশের ১২দিন গণনার একটী উপায় পাইলেন। এই ১২ দিনের কোন দিন বৃহস্পতি কোথায় থাকিবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য স্বভাবতঃই তাঁহারা ১২টী নক্ষত্রপুঞ্জ স্থির করিয়া চিহ্নিত করিলেন। মেরুপ্রদেশে না হউক, দক্ষিণে আসিয় তাঁহারা যে এই ১২টী বার্হস্পত্য ষ্টেসনকে নাম দিয়াছেন, ১২ পরিধি বলিয়াছেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ক্রমে তাঁহারা চন্দ্রের গতি অনুসারে ২৭ নক্ষত্রও স্থির করিয়াছিলেন। [চন্দ্র দ্র°]

মেরুপ্রদেশ হইতে দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসিয়া আর্য্যগণ দেখিলেন সূর্য্য দক্ষিণে মকররেখা পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া উত্তরে যায়। এই সময় তাঁহারা কর্কট হইতে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত অয়ন গণনা করিলেন। এই অয়নকে দুইভাগে তাঁহারা বিভক্ত করিয়াছেন—দেবযান ও লৌকিকায়ন।

বসন্তকালে বিষুবরেখার উত্তরে সূর্য্য উঠিলে দেবায়ন আরম্ভ হয় এবং শরৎকালে বিষুবরেখার দক্ষিণে নামিয়া গেলে এই অয়ন শেষ হয়, এই পথের নাম রাখিলেন "দেবযানপথ"। বিষুবরেখার দক্ষিণ হইতে বসন্তকালে বিষুবরেখার উত্তরে গমন পর্য্যন্ত এই পথকে "পিতৃযানপথ" বলিলেন। নিজের দেশে দেখিলেন কর্কটক্রান্তি হইতে সূর্য্য দক্ষিণ মুখে নামিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে শরৎকালে বিষুবরেখার দক্ষিণ দিয়া মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত আসিয়া আবার উত্তরে উঠিতে লাগিল। এই দেখিয়া তাঁহারা কর্কটক্রান্তি হইতে মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন ধরিলেন। এই গতি অনুলোমগতি। মকরক্রান্তি হইতে কর্কটক্রান্তি প্রতিলোম গতিকে উত্তরায়ণ গতি ধরা হইল। এই দুই গতি দ্বারা পৃথিবীতে ছয়টী ঋতু সংঘটিত হয়, দিনও ছোট বড় হয়। যথা—বিষ্ণুপুরাণে (২য় অংশ, ৮অ°)

"অয়নস্যোত্তরস্যাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ।
ততঃ কুম্ভঞ্চ মীনঞ্চ রাশে রাশ্যন্তরং দ্বিজ ॥ ২৮
ত্রিষ্বেতেষ্বথ ভুক্তেষু ততো বৈষুবতীং গতিম্।
প্রয়াতি সবিতা কুর্ব্বন অহোরাত্রং ততঃ সমম্।
ততো রাত্রিঃ ক্ষয়ং যাতি বর্দ্ধতেঽনুদিনং দিনম্ ॥ ২৯
ততশ্চ মিথুনস্যান্তে পরাকাষ্ঠামুপাগতঃ।
রাশিং কর্কটকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নম্ ॥" ৩০

অর্থাৎ ভাস্কর উত্তরায়ণের প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন। তদনন্তর কুম্ভ ও তৎপরে মীনরাশিতে গমন করে। এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর সূর্য্য অহোরাত্র সমান করিয়া বৈষুবতী গতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ বিষুবরেখায় গমন করেন। তদনন্তর প্রত্যহ রাত্রিক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তদনন্তর মিথুন রাশির অন্তে উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়। কর্কটরাশি হইতে আবার দক্ষিণায়ন করিতে থাকে। ইহাই অয়ন বা অয়নগতি। এই গতির পরিমাণ কেহ ৪৮" বিকলা। কেহ ৫৪" বিকলা বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য সূক্ষ্মমতে ৫০ ২" বিকলা।

অয়নকাল—(পুং) [অয়নাংশ কালঃ, মধ্যপদলোপী ৬ তৎ] অয়নাংশস্থিত কাল।

অয়নচলন, অয়নবলন—(ক্লী) [অয়নস্য চলনং বলনং বা ৬ তৎ] অয়নাংশের পূর্ব্বে বা পশ্চিমে স্থানান্তরে চলন।

অয়নজ—(পুং) [অয়নাৎ রাশীনাং স্বস্থানচলনাৎ জায়তে জন-ড] অয়নাংশজাত মাসাদি।

অয়নদেবতা—(স্ত্রী) পথের ধারে স্থাপিত দেবমূর্ত্তি। (রামা°২ ৪২ ৩১)

অয়নভাগ—(পুং) [অয়নস্য বোধকো ভাগঃ শাক° তৎ] অয়নাংশ, সূর্য্যের গমনমার্গ।

অয়নমণ্ডল—(ক্লী) [৬ তৎ] Ecliptic) রাশিচক্র ও রাশিচক্রস্থ সূর্য্যগমনের পথ।

অয়নমাস—(পুং) [অয়ননিরূপিতো মাসঃ, শাক° তৎ] অয়নাংশানুসারে দিনমাসাদি জ্ঞানার্থ কল্পিত মাস।

অয়নবলন—অয়নাংশে পূর্ব্ব ও পশ্চিম গতি। [অয়নচলন দ্র°]

অয়নবৃত্ত—(ক্লী) অয়নমণ্ডল। [অয়নমণ্ডল দ্র°]

অয়নসংক্রম—(পুং) [অয়নাংশানুসারেণ সংক্রমঃ, শাক° তৎ] মেষাদি রাশির অয়নাংশে গ্রহগণের সঞ্চার।

অয়নসংক্রান্তি—(স্ত্রী) [অয়নঘটিতা সংক্রান্তিঃ, শাক° তৎ] সূর্য্যের দক্ষিণায়নঘটিত সংক্রান্তি কর্কটসংক্রান্তি। ২ সূর্য্যের উত্তরায়ণঘটিত সংক্রান্তি, মকরসংক্রান্তি, চল-সংক্রান্তি।

অয়ন কর্ত্তৃক রাশিচক্রের পূর্ব্ব গতি বা পর গতিতে যে গ্রহসমূহের প্রত্যাপূর্ব্ব সংক্রমিত হয়, তাহাকে অয়নসংক্রান্তি বা চলসংক্রান্তি বলে। সাধারণতঃ সংক্রান্তি তিন প্রকার—মধ্যা, চলা ও অচলা। এই জেবশতঃ ইহাকে মধ্যাম্বুপদ বলে। মেষাদি দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ স্থানে বিভক্ত হইয়া নিরাধার ভাবে স্থিত রাশি-চক্রের উপরে দোলায়মান হইয়া নির্দ্দিষ্ট মেষাদি রাশির স্থান হইতে পূর্ব্বে বা পরে মণ্ডলগতি ব্যতিরেকেও ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে গ্রহসমূহের তেজোরাশির যে সঞ্চার হয় তাহাকে চলসংক্রান্তি কহে। আবার এই নির্দ্দিষ্ট রাশিসমূহের যথা স্থানে যে গ্রহগণের মণ্ডল সঞ্চার হয় তাহাকে অচলসংক্রান্তি বা রাশিসংক্রান্তি কহে। কারণ ইহারা নিয়ত এক স্থানেই সংক্রমিত হয় বলিয়া 'অচলসংক্রান্তি' এইরূপ নাম হইল। এই অচল-সংক্রান্তি অনুসারে মাসাদি ব্যবহার করিলে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। কিন্তু চলসংক্রান্তি অনুসারে মাসাদি গণনা করিলে তাহাতে অনেক ত্রুটি থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ সংক্রান্তি শব্দটীর সঠিক অর্থ বুঝা উচিত—গ্রহসমূহের দ্বারা আক্রান্ত রাশি (অর্থাৎ পূর্ব্বে যে রাশিতে গ্রহগণ বিরাজ করিতেছেন) হইতে রাশ্যন্তরে সংক্রমণকে সংক্রান্তি বলে। এই সংক্রান্তি দুই প্রকার মধ্যমা ও স্পষ্টা। মধ্যস্থিতগ্রহ যে সময়ে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে পরিক্রমণ করে তখন মধ্যমা সংক্রান্তি হয়, আর যখন সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহগণ রাশ্যন্তরে গমন করে তখন তাহাকে স্পষ্টা সংক্রান্তি বলা হয়। মধ্যসংক্রমিত গ্রহের স্পষ্টতার প্রকাশ অত তজ্জনিত সংক্রান্তির স্পষ্টীকরণরূপ উপযোগ লোকতঃ বা শাস্ত্রতঃ ব্যবহারের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু "গুরোর্মধ্যম-সংক্রান্তিহীনো বৎসরাব্দবৎসরঃ। অধিসংবৎসরস্তাবিন কারয়েৎ। বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন প্রতিষ্ঠা সর্ব্বনাকিনাম্ স্ফুটসংক্রান্তি-হীনশ্চেৎ কেহপ্যাহুরধিমাসকম্" (কালমাধবীয়) এই কালমাধবীয় ধৃত স্মৃতির মতানুসারে মধ্যমা সংক্রান্তিরও অধিবৎসরের উপযোগিতা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়; আর স্পষ্টা সংক্রান্তির অধিবৎসরের উপযোগিতা নাই। অতএব লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ স্পষ্টা সংক্রান্তিরই উপযোগিতা দেখা যায়। এই স্পষ্টা সংক্রান্তি দুই প্রকার—সায়নাংশ ও নিরয়নাংশ। গ্রহগণ ঠিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত গণনানুসারে অয়নাংশ সংস্কৃত হইয়া যখন ভিন্ন রাশিতে গমন করিবে তখন সায়নাংশ হইবে। সংস্কাররহিত অবস্থায় যখন অয়নাংশ অন্য রাশিতে সংক্রমণ করিবে তখন নিরয়নাংশ সংক্রান্তি হইবে। অতএব সংক্রান্তির দ্বারা উপলক্ষিত সংক্রমণের সূক্ষ্ম কাল, ইহাই বুঝিতে হইবে। সংক্রান্তির সূক্ষ্ম কাল শব্দের অর্থ বুঝিয়া সংক্রান্তি পদে করণীয় ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত দানকর্ম্মাদি করা অসম্ভব বলিয়া "মুখ্যাভাবে প্রতিনিধিঃ শাস্ত্রার্থং" এই ন্যায়ানুসারে গৌণ কালেরও গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা সংক্রান্তিতে কর্ত্তব্য স্নান দানাদি অনুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব কাল।প্রসূত স্মৃতির বিধানানুযায়ী কালবিশেষই বুঝিতে হইবে। সুতরাং কালমাধবীয় গ্রন্থে যে উক্ত হইয়াছে স্নান-দানাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংক্রান্তিকালেই অনুষ্ঠেয় বলিয়া মুখ্য কাল অসম্ভব। অতএব ইহা অনুকল্পে (গৌণকালে) করা উচিত। এই সম্বন্ধে দেবল বলিয়াছেন,—"সংক্রান্তিসময়ঃ সূক্ষ্মোদুর্জ্ঞেয়ঃ পিশিতেক্ষণৈঃ। তদ্যোগাদপ্যধশ্চোর্দ্ধং ত্রিংশন্নাড্যঃ পবিত্রিতাঃ" অতএব দেশান্তরব্যবধানবাহিতা হেতু অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট পূর্ব্বরাশি এবং পররাশির মধ্যে সূর্য্য পূর্ব্ব বা পর পরিত্যাগ করিয়া যতটুকু সময়ের মধ্যে পর রাশিতে প্রবেশ করেন তাহা যোগদৃষ্টি ভিন্ন মাংসদৃষ্টিতে (চর্ম্ম চক্ষে) দেখা অসম্ভব। সুতরাং স্নানদানাদি অনুষ্ঠান বিষয়ে মুখ্য সংক্রান্তিকাল নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া সংক্রান্তিসম্বন্ধীয় পূর্ব্বকাল ও উত্তরকাল গ্রহণ করা উচিত। কারণ সংক্রান্তির পূর্ব্ব এবং উত্তর ইহাদের একটী ত্রিংশদ্ঘটিকা পুণ্য বলিয়া সামান্য ভাবে উক্ত হইয়াছে এবং তথায় অচলসংক্রান্তির ন্যায় চলসংক্রান্তিরও পুণ্যকাল আছে। কারণ চলসংক্রান্তি ত মেষাদি রাশির সংক্রমণ যে দিনে হইবে সেই দিন হইতে পূর্ব্ব একাদশ দিন পর্য্যন্ত হইবে। এইরূপ বুঝিতে অয়ন প্রভৃতিও স্ব স্ব রাশি অনুযায়ী সেই সেই পূণ্যাদিক হইবে। সেই অয়নকালে স্নানাদির পুণ্যকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে মহর্ষি জাবালি বলিয়াছেন,—"সংক্রান্তির্যথা কাম্যদীয়েহপ্যয়নে তথা। অয়নে বিংশতিপূর্ব্বা মকরে বিংশতিপরা" অর্থাৎ মকরসংক্রান্তি ভিন্ন একাদশ সংক্রান্তি সম্বন্ধীয় অয়নে সেই সেই সংক্রান্তির ন্যায় পুণ্যকাল জানা উচিত। আর মকরসংক্রান্তি সম্বন্ধীয় অয়নে সংক্রান্তিবৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয়। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন মকরসংক্রান্তি ভিন্ন সংক্রান্তিতে বিংশতি ঘটিকা পুণ্যকাল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যেরা বলিয়া থাকেন মকরসংক্রান্তিতেও বিংশতিঘটিকা পবিত্র কাল। সুতরাং কেবল যে আদিত্যের সংক্রান্তিজনিত অয়নেই পুণ্যকাল বিদ্যমান তাহা নহে, কিন্তু সকল গ্রহ এবং নক্ষত্রসংক্রান্তিতেও পবিত্র কাল আছে। এখানে বিশেষ এই যে রাশির সংক্রমণে পুণ্যকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু অয়নসংক্রমণে চন্দ্রাদিরও কালবিশেষে পবিত্রতা

রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে জ্যোতিঃশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে আদিত্যের রাশি নক্ষত্র গমনে পূর্ব্বের ও পরের ষোড়শঘটিকা পর্য্যন্ত পুণ্যকাল। সেইরূপ চন্দ্রের রাশি নক্ষত্র গমনে একঘটিকা ত্রয়োদশ পল পূর্ব্বে ও পরের দিন পুণ্যকাল। এইরূপ মঙ্গলের চারি ঘণ্টা এক পল পুণ্য কাল। বুধের তিন ঘণ্টা চতুর্দ্দশ পল পুণ্যকাল। বৃহস্পতির ৪॥ ঘটিকা ৭ পল পুণ্যকাল। শুক্রের চারি ঘণ্টা ১ পল পুণ্যকাল। শনির ৮২ ঘটিকা ও ৭ পল পুণ্যকাল। পীযূষধারাধৃত জৈমিনিবচনদ্বারা পূর্ব্বোক্ত পুণ্যকাল নির্ণীত হইয়াছে।

মুহূর্ত্তচিন্তামণি গ্রন্থে মেষায়নাদির সংক্রান্তি পরিষ্কার ভাবে উক্ত হইয়াছে। "তথায়নাংশাঃ খরসাহতাশ্চ স্পষ্টার্কগত্যা ... বেদাদিতঃ প্রাক্ চলসংক্রমাঃ স্যুঃ দানে জপাদৌ বহু পুণ্যদাস্তে।" এখানে 'তথা' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝাইল—যেমন রাশির সংক্রমণে বহু পুণ্য সাধিত হয় তদ্রূপ কথিত আছে চলসংক্রান্তিও বহু পুণ্যপ্রদা। [বিস্তৃত বিবরণ সংক্রান্তি শব্দে দ্রষ্টব্য]

অয়নসম্পাত—(পুং) অয়নাংশের পতন।

অয়নাংশ—(পুং) [৬-তৎ] ক্রান্তিবিশেষের ভাগ।

অয়নাংশজ—(পুং) [অয়নাংশাৎ জায়তে অয়নাংশ জন-ড] প্রথম ক্রান্তিবৃত্তারম্ভ স্থানকে অতিক্রম করিয়া জাত মাস।

অয়নান্ত—(পুং) অয়নের সীমা।

অযন্ত্র—(ক্লী) অবাধ্যতা। ২ শক্র-নিরসন। (ঋক ১০ ৪৬ ৬) ৩ একপ্রকার অস্ত্র।

অযন্ত্রিত—(ত্রি) অবাধ্য। ২ স্বতন্ত্র। ৩ অনিয়মিত।

অযন্ত্রিতরত—বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে সাম্প্রযোগিক অধিকরণের রতারম্ভাবসানিক প্রকরণে অনুরাগ অনুসারে রতের সাত প্রকার ভেদ করিয়াছেন।[১] অযন্ত্রিতরত তাহার মধ্যে শেষোক্ত; ইহার অর্থ 'যন্ত্রণ' বা নিয়ন্ত্রণের অভাব সত্ত্বেও যে রতি হইয়া থাকে। ইহা বিপ্রলব্ধ সমাগম। বাৎস্যায়ন ইহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"উৎপন্নবিস্রম্ভয়োশ্চ পরস্পরানুকূল্যাদযন্ত্রিতরতমিতি রত্যানি।"[২] কন্দর্পচূড়ামণিতে এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—"অন্যোন্যং বিস্রম্ভে সাধ্যাদনিয়ন্ত্রিতং তত্।"[৩] রতিরত্নপ্রদীপিকায় লিখিত আছে—[৪] "অনিয়ন্ত্রণয়োর্নো স্থির-কালানুবর্ত্তিনোঃ। প্রাপ্তবিস্রম্ভয়ো রাগাদ্যন্ত্রং তদযন্ত্রিতম্॥" যশোধর বাৎস্যায়নের টীকায় লিখিতেছেন, 'চিরকালসম্প্রযোগাজ্জাতবিশ্বাসয়োঃ পরস্পরানুকূল্যাদিতি স্ত্রিয়া আনুকূল্যেন পুমানারক্ষেত, তদানুকূল্যেন চ স্ত্রী,অযন্ত্রিতরতং যন্ত্রণাভাবাৎ,তচ্চ চিত্ররত-পক্ষপাতিতাদিত্যাদনেকবিধমিতি বহুবচনেন দর্শয়তি রত্যানীতি।" ইহার অর্থ যে ক্ষেত্রে চিরকাল সম্প্রযোগ হইতে থাকায় নায়ক নায়িকার মধ্যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে সেই ক্ষেত্রে তাহাদের পরস্পরের আনুকূল্যে যে সম্প্রযোগ বা সমাগম হয় তাহাকে অযন্ত্রিতরত বলে। অথবা স্ত্রীর সুখেচ্ছায় পুরুষ এবং পুরুষের সুখেচ্ছায় স্ত্রী আরম্ভ ও পরিচালন করিলেও এই অযন্ত্রিত অর্থাৎ নিয়মরহিত রত ঘটিয়া থাকে। ইহা বহুবিধ হইতে পারে। চিত্ররত বা পুরুষায়িত সকল প্রকার রতই এইরূপ অনুরাগ থাকিলে ঘটিতে পারে। [রত দ্র°]

অযম—গুহ বংশীয় সামন্তরূপ নহপানের মন্ত্রী; ইনি বৎসগোত্রীয় ছিলেন। বোম্বাই প্রদেশের জুনাগড়ে ইঁহার একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় ইনি একটী দীর্ঘিকা খনন ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অযমিত—(ত্রি) প্রতিবন্ধরহিত, অনিবারিত।

অযব—(পুং) [অল্পো যবঃ সদৃশো বা যত্র অল্পার্থেন সদৃশার্থেন বা নঞ্-তৎ] বিষ্ঠাজাত কৃমিবিশেষ। (ত্রি) [নাস্তি যবো যস্য সাধনত্বাৎ যত্র] ২ যবহীন তিলসাধ্য পিতৃকৃত্যাদি। [যু মিশ্রণে কর্ত্তরি অচ্, ততো নঞ্-তৎ] ৩ অসম্বন্ধ। ৪ শত্রু। ৫ চন্দ্র-সূর্য্যের বিয়োজক কৃষ্ণপক্ষ। (শতপথব্রা ৮.৪ ২.১১)

অযবক—(ত্রি) যবরহিত। ২ দুঃসংসংযুক্ত। স্ত্রীলিঙ্গে অযবিকা।

অযবন্—(ক্লী) কৃষ্ণপক্ষ। (শতপথব্রা° ১৭২৫)

অযবস্—(পুং) [ন যুতঃ মিলিতঃ চন্দ্রসূর্য্যৌ যত্র, যু আধারে অসুন্] অর্দ্ধমাস, পক্ষ। শুক্লযজুঃ ১২ ৭৪) আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, অর্দ্ধমাসে অর্থাৎ পূর্ণিমাতে চন্দ্র ও সূর্য্য অতিদূরবর্ত্তী সপ্তম রাশিতে অবস্থান করেন, কোনরূপে তাহাদের মেলনের সম্ভব নাই, সেজন্য অর্দ্ধমাসের নাম অযবা।

অযবস—বৈদিককালের এক রাজা। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলেই মহর্ষি কক্ষীবানের বিরোধী ছিলেন। (ঋক্স°)

অযব্য—(ত্রি) যবের অযোগ্য।

অযশস্—(ক্লী) [অশ্ অসুন্ যুট্ চ, ততো নঞ্-তৎ] যশের বিরোধী অপবাদ, অকীর্ত্তি। (ত্রি) [নাস্তি যশো যস্য, বহুব্রী বা রূপ] অযশস্ক, কীর্ত্তিশূন্য।

অযশস্কর—(ত্রি) [যশঃ করোতি যশস্ কৃ-তাচ্ছিল্যাদৌ ট, ততো নঞ্-তৎ] অকীর্ত্তিকর, অপবাদজনক। (মহাভা° ১.৫৩১৬)

অযশস্য—(ক্লী) [যশসে হিতং হিতার্থে যৎ বিরোধে নঞ্-তৎ] অকীর্ত্তিকর অপবাদজনক। (রামা° ৫ ৯১.১২)

অযশস্বী—(ত্রি) কীর্ত্তিশূন্য।

অয়শ্চূর্ণ—(ক্লী) লৌহকিট্ট, লোহাচুর।

(১) কামসূত্র ২.১০.২৮।

(২) কামসূত্র ২.১০.৩১।

(৩) কন্দর্পচূড়ামণি ২.১০.৩২।

(৪) রতিরত্নপ্রদীপিকা ৬.১২—১৩।

অয়স—(ক্লী) [এতি আগচ্ছতি অয়স্কান্তমণিকর্ষণাৎ ইণ্-অসুন্] লৌহধাতুবিশেষ। (রঘু ১১, ২ অয়স্কান্তমণি। ৩ চুম্বক। উহা লৌহকে আকর্ষণ করে, এজন্য উহার নাম অয়ঃ।

৪ হিরণ্য, স্বর্ণ। (ঋক্ ৯.১১২ ৮০) (ক্লী) [ভাবে অসুন্] ৫ গমন। (ঋক্ ১৫৭.৩) (পুং) ৬ অগ্নি। ৭ লৌহনির্মিত অস্ত্র। (ঋক্ ৬.৩.৫) মনুর মতে, লৌহপাত্র কটাহ প্রভৃতি কোনরূপে অপবিত্র হইলে তাহা দশ দিন ব্যবহার্য্য নহে। পরে তাহা ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করিলেই ব্যবহার্য্য হয়। (মনু ৫ ১১৪)

অয়স—(ক্লী) লৌহ। যেমন—কৃষ্ণায়স, লোহায়স।

অয়স্কংস—(পুং ক্লী) [অয়ো বিকারঃ কংসঃ অয়সো বা কংসঃ পাত্রং সমস্] লৌহনির্মিত পানপাত্র।

অয়স্কর্ণী—(স্ত্রী) [অয় ইব কর্ণাবস্যাঃ সমং ঙীষ্] লৌহতুল্য কঠিন কর্ণযুক্ত স্ত্রী।

অয়স্কান্ত—(পুং) [অয়স্সু মধ্যে কান্তঃ রমণীয়ঃ, ৭-তৎ, কস্কাদিত্বাৎ সমস্] কান্তিলৌহ নামক লৌহবিশেষ। [অয়সাং কান্তঃ প্রিয়ঃ নৈকট্যমাত্রেণ আকর্ষকত্বাৎ] ২ চুম্বক পাথর। (কুমার ২৫৯) ৩ বিদ্ধ বাণাদি লৌহাস্ত্র দ্বারা শল্য-উদ্ধারচিকিৎসা। [চুম্বক দ্র°]

অয়স্কান্তশিলা—(স্ত্রী) চুম্বক পাথর, লৌহচুম্বক।

অয়স্কীট—(পুং) লৌহকিট্ট, লোহার জং বা মরিচা।

অয়স্কুম্ভ—(পুং) [অয়োবিকারঃ কুম্ভঃ সমস্, শাক-তৎ, লৌহ-নির্ম্মিত ঘট, লোহার ঘড়া।

অয়স্কুশা—(স্ত্রী) [অয়ঃসহিতা কুশা, শাক তৎ, সমস্] লৌহের সহিত বল্গা, লৌহের সহিত লাগাম।

অয়স্কৃতি—(স্ত্রী) [অয়সা কৃতিঃ চিকিৎসাভেদঃ, ৩-তৎ] মহাকুষ্ঠের চিকিৎসাবিশেষ।

অয়স্তাপ—(ত্রি) অগ্নির উত্তাপে লৌহ রক্তবর্ণকারী।

অয়স্থূণা—(স্ত্রী) লৌহগৃহস্তম্ভ। ২ লৌহ-প্রতিমা। (পুং) ৩ লৌহ-স্থূণাযুক্ত গৃহস্থ। (শতপথব্রা° ১১.৪.২.১৭) (ত্রি) ৪ অয়োময় অক্ষযুক্ত রথাদি। (ঋক্ ৫.৬২.৮) ৫ লোহার ধুরোযুক্ত গাড়ী প্রভৃতি। (পুং) ৬ ঋষিবিশেষ।

অয়স্পাত্র—(ক্লী) [অয়োময়ং পাত্রম্, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা] লৌহময় পাত্র। (অথর্ব্ব ৮.১০.৫)

অয়স্ময়—(ত্রি) [অয়োবিকারঃ অয়স্-ময়ট্] লৌহময়। (অথর্ব্ব ৫.২৮.৯)

অয়স্ময়।—বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। (হরিবংশ)

অয়স্ময়ী—(স্ত্রী) অসুরদিগের তিনটী নিবাসভূমির অন্যতম।

অয়স্থ—অঙ্গিরস মুনির এক পুত্র। (বায়ুপুরাণ)

অযাচক—(ত্রি) যে যাচ্ঞা করে না, যে ভিক্ষুক নহে।

অযাচিত (ক্লী) [যাচ-ক্ত যাচিতম্, নঞ্-তৎ] অমৃতাখ্য বৃত্তি। (মনু ৪ ৫) (পুং) ২ উপবর্ষ ঋষির এক নাম। (ত্রি) ৩ অপ্রার্থিত। (অব্য) ৪ যাচনা ব্যতিরেকে।

অযাচিতবৃত্তি—(স্ত্রী) ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না করা। ২ যাচ্ঞাহীন।

অযাচিতব্রত—(ক্লী) ভিক্ষা লইব না এই ব্রত যাহার।

অযাচিন্—(ত্রি) যে ভিক্ষা করে না। স্ত্রীলিঙ্গে অযাচী পদ হয়।

অযাচ্য—(ত্রি) যাচ্ঞার অযোগ্য।

অযাজ্য—(ত্রি) [ন যাজয়িতুমর্হঃ যজ-ণিচ্-যৎ, নঞ্ তৎ] স্মৃতিনিষিদ্ধ পতিতাদি যাজন, যাহাদের যাগপূজাদি করা নিষিদ্ধ, যাহাদিগের যাগ করান নিষিদ্ধ।

ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সমস্ত পতিতাদির যজন-যাজন কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ আছে তাহাকে 'অযাজ্য' বলে মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে অযাজ্য যাজন সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে—তাহার কিয়দংশ সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল। দেবল ঋষির মতে—পতিতাদি ঘৃণিত ব্যক্তির সহিত এক বৎসর কাল বসবাস করিলে বাসকারী বৎসরান্তে পতিত হইবে। কিন্তু যজন-যাজন, যৌনসম্বন্ধ, অধ্যাপনাদি ও সহ-ভোজন করিলে মানব সদ্যই পতিত হইবে। বৌধায়ন এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—পতিত ব্যক্তির সহিত আচরণাদি করিলেই একবৎসরের মধ্যে পতিত হইবে। যাজন, অধ্যাপন ও যৌন সম্বন্ধে মানব অচিরেই পতিত হইবে। মনুর (৩.৬৫) মতে অযাজ্য অর্থাৎ ব্রাত্যাদির যাজন করিলে আচরে কুলভ্রষ্ট হইবে। বিষ্ণুও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। পৈঠীনসির মতে যজন, যাজন, অধ্যাপন এবং যৌন সম্বন্ধে সংবৎসরের মধ্যে মানব পতিত হইবে। সুমন্তুর মতে—পতিতাদির সহিত যৌন সম্বন্ধ, মৌখ (মুখের সম্বন্ধ অধ্যাপনাদি) এবং স্রৌব (যাগ-যজ্ঞাদি) ইহাদের মধ্যে যে কোন একটীর সহিত সম্বন্ধ একবৎসর পর্য্যন্ত রাখিলে আচরে পতিত হইবে। দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত করিলে ইহার শুদ্ধতা হইবে। (প্রা°বি°) হারীতের মতেও পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহস্পতির মতে যাজনাদি কর্ম্মদ্বারা পতিতাদির সহিত ছয় মাস কাল সম্বন্ধ রাখিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত যাজনাদি ক্রিয়া লঘুগুরুভেদে দুই প্রকার। যেখানে অত্যন্ত অজ্ঞানতাবশতঃ যাজনাদি ক্রিয়ার যে কোন একটী যদি দুই বার অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সদ্যঃপতিত হইবে। আর সামান্য অজ্ঞানকৃত অযাজ্য-যাজনাদি এক বৎসর পর্য্যন্ত করিলে পাতিত্যে পরিণত হইবে। কিন্তু জ্ঞানতঃ ইহা করিলে বৎসরার্দ্ধেই পতিত হইবে। দেবল ঋষির মতে জ্ঞানকৃত

যাজনাদিই অত্যন্ত পাপজনক। যাজন শব্দের প্রকৃত অর্থ ধর্মশাস্ত্রাদিতে এইরূপ লিখিত আছে যে—পশু, ক্ষীর, আজ্য, পুরোডাশ, সোম, ঔষধি, চারু, খদির, পলাশ, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, উডুম্বর প্রভৃতি সমিধের দ্বারা এবং স্রুক্, স্রুব, উদূখল, মুষল, কুঠার, খনিত্র (খন্তা), যূপ, দারু, চর্ম, গ্রাব, দর্ভ, পবিত্র পাত্র, প্রভৃতি উপকরণের দ্বারা প্রশস্তা হোত্র, অধ্বর্যু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ঋত্বিগ্গণ কর্তৃক কাম্য, নৈমিত্তিক, উপযুক্ত দক্ষিণাশীল যজ্ঞের সম্পাদনই যাগ। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজন গুরু যাজন, পূর্ত্তাদি কর্ম লঘু যাজন। এই প্রকার সর্বত্র প্রায়শ্চিত্ত হইবে কূর্মপুরাণ ১৫ অধ্যায় দেখ। পতিতের যাজন, যৌনসম্বন্ধ অধ্যাপন প্রভৃতি করিলে সদ্যঃপতিত হইবে। যমের মতে অযাজ্যযাজক অন্ধকার' নামক নরক প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রাদিতে বহুবিধ অযাজ্যযাজকের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বর্ণিত আছে। [পাতক দ্র°]

অযাজ্যত্ব—(ত্রি) যজনের অযোগ্যতা। ২ পাতকের ভাব।

অযাজ্যযাজক—(পুং) পতিত ব্যক্তির জন্য যজ্ঞ বা কোনরূপ ধর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি।

অযাজ্যযাজন—(ক্লী) [অযাজ্যানাং যাজনম্, ৬ তৎ] অযাজ্য পতিতাদির যাজন, পতিতাদির যাগ পূজাদি করা, পতিতগণকে যাগ কিম্বা পূজাদি করান। (মনু ৩৬৫)

অযাজ্যসংযাজ্য—(ক্লী) [অযাজ্যস্য পতিতাদেঃ সম সম্যক্ যাজ্যম্, ৬ তৎ] পতিতাদির পূজাদি বৈধ কর্ম করা।

অযাতপূর্ব্ব—(ত্রি) অপূর্ব। ২ অননুযায়ী।

অযাতযাম—(ত্রি) [যাতো গতঃ যামঃ প্রহরকালো যস্য নঞ্ তৎ] জীর্ণ নহে। ২ বাসী নহে। ৩ পরিভুক্ত নহে। ৪ যাহার কাল গত হয় নাই। ৫ বিগত দোষ। (শতপথব্রা ৩৯৩১০) ৬ যাহা প্রয়োগ করিলে বিপরীত হয় না। ৭ যাহার এক প্রহর গত হয় নাই। (ক্লী) ৮ যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক আবিষ্কৃত যজুর্বেদের এক অংশ।

অযাতযামতা—(স্ত্রী) অনাভিভূত বল। (ঐতরেয়ব্রা° ৪২৭) ২ নবীনতা।

অযাতযামন্—(ত্রি) বলিষ্ঠ। (ঐত° ব্রা° ৫৪) ২ নূতন।

অযাতি—চন্দ্রবংশীয় নরপতি নহুষের পুত্র। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিযতি ও কৃতি নামে ছয় পুত্র হয়। ইঁহারা সকলেই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। যতি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। যযাতিই রাজা হইয়াছিলেন।

অযাতু—(ত্রি) [নঞ্ তৎ] রাক্ষস নহে। ২ অহিংসক। (ঋক্ ৭১০৪১৬) (পুং) ৩ দেবতা।

অযাথাতথ্য—(ত্রি) [ন যথাতথাভাবঃ ষ্যঞ্ নঞ্ তৎ] মিথ্যাত্ব, অযথার্থত্ব। ২ যে কথা ঠিক নহে।

অযাথার্থিক—(ত্রি) অনুচিত। ২ অযোগ্য। ৩ কৃত্রিম, কল্পিত।

অযাথার্থ্য—(ক্লী) অনৌচিত্য। ২ অযোগ্যতা।

অযান—(ত্রি) [নাস্তি যানং চলনং যস্য, বহুব্রী] স্বরূপ, প্রকৃতি, স্বভাব। যাহার যেরূপ স্বভাব তাহা কখনই যায় না। এজন্য উহার নাম অযান। ২ যজ্ঞ। [নঞ্-তৎ] ৩ গমনাভাব। [নাস্তি যানং বাহনং গতির্বা যস্য, বহুব্রী] ৪ বাহনহীন। ৫ গতিহীন।

অযানয়—(পুং) পাশক্রীড়ায় শীর্ষস্থান, যেখানে পাশা গেলে বিপক্ষের পাশা কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ২ শীর্ষস্থানপ্রাপ্ত পাশা।

অয়ানযান—(পুং) শীর্ষস্থান প্রাপ্ত পাশা বা অক্ষ।

অযাবক—(ত্রি) যাবকবিহীন। প্রকৃত রক্তবর্ণ।

অযাবন—(ক্লী) যোগ করিবার অভাব।

অযাশু—(ত্রি) [অয়ম্ অশ্নাতি অয় অশ উণ্] শুভাবহবিধিনিরোধক রাক্ষসবিশেষ।

অযাস—(অব্য) [এতি গচ্ছতি সর্বত্র ইণ্-আসি] অগ্নি।

অয়াস—(ত্রি) দেবযজনস্থানে গমনকারী ব্যক্তিমাত্র। (ঋক্ ১৬৪১১)

অযাস্য—(ত্রি) [যস্ ণিচ্ যৎ, নঞ্ তৎ] ক্ষেপণ করাইতে অশক্য, যাপন করিতে অশক্য, যাহা ক্ষেপণ করা যায় না। (ঋক্ ৮৫১২) ২ যুদ্ধ দ্বারা যে শত্রুকে বশে আনিতে পারা যায় না। ৩ মুখ হইতে বহির্গামী প্রাণবায়ু। ৪ অঙ্গিরাবংশের ঋষিবিশেষ। তিনি সকল লোকের বন্ধুস্বরূপ ছিলেন। ঋগ্বেদের এক স্থানে লিখিত আছে,—"ইমাং ধিয়ং সপ্তশীর্ষ্ণীং পিতা ন ঋতপ্রজাতাং বৃহতীমবিন্দৎ। তুরীয়ং স্বিজ্জনয়দ্বিশ্বজন্যোঽয়াস্য উক্থমিন্দ্রায় শংসন্।" (১০৬৭১) আমাদের পিতা সত্য হইতে জাত এই সপ্তশীর্ষ বৃহতী রচনা করিয়াছেন। যবজনের সুহৃৎ অয়াস্য ইন্দ্রের যজ্ঞে এই চতুর্থ উক্থ রচনা করিয়াছেন

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শাংখ্যায়নশাখায় লিখিত আছে যে, যজ্ঞস্থলে শুনঃশেফের প্রাণনষ্ট করিবার সময়ে বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়াস্য উদ্গাতা হইয়াছিলেন।

অযাস্য—ঋগ্মন্ত্রদ্রষ্টা এক ঋষি। ইনি সোমের স্তুতি করিয়া অনেকগুলি ঋক্ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (ঋক্স°)

২ ভাগবত-বর্ণিত একজন মহর্ষি। ইনি হরিশ্চন্দ্রের নরমেধ যজ্ঞে উদ্গাতা ছিলেন। (ভাগবত)

অযাসোমীয়—(ক্লী) সামবেদের কোন মন্ত্র।

অযাহব—(ক্লী) কাংস্য ধাতু।

অয়ি—(অব্য) এই অব্যয় প্রশ্নে, অনুনয়ে সম্বোধনে, অনুরাগে এবং সস্নেহ আমন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। (কুমার ৫৫) চলিত

বাঙ্গালার ইহার স্থলে, হে, হাঁ গো এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "অয়ি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশম্?" (শকুন্তলা)

অযু—একজন অনার্য্য যোদ্ধা। ইনি জলে বাস করিতেন এবং ইহার বাসভূমি গুপ্তস্থানে ছিল।

অযুক্ছদ—(পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। ছাতিম গাছের প্রত্যেক ডাঁটায় বিজোড় সাতটী করিয়া পাতা থাকে, এজন্য তাহার নাম অযুক্ছদ।

অযুক্ত—(ত্রি) [যুজ ক্ত নঞ্-তৎ] অন্য বিষয়ে মনোযোগ হেতু কর্ত্তব্য বিষয়ে অনবহিত। (গীতা ১৮.২৮) ২ অন্যমনস্ক। ৩ অনুচিত। ৪ আপদগ্রস্ত। ৫ অসংযুক্ত। ৬ অযোগ্য। ৭ বহির্মুখ। (গীতা ৫.১২ শ্রীধর) ৮ যুক্তিশূন্য। ৯ অনিযোজিত। ১০ যাহা যুগে যোজন করা হয় নাই। (ঋক্ ১০.২৭ ৯) ১১ অনাসক্ত। (গীতা ২.৬৬) ১২ সমাহিতহীন। ১৩ বিচারশক্তিহীন। ১৪ অমিশ্রিত। ১৫ অসত্য। ১৬ বিবাহবন্ধনরহিত। ১৭ অপরিণত।

অযুক্তকৃৎ—(ত্রি) কুকর্ম্মকারী।

অযুক্তচার—(পুং) গুপ্তচর যিনি নিযুক্ত করেন না। ২ রাজা।

অযুক্ততা—(স্ত্রী) যুক্তিসিদ্ধতাহীন। ২ অপ্রযোগ। ৩ অনির্যুক্তি। এই অর্থে ক্লীবলিঙ্গে অযুক্তত্ব পদ হয়।

অযুক্তপদার্থ—(পুং) অনুচিত বিষয়। ২ শব্দের যৌগিকার্থবিশিষ্ট।

অযুক্তরূপ—(ত্রি) অনুচিত, অযোগ্য।

অযুক্তি—(স্ত্রী) [অভাবে নঞ্-তৎ] যুক্তির অভাব। ২ অন্যায়। (ত্রি) [নাস্তি যুক্তির্যস্য, বহুব্রী] ৩ যুক্তিশূন্য। ৪ যোজনশূন্য।

অযুক্পলাশ—(পুং) বৃক্ষবিশেষ।

অযুক্পাদযমক—(ক্লী) অর্দ্ধাক্ষর নামক অলঙ্কার। যেখানে ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থদ্যোতক হয় সেখানে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে।

অযুক্শক্তি—(পুং) শিব, মহাদেব।

অযুগ—(ক্লী) [নঞ্-তৎ] যুগ্ম ভিন্ন, বিজোড়, বিষম ; যেমন ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি সংখ্যা। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ২ যুগল নহে। ৩ অযুগ্ম রথাদি।

অযুগক্ষ—(ক্লী) অযুগ্মনেত্র।

অযুগপদ্—(অব্য) যুগপৎ নহে, এককালীন নহে, ক্রমে ক্রমে

অযুগপদ্গ্রহণ—(ক্লী) যাহার বোধ ধীরে ধীরে আইসে।

অযুগপদ্ভাব—(পুং) অনুপূর্ব্বতা, ক্রমানুসারিতা।

অযুগিষু—(পুং) পঞ্চবাণ। ২ কামদেব।

অযুগূ—(স্ত্রী) যে প্রসূতি কেবল এক সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, কাকবন্ধ্যা, যাহার একটী শিশু আর সন্তান জন্মে না।

অযুগ্ধাতু—(ত্রি) বিষম সংখ্যাবিশিষ্ট ধাতু।

অযুগ্ম—(ক্লী) [যুজ্যতে সমতয়া যুজ-মক্-কুৎ, নঞ্ তৎ] যুগ্ম নহে, বিজোড়। "অযুগ্মাসু রাত্রিষু" (মনু ৩.৪৮) বিষম, যেমন ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী] ২ একাদি সংখ্যাবিশিষ্ট। ৩ দ্বাদশ রাশির মধ্যে বিষম রাশি। ৪ শ্লোকের প্রথম পাদ ও তৃতীয় পাদ।

অযুগ্মক—(পুং) সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

অযুগ্মচ্ছদ—(পুং) সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ।

অযুগ্মনেত্র—(পুং) শিব। শিবের ললাটে অতিরিক্ত একটী নেত্র আছে, তাই তাঁহার নাম অযুগ্মনেত্র। (কুমার ৩.৫১) (ক্লী) ২ যুগ্ম ভিন্ন নেত্র, কপাল-নেত্র।

অযুগ্মপত্র—(ক্লী) সপ্তচ্ছদ বৃক্ষ।

অযুগ্মপর্ণ—(পুং) সপ্তপর্ণ বৃক্ষ।

অযুগ্মবাণ—(পুং) কামদেব।

অযুগ্মবাহ—(পুং) [অযুগ্মাঃ বিষমাঃ সপ্ত বাহা যস্য, বহুব্রী] সপ্তাশ্ব। সূর্য্য।

অযুগ্মশর—(পুং) [অযুগ্মা বিষমাঃ পঞ্চশরা যস্য, বহুব্রী] পঞ্চশর-বিশিষ্ট, কন্দর্প।

অযগ্বাণ—(পুং) কামদেব।

অযঙ্গ—(ত্রি) বিষম, বিজোড়।

অযঙ্নেত্র—(পুং) শিব। ২ যুগ্মভিন্ন নেত্র। ৩ কপালনেত্র।

অযজ্—(ত্রি) [ন যুজ্যতে সমতয়া যুজ-ক্বিপ্, নঞ্-তৎ] অযুগ্ম, বিজোড়, বিষম। (ঋক ৮.৫১.২)

অযজ—(ক্লী) অযুগ্ম, বিষম।

অযুত—(ত্রি) [যু ক্ত যুতঃ, নঞ্-তৎ] অসংযুক্ত, অসম্বদ্ধ। (ক্লী) ২ অবিমর্দ্দিত, বিচ্ছেদশূন্য। (অথর্ব্ব ১৯৫১.১) (পুং) ৩ ১০০০০, দশ হাজার। অযুত সংখ্যাদি।

অ-যু ত—চীনপরিব্রাজক য়ুয়ন্ চুয়ং বর্ণিত অযোধ্যা রাজ্যের রাজধানী। চীনপরিব্রাজক নবদেবকুল নগর অতিক্রম করিয়া কাকুপুর নগরে উপনীত হন। ঐ কাকুপুর পূর্ব্বে অ যু ত নগর নামে আখ্যাত ছিল। ঐ নগর শিওরাজপুরের ৯ মাইল উত্তরে এবং কাণপুর হইতে ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে, অযোধ বা অযুত এবং অযোধ্যা রাজ্য পরস্পর স্বতন্ত্র। কেন না, অযোধ্যা রাজ্য কনোজের পূর্ব্বে এবং অ-যু-ত কনোজের দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। একথা আমরা য়ুয়ন্ চুয়ংএর উক্তি হইতে জানিতে পারি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সেণ্ট-মার্টিন অনুমান করেন উক্ত অযুত জনপদ এবং রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা অভিন্ন। য়ুয়ন-চুয়ং এর বর্ণনায় অযুতো অর্থাৎ অযোধ্যা হইতে নৌকাযোগে গঙ্গার উপর তারহ 'হয়মুখ' তিনশত লি। [অযোধ্যা দ্র°]

অযুতজিৎ—ভজমানের একজন পুত্র।

অযুতনায়িন্—(পুং) পুরুবংশের এক নৃপতি। তিনি প্রসেনজিৎকন্যা সুযজ্ঞার গর্ভে এবং মহাভৌমের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অযুতসংখ্যক নরমেধ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম অযুতনায়ী হইয়াছে। পৃথুশ্রবার কন্যা কামার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কামার গর্ভে অক্রোধন নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল।

(মহাভা° সম্ভব, ৯৫ অ°)

অযুতশস্—(অব্য) অযুত অযুত, দশ হাজারে।

অযুতসিদ্ধ—(ত্রি) [যুতং পৃথগ্ভূতং সৎসিদ্ধমিতি যুতসিদ্ধম্, ন যুতসিদ্ধম্, নঞ্-তৎ] উপাদান অর্থাৎ সমবায়ী কারণ পরিত্যাগ করিয়া যাহার উৎপত্তি বা জ্ঞান করা যায় না। যেমন কপাল পরিত্যাগ করিলে ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে না এবং ঘট কি প্রকার বস্তু তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। তাই ঘট ও কপালকে 'অযুতসিদ্ধ' অথব অপৃথক্সিদ্ধ বলা যায়। কুম্ভকারেরা যে দুই ভাগ পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়া জোড়া দিলে ঘট হয়, সেই কাঁচা দুই খণ্ডের নাম কপাল। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যেখানে কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া লইলে তবে একটী বিশেষ বস্তুর উৎপত্তি হয়, এবং তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিলে আর সে বস্তুর উৎপত্তি হয় না এবং তাহার গুণ কিম্বা ক্রিয়াদিও প্রকাশ পায় না। যথা—বৃক্ষ কেমন ইহা বুঝিতে হইলে পত্র, শাখা, পল্লব, মূল, গুঁড়ী, কাণ্ড, এই সমস্ত গুলি একত্র গ্রহণ করা চাই। এই সমস্তগুলি একত্র গ্রহণ করিলে তবে বৃক্ষ কি প্রকার পদার্থ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু পত্রপল্লব প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিলে বৃক্ষ কি প্রকার তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

উপরে 'উপাদানকারণ' বলা হইয়াছে। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কুম্ভকারের দণ্ড ঘটের নিমিত্ত কারণ। যে হেতু লাঠিদ্বারা কুম্ভকার চাক ঘুরাইয়া দিলে তবে তাহাতে ঘট নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু ঘট নির্ম্মাণ করা হইলে তখন আর দণ্ডের সঙ্গে ঘটের কোন সম্পর্ক থাকে না—দণ্ড এক স্থানে এবং কুম্ভ অন্য স্থানে পড়িয়া থাকে। কলসীর কপালের সঙ্গে কলসীর যেপ্রকার সম্বন্ধ নাই। ইহারা পৃথক্ হইয়া পড়িলে আর ঘটের অবয়ব থাকে না এবং ঘট না থাকিলে, তাহার শুক্লবর্ণ ইত্যাদি গুণও থাকিতে পারে না। ঘটের নড়াচড়া কোন প্রকার ক্রিয়াও অসম্ভব হইয়া পড়ে। তজ্জন্য গুণও ঘটের অযুতসিদ্ধ। কিন্তু বৈদান্তিকেরা একথা স্বীকার করেন না।

অযুতসিদ্ধি—(স্ত্রী) [যু অমিশ্রণে-ক্ত যুতম, যুতয়োঃ পৃথগ্-রূপেণ স্থিতয়োঃ সিদ্ধিঃ, অভাবে নঞ্-তৎ] পৃথক্‌রূপে অসিদ্ধি। যেমন, অবয়ব ও অবয়বীর পৃথক্ পৃথক্ রূপে সিদ্ধি হয় না অর্থাৎ হস্তপদাদি অবয়ব এবং মানুষ অবয়বী, এখানে অবয়ব এবং অবয়বীর পৃথগ্‌রূপে সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। আর দ্রব্যের ও গুণের এবং দ্রব্যের ও ক্রিয়ার পৃথক্‌রূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ দ্রব্য না থাকিলে তাহার গুণ কিংবা ক্রিয়াও থাকিতে পারে না।

অযুতহোম—(পুং) যজ্ঞবিশেষ।

অযুতাজিৎ—সাত্বতবংশীয় নরপতি ভজমানের পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি সিন্ধুদ্বীপের পুত্র। ইনি অতিশয় বীর্য্য-বান্ ছিলেন। ইঁহার পুত্র ঋতুপর্ণ এবং ঋতুপর্ণের তনয় আর্ত্তপর্ণি। (হরিবংশ) বৎস্যপুরাণে অযুতাজিৎ 'অযুতায়ু' নামে লিখিত।

[ঋতুপর্ণ দ্র°]

৩ জ্যামঘবংশীয় নরপতি ভজমানের অন্যতমা স্ত্রী সৃঞ্জয়কন্যা উপবাহ্যকার গর্ভজাত এক পুত্র। (হরিবংশ) ৪ যযাতি-বংশীয় সত্বতের শতপুত্রের অন্যতম ভজমান। ভজমানের দুই পত্নী। প্রথমা পত্নীর গর্ভে নিম্লোচি, কিঙ্কণ ও বৃষ্টি নামে তিন পুত্র এবং অপরার গর্ভে শতজিৎ, সহস্রজিৎ ও অযুতাজিৎ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। (ভাগবত)

অযুতাধ্যাপক—(পুং) উত্তম শিক্ষক। ওস্তাদ।

অযুতার্যী—অযুতসংখ্যক পুরুষমেধযজ্ঞকারী এক রাজা।

[অযুতনায়ী দ্র°]

অযুতায়ু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সিন্ধুদ্বীপের পুত্র। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ এবং ঋতুপর্ণের পুত্র কল্মাষপাদ। [অযুতাজিৎ দ্র°]

২ চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবার ঔরসে উর্ব্বশী অপ্সরার গর্ভে জাত পুত্রগণের অন্যতম। [অমাবসু ও অমায়ু দ্র°]

৩ কুরুবংশীয় নরপতি আরাধীর পুত্র। অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন এবং তৎপুত্র দেবাতিথি। (বিষ্ণুপু°) ৪ যযাতিবংশীয় রাধিকের পুত্র। অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন। অক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি। (ভাগবত) ৫ জরাসন্ধবংশীয় নরপতি শ্রুতবানের পুত্র। অযুতায়ুর পুত্র নিরমিত্র এবং নিরমিত্রের পুত্র সুক্ষত্র। (বিষ্ণুপু°) ৬ চন্দ্রবংশীয় নরপতি ভজনের পত্নী সুভদ্রীর গর্ভজাত পুত্র। (লিঙ্গপু°)

অযুতাশ্ব—সগরবংশীয় রাজা সিন্ধুদ্বীপের পুত্র। অযুতাশ্বের পুত্র ঋতুপর্ণ ও তৎপুত্র সর্ব্বকাম। (বিষ্ণুপু°)

অযূথিক—(ত্রি) যূথভ্রষ্ট। (মানবগৃহ্যসূত্র ২.১৭)

অযুদ্ধ—(ক্লী) যুদ্ধবিরতি। ২ অবিরোধ। ৩ শান্তি। ৪ অপরাজিত। ৫ যিনি যুদ্ধ করেন না।

অযুদ্ধ্বী—(অব্য) বিনাযুদ্ধে।

অযুদ্ধসেন—(পুং) অপরাজেয় সৈন্যসম্পন্ন বীর। যে সেনাপতির সেনাকে কেহ পরা জয় করিতে সমর্থ নহে।

অযুধ—(পুং) নির্ব্বিরোধী। ২ যে ব্যক্তি সহজে বা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করে না। (হিন্দী) ৩ আয়ুধ।

অযুধ্য—(ত্রি) অপরাজেয়। ২ যে যুদ্ধে সমকক্ষ নহে।

অযুধ্বিন্—(পুং) যে বীর যুদ্ধে বিজয়লাভে সমর্থ নহে।

অযুগ্মনেত্র—(পুং) শিব।

অযুব—(ত্রি) [ন যৌতি যু-বাং ক] অসংসৃষ্ট, সংসর্গশূন্য। (ঐতব্রাং ৮.২৫)

অযূপ—(স্ত্রী) অপকৃষ্ট যূপ। যে যূপ উৎকৃষ্ট কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত নহে। [অযূপ্য দ্রং]

অযূপ্য—(ত্রি) [যূপে সাধু যৎ যূপ্যং, নঞ্-তৎ] যে কাষ্ঠে যূপ প্রস্তুত হয় না; যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের নিমিত্ত যে কাষ্ঠ অযোগ্য। নিম, নেবু প্রভৃতির কাষ্ঠে যূপ প্রস্তুত হয় না, তজ্জন্য ইহাদিগকে অযূপ্য কাষ্ঠ কহে; এবং পলাশ, খদির, বিল্ব প্রভৃতির কাষ্ঠে যূপ নির্মিত হয়, তাই ইহাদিগকে যূপ্যকাষ্ঠ বলা যায়।

অয়ুর্ল পলপত—চীনের য়ুয়ন-বংশীয় এক সম্রাট্ (১২৮৫-১৩২০ খৃষ্টাব্দ)। ইনি ভ্রাতা কইসুনের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি কইসুনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শাসনতন্ত্রের উন্নতির জন্য ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি মোঙ্গলদের উচ্চ পদলাভের পথ বন্ধ করেন। ইনি বিশেষ ধার্ম্মিক ছিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিত ও বৌদ্ধ উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য ইনি প্রচুর অর্থ দান করিতেন। ইঁহার রাজ্যকালে বহুপ্রকার বাধাবিপত্তি ও বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল,—ইনি সে সমস্তই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

অয়ে—(অব্য) সাবধান, কোপ, বিষাদ, সংভ্রম, স্মরণ, সম্বোধন প্রভৃতি স্থলে এই অব্যয় প্রযুক্ত হয়।

অয়েঙ্১—বর্ম্মাদেশের এক নদী।

অয়েঙ্২—বর্ম্মাদেশের এক নগর।

অযোগ—(পুং) [যুজ-ঘঞ্ অভাবে নঞ্ তৎ] যোগের অভাব অর্থাৎ বিয়োগ। ২ ধ্যানের অভাব। ৩ ঔষধের অভাব। ৪ জ্যোতিষোক্ত তিথিবারাদি জাত দুষ্ট যোগ। ৫ কাতর। ৬ কঠিনোদ্যম। ৭ বমনদ্বারা উপশমনীয় রোগ। ৮ অপ্রশস্ত মিলন। (কুমার ৩.১৪)

অযোগগুড়—(পুং) লোহগুড়িকা। লোহার গুলী।

অয়োগব—(পুং) বৈশ্যকন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে জাত এক সঙ্কর জাতি। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, প্রতিলোম জাতিতে এক বর্ণের ব্যবধান থাকিলে সে জাতিকে স্পর্শ করা যায়। বৈশ্য এবং শূদ্রে কেবল এক বর্ণের ব্যবধান রহিয়াছে, সে কারণ অয়োগব জাতিকে স্পর্শ করা যাইতে পারে। (মনু ১০.১২) এখন প্রকৃত অয়োগব জাতি নির্দ্ধারিত করা সুকঠিন। পশ্চিম দেশে ইহারা নানা বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ইহারা কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করে।

অযোগবাহ—(পুং) অনুস্বার, বিসর্গ এবং জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয়। পাণিনি স্বর এবং ব্যঞ্জন বর্ণের অ ই উণ্। ঋ ৯ক্ ইত্যাদি যে সমাহার সংজ্ঞা করিয়াছেন তাহার মধ্যে অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় এই কএকটীর যোগ অর্থাৎ কোন উল্লেখ নাই। তাই ইহাদিগকে অযোগ বলা যায়। কিন্তু যোগ অর্থাৎ উল্লেখ না থাকিলেও ইহারা ণত্বাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে তজ্জন্য বাহ এই নাম হইয়াছে। যাহাতে অযোগ এবং বাহ এই উভয় ধর্ম্ম আছে, সে বর্ণকে অযোগবাহ কহে। (মহাভাষ্য পা ৮.৪.২, তত্ত্ববোধিনী)

অথবা, যে বর্ণ আশ্রয়স্থানের যোগ ভিন্ন উচ্চারিত হয় না। বিসর্গের জিহ্বামূলীয় এবং উপধ্মানীয় এই আরও দুইটী রূপ আছে। ককার খকারের পূর্ব্ব এবং অর্দ্ধ বিসর্গ সদৃশ যে চিহ্ন, তাহাকে জিহ্বামূলীয় কহে। যেমন, +ক+খ। আর পকার ফকারের পূর্ব্ব যে অর্দ্ধ বিসর্গের তুল্য চিহ্ন, তাহাকে উপধ্মানীয় কহে। যেমন, ⌣প⌣ফ। অচের পর এক বিন্দু থাকিলে তাহাকে অনুস্বার কহে, দুই বিন্দু থাকিলে তাহাকে বিসর্গ বলা যায়। অচ্ ভিন্ন হসন্ত বর্ণের পর ইহারা প্রযুক্ত হয় না। যেমন, অং বং। অঃ বঃ। (+ক+ক ইতি কখাভ্যাং প্রাগর্দ্ধ বিসর্গ সদৃশো জিহ্বামূলীয়ঃ। ⌣প⌣ফ ইতি পফাভ্যাং প্রাগর্দ্ধবিসর্গ-সদৃশ উপধ্মানীয়ঃ ; অং অঃ ইত্যচঃ পরাবনুস্বারবিসর্গৌ)

"অনুস্বারৌ পূর্ব্বেণ সম্বন্ধৌ, মৃক্তৌ তু পরগামিনৌ।
চত্বারো যোগবাহাখ্যাঃ, ণত্বকর্ম্মণ্যচোমতাঃ ॥"

নু অর্থাৎ অনুস্বার, বি অর্থাৎ বিসর্গ, ইহাদের পূর্ব্ববর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, অর্থাৎ ইহারা পূর্ব্ববর্ণের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। মূ অর্থাৎ জিহ্বামূলীয়, মী অর্থাৎ উপধ্মানীয়, পর বর্ণের সঙ্গে ইহাদের উচ্চারণ হয়। এই চারিটী বর্ণের নাম অযোগবাহ, ণত্বকার্য্যে ইহারা অচের ন্যায় ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ মূর্দ্ধন্য ষকার, রেফ, ঋবর্ণ এবং নকারের মধ্যে অচ্ ব্যবধান থাকিলে যে রূপ ণত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না, তদ্রূপ অনুস্বারাদি ব্যবধান থাকিলেও ণত্বকার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না।

অযোগিকেবলি গুণস্থান—জৈনদর্শনোক্ত চতুর্দ্দশ গুণস্থানের সর্ব্বশেষ। গুণস্থান হইতে শরীর এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক কর্ম্ম নষ্ট হয়। ইহার আদিতে ৮৫ প্রকার কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে; শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ৭২ প্রকার কর্ম্ম বিনষ্ট হয়। শেষ মুহূর্ত্তে ১৩ প্রকার কর্ম্ম বিনষ্ট হয়। ইহার শেষে চতুর্থ শুক্লধ্যান উপস্থিত হয়। এই গুণস্থানে আত্মা অ.ই.উ.ঋ.৯ এই পঞ্চবর্ণ উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে ততক্ষণ অবস্থান করে। এই গুণস্থান মোক্ষ বা নির্ব্বাণের অবস্থা। [গুণস্থান, ধ্যান প্রভৃতি দ্রং]

অযোগী—(পুং) যিনি যোগ জানেননা। ২ সাধনভজনে অনভ্যস্ত। ৩ যোগাভ্যাসে অনভ্যস্ত সন্ন্যাসী।

অয়োগুল, অয়োগুড়—(পুং) [অয়সা নির্ম্মিতো গুলঃ গুটিকা, শাক° তৎ] লোহার গুল, লৌহময় গুটিকা। লোহার বাটুল।

অয়োগুলি—(পুং) লৌহময় গুটিকা।

অয়োগৃ—(পুং) [অয়ো লৌহবিকারং গচ্ছতি অয়স্-গম-উঙ্‌ মলোপঃ] কর্ম্মকার, যে সর্ব্বদা লোহা নাড়া চাড়া করে। (শুক্লযজুঃ ৩০।৫)

অযোগ্য—(ত্রি) [যুজ্যতে যুজ-ণ্যৎ যোগ্যম্, নঞ্‌-তৎ] যোগ্য নহে, অনর্হ। ২ অনুচিত।

অয়োগ্র—(পুং) [অয়োঽগ্রে মুখে যস্য] মুষল, ঢেঁকীর মোনা। ঢেঁকীর মোনার মুখে লোহার গুলা লাগান থাকে বলিয়া উহার ঐ নাম হইয়াছে।

অয়োঘন—(পুং) হাতুড়ী।

অয়োঘর জাতক—বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রধানা মহিষী এক পুত্র প্রসব করিলে, এক রাক্ষসী সুবিধাক্রমে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ শিশুকে মাতার ক্রোড় হইতে তুলিয়া লয় এবং মাতার সমক্ষে তাহাকে তাল পাকাইয়া গিলিয়া ফেলে। রাণী এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠে এবং রাক্ষসী সেই অবসরে সূতিকাগার হইতে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয় রাণীর পুত্র সন্তান জন্মিলে অকস্মাৎ এক দিন রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্ববৎ জাত বালককে খাইয়া ফেলে।

তৃতীয়বার রাণী গর্ভবতী হইলে, রাজা পূর্ব্ব ব্যাপার স্মরণ করিয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইলেন এবং কিরূপে জাতককে রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৌরবর্গের পরামর্শানুসারে রাজা এই সময়ে প্রসূতিকে অয়োনির্ম্মিত গৃহে রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন; কারণ ভূত বা রাক্ষস লৌহস্পর্শে নিধনপ্রাপ্ত হয়। তদনুসারে অচিরে বারাণসীতে একটী অয়োগৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল। রাজাদেশে বহু কর্ম্মকার শিল্পী আসিয়া লৌহনির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল। ঐ লৌহগৃহে রাজা রাণীকে লইয়া রাখিলেন। এখানে তাঁহার তৃতীয় পুত্র প্রসূত হইল। জাতকুমার সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত এবং লৌহগৃহে জাত বলিয়া তাহার নাম অয়োঘর কুমার রাখা হইল। এখানে ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রহরীপরিবেষ্টিত থাকিয়া দিন দিন শিশু বাড়িতে লাগিল। রাক্ষসীও জাতবালককে খাইয়া ফেলিবার প্রত্যাশায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিপাসায় কাতর হইয়া বেণুবনে জল আনিতে গিয়া মরিয়া গেল।

জাতবালকই মহাত্মা বোধিসত্ত্ব। তিনি লৌহময় প্রাসাদে থাকিয়া উপযুক্ত অধ্যাপকের অধ্যাপনায় সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেন। ষোড়শ বর্ষে রাজা তাহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। অভিষেকদিবসে নগরপরিক্রমার্থ সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া যুবরাজকে নগরের বাহিরে আনা হইল। নগরের শোভা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন পিতার এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পিতা কেন আমাকে লৌহপ্রাসাদে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

রাজকুমার স্বীয় পার্ষদকে এই অবরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, এক রাক্ষসী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার ভয়ে তাঁহাকে রাজা লৌহগৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন, দশমাস গর্ভবাস নরকের লৌহপ্রাসাদে বাসের সমতুল্য। ইহা হইতে যদি পরিত্রাণ পাইলাম, তথাপি ষোড়শ বর্ষ লৌহকারাগারে বাস করিতে হইল। রাক্ষসীর হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু জরা ও মৃত্যুর বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইলাম কৈ? এই রাজছত্র ধারণ বৃথা। রাজ্যসুখ ভোগে কোন ফল নাই। মুক্তিলাভের জন্য বরং হিমালয় দেশে যাইয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ।

নগরপরিক্রমার পর, বোধিসত্ত্ব রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে রাজা পারিষদবর্গকে আদেশ করিলেন, তোমরা ব্রাহ্মণ রাজকুমারকে লইয়া অভিষিক্ত কর এবং তাঁহার মস্তকে রাজোচিত শ্বেতছত্র ধারণ করাও।

ইহা শুনিয়া রাজপুত্ররূপী বোধিসত্ত্ব বলিলেন, হে পিতঃ। আমি আর রাজদণ্ডধর হইতে চাহিনা, উহাও বন্ধন দশার রূপান্তর মাত্র। আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমচারী হইয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করি। কারণ জাতকের জীবন— গর্ভাধান হইতে রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর অধীন; এরূপ বন্ধনদশা আমার বাঞ্ছনীয় নহে।

এই বলিয়া রাজকুমার পিতাকে প্রণামপূর্ব্বক সকল সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনার্থ অরণ্যযাত্রা করিলেন। রাজাও রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাণী, অমাত্যবর্গ, ব্রাহ্মণগণ ও পুরবাসিবর্গ নগর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিল।

স্বর্গধামে থাকিয়া শক্র যখন দেখিলেন যে, বোধিসত্ত্ব বানপ্রস্থচারী হইয়া হিমালয়ের আরণ্যদেশে আগমন করিতেছেন এবং সঙ্গে বহু ধর্ম্মপ্রাণ অনুচর আসিতেছে, তখন তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া তাঁহাদের জন্য এক বিস্তীর্ণ আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। এই স্থানে ধর্ম্মাত্মা বোধিসত্ত্ব ঐ সকল অনুচর শিষ্যগণকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, পরে সকলেরই ব্রহ্মলোকে গতি হইয়াছিল।

অয়োঃকিট্ট—(ক্লী) লৌহকিট্ট, মরিচা।

অযোজন—(ক্লী) বিয়োগ। যাহা যোগ করা নহে। ২ বিশ্লেষণ।

অয়োজাল—(ক্লী) [অয়োবিকারঃ জালম্, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা]

লৌহনির্ম্মিত জাল। (ত্রি) [অয় ইব দুর্ভেদ্যং জালং যস্য যস্য, বহুব্রী] ২ দুর্ভেদ্য কপটস্বভাব অসুরাদি, যাহাদের কপটাদি খণ্ডন করা যায় না। (অথর্ব্ব ১১৯৬৬)

অয়োগ্রদংষ্ট্র—(ত্রি) [অয়োময়ী দংষ্ট্রা অগ্রধারা যস্য] যে রথের চক্রের অগ্রভাগ লৌহময়। যে রথের চাকার উপরে লোহার বেড় থাকে। (ঋক্ ১০.৮৭ ২)

অয়োদৎ—(স্ত্রী) লোহার দাঁতবিশিষ্ট। বেদে 'অয়োদতী' স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ আছে। (পা ৫ ৪.১৪৩) [অযোদংষ্ট্র দ্র]

অয়োদতা—(ত্রি) [অয় ইব কঠিনা দন্তা যস্যাঃ, বহুব্রী] লৌহবৎ কঠিন দন্তযুক্ত রাক্ষসী।

অযোধ্য—(ত্রি) [যোদ্ধুং শক্যং যুধ-ণ্যৎ, নঞ্-তৎ] যুদ্ধ করিতে অশক্য। যাহার সঙ্গে কিংবা যেখানকার লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসাধ্য। (অথর্ব্ব ১০ ২৩১)

অযোধ্যা—অতি প্রাচীন নগরী। ইহার আধুনিক নাম আজুধিয়া। হিন্দীতে অবধ। যুক্তপ্রদেশে ফৈজাবাদ জিলার ঘর্ঘরা বা সরযু নদীর দক্ষিণকূলে ইহা অবস্থিত। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষা° ২৬°৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১২´ পূঃ। আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের ষ্টেশন হইতে আধুনিক সহর প্রায় দেড় মাইল উত্তরে। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার পাকা রাস্তা আছে। এই সহর ফৈজাবাদ হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। ফৈজাবাদ হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। রেল লাইনের রাম্‌পলি ষ্টেশন হইতে একটী শাখা লাইন এই রাস্তার বরাবর নদীতীরে 'অযোধ্যাঘাট' ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। অযোধ্যা হইতে একটী পাকারাস্তা দর্শননগর পর্য্যন্ত গিয়া জৌনপুর রোডের সহিত মিশিয়াছে। ইহা ব্যতীত সহরের বিভিন্ন অংশে যাইবার জন্ত বহু রাস্তা আছে। অযোধ্যাঘাটে নৌকার সেতু দিয়া লোকে পারাপার করে। বর্ষাকালে নদীতে ফেরীষ্টীমার চলাচল করে। এই পারঘাট নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে।

ইতিহাস—অযোধ্যার বিশেষত্ব ইহার প্রাচীন ইতিহাস। ভগবান্ রামচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া ভারতবাসীর নিকট ইহা অতি পবিত্র স্থান। এই প্রাচীন নগরী পুরাকালে কোশল জনপদের অন্তর্গত ছিল। এই নগরী ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী ছিল। রামায়ণে লিখিত আছে ইহা মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ দশরথের সময় ইহা দ্বাদশ যোজনদীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তৃত ছিল। সুন্দর সুন্দর বিশাল রাজপথসকল দ্বারা এই নগরী সুবিভক্ত ছিল। এই রাজপথগুলি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিকীর্ণ থাকিত। মহারাজ দশরথ এই নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। ইহার চতুর্দ্দিকে গভীর জলপূর্ণ দুর্গম পরিখা ছিল। বিশাল কবাটতোরণ সকল ইহার শোভাবর্দ্ধন করিত। অল্প পরিসর পথসকল নগরীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। নগরপ্রাচীরে শতঘ্নীসকল সুসজ্জিত থাকিত। ধ্বজসমন্বিত আয়ুধপূর্ণ দুর্গসকল এই নগরীকে রক্ষা করিত। ইহাতে শালবৃক্ষের সারিদ্বারা বেষ্টিত মনোহর পুষ্প ও আম্র কানন ছিল। ইহার সর্ব্বত্রই সীমন্তিনীদিগের নাট্যশালা ও পর্ব্বততুল্য উচ্চ রত্নখচিত প্রাসাদসমূহ বিরাজমান থাকিত। সুবর্ণখচিত বরনারী-সমাবৃত সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণ বিমানগৃহ সকল এই নগরীর শোভাবর্দ্ধন করিত। ইহা শত্রুগণের দুরধিগম্য ছিল। ইহাতে বহুসংখ্যক অশ্ব, হস্তী, গো, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ ছিল। করদ নৃপতিগণ ও নানাদেশাগত বণিক্‌গণ এই নগরীতে বাস করিতেন। এই সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত এই নগরীর সর্ব্বত্রই গৃহসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। এই নগরীতে প্রচুর শালিতণ্ডুল ও ইক্ষুরস পাওয়া যাইত। দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা প্রভৃতি দ্বারা ইহা সর্ব্বদা শব্দায়মানা ছিল। বহু অস্ত্রবিশারদ মহারথ সকল এইস্থানে বাস করিতেন। অনেক মহর্ষিকল্প মহাত্মা ঋষি এই নগরীতে বিরাজ করিতেন[১]।

রামায়ণে আরও লিখিত আছে এই নগরীর সমস্ত ব্যক্তিই হৃষ্ট, স্বধনে পরিতুষ্ট, লোভপরিশূন্য, ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী ও বহুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সেই সর্ব্বসুখময়ী অযোধ্যাপুরীতে স্বজনান্বিত কোন ব্যক্তিই অল্পসঞ্চয়ী, প্রয়োজন সাধনসমর্থ কিম্বা গো, অশ্ব, ধন ও ধান্যবিহীন ছিল না। অযোধ্যানগরীতে নারী কি নর সকলেই ধর্ম্মশীল ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। এই নগরীর অধিবাসিগণ স্বধর্ম্মরত ছিল। এইস্থানে কামতৎপর, নৃশংস কদর্য্যস্বভাব ও নাস্তিক লোকের অভাব ছিল ইত্যাদ[২]।

রামায়ণের কবির এই বর্ণনায় কতটা ঐতিহাসিক সত্য আছে তাহা বলা কঠিন, তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে কোশল দেশে এই নগরী বিদ্যমান ছিল এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতিগণ এইস্থানে রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বৈদিক অতিথিগ্ব দিবোদাসের সহিত ঐক্ষ্বাক দশরথের মিত্রতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন[৩]।

রামায়ণের সময়েও কোশলদেশ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রাজা দশরথ উত্তর কোশলের নৃপতির কন্যা কৌশল্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভেই রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণে লিখিত আছে রামচন্দ্র লবকে উত্তর কোশলের নৃপতি

(১) রামায়ণ (বঙ্গবাসীসং) ১৫ অধ্যায়।

(২) রামায়ণ (বঙ্গবাসীসং) ১৬ অধ্যায়।

(৩) Pradhan—Chronology of Ancient India, Chapter I

বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, এই রাজ্যের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী[৪]।

মহাভারতে বহুস্থলে কোশলদেশ ও অযোধ্যার উল্লেখ আছে। ভীমের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় কোশলাধিপতি বৃহদ্বল ও অযোধ্যাধিপতি দীর্ঘযজ্ঞের উল্লেখ আছে[৫]। নৃপতি বৃহদ্বল মহাভারতের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন[৬]। মহাভারতে অযোধ্যাধিপতি পরীক্ষিৎ বা পারিযাত্র (পারিপাত্র) নামক ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন নৃপতি আয়ুনামক একটী মণ্ডুক (সম্ভবতঃ অনার্য্য) নৃপতির কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে তাঁহার শল, দল ও বল নামক তিন পুত্র জন্মে, ইহারা পর পর অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহন করে[৭]। এই সকল হইতে মনে হয়, লব ও কুশ শ্রাবস্তী ও অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণের সময় বহুবার দুই রাজ্য এক হইয়া গিয়াছিল[৮]। এই উত্তর কোশলের ইক্ষ্বাকুবংশীয় দিবাকর নামক এক নৃপতি অযোধ্যায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন[৯]। সম্ভবতঃ দিবাকরের বংশধরগণের শ্রাবস্তী ও অযোধ্যা উভয়স্থানেই রাজধানী ছিল[১০]।

ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ নৃপতি সুমিত্র; তাঁহার পর সম্ভবতঃ এই নগরী ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

বৌদ্ধযুগে প্রাচীন অযোধ্যা নগরীর সম্ভবতঃ নূতন নামকরণ হইয়াছিল 'সাকেত'। বৌদ্ধজাতকে অবশ্য অযোধ্যার উল্লেখ আছে। অধ্যাপক রিস্ ডেভিড্স্ মনে করেন অযোধ্যা ও সাকেত লণ্ডন ও ওয়েষ্ট্ মিনস্টারের ন্যায় পাশাপাশি দুইটি নগরী; কিন্তু এরূপ মনে ভাববার কোন বিশেষ কারণ নাই। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে বহুস্থলে অযোধ্যা-নগরীর পরিবর্ত্তে সাকেত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন[১১]।

জে, কানিংহাম তাঁহার Ancient Geography তে সাকেত ও অযোধ্যা যে অভিন্ন তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি এই প্রসঙ্গে রামায়ণ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কৈকেয়ীর পিতা দশরথকে সাকেতপুরীর অধীশ্বর বলিতেছেন[১২] এই শ্লোকের কোন সূচী না থাকায় তাঁহার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করা কঠিন। রিস্ ডেভিড্স্ বলেন, বৌদ্ধযুগে ছয়টী মহানগরীর মধ্যে অযোধ্যার নাম নাই[১৩] অথচ

(৪) "শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য হ।"

(রামায়ণ নির্ণয়সাগর, ৭ ১০৮.৫)

"উত্তরাকোশলে রাজ্যং লবস্য চ মহাত্মনঃ।

শ্রাবস্তী লোকবিখ্যাতা " (বায়ুপু ৪৪.২০০)

(৫) "ততঃ কুমারবিষয়ে শ্রেণিমন্তমথাজয়ৎ।

কোশলাধিপতিঞ্চৈব বৃহদ্বলমরিন্দমঃ॥

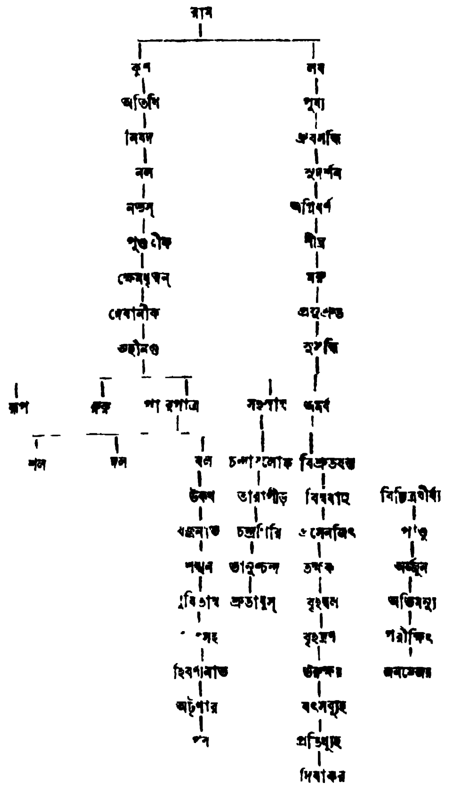
অযোধ্যায়াং তু ধর্ম্মজ্ঞং দীর্ঘযজ্ঞং মহাবলম্।

অজয়ৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো নাতিতীব্রেণ কর্ম্মণা॥" (মহাভা ২.৩০.১-২)

(৬) মহাভা (বঙ্গবাসীস) ৫.১৬৪.১৮।

(৭) মহাভা (কুম্ভকোণম্‌সং) ৩.১৯৫ অঃ, মহাভা (গৌড়স) ৩.১৯২ অঃ।

(৮) পণ্ডিত সীতানাথ প্রধান তাঁহার Chrorology of Ancient India গ্রন্থে কুশ ও লবের বংশধরের এইরূপ তালিকা দিয়াছেন—



Ch. A. I. p. 130

(৯) "বৎসব্যূহাৎ প্রতিব্যোমস্তস্য পুত্রো দিবাকরঃ। তস্যৈব মধ্যদেশে তু অযোধ্যা নগরী শুভা।" (বায়ুপু—৯৯.২৮২)

(১০) কথাসরিৎসাগরে অযোধ্যানৃপতি কৃতবর্ম্মার উল্লেখ আছে —' সাপ্যভবৎ অযোধ্যায়াং কৃতবর্মনৃপাত্মজা" (কথাস—৯.২৯)।

(১১) (রঘুবংশ ১৩.৭৯ ; ১৪.১৩ , ১৫.৩৩ ইত্যাদি)।

(১২) "সাকেতং নগরং রাজা নাম্না দশরথো বলী।

তস্যৈ দেবা মম কন্যা কৈকয়ী নামতো জনা॥"

(১৩) Buddhist Suttas, p. 99.

সাকেতের নাম আছে, সুতরাং অযোধ্যা বৌদ্ধযুগে প্রাধান্য হারাইয়াছিল। কিন্তু সপ্ত পুরীর তালিকায় প্রথমেই অযোধ্যার নাম আছে তথায় সাকেত নাই[১৪]। সুতরাং সাকেত ও অযোধ্যা যে অভিন্ন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথ সাকেত শব্দের অর্থ অযোধ্যা লিখিয়াছেন তাঁহার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সাকেতং স্যাদযোধ্যায়াং কোশলা নন্দিনী তথা" ইতি যাদবঃ। কামসূত্রের টীকায় যশোধর "সাকেতাঃ" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন 'অযোধ্যকাঃ।' (কাºসূº ২ অ.২৬টী) [সাকেত দ্রº] জৈন ধর্মশাস্ত্রসমূহে অযোধ্যা নগরীর উল্লেখ আছে।

জৈন তীর্থঙ্করগণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও চতুর্দশ এই ৫ জন তীর্থঙ্কর অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

কথাসরিৎসাগর হইতে আমরা জানিতে পারি অযোধ্যা একসময়ে নন্দসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল[১৬]। অযোধ্যা ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থান সমূহ হইতে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় খৃঃ পূঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে এই স্থানে এক বা দুই রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। এই সকল নৃপতিগণের নামের সহিত শিলালিপি বা পুরাণাদিতে উল্লিখিত নৃপতিগণের কোন মিল নাই। এই সকল নৃপতিগণের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না, কেবল মাত্র মুদ্রালিপি হইতে তাহার মুদ্রণকাল কতকটা অনুমান করা যায় মাত্র। এই মুদ্রাগুলি দুই ভাগে বিভক্ত, কতকগুলি মুদ্রা চতুষ্কোণ; এই গুলি ঢালাই মুদ্রা। তাহার উপর বোধিদ্রুম এবং ত্রিরত্ন ও ধর্মচক্র এই উভয়ের সংমিশ্রিত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সকল মুদ্রায় মূলদেব, বয়দেব, বিশাখদেব, ধনদেব এবং শিবদত্ত নৃপতির নাম আছে। এই নৃপতিগণ যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য প্রকার মুদ্রাগুলি গোলাকার ও মুদ্রিত এবং প্রায়ই সেই গুলির উপর এক দিকে একটী স্তম্ভের সম্মুখে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি ও অপর দিকে একটী তালবৃক্ষ ও কুক্কুট মুদ্রিত আছে। নৃপতিগণের নাম—সত্যমিত্র, সূর্য্যমিত্র, সঙ্ঘমিত্র, বিজয়মিত্র এবং কুমুদসেন। বিজয়মিত্র ও কুমুদসেনের মুদ্রায় তালবৃক্ষ ও কুক্কুটের পরিবর্তে ধর্মচক্র ও ত্রিরত্ন চিহ্ন আছে তাহা হইতে বোধ হয় এই নৃপতিদ্বয় শেষোল্লিখিত নৃপতিগণের মধ্যে প্রাচীনতম[১৭]।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ও গার্গী সংহিতায় লিখিত আছে যবনগণ সাকেত নগর অবরোধ করিয়াছিল। এই সাকেত নগরই যে অযোধ্যা তাহা আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং মনে হয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অযোধ্যা ও নিকটবর্ত্তী ভূভাগ কোন দুর্বল নৃপতি কর্তৃক অধিকৃত ছিল এবং দুর্দ্ধর্ষ যবন নৃপতিগণ অযোধ্যা নগরী অবরোধ করিয়াছিলেন।

তাহার পর বহুকাল অযোধ্যা নগরীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গুপ্তরাজগণের সময়ে ইহা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। গয়ায় প্রাপ্ত একটী সমুদ্রগুপ্তের তাম্রশাসনে অযোধ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু ফ্লীট এই তাম্রশাসনটী জাল বলিয়া মনে করেন[১৮]। অযোধ্যায় সমুদ্রগুপ্তের ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বহু তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন এই নগরী সময়ে সময়ে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী স্বরূপ ছিল এবং সম্ভবতঃ এই স্থানে তাম্রমুদ্রার মুদ্রণাগার (mint) ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে অযোধ্যাই পাটলীপুত্র অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল বলিয়া অনুমান করিবার বহু কারণ আছে[১৯]।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন চীন-পরিব্রাজক ফা হিয়ন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে শা-কি নামক এক বৃহৎ রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক যুয়ন চুয়ং "অ যু ৎএ" বা "অ যু ৎএ-য়ে" দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। এই "শা-কি" সাকেত"এর অপভ্রংশ এবং "অ যু ত" অযোধ্যার অপভ্রংশ বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। যুয়ন চুয়ং সম্ভবতঃ সরযূ নদীকে গঙ্গা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। সেই জন্যই পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই দেশের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসকল হইতে জানা যায় বুদ্ধদেব বহুকাল সাকেত নগরীতে বাস করেন এবং এইস্থান বৌদ্ধধর্ম্মের একটী কেন্দ্র হইয়া উঠে। যুয়ন্ চুয়ংএর সময় এইস্থানে হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বীদিগের একটী কেন্দ্র ছিল। এখানে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন ও তথায় বহু প্রাচীন সংঘারাম ছিল তাহার মধ্যে একটীতে বসুবন্ধু

(১৪) 'অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকাঃ॥"

(১৫) অ জিনাথ বা ঋষভ, অজিতনাথ, অভিনন্দননাথ, সুমতিনাথ এবং অনন্তনাথ।

(১৬) "ইতি নিশ্চিত্য নন্দস্য নৃপতে কটকং যযৌ।
অযোধ্যাস্থমবস্থানং এতঃ সত্রকারিণঃ॥" (কথাসº ৪।১৭)

(১৭) Cunningham, Coins of Ancient India p 9। E J Rapson, J R A S, 1903 p 287

(১৮) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III p. 254-55.

(১৯) V A. Smith

বহুশাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যুয়ন চুয়ং-এর সময় যেস্থানে বসুবন্ধু ধর্ম্মোপদেশ দিতেন সেই শালাগৃহের ভগ্ন ভিত্তির চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। চীন-পরিব্রাজক এইস্থানে বহু স্তূপের অস্তিত্বের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই নগরীর বায়ুকোণে একটী আম্র-কানন ছিল, তাহাতে একটী প্রাচীন সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ ছিল। আসঙ্গ বোধিসত্ত্ব তথায় শাস্ত্রালোচনা করিতেন বলিয়া প্রবাদ যুয়ন্ চুয়ং শুনিয়াছিলেন। নগরীর মধ্যে সংঘারামে যে স্থানে বুদ্ধদেব ধর্ম্মোপদেশ দিতেন বলিয়া প্রবাদ সেখানে মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, এই স্তূপটী সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল। এই সংঘারামের কিছু পশ্চিমে একটী বুদ্ধের দেহাবশেষ-সমন্বিত স্তূপ ছিল। তাহার উত্তরে একটী প্রাচীন বিহার ছিল তথায় শ্রীলব্ধ বহু শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন[২০]।

উক্ত চীনপরিব্রাজক বলেন এই রাজ্যে বহু ফলফুল জন্মাইত। ইহার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ইহার অধিবাসিগণ ধর্ম্মপরায়ণ, মিষ্টস্বভাব ও শিক্ষিত ছিল। এই পরিব্রাজকের বিবরণ হইতে জানা যায় যে এই সময়ে অযোধ্যা মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ইহার পর বহু শতাব্দ অযোধ্যার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জে যে রাষ্ট্রকূট নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন অযোধ্যা সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর অযোধ্যা অরণ্যে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে অযোধ্যার সন্নিকটে বহু শিকার পাওয়া যাইত। আর একটী প্রবাদ আছে যে ভড় নামক একটী দুর্দ্ধর্ষ জাতি এই সময়ে সমস্ত অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। তাহারা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত এবং কুশভবনপুর বা কুশপুর নামক স্থানে তাহাদের রাজধানী ছিল। ফৈজাবাদ বারবাঁক এবং সীতাপুরের রঘুবংশীগণ বলেন তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের বংশধর ও তাঁহারা চিরকালই অযোধ্যা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের উক্তির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। এই ভড়গণের বিষয় আর কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাহারা মুসলমান আক্রমণে পলায়িত রাজপুতগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। এখনও ফৈজাবাদের পূর্ব্বে এবং বারাণসী ও গোরক্ষপুর প্রদেশে বহু ভড় বসতি করিতেছে। আউধের সঙ্গে অজ্ঞাত অংশে এই ভড়গণ হয় উৎসাদিত হইয়াছে না হয় নবাগত রাজপুতদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রায়ই কোন রাজপুত কোন ভড় সর্দ্দারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া পরে প্রভুকে বিতাড়িত করার কাহিনী এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই শোনা যায়। সম্ভবতঃ আউধের পূর্ব্বভাগের বহু রাজপুত বলিয়া পরিচিত জাতি মূলতঃ ভড়বংশীয়। এই ভড়গণ জৌনপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। তাহার পর তাহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ তাহারা হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছে অথবা ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। [ভড় দ্র°]

কোন সময়ে যে বিভিন্ন রাজপুতবংশ এই প্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ব্যতীত ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নাই। পাশ্চাত্য পরগণা-সমূহে বৈনপুরী চৌহানগণ বসতি করে, এই বংশ হইতে আউধের অন্যান্য রাজপুতগণ উৎপন্ন বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। হাবেলী আউধ ও অমৌনের সুরজবংশীয়গণ বহু পরে এই প্রদেশে আগমন করিয়াছে। হাবেলী আউধের এবং পচ্ছিমরথের গর্গ-বংশীগণ রঘুবংশীদিগের সমসাময়িক বলিয়া দাবী করে। জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতির রাজপুত নৃপতিগণ "রাজবৃত্তকথা" নামক পুস্তকের প্রমাণের উপর সূর্য্যবংশের বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন। কিন্তু এই রাজবৃত্তকথা অতি আধুনিক পুস্তক, ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। মোট কথা, এই রাজপুতগণ চন্দ্র বা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিলেও ইহা স্থির নিশ্চয় যে চন্দ্র বা সূর্য্যবংশীয় নৃপতি-দিগের বংশধরগণের এখন কোন অস্তিত্ব নাই।

অযোধ্যায় প্রথম মুসলমান অভিযান হয় ১০৩০ খৃষ্টাব্দে। মিরাৎ ই-মসাউদী গ্রন্থে লিখিত আছে যে সৈয়দ সালার মসাউদ নামক একজন মুসলমান যুবক মুলতান হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত গমন করেন এবং বিনা বাধায় ঐ নগরী অধিকার করিয়া কিছুদিন তথায় মৃগয়ায় ব্যাপৃত থাকেন। তাহার পর তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন[২১]। গজনীর সুলতানবংশের একাদশ নৃপতি সুলতান ইব্রাহিমের শাসনকালে মুসলমানগণ অযোধ্যা আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। সম্ভবতঃ এই অভিযানের নায়ক ছিলেন হাজিব তঘাতিগিন[২২]। ১১৯৪ খৃ অব্দে মুইজুদ্দীন মুহম্মদ বিন্ সাম অর্থাৎ শহাবুদ্দীন ঘোরী কনৌজ অধিকার করেন। সম্ভবতঃ তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে একজন অযোধ্যা বিজয় করেন।

ঠিক কোন্ সময়ে যে অযোধ্যা বা আউধ দিল্লীর সম্রাটগণের অধীনস্থ মুসলমান শাসনকর্ত্তার শাসনকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বলা কঠিন। কুতবুদ্দীন আইবকের রাজত্বকালে এই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে। মালিক হিসা-মুদ্দীন উঘ্লবক্ নামক তাঁহার একজন সেনাপতি নবাজিত আউধ

২০ সম্ভবতঃ তারানাথ কথিত গুরাচার্য্য ভদন্ত শ্রীলব্ধ।

(২১) E. H. I. II 53

(২২) E. H I II 278

প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।[২৩] তথায় মুহম্মদ বখ্তিয়ার খিলজি বুদাউন হইতে তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার সাহায্যে বিহার ও বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্ব বিস্তার করেন। নবাজিত বিহার ও বঙ্গদেশ আউধের সহিত সংযুক্ত হয় ও বঙ্গদেশের লক্ষণাবতী এই নূতন প্রদেশের রাজধানী হয় এবং খিলিজিবংশীয় ওমরাহগণ এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন[২৪]; এই খিলাজ শাসনকর্ত্তারা দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া বঙ্গ ও বিহারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আউধ দিল্লীর শাসনাধীনেই থাকিয়া যায়। সম্রাট্ কুতবুদ্দীন্ অযোধ্যা হইতে কৈমাজ রুমি নামক একজন সেনাপতিকে এই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে প্রেরণ করেন[২৫]। কিছুকাল পরে আলিমর্দ্দন আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া এক স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আউধ একটী পৃথক্ প্রদেশ থাকিয়া যায়। শামসুদ্দীন আল্তামশের সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দীন মহমুদ[২৬] ১২২৬ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার সময় ভত্তগণ বিদ্রোহী হইয়া প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার মুসলমানের প্রাণ সংহার করে[২৭]। নাসির উদ্দীন কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা মালিক গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ এই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল্তামশের উত্তরাধিকারী রুকুনুদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন[২৮]। সুলতান রিজিয়ার শাসনকালে এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নাসিরুদ্দীন তবাশি মুইজ্জি বিদ্রোহী ওমরাহদিগের বিরুদ্ধে সম্রাজ্ঞীকে সাহায্য করিতে সসৈন্যে দিল্লীতে গমন করেন[২৯]। ১২৪২ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ কামারউদ্দীন কৈরান নামক একজন শাসন-কর্ত্তার অধীনে ছিল। সেই সময়ে এই স্থান হইতে মৌলানা মিনহাজ্ উদ্দীন তবকাৎ-ই নাসিরি নামক ইতিহাস রচনা করেন[৩০]। ইনি কতদিন শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা জানা যায় না। তবে ১২৫৫ খৃঃ অব্দে আউধের শাসনভার নৃপতির মাতা মালিকা ই জাহান ও তাঁহার স্বামী কৎলঘ খাঁকে দেওয়া হয় এবং তত্রত্য শাসন-কর্ত্তা তাজউদ্দীন সিউরিস্তানিকে বহ্রৈচে বদলী করা হয়[৩১]। কত্লঘ খাঁ অনতিবিলম্বে নৃপতির বিরাগভাজন হন এবং তাঁহাকে বহ্রৈচে যাইতে আদেশ করা হয়। তিনি অস্বীকার করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাপতি বলবনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয় এবং কৎলঘ কালিঞ্জরে পলায়ন করেন। ইহার পর অযোধ্যার শাসনভার অর্সলান খাঁর হস্তে অর্পণ করা হয়। ইনিও ১২৫৯ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহী হইবার ইচ্ছা করিলে বলবন তাহা বিফল করিয়া দেন এবং তাঁহারই সুপারিশে ইনি সম্রাটের ক্ষমা লাভ করেন[৩২]। তাঁহাকে কারায় বদলী করিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহার স্থলে মালিক আমির খাঁ আল্তাগীন অযোধ্যার শাসনকর্ত্ত হইয়া আসেন। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে লক্ষণাবতীতে তুগ্রল খাঁর বিদ্রোহ দমনে করিতে প্রেরণ করা হয়[৩৩]। কিন্তু ইনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে অযোধ্যার সিংহ-দ্বারের নিকট ফাঁসী দেওয়া হয়। বলবন্ ইহার পর স্বয়ং আউধে আগমন করেন এবং এইস্থলে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নৌকায় সেতুদ্বারা ঘর্ঘরা নদী পার হইয়া বঙ্গদেশে অভিযান করেন। ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বঘ্রা খাঁ বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তা হন এবং তাঁহার পৌত্র কৈকুবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে পিতাপুত্রের যে সাক্ষাতের কথা লিখিত আছে তাহা এই অযোধ্যাতেই সংঘটিত হইয়াছিল এবং এই সাক্ষাতের ফলে পিতাপুত্রের পুনর্মিলন হয়। ইহার পর খাঁ জহান আউধের শাসনকর্ত্তা হন। ইনি দুই বৎসর অযোধ্যা শাসন করেন। ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন জলালুদ্দীন খিলজী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন মালিক আলি নামক বলবনের একজন কর্ম্মচারী আউধের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র ছাজ্জু কারাতে নিজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলে ইনি তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। খিলজীগণ জয় লাভ করিলে আলি বন্দী হন, কিন্তু সদয়হৃদয় জলালুদ্দীনের অনুগ্রহে মুক্ত হন। ইহার কিছু পরে আলাউদ্দীন অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং কারাতে পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলাউদ্দীন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণীর[৩৪] পিতৃব্য মালিক আলা-উল্ মুল্ককে কারা ও অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি অধিকদিন এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। কারণ আমরা দেখিতে পাই ইনি ইহার কিছু পরেই দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন।

ইহার পর কিছুকাল আউধ বা অযোধ্যার বিষয় আমরা কিছু জানিতে পারি না। কিন্তু তুগলকবংশীয় নৃপতিগণ ইহাকে একটী বিশিষ্ট প্রদেশ বলিয়া মনে করিতেন। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে মালিক তিগিন আউধের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; গিয়াসুদ্দীন তুগলকের পুত্র উলুগখাঁ (পরে মুহম্মদ তুগলক) বরঙ্গলের বিরুদ্ধে

(২৩) E, H I II 224, 305
(২৪) E. H I II 301.
(২৫) E. H I II 315
(২৬) E. H. I II 319, 324, 328, (২৭) E. H. I II 329.
(২৮) E. H, I. 331 (২৯) E H. I II. 338.
(৩০) E H I II 343. (৩১) E. H. I II 354.
(৩২) E. H. I II 360 (৩৩) E H. I III, 114.
(৩৪) E. H. I. III 161, 271.

যুদ্ধযাত্রা করিলে ইনি তাঁহার সঙ্গে যান এবং সেইস্থানে বিদ্রোহী হন কিন্তু পরে হিন্দুদের হস্তে নিহত হন[৩৫]। ইহার পর আইন্ উল্ মুলক অযোধ্যা ও জাফরাবাদের শাসনকর্ত্তা হন[৩৬]। ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি দৌলতাবাদে বদলী হইলে সুলতান মুহম্মদ তুগলকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু উনাওএর অন্তর্গত বংগরমৌএর নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হন। সুলতান ইহাকে ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্ত্তী নৃপতি ফিরোজশাহ দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে অভিযানের সময় এইস্থলে অবস্থিতি করেন। এই সময় ইনি জৌনপুর নগর স্থাপন করেন[৩৭]। এই সময়ে আইন উল্মুলক পঞ্জাবে বদলী হন, সুতরাং এই সময়ে কে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিল তাহা জানা যায় না।

১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্য প্রদেশের শাসনভার মালিক হিসাম উল-মুল্ক্ এবং হিসাম উদ্দীন নওয়াব হস্তে অর্পিত হয়[৩৮]। ইহার কিছু পরেই সুলতান ফিরোজশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আফগান ওমরাহগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে থাকেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে উজীর খ্বাজা-ই-জহান অযোধ্য অধিকার করিয়া বিহার ও কনৌজের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় প্রদেশ লইয়া জৌনপুররাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীতে যখন সিংহাসন লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল, সেই সুযোগে ইনি আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় হইতে অযোধ্যের বিশেষত্ব হ্রাস হয় এবং জৌনপুরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। বহলোল লোদী এই জৌনপুররাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন এবং কালাপাহাড় ফর্মুলিকে[৩৯] অযোধ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনি ইব্রাহিম লোদীর শাসনকালে নিজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর ইহার কন্যা ফতে মালিকা উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্বামীর নাম শেখ মুস্তাফা। তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা শেরশাহের রাজ্যভুক্ত হয়। কালাপাহাড় জৌনপুরের শাসনকর্ত্তার অধীনে দিল্লীর সম্রাটের কর্ম্মচারীরূপে অযোধ্যাশাসন করিতেন। সেই সময়ে জৌনপুরে প্রায়ই প্রজা বিদ্রোহ হইত; সেই উপলক্ষে সুলতান সিকন্দর লোদী একবার তাঁহার ভ্রাতাকে সাহায্য করিতে জৌনপুরে আসিয়াছিলেন এবং মৃগয়া উপলক্ষে কিছুদিন অযোধ্যার সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন[৪০]।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলে আফগান সেনাপতিগণ জৌনপুরে সমবেত হন। বিজয়ী বাবরপুত্র কামরানকে আমীরকুলী বেগের সহিত তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে প্রেরণ করেন। আফগানগণ পাটনায় চলিয়া গেলে অযোধ্য মুগলদিগের হস্তগত হয়। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবর অযোধ্যায় রামের জন্মস্থান নামে কথিত স্থানের নিকট একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের অবস্থিত বাবরের অপর পুত্র হিন্দল আফগান সুলতান মুহম্মদের আক্রমণে পলায়ন করেন[৪১]। কিছুদিন জৌনপুরের সহিত অযোধ্যা আফগানদিগের হস্তে আসিয়াছিল, কিন্তু অনতিবিলম্বে মুগলসম্রাট্ জৌনপুর পুনরধিকার করেন এবং হুমায়ুন শের শাহের নিকট পরাজিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা মুগলদিগের অধিকারে ছিল। শেরশাহ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ইসলামশাহ যখন সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট্ ছিলেন, তখন সমস্ত অযোধ্য তাঁহাদিগের অধীনে ছিল। কিন্তু ইস্লামশাহের মৃত্যুর পর আফগানদিগের মধ্যে যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয় সেই সময়ে এই প্রদেশ মুহম্মদ আদিলশাহের অংশভুক্ত ছিল[৪২]। এই সময়ে অযোধ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হুমায়ুন দিল্লী পুনরধিকার করিলেও অযোধ্য এবং জৌনপুর আফগানদিগের অধিকারে ছিল। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর খাঁ জমান আলী কুলীখাঁকে পূর্ব্বদিকে পিতার হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে পাঠাইলেন। এই অভিযানে জৌনপুর ও বারাণসী অধিকৃত হইল এবং অযোধ্যা পুনরায় মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল[৪৩]। ইহা জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা খাঁ জমানের শাসনাধীনে ছিল। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ খান-ই আলম্ সিকান্দরখাঁর জায়গীরের অন্তর্গত ছিল। খাঁ জমান, সিকান্দর খাঁ ও মুহম্মদপুরের জায়গীরদার[৪৪] ইব্রাহিম খাঁ শৈবানী বিদ্রোহী হইলে সম্রাট্ অকবর স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করেন। খাঁ জমানের পরিবর্ত্তে খান-ই খানান্ মুনিম খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি অকবরপুর [illegible]র ও জৌনপুরের সেতু নির্ম্মাণ করেন। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে খাঁ জমানকে ক্ষমা করা হয় ও পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কিন্তু পর বৎসর তিনি পুনরায় প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তাঁহার পক্ষ হইতে সিকান্দর খাঁ তখন অযোধ্যা অধিকার করিতেছিলেন। মুহম্মদ কুলী খাঁ বিরলা, রাজা তোডরমল প্রভৃতি সম্রাটের সেনাপতিগণ তাঁহার দুর্গ অবরোধ করেন। তিনি নৌকাযোগে গোরখপুরে পলায়ন করিলে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে অযোধ বিরলাকে দেওয়া হইল এবং মুনিমখাঁ জৌনপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন[৪৫]। কতদিন যে অযোধ্যা বিরলার শাসনাধীনে ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। কয়েক বৎসর পরে তিনি গুজরাট অভিযানে যোগদান করেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে (১৫৭৫ খৃঃ[৪৬])

(৩৫) E. H. I. III. 232

(৩৬) E. H. I, III 240, 248 (৩৭) E. H. I. IV 107.

(৩৮) E. H. I. IV, 13. (৩৯) E, H. I. IV 352.

(৪০) E. H. I. IV 461.

(৪১) E. H. I V 37

(৪২) E. H. I V 57 (৪৩) E. H. I. V 260.

(৪৪) E, H, I V 290

(৪৫) E. H. I, V 324. (৪৬) E. H. I. V 34?.

ফিরিয়া আসেন। পর বৎসর কাজী নিজামগাজী খাঁ বদকশীকে অযোধ্যা 'তুয়ুল' স্বরূপে দেওয়া হয়, ইনি তথায় ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে (১৫৮০) অযোধ্যা জৌনপুরের শাসনকর্তা হীরাটের ওয়াজির খাঁর অধীনে ছিল। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে মসুমখাঁ ফরনখুদী জৌনপুরের শাসনকর্তা হন[৪৭]। ইনি বিদ্রোহী হইলে আরব বাহাদুর, নিয়াবৎ খাঁ ও অন্যান্য ওমরাহগণ ইঁহার সহিত যোগদানকরেন। বিহারের শাসনকর্তা শাহবাজখাঁ এই বিদ্রোহ দমন করিতে প্রেরিত হইলেন। সুলতানপুরের নিকট উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইল। শাহবাজখাঁ জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন, সেইস্থান হইতে তিনি মাসুমখাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অযোধ্যার সাত মাইল দূরে উপস্থিত হন। তথায় বিদ্রোহিগণ পরাজিত হয় এবং তাহাদের দলপতি বহরৈচে পলায়ন করে[৪৮]। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাসিম আলিখাঁ ও ফতেখাঁ তুগলক উভয়ে আউধের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন; কিন্তু ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে কাসিম আলিখাঁ চলিয়া যান এবং ফতেখাঁ একাই আউধের শাসনকর্তা থাকেন।

আকবরের শাসন যত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল ততই ইতিহাসে আউধের উল্লেখ কমিয়া গেল এবং আকবরের রাজত্বকালের শেষভাগে ইতিহাসে আউধের বিশেষ উল্লেখ নাই। অযোধ্যায় আকবরের সময় মুদ্রা নির্ম্মিত হইত।

আকবরের সময় আধুনিক ফৈজাবাদ জিলা দুইটী সুবার অন্তর্গত ও দুইটী সরকারে বিভক্ত ছিল। পশ্চিম অংশ আউধ সুবার সদর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অযোধ্যা তাহার সদর বা শাসনকেন্দ্র ছিল। অপর অংশ ইলাহাবাদ সুবার জৌনপুর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন আউধ সরকারের সম্পূর্ণ ছয়টী মহল ও অপর একটী মহলের কিয়দংশ এবং জৌনপুর সরকারের পাঁচটী মহল লইয়া আধুনিক ফৈজাবাদ জিলা হইয়াছে। অবশ্য ১৮৬৯ খৃঃ হইতে সমস্ত পরগণার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

আউধ সহর ও আউধ-বা-হাবেলী নামক ইহার শহরতলী দুইটী মহলের অন্তর্গত ছিল তাহা কতকটা আধুনিক হাবেলী আউধ পরগণা। আকবরের সময় ইহার ৩৮,৬৫০ বিঘা ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হইত এবং ভূমিকর ২,০০৮,৩৬৬ দাম ছিল। ব্রাহ্মণ ও কুর্ম্মীগণ এই জমির প্রজা ছিল। এই পরগণার সেনানিবাসে পাঁচজন অশ্বারোহী ও ৫০০ শত পদাতিক ছিল।

পশ্চিমরথ পরগণা আধুনিক নামেই পরিচিত ছিল, তাহাতে ২৮৯,০৮৫ বিঘা আবাদী জমি ছিল এবং ভূমিরাজস্ব ৪,২৪৭,১০৪ দাম নির্দ্ধারিত ছিল। বাচগোত্তি এবং গহ্লোটগণ এই পরগণার জমিদার ছিলেন এবং তাঁহারা ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৫০০ পদাতিকের বায়ভার বহন করিতেন। মঙ্গলসী পরগণাও আধুনিক নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু তখন ইহার আকৃতি ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। তাহাতে ১১৬,৪০১ বিঘা আবাদী জমি ছিল ও ভূমিরাজস্ব ছিল ১,৩৬০,৭৫৩ দাম। সোমবংশীগণ ইহার জমিদার ছিলেন। এইস্থান হইতে ২০ জন অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক সরবরাহ হইত। পরগণা অমসিংের নাম ছিল সর্দ্ধপলী। ইহার জমিদার ছিলেন বাচগোত্তগণ। তাঁহারা ১০০০ অশ্বারোহী সরবরাহ করিতেন। ইহার রাজস্ব ছিল ১,২১০,৩৩৫ দাম ও আবাদী জমি ছিল ৫৮,১৭০ বিঘা। ইহা ব্যতীত নৈপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পরগণা ছিল। ইহা সম্ভবতঃ আধুনিক ইলাতফৎগঞ্জের প্রাচীন নাম। ইহার আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৫,৯৭৭ বিঘা ও রাজস্ব ছিল ৩০৮ ৭৮৮ দাম এবং সৈন্যবল ছিল ৫০০ পদাতিক। ঐরূপ জৌনপুর সরকারও বহু পরগণায় বিভক্ত ছিল।

[জৌনপুর দ্র°]

আকবরের বংশধরগণের ইতিহাসে অযোধ্যার কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য আকবরের সময়ের রাজস্ব বন্দোবস্তই তখন প্রচলিত ছিল এবং অযোধ্যাই উক্ত সরকারের প্রধান নগরী ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ লক্ষ্ণৌ সহরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকায় অযোধ্যার গৌরব ম্লান হইতেছিল। এদিকে দিল্লীতে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হওয়ায় অযোধ্যার সামরিক শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস করা হইতেছিল। রাজশক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সামন্তগণ ক্রমশঃ বলশালী হইতেছিলেন। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতে বিভিন্ন রাজপুত শাখার প্রধানগণ তাঁহাদের রাজ্য ও বলবৃদ্ধি করিতেছিলেন এবং তখন চারিদিকে মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব প্রবল হইতেছিল।

স্থানীয় শাসনকর্ত্তাগণ অযোধ্যার নিকটে এরূপ শক্তিশালী কোন রাজ্যস্থাপিত হইতে দেন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানসমূহে রাজশক্তির কোন বিশেষ প্রভাব না থাকায় আউধের অন্যান্য অংশের ন্যায় সেই সকল স্থানেও শক্তিশালী সামন্তগণ স্বপ্রধান হইতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বাচগোত্তিগণ এবং তাঁহাদিগের জ্ঞাতি রাজকুমারগণই প্রথমে এইরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। প্রধানতঃ দক্ষিণদিকে অর্থাৎ অধুনা সুলতানপুর নামে পরিচিত স্থানে তাঁহাদের রাজ্য বা জমিদারী ছিল। হাসানপুরের মুসলমান রাজা আউধের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অগ্রণী বলিয়া বহু পরিচিত ছিলেন। কুরবার, ডেরা এবং মিওপুরের সামন্তগণও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। পশ্চিমে তালে সুলতানগণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতেছিলেন এবং পূর্ব্বে বীরহারের পালবারগণ বিস্তীর্ণ ভূভাগের মালিক ছিলেন। পীরপুর ও অন্যান্য স্থানের সৈয়দগণ এবং সাহানপুরের শেখগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের হিন্দু প্রতিবেশীগণের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছিলেন।

(৪৭) Ain-i-Akbari I 354. 444.

(৪৮) Ani-i-Akbari I 400, E. H. I V 421.

এইরূপে চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য সমূহের সৃষ্টি হইতেছিল। অবশেষে নবাব নাজীর সাদৎখাঁ আউধরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে প্রথমেই একদল শক্তিশালী সামন্ত নৃপতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তিনি প্রথম হইতেই তাহাদিগের দমনে মনোনিবেশ করেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের যুদ্ধসমূহে যোগ দান করিতে হওয়ায় তিনি আউধের কয়েকটী বিশিষ্ট বিদ্রোহী সামন্তরাজ বিশেষতঃ শাহসবারার শাহস্, তিলোলার বন্ধুপুরিয় এবং প্রতাপগড়ের সোমবংশী প্রভৃতি ব্যতীত অপর সামন্তরাজগণকে বশীভূত করিবার সুযোগ পান নাই। সাদৎখাঁর আউধের শাসনকর্ত্তা হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন রাজবংশের রাজধানী বলিয়া অযোধ্যার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইল। ইনি লছমনঘাটে কিল্লা মুবারক নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু ইহার অনতিকাল পরেই শাসনকেন্দ্র নব প্রতিষ্ঠিত ফৈজাবাদ সহরে স্থানান্তরিত হইল। [ফৈজাবাদ দ্র]

১৭২০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদশাহ কর্ত্তৃক বড়া সৈয়দগণের পরাজয়ের পর সাদৎখাঁ আগ্রাপ্রদেশের সহিত আউধ অধিকার করেন। তাঁহার পর সফদর জঙ্গ নামে পরিচিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দল মনসুরখাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ফৈজাবাদ সহর নির্ম্মাণ করেন। ১৭৫৩ খৃঃ ইহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সুজা উদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে (২৩এ অক্টোবর) মীরকাশিমের সহায়তায় বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজের নিকট পরাজিত হইয়া ইনি ফৈজাবাদেই তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইঁহার মৃত্যুকালে (১৭৭৫ খৃঃ) এই সহরের সমৃদ্ধি চরম সীমায় উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী নবাব উজীর আসফ উদ্দৌলা ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং ফৈজাবাদ বহু বেগমের অধীনে থাকে। ১৮১৫ খৃ. ইঁহার মৃত্যু হইলে এই সহরের অবনতি হইতে থাকে। আসফউদ্দৌলার শাসন সংস্কারের সময় হইতে এই জিলার ইতিহাস সুলতানপুরের নাজিমদিগের সহিত অত্যন্ত জড়িত। [সুলতানপুর দ্র] সুলতানপুরের একজন নাজিম রাজা দর্শনসিং তাঁহার শাসনকালে আধুনিক অযোধ্যা তালুকের সৃষ্টি করেন। [অযোধ্যা তালুক দ্র॰]

আউধের নবাব বংশের রাজত্ব কালের শেষ ভাগে অত্যন্ত অরাজকতা হইয়াছিল। কাহারও সম্পত্তি বা প্রাণ নিরাপদ ছিল না। চোর ডাকাতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। নরহত্যা প্রায়ই অনুষ্ঠিত হইত। অবশেষে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী আউধ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের তাণ্ডবলীলার কতক অংশ আউধে অনুষ্ঠিত হয় [সিপাহী বিদ্রোহ দ্র॰]। এই বিদ্রোহের সূচনায় উক্ত প্রদেশের সামন্ত সর্দ্দারগণ বিদ্রোহে যোগ দান করেন। অবশেষে মানসিং নামক একজন সামন্ত সর্দ্দার প্রথমে বিদ্রোহী হইয়া পরে ইংরাজের মিত্রতা করেন, এবং বহু ইংরাজ নরনারীর প্রাণ রক্ষা করেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য ইনি 'মহারাজ' উপাধি পান এবং তাঁহার পৈত্রিক তালুকের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয়। [অযোধ্যা তালুক দ্র॰]

আধুনিক অযোধ্যা সহর—অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ একই মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে এই মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম আদিম সুমারী হয়, তখন ইহার লোক সংখ্যা ছিল ৯,৭৪৯। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে লোকসংখ্যা ১১,৬৪৩ হইয়াছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ২১,৫৮৪ এবং ১৯৩১ খৃঃ অব্দে ৬৫৭.৮।

অযোধ্যায় কয়েকটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এই মেলার সময় ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতে যাত্রিগণ অযোধ্যায় আগমন করিয়া থাকে।

(১) চৈত্র মাসে রামনবমীর সময় প্রায় ৪ লক্ষ যাত্রী সমবেত হইয়া থাকে।

(২) শ্রাবণ মাসে ঝুলা বা ঝুলন উপলক্ষে যে বড় মেলা বসিয়া থাকে, মন্দিরে মন্দিরে ঝুলনের জন্য বহু বিচিত্র দোলা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তখন প্রায় ৩ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়।

(৩) কার্ত্তিক মাসে দুইটী বড় বড় মেলা হইয়া থাকে। প্রথমটী ৯ই কার্ত্তিক, সেই দিন নগর পরিক্রমা বা পরিভ্রমণ করা হয় এবং অপরটী কার্ত্তিকপূর্ণিমায়। সেই সময় ঘর্ঘরা নদীতে স্নান করিবার জন্য প্রায় দুই লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত শ্রাবণ মাসে লছমন ঘাটে একটী মেলা বসে। ভাদ্র মাসে বশিষ্ঠকুণ্ডে একটী মেলা হয়। পূর্ব্বে গুপ্তঘাটে কার্ত্তিক মাসে একটী মেলা বসিত যখন সেই স্থানে সেনানিবাস হয় তখন সেই মেলা অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

এই সব মেলা উপলক্ষে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি অত্যন্ত যত্ন লইয়া যাত্রীদিগের সুবিধার চেষ্টা করিয়া থাকে। পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মচারীবৃন্দ যাত্রীদিগের ধনপ্রাণরক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

অযোধ্যার দ্রষ্টব্য স্থান।

পাওয়া রামের জন্মস্থান বলিয়া একটী স্থান দেখাইয়া থাকে। সেখানে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-অঙ্কিত পাদপদ্মের চিহ্ন রহিয়াছে।

জন্মস্থানের কাছেই মুসলমান সম্রাটের এক বৃহৎ মসজিদ। ১৫২৮ খৃঃ অব্দে বাবর এইস্থানে মৃগয়া করিতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করা হয়।

---

* [বৃটিশ শাসনকালের ইতিহাস আউধ দ্র]

মস্‌জিদের গায়ে দুইখানি পাথরে ৯৩৫ হিজিরা (১৫২৮ খৃঃ অব্দ) খোদিত আছে। এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিবার জন্ত অনেক দেবালয়ের প্রস্তরাদি খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। জন্মস্থানের মন্দির কষ্টি পাথরে নির্ম্মিত ছিল। বাবরের মস্‌জিদে তাহার কয়েকটী স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করা হইলে দিন কতক হিন্দু মুসলমানে অত্যন্ত বিরোধ চলিয়াছিল। তাহার পর অযোধ্যা ইংরাজদের অধিকারে আসিল। সেই অবধি জন্মস্থান ও মসজিদের মধ্যে রেলিং দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু মুসলমানে আর বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

স্বর্গদ্বার এবং রাম-সীতার স্থানেও দুইটী মস্‌জিদ আছে। স্বর্গদ্বারের মস্‌জিদ ঔরঙ্গজেব নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রামসীতার নিকটবর্ত্তী মস্‌জিদ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বর্গদ্বারের এখন আজন্মর অবস্থা। দুই শত বৎসর হইল কাবুর রাজা রাম-সীতার মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন, তাহার পর ইহার প্রতি রাণী অহল্যা বাইয়ের দৃষ্টি পড়ে। অহল্যা বাই ইন্দোরের হোলকার যশোবন্ত রাওয়ের পত্নী। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে রাম-সীতার নিকটবর্ত্তী ঘাট তিনিই বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও এই দেবালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইন্দোর হইতে প্রতি বৎসর ২৩১ টাকা বৃত্তি আদায় হইয়া থাকে।

রামচন্দ্রের অন্যান্ত মূর্ত্তিও অনেক স্থানে গঠিত আছে। কোথাও তপোবন হইতে বিশ্বামিত্র ঋষি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কোন খানে রন্ধন-শালায় সীতাদেবী কটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এখনও বেলন প্রভৃতি পড়িয়া আছে। কোনখানে দশরথ রাজার কাছে কৈকেয়ী অভিমান করিয়া শুইয়া আছেন। রামকে বনে পাঠাইয়া প্রাণের পুত্র ভরতকে রাজা করিবেন, তাই দুইটী বর চাহিবার জন্ত চক্ষু ছল ছল করিয়া রহিয়াছেন। প্রতি-মূর্ত্তি গুলির গড়ন ভাল নয়, তাহাতে শিল্পনৈপুণ্য নাই, তবু এই কঠিন স্থানে আসিলে অযোধ্যার সেই পূর্ব্ব শোকের দিন আজও জাগিয়া উঠে। অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল, কিন্তু সীতা তখন বনবাসে; সস্ত্রীক না হইলেও যজ্ঞের সকল্প হয় না; তাই রামচন্দ্র কনকসীতা গড়াইয়া যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। পাণ্ডারা এখনও ত্রেতাযুগের সেই কনকসীতা দেখাইয়া থাকেন। এইখানেই পূর্ব্বের উল্লিখিত একটী মস্‌জিদ আছে।

এইখানেই হনুমানের একটী মন্দির আছে। হনুমান রাজবেশে উপবিষ্ট, মাথায় রাজমুকুট পাশে, রাজ-অঙ্গের উপর চামর ব্যজন হইতেছে।

অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেই নিকটে মণিপর্ব্বত। পাণ্ডারা এই মণিপর্ব্বতের সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব গল্প রচনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে হনুমান বিশল্যকরণী আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু সে বানর জাতি, বিশল্যকরণী কেমন তাহা জানে না, তাই সমস্ত গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় করিয়া শূন্যপথে আসিতে লাগিল। অযোধ্যার উপরে আসিলে ভরত না জানিয়া তাহাকে বাণাঘাত করেন। তীক্ষ্ণ শরের আঘাতে ব্যথিত হইয়া হনুমান্ ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহাতে না কি গন্ধমাদন কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই মণিপর্ব্বতই সেই ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। পাণ্ডাদের খেয়াল নাই যে ভরত তখন নন্দিগ্রামে রাজত্ব করিতেছিলেন।

এই মণিপর্ব্বত অন্যূন ৬৫ হাত উচ্চ। ইহা ভাঙ্গা ইট ও কাঁকরে পরিপূর্ণ। বোধ হয় ইহার উপর কোন রাজ নির্ম্মিত স্তূপ বা মন্দির ছিল। এই স্তূপের নিম্নে একবার একখানি ফলক পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে এইরূপ খোদিত ছিল যে, মগধ রাজবংশের নন্দবর্দ্ধন নামক জনৈক রাজা মণিপর্ব্বত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

সুগ্রীবপর্ব্বত এবং কুবেরপর্ব্বত নামে আরও দুইটী স্তূপ আছে। সুগ্রীব পর্ব্বত প্রায় ৬ হাত উচ্চ এবং কুবের পর্ব্বত প্রায় ১৪ হাত উচ্চ। অনেকে অনুমান করেন যে, এগুলি বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ।

সরযূ-কূলে অনেকগুলি ঘাট, কিন্তু সকল গুলি বাঁধান হয় নাই। রামঘাট, ভরতঘাট, লক্ষ্মণঘাট, শঙ্করের ঘাট, এইরূপ এক একটী ঘাটের এক একটী নাম। রামের ঘাটে এখন ধোবারা কাপড় কাচিতেছে। গুপ্তঘাটে একটী সুরঙ্গ আছে। পাণ্ডারা বলে, ঐ সুরঙ্গ দিয়া রামচন্দ্র সরযূজলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বর্গঘাট পাকা করিয়া বাঁধান। উপরে মনোহর বৃক্ষশ্রেণী। যাত্রীরা এই-খানে স্নান, দান ও ভোজ্যাদি উৎসর্গ করেন। স্বর্গঘাট হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে কর্ণালগঞ্জের কাছে অগস্ত্য মুনির সমাধিস্থান।

অযোধ্যায় সাত সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের সাতটী মঠ আছে। প্রত্যেক মঠে এক এক জন মহান্ত ও তাঁহাদের চেলা অবস্থিতি করেন। হনুমানগড়ে নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের মঠ। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কৃষ্ণদাসী, তুলসীদাসী, মণিরামী এবং জানকীশরণদাসী। নির্ব্বাণী আখড়ায় প্রায় ছয় শত চেলা আছে, তাহার মধ্যে প্রায় তিন শত চেলা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে।

রামঘাটে এবং গুপ্তঘাটে নির্ম্মোহী সম্প্রদায় বৈষ্ণবদিগের আখড়া। কথিত আছে, প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল জয়পুর হইতে গোবিন্দদাস নামে জনৈক বৈরাগী কতকগুলি নিষ্কর ভূমি পাইয়া অযোধ্যার রামঘাটে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর গুপ্তঘাটেও আর একটী আখড়া স্থাপিত হয়। বস্তি, মজপুর এবং গুদাবাদে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের নিষ্করভূমি আছে।

দিগম্বরী আর একটী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মঠ। প্রায় দুই শত বৎসর অতীত হইল শ্রীবলরাম দাস অযোধ্যায় আসিয়া সেই মঠ সংস্থাপন

করেন এই আখড়ায় ১৪।১৫ জনের অধিক চেলা থাকে না। ইহাদের নিষ্কর ভূমি আছে।

সুজা উদ দৌলার শাসনকালে বনরাম নামে জনৈক ব্যক্তি চিত্রকূট হইতে আসিয়া খাকী সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের আখড়া স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে, লক্ষ্মণ বনে যাইবার সময়ে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। তাই খাকী বৈরাগীরা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া থাকে। এই আখড়ায় প্রায় ১৮০ জন চেলা আছে। তাহার মধ্যে প্রায় ৫০ জন চেলা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে।

নির্ব্বাণী সম্প্রদায়ের আখড়া ও সুজা উদ্ দৌলার শাসনকালে স্থাপিত হয়। পুরুষোত্তম দাস মহান্ত কোটাবন্দী হইতে আসিয়া এই আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়ায় প্রায় পাঁচশতজন চেলা আছে। তাহারা সকলেই প্রায় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

মনসুর আলিখাঁর শাসনকালে রঞ্জিদান নামে জনৈক মহান্ত জয়পুর হইতে আসিয়া সন্তোষী সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেন। কিন্তু দুই জন মহান্তের পরে বৈরাগীরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, আখড়াও ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর সিদ্ধসিংহ নামক জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি পুরাতন মঠের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া একটী মন্দির স্থাপন করিলেন। অবশেষে কুশলদাস নামে জনৈক সন্তোষী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আসিয়া একটী অশোকবৃক্ষের মূলে বাস করিতেন। সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মহান্তের মৃত্যু হইলে রামকৃষ্ণ তথায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

সুজা-উদ্ দৌলার শাসনকালে শ্রীবীরমল দাস কোটা হইতে আসিয়া নির্ম্মোহী সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে এই আখড়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাহার পর নৃসিংহ দাস নামে আর একজন বৈরাগী আসিয়া বর্ত্তমান মন্দির স্থাপন করেন।

অযোধ্যায় ছয়টী জৈন মন্দির আছে। আদিনাথ জৈনদিগের প্রথম তীর্থঙ্কর। এই অযোধ্যা নগরীই তাঁহার জন্মস্থান। আবু পর্ব্বতে তিনি মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গ দ্বারের কাছে মুরাইতোলায় একটী স্তূপের উপর তাঁহার মন্দির আছে। মন্দিরের কাছে মুসলমানদের অনেকগুলি কবর এবং একটী মস্জিদও আছে। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথ। ইনিও অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া সমেতশিখরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইতোরা সরোবরের পশ্চিম ধারে ইঁহার মন্দির স্থাপিত আছে। অভিনন্দনাথ জৈনদিগের চতুর্থ তীর্থঙ্কর। ইনিও অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া পার্শ্বনাথপাহাড়ে দেহত্যাগ করেন। অযোধ্যার সরাইয়ের নিকট ইঁহার মন্দির আছে। ৫ম তীর্থঙ্করের নাম সুমতিনাথ। চতুর্দ্দশ অনন্তনাথ। অযোধ্যা ইঁহাদের সকলেরই জন্মস্থান এবং ইঁহারা সকলেই পার্শ্বনাথে মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। রামকোটের ভিতরে সুমতিনাথের মন্দির। অনন্তনাথের মন্দির গোলাঘাট নালার ধারে স্থাপিত আছে। এই পাঁচটী দিগম্বর জৈনদিগের। এতদ্ভিন্ন শ্বেতাম্বর জৈনদিগেরও একটি মন্দির আছে। জৈন মন্দিরগুলি অধিক প্রাচীন নয়।

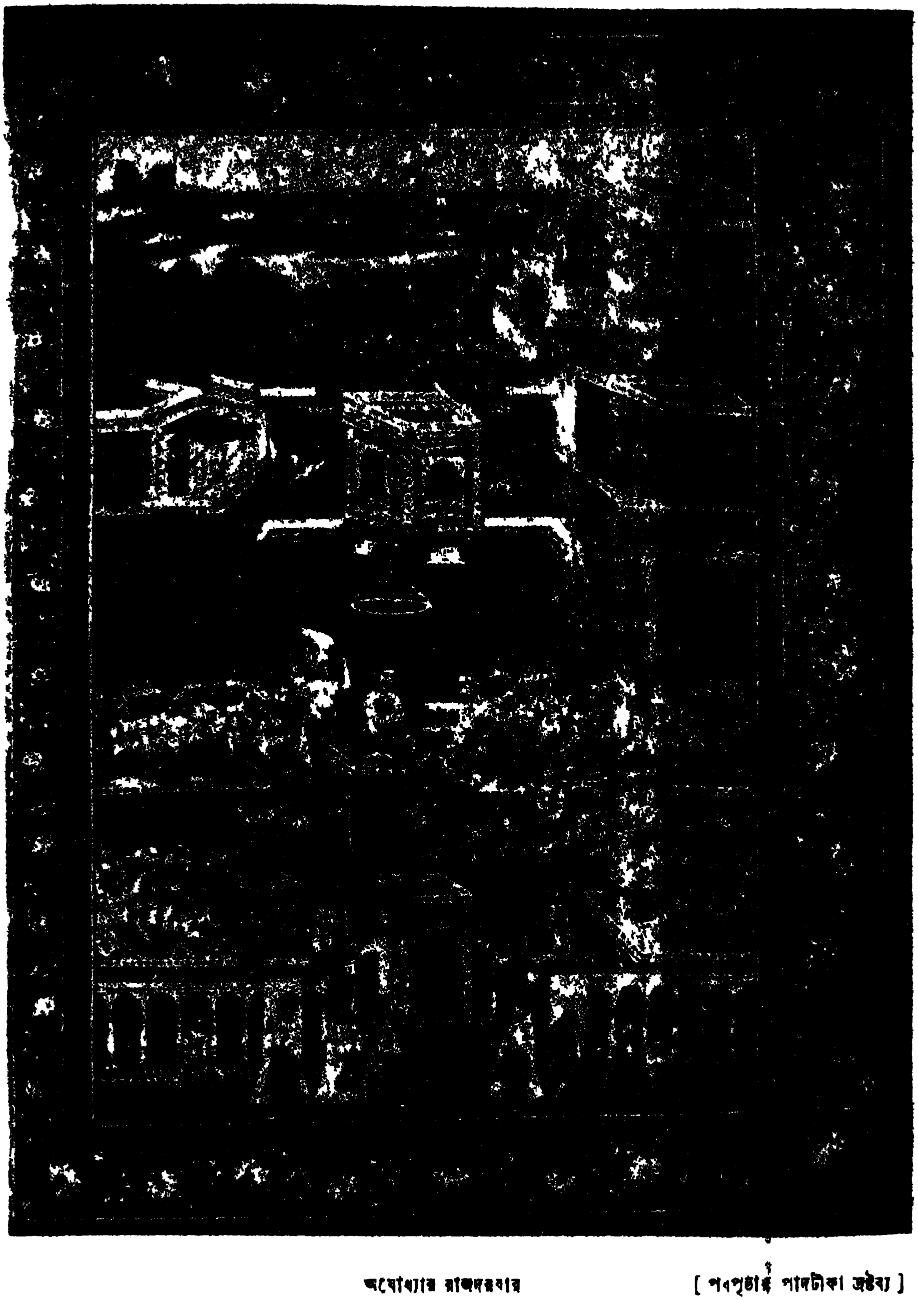
দর্শনসিংহের মন্দিরে একটী রক্তবর্ণ পাথরের মহাদেব আছেন। নর্ম্মদা নদীর প্রস্তর দিয়া সেই দেবমূর্ত্তি গঠিত করা হইয়াছে। মন্দিরটী চুণারের পাথরে নির্ম্মিত। এইখানে একটী বৃহদাকার ঘণ্টা আছে। ঘণ্টা বাজাইলে তাহার গম্ভীর নাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। রাজা দর্শনসিংহ এইরূপ একটী বড় ঘণ্টা প্রস্তুত করিবার জন্য নেপালের কারিকরদের কাছে লোক পাঠাইয়া দেন। ঘণ্টা প্রস্তুত হইল। কিন্তু নেপাল হইতে অযোধ্যায় আনিবার সময়ে পথে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং নেপালের নমুনা দেখিয়া বর্ত্তমান ঘণ্টাটী অযোধ্যাতেই ঢালাই করা হয়।

মণিপর্ব্বতের কাছে দুইটী কবর আছে। মুসলমানেরা বলেন যে, ঐ কবরে সেথ এবং জব পৈগম্বর সমাহিত আছেন। পূর্ব্বে এইখানে গণেশকুণ্ড নামে একটী কূপ ছিল। এখানে সোমগিরি নামে দুইটী ছোট ছোট স্তূপ আছে। সোমগিরি কি, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানিবার উপায় নাই।

বহু বেগমের কবর একটী উৎকৃষ্ট স্থান। বহু বেগম এবং অযোধ্যার নবাব ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্পত্তি হইতে তিন লক্ষ টাকা কবর নির্ম্মাণ করাইবার নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখা হইবে। তদ্ভিন্ন ঐ গোরস্থানে যে সকল দাস দাসী থাকিবে ও অতিথি ফকির আসিবে, তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহার জমিদারী হইতে বার্ষিক দশ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকিল। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বেগমের মৃত্যু হয়। কবরের কার্য্য আরম্ভ হইল কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটিতে লাগিল। শেষে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর কবর সম্পূর্ণ হয়। এখন কবর ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৪৮০৩ টাকা দেন এবং কবরের সংস্কারের নিমিত্ত ১০০০ টাকা রক্ষিত রাখেন।

অযোধ্যায় এখন সর্ব্বসমেত ৯৬টী মন্দির আছে, তাহার মধ্যে ৬৩টী বিষ্ণুমন্দির এবং ৩৩টী শিবমন্দির। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদের ৩৬টী মস্জিদ আছে। প্রতি বৎসর রামনবমীর সময়ে এখানে মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলায় অন্যূন ৫০০,০০০ লোকের সমাগম হয়।

অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যে গঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা এবং রাপ্তী — চারিটী নদীই প্রসিদ্ধ। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। এখানকার মৃত্তিকা বিলক্ষণ উর্ব্বরা। কিন্তু মূল্যায়



অযোধ্যার রাজদরবার

[পরপৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

অনেক স্থান উর্বরভূমি হইয়া যাইতেছে। যব, গম, ছোলা, ভুট্টা, তিল, সরিষা, বজরা, নানাবিধ চাউল, ইক্ষু, তামাকু, নীল, কার্পাস, সোরা, আম্র প্রভৃতি নানা প্রকার ফল এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে অপর্য্যাপ্ত লবণ প্রস্তুত হইত। এখন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে বনহস্তী, মহিষ, বাঘ, শূকর প্রভৃতি বন্য পশু অত্যন্ত উপদ্রব করিত। এখন আর প্রায় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ নীলগাও, হরিণ এবং ময়ূর উর্বরভূমিতে পালে পালে চরিয়া বেড়ায় এবং মধ্যে মধ্যে কৃষকের ক্ষেত্রে আসিয়া উপদ্রব করে। বৃন্দাবনের ন্যায় অযোধ্যাপুরীর ভিতরেও অসংখ্য বানর আছে। যাত্রীরা তাহাদিগকে ছোলা ও লাড্ডু খাইতে দেন।

অযোধ্যার অন্তর্গত খয়রগড়ের শালকাঠ অত্যন্ত বিখ্যাত। ঐ শালবন গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আছে। গবর্ণমেণ্টের লোকে শালগাছ কাটিয়া ঘর্ঘরা নদীতে মাড় বাঁধে। তাহার পর জল দিয়া ভাসাইয়া বাহারঘাটে লইয়া আসে। এইখানে সেই সকল কাঠ কলে চেরাই করা হয়। অযোধ্যার বনে নিস্তব গোল ও শিশু বৃক্ষও জন্মে।

অযোধ্যাকাণ্ড—প্রসিদ্ধ বাল্মীকীয় রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ড। ইহাতে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইতে আরম্ভ করিয়া বনে নির্ব্বাসন প্রসঙ্গে দশরথের মৃত্যু, রামের বনে ও সীতা সহ বনগমন, গুহক সংবাদ, চিত্রকূট দর্শন, ভরতের অযোধ্যা আগমন, রামবনবাসশ্রবণে ভরতের বিলাপ, রামদর্শনার্থ ভরতের বনযাত্রা, ভরদ্বাজ আশ্রমে গমন, রামদর্শন, পাদুকা লইয়া ভরতের প্রত্যাগমন, গুরুকে রাজ্যভার দিয়া ভরতের নন্দিগ্রাম গমন এবং চিত্রকূট হইতে রামের অত্রি আশ্রমে গমন প্রভৃতি বহু বিষয় ১১৯ সর্গে বর্ণিত আছে। [রামায়ণ দ্র°]

অযোধ্যা তালুক—অযোধ্যাপ্রদেশের তালুকদারী এষ্টেট। ফৈজাবাদ, গোণ্ডা, সুলতানপুর, বারবাঁকী এবং লক্ষ্ণৌ জিলার কতক অংশে স্থাপিত। ইহার পরিমাণ ৭৬২ বর্গমাইল। ইহার ভূমিরাজস্ব প্রায় ৫লক্ষ ৯০হাজার এবং প্রজা হইতে আদায়ী খাজনা প্রায় ১১লক্ষ। বখ্‌তাবরসিংহ নামক একজন ব্রাহ্মণ সেনানী এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি লক্ষ্ণৌতে বেঙ্গল অশ্বারোহী দলে চাকুরী করিতেন। সেই সময় নবাব সাদৎ আলী খাঁর সুনজরে পড়েন এবং তাঁহার অধীনে সৈন্যদলে রিসালদার নিযুক্ত হন। ইহার পর গাজীউদ্দীন হায়দরের অনুগ্রহে ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মুহম্মদ আলী শাহ এই উপাধি বংশানুক্রমিক করিয়া দেন। ইঁহার অনুগ্রহে ইনি ফৈজাবাদ জিলার মেহদৌনা তালুক প্রাপ্ত হন। বখ্‌তাবরসিংহ আউধ সরকারের প্রধান সামন্ত হন এবং স্যার উইলিয়ম স্লীমান যখন ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে আউধ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, ইনি তখন তাঁহার সাহায্য করেন। ইঁহার চতুর্থ ভ্রাতা দর্শনসিংহও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দর্শনসিংহ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ মানসিংহ বা হনুমানসিংহকে বখ্‌তাবরসিংহ দত্তক গ্রহণ করেন এবং উহাকে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাকে দিয়া যান। এই মানসিং আউধ সরকারে বড় চাকরী করিতেন। লর্ড ডালহাউসীর দত্তকনীতির ফলে মানসিংহ তাঁহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন এবং যখন সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয় তখন ইনি ফৈজাবাদে খাজনা না দেওয়ার অপরাধে বন্দী ছিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় ও ইংরাজরমণী ও শিশুদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ইহাকে অনুরোধ করা হয়। ইনি এই সকল রমণী ও শিশুগণকে তাঁহার শাহগঞ্জের দুর্গে আশ্রয় দেন এবং নিরাপদে ঘর্ঘরা পার করিয়া দেন, ইহার পর ইনি লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দেন। কিন্তু অক্টোবর মাসে স্যর জেমস্ উটরামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইনি তাহাদিগের সংস্রব ত্যাগ করেন। ইহার পর ইনি বহু ইউরোপীয় নরনারীর জীবন রক্ষা করেন এবং ঐ প্রদেশের বিদ্রোহদমনকল্পে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বহু সাহায্য করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ তাঁহার সম্পত্তি ফিরিয়া পান এবং তাঁহার সহায়তার জন্য 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। গোণ্ডার বিদ্রোহী রাজার সম্পত্তি তাঁহার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইনি আউধের তালুকদারদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও বিখ্যাত হইয়া উঠেন এবং ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায় যথেষ্ট

☞ পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছবিখানি অযোধ্যা দরবারের, কিন্তু অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের প্রকৃত রাজসভা নহে। কাশীর মহারাজের গ্রন্থাগারে তুলসীদাসের রচিত একখানি চিত্রিত রামায়ণ বা রামচরিতমানস আছে। উহার প্রতি পৃষ্ঠার সম্মুখভাগে রামচরিত্র অবলম্বনে এক একখানি চিত্র অঙ্কিত আছে। এইখানি পঞ্চশতাধিক চিত্রপূর্ণ। চিত্রগুলি সুন্দরভাবে অঙ্কিত। তৎকালে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে এ চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান চিত্রখানি ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রাজদরবারের ছায়া অবলম্বনে চিত্রকর ইহার আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন। সম্মুখের প্রবেশদ্বার এবং তাহার দুইপার্শ্বে স্তম্ভ ও গম্বুজযোগে রাজভবন চারিদিক্‌ দালান মুসলমান যুগের সুবৃহৎ মসজিদ বা মসোলিয়মের গঠননৈপুণ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে ছত্রতলে স্বতন্ত্র সিংহাসনে পারস্য রাজা (রাম) উপবিষ্ট। পার্শ্বে চামর পরিচারক। বামে ও দক্ষিণে স্বতন্ত্র আসনে মুকুটধারী সভ্য রাজন্যবৃন্দ তাহার নিম্নে অমাত্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের স্বতন্ত্র আসন। সভামণ্ডপের উপর উদ্যান প্রাঙ্গণ উৎপরে প্রাসাদ। উহার শিল্পনৈপুণ্য পাশ্চাত্য ভাস্করের অট্টালিকার মত। অদূরে প্রান্তর, হ্রদ ও উপবন দিয়া চিত্র এবং আকাশ ইউরোপীয় চিত্রপ্রণালী অবলম্বনে প্রতিফলিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের 'রামের বাল্যজীবন ও চিত্রকূটে অবস্থান' চিত্র উল্লেখযোগ্য।

সাহায্য করেন। সেই জন্য ইঁহাকে K. C. S. I উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে কিছুকাল ইঁহার সম্পত্তি "ভাসুকদার রিলিফ এক্ট" অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়। দীর্ঘকাল মোকদ্দমার পর এই সম্পত্তি মানসিংহের দৌহিত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ কে, সি, আই, ই, প্রাপ্ত হন, ইনি মহারাজা উপাধি পাইয়া ছিলেন। ইম্পিরিয়াল ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ইনি ১৯০৭ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

অযোধ্যাধিপতি—(পুং) অযোধ্যার রাজা। বিশিষ্ট অর্থে দশরথাত্মজ রামচন্দ্র।

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী—সঙ্গীতরচয়িতা। ইনি একজন বিশেষ পণ্ডিতও ছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ইনি সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

অযোধ্যানাথ রায়, কবিচন্দ্র—এক গ্রন্থকার। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'সত্যনারায়ণের কথা', 'গঙ্গার বন্দনা', 'দাতাকর্ণ', 'জগদক্ষিণা' প্রভৃতি।

কেহ কেহ এই অযোধ্যারামকেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ এই অযোধ্যা অপর ব্যক্তি।

অযোধ্যাপুর—বেহার প্রদেশবাসী সোণার জাতির একটী থাক বা শ্রেণী।

অযোধ্যাপুর (পুরী)—প্রাচীন কোশলরাজ্যের রাজধানী। অযোধ্যানগরী। [অযোধ্যা দ্র°]

অযোধ্যাপ্রসাদ—রসতরঙ্গিণীটীকা ও নৌকা নামী বৃত্তরত্নাকর টীকাপ্রণেতা। ২ ভুবনদীপক নামক জ্যোতিগ্রন্থের টীকারচয়িতা।

অযোধ্যাপ্রসাদ বাজপেয়ী—একজন হিন্দী কবি। সংস্কৃত সাহিত্যেও ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। যুক্ত প্রদেশের রায়বেরেলী জেলার সাতনপুর গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচনা সুমিষ্ট, সরস, ভাবোদ্দীপক ও চমৎপ্রদ। ছন্দানন্দ, সাহিত্যসুধাসাগর ও রাম-কবিতাবলী প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। শিবসিংহের উক্তি হইতে জানা যায় ইনি মোহান্ত রঘুনাথ দাস ও চন্দ্রপুররাজ জগমোহন সিংহের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অনেক কবিতায় ইনি আপনার ছদ্মনাম 'অবধ' দিয়াছেন।

অযোধ্যারাম—(আজু গোসাঁই)। অযোধ্যারাম গোস্বামীর নিবাস হালিসহরে। তাঁহার পিতার নাম রামরাম গোস্বামী। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। আজু গোসাঁই তেমন প্রসিদ্ধ লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র একটু কৌতুকাবহ বটে। তিনি কতকটা পাগলের মত ছিলেন; কিন্তু সেই পাগলামীর ভিতরে একটু কবিত্বশক্তি ছিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনও হালিসহর-নিবাসী; অতএব উভয়েই এক গ্রামের লোক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হালিসহরে আসিলে দুই জনকে আপনার কাছে ডাকাইয়া কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলে আজু গোসাঁই বিদ্রূপ করিয়া সেই গানের উত্তর দিতেন। রামপ্রসাদের একটী গানে আছে—

"মায়া-তায়-সাগরে তোমরা রে মন,
কেন আর বেড়াও ভেসে।" ইত্যাদি।

আজু গোসাঁই কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সমুখে উত্তর দিয়াছিলেন,—

"এতে তোমার কোপো নাড়ী,
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি,
হলে পরে জরজারি,
যেতে হবে যমের বাড়ী।"

রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তনে লিখিত আছে,—

"গিরিশ-গৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
কটিতে কিঙ্কিণী কাটি প্রথম বয়েস।
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনি মোর বেণু।"

আজু গোসাঁই বিদ্রূপ করিয়া ইহার উত্তর দিয়াছিলেন,—

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে?"

রামপ্রসাদ সেন ও আজু গোসাঁইয়ের মধ্যে এইরূপ বাক্‌চাতুরীর অনেক গল্প আছে। অযোধ্যারাম নামে আরও একজন ব্যক্তি সত্যনারায়ণের কথা রচনা করিয়াছিলেন। [তিনি তাদৃশ] প্রসিদ্ধ নহেন।

অযোধ্যাবাসিন্—(ত্রি) অযোধ্যা প্রদেশে বাসকারী। অযোধ্যাবাসী অনেক ব্রাহ্মণ আপনাদের 'অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত করেন।

অযোধ্যাবাসী—বেহারবাসী কেওট, কুমার ও সোণারদিগের একটী থাক।

২ যুক্তপ্রদেশের বেণিয়াদিগের (বৈশ্য) একটী থাক। আগ্রা ও আলাহাবাদ জেলায় ইহাদের বাস আছে। ফতেপুর জেলায় এই শ্রেণীর অপর এক শাখা আপনাদের আউধিয়া বা অযোধ্যা বলিয়া পরিচিত করে; কেহ বা আপনাদের স্পষ্টতঃ অযোধ্যাবাসী বা অবধপুরী বলিয়া থাকে। [আউধিয়া দ্র°]

অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়—একজন হিন্দী পণ্ডিত। ইনি প্রথমে ব্রজভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া তিনি সংস্কৃত বৃত্তে "প্রিয়প্রবাস" নামক হিন্দী

কবিতা রচনা করেন। উহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তি ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা তাঁহাকে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল, তাহাতে হিন্দীসাহিত্য বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

অযোনি—(স্ত্রী) যোনি ভিন্ন অন্য স্থান। (মনু ১১.১৭৪) (ত্রি) [নাস্তি যোনিরুৎপত্তির্যস্য, নঞ্‌-বহুব্রী] ২ অজাত, নিত্য। (কুমার ২.৯) ৩ কুৎসিত যোনি, অপবিকৃত জননদ্বার। (মহাভা° ১৩.২৭ ২০) ৪ যে গর্ভসম্ভূত নহে। ৫ আদিম। (পুং) ৬ পদ্মযোনি ব্রহ্মা। ৭ শিব। ৮ মুষল।

অযোনিক—(ত্রি) [ন আয়াতা যোনির্যস্য, নঞ্‌-বহুব্রী কপ্‌] যাহার উৎপত্তির কারণ কথিত হয় নাই তাদৃশ প্রস্তরপ যজ্ঞপাত্র বিশেষ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৯.৫.২৩)

অযোনিজ—(ত্রি) [ন যোনের্জায়তে জন-ড, ৫-তৎ] যোনি হইতে যাহা জন্মে নাই। শুক্র-শোণিত ব্যতিরেকে উৎপন্ন। (রঘু ১১.৪৬)

যাহার শুক্রশোণিত প্রভৃতির দ্বারা জন্ম হয় নাই, যেমন কৃমি, মশক প্রভৃতি। বৈশেষিক সূত্রে লিখিত আছে—"শরীরং দ্বিবিধং যোনিজমযোনিজঞ্চ" (বৈ সূ) অর্থাৎ শরীর দুই প্রকার যোনিজ ও অযোনিজ। বরুণ, আদিত্য ও বায়ুলোক প্রভৃতিতে যাহারা জন্মায়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরধারী তাঁহারাই অযোনিজ আর যাহারা শুক্রশোণিতসমূহে জন্মগ্রহণ করে তাহারা যোনিজ। অনেক দেবতা এবং ঋষি অযোনিজ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন কারণ "ব্রহ্মণো মানসাঃ" এই বচনই ইহার প্রকৃত প্রমাণ। এখানে আপত্তি হইতে পারে—কারণ ব্যতিরেকে কি করিয়া কার্যের উৎপত্তি হয়? বাস্তবিক এখানে 'যোনি' শব্দের অর্থ কারণ নহে। শরীরের অংশগত জননদ্বার, শুক্র, শোণিত প্রভৃতি বুঝায়।

যোনিজও দুই প্রকার—জরায়ুজ ও অণ্ডজ। মানুষ, পশু, মৃগ প্রভৃতি জরায়ুজ এবং পক্ষী, সর্প প্রভৃতি অণ্ডের দ্বারা জন্মে বলিয়া অণ্ডজ নামে অভিহিত। সর্প, কীট, মৎস্য প্রভৃতির সর্পণ স্বভাব বলিয়া সরীসৃপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [জীব ও প্রাণী দ্র°] ২ ব্রহ্মার মানস জাত মনু নারদাদি। ৩ যাহা আপনি উৎপন্ন হয়। (পুং) ৪ বিষ্ণু।

অযোনিজত্ব—(ক্লী) যোনি হইতে উৎপন্ন না হইবার ভাব।

অযোনিজেশ—(পুং) শিব।

অযোনিজেশ্বর—অযোনিজেশ্বর নামক তীর্থক্ষেত্রের মহাদেব মূর্তি।

অযোনিশ্বের তীর্থ—একটী প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র।

অযোনিসম্ভব—(ত্রি) জীবযোনি হইতে যাহা উৎপন্ন নহে। [অযোনিজ দ্র°]

অয়োপাষ্টি—(ত্রি) লৌহনখবিশিষ্ট। ২ লৌহনির্মিত পাষ্টি বা পথের অগ্রচক্রের ফলকবিশেষ।

অয়োময়—(ত্রি) [অয়সো বিকারঃ বিকারে ময়ট্] লৌহ বিকারজাত অস্ত্রাদি। (মনু ৮.৩১৫)

অয়োমল—(ক্লী) [অয়সো মলমিব, ৬-তৎ] লৌহকিট্ট। মণ্ডুর। লোহার গু। লোহা পোড়াইলে কামার হইতে যে বস্তু বাহির হয়, তাহার নাম লোহার গু। ইহার গুণ লৌহের মত। এক শত বৎসরের লৌহমল উত্তম, আশি বৎসরের লৌহমল মধ্যম, আর ষাট বৎসরের লৌহমল অধম।

অয়োমুখ—(ক্লী) [অয়োবিকাররূপং মুখং যস্য] লাঙ্গলাদি। (মনু ১০.৮৪) (ত্রি) ২ যাহার আগায় লৌহ থাকে; যেমন ঢেঁকীর মোনা প্রভৃতি। ৩ লৌহতুল্য কঠিন মুখযুক্ত পক্ষী প্রভৃতি। (অথর্ব ১১.১০ ৩) (পুং) ৪ অসুরবিশেষ।

অয়োমুখ,—কশ্যপ হইতে দনু যে বংশপিত শতপুত্র লাভ করেন, 'অয়োমুখ' তন্মধ্যে অন্যতম। (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি, ৬ অধ্যায় ৫০শ্লোক)

অয়োমুখ,—রাক্ষসবিশেষ। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণকালে ইহাকে নিহত করিয়াছিলেন। (রামায়ণ)

অয়োমুখী—অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থ মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট মাতৃকাগণের অন্যতমা (মৎস্যপুরাণ) [অন্ধকাসুর দ্র°]

২ কলির পুত্রবধূ। কলির প্রথমা পত্নী নিকৃতির গর্ভে বিঘ্ন, সন্ত্রম, শোক ও বিষম নামে চারি পুত্র জন্মে। বিঘ্নের পত্নীর নাম অয়োমুখী। (বায়ুপুরাণ)

অয়োমূর্তি—স্বারোচিষ মনুর অন্যতম পুত্র। [স্বারোচিষ মনু দ্র°]

অয়োরজ, অয়োরজস্—(ক্লী) লৌহকিট্ট।

অয়োরস—(পুং) লৌহমল (শুক্লযজু. ১১ ৫৪) [অয়োমল দ্র]

অয়োবস্তি—(পুং) বস্তিকর্মবিশেষ। চরকপ্রকাশে লিখিত আছে,—এরণ্ডমূলের রস নিষ্কাশন করিয়া তাহাতে মধু, তৈল ও অন্ন সৈন্ধব সংযোগ করিবে। তৎপরে বচ ও পিপ্পলী ফল কিঞ্চিৎ মিশাইয়া অয়োবস্তি প্রয়োগ করিবে।

অয়োবাহু—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে একজন। (মহাভা)

অয়োবিকার—(পুং) লৌহের বিকার। লৌহনির্মিত অস্ত্র, যন্ত্র ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি।

অয়োহত—(ত্রি) লোহার উপর নকাশী কার্য্যকারী। ২ স্বর্ণকার খনিত। (ঋক্ ৯.১.২)

অয়োহনু—(ত্রি) লৌহনির্মিত হনুবিশিষ্ট। ২ স্বর্ণনির্মিত হনু। (ঋক্ ৬ ৭১.৪)

অযোহৃদয়—(ত্রি) [অয়োবৎ কঠিনং হৃদয়ং মনো যস্য ; বহুব্রী] কঠিন চিত্ত, নির্দ্দয়চিত্ত, দয়াশূন্য। (রঘু ৯.৯)

অযৌক্তিক—(ত্রি) যাহা যুক্তিযুক্ত নহে। ২ অননুরূপ। ৩ অসমান। ৪ অযোগ্য।

অযৌগপদ্য—(ক্লী) অসমকালীন অস্তিত্ব। যাহা এক সময়ে থাকে না।

অযৌগিক—(ত্রি) নিয়মিত ব্যুৎপত্তিহীন।

অযৌধিক—(পুং) যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। যে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করে না। ২ যে যোদ্ধা অন্যের সমকক্ষ নহে।

অয্মন্—(ত্রি) [অয়-মনিন] গমনকর্ত্তা। [অযাতে গম্যতেহনেন মনিন] ২ গমনের সাধন শকটাদি।

অয্যজীভট্ট—সুবোধিনী নাম্নী রামগীতার টীকাপ্রণেতা। ইঁহার নিবাস বীরপুর এবং ইনি জ্ঞানানন্দের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার রচিত শিবগীতার একখানি টীকা পাওয়া যায়।

অয্যন ১ম—বাদামীর পশ্চিম চালুক্যবংশীয় একজন সামন্তরাজ। ইনি রাজা কৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় ভাগ্যোন্নতি করিয়াছিলেন। [বাদামী দ্র°]

অয্যনার—দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়রাজ্য-প্রথিত এক দেবতা। ইনি আর্য্য, হরিহরপুত্র ও শাস্তা নামেও প্রসিদ্ধ। তামিল দেশের প্রত্যেক মন্দিরের কোণে এইরূপ শাস্তামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। ইহা উত্তর ভারতের দণ্ডধর মূর্ত্তির অনুরূপ। এই মূর্ত্তি দ্বিভুজ, মুকুটধারী এবং হস্তে ধনুর্ব্বাণ। কোথ ও এই মূর্ত্তি পদ্মাসনে দণ্ডায়মান, কোথাও পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কোথাও বা গজারূঢ় দেখা যায়। [শাস্তা দ্র°]

অয্যনোরু—দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়তদিগের পুরোহিতসম্প্রদায়। ইহারা "আরাধ্য" ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন এবং নিম্নশ্রেণীর বলিয়া গণ্য, কিন্তু ইহারা অন্নাদি নিকৃষ্টবর্ণের সহিত একত্র আহার করে না। ইহাদের আচার ব্যবহার সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র। [লিঙ্গায়ত দ্র°]

অর—(পুং) [অর্য্যতে গম্যতেহনেন ইয়র্ত্তেঃ অচ্ছান্তর্না অপ্]। জৈনদিগের অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর। ২ জৈনদিগের কালচক্রের দ্বাদশাংশ। ইহা অবসর্পিণী কালের ষষ্ঠভাগ। দশকোটি কোটিসাগর বর্ষে জিনদিগের এক একটী অবসর্পিণী কাল হইয়া থাকে। ৩ চক্রের নেমির অর্থাৎ গোলবেড়ের ও নাভির মধ্যস্থিত কাষ্ঠ। (ঋক্ ১.১৬৪.১৩) ৪ ব্রহ্মলোকস্থিত কোন সমুদ্র। ৫ শৈবাল। ৬ পর্পট। ৭ কোণ। ৮ চক্রাঙ্গ, চাকার পাখী। (ত্রি) ৯ শীঘ্র ১০ শীঘ্রগ। ১১ শীঘ্রতাদিগুণযুক্ত। (ঋক্ ৩.১০.৬)

[অরনাথ দ্র°]

অরইল—যুক্তপ্রদেশের আলাহাবাদ জেলার একটী তহশীল। যমুনা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত কুর্চ্চোনা ইহার সদর। এই কারণ ইহা কুচ্চোনা তহশীল নামেও অভিহিত হয়। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে।

২ উক্ত আলাহাবাদ জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের সন্নিকটে যমুনার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। সুপ্রাচীন হিন্দু যুগে প্রয়াগসঙ্গমে এই নগর সমৃদ্ধ ছিল, কালে উহার প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। মুগল সম্রাট আকবর উহার কতকাংশ পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া অলালাবাদ নাম দেন। পরে সে সমৃদ্ধিও নষ্ট হয় এবং উহা ক্রমে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়া পড়ে। এখন স্থানবাসীরা অলালাবাদের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে।

অরং—মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুর জেলা ও তহশীলের সহর। অক্ষা° ২১ ১২' উঃ, দ্রাঘি° ৮১ ৫৯' পূঃ। ইহা রায়পুর সহর হইতে ২২ মাইল দূরে সম্বলপুর রাস্তার ধারে অবস্থিত। মহানদী ইহার দুই ক্রোশ দূরে প্রবাহিত। এক সময়ে ইহা একটী বৃহৎ সহর ছিল বলিয়া মনে হয়। সহরের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি সুদৃশ্য জলাশয় ও আম্রকুঞ্জ এবং তাহার মধ্যে মধ্যে হিন্দু এবং জৈন-মন্দির এবং ভাস্কর্য্যের বহু চিহ্ন বর্ত্তমান। জগন্নাথতীর্থে গমনকালে যাত্রীরা এখানকার প্রসিদ্ধ বাগেশ্বর মন্দির দর্শন করিয়া থাকে।

অরক্—(ক্লী) শৈবাল। ২ জৈনদিগের সময়ের বিভাগ বিশেষ। ৩ চক্রের সকথি। ৪ আসব, চলিত আরক। ৫ রস। ৬ স্বেদ।

অরকট (অরুকত্তু)—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা ও তালুক। [আর্কট দ্র°]

অরকতপুব—হাথিগুম্ফা শিলালেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা খারবেল অরকতপুর জয় করিয়াছিলেন। এই স্থানে বিদ্যাধরেরা বাস করিত। ইহারা ভোজ-রাজা দেখাইত। উচ্চারণগত হিসাব ধরিতে গেলে ইহাকে বর্ত্তমান আর্কটের সহিত অভিন্ন বলা চলে।

অরকান্—বৃটিশ শাসিত বর্ম্মা র জোর একটী বিভাগ।

[আরাকান দ্র°]

অরকেরে—মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার অষ্টগ্রাম তালুকের একটী হোবলী। অরকেরে ইহার প্রধান নগর।

অরক্ত—(পুং) লাক্ষা।

অরক্ষণীয়া, অরক্ষিণী—(স্ত্রী) [ন রক্ষ্যতে ন রক্ষিতুং শক্যা বা রক্ষ-অনীয়র্ বা, নঞ্-তৎ] অবিবাহিতা দশম বৎসরের অধিকবয়স্কা বালিকা।

অরক্ষস্—(ত্রি) [নাস্তি রক্ষো রক্ষস্তুল্যং বাধকং যস্য, বহুব্রী] বাধকরহিত। (ঋক্ ২.১০.৫)

অরক্ষিত—(ত্রি) যাহাকে রক্ষা করা হয় না। যে রক্ষাধীন নহে। ২ অনাশ্রিত। ৩ অশরণ। ৪ অপরিপোষিত।

অরক্ষিত দাস (ভীম ভোই)—উৎকলের ঢেঙ্কানল রাজ্যে জুরন্দাগ্রামে কন্ধবংশে অন্ধরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাস তাঁহার সম্পূর্ণনাম। তিনি গ্রামবাসীর বিশেষতঃ নিকট প্রতিবেশীর শস্যাদি ঝাড়িয়া এবং অন্যান্য দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি সর্ব্বদাই মুখে ঈশ্বরের নাম লইতেন এবং তাঁহার মন সর্ব্বদাই সেই নাথপ্রভুর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। এইরূপে অতিকষ্টে জীবনের পঞ্চবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া জীবনে বীতরাগ হইয়া তিনি আত্মহত্যা করিবেন মনস্থ করিলেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে জীবনের শেষ করিবেন বলিয়া পতিত হইলেন। গ্রামবাসীরা এইরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অরক্ষিতদাসকে রক্ষা করিবার জন্য সেইস্থানে সমবেত হইল এবং অনেক যুক্তিতর্কদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ স্বশরীরে অরক্ষিত দাসের সমীপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে চক্ষুদান ও রক্ষা করেন এবং তাঁহাকে অলেখ ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিবার আদেশ করেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া অরক্ষিত দাস কৌপীন পরিধান করিলেন। তখন প্রভু আদেশ করিলেন যে তিনি সকলের নিকট হইতে অন্নভিক্ষা করিবেন এবং কেহ তণ্ডুল দিতে চাহিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি মহিমা ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর অরক্ষিত দাস কৌপীন পরিধানপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে প্রচার এবং শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু ইনি তণ্ডুল গ্রহণ না করায় সকলেই তাঁহার অন্নভিক্ষার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল যে তিনি পূর্ব্বতন জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তখন গ্রামবাসীরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ও প্রচার বন্ধ করিবার জন্য অরক্ষিত দাসকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া কৌপীন ত্যাগ করিলেন এবং কপিলাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রভু বলিলেন যে তোমার এখনও সিদ্ধিলাভ হয় নাই। কারণ তোমার ঐরূপ প্রচারের জন্য প্রহার করাতে কেন গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিলে? পরে অরক্ষিত দাস প্রভুর নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিদ্ধযোগী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তখন প্রভু আদেশ করিলেন যে তোমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। এখন আর তোমার ভ্রমণদ্বারা প্রচার করিতে হইবে না। এখন তুমি শ্লোক রচনা কর এবং তাহা দ্বারা প্রচারকার্য্যে সফলতা লাভ কর। এই প্রচারকল্পে তিনি অনেক আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেন। তন্মধ্যে [illegible] ভাগবত, মহিমণ্ডলগীতা এবং ভজন-পদাবলী উল্লেখযোগ্য।

নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি সত্যের অনুসন্ধানে রত ছিলেন এবং পরে তাঁহার প্রচার দ্বারা সহস্র সহস্র নরনারী মহিমাধর্ম্মে দীক্ষিত এবং তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

একদা অরক্ষিতদাস ও কাশবালীর [illegible] অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে পুরীর জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ ও বুদ্ধের মূর্ত্তি উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। যশোবন্তী মালিকায় তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। এই ঘটনা পুরীর রাজা দিব্যসিংহদেবের রাজত্বকালে ঘটে। জগন্নাথদেবের ভক্তগণের সহিত অরক্ষিতদাস ও শিষ্যগণের এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয় পক্ষের অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে। পরে অরক্ষিতদাস বুঝিতে পারিলেন যে প্রাণীহিংসা এবং ঐরূপ আচরণ মহিমা ধর্ম্মের নাম কলঙ্কিত করিতেছে, তাই তাঁহার শিষ্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। অনেক যোদ্ধাকে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করেন ও পরে এ প্রকার গোলমাল থামিয়া যায়। এই যুদ্ধের পর অনেকে বৃটিশ সরকারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অনেকে উৎকলের গড়জাত প্রদেশে আশ্রয় লইয়া নিষ্কৃতি পায়* [অলেখধর্ম্ম দ্র°]

অরথ—বাঙ্গলা ও বেরারবাসী এক কৃষিজীবী জাতি। ইহারা পাসি বা বাহেলিয়াদিগের এক শাখা বলিয়া মনে হয়। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ইহারা পাসি জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

প্রবাদ, একদিন পরশুরাম সমুদ্রে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে একটী জোঁক তাহার পা কামড়াইয়া ধরে। স্নানান্তে তীরে উঠিয়া পরশুরাম দেখিলেন ঐ ক্ষত হইতে অবিরত রক্ত ঝরিতেছে, তখন তিনি ঐ রক্ত মুছিবার অভিপ্রায়ে যেমন পুঁছিয়া দিবেন অমনি উহা দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ রক্তের প্রথমাংশে পাসি এবং দ্বিতীয়াংশে অরথ জাতির উৎপত্তি হয়। আর একটী গল্পে আছে পরিশ্রান্ত পরশুরামের ঘর্ম্ম হইতে পাসির জন্ম হয়। পরে ঐ ঘর্ম্মজাত পাসি পরশুরামের ধনুক লইয়া পশু শীকার করিলে তিনি কুপিত হইয়া অভিশাপ দেন। তাহার ফলে তাহার বংশধরগণ শূকর চরাইতে অভ্যস্ত হয়।

পরে এক সময়ে পরশুরাম পাসিদিগকে সৈন্যরূপে সঙ্গে লইয়া কোন যুদ্ধে গমন করেন। পাসিগণ ভয়ে পলাইয়া নিকটস্থ অরহর ক্ষেত্রে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে। প্রাণভয়ে ভীত এই পাসিরাই পরে অরথ নামে খ্যাত হয়।

* N. Vasu Modern Buddhism and its followers, pp 153-171

ইহারা অনার্য্য হইলেও অনুকরণে অর্দ্ধ হিন্দু হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইহাদের বিবাহপ্রথা আদৌ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে নহে। ইহারা অধিকাংশ খাসি ও শূকর চরায়, কিন্তু চামারদিগকে স্পর্শ করে না।

বান্দা জেলার অরখেরা কতকটা গোঁড় জাতির সংশ্লিষ্ট। এখানকার অরখেরা অন্য জাতি হইতেও কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। মাড়িয়া, ভেকার, ভেলনী, গোদার, বরই, নবার ও চোরনিউ নামে ইহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ আছে। ঐ সকল থাকের লোকেরা যথাক্রমে তিন চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ও বারটী দেবতার উপাসনা করে। সমান সংখ্যক দেবতার উপাসনাকারীদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না। গোঁড়দিগের মধ্যেও এই প্রথা বলবৎ। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন বনচারী গোঁড় ও পাসির পরস্পর সম্ভাবে ও সংশ্রবে এই অরখ শাখার উদ্ভব হইয়াছে। মূল শাখার পাসিরা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে; পক্ষান্তরে ইহারাও আপনাদিগকে স্বতন্ত্র শাখা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ইহারা আপনাদের পুত্রকন্যাদিগের গোঁড় নাম দিয়া থাকে।

ইহারা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী মারুতী মন্দিরে অথবা হোলীপর্ব্বে যেখানে চাচড় (বহ্ন্যুৎসব) হয় সেই খানে বরকন্যা লইয়া বিবাহ দেয়। কন্যাপণ ২৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা।

বিধবার বিবাহে বিশেষ কোন নিয়ম নাই। দ্বিতীয় স্বামী বিবাহার্থী বিধবার গৃহে যায় এবং সেইখানে উভয়ে একত্র স্নান করিয়া দুই খানি চৌকীতে বসে। পাশে একটী তুলার গাছ পুঁতিয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় স্বামী বিধবার গলায় পাঁচনরী কাল পুঁথির মালা পরাইয়া দিলে বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টির পর ঐ দিনে মৃতের শববহনকারিগণকে ভোজ দেওয়া হয়। ইহারা অতি নিম্নশ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহাদের স্পর্শে অস্পৃশ্যতাদোষ ঘটে না। উত্তর ভারতের যুক্তপ্রদেশের বহুস্থানে এই অরখ জাতির বাস আছে। অযোধ্যা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহেই অধিক। ইহারা কৃষিকার্য্য ও মজুর খাটিয়া দিনযাপন করে।

ইহারা পরশুরাম হইতে আপনাদের উৎপত্তি স্বীকার করে এবং কি কারণে পাসি হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহার উপাখ্যান উপরে বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌবাসী অরখদিগের কিংবদন্তী স্বতন্ত্র। তাহারা বলে যে, চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা তিলকচাঁদ সূর্য্যের (অর্ক) উপাসক ছিলেন। ইহা হইতে তদ্বংশীয়গণ অর্কবংশী নামে আখ্যাত হয়, পরে চলিত কথায় অরক্ বা অরখ নামে পরিচিত হইয়াছে। মূলরাজবংশের একটী শাখা আপনাদের রাজপাসী বলিয়া ঘোষণা করে।

প্রাচীন কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, এক সময়ে হর্দোই জেলার অরখেরা ঠঠেরাদিগের সহিত প্রতিপক্ষতা করিত। সাণ্ডিহিয়া ও মালিহিয়া (সাণ্ডীলা ও মালীহা) নামক দুই অরখ ভ্রাতা আপনাপন ভুজবলে দেশ অধিকার করিয়া রাজ্যপাট স্থাপন করেন (হর্দোই জেলার সাণ্ডীলাপূর্ব্ব, পরগণা সাণ্ডিল পরগণা) এবং লক্ষ্ণৌর মলীহাবাদ পরগণা উক্ত উভয় ভ্রাতা স্বনামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া দিল্লীশ্বর নাসির উদ্দীনের সেনাপতি সৈয়দ মখদুম আলাউদ্দীন শাহ্ তাঁ আক্রমণ করেন। অরখেরা পরাজিত বা বিপর্য্যস্ত হইলেও পদানত হয় নাই। এখনও রাপ্তীনদীতীরবর্ত্তী অরখ ভূস্বামীরা সাণ্ডিল রাজবংশের কীর্ত্তিগাথা স্মরণ করাইয়া থাকে।

পদবী হইতে ইহাদের শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কানপুরবাসী অরখদিগের মধ্যে অহের, খাওয়ার, খিদমতিয়া, চোপদার, অধিরাজ (অধিক্), ভগুর, ও বচ্ছাড় পদবী দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত দুইটী পদবী গোয়ালা ও বচ্ছাল রাজপুতদিগের অনুকরণে গৃহীত। খিদমতিয়া, চোপদার প্রভৃতি মুসলমানরাজদত্ত পদবী হইতে সংগৃহীত এবং অধিরাজ বা অধুর্জগণ আপনাদের ব্রাহ্মণ হইতে উৎপত্তি কল্পনা করিয়া সাধারণ অংশ হইতে আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা ভিন্ন, ইহাদের মধ্যে স্থানগত পার্থক্যও আছে। শাহজাহানপুরের অরখেরা আপনাদের বতন জাট বলে। কানপুরে বলহর ও সুপাভগৎ, বস্তি জেলায় মহরি ও সরযূপারী, লক্ষ্ণৌ, উনাও, সীতাপুর ও হর্দোই জেলায় জৌকিয়া শ্রেণীর অরখদিগের বাস আছে। আবার গোণ্ডা জেলায় অধুর্জ বাগড়ী ও বৈশবার এবং হর্দোই জেলায় ঘোষা শ্রেণীর অরখ দেখা যায়।

সাধারণতঃ অরখেরা এক বিবাহের পক্ষপাতী, বহুবিবাহ রীতি নিন্দ্য। ধরৌণা প্রথাতে বিধবার বিবাহ হয় এবং অবস্থাপন্ন লোকে ধরৌণা প্রথায় গৃহে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে সক্ষম। ধরৌণা বিবাহে অগ্নি পরিক্রমণ করিতে হয় না।

বাল্য ও যৌবন উভয় প্রকার বিবাহই ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। এক ঘরে দুইবার পুত্র বা কন্যার বিবাহ দিবার নিয়ম নাই। যথারীতি শাস্ত্রানুকরণে কন্যার বিবাহ হয়। বিবাহের পর কন্যাকে বাহিরে আনিয়া বরপক্ষীয় সকলকে দেখান হয়। কন্যাকে বিবাহান্তে স্বামীর গৃহে যাইয়া বাস করিতে হয়। স্বামিগৃহে প্রথম পদার্পণের পর দিবসেই "পাকস্পর্শ"। ঐ দিন বর পক্ষের আত্মীয়েরা নিমন্ত্রিত হইয়া বরের বাটীতে আসিয়া

সমবেত হয় এবং কন্যার রাঁধা অন্নব্যঞ্জনাদি খায়। পরে সকলেই তাহাকে কিছু কিছু যৌতুক দিয়া থাকে।

বিধবারা দেবরকে বিবাহ করিতে পারে এবং ইচ্ছামত অপরকে বিবাহ করিতেও অধিকারী। পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত নাবালক পুত্র থাকিলে মাতা দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে লইতে বাধ্য, কিন্তু বড় পুত্রকে সে তাহার পিতৃগৃহে ছাড়িয়া যায়। যদি সে দেবর ভিন্ন অন্য বৈদেশিককে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে স্বীয় পূর্ব্ব স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয় না।

সাধারণ বিবাহপ্রথাকে "চর ঢাবা" বলে। ইহাতে বরকে কন্যাগৃহে লইয়া শাস্ত্রমতে বিবাহ দেওয়া হয়। ইহা প্রায় ধনী লোকের মধ্যেই দেখা যায়। দরিদ্র লোকেরা কন্যাকে বরের ঘরে লইয়া বিবাহ দেয় এই বিবাহকে "ডোলা" প্রথা বলে।

স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে সাত মাসে "সাধ" দিবার মত তাহার কোড়ে মিষ্টান্ন দেয়, পরে সেই মিষ্টান্ন তাহাকে খাইতে দেওয়া হয়। গর্ভিণীর পিতা ঐ সময়ে স্বীয় কন্যাকে "সন্দেশ" ও টাকা পাঠাইয়া "ভর" করে।

প্রসবান্তে প্রসূতীর ৭ দিন মাত্র অশৌচ থাকে। মৃতাশৌচ ৯ দিন। ১০ম দিনে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া শ্রাদ্ধ করে। অনেক স্থলে গরিব অরখেরা ব্রাহ্মণ ডাকিতে অক্ষম হয় সেই সময়ে মৃতের জ্ঞাতিগণের আসিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ইহারা কোন বিশিষ্ট দেবতার উপাসক নহে। দেবী ভগবতীই ইহাদের প্রধান উপাস্য। দশীপূজায় ছাগ বলি দেয়। বর্ণ ব্রাহ্মণেরা পূজাকালে ইহাদের যাজকতা করে। এতদ্ভিন্ন ইহারা হোলি, জন্মাষ্টমী, দীপালী, ও শিবরাত্রি উৎসবে উপবাস করে ও পূজা দেয়। কার্ত্তিকমাসের শুক্লাচতুর্থীতে স্ত্রীলোকেরা "করবা চৌথ" পূজায় চন্দ্রের উদ্দেশে জলদান করে।

কুয়ার বা আশ্বিন মাসে পিতৃপক্ষে তাহারা খুব সংযত থাকে, পিতৃপুরুষকে পিণ্ড দেয়। কোন প্রকার মাংস খায় না। অন্যান্য অংশদিগের ন্যায় ইহারা কোনরূপ নিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করে না।

যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৮০।৮২ হাজার অরখের বাস আছে। তাহাদের মধ্যে মাল ও পরশুরামী শাখাই প্রধান।

অরগ—কোল্হাপুর জেলার একটী গ্রাম। ইহা ইচল করঞ্জি উপবিভাগে অবস্থিত। কোল্হাপুর সহর হইতে ইহা ৪৩ মাইল পূর্ব্বে। এখানে চারিটী প্রাচীন মন্দির আছে। বড় মন্দিরটী লক্ষ্মী দেবীর। ইহার আয়তন ২৭´×১৬´। মন্দির পাথরের ইটে তৈয়ারী, ইহাতে কতকগুলি খিলান আছে। চৈত্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী হইতে কৃষ্ণৈকাদশী পর্য্যন্ত এখানে একটী মেলা হয়। এখানে একটী জৈন আশ্রম ও একটী পীরের কবর আছে।

অরগ—মহীসুর রাজ্যের শিমোগা জেলার একটী গ্রাম, তীর্থহল্লী তালুকে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩°৪৫´ উঃ দ্রাঘি° ৭৫°১৭ পূঃ। ইহা তীর্থহল্লীর পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে ইহা মালেরাজ্যের রাজধানী ছিল। চালুক্য-সম্রাটদিগের অধীনে হামচার সামন্ত রাজগণ ইহা শাসন করিতেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইহা বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে কেলড়ি রাজগণ ইহা শাসন করিতেন ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলী তাঁহাদের হস্ত হইতে ইহা কাড়িয়া লন।

অরগরাট উপত্যকা বা ওপত্যকা মধ্যস্থ গিরিপথ (অথর্ব্ব° ৬৯ ১)

অরগাঁও—বেরারের অন্তর্গত অকোলা জেলার অকোট তালুকে অবস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২১°৭´ উঃ দ্রাঘি° ৭৬°৫৯´ পূঃ। অরগাঁওর অর্থ কুপদহন ৫।। আইন-ই আকবরী গ্রন্থে অরগাঁও এক পরগণার সদর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অরগাঁওয়ের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জেনেরাল ওয়েলেস্লি রঘুজী ভোন্সলের সেনা বেষ্টনীকে পরাজিত করেন।

অরগান্—(দেশজ) ইংরেজী 'Organ' নামক বাদ্যযন্ত্র। [অর্গ ন দ্র°]

অরথথ (পুং) আরগ্বধ বৃক্ষ, সোঁদালিগাছ।

অরঘট্ট—(পুং), অরচক্রকাষ্ঠবৎ ঘটাদি ঘট্টাতে চালাতে যন্ত্র যেন বা মহাকূপ, ইন্দারা। ইন্দারার উপরে দাঁড়াইয়া জল তুলিবার জন্য চক্রের মধ্যস্থিত কাঠের ন্যায় একটী কাঠ বসান থাকে, তাহাকে অরঘট্ট কহে।

[অর° শীঘ্র ঘট্টতে অর ঘট্ট-কর্ম্মণি ঘঞ্ বা] ২ ইন্দারা বা কূপ হইতে জল তুলিবার কাষ্ঠবিশেষ।

অরঙ্কৃৎ—(ত্রি) [অলং করোতি অলম্ কৃ ক্বিপ তুগাগমঃ] যে অলঙ্কৃত করে। (ঋক্ ১।১৪৫) ২ পর্য্যাপ্তকারী। (ঋক্ ৮।১।১০)

অরঙ্কৃত—(ত্রি) [অলংকৃত দেখ। অলম্ কৃ-ক্ত লস্য রত্বম্] অলঙ্কৃত, ভূষিত। (ঋক্ ১০।৩।১৭)

অরঙ্কৃতি—(স্ত্রী) [অলম্ কৃ ক্তিন লস্য রঃ] অলঙ্কার, ভূষা। (ঋক্ ৭।২৯।৩)

অরঙ্গ,—(পুং) যেখানে উপযুক্ত রঙ্গের বিকাশ নাই। বর্ণহীন। হিন্দীতে অরঙ্গ শব্দে সুগন্ধ বুঝায়।

অরঙ্গ,—মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার একটী নগর। মহানদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে তহশীলদারের কাছারী ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উহা রায়পুরে স্থানান্তরিত হয়। তদবধি এখানকার সমৃদ্ধির হ্রাস ঘটিলেও এখানে কএকঘর সম্পন্ন বণিকের বাস আছে এবং তাহারাই স্থানজাত ধাতবপাত্রের ব্যবসা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে এখানে হৈহয়বংশীয় এক রাজপুত-রাজবংশের রাজধানী

ছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দির ও বিশালকায় দীর্ঘিকাসমূহ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বহু ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা বিদ্যমান আছে।

অরঙ্গ—(পুং) মৎস্যবিশেষ। ২ শকলা। স্ত্রীলিঙ্গে অরঙ্গা ও অরঙ্গী হয়।

অরঙ্গজিব—(অউরঙ্গজেব্)। প্রসিদ্ধ মুগলসম্রাট্। ইঁনি শাজাহানের তৃতীয় পুত্র এবং জাহাঙ্গীরের পৌত্র। [বিস্তৃত বিবরণ ঔরঙ্গজেব শব্দে দ্র]

অরঙ্গম—(পুং) [অলং পর্য্যাপ্তং গমো গতিঃ লভ্য যঃ] গতি। ২ পরিমিত গমন; (ঋক্ ৬ ৪২ ১) (ত্রি) ৩ সমীপে আগমনকারী। ৪ পর্য্যাপ্তগমনকারী। (ঋক্ ৬ ৪২ ১)

অরঙ্গর—(পুং) কৃত্রিম বিষ।

অরঙ্গল—মধ্যভারতের হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটী রাজ্য। ইহা দেবগিরির সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। মহম্মদ তুঘলখ শাহ সেনাপতি উলুখ খাঁকে তৈলঙ্গ ও অরঙ্গল বিজয়ে প্রেরণ করেন। উলুখখাঁ সম্রাটের বিপুলবাহিনী এবং চন্দেরী, বদাউন, অযোধ্যা, কাড়া, দালমৌ, বন্দরমৌ প্রভৃতি স্থানের সামন্ত সৈন্য লইয়া এখানকার রাজা লাদর মহাদেবকে আক্রমণ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা দুর্গমধ্যে আশ্রয় লন এবং কএকদিন অবরোধের পর পাঠান-সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

সম্রাটের আদেশে ৭২৪ হিঃ (১০২৩ খৃঃ) উলুখ খাঁ পুনরায় রাজা লাদর মহাদেবকে আক্রমণপূর্ব্বক অরঙ্গল দুর্গ অবরোধ করেন। রাজা পরাজিত হন এবং উলুখ খাঁ তাঁহার পত্নী পুত্র, হস্তী ও ধনরত্ন লইয়া সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। (তারিখ-ই মুবারকশাহী) [দৌলতাবাদ ও বরঙ্গল দ্র°]

অরঙ্গাবাদ—(ঔরঙ্গাবাদ)—দাক্ষিণাত্য প্রদেশের একটী বৃহৎ নগরের নাম। গোদাবরীর শাখা দুদনা নদীর উপরে এই নগর অবস্থিত। ইহা হায়দরাবাদের নিজামের অধিকারভুক্ত। আবিসিনিয়া দেশীয় মালিক অম্বর নামক জনৈক ব্যক্তি ১৬২০ খৃঃ অব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তখন ইহার নাম খড়্কি ছিল। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব এইখানে দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহার নাম অরঙ্গাবাদ হইয়াছে। এখানে ঔরঙ্গজেবের কন্যার কবর আছে। তাহার গঠন-প্রণালী তাজমহলের মত। এই নগরে ঔরঙ্গজেবের মনোহর প্রাসাদও ছিল। কিন্তু এক্ষণে চারিদিকের প্রাচীর এবং রাজপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

অরঙ্গিন্—(ত্রি) বিরক্ত। ২ শান্তরাগ।

অরঙ্গীসত্ত্ব—বৌদ্ধদিগের এক দেবতা।

অরঙ্গুদী—(ত্রি) মাধবীলতা।

অরঙ্গুষ—(ত্রি) উৎসাহের সহিত প্রশংসাকারী। ২ উচ্চ শব্দকারী। (অথর্ব্ব ১০.৪ ৪)

অরজ—(পার্শী) আরজী বা আর্জ্জি। মকদ্দমা সম্বন্ধে বাদী বা প্রতিবাদীর বক্তব্য (plaint)। মকদ্দমার উৎপত্তির কারণনিচয় এবং তাহার খণ্ডনার্থ যে জবাব আবেদনপত্রে দেওয়া হয়।

অরজস্—(ত্রি) [রজ অসুন্ ন লোপঃ, নাস্তি রজোগুণো যস্য] রজোগুণের কার্য্য কাম ক্রোধাদিশূন্য। (শতপথব্রা° ১৪,৬৮৮) ২ ধূলিবিরহিত, রেণুহীন। ৩ স্বচ্ছ, নির্ম্মল। (স্ত্রী) ৪ অরজস্কা স্ত্রী, যে স্ত্রী রজস্বলা হয় নাই।

অরজস্ক—(স্ত্রী) যাহার রজোনির্গম হয় নাই। [অরজস্ দ্র°]

অরজা$_1$—(স্ত্রী) স্বল্পকুমারী। ২ ভার্গব ঋষির কন্যা।

অরজা$_2$—শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইক্ষ্বাকুর পুত্র দণ্ড ইহার প্রতি বলপ্রয়োগ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া শুক্রাচার্য্য দণ্ডের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন। ফলে দণ্ডের রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া তাহা দণ্ডকারণ্যে পরিণত হয়। (রামায়ণ)

অরজাস্—(স্ত্রী) নবযৌবনা বালিকা।

অরজ্জু—(স্ত্রী) [নাস্তি রজ্জুঃ বন্ধনসাধনং যত্র] বন্ধনাগার, রজ্জু না থাকিলেও যেখানে বদ্ধ থাকিতে হয়। (ঋক্ ২ ১৩ ৯) (ত্রি) ২ রজ্জুবিহীন।

অরঞ্জজাতক—ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর সিংহাসনে, বোধিসত্ত্ব তখন তথাকার এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তক্ষশীলা বিহারে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি সংসারী হন এবং পত্নীর বিয়োগে বানপ্রস্থাচারী হইয়া সপুত্র হিমালয় প্রদেশে যোগচর্য্যা করিতে থাকেন।

একদিন পুত্রকে আশ্রমে রাখিয়া তিনি ফলমূল সংগ্রহার্থ বহির্গত হইলে এক দস্যুদল সীমান্তগ্রামবাসী কতকগুলি বন্দী লইয়া সেই স্থান দিয়া গমন করিতে থাকে, তাহাদের মধ্য হইতে এক সুন্দরী যুবতী পলাইয়া আসিয়া ঐ আশ্রমে আশ্রয় লয় এবং ক্রমে ঐ ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের চিত্তহরণ করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করে।

যুবতীর প্রীতিসঙ্গ ও প্রণয়বন্ধন পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও যুবক পিতার অমতে আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না এবং তাহাকে বলিয়া দিল পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি তোমার সহিত মিলিত হইব। তদনুসারে ঐ যুবতী যুবকের আশায় আশ্রমের অদূরে পথের ধারে যাইয়া বসিয়া রহিল।

পিতা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে পুত্র বলিল, আমি এই নির্জ্জন বনভূমি ত্যাগ করিয়া গ্রামে যাইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু কিরূপ লোকের সঙ্গে বাস করিয়া আমি নৈতিক জীবন যাপন করিতে পারি, তাহা আমায় বলিয়া দিন।

হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা পুত্রকে লোকনির্ব্বাচনে যে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া যুবক বলিল 'এরূপ গুণসম্পন্ন লোক

জগতে দুর্লভ; সুতরাং আমি আর কোথাও যাইব না। আপনার নিকট থাকিয়া ধর্ম্মচর্য্যা শিক্ষা করিব।' এই বলিয়া সে পাপ-প্রলোভনের পথ হইতে আপনার চিত্তকে প্রত্যাবৃত্ত করিল।

পিতা তখন পুত্রকে ডাকিয়া যোগধর্ম্মের প্রাথমিক ক্রিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পুত্র ক্রমে যোগমার্গে স্থিরচিত্ত হইলেন। দেহান্তে তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হইয়াছিল।

অরঞ্জরা—বৌদ্ধজাতকবর্ণিত এক পর্ব্বত। সরভঙ্গজাতকে এই পর্ব্বতের প্রসঙ্গ আছে। সম্ভবতঃ ইহা মধ্যপ্রদেশের পর্ব্বত শ্রেণীর এক শাখা।

অরট—(পুং) [ন রটতি গুপ্তমন্ত্রণাং প্রকাশয়তি রট-অন, নঞ-তৎ] পৃথুশ্রবা নৃপতির এক মন্ত্রী।

অরটু, অরটূ—(পুং) [অরং শীঘ্রং অটতি অট-কু বা উণ্ পৃ' সাধু] শোণা বৃক্ষ।

অরট—(ত্রি) শোনাবৃক্ষকাষ্ঠনির্ম্মিত (অক্ষ)। ২ বেদোক্ত একব্যক্তি।

অরণ—(ত্রি) [রণ্যতে গর্জ্জতেঽস্মিন রণ শব্দে আধারে ঘ রণো যুদ্ধং নাস্তি যস্য সঙ্গং যস্ত, বহুব্রী] যুদ্ধশূন্য। (ভট্টি ১০৯) [নাস্তি রণঃ শব্দো যেন] ২ যে রিপুকে দেখিলে ভয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। ৩ ক্রীড়াহীন। ৪ দুঃখিত। ৫ বিগত, যে চলিয়া গিয়াছে। ৬ অপরিচিত। ৭ দূরস্থিত। (স্ত্রী) ৮ গমন। ৯ নিবেশ, নিধান। ১০ শরণ, আশ্রয়। (পুং) ১১ চিত্রকবৃক্ষ।

অরণবিভঙ্গসুত্ত—মজ্ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত এক সুত্ত (সূত্র) গ্রন্থ। তথাগত ভিক্ষুদিগকে শান্ত জীবনের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করেন। দেহের সুখের জন্য মানবের আত্মনিয়োগ করা যেমন কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়, সেইরূপ আত্মনিগ্রহ করাও উচিত নয়। মানবের কর্ত্তব্য হইতেছে সম্পূর্ণ নির্ব্বাণের জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই সুত্তে নির্ব্বাণের দার্শনিকতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। (মজ্ঝিমনিকায় তৃতীয়খণ্ড)

অরণি—(পুং) অগ্ন্যুৎপাদক মন্থনকাষ্ঠ।

যে কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হয় তাহাকে অরণি বা অগ্নিমন্থনকাষ্ঠ বলে। কাত্যায়নসংহিতার সপ্তম খণ্ডে অরণি কাষ্ঠ-সংগ্রহের নিয়ম বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে—

প্রশস্ত ভূমিজাত শমীগর্ভ যে অশ্বত্থ বৃক্ষ তাহার পূর্ব্বমুখী, উত্তরমুখী বা ঊর্দ্ধমুখী শাখার দ্বারা অরণিদ্বয় নির্ম্মিত হয়। যে কাষ্ঠ খণ্ডের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহার নাম উত্তরারণি। আর যে কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহার নাম অধরারাণি। যে বৃক্ষের মূল মৃত্তিকাতে সংসক্ত রহিয়াছে তাহাকে শমীগর্ভ বলে। এইরূপ লক্ষণযুক্ত শমীগর্ভ না পাওয়া গেলে শুধু অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল হইতে বিলম্ব না করিয়া খুব শীঘ্রই কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিবে। উহা ২৪ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লম্বা, বিস্তারে ছয় আঙ্গুল এবং চারি আঙ্গুল উচ্চ এইরূপ ঠিক করিবে। আট আঙ্গুল পরিমাণ প্রস্থ এবং বার আঙ্গুল চত্র হইবে। এইরূপে মন্থনযন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। আর যেখানে অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ লিখিত আছে তথায় বৃহৎ পর্ব্ব ও গ্রন্থির দ্বারা পরিমাণ করিবে। গোবাল এবং শণ মিশাইয়া অবলাত্মক ত্রিবৃত্ত করিবে। ব্যাম প্রমাণ নেত্র প্রস্তুত করিবে এবং ইহার দ্বারাই অগ্নি মন্থন করিবে। মূর্দ্ধা, অক্ষি, কর্ণ, বক্ত্র ও কন্ধর এই সকল অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণে প্রস্তুত করিবে। দুই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণে বক্ষ করিতে হইবে। আর অঙ্গুষ্ঠ মাত্রা হৃদয় প্রস্তুত করিবে ও তিন অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ উদর নির্ম্মাণ করিবে। এক অঙ্গুষ্ঠ কটি এবং দুই অঙ্গুষ্ঠ করিয়া বস্তি ও গুহ্য, উরু, জঙ্ঘা, পাদদ্বয় যথাক্রমে চারি, তিন ও এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ প্রস্তুত করিবে। যাজ্ঞিকেরা এই প্রকার অরণির অবয়বপ্রস্তুত প্রশস্ত বলিয়াছেন। এই অরণিতে যে অগ্নির উদ্ভব হয় তাহা কল্যাণদায়ক বলিয়া কথিত; কিন্তু অন্যভাবে যে অগ্নি মথিত হয়, তাহা রোগ ও ভয়ের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।

প্রথম মন্থনে এই প্রকার নিয়ম আছে সর্ব্বদা উত্তরারণিদ্বারা মন্থন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যোনি বা সার্কর্য্যদোষ দুষ্ট থাকিলে অন্য উত্তরারণিদ্বারা মন্থন করা উচিত। আর্দ্র, সুষির (ছিদ্রযুক্ত), ঘুর্ণাঙ্গী (ঘুণ ধরায় ছিদ্র বিশিষ্ট হওয়া), এবং পাটিত (চোক্লা উঠিয়া যাওয়া বা ফাটা) এই সকল দোষযুক্ত উত্তরারণি যজমানের অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে। যজমান অহত (নূতন) বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া যথাশাস্ত্রানুসারে অরণিধারণ পূর্ব্বক হোম-কার্য্যাদি করিবে। এই প্রকার নিয়ম ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের বহুস্থলে অরণি শব্দের প্রয়োগ আছে এবং তাহা যে অগ্নি উৎপাদক কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় তাহাও স্পষ্ট বিবৃত আছে। ঋগ্বেদ (৫ ৯.৩) অরণি শব্দে অগ্নি উৎপাদনকারী কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়কে বুঝাইয়াছে। এই ঋকে অগ্নি দেবতা এবং অত্রির পুত্রগয় ঋষি অগ্নির স্তুতি করিয়া কতিপয় ঋক্ প্রকাশ করিয়াছেন—"উত স্ম যং শিশুং যথা নবং জনিষ্টারণী ধর্ত্তারং মানুষীণাং বিশামগ্নিং স্বধ্বরং" অর্থাৎ মনুষ্য লোকের পরিপোষক ও যজ্ঞীয় শোভাবিধায়ক যে অগ্নিকে নব শিশুর ন্যায় অরণিদ্বয় উৎপাদন করিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় বৈদিক যুগে অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদিত হইত। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ২৯ সূক্তের কয়েকটী ঋকে বিশ্বামিত্র ঋষি অরণিজাত অগ্নির স্তুতি করিয়াছেন, তন্মধ্যে কএকটীর ভাবার্থ লিপিবদ্ধ করা গেল—(১) এই মন্থনের উপকরণ, এই অগ্নির উপকরণ জগৎপালয়িত্রী, আমরা পুরাকালের ন্যায় মন্থনদ্বারা অগ্নির উৎপাদন করিব।

(২) গর্ভিণীতে সন্নিহিত গর্ভের ন্যায় অরণিদ্বয়ে জাতবেদা অগ্নি নিহিত আছেন। অগ্নি স্বীয় কর্মে জাগরূক হবিঃশালী মানবগণের প্রত্যহ পূজনীয়। (৩) হে প্রজ্ঞাবান্ অধ্বর্যু! তুমি ঊর্দ্ধমুখী অরণিতে অধোমুখী অরণি ধারণ কর। তৎক্ষণাৎ গর্ভযুক্তা অরণি অভীষ্ট ফলবর্ষণকারী অগ্নিকে উৎপাদন করিল। অগ্নির দাহক তাহাতে রহিল। উজ্জ্বল তেজোযুক্ত ইলার পুত্র অগ্নি অরণিতে উৎপন্ন হইলেন। এই ঋক্ হইতে স্পষ্ট দেখা গেল যে কি কি নিয়মে অরণিদ্বয় হইতে অগ্নি উৎপাদিত হয়। সপ্তম মণ্ডলে বাসিষ্ঠ ঋষি অগ্নির স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন (ঋক্ ৭.১.১) প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহস্বামী ও গমনশীল অগ্নিকে নেতৃগণ অরণি কাষ্ঠদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদের (১০.১৮৪.৩) অন্তর্গত স্তোত্রে ঋষি বিবাহকালীন পত্নীর গর্ভাধানের নিমিত্ত বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার নিকট প্রার্থনাসূচক স্তোত্রে এই রূপ বলিয়াছেন—হে পত্নী! অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভ ধারণের সন্তানের নিমিত্ত যে সুবর্ণনির্মিত দুইটী অরণি পরস্পর সংঘর্ষণ করিতেছেন, দশম মাসে প্রসব হইবার নিমিত্ত তোমার সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আমরা আহ্বান করিতেছি। এই অরণি অর্থে অথর্ববেদের (১০.৮.২০) একস্থলে অগ্নির উৎপাদক কাষ্ঠদ্বয়কে বুঝাইয়াছে। ঋগ্বেদের (১.১২৭.৪) একস্থলে অরণি শব্দের অর্থ যজ্ঞাদিরূপ যাগ বুঝাইয়াছে। সায়ণাচার্য্য এই ঋকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ত্বোতাঃ অরণির্ভিঃ অত্যন্ততেজোযুক্তৈর্যাগৈর্দেবতাদিভির্দর্শাদি" অর্থাৎ অত্যন্ত তেজোযুক্ত যজ্ঞাদিদ্বারা আমাদিগের রক্ষার জন্য বর্ষাদি প্রদান করেন। ঋগ্বেদের (১.১২৯.৫) অন্যত্রও পূর্ব্বের ন্যায় অর্থে অরণি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু অথর্ববেদের (১.১৮.১) অন্তত্র অরণি শব্দের অশুভসূচক হস্ত ও পদের লক্ষণ রূপ অন্য প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। এখানে লিখিত আছে—"নিররণিং সবিতা সাবিষক্ পদোর্নির্হস্তয়োর্বরুণো মিত্রো অর্য্যমা। নিরস্মভ্যমনুমতী ররাণা প্রেমাং দেবা অসাবিষুঃ সৌভগায়॥" অর্থাৎ জগদ্ধাতা সবিতা দেব আমাদের দুর্ভাগ্য দূর করুন। অভীষ্ট বর্ষণকারী পাপহর্ত্তা বরুণদেব, মিত্র স্থানীয় মিত্রদেব, অমিত ফলপ্রদাতা পতিকারক অর্য্যমাদেব আমাদিগের হস্তদ্বারা কৃত ও পদদ্বারা অর্জিত পাপকে দূরীভূত করুন। আমাদের ধারণার যোগ্য দেবতা, আমাদের দ্বারা পূজিত হইয়া আমাদের জন্য দুষ্কর্মকে দূর করুন। দেবগণসমূহ আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের ধারণার অন্তর্গত দেবতাকে আমাদের পরমার্থলাভিরূপ সৌভাগ্য দান জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। সায়ণাচার্য্য এখানে অরণি শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—"অরণিং অরমণীং অলক্ষ্মীং...... । যদ্বা অরণিং সর্ব্বদা পর্য্যটনকারীং আর্ত্তিকারিণীং বা অলক্ষ্মী"। অর্থাৎ অরণি অশোভাযুক্ত অলক্ষ্মী দুর্ভাগ্য। অথবা পীড়াপ্রদানকারী সর্ব্বদা পর্য্যটনপর অলক্ষ্মী। ইহার অভিপ্রায় এই যে—মনুষ্যের হস্তে এবং পদে সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে যে সকল দুর্লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকেই এই মন্ত্রে অরণি শব্দে বুঝাইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে (৩.১.১.১১, লিখিত আছে—'অথারণী পাণৌ কৃত্বা শালামধ্যবস্ততি" অর্থাৎ অরণিদ্বয় হস্তে লইয়া গৃহে প্রবেশ এবং দেবযজনাদি করিবে। হরিবংশের (২৬.৪৫) মতেও অরণি দ্বারা যে অগ্ন্যুৎপাদন হয় তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। স্মৃতি, পুরাণ, ও উপনিষদাদিতে অরণিকাষ্ঠঘর্ষণে যে অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে সবিস্তার লিখিত আছে। [শমীবৃক্ষ দ্র°]

হরিবংশে লিখিত আছে—ভবিষ্যৎযুগে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক নামক এক মহাতপস্বী ব্যাসের ঔরসে ও অরণির গর্ভে অরণিজাত অগ্নির ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় ব্রহ্মতেজে জ্বলিতে থাকিবেন। (হরিবংশ ৪.২১, ২৩.৪৪) লিঙ্গপুরাণের মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতমা মহিষী অরণির গর্ভে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেবের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে পাঁচ পুত্র ও যোগমাতা নাম্নী এক কন্যা হয়।

২ সূর্য্য। (স্ত্রী) ৩ গণিয়ারি গাছ।

অরণিক—(পুং) [অরণ্যা· অগ্নিমন্থনে সাধুঃ ঠন্] অগ্নিমন্থন করিবার উপযোগী অগ্নিমন্থ·বৃক্ষ।

অরণিকা—(স্ত্রী) অগ্নিমন্থকাষ্ঠ। [অরণিক দ্র°]

অরণিপাণি—(ত্রি) অরণিযুক্ত হস্ত। যিনি হস্তে অরণি ধরিয়াছেন। (মৈত্রায়ণীয় মানবগৃহ্যসূত্র ২ ১৪)

অরণিমৎ—(ত্রি) দুইটী অরণির সম্বন্ধবিশিষ্ট। ২ অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষণে উৎপন্ন (অগ্নি)। (আ· শ্রৌত° ২ ২)

অরণী—(স্ত্রী) ঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠবিশেষ। [অরণি দ্র°]

অরণীকেতু—(পুং) [অরণী কেতুর্যস্য] অগ্নিমন্থবৃক্ষ।

অরণীসুত—(পুং) [অরণীবৎ ঘর্ষণেন জাতং সুতঃ শাক° তৎ] শুকদেব। মহাভারতে লিখিত আছে, বেদব্যাস দেবতার নিকট উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়া অরণীদ্বয় ঘর্ষণদ্বারা অগ্ন্যুৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় রূপবতী ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র ঋষির মনে বিকার জন্মিল। ঘৃতাচী তাহা বুঝিতে পারিয়া শুকী পক্ষিণীর রূপ ধারণ করিল। ব্যাসদেব ইন্দ্রিয় দমনের নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বিচলিত অরণীর উপরে তাঁহার শুক্রপাত হইল, তথাপি অরণী মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই শুকদেবের জন্ম হয়। এজন্য তাঁহার নাম অরণীসুত হইয়াছে।

অরণ্ড—(দেশজ) এরণ্ড। বাঙ্গালায় ভেরেণ্ডা। [এরণ্ড দ্র°]

অরণ্য—(ক্লী) [অর গতৌ আধারে অন্য প্রত্যয়ঃ] বন। শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর বনে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তজ্জন্য বনের নাম অরণ্য হইয়াছে। ইহা নবটী পবিত্র বনের অন্যতম। অন্য গুলির নাম—সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ, কুরুজাঙ্গাল, উৎপলাবৃত (উৎপলারণ্য), জম্বুমার্গ, পুষ্কর ও হিমালয়। (দেবীপু° ৭৪ অঃ)

২ (পুং) একজন প্রজাপতি। চাক্ষুষ মনু ইঁহার কন্যা পুষ্করিণীকে বিবাহ করেন। (বিষ্ণুপু°) হরিবংশ মতে পুষ্করিণীর গর্ভে মনুর জন্ম হয়। ৩ রৈবত মনুর দশ পুত্রের মধ্যে একজন। (বিষ্ণুপু°) ৪ জম্ভাসুরের একজন সেনাপতি। ইন্দ্র ইহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। (পদ্মপু° সৃষ্টি)

অরণ্যক—(পুং) মহানিম্ব। ২ বন, জঙ্গল।

অরণ্যকণা—(স্ত্রী) বন্যজীরক। ২ [illegible] পিপ্পলী।

অরণ্যকদলী—(স্ত্রী) [অরণ্যস্থিত কদলী, ৬ তৎ] গিরিকদলী, পাহাড়ের কলার গাছ।

অরণ্যকর্কটী—(স্ত্রী) বনজাত কর্কটী। ইহা উষ্ণবীর্য, তিক্তাস্বাদ, ভেদক এবং পাকে কটু। কফ, কৃমি, পিত্ত, কণ্ডু ও [illegible] প্রভৃতি বিশেষ হিতকর। (ভাবপ্র°)

অরণ্যকাক—(পুং) বনকাক, জঙ্গলী কাক।

অরণ্যকাণ্ড—(ক্লী) [অরণ্যস্থ কাণ্ডো যত্র, বহুব্রী] [illegible] অন্তর্গত রামের বন-ব্যাপার-বর্ণিত অংশ।

অরণ্যকার্পাসী—(স্ত্রী) [অরণ্যে অরণ্যজাতা কার্পাসী, [illegible] তৎ] বনকাপাস, ভারদ্বাজী। [illegible] বনজা [illegible] মতে ইহা তিক্ত ও কফ। ইহাতে ব্রণ ও [illegible] নষ্ট হয়।

অরণ্যকুক্কুট—(পুং) বনকুক্কুট। রাজনির্ঘণ্টমতে ইহার মাংসের গুণ—লঘু, লঘু ও শ্লেষ্মকর; কিন্তু [illegible] বৃংহণ, স্নিগ্ধ, বীর্য্যোষ্ণ, বাতঘ্ন ও গুরু।

অরণ্যকুলত্থা—(স্ত্রী) বনকুলত্থিকা। ২ [illegible] অরণ্যকুলত্থী এইরূপ পাঠও হয়।

অরণ্যকুলত্থিকা—(স্ত্রী) [অরণ্যস্থ কুলত্থিকা, ৬ তৎ] [illegible], বনের কুর্ত্তি কলাই।

অরণ্যকুসুম্ভ—(পুং) বনকুসুম্ভ। [illegible] গুণ [illegible] ইহা পাকে কটু। ইহাতে শ্লেষ্মা [illegible] এবং [illegible] হইয়া থাকে।

অরণ্যকোলি—(স্ত্রী) বনকুল।

অরণ্যগজ—(পুং) [অরণ্যস্থো গজঃ, কর্মধা°] বনহস্তী।

অরণ্যগত—(ত্রি) বনগত। যিনি বানপ্রস্থ আশ্রম লইয়াছেন।

অরণ্যগবয়—(পুং) বনগবয়।

অরণ্যগান—(ক্লী) [অরণ্যে গীয়তে অরণ্য [illegible]] সামবেদের অন্তর্গত অরণ্যে গেয় গানবিশেষ।

অরণ্যঘোলিকা, অরণ্যঘোলী—(স্ত্রী) বনঘোলী নামক শাক। ২ মহাবলা।

অরণ্যঘোলী—(স্ত্রী) [অরণ্যস্থ ঘোলী, ৬-তৎ] বনঘোলী। শাকবিশেষ।

অরণ্যচটক—(পুং) বনচটক। পক্ষিবিশেষ। ধূসর। ভূমিশয়। রাজনির্ঘণ্টের মতে, ইহার মাংস শীতল ও লঘু এবং ইহাতে বল ও শুক্র বৃদ্ধি হয়।

অরণ্যচন্দ্রিকা—(স্ত্রী) [অরণ্যে পতিতা চন্দ্রিকা জ্যোৎস্নেব, ৭ তৎ] নিষ্ফল বেশভূষা। গ্রামের জ্যোৎস্না সকলে উপভোগ করে কিন্তু নির্জ্জন বনের জ্যোৎস্না কেহ উপভোগ করে না, তজ্জন্য তাহা নিষ্ফল। সেইরূপ, যে বেশভূষায় পতির মন ভুলে না, তাহাও নিষ্ফল।

অরণ্যচম্পক—(পুং) বনচম্পা। ইহা শীতল লঘু এবং বীর্য্য ও [illegible]।

অরণ্যচর, অরণ্যেচর—(ত্রি) [অরণ্যে চরতি অরণ্য-চর-ট। ৭ তৎ অলুক স] বনচর ব্যাঘ্রাদি।

অরণ্যছাগ—(পুং) বনজাত ছাগ।

অরণ্যজ—(ত্রি) বনজাত বা উৎপন্ন। ২ তিলকপুষ্প, তিলগাছ।

অরণ্যজার্দ্রক—(ক্লী) [অরণ্যজম্ আর্দ্রকম্, কর্মধা] বন-আদা।

অরণ্যজীর—(পুং) [অরণ্যস্থ জীরঃ, ৬ তৎ] বনজীর।

অরণ্যজ্ঞান—[illegible] [illegible] অরণ্যাজ্জাতং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ২ [illegible] প্রভৃতি [illegible]।

অরণ্যতুলসী—[illegible] বনতুলসী। ইহা একপ্রকার কৃষ্ণতুলসী, [illegible] [illegible]।

[illegible]

অরণ্যত্রপুষক—[illegible]

অরণ্যপুষা—(স্ত্রী) [illegible]

অরণ্যদমন—[illegible]

অরণ্যদ্বাদশী—(স্ত্রী) [illegible] শুক্লা দ্বাদশী তিথি।

অরণ্যদ্বাদশীব্রত—(ক্লী) অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে [illegible] করিতে হয়। ইহা বিশেষ পুণ্যপ্রদ।

অরণ্যধর্ম্ম—(পুং) [অরণ্যে আচরণীয়ো ধর্ম্মঃ, ৭ শাক-তৎ] [illegible] প্রস্থধর্ম্ম। [illegible]]

অরণ্যধান্য—(ক্লী) নীবারাদি বনধান্য।

অরণ্যধেনু—(পুং) বনজাত গাভী।

অরণ্যনৃপতি—(পুং) বনপ্রদেশের রাজা। [অরণ্যপতি দ্র°]

অরণ্যপতি—(পুং) [অরণ্যানাং লক্ষণয়া তত্রস্থ চৌরাণাং পতিঃ বা অলুক্ স°, ৬-তৎ] চৌরের অধিষ্ঠাতা রুদ্র। রুদ্রই লীলাক্রমে চৌর-রূপ ধারণ করেন। অথবা রুদ্রই বিশ্বময়। এই হেতু চৌরাদিকে রুদ্ররূপে ধ্যান করিতে হয়। কিম্বা চৌরাদি শরীরে জীব এবং ঈশ্বর এই দুই রূপে রুদ্র থাকেন। তাহার মধ্যে জীবেরই পর্য্যায় চৌরাদি এবং সেই জীবই ঈশ্বর-রূপ রুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। (মাধব)। অরণ্যচর ব্যাধের পতি।

অরণ্যপলাণ্ডু—(পুং) বনজাত পলাণ্ডু, চলিত বুনো পেঁয়াজ। ইহা মূত্রবিরেচক, শ্লেষ্মহর ও উগ্রবীর্য্য। অত্যধিক সেবনে ইহা বমনকর ও ভেদক। শোথ, শ্বাস, কাস ও মূত্ররোধের সহায়ক। (অত্রিসংহিতা)

অরণ্যপিপ্পলী—(স্ত্রী) বনপিপ্পলী নামক ক্ষুপ।

অরণ্যভব—(ত্রি) [অরণ্যে ভবতি অরণ্য-ভূ অচ, ৭-তৎ] বনজাত, বনোৎপন্ন।

অরণ্যমক্ষিকা—(স্ত্রী) [৬ তৎ] দংশ, ডাঁশ।

অরণ্যমার্জ্জার—(পুং) [৬ বা ৭-তৎ] বনবিড়াল। [বনবিড়াল দ্র°]

অরণ্যমুদ্গ—(পুং) [৬-তৎ] বনমুদ্গ। বনমুগ।

অরণ্যমুদ্গা—(স্ত্রী) মুদ্গপর্ণী।

অরণ্যমেথী—(স্ত্রী) বনমেথিকা।

অরণ্যযান—(ত্রি) [অরণ্যে যায়তে যেন অরণ্য-যা-করণে ল্যুট্] বনে যাইবার যাহনবিশেষ। [ভাবে ল্যুট্] ২ বনে গমন।

অরণ্যরক্ষক—(পুং) [অরণ্যে রক্ষতি অরণ্য-রক্ষ-ল্যু, ৬তৎ] বনরক্ষক। ২ প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশের তত্ত্বাবধায়ক।

অরণ্যরজনী—(স্ত্রী) বনহরিদ্রা।

অরণ্যরাজ—(পুং) বনের রাজা। ২ পশুরাজ সিংহ।

অরণ্যরাজ্য—(ক্লী) বনময় সাম্রাজ্য। ২ আরণ্যপ্রদেশ।

অরণ্যরাশি—(পুং) [অরণ্যজাতঃ রাশিঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°] বন্যপশুজাতীয় রাশি। ২ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত সিংহাদি রাশি।

অরণ্যরুদিত, অরণ্যেরুদিত—(ক্লী) [অরণ্যে রুদিতং রোদনম সপ্তমী বা অলুক্] অরণ্যে রোদন। বৃথা আক্ষেপ। যে বিলাপ শুনিবার লোক নাই।

অরণ্যরোদন—(ক্লী) বৃথা আক্ষেপ বা ক্রন্দন। কেহ কাঁদিতেছে শুনিলে স্বভাবতঃই শ্রোতার ক্রন্দনকারীর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হয়, কিন্তু অরণ্যে রোদন করিলে কেহ শুনিতে পায় না, উহা বৃথায় যায়। এইজন্য অরণ্যরোদন অর্থে মিথ্যা কাঁদাই বুঝায়।

অরণ্যবায়স—(পুং) [অরণ্যস্থ বায়সঃ] দাঁড়কাক।

অরণ্যবাস—(পুং) [অরণ্যে বাসঃ বসতি] বনবাস।

অরণ্যবাসিন্—(ত্রি) [অরণ্যে বসতি অরণ্য-বস-ণিনি] বনবাসী মুনি প্রভৃতি। (স্ত্রী) ঙীপ্ অরণ্যবাসিনী। অত্যম্লপর্ণী লতা।

অরণ্যবাসিনী—(স্ত্রী) অত্যম্লপর্ণীলতা। অমরবেল।

অরণ্যবাস্তুক—(পুং) [৬ তৎ] বনবেতোর শাক।

অরণ্যশালি—(পুং) [অরণ্যজাতঃ শালিঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°] বনজাত নীবারাদি ধান্য।

অরণ্যশুন—(পু°) বনকুকুর। ২ নেকড়ীকুকুর।

অরণ্যশূকর—(পুং) [অরণ্যস্থঃ শূকরঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°] বনবরাহ, বন-শূকর।

অরণ্যশূরণ—(পুং) [অরণ্যজাতঃ শূরণঃ, শাক° তৎ] বুনোওল।

অরণ্যশ্বন্—(পুং) [অরণ্যে অরণ্যস্থ বা শ্বেব হিংস্রঃ] বৃক। ২ মৃগ। ৩ নেকড়ে বাঘ। ৪ বানর।

অরণ্যষষ্ঠী—(স্ত্রী) [অরণ্যে পূজনায় ষষ্ঠী, শাক° তৎ] জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী। ইহাকে বাটা ষষ্ঠী বা জামাই-ষষ্ঠী বলে। [অরণ্যে পূজ্যা ষষ্ঠী, শাক° তৎ] ২ জ্যৈষ্ঠশুক্লাষষ্ঠীতে উপাস্য দেবীবিশেষ।

> "জ্যৈষ্ঠ মাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠী চারণ্যসংজ্ঞিতা।
> ব্যজনৈককরাস্তাসমটন্তি বিপিনে স্ত্রিয়ঃ।
> তাং বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দষষ্ঠীমারাধয়ন্তি চ।
> কন্দমূলফলাহারা লভন্তে সন্ততীং শুভাম্।" (রাজমার্ত্তণ্ড)।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর নাম অরণ্যষষ্ঠী। স্ত্রীলোকেরা এক একটা চামর হাতে লইয়া বনে যায় এবং তথায় বিন্ধ্যাচলবাসিনী ষষ্ঠীর আরাধনা করে। এই ষষ্ঠীতে কন্দ ফল, মূল আহার করিয়া থাকিলে সুসন্তান লাভ হয়।

স্থানে স্থানে ঐ তিথিতে ষষ্ঠীর প্রতিমা গড়িয়াও পূজা করা হইয়া থাকে। ষষ্ঠীর ধ্যান যথা,—

> "দ্বিভুজাং গৌরবর্ণাভাং পট্টবস্ত্রোপশোভিতাম্।
> বরাভয়প্রদাং ষষ্ঠীং রত্নাভরণভূষিতাম্॥
> গন্ধর্ব্বৈঃ সংস্তুতাং দেবীং ক্রোড়ে চার্পিতপুত্রিকাম্।"

অরণ্যসভা—(স্ত্রী) বনসভা। বিপর্য্যস্ত শত্রু বা ডাকাইতরা সাধারণতঃ বনমধ্যস্থ গুপ্ত প্রদেশে সভা বসাইয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নিরূপণ করে।

অরণ্যসম্ভূত—(পুং) কর্কটক। (ত্রি) ২ বনজাত।

অরণ্যহরিদ্রা—(স্ত্রী) বনহরিদ্রা। বনহলুদ। ইহা কুষ্ঠ ও বাতরক্তদোষনাশক। মতান্তরে ইহা কটু, মধুর, রুচ্য, অগ্নিদীপন ও তিক্ত। কুষ্ঠ ও বাতদোষনাশক এবং রক্তদোষ, বিষ, কাস, শ্বাস ও হিক্কার পক্ষে হিতকর। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

অরণ্যা—(স্ত্রী) ওষধিভেদ।

অরণ্যাধ্যক্ষ—(পুং) [অরণ্যরক্ষণাদৌ নিযুক্তোঽধ্যক্ষঃ শাক° তৎ] বনে প্রজার রক্ষার নিমিত্ত রাজার নিযুক্ত রক্ষক।

অরণ্যানী—(স্ত্রী) [মহদরণ্যম্ অরণ্য ঙীষ্ আনুক্ চ] মহারণ্য, বৃহৎ বন। ২ অরণ্য-পালয়িত্রী অধিদেবতা। সে কালে ঋষিরা বনদেবীর স্তব করিতেন। ঋগ্বেদে অরণ্যানীর এইরূপ স্তব করা হইয়াছে,—

"অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী॥
বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥
উত গাব ইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি॥
গামঙ্গৈষ আহ্বয়তি দার্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষদিতি মন্যতে॥
ন বা অরণ্যানির্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নিপদ্যতে॥
আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষীবলাং।
প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসিষং॥"

(ঋক্ ১০.১৪৬.১-৬)

অরণ্যানি, অরণ্যানি, তুমি যেন বিনষ্ট হইয়া যাইতেছ। কি জন্য তুমি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লও না? তোমার কি ভয় হয় না? বৃষের ডাকের সঙ্গে যখন চিচ্চিকপক্ষী যেন বাদ্য বাজাইয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িতে থাকে, মনুষ্যের গৃহ যেন দেখিতে পাওয়া যায়, সায়ংকালে অরণ্যানী যেন শকট চালাইতে থাকেন। কেহ গোরুকে ডাকিতেছে, কেহ বৃক্ষ কাটিতেছে, অরণ্যে বাস করিলে বোধ হয় তিনি যেন চীৎকার করিতেছেন। অরণ্যানী কাহাকেও বিনষ্ট করেন না। তবে অন্য কেহ (বনের পশু প্রভৃতি) বিনষ্ট করিতে পারে। সুস্বাদু ফল খাইয়া লোকে সেখানে যথাভিলাষ বাস করে। আমি অরণ্যানীর স্তব করি, তিনি মৃগদিগের মাতা। তিনি আঞ্জনগন্ধি সুরভি এবং অকৃষ্ট ক্ষেত্র হইতে প্রচুর অন্ন দান করেন।

এই সূক্তের সকল ঋকের প্রকৃত মর্ম ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

অরণ্যায়ন—(ক্লী) [অরণ্যে অয়নং বানপ্রস্থধর্ম অত্যস্মিন অর্শ আদি অচ্] ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারীর ধর্মবিশেষ।

অরণ্যীয়—(ত্রি) অরণ্যসম্বন্ধীয়। বনযুক্ত।

অরণ্যেতিলক—(পুং) [সপ্তম্যা অলুক্, ৭-তৎ] বনতিল।

অরণ্যেঽনূচ্য—(ত্রি) [অরণ্যে বনে অনূচ্যঃ নিয়তপাঠ্যো মন্ত্রো যস্য, অলুক্ বহুব্রী] অরণ্য মধ্যে পাঠ্য মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত পুরোডাশাদি। (পুং) ২ অরণ্যে পাঠ্য মন্ত্রবিশেষ।

অরণ্যৌকস—(পুং) [অরণ্যং ওকঃ স্থানং যস্য, বহুব্রী] মুনি। ২ বানপ্রস্থ।

অরত—(ত্রি) [ন রতম্, নঞ্-তৎ] বিরত, অনুরক্ত নহে।

অরত্রপ—(পুং) [অরতা বিরতা ত্রপা লজ্জা যস্য, বহুব্রী] কুকুর। (ত্রি) ২ লজ্জাহীন।

অরতি—(পুং) [ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ গতৌ ইত্যতিঃ] উদ্বেগ। ২ ক্রোধ। [রম-ক্তিন্ রতিঃ, নঞ্-তৎ] (স্ত্রী) ৩ অস্থিরচিত্ত, মনের ব্যাকুলীভাব। ৪ রাগের অভাব। ৫ রতিবিরহ। ৬ উদ্বেগ। ৭ ইষ্টবিয়োগ। ৮ অসন্তোষ। ৯ কন্দর্পজনিত নায়কের দশাবিশেষ। (ত্রি) [নাস্তি রতির্যস্য, বহুব্রী] ১০ অনুরাগহীন।

অরত্নি—(পুং) কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুটা করা হাত। কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত পরিমাণ। ২ কূর্পর, হাঁটু। ৩ কফোণি, কনুই। ৪ বাহু [স্বার্থে কন] অরত্নিক, এই শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অরত্নিমাত্র—(ত্রি) হস্ত পরিমাণ, যাহার মাপ ১ হাতের অধিক নহে।

অরথ—(ত্রি) রথরহিত। ২ যে কখন রথে চড়ে নাই।

অরথিন্—(পুং) রথবিহীন যোদ্ধা। যে রথীর রথ নাই।

অরথি—(পুং) [ন রথিঃ সারথিঃ। নঞ্-তৎ বেদে দীর্ঘঃ] সারথি ভিন্ন। ২ যে রথী যোদ্ধা নহে।

অরদ—(ত্রি) [ন সন্তি রদা দন্তা যস্য। নঞ্ বহুব্রী] যে বালকের দাঁত উঠে নাই। ২ গলিতদন্ত বৃদ্ধ। ৩ যে জন্তুর দাঁত নাই। ৪ চুম্বনবিশেষ। রতিরহস্যকার কোকোক কেবলমাত্র এই চুম্বনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার লক্ষণ যথা—

"অরদমধর মস্যাঃ পীড়য়েৎ প্রীতিকৃষ্টং"—

কাঞ্চীনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অথাঙ্গুলীভ্যাং বধূ্বাধরম্ অরদং যথা তথা পীড়য়ন্ দন্তস্পর্শরহিতং প্রীতিকৃষ্টমধরং জিহ্বাগ্রেণ পীড়য়ন্ চুম্বতি চেৎ অরদাখ্যং চুম্বনং ভবতি। জিহ্বাগ্রেণ পীড়নং চুম্বনম।"

অর্থাৎ দুই অঙ্গুলিদ্বারা প্রিয়ার অধর টিপিয়া ধরিয়া সাদরে দাঁত হইতে জিহ্বা সম্মুখে টানিয়া ধরিয়া জিহ্বাগ্রদ্বারা পীড়ন অর্থাৎ চোষণ করিলে তাহাকে 'অরদ' চুম্বন বলে। [চুম্বন দ্র°]

অরদণ্ড—(ক্লী) চক্রনেমিসংলগ্ন কাষ্ঠখণ্ড।

অরধ—রাজা পৃথুশ্রবার একজন কার্য্যাধ্যক্ষ। ইনি স্বীয় সহকর্মী অক্ষ, নহুষ ও সুকৃতের সহযোগে বহুধন দান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। (ঋকস°)

অরধ্র—(ত্রি) [রাধ হিংসনে কর্মণি রন হ্রস্বশ্চ। ততো নঞ্-

জং] শত্রু কর্ত্তৃক অহিংস্য। ২ শত্রুরা যাহার হিংসা করিতে পারে না। ৩ সমুদ্র।

অরনাথ—জৈনদিগের অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর। ইঁহার পিতার নাম সুদর্শন ও মাতার নাম মিত্রসেনা। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয় এবং সোমবংশীয় রাজা ছিলেন। ফাল্গুনী শুক্লা তৃতীয়ায় রেবতী নক্ষত্রে অরনাথ জীব-জয়ন্ত বিমান নামক স্বর্গ হইতে রাণী মিত্রসেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে রাণী ১৬টী শুভ স্বপ্ন দেখেন এবং তাহার ফল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে রাজা বলেন যে তোমার গর্ভে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিবে ইহাই স্বপ্নচয় সূচনা করিতেছে।

গর্ভ পূর্ণ হইলে মার্গশীর্ষ শুক্লা চতুর্দ্দশী পুষ্যা নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হয়। যুবাকালে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং ২১ হাজার বৎসর মণ্ডলেশ্বর থাকিয়া পরে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুদর্শনচক্রাদি, নবনিধি ও চতুর্দ্দশ রত্ন তাঁহার লাভ হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার ৯৬ হাজার স্ত্রী, ১৮ কোটি অশ্ব, ৮৪ লক্ষ হাতী, ৮৪ লক্ষ রথ, ও ৩ কোটী গাভী ছিল। ৩২ হাজার মুকুটধারী রাজা তাঁহার অধীন সামন্তরূপে বিরাজ করিত। এই বিভূতি লইয়া তিনি ২১ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন।

একদিন শরৎকালে আকাশ অকস্মাৎ মেঘনির্মুক্ত দেখিয়া তাঁহার চিত্ত হইতে ভোগলালসা বিদূরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করে। তখনই তিনি আপন জ্যেষ্ঠপুত্র অরবিন্দকুমারকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বৈজয়ন্তিকা নাম্নী শিবিকায় আরোহণ করিয়া সহেতুক নামক বনে গমন করেন। এখানে মার্গশীর্ষ শুক্লাদশমী সন্ধ্যায় রেবতী নক্ষত্রে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া মুনি হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনঃপর্য্যয়জ্ঞান সমুদিত হয়। তপঃগ্রহণের পর প্রথম পারণা তিনি চক্রপুর নগরে রাজা অপরাজিতের গৃহে করিয়াছিলেন।

এইরূপে সহেতুক বনে ষোল বৎসর তপস্যা করিয়া তিনি কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীর অপরাহ্ণে রেবতী নক্ষত্রে আম্রবৃক্ষতলে দুইদিন উপবাসের পর চারি প্রকার ঘাতিকর্ম্মের নাশ করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে চারি প্রকারের দেবগণ উৎসব করিয়াছিলেন এবং তখন ভগবান্ সমবশরণ (সভা) রচনা করিয়া তাঁহার গণধর, পূর্ব্বাঙ্গজ্ঞাতা মুনি, শিক্ষকমুনি, অবধিজ্ঞানধারী, কেবলজ্ঞানবোধধারী, বাদিশ্রেষ্ঠ, মনঃপর্য্যায় জ্ঞানধারক, বহুব্রতধারী, যক্ষিণী ও আর্য্যিকা প্রভৃতি সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা দেবদেবী ও তির্য্যক্ সকলের নির্ণয় করিয়া দেন। ইনি ঐ সমবশরণে বিরাজিত থাকিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হইবার একমাস পূর্ব্বে ভগবান্ সম্মেতশিখরে হাজার মুনীশ্বরের সহিত প্রতিমাযোগে বিরাজ করিতেছিলেন। চৈত্রকৃষ্ণা অমাবস্যায় রেবতী নক্ষত্রের পূর্ব্বরাত্রে তিনি মোক্ষলাভ করেন।

জৈন-তত্ত্বাদর্শ হইতে জানা যায়, অরনাথের পিতার নাম সুদর্শন এবং মাতার নাম দেবী। কুল ইক্ষ্বাকু, গর্ভবাস ৯ মাস ৮ দিন, জন্মতিথি অগ্র° শু° ১০, জন্মনক্ষত্র রেবতী, রাশি মীন, জন্মস্থান গজপুর, চিহ্ন নন্দ্যাবর্ত্ত, শরীরমান ৩০ ধনু, আয়ুমান ৮৪০০০ বর্ষ, বিমান নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধি, শরীরের বর্ণ স্বর্ণকান্তি, উপাধি চক্রবর্ত্তী, স্ত্রী ৬৪০০০, দীক্ষাসঙ্গ ১ হাজার সাধু, দীক্ষানগর গজপুর, তপে উপবাস ২ দিন, প্রথম পারণ দুগ্ধ। পারণস্থান স্বামী অপরাজিতগৃহ, পারণ কাল ২ দিন, পরে দীক্ষাতিথি অগ্র° শু ১১, জ্ঞাননগরী গজপুর, গণধর সংখ্যা ৩৩, সাধু ৫০ হাজার, সাধ্বী ৬০ হাজার, ১৪ চতুর্দ্দশ পূর্ব্বী ৬১০, কেবলী ২৮০০, শ্রাবক ১৮৪০০০, শ্রাবিকা ৩৭২০০০, জ্ঞানতীর্থ কা° শু° ১২, মোক্ষতিথি অগ্র° শু° ১০, মোক্ষস্থান সম্মেতশিখর (পার্শ্বনাথ শৈল), প্রথম গণধর কুম্ভ এবং প্রথম আর্য্যা রক্ষিতা।

অরনাল—(ক্লী) সৈধান। (সাধনমালা আর্য্যসিদ্ধৈকবীরসাধন)

অরনেজ—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত আহমদাবাদ জেলার একটী গ্রাম। ইহা ধোলকা নগরের প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটী প্রধান বৌদ্ধবিদ্যাকেন্দ্র ছিল। রাজপুর, কাথি, পাটন, আহমদাবাদ, খয়রা, কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি স্থানের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা ইহার পণ্যবিনিময় চলিত। এক্ষণে ইহা একটী ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র।

অরনেমিব্রহ্মদত্ত—বৌদ্ধযুগের একজন রাজা। বারাণসীতে ইঁহার বাস ছিল। ইনি শাক্যবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার পুত্র রাজা প্রসেনজিৎ। কোন কারণে ইনি চম্পায় নির্ব্বাসিত হন এবং প্রসেনজিৎ পিতৃপদ অলঙ্কৃত করিতে থাকেন।

চম্পায় অবস্থানকালে ইঁহার অষ্টবংশজ স্বর্ণমিত্রের কন্যা বিশাখার সহিত প্রসেনজিৎ-মন্ত্রী মৃগধরের কনিষ্ঠ পুত্র বিশাখার বিবাহ হয়।

অরন্তাঙ্গি—মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত তাঞ্জোর জেলার পট্টুকোট্টাই তালুকের একটী সহর। এখানে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড-রেলপথের আড্ডা ষ্টেশন এবং ডেপুটী তহশীলদারের কাছারী আছে। অক্ষা° ১০°১১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°০´ পূঃ। এখানে কিস্তা এবং রেশমী বস্ত্র নির্ম্মিত ও রঞ্জিত হইয়া রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে পাণ্ড্যদেশের রাজা অরন্তাঙ্গি

* জৈন ভূগোল অনুসারে জানা যায়, জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতক্ষেত্র আর্য্য ও ৫ ম্লেচ্ছ খণ্ড বিভক্ত। উক্ত ছয় খণ্ডের সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া যে ভূপতি উক্ত ছয় খণ্ডে একচ্ছত্র শাসন স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তিনি চক্রবর্ত্তী উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন।

অধিকার করিয়া পাঞ্জাবরাজ্যভুক্ত করেন। সপ্তদশ শতকে ইহা পুনরায় ভাওয়ালপুরের হস্তে আইসে, কিন্তু ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজনাদের রাজা রঘুনাথ তেমন ইহা স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। পরে সন্ধি হইলে ভাওয়ালের রাজাকে ইহা প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে আবার ইহা রাজনাদ-রাজ্যের অধীনে যায়। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়ালরাজ ইহা পুনরধিকার করেন। এখানে যে দুর্গ আছে, তাহার অভ্যন্তরভাগে কতক-গুলি প্রাচীন শিলালিপি দৃষ্ট হয়। এখানকার শিবমন্দিরের মধ্যেও ঐরূপ শিলালিপিসমূহ বিদ্যমান।

অরন্তুক—প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের বায়ুকোণে অবস্থিত একটী তীর্থ। ইহার বর্ত্তমান নাম বারের। কৈথল গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। অরন্তুক হইতে তরন্তুক (বর্ত্তমান নাম রত্নযক্ষ) ২০ ক্রোশ। [কুরুক্ষেত্র দ্র°]

অরন্ধন—(স্ত্রী) রন্ধনের অভাব। যেদিন বঙ্গবাসী সম্প্রদায়-ভাবে অগ্নিপাক না করিয়া পূর্ব্বদিনের রাঁধা বাসীভাত খাইয়া উৎসব করে সেই দিনের নাম "অরন্ধন" এবং সেই দিন "অরন্ধনপর্ব্ব" নামেও খ্যাত। উহা একটী লৌকিক আচারমাত্র।

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে আমাদের দেশে বিশ্বকর্ম্মার পূজা হয়। সমস্ত কল কারখানা এবং যন্ত্র লইয়া জীবিকার্জ্জনকারীরা একদিন উৎসব উপলক্ষে অনাহারে থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে যাইয়া আমোদে যোগদান করে। সেইখানেই বিশ্বকর্ম্মার পূজান্তে তাহারা মধ্যাহ্নে প্রসাদাদি ভক্ষণ করে এবং অপরাহ্নবেলায় প্রচুর আহারাদির পর গৃহে প্রত্যাগত হয়।

গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাটীতে ঐদিন মনসা দেবীর ও লক্ষ্মীদেবীর পূজা হইয়া থাকে। দুইটী পূজা প্রাতে একসঙ্গে করিতে হয় বলিয়া সম্ভবতঃ গৃহিণীরা পূর্ব্বদিনে কিছু রাঁধিয়া রাখেন। মা মনসাকে অন্ন ও পঞ্চব্যঞ্জনী দিবার ব্যবস্থা আছে। এই কারণ পূর্ব্বরাত্রে রন্ধনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন কোন বাটীতে চিঁড়া, কলা ও দধি দিবার ব্যবস্থাও আছে। ঐদিন গৃহিণীরা উনানের উপর আলিপনা কাটিয়া মনসা ডাল দিয়া মনসাদেবীর আবাহন করিয়া থাকেন।

অরন্ধন বাঙ্গালার অনেকস্থানে অনেক পর্ব্বে হয়। দশহরার পর হইতে শ্রাবণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি পঞ্চমী তিথিতে এবং 'শীতলা' ও 'পাতাল কোঁড়' উৎসবে অনেকে অরন্ধন করিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে আরন্ধ বলে।

ভাদ্রসংক্রান্তির অরন্ধন চিরপ্রসিদ্ধ। ঐ দিনের পূর্ব্বরাত্রে গৃহস্থের গৃহিণীরা অন্নব্যঞ্জন রাঁধাইয়া থাকে। পর দিন বাসী অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি খাইবার ব্যবস্থা। ভাত নষ্ট হইবার ভয়ে গভীর রাত্রে রাঁধিয়া জল দিয়া রাখে, ৮ প্রকার ভাজা, কচুশাক, মসুরীর ও মুগ বা খেসারীর ডাল, পায়স, কলার বড় ও মিষ্টান্ন প্রধান আহার্য্য। কোন কোন বাটীতে উহা দেবীর ভোগার্থ প্রস্তুত হয়। গৃহস্থ যথেষ্ট ভাজিয়া খান। পল্লীর মধ্যে পরস্পরে নিমন্ত্রণ করিয়া বালক বালিকাদিগকে খাওয়ায়। ইহাকে বুড়া আরন্ধ বলে। ঐদিন মনসার পূজা হয় বলিয়া সাধারণের সংস্কার ঐদিন আবার পাক করিলে সর্পাঘাত হয়। সেইজন্য উনানের উপর মনসার ডাল দিয়া রন্ধন বন্ধ করা হইয়াছে।

"ইচ্ছার আরন্ধ" গৃহস্থ ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের যে কোনদিন করিতে পারেন। রন্ধনব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ। যাহারা ইচ্ছার আরন্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বুড়ী আরন্ধও করিতে পারেন। না করিলেও ক্ষতি নাই।

"চিড়ার আরন্ধ" ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে লক্ষ্মীপূজার পর রবি-বারে অনেকে করেন। ঐদিন চিড়া, মুড়কী, দধি, মর্ত্তমান রম্ভা ও অন্যান্য ফলাদি প্রচুর খাওয়া হয়। রাত্রে ইটের উনান করিয়া লুচি ভাজিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'স্বদেশীযুগের প্রবর্ত্তন' সঙ্গে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে "অরন্ধন" করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। উহা বঙ্গ-শাসনের প্রতিবিধানার্থে রাষ্ট্রনীতিবিদদিগের অনুরোধে প্রচলিত হইয়াছিল। ঐদিন রাখি বাঁধিয়া ভ্রাতৃভাবের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাও হয়। এখন আশ্বিনসংক্রান্তির "অরন্ধন" ও "রাখিবন্ধন" প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে

অরন্ধ্রু—(ত্রি) [নাস্তি রন্ধ্রং যস্য নঞ্ বহুব্রী] ১ অবিদ্ধ। ২ ছিদ্রশূন্য। ৩ নির্দ্দোষ।

অরপচন—বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত এক দেবতা। ইনি সদ্যোজাত অরপচন বা সদ্যোজাত মঞ্জুশ্রী নামেও অভিহিত হন। সাধনমালায় ইহার রূপ সম্বন্ধে সর্ব্বসমেত আটটী সাধন পাওয়া যায়। ইহার একটী মুখ ও দুই হস্ত। ইঁহার বর্ণ লাল বা শাদা উভয়ই হইয়া থাকে। ইনি চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিমান, ইঁহার মুখ হাস্যপূর্ণ এবং ইনি বহুমূল্য অলঙ্কারাদিতে ভূষিত। পদ্মের উপর বজ্রপর্য্যঙ্ক ভঙ্গিতে ইনি উপবিষ্ট। দক্ষিণহস্তে ইনি তরবারি চালনা করিয়া থাকেন ও বাম হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা-গ্রন্থ বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন। চারিজন সহচর ইঁহার সহিত অবস্থান করেন জালিনিকুমার বা সূর্য্যপ্রভ সম্মুখে, চন্দ্রপ্রভ পিছনে, কেশিনী দক্ষিণে ও উপকেশিনী বামে অবস্থিত। এই চারিজন দেবতাই ইঁহার প্রতিরূপ। সাধন মালায় ইঁহার ধ্যান পাওয়া যায়—

"খড়্গপুস্তকধারিণং আলীঢ়পদচারিণং।
রক্তকমলসমুদ্ভূতং সূর্য্যপ্রভাধারিণং স্মিতবিকসিতবদনং ॥

জং] শত্রু কর্ত্তৃক অজিত। ২ শত্রুগণ যাহার হিংসা করিতে পারে না। ত্রি লিঙ্গ।

অরনাথ—জৈনদিগের অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর। ইঁহার পিতার নাম সুদর্শন ও মাতার নাম মিত্রসেনা। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয় এবং সোমবংশীয় রাজা ছিলেন। ফাল্গুনী শুক্লাতৃতীয়ায় রেবতী নক্ষত্রে অরনাথ জীব-জয়ন্ত বিমান নামক স্বর্গ হইতে রাণী মিত্রসেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে রাণী ১৬টী শুভ স্বপ্ন দেখেন এবং তাহার ফল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে রাজা বলেন যে তোমার গর্ভে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিবে ইহাই স্বপ্নচয় সূচনা করিতেছে।

গর্ভ পূর্ণ হইলে মার্গশীর্ষ শুক্লা চতুর্দশী পুষ্যা নক্ষত্রে তাঁহার জন্ম হয়। যুবাকালে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং ২১ হাজার বৎসর মণ্ডলেশ্বর থাকিয়া পরে রাজচক্রবর্ত্তী* হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুদর্শনচক্রাদি, নবনিধি ও চতুর্দশ রত্ন তাঁহার লাভ হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার ৯৬ হাজার স্ত্রী, ১৮ কোটি অশ্ব, ৮৪ লক্ষ হাতী, ৮৪ লক্ষ রথ, ও ৩ কোটী গাভী ছিল। ৩২ হাজার মুকুটধারী রাজা তাঁহার অধীন সামন্তরূপে বিরাজ করিত। এই বিভূতি লইয়া তিনি ২১ হাজার বৎসর রাজত্ব করেন।

একদিন শরৎকালে আকাশ অকস্মাৎ মেঘনির্ম্মুক্ত দেখিয়া তাঁহার চিত্ত হইতে ভোগলালসা বিদূরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার চিত্তকে আক্রমণ করে। তখনই তিনি আপন জ্যেষ্ঠপুত্র অরবিন্দকুমারকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বৈজয়ন্তিকা নাম্নী শিবিকায় আরোহণ করিয়া সহেতুক নামক বনে গমন করেন। এখানে মার্গশীর্ষ শুক্লাদশমী সন্ধ্যায় রেবতী নক্ষত্রে তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া মুনি হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনঃ-পর্য্যয়জ্ঞান সমুদিত হয়। তপঃগ্রহণের পর প্রথম পারণা তিনি চক্রপুর নগরে স্বামী অপরাজিতের গৃহে করিয়াছিলেন।

এইরূপে সহেতুক বনে ষোল বৎসর তপস্যা করিয়া তিনি কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশীর অপরাহ্নে রেবতী নক্ষত্রে আম্রবৃক্ষ তলে দুইদিন উপবাসের পর চারিপ্রকার কর্ম্মক্ষয়ের নাশ করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে চারি প্রকারের দেবগণ উৎসব করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ভগবান্ সমবশরণ (সভা) রচনা করিয়া তাঁহার গণধর, পূর্ব্বাঙ্গজ্ঞাতা মুনি, শিক্ষকমুনি, অবধিজ্ঞানধারী, কেবলজ্ঞানধারী, বাদিসাধক, মনঃপর্য্যায় জ্ঞানধারক, বহুশ্রুত-ধারী, ধর্ম্মিকা ও আর্য্যিকা প্রভৃতি সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা দেবদেবী ও তির্য্যক্ সকলের নির্ণয় করিয়া দেন। ইনি ঐ সমবশরণে বিরাজিত থাকিয়া সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

তাঁহার আয়ুকাল শেষ হইবার একমাস পূর্ব্বে ভগবান্ সমেত শিখরে হাজার মুনীশ্বরের সহিত প্রতিমাযোগে বিরাজ করিতেছিলেন। চৈত্রকৃষ্ণা অমাবস্যায় রেবতী নক্ষত্রের পূর্ব্বরাত্রে তিনি মোক্ষলাভ করেন।

জৈন-তত্ত্বাদর্শ হইতে জানা যায়, অরনাথের পিতার নাম সুদর্শন এবং মাতার নাম দেবী। কুল ইক্ষ্বাকু, গর্ভবাস ৯ মাস ৮ দিন, জন্মতিথি অগ্র° শু° ১০, জন্মনক্ষত্র রেবতী, রাশি মীন, জন্মস্থান গজপুর, চিহ্ন নন্দ্যাবর্ত্ত, শরীরমান ৩০ ধনু, আয়ুমান ৮৪০০০ বর্ষ, বিমান নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধি, শরীরের বর্ণ স্বর্ণকান্তি, উপাধি চক্রবর্ত্তী, স্ত্রী ৬৪০০০, দীক্ষাসঙ্গ ১ হাজার সাধু, দীক্ষানগর গজপুর, তপে উপবাস ২ দিন, প্রথম পারণ দুগ্ধ। পারণস্থান স্বামী অপরাজিতগৃহ, পারণ কাল ২ দিন, পরে দীক্ষাতিথি অগ্র° শু° ১১, জ্ঞাননগরী গজপুর, গণধর সংখ্যা ৩৩, সাধু ৫০ হাজার, সাধ্বী ৬০ হাজার, ১৪ চতুর্দ্দশ পূর্ব্বী ৬১০, কেবলী ২৮০০, শ্রাবক ১৮৪০০০, শ্রাবিকা ৩৭২০০০, জ্ঞানতীর্থ কা° শু° ১২, মোক্ষতিথি অগ্র° শু° ১০, মোক্ষস্থান সমেতশিখর (পার্শ্বনাথ শৈল), প্রথম গণধর কুম্ভ এবং প্রথম আর্য্যা রক্ষিতা।

অরমাল—(স্ত্রী) শৈবাল। (শব্দমালা অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বরীমাধুরী)

অরনেল—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত থানা জেলার একটী গ্রাম। ইহা বোম্বাই নগরের প্রায় ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটী প্রধান নৌবাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। চেমপুর, কারি, পাটন, বাক্সারাম, কল্যা, কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি স্থানের সহিত নদীপথে ইহার পণ্যবিনিময় চলিত। এক্ষণ ইহা একটী ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র।

অরনেমিবর্দ্ধমানভদ্র—বৌদ্ধযুগের একজন রাজা। শ্রাবস্তী ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি শাক্যবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার পুত্র রাজা প্রসেনজিৎ। কোন কারণে ইনি চম্পায় নির্ব্বাসিত হন এবং প্রসেনজিৎ পিতৃপদ অলঙ্কৃত করিতে থাকেন।

চম্পায় অবস্থানকালে ইঁহার অষ্টমপুত্র হর্ষদত্তের কন্যা বিশাখার সহিত প্রসেনজিৎ-মন্ত্রী মৃগধরের কনিষ্ঠ পুত্র বিশাখার বিবাহ হয়।

অরন্তাঙ্গি—মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার পট্টুকোট্টই তালুকের একটী নগর। এখানে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড-রোডপথের একটী চৌকী এবং তেপুটী তহসীলদারের কাছারী আছে। অক্ষা° ১০°১১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°০´ পূঃ। এখানে কিতা এবং রেশমী বস্ত্র নির্ম্মিত ও রঞ্জিত হইয়া রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে তাঞ্জোরের রাজা অরন্তাঙ্গি

* জৈন পুরাণ অনুসারে জানা যায়, জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতক্ষেত্রে আর্য্য ও ম্লেচ্ছ খণ্ড বিভক্ত। উক্ত ছয় খণ্ডের সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া যে ভূপতি উক্ত ছয় খণ্ডকে একচ্ছত্রতলে শাসন করিতে সমর্থ হন, তিনি চক্রবর্ত্তী উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন।

অধিকার করিয়া পাঞ্জাবরাজ্যভুক্ত করেন। সপ্তদশ শতকে ইহা পুনরায় ভাওয়ালপুরের হস্তে পড়িলে, কিন্তু ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিকানীরের রাজা রঘুনাথ যেমন ইহা স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। পরে সন্ধি হইলে ভাওয়ালপুরের রাজাকে ইহা প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে আবার ইহা বিকানীর-রাজ্যের অধীনে যায়। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়ালপুর ইহা পুনরধিকার করেন। এখানে যে দুর্গ আছে, তাহার অভ্যন্তরভাগে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি দৃষ্ট হয়। এখানকার শিবমন্দিরের মধ্যেও ঐরূপ শিলালিপিসমূহ বিদ্যমান।

অরন্তুক—প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের বায়ুকোণে অবস্থিত একটী তীর্থ। ইহার বর্তমান নাম বারের। কৈথল গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। অরন্তুক হইতে তরন্তুক (বর্তমান নাম রত্নযক্ষ) ২০ ক্রোশ। [কুরুক্ষেত্র দ্র°]

অরন্ধন—(ক্লী) রন্ধনের অভাব। বৈদিক বঙ্গবাসী সমস্তভাবে অন্নপাক না করিয়া পূর্ব্বদিনের রাঁধা বাসীভাত খাইয়া উৎসব করে সেই দিনের নাম "অরন্ধন" এবং সেই দিন "অরন্ধনপর্ব্ব" নামেও খ্যাত। উহা একটী লৌকিক আচারমাত্র।

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে আমাদের দেশে বিশ্বকর্ম্মার পূজা হয়। সমস্ত কল কারখানা এবং যন্ত্র লইয়া জীবিকার্জ্জনকারীরা একদিন উৎসব উপলক্ষে অনাহারে থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে যাইয়া আমোদে যোগদান করে। সেইখানেই বিশ্বকর্ম্মার পূজান্তে তাহারা মধ্যাহ্নে প্রসাদাদি ভক্ষণ করে এবং অপরাহ্নবেলায় প্রচুর আহারাদির পর গৃহে প্রত্যাগত হয়।

গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাটীতে ঐদিন মনসা দেবীর ও লক্ষ্মীদেবীর পূজা হইয়া থাকে। দুইটী পূজা প্রাতে একসঙ্গে করিতে হয় বলিয়া সম্ভবতঃ গৃহিণীরা পূর্ব্বদিনে কিছু রাঁধিয়া রাখেন। মা মনসাকে দই ও পক্কফলী দিবার ব্যবস্থা আছে। এই কারণ পূর্ব্বরাত্রে রন্ধনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন কোন বাটীতে চিঁড়া, কলা ও দধি দিবার ব্যবস্থাও আছে। ঐদিন গৃহিণীরা উনানের উপর আলিপনা কাটিয়া মনসা ডাল দিয়া মনসাদেবীর আবাহন করিয়া থাকেন।

অরন্ধন বাঙ্গালার অনেকস্থানে অনেক পর্ব্বে হয়। দশহরার পর হইতে শ্রাবণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি পঞ্চমী তিথিতে এবং 'শীতলা' ও 'পান্তাল কোঁড়' উৎসবে অনেকে অরন্ধন করিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে আরন্ধ বলে।

ভাদ্রসংক্রান্তির অরন্ধন চিরপ্রসিদ্ধ। ঐ দিনের পূর্ব্বরাত্রে গৃহস্থের গৃহিণীরা অন্নব্যঞ্জন রাঁধাইয়া থাকে। পর দিন বাসী অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি খাইবার ব্যবস্থা। ভাত নষ্ট হইবার ভয়ে পঞ্জীর রাত্রে রাঁধিয়া জল দিয়া রাখে, ৮ প্রকার ভাজা, কচুশাক, মসূরীর ও মুগ বা খেসারীর ডাল, পায়স, কলার বড় ও মিষ্টান্ন প্রধান আহার্য্য। কোন কোন বাটীতে উহা দেবীর ভোগার্থ রন্ধন হয়। গৃহস্থ সমস্ত ভাজিয়া রাখে। পল্লীর মধ্যে পরস্পরে নিমন্ত্রণ করিয়া বালক বালিকাদিগকে খাওয়ায়। ইহাকে বুড়ী আরন্ধ বলে। ঐদিন মনসার পূজা হয় বলিয়া সাধারণের সংস্কার ঐদিন আগুন পাক করিলে সর্পাঘাত হয়। সেইজন্য উনানের উপর মনসার ডাল দিয়া রন্ধন বন্ধ করা হইয়াছে।

"ইচ্ছার আরন্ধ" গৃহস্থ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের যে কোনদিন করিতে পারেন। রন্ধনব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ। যাহারা ইচ্ছার আরন্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বুড়ী আরন্ধও করিতে পারেন। না করিলেও ক্ষতি নাই।

"চিঁড়ার আরন্ধ" ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে লক্ষ্মীপূজার পর রবিবারে অনেকে করেন। ঐদিন চিঁড়া, মুড়কী, দধি, বর্ত্তমান কলা ও অন্যান্য ফলাদি প্রভৃতি খাওয়া হয়। রাত্রে ইটের উনান করিয়া লুচি ভাজিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'স্বদেশীযুগের প্রবর্ত্তন' সঙ্গে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে "অরন্ধন" করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। উহা বঙ্গ-শাসনের প্রতিবিধান দেখে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দিগের অনুরোধে প্রচলিত হইয়াছিল। ঐদিন রাখি বাঁধিয়া ভ্রাতৃভাবের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাও হয়। এখন আশ্বিনসংক্রান্তির "অরন্ধন" ও "রাখিবন্ধন" প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

অরন্ধ্র—(ত্রি) [নাস্তি রন্ধ্রং যস্য নঞ্-বহুব্রী] ১ নিবিড়। ২ ছিদ্রশূন্য। ৩ নির্দোষ।

অরপচন—বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত এক দেবতা। ইনি সদ্যোজাত অরপচন বা সদ্যোজাত মঞ্জুশ্রী নামেও অভিহিত হন। সাধনমালায় ইহার রূপ সম্বন্ধে মোট আটটী সাধন পাওয়া যায়। ইহার একটী মুখ ও দুই হস্ত। ইঁহার বর্ণ লাল বা শাদা উভয়ই হইয়া থাকে। ইনি চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিমান, ইঁহার মুখ হাস্যপূর্ণ এবং ইনি বহুমূল্য অলঙ্কারাদিতে ভূষিত। পদ্মের উপর বজ্রপর্য্যঙ্ক ভঙ্গিতে ইনি উপবিষ্ট। দক্ষিণহস্তে ইনি তরবারি চালনা করিয়া থাকেন ও বাম হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা-গ্রন্থ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। চারিজন দেবতা ইঁহার সহিত অবস্থান করেন। জালিনীকুমার বা সূর্য্যপ্রভ সম্মুখে, চন্দ্রপ্রভ পিছনে, কেশিনী দক্ষিণে ও উপকেশিনী বামে অবস্থিত। এই চারিজন দেবতাই ইঁহার প্রতিরূপ। সাধনমালায় ইঁহার ধ্যান পাওয়া যায়—

"খড়্গপুস্তকধারিণং আহ্লাদিতপকচৌরং।
রক্তবস্ত্রসমুকুটং মুক্তাকেশধারিণং স্মিতবিকসিতবদনং॥

শশাঙ্ককান্তিমুন্দ্যশোভং বিষদলকমলদ্বয়বদ্ধপর্য্যঙ্কং।
সদ্যোল্লুন্তধারপচনরূপং আত্মানং ভাবয়েত্॥"

অনেক সময় ইহাকে পশুর উপর অধিষ্ঠান করিতে দেখা যায়; তখন ইহাকে প্রজ্ঞাচক্র বলা হয়।

মঞ্জুশ্রীর বহু মূর্ত্তি প্রস্তর ও ব্রঞ্জে নির্ম্মিতাবস্থায় পাওয়া যায় কিন্তু অরপচনের মূর্ত্তি যত পাওয়া গিয়াছে সেরূপ অন্য কোন



অরপচন।

মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। (Grunvedel's Buddhist Art in India, pp 199) এই সমুদয় মূর্ত্তিতে কখনও ইহাকে সহচরগণসহ এবং কখনও একাকী দেখা যায়। ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত একটী অরপচন মূর্ত্তিতে চারিজন সঙ্গী ভিন্ন চারিটী ধ্যানী বুদ্ধ, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি অবস্থিত। উঁহারা সকলেই পিছনে দ্যুতিমণ্ডল বা ছটা মুকুটে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্বোপরি মধ্যস্থানে চন্দ্রপ্রভ অবস্থিত। এখানে চন্দ্রপ্রভ অরপচনের প্রতিরূপমাত্র। নেপালে প্রাপ্ত অরপচন মূর্ত্তিতে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ বক্ষে ধারণ করিতে দেখা যায় না। সেই মূর্ত্তিটী ব্রঞ্জের।

অরপস্—(ত্রি) [রপ্যতে কথ্যতে সর্ব্বসমক্ষং কথ্যতে রপ কর্ম্মণি অসুন্। নাস্তি রপঃ পাপং যস্য। নঞ্-বহুব্রী] পাপ শূন্য।

অরম্—(অব্য) [অল-অম্।] শীঘ্রতা। ২ অতিশয়। এখানে লকার স্থানে বিকল্পে 'র' হইয়াছে।

অরম—(ত্রি) [ন রম্যতেঽনেনাত্র বা, রম করণেঽধিকরণে বা অচ্। নঞ্-তৎ] অধম। ২ নিকৃষ্ট।

অরমতি—(স্ত্রী) [অরমা অত্যর্থা মতিঃ। কর্ম্মধা পূর্ব্বপদস্য পুংবদ্ভাবঃ] পর্য্যাপ্তবুদ্ধি। ২ দীপ্তি। ৩ পৃথিবী। ৪ ধন। ৬ পর্য্যাপ্তস্তুতি। ৭ অস্থির। ৮ সর্ব্বত্রগামিনী।

ঋগ্বেদের অনেক স্থানে 'অরমতি' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণাচার্য্যও ইহার নানা প্রকার অর্থ করিয়াছেন। যথা—

"অরমতিঃ সবিতা দেব আগাৎ।" ২.৩৮.৪। ইহার ভাষ্যে সায়ণ লিখিয়াছেন, "অরমতিঃ—অনুপরতিঃ।" অর্থাৎ সুস্থির নহে। এখানে ইহা সবিতার বিশেষণ।

"আ নো মহীমরমতিং।" ৫.৪৩.৬।—ভাষ্যে, "আ সমন্তাৎ রমমাণাং সর্ব্বত্র গন্ত্রীং বা। সর্ব্বত্র রমমাণা, অথবা সর্ব্বত্র গামিনী। গ্না দেবতা।"

"প্র বো মহীমরমতীং।" ৭.৩৬.৮।—ভাষ্যে "উপরতিরহিতাম, উপরতিশূন্যা।" স্থির নহে। ইহা মহীর নাম। ৭.৪২.৩ ঋকেও অরমতি শব্দে 'ভূমি' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ৭.১.৬ ঋকে, সায়ণ ইহার 'দীপ্তি' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

"অধ স্মা নো অরমতিং।" ৫.৫৪.৬।—ভাষ্যে "আরমমাণং ধনাদিকং।" ভোগ করিবার ধনাদি।

"প্রতি নঃ স্তোমং ত্বষ্টা জুষেত স্যাদস্মে অরমতির্বসূয়ুঃ।" ৭.৩৪.২১। ভাষ্যে, "পর্য্যাপ্তবুদ্ধিঃ, সর্ব্ববিষয় ব্যাপিবুদ্ধির্বা।" যাহার পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি। উক্ত ঋকে ইহা ত্বষ্টার বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

"অরমতিরনর্বাণো বিশ্বো দেবস্য মনসা।" ৮.৩৪.২১—ভাষ্যে, "অলমতিঃ পর্য্যাপ্তস্তুতিঃ।" এখানে 'অরমতি' শব্দে লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হইয়াছে। ইহার অর্থ, যাহার পর্য্যাপ্তস্তুতি করা হয়। পূর্ব্ব ঋকের পূষা শব্দের বিশেষণস্বরূপ ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক ঋকে 'অরমতি' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

অরমুর তালুক—হায়দরাবাদ রাজ্যস্থ নিজামাবাদ জেলার একটী তালুক। ক্ষেত্রফল ১০৩৮ বর্গমাইল। অরমুর ইহার সদর। বাসকোণ্ডা এখানকার একটী জায়গীর। এই তালুকে কূপ হইতে জলসেচন করিয়া ধান্যের চাষ হয়। ইহার মধ্যাংশে পাহাড়। উত্তরভাগ দিয়া গোদাবরী নদী প্রবাহিত।

অরমেরী—মহিসুরের কোড়গ রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। যেদেনল কনাড় তালুকে মের্কারা যাইবার রাস্তার উপর বীররাজেন্দ্রপেট হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

অরয়ন্ন রাজা উদৈয়ার—দাক্ষিণাত্যের একজন চোল নরপতি। আর্য্যেণ নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন; ইনি রাজা কম্পনের পুত্র। দক্ষিণ আর্কটের তিরুবন্নমলৈ নগরে ১৩৭৭-১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

অরর—(স্ত্রী) [ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি দ্বারম্। ঋ গতৌ-অর,

[.অর্তিকর্মিন্ন'র বলিবেবিধাসি আক্লিৎ। উণ্. ৩.১৩২] কপাট। ('অররং কপাটম্'। উজ্জলদত্ত)। ২ ঋষিবিশেষ। ৩ বংশ-কোষ। কবীর কোষ। ৪ আচ্ছাদন।

অররাজ—বিহার প্রদেশের চম্পারণ জেলার মতিহারী মহকুমার একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৬°৩৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৪°৪০´ পূঃ। এখানে সম্রাট্ অশোকের একটী প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। উহা সুন্দর পালিশ করা একখণ্ড বালুকা পাথরে নির্ম্মিত। ভূমি হইতে উচ্চতা ৩৬।০ ফুট, নিম্নদেশের ব্যাস ৪১´৮ ইঞ্চি, শীর্ষদেশের ব্যাস ৩৭´৬ই ঞ্চি। যতটা অংশ ভূমির উপরে আছে তাহার ওজন প্রায় ৩৪ টন হইবে। মৃত্তিকানিম্নে কতকাংশ প্রোথিত রহিয়াছে। তৎসহ সমগ্র স্তম্ভটীর ওজন বোধ হয় ৪০ টন হইবে। অশোকের ছয়টী অনুশাসন বেশ পরিষ্কার এবং উত্তমরূপে ক্ষোদিত অক্ষরে এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। স্তম্ভের শীর্ষে বোধ হয় পূর্ব্বে কোন জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। উৎকীর্ণ লিপিটী দুইভাগে বিভক্ত, উত্তর-দিকে ১৮ পংক্তি, দক্ষিণদিকে ২৩ পংক্তি। লিপিটী বেশ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় আছে। কেবল উত্তরপার্শ্বের পংক্তিগুলি আব-হাওয়ার ফলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। রিউবেন বারো নামক এক পণ্ডিত ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে স্তম্ভের উপরে নিজ নাম খোদিত করাইয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিত 'বঙ্গদেশীয় এশিয়াটীক সোসাইটীর' একজন সদস্য ছিলেন। বসার এবং লাউরিয়া-নন্দনগড়ের অশোক স্তম্ভেও উক্ত পণ্ডিতের নাম খোদিত দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকেরা স্তম্ভটীকে 'লাউর' বলিয়া থাকে, তজ্জন্য এই গ্রামের সংলগ্ন অপর একটী গ্রামের নাম লাউরিয়া হইয়াছে। অশোকস্তম্ভের ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী মহাদেবমন্দির আছে, তথায় প্রতিবৎসর মেলা বসে।

অররি—(স্ত্রী) [রা দানে-কি। ০। আদৃ, গম, হন, জন-কিকিনৌ লিট্ চ। পা ৩ ২.১৭১] রবিদাতা, ররির্দ্দ্যতনবিত্তত্তে তদররি। নঞ্-বহুব্রী] অন্য কর্ত্তৃক যাহা অদত্ত। সুখ। (নিরুক্ত)। [ঋ বিট্ অর্ গমনম্। অরঃ গমনস্য অরিঃ বাধকঃ] কপাট।

অররিন্দ—(ক্লী) [অররি অনৈঃ অদত্তং সুখমিতি শেষঃ দদাতি দা ক। নকার উপজনঃ। (দেবরাজ)] জল।

"উদকেন বর্দ্ধয়তে সুখাদিকং তচ্চান্যৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ দাতুমশক্যত্বাৎ অদত্তমিত্যুচ্যতে।" (নিঘণ্টু)।

অররিয়া (অরারিয়া)—বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৫°৫৬´১৫″ হইতে ২৬°২৭ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°১´ ১০″ হইতে ৮৭°৪৪´৪৫″ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৪৪ বর্গমাইল। এই উপবিভাগে অরারিয়া, মতিয়ারী ও রাণীগঞ্জ থানা ও ৪টী আউট-পোষ্ট আছে।

২ উক্ত জেলার অররিয়া বিভাগের অন্তর্গত একটী গ্রাম। পনার নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৯´১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৩২´৫৬″ পূঃ। পূর্ণিয়া নগর হইতে ইহা ১৫ ক্রোশ উত্তর এবং বসন্তপুর হইতে ২ ক্রোশ পূর্ব্ব। এখানে অররিয়া উপবিভাগের বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত আছে।

অরারিবস্—(স্ত্রী) [রা দানে-ক্বসু ররিবান্। নঞ্-তৎ] যে দান করে নাই।

অরুরু—(পুং) [ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি অরিভাবম্ ঋ গতৌ (অর্ত্তে-রুরু। উণ্। ৪.৭৯) ইত্যরুঃ।] শত্রু। ২ আয়ুধ। (ত্রি) ৩ গমনস্বভাব। উণাদির ব্যাখ্যায় ভট্টোজিদীক্ষিত কেবল শত্রু অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উজ্জ্বলদত্ত শত্রু অর্থ গ্রহণ করেন নাই, তিনি কেবল আয়ুধ অর্থ লিখিয়াছেন।

অররুস্—(পুং) [ঋ-বাহু০-অরুস্] যে শত্রু উপদ্রব করিতে আসিয়াছে।

অররে—(অব্য) [অরং শীঘ্রং রাতি রা-ডে।] শীঘ্র প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য অতি ব্যগ্র সম্বোধন। এই সম্বোধন বাক্য মান্য ব্যক্তির পক্ষে নহে, কিন্তু স্নেহের পাত্রের প্রতি বা নীচ ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অরল (অরাল)—করাচী জেলার প্রবাহিত একটী নদীখাত। ১২ মাইল লম্বা। মঞ্চর হ্রদের জল এই নদীগর্ভ দিয়া সিন্ধুনদে আসিয়া নিপতিত হয়। নায়ানদীর ও মঞ্চর হ্রদের জলে অরাল সকল সময়েই পূর্ণকলেবরা থাকে এবং পণ্যবাহী নৌকাসমূহ যাতায়াত করে। অক্ষা° ২৬°২২´ হইতে ২৬°২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭°৪৭´ হইতে ৬৭°৫৩´ পূঃ মধ্য।

নারা নদীতে সেতু নির্ম্মাণ ও জলবাধ দিবার ফলে ইহার স্রোতোগতি অনেক কম হইয়াছে। অরল নদীতটে সেবান নগরে ইন্দাস্-ভেলী-রেলপথের বন্দর ষ্টেশন অবস্থিত। এখানে নানাস্থান হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়া উত্তর ও নিম্ন সিন্ধুপ্রদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

অরলু—(পুঃ) [অং লায়তে গৃহ্যতে অর-লা-কু] শোনাগাছ। স্বার্থে কন। শ্যোনাক বৃক্ষ। শোনাগাছ।

অরলেশ্বর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার হাঙ্গল তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানকার দেবমন্দিরে কএকখানি দানলিপি দৃষ্ট হয়।

অরব—(পুং) [রু-ঘঞ্ রবঃ। নঞ্-তৎ।] রবের অভাব। ২ নিষেধের নিমিত্ত বাক্যের অভাব (ত্রি)। নঞ্-বহুব্রী] ৩ রবশূন্য।

অরব২- সমগ্র দক্ষিণভারতে প্রচলিত তামিল জাতির কথিত ভাষা। উত্তরে মহিসুর ও মান্দ্রাজ, পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট, দক্ষিণে উত্তর সিংহল এবং পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা। কুলি ও ভৃত্যগণ কার্য্য

ব্যপদেশে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষা বিস্তারার্থে আমদানী করিয়াছে। ইহাই আদি দ্রাবিড় জাতির ভাষা এবং শব্দসম্ভারে পূর্ণ। এই ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। কথিত ভাষা "কোদুন" এবং পরিমার্জিত লিখিত ভাষা "শেন্" নামে খ্যাত। [তামিল ও দ্রাবিড় দ্র°]

অরবনঘাট—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নীলগিরি জেলার কুনুর তালুকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ১১°২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৪৫´ পূঃ। এখানে গবর্ণমেন্টের কর্ডাইট ফ্যাক্টরি আছে।

অরবা-কুরিচী—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোয়েম্বাটোর জেলার একটি গ্রাম। অক্ষা° ১০°৪৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৭´ পূঃ। করুর ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মহিসুর-রাজের নির্মিত একটি দুর্গ ছিল। মুসলমান ইতিহাসে উহা 'নীমকল' নামে উল্লিখিত। ১৭৬৮, ১৭৮৩ ও ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য উহা অধিকার করে এবং শেষোক্ত বর্ষে ইংরেজ সৈন্যের গোলায় ঐ দুর্গ ভাঙ্গা হয়। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই স্থানের শাসনভার অধিপতির পালেগার সর্দারের হস্তে দেন।

অরবালো—কাশ্মীরের হুলুর বা জোলুর হ্রদ। (Turnour's Mahavamso, p. 72) অরবালোর নাগরাজ মজ্ঝন্তিক (মধ্যান্তিক) কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইঁহাকেই অশোক কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কাশ্মীরের উপত্যকায় এই হ্রদই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

অরবিন্দ—(ক্লী) [অরাঃ চক্রস্য নাভিনেম্যোরন্তর্গতকাষ্ঠানি তাদৃশানি দলানি বিন্দতে অর-বিদ্-শ। গবাদিষু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াম্ (পা ৩।১।১৩৮ সূত্রে বার্ত্তিক) 'শে মুচাদীনাম্'। (পা ৭।১।৫৯) শ প্রত্যয় পরে থাকিলে মুচাদি ধাতুর স্থানে নুম্ আগম হয়।] ১ পদ্ম। ২ নীলোৎপল। ৩ রক্তকমল। ৪ সারসপক্ষী। ৫ তাম্র।

অরবিন্দ২—একজন প্রাচীন কবি।

অরবিন্দ ঘোষ—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাঃ কে, ডি, ঘোষ একজন সিবিল সার্জন, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সদাশয় ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺রাজনারায়ণ বসু তাঁহার মাতামহ।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাত বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুইজন সহোদর সহ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন এবং তথায় চতুর্দশ বৎসর অবস্থান করেন। প্রথমে ম্যাঞ্চেষ্টারের এক ইংরেজ পরিবারে থাকিয়া তিনি শিক্ষালাভ করেন। পরে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে তিনি লণ্ডনস্থ সেণ্টপল্‌স্ (St Paul's) বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় হইতে সিনিয়র ক্লাসিক্যাল (Senior Classical) বৃত্তি লাভ করেন। পরে তথা হইতে কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজে (King's College) ভর্তি হন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার সাধারণ প্রতিযোগি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু দুই বৎসর শিক্ষা-নবিশির পর অশ্বারোহণ-পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে না পারায় ঐ বিভাগের কর্মের জন্য অমনোনীত হন। এই সময়ে বরোদার গাইকোয়াড় লণ্ডনে ছিলেন। অরবিন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও বরোদার রাজসরকারে একটি কর্ম গ্রহণ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন।

এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে অবস্থান কালে অরবিন্দ প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারে শৈশবকাল হইতেই তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মূলভাষায় গ্যেটে ও দান্তের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি জর্মণ ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি কেম্ব্রিজে ট্রাইপস্ (Tripos) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৯৩ হইতে ১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত তের বৎসরকাল গাইকোয়াডের প্রথমে রাজস্ব-বিভাগে ও মহারাজের সেক্রেটারীর কাজে, পরে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে এবং সর্বশেষে বরোদা-কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল (বা সহকারী অধ্যক্ষ) রূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি আত্মোৎকর্ষ সাধনে সাহিত্যিক-চর্চায় যথেষ্ট সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। কেন না পরে পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত তাঁহার কবিতার অধিকাংশ এই সময়েই রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ইংলণ্ডে তিনি তাঁহার পিতার স্পষ্ট নির্দ্দেশানুযায়ী ভারতীয় ও প্রাচ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শবিহীন হইয়া সম্পূর্ণ প্রতীচ্যভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বরোদায় তিনি সে ত্রুটি পরিপূরণ করিয়া লন এবং সংস্কৃত ও কতকগুলি আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতীয় সভ্যতার অন্তঃপ্রকৃতি ও তাহার অতীত ও বর্তমান রূপ তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পান।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য বরোদার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় আসেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যাপীঠের (ন্যাশনাল কলেজের) অধ্যক্ষরূপে কলিকাতায় অবস্থান করেন।

অরবিন্দের রাজনৈতিক কার্য্যকাল ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এই সময়ের প্রথমার্দ্ধে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অন্যান্য সহকর্মিগণের সহিত গোপনসেবার জন্য একত্র

হইয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসভার মধ্যপন্থীগণের সংস্কারবাদের পরিবর্তে চরমপন্থীর আদর্শে একমত হইয়া তিনি ঐ নূতন দলে যোগদান করিলেন।

এই দলের রাজনৈতিক মতবাদ ছিল একটা অস্পষ্ট অসহযোগ নীতি। বস্তুতঃ ইহা তখনও জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে উত্থাপিত হয় নাই। বিষয়-নির্বাচন কমিটির নরমপন্থী নেতৃবর্গের সঙ্গে চরমপন্থার নিষ্ফল সংঘর্ষ হইতেছিল মাত্র। অরবিন্দ বঙ্গদেশীয় নেতৃগণের মুখপাত্র হইয়া মহারাষ্ট্রনেতা তিলককে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য জাতীয় মহাসভাকে ও দেশকে নিজেদের আয়ত্তে আনা। ইহাই মডারেট বা নরমপন্থী ও জাতীয় দলের (বিরুদ্ধ দল কর্তৃক কথিত চরমপন্থী দলের) সুপ্রসিদ্ধ সংঘর্ষের মূল। এই সংগ্রাম দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতির আকৃতি আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল।

নবগঠিত জাতীয় দল ক্রমসংস্কারের মন্থরগতি ধরিয়া এক বা দুই শতাব্দীর সুদূর ব্যবধানে লভ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পরিবর্তে স্বরাজকেই তাঁহাদের লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করিল। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে 'বন্দে মাতরম্' নামক নবপ্রবর্তিত দৈনিক সংবাদপত্রখানি নিজেদের দলসমর্থক মুখপত্ররূপে গ্রহণ করিতে ও তাহার জন্য অর্থ যোগাইতে প্ররোচিত করেন। সেই সময়ে তিনি ইহার অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যখন অরবিন্দের কারাবাসকালে পত্রিকাখানি হঠাৎ উঠিয়া যায়, তদবধি তাহার পরিচালননীতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল এবং প্রায় প্রকাশমাত্রই ইহা সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। 'বন্দে মাতরম্' তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ অশেষ ফলগর্ভ স্থিতিকালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর তখন যে বিশিষ্ট ছাপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার পরবর্তী সকল পরিবর্তনের মধ্যেও আপনাকে মূলতঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত হন, কিন্তু মুক্তি লাভ করেন। তিনি এতদিন সংগঠক ও লেখক ছিলেন। এই ঘটনায় এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের কারাগমন অথবা অনুপস্থিতির জন্য তিনি বাঙ্গালার জাতীয় দলের সর্বসম্মত নেতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে ও বক্তা হিসাবে এই সর্বপ্রথম আসরে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে জাতীয়দলের যে সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সেখানে দুইটি বিবদমান দলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেস বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায়' তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বৈপ্লবিক দলের কার্যাবলীতে সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া ধৃত হন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারা যায় নাই বলিয়া এইবারও তিনি মুক্তি পান। বিচারাধীন বন্দীহিসাবে এক বৎসর আবদ্ধ থাকার পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি বাহিরে আসেন।

এই সময়ে তিনি 'কর্মযোগিন' নামে একখানি ইংরাজী ও 'ধর্ম' নামে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশিত করেন। আলিপুর জেলে তাঁহার বৎসরব্যাপী কারাবাস সর্বতোভাবে যোগাভ্যাসেই কাটিয়াছিল। সেই সময় হইতে সমগ্রভাবে অন্তর্মুখী সাধনার জন্য তিনি অন্তরে আধ্যাত্মজীবনের প্রেরণা অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং অন্ততঃ সাময়িকভাবে তিনি রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি চন্দননগরে নির্জনবাসে চলিয়া গেলেন এবং এপ্রিলের প্রারম্ভে জলপথে ফরাসীভারতের পণ্ডিচারী সহরে রওয়ানা হইলেন। এই সময়ে 'কর্মযোগিন' পত্রিকার একটি স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে তৃতীয় বার অভিযোগ আনা হইল, কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু উক্ত পত্রিকার মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ চালান হইল। মুদ্রাকর বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইল; কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের আপীলে ঐ শাস্তি নাকচ হইয়া গেল। তৃতীয়বারের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা বিফল হইল।

বাঙ্গালা পরিত্যাগের সময় তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থা হইলে আবার তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিবেন, কিন্তু তিনি যে আধ্যাত্মিক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার বিপুলত্ব তাঁহার কাছে অনতিবিলম্বে প্রকাশ পাইল এবং তিনি দেখিলেন যে উহাতে তাঁহার সমগ্র শক্তির অনন্যপ্রয়োগ প্রয়োজন হইবে। শেষে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি-পদ গ্রহণ করিতে বারংবার অস্বীকৃত হইলেন ও সর্বতোভাবে নির্জনবাস অবলম্বন করিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি পণ্ডিচারীতে অবস্থান করিতেছেন। এই দীর্ঘকাল উত্তরোত্তর অনন্যভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কাজ ও সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন।

চারি বৎসর নীরব যোগসাধনার পর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "আর্য" নামে একখানি দার্শনিক মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনাবলীর অধিকাংশ, যেগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—যেমন Isha-upanishad (ঈশ উপনিষদ), Essays on the Gita (গীতা-

ভাগদেশে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষা বিস্তারলাভে আকাঙ্ক্ষী করিয়াছে। ইহাই আদি দ্রাবিড় জাতির ভাষা এবং শব্দসম্ভারে পূর্ণ। এই ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। কথিত ভাষা "কোডুন" এবং পরিমার্জিত বিশুদ্ধভাষা "শেন্" নামে খ্যাত। [তামিল ও দ্রাবিড় দ্র°]

অরবনঘাট—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির নীলগিরি জেলায় কুনুর তালুকের অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ১১°২২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৪৫´ পূঃ। এখানে গভর্ণমেন্টের কর্ডাইট ফ্যাক্টরি আছে।

অরবা-কুরিচী—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়েম্বাটোর জেলায় একটি গ্রাম। অক্ষা° ১০°৪৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৭´ পূঃ। করুর ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মহিসুর-রাজের নির্মিত একটি দুর্গ ছিল। মুসলমান ইতিহাসে উহা 'বীজমঙ্গল' নামে উল্লিখিত। ১৭৬৮, ১৭৮৩ ও ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য উহা অধিকার করে এবং শেষোক্ত বর্ষে ইংরেজ সৈন্যের গোলায় ঐ দুর্গ ভাঙ্গা হয়। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই-স্থানের শাসনভার অধিপতির পালেগার সর্দারের হস্তে দেন।

অরবালো—কাশ্মীরের উলুর বা ভোলুর হ্রদ। (Turnour's Mahavamsa, p. 72) অরবালোর নাগরাজ মজ্‌ঝন্তিক (মধ্যান্তিক) কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইঁহাকেই অশোক কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কাশ্মীরের উপত্যকায় এই হ্রদই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

অরবিন্দ—(ক্লী) [অরাঃ চক্রস্য নাভিনেম্যোরন্তরালস্থকাষ্ঠানি তাদৃশানি দলানি বিন্দতে অর-বিদ্-শ। গবাদিষু বিন্দেঃ সংজ্ঞায়াম্ (পা ৩ ১.১৩৮ সূত্রে বার্তিক) 'শে মুচাদীনাম্'। (পা ৭ ১.৫৯) শ প্রত্যয় পরে থাকিলে মুচাদি ধাতুর স্থানে নুম্ আগম হয়।] পদ্ম। ২ নীলোৎপল। ৩ রক্তকমল। ৪ সারসপক্ষী। ৫ তাম্র।

অরবিন্দ—একজন প্রাচীন কবি।

অরবিন্দ ঘোষ—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাঃ কে. ডি. ঘোষ একজন সিবিল সার্জন, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সদাশয় ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক ৺রাজনারায়ণ বসু তাঁহার মাতামহ।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাত বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুইজন সহোদর সহ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন এবং তথায় চতুর্দশ বৎসর অবস্থান করেন। প্রথমে ম্যাঞ্চেষ্টারের এক ইংরেজ পরিবারে থাকিয়া তিনি শিক্ষালাভ করেন। পরে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে তিনি লণ্ডনস্থ সেণ্টপল্‌স্ (St. Paul's) বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় হইতে সিনিয়র ক্লাসিক্যাল (Senior Classical) বৃত্তি লাভ করেন। পরে তথা হইতে কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজে (King's College) ভর্তি হন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার সাধারণ প্রতিযোগি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু দুই বৎসর শিক্ষা-নবিশীর পর অশ্বারোহণ-পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে না পারায় ঐ বিভাগের কর্মের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হন। এই সময়ে বরোদার গাইকোয়াড় লণ্ডনে ছিলেন। অরবিন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও বরোদার রাজসরকারে একটি কর্ম গ্রহণ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ডে অবস্থান কালে অরবিন্দ প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারে শৈশবকাল হইতেই তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মূলভাষায় গ্যেটে ও দান্তের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি জর্মণ ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি কেম্ব্রিজে ট্রাইপস্ (Tripos) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৯৩ হইতে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তের বৎসরকাল গাইকোয়াড়ের প্রথমে রাজস্ব-বিভাগে ও মহারাজের সেক্রেটারীর কাজে, পরে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে এবং সর্বশেষে বরোদা-কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল (বা সহকারী অধ্যক্ষ) রূপে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি আত্মোৎকর্ষ সাধনে সাহিত্যিক-চর্চার যথেষ্ট সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। কেন না পরে পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত তাঁহার কবিতার অধিকাংশ এই সময়েই রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ইংলণ্ডে তিনি তাঁহার পিতার স্পষ্ট নির্দেশানুযায়ী ভারতীয় ও প্রাচ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শবিহীন হইয়া সম্পূর্ণ প্রতীচ্যভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বরোদায় তিনি সে ত্রুটি পরিপূরণ করিয়া লন এবং সংস্কৃত ও কতকগুলি আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ভারতীয় সভ্যতার অন্তঃপ্রকৃতি ও তাহার অতীত ও বর্তমান রূপ তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পান।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য বরোদার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় আসেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যাপীঠের (জাতীয় কলেজের) অধ্যক্ষরূপে কলিকাতায় অবস্থান করেন।

অরবিন্দের রাজনৈতিক কার্যকাল ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের প্রথমার্ধে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অন্যান্য সহকর্মিগণের সহিত আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত

হইতেছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসভার অগ্রপন্থীগণের সংস্কারবাদের পরিবর্তে চরমপন্থীর আদর্শে একমত হইয়া তিনি ঐ নূতন দলে যোগদান করিলেন।

এই দলের রাজনৈতিক মতবাদ ছিল একটা অস্পষ্ট অসহযোগ নীতি। বস্তুতঃ ইহা তখনও জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে উত্থাপিত হয় নাই। বিষয়-নির্বাচন কমিটির নরমপন্থী নেতৃবর্গের সঙ্গে চরমপন্থীর তিক্ত সংঘর্ষ হইতেছিল মাত্র। অরবিন্দ বঙ্গদেশীয় নেতৃগণের মুখপাত্র হইয়া মহারাষ্ট্রনেতা তিলককে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য জাতীয় মহাসভাকে ও দেশকে নিজেদের আয়ত্তে আনা। ইহাই মডারেট বা নরমপন্থী ও জাতীয় দলের (বিরুদ্ধ দল কর্তৃক কথিত চরমপন্থী দলের) সুপ্রসিদ্ধ সংঘর্ষের মূল। এই সংগ্রাম দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতির আকৃতি আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল।

নবগঠিত জাতীয় দল ক্রমসংস্কারের মন্থরগতি বর্জিয়া এক বা দুই শতাব্দীর সুদূর ব্যবধানে লভ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের পরিবর্তে স্বরাজকেই তাঁহাদের লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করিল। শ্রীঅরবিন্দ এই দলকে 'বন্দে মাতরম্' নামক নবপ্রবর্তিত দৈনিক সংবাদপত্রখানি নিজেদের দলসম্মত মুখপত্ররূপে গ্রহণ করিতে ও তাহার জন্য অর্থ যোগাইতে প্রণোদিত করেন। সেই সময়ে তিনি ইহার অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন অরবিন্দের কারাবাসকালে পত্রিকাখানি হঠাৎ উঠিয়া যায়, তদবধি তাহার পরিচালননীতি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল এবং প্রায় প্রকাশমাত্রই ইহা সারা ভারতময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। 'বন্দে মাতরম' তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ অশেষ ফলগর্ভ স্থিতিকালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর তখন যে বিশিষ্ট ছাপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার পরবর্তী সকল পরিণতির মধ্যেও আপনাকে মূলতঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত হন, কিন্তু মুক্তি লাভ করেন। তিনি এতদিন সংগঠক ও লেখক ছিলেন। এই ঘটনার এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের কারাগমন অথবা অনুপস্থিতির জন্য তিনি বাঙ্গালার জাতীয় দলের সর্বসম্মত নেতৃরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে ও বক্তা হিসাবে এই সর্বপ্রথম আসরে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে জাতীয়দলের যে সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সেখানে দুইটী বিবদমান দলের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেস বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায়' তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বৈপ্লবিক দলের কার্যাবলীতে সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া ধৃত হন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারা যায় নাই বলিয়া এইবারও তিনি মুক্তি পান। বিচারাধীন বন্দীহিসাবে এক বৎসর অবরুদ্ধ থাকার পর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি বাহিরে আসেন।

এই সময়ে তিনি 'কর্মযোগিন্' নামে একখানি ইংরাজী ও 'ধর্ম' নামে একখানি বাঙ্গালা পত্রিকা প্রকাশিত করেন। আলিপুর জেলে তাঁহার বৎসরব্যাপী কারাবাস সর্বতোভাবে যোগাভ্যাসেই কাটিয়াছিল। সেই সময় হইতে সর্বপ্রকারে অন্তর্মুখী সাধনার জন্য তিনি অন্তরে অধ্যাত্মজীবনের প্রেরণা অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং অন্ততঃ সাময়িকভাবে তিনি রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি চন্দননগরে নির্জনবাসে চলিয়া গেলেন এবং এপ্রিলের প্রারম্ভে জলপথে ফরাসীভারতের পণ্ডিচারী সহরে রওয়ানা হইলেন। এই সময়ে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় একটা স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে তৃতীয় বার অভিযোগ আনা হইল; কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু উক্ত পত্রিকার মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ চালান হইল। মুদ্রাকর বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইল; কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের আপীলে ঐ শাস্তি নাকচ হইয়া গেল। তৃতীয়বারের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা বিফল হইল।

বাঙ্গালা পরিত্যাগের সময় তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে অপেক্ষাকৃত অনুকূল অবস্থা হইলে আবার তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিবেন; কিন্তু তিনি যে আধ্যাত্মিক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার বিপুলত্ব তাঁহার কাছে অনতিবিলম্বে প্রকাশ পাইল এবং তিনি দেখিলেন যে উহাতে তাঁহার সমগ্র শক্তির অনন্যপ্রয়োগ প্রয়োজন হইবে। শেষে তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি-পদ গ্রহণ করিতে বারংবার অস্বীকৃত হইলেন ও সর্বতোভাবে নির্জনবাস অবলম্বন করিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি পণ্ডিচারীতে অবস্থান করিতেছেন। এই দীর্ঘকাল উত্তরোত্তর অনন্যভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কাজ ও সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন।

চারি বৎসর নীরব যোগসাধনার পর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "আর্য্য" নামে একখানি দার্শনিক মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনাবলীর অধিকাংশ, গুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—যেমন Isha-upanishad (ঈশ উপনিষদ), Essays on the Gita (গীতা-

বিষয়ক প্রবন্ধাবলী) এবং যেগুলি এখনো প্রকাশিত হয় নাই—যেমন Life Divine (ভাগবতজীবন), Synthesis of yoga (যোগসমন্বয়) প্রভৃতি—এই সবগুলিই "আর্য্য" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল। যোগসাধনার ফলে তিনি যে সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহার পরিচয় এই সমুদয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্যগুলি জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও তাৎপর্য্য, বেদের প্রকৃত অর্থ, মানবসমাজের প্রগতি, কাব্যের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ, মানবজাতিকে একীকরণের সম্ভাবনীয়তা প্রভৃতি বিষয় লইয়া লিখিত। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ড ও বরোদা উভয়স্থানে রচিত কবিতা এবং অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক যে কবিতাগুলি তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতার সময়ে ও পুঁদিচারী নিবাসের প্রথম কয়েক বৎসরে রচিত হইয়াছিল সে সমস্তও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সার্দ্ধ ছয় বৎসর অব্যাহত প্রকাশের পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আর্য্য পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়।

তিনি প্রথমে চারি কি পাঁচজন শিষ্য সহ পুঁদিচারীতে বাস করেন। পরে তাঁহার অধ্যাত্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য ক্রমশঃ বারে বারে বেশী লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। জনসংখ্যা এতই বাড়িয়া চলিল যে উচ্চতর জীবনযাপন করিবার জন্য যাহারা সমস্ত কিছু ছাড়িয়া আসিয়াছিল তাহাদের ভরণপোষণ ও সমষ্টিগত পরিচালনার জন্য একটা সাধকগোষ্ঠী গঠন আবশ্যক হইয়া উঠিল। এইরূপেই তাঁহার আশ্রমের ভিত্তিপত্তন হয়। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আশ্রমটী গড়িয়া উঠিয়াছে।

তিনি যোগসাধনা আরম্ভ করেন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে ভারতে প্রচলিত ভগবদ্‌মিলন ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির পন্থাগুলি হইতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে মূল তত্ত্বগুলি পাওয়া যায় সেগুলি তাঁহার সাধনায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন, পরে জড় ও চৈতন্য, এই দুই সত্তার শেষ প্রান্তের যেখানে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সেই পূর্ণতর অনুভূতির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিকাংশ যোগপন্থা হইতেছে সর্ব্বাতীত পরমাত্মায় উপনীত হইবার এবং পরিণামে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পথ। তাঁহার যোগপন্থা হইল পরমাত্মায় আরোহণ, পরমাত্মায় ঐশ্বর্য্য সত্তার লইয়া আবার আরোহণের জন্য জীবনের মধ্যে জ্যোতিঃ, শক্তি ও আনন্দ নামাইয়া আনিয়া জীবনের রূপান্তর সাধন করা। এইরূপ দৃষ্টি বা আদর্শের আলোকে দেখা যায় জড় জগতে মনুষ্যের বর্ত্তমান জীবন হইল নিশ্চেতনা-প্রতিষ্ঠ অজ্ঞানের মধ্যে বাস। কিন্তু এই অন্ধকার ও নির্জ্ঞানের মধ্যেও ভগবানের সত্তা ও ভাগবত সম্ভাবনারাজি অন্তর্লীন। সৃষ্ট জগৎ একটা ভ্রান্তি নয়, একটা নিরর্থকতা বা মায়াও নয়, স্বর্গে বা নির্ব্বাণে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মানবাত্মা যে তাহাকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিবে এমন নয়। জগৎ একটা আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র। এই ক্রমবিকাশের সহায়ে জড় নিশ্চেতনা হইতে ভাগবত-চেতনাকে বস্তুরাজির মধ্যে ক্রমশঃ স্ফুটতর করিয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমানে এই বিবর্ত্তনের সর্ব্বোচ্চ স্তর হইতেছে মন, কিন্তু মনই বিবর্ত্তনের সর্ব্বশেষ ধাপ নয়। ইহারও উপর অতিমানস বা শাশ্বত সত্যাত্মক চেতনা রহিয়াছে; যাহার স্বভাব দিব্যজ্ঞানের আত্ম-চেতন ও আত্ম-নিয়ন্ত্রিত জ্যোতিঃ ও শক্তি। মন অজ্ঞান, শুধু সত্যের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু অতিমানস হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান—সে তাহার রূপায়তনসমূহ এবং শক্তিপুঞ্জের লীলাকে সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে। শুধু এই অতিমানসের অবতরণের দ্বারাই মানবজাতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা যে পরিপূর্ণতার স্বপ্ন দেখিয়াছে সে বস্তু আসিতে পারে। একটা উচ্চতর ভাগবত চেতনার দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরিলে এই আলোক ও আনন্দের শক্তির মধ্যে উঠিয়া যাইতে পারা যায়। নিজের প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করা যায়, ভগবানের সঙ্গে নিত্য যুক্ত হইয়া থাকা যায় এবং মন, প্রাণ ও দেহের রূপান্তরের জন্য অতিমানস শক্তিকে নামাইয়া আনা সম্ভব হয়। এই সম্ভাবনীয়তার বাস্তব সিদ্ধি তাঁহার সেই যোগপন্থার জীবন্ত লক্ষ্য।

অরবিন্দনাভ—(পুং) [অরবিন্দং নাভৌ যস্য। বহুব্রী অচ সং) পদ্মনাভ। বিষ্ণু।

অরবিন্দনাভি—(পুং) [অরবিন্দং নাভৌ যস্য। বহুব্রী। সমাসান্ত বিধেরনিত্যত্বান্ন অচ্ সং] বিষ্ণু।

"প্রজা ইবাঙ্গাদরবিন্দনাভেঃ।" (মাঘ ৩৬৫)

অরবিন্দলোচনাচার্য্য—দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইঁহার পূর্ণ উপাধি—শ্রীপদবাক্যপ্রমাণজ্ঞ শ্রীমহাভাষ্য ভট্টারবিন্দলোচনাচার্য্য। ইনি বাৎস্যগোত্রীয় ছিলেন। ইঁহার পুত্র তিভিরাম তাঁহার পিতৃদেবরচিত আনন্দলহরীভাষ্যলোচন গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-লহরী নাম্নী টীকা রচনা করেন।

অরবিন্দিনী—(স্ত্রী) [অরবিন্দস্য নিকটস্থ দেশাদি ইনি ঙীপ্] পদ্মযুক্ত দেশ। [তেষাং সমূহঃ ইনি ঙীপ্] পদ্মসমূহ। [অরবিন্দ্যবত্যস্যাম্ ইনি] ২ পদ্মলতা। [স্বার্থে ইনি] পদ্মিনী।

অরশ্মন্—(ত্রি) [নাস্তি রশ্মিরস্য বেদে বাহুল° অন্ সং] রশ্মি রহিত রথাদি।

অরস—(পুং) [অভাবে নঞ্-তৎ] আস্বাদের অভাব। [রসতে আস্বাদ্যতে কর্ম্মণি ঘ অচ্ বা, আস্বাদ্য মধুরাদি ততো নঞ্-তৎ] ২ মধুরাদি রস নহে। নিকৃষ্ট রস। (ত্রি) [নাস্তি রসো যস্য। নঞ্ বহুব্রী] ৩ রসশূন্য, নীরস, অসার।

অরসিক—(ত্রি) [রসং বেত্তি রস-ঠন্ নঞ্-তৎ] অরসজ্ঞ। যাহার রসবোধ নাই।

অরসিঠকুর—একজন প্রাচীন কবি।

অরসিবিড়ি—বোম্বাই প্রদেশের বিজাপুর জেলার হুন্গুন্দ তালুকে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। হুন্গুন্দের ১৬ মাইল দক্ষিণে। পশ্চিম চালুক্যবংশীয় প্রখ্যাত নৃপতি ৬ষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬-১১২৬) এই স্থানে বিক্রমপুর নামক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে কতদিন চালুক্য-রাজধানী ছিল তাহা বলা যায় না। বোধ হয় ১১৫১ খৃষ্টাব্দে কলচুরি আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। অরসিবিড়িতে ছুইটী জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রাচীন কণাড়ী অক্ষরে ক্ষোদিত ছুইখানি বৃহৎ শিলালিপি এখানে পাওয়া গিয়াছে, একখানি চালুক্যযুগের, অপরখানি কলচুরি শাসনকালের। একটী দীঘির ভগ্নাবশিষ্ট বাঁধ এখনও বিদ্যমান আছে।

অরাজক—(ত্রি) [নাস্তি রাজা যস্মিন। নঞ্ বহুব্রী কপ্] রাজশূন্য দেশাদি। যেখানে রাজা নাই।

যে জনপদ রাজহীন, সাধারণতঃ যে রাজ্যে রাজা থাকে না, তাহাতে অকস্মাৎ গোল-বিশৃঙ্খলা আসিয়া সমুপস্থিত হয়, এই জন্য এই অরাজক অবস্থা সর্ব্বদেশে নিন্দিত এবং অমঙ্গলের মূল-কারণ বলিয়া বিবেচিত। রাম ও লক্ষ্মণের বনগমনে এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের কেকয় রাজ্যে অবস্থান হেতু অনুপস্থিতিতে দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যারাজ্য অরাজক হইয়াছিল। ঐ সময়ে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও জাবালি প্রভৃতি ঋষিগণ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া সেইরাত্রেই একজন ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভবকে রাজসিংহাসনে বসাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা বলেন, অরাজক দেশে মেঘ বারিবর্ষণ করেনা, উপ্ত বীজ শস্যপ্রদ হয় না, পুত্র পিতার এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার বশীভূত থাকে না। তথায় ধনরত্ন রাখা নিরাপদ নহে, কারণ তাহা দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতে পারে। অরাজক দেশে আরও কএকটী মহাভয়ের কারণ আছে। সেখানে সত্যব্যবহার একবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, কোন সভাসংস্থাপন, উদ্যান গঠন বা পুণ্যজনক দেবগৃহ নির্ম্মাণ অসম্ভব হয়। দ্বিজাতিগণ যাগশীল থাকিতে পারে না এবং সংশিতব্রত ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না ; এমন কি, বহুবিত্তশালী ব্রাহ্মণগণ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও ঋত্বিক্দিগকে দক্ষিণা দেন না। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকারক সমাজ সকল এবং উৎসব-সমূহ অরাজক দেশে বৃদ্ধি পায় না। দস্যু তস্করের ভয়ে সালঙ্কারা কুমারীরা সন্ধ্যাকালে উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতে পারে না। দূরগামী বণিক্দল বহুবিধ পণ্য লইয়া কুশলে পথাতিবাহন করিতে সমর্থ হয় না। ফল কথা, অরাজক দেশ মানবের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ অহিতকর। জলবিহীন নদী, তৃণবিহীন বন ও পালক-হীন গোকুল যেমন, অরাজক জনপদও রাজা বিহনে তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭.৮-২৯)

মনু বলিয়াছেন, অরাজক জগতে সর্ব্ব বিষয়ে ভয় বিদ্যমান থাকে বলিয়া ভগবান্ বিশ্বচরাচর রক্ষার জন্য রাজা সৃষ্টি করিয়াছেন। রক্ষাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। (মনু ৭.৩)

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ের ৬৬-৬৮ অধ্যায়ে চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। রাজ্যের হিতার্থ রাজার অভিষেক প্রধান কার্য্য তাহাও বলা হইয়াছে। 'রাজ্য অরাজক হইলে শক্তিহীন হয় এবং দস্যুগণ উহা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে সুযোগ পায়। ধর্ম্ম সেখানে স্থান পায় না, প্রজাগণ পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ করে।'

ভীষ্মদেব বলিয়াছেন, অরাজক রাজ্যে বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ঐ সময়ে যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি রাজ্যগ্রহণাভিলাষে সেই অরাজক রাজ্য আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহাকে সসম্মানে আনয়ন করাই প্রজাগণের বিধেয়। কেন না ঐ প্রবল ব্যক্তি প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইলে রাজ্যের মঙ্গল সম্পাদিত হয়। আর যদি প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া কোন অসম্মানজনক কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই বলবান্ ব্যক্তি কুপিত হইয়া এক কালে তাহাদের নিঃশেষিত করিয়া ফেলে।

রাজ্যের মঙ্গল হেতু একজনকে নিরাপদে নরপতিপদে অভিষেক করাই কর্ত্তব্য। কারণ রাজ্য অরাজক থাকিলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রী, পুত্র ও ধন লইয়া বাস করিতে সমর্থ হয় না। পাপাত্মারা ঐ সময়ে অন্যের ধন অপহরণ করিয়া কৃতার্থ হয়। বলবান্ দুর্ব্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করিবার সুযোগ পায়।

'পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিহীন হওয়াতে প্রজাগণ পরস্পরে পরস্পরকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করে। লোকে নিষ্ঠুরভাষী, উগ্রস্বভাব, পরদারাভিলাষী ও পরস্বাপহারক হইয়া পড়ে। ইহাতে কতিপয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে সমাগত হইয়া একজন বরণীয় রাজা প্রার্থনা করেন। তদনুসারে ব্রহ্মা মনুকে পাপানুষ্ঠান বিদূরিত করিয়া মহীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।'

ভগবান্ বৃহস্পতি বলিয়াছেন, "রাজশাসন না থাকিলে প্রজাগণ নিয়মবর্জ্জিত এবং পরদারনিরত হইয়া নিরন্তর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়। বলী দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে এবং পাপাত্মাগণ অকস্মাৎ অন্যের অলঙ্কার ও ধনরত্নাদি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লয়। ধার্ম্মিক লোকের উপর অধার্ম্মিকের অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠে। অনেক সময় দুর্বৃত্তগণ অতিথি অভ্যাগতের প্রাণ

সংহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সকল স্থানেই দস্যুগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং প্রজাগণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যোনি-বিচার ও কৃষিবাণিজ্যের নিয়ম একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহপ্রথা ও সমাজ-শৃঙ্খলা একবারে লুপ্ত হয়। এই সকল কারণে লোকে ভয়ার্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে এবং প্রায় সকল স্থানেই অরাজক-তার পূর্ব্বসূচী সর্ব্বনাশকরী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে থাকে। (মহাভা°)

উপরি বর্ণিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রাচীন কালে রাজতন্ত্র রাজ্যসমূহ "রাজক" নামে সর্ব্বজনবিদিত ছিল এবং অপর কতকগুলি রাজ্য "অরাজক" অর্থাৎ সমাজ শৃঙ্খলাবিহীন রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত। ইহা নিন্দিত, নিয়ম-শৃঙ্খলাবর্জ্জিত এবং অধর্মের প্রশ্রয়দাতা ছিল।

পৌরাণিক আখ্যান ও ইতিহাস অবলম্বন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অরাজক রাজ্যে একদিকে যেমন অত্যাচার প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হইত, অপর দিকে নিন্দাবর্জ্জিত হইয়া কতকগুলি 'অরাজক' রাজ্য নিয়মতান্ত্রিকতা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের বিজয় ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ঋক্‌সংহিতার সংকলনকালে আর্য্যগণ পঞ্চনদে (পরে মদ্র) অবস্থান করিতেছিলেন। অপরাপর সংহিতা ও ব্রাহ্মণরচনার যুগে ক্রমশঃ তাঁহারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং সম্ভবতঃ আর্য্যগণদ্বারা তৎকালে কুরু, পাঞ্চাল, বৎস, কৌশাম্বী, কোশল, বিদেহ, কাশী, চেদী, বিদর্ভ প্রভৃতি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় *। ইহার বহুকাল পরে বেদাঙ্গগুলি রচনার সময়ে আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে, দাক্ষিণাত্যে বা দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সকল আর্য্যগণ ক্রমে একএকটী গোত্রযুক্ত পরিবারে সন্নিবদ্ধ হইয়া কতকগুলি জাতিতে গঠিত হয় এবং এক একটি জাতিনির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতে থাকে।

ঐ সকল জাতির কতক "রাজক" বা রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কোন কোন জাতি "অরাজক" বা রাজহীন ছিল। বৈদিক যুগের ভরত, সৃঞ্জয়, যদু ও পুরু জাতি বিখ্যাত। পরবর্ত্তী যুগের কুরু, পাঞ্চাল ও কোশলগণ সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রাজগণ "রাজচক্রবর্ত্তি" অর্জ্জনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁহারা ধার্ম্মিক ও প্রজাবৎসল হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। সে সময়ে স্বেচ্ছাচারী রাজা বিরল ছিল। অনেক সময়েই প্রজাগণই রাজা নির্ব্বাচন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সভা ও সমিতি নামে দুইটী সভ্য থাকিত এবং ঐ সভাদ্বয়ের মতামত লইয়া রাজাকে চলিতে হইত।

* মদ্র—পঞ্জাবের কতকাংশ। কুরু—দিল্লীর চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্য। পাঞ্চাল—কুরুর উত্তর পূর্ব্বদিক গঙ্গা উপত্যকা। বৎস—প্রয়াগ রাজ্য। কৌশাম্বী—আলাহাবাদ জেলা। কোশল—অযোধ্যাপ্রদেশ। বিদেহ—উত্তর বিহার বা মাটি। চেদী—বুন্দেল খণ্ড। বিদর্ভ—বেরার।

এইরূপে কতকগুলি "অরাজক"গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। ব্যাকরণোক্ত ত্রিগর্ত্ত সঙ্ঘ, ক্ষুদ্রক-মালব সঙ্ঘ ও বিদেহ-সঙ্ঘ, দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত ছিল। মগধরাজ বৃজিগণকে পরাজিত করিতে অশক্ত ছিলেন একথা তথাগতের উক্তিই সমর্থন করে। মহা-ভারতে বৃজিতন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

অর্থবেদের কুল চক্রপতিকা এবং গণসঙ্ঘের প্রধান নির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তা 'গণরাজ' নামে আখ্যাত হইতেন। মহাভারতে এই গণতান্ত্রিক রাজ্যের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের মুখে "ঐশ্বর্য্যবেদনা" শব্দে উক্ত হইয়াছে। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ৮১ অধ্যায়ে অন্ধক বৃষ্ণিসঙ্ঘের উল্লেখ আছে। বৃষ্ণিগণপতি শ্রীকৃষ্ণ নারদের নিকট তাঁর শাসনের আপদাপত্তির বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। মহাভাষ্যে (পা° ৬.১, ১১৪)"উগ্রসেনো মাধবকঃ" শব্দে অন্ধকরাজ উগ্রসেনের পরিচয় পাওয়া যায়। বসু-উগ্রসেন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই গণতন্ত্রের নির্ব্বাচিত সভাপতি। বৃষ্ণিগণকে আহুক এবং অন্ধকগণকে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় হইলেও গণসঙ্ঘে তাঁহার প্রতিযোগী ছিলেন। (ভারত সভাপ° ১০ ৩৩-৩৪)

প্রাচীন ভারতে যে সকল 'অরাজক' গণসঙ্ঘ ছিল নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল—অগ্রশ্রেণী, অম্বষ্ঠ, অন্ধক, অশ্ব,, অম্বষ্ঠ বা অম্বিষ্ঠ, উদুম্বর, অবন্তী (বৈরাজ্য), আভীর, আর্জ্জুনায়ন, ভগন, বর্গ, ভোজ, ব্রাহ্মণগ্রাম, ব্রাহ্মণক—জনপদ (Brachmanoi), চুনি, চিত্রলি নিকায়, দক্ষিণসন্ন, দামনি, দাণ্ডকি, গন্ধার, গ্লৌচুকা-য়নক (Glaukanikoi), গোপালব আম্রনি, আম্বকি, কাম্ব, কাম্বোজ, কণ্ট (বর্ণিক), কঠ, কেরলপুত্র, কৌণ্ডিন্য, কৌণ্ড-পরথ, কোষ্টকি, কোলিয়, ক্ষত্রি (Khathroi), ক্ষুদ্রক (Oxydrakai), কুকুর, কুলিন্দ, কুরু, লিচ্ছবী, মদ্র, মহারাজ, মালব, মল্ল, মৌর্য নিকায়, মোরিয়, মুচুকর্ণ, নাভক ও নাভপংক্তি, নেপাল-বৈরাজ্য জন (Akoubhi), পর্শ, পতঞ্জ, পাঞ্চাল, পিতিনিক, প্রার্জ্জুন, প্রস্থল, (Prosti) পুলিন্দ, পুষ্যমিত্র, রাজন্য-জনপদ, রাষ্ট্রিক, শবর, শাক্য, শালঙ্কায়ন, সনকানীক, সত্যপুত্র, সরস, সাপিণ্ডি-নিকায়, সৌভূতি (Sophytes), শিবি বা সাত্য-শিবের (Siboi), শূদ্র বা শূদ্রায়ণ (Sodrai), ত্রিগর্ত্ত, উত্তরকুরু, উত্তর মদ্র, উৎসব-সঙ্কেত, বসাতি (Ossadioi), যাদব, বিদেহ, বৃষ্ণি, বৃক, বৃজি, যৌধেয়, যোন ও সুরাষ্ট্র।

উপরি উক্ত অরাজক রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রক, মালব ও বৃজি গণগুলি ও কাত্যায়নের সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। (মহাভাষ্য

পা ৩.২.৩৩ ও ৫.৩.৫২) যোধেয় ও মাদ্রক গণসঙ্ঘ শতদ্রুর সমকালে মহারাজ খারবেলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (হাথী গুম্ফালিপি।) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে কতকগুলি গণসঙ্ঘ মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। আলেকজান্ডারের ভারতাক্রমণ সময়ে অনেক অরাজকসঙ্ঘ রাজশক্তির তত্ত্বাবধানে সমাসীন হইয়া 'রাজক' শক্তির সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়াছিল। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের অসীম প্রভাবে অনেকেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

অতঃপর শুঙ্গবংশীয় ও সাতবাহনবংশীয় অধিকতেজা রাজন্যগণের অভ্যুদয়ে অনেক বেলা-বেলায় কলে অরাজক জনশক্তি হীনবল হইয়া একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য সংগঠন করিতে চেষ্টা পায়।

মুসলমানদিগের অধিকারে ভারতে অরাজকতার ইতিহাসের কলঙ্কিত চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে। গজনীর মামুদ ও ঘোরীর শাহাবুদ্দীনের অত্যাচার ও লুণ্ঠন অরাজক ভারতে রক্তস্রোত বহাইয়াছিল। মুঘলবংশের বিশৃঙ্খল শাসনে ভারতরাজ্য প্রকৃতই অরাজকতার চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। [মুহম্মদ তুঘলক দ্র°] বাবরের ভারত আক্রমণে অরাজক ভারতের বক্ষে অত্যাচারের প্রজ্বলন্ত ছবি প্রকট হইয়া উঠে। সম্রাট্ ঔরংজেবের রাজত্বকালে অনেক জনপদেই অরাজকতার ভীষণ চিত্র পরিলক্ষিত হইয়াছিল। নরহত্যা ও ধনসম্পদ হরণ, গ্রাম-দাহন প্রভৃতি অরাজকতার ফল বিভিন্ন জনপদে দেখা দিয়াছিল।

মুঘলশক্তির অবসানকালে বাহাদুর শাহ, ফরুখ শাহ প্রভৃতির দুর্বলতার সহজেই রাজশক্তি খর্ব হইল। স্বার্থান্বেষী মন্ত্রী সভাসদদের স্বার্থলোভের ফলে দেশ অচিরেই অরাজকতার পূর্ণ লক্ষণ প্রকট হইয়াছিল। নাদির শাহের এবং দুরানী আহমদ শাহের দিল্লী আক্রমণ ও 'বর্গীর অত্যাচার' ভারতে অরাজকতার জলন্ত চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছিল।

ইহা হইতেই রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব বা রাষ্ট্রবিপ্লব (Revolution) আসিতে দেখা যায়। রাষ্ট্রবিপ্লবে অরাজকতার ভীষণ চিত্র ফরাসী-ইতিহাসে বিশ্ব বিখ্যাত 'ফরাসী বিপ্লবে' উজ্জ্বল ভাবায় লিপিবদ্ধ আছে।

[অন্তর্বিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব দ্র]

ইংরেজী ইতিহাসে এই অরাজকতা বা রাজহীন ও শাসন-শৃঙ্খলাবিহীন রাজ্যের অবস্থাকে interregnum বা inter rex বলা হয়। উহা এক রাজার তিরোধানের পর অন্য রাজার সিংহাসনারোহণকালের মধ্যবর্তী ব্যবধান কালকে বুঝায়। ঐ সময়ে রাজ্যে রাজা বিদ্যমান না থাকায় স্বার্থান্বেষীদিগের প্রচেষ্টায় রাজ্যে অনেক অহিতকর ব্যাপার সংসাধিত হয়।

এই সময়ে রাজা বিহনে অরাজক দেশের শাসনের জন্য একটি অস্থায়ী শাসনসমিতি গঠিত হইত। তাহার স্থায়িত্ব মাত্র ৫ দিন। যদি তাহাতেও রাজা নির্বাচিত না হইত, তাহা হইলে ঐরূপে গঠিত আর একটি সমিতি পুনরায় ৫ দিন অরাজক দেশের রাজ্য শাসন করিতে পারিত। রোম রাজ্যের গণতান্ত্রিক যুগে স্পিউরিয়াস লুক্রেসিয়াস্ গণসঙ্ঘের অধ্যক্ষ (Chief of Comitia as interrex) হইয়াছিলেন। ২য় পিউনিক যুদ্ধের পর খৃঃ পূঃ ৮২ অব্দ পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে ঐরূপে নির্বাচিত অধ্যক্ষ নিয়োগের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার পর গণসঙ্ঘের নায়ক (Interrex) রোমক সেনেট কর্তৃক নির্বাচিত হয়। তাহাদের মধ্যে সালা ডিক্টেটর হইয়াছিলেন। (Appian, Bell civ i 98) খৃঃ পূঃ ৫৫, ৫৩ ও ৫২ অব্দে পুনঃ পুনঃ অরাজক রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচন ঘটিয়াছিল এবং শেষোক্ত বর্ষেই পম্পি (Pompey) রোমের একমাত্র প্রতিনিধি (Sole Consul) হইয়াছিলেন।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরাজক শাসনের ব্যবস্থার মধ্যে জর্মণ-রাজ্যের অরাজক কাল "Great Interregnum" বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ কনরাডের মৃত্যুর পর, ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে হাবসবুর্গবংশের রুডল্ফের নির্বাচন পর্যন্ত দীর্ঘকাল-স্থায়ী অরাজকতার নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়। এই সময়ে জর্মণ সিংহাসনের অধিকারের দাবী লইয়া অনেকেই সমাগত হন, কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক আকাশ প্রতিদ্বন্দ্বিগণের বিরোধিতায় এমন ঘনঘটায় মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে তাহাকে মেঘনির্মুক্ত করিতে বহু কালক্ষেপের উদ্ভব হয়। অবশেষে ১২৭২ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়াল-রাজ রিচার্ডের মৃত্যু ঘটিলে এবং কাষ্টাইল-রাজ ১০ম আল্ফন্সো রাজনৈতিক বিরোধ হইতে অপসৃত হইলে, মহামতি পোপ ১০ম গ্রেগরী জর্মণরাজ্য দীর্ঘকাল অরাজক রাখা অযৌক্তিক বিবেচনায় অচিরেই একজন রাজনির্বাচনের জন্য নির্বাচক মণ্ডলীকে আদেশ করেন। তদনুসারে হাবসবুর্গ রাজকুমার রুডল্ফ জর্মণ সিংহাসনের অধিকারী হন (১২৭৩ খৃঃ) [জর্মণ দ্র°]

অরাজিন্—(ত্রি) [ন রাজতে রাজ-ণিনি, নঞ্-তৎ] দীপ্তি-শূন্য। ' রাজা অধিষ্ঠাতৃত্বেনাস্ত্যস্মিন্ গ্রামাদি' ইনি ততো নঞ্-তৎ] যেস্থানে রাজা নাই।

অরাজীব—(পুং) [অরং রথাঙ্গং তৎ প্রভেদেন বা স্যাৎ জীবতি অর বা জীব অচ্] রথকার, সূত্রধর। (ত্রি) [নাস্তি রাজীবং যত্র সরসী] ২ পদ্মশূন্য জলাদি।

অরাতকালাম (অরাড কালাম)—একজন বৌদ্ধবেশী। ইনি শাক্যবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

অরাতি—(পুং) [ন রাতি দদাতি কিমপি সুখমং রা দানে অতি]

শত্রু। ২ জ্যোতিষোক্ত ষষ্ঠ স্থান। ৩ কামাদি ছয় রিপু। ৪ কামাদি রিপুর ছয় সংখ্যা বলিয়া ছয় সংখ্যাকেও অরাতি কহে। (ত্রি) ৫ অভিগমনশীল। [ভাবে ক্তিন্ অভাবে নঞ্-তৎ] (স্ত্রী) ৬ দানাভাব।

অরাতিয়ু—(ত্রি) [অরাতিরিবাচরতি অরাতি-ক্যচ্-উ] শত্রুতুল্য আচরণশীল।

অরাতিবন্—(ত্রি) [অরাতিরিবাচরতি অরাতি-বেবে-বনিপ্] শত্রুর ন্যায় আচারযুক্ত।

অরাধস—(ত্রি) [রাধ্নোতি সর্ব্বং সিধ্যতি অনেন রাধ সিদ্ধৌ অসুন্, রাধো ধনং তন্নাস্তি যস্য, বহুব্রী] ধনরহিত।

অরান্ নদী—মধ্যভারতের বেরার বিভাগস্থ বাসিম জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। অক্ষাং ১৯°৫৪´ হইতে ২০°১২´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৭°১০´ হইতে ৭৮°১৫´ পূঃ মধ্য। ইহা সর্ব্বসমেত প্রায় ১০০ মাইল বিস্তৃত। বুন জেলার পশ্চিমাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা পূর্ণা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পরে ঐ মিলিত নদী প্রভূত জল বহন করিয়া চিন্দা নগরের নিকটে পেনগঙ্গায় আসিয়া নিপতিত হইয়াছে।

অরান্ নদীর উপত্যকা ৬ হইতে ১৪ মাইল এবং পূর্ণানদীর উপত্যকা ৮ হইতে ২ মাইল বিস্তৃত। সুতরাং এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের জলরাশি এক অরান্ নদীপথেই প্রবাহিত হইয়া থাকে।

অরাম শাহ—দিল্লীর দাসবংশের দ্বিতীয় রাজা। সুলতান কুতব-উদ্দীন আইবেকের পুত্র। কুতব উদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুগত আমীর ও মালিকগণ অরামকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

এই সময়ে দিল্লীতে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল। কুতবের জামাতা মালিক নাশির উদ্দীন কুবাচা সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হইয়া মুলতান, উচ্, ভক্কর ও সিবিস্তান অধিকার করেন। এদিকে শিপা সালার আলী ইস্‌মাইল প্রমুখ দিল্লীর প্রধান প্রধান ওমরাহ-গণ প্রকাশ্যতঃ অরামের পক্ষ অবলম্বন করিলেও গোপনে বদায়ুনের আমীর ইয়লতিমিস্‌কে সদলবলে আসিয়া দিল্লী অবরোধ করিতে প্রার্থনা জানান। তদনুসারে ইয়লতিমিস্ দিল্লী অভিমুখে আসিলে 'সুর' প্রাঙ্গণে উভয় সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে অরামশাহ পরাজিত হন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে ইয়লতিমিস্ শামস্-উদ্দীন নামগ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। [আলতামাস্ দ্র°]

অরায়—(ত্রি) [রায়তে যজ্ঞাদৌ দীয়তে দক্ষিণাদিভ্যেন রা দানে-কর্ম্মণি ঘঞ্ যুক্ চ রায়ো ধনং স নাস্তি যস্য।] ধনশূন্য। [ভাবে ঘঞ্] ২ যজ্ঞাদিতে দান। (ত্রি) [নঞ্ বহুব্রী যদ্বা অরম্ অত্যর্থং দীয়তে বা দীয়তে উপার্জ্জ্যতে অর-ইন্-কর্ম্মণি ঘঞ্ অরায়ঃ] ৩ দানশূন্য।

অরাল—(পুং) [অরং শীঘ্রম্ আলাতি গৃহ্লাতি মনঃ অর-আ লা-ক] মদস্রাবী হস্তী, মত্ত হস্তী। ২ বক্র, কুটিল। ৩ সর্জ্জরস, ধুনা।

অরালয় শিবের পুত্র এবং পরমভক্ত। বোম্বাই প্রদেশের কোল্‌হাপুরস্থ চামার জাতি ইঁহার বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করে। তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে; অরালয় পরম ভক্তিবশে নিজের গাত্রচর্ম্মদ্বারা বিনামা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট দেবকে অর্পণ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া শিব অভিশাপ দেন যে তুমি স্বীয় কর্ম্মদোষে চর্ম্মকার রূপে জন্ম গ্রহণ কর।

অরাবন্—(ত্রি) [রা-বনিপ্ রাবা, নঞ্ তৎ] অদাতা। ২ কৃপণ।

অরাসন—পঞ্জাবের হিসার জেলাস্থ হান্সির (অক্ষাং ২৯°৬´১৯´´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৬°০´১৯´´ পূঃ) নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। মুসলমান ইতিহাসে কোথাও কোথাও ইহার অরমন নাম লিখিত দেখা যায়। তুঘলক সম্রাট্ ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ইহার নাম হিসার-ফিরোজা রাখেন। [ফিরোজ শাহ তুঘলক্ দ্র°]

অরাসলার (অরাসলৈয়ার)—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ইহা কাবেরী নদীর একটি শাখা। অক্ষাং ১০°৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৯°২২´ পূঃ মধ্যে কাবেরী হইতে বহির্গত হইয়া অক্ষাং ১০°৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৯°৫৬´ পূর্ব্বে করি-কালের নিকট সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার জলে প্রায় ৬০ হাজার একার ভূমির চাষ চলে।

অরাসুর পাহাড়—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত মহীকাণ্ঠা রাজ্যের শৈলমালা। এখানে বিখ্যাত অম্বাজী বা অম্বা ভবানীর মন্দির বিরাজমান। [অম্বা ভবানী দ্র°]

অরি—(পুং) [ঋচ্ছতি গচ্ছতি অনিষ্টার্থম্ ঋ গতৌ-ই] শত্রু। ২ রথাঙ্গ। ৩ চক্র। ৪ বিট্‌খদির। ৫ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় বৃত্তি। ৬ কামাদির সংখ্যায় ছয়টী বলিয়া অরি শব্দে ছয় সংখ্যাকেও বুঝায়। ৮ জ্যোতি-ষোক্ত লগ্নস্থান হইতে ষষ্ঠ স্থান। ৯ ঈশ্বর। ঈশ্বর অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন, এজন্য তাঁহার নাম অরি। ১০ জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত পরস্পর অরিগ্রহ। যথা—রবির অরি, শুক্র ও শনি। চন্দ্রের কেহই অরি নাই। মঙ্গলের অরি বুধ; বুধের অরি চন্দ্র। বৃহস্পতির অরি বুধ ও শুক্র। শুক্রের অরি রবি ও চন্দ্র। শনির অরি, রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল। বৃহস্পতি ও শুক্র অরিগৃহ গত হইলে তাহাতে উপনয়ন প্রভৃতি সমস্ত বৈধ কর্ম্ম নিষিদ্ধ। এইগুলি গ্রহ দিগের স্বাভাবিক অরি। তদ্ভিন্ন কোন রাশিস্থ গ্রহ অন্য রাশিস্থ গ্রহ হইতে প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম স্থানে থাকিলে তাহারা সেই সকল রাশিস্থ গ্রহের তৎকালীন অরি হয়। কিন্তু তাহারা স্থানান্তরে গেলে আর তাহাদের অরিভাব থাকে না।

১১ অকথহ ও অকড়ম চক্রের চতুর্থ কোষ্ঠ। সেই সকল চতুর্থ কোষ্ঠস্থ মন্ত্র। [বিবরণ অকথহ এবং অকড়ম শব্দে দ্র°] (ত্রি) ১২ প্রেরক।

অরিকাল—শিলালিপিবর্ণিত দাক্ষিণাত্যের অনৈক রাজা। ইঁহার পুত্র করিকাল কাবেরীতট হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন।

অরিকেশরী—দাক্ষিণাত্যের শিলাহার বংশীয় এক নৃপতি। ইনি বোম্বাই প্রান্তস্থ কোঙ্কণ বিভাগে রাজত্ব করিতেন (১০১৭ খৃঃ)। ইঁহার অপর নাম কেশীদেব। ইনি বহু স্থান জয় করেন।

২ চালুক্য নরপতি ১ম যুদ্ধমল্লের পুত্র। ইনি ধারবাড় জেলার অন্তর্গত জোলের সামন্তরাজ ছিলেন। ইনি ৮৬৩ শকে পম্পা নামক একজন কবি দ্বারা কর্ণাটী ভাষায় 'বিক্রমার্জ্জুনবিজয়' বা পম্পাভারত রচনা করান। ইহার পুত্রের নাম নরসিংহ এবং পৌত্রের নাম দ্বন্দ্বমল্ল।

অরিকেশী—শ্রীকৃষ্ণ। ইনি কেশী দৈত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া অরিকেশী আখ্যা প্রাপ্ত হন।

অরিকোড়—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার এক নগর। অক্ষা° ১১° ১৪´ ০০ ৬০ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩ ২১″ পূঃ। বেপুর নগরের ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে বেপুর নদীতটে অবস্থিত। এই স্থান কাঠের ব্যবসায়ের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

অরিক্ত—(ত্রি) যাহা শূন্য নহে। ২ পূর্ণ।

অরিথক্‌ভাজ্‌—(ত্রি) [ঋক্‌থং পিতৃপৈতামহাদি ক্রমাগতধনং ন ভজতে পাতিত্যাদিনা ন লভতে অরিক্‌থ-ভজ্‌-ণ্বি।] অনংশ। ক্লীব পতিতাদি যাহার পিত্র্যাদি ধনে অধিকার নাই।

অরিক্ষিপ—পাঠান্তর অরিক্ষিপ্ত। শ্বফল্কের এক পুত্র। হরিবংশে লিখিত আছে, যদুবংশীয় নৃপতি শ্বফল্কের ঔরসে এবং কাশীরাজকন্যা গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর, অরিক্ষিপ্ত, অবাহ, উপমণ্যু প্রভৃতি, ১১ পুত্র জন্মে। (হরিবংশ)

অরিগূর্ত্ত, অরিগূর্ণ—(পুং) [অরয়ে ভবধায় গূর্ণ উদ্যতঃ ; শাক-তৎ] শত্রু বধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত। এখানে বৈদিক প্রয়োগে নকার হয়। [অভিগূর্ত্ত দ্র°]

অরিঘ্ন—(পুং) শত্রুনাশকারী ব্যক্তি, শত্রুনিসূদন।

অরিচিন্তন—(ক্লী) শত্রু সম্পর্কে বিরুদ্ধ চিন্তা করা। ২ ষড়যন্ত্র। ৩ পররাষ্ট্র প্রবন্ধ। স্ত্রীলিঙ্গে অরিচিন্তা পদ হয়।

অরিজিৎ—ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। (ভাগবত) [অযহ্ন দ্র°]

অরিতা—(স্ত্রী) [অরের্ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌] শত্রুতা। অনিষ্টসম্পাদন।

অরিতায়ন—ভৃগু বংশীয় গোত্র-প্রবর্ত্তক একজন ঋষি। (মৎস্যপু ও ব্রহ্মাণ্ডপু°)

অরিতৃ—(পুং) [ঋচ্ছতি গময়তি পারান্তরম্‌ ঋ-অন্তর্ভূতণ্যর্থে তৃচ্‌, বেদে ইট্‌] নাবিক, কর্ণধার, যে পার করে।

অরিত্র—(ক্লী) [অর্য্যতে হনেন ঋ করণে ইত্র] নৌকা চালাইবার হাইল। কেনিপাতক। নৌকার কেরুয়াল। ২ গমনসাধন বাহনাদি।

অরিদমন—(ত্রি) শত্রুকে দমনকারী। ২ দশরথের পুত্র শত্রুঘ্নের নামান্তর।

অরিদাস্ত—(পুং) [অরিঃ শত্রুঃ দান্তঃ দমিতো যেন [বহুব্রী] যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ।

অরিদ্বিদ্বাদশ—(পুং) [অরীণাং গ্রহাণাং পরস্পরং দ্বাভ্যাং দ্বাদশ গ্রহাঃ যত্র, ভজন্ত বহুব্রী] বিবাহের নিষিদ্ধ যোগবিশেষ। ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক ইহাদের পরস্পর যোগে অরিদ্বিদ্বাদশ যোগ ঘটে। অর্থাৎ বরের রাশি যদি ধনু হয়, এবং কন্যার রাশি যদি মকর হয় তবে তাহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ। সেইরূপ কুম্ভ, মীনাদিও নিষিদ্ধ। দ্বি দ্বাদশ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মকর রাশি হইতে গণনা করিলে ধনু দ্বাদশ হয় এবং ধনু হইতে উল্টা গণনা করিলে মকর দ্বাদশ হয়, তাই দ্বি-দ্বাদশ বলা হইয়াছে।

অরিধাযস্‌—(ত্রি) [অরিভিরীশ্বরৈর্ধায়তে অরি ধা অসুন্‌] ঈশ্বরধার্য্য।

অরিনন্দন—(ত্রি) [অরীন্‌ শত্রূন নন্দয়তি তোষয়তি অরি-নন্দ-ণিচ্‌-ল্যু, উপপদ স°] যে শত্রুকে সন্তুষ্ট করে। ২ ইন্দ্রিয়াসক্ত। ৩ ব্যসনাসক্ত।

অরিনাভ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় ককুৎস্থের পুত্র। ইহার পুত্র পৃথু। (শিবধর্ম্ম)

অরিনিপাত—(পুং) শত্রুকে আক্রমণ। ২ শত্রুকে নিহননকারী।

অরিনুত (ত্রি) শত্রু দ্বারা প্রশংসাপ্রাপ্ত।

অরিন্দম—(ত্রি) [অরীন্‌ শত্রূন্‌ দাম্যতি শময়তি দময়তি বা দমি শমনায়াং-খচ্‌ মুম্‌ চ] পরাভিভাবক, যে শত্রুকে জয় করে। ২ কামক্রোধাদির নিবারক।

অরিন্দম—মগধের শূদ্রবংশীয় নরপতি শিবস্বাতির পুত্র। ইহার পুত্র গোমতী। (ভাগবত)

অরিপু—(ত্রি) রিপুশূন্য। কাম ক্রোধাদি রিপুর যিনি বশীভূত নহেন। ২ শত্রুহীন। ৩ নলরাজের পিতা।

অরিপুর—(ক্লী) শত্রুপুরী। ২ শত্রুপক্ষের অধিকৃত রাজ্য বা নগর।

অরিপুরিম—(পুং) বিট্‌খদির। দুর্গন্ধযুক্ত এক প্রকার খদির। 'অরিম' পদও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রিপ্র—(ত্রি) [ঈড-র হ্রস্ব. পুট্‌ চ রিপ্রং পাপং তস্মাৎ যত্ন,

স্থলী] পাপরহিত। (স্ত্রী) [বিরক্ত পুংলিঙ্গ অতো নঞ্-তৎ] পুংলিঙ্গ নহে।

অরিরিক্ত—(ত্রি) যেখানে 'অ' ও 'ঃ' বিসর্গ স্থানে 'র' পরিবর্তিত হয় না।

অরিমত্ত—কামরূপের জনৈক নৃপতি। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন। ইহার সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। একটী প্রবাদ এরূপ যে, ইহার পিতা কোন জলদেবতা ছিলেন, তাঁহার ঔরসে এবং এক রাজীর গর্ভে ইহার জন্ম। কামরূপের বংশীতে লিখিত আছে ইনি ধর্মপাল নামক এক নৃপতির বংশধর। এই ধর্মপালই সম্ভবতঃ কামতারাজ দুর্লভনারায়ণ জনক ধর্মপাল। দুর্লভনারায়ণ সম্ভবতঃ ১৩২৫-১৩৩০ খৃষ্টাব্দে কামতারাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।*

দুর্লভনারায়ণের পুত্রের নাম তাম্রধ্বজ। দুর্লভনারায়ণের পরে তাঁহার জনৈক ভ্রাতা (বৈমাত্রেয় ভাই) দুর্লভনারায়ণ বন্দী হইয়া কামতার সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ইঁহার আনুমানিক রাজত্বকাল ১৩৩০-১৩৫০ খৃষ্টাব্দ। দুর্লভনারায়ণের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ইন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অরিমত্ত সম্ভবতঃ তাম্রধ্বজের পুত্র। তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রনারায়ণের খুল্লপুত্র। গেট্ সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাসে একটী প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে অরিমত্তকে তাম্রধ্বজের বংশধর বলা হইয়াছে। ওয়েড সাহেবের ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায়, অরিমত্ত বৈদ্যাপুরের রাজা দুর্লভেন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। তাহার পরে তিনি দুর্লভেন্দ্রের খুল্লপুত্র ফিংগ্ধা বোকাকে নিহত করেন এবং রামচন্দ্র নামক স্থানীয় কোন রাজাকে রাজচ্যুত করেন। অরিমত্তের পরবর্তী তিনজন নৃপতির নাম যথাক্রমে সুকরাঙ্ক, সুতরাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্কের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই এই রাজবংশের অবসান হয়। তখন আসামের ভুঁইঞা নৃপতিগণ নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভুঁইয়াদের শাসনকালেই হোসেন শাহ কামরূপ আক্রমণ করেন। আমাদের মনে হয়, দুর্লভনারায়ণের (ওরফে ধর্মপালের) পুত্র অরিমত্ত—হয় ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে কামতা অধিকার করেন, অথবা ইন্দ্রনারায়ণকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎপর তিনি কামরূপের পূর্বাঞ্চলস্থ স্বাধীন রাজগণকে বশে আনয়ন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ পঞ্চদশ শতকের পূর্বার্দ্ধের মধ্যেই মৃগাঙ্কের মৃত্যুর সঙ্গে লুপ্ত হয়। তৎপরে যে বংশের কোন রাজার শাসনকালে হোসেন শাহ কামরূপ আক্রমণ করেন (প্রায় ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ)। আসামে প্রবাদ আছে যে অরিমত্ত স্বীয় পিতাকে নিহত করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় তাঁহার পিতৃব্য ইন্দ্রনারায়ণের হত্যার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ওয়েড সাহেবের বিবরণীতে প্রকাশ দুর্লভেন্দ্র বৈহারের (কোচ বিহারের) রাজা ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল কমলেশ্বর। 'কমলেশ্বর' 'কামতেশ্বর' বা 'কামেশ্বরের' রূপান্তর হইতে পারে। দুর্লভেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া অরিমত্ত কামরূপে আগমন করেন এবং বিহারমত্তে দুর্গস্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তথা হইতে তিনি পরে বিশ্বনাথের নিকটস্থ প্রতাপপুরে রাজধানী স্থাপিত করেন। তাঁহার পুত্র সুকরাঙ্ক প্রতাপপুরে রাজত্ব করিয়া উক্ত গৌহাটীর অনতিদূরে দেহত্যাগ করেন। সুকরাঙ্কের পুত্র সুতরাঙ্কও প্রতাপপুরে রাজত্ব করিতেন। সুতরাঙ্কের পুত্র মৃগাঙ্ক পশ্চিমে করতোয়া পর্য্যন্ত সমগ্র কামরূপের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। উক্ত বিবরণীতে উল্লিখিত আছে—অরিমত্ত, সুকরাঙ্ক, সুতরাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক ১২০৮ হইতে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন আরও বলা হইয়াছে যে, মৃগাঙ্কের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার মৃত্যুতেই এই রাজবংশের অবসান হয়; তৎপর বারভুঁইয়ারা নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

উক্ত বিবরণীতে ৪জন নৃপতির শাসনকাল ২৪০ বৎসর প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মৃগাঙ্কের মৃত্যু হইলে যে নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়, তাহা নীলধ্বজ প্রতিষ্ঠিত খেন্ রাজবংশ; সম্ভবতঃ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশের অবসান হয়। সুতরাং প্রায় ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মৃগাঙ্কের মৃত্যু হয় এবং ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে অরিমত্ত কামরূপ অধিকার করেন। এস্থলে আমরা অরিমত্ত ও তাঁহার পরবর্ত্তী ৩ জন নৃপতির রাজত্বকাল ৭৫ বৎসর ধরিয়াছি। অরিমত্তবংশীয় সকল রাজাই যে প্রতাপপুরে রাজত্ব করিতেন তাহাও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ তৎকালে উত্তর-পূর্ব্ব আসাম প্রদেশ প্রবলপ্রতাপ চুটিয়া-রাজগণের অধীন ছিল। খুব সম্ভব অরিমত্ত অন্ততঃ কিছু-কালের জন্যও বর্ত্তমান আসাম উপত্যকার অন্তর্গত কোন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কারণে আসাম উপত্যকার এখন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, অথচ তাঁহার পরবর্ত্তী তিন নৃপতির সম্বন্ধে তথায় বিশেষ কোন প্রবাদ শুনা যায় না। তাঁহারা কামতার রাজা ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব-আসামে তাঁহাদের কোন প্রভাব ছিল না। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে চুটিয়াগণ এবং দক্ষিণতীরে কাছারীগণ তাঁহাদের প্রতিবেশী নৃপতি ছিলেন। তাঁহাদের এই রাজধানী চুটিয়া ও কাছাড় রাজ্যের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল।

* K. L. Barua—Early History of Kamarupa, p 280

কহ্লনকৃত রাজতরঙ্গিণীতে অরিমুক্তি নামধেয় অনেক নৃপতির উল্লেখ আছে। এই নৃপতি নেপালে রাজত্ব করিতেন। কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় ৮ম শতকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত আগমন করেন। গণ্ডকা* নদীর তীরে অরিমুক্তির সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। পরে কাশ্মীররাজ্যের মন্ত্রী দেবশর্ম্মা তাঁহাকে কৌশলে উদ্ধার করেন। অবশেষে জয়াপীড় পুনরায় অরিমুক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন।

কেহ কেহ উক্ত অরিমুক্তি ও কামতারাজ অরিমত্তকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।† পেট্ সাহেব তাঁহার Report on Historical Research নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, অরিমত্ত নেপালের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অরিমুক্তি অরিমত্ত নহেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ অরিমুক্তির 'অরমুক্তি' উপাখ্যান অলীক বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছেন।‡ কহ্লন ১১শ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু অরিমত্ত তাহার দুই এক শতাব্দ পরে আসামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কামরূপের প্রাচীন রাজবংশ-তালিকায় ৮ম শতকের শেষভাগে কিংবা ৯ম শতকের প্রথমভাগে অরিমত্ত নামে কোন নৃপতির কথা পাওয়া যায় না। তবে এই সময়ে কামরূপে আরথ নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। তিনি হর্ষদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং বালদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। আরথ স্বীয় পিতামহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন, অথবা সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই যুদ্ধে নিহত হন। এই আরথকে অরিমত্ত বলিয়া মানিতে পারা যায় না। স্থানীয় প্রবাদসমূহ এক বাক্যে সাক্ষ্যদান করিতেছে যে, অরিমত্তের অল্পকাল পরেই ভূঁইয়া রাজগণের অভ্যুদয় হয়। সুতরাং ১৪শ শতকেই অরিমত্তের আবির্ভাব হইয়াছিল।

অরিমর্দ—(পুং) [অরিম্ আন্তকাবিষাৎ রোগবিশেষরূপং মৃদ্নাতি নাশয়তি অরি-মৃদ-অণ্, উপস°] কাসমর্দ্দবৃক্ষ। (ত্রি) ২ যে শত্রুকে দমন করে।

অরিমর্দ্দন—(ত্রি) [অরীন্ মৃদ্নাতি মৃদ-ল্যু] যে শত্রুকে মর্দ্দন করে। (পুং) ২ শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভজাত যদুবংশীয় এক ক্ষত্রিয়কুমার। অক্রূরের সহোদর।

৩ অক্রূরের পত্নী রত্নার গর্ভজাত এক পুত্র। (লিঙ্গপু°)

৪ কেকয়রাজ ভানুপ্রতাপের ভ্রাতা। ইনি শাপগ্রস্ত হইয়া কুম্ভকর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

৫ বৃষ্ণিবংশীয় অন্ধক নরপতির পুত্র। (ব্রহ্মপু°)

* সম্ভবতঃ গণ্ডকনদী। গণ্ডকনদী এই সময়ে কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমসীমা নির্দ্দেশ করিত।

† Calcutta Rev..w 1867.

‡ Early Histoiy of India p 387.

অরিমর্দ্দন পাণ্ড্য—দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীয় অনৈক রাজা; কুলেশ পাণ্ড্যের পুত্র। ইনি ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন।

অরিমল্ল—দাক্ষিণাত্যের চোল নরপতি পরান্তক রায়ের বিরুদ।

অরিমেজয়—(পুং) [অরীন্ এজয়তি কম্পয়তি অরি-এজ-ণিচ্-খশ্, মুম্ চ, উপপদস°] যে শত্রুকে কম্পিত করে। অক্রূরের সহোদর। যদুবংশীয় এক ক্ষত্রিয়কুমার।

অরিমেদ—(পুং) [অরি° রোগরূপং মেদতি হিনস্তি মিদ অচ্] ভূরে খাবলা। বৃক্ষবিশেষ, বিট্খদির। ২ কৃমিবিশেষ।

অরিমেদাদ্যতৈল—(স্ত্রী) একপ্রকার তৈলৌষধ। চক্রপাণিদত্তকৃত সংগ্রহে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৮ শরাব, বিট্খদিরের ছাল ১২॥০ শরাব, ১৬ শরাব জলে জাল দিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, যখন পর্য্যুসিত ১৬ শরাব অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া মঞ্জিষ্ঠাদির কল্কদ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা করিয়া তৈলে পচাইয়া পাক শেষ করিবে। এই তৈল মুখরোগে অমৃতোপম ফল প্রদান করিয়া থাকে। (চরকসংহিতা)

অরিয়ঙ্কাউ, আরয়ঙ্কাবু—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের শঙ্কোট্টি জেলায় অবস্থিত একটী গ্রাম। এক সময়ে ইহা পার্ব্বত্য ঘাটীরূপে ব্যবহৃত হইত। পর্ব্বতের উপত্যকা দুই প্রায় অর্দ্ধক্রোশ বৃত্তাকারে এই গ্রাম অবস্থিত। অক্ষা° ৮°৫৮′১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১১′১৫″ পূঃ। স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনের জন্য এখানে একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে। ঐ পথ দিয়া ত্রিবন্দ্রম্ ও তিন্নেভেলীতে মাল প্রেরিত হইয়া থাকে।

এখানে উক্ত নামে একটী মন্দির এবং একটী গিরিসঙ্কটও আছে। ইহা কুইলন ও তিনেবেল্লী হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী এক বৃত্তাকার উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। তিন্নেবেল্লী-কুইলন রেলপথ এখান হইয়া গিয়াছে। তিন্নেবেল্লী হইতে শেঙ্কোট্টা দিয়া যে রাস্তা ত্রিবাঙ্কুর গিয়াছে, তাহাও এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়াই গিয়াছে। এখানে চা ও কফী উৎপন্ন হয়। শাস্তা নামক দেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটী অতি প্রাচীন মন্দির এখানে বিদ্যমান। প্রবাদ যে ভগবান্ পরশুরাম উক্ত মন্দিরের নির্ম্মাতা। মন্দিরটী চতুর্দ্দিকে শৈলশ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত। সমগ্র গিরিবর্ত্মটী ১৮ মাইল দীর্ঘ; ইহার নৈসর্গিক শোভা অতি রমণীয়।

অরিয পরিয়েসন-সুত্ত—মজ্ঝিম্-নিকায়ের অন্তর্গত এক সূত্ত। তথাগতের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পরই যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল সেই সকলের বিবরণ এই সূত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং পরবর্ত্তী কালের জাতক ও অবদানগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি ইহার মধ্যে নিবদ্ধ।

অরিয়াকুপ্পম্—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১১°৫৫′উ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪২′ পূঃ।

এখানে একটি দুর্গ আছে। ১৭৪৮–১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পুঁদিচারীতে ফরাসীদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ঐ কেল্লা বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। [পুঁদিচারী দ্র°]

অরিয়ানা (Ariana)—ভারতবর্ষের গ্রীক নাম। শব্দার্থে আর্য্য-নিবাস বুঝায়।

অরিয়াপাড়—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যস্থ একটী প্রসিদ্ধ দেবায়তন ও তৎপাদসংলগ্ন একটী গ্রাম। অক্ষা° ৯°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৩৯´৫১″ পূঃ মন্দিরের শিল্প উল্লেখযোগ্য এবং স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। এখানে প্রতিবৎসর এপ্রিলমাসে একটী মেলা বসে এবং বহুযাত্রী আসিয়া মন্দিরে পূজা দেয়।

অরিয়াল খাঁ—বাঙ্গালার ফরিদপুর জেলায় প্রবাহিত একটী সুবৃহৎ নদ। [আড়িয়াল খাঁ দ্র°]

অরিয়ালুর—মাদ্রাজ প্রদেশস্থ ত্রিচিনপল্লী জেলায় উদৈয়ারপালৈয়ম্ তালুক অবস্থিত। ইহা এই তালুকের ও অর্[illegible]ালুর মহকুমার শাসনকেন্দ্র। অক্ষা° ১১°৮´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৯°৫´ পূঃ। এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে 'সাটিন' কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্যবসাকেন্দ্র রূপেও এইস্থান উল্লেখযোগ্য। এখানে একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দির দেখা যায়। স্থানীয় জমিদারগণ বণিক্ জাতীয়। তাঁহারা এইস্থান আর্কটের নবাবের নিকট হইতে পুলিশের কার্য্য করিবার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অরিরাষ্ট্র—(ক্লী) শত্রুর দেশ।

অরিলা—(স্ত্রী) [অরিরপি লায়তে গৃহ্যতে গমনাদ্রিবার্য্যতে যয়া অরি-লা-করণে কিপ্] মাত্রাবৃত্তবিশেষ। যে বৃত্ত পাঠ করিলে শরীর ও মন আর্দ্র হয়।

অরিলোক—(পুং) শত্রুর দেশ।

অরিবরিদেব (হরিবরীদেব)—দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় এক জন সামন্ত রাজা। ইনি রাজা বীরনারায়ণের (৯০৫ ৯৫০ খৃঃ) প্রপৌত্র ছিলেন। চিদম্বরে পিতামহ বিজয়রায় আদিত্য-বর্ম্মা যে মন্দির নির্ম্মাণ করান তাঁহারই পৌত্র অরিবরিদেব ১০০৪ খৃঃ উহার অঙ্গপুষ্ট করিয়াছিলেন।

অরিবেড়ু—মাদ্রাজের অনন্তপুর জেলায় তাড়পত্রি তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। তাড়পত্রি নগর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। ঐ দুর্গের অভ্যন্তরস্থ মন্দিরস্তম্ভে এবং মন্দিরগাত্রে কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। দুর্গের বহির্দ্দেশে একটী প্রাচীন বিষ্ণুর মন্দির আছে।

অরিষ—(পুং) [রিষ্যন্তি হিনস্তি রিষ হিংসায়াং-ক রিষঃ বাধকঃ নাস্তি রিষো মলস্য বাধকো যস্মাৎ] আপানবাংসজ রোগবিশেষ। ২ মলবদ্ধকারক রোগবিশেষ। [ন রিষ্যতে কেনাপি প্রকারেণ বাধ্যতে রিষ—কর্ম্মণি ক। নঞ্-তৎ] (ক্লী) অবিচ্ছিন্ন ধারাবর্ষণ।

অরিষড়্বর্গক—(ক্লী) [অষ্টানাং পূরণঃ অষ্টমঃ ষষ্ঠ অষ্টম চ ষড়ষ্টকং ... ততঃ অরিকৃত' ষড়ষ্টকম্। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বহুব্রী বা] বিবাহে নিষিদ্ধ যোগবিশেষ। বর এবং কন্যা উভয়ের রাশি গণনাতে ষষ্ঠ ও অষ্টম হইলে তাহাকে ষড়ষ্টক কহে। এই যোগকে বিবাহ করিলে দম্পতীর মৃত্যু কিম্বা পরস্পরে কলহ হয়। জ্যোতিষে ষড়ষ্টক দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে, অরিষড়ষ্টক ও মিত্র-ষড়ষ্টক। তাহার মধ্যে সিংহ, কন্যা, মকর, মেষ, মীন, তুলা, কর্কট, কুম্ভ, বৃষ, ধনু, মিথুন, বৃশ্চিক, ইহাদের ষড়ষ্টককে অরি-ষড়ষ্টক কহে। যেমন, বরের রাশি সিংহ ও কন্যার রাশি মকর হইলে তাহাকে অরিষড়ষ্টক বলে। কারণ সিংহ হইতে গণনা করিলে মকর ষষ্ঠ স্থানে পড়ে, আবার মকর হইতে গণনা করিলে সিংহ অষ্টম স্থানে হয়।

অরিষড়্বর্গ—(পুং) [ষণ্ণাং বর্গঃ ষড়্বর্গঃ অরীণাং অন্তঃশত্রূণাং কামক্রোধাদীনাং ষড়্বর্গঃ শিবভাগবতবৎ সমাসঃ] কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় অন্তঃশত্রু।

অরিষণ্য—(ত্রি) [ন রিষ্যন্তি হিনস্তি রিষ হিংসায়াং অন্যৎ নঞ্ তৎ] অহিংসক।

অরিষ্ট—(পুং) [রিষ হিংসায়াং ক রিষ্টঃ। নঞ্-তৎ] নিম্ব গাছ। ইহার গুণ সম্বন্ধে বৈদ্যকে এইরূপ লিখিত আছে—এই গাছ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লেখন, গর্ভপাতকর, তিক্ত, ত্রিদোষনাশক, গ্রহপীড়া, দাহ ও শূলবেদনানাশক। ৫ রসুন। ৬ নিম। ৭ লঙ্কার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতবিশেষ। ৮ কাক। ৯ কঙ্ক। ১০ ফেনিল বৃক্ষ। ১১ বৃষভাসুর। ইহাকে কৃষ্ণ বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ১২ বলির পুত্র দৈত্যবিশেষ। কূর্ম্মপুরাণের মতে ইনি বৈবস্বত মনুর পুত্র। ভাগবতের মতে কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে যে এক-ষষ্টি দানবের জন্ম হয় অরিষ্ট তাহাদের মধ্যে একজন। ভাগবতের অন্যত্র লিখিত আছে মিত্রের পত্নী রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অরিষ্ট ও পিপ্পলের জন্ম হয়।

১৩ অনিষ্টসূচক ভূকম্পাদি উৎপাত। ১৪ অরিষ্ট স্থানের রবি প্রভৃতি গ্রহ। ১৫ মদ্য ঔষধবিশেষ অর্থাৎ সুরা প্রভৃতিতে ধাতু কিম্বা উদ্ভিজ্জাদি ভিজাইয়া রাখিলে যে আরক প্রস্তুত হয়, তাহাকে অরিষ্ট কহে। বৈদ্যেরা ইক্ষুরসের সির্কাতে হরীতকী, চিতা, দন্তীমূল, পিপুল প্রভৃতি বহুবিধ ঔষধ ভিজাইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করেন। [মদ্য দ্র°] [নাস্তি রিষ্টং যস্মাৎ বহুব্রী] ১৬ যাহা অপেক্ষা অধিক আর রিষ্ট নাই। ১৭ মরণ-চিহ্ন। ১৮ শুভদায়ক বিধান। (ত্রি) ১৯ অবিনাশী। (স্ত্রী)

২০ কট্‌কী। ২১ কশ্যপপত্নীবিশেষ। ২২ সুখে অবস্থান, সুখে থাকা। ২৩ তক্র। ২৪ অশুভ চিহ্ন। ২৫ তক্র। ২৬ সূতিকাগৃহ। স্বার্থে কন্ অরিষ্টক, রীঠাকরঞ্জ। নিম্ব।

অরিষ্ট,—বৈদ্যকমতে ঔষধাদি যোগে প্রস্তুত মদ্য বা আসব (medicated wine) বিশেষ। কখন কখন গুড়ুচী, অভয়া, চিত্রক, দন্তী, পিপ্পল্যাদি ঔষধিও একত্র চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে যে কাথ প্রস্তুত হয়, তাহাকেও অরিষ্ট কহে।

অনেক সময় অরিষ্টদিগেরে আবশ্যকীয় ঔষধাদি ও শুষ্ক গাছ গাছড়া প্রভৃতি ৫ বা ৭ দিন জলে পচাইয়া বস্ত্র ছাঁকিয়া বকযন্ত্রে চোলাই করিলে কাথ বা অরিষ্ট (Extract) প্রস্তুত হয়। ঐ অরিষ্ট পুনবায় ঔষধির জলে একত্র মিলনে গাঁজিয়া উঠিলে পিষ্ট প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের সহযোগে পুনর্ব্বার চোলাই দ্বারা পরিস্রুত ও পরিষ্কৃত করিলে প্রকৃত অরিষ্ট প্রস্তুত হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে কিরাতাদিকাথ, সিন্ধুবারকাথ, লবঙ্গকাথ, দশমূলীকাথ, মৃগমদাসব, লৌহাসব, পিপ্পল্যাদ্যাসব, উশীরাসব, দ্রাক্ষারিষ্ট, বলারিষ্ট, খদিরারিষ্ট, বাসকারিষ্ট, অশোকারিষ্ট প্রভৃতি অরিষ্ট প্রস্তুতের প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন অশ্বগন্ধারিষ্ট, অমৃতারিষ্ট, দশমূলাদ্যরিষ্ট, সারিবাদ্যরিষ্ট প্রভৃতি কবিরাজিমতে প্রস্তুত আরও অনেক প্রকার অরিষ্ট প্রচলিত আছে।

বর্ত্তমানে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস' বাসক অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, কালমেঘ, চিরতা প্রভৃতি ভেষজ হইতে প্রস্তুত Extract বা অরিষ্ট আমরা পাইয়াছি। Essence of chirata, Angarina ও Asvagandha wine প্রকৃত আসব জাতীয় অরিষ্ট। [আসব দ্র°]

ইহার গুণ—গ্রহণী, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অর্শ, শোষ, শোথোদর, গুল্ম, কৃমি, কাস ও জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী।

অরিষ্টক—(পুং) ফেনিল বৃক্ষ, রীঠাগাছ। ২ নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ। ৩ রীঠাকরঞ্জ। ৪ সরলদ্রুম। (স্ত্রী) ৫ মদ্য, সুরা।

অরিষ্টকর্ম্মা—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—মগধের অন্ধ্রবংশীয় ভূপতি পটুমানের পুত্র অরিষ্টকর্ম্মা। অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র হাল, হালের তনয় পত্তলক। (বিষ্ণুপু°)

অরিষ্টগাতু—(পুং) [অরিষ্টম্ অহিংসিতং গচ্ছতি গম-তু নিপাতনাৎ আকারাদেশঃ] অহিংসিত গমন।

অরিষ্টগু—(পুং) অহিংসিত পশুপালনকারী।

অরিষ্টগৃহ—(ক্লী) পরিত্যক্ত গৃহ।

অরিষ্টগ্রাম—(পুং) পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্যবিশিষ্ট।

অরিষ্টতাতি—(স্ত্রী) [অরিষ্টস্য ভাবঃ অরিষ্ট তাতিল্] সুখের ভাব। ২ অরিষ্টবিস্তার। ৩ অহিংসা বিস্তার। (ঋক্ ১০।৬০।৮)

অরিষ্টত্রয়—(ক্লী) অনিষ্টসূচক রোগের কারণবিশেষ। ইহা প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথা—স্বস্থারিষ্ট, দেহারিষ্ট ও কীটারিষ্ট। ইহার মধ্যে স্বস্থারিষ্ট ৫ প্রকার—ভোজনারিষ্ট, ছায়াজরিষ্ট, দর্শনেন্দ্রিয়াজরিষ্ট, শ্রবণেন্দ্রিয়াজরিষ্ট ও রসনেন্দ্রিয়াজরিষ্ট। ভোজনারিষ্টজনিত রোগে ক্ষীণবর্ণতা, দুর্ব্বলতা ও ভোজনে অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। ছায়াজরিষ্টে আকাশে ছিদ্রযুক্ত বিন্দু অনুভূত হয়। তৃতীয়াদিতে নাসিকা, মেঢ্র, নেত্র, পায়ু প্রভৃতি স্থান দিয়া অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয়। হঠাৎ কর্ণ বধির হইতেছে মনে হয় এবং জিহ্বা কঠিন ও স্তব্ধ হইয়া যায়। শরৎকালে সূর্য্যের তাপ লাগাইলে এবং বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিতে ভিজিলে দেহারিষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহাতে সাধারণতঃ লোকের জ্বর হয়। মুখ নিচু করিয়া রাখিতে চায় এবং শ্বাসকাস, সর্ব্বাঙ্গে মড়মড়ানি ও কামড়ানি বেদনা হইতে থাকে। কীটারিষ্টে উদরে কীট জন্মিয়া মোচড়ানি ব্যথা ও অশেষবিধ কষ্ট দেয়। শিশুদিগের এই অরিষ্ট অতিশয় ক্লেশপ্রদ।

অরিষ্টদুষ্টধী—(ত্রি) [অরিষ্টেন মরণসূচকনিমিত্তেন দুষ্টা ধীঃ বুদ্ধির্যস্য] আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত।

অরিষ্টনেমি—(পুং) [নীঞ্-মি নেমিঃ অরিষ্টঃ শুভলক্ষণঃ নেমিঃ রথচক্রাস্ত ইব যস্য তৎ] বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরসজাত পুত্রবিশেষ। ২ জিনবিশেষ। ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ। [নেমিনাথ দ্র]

৩ একজন প্রজাপতি। (রামায়ণ) ৪ একজন রাজা। ইঁহার পুত্র সুপর্ণ, ইঁহার কন্যা সুমতিকে সগররাজ বিবাহ করেন। (রামায়ণ) ৫ জনকবংশীয় নরপতি পুরুজিতের পুত্র। ইঁহার পুত্র শ্রুতায়ু ও পৌত্র সুপার্শ্ব। (ভাগবত) ৬ জনকবংশীয় ঋতুজিতের পুত্র। ইঁহার পুত্র শ্রুতায়ু এবং পৌত্র সূর্য্যাশ্ব। দক্ষ প্রজাপতির পত্নী অসিক্লীর গর্ভজাত ৬০কন্যার মধ্যে ৪টীকে অরিষ্টনেমি বিবাহ করেন। (বিষ্ণুপু°) ৭ দ্বাদশ গ্রামণীর মধ্যে একজন। (কূর্ম্মপু°) ৮ চন্দ্রবংশীয় নরপতি চিত্রকের পুত্র। [অশ্বগ্রীব দ্র°] (লিঙ্গপু ও ভাগবত) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি সগর অরিষ্টনেমির কন্যা কেশিনীকে বিবাহ করেন (হরিবংশ) ৯ গরুড়ের পিতা। (মার্কণ্ডেয়পু°) ১০ কশ্যপপত্নী বিনতার অন্য এক পুত্র। (কালিকাপুরাণ ও হরিবংশ) সকল শুভকার্য্যের স্বস্তিবাচনে অরিষ্টনেমির নাম কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে।

অরিষ্টপুর—(পালি) অরিট্ঠপুর। "অরিষ্টগৌড়পূর্ব্বে চ।" (পা ৬।২।১০০) এই সূত্রে পাণিনি অরিষ্টপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। পালি সিবি জাতক হইতে জানিতে পারা যায় অরিট্ঠপুরে সিবি রাজ্যের রাজধানী ছিল। অনেকগুলি জাতকেই রাজা উশীনর ও তাঁহার পুত্র শিবির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের এক স্থলে (১।১৮৭) অজিন, পক্থ,

জনাদন এবং বিশালিন জাতিদের সহিত শিবিজাতির উল্লেখ রহিয়াছে। গ্রীক লেখকেরা পঞ্জাবের শিবিরাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের শিবদেশ, জাতকের শিবি দেশ (উম্মদন্তি জাতক, বেসন্তরজাতক, এবং গ্রীক ভৌগোলিকদিগের শিবই দেশ অভিন্ন। পতঞ্জলি উত্তরে একটী দেশের নাম শিবপুর বলিয়াছেন। ইহা অবশ্য শোরকোট প্রস্তরলেখের শিবিপুর ভিন্ন আর কিছুই নয় (Epi Ind 1921, p 6), মহাভারতে (বন ১০০ অঃ) শিবিদিগের রাষ্ট্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা উশীনর ইহাদের অধিপতি, ইহার বর্তমান নাম শিভান বা শিবিগ্রাম। ইহারই প্রধান নগর ছিল অরিষ্টপুর। ইহাও অসম্ভব নয় যে উশীনররাজ্য এক সময় শিবিদিগের আবাস স্থল ছিল। সিন্ধু মধ্যমিকা ও রাজপুতনায়ও কবিরা বাস করিত। (Vaidya—Med Hindu India, 1 p 162, Cormichael Lectures, 1918, p 173) দশকুমারচরিত হইতে জানিতে পারা যায় যে শিবিরা কাবেরী নদীর তীরেও বাস করিত। (Political History of Ancient India, 2nd Ed. by Dr H. C. Ray Chandhari, p 155 156)

অরিষ্টকল—(পুং) কটু নিম্বক।

অরিষ্টকর্মন্—(ত্রি) সংরক্ষক।

অরিষ্টমথন—(পুং) অসুরনাশন। ২ বিষ্ণু।

অরিষ্টরথ—(ত্রি) অহিংসিত রথযুক্ত।

অরিষ্টলক্ষণ—(স্ত্রী) মৃত্যুলক্ষণ।

অরিষ্টবীর—(ত্রি) অপ্রতাড়িত যোদ্ধা পালনকারী।

অরিষ্টশয্যা—(স্ত্রী) পতিত শয্যা।

অরিষ্টসূদন—(পুং) শত্রুনাশকারী। অসুরনাশকারী।

অরিষ্টহন্—(পুং) বিষ্ণু। [অরিষ্টমথন দ্র°]

অরিষ্টা—(স্ত্রী) কটুকী। ২ পটোলাদি। ৩ নাগবলা, অশ্বগন্ধী। ৪ বচ' ৫ নীল। ৬ দক্ষকন্যা কশ্যপের পত্নী। ইহার গর্ভে মহাবল গন্ধর্বগণ জন্ম গ্রহণ করেন। (বিষ্ণু)

কূর্মপুরাণে লিখিত আছে কশ্যপ হইতে অরিষ্টার গর্ভে সমগ্র সর্পের জন্ম হয়। (কূর্মপু°) বায়ুপুরাণ মতে অরিষ্টার গর্ভে অনবদ্যা, অনবশা, অমিতা, মদনপ্রিয়া, অরূপা, সুভগা ও ভাসী নামী ৮ কন্যা জন্মে। ঐ অষ্ট কন্যা অষ্টবসুর পত্নী ছিলেন।

অরিষ্টাসু—(ত্রি) অহিংসিত শক্তিসম্পন্ন।

অরিষ্টাহ্ব—(পুং) রীঠাকরঞ্জ।

অরিষ্টি—(স্ত্রী)[রিষ-ক্তিন্ রিষ্টিঃ। অভাবে নঞ্-তৎ] রিষ্টির অভাব। হিংসার অভাব। (ঋক্ ২.২১৫)

অরিষ্টিকা—(স্ত্রী) রীঠা। ২ কটুকী।

অরিষ্টুত—(ত্রি) [অরিভিঃ প্রেরকৈঃ স্তুতম্। ৩-তৎ।] প্রেরক কর্তৃক স্তুত। প্রেরকের প্রশংসিত। (ঋক্ ৮.১.১২)

অরিষ্ঠ—(ত্রি) [অরয়ে অরৌ বা তিষ্ঠতি অরি-স্থা-ক বেদে ষত্বম্। শত্রুনাশের নিমিত্ত স্থিত।

অরিসিংহ—কাব্যকল্পলতাসূত্র নামক অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা।

অরিস্থল—কুশস্থল। ভারত-যুদ্ধের পূর্বে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের নিকট যে পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়াছিলেন অরিস্থল তাহার একটী। ইহার আধুনিক নাম পানিপথ। আর চারিখানি গ্রামের নাম যথাক্রমে সোণপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ ও বাগপ্রস্থ। মহাভারতে কিন্তু এই পাঁচটী গ্রামের নাম যথাক্রমে কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অপর একখানি গ্রাম (মহাভা° উদ্যোগ ৩০ অঃ)। বেণীসংহার নাটকের ১ম অঙ্কে ও মহাভারত উদ্যোগ পর্বের ৭১ অধ্যায়ে কুশস্থলের পরিবর্তে অরিস্থল দেখিতে পাওয়া যায়।

অরিহ—(ত্রি) [অরীন্ শত্রূন্ হন্ত্যাৎ অরি-হন্ ড।] যে শত্রুনাশ করে। ২ পুরুবংশীয় নৃপবিশেষ। অর্বাচীনের স্ত্রী মর্যাদার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। অঙ্গরাজ দুহিতার সহিত ইঁহার বিবাহের ফলে মহাভৌম জন্মগ্রহণ করেন। (মহাভা°) [অর্বাচীন দ্র°]

২ দেবাতিথির স্ত্রী মর্য্যাদার গর্ভে অরিহের জন্ম হয়। সুদেবার গর্ভে ইঁহার ঋক্ষ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। (মহাভা°)

অরিহা—সাবর্ণি মন্বন্তরীয় 'অমিতাভ' নামক দেবতাগণের অন্যতম। (ত্রি) ২ শত্রুসংহারক। (পুং) ৩ শত্রুঘ্ন।

অরীঢ়—(ত্রি) [লিহ আস্বাদে ক্ত, নঞ্-তৎ] শত্রু দ্বারা অনভিভূত। ২ অনাস্বাদিত। (ঋক্ ৪.১৮.১০)

788-II

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত